শ্রীমদ্ভাগবতম্

একাদশ - দ্বাদশ স্কন্ধ

শ্রীমৎকৃষ্ণদ্বৈপায়ন-বেদব্যাস-প্রণীতম্

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ (রেজিঃ)
ঈশোদ্যান
পোঃ-শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

পরমহংস-সংহিতাখ্যং সাত্বতসংহিতেত্যপরনামধেয়ম্

শ্রীমদ্ভাগবতম্

একাদশ-দ্বাদশ-স্কন্ধমাত্রম্

শ্রীমৎকৃষ্ণদ্বৈপায়ন-বেদব্যাস-প্রণীতম্

শ্রীব্রহ্মমাধবগৌড়ীয়সম্প্রদায়ৈকসংরক্ষক-পরমহংস-পরিব্রাজকাচার্য্যচিদ্বিলাস- প্রভুপাদ-
শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী-গোস্বামী-ঠক্কুরেণ বিরচিতেন বিবিধসূচীপত্র-
কথাসার-সংস্কৃতান্বয়-গৌড়ীয়ভাষ্যানুবাদ-তথ্য বিবৃত্যাত্মক-গৌড়ীয়-
ভাষ্যেণ, শ্রীমধ্বাচার্য্যপাদকৃত-তাৎপর্য্যেণ, শ্রীবিশ্বনাথ-
চক্রবর্ত্তী-ঠক্কুর-কৃত-সারার্থদর্শিন্যাখ্যা-টীকয়া

তথা

নবদ্বীপ রাজকীয় সংস্কৃত মহাবিদ্যালয়াধ্যাপক প্রাক্তন অধ্যক্ষ পণ্ডিত শ্রীকানাইলাল অধিকারী-
পঞ্চতীর্থকৃতেন সারার্থদর্শিনী টীকায়াঃ বঙ্গানুবাদেন চ সহিতম্

শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয়মঠ-প্রতিষ্ঠানস্য প্রতিষ্ঠাতা ওঁ শ্রীমদ্ভক্তিদয়িতমাধব-গোস্বামী-মহারাজ
বিষ্ণুপাদস্য অধস্তনেন বর্ত্তমানাচার্য্যেণ
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভতীর্থ-মহারাজেন সম্পাদিতম্

প্রথম-সংস্করণম্—৫১৭ শ্রীগৌরাব্দে

নদীয়া, শ্রীধামমায়াপুর, ঈশোদ্যানস্থিত "শ্রীচৈতন্যবাণী"-ইত্যাখ্য-মুদ্রাযন্ত্রে ত্রিদণ্ডিস্বামি-
শ্রীমদ্ভক্তিবারিধি-পরিব্রাজক-মহারাজেন মুদ্রিতং প্রকাশিতঞ্চ

শ্রীকৃষ্ণের রাসযাত্রা

২৯ দামোদর, ৫১৭ শ্রীগৌরাব্দ
২১ কার্ত্তিক, ১৪১০ বঙ্গাব্দ
৮ নভেম্বর, ২০০৩ খৃষ্টাব্দ

—ঃ প্রাপ্তিস্থান ঃ—

১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর-৭৪১৩১৩
জেলা-নদীয়া (পশ্চিমবঙ্গ)

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড
কলকাতা-৭০০০২৬

৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
মথুরা রোড, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১
জেলা-মথুরা (উত্তরপ্রদেশ)

৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
গ্র্যাণ্ড রোড
পোঃ পুরী-৭৫২০০১ (ওড়িষ্যা)

৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
পল্টন বাজার
পোঃ গৌহাটী-৭৮১০০৮ (অসম)

৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
শ্রীজগন্নাথ মন্দির
পোঃ আগরতলা-৭৯৯০০১ (ত্রিপুরা)

৭। শ্রীগৌড়ীয় মঠ
পোঃ তেজপুর-৭৮৪০০১ (অসম)

বিজ্ঞপ্তি

'শ্রীমদ্ভাগবতং পুরাণমমলং যদ্বৈষ্ণবানাং প্রিয়ং
যস্মিন্ পারমহংস্যমেকমমলং জ্ঞানং পরং গীয়তে।
তত্র জ্ঞান-বিরাগ-ভক্তিসহিতং নৈষ্কর্ম্ম্যমাবিষ্কৃতং
তচ্ছৃণ্বন্ সুপঠন্ বিচারণপরো ভক্ত্যা বিমুচ্যেন্নরঃ।।''

—ভাগবত

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের কৃপায় ভক্তগণের বোধসৌকর্য্যার্থে শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদের সংস্কৃত টীকার বঙ্গানুবাদসহ শ্রীমদ্ভাগবতের অভিনব সংস্করণের প্রথম স্কন্ধ, দ্বিতীয় স্কন্ধ, তৃতীয় স্কন্ধ, চতুর্থ স্কন্ধ, পঞ্চম স্কন্ধ, ষষ্ঠ স্কন্ধ, সপ্তম স্কন্ধ, অষ্টম স্কন্ধ, নবম স্কন্ধ, দশম স্কন্ধ সম্পূর্ণ বিভিন্ন শুভতিথিকে অবলম্বন করিয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। ভক্তগণ জানিয়া উল্লসিত হইবেন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবারিধি পরিব্রাজক মহারাজের নিষ্কপট সেবা-প্রচেষ্টায় পুনঃ স্বল্প সময়ের মধ্যে শ্রীমদ্ভাগবত একাদশ ও দ্বাদশ স্কন্ধ শ্রীকৃষ্ণের রাসযাত্রা শুভবাসরে প্রকটিত হইলেন। শ্রীমদ্ভাগবত একাদশ ও দ্বাদশ স্কন্ধের পূর্ণানুকূল্য সংগ্রহে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিভব অরণ্য মহারাজ আন্তরিকতার সহিত যত্ন করিয়া বৈষ্ণবগণের আনন্দ বর্দ্ধন করিয়াছেন।

শ্রীকৃষ্ণের রাসযাত্রা
২৯ দামোদর, ৫১৭ শ্রীগৌরাব্দ
২১ কার্ত্তিক, ১৪১০ বঙ্গাব্দ
৮ নভেম্বর, ২০০৩ খৃষ্টাব্দ

বৈষ্ণবদাসানুদাস
ভক্তিবল্লভ তীর্থ

সর্ব্বে পুরুষার্থ 'ভক্তি' ভাগবতে হয়।
'প্রেম-রূপ ভাগবত' চারিবেদে কয় ॥
চারি বেদ—'দধি' ভাগবত—'নবনীত'।
মথিলেন শুকে, খাইলেন পরীক্ষিত ॥

—শ্রীচৈতন্যভাগবত, মধ্য, ২১। ১৫, ১৬

প্রেমময় ভাগবত—শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ।
তাহাতে কহেন যত গোপ্য কৃষ্ণরঙ্গ ॥
ভাগবত-পুস্তকো থাকয়ে যা'র ঘরে।
কোন অমঙ্গল নাহি যায় তথাকারে ॥
ভাগবত পূজিলে কৃষ্ণের পূজা হয়।
ভাগবত-পঠন-শ্রবণ ভক্তিময় ॥

—ঐ, অন্ত্য, ৩। ৫১৬, ৫৩০-৫৩১

কৃষ্ণভক্তিরসস্বরূপ শ্রীভাগবত।
তাতে বেদশাস্ত্র হৈতে পরম মহত্ত্ব ॥

—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, মধ্য, ২৫। ১৪৩

একাদশ-স্কন্ধের অধ্যায়-বিবরণ

একাদশ-স্কন্ধের কথাসার

মহাভাগবত শ্রীশুকদেব গোস্বামী দশম-স্কন্ধে পরীক্ষিৎ মহারাজের নিকট ভগবান্ রামকৃষ্ণের ভৌমলীলার কথা কীর্ত্তনপূর্ব্বক একাদশ-স্কন্ধে যদুকুল সংহার-কথাপ্রসঙ্গে নবযোগেন্দ্র সংবাদ, অবধূতগীতা ও উদ্ধবগীতা কীর্ত্তন করেন।

ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্র দৈত্যবধ ও কুরুক্ষেত্রসময়ে বহু অসাধু রাজগণের সংহারপূর্ব্বক পৃথিবীর ভার বহু পরিমাণে অপনোদন করিলেও দুর্জ্জেয় যদুকুলকে পৃথিবীতে বর্ত্তমান রাখিয়া ভৌমলীলা সংগোপন করিতে ইচ্ছা করিলেন না। যেসকল কৃষ্ণবিমুখ যাদব সাধারণের দৃষ্টিতে আপনাদিগকে কৃষ্ণবৎ পূজ্য বলিয়া ভ্রম উৎপাদন করিয়াছিলেন তাঁহাদিগেরও নিধনদ্বারা পৃথিবীর ভার অপসারণ করিয়াছিলেন।

ভগবৎ প্রেরণাবশে বিশ্বামিত্র-প্রমুখ মুনিগণ দ্বারকা সন্নিকটবর্ত্তী পিণ্ডারকতীর্থে গমন করিলে যদুকুমারগণ সাম্বকে আসন্নপ্রসবা স্ত্রীবেষে সজ্জিত করিয়া মুনিগণের নিকট আগমনপূর্ব্বক সাম্বের প্রসবের ফলাফল জিজ্ঞাসা করেন। মুনিগণকুপিত হইয়া সাম্ব কুলনাশন-মুষল-প্রসব করিবেন বলিয়া অভিসম্পাত করেন। যদুকুমারগণ তৎক্ষণাৎ সাম্বের উদরমোচনপূর্ব্বক মুষল দেখিতে পাইয়া যদুরাজ উগ্রসেনের নিকট সম্যক্ বৃত্তান্ত বর্ণন করিলে উগ্রসেন মুষল চূর্ণ করাইয়া সমুদ্রে নিক্ষেপ করাইলেন। কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট লৌহ এক মৎস্য ভক্ষণ করিয়াছিল, উহা ধীবরকর্ত্তৃক ধৃত হইলে তাহার উদর হইতে লৌহখণ্ড প্রাপ্ত হইয়া জরা-ব্যাধ তাহা দ্বারা শর নির্ম্মাণ করিল এবং মুষলচূর্ণ সকল এরকা বনের সৃষ্টি করিল। অন্তর্য্যামী ভগবান্ সমস্ত বিষয় অবগত হইয়াও কোন প্রতিকার করিতে ইচ্ছা করিলেন না।

একদিন দেবর্ষি নারদ বসুদেবের গৃহে আগমন করিলে বসুদেব নারদের নিকট সর্ব্বভয়হর ভাগবতধর্ম্মের কথা জিজ্ঞাসা করেন। নারদ তদুত্তরে নিমিনবযোগেন্দ্রসংবাদ কীর্ত্তন করেন।

কবি, হবি, অন্তরীক্ষ প্রভৃতি আর্ষভগণ যদৃচ্ছাক্রমে নিমিরাজ্যের যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হইলে নিমিরাজ তাঁহাদের যথাযোগ্য পূজা করিয়া তাঁহাদের নিকট নয়টী প্রশ্ন করেন। তাঁহার প্রথম প্রশ্ন—জীবের আত্যন্তিক মঙ্গল কি? তদুত্তরে নবযোগেন্দ্রের অন্যতম কবি বলেন,—ভগবচ্চরণবিমুখ জীবের দ্বিতীয়াভিনিবেশ-হেতু ভয় হইয়া থাকে। আর গুরুদেবতাত্ম হইয়া শ্রীভগবানের পাদপদ্মসেবা করিলেই সর্ব্বভয় বিনষ্ট হইয়া ঐকান্তিক মঙ্গল ঘটে। নিমির দ্বিতীয় প্রশ্ন—ভাগবতগণের স্বভাব, আচার ও লক্ষণ কি? তদ্বিষয়ের উত্তরে হবি ত্রিবিধ বৈষ্ণবের পরিচয় প্রদান করেন।

তৃতীয় প্রশ্ন—ভগবানের বহিরঙ্গা মায়ার স্বরূপ ও কার্য্য কি? তদুত্তরে অন্তরীক্ষ বলেন,—সর্ব্বকারণকারণ ভগবান্ জীবের ভোগাপবর্গ হেতু পঞ্চমহাভূত সৃষ্টি করিয়া তন্নির্ম্মিত দেহে অন্তর্য্যামিরূপে প্রবেশ করেন। জীব দেহে আত্মবুদ্ধি করতঃ নানাপ্রকার কর্ম্মফল ভোগ করেন। প্রলয় কাল উপস্থিত হইলে পুরুষ সমস্ত সৃষ্টিকে সংহার করিয়া থাকেন।

চতুর্থ প্রশ্ন—মায়ামুক্তির উপায় কি? এতদুত্তরে প্রবুদ্ধ বলেন,—সংসারে স্ত্রী-পুরুষগণ দুঃখ-নিবৃত্তি ও সুখলাভের আশায় কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া বিপরীত ফল লাভ করিয়া থাকে। ইহলোক ও পরলোক নশ্বর জানিয়া, শব্দব্রহ্ম ও পরব্রহ্মে নিষ্ণাত শ্রীগুরুর চরণে প্রপন্ন হইয়া ভাগবতধর্ম্ম শিক্ষা ও আচরণ দ্বারা ভগবৎপরায়ণ হইলে মায়ার কবল হইতে মুক্ত হইতে পারা যায়।

পঞ্চম প্রশ্ন—ব্রহ্মের স্বরূপ কি? তদুত্তরে পিপ্পলায়ন বলেন,—যিনি বিশ্বের জন্ম-স্থিতি-লয়ের হেতু এবং স্বয়ং অহেতু হইয়া স্বাংশ-বৈভব দ্বারা সৃষ্টি-স্থিতি-লয়াদি কার্য্য করাইয়া স্বয়ং নির্লিপ্ত; জীবের জাগর স্বপ্ন সুষুপ্তিতে অধিষ্ঠিত হইয়াও পৃথক্, যাঁহা হইতে দেহ মন-প্রাণাদি সঞ্জীবিত ও পরিচালিত হয়, তিনিই ব্রহ্ম।

ষষ্ঠ প্রশ্ন—নৈষ্কর্ম্ম্য কি, তাহার উত্তরে আবির্হোত্র

বলেন,—কর্ম্ম, অকর্ম্ম ও বিকর্ম্ম তিনটীই বেদশাস্ত্রগম্য, তাহা লোকমুখে জ্ঞাতব্য নহে। বেদ অপৌরুষেয় বলিয়া তাহাতে পণ্ডিতগণেরও ভ্রম হইয়া থাকে, বেদে কর্ম্ম নিবৃত্তির জন্যই কর্ম্মের বিধান হইয়াছে। আচার্য্যের কৃপা প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার উপদেশক্রমে শ্রীহরির অর্চ্চন করিলে নৈষ্কর্ম্ম্য-সিদ্ধি হইয়া থাকে।

সপ্তম প্রশ্নের—উত্তরে দ্রুমিল ভগবদবতারগণের লীলা সংক্ষেপে বর্ণন করিয়াছেন।

ভগবদ্বিমুখ জীবগণের গতি কি, এই অষ্টম প্রশ্নের উত্তরে চমস ঋষি বলেন,—সত্ত্বাদিগুণ-তারতম্যে ব্রাহ্মণাদি বর্ণ ও আশ্রমের উৎপত্তি হইয়াছে। সকলের উৎপত্তির কারণস্বরূপ ভগবানের আরাধনা না করিয়া আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণাদিতে নিযুক্ত থাকিলে পরিণামে অধোগতি হইয়া থাকে।

কোন্ যুগে ভগবান্ কি নাম ও রূপে পূজিত হইয়া থাকেন—এই নবম প্রশ্নের উত্তরে করভাজন ঋষি বলেন,—সত্যযুগে ভগবান্ শুক্লবর্ণ, চতুর্ভুজ, জটাবল্কলাদি ধারণ পূর্ব্বক ব্রহ্মচারিবেষে অবতীর্ণ হইয়া হংস সুপর্ণাদি নামে অভিহিত হইয়া থাকেন এবং এই যুগের লোকসকল ধ্যানযোগে ভগবদারাধনা করিয়া থাকেন। ত্রেতায় রক্তবর্ণ যজ্ঞাবতার যজ্ঞের দ্বারা পূজিত হইয়া থাকেন। দ্বাপরে মহারাজোপলক্ষণযুক্ত ভগবান্ শ্যামসুন্দর পীত বস্ত্রাদি পরিহিত হইয়া বৈদিক ও তান্ত্রিক বিধি অনুসারে পূজিত হইয়া থাকেন এবং কলিতে পীতবর্ণ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব অঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদসহ অবতীর্ণ হইয়া সঙ্কীর্ত্তন যজ্ঞে পূজিত হইয়া থাকেন।

ব্রহ্মারুদ্রপ্রমুখ দেবগণ গন্ধর্ব্বাপ্সরসাদিসহ দ্বারকায় আগমনপূর্ব্বক ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্রের পূজা ও স্তুতি করিয়া তাঁহার অবতরণের উদ্দেশ্য সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে বলিয়া লীলা-সংগোপনের নিমিত্ত ভগবানের নিকট প্রার্থনা জানাইলে ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্র ব্রহ্মার নিকট যদুবংশের ভাবী-ধ্বংসের কথা জানাইয়া দেবগণকে স্ব-স্ব-ধামে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে আদেশ করিলেন। তৎপরে দ্বারকায় নানাপ্রকার অরিষ্ট দৃষ্ট হইতে থাকিলে কৃষ্ণচন্দ্র যদুবৃদ্ধগণকে ডাকিয়া দ্বারকায় অবস্থান মঙ্গল-জনক নহে বুঝাইয়া প্রভাসতীর্থে যাত্রার্থ উপদেশ করেন; মহাভাগবত উদ্ধব শ্রীকৃষ্ণের নিকট আগমন পূর্ব্বক ভগবদুদ্দেশ্যের তাৎপর্য্য ভগবৎ-সমীপে জানাইলে ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্র উদ্ধবের নিকট অবধূত-যজ্ঞসংবাদ উল্লেখ করিয়া প্রপঞ্চের নশ্বরতা বর্ণন করেন। তাহা এই—যযাতিনন্দন যদু কোন অবধূতকে জড়োন্মত্তপিশাচবৎ অথচ পরমানন্দে বিচরণ করিতে দেখিয়া তাদৃশ অবস্থার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে অবধূত উত্তর করেন যে তিনি চতুর্ব্বিংশতি গুরুর নিকট বিবিধ বিষয় শিক্ষা করিয়া মুক্তভাবে বিচরণ করিতেছেন। (১) পৃথিবীর নিকট পরোপকার-চেষ্টা ও পরার্থপরতা (২) প্রাণুবায়ুর নিকট প্রাণবৃত্তিতে সন্তোষ এবং বাহ্যবায়ুর নিকট দেহে ও বিষয়ে নির্লিপ্ততা (৩) আকাশের নিকট সর্ব্বব্যাপী আত্মার অপরিচ্ছিন্নতা ও অদৃশ্যত্ব (৪) জলের নিকট নির্ম্মলত্ব ও পাবনত্ব (৫) অগ্নির নিকট সর্ব্ববস্তুভক্ষ্যত্ব ও অমলকারিতা; দাতার সর্ব্বাশুভবিনাশত্ব ; সর্ব্বদেহস্থিত আত্মার অবস্থান এবং উৎপত্তি বিনাশের অলক্ষ্যত্ব (৬) চন্দ্রের নিকট— দেহের হ্রাসবৃদ্ধি (৭) সূর্য্যের নিকট— বিষয়-স্পর্শ সত্ত্বেও অভিনিবেশশূন্যতা (৮) কপোতের নিকট স্ত্রী-পুত্রাদিতে আসক্তির পরিনাম (৯) অজগরের নিকট যদৃচ্ছাক্রমে বা ভাগ্যক্রমে প্রাপ্ত দ্রব্য দ্বারা সন্তুষ্ট থাকিয়া ভগবদ্‌জনে নিযুক্ত থাকা (১০) সমুদ্রের নিকট প্রসন্নতা, গাম্ভীর্য্য, সুখদুঃখে অবিচলতা (১১) পতঙ্গের নিকট রূপে আসক্তির পরিণাম (১২) মধুকর হইতে মাধুকরীবৃত্তি এবং সঞ্চয়ের পরিমাণ (১৩) গজ হইতে স্পর্শসুখের আসক্তিতে অনর্থ (১৪) মধুহা হইতে অপরের আহৃত দ্রব্য দ্বারা জীবননির্ব্বাহের উপায় (১৫) হরিণের নিকট সঙ্গীতাসক্তির অনর্থত্ব, (১৬) মীনের নিকট জিহ্বাবেগের পরিণাম (১৭) পিঙ্গলার নিকট নৈরাশ্য (১৮) কুরর পক্ষীর নিকট বিষয়ে অনাসক্তি (১৯) বালকের নিকট নিশ্চিন্ততা (২০) কুমারীর নিকট সঙ্গবর্জন (২১) শরকারের নিকট চিত্তের একাগ্রতা (২২) সর্পের নিকট

একলত্ব, নির্দ্দিষ্ট বাসস্থানশূন্যত্ব ও অলক্ষ্যগতি (২৩) ঊর্ণনাভি হইতে সৃষ্টিপ্রলয়াদি-কার্য্য এবং (২৪) পেশস্কৃৎ হইতে স্নেহ, দেষ ও ভয়াদি হেতু বস্তুর সারূপ্য। ধীর ব্যক্তি মনুষ্য দেহের সুদুর্ল্লভত্ব ও অনিত্যতা দর্শন পূর্ব্বক নিঃশ্রেয়স লাভের জন্য যত্ন করিবেন।

প্রবৃত্তিমার্গে নিরবচ্ছিন্ন সুখের অভাব হেতু এবং বিষয়ধ্যান স্বপ্নবৎ বিফল জানিয়া ভগবদাশ্রিত ব্যক্তি পঞ্চরাত্রাদি বিধানানুসারে গুরুসেবা-নিরত ও বৈষ্ণবধর্ম্ম পালনপর হইয়া নিষ্কাম চিত্তে কাল যাপন করিবেন।

বিদ্যা ও অবিদ্যা জীবের সংসার-মুক্তি ও বন্ধনের কারণ। অবিদ্যাযুক্ত ত্রিগুণতাড়িত জীব অহঙ্কার-বিমূঢ় অস্মিতায় শোকমোহাদির বশীভূত হইয়া স্বকৃত কর্ম্মফল ভোগ করে, পরন্তু বিদ্যাযুক্ত পুরুষ বিস্তৃত দর্শন প্রভাবে যুক্তবৈরাগ্যরূপ অসিদ্বারা ছিন্নসংশয় হইয়া শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মে চিত্ত সমর্পণ পূর্ব্বক পরা শান্তি লাভ করেন। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি সাধুসঙ্গে আত্মতত্ত্ব অবগত হইয়া বিবিধ ভক্ত্যঙ্গযাজন দ্বারা বস্তুসিদ্ধি লাভ করেন। শম, দম, কৃষ্ণৈকশরণতা প্রভৃতি ষড়্‌বিংশতি গুণই সাধুর লক্ষণ। সাধুসঙ্গ যেরূপ সংসারাসক্তি বিনাশপূর্ব্বক ভগবদ্‌বশীকারে সামর্থ্য প্রদান করে, স্বাধ্যায়, তপঃ, নিয়ম, যমাদি সাধনগুলি তদ্রূপ নহে। প্রতিযুগে সৎসঙ্গ প্রভাবে রজস্তম-প্রকৃতি ব্যক্তিগণ বেদাধ্যায়নাদি বা অন্যান্য সাধনাঙ্গ ব্যতীতও ভগবৎপাদপদ্মপ্রাপ্তিতে সমর্থ হইয়াছেন। অবলা ব্রজরামাগণ ভগবৎস্বরূপ-বিষয়ে অনভিজ্ঞ হইয়াও জার-বুদ্ধিতে ভগবৎসেবা-কামনা হেতু ব্রহ্মাদির দুষ্প্রাপ্য ভগবৎপাদপদ্ম লাভ করিয়াছেন। তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি এরূপ গাঢ় আসক্তিযুক্তা যে, রাস-রজনীতে শ্রীকৃষ্ণসঙ্গে আনন্দচিত্তে সহস্রযুগপরিমিত সময়কে ক্ষণার্দ্ধবৎ জ্ঞান করিয়াছেন, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় গমন করিলে ভগবদ্‌বিরহে এক একটী রাত্রি কল্পপ্রমাণ সুদীর্ঘ জ্ঞান করিতেন। কৃষ্ণবিরহকাতরা তাঁহাদের কৃষ্ণসঙ্গ ব্যতীত অপর কিছুই সুখকর বলিয়া বোধ হইত না। সুতরাং গোপীপ্রেমই সর্ব্বোৎকৃষ্ট।

সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিনটি গুণ বুদ্ধির, আত্মার নহে। সত্ত্ব দ্বারা রজস্তমোগুণকে বিনাশ করতঃ বিশুদ্ধ সত্ত্বে সত্ত্বগুণকে নিরাস করা প্রয়োজন। সাত্ত্বিক পদার্থ সেবনে সত্ত্বগুণ বৃদ্ধি হয়। বিবেকী ব্যক্তি বিষয়ে অনাসক্ত থাকিয়া যুক্তবৈরাগ্য সহকারে কেবলা ভক্তির আশ্রয় করিয়া থাকেন।

ব্রহ্মা সনকাদি কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া উত্তরপ্রদানে অসমর্থ হইলে ভগবান্ হংসরূপে অবতীর্ণ হইয়া আত্মতত্ত্ব, ত্রিবিধ অবস্থা ও সংসার জয়ের উপায় বর্ণন করেন। ঋষিগণ ভগবৎকৃপায় সংশয়মুক্ত হইয়া বৈদিক ধর্ম্মের প্রচার হইয়া থাকে। কিন্তু বাসনা-বৈচিত্র্যহেতু বিভিন্ন মতির উদয়ে মানবগণ নানাবিধ শ্রেয়ঃসাধন বর্ণন করিয়া থাকেন। কেহ ধর্ম্ম, কেহ যশ, কেহ তপ প্রভৃতিকে সাধন বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। কিন্তু ভগবদ্‌ভক্তিই প্রকৃত শ্রেয়ের উদয় করাইয়া থাকে। কেবলাভক্তিই ভগবৎপ্রাপ্তিতে সমর্থ; অন্যান্য সাধন নহে। অষ্টাঙ্গযোগাদিতে অষ্টাদশ সিদ্ধি সাধকের চিত্তকে প্রলুব্ধ করিয়া বৃথা কালক্ষয় করাইয়া থাকে। তাহা ভজনের বিঘ্নস্বরূপ।

বিশ্বে যত তেজ, সৌন্দর্য্য, কীর্ত্তি, ঐশ্বর্য্যাদি আছে, সে সকলই ভগবানের বিভূতি; কিন্তু তাহাতে অভিনিবিষ্ট হওয়া ভগবদ্‌ভক্তের কর্ত্তব্য নহে।

সত্যযুগে একমাত্র হংসবর্ণ ছিল এবং মানবগণ অনন্যভক্তিপরায়ণ হইয়া ধ্যানযোগে ভগবদ্‌ভজনে কৃতকৃতার্থ হইতেন। এজন্য এই যুগের অপর নাম কৃতযুগ। ত্রেতায় যজ্ঞরূপী ভগবান্ অবতীর্ণ হন। চতুর্ব্বর্ণ ও চতুরাশ্রম তাঁহা হইতে উৎপন্ন। অতঃপর কৃষ্ণচন্দ্র চারিবর্ণ ও আশ্রমের ধর্ম্ম এবং তত্তদ্‌বর্ণের ও অন্ত্যজ ব্যক্তিগণের স্বভাববর্ণনা করেন।

প্রকৃত বিদ্বান্ ব্যক্তি দ্বৈত প্রপঞ্চ ও তৎসাধন পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্বপ্রভু শ্রীহরির সুখোৎপাদনে চেষ্টাবিশিষ্ট হন। তপজপাদি পুণ্যকর্ম্মাপেক্ষা জ্ঞানযোগ শ্রেষ্ঠ, তদপেক্ষা শুদ্ধভক্তিই শ্রেষ্ঠা। ভগবৎকথা শ্রবণে শ্রদ্ধা, সর্ব্বদা ভগবৎকীর্ত্তন, পূজা, স্তুতি, বন্দনা, ভক্তপূজা প্রভৃতি দ্বারা ভক্তির উদয় হইয়া থাকে।

মোক্ষসাধনার্থই কর্ম্ম,জ্ঞান ও ভক্তিযোগ বর্ণিত হইয়াছে। অবিরক্ত কামী ব্যক্তিগণের জন্য কর্ম্মযোগ, কর্ম্মত্যাগিগণের নিমিত্ত জ্ঞানযোগ এবং যুক্তবৈরাগ্যযুক্ত ব্যক্তিগণের জন্য ভক্তিযোগ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। যে কাল পর্য্যন্ত কর্ম্মফলভোগ বিরক্তি এবং ভগবৎকথায় শ্রদ্ধা না জন্মায়, ততদিন কর্ম্মানুষ্ঠান কর্ত্তব্য। ত্যাগী বা ভক্তের কর্ম্মানুষ্ঠান অনাবশ্যক। মনুষ্যজন্মেই ভগবদ্ভক্তি লভ্য হয়, তজ্জন্য দেবগণও নরতনুর কামনা করিয়া থাকেন। সুতরাং বুদ্ধিমানব্যক্তি ভবপারের তরণী স্বরূপ নরদেহ লাভ করতঃ শুদ্ধভক্তরূপ কর্ণধারের আশ্রয়ে অনায়াসে ভবসমুদ্র পার হইতে যত্নবান হইবেন। ভগবদ্ভক্তিদ্বারাই সর্ব্বসিদ্ধি হইয়া থাকে, ভক্তের পক্ষে জ্ঞান বৈরাগ্যাদি সাধনের প্রয়োজন নাই।

জ্ঞান ও ভক্তিতে সিদ্ধ ব্যক্তিগণের দেশ কাল পাত্রগত কোন দোষগুণ নাই। কর্ম্মনিষ্ঠ সাধকের চিত্তশোধনার্থ নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্মবিধান আছে, তদনুষ্ঠানে গুণ এবং অকরণে দোষ হইয়া থাকে। জ্ঞাননিষ্ঠের জ্ঞানাভ্যাস এবং ভক্তের শ্রবণাদি ভক্তিই গুণ। কাম্যকর্ম্ম শ্রেয়সাধন নহে। উহার উদ্দেশ্যে—প্রবৃত্তি সঙ্কোচ এবং ক্রমশঃ রুচি উৎপাদন। বেদের কুসুমিত বাক্যে আক্ষিপ্তচিত্ত ইহা অবগত নহে। স্বয়ং ভগবান্ ব্যতীত বেদের নিগূঢ় তাৎপর্য্য অপরে অবগত নহে।

তত্ত্বসংখ্যা-নির্দ্দেশে অনেক মতভেদ দৃষ্ট হয়। ভগবন্মায়াপ্রভাবে এই প্রকার মতভেদ অসম্ভব নহে। তত্ত্বজ্ঞানের অভাবে বিষয়বিমূঢ় জীব সংসার-গতি লাভ করে। আত্মা বিষয়ভোগ করে না, উহা ইন্দ্রিয়ভোগ্য; অতএব শ্রেয়স্কামী ব্যক্তি বিবেক অবলম্বন পূর্ব্বক বিষয়ভোগে পরিত্যাগ করিয়া আত্মাকে উদ্ধার উদ্যম করিবেন। ভগবচ্চরণাশ্রিত ব্যক্তিগণ কোনপ্রকারে বিষয়ে অভিভূত হন না। তাঁহারা ক্ষিপ্ত অবমানিত বা তাড়িত হইলেও ধৈর্য্যধারণ পূর্ব্বকনিজকে রক্ষা করিয়া থাকেন। অবন্তিদেশীয় ব্রাহ্মণভিক্ষুই তাহার উদাহরণ। তিনি অত্যন্ত কৃপণ ও কোমলস্বভাব ছিলেন। তজ্জন্য তাঁহার জ্ঞাতিবান্ধবগণ তাঁহার অপ্রিয় হইয়াছিলেন। কালক্রমে দস্যু, জ্ঞাতি ও দৈবকর্ত্তৃক তাঁহার সমস্ত অর্থ অপহৃত হয়। ধনহীন হইয়া সকলের পরিত্যক্ত হইলে ব্রাহ্মণ নির্ব্বেদগ্রস্ত হইয়া অর্থের অনর্থত্ব বিচারপূর্ব্বক জীবনের অবশিষ্টকাল হরিভজনে দৃঢ়সঙ্কল্প করতঃ ত্রিদণ্ডসন্ন্যাস গ্রহণ করেন। তিনি ভিক্ষার্থ নগরাদিতে গমন করিলে লোকে তাঁহাকে নানাভাবে উৎপীড়ন করিত, কিন্তু তিনি অচল অটলভাবে তাহা সহ্য করিয়া কতকগুলি বিশেষ বাক্য বর্ণন করিয়াছিলেন। তাহার সারমর্ম্ম এই যেমনই সংসারের সুখ-দুঃখের কারণ এবং যাবতীয় সাধনই মনোনিগ্রহার্থ। ভগবচ্চরণে মনোনিবেশ করাই সকল সাধনের সার।

পুরুষক্ষুব্ধা প্রকৃতি হইতে মহতত্ত্বের প্রকাশ। তাহা হইতে ত্রিবিধ অহঙ্কার এবং ঐ অহঙ্কার সকল হইতে দেবতা মন দশেন্দ্রিয়, পঞ্চমহাভূত ও পঞ্চ তন্মাত্রাসমূহের উৎপত্তি। পুরুষের নাভিপদ্ম হইতে ব্রহ্মার জন্ম। তিনি চতুর্দ্দশ লোকাদির সৃষ্টি করেন। জগতের যাহা কিছু সত্ত্বা, তৎসমস্তই নশ্বর ও পুরুষ প্রকৃতি সংযোগে জাত। কিন্তু আত্মা নিত্য। এই সাংখ্যজ্ঞান সর্ব্বসংশয় ও বন্ধনের উচ্ছেদক।

শমদমাদির সত্ত্বের, কাম-মদাদি রজের এবং ক্রোধ, লোভ, মোহাদি অবিমিশ্র তমের বৃত্তি। সত্ত্বপ্রকৃতি কর্ম্মনিরপেক্ষ, রজঃ প্রকৃতি ফলাকাঙ্ক্ষী, আর তমঃ প্রকৃতি হিংসাকামী। জীবে ত্রিগুণ বিদ্যমান। কিন্তু শ্রীহরি নির্গুণ; ত্রিগুণসঙ্গ পরিত্যাগপূর্ব্বক ভগবদ্ভজন করা কর্ত্তব্য।

ভগবৎপরায়ণব্যক্তি মায়ামুক্ত; আর মায়াবদ্ধগণ শিশ্নোদরপরায়ণ ও অসৎ, তাহাদের সঙ্গফলে অন্ধতামিস্রে গমন হইয়া থাকে। উর্ব্বশীসঙ্গমুগ্ধ সম্রাট্ পুরূরবা নির্ব্বেদ প্রাপ্ত হইয়া স্ত্রীসঙ্গের ঘৃণ্য ও পরিণাম-ভয়াবহ বিষয় বর্ণন করিয়াছেন। ত্বঙ্মাংসাস্থিময় পুং-স্ত্রীদেহে আসক্ত ব্যক্তিগণ কৃমিসদৃশ। স্ত্রীজিত ব্যক্তির বিদ্যা, তপস্যা, মৌনাদি সবই বিফল। স্ত্রী ও স্ত্রীসঙ্গীর সঙ্গ সর্ব্বথা পরিত্যাজ্য। অতএব বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি এই সমস্ত দুঃসঙ্গ পরিত্যাগপূর্ব্বক সাধুসঙ্গে আকৃষ্ট হইবেন। সাধুগণ মুক্ত ও ভগবৎপরায়ণ এবং সদুপদেশ দ্বারা মনের আসক্তি ছেদন করিতে পারেন।

ভগবদর্চ্চন চিত্তের প্রসন্নতা আনয়ন করে। অর্চ্চন

ত্রিবিধ—বৈদিক, তান্ত্রিক ও মিশ্র এবং প্রতিমা অষ্টবিধা। সাত্বতবিধিতে ভগবদর্চ্চন কর্ত্তব্য। ভগবদুক্ত বিধি অনুসারে অর্চ্চন করিলে ভগবদ্‌ভক্তি লাভ হইয়া থাকে।

বিশ্বের যাবতীয় ভাব প্রাকৃত, ত্রিগুণজাত এবং অসৎ। সুতরাং তাহাতে ভালমন্দের পার্থক্য বর্ত্তমান; কিন্তু জড়াসক্তিবশতঃ ঐ সকলের নিন্দা প্রশংসাদি করিলে পরমার্থহানি ঘটিয়া থাকে। সমগ্র বিশ্বে এক আত্মাই কার্য্য-কারণরূপে বর্ত্তমান। এই বিচার অবলম্বনপূর্ব্বক অনাসক্ত-ভাবে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করা কর্ত্তব্য। অবাস্তব দেহে-ন্দ্রিয়াদির সহিত যতকাল সম্বন্ধ, তাবৎ সংসার-প্রতীতি। অন্বয়ব্যতিরেকভাবে সর্ব্বত্র সর্ব্বদা বিদ্যমান। সদ্‌গুরু কৃপায় ব্রহ্মবিবেক লাভে দেহাদির অনাত্মত্ব উপলব্ধি করতঃ বিষয়সঙ্গ বর্জ্জনপূর্ব্বক দৃঢ় ভক্তিযোগ অবলম্বন করা কর্ত্তব্য। যোগাদি উপায়ে দেহের তারুণ্য অটুট রাখার চেষ্টা কালক্ষেপণ ও দেহ-সিদ্ধি মাত্র।

ভগবন্মায়ামুগ্ধ অভিমানী কর্ম্মী ও যোগিগণ ভগবৎ-পাদপদ্ম আশ্রয় করেন না, তাহা হংসগণের আরাধ্য। ভগ-বান্ চৈত্ত গুরু ও আচার্য্যরূপে সমস্ত অমঙ্গল দূর করিয়া স্ব-স্বরূপ প্রদর্শন করেন। সকল কর্ম্ম ভগবদর্থে অনুষ্ঠেয়। ভগবদ্ধামাদি আশ্রয় পূর্ব্বক ভাবৎসেবা ও যাত্রামহোৎ-সবাদি কর্ত্তব্য। সর্ব্বত্র সর্ব্বভূতে কৃষ্ণাধিষ্ঠান জানিয়া সম-দৃষ্টি হইলে অহঙ্কারাদি বিনষ্ট হয়। অনন্যভাবে ভগবানে আত্মসমর্পণ করিলে ভগবৎপ্রীতি সাধিত হয়।

অনন্তর উদ্ধব ভগবানের আদেশক্রমে বদরিকা-শ্রমে গমন করেন। ভগবান্ দ্বারকায় নানাবিধ অশুভ মহোৎপাতাদি দর্শন করিয়া যাদবগণকে প্রভাসতীর্থে গমন করিতে উপদেশ করিলে তদনুসারে সকলে তথায় গমন করিয়া ভগবন্মায়াপ্রভাবে মদ্যপানে মত্ত হইয়া পরস্পর কলহযুদ্ধে প্রাণ হারাইলেন। শ্রীবলদেবও যোগবলে প্রপঞ্চ ত্যাগ করিলেন। অতঃপর কৃষ্ণচন্দ্র মৌনভাবে অবস্থান করিতে থাকিলে জরা ব্যাধ মৃগভ্রমে ভগবচ্চরণে বাণ নিক্ষেপ করে এবং পরে নিজ ভ্রম বুঝিতে পারিয়া পদতলে দণ্ডবৎ পতিত হইয়া ক্ষমা ভিক্ষা করিলে ভগবান্ উহা স্বেচ্ছাক্রমে সংঘটিত বলিয়া বুঝাইয়া ব্যাধকে স্বর্গে প্রেরণ করিলেন। তখন সারথি দারুক তথায় আসিয়া ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্রকে তদবস্থ দর্শনপূর্ব্বক শোক-প্রকাশ করিতে থাকিলে তাহাকে দ্বারকায় গমনপূর্ব্বক সমস্ত বৃত্তান্ত জানাইয়া দ্বারকাবাসী সকলেই দ্বারকাত্যাগ করতঃ ইন্দ্র-প্রস্থে যাইবার আদেশ প্রদান করিলেন। দারুকও তদনুযায়ী কার্য্য করিলেন।

বসুদেবাদি সকলেই দারুকমুখে ভগবানের লীলা-সংগোপনবার্ত্তা শ্রবণপূর্ব্বক ভগবদনুগমন করিলেন। যে সকল দেবগণ ভগবল্লীলা সাহচর্য্যার্থ যদুকুলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তাঁহারাও স্বধামে গমন করিলেন। কৃষ্ণ-বিরহ-কাতর অর্জ্জুন কৃষ্ণোপদেশ স্মরণপূর্ব্বক সান্ত্বনা-যুক্তচিত্তে সকলের পরলোকগত আত্মার শ্রাদ্ধাদি সম্পাদন করিলেন। তৎক্ষণাৎ সমুদ্র ভদবদ্‌গৃহ ব্যতীত সমস্ত দ্বারকা আত্মসাৎ করিল। অর্জ্জুন অবশিষ্ট যাদবগণকে লইয়া ইন্দ্রপ্রস্থে আগমন পূর্ব্বক বজ্রকে তথায় রাজসিংহাসনে অভিষিক্ত করিলেন। যুধিষ্ঠির প্রভৃতি পাণ্ডবগণ ভগবানের লীলাসংগোপনের সংবাদ পাইয়া পরীক্ষিতকে রাজ্য সম-র্পণ পূর্ব্বক মহাপ্রস্থান করিলেন।

একাদশ-স্কন্ধের বিষয়-সূচী

[পার্শ্বস্থ সংখ্যাদ্বয় যথাক্রমে অধ্যায় ও শ্লোক সংখ্যা-জ্ঞাপক]

ভ

ম

একাদশ-স্কন্ধের শ্লোক-সূচী

(মাতৃকা-ক্রমে প্রথম ও তৃতীয় চরণের শ্লোক-সূচী)

[প্রথম সংখ্যাটী অধ্যায় এবং দ্বিতীয় সংখ্যাটী শ্লোকসংখ্যা-জ্ঞাপক]

ই

ধ

একাদশ-স্কন্ধের পাত্র-সূচী

[প্রথম সংখ্যাটী অধ্যায় এবং দ্বিতীয় সংখ্যাটী শ্লোকসংখ্যা-জ্ঞাপক]

একাদশ-স্কন্ধের স্থান-সূচী

[প্রথম সংখ্যাটী অধ্যায় এবং দ্বিতীয় সংখ্যাটী শ্লোকসংখ্যা-জ্ঞাপক]

দ্বাদশ স্কন্ধের অধ্যায়-বিবরণ

দ্বাদশ-স্কন্ধের কথাসার

মহাভাগবত শ্রীশুকদেব গোস্বামী দশম ও একাদশ স্কন্ধে চন্দ্রবংশাবতংস শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের চরিতামৃত-কথা-কীর্ত্তনান্তে চন্দ্রবংশের অন্তিমভাব বর্ণন-প্রসঙ্গে বলিলেন যে, জরাসন্ধের পুত্র সহদেব হইতে রিপুঞ্জয় পর্য্যন্তবিংশতি রাজগণের রাজ্যান্তে রিপুঞ্জয়ের মন্ত্রী শুনক রাজা রিপুঞ্জয়ের বিনাশ সাধন-পূর্ব্বক নিজপুত্র প্রদ্যোতকে রাজা করিবেন। তৎপরে তদীয় বংশে পর পর পঞ্চ ব্যক্তির রাজ্যান্তে ক্রমশঃ শিশুনাগ, মৌর্য্য, শুঙ্গ ও কাণ্ববংশীয়গণ, আন্ধ্রজাতীয়গণ, আভীর, গর্দভী, কঙ্ক, যবন, তুরস্ক, গুরুণ্ড, মৌল, পঞ্চকিলকিলা, আন্ধ, বাহ্লীক প্রভৃতি রাজাগণ রাজ্য করিবেন। তৎপরে বিভিন্ন প্রদেশে শূদ্রপ্রায় ও ম্লেচ্ছপ্রায় অধর্ম্মপরায়ণ রাজগণের শাসনাধিকার হইবে।

কলির বৃদ্ধিক্রমে পাষণ্ডধর্ম্ম প্রবল হইলে বর্ণ সকল শূদ্রপ্রায়, ধেনুগণ ছাগপ্রায়, আশ্রম সকল গৃহপ্রায় এবং বন্ধুত্ব যৌবসম্বন্ধেই পর্য্যবসিত হইলে ভগবান্ কল্কিদেব শম্ভল গ্রামে বিষ্ণুযশা ব্রাহ্মণের গৃহে অবতীর্ণ হইয়া রাজবেশী দস্যুগণকে সংহার করিবার পর সত্যযুগের সূচনা হইবে।

মৃত্যুর ক্রীড়নক-স্বরূপ নৃপতিগণের পৃথিবী-বিজয়ের আকাঙ্ক্ষা দর্শনে পৃথিবী হাস্য করিয়া বলিয়া থাকেন যে, মন্বাদি রাজগণ সকলেই যথাকালে পৃথিবী পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন, অথচ বস্তুতঃ অজেয় ও অবশ্য পরিহার্য্য পৃথিবী বা তদংশ লইয়া পরস্পরের যুদ্ধবিগ্রহাদি অনর্থক হইয়া থাকে। জগৎ অনিত্য ও অসার এবং সর্ব্ব অমঙ্গল বিনাশিনী কৃষ্ণভক্তিই জীবের পরম পুরুষার্থ।

সত্যযুগের চারিপাদবিশিষ্ট ধর্ম্ম ত্রেতাদিযুগক্রমে এক একপদ হ্রাস হইয়া কলিতে একপাদ-মাত্রে পর্য্যবসিত হয় এবং তাহাও ক্রমে ক্ষীণ হইয়া বিলুপ্ত হইলে পাষণ্ডতা, হীনতা ও শিশ্নোদরপরায়ণতা প্রবল হয়। কিন্তু সর্ব্বদোষাকর কলির এক মহদ্‌গুণ এই যে, কেবলমাত্র কৃষ্ণকীর্ত্তন-দ্বারা সর্ব্বসঙ্গ মুক্ত হইয়া পরম বস্তুকে লাভ করিতে পারা যায়।

সহস্র চতুর্যুগে ব্রহ্মার একদিন এবং তৎপরিমিত কাল তদীয় রাত্রিতে ব্রহ্মার নিদ্রাকালে নৈমিত্তিক প্রলয় হয়। তখন ত্রিলোকের বিনাশ হইয়া থাকে। ব্রহ্মার আয়ুষ্কাল শতবর্ষ পূর্ণ হইলে প্রাকৃত প্রলয়। তখন মহদাদি তত্ত্ব এবং ব্রহ্মাণ্ডের ধ্বংস হইয়া থাকে। বাস্তব বস্তুর জ্ঞানলাভে প্রপঞ্চের পৃথক্ প্রতীতি লয় হইলে উহাকে আত্যন্তিক লয় বলে। কালবেগ-প্রভাবে প্রতিক্ষণ দেহাদির যে ক্ষয়, উহা নিত্য প্রলয়। সৃষ্টি-প্রলয়ের অধীনই সংসার এবং ভগবল্লীলাকথানিষেবণই ভবসিন্ধু-তরণের উপায়।

অতঃপর শ্রীশুকদেব মহারাজ পরীক্ষিৎকে মৃত্যু-চিন্তা-পরিত্যাগ-পূর্ব্বক আত্মস্থ হইয়া বাসুদেবানুধ্যানে নিমগ্ন হইতে উপদেশ করেন। তাহা হইলে তক্ষক-দংশনের যন্ত্রণা অনুভুত হইবে না।

শ্রীহরির লীলামৃতপূর্ণা ভাগবতী কথা শ্রবণপূর্ব্বক শ্রীপরীক্ষিৎ মহারাজ শ্রীহরির প্রতি ইন্দ্রিয়বৃত্তি নিযুক্ত করিয়া ও তাঁহাতে চিত্ত সমর্পণ করিয়া প্রাণ পরিত্যাগার্থ শ্রীগুরুদেবের অনুমতি প্রার্থনা করিলেন।শ্রীশুকদেবও পরীক্ষিৎকে তাদৃশরূপে প্রাণত্যাগার্থ আজ্ঞাপ্রদান পূর্ব্বক যথেচ্ছ প্রস্থান করিলেন। সংশয়-মুক্ত মহারাজ পরীক্ষিৎ আসনে উপবেশন পূর্ব্বক পরমাত্মধ্যানে নিমগ্ন হইলে তক্ষক আসিয়া তাঁহাকে দংশন করায় তাঁহার দেহ ভস্মীভূত হইল।

পরীক্ষিৎপুত্র জন্মেঞ্জয় পিতৃ বিয়োগসংবাদে ক্রুদ্ধ হইয়া যজ্ঞ আরম্ভ করতঃ সর্পগণকে ধ্বংস করিতে থাকিলে তক্ষক ইন্দ্রের শরণাপন্ন হওয়ায় তাহাকে যজ্ঞানলে পতিত হইতে না দেখিয়া রাজা মুনিগণকে রক্ষক-সহ তক্ষককে মন্ত্র দ্বারা আকৃষ্ট করিতে আদেশ করিলেন। তদনুসারে তক্ষকসহ দেবরাজকে মন্ত্র-দ্বারা আকৃষ্ট হইতে দেখিয়া বৃহস্পতি সিদ্ধান্তপূর্ণবাক্যে জন্মেজয়কে জীব-হিংসা হইতে নিবৃত্ত করেন।

ব্রহ্মা ওঁকার দ্বারা চতুর্বেদের সৃষ্টি করিয়া নিজ পুত্রগণকে অধ্যয়ন করাইয়া ছিলেন। দ্বাপরযুগে ভগবান্ ব্যাসদেব উহা বিভক্ত করিয়াছিলেন এবং সম্প্রদায়ানুসারে

ঋষিগণ উহা অভ্যাস করিয়াছিলেন। যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি অধীত বেদসকল গুরু-আজ্ঞাক্রমে উদগীরণ করিয়া দিলে মুনিগণ তিত্তির পক্ষীরূপে উহা গ্রহণ করিয়াছিলেন। তজ্জন্য যজুর্বেদীয় শাখাসমূহের নাম তৈত্তিরীয় হইয়াছে।

অতঃপর শ্রীসূত অথর্ববেদবিস্তার, তদধ্যায়িগণের নাম, পৌরাণিকগণের নাম, পুরাণলক্ষণ ও অষ্টাদশ পুরাণের নাম বর্ণন করেন।

শ্রীমার্কণ্ডেয় ঋষি ছয় মন্বন্তর কাল শ্রীহরির আরাধনা করিলে পর ইন্দ্র তাঁহার তপস্যায় বিঘ্নোৎপাদনার্থ সানুচর কামদেবকে প্রেরণ করেন। কামদেব পরাভূত হইলে মার্কণ্ডেয়ের প্রতি অনুগ্রহার্থ শ্রীনরনারায়ণ মার্কণ্ডেয়েব নিকট উপস্থিত হন। মার্কণ্ডেয় শ্রীহরির পূজা করিয়া বিচিত্র ভাষায় তাঁহার স্তব করেন, ভগবান্ তৎপ্রতি সন্তুষ্ট হইয়া বর দান করিতে ইচ্ছা করিলে মার্কণ্ডেয় ভগবন্মায়াবৈভব দর্শনার্থ অভিলাষ করেন। ভগবান্ "তথাস্তু" বলিয়া অন্তর্ধান করিলে অল্পকাল পরে মার্কণ্ডেয়ের সন্ধ্যাবন্দনাকালে অকস্মাৎ প্রলয়জলে ত্রিভুবন প্লাবিত হইয়া গেল। মার্কণ্ডেয় অতিকষ্টে জল মধ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে বটপত্রশায়ী একটি সুন্দর শিশুকে নিজপদাঙ্গুষ্ঠ পান করিতে দেখিতে পাইয়া তাঁহার নিকট গমন করিলে শিশুর নিঃশ্বাসসহ তদীয় শরীরে প্রবেশ পূর্ব্বক নিখিল বিশ্বকে তদীয় শরীরে দর্শন করিলেন। কিয়ৎকাল পরে শিশুর প্রশ্বাস সহ বহির্গত হইয়া পুনরায় প্রলয়-সাগরে পতিত হইলেন এবং শিশুকে নিজ আরাধ্য অধোক্ষজ শ্রীহরিরূপে অবগত হইয়া আলিঙ্গন করিতে উদ্যত হইলে ভগবান্ অন্তর্দ্ধান করেন; প্রলয়ও অদৃশ্য হয়। মার্কণ্ডেয় ভগবানের মায়াবৈভব অনুভব করিয়া নারায়ণেরই শরণাগত হইলেন। একদিন পার্ব্বতীসহ শঙ্কর আকাশমার্গে বিচরণ করিতে করিতে সমাধিমগ্ন মার্কণ্ডেয়কে দেখিয়া পার্ব্বতীর ইচ্ছাক্রমে তাঁহাকে সিদ্ধিপ্রদানার্থ তৎসমীপে আগমন করেন। কিন্তু নিরুদ্ধ-চিত্তবৃত্তি মার্কণ্ডেয় তদাগমন অবগত না হওয়ায় ভগবান্ ভব মার্কণ্ডেয়ের হৃদয়াকাশে প্রবেশ করিলেন। তাহা দেখিয়া মার্কণ্ডেয় বিগত-সমাধি হইয়া পার্ব্বতীশঙ্করের চরণ বন্দনা ও পূজা করিলেন এবং তদীয় অভীষ্টসেবা সম্পাদনার্থ অভিমত বর প্রার্থনা করিলেন।

ভগবান্ শঙ্কর মার্কণ্ডেয়ের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার ন্যায় ভগবদ্ ভক্তগণের বিবিধ স্তব করিয়া বর প্রদান করিতে ইচ্ছা করিলে মার্কণ্ডেয় শ্রীহরি ও তদীয় ভক্তগণের প্রতি অচলা ভক্তি প্রার্থনা করেন। শঙ্করও মার্কণ্ডেয়ের ভগবদ্‌ভক্তি দর্শনে প্রীত হইয়া তাঁহাকে আপ্রলয়ান্ত অজরামরত্ব, ত্রৈকালিকজ্ঞান ও পুরাণ-আচার্য্যত্ব প্রদান করেন।

অনন্তর শ্রীসূতগোস্বামী শৌনকের প্রশ্নানুসারে শ্রীহরির অঙ্গ, উপাঙ্গ, আয়ুধ ও বেশ এবং অমৃতত্ব প্রাপ্তির উপায়স্বরূপ ক্রিয়াযোগের বর্ণন করতঃ আদিত্যের দ্বাদশ মাসের নাম ও তদ্‌ব্যূহ স্বরূপ দেবগণের নাম ও কর্ম্ম বর্ণন করেন।

শ্রীমদ্‌ভাগবতগ্রন্থে বর্ণিত বিষয়সমূহের সার বর্ণনান্তে শ্রীসূত বলেন— ভগবদ্‌গুণাবলীই সত্য, তদ্ভিন্ন বাক্যমাত্রই অসৎ, ভগবৎকথা মঙ্গলজনক ও নিত্যানন্দপ্রদানকারী, অসার-গ্রাহী জনগণই ইতর কথাতে রত হয়। বিষ্ণুভক্তিরহিত জ্ঞানের ও ঈশ্বরে অনর্পিত কর্ম্মের কোন মূল্য নাই। শ্রীমদ্ ভাগবতশ্রবণ-কীর্ত্তনাদিতে আত্মা পবিত্র এবং মনুষ্যগণ সর্ব্বপাপ ও সর্ব্বভয় হইতে মুক্ত হইয়া পরমপদ প্রাপ্ত হয়। তাহা পাঠেসকল বেদ ফল লাভ হইয়া থাকে।

অতঃপর পুরাণ-সংহিতাসমূহের সমষ্টি, শ্রীমদ্ ভাগবতের বস্তু, তাঁহার প্রয়োজনীয়তা, তদ্দান-মাহাত্ম্য, তাঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব এবং ভগবৎপ্রণামমুখে শ্রীমদ্‌ভাগবত-কথা সমাপ্ত হইয়াছে।

দ্বাদশ-স্কন্ধের বিষয়-সূচী

[পার্শ্বস্থ সংখ্যাদ্বয় যথাক্রমে অধ্যায় ও শ্লোক সংখ্যা-জ্ঞাপক]

দ্বাদশ-স্কন্ধের শ্লোক-সূচী

(মাতৃকা-ক্রমে প্রথম ও তৃতীয় চরণের শ্লোক-সূচী)

[প্রথম সংখ্যাটী অধ্যায় এবং দ্বিতীয় সংখ্যাটী শ্লোকসংখ্যা-জ্ঞাপক]

হ

দ্বাদশ-স্কন্ধের পাত্র-সূচী

[প্রথম সংখ্যাটী অধ্যায় এবং দ্বিতীয় সংখ্যাটী শ্লোকসংখ্যা-জ্ঞাপক]

দ্বাদশ-স্কন্ধের স্থান-সূচী

[প্রথম সংখ্যাটী অধ্যায় এবং দ্বিতীয় সংখ্যাটী শ্লোকসংখ্যা-জ্ঞাপক]

সমগ্র শ্রীমদ্ভাগবতের অধ্যায় ও শ্লোক-সমষ্টি

স্কন্ধ	অধ্যায়	শ্লোক-সংখ্যা
১ম	১৯	৮১০
২য়	১০	৩৯৩
৩য়	৩৩	১৪১৭
৪র্থ	৩১	১৪৪৭
৫ম	২৬	৬৬৪
৬ষ্ঠ	১৯	৮৫১
৭ম	১৫	৭৫১
৮ম	২৪	৯৩১
৯ম	২৪	৯৬০
১০ম	৯০	৩৯৩৬
১১শ	৩১	১৩৬৭
১২শ	১৩	৫৬৩
	মোট—৩৩৫	১৪০৯০
	অসংখ্যাত—	৩৯১০
	সর্ব্বসমেত—	১৮০০০

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীমদ্ভাগবতম্

একাদশঃ স্কন্ধঃ

প্রথমোঽধ্যায়ঃ

শ্রীশুক উবাচ—
কৃত্বা দৈত্যবধং কৃষ্ণঃ সরামো যদুভির্বৃতঃ।।
ভুবোঽবতারয়দ্ভারং জবিষ্ঠং জনয়ন্ কলিম্।।১।।

গৌড়ীয়-ভাষ্য

প্রথম অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে জীবের বৈরাগ্য উৎপাদনের নিমিত্ত মৌষলোৎপত্তি-ব্যপদেশে যদুবংশের ধ্বংস সূচিত হইয়াছে।

অচিন্ত্যপ্রভাব ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কৌশলে কুরু-পাণ্ডবের মহাযুদ্ধ সংঘটন করাইয়া পৃথিবীর ভার বহুল পরিমাণে অপহরণ করিলেও দুর্জ্জেয় যদুকুল তখনও বিদ্যমান থাকাহেতু নিশ্চিন্ত হইতে না পারিয়া যদুকুলেরও ধ্বংস-সাধন করণানন্তর স্বধামে গমন করিতে ইচ্ছা করিলেন এবং বিপ্রশাপচ্ছলে স্ববংশ সংহার করিলেন। দ্বারকার সমীপবর্ত্তী পিণ্ডারাক নামক তীর্থে বিশ্বামিত্র প্রমুখ সকল মুনিগণ শ্রীকৃষ্ণেচ্ছায় প্রেরিত হইয়া সমবেত হইলে যদুকুমারগণও ক্রীড়া করিতে করিতে তথায় উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা সাম্বকে আসন্নপ্রসবা স্ত্রীবেশে সজ্জিত করিয়া মুনিগণকে সাম্বের প্রসবের ফলাফল জিজ্ঞাসা করিলে, উপহাস-কুপিত মুনিগণ 'ইনি তোমাদের কুলনাশন মুষল প্রসব করিবেন' বলিয়া অভিশাপ দিলেন। অভিশাপভীত যদুগণ তৎক্ষণাৎ সাম্বের উদরবস্ত্র মোচন করিয়া মুষল প্রাপ্ত হইলেন এবং তাহা যদুরাজ সভায় উপস্থিত করিয়া সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। যদুরাজ উগ্রসেন মুষল চূর্ণ বিচূর্ণ করাইয়া সমুদ্রে নিক্ষেপ করাইলেন। তন্মধ্যে অবশেষ লৌহখণ্ড এক মৎস্য গলাধঃকরণ করিল এবং চূর্ণসকল তরঙ্গাঘাতে তীরে সংলগ্ন হইয়া এরকা-বনের সৃষ্টি করিল। সেই মৎস্য ধীবরকর্ত্তৃক ধৃত হইল এবং তাহার উদর হইতে প্রাপ্ত লৌহখণ্ডের দ্বারা জরা-নামক এক ব্যাধ শর নির্ম্মাণ করিল। অন্তর্য্যামী শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত ব্যাপার জানিয়াও কোন প্রতিকার করিতে ইচ্ছা করিলেন না। পরন্তু কাল-রূপে তাহার অনুমোদনই করিলেন।

অন্বয়ঃ— শ্রীশুকঃ উবাচ,—যদুভিঃ বৃতঃ (যাদবগণৈঃ পরিবেষ্টিতঃ) সরামঃ (রামেণ সহিতঃ) কৃষ্ণঃ দৈত্যবধং (পূতনা-কংস-প্রভৃতীনাং সংহারং) কৃত্বা জবিষ্ঠং (বেগবত্তরং যুদ্ধাদিপর্য্যবসায়িনং) কলিং (কলহং) জনয়ন্ (উৎপাদয়ন্) ভুবঃ (পৃথিব্যাঃ) ভারম্ অবতারয়ৎ (নিরহরৎ)।।১।।

অনুবাদ— শ্রীশুকদেব বলিলেন, হে রাজন্! যাদবগণ-পরিবৃত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলদেবের সহিত দৈত্যগণের সংহারপূর্ব্বক কুরুপাণ্ডবগণের মধ্যে প্রবল কলহ উৎপাদিত করিয়া পৃথিবীর ভার হরণ করিয়াছিলেন।।১।।

বিশ্বনাথ—

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ।
গোবর্দ্ধনধরাধারং শ্রীমদেগাবর্দ্ধনপ্রভুম্।
গোবর্দ্ধনধরাধারং শ্রীগোবর্দ্ধনমাশ্রয়ে।।
প্রণম্য শ্রীগুরুং ভূয়ঃ শ্রীকৃষ্ণং করুণার্ণবম্।
লোকনাথং জগচ্চক্ষুঃ শ্রীশুকং তমুপাশ্রয়ে।।
গোপরামাজনপ্রাণপ্রেয়সেতিপ্রভুষ্ণবে।
তদীয় প্রিয়দাস্যায় মাং মদীয়মহং দদে।।
একেন মৌষলারম্ভো জায়ন্তেয়কথা ততঃ।
চতুর্ভিঃ স্তুতিরেকেন ব্রহ্মেশাদিদিবৌকসাম্।
শ্রীকৃষ্ণোদ্ধবসম্বাদো বিংশত্যা ত্রিযুজা ততঃ।।
একেন কুলসংহার একেনান্তর্ধিরীশিতুঃ।।
এবমেকোত্তরত্রিংশদধ্যায়ৈস্তত্ত্ববোধকৈঃ।
মুক্তিরেকাদশস্কন্ধে কীর্ত্তিতা পূর্ব্বলক্ষিতা।।
তত্র তু প্রথমেঽধ্যায়ে স্বকুলক্ষয়চিন্তনম্।
হরিণা ব্রহ্মশাপোঽভূৎ মৌষল্যপ্যেরকাততিঃ।।০।।

তদেবং দশমস্কন্ধে দশমাশ্রয়তত্ত্বং বিচিত্র-চরিত্রামৃতবিতরণবিস্মাপিত প্রীণিতস্বভক্তসুমনসং স্বয়ং ভগবন্তং শ্রীকৃষ্ণং নিরূপ্য তচ্চরণপরিচরণাশ্রিতাং মুক্তিমেকাদশেঽত্র স্কন্ধে নিরূপয়ন্ কিঞ্চিদবশিষ্টং তচ্চরিত্রং বক্তুং পূর্ব্বোক্ত্যনুবাদেনোপক্রমতে কৃত্বেত্যাদিনা। অবতারয়দিত্যত্রাড়াগমাভাব আর্ষঃ। জবিষ্ঠং বেগবত্তরং কলিং কুরুপাণ্ডবাদিকলহম্।।১।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ, শ্রীগোবর্দ্ধন পর্বতকে, শ্রীমৎ গোবর্দ্ধনধারী প্রভুকে, গোবর্দ্ধন পর্ব্বতকে শ্রীগোবর্দ্ধনকে আশ্রয় করি। শ্রীগুরুদেবকে প্রণাম করিয়া পুনরায় করুণা সাগর শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করিয়া, লোকনাথকে, জগৎচক্ষু সেই শ্রীশুকদেবকে আশ্রয় করি।

গোপরামাজন প্রাণপ্রিয় অতিপ্রভাবশালীকে তদীয় প্রিয়দাস্যের জন্য আমাকে ও আমার সকলকিছুকে আমি দান করিলাম।

এক অধ্যায় দ্বারা মৌষললীলা আরম্ভ, ততঃপর চারিটি অধ্যায় দ্বারা নবযোগেন্দ্র কথা, এক অধ্যায় দ্বারা ব্রহ্মা-শিবাদি দেবগণের স্তুতি। তেইশ অধ্যায় দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধব সংবাদ, তাহার পর এক অধ্যায় দ্বারা যদুকুলসংহার, আর এক অধ্যায় দ্বারা শ্রীভগবানের অন্তর্দ্ধান। এইরূপে একত্রিংশ অধ্যায় দ্বারা তত্ত্ববোধক 'মুক্তি' একাদশ স্কন্ধে বর্ণিত হইয়াছে। ইহা পূর্ব্বেও বলা হইয়াছে। তন্মধ্যে প্রথম অধ্যায়ে নিজকুলক্ষয়ের চিন্তা করিয়া শ্রীহরিকর্ত্তৃক ব্রহ্মশাপ হইল, উহার মধ্যেই মৌষললীলা ও এরকা-সমূহের কথা বর্ণিত হইয়াছে।।০।।

এইভাবে দশম-স্কন্ধে আশ্রয় তত্ত্ব দশমপদার্থ শ্রীকৃষ্ণের বিচিত্র চরিতামৃত বিতরণ পূর্ব্বক নিজভক্ত সুমনাগণকে বিস্মাপিত ও তৃপ্ত করিয়া স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে নিরূপণ পূর্ব্বক তদীয় চরণসেবাশ্রিতা মুক্তিকে এই একাদশ স্কন্ধে নিরূপণ করিবার জন্য, কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট তাঁহার চরিত্র বলিবার জন্য পূর্ব্বোক্ত কথার পুনরায় উল্লেখ পূর্ব্বক প্রথমে শ্রীশুকদেব বলিতেছেন— 'কৃত্বা' ইত্যাদি পদ্যদ্বারা। 'অবতারয়ৎ' এইস্থলে অড়াগম অভাব আর্ষপ্রয়োগ। 'জবিষ্ঠং' অর্থাৎ বেগবৎতর কলিকে — কুরুপাণ্ডবাদি কলহকে।।১।।

বিবৃতি— সাধারণ জনগণ জানেন যে, কৃষ্ণসেবা-বিমুখ ব্যক্তিগণই দৈত্য; তাহাদের স্বভাবে কৃষ্ণকে সংহার করিবার চেষ্টা বর্ত্তমান। সেই সকল দৈত্যবধদ্বারাই ভগবান্ কৃষ্ণের যুগাবতার-কৃত্য-সমাপ্ত হয়। অনেকের ধারণা,— যদুবংশ ভগবদংশ বলিয়া তাঁহাদের দ্বারা পৃথিবী ভারবিশিষ্টা হন নাই; সুতরাং ভগবদংশে কার্ষ্ণপ্রবৃত্তির অভাব নাই। কৌরবপাণ্ডবগণও ভগবানের জ্ঞাতিবংশ এবং তাঁহারাও পৃথিবীর ভারবর্দ্ধনের জন্য আবির্ভূত হন নাই। কিন্তু দৈত্যবধ-সাধনদ্বারা পৃথিবীর ভার যেরূপ অপসারিত হইয়াছিল, কুরু-পাণ্ডবের কলহ উপলক্ষ্য করিয়া দুষ্টরাজগণের দুষ্প্রবৃত্তিরূপ পাপভারে ক্লিষ্টা পৃথ্বী তদ্রূপ লঘুতা প্রাপ্ত হইয়াছিল। আর যদুবংশের মধ্যে যাঁহারা কৃষ্ণের সেবায় নিরত ছিলেন, তাঁহারাও ভগবানের সহিত অপ্রকটলীলায় যোগদান করিয়াছিলেন; কিন্তু যে

সকল কৃষ্ণবিমুখ যাদব সাধারণের দৃষ্টিতে আপনাদিগকে কৃষ্ণের ন্যায় পূজ্য বলিয়া ভ্রম উৎপাদন করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের নিধনসাধনদ্বারা পৃথিবীর ভার অবতরণ করাইয়া পৃথিবীকে যাদবভার হইতে মুক্ত করিয়াছিলেন। কলহ-প্রভাবেই কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধ এবং তৎফলে উভয় পক্ষীয় নিহত যোদ্ধৃগণের সহিত কৃষ্ণবিমুখ ব্যক্তিগণেরও সংহার সম্ভব হইয়াছিল; কিন্তু যাঁহারা কৃষ্ণসেবোন্মুখ ছিলেন, তাঁহাদিগকে পরস্পর যুদ্ধ করাইয়া সংহার করেন নাই। আবার স্বীয় কুলের মধ্যে যাঁহারা ভগবদ্বিমুখ ছিলেন, তাঁহাদের পরস্পরের মধ্যে কলহ উৎপাদন করাইয়া সংহার করিবার জন্য তাঁহাদের দ্বারা নারদাদি কার্ষ্ণগণের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করাইয়াছিলেন।।১।।

যে কোপিতাঃ সুবহু পাণ্ডুসুতাঃ সপত্নৈ-
র্দুর্দ্যূত-হেলন-কচগ্রহণাদিভিস্তান্।
কৃত্বা নিমিত্তমিতরেতরতঃ সমেতান্
হত্বা নৃপান্নিরহরৎক্ষিতিভারমীশঃ।।২।।

অন্বয়ঃ—সপত্নৈঃ (দুর্য্যোধনাদিভিঃ শত্রুভিঃ) দুর্দ্যূত-হেলন-কচ-গ্রহণাদিভিঃ (দুর্দ্যূতং কপটদ্যূতং হেলনম্ অবজ্ঞা, কচগ্রহণং দুঃশাসনেন দ্রৌপদ্যাঃ কেশাকর্ষণম্ এতান্যেব আদির্যেষাং তৈঃ করণৈঃ) সুবহু (অত্যধিকং যথা ভবতি তথা বহুবারান্ ইতি যাবৎ) যে পাণ্ডুসুতাঃ (যুধিষ্ঠিরাদয়ঃ) কোপিতাঃ (কোপং প্রাপিতাঃ) তান্ (পাণ্ডুসুতান্) নিমিত্তং কৃত্বা ইতরেতরতঃ (পরস্পরতঃ উভয়োঃ পক্ষয়োঃ) সমেতান্ (একত্রীভূতান্) নৃপান্ হত্বা (ঘাতয়িত্বা) ঈশঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) ক্ষিতিভারং নিরহরৎ (পৃথিব্যাঃ ভারং জহার)।।২।।

অনুবাদ—দুর্য্যোধন প্রভৃতি শত্রুগণের কপট দ্যূতক্রীড়া, বিবিধ তিরস্কার এবং দ্রৌপদীর কেশাকর্ষণাদি-রূপ দুর্ব্যবহারে পাণ্ডুপুত্রগণ কুপিত হইলে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ উক্ত পাণ্ডুপুত্রগণকে নিমিত্ত করিয়া উভয়পক্ষে সম্মিলিত রাজগণের সংহার সাধনপূর্ব্বক পৃথিবীর ভার হরণ করিয়াছিলেন।।২।।

বিশ্বনাথ— কলিমেব বিবৃণোতি— যে পাণ্ডুসুতাঃ সপত্নৈর্দুর্য্যোধনাদিভিঃ সুবহু অত্যধিকং যথা স্যাত্তথা দুর্দ্যূতাদিভিঃ করণৈঃ কোপিতাস্তানেবার্জ্জুনাদীন্ নিমিত্তং কৃত্বা পরস্পরতঃ সমেতান্ উভয়োঃ পক্ষয়োর্মিলিতান্ নৃপান্ হত্বা ক্ষিতের্ভারং নিরহরৎ জহার।।২।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— কলিকেই বিশেষভাবে বর্ণন করিতেছেন— যে পাণ্ডুপুত্রগণ শত্রু দুর্য্যোধনাদিদ্বারা সুবহু অত্যধিকভাবে দুষ্ট পাশাখেলাদিদ্বারা পাণ্ডবগণকে কুপিত করিয়া সেই অর্জ্জুনাদিকে নিমিত্ত করিয়া পরস্পর উভয় পক্ষে মিলিত রাজগণকে হত্যা করিয়া শ্রীকৃষ্ণ পৃথিবীর ভার হরণ করিয়াছিলেন।।২।।

বিবৃতি— দ্রৌপদীর কেশাকর্ষণাদি কুরুগণের অধর্ম্মাচরণের ভারে প্রপীড়িতা পৃথিবীকে পাপভার হইতে মুক্ত করিবার জন্য অধার্ম্মিক কৌরবগণকে, ভারত-যুদ্ধে তাঁহাদের অনুগত নৃপতিবৃন্দকেও ধরাপৃষ্ঠ হইতে অপসারিত করিয়াছিলেন। পাণ্ডবগণের যুদ্ধরূপ নিমিত্ত উপলক্ষ করিয়াই শ্রীকৃষ্ণের নৈমিত্তিক অবতার বা যুগাবতারগণের প্রপঞ্চে লীলাভিনয় হয়।।২।।

ভূভাররাজপৃতনা যদুভির্নিরস্য
গুপ্তৈঃ স্ববাহুভিরচিন্তয়দপ্রমেয়ঃ।
মন্যেঽবনের্ননু গতোঽপ্যগতং হি ভারং
যদ্যাদবং কুলমহো অবিষহ্যমাস্তে।।৩।।

অন্বয়ঃ— অপ্রমেয়ঃ (প্রমাতুমশক্যঃ শ্রীকৃষ্ণঃ) স্ব স্ব বাহুভিঃ (নিজভুজৈঃ) গুপ্তৈঃ (পরিরক্ষিতৈঃ) যদুভিঃ (যাদবৈঃ) ভূভাররাজপৃতনাঃ (ভুবো ভারভূতা রাজ্ঞাং পৃতনাঃ সেনাঃ) নিরস্য (বিবাহাদি বিবিধব্যাজেন হত্বা) অচিন্তয়ৎ (পরামমর্শ, চিন্তাপ্রকারমাহ নন্বিতি) ননু (বিতর্কে) অবনেঃ (পৃথিব্যাঃ) ভারঃ (যদি চ লোকপ্রতীত্যা) গতঃ অপি (তথাপি অহং তং ভারং) হি (নিশ্চিতম্) অগতং মন্যে (তৎ কারণং নির্দ্দিশতি) যৎ (যতঃ) অবিষহ্যং (সোঢুমশক্যং) যাদবং কুলম্ অহো আস্তে (অধুনাপি দুর্দ্ধর্ষং যদুকুলং বর্ত্তত ইতি)।।৩।।

অনুবাদ— অপ্রমেয়-স্বরূপ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় ভুজবল-পরিরক্ষিত যাদবগণদ্বারা পৃথিবীর ভার-ভূত রাজসৈন্যগণের বিনাশ-সাধনপূর্ব্বক চিন্তা করিলেন যে, — যদিও লোকদৃষ্টিতে পৃথিবীর ভার দূরীভূত হইয়াছে, তথাপি আমার মনে হয় যে, এখনও উহা দূরীভূত হয় নাই, যেহেতু এখনও দুর্দ্ধর্ষ যাদবকুল পৃথিবীতে বর্ত্তমান রহিয়াছে।।৩।।

বিশ্বনাথ— যদুভিঃ কীদৃশৈঃ? স্ববাহুভির্গুপ্তৈঃ স্বভুজবলপালিতৈঃ। অচিন্তয়ৎ পরামমর্শ। তচ্চিন্তনস্য তত্রত্যৈ র্জ্ঞাতুমশক্যত্বাদপ্রমেয়ঃ। চিন্তনমাহ মন্য ইতি।। নন্বিতি বিতর্কে। যদ্যপি লোকপ্রতীত্যা ভারোগতস্তদপ্যহং ভারমাগতমেব মন্যে। কুত ইত্যত আহ যদিতি। যাদবকুলস্য পরমধার্ম্মিকস্যাপি ভারত্বপ্রকারঃ প্রথমস্কন্ধে ব্যাখ্যাতঃ।।৩।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— যদুগণ কেমন? নিজবাহুসমূহ-দ্বারা গুপ্ত অর্থাৎ নিজবাহুবলের দ্বারা পালিত। চিন্তা অর্থাৎ পরামর্শ করিলেন, সেই চিন্তন সেই স্থলের কেহই জানিতে পারিলেন না। অতএব শ্রীকৃষ্ণ অপ্রমেয়। চিন্তার প্রকার বলিতেছেন— 'ননু' এই অব্যয় পদের অর্থ বিতর্ক। যদিও লোক সমাজের জ্ঞানে পৃথিবীর ভার হরণ হইয়াছে তথাপি আমি মনে করি ভার আরও আসিল, কিরূপে? ইহার উত্তরে বলিতেছেন— যদুকুল পরম ধার্ম্মিক হইলেও পৃথিবীর অলংকাররূপে অধিক ভার ইহা প্রথমস্কন্ধে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে।।৩।।

বিবৃতি— যদিও দৈত্যবধ ও ধর্ম্মস্থাপন প্রভৃতি কার্য্যে ভূতার-হরণের লীলাসমূহ সাধারণের বিচারগম্য, তথাপি যাঁহারা ভগবৎকুলের অঙ্গারসদৃশ দুরাচার ছিলেন, তাঁহাদের দৌরাত্ম্য-দুর্ভার হইতেও পৃথিবীকে নিরুপদ্রব ও মোচন করা শ্রীকৃষ্ণের চিন্তনীয় বিষয় হইয়াছিল। তাঁহার বিচারপ্রণালী বুঝিবার শক্তি মানবের নাই বলিয়া তাঁহার 'অপ্রমেয়' বলিয়া খ্যাতি।

ভগবদ্বিরোধী ভগবদ্বংশ্যগণ সাধারণের বিচারে জাগতিক দৃষ্টিতে পূজিত হইয়া স্ব-স্ব যথেচ্ছাচারিতা দ্বারা পাছে জগতের অমঙ্গল সাধন করেন এবং আপাতদর্শন-প্রিয় জনগণ উহাতে ভ্রান্ত হইয়া সেই যথেচ্ছাচারিতাকেই কৃষ্ণানুকূল আচরণ জ্ঞান করেন, এইজন্য সেই ভ্রান্তি হইতে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে বহির্ম্মুখ যদুকুলের সংহারকার্য্যটী অপ্রমেয়বস্তু কৃষ্ণের চিন্তার বিষয় হইয়াছিল। ভগবানের দ্বারকা ও মথুরা-লীলায় সাধারণ লোক কুরুপাণ্ডব-যুদ্ধ ও অন্যান্য দৈত্যসংহারলীলা দেখিয়া পৃথিবীর ভার মুক্ত হইয়াছে মনে করিলেও ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নিজ কুলাঙ্গারগণের দ্বারা ভারাক্রান্ত পৃথিবীকে মুক্ত করিবার জন্যই তাঁহাদের অপ্রকট লীলাসাধনের নিমিত্ত পরস্পর কলহ উৎপাদন করাইয়া তাঁহাদিগকে স্থানান্তরিত করিলেন।।৩।।

নৈবান্যতঃ পরিভবোঽস্য ভবেৎ কথঞ্চিন্-
মৎসংশ্রয়স্য বিভবোন্নহনস্য নিত্যম্।
অন্তঃ কলিং যদুকুলস্য বিধায় বেণু-
স্তম্বস্য বহ্নিমিব শান্তিমুপৈমি ধাম।।৪।।

অন্বয়ঃ— (ইদমপ্যন্যৈর্ঘাত্যতাং তত্রাহ—নৈবেতি) নিত্যং মৎসংশ্রয়স্য (অহমেব সংশ্রয়ঃ আশ্রয়ো যস্য তস্য) বিভবোন্নহনস্য (বিভবৈর্বীর্য্যৈশ্বর্য্যাদিভিঃ উন্নহনস্য উচ্ছৃঙ্খলস্য) অস্য (যাদবকুলস্য) অন্যতঃ (দেবাদিভ্যোঽপি) কথঞ্চিৎ (অপি) পরিভবঃ (তিরস্কারঃ) ন এব ভবেৎ (বিনাশস্তু দূরত এবেত্যর্থঃ অতঃ) বেণুস্তম্বস্য (বংশসমূহস্য মধ্যে) বহ্নিম্ ইব যদুকুলস্য অন্তে (মধ্যে) কলিং (কলহং) বিধায় (উৎপাদ্য) শান্তিম্ (উপশমং তদনন্তরং) ধাম (চ) উপৈমি (স্বধাম বৈকুণ্ঠমুপৈষ্যামীতি শেষঃ)।।৪।।

অনুবাদ— এই যাদবকুল নিরন্তর আমার আশ্রয়ে বর্ত্তমান এবং বীর্য্য ঐশ্বর্য্যাদি বিভব-হেতু উচ্ছৃঙ্খল বলিয়া অন্য কাহারও নিকট হইতেই ইহাদের পরাভব সম্ভবপর নহে; সুতরাং বংশবনের মধ্যে অগ্নিসংযোগের ন্যায় ইহাদের মধ্যেও কলহ উৎপাদিত করিয়া শান্তি লাভপূর্ব্বক স্বয়ং নিজধামে গমন করিব।।৪।।

বিশ্বনাথ— তর্হীদমপ্যন্যৈর্ঘাত্যতাং তত্রাহ— নৈবেতি। পরিভবস্তিরস্কারোঽপি ন সম্ভবেৎ কিমুত হননমিতি ভাবঃ। তত্র হেতুর্মদিতি অতঃ স্বেনাপি হননমনুচিতমিতি ভাবঃ। তর্হি কোঽত্র সমাধিস্তত্রাহ অন্তরিতি যদুকুলস্য প্রভাসং গমিতস্য কলিং কলহং বিধায় তেনৈব তস্য শান্তিং নাশং বিধায় ধাম বৈকুণ্ঠং উপৈমি নারায়ণস্বরূপেণ স্বাংশেন যাস্যামি।।৪।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— তাহা হইলে এই ভারকেও অন্যের দ্বারা অপহরণ করা উচিত, এইজন্য বলিতেছেন— নৈব ইত্যাদি। পরিভব অর্থাৎ তিরস্কার অন্যের দ্বারা সম্ভব হইবে না হত্যা ত' দূরের কথা—ইহা ভাবার্থ। তাহার কারণ যদুগণ আমার আশ্রিত, অতএব অন্য কাহারও দ্বারা হত্যা অনুচিত। তাহা হইলে এই স্থলে কি সমাধান? তাহাই বলিতেছেন— যদুকুলকে প্রভাসতীর্থে পাঠাইয়া কলহ বাধাইয়া তাহার দ্বারাই তাহাদের শান্তি অর্থাৎ নাশ করিয়া বৈকুণ্ঠধাম গমন করিব— নারায়ণ স্বরূপের দ্বারা নিজ অংশে গমন করিব।।৪।।

বিবৃতি— যদুকুলান্বয়গণকে সাধারণলোক বহির্দ্দর্শনে কৃষ্ণোপম পূজ্য ও ঈশ্বর-জ্ঞানে পাছে তাহাদের সকল দুর্ব্যবহারকেও বহুমানন করে, এইজন্য তিনি প্রপঞ্চে স্বীয় অবতার-লীলা লোকচক্ষে আবৃত করিবার পূর্ব্বেই যাদবগণের পরস্পর মধ্যে অন্তঃস্থিত ভেদবহ্নি প্রজ্জ্বলিত করিবার ব্যবস্থা করিলেন।।৪।।

এবং ব্যবসিতো রাজন্ সত্যসঙ্কল্প ঈশ্বরঃ।
শাপব্যাজেন বিপ্রাণাং সঞ্জহ্রে স্বকুলং বিভুঃ।।৫।।

অন্বয়ঃ— (হে) রাজন্! (পরীক্ষিৎ) এবম্ (উক্ত-প্রকারেণ) ব্যবসিতঃ (কৃতনিশ্চয়ঃ) সত্যসংকল্পঃ ঈশ্বরঃ বিভুঃ (সর্ব্বনিয়ন্তা শ্রীকৃষ্ণঃ) বিপ্রাণাং শাপব্যাজেন (ব্রাহ্মণশাপমিষেণ, ব্রাহ্মণ-মাহাত্ম্য-প্রখ্যাপনমপ্যেকমেব প্রয়োজনমিতি) স্বকুলং সংজহ্রে (যদুকুলং বিনাশিতবান্)।।৫।।

অনুবাদ— হে রাজন্! সত্যসঙ্কল্প, সর্ব্বনিয়ন্তা, জগদীশ্বর শ্রীকৃষ্ণ এইরূপ নিশ্চয়পূর্ব্বক বিপ্রশাপচ্ছলে স্বীয় যাদবকুলের বিনাশ-সাধন করিয়াছিলেন।।৫।।

বিশ্বনাথ— বেণুস্তম্বস্য বংশসংঘস্য মথনোত্থং বহ্নিং বিধায় তেনৈব বংশসংঘস্য নাশং বিধায় পবনো যথা ধাম অন্তর্দ্ধানং যাতি তথা। এবমেব ব্যবসিতং মনোনিশ্চয়ে যস্য সঃ। শাপব্যাজেন বিপ্রাণামিতি ব্রাহ্মণমাহাত্ম্য-প্রখ্যাপনমপ্যেকমত্র প্রয়োজনমিতি ভাবঃ।।৫।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— পবনদেব বাঁশঝাড় সমূহের পরস্পর মন্থনজাত অগ্নিজ্বালাইয়া তাহা দ্বারাই যেমন বাঁশসমূহের বিনাশ করেন, সেইরূপ আমিও অন্তর্দ্ধান করিব যদুবংশরূপ পৃথিবীর ভার হরণ করিয়া — এইরূপ মনে নিশ্চয় করিয়া শ্রীকৃষ্ণ ব্রাহ্মণগণের শাপচ্ছলে যদুবংশ হরণ করিলেন। এস্থলে ব্রাহ্মণ-মাহাত্ম্য প্রচার করাও একটি কারণ ছিল।।৫।।

বিবৃতি— ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্র সত্যসঙ্কল্প, সুতরাং যাহাতে জগতের হিত হয়—এরূপ বিচার করিয়া ব্রহ্মশাপছলনায় নিজকুলকে বিনাশ করিলেন।

শ্রীগৌরাঙ্গলীলায় শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু ও শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু বিষ্ণুতত্ত্ব বলিয়া পরিচিত হওয়ায় তাঁহাদের শৌক্র অধস্তনাভিমানিগণও ভবিষ্যতে ঐরূপ পরিচয় লাভ করিয়া যে জগতে গুরুতত্ত্বের মহা অবমাননা করিবেন,— ইহা জানিয়াই ভগবত্রয় কৃষ্ণলীলার ন্যায় বিধান করিয়াছেন। মহাবদান্য শ্রীগৌরসুন্দর নিজ শৌক্রান্বয় দ্বারা জগতের নিত্যমঙ্গল-বোধ-সামর্থ্যকে আচ্ছাদন করেন নাই। শ্রীমৎপ্রভু নিত্যানন্দও স্বীয় পুত্র শ্রীবীরভদ্রের কোন ঔরসজাত পুত্র রক্ষা না করায় এবং শ্রীঅদ্বৈত্যাচার্য্যও শ্রীঅচ্যুতানন্দ ব্যতীত তাঁহার পুত্রগণকে স্ব-সম্পর্করহিত করিয়া ত্যাজ্যপুত্র করায় বিষ্ণুশৌক্রকুলের সংস্থিতি ইহজগতে কোনপ্রকার অমঙ্গলকর ভ্রমোৎপাদনের সুযোগ দেয় নাই। শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর পুত্র শ্রীঅচ্যুতানন্দ কোন শৌক্র-সন্তান রাখিয়া যান নাই এবং তাঁহার অন্যান্য পুত্রগণ ভগবদ্ভক্তি হইতে বিচ্যুত হইয়াই ত্যক্তপুত্র-নামে

অভিহিত হইয়াছেন। সুতরাং স্মার্ত্তের বিচারানুকূলে যে শৌক্র পদ্ধতিতে সম্মান, তাহা পারমার্থিকের আদরের বস্তু নহে। অন্যান্য আচার্য্যবংশেও এই পদ্ধতি প্রদর্শিত হইয়াছে। কিন্তু কলি বিবাদ করিবার অভিপ্রায়ে নানাপ্রকার কুতর্ক উত্থাপন করিয়া অনভিজ্ঞ জনগণকে বঞ্চনা করে। আবার ত্যক্তগৃহ ভাগবতগণের পরিচয়ে যে অসদ্‌বিচার ভক্তিধর্ম্মের নামে চলিতে থাকে, তদ্দ্বারাই পূর্ব্ব মহাজনগণের সেবা-প্রণালীর প্রতি তাহাদের আক্রমণ দেখা যায়। পিতার সম্পত্তি পুত্রই অধিকার করিয়া থাকে—ইহা ভোগি-জগতের চিন্তাস্রোত হইলেও যেস্থানে ভোগ-প্রবণতা বিদ্যমান, তথায় পিতার সদ্‌গুণসমূহ ও ভজনের প্রবৃত্তি অধস্তনগণের মধ্যে অনেকস্থলেই দেখা যায় না। তথাপি শৌক্র-অধস্তনগণ তাঁহাদের পিতার প্রবৃত্তিও লাভ করিয়াছেন বলিয়া মনে করেন। এইজন্যই সত্যসঙ্কল্প ভগবান্ ও ভক্তগণ স্বীয় অধস্তনদিগের বিচার-প্রণালী এরূপ বিপরীতভাবে নিয়মিত করেন যে, তদ্দ্বারা ঐ শৌক্র অধস্তনগণ প্রতিকূল পরিচয়ই দিয়া থাকেন।।৫।।

স্বমূর্ত্ত্যা লোকলাবণ্যনির্ম্মুক্ত্যা লোচনং নৃণাম্।
গীর্ভিস্তাঃ স্মরতাং চিত্তং পদৈস্তানীক্ষতাং ক্রিয়াঃ।।৬।।
আচ্ছিদ্য কীর্ত্তিং সুশ্লোকাং বিতত্য হ্যঞ্জসা নু কৌ।
তমোঽনয়া তরিষ্যন্তীত্যগাৎ স্বং পদমীশ্বরঃ।।৭।।

অন্বয়ঃ— লোকলাবণ্যনির্ম্মুক্ত্যা (লোকানাং প্রাণিনাং লাবণ্যস্য নির্ম্মুক্তিস্ত্যাগস্তিরস্কারো যয়া তয়া) স্বমূর্ত্ত্যা (নিজাঙ্গ প্রভয়া) নৃণাং লোচনং, গীর্ভিঃ (স্ববচোভিঃ) তাঃ (গিরঃ) স্মরতাং (জনানাং) চিত্তং (চ), পদৈঃ (তত্র তত্র অঙ্কিতৈঃ) তানি (পদানি) ঈক্ষতাম্ (ঈক্ষমাণানাং) ক্রিয়াঃ (অন্যতোগমনদিকাঃ) আচ্ছিদ্য (আকৃষ্য), এবং তদানীন্তনানাং সর্ব্বেষাং চক্ষুরাদি প্রবৃত্তীঃ স্বৈকনিষ্ঠাঃ কৃত্বেতি সমুদায়ার্থঃ) কৌ (পৃথিব্যাং) সুশ্লোকাং (শোভনাঃ শ্লোকাঃ সুশ্লোকাঃ কবীনাং যস্যাং তাং) কীর্ত্তিং (মাহাত্ম্যং) বিতত্য (বিস্তীর্য্য) অনয়া (কীর্ত্ত্যা) অঞ্জসা (সুখেন) নু (নিশ্চিতং লোকাঃ) তমঃ (অজ্ঞানময়ং সংসারং) তরিষ্যন্তি ইতি (এবং নিশ্চিত্য) ঈশ্বরঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) স্বংপদং (স্থানম্) অগাৎ (গতবান্)।।৬-৭।।

অনুবাদ— ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নিখিললোকলাবণ্য-বিজয়িনী স্বীয় অঙ্গপ্রভাদ্বারা মানবগণের নয়ন, স্বীয় বাক্যসমূহের দ্বারা উক্ত বাক্যসমূহ-স্মরণকারী জনগণের চিত্ত এবং ইতস্ততঃ অঙ্কিত পদচিহ্নসমূহদ্বারা দর্শক-জনগণের অন্য যাবতীয় ক্রিয়া আকর্ষণপূর্ব্বক অর্থাৎ তদানীন্তন লোকসমূহের যাবতীয় ইন্দ্রিয় ব্যাপার একমাত্র নিজের বিষয়েই সংসাধিত করিয়া পৃথিবীতে স্বকীয় পুণ্যকীর্ত্তি বিস্তারপূর্ব্বক 'এই কীর্ত্তির অনুসরণে মানবগণ অনায়াসে সংসার হইতে মুক্তিলাভ করিবে' এইরূপ মনে করিয়া স্বধামে গমন করিয়াছিলেন।।৬-৭।।

বিশ্বনাথ— তদেবং স্বাবির্ভাবপ্রয়োজনং সর্ব্বং সম্পাদ্যান্তরধাদিত্যাহ লোকেভ্যো লাবণ্যস্য নির্ম্মুক্তি-স্ত্যাগোদানং যতস্তয়া মূর্ত্ত্যা পশ্যতাং লোচনমাচ্ছিদ্যেতি ততোঽন্যস্যাবলোকনে লোচনস্যাপ্রবৃত্তের্লোচনেন্দ্রিয়ম পহৃত্যেত্যর্থঃ। তথা স্বগীর্ভিস্তা গির আচ্ছিদ্যেতি বাগি-ন্দ্রিয়াপহার উক্তঃ। বাগিন্দ্রিয়রহিতানাঞ্চ কর্ণেন্দ্রিয়াভাব-দর্শনাৎ গীর্ভিং কর্ণেন্দ্রিয়ং বাগিন্দ্রিয়ঞ্চাপহৃত্যেত্যর্থঃ। তথা স্মরতাং চিত্তমাচ্ছিদ্য, তথৈব পদৈশ্চরণচিহ্নৈস্তানি ঈক্ষতাং ঈক্ষমাণানাং অন্যতো গমনাদিকাঃ ক্রিয়াশ্চা-চ্ছিদ্যাকৃষ্য গৃহীত্বা অগাৎ। কৃষ্ণোঽবতীর্য্য নৃণাঞ্চক্ষুরাদি সর্বস্বং হৃত্বা তানন্ধমূকবধিরোন্মত্তজড়ামেনবাক-রোদিত্যতঃ কস্তং দয়ালুং বদেন্মহাচৌর এব স ইতি ব্যাজস্তুতিঃ। বস্তুতস্তু দৈত্যেভ্যোঽপি সংহৃত্য মুক্তিং দদৌ, তদন্যেভ্যস্তু স্বসৌন্দর্য্যাদিলাবণ্যসিন্ধৌ নিমজ্য প্রেমাণমেব দদাবিত্যেতাবান্ নিরুপাধির্দয়ালুর্নাস্তি কোঽপীতি ভাবঃ। কিঞ্চ শোভনাঃ শ্লোকাঃ কবীনাং যত্র তাং বিতত্য বিস্তার্য্য অতঃ পরং কৌ পৃথিব্যাং জনিষ্যমাণা জনাঃ তমঃ সংসারসমুদ্রং অনয়া নৌকয়েব সুখেন তরিষ্যন্তীতি মত্বৈবাগাদিতি ভবিষ্যজ্জনেষ্বপ্যেতাবতী দয়েতি ভাবঃ। স্বং পদং স্বীয়ং ব্যবসায়মগাৎ 'পদং ব্যবসিতি-ত্রাণস্থানলক্ষ্ম্যঙ্ঘ্রিবস্তুষ্বি'ত্যমরঃ। সপাদশত-

বর্ষান্তে সর্ব্ব-স্মিন্নেব স্বীয়চিকীর্ষিতে নিষ্পন্নে সতি সাম্প্রতং প্রাপঞ্চিকলোকাদৃশ্যো ভবিষ্যামীত্যুপস্থিতঃ যঃ স্বব্যবসায়স্তং প্রাপেত্যর্থঃ। ন তু সর্ব্বাংশেনৈব স্বীয়ং পদং প্রসিদ্ধবৈকুণ্ঠং অগাদিতি ব্যাখ্যাতুং শক্যং তস্য দ্বারকাদিধামত্রয়নিত্য বিহারিত্বস্য পূর্ব্বস্কন্ধান্তে ব্যাখ্যাতত্বাদেতস্কন্ধান্তে চ শ্রুতিস্মৃত্যাদিপ্রমাণতো ব্যাখ্যাস্যমানত্বাচ্চ তৃতীয়াদাবুদ্ধবোক্তৌ চ কৃষ্ণদ্যুমণি নিম্লোচ ইত্যত্রাজোপি জাতো ভগবান্ যথাগ্নিরিত্যত্র চ দ্যুমণ্যাদিদৃষ্টান্তেন তস্য দ্বারকাদি স্বধামত্যাগাভাবস্য দৃঢ়ীকৃতত্বাচ্চ।।৬-৭।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— এইরূপে নিজ আবির্ভাবের প্রয়োজন সকল সম্পাদনের পর অন্তর্দ্ধান করিলেন, ইহাই বলিতেছেন— শ্রীকৃষ্ণ নিজমূর্ত্তির লাবণ্যদ্বারা দর্শনকারী লোকগণের নয়নকে আকর্ষণ করিলেন, লোকগণের লাবণ্যকে তিরস্কার করিয়া, অতএব কৃষ্ণদর্শনকারীগণের লোচন অন্য সকল দর্শনে প্রবৃত্ত হইল না। 'লোচন' শব্দে এস্থলে ইন্দ্রিয়সমূহকে অপহরণ করিলেন। সেইরূপ নিজ বাক্যসমূহ দ্বারা তাঁহার বাক্যশ্রবণকারীগণের বাক্ ইন্দ্রিয়কে অপহরণ করিলেন, বাক্ ইন্দ্রিয় রহিতগণের কর্ণেন্দ্রিয় অভাব দেখা যায়। অতএব শ্রীকৃষ্ণ নিজ বাক্যসমূহ দ্বারা অন্য সকলের কর্ণেন্দ্রিয় ও বাক্ ইন্দ্রিয় অপহরণ করিলেন। সেইরূপ তাঁহাকে স্মরণকারীগণের চিত্ত আকর্ষণ করিলেন, সেইরূপ চরণচিহ্ন দ্বারা ঐ চিহ্ন দর্শনকারীগণের অন্যত্র গমন আদি ক্রিয়া আকর্ষণ করিয়া অন্তর্দ্ধান করিলেন, কৃষ্ণ অবতরণ করিয়া মনুষ্যগণের চক্ষুরাদি সর্ব্বস্ব হরণ করিয়া তাহাদিগকে অন্ধ বোবা বধির উন্মত্ত ও জড় করিলেন। অতএব কে তাঁহাকে দয়ালু বলে, তিনি মহা চোরই—ইহা ব্যাজ স্তুতি।

বস্তুতঃ দৈত্যগণকেও সংহার করিয়া মুক্তিদান করিলেন। অতএব অন্যসকল হইতে নিজ সৌন্দর্য্যাদিসমুদ্রে ডুবাইয়া প্রেমই দান করিলেন। অতএব এইরূপ নিরূপাধি দয়ালু আর কেহ নাই—ইহাই ভাবার্থ।

আর কবিগণের শোভন শ্লোকসমূহ যেখানে অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ যশগুণগানে তাহা বিস্তার করিয়া, অতঃপর কলিকালে পৃথিবীতে ভবিষ্যতে জন্মগ্রহণকারীগণের সংসার-সমুদ্র ঐ কবিগণের উক্তিরূপ নৌকাদ্বারাই সুখে উত্তীর্ণ হইবে, এই মনে করিয়া অন্তর্দ্ধান করিলেন, অর্থাৎ ভবিষ্যৎ জনগণেও এইরূপ দয়া অন্যত্র নাই, ইহাই ভাবার্থ। নিজপদ অর্থাৎ নিজ চিন্তিতস্থানে গমন করিলেন। অমরকোষে 'পদ'শব্দের অর্থ চিন্তা, স্থান, ত্রাণ, লক্ষ্মী, চরণ ও বস্তু শব্দকে বুঝায়। একশত পঁচিশবর্ষ অন্তে নিজ চিন্তিত সকলকার্য্য নিষ্পন্ন হইলে পর সম্প্রতি জাগতিক লোকে অদৃশ্য হইব এইরূপ নিজ যে চিন্তা উপস্থিত হইল, তাহাতে মগ্ন হইলেন। শ্রীকৃষ্ণ যে সর্ব্বাংশেই নিজ'পদ' প্রসিদ্ধ বৈকুণ্ঠধামে গেলেন, ইহা ব্যাখ্যা করিতে পারা যায় না, কারণ তাঁহার দ্বারকা, মথুরা ও বৃন্দাবন— এই তিনটি ধামও নিত্য এবং তাহাতে নিত্য বিহারকারী ইহা পূর্ব্বস্কন্ধের শেষে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। এই স্কন্ধের শেষেও শ্রুতি-স্মৃতি আদি প্রমাণদ্বারা ব্যাখ্যা করা হইবে, তৃতীয়াদি স্কন্ধেও উদ্ধবাদির উক্তিতেও কৃষ্ণ-সূর্য্য অস্তমিত হইলে এই শ্লোকে ভগবান্ অজ হইয়াও অগ্নির ন্যায় জন্মগ্রহণ করিলেন। এইসকল স্থানে সূর্য্য আদি দৃষ্টান্ত দ্বারা দ্বারকাদি নিজধাম ত্যাগ করেন নাই, ইহা দৃঢ় সিদ্ধান্ত করা হইল।।৬-৭।।

বিবৃতি— অধোক্ষজ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নিজরূপ প্রদর্শন করিয়া জগতের নিজ স্বরূপে ইতর সৌন্দর্য্য-দর্শনাকাঙ্ক্ষিজনগণকে তাদৃশী অসতী আকাঙ্ক্ষা হইতে মুক্ত করেন। তাঁহার অলৌকিক বাক্যের মনোধর্ম্মী জীবকে অসচ্চিন্তাস্রোত হইতে পরিমুক্ত করেন, স্বীয় চিন্ময়পদদর্শনকারী জনগণকে জড়স্বসুখান্বেষী ভগবদিতর কর্ম্মিগণের ক্রিয়াচেষ্টা হইতে ভগবদনুশীলনের বৈষম্য দেখাইয়া জীবের কৃষ্ণের সম্বন্ধে যাবতীয় অজ্ঞান হইতে তাহাদিগকে নির্ম্মুক্ত করেন এবং স্বীয় অলৌকিক রূপ, বাক্য ও বিক্রমসমূহ কৃষ্ণেতর বস্তুর সহিত বহির্দৃষ্টিতে সমভাবে দৃষ্ট হইলেও তাদৃশ ভোগ-দর্শন হইতে জীবকে অপসারিত করিয়া আপনাকে স্বীয় চিন্ময়রাজ্যের

বিষয়বিগ্রহরূপে প্রদর্শনপূর্ব্বক তাহার অনাদিবহির্ম্মুখতা অপনোদন করেন।

কোন ভাগ্যে মানব শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিলে জড়ে আবদ্ধ হইবার পরিবর্ত্তে তাঁহার অসামান্য চিন্ময়রূপ-সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট এবং শব্দের বিদ্বদ্রূঢ়িবৃত্তি আশ্রয় করিয়া ব্রাহ্মী, খরৌষ্ঠি, সান্কী ও পুষ্করাসাদি ভাষায় ভোগস্পৃহা-দ্যোতক শব্দার্থ হইতে বিমুক্ত হন। ক্ষুদ্রজীবের নশ্বর কার্য্যের সহিত ত্রিবিক্রমের অলৌকিকী ক্রিয়ার ভেদ দর্শন করিয়া কৃষ্ণভক্তের হৃদয়ে কোনপ্রকার প্রাকৃত তমের দ্বারা আচ্ছাদিত হয় না এবং ভোগিকুলের ন্যায় পাপপুণ্যের আশ্রিত হয় না— এরূপ বিধান করিয়া কৃষ্ণ তাঁহাকে অপ্রাকৃত গোলোকে লইয়া যান। তাঁহাকে কৃষ্ণদর্শন, হরিকথা-শ্রবণ ও ব্রহ্মাণ্ডাতীত রাজ্যভ্রমণ অর্থাৎ চিদ্বিলাসে অবস্থান করিবার সুযোগ দিয়া এবং জড়ের বদ্ধভাব হইতে নিষ্কৃতি লাভের উপায় প্রদর্শন করিয়া অবশেষে তিনি স্বধামে গমন করিয়াছিলেন।

মূঢ় জীবকুল মনে করেন যে, জীবন্মুক্ত স্বরূপসিদ্ধ ভাগবতগণ ইহলোকে নানাপ্রকার কর্মফল ভোগ করিয়া বাস্তবমঙ্গল লাভ করিতে পারেন না। কিন্তু ভগবান্ তাদৃশ অনভিজ্ঞজনগণের মঙ্গল সাধনের জন্য স্বীয় অপ্রাকৃত সৌন্দর্য্য, অপ্রাকৃত বাক্য ও অপ্রাকৃত ক্রিয়াসমূহ দ্বারা তাহাদিগকে নশ্বর ভোগময় জগতের অভিনিবেশ হইতে মুক্ত করিয়াছিলেন।।৬-৭।।

শ্রীরাজোবাচ—

ব্রহ্মণ্যানাং বদান্যানাং নিত্যং বৃদ্ধোপসেবিনাম্।
বিপ্রশাপঃ কথমভূদ্বৃষ্ণীনাং কৃষ্ণচেতসাম্।।৮।।

অন্বয়ঃ— শ্রীরাজা উবাচ, ব্রহ্মণ্যানাং (ব্রাহ্মণ-ভক্তানাং) বদান্যানাং (দানশীলানাং) নিত্যং বৃদ্ধোপসেবিনাং (সর্ব্বদা নারদাদি-বৃদ্ধোপসেবিনাং) কৃষ্ণচেতসাং (কৃষ্ণগতচিত্তানাং) বৃষ্ণীনাং (যাদবানাং) কথং (কেন হেতুনা) বিপ্রশাপঃ অভূৎ (ব্রহ্মশাপো বভূব)।।৮।।

অনুবাদ— শ্রীপরীক্ষিৎ বলিলেন,— হে মুনিবর! ব্রাহ্মণভক্ত, বদান্য, বৃদ্ধজনসেবারত, কৃষ্ণগতচিত্ত যাদবগণের ব্রহ্মশাপ কিজন্য সংঘটিত হইয়াছিল, তাহা বর্ণন করুন।।৮।।

বিবৃত— দানকুণ্ঠ, যুগধর্ম্মোন্মত্ত ব্রহ্মণ্য-বিরোধী ব্যক্তিগণের প্রতি ব্রাহ্মণ নৈসর্গিকভাবে কোপন-স্বভাব। কিন্তু বৃষ্ণিবংশের সকলেই যখন কৃষ্ণানুগত এবং ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবের প্রতি সর্ব্বদা প্রসন্ন, তখন কি প্রকারে তাদৃশ কৃষ্ণবংশের প্রতি ব্রাহ্মণগণের শাপ সংঘটিত হইল?

কৃষ্ণচিত্তজনগণ—সুজন; ব্রহ্মজ্ঞগণ জড়ভোগ উদাসীন হইয়া কৃষ্ণানুগত জনগণের পক্ষগ্রহণই করিয়া থাকেন। সুতরাং কৃষ্ণবংশে বিপ্রশাপের কারণের অবকাশ হইতে পারে না। 'যদ্যপি ব্রহ্মণ্য করে ব্রাহ্মণের সহায়। তথাপি জানিবে তাঁরে বৈষ্ণবের প্রায়।।'— এই বাক্যেই বুঝা যায় যে, ব্রহ্মণ্যের আদরকারী জনমাত্রেই প্রকৃত কৃষ্ণভক্ত শব্দবাচ্য হইতে পারেন না। জাগতিক নীতিপরায়ণতা দেখিয়াই অনেকে মনে করেন,— দ্বিজসেবানিরত, পূজ্যের প্রতি মানদ জনগণই প্রকৃত কৃষ্ণভক্ত; কিন্তু নিষ্কপট কৃষ্ণভক্তি ব্যতীত সকল সময় সকল ব্যক্তিতে ঐ সদ্‌গুণসমূহ বর্ত্তমান থাকে না। নৈমিত্তিক কারণোপলক্ষণে বিষ্ণুভক্তের প্রতি বিদ্বেষ ও উপহাসাদি করিলেই মানবের ব্রহ্মণ্য-বদান্যতা ও কৃষ্ণানুগত্য বিনষ্ট হয়। সুজন এবং প্রকৃত ব্রাহ্মণের প্রতি অবজ্ঞা ও উপাহাসাদি সকল সদ্‌গুণের সংহারক। যে স্থলে ভক্তের অমর্য্যাদা হয়, সে স্থলে ভগবান্ তাঁহার আত্মীয়গণের প্রতিও বিরূপ হন এবং বৈষ্ণববিদ্বেষীর সংহারের ব্যবস্থা করেন। 'বিষ্ণুবংশ' বলিবার ছলনায় যদি বৈষ্ণববিদ্বেষ করা হয়, তাহা হইলে 'বিষ্ণুবংশোদ্ভব' বলিয়া পরিচয়মাত্রদ্বারাই প্রতিষ্ঠিত হইতে পারা যায় না।।৮।।

যন্নিমিত্তঃ স বৈ শাপো যাদৃশো দ্বিজসত্তম।
কথমেকাত্মনাং ভেদ এতৎ সর্ব্বং বদস্ব মে।।৯।।

অন্বয়ঃ— (হে) দ্বিজসত্তম! (দ্বিজশ্রেষ্ঠ!) সঃ বৈ

শাপঃ (ব্রহ্মশাপঃ) যন্নিমিত্তঃ (যৎ নিমিত্তং কারণং দ্বারং যস্য তথাভূতঃ) যাদৃশো (চ) একাত্মনাং (অন্যোন্যমৈকমত্যং প্রাপ্তানাং যাদবানাং) কথং ভেদঃ (কলহশ্চ) এতৎ সর্ব্বং (এতস্মিন্ মৎপৃষ্টে সর্ব্বং প্রতিবক্তব্যং) মে (মহ্যং) বদস্ব (যত্নেন ব্রুহীত্যর্থঃ)।।৯।।

অনুবাদ— হে দ্বিজবর! ঐ ব্রহ্মশাপ কীদৃশ ও কি হেতু উৎপন্ন হইয়াছিল এবং একচিত্ত যাদবগণের মধ্যে কি জন্যই বা পরস্পর বিবাদ ঘটিয়াছিল,— এ সমস্ত অনুগ্রহপূর্ব্বক আমার নিকট বলুন।।৯।।

বিশ্বনাথ— একাত্মনামেকমনসাং তেষাং ভেদঃ সংহারহেতুঃ কলহঃ।।৯।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— একাত্মাগণের অর্থাৎ একচিত্ত যদুগণের ভেদ অর্থাৎ সংহার-হেতু কলহ কিরূপে হইল।।৯।।

শ্রীবাদরায়ণিরুবাচ—

বিভ্রদ্বপুঃ সকলসুন্দরসন্নিবেশং
কর্ম্মাচরন্ ভুবি সুমঙ্গলমাপ্তকামঃ।
আস্থায় ধাম রমমাণ উদারকীর্ত্তিঃ
সংহর্ত্তুমৈচ্ছত কুলং স্থিতকৃত্যশেষঃ।।১০।।

অন্বয়ঃ—শ্রীবাদরায়ণিঃ উবাচ,— সকল-সুন্দর-সন্নিবেশং (সকলানাং সুন্দরবস্তূনাং সন্নিবেশো বিন্যাস-বিশেষো যস্মিন্ তৎ) বপুঃ বিভ্রৎ (ধারয়ন্) ভুবি সুমঙ্গলং কর্ম্ম আচরন্ (অনুতিষ্ঠন্) আত্মকামঃ (পূর্ণকামোঽপি) স্থিতকৃত্যশেষঃ (স্থিতঃ কৃত্যে ভূভারহরণে শেষো যস্য সঃ) উদারকীর্ত্তিঃ (উদারা বহুফলপ্রদা কীর্ত্তির্যস্য সঃ কৃষ্ণঃ) ধাম (দ্বারবত্যাখ্যং গৃহম্) আস্থায় (অধিষ্ঠায়) রমমাণঃ (ক্রীড়ন্ সন্) কুলং (নিজবংশং) সংহর্ত্তুং (বিনাশয়িতুম্) ঐচ্ছত (ঐচ্ছৎসংকল্পিতবান্)।।১০।।

অনুবাদ— শ্রীশুকদেব বলিলেন,— উদারকীর্ত্তি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নিখিলসৌন্দর্য্যসমাবেশাশ্রিত সুবিগ্রহ ধারণপূর্ব্বক পৃথিবীতে সুমঙ্গল কর্ম্মসমূহের আচরণ করিয়া দ্বারকাভবনে বিহার-সহকারে পূর্ণকাম হইলেও ভূভারহরণরূপ কার্য্যের কিয়দংশ অবশিষ্ট থাকায় অনন্তর

নিজ বংশসংহারের সঙ্কল্প করিয়াছিলেন।।১০।।

বিশ্বনাথ— স্বীয়ান্ রূপলীলাবিলাসান্ সর্বোৎকৃষ্টান্ দর্শয়িত্বা জনান্ কৃতার্থীকৃতদেবতা স্বচিকীর্ষিতনিষ্পত্তি-সমাপ্তৌ তৈ বৃষ্ণিভিঃ সহান্তর্দ্ধিৎসতা ভগবতৈব ব্রহ্মশাপঃ স্বেচ্ছয়া বিপ্রদ্বারা কল্পিত ইত্যাহ বিভ্রদিতি। সকলানাং সুন্দরবস্তূনাং সন্নিবেশো বিন্যাসবিশেষো যস্মিন্ তদ্বপুরিতি রূপমুক্তং, কর্ম্মেতি লীলা চোক্তা। ধাম দ্বারকাদিকমাস্থায় তত্র স্থিত্বা রমমাণঃ তত্র তত্রত্যাভিঃ প্রিয়াভির্বিহরন্নিত্য-দ্ভুতো বিলাসশ্চোক্তঃ। আত্মকামঃ সিদ্ধস্বচিকীর্ষিতঃ উদারকীর্ত্তির্জনিষ্যমাণলোকেভ্যোঽপ্যুদারা প্রেমভক্তি-দায়িনী কীর্ত্তিঃ স্বীয়রূপলীলাবিলাসপ্রথাময়ী যস্য সঃ ব্রহ্মশাপদ্বারৈব কুলং সংহর্ত্তুমৈচ্ছৎ। স্থিতঃ কৃত্যশেষঃ কিঞ্চিন্মাত্রমবশিষ্টং কৃত্যং যস্য সঃ। (১) তচ্চ যদুষু প্রবেশিতানাং দেবানাং দিবি প্রস্থাপনং। (২) স্বাংশানাং বৈকুণ্ঠশ্বেতদ্বীপবদর্য্যাশ্রমাদিষু প্রস্থাপনম্। (৩) নিত্যপার্ষদসহিতস্য স্বস্য প্রাপঞ্চিকলোকচক্ষুর্ভ্যোঽন্ত-র্দ্ধানঞ্চেতি ত্রিতয়ম্।।১০।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— নিজেদের রূপলীলা-বিলাসাদির সর্ব্বোৎকৃষ্টতা দেখাইয়া জনগণকে কৃতার্থ করিয়া দেবতাগণ নিজ অভিলষিত কার্য্যসমাপ্তিতে যদুগণের সহিত অন্তর্দ্ধান করুক, এই ইচ্ছায় ভগবানই ব্রহ্মশাপ স্বেচ্ছায় ব্রাহ্মণদ্বারা কল্পনা করিলেন, ইহাই বলিতেছেন— শ্রীশুকদেব 'বিভ্রৎ' ইত্যাদি পদ্যদ্বারা। সকল সুন্দর বস্তু নিজশরীরে বিন্যাস বিশেষ এমন শ্রীবিগ্রহ ও লীলা ধারণ করিয়া এবং পৃথিবীতে সুমঙ্গললীলা আচরণ করিয়া দ্বারকাদিধামে অবস্থান করিয়া সেই সেই ধামে স্থিত প্রেয়সীগণের সহিত অদ্ভুত বিহার করিয়া আত্মকাম অর্থাৎ নিজ অভিলষিত সিদ্ধ করিয়া উদারকীর্ত্তি অর্থাৎ ভবিষ্যতে জন্মগ্রহণকারী লোকগণকেও উদার প্রেমভক্তিদায়িনী কীর্ত্তি নিজরূপলীলা বিলাস প্রচারময়ী কীর্ত্তি যাঁহার সেই শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মশাপদ্বারাই নিজ কুলকে সংহার করিতে ইচ্ছা করিলেন। যাঁহার কিঞ্চিৎমাত্রও অবশিষ্ট কৃত্য ছিল।

(১)যদুগণের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল সেই দেবগণের স্বর্গে প্রেরণ এবং (২) নিজ অংশ অবতারগণের বৈকুণ্ঠে, শ্বেতদ্বীপে, বদরিকা আশ্রম আদিতে পাঠান, (৩) নিত্য পার্ষদসহিত নিজের জাগতিক লোকচক্ষু হইতে অন্তর্দ্ধানও তৃতীয় কার্য্য।।১০।।

বিবৃতি— অনেক "বিষ্ণৌ সর্ব্বেশ্বরেশে তদিতর-সমধীঃ" রূপ অমঙ্গলের ধারণা করিয়া পতিত হন। ভগবানের বহিরঙ্গাশক্তিকে অন্তরঙ্গা শক্তির সহিত সমপর্য্যায়ে গ্রহণ করিয়া কৃষ্ণের সহিত মায়ার সামঞ্জস্য ধারণা করেন। এইরূপ বিশ্বাস যাঁহাদের বলবান্, তাঁহারাই বিষ্ণুর সহিত বিষ্ণুবংশের সাম্য কল্পনা করায় জগতে যে অমঙ্গল ঘটে, তাহা নিরাকরণ করিবার জন্যই ভগবানের যদুকুলধ্বংসের প্রয়াস। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ভক্তবৎসল। কিন্তু যেস্থলে শ্রীকৃষ্ণাধস্তনের কৃষ্ণবৈমুখ্য বা কার্ষ্ণবাৎসল্যাভাব বা ভগবদধীনজনের সহিত মিত্রতার অভাব, সেস্থলে কৃষ্ণের আত্মীয়জ্ঞানে বিদ্বেষিজনের প্রতি জীবের মিত্রতা অজ্ঞতারই কারণ হয়। কংসকে 'ভগবন্মাতুল' মনে করিয়া যদি কেহ তাহাকে কৃষ্ণের অনুগত জ্ঞান করেন, তাহা হইলে তাঁহার বিচার যেরূপ ভ্রমপূর্ণ হয়, দুর্জ্জনাদিকে কৃষ্ণের আত্মীয়জ্ঞানে যদি কৃষ্ণবিদ্বেষিপক্ষকে কৃষ্ণপাল্যপক্ষ জ্ঞান হয়, তাহা হইলে সেইরূপ মায়াবাদাশ্রিত জনগণ কৃষ্ণভক্তবিরোধিগণকে কৃষ্ণাত্মীয়কুল জ্ঞানে অবিচার গ্রহণ করিলেন। সেই অবিচার ও অজ্ঞতানিরসন-কল্পে এই শ্লোকের অবতারণা।

কৃষ্ণের রূপসৌন্দর্য্য, কৃষ্ণের ভুবনমঙ্গলকর অনুষ্ঠানসমূহে যাহাদের কৃষ্ণেতর বস্তুর সহিত সমজ্ঞান হয়, তাহাদের কুবিচার অপসারিত করিবার জন্যই ভূভারহারী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ আপাতদর্শনে অবিনীত আত্মীয়গণকে সংহার করিবার মানস করিয়াছিলেন। বিষয়বিগ্রহ কৃষ্ণের প্রতি আশ্রয়ের কৃত্য-বিমুখ যে সকল আশ্রিতাভিমানী, তাহাদিগকে কৃষ্ণভক্তির বিরোধী বলিয়া না জানিয়া অনুকূলজ্ঞান কখনই 'সুদর্শন'-শব্দবাচ্য নহে।।১০।।

কর্ম্মাণি পুণ্যনিবহানি সুমঙ্গলানি
গায়জ্জগৎকলিমলাপহরাণি কৃত্বা।
কালাত্মনা নিবসতা যদুদেবগেহে
পিণ্ডারকং সমগমন্ মুনয়ো নিসৃষ্টাঃ।।১১।।
বিশ্বামিত্রোঽসিতঃ কণ্বো দুর্ব্বাসা ভৃগুরঙ্গিরাঃ।
কশ্যপো বামদেবোঽত্রির্বশিষ্ঠো নারদাদয়ঃ।।১২।।

অন্বয়ঃ— পুণ্যনিবহানি (পুণ্যানি নিবহন্তি প্রাপয়ন্তীতি তথা তানি) সুমঙ্গলানি (অতিসুখাত্মকানি) গায়জ্জগৎকলিমলাপহরাণি (গায়তো জগতঃ কলিমলাপহরাণি, কলিযুগপ্রযুক্তং পাপং তদপহরন্তীতি তথা) কর্ম্মাণি কৃত্বা (অশ্বমেধাদিকানি কৃত্বা) যদুদেব-গেহে (বসুদেবগেহে) কালাত্মনা (সংহারকরূপেণ) নিবসতা (স্বকুলং সংজিহীর্ষতা ভগবতা শ্রীকৃষ্ণেন) নিসৃষ্টাঃ (অন্তর্য্যামিতয়া প্রেরিতা বিশ্বামিত্রঃ অসিতঃ কণ্বঃ দুর্ব্বাসাঃ ভৃগুঃ অঙ্গিরাঃ কশ্যপঃ বামদেবঃ অত্রিঃ বশিষ্ঠঃ নারদাদয়ঃ মুনয়ঃ পিণ্ডারকং (ততো নাতিদূরং তীর্থবিশেষং) সমগমন্ (গতবন্তঃ)।।১১-১২।।

অনুবাদ— ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কৃষ্ণকীর্ত্তনশীল জনগণের কলিমলবিনাশন, পুণ্যপ্রদ, সুমঙ্গল কর্ম্মসমূহের অনুষ্ঠানপূর্ব্বক কালরূপে বসুদেবের গৃহে অবস্থান করিলে একদা তাঁহারই প্রেরণায় বিশ্বামিত্র, অসিত, কণ্ব, দুর্ব্বাসা, ভৃগু, অঙ্গিরা, কশ্যপ, বামদেব, অত্রি, বশিষ্ঠ, নারদ প্রভৃতি মুনিগণ দ্বারকার সমীপবর্ত্তী পিণ্ডারক-নামক তীর্থক্ষেত্রে সমাগত হইয়াছিলেন।।১১-১২।।

বিশ্বনাথ— ততশ্চ প্রভুঃ প্রথমং ব্রহ্মশাপপ্রকারং সসর্জ্জেত্যাহ—কর্ম্মণ্যশ্বমেধাদিকানি কৃত্বা তদর্থমাহূতা মুনয়ো দক্ষিণাদিভিঃ প্রীণয়িত্বা পিণ্ডারকং তৎসমীপ-বর্ত্তিতীর্থবিশেষং নিসৃষ্টাঃ প্রস্থাপিতাঃ। কালাত্মনা এষাং যাদবানামুপসংহারেঽয়মেব প্রকার ইতি কালস্বরূপেণ স্বকুলং সংজিহীর্ষুণা।।১১।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— অনন্তর প্রভু শ্রীকৃষ্ণ প্রথমে কিভাবে ব্রহ্মশাপ সৃষ্টি করিলেন তাহাই বলিতেছেন। কর্ম্মসমূহ অর্থাৎ অশ্বমেধাদি যজ্ঞ করিয়া, সেই জন্য আহূত

মুনিগণ দক্ষিণাদি দ্বারা প্রীত হইয়া দ্বারকার সমীপবর্ত্তি পিণ্ডারক নামক তীর্থবিশেষে যাইতেছেন। কালস্বরূপ ভগবান্ যাদবগণের উপসংহার করিবার ইহাই উপায় এই প্রকার চিন্তা করিয়া নিজকুলকে সংহার করিবার ইচ্ছা করিলেন।।১১।।

তথ্য— পিণ্ডারক—মহাভারতোক্ত তীর্থবিশেষ; গুজরাটের প্রান্তসীমায় সমুদ্র হইতে এক ক্রোশ ব্যবধানে অবস্থিত। ইহার বর্ত্তমান নামও পিণ্ডারক।।১১।।

ক্রীড়ন্তস্তানুপব্রজ্য কুমারা যদুনন্দনাঃ।
উপসংগৃহ্য পপ্রচ্ছুরবিনীতা বিনীতবৎ।।১৩।।
তে বেষয়িত্বা স্ত্রীবেষৈঃ সাম্বং জাম্ববতীসুতম্।
এষা পৃচ্ছতি বো বিপ্রা অন্তর্বত্ন্যসিতেক্ষণা।।১৪।।
প্রষ্টুং বিলজ্জতী সাক্ষাৎ প্রব্রূতামোঘদর্শনাঃ।
প্রসোষ্যন্তী পুত্রকামা কিং স্বিৎ সঞ্জনয়িষ্যতি।।১৫।।

অন্বয়ঃ— (তত্র পিণ্ডারক-সমীপে) ক্রীড়ন্তঃ কুমারাঃ (কৌমারবয়সি স্থিতাঃ) যদুনন্দনাঃ উপব্রজ্য (সমীপং প্রাপ্য, অন্তঃ) অবিনীতাঃ (উদ্ধতা অপি, বহিঃ) বিনীতবৎ (নম্রবৎ) উপসংগৃহ্য (তেষাং পাদগ্রহণং কৃত্বা) তে (কুমারাঃ) জাম্ববতীসুতং সাম্বং স্ত্রীবেষৈঃ (স্ত্রীজনোচিতবস্ত্রাভরণাদিভিঃ) বেষয়িত্বা (স্ত্রীবেষং বিধায় হে) অমোঘদর্শনাঃ! বিপ্রাঃ! অসিতেক্ষণা (সুনীলকটাক্ষা) প্রসোষ্যন্তী (আসন্নপ্রসবা) পুত্রকামা এষা অন্তর্বত্নী (গর্ভিণী) বঃ (যুষ্মান্) সাক্ষাৎ প্রষ্টুং বিলজ্জতী অতঃ অস্মন্মুখেন) পৃচ্ছতি, কিংস্বিৎ সংজনয়িষ্যতি (কন্যাং বা পুত্রং বা জনয়িষ্যতি তদ্ব্রূতেতি) তান্ (মুনীন্) পপ্রচ্ছুঃ (জিজ্ঞাসয়ামাসুঃ)।।১৩-১৫।।

অনুবাদ— তৎকালে কৌমারবয়ঃস্থ যাদবনন্দনগণ তথায় ক্রীড়া করিতেছিলেন। তাঁহারা উদ্ধতস্বভাব হইলেও বহির্দ্দেশে বিনয়-প্রদর্শন-সহকারে মুনিগণের পাদবন্দন-পূর্ব্বক জাম্ববতী-নন্দন সাম্বকে স্ত্রীবেশে সজ্জিত করিয়া মুনিগণের নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন— হে অমোঘদর্শন! মুনিগণ এই সুনীল-নয়না, আসন্নপ্রসবা, পুত্রকামা গর্ভিণী রমণী লজ্জাহেতু সাক্ষাদ্‌ভাবে আপনা-দের নিকট জিজ্ঞাসা করিতে না পারিয়া আমাদের দ্বারা জিজ্ঞাসা করিতেছেন যে, ইনি পুত্র বা কন্যা প্রসব করিবেন, তাহা আপনারা অনুগ্রহপূর্ব্বক বলুন।।১৩-১৫।।

বিশ্বনাথ— উপসংগৃহ্য পাদগ্রহং কৃত্বা। কিং স্বিৎ কন্যাং পুত্রং বা।।১৩-১৫।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— যাদব কুমারগণ ঐকালে ক্রীড়া করিতে করিতে মুনিগণের গমন পথে গিয়া চরণধরিয়া বলিল এই মহিলাটি কন্যা কিংবা পুত্র প্রসব করিবেন, তাহা বলুন।।১৩-১৫।।

বিবৃতি— ব্রাহ্মণ ও ভক্ত নারদাদি ঋষিগণের প্রতি যদুকুমারগণের দুর্ব্বিনীত ব্যবহার কৃষ্ণানুগত্যের বিরুদ্ধধর্ম্ম। যদিও প্রাকৃত সহজিয়াকুল আপনাদিগকে কৃষ্ণের 'আত্মীয়' জ্ঞান করেন, তথাপি পরম-দয়াময় কৃষ্ণচন্দ্র তাঁহাদের বিনাশ-সাধনে সত্যসঙ্কল্প অর্থাৎ তাঁহাদের কোন সেবাই গ্রহণ করেন না। যদুকুমারগণের কপটতা 'বিনীতবৎ' বলিয়া আখ্যাত হইয়াছে, অর্থাৎ প্রকৃতপ্রস্তাবে তাঁহারা দুর্ব্বিনীত। মায়াবাদী জনগণের ব্রহ্মজ্ঞান ও সাধনষট্‌কাদি সাধন-পর্য্যায়ে ভ্রমক্রমে পরিগণিত হইলেও সূক্ষ্মবিচারে উহা কপটতাময়। সব্যলীক মিছাভক্তকে কখনই কৃষ্ণের অনুগত বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। এজন্যই কৃষ্ণবংশ্য পার্ষদগণের বৈষ্ণবের প্রতি উপহাসই বৈষ্ণবাপরাধের কারণ। শ্রীগৌরসুন্দরের স্বীয় জননীদ্বারা শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর স্থানে অপরাধখণ্ডন প্রভৃতি লীলা ঔদার্য্যের আদর্শ। শ্রীকৃষ্ণের যদুকুল-সংহারলীলা ভক্তবাৎসল্যেরই জ্ঞাপিকা।

ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণব, ঋষি প্রভৃতি নির্ব্বোধ কৃষ্ণভক্তিমন্ত বলিয়া স্বভাবতঃ— অনভিজ্ঞ, মুর্খ, জড়ভোগ অতৎপর —এই বিশ্বাসে জাম্ববতীর পুত্র যদুকুমার সাম্বকে স্ত্রীবেশ ধারণ করাইয়া বৈষ্ণবসমাজকে যে উপহাস করিবার প্রয়াস, তাহা যে বৈষ্ণবাপরাধ—ইহা জানাইবার জন্য কৃষ্ণলীলায় ভগবৎপার্ষদ সাম্ব যদুকুল-সংহারের কারণ হইয়াছিলেন।

বর্ত্তমান কালেও গৌড়ীয়বৈষ্ণবসমাজে কটপতার আশ্রয়ে স্ত্রীভেক দিবার পদ্ধতি-প্রবর্ত্তনের যে দুশ্চেষ্টা উপস্থিত হইয়াছে, তাহা অপরাধেরই অন্তর্গত এবং বৈষ্ণব-বিদ্বেষ-বশে নিজের হরিসেবা লোপ করিবার প্রধান আয়োজন— এতৎপ্রদর্শন-কল্পে কৃষ্ণলীলায় পুরুষের স্ত্রীবেশধারণ। উদ্দেশ্য—কৃষ্ণভক্তগণকে বঞ্চনা ও উপহাস করা। কলির প্রাবল্যে গৌরানুগব্রুব-সমাজের ভাবী অমঙ্গল লক্ষ্য করিয়া পার্ষদবর সাম্ব জীবের মঙ্গলসাধনের জন্য এই আদর্শ লীলা দেখাইয়াছেন।

"হে ঋষিগণ, হে ব্রাহ্মণগণ, হে নারদাদি সজ্জনগণ, তোমারা এই অন্তর্বত্নী নারীর গর্ভে পুত্র বা কন্যা, কি জন্মগ্রহণ করিয়াছে,— ইহা বল দেখি?" এতাদৃশী উক্তি শুদ্ধবৈষ্ণবসমাজের নিকট বর্ত্তমানকালে পুরুষের সখীভেকের আচরণে কটপসম্প্রদায়ের আনুকরণিক চেষ্টা মাত্র, শুদ্ধভক্তসমাজের প্রতি অবজ্ঞা ও উপহাসমাত্র। কটপতা করিয়া চক্ষুতে জলফেলা, দ্রবচিত্ত দেখাইয়া রোমহর্ষণ,— অত্যুন্নত মুক্ত ভক্তত্ব প্রচার-মানসে মধুর রতিতে রুচিবিশিষ্ট অনভিজ্ঞ সাধককে প্রতারণার অভিপ্রায় এবং জগৎকে বঞ্চনা করিবার জন্য যে সকল কুযোগী পুরুষগণকে সাধকের ভূমিকায় অনুপযোগী জানিয়াও কৃত্রিমভাবে সিদ্ধির ভূষণে ভূষিতা করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের অমঙ্গল অনিবার্য্য, জানিয়াই শ্রীগৌরসুন্দর ইঁহাদিগকে অপসম্প্রদায়ের অন্তর্গত করিয়া জড়াকামে উন্মত্ত করাইয়াছেন। সমশীল জনগণ ঐভাবে ভগবৎসেবা হইতে বঞ্চিত হইয়া যাহাতে নিজের স্বরূপ-জ্ঞান হারাইয়া না ফেলে, তজ্জন্যই শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দনাভিন্ন শ্রীগৌরসুন্দর নিজ অবৈধকুলের সংহার-বাসনা। 'আমাদের গুরুর স্ত্রীবেশ-গ্রহণ ভক্তির কতদূর উচ্চতা, আপনারা বিচার করুন'— কপট দুর্নীতিপরায়ণ সম্প্রদায়ের এইরূপ উক্তির অকর্ম্মণ্যতা প্রদর্শনকল্পেই কৃষ্ণলীলায় যদুকুমারগণের ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবগণকে উপহাস। স্ত্রীবেশধারী ব্যক্তি বা কপটাশ্রু বিসর্জ্জনকারী জন— কৃত্রিম ভাবাবেশিসম্প্রদায় প্রকৃত প্রস্তাবে উৎক্রান্তিদশায় বিদেহমুক্তি বা বস্তু-সিদ্ধি লাভ করিবেন কি না— এই প্রশ্নেরই কালোচিত অভিনব প্রকার ভেদ।

সখীভেকী-সম্প্রদায়ের স্তাবকগণ স্ত্রীভেকীর স্বরূপসিদ্ধি বা জীবন্মুক্তির কথা অনভিজ্ঞ-সমাজে প্রদর্শন করিতে পারেন এবং তাহাদিগকে মহাভাগবত প্রভৃতি বলিবার কাপট্য-নাট্য ও মিছাভক্তিরই পরিচয় প্রদান করিতে পারেন। শ্রীগৌরসুন্দরের ইচ্ছায় মিছাভক্ত-সম্প্রদায় পরস্পর প্রতিষ্ঠাশায় ভাগবাঁটোয়ারা ও কনক-কামিনীর অংশ-নির্দ্দেশ লইয়া এরকা-বনের শর-সংগ্রহ-রূপ মিছাভক্তি-শর-দ্বারা কামবাণে আচ্ছন্ন হইয়া আত্মবিনাশ সাধন করিবেন অর্থাৎ নিত্যকৃষ্ণবৈমুখ্যই লাভ করিবেন।।১৩-১৫।।

এবং প্রলব্ধা মুনয়স্তানূচুঃ কুপিতা নৃপ।
জনয়িষ্যতি বো মন্দা মুষলং কুলনাশনম্।।১৬।।

অন্বয়ঃ— (হে) নৃপ! এবম্ (উক্তপ্রকারেণ) প্রলব্ধাঃ (উপহসিতা অতএব) কুপিতাঃ মুনয়ঃ তান্ (যদুকুমারান্) ঊচুঃ (হে) মন্দাঃ (হে মূঢ়াঃ! এষা) বঃ (যুষ্মাকং) কুলনাশনং মুষলং জনয়িষ্যতি (অস্যা গর্ভে যদুকুলনাশনং মুষলং ভবিষ্যতীত্যর্থঃ)।।১৬।।

অনুবাদ— হে রাজন্! মুনিগণ তৎকালে তাঁহাদের এইরূপ উপহাস-বচনে কুপিত হইয়া তাঁহাদিগকে বলিলেন, — হে মূঢ়গণ। এই রমণী তোমাদের কুল-বিনাশন মুষল প্রসব করিবে।।১৬।।

বিশ্বনাথ— প্রলব্ধা জ্ঞানপরীক্ষয়া উপহসিতাঃ ।।১৬।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— মুনিগণের জ্ঞান পরীক্ষা করিবার জন্য বালকগণ এইরূপ উপহাস করিতেছে ইহা মুনিগণ জানিয়া কুপিত হইলেন।।১৬।।

বিবৃতি— ভ্রম, প্রমাদ, করণাপাটব ও বিপ্রলিপ্সা বা বঞ্চনেচ্ছা— এই দোষ-চতুষ্টয় শুদ্ধভক্ত মুনিগণে নাই; কিন্তু যদুকুমারগণ মানবের দুষ্প্রবৃত্তির অমঙ্গলত্ব জানাই-

বার জন্য অপ্রকটকালের পূর্ব্বে— ভগবদ্ভক্তের ঐ প্রকার বঞ্চিত হইবার যোগ্যতা আছে— ইহা জানাইতে গিয়া যে মিছাভক্তিরূপ আনুগত্যের ছলনা করিলেন, তাহাতে মুনিগণ কুপিত হইয়া, বৈষ্ণবগণকে মূর্খ, অনভিজ্ঞ, জড়চাতুরী বুঝিতে অসমর্থ প্রভৃতি জ্ঞান করার দাম্ভিকতা অকিঞ্চিৎকর বলিয়া জানাইলেন। যেরূপ শুদ্ধভক্তিপ্রচারকগণ মিছা ভক্তগণের ভক্তিবিদ্বেষকে 'ভক্তি' বলিয়া প্রচলন করা অমঙ্গলের হেতু বলিয়া জানাইয়া দেন, সেইরূপভাবেই নারদাদি ঋষিগণ কপটাশ্রিতাভিমানী যদুনন্দনকে মূঢ়, দুষ্টমতি প্রভৃতি সম্বোধন করিলেন এবং বলিলেন— এই মিথ্যা-গর্ভে বা মিথ্যা সাধুর বেশে তোমাদের কুলনাশন মুষল জন্মগ্রহণ করিয়াছে। ভোগী বিদ্ধ গৌড়ীয়ভক্তনামধারী প্রেমভক্তির উচ্ছৃঙ্খলতা কপটতা করিয়া দেখান। স্ত্রীবেশের অন্তর্বর্ত্তীতায় মিছাভক্তি অকর্ম্মণ্যতা জন্মগ্রহণ করিয়াছে এবং মুষলের দ্বারা মিছাভক্তকুলনাশন হইবে, ইহা জানাইয়া দিলেন।।১৬।।

তচ্ছ্রুত্বা তেঽতিসন্ত্রস্তা বিমুচ্য সহসোদরম্।
সাম্বস্য দদৃশুস্তস্মিন্ মুষলং খল্বয়স্ময়ম্।।১৭।।

অন্বয়ঃ— তে (যদুকুমারাঃ) তৎ (মুনিবাক্যং) শ্রুত্বা অতিসন্ত্রস্তাঃ (অতিভীতাঃ সন্তঃ) সহসা (আশু) সাম্বস্য উদরং বিমূচ্য (উদ্ঘাট্য) তস্মিন্ (উদরে) অয়স্ময়ং খলু (লৌহময়মেব) মুষলং দদৃশুঃ (দৃষ্টবন্তঃ)।।১৭।।

অনুবাদ— যদুকুমারগণ ঈদৃশ মুনিবাক্য শ্রবণে অতিশয় ভীত হইয়া সত্বর উদর উদঘাটিত করিয়া তন্মধ্যে বস্তুতঃই লৌহময় মুষল দর্শন করিলেন।।১৭।।

বিবৃতি— যদুকুমারগণ নারদাদি বৈষ্ণবের বাক্যে সজ্জিত উদারভ্যন্তর উন্মোচন করিয়া দেখিলেন যে, কপটতার জন্য বৈষ্ণবাপরাধের ফলস্বরূপ সত্যসত্যই কুলনাশন মুষল রহিয়াছে। এই আদর্শে বিদ্ধসমাজে কপটতা নামক মুষল কখনই ভক্তের সমাজে শান্তিবিধান করিতে পারিবে না; পরন্তু অভক্তি-ক্রিয়াসমূহও সেইরূপ অপসম্প্রদায়ের অবিবেচনা— সমস্তই ধ্বংসলাভ করিবার আকর দেখিতে পাইলেন। তাঁহাদের কৃতকার্য্যের জন্য ভয় হইল, সুতরাং যদি কপটতা সক্ষ্মাকার ধারণ করে এবং ছড়াইয়া না পড়ে, তাহা হইলে আর লোকে কপটতা ধরিতে পারিবে না, এইরূপ পরামর্শ করিলেন। কিন্তু এইরূপ পরামর্শ করিয়াও তাঁহারা ভীষণ-বৈষ্ণবাপরাধ-নিবন্ধন তাঁহাদের কুল রক্ষা করিতে পারেন নাই।।১৭।।

কিং কৃতং মন্দভাগ্যৈর্নঃ কিং বদিষ্যন্তি নো জনাঃ।
ইতি বিহ্বলিতা গেহানাদায় মুষলং যযুঃ।।১৮।।

অন্বয়ঃ— (তদনন্তরং) মন্দভাগ্যৈঃ নঃ (অস্মাভিঃ) কিং কৃতং (কিমেতদ্ব্রাহ্মণবঞ্চনেন কৃতং) জনাঃ নঃ (অস্মান্) কিং বদিষ্যন্তি ইতি (বদন্তঃ) বিহ্বলিতাঃ (ব্যাকুল-চিত্তাঃ সন্তঃ) মুষলং আদায় (গৃহীত্বা তে) গেহান্ যযুঃ (গতাঃ)।।১৮।।

অনুবাদ— অনন্তর— "হায়! মন্দভাগ্য আমরা এ কি করিলাম, লোকেই বা আমাদিগকে কি বলিবে" এইরূপ বলিতে বলিতে তাঁহারা মুষল গ্রহণপূর্ব্বক গৃহে গমন করিলেন।।১৮।।

তচ্চোপনীয় সদসি পরিম্লানমুখশ্রিয়ঃ।
রাজ্ঞ আবেদয়াঞ্চক্রুঃ সর্ব্বযাদবসন্নিধৌ।।১৯।।

অন্বয়ঃ— তৎ চ (মুষলং) সদসি (রাজসভায়াম্) উপনীয় (নীত্বা) পরিম্লানমুখশ্রিয়ঃ (পরিম্লানা মুখস্য শ্রীঃ শোভা যেষাং তে যদুকুমারাঃ) সর্ব্বযাদবসন্নিধৌ (সর্ব্বেষাং যাদবানাং সন্নিধৌ) রাজ্ঞে (উগ্রসেনায় ন তু, শ্রীকৃষ্ণায়) আবেদয়াঞ্চক্রুঃ (সর্ব্বং বিজ্ঞাপয়ামাসুঃ)।।১৯।।

অনুবাদ— তাঁহারা উক্ত মুষল রাজসভায় উপনীত করিয়া ম্লানমুখে সমস্ত যাদবগণের সমক্ষে মহারাজ উগ্রসেনের নিকট যাবতীয় বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন।।১৯।।

বিশ্বনাথ— রাজ্ঞে উগ্রসেনায়ৈব, ন তু কৃষ্ণায় লজ্জাভয়াভ্যামিতি ভাবঃ।।১৯।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— বালকগণ মুনিগণের অভিশাপ শুনিয়া এবং জাম্ববতীনন্দন সাম্বের উদরের বস্ত্র উন্মোচন করিয়া মুষল দেখিয়া রাজা উগ্রসেনকেই জানাইল কিন্তু লজ্জা ও ভয় বশতঃ কৃষ্ণকে জানাইল না।।১৯।।

শ্রুত্বামোঘং বিপ্রশাপং দৃষ্টা চ মুষলং নৃপ।
বিস্মিতা ভয়সন্ত্রস্তা বভূবুর্দ্বারকৌকসঃ।।২০।।

অন্বয়ঃ— (হে) নৃপ! (রাজন্!) দ্বারকৌকসঃ (দ্বারকা ওকঃ স্থানং যেষাং তে সর্ব্বে) অমোঘম্ (অনিবর্ত্ত্যং) বিপ্রশাপং শ্রুত্বা (এবং) মুষলং দৃষ্টা চ বিস্মিতাঃ (আশ্চর্য্যং প্রাপ্তাঃ ততঃ) ভয়সন্ত্রস্তাঃ (ভয়েন সন্ত্রস্তা ব্যাকুলাঃ) বভূবুঃ।।২০।।

অনুবাদ— হে রাজন্! তৎকালে দ্বারকাবাসিগণ তাদৃশ অব্যর্থ বিপ্রশাপ-শ্রবণ এবং মুষলদর্শনে বিস্মিত ও ভয়-সন্ত্রস্ত হইয়াছিলেন।।২০।।

তচ্চূর্ণয়িত্বা মুষলং যদুরাজঃ স আহুকঃ।
সমুদ্রসলিলে প্রাস্যল্লোহঞ্চাস্যাবশেষিতম্।।২১।।

অন্বয়ঃ— সঃ যদুরাজঃ আহুকঃ (উগ্রসেনোঽপি শ্রীকৃষ্ণমপৃষ্টৈব) তৎ মুষলং চূর্ণয়িত্বা অস্য (চূর্ণীক্রিয়মাণস্য মুষলস্য) অবশেষিতং লোহং চ (অকিঞ্চিৎকর মত্বা) সমুদ্র সলিলে প্রাস্যৎ (প্রক্ষিপ্তবান্)।।২১।।

অনুবাদ— যদুরাজ উগ্রসেনও শ্রীকৃষ্ণের নিকট জিজ্ঞাসা না করিয়াই উক্ত মুষলকে চূর্ণীকৃত করিয়া উহার অবশিষ্ট কিয়দংশ লৌহ অকিঞ্চিৎকর-জ্ঞানে সমুদ্রজলে নিক্ষেপ করিলেন।।২১।।

বিশ্বনাথ— সাম্বাদীনাং লজ্জাভয়ে মা ভূতামিতি সোপ্যাহুকঃ কৃষ্ণপৃষ্টৈব তন্মুষলং চূর্ণয়িত্বা অবশেষিতং লোহঞ্চ কিঞ্চিন্মাত্রমেতত্তু অকিঞ্চিৎকরমিতি মত্বা সলিলে প্রাস্যৎ।।২১।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— সাম্ব প্রভৃতির লজ্জা ও ভয়ভাব দেখিয়া উগ্রসেনও কৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা না করিয়াই ঐ মুষলকে সমুদ্রতীরে চূর্ণ করিয়া অবশেষ লৌহকে কিঞ্চিৎ-মাত্র জানিয়া ইহা আর কি করিবে অকিঞ্চিৎকর ভাবিয়া জলে নিক্ষেপ করাইলেন।।২১।।

কশ্চিন্মৎস্যোঽগ্রসীল্লোহং চূর্ণানি তরলৈস্ততঃ।
উহ্যমানানি বেলায়াং লগ্নান্যাসন্ কিলৈরকাঃ।।২২

অন্বয়ঃ— ততঃ (তত্র সমুদ্রে প্রক্ষিপ্তং) লোহং কশ্চিৎ মৎস্যঃ অগ্রসীৎ (গিলিতবান্) চূর্ণানি তু তরলৈঃ (তরঙ্গৈঃ) উহ্যমানানি (চালিতানি) বেলায়াং (সমুদ্রতীরে) লগ্নানি (সন্তি) এরকাঃ (তৃণবিশেষাঃ) আসন্‌কিল) বভূবুঃ)।।২২।।

অনুবাদ— কোন এক মৎস্য তৎকালে সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত ঐলৌহখণ্ডকে গ্রাস করিল এবং চূর্ণসমূহ তরঙ্গ-সঞ্চালনে তীরসংলগ্ন হইয়া এরকা নামক তৃণরূপে উৎপন্ন হইল।।২২।।

বিশ্বনাথ— তরলৈস্তরঙ্গৈঃ।।২২।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— তরল অর্থাৎ তরঙ্গ সমূহের দ্বারা।।২২।।

মৎস্যো গৃহীতো মৎস্যঘ্নৈর্জালেনান্যৈঃ সহার্ণবে।
তস্যোদরগতং লোহং স শল্যে লুব্ধকোঽকরোৎ।।২৩

অন্বয়ঃ— অর্ণবে (তস্মিন্ সমুদ্রে) মৎস্যঘ্নৈঃ (মৎস্যজীবিভিঃ কর্ত্তৃভিঃ) অন্যৈঃ (মৎস্যৈঃ) সহ (সোঽপি) মৎস্যঃ জালেন গৃহীতঃ (তদ্বিদারণ-সময়ে) তস্য (মৎস্যস্য) উদরগতং (মুষলশেষভূতং) লোহং (প্রাপ্য) সঃ (জরা ইতি খ্যাতঃ) লুব্ধকঃ (ব্যাধঃ) শল্যে (শরাগ্রে) অকরোৎ (কারিতবান্)।।২৩।।

অনুবাদ— সমুদ্রে মৎস্যজীবিগণ জালদ্বারা অন্যান্য মৎস্যের সহিত উক্ত মৎস্যকেও আবদ্ধ করিয়া উহার ছেদনকালে উদরমধ্যগত লৌহখণ্ড প্রাপ্ত হইলে জরা-নামক এক ব্যাধ ঐ লৌহখণ্ড বাণের অগ্রভাগে সংযোজিত করিয়াছিল।।২৩।।

বিশ্বনাথ— অন্যৈর্মৎস্যৈঃ সহ। শল্যে শরাগ্রে স প্রসিদ্ধো লুব্ধকঃ।।২৩।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— অন্য মৎসগণের সহিত ধীবর ঐ মৎসকে ধরিল যে মৎস্য অবশিষ্ট লৌহখণ্ডকে খাইয়াছিল। জরা নামক এক ব্যাধ ঐ লৌহখণ্ড শরের অগ্রভাগে যোজনা করিল।।২৩।।

ভগবান্ জ্ঞাতসর্ব্বার্থঃ ঈশ্বরোঽপি তদন্যথা।
কর্ত্তুং নৈচ্ছদ্বিপ্রশাপং কালরূপ্যন্বমোদত।।২৪।।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে
পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
একাদশস্কন্ধে বিপ্রোশাপো
নাম প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

অন্বয়ঃ— জ্ঞাতসর্ব্বার্থঃ (অবিজ্ঞাপিতা অপি জ্ঞাতাঃ সর্ব্বে অর্থা যেন সঃ) ভগবান্ (শ্রীকৃষ্ণঃ) ঈশ্বরঃ (প্রতীকার সমর্থঃ) অপি তৎ (বিপ্রশাপেন সম্ভাব্যমানং স্বকুলবিনাশ-রূপং কার্য্যম্) অন্যথা কর্ত্তুং (নিবারয়িতুং) ন ঐচ্ছৎ (পরন্তু) কালরূপী (জগৎসংহারমূর্ত্তিঃ সঃ) বিপ্রশাপম্ অন্বমোদত) স্বাভীষ্টস্বকুলসংহারকার্য্যস্যানুকূলত্বেনানু-মোদিতবানেব)।।২৪।।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশ-স্কন্ধে
প্রথমাধ্যায়স্যান্বয়ঃ।

অনুবাদ— ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত এবং প্রতীকার-সমর্থ হইয়াও সম্ভাব্যমান কার্য্যের নিবারণ ইচ্ছা করিলেন না, পরন্তু উক্ত বিপ্রশাপ নিজকুলবিনাশরূপ স্বকীয় অভীষ্ট কার্য্যের অনুকূল বলিয়া কাল-রূপী ভগবান্ উঁহার অনুমোদনই করিয়াছিলেন।।২৪।।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশ-স্কন্ধে প্রথম অধ্যায়ের
অনুবাদ সমাপ্ত।

বিশ্বনাথ—

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।
একাদশস্য প্রথমঃ সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্।।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশ-স্কন্ধে প্রথমাধ্যায়স্য
শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি-ঠক্কুরকৃতা
সারার্থদর্শিনী-টীকা সমাপ্তা।

টীকার বঙ্গানুবাদ— ইতি ভক্তচিত্তের আনন্দদায়িনী 'সারার্থদর্শিনী' টীকার একাদশ-স্কন্ধের সজ্জন-সম্মত প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত ।।১।।

ইতি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি ঠাকুর বিরচিত শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ-স্কন্ধের প্রথম অধ্যায়ের 'সারার্থদর্শিনী' টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত।।১১।১।।

মধ্ব—

ইতি শ্রীমদানন্দতীর্থভগবৎপাদাচার্য্যবিরচিতে
শ্রীমদ্ভাগবতৈকাদশস্কন্ধতাৎপর্য্যে
প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

তথ্য—

ইতি শ্রীমদ্ভাগবত-একাদশস্কন্ধে প্রথম
অধ্যায়ের তথ্য সমাপ্ত।

বিবৃতি— ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্র সত্যধর্ম্ম সংরক্ষণার্থ কপটতাশ্রিত কার্ষ্ণকুলের নীতিবিপর্য্যয়কারী অপরাধ নাশ করিবার মানসে অভিশাপ অবিচলিত রাখিলেন। শ্রীগৌরসুন্দরের লীলার অপ্রকটকালে যে-সকল মহান্ দুর্দ্দৈব উপস্থিত হইবে, তাহার ঈঙ্গিত প্রদান করিয়া শ্রীমদ্ভাগবত নানাপ্রকার উপদেশদ্বারা জীবকুলের কাপট্য-অস্মিতার বিনাশ করিয়াছেন।

দাক্ষিণাত্যপ্রদেশে যে-সকল বৌদ্ধ-জৈন-মতাশ্রিত মিছাভক্ত-সম্প্রদায় প্রবলতা লাভ করিয়াছিল, তাহাদের কুমতসমূহ অপসারিত করিয়া শ্রীচৈতন্য নিজ ঔদার্য্য-লীলায় সমগ্র ভারতবর্ষ কৃষ্ণসেবোন্মুখ করাইলেন অর্থাৎ প্রপঞ্চে আর ভগবদ্ভক্তি ব্যতীত অন্য কথা রহিল না। "স্ত্রীপুত্রাদি কথাং জহুর্বিষয়িণ" শ্লোকে ত্রিদণ্ডিপাদ উহা বিবৃত করিয়াছেন।

শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুর "ভজনামৃত" নামক গ্রন্থে গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের মধ্যে 'গৌরনাগরীবাদ', 'সখীভেক-বাদ' ও একাদশ প্রকার উপসম্প্রদায়ের

ছলনামুখে ধার্ম্মিক-সজ্জার অশুভ বাক্যগুলি শোধন করিয়া শুদ্ধজনের কথা জানাইয়াছেন। সুতরাং কৃষ্ণ যেরূপ জবিষ্ঠ কলি জন্মগ্রহণ করাইয়া নিজ কুল সংহারের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, শ্রীগৌরসুন্দরও তদ্রূপ ত্রয়োদশপ্রকার এবং ভাবী বহুপ্রকার অপসম্প্রদায়ের গৌরানুগতব্রুব গৌর-বংশ্য-মিথ্যাভিমানী জনগণকে সংহার করিবার জন্য বিভিন্ন মায়াবাদ ও কর্ম্মবাদে জগৎ প্লাবিত করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। আবার তিনি নিজ-জনগণকে কপটজনগণের মিছাভক্তির সহিত পৃথক থাকিবার জন্যও ব্যবস্থা করিয়াছেন। কৃষ্ণলীলার মধ্যে শ্রীগৌরসুন্দরের যে-সকল রহস্য প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা গৌরভক্তগণ আলোচনা করিয়া বিষ্ণুকলেবরকে প্রাকৃত জ্ঞান করিবেন না— ইহাই অধ্যায়ের তাৎপর্য্য।।২৪।।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশ-স্কন্ধে প্রথম অধ্যায়ের বিবৃতি সমাপ্ত।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশ-স্কন্ধে প্রথম অধ্যায়ের গৌড়ীয়-ভাষ্য সমাপ্ত।

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ

শ্রীশুক উবাচ—

গোবিন্দভুজগুপ্তায়াং দ্বারবত্যাং কুরূদ্বহ।
অবাৎসীন্নারদোঽভীক্ষ্ণং কৃষ্ণোপাসনলালসঃ।।১।।

গৌড়ীয়-ভাষ্য

দ্বিতীয় অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে নারদ শ্রদ্ধাসহকারে জিজ্ঞাসু বসুদেবকে নিমি-নবযোগেন্দ্র-সংবাদ-কথনের দ্বারা ভাগবত-ধর্ম্ম উপদেশ করিয়াছেন।

দেবর্ষি নারদ শ্রীকৃষ্ণ-দর্শন-লালসায় প্রায়শঃ দ্বারকাতে বাস করিতেন। ভগবন্মায়া-মোহিত বসুদেব পুত্রলাভার্থ ভগবান্ অনন্তদেবকে পূর্ব্বে আরাধনা করিয়াছিলেন, কিন্তু মুক্তির আরাধনা করেন নাই। একদা নারদ বসুদেবের গৃহে উপস্থিত হইলে, বসুদেব যথারীতি তাঁহার পূজা ও বন্দনা করিয়া সর্ব্ববিধ-ভয়হর ভাগবত ধর্ম্মের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। নারদ বসুদেবের সদ্ধর্ম্ম জানিবার জন্য স্থির-বুদ্ধির প্রশংসা করিয়া তাঁহার নিকট ঋষভ - পুত্র নবযোগেন্দ্র এবং বিদেহরাজ নিমির সংবাদরূপ একটি পুরাতন ইতিহাস বর্ণন করিলেন। স্বায়ম্ভুব মনুর পুত্র প্রিয়ব্রত, তৎপুত্র আগ্নীধ্র, তৎপুত্র নাভি, তৎপুত্র বাসুদেবের অংশে অবতীর্ণ ঋষভ। ঋষভের শতপুত্রের মধ্যে সর্ব্বজ্যেষ্ঠ নারায়ণ-পরায়ণ ভরত, যাঁহার নামানুসারে এই অজনাভ-বর্ষ 'ভারতবর্ষ' বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছে। কবি, হবিঃ, অন্তরীক্ষ, প্রবুদ্ধ, পিপ্পলায়ন, আবির্হোত্র, দ্রুমিল, চমস ও করভাজন-নামে নয়টী পুত্র নবযোগেন্দ্র বলিয়া প্রসিদ্ধ। তাঁহারা আত্মবিদ্যাবিশারদ একায়নস্কন্ধী পরমার্থী ছিলেন। ঋষভের অপর নয়জন ক্ষাত্রধর্ম্মাবলম্বী তনয় ভারতবর্ষের অন্তর্গত নয় দ্বীপের অধিপতি হইয়াছিলেন। তাঁহার অবশিষ্ট একাশীতি পুত্র কর্ম্মমার্গ-প্রবর্ত্তক স্মৃতিকুশল ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন। অব্যাহতগতি নবযোগেন্দ্র স্বেচ্ছাক্রমে সর্ব্বত্র বিচরণ করিতেন। একদা তাঁহার অজনাভবর্ষে মহাত্মা নিমিরাজের অনুষ্ঠীয়মান যজ্ঞে উপস্থিত হইলেন। নবযোগেন্দ্র ভগবান্ শ্রীমধুসূদনের সাক্ষাৎ পার্ষদ, লোক-পালনের জন্য সর্ব্বত্র যথেচ্ছ বিচরণ করিয়া থাকেন। মানব-দেহ ক্ষণভঙ্গুর হইলেও দুর্ল্লভ; সেই দুর্ল্লভদেহে বৈকুণ্ঠনাথের

প্রিয়ভক্তগণের দর্শনলাভ আরও দুর্লভ। তাদৃশ সাধুগণের সঙ্গ ক্ষণার্দ্ধের জন্য প্রাপ্ত হইলেও তাহা জীবের সর্ব্বকল্যাণপ্রদ হইয়া থাকে। সেইহেতু নিমি তাঁহাদিগকে যথাযোগ্য আসনপ্রদান ও পূজা বিধান করিয়া বিনয় ও প্রণামপুরঃসর এবং আনন্দের সহিত ভাগবত-ধর্ম্ম জিজ্ঞাসা করিলেন,— যাহা জীবের আত্যন্তিক-মঙ্গলের একমাত্র হেতু এবং যাহাতে প্রীত হইয়া স্বয়ং ভগবান্ ভক্তের নিকট আত্মসমর্পণ করেন। তদুত্তরে নব-যোগেন্দ্রের অন্যতম কবি বলিলেন,— মূঢ় লোকেরও অনায়াসে আত্মস্বরূপ-লাভের নিমিত্ত যে-সকল উপায় স্বয়ং ভগবান্ উপদেশ করিয়াছেন, তাহাই ভাগবত-ধর্ম্ম। অচ্যুত ভগবানের পাদপদ্মসেবারূপ ভাগবত-ধর্ম্মই জীবের সর্ব্বভয় নিবারক। এই ভাগবত-ধর্ম্মে নেত্রদ্বয় নিমীলনপূর্ব্বক ধাবিত হইয়াও স্খলিত বা পতিত হইতে হয় না। কায়-মনো-বাক্য-বুদ্ধি-চিত্ত-ইন্দ্রিয়-স্বভাব-দ্বারা যাহা কিছু কৃত হয়, তৎসমস্তই শ্রীনারায়ণে অর্পণ করিবে। ভগবচ্চরণ-বিমুখ জীবের ভগবানেরই মায়াক্রমে ভগবৎস্বরূপ-বিস্মৃতি এবং দেহাত্মবুদ্ধি উৎপন্ন হইয়া জড়াসক্তিবশতঃ ভয় জন্মিয়া থাকে। অতএব-গুরুগতপ্রাণ হইয়া শুদ্ধভক্তির সহিত মায়াধীশ ভগবানেরই ভজন করা কর্ত্তব্য। আহারের সঙ্গে সঙ্গেই যেমন ক্ষুধানাশ, তুষ্টি এবং পুষ্টি হইয়া থাকে, তদ্রূপ শরণাগত-ভক্তের কৃষ্ণেতর বিষয়-বিরক্তি, ভগবদুপলব্ধি এবং প্রেমলাভ সমকালীন হইয়া থাকে। অনন্তর হবিঃ—উত্তম, মধ্যম ও প্রাকৃতভক্তের লক্ষণ বর্ণনা করিয়া বলিলেন;— যিনি বিষ্ণুপ্রতিমাতে শ্রদ্ধার সহিত পূজা-বিধান করেন, অথচ বৈষ্ণব ও অন্য বিষ্ণু-বস্তুতে ভক্তি করেন না— তিনি প্রাকৃত-ভক্ত। যিনি ঈশ্বরে, ভগবদ্ভক্তে, অজ্ঞে ও বিষ্ণু-বৈষ্ণব-বিদ্বেষীতে যথাক্রমে প্রেম, মৈত্রী, কৃপা ও উপেক্ষা প্রদর্শন করেন, তিনি মধ্যম। যিনি সর্ব্বভূতে ভগবদ্ভাব এবং ভগবানে সর্ব্বভূত দর্শন করেন, তিনি ভাগবতোত্তম। উত্তম ভাগবতের লক্ষণ-বর্ণনে আটটী শ্লোকদ্বারা তাঁহার পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে। তন্মধ্যে অন্তিমশ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে যে, উত্তমভাগবত শ্রীভগবান্‌কে নিজ-হৃদয়ে প্রণয়-রজ্জু-দ্বারা সর্ব্বক্ষণ বন্ধন করিয়া রাখেন এবং ভগবান্ হরিও তাঁহার হৃদয় কখনও পরিত্যাগ করেন না।

অন্বয়ঃ— শ্রীশুকঃ উবাচ— (হে) কুরূদ্বহ! (পরীক্ষিৎ!) কৃষ্ণোপাসনলালসঃ (কৃষ্ণোপাসনে লালসা উৎকটেচ্ছা যস্য সঃ) নারদঃ গোবিন্দভুজগুপ্তায়াং দ্বারবত্যাং (গোবিন্দস্য ভুজাভ্যাং গুপ্তায়াং পালিতায়াং দ্বারকায়াম্) অভীক্ষ্ণং (নিরন্তরম্) অবাৎসীৎ (বাসমকরোৎ)।।১।।

অনুবাদ— শ্রীশুকদেব বলিলেন— হে কুরুবর! দেবর্ষি নারদ শ্রীকৃষ্ণের দর্শন লালসায় তদীয় ভুজরক্ষিত দ্বারকাপুরীতে নিরন্তর বাস করিতেন।।১।।

বিশ্বনাথ—

দ্বিতীয়ে বসুদেবেন পৃষ্টোঽভূন্নারদো নিমেঃ।
প্রশ্নে কবি-হবী ধর্ম্মান্ বৈষ্ণবান্ প্রোচতুঃ ক্রমাৎ।।০।।

অভীক্ষ্ণমবাৎসীদিতি কৃষ্ণপ্রভাবাদেব ন তত্র দক্ষশাপঃ প্রভবতীতি ভাবঃ।।১।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— শ্রীনারদমুনি বসুদেব কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া এই দ্বিতীয় অধ্যায় নিমিরাজার প্রশ্নের উত্তরে ক্রমে কবি ও হবি কথিত বৈষ্ণবধর্ম্মসমূহ বলিতেছেন।।০।।

শ্রীনারদমুনি অনুক্ষণ দ্বারকায় বাস করিতেন। কারণ সেইখানে ভগবৎধামে শ্রীকৃষ্ণের প্রভাবেই নারদের প্রতি দক্ষশাপ প্রভাব বিস্তার করিতে পারিত না ইহাই ভাবার্থ।।১।।

কো নু রাজন্নিন্দ্রিয়বান্ মুকুন্দচরণাম্বুজম্।
ন ভজেৎ সর্ব্বতোমৃত্যুরুপাস্যমমরোত্তমৈঃ।।২।।

অন্বয়ঃ— (হে) রাজন্! সর্ব্বতোমৃত্যুঃ (সর্ব্বতো মৃত্যুর্যস্য সঃ) কঃ নু ইন্দ্রিয়বান্ (প্রাণিমাত্রান্তর্গতঃ) অমরোত্তমৈঃ (অমরেষ্বপ্যুত্তমৈর্ব্রহ্মাদিভিঃ) উপাস্যং (সেব্যং) মুকুন্দচরণাম্বুজং (শ্রীগোবিন্দপদারবিন্দং) ন ভজেৎ (ন সেবেত)।।২।।

অনুবাদ— হে রাজন্! সর্ব্বতোভাবে মৃত্যুর অধীনতাগ্রস্ত কোন্ প্রাণী ব্রহ্মাদি দেবেন্দ্রগণেরও সেবনীয় শ্রীকৃষ্ণচরণ-কমলের আরাধনা না করিয়া থাকে?।।২।।

বিশ্বনাথ— যদ্ভজনে মুক্তানামপীদৃশমৌৎসুক্যং তং বদ্ধঃ খলু কো নু ন ভজেদিত্যাহ,— কোন্বিতি ইন্দ্রিয়বানিতি শ্রোত্রাদীন্দ্রিয়বত্ত্বে এব তদ্ভজনেঽধিকার ইতি ভাবঃ। ন কেবলমীশিতব্যা জীবা এব তং ভজন্তি কিন্ত্বমরোত্তমৈ রুদ্রাদ্যৈরপি।।২।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— যাঁহার ভজনে মুক্তগণেরও এইরূপ ঔৎসুক্য সেই মুকুন্দচরণ পদ্মকে বৃদ্ধ অবস্থায় কোন্ ব্যক্তিই না ভজন করে ইহাই বলিতেছেন— কোন্ ব্যক্তিই ইন্দ্রিয়বাণ অর্থাৎ কর্ণাদি ইন্দ্রিয় থাকিতেই, কৃষ্ণভজনে অধিকার ইহাই ভাবার্থ। কেবল ঈশ্বরের অধীন জীবগণই যে কৃষ্ণকে ভজন করে এমন নহে, কিন্তু দেবশ্রেষ্ঠ মহাদেবাদিগণও তাহাকে ভজন করে।।২।।

বিবৃতি— ব্যক্ত-জগতের প্রাণিগণ পরিবর্ত্তনশীল-ধর্ম্মের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং তাহাদের মৃত্যু অনিবার্য্য। অমরকুল সেরূপ মরণশীল নহেন। তাঁহারা প্রলয়কালের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত জীবিত থাকেন। প্রলয়কালে সকলই বিষ্ণুপাদপদ্মে স্বীয় অস্তিত্ব সংরক্ষণ করেন। তজ্জন্য অমরগণ বৈষ্ণব ও দেব পর্য্যায়ে পরিগণিত। যাঁহারা নিত্যকাল ভগবৎ-সেবায় নিজাধিষ্ঠান সংরক্ষণ করেন, তাঁহারা পরিবর্ত্তনশীল মরণের নিকট ঋণী নহেন। নির্বিশেষবাদী বদ্ধভূমিকা হইতে মুক্ত ভূমিকায় যাইবার সময় পরিবর্ত্তনশীল ধর্ম্মের অন্তর্গত হওয়ায় তাঁহাকে বিবর্ত্তবাদ আশ্রয় করিতে হয়। নিত্যমুক্তেরই মুক্তির সম্ভাবনা; নিত্যবদ্ধ-জীব নিজের নিত্যমুক্ত অবস্থার কথা আলোচনা করিতে না পারিয়া আপনাকে পরিবর্তন-যোগ্য পিণ্ডবিশেষ জ্ঞান করেন। চিৎসবিশেষ বৈকুণ্ঠাধিপতি মুকুন্দ সর্ব্বদা চিদ্‌বিলাসে রত। অচিদ্‌বিলাস-রত জনগণই সর্ব্বতোভাবে মৃত্যুর অধীন হইয়া ক্ষণিক বৌদ্ধবাদাবলম্বনে স্বীয় জীবদ্দশার ক্ষণভঙ্গুরতা লক্ষ্য করেন।

মরণশীল জীবগণের যে সকল ইন্দ্রিয়-সমাবেশ দেখা যায়, তদ্দ্বারা তাঁহার ক্ষণিক বৌদ্ধবাদেরই পোষণ করেন। ইন্দ্রিয়গুলি শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধাদি নশ্বর বস্তুসমূহের ভোগী মাত্র। সুতরাং তাহাদের অতৃপ্ত বাসনা নশ্বর বস্তুর অনুসন্ধানে পরিণামশীল হওয়ায় প্রাকৃত রাজ্যের অতিক্রান্ত ভূমিকার সেবা ব্যতীত তাহাদের আর অন্য কি গতি আছে?

অনিত্যের অনাদরকারী অনিত্যরাজ্যের অতীত মুকুন্দপাদপদ্ম নিত্যকাল সেবা করিবার সুযোগ বুঝিতে পারেন। সেজন্য কৃষ্ণেতর-সেবায় নিযুক্ত হইবার অকর্ম্মণ্যতা বুঝিয়া নিত্যবস্তুর সেবায় নিযুক্ত হওয়াই বুদ্ধির শেষ সীমা। ক্ষীণবুদ্ধি জনগণই অনিত্যের সেবায় ব্যস্ত; কিন্তু তাঁহার উপাদেয়-বিচার-তারতম্যে মুকুন্দচরণাশ্রয়ই নিজ মঙ্গলের কারণ বলিয়া বুঝিতে পারেন।।২।।

তমেকদা তু দেবর্ষিং বসুদেবো গৃহাগতম্।
অর্চ্চিতং সুখমাসীনমভিবাদ্যেদমব্রবীৎ।।৩।।

অন্বয়ঃ— একদা তু গৃহাগতং (স্বগৃহং প্রত্যাগতম্) অর্চ্চিতং (পূজিতং) সুখং (যথা ভবতি তথা) আসীনম্ (উপবিষ্টং) তং (সর্ব্বশাস্ত্ররহস্যজ্ঞতয়া সুপ্রসিদ্ধং) দেবর্ষিং (নারদম্) অভিবাদ্য (প্রণম্য) বসুদেবঃ ইদং (বক্ষ্যমাণম্) অব্রবীৎ (উক্তবান্)।।৩।।

অনুবাদ— একদা বসুদেবের গৃহে দেবর্ষি নারদ উপস্থিত হইয়া যথাযথ পূজিত ও সুখে উপবিষ্ট হইলে, তিনি তাঁহাকে প্রণামপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন।।৩।।

শ্রীবসুদেব উবাচ—

ভগবন্ ভবতো যাত্রা স্বস্তয়ে সর্ব্বদেহিনাম্।
কৃপণানাং যথা পিত্রোরুত্তমঃশ্লোকবর্ত্মনাম্।।৪।।

অন্বয়ঃ— শ্রীবসুদেবঃ উবাচ—(হে) ভগবন্! পিত্রোঃ (যাত্রা) যথা (পুত্রাণাং স্বস্তয়ে ভবতি) উত্তমঃ-

শ্লোকবর্ত্মনাম্ (উত্তমঃশ্লোকস্য বর্ত্মভূতানাং মহতাং যাত্রা যথা) কৃপণানাং (স্বস্তয়ে ভবতি তথা) ভবতঃ যাত্রা (আগমনমপি) সর্ব্বদেহিনাং স্বস্তয়ে (মঙ্গলায় ভবতি)।।৪।।

অনুবাদ— শ্রীবসুদেব বলিলেন,— হে ভগবন্! মাতাপিতার আগমন যেরূপ সন্তানের মঙ্গলকর এবং ভগবদ্ভক্তগণের আগমন যেরূপ কৃপণগণের মঙ্গলকর, সেইরূপ আপনার আগমনও প্রাণিমাত্রেরই মঙ্গলের কারণ হইয়া থাকে।। ৪ ।।

বিশ্বনাথ— সর্ব্বদেহিনাং সাধারণানাং কৃপণানাং সর্ব্বনিকৃষ্টানাম্। উত্তমঃশ্লোকবর্ত্মনাং সর্ব্বোৎকৃষ্টানাং ভক্তানামপি স্বস্তয়ে ভবতো যাত্রা আগমনং ভবতি যথা পিত্রোর্যাত্রা ত্রিবিধানামপি পুত্রাণামিতি সর্ব্বভূতবাৎসল্যং নারদস্য দর্শিতম্।।৪।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— সাধারণ সর্ব্বপ্রকার দেহধারীগণের মধ্যে কৃপণ অর্থাৎ সর্ব্বনিকৃষ্ট মানবগণের গৃহে সর্ব্বউৎকৃষ্ট ভগবৎভক্তগণের আগমন মঙ্গলের জন্যই হয়, যেমন—উত্তম মধ্যম কনিষ্ঠ ত্রিবিধ পুত্রগণের গৃহে পিতামাতার আগমন মঙ্গলের জন্যই হয়। সেইরূপ সর্ব্বপ্রাণীর প্রতি বাৎসল্য শ্রীনারদমুনির দেখান হইল।।৪।।

তথ্য— 'কৃপণ'— কৃপণ ও ব্রাহ্মণ-ভেদে আত্মা দ্বিবিধ। ক্ষুদ্র-বস্তুর অনুসন্ধানকারী জনগণই 'কৃপণ' শব্দ-বাচ্য এবং ব্রহ্ম-বস্তুর অনুসন্ধানকারী জনগণই 'ব্রাহ্মণ' শব্দ-বাচ্য—"এতদক্ষরং গার্গি অবিদিত্বাস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি স কৃপণঃ"— (বৃঃ আঃ ৩।৯।১০)।

বিবৃতি— যেরূপ জনকজননী তাঁহাদের পাল্যের সকল অভাব ও দারিদ্র বিমোচন করেন, তদ্রূপ আত্মজ্ঞান-বিরহিত অনাত্মদর্শন-দক্ষ সংসারের প্রকৃত মঙ্গলের জন্য আপনার আগমন। জগতে ভগবদ্ভক্তগণ ভগবৎসেবা-বিমুখ হইয়া বিভিন্ন দেহ ধারণ করেন। যাঁহারা মানব-পশ্বাদি বিভিন্ন দেহ-ধারণ করেন, সেই সকল বিষ্ণু সেবাপর জনগণের গুরু-পিতৃরূপে আপনার শুভাগমন ও মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা।।৪।।

ভূতানাং দেবচরিতং দুঃখায় চ সুখায় চ।
সুখায়ৈব হি সাধূনাং ত্বাদৃশামচ্যুতাত্মনাম্।।৫।।

অন্বয়ঃ— দেবচরিতং (দেবানাং পর্জ্জন্যাদীনাং চরিতং) ভূতানাং দুঃখায় চ সুখায় চ (ভবতি) ত্বাদৃশাম্ অচ্যুতাত্মনাং (অচ্যুতে আত্মা যেষাং তেষাং) সাধূনাং (চরিতং) সুখায় এব হি (সর্ব্বেষামেব সুখায়েতি শেষঃ।।৫।।

অনুবাদ— পর্জ্জন্যাদি দেবগণের আচরণে প্রাণি-গণের সুখ-দুঃখ উভয়ই সংঘটিত হইয়া থাকে; কিন্তু ভবাদৃশ ভগবদ্ভক্ত সাধুগণের চরিত নিখিল-প্রাণিগণের কেবলমাত্র সুখই উৎপাদন করিয়া থাকে।। ৫ ।।

বিশ্বনাথ— দেবৈরপি সাধুনামুপমানমনুচিত-মিত্যাহ,— ভূতানামিতি। দেবচরিতমতিবৃষ্ট্যাদিনা দুঃখায়াপি ভবতি।। ৫ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— দেবতাগণের সহিতও সাধুগণের উপমা দেওয়া অনুচিত, ইহাই বলিতেছেন— দেবগণের চরিত্র যেমন অতিশয় বৃষ্টিদ্বারা বৃক্ষাদিরও দুঃখের কারণ হয়।।৫।।

বিবৃতি— দেবগণ প্রাণিগণের মঙ্গলবিধান করেন। যে-সকল প্রাণি মঙ্গল প্রার্থনা করেন না, তাঁহাদিগকে দেবগণ দুঃখ প্রদান করেন। সুতরাং দেবগণের উভয়প্রকার সুখ-দুঃখ দাতৃত্ব বর্ত্তমান। কিন্তু সাধুগণের চরিত্র দেবগণ অপেক্ষাও উন্নত; তাঁহারা কোনপ্রকার ভূতোদ্বেগ প্রদান করেন না অর্থাৎ কোন প্রাণীরই দুঃখের কারণ হন না।

"চৈতন্যচন্দ্রের দয়া করহ বিচার। বিচার করিলে চিত্তে পাবে চমৎকার।" শ্রীচৈতন্যের দাসগণ ব্রহ্ম-সম্প্রদায়ভুক্ত হওয়ায় নারদের শিষ্যপারম্পর্য্যে অবস্থিত, সুতরাং তাঁহারা সকলেই অচ্যুতাত্মা। রাধামদনমোহন, রাধাগোবিন্দ, রাধাগোপীজনবল্লভ—এই তিন ঠাকুর গৌড়ীয়কে আত্মসাৎ করিয়াছেন বলিয়া গৌড়ীয়বৈষ্ণবগণ নারদীয়-গুরুপরম্পরা শিরে ধারণ করেন। সাধুগণের নিত্যসুখে প্রতিষ্ঠিত হইবার জন্যই অচ্যুতাত্মগণের একমাত্র প্রয়াস; ইঁহাদের পূর্ব্বগুরুসূত্রে নারদ চতুর্ম্মুখের অনুগ বলিয়া অচ্যুতাত্মা এবং চ্যুতাত্ম-গুরুগণের সহিত

একমত স্থাপনে অসমর্থ। হরিজনাভিমান-ব্যতীত ক্লীবব্রহ্মাভিমান চ্যুতাত্মতারই পরিচায়ক। নারদ সেরূপ বিবর্ত্তবাদী চ্যুতাত্মা ছিলেন না। তিনি মহাবদান্য; জগতের সুখের জন্যই তাঁহার প্রচেষ্টা। কৃষ্ণেতর সেবাপর নির্ভেদ-ব্রহ্মানুসন্ধিৎসু ও যথেচ্ছাচারী ভোগিকুল কখনও 'সাধু' বা 'অচ্যুতাত্মা'- শব্দবাচ্য হইতে পারেন না।।৫।।

ভজন্তি যে যথা দেবান্ দেবা অপি তথৈব তান্।
ছায়েব কর্ম্মসচিবাঃ সাধবো দীনবৎসলাঃ।।৬।।

অন্বয়ঃ— যে (জনাঃ) দেবান্ যথা ভজন্তি (উচ্চাবচযজ্ঞাদিকর্ম্মণারাধয়ন্তি) কর্ম্মসচিবাঃ (কর্ম্মাধীনাঃ) দেবাঃ অপি ছায়া ইব তান্ তথা এব (ভজন্তি, তত্তৎকর্ম্ম-তারতম্যানুসারেণৈব ফলং প্রযচ্ছন্তি) সাধবঃ (তাদৃশ-ভগবদ্ভক্তাঃ) তু দীনবৎসলাঃ (দীনেষু তাপত্রয়াভিভূতেষু বৎসলাঃ প্রীতিযুক্তাঃ)।।৬।।

অনুবাদ— যে সকল মানব দেবগণকে যে ভাবে আরাধনা করে, কর্ম্মাধীন ফলপ্রদানশীল দেবগণও ছায়ার ন্যায় কর্ম্মানুগ হইয়া তাহাদিগকে কর্ম্মের তারতম্যানুসারে ফলপ্রদান করিয়া থাকেন; কিন্তু ভবাদৃশ সাধুগণ সর্ব্বদাই দীনের প্রতি অতিশয় বাৎসল্য প্রকাশ করিয়া থাকেন।।৬।।

বিশ্বনাথ— কিঞ্চ দেবাঃ স্বার্থপরতয়ৈব সুখয়ন্তি সাধবস্তু ন তথেত্যাহ,—ভজন্তীতি। ছায়েবেতি যথা পুরুষো যাবৎ করোতি ছায়াপি তস্য তথা। কর্ম্মসচিবাঃ কর্ম্মসহায়াঃ।।৬।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— আর দেবগণ স্বার্থপরতা দ্বারাই প্রজাগণকে সুখদান করেন, সাধুগণ কিন্তু ঐরূপ স্বার্থপর নহেন, ইহাই বলিতেছেন— ছায়ার ন্যায় অর্থাৎ যেমন পুরুষ অঙ্গভঙ্গী করে, তাহার ছায়াও সেইরূপ অঙ্গভঙ্গীকরে, ঐরূপ প্রজাগণ দেবতার উদ্দেশ্যে যেমন পূজাদি করে, ঐ কর্ম্মের সহায়ক দেবগণও প্রজাগণের প্রতি মঙ্গলদান করেন।।৬।।

মধ্ব—
আত্মনো ভজনে বুদ্ধিমুৎপাদ্য ফলদাঃ সুরাঃ।
উত্তমানাং জনানান্তু নিকৃষ্টানাং বিপর্য্যয়ঃ।।
শুভাশুভফলানান্তু কর্ম্মণাং বিবুধাং সদা।
প্রবর্ত্তকা যথাযোগ্যমৃষয়ঃ করুণা সদা।।
সুখমিচ্ছন্তি ভূতানাং প্রায়ো দুঃখাসহা নৃণাম্।
তথাপি তেভ্যঃ প্রবরা দেবা এব হরেঃ প্রিয়াঃ।।
ইত্যুদ্দামসংহিতায়াম্।।২-৬।।

বিবৃতি— কর্ম্মকাণ্ড-নিপুণ জনগণের সাধুতায় বণিকের ধর্ম্ম অবস্থিত। নির্ভেদ-ব্রহ্মানুসন্ধিৎসু জ্ঞানীর সাধুতায় নিজফলভোগময় স্বার্থপরত্ব ত্যাগ-মুখে প্রকাশিত। ভগবদ্ভক্তগণ তদ্রূপ কুণ্ঠাধর্ম্মে অবস্থিত না হওয়ায় দীনবৎসল অর্থাৎ জীবের অভাবমোচনকারী। কর্ম্মী ও জ্ঞানী নিজেদের অপস্বার্থপরতায় ব্যস্ত থাকিয়া কামনার দাস; কামনাসিদ্ধির অতৃপ্তিতে দীনের প্রতি তাঁহাদের বাৎসল্যাভাব দৃষ্ট হয়। কর্ম্মী ও জ্ঞানী সাধু-সকল দেবগণের সহিত তারতম্য-বিচারে হীন। তজ্জন্য দেবগণের শ্রেষ্ঠতা উদ্দামসংহিতার বিচারমুখে শ্রীমধ্বপাদ আলোচনা করিয়াছেন। উদ্দামসংহিতা বলেন— দেবগণ আত্মভজনে গুরু-স্থানীয় হইয়া উত্তম মানবগণের বুদ্ধি উৎপাদন করেন; ভজনে বুদ্ধি উৎপন্ন হইলেই সেবাপরতা সমৃদ্ধা হয়।

সকামকর্ম্মমিশ্রভক্তিতে আরাধকের তত্তৎ প্রেয়ঃ-কামনাদাতৃত্ব সত্ত্বপ্রধান দেবগণের আছে। প্রার্থীর সাধুত্ব-অসাধুত্ব-অনুসারে সুফল বা কুফল-লাভ ঘটে। অতএব দেবগণের দয়ার ইষ্টানিষ্ট উভয়বিধ ফল আছে— নিরবচ্ছিন্ন মঙ্গললাভ নাই। কিন্তু বৈষ্ণবের দয়া নিত্য নিরবচ্ছিন্ন সুমঙ্গলবিধায়িনী। নির্ম্মৎসর বৈষ্ণবগণ সকল অবস্থাতেই সকলের নিত্য-মঙ্গল কামনা করেন। তাঁহারা নিঃশ্রেয়সের পথে ভগবচ্চরণে একান্তভাবে শরণাগত এবং অপরাপর দেবমনুষ্যগণের কৃপা বা অকৃপায় নির-পেক্ষ। তাঁহারা সৎকর্ম্মফললভ্য তাৎকালিকশ্রেয়ঃ অর্থাৎ প্রেয়ঃকে শ্রেয়ঃ বিবেচনা না করায়, অপরকে দয়া করিতে

গিয়া অনুকম্পিতের প্রেয়োবিধানের পরিবর্ত্তে তাহাকে নিত্য শ্রেয়ের পথে আকর্ষণ করেন। অপরের বাহ্যদৃষ্টিতে যাহা 'দুঃখ' বলিয়া প্রতিভাত, সেইসকল ব্যবহারিক দুঃখেও বৈষ্ণবের নিরবচ্ছিন্ন পরম আনন্দ। নিষ্কিঞ্চন বৈষ্ণবগণের কাহারও প্রতি দ্বেষহিংসার কারণাভাবহেতু সকল অবস্থাতেই সকলের নিত্যকল্যাণ বিধান করিতে তাঁহারা সমর্থ। শ্রীগৌরসুন্দরের চরণাশ্রিত বলিয়া তাঁহারা সকলেই 'মহাবদান্য' ও 'অমন্দোদয়দয়াশীল'। পক্ষান্তরে দেবগণের দয়ায় মন্দোদয়ের অবকাশেরও সম্ভাবনা আছে। নামাচার্য্য ঠাকুর হরিদাসের জীবনে নবদ্বীপের ঘরে ঘরে হরিনাম-প্রচারকালে জগাই-মাধাইর উদ্ধার-প্রার্থনায় বৈষ্ণব-কৃপার শ্রেষ্ঠত্বের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত আমরা দেখিতে পাই। এই কারণে শ্রীল জীবগোস্বামীপ্রভু মধ্বমুনির বিচার হইতে কিছু পার্থক্য প্রদর্শনপূর্ব্বক দেবগণ অপেক্ষা 'বৈষ্ণবের ও বৈষ্ণবের দয়ার' শ্রেষ্ঠত্ব স্থাপন করিয়াছেন। বস্তুতঃ বৈষ্ণব-সঙ্গে বৈষ্ণব-সেবাতেই সর্ব্বসমঙ্গল-বীজ নিহিত।।৬।।

ব্রহ্মংস্তথাপি পৃচ্ছামো ধর্ম্মান্ ভাগবতাংস্তব।
যান্ শ্রুত্বা শ্রদ্ধয়া মর্ত্ত্যো মুচ্যতে সর্ব্বতো ভয়াৎ।।৭।।

অন্বয়ঃ— (হে) ব্রহ্মন্! (যদ্যপি ত্বদ্দর্শনেনৈব কৃতার্থা বয়ং তথাপি) যান্ ধর্ম্মান্ শ্রদ্ধয়া শ্রুত্বা (অনুষ্ঠায়) মর্ত্ত্যঃ (মরণ-ধর্ম্মশীলং প্রাণিমাত্রং) সর্ব্বতঃ (সর্ব্বস্মাৎ) ভয়াৎ মুচ্যতে (নির্ভয়ো ভবতি তান্) ভাগবতান্ (ভগবৎ-পরিতোষকান্) ধর্ম্মান্ তব (ত্বাং) পৃচ্ছামঃ।।৭।।

অনুবাদ— হে ব্রহ্মন্! যদিও আপনার দর্শনেই আমরা কৃতার্থ হইয়াছি, তথাপি মর্ত্ত্য-জীব শ্রদ্ধাসহকারে যাহা শ্রবণ করিলে সর্ব্ববিধ ভয় হইতে পরিত্রাণ লাভ করেন, আপনার নিকট সেই ভাগবত-ধর্ম্ম জিজ্ঞাসা করিতেছি।।৭।।

বিশ্বনাথ— তথাপীতি যদ্যপি তব দর্শনমাত্রেণৈব কৃতার্থা অভূমৈব তথাপীত্যর্থঃ। যান্ শ্রুত্বেতি ত্বদ্দর্শন-সম্ভাবনারহিতোঽপি মর্ত্ত্যো যান্ শ্রুত্বাপি কিমুতাচর্য্য।।৭।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— যদিও আপনার দর্শন মাত্রেই আমরা কৃতার্থ হইয়াছিই, তথাপি যাহা শুনিলে আপনার দর্শন সম্ভাবনা বিহীন হইলেও মরণশীল মানবগণ যে সকল ধর্ম্ম কথা শুনিয়া কৃতার্থ হয় তাহাই জিজ্ঞাসা করি, আচরণ ত' দূরের কথা।।৭।।

বিবৃতি— শঙ্কর-মায়াবাদিগণ ও বৌদ্ধগণ বলেন যে, জগতে স্ববৃত্তিজীবী দাসগণের অবস্থা দেখিয়া উহা হইতে পরিত্রাণ লাভ করিবার জন্যই মুক্তির কল্পিত-পন্থা আবিষ্কৃত হওয়া আবশ্যক। এইরূপ বিচার-পরায়ণ দ্বিতীয়াভিনিবিষ্ট জনগণের বৃত্তিতে 'ভয়'-নামক একটি বৈদেশিক আকাশ অনুস্যূত। সুতরাং তাঁহাদের কাল্পনিক মুক্তির জড়াধার আকাশের সহিত মিলিয়া যাওয়াকে 'মুক্তি' বলা যাইতে পারে না। কিন্তু ভাগবতগণের জড়ভোগ হইতে মুক্তিও কাল্পনিক-মুক্তি হইতে মুক্তিরূপা অবস্থিতিকেই লক্ষ্য করে, উহা অনর্থ-নিবৃত্তিমাত্র। সেই ভাগবত-ধর্ম্মের জিজ্ঞাসু হইয়া বসুদেব কৃষ্ণ-সেবায় অধিকার-লাভের আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন। মায়াবাদ বা কর্ম্মফলভোগ যেকালে আধ্যক্ষিকগণকে প্রপীড়িত করে, তৎকালে তাহারা ভীত ও ত্রস্ত হইয়া ছান্দোগ্য-কথিত আবদ্ধ শকুনির ন্যায় মুক্তির বাসনা করে; কিন্তু সর্ব্বতোভাবে মুক্তিলাভ করিতে পারে না অথবা মুক্ত না হওয়ায়, তাহাদের কল্পিতমুক্তির অকর্ম্মণ্যতা বুঝিতে পারে না। ভুক্তি-মুক্তি-পিশাচীর হস্ত হইতে পরিত্রাণ না পাইলে পঞ্চম পুরুষার্থ কৃষ্ণপ্রেমার স্বরূপদর্শনের সম্ভাবনা নাই।।৭।।

অহং কিল পুরানন্তং প্রজার্থো ভুবি মুক্তিদম্।
অপূজয়ং ন মোক্ষায় মোহিতো দেবমায়য়া।।৮।।

অন্বয়ঃ— পুরা কিল (পূর্ব্বজন্মনি) অহং দেবমায়য়া মোহিতঃ (দেবস্য হরের্মায়য়া বিমোহিতঃ) ভুবি (পৃথিব্যাং) প্রজার্থঃ (পুত্রলাভ-প্রয়োজনঃ সন্) মুক্তিদং (মোক্ষফল-প্রদম্) অনন্তং (শ্রীবিষ্ণুম্) অপূজয়ং (পূজিতবান্) ন (খলু) মোক্ষায় (মুক্ত্যর্থং ন পূজিতবানিত্যর্থঃ)।।৮।।

অনুবাদ— হে মুনিবর! আমি পূর্ব্বজন্মে ভগবান্ বিষ্ণুর মায়ায় বিমোহিত হইয়া ভূতলে সন্তান-কামনায় মুক্তিদাতা শ্রীহরির আরাধনা করিয়াছিলাম, কিন্তু মুক্তিকামনায় আরাধনা করি নাই।।৮।।

বিশ্বনাথ— ননু ত্বন্তু কৃতার্থ এবাসি তত্রাহ,—অহং কিলেতি প্রজার্থ এব ন তু মুক্ত্যর্থঃ।।৮।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— যদি বলেন তুমি ত' কৃতার্থই হও, তাহার উত্তরে বসুদেব বলিতেছেন— আমি কেবল পুত্রলাভের জন্যই ভগবদ্ভজন করিয়াছিলাম, মুক্তির জন্য করি নাই।।৮।।

যথা বিচিত্রব্যসনাদ্ ভবদ্ভির্বিশ্বতোভয়াৎ।
মুচ্যেমহ্যঞ্জসৈবাদ্ধা তথা নঃ শাধি সুব্রত।।৯।।

অন্বয়ঃ— (হে) সুব্রত! যথা ভবদ্ভিঃ (হেতুভূতৈঃ) বিচিত্রব্যসনাৎ (বিচিত্রাণি ব্যসনানি যস্মিন্ সংসারে তস্মাৎ) বিশ্বতোভয়াৎ (বিশ্বতঃ সর্ব্বতো ভয়ং যস্মিংস্তস্মাৎ) অঞ্জসা এব (সুখেনৈব বয়ং) মুচ্যেমহি তথা অদ্ধা (স্ফুটং) নঃ (অস্মান্) শাধি (শিক্ষয়)।।৯।।

অনুবাদ— হে সুব্রত! সম্প্রতি আমি যাহাতে আপনাদের দ্বারা বিচিত্র ব্যসনরাশি-পরিপূর্ণ এবং বিবিধ ভয়সঙ্কুল এই সংসার হইতে অনায়াসে মুক্তিলাভ করিতে পারি, আমাকে তাদৃশ স্পষ্ট উপদেশ প্রদান করুন।।৯।।

বিশ্বনাথ— বিশ্বতোভয়াৎ সংসারাৎ।।৯।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— বিশ্বতোভয় অর্থাৎ সংসার হইতে ভয়।।৯।।

শ্রীশুক উবাচ—

রাজন্নেবং কৃতপ্রশ্নো বসুদেবেন ধীমতা।
প্রীতস্তমাহ দেবর্ষির্হরেঃ সংস্মারিতো গুণৈঃ।।১০।।

অন্বয়ঃ— শ্রীশুকঃ উবাচ— (হে) রাজন্! ধীমতা (বিবেকিনা) বসুদেবেন এবং কৃতপ্রশ্নঃ (কৃতঃ প্রশ্নো যস্মৈ সঃ) দেবর্ষিঃ (নারদঃ) হরেঃ গুণৈঃ (বর্ণনীয়ত্বেন প্রস্তুতৈর্গুণৈর্হরিঃ) সংস্মারিতঃ (অতঃ) প্রীতঃ (সন্) তং (বসুদেবম্) আহ (স্ম)।।১০।।

অনুবাদ— শ্রীশুকদেব বলিলেন,— হে রাজন্! বিবেকী বসুদেবের এইরূপ প্রশ্নে ভগবান্ শ্রীহরির বর্ণনীয় গুণসমূহের স্মরণ হওয়ায় দেবর্ষি অতিশয় প্রীত হইয়া বলিতে লাগিলেন।।১০।।

বিশ্বনাথ— হরেরিতি 'অধীগর্থদয়েশাং কর্ম্মণীতি' ষষ্ঠী। গুণৈঃ সহিতং হরিং সংস্মারিত ইত্যর্থঃ।।১০।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— শ্রীশুকদেব বলিতেছেন— মহারাজ পরীক্ষিত বিবেকী বসুদেব এই প্রকার প্রশ্ন করিলে দেবর্ষি নারদ শ্রীহরির এইস্থলে স্মরণ অর্থে কর্ম্মে দ্বিতীয়া বিভক্তি না হইয়া ষষ্ঠী বিভক্তি হইয়াছে। ইহার অর্থ-গুণের সহিত বসুদেব শ্রীহরিকে স্মরণ করাইলেন।।১০।।

শ্রীনারদ উবাচ—

সম্যগেতদ্ব্যবসিতং ভবতা সাত্বতর্ষভ।
যৎ পৃচ্ছসে ভাগবতান্ ধর্ম্মাংস্ত্বং বিশ্বভাবনান্।।১১

অন্বয়ঃ—শ্রীনারদঃ উবাচ,— (হে) সাত্বতর্ষভ! (যাদবশ্রেষ্ঠ! যৎ (যস্মাৎ) ত্বং বিশ্বভাবনান্ (সর্ব্ব-শোধকান্) ভাগবতান্ ধর্ম্মান্ পৃচ্ছসে (পৃচ্ছসি তস্মাৎ) ভবতা এতৎ সম্যক্ ব্যবসিতং (সাধুনিশ্চিতমিতি)।।১১।।

অনুবাদ— শ্রীনারদ বলিলেন,— হে যাদববর! যেহেতু আপনি বিশ্ববিশোধন ভাগবতধর্ম্ম-বিষয়ে প্রশ্ন উত্থাপিত করিয়াছেন, সেইজন্য আপনার সঙ্কল্প অতিশয় উত্তম বলিতে হইবে।।১১।।

শ্রুতোঽনুপঠিতো ধ্যাত আদৃতো বানুমোদিতঃ।
সদ্যঃ পুনাতি সদ্ধর্ম্মো দেব-বিশ্বদ্রুহোঽপি হি।।১২।।

অন্বয়ঃ— সদ্ধর্ম্মঃ (ভাগবতো ধর্ম্মঃ) শ্রুতঃ (গুরুমুখাদাকর্ণিতঃ) অনুপঠিতঃ (শ্রবণানন্তরং স্বমুখেন পঠিতঃ) ধ্যাতঃ (মনসা চিন্তিতঃ) আদৃতঃ (আস্তিক্যেন গৃহীতঃ) অনুমোদিতঃ (পরৈঃ ক্রিয়মাণঃ সংস্তুতঃ) বা দেব-

বিশ্বদ্রুহঃ অপি (দেবেভ্যো বিশ্বস্মৈ দ্রুহ্যন্তি যে তানপি) সদ্যঃ পুনাতি হি (পবিত্রীকরোতীত্যর্থঃ)।।১২।।

অনুবাদ— এই ভাগবতধর্ম্মের শ্রবণ, শ্রবণানন্তর স্বয়ং পঠন, ধ্যান, সমাদর এবং অনুমোদন করিলে ইহা দেবদ্রোহী এবং বিশ্বদ্রোহিগণকে পর্য্যন্ত সদ্যঃ পবিত্র করিয়া থাকে।। ১২।।

বিবৃতি— সদ্ধর্ম্ম-শব্দে ভাগবত-ধর্ম্মকে উদ্দেশ করে। এই ভাগবত -ধর্ম্মের শ্রবণে, পাঠে, ধ্যানে, আদরে ও অনুমোদনে জাগতিক-বিচারে নানাবিধ পাপাচরণ-কারীও অবাধে পবিত্রীকৃত হয়। ভাগবত-ধর্ম্ম— প্রাপঞ্চিক মায়াবাদ, ফলভোগবাদ ও অন্যাভিলাষ-মুখে যোগব্রতাদির ন্যায় অপবিত্র নহে। অভাগবতধর্ম্মের শ্রবণাদিতে সদ্যঃ পবিত্রতার সম্ভাবনা নাই।।১২।।

ত্বয়া পরমকল্যাণঃ পুণ্যশ্রবণকীর্ত্তনঃ।
স্মারিতো ভাগবানদ্য দেবো নারায়ণো মম।।১৩

অন্বয়ঃ— পরমকল্যাণঃ (পরমানন্দস্বরূপঃ) পুণ্যশ্রবণকীর্ত্তনঃ (পুণ্যে শ্রবণকীর্ত্তনে যস্য সঃ) দেবঃ ভগবান্ নারায়ণঃ অদ্য ত্বয়া (তদ্ধর্ম্মপ্রশ্নেন) মম স্মারিতঃ (ইতি মহাননুগ্রহঃ কৃতঃ)।।১৩।।

অনুবাদ— সম্প্রতি আপনার প্রশ্নহেতু আমার হৃদয়ে পুণ্যশ্রবণকীর্ত্তনশীল, পরমমঙ্গলময় ভগবান্ নারায়ণের স্মৃতি সমুদিত হওয়ায় ইহা অতিশয় অনুগ্রহ মনে করিতেছি।।১৩।।

অত্রাপ্যুদাহরন্তীমমিতিহাসং পুরাতনম্।
আর্ষভাণাঞ্চ সংবাদং বিদেহস্য মহাত্মনঃ।।১৪।।

অন্বয়ঃ—অত্র (ভগবদ্ধর্ম্মনির্ণয়ে) অপি আর্ষভাণাম্ (ঋষভপুত্রাণাং) মহাত্মনঃ বিদেহস্য চ (জনকস্য চ) সংবাদং (সংবাদরূপম্) ইমং (বক্ষ্যমাণং) পুরাতনম্ ইতিহাসম্ উদাহরন্তি (বৃদ্ধা বর্ণয়ন্তীতি শেষঃ)।।১৪।।

অনুবাদ—এই ভাগবতধর্ম্ম-নির্ণয়-বিষয়ে বৃদ্ধগণ বিদেহরাজ মহাত্মা জনক এবং ঋষভনন্দনগণের সংবাদরূপ যে পুরাতন ইতিহাস বর্ণন করিয়া থাকেন, তাহা শ্রবণ করুন।।১৪।।

প্রিয়ব্রতো নাম সুতো মনোঃ স্বায়ম্ভুবস্য যঃ।
তস্যাগ্নীধ্রস্ততো নাভির্ঋষভস্তৎসুতঃ স্মৃতঃ।।১৫।।

অন্বয়ঃ— স্বায়ম্ভুবস্য (স্বয়ম্ভুর্ব্রহ্মা তৎপুত্রস্য) মনোঃ যঃ সুতঃ প্রিয়ব্রতঃ নাম (প্রসিদ্ধঃ) তস্য (পুত্রঃ) আগ্নীধ্রঃ ততঃ (তস্য সুতঃ) নাভিঃ তৎসুতঃ (নাভিসুতঃ) ঋষভঃ স্মৃতঃ (কথিতঃ)।।১৫।।

অনুবাদ— স্বায়ম্ভুব মনুর যে পুত্র প্রিয়ম্বদ নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন, তাঁহার পুত্রের নাম আগ্নীধ্র; তাঁহার পুত্র নাভি এবং তাঁহারই পুত্র ঋষভ-নামে কথিত হইয়া থাকেন ।।১৫।।

বিশ্বনাথ— আর্ষভাণামিত্যুক্তম্। তত্র ঋষভ এব ক ইত্যত আহ প্রিয়ব্রত ইতি।।১৫।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— ঋষভদেবের পুত্রগণ ইহাই বলিয়াছেন, সেস্থলে 'ঋষভ'কে এই প্রশ্নের উত্তরে বলিতেছেন— স্বায়ম্ভুব মনুর পুত্রের নাম প্রিয়ব্রত, তাহার পুত্র আগ্নীধ্র, তাহার পুত্র নাভি, তাঁহার পুত্র ঋষভদেব।।১৫।।

তমাহুর্বাসুদেবাংশং মোক্ষধর্ম্মবিবক্ষয়া।
অবতীর্ণং সুতশতং তস্যাসীদ্ব্রহ্মপারগম্।।১৬।।

অন্বয়ঃ— তম্ (ঋষভং) মোক্ষধর্ম্মবিবক্ষয়া (মোক্ষধর্ম্মাণাং প্রবর্ত্তনেচ্ছয়া) অবতীর্ণং বাসুদেবাংশং (বাসুদেবস্য ভগবতঃ অংশম্) আহুঃ (বদন্তি) তস্য ব্রহ্মপারগং (বেদজ্ঞং) সুতশতম্ আসীৎ।।১৬।।

অনুবাদ— শাস্ত্রকারগণ ঋষভদেবকে মোক্ষধর্ম্ম-প্রবর্ত্তনের জন্য পৃথিবীতে অবতীর্ণ ভগবানের অংশরূপে বর্ণন করিয়া থাকেন। সেই ঋষভদেবের বেদজ্ঞ শতপুত্র বর্ত্তমান ছিলেন।।১৬।।

তেষাং বৈ ভরতো জ্যেষ্ঠো নারায়ণপরায়ণঃ।
বিখ্যাতং বর্ষমেতদ্ যন্নাম্না ভারতমদ্ভুতম্।।১৭।।

অন্বয়ঃ— তেষাং (শতসংখ্যকানামৃষভসুতানাং মধ্যে) জ্যেষ্ঠঃ (প্রথমঃ পুত্রঃ) ভরতঃ বৈ নারায়ণপরায়ণঃ (আসীৎ) এতৎ (পূর্ব্বমজনাভ-সংজ্ঞয়া বিখ্যাতমপি) বর্ষং যন্নাম্না (যস্য নামানুসারেণ) ভারতম্ (ইতি) অদ্ভুতং বিখ্যাতং (প্রসিদ্ধিং গতম্)।।১৭।।

অনুবাদ— সেই শতপুত্রের মধ্যে সর্ব্বজ্যেষ্ঠ ভরত অতিশয় বিষ্ণুভক্ত ছিলেন। তাঁহার নামানুসারে পূর্ব্বে অজনাভ-নামে বিখ্যাত এই দেশ পশ্চাৎ ভারতবর্ষ-নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে।।১৭।।

স ভুক্তভোগাং ত্যক্ত্বেমাং নির্গতস্তপসা হরিম্।
উপাসীনস্তৎপদবীং লেভে বৈ জন্মভিস্ত্রিভিঃ।।১৮

অন্বয়ঃ— সঃ বৈ (ভরতঃ) ভুক্তভোগাং (ভুক্তো ভোগো যস্যাস্তাম্ ইমাং (পৃথ্বীং) ত্যক্ত্বা (গৃহাৎ) নির্গতঃ তপসা হরিম্ উপাসীনঃ (সেবমানঃ সন) ত্রিভিঃ জন্মভিঃ তৎপদবীং (তস্য হরেঃ পদবীং) লেভে।।১৮।।

অনুবাদ— উক্ত ভরত এই ভুক্তভোগা পৃথিবীকে পরিত্যাগপূর্ব্বক গৃহ হইতে নির্গত হইয়া তপোযোগে শ্রীহরির আরাধনাসহকারে তিন জন্মে তাঁহার পদ লাভ করিয়াছিলেন।।১৮।।

তথ্য— ভরতের ত্রিজন্ম—(১) রাজ (ক্ষত্রিয়)-জন্ম, (২) মৃগজন্ম এবং (৩) পরমহংস জন্ম।।১৮।।

তেষাং নব-নব-দ্বীপপতয়োঽস্য সমন্ততঃ।
কর্ম্মতন্ত্রপ্রণেতার একাশীতির্দ্বিজাতয়ঃ।।১৯।।

অন্বয়ঃ— তেষাং (ভারতানুজানামেকোনশত-সংখ্যকানাং মধ্যে) নব অস্য (ভারতবর্ষস্য মধ্যে) সমন্ততঃ (চতুর্দ্দিক্ষু) নবদ্বীপপতয়ঃ (নবানাং দ্বীপানাং ব্রহ্মাবর্ত্তাদিভূখণ্ডানামধিপতয়ো বভূবুঃ) একাশীতিঃ (সুতাঃ) কর্ম্মতন্ত্রপ্রণেতারঃ (কর্ম্মমার্গপ্রবর্ত্তকাঃ) দ্বিজাতয়ঃ (ব্রাহ্মণা অভবন্)।।১৯।।

অনুবাদ— তদীয় অনুজগণের মধ্যে নয়জন এই ভারতবর্ষ মধ্যে ব্রহ্মাবর্ত্ত প্রভৃতি নয়টী ভূখণ্ডে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন এবং একাশীতিজন কর্ম্মমার্গ-প্রবর্ত্তক ব্রাহ্মণ ছিলেন।।১৯।।

বিশ্বনাথ— তেষাং ঋষভপুত্রাণাং মধ্যে নবদ্বীপ-পতয়ো নবানাং ব্রহ্মাবর্ত্তাদিভূখণ্ডানাং পতয়ঃ। অস্য ভারতবর্ষস্য। একাশীতিঃ পুত্রাঃ কর্ম্মমার্গপ্রবর্ত্তকা ব্রাহ্মণা অভবন্।।১৯।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— সেই ঋষভপুত্রগণের মধ্যে নবদ্বীপপতি নয়জন এই ভারতবর্ষের ব্রহ্মাবর্ত্ত আদি ভূখণ্ড সমূহের রাজা ছিলেন। ঋষভদেবের একশতপুত্র মধ্যে একাশীতি পুত্রগণ কর্ম্মপথ প্রবর্ত্তক ব্রাহ্মণ হইয়া-ছিলেন।।১৯।।

তথ্য— নবদ্বীপ,— জম্বুদ্বীপের নবখণ্ড বা বর্ষ—(১) ভারত, (২) কিন্নর (কিংপুরুষ), (৩) হরি, (৪) কুরু, (৫) হিরণ্ময়, (৬) রম্যক (রমণক), (৭) ইলাবৃত, (৮) ভদ্রাশ্ব, (৯) কেতুমাল।

নবাভবন্মহাভাগা মুনয়ো হ্যর্থশংসিনঃ।
শ্রমণা বাতরসনা আত্মবিদ্যাবিশারদাঃ।।২০।।

অন্বয়ঃ—(তেষাং মধ্যে) নব (পুত্রাঃ) হি (প্রসিদ্ধাঃ) মহাভাগাঃ (পুণ্যবন্তঃ) অর্থশংসিনঃ (পরমার্থনিরূপকাঃ) শ্রমণাঃ (শ্রমবন্ত আত্মাভ্যাসে কৃতাশ্রমা ইত্যর্থঃ) বাত-রসনাঃ (বাতবসনাঃ—দিগম্বরাঃ) আত্মবিদ্যাবিশারদাঃ (আত্মবিদ্যায়াং বিশারদা নিষ্ণাতাঃ) মুনয়ঃ অভবন্।।২০।।

অনুবাদ— অবশিষ্ট নয়জন মহাপুণ্যশীল, পরমার্থ-নিরূপণ-তৎপর, দিগম্বর, শ্রমণ, আত্মবিদ্যাবিশারদ মুনি-ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন।।২০।।

বিশ্বনাথ— অর্থশংসিনঃ পরমার্থনিরূপকাঃ। শ্রমণা আত্মাভ্যাসে কৃতশ্রমা ইত্যর্থঃ। বাতরসনা ইতি রসনাপদেন বসনং লক্ষ্যতে দিগম্বরা ইত্যর্থঃ।।২০।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— অর্থশংসী অর্থাৎ পরমার্থ-নিরূপক। শ্রমণা অর্থাৎ আত্মতত্ত্ব অভ্যাসে পরিশ্রমকারী। বাতরসনা অর্থাৎ 'রসন' শব্দের অর্থ বসন অর্থাৎ ঐ নয়জন যোগেন্দ্র দিগম্বর ছিলেন।।২০।।

বিবৃতি— 'অথর্শংসী'—পরমার্থনিরূপক বৈষ্ণব; আত্মবিদ্যা বিশারদ, বাতরসন, শ্রমণ ও মুনিগণই পারমার্থিক মহাভাগ্যবান্।।২০।।

কবির্হবিরন্তরীক্ষঃ প্রবুদ্ধঃ পিপ্পলায়নঃ।
আবির্হোত্রোঽথ দ্রুমিলশ্চমসঃ করভাজনঃ।।২১।।

অন্বয়ঃ— (তে চ) কবিঃ হবিঃ অন্তরীক্ষঃ প্রবুদ্ধঃ পিপ্পলায়নঃ আবির্হোত্রঃ অথ দ্রুমিলঃ চমসঃ করভাজনঃ (ইতি নাম্না প্রসিদ্ধাঃ)।।২১।।

অনুবাদ— তাঁহারা কবি, হবি, অন্তরীক্ষ, প্রবুদ্ধ, পিপ্পলায়ন, আবির্হোত্র, দ্রুমিল, চমস এবং করভাজন নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন।।২১।।

তথ্য— নবযোগেন্দ্রের প্রতি বিদেহরাজ নিমির এই নয়টী প্রশ্ন,—

(ক) আত্যন্তিক ক্ষেম কি? (২য় অঃ ৩০ সংখ্যা); (খ) ভাগবত (বৈষ্ণব)-ধর্ম্ম, স্বভাব, আচার, বাক্য ও লক্ষণ কি? (২য় অঃ ৪৪ সংখ্যা); (গ) ভগবদ্‌বিষ্ণুর বহিরঙ্গা মায়া কাহাকে বলে? (৩য় অঃ ১ম সংখ্যা); (ঘ) ঐ মায়া হইতে কিরূপে নিবৃত্তিলাভ ঘটে? (৩য় অঃ ১৭ সংখ্যা; (ঙ) ব্রহ্মের স্বরূপ কি? (৩য় অঃ ৩৪ সংখ্যা); (চ) ফলভোগমূলক কর্ম্ম, ভগবদর্পিত কর্ম্ম ও নৈষ্কর্ম্ম্য কাহাকে বলে? (৩য় অঃ ৪১ সংখ্যা); (ছ) ভগবদবতারা-বলীর লীলাচেষ্টাসমূহ কি কি? (৪র্থ অঃ ১ম সংখ্যা); (জ) ভগবদ্বিষ্ণুবিমুখ ভক্তিহীন অর্থাৎ অভক্তগণের নিষ্ঠা বা গতি কি? (৫ম অঃ ১ম সংখ্যা); (ঝ) চারিযুগের যুগাবতার-চতুষ্টয়ের কিরূপ বর্ণ, কিরূপ আকার, কি কি নাম এবং কিরূপ পূজাবিধি? (৫ম অঃ ১৯ সংখ্যা)।

এই নয়টী প্রশ্নের সদুত্তর মহাভাগবত কবি, হবি, অন্তরীক্ষ, প্রবুদ্ধ, পিপ্পলায়ন, আবির্হোত্র, দ্রুমিল, চমস ও করভাজন এই নয়জন পরমহংস যথাক্রমে (ক) ২য় অধ্যায়ের ৩৩-৩৪ সংখ্যায়, (খ) ২য় অধ্যায়ের ৪৫-৫৫ সংখ্যায়, (গ) ৩য় অধ্যায়ের ৩-১৬ সংখ্যায়, (ঘ) ৩য় অধ্যায়ের ১৮-৩৩ সংখ্যায়, (ঙ) ৩য় অধ্যায়ের ৩৫-৪০ সংখ্যায়, (চ) ৩য় অধ্যায়ের ৪৩-৫৫ সংখ্যায়, (ছ) ৪র্থ অধ্যায়ের ২-২৩ সংখ্যায়, (জ) ৫ম অধ্যায়ের ২-১৮ সংখ্যায় এবং (ঝ) ৫ম অধ্যায়ের ২০-৪২ সংখ্যায় প্রদান করিলেন।।২১।।

ত এতে ভগবদ্রূপং বিশ্বং সদসদাত্মকম্।
আত্মনোঽব্যতিরেকেণ পশ্যন্তো ব্যচরন্মহীম্।।২২।।

অন্বয়ঃ— তে এতে (মুনয়ঃ) সদসদাত্মকং স্থূল-সূক্ষ্মরূপং) ভগবদ্রূপং (ভগবৎস্বরূপং) বিশ্বম্ আত্মনঃ অব্যতিরেকেণ (স্বস্মাদভেদেন) পশ্যন্তঃ মহীং ব্যচরন্ (পৃথিবীং পরিবভ্রমুঃ)।।২২।।

অনুবাদ— তাঁহারা স্থূল-সূক্ষ্মাত্মক, ভগবৎস্বরূপ-ভূত এই বিশ্বকে নিজ হইতে অভিন্নরূপে দর্শন করিয়া পৃথিবীমধ্যে পর্য্যটন করিতেন।।২২।।

বিশ্বনাথ— আত্মনঃ পরমাত্মনঃ সকাশাদব্যতি-রেকেণ, বিশ্বস্য তচ্ছক্তিময়ত্বাদিতি ভাবঃ।।২২।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— আত্মা অর্থাৎ পরমাত্মার নিকট হইতে বিচ্ছেদ না করিয়া তাঁহার শক্তিময়হেতু এই বিশ্বের।।২২।।

বিবৃতি— বাস্তব-বস্তু—এক, উহা 'পরমাত্মা'-নামে কথিত। পরমাত্মার আংশিক-দর্শনে 'আত্মদর্শন' ও ব্যতিরেকভাবে 'অনাত্মদর্শন'। আত্মানাত্মদর্শন—পরমাত্মা হইতে অপৃথক্ এবং অপৃথক্ হইয়াও যুগপৎ বৈশিষ্ট্য বা ভেদ প্রকাশ করে। আত্মবিদ্‌গণ মনোধর্ম্মে চালিত হইয়া ভগবদিতর-সম্বন্ধ-জ্ঞানে পৃথক্ বিচার করেন না। ভগবানের বহিরঙ্গাশক্তি, ভগবানের অন্তরঙ্গা শক্তি ও ভগবানের তটস্থা-শক্তি এবং শক্তির বিভিন্ন প্রকাশসমূহ, সকলই শক্তি ও শক্তিমানের অভেদভাবে অবস্থিত। শক্তিমদ্‌বস্তু ও বস্তুশক্তির মধ্যে যে নিত্য-বৈশিষ্ট্য বা ভেদ বর্ত্তমান্, তাহা অভেদ-বিচারের সহিত যুগপৎ স্থিত। জগৎ— ভেদাভেদপ্রকাশ; উহাই ভগবানের রূপ। নিত্যজগৎ বৈকুণ্ঠনামে কথিত এবং অনিত্য, নশ্বর,

পরিবর্ত্তনশীল-জগৎ নিত্যজগৎ বৈকুণ্ঠ হইতে ভিন্ন। অন্তর্য্যামী, ব্যক্ত ও ব্যক্তাতীত অবস্থাত্রয়ে যে পরিণামগত ভেদ দেখা যায়, তাহাতে অণুত্ব, বৃহত্ত্ব ও মধ্যমত্বের ধারণা আছে। ব্যক্তজগতের অন্তর্ভুক্ত সুসূক্ষ্ম অবস্থান অব্যক্ত-নামে পরিচিত। ব্যক্তের অতীতরাজ্য অপ্রাকৃত-নামে কথিত। ব্যক্তের আবরণে কালধর্ম্মের অন্তরালে আধ্যক্ষিকগণের অনুভূতি; উহাতে সদসৎ ধর্ম্মদ্বয় বর্ত্তমান। সদসৎ হইতে পৃথক্ তৃতীয় তত্ত্ব সদসৎ-সম্বন্বিত ভগবদ্রূপ বিশ্বে অদ্বয়জ্ঞান-বিরোধ উৎপাদন করিতে পারে না।।২২।।

অব্যাহতেষ্টগতয়ঃ সুর-সিদ্ধ-সাধ্য-
গন্ধর্ব্ব-যক্ষ-নর-কিন্নর-নাগলোকান্।
মুক্তাশ্চরন্তি মুনিচারণভূতনাথ-
বিদ্যাধরদ্বিজগবাং ভুবনানি কামম্।।২৩।।

অন্বয়ঃ— (তে) অব্যাহতেষ্টগতয়ঃ (অব্যাহতা অপ্রতিহতা ইষ্টা অভিপ্রেতা গতির্যেষাং তে) মুক্তাঃ (কাপ্যনাসক্তাঃ সন্তঃ) সুরসিদ্ধসাধ্যগন্ধর্ব্বযক্ষনরকিন্নর-নাগলোকান্ মুনিচারণভূতনাথবিদ্যাধরদ্বিজগবাং ভুবনানি (তত্তৎস্থানানি চ) কামং (যথেষ্টং) চরন্তি (পরিভ্রমন্তি)।।২৩।।

অনুবাদ— তাঁহাদের অভীষ্টগতি সর্ব্বত্র অপ্রতিহতা থাকায় তাঁহারা কোথায়ও আসক্ত না হইয়া সুর, সিদ্ধ, সাধ্য, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, কিন্নর, নাগ, মুনি, চারণ, ভূতাধিপতি, বিদ্যাধর, দ্বিজ এবং গো-সমূহের লোকসকলে স্বেচ্ছানুসারে পরিভ্রমণ করিতেন।।২৩।।

ত একদা নিমেঃ সত্রমুপজগ্মুর্যদৃচ্ছয়া।
বিতায়মানমৃষিভিরজনাভে মহাত্মনঃ।।২৪।।

অন্বয়ঃ— একদা তে (মুনয়ঃ) যদৃচ্ছয়া (যদৃচ্ছা-ক্রমেণ অজনাভে (ভারতবর্ষে ঋষিভিঃ বিতায়মানম্ (অনুষ্ঠীয়মানং) মহাত্মনঃ নিমেঃ সত্রং (যজ্ঞম্) উপজগ্মুঃ (সমাগতবন্তঃ)।।২৪।।

অনুবাদ— একদা তাঁহারা যদৃচ্ছাক্রমে ভ্রমণ করিতে করিতে এই ভারতবর্ষে যে স্থানে ঋষিগণ মহাত্মা নিমির যজ্ঞ সম্পাদন করিতেছিলেন, তথায় উপস্থিত হইলেন।।২৪।।

তান্দৃষ্ট্বাসূর্য্যসঙ্কাশান্ মহাভাগবতান্ নৃপ।
যজমানোঽগ্নয়ো বিপ্রাঃ সর্ব্ব এবোপতস্থিরে।।২৫।।

অন্বয়ঃ— (হে) নৃপ! মহাভাগবতান্ (পরমভক্তান্) সূর্য্যসঙ্কাশান্ (অতিতেজস্বিনঃ) তান্ দৃষ্ট্বাযজমানঃ (নিমিঃ) অগ্নয়ঃ (আহবনীয়াদয়ঃ) বিপ্রাঃ (ঋত্বিগাদয়ঃ) সর্ব্বে এব উপতস্থিরে (প্রত্যুত্থিতবন্তঃ)।।২৫।।

অনুবাদ— হে রাজন্! তৎকালে সূর্য্যতুল্য অতি-তেজস্বী উক্ত মহাভাগবতগণকে দর্শন করিয়া যজমান নিমি, যাজক বিপ্রগণ এবং আহবনীয় প্রভৃতি যাজ্ঞিক অগ্নিসমূহ সকলে প্রত্যুত্থান করিয়াছিলেন।।২৫।।

বিদেহস্তানভিপ্রেত্য নারায়ণপরায়ণান্।
প্রীতঃ সংপূজয়াঞ্চক্র আসনস্থান্ যথার্হতঃ।।

অন্বয়ঃ— বিদেহঃ (নিমিঃ) তান্ (মুনীন্) নারায়ণ-পরায়ণান্ অভিপ্রেত্য (জ্ঞাত্বা) প্রীতঃ (সন্) আসনস্থান্ (কৃত্বা চ) যথার্হতঃ (যথোচিতং) সংপূজয়াঞ্চক্রে (সম্যগ্‌রূপেণ পূজয়ামাস)।।২৬।।

অনুবাদ— বিদেহরাজ উক্ত মুনিগণকে ভগবদ্ভক্ত জানিয়া পরম-প্রীতিসহকারে আসনে উপবেশন করাইয়া যথাযথভাবে তাঁহাদের পূজা করিয়াছিলেন।।২৬।।

বিশ্বনাথ— যথার্হতঃ যথোচিতমিত্যর্থঃ।।২৬।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— যথার্হতঃ অর্থাৎ যথোচিত।।২৬।।

তান্ রোচমানান্ স্বরুচা ব্রহ্মপুত্রোপমান্নব।
পপ্রচ্ছ পরমপ্রীতঃ প্রশ্রয়াবনতো নৃপঃ।।২৭।।

অন্বয়ঃ—স্বরুচা (স্বকান্ত্যা এব) রোচমানান্ (শোভা-মানান্ ন তু আভরণাদি-প্রকাশৈঃ) ব্রহ্মপুত্রোপমান্

(সনৎকুমারাদি-সদৃশান্) তান্ নব (মুনীন্ দৃষ্টা) পরম-প্রীতঃ প্রশয়াবনতঃ (বিনয়েনাবনতঃ) নৃপঃ (নেমিঃ) পপ্রচ্ছ।।২৭।।

অনুবাদ— মহারাজ নিমি নিজ নিজ কান্তিনিবন্ধন সনকাদি ব্রহ্মপুত্রগণের ন্যায় শোভামান উক্ত নয়জন মুনিকে দর্শনপূর্ব্বক পরম সন্তুষ্ট এবং বিনয়াবনতভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন।।২৭।।

শ্রীবিদেহ উবাচ—

মন্যে ভগবতঃ সাক্ষাৎ পার্ষদান্ বো মধুদ্বিষঃ।
বিষ্ণোর্ভূতানি লোকানাং পাবনায় চরন্তি হি।।২৮।।

অন্বয়ঃ— বিদেহঃ উবাচ,—বঃ (যুষ্মান্) ভগবতঃ মধুদ্বিষঃ (হরেঃ) সাক্ষাৎ পার্ষদান্ (অনুগ্রহপাত্রভূতান্) মন্যে (সম্ভাবয়ামি যতঃ) বিষ্ণোঃ ভূতানি) জনাঃ) লোকানাং পাবনায় চরন্তি হি (বিষ্ণুভক্তা লোকপাবনার্থং সর্ব্বত্র পর্য্যটন্তীত্যর্থঃ)।।২৮।।

অনুবাদ— শ্রীনিমি বলিলেন,—"হে মুনিগণ! আমি আপনাদিগকে ভগবান্ শ্রীহরির সাক্ষাৎ পার্ষদ বলিয়া মনে করিতেছি। যেহেতু— ভগবানের নিজজন-গণই লোকের বিশুদ্ধি-সম্পাদনের জন্য সর্ব্বত্র পর্য্যটন করিয়া থাকেন।।২৮।।

বিশ্বনাথ— তেষাং দর্শনমভিনন্দতি দ্বাভ্যাং —মন্যে ইতি। ননু বিষ্ণুপার্ষদত্বে কিমর্থমত্রাগমনং তত্রাহ— বিষ্ণোর্ভূতানি জনাঃ পাবনায় কৃপয়া পবিত্রীকর্ত্তুমিত্যর্থঃ।।২৮।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— বিদেহ রাজা নবযোগেন্দ্রের দর্শনকে দুইটি শ্লোকদ্বারা অভিনন্দন জানাইতেছেন। প্রশ্ন হইতে পারে ইঁহারা যদি বিষ্ণুপার্ষদ হন তাহা হইলে কি কারণে এইস্থানে আগমন? তাহার উত্তরে বলিতেছেন— শ্রীবিষ্ণুর জনগণ জগৎ পবিত্র করার জন্য কৃপাপূর্ব্বক আগমন করেন।।২৮।।

বিবৃতি— ভগবান্ মধুসূদন সচ্চিদানন্দ-বস্তু। তাঁহার পার্ষদগণও নিত্য চিদানন্দ-বিশিষ্ট। লোকহিতের জন্য তাঁহারা সকল জীবকে ভগবৎসেবোন্মুখ করাইতে নানা স্থানে বিচরণ করেন। তাঁহারা কর্ম্মফল বাধ্য মানব মাত্র নহেন। তাঁহারা ভগবানের ন্যায় দয়ালু। অনভিজ্ঞসমাজ বিষ্ণুজনগণের আহ্বান না করিলেও তাঁহারা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া বদ্ধ-জীবের নিত্য-অভাব মোচন করেন।।২৮।।

দুর্ল্লভো মানুষো দেহো দেহিনাং ক্ষণভঙ্গুরঃ।
তত্রাপি দুর্ল্লভং মন্যে বৈকুণ্ঠপ্রিয়দর্শনম্।।২৯।।

অন্বয়ঃ— দেহিনাং (দেহাঃ সন্তি যেষাং তে দেহিনো জীবাস্তেষাং) ক্ষণভঙ্গুরঃ (আশুতরবিনাশী) মানুষঃ দেহঃ দুর্ল্লভঃ (পরমপুরুষার্থসাধনত্বাৎ) তত্র অপি (জন্মনি) বৈকুণ্ঠপ্রিয়দর্শনং (বৈকুণ্ঠঃ প্রিয়ো যেষাং বৈকুণ্ঠস্য বা প্রিয়াস্তেষাং দর্শনং) দর্ল্লভং মন্যে।।২৯।।

অনুবাদ— জীবগণের পক্ষে পরম-পুরুষার্থ-সাধক এই ক্ষণভঙ্গুর মানবদেহ দুর্ল্লভ, তন্মধ্যে ভগবৎপ্রিয়-জনগণের সমাগম অতিশয় দুর্ল্লভ বলিয়া মনে করি।। ২৯।।

বিশ্বনাথ— অতোঽস্য ময়া স্বভাগ্যমেব প্রত্যক্ষী-কৃতমিত্যাহ দর্ল্লভো মোক্ষসাধনত্বাৎ। তত্রাপীতি বৈকুণ্ঠ-প্রিয়াণাং মোক্ষাদপ্যধিকস্য ভক্তিযোগস্য প্রদায়কত্বাৎ।।২৯।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— অতএব অদ্য আমার সৌভাগ্যেই ইঁহাদের দর্শন পাইলাম। মনুষ্য ক্ষণভঙ্গুর হইলেও মোক্ষের সাধনহেতু দুর্ল্লভ। তাহা হইতেও বৈকুণ্ঠপ্রিয় পার্ষদগণের দর্শন মোক্ষ হইতেও অধিক 'ভক্তিযোগ' প্রদায়ক।। ২৯।।

বিবৃতি— দেহধারী জীবাত্মা সৌভাগ্যক্রমেই মানবদেহ লাভ করেন; যেহেতু সেই মানবদেহ ধারণ করিয়াই তাঁহার হরিকথা-শ্রবণের সৌভাগ্য উদিত হয়। মানবশরীর লাভ না করিলে ভগবৎ-প্রেরিত হরিজনগণের নিকট হইতে অন্য কোন যোনি-লব্ধ শরীরধারী হরিকথা শ্রবণ করিয়া লাভবান্ হইতে পারেন না; এজন্য নরশরীর-লাভ অতীব ভাগ্যের কথা।

"নৃদেহমাদ্যং সুলভং সুদুর্ল্লভং
প্লবং সুকল্পং গুরুকর্ণধারম্।
ময়ানুকূলেন নভস্বতেরিতং পুমান্
ভবাব্ধিং ন তরেৎ স আত্মহা।।"
— শ্লোক এতৎপ্রসঙ্গে আলোচ্য।

ভগবানের নিত্য-সেবকগণ দয়াপরবশ হইয়া প্রপঞ্চে বৈষ্ণবমূর্ত্তি অবতরণ করাইয়া কর্ম্মফলবাধ্য জীবগণকে এবং নির্ভেদব্রহ্মানুসন্ধিৎসুগণকে নিজ নিজ দুর্দ্দশা হইতে উদ্ধার করেন। তজ্জন্য দিব্যসূরি বৈষ্ণবগণের সাক্ষাৎকার অতীব সুদুর্ল্লভ ও বিশেষ প্রয়োজনীয় ।।২৯।।

অত আত্যন্তিকং ক্ষেমং পৃচ্ছামো ভবতোঽনঘাঃ।
সংসারেঽস্মিন্ ক্ষণার্দ্ধোঽপি সৎসঙ্গঃ শেবধির্নৃণাম্।।৩০

অন্বয়ঃ— (হে) অনঘাঃ! (নিরবদ্যাঃ!) অতঃ (ভবদ্দর্শনস্য দুর্ল্লভত্বাৎ) ভবতঃ (যুষ্মান্) আত্যন্তিকং (নিরতিশয়ং) ক্ষেমং (মঙ্গলং) পৃচ্ছামঃ। অস্মিন্ সংসারে ক্ষণার্দ্ধঃ (ক্ষণার্দ্ধকালভবঃ) অপি সৎসঙ্গঃ নৃণাং শেবধিঃ (নিধিলাভে যথানন্দো ভবতি তথা পরমানন্দপ্রদ ইত্যর্থঃ) ।।৩০।।

অনুবাদ— হে মহাপুরুষগণ! সেইজন্যই অদ্য ভাগ্যক্রমে আপনাদের দুর্ল্লভ দর্শন লাভ করিয়া আপনাদের নিকট মঙ্গল-বিষয়ক প্রশ্ন করিতেছি। এই সংসারে যদি ক্ষণার্দ্ধকালও সৎসঙ্গ লাভ করা যায়, তাহা হইলে পরমনিধিলাভস্বরূপ আনন্দজনক হইয়া থাকে।।৩০।।

বিশ্বনাথ— অত আত্যন্তিকমিত্যয়ং ভাবঃ— অতিথিষ্বায়াতেষু কুশলপ্রশ্ন আবশ্যকঃ স চ তাবৎ স্বাত্মারামেষু সাক্ষাৎ কুশলস্বরূপেষ্বনুচিতঃ। স্বস্যাপি ব্যবহারিককুশলপ্রশ্নো ভবৎসু ব্যর্থঃ অত আত্যন্তিকং পারমার্থিকমেব। হে অনঘা ন বিদ্যন্তে অঘানি যত ইতি দর্শনদানমাত্রেণৈব মদঘানি দূরীকৃতান্যেব, কিন্ত্বভীষ্টলাভোঽস্মদপেক্ষিতো বর্ত্তত ইত্যতঃ পৃচ্ছামঃ। ননু বিলম্ব্য পৃচ্ছতাং তত্রাতিশৈঘ্র্যং কিমর্থমিত্যত আহ ক্ষণার্দ্ধোঽপি ক্ষণার্দ্ধকালপরিমিতোঽপি শেবধির্নিধিরত আকস্মিকং নিধিং প্রাপ্য স্বাভীপ্সিতপ্রার্থনে কঃ খলু সোৎকণ্ঠে বিলম্ব ইতি ভাবঃ। মম তু কুতস্তাবান্ ভাগ্যবিশেষো যেন ভবন্তোঽত্র চিরং স্থাস্যন্তীতি ভাবঃ।।৩০।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— অতএব আত্যন্তিক মঙ্গল জিজ্ঞাসা আপনাদিগকে করি। অতিথি আগমন করিলে কুশল প্রশ্নকরা আবশ্যক, কিন্তু উত্তম আত্মারামগণের সাক্ষাৎকার স্বরূপতঃই কুশল, অতএব কুশল জিজ্ঞাসা অনুচিত। আর নিজের ব্যবহারিক কুশল প্রশ্ন আপনাদিগের নিকট করা ব্যর্থ, অতএব আত্যন্তিক অর্থাৎ পারমার্থিক প্রশ্ন করাই উচিত। হে নিসাপগণ! যাঁহাদের দর্শনমাত্রেই আমার পাপসমূহ চলিয়া গিয়াছে কিন্তু অভীষ্টলাভ আমার প্রয়োজন আছে, এইজন্যই জিজ্ঞাসা করি। প্রশ্ন হইতে পারে কিছুকাল বিলম্বে জিজ্ঞাসা কর, এস্থলে অতিশীঘ্র জিজ্ঞাসায় কি প্রয়োজন? তাহার উত্তরে বলি—একক্ষণের অর্দ্ধকালও আকস্মিক নিধি পাইয়া নিজ অভিলষিত প্রার্থনায় কোন্ ব্যক্তি উৎকণ্ঠার সহিত বিলম্ব করে! আমার পক্ষে বিলম্ব করা অনুচিৎ, আমার ভাগ্যবিশেষে আপনার এখানে দীর্ঘকাল অবস্থান করুন ইহাই আমার অভিলাষ।।৩০।।

বিবৃতি— জগতে দয়ার ভিন্ন ভিন্নপ্রকারভেদ আছে। অত্যন্ত দুঃখ নিবৃত্তি সকলপ্রকার দয়ার মধ্যে পাওয়া যায় না। আপনারা নিত্যসিদ্ধ ভগবৎপার্ষদ; সুতরাং মাদৃশ মন্দভাগ্য সাংসারিক জনগণের ন্যায় পাপপ্রবণ নহেন। এজন্য আপনাদিগের বাণীতে কোনপ্রকার কপটতা নাই। সাংসারিক জীবগণ নানানবিধ বিষয়-কথায় অহোরাত্র যাপন করে, তাহাদের পরমার্থ কথা শ্রবণ করিবার সময় নাই। তথাপি ঘটনাক্রমে অল্পকালের জন্য নিত্যভগবদ্ভজনশীল সাধুগণের সঙ্গে হরিকথা শ্রবণ করিলে, প্রাপঞ্চিক ক্লেশসমূহ-লাভের জন্য বদ্ধজীবের উৎসাহ হ্রাস পায়। মুক্তপুরুষগণের দর্শন, তাঁহাদিগের নিকট হইতে হরিকথা-শ্রবণ এবং তাঁহাদিগের আচরণ-

স্মরণাদিতে জীবের ভোগজনিত মায়াবদ্ধ হইবার প্রবৃত্তি হ্রাস পায়—ভগবানে সেবোন্মুখতা বৃদ্ধিলাভ করে।।৩০।।

ধর্ম্মান্ ভাগবতান্ ব্রূত যদি নঃ শ্রুতয়ে ক্ষমম্।
যৈঃ প্রসন্নঃ প্রপন্নায় দাস্যত্যাত্মানমপ্যজঃ।।৩১।।

অন্বয়ঃ— যৈঃ (ধর্ম্মৈঃ) প্রসন্নঃ (প্রীতঃ সন্) অজঃ (ভগবান শ্রীহরিঃ) প্রপন্নায় (শরণাগতায়) আত্মানম্ অপি দাস্যতি (তান্) ভাগবতান্ (ভগবৎপরিতোষকরান্) ধর্ম্মান্ যদি নঃ (অস্মাকম্) শ্রুতয়ে (শ্রবণায়) ক্ষমং (যোগ্যং ভবতি তর্হি) ব্রূত।।৩১।।

অনুবাদ— যে ধর্ম্মের অনুষ্ঠান-নিবন্ধন ভগবান্ শ্রীহরি প্রসন্ন হইয়া শরণাগতজনকে নিজ-স্বরূপ পর্য্যন্ত প্রদান করিয়া থাকেন, তাদৃশ ভাগবত-ধর্ম্ম যদি আমাদের শ্রবণযোগ্য মনে করেন, তাহা হইলে তাহা বর্ণন করুন।।৩১।।

বিশ্বনাথ— তর্হি পৃচ্ছতাং কিং তবাভীষ্টমত আহ। ধর্ম্মানিতি শ্রুতয়ে তেষাং ধর্ম্মাণাং শ্রবণায় যদি নোঽস্মাকং ক্ষমং যোগ্যং কর্ণেন্দ্রিয়মিতি শেষঃ। তে চ ধর্ম্মাঃ সারভূতা এব বক্তব্যা ইত্যাহ যৈরিতি।।৩১।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— যোগেন্দ্রগণ বলিতেছেন,— তাহা হইলে জিজ্ঞাসা করুন, আপনার অভীষ্ট কি? তাহার উত্তরে রাজা নিমি বলিতেছেন—উত্তম ধর্ম্মের শ্রবণের নিমিত্ত যদি আমাদের কর্ণেন্দ্রিয় যোগ্য হয়, তাহা হইলে সর্ব্বসার স্বরূপ সেই ধর্ম্মসমূহই আপনারা বলুন, যাহার দ্বারা ভগবান প্রসন্ন হইয়া শরণাগত জনকে নিজেকেও দান করেন।।৩১।।

বিবৃতি— প্রপঞ্চে বিভিন্ন-স্তরে অবস্থিত জনগণের বিভিন্ন রুচি ও ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম বর্ত্তমান। সেই-সকল ধর্ম্ম-প্রভাবে জীবের পরমমঙ্গল সাধিত হয় না; লোকিকবিচার অবলম্বন করিয়া তাদৃশ ধার্ম্মিকগণ কিছুকালের জন্য মন্দোদয়া দয়া লাভ করেন মাত্র। ভাবগবত-ধর্ম্ম সেরূপ নহে; ভাগবতগণ মুক্ত-পুরুষ। সেই ভাগবত-ধর্ম্মের শ্রবণে আমাদিগের কর্ণ যোগ্যতা লাভ করিয়াছে। হে মহোত্তম সাধুগণ, আপনারা কৃপা করিয়া ভগবৎ-কথিত প্রপন্ন ভক্তগণের শ্রবণীয় ধর্ম্ম আমাকে বলুন; যেহেতু এই ভাগবত-ধর্ম্ম শ্রবণ করিলে ভগবান্ প্রসন্ন হইয়া ভক্তের অধীনতা স্বীকার করেন এবং তাঁহার সেবা গ্রহণ করেন। ভিন্ন ভিন্ন রুচি-বিশিষ্ট জনগণ নিজ-নিজ-রুচির অনুকূলে যাহা লাভ করেন, তাহাতে অনিত্য, অশুদ্ধ, অপূর্ণ ও আপেক্ষিক ভাব সংশ্লিষ্ট আছে। সর্ব্বার্থসিদ্ধি-রূপা ভগবৎসেবা সেরূপ নহে। ভুক্তি ও মুক্তি-বিচারে যে-সকল নিজেন্দ্রিয়পরচেষ্টা ভগবৎ-সেবার ব্যাঘাত করে এবং প্রেমা লাভ করিবার প্রতিবন্ধক হয়, ভাগবত ধর্ম্ম সেরূপ নহে। আপনারা নিত্যসিদ্ধ পার্ষদ। সেই ভাগবত-ধর্ম্ম-কথার কীর্ত্তন শ্রবণ করিলে আমাদিগের চরম-কল্যাণ লাভ ঘটিবে।।৩১।।

শ্রীনারদ উবাচ—

এবং তে নিমিনা পৃষ্টা বসুদেব মহত্তমাঃ।
প্রতিপূজ্যাব্রুবন্ প্রীত্যা সসদস্যর্ত্বিজং নৃপম্।।৩২

অন্বয়ঃ— শ্রীনারদঃ উবাচ,— (হে) বসুদেব! নিমিনা এবং পৃষ্টাঃ মহত্তমাঃ তে (মুনয়ঃ) সসদস্যর্ত্বিজং (সদস্যৈঃ ঋত্বিগ্‌ভিঃসহ বর্ত্তমানং) নৃপং (নিমিং) প্রীত্যা প্রতিপূজ্য (সৎকৃত্য) অব্রুবন্ (উক্তবন্তঃ)।।৩২।।

অনুবাদ— শ্রীনারদ বলিলেন,— হে বসুদেব! মাহাত্মা নিমি এইরূপ প্রশ্ন করিলে, মহাপ্রভাবশালী মুনিগণ প্রীতিসহকারে সদস্য ও ঋত্বিগ্‌গণের সহিত নিমিকে অভিনন্দিত করিয়া বলিতে লাগিলেন।।৩২।।

শ্রীকবিরুবাচ—

মন্যেঽকুতশ্চিত্ভয়মচ্যুতস্য
পাদাম্বুজোপাসনমত্র নিত্যম্।
উদ্বিগ্নবুদ্ধেরসদাত্মভাবাদ্
বিশ্বাত্মনা যত্র নিবর্ত্ততে ভীঃ।।৩৩।।

অন্বয়ঃ— কবিঃ উবাচ— অত্র (সংসারে) অসদাত্ম-ভাবাৎ (অসতি দেহাদাবাত্মভাবনাতঃ) নিত্যং (সর্ব্বদা)

উদ্বিগ্নবুদ্ধেঃ (উদ্বিগ্না তাপত্রয়াদ্ভীতা বুদ্ধির্যস্য তস্য জনস্য) অচ্যুতস্য (ভগবতঃ) পাদাম্বুজোপাসনং (চরণকমলয়োরারাধনমেব) অকুতশ্চিদ্ভয়ং (ন কুতশ্চিদ্ভয়ং যস্মাৎ তৎ অকুতশ্চিদ্ভয়ং সর্ব্বভয়বিনাশনং) মন্যে। যত্র (যস্মিন্ পাদাম্বুজোপাসনে কৃতে সতি) বিশ্বাত্মনা (সর্ব্বপ্রকারেণ) ভীঃ (ভয়ং) নিবর্ত্ততে।।৩৩।।

অনুবাদ— কবি বলিলেন,— হে রাজন্! এই সংসারে দেহাদি-অসৎ-পদার্থে আত্মবুদ্ধি-নিবন্ধন নিরন্তর ত্রিতাপসন্ত্রস্ত-চিত্ত মানবগণের পক্ষে ভগবান্ শ্রীহরির চরণকমলযুগলের আরাধনাই সর্ব্বভয়-বিনাশন বলিয়া মনে করি। কারণ উক্ত আরাধনা হইতেই সর্ব্বতোভাবে ভয় দূরীভূত হইয়া থাকে।।৩৩।।

বিশ্বনাথ— ভো রাজন্! সর্ব্বে ধর্ম্মা এব সভয়া দৃষ্টাঃ, কিন্তু ভাগবতধর্ম্ম এব নির্ভয় ইত্যাহ,—মন্যে ইতি। অত্র সংসারে ন কুতশ্চিদপি কালকর্ম্মবিঘ্নাদিভ্যো ভয়ং যতস্তৎপাদাম্বুজোপাসনং, তত্র মুখ্যমধিকারিণমাহ— অসতি অসাধৌ দেহে গৃহকুটুম্বাদৌ চ আত্মা ইতি আত্মীয় ইতি যো ভাবঃ ভাবনা দুস্ত্যজা, তত এব উদ্বিগ্না ধীর্যস্য তস্য ভক্তিপ্রতিকূল-দেহ-গেহাদিম্বাসক্তিং ত্যক্তুকামস্যেত্যর্থঃ। যত্রোপাসনে সতি বিশ্বাত্মনা সর্ব্বাত্মনৈব ভীর্নিবর্ত্ততে।।৩৩।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— শ্রীকবিযোগেন্দ্র বলিতেছেন— হে মহারাজ! সকল ধর্ম্মই ভয়যুক্ত দেখিতেছি। কিন্তু ভাগবতধর্ম্মই নির্ভয়। এই সংসারে কাল, ধর্ম্ম ও বিঘ্নাদিদ্বারা যেখানে কোন ভয় নাই সেই ভগবানের চরণকমল উপাসনাই নির্ভয়। তাহার মধ্যে মুখ্য অধিকারীর কথা বলিতেছি—অসাধু দেহে ও গৃহ কুটুম্বাদিতে আত্মীয় বলিয়া যে ভাবনা, তাহা দুস্ত্যাজ্য। তাহাতেই উদ্বিগ্ন বুদ্ধি যাঁহার, তাঁহার ভক্তি প্রতিকূল দেহ গৃহাদিতে আসক্তি ত্যাগকামীর পক্ষে যে উপাসনার দ্বারা সর্ব্বভাবেই ভয় চলিয়া যায়, তাহাই অচ্যুত ভগবানের চরণকমলের উপাসনা নিত্য কর্ত্তব্য।।৩৩।।

বিবৃতি— বাস্তব-সত্য পরমেশ্বর অপরিচ্ছন্ন। দ্বিতীয়াভিনিবেশ হইতে 'ভয়' নামক বৃত্তিটী অনাত্মপ্রতীতিতে সেবোন্মুখতা-রহিত জনগণের চিত্তে উদিত হয়। অকুতোভয় ভগবৎপাদপদ্ম-সেবনে কোন প্রকার ভীতির কারণ নাই। যাহারা ভগবৎ-সেবা-বিমুখ হইয়া অনিত্য ভোগ-পিপাসায় রত, তাহাদের চাঞ্চল্য নিত্যত্বের ব্যাঘাত করে। দেহ, গেহ, কুটুম্ব প্রভৃতিতে আসক্ত হইয়া যে নশ্বর ভোগ-প্রবৃত্তি বদ্ধজীবকে উদ্বেগ প্রদান করে, কৃষ্ণানুশীলনে ঐ-সকল অমঙ্গল সর্ব্বতোভাবে বিনষ্ট হয়। লৌকিক-সিদ্ধির জন্য যাহাদিগের ফল্গু-চেষ্টা, ভগবদুপাসনা তজ্জাতীয় অকিঞ্চিৎকর নহে; যেহেতু ইহা হইতেই আত্যন্তিক মঙ্গল লাভ ঘটে। বিদেহরাজ নিমি নবযোগেন্দ্রের অন্যতম 'কবি'কে জিজ্ঞাসা করায় কবি আত্যন্তিক-ভগবদ্ধর্ম্মের বর্ণনমুখে এরূপ উপদেশ করিতেছেন।

অমন্দোদয় কল্যাণ একমাত্র ভাগবত-ধর্ম্মেই অবস্থিত।

"তাবদ্ভয়ং দ্রবিণদেহসুহৃন্নিমিত্তং
শোকঃ স্পৃহা পরিভবো বিপুলশ্চ লোভাঃ।
তাবন্মমেত্যসদবগ্রহ আর্ত্তিমূলং
যাবন্ন তেঽঙ্ঘ্রিমভয়ং প্রবৃণীত লোকঃ।।"

(—ভাঃ ৩।৯।৬)— শ্লোকটী এতৎ-প্রসঙ্গে আলোচ্য।

কৃষ্ণার্থে সকল অনুকূল-চেষ্টা নিয়োগ করিলে কৃষ্ণেতর পদার্থে অভিনিবেশ-জন্য ভয়াদি বিপৎপাতসমূহ সমাগত হয় না। ভাগবত-ধর্ম্ম জ্ঞান-বিজ্ঞানময় এবং নিরবচ্ছিন্ন আনন্দময়। ভগবদ্ভজনেতর ধর্ম্মসমূহ— অনিত্য, অজ্ঞানবিজৃম্ভিত ও মন্দোদয়-কল্যাণাভাসমাত্র। ভগবদ্ভক্তি ভয়, শোক ও মোহাদি অনর্থ হইতে অভক্ত অপরাধী জীবগণকে উদ্ধার করেন।।৩৩।।

**যে বৈ ভগবতা প্রোক্তা উপায়া হ্যাত্মলব্ধয়ে।
অঞ্জঃ পুংসামবিদুষাং বিদ্ধি ভাগবতান্ হি তান্।।৩৪।।**

অন্বয়ঃ— ভগবতা অবিদুষাম্ (অপি) পুংসাম্ অঞ্জঃ

(সুখেনৈব) আত্মলব্ধয়ে (স্বপ্রাপ্তয়ে) যে বৈ উপায়াঃ প্রোক্তাঃ (স্বয়মেব কথিতাঃ) তান্ হি ভাগবতান্ (ধর্ম্মান্) বিদ্ধি (জানীহি)।।৩৪।।

অনুবাদ— ভগবান্ অজ্ঞজনগণেরও অনায়াসে আত্মলাভের জন্য যে সকল উপায় নিরূপণ করিয়াছেন, তাহাই ভাগবত-ধর্ম্ম বলিয়া জানিবে।।৩৪।।

বিশ্বনাথ— ভাগবতধর্ম্মলক্ষণমাহ—যে বৈ ইতি। মন্বাদিমুখেন বর্ণাশ্রমাদিধর্ম্মানুক্ত্বা অতিরহস্যত্বাৎ স্বমুখেনৈব ভগবতা অবিদুষামপি পুংসাং অঞ্জঃ শীঘ্রমেব আত্মলব্ধয়ে স্বপ্রাপ্ত্যৈ যে উপায়ঃ প্রোক্তাস্তান্ ভাগবতান্ ধর্ম্মান্ বিদ্ধি।।৩৪।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— ভাগবত-ধর্ম্মের লক্ষণ বলিতেছেন—'যে বৈ' ইত্যাদি পদ্য দ্বারা। মনুপ্রভৃতি ঋষিগণের মুখদ্বারা বর্ণাশ্রমাদি ধর্ম্ম বলিয়া অতিগোপনীয় হেতু ভগবান নিজমুখেই অবিদ্বান্ মানবগণের জন্যও শীঘ্রই আত্মলাভের জন্যই যে উপায়সমূহ বলিয়াছেন তাহাকেই ভাগবত-ধর্ম্ম বলিয়াই জানিবে।।৩৪।।

বিবৃতি— সংসার ভ্রমণ করিতে গিয়া জীব ভগবদনুসন্ধানরহিত হয়। তাহাদিগের মঙ্গলের জন্য আত্মস্বরূপোপলব্ধির উদ্দেশ্যে ভগবান্ যে সকল নিত্যমঙ্গলকারী কথা বলিয়াছেন, ঐ বাক্যগুলিকে ভাগবতধর্ম্মের মূল বলিয়া জানিবে। অজ্ঞেয়তাবাদের কুতর্কসমূহ, সগুণবাদের বিষয়ভোগসমূহ আধ্যক্ষিকবিচারপর বদ্ধজীবকে নৈর্গুণ্যবিচারের কাল্পনিকতায় নিযুক্ত করে। তাদৃশী কাল্পনিকতা নিরস্ত হইলে জীব ক্লীব-ব্রহ্মের জ্ঞানে পারদর্শিতা লাভ করেন। যেকালে ক্লীব-ব্রহ্মের নৈর্বিশিষ্ট্য পরিহার করিয়া সবিশেষবাদের দিকে জীবের চিত্ত অগ্রসর হয়, সেইকালে পুরুষোত্তম-বিচার তাহার হৃদ্দেশ অধিকার করিয়া চৈত্ত্যগুরুর নিকটে ভাগবত-ধর্ম্মের উপদেশ লাভ করায়। সেইকালে সেব্যসেবকের অনুভূতি প্রকাশিত হওয়ায় ভগবদ্-বহির্ম্মুখ বিচারসমূহ আর জীবকে কষ্ট দিতে পারে না। ভগবানের উপদেশ গীতিসমূহের শ্রবণের যোগ্যতা হইলেই তৎপ্রভাবে বিস্মৃতস্বরূপ জীব স্ব-স্বরূপ ক্রমশঃ উপলব্ধি করিতে সমর্থ হন এবং আপনার অচেতন-প্রতীতির অস্মিতায় অন্যথারূপা বিরূপ-প্রতীতি পরিহারপূর্ব্বক স্বরূপে অবস্থিত হইবার যোগ্যতা লাভ করেন। সেইকালে নির্ভেদ-ব্রহ্মানুসন্ধিৎসুতার অকর্ম্মণ্যতা নৈষ্কর্ম্ম্যবাদের প্রতিপাদ্য বিষয় হয় না। আত্মস্বরূপলাভ ও আধ্যক্ষিকজ্ঞানোত্থ নির্ভেদ-ব্রহ্মানুসন্ধান সমপর্য্যায়ে গণিত হইতে পারে না। জীবের শুদ্ধবৈষ্ণবপ্রতীতির মধ্যে স্বগত-সজাতীয়-বিজাতীয়-ভেদ-রহিত বিচার নাই, জড়ভোগরাজ্যের অস্মিতার বিচার নাই,— আছে কেবল ভগবৎসেবার উপাদান-বিশেষের প্রতীতি, আশ্রয়জাতীয় বিভিন্নাংশের প্রতীতি— আশ্রয়জাতীয় স্বাংশের সহিত ভক্তিসূত্রে গ্রথিত হইবার প্রতীতি এবং আশ্রয়জাতীয় কায়ব্যূহের প্রতীতি।।৩৪।।

যানাস্থায় নরো রাজন্ ন প্রমাদ্যেত কর্হিচিৎ।
ধাবন্নিমীল্য বা নেত্রে ন স্খলেন্ন পতেদিহ।।৩৫।।

অন্বয়ঃ— (হে) রাজন্! যান্ (ধর্ম্মান্) আস্থায় (আশ্রিত্য) নরঃ কর্হিচিত (কদাচিৎ) ন প্রমাদ্যেত (বিঘ্নৈর্ন বিহন্যেত), নেত্রে নিমীল্য ধাবন্ বা (অপি) ইহ (ভাগবতধর্ম্মেষু) ন স্খলেৎ (প্রত্যবায়ী ন ভবেৎ) ন পতেৎ (ন ভ্রশ্যেৎ)।।৩৫।।

অনুবাদ— হে রাজন্! ঐ-সমস্ত ধর্ম্ম অবলম্বন করিলে মানব কখনও বিঘ্ন-কর্ত্তৃক বাধিত কিংবা নেত্রনিমীলনপূর্ব্বক ধাবিত হইলেও অর্থাৎ অজ্ঞাতসারে কোন কর্ম্ম করিলেও স্খলিত অর্থাৎ প্রত্যবায়গ্রস্ত বা পতিত হন না।।৩৫।।

বিশ্বনাথ— তেষাং প্রভাবমাহ—যান্ আস্থায় আশ্রিত্য। যদ্বা; আস্থা বিশ্বাসঃ, যান্ ধর্ম্মানাস্তিক্যেন বিশ্বাসবিষয়ীকৃত্যাপি কিং পুনরাচর্য্যেত্যর্থঃ। ন প্রকর্ষেণ মাদ্যেত মদো গর্ব্বস্তদ্বান্ কর্ম্মীব যোগীব ন ভবেদিত্যর্থঃ। যদ্বা; প্রমাদোঽনবধানতা অসাবধানো ন ভবেদিত্যর্থঃ।

অতোঽত্র বিঘ্নানাং ন প্রভবিষ্ণুতেতি ভাবঃ। কিঞ্চ যান্ ভগবন্মার্গভূতান্ ধর্ম্মানাশ্রিত্য নেত্রে নিমীল্য উন্মীল্য বা ধাবন্ ন স্খলেৎ ন বা পতেৎ। যথা কেনাপি কশ্চিদতি-সমীচীনমতিসুগমং মার্গমানীতো জন উচ্যতে মদুপদিষ্টে-নানেন মার্গেণ নেত্রে মুদ্রয়িত্বা সুখেনাভিদ্রবন্নেব যাহি, ন কশ্চিদপি তে সংশয় ইতি। যথা পদন্যাসস্থানমতিক্রম্য পরতঃ পাদন্যাসেন গতির্ধাবনং, তস্যাল্পত্বে স্খলনং বহুতরত্বে পতনমপি সম্ভবেৎ, অত্র তু ভক্তিমার্গে ভজন-ধর্ম্মস্যাঙ্গিনো বিহিতাঙ্গানাম্ অল্পতরাতিক্রমে বহুতরাতি-ক্রমে বা কর্ম্মমার্গ ইব ন প্রত্যবায়ী ভবেৎ। অতঃ ফলান্ন ভ্রশ্যেৎ, তত্রাপি নেত্রে নিমীল্যেতি বর্ত্তমান অপি নেত্রে মুদ্রয়িত্বেত্যনেন জ্ঞাত্বাপ্যতিক্রমে ন দোষঃ, কিমুতা-জ্ঞাত্বেতিজ্ঞাপিতম্। যান্ ধর্ম্মানাস্থায়েত্যুক্তত্বাদঙ্গিন-স্ত্বতিক্রমো দোষ এব। তথা সতি মার্গচ্যুত এব স্যাৎ। ভগবৎপ্রাপ্ত্যর্থং পৃথঙ্মার্গকরণন্তু-দূষণাবহমেব "শ্রুতি-স্মৃতিপুরাণাদিপঞ্চরাত্রবিধিং বিনা। ঐকান্তিকী হরে-র্ভক্তিরুৎপাতায়ৈব কল্পতে" ইত্যুক্তেঃ। অত্র ভাগবতধর্ম্মে প্রবর্ত্তমানস্য বর্ণাশ্রমধর্ম্মেঽধিকার এব নাস্তীতি তদনুষ্ঠা-নাননুষ্ঠানবিচারো নাত্র প্রবেশয়িতব্যঃ "তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ন নির্ব্বিদ্যেত যাবতা। মৎকথা-শ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে" ইতি ভগবদুক্তেঃ। ভক্ত্যৈকয়েশং গুরু-দেবতাত্মেত্যগ্রিমবাক্যে ভক্ত্যেত্যস্য একয়েতি বিশেষণো-পন্যাসাৎ কর্ম্মাদিমিশ্রা ভক্তির্নাত্র প্রস্তুতেত্যবসীয়তে ।।৩৫।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— সেই ভাগবতধর্ম্মসমূহের প্রভাব বলিতেছেন—যাঁহার আশ্রয় করিলে, অথবা বিশ্বাস করিলে অর্থাৎ যে ধর্ম্মসমূহকে আস্তিকভাবে বিশ্বাস করিলেই আচরণ করা ত' দূরের কথা, সম্পূর্ণ-রূপে গর্ব্ব হয় না। যেমন কর্ম্মির বা যোগীগণের গর্ব্ব হয় সেইরূপ ভক্তগণের গর্ব্ব হয় না। অথবা 'প্রমাদ' শব্দের অর্থ অসাবধানতা, ভক্তগণ অসাবধান হন না। অতএব এই ভাগবতধর্ম্মে বিঘ্নসমূহের প্রভাব নাই। আর ভগবত-ধর্ম্মপক্ষে অর্থাৎ ঐ ধর্ম্মকে আশ্রয় করিয়া চক্ষুমুদ্রিত করিয়া বা খুলিয়া ধাবিত হইলেও পদস্খলন বা পক্ষে পতন হয় না। যেমন কোনও ব্যক্তি কর্ত্তৃক কোন এক ব্যক্তিকে সমীচীন অতিসুগম পথে আনিয়া ঐ ব্যক্তি অন্যকে বলেন আমার উপদিষ্ট এই পথ দিয়া চক্ষুমুদ্রিত করিয়া সুখে দৌড়াইয়া যাও তোমার কোনও সংশয় নাই। যেমন পা ফেলিবার স্থান অতিক্রম করিয়া দ্রুত দৌড়াইয়া গেলে অল্প দূরে পা ফেলিলে হোঁচট লাগে, আর বহু দূরে পা ফেলিলে আছাড় খাইয়া পড়িতে পারে, কিন্তু এই ভক্তিপথে অঙ্গী ভজনধর্ম্ম সমূহের, শাস্ত্রোক্ত অঙ্গসমূহের অল্প আচরণ করিলে বা বহু আচরণ করিলে পতন হয় না। কিন্তু 'কর্ম্ম পথে' অল্পে বা বহুতে প্রত্যবায়ী হয়। অতএব ভক্তিধর্ম্মের ফল হইতে ভ্রষ্ট হয় না। তাহাতে চক্ষুমুদ্রিত করিয়া থাকিলেও অর্থাৎ জানিয়াও—আচরণ না করিয়া গমন করিলে দোষ নাই, না জানিয়া গমন করিলেও দোষ যে নাই, তাহাই জানাইলেন। যে ধর্ম্ম সমূহকে আশ্রয় করিয়া বলায় 'অঙ্গী' ভক্তিধর্ম্মের অতিক্রমে কিন্তু দোষ হয়ই। তাহা হইলে পর ঐ ভক্তিপথ হইতে ভ্রষ্টই হইবে। ভগবদ্ প্রাপ্তির জন্য পৃথকপথ অনুশরণ করা অতিশয় দোষের কারণ হয়ই। এই কারণে শাস্ত্র বলিয়াছেন—'শ্রুতি স্মৃতি পুরাণ আদি ও পঞ্চরাত্র বিধি ব্যতীত ঐকান্তিকী শ্রীহরিভক্তি উৎপাতের কারণই হয়, এই ভাগবত ধর্ম্মেরত ব্যক্তির বর্ণাশ্রম ধর্ম্মে অধিকারই নাই। অতএব বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করা বা না করা এই বিচার এইখানে আনিবার প্রয়োজন নাই। "যতক্ষণ পর্য্যন্ত সংসারে বৈরাগ্য না আসে, সেই পর্য্যন্ত কর্ম্মসমূহ করিবে। অথবা আমার (ভগবদ্) কথা শ্রবণাদিতে শ্রদ্ধা যে পর্য্যন্ত (সুদৃঢ় বিশ্বাস) না হয় ঐ পর্য্যন্ত কর্ম্মসমূহ করিবে" ইহা শ্রীভগবানের উক্তি।

"একমাত্র ভক্তিদ্বারাই শ্রীগুরুদেবের আশ্রিত হইয়া ভগবদ্ ভজন করিবে" এই বাক্যটী পরে বলা হইবে এইস্থলে 'একমাত্র ভক্তিদ্বারা' এই বিশেষণপদটি থাকায় কর্ম্মাদিমিশ্রা ভক্তির কথা এইস্থলে আরম্ভ করা হয় নাই ।।৩৫।।

বিবৃতি— ভাগবতধর্ম্মব্যতীত ইতর ধর্ম্মে বদ্ধ-জীবের যোগ্যতা আছে; কিন্তু সকলপ্রকার অযোগ্যতা সত্ত্বেও শরণাগত জীবের কখনই প্রমাদ উপস্থিত হয় না। তিনি কখনই স্খলিতপদ হইয়া পতিত হন না। তিনি যথেচ্ছভাবে বিচরণ করিয়া অনন্যভজনপ্রভাবে সর্ব্বপ্রকার কল্যাণভূমিতে বাস করেন। ভাগবতধর্ম্মের অদ্বিতীয় প্রভাব লৌকিক ইতরধর্ম্মসমূহে অভিব্যক্ত হয় না। ভাগবতধর্ম্মে আশ্রিত প্রপন্ন ব্যক্তির সহিত তদিতর অন্যধর্ম্মাশ্রিতজনের তুলনাই হয় না।।৩৫।।

কায়েন বাচা মনসেন্দ্রিয়ৈর্বা
বুদ্ধ্যাত্মনা বানুসৃতস্বভাবাৎ।
করোতি যদ্যৎ সকলং পরস্মৈ
নারায়ণায়েতি সমর্পয়েত্তৎ।।৩৬।।

অন্বয়ঃ— (জনঃ) কায়েন বাচা মনসা ইন্দ্রিয়ৈঃ বা বুদ্ধ্যা আত্মনা (চিত্তেন) বা অনুসৃতস্বভাবাৎ (অনুসৃতো যঃ স্বভাবস্তস্মাৎ, অয়মর্থঃ—ন কেবলং বিধিতঃ কৃতমেবেতি নিয়মঃ স্বভাবানুসারি-লৌকিকমপীতি) যৎ যৎ করোতি তৎ সকলং পরস্মৈ (পরমেশ্বরায়) নারায়ণায় ইতি (তৎপ্রীতয়েহস্ত্বিতি) সমর্পয়েৎ (নিবেদয়েৎ)।।৩৬।।

অনুবাদ— মানব বিধিবশতঃ অথবা স্বভাবের প্রেরণাবশতঃ কায়, মনঃ, বাক্য, ইন্দ্রিয়, বুদ্ধি বা চিত্তদ্বারা যে-সকল কর্ম্মের আচরণ করেন, তৎসমস্ত পরমপুরুষ নারায়ণের উদ্দেশ্যে সমর্পণ করিবেন।।৩৬।।

বিশ্বনাথ— শৃণ্বন্ সুভদ্রাণীত্যুপরিষ্টাদ্বর্ণয়িতব্যেষু ভাগবতধর্ম্মেষু প্রবর্ত্তমানেন সুধিয়া জনেন কায়িকাদি-ব্যাপারা অপি ভগবদ্ধর্ম্মান্তরে প্রবেশনীয়া ইত্যাহ— কায়েনেতি। অয়মর্থঃ—যথা বিষয়িণঃ প্রাতরারভ্য মূত্র-পুরীষোৎসর্গ-মুখক্ষালন-দন্তধাবন-স্নান-দর্শন-শ্রবণ-কথনাদিব্যাপারাঃ বিষয়সুখভোগার্থমেব, কর্ম্মিভিস্তু দেবপিত্রাদিপূজার্থমেব ক্রিয়ন্তে, তথৈব ভগবদ্ভক্তেন তে তে ভগবৎ-সেবার্থমেব কর্ত্তব্যা ইতি তে তেঽপি তেষাং ভক্ত্যঙ্গানি ভবেয়ুরিতি। অনুসৃতস্বভাবাৎ দেহাধ্যাসেন অনাদিনৈব যোঽনুসৃতঃ অনুবৃত্তঃ স্বভাবস্তস্মাৎ কায়াদিভির্যদ্যৎ করোতি তৎ সর্ব্বং নারায়ণার্থমেব নারায়ণং সেবিতুমেবেতি বা সমর্পয়েৎ বিনিযোজয়েৎ 'তাদর্থ্যে ক্রিয়ার্থোপপদেত্যনেনৈব চতুর্থী'।।৩৬।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— "শৃণ্বন্ সুভদ্রানি"—এই শ্লোকটি পরে বর্ণনা করা হইবে, ভাগবত-ধর্ম্মের মধ্যে রত সুধীজন-কর্ত্তৃক দেহাদির ব্যাপারও ভগবদ্-ধর্ম্মের মধ্যে প্রবেশ করান উচিৎ, ইহাই বলিতেছেন। ভাবার্থ এই—যেমন বিষয়িগণ প্রাতঃকাল হইতে আরম্ভ করিয়া মল-মূত্রাদি ত্যাগ, মুখপ্রক্ষালন, দন্তধাবন, স্নান, দর্শন, শ্রবণ, কথন আদি দৈহিক ব্যাপার সমূহ বিষয় সুখ ভোগের-জন্যই করিয়া থাকেন। কিন্তু কর্ম্মিগণ দেব-পূজা ও পিতৃপুরুষগণের পূজার জন্যই ঐ সকল দেহ-ব্যাপার করিয়া থাকেন। সেইরূপই ভগবদ্ভক্তগণের ঐ ঐ দেহাদি ব্যাপার ভগবৎ-সেবার জন্যই কর্ত্তব্য। ঐ সকল ব্যাপার ভক্তগণের ভক্তি-অঙ্গের মধ্যে পড়িয়া যায়। দেহে আত্মবুদ্ধি বশতঃ অনাদিকাল হইতেই যে স্বভাব ও শরীরাদি ব্যাপার যাহা যাহা করেন, তাহা সকলই নারায়ণের সেবার জন্য সমর্পণ করিবে। এইস্থলে তাদর্থ্যে চতুর্থী বিভক্তি হইয়াছে।।৩৬।।

বিবৃতি— কায়-মনো-বাক্যে এবং বুদ্ধি, অহঙ্কার ও চিত্ত প্রভৃতি সর্ব্বেন্দ্রিয়ের দ্বারা সকল-কার্য্য ভগবানের সেবার উদ্দেশে অনুষ্ঠিত হইলে উহাদিগকে কর্ম্মীর সাধারণ ভোগপর 'ধর্ম্ম' বলিয়া জানিতে হইবে না। ভগবানের প্রতি সেইসকল কর্ম্মের ফল সমর্পিত হইলে, জীবের ভগবদ্বিমুখতা-ক্রমে কর্ম্মাগ্রহিতা-জনিত অমঙ্গলসমূহ বদ্ধজীবকে স্পর্শ করিতে পারে না। স্বরূপাবস্থিত জীব সকলকার্য্যই ভগবৎসেবনোদ্দেশে করিয়া থাকেন এবং তাঁহার আদর্শানুসরণ-ক্রমে উন্নত হইবার চেষ্টায় সুকৃতিমন্ত কর্ম্মিসম্প্রদায় কর্ম্মজন্য ফলসমূহ ভগবৎপাদপদ্মে সমর্পণ করেন। যদিও ইহা কর্ম্মমিশ্রা ভক্তিপর্য্যায়ে গণিত, তথাপি ক্রমোন্নতিবশতঃ

শুদ্ধভক্তিতে পর্য্যবসিত করাইবে। কর্ম্মকাণ্ডের ফল-ভোগবাদ হইতে ক্রমপন্থায় অনর্থসমূহ নিবৃত্ত হইলে কেবলাভক্তি সর্ব্বতোভাবে মঙ্গলবিধান করিবে।।৩৬।।

ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্যা-
দীশাদপেতস্য বিপর্য্যয়োঽস্মৃতিঃ।
তন্মায়য়াতো বুধ আভজেত্তং
ভক্ত্যৈকয়েশং গুরুদেবতাত্মা।।৩৭।।

অন্বয়ঃ— (ননু কিমেবং পরমেশ্বরভজনেন, অজ্ঞানকল্পিতভয়স্য জ্ঞানৈকনিবর্ত্তত্বাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—ভয়-মিতি যতঃ) ঈশাৎ (ভগবতঃ) অপেতস্য (ঈশবিমুখস্য তন্মায়য়া (তস্য ভগবতো মায়য়া) অস্মৃতিঃ (স্বরূপা-স্ফূর্ত্তিস্ততঃ) বিপর্য্যয়ঃ (দেহোঽস্মীত্যাকাররূপঃ) দ্বিতীয়া-ভিনিবেশতঃ (দ্বিতীয়ে দেহেন্দ্রিয়াদাবুপাধিভূতেঽভি নিবেশতোঽভিমানাৎ) ভয়ং স্যাৎ (ভবেৎ) অতঃ বুধঃ (বিবেকী) গুরুদেবতাত্মা (গুরুরেব দেবতা ঈশ্বর আত্মা প্রেষ্ঠশ্চ যস্য তথাদৃষ্টিঃ সন্) একয়া (অনন্যয়া) ভক্ত্যা আ (প্রকর্ষেণ) তম্ (ঈশং) ভজেৎ (আরাধয়েৎ)।।৩৭।।

অনুবাদ— যে ব্যক্তি ভগবানের প্রতি বিমুখ হয়, ভগবানের মায়াবলে তাহারই স্বরূপ-বিষয়ে বিস্মৃতি ঘটিয়া থাকে এবং তাহা হইতে আমি দেহ এই জ্ঞানরূপ বিপর্য্যয়, তাহা হইতে দ্বিতীয়াভিনিবেশ অর্থাৎ উপাধিভূত দেহেন্দ্রিয়াদিতে অহঙ্কার ও তাহা হইতে যাবতীয় ভয়ের উপস্থিতি হইয়া থাকে, সুতরাং বিবেকী ব্যক্তি গুরুদেবকে আরাধ্যদেবতা ও প্রিয়তমজ্ঞানে কামনান্তর রহিত হইয়া অনন্যভক্তি-সহকারে সেই ভগবান্‌কে আরাধনা করিবেন ।।৩৭।।

বিশ্বনাথ— কিঞ্চাত্র ভক্তৈঃ সংসারবন্ধান্ন ভেতব্যং স হি ভক্তৌ প্রবর্ত্তমানস্য স্বতএবাপযাতীত্যাহ ভয়মিতি। দ্বিতীয়ে দেহেন্দ্রিয়াদাবুপাধিভূতেঽভিনিবেশতোঽভিমানাৎ ঈশাদপেতস্য ঈশবিমুখস্য জীবস্য ভয়ং সংসারঃ স্যাৎ নত্বীশোন্মুখস্য "তাবদ্রাগাদয়স্তেনাস্তাবৎ কারাগৃহং গৃহম্। তাবন্মোহোঽঙ্ঘ্রিনিগড়ো যাবৎ কৃষ্ণ ন তে জনা" ইতি ব্রহ্মোক্তেঃ। তচ্চ ভয়ং দ্বিবিধং বিপর্য্যয়োঽস্মৃতিশ্চ বিপর্য্যয়রূপমস্মৃতিরূপঞ্চেত্যর্থঃ। তত্র বিপর্য্যয়ঃ আত্ম-ভিন্নে দেহাদৌ আত্মবুদ্ধিঃ। অস্মৃতিরাত্মনি স্মৃতিভ্রংশঃ কোঽহং কিং করোমি পূর্ব্বং কীদৃশং আসং অগ্রে বা কীদৃশো ভবিষ্যামীতি পূর্ব্বাপরানুসন্ধানরাহিত্যম্। এতদেব তস্য ভগবতো মায়য়া ভয়ম্। যদুক্তং "স্মৃতিভ্রংশা-দ্বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতী"তি। অতএব হেতোর্বুধঃ শ্রীগুরুচরণপ্রসাদাল্লব্ধবিবেকঃ, তমেব আ-সম্যক্ কামনান্তররাহিত্যেন একয়া কেবলয়ৈব, ন তু জ্ঞানকর্ম্মাদি-মিশ্রয়া ভক্ত্যা ভজেৎ। গুরুরেব দেবতা ঈশ্বর আত্মা প্রেষ্ঠশ্চ যস্য তথা দৃষ্টিঃ সন্নিত্যর্থঃ।।৩৭।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— আর এই ভক্তগণের সংসার বন্ধন হইতে ভয় পাওয়া উচিৎ হইবে না। ভক্তিতে আরম্ভ কারী ব্যক্তির সংসার ভয় স্বভাবতঃই চলিয়া যায়, ইহাই বলিতেছেন—দ্বিতীয় দেহ ইন্দ্রিয়াদিতে অভিনিবেশ হইতে ভগবৎ বিমুখ জীবের সংসার ভয় হয়। ভগবৎ উন্মুখ জীবের হয় না। ব্রহ্মা দশমস্কন্ধে বলিয়াছেন—" হে কৃষ্ণ! জনগণ যে পর্য্যন্ত তোমার না হয়, সে পর্য্যন্ত তাহাদের বিষয়ে অনুরাগ চৌর্য্যবৃত্তি এবং গৃহ কারগার স্বরূপ, সেই পর্য্যন্ত সংসারে মোহ পায়ের বন্ধন-শিকল স্বরূপ। কিন্তু যখন তোমার জন বলিয়া অভিমান হয়, তাহাদের ঐসকল ভয় নাই। ঐ ভয় দ্বিবিধ—বিপর্য্যয় ও অস্মৃতি। বিপর্য্যয় অর্থাৎ আত্মভিন্ন দেহাদিতে আত্মবুদ্ধি, অস্মৃতি অর্থাৎ আত্মার স্মরণহীন—আমি কে, কি করিতেছি, পূর্ব্বে কিরূপ ছিলাম, পরে বা কিরূপ হইব—এইরূপ পূর্ব্বাপর অনুসন্ধানহীন। ইহাই ভগবানের মায়া দ্বারা রচিত ভয়। যাহা গীতাতে বলিয়াছেন—"স্মৃতি নষ্ট হইলে বুদ্ধিনাশ হয়, বুদ্ধিনাশ হইলে মৃত্যু"। অতএব জ্ঞানীব্যক্তি শ্রীগুরু-চরণ-কৃপা হইতে জ্ঞানলাভ করিয়া ভগবানকেই সম্পূর্ণ-রূপে অন্য কামনা বাসনা রহিত হইয়া একমাত্র কেবলা-ভক্তি দ্বারা ভজন করিবে। জ্ঞান ও কর্ম্মাদি মিশ্রভক্তির দ্বারা নহে। 'শ্রীগুরুই দেবতা, ঈশ্বর, আত্মাপ্রিয়তম যাঁহার'— ঐরূপ দৃষ্টিসম্পন্ন হইয়া।।৩৭।।

বিবৃতি— অদ্বয়-জ্ঞান ব্রজেন্দ্রনন্দন স্বয়ংরূপ তত্ত্ব। তদাশ্রিত জনগণের স্ব-স্বরূপে অবস্থিতিকালে কোন অপ্রিয় বৃত্তি আবাহন করিবার অবকাশ হয় না। অদ্বয়-জ্ঞানাভাবে স্বতন্ত্রতাই জীবকে প্রপঞ্চে আনয়ন করিয়া নানা-প্রকার হেয়, অনুপাদেয়, অবাঞ্ছনীয় ব্যাপারবিশেষে প্রবেশ করাইয়া ভীতি উৎপাদন করে। ভগবন্মায়ারূপা বহিরঙ্গা শক্তি চিচ্ছক্তির উপলব্ধি আবরণ করিয়া প্রপঞ্চে বিমুখ-জীবগণকে বিষয়-বিগ্রহ করিয়া তুলে এবং তদীয়-গণের যে আশ্রয়বিগ্রহের কায়ব্যূহরূপ স্বরূপ, তাহার উপলব্ধি হইতে সেই বহির্ম্মুখ জীবকুলকে বঞ্চিত করাইয়া অন্যথারূপে আবদ্ধ করে। সেইকালে জীবের স্বরূপাব-স্থানের কথা স্মৃতিপটে উদিত হয় না। অদ্বয়জ্ঞানাভাবে প্রপঞ্চে বিবদমান শক্তির ক্রিয়াসমূহ প্রেমধর্ম্ম বুঝিতে দেয় না। ধর্ম্মার্থ-কামের আপাত-মাধুর্য্য অবলোকন করিয়া জীব নিত্যমাধুর্য্যের বিলাসবিক্রমে ঔদাসীন্য প্রকাশ করাই তাঁহার ধর্ম্ম হইয়া পড়ে। এই বহির্ম্মুখভাব আগমাপায়ী মাত্র। ভগবন্মায়ার বিক্ষেপাত্মিকা ও আবরণী-বৃত্তি বিস্মৃতস্বরূপ জীবকে সংসারচক্রে ভ্রমণ করায়; সেইকালে তাঁহার সকল কল্যাণ লুপ্ত হয়। যখন তিনি আত্মম্ভরিতা বা ভোগপ্রবৃত্তি-বশে ধর্ম্মার্থলাভেচ্ছায় ধাবমান হইবার অযৌক্তিকতা পরিদর্শন করিবার যোগ্য হন, তখনই তাঁহার মুণ্ডকোপনিষদের "দ্বাসুপর্ণা" প্রভৃতি মন্ত্রসমূহ হৃদ্দেশ অধিকার করিয়া ঈশ-সেবোন্মুখতায় রুচি প্রদর্শন করে। সেইকালে রুচিবিশিষ্ট জীব ভগবদভিন্ন আশ্রয়জাতীয় শ্রীগুরুবিগ্রহে শ্রদ্ধান্বিত হইয়া তাঁহার সেবাক্রমে ভজনরাজ্যে প্রবেশ করেন। ভাগ্যবান্ জন-গণেরই মায়ার আবরণী ও বিক্ষেপাত্মিকা বৃত্তিদ্বয়ের দারুণ কবল হইতে মুক্তিলাভ ঘটে, কর্ম্মজ্ঞান নির্ম্মুক্তা ভক্তির আশ্রয়ে ভগবৎসেবোন্মুখ হইবার সুযোগ উপস্থিত হয়। তখন তাঁহারা ভগবদ্বিস্মৃতিরূপ অস্বাস্থ্য বা আময়-নির্ম্মুক্ত হইয়া প্রতিকূল জগৎকেও ভগবৎ-সেবোপকরণ জ্ঞানে তাহাদের অনুকূলতারূপ প্রসন্নতা লাভ করেন। তখন আধ্যক্ষিকজ্ঞানের রূপরসাদি-বিষয়সমূহে মুগ্ধ ও আকৃষ্ট না হইয়া তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণাঙ্গের রূপ-গুণ-সৌরভসমূহের আকর্ষণ উপলব্ধি করিতে পারেন।

যে সকল বুদ্ধিমন্ত জন—"লব্ধা সুদুর্ল্লভমিদং" শ্লোকের অর্থ জ্ঞাত হইয়া শ্রীগুরুপাদপদ্মকে সকল-মঙ্গলাকর জানিয়া আশ্রয়জাতীয় ভগবদভিন্ন-বিগ্রহ জানিতে পারেন, তাঁহাদিগেরই সুনির্ম্মলা ঈশসেবা প্রবলা হইয়া অভক্তিপথে বিচরণজনিত আশঙ্কার হস্ত হইতে বিমুক্তিলাভ ঘটে। গুরুপাদপদ্মরূপ শ্রৌতপথ পরিত্যাগ করিলেই বহির্ম্মুখ জীব—জগতে অনেক পথ আছে এবং ভিন্ন ভিন্ন পথে কামনাযুক্ত হইয়াও অভীষ্ট-লাভ হইতে পারে— প্রয়োজনতত্ত্ব-বিষয়ে এইরূপ নিদারুণ ভ্রান্তি ও অজ্ঞতা প্রদর্শন করেন। এইসকল অশ্রৌত তর্কপথোত্থ বিচার—ভগবদ্বিমুখতার ফল এবং অদ্বয়জ্ঞানের ব্যাঘ্যাতকারক। ব্যভিচার-পরায়ণ জনগণ স্বীয় দুষ্প্রবৃত্তিবশে ভগবান্ বিষ্ণুই যে একমাত্র স্বার্থের গতি,— একথা বুঝিতে না পারিয়া পঞ্চোপাসনা প্রভৃতি নানা-মতবাদাচ্ছন্ন হইয়া ভূত-পূজার আবাহন করিয়া থাকে। উহাতে জড়ভোগমাত্র লাভ হয়। সেইসকল কর্ম্মীর নিকট প্রেমা সুদুর্ল্লভ ব্যাপার।

অদ্বয়জ্ঞান ব্রজেন্দ্রনন্দন প্রিয়তম শ্রীগুরুদেবের পাদপদ্ম লাভকারী জনগণের কেবলাভক্তি মায়ার বৃত্তিদ্বয় হইতে মুক্ত করাইয়া দেয়। তিনি অনায়াসে ভবসাগর উত্তীর্ণ হইয়া বৈকুণ্ঠ- প্রতীতিতে অবস্থিত হন। শ্রীগুরুপাদ-পদ্মে অপরাধ ঘটিলে ভগবদ্বিমুখতারূপ জড়াভিনিবেশ তর্করূপে উদিত হইয়া জীবকে শ্রেয়ঃপথ হইতে আপাত-মধুর মন্দোদয় ভোগ বা ত্যাগরাজ্যে লইয়া যায়। তজ্জন্যই ধীরস্বভাব বুধগণ শ্রীগুরুদেবের আনুগত্যে নিত্যকাল অবিমিশ্রা সেবায় নিযুক্ত হইবার অধিকার লাভ করেন, প্রাপঞ্চিক প্রেয়োবিচারের অনুমোদন করেন না। শ্রীগুরুদেব, পুরুষোত্তম-সেবার প্রণালীসমূহ নিজের পুরুষবরত্ব স্বয়ঃপ্রকাশাবতাররূপে সেবকতত্ত্বের চমৎকারিতারূপ দিব্যজ্ঞান উন্মুখ-জীবকে অকাতরে বিতরণ করেন। তখন আর তর্কপন্থায় আবরণীবৃত্তি ও

বিক্ষেপাত্মিকাবৃত্তি, বিদ্যাবধূজীবনের সেবারত হরিনাম-ভজনকারীকে অমঙ্গলময় ভূতাকাশে অবস্থান করাইয়া ভোগী বা ত্যাগী করায় না। তখন পরব্যোমে বৈকুণ্ঠধর্ম্মে অবস্থিত হইয়া মুক্তজীবগণ হৃষীকসমূহের দ্বারা হৃষীকেশের সেবাধিকার লাভ করেন। পূর্ণপুরুষের পুরুষোত্তমতা পরমেশ্বরের অর্দ্ধাঙ্গত্ব বা সহধর্ম্মিণীর আশ্রয়-প্রকাশত্ব জীবের পুরুষোত্তম-বিচারের সুষ্ঠুতা সম্পাদন করিয়া শতসহস্র লক্ষ্মীগণের দ্বারা সম্ভ্রমরসে সেবিত শ্রীনারায়ণের প্রকাশাবতারত্ব ও মূলবৈকুণ্ঠের চিদ্বৈচিত্র্যসমূহ প্রদর্শন করে।

পরমেশ্বরের ঐশ্বর্য্য পরমৈশ্বর্য্য; কিন্তু তাঁহার মাধুর্য্যের সৌন্দর্য্যে, কমনীয়তায় ও অভিরামত্বে তাহা লঘু ও শিথিল হইয়া রসের উজ্জ্বলতা সাধন করিতে করিতে পরমমুক্ত সেবককে পরমোজ্জ্বল রসময়বিগ্রহ কান্তাশ্রয় বিষয় পর্য্যন্ত দর্শন লাভ করায়। শ্রীসীতারামের স্বকীয়-বিচারের ঔদার্য্য ও রুক্মিণীশের বহুবল্লভত্বের স্বকীয়তা বিষয়াশ্রয়-বিবেকের ঐশ্বর্য্য প্রকটিত করায়।

সেইসকল পরতত্ত্ব, পরতরতত্ত্ব অতিক্রম করিয়া পরমপরতত্ত্ব—তত্ত্বপরতমসেবার মাধুর্য্য-পরাকাষ্ঠা লাভ করায়। একমাত্র শ্রীগুরুপাদপদ্মই আশ্রয় স্বাংশরূপ প্রদর্শন করাইয়া আশ্রয়াংশিনীর সেবায় নিত্যাশ্রিত সেবককে অতুল অধিকার দান করেন।।৩৭।।

অবিদ্যমানোঽপ্যবভাতি হি দ্বয়ো
ধ্যাতুর্ধিয়া স্বপ্নমনোরথৌ যথা।
তৎ কর্ম্ম-সংকল্পবিকল্পকং মনো
বুধো নিরুন্ধ্যাদভয়ং ততঃ স্যাৎ।।৩৮।।

অন্বয়ঃ— দ্বয়ঃ (দ্বৈতপ্রপঞ্চঃ) অবিদ্যমানঃ অপি ধ্যাতুঃ (পুরুষস্য) ধিয়া (মনসা) স্বপ্নমনোরথৌ যথা অবভাতি (স্বপ্নদৃষ্টঃ পদার্থো মনোরথবিষয়শ্চ পদার্থোঽবিদ্যমানোঽপি পুরুষো ধিয়া যথাবভাতস্তথাবভাতি প্রকাশত ইত্যর্থঃ) তৎ (তস্মাৎ) বুধঃ (বিবেকী) কর্ম্মসঙ্কল্প-বিকল্পকং (কর্ম্মাণি সঙ্কল্পয়তি বিকল্পয়তি চ যৎ তৎ) মনঃ নিরুন্ধ্যাৎ (আদৌ বিবেকেন নিযচ্ছেৎ) ততঃ অভয়ং স্যাৎ।।৩৮।।

অনুবাদ— এই দ্বৈত প্রপঞ্চ অসত্য হইলেও ধ্যানশীল পুরুষের মানসিক চিন্তা হইতেই স্বপ্নদৃষ্ট এবং মনোরথজাত পদার্থসকলের ন্যায় উহার প্রকাশ হইয়া থাকে। সুতরাং বিবেকী পুরুষ কর্ম্মসকলের সঙ্কল্পক এবং বিকল্পক মনঃকে প্রথমতঃ বিবেকবলে নিগৃহীত করিলেন, তাহা হইলেই অভয়লাভ ঘটিবে।।৩৮।।

বিশ্বনাথ— ননু স্রক্-চন্দন-বনিতাদিভোগপ্রপঞ্চো যস্য নৈব বিদ্যতে বিদ্যমানমপি তৎ পরিত্যজ্য যো বা বনে বসতি তস্য ভয়ং ন ভবেদিতি চেন্মৈবং বাদীরিত্যাহ অবিদ্যমান ইতি। দ্বয়ো ভোগ্যপ্রপঞ্চো হ্যবিদ্যমানোঽপি ধ্যাতুঃ পুংসোঽবভাতি মানসপ্রত্যক্ষো ভবতি। ধিয়া মনসা স্বপ্নশ্চ মনোরথশ্চ যথেত্যর্থঃ। সর্ব্বো দ্বন্দ্বো বিভাষয়ৈকবদ্ভবতীত্যেকত্বম্। তত্তস্মাৎ কর্ম্মাণি সঙ্কল্পয়তি বিকল্পয়তি চ যন্মনস্তান্নিরুন্ধ্যাৎ। স চ মনোনিরোধো গুরুচরণভক্ত্যা বিনা প্রকারান্তরেণ ন ভবেৎ। যদুক্তং শ্রুতিভিঃ—"বিজিত হৃষীকবায়ুভিরদান্তমনস্তুরগমি"ত্যত্র সমবহায় গুরোশ্চরণমিতি সপ্তমে চ " সর্ব্বঞ্চৈতদ্‌গুরৌ ভক্ত্যা পুরুষো হ্যঞ্জসা জয়েদি"তি। অতএব গুরুদেবতা-ত্মেত্যত্রাপ্যুক্তম্।।৩৮।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— প্রশ্ন হইতে পারে মালা চন্দন বনিতা আদি ভোগ্য সংসার যাহার নাই, থাকিলেও তাহা পরিত্যাগ করিয়া যিনি বনে বাস করেন, তাহার ভয় নাই— ইহা ঠিক নহে, ভোগ্য সংসার না থাকিলেও বিষয় ধ্যান-কারী পুরুষের মানস প্রত্যক্ষ হয়। বুদ্ধি দ্বারা বা মনে মনে স্বপ্ন ও জাগরণ কালে মনোরথ যেমন হয়। দ্বন্দ্ব সমাসে এক বিভক্তি হইয়া যায়। অতএব কর্ম্মসমূহের সংকল্প ও বিকল্প যে মন করে তাহাকে নিরোধ করিবে, সেই মন নিরোধও শ্রীগুরুচরণে ভক্তি দ্বারা হইবে। অন্য প্রকারে হইবে না। যাহা বেদস্তুতিতে শ্রুতিগণ বলিয়া-ছেন—শ্রীগুরুচরণ সেবা ত্যাগ করিয়া যাঁহারা প্রাণায়ামাদি দ্বারা অসংযত মনকে বশ করিতে ইচ্ছা করেন তাহাদের

মন অশ্বের ন্যায় সময়ে সময়ে উন্মত্ত হয়। সপ্তম স্কন্ধেও বলা হইয়াছে—'অনর্থ সমূহ ভক্তব্যক্তি শ্রীগুরুদেবে ভক্তি দ্বারা যেমন সহজে জয় করেন'। অতএব এই শ্লোকেও গুরুদেবতাত্মা ইহা বলা হইয়াছে।।৩৮।।

মধ্ব—আত্মনো দেহগেহাদি দ্বয়শব্দেন ভণ্যতে।
অবিদ্যমানং জীবস্য প্রতিভাতি তদীয়বৎ।।
জাগ্রদ্বস্তু যথা স্বপ্নঃ প্রতিভাতি মনোরথঃ।
বিদ্যমানবদেবৈতদ্দেহাদীশবশে স্থিতম্।।
বিভাতি স্ববশত্বেন সৈষা সংসৃতিরুচ্যতে।
তস্মাত্তদ্বিষয়ং ত্যক্ত্বা মনো বিষ্ণৌ নিবেশয়েৎ।।
ইতি হরিবংশেষু।।৩৮।।

বিবৃতি— অদ্বয়জ্ঞান-ব্রজেন্দ্রনন্দনের অনুশীলনই জীবের একমাত্র ধ্যান। কিন্তু কৃষ্ণেতর বিষয় ধ্যান করিয়া অদ্বয়জ্ঞান হইতে বিচ্যুত হইয়া বিষয়ান্তর-বোধে প্রাপঞ্চিক ভোগবুদ্ধিবশতঃ অনিত্যব্যাপারসমূহে আস্থা স্থাপন করিতে গিয়া বিষয়ের অকিঞ্চিৎকরতা বুঝিতে না পারিয়া বদ্ধজীবগণ নিদ্রাকালে স্বপ্নদর্শনের ন্যায় মানসিক কল্পনায় জড়ীভূত হয়। কৃষ্ণেতরবিষয়-ধ্যান স্বপ্ন ও মানসিক কল্পনার ন্যায় কর্ম্মসত্তাগত নিত্যাধিষ্ঠান সংরক্ষণ করে না। যদিও স্বপ্নের দ্রষ্টা জাগরণকালে বুঝিতে পারেন যে, তাঁহার অস্তিত্ব আছে এবং তাঁহার স্বপ্নদৃষ্ট বা ধ্যাত বস্তুর জাগরকালের ন্যায় অধিষ্ঠান নাই, যদিও কল্পনাকারী ব্যক্তি মনোধর্ম্মের দ্বারা কর্ম্মাধিষ্ঠানের কল্পনা করেন, তথাপি সচ্চিদানন্দবস্তুর ধ্যানাভাবে অদ্বয়জ্ঞানের ব্যাঘাত হওয়ায় বিপরীত বিষয়সমূহ পরস্পর বিবদমান হইয়া নিত্যাধিষ্ঠানের ব্যাঘাত করে।

পরব্যোমে যেরূপ অদ্বয়জ্ঞান-ব্রজেন্দ্রনন্দন বাস্তব-অধিষ্ঠানসমূহ বর্ত্তমান, প্রপঞ্চের জ্ঞেয় অধিষ্ঠানসমূহ সেরূপ নিত্য না হইয়া নশ্বর তাৎকালিক প্রতীতিময়। কর্ত্তৃসত্তাগত অধিষ্ঠান ও কর্ম্মসত্তাগত অধিষ্ঠান, উভয়েরই নশ্বরতাহেতু স্বপ্নমনোরথের ন্যায় কৃষ্ণেতরবিষয়বোধ প্রতীতির বিষয় হইলেও প্রকৃতপ্রস্তাবে বাস্তব সত্য নহে; উহা বিকৃত প্রতিফলনের ছায়া-সদৃশ।

প্রাপঞ্চিক ধ্যান, ধ্যেয় ও ধ্যাতা স্বপ্নের দ্রষ্টা বা কল্পনাকারী ব্যক্তি জাগরকালের বুদ্ধিবিশিষ্ট অদ্বয়জ্ঞান-চ্যুত ভগবদিতরবিষয়-ধ্যানকারী মাত্র। যদি আত্মবিচারদ্বারা কর্ম্ম বা ভগবৎসেবা হীন নৈষ্কর্ম্য-বিচার নিরোধ করা হয়, তাহা হইলেই জীব অকুতোভয় হইতে পারেন। মনের নিগ্রহ—ভাগবত ধর্ম্মজীবনের একটী ফল। অব্যভিচারিণী ভক্তির প্রভাবে সঙ্কল্পবিকল্পাত্মক মন কৃষ্ণেতর বিষয়ভোগ-পিপাসা স্তব্ধ করিতে সমর্থ। অদ্বয়-জ্ঞানে কোনপ্রকার বিরোধ, হেয়তা বা আনন্দাভাব নাই অর্থাৎ যাহা অনিত্য ও সর্ব্বদাই প্রপঞ্চে ক্লেশরূপে পরিদৃষ্ট হয়, তাহা নাই। কৃষ্ণবিস্মৃত জীবেরই বুদ্ধি-বিপর্য্যয় বা বিকারের সম্ভাবনা। চিদ্‌বিলাসরাজ্য হইতে বিচ্যুত আশ্রয়জাতীয় ভেদাংশগণ ভগবদ্‌বিস্মৃতিফলে বিকার-যোগ্যতা লাভ করিয়া অপ্রীতিকর বস্তুন্তরের বিচার-পূর্ব্বক ভীতি লাভ করে। কৃষ্ণেতর দ্বিতীয়-বস্তুর কল্পনাকারী মনের নিগ্রহ একমাত্র ভগবৎসেবাদ্বারাই সম্ভবপর।।৩৮।।

শৃণ্বন্ সুভদ্রাণি রথাঙ্গপাণে-
র্জন্মানি কর্ম্মাণি চ যানি লোকে।
গীতানি নামানি তদর্থকানি
গায়ন্ বিলজ্জো বিচরেদসঙ্গঃ।।৩৯।।

অন্বয়ঃ— রথাঙ্গপাণেঃ (রথাঙ্গং চক্রং পাণৌ যস্য তস্য ভগবতঃ) যানি লোকে গীতানি (প্রসিদ্ধানি তানি) সুভদ্রাণি (সুমঙ্গলানি) জন্মানি কর্ম্মাণি চ তদর্থকানি (জননানি কর্ম্মাণি চার্থো যেষাং তানি) নামানি চ গায়ন্ অসঙ্গঃ (আসক্তিরহিতঃ সন্) বিলজ্জঃ (অচঞ্চলঃ) বিচরেৎ।।৩৯।।

অনুবাদ— ভগবান্ শ্রীহরির ত্রিলোক-কীর্ত্তিত সুমঙ্গল জন্ম, কর্ম্ম এবং তদ্বিষয়ক নামসমূহের কীর্ত্তন করিয়া অনাসক্ত ও অচঞ্চলভাবে সর্ব্বত্র বিচরণ করিবেন।।৩৯।।

বিশ্বনাথ— একয়া ভক্ত্যা তমাভজেদিত্যুক্তম্। সৈব ভক্তিঃ কা ভবেদিত্যত আহ—শৃণ্বন্নিতি। যানি শাস্ত্রদ্বারা

সৎপরম্পরাদ্বারা চ জন্মানি কর্ম্মাণি বর্ত্ততে যানি চ লোকে লোকমাত্রে গীতানি, অপভ্রংশভাষয়াপি নিবদ্ধানি তথা নামান্যপি তদর্থকানি নানাদেশভাষাভেদেনাপি স এব অর্থো বাচ্যো যেষাং তানি, কাহ্ণ ইতি কানড় ইতি কান্ ইত্যেবমাদীন্যপি গায়ন্ অসঙ্গঃ বস্ত্বন্তরাসক্তিশূন্যঃ।।৩৯।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— 'একমাত্র ভক্তিদ্বারা ভগবানকে ভজন করিবে' ইহা বলা হইয়াছে। সেই ভক্তি কেমন হইবে ইহাই বলিতেছেন—শাস্ত্রদ্বারা ও সৎপরম্পরা দ্বারা শ্রীহরির যে সকল জন্ম ও লীলাদি কীর্ত্তিত হইয়াছে এবং সাধারণ লোকে যাহা গান করে, গ্রাম্যভাষা নিবদ্ধ গীতদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের লীলা বাচক নাম সমূহ ও নানা দেশ ভাষা ভেদ পৃথক পৃথক ভাবে যাহা কীর্ত্তিত হয়, যেমন কাহ্ণ কানড় কান্ এইরূপ গান করিতে করিতে অসঙ্গ অর্থাৎ অন্য বস্তুতে আসক্তিশূন্য ও লজ্জাহীন হইয়া বিচরণ করে।।৩৯।।

বিবৃতি— যাহারা অজের জন্ম, নির্ব্বিকারের বিলাস প্রভৃতি চমৎকারময়ী কথা অর্থাৎ নিত্য-লীলা-বিলাসের কথা শ্রবণ করে না, তাহারা সমূহ-অমঙ্গল আবাহন করায় ফল্গু-বৈরাগ্যের আবাহন করে এবং মায়াবাদী হইয়া ভগবানের নিত্য নাম, রূপ, গুণ, পরিকরবৈশিষ্ট্য ও লীলার কথা হইতে দূরে থাকে। সৌভাগ্যবন্ত জনগণই ভগবদ্ভক্তের সঙ্গপ্রভাবে অজের অপ্রাকৃত জন্ম ও লীলার কথা শ্রবণ করেন এবং তদ্দ্বারা পরম মঙ্গল লাভ করিয়া ভগবন্নামাদি কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। তাঁহারা প্রাকৃত দুঃসঙ্গজনিত তর্কপন্থা পরিত্যাগ করিয়া শ্রৌতপথে অবস্থানপূর্ব্বক শ্রুতনামাদি নির্ভীক্‌ভাবে গান করিয়া থাকেন। ইহাই অব্যভিচারিণী ভক্তি। এই নামগানরূপা কেবলা ভক্তির দ্বারাই জীবের নিত্য সর্ব্বার্থ সিদ্ধিলাভ ঘটে। জীব সঙ্কল্পবিকল্পরূপ চাঞ্চল্যদ্বারা কৃষ্ণেতর বিষয়ান্তরগ্রহণে বিক্ষিপ্ত হন না। অদ্বয়জ্ঞান-ভগবজ্জ্ঞান-রহিত হইলেই জীব প্রাপঞ্চিক দ্বৈতবুদ্ধিতে অবস্থিত হইয়া ভোগী হ'ন। ব্রহ্মসম্প্রদায়ের শ্রীমধ্বমুনি সেরূপ কর্ম্মবাদের আবাহন করেন নাই, অথবা তৎপ্রতিকূলে কেবলাদ্বৈতবাদীর কোন বিচারই গ্রহণ করেন নাই। 'দ্বৈত'-শব্দে বাস্তববস্তুজ্ঞানে কৃষ্ণেতর বস্তুর স্বতন্ত্রত্ব-ধারণা। উহা রহিত করিবার জন্যই 'অন্বয়ঃ' বা 'অদ্বৈতা'দি শব্দের আবাহন। কেবলাদ্বৈতবাদী ভগবৎ-স্বরূপের বিচারভ্রষ্ট হইয়া যে জড়জগদ্‌বিচারোত্থ স্বগত-সজাতীয়-বিজাতীয় ভেদ রহিত কেবল জড়-বিচারকে 'অদ্বৈত' বলেন, উহা মনের সঙ্কল্পবিকল্পেরই অন্তর্গত। কিন্তু ভগবজ্জ্ঞানের উদয়ে অজের নিত্য জন্ম, নির্ব্বি-কারের চিদ্বিলাস অদ্বয়জ্ঞানের ব্যাঘাতকারক নহে।।৩৯।।

এবংব্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীর্ত্ত্যা
জাতানুরাগো দ্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ।
হসত্যথো রোদিতি রৌতি গায়-
ত্যুন্মাদবন্নৃত্যতি লোকবাহ্যঃ।।৪০।।

অন্বয়ঃ— এবংব্রতঃ (শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিরূপং ব্রতং বৃত্তং যস্য সঃ) স্বপ্রিয়নামকীর্ত্ত্যা (স্বপ্রিয়স্য ভগবতো নামকীর্ত্তনাদিনা) জাতানুরাগঃ (জাতোঽনুরাগঃ প্রেম যস্য সঃ) দ্রুতচিত্তঃ (দ্রুতং দ্রবীভূতং চিত্তং হৃদয়ং যস্য সঃ) উন্মাদবৎ (গ্রহ-গৃহীতবৎ) লোকবাহ্যঃ (বিবশঃ) উচ্চৈঃ হসতি অথো রোদিতি রৌতি (ক্রোশতি) গায়তি নৃত্যতি (চ)।।৪০।।

অনুবাদ— এবম্বিধ ব্রতশীল হইয়া প্রিয়তম শ্রীহরির নামকীর্ত্তনাদি-নিবন্ধন অনুরাগযুক্ত এবং বিগ-লিতচিত্ত পুরুষ লোকের হাস্যপ্রশংসাদিতে অবধান-শূন্য হইয়া উন্মাদতুল্য উচ্চহাস্য, রোদন, চীৎকার, গীত এবং নৃত্য-বিষয়ে রত হইয়া থাকেন।।৪০।।

বিশ্বনাথ— এবং ভজতঃ সংপ্রাপ্তফলভূতপ্রেম-ভক্তিযোগস্য সংসারধর্ম্মাতীতাং চেষ্টামাহ—এবমেব ব্রতং নিয়মো যস্য সঃ। ভক্তিষ্বপি মধ্যে নামকীর্ত্তনস্য সর্ব্বোৎ-কর্ষমাহ—স্বপ্রিয়স্য কৃষ্ণস্য নামকীর্ত্ত্যা স্বপ্রিয়াস্বা যদ্ভগব-ন্নাম তস্য কীর্ত্ত্যা কীর্ত্তনেন জাতোঽনুরাগঃ প্রেম যস্য সঃ। দর্শনোৎকণ্ঠাগ্নিদ্রুতীকৃতচিত্তজাম্বুনদঃ। অয়ে হৈয়ঙ্গবীনং

চোরয়িতুং যশোদাসুতশ্চৌরঃ গৃহং প্রবিষ্টস্তদয়ং ধ্রিয়তামাব্রিয়তামিতি বহির্জরতীগিরমাকর্ণ্য পলায়িতুং প্রবৃত্তং কৃষ্ণং স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্তমালক্ষ্য হসতি, স্ফূর্ত্তিভঙ্গে সত্যহো প্রাপ্তো মহানিধির্মে হস্তশ্চ্যুত ইতি বিষীদন্ রোদিতি,—হে প্রভো! ক্বাসি দেহি মে প্রত্যুত্তরমিতি ফুৎকৃত্য রৌতি, ভো ভক্ত! ত্বৎফুৎকারং শ্রুত্বৈবায়াতোস্মীতি পুনঃ স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্তং তমালক্ষ্য গায়তি, অদ্যাহং কৃতার্থোহস্মীত্যানন্দেন উন্মাদ উন্মত্তবন্নৃত্যতি। লোকবাহ্যঃ লোকানাং হাস্য-প্রশংসা-সংমানাবমানাদিম্ববধানশূন্যঃ।।৪০।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—এইভাবে ভজন করিতে করিতে ইহার ফলস্বরূপ প্রেমভক্তিযোগে সংসার-ধর্ম্ম অতীত চেষ্টাসমূহ বলিতেছেন—এইরূপ ব্রত অর্থাৎ নিয়ম যাঁহার তিনি, ভক্তির মধ্যেও নাম-সংকীর্ত্তন সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিতেছেন—নিজ প্রিয় কৃষ্ণের নাম কীর্ত্তন দ্বারা, অথবা নিজের প্রিয় ভগবৎ নাম তাঁহার কীর্ত্তন দ্বারা জাত যে অনুরাগ প্রেমভক্তি যাহার তিনি, শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিবার উৎকণ্ঠারূপ অগ্নিদ্বারা গলিত চিত্তরূপস্বর্ণ।

ওহে মাঘন চুরি করিবার জন্য যশোদানন্দন-চোর গৃহে প্রবেশ করিয়াছে, অতএব উহাকে ধর ধর—ঘরের বাহিরে বৃদ্ধার এইরূপ বাক্য শুনিয়া কৃষ্ণকে পলাইতে দেখিয়া হাঁসিতেছেন, স্ফূর্ত্তি ভঙ্গ হইলে পর ওহে মহানিধি আমার হাতে পাইয়াও পলাইলে, এইরূপ বিষাদ করিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন—" হে প্রভু! কোথায় আছ আমার প্রত্যুত্তর দাও" এইভাবে ফুৎকার করিয়া রোদন করিতেছেন—ওহে ভক্ত! তোমার ফুৎকার শুনিয়া আমরা আসিলাম্। পুনরায় ভগবৎ-স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হইয়া তাঁহাকে দেখিয়া গান করিতেছেন, আজ আমি কৃতার্থ হইলাম এই আনন্দহেতু উন্মত্তবৎ নৃত্য করিতেছেন, লোকবাহ্য অর্থাৎ লোকসমূহের হাস্য প্রশংসা, মান, অপমান আদিতে অবধান শূন্য।।৪০।।

মধ্ব—

কেচিদুন্মাদবদ্ভক্তা বাহ্যলিঙ্গপ্রদর্শকাঃ।
কেচিদান্তরভক্তাঃ স্যুঃ কেচিচ্চৈবোভয়াত্মকাঃ।।
মুখপ্রসাদাদ্দার্ঢ্যাচ্চ ভক্তির্জ্ঞেয়া ন চান্যতঃ।
ইতি বারাহে।।৪০।।

বিবৃতি—যাঁহারা ভগবদ্ভক্তের সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া দ্বিতীয়াভিনিবেশক্রমে ভগবদিতর বস্তুকে ভোগ্য বলিয়া জানিয়াছেন, তাঁহাদের দুঃসঙ্গ পরিত্যাগপূর্ব্বক যে সকল পরমোদার ভক্ত লজ্জা পরিহার করিয়া ভগবানের আবির্ভাব ও অপরাপর লীলার কথা গান করেন, সেই মঙ্গলময় হরিব্রতপরায়ণ ব্যক্তিগণ প্রেয়ঃপথ পরিত্যাগ করিয়া নিত্যনামীর সহিত অভিন্ননাম গ্রহণ করেন এবং শ্রীনামের কীর্ত্তনফলে ভগবানে উত্তরোত্তর অনুরাগবিশিষ্ট হন। তাঁহারা সর্ব্ববিধ ফলভোগ পরিহার করিয়া একাগ্রচিত্তে লোকাপেক্ষা-রহিত হইয়া বহিরঙ্গ লোকদর্শনে উচ্ছৃঙ্খল-প্রতিম ভাববিশিষ্ট হইবার কৌতূহল প্রদর্শন করেন। তাঁহারা কখনও হাস্য, কখনও রোদন, কখনও উচ্চভাষণ, কখনও গান প্রভৃতি নানাবিধ চেষ্টা-দ্বারা বিকৃতচিত্তজন-গণের ন্যায় উচ্ছৃঙ্খলতা-সাদৃশ্য প্রদর্শন করেন।

জড়বস্তুর ভোক্তা সাজিয়া বহির্ম্মুখ লোকে ভগবদ্ভক্তের এইরূপ অনিয়ন্ত্রিত অবস্থাকে আদর না করিলেও মহাভাগবতাধিকারে বাস্তব অদ্বয়জ্ঞানলব্ধ ভজনপরায়ণ-গণের ইহাই একমাত্র স্বভাব হইয়া পড়ে। এতৎপ্রসঙ্গে—

"পরিবদতু জনো যথা তথা বা
ননু মুখরো ন বয়ং বিচারয়ামঃ।
হরিরসমদিরা মদাতিমত্তা
ভুবি বিলুঠামো নটামো নির্ব্বিশামঃ।।"
—এই শ্লোকটী আলোচ্য।।৪০।।

খং বায়ুমগ্নিং সলিলং মহীঞ্চ
জ্যোতীংষি সত্ত্বানি দিশো দ্রুমাদীন্।
সরিৎ সমুদ্রাংশ্চ হরেঃ শরীরং
যৎ কিঞ্চ ভূতং প্রণমেদনন্যঃ।।৪১।।

অন্বয়ঃ—খং বায়ুম্ অগ্নিং সলিলং মহীং চ জ্যোতীংষি (চন্দ্রসূর্য্যাদীনি) সত্ত্বানি (ভূতানি) দিশঃ দ্রুমাদীন্ সরিৎ

সমুদ্রান্ চ যৎ কিঞ্চ ভূতং (স্থাবরজঙ্গমমাত্রং) হরেঃ শরীরম্ (ইতি মত্বা) অনন্যঃ (একচিত্তঃ) প্রণমেৎ।।৪১।।

অনুবাদ— আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল, ভূমি, চন্দ্র-সূর্য্যাদি জ্যোতিষ্কসকল, প্রাণিসমূহ, দিঙ্মণ্ডল, বৃক্ষাদি, নদী, সমুদ্র এবং যাবতীয় স্থাবর-জঙ্গমকে শ্রীহরির অবয়ব-জ্ঞানে একচিত্ত হইয়া প্রণাম করিবেন।।৪১।।

বিশ্বনাথ— ততশ্চ নারায়ণময়ং ধীরাঃ পশ্যন্তি পরমার্থিনঃ। জগদ্ধনময়ং লুব্ধাঃ, কামুকাঃ কামিনীময়-মিতি পৌরাণিকবাক্যস্যোদাহরণীভবতীত্যাহ—খমিতি। প্রণমেদিতি সম্ভাবনায়াং লিঙ্। খবায়াদিষু যত্র যত্র দৃষ্টিঃ পতেত্তত্র হরেঃ শরীরং শ্যাম-সুন্দরাকারমেব স্ফুরিতং পশ্যতীত্যর্থঃ। যদ্বা, ভক্তস্য ফলপ্রাপ্তিদশাং নির্বর্ণ্য পুনঃ সাধনদশায়াং কিঞ্চিদ্বিদধাতি, খমিতি। হরেঃ শরীরমধি-ষ্ঠানং জ্ঞাত্বা প্রণমেৎ প্রণম্রো ভবেৎ। ন বিদ্যতেঽন্যঃ কৃষ্ণং বিনা সেব্যো যস্য সঃ।।৪১।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— অনন্তর পরমার্থিক পণ্ডিত ব্যক্তিগণ এই জগৎকে নারায়ণময় দেখেন, লোভীগণ এই জগৎকে ধনময় দেখেন, কামুক ব্যক্তিগণ কামিনীময় দেখেন, এই পৌরাণিক বাক্যের উদাহরণ বলিতেছেন—আকাশ বায়ু অগ্নি জল পৃথিবী জ্যোতিষ্ক পদার্থ ও প্রাণীগণকে এবং দিক্সকলকে, বৃক্ষাদিকে, নদী, সমুদ্র এবং যে কিছু প্রাণীকে শ্রীহরির অনন্য ভক্তগণ শ্রীহরির শরীর রূপে দেখেন এবং প্রণাম করেন 'প্রণমেৎ' এই স্থলে সম্ভাবনা অর্থে লিঙ্ বিভক্তি হইয়াছে। আকাশ বায়ু প্রভৃতিতে যেখানে যেখানে দৃষ্টি পড়ে, সেখানে শ্রীহরির শরীর অর্থাৎ শ্যামসুন্দর আকারই দর্শন করেন। অথবা ভক্তের ফলপ্রাপ্তিদশাকে পূর্ব্বশ্লোকে বর্ণন করিয়া পুনরায় সাধনদশার কিঞ্চিৎ বলিতেছেন এই শ্লোকে। শ্রীহরির শরীর অর্থাৎ অধিষ্ঠান জানিয়া প্রণত হয়। কৃষ্ণ ব্যতীত অন্য কিছুই নাই, এই জগতে সেবার বিষয় যাহার—তিনিই অনন্য ভক্ত।।৪১।।

মধ্ব—সর্ব্বং হরের্বশত্বেন শরীরং তস্য ভণ্যতে।
অনন্যাধিপতিত্বাচ্চ তদনন্যমুদীর্য্যতে।।
ন চাপ্যভেদো জগতাং বিষ্ণোঃ পূর্ণগুণস্য তু।
ইতি হরিবংশেষু।।৪১।।

বিবৃতি— অপরা-প্রকৃতি-পরিণত জড়জগৎ এবং জীব-প্রকৃতি পরিণত জৈবজগৎ—সকলকেই শ্রীহরির সেবোপকরণরূপে দর্শন করিয়া মহাভাগবতগণ ঐসকল বস্তুর প্রতি বিদ্বেষ করেন না। বহির্জ্জগতের সকল ভোগ্যবস্তুকে ভজনের অনুকূল জানিয়া ও আত্মবিনাশের কারণ না জানিয়া তাঁহারা ভগবৎ-সেবোপকরণ-জ্ঞানে বিষয়সমূহকে বিদ্বেষ করেন না। অদ্বয়জ্ঞান ভগবদ্বস্তু হইতে প্রতিকূলে অবস্থিত মনে না করিয়া কৃষ্ণসম্বন্ধে নির্ব্বন্ধ-বিচার এবং সচ্চিদানন্দপূর্ণ বস্তুর অধিষ্ঠানের উপলব্ধি করেন। যেকালে বহির্জ্জগতের বস্তুগুলিতে ভগবানের সম্বন্ধ পরিলক্ষিত হয় না, সেইকালে জগতের অধিষ্ঠানের প্রতি বৈরাগ্য উদিত হয়, কিন্তু সেইরূপ বৈরাগ্য পরিত্যাগ করিয়া স্বীয়-স্বরূপের উপলব্ধিক্রমে সকল পদার্থকে ভগবানের আনন্দপ্রদানকারী উপকরণ বলিয়া জানিলে এবং পৃথগ্ভাবে জড়ভোগ্য-বিচার-রহিত হইলে ঐগুলি চিদানন্দের সহিত সংশ্লিষ্ট জানিতে পারা যায়। কেবল সত্তাবিচারে প্রয়োজনানন্দ-রহিত বদ্ধজীব জড়বস্তুতে স্বীয় স্বার্থেরই সিদ্ধি অন্বেষণ করেন। কিন্তু যেকালে তাঁহার নিকট জগৎ ভগবৎ সেবোপকরণের অধিষ্ঠান বলিয়া প্রতীত হয়, সেইকালে জগতের প্রতি ফল্গুবৈরাগ্যবিচার আর থাকিতে পারে না। জগতের অধিষ্ঠানে যে নিত্যবাস্তব সত্তা বর্ত্তমান, উহাতে ভগবানের সন্ধিনীশক্তির পরিণতির উপলব্ধি হয়।

একান্তভাবে ভগবদনুশীলনকারী জনগণের দ্বিতীয়া-ভিনিবেশ না থাকায় ভগবদ্ভোগ্য জগতের প্রতীতি জীবকে অহঙ্কারবিমূঢ় করিতে পারে না। প্রাকৃত গুণসমূহের বিক্রমসমূহ জীবের স্বরূপানুভূতির নিকট ক্ষীণপ্রভ হইয়া দুর্ব্বলতা লাভ করে। তখন সর্ব্বভূতে ভগবদ্ভাবের প্রতীতি প্রবল হওয়ায় নিজের ভোগবুদ্ধি থাকে না, কৃষ্ণভোগ্যে পূজ্যবুদ্ধি বা সেবোপকরণ-বুদ্ধি উদিতা হইয়া বিক্ষিপ্তচিত্তের পরিচয় দিবার প্রয়োজন হয় না।।৪১।।

ভক্তিঃ পরেশানুভবো বিরক্তি-
রন্যত্র চৈষ ত্রিক এককালঃ।
প্রপদ্যমানস্য যথাশ্নতঃ স্যু-
স্তুষ্টিঃ পুষ্টিঃ ক্ষুদপায়োঽনুঘাসম্।।৪২।।

অন্বয়ঃ— যথা অশ্নতঃ (ভুঞ্জানস্য) তুষ্টিঃ (সুখং) পুষ্টিঃ (উদরপূর্ত্তিঃ) ক্ষুদপায়ঃ (ক্ষুন্নিবৃত্তিশ্চ) অনুঘাসং (প্রতিগ্রাসং) স্যুঃ (তথা) প্রপদ্যমানস্য (শরণং গচ্ছতঃ পুরুষস্য) ভক্তিঃ পরেশানুভবঃ (ভগবদ্রূপস্ফূর্ত্তিঃ) অন্যত্র বিরক্তিঃ চ (ইতরবিষয়বৈরাগ্যম্) এষঃ ত্রিকঃ (ভাবত্রয়-রূপা ভক্তিঃ) এককালঃ (ভজনসমকাল এব স্যাৎ)।।৪২।।

অনুবাদ— ভোজনকারী পুরুষের প্রতিগ্রাসেই যেরূপ তুষ্টি, উদরপূরণ এবং ক্ষুধানিবৃত্তিরূপ কার্যত্রয় একসঙ্গে ঘটিয়া থাকে, সেইরূপ শরণাগত পুরুষের ভজনকালে একসঙ্গেই প্রেমলক্ষণাভক্তি, প্রেমাস্পদ ভগবৎস্বরূপস্ফূর্ত্তি এবং ইতরবিষয়-বৈরাগ্যরূপ ভাবত্রয় অনুভূত হয়।।৪২।।

বিশ্বনাথ— ভক্তিমার্গেঽস্মিন্নতিসুখদে সাধনদশায়ামপি ফলপ্রাপ্তিং সদৃষ্টান্তমাহ—ভক্তিঃ শ্রবণকীর্ত্তনাদিঃ পরেশস্যেষ্টদেবস্য কৃষ্ণস্য যদা ভবেত্তদৈব অনুভবো মাধুর্য্যাস্বাদোঽপি তদনুরূপো ভবেৎ, তদৈব অন্যত্র মায়িক বিষয়সুখে বিরক্তিরপি তদনুরূপা ভবেদেবেত্যেষ ত্রিক এককালঃ সমকালোৎপন্ন এব প্রপদ্যমানস্য কৃষ্ণং ভজতো জনস্য ভবতি। যথাশ্নতো ভুঞ্জানস্য জনস্য তুষ্টিঃ সুখং পুষ্টিরুদর-ভরণং ক্ষুন্নিবৃত্তিশ্চ অনুঘাসং প্রতিগ্রাসং স্যুঃ উপলক্ষণমেতৎ প্রতিসিক্থমপি যথা স্যুস্তদ্বৎ। যথা ভুঞ্জানস্য কিঞ্চিন্মাত্র্যাং তুষ্টৌ সত্যাং কিঞ্চিন্মাত্রী পুষ্টিঃ কিঞ্চিন্মাত্র এব ক্ষুদপায়স্তথৈব ভজতো জনস্য কিঞ্চিন্মাত্রে শ্রবণকীর্ত্তনাদিভজনে বৃত্তে কিঞ্চিন্মাত্র এব পরেশানু ভবঃ কিঞ্চিন্মাত্র্যেব বিরক্তিশ্চ ভবেৎ। যথৈব চ বহুভোজিনঃ সম্পূর্ণা এব তুষ্টিপুষ্টিক্ষুদপায়স্তথৈব বহুভজতঃ সম্পূর্ণা এব ভক্তিপরমেশ্বরানুভব-বিরক্তয় ইতি কিন্তু বহুভোজনা-সামর্থ্যং ভবতি, বহুভজতস্তু ভজনসামর্থ্যাতিশয়ো ভবতীতি বিশেষো দ্রষ্টব্যঃ।।৪২।।

—৬

টীকার বঙ্গানুবাদ— অতিসুখপ্রদ এই সাধন-দশাতেও ফল পাওয়া যায়। তাহাই দৃষ্টান্তের সহিত বলিতেছেন—ভক্তি অর্থাৎ শ্রবণ কীর্ত্তনাদি, পরমেশ্বরের অর্থাৎ ইষ্টদেব শ্রীকৃষ্ণের অনুভব যখন হয়, তখনই মাধুর্য্য আস্বাদনও ভজনের অনুরূপ হইবে এবং সেইকালে মায়িক বিষয় সুখে বৈরাগ্য ঐ পরিমাণে হইবেই। এই তিনটি একসময়ে উৎপন্ন হয়—শরণাগত কৃষ্ণভজনকারী ভক্তের। দৃষ্টান্ত যেমন—ভোজনকালে ভোজনকারীর প্রতিগ্রাসে তুষ্টি অর্থাৎ সুখ, পুষ্টি অর্থাৎ উদরভরণ ও ক্ষুধার নিবৃত্তি হয় ইহাও উপলক্ষণ প্রতি সিক্থে অর্থাৎ গ্রাস চর্ব্বণকালে অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ গলার্দ্ধকরণকালে যেমন হয় সেইরূপ, ভোজনকারীর যেমন কিঞ্চিন্মাত্র তুষ্টি হইলে কিঞ্চিন্মাত্র পুষ্টি এবং কিঞ্চিন্মাত্র ক্ষুধার নিবৃত্তি হয়। সেইরূপই ভজনকারী ব্যক্তির কিঞ্চিন্মাত্র শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি ভজন হইলে কিঞ্চিন্মাত্রই কৃষ্ণের অনুভব এবং কিঞ্চিন্মাত্রই সংসারে বৈরাগ্য হইবে। যেমন বহু ভোজন-কারীর সম্পূর্ণই তুষ্টি,পুষ্টি ও ক্ষুধা নিবারণ হয়, সেইরূপ বহু ভজনকারীর সম্পূর্ণই ভক্তি পরমেশ্বরের অনুভব এবং সংসারে বৈরাগ্য সম্পূর্ণ হয়। বিশেষত্ব এই যে বহু ভোজন করা সকলের সামর্থ্য হয় না। কিন্তু বহু ভজনকারীর ভজন সামর্থ্য অতিশয় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, ইহাই দৃষ্টান্ত হইতে পার্থক্য।।৪২।।

বিবৃতি— ভগবদ্ভক্তে ভগবৎসেবা, ভগবজ্জ্ঞান ও ভগবদিতর ভোগ্যবস্তুর প্রতি বিরাগ-ধর্ম্ম সমভাবে পরিদৃষ্ট হয়। ভোগের বস্তু বলিয়া যে যে স্থলে ত্যাগের বিচার প্রবল, সেস্থলেই বৈরাগ্যশব্দের আধিপত্য। যেস্থলে ভগবৎসেবোপকরণ জ্ঞানে ভোগ্যবিচার নাই, সেস্থলে ত্যাগ বা বৈরাগ্য-বিষয়েও যত্ন নাই। তবে অজ্ঞানোত্থ বিরূপবিচারে ভগবৎসেবার প্রতিকূলবিষয়ে বীতরাগ প্রবল থাকে। ভগবজ্জ্ঞানের প্রতিকূল প্রতীতিবিষয়ে স্বভাবতঃ নৈসর্গিক বিরাগ ভোগপরায়ণ জনগণের নিকট বিসদৃশ বোধ হইলেও উহা ভগবৎসেবার অনুকূল ব্যাপার-বিশেষ। যাঁহার যে পরিমাণ ভগবজ্জ্ঞানের উদয়

হইয়াছে, তিনি সেই পরিমাণ ভগবৎপ্রতিকূলাচরণে উদাসীন এবং তাদৃশ ঔদাসীন্য তাঁহাকে সেই পরিমাণ ভগবৎসেবা করিবার অধিকার দেয়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, মিতভোজনের পরিমাণানুসারে যেরূপ সন্তোষ, দেহপোষ ও ক্ষুন্নিবৃত্তি হইয়া থাকে, তদ্রূপ ভগবৎসেবায় অগ্রসর হইলে জীবের সেবাপ্রতিকূলবিষয়ে সেই পরিমাণ বৈরাগ্য এবং ভগবদ্বিষয়ে অনুভূতি বর্দ্ধিত হয়। অবিচারকগণ খর্ব্বদৃষ্টি-প্রভাবে যে কৃত্রিম বৈরাগ্যের অভিনয় করেন, তাহাই ভক্তের লক্ষণ নহে বা ভগবজ্-জ্ঞানে জ্ঞানী হইবার আদর্শ নহে। ভগবৎসেবা-প্রবৃত্তি ভগবজ্জ্ঞানে অভিজ্ঞতা উৎপাদন এবং ভগবদিতর মায়িক অধিষ্ঠানের সহিত অসহযোগ নির্দ্দেশ করে। ভগবৎ-সেবা-রহিত পরেশানুভূতি কাল্পনিক মাত্র; উহা কখনও স্থায়িরতিকে আদর করে না। অস্থায়ী প্রেয়ঃপন্থা-রূপ বিষয়ানুরাগ বা বুভুক্ষা জীবকে বিক্ষিপ্তচিত্ত করিয়া জড়াভিনিবেশে প্রমত্ত করায়। যাঁহারা ভগবানে সর্ব্বতো-ভাবে শরণাগত এবং তাদৃশ-প্রপত্তি-ক্রমে সেবোন্মুখ, তাঁহাদের ভগবৎসেবার সহিত ভগবদনুভূতি ও মায়িক ভোগপ্রবৃত্তিতে বিরক্তি সমভাবে বর্ত্তমান। সেবাপ্রবৃত্তি ব্যতীত যে ভগবদনুভবের প্রজল্প বা বিষয়বিরাগের ছলনা, তাহা কখনই আদর করা যাইতে পারে না; কেননা ঐ প্রকার বিচার ঐকান্তিকতার বিরোধী, অদ্বয়জ্ঞানের প্রতিকূল এবং বাস্তবসত্যের বিঘাতক।।৪২।।

ইত্যচ্যুতাঙ্ঘ্রিং ভজতোঽনুবৃত্ত্যা
ভক্তির্বিরক্তির্ভগবৎপ্রবোধঃ।
ভবন্তি বৈ ভাগবতস্য রাজন্
ততঃ পরাং শান্তিমুপৈতি সাক্ষাৎ।।৪৩।।

অন্বয়ঃ— (হে) রাজন্! ইতি (উক্তপ্রকারেণ) অনুবৃত্ত্যা (অভ্যাসেন) অচ্যুতাঙ্ঘ্রিং ভজতঃ ভাগবতস্য (ভগবচ্চরণং ভজতো ভক্তস্য) ভক্তিঃ ভগবৎ-প্রবোধঃ (তত্ত্বজ্ঞানং) বিরক্তিঃ (চ বৈরাগ্যমেতে ত্রয়ঃ) ভবন্তি বৈ। ততঃ সাক্ষাৎ পরাং শান্তিম্ (আত্যন্তিকং ক্ষেমম্) উপৈতি (প্রাপ্নোতি)।।৪৩।।

অনুবাদ— হে রাজন্! এইরূপ অভ্যাসসহকারে ভগবানের চরণযুগল ভজনশীল ভাগবত পুরুষে ভক্তি, তত্ত্বজ্ঞান এবং বৈরাগ্যরূপ ভাবত্রয়সম্পন্ন হইলে অনন্তর পরম শান্তি লাভ ঘটিয়া থাকে।।৪৩।।

বিশ্বনাথ— উক্তমর্থমেব পুষ্টীকুর্ব্বন্নাহ—ইতীতি। পরাং শান্তিমাত্যন্তিকং ক্ষেমম্।।৪৩।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— পূর্ব্বোক্ত বিষয়টিই পুষ্টি করিবার জন্য বলিতেছেন—এস্থলে পরাশান্তি অর্থাৎ আতন্তিক মঙ্গল।।৪৩।।

বিবৃতি— যেস্থলে ভগবদ্ভজনকারিজনগণ ভক্তিকে আশ্রয় করিয়া একমাত্র বাস্তববেদ্য ভগবদ্বস্তুকে লাভ করেন, সেস্থলে প্রতিকূল ব্যাপার বা অনুপাদেয় প্রভৃতি অনিত্য গুণসমূহ থাকিতে পারে না। সুতরাং ভক্তিকে আশ্রয় করিলেই জীবের আত্যন্তিক-ক্ষেমপ্রাপ্তি ঘটে। ভগবদ্ভক্তি ব্যতীত ইতরপন্থায় পরশান্তিলাভের বা আত্যন্তিক মঙ্গলপ্রাপ্তির সম্ভাবনা নাই। কাল্পনিক শান্তি বা জড়ভোগরাহিত্যের জন্য নির্ব্বোধের ন্যায় ক্ষণিক প্রয়াস কখনই জীবকে শান্তরসে প্রতিষ্ঠিত করে না; কিন্তু প্রকৃত ভক্তিমান্ ব্যক্তি স্বয়ংরূপ ভগবত্তায় প্রতিষ্ঠিত হইয়া বৈরাগ্যের চরম সোপানে আরোহণ করেন এবং সর্ব্বজ্ঞতালাভে তাঁহার কোনপ্রকার ব্যাঘাত হয় না। অজ্ঞান তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। ভগবানের সুষ্ঠু অনুভূতি আত্মবিজ্ঞানে বিভাবিত ভক্তের কোনপ্রকার চাঞ্চল্যকে প্রশ্রয় দেয় না এবং তাঁহাকে সর্ব্বক্ষণ সেবা-রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়া উত্তরোত্তর অধিকার প্রদান করে।

নবযোগেন্দ্রের অন্যতম কবি-কর্ত্তৃক নিমিরাজের 'আত্যন্তিক ক্ষেম কি?'—এই প্রথম প্রশ্নের উত্তর প্রদান এস্থলে সমাপ্ত হইল।।৪৩।।

শ্রীরাজোবাচ—

অথ ভাগবতং ব্রূত যদ্ধর্ম্মো যাদৃশো নৃণাম্।
যথাচরতি যদ্ব্রূতে যৈর্লিঙ্গৈর্ভগবৎপ্রিয়ঃ।।৪৪।।

অন্বয়ঃ— শ্রীরাজা উবাচ—অথ ভগবৎপ্রিয়ঃ (ভাগবতঃ) যদ্ধর্ম্মঃ (যো ধর্ম্মো যস্য সঃ) যাদৃশঃ (যৎস্বভাবশ্চ সন্) নৃণাং (মধ্যে) যথা চরতি (বর্ত্ততে) যৎ ব্রূতে (কথয়তি) যৈঃ লিঙ্গৈঃ (চিহ্নৈশ্চ লক্ষ্যতে) ভাগবতং (ভাগবতস্য ধর্ম্মস্বভাবাচারাদিকং তৎ সর্ব্বং) ব্রূত (বর্ণয়ত)।।৪৪।।

অনুবাদ— শ্রীরাজা বলিলেন,—ভাগবত মহাপুরুষ যাদৃশ ধর্ম্ম এবং স্বভাববিশিষ্ট হইয়া যেরূপে লোকমধ্যে অবস্থান করেন, যাহা বলেন ও যে সমস্ত লক্ষণে লক্ষিত হন, তৎসমুদয় বর্ণন করুন্।।৪৪।।

বিশ্বনাথ— ভাগবতস্য ভবন্তীত্যুক্তে তস্য লক্ষণং পৃচ্ছতি অথেতি। যদ্ধর্ম্মো যৎস্বভাব ইতি মানসলিঙ্গপ্রশ্নঃ। যাদৃশ ইতি তস্যৈব তারতম্যপ্রশ্নঃ। যথা আচরতীতি কায়িকলিঙ্গপ্রশ্নঃ। যদ্ব্রূতে ইতি বাচিকলিঙ্গপ্রশ্নঃ। কিমেতৈঃ প্রশ্নৈরিতি চেদত আহ—যৈর্মানসাদিলিঙ্গৈর্ভগবৎপ্রিয়োঽনুমীয়তে।।৪৪।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— 'ভাগবতগণের হয়' পূর্ব্বশ্লোকে এই বলাতে নিমি রাজা ভাগবতগণের লক্ষণ জিজ্ঞাসা করিতেছেন। এই পদ্যে যে ধর্ম্ম অর্থাৎ যে স্বভাব ইহা ভক্তের মানস চিহ্নের প্রশ্ন, 'যাদৃশ' ইহাদ্বারা তাহারই তারতম্য প্রশ্ন, 'যথা আচরতি' ইহা দ্বারা কায়িক চিহ্নের প্রশ্ন 'যৎব্রুতে' এই পদ দ্বারা বাচিক চিহ্নের প্রশ্ন। যদি বলেন এই সকল প্রশ্নের কি প্রয়োজন? তাহার উত্তরে বলি যেসকল মানস আদি চিহ্ন দ্বারা ভগবৎ প্রিয়কে চিনিতে পারিব।।৪৪।।

বিবৃতি— কবির উক্তি হইতে নিমিরাজ ভগবদ্ভক্তের আকার-প্রকারাদি যে-সকল চিহ্ন জ্ঞাত হইয়াছেন, তাদৃশ চিহ্নসমূহদ্বারা সেই ভগবৎপ্রিয়গণের উত্তমতা, মধ্যমতা ও অবরতা-দ্যোতক ভেদচিহ্নসমূহ বিবেচনা করিয়া কীর্ত্তন করিবার জন্য নিমিরাজ হবির নিকট প্রার্থনা জ্ঞাপন করিলেন। 'ভাগবতগণের স্বভাব, আচরণ, বাক্য কিরূপ?' অর্থাৎ কায়-মনো-বাক্যের কি প্রকার নিদর্শন-দ্বারা ভাগবতগণকে জানা যায় এবং তাঁহাদের মধ্যে উত্তম, মধ্যম ও সাধারণাদি ভেদ কি প্রকার?—এতদ্বিষয়ক প্রশ্নের সদুত্তর নবযোগেন্দ্রের অন্যতম হবির উক্তিতে ক্রমশঃ প্রকাশিত হইতেছে।।৪৪।।

শ্রীহবিরুবাচ—

সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেদ্ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ।
ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোত্তমঃ।।৪৫।।

অন্বয়ঃ— শ্রীহবিঃ উবাচ—যঃ সর্ব্বভূতেষু আত্মনঃ ভগবদ্ভাবং পশ্যেৎ (অনুভবতি) আত্মনি ভগবতি ভূতানি (সত্ত্বানি চ অনুভবতি) এষঃ ভাগবতোত্তমঃ (ভগবদ্ভক্তশ্রেষ্ঠো ভবতি)।।৪৫।।

অনুবাদ— শ্রীহবিঃ বলিলেন,— যিনি নিখিলভূতগণের মধ্যে নিজের ও ভগবানের সত্তা এবং নিজের ও ভগবানের মধ্যে নিখিলভূতগণের সত্তা অনুভব করেন, তিনি উত্তম ভাগবত বলিয়া কথিত হইয়া থাকেন।।৪৫।।

বিশ্বনাথ— আত্মনঃ স্বস্য উপাস্যো যে ভগবাংস্তস্য ভাবং বিদ্যমানতাং সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেৎ, যথা স ক্ব ইতি হিরণ্যকশিপুনা পৃষ্টঃ প্রহ্লাদঃ সর্ব্বত্রৈবেত্যুক্ত্বা স্তম্ভেঽপি মৎপ্রভুর্দৃশ্যত ইতি স্বোপাস্যং ভগবন্তং দৃষ্টবানেবেত্যর্থঃ। তথা আত্মন্যাত্মীয়ে আত্মোপাস্যে ভগবতি চ ভূতানি পশ্যেৎ যথা শ্রীযশোদা কৃষ্ণস্য জঠর এব সর্ব্বভূতান্যপশ্যৎ। যদ্বা; আত্মনি স্বমনসি স্ফুরতি যো ভগবাংস্তস্মিন্নেব ভূতানি তদ্বিষয়ক-প্রেমবন্তি যঃ পশ্যেৎ যথা "বনলতাস্তরব আত্মনি বিষ্ণুং ব্যঞ্জয়ন্ত্য ইব পুষ্পফলাঢ্যা" ইতি "নদ্যস্তদা তদুপধার্য্য মুকুন্দগীতমি"ত্যাদিকং ব্রজসুন্দর্য্যঃ, "কুররি! বিলপসি ত্বমি"তি "ক্ষিতিধর চিন্তয়সে স্তনৈর্বিধর্ত্তুমি"ত্যাদিকং পট্টমহিষ্যাশ্চোক্তবত্য এব। অতএব আত্মনো ভগবদ্ভাবং সর্ব্বভূতেষু পশ্যতি ভাববন্তি চ ভূতানীত্যস্যার্থঃ "সম্মতঃ সতামি"তি শ্রীমৎসনাতন-

গোস্বামিচরণানাং কারিকা প্রসিদ্ধা। অত্র পশ্যেদিতি তথা দর্শনযোগ্যতৈব বিবক্ষিতা। ন তু তথা দর্শনস্য সার্ব্বকালিকতা। তথাত্বে নারদব্যাসশুকাদাবপ্য-ব্যাপ্তিঃ স্যান্নহি তে সর্ব্বদৈব সর্ব্বত্র ভগবন্তং পশ্যন্তি, কিন্তু তদ্দিদৃক্ষাধিক্য এব। অতস্তদ্দর্শনৌৎকণ্ঠ্যমত্যধিকং যদা বর্দ্ধেত তদৈব কামুকাঃ কামিনীময়মিতি ন্যায়েন সর্ব্বজগদেব ভগবন্ময়ং পশ্যেৎ। তথৈব আত্মবন্মন্যতে জগদিতি ন্যায়েন সর্ব্বভূতান্যেব প্রেমোৎকণ্ঠ্যব্যাকুলান্যেব পশ্যে-দিতি জ্ঞেয়ম্। অত্র দৃশের্জ্ঞানার্থত্বে ব্যাখ্যাতে ভগবতঃ সর্ব্বভূতাধেয়ত্বাধারত্বজ্ঞানবতঃ শাস্ত্রজ্ঞমাত্রস্যৈব ভাগবতোত্তমত্বং স্যাদিতি তন্ন ব্যাখ্যাতম্।।৪৫।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— নিজের উপাস্য যে ভগবান্ তাহার ভাব অর্থাৎ বিদ্যমানতা সর্ব্বপ্রাণীতে যিনি দেখেন। যেমন হিরণ্যকশিপু প্রহ্লাদকে—জিজ্ঞাসা করিলেন তোমার হরি কোথায়? প্রহ্লাদ বলিলেন—সর্ব্বত্রই, ইহা বলিয়া 'স্তম্ভ মধ্যেও আমার প্রভু দেখা যাইতেছে' ইহাতে নিজ উপাস্য ভগবানকে দেখিয়াছিলেন। সেইরূপ আত্মীয় অর্থাৎ আত্মার উপাস্য ভগবানেও সর্ব্ব প্রাণীকে দেখেন। যেমন শ্রীযশোদা কৃষ্ণের উদরমধ্যে সমস্তপ্রাণীকে দেখিয়াছিলেন।

অথবা আত্মা অর্থাৎ নিজ মনমধ্যে স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত যে ভগবান তাহার মধ্যেই ভগবৎ বিষয়কে প্রেমবান প্রাণীগণকে যিনি দেখেন। যেমন 'বনলতা তরু সকল আত্মাতে শ্রীকৃষ্ণকে যে প্রকাশ করিয়া পুষ্পফলভরে নত হইয়াছে, শ্রীকৃষ্ণের বংশী ধ্বনীকালে নদীসমূহ তাহা শ্রবণ করিয়া' ইত্যাদি ব্রজদেবীগণ বলিয়াছেন। সেইরূপ দ্বারকার পট্টমহিষীগণ বলিয়াছেন—হে কুররি পক্ষী! তুমি এই গভীর রাত্রে প্রাণনাথকে হারাইয়া আমাদের ন্যায় বিলাপ করিতেছ? হে পর্ব্বত! তুমি স্তনের উপর পৃথিবী ধারণ করিবার জন্য চিন্তা করিতেছ ইত্যাদি। অতএব নিজের যে ভগবানের প্রতিভাব ঐভাব সর্ব্বপ্রাণীতে দর্শন করেন ও ভাবেন। আবার প্রাণীগণকে ভগবানে চিন্তা করেন— এই ভগবদ্ভাবের অর্থ 'সম্মতঃ সতাং' এইভাবে শ্রীসনাতন গোস্বামিচরণের কারিকা প্রসিদ্ধ। এই শ্লোকে 'পশ্যেৎ' এই ক্রিয়াপদ দ্বারা ঐরূপ দর্শন যোগ্যতাই বলিবার ইচ্ছা, কিন্তু ঐরূপ দর্শন সর্ব্বকালে সম্ভব নয়। যদি তাহাই হইত তবে নারদ ব্যাসশুকাদিতেও অব্যাপ্তি হয়। তাহারা সর্ব্বদাই সর্ব্বত্র ভগবানকে দেখেন নাই, কিন্তু ভগবৎ দর্শন আকাঙ্ক্ষার অধিক পরিমাণে বৃদ্ধি পাইলেই তখন দর্শন করিতেন। অতএব দর্শন উৎকণ্ঠা অত্যধিক ভাবে যখন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, তখনই কামুকগণ এই জগৎকে কামিনীময় দেখে, সেইরূপ ভক্তগণের দর্শন উৎকণ্ঠা অত্যধিক বৃদ্ধি হইলেই জগৎকে ভগবন্ময় দেখিয়া থাকেন। সেইরূপ 'নিজের মত জগৎকে দেখে' এই ন্যায়দ্বারা সর্ব্বভূতেই নিজ প্রেম উৎকণ্ঠা ও ব্যাকুলতা ভক্তগণ দর্শন করেন ইহাই জানিতে হইবে। এইস্থলে দৃশ্‌ধাতুর 'জ্ঞান' অর্থরূপে ব্যাখ্যা করিলে ভগবানের সর্ব্বভূত আধার ও আধেয়তা জ্ঞানীর শাস্ত্রজ্ঞমাত্রেরই 'উত্তম ভাগবত' লক্ষণটি আসিয়া যায়—ঐরূপ ব্যাখ্যা হইবে না।।৪৫।।

বিবৃতি— ভগবদ্ভক্তের আধিকারিক উত্তমত্ব-বিচারে মহাভাগবতের লক্ষণ বলিতে গিয়া ভক্তিদর্শনের সর্ব্বোত্তমতা বর্ণন করিতেছেন। যে ভক্তের দর্শনে সকল প্রাণীই ভগবানের সেবোপকরণরূপে প্রতীত হয়, অদ্বয়-জ্ঞান হইতে ভিন্ন প্রতীত হয় না, তাঁহারই ভাবব্যঞ্জক অনুকূলতা প্রদর্শনের প্রতীতি হয় এবং পৃথগ্‌ভাবে জীব-ভোগ্য পদার্থ-বিশেষের ধারণা হয় না। ভক্তির প্রতি-কূল আশ্রয়বিবেকের ধারণা যাঁহার নাই, জ্ঞেয়-অধিষ্ঠানে যে সেবক অনুকূল ধারণা করেন, ভগবদিতর-বস্তুর প্রতিকূল-ভাব যিনি কোথায়ও দর্শন করেন না, সকল বস্তুই একাধারে অন্বয়ব্যতিরেকভাবে অবস্থিত হইয়া ভগবৎ-সেবার সাহচর্য্য করিতেছে, এরূপ ধারণা করেন, তিনিই উত্তমভাগবত।

যাঁহারা ভোগ্য বা দৃশ্য জ্ঞানে দর্শকসূত্রে ত্রিগুণতাড়িত হইয়া ভাল-মন্দের বিচার করেন, নিজের দ্বিতীয়াভিনিবেশপ্রযুক্ত বাস্তববস্তু হইতে পৃথগ্‌বুদ্ধিতে স্থূলবস্তুসমূহ ও ভাবসমূহ ধারণা করেন এবং ভগবৎসম্বন্ধরহিত বিচার

করিয়া নিজেদের সঙ্কীর্ণদর্শনের বিষয়মাত্রবোধে আত্মম্ভরিতা প্রদর্শন করেন, তাঁহাদের কু-দর্শনের সহিত মহাভাগবতের সুদর্শন এক বা সমান নহে।

যাঁহাদের অনুকূলতার পরিমাণ পূর্ণতা লাভ করে নাই, প্রতিকূল-ব্যাপারের প্রতীতির সহিত যাঁহারা অসহযোগসম্পন্ন, তাঁহারাই ক্রমশঃ পরম উন্নত হইয়া মহাভাগবতের পদবী লাভ করেন। যাঁহারা ভক্তাভক্তবিচার-দর্শনহীন বলিয়া ভক্ত-পূজা-রহিত হইয়া ভগবৎ-পূজাকালে ভক্তের প্রতি ঔদাসীন্য প্রকাশ করেন এবং যাঁহাদের প্রাকৃত অধিকারে অধোক্ষজের পূজার মধ্যে অধোক্ষজ-সেবকের আনুগত্যের পরিমাণ অল্প, তাঁহারা অধিকারের উন্নতিক্রমে ভগবান্ ও ভক্তের সেবা করিতে করিতে পরোপকার-রত হইয়া সৌভাগ্যবন্ত জনগণকে সঙ্গদ্বারা মঙ্গলবিধান করেন। তাঁহারা সর্ব্বদা কপট ভগবদ্বিমুখ জনগণের দুঃসঙ্গ-পরিহার কামনা করেন। তাদৃশ মধ্যমাধিকারের পূর্ণতাভিমুখে অভিযান-কালে উত্তমাধিকারের বিচার উপস্থিত হয়।

কনিষ্ঠাধিকারের গুরুত্ব কেবল জ্ঞাননিষ্ঠ জনগণের নিকট প্রতিভাত। কর্ম্মনিষ্ঠাধিকারের সাফল্য জ্ঞাননিষ্ঠাই ত্যক্তকুকর্ম্মাধিকার জীবকে সৎকর্ম্মাধিকারে প্রবৃত্ত করায় এবং সৎকর্ম্মাধিকারী জীবের কৃষ্ণেতর-বিষয়-বৈরাগ্য উৎপাদন করিয়া জ্ঞাননিষ্ঠ করায়। জ্ঞাননিষ্ঠের ভজনোন্মুখতা তাহাকে কনিষ্ঠাধিকারীর চরণে প্রপত্তি করায়। কনিষ্ঠাধিকার উন্নত হইলে মধ্যমাধিকারের বিচার-প্রণালীর শিক্ষক তাঁহাকে স্বশ্রেণীভুক্ত করেন এবং সেই শ্রেণীতে পারদর্শিতা হইলে মহাভাগবত-গুরুর সেবন-প্রভাবে সেই মহাভাগবতের বিচার তাঁহার শুদ্ধচিত্তকে ক্রমশঃ অধিকার করে। তখন তিনি পারমহংস্য মহাভাগবতাধিকারে প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় তাঁহার প্রত্যেক আচরণ, বিচরণ ও প্রচারণে একান্তভাবে কৃষ্ণানুশীলন হইয়া থাকে। তখন আবরণী ও বিক্ষেপাত্মিকা বৃত্তি তাঁহার নিকট হইতে নিরস্ত হয়। তখন তিনি শ্রীরূপের উপদেশ-প্রদত্ত—

'শুশ্রূষয়া ভজনবিজ্ঞমনন্যমন্যনিন্দাদিশূন্যহৃদমীপ্সিতসঙ্গলব্ধ্যা'—বিচারে প্রতিষ্ঠিত হন।

মহাভাগবতের এইরূপ অলৌকিকী শক্তি যে, তিনি ভক্তপ্রসাদজ কৃপাশক্তিবিতরণে মধ্যমাধিকারীর নিজানুগ-জনগণকে উন্নত করেন এবং কনিষ্ঠাধিকারীকে মধ্যমাধিকারে যোগ্যতা প্রদান করেন। মহাভাগবত ভগবান্ ও ভক্তবিদ্বেষী জনগণের প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হইবার পরিবর্ত্তে মৌনাবলম্বন করেন এবং মধ্যমাধিকারী ও কনিষ্ঠাধিকারীর দ্বারা বহির্ম্মুখজীবগণের চিত্তবৃত্তি শোধন করিবার সুযোগ প্রদান করেন। যাহারা ভক্তিরাজ্যের কনিষ্ঠাধিকারের মহিমা বুঝিতে অসমর্থ, মধ্যমাধিকারের অধিকতর কল্যাণজনক ভাবের স্তাবক নহে, তাহারা উত্তমাধিকার আদৌ বুঝিতে না পারিয়া মায়াবাদী হইয়া কংস, অঘ, বক ও পূতনাদির আনুগত্যক্রমে শ্রীহরিকর্ত্তৃক নিহত হয় এবং ভোগিকুল নিজ-নিজ অপস্বার্থ-প্রভাবে ভগবৎসেবা-বিমুখ থাকিয়া নিজ অমঙ্গল বরণ করে। তাহাদের ভজনৌৎসুক্য দেখা যায় না।

উত্তমভাগবত অনর্থমুক্ত হইয়া স্বীয় ভোগ্যানুসন্ধান-রহিত হন। সেইকালে নির্ম্মুক্তাভিলাষ হইয়া তিনি ভগবানের নাম, রূপ, গুণ, পরিকরবৈশিষ্ট্য ও লীলায় প্রবেশাধিকার লাভ করিয়া প্রপঞ্চস্থিত মায়িক আবরণ ও বিক্ষেপদশা অতিক্রম করিয়া নিজ স্থায়িভাব রতির বিক্রম স্তব্ধ করিতে না পারায় চিদচিৎ সমস্ত বস্তুতেই নিজাভীষ্ট ভগবৎপ্রকট্য-দর্শন অনুভব করিয়া থাকেন। তখন তাঁহার বহির্দ্দর্শনে সাধারণোচিত ভূতবুদ্ধি অপসারিত হইয়া আত্মবিকাশ হইতে থাকে। তাঁহার সেব্য-বস্তুটি চিদুপকরণের আধারে সমাগত—এরূপ বোধ হয়। নিত্য বিষয়াশ্রয়ের ভাবসমূহ তাঁহার চিত্তকে প্লাবিত করিতে থাকে এবং বন, লতা ও তরুতে ভোগ্যবুদ্ধি দূরীভূত হইয়া তমালাদি বৃক্ষে ভগবদ্দর্শন হয়। নিত্য-সেবকের স্বীয় সিদ্ধভাবের উদ্গমে ভগবৎপ্রেমা বহির্দ্দর্শনে দৃষ্ট চিদচিদ্-বিচারকে প্লাবিত করিয়া তাঁহাকে সর্ব্বক্ষণ আপ্লুত করায়।

মায়াবাদী স্বগত-সজাতীয়-বিজাতীয়-ভেদ-রহিত

ব্রহ্মজ্ঞানের বিচারে আক্রান্ত হইয়া "নদ্যস্তদা তদুপধার্য্য" শ্লোকের তাৎপর্য্য ও 'কুররি বিলপসি ত্বম্' শ্লোকের মর্ম্ম অনুধাবন করিতে না পারিয়া চিদ্বিলাস-বিচার হইতে পৃথগ্‌বুদ্ধি করেন। ব্রহ্মজ্ঞানে ভগবান্ ও ভক্তের নিত্য-বৈচিত্র্য অবস্থান করায় ব্রহ্মজ্ঞান নৈর্ব্বিশিষ্ট্য হেয় ও অবর-বিচারেই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। জড়সাকার-নিরাকার আদি পার্থিব-জ্ঞান, জড়-সত্তা ও জড়াসত্তাদি অবকাশ অতিক্রম করিয়া অবস্থিত হওয়ায় প্রীতিপরাকাষ্ঠার সহিত নির্ভেদ ব্রহ্মানুসন্ধানের নিত্যবিরোধ বিবেচনা করিতে হইবে। যাহাদের ভগবজ্‌জ্ঞান নাই, তাহারা হৈতুকী ও ব্যবধানযুক্তা বিদ্ধভক্তিকে লক্ষ্য করিয়া উহার আদর করিতে পারে। উহা তাহাদের মন্দভাগ্যেরই পরিচয়মাত্র। ভগবানে প্রণয়াধিক্যবশতঃ সর্ব্বত্র নিজাভীষ্ট দর্শন মহাভাগবতেই সম্ভব। কামুকসকল যেরূপ সর্ব্বত্র কামি-নীর অঙ্গাঙ্গি-দর্শনবিচারে তন্ময়তা লাভ করে, তদ্রূপ সর্ব্বত্র চিন্ময়ী ভগবৎসেবার ধারণাতেও উত্তমভক্তের নিদর্শন পাওয়া যায়। মায়াবাদীর বিচারে প্রাকৃতবুদ্ধি ও বিবেক-বিচারের গতি লক্ষিত হয়, কিন্তু ভাগবতোত্তমের অধিকারে তদ্রূপ বিবর্ত্তের অবকাশ নাই। যেখানে সেবোপকরণ-দর্শন, সেখানে সেব্যসেবক-বিচার হইতে বিচ্যুতভাবের দর্শন নাই; যেহেতু উহাতে পূর্ণতা তিরোহিত হয় নাই। সুতরাং চিদ্বিলাসময়ী লীলার দর্শনে বিসদৃশতা আরোপিত হইতে পারে না। এইজন্য ঠাকুর শ্রীমদ্ভক্তি-বিনোদ বলিয়াছেন,—" যে দিন গৃহে ভজন দেখি, গৃহেতে গোলোক ভায়"।।৪৫।।

ঈশ্বরে তদাধীনেষু বালিশেষু দ্বিষৎসু চ।
প্রেমমৈত্রীকৃপোপেক্ষা যঃ করোতি স মধ্যমঃ।।৪৬

অন্বয়ঃ— যঃ ঈশ্বরে (ভগবতি) তদধীনেষু (ভগবদ্ভক্তেষু), বালিশেষু (অজ্ঞেষু), দ্বিষৎসু (ভগবদ্ভক্ত-দ্বেষিষু) চ (ক্রমাৎ) প্রেমমৈত্রীকৃপোপেক্ষাঃ (ঈশ্বরে প্রেম, ভক্তেষু মৈত্রীং বালিশেষু কৃপাং বিদ্বেষিষু উপেক্ষাঞ্চ) করোতি স মধ্যমঃ (মধ্যমভাগবতো ভবতি) ।।৪৬।।

অনুবাদ— যিনি ঈশ্বরে প্রেম, ভগবদ্ভক্তে মৈত্রী, অজ্ঞজনে কৃপা এবং ভগবদ্‌বিদ্বেষীজনে উপেক্ষাভাব অবলম্বন করেন, তিনি মধ্যমভাগবতরূপে গণ্য হইয়া থাকেন।।৪৬।।

বিশ্বনাথ—ঈশ্বরে স্বোপাস্যে ভগবতি প্রেম করোতি তস্মিন্নাসক্তো ভবতীত্যর্থঃ। তদধীনেষু স অধীনো যেষাং তেষু ভক্তেষু মৈত্রীং বন্ধুভাবম্। বালিশেষু তদ্ভক্তিমজানৎসু কৃপামিতি ভরতব্যাসশুকাদীনামপি কৃপায়াঃ সার্ব্বত্রি-কত্বাদর্শনাৎ যেষু বালিশেষু কৃপা স্বয়মুদেতি তেষ্বিতি ব্যাখ্যেয়ম্। "গিরয়ো মুমুচুস্তোয়ং ক্বচিন্ন মুমুচুঃ শিবম্" ইতি গিরিদৃষ্টান্তাৎ। ভগবন্তং দ্বিষৎসু উপেক্ষাং তত্র কৃপায়া বৈফল্যদর্শনাদিতি ভাবঃ। আত্মানং দ্বিষৎসু তু বালিশত্বমননাৎ দূরতঃ স্থিত্যৈব তচ্ছুভানুধ্যানমাত্রমিতি সদাচারঃ। অত্র সর্ব্বভূতেষু ভগবদ্দর্শন-যোগ্যতা যস্য কদাচিদপি ন দৃষ্টা তস্যৈবৈতল্লক্ষণচতুষ্টয়বত্ত্বে মধ্যমত্বম্। যস্য তু সা দৃষ্টা তস্য তূত্তমত্বমেবেতি বিবেচনীয়ম্, অতএব ভাগবতোত্তমেষু নারদাদিষ্বপি প্রেম-মৈত্রী কৃপোপেক্ষা দৃশ্যন্তে এব।।৪৬।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— ঈশ্বরে অর্থাৎ নিজ উপাস্য ভগবানে প্রেম করেন—তাঁহাতে আসক্ত হন। ভগবান যাঁহার অধীন ঐরূপ ভক্তগণে-বন্ধুভাব। বালিশদ্ ভগবদ্ভক্তি অজানা ব্যক্তির প্রতি কৃপা। ভরত ব্যাস শুকদেবাদিরও কৃপা সর্ব্বত্র দেখা যায় না। যে সকল অজ্ঞব্যক্তির প্রতি কৃপা স্বয়ং উদিত হয়, তাহাদিগের প্রতি শুকদেবাদির কৃপা। পর্ব্বতগণ জল ত্যাগ করেন— কোথাও জল ত্যাগ করেন না— এই পর্বত দৃষ্টান্তেই জানিতে হইবে। ভগবানে বিদ্বেষকারীর প্রতি উপেক্ষা, সেখানে কৃপা করিলে ফল দেখা যায় না। নিজের প্রতি বিদ্বেষকারীতে কিন্তু মূঢ় মনে করিয়া দূরে থাকিয়াই তাহার শুভচিন্তামাত্র করা সদাচার। এস্থলে সর্ব্বভূতে ভগবৎদর্শন যোগ্যতা যাহার কখনও দেখা যায় না সেই ব্যক্তিতে এই চারটী লক্ষণ থাকিলে মধ্যম ভাগবত জানিতে হইবে। কিন্তু যাহাতে ভগবদ্দর্শন যোগ্যতা দেখা যায়, তাহাকে উত্তম

ভাগবত বিবেচনা করা উচিৎ। অতএব উত্তম ভাগবত শ্রীনারদাদিতেও প্রেম মৈত্রী কৃপা উপেক্ষা দেখা যায়ই।।৪৬

বিবৃতি— ভগবানের তটস্থা-শক্তি-পরিণত জীবগণ বদ্ধাবস্থায় আনন্দরহিত হওয়ায় ভগবৎসেবা-কার্য্যে প্রীতিরহিত ভগবৎসেবকে বন্ধুত্ববর্জ্জিত, সেবা-নিরপেক্ষের প্রতি কৃপা-হীন এবং সেবা-বিমুখ ভোগী অহঙ্কারী জনগণের মুখাপেক্ষাযুক্ত। প্রেমধনে বঞ্চিত হওয়ায় সান্দ্রানন্দবিশেষাত্ম প্রেমে তাহাদের অন্তঃকরণ সম্যক্ মসৃণিত নহে এবং তাহারা ভগবদ্বিগ্রহে মমতার লেশমাত্র পরিপোষণ করে না। ভগবৎসেবা-প্রেমান্বিত জনগণে শুশ্রূষা-রহিত হইয়া এবং ঈশসেবক জনগণের আনুগত্য না করিয়া কিঞ্চিৎ ভগবৎসেবোন্মুখ জনগণে আদরাভাবে সেবোন্মুখ সমাজের প্রতি বন্ধুত্ব-বর্জ্জিত। দয়ার স্বরূপজ্ঞানাভাবে নিষ্ঠুর হইয়া জীবের ভগবদ্বৈমুখ্যের সহায়তা করিতে সর্ব্বদা উন্মুখ এবং ভগবদ্‌বিমুখ আশ্রয়বিহীন জনগণের উপর প্রভুত্ব করিবার জন্য উদ্‌গ্রীব। জীবকে ভগবদুন্মুখ করাই সর্ব্বোত্তম কৃপা। বিমুখজীবের দ্বারা অভিভূত না হইয়া তৎপ্রতি ঔদাসীন্য প্রকাশও তাহার প্রতি সদয়চিত্তবৃত্তিরই পরিচয়মাত্র। বিমুখের সহিত সেবোন্মুখের মিত্রতা করিতে গিয়া যে সমদর্শন, উহা ভগবজ্জনে মিত্রতার বিমুখতামাত্র।

সাধনরাজ্যের পূর্ণাধিকার-প্রাপ্তির পূর্ব্বাবস্থায় দুঃসঙ্গবর্জ্জনের ও সৎসঙ্গগ্রহণের অনুপলব্ধি থাকিলে জীব কনিষ্ঠাধিকারে অবস্থিত হন। তখন তাঁহার ঈশ্বরসেবায় কিঞ্চিৎ অধিকার হইলেও ভগবৎপরিকরবৈশিষ্ট্যে এবং পরিকরবৈশিষ্ট্যের তারতম্য-নির্দ্দেশে মিত্রতার তারতম্য উপলব্ধির বিষয় হয় না। সেইকালে তিনি ভগবদুন্মুখ, ভগবৎসেবা-নিরপেক্ষ ভগবদ্‌বিদ্বেষীকে সমপর্য্যায়ে দৃষ্টি করেন বলিয়া তাঁহার ভক্তিরাজ্যে প্রবেশাধিকার হয় নাই, জানিতে হইবে। যেকালে ভক্তাভক্তবিবেক উদিত না হয়, তৎকালে জীব সেবোন্মুখতার অনুমোদন করিলেও তাঁহার ভক্তিরাজ্যে অগ্রসর হইবার অধিকার হয় নাই, জানিতে হইবে। বিদ্বেষীর সঙ্গ সাধনকালে পরিত্যাগ না করিলে দুঃসঙ্গের প্রতারণা জীবকে অধঃপাতিত করিয়া ভগবৎসেবাবিমুখ করায়। সেবনের সুষ্ঠুতা ও স্বরূপজ্ঞানের উপলব্ধিজন্য সেবা-বিমুখজনের অর্থাৎ মায়াবাদী, সফলকামী, ভোগী, কর্ম্মী ও জ্ঞানীর বিচার হইতে পৃথক্ থাকিবার উদ্দেশে মায়াবাদী, কুতার্কিক ও কর্ম্মনিষ্ঠগণের বিচারের বহুমানন হইতে আত্মসংরক্ষণ আবশ্যক। যেরূপ দুর্ব্বল ব্যক্তির মৃত্যুঞ্জয়ত্ব ধর্ম্মে পূর্ণাধিকার না হওয়ায় বিপন্ন হইবার সম্ভাবনা থাকে, তদ্রূপ অসৎসঙ্গ বর্জ্জন করিয়া সাধনের উন্নতিক্রমে অধিকারের উৎকর্ষের প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখিতে হয়। যখন তিনি সুষ্ঠুভাবে স্বীয় যোগ্যতা লাভ করেন, তখন প্রতিকূলসঙ্গ তাঁহার মৃত্যুঞ্জয়ত্বধর্ম্মের ব্যাঘাত করিতে পারে না। তাই বলিয়া কনিষ্ঠাধিকারীর অমঙ্গলবরণ-কার্য্যকে কখনই উত্তমাধিকার বলা যাইবে না। অথবা মায়াবাদী, কুতার্কিক ও কর্ম্মনিষ্ঠগণের মধ্যমাধিকারকে গর্হণ করিয়া সাধারণ সমঞ্জসতার পক্ষ গ্রহণ করা কখনই আদরণীয় নহে। অনধিকারী যেকালে সমন্বয়বাদ প্রচারকল্পে যথেচ্ছাচারিতার প্রশ্রয় দেন এবং অবৈধভাবে স্তাবকসংগ্রহের জন্য ভগবদ্ভক্তের অধিকারের প্রতি আক্রমণ করিয়া তাহাদিগকে অনুদার বলিবার ধৃষ্টতা প্রদর্শন করেন, সেইকালে অহঙ্কার-বিমূঢ়াত্ম হইয়া জীবের কেবল-কর্ম্মাধিকারের বা ফলভোগাধিকারের তাণ্ডবনৃত্য পরিলক্ষিত হয়। কনিষ্ঠাধিকার লাভ করিয়া ভগবদ্ভক্ত সাধনের পথে অগ্রগামী হইলে তাঁহার নিকট চারিপ্রকার বস্তুর বিলাস অন্বয় ও ব্যতিরেকভাবে উপস্থিত হয়। তদ্ তদ্ বিলাসের ঔপকরণিক সেবনযোগ্যতা লাভ করিতে হইলে ভগবানের প্রীতিসংগ্রহে তৎপর হওয়া আবশ্যক। ভগবৎসেবা-রত জনগণের প্রতি শুশ্রূষামুখে গাঢ় বন্ধুত্ব, প্রণতিমুখে আনুগত্যাত্মক বন্ধুত্ব, অপরাধক্ষয়-কামী কনিষ্ঠাধিকারীকে নামভজনে উৎসাহপ্রদান এবং ভগবদ্ভক্তিবিরোধী জড়প্রমত্ত অহঙ্কারী জনগণের সঙ্গবর্জ্জন মধ্যমাধিকারের লক্ষণরূপে প্রকাশিত হয়। নিষ্কপট অনভিজ্ঞগণের মঙ্গললাভ অবশ্যম্ভাবী জানিয়া তাহাদের

সেবোন্মুখতার রুচিপ্রদর্শন-কল্পে সাহায্য করাই মধ্যমাধিকারের লক্ষণ। মহাভাগবতের দক্ষিণহস্তরূপে ভুজপ্রসারণ করিয়া পরোপকার-ব্রত গ্রহণপূর্ব্বক কৃষ্ণপ্রেমপ্রদান-কার্য্যের সহায়তা করাই বালিশের প্রতি কৃপার মুখ্যলক্ষণ, কৃপার তটস্থলক্ষণে সেবানুকূল্যের মহিমাপ্রচারই লক্ষিত হয়। অনভিজ্ঞ ফলভোগী কর্ম্মী যে কৃপার আদর্শ বিচার করিয়া থাকেন, তাহাতে যে তাৎকালিক ইন্দ্রিয়তর্পণের সুযোগ আছে, সেই সুযোগে ইন্ধন প্রদান করা কপট কৃপার উদাহরণমাত্র। যদি প্রকৃত কৃপা জীবকে সংসারবন্ধন হইতে উন্মুক্ত না করিতে পারে এবং ভোগিপর্য্যায় রাখিবার যত্ন করে, তাহা হইলে সেরূপ দয়ার আদর্শ প্রতারণা-মাত্রেই পর্য্যবসিত হয় অর্থাৎ 'ভোগা দেওয়া' হয়, 'দয়া' করা হয় না। বৈষ্ণবলেখকগণ ইহাকে 'অমায়ায় দয়া' বলেন না। 'উপেক্ষা' মন্দভাগ্যেরই প্রাপ্য পুরস্কার। তাহাতে উভয়পক্ষেরই অপ্রীতিকর বৈরিতা স্তব্ধ হয়। ভগবানে এবং ভগবদ্ভক্তে যেস্থলে বিদ্বেষ দেখা যায়, সেস্থলে সমর্থপক্ষে জিহ্বা-চ্ছেদনবিধি কৃপার অন্তর্গত হইলেও তাহাকে উপেক্ষা করিয়া তাহার সঞ্চিত কুফল-লাভে অমঙ্গল বরণ করিতে দেওয়াই সঙ্গত। অভক্ত-জনের ভক্তিরাহিত্য-বর্ণনে জীবের মঙ্গলপথে বিচরণ-প্রদর্শন-কল্পে উপকার করা হয়। কিন্তু সেই বদ্ধজীব যদি উহাকে উপকার বুঝিতে না পারিয়া অভক্তের প্রতি উদাসীন থাকাকে মধ্যমাধিকারী শিক্ষকের অবিচার ভাবিয়া তাঁহার প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শনপূর্ব্বক তাঁহাকে পর-নিন্দাকারীজ্ঞানে আত্মবঞ্চনা করে, তাহা হইলে তাদৃশ কপটের কাপট্যই দিন দিন বৃদ্ধি পাইবে। ভগবদ্ভক্তের কৃপা বুঝিতে না পারিয়া ভগবদ্ভক্তের নিকট উপেক্ষিত হইবে মাত্র।

শ্রীচৈতন্যবিমুখতা ও শ্রীচৈতন্যদাস বৈষ্ণবগণের প্রতি অসম্মান করিতে গিয়া যদি কেহ ভক্তিসিদ্ধান্তের বাণীসমূহকে স্বীয় ভজনের ব্যাঘাত মনে করেন, তাহা হইলে তাঁহার কৃষ্ণে সুদৃঢ় মানসের সম্ভাবনা থাকিবে না। তিনি ক্রমশঃ ভক্তিপথ হইতে চ্যুত হইয়া দ্বিতীয়াভিনিবেশকেই কৃষ্ণভজনজ্ঞানে নিজের অমঙ্গল বরণ করিবেন। অশ্রদ্দধানে হরিনাম দান বা 'ভক্ত' বলিয়া ভ্রান্তোপলব্ধি কখনই জীবকে নামভজনে উন্নত করিতে পারিবে না। বালিশজন আপনাকে মহাভাগবত-জ্ঞানে যে বৈষ্ণব-গুরুর দ্রোহিতা আচরণ করেন, তাহা তাঁহার কৃপালাভের অন্তরায় মাত্র। ক্রমশঃ এইপ্রকার অহঙ্কার বিমূঢ় ভক্তাভিমানী শুদ্ধভক্তের মধ্যমাধিকারের বিচার-মতে উপেক্ষণীয় হইয়া পড়ে এবং ভক্তপ্রসাদজ কৃপা-বঞ্চিত হইয়া নামাপরাধ করিতে করিতে অসাধু হইয়া পড়ে। শুদ্ধভক্তগণ এজন্যই বিদ্ধভক্তাভিমানিগণকে সর্ব্বতোভাবে উপেক্ষা করিয়া থাকেন। এতাদৃশী উপেক্ষাই তাঁহাদের দয়ার প্রকৃষ্ট পরিচয়। মধ্যমাধিকারে অর্চ্চনের সুষ্ঠুতা সমৃদ্ধ হইয়া ভজনে পরিণত হয়। অর্চ্চন ও ভজনের মধ্যে পার্থক্য এই যে, প্রথমটি মর্য্যাদা-পথের অনুষ্ঠান ও অপরটি নামাশ্রয়ে মর্য্যাদা-পথের বহির্বিচারে শৈথিল্যজ্ঞাপক হইলেও সর্ব্বতোভাবে ভগবৎসেবন-চেষ্টা।।৪৬।।

অর্চ্চায়ামেব হরয়ে পূজাং যঃ শ্রদ্ধয়েহতে।
ন তদ্ভক্তেষু চান্যেষু স ভক্তঃ প্রাকৃত স্মৃতঃ।।৪৭

অন্বয়ঃ— যঃ হরয়ে (হরিং প্রীণয়িতুম্) অর্চ্চায়াম্ এব (প্রতিমায়াং) শ্রদ্ধয়া পূজাম্ ঈহতে (করোতি) তদ্ভক্তেষু অন্যেষু চ (পূজাং) ন (ঈহতে) সঃ প্রাকৃতঃ (নিম্নাধিকারী) স্মৃতঃ।।৪৭।।

অনুবাদ— যিনি শ্রীহরির প্রীতিকামনায় কেবলমাত্র অর্চ্চাবিগ্রহেই শ্রদ্ধাপূর্ব্বক তাঁহার পূজা করিয়া থাকেন, পরন্তু তদীয় ভক্ত কিম্বা অন্য কাহারও পূজা করেন না, তিনি নিম্নাধিকারী বলিয়া কথিত হইয়া থাকেন।।৪৭।।

বিশ্বনাথ— অর্চ্চায়াং প্রতিমায়াং হরয়ে হরিং প্রীণয়িতুং ন তদ্ভক্তেষ্বপি অন্যেষু চ, সুতরাং ন করোতি। প্রাকৃতঃ প্রকৃতি- প্রারম্ভঃ অধুনৈব প্রারব্ধভক্তিঃ, শনৈরুত্তমা ভবিষ্যতীত্যর্থ ইতি শ্রীস্বামিচরণাঃ। তদেবং ত্রিভির্যদ্ধর্ম্মো যাদৃশ ইতি প্রশ্নয়োরুত্তরমুক্তম্।।৪৭।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— অর্চ্চা অর্থাৎ প্রতিমাতে শ্রীহরিকে প্রীতি করিবার জন্য কেবল শ্রদ্ধায় পূজা করেন। শ্রীহরির ভক্তগণে বা অন্যে তাদৃশ আদর করেন না। তাহাকে প্রাকৃত ভক্ত অর্থাৎ এখনই ভক্তি আরম্ভ করিয়াছেন, ধীরে ধীরে উত্তম হইবেন—ইহা শ্রীস্বামিপাদ জানাইয়াছেন। এইভাবে তিনটি পদ্যদ্বারা যদ্ধর্ম ও যাদৃশ এই দুইটি নিমি রাজার প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হইল।।৪৭।।

মধ্ব—

পূর্ণত্বাদাত্মশব্দোক্তঃ কশ্চিৎ সর্ব্বনরোত্তমঃ।
সোঽপি নারায়ণো নান্যঃ স চ সর্ব্বেষু সংস্থিতঃ।।
তদ্বশা ইতরে সর্ব্বে শ্রীব্রহ্মেশপুরঃসরাঃ।
স এব তু স্বভক্তেষু স্থিত্বানুগ্রহকারকঃ।।
অজ্ঞেষ্বজ্ঞা ন যস্তা চ দ্বিষৎসু দ্বেষকারকঃ।
তৎপ্রেরিতাস্তদন্যেষু প্রিয়দ্বেষাদিকারিণঃ।।
অতস্তৎপ্রেরণাদেব প্রেমাদ্যা মম জজ্ঞিরে।
ইতি পশ্যতি যো বুদ্ধ্যা স তু ভাগবতোত্তমঃ।।
সর্ব্বাধিকং পৃথগ্বিষ্ণুং ক্ষীরসাগরবাসিনম্।
জ্ঞাত্বা তত্র প্রেমযুক্তস্তদ্ভক্তেষু চ মৈত্রযুক্।।
কৃপাবাংশ্চ তদজ্ঞেষু তদ্দ্বেষিণামুপেক্ষকঃ।
তদ্বশত্বং ন জানাতি সর্ব্বস্য জগতোঽপি তু।
তমাহুর্মধ্যমং ভক্তমর্চ্চায়ামেব সংস্থিতম্।।
বিষ্ণুং জ্ঞাত্বা তদন্যত্র নৈব জানাতি যঃ পুমান্।
তারতম্যঞ্চ তদ্ভক্তের্ন জানাতি কথঞ্চন।
অবজানংশ্চ তদ্ভক্তানাত্মনো ভক্তিদর্পতঃ।।
উপেক্ষকোঽপি বা তেষু ন স্মরেদথবাপি তান্।
মানুষেষু যথা কশ্চিৎ কিঞ্চিদুচ্চঃ প্রদৃশ্যতে।।
এবমেবোচ্চতাং বিষ্ণোরল্পাং পশ্যতি চান্যতঃ।
তে তু ভক্তাধমাঃ প্রোক্তাঃ স্বর্গাদিফলভাগিনঃ।।
তৈর্বিঘ্নিতা অধো যান্তি তদ্ভক্তানামুপেক্ষকাঃ।
কুর্য্যুর্বিষ্ণাবপি দ্বেষং দেবাদেবাবমানিনঃ।।
পূজিতাং বিষ্ণুভক্তিঞ্চ নাবজ্ঞেয়াস্ততঃ সুরাঃ।
উপেক্ষকেষু দেবানাং ভক্তিনাশং স্বয়ং হরিঃ।।
করোতি তেন বিভ্রষ্টাঃ সংসরন্তি পুনঃ পুনঃ।
অধো বা যান্তি তদ্দ্বেষাৎ পূজ্যাদেবাস্ততঃ সদা।
যস্তাং দ্বেষ্টি স তং দ্বেষ্টি যস্তাদনু সচানুতম্।।
একাত্ম্যমাগতং বিদ্ধি দৈবৈস্তদ্ভক্তিপূরিতৈঃ।
উপেক্ষকস্তু দেবানাং যদৈব নিরয়োপগঃ।।
তদা তু কিমু বক্তব্যং উপেক্ষায়াং জনার্দ্দনে।
বিষ্ণোরুপেক্ষকং সর্ব্বে বিদ্বিষন্ত্যধিকং সুরাঃ।।
পতত্যবশ্যং তমসি হরিণা তৈশ্চ পাতিতঃ।।
ভুঙ্ক্তে স্বর্গফলং নিত্যং নিরয়ং নৈব গচ্ছতি।
বিষ্ণোস্তু মধ্যমো ভক্তো জায়তে মানুষেষু চ।।
অস্মরন্ দেবতা যস্তু ভজতে পুরুষোত্তমম্।
যোগ্যঃ সংস্মরতে দেবা ন যোগ্যো দ্বেষ্টি কেশবম্।
যস্তূত্তমো ভাগবতঃ স মুক্তিং পরমাং ব্রজেৎ।
বিষ্ণুনা সর্ব্বদৈবৈশ্চ মোদতে সহ নিত্যদা।।
ইতি চ।।৪৫-৪৭।।

বিবৃতি— মানসিক বৃত্তিমুখে মধ্যমাধিকারী ও মহাভাগবতের লক্ষণসমূহ পূর্ব্বেই উদাহৃত হইয়াছে। কনিষ্ঠাধিকার কেবল মানস-লক্ষণে পরিচিত নহে। কিরূপ চিহ্নদর্শনে মানববিশেষকে ভাগবত জানা যাইবে এবং তিনি কিরূপ অধিকারে অবস্থিত,— এই প্রশ্নের উত্তরে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অধিকারের ও মধ্যমাধিকারের লক্ষণ পূর্ব্বে বর্ণন করিয়া কনিষ্ঠাধিকারের চিহ্ন-বর্ণনে অর্চ্চনকারীকে কনিষ্ঠাধিকারিত্বে প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে।

অর্চ্চকের অর্চ্চ্য ও মধ্যবর্ত্তি-বৃত্তি অর্চ্চনই প্রধানভাবে লক্ষ্যীতব্য বস্তু। অর্চ্চনাঙ্গের উন্নতিক্রমে তদ্দ্বারা ভজনাঙ্গ-সাধিত হয়। ভজনে অর্চ্চনের প্রাথমিকতা না থাকিলেও উহা গৌরববিচারের বিরোধী নহে। অর্চ্চাবিগ্রহ বাস্তব-বস্তুর অবতার-বিশেষ। পর, ব্যূহ, বিভব, অন্তর্য্যামী ও অর্চ্চা—এই পঞ্চবিধ প্রকাশবিশেষে উপাস্যের নিকট উপাসক সম্মুখীন হইতে পারেন। অর্চ্চার অভ্যন্তরে অন্তর্য্যামী, উহা বৈভবান্তর্গত। ব্যূহ হইতে ভগবানের বৈভবপ্রকাশ। মূলবস্তু পরতত্ত্ব; তাঁহারই অভেদ কায়ব্যূহ ও তাঁহা হইতেই প্রপঞ্চে অবতীর্ণ নৈমিত্তিক অবতারসমূহ, তাঁহারা অর্চ্চাভ্যন্তরে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া

অন্তর্য্যামিত্ব প্রদর্শন করেন। ভগবদ্‌বৈভবসমূহ প্রপঞ্চে কালবিশেষে অবতীর্ণ হন, কিন্তু অন্তর্য্যামী ও অর্চ্চা-বিগ্রহ—সার্ব্বকালিকী সেবকপ্রতীতির অধিগম্য।

জড়ভোগতৎপরতায় আবদ্ধ হওয়া ভগবদ্‌বিমুখের স্বভাব। তিনি সেইকালে ভগবদিতরানুভবের দ্বারা চালিত হইয়া আপনাকে ভোগ্যজগতের ভোক্তৃত্বে বরণ করেন, সুতরাং তাঁহার ইন্দ্রিয়তর্পণের প্রতি অধিক লোলুপতা বৃদ্ধি পাইয়া বহির্জ্জগতের প্রতি শ্রদ্ধা বা বিশ্বাসবর্দ্ধনের চেষ্টা হয়। মধ্যমাধিকারী শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপায় প্রাকৃতবস্তু-বিশেষের অভ্যন্তরে অন্তর্য্যামী, তদভ্যন্তরে বৈভব ও তাহার কারণস্বরূপে ব্যূহ ও পরতত্ত্ব পর্য্যন্ত উপাস্যবিচার উন্নত হইতে থাকে। ভগবানের ভাবসমূহ বৈভবপ্রকাশ, ব্যূহ ও পরতত্ত্বের বৈচিত্র্য এবং অন্তর্য্যামি-সূত্রে অর্চ্চাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া অর্চ্চামুখে জীবের অধি-গম্য বিষয় হন। ভগবৎপ্রতীতির প্রতি লক্ষ্য রাখিতে গিয়া উন্নতার্চ্চক ভজনানন্দিগণের অধিক বৈশিষ্ট্য দর্শন করেন না। সেইকালে তাঁহার প্রকৃত-বিচার অতিক্রম করিতে গিয়া উপাস্যের সর্ব্বতোভাবে প্রচুর পরিমাণে গৌরব-সেবার বিচার উপস্থিত হয়। যেকালে তিনি ভক্তের তারতম্য দর্শন করিবার রুচি লাভ করেন, সেইকালে তাঁহার প্রাকৃত অধিকার উন্নত হইয়া মধ্যমাধিকারে পরিণত হয়।

কনিষ্ঠাধিকার থাকা-কালে ভগবানের পরিকর-বৈশিষ্ট্যের অপ্রাকৃতত্বোপলব্ধির অবকাশ হয় না। প্রকৃতির অন্তর্গত রাজ্যে বাস-কালে মায়াবাদী ও কর্ম্মিসম্প্রদায় প্রাকৃত আধ্যক্ষিকজ্ঞানসম্পন্ন হইয়া পূর্ণপুরুষের সন্ধান না পাওয়ায় তাঁহাদের ন্যূনাধিক প্রকৃতিবাদ বা মায়াবাদেরই অনুসরণ করিতে হয়। মায়াবাদীর প্রাকৃতবিচার ন্যূনাধিক ইন্দ্রিয়জজ্ঞানে অবস্থিত হওয়ায় ভগবদ্‌বৈমুখ্য ও ভক্ত-সেবাবৈমুখ্য তাঁহার অপ্রাকৃত বৈচিত্র্যোপলব্ধির পথ অবরোধ করে। অবরোধ-বিচার প্রাকৃতক্ষেত্রে কার্য্যদক্ষ হইয়া যে একটু ভক্তির সন্ধান করেন, তাহাতেই তাঁহার 'প্রাকৃত ভক্ত' আখ্যা হয়। শত শত জন্ম বাসুদেবের অর্চ্চায় শ্রদ্ধাপূর্ব্বক বহিরুপকরণদ্বারা সেবা করিতে করিতে চিন্ময়নামের ও চিন্ময়মন্ত্রের স্বরূপোপলব্ধিক্রমে প্রাকৃতবিচারের বন্ধন ন্যূনাধিক শ্লথ হইতে থাকে। ভক্তের মানসিক চেষ্টা উপলব্ধি করিয়া স্বীয় অবস্থার উন্নতি করিবার উদ্দেশ্যে কনিষ্ঠাধিকারী প্রবৃত্ত হইলে তাঁহার প্রাকৃত ভাবসমূহ তাঁহাকে পরিত্যাগ করে। তখন ভজনীয় বস্তুতে প্রীতিসেবা, ভগবদ্ভক্তে প্রেমানুগা মিত্রতা, অনভিজ্ঞ মঙ্গলাকাঙ্ক্ষীর প্রতি প্রেমানুগা মিত্রতার ফলে তত্তদ্ধর্ম্মে প্রবেশাধিকার দিবার জন্য অলৌকিক বদান্যতা এবং বিদ্বেষিজনের বিরোধভাবের প্রতি নিরুৎসাহিত করিবার জন্য তাহার সহিত অসহযোগমূলা উপেক্ষা বা সহযোগে বিতৃষ্ণা ও অনুপযোগিতা-প্রদর্শন-মুখে শাসনরূপা হিতা-কাঙ্ক্ষা দেখা যায়। মধ্যমাধিকারে অবস্থিত হইয়া যখন ভজনের পরিপাকাবস্থা দৃষ্ট হয়, তখন বৈভবপ্রকাশ-বিশেষের অন্তর্য্যামিত্ব ও প্রাকৃত জন্মোপযোগী উপলব্ধির আধারবিগ্রহ অর্চ্চাকে ভগবদবতারশ্রেণী-বিচারে বৈভব-প্রকাশের ভাবসমূহে পরিপ্লুত হন। বৈভবপ্রকাশসমূহ ব্যূহান্তর্গত এবং ব্যূহ—পরতত্ত্ব বাসুদেবে অবস্থিত এবং বাসুদেব—পরাৎপরতত্ত্ব স্বয়ংপ্রকাশতত্ত্বে অবস্থিত এবং স্বয়ংপ্রকাশতত্ত্ব—স্বয়ংরূপতত্ত্ব পরমপরাৎপর অদ্বয়জ্ঞান ব্রজেন্দ্রনন্দনে অবস্থিত,—এইসকল কথার উপলব্ধি হয়। চিজ্জগতের অন্বয় সেবোন্মুখতায় প্রপঞ্চে আগত। বহি-র্ম্মুখ জগৎ বদ্ধজীবকে ভোগী সাজাইয়া ভোগীর সেবায় উন্মাদের ভাব প্রদর্শন করে। বদ্ধজীবের প্রকৃত মুক্তিবাসনা ভগবৎপাদপদ্ম সেবায় উত্তরোত্তর উন্নতির উপর নির্ভর করে। অর্চ্চা ব্যতীত ইতর প্রাকৃত বস্তুতে জীবের ভোগ-প্রবৃত্তি প্রবলা, তজ্জন্য ভগবদর্থে অখিলচেষ্টাপর হইয়া যে প্রাথমিকী চেষ্টা, তাহাই ভক্তের প্রাকৃতাধিকারে ইতর বস্তু পরিহার করিয়া পূজ্যের সম্বর্দ্ধনে যত্ন। যেকালে তাঁহার অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্বের বৈশিষ্ট্যপ্রতীতিতে চিন্ময়ভেদ উপলব্ধি হয়, তখনই তিনি অচিন্ত্যভেদাভেদতত্ত্বের অনুসন্ধান করিতে গিয়া কেবলাদ্বৈতবাদীর প্রাকৃতবিচারে ঔদাসীন্য লাভ করেন এবং ন্যূনাধিক শুদ্ধাদ্বৈতবিচারে,

শুদ্ধাদ্বৈতবিচার, দ্বৈতাদ্বৈতবিচার এবং বিশিষ্টাদ্বৈত-বিচারের অসম্পূর্ণতা লক্ষ্য করিয়া সংখ্যাগত হেয়তা পরিহারপূর্ব্বক অচিন্ত্যভেদাভেদের বিচারে প্রতিষ্ঠিত হইয়া শ্রীচৈতন্যদাস্যের সর্ব্বচিৎ-সুষ্ঠু-সমন্বয়তা এবং মায়াবাদী কুতার্কিক কর্ম্মনিষ্ঠগণের কুচিন্তার বিরোধাচরণপূর্ব্বক তাঁহাদের অনাত্মপ্রতীতি পরিহার করিতে সমর্থ হন। অদ্বয়জ্ঞানেই ভাবরাহিত্য বর্ত্তমান, এই প্রাপঞ্চিক বিচার তাঁহার নিরপেক্ষতা হইলে আর তাঁহাকে ক্লেশ-প্রদানে সমর্থ হয় না। ভগবদ্ভক্তিতে নিজ ফলভোগময় যত্ন নাই, নির্ভেদব্রহ্মানুসন্ধানমূলক জড়ত্বলাভরূপ কৈবল্য নাই।।৪৭।।

গৃহীত্বাপীন্দ্রিয়ৈরর্থান্ যো ন দ্বেষ্টি ন হৃষ্যতি।
বিষ্ণোর্মায়ামিদং পশ্যন্ স বৈ ভাগবতোত্তমঃ।। ৪৮।।

অন্বয়ঃ— যঃ ইদং (বিশ্বং) বিষ্ণোঃ মায়াং পশ্যন্ (জানন্) ইন্দ্রিয়ৈঃ অর্থান্ (বিষয়ান্) গৃহীত্বা অপি ন দ্বেষ্টি ন হৃষ্যতি সঃ বৈ ভাগবতোত্তমঃ (ভক্তশ্রেষ্ঠো ভবতি) ।।৪৮।।

অনুবাদ— যিনি এই বিশ্বকে বিষ্ণুর মায়াকল্পিত-রূপে অবগত হইয়া ইন্দ্রিয়সকলের দ্বারা জাগতিক বিষয়সমূহ গ্রহণ করিয়াও তদ্‌বিষয়ে দ্বেষ বা হর্ষযুক্ত হন না, তিনি উত্তম ভাগবতরূপে কথিত হইয়া থাকেন ।।৪৮।।

বিশ্বনাথ— লক্ষিতস্যোত্তমভাগবতস্য জাতিভেদাদন্যান্যপি লক্ষণানি সম্ভবন্তীত্যাহ পুনরষ্টভীঃ গৃহীত্বেতি ।।৪৮।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— উত্তম ভাগবতের লক্ষণ বলাতে তাহাদের জাতিভেদ হইতে অন্য লক্ষণ গুলিও সম্ভব হয়—ইহাই বলিতেছেন পুনরায় আটটি পদ্য দ্বারা ।।৪৮।।

মধ্ব—

বিষ্ণোর্মায়াং বিষ্ণিচ্ছাধীনাম্।।
বিষ্ণোরিচ্ছানুসার্য্যেতজ্জ্ঞাত্বা যোঽল্পং ন চাধিকম্।
হৃষ্যর্তি দ্বেষ্টি বা যস্তু স বৈ ভাগবতোত্তমঃ।।
ইতি চ।।

সতাং বৃদ্ধিকরো ধর্ম্মস্ত্বসতাং হ্রাসকারকঃ।
অয়ন্তু নিশ্চিতো ধর্ম্মো হ্যধর্ম্মোঽন্যো বিনিশ্চিতঃ।
হর্ষঃ সৎসু তথাসৎসু ধর্ম্মোঽধর্ম্মবিপর্য্যয়ঃ।
তেষাং বৃদ্ধৌ তথা হানৌ সর্ব্বং জ্ঞেয়মশেষতঃ।।
এতদর্থঞ্চ ধর্ম্মাণাং মর্য্যাদা বৈদিকাদিকা।
মূলধর্ম্মবিরুদ্ধা তু সা ন গ্রাহ্যা কথঞ্চন।।
ইতি চ।।

বিবৃতি— বদ্ধজীব ইন্দ্রিয়জজ্ঞানে আপনাকে আবদ্ধ করিয়া জগতে ভগবদিতরানুভূতির সহিত প্রণয় বা বিদ্বেষ করিয়া থাকে; কিন্তু উহা যে বৈকুণ্ঠধর্ম্মে অবস্থিত নহে—একথা বুঝিতে পারে না। বাস্তব-সত্য অপ্রাকৃত বস্তু বিষ্ণুর শক্তিবিশেষ মায়া তটস্থশক্তিপরিণত জীবকে ইন্দ্রিয়জজ্ঞানে বিমুগ্ধ করিয়া বিষ্ণুসেবা-রহিত করে। তখন সে বিক্ষিপ্ত ও আবৃত হইয়া অদ্বয়-বৈকুণ্ঠ হইতে চ্যুত হয়। উৎক্রান্তি-বিবেকবশে জীব বিষ্ণু-পরিচর্য্যা ও বৈষ্ণব-পরিচর্য্যাপ্রভাবে ভজন করিতে করিতে ইন্দ্রিয়জজ্ঞানের নিষ্ফলতা ও অসম্পূর্ণতা প্রভৃতি লক্ষ্য করিতে করিতে সর্ব্বতোভাবে নিজ বৈকুণ্ঠপ্রতীতিক্রমে কেবল চিন্ময় সেবাধিকারের বৈচিত্র্য সন্দর্শন করিয়া মহাভাগবতরূপে মধ্যমভাগবতের মঙ্গলবিধানকল্পে প্রপঞ্চে অবস্থান করেন। তখন তিনি মহাভাগবতাধিকারে স্থিত কৃষ্ণসম্বন্ধে নির্ব্বন্ধকারী অনাসক্ত পুরুষের যথাযোগ্য ইন্দ্রিয়পরিচালনা দর্শন করিবার সৌভাগ্য লাভ করেন। যে-সকল মানব মহাভাগবতের বিচারসমূহ অনুসরণ করিবার বুদ্ধিবিশিষ্ট, তাঁহারাই বুঝিতে পারেন, 'ন প্রাকৃতত্বমিহ ভক্তজনস্য পশ্যেৎ' এবং তাঁহারাই গীতোক্ত 'অপি চেৎ সুদুরাচারো' শ্লোকের তাৎপর্য্য উপলব্ধি করিতে সমর্থ। ভগবদ্ভক্তের ত্রিবিধ অধিকারের প্রতি বিদ্বেষ করিয়া মায়াবাদী হওয়া যে মঙ্গলদায়ক নহে এবং ভগবৎসেবা ও ভাগবতসেবা ত্যাগ করিয়া জড়ফল্গুবৈরাগ্যে আবদ্ধ হওয়া যে তাঁহার পক্ষে অকিঞ্চিৎকরতা মাত্র—একথা তিনি বুঝিতে

পারেন। তিনি তখন বুঝিতে পারেন যে, ভগবদ্ভক্তগণ যুক্তবৈরাগ্যে অবস্থিত হইয়া জড়াসক্তিতে অতি হৃষ্ট হন না বা চিন্ময় অনুভূতি হইতে বিক্ষিপ্তচিত্ত হন না।

জড়বস্তুর ভোগকামনায় যে উল্লাস, অপ্রাকৃতবস্তুর সেবাবিচারে যে বীতরাগ, তাহা ইন্দ্রিয়পরিচালনার প্রভাবে নানাপ্রকার ক্লেশের আবাহন করায়, অধোক্ষজবস্তুর সেবা ইহজগতে ও পরজগতে সম্ভবপর নহে জানিয়া নিশ্চেষ্ট জড়কৈবল্যবাদ বা নিজ অপস্বার্থপরতায় উন্মত্ত হইয়া নির্ভেদব্রহ্মানুসন্ধানবাদের কল্পনা বিহিত নহে, বুঝিতে পারেন।

শ্রীগৌরসুন্দর যুক্তবৈরাগ্য ও ফল্গুবৈরাগ্য-বিচারের কথা অবতারণা করিয়া অবিমৃষ্যকারিজনগণের মায়াবাদ ও ভোগপ্রবৃত্তি প্রভৃতি হঠকারিতা অবরোধ করিয়াছেন ।। ৪৮।।

দেহেন্দ্রিয়প্রাণমনোধিয়াং যো
জন্মাপ্যয়ক্ষুদ্ভয়তর্ষকৃচ্ছ্রৈঃ।
সংসারধর্ম্মৈরবিমুহ্যমানঃ
স্মৃত্যা হরের্ভাগবতপ্রধানঃ।। ৪৯।।

অন্বয়ঃ— যঃ (নিরন্তরং) হরেঃ স্মৃত্যা দেহেন্দ্রিয় প্রাণমনোধিয়াং জন্মাপ্যয়ক্ষুদ্ভয়তর্ষকৃচ্ছ্রৈঃ (উৎপত্তি-নাশদুঃখাদিভিঃ) সংসারধর্ম্মৈঃ অবিমুহ্যমানঃ (অবিমুগ্ধঃ ভবতি, সঃ) ভাগবতপ্রধানঃ (উত্তমভাগবত উক্তঃ)।। ৪৯।।

অনুবাদ— যিনি নিরন্তর শ্রীহরির স্মৃতিনিবন্ধন দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, মনঃ এবং বুদ্ধির উৎপত্তি, বিনাশ, ক্ষুধা, ভয়, তৃষ্ণা এবং দুঃখাদি সংসারধর্ম্মের দ্বারা মুগ্ধ হন না, তিনি উত্তম ভাগবতরূপে কথিত হইয়া থাকেন।। ৪৯।।

বিশ্বনাথ— দেহীনাং জন্মাদিভিঃ সংসারধর্ম্মৈরবিমুহ্যমানঃ তত্র দেহস্য জন্মাপ্যয়ৌ। প্রাণস্য ক্ষুৎ-পিপাসে। মনসো ভয়ং, বুদ্ধেস্তর্ষস্তৃষ্ণা, ইন্দ্রিয়াণাং কৃচ্ছ্রং শ্রমস্তৈঃ।। ৪৯।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— দেহধারীগণের জন্মাদিদ্বারা সংসার-ধর্ম্মের দ্বারা মুহ্যমান না হইয়া, সেইখানে দেহের জন্ম ও নাশ, প্রাণের ক্ষুধা ও পিপাসা, মনের ভয়, বুদ্ধির তৃষ্ণা, ইন্দ্রিয়গণের পরিশ্রম—ঐসকল দ্বারা যিনি মুগ্ধ হন না, তিনি ভাগবত প্রধান।। ৪৯।।

মধ্ব—

দেহেন্দ্রিয়প্রাণধিয়াং ত্রিধৈব ত্বভিমানিনঃ।
তত্রোত্তমা দেবতাস্তাঃ সর্ব্বদোষবিবর্জ্জিতাঃ।।
গুণৈঃ সর্ব্বৈঃ সুসম্পন্না বিরিঞ্চাদুত্তরোত্তরম্।
মধ্যমা গুণদোষেতা অসুরা অধমা মতাঃ।।
তে সর্ব্বে দোষসংযুক্তা আচিত্তাদুত্তরোত্তরম্।
তেভ্যোঽন্যো মানুষো জীবস্তাভ্যাং দেবাসুরাবপি।
জীবাভিমানিনশ্চৈব ত্রিবিধাঃ সংপ্রকীর্ত্তিতাঃ।।
জীবমান্যুত্তমো ব্রহ্মা মধ্যমঃ স্বয়মেব তু।
অধমঃ কলিরুদ্দিষ্টস্তত্র মধ্যমনীচয়োঃ।।
মৃতিজন্মক্ষুধাদুঃখপ্রভৃত্যখিলমেব তু।
নোত্তমস্য তু জীবস্য দেহাদেশ্চ কথঞ্চন।।
জন্মাদিকৃতদুঃখন্তু দেহমান্যসুরস্য হ।
সুপ্তাদ্যপ্যজজং দুঃখমসুরেন্দ্রিয়মানিনঃ।।
ক্ষুন্নিমিত্তন্তু যদ্দুঃখং প্রাণমান্যসুরস্য তৎ।।
ভয়তর্ষাদিজং দুঃখং মনোমান্যসুরস্য চ।
কেবলং ত্বান্তরং দুঃখং বুদ্ধিমান্য সুরস্য তৎ।।
নীচোঽস্মীতি তু যদ্দুঃখমহংমান্যসুরস্য তৎ।
অতীতাদিস্মৃতের্দুঃখং চিত্তমান্যসুরস্য চ।।
জীবমান্যসুরস্য স্যাৎ সর্ব্বং তৎসমুদায়তঃ।
এবমেব সুখং দেবেষু ভয়ং মধ্যমেষু চ।।
অসুরাণামধর্ম্মস্য বৃদ্ধ্যা সুখমপীষ্যতেঃ।
দেবানাং নৈব কেনাপি দুঃখং প্রীতিস্তু ধর্ম্মতঃ।।
অধর্ম্মোঽপি প্রীতয়ে স্যাদসুরাণামধোগতেঃ।
দেবানাং পুণ্যপাপাভ্যাং সুখমেবোত্তরোত্তরম্।।
তেষাং দুঃখাদিকং কিঞ্চিদসুরাবেশতো ভবেৎ।
প্রাণস্য নাসুরাবেশ আনখাশ্মসমো হি সঃ।।
সংপূর্ণানুগ্রহাদ্বিষ্ণোঃ প্রাণঃ পূর্ণগুণো মতঃ।

অসুরাণাং সুখাদ্যাশ্চ দেবাবেশাদুদীরিতাঃ।।
স্বতস্তু নির্গুণাঃ সর্ব্বে সর্ব্বদোষাত্মকা মতাঃ।
বিবিচ্যৈবং জগৎ সর্ব্বং স্বাত্মানঞ্চ পৃথক্ স্থিতম্।।
সর্ব্বতশ্চ পৃথক্ সন্তং বিষ্ণুং সর্ব্বোত্তমোত্তমম্।
জানন্তি যে ভাগবতাস্ত উক্তা উত্তমা ইতি।।

—ব্রহ্মতর্কে।

দেহেন্দ্রিয়য়োর্জন্মাপ্যয়ৌ।। ৪৯।।

বিবৃতি— জীবাত্মা দেহী ভক্ত যখন বুঝিতে পারেন যে, তাঁহার স্থূলশরীর, ইন্দ্রিয়সকল, প্রাণ, মন ও বুদ্ধি তাঁহাকে ভগবদ্বিমুখ সংসার-ধর্ম্মে বিমূঢ় করিয়াছে এবং জন্ম, মরণ, ক্ষুধা, ভয় ও তৃষ্ণা তাঁহাকে অভিভূত করিয়া ক্লেশ দিতেছে, সুতরাং হরিস্মরণ ব্যতীত, বৈকুণ্ঠোপলব্ধি ব্যতীত মায়িকবিচারে অবস্থান কখনই মঙ্গলকর নহে, তখনই তাঁহার মহাভাগবতের অনুসরণকারী মধ্যমাধিকারীর বিচারপ্রণালী দর্শন করিবার সৌভাগ্য কনিষ্ঠাধিকারে প্রবেশাধিকারের পর লাভের বিষয় হয়। তখন তিনি বুঝিতে পারেন যে,দেহারাম, ইন্দ্রিয়তর্পণ, প্রাণারাম, মনোহভিরাম, জড়ভোগবুদ্ধি, নানা অভাবে ও অমঙ্গলে প্রতিষ্ঠিত করাইয়া তাঁহাকে সংসার-ধর্ম্মে রোচমানা প্রবৃত্তির বশে অমঙ্গলকে মঙ্গল বলিয়া বরণ করাইতেছে। তখন তিনি সর্ব্ববিধ ঔপাধিকচেষ্টা রহিত হইয়া ভজননৈরন্তর্য্যক্রমে অনর্থনিস্মুক্ত মহাভাগবতের পদধূলিতে অভিষিক্ত হন। সেইকালে তাঁহাকে জন্মভঙ্গাদি অবস্থা, ক্ষুধা, তৃষ্ণা ও ভয়াদি জড়গুণসমূহ দেহেন্দ্রিয়-প্রাণমনোবুদ্ধিকে আশ্রয় করিয়া ভগবদ্-বিস্মৃত করাইতে পারে না। তিনি অনুক্ষণ ভাগবতের উপান্ত্য শ্লোক 'অবিস্মৃতিঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োঃ' আলোচনা করিতে করিতে মুকুন্দস্মরণে নিযুক্ত থাকেন। তখন তিনি ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে প্রাপ্ত 'অলব্ধে বা বিনষ্টে বা ভক্ষ্যাচ্ছাদনসাধনে। অবিক্লবমতির্ভূত্বা হরিমেব ধিয়া স্মরেৎ' এই বিচার অবলম্বন করেন। তাদৃশ মুকুন্দস্মরণরত জনগণই মহাভাগবত-শব্দ-বাচ্য। প্রাকৃত জগতে অবস্থিত হইবার অভিনয় প্রদর্শন করিয়া তিনি কৃষ্ণের জন্য নিখিলচেষ্টাবিশিষ্ট হন। মায়াবাদাদি কৃত্রিমবিচার-স্রোত তাঁহাকে ভাসাইয়া লইয়া যাইতে পারে না। রজ্জুর আকর্ষণে লাটিম-নামক ক্রীড়াকন্দুক যেরূপ আকৃষ্ট হয়, তদ্রূপ সংসার-ধর্ম্মে ঘূর্ণ্যমান হইবার প্রয়োজন-রহিত হইয়া ধীরভাবে শ্রৌতপথ অবলম্বন করেন। উহা ঋগ্বেদে এরূপভাবে কথিত আছে—

ওঁ আহস্য জানন্তো নাম চিদ্বিবক্তন্ মহস্তে বিষ্ণো সুমতিং ভজামহে ওঁ তৎসৎ। (ঋগ্বেদ ১ মণ্ডল, ১৫৬ সূক্ত ৩য় ঋক্)।

হে বিষ্ণো। তোমার নাম চিৎস্বরূপ, অতএব তাহা স্বপ্রকাশ রূপ, সুতরাং এই নামের সম্যক্ উচ্চারণাদি মাহাত্ম্য না জানিয়াও যদি তাহা (মাহাত্ম্য) ঈষন্মাত্র অবগত হইয়াই নামোচ্চারণ করি অর্থাৎ সেই নামাক্ষরগুলির মাত্র অভ্যাস করি, তবেই আমরা তদ্বিষয়ক জ্ঞান প্রাপ্ত হইব। যেহেতু সেই প্রণব ব্যঞ্জিত পদার্থ সৎ অর্থাৎ স্বতঃসিদ্ধ, অতএব ভয় ও দ্বেষাদিস্থলেও শ্রীমূর্ত্তির স্ফূর্ত্তি হয় বলিয়া তাদৃশ অবস্থায় নামোচ্চারণ করিলেও মুক্তিলাভ হইবে, কারণ 'সাঙ্কেত্য' ইত্যাদি স্থলে নামোচ্চরণের (নামাভাসের) মুক্তিদত্ব শ্রুত্ব হওয়া যায়।। ৪৯।।

ন কামকর্ম্মবীজানাং যস্য চেতসি সম্ভবঃ।
বাসুদেবৈকনিলয়ঃ স বৈ ভাগবতোত্তমঃ।। ৫০।।

অন্বয়ঃ— যস্য চেতসি কামকর্ম্মবীজানাং (কামশ্চ কর্ম্মাণি চ বীজানি চ বাসনাস্তেষাং) ন সম্ভবঃ, বাসুদেবৈকনিলয়ঃ (বাসুদেব এব একনিলয়ঃ পরম আশ্রয়ো যস্য সঃ) সঃ বৈ ভাগবতোত্তমঃ (ভবতি)।। ৫০।।

অনুবাদ— যাঁহার চিত্তে কাম, কর্ম্ম এবং বাসনাসমূহের উদয় হয় না, একমাত্র শ্রীহরির শরণাগত তাদৃশ পুরুষ উত্তমভাগবত বলিয়া গণ্য হন।। ৫০।।

বিশ্বনাথ—ন কামেতি—চেতস্যাদৌ বীজানি বাসনা উৎপদ্যন্তে। ততঃ স্ত্র্যাদিবিষয়কঃ কামস্ততঃ কর্ম্ম ইন্দ্রিয়দ্বারা তত্তদ্ব্যাপারঃ। এতত্রিতয়স্য যচ্চেতসি ন সম্ভবঃ। তদেবং গৃহীত্বাপীত্যাদিত্রিভির্দ্বেষ-হর্ষ-মোহ-কামাদিরহি-

তশ্চ ভবতীতি যথা চরতীত্যস্যোত্তরমুক্তম্। অতঃপরমধ্যায়সমাপ্তিপর্য্যন্তং যদ্ধর্ম্ম ইত্যস্যোত্তরমেব প্রপঞ্চয়িষ্যতে।। ৫০।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— চিত্ত আদিতে যাঁহাদের কামাদি বাসনা উত্থিত হয়, অতঃপর স্ত্রী আদিতে কাম, অতঃপর কর্ম্ম অর্থাৎ ইন্দ্রিয় দ্বারা সেই সেই ব্যাপার। এই তিনটি যাহার চিত্তে উদিত হয় না। এইরূপে 'গৃহীত্বাপি' ইত্যাদি তিনটি পদ্যদ্বারা বিদ্বেষ হর্ষ মোহ কামাদি রহিত যিনি হন, ইহা 'যথাচরতি' অর্থাৎ যেমন আচরণ করেন—এই প্রশ্নের উত্তর বলা হইল। অতঃপর অধ্যায় সমাপ্তি পর্য্যন্ত 'যদ্ধর্ম্ম' এই প্রশ্নের উত্তরই বিস্তৃত ভাবে বলিবেন।। ৫০।।

বিবৃতি— বদ্ধজীবের হৃদয়ে অনুক্ষণ কামচেষ্টা প্রবলা। অনাদি কর্ম্মপ্রবৃত্তি যেকালে প্রপঞ্চে বাধা লাভ করিবার যোগ্যতা বীজ অর্জ্জন করে, সেইকালে বদ্ধজীব আপনাকে অহঙ্কারবিমূঢ়াত্ম জানিয়া প্রকৃতিগুণকৃত সকল কর্ম্মের কর্ত্তৃত্বে নিয়োগ করে। কামকর্ম্মের বীজ অঙ্কুরিত হইলেই প্রপঞ্চে তাণ্ডবনৃত্য আরম্ভ হয়। যিনি প্রাপঞ্চিক অচিদ্বিলাসের ক্রীড়া-পুত্তলি না হইয়া বাসুদেবের সেবায় সর্ব্বক্ষণ নিরত থাকিয়া শ্রীচৈতন্যমঠে ও শ্রীগৌড়ীয় মঠে নিরন্তর বাস্তব্য স্থাপনের জন্য সচেষ্ট, তিনিই ভাগবতোত্তম। ভক্তিমঠবাসীর কামনা-তাড়িত হইয়া ইতর প্রবৃত্তি থাকার সম্ভাবনা নাই। কেননা, তাঁহার চিত্ত বৃন্দাবনীয় ভজনলীলায় সর্ব্বদা উন্মুখ এবং ইহাই একমাত্র বাসুদেবাশ্রিত মঠবাসীতেই সম্ভব। তাঁহারাই ভাগবতোত্তম হইতে পারেন। গৃহস্থবৈষ্ণবজীবনেও শ্রীচৈতন্যমঠে অবস্থান সম্ভবপর। ঠাকুর নরোত্তমের 'গৃহে বা বনেতে থাকে' এই বিচারানুসরণে শ্রীচৈতন্যশিক্ষায় যে-সকল দীক্ষিত জনগণ আশ্রয় লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা বিষ্ণুমায়াশ্রিত গৃহব্রত না হইয়া বাসুদেবৈকনিলয় কামকর্ম্মবীজোৎপাটনে সমর্থ হন। কামকর্ম্মবীজোৎপাটনে সমর্থ না হইলে তাঁহাদেরও মহাভাগবত হইবার অধিকার নাই।। ৫০।।

ন যস্য জন্মকর্ম্মভ্যাং ন বর্ণাশ্রমজাতিভিঃ।
সজ্জতেঽস্মিন্নহংভাবো দেহে বৈ স হরেঃ প্রিয়ঃ।। ৫১

অন্বয়ঃ—যস্য অস্মিন্ দেহে জন্মকর্ম্মভ্যাং অহংভাবঃ ন সজ্জতে, বর্ণাশ্রমজাতিভিঃ (চ) ন (অহংভাবো ন সজ্জত ইত্যর্থঃ) সঃ বৈ হরেঃ প্রিয়ঃ (জন্ম সৎকুলং, কর্ম্ম যোগাদি, বর্ণা ব্রাহ্মণত্বাদয়ঃ আশ্রমা ব্রহ্মচর্য্যাদয়ঃ জাতয়ঃ দেবমনুষ্যত্বাদয়স্তাভিরহঙ্কারনিমিত্তভূতাভির্যস্য দেহে অহংভাবো গর্ব্বো ন সজ্জতে, স বৈ হরেঃ প্রিয়ো ভবতি)।। ৫১।।

অনুবাদ— জন্ম, কর্ম্ম, বর্ণ, আশ্রম বা জাতিনিবন্ধন এই দেহে যাহার অহংভাব উৎপন্ন হয় না, তিনি শ্রীহরির প্রিয় বলিয়া কথিত হন।। ৫১।।

বিশ্বনাথ— জন্ম সৎকুলোদ্ভবত্বম্, কর্ম্ম জপধ্যানাদি, জাতয়োঽম্বষ্ঠাদ্যাঃ এতাভিঃ যস্য দেহেঽহম্ভাবোঽহঙ্কারো ন ভবতি।। ৫১।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— জন্ম অর্থাৎ সৎকুলে জন্ম—কর্ম্ম-জপধ্যানাদি, জাতি-অম্বষ্ঠ আদি, এই সকল দ্বারা যাঁহার দেহে অহংকার না হয়, তিনি শ্রীহরির প্রিয়।। ৫১।।

বিবৃতি— কনিষ্ঠাধিকারী ন্যূনাধিক কর্ম্মমিশ্রা ভক্তিকে সাধনের প্রক্রিয়া-জ্ঞানে ভগবান্ একাংশ লাভ করুন এবং কর্ম্মের কর্ত্তা উহার কিয়দংশ লাভ করুন—এইরূপ বিচারে কর্ম্মমিশ্রা ভক্তির আবাহন করেন। "বর্ণাশ্রমাচারবতা পুরুষেণ পরঃ পুমান্। বিষ্ণুরারাধ্যতে পন্থা নান্যত্তত্তোষকারণম্।।" —এই বিচারে আবদ্ধ হইয়া কেবলা ভক্তির সন্ধান পান না। বেদার্থসংগ্রহ ও শ্রীমাধ্ব মতের কতিপয় স্মৃতিগ্রন্থ কর্ম্মমিশ্রা ভক্তির আবাহন করিয়া থাকেন। তাঁহারা প্রাকৃত জন্ম ও প্রাকৃত অনুষ্ঠানাদির দ্বারা মঙ্গললাভের সোপান-জ্ঞানে দেহে অহংভাব-নামক নামাপরাধের প্রশ্রয় দেন। কিন্তু নামাশ্রিতজনগণ প্রাপঞ্চিক জন্মের বাহাদুরি এবং কর্ম্মের নৈপুণ্যে আত্মশ্লাঘা করেন না। তাঁহাদের স্থূলসূক্ষ্ম উপাধিদ্বয়ে অতিরিক্ত অভিনিবেশ না থাকায় ভগবৎসেবার প্রাধান্য স্বীকার করিতে গিয়া ঐ সকলের প্রতি উদাসীন

হন এবং সর্ব্বধর্ম্ম পরিহার করিয়া সকলপ্রকার শোকের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইয়া নির্ম্মুক্তাবস্থায় ভগবানের শরণাগত হন। ঔপাধিক বিচার যেকালে ভজনরাজ্যে অগ্রসর হইতে বাধা দেয়, তৎকালেই বর্ণাশ্রমধর্ম্মের বিচার-প্রণালী জীবকে ভগবৎপ্রিয়রূপে প্রতিষ্ঠিত করিতে দেয় না। কিন্তু যিনি প্রাপঞ্চিক বিচারের হস্ত হইতে উদ্ধারলাভ করিয়া বর্ণাশ্রমাদিধর্ম্ম পরিহারপূর্ব্বক কৃষ্ণৈ-কশরণতা লাভ করেন, তিনিই ভগবানের প্রিয় হইতে পারেন, নতুবা ইতর বিচারের লোভে প্রলুব্ধ মানবগণ আপনাদিগকে হীনাবস্থ জানিয়া দৈহিক উপযোগিতাই সম্বল করিয়া বর্ণাশ্রমধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া ক্রমশঃ কর্ম্মমার্গে অধঃপাতিত হন। কখনও বা কর্ম্মসাধন-সোপান দ্বারা নির্ব্বেদ-ব্রহ্মানুসন্ধানরূপ অপস্বার্থপরতায় অবস্থিত হইয়া ভগবৎসেবা হইতে নিত্যকালের জন্য বঞ্চিত হন। মায়াবাদিগণের ষট্‌কসাধনের প্রক্রিয়া, যোগিগণের বৈকল্পিকসাধন, হরিদাস্যের সঙ্কল্পকে বহুমানন করিতে দেয় না। এতৎপ্রসঙ্গে "ন সাধয়তি মাং যোগঃ" শ্লোকের আলোচনা করিয়া ভক্তির প্রাধান্য বিচারপূর্ব্বক উত্তমভক্ত হইবার রুচি লাভ করিলে পরমকরুণ ভগবান্‌ জীবকে স্বীয় ক্রোড়ে আদর করিয়া তুলিয়া লন। এতৎ-প্রসঙ্গে শ্রীরূপগোস্বামিপাদ-রচিত উপদেশামৃতের "কর্ম্মিভ্যো পরিতো হরেঃ প্রিয়তয়া" শ্লোক আলোচ্য। পাঞ্চভৌতিক দেহ, সূক্ষ্মদেহাদি ঔপাধিক দেহসমূহ দেহীকে ভগবৎপ্রিয় করিতে পারে না, পরন্তু আত্মম্ভরি ও অহঙ্কারবিমূঢ় করিয়া ফলত্যাগী, মায়াবাদী ও ফল-ভোগী, কর্ম্মী করিয়া তুলে; সুতরাং বুভুক্ষা ও মুমুক্ষা হরিপ্রিয়তা-সংগ্রহে বিপরীত বুদ্ধি মাত্র।। ৫১।।

ন যস্য স্বঃ পর ইতি বিত্তেষ্বাত্মনি বা ভিদা।
সর্ব্বভূতসমঃ শান্তঃ স বৈ ভাগবতোত্তমঃ।। ৫২।।

অন্বয়ঃ— যস্য বিত্তেষু আত্মনি (দেহে) বা স্বঃ পরঃ ইতি ভিদা ন (ভেদদর্শনং নাস্তি) সর্ব্বভূতসমঃ (সর্ব্বত্র সমদর্শী) শান্তঃ (রাগাদিরহিতঃ) সঃ বৈ ভাগবতোত্তমঃ (ভবতি)।। ৫২।।

অনুবাদ— যাঁহার বিত্ত এবং দেহবিষয়ে আত্মীয় বা পরকীয় এরূপ ভেদদৃষ্টি বর্ত্তমান নাই, তাদৃশ সর্ব্বভূতে সমদর্শী শান্তপুরুষ উত্তম ভাগবতরূপে গণ্য হইয়া থাকেন।। ৫২।।

বিশ্বনাথ— স্বঃ স্বপক্ষঃ, পরো বিপক্ষঃ, বিত্তেষ্বপি স্বস্যৈবেদং বিত্তং, ন পরস্যেতি আত্মনি স্বশরীরে এব প্রীতির্ন পরশরীর ইতি।। ৫২।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— নিজের পক্ষে ও পরের পক্ষে অর্থাদিতেও নিজেরই এই বিত্ত ইহা পরের নয়। নিজ শরীরেই প্রীতি, পরশরীরেও প্রীতিরভেদ নয় তিনি উত্তম ভাগবত।। ৫২।।

মধ্ব—

চিত্তে বিদ্যমানে। স্বাত্মনি কেবলাত্মভাবে মোক্ষে চ।।
যস্য জীবপরয়োরভেদো নাস্তি।।
ন ক্বাপি জীবং বিষ্ণুত্বে সংসৃতৌ মোক্ষ এব চ।
যঃ পশ্যতি সুরাদীংশ্চ যথোৎকর্ষং প্রপশ্যতি।
স সর্ব্বভূতসমদৃগ্বিষ্ণুং সর্ব্বোত্তমা স্মরন্‌।।
ইতি হরিবংশেষু।।
নৈবং ত্বয়ানুমন্তব্যং দৃষ্টো জীবো ময়েতি হ।
সর্ব্বভূতগুণৈর্যুক্তং দেবং ত্বং জ্ঞাতুমর্হসি।।
ইতি মোক্ষধর্ম্মেষু।।
নৈবং ত্বয়ানুমন্তব্যং জীবাত্মাঽহমিতি ক্বচিৎ।
সর্ব্বৈর্গুণৈঃ সুসম্পন্নং দৈবাং মাং জ্ঞাতুমর্হসি।।
ইতি চ বারাহে।। ৫২।।

বিবৃতি— শুদ্ধাদ্বৈতবিচার পরিত্যাগ করিয়া যাঁহারা জীবকে বাস্তব বস্তুর অংশ বা অচিন্ত্যভেদাভেদ-বিচার পরিহার করিয়া জীবকে তটস্থশক্তিপরিণতাংশ বিচার করেন না এবং জড়ভেদবুদ্ধি অবলম্বন করিয়া জীবকে সৃষ্ট প্রাপঞ্চিক পদার্থজ্ঞানরূপ ভেদবুদ্ধি করেন, তাঁহাদিগকে সর্ব্বভূতে সমদর্শনাভাব ও চিত্তের অশান্তি কখনও পরিত্যাগ করে না। যিনি অনাত্ম-জগতের প্রবল

প্রলোভনে প্রলুব্ধ হইয়া ভগবদ্‌বিস্মৃতিক্রমে কেবল জড়-ভেদবাদের আবাহন করেন, তিনি পরমাত্মার সহিত জীব-জগৎ ও জড়জগতের সম্বন্ধরাহিত্য গান করিতে গিয়া ভক্তিপথ হইতে বিচ্যুত হন। ভূতশুদ্ধিবিচারে তাঁহার যখন ঔপাধিকী অভক্তিপ্রবৃত্তি দূরীভূত হয়, তখন তিনি জানিতে পারেন যে, বদ্ধজীবের বিত্ত সচ্চিদানন্দবস্তু চিদানন্দ-বিবর্জ্জিত হইয়া অবস্থিত মাত্র। কিন্তু যাঁহারা শ্রীগৌর-সুন্দরের যুক্তবৈরাগ্য ও ফল্গুবৈরাগ্যের বিচার অনুধাবন করিয়াছেন, তাঁহারাই জানিতে পারেন যে, শারীরক-ব্রহ্মের গুণজাত শরীরে চিদানন্দপ্রতীতির অভাব এবং চিৎশরীরে সচ্চিদানন্দের অদ্বয়জ্ঞানপ্রতীতি অবস্থিত। আনন্দাভাবজন্য জীবের ভগবৎসেবা বিমুখতা নাম্নী একটী বৃত্তি নিত্য অবস্থিত থাকায় তাহার প্রাবল্যেই জীবসমূহের প্রপঞ্চে অধঃপতন অর্থাৎ গুণজাত জগতের সহিত সম্মেলনাকাঙ্ক্ষা। ভগবদ্‌বিস্মৃতি এই বৃত্তিকে উদ্বুদ্ধ করিয়া জীবকে আনন্দময়ী ভগবৎসেবা হইতে বিপরীত-দিকে বিক্ষিপ্ত করে। যেকালে বদ্ধজীব তদীয়-বিচাররহিত হইয়া জড়বস্তুকে ভোগ্য জ্ঞান করে, আপনাকে ভোক্তৃ অভিমান করে, সেইকালে তাহার জড়ভেদজ্ঞান প্রবল হওয়ায় ভগবদ্‌বিস্মৃতি জ্ঞান হয়। অদ্বয়জ্ঞান প্রবল হইলে বিত্তরূপ জড়জগৎকে অবরগুণবর্জ্জিত অখিলসদ্‌-গুণৈকনিলয় ভগবানের সহিত বিস্মৃতিজন্য পৃথক্ করা তাঁহার উচিত নহে। তখন তিনি শ্রীচৈতন্যদেব-কথিত যুক্তবৈরাগ্য ও ফল্গুবৈরাগ্যের ভেদ বুঝিতে পারিয়া অচিন্ত্যভেদাভেদবিচার বুঝিতে পারেন এবং তখনই তিনি মহাভাগবত-নামে পরিলক্ষিত হন। ক্ষিপ্রতাবশে অভেদ বা ভেদের কুতর্ক উপস্থাপনপূর্ব্বক অবিবেচনার হস্তে অর্পিত হইলে জীবের অশান্তি ও সর্ব্বভূতে সমদর্শনের অভাব হয়। তখনই তাঁহার মহাবদান্য শ্রীগৌরসুন্দরের চরণাশ্রয় ত্যাগ করিয়া অচিন্ত্যভেদাভেদ বাস্তববস্তুর সুষ্ঠু সন্ধান আবৃত হয় এবং তিনি নিজেও বিক্ষিপ্ত হন। মায়াবাদী, কুতার্কিক ও কর্ম্মনিষ্ঠগণের বিচার প্রবল হইয়া বিমুখজীবকে উন্নত হইতে দেয় না।। ৫২।।

ত্রিভুবনবিভবহেতবেঽপ্যকুণ্ঠ-
স্মৃতিরজিতাত্মসুরাদিভির্বিমৃগ্যাৎ।
ন চলিত ভগবৎপদারবিন্দাল্লব-
নিমিষার্দ্ধমপি যঃ স বৈষ্ণবাগ্র্যঃ।। ৫৩।।

অন্বয়ঃ— অকুণ্ঠস্মৃতিঃ (ভগবৎপদতোঽন্যৎ সারং নাস্তিত্যেবংরূপা অকুণ্ঠা অনপগতা স্মৃতির্যস্য সঃ, যঃ) ত্রিভুবনবিভবহেতবে অপি (ত্রৈলোক্যরাজ্যার্থমপি) অজিতাত্মসুরাদিভিঃ (অজিতে হরাবেব আত্মা যেষাং তথাভূতৈঃ সুরাদিভিরপি) বিমৃগ্যাৎ (অন্বেষণীয়াৎ, দুর্ল্লভাৎ) ভগবৎপদারবিন্দাৎ লবার্দ্ধম্ অপি নিমিষার্দ্ধম্ অপি (অত্যল্পক্ষণমপি) ন চলতি সঃ বৈষ্ণবাগ্র্যঃ (ভবতি) ।। ৫৩।।

অনুবাদ— শ্রীহরির চরণকমল ব্যতীত ইহসংসারে অন্য কোন সার বস্তু নাই, এইরূপ অকুণ্ঠিতবুদ্ধিযুক্ত হইয়া যিনি ত্রৈলোক্যরাজ্যলাভের সম্ভাবনা থাকিলেও ভগবদ্‌-গতচিত্ত দেহগণের একমাত্র আরাধ্য তদীয় চরণকমল হইতে ক্ষণকালও বিচলিত হন না, তিনি উত্তম ভাগবত বলিয়া গণ্য হন।। ৫৩।।

বিশ্বনাথ— ত্রিভুবনবিভবহেতবেঽপি ত্রৈলোক্য-রাজ্যপ্রয়োজনায়াপি ন কুণ্ঠা প্রলোভয়িতুমশক্যা স্মৃতির্যস্য সঃ। ন পারমেষ্ঠ্যং ন মহেন্দ্রধিষ্ণ্যমিত্যাদৌ বাঞ্ছন্তি যৎপাদরজঃপ্রপন্না ইত্যাদিবচনাৎ। অতএব লবার্দ্ধমপি নিমেষার্দ্ধমপি ভগবচ্চরণারবিন্দাদন্যত্র ন চলতি। কীদৃশাৎ অজিতে হরাবেবাত্মা যেষাং তথাভূতৈরপি সুরাদিভি-র্দুর্ল্লভত্বাৎ। কিন্তু কেবলং বিমৃগ্যাৎ। যদ্বা; অজিতাত্মানোঽজিতেন্দ্রিয়া যে সুরাদয়স্তৈস্তু ত্রিভুবনরাজ্যার্থং বিমৃগ্যাৎ ।। ৫৩।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— ত্রৈলোক্য রাজ্য প্রয়োজন হইলেও যাঁহার ভগবৎস্মৃতি কুণ্ঠিত হয় না অর্থাৎ তাহাকে প্রলোভিত করিতে পারে না, এমন যাঁহার স্মৃতি, তিনি বৈষ্ণব অগ্রগণ্য। 'যিনি ব্রহ্মার পদ ও ইন্দ্রপদ আদি বাঞ্ছা করেন না কিন্তু শ্রীকৃষ্ণেরই পদরজতে শরণাগত'— এইসকল বাক্যদ্বারা পূর্ব্বোক্ত বিষয়টি বুঝা যায়। অতএব

নিমেষের অর্দ্ধকালও ভগবৎ-চরণারবিন্দ হইতে অন্যত্র যাহার স্মৃতি বিচলিত হয় না। কিরূপ ভগবান্ হইতে? শ্রীহরিতেই আত্মা যাহার সেইরূপ দেবাদিরও দুর্ল্লভ ভগবান্ হইতে। কিন্তু কেবল অনুসন্ধান হইতে।

অথবা অজিতেন্দ্রিয় যে দেবতাগণ, তাহাদের কর্ত্তৃক ত্রিভুবন রাজ্য জন্য যে ভগবানকে অনুসন্ধান করা হয়, সেই ভগবান্ হইতে যাঁহার প্রীতি বিচলিত হয় না, তিনি বৈষ্ণব অগ্রগণ্য।। ৫৩।।

বিবৃতি— ব্রহ্মাদি দেবগণ সর্ব্বদা যে পরমপদের অনুশীলনে ব্যস্ত, সেই ভগবৎপাদপদ্ম হইতে স্বল্প সময়ের জন্যও যাঁহার চিত্ত বিক্ষিপ্ত হয় না, তিনিই বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ। পারমেষ্ঠ্য, স্বর্গাদি লোকের লোভে বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠের বুদ্ধি কখনও ভগবৎসেবা হইতে সঙ্কোচ লাভ করে না। দেবগণ স্বরূপে সর্ব্বদাই ভগবৎসেবা করিয়া থাকেন। আধিকারিক কার্য্যে নিয়োগ দেখিয়া দেবগণের ভগবদ্বিস্মৃতি স্বরূপধর্ম্ম মনে করা উচিত নহে। স্বর্গাদি ও মর্ত্ত্যলোকাদি নিম্নলোকে যেরূপ লোভনীয় পদার্থসকল বদ্ধজীবকে আকর্ষণ করিতে সমর্থ হয়, তদ্রূপ সঙ্কোচজনক ধর্ম্ম ভগবদ্ভক্তে কখনও সম্ভব নহে। ভগবদ্ভক্তের কখনও পতন বা হরিসেবা-বৈমুখ্যের সম্ভাবনা নাই।। ৫৩।।

ভগবত উরুবিক্রমাঙ্ঘ্রিশাখা-
নখমণিচন্দ্রিকয়া নিরস্ততাপে।
হৃদি কথমুপসীদতাং পুনঃ স
প্রভবতি চন্দ্র ইবোদিতেঽর্কতাপঃ।। ৫৪।।

অন্বয়ঃ— ভগবতঃ (শ্রীকৃষ্ণস্য)উরুবিক্রমাঙ্ঘ্রি-শাখা-নখমণিচন্দ্রিকয়া নিরস্ততাপে (উরুবিক্রমৌ চ তাবঙ্ঘ্রী চ তয়োঃ শাখা অঙ্গুলয়স্তাসু নখানি চ তানি মণয়শ্চ তেষাং চন্দ্রিকা শীতলা দীপ্তিস্তয়া নিরস্তঃ কামাদিতাপো যস্মিন্ তস্মিন্) উপসীদতাং (ভজতাং) হৃদি চন্দ্রে উদিতে (সতি) অর্কতাপঃ ইব কথং পুনঃ সঃ (কামাদিতাপঃ) প্রভবতি (ন উদেতীত্যর্থঃ)।। ৫৪।।

অনুবাদ— চন্দ্র উদিত হইলে যেরূপ সূর্য্যতাপের সম্ভাবনা থাকে না,সেইরূপ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের মহাবিক্রমশালী চরণযুগলস্থ অঙ্গুলিনখমণিসমূহের সুশীতল কিরণ দ্বারা কামাদি সন্তাপ নিরস্ত হইলে ভক্তগণের হৃদয়ে পুনরায় তাদৃশ সন্তাপের উদয় হইতে পারে না।। ৫৪।।

বিশ্বনাথ—অপি চ বিষয়াভিসন্ধিনা চলনং কামসন্তাপে সতি ভবেৎ। স চ কামসন্তাপো মহাভাগবতানাং ন সম্ভবেদিত্যাহ ভগবত ইতি। উরুবিক্রমৌ চ তৌ অঙ্ঘ্রী চ তয়োঃ শাখা অঙ্গুলয়স্তাসু নখানি তান্যেব মণয়স্তেষাং চন্দ্রিকা শীতলা দীপ্তিস্তয়া নিরস্তঃ কামাদিতাপো যস্মিন্ তস্মিনুপসীদতাং জনানাং হৃদি কথং পুনঃ স তাপঃ প্রভাবতি। চন্দ্রে উদিতেঽর্কস্য তাপ ইব।। ৫৪।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— বিষয়ে অভিসন্ধিদ্বারা ভক্তচিত্তে কামসন্তাপ হইলে বিচলিত হয়, সেই কামসন্তাপ মহাভাগবতগণের সম্ভব হয় না, ইহাই বলিতেছেন—উত্তম বিক্রম যাঁহার ঐরূপ চরণযুগলের শাখা অর্থাৎ অঙ্গুলিসমূহ তাহাতে নখসমূহ মণিস্বরূপ তাহাদের যে শীতল চন্দ্রিকা অর্থাৎ দীপ্তি, তাহা দ্বারা কামাদি তাপ যেখানে উপশম হইয়াছে, ঐরূপ ভক্তগণের হৃদয়ে কিরূপে পুনরায় কামসন্তাপ প্রভাব বিস্তার করিবে? যেমন চন্দ্র উদিত হইলে সূর্য্যের তাপ-প্রভাব বিস্তার করে না।। ৫৪।।

বিবৃতি— চন্দ্রের উদয়ে জ্যোৎস্নার বিস্তৃতি হইলে ভাস্করের প্রচণ্ডতাপের ক্লেশ যেরূপ অপসারিত হয়, তদ্রূপ ভগবানের পাদপদ্মনখশোভা-জ্যোৎস্নাদ্বারা মহাভাগবতগণের সকল তাপ নষ্ট হইয়া যায়। মহাভাগবতগণের হৃদয়ে ভগবৎসেবা-বিষয়ে অত্যুল্লাস কিরূপে প্রাপঞ্চিক তাপের আবাহন করিবে?।। ৫৪।।

বিসৃজতি হৃদয়ং ন যস্য সাক্ষা-
দ্ধরিরবশাভিহিতোঽপ্যঘৌঘনাশঃ।
প্রণয়রসনয়া ধৃতাঙ্ঘ্রিপদ্মঃ
স ভবতি ভাগবতপ্রধান উক্তঃ।। ৫৫।।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে
পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
একাদশস্কন্ধে নারদবসুদেবসংবাদে
দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।। ২।।

অন্বয়ঃ— অবশাভিহিতঃ অপি (অবশেনাভিহিত-মাত্রোঽপি) অঘৌঘনাশঃ (অঘৌঘং নাশয়তি যঃ সঃ) প্রণয়রসনয়া (পরমপ্রেমরূপয়া রসনয়া শৃঙ্খলয়া) ধৃতাঙ্ঘ্রিপদ্মঃ (ধৃতং হৃদয়ে নিবদ্ধং অঙ্ঘ্রিপদ্মং যস্য সঃ) সাক্ষাৎ হরিঃ যস্য হৃদয়ং ন বিসৃজতি (ন ত্যজতি) সঃ ভাগবতপ্রধানঃ (ভক্তশ্রেষ্ঠ ইতি) উক্তঃ (কথিতঃ) ভবতি ।। ৫৫।।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে দ্বিতীয়াধ্যায়স্যান্বয়ঃ।

অনুবাদ— অবশেও জনগণ যাঁহার নাম উচ্চারণ করিলে তিনি তাঁহাদের সমস্ত পাপ বিনষ্ট করেন, তাদৃশ শ্রীহরি স্বীয় পদযুগলে পরমপ্রেমবন্ধনে আবদ্ধ হইয়া যে ভক্তের হৃদয়ক্ষেত্র পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হন না, সেই ভক্তই উত্তম ভাগবত বলিয়া উক্ত হইয়া থাকেন।। ৫৫।।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবত একাদশস্কন্ধের দ্বিতীয়
অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

বিশ্বনাথ— উক্তসমস্তলক্ষণসারমাহ বিসৃজতীতি। হরিরেব স্বয়ং সাক্ষাৎ যস্য হৃদয়কন্দরং ন বিসৃজতি ন মুঞ্চতি। তত্র কল্মষকুঞ্জরাণাং কুতো বার্ত্তেত্যাহ—যঃ খল্ববশেনাপি কদাচিদভিহিতমাত্রোঽপি অঘৌঘং নাশয়তি। কিং পুনঃ সরসাস্বাদং যেন প্রতিক্ষণমভিভাষিত ইতি ভাবঃ। এতেন যদ্ ব্রত ইত্যস্যোত্তরমভিব্যঞ্জিতম্। ননু কথং তদীয়হৃদয়মন্দিরান্ন নির্গচ্ছতি তত্রাহ—প্রণয়রসনা ধৃতং হৃদয়ে বদ্ধং অঙ্ঘ্রিপদ্মং যস্য সঃ। যথা প্রেমবশীকৃত্য যশোদয়া উদরে উদূখলে বদ্ধস্তথা সর্ব্বজীবান্মায়াশৃঙ্খলয়া নিবধ্নন্ স্ব ভক্তজীবৈঃ প্রেমশৃঙ্খলয়া নিবধ্যতে ইতি ভাবঃ।। ৫৫।।

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।
একাদশে দ্বিতীয়োঽয়ং সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্।।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশ-স্কন্ধে দ্বিতীয়াধ্যায়স্য শ্রীল শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি-ঠক্কুরকৃতা সারার্থদর্শিনী-টীকা সমাপ্তা।

টীকার বঙ্গানুবাদ— পূর্ব্বোক্ত সমস্ত লক্ষণের সার বলিতেছেন—'বিসৃজতি' এই পদ্যদ্বারা। হরিই স্বয়ং সাক্ষাৎ যাঁহার হৃদয়কমলকে ত্যাগ করেন না। সেই স্থলে পাপহস্তী সমূহের অবস্থানের কথা কোথা হইতে আসিবে —যিনি নিশ্চয়ই অবশেও কখনও নাম উচ্চারণ মাত্রও পাপ নাশ করেন, তিনি পুনরায় রসাস্বাদনসহ প্রতিক্ষণ ভগবানের নাম জিহ্বায় ধরিয়া রাখিয়াছেন, তিনি ভাগবতগণের মধ্যে প্রধান ইহা বলা হইল। ইহা দ্বারা 'যদ্ব্রুতে' এই প্রশ্নের উত্তর প্রকাশিত হইল। প্রশ্ন হইতে পারে কিকারণ ভগবান্ ঐ ভক্তের হৃদয় মন্দির হইতে বহির্গত হইতে পারেন না, তাহার উত্তরে বলিতেছেন—প্রণয়রজ্জুদ্বারা যিনি ভগবানের চরণকমলকে হৃদয়ে বন্ধন করিয়া রাখিয়াছেন — সেই ভাগবত। যেমন শ্রীযশোদা কর্ত্তৃক প্রেমবশীভূত হইয়া গোপাল উদরে ও উদূখলে বন্ধন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সেইরূপ সর্ব্ব জীবকে মায়াশৃঙ্খল দ্বারা বন্ধন করিয়াও ভগবান্ ভক্তজীবসমূহ কর্ত্তৃক প্রেম-শৃঙ্খলদ্বারা বন্ধন প্রাপ্ত হন, ইহাই ভাবার্থ।। ৫৫।।

ভক্তচিত্তের আনন্দদায়িনী সারার্থদর্শিনীতে একাদশস্কন্ধেএই দ্বিতীয় অধ্যায় সাধুগণের সঙ্গে সমাপ্ত হইলেন।।

ইতি শ্রীমদ্‌ভাগবতে একাদশস্কন্ধে দ্বিতীয় অধ্যায়ের শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর কৃত সারার্থদর্শিনী টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত হইলেন।।

মধ্ব— ইতি শ্রীমদানন্দতীর্থভগবৎপাদাচার্য্যবিরচিতে শ্রীমদ্ভাগবতৈকাদশস্কন্ধেতাৎপর্য্যে দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

তথ্য— ইতি শ্রীমদ্ভাগবত একাদশস্কন্ধে দ্বিতীয় অধ্যায়ের তথ্য সমাপ্ত।

বিবৃতি— অসমর্থ হইয়া যাঁহার নাম গ্রহণে লোকের সকল অমঙ্গল ও পাপাদি বিনষ্ট হয়, সেই শ্রীহরি যাঁহার হৃদয়ে প্রেমবশ্যও হইয়া সর্ব্বক্ষণ সেবাগ্রহণে বাধ্য, তিনি ভগবদ্ভক্তগণের হৃদয় হইতে অন্তর্হিত হন না, তাদৃশ

ভগবদ্ভক্তকেই মহাভাগবত বলিয়া জানিতে হইবে। শ্রদ্ধা বা হেলা-বশে যাঁহাদের নামগ্রহণে পাপাচরণে প্রবৃত্তি থাকে না, যাঁহারা রুচিবশে ভগবানের অনুক্ষণ সেবা করিয়া থাকেন, তাঁহাদের হৃদয় হইতে ভগবান্ কখনই দূরে চলিয়া যান না। প্রেমনিষ্ঠ ভগবদ্ভক্তগণই মহাভাগবত। শ্রীহরির এইসকল উক্তিতে ভাগবতগণের লক্ষণসমূহ বিবৃতি হইয়াছে।। ৫৫।।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবত-একাদশ স্কন্ধের দ্বিতীয় অধ্যায়ের বিবৃতি সমাপ্ত।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবত একাদশস্কন্ধের দ্বিতীয় অধ্যায়ের গৌড়ীয়-ভাষ্য সমাপ্ত।

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ

শ্রীরাজোবাচ,—

পরস্য বিষ্ণোরীশস্য মায়িনামপি মোহিনীম্।
মায়াং বেদিতুমিচ্ছামো ভগবন্তো ব্রুবন্তু নঃ।। ১।।

গৌড়ীয়-ভাষ্য

তৃতীয় অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে রাজা নিমির চারটি প্রশ্নের উত্তরে বিষ্ণুমায়ার স্বরূপ ও কার্য্য, দুস্তরা মায়ার কবল হইতে অব্যাহতি লাভের সহজ উপায়, নারায়ণের স্বরূপ এবং নৈষ্কর্ম্ম্যলাভের উপায়ভূত কর্ম্মযোগ বর্ণিত হইয়াছে।

আদিকারণ ভগবান্ জীবের ভোগাপবর্গরূপ প্রয়োজনসিদ্ধির নিমিত্ত বিবিধ দেহের উপাদানস্বরূপ পঞ্চমহাভূত সৃষ্টি করিয়া পঞ্চভূতনির্ম্মিত দেহে অন্তর্য্যামী পরমাত্মরূপে প্রবিষ্ট হইয়া একাদশ ইন্দ্রিয়ের বিধান করেন। জীব দেহে আত্মবুদ্ধি করিয়া নানা কর্ম্মে লিপ্ত হয় এবং কর্ম্মফলবশে প্রলয়কাল পর্য্যন্ত নানাবিধ দুঃখময়ী পুনর্জ্জন্মগতি লাভ করিয়া থাকে। প্রলয়কাল উপস্থিত হইলে ব্রহ্মাণ্ডান্তর্য্যামী পুরুষ সমস্ত সৃষ্টিকে আপনাতে সংহৃত করিয়া স্বয়ং আদিকারণে লীন হন। ইহাই ভগবানের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কারিণী ত্রিগুণাত্মিকা মায়া।

মায়ার সংসারে স্ত্রী-পুরুষ একত্র হইয়া দুঃখনিবৃত্তি ও সুখলাভের আশায় কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া বিপরীত ফলমাত্রই লাভ করিয়া থাকে। ইহজগৎ এবং কর্ম্মফললভ্য পরলোক—উভয়ই দ্বেষহিংসাদিপূর্ণ এবং নশ্বর। অতএব অবিনশ্বর পরমশ্রেয়ের বিষয় জিজ্ঞাসু হইয়া শব্দব্রহ্মে ও পরব্রহ্মে সমভিজ্ঞ, শান্তির আধার, সদ্গুরুর চরণে প্রপন্ন হইবে এবং অকপট আনুগত্যে গুরুদেবতাত্ম হইয়া তাঁহার নিকট শ্রীহরির তুষ্টিকারক ভাগবতধর্ম্মসকল শিক্ষা করিবে। ভাগবতধর্ম্মের অঙ্গীভূত বিবিধ গুণরাশি অর্জ্জন করিবে। অদ্ভুতকর্ম্মা শ্রীহরির জন্মকর্ম্মাদির শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ কর্ত্তব্য। কৃষ্ণার্থে অখিলচেষ্টাপরায়ণ হইয়া দেহ-গেহাদি তাঁহাতে সমর্পণপূর্ব্বক জীবমাত্রের বিশেষতঃ মহাজন সাধুবর্গের সেবা শিক্ষা করিবে। পরস্পর ভগবদ্যশঃ কীর্ত্তনের দ্বারা রতি, তুষ্টি ও নিবৃত্তিলাভক্রমে ভক্তির উদয়ে দেহে পুলকাদির সঞ্চার হইবে এবং প্রেমভক্তিলাভে ভগবৎসাক্ষাৎকার ও পরমানন্দপ্রাপ্তি ঘটিবে। এইরূপে ভাগবতধর্ম্ম শিক্ষাপূর্ব্বক প্রেমভক্তিতে নারায়ণপরায়ণ হইলে দুস্তরা মায়া জিত হইয়া থাকে।

যিনি স্বয়ং কারণশূন্য অথচ সর্ব্বকারণকারণ, সকল পরিবর্ত্তনশীলতা ও নশ্বরতার মধ্যে স্থির ও নিত্য, অবাঙ্-

মনসগোচর, কার্য্যকারণের অতীত একমাত্র তত্ত্ব হইয়াও মহতী মায়াশক্তিদ্বারা বহুরূপে প্রতিভাত, জন্মবৃদ্ধিক্ষয়-লয়বিহীন,সর্ব্ববিধ জীবের সকল অবস্থার সাক্ষিরূপে অন্তরাত্মা, তিনিই নারায়ণাখ্য ব্রহ্মবস্তু। নারায়ণের পাদ-পদ্মে বিপুলা ভক্তিদ্বারা গুণকর্ম্মজ চিত্তমল বিদূরিত হইলে, সেই বিশুদ্ধচিত্তে আত্মবস্তু উপলব্ধ হন।

অপৌরুষেয় বেদের কর্ম্ম,অকর্ম্ম ও বিকর্ম্মের তাৎ-পর্য্যবিচারে পণ্ডিতগণেরও মোহ ঘটিয়া থাকে। বেদ পরোক্ষবাদপূর্ণ এবং ঔষধপানার্থ বালককে লোভ প্রদর্শনের ন্যায় কর্ম্মনিবৃত্তির নিমিত্তই কর্ম্মসকলের বিধান করিয়াছেন। বেদতাৎপর্য্যানভিজ্ঞ অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি বেদবিধানের অনুষ্ঠান না করিলে বিহিতকর্ম্মের অননুষ্ঠান-রূপ অধর্ম্মের দ্বারা নিরন্তর মৃত্যুপ্রবাহে পতিত হয়। পক্ষান্তরে ঈশ্বরে সর্ব্বকর্ম্মফল সমর্পণপূর্ব্বক অনাসক্ত-ভাবে বেদোক্ত কর্ম্মসকলের অনুষ্ঠানদ্বারা নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধি-লাভ হইয়া থাকে। বেদোক্ত ফলশ্রুতি কেবলমাত্র কর্ম্মে রুচি উৎপাদনের নিমিত্তই বর্ণিত। বৈদিক কর্ম্মাচরণ অপেক্ষা তন্ত্রোক্তবিধানে শ্রীহরির অর্চ্চনদ্বারা জীবের বন্ধনমোচন শীঘ্রই হইয়া থাকে। অতএব সদ্গুরুর নিকট কৃপালাভপূর্ব্বক তাঁহার প্রদর্শিত অর্চ্চনবিধিতে নিজ অভীষ্টমূর্ত্তিতে শ্রীহরির আরাধনা করিলে অচিরে অপবর্গ লাভ হয়।

অন্বয়ঃ— শ্রীরাজা উবাচ,— (বিষ্ণোর্মায়ামিদং পশ্যন্ ইত্যুক্তম্ অতো মায়াং পৃচ্ছতি পরস্যেতি; হে) ভগবন্তঃ! পরস্য ঈশস্য (পরমেশ্বরস্য) বিষ্ণোঃ মায়িনাম্ অপি (মায়য়া স্বশক্ত্যান্যজীবমোহকানাং ব্রহ্মাদীনামপি) মোহিনীং (মোহদাত্রীং) মায়াং (বয়ং) বেদিতুম্ ইচ্ছামঃ (জ্ঞাতুমভিলষামঃ) (ভবতঃ) নঃ (অস্মভ্যং) ব্রুবন্তু (বর্ণয়ন্তু)।।১।।

অনুবাদ— শ্রীরাজা বলিলেন,— হে মুনিগণ! পরমেশ্বর শ্রীহরির যে মায়া ব্রহ্মাদি মায়াবী পুরুষগণকেও মোহিত করিয়া থাকে, আমরা তাহা জানিতে ইচ্ছা করি; অতএব আমাদের নিকট তাহা বর্ণন করুন।।১।।

বিশ্বনাথ—

মায়া-তত্তরণাবীশলিঙ্গকর্ম্মাণি পৃচ্ছতে।
রাজ্ঞে প্রত্যুত্তরাণ্যেষাং তৃতীয়ে দদুরার্ষভাঃ।।

বিষ্ণোর্মায়ামিদং পশ্যন্নিত্যুক্তমতো মায়াং পৃচ্ছতি পরস্যেতি।। ১।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— এই তৃতীয় অধ্যায়ে শ্রীভগ-বানের মায়া, তাহা হইতে উদ্ধারের উপায়, নারায়ণের স্বরূপ ও কর্ম্মসমূহ, নিমিরাজ প্রশ্ন করিলে, তাহার উত্তর শ্রীঅন্তরীক্ষ প্রভৃতি যোগেন্দ্রগণ বলিতেছেন—'এই-জগৎকে বিষ্ণুর মায়া বলিয়া জানিবে' ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। অতএব নিমি মহারাজ পরমেশ্বরের মায়ার কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন।। ১।।

বিবৃতি— বিদেহরাজ নিমি শ্রীহবির নিকট হইতে ভাগবতের লক্ষণসমূহ শ্রবণ করিয়া শ্রীঅন্তরীক্ষের নিকট মায়ার স্বরূপবিষয়ে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। ব্রহ্মাদি দেবগণ, মর্ত্ত্যভূমির প্রাণিগণ সকলেই স্ব-স্ব ভোগতৎপর হইয়া আধ্যক্ষিকজ্ঞানলাভার্থ ইন্দ্রিয় পরিচালনা করেন। দেবগণের সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয় ও মরজগতের প্রাণিগণের স্থূল ইন্দ্রিয়সমূহ বিষয়ের মান-নিরূপণে ব্যস্ত। যে বৃত্তির বশে ভগবৎসেবা-বিমুখ বদ্ধজীবগণ পরমেশ্বর বিষ্ণুর মোহিনী মায়ার অধীনতা স্বীকার করেন, সেই মায়ার স্বরূপজ্ঞান-লাভার্থ নবযোগেন্দ্রের অন্যতম শ্রীঅন্তরীক্ষের নিকট নিমিরাজের এই প্রশ্ন।। ১।।

নানুতৃপ্যে জুষন্ যুষ্মদ্বচো হরিকথামৃতম্।
সংসারতাপনিস্তপ্তো মর্ত্ত্যস্তত্তাপভেষজম্।। ২।।

অন্বয়ঃ— সংসারতাপনিস্তপ্তঃ (সংসারতাপৈ-র্নিতরাং তপ্তঃ) মর্ত্ত্যঃ (মরণধর্ম্মশীলোঽহং) তত্তাপভেষজং (তস্য তাপস্য ভেষজমৌষধং তাপহারকমিত্যর্থঃ) হরিকথামৃতং (হরিকথামৃতরূপং) যুষ্মদ্বচঃ জুষন্ (শৃণ্বন্) ন অনুতৃপ্যে (ন তৃপ্তো ভবামি)।। ২।।

অনুবাদ— আমি নিরন্তর সংসারতাপ-সন্তপ্ত এবং মর্ত্ত্য-জীব বলিয়া উক্ত তাপনিবারক পরমমহৌষধ

হরিকথামৃতরূপ আপনাদের বাক্য শ্রবণ করিয়াও তৃপ্তি লাভ করিতে পারিতেছি না।। ২।।

বিশ্বনাথ— নানুতৃপ্যে ইতি। যুষ্মৎসঙ্গার্থিনো মে যুষ্মদ্বচোঽমৃতপানলোভস্য দুর্ব্বারত্বমেব প্রশ্নে কারণং জ্ঞেয়মিতি ভাবঃ।। ২।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— আপনার সঙ্গে হরিকথারূপ অমৃত আস্বাদনকারী আমার তৃপ্তি হইতেছে না। আপনাদের বাক্যরূপ অমৃতপানের লোভ অতিশয় দুর্ব্বার— ইহাই আমার প্রশ্নের কারণ জানিবেন।। ২।।

বিবৃতি— নবযোগেন্দ্রর নিকট হইতে আত্যন্তিক ক্ষেম ও ভাগবতলক্ষণসমূহ শ্রবণ করিয়া নিমিরাজের পিপাসা নিবৃত্তি হয় নাই। তিনি আপনাকে মরণশীল ও ঔপাধিক জানিয়া ক্লেশসমূহের ঔষধস্বরূপ ভগবৎকথামৃত শ্রবণ করা সত্ত্বেও সংসারতাপে তপ্ত হইবার ভাবী আক্রমণ হইতে পরিত্রাণলাভের উদ্দেশ্যে মায়ার স্বরূপোপলব্ধির নিমিত্ত ব্যগ্রতা প্রকাশ করিতেছেন।। ২।।

শ্রীঅন্তরীক্ষ উবাচ,—

এভির্ভূতানি ভূতাত্মা মহাভূতৈর্মহাভুজ।
সসর্জ্জোচ্চাবচান্যাদ্যঃ স্বমাত্রাত্মপ্রসিদ্ধয়ে।। ৩।।

অন্বয়ঃ— শ্রীঅন্তরীক্ষঃ উবাচ,—(মায়ায়াঃ স্বরূপতো নিরূপণাসম্ভবাৎ সৃষ্ট্যাদিকার্য্যদ্বারেণ নিরূপয়িতুমাহ—এভিরিতি, হে) মহাভুজ ! আদ্যঃ (পুরুষঃ) ভূতাত্মা (যয়া শক্ত্যা ভূতানামাত্মা কারণভূতঃ সন্) স্বমাত্রাত্মপ্রসিদ্ধয়ে (স্বাংশভূতানাং জীবানাং মাত্রাপ্রসিদ্ধয়ে বিষয়ভোগায়, আত্মপ্রসিদ্ধয়ে মোক্ষায় চেত্যর্থঃ।) এভিঃ (স্বসৃষ্টৈঃ) মহাভূতৈঃ উচ্চাবচানি ভূতানি (দেবাদিশরীরাণি) সসর্জ্জ (সৃষ্টবান্, এষা মায়া ভগবত ইতি)।। ৩।।

অনুবাদ— শ্রীঅন্তরীক্ষ বলিলেন,— হে মহাবাহো! আদিপুরুষ যে শক্তিবলে ভূতসমূহের কারণ হইয়া স্বাংশভূত জীবসমূহের বিষয়ভোগ ও মুক্তির জন্য ঐ মহাভূতসকল দ্বারা দেবাদিশরীর সৃষ্টি করিয়াছিলেন, উক্ত শক্তিই ভগবানের মায়া বলিয়া জানিবেন।। ৩।।

বিশ্বনাথ— গুণকার্য্যাণাং সৃষ্টিস্থিতিসংহারাণাং নিরূপণেনৈব গুণা নিরূপিতাঃ স্যুঃ। গুণৈশ্চ নিরূপিতৈঃ স্বতএব গুণময়ী মায়া নিরূপিতা স্যাদিত্যভিপ্রায়েণাহ এভিরিতি। ভূতাত্মা পরমেশ্বরঃ উচ্চাবচানি ভূতানি দেবতির্য্যগাদীনি সসর্জ্জ, কিমর্থং স্বমাত্রাত্মপ্রসিদ্ধয়ে স্বীয়ানাং জীবানাং মাত্রাণাং বিষয়প্রাপ্তীনাং আত্মনঃ স্বপ্রাপ্তেশ্চ যা প্রকৃষ্টা সিদ্ধিস্তদর্থম্। যদুক্তং বেদস্তুতৌ— "বুদ্ধীন্দ্রিয়মনঃপ্রাণান্ জনানামসৃজৎ প্রভুঃ। মাত্রার্থঞ্চ ভবার্থঞ্চ আত্মনেঽকল্পনায় চ।" ইতি।। ৩।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— শ্রীঅন্তরীক্ষ বলিতেছেন,— হে মহারাজ! আদ্যপুরুষ হইতে বিশ্বের সৃষ্টি-স্থিতি-সংসাররূপ ত্রিগুণের কার্য্যসমীহ নিরূপণ দ্বারাই সত্ত্ব আদি গুণত্রয় নিরূপিত হয়, গুণসমূহ নিরূপিত হইলে, স্বাভাবিক ভাবেই গুণময়ীমায়া নিরূপিত হইয়া যায়। এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন—ভূতাত্মা অর্থাৎ পরমেশ্বর উচ্চ নীচ ভূতসমূহদ্বারা দেব-পক্ষী-আদি প্রাণীসমূহ সৃষ্টি করিলেন, কিরূপ? নিজ মাত্রা-আত্মা প্রসিদ্ধির জন্য অর্থাৎ জীবগণের বিষয় প্রাপ্তির ও নিজপ্রাপ্তির যে প্রকৃষ্ট সিদ্ধি, তাহা লাভের জন্য। যাহা বেদস্তুতিতে বলিয়াছেন—প্রভু ভগবান্ জনগণের বুদ্ধি ইন্দ্রিয়, মন ও প্রাণ সমূহকে এই জগতে বিষয় ভোগ, পরলোক গমন, আত্মার মুক্তি ও ভক্তিলাভের জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন।। ৩।।

মধ্ব—

আত্মপ্রসিদ্ধয়ে ভূতানাং ভগবজ্জ্ঞানার্থম্।। ৩।।

বিবৃতি— অন্তরীক্ষ বলিলেন,— হে জিজ্ঞাসুপ্রবর ও প্রশ্নোত্তরশ্রবণে সমর্থ মহারাজ, সর্ব্বভূতের আত্মা আদিপুরুষ গুণময়ী মায়া-জাত মহাভূতসমূহের দ্বারা উচ্চাবচ প্রাণিগণের বন্ধ ও মোক্ষের অবতারণা করাইয়া তাহাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন।

বদ্ধজীবগণ যে স্থূলসূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়দ্বারা বিষয়ভোগ করে, উহা সেবোন্মুখ নিত্য ইন্দ্রিয়ের ব্যবধানযুক্ত বিপর্য্যস্তস্মৃতির ক্রিয়ামাত্র। উহা বিক্ষেপাত্মিকা ও আবরণী

বৃত্তিদ্বয় হইতে নশ্বর জগতে জাত। জগন্মিথ্যাত্ববাদ ও জীবব্রহ্মৈক্যবাদ স্থাপনের জন্যই বিষ্ণুমায়ার বিমোহন-কার্য্য। নিত্যলীলাময় ভগবানের লীলাপোষণ মায়িক নশ্বর জগতের ন্যায় বাধাপ্রাপ্ত নহে।।৩।।

এবং সৃষ্টানি ভূতানি প্রবিষ্টঃ পঞ্চধাতুভিঃ।
একধা দশধাত্মানং বিভজন্ জুষতে গুণান্।। ৪।।

অন্বয়ঃ— এবং (জীবস্যোপকারার্থং) পঞ্চধাতুভিঃ (পঞ্চ মহাভূতৈঃ) সৃষ্টানি ভূতানি (দেবাদিশরীরাণি, অন্তর্য্যামিরূপেণ) প্রবিষ্টঃ (সন্) আত্মানম্ একধা (অন্তঃকরণাভিমানিতয়ৈকধা) দশধা (জ্ঞানকর্ম্মেন্দ্রিয়াভিমানিতয়া চ) বিভজন্ গুণান্ (তত্তদ্বিষয়ান্) জুষতে (জোষয়তীত্যর্থঃ) ।। ৪।।

অনুবাদ— এইরূপ পঞ্চমহাভূত-বিরচিত দেবাদিশরীরে অন্তর্য্যামিরূপে প্রবেশপূর্ব্বক তিনি নিজকে একভাগে অর্থাৎ অন্তঃকরণাভিমানিরূপে এবং দশভাগে অর্থাৎ জ্ঞানকর্ম্মেন্দ্রিয়াভিমানিরূপে বিভক্ত করিয়া বিষয়সমূহ উপভোগ করিয়া থাকেন।। ৪ ।।

বিশ্বনাথ—সৃষ্টিমুক্ত্বা স্থিতিমাহ,—এবমিতি ত্রিভিঃ। পঞ্চধাতুভির্মহাভূতৈঃ সৃষ্টানি ভূতান্যন্তর্য্যামিতয়া প্রবিষ্টঃ সন্ একধা মনসা, দশধা বাহ্যেন্দ্রিয়রূপেণ, আত্মানং বিভজন্, গুণান্ তত্তদ্বিষয়ান্ জুষতে জীবং জোষয়তে ভোজয়তীত্যর্থঃ।।৪।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— সৃষ্টির কথা বলিয়া এখন স্থিতির কথা তিনটি পদ্যদ্বারা বলিতেছেন—পঞ্চধাতু অর্থাৎ পঞ্চমহাভূতদ্বারা সৃষ্ট ভূতসমূহের অন্তর্য্যামীরূপে প্রবিষ্ট হইয়া ভগবান্ এক অর্থাৎ মনদ্বারা বাহ্যেন্দ্রিয় চক্ষু কর্ণাদি দশভাগে নিজেকে বিভক্ত করিয়া সেই সেই ইন্দ্রিয়ের রূপাদি বিষয়সমূহকে নিজে আস্বাদন করেন এবং জীবসমূহকে আস্বাদন করান।। ৪।।

বিবৃতি— একল পরমাত্মা ভূমাদি পঞ্চমহাভূতে অন্তর্য্যামিরূপে প্রবিষ্ট হইয়া মনোরূপে একলধর্ম্ম প্রভাবে পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়কে সূক্ষ্মভাবে ও পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়কে স্থূলভাবে বিভাগ করিয়া বদ্ধজীবগণকে রূপরসাদ্যাত্মক গুণসমূহ ইন্দ্রিয়দ্বারে ভোগ করান। পক্ষান্তরে, মুক্তজীবগণের ঐকান্তিকী সেবাপ্রবৃত্তি প্রবলা থাকায়, গুণদোষোদ্ভূত অনুপাদেয় গুণসমূহ তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিতে না পারায়, নির্দ্দোষ গুণসমূহে গুণদোষ-দর্শনের অভাব অবস্থিত হওয়ায় মুক্তপুরুষগণ প্রীতিভরে নিত্য-চিদ্বিলাসবান্ ভগবান্‌কে সেবা করেন।

প্রপঞ্চে ভগবৎপ্রীতির অভাববশতঃ জীবের অবৈধ বাসনা, বিষ্ণুর রূপরসগন্ধাদির সেবা করিতে অক্ষমতা হেতু ভোগী হইয়া কর্ম্মফলবাধ্য হইয়া পড়ে। প্রেমোদয়ে সেইসকল ইন্দ্রিয়ের গতি চিদ্বিলাসসেবায় নিযুক্ত হয়। ভগবদ্‌বিমুখ বদ্ধজীবগণ পঞ্চমহাভূত-জাত শরীরে বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যে রূপরসাদি ভোগ করে, তাহাতে অদ্বয়জ্ঞান বাধাপ্রাপ্ত হইয়া অবরগুণসমূহে প্রীতি উৎপাদন করিবার পরিবর্ত্তে অনুপাদেয় বিচারে ভেদের অবরতা উৎপাদন করে।

যে-সময় ভগবান্ সেবোন্মুখ জীবকে স্ব-সেবায় নিযুক্ত করেন, সেই সময়েই মুক্তজীবগণ সর্ব্বেন্দ্রিয়দ্বারা নিরুপাধিক হইয়া ঐকান্তিক প্রীতির বশে তাঁহারই সেবা করিয়া থাকেন। নতুবা প্রপঞ্চে ভোগপ্রবৃত্তি লাভ করিয়া গুণবিপর্য্যয়ে দোষাশ্রিত হন। অন্তর্য্যামি-সূত্রে পরমাত্মা ব্যষ্টি ও সমষ্টি-প্রতীতির অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া জীবের মায়িক বন্ধন উন্মুক্ত ও বৈকুণ্ঠসেবা-প্রবৃত্তির উদয় করান। চিদ্বিলাসবৈচিত্র্যে প্রেম সমৃদ্ধ হয়; অচিদ্ভোগ-বৈচিত্র্যে বদ্ধজীব প্রেমরহিত হইয়া আপনাকে সেব্যতত্ত্বরূপে নিরূপণ করিয়া ভ্রান্ত হন।। ৪।।

গুণৈর্গুণান্ স ভুঞ্জান আত্মপ্রদ্যোতিতৈঃ প্রভুঃ।
মন্যমান ইদং সৃষ্টমাত্মানমিহ সজ্জতে ।। ৫।।

অন্বয়ঃ— সঃ প্রভুঃ (দেহাভিমানী জীবঃ) আত্মপ্রদ্যোতিতৈঃ (আত্মনা অন্তর্য্যামিনা প্রদ্যোতিতৈঃ চেতনী-

কৃতৈঃ) গুণৈঃ (ইন্দ্রিয়ৈঃ) গুণান্ (বিষয়ান্) ভুঞ্জানঃ ইদং সৃষ্টং (শরীরম্) আত্মানং মন্যমানঃ ইহ (দেহাদৌ সজ্জতে (প্রসক্তো ভবতি)।।৫।।

অনুবাদ— উক্ত জীব অন্তর্য্যামিপুরুষের চৈতন্য-বলে অনুপ্রাণিত ইন্দ্রিয়সমূহদ্বারা বিষয়সকল ভোগ করিয়া এই সৃষ্ট দেহকেই আত্মা মনে করিয়া ইহাতে আসক্ত হইয়া থাকে।। ৫।।

বিশ্বনাথ— স চ জীব আত্মনা অন্তর্য্যামিনা প্রদ্যোতিতৈর্গুণৈরিন্দ্রিয়ৈর্গুণান্ বিষয়ান্ ভুঞ্জান ইদং সৃষ্টং শরীরম্ আত্মানং মন্যমান ইহ শরীরাদৌ সজ্জতে। প্রভুঃ প্রকর্ষেণ দেবতির্য্যগাদিষু ভবতীতি সঃ।।৫।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— সেই 'জীব' অন্তর্য্যামী পরমাত্মা কর্ত্তৃক আলোকিত গুণসমূহের দ্বারা ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়-সমূহকে ভোগকালে এই সৃষ্টি শরীরে আত্মবুদ্ধি করিয়া এই শরীরাদিতে আসক্ত হয়। 'প্রভু' যিনি দেব পশু-পক্ষী আদিরূপে হইতে পারেন তিনি ঈশ্বর।।৫।।

মধ্ব— এবং গুণান্ ভুঞ্জানো ভগবান্। তং সৃষ্টং মন্যমানো জীব ইহ সজ্জতে।।

শরীরে দোষহানেন গুণভোক্তারমীশ্বরম্।
শরীরস্থতয়া জীবং মন্যমানঃ পতত্যধঃ।।
তৎসৃষ্টা হি সদা জীবা দেহাদের্জনিমত্ত্বতঃ।
নিত্যানন্দৈকদেহোঽসৌ বিষ্ণুস্তত্ত্বৈকতানয়োঃ।।
ইতি চ।। ৪-৫।।

বিবৃতি—জীব—ভগবদংশ; বস্ত্বংশ-বিচারে অংশীর সহিত অংশের ভেদ অবস্থিত। বাস্তববস্তুর তটস্থশক্ত্যংশ জীব স্বীয় অণুচিৎসম্পত্তির দ্বারা কেবলা-ভক্তিতে অবস্থিত হইতে পারেন; অথবা অণুচিৎশক্তির আবরণ ও বিক্ষেপযোগ্যতা-ক্রমে জড়ভোক্তৃবিচারে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারেন। যখন অন্তর্য্যামিসূত্রে ইন্দ্রিয়দ্বারা তিনি বিষয়ভোগ করেন, তখন ভগবৎপ্রদত্ত ভোগ্যসমূহের ভোক্তৃজ্ঞানে ভগবদ্‌বিস্মৃতিক্রমে প্রাপঞ্চিক বিষয়ে আবদ্ধ হন। কিন্তু কৃষ্ণপাদপদ্মের অবিস্মৃতিক্রমে সকল চিন্ময় ইন্দ্রিয়দ্বারা অপ্রাকৃত বাস্তববস্তুর ভোগোপকরণ-জ্ঞানে ভগবৎসেবায় প্রবৃত্ত হন।

মহাবদান্য শ্রীগৌরসুন্দর স্বীয় করুণা বিস্তার করিয়া শ্রীরাধাগোবিন্দের বিলাস-বৈচিত্র্য সেবোন্মুখভক্তের নিকট প্রকাশপূর্ব্বক ভক্ত-শরীরের চিদাত্মত্ব উপলব্ধি করাইয়া বিচিত্রবিলাস রচনা করেন। গুণদোষদর্শনকারিণী দৃষ্টি একান্তভক্তের প্রেমাভাব-স্থাপনে সমর্থা হয় না। ভগবদ্‌-বিমুখতাই আত্মবোধ-রহিত করিয়া জীবকে অনাত্ম-প্রতীতিতে আবদ্ধ করে ; তখন তাহার নশ্বর জগতের ভোক্তৃত্ব বরণীয় বিষয় হয়। আত্মপ্রতীতিবিশিষ্ট জনগণের শরীর ও শরীরীতে ভেদপ্রতীতি হয় না। 'দীক্ষাকালে ভক্ত করে আত্মসমর্পণ। সেইকালে কৃষ্ণ তাঁরে করে আত্ম-সম।। সেই দেহ করে তাঁর চিদানন্দময়। অপ্রাকৃত দেহে কৃষ্ণ-চরণ ভজয়।।' ভগবানের অংশরূপ জীবপ্রতীতি ভূমিকান্তর লাভ করিয়া অর্থাৎ ভগবদ্বৈমুখ্যক্রমে স্বাতন্ত্র্য লাভ করিয়া ভোগভূমিতে সৃষ্ট শরীরকেই আত্মবুদ্ধি করিয়া অভীষ্টলাভের পরিবর্ত্তে অমঙ্গল বরণ করেন। আবার সেই জীবই হৃষীকেশের ইন্দ্রিয় পরিচালনের আশ্রয়রূপ বিষয়রূপে ভগবৎসেবাকামী হইয়া ইদং সৃষ্ট সংক্লেশনিকরাকর ভেদবিচার পরিত্যাগপূর্ব্বক ভগবৎ-সেবায় নিযুক্ত হন।।৫।।

কর্ম্মাণি কর্ম্মভিঃ কুর্ব্বন্ সনিমিত্তানি দেহভৃৎ।
তত্তৎ কর্ম্মফলং গৃহ্নন্ ভ্রমতীহ সুখেতরম্।। ৬।।

অন্বয়ঃ— দেহভৃৎ (দেহাভিমানী জীবঃ) কর্ম্মভিঃ (কর্ম্মেন্দ্রিয়ৈঃ) সনিমিত্তানি (সবাসনানি, উত্তরদেহহেতু-বাসনা-সহিতানি) কর্ম্মাণি (ব্যাপারান্) কুর্ব্বন্ সুখেতরং (সুখং চ ইতরৎ দুঃখং চেতি সুখদুঃখাত্মকং) তত্তৎ কর্ম্মফলং গৃহ্নন্ (অনুভবন্) ইহ (সংসারে) ভ্রমতি।। ৬।।

অনুবাদ— দেহাভিমানী জীব কর্ম্মেন্দ্রিয়সকল দ্বারা উত্তরোত্তর দেহধারণের নিমিত্ত বাসনারাশিযুক্ত কর্ম্মসমূহের আচরণসহকারে সুখদুঃখাত্মক কর্ম্মফল অনুভব করিয়া সংসারে ভ্রমণ করিয়া থাকেন।। ৬।।

বিশ্বনাথ— ততশ্চ সংসরতীত্যাহ,— কর্ম্মভিঃ কর্ম্মেন্দ্রিয়ৈঃ সনিমিত্তানি সবাসনানি কর্ম্মাণি কুর্ব্বন্ সুখেতরং সুখদুঃখাত্মক কর্ম্মফলং প্রাপ্নুবন্ রমতে ইতি নারকযোনাবপি রমণদর্শনাৎ।।৬।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— অতঃপর জীবের সংসার বলিতেছেন—কর্ম্মেন্দ্রিয় সমূহের দ্বারা বাসনার সহিত কর্ম্মসকল করিয়া সুখ ও দুঃখরূপ কর্ম্মফল প্রাপ্তি হইয়া জীবগণ নরকাদি নানা যোনিতে ভ্রমণ করে।।৬।।

ইত্থং কর্ম্মগতীর্গচ্ছন্ বহ্বভদ্রবহাঃ পুমান্।
আভূতসংপ্লবাৎ সর্গপ্রলয়াবশ্নুতেঽবশঃ।। ৭।।

অন্বয়ঃ— ইত্থম্ (এব) বহ্বভদ্রবহাঃ (বহূনি অভদ্রাণি দুঃখানি বহন্তি ইতি তথা তাঃ) কর্ম্মগতীঃ (কর্ম্মণাং ফলভূতা গতীঃ দেবমনুষ্যতির্য্যগাদিযোনীঃ) গচ্ছন্ অবশঃ (কর্ম্মপরবশঃ) পুমান্ আভূতসংপ্লবাৎ (মহাভূতপ্রলয়পর্য্যন্তং) সর্গপ্রলয়ৌ (জন্ম-মরণে) অশ্নুতে (প্রাপ্নোতি ।। ৭।।

অনুবাদ— এইরূপে কর্ম্মপরবশ জীব দেব-মনুষ্য-তির্য্যগাদি বিবিধ দুঃখপ্রদ গতিলাভ করিয়া ভৌতিকপ্রলয়-কালপর্য্যন্ত জন্ম-মৃত্যু-প্রবাহ ভোগ করিতে থাকেন ।। ৭।।

বিশ্বনাথ— ভূতানামুদ্ভূতবস্তূনাং সংপ্লবঃ প্রলয়স্তৎপর্য্যন্তম্।। ৭।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— জীবসকল দেবমনুষ্যাদি বিবিধ গতি লাভ করিয়া ভূতগণের অর্থাৎ সৃষ্টবস্তুসমূহের প্রলয়-কাল পর্য্যন্ত জন্ম-মৃত্যু-প্রবাহরূপ সংসার ভোগ করে ।। ৭।।

মধ্ব—

আভূতসংপ্লবাজ্জন্ম জীবেশত্বং বিজানতঃ।
ততঃ পতত্যধো যস্মাদুত্থানং নৈব তু কচিৎ।।
ইতি চ ।। ৭।।

ধাতুপপ্লব আসন্নে ব্যক্তং দ্রব্যগুণাত্মকম্।
অনাদিনিধনঃ কালো হ্যব্যক্তায়াপকর্ষতি।। ৮।।

অন্বয়ঃ— ধাতুপপ্লবে (ধাতুনাং পঞ্চমহাভূতানামুপপ্লবে বিনাশহেতৌ প্রলয়কালে) আসন্নে (প্রাপ্তে সতি) অনাদিনিধনঃ (উৎপত্তিবিনাশরহিতঃ) কালঃ দ্রব্যগুণাত্মকং (দ্রব্যং স্থূলং গুণঃ সূক্ষ্মং তদাত্মকং) ব্যক্তং (কার্য্যজাতম্) অব্যক্তায় (অব্যক্তং প্রকৃতিস্তৎ প্রতি নেতুম্) অপকর্ষতি হি ।। ৮।।

অনুবাদ— পঞ্চমহাভূতের বিনাশকাল উপস্থিত হইলে অনাদিনিধন মহাকাল স্থূলসূক্ষ্মাত্মক কার্য্য জগৎকে প্রকৃতিতে আকর্ষণ করিয়া থাকেন।। ৮।।

বিশ্বনাথ— সংহারমাহ,—সার্দ্ধৈরষ্টভিঃ। ধাতুনাং মহাভূতানামুপপ্লবে নাশহেতৌ প্রলয়ে আসন্নে সতি ব্যক্তং কার্য্যং দ্রব্যগুণাত্মকং দ্রব্যং স্থূলং গুণঃ সূক্ষ্মং তদাত্মকং অব্যক্তায় অব্যক্তং কারণং প্রতি নেতুমাকর্ষতি।। ৮।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— বিশ্বের সংহার বলিতেছেন—সাড়ে আটটি পদ্যদ্বারা ধাতু অর্থাৎ মহাভূতসমূহের নাশের কারণ প্রলয় উপস্থিত হইলে বিশ্বকার্য্যরূপ দ্রব্যগুণাত্মক অর্থাৎ স্থূল সূক্ষ্ম এই জগৎ অব্যক্তরূপ কারণ আকর্ষিত হয়।। ৮।।

মধ্ব— কালাখ্যঃ কলনাদ্বিষ্ণুর্ব্যক্তমব্যক্তগং নয়ন্।
ইতি চ।। ৮।।

বিবৃতি— দিব্যজ্ঞানলব্ধ ভক্ত ভগবানের সেবোপকরণবিচারে উদাসীন হইলেই তাঁহার কর্ম্মগতি লাভ ঘটে। তিনি আনন্দময়ের সেবারহিত হইয়া আপনাকে স্বতন্ত্র ভোগী মনে করিয়া নিজ ভগবদ্বিমুখ উপাধিবশে আসক্ত হন এবং কর্ম্মের প্রাপ্য ভূমিকায় নানাবিধ অমঙ্গল লাভ করেন এবং জন্ম, স্থিতি ও ভঙ্গ প্রভৃতি ক্লেশ লাভ করিয়া অবসন্ন হইয়া পড়েন। পুনরায় প্রলয়কালে কর্ম্মফলভোগসমাপ্তিতে অব্যক্ত কারণ দ্বারা আকৃষ্ট হন।

কালের অভ্যন্তরে ভগবানের বহিরঙ্গ-শক্তি-পরিণতি; পুনরায় ঐ পরিণতা শক্তি প্রত্যাবৃত্তা হইয়া প্রলয়কালে কারণরূপী-পরমাত্মাতে প্রবিষ্ট হয়। এইরূপ

নশ্বরজগতের জড়বিচিত্রতা, কিন্তু নিত্যচিদ্বিলাস-বৈচিত্র্যে জন্মস্থিতিভঙ্গাদি কালক্ষোভ্য-ব্যাপারের অবকাশ নাই, অবিনাশী প্রেমা তথায় নিত্যকাল ভগবদ্বিলাসবৈচিত্র্যে প্রতিষ্ঠিত। নশ্বররাজ্যে পরিচ্ছিন্নধর্ম্মক্রমে কর্ম্মের হেয়তা ও অনুপাদেয়তা অবস্থিতা; কিন্তু বৈকুণ্ঠরাজ্য—হানোপাদানরহিত; তথায় চিদ্বিলাস বৈচিত্র্যে আপেক্ষিক জন্মস্থিতিভঙ্গাদি প্রপঞ্চের ন্যায় অবরধর্ম্মাশ্রিত নহে ।। ৬-৮।।

শতবর্ষা হ্যনাবৃষ্টির্ভবিষ্যত্যুল্বণা ভুবি।
তৎকালোপচিতোষ্ণার্কো লোকাংস্ত্রীন্ প্রতপিষ্যতি।।৯

অন্বয়ঃ—(নাশহেতুনাহ, তদা) ভুবি শতবর্ষা (শতবর্ষপর্য্যন্তা) উল্বণা (দুঃসহা ভয়ঙ্করী) অনাবৃষ্টিঃ ভবিষ্যতি হি। তৎকালোপচিতোষ্ণার্কঃ (তেন কালেনোপচিতমুষ্ণমুষ্ণত্বং যস্য স চাসাবর্কশ্চ সঃ) ত্রীন্ লোকান্ প্রতপিষ্যতি ।। ৯।।

অনুবাদ— তৎকালে পৃথিবীতে শতবর্ষব্যাপিনী দুঃসহা অনাবৃষ্টি উপস্থিত হইবে এবং কালধর্ম্মবশতঃ সূর্য্যের উষ্ণত্ব অতিশয় বর্দ্ধিত হইলে ঐ সূর্য্য ত্রিলোককে উত্তপ্ত করিবে।। ৯।।

বিশ্বনাথ— উপচিতঃ প্রবৃদ্ধঃ উষ্ণোঽত্যুষ্ণঃ।।৯।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— উপচিত অর্থাৎ প্রকৃষ্টরূপে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত অতি উষ্ণ সূর্য্য ত্রিলোককে উত্তপ্ত করিবে ।। ৯।।

পাতালতলমারভ্য সঙ্কর্ষণমুখানলঃ।
দহন্নূর্দ্ধশিখো বিষ্বগ্বর্দ্ধতে বায়ুনেরিতঃ।। ১০।।

অন্বয়ঃ— ঊর্দ্ধশিখঃ (ঊর্দ্ধজ্বালঃ) সঙ্কর্ষণমুখানলঃ (সঙ্কর্ষণমুখাদুদ্ভূতোঽগ্নিঃ) বায়ুনা (সহকারিণা) ঈরিতঃ (প্রেরিতঃ সন্) পাতালতলম্ আরভ্য বিষ্বক্ (পরিতঃ) দহন্ বর্দ্ধতে (ভস্মীকুর্ব্বন্ বৃদ্ধিং যাতি)।। ১০।।

অনুবাদ—সঙ্কর্ষণমুখজাত ঊর্দ্ধশিখ অগ্নি বায়ুকর্ত্তৃক পরিচালিত হইয়া পাতালতল হইতে আরম্ভ করিয়া চতুর্দ্দিক দগ্ধ করিতে করিতে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে।। ১০।।

সম্বর্ত্তকো মেঘগণো বর্ষতি স্ম শতং সমাঃ।
ধারাভির্হস্তিহস্তাভির্লীয়তে সলিলে বিরাট্।। ১১।।

অন্বয়ঃ— সম্বর্ত্তকঃ (প্রলয়কর্ত্তা) মেঘগণঃ হস্তিহস্তাভিঃ (তৎপ্রমাণাভিঃ) ধারাভিঃ (নতু বিন্দুভিঃ) শতং সমাঃ (শতবর্ষপর্য্যন্তং) বর্ষতি (ততশ্চ) বিরাট্ (ব্রহ্মাণ্ডং) সলিলে লীয়তে স্ম।। ১১।।

অনুবাদ— প্রলয়কারী মেঘগণ হস্তিশুণ্ডপ্রমাণ স্থূলধারায় শতবৎসর পর্য্যন্ত বারিবর্ষণ করিবে এবং তাহাতে ব্রহ্মাণ্ড সলিলরাশিতে লীন হইবে।। ১১।।

বিশ্বনাথ—সম্বর্ত্তকঃ প্রলয়কর্ত্তা, হস্তিশুণ্ডপ্রমাণাভিঃ ।। ১১।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— সর্ম্বত্তক নামক মেঘসমূহ হস্তীশুণ্ড সদৃশ স্থূলধারা দ্বারা শতবর্ষ জল বর্ষণ করিবে, তাহাতে এই ব্রহ্মাণ্ড জলমগ্ন হইবে।। ১১।।

ততো বিরাজমুৎসৃজ্য বৈরাজঃ পুরুষো নৃপ।
অব্যক্তং বিশতে সূক্ষ্মং নিরিন্ধন ইবানলঃ।। ১২।।

অন্বয়ঃ— (হে) নৃপ! (পরীক্ষিৎ!) ততঃ (উপাধিলয়াৎ) বৈরাজঃ পুরুষঃ (হিরণ্যগর্ভাখ্যঃ) বিরাজম্ উৎসৃজ্য (ত্যক্ত্বা) নিরিন্ধনঃ অনলঃ ইব সূক্ষ্মম্ অব্যক্তং (কারণং) বিশতে ।। ১২।।

অনুবাদ— হে রাজন্! তৎকালে এইরূপে ব্রহ্মাণ্ডরূপ উপাধির লয় হইলে বিরাট্ পুরুষ হিরণ্যগর্ভ উক্ত ব্রহ্মাণ্ড ত্যাগ করিয়া ইন্ধনহীন অনলের ন্যায় অব্যক্ত অর্থাৎ কারণমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া থাকেন।। ১২।।

বিশ্বনাথ— ততশ্চোপাধিলয়াৎ বৈরাজঃ সমষ্টিজীবো ব্রহ্মা, ব্যষ্টিজীবানান্ত বৈরাজ এব পূর্ব্বং লয়ো জ্ঞেয়ঃ। অব্যক্তং প্রকৃতিং অত্র ব্রহ্মাণোঽপি কর্ম্মিজ্ঞানিভক্তত্বেন ত্রৈবিধ্যাৎ কস্যচিৎ পুনরাবৃত্তিঃ কস্যচিন্মুক্তিঃ

কস্যচিৎ প্রেমবৎপার্ষদত্বপ্রাপ্তিশ্চ ইতি দ্রষ্টব্যম্। "আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্ত্তিনোঽর্জ্জুন" ইতি বিপর্য্যয়শ্চ ভবতি ব্রহ্মত্ব-স্থাবরত্বয়োরিতি। "ব্রহ্মণা সহ তে সর্ব্বে সংপ্রাপ্তে প্রতিসঞ্চরে। পরস্যান্তে কৃতাত্মানঃ প্রবিশন্তি পরং পদম্" ইত্যাদি বচনেভ্যঃ।। ১২।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— অনন্তর এই বিশ্ব লয় প্রাপ্ত হইলে বৈরাজ অর্থাৎ সমষ্টি জীবরূপ ব্রহ্মা, ব্যক্তি জীবগণের ঐ বৈরাজ ব্রহ্মাতেই পূর্ব্বে লয় জানিবেন। অব্যক্ত অর্থাৎ প্রকৃতি। এস্থলে ব্রহ্মারও কর্ম্মী জ্ঞানী ভক্তভেদে তিন প্রকার। স্বরূপহেতু কর্ম্মী ব্রহ্মার পুনরায় জন্ম হয়, জ্ঞানী ব্রহ্মার মুক্তি হয়, আর ভক্ত ব্রহ্মা প্রেমলাভ করিয়া পার্ষদত্ব প্রাপ্ত হন—ইহাই জ্ঞাতব্য। 'ব্রহ্মলোক অবধি লোকসমূহ পুনঃ পুনঃ সৃষ্টি হয়, হে অর্জ্জুন জানিবে।' ইহার বিপরীতও হয়—ব্রহ্মার ও স্থাবর জীব সমূহের। ব্রহ্মার সহিত সেই জীবসকল প্রতি সৃষ্টিতে থাকিয়া প্রলয়কালে কৃতি জীবগণ পরমপদ বৈকুণ্ঠে প্রবেশ করেন। ইত্যাদি প্রমাণ বাক্যসমূহ দ্বারা জানা যায়।। ১২।।

তথ্য— 'বৈরাজ' শব্দে ব্যষ্টিজীবসমূহের 'বলয়' জানিতে হইবে অর্থাৎ সমষ্টিজীব। ব্রহ্মা হইতে যে-সকল দেহধারী জীব উৎপত্তি লাভ করে, সেই সকল জীবের সমষ্টিই ব্রহ্মা।। ১২।।

বিবৃতি— বিরাট্ পুরুষের নশ্বর সৃষ্টিতে যে অনিত্য রূপ, গুণ ও ক্রিয়াবৈচিত্র্য অবস্থিত আছে তাহা সমস্তই প্রত্যাবর্ত্তনকালে নির্ব্বিশিষ্টতা লাভ করে। সেইজন্য বিরাটের নিত্যবিগ্রহত্ব স্বীকৃত হইতে পারে না। উহা প্রাপঞ্চিক জানাবৃত অনিত্য অমূর্ত্তের তাৎকালিকী মূর্ত্তির ছলনামাত্র।। ১২।।

বায়ুনা হৃতগন্ধা ভূঃ সলিলত্বায় কল্পতে।
সলিলং তদ্ধৃতরসং জ্যোতিষ্ট্বায়োপকল্পতে।। ১৩

অন্বয়ঃ— (প্রাতিলৌম্যেন লয়মাহ) বায়ুনা হৃতগন্ধা (হৃতো গন্ধে যস্যাঃ সা, বায়োর্হি গন্ধরসহারিত্বং প্রসিদ্ধং) ভূঃ সলিলত্বায় কল্পতে (ব্যাবর্ত্তকস্য গতত্বাৎ সলিলে লীয়ত ইত্যর্থঃ) তদ্ধৃতরসং (তেন বায়ুনা এব হৃতো রসো যস্য তৎ) সলিলং জ্যোতিষ্ট্বায় উপকল্পতে (জ্যোতিষি স্বকারণে লীয়তে ইত্যর্থঃ)।। ১৩।।

অনুবাদ— বায়ুকর্ত্তৃক পৃথিবীর গন্ধগুণ হৃত হইলে পৃথিবী জলে লয়প্রাপ্ত হইয়া থাকে, পুনরায় ঐ বায়ুকর্ত্তৃক জলের রস হৃত জল তোজোমধ্যে লীন হইয়া থাকে।। ১৩।।

বিশ্বনাথ— এবং কার্য্যস্য সমষ্টিবিরাজো লয়মুক্তা তৎকারণানাং মহদাদিপৃথিব্যন্তানাং তত্ত্বানাং প্রাতিলৌম্যেন লয়মাহ,—বায়ুনেতি। বায়োর্হি গন্ধরসহারিত্বং প্রসিদ্ধম্। সম্বর্ত্তকেন বায়ুনা হৃতাগন্ধা ভূঃ পৃথিবী সলিলত্বায় কল্পতে সলিলে লীয়তে ইত্যর্থঃ। তদ্ধৃতরসস্তেন বায়ুনৈব হৃতো রসো যস্য তৎ সলিলং সর্ব্বমেব।। ১৩।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— এইভাবে সৃষ্টি কার্য্যেরও সমষ্টি বিরাজ ব্রহ্মার পৃথিবী পর্য্যন্ত তত্ত্বসমূহের বিপরীত ক্রমে লয় বলিতেছেন—বায়ুদ্বারা পৃথিবীর গন্ধ রস অপহৃত হয় ইহা প্রসিদ্ধ। সম্বর্ত্তক নামক বায়ুদ্বারা পৃথিবীর গন্ধ অপহৃত হইলে পর পৃথিবী জলে লয় প্রাপ্ত হয়। ঐরূপ বায়ুদ্বারা জলের রস অপহৃত হইলে পর সেই জলসমূহ অগ্নিতে লয় হয়।। ১৩।।

মধ্ব— অব্যক্তং বিশতীত্যুক্তা তস্য বিস্তরো বায়ুনা হৃতগন্ধেত্যাদি।

সংক্ষেপবিস্তরাভ্যান্তু কথয়ন্তি মনীষিণঃ।
বহুবারস্মৃতেস্তস্য ফলবাহুল্যকারণাৎ।।
ইতি শব্দনির্ণয়ে।। ১২-১৩।।

হৃতরূপন্তু তমসা বায়ৌ জ্যোতিঃ প্রলীয়তে।
হৃতস্পর্শোঽবকাশেন বায়ুর্নভসি লীয়তে।
কালাত্মনা হৃতগুণং নভ আত্মনি লীয়তে।। ১৪।।

অন্বয়ঃ— তমসা হৃতরূপং (হৃতং রূপং যস্য তৎ, তমসশ্চ রূপতিরস্কারিত্বং প্রসিদ্ধং) জ্যোতিঃ তু বায়ৌ

প্রলীয়তে। অবকাশেন (স্বকারণেন নভসা) হৃতস্পর্শঃ (হৃতঃ স্পর্শো যস্য সঃ) বায়ু (তস্মিন্) নভসি লীয়তে। (শব্দস্য হি কালত এব নাশ-প্রসিদ্ধিঃ) কালাত্মনা (কাল-রূপেণেশ্বরেণ) হৃতগুণং (হৃতো গুণঃ শব্দো যস্য তৎ) নভঃ আত্মনি (তামসাহঙ্কারে) লীয়তে।। ১৪।।

অনুবাদ— অন্ধকার তেজের রূপ হরণ করিলে তেজ বায়ুমধ্যে লীন হইয়া থাকে এবং আকাশ বায়ুর স্পর্শ গুণ হরণ করিলে ঐ বায়ু আকাশে লীন হইয়া থাকে। অনন্তর কালরূপী ঈশ্বর আকাশের শব্দ গুণ হরণ করিলে আকাশ তামস অহঙ্কারে লীন হয়।। ১৪।।

বিশ্বনাথ— তমসা সম্বর্ত্তকেন হৃতরূপমিতি তমসো রূপতিরস্কারিত্বং প্রসিদ্ধমেবেতি ভাবঃ। অবকাশেন আকাশেন স্বকারণেন। কালাত্মনা কালস্বরূপেণেতি শব্দস্য কালত এব নাশঃ প্রসিদ্ধঃ। আত্মনি তামসাহঙ্কারে।। ১৪।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— সম্বর্ত্তক নামক অন্ধকার দ্বারা অগ্নির রূপ অপহৃত হইলে ঐ অগ্নি বায়ুতে লীন হয়। অন্ধকার সকলের রূপ ঢাকিয়া দেয় ইহা প্রসিদ্ধ। আকাশ দ্বারা বায়ুর স্পর্শগুণ অপহৃত হইলে বায়ু আকাশে লীন হয়। কালস্বরূপ দ্বারা আকাশের শব্দগুণ অপহৃত হইলে পর আকাশ তামস অহংকারে লীন হয়। আকাশের শব্দ-গুণ কালেতে নাশ প্রসিদ্ধ।। ১৪।।

ইন্দ্রিয়াণি মনো বুদ্ধিঃ সহ বৈকারিকৈর্নৃপ।
প্রবিশন্তি হ্যহঙ্কারং স্বগুণৈরহমাত্মনি।। ১৫।।

অন্বয়ঃ— (হে) নৃপ। ইন্দ্রিয়াণি বৈকারিকৈঃ (সাত্ত্বিকাহঙ্কারোৎপন্নৈর্দেবৈঃ) সহ মনঃ বুদ্ধিঃ হি (এতানি অহঙ্কারং প্রবিশন্তি। স্বগুণৈঃ (সাত্ত্বিকাদিভিঃ স্বকায়ৈঃ সহিতঃ) অহম্ (অহঙ্কারঃ) আত্মনি (মহতি প্রবিশতি, পুনঃ সৃষ্ট্যাদিসময়ে সৃষ্ট্যাদীনি ভবন্তীতি)।। ১৫।।

অনুবাদ—অনন্তর ইন্দ্রিয়সমূহ, বুদ্ধি ও মনঃ ইহারা বৈকারিক দেবগণের সহিত তাহাদের কারণরূপী রাজস ও সাত্ত্বিক অহঙ্কারে লীন হইয়া থাকে। অতঃপর অহঙ্কার সাত্ত্বিকাদি নিজবিগ্রহের সহিত মহত্তত্ত্বে লয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে।। ১৫।।

বিশ্বনাথ— ইন্দ্রিয়াণি বুদ্ধিশ্চ রাজসাহঙ্কারং, মনো বৈকারিকৈর্দেবৈঃ সহ সাত্ত্বিকাহঙ্কারং, এবং ত্রিবিধৈঃ স্বগুণৈঃ স্বকায়ৈঃ সহিতঃ অহং অহঙ্কার আত্মনি মহতি, স চ মহান্ প্রকৃতাবিতি দ্রষ্টব্যম্।। ১৫।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— ইন্দ্রিয়সমূহ ও বুদ্ধি রাজস অহংকারে লীন হয়। মন বৈকারিক দেবগণের সহিত সাত্ত্বিক অহংকারে লীন হয়। এইরূপে ত্রিবিধ গুণের সহিত এবং নিজ শরীর সহ অহংকার মহৎতত্ত্বে লীন হয়। সেই মহৎতত্ত্ব প্রকৃতিতে লীন হয়—ইহা জানিবেন।। ১৫।।

মধ্ব—নভ আত্মনি লীয়ত ইত্যুক্তেন্দ্রিয়াণীত্যাদ্যপি বিস্তারায়। আত্মনি বুদ্ধৌ।। ১৪-১৫।।

এষা মায়া ভগবতঃ সর্গস্থিত্যন্তকারিণী।
ত্রিবর্ণা বর্ণিতাস্মাভিঃ কিং ভূয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছসি।। ১৬।।

অন্বয়ঃ— এষা (মহত্তত্ত্বস্যাপি কারণভূতা) ত্রিবর্ণা (লোহিত-শুক্ল কৃষ্ণবর্ণা ত্রিগুণা) সর্গস্থিত্যন্তকারিণী ভগবতঃ (শক্তিরূপা) মায়া অস্মাভিঃ বর্ণিতা (তৎকার্য্য-নিরূপণেন নিরূপিতা) ভূয়ঃ (পুনরপি) কিং শ্রোতুম্ ইচ্ছসি।। ১৬।।

অনুবাদ— হে রাজন্। জগতের সৃষ্টি স্থিতি-প্রলয়-কারিণী, ত্রিবর্ণা অর্থাৎ সত্ত্বরজস্তমোগুণযুক্তা বিষ্ণুমায়ার কথা আমরা বর্ণন করিলাম, অনন্তর আপনি পুনরায় কোন্ বিষয় শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা প্রকাশ করুন।। ১৬।।

বিশ্বনাথ— ত্রিবর্ণা ত্রিগুণা মায়া প্রধানরূপা বর্ণিতা লক্ষিতা, অবিদ্যারূপায়াস্তু তস্যা লক্ষণং "ঋতেঽর্থম্" ইত্যনেন দ্বিতীয়স্কন্ধে প্রোক্তম্।। ১৬।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— ত্রিবর্ণা অর্থাৎ ত্রিগুণা মায়া, তাহার প্রধানরূপটি বর্ণিত হইল। ঐ মায়ার আর একটি

অবিদ্যারূপ আছে তাহার লক্ষণ দ্বিতীয় স্কন্ধে চতুঃ-শ্লোকীতে 'ঋতেঽর্থং' ইত্যাদি পদ্যে বলা হইয়াছে।। ১৬।।

তথ্য— চিত্তরূপে মহত্তত্ত্বের অবস্থান, যাহার অধিষ্ঠাতৃদেব—বাসুদেব (ভাঃ ৩।২৬।২১); মহত্তত্ত্বের বিকার হইতে (১) বৈকারিক অর্থাৎ সাত্ত্বিক অহঙ্কার, তাহা হইতে একাদশ ইন্দ্রিয় বা 'মন', যাহার অধিষ্ঠাতৃ- দেব—অনিরুদ্ধ (ভাঃ ৩।২৬।২৭-২৮); (২) তৈজস অর্থাৎ রাজস অহঙ্কার হইতে 'বুদ্ধি'—যাহার অধিষ্ঠাতৃ- দেব—প্রদ্যুম্ন এবং ইন্দ্রিয়গণ (ভাঃ ৩।২৬।৩০-৩১); (৩) তামস অহঙ্কার হইতে শব্দ তন্মাত্র এবং তাহা হইতে আকাশ ও শ্রোত্রেন্দ্রিয়াদির উৎপত্তি (ভাঃ ৩।২৬।৩২); এই অহঙ্কারত্রয়ের অধিষ্ঠাতৃদেব সঙ্কর্ষণ (ভাঃ ৩।২৬।২৫) ।। ১৩-১৬।।

বিবৃতি— প্রকৃতি হইতে মহত্তত্ত্বের উদয় হয়। ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তি মায়াই প্রপঞ্চের জন্মস্থিতিভঙ্গ-কারিণী। তিনি ত্রিবর্ণা—অর্থাৎ লোহিত, শুক্ল ও কৃষ্ণ-বর্ণা; লোহিতবর্ণে প্রাপঞ্চিক সৃষ্টি, শুক্লবর্ণে অবস্থিতি এবং কৃষ্ণবর্ণে বিলুপ্তি। এই মায়া হইতে মহত্তত্ত্বের উদয় হয় এবং উহাতে ত্রিবিধ অহঙ্কার। তামস অহঙ্কার হইতে পঞ্চ মহাভূত, রাজস অহঙ্কার হইতে একাদশ ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধি এবং সাত্ত্বিক অহঙ্কার হইতে দেবগণের বৈশিষ্ট্য উদ্ভুত হয়। লয়কালে পঞ্চ মহাভুত তামসাহঙ্কারে লীন হয়, একাদশ ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধি রাজসাহঙ্কারে মিলিত হয় এবং দেবগণের সহিত সাত্ত্বিক অহঙ্কার মহত্তত্ত্বে মিশিয়া প্রকৃতির আশ্রয় গ্রহণ করে। আকাশ হইতে যে-কালে শব্দগুণ অপহৃত হয়, তখনই তামসাহঙ্কার রজঃসত্ত্বযুক্ত অহঙ্কার-ব্যতীত অবস্থিত হয়। বায়ু হইতে স্পর্শগুণ অবসর লাভ করিলে আকাশে বায়ুর অধিষ্ঠান লীন হয়। তেজঃপুঞ্জ হইতে অন্ধকারের দ্বারা রূপ অপসারিত হইলে সেই তেজঃ বায়ুতে বিলীন হয়। জল হইতে রস বিযুক্ত হইলে তেজঃপুঞ্জে জলের অধিষ্ঠান দেখিতে পাওয়া যায় না। বায়ুই রসাপহরণের হেতু হইয়া তেজে বিলীন হয়। পৃথিবী হইতে গন্ধ বায়ুকর্ত্তৃক অপহৃত হইলে উহা নির্গন্ধ সলিলে লীন হয়।

পৃথিবীতে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ বর্ত্তমান। জলে গন্ধরাহিত্য বলিয়া শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস বর্ত্তমান। তেজে গন্ধ ও রসারাহিত্য বলিয়া শব্দ, স্পর্শ ও রূপ বর্ত্তমান। বায়ুতে গন্ধ, রস ও রূপ-রাহিত্য বলিয়া শব্দ ও স্পর্শ বর্ত্তমান। আকাশে গন্ধ, রস, রূপ ও স্পর্শরাহিত্য বলিয়া শব্দ বর্ত্তমান। আকাশ কাল-রহিত হইলে উহার আত্মা মহত্তত্ত্বে অবস্থান করে।

চৈঃ চঃ মধ্য ৮ম পঃ ৮৭ সংখ্যায়—"আকাশাদির গুণ যেন পর-পর ভূতে। দুই-তিন-গণনে বাড়ে পঞ্চ পৃথিবীতে।।" বাক্য আলোচ্য।। ১৩-১৬।।

শ্রীরাজোবাচ,—

যথৈতামৈশ্বরীং মায়াং দুস্তরামকৃতাত্মভিঃ।
তরন্ত্যঞ্জঃ স্থূলধিয়ো মহর্ষ ইদমুচ্যতাম্।। ১৭।।

অন্বয়ঃ— শ্রীরাজোবাচ,—(হে মহর্ষে! অকৃতাত্মভিঃ অবশীকৃতান্তঃকরণৈঃ) দুস্তরাম্ এতাম্ ঐশ্বরীম্ (ঈশ্বরস্য শক্তিরূপাং পূর্ব্বোক্তাং) মায়াং স্থূলধিয়ঃ (স্থূল শরীরে ধীঃ অহংবুদ্ধির্যেষাং তে) যথা (যেন প্রকারেণ) অঞ্জঃ (সুখেন) তরন্তি, ইদং (সাধনম্) উচ্যতাং (কথ্যতামিতি)।। ১৭।।

অনুবাদ— শ্রীরাজা বলিলেন,— হে মহর্ষে! এই স্থূলদেহে অহংবুদ্ধিবিশিষ্ট মানবগণ অজিতেন্দ্রিয় পুরুষগণের দুরতিক্রমণীয়া এই বিষ্ণুমায়াকে কিরূপে অনায়াসে উত্তীর্ণ হইতে পারে, তাহা বর্ণন করুন।। ১৭।।

বিশ্বনাথ— যদ্যপি "তন্মায়য়াতো বুধ আভজেত্তম্" ইত্যুক্তের্ভক্ত্যৈব মায়াং তরন্তীতি রাজ্ঞা নিশ্চিতমেব তদপি তত্রত্যান্ বিদ্বন্মানিনঃ কর্ম্মিণো দৃষ্ট্বা পৃচ্ছতি,—যথেতি। অকৃতাত্মভিরিতি "যুগপর্য্যাপ্তয়োঃ কৃতম্" ইতি "পর্য্যাপ্তিঃ পরিপূর্ণতা" ইত্যমরোক্তেরপূর্ণত্বং মন্দত্বমতো মন্দধীভির্দুস্তরামপি স্থূলধিয়ঃ কর্ম্মিপ্রভৃতয়োঽঞ্জঃ সুখেনৈব যথা তরন্তি ইদমুচ্যতামিতি। পুনঃ পুচ্ছমালম্ব্য দুস্তরমপি সমুদ্রং সুখেন যথা তরন্তি তদুচ্যতামিতি কশ্চিৎ

কমপি যথা পৃচ্ছতি তথৈব তত্রত্যান্ কর্ম্মিণঃ প্রতি সকটাক্ষভঙ্গীকঃ প্রশ্নোহয়ং রাজ্ঞো জ্ঞেয়ঃ।। ১৭।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— নিমিরাজ যদিও ভক্তিদ্বারাই মায়া হইতে উত্তীর্ণ হওয়া যায়—ইহা জানিয়াছেন। তথাপি ঐ সভায় পণ্ডিতাভিমানী কর্ম্মীগণকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন—মায়া তরণ করিবার উপায় অকৃতাত্মা অর্থাৎ মন্দবুদ্ধি বিশিষ্টগণের সুখে যাহাতে উত্তীর্ণ হওয়া যায় তাহাই বলুন—কুকুরের লেজ ধরিয়া দুস্তর সমুদ্রকে সুখে যেভাবে পার হওয়া যায় তাহা বলুন—ইহা যেমন কোন ব্যক্তি কাহাকেও জিজ্ঞাসা করে। সেইরূপ ঐ সভাস্থিত কর্ম্মিগণের প্রতি কটাক্ষের সহিত ভঙ্গী করিয়া নিমিমহারাজের এই প্রশ্ন জানিতে হইবে।। ১৭।।

মধ্ব—

ত্রিবর্ণাবরণাদুক্তা ত্রিগুণানাং হরের্মতিঃ।
গুণাত্মকত্বাৎ প্রকৃতিস্ত্রিবর্ণেতি প্রকীর্ত্ত্যতে।।
তত্র তু প্রকৃতিস্তার্য্যা তারিকা তু হরের্মতিঃ।
উভয়ং বিষ্ণুমায়োক্তং জ্ঞাতব্যমুভয়ন্তথা।।
ইতি চ।। ১৭।।

তথ্য— ত্রিবর্ণা—(শ্বেতাশ্বতরে ৪।৫—) "অজামেকাং লোহিতশুক্লকৃষ্ণাং বহ্বীঃ প্রজা সৃজমানাং সরূপাঃ" বাক্য দ্রষ্টব্য।। ১৭।।

শ্রীপ্রবুদ্ধ উবাচ,—

কর্ম্মাণ্যারভমাণানাং দুঃখহত্যৈ সুখায় চ।
পশ্যেৎ পাকবিপর্য্যাসং মিথুনীচারিণাং নৃণাম্।। ১৮

অন্বয়ঃ— শ্রীপ্রবুদ্ধঃ উবাচ, — দুঃখহত্যৈ (দুঃখপ্রতিকারায়) সুখায় চ (সুখপ্রাপ্তয়ে চ) কর্ম্মাণি (ব্যাপারান্) আরভমাণানাং (কুর্ব্বাণানাং) মিথুনীচারিণাং (মিথুনীভূয় প্রবর্ত্তমানানাং) নৃণাং পাকবিপর্য্যাসং (ফলবৈপরীত্যং) পশ্যেৎ।। ১৮।।

অনুবাদ— শ্রীপ্রবুদ্ধ বলিলেন,— হে রাজন্! জগতে মানবগণ দুঃখনিবৃত্তি এবং সুখপ্রাপ্তির জন্য একত্র হইয়া কার্য্যসমূহে প্রবৃত্ত হইলেও ফলবিষয়ে সর্ব্বদাই বিপরীতভাব ঘটিয়া থাকে, ইহা নিপুণভাবে বিচার করিবে।। ১৮।।

বিশ্বনাথ— কর্ম্মিণো নৈব মায়াং তরন্তীতি সাক্ষাদেব বিবেকেন পশ্যেদিত্যাহ,—কর্ম্মাণীতি ত্রিভিঃ। পাকবিপর্য্যাসং ফলবিপর্য্যয়ম্।। ১৮।।

টীকার বঙ্গানুবাদ — শ্রীপ্রবুদ্ধযোগীন্দ্র বলিতেছেন—কর্ম্মীগণ মায়া তরিতে পারে না। ইহা সাক্ষাৎ ভাবেই নিজ বুদ্ধিদ্বারা জানিবে—তিনটি পদ্যদ্বারা বলিতেছেন—পাকবিপর্য্যাস অর্থাৎ ফল বিপর্য্যয়।। ১৮।।

মধ্ব—

বহূনাং সহনির্দ্দেশ একয়াভিধয়ৈব তু।
তয়ৈবাভিধয়া তেষাং পরামৃশ্যৈকমুচ্যতে।
তামেতামন্তরীং রীতিং বিদুঃ শব্দবিদো জনাঃ।।
ইতি চ।। ১৮।।

বিবৃতি— নিমিরাজ শ্রীপ্রবুদ্ধকে বলিলেন,— হে মহাত্মন্, এই বিষ্ণুমায়া হইতে আমাদের উত্তীর্ণ হইবার সরল উপায় কি? আমরা কর্ম্মফলবাধ্য স্থূলবুদ্ধি জীব, সুতরাং জড়াভিনিবেশ হইতে আত্মসংযম করিতে অসমর্থ। যাহাতে কর্ম্মকাণ্ড প্রবণ অশ্বমেধাদিযজ্ঞফললাভেচ্ছু আমাদের বুদ্ধি মায়াবন্ধ হইতে মুক্ত হইতে পারে, তাহার উপায় বলুন।। ১৮।।

নিত্যার্ত্তিদেন বিত্তেন দুর্ল্লভেনাত্মমৃত্যুনা।
গৃহপত্যাপ্তপশুভিঃ কা প্রীতিঃ সাধিতৈশ্চলৈঃ।। ১৯

অন্বয়ঃ— নিত্যার্ত্তিদেন (নিত্য-দুঃখপ্রদেন দুর্ল্লভেন (অত্যায়াসলভ্যেন) আত্মমৃত্যুনা (আত্মনঃ স্বস্য মৃত্যুরূপেণ) বিত্তেন সাধিতৈঃ চলৈঃ (অনিত্যৈঃ) গৃহাপত্যাপ্তপশুভিঃ কা প্রীতিঃ (কিং সুখং স্যাৎ, কিমপি নেত্যর্থঃ) ।। ১৯।।

অনুবাদ— নিরন্তর দুঃখপ্রদ, অত্যায়াসলভ্য, আত্মমৃত্যুজনক এই বিত্তদ্বারা গৃহ, পুত্র, স্বজন, পশু প্রভৃতি যে

সকল অনিত্যবস্তুর সংগ্রহ করা যায়, তাহাদের দ্বারা মানবগণের কিঞ্চন্মাত্রও সুখলাভ হয় না।। ১৯।।

বিশ্বনাথ— বিত্তেন কা প্রীতির্ন কাপীত্যর্থঃ তথৈব তেন বিত্তেনাপি সাধিতৈর্গৃহাদিভিশ্চ কা প্রীতির্যতশ্চলৈঃ।। ১৯।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— অর্থের সহিত কি প্রীতি, কোনই নহে, সেইরূপ ঐ বিত্তদ্বারাও সাধিত গৃহাদিদ্বারাও কি প্রীতিলাভ হইবে, যেহেতু ঐসকল ক্ষণস্থায়ী।। ১৯।।

এবং লোকং পরং বিদ্যান্নশ্বরং কর্ম্মনির্ম্মিতম্।
সতুল্যাতিশয়ধ্বংসং যথা মণ্ডলবর্ত্তিনাম্।। ২০।।

অন্বয়ঃ— যথা মণ্ডলবর্ত্তিনাং (খণ্ডমণ্ডলপতীনাং মিথঃ স্পর্দ্ধাদি তদ্বৎ)সতুল্যাতিশয়ধ্বংসং(সহ তুল্যেনাতিশয়েন ধ্বংসেন চ বর্ত্তমানমতঃ তুল্যে স্পর্দ্ধা অতিশয়ে অসূয়া ধ্বংসালোচনে ভয়াদিকঞ্চ, অপরিহার্য্যমিত্যর্থঃ) কর্ম্মনির্ম্মিতং পরং (স্বর্গাদিকং) লোকম্ এবং নশ্বরং বিদ্যাৎ (জানীয়াৎ)।। ২০।।

অনুবাদ— খণ্ডরাজ্যসমূহের অধিপতিগণের মধ্যে যেরূপ পরস্পর স্পর্দ্ধা প্রভৃতি দেখা যায়, সেইরূপ কর্ম্মফলজনিত স্বর্গাদি পরলোকের অধিবাসিগণের মধ্যেও তুল্য ব্যক্তির প্রতি স্পর্দ্ধা, উচ্চপদস্থিতের প্রতি অসূয়া বর্ত্তমান রহিয়াছে এবং কর্ম্মার্জ্জিত ঐহিক ভোগ্যবস্তুর ন্যায় কর্ম্মার্জ্জিত পারলৌকিক ভোগ্যবস্তুও ভোগের দ্বারা ক্ষীয়মাণ বলিয়া উহাকে বিনশ্বর জানিবে।। ২০।।

বিশ্বনাথ— এবং লোকং পরমিতি। তথাচ শ্রুতিঃ— "তদ্‌যথেহ কর্ম্মার্জ্জিতো লোকঃ ক্ষীয়তে এবমেবামুত্র পুণ্যজিতো লোকঃ ক্ষীয়তে" ইতি। কিঞ্চ ভোগসময়েঽপি দুঃখযুক্তং পশ্যেদিত্যাহ—সতুল্যাতিশয়ধ্বংসং তুল্যে নাতিশয়েন ধ্বংসেন চ সহ বর্ত্তমানম্। তত্র তুল্যে স্পর্দ্ধা অতিশয়েঽসূয়া ধ্বংসে শোকঃ, যথা মণ্ডলেশ্বরাণাং মিথঃ স্পর্দ্ধাদিদুঃখম্।। ২০।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— এইভাবে ইহলোক ও পরলোক জানিবে সেইরূপ শ্রুতি প্রমাণও আছে— যেমন এই কর্ম্ম উপার্জ্জিত লোকক্ষয় প্রাপ্ত হয়, এইরূপই পুণ্য অর্জ্জিত পরলোকও ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। আর ভোগসময়েও দুঃখযুক্ত জানিবেন—নিজের সমান অথবা শ্রেষ্ঠ সকলই ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। সেইরূপ অতিশয় ধ্বংসের সহিত বর্ত্তমান রাজ চক্রবর্ত্তীগণের ধ্বংস জানিবেন। সেস্থলে তুল্য ব্যক্তির সহিত স্পর্দ্ধা, নিজ হইতে অধিক বিত্তবানের সহিত ঈর্ষা, ধ্বংস হইলে পর শোক যেমন রাজ চক্রবর্ত্তীগণের পরস্পর স্পর্দ্ধা আদি দুঃখ।। ২০।।

মধ্ব—

মণ্ডলবর্ত্তিনঃ যুদ্ধরঙ্গস্থাঃ।
দেবাঃ সজায়া মুচ্যন্তে মানুষা উভয়াত্মকাঃ।
বিজয়া এব যোগেশাস্তেষাং যা যৈব যোগ্যতা।।
তথা তথৈব মুচ্যন্তে নান্যথা তু কথঞ্চন।।
ইতি সংদৃশ্যে।। ১৯-২০।।

বিবৃতি— ইন্দ্রিয়সুখান্বেষি জীবগণ মিথুনধর্ম্মাশ্রয়ে দুঃখ পরিহারপূর্ব্বক সুখের আশায় অগ্রসর হয় এবং ভোগী হইয়া কর্ম্মের কর্ত্তৃত্বে আত্মনিয়োগ করে। যাঁহারা কর্ম্মফল পূর্ব্বেই দর্শন করিতে পারেন, তাঁহারাই এই শ্রেণীর ব্যক্তিগণের দুর্দ্দশা লক্ষ্য করেন। সুখের জন্য, ইন্দ্রিয়তর্পণের জন্য তাহাদের সকল অনুষ্ঠান দুঃখেই পর্য্যবসিত হয়, সুতরাং যে আশায় আশান্বিত হইয়া তাহাদের কর্ম্মপ্রবৃত্তি হইয়াছিল, তাহা সুখ প্রসব করিতে না পারিয়া অধিকতর দুঃখ আনয়ন করে। গৃহ, অপত্য, আত্মীয় এবং পশুপ্রভৃতি সকলই অনিত্য বলিয়া কখনও জীবের ইন্দ্রিয়তৃপ্তিবিধানে সমর্থ হয় না। কর্ম্মসঞ্চিত বিত্ত সর্ব্বতোভাবে ক্লেশদায়ক হইয়া তাহাদিগকে আত্মঘাতী করায়। সেরূপ বস্তুর অবলম্বনে জীবের অমঙ্গলই হইয়া থাকে, তদ্দ্বারা প্রীতি সাধিত হইবার সম্ভাবনা নাই। ইন্দ্রিয়সমূহ ও বিষয়সমূহ নিত্যকাল স্থায়ী নহে এবং তাহাদের বিনাশ আছে বলিয়া প্রাপঞ্চিক কষ্টলব্ধ কোন দ্রব্য দ্বারা বাস্তবিক প্রীতি সাধিত হইতে পারে না।

খণ্ডমণ্ডলের অধিপতিগণ যেরূপ অখণ্ডমণ্ডলাধিপের ইচ্ছাধীন, তদ্রূপ কর্ম্মনির্ম্মিত নশ্বর-প্রাপ্তিরূপ

লৌকিকব্যাপারসমূহ নানাপ্রকারে ধ্বংসশীল। অধীনস্থ ব্যক্তি যেরূপ অপরের সহিত তুলনা করিতে গিয়া আত্ম-শ্লাঘা ও স্পর্দ্ধা করে, নিজাপেক্ষা শ্রেষ্ঠব্যক্তির সহিত অসূয়া করে এবং স্বয়ং পরাজিত হইলে শোক প্রকাশ করে, তদ্রূপ কর্ম্মপ্রাপ্য ফলসমূহের ফল্গুতা জানিবে। কর্ম্মফলের আশা যখন জীবের কোন মঙ্গল উৎপাদন করিতে পারে না, তখন নিজকর্ত্তৃত্বের প্রতি আস্থা স্থাপন করা এবং কর্ত্তৃত্বমুখে কর্ম্মফল লাভ করা মন্দবুদ্ধিরই পরিচয়-মাত্র। প্রভু ও দাস, পিতা ও পুত্র, পতি ও পত্নী প্রভৃতি পরস্পরের সহায়তা গ্রহণ করিয়া যে ইন্দ্রিয়তৃপ্তি লাভ করে, তদ্দ্বারা জীবের নিত্য চরমকল্যাণ সাধিত হইতে পারে না, কেবল আপেক্ষিকধর্ম্মে জীব সংসারে ভ্রাম্যমাণ হয়। সাংসারিক সুখ ও দুঃখ স্বতঃই লভ্য হয়, আবার অনেক সময় বহুপ্রয়াসেও লভ্য হয় না। সেই আগমাপায়ী ধর্ম্ম মানবের অনর্থযুক্তা বুদ্ধির দ্বারা কখনও লভ্য হয় না।। ১৯-২০।।

তস্মাদ্গুরুং প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসুঃ শ্রেয়ঃ উত্তমম্।
শাব্দে পরে চ নিষ্ণাতং ব্রহ্মণ্যুপশমাশ্রয়ম্।। ২১।।

অন্বয়ঃ— তস্মাৎ উত্তমং শ্রেয়ঃ জিজ্ঞাসুঃ (উত্তমং শ্রেয়ো জ্ঞাতুমিচ্ছুঃ সন্) শাব্দে ব্রহ্মণি (বেদাখ্যে) নিষ্ণাতং (তত্ত্বজ্ঞং) পরে (ব্রহ্মণি) চ (নিষ্ণাতম্ অপরোক্ষানুভবেন জ্ঞাততত্ত্বম্) উপশমাশ্রয়ং(রাগাদিরহিতমিতি ব্রহ্মনিষ্ণাত-ত্বলিঙ্গং) গুরুং প্রপদ্যেত (শরণং গচ্ছেৎ)।। ২১।।

অনুবাদ— সুতরাং জীবের পরমমঙ্গল অর্থাৎ যাহা ঐহিক বা পারলৌকিক কর্ম্মার্জ্জিত ভোগের ন্যায় অনিত্য নহে, তাদৃশ শাশ্বত কল্যাণ জানিবার ইচ্ছুক হইয়া শব্দব্রহ্ম এবং পরব্রহ্মবিষয়ে অভিজ্ঞ, রাগাদিশূন্য গুরুর শরণাগত হইবে।। ২১।।

বিশ্বনাথ— অতঃ পূর্ব্বপ্রোক্তা ভক্তিরেব সংসার-তারণী সৈব বিব্রিয়তে শৃণ্বিত্যাহ—তস্মাদিতি। শাব্দে ব্রহ্মণি বেদে বেদতাৎপর্য্যজ্ঞাপকে শাস্ত্রান্তরে চ নিষ্ণাতং নিপুণম্, অন্যথা শিষ্যস্য সংশয়চ্ছেদাভাবে বৈমনস্যে চ নিষ্ণাতং নিপুণম্, অন্যথা শিষ্যস্য সংশয়চ্ছেদাভাবে বৈম-নস্যে চ সতি কস্যচিৎ শ্রদ্ধাশৈথিল্যমপি সম্ভবেৎ। পরে ব্রহ্মণি চ নিষ্ণাতম্ অপরোক্ষানুভবসমর্থম্, অন্যথা তৎ-কৃপা সম্যক্ ফলবতী ন স্যাৎ। পরব্রহ্মনিষ্ণাতত্বদ্যোত-কমাহ,—উপশমাশ্রয়ং ক্রোধলোভাদ্যবশীভূতম্।। ২১।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— অতএব পূর্ব্বোক্ত ভক্তিই সংসার তারণী তাহাই বিস্তৃতরূপে বর্ণন করিতেছি শ্রবণ করুন। উত্তম মঙ্গলের কথা জিজ্ঞাসা হইয়া শ্রীগুরুদেবের চরণ আশ্রয় করিবে। শব্দ-ব্রহ্ম অর্থাৎ বেদে, বেদ তাৎপর্য্য জ্ঞাপক অন্য শাস্ত্রেও নিষ্ণাত অর্থাৎ নিপুণ, তাহা না হইলে শিষ্যের সংশয়চ্ছেদন করিতে না পারিলে এবং বিমনা হইলে কোন শিষ্যের শ্রদ্ধা শিথিল হইতে পারে। আর পরব্রহ্মে নিষ্ণাত অর্থাৎ অপরোক্ষ অর্থাৎ সাক্ষাৎ ভগবৎ অনুভবে সমর্থ, তাহা না হইলে ঐরূপ গুরুদেবের কৃপা সম্পূর্ণফলবতী হইবে না। পরব্রহ্মে নিষ্ণাত কেমন তাহাই অন্য বিশেষণ দ্বারা বলিতেছেন—'উপশমাশ্রয়' অর্থাৎ ক্রোধ লোভাদির অবশীভূত।। ২১।।

বিবৃতি— মানব আধ্যক্ষিকজ্ঞানে অবস্থানকালে হিতাহিত-বিবেক ও ভবিষ্যদ্দর্শন-রহিত হইয়া নিজের চরমকল্যাণ নিরূপণ করিতে পারেন না এবং কর্ম্মপথে বিচরণ করেন। যখন কর্ম্মকাণ্ডের নশ্বরতা ও অকর্ম্মণ্যতা তাঁহার আলোচনার বিষয় হয়, তখন তিনি তাঁহার নির্বু-দ্ধিতা বুঝিতে পারেন। চরম কল্যাণ — দুর্জ্ঞেয়রাজ্যে অবস্থিত; সুতরাং আশুফললাভবিচারে অনেক সময় প্রতারিত হইতে হয় দেখিয়া এবং প্রাপ্তফল উৎক্ষিপ্ত হয় জানিয়া তিনি তাদৃশী চেষ্টার ফল্গুত্ব উপলব্ধি করেন এবং তাহা হইতে নিষ্কৃতিলাভ মানসে শ্রীগুরুপাদপদ্মে আশ্রয়-গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন।

জীবের তামস অহঙ্কার—অধম, রাজস অহঙ্কার—মধ্যম এবং সাত্ত্বিক অহঙ্কার—উত্তম। তামসাহঙ্কারে অব-স্থানকালে স্থূল পঞ্চভূত লইয়া জীবের ব্যস্ততা লক্ষিত হয় এবং রাজসাহঙ্কারে স্থূল ইন্দ্রিয়গুলি তামসাহঙ্কারের

দিকেই নিযুক্ত হয়। সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়গুলি মনের সহিত মিশ্র স্থূলসূক্ষ্মভাবেই চালিত হয়। তাহাদের প্রাপ্য অনেক সময় তমসাচ্ছন্ন হইয়া রূপরসগন্ধাদি মাত্রা দেবসমূহের সেবা-বঞ্চিত হয়। সাত্ত্বিকাহঙ্কারের প্রাবল্যে সুষ্ঠুভাবে মাত্রা স্পর্শাদির অনুভূতি প্রকাশিত হয় এবং উহাই আচ্ছন্ন হইলে তামসাহঙ্কারে বিলীন হয়। সাত্ত্বিকাহঙ্কার যখন মহত্তত্ত্বে অবস্থান করিবার যোগ্যতা লাভ করে, তখনই জীবের উত্তমশ্রেয়োজিজ্ঞাসার উদয় হয়। জিজ্ঞাসার উদয়ে জীব বিশুদ্ধসত্ত্ব শ্রীগুরুপাদপদ্মকে আপেক্ষিক অহ-ঙ্কারত্রয়ের অন্তর্ভুক্ত না জানিয়া তদতিরিক্ত ত্রিগুণাতীত নির্গুণ অপ্রাকৃত সকল সদ্‌গুণসম্পন্ন ভগবানের চিন্ময়ী-শক্তির মূর্ত্ত প্রকাশ-বিগ্রহ বলিয়া জানিতে পারেন। সেই চিৎশক্তির অচিৎপ্রবৃত্তি বা ভোগবাসনার পরিবর্ত্তে কেবলা ভক্তিতেই অবস্থিতি ও কৃষ্ণানুশীলনের উদ্বোধন বদ্ধ-জীবের রাজসাহঙ্কারকে প্রশমিত করিতে সমর্থ হয়। ভগবান্ বিষয়জাতীয় ভোক্তৃত্ব গ্রহণ করিয়া তাঁহার অতি-প্রিয় ভক্তগণকে আশ্রয়জাতীয় ভোগ্য বিচার করেন এবং অদ্বয়জ্ঞানসেবক আশ্রয়জাতীয় ভক্ত ভজনীয় বস্তুর সেবন-ব্যতীত অখণ্ডকালাশ্রয়ে আর কিছুই করেন না। ঠাকুর বিল্বমঙ্গল যেরূপ আত্মার বৃত্তির কথা কৃষ্ণকর্ণামৃতে উপান্তশ্লোকে বর্ণন করিয়াছেন, তাহাতে জানা যায় যে, তামসাহঙ্কার ও রাজসী প্রবৃত্তি ভগবানের রূপ, গুণ, পরিকরবৈশিষ্ট্য ও লীলায় প্রবিষ্ট হইয়া জীবকে শ্রীনাম-দাতৃগুরুর আশ্রিত ভেদাংশতত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত করেন। প্রাপ-ঞ্চিক ভেদের অবরতাদি অনর্থ তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। ভুক্তি ও মুক্তি তাঁহার সেব্যা বা যোষা প্রভৃতি কোন ভাবেরই আশ্রয়িতব্য ব্যাপার হয় না। তিনি তখন ভক্তিসুষমা-দ্বারা কৃষ্ণের নাসিকা-রসায়ন চিন্ময়রূপগুণে প্রতিষ্ঠিত হন। সুনির্ম্মল সেবোন্মুখ জীবাত্মার শব্দশাস্ত্রে অধিকারের তুলনা হয় না। জড়বুদ্ধি-নির্দ্দেশ্য কৃষ্ণে-তরপদার্থবিজ্ঞাপি হ্রস্বদীর্ঘাশ্রিত জ্ঞান অতিক্রমপূর্ব্বক পরিমণ্ডলাবস্থিতিক্রমে ভূতাকাশাতিক্রান্ত পরব্যোমস্থিত বৈকুণ্ঠশব্দের গ্রহণে অধিকারী হন এবং সেই বৈকুণ্ঠের বিদ্বদ্‌রূঢ়ি বৃত্তি খণ্ডকাল অতিক্রমণপূর্ব্বক নিত্যকাল নির্ম্মল জীবাত্মার প্রাপঞ্চিক ভেদবিপাক সমূলে উৎপাটন করেন। তখনই জীব শ্রীগুরুপাদাশ্রয়ে সেবোন্মুখতা লাভ করিয়া বৈকুণ্ঠ-নাম শ্রবণ করিবার অধিকার পান। বৈকুণ্ঠ-নামই বৈকুণ্ঠনামী, তাহাতে অবর মায়িকভেদ কল্পিত হয় না। তখনই তিনি বুঝিতে পারেন যে, তিনি শব্দব্রহ্ম-নিষ্ণাত পরব্রহ্ম নিষ্ণাত ভগবদাশ্রয়কে আশ্রয় করিয়া-ছেন; সেই আশ্রয়ের কোন প্রাপঞ্চিক জড়াবস্থা বা অপ্রাপ-ঞ্চিক তাটস্থ্য জাড্য সেবোন্মুখতার ব্যাঘাত করে নাই। তখনই তিনি বুঝিতে পারেন যে, কৃষ্ণ-কার্ষ্ণের অলৌকিক চমৎকারিতায় আশ্রয়ভেদাংশ। এই অচিন্ত্যভেদাভেদ-বিচারপর জীব বৈদান্তিকব্রুবগণের অহঙ্কারত্রয়োত্থ বাগ্‌বৈখরী হইতে পৃথক্ হইয়া বিশাখার পদ্ধতি অর্থাৎ একায়নপদ্ধতি ঐকান্তিকী সেবা লাভ করেন। উহা অদ্বয়-জ্ঞানাত্মক ও লালিত্যপূর্ণ। আত্মরামানন্দের চিদ্বিলাস-বৈচিত্র্যের শ্রবণাধিকারে প্রতিষ্ঠালাভই সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট সৌভাগ্যের পরিচয়। প্রাপঞ্চিকবিচারে কর্ম্মীকে, যোগীকে, নির্ভেদব্রহ্মানুসন্ধিৎসু জ্ঞানীকে, মুক্তাভিমানী অহংগ্রহো-পাসককে, বহির্জ্জগতে কলানিপুণ আধ্যক্ষিককে গুরুরূপে জানিবার পরিবর্ত্তে তাঁহাদের সেবাবর্জ্জিত হইয়া স্বীয় অহ-ঙ্কার-বিমুখ হন। সেইরূপ দৈন্যই তাঁহাদিগকে নিত্যানন্দানু-গত্যলাভে নিত্যসৌভাগ্যবান্ করায়। তিনি নিত্যবৈকুণ্ঠে নিত্যকাল অবস্থিত হইয়া নিত্যানন্দসেবা-ব্যতীত নিজস্ব-রূপের অন্য কোন পরিচয় পান না। তখন তিনি দিব্য-জ্ঞানে বিভূষিত হইয়া ত্রিতাপবরণকারী জীবগণের প্রতি মহাবদান্যের কৃপা-শক্তি সঞ্চার করিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করেন। শ্রৌতপথ কখনই রুদ্ধ হয় না, এবং কীর্ত্তনমুখে প্রবাহিত হইয়া তর্কপথের বিক্রমসমূহের জড়তা বিনাশ সাধন করে।

যে-সময় জীবের কর্ম্মজ্ঞান-কষায় রুচির অনুকূল হয় সেই সময় জিজ্ঞাসা-বিচারে অধম-মধ্যমতায় তাঁহার অধিষ্ঠান। উত্তমাধিকার কি বস্তু, তাহাতে তাঁহার জিজ্ঞা-সার উদয় হয় না। সুতরাং উত্তমশ্রেয়োজিজ্ঞাসু না হইলে

ভগবদভেদাশ্রিত ভেদগুরুর অচিন্ত্যভেদাভেদ-প্রকাশ দর্শনের কৃতিত্বলাভ হয় না।। ২১।।

তত্র ভাগবতান্ ধর্ম্মান্ শিক্ষেদ্ গুর্ব্বাত্মদৈবতঃ।
অমায়য়ানুবৃত্ত্যা যৈস্তুষ্যেদাত্মাত্মদো হরিঃ।। ২২।।

অন্বয়ঃ— তত্র (গুরোঃ সন্নিধৌ) গুর্ব্বাত্মদৈবতঃ (গুরুরেব আত্মা দৈবতঞ্চ যস্য সঃ) অমায়য়া (নিষ্কপটয়া) অনুবৃত্ত্যা (সেবয়া) যৈঃ (ধর্ম্মৈঃ) আত্মদঃ (আত্মপ্রদঃ) আত্মা হরিঃ তুষ্যেৎ (তান্) ভাগবতান্ ধর্ম্মান্ শিক্ষেৎ (জানীয়াৎ)।। ২২।।

অনুবাদ— উক্ত গুরুদেবকে নিজের হিতকারী বান্ধব এবং পরমারাধ্য শ্রীহরিস্বরূপ জানিয়া নিরন্তর নিষ্কপটভাবে তাঁহার অনুগমন-পূর্ব্বক যে-সকল ধর্ম্মের অনুষ্ঠানে আত্মপ্রদ শ্রীহরি পরিতুষ্ট হন, সেই সকল ভাগবতধর্ম্ম অবগত হইবে।। ২২।।

বিশ্বনাথ— তুষ্যেদিত্যস্য দ্যোতকমাহ,—আত্মাত্মদঃ আত্মনঃ স্বস্য আত্মানং শ্রীবিগ্রহং দদাতি। দ্রষ্টুং স্প্রষ্টুং সাক্ষাৎ পরিচরিতুঞ্চেতি ভাবঃ।। ২২।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— শ্রীহরি 'আত্মাত্মদ' শ্রীগুরুদেবের নিকট 'আত্মদৈবত' অর্থাৎ আত্মার নিজের আত্মাকে অর্থাৎ শ্রীবিগ্রহকে দান করেন। দর্শন, স্পর্শন ও সাক্ষাৎ পরিচর্য্যা গুরুসেবক ভক্তগণকে করিতে দেন— ইহাই ভাবার্থ।। ২২।।

বিবৃতি— অনর্থাশ্রিত জীবাভিমান ত্রিবিধ অহঙ্কারে বর্ত্তমান থাকাকালে তাঁহার স্বরূপ-ভ্রান্তি অনিবার্য্য। এজন্য কাল্পনিক অস্মিতা ও অনর্থদর্শনে ভগবদাশ্রিত-তত্ত্বকে ভগবদ্ভিন্ন জড়-মর্ত্ত্যাদি-বিচারে নিজসদৃশজ্ঞানে অসূয়া করিতে হইবে না। ভাগবতধর্ম্ম-শিক্ষকের নিকট হইতে ভাগবত-গুরুর সন্ধান পাওয়া যায়। ভাগবতধর্ম্ম শিক্ষক ভাগবতধর্ম্ম শ্রীনামভজন শিক্ষা দিয়া জীবকে অন্তঃকরণশুদ্ধিরূপ প্রয়োজনফল লাভ করান। সেই-সময় আদি শিক্ষাগুরুর বা বর্ত্মপ্রদর্শক গুরুর সহায়তায় জীবের শ্রীগুরুপাদপদ্মাশ্রয় লাভ ঘটে। শ্রীগুরুপাদপদ্মাশ্রয় লাভ করিয়া জীব শ্রীগুরুদেবকে বিষয়বিগ্রহের অভিন্ন আশ্রিততত্ত্বজ্ঞানে মায়িক বা প্রাপঞ্চিক বিচার অবলম্বন না করিয়া গুরুসেবা করিবেন। যে-স্থলে মায়াদ্বারা শ্রীগুরুদেবকে লঘুজ্ঞানে তাঁহার উপর প্রভুত্ব করিবার মানসে তাঁহার দ্বারা নিজের ঔপাধিকী সেবা করাইয়া নশ্বর ফললাভ হয়, তাহাতে অনুবর্ত্তনের অভাব থাকায় বিশ্রম্ভসেবার কর্ত্তব্যতা উপদিষ্ট হইয়াছে। কৃষ্ণ-কার্ষ্ণ-স্বরূপজ্ঞানে অবস্থিত হইয়া ভগবদ্দাস্য করিতে করিতে হরিতোষণ বর্দ্ধিত হয়, সেই হরিতোষণফলেই গুরুসেবা-প্রবৃত্তি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায় এবং গুরু-সেবা-ফলেই হরিতোষণের ফলপ্রাপ্তি ঘটে। তখন 'যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ। তস্যৈতে কথিত হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ।।' এবং 'ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ। ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি দৃষ্ট এবাত্মনীশ্বরে।' শ্লোকের তাৎপর্য্যলাভ ঘটে। এইরূপ অবস্থা লাভ করিবার পূর্ব্বে জীব শ্রীরূপ-প্রভুর উপদেশক্রমে প্রথমে 'গুরুপাদাশ্রয়স্তস্মাৎ কৃষ্ণদীক্ষাদিশিক্ষণম্। বিশ্রম্ভেণ গুরোঃ সেবা সাধুবর্ত্মানুবর্ত্তনম্।' —এই ভক্ত্যঙ্গচতুষ্টয় সাধনে প্রারম্ভিক লক্ষণে পরিলক্ষিত হন। তখনই তাঁহার সাত্বত-সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতের শ্রবণ আরম্ভ হয়। তখনই তিনি 'ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ' শ্লোকের তাৎপর্য্য, 'তাবদ্ভয়ং দ্রবিণ-দেহসুহৃন্নিমিত্তং' শ্লোকের উদ্দেশ্য এবং 'ভক্তিরুৎপদ্যতে পুংসাং শোক-মোহ-ভয়াপহা।' শ্লোকের অর্থ উপলব্ধি করিয়া অধোক্ষজ-সেবায় অভিষিক্ত হন, অর্থাৎ তিনি কৃষ্ণদাস্যব্যতীত অন্য কোন কর্ম্মফলগ্রাহিতা স্বীকার করেন না। ইহাই ভাগবত-ধর্ম্ম। ভাগবত-ধর্ম্ম সহস্রপ্রকারে প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হইয়াছেন। ভাগবতধর্ম্মে অবস্থিত ব্যক্তি কেবল কর্ম্মফলবাধ্য কর্ম্মকাণ্ড, জ্ঞানকাণ্ড বা যথেচ্ছচারিতা আবদ্ধ নহেন।

শ্রীগুরুপাদপদ্মাশ্রিত জনগণ ভাগবতধর্ম্ম শিক্ষা করিতে গিয়া হংসগীতের ত্রিদণ্ডবিধি গ্রহণ করেন। উহা পরবর্ত্তি চতুর্থশ্লোকে উদাহৃত হইয়াছে। যিনি কায়মনোবাক্যদণ্ডে উদাসীন থাকেন, তাঁহার শ্রীগুরুপাদপদ্মাশ্রয়

সম্ভব হয় না। আবার ত্রিদণ্ডের অভিনয় করিলেই যে অভীষ্টসিদ্ধি হইবে,—এরূপ কোন প্রমাণ নাই। শ্রীগুরু-পাদপদ্ম নিত্য এবং সাধুগণের পর্য্যায়ে জ্যেষ্ঠত্বে অবস্থিত ।। ২২।।

সর্ব্বতো মনসোঽসঙ্গমাদৌ সঙ্গঞ্চ সাধুষু।
দয়াং মৈত্রীং প্রশ্রয়ঞ্চ ভূতেষ্বদ্ধা যথোচিতম্।। ২৩।।

অন্বয়— আদৌ (তাবৎ) সর্ব্বতঃ (সর্ব্বত্র দেহ-পুত্রাদৌ) মনসঃ অসঙ্গম্ (অনাসক্তিং) সাধুষু সঙ্গং চ ভূতেষু যথোচিতং (হীনেষু) দয়াং (সমেষু) মৈত্রীম্ (উত্তমেষু) প্রশ্রয়ং চ (বিনয়ঞ্চ) অদ্ধা (যথার্থতঃ) (শিক্ষেৎ ইতি পূর্ব্বেণান্বয়ঃ)।। ২৩।।

অনুবাদ— প্রথমতঃ দেহপুত্রাদি সর্ব্ববিষয়ে চিত্তের অনাসক্তি, সাধুগণের সহিত সঙ্গ, হীন প্রাণিগণের প্রতি যথার্থতঃ দয়া, তুল্যব্যক্তির প্রতি মিত্রতা এবং উত্তম-পুরুষগণের প্রতি বিনয় অভ্যাস করিবে।। ২৩।।

বিশ্বনাথ— যথোচিতমিতি হীনেষু দয়াং সমেষু মৈত্রীম্ উত্তমেষু বিনয়ং শিক্ষেদিত্যর্থঃ।। ২৩।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— যথোচিত অর্থাৎ হীন ব্যক্তিগণে দয়া, সমব্যক্তিগণে মৈত্রী, উত্তম ব্যক্তিগণে বিনয় শিক্ষা করিবে।। ২৩।।

মধ্ব—

সন্তস্ত্র ত্রিবিধাঃ প্রোক্তা উত্তমমধ্যমাধমাঃ।
উত্তমা দেবতাস্তত্র ঋষ্যাদ্যা মধ্যমা মতাঃ।।
অধমা মানুষোৎকৃষ্টাস্তে চাপি ত্রিবিধা মতাঃ।
তত্রাধমেষু যেষাং তু সঙ্গো বিঘ্নায় বৈ ভবেৎ।।
তেষামুত্তমসঙ্গস্য তেষাং সঙ্গং পরিত্যজেৎ।
আদৌ তু তেষামপি চ সঙ্গ উত্তমসঙ্গতেঃ।।
সাধনত্বান্ন তু ত্যাজ্যো যদি ত্যক্তুং ন শক্যতে।
তদা তেপি তথা নেয়া যথা বিঘ্নো ন বৈ ভবেৎ।।
তদুচ্চসঙ্গতেঃ ক্বাপি তদা দোষো ন জায়তে।
প্রয়োজনায় তেষাস্তু সঙ্গঃ সর্ব্বাত্মনেষ্যতে ।।
সর্ব্বথা চৈব দেবেষু সঙ্গো মুনিগণেষু চ ।।
ভাব্যো হি তং বিনা নৈব পুরুষার্থঃ ক্বচিদ্ভবেৎ।
বিশেষতঃ স্বোত্তমেষু বিনা সঙ্গং ন মুচ্যতে।।
স্বনীচেষু তু দেবেষু বিনা সঙ্গং ন পূর্য্যতে।
তস্মাৎ সৎসূত্তমেষ্বেষু সঙ্গঃ কার্য্যো বিশেষতঃ।।
অনাদ্যনন্তকালেষু ন চ হ্যাপ্যঃ কথঞ্চন।।
সতাং তদুত্তমেশেশে কিমু বিষ্ণৌ পরাৎপরে।।
ইতি গারুড়ে।।
বহ্বপেক্ষো হি জিজ্ঞাসুরতো দেহাদিবৃত্তয়ে।
কিঞ্চিৎসৎস্বপি সঙ্গী স্যাদশক্যে সতি বর্ত্তনে।।
কৃতকৃত্যস্ত্যজেৎ সঙ্গং সদা গুরুসুরাদিষু।
সঙ্গী স্যান্ন হি তৎসঙ্গং বিনা তু সুখভাগ্ ভবেৎ।।
তস্মাদনাদ্যনন্তৈব সক্তির্গুরুসুরাদিষু।
অন্যত্র কৃত্যাপেক্ষা স্যাদিতি সঙ্গবিনির্ণয়ঃ।।
ইতি ভবিষ্যৎপর্ব্বণি।। ২৩।।

বিবৃতি— ভাগবতশিক্ষা-বর্ণনে মনোধর্ম্মজীবিত্ব পরিত্যাগেরই প্রথম পরামর্শ। ভগবদ্বিস্মৃতিজন্য আত্ম-বৃত্তি যেকালে দ্বিতীয়াভিনিবেশক্রমে সঙ্কল্পবিকল্প বিচার করিতে থাকে, অর্থাৎ অদ্বয়বাস্তবজ্ঞান-রহিত হইবার যোগ্যতা লাভ করে, সেইকালে চিদাভাসবৃত্তিতে পরি-মার্জ্জিত বুদ্ধি ও অনর্থযুক্ত মিশ্র সঙ্কল্পবিকল্পাত্মক মনের অধিষ্ঠান লক্ষিত হয়; এইগুলি রাজসাহঙ্কারমাত্র। তাদৃশ অহঙ্কার প্রবল থাকা-কালে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধাদি মাত্রাসমূহের উপাসনা উপস্থিত হয়। বহু দেবযাজী হইয়া ঐকান্তিকী বিষ্ণুভক্তিকে বিদায় দেওয়া মানোধর্ম্ম-জীবীর ধর্ম্ম। ভাগবতধর্ম্ম প্রপঞ্চে বহুস্থানে ব্যভিচারী হইয়া সেবা করিবার প্রবৃত্তিকে 'কেবলভক্তি' বলিয়া নির্দেশ করেন না। মনোনিগ্রহলক্ষণ পর্য্যন্তই সাধনের সীমা। সর্ব্বতোভাবে মনোধর্ম্মে চালিত হওয়া ভাগবত-ধর্ম্মশিক্ষার অনুকূল নহে। ভগবন্মায়া-রচিত যে-সকল অচিদ্-বৈচিত্র্য অহঙ্কারত্রয়ে বিলীন হইবার যোগ্য, তাহা-দিগের নশ্বর সেবা জীবকে ত্রিবিধ অহঙ্কারে বিমূঢ় করাইয়া অনাত্মপ্রতীতিতে অবস্থান করায়। তজ্জন্য দুঃসঙ্গ পরি-ত্যাগ করিয়া বৈষ্ণবসঙ্গেরই সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজনীয়তা

আছে। ভগবৎসেবাপরায়ণ ও নিজাপেক্ষা শ্রেষ্ঠব্যক্তির সঙ্গই বরণীয়। তাঁহার সঙ্গপ্রভাবেই মানসিক অকল্যাণ-জনক বৃত্তিসমূহ প্রসারিত হইতে পারে না। 'সাধুসঙ্গ' শব্দে বৈষ্ণবসেবাকেই লক্ষ্য করে। 'ছাড়িয়া বৈষ্ণবসেবা নিস্তার পেয়েছে কেবা' প্রভৃতি মহাজনবাক্য ভাগবত-ধর্ম্মশিক্ষা-সম্বন্ধে আলোচ্য। অসৎসঙ্গচ্যুত, নিজাপেক্ষা অল্পভগবৎসেবাপ্রার্থী জনগণের প্রতি দয়া, নিজসদৃশ ভগ-বৎসেবাপরায়ণ জনগণের প্রতি মিত্রতা এবং নিজাপেক্ষা উন্নত ভজনশীল জনগণের প্রতি নিজদৈন্য বিজ্ঞপ্তি ও শুশ্রূষা বিধেয়া।

পূর্ব্ব অধ্যায়ে কথিত মধ্যমাধিকার-বর্ণনে 'ঈশ্বরে তদধীনেষু' শ্লোকে ভাগবতধর্ম্মশিক্ষা বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীরূপপাদের উপদেশামৃতের 'কৃষ্ণেতি যস্য গিরি তং মনসাদ্রিয়েত দীক্ষাস্তি চেৎ প্রণতিভিশ্চ ভজন্ত-মীশম্। শুশ্রূষয়া ভজনবিজ্ঞমনন্যমন্যনিন্দাদিশূন্যহৃদমী-প্সিতসঙ্গলব্ধ্যা।'—শ্লোকটি এতৎপ্রসঙ্গে আলোচ্য।। ২৩।।

শৌচং তপস্তিতিক্ষাঞ্চ মৌনং স্বাধ্যায়মার্জ্জবম্।
ব্রহ্মচর্য্যমহিংসাঞ্চ সমত্বং দ্বন্দ্বসংজ্ঞয়োঃ।। ২৪।।

অন্বয়ঃ— শৌচং (বাহ্যং মৃজ্জলাদিভিঃ আভ্যন্তরঞ্চ অদম্ভামানাদিভিঃ) তপঃ (স্বধর্ম্মাচরণং) তিতিক্ষাং (ক্ষমাং) চ মৌনং (বৃথাবাচামনুচ্চারণং) স্বাধ্যায়ম্ (অধিকারা-নুরূপং বেদপাঠাদিকম্) আর্জ্জবঃ (সারল্যং) ব্রহ্মচর্য্যং (যস্য যাদৃগুচিতমৃতুকালে স্বদারনিয়মাদি)অহিংসা চ (ভূতেষু অদ্রোহং) দ্বন্দ্বসংজ্ঞয়োঃ (শীতোষ্ণসুখদুঃখাদি-রূপয়োঃ) সমত্বং (হর্ষবিষাদরাহিত্যঞ্চ শিক্ষেদিত্যর্থঃ)।। ২৪।।

অনুবাদ— অনন্তর শৌচ, তপঃ, ক্ষমা, মৌন, স্বাধ্যায় (বেদপাঠাদি), সরলতা, ব্রহ্মচর্য্য, অহিংসা এবং শীতোষ্ণসুখদুঃখাদিবিষয়ে হর্ষ-বিষাদশূন্যতা শিক্ষা করিবে।। ২৪।।

বিশ্বনাথ— শৌচং বাহ্যং মৃজ্জলাদিভিঃ, আভ্যন্ত-রঞ্চাদম্ভমানাদিভিঃ শিক্ষেৎ। তপঃ, কামক্রোধাদিবেগ-ধারণং, তিতিক্ষাং ক্ষমাং, মৌনং বৃথাবাগপ্রয়োগং, স্বাধ্যায়ং ভক্তিবিধায়ক শ্রীগোপালতাপন্যাদিপাঠম্, আর্জ্জবং সারল্যং, ব্রহ্মচর্য্যং স্ত্রীসঙ্গত্যাগম্, অহিংসামদ্রোহং, দ্বন্দ্ব-সংজ্ঞয়োর্মানাবমানাদ্যোঃ সমত্বং হর্ষবিষাদরাহিত্যম্।। ২৪।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— 'শৌচ' বাহিরে মৃত্তিকা ও জলাদি দ্বারা, অভ্যন্তরেও দম্ভমান আদি বর্জ্জন দ্বারা শিক্ষা করিবে। 'তপঃ' কাম ক্রোধাদির বেগ ধারণ, 'তিতিক্ষা'—ক্ষমা, 'মৌন'—বৃথা বাক্য প্রয়োগ না করা, 'স্বাধ্যায়'—ভক্তি-বিধায়ক শ্রীগোপালতাপনী আদি বেদ পাঠ, 'আর্জব'—সরলতা,'ব্রহ্মচর্য্য'—স্ত্রীসঙ্গত্যাগ, 'অহিংসা'—অপরের দ্রোহ না করা, 'দ্বন্দ্ব ও সংজ্ঞা'র—মান অব-মানের, 'সমত্ব'—হর্ষ বিষাদরাহিত্য।। ২৪।।

সর্ব্বত্রাত্মেশ্বরান্বীক্ষাং কৈবল্যমনিকেততাং।
বিবিক্তচীরবসনং সন্তোষং যেন কেনচিৎ।। ২৫।।

অন্বয়ঃ—সর্ব্বত্র আত্মেশ্বরান্বীক্ষাং (সচ্চিদ্রূপেণা-ত্মান্বীক্ষাং নিয়ন্তৃরূপেণেশ্বরান্বীক্ষাঞ্চ) কৈবল্যম্ (একান্তশীলত্বম্) অনিকেততাং (গৃহাদ্যভিমানরাহিত্যং) বিবিক্তচীরবসনং (বিজনপতিতানাং বস্ত্রখণ্ডানাং শুদ্ধানাং বা বল্কলানাং পরিধানং) যেন কেনচিৎ সন্তোষং (প্রারব্ধ-প্রাপ্তোনান্নাদিনা সন্তোষং শিক্ষেৎ)।। ২৫।।

অনুবাদ— সর্ব্বত্র সচ্চিৎস্বরূপে আত্মবস্তু এবং নিয়ন্তৃরূপে ঈশ্বরবস্তুর অনুসন্ধান, একান্তভাব, গৃহাদি-বিষয়ক অভিমানশূন্যতা, নির্জ্জনস্থলে পতিত বস্ত্রখণ্ড বা বিশুদ্ধ বল্কলের পরিধান এবং অনায়াসলব্ধ বস্তুমাত্রেই সন্তোষ শিক্ষা করিবে।। ২৫।।

বিশ্বনাথ— আত্মেশ্বরস্য স্বেষ্টদেবস্য অন্বীক্ষামীক্ষ-ণাভ্যাসং, কৈবল্যমেকান্তচারিত্বম্, অনিকেততাং গৃহাদ-ভিমানরাহিত্যং, বিবিক্তানাং শুদ্ধানাং চীরবল্কলাদীনাং বসনং পরিধানম্।। ২৫।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— আত্মেশ্বর—অর্থাৎ নিজ ইষ্ট-দেবের দর্শন অভ্যাস, কৈবল্য—একাকী নির্জ্জনে বিচরণ, অনিকেত— গৃহাদিতে অভিমান রাহিত্য, বিবিক্ত—শুদ্ধ, বস্ত্র ও বল্কলাদির বসন পরিধান।। ২৫।।

শ্রদ্ধাং ভাগবতে শাস্ত্রেঽনিন্দামন্যত্র চাপি হি।
মনোবাক্‌কর্ম্মদণ্ডঞ্চ সত্যং শমদমাবপি।। ২৬।।

অন্বয়ঃ—ভাগবতে (ভগবৎপ্রতিপাদকে) শাস্ত্রে শ্রদ্ধাম্ অন্যত্র চ (অন্যশাস্ত্রাদৌ চ) অপি হি অনিন্দাং মনোবাক্‌কর্ম্মদণ্ডং চ (মনসঃ প্রাণায়ামৈঃ, বাচো মৌনেন, কর্ম্মণোঽনীহয়া দণ্ডং) সত্যং (যথার্থভাষণং) শমদমৌ (অন্তঃকরণবাহ্যেন্দ্রিয়নিগ্রহৌ) অপি (শিক্ষেৎ)।। ২৬।।

অনুবাদ— ভগবদ্বিষয়ক শাস্ত্রে শ্রদ্ধা, অন্যান্য শাস্ত্রে অনিন্দা, মনঃ, বাক্য ও কর্ম্মের সংযম, সত্য এবং শম ও দম অভ্যাস করিবে।। ২৬।।

বিশ্বনাথ— অন্যত্র শাস্ত্রাদৌ বা অনিন্দা তাং, মনোবাক্কায়দণ্ডং মানসবাচিককায়িকবিকর্ম্মরাহিত্যম্। সত্যং যথার্থভাষণং, শমদমৌ অন্তঃকরণবাহ্যেন্দ্রিয়-নিগ্রহৌ।। ২৬।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— অন্য শাস্ত্রাদিতে যে অনিন্দা, মনো বাক্ কায়দণ্ড মানসিক বাচিক ও কায়িক বিকর্ম্ম-রহিত। সত্য—যথার্থ ভাষণ, শম, দম—অন্তঃকরণ ও বহিরীন্দ্রিয় দমন।। ২৬।।

মধ্ব—

শ্রদ্ধা ভাগবতে তন্ত্রে বেদে ভারতপঞ্চমে।
বিষ্ণোরব্যবধানেন বক্তৃত্বাৎ সর্ব্বথা ভবেৎ।।
কলাবিদ্যাস্বনিন্দা চ ব্যবধানেন কেশবে।
প্রবেশাদ্ যতিভিঃ কার্য্যা হ্যন্যথা নরকঃ ব্রজেৎ।।
শ্রন্নামাস্তিক্যবুদ্ধিঃ স্যাৎ সা চৈব দ্বিবিধা মতা।
অত্রোক্তমস্তীত্যেকাত্র মমাত্রাস্তি প্রয়োজনম্।।
ইত্যন্যা তত্র পূর্ব্বা তু যতেঃ কার্য্যা কলাস্বপি।
দ্বিতীয়া ন তু কর্ত্তব্যা পঞ্চরাত্রবিরোধিষু।।
সদৈব নিন্দা সর্ব্বৈশ্চ ব্রহ্মাদিস্থাবরান্তকৈঃ।
সম্যক্ কার্য্যা তদ্বিনা চ তমো যান্তি বিনিশ্চয়াৎ।।
কুর্বন্ত্যেব সুরাস্তত্র তদন্যেষাং তমো ভবেৎ।
পঞ্চরাত্রঞ্চ বেদাশ্চ মূলরামায়ণং তথা।।
পুরাণং ভাগবতঞ্চৈব ভারতঞ্চ বিভিদ্যতে।
এতেষ্বপি যথা বিষ্ণোরাধিক্যপ্রতিপাদনম্।।
তদ্ভক্তানাঞ্চ ক্রমশঃ স এবার্থো ন চাপরঃ।
অন্যথা দৃশ্যমানস্তু মোহায়ৈব বিনির্দ্দিশেৎ।।
তস্মাৎ সর্ব্বেষু শাস্ত্রেষু বিষ্ণোরাধিক্যমেব তু।
ক্রমেণ চ তদীয়ানাং প্রতিপাদ্যং ন চাপরম্।।
ইতি ব্রহ্মাণ্ডে।।
অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যেঽবিদ্যামুপাসতে।
ততো ভূয় ইব তে তমো উ বিদ্যায়াং রতাঃ।।
ইতি চ ।।
গৃহিণোঽপ্যল্পবোধস্য ন কলাসু প্রয়োজনম্।
আবর্ত্তয়েদ্বেদতন্ত্রং মুখ্যোক্তো হরিরত্র হি।।
ইতি হরিবংশেষু।। ২৬।।

বিবৃতি— ভাগবতধর্ম্মশিক্ষার্থী সর্ব্বতোভাবে মনো-বেগ দমন করিবেন। সাধুসঙ্গপ্রভাবে কৃষ্ণেতরবস্তুতে আসক্তি থাকে না। তখন সমভাবাপন্ন জনগণের সহিত মিত্রতা, নিজাপেক্ষা শ্রেষ্ঠব্যক্তির পূজা এবং নিজাপেক্ষা ন্যূনব্যক্তিগণের প্রতি ভগবৎসেবার উপদেশ করিলেই মন নিগৃহীত হইবে। কায়মানোবাক্যের দণ্ডগ্রহণফলে শমদমাদি ভাব আপনা হইতে উদিত হয়। দম-শব্দের অর্থ—ইন্দ্রিয়নিগ্রহ; শম-শব্দের অর্থ—ভগবানে নিষ্ঠা-বুদ্ধি। ত্রিদণ্ডিগণের এই সব গুণ ফলরূপে উদিত হয়। তাঁহারা ভাগবতশাস্ত্রের প্রতি অকৃত্রিম শ্রদ্ধাবিশিষ্ট হন এবং ভাগবতবিরোধি-মতসমূহের প্রতি নিরপেক্ষ হইয়া নিন্দা করেন না। যাঁহাদের ভাগবতের প্রতি দৃঢ়শ্রদ্ধা, তাঁহাদের ত্রিদণ্ডগ্রহণাধিকার অবশ্যম্ভাবী। বহির্জ্জগতের কৃষ্ণেতর সেবোপযোগি বস্তু হইতে পৃথগ্‌বুদ্ধি ও সেবা-বিমুখ মানসভাবসমূহের অনাদর — এই উভয়প্রকার শুচিই শ্রীভাগবতাশ্রিত জনগণের অবশ্যম্ভাবী। বহি-র্জ্জগতের বস্তুগুলি ভগবদ্‌বিমুখ জীবের ভোগ্য;—এই বিচার পরিহার করাই বাহ্যশুদ্ধি। ভগবদ্‌বিমুখ স্মার্ত্তগণের মৃজ্জলাদিশুদ্ধি গৌণভাবে শৌচের আদর্শ হইলেও মুখ্য-ভাবে ভগবৎসম্বন্ধরহিত বস্তুই অশুচির আকর। অহঙ্কারা-বলম্বনে হরিগুরুবৈষ্ণবের প্রতি বিতৃষ্ণা ও বিরুদ্ধভাব-পোষণ বিচারেই অন্তরের অশুদ্ধি আবদ্ধা। "অর্চ্চয়িত্বা

তু গোবিন্দং তদীয়ান্ নার্চ্চয়েত্তু যঃ। ন স ভাগবতো জ্ঞেয়ঃ কেবলং দাম্ভিকঃ স্মৃতঃ।'' অদম্ভপোষণই ভাগবতজীবনের নিরহঙ্কারত্বের প্রতীতি।

ভগবদ্ভক্ত স্বধর্ম্মে অবস্থিত হইয়া সেবানুকূল বিষয়-গ্রহণ ও সেবা-বিমুখ পদার্থের সহিত সঙ্গত্যাগকেই 'তপস্যা' বলিয়া জানেন। নতুবা সেবা বিমুখের তপস্যার কোন মূল্যই নাই। ''আরাধিতো যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্। নারাধিতো যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্। অন্তর্বহি-র্যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্। নান্তর্বহির্যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্।'' —এই বিচার আলোচ্য।

আগমাপায়ী অনিত্যবস্তুগুলির গ্রহণ ও ত্যাগাদির পিপাসা—ভাগবতজীবনের অন্তরায়। প্রাকৃতক্ষোভের কারণ হইলেও ক্ষুব্ধ না হওয়াই তিতিক্ষার লক্ষণ। মায়া-বাদাদি কুতর্কশাস্ত্রে আদর, ঔপাধিক ইন্দ্রিয়পরিচালনমুখে বহির্জ্জগতের বস্তুসমূহের ভোগপ্রয়াসকল্পে কর্ম্মকাণ্ড-শাস্ত্রের অধ্যয়ন ও অধ্যাপন এবং যথেচ্ছচারিতার উপ-যোগি বাক্যবিন্যাস ইত্যাদি ত্যাগই ভাগবতজীবনের মৌনের লক্ষণ। স্বরূপবোধের অভাবে প্রাকৃতদুঃখে অভি-ভূত হওয়া, ইন্দ্রিয়তর্পণপর হইয়া প্রবৃত্তিমার্গে বিচরণ করা, কৃষ্ণেতর বস্তুতে অনুরাগ-প্রদর্শন, দ্বিতীয়াভিনিবেশ-জন্য হরিবৈমুখ্য-সাধন প্রভৃতি মুনিবৃত্তির ব্যাঘাতকারক। শব্দের বিদ্বদ্রূঢ়িবৃত্তিদ্বারা আকৃষ্ট হইয়া কৃষ্ণনাম কীর্ত্তনই মৌনধর্ম্মের প্রশস্তিকারক। কৃষ্ণেতরকথা হইতে নিবৃত্ত হওয়া বা প্রজল্পাদি ব্যাপারে ঔদাসীন্যই মুনির লক্ষণ।

সম্বন্ধাভিধেয়প্রয়োজনজ্ঞানাত্মক বেদশাস্ত্রানুশীলনই 'স্বাধ্যায়' শব্দবাচ্য। শ্রৌতপথের অনুগমনে হরিসেবা-নুকূলে বেদানুগশাস্ত্রাধ্যয়নই সর্ব্বদা বিহিত। শ্রৌতগৃহ্যাদি সূত্রবিশেষে প্রমত্ত হইয়া কর্ম্মকাণ্ডের আবাহন স্বাধ্যায়-নিরত জনগণকে একায়ন-পদ্ধতি হইতে বিপথগামী করে। ঐকান্তিকসেবাপ্রবৃত্তিলাভের জন্য শব্দের বিদ্বদ্-রূঢ়িবৃত্তি আশ্রয় করিয়া যে-সকল সাহিত্য ও আগমনিগ-মাদির মন্ত্রোপদেশ কথিত হইয়াছে, তাহা অবহিতচিত্তে শ্রবণ ও গ্রহণ করাই স্বাধ্যায়ের লক্ষণ।

ভগবদ্বিমুখ জীবের সরলতা বলিয়া কোন বৃত্তি থাকিতে পারে না; ভগবৎসেবা-নিরত জনগণই সর্ব্বতো-ভাবে সহজপথের পথিক। প্রাকৃত সাহজিকগণ কাপট্য-বশে ভগবানের সেবা করিতে অসমর্থ হয়। প্রাকৃত সাহ-জিকগণের ক্রূরবুদ্ধি ও ভগবৎসেবাবিমুখতা—আর্জ্জব হইতে বহুদূরে অবস্থিত। ''যেষাং স এষ ভগবান্ দয়য়েদ-নন্তঃ সর্ব্বাত্মনাশ্রিতপদো যদি নির্ব্ব্যলীকম্। তে দুস্তরা-মতিতরন্তি চ দেবমায়াং নৈষাং মমাহমিতিধীঃ শ্বশৃগাল-ভক্ষ্যে।।''

ঔপাধিক অহংমম-ভাববিশিষ্ট জনগণের কাপট্যই অবলম্বন। সেই ছলনা আশ্রয় করিয়া জীবের ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ— এই চতুর্ব্বর্গে রুচি উৎপন্ন হয়; উহাই অসরলতা। আত্মধর্ম্মে সরলভাবে ভগবৎসেবাই বিহিতা। ব্রহ্মজ্ঞ, স্বাধ্যায়-নিরত জনগণ স্বীয় ঋজু-বৃত্তির লক্ষণ প্রদর্শন করিয়াই সেবানুকূল-বিচারে ব্রহ্মণ্য-ধর্ম্মে অবস্থিত হইতে পারেন; নতুবা ক্রূরতা-বশে অধমবৃত্তিজীবী হইয়া পতিত হন এবং হরিজনবৈমুখ্য সংগ্রহ করেন।

বৈষ্ণবের আচার বর্ণনে যোষিৎসঙ্গের আদর নাই। ভগবদ্বিমুখ জনগণ স্ত্রৈণ হওয়ায় ও প্রকৃতিপ্রসূত জগতের ভোগের জন্য ইন্দ্রিয়তর্পণে প্রমত্ত হওয়ায় ব্রহ্মচর্য্য-রহিত। স্বাধ্যায়-ব্যতীত ভগবানে কায়মনো-বাক্যবৃত্তি নিযুক্ত হইতে পারে না। ব্রহ্মে বিচরণকারী ব্যক্তিই ভগবৎসেবায় নিযুক্ত হইতে পারেন। প্রাকৃত সাহ-জিক প্রাপঞ্চিক ভোগ্যবস্তুসমূহের ভোক্তার অভিমানে ব্যস্ত হইয়া বৈকৃত, রাজস ও তামস অহঙ্কারে নিযুক্ত থাকে। সেই সময় পরিচ্ছিন্ন, সসীম, খণ্ড ও হেয় বস্তু-সমূহের পূজনকার্য্যে আত্মনিয়োগ করায় তাহার ব্রহ্ম-চর্য্যের অভাব হয়। কৃষ্ণসেবানুকূলে অখিল ইন্দ্রিয় নিয়োগই ব্রহ্মচর্য্যের তটস্থ লক্ষণ এবং কৃষ্ণসেবোন্মুখ বিচার গ্রহণ করিয়া অগ্রসর হইলেই ব্রহ্মচর্য্যের সাফল্য; নতুবা কেবল পশুশালার জীবসমূহ ব্রহ্মচর্য্যের আদর্শ হইলে এবং রাজদণ্ডে দণ্ডিত কারাবাসিগণের ইন্দ্রিয়তর্পণে বঞ্চিত হওয়াকেই যদি ব্রহ্মচর্য্য বলা যায়, তাহা হইলে

অব্রহ্ম বিচরণ বা অবৈদিক হইবার আর কি অবশিষ্ট থাকিল? অশ্রৌতপন্থী বা তর্কপন্থী কখনই ভাবগত বা ব্রহ্মচারী হইতে পারেন না। গৃহস্থাশ্রমী বৈষ্ণবগণ নৈশ-চর্য্যায় মিতাচার পরিহার করেন না।

বিষ্ণুভক্তিনিরত জনগণই নির্ম্মৎসর। বৌদ্ধ ও জৈননীতি যদিও অহিংসাদিবিচারের দিকে কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইবার রুচি প্রদর্শন করে, তথাপি উক্ত নীতিবাদিগণ আত্মঘাতী। তাঁহাদের অনাত্মবিচার প্রবল হওয়ায় তাঁহারা আধ্যক্ষিকবিচারবশে জড়জগতে ভোক্তৃত্বে আপনাদের চেষ্টা নিয়োগ করেন। ঐরূপ অনাত্মবিৎএর আত্মতাড়ন হিংসারই প্রকারভেদ জানিতে হইবে। 'চৈতন্যচন্দ্রের দয়া করহ বিচার। বিচার করিলে চিত্তে পাবে চমৎকার।' এই কথা যাঁহারা বুঝিতে না পারিয়া অহিংসার কৃত্রিম ব্যাখ্যায় নিযুক্ত থাকেন, তাঁহারা আত্মঘাতী বলিয়া হরিসেবা-তাৎপর্য্যকেই 'অহিংসা' বলিয়া জানিতে পারেন না। বর্ব্বরগণই হিংসা-বৃত্তি অবলম্বন করিয়া ভাগবতগণের অহিংসাপ্রবৃত্তিকে বহুমানন করিতে পারেন না। বালকো-চিত অধৈর্য্য তাঁহাদিগকে ভক্তিবিদ্বেষী করাইয়া হিংসা-রাজ্যে চতুর্ব্বর্গাভিলাষী করিয়া ফেলে। কৃষ্ণপ্রেমই যে বেদপ্রতিপাদ্য প্রয়োজনতত্ত্ব—ইহা তাঁহারা বুঝিতে না পারিয়া মৎসরস্বভাব গ্রহণ করেন।

প্রপঞ্চে বিপরীত ধর্ম্ম বিপরীতরুচিবিশিষ্ট জনগণকে বিভিন্ন আলানে আবদ্ধ করে। কেহ কোন ব্যাপার-বিশেষকে নীতিপুষ্ট মনে করিয়া তদ্বিপরীত ব্যাপারকে 'দুর্নৈতিক' প্রভৃতি সংজ্ঞায় অভিহিত করেন। নিজ নিজ অপস্বার্থ পোষণোদ্দেশে ত্রিবিধাহঙ্কারযুক্ত ভগবদ্বিমুখ জনগণ নিজ নিজ কৃত-কার্য্যকে নীতিপুষ্ট বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন। এই পরস্পর বিবদমান বিপরীত ভাবসমূহ যাঁহার হৃদয়কে উদ্বেলিত না করে, তিনিই সমতা লাভ করেন। 'ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি। সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্।' নির্ব্বিশেষবাদী গীতার এই শ্লোকের তাৎপর্য্য বুঝিতে অসমর্থ; কেননা তাঁহাদের ভক্তিবৈমুখ্য ত্রিবিধাহঙ্কার-রজ্জুদ্বারা তাঁহাদিগকে আবদ্ধ করিয়া সত্যে উপনীত হইতে দেয় না। বন্ধমোক্ষবিৎ পণ্ডিতগণই 'সমদর্শী' বলিয়া কথিত। তাঁহারা প্রাপঞ্চিক উচ্চাবচ ভাবসমূহের সহিত, বাস্তব-সত্য—যাহা প্রপঞ্চ-সৃষ্টির পূর্ব্বে এবং পরেও অবস্থিত থাকেন, তাঁহারা বস্তু-গত ভেদ কল্পনা করিয়া তাৎকালিক বহিঃপ্রজ্ঞাচালিত গুণজাত জগতের ভাবসমূহে আবদ্ধ থাকায়, সমতা হইতে, অপ্রাকৃত হইতে, অভেদ হইতে অচিন্ত্যভেদাভেদা-বিচাররূপ সমত্বাভাবরূপ ভাববিশিষ্ট। ইন্দ্রিয়তর্পণরত আধ্যক্ষিক অধোক্ষজসেবা-বিমুখ হইয়া বৈষম্যে প্রতি-ষ্ঠিত। তাঁহারা প্রতিকূলভাববিশিষ্ট হইলেই ভাগবত জীবনের সমতা বুঝিতে পারা যায়।

দৃশ্যজগৎকে ভগবদ্‌বিমুখজনের ইন্দ্রিয়ভোগ্য ব্যাপার সিদ্ধান্ত না করিয়া সকলবস্তুরই ভগবৎসেবো-পকরণ-যোগ্যতা আছে এবং অন্তর্য্যামি সূত্রে ভগবদ্‌বস্তু তাঁহাদের নিকট হইতে তত্তৎ আংশিক সেবা গ্রহণ করেন—এইরূপ দর্শনকারী হইয়া নিজভোগের আরোপ না করিয়া ভাগবতজীবন লাভ করা উচিত। ভগবান্ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ এবং ভগবদ্‌বিরোধিজ্ঞানে প্রাপঞ্চিক বিষয়ত্যাগী মায়াবাদী বিবর্ত্তের আশ্রয় গ্রহণ করেন। সেইরূপ বিচার শুদ্ধাদ্বৈতবিচারে ভাগবত-জীবনের অনুকূল নহে। শুদ্ধদ্বৈতবিচারপরায়ণ শ্রীমদানন্দতীর্থপাদ দৃশ্যবস্তুতে যে ভেদের বিচার করেন, সেই ভেদদর্শনে ভগবদানন্দবাধের প্রকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। জীব বিচারে কেবলাদ্বৈতবাদী যেরূপ স্বগতসজাতীয়বিজাতীয়-ভেদ-রহিত জীব-ব্রহ্মৈক্য-বাদ স্বীকার বা দর্শন করেন, ভাগবতের দর্শনে তদ্রূপ দর্শন স্বীকৃত হয় না। চিদ্ধর্ম্মবিশিষ্ট জীব অচিদ্‌ভেদে প্রতিষ্ঠিত নহেন অথবা নিজেশ্বরত্বে বিমূঢ় নহেন। জীবের স্থূলসূক্ষ্ম-উপাধিতে আনন্দের বাধা বর্ত্তমান। উহাকেই দৃশ্যজ্ঞানে ভোগপরায়ণ জীব জগন্মি-থ্যাত্ব-বাদ স্বীকার না করিলেও জগতে চিদানন্দের স্বীকার করেন না। যে-কালে তিনি ভগবদবতারের প্রাপঞ্চিক অধিষ্ঠান উপলব্ধিপূর্ব্বক আত্মোৎকর্ষ-সাধনে সমর্থ হন, তৎকালে জীবের আনন্দভাব থাকে না অথবা জগতের

প্রতি ভোগ্য-বিচার প্রবল হয় না। দৃশ্যজগৎ ও মিশ্রভাবাপন্ন জীব, উভয়েই স্বরূপতঃ ভগবানের চিৎসেবোপকরণ-বিচারে অন্তর্য্যামিত্ব-সূত্রে আশ্রয়জাতীয়, —এইপ্রকার বৈষম্যাভাবে প্রতিষ্ঠিত হইলেই তাঁহার সর্ব্বত্রই নিজপ্রভুর সম্বন্ধ পরিলক্ষিত হয়। অদ্বয়জ্ঞান ব্রজেন্দ্রনন্দনই একমাত্র আকর্ষণধর্ম্মে কৈবল্য সংরক্ষণ করেন,—এই দিব্যজ্ঞানের উদয়ে জীবের কেবলা-ভক্তিই আত্মবৃত্তি বলিয়া অসংদিগ্ধ উপলব্ধি ঘটে। মহাভাগবত—অনিকেত, অর্থাৎ স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীরে যে তাঁহার নিত্য-আবাসস্থলী নাই, এই কথা বুঝিতে পারেন। গৃহে, শরীরে ও ভূতাকাশে সর্ব্বত্র ভগবৎসম্বন্ধ দর্শন করিয়া তাঁহার নিত্য-আবাসস্থলী ভগবৎপাদপদ্মধূলিতে নিহিত,—এইকথা বুঝিতে পারিলে সাত্ত্বিক বনবাস, রাজসিক গ্রামবাস ও তামস দ্যূতক্রীড়া-সদনরূপ জড়েন্দ্রিয়তর্পণপরতায় নিবাস স্থাপন না করিয়া তিনি অনিকেত হন। আশ্রিততত্ত্বাংশীর অংশবিশেষরূপ স্বরূপোপলব্ধিতে যে ভেদজ্ঞান প্রবল রাখিয়া নিত্য অদ্বয়জ্ঞানবস্তুর অবিচ্ছেদ্য শক্তিতে অবস্থিত, তাহা মায়িকভেদ-বিচারে অচিন্ত্যত্বের ব্যাঘাত করে; তাদৃশোপলব্ধিভাবরাহিত্যই অনিকেতত্ব। প্রপঞ্চে অবস্থানকালে সকলবস্তুই যে ভগবৎসম্বন্ধে সংশ্লিষ্ট,—এই বিচার প্রবল হইলেই জীবের অসন্তোষের কারণ থাকে না; তিনি তখন সুষ্ঠুভাবে লজ্জাবরণের জন্য ব্যস্ত না হইয়া লোকদৃষ্টি হইতে স্বদেহকে বল্কলাদি দ্বারা আচ্ছাদন করেন এবং ভগবৎসঙ্গিগণের নিত্যসঙ্গে বাস করিবার অভিপ্রায়ে মায়াবাদী, কর্ম্মী ও যথেচ্ছাচারীর সঙ্গ বর্জ্জন করেন।

দুঃসঙ্গলাভ-কামনায় অহংগ্রহোপাসকদল অথবা প্রবৃত্ত ভোগাকাঙ্ক্ষি-সম্প্রদায় যেরূপ বিচার প্রণালীতে ভাগবত অধ্যয়ন করেন এবং অন্যান্য সাত্বত শাস্ত্র গর্হণ করেন, তাদৃশী নিন্দা ও প্রশংসা প্রয়োজনীয় বোধ করেন না।। ২৪-২৬।।

শ্রবণং কীর্ত্তনং ধ্যানং হরেরদ্ভুতকর্ম্মণঃ।
জন্মকর্ম্মগুণানাঞ্চ তদর্থেঽখিলচেষ্টিতম্।। ২৭।।

অন্বয়ঃ— অদ্ভুতকর্ম্মণঃ (আশ্চর্য্য-চরিতস্য) হরেঃ জন্মকর্ম্মগুণানাং চ (জন্মনামবতারাণাং কর্ম্মণাং লীলানাং গুণানাং ভক্তবাৎসল্যাদীনাং চ) শ্রবণং কীর্ত্তনং ধ্যানং (চ কিং বহুনা) তদর্থে অখিলচেষ্টিতং (ভগবৎপ্রীত্যর্থং যৎ সর্ব্বং চেষ্টিতম্, এতৎ শিক্ষেৎ)।। ২৭।।

অনুবাদ— অদ্ভুতচরিতশালী শ্রীহরির অবতার, লীলা ও গুণসমূহের শ্রবণ, কীর্ত্তন, ধ্যান এবং ভগবৎপ্রীতি-কামনায় যাবতীয় কর্ম্মের অভ্যাস করিবে।। ২৭।।

বিশ্বনাথ— হরের্জন্মকর্ম্মগুণানাং চকারাৎ নাম্নাম্। তদর্থে তৎপরিচর্য্যাদ্যর্থমেব অখিলচেষ্টিতং দন্তধাবনাদিরাহ্নিকঃ সর্ব্ব এব ব্যাপারঃ।। ২৭।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— শ্রীহরির জন্ম কর্ম্ম গুণসমূহের ও নামসকলের শ্রবণ, কীর্ত্তন, ধ্যান, শ্রীহরির জন্য তাহার পরিচর্য্যাদিই অখিল-চেষ্টা অর্থাৎ দন্তধাবনাদি আহ্নিক কৃত্য ব্যাপারসমূহ।। ২৭।।

ইষ্টং দত্তং তপো জপ্তং বৃত্তং যচ্চাত্মনঃ প্রিয়ম্।
দারান্ সুতান্ গৃহান্ প্রাণান্ যৎ পরস্মৈ নিবেদনম্।।২৮

অন্বয়ঃ— ইষ্টং (বৈদিকং যজ্ঞাদি, ভাবে নিষ্ঠা) দত্তং (স্মার্ত্তং দানাদি) তপঃ (একাদশ্যুপবাসাদি) জপ্তং (মন্ত্রজপাদি) বৃত্তং (সদাচারঃ) যৎ চ আত্মনঃ প্রিয়ং (গন্ধপুষ্পাদি তানি) দারান্ সুতান্ গৃহান্ প্রাণান্ (দারাদীন্ অপি আলক্ষ্য) পরস্মৈ (পরমেশ্বরায়) যৎ নিবেদনং (তৎসেবকতয়া যৎ সমর্পণং, তৎ শিক্ষেৎ)।। ২৮।।

অনুবাদ— যজ্ঞাদি ইষ্টকর্ম্ম, দান, তপঃ, জপ, সদাচার এবং নিজপ্রীতিজনক গন্ধপুষ্প প্রভৃতি দ্রব্য ও স্ত্রী, পুত্র, গৃহ, প্রাণ প্রভৃতি সমস্ত বিষয়ের ভগবদুদ্দেশ্যে সমর্পণ শিক্ষা করিবে।। ২৮।।

বিশ্বনাথ— ইষ্টং বিষ্ণুসম্প্রদানকো যাগঃ, দত্তং বিষ্ণুবৈষ্ণবসম্প্রদানকং দানম্। তপ একাদশ্যাদিকং ব্রতং, জপ্তং বিষ্ণুমন্ত্রজপঃ। বৃত্তং সদাচারঃ, যচ্চাত্মানঃ যস্য প্রিয়ং বস্তু তস্য পরস্মৈ পরমেশ্বরায় নিবেদনং, তচ্চ নিবেদনং দারানিতি দারাদীন্ যৎ ব্যাপ্নুবৎ, ইনঃ শত্রন্তস্য রূপং

দারাদীনাং তৎসেবার্থমেব নিযোজনং যৎ তচ্ছিক্ষে-দিত্যর্থঃ।। ২৮।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— ইষ্ট—শ্রীবিষ্ণুর উদ্দেশ্যে যাগ, দত্ত—বিষ্ণু-বৈষ্ণব উদ্দেশ্যে দান, তপ—একাদশী আদি ব্রত, জপ্ত—বিষ্ণুমন্ত্র জপ, বৃত্ত—সদাচার, যাহা নিজের প্রিয়বস্তু তাহা পরমেশ্বরকে নিবেদন, সেই নিবেদন স্ত্রীপুত্রাদিকে ভগবানেরসেবার জন্যই নিযুক্ত করা—এই সকল শ্রীগুরুদেবের নিকট শিক্ষা করিবে।। ২৮।।

বিবৃতি— ভাগবতধর্ম্মে অদীক্ষিত মানব নিজ ইন্দ্রিয়জজ্ঞানের উপর নির্ভর করিয়া অদ্ভুতকর্ম্মা ভগবানের নিত্য জন্ম, লীলা ও নিখিলসদ্গুণাবলীর আলোচনা-বিমুখ হইয়া প্রাপঞ্চিক ভোগ-ভূমিকায় বিচরণ করে। ভগবদ্ভক্তগণের শিক্ষণীয় ব্যাপারসমূহে সমনস্কব্যক্তি ত্রিদণ্ড গ্রহণ করিয়া জিতেন্দ্রিয় ও ব্রহ্মনিষ্ঠ হন। তখন তাঁহার সকল অভীষ্ট, সকল দান, সকল তপস্যা, সকল জপ্য, সকল স্বভাব এবং গৃহ, পুত্র, পত্নী ও প্রাণ সমস্তই ভগবানে আত্মসমর্পণ করেন। হরিকথায় সর্ব্বতোভাবে নিযুক্ত হইয়া যাবতীয় চেষ্টা শ্রবণকীর্ত্তনে সংস্থাপিত হইলে জীবের ইতরচেষ্টাসমূহ থাকিতে পারে না—ইহাই ভাগবতধর্ম্ম।। ২৭-২৮।।

এবং কৃষ্ণাত্মনাথেষু মনুষ্যেষু চ সৌহৃদম্।
পরিচর্য্যাঞ্চোভয়ত্র মহৎসু নৃষু সাধুষু।। ২৯।।

অন্বয়ঃ— এবং (তথা) কৃষ্ণাত্মনাথেষু (কৃষ্ণ এব আত্মা নাথশ্চ যেষাং তেষু) মনুষ্যেষু সৌহৃদং চ (স্নেহাতিশয়ম্) উভয়ত্র (স্থাবর জঙ্গমে চ) পরিচর্য্যাং চ (বিশেষতঃ) নৃষু (তত্রাপি) সাধুষু (স্বধর্ম্মশীলেষু ততোঽপি) মহৎসু (শ্রীভাগবতেষু পরিচর্য্যাং শিক্ষেৎ)।। ২৯।।

অনুবাদ— এইরূপ কৃষ্ণাশ্রিত মানবগণের প্রতি সৌহার্দ্দ্য, স্থাবর-জঙ্গমের প্রতি—বিশেষতঃ মনুষ্যগণের প্রতি—তন্মধ্যেও স্বধর্ম্মশীলব্যক্তিগণের প্রতি এবং তাহার মধ্যেও ভাগবতগণের প্রতি পরিচর্য্যা অভ্যাস করিবে।। ২৯।।

বিশ্বনাথ— কৃষ্ণ এবাত্মনাথঃ প্রাণনাথো যেষাং তেষু মনুষ্যেষু সৌহৃদং স্নেহবিশেষঃ। উভয়ত্র শ্রীভগবতি তদ্ভক্তেষু চ। তেষু মহৎসু স্বস্যাদরণীয়েষু তথা নৃষু সাধুষু সাধুলোকেষু স্বতুল্যেষু যথোচিতং যা পরিচর্য্যা তাম্ শিক্ষেদিত্যর্থঃ।। ২৯।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— শ্রীকৃষ্ণই প্রাণনাথ যাঁহাদের সেইসকল মনুষ্যের সহিত সৌহৃদ স্নেহবিশেষ, শ্রীভগবানে ও তাহার ভক্তে উভয়ত্র পরিচর্য্যা, সেই মহৎগণে নিজ আদরণীয় ব্যক্তিতে, সেইরূপ সাধুলোকে নিজতুল্য ব্যক্তিতে যথোচিত যে পরিচর্য্যা তাহা শিক্ষা করিবে।। ২৯।।

বিবৃতি— যাঁহারা কৃষ্ণে সর্ব্বতোভাবে প্রপন্ন হইয়া শরণাগত হইয়াছেন, তাঁহাদের সহিত মিত্রতা, ভগবান্ ও ভক্ত উভয়ের পরিচর্য্যা, বিশেষতঃ ভগবদ্ভক্তের পরিচর্য্যা, ভাগবতগণের পরমধর্ম্ম। ভগবান্ শ্রীহরি ও তদীয় এবং তাঁহাদের সেবানুকূল দ্রবিণসমূহে সমাদর ও মহাভাগবত হরিসেবোন্মুখ ব্যক্তিগণের কেবল আদর ও প্রণতি নহে, পরন্তু শুশ্রূষারূপ পরিচর্য্যা বিহিত।। ২৯।।

পরস্পরানুকথনং পাবনং ভগবদ্যশঃ।
মিথোরতির্মিথস্তুষ্টির্নিবৃত্তির্মিথ আত্মনঃ।। ৩০।।

অন্বয়ঃ— (তৈশ্চ সহ সঙ্গম্য, যৎ) পাবনং ভগবদ্যশঃ (তস্য) পরস্পরানুকথনং (শিক্ষেৎ)। আত্মনঃ মিথঃ (যা) রতিঃ (রমণং) মিথঃ (যা) তুষ্টিঃ (সুখং) মিথঃ (যা) নিবৃত্তিঃ (সমস্তদুঃখনিবৃত্তিস্তাঞ্চ শিক্ষেৎ)।। ৩০।।

অনুবাদ— উক্ত ভগবদ্ভক্তগণের সহিত মিলিত হইয়া তদীয় পুণ্যজনক যশোবিষয়ে পরস্পর অনুক্ষণ কীর্ত্তন, পরস্পর আত্মার অনুরাগ, পরস্পর তুষ্টি এবং পরস্পর যাবতীয় দুঃখনিবৃত্তি শিক্ষা করিবে।। ৩০।।

বিশ্বনাথ— পরস্পরমেবানুকথনং যত্র তথাভূতং পাবনং যৎ ভগবতো যশস্তদালম্ব্য মিথো রতিঃ সংস্পর্দ্ধাদিপরিত্যাগেন তত্রৈব পরস্পররমণং, মিথস্তুষ্টিঃ পরস্পর-

সঙ্গোত্থং সুখম্ আত্মনো মিথোনিবৃত্তিরিতি— ভক্তি-প্রতিকূলবিষয়ভোগাৎ স্বস্য স্ত্রীসম্ভোগাদিলক্ষণাৎ ত্বয়া চেন্নিবৃত্তং তর্হি ময়াপ্যদ্যারভ্য নিবৃত্তমিত্যেবং যা ভোগ-নিবৃত্তিস্তাঞ্চ শিক্ষেৎ।।৩০।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— পরস্পরই অনুকথন যেখানে সেইরূপ পবিত্র যে ভগবানের যশ তাহা অবলম্বন করিয়া পরস্পরের যে রতি, স্পর্দ্ধাদি পরিত্যাগ পূর্ব্বক পরস্পর ক্রীড়া, পরস্পর তুষ্টি, পরস্পর সঙ্গজাত সুখ, পরস্পর নিবৃত্তি, ভক্তি-প্রতিকূল বিষয়ভোগ হইতে নিজের স্ত্রী-সম্ভোগাদি লক্ষণ হইতে যদি নিবৃত্তি হও তাহা হইলে আমিও আজ হইতে আরম্ভ করিয়া ঐকার্য্যে নিবৃত্ত হই-লাম—এইরূপ যে ভোগ নিবৃত্তি তাহাও শিক্ষা করিবে।।৩০।।

মধ্ব— কৃষ্ণাত্মনাথেষু মনুষ্যেষ্বপি সৌহৃদং কিমু দেবেষু।।৩০।।

বিবৃতি— ভগবদ্ভক্তের সহিত ভগবানের গুণ কীর্ত্তন করিয়া আত্মপবিত্রতা-সাধন শিক্ষণীয়। ভগদ্ভক্তের সহিত প্রণয়বর্দ্ধন, তাঁহাদের সুখবিধান এবং ভগবৎপ্রতিকূল বিষয়ত্যাগ শিক্ষা কর্ত্তব্য। বিশ্ব-ভোগ্য, এবং উহার ভোক্তৃ-স্বরূপে ভগবদ্বিস্মৃতি পরিহার করিয়া সমগ্র জগৎকে ভগ-বৎসেবোপকরণ ও পূজ্যবুদ্ধি করিবে। কৃষ্ণসম্বন্ধে নির্ব্বন্ধ করিতে পারিলে ইন্দ্রিয়তর্পণমূলক ভোগ্যবিষয়সকল আপনা হইতে নিবৃত্তি হয়। ভগবদ্ভক্তসঙ্গেই পরস্পরের আনন্দবর্দ্ধন ও কৃষ্ণকথায় দিনযাপন হইয়া থাকে।।৩০।।

স্মরন্তঃ স্মারয়ন্তশ্চ মিথোহঘৌঘহরং হরিম্।
ভক্ত্যা সঞ্জাতয়া ভক্ত্যা বিভ্রত্যুৎপুলকাং তনুম্।।৩১

অন্বয়ঃ— (এবংবর্ত্তমানানাং পরমানন্দপ্রাপ্তিমাহ) ভক্ত্যা (সাধনভক্ত্যা) সঞ্জাতয়া (সংরূঢ়য়া প্রেমলক্ষণয়া) ভক্ত্যা অঘৌঘহরং (ভক্তানামবিদ্যাদিসর্ব্বদোষহরং) হরিং (স্বয়ং) স্মরন্তঃ মিথঃ স্মারয়ন্তঃ চ উৎপুলকাং (রোমোদ্‌গমযুক্তাং) তনুং বিভ্রতি (ভগবদ্‌গুণশ্রবণৈঃ পুলকিতাঙ্গা ভবন্তি)।।৩১।।

অনুবাদ— এইরূপে ভাগবতপুরুষগণ সাধন-ভক্তিসঞ্জাত-প্রেমভক্তিবলে সর্ব্বপাপবিনাশন শ্রীহরিকে স্মরণ করিয়া এবং পরস্পরের চিত্তে তদীয়স্মৃতি উৎপাদিত করিয়া পুলকিত শরীরে অবস্থান করেন।।৩১।।

বিশ্বনাথ— এবং সাধনভক্ত্যা সাধ্যভক্তিপ্রাপ্তিমাহ, —স্মরন্ত ইতি। ভক্ত্যা সাধনভক্ত্যা সঞ্জাতয়া ভক্ত্যা প্রেম-ভক্ত্যা।।৩১।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— এইরূপে সাধনভক্তি দ্বারা সাধ্য ভক্তি প্রাপ্তির কথা বলিতেছেন — ভক্তি অর্থাৎ সাধন-ভক্তি দ্বারা সঞ্জাত যে ভক্তি তাহা প্রেমভক্তি।।৩১।।

বিবৃতি— জগতের যাবতীয় অমঙ্গলসমূহ-বিনাশ-কারিণী হরিকথা স্বয়ং স্মরণ করিয়া এবং কীর্ত্তনমুখে শ্রোতৃবর্গকে স্মরণ করাইয়া সাধনপ্রভাবে সাধ্যসেবায় নিযুক্ত হইলে বিষয়ের মলিনতা জীবের অমঙ্গল বিধান করিতে পারে না। মুক্ত-পুরুষ সর্ব্বদাই আনন্দোৎফুল্ল হইয়া হরিকীর্ত্তনে উন্মত্তপ্রায় হইবার যত্ন করেন।।৩১।।

ক্বচিদ্রুদন্ত্যচ্যুতচিন্তয়া ক্বচি-
দ্ধসন্তি নন্দন্তি বদন্ত্যলৌকিকাঃ।
নৃত্যন্তি গায়ন্ত্যনুশীলয়ন্ত্যজং
ভবন্তি তূষ্ণীং পরমেত্য নির্বৃতাঃ।।৩২।।

অন্বয়ঃ— (ততশ্চ দেহাধ্যাসনিবৃত্ত্যা) অলৌকিকাঃ (লৌকিকজনবিলক্ষণাঃ সন্তঃ) অচ্যুতচিন্তয়া (ভগবদ্দর্শনং বিনা ধিগ্ জীবনমিতিবুদ্ধ্যা) ক্বচিৎ রুদন্তি ক্বচিৎ হসন্তি নন্দন্তি বদন্তি নৃত্যন্তি গায়ন্তি অজং (হরিম্) অনুশীলয়ন্তি (তল্লীলামভিনয়ন্তি, এবং) পরং (পরমপুরুষং হরিম্) এত্য (প্রাপ্য) নির্বৃতাঃ (শান্তাঃ সন্তঃ) তূষ্ণীং ভবন্তি।।৩২।।

অনুবাদ— অনন্তর দেহে আত্মবুদ্ধিরূপ অধ্যায়ের নিবৃত্তি হওয়ায় তাঁহারা জাগতিক লোক অপেক্ষা বিলক্ষণ-চেষ্টাশীল অবস্থায় নিরন্তর ভগবচ্চিন্তায় নিমগ্ন হইয়া কখনও রোদন, কখনও হাস্য, কখনও আনন্দ, কখনও বাক্যালাপ, কখনও নৃত্য, কখনও গীত এবং কখনও বা শ্রীহরির লীলাসমূহের অভিনয় করিতে থাকেন। এইরূপে

তাঁহারা শ্রীহরির সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া অনন্তর শান্ত ও মৌনভাবাবলম্বী হইয়া থাকেন।।৩২।।

বিশ্বনাথ— অদ্যাপি কৃষ্ণো ন প্রাপ্তস্তর্হি কিং করোমি ক্ব গচ্ছামি কং পৃচ্ছামি কো মাং তং প্রাপয়েদিত্যেবং চিন্তয়া রুদন্তি। কচিদ্ধসন্তীতি গোপবধূচৌর্য্যার্থং তামস্যাং রাত্রৌ কস্যচিদ্‌গোপস্য প্রাঙ্গণে কোণস্থতরুতলে নিহুত্য স্থিতং কোঽসি ত্বং রে কোঽসীতি তস্যা গুরুজনবাচা পলায়িতুং প্রবৃত্তং কৃষ্ণং স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্তমালক্ষ্যেত্যর্থঃ। নন্দন্তি তদপরোক্ষানুভবেনানন্দং প্রাপ্নুবন্তি। হা প্রভো, এতাবদ্ভির্দিনৈস্ত্বামহং প্রাপ্তোঽস্মীতি বদন্তি। অলৌকিকাঃ লোকাতীতাঃ, অজং শ্রীকৃষ্ণম্ অনুশীলয়ন্তি স্বীয়শ্রোত্রাদীন্দ্রিয়বিষয়ীকুর্ব্বন্তি। এবং পরং পরমেশ্বরম্ এত্য প্রাপ্য নির্বৃতাঃ সন্তস্তূষ্ণীং ভবন্তি।।৩২।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— আজ পর্য্যন্ত শ্রীকৃষ্ণকে আমি পাইলাম না তাহা হইলে কি করিব। কোথায় যাইব, কাহাকে জিজ্ঞাসা করিব কে আমাকে কৃষ্ণকে পাওয়াইয়া দিবে—এইরূপ চিন্তায় ক্রন্দন করে, কখনও হাসে—গোপবধু চৌর্য্যের নিমিত্ত অন্ধকার রাত্রিতে কোনও গোপের প্রাঙ্গণে বৃক্ষতলে লুকাইয়া থাকা কৃষ্ণকে তাহার কোন গুরুজন বাক্যে কে হও তুমি, ওরে কে হও—ইহা শুনিয়া পলাইতে আরম্ভকারী কৃষ্ণকে দেখিয়া স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হয়, আনন্দিত হয়, কৃষ্ণের সাক্ষাৎ অনুভবে আনন্দ প্রাপ্ত হয়। হা প্রভু! এতদিন পরে তোমাকে আমি পাইলাম এইরূপ বলে, অলৌকিক-লোকাতীত আজ শ্রীকৃষ্ণবে অনুশীলন করে—নিজ কর্ণাদি ইন্দ্রিয়ের বিষয় করে। এই প্রকার পরমেশ্বরকে প্রাপ্ত হইয়া আনন্দে মৌন থাকেন ।।৩২।।

বিবৃতি— এইরূপ মঙ্গল লাভ করিয়া ভগবৎকথা-স্মরণ-প্রভাবে কখনও ক্রন্দন, কখনও হাস্য, কখনও হর্ষ, কখনও লোকাতীত ব্যাপারের অনুভূতি-জনিত বর্ণন, কখনও নৃত্য, কখনও গান, আবার কখনও কৃষ্ণানুশীলনে অতিব্যস্ত হইয়া বহির্জ্জগতের চেষ্টাদি হইতে পৃথক্ হইয়া গম্ভীরভাবে প্রেমসুখসেবা লাভ করিবেন।।৩২।।

ইতি ভাগবতান্ ধর্ম্মান্ শিক্ষন্ ভক্ত্যা তদুত্থয়া।
নারায়ণপরো মায়ামঞ্জস্তরতি দুস্তরাম্।।৩৩।।

অন্বয়ঃ— ইতি (এবংবিধান্) ভাগবতান্ ধর্ম্মান্ শিক্ষন্ নারায়ণপরঃ (ভগবদারাধননিষ্ঠঃ পুমান্) তদুত্থয়া (ভাগবতধর্ম্মোৎপন্নয়া) ভক্ত্যা দুস্তরাম্ (অপি) মায়াম্ অঞ্জঃ (সুখেনৈব) তরতি।।৩৩।।

অনুবাদ— এতাদৃশ ভাগবতধর্ম্মসমূহের শিক্ষাসহকারে নারায়ণপরায়ণ পুরুষ উক্তধর্ম্মসঞ্জাত ভক্তিবলে দুস্তরা মায়াকেও অনায়াসে উত্তীর্ণ হইয়া থাকেন।।৩৩।।

বিশ্বনাথ— ইতি ধর্ম্মান্ শিক্ষন্নিতি "স্মারয়ন্তশ্চ"-ইত্যেতদন্তানামনুষ্ঠানস্য শিক্ষণং, তদুত্তরেষাং পুলকিততনুত্বরোদনাদীনাম্ত্বভিলাষস্য শিক্ষণং কদাহমুৎপুলকিততনুর্ভবেয়মিত্যেতৎপ্রকারকং, তদুত্থয়া শিক্ষিতভক্তিজনিতয়া ভক্ত্যা উক্তলক্ষণপ্রেমভক্ত্যা মায়াং তরতীত্যানুষঙ্গিকং ফলমুক্তম্।।৩৩।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— এই সকল ভাগবত ধর্ম্ম শিক্ষা করিয়া অর্থাৎ 'স্মারয়ন্ত' এখান হইতে এই পর্য্যন্ত অনুষ্ঠান সমূহের শিক্ষা, তৎপরবর্ত্তী পুলকিত তনু, ক্রন্দন আদির অভিলাষ শিক্ষা করে, আমার শরীর পুলকিত হইবে এই প্রকার, তাহা হইতে জাত— শিক্ষিতা ভক্তিদ্বারা পূর্ব্বোক্ত লক্ষণ প্রেমভক্তিদ্বারা মায়াকে অনায়াসে উত্তীর্ণ হইয়া থাকেন, ইহা প্রেমভক্তির আনুষঙ্গিক ফল বলা হইল ।।৩৩।।

বিবৃতি— ভাগবতধর্ম্ম শিক্ষা করিয়া শিক্ষা-প্রভাবে সর্ব্বদা ভগবৎসেবোন্মুখতা লাভ করিয়া সুখদুঃখভোগময় সংসার হইতে এইরূপে উত্তীর্ণ হওয়া যায়। বহুসুকৃতিফলে মায়াবদ্ধ জীব ইন্দ্রিয়জ্ঞানসাহায্যে রূপরসাদি প্রাপঞ্চিক বিষয়গ্রহণে বিরত হইয়া বৈকুণ্ঠবস্তুর সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। ভগবৎসেবায় নৈপুণ্য না হইলে জীবের ঐহিক ইন্দ্রিয়চেষ্টা প্রবলা থাকে। তখন তিনি ভগবদুপাসনা হইতে বঞ্চিত হইয়া নিজের মঙ্গল বুঝিতে পারেন না। ভগবৎসেবা-ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে আধ্যক্ষিক জ্ঞান হইতে পরিত্রাণ লাভ করিতে পারা যায় না। কাল্পনিক

মুক্তি কখনও আত্যন্তিক অমঙ্গল ধ্বংস করিতে পারে না।। ৩৩।।

শ্রীরাজোবাচ—

নারায়ণাভিধানস্য ব্রহ্মণঃ পরমাত্মনঃ।
নিষ্ঠামর্হথ নো বক্তুং যূয়ং হি ব্রহ্মবিত্তমাঃ।। ৩৪।।

অন্বয়ঃ— শ্রীরাজোবাচ,— হি (যস্মাৎ) যূয়ং ব্রহ্মবিত্তমাঃ (ব্রহ্মবিদামতিশ্রেষ্ঠাস্তস্মাৎ) নারায়ণাভিধানস্য (তচ্ছব্দপ্রতিপাদ্যবস্তুনঃ) ব্রহ্মণঃ পরমাত্মনঃ (চ) নিষ্ঠাং (তত্ত্বং) নঃ (অস্মভ্যং) বক্তুং অর্হথ (সম্যক্ কথয়তেত্যর্থঃ)।। ৩৪।।

অনুবাদ— শ্রীরাজা বলিলেন, — হে মুনিগণ! যেহেতু আপনারা ব্রহ্মজ্ঞপুরুষগণের মধ্যে অতি শ্রেষ্ঠ, সেইজন্য আপনারা নারায়ণ শব্দ প্রতিপাদ্য বস্তু এবং ব্রহ্ম ও পরমাত্মবস্তুর স্বরূপ আমাদের নিকট বর্ণন করিতে সমর্থ হইবেন।। ৩৪।।

বিশ্বনাথ— 'নারায়ণপর' ইতি শ্রুত্বা নারায়ণস্য স্বরূপং পৃচ্ছতি,—নারায়ণেতি। 'নারায়ণে তুরীয়াখ্যে ভগবচ্ছব্দশব্দিতে' ইত্যুক্তের্নারায়ণাভিধানো যো ভগবাংস্তস্য নিষ্ঠাং স্বরূপং, ননু স তবেষ্টদেব এব ভবতি, গুরুপদিষ্টধ্যানমার্গেণ তৎস্বরূপং ত্বং জানাস্যেবেতি তত্রাহ,— ব্রহ্মণ ইতি। স এব নারায়ণো ব্রহ্ম স এব পরমাত্মা অত একস্বরূপস্যৈব তস্য ত্রিতয়ত্বেন কথনে কঃ প্রকারস্তমহং জিজ্ঞাসে ইতি ভাবঃ।। ৩৪।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— শ্রীনিমিরাজা পূর্ব্বে 'নারায়ণ পর' কথাটি শুনিয়া নারায়ণের স্বরূপ জিজ্ঞাসা করিতেছেন—'তুরীয় অর্থাৎ চতুর্থ, পুরুষত্রয়ের অতীত নারায়ণ নামক ভগবানে' এই উক্তিতে নারায়ণ নামক যে ভগবান তাহার নিষ্ঠা অর্থাৎ স্বরূপ আমাদিগকে বলিতে পারেন। প্রশ্ন হইতে পারে তিনি তোমার ইষ্টদেবই হন, গুরু উপদিষ্ট ধান পথে তাহার স্বরূপ তুমি জানিবে। তাহাই বলিতেছেন, তিনিই নারায়ণ, তিনিই ব্রহ্ম, তিনিই পরমাত্মা। অতএব একস্বরূপেরই তিন নামে বলা ইহার উদ্দেশ্য কি তাহাই আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি, ইহাই ভাবার্থ।। ৩৪।।

বিবৃতি— নিমি-মহারাজ পুনরায় নবযোগেন্দ্রের অন্যতম পিপ্পলায়নের নিকট ভগবন্নিষ্ঠার স্বরূপ জিজ্ঞাসা করিলেন। অভক্তগণের বিচারে অদ্বয়জ্ঞানের প্রতিষ্ঠা নাই। তাঁহারা নির্ব্বিশেষ বিচারপরায়ণ হইয়া ভগবদ্-বস্তুকে ব্রহ্মের সহিত পৃথক্ জ্ঞান করেন, কখনও ভগবদ্-বস্তুকে পরমাত্মা অংশ জ্ঞান করেন। ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্—এই তিনপ্রকার শব্দের অভিধেয় যে বিষ্ণু-বস্তু, তাহা নিষ্ঠার অভাবহেতু তাঁহারা বুঝিতে পারেন না। সেবা-নিষ্ঠ জনগণের আরাধ্য ভগবানে কিরূপ অবিক্ষিপ্ত হইয়া নিত্যকাল সেবনোপযোগিতা আছে, তাহা প্রপঞ্চ-ভোগ-পরায়ণ ভোগী বা ত্যাগিসম্প্রদায়ের গোচরীভূত হইতে পারে না। এজন্যই নিমি-মহারাজের ভগবন্নিষ্ঠার স্বরূপ-জিজ্ঞাসা।। ৩৪।।

শ্রীপিপ্পলায়ন উবাচ—

স্থিত্যুদ্ভবপ্রলয়হেতুরহেতুরস্য
যৎ স্বপ্নজাগসুষুপ্তিষু সদ্বহিশ্চ।
দেহেন্দ্রিয়াসুহৃদয়ানি তরন্তি যেন
সঞ্জীবিতানি তদবেহি পরং নরেন্দ্র।। ৩৫।।

অন্বয়ঃ— শ্রীপিপ্পলায়ন উবাচ, — (হে) নরেন্দ্র! (যঃ) অস্য (বিশ্বস্য) স্থিত্যুদ্ভবপ্রলয়হেতুঃ (স্থিত্যুদ্ভবপ্রলয়ানাং হেতুঃ, স্বয়ঞ্চ) অহেতুঃ (হেতুরহিতঃ স নারায়ণ ইতি পরমেব তত্ত্বমবেহি) যৎ স্বপ্নজাগরসুষুপ্তিষু সৎ (অনুবর্ত্তমানং) বহিঃ চ (সমাধ্যাদৌ যৎ সৎ তদ্ ব্রহ্মেতি পরমেব তত্ত্বমবেহি) যেন(পরমাত্মশব্দবাচ্যেন)দেহেন্দ্রিয়াসুহৃদয়ানি (দেহেন্দ্রিয়প্রাণমনাংসি) সঞ্জীবিতানি (সন্তি) চরন্তি (স্বস্বকার্য্যেষু প্রবর্ত্তন্তে) তৎ (পরমাত্মেতি) পরম্ (এব তত্ত্বম্) অবেহি (জানীহি)।। ৩৫।।

অনুবাদ— শ্রীপিপ্পলায়ন বলিলেন,— হে রাজন! যিনি এই বিশ্বের সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়ের হেতু ও স্বয়ং হেতু-রহিত, তিনিই নারায়ণসংজ্ঞক পরমতত্ত্বরূপে জ্ঞাতব্য;

যিনি স্বপ্ন, জাগর ও সুষুপ্তিদশায় এবং সমাধিপ্রভৃতি অবস্থায় সর্ব্বত্র সদ্রূপে অনুবর্ত্তনশীল, তিনিই ব্রহ্মস্বরূপ পরমতত্ত্ব-রূপে জ্ঞাতব্য; এইরূপ দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, হৃদয়, ইহারা যাঁহার বলে সঞ্জীবিত হইয়া নিজ নিজ কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, তিনিই পরমাত্মসংজ্ঞক পরমতত্ত্বরূপে জ্ঞাতব্য।।৩৫

বিশ্বনাথ— প্রশ্নক্রমেণৈব প্রথমং নারায়ণং লক্ষয়তি,—স্থিতীতি। 'জগৃহে পৌরুষং রূপং ভগবান্মহদাদিভিঃ। সম্ভূতং ষোড়শকলমাদৌ লোকসিসৃক্ষয়া' ইত্যাদ্যুক্তেঃ পুরুষরূপ এব অস্য বিশ্বস্য স্থিত্যুদ্ভবপ্রলয়ানাং হেতুঃ। স্বয়ং অহেতুর্হেতুশূন্যঃ শ্যামসুন্দরাকারশ্চতুর্ভুজাষ্টভুজসহস্রভুজসচ্চিদানন্দমূর্ত্তিঃ পরব্যোমনাথ-ভূম-বাসুদেব-মহাবিষ্ণু ক্ষীরোদনাথনৃসিংহ-রামকৃষ্ণাদিনামা নারায়ণো যো ভগবচ্ছব্দবাচ্যঃ। স্বপ্নজাগরসুষুপ্তিষু সৎ অনুবর্ত্তমানং বহিশ্চ সমাধৌ সৎব্যাপকং বস্তু যদেব ব্রহ্মশব্দবাচ্যং, দেহেন্দ্রিয়প্রাণমনাংসি সঞ্জীবিতানি যেন পরমাত্মশব্দবাচ্যেন তৎ পরং পরমেশ্বরমেকমেব তত্ত্বমবেহি।। ৩৫।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— প্রশ্নের ক্রম অনুসারে প্রথমে নারায়ণের লক্ষণ শ্রীপিপ্পলায়ন যোগেন্দ্র বলিতেছেন—পূর্ব্বে বলা হইয়াছে ভগবান পুরুষরূপ ধারণ করিয়াছিলেন, তিনি ব্রহ্মাণ্ডসৃষ্টির জন্য প্রথমে মহৎতত্ত্বের সহিত ষোড়শকলায় পূর্ণ প্রথমে আবির্ভূত হন, ঐ পুরুষরূপই এই বিশ্বের সৃষ্টিস্থিতি প্রলয়ের কারণ, স্বয়ং কারণ শূন্য শ্যামসুন্দর আকার চতুর্ভুজ, অষ্টভুজ, সচ্চিদানন্দ মূর্ত্তি, পরব্যোম বৈকুণ্ঠনাথ, ভূমা, বাসুদেব, মহাবিষ্ণু, ক্ষীরোদ নাথ, নৃসিংহ, রাম ও কৃষ্ণাদি—নামে যিনি নারায়ণ তিনিই 'ভগবৎ' শব্দের বাচ্য। জীবের স্বপ্ন, জাগরণ ও সুষুপ্তিতে বর্ত্তমান থাকিয়া বাহিরে সমাধিতে এবং ব্যাপকরূপে যে বস্তু তাহাই 'ব্রহ্ম' শব্দ-বাচ্য। সেই ইন্দ্রিয় প্রাণ মনকে সঞ্জীবিত যিনি রাখেন তিনিই 'পরমাত্মা' শব্দ বাচ্য। সেই পরমেশ্বর একই, তত্ত্বকে তুমি জানিবে।। ৩৫।।

মধ্ব—অহেতুঃ স্বস্য হেতুরন্যো নাস্তি। বহিঃ প্রলয়ে মুক্তৌ চ।। ৩৫।।

বিবৃতি— যিনি — বিশ্বের জন্ম-স্থিতি-লয়ের হেতু এবং স্বয়ং অহেতু হইয়া স্বাংশবৈভব দ্বারা সৃষ্টি-স্থিতি-লয়াদি কার্য্য সম্পাদন করাইয়া স্বয়ং নির্লিপ্ত, যিনি চিন্ময়-জীবের জাগর, স্বপ্ন ও সুষুপ্তিতে অধিষ্ঠিত হইয়াও তাহা হইতে পৃথক্ অবস্থিত, যাঁহা-কর্ত্তৃক দেহ ও মনঃপ্রাণাদি সঞ্জীবিত হয় এবং উহাদিগের পরিচালনা ফলে উহারা চালিত হয়, সেই একমাত্র পরমতত্ত্বকেই 'নারায়ণ' বলিয়া জানিবে। এই বিষয় সুস্পষ্টভাবে বলিবার জন্য নারায়ণাদি ক্রম এস্থলে গৃহীত হইয়াছে। উৎক্রমপর্য্যায়ে বিশ্বদর্শন করিয়া বিশ্বে অবস্থিত অবস্থাত্রয় হইতে দেহেন্দ্রিয় মনঃ প্রাণাদি পরিলক্ষিত বস্তু হইতে নারায়ণের স্বরূপোপলব্ধির দিকে অগ্রসর হইবার যে ক্রম অর্থাৎ অধিরোহবাদ, তদ্বিপরীতভাবের বর্ণনে অবতারক্রম প্রদর্শিত হয়। অবতারক্রমপথ—উৎক্রমবিচারের বিপরীত। নারায়ণস্বরূপজ্ঞান হইতে অবতরণক্রমে জড়বিশ্বদর্শন ও বিশ্বে ভোগবুদ্ধি জন্য হরিবিমুখ জীবের ইন্দ্রিয়পরিচালনা হইয়া থাকে।

একবস্তুর বিশেষণ বর্ণিত হইলে যেরূপ তদ্দ্বারাই অবশিষ্টের জ্ঞান প্রতিপন্ন হয়, তদ্রূপ উপাসক পুরুষের অনুভব-ভেদ হইতে আবির্ভাব ভেদ ও নাম ভেদ জানিতে হইবে। ভগবদ্বস্তুকে বিশ্বের 'অহেতু'-বর্ণনে মায়াশক্তি-রচিত জগদ্ব্যাপারে তাঁহার ঔদাসীন্য প্রকটিত হইয়াছে। তজ্জন্যই ভগবদ্বস্তুকে বিশ্বকার্য্যে 'অহেতু' বলা যাইবে। তিনি 'অহেতু' হইলেও পরা ও অপরা প্রকৃতিদ্বয়ের প্রবর্ত্তক-অবস্থায় পরমাত্ম-নামে কথিত হন, আবার পরতত্ত্বের পর্য্যায়ক্রমে স্বাংশলক্ষণ পুরুষভেদে দৃশ্যজগতের সৃষ্টি-স্থিত্যাদির 'হেতু' হন। তাঁহারাই অংশকলা কারণ-গর্ভ-ক্ষীরসমুদ্রশায়ী ভগবৎপ্রকাশবিশেষত্রয়ের মধ্যে আদিপুরুষের মহত্তত্ত্বস্রষ্টৃত্ব, দ্বিতীয়পুরুষাবতারের সমষ্টি-ব্রহ্মাণ্ডান্তর্য্যামী সর্ব্বব্যাপক পরমাত্মত্ব এবং ব্যষ্টিবিচারে সমষ্টি হইতে পৃথক্ পরিচয়ে তাঁহার ব্রহ্মাণ্ডের অভ্যন্তরে বিভিন্ন প্রকাশভেদ হইয়া থাকে। ভগবদ্বস্তুই বিশ্বের জন্ম-স্থিতিলয়ের হেতু বটে, তবে মুখ্যহেতু নহেন অর্থাৎ স্বরূপ শক্তি হইতে জগৎ জাত না হইয়া, তটস্থশক্তি হইতে জৈব-জগতের উদ্ভব। মহতের স্রষ্টৃত্ব, অণ্ডসংস্থিতি ও সর্ব্ব-

ভূতে অবস্থান প্রভৃতি 'হেতু'রূপে পরিচিত। আর জগৎ স্বয়ংরূপের মুখ্যবিলাসের অন্তর্গত নহে বলিয়া তিনি 'অহেতু'।

জীবের অবস্থাত্রয় জাগর, স্বপ্ন ও সুষুপ্তির এবং তদতিরিক্ত বৈচিত্র্য-রহিত সমাধিতেও তাঁহার অধিষ্ঠান আছে। পুনরায় যিনি হেতুকর্ত্তৃরূপে পরমাত্মার অংশভূত জীবের ইহজগতে প্রবেশনিয়মনদ্বারা সৃষ্টি-স্থিতি-সংহারের হেতুরূপে বর্ত্তমান, দেহেন্দ্রিয়মনঃপ্রাণাদি প্রাকৃত সকলতত্ত্বের অন্তর্য্যামি-সূত্রে প্রেরক হইয়া নিজনিজকার্য্যে তাহাদিগকে প্রবর্ত্তন করেন, সেই পরমাত্মত্ব তাঁহাতেই সিদ্ধ জানিবে। বরুণদেব শ্রীকৃষ্ণস্তবে তাঁহাকে 'ব্রহ্ম' ও 'পরমাত্ম'- শব্দদ্বয়দ্বারা নমস্কার করিয়াছিলেন। সর্ব্ব-জীবের নিয়ন্তাই পরমাত্মা এবং জীব সেই আত্মতত্ত্বাংশ। তাহার অংশীর পরমত্ব সিদ্ধ বলিয়া জীবাভিধানের আপে-ক্ষিকবিচারে পরমাত্মা 'জীব-সহযোগি'-রূপে অভিহিত হইয়াছেন। সেই বিশেষসমূহ অবসর লাভ করিলে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মত্বমাত্র অবশিষ্ট থাকে।

জীবের স্বপ্ন-সুষুপ্তি-জাগরাবস্থায় তত্ত্ববস্তু অনুবর্ত্ত-মান এবং স্বপ্নাদিবহির্ভূত সমাধিতেও ব্যাপকরূপে অবস্থিত। ব্যতিরেকভাবে স্বয়ং অবশিষ্ট বস্তুই ব্রহ্মরূপ বলিয়া জানিবে। ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তি জীবের স্বপ্ন, সুষুপ্তি ও জাগরাদি অবস্থা এবং প্রপঞ্চাতীত জীবশক্তি তদ্‌বহির্ভাগে প্রাকট্যাবস্থা প্রদর্শন করে। পরাশক্তি এতদুভয়ের বৈলক্ষণ্য প্রদর্শন করিয়া 'ব্রহ্ম' শব্দে অভি-হিত হন।

ভগবান্ বিশ্বের জন্মস্থিতিলয়ের 'হেতু' হইয়াও স্বয়ং 'অহেতু'। তিনি জীবের দেহেন্দ্রিয়-প্রাণহৃদয় সকলকে জাগর, স্বপ্ন, সুষুপ্তি ও সমাধিতে সঞ্জীবিত করিয়া বিচরণ করাইয়া হেতু কর্ত্তৃরূপে বিচরণ করিয়াও স্বয়ং 'অহেতু'; সেই অচিন্ত্য-ভেদাভেদ তত্ত্বকেই 'ভগ-বত্তত্ত্ব' বলিয়া জানিবে। মহদাদিস্রষ্টা পৌরুষরূপ ধারণ করিয়া যিনি বিশ্বের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের 'হেতু'-পুরুষ, তিনি স্বয়ং হেতুশূন্য হইয়া নিজস্বরূপে 'ভগবচ্ছব্দ'- বাচ্য; যিনি জীবের জাগর-স্বপ্ন-সুষুপ্তিরূপ অবস্থাত্রয়ে বর্ত্তমান এবং সমাধিকালেও ব্যাপ্ত, তিনিই 'ব্রহ্মশব্দ-বাচ্য' এবং জীবের দেহেন্দ্রিয়মনঃপ্রাণকে সঞ্জীবিত করিয়া যাঁহার কর্ত্তৃত্ব সিদ্ধ, তিনিই 'পরমাত্ম-শব্দ'-বাচ্য। সেই পরমেশ্বর বস্তুই শ্রীভাগবান্।। ৩৫।।

নৈতন্মনো বিশতি বাগুত চক্ষুরাত্মা
প্রাণেন্দ্রিয়াণি চ যথানলমর্চ্চিষঃ স্বাঃ।
শব্দোঽপি বোধকনিষেধতয়াত্মমূল-
মর্থোক্তমাহ যদৃতে ন নিষেধসিদ্ধিঃ।। ৩৬।।

অন্বয়ঃ— যথা স্বাঃ (স্বাংশভূতাঃ) অর্চ্চিষঃ (বিস্ফু-লিঙ্গাদয়ঃ) অনলং (ন প্রকাশয়ন্তি ন দহন্তি চ তথা) মনঃ (অপি) এতৎ (পরং তত্ত্বং) ন বিশতি (ন বিষয়ীকরোতি) বাক্ উত (বাগপি) চক্ষুঃ (চ) আত্মা (বুদ্ধিশ্চ) প্রাণে-ন্দ্রিয়াণি চ (ন বিশন্তি)। শব্দঃ অপি আত্মমূলম্ (আত্মনি প্রমাণং সৎ) বোধকনিষেধতয়া (স্বস্যৈব বোধকস্য নিষেধ-রূপত্বাৎ) অর্থোক্তম্ (অর্থাদুক্তং যথা ভবতি তথা তৎ) আহ (ন তু সাক্ষাৎ), যৎ (যস্মান্নিষেধস্যাবধিভূতং ব্রহ্ম) ঋতে (বিনা) নিষেধসিদ্ধিঃ (অস্থূলমনণ্বিত্যাদিক্রমেণ ক্রিয়মাণস্য নিষেধস্য সিদ্ধিঃ) ন (ন ভবেৎ)।। ৩৬।।

অনুবাদ— বিস্ফুলিঙ্গ প্রভৃতি অগ্নির অংশসকল যেরূপ অগ্নিকে প্রকাশিত বা দগ্ধ করিতে পারে না, সেই-রূপ মন, বাক্য, চক্ষু, বুদ্ধি, প্রাণ এবং ইন্দ্রিয়গণও পূর্ব্বোক্ত পরমতত্ত্বকে প্রকাশিত করিতে পারে না। উক্ত আত্মবস্তুর প্রমাণস্বরূপ শব্দ অর্থাৎ বেদের বোধকত্বধর্ম্মও তথায় নিষিদ্ধ হওয়ায় সেই বেদ সাক্ষাদ্‌ভাবে তাঁহাকে প্রকাশ করিতে সমর্থ নহে; পরন্তু স্থূলত্ব, অণুত্বপ্রভৃতি যাবতীয় ধর্ম্মের নিষেধের অবধিভূত অর্থাৎ সীমাভূত ব্রহ্মবস্তুর সিদ্ধি না হইলে ঐসকল নিষেধেরও সম্ভব হয় না বলিয়া শব্দ (বেদ) অর্থাধীন অর্থাৎ গৌণভাবেই তাঁহাকে প্রতি-পাদিত করিতে সমর্থ হয়।। ৩৬।।

বিশ্বনাথ— ভগবত্তত্ত্বং ময়োপাস্যং মদভ্যস্তমেবাস্তি, কিন্তু দুর্জ্ঞেয়ং ব্রহ্মতত্ত্বং বিস্তার্য্য কথয়েত্যপেক্ষায়াং

ব্রহ্মতত্ত্বমাহ,— নৈতদিতি চতুর্ভিঃ। এতদ্ ব্রহ্ম মনো ন বিশতি ন বিষয়ীকরোতি বাগুত বাগপি। চক্ষুশ্চ, আত্মা জীবশ্চ, প্রাণশ্চ, ইন্দ্রিয়াণি চ, যথা অনলং স্বাং স্বাংশভূতা অর্চ্চিষো বিস্ফূলিঙ্গাদয়ো ন প্রকাশয়ন্তি— 'যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ' ইত্যাদি শ্রুতেঃ। ননু 'তন্ত্বৌ-পনিষদং পুরুষং পৃচ্ছামি' ইতিশ্রুতেঃ শব্দগোচরত্বং প্রতীয়তে তত্রাহ,—শব্দোঽপি আত্মনঃ স্বস্য মূলং ব্রহ্ম-বোধক নিষেধতয়া আহ—যস্য বোধকং কিমপি নাস্তি, তদ্ ব্রহ্মোত্যেবং রীত্যৈবার্থাদুক্তমর্থত এবোক্তং ন তুশব্দত ইদং তদিতিনির্দ্দেশনাহেত্যের্থঃ। 'যদ্বাচা নাভ্যুদিতং যেন বাগভ্যুদ্যতে তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি।' 'যন্মনো ন মনুতে' 'ন চক্ষুষা পশ্যতি কশ্চনৈনম্' ইত্যাদিশ্রুতেঃ। ননু তর্হি নৈবাহ শ্রুতিঃ, কিমিদমুচ্যতে অর্থোক্তমাহেতি? তত্রাহ,— যদৃতে ইতি। 'অথাত আদেশো নেতি নেতি' 'অস্থূলমনণু' 'যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে' ইত্যাদিনিষেধস্য অবধিভূত যদ্ ব্রহ্ম ঋতে বিনা সিদ্ধির্নাস্তি সর্ব্বস্য নিষেধস্য সাবধিত্বা-দিতি। ননু 'তৎ পরং পরমং ব্রহ্ম সর্ব্বং বিভজতে জগৎ। মমৈব তদ্ঘনং তেজো জ্ঞাতুমর্হসি ভারত' ইতি হরি-বংশোক্তেঃ 'ব্রহ্মজ্যোতিঃ সনাতনম্' ইতি দশমোক্তঃ 'যস্য প্রভা প্রভবতো জগদণ্ডকোটিকোটিষ্বশেষবসুধাদিবিভূতি-ভিন্নং তদ্ব্রহ্ম' ইতি ব্রহ্মসংহিতোক্তের্ভগবদঙ্গজ্যোতী-রূপং চেদ্ব্রহ্ম, তর্হি কথং ন মন আদিকং বিষয়ীকরো-তীতি উচ্যতে—ভগবদঙ্গজ্যোতির্হি ন মায়িকং তৃতীয়ং ভূতং কিন্তু মায়াতীতং সচ্চিদানন্দরূপমেব, বাঙ্মন আদি-কন্তু মায়িকং, তৎ কথং স্ববিষয়ীকর্ত্তুং শক্নোতু। 'শব্দং ব্রহ্ম বপুর্দধৎ' ইতি 'যস্মিত্রং পরমানন্দং পূর্ণং ব্রহ্ম' ইতি 'তব ব্রহ্মময়স্যেশ কিমুতেক্ষাভিমর্ষিণ' ইতি 'সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ' ইত্যাদুক্তের্ভগবদ্বপুরাপি ব্রহ্মৈব যদ্যপি, তদপি তৎকৃপাশক্ত্যা অতর্ক্যয়ৈব প্রাপঞ্চিকলোকগোচরীকৃতম্। অতএব নীলোৎপলদলশ্যামাদিশব্দবর্ণিতং যত্তদপ্যপ্রাকৃত-নীলোৎপলদলশ্যামমপি প্রাকৃতনীলোৎপল বর্ণত্বেন ভক্তৈর্ধ্যাতমতাদৃশমপি তদ্বপুঃ কেবলমতর্ক্যয়া তৎকরুণ-য়ৈব ভক্তনয়নয়োরাবির্ভবতি। অতঃ প্রাপঞ্চিকলোকৈ-র্মনোবচোগোচরীকর্ত্তু মশক্যং কেবলং ব্রহ্মোপাসকৈরেব সাধনপরিপাকে সত্যপি ভগবদনুগ্রহপ্রাপ্ত্যৈব ব্রহ্মাকারে-হন্তঃকরণেঽনুভূয়ত ইত্যতো বেদেঽপি 'যন্মনো ন মনুতে' ইত্যাদি 'দৃশ্যতে ত্বগ্র্যয়া বুদ্ধ্যে'ত্যাদ্যপ্যাহেতি বিবেচনীয়ম্ ।। ৩৬।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— নিমিরাজ বলিতে পারেন ভগবৎতত্ত্ব আমার উপাস্য, আমার অভ্যস্থই আছে। কিন্তু দুর্জ্ঞেয় ব্রহ্মতত্ত্ব বিস্তৃত ভাবে বলুন—এই অপেক্ষায় ব্রহ্ম-তত্ত্ব বলিতেছেন চারটি পদ্যের দ্বারা। এই 'ব্রহ্ম' মনে প্রবেশ করে না। অতএব বাক্যদ্বারা কি বলিব। চক্ষু, আত্মা অর্থাৎ জীব, প্রাণ, ইন্দ্রিয় সমূহও তাহাকে প্রকাশ করে না। যেমন অগ্নিকে তাহার নিজ অংশস্বরূপ স্ফুলি-ঙ্গাদি প্রকাশ করিতে পারে না। শ্রুতিতে আছে—যাহা হইতে বাক্যসমূহ মনের সহিত তাহাকে না পাইয়া ফিরিয়া আসে। প্রশ্ন হইতে পারে কিন্তু সেই উপনিষৎ প্রতিপাদ্য পুরুষকে জিজ্ঞাসা করি, এই শ্রুতিতে 'ব্রহ্ম' শব্দ-গোচর জানা যায়। তাহার উত্তরে বলি—শব্দেও নিজের মূল ব্রহ্মবোধক, তাহাকে নিষেধরূপে বলে, যাহার বোধক কিছুই নাই, সেই ব্রহ্ম—এই রীতিতে অর্থও বলিয়া থাকে। শব্দ-দ্বারা 'এই সেই' এইরূপে নির্দ্দেশ করিতে পারে। শ্রুতি বলেন—'যাহাকে বাক্যদ্বারা বলা যায় না। যাহা হইতে বাক্য উত্থিত হইয়াছে—তাহাই ব্রহ্ম তুমি জান।' 'যাহাকে মন চিন্তা করিতে পারে না' এই ব্রহ্মকে চক্ষুদ্বারা কেহ দেখিতে পারে না' ইত্যাদি শ্রুতি প্রমাণ। যদি তাহাই হয় তাহা হইলে শ্রুতি বলেন না, আবার বলিতেছেন অর্থাৎ রূপে বলেন। ইহার উত্তরে বলিতেছেন—অনন্তর এই হেতু আদেশ না না স্থূল নয়, যাহা অণু নয়, যাহা হইতে বাক্য ফিরিয়া আসে, ইত্যাদি নিষেধের শেষ সীমারূপ যে ব্রহ্ম, যাহা ব্যতীত সিদ্ধি নাই, সকল নিষে-ধের একটি শেষসীমা আছে। 'তাহা হইলে সেই পরমব্রহ্ম সর্ব্বজগৎকে বিভাগ করিয়াছেন' আমারই সেই ঘন-তেজ ব্রহ্ম, তুমি জানিতে পার হে অর্জ্জুন।' ইহা হরিবংশে বলা হইয়াছে। দশমস্কন্ধে বলা হইয়াছে 'ব্রহ্মজ্যোতি সনাতন,'

'প্রভাবশালী শ্রীকৃষ্ণের যে প্রভা অর্থাৎ জ্যোতি কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডে পৃথিবী আদি বিভূতি সমূহে বিভক্ত হইয়াছেন তাহাই ব্রহ্ম' ইহা ব্রহ্মসংহিতার উক্তিতে ভগবানের অঙ্গজ্যোতিরূপ যদি ব্রহ্ম, তাহা হইলে মন আদি তাহাকে মননাদি করিতে পারে না? ইহার উত্তরে বলিতেছেন— ভগবানের অঙ্গজ্যোতিই ব্রহ্ম। তাহা মায়িক তৃতীয়ভূত অগ্নিরূপ জ্যোতি নহে, মায়াতীত সচ্চিদানন্দস্বরূপই। কিন্তু বাক্য মন আদি মায়িক, তাহা কিরূপে ব্রহ্মকে বলিতে পারে। 'শব্দ ব্রহ্মই বিগ্রহ ধারণ করিয়াছেন, 'ব্রজবাসীগণের মিত্র পরমানন্দস্বরূপ পূর্ণব্রহ্ম,' 'হে ঈশ্বর! ব্রহ্মময় তোমার দর্শন আকাঙ্ক্ষা করি' সচ্চিদানন্দবিগ্রহ, ইত্যাদি উক্তি থাকায় ভগবানের বিগ্রহই ব্রহ্ম যদিও, তথাপি তাহার কৃপা শক্তিদ্বারা অচিন্ত্য ভাবেই এই জাগতিক লোকচক্ষুতে দৃষ্ট হইতেছেন। অতএব নীল উৎপলদল শ্যাম আদি শব্দের দ্বারা বর্ণিত যে বিগ্রহ তাহাও অপ্রাকৃত নীল উৎপলদল শ্যামকেও প্রাকৃত নীলউৎপল বর্ণরূপে ভক্তগণ কর্ত্তৃক ধ্যানের বিষয় হন। এইরূপ না হইয়াও সেই বিগ্রহ কেবল অচিন্ত্য, তাহার করুণা দ্বারাই ভক্তনয়নে আবির্ভূত হন। অতএব জাগতিক লোকদ্বারা মন ও বাক্যের নিকট প্রকাশ করিতে অসমর্থ। কেবল ব্রহ্ম উপাসকগণ কর্ত্তৃকই সাধনের পরিপাক অবস্থায়, তাহাতে আবার ভগবৎ অনুগ্রহ পাইয়াই ব্রহ্মাকারে অন্তঃকরণে অনুভব যোগ্য হন। এই কারণে বেদেও বলা হইয়াছে 'যাহাকে মন চিন্তা করিতে পারে না' ইত্যাদি আবার 'অতিসূক্ষ্ম বুদ্ধিদ্বারা কিন্তু দেখা যায়' ইত্যাদি বাক্যসমূহ বিচারণীয়।।৩৬।।

মধ্ব—ব্রহ্মাদ্যা যং ন জানন্তি করণাদ্যভিমানিনঃ।
জানন্ত্যনুগ্রহাচ্চাস্য প্রধানাগ্নিং যথার্চ্চিষঃ।।
অগ্নিপুত্রা নমস্তস্মৈ যমাহ শ্রীশ্চ ন স্ফুটম্।
বেদরূপা পরং দেবং বৈলক্ষণ্যাং সমস্ততঃ।।
আনন্দো নেদৃশানন্দ ইত্যুক্তে লোকতঃ পরম্।
প্রতিভাতি ন চাভাতি যথাবদ্দর্শনং বিনা।।
ইতি ব্রহ্মাতর্কে।।

বোধকঃ পরমেশ্বরঃ। ঈদৃশানন্দো ন ভবতীতি নিষেধবচনার্থ এব ন সিধ্যতি বিলক্ষণানন্দভাব ইত্যর্থতঃ সিদ্ধি।। ৩৬।।

বিবৃতি— অগ্নির ধর্ম্মই ইতরবস্তুর দহন এবং অন্ধকার নাশ করিয়া বস্তুর প্রকাশ-সাধন। কিন্তু অগ্নি হইতেই জাত অগ্নিকণসমূহ যেরূপ কখনও অগ্নির দহন করিতে পারে না বা সমগ্র অগ্নিকে প্রকাশ করিতে পারে না, তদ্রূপ চিদাভাস মন পরতত্ত্ব-ভগবানের সম্পূর্ণরূপে মনন করিতে অসমর্থ। চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়সমূহ ও প্রাণাদি সেই বস্তুকে প্রাকৃতবিষয়সমূহের অন্যতম-জ্ঞানে ভোগ করিতে সমর্থ হয় না। ভগবদ্বস্তু 'অধোক্ষজ' বলিয়া প্রাকৃতবিচারে অবস্থিত কায়মনোবাক্য সেই বাস্তব-বস্তুকে ইন্দ্রিয়বৃত্তির অধীন করিতে সমর্থ নহে। প্রত্যক্ষ বা অনুমান, উভয়ই ইন্দ্রিয়বৃত্তি হইতে খণ্ডবস্তুকে বিষয়-জ্ঞানে গ্রহণ করিতে সমর্থ। প্রত্যক্ষ ও অনুমানের অতীত শব্দও সেইবস্তুর সান্নিধ্য-লাভে ইন্দ্রিয়গণের অসমর্থতা জ্ঞাপন করে। সেই বাস্তব-বস্তু অপ্রাকৃত অনন্তস্বরূপগুণবিশিষ্ট বলিয়া প্রাপঞ্চিক কায়মনোবাক্যদ্বারা ভগবদ্বোধের নিষেধকরূপে বেদশাস্ত্র প্রমাণ করেন। শব্দ তাঁহাকে 'আত্মমূল' ও 'অর্থোক্ত' বলেন। অধিরোহ-বাদ কখনও প্রাপঞ্চিক-শব্দ-সাহায্যে সেই বস্তুর নিকট যাইতে পারে না, অথবা তথায় গিয়া উপস্থিত হইলেও ফিরিয়া আসে। ইতরবস্তুকে কারণরূপে নির্দ্দেশ করিলে বা ইতরবস্তুর সাহায্যে গৃহীত হইলে তাঁহাকে জানিতে পারা যায় না। একমাত্র অবতারবাদের বিচার গ্রহণ করিলেই তাঁহাকে জানিতে পারা যায় এবং তাঁহাকে জানিবার সঙ্গে সঙ্গে সেবা করিবার প্রবৃত্তি উদিত হয়। সেই বৃহদ্বস্তুর সেবা-চ্যুত হইলে কখনও নিষেধপরত্বের সিদ্ধিলাভ হয় না। ভগবদ্বস্তুব্যতিরেকে মায়িকপ্রতীতিক্রমে নিষেধের সাফল্য সম্ভবপর নহে। 'অনর্থোপশমং সাক্ষাদ্ভক্তিযোগমধোক্ষজে' 'নৈষাং মতিস্তাবদুরুক্রমাঙ্ঘ্রিং' প্রভৃতি শ্লোকপ্রতিপাদ্য অবস্থা— যাহা শ্রীমদ্ভাগবত-প্রমুখ ব্রহ্মসূত্রার্থ-তাৎপর্য্যে ব্যক্ত হইয়াছে, তদ্ব্যতীত শব্দব্রহ্মের ভোগ্যভাব অপসারিত হয়

না। সেই প্রয়োজনাত্মক স্বপ্রকাশবস্তু—তাৎপর্য্যবৃত্তিদ্বারাই গম্য।

বেদান্তপ্রতিপাদ্য ব্রহ্মবস্তুর জ্ঞান প্রাকৃতগুণপ্রকাশের দ্বারা কেবলমাত্র অনুমিত হইতে পারে, কিন্তু তাঁহা দ্বারা বাস্তব-বস্তুর সাক্ষাৎকার হইতে পারে না। প্রাকৃত সত্ত্বাদিগুণপ্রকাশের দ্বারা ভগবানের কখনও আবির্ভাব বুঝা যায় না। ইন্দ্রিয়সাহায্যে যে জ্ঞান লব্ধ হয়, সেই জ্ঞান আনুমানিকমাত্র, বাস্তব নহে। ইন্দ্রিয়জজ্ঞান প্রকৃতিজাত নশ্বর প্রতীতিবিষয়ক, তাহা নিত্য নহে, কেবলজ্ঞান নহে ও নিরবচ্ছিন্ন দুঃখ হইতে নিবৃত্তি নহে। প্রাপঞ্চিক শব্দমাত্রই চক্ষু, নাসা, জিহ্বা ও ত্বগাদিদ্বারা গম্যবিষয়বাচক; কিন্তু অপ্রাকৃত বৈকুণ্ঠশব্দ মায়িকশব্দের ন্যায় তাৎপর্য্যভেদ উৎপাদন করে না। প্রত্যেক ইন্দ্রিয় শব্দোদ্দিষ্ট বস্তু হইতে বৈষম্যপূর্ণা প্রতীতি উৎপাদন করে। উহা বস্তুবিষয়ক ব্যভি চারমাত্র ও সম্পূর্ণতার ব্যাঘাতকারক, সুতরাং পূর্ণ, শুদ্ধ,নিত্য ও মুক্তাদি বিশেষণরহিত প্রতিপাদ্য-বিষয়সূচকমাত্র বা ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবন্নারায়ণাভিধানের বোধক হইতে পারে না। অচিজ্জগতের সংমিশ্রণে স্বপ্রকাশবস্তুও চরমপ্রয়োজন ইন্দ্রিয়ভোগদ্বারা বাধা প্রাপ্ত হয়। ভগবদ্বস্তু তদিতরবস্তুর সাহায্যে প্রকাশিত হইবার যোগ্য নহেন। তিনি স্বয়ংপ্রকাশ বলিয়া তাঁহার স্বয়ংরূপ নিজেই প্রকাশ করেন। প্রপন্ন বা শরণাগত জনগণের জন্য তিনি কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তির একমাত্র বিষয় হন। প্রাপঞ্চিকশব্দের দ্বারা অথবা প্রত্যক্ষ ও অনুমানাদির দ্বারা তাঁহাকে কেহই লাভ করিতে পারে না। কিন্তু বৈকুণ্ঠশব্দ জীবকে ভগবৎসেবোন্মুখ করাইয়া প্রত্যক্ষ ও অনুমানাদিকে বিপথগামী হইতে দেয় না। প্রত্যক্ষ, অনুমান ও বিকৃত আনুশ্রবিক জৈব আধ্যক্ষিকবৃত্তিসমূহ তাঁহার সন্ধান পায় না বা সন্ধান পাইলেও সান্নিধ্যলাভ করে না বা সান্নিধ্যলাভ করিলেও সেবাধিকার লাভ করায় না। ব্রহ্ম ও পরমাত্মা যেস্থলে প্রাপঞ্চিক-বিচারে 'অর্বোক্ত' ও 'আত্মমূলক' বিচার পরিহার করে, সেস্থলে শব্দ ইন্দ্রিয়জ গতিরূপা ভুক্তিকে বাধা দিয়া থাকে। ভুক্তি ও মুক্তিপিপাসা কখনও ভগবানের অপ্রাকৃত দর্শন, সান্নিধ্য ও সেবাধিকার দিতে পারে না। অলব্ধসেবাধিকারে কখনই আধ্যক্ষিকচেষ্টা ফলবতী হয় না।। ৩৬।।

সত্ত্বং রজস্তম ইতি ত্রিবৃদেকমাদৌ
সূত্রং মহানহমিতি প্রবদন্তি জীবম্।
জ্ঞানক্রিয়ার্থফলরূপতয়োরুশক্তি
ব্রহ্মৈব ভাতি সদসচ্চ তয়োঃ পরং যৎ।। ৩৭।।

অন্বয়ঃ— (ননু তর্হি প্রমাণাবিষয়ত্বাৎ নাস্তি ব্রহ্মেতি প্রসজ্জেত ? অত আহ) আদৌ (যৎ) একং (ব্রহ্ম তদেব) সত্ত্বং রজঃ তমঃ ইতি ত্রিবৃৎ (গুণত্রয়াত্মকং প্রধানং) প্রবদন্তি, সূত্রং (ততঃ ক্রিয়াশক্ত্যা সূত্রং) মহান্ (জ্ঞানশক্ত্যা মহান্) অহম্ ইতি জীবং (জীবোপাধিমহঙ্কারঞ্চ তদেব প্রবদন্তি, ততঃ) উরুশক্তি (অচিন্ত্যানন্তশক্তি ব্রহ্মৈব) জ্ঞানক্রিয়ার্থফলরূপতয়া (জ্ঞানশব্দেন দেবতাঃ, ক্রিয়া ইন্দ্রিয়াণি, অর্থা বিষয়াঃ, ফলং তৎপ্রকাশঃ সুখাদি বা তদ্রূপতয়া ভাতি, কিঞ্চ) যৎ (যস্মাৎ) ব্রহ্ম তয়োঃ (সদসতোঃ) পরং(কারণং তস্মাৎ তৎ) এব সৎ(স্থূলং কার্য্যম্) অসৎ চ (সূক্ষ্মং কারণং তৎসর্ব্বং) ভাতি (ন হি সর্ব্বস্বরূপেণ স্বতো ভাসমানস্য ব্রহ্মণঃ স্বসিদ্ধৌ প্রমাণাপেক্ষা ইতি ভাবঃ।। ৩৭।।

অনুবাদ— তাদৃশ ব্রহ্মবস্তু প্রথমতঃ অদ্বিতীয়রূপে অবস্থিত থাকিয়া পশ্চাৎ বহিরঙ্গরূপে সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই ত্রিগুণাত্মক অবস্থায় প্রধানসংজ্ঞায়, ক্রিয়াশক্তিযুক্ত অবস্থায় সূত্রসংজ্ঞায়, জ্ঞানশক্তিযুক্ত অবস্থায় মহত্তত্ত্বসংজ্ঞায় এবং জীবের উপাধিভূত অবস্থায় অহঙ্কারসংজ্ঞায় অভিহিত হইয়া থাকেন। অনন্তর অচিন্ত্য অনন্তশক্তিবিশিষ্ট উক্ত ব্রহ্মবস্তুই দেবতা ইন্দ্রিয়, বিষয়, তৎপ্রকাশ বা তদনুভবজনিত সুখ দুঃখাদিরূপে এবং পরমকারণ বলিয়া তিনিই স্থূলসূক্ষ্ম যাবতীয় বস্তুরূপে প্রকাশিত হইয়া থাকেন।। ৩৭।।

বিশ্বনাথ— কিঞ্চ ব্রহ্মণঃ স্বরূপানুভব এব লোকে-দুষ্করস্তস্য প্রামাণ্যে তু নাস্তি কোঽপি সংশয়ো, যতো 'ব্রহ্মৈ-

বেদং সর্ব্বম্' ইতি 'যস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি' ইতি-শ্রুত্যুক্তং বস্তুমাত্রমেব সর্ব্বং ব্রহ্মকার্য্যত্বাদ্ব্রহ্মৈবেতি যত্তদেব বিবৃণোতি,—সত্ত্বমিতি। যদেকং প্রসিদ্ধ ব্রহ্ম তদেবাদৌ মায়াশক্তিরূপং সত্ত্বং রজস্তম ইতি ত্রিবৃৎ, প্রধানং বদন্তি, ততঃ ক্রিয়াশক্তিরূপং সূত্রং, জ্ঞানশক্তিরূপং মহানিতি তদেব বদন্তি,ততোঽহমিতি জীবং জীবোপাধিমহঙ্কারঞ্চ তদেব প্রবদন্তি, ততশ্চ জ্ঞানক্রিয়ার্থফলরূপতয়া জ্ঞানশব্দেন দেবতাঃ, ক্রিয়া ইন্দ্রিয়াণি, অর্থা বিষয়াঃ, ফলং সুখাদি তদ্রূপতয়া উরবঃ শক্তয়োঽধিভূতাধ্যাত্মাধিদৈবসংজ্ঞা যতস্তদ্ব্রহ্মৈব বদন্তি।.তদেব সৎ স্থূলং কার্য্যং, অসৎ সূক্ষ্মং কারণং, তৎ সর্ব্বং ব্রহ্মৈব ভাতি। কুতঃ যদ্যস্মাত্তয়োঃ সদসতোঃ পরং কারণম্। অতএব 'তৎপরং পরমং ব্রহ্ম সর্ব্বং বিভজতে জগৎ। মমৈব তদ্ঘনং তেজো জ্ঞাতুমর্হসি ভারত' ইতি হরিবংশবাক্যং, তস্য চায়মর্থঃ। তৎপরং সর্ব্বস্মাৎ পরং যৎ পরমং ব্রহ্ম সর্ব্বং জগদ্বিভজতে স্বত এব মহদাদিরূপেণ বিভক্তং করোতি, তন্মমৈব তেজো জ্ঞাতুমর্হসীত্যতো 'ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহম্' ইতি ভগবদুক্তেঃ সূর্য্যস্য ঘনং তেজ ইতিবত্তস্য বপুস্তেজ এব ব্রহ্মেত্যভ্যুপগন্তব্যম্। অতএব 'যস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি'' ইতি শ্রুতৌ যস্য কৃষ্ণস্যেতি ব্যাচক্ষতে।।৩৭।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—আর ব্রহ্মেরস্বরূপ অনুভবই সাধারণ লোকের পক্ষে দুষ্কর, ব্রহ্মের প্রমাণ বিষয়ে কিন্তু কোনও সংশয় নাই। যেহেতু শ্রুতি বলেন 'এইসকলই ব্রহ্ম' 'যাঁহার তেজ দ্বারা এইসকল বিশ্ব আলোকিত হইতেছে।' বস্তুমাত্রই ব্রহ্মকার্য্যহেতু ব্রহ্মই—ইহাই বর্ণন করিতেছেন। যে এক প্রসিদ্ধ ব্রহ্ম তাহাই প্রথমে মায়াশক্তিরূপে সত্ত্বরজতমঃ এই তিনগুণ বিশিষ্ট প্রধান বলা হয়, অনন্তর ক্রিয়াশক্তিরূপ সূত্র, জ্ঞানশক্তিরূপ মহান্ তাহাকেই বলেন। অনন্তর অহম্ অর্থাৎ জীব, জীবের উপাধি অহংকারকেও ব্রহ্ম বলেন। অনন্তর জ্ঞান ক্রিয়া অর্থ ফলরূপেও, 'জ্ঞান' শব্দে দেবতা, ক্রিয়া—ইন্দ্রিয়সকল অর্থ—বিষয়সমূহ, ফল—সুখাদি। সেই ব্রহ্মরূপে অনন্তশক্তি, অধিভূত অধ্যাত্ম অধিদৈব যাহা তাহাই ব্রহ্ম বলেন। তিনিই সৎ—স্থূলকার্য্য, অসৎ—সূক্ষ্ম কারণ, সেই সকল ব্রহ্মই প্রকাশ পাইতেছেন। কিরূপে? যেহেতু সৎ ও অসতের পর কারণ। অতএব 'সেই পরমব্রহ্ম' এই জগৎরূপে বিভক্ত হইয়াছেন, 'আমারই সেই ঘনতেজকে ব্রহ্ম বলিয়া জানিতে পার। হে অর্জ্জুন'! শ্রীকৃষ্ণ হরিবংশে বলিয়াছেন। ইহার অর্থ সকল হইতে শ্রেষ্ঠ যে পরমব্রহ্ম সমস্ত জগৎরূপে বিভক্ত অর্থাৎ স্বাভাবিকই মহৎ আদিরূপে বিভক্ত করিতেছেন তাহা আমারই তেজ বলিয়া জানিতে পার' অতএব 'ব্রহ্মের আমিই প্রতিষ্ঠা আশ্রয়' ইহা ভগবানের উক্তি, সূর্য্যের ঘন তেজ ইহা যেমন, সেইরূপ কৃষ্ণের বিগ্রহের তেজই ব্রহ্ম ইহা জানিবে। অতএব শ্রুতি বলেন—'যে কৃষ্ণের আলোকদ্বারা এই সকল বিশ্ব আলোকিত হইতেছে।।৩৭।।

মধ্ব—ত্রিগুণাত্মকং প্রধানঞ্চ রজঃ সত্ত্বং তমস্তথা।
প্রাণো মহানহঙ্কারো জীবাস্তদভিমানিনঃ।।
জ্ঞানাত্মকানীন্দ্রিয়াণি তথা কর্ম্মাত্মকানি চ।
শব্দাদ্যর্থাঃ সুখং দুঃখমিতি প্রোক্তং দ্বিধা ফলম্।।
এতৎ সর্ব্বং হরেরূপমিত্যাহুর্জ্ঞানদুর্ব্বলাঃ।
স এব বহুশক্তিত্বাদ্ভাতি চৈষাং তথা তথা।।
এবং কারণকার্য্যাখ্যং সমস্তং হরিমেব তু।
কেচিৎ পশ্যন্তি চ ব্যস্তং কেচিদাহুরপণ্ডিতাঃ।।
এবং কারণকার্য্যেভ্যঃ পরমানন্দরূপিণম্।
অজ্ঞানাদ্বহুধা প্রাহুরেকং সন্তং সুদুর্জ্জনাঃ।।
রূপ্যত্বাত্তদ্বশত্বাচ্চ তদ্রূপঞ্চৈতদীর্য্যতে।
ন তু তস্য স্বরূপত্বান্নির্দ্দোষানন্দরূপিণঃ।।
কথং জড়াজড়ৈক্যং স্যাৎ কুতঃ পূর্ণাল্পমোদয়োঃ।
পূর্ণাল্পজ্ঞানয়োশ্চৈব পূর্ণশক্ত্যল্পশক্তয়োঃ।।
নির্দুঃখদুঃখান্বিতয়োঃ স্বতন্ত্রপরতন্ত্রয়োঃ।
অতঃ সর্ব্বগুণৈর্যুক্তং সর্ব্বদোষবিবর্জ্জিতম্।।
অন্যাভেদেন বিজ্ঞায় তম এব প্রপদ্যতে।
নিকৃষ্টং সর্ব্বতো বিষ্ণোঃ সর্ব্বতশ্চ বিলক্ষণম্।।
জ্ঞাত্বা পূর্ণগুণং যান্তি মুক্তিং নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ।
ইতি তন্ত্রভাগবতে।।৩৭।।

বিবৃতি— 'সৎ' শব্দে ক্ষিত্যপ্‌তেজোমরুদ্ব্যোমাত্মক কার্য্যরূপ জগৎ এবং 'অসৎ'-শব্দে প্রকৃত্যাদিরূপ কারণ। ইহারাই সেই বাস্তববস্তুর বহিরঙ্গ বৈভবদ্বয়। এই বৈভবের অতিরিক্ত বৈকুণ্ঠাদিরূপ স্বরূপবৈভব ও শুদ্ধজীবরূপ তটস্থবৈভব—ভগবানের বিভিন্নশক্তি হইতেই উদ্ভুত। সেই শক্তি স্বাভাবিকরূপবিশিষ্টা, বিবর্ত্তবাদীর কল্পিতশক্তি-মাত্র নহে। স্থূলসূক্ষ্ম নশ্বরজগতের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট বহিরঙ্গবৈভবের অতিরিক্ত ভগবৎস্বরূপবৈভব ও তটস্থ জীববৈভব পরতত্ত্বরূপে বর্ত্তমান। ব্রহ্মজ্ঞানরূপে, পরমাত্মা ক্রিয়ারূপে, ভগবান্ অর্থফলরূপে প্রকাশিত হন। তাঁহার ক্রিয়াশক্তিদ্বারা সূত্র, জ্ঞানশক্তিদ্বারা মহত্তত্ত্ব এবং অহঙ্কারদ্বারা বদ্ধজীবতত্ত্ব, সকলই বহিরঙ্গবৈভবের শক্তি-বোধক। ভূতেন্দ্রিয়দেবতাসর্গ মহত্তত্ত্ব হইতেই সত্ত্বরজস্তমো-গুণত্রয় উদ্ভূত হয়। উহাই জীবসংযুক্ত প্রাকৃত জগৎ। ভগবদ্বস্তু—এক পরমতত্ত্ব, স্বাভাবিক অচিন্ত্য-শক্তিদ্বারা নিত্যকাল স্বরূপ, তদ্রূপবৈভব, জীব ও প্রধান-রূপে চতুর্দ্ধা অবস্থিত অর্থাৎ সূর্য্য, অন্তর্ম্মণ্ডলস্থ তেজ, মণ্ডলের বহির্গত রশ্মিকণাসমূহ ও তৎপ্রতিচ্ছবির ন্যায় একই পরমতত্ত্ব চতুর্ব্বিধরূপে শক্তি বিকাশ করেন। ভগবানের শক্তি অচিন্ত্যা; একই শক্তি তিনপ্রকারে অবস্থান করেন। সেই বিষ্ণুশক্তিরই পরাশক্তি, শরীরাধিষ্ঠাত্রী জীব-শক্তি ও অবিদ্যা-নাম্নী তৃতীয়া শক্তি-ভেদ। বহিরঙ্গা শক্তি তটস্থ জীবকে আবরণ করিতে সমর্থা। আবৃত জীব আব্রহ্ম স্থাবরান্তদেহে লঘুগুরুভেদে বর্ত্তমান। সেই বহিরঙ্গা শক্তিই তটস্থশক্তি জীবকে সম্মোহন করিতে সমর্থা। ভগবানের অচিন্ত্যমায়াশক্তি প্রভাবেই চিদ্রূপতাদিগুণ রহিত 'প্রধান' বিকার লাভ করে। তাঁহার অচিৎশরীরে অধিষ্ঠানমাত্র বিরাজিত। তটস্থ জীবশরীরে কখনও বা আনন্দের অভাব লক্ষিত হয়। জীব সচ্চিদাখ্য পরমাত্ম বিমুখ হইলেই অদ্বয়-জ্ঞান-রহিত হইয়া ক্লেশে পতিত হন। তখন তিনি বুঝিতে পারেন না যে, 'সর্ব্বমিদং ব্রহ্ম'। ব্রহ্মবস্তু ব্যাপক-ধর্ম্মে অবস্থিত হওয়ায় কেবল ব্রহ্মজ্ঞান অর্থাৎ নিত্যক্রিয়ার্থফল-রূপ না থাকায় ভগবানের অঙ্গকান্তিরূপে বিরাজমান। পরমাত্মজীবাত্ম-ক্রিয়ার উপলব্ধিক্রমে যে ব্যাপকতা, তাহাতে অর্থফলরূপ প্রেমাভাব-বশতঃ সান্নিধ্যমাত্রে আংশিকতারই প্রকৃষ্ট উদাহরণ দৃষ্ট হয়। এই জন্যই শ্রীদামোদরস্বরূপ—"যদদ্বৈতং ব্রহ্মোপনিষদি তদপ্যস্য তনুভা, য আত্মান্তর্য্যামী পুরুষ ইতি সোঽস্যাংশবিভবঃ। ষড়ৈশ্বর্য্যৈঃ পূর্ণো য ইহ ভগবান্ স স্বয়ময়ং ন চৈতন্যাৎ কৃষ্ণাজ্জগতি পরতত্ত্বং পরমিহ।" শ্লোকের অবতারণা করিয়াছেন। "ন তত্র সূর্য্যো ভাতি" মন্ত্রের "যস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি" শ্রুতিতে ভগবদ্‌বস্তুর ব্রহ্মে তেজোঽভিব্যক্তিই উহাহৃত হইয়াছে।

বেদশাস্ত্র সম্বন্ধজ্ঞান, অভিধেয়ক্রিয়া ও প্রেমফল বর্ণন করেন। কেবলজ্ঞানে ক্রিয়ার্থফলরূপতায় উদাসীন হওয়ায় জ্ঞানী ভগবদ্ধামে আলোকদীপ্তি জ্ঞানমাত্র করিয়া থাকেন। উহা ভগবানের তটস্থশক্তির মণ্ডলবহির্গত কিরণ-বিচার-মাত্র। প্রাপঞ্চিকজ্ঞানে দেবতাধিষ্ঠান, পরমাত্মজ্ঞানে দেবগণের ক্রিয়া ইন্দ্রিয়াদিতে পরিস্ফুট এবং ভগবৎ-সেবাবিজ্ঞানে প্রেমতাৎপর্য্য প্রকাশিত। স্বপ্রকাশ ব্রহ্মবস্তুর অপরের সাহায্যে প্রকাশিত হইতে হয় না, সুতরাং প্রেমা বা অনুভূতির দ্বারা ব্রহ্মস্থাপনের কোন অপেক্ষা নাই।। ৩৭।।

নাত্মা জজান ন মরিষ্যতি নৈধতেঽসৌ
ন ক্ষীয়তে সবনবিদ্ব্যভিচারিণাং হি।
সর্ব্বত্র শশ্বদনপায্যুপলব্ধিমাত্রং
প্রাণো যথেন্দ্রিয়বলেন বিকল্পিতং সৎ।। ৩৮।।

অন্বয়ঃ— (ননু সর্ব্বাত্মকং চেৎ ব্রহ্ম তর্হি সর্ব্বস্য কার্য্যস্য জননাদিবিকারবত্ত্বাৎ ব্রহ্মণোঽপি তৎপ্রসঙ্গঃ স্যাদত আহ) হি (যস্মাৎ সঃ) প্রাণঃ যথা (প্রাণ ইবাব্যভিচারী সন্) ব্যভিচারিণাম্ (আগমাপায়িনাং বালযুবাদিদেহানাং) সবনবিৎ (তত্তৎকালদ্রষ্টা ভবতি, ততঃ) অসৌ আত্মা (ব্রহ্ম) ন জজান (ন জাতঃ) ন এধতে (ন বর্দ্ধতে) ন ক্ষীয়তে ন মরিষ্যতি; (কিঞ্চ) সর্ব্বত্র (দেহে) শশ্বৎ (সর্ব্বদা) অনপায়ি(অনুবর্ত্তমানং পরন্তু) ইন্দ্রিয়বলেন বিক-

ল্পিতং (বিবিধং কল্পিতং) সৎ (সত্যম্) উপলব্ধিমাত্রং (জ্ঞানমাত্রঞ্চ যদ্বস্তু স এবাত্মেত্যর্থঃ।।৩৮।।

অনুবাদ— উক্ত ব্রহ্মবস্তুর জন্ম, বৃদ্ধি, হ্রাস বা বিনাশ নাই, যেহেতু তিনি প্রাণের ন্যায় অব্যভিচারিরূপে ব্যভিচারী অর্থাৎ আগমাপায়িধর্ম্মবিশিষ্ট বাল্যযৌবনাদি ভিন্ন ভিন্ন দশাগ্রস্ত শরীরে তত্তৎকালের সাক্ষিরূপে বর্ত্তমান রহিয়াছেন। তিনি ইন্দ্রিয়সমূহের দ্বারা বিবিধরূপে কল্পিত হইলেও বস্তুতঃ সর্ব্বদা সর্ব্বদেহে অনুবর্ত্তমান, সত্য ও জ্ঞানাত্মক বস্তু।।৩৮।।

বিশ্বনাথ— তস্য ব্রহ্মণস্তৎপদার্থস্যাপরোক্ষানুভবো ন সর্ব্বস্য, কিন্তু শুদ্ধ-ত্বম্পদার্থস্য জীবস্যাপরোক্ষানুভবানন্তরমেবেত্যতঃ শুদ্ধজীবমাহ,—নাত্মেতি ত্রিভিঃ। আত্মা শুদ্ধজীবো ন জজান ন জাত ইত্যাদ্যো বিকারো নিষিদ্ধঃ, ন মরিষ্যতীত্যন্তঃ ষষ্ঠঃ। জন্মাভাবাদেব তদনন্তরাস্তিতালক্ষণোঽপি বিকারো দ্বিতীয়ঃ। নৈধতে বর্দ্ধত ইতি তৃতীয়ঃ। বৃদ্ধ্যভাবাদেব পরিণামোঽপি চতুর্থঃ। ন ক্ষীয়ত ইত্যপক্ষয় ইতি পঞ্চমঃ। হি যস্মাদ্ব্যভিচারিণামাগমাপায়িনাং বালযুবাদিদেহানাং দেবমনুষ্যাদিদেহানাং বা সবনবিৎ তত্তৎকালদ্রষ্টা, ন হ্যবস্থাবতাং দ্রষ্টা তদবস্থো ভবতীতি ভাবঃ। তর্হি নিরবস্থঃ কোঽসাবাত্মেত্যত আহ,—উপলব্ধিমাত্রং জ্ঞানৈকরূপম্, কথম্ভূতং সর্ব্বত্র দেহে শশ্বদনপায়ি সদানুবর্ত্তমানম্। ননু নীলজ্ঞানং জাতং পীতজ্ঞানং নষ্টমিতি প্রতীতের্ন জ্ঞানস্যানপায়িত্বং তত্রাহ,—ইন্দ্রিয়বলেনেতি। সদৈব জ্ঞানমেকমিন্দ্রিয়বলেন বিবিধং কল্পিতম্। নীলাদ্যাকারবৃত্তয় এব জায়ন্তে নশ্যন্তি চ, ন জ্ঞানমিতি ভাবঃ। ব্যভিচারিষ্ববস্থিতস্যাপ্যব্যভিচারে দৃষ্টান্তঃ প্রাণো যথেতি।। ৩৮।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— সেই ব্রহ্মের অর্থাৎ 'তৎ' পদার্থের সাক্ষাৎ অনুভব সকলের হয় না, কিন্তু শুদ্ধ 'ত্বম্' পদার্থ জীবের সাক্ষাৎ অনুভবের পরই ব্রহ্ম অনুভব হয়। এই কারণে শুদ্ধ জীবতত্ত্ব বলিতেছেন—তিনটি পদ্য দ্বারা আত্মা অর্থাৎ শুদ্ধজীব জন্মে না, ইহা আদ্যবিকার নিষিদ্ধ হইল, মরে না ইহা ষষ্ঠ অন্তবিকার। জন্ম অভাব হেতুই তৎপরবর্ত্তী অস্তিতা লক্ষণ দ্বিতীয় বিকার নাই, বর্দ্ধিত হয় না ইহা তৃতীয় বিকার, বৃদ্ধি অভাবেই পরিণাম চতুর্থ বিকার নাই, ক্ষয় হয় না ইহা পঞ্চম বিকার নাই, যেহেতু ব্যভিচারী অর্থাৎ আসে যায়, যেমন দেহের বালক যুবা ধর্ম্ম, অথবা দেবমনুষ্যাদি দেহের ধর্ম্ম, সেই সেই কালের দ্রষ্টা ঐ জীবাত্মা, ঐ অবস্থাবানের দ্রষ্টা জীব ঐ অবস্থা প্রাপ্ত হয় না, ইহাই ভাবার্থ। তাহা হইলে ঐ অবস্থাহীন কে? ইহার উত্তরে বলিতেছেন—আত্মা উপলব্ধিমাত্র অর্থাৎ একমাত্র জ্ঞান স্বরূপ আত্মা। সর্ব্বত্র দেহে কিরূপে থাকেন? সর্ব্বদা অনুবর্ত্তন করেন বিনাশ হয় না। প্রশ্ন হইতে পারে যেমন নীলজ্ঞান হইলে পীতজ্ঞান নষ্ট হয়, সেইরূপ জ্ঞানের নিত্যত্ব নহে? ইহার উত্তরে বলিতেছেন—সর্ব্বদাই জ্ঞান এক হইলেও ইন্দ্রিয় বলে ভিন্ন ভিন্ন কল্পিত হয়। নীল আদি বৃত্তিসমূহই জন্ম ও নাশ প্রাপ্ত হয়, জ্ঞানের জন্ম ও নাশ নাই ব্যভিচারীর মধ্যে অবস্থিত বস্তুর ব্যভিচার নাই তাহার দৃষ্টান্ত যেমন 'প্রাণ'।।৩৮।।

মধ্ব—

অহং হি জীবসংজ্ঞো বৈ ময়ি জীবঃ সনাতনঃ।
মৈবং ত্বয়ানুমন্তব্যং দৃষ্টো জীবো ময়েতি হ।
অহং শ্রেয়ো বিধাস্যামি যথাধিকারমীশ্বরঃ।।
ইতি মোক্ষধর্ম্মেষু।।

যথেন্দ্রিয়গতঃ প্রাণস্তেষাং শক্ত্যা বিকল্প্যতে।
দৃষ্টিদঃ শ্রুতিদশ্চেতি মতিদো জ্ঞানদস্তথা।।
ইত্যাদিভেদতো বাচ্য এক এব মহাবলঃ।
দৃষ্ট্যাদিশক্তিস্তস্যৈব ততো নান্যস্য কস্যচিৎ।।
এবং সদ্রূপকং ব্রহ্ম তত্তচ্ছক্ত্যা বিকল্প্যতে।
একমেব মহাশক্তি প্রাণস্যাপি বলপ্রদম্।।
ইতি হরিবংশেষু।।৩৮।।

বিবৃতি— দৃশ্যজগতে প্রাণীর প্রাণ যেরূপ সর্ব্বত্র অধিষ্ঠান-সংরক্ষণ-নিপুণ হইয়াও, ইন্দ্রিয়জজ্ঞান-সংগ্রহে তাৎকালিক উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইয়াও স্বয়ং বিকার লাভ করে না এবং তাহার পারিপার্শ্বিক আবরণসমূহের অবস্থান ও অভাব প্রভৃতি ধর্ম্মের বশীভূত না হইয়া

আপনার শুদ্ধ অস্মিতাকে বাহিরের উপলব্ধি হইতে পৃথক্‌ভাবে সংরক্ষণ করিতে সমর্থ হয়, তদ্রূপ আত্মা কখনও জন্মপরিগ্রহ, মৃত্যু, বৃদ্ধি, ক্ষয়, বিকার ও প্রাপঞ্চিক-কালাধীন অস্তিত্ব প্রভৃতি বিকারের বশীভূত হয় না। আপাতদর্শনে আবরণকে তদন্তর্গত অন্তর্য্যামীর সহিত এক-দর্শনে যে তাৎকালিক উপলব্ধি হয়, উহা বাস্তব সত্য নহে এবং নশ্বর ইন্দ্রিয়জজ্ঞানের অনুভবনীয় হইলেও স্বরূপবিচারে আত্মার প্রাপঞ্চিক ষড়্‌বিধ বিকার সম্ভব নহে। আত্মা—অবিকারী, জন্ম-মৃত্যু-রহিত, ক্ষয়-বৃদ্ধি-রহিত, তাৎকালিকবিকার শূন্য ও নবাগত বস্তুপরিণতমাত্ররূপে প্রতীতির অযোগ্য। দর্শনেন্দ্রিয় যেরূপ বিভিন্নবর্ণের স্বচ্ছ কাঁচের অভ্যন্তরে বাস্তব দর্শন হইতে অবস্থান্তর প্রাপ্ত হইয়া দৃশ্যবস্তুতে ব্যবধানগত বিচারের আরোপ করে, তদ্রূপ চেতন জন্মগ্রহণ করিয়াছে, চেতনের বিনাশ হইয়াছে, চেতন বৃদ্ধি প্রাপ্ত বা ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়াছে ইত্যাকার আরোপ—তাৎকালিক দর্শনবিপর্য্যয়-মাত্র; প্রকৃত প্রস্তাবে আত্মা জড়ের ভোক্তা নহে।। ৩৮।।

অণ্ডেষু পেশিষু তরুষ্ববিনিশ্চিতেষু
প্রাণো হি জীবমুপধাবতি তত্র তত্র।
সন্নে যদিন্দ্রিয়গণেঽহমি চ প্রসুপ্তে
কূটস্থ আশয়মৃতে তদনুস্মৃতির্নঃ।। ৩৯।।

অন্বয়ঃ— (দৃষ্টান্তং বিবৃণ্বন্ ইন্দ্রিয়াদিলয়েন নির্ব্বিকারাত্মোপলব্ধিং দর্শয়তি) প্রাণঃ হি (যথা) তরুষু (উদ্ভিজ্জেষু) অণ্ডেষু পেশিষু (জরায়ুজেষু) অবিনিশ্চিতেষু (স্বেদজেষু) তত্র তত্র (সর্ব্বত্র) জীবম্ উপধাবতি (অবিকৃত এব অনুবর্ত্ততে তথা) যৎ (যদা সুষুপ্তিস্তদা) প্রসুপ্তে ইন্দ্রিয়গণে সন্নে (লীনে সতি) অহমি চ (অহঙ্কারে চ লীনে সতি) আশয়ম্ ঋতে (বিকারহেতুলিঙ্গশরীররূপোপাধিং বিনা) কূটস্থঃ (নির্ব্বিকার এব আত্মা অবতিষ্ঠতে) তদনুস্মৃতিঃ (পশ্চাৎ জাগ্রদ্দশায়াং তস্য দর্শনস্পর্শনাদিবিশেষজ্ঞানশূন্যস্য সুখাত্মনঃ সুষুপ্তিসাক্ষিণঃ স্মৃতিঃ সুখমহমেতাবন্তং কালং সুপ্তো ন কিঞ্চিদবেদিষমিতি স্মরণং ন অস্মাকং ভবতি)।। ৩৯।।

অনুবাদ— জয়ায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ এবং উদ্ভিজ্জ যাবতীয় শরীরমধ্যেই প্রাণ যেরূপ অবিকৃতভাবে জীবাত্মার অনুগমন করে, সেইরূপ সুষুপ্তিদশায় ইন্দ্রিয়সকল এবং অহঙ্কার লীন হইলে বিকারের হেতু লিঙ্গশরীররূপ উপাধির অভাবে আত্মাও নির্ব্বিকারভাবে অবস্থান করেন, পরন্তু তৎকালে তাঁহার লয় হয় না, যেহেতু— সুষুপ্তির অনন্তর জাগ্রদ্দশায়—"আমি সুখে নিদ্রা যাইতেছিলাম" ইত্যাদি স্মৃতিই সুষুপ্তিকালে সাক্ষিরূপে বর্ত্তমান আত্মবস্তুর পরিচয় প্রদান করিয়া থাকে।। ৩৯।।

বিশ্বনাথ— দৃষ্টান্তং বিবৃণ্বন্ ইন্দ্রিয়াদিলয়েন নির্ব্বিকারাত্মোপলব্ধিং দর্শয়তি,—অণ্ডেষ্বিতি। পেশিষু জরায়ুজেষু, তরুষু উদ্ভিজ্জেষু, অবিনিশ্চিতেষু, স্বেদজেষু, উপধাবতি জাবমাদদান এব জীবমনুবর্ত্ততে। এবং দৃষ্টান্তে নির্ব্বিকারত্বং প্রদর্শ্য দার্ষ্টান্তিকেঽপি দর্শয়তে সন্নে ইতি। অয়মর্থঃ—জাগরে ইন্দ্রিয়গণ এবাত্মনঃ সবিকারত্বপ্রযোজকঃ, স্বপ্নে তু তৎসংস্কারবানহঙ্কার এব। যদা তু সুষুপ্তং তদা ন কোঽপ্যতস্তদা নির্ব্বিকার এবাত্মেতি প্রসুপ্তে সুষুপ্ত্যবস্থায়াং ইন্দ্রিয়গণে সন্নে অহমি লীনে সতি অহঙ্কারে চ সন্নে কূটস্থো নির্ব্বিকার এবাত্মা। কুতঃ—আশয়মৃতে লিঙ্গশরীরমুপাধিং বিনা, বিকারহেতোরুপাধেরভাবাদিত্যর্থঃ। নন্বহঙ্কারপর্য্যন্তস্য সর্ব্বস্য লয়ে শূন্যমেবাবশিষ্যতে, ক্ব তদা কূটস্থ আত্মা তত্রাহ—তদনুস্মৃতির্নঃ, তস্য বিশেষজ্ঞানশূন্যস্য সুখাত্মনঃ সুষুপ্তিসাক্ষিণঃ স্মৃতিরস্মাকং ভবতি, এতাবন্তং কালং সুখমহস্বাপ্সং ন কিঞ্চিদবেদিষমিতি। অতোঽননুভূতস্যাস্মরণাদস্ত্যেব সুষুপ্তাবাত্মানুভবঃ বিষয়সম্বন্ধাভাবাত্তু ন স্পষ্ট ইতি ভাবঃ। তথাচ শ্রুতিঃ—যদ্বৈতং ন পশ্যতি পশ্যন্ বৈ দ্রষ্টব্যং পশ্যতি। ন হি দ্রষ্টু-র্দৃষ্টের্বিপরিলোপো বিদ্যতে' ইতি।। ৩৯।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— দৃষ্টান্তটি বিশ্লেষণ করিয়া বলিতেছেন—ইন্দ্রিয়াদি লয় হইলেও নির্ব্বিকার আত্মজ্ঞান দেখাইতেছেন—চতুর্ব্বিধ প্রাণী যেমন—অণ্ডজ, পেশি

অর্থাৎ জড়ায়ুজ, উদ্ভিজ্জ, অবিনিশ্চিত— স্বেদজ—এই-চারিপ্রকার জীবদেহে প্রাণ জীবকে লইয়াই জীবের সহিত যাতায়াত করে। এইরূপে দৃষ্টান্ত মধ্যে জীবের নির্ব্বিকা-রত্ব দেখাইয়া,দার্ষ্টান্তিকেও জীবের নির্ব্বিকারতা দেখাইতে-ছেন। ইহার অর্থ—জাগরণকালে ইন্দ্রিয়গণই আত্মার বিকারত্ব জ্ঞানের হেতু। স্বপ্নাবস্থায় সেই সংস্কার যুক্ত অহংকারই কারণ। কিন্তু যখন সুষুপ্তি অবস্থায় কেহ না থাকায় নির্ব্বিকারই আত্মা উপলব্ধি হয়, গাঢ় নিদ্রাকালে ইন্দ্রিয়গণ অহঙ্কারে লীন হয়, অহঙ্কার লীন হইলে, নির্ব্বিকার আত্মাই উপলব্ধি হয়। কিরূপে? লিঙ্গ শরীর উপাধি ব্যতীত অর্থাৎ বিকারহেতু উপাধি না থাকায়। সংশয় হইতে পারে—অহংকার পর্য্যন্ত সকল বস্তুর লয় হইলে শূন্যই অবশিষ্ট থাকে, তখন আবার নির্ব্বিকার আত্মা কোথায়? তাহার উত্তরে বলিতেছেন—আত্মা না থাকিলে নিদ্রাভঙ্গের পর স্মরণ থাকিত না, আত্মার বিশেষ জ্ঞানশূন্য ব্যক্তির সুখ অনুভব হইত না। সুষুপ্তি সাক্ষী স্মৃতি আমাদের হয়—এতকাল আমি সুখে নিদ্রা গিয়া-ছিলাম, কিছুই জানিতে পারি নাই। অতএব অনুভব না হইলে স্মরণ হইবে না। যেহেতু স্মরণ হয়, অতএব সুষু-প্তিতে আত্মা অনুভব হয়, কিন্তু বিষয় সম্বন্ধের অভাবে ঐ অনুভব স্পষ্ট নহে। এইস্থলে শ্রুতি প্রমাণ—এই-জগৎকে যখন দেখে না তখন দ্রষ্টব্য আত্মাকেই দেখে, দ্রষ্টার দৃষ্টি কখনও লোপ হয় না।। ৩৯।।

মধ্ব—

পেশো জরায়ুরুদ্দিষ্টঃ সুবর্ণং পেশ উচ্যতে।
মৃদু পিণ্ডশ্চ পেশং স্যাৎ ক্বচিদ্ভ্রমপীষ্যতে।।
ইতি অভিধানম্।।

অবনিস্থিতেষু স্বেদজেষু। ভূস্বেদেন হি প্রায়ো জায়ন্তে।।
তদা কূটস্থে পরমাত্মন্যাস জীবঃ।।
যং পরমাত্মানমৃতে সুপ্ত্যানুস্মৃতিরেব ন।
দেহাদ্দেহান্তরগতৌ প্রবিশেৎ প্রাণমেব তু।।
জীবঃ প্রাণঃ পরমাত্মানমেবং সুপ্তাবপি স্ফুটম্।
তদন্যা দেবতাঃ সর্ব্বাঃ প্রাণস্যৈব বশে স্থিতাঃ।।
ঈষচ্চ সুপ্তবদ্যান্তি নৈব মানুষজীববৎ।
স্বর্গস্থানাং ন তু স্বাপঃ প্রায়ো দেহেঽপি নাজ্ঞতা।।
মৃতিসুপ্তিপ্রবোধাদের্নিয়ন্তা হরিরেকরাট্।
তমৃতে নৈব চাবস্থা নাবস্থাবান্ন স্মৃতিঃ।।
ততস্তু দেবদেবেশঃ প্রাণ প্রাণেশ্বরো হরিঃ।
ন হরেরীশিতা ত্বন্যঃ স হি সর্ব্বাধিকো মতঃ।।
ইতি হরিবংশেষু।। ৩৯।।

বিবৃতি— চারিটি বিভিন্ন আধারে প্রাণ যেরূপ জীবকে অবিকৃতভাবে অনুবর্ত্তন করে, তদ্রূপ ইন্দ্রিয়সকল লীন হইলে এবং অহঙ্কার প্রসুপ্ত হইলে উপাধি ব্যতীত কূটস্থ আত্মার পৃথক্ অধিষ্ঠান প্রতীত হয়। এই সকল কথা পশ্চাৎ আমরা বুঝিতে পারি।

প্রত্যেক জীবাধার অণ্ড, জরায়ু, উদ্ভিদ্ ও স্বেদের মধ্যে প্রাণের স্বতন্ত্রতা আছে। অণ্ড ও উদ্ভিদাদির পরিবর্ত্তন থাকিলেও প্রাণের যেরূপ বিকার নাই, তদ্রূপ ইন্দ্রিয়গণের ক্রিয়া-বিলুপ্তিতে অহঙ্কারের অবকাশ না থাকিলেও প্রসুপ্ত অবস্থায় কূটস্থ আত্মার কোন ইন্দ্রিয়জবিকার বা অহঙ্কারের স্থান নাই। প্রসুপ্তির পরে জাগরকালে "আমরা সুখে নিদ্রা গিয়াছিলাম, কিছু জানিতে পারি নাই" এই শ্রুতিমন্ত্র হইতে বুঝা যায় যে, অবিকৃত অস্মিতা বিকারযোগ্য উদ্দাম ইন্দ্রিয়ের পরিচালন-কালে অথবা ইন্দ্রিয়ের পরিচালন শুদ্ধ হইবার কালে বিষয়ের অভাবে অস্মিতার বিকার হয় নাই।। ৩৯।।

যর্হ্যব্জনাভচরণৈষণয়োরুভক্ত্যা
চেতোমলানি বিধমেদ্গুণ-কর্ম্মজানি।
তস্মিন্ বিশুদ্ধ উপলভ্যত আত্মতত্ত্বং
সাক্ষাদ্যথাঽমলদৃশোঃ সবিতৃপ্রকাশঃ।। ৪০।।

অন্বয়ঃ—(ননু যদি সুষুপ্তৌ কূটস্থানুভবো ভবেৎ, তদা কথং পুনঃ সংসারঃ স্যাৎ; অবিদ্যাতৎসংস্কারাণাং বিদ্যমানত্বাদিতি চেৎ, কদা তর্হি তন্নিবর্ত্তকোঽনুভবো ভবেদত আহ) যর্হি (যদা জীবঃ) অব্জনাভচরণৈষণয়া উরুভক্ত্যা (বিত্তৈষণাদি বিহায় কেবলমব্জনাভস্যৈব

চরণেচ্ছয়া জাতা যা উরুমহতী পরমপ্রেমলক্ষণা ভক্তি-স্তয়া) গুণকর্ম্মজানি (সত্ত্বাদিগুণানুরূপবিহিতনিষিদ্ধাত্ম-কর্ম্মজাতানি) চেতোমলানি (চেতসো মলানি কামাদীনি) বিধমেৎ (নাশয়েৎ তদা) তস্মিন্ বিশুদ্ধে (চেতসি) অমল-দৃশোঃ সবিতৃপ্রকাশঃ যথা (দৃশোরমলয়োঃ সত্যোঃ পূর্ব্ব-মেব সিদ্ধঃ সূর্য্যস্যঃ প্রকাশো যথা উপলভ্যতে তথা) সাক্ষাৎ (অব্যবধানেন) আত্মতত্ত্বম্ উপলভ্যতে (আত্ম-স্বরূপং সাক্ষাৎক্রিয়তে)।।৪০।।

অনুবাদ— যেকালে জীব শ্রীহরির পাদপদ্ম-সেবা-ভিলাষজনিত পরমপ্রেমভক্তিবলে গুণকর্ম্মজাত কামাদি অন্তঃকরণমলরাশি বিনাশ করিতে সমর্থ হন, তখনই বিমলনয়নদ্বয়ে সূর্য্যদেবের প্রকাশের ন্যায় বিশুদ্ধ অন্তঃ-করণমধ্যে আত্মস্বরূপের সাক্ষাৎকার ঘটিয়া থাকে।।৪০।।

বিশ্বনাথ— ননু যদি সুপ্রসুপ্তৌ নির্ব্বিকারাত্মানুভবো ভবেৎ, কথং পুনরপি সংসারঃ স্যাৎ? অবিদ্যাতৎসংস্কা-রাণাং বিদ্যমানত্বাদিতি চেৎ, কদা তর্হি তদ্রহিতশুদ্ধাত্মানু-ভবো ভবেৎ ? তত্র ভক্তিমিশ্রজ্ঞানপরিপাকেন প্রথমং শুদ্ধজীবানুভবঃ স্যাৎ,ততো 'ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি। সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্। ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ। ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্'।। ইতি ভগবদুক্ত্যা ভক্ত্যুত্থজ্ঞানেন তৎপদার্থস্য ব্রহ্মণোঽপরোক্ষা-নুভবস্ততো ব্রহ্মসাযুজ্যমিতি ক্রমঃ। যদি তু 'যৎ কর্ম্ম-ভির্যত্তপসা জ্ঞানবৈরাগ্যতশ্চ যৎ' ইতি বাক্যবলাৎ ব্রহ্মানু-বুভূষুঃ কেবলামেব ভক্তিং কুর্য্যাত্তদা 'সত্যং দিশত্যর্থিতম-র্থিতো নৃণাম্' ইতি ন্যায়েন ব্রহ্মানভবং প্রাপ্য ভগবদনু-ভবমপি প্রাপ্নোতীত্যাহ,—যর্হীতি। যদা উরুঃ কেবলা ভক্তিস্তয়া চেতসো মলানি গুণকর্ম্মজানি বিধমেৎ নাশয়েৎ। ত্রৈগুণ্যাপগমে নৈষ্কর্ম্যং যদা ভবেৎ ইত্যর্থঃ। কীদৃশ্যা ? অজনাভস্য চরণাৎ চরণোপাসনাদেব এষণা কামনা ধ্রুবাদীনামিবান্যকামনাপি ভবেদ্‌যতস্তয়া। তদা তস্মিন্ বিশুদ্ধে চেতসি আত্মনস্তৎপদার্থস্য ব্রহ্মণস্তৎ-প্রতিষ্ঠারূপস্য ভগবতোঽপি তত্ত্বমুলপভ্যতে। যথা অমল-দৃশোর্দৃশোঃ পটলাপগমে সতি নির্ম্মলয়োঃ সত্যোঃ সবিতুঃ সূর্য্যস্য প্রকাশঃ। সাক্ষাদিতিপদেন ভক্তিমহিম্না তৎপ্রতিষ্ঠারূপঃ, সবিতাপি সবিতৃভক্তেন স্বদৃগ্‌ভ্যাং পাণিপাদাদি-বিশিষ্টো বাহনাদিপরিকরসহিতোঽপ্যুপলভ্যতে।।৪০।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— যদি বল প্রসুক্তিতে নির্ব্বিকার আত্মার অনুভব হয়, তাহা হইলে ঐ জীব পুনঃরায় সংসারে কেন আসে? অবিদ্যা ও তাহার সংস্কার সমূহের বিদ্যমান হেতু পুনঃরায় সংসারে আসে, ইহা যদি হয় তাহা হইলে অবিদ্যা শূন্য শুদ্ধ আত্মার অনুভব কখন হইবে? তাহার উত্তরে বলিতেছেন—ভক্তিমিশ্র জ্ঞান পরিপক্ক হইলে প্রথমে শুদ্ধ জীবের অনুভব হয়, তখন ভক্তিজাত জ্ঞানের দ্বারা 'তৎ' পদার্থ ব্রহ্মের সাক্ষাৎ অনুভব হয়, তাহার পর ব্রহ্মসাযুজ্য। ইহা গীতায় ভগবানের উক্তি দ্বারা জানা যায়—ইহাই ক্রম। কিন্তু যদি 'যাহা কর্ম্মের দ্বারা, তপস্যা দ্বারা, জ্ঞান বৈরাগ্য দ্বারা' এই ভগবানের বাক্যদ্বারা ব্রহ্ম অনুভব ইচ্ছুক ব্যক্তিগণ কেবলাভক্তি করেন, তখন মনুষ্যগণের দ্বারা প্রার্থিত হইয়া ভগবান সত্য বস্তুকে উপদেশ করেন এই ন্যায় অনুসারে ব্রহ্ম অনুভব পাইয়া ভগবৎ অনুভবও প্রাপ্ত হয়। যখন কেবলা ভক্তিদ্বারা চিত্তের মালিন্য গুণ কর্ম্ম জাত নাশ পায়, ঐ ত্রিগুণের নাশ হইলে যখন নিষ্কাম হয়। কিরূপ ভক্তিদ্বারা? উত্তরে পদ্মনাভ ভগবানের চরণ উপাসনা হইতে কামনা হয়। যেহেতু তাহাদ্বারা তখন বিশুদ্ধচিত্তে 'তৎ' পদার্থ ব্রহ্মের ও ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠারূপ ভগবানেরও তত্ত্ব জ্ঞান হয়। যেমন চক্ষুরছানি সরিয়া গেলে নির্ম্মল হইলে পর সূর্য্যের প্রকাশ দৃষ্ট হয়। 'সাক্ষাৎ' এই পদদ্বারা ভক্তিমহিমা দ্বারা ব্রহ্মের আশ্রয়রূপ সূর্য্য ভক্তগণের চক্ষুদ্বারা সূর্য্যের হস্তপদ বিশিষ্ট বাহনাদি পরিকর সহিত যেমন উপলব্ধি হয়। সেইরূপ ভগবৎ ভক্তগণের শুদ্ধভক্তি দ্বারা সপরিকর সবিগ্রহ ভগবৎ দর্শন হয়।।৪০।।

বিবৃতি— বিদেহরাজ নিমির ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও নারায়ণ-অভিহিত বস্তুর তত্ত্বজ্ঞান লাভের প্রশ্নের বিষয়ে 'স্থিত্যুদ্ভব''-শ্লোকের অবতারণা; ঐ শ্লোকটিতে পঞ্চাঙ্গ

ন্যায়ের আদি 'বিষয়' নামক অঙ্গ, তৎপরবর্ত্তী "নৈতন্মনঃ" শ্লোকে 'সংশয়', "সত্ত্বংরজস্তমঃ" শ্লোকে 'পূর্ব্বপক্ষ', "নাত্মা জজান" শ্লোকে 'সিদ্ধান্ত' এবং "অণ্ডেষু পেশিষু" শ্লোকে 'সঙ্গতি' নামক অঙ্গ বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীজীবগোস্বামিপাদ অন্বয়ব্যতিরেকাত্মক তর্কের চতুষ্টয়ত্ব বর্ণন করিয়াছেন। 'নৈতন্মনঃ' শ্লোকটি— প্রথম তর্ক, উহাকে "আগমাপায়িতদবধিভেদ" নামে তিনি অভিহিত করিয়াছেন; "সত্ত্বং রজস্তমঃ" শ্লোকটি— "দ্রষ্টৃদৃশ্যবিভাগ" নামক দ্বিতীয় তর্ক, "নাত্মা জজান" শ্লোকটি "সাক্ষিসাক্ষ্যবিভাগ" নামক তৃতীয় তর্ক এবং "অণ্ডেষু পেশিষু"— শ্লোকটি "দুঃখিপ্রেমাস্পদত্ব" নামক চতুর্থ তর্ক— এই চারটি শ্লোকে জৈবজ্ঞানবিষয়ক বিচার প্রদর্শন করিয়াছেন। এক্ষণে প্রকরণসমাপ্তি শ্লোকে বলিতেছেন,— যেরূপ সূর্য্য প্রকাশিত হইলে সুষ্ঠু-দ্রষ্টার চক্ষু সাক্ষাৎ উপলব্ধি করিতে সমর্থ হয়,তদ্রূপ জীবগণ ভগবৎপাদপদ্মের সর্ব্বতোভাবে সেবা-চেষ্টা করিলে প্রাকৃতগুণকর্ম্মজনিত চিত্তমালিন্য সম্পূর্ণভাবে ক্ষালিত হয়। এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীগৌরসুন্দর অধোক্ষজভগবৎসেবা-চেষ্টাকেই চিত্তদর্পণমার্জ্জনরূপে শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন। অনাত্মপ্রতীতিই জীবের চিত্তদর্পণের আবর্জ্জনা; উপাধি বা আবরণরূপ সেই আবর্জ্জনারাশি বিধৌত হইলেই ভগবদ্ভক্তিবৃত্তি অপ্রাকৃতবস্তুর দর্শন, সান্নিধ্য ও সেবা করায়। অধোক্ষজভক্তিদ্বারাই জীবের সকল অনর্থ বিদূরিত হয় ।। ৪০।।

শ্রীরাজোবাচ—

কর্ম্মযোগং বদত নঃ পুরুষো যেন সংস্কৃতঃ।
বিধূয়েহাশু কর্ম্মাণি নৈষ্কর্ম্ম্যং বিন্দতে পরম্।। ৪১।।

অন্বয়ঃ— শ্রীরাজোবাচ,— (ভক্তেঃ কর্ম্মযোগাধীনত্বাৎ তং পৃচ্ছতি কর্ম্মযোগমিতি) পুরুষঃ যেন (অনুষ্ঠিতেন কর্ম্মযোগেন) ইহ (জন্মনি) আশু (শীঘ্রমেব) কর্ম্মাণি (মোক্ষপ্রতিবন্ধকীভূতানি) বিধূয় (নিরস্য) সংস্কৃতঃ (মোক্ষোপযোগিসুকৃতবান্ সন্) নৈষ্কর্ম্ম্যং (কর্ম্মনিবৃত্তিসাধ্যং) পরং (পরম-জ্ঞানং) বিন্দতে (লভতে, তং) কর্ম্মযোগং নঃ (অস্মভ্যং যূয়ং) বদত।। ৪১।।

অনুবাদ— শ্রীরাজা বলিলেন,—পুরুষ যে কর্ম্মযোগের অনুষ্ঠানদ্বারা ইহজন্মে সত্বর মোক্ষপ্রতিবন্ধক কর্ম্মসমূহের নিরাসপূর্ব্বক মোক্ষোপযোগি-সুকৃতিযুক্ত হইয়া নৈষ্কর্ম্ম্যজনিত পরম-জ্ঞান লাভ করেন, আপনারা আমাদের নিকট সেই কর্ম্মযোগ বর্ণন করুন।। ৪১।।

বিশ্বনাথ—'গুণকর্ম্মজানি বিধমেদি'তি শ্রুত্বা ভক্ত্যা জ্ঞানেন চ নৈষ্কর্ম্ম্যং স্যাদিতি ময়া জ্ঞায়ত এব, কর্ম্মণাপি নৈষ্কর্ম্ম্যং যথা স্যাত্তদহং জিজ্ঞাসে ইত্যাহ,—কর্ম্মযোগমিতি।। ৪১।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— 'গুণ কর্ম্ম জাত চিত্তের মালিন্য দূরীভূত হয়', ইহা শুনিয়া ভক্তি ও জ্ঞান দ্বারা নিষ্কাম হয়, ইহা আমি জানিলাম কর্ম্মের দ্বারা যেরূপে নিষ্কাম হওয়া যায় তাহা আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি। রাজার এই প্রশ্ন— কর্ম্মযোগ আমাকে বলুন।। ৪১।।

বিবৃতি— ভক্তিযোগনিষ্ঠা-শ্রবণানন্তর বিদেহরাজ নিমি শ্রীআবির্হোত্রকে কর্ম্মযোগের কথা এবং কর্ম্মফলভোগবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া কিপ্রকারে নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধি হয়, তদ্বিষয়ক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। 'নৈষ্কর্ম্ম্য' শব্দে কর্ম্ম-নিবৃত্তিসাধ্য জ্ঞানকে লক্ষ্য করায় শ্রীজীবগোস্বামিপাদ নিত্যনৈমিত্তিককর্ম্মফলের অপ্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেন নাই। পরমার্থের অনুপযোগী জ্ঞানকে 'নৈষ্কর্ম্ম্য' বলা যায় না। নির্ভেদব্রহ্মানুসন্ধান-মুখেই যে নৈষ্কর্ম্ম্যের প্রয়োগ ও সাধনাদি, তাহার সম্বন্ধে শুদ্ধাদ্বৈতজ্ঞানমিশ্র জনগণ যেরূপ ধারণা করেন, অচিন্ত্যভেদাভেদ-বিচারে তাহা সমর্থিত হয় নাই।। ৪১।।

এবং প্রশ্নমৃষীন্ পূর্ব্বমপৃচ্ছং পিতুরন্তিকে।
নাব্রুবন্ ব্রহ্মণঃ পুত্রাস্তত্র কারণমুচ্যতাম্।। ৪২।।

অন্বয়ঃ— (প্রশ্নান্তরমাহ) পূর্ব্বং (পুরাকালে অহং) পিতুঃ (ইক্ষ্বাকোঃ) অন্তিকে (সমীপে স্থিতান্) ঋষীন্ (প্রতি) এবং প্রশ্নং (প্রষ্টব্যমর্থম্) অপৃচ্ছম্, ব্রহ্মণঃ পুত্রাঃ

(সনকাদয়ঃ সর্ব্বজ্ঞা অপি) ন অব্রুবন্ (উত্তরবাক্যং ন দদুঃ) তত্র (যৎ) কারণং (তৎ) উচ্যতাম্।। ৪২।।

অনুবাদ— পূর্ব্বকালে আমি পিতা ইক্ষ্বাকুর নিকটে অবস্থিত ঋষিগণকে এ বিষয়ে প্রশ্ন করিয়াছিলাম, পরন্তু সনকাদি ব্রহ্মানন্দন ঋষিগণ সর্ব্বজ্ঞ হইয়াও কিজন্য ইহার উত্তর প্রদান করেন নাই, তাহার কারণ বলুন।। ৪২।।

বিশ্বনাথ— প্রশ্নং প্রষ্টব্যমর্থম্, পিতুরিক্ষ্বাকোঃ ব্রহ্মণঃ পুত্রাঃ সনকাদয়ঃ সর্ব্বজ্ঞা অপি।। ৪২।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— প্রশ্নের বিষয় আমি পূর্ব্বে পিতা ঈক্ষ্বাকুর নিকট আগত ব্রহ্মপুত্র সনকাদির নিকট জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, তাঁহারা সর্ব্বজ্ঞ হইয়াও আমাকে উত্তর দেন নাই।। ৪২।।

মধ্ব—

জানন্তোঽপি হি দুর্জ্ঞেয়ঃ প্রশ্নোঽয়ং জ্ঞানিনামপি।
ইতি বেদয়িতুং ব্রহ্মপুত্রা নোচুর্নিমেঃ পুরা।।
ইতি তন্ত্রভাগবতে।। ৪২।।

শ্রীআবির্হোত্র উবাচ—

কর্ম্মাকর্ম্ম বিকর্ম্মেতি বেদবাদো ন লৌকিকঃ।
বেদস্য চেশ্বরাত্মত্বাৎ তত্র মুহ্যন্তি সূরয়ঃ।। ৪৩।।

অন্বয়ঃ— শ্রীআবির্হোত্র উবাচ,— (প্রশ্নস্যোত্তরমাহ)। কর্ম্ম (শাস্ত্রবিহিতম্) অকর্ম্ম (বিগতং কর্ম্ম বিহিতাকরণং) বিকর্ম্ম (তদ্বিপরীতং নিষিদ্ধম্) ইতি বেদবাদঃ (এতত্রয়ং বেদবাদো বেদৈকগম্যং, পরন্তু) ন লৌকিকঃ (লোকবাদো ন ভবতি), বেদস্য চ ঈশ্বরাত্মত্বাৎ(ঈশ্বরাদুদ্ভূতত্বাদপৌরুষেয়ত্বাদিত্যর্থঃ) তত্র সূরয়ঃ (পণ্ডিতা অপি) মুহ্যন্তি (যাথার্থ্যনির্ণয়াসমর্থা ভবন্তি)।। ৪৩।।

অনুবাদ—শ্রীআবির্হোত্র বলিলেন,—কর্ম্ম (বিহিতকর্ম্ম), অকর্ম্ম (বিহিতকর্ম্মের অননুষ্ঠান) এবং বিকর্ম্ম (নিষিদ্ধকর্ম্ম) এই তিনটির স্বরূপই একমাত্র বেদশাস্ত্রগম্য, পরন্তু লোকমুখে জ্ঞাতব্য নহে। উক্ত বেদশাস্ত্র ঈশ্বরজাত অর্থাৎ অপৌরুষেয় বলিয়া পণ্ডিতগণও তদ্‌বিষয়ে মোহিত হইয়া থাকেন।। ৪৩।।

বিশ্বনাথ— কর্ম্ম খলু শাস্ত্রবিহিতাচরণম্, অকর্ম্ম শাস্ত্রবিহিতানাচরণম্। বিকর্ম্ম তু শাস্ত্রনিষিদ্ধাচরণম্, ঈশ্বরাত্মত্বাৎ 'শব্দব্রহ্ম পরব্রহ্ম মমোভে শাশ্বতী তনূ' ইতি ভগবদুক্তেরপৌরুষেয়বাক্যত্বাদিত্যর্থঃ। তত্র মুহ্যন্তীতি পুংবাক্যে হি বক্তুরভিপ্রায়তোঽর্থজ্ঞানং সুশক্যম্, অপৌরুষেয়ে হি কেবলং বাক্যপৌর্ব্বাপর্য্যেণৈব তাৎপর্য্যাবধারণম্, তচ্চ দুষ্করমিতি তত্র কর্ম্মাদৌ বিদ্বাংসোঽপি মুহ্যন্তি কিমুতান্যে অতস্তব বালত্বাত্তদা তে নাব্রুবন্।। ৪৩।।

টীকার বঙ্গানুবাদ — শ্রীআবির্হোত্র যোগেন্দ্র বলিতেছেন—'কর্ম্ম' যাহা শাস্ত্রবিহিত আচরণ, 'অকর্ম্ম' শাস্ত্র বিহিত কার্য্যের আচরণ না করা, কিন্তু বিকর্ম্ম শাস্ত্র নিষিদ্ধ আচরণ। বেদ ঈশ্বর স্বরূপ হেতু ভগবান বলিয়াছেন 'শব্দ-ব্রহ্ম বেদ ও পরব্রহ্ম আমি এই দুইটি আমার নিত্য দেহ। অতএব অপৌরুষেয় বাক্যহেতু ঐ বেদে সকলেই মোহিত হন। সাধারণ পুরুষের বাক্যে বক্তার অভিপ্রায় হইতে অর্থজ্ঞান সহজ। অপৌরুষেয় বেদে কেবল বাক্যের পূর্ব্বাপর দ্বারা তাৎপর্য্য জ্ঞান, তাহা দুষ্কর। সেস্থলে কর্ম্ম আদিতে পণ্ডিতগণও মোহিত হন, অন্যের কি কথা। অতএব তুমি তখন বালকছিলে সেই জন্য সনকাদি তোমাকে উত্তর দেন নাই।। ৪৩।।

মধ্ব— ঈশ্বরাত্মত্বাৎ ঈশ্বরবিষয়ত্বাৎ।। ৪৩।।

বিবৃতি— শাস্ত্রবিহিত আচরণের নামই 'কর্ম্ম', শাস্ত্রবিহিত সদাচারের অপালনই 'অকর্ম্ম', আর শাস্ত্রনিষিদ্ধ আচরণই 'বিকর্ম্ম।' কর্ম্ম, অকর্ম্ম ও বিকর্ম্মের বেদবিচারেই প্রতিষ্ঠা; উহারা লৌকিক বিচারমাত্রে লভ্য নহে। বেদশাস্ত্র শব্দরূপে ঈশ্বরের আবির্ভাববিশেষ বলিয়া সূরিগণও তাহাতে সকল সময়ে প্রবেশাধিকার লাভ করেন না। ভগবানের শব্দব্রহ্মতনু ও পরব্রহ্মতনু, উভয়ই নিত্য। যেরূপ ঈশ্বরাধীন বশ্য জগতে শব্দ শব্দীকে প্রদর্শন করিয়া নিরস্ত হয়, বৈকুণ্ঠ ঈশ্বরবস্তুতে তদ্রূপ নহে। সেস্থলে কালের দ্বারা প্রাকট্য রহিত হইয়া যায় না। শব্দব্রহ্ম ও পরব্রহ্ম, উভয়ই স্বীয় নিত্যত্বের অভিন্নত্ব স্থাপন করেন। বেদ—সাক্ষাৎ নারায়ণ, স্বয়ং উৎপত্তিবিশিষ্ট অর্থাৎ পরম-

মহত্তত্ত্ব কারণার্ণবশায়ী বিষ্ণুর নিঃশ্বাস হইতে প্রকটিত। যজ্ঞ হইতেই ঋক্‌সামাদি-ছন্দোগণ আবির্ভূত হইয়াছেন। তাঁহারা মনুষ্যকর্ত্তৃক রচিত নহেন। উহাতে ভ্রম, প্রমাদ, করণাপাটব ও বিপ্রলিপ্সা নাই। বেদ মানবের আধ্যক্ষিক-বিচার বিনাশ করিয়া মানবকে অধোক্ষজ সেবায় নিযুক্ত করেন।। ৪৩।।

পরোক্ষবাদো বেদোঽয়ং বালানামনুশাসনম্।
কর্ম্মমোক্ষায় কর্ম্মাণি বিধত্তে হ্যগদং যথা।। ৪৪।।

অন্বয়ঃ— পরোক্ষবাদঃ (যত্রান্যথাস্থিতোঽর্থঃ সংগোপয়িতুমন্যথাকৃত্যোচ্যতে স পরোক্ষবাদঃ) অয়ং বেদঃ বালানাম্ (অজ্ঞানাম্) অনুশাসনং (প্রবৃত্তির্যথা ভবেত্তথা স্বর্গাদিসুফলপ্রদর্শনব্যাজেন) অগদং যথা (পিতা যথা খণ্ডলড্ডুকাদিভির্বালকং প্রলোভয়ন্নারোগ্যফলকমৌষধং পালয়তি তথা) কর্ম্মমোক্ষায় হি (কর্ম্মণাং নিবৃত্ত্যর্থমেব) কর্ম্মাণি বিধত্তে (বিহিতকর্ম্মণাং কর্ত্তব্যত্বং প্রতিপাদয়তি) ।। ৪৪।।

অনুবাদ— পরোক্ষবাদ (অর্থাৎ একপ্রকারে স্থিত বস্তুর যথার্থতত্ত্ব গোপন করিবার জন্য অন্যপ্রকারে তাহার বর্ণন) বেদের একটী স্বভাব। সুতরাং পিতা যেরূপ খণ্ড-লড্ডুকপ্রভৃতিলাভের প্রলোভনপ্রদর্শনপূর্ব্বক সন্তানকে আরোগ্যফলপ্রদ ঔষধ সেবন করাইয়া থাকেন, সেইরূপ বেদও অজ্ঞজনের প্রবৃত্তির জন্য স্বর্গাদিসুখফলের প্রলোভনছলে কর্ম্মনিবৃত্তির জন্যই বিহিতকর্ম্মসকলের প্রতিপাদন করিয়াছেন।। ৪৪।।

বিশ্বনাথ—দুর্জ্ঞেয়ং বেদাতাৎপর্য্যমিত্যাহ,—পরোক্ষবাদ ইতি। যত্রান্যথাস্থিতোঽর্থো ভগবদভিপ্রায়াভিজ্ঞৈঃ ঋষিভিঃ সঙ্গোপয়িতুমন্যথাকৃত্যোচ্যতে স পরোক্ষবাদঃ। যদুক্তং ভগবতা 'পরোক্ষবাদা ঋষয়ঃ পরোক্ষঞ্চ মম প্রিয়ম্' ইতি। পরোক্ষবাদত্বমেবাহ,—কর্ম্মমোক্ষায়েতি। ননু স্বর্গাদ্যর্থং কর্ম্মাণি বিধত্তে ন কর্ম্মমোক্ষার্থম্, তত্রাহ—যথা অগদম্ ঔষধম্, বালানাম্ অনুশাসনম্ আজ্ঞাপনং যেন তৎ। তথাহি যদ্যেতদৌষধং পিবসি তদা তে খণ্ড-লড্ডুকং দাস্যামীতি প্রলোভ্য পিতা বালান্ নিম্বরসং পায়য়তি লড্ডুকঞ্চ তেভ্যো দদাত্যন্যথা পুনস্তৎপানাশক্তেঃ, কিন্ত্বগদপানস্য ন তল্লাভ এব প্রয়োজনম্ অপি ত্বারোগ্যম্, এবং বেদোঽপি ফলৈঃ প্রলোভয়ন্ এব কর্ম্মমোক্ষায়ৈব কর্ম্মাণি বিধত্তে।। ৪৪।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— দুর্জ্ঞেয় বেদতাৎপর্য্য ইহাই বলিতেছেন— যেখানে অন্যরূপে অবস্থিত অর্থকে ভগবৎ অভিপ্রায়ে অভিজ্ঞঋষিগণ সঙ্গোপন করিবার জন্য অন্য প্রকারে বলেন, তাহাই পরোক্ষবাদ। যেমন ভগবান বলিয়াছেন ঋষিগণ পরোক্ষবাদ পরায়ণ, পরোক্ষও আমার প্রিয়। তাহাই বিশেষভাবে বলিতেছেন—কর্ম্ম হইতে নিবৃত্তির জন্য কর্ম্ম উপদেশ করিতেছেন। সংশয়— স্বর্গ প্রাপ্তির নিমিত্ত কর্ম্মসকল বিধান করা হইয়াছে, কর্ম্ম নিবৃত্তির জন্য নহে। তাহার উত্তরে বলিতেছেন—যেমন অগদ অর্থাৎ ঔষধ, বালকগণকে শাসন করিবার জন্য পিতা যেমন করেন তাহাই। 'যদি এই ঔষধ পান কর, তাহা হইলে তোমাকে মিশ্রির লাড্ডু দিব—এইরূপ প্রলোভন দেখাইয়া পিতা বালকগণকে নিম্বরস পান করান, লাড্ডু ও দেন। তাহা না হইলে পুনরায় নিম্বরস পান করাইতে পারিবেন না। কিন্তু ঔষধ পানের ফল লাড্ডু লাভ নহে, রোগ আরোগ্যই ঔষধ পানের ফল। এইরূপ বেদও স্বর্গাদি ফল দ্বারা প্রলোভন দেখাইয়াই কর্ম্ম হইতে নিবৃত্তির জন্যই কর্ম্মের বিধান দিয়াছেন।। ৪৪।।

বিবৃতি— পিতা যেরূপ পুত্রের রোগনিবারণের জন্য কুসুমিতবাক্যে মধুরদ্রব্যের আশা প্রদান করিয়া পরে তাহা হইতে বঞ্চনাপূর্ব্বক পুত্রের মঙ্গল-কামনায় মঙ্গলকর ঔষধাদি দান করেন, কুপথ্যের প্রলোভন দিয়া পুত্রকে ঔষধ গ্রহণে কৌতুহলাক্রান্ত করান, তদ্রূপ কর্ম্মকাণ্ডপর ফলভোগের আশাভরসায় উৎসাহিত করিয়া বেদসমূহ ইন্দ্রিয়পরায়ণ অদূরদর্শী কর্ম্মীকে কর্ম্মকাণ্ডের লোভ দেখাইয়া কর্ম্মফলভোগ হইতে অবসর দেন। "প্রবৃত্তিরেষা ভূতানাং নিবৃত্তিস্তু মহাফলা" এবং "আশু নিবৃত্তিরিষ্টা" প্রভৃতি শ্লোকে অনভিজ্ঞ অদূরদর্শী আধ্যক্ষিক বালকগণের

অনুশাসনের জন্যই কর্ম্মকাণ্ডের উপদেশ। কর্ম্মকাণ্ডলক্ষণ যে বেদপুরুষের আধ্যক্ষিকদর্শন, তাহা অনুমিতিপর হইলে উহাই 'পরোক্ষ।' আধ্যক্ষিক পরোক্ষ ও স্থূলপ্রত্যক্ষ বা সূক্ষ্ম-অনুমিতিপর অদৃষ্ট— ভোক্তার ফলভোগ-কামনোত্থ ইন্দ্রিয়জজ্ঞান জন্য মাত্র। অপরোক্ষ-বিচারে কেবল নির্বৈশিষ্ট্যস্থাপন—বিচার-বিপ্লবমাত্র। উহা সুষ্ঠু-বেদবিচার-সঙ্গত নহে।। ৪৪।।

নাচরেদ্যস্তু বেদোক্তং স্বয়মজ্ঞোঽজিতেন্দ্রিয়ঃ।
বিকর্ম্মণা হ্যধর্ম্মেণ মৃত্যোর্মৃত্যুমুপৈতি সঃ।। ৪৫।।

অন্বয়ঃ— অজিতেন্দ্রিয়ঃ অজ্ঞঃ যঃ (জনঃ) তু স্বয়ং বেদোক্তং (কর্ম্ম) ন আচরেৎ সঃ বিকর্ম্মণা (কর্ম্মানাচরণ-লক্ষণেন) অধর্ম্মেণ হি মৃত্যোঃ (অনন্তরং) মৃত্যম্ (এব) উপৈতি (প্রাপ্নোতি, ন বিমুচ্যত ইত্যর্থঃ)।। ৪৫।।

অনুবাদ— যে অজিতেন্দ্রিয় অজ্ঞপুরুষ বেদবিহিত-কর্ম্মের আচরণ না করে, সেই ব্যক্তি কর্ম্মের অননুষ্ঠান-জনিত অধর্ম্মহেতু মৃত্যুর অনন্তর ক্রমান্বয়ে মৃত্যুমুখেই পতিত হইতে থাকে।। ৪৫।।

বিশ্বনাথ— ননু কর্ম্মমোক্ষশ্চেৎ পুরুষার্থস্তর্হি প্রথমমেব কর্ম্ম ত্যজ্যতামত আহ,—নাচরেদিতি। যদি বেদোক্তং প্রাতঃস্নানসন্ধ্যাবন্দনাদিকং কর্ম্ম নাচরেত্তদা 'ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ' ইতি ভগবদুক্তের্দৈহিক-ব্যাপারং বিনা স্থাতুমশক্যত্বাদজিতেন্দ্রিয় ইতীন্দ্রিয়জয়া-ভাবাৎ পশুরিব প্রাতরারভ্যানিয়তভোজনস্ত্রীসঙ্গাদিবিবিধ-পাপনিরত এব স্যাৎ। যতোঽজ্ঞঃ বিবেকশূন্যঃ ততশ্চ বিকর্ম্মণা নিষিদ্ধাচরণলক্ষণেনাধর্ম্মেণ মৃত্যোর্যমাৎ সকাশাৎ মৃত্যুং নরকমেব প্রাপ্নোতি। তথাচ শ্রুতিঃ—'মৃত্বা পুনর্মৃত্যুমাপদ্যতে অর্দ্যমানঃ স্বকর্ম্মভিঃ' ইতি।। ৪৫।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— যদি বলেন—কর্ম্ম নিবৃত্তই পুরুষের প্রয়োজন তাহা হইলে প্রথমে কর্ম্ম ত্যাগ করুক? ইহার উত্তরে বলিতেছেন—যদি বেদোক্ত প্রাতঃস্নান সন্ধ্যাবন্দনাদি কর্ম্ম আচরণ না করে, তাহা হইলে 'এক-ক্ষণও কোন ব্যক্তি কর্ম্ম না করিয়া থাকিতে পারে না' এইরূপ ভগবৎ উক্তি থাকায় দৈহিক ব্যাপার ব্যতীত কেহ থাকিতে পারে না, এইহেতু অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তির ইন্দ্রিয় জয় না থাকায় অনবরত ভোজন স্ত্রীসঙ্গাদি বিবিধ পাপ-কর্ম্মে নিরত থাকিবে। যেহেতু অজ্ঞ অর্থাৎ বিবেকশূন্য। অতএব বিকর্ম্ম অর্থাৎ বেদ নিষিদ্ধ কর্ম্ম আচরণরূপ অধর্ম্মের দ্বারা যমের নিকট হইতে নরক যন্ত্রণা পায়। ঐরূপ শ্রুতিও বলিয়াছেন—মৃত্যুরপর মৃত্যু প্রাপ্ত হয় নিজ কর্ম্মের দ্বারা পীড়িত হইয়া।। ৪৫।।

মধ্ব—অজ্ঞঃ সন্নাচরন্নপি। বিকর্ম্মণা মৃত্যোমৃত্যু-মুপৈতি।। ৪৫।।

বিবৃতি— বৈদিক কর্ম্মকাণ্ডীয় শ্রৌত ও গৃহ্যসূত্রে কথিত আচরণে বিমুখ হইয়া যে-সকল যথেচ্ছাচারী কুতার্কিক স্বীয় মূর্খতাবশতঃ বেদনিষিদ্ধ কদাচারে প্রবৃত্ত হয়, তাহারা অধর্ম্মপ্রণোদিত হওয়ায় যমদ্বারে নীত হইয়া ক্লেশপূর্ণ নরক লাভ করে। অনেকের ধারণা,—মরণের পর জীবের চিরশান্তি। কিন্তু কুকর্ম্মপ্রভাবে জীবের এইরূপ অশান্তিময় অধিষ্ঠান হয় যে, পুনঃপুনঃ নরক-গমনের চেষ্টায় কর্ম্মফলে প্রচুরক্লেশময় নরকে নির্য্যাতিত হয়।। ৪৫।।

বেদোক্তমেব কুর্ব্বাণো নিঃসঙ্গোঽর্পিতমীশ্বরে।
নৈষ্কর্ম্ম্যং লভতে সিদ্ধিং রোচনার্থা ফলশ্রুতিঃ।। ৪৬।

অন্বয়ঃ— নিঃসঙ্গঃ (অনভিনিবেশবান্) ঈশ্বরে অর্পিতম্ (যথা ভবতি তথা, ন তু ফলোদ্দেশেন)বেদোক্তম্ এব (কর্ম্ম) কুর্ব্বাণঃ নৈষ্কর্ম্ম্যং সিদ্ধিং (কৈবল্যং) লভতে। (ফলস্য শ্রুতত্বাৎ কর্ম্মাণি কৃতে ফলং ভবেদেব ইত্যাহ) ফলশ্রুতিঃ রোচনার্থা (অগদপানে খণ্ডলড্ডুকাদিবৎ কর্ম্মণি রুচ্যুৎপাদনায়ৈব ভবতি, ন তু বস্তুতএব স্বর্গাদিফলপ্রতি-পাদিকেত্যর্থঃ)।। ৪৬।।

অনুবাদ— যিনি নিঃসঙ্গভাবে ঈশ্বরে ফলসমর্পণ-সহকারে বেদোক্ত কর্ম্মসকলের অনুষ্ঠান করেন, তিনি নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধি অর্থাৎ কৈবল্য লাভ করিয়া থাকেন। স্বর্গাদি অন্যান্য যে সকল ফলের বিষয় শ্রুতিতে উল্লিখিত

হইয়াছে, তাহা কেবলমাত্র কর্ম্মে রুচি উৎপাদনের জন্য জানিতে হইবে।। ৪৬।।

বিশ্বনাথ— অতএব পরমকারুণিকো বেদো ভক্তি-বিমুখানাং নরাণাং পশূনামিবেন্দ্রিয়ারামত্বাতিশয়বারণা-য়ৈব তানুদ্দিশ্য কর্ম্মাণি ফলদর্শনয়া রোচয়ংস্তথা বিধত্তে যথা প্রাতরারভ্য স্নানাদিভির্বিহিতানুষ্ঠানৈর্বিকর্ম্মণ্যবসরমেব তে ন প্রাপ্নুবন্তি। অনিষিদ্ধভোজনব্যবায়াদিষু প্রবর্ত্ত্যৈব পাপেভ্যো ভীষয়মাণঃ স্বদত্তাং ভীষণাংতামাসক্তিমানয়-ত্যন্যথা তদাজ্ঞাপালনাসামর্থ্যাদেব তে নাহমানয়িষ্যন্নি-ত্যেবং বেদতাৎপর্য্যমবধার্য্য স্বস্যাজিতেন্দ্রিয়ত্বং দুর্ব্বারমা-লক্ষ্য বিবেকী কর্ম্মৈব কর্ত্তুমর্হতীত্যাহ বেদোক্তমেব। ননু কর্ম্মাণি ক্রিয়ামাণে তস্মিংস্তৎফলে চাসক্তিস্তৎফলঞ্চ স্যাৎ ন তু নৈষ্কর্ম্ম্যরূপা সিদ্ধিরত আহ—নিঃসঙ্গঃ কর্ম্মণি ফলে চানভিনিবেশবান্ ঈশ্বরেঽর্পিতমেব। ননু ফলস্য শ্রুতত্বাৎ কর্ম্মাণি কৃতে ফলং ভবেদেব, ন রোচনার্থেতি কর্ম্মাণি রুচ্যুৎপাদনার্থৈব অগদপানে খণ্ডলড্ডুকাদিবৎ। ততশ্চ 'তমেতং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি ব্রহ্মচর্য্যেণ তপসা শ্রদ্ধয়া যজ্ঞেনানাশকেন চ' ইতি যজ্ঞাদীনাং জ্ঞান-শেষতাঞ্চাবধার্য্য নিষ্কামে কর্ম্মণি প্রবর্ত্ততে, ততশ্চ 'স্বর্গকামো যজেত' ইত্যাদিভিঃ কামিতস্যৈব স্বর্গাদেঃ, ফলত্বেনাবগমাদকামিতোঽসৌ ন ভবতীতি পরমেশ্বরে কর্ম্মার্পণমহিম্না ভক্তিমিশ্রজ্ঞানজনকেন কর্ম্মণাপি নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধির্ভবেদিতি ভাবঃ।। ৪৬।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— অতএব পরমকারুণিক 'বেদ' ভক্তিবিমুখ মনুষ্যগণের পশুগণের ন্যায় ইন্দ্রিয়-পরায়ণতা অতিশয়রূপে বারণ করিবার জন্য তাহাদের উদ্দেশ্যে ফল দেখাইয়া কর্ম্মে প্ররোচনা দান করেন, সেইরূপ বিধান দেন, যেমন প্রাতঃকাল হইতে আরম্ভ করিয়া স্নান আদি-দ্বারা বেদ বিহীত অনুষ্ঠান দ্বারা নিষিদ্ধ কর্ম্ম করিবার অব-সরই তাহারা পাইবে না। নিরামিষ ভোজন স্ত্রীসঙ্গাদিতে প্রবর্ত্তন দ্বারাই পাপ হইতে ভয় দেখাইয়া নিজ প্রদত্ত ভয়সমূহ তাহাদিগকে দেখান। তাহা না হইলে বেদের আজ্ঞা পালনে অসমর্থহেতু তাহারা বেদকে মাননা করিবে না, এইপ্রকার বেদ-তাৎপর্য্য অবধারণ করিয়া নিজ অজিতেন্দ্রিয়ত্ব দুর্ব্বার দেখিয়া বিবেকী ব্যক্তি কর্ম্মই করিতে পারে ইহাই বলিতেছেন। সংশয় হইতে পারে কর্ম্ম করিলে পর কর্ম্মে ও তাহার ফলে আসক্তি হইবে এবং কর্ম্মের ফলও হইবে কিন্তু নিষ্কামরূপ সিদ্ধি হইবে না। তাহার উত্তরে বলিতেছেন—অনাসক্তভাবে কর্ম্মে ও ফলে অভিনিবেশ না থাকায় ঈশ্বরে কর্ম্ম ও ফল অর্পিত হইবে। যদি বল ফল যখন শুনা যায়, কর্ম্ম করিলে ফল হইবেই। তাহার উত্তরে বলিতেছেন—না, কর্ম্মে রুচি আনিবার জন্যই ফলের বিধান, যেমন ঔষধ পানে রুচি আনিবার জন্য মিশ্রি-লাড্ডু প্রভৃতির ন্যায়। শ্রুতি বলিতেছেন—এই যজমানকে বেদ বাক্যদ্বারা ব্রাহ্মণগণ জ্ঞানলাভের জন্য ব্রহ্মচর্য্য, তপস্যা, শ্রদ্ধা, যজ্ঞ ব্রতাদির অনুষ্ঠান—উপদেশ করিয়াছেন। 'ইহাদ্বারা যজ্ঞা-দির ফল জ্ঞানলাভ' ইহা অবধারণ করিয়া যজমান নিষ্কাম কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়। অনন্তর 'স্বর্গ কামনা থাকিলে যজ্ঞ করিবে' এই সকল বাক্যদ্বারা সকাম ব্যক্তিকেই স্বর্গাদি ফলের কথা জানাইয়াছেন। অতএব নিষ্কাম ব্যক্তির ঐ স্বর্গফল হয় না। পরমেশ্বরে কর্ম্ম অর্পণের মহিমা দ্বারা ও ভক্তিমিশ্রজ্ঞানজনক কর্ম্মদ্বারা নিষ্কাম সিদ্ধি হইবে ইহাই ভাবার্থ।। ৪৬।।

মধ্ব—

স এবেশ্বরার্পিতং কুর্ব্বাণঃ সিদ্ধিং লভতে।
অজ্ঞাত্বা কুর্ব্বতঃ কর্ম্ম স্খলনাৎ পাপকারণম্।
তদেবার্পয়তো বিষ্ণৌ নৈব পাপায় তদ্ভবেৎ।।
মনোদোষবিহীনস্য ন তু দোষবতঃ ক্বচিৎ।
সৎসু কেশবপূর্ব্বেষু ক্রমশো ভক্তিহীনতা।।
অসদ্ভক্তিস্তথা স্নেহো বহুমানমথাপি বা।
স্বোত্তমানাং প্রিয়ত্যাগাদাত্মপ্রিয়চিকীর্ষয়া।।
অধিকেষ্বেব নীচোচ্চভক্তিব্যত্যাস এব বা।
স্বোত্তমস্যাত্মনশ্চৈব সমস্নেহোঽথবা ভবেৎ।।
কার্য্যেষু বহুমানে বা স্বাত্মনঃ সমতাপি বা।
আধিক্যে কিমু বক্তব্যমাত্মনঃশক্তিহাপনম্।।

শক্তস্যাশক্তবৎ কর্ম্ম মনোদোষা ইতীরিতাঃ।।
ইতি কর্ম্মতন্ত্রে।। ৪৬।।

বিবৃতি— বদ্ধজীবগণ সর্ব্বদাই ইন্দ্রিয়তর্পণকামী। ইন্দ্রিয়তর্পণ-কামনাতেই তাহাদের রুচি দেখা যায়। কর্ম্মফলবাদ বদ্ধজীবের রুচির অনুকূলে লোভ প্রদর্শন করিবার জন্য ইন্দ্রিয়ভোগের ইন্ধন-ফলেই প্রবর্ত্তন করে। প্রবৃত্ত জনগণ সর্ব্বদা কর্ম্মফলাকাঙ্ক্ষী। যাঁহারা নশ্বর কৃতকর্ম্মফললাভে সংযত হইবার বাসনা করেন, তাঁহারাই প্রবৃত্ত ইন্দ্রিয়তর্পণকামিজনগণের বিচার অনুসরণ না করিয়া স্বীয় বেদানুগত্ব বাহিরে প্রদর্শনপূর্ব্বক তাদৃশকর্ম্মফল ভগবানের উদ্দেশ্যেই সমর্পণ করেন। এই কার্য্যই নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধি লাভ অর্থাৎ ফলভোগ-কামনা-রহিত করায়। কদর্য্যস্বভাব ইন্দ্রিয়পরায়ণ বিক্ষিপ্তচিত্ত জনগণ অহঙ্কারচালিত হইয়া যে বাসনা-পূরণ ইচ্ছা করে, তাহাদের উদ্দামপ্রবৃত্তির প্রশ্রয় দিবার ছলনায় ফলভোগসিদ্ধির কথা বর্ণিত আছে। উহা ফলাকাঙ্ক্ষা-রহিত হইলেই চরম ফল লাভ করে। যেকালপর্য্যন্ত নশ্বরভোগে আসক্তি থাকে, তৎকালাবধি ঈশ্বরসেবার উদ্দেশ্যে জীবের চেষ্টাসমূহ নিযুক্ত হয় না। কিন্তু যাঁহারা ভবিষ্যতে উত্তমফল-লাভের বাসনা করেন, তাঁহারাই বেদানুগত্ব স্বীকার করিয়া 'কর্ম্মফল ভগবান্ প্রাপ্ত হউন'—এই প্রার্থনা কায়মনোবাক্যে করিতে থাকেন। ক্রমশঃ এই কর্ম্মমিশ্রা চেষ্টা কেবলাভক্তিতে পরিণত হইলে জীবের ঐকান্তিকতা হয়। তখন কৃষ্ণার্থে যে অখিলচেষ্টা দেখা যায়, তাহা কর্ম্মমিশ্রা ভক্তি না হইয়া কেবলাভক্তিরই পূর্ব্বানুষ্ঠান নৈষ্কর্ম্ম্যমাত্র। যেখানে ফলভোগেচ্ছা অপস্বার্থপরতায় নীত হয়, সেখানেই উহা কর্ম্মকাণ্ড; আর যেখানে ভগবৎসেবার জন্য চেষ্টা, সেই চেষ্টাই সাধনভক্তিপর্য্যায়ে গণিত। উহা কেবলা ভক্তির সাধনপর্য্যায়ে, তাহা কখনই কর্ম্মমিশ্রা ভক্তিশব্দবাচ্যা হইতে পারে না। বদ্ধজীবের বর্ণাশ্রমবিচারে নিজেন্দ্রিয়তর্পণাকাঙ্ক্ষামূলে যে বর্ণাশ্রমের আনুষ্ঠানিক কর্ম্মকাণ্ড, তাহার সহিত ভগবদ্ভক্তের নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধিলাভের পর সাধনভক্তিপর্য্যায়ের অনুষ্ঠানের আকাশ-পাতাল পার্থক্য বর্ত্তমান। কর্ম্মকাণ্ডানুষ্ঠান-মূলে আত্মসুখবাঞ্ছা আছে, কিন্তু কৃষ্ণার্থে অখিলচেষ্টার মধ্যে যে সকল বৈদিকক্রিয়ানুষ্ঠান, তাহা ফলাকাঙ্ক্ষা-রহিত নিঃসঙ্গত্বের জ্ঞাপক হইয়াও ভগবৎসেবনের অমিশ্র অঙ্গবিশেষ।। ৪৬।।

য আশু হৃদয়গ্রন্থিং নির্জিহীর্ষুঃ পরাত্মনঃ।
বিধিনোপচরেদ্দেবং তন্ত্রোক্তেন চ কেশবম্।। ৪৭।।

অন্বয়ঃ— যঃ (পুমান্) পরাত্মনঃ (পরস্যৈব জীবস্য) আশু (শীঘ্রমেব) হৃদয়গ্রন্থিম্ (অহঙ্কারবন্ধং) নির্জিহীর্ষুঃ (নির্হর্ত্তুমিচ্ছুঃ সঃ) তন্ত্রোক্তেন চ (চকারাৎ বৈদিকেন চ) বিধিনা দেবং কেশবম্ উপচরেৎ (পূজয়েৎ)।। ৪৭।।

অনুবাদ— যিনি সত্বর জীবের হৃদয়গ্রন্থি অহঙ্কার বিমোচনে ইচ্ছুক, তিনি তন্ত্রোক্ত এবং বেদোক্তবিধানানুসারে ভগবান্ শ্রীহরির পূজা করিবেন।। ৪৭।।

বিশ্বনাথ— তদেবমপি বালান্ প্রত্যেকবোক্তম্, বিজ্ঞান্ প্রতি তু শ্রূয়তামিতি শ্রীভগবদর্চ্চনজিগ্রাহয়িষয়াহ, —য আশ্বিতি। পরাত্মনঃ বস্তুতো দেহাৎ পরশ্চাসাবাত্মা জীবশ্চেতি তস্য হৃদয়গ্রন্থিমহঙ্কারং নির্হর্ত্তুমিচ্ছুর্ভবেৎ। তন্ত্র আগমস্তদুক্তেন চকারাদ্বৈদিকেন চ।। ৪৭।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— এইরূপে বালকগণের প্রতি এইরূপ বলা হইল বিজ্ঞগণের প্রতি এখন শ্রবণ করুন, এই বলিয়া শ্রীভগবদর্চ্চন গ্রহণ করাইবার জন্য বলিতেছেন— যে ব্যক্তি শীঘ্র নিজের হৃদয়গ্রন্থি অহঙ্কারছিন্ন করিতে ইচ্ছা করেন তিনি আগম শাস্ত্রোক্ত ও বেদোক্ত বিধিদ্বারা উপচার সংগ্রহপূর্ব্বক শ্রীকেশবের অর্চ্চন করিবে।। ৪৭।।

বিবৃতি— বেদশাস্ত্র 'নিগম'—শব্দে কথিত হয়। সেই নিগমের সুষ্ঠুবিস্তারকেই 'আগম' 'তন্ত্র' বলে। জীব যখন কর্ম্মফলবাদে আবদ্ধ থাকে, তখন পাঞ্চরাত্রিকবিজ্ঞানে অজ্ঞতা প্রদর্শন করিয়া মনোধর্ম্মজীবিমাত্র হয়। যে-সকল লোক বেদতাৎপর্য্যের উপপত্তি অনুসন্ধান করিয়া দিব্যজ্ঞানে বিভূষিত হন, তাঁহাদের অনাত্মসুখৈষণামূলক হৃদয়গ্রন্থিসমূহের ছেদনচেষ্টা হয়। তখন পরমাত্মা

কেশবকে বৈধ-মর্য্যাদার সহিত সেবোপকরণ-দ্বারা সেবা করাই বিহিত জানিতে পারেন। ভগবৎসেবা-ব্যতীত জীবের জড়াসক্তির বন্ধন হইতে মুক্ত হইবার উপায় নাই। শ্রীনারদপঞ্চরাত্র প্রভৃতি প্রয়োগগ্রন্থাবলম্বনেই ভগবানের পূজা বিহিত হয়।। ৪৭।।

লব্ধানুগ্রহ আচার্য্যাত্তেন সন্দর্শিতাগমঃ।
মহাপুরুষমভ্যর্চ্চেন্মূর্ত্ত্যাভিমতয়াত্মনঃ।। ৪৮।।

অন্বয়ঃ— আচার্য্যাৎ লব্ধানুগ্রহঃ (লব্ধোঽনুগ্রহ-পূর্ব্বকমুপনয়নমন্ত্রাদি যেন সঃ, তথা) তেন (আচার্য্যেণ) সন্দর্শিতাগমঃ (সন্দর্শিত আগমোঽর্চ্চনপ্রকারো যস্য সঃ) আত্মনঃ অভিমতয়া (স্বস্যাভিমতয়া) মূর্ত্ত্যা (যুক্তং) মহা-পুরুষং (ভগবন্তম্) অভ্যর্চ্চেৎ (অর্চ্চয়েৎ)।। ৪৮।।

অনুবাদ— আচার্য্যের নিকট হইতে তৎকৃপাস্বরূপ উপনয়ন মন্ত্রাদি লাভ করিয়া এবং অর্চ্চনপ্রণালী অবগত হইয়া স্বীয় অভীষ্ট মূর্ত্তিতে ভগবান্ শ্রীহরির আরাধনা করিবেন।। ৪৮।।

বিশ্বনাথ— তং বিধিমাহ,—লব্ধেতি। সন্দর্শিত আগমোঽর্চ্চনপ্রকারো যস্মৈ সঃ।। ৪৮।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— সেই বিধি বলিতেছেন— আচার্য্যের অনুগ্রহ লাভ করিয়া তৎকর্ত্তৃক প্রদর্শিত অর্চ্চন প্রকার শিক্ষা করিয়া নিজের অভিমত মহাপুরুষের অর্চ্চন করিবে।। ৪৮।।

মধ্ব—

অব্যগ্রত্বেনাচার্য্যং লব্ধ্বা।।
পরক্ষ্যৈব গুরুঃ শিষ্যং শিষ্যোঽপিগুরুমাব্রজেৎ।
অন্যথা নরকায়ৈব প্রায়শ্চিত্তং গুরোস্তথা।।
ইতি চ।। ৪৮।।

বিবৃতি— চঞ্চলস্বভাব আপাতদর্শক জনগণের বালকোচিত স্বভাব। যাঁহারা তারতম্যবিচারজ্ঞ, তাঁহারা 'যস্য দেবে পরাভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ। তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ।।' মন্ত্রে দীক্ষিতা হইয়া আচার্য্যের নিকট আগমশাস্ত্রে উপদেশ লাভ করেন। তখনই একায়ন-পদ্ধতি অবলম্বনপূর্ব্বক অদ্বয়জ্ঞান পুরু-ষোত্তমের চিন্ময়ীমূর্ত্তির সর্ব্বতোভাবে মর্য্যাদার সহিত পূজা করিয়া থাকেন। আচার্য্যের অনুগ্রহক্রমেই জীবের ভোগময় দর্শন অপসারিত হয়, তখনই চিন্ময়বিগ্রহের পূজ্যত্ব হৃদয়দেশ অধিকার করে। পাঞ্চরাত্রিক-জ্ঞানাভাবে বদ্ধজীবের পুরুষোত্তমবিগ্রহের পূজা সাত্ত্বিকতন্ত্রানুসারে বিহিত হইবার সম্ভাবনা নাই। বিশ্রম্ভের সহিত শ্রীগুরু পাদপদ্মসেবা করিতে করিতেই ভগবৎপূজার শিক্ষালাভ হয়। বেদের বহুশাখার বিবদমান অনুশাসনসমূহ গ্রহণ করিবার পরিবর্ত্তে একমাত্র অদ্বয়জ্ঞান বিষ্ণুর পূজাবিধান জানিবার যোগ্য হন। বেদশাস্ত্র কথিত সকল দেবগণ— ভগবান্ বিষ্ণুরই সেবোপকরণ। দৃশ্যজগতের বস্তুমাত্রেরই একতাৎপর্য্যরূপ সেবায় তাহাদিগকে সেবোপকরণ বলিয়া ধারণা হয়; নতুবা 'সেবোপকরণ নহে' বিচার আসিলেই তাঁহাতে মর্য্যাদা-রহিত হইয়া নিজভোগ্যবস্তুজ্ঞান হয়। তখনই জীব ভগবৎপূজা-রহিত হইয়া নিজস্বরূপের উপ-লব্ধিরহিত হন।। ৪৮।।

শুচিঃ সম্মুখমাসীনঃ প্রাণসংযমনাদিভিঃ।
পিণ্ডং বিশোধ্য সন্ন্যাসকৃতরক্ষোঽর্চ্চয়েদ্ধরিম্।। ৪৯।।

অন্বয়ঃ— শুচিঃ সম্মুখং (মূর্ত্ত্যাভিমুখম্) আসীনঃ প্রাণসংযমনাদিভিঃ (প্রাণসংযমনং প্রাণায়াম আদিশব্দেন ভূতশুদ্ধ্যাদিসংগ্রহস্তৈঃ) পিণ্ডং (দেহং) বিশোধ্য সন্ন্যাস-কৃতরক্ষঃ (সন্ন্যাসৈঃ সম্ভির্ন্যাসৈঃ কৃতা রক্ষা যেন সঃ) হরিম্ অর্চ্চয়েৎ।। ৪৯।।

অনুবাদ— স্বয়ং শুচি হইয়া মূর্ত্তির অভিমুখে উপ-বেশন, প্রাণায়ামাদিদ্বারা দেহশুদ্ধি এবং অঙ্গন্যাস ও কর-ন্যাস প্রভৃতি দ্বারা রক্ষাবন্ধনাদির অনুষ্ঠানপূর্ব্বক শ্রীহরির অর্চ্চন করিবেন।। ৪৯।।

বিশ্বনাথ— প্রাণসংযমনং প্রাণায়ামঃ। আদিশব্দাৎ ভূতশুদ্ধ্যাদি। পিণ্ডং দেহম্, সম্ভির্ন্যাসৈঃ কৃতা রক্ষা যেন সঃ।। ৪৯।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— প্রাণসংযমন অর্থাৎ প্রাণায়াম, আদি শব্দে ভূতশুদ্ধি আদি, পিণ্ড-দেহ, অঙ্গন্যাস ও কর-ন্যাস দ্বারা রক্ষা বিধান করিবে।।৪৯।।

বিবৃতি— ভগবানের উপাসনা ব্যতীত অপর সকল চেষ্টাই অশুচিপরা। সর্ব্বতোভাবে ভগবৎসম্বন্ধচ্যুত হইয়া প্রাণাদি বায়ুকে ভোগ্যের উপর প্রভুত্ব করিবার জন্য নিয়োগ করিলে বহুদেবতার পূজা হইয়া যায়। আপনাকে প্রাকৃত-বস্তুর অন্যতম জ্ঞান করিলে ভূতশুদ্ধির সম্ভাবনা থাকে না। দৃশ্যজগতের প্রতি ভগবৎসেবোপকরণ-জ্ঞানাভাব প্রবল হইলে বা বস্তুগুলিকে ভগবৎসেবোপকরণ না জানিয়া ভোগ্যজ্ঞান করিলে অর্চ্চনের সম্ভাবনা থাকে না। কেশবাদি ন্যাস, মুদ্রা প্রভৃতি আবাহন করিয়া জড়ে অভিনিবিষ্ট হইলে শ্রীহরির অর্চ্চন হয় না। সেইজন্য ন্যাসমুদ্রাদির যোগে, অভ্যুক্ষণাদিবিধি পালন করিয়া প্রাণায়াম ও আসনাদি যোগের প্রকারসমূহ ভগবদ্ভজনের কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ অনুকূলভাবে বিনিযুক্ত করিয়া একায়ন-পদ্ধতিতে হরিসেবা করা যায়। যাঁহারা হরিসেবা-বিমুখ, তাঁহারা অর্চ্চনপথ পরিত্যাগ করিয়া হঠযোগ-রাজযোগাদিতে আত্মনিয়োগ করেন। ইহাতে 'ভগবানই যে এক-মাত্র পূজ্য',—এই বিচার লঙ্ঘিত হয়। তজ্জন্য পাঞ্চরাত্রিক অর্চ্চকগণ ভক্তিযোগাদি ব্যতীত ইতরযোগাদির প্রশ্রয় দেন না।। ৪৯।।

অর্চ্চাদৌ হৃদয়ে চাপি যথালব্ধোপচারকৈঃ।
দ্রব্যক্ষিত্যাত্মলিঙ্গানি নিষ্পাদ্য প্রোক্ষ্য চাসনম্।। ৫০।।
পাদ্যদীনুপকল্প্যাথ সন্নিধাপ্য সমাহিতঃ।
হৃদাদিভিঃ কৃতন্যাসো মূলমন্ত্রেণ চার্চ্চয়েৎ।। ৫১।।

অন্বয়ঃ— দ্রব্যক্ষিত্যাত্মলিঙ্গানি নিষ্পাদ্য (দ্রব্যাণি পুষ্পাদীনি জন্ত্বাদিশোধনেন, ক্ষিতিং সম্মার্জ্জনাদিনা, আত্মানম্ অব্যগ্রতয়া, লিঙ্গং মূর্ত্তিমনুলেপক্ষালনাদিনা, নিষ্পাদ্য যোগ্যানি কৃত্বা) পাদ্যাদীন্ উপকল্প্য (সম্পাদ্য) আসনং চ (জলেন) প্রোক্ষ্য অথ সমাহিতঃ (একাগ্রচিত্তঃ সন্) অর্চ্চাদৌ হৃদয়ে চ অপি (ভগবন্তং) সন্নিধাপ্য (ধ্যানাবাহনাভ্যাং সন্নিহিতং কৃত্বা) হৃদাদিভিঃ (হৃদয়শিরঃ-শিখাকবচনেত্রাস্ত্রমন্ত্রৈঃ) মূলমন্ত্রেণ চ (দেবে)কৃতন্যাসঃ (কৃতো ন্যাসো যেন স তথা, মূলমন্ত্রেণ) যথালব্ধোপ-চারকৈঃ অর্চ্চয়েৎ।। ৫০-৫১।।

অনুবাদ— অনন্তর যথাযথবিধানানুসারে পুষ্পাদি পূজাদ্রব্য, ভূমি, আত্মা এবং মূর্ত্তিকে সংশোধিত করিয়া পাদ্যাদি সম্পাদন ও আসন প্রোক্ষণপূর্ব্বক একাগ্রচিত্তে অর্চ্চাদিতে অথবা হৃদয়ে ভগবানের সান্নিধ্যকল্পনাসহকারে হৃদয়াদিমন্ত্র ও মূলমন্ত্রে ন্যাসক্রিয়াসম্পাদনান্তে মূলমন্ত্র ও যথালব্ধ উপচারসকলদ্বারা অর্চ্চন করিবেন।। ৫০-৫১।

বিশ্বনাথ— যথা যথাবদ্দ্রব্যাণি পুষ্পাদীনি জন্ত্বাদি-শোধনেন, ক্ষিতিং মার্জ্জনাদিনা, আত্মানম্ অব্যগ্রতয়া লিঙ্গং মূর্ত্তিম্ অনুলেপক্ষালনাদিনা নিষ্পাদ্য যোগ্যানি কৃত্বাপাদ্যা-দিপাত্রান্যুপকল্প্য হৃদাদিভির্হৃদয়শিরঃশিখাকবচনেত্রাস্ত্র-মন্ত্রৈর্মূলমন্ত্রেণ চ কৃতন্যাস্যঃ।। ৫০-৫১।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— যথাযুক্ত পুষ্পাদি দ্রব্য হইতে কীট আদি শোধন করিয়া ভূমি মার্জ্জন করিয়া অব্যাগ্ররূপে আত্মশোধন করিয়া শ্রীমূর্ত্তির চন্দন উঠাইয়া জলাদি দ্বারা প্রক্ষালন করিয়া পূজার যোগ্য করিয়া পাদ্যাদি পাত্র সাজা-ইয়া হৃদয়াদি অর্থাৎ হৃদয় মস্তকে শিখা কবচ ও নেত্রকে অস্ত্র মন্ত্র দ্বারা ও মূলমন্ত্র দ্বারা ন্যাস করিবে।। ৫০-৫১।।

মধ্ব—

দ্রব্যলিঙ্গং শিলাদ্যং স্যাদাত্মলিঙ্গং মনোময়ম্।
অথবা স্থণ্ডিলে চৈব বিষ্ণোর্লিঙ্গং প্রকীর্ত্তিতম্।।
ইতি চ।।৫০।।

বিবৃতি— অধোক্ষজবস্তু কখনও ইন্দ্রিয়জ্ঞানগ্রাহ্য প্রাকৃতবিষয় নহেন। অনভিজ্ঞ হরিসেবা-বিমুখ জনগণের নৈসর্গিকী চেষ্টায় বিষয়ভোগমাত্রই লক্ষিত হয়। তাদৃশ কদর্য্যশীল বিক্ষিপ্তচিত্ত গৃহব্রত সম্প্রদায় নানাবিধ কল্পিত-পথে অর্চ্চনপদ্ধতির আদর করিতে না পারিয়া কেহ বা কপিলের নিরীশ্বর সাংখ্যের, কেহ বা পতঞ্জলির যোগের, কেহ বা অক্ষপাদের পদার্থবিদ্যার, কেহ বা কণভোজের বৈশেষিকের অনুশীলনে ব্যস্ত হন। মনঃপ্রমুখ ইন্দ্রিয়গুলি

অধোক্ষজের সান্নিধ্য লাভ করিতে অসমর্থ বলিয়া সেব্য-বিষয়বিগ্রহ যে সেব্যধর্ম্মে অবস্থিত হইয়া বিমুখ-সেবকের উপযোগী ঔপাধিক আবরণের অপসারণ করেন, তাহাই তাঁহার অর্চ্চাবতার। নৈমিত্তিকপ্রকাশাবতারের অর্চ্চা ও স্বয়ং রূপ-স্বয়ং প্রকাশের অর্চ্চা অবতারী ও অবতারাবলীর লীলাবৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করেন। জীবাত্মা যে-কালে ত্রিবিধ অহঙ্কার পরিহার করিয়া স্বীয় সেবনধর্ম্মের চেষ্টা প্রদর্শন করেন, তখন পূজ্যবস্তু অর্চ্চকের অর্চ্চারূপে প্রকাশিত হন। মূঢ়জন অদীক্ষিত হওয়ায় অর্চ্চায় অর্চ্চ্যবস্তুর স্বরূপ উপলব্ধি করিতে না পারিয়া ইতর ভোগ্যবস্তুর সহিত সমজ্ঞান করে। কিন্তু ভোগপরায়ণ জীব যখন গুরুপাদপদ্ম হইতে সেবনধর্ম্মের যাথার্থ্য উপলব্ধি করিয়া সেবন করিতে প্রবৃত্ত হয়, তখন তাদৃশ অর্চ্চনকে প্রতীকোপাসনার সমশ্রেণীস্থ করা আবৃতচেতনের ক্রিয়া-মাত্র হইয়া পড়ে। ইহার নিরাকরণের জন্য ভজনীয়বস্তুর অর্চ্চা অর্চ্চকের ঔপচারিক উপাসনার সুযোগ প্রদান করেন। 'যেন জন্মশতৈঃ পূর্ব্বং বাসুদেবঃ সমর্চ্চিতঃ। তন্মুখে হরিনামানি সদা তিষ্ঠন্তি ভারত।।' নামভজনের পূর্ব্বে অর্চ্চাবতারের সেবা করিয়া জীবের কনিষ্ঠাধিকার হইতে উন্নত হইয়া মধ্যমাধিকারে ভজনারম্ভের কথা শাস্ত্রে উল্লিখিত আছে। পঞ্চরাত্র ও ভাগবত, উভয়ই ভগবদুপাসনার কথা বর্ণন করেন। তজ্জন্যই শ্রীগৌরসুন্দর বলেন,—'কৃষ্ণমন্ত্র হৈতে হবে সংসার-মোচন। কৃষ্ণনাম হৈতে পাবে কৃষ্ণের চরণ।।'৫০-৫১।।

সাঙ্গোপাঙ্গাং সপার্ষদাং তাং তাং মূর্ত্তিং স্বমন্ত্রতঃ।
পাদ্যার্ঘ্যাচমনীয়াদ্যৈঃ স্নানবাসোবিভূষণৈঃ।। ৫২।।
গন্ধমাল্যাক্ষতস্রগ্ ভির্ধূপদীপোপহারকৈঃ।
সাঙ্গং সম্পূজ্য বিধিবৎ স্তবৈঃ স্তুত্বা নমেদ্ধরিম্।। ৫৩।

অন্বয়ঃ— সাঙ্গোপাঙ্গম্ (অঙ্গানি হৃদয়াদীনি উপাঙ্গানি সুদর্শনাদীনি তৎসহিতাং) সপার্ষদাং (সপরিবারাং) তাং তাং মূর্ত্তিং স্বমন্ত্রতঃ পাদ্যার্ঘ্যাচমনীয়াদ্যৈঃ স্নানবাসোবিভূষণৈঃ গন্ধমাল্যাক্ষতস্রগ্ ভির্ধূপদীপোপহারকৈঃ সাঙ্গং (যথাযথং) সম্পূজ্য বিধিবৎ (বিধ্যনুসারেণ) স্তবৈঃ স্তুত্বা হরিং নমেৎ।। ৫২-৫৩।।

অনুবাদ— হৃদয়াদি অঙ্গ, সুদর্শন প্রভৃতি উপাঙ্গ এবং পরিবারসহ নিজনিজ মন্ত্রানুসারে পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনীয়, স্নান, বস্ত্র, অলঙ্কার, গন্ধ, পুষ্প, মাল্য, অক্ষত, রত্নাদিমাল্য, ধূপ, দীপ প্রভৃতি উপহারদ্বারা তত্তদ্বিগ্রহের যথাযথ পূজা সম্পাদনপূর্ব্বক যথাবিধি স্তুতিবাক্যে স্তব করিয়া শ্রীহরিকে প্রণাম করিবেন।। ৫২-৫৩।।

বিশ্বনাথ— অঙ্গানি হৃদয়াদীনি, উপাঙ্গানি সুদর্শনাদীনি তৎসহিতাম্। মাল্যানি স্বর্ণমুক্তাদিহারাঃ। 'নাক্ষতৈরর্চ্চয়েদ্বিষ্ণুং ন কেতক্যা মহেশ্বরম্' ইতি নিষেধাৎ অক্ষতা অনুপহতাঃ স্রজঃ পুষ্পমালাঃ।। ৫২-৫৩।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— শ্রীবিগ্রহের অঙ্গ অর্থাৎ হৃদয়াদি, উপাঙ্গ সুদর্শনাদি শঙ্খ চক্র আদি, মাল্যসমূহ— স্বর্ণমুক্তাদি হার সমূহ, 'আতপচালদ্বারা বিষ্ণুর অর্চ্চনা করিবে না, কেয়াফুল দ্বারা মহাদেবের অর্চ্চন করিবে না',—এই নিষেধ থাকায় বাসিফুলের দ্বারা অর্চ্চন করিবেন না। স্রজ—পুষ্প-মালা।। ৫২-৫৩।।

আত্মানং তন্ময়ং ধ্যায়ন্ মূর্ত্তিং সম্পূজয়েদ্ধরেঃ।
শেষামাধায় শিরসা স্বধাম্ন্যুদ্বাস্য সৎকৃতম্।। ৫৪।।

অন্বয়ঃ— আত্মানং তন্ময়ং (তদাবিষ্টং) ধ্যায়ন্ হরেঃ মূর্ত্তিং সম্পূজয়েৎ, শেষাং (নির্ম্মাল্যং) শিরসা আধায় সৎকৃতং (ভগবন্তং) স্বধাম্নি (স্বস্থানে) উদ্বাস্য (স্বহৃদয়ে স্থাপয়িত্বা পূজাবিধিং সমাপয়েদিতি)।। ৫৪।।

অনুবাদ— আত্মাকে তন্ময় চিন্তা করিয়া শ্রীহরির মূর্ত্তি পূজা করিবেন, অনন্তর নির্ম্মাল্য মস্তকে ধারণপূর্ব্বক ভগবান্‌কে স্বহৃদয়ে সংস্থাপিত করিয়া পূজা সমাপন করিবেন।। ৫৪।।

বিশ্বনাথ— তন্ময়মুপাস্য ভগবদাকারমিত্যহংগ্রহোপাসনোক্তা, শেষং নির্ম্মাল্যম্। সৎকৃতং দেবং স্বধাম্নি উদ্বাস্য স্থাপয়িত্বা পূজাবিধিং সমাপয়েদিতি শেষঃ।। ৫৪।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— তন্ময় অর্থাৎ উপাসক উপাস্য ভগবানের আকার চিন্তা করিয়া ইহা অহংগ্রহ উপাসনা। শ্রীমধ্বাচার্য্য বলেন আমি বিষ্ণুর দাস যিনি সর্ব্বদা এইরূপ চিন্তা করেন তিনি ভগবান্ময়। আমি বিষ্ণু নহি, বিষ্ণু সর্ব্বেশ্বর ও জীবের ন্যায় জন্মরহিত। শেষ—অর্থাৎ নির্ম্মাল্য, সৎকার করিয়া অর্থাৎ উপাস্য দেবতাকে তাহার নিজধামে স্থাপন করিয়া পূজাবিধি শেষ করিবে।। ৫৪।।

মধ্ব—তন্ময়ং তৎপ্রধানম্।

বিষ্ণোর্ভৃত্যোঽহমিত্যেব সদা স্যাদ্ভগবন্ময়ঃ।
নৈবাহং বিষ্ণুরস্মীতি বিষ্ণুঃ সর্ব্বেশ্বরো হ্যজঃ।।
ইতি চ।। ৫৪।।

বিবৃতি— 'তন্ময়'-শব্দে মায়াবাদি-পূজকের ন্যায় ভূতশুদ্ধিকালে আপনাকে বিষয়-বিগ্রহ দেবতা বলিয়া জ্ঞান করিতে হইবে না; পরন্তু 'তন্ময়' শব্দের অর্থ— 'তদাবিষ্ট' জানিতে হইবে। লোভী, ভোগী, কামুকসকল আপনাকে ভোগে উন্মত্ত করাইয়া 'সমগ্র দৃশ্যজগৎ— আমার ভোগ্য' এই বিচারবশে আর কিছুই দেখে না। তাই বলিয়া কামুক ভোগী আপনার বিষয়বিগ্রহকে আশ্রয়াস্মিতায় পরিণত করে না। ভগবদ্বৈমুখ্যময় ভোগে আক্রান্ত হওয়ায় সে জগতে ভোগ্যদর্শন-ফলে আপনাকে 'কামিনী' এবং ভগবান্‌কে 'কামদেব' জ্ঞান করে না। সুতরাং 'তন্ময়ধ্যান' শব্দে কখনও 'অহংগ্রহোপাসনা'— ব্যাখ্যা হইতে পারে না। শ্রীজীবগোস্বামিপ্রভুপাদ শ্রীরূপ-প্রভুর ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর 'দুর্গমসঙ্গমনী' টীকায় আশ্রয়-জাতীয় মুখ্যাভিমানকেই 'অহংগ্রহোপাসনা' বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। এস্থলে 'তন্ময় শব্দে বিভিন্নাংশ জীব কখনও আপনাকে আশ্রয়জাতীয় ভগবদ্বিগ্রহ জ্ঞান করিবেন না— ইহাই সুস্পষ্টভাবে গোস্বামিগণ বিচার করিয়া থাকেন। প্রাকৃত সাহজিক সম্প্রদায়ভুক্ত নির্ব্বোধগণের মধ্যে মায়া-বাদদোষ প্রবেশ করায় আপনাকে যে আশ্রয়জাতীয় পর-তত্ত্বাভিমান দৃষ্ট হয়, উহা অপরাধের অন্তর্গত। শুদ্ধাদ্বৈতী বা শুদ্ধদ্বৈতী কেহই এরূপ অপরাধ-পঙ্কে নিমগ্ন হন না।। ৫৪

এবমগ্ন্যর্কতোয়াদাবতিথৌ হৃদয়ে চ যঃ।
যজতীশ্বরমাত্মানমচিরান্মুচ্যতে হি সঃ।। ৫৫।।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে
পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
একাদশস্কন্ধে জায়ন্তেয়োপাখ্যানে
বিদেহপ্রশ্নস্তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

অন্বয়ঃ— যঃ (পুমান্) এবম্ অগ্ন্যর্কতোয়াদৌ অতিথৌ হৃদয়ে চ ঈশ্বরং (বন্ধমোচনে সমর্থম্) আত্মানং (পরমাত্মানং) যজতি (অর্চ্চয়তি) সঃ অচিরাৎ মূচ্যতে হি।। ৫৫।।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশ-স্কন্ধে তৃতীয়াধ্যায়স্যান্বয়।

অনুবাদ— যিনি অগ্নি, সূর্য্য, জলপ্রভৃতি ভূতমধ্যে এবং অতিথি বা হৃদয়মধ্যে সংসারবন্ধনবিনাশন শ্রীহরির অর্চ্চন করেন, তিনি সত্বর মুক্তিলাভ করিয়া থাকেন।। ৫৫

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশ-স্কন্ধে তৃতীয়
অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

বিশ্বনাথ—অচিরাদিতি পূর্ব্বপ্রোক্তাৎ কর্ম্মযোগাদয়-মহংগ্রহোপাসনাভক্তিময়স্তান্ত্রিকঃ কর্ম্মযোগঃ শ্রেষ্ঠঃ। কিন্তু 'যে বৈ ভগবতা প্রোক্তাঃ' ইত্যনন্তরং 'তত্র ভাগবতান্ ধর্ম্মান্ শিক্ষেৎ' ইত্যনন্তরঞ্চ শুদ্ধ এব ভক্তিযোগঃ প্রোক্তো জ্ঞেয়ঃ।। ৫৫।।

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।
একাদশে তৃতীয়োঽয়ং সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্।।
ইতি শ্রীল বিশ্বনাথচক্রবর্ত্তিঠক্কুর-কৃতা শ্রীমদ্ভাগবতে
একাদশ-স্কন্ধে তৃতীয়োঽধ্যায়স্য
সারার্থদর্শিনী টীকা-সমাপ্তা।

টীকার বঙ্গানুবাদ— পূর্ব্বে বলিয়াছেন ভক্তিযোগী-গণ শীঘ্রই ফলপ্রাপ্ত হন। এস্থলে কর্ম্মযোগ অহংগ্রহ উপাসনা ভক্তিময় আগমবিধি অর্থাৎ পঞ্চরাত্রবিধি ইহাদের মধ্যে কর্ম্মযোগ শ্রেষ্ঠ। কিন্তু শ্রীভগবান নিজমুখে যাহা শুদ্ধভক্তিযোগের কথা বলিয়াছেন, তন্মধেও শ্রীগুরুদেবের নিকট হইতে ভাগবত-ধর্ম্মসমূহ শিক্ষা করিবে, ইহার পর যাহা বলা হইয়াছে তাহা বিশুদ্ধ ভক্তিযোগই জানিবেন।। ৫৫

ভক্তচিত্তের আনন্দদায়িনী সারার্থদর্শিনীতে একাদশ-স্কন্ধে সাধুগণের সঙ্গে এই তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত হইলেন।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশ-স্কন্ধে তৃতীয় অধ্যায়ের শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর কৃত সারার্থদর্শিনী টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত হইলেন।।১১।৩।।

মধ্ব—

স্বাদানাৎ স্বাত্মনো ব্যাপ্ত্যা বিষ্ণুঃ স্বাত্মেতি কথ্যতে।
ন তু জীবস্বরূপত্বাৎ স হি জীবেশ্বরঃ প্রভুঃ।।

ইতি শব্দনির্ণয়ে।। ৫৫।।

ইতি শ্রীমদানন্দতীর্থভগবৎপাদাচার্য্য-বিরচিতে শ্রীমদ্ভাগবতৈকাদশ-স্কন্ধে তাৎপর্য্যে তৃতীয়োঽধ্যায়।

তথ্য—

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশ-স্কন্ধে তৃতীয় অধ্যায়ের তথ্য সমাপ্ত।

বিবৃতি—

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশ-স্কন্ধে তৃতীয় অধ্যায়ের বিবৃতি সমাপ্ত।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবত একাদশস্কন্ধের তৃতীয় অধ্যায়ের শ্রীগৌড়ীয়-ভাষ্য সমাপ্ত।

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ

শ্রীরাজোবাচ—

যানি যানীহ কর্ম্মাণি যৈর্যৈঃ স্বচ্ছন্দজন্মভিঃ।
চক্রে করোতি কর্ত্তা বা হরিস্তানি ব্রুবন্তু নঃ।। ১।।

গৌড়ীয়-ভাষ্য

চতুর্থ অধ্যায়ের কথাসার

ভগবান্ শ্রীহরির ভূত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ অবতার-রূপসকল এবং তত্তদবতারের গুণকর্ম্মসকল এই অধ্যায়ের বর্ণনীয় বিষয়।

পৃথিবীর ধূলিরাশি গণনা করা কোনকালে সম্ভবপর হইলেও নিখিলশক্তির আধার অনন্ত শ্রীহরির অসংখ্য গুণসকলের গণনাচেষ্টা বাতুলতামাত্র। ভগবান্ নারায়ণ নিজমায়ারচিত পঞ্চভূতের দ্বারা ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিয়া অন্তর্য্যামিরূপে তাহাতে প্রবিষ্ট হইয়া পুরুষাবতার নাম ধারণ করেন। আদিপুরুষাবতার জগতের সকল গুণ-ক্রিয়ার মূলাধার। তিনিই রজোগুণে ব্রহ্মমূর্ত্তিতে সৃষ্টি, সত্ত্বগুণে যজ্ঞপতি বিষ্ণুমূর্ত্তিতে পালন এবং তমোগুণে রুদ্রমূর্ত্তিতে সংহারকার্য্য করিয়া থাকেন। দক্ষকন্যা ধর্ম্ম-পত্নী মূর্ত্তির গর্ভে ঋষিপ্রবর নরনারায়ণরূপে অবতীর্ণ হইয়া নৈষ্কর্ম্ম্যধর্ম্মের আচার-প্রচার করিয়াছিলেন। তাঁহার তপস্যাদর্শনে ভীত ও মৎসর ইন্দ্রকর্ত্তৃক প্রেরিত কন্দর্প সগণে বদরিকাশ্রমে উপস্থিত হইলে, ঋষিপ্রবর তাঁহা-দিগের আতিথ্য করিলেন এবং তাঁহারাও আশ্বস্ত হইয়া পরমপুরুষ নারায়ণঋষির স্তব করিয়াছিলেন। ঋষির আজ্ঞাক্রমে তথা হইতে উর্ব্বশীকে লইয়া কন্দর্প ইন্দ্রের নিকট প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিল। ভগবান্ বিষ্ণু জগতের মঙ্গলের জন্য অংশতঃ অবতীর্ণ হইয়া হংস, দত্তাত্রেয়, সনকাদিকুমারগণ এবং ঋষভরূপে আত্মজ্ঞান উপদেশ করেন। হয়গ্রীবরূপে মধুদৈত্যকে বিনাশ করিয়া বেদসকলের উদ্ধার করেন। মৎস্যাবতারে পৃথিবী ও সত্যব্রত মনুকে রক্ষা করেন। বরাহাবতারে পৃথিবীর উদ্ধার ও হিরণ্যাক্ষের সংহার, কূর্ম্মাবতারে পৃষ্ঠদেশে মন্দরধারণ এবং শ্রীহরিরূপে গজেন্দ্রের মোচন,

গোষ্পদমগ্ন বালখিল্যগণের, ব্রহ্মহত্যা হইতে ইন্দ্রের ও অসুরগৃহ হইতে দেবরমণীগণের উদ্ধার করিয়াছিলেন। নৃসিংহাবতারে হিরণ্যকশিপু সংহার, প্রতি মন্বন্তরে দৈত্য-বধপূর্ব্বক দেবকার্য্যসাধন ও নিখিলভুবনের রক্ষা, বামন-রূপে বলিকে ছলনা, পরশুরামরূপে পৃথিবীকে এক-বিংশতিবার নিঃক্ষত্রিয়া এবং শ্রীরামরূপে সমুদ্রবন্ধন ও রাবণবধ করিয়াছিলেন। তিনি যদুকুলে অবতীর্ণ হইয়া ভূভারহরণ, বুদ্ধরূপে বেদবিরুদ্ধ তর্কপ্রচারের দ্বারা যজ্ঞে অনধিকারী দৈত্যগণকে মোহিত এবং কলিযুগের অবসানে কল্কিরূপে শূদ্ররাজগণকে ধ্বংস করিবেন। এইরূপে ভগবান্ শ্রীহরির অসংখ্য জন্ম ও কর্ম্মসকল বর্ণিত আছে।

অন্বয়ঃ—শ্রীরাজা উবাচ,—হরিঃযৈঃ যৈঃ স্বচ্ছন্দ-জন্মভিঃ (স্বস্য ছন্দ ইচ্ছা তেন জন্মভিস্তত্তদবতারৈঃ) ইহ (লোকে) যানি যানি কর্ম্মাণি চক্রে (কৃতবান্) করোতি কর্ত্তা বা (করিষ্যতি চ) তানি নঃ (অস্মভ্যং) ব্রুবন্তু।। ১।।

অনুবাদ— শ্রীরাজা বলিলেন,—শ্রীহরি স্বেচ্ছাকৃত অবতারসমূহ গ্রহণপূর্ব্বক ইহলোকে যে-সকল কর্ম্মের আচরণ করিয়াছেন, করিতেছেন বা করিবেন, তৎসমুদয় আমাদের নিকট বর্ণন করুন।। ১।।

বিশ্বনাথ—

চতুর্থে দ্রবিড়ঃ প্রাখ্যদবতারান্ হরের্গুণান্।
লীলাশ্চ তেষু বিস্তার্য্য নারায়ণমবর্ণয়ৎ।।

"মূর্ত্ত্যাভিমতয়াত্মনঃ" ইতিশ্রুতে ভগবতঃ কিয়ত্যো মূর্ত্তয় ইত্যবতারজিজ্ঞাসা। তথা "স্তবৈঃ স্তুত্বা নমেদ্ধরিম্" ইতি শ্রুতেঃ তস্য কিয়ন্তি গুণচরিতানি স্তব্যানীতি চরিতেঽপি জিজ্ঞাসেত্যতঃ পৃচ্ছতি—যানীতি। কর্ত্তা করিষ্যতি ।। ১।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— এই চতুর্থ অধ্যায়ে দ্রবিড় যোগেন্দ্র নারায়ণের অবতারসমূহ শ্রীহরির গুণ ও লীলা-সমূহ বিস্তার পূর্ব্বক বর্ণন করিয়াছেন। নিমি মহারাজ ইতি পূর্ব্বে শুনিয়াছেন 'নিজ অভিমত মূর্ত্তির অর্চ্চনা করিবে' ভগবানের কতপ্রকার মূর্ত্তি ও অবতার তাহাই জিজ্ঞাসা করিতেছেন। সেইরূপ 'স্তবসমূহদ্বারা স্তুতি করিয়া শ্রীহরিকে নমস্কার করিবে' তাহা শুনিয়া শ্রীহরির কত গুণ ও চরিত্র মধ্যে স্তবনীয় কত স্তব তাহাই জিজ্ঞাসা করিতেছেন। কর্ত্তা—করিবেন।। ১।।

বিবৃতি— তৃতীয়াধ্যায়ের ৪৮শ শ্লোক-কথিত অভিমতমূর্ত্তিতে মহাপুরুষ পুরুষোত্তম ভগবানের সর্ব্ব-তোভাবে অর্চ্চন করিবে,—এইরূপ বিধির কথা বিদেহ-রাজ নিমি শ্রবণ করিয়াছিলেন। এই 'অভিমত-মূর্ত্তি' বলিতে অনর্থযুক্ত জীবের প্রেয়ঃপথে যথেচ্ছাচার-মূলে কল্পিতমূর্ত্তি উদ্দিষ্টা হয় নাই। সর্ব্বতোভাবে নিষ্কাম ও নির্ম্মল হইয়া নিজশুদ্ধরুচিক্রমে নিজ সেবকাধিকারে যে নিত্যসেব্যের পূজা, তাহাই ঐস্থলে উদ্দিষ্ট হইয়াছে। শ্রীহরির বিভিন্নমূর্ত্তিতে স্বীয় প্রাকট্য বিধান করিয়া সেব-কের নিত্যরুচির অনুকূলে বিশুদ্ধভাবে সেবা স্বীকার করিয়া থাকেন। সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্র ভগবান্ নিজেচ্ছাক্রমে যে যে লীলা করেন, সেই সকল লীলার বর্ণন শ্রবণ করিলে অভিমতমূর্ত্তির উপাসনা-বিষয়ে অভিজ্ঞান-লাভ ঘটে।। ১

শ্রীদ্রুমিল উবাচ—

যো বা অনন্তস্য গুণাননন্তা-
ননুক্রমিষ্যন্ স তু বালবুদ্ধিঃ।
রজাংসি ভূমের্গণয়েৎ কথঞ্চিৎ
কালেন নৈবাখিলশক্তিধাম্নঃ।। ২।।

অন্বয়ঃ— শ্রীদ্রুমিল উবাচ,— যঃ বা অনন্তস্য অনন্তান্ গুণান্ অনুক্রমিষ্যন্ (গণয়িতুমিচ্ছতি) সঃ তু বাল-বুদ্ধিঃ (বালানামিব বুদ্ধির্যস্য স মন্দমতির্ভবতি)। কালেন (মহতা কোঽপি মহামতিঃ পুমান্) ভূমেঃ রজাংসি (রেণূন্) কথঞ্চিৎ গণয়েৎ(অপি) অখিলশক্তিধাম্নঃ (সর্ব্ব-শক্ত্যাশ্রয়স্য ভগবতো গুণাংস্তু) ন এব (গণয়েদিতি)।।২

অনুবাদ— শ্রীদ্রুমল বলিলেন,— যে ব্যক্তি জগ-দীশ্বর শ্রীহরির গুণসমুদয় গণনা করিতে ইচ্ছা করে, যে অতিশয় অজ্ঞ, যেহেতু— পুরুষ যদ্যপি সুদীর্ঘকালে ভূমি-স্থিত ধূলিকণাসমূহ গণনা করিতে সমর্থ হয়, তথাপি

সর্ব্বশক্তির আধার শ্রীহরির গুণসমুদয় গণনা করিতে সমর্থ হয় না।। ২।।

বিশ্বনাথ— তস্যাবতারগুণকর্ম্মণাং সংখ্যাতীতত্বাৎ যথাশক্ত্যেব কথয়িষ্যামীত্যাহ, য ইতি। অনুক্রমিষ্যন্ ক্রমেণ গণয়িতুমিচ্ছতীত্যর্থঃ।। ২।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— অতঃপর শ্রীদ্রুমিল যোগেন্দ্র শ্রীহরির অবতার গুণ ও কর্ম্মসমূহ সংখ্যাতীত, অতএব আমি যথাশক্তি বলিব। যে ব্যক্তি শ্রীহরির গুণসমূহ ক্রম করিয়া বর্ণনা করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি অল্পবুদ্ধি।। ২।।

বিবৃতি— ভগবান্ সর্ব্বশক্তির আধার। তাঁহার অনন্তশক্তির বিভিন্ন প্রকাশসমূহে অনন্তকোটি অবতার আছেন। সেই সকল অবতারের সাকল্যে বর্ণন—নিতান্ত অসম্ভব। বালচাপল্যবশে যদি কেহ সকল অবতারের লীলাদি-বর্ণনে প্রবৃত্ত হন, তাহা হইলে তিনি কখনও ঐ বিষয়ে কৃতকার্য্য হইবেন না। পৃথিবীতে পরমাণুসংখ্যা—অগণিত। যদিও কেহ প্রবলশক্তিক্রমে অসংখ্য পরমাণুর সংখ্যা গণনা করিতে সমর্থও হন, তথাপি অনন্তশক্তিমানের বিভিন্ন অবতারাবলীর বর্ণনে কিছুতেই সমর্থ হইবেন না।। ২।।

ভূতৈর্যদা পঞ্চভিরাত্মসৃষ্টৈঃ
পুরং বিরাজং বিরচয্য তস্মিন্।
স্বাংশেন বিষ্টঃ পুরুষাভিধান-
মবাপ নারায়ণ আদিদেবঃ।। ৩।।

অন্বয়ঃ— আদিদেবঃ নারায়ণঃ যদা আত্মসৃষ্টৈঃ (আত্মনা স্বেনৈব সৃষ্টৈরুৎপাদিতৈঃ) পঞ্চভিঃ ভূতৈঃ বিরাজং (ব্রহ্মাণ্ডং) পুরং (শরীরং) বিরচয্য (নির্ম্মায়) তস্মিন্ (ব্রহ্মাণ্ডে) স্বাংশেন (অন্তর্য্যামিরূপেণ) বিষ্টঃ (প্রবিষ্টস্তদা) পুরুষাভিধানং (পুরুষাখ্যাম্) অবাপ (প্রাপ্তঃ)।।৩।।

অনুবাদ— আদিপুরুষ নারায়ণ যৎকালে নিজমায়া-বিরচিত পঞ্চভূতদ্বারা ব্রহ্মাণ্ডরূপ শরীর নির্ম্মাণপূর্ব্বক অন্তর্য্যামিরূপে তন্মধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন, তৎকালে পুরুষসংজ্ঞা লাভ করিয়াছেন।।৩।।

বিশ্বনাথ— তত্রাদৌ পুরুষাবতারমাহ, ভূতৈরিতি দ্বাভ্যাম্। আদিদেবো নারায়ণঃ শ্রীভগবান্ যদা মহৎ-স্রষ্টৃত্বেন পুরুষাভিধানমবাপ তদা ভূতৈর্বিরাজং বিরচয্য তস্মিন্ স্বাংশেনান্তর্য্যামিতয়া প্রবিষ্টোঽভূৎ।।৩।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— শ্রীহরির অবতার মধ্যে প্রথমতঃ পুরুষাবতারের কথা বলিতেছেন দুইটি শ্লোক-দ্বারা। আদি দেব নারায়ণ শ্রীভগবান যখন মহৎ স্রষ্টারূপে 'পুরুষ' এই নাম ধারণ করিলেন, তখন পঞ্চমহাভূতদ্বারা বিরাট ব্রহ্মাণ্ড রচনা করিয়া তাহার মধ্যে আর এক অংশে অন্তর্য্যামিরূপে প্রবিষ্ট হইলেন।।৩।।

মধ্ব—

বিষ্ণোস্তু পুরুষাখ্যানি ত্রীণি রূপাণ্যতো বিদুঃ।
প্রথমং মহতঃ স্রষ্টৃ দ্বিতীয়ং ত্বণ্ডসংস্থিতম্।
তৃতীয়ং দেহিনাং দেহে তানি জ্ঞাত্বা বিমুচ্যতে।।
ইতি মাহাত্ম্যে।। ৩।।

বিবৃতি— আদিদেব শ্রীভগবান্ নারায়ণ তুরীয় বস্তু। তিনি ত্রিগুণের অন্তর্ভুক্ত হইয়া অন্তর্য্যামিরূপে পঞ্চভূত-নির্ম্মিত বিরাট্ দৃশ্যজগতে অংশদ্বারা প্রবিষ্ট হইয়া পুরুষাবতার নামে কথিত হ'ন। তিনি ত্রিবিধ অহঙ্কারের আশ্রয় মহত্তত্ত্বের সৃষ্টিকর্ত্তৃরূপে পুরুষাবতারনামে কথিত হন; কিন্তু জড়ভোগকার্য্যে প্রবৃত্ত না হইয়া সঞ্চিতপুণ্য জীবগণকে জড়ভোক্তৃত্বধর্ম্মে নিয়োগ করেন। পুরুষোত্তম—চিন্ময়ভোক্তা, তৎপ্রকটিত জীবগণ জড়ের ভোক্তা মাত্র। পুরুষোত্তমের পুরী— বৈকুণ্ঠধাম, তাঁহা হইতে বিক্ষিপ্ত বদ্ধজীবগণের পুরী— দেবীধাম ব্রহ্মাণ্ড। অন্তর্য্যামিরূপে অবস্থিত ভগবান্ প্রযোজক কর্ত্তৃত্ব গ্রহণ করিয়া প্রযোজ্য-কর্ত্তা জীবের নিয়ামক হন। ব্রহ্মাণ্ডে অন্তর্য্যামিসূত্রে প্রবিষ্ট নারায়ণের লীলা-দর্শনে অনেকে ভ্রান্ত হইয়া যাহাতে পূর্ণপুরুষের নিজনিত্যলীলার সহিত আংশিক-লীলাকে সমশ্রেণীস্থ জ্ঞান না করে, তজ্জন্যই 'পূর্ণ' ও 'অংশ' শব্দদ্বয়ের বৈশিষ্ট্য লক্ষিতব্য। এতদ্দ্বারা পুরুষ বা পুরুষোত্তম খণ্ডিত হন না, কিন্তু পুরুষোত্তমের অখণ্ডলীলার সহিত ব্রহ্মাণ্ডের নৈমিত্তিক কার্য্যগুলির অংশত্ব প্রতি-

পাদিত হয় মাত্র। কার্য্যরূপ অংশ দর্শনে কারণকে খণ্ডিত করা বুদ্ধিমত্তার পরিচয় নহে।।৩।।

যৎকায় এষ ভুবনত্রয়সন্নিবেশো
যস্যেন্দ্রিয়ৈস্তনুভৃতামুভয়েন্দ্রিয়াণি।
জ্ঞানং স্বতঃ শ্বসনতো বলমোজ ঈহা
সত্ত্বাদিভিঃ স্থিতিলয়োদ্ভব আদিকর্ত্তা।।৪।।

অন্বয়ঃ— (গুণকর্ম্মাণ্যাহ) যৎকায়ে (যস্য শরীরে) এষঃ ভুবনত্রয়সন্নিবেশঃ (ভুবনত্রয়স্য রচনা বিশেষো বর্ত্ততে), যস্য ইন্দ্রিয়ৈঃ তনুভৃতাং (সমষ্টি-ব্যষ্টিজীবানাম্) উভয়েন্দ্রিয়াণি (জ্ঞানকর্ম্মেন্দ্রিয়াণি প্রবর্ত্তন্তে, যস্য) স্বতঃ (স্বরূপভূতাৎ সত্ত্বাৎ) জ্ঞানং (তনুভৃতাং জ্ঞানম্, যস্য) শ্বসনতঃ (প্রাণাৎ) বলং (দেহশক্তিঃ) ওজঃ (ইন্দ্রিয়শক্তিঃ) ঈহা (ক্রিয়া চ প্রবর্ত্ততে, যশ্চ) সত্ত্বাদিভিঃ (গুণত্রয়ৈঃ) স্থিতিলয়োদ্ভব আদিকর্ত্তা (আদিকারণং ভবতি)।।৪।।

অনুবাদ— যে মহাবিষ্ণুর শ্রীমূর্ত্তির মধ্যে অসংখ্য ঊর্দ্ধাধোমধ্য ভুবনসমূহের সমাবেশ রহিয়াছে। যদীয় ইন্দ্রিয়বলে সমস্ত সমষ্টি ও ব্যষ্টি জীবের জ্ঞানকর্ম্মেন্দ্রিয় প্রবর্ত্তিত হয়। যাঁহার অন্তর্য্যামিরূপ হইতে দেহীর জ্ঞান, যাঁহার প্রাণ হইতে দেহীর দেহ, ইন্দ্রিয় ও ক্রিয়াশক্তি প্রবৃত্ত হয়, যিনি সত্ত্বাদি গুণত্রয় দ্বারা পালন, সৃজন ও নাশের আদিকারণ তিনিই নারায়ণ।।৪।।

বিশ্বনাথ— অস্য গুণকর্ম্মাণ্যাহ, যস্য মহাবিষ্ণোঃ কায়ে ভুবনত্রয়াণামূর্দ্ধাধোমধ্যভুবনময়ানাং কোটিকোটি-ব্রহ্মাণ্ডানাং প্রতিরোমকূপগতত্বেন সন্নিবেশো ভবতি। তনুভৃতাং সমষ্টিব্যষ্টিজীবানাং জ্ঞানকর্ম্মেন্দ্রিয়াণি, যস্য স্বতঃ স্বাংশভূতাদন্তর্য্যামিত এব তনুভৃতাং জ্ঞানম্, যস্য শ্বসনতঃ প্রাণাৎ তনুভৃতাং বলং দেহশক্তিঃ, ওজ ইন্দ্রিয়-শক্তি, ঈহা ক্রিয়া যশ্চ সত্ত্বাদিভিঃ স্থিতিলয়োদ্ভবে কর্ম্মাণ্য-দিকর্ত্তা।।৪।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— শ্রীহরির গুণ কর্ম্মসমূহ বলি-তেছেন— যে মহাবিষ্ণুর শরীরে ত্রিভুবন ঊর্দ্ধ অধ ও মধ্য ভুবন যুক্ত— কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডের প্রতি লোমকূপে সন্নিবেশ হয় দেহধারী অর্থাৎ সমষ্টি ও ব্যষ্টি জীবসমূহের জ্ঞান ও কর্ম্মেন্দ্রিয় সমূহ, যাহার স্বভাবিক অংশস্বরূপ অন্তর্য্যামী হইতে দেহধারীগণের জ্ঞান, যাহার শ্বাস হইতে প্রাণীগণের বল—দেহশক্তি, ওজ—ইন্দ্রিয়শক্তি, ঈহা—ক্রিয়া এবং যিনি সত্ত্বরজ তম গুণত্রয়দ্বারা বিশ্বের সৃষ্টি স্থিতি লয় কার্য্য করেন।।৪।।

মধ্ব— যৎকায়ে।।৪।।

বিবৃতি— আদিকর্ত্তা ভগবান্ নারায়ণ মহত্তত্ত্বের ত্রিগুণাত্মিকা শক্তির পরিচালনে বিশ্বের উৎপত্তি, কালা-ভ্যন্তরে স্থিতি ও পরে বিনাশসাধন করেন। সেই ভগবদ্-বস্তু স্বীয় বহিরঙ্গাশক্তির দ্বারা এই ত্রিভুবনকে নিজ শরীরে লীন বলিয়া প্রদর্শন এবং নিজ ইন্দ্রিয়গণের দ্বারা যাবতীয় প্রাণীর জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয়ের কার্য্যাবলি সম্পাদন করেন। তিনি স্বতঃসিদ্ধজ্ঞানময় ও তাঁহার নিঃশ্বসন-শক্তি জগতের যাবতীয় নির্বীর্য্যকে বীর্য্যবান্, যাবতীয় নিষ্ক্রিয়কে ক্রিয়াবান্ এবং যাবতীয় নিঃশক্তিককে বলবান্ করেন।

যাঁহার শরীরের অনুরূপ বিকৃত প্রতিফলনই এই বিশ্ব তাঁহাতে সন্নিবিষ্ট বলিয়া প্রতীত হয়, যাঁহার চিদিন্দ্রিয়-সমূহের অনুরূপ জড়ভূমিকায় প্রাণিসকল জড়ভোগের জন্য ইন্দ্রিয়াদি লাভ করে, যাঁহার স্বাভাবিক জ্ঞান জীবের অস্মিতার পরিচয়ের জনক, যাঁহার নিঃশ্বাসরূপ শক্তির প্রভাবে যাবতীয় প্রাপঞ্চিক শক্তি, বিক্রম ও চেষ্টাসমূহের প্রকাশ অনুভূত হয়, তিনিই আদিকর্ত্তৃরূপে জগতের জন্ম, স্থিতি ও নাশ করাইয়া থাকেন। গর্ভোদকশায়ী দ্বিতীয় পুরুষাবতারের কথাই এই শ্লোকের আলোচ্য-বিষয়। বিষ্ণুর ত্রিবিধ পুরুষাবতারের মধ্যে অন্তর্য্যামিরূপে সর্ব্বব্যাপক ভূমার বর্ণনে পুরুষসূক্তোদ্দিষ্ট পরমাত্মা বিচারকেই ভগবদংশরূপে প্রকাশ করিতেছে।।৪।।

আদাবভূচ্ছতধৃতী রজসাস্য সর্গে
বিষ্ণুঃ স্থিতৌ ক্রতুপতির্দ্বিজধর্ম্মসেতুঃ।
রুদ্রোঽপ্যয়ায় তমসা পুরুষঃ স আদ্য
ইত্যুদ্ভবস্থিতিলয়াঃ সততং প্রজাসু।।৫।।

অন্বয়ঃ— সঃ আদ্যঃ পুরুষঃ অস্য (জগতঃ) সর্গে (সৃষ্টিকার্য্যে) আদৌ (পূর্ব্বং) রজসা (রজোগুণেন) শতধৃতিঃ (ব্রহ্মা) অভূৎ, স্থিতৌ (স্থিতিকার্য্যে) দ্বিজধর্ম্মসেতুঃ (দ্বিজাতীনাং তদ্ধর্ম্মাণাঞ্চ সেতুঃ পালকঃ)ক্রতুপতিঃ(যজ্ঞপতিঃ) বিষ্ণুঃ (অভূৎ সত্ত্বেনেতি শেষঃ, ততঃ) অপ্যয়ায় (জগতঃ সংহারায়) তমসা (তমোগুণেন)রুদ্রঃ (অভূৎ) ইতি সততং প্রজাসু উদ্ভবস্থিতিলয়াঃ (ভবন্তি)।। ৫।।

অনুবাদ— যাঁহার বিরাড়্বিগ্রহমধ্যে এই ত্রিভুবন সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে, যাঁহার ইন্দ্রিয়সমূহের শক্তি অনুসারে নিখিল জীবের জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয়সমূহ পরিচালিত হইয়া থাকে, যাঁহার জ্ঞান স্বতঃসিদ্ধ, যাঁহার প্রাণশক্তি হইতে নিখিলজীবের দেহশক্তি, ইন্দ্রিয়শক্তি এবং ক্রিয়াশক্তি উৎপন্ন হয় এবং যিনি সত্ত্বাদিগুণত্রয়দ্বারা সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের আদিকারণ হইয়া থাকেন, সেই আদিপুরুষ এই জগতের সৃষ্টিকার্য্যের সময়ে প্রথমতঃ রজোগুণদ্বারা ব্রহ্মমূর্ত্তি, অনন্তর স্থিতিকার্য্যে সত্ত্বগুণদ্বারা দ্বিজগণ ও ধর্ম্মের পালক যজ্ঞপতি বিষ্ণুমূর্ত্তি এবং সংহারকার্য্যে তমোগুণদ্বারা রুদ্রমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিলেন। এইরূপে প্রজাগণমধ্যে নিরন্তর সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় সাধিত হইয়া থাকে।। ৪-৫।।

বিশ্বনাথ— গুণাবতারানাহ—আদাবিতি। রজসা রজোগুণেন সর্গে সৃষ্টৌ কর্ম্মণি শতধৃতির্ব্রহ্মা অভূৎ। স্থিতৌ পালনে কর্ম্মণি বিষ্ণুঃ দ্বিজানাং তদ্ধর্ম্মাণাঞ্চ সেতুঃ পালক ইত্যর্থঃ। অপ্যয়ায় সংহারার্থম্। ইতি এবং প্রকারেণ।। ৫।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— এইশ্লোকে গুণাবতার সমূহ বলিতেছেন—প্রথমতঃ রজগুণদ্বারা বিশ্বের সৃষ্টি কার্য্যে ব্রহ্মা হইলেন, পালন কার্য্যে বিষ্ণু দ্বিজগণের সেই সেই ধর্ম্মের পালক হইলেন, সংহার কার্য্যে রুদ্র হইলেন।। ৫

মধ্ব—

ব্রহ্মণিস্থোঽসৃজদ্বিষ্ণুঃ স্থিত্বা রুদ্রে ত্বভক্ষয়ৎ।
পৃথক্ স্থিত্বা জগৎ পাতি তদ্ব্রহ্মাদ্যাহ্বয়ো হরিঃ।।
ইতি ব্রাহ্মে।

রজসা তমসা চ ব্রহ্মরুদ্রদেহসৃষ্টেঃ রাগক্রোধকারণত্বাচ্চ।। ৫।।

বিবৃতি— আদিদেব শ্রীনারায়ণের গুণাবতার বর্ণনে নিজশুদ্ধস্বরূপে নিত্যস্থিতিহেতু সত্ত্বগুণের দ্বারা বিষ্ণুর আবির্ভাব কথিত হয় নাই। কিন্তু বিষ্ণুই যজ্ঞেশ্বর ও ব্রাহ্মণাদি দ্বিজগণের ধর্ম্মপালকরূপে জগৎসৃষ্টির প্রথমে রজোগুণপ্রভাবে শতধৃতি 'ব্রহ্মা' এবং সংহারের জন্য তমোগুণাবলম্বনে 'রুদ্র' হইয়াছিলেন। তাঁহাদের দ্বারাই ভগবান্ আদিদেব বদ্ধজীবগণের জন্ম স্থিতি ও মৃত্যু এবং গুণজাত বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় বিধান করেন। তজ্জন্য রজোগুণাধিষ্ঠাতা ব্রহ্মা, সত্ত্বগুণপ্রকাশক পালক বিষ্ণু ও সংহারমূর্ত্তি তমোগুণাধিষ্ঠাতা রুদ্ররূপ বদ্ধজীবজগৎ ও গুণজাত বিশ্বের নিয়ামক ত্রিবিধ গুণাবতার। এইজন্যই ব্রহ্মসংহিতাগ্রন্থে তাঁহাকে পরমেশ্বর সচ্চিদানন্দবিগ্রহ, অনাদি, আদি, গোবিন্দ, সর্ব্বকারণকারণ বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। বিশ্ব ও বদ্ধজীবগণের সম্বন্ধনিরূপণার্থই গুণাবতারগণের বর্ণন।। ৫।।

ধর্ম্মস্য দক্ষদুহিতর্য্যজনিষ্ট মূর্ত্ত্যাং
নারায়ণো নর ঋষিপ্রবর প্রশান্তঃ।
নৈষ্কর্ম্ম্যলক্ষণমুবাচ চচার কর্ম্ম
যোঽদ্যাপি চাস্ত ঋষিবর্য্যনিষেবিতাঙ্ঘ্রিঃ।। ৬।।

অন্বয়ঃ— ধর্ম্মস্য (ভার্য্যায়াং) দক্ষদুহিতরি (দক্ষতনয়ায়াং) মূর্ত্ত্যাং (মূর্ত্তিসংজ্ঞায়াং) নারায়ণঃ নরঃ (ইতি মূর্ত্তিদ্বয়েন) প্রশান্তঃ ঋষিপ্রবরঃ অজনিষ্টঃ (সঞ্জাতঃ)। যঃ (অসৌ) নৈষ্কর্ম্ম্যলক্ষণং কর্ম্ম (নৈষ্কর্ম্ম্যমাত্মস্বরূপং লক্ষ্যতে যেন তৎ কর্ম্মনির্হাররূপং বা কর্ম্ম)উবাচ (নারদাদিভ্য উপদিদেশ) চচার চ (স্বয়ঞ্চ কৃতবানিতি সঃ) ঋষিবর্য্যনিষেবিতাঙ্ঘ্রিঃ (ঋষিবর্য্যৈর্নিষেবিতৌ অঙ্ঘ্রী যস্য স তথাভূতঃ) অদ্য অপি চ আস্তে (বর্ত্ততে)।। ৬।।

অনুবাদ— ধর্ম্মের ভার্য্যা দক্ষকন্যা মূর্ত্তির গর্ভে নরনারায়ণ-সংজ্ঞক প্রশান্ত ঋষিপ্রবর উৎপন্ন হইয়াছিলেন। তিনি আত্মস্বরূপ সাক্ষাৎকারের উপায়ভূত

কর্ম্মসমূহের প্রচার ও আচরণ করিয়াছিলেন। তিনি উত্তম ঋষিগণ-কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া অদ্যাপি পৃথিবীতে অবস্থান করিতেছেন।। ৬।।

বিশ্বনাথ— নারায়ণো নর ইতি ঋষিপ্রবরঃ সন্নজ-নিষ্ঠ, নৈষ্কর্ম্ম্যলক্ষণং কর্ম্ম উবাচ চচার চ।। ৬।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— নর ও নারায়ণ ঋষি শ্রেষ্ঠদ্বয় আবির্ভূত হইয়া নিষ্কাম কর্ম্ম আচরণ পূর্ব্বক প্রচার করিলেন।। ৬।।

মধ্ব— স্ববিষয়জ্ঞানরূপঃ প্রভাবরূপশ্চ ।। ৬।।

তথ্য— ধর্ম্ম—ইতি ব্রহ্মার দক্ষিণ স্তন হইতে জাত (—মৎস্যপুরাণ ৩।১০)। ইনি দক্ষ প্রজাপতির ১৩টী কন্যাকে বিবাহ করেন। তন্মধ্যে মূর্ত্তির গর্ভে শ্রীনরনারায়-ণের আবির্ভাব হইয়া থাকে। ভাঃ ১।৩।৯ শ্লোক এতৎ-প্রসঙ্গে আলোচ্য।

নৈষ্কর্ম্ম্যলক্ষণ—ভগবৎসেবা; ভাঃ ১।৩।৮ শ্লোকস্থ 'তন্ত্রং সাত্বতমাচষ্ট নৈষ্কর্ম্ম্যং কর্ম্মণাং যতঃ'' এতৎপ্রসঙ্গে আলোচ্য।। ৬।।

ইন্দ্রো বিশঙ্ক্য মম ধাম জিঘৃক্ষতীতি
কামং ন্যযুঙ্‌ক্ত সগণং স বদর্য্যুপাখ্যম্।
গত্বাপ্সরোগণবসন্তসুমন্দবাতৈঃ
স্ত্রীপ্রেক্ষণেষুভিরবিধ্যদতন্মহিজ্ঞঃ।। ৭।।

অন্বয়ঃ— (অয়ম্ ঋষিঃ) মম ধাম (ঐন্দ্রং স্থানং) জিঘৃক্ষতি(গ্রহীতুমিচ্ছতি) ইতি বিশঙ্ক্য ইন্দ্রঃ (তপোনাশায়) সগণং কামং ন্যযুঙ্‌ক্ত (সপরিবারং কন্দর্পং প্রেষয়ামাস)। সঃ (কামঃ) অপ্সরোগণবসন্তসুমন্দবাতৈঃ (এভিঃ সহ) বদর্য্যুপাখ্যং (বদরীভিরুপাখ্যায়তে যস্তং বদরিকাশ্রমং) গত্বা অতন্মহিজ্ঞঃ (ন তস্য মহিমানং জানাতি তথা সঃ) স্ত্রীপ্রেক্ষণেষুভিঃ (স্ত্রীণাং প্রেক্ষণান্যেব ইষবো বাণাস্তৈস্তম্) অবিধ্যৎ (প্রহৃতবান্)।। ৭।।

অনুবাদ— এই ঋষি তপোবলে মদীয় ইন্দ্রপদ অধি-কার করিতে ইচ্ছা করিতেছেন—এইরূপ আশঙ্কা করিয়া ইন্দ্র তদীয় তপস্যা বিনাশের জন্য পরিজনসহ কন্দর্পকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তখন কন্দর্প অপ্সরোগণ, বসন্ত ঋতু এবং মলয়পবনের সহিত বদরিকাশ্রমে উপস্থিত হইয়া তদীয় মহিমা অবগত না হইয়া কামিনীগণের কটাক্ষ-বাণে তাঁহাকে বিদ্ধ করিয়াছিলেন।। ৭।।

বিশ্বনাথ— স কামঃ বদর্য্যুপাখ্যম অপ্সরোগণা-দিভিঃ সহ বদরিকাশ্রমং গত্বা স্ত্রীপ্রেক্ষণান্যেব ইষবো বাণা-স্তৈরবিধ্যৎ, ন তস্য মহিমানং জানাতীত্যতন্মহিজ্ঞঃ।।৭।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— ইন্দ্র তাঁহার স্বর্গরাজ্য নারায়ণ অধিকার করেন এই ভয়ে গণসহিত কামদেবকে বদরিকা আশ্রমে পাঠাইলেন, অপ্সরাগণসহ বদরিকা আশ্রমে গিয়া ঐ কামদেব নারায়ণের মহিমা না জানিয়া স্ত্রীলোকের দৃষ্টিরূপ বাণসমূহের দ্বারা তাঁহাকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন।। ৭।।

মধ্ব—

জ্ঞানরূপানপি সুরান্ বিনা প্রাণং ক্বচিৎ পরে।
আবিশন্তি হ্যতস্তেষামজ্ঞানাদি ন তু স্বতঃ।।
ইতি দেবতন্ত্রে।।

অথৈনমেবমাপ্নোদ্ যোঽয়ং মধ্যমঃ প্রাণঃ। এব-মেতা দেবতাঃ পাপ্মনা বিদ্ধাঃ তং হ্যসুরা ঋত্বা বিদধ্ব-সুর্যথাশ্মানমাখণমৃত্বা বিধ্বংসতৈবং হৈব বিধ্বংসমানা বিশ্বঞ্চো বিনেশুঃ। সা বা এষা দৈবতৈতাসাং দেবতানাং পাপ্মানং মৃত্যুমপহত্য অথৈনাং মৃত্যুমত্যবহত স যদা মৃত্যুমত্য মুচ্যত সোঽগ্নিরভবদিত্যাদিশ্রুতিভ্যশ্চ।। ৭।।

তথ্য— বদরী—ব্রহ্মনদী সরস্বতীর পশ্চিমতীরে ঋষিসকলের যজ্ঞানুষ্ঠানাদির স্থান। উহা বদরী বৃক্ষসমূহে বিভূষিত বলিয়া বদরী (বদরিকা) আশ্রম নামে অভিহিত। ভাঃ ১।৭ অঃ দ্রষ্টব্য।। ৭।।

বিবৃতি— নারায়ণ ঋষি বদরিকাশ্রমে ছিলেন। তথায় তাঁহার স্বরূপ অবগত না হওয়ায় ইন্দ্রের আশঙ্কা হইয়াছিল। ইন্দ্র মনে করিয়াছিলেন, তাঁহার স্বর্গরাজ্য প্রাপ্তির জন্য নারায়ণের তপস্যা। এজন্য তাঁহাকে তপোভ্রষ্ট করিবার জন্য সকলপ্রকার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ইহা ইন্দ্রের অজ্ঞতা মাত্র। যাঁহাকে ঋষিশ্রেষ্ঠগণ পূজা করিয়া

থাকেন, সেই নরনারায়ণ ঋষি ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণের ন্যায় ভোগী—এরূপ বিচার করা ইন্দ্রের অদূরদর্শিতার পরিচয়।। ৭

বিজ্ঞায় শক্রকৃতমক্রমমাদিদেবঃ
প্রাহ প্রহস্য গতবিস্ময় এজমানান্।
মা ভৈর্বিভো মদন মারুত দেববধ্বো
গৃহ্ণীত নো বলিমশূন্যমিমং কুরধ্বম্।। ৮।।

অন্বয়ঃ— আদিদেবঃ (নারায়ণঃ) শক্রকৃতম্ অক্রমম্ (অপরাধং) বিজ্ঞায় প্রহস্য গতবিস্ময়ঃ (গর্ব্বরহিতঃ সন্) এজমানান্ (শাপভিয়া কম্পমানান্ কামাদীন্) প্রাহ, (হে) বিভো! মদন! মারুত! দেববধ্ব! মাভৈঃ (মা ভৈষ্ট) নঃ(অস্মাকং)বলিম্(আতিথ্যং) গৃহ্ণীত, ইমম্ (অস্মাকমাশ্রমম্) অশূন্যং কুরধ্বম্ (অত্রৈব নিবসত ইতি)।। ৮।।

অনুবাদ— আদিপুরুষ নারায়ণ ঋষি ইন্দ্রকৃত অপরাধ অবগত হইয়া এবং কন্দর্পপ্রভৃতি সকলকে শাপভয়ে কম্পমান দেখিয়া গর্ব্বরহিতভাবে হাস্যপূর্ব্বক বলিলেন— হে প্রবলপরাক্রম! মদন! হে পবনদেব! হে দেববধূগণ! তোমারা ভীত হইও না, সম্প্রতি আমাদের আতিথ্য গ্রহণ কর এবং এই স্থানেই তোমরা সর্ব্বদা অবস্থান কর।। ৮।।

বিশ্বনাথ— অক্রমমপরাধম, গতবিস্ময়ঃ—অহো অহং ধীর ইতি বিশিষ্টঃ স্ময়ো গর্ব্বস্তদ্রহিত ইত্যর্থঃ। এজমানান্ শাপভিয়া কম্পমানান্। ভো বিভো সমর্থ, হে দেববধ্বশ্চ মা ভৈষ্ট। বলিং পূজোপহারং শাকপত্রাদিকমস্মদাতিথ্যং গৃহ্ণীত। বয়ং সম্পন্না এব ভবেমেতি চেৎ ইমম্ আশ্রমম্ অশূন্যং কুরুধ্বম্, আতিথ্যাভাবে আশ্রমঃ শূন্যতুল্যঃ স্যাদিতি ভাবঃ।। ৮।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— আদিদেব নারায়ণ ইন্দ্রের অপরাধ কার্য্য জানিয়া ভয়ে কম্পিত মদনকে হাঁসিয়া বলিলেন—ওহে কামদেব! আমি ধীর আমার গর্ব্ব নাই, শাপ ভয়ে ভীত হইও না, হে দেববধূগণ তোমারাও ভয় পাইও না। আমার আশ্রমে শাক পত্রাদি যে কিছু উপহার দ্বারা আমা হইতে আতিথ্য গ্রহণ কর। যদি বল আমরা সম্পূর্ণ তাহা হইলে আশ্রমবাসী আমাদিগকে শূন্য করিও না আতিথ্য অভাবে আশ্রম শূন্য তুল্য হয়।। ৮।।

বিবৃতি— ইন্দ্রের অপরাধ অবগত হইয়া শ্রীনরনারায়ণ হাস্যপূর্ব্বক ইন্দ্রপ্রেরিত লোভপ্রদর্শনকারী দেবগণকে ও দেববধূগণকে বলিগ্রহণ করিয়া আশ্রম অশূন্য করিবার উপদেশ দিলেন। তাঁহারা ঋষির বাক্যে নিজ নিজ প্রলোভনের অকর্ম্মণ্যতা বুঝিয়া গর্ব্বরহিত ও কম্পমান হইয়াছিলেন।। ৮।।

ইত্থং ব্রুবত্যভয়দে নরদেব দেবাঃ
সব্রীড়নম্রশিরসঃ সঘৃণং তমূচুঃ।
নৈতদ্বিভো ত্বয়ি পরেঽবিকৃতে বিচিত্রং
স্বারামধীরনিকরানতপাদপদ্মে।। ৯।।

অন্বয়ঃ— (হে) নরদেব, অভয়দে (শ্রীনারায়ণে) ইত্থং ব্রুবতি (সতি) দেবাঃ (কামাদয়ঃ) সব্রীড়নম্রশিরসঃ (সব্রীড়ানি নম্রাণি শিরাংসি যেষাং তে, অবনতশিরস্কা ইত্যর্থঃ) সঘৃণং (যথা ভবতি তথা কৃপাং জনয়ন্ত ইত্যর্থঃ) তং (নারায়ণম্) ঊচুঃ, (হে) বিভো, অবিকৃতে(ক্রোধাদিরহিতে) স্বারামধীরনিকরানতপাদপদ্মে (স্বারামাশ্চ তে ধীরাশ্চ তেষাং নিকরৈরানতে পাদপদ্মে যস্য তস্মিন্) পরে (পরমস্বরূপে) ত্বয়ি এতৎ বিচিত্রং ন (আশ্চর্য্যং ন ভবতি) ।। ৯।।

অনুবাদ— হে রাজন্! অভয়প্রদ নারায়ণ এরূপ বলিলে কন্দর্প প্রভৃতি দেবগণ লজ্জাবনতমস্তকে ঋষিবরের করুণাসঞ্চারসহকারে তাঁহাকে বলিলেন— হে বিভো! আত্মারাম মুনিগণ নিরন্তর যাঁহার পাদপদ্মে প্রণত হইয়া থাকেন, সেই অবিকৃত পরমপুরুষস্বরূপ আপনার পক্ষে এতাদৃশ ভাব আশ্চর্য্যজনক নহে।। ৯।।

বিশ্বনাথ— হে নরদেব, অভয়দে শ্রীনারায়ণে ইত্থং ব্রুবতি সতি। দেবাঃ কামাদয়ঃ। পরে পরমে, নির্ব্বিকারে। স্বারামাঃ আত্মারামাঃ।। ৯।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— যোগেন্দ্র বলিতেছেন— হে মহারাজ! অভয় প্রদানকারী শ্রীনারায়ণ এইরূপ বলিলে

কামাদি দেবতাগণ বলিলেন—নির্বিবকার পরমপুরুষ আপনাতে ইহা আশ্চর্য্য নহে, যেহেতু আত্মারাম মুনিগণ আপনার চরণে প্রণত থাকেন।। ৯।।

বিবৃতি— দেবগণ শ্রীনারায়ণঋষির স্বরূপ অবগত হইয়া লজ্জাভরে সকরুণস্বরে তাঁহাকে বলিলেন—আপনি দেব-নরাদির ন্যায় বিকারযোগ্য বস্তু নহেন। আপনাকে আত্মারাম শান্ত ভক্তগণ সর্ব্বদা পূজা করেন। সুতরাং আমরা যে আপনার মহিমা বুঝিতে পারিব না, ইহাতে আর বিচিত্রতা কি?।। ৯।।

ত্বাং সেবতাং সুরকৃতা বহবোঽন্তরায়াঃ
স্বৌকো বিলঙ্ঘ্য পরমং ব্রজতাং পদং তে।
নান্যস্য বর্হিষি বলীন্দদতঃ স্বভাগান্
ধত্তে পদং ত্বমবিতা যদি বিঘ্নমূর্দ্ধি।। ১০।।

অন্বয়ঃ— ত্বাং সেবতাং (সেবমানানাং) স্বৌকঃ (স্বস্থানং) বিলঙ্ঘ্য (অতিক্রম্য) তে (তব) পরমং পদং ব্রজতাং (গচ্ছতাং) সুরকৃতাঃ (দেবকৃতাঃ) বহবঃ অন্তরায়াঃ (বিঘ্না ভবন্তি), বর্হিষি (যজ্ঞে) স্বভাগান্ বলীন্ দদতঃ (প্রযচ্ছতঃ) অন্যস্য ন (বিঘ্না ন সম্ভবন্তি, কিন্তু) যদি (যতঃ) ত্বম্ অবিতা (রক্ষকস্ততঃ) বিঘ্নমূর্দ্ধি পদং ধত্তে (বিঘ্নান্ অতিক্রম্য ভক্তজনঃ সিদ্ধিং লভতে)।। ১০।।

অনুবাদ— যাঁহারা আপনার আরাধনায় দেবগণের পদ অতিক্রমপূর্ব্বক ভবদীয় পরমপদ লাভের চেষ্টা করেন, দেবগণ তাঁহাদের উপাসনায় অনেকপ্রকার বিঘ্ন উৎপাদিত করিয়া থাকেন; যাঁহারা যজ্ঞে দেবগণের উদ্দেশ্যে বলি (পূজোপহার) প্রদান করেন, তাঁহাদের কোনপ্রকার বিঘ্ন উৎপাদিত করেন না। পরন্তু ভবদীয় সেবকগণ আপনারই রক্ষিত বলিয়া তাঁহারা তাদৃশ বিঘ্ন-সমূহের মস্তকে পদার্পণ পূর্ব্বক উহাদিগকে অতিক্রম করিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়া থাকেন।। ১০।।

বিশ্বনাথ— ত্বদ্ভক্তা অপি ত্বৎপ্রসাদাদস্মান্ ন গণয়ন্তি, কুতঃ পুনস্ত্বং গণয়িষ্যসীত্যাহুঃ—ত্বাং সেবমানানাং জনানাং সুরৈরিন্দ্রাদিভিঃ কৃতা অন্তরায়া অস্মদাদয়ো বিঘ্না বহবো ভবন্তি। ইন্দ্রাদ্যৈর্বিঘ্নাঃ কথং ক্রিয়ন্তে অত্রাহুঃ— স্বৌক ইতি। স্বস্থানং স্বর্গ অতিক্রম্য পরমং তব স্থানং ব্রজতাম্, বিঘ্নকরণং খলু মাৎসর্য্যহেতু-কমেবেতি ভাবঃ। নান্যস্য কর্ম্মিপ্রভৃতেঃ; কুতঃ, বর্হিষি যজ্ঞে বলীন্ পুরোডাশাদীন্ তত্তদ্ভাগান্ ইন্দ্রাদিভ্যঃ করান্ রাজ্ঞে কর্ষকস্যেব দদতঃ। তর্হি মদ্ভক্তো বিঘ্নৈর্ভ্রশ্যতি, নেত্যাহুর্দ্ধত্ত ইতি। যদীতি নিশ্চয়ে, যতস্ত্বং সর্ব্বসুরাধীশ্ব-রোঽবিতা রক্ষকঃ অতোঽসৌ বিঘ্নানাং মূর্দ্ধি পদম অঙ্ঘ্রিং ধত্তে। কুতঃ পুনস্ত্বয়ি বিঘ্নশঙ্কেতি ভাবঃ।। ১০।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— আপনার ভক্তগণও আপনার কৃপায় আমাদিগকে গণ্যই করেন না। আপনি আর আমা-দিগকে কি গণ্য করিবেন? আপনার সেবাকারী জনগণ ইন্দ্রাদিদেবগণ কর্তৃক কৃত অপরাধ আমরাই বহু বিঘ্ন করিয়া থাকি। ইন্দ্রাদি দেবগণ কেন বিঘ্ন করে তাহাই বলিতেছি— দেবতাদের বাসস্থান স্বর্গ তাহা অতিক্রম করিয়া আপনার ভক্তগণ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আপনার ধামে চলিয়া যায় অতএব মাৎসর্য্য পরায়ণ হইয়া দেবগণ বিঘ্ন করে। কর্ম্মিগণের বা অন্যের প্রতি দেবতারা বিঘ্ন করে না, কারণ কর্ম্মিগণ যজ্ঞে পুরোডাস প্রভৃতি ইন্দ্রাদির ভোগ্য উপহার সমূহ অর্পণ করেন। যেমন কৃষকগণ রাজার কর দিয়া থাকেন। তাহা হইলে আমার ভক্তগণ কি বিঘ্নদ্বারা ভ্রষ্ট হয়? না, ইহাই বলিতেছেন—তাহারা ঐসকল বিঘ্নের মস্তকে চরণ রাখিয়া অনায়াসে চলিয়া যায়। যেহেতু সর্ব্বদেবতার অধীশ্বর তুমি তোমার ভক্তগণের রক্ষক। অতএব তাহারা বিঘ্নের মস্তকে পদধারণ করেন, অতএব আপনাতে আবার বিঘ্নের আশঙ্কা কোথায়।। ১০।।

মধ্ব— স্বভাগং বলিং দদতো বিঘ্নমূর্দ্ধি যদি ভবান্ পদং ধত্তে তর্হি নান্যস্য বলিঃ।। ১০।।

বিবৃতি— দেবগণ নিজ নিজ অধিকারে অবস্থিত হওয়ায় তাঁহারা ভগবান ও বৈষ্ণবগণের স্বরূপ জানিতে অসমর্থ হন। ভগবদ্ভক্তগণ স্বর্গলাভেচ্ছা করিয়া দেবগণের ঐশ্বর্য্যের অংশ-লাভাভিলাষ করেন না। কিন্তু দেবগণ তাঁহাদিগকে হরিসেবোন্মুখ না জানিয়া ইতরকর্ম্মফলসেবী

মানব-জ্ঞানে তাঁহাদিগের নিকট হইতেও নিজ নিজ অংশ-গ্রহণের জন্য ব্যস্ত হন। ভগবদ্ভক্তগণের সহায় ভগবান্ ও তাঁহার পার্ষদবর্গ। সুতরাং তাঁহারা সেবোন্মুখজনগণের সহায়। কাজেই দেবাদির অনুষ্ঠিত বিঘ্নসমূহ তাঁহাদের ক্ষতি করা দূরে থাকুক, তাঁহারা (ভগবদ্ভক্তগণ) বিঘ্নের মস্তকে পদবিন্যাস করিয়া সকল বিঘ্ন হইতে উত্তীর্ণ হন। 'তথা না তে মাধব তাবকাঃ ক্বচিৎ'—ভাঃ ১০।২।৩৩ শ্লোক এতৎপ্রসঙ্গে আলোচ্য।। ১০।।

ক্ষুত্তৃট্‌ত্রিকালগুণমারুতজৈহ্বশৈশ্না-
নস্মানপারজলধীনতিতীর্য্য কেচিৎ।
ক্রোধস্য যান্তি বিফলস্য বশং পদে গো-
র্মজ্জন্তি দুশ্চরতপশ্চ বৃথোৎসৃজন্তি।। ১০।।

অন্বয়ঃ— কেচিৎ (মূর্খাঃ) ক্ষুত্তৃট্‌ত্রিকালগুণমারুত-জৈহ্বশৈশ্নান্ (ক্ষুচ্চ তৃট্ চ ত্রিকালগুণাশ্চ শীতোষ্ণবর্ষাণি চ মারুতশ্চ প্রাণো বাহ্যো বা জৈহ্বা জিহ্বাভোগাশ্চ শৈশ্না গুহ্যোপভোগাশ্চ তান্) অপারজলধীন্ (অপারজলধি-রূপান্) অস্মান্ অতিতীর্য্য (বিলঙ্ঘ্য) বিফলস্য ক্রোধস্য বশং যান্তি (গচ্ছন্তি, ততঃ) গোঃ পদে (গোষ্পদতুল্যে তুচ্ছপদে)মজ্জন্তি,(কিঞ্চ)দুশ্চরতপঃ চ বৃথা(ন ভোগায় ন চ মোক্ষায় পরন্তু শাপাদিনৈব) উৎসৃজন্তি (ত্যজন্তি)।। ১১

অনুবাদ— কোন কোন পুরুষ অপার সমুদ্রতুল্য ক্ষুধা, তৃষ্ণা, শীত, উষ্ণ ও বর্ষারূপ কালধর্ম্ম, বাতবেগ, জিহ্বাবেগ এবং উপস্থবেগস্বরূপ আমাদিগকে অতিক্রম করিয়াও নিষ্ফল ক্রোধের বশীভূত হইয়া থাকেন, সুতরাং তাঁহাদের তাদৃশ পতন গোষ্পদে নিমজ্জনতুল্য হইয়া থাকে। তাঁহাদের দুশ্চরতপস্যাদ্বারা ভোগ বা মোক্ষ কিছুই সাধিত হয় না, পরন্তু শাপাদিহেতুই তাহা বিনষ্ট হইয়া থাকে।। ১১।।

বিশ্বনাথ— ত্বদ্ভক্তিবিমুখানাং তপশ্চরতান্তু দ্বয়ী গতিঃ—অস্মাকং বা বশা ভবন্তি ক্রোধস্য বা। তত্রাস্মদ্বশাঃ কামোপভোগমপি তাবদনুভবন্তি, ক্রোধস্য বশাঃ পুনরতি-মন্দা ইত্যাহুঃ—ক্ষুত্তৃড়িতি। ক্ষুচ্চ তৃট্ চ, ত্রিকালগুণাঃ শীতোষ্ণবর্ষাণি চ, মারুতস্ত্বগিন্দ্রিয়ভোগ্যো মলয়ানিলশ্চ, জৈহ্বো জিহ্বাভোগ্যশ্চ, শৈশ্নঃ শিশ্নভোগ্যশ্চ, এতান্ অস্মান্ অপারজলধিরূপান্ অতিতীর্য্য বিলঙ্ঘ্য গোষ্পদে মজ্জতি। কিঞ্চ জলে মজ্জন্তো যথা বিবশীভূয় মস্তকারোপিতং ধন-ভারমুৎসৃজন্তি, তথা বৃথা ন মোক্ষায় ন ভোগায় শাপাদিনা-দুশ্চরং তপশ্চ বিসৃজন্তি।। ১১।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— তোমার ভক্তিবিমুখ তপস্যাদি আচরণকারীগণের দুইটিগতি (ক) এক আমাদের বশীভূত হওয়া অথবা ক্রোধের বশীভূত হওয়া, তন্মধ্যে আমাদের বশীভূত অভক্তগণ কামের উপভোগ অনুভব করেন, ক্রোধের বশীভূত অভক্তগণ অতিপয় মন্দ ক্ষুধা, তৃষ্ণা, শীত, উষ্ণ ও বর্ষা এই ত্রিকালের গুণসমূহ বায়ুর গুণ ত্বক্ ইন্দ্রিয়ভোগ্য মলয় বায়ু, জিহ্বার ভোগ্য ষড়্‌বিধরস এবং উপস্থ ভোগ্য স্ত্রী, এই সকল বিষয় অপার সমুদ্রের ন্যায় আমাদিগকে উত্তীর্ণ হইয়াও গোষ্পদ জলে ডুবিয়া যায়। জলে মজ্জিত ব্যক্তি যেমন বিবশ হইয়া মস্তকের ধনভার ত্যাগ করে সেইরূপ বৃথা অর্থাৎ মোক্ষও লাভ হইল না ও সংসার ভোগ হইল না। কিন্তু ক্রোধবশে অভিশাপ আদিদ্বারা তপস্যার ফল নষ্ট করেন।। ১১।।

বিবৃতি— দেবগণ বলিলেন,— আমরা জীবগণকে ক্ষুধা, তৃষ্ণা প্রভৃতিতে অভিভূত করি, শীতোষ্ণবর্ষণাদিতে ক্লেশ দেই। জিহ্বা উপস্থ ও বায়ব্যবেগ বিধানদ্বারা নানা-প্রকারে জীবের ইন্দ্রিয়দমনে বাধা দিয়া থাকি। আমরা অগাধজলধিস্বরূপ। জীবগণ নানাপ্রকার দুস্তর তপস্যা করিয়া অবশেষে ক্লান্ত হইয়া তাহাদের চেষ্টাসমূহ পরি-ত্যাগ করে এবং রিপুবশবর্ত্তী হইয়া গোষ্পদে নিমগ্ন হয়।। ১১

ইতি প্রগৃণতাং তেষাং স্ত্রিয়োঽত্যদ্ভুতদর্শনাঃ।
দর্শয়ামাস শুশ্রূষাং স্বর্চ্চিতাঃ কুর্ব্বতীর্বিভুঃ।। ১২।।

অন্বয়ঃ— ইতি (এবং) প্রগৃণতাং (স্তুবতাং) তেষাং (কামাদীনাং সমীপে) বিভুঃ (নারায়ণঃ) অত্যদ্ভুতদর্শনাঃ (অত্যদ্ভুতং দর্শনং স্বরূপং যাসাং তথাভূতাঃ) স্বর্চ্চিতাঃ

(সুষ্ঠলঙ্কৃতাঃ) শুশ্রূষাং কুর্ব্বতীঃ স্ত্রিয়ঃ (যোগনির্ম্মিতাঃ স্ত্রীঃ) দর্শয়ামাস।। ১২।।

অনুবাদ— কন্দর্পপ্রভৃতি সকলে এইরূপ স্তব করিলে প্রভু নারায়ণ নিজের শুশ্রূষাকার্য্যে নিযুক্ত, সুরম্য-বস্ত্রালঙ্কারবিভূষিত, যোগবলে কল্পিত, দিব্যরূপমন্বিত রমণীগণকে কন্দর্পপ্রভৃতি দেবগণের সম্মুখে দর্শন করাইলেন।। ১২।।

বিশ্বনাথ— প্রগৃণতাং স্তুবতস্তাননাদৃত্য স্ত্রিয়ঃ যোগ-নির্ম্মিতাঃ স্ত্রীঃ শুশ্রূষাং স্বসেবাং কুর্ব্বতীরিব প্রাকৃতীরি-ত্যর্থঃ তেষাং স্বলাবণ্যাদিদর্পোপশমায় দর্শয়ামাস।।১২।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— কামদেব প্রভৃতি ঐরূপ স্তব করিলে নারায়ণ বিষ্ণু তাহাদিগকে অনাদর করিয়া দেবতা-গণের শুশ্রূষা কার্য্যের জন্য যোগবলে সুশ্রূষাকারিণী অপ্সরাসমূহ সৃষ্টি করিলন। দেবলোকের নিজেদের লাবণ্য আদি জনিত দর্পনাশের জন্য দেখাইলেন।। ১২।।

বিবৃতি— মদন,বায়ু ও দেববধূগণ নিজ নিজ বিক্রম-সমূহের কথামুখে শ্রীনারায়ণের নিকট স্ব-স্ব দৈন্য প্রকাশ করিলে তিনি তাঁহাদিগকে অধিকতর সৌন্দর্য্যবতী অসংখ্য সেবিকা নারী প্রদর্শন করিলেন। তাঁহাদের রূপাদিদর্শনে লোভপ্রদর্শনকারী দেবগণ বিহ্বল হইয়া মূঢ়তা লাভ করি-লেন। নিজ নিজ কামগতি বিভ্রষ্ট হইলে নারায়ণকে বিমোহিত করিবার প্রয়াসের পরিবর্ত্তে উহারাই নারায়ণ-প্রদত্ত বরলাভে যত্ন করিলেন।। ১২।।

তে দেবানুচরা দৃষ্ট্বা স্ত্রিয়ঃ শ্রীরিব রূপিণীঃ।
গন্ধেন মুমুহুস্তাসাং রূপৌদার্য্যহতশ্রিয়ঃ।। ১৩।।

অন্বয়ঃ— তে দেবানুচরাঃ রূপিণীঃ শ্রীঃ (মূর্ত্তিমতীঃ শ্রিয়ঃ) ইব (তাঃ) স্ত্রিয়ঃ (স্ত্রীঃ) দৃষ্ট্বা তাসাং রূপৌদার্য্যহত-শ্রিয়ঃ (রূপস্য ঔদার্য্যেণ মহত্ত্বেন হতা শ্রীঃ কান্তির্যেষাং তে) গন্ধেন মুমুহুঃ (মোহং গতাঃ)।। ১৩।।

অনুবাদ— তাঁহারা মূর্ত্তিমতী লক্ষ্মীর ন্যায় পূর্ব্বোক্ত নারীগণকে দর্শন করিয়া তাহাদের রূপপ্রভাবে নিষ্প্রভ এবং দিব্যগন্ধে মোহিত হইলেন।। ১৩।।

তানাহ দেবদেবেশঃ প্রণতান্ প্রহসন্নিব।
আসামেকতমাং বৃঙ্ধ্বং সবর্ণাং স্বর্গভূষণাম্।।১৪।।

অন্বয়ঃ— দেবদেবেশঃ (নারায়ণঃ) প্রণতান্ তান্ (কামাদীন্ প্রতি) প্রহসন্ ইব আহ, আসাং (স্ত্রীণাং মধ্যে) একতমাং (কাঞ্চিৎ) সবর্ণাং (সমানরূপাং) স্বর্গভূষণাং (স্বর্গস্য ভূষণভূতাং) বৃঙ্ধ্বং (বৃণীধ্বম্)।। ১৪।।

অনুবাদ— দেবদেবাধিপতি নারায়ণ প্রায় হাস্য করিয়া প্রণত কন্দর্পপ্রভৃতির প্রতি বলিলেন যে— তোমরা এই রমণীগণের মধ্য হইতে সমানরূপযুক্তা কোন এক রমণীকে স্বর্গরাজ্যের ভূষণরূপে বরণ কর।। ১৪।।

বিশ্বনাথ— তেষাং পরাভবদর্শনেন প্রহসন্ ইবে-ত্যতি গাম্ভীর্য্যেণ প্রহাসরোধো ব্যঞ্জিতঃ। বৃঙ্ধ্বং বৃণীধ্বম্। ক্ব বয়ং বরাকাঃ ক্ব চেমা ইতি চেত্তত্রাহ, সবর্ণাং সমানবর্ণাং স্বতুল্যামেতাসাং বিভূতিরূপাং প্রাকৃতীমপি কাঞ্চিদিত্যর্থঃ। তয়াপি স্বর্গস্য ভূষৈব ভবিষ্যতীত্যাহ, স্বর্গেতি ।।১৪।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— দেবগণের পরাভাব দেখিয়া অতিগাম্ভীর্য্য বশতঃ হাস্য করিয়াও তাহা রোধ করিলেন, তোমরা যদি মনে কর আমরা ক্ষুদ্র আপনার সৃষ্ট দেবীগণ অতি উৎকৃষ্ট, তাহা হইলে সমান বর্ণ তোমাদের তুল্য আমার বিভূতিরূপা যেকোন একটি প্রকৃতিকে তোমাদের স্বর্গের ভূষণরূপে লইয়া যাইতে পার।। ১৪।।

ওমিত্যাদেশমাদায় নত্বা তং সুরবন্দিনঃ।
উর্ব্বশীমপ্সরঃশ্রেষ্ঠাং পুরস্কৃত্য দিবং যযুঃ।। ১৫।।

অন্বয়ঃ— সুরবন্দিনঃ (কামাদয়ঃ) আদেশং (ভগ-বদাজ্ঞাম্) ওম্ ইতি আদায় (অঙ্গীকৃত্য) তং (ভগবন্তং) নত্বা উর্ব্বশীং (নাম) অপ্সরঃশ্রেষ্ঠাং পুরস্কৃত্য দিবং (স্বর্গং) যযুঃ।। ১৫।।

অনুবাদ— তখন তাঁহারা তদীয় আদেশ স্বীকার পূর্ব্বক তাঁহাকে প্রণাম করিয়া উর্ব্বশীনাম্নী শ্রেষ্ঠা অপ্সরাকে অগ্রে করিয়া স্বর্গে গমন করিলেন।। ১৫

বিশ্বনাথ— আদেশমাদায় আজ্ঞাং গৃহীত্বা, সুর-বন্দিনো দেবভৃত্যাঃ।। ১৫।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— এইরূপ নারায়ণের আজ্ঞা লইয়া দেবভৃত্যগণ উর্ব্বশী নাম্নী অপ্সরা শ্রেষ্ঠকে অগ্রে করিয়া স্বর্গে গমন করিলেন।। ১৫।।

ইন্দ্রায়ানম্য সদসি শৃণ্বতাং ত্রিদিবৌকসাম্।
উচুর্নারায়ণবলং শক্রস্তত্রাস বিস্মিতঃ ।। ১৬।।

অন্বয়ঃ— (তে) সদসি (সভায়াম্) ইন্দ্রায় আনম্য (ইন্দ্রং প্রণম্য) ত্রিদিবৌকসাং (দেবানাং) শৃণ্বতাং (সতাং) নারায়ণবলং (নারায়ণস্য প্রভাবম্) উচুঃ। শক্রঃ (ইন্দ্রঃ তৎ শ্রুত্বা) তত্র (বিষয়ে) বিস্মিতঃ আস (ত্রাসং প্রাপ্ত)।। ১৬

অনুবাদ— তাহারা সভামধ্যে ইন্দ্রকে প্রণাম করিয়া শ্রোতৃদেবগণের সমক্ষে নারায়ণ ঋষির প্রভাব কীর্ত্তন করিলেন। ইন্দ্র তাহা শ্রবণ করিয়া অতিশয় বিস্মিত হইলেন।। ১৬।।

বিশ্বনাথ— তত্রাস অহো ময়া অপরাদ্ধমিতি ত্রাসং প্রাপ্তঃ।। ১৬।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— দেবগণ ইন্দ্রের সভামধ্যে গিয়া প্রণাম পূর্ব্বক সকলের সম্মুখে শ্রীনারায়ণ ঋষির প্রভাব কীর্ত্তন করিলে পর তাহা শ্রবণ করিয়া ইন্দ্র অতিশয় ভয় পাইলেন এবং বলিলেন আশ্চর্য্য আমি তাঁহার নিকট অপরাধ করিয়াছি।। ১৬।।

হংসস্বরূপ্যবদদচ্যুত আত্মযোগং
দত্তঃ কুমার ঋষভো ভগবান্ পিতা নঃ।
বিষ্ণুঃ শিবায় জগতাং কলয়াবতীর্ণ-
স্তেনাহৃতা মধুভিদা শ্রুতয়ো হয়াস্যে।। ১৭।।

অন্বয়ঃ— জগতাং শিবায় (মঙ্গলায়) ভগবান্ অচ্যুতঃ বিষ্ণুঃ কলয়া (হংসাদিমূর্ত্ত্যা) অবতীর্ণঃ (সন্) হংসস্বরূপী (তথা) দত্তঃ (দত্তাত্রেয়ঃ) কুমারঃ (সনকাদিঃ) নঃ (অস্মাকং) পিতা ঋষভঃ (চ) আত্মযোগম্ অবদৎ (আত্মতত্ত্বমুপদিষ্টবান্)। তেন বিষ্ণুনা হয়াস্যে শ্রীহয়গ্রীবাবতারে) মধুভিদা (মধুদৈত্য-সংহারকেণ সতা) শ্রুতয়ঃ (বেদাঃ) আহৃতাঃ (তত আনীতাঃ)।। ১৭।।

অনুবাদ— ভগবান্ অচ্যুত বিষ্ণু জগতের মঙ্গলের জন্য অংশতঃ অবতীর্ণ হইয়া হংস, দত্তাত্রেয়, সনকাদি কুমারগণ এবং আমাদের পিতৃদেব ঋষভরূপে আত্মজ্ঞান উপদেশ করিয়াছেন। উক্ত বিষ্ণুই হয়গ্রীব মূর্ত্তিপরিগ্রহণ পূর্ব্বক মধুদৈত্যকে বিনষ্ট করিয়া তাহার নিকট হইতে বেদসকলের উদ্ধার করিয়াছিলেন।। ১৭।।

বিশ্বনাথ— হংসস্বরূপী হংসাকারঃ, দত্তো দত্তাত্রেয়ঃ কুমারঃ, নঃ পিতা ঋষভশ্চ। বিষ্ণুরেব কলয়াবতীর্ণঃ সন্নাত্মযোগমবদৎ। তেন হয়াস্যে হয়গ্রীবাবতারে মধুভিদা সতা ততঃ শ্রুতয় আহৃতাঃ।। ১৭।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— এখন হংসস্বরূপ দত্তাত্রেয়, কুমার অর্থাৎ ব্রহ্মার পুত্র চতুষ্টয়, আমাদের পিতা ঋষভ-দেব বিষ্ণুরই কলা অংশ রূপে অবতীর্ণ হইয়া আত্মযোগ বলিয়াছেন। তাহার মধ্যে হয়গ্রীব অবতারে মধুদৈত্যকে বিনাশ করিয়া তাহা হইতে বেদ সকল আহরণ করিয়া ব্রহ্মাকে দিয়াছিলেন।। ১৭।।

মধ্ব—

কুমারনামা তু হরির্ব্রহ্মচারিবপুঃ স্বয়ম্।
সনৎকুমারায় পরং প্রোবাচ জগদীশ্বরঃ।।
ইতি স্কান্দে।।

বিষ্ণোঃ সনৎকুমারাখ্যাচ্ছুশ্রুবুর্জ্ঞানমুত্তমম্।
সনৎকুমারপ্রমুখা যোগেশাঃ পরমেশ্বরাঃ।।
ইতি প্রকাশসংহিতায়াম্।। ১৭।।

বিবৃতি— নারায়ণের বিভিন্ন অবতারসমূহ ও তাঁহাদের লীলা বর্ণিত হইয়াছে। ভগবান্ বিষ্ণু জগতের মঙ্গলের জন্য অংশে অবতীর্ণ হইয়া অংশস্বরূপেই দত্তাত্রেয়, সনকাদি, নবযোগেন্দ্রপিতা ঋষভ মূর্ত্তিতে আত্মযোগ বলিয়াছিলেন। সেই নারায়ণ মধুদৈত্যকে বিনাশ করিয়া পাতাল হইতে বাস্তব-সত্য বেদ আহরণ করিয়াছিলেন।। ১৭।।

গুপ্তোঽপ্যয়ে মনুরিলৌষধষশ্চ মাৎস্যে
ক্রৌড়ে হতো দিতিজ উদ্ধরতাম্ভসঃ ক্ষ্মাম্।
কৌর্ম্মে ধৃতোঽদ্রিরমৃতোন্মথনে স্বপৃষ্ঠে
গ্রাহাৎ প্রপন্নমিভরাজমমুঞ্চদার্ত্তম্।। ১৮।।

অন্বয়ঃ— মাৎস্যে (তেন বিষ্ণুনা মৎস্যাবতারে) অপ্যয়ে (প্রলয়ে) ইলা (পৃথ্বী) ওষধয়ঃ (যবাদিবীজানি) মনুঃ চ (সত্যব্রতাখ্যঃ স চ) গুপ্তঃ (রক্ষিতঃ), ক্রৌড়ে (বরাহাবতারে) অম্ভসঃ (সকাশাৎ) ক্ষ্মাং (ভূমিম্) উদ্ধরতা (তেন) দিতিজঃ (হিরণ্যাক্ষঃ) হতঃ। কৌর্ম্মে (কূর্ম্মাবতারে) অমৃতোন্মথনে স্বপৃষ্ঠে অদ্রিঃ (মন্দরগিরিঃ) ধৃতঃ, (হরিসংজ্ঞকে অবতারে) আর্ত্তং প্রপন্নম্ ইভরাজং (গজেন্দ্রং) গ্রাহাৎ অমুঞ্চৎ (অমোচয়ৎ)।। ১৮।।

অনুবাদ— তিনিই প্রলয়কালে মৎস্যাবতারে পৃথিবী, যবাদি শস্যবীজ এবং সত্যব্রতনামক মনুকে রক্ষা করিয়াছিলেন; বরাহাবতারে জলমধ্য হইতে পৃথিবীর উদ্ধার, হিরণ্যাক্ষ সংহার; কূর্ম্মাবতারে অমৃতমন্থনে পৃষ্ঠদেশে মন্দরপর্ব্বত ধারণ এবং শ্রীহরিরূপে নক্রগ্রাস হইতে পীড়িত ও শরণাগত গজেন্দ্রকে মুক্ত করিয়াছিলেন।। ১৮।।

বিশ্বনাথ— অপ্যয়ে প্রলয়ে মনুঃ সত্যব্রতঃ ইলা পৃথ্বী ওষধশ্চ গুপ্তাঃ। ক্রৌড়ে বরাহাবতারে, ইভরাজং গজেন্দ্রম্ অমুঞ্চৎ মোচয়ামাস।। ১৮।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— প্রলয়কালে সত্যব্রতমনু ইলা নাম্নী পৃথিবী এবং মৎস্য অবতারে শস্য সমূহকে রক্ষা করিয়াছিলেন। বরাহ অবতারে দিতি পুত্র হিরণ্যাক্ষকে বধ করিয়া জলমগ্ন পৃথিবীকে উদ্ধার করিয়াছিলেন। কুম্ভীরগ্রস্ত আর্ত্ত গজেন্দ্রকে শ্রীহরি মোচন করিয়াছিলেন।। ১৮

বিবৃতি— মৎস্যাবতারে তিনি প্রলয়ে পৃথিবী রক্ষা এবং মনুর ত্রাণ করেন। বরাহাবতারে জলমগ্না পৃথ্বীকে উদ্ধারকালে হিরণ্যাক্ষ দৈত্য বধ করেন। কূর্ম্মাবতারে অমৃতমন্থন-কালে নিজপৃষ্ঠে মন্দরগিরি ধারণ করিয়াছিলেন। শরণাগত গজেন্দ্রকে কুম্ভীরের হস্ত হইতে মুক্ত করিবার জন্য 'হরি' রূপ ধারণ করেন।। ১৮।।

সংস্তুন্বতো নিপতিতান্ শ্রমণানৃষীংশ্চ
শক্রঞ্চ বৃত্রবধতস্তমসি প্রবিষ্টম্।
দেবস্ত্রিয়োঽসুরগৃহে পিহিতা অনাথা
জঘ্নেঽসুরেন্দ্রমভয়ায় সতাং নৃসিংহে।। ১৯।।

অন্বয়ঃ— কশ্যপার্থং সমিধাহরণে গতান্) অব্ধিপতিতান্ (গোষ্পদে নিমগ্নান্) সংস্তুন্বতঃ (স্তুতিং কুর্ব্বাণান্) শ্রমণান্ ঋষীন্ চ (বালখিল্যান্ তত আপদোঽমোচয়ৎ), বৃত্রবধতঃ তমসি (ব্রহ্মহত্যায়াং) প্রবিষ্টং শক্রং চ (অমোচয়ৎ), অসুরগৃহে পিহিতাঃ (নিরুদ্ধাঃ) অনাথাঃ (যাঃ) দেবস্ত্রিয়ঃ (তাঃ স্বগৃহমানীয় অমোচয়ৎ)। নৃসিংহে (অবতারে) সতাম্ অভয়ায় অসুরেন্দ্রং (হিরণ্যকশিপুং) জঘ্নে (জঘান)।। ১৯।।

অনুবাদ— বালখিল্যনামক শ্রমণ ঋষিগণ কশ্যপমুনির জন্য যজ্ঞকাষ্ঠ আহরণে গমনপূর্ব্বক গোষ্পদে নিমগ্ন হইয়া উদ্ধারার্থ স্তুতি করিলে সেই শ্রীহরিই তাঁহাদিগকে বিপদ্ হইতে মুক্ত করিয়াছিলেন। বৃত্রবধ-হেতু ইন্দ্র ব্রহ্মহত্যাপাপে আক্রান্ত হইলে তিনিই তাঁহার উদ্ধার করিয়াছিলেন, তিনিই অসুরগৃহে আবদ্ধ অনাথ দেবরমণীগণকে নিজগৃহে আনয়নপূর্ব্বক মুক্ত করিয়াছিলেন এবং তিনিই নৃসিংহাবতারে সাধুগণের অভয়প্রদানের জন্য দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুর সংহার করিয়াছিলেন।। ১৯।।

বিশ্বনাথ— সংস্তুন্বতঃ সংস্তুবতঃ ঋষীন্ বালখিল্যান্ কশ্যপার্থং সমিধাহরণে গোষ্পদে নিমগ্নান্ ইন্দ্রেনোপহসিতানুখাপ্যামোচয়ৎ। শক্রঞ্চ তমসি ব্রহ্মহত্যায়াং প্রবিষ্টমমোচয়ৎ, পিহিতা নিরুদ্ধা দেবস্ত্রিয়শ্চামোচয়ৎ অনেকাবতারৈরিতি শেষঃ।। ১৯।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— পিতা কশ্যপ ঋষির যজ্ঞকাষ্ঠ আহরণের জন্য গিয়া বালখিল্য ঋষিগণ গোষ্পদ জলে নিমগ্ন হইলে পর ইন্দ্র উপহাস করিয়াছিলেন। ঐ ঋষিগণ ভগবানকে স্তব করিলে পর ভগবান তাহাদিগকে উদ্ধার করিয়াছিলেন। বিত্রাসুরকে বধ করার জন্য ব্রহ্মহত্যা পাপে লিপ্ত ইন্দ্রকে পাপ হইতে মুক্ত করিয়াছিলেন।

দেবস্ত্রীগণ অসুর গৃহে আবদ্ধ থাকিলে শ্রীহরি তাহাদিগকে উদ্ধার করিয়াছিলেন।। ১৯।।

মধ্ব—

সুপর্ণা ঋষয়ো ব্যাসং নাথমানা যযুঃ সদা।
ধ্বান্তং নিবারয়াস্মাকং মুমুক্ষীতি চ বাদিনঃ।।
ইতি ব্যাসতন্ত্রে।।
স্মরণাত্তু নৃসিংহস্য শক্রো মুক্তো বৃহদ্বধাৎ।
হিরণ্যকহৃতাশ্চাপি তথৈবাপ্সরসাং গণাঃ।।
ইতি প্রভঞ্জনে।। ১৯।।

বিবৃতি— বালখিল্য ঋষিগণ সমিধ্‌সংগ্রহে গোষ্পদে নিমগ্ন হইলে তিনি উদ্ধার করেন। বৃত্রবধজনিত ইন্দ্রপাপ হরণ করেন। দেবাসুর যুদ্ধে অসুরগণকর্ত্তৃক আবদ্ধ স্বর্যোষিদ্‌গণের উদ্ধারসাধন করেন এবং নৃসিংহাবতারে হিরণ্যকশিপুকে বধ করেন।। ১৯।।

দেবাসুরে যুধি চ দৈত্যপতীন্ সুরার্থে
হত্বান্তরেষু ভুবনান্যদধাৎ কলাভিঃ।
ভূত্বাথ বামন ইমামহরদ্বলেঃ ক্ষ্মাং
যাজ্ঞাচ্ছলেন সমদাদদিতেঃ সুতেভ্যঃ।। ২০।।

অন্বয়ঃ— দেবাসুরে যুধি (যুদ্ধে) চ সুরার্থে (ইন্দ্রাদি-কার্য্যসাধনার্থং) দৈত্যপতীন্ হত্বা অন্তরেষু (সর্ব্বমন্বন্তরেষু) কলাভিঃ (মূর্ত্তিভিঃ) ভুবনানি অদধাৎ (অপালয়ৎ)। অথ বামনঃ ভূত্বা যাজ্ঞাচ্ছলেন বলেঃ (সকাশাৎ) ইমাং ক্ষ্মাং (ভূমিম্) অহরৎ (হৃতবান্) অদিতেঃ সুতেভ্যঃ (ইন্দ্রাদিভ্যস্তাং) সমদাৎ (দদৌ চ)।। ২০।।

অনুবাদ— তিনিই দেবাসুর-সংগ্রামে দেবকার্য্য-সাধনের জন্য দৈত্যপতিগণকে বিনষ্ট করিয়া সমস্ত মন্বন্তরেই নিজ অবতারসমূহ দ্বারা নিখিলভুবনের রক্ষা করিয়াছেন। তিনিই বামনরূপে যাজ্ঞাছলে বলির নিকট হইতে এই ভূমণ্ডল হরণপূর্ব্বক অদিতির সন্তান ইন্দ্রাদি-দেবগণকে তাহা প্রদান করিয়াছিলেন।। ২০।।

বিশ্বনাথ— অন্তরেষু সর্ব্বমন্বন্তরেষু অদধাৎ অপালয়ৎ। কলাভির্মন্বন্তরাবতারৈঃ।। ২০।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— সকল মন্বন্তরেই দেব এবং অসুরগণের যুদ্ধে অসুরগণকে বধ করিয়া দেবগণকে পালন করিয়াছেন উহারা ভগবানের অংশ কলায় মন্বন্তরাবতার।। ২০।।

মধ্ব—

উপেন্দ্ররূপী ভগবান্ প্রতি মন্বন্তরং প্রভুঃ।
অসুরান্ হন্তি নিয়তং শ্রাদ্ধদেবে চ বামনঃ।।
ইতি বামনে।। ২০।।

বিবৃতি— তিনি বিবিধ মন্বন্তরাবতারে দৈত্য সংহার করিয়া ত্রিভুবন রক্ষা করেন। বামনরূপ ধারণ করিয়া বলির নিকট হইতে পৃথিবী ভিক্ষাগ্রহণ পূর্ব্বক আদিত্য-গণকে উহা প্রদান করেন।। ২০।।

নিঃক্ষত্রিয়ামকৃত গাঞ্চ ত্রিঃসপ্তকৃত্বো
রামস্তু হৈহয়কুলাপ্যয়ভার্গবাগ্নিঃ।
সোঽব্ধিং ববন্ধ দশবক্ত্রমহন্ সলঙ্কং
সীতাপতির্জয়তি লোকমলঘ্নকীর্ত্তিঃ।। ২১।।

অন্বয়ঃ— হৈহয়কুলাপ্যয়ভার্গবাগ্নিঃ (হৈহয়ানাং কুলস্যাপ্যয়ায় বিনাশায় ভার্গবরূপোঽগ্নিঃ) রামঃ তু ত্রিঃসপ্তকৃত্বঃ(একবিংশতিবারান্) গাং চ (ভূমিং) নিঃক্ষত্রিয়াম্ অকৃত (চকার) লোকমলঘ্নকীর্ত্তিঃ (লোকানাং মলানি পাপানি হন্তীতি তথাভূতা কীর্ত্তির্যস্য সঃ) সীতাপতিঃ সঃ (রামঃ) অব্ধিং ববন্ধ, সলঙ্কং (লঙ্কাস্থবীরগণসহিতং) দশবক্ত্রং (রাবণম্) অহন্ (বিনাশিতবান্ সঃ) জয়তি (উৎকর্ষেণ বর্ত্ততে)।। ২১।।

অনুবাদ— তিনিই হৈহয়কুলসংহারাগ্নি ভৃগুরামরূপে একবিংশতিবার পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয়া করিয়াছিলেন এবং লোকপাবনকীর্ত্তি শ্রীরামরূপে সমুদ্রবন্ধন ও লঙ্কাসহ রাবণের সংহার করিয়াছিলেন।। ২১।।

বিশ্বনাথ— সলঙ্কং লঙ্কাস্থসর্ব্ববীরসহিতমিত্যর্থঃ। জয়তীতি, কথায়া অস্যাস্তৎকালভবত্বাত্তস্মিন্নাদরবিশেষো ব্যক্তঃ।। ২১।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— লঙ্কাস্থিত রাক্ষসবীরগণের সহিত দশানন রাবণকে বধ করিয়া সীতাদেবীকে উদ্ধার করিয়াছিলেন। যখন নবযোগেন্দ্র এইকথা বলেন, তখনই রামচন্দ্রের অবতার হইয়াছিল। এইকারণে জয়শব্দ কীর্ত্তন-দ্বারা তাহার বিশেষ আদর প্রকাশ করিলেন।। ২১।।

বিবৃতি— পরশুরামরূপে একবিংশতিবার ক্ষত্রিয় বিনাশ করেন। লোকপাপনাশন রামচন্দ্র সেতুবন্ধনপূর্ব্বক লঙ্কাপুরী দগ্ধ ও দশাননকে বিনষ্ট করেন।। ২১।।

ভূমের্ভারাবতরণায় যদুষ্বজন্মা
জাতঃ করিষ্যতি সুরৈরপি দুষ্করাণি।
বাদৈর্বিমোহয়তি যজ্ঞকৃতোঽতদর্হান্
শূদ্রান্ কলৌ ক্ষিতিভুজো ন্যহনিষ্যদন্তে।। ২২।।

অন্বয়ঃ— অজন্মা (অজঃ ভগবান্) ভূমেঃ ভারাবতরণায় যদুষু জাতঃ (স্বেচ্ছয়া অবতীর্ণঃ সন্) সুরৈঃ অপি দুষ্করাণি (কর্ম্মাণি) করিষ্যতি। (বুদ্ধরূপঃ সন্) অতদর্হান্ (যজ্ঞানর্হান্) যজ্ঞকৃতঃ (যজ্ঞান্ কুর্ব্বাণান্ দৈত্যান্) বাদৈঃ (বেদবিরুদ্ধতর্কৈঃ) বিমোহয়তি কলৌ অন্তে (কলিযুগস্যান্তে কল্কিরূপেণাবতীর্ণঃ সন্) শূদ্রান্ ক্ষিতিভুজঃ (নৃপান্) ন্যহনিষ্যৎ (নিহনিষ্যন্তি)।। ২২।।

অনুবাদ— সেই অজ ভগবান্ ভূভারহরণের জন্য যদুকূলে অবতীর্ণ হইয়া দেবগণেরও দুষ্কর কর্ম্মসমূহ সম্পাদন করিবেন। বুদ্ধরূপে যজ্ঞকর্ম্মে অনধিকারী যজ্ঞরত দৈত্যগণকে বেদবিরুদ্ধতর্ক প্রচারদ্বারা মোহিত করিবেন এবং কলিযুগের অবসানে কল্কিরূপে অবতীর্ণ হইয়া শূদ্র রাজগণকে বিনষ্ট করিবেন।। ২২।।

বিশ্বনাথ— বিমোহয়তি বিমোহয়িষ্যতি বুদ্ধঃ। ন্যহনিষ্যৎ নিহনিষ্যতি কল্কিঃ।। ২২।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— বুদ্ধ অবতারে মায়াবাদ প্রচার পূর্ব্বক অসুরগণকে মোহন করিয়া বেদের হিংসা কার্য্যকে নিন্দা করিবেন। ম্লেচ্ছধর্ম্মে মগ্ন শূদ্রগণকে কলিকালে কল্কি অবতার হত্যা করিবেন।। ২২।।

বিবৃতি— ভূমির ভারনাশের জন্য যাদব হইয়া দুঃসাধ্য কর্ম্ম সম্পাদন করেন। তার্কিক, কর্ম্মাগ্রহী বৌদ্ধগণের বেদবিরুদ্ধ তর্কদ্বারা অযোগ্যগণের বুদ্ধরূপে মূঢ়তা সম্পাদন করেন এবং কলির শেষভাগে জড়বিষয়লুব্ধ শূদ্র, পরাক্রমশালী মণ্ডলরাজগণের বিনাশসাধন করেন।। ২২

এবম্বিধানি জন্মানি কর্ম্মাণি চ জগৎপতেঃ।
ভূরীণি ভূরিযশসো বর্ণিতানি মহাভুজ।। ২৩।।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং একাদশস্কন্ধে নিমিজায়ন্তেয়োপাখ্যানে চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

অন্বয়ঃ— (হে) মহাভুজ ভূরিযশসঃ (অতুলকীর্ত্তেঃ) জগৎপতেঃ(জগৎপালকস্য শ্রীহরেঃ) এবংবিধানি (অন্যান্যপি) ভূরীণি জন্মানি কর্ম্মাণি চ (শাস্ত্রেষু) বর্ণিতানি।। ২৩

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে চতুর্থাধ্যায়স্যান্বয়ঃ।

অনুবাদ— হে মহাবাহো! অতুলকীর্ত্তি জগদীশ্বর শ্রীহরির এবম্বিধ অসংখ্য অবতার এবং চরিতসমূহ বর্ণিত হইয়াছে।। ২৩।।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবত একাদশ-স্কন্ধ চতুর্থ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

বিশ্বনাথ—

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।
একাদশে চতুর্থোঽয়ং সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্।।

ইতি শ্রীল বিশ্বনাথচক্রবর্ত্তি ঠক্কুরকৃতা শ্রীভাগবতে একাদশ-স্কন্ধে চতুর্থাধ্যায়স্য সারার্থদর্শিনী টীকা সমাপ্তা।

মধ্ব—

ইতি শ্রীমদানন্দতীর্থভগবৎপাদাচার্য্যবিরচিতে শ্রীমদ্ভাগবতৈকাদশস্কন্ধতাৎপর্য্যে চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

তথ্য—

ইতি শ্রীমদ্ভাগবত একাদশস্কন্ধে চতুর্থ অধ্যায়ের তথ্য সমাপ্ত।

বিবৃতি— যাঁহারা ভগবানের অচিন্ত্যবিক্রম বুঝিতে অসমর্থ এবং জড়বৈচিত্র্যে বিশেষ আস্থা স্থাপন করেন, তাঁহাদিগের অবগতির জন্য ত্রিবিক্রম ভুবনত্রয়ে অবতীর্ণ হইয়া অজের জন্ম, অধোক্ষজের অনুষ্ঠানসমূহ প্রদর্শন করিয়া থাকেন।। ২৩।।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবত একাদশস্কন্ধে চতুর্থ অধ্যায়ের বিবৃতি সমাপ্ত।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবত একাদশস্কন্ধের চতুর্থ অধ্যায়ের শ্রীগৌড়ীয় ভাষ্য সমাপ্ত।
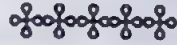
পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ

শ্রীরাজোবাচ—

ভগবন্তং হরিং প্রায়ো ন ভজন্ত্যাত্মবিত্তমাঃ।
তেষামশান্তকামানাং কা নিষ্ঠাঽবিজিতাত্মনাম্।। ১।।

গৌড়ীয় ভাষ্য

পঞ্চম অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে হরিভজনবিমুখ অজিতেন্দ্রিয় ও অশান্তব্যক্তিগণের গতি এবং প্রতিযুগে ভগবানের বিভিন্ন নাম, রূপ ও পূজাবিধি আলোচিত হইয়াছে।

আদিপুরুষ বিষ্ণুর মুখ, বাহু, উরু ও পাদ হইতে যথাক্রমে সত্ত্বাদিগুণতারতম্যে ব্রাহ্মণাদি চতুর্বর্ণের চতুরাশ্রমসহিত উৎপত্তি হইয়াছে। নিজের উৎপত্তির সাক্ষাৎ কারণস্বরূপ শ্রীহরিকে ভজন না করিলে ও অবজ্ঞা করিলে চারিবর্ণাশ্রমীর অধঃপতন হইয়া থাকে। তন্মধ্যে স্ত্রীলোক এবং শূদ্রগণ হরিকথাশ্রবণকীর্ত্তন হইতে দূরে অবস্থিত বলিয়া অজ্ঞতাহেতু মহদ্‌গণের কৃপাপাত্র। অপর বর্ণত্রয় শ্রৌতজন্মদ্বারা হরিপাদপদ্মলাভের যোগ্যতা লাভ করিয়াও বেদের অর্থবাদে মুগ্ধ হইয়া পড়ে। তাহারা কর্ম্মতাৎপর্য্যানভিজ্ঞ পণ্ডিতাভিমানী হইয়া কর্ম্মফললোভে অন্যদেবগণের চাটুকারক হয় এবং ভগবদ্ ভক্তগণকে উপহাস করে। তাহারা গৃহব্রতী, গ্রাম্যবার্ত্তারত, বিষ্ণু-বৈষ্ণবসেবাবিমুখ, ঐশ্বর্য্যাদিমদমত্ত, বিবেকবুদ্ধিরহিত ও মনোধর্ম্মী হয়। কিন্তু গৃহধর্ম্মাদি লোকের পক্ষে নৈসর্গিক এবং শাস্ত্রাদেশনিরপেক্ষ। তাহা হইতে সর্ব্বতোভাবে নিবৃত্তিই বেদের মুখ্য উদ্দেশ্য। আত্মধর্ম্মযাজনের আনুকূল্যার্থই ধন,—আত্মেন্দ্রিয়তর্পণের জন্য নহে। ইন্দ্রিয়তৃপ্তির পরিবর্ত্তে সন্তান উৎপাদনের নিমিত্তই মৈথুনধর্ম্ম। যজ্ঞ-প্রয়োজনভিন্ন পশুহিংসা করিলে সেই পশুগণ পরলোকে হিংসককে ভক্ষণ করিয়া থাকে। নিজসুখলাভে জীবহিংসাদ্বারা জীবদেহস্থ পরমাত্মরূপী শ্রীহরিকেই দ্রোহ করা হয়। বাসুদেবপরাঙ্মুখ অজ্ঞান আত্মবঞ্চকগণ নিজ সর্ব্বনাশ আবাহনপূর্ব্বক নরকেই প্রবিষ্ট হইয়া থাকে।

ভগবান্ শ্রীহরি যুগানুরূপ বিবিধ বর্ণ, নাম ও রূপ গ্রহণ পূর্ব্বক বিভিন্ন বিধানে পূজিত হইয়া থাকেন। সত্যযুগে—ভগবান্ শুক্লবর্ণ চতুর্ভুজ ব্রহ্মচারিবেশী, হংসাদি-নামবিশিষ্ট এবং ধ্যানযোগে সেবিত হন। ত্রেতাযুগে—তিনি রক্তবর্ণ, চতুর্ভুজ স্রুক্‌স্রুবাদ্যুপলক্ষিত যজ্ঞমূর্ত্তি, যজ্ঞাদিনামে অভিহিত এবং বৈদিক যজ্ঞের দ্বারা আরাধিত হন। দ্বাপরে—তিনি শ্যামবর্ণ, পীতবাস, শ্রীবৎসাদিলক্ষণ-চিহ্নিত, বাসুদেবাদিনামযুক্ত এবং বৈদিক ও তান্ত্রিক বিধিতে অর্চ্চিত হন। কলিতে তিনি গৌরবর্ণ, সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদ, কৃষ্ণকীর্ত্তনপরায়ণ এবং সঙ্কীর্ত্তনযজ্ঞে আরাধিত হন। কলিযুগে একমাত্র শ্রীহরির নামকীর্ত্তন-দ্বারাই সর্ব্বপুরুষার্থ লভ্য হয় বলিয়া গুণগ্রাহিগণ কলি-

যুগের প্রশংসা করিয়া থাকেন। কলিযুগে দ্রবিড়দেশে তাম্রপর্ণী, কৃতমালা, কাবেরী, মহানদী প্রবাহিত প্রদেশের জনগণ বহুলভাবে ভগবদ্ভক্তিপরায়ণ হইবেন। সকল অহঙ্কার পরিত্যাগপূর্ব্বক সর্ব্বতোভাবে শ্রীহরির শরণাগত ব্যক্তি দেবাদি কাহারও নিকট ঋণী হন না। ভগবান শ্রীহরি অনন্যশরণ ভক্তের হৃদয়ে উদিত হইয়া ভক্তহৃদয়ের আকস্মিক গর্হিতভাবসকল বিদূরিত করিয়া দেন। বিদেহ-রাজ নিমি নবযোগেন্দ্রমুখে ভাগবতধর্ম্ম সবিস্তারে শ্রবণ করিয়া প্রীতচিত্তে তাঁহাদিগের পূজা করিলে তাঁহারা তখনই অন্তর্হিত হইলেন। দেবর্ষি নারদ বসুদেবকে এই ভাগবতধর্ম্ম আশ্রয়ের উপদেশ করিয়া বলিলেন যে, শ্রীকৃষ্ণ ভূভারাদিহরণের জন্য তাঁহাদের পুত্রত্ব স্বীকার করিয়া অবতীর্ণ হইয়াছেন, তাঁহারা যেন মানুষলীলাভিনয়-কারী শ্রীকৃষ্ণে অপত্যবুদ্ধি না করেন। পরন্তু শিশুপালাদি নৃপতিগণ যাঁহাকে বৈরভাবে চিন্তা করিয়া তাঁহার সাম্যলাভ করিয়াছেন, সেই শ্রীকৃষ্ণে সানুরাগে স্নেহপ্রীতিকারীর সিদ্ধিবিষয়ে বলা বাহুল্যমাত্র।

অন্বয়ঃ— শ্রীরাজা উবাচ— (হে) আত্মবিত্তমাঃ! প্রায়ঃ (যে জনাঃ) ভগবন্তং হরিং ন ভজন্তি, অবিজিতাত্ম-নাম্ (অজিতেন্দ্রিয়াণাম্) অশান্তকামানাং (কামনাপর-বশানাং) তেষাং কা নিষ্ঠা (কা গতির্ভবতি তদ্ বদ)।। ১।।

অনুবাদ— শ্রীরাজা বলিলেন,— হে ব্রহ্মজ্ঞশ্রেষ্ঠ মুনিগণ! ইহলোক মানবগণের মধ্যে অনেকেই ভগবান্ শ্রীহরির আরাধনা করে না, পরন্তু তাদৃশ অজিতেন্দ্রিয় কামনাপরবশ পুরুষগণের কীদৃশী গতি হইয়া থাকে তাহা বর্ণন করুন।। ১।।

বিশ্বনাথ—

পঞ্চমে চমসো বিষ্ণুবিমুখানাং সুদুর্গতিম্।
যুগধর্ম্মাবতারাংস্তু প্রোবাচ করভাজনঃ।।

এবং কৃপায়াবতারৈঃ খ্যাপিতযশস্যপি ভগবতি বিমুখীভূয় কিং লিপ্সন্ত ইত্যদ্ভুতবিস্ময়ং পৃচ্ছতি, হে আত্মবিত্তমাঃ কা নিষ্ঠা কিং প্রাপ্যমিত্যর্থঃ।। ১।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— এই পঞ্চম অধ্যায়ে শ্রীহরির-বিমুখ দুর্গত জীবগণের অবস্থা চমস যোগেন্দ্র বর্ণন করি-তেছেন এবং করভাজন ঋষি যুগাবতারের কথা বলিতেছেন।

নিমি মহারাজ ভগবানের কৃপাপূর্ব্বক অবতার সমূহের বর্ণিত যশসমূহ শ্রবণ করিয়া, সেই ভগবানে বিমুখ জনগণ কি লাভ করে, এইভাবে অদ্ভুত বিস্ময় সহকারে জিজ্ঞাসা করিতেছেন— হে আত্মবিদ্‌গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আপনারা হরিবিমুখগণের প্রাপ্যগতির কথা বলুন।। ১।।

বিবৃতি— শ্রীকামদেব হরি নির্ব্বিশিষ্ট-ব্রহ্মমাত্র নহেন বা তিনি গুণসাম্যাবস্থা প্রকৃতিমাত্র নহেন। জড়-বিশেষ ও প্রকৃতি-প্রসূত বৈচিত্র্যসমূহ অণুচিৎ জীবের তটস্থভাবের প্রতি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হয়। তজ্জন্য ঐকান্তিক ও হরিসেবোন্মুখ জীব ভগবৎসেবায় উদাসীন হইলেই জড়বিশেষের দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া প্রতিকূল বাস-নার ভৃত্য হইয়া পড়েন। হরিসেবা-বিহীন জীবগণ পঞ্চ-প্রকার চিন্ময়রস-বিরহিত হইয়া জড়শান্তি হইতেও বিচ্যুত হন; তখন তাঁহাদের চিন্ময় ইন্দ্রিয়ের বৃত্তিসমূহ অচিৎএর আবরণে আবৃত হয়। তাঁহারা ইন্দ্রিয়জজ্ঞান দ্বারা জড়ের উপর আধিপত্য বিস্তার করিতে গিয়া জড়তা লাভ করিয়া অশান্ত হইয়া পড়েন। যাঁহারা আত্মবিৎ, তাঁহারা দেবতা-সর্গ জড়রূপরসগন্ধাদিতে অভিভূত হন না। সুতরাং দেব-গণ রূপরসগন্ধবিশিষ্ট হইয়া ভগবদ্‌ভক্তের কোনপ্রকার বিঘ্ন উৎপাদন করিতে সমর্থ হন না। কিন্তু যাঁহারা অনাত্ম-বিচারে অভিভূত হইয়া রূপরসাদির বাধ্য হন, তাঁহারা বাসনা-ক্রমে ইন্দ্রিয়জজ্ঞান রহিত হইতে অসমর্থ হইয়া ভগবদ্‌ভজন-রহিত হইয়া পড়েন। তাঁহাদের প্রাপ্য কিরূপ হইবে, তদ্বিষয়ে চমস-মুনির নিকট বিদেহরাজ নিমি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছেন।। ১।।

শ্রীচমস উবাচ—

মুখবাহূরুপাদেভ্যঃ পুরুষস্যাশ্রমৈঃ সহ।
চত্বারো জজ্ঞিরে বর্ণা গুণৈর্বিপ্রাদয়ঃ পৃথক্।। ২।।

অন্বয়ঃ— শ্রীচমসঃ উবাচ,— পুরুষস্য (ভগবতঃ) মুখবাহূরুপাদেভ্যঃ গুণৈঃ (সত্ত্বেন বিপ্রঃ সত্ত্বরজোভ্যাং ক্ষত্রিয়ঃ, রজস্তমোভ্যাং বৈশ্যঃ, তমসা শূদ্রঃ) আশ্রমৈঃ (ব্রহ্মচর্য্যাদিভিঃ) সহ পৃথক্ বিপ্রাদয়ঃ চত্বারঃ বর্ণা জজ্ঞিরে (জাতাঃ)।। ২।।

অনুবাদ— শ্রীচমস বলিলেন,— হে রাজন! আদি-পুরুষ ভগবান্ বিষ্ণুর মুখ হইতে সত্ত্বগুণে ব্রাহ্মণ, বাহু হইতে সত্ত্ব ও রজোগুণে ক্ষত্রিয়, উরু হইতে রজঃ ও তমোগুণে বৈশ্য এবং পদ হইতে তমোগুণে শূদ্র উৎপন্ন হইয়াছিল। ব্রহ্মচর্য্যাদি আশ্রমচতুষ্টয়ও তাহাদের সহিতই উদ্ভূত হইয়াছে।। ২।।

বিশ্বনাথ— ভজনীয়স্য ভগবতোঽভজনাদ্দুর্গতি-রেবেতি বক্তুং প্রথমং ভজনীয়ত্বে যুক্তিমাহ, মুখেতি। গুণৈঃ সত্ত্বেন বিপ্রাঃ, সত্ত্বরজোভ্যাং ক্ষত্রিয়া, রজস্তমোভ্যাং বৈশ্যাস্তমসা শূদ্রাঃ। অত্র মুখাদিভ্য আশ্রমৈঃ সহ চত্বারো বর্ণা জজ্ঞির ইত্যন্বয়ে আশ্রমাণামপি মুখাদিভ্য এবোৎপত্তিঃ প্রসজ্জতে সা চ ন তথা—যদ্বক্ষ্যতে "গৃহাশ্রমো জঘনতো ব্রহ্মচর্য্যং হৃদো মম। বক্ষঃস্থলাদ্বনে বাসো ন্যাসঃ শীর্ষণি চ স্থিতঃ" ইতি। তস্মান্মুখবাহূরুপাদেভ্য ইত্যতঃ প্রাগ্জঘনহৃদ্বক্ষোমস্তকাদিত্যধ্যাহার্য্যম্। ততশ্চ জঘনাদিভ্যো মুখাদিভ্যশ্চ আশ্রমৈঃ সহ ক্রমেণ বর্ণা জজ্ঞির ইতি সঙ্গতম্।। ২।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— ভজনীয় ভগবানের ভজন না করায় তাহাদের দুর্গতিই বলিবার জন্য, প্রথমে ভগবানের যে ভজনীয় এই বিষয়ে শ্রীচমস ঋষি যুক্তি বলিতেছেন। মহাপুরুষের শ্রীমুখ হইতে সত্ত্বগুণে বিপ্রগণ, সত্ত্ব রজগুণে বাহু হইতে ক্ষত্রিয়গণ, রজস্তমগুণে উরু হইতে বৈশ্যগণ ও তমগুণে চরণ হইতে শূদ্রগণ আশ্রমসহ এই চারিটি বর্ণ জন্ম গ্রহণ করিয়াছে। এইরূপ বলিলে কিঞ্চিৎ দোষ হয় কারণ পরে বলিলেন গৃহাশ্রম আমার জঘনদেশ হইতে, ব্রহ্মচর্য্য হৃদয় হইতে, বক্ষস্থল হইতে বাণপ্রস্থ ও মস্তক হইতে সন্ন্যাস আশ্রম হইয়াছে অতএব মুখ বাহু ইত্যাদি বলিবার পূর্ব্বে আশ্রমগুলির কথা বলা আবশ্যক তাহা হইলে ঐ জঘনাদি হইতে আশ্রম চারিটিও মুখাদি হইতে ক্রমে চারিটি বর্ণ জন্মগ্রহণ করিয়াছে এইরূপ বলিলে সঙ্গত হয়।। ২।।

তথ্য— ঋক্‌সংহিতায় ৮।৪।১৯, শুক্লযজুর্ব্বেদে ৩৪।১১, অথর্ব্ববেদে ১৯।৬।৬ "ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীদ্ বাহূ রাজন্যঃ কৃতঃ। ঊরু তদস্য যদ্বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রোঽজায়ত।।"

বিবৃতি— নবযোগেন্দ্রের অন্যতম দ্রুমিল ও আবির্হোত্র পূর্ব্বে ভাগবতধর্ম্মের কথা বলিয়াছেন। ভগবদ্-বিমুখগণের বিচারপ্রণালী কিরূপভাবে ভগবদ্ভক্তির দিক্ পরিবর্ত্তন করে এবং বিমুখ জনগণকে 'প্রকৃতিজনে' পরিণত করে, সেইসকল কথা বলিবার উদ্দেশ্যেই চমসমুনি এক্ষণে বলিতেছেন।

অপ্রাকৃত নিত্যবৈচিত্র্য ও প্রাকৃত সৃষ্টি, উভয়ের মধ্যে বৈচিত্র্যগত সাদৃশ্য থাকিলেও একটি— নিত্য অপরটি— নশ্বর-ধারায় অবস্থিত। বিরাট্ পুরুষের মুখ হইতে ব্রাহ্মণ,বাহুদ্বয় হইতে ক্ষত্রিয়, উরু হইতে বৈশ্য ও পদদেশ হইতে শূদ্র—এই বর্ণচতুষ্টয় গুণবিচারে জন্মগ্রহণ করিয়াছে।

প্রকৃতিজনকাণ্ডে খণ্ডকালের বৈষম্যবিচারে ব্রাহ্মণাদি দ্বিজাতির চারিপ্রকার আশ্রম বিরাট্ পুরুষ হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। প্রাকৃত-জগতের বাহ্য ব্যাপকতা বুঝাইবার জন্যই বিরাট্ পুরুষের ধারণা। দ্বিতীয় পুরুষাবতার গর্ভোদকশায়ী মহাবিষ্ণু নিত্য-সমষ্টিবিষ্ণুর লীলা প্রচার করেন। তাঁহারই নশ্বর প্রতীতি হইতে সমষ্টিগত প্রাপঞ্চিকতা। তিনি অন্তর্য্যামী-সূত্রে বিরাট্ পুরুষের প্রাপঞ্চিক ধারণা উদয় করান।

নশ্বর জগতে ভগবানের গৌণী শক্তি গুণ নামে পরিচিত। এজন্য নির্ব্বিশেষপরায়ণ জনগণ তটস্থধর্ম্মে গুণসাম্যাবস্থা লক্ষ্য করেন। মায়াশক্তির ত্রিবিধ গুণ— হলাদিনী, সন্ধিনী ও সম্বিৎ-নাম্নী চিন্ময়ীশক্তির বৈচিত্র্যসমূহ—গুণাতীত নৈর্গুণ্যের মূলপ্রকাশ। গুণত্রয়ের অভাব যে বহিরঙ্গা ও অন্তরঙ্গা শক্তির মধ্যভাগে নৈর্গুণ্য-

ধারণা করায়, তাহাতে চিচ্ছক্তির অভাব-হেতু উহাও অচিৎ ধারণার প্রকার-ভেদ মাত্র। জড়-ধারণায় যে বৃহতের রচনা, উহাই বিরাট্ ও জড়াতীত তটস্থধর্ম্মের নির্ব্বিশিষ্ট কল্পনা সবিশেষ বিচারে নিঃশক্তিকত্বের পরিবর্ত্তে চিন্ময়ী-শক্তিমত্তায় প্রতিষ্ঠিতা। চিদ্‌বৈচিত্র্য ও জড়বিকারের আকরস্থান—চিন্ময়ীশক্তি ও নিঃশক্তিকত্বে অবস্থিত।। ২।।

য এষাং পুরুষং সাক্ষাদাত্মপ্রভবমীশ্বরম্।
ন ভজন্ত্যবজানন্তি স্থানাদ্‌ভ্রষ্টাঃ পতন্ত্যধঃ।। ৩।।

অন্বয়ঃ— এষাং (মধ্যে) যে (জনাঃ) সাক্ষাৎ আত্ম-প্রভবম্ (আত্মনঃ প্রভবো জন্ম যস্মাৎ তম্) ঈশ্বরম্ (অজ্ঞানাৎ) ন ভজন্তি (কিঞ্চ জ্ঞাত্বাপি) অবজানন্তি (তে কৃতঘ্নাঃ) স্থানাৎ ভ্রষ্টাঃ (বর্ণাশ্রমাদ্ ভ্রষ্টাঃ সন্তঃ) অধঃ পতন্তি।। ৩।।

অনুবাদ— এই চতুর্বর্ণস্থিত যে সকল পুরুষ নিজের উৎপত্তির সাক্ষাৎ কারণস্বরূপ ঈশ্বরকে অজ্ঞানতঃ আরাধনা না করে অথবা তাঁহার কথা জানিয়াও অবজ্ঞা করে, তাহারা স্থানভ্রষ্ট ও অধঃপতিত হইয়া থাকে।। ৩।।

বিশ্বনাথ— এষাং মধ্যে যে ন ভজন্তি, আত্মনঃ প্রভবো যস্মাত্তং আদিপিতরমিত্যর্থঃ। ন ভজন্ত্যত এবাবজানন্তি, অবশ্যভজনীয়স্য গুরোরভজনমেবাবজ্ঞেতি ভাবঃ। স্থানাদ্বর্ণাশ্রমলক্ষণাৎ।। ৩।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— ইহাদের মধ্যে যাঁহারা ভজন না করেন তাহারা নিজ আদি-পিতার ভজন না করিলে স্বভাবতঃই দুষ্ট। ভজন না করার জন্য অবজ্ঞা করা হইল, অবশ্যভজনীয় গুরুর ভজন না করাই অবজ্ঞা অতএব নিজ নিজ আশ্রমও বর্ণ হইতে ভ্রষ্ট হইল।। ৩।।

বিবৃতি— ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়াদি বর্ণে ও ব্রহ্মচারিগৃহস্থাদি আশ্রমচতুষ্টয়ে অবস্থিত জনগণ যদি তত্তদ্‌বর্ণাশ্রম লাভ করিয়া পুরুষসূক্তকথিত গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণুর সেবা না করিয়া তাঁহাকে অবজ্ঞাপূর্ব্বক প্রাপঞ্চিক ধারণাবশে "তিনিও প্রকৃতি-প্রসূত, সুতরাং ঈশ্বর আত্মপ্রভব সাক্ষাদ্‌বস্তু নহেন" বলিয়া অবজ্ঞ করেন, তাহা হইলে তাঁহারা প্রাপঞ্চিক ধারণাবশে স্ব স্ব-বর্ণাশ্রম হইতে অধঃপতিত হয় এবং স্ব স্ব-বর্ণ ও আশ্রম-ধর্ম্মের সংরক্ষণে সমর্থ হন না। ভক্তিরহিত আত্মপ্রতীতির ভানকেই 'অনাত্ম প্রতীতি' বলে। তখন 'অহংগ্রহোপাসনার' বাসনায় প্রমত্ত হইয়া জীব অদ্বয়জ্ঞান বাস্তববস্তু পরমে-শ্বরের সেবা পরিহারপূর্ব্বক প্রাপঞ্চিক অহঙ্কারে ভগবৎ- সেবা-বঞ্চিত হন। ভগবৎকৃপার অভাববশতঃ তাঁহার নিত্যাবস্থিতি হইতে বিচ্যুতি ঘটে।। ৩।।

দূরে হরিকথাঃ কেচিৎ দূরে চাচ্যুতকীর্ত্তনাঃ।
স্ত্রিয়ঃ শূদ্রাদয়শ্চৈব তেঽনুকম্প্যা ভবাদৃশাম্।। ৪।।

অন্বয়ঃ— দূরে হরিকথাঃ (দূরে হরিকথাশ্রবণং যেষাং তে) দূরে চ অচ্যুতকীর্ত্তনাঃ (দূরে অচ্যুতকীর্ত্তনঞ্চ যেষাং তে) কেচিৎ স্ত্রিয়ঃ শূদ্রাদয়ঃ চ এব তে (সর্ব্বে এব) ভবাদৃশাং (ভগবদ্ভক্তানাম্) অনুকম্প্যাঃ (কৃপার্হাঃ)।।৪।।

অনুবাদ— যে সকল স্ত্রী এবং শূদ্রাদি নীচ জন সর্ব্বদা হরিকথা-শ্রবণ ও অচ্যুতমাহাত্ম্য কীর্ত্তন হইতে দূরে অবস্থিত, তাদৃশ সকলেই আপনাদের ন্যায় ভগবদ্‌ভক্ত-গণের কৃপার যোগ্য।। ৪।।

বিশ্বনাথ— তত্র যেঽজ্ঞাস্তে ভবদ্বিধানামনুগ্রাহ্যা এবেত্যাহ দূর ইতি। দূরে হরিকথা যেষাং তে যে সাধুসঙ্গ-ভাগ্যহীনা ইত্যর্থঃ। দূরেঽচ্যুতস্য কীর্ত্তনং যেষাং তে ইতি যে চ বধিরা ইত্যর্থঃ। তে অনুকম্প্যা ইতি তত্রাদ্যা ভক্ত্যুপদেশেন দ্বিতীয়া মূর্দ্ধ্নি চরণধূলিদানেন চ কৃতার্থীকার্য্যা ইত্যর্থঃ।। ৪।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— তাহাদের মধ্যে যাঁহারা অজ্ঞ তাঁহারা আপনাদের ন্যায় মহারাজের অনুগ্রহ পাত্রই, ইহাই বলিতেছেন—যাহারা হরিকথা হইতে দূরে তাহারা সাধু-সঙ্গরূপ সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত। যাহারা শ্রীহরির কীর্ত্তন হইতে দূরে থাকে তাহারা বধির, তাহারা আপনাদের কৃপাপাত্র। তন্মধ্যে প্রথম যাহারা, তাহাদিগকে ভক্তি উপদেশ দ্বারা কৃপা করা কর্ত্তব্য। দ্বিতীয় যাহারা, তাহাদের মস্তকে চরণধূলি দান দ্বারা কৃতার্থ করা উচিৎ।। ৪।।

বিবৃতি— ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের অধীনস্থ ভৃত্য-বর্গ ও তদধীন স্ত্রীগণ হরিকথা শ্রবণ করিবার সুযোগ লাভ করেন না; কেননা, অচ্যুতবস্তুর বর্ণ তাঁহাদের কর্ণে প্রবিষ্ট হয় না। সুতরাং স্ত্রীশূদ্রগণ সর্ব্বদাই ভবাদৃশ ভগবদুন্মুখগণের দয়ার পাত্র।। ৪।।

বিপ্রো রাজন্যবৈশ্যৌ বা হরেঃ প্রাপ্তাঃ পদান্তিকম্।
শ্রৌতেন জন্মনাথাপি মুহ্যন্ত্যাম্নায়বাদিনঃ।। ৫।।

অন্বয়ঃ— অথ বিপ্রঃ রাজন্যবৈশ্যৌ বা শ্রৌতেন (উপনয়নাখ্যেন) জন্মনা (চ) হরেঃ পদান্তিকম্ (আরা-ধনেন চরণপ্রাপ্তিযোগ্যত্বং) প্রাপ্তাঃ অপি আম্নায়বাদিনঃ (আম্নায়েষু যে বাদা অর্থবাদাস্তে মোহকতয়া বিদ্যন্তে যেষাং তে তথা সন্তঃ) মুহ্যন্তি (ভগবদারাধনং বিহায় কর্ম্মফলে সজ্জন্তে)।। ৫।।

অনুবাদ— ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যগণ উপনয়ন রূপ দ্বিজত্ব-নিবন্ধন শ্রীহরির পাদপদ্মলাভের যোগ্য হইয়াও বেদবর্ণিত অর্থবাদবচনে মোহিত হইয়া ভগবদু-পাসনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বর্গাদি কর্ম্মফলে আসক্ত হইয়া থাকেন।। ৫।।

বিশ্বনাথ— জ্ঞানলবদুর্বিদগ্ধাস্ত্বচিকিৎস্যত্বাদুপেক্ষ্যা এবেত্যাশয়েনাহ, বিপ্র ইতি। শ্রৌতেন উপনয়নাখ্যেন উপলক্ষণমেতৎ, অধ্যয়নাদিনাপি,হরেঃ পদান্তিকং তদ্ভক্ত-জনোত্তমাধিকারং প্রাপ্তা অপি মুহ্যন্তি কর্ম্মফলেষু সজ্জন্তে। কুতঃ, আম্নায়েষু যে বাদা অর্থবাদাস্তে মোহক-তয়া বিদ্যন্তে যেষাং তে, তদুক্তং গীতাসু—"যামিমাং পুষ্পিতাং বাচং প্রবদন্ত্যবিপশ্চিতঃ। বেদবাদরতাঃ পার্থ নান্যদস্তীতি বাদিনঃ" ইতি।। ৫।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— যাহারা অল্পজ্ঞান লাভ করিয়া দুষ্টপণ্ডিত হইয়াছেন, তাহারা চিকিৎসার বাহিরে। অর্থাৎ তাহাদিগকে উপেক্ষাই করা উচিৎ, ইহাই বলিতেছেন— ব্রাহ্মণ উপনয়ন ও বেদ অধ্যয়ন আদি দ্বারা ও শ্রীহরির চরণ-নিকটে তাঁহার ভজনে উত্তম অধিকার প্রাপ্ত হইয়াও মোহবশতঃ কর্ম্মফলে আসক্ত হয়। কিরূপে? বেদসমূহে যেসকল প্রশ্নসংবাদ আছে, তাহা মোহ জনক। তাহাই শ্রীগীতাতে বলিয়াছেন 'অপণ্ডিতগণ বেদমধ্যে প্রশংসা বাক্য শুনিয়া কর্ম্মকাণ্ডে রত। হে অর্জ্জুন! তাহারা মনে করেন বেদে অন্য কিছুই নাই'।। ৫।।

বিবৃতি— দ্বিজাতিত্রয় বৈদিক অধিষ্ঠান বা শ্রুতিপথ অবলম্বন করিয়া যদিও ভগবৎসেবায় উন্মুখতা লাভ করেন, তথাপি ভগবদ্‌বিস্মৃতিক্রমে আম্নায়বাদী হইয়াও তাঁহাদের অধঃপতন ঘটে। শ্রৌতপথে অধোক্ষজসেবাই পরম মুখ্যা। যাঁহারা অধোক্ষজ সেবা বঞ্চিত হইয়া, আপনাদিগকে গুর্ব্বভিমানে শ্রৌত বলিয়া পরিচয় দিয়াও হরিভজনে উদাসীন হন, তাঁহারা এই অনিত্য-সংসারে আপনাদিগকে অন্তরে প্রকৃতিভোক্তা প্রাকৃত জানিয়া মূঢ়তা লাভ করেন। যদিও শ্রৌতজন্মে যজ্ঞেশ্বর বিষ্ণুর সেবা-সৌভাগ্য তাঁহাদের পক্ষে সম্ভব হইয়াছে, তথাপি সেবা-বৈমুখ্য তাঁহাদিগকে শ্রুতিপথ হইতে বিপথে লইয়া যায়। তখন তাঁহারা বিষ্ণু ব্যতীত অন্যান্য দেবগণের সেবায় প্রবৃত্ত হইয়া নিজ অমঙ্গল বরণ করেন। দেবগণই তাঁহাদের সেবাধর্ম্মে উন্নতির বিঘ্ন ও ব্যাঘাত উৎপাদন করেন। এতৎপ্রসঙ্গে "জন্মাদ্যস্য" শ্লোক ও শ্রীচরিতামৃত-কথিত সনাতন-শিক্ষায় শ্রীমদ্ গৌরসুন্দরের বাক্য আলোচ্য—

"কৃষ্ণ ভুলি' সেই জীব অনাদি-বহির্ম্মুখ।
অতএব মায়া তারে দেয় সংসার-দুঃখ।।"

অনর্থযুক্ত বদ্ধজীব প্রত্যক্ষ ও অনুমানকে শ্রৌতপথ অপেক্ষা প্রাধান্য দিতে গিয়া এই বিপৎপাত আবাহন করেন, কিন্তু যাঁহারা তর্কপথ পরিহার করিয়া কেবল শ্রৌতপথে বিচরণ করিবার মানস করেন, তাঁহারা "তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন" শ্লোক তাৎপর্য্য বুঝিতে পারেন। শাস্ত্রাধ্যয়নার্থ শ্রৌত্রিয় ও ব্রহ্মনিষ্ঠ-গুরুর নিকট সর্ব্বতো-ভাবে গমন করিতে হইবে। তথা হইতে ফিরিয়া লঘুকে পুনরায় গুরুজ্ঞান করিতে হইবে না। যেহেতু সদ্‌গুরুই শ্রেয়ঃপথের উপদেষ্টা। লঘুতে গুরুবুদ্ধি হইলে সেবা-বিস্মৃতি অবশ্যম্ভাবিনী। এজন্য বিষ্ণুভক্তি-রহিত মায়া-

বাদীকে গুরুর আসন প্রদেয় নহে। তাদৃশ দুঃসঙ্গ সর্ব্বতোভাবে ত্যাগ করিলেই জীবের গুরুপাদাশ্রয়ে উত্তমাধিকার পর্য্যন্ত লাভ হইতে পারে। আর অহংগ্রহোপাসনা ও ফলভোগস্পৃহা দ্বারা চালিত হইলে প্রাকৃত অহং মম ভাবযুক্ত নামাপরাধ প্রবল হইয়া ভগবৎসেবোন্মুখতার পরিবর্ত্তে জড়জগতে প্রভুত্ব করিবার প্রয়াস হইয়া থাকে। উহা আত্মবিস্মৃতিজনিত মূঢ়তা-মাত্র। এজন্যই ভক্তিপথের পথিকগণ অন্যাভিলাষিতাশূন্য, কর্ম্মজ্ঞানাদ্যাবরণশূন্য কৃষ্ণানুশীলনকেই উত্তমা ভক্তি বলিয়া থাকেন। উহাই আত্মধর্ম্ম বা ভাগবতধর্ম্ম।

বাস্তব সত্যে শরণাগতির অভাবপ্রযুক্ত যেসকল বদ্ধজীব ত্রিবিধ অহঙ্কারের কোন একটি অবলম্বন করিয়া কর্ত্তৃত্বাভিমানে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়, তাহাদের বুদ্ধিবৃত্তির প্রশংসা করা যাইতে পারে না। নিত্য-লীলাময়ের নিত্য সেবাকার্য্যে প্রবৃত্ত নির্ম্মল আত্মা প্রাপঞ্চিক কর্ত্তৃত্বাভিমানীর ন্যায় মূঢ় নহে। কর্ম্মকাণ্ডই বেদের একমাত্র তাৎপর্য্য এবং শ্রৌতসূত্র-কথিত নশ্বর অনুষ্ঠানসমূহে যে ফল প্রসব করে, সেই ফলই হরিসেবা—এরূপ মোহ উপস্থিত হইলে অভীষ্টসিদ্ধির সম্ভাবনা নাই। "কর্ম্মিভ্যঃ পরিতো হরেঃ প্রিয়তয়া" শ্লোকটি এতৎপ্রসঙ্গে আলোচ্য।। ৫।।

কর্ম্মণ্যকোবিদাঃ স্তব্ধা মূর্খাঃ পণ্ডিতমানিনঃ।
বদন্তি চাটুকান্মূঢ়া যয়া মাধ্ব্যা গিরোৎসুকাঃ।। ৬।।

অন্বয়ঃ— কর্ম্মণি অকোবিদাঃ (কর্ম্ম যথা বন্ধকং ন ভবতি তথা কর্ত্তুমজ্ঞাঃ) স্তব্ধাঃ (অনম্রাঃ) মূর্খাঃ পণ্ডিতমানিনঃ (মূর্খা অপি পণ্ডিতা বয়মিতি মানবন্তঃ) যয়া মাধ্ব্যা গিরা (শ্রৌত্রপ্রিয়েন বাক্যেন) উৎসুকাঃ (সন্তঃ) মূঢ়াঃ চাটুকান্ (দেবানাং স্তুতিশব্দান্) বদন্তি।।৬।।

অনুবাদ— যথার্থ কর্ম্মবিষয়ে অনভিজ্ঞ, অবিনীত, মূঢ় অথচ পাণ্ডিত্যাভিমানগ্রস্ত মূঢ়গণ শ্রুতিমধুর, বৈদিক অর্থবাদ (স্বর্গাদিসুখপ্রতিপাদক) বচনে উৎসুক ও মোহিত হইয়া যজ্ঞাদিতে তাদৃশ কর্ম্মফলপ্রদ দেবতাগণের চাটুবাক্য অর্থাৎ প্রশংসাবাদ উচ্চারণ করিয়া থাকে।।৬।।

বিশ্বনাথ— অকোবিদাঃ কর্ম্ম যথা বন্ধকং ন ভবতি তথা কর্ত্তুমজ্ঞাঃ, ন চাভিজ্ঞান্ পৃচ্ছন্তি যতঃ স্তব্ধা অনম্রাঃ, যতো মূর্খা অপি পণ্ডিতা বয়মিতি মন্যমানাঃ—"অপাম সোমমমৃতা অভূম, অক্ষয্যং হ বৈ চাতুর্ম্মাস্যযাজিনঃ সুকৃতং ভবতি। যত্র নোষ্ণং ন চ শীত স্যান্ন গ্লানির্নাপ্যরাতয়ঃ" ইত্যাদিকয়া যয়া মাধ্ব্যা গিরা উৎসুকাঃ সন্তো মূঢ়া মুহ্যন্তি স্ম। তয়ৈব চাটুকান্ 'হংহো অপ্সরোভিঃ সহ বিহরিষ্যাম' ইত্যাদি প্রিয়ান্ শব্দান্ মিথো বদন্তি।। ৬।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— কর্ম্ম যেভাবে করিলে ভববন্ধনের কারণ হয় না, সেইরূপ করিতে যাহারা জানে না, তাহারাই অকোবিদ অর্থাৎ অজ্ঞ। তাহারা অভিজ্ঞব্যক্তিকে জিজ্ঞাসাও করেন না, যেহেতু তাহারা স্তব্ধ অর্থাৎ অনম্র, যেহেতু মূর্খ হইয়াও নিজদিগকে পণ্ডিত মনে করেন, অতএব তাহারা পণ্ডিতমানী। 'আমরা সোমরস পান করিয়া অমর হইব। চাতুর্মাস্য যাজিগণ অক্ষয় সুকৃতি লাভ করেন। যেখানে গরম নাই, যেখানে শীত নাই, যেখানে গ্লানি নাই, যেখানে শত্রু নাই, তাহাই স্বর্গ—এইরূপ মধুর বাক্যে উৎসাহযুক্ত হইয়া মূঢ়গণ মোহ প্রাপ্ত হয়। ঐসকল চাটুবাক্যদ্বারা 'অহো! আমরা স্বর্গে অপ্সরাগণের সহিত বিহার করিব' এইরূপ পরস্পর প্রিয় শব্দ বলিয়া থাকে।। ৬।।

বিবৃতি— নিত্যবস্তুর উদ্দেশে সাধিত অনুষ্ঠান নষ্ট হয় না। নিজ নশ্বর কাম-পরিতৃপ্তির জন্য যে সকল চেষ্টা, উহা বিনাশশীল। লৌকিক ও বৈদিক কর্ম্মসমূহ হরিসেবার প্রতিকূলে নিযুক্ত হইলে উহা জীবগণের বন্ধের কারণ হয় এবং তাহাদিগকে কর্ম্মবীর করিয়াও অত্যন্ত নির্ব্বোধ করিয়া তুলে। তখন তাহারা রাজস ও তামস অহঙ্কারের বশীভূত হইয়া আপনাদিগকে কর্ম্মপটু পণ্ডিতাভিমানী সর্ব্বজ্ঞ মনে করে। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে তাহাদের ন্যায় ভবিষ্যদ্দর্শন রহিত নির্ব্বোধ প্রাণী জগতে বিরল। তাহারা স্বর্গসুখের মধুর বাক্যে উৎসাহিত হইয়া 'সোমরস পান করিয়া মরণের হস্ত হইতে মুক্ত হইব, অক্ষয়স্বর্গসুখসাধক চাতুর্ম্মাস্যব্রতপালনদ্বারা শীতোষ্ণসুখদুঃখের সঙ্গজনিত

অমঙ্গলচ্যুত হইয়া সৌভাগ্যলাভপূর্ব্বক ইন্দ্রিয় তর্পণে নিযুক্ত থাকিব'—এরূপ বৃথা বাক্য বলিয়া থাকে। তজ্জন্যই ঠাকুর মহাশয় কর্ম্মকাণ্ডের বিষময় ফলের উল্লেখ করিয়াছেন।। ৬।।

রজসা ঘোরসঙ্কল্পাঃ কামুকা অহিমন্যবঃ।
দাম্ভিকা মানিনঃ পাপা বিহসন্ত্যচ্যুতপ্রিয়ান্।। ৭।।

অন্বয়ঃ— (তে) রজসা (রজোগুণাধিক্যেন) ঘোর-সঙ্কল্পাঃ (ঘোরো হিংসাবিষয়কঃ সঙ্কল্পো যেষাং তে) কামুকাঃ অহিমন্যবঃ (অহিবৎ মন্যুঃ ক্রোধো যেষাং তে) দাম্ভিকাঃ মানিনঃ (দুরহঙ্কারিণঃ) পাপাঃ (নিষিদ্ধাচারপরাঃ সন্তঃ) অচ্যুতপ্রিয়ান্ (ভগবদ্ভক্তান্) বিহসন্তি (উপহসন্তি)।। ৭

অনুবাদ— তাহারা রজোগুণের আধিক্য-নিবন্ধন হিংসাবিষয়ে সঙ্কল্পযুক্ত, কামুক, সর্পতুল্য ক্রুদ্ধস্বভাব, দাম্ভিক, দুরভিমানগ্রস্ত এবং পাপাচার-রত হইয়া ভগবদ্-ভক্তগণকে উপহাস করিয়া থাকে।। ৭।।

বিশ্বনাথ— রজসা প্রবর্দ্ধমানেন রজোগুণেন মচ্ছ-ক্রুরয়ং ম্রিয়তামিতি ঘোরঃ সঙ্কল্পো যেষাং তে। প্রতিক্ষণং বর্দ্ধমানেন ক্রোধেন অহিবন্মন্যুর্যেষাং তে। এতে কাষ্ঠমালা-ভৃতো ভিক্ষুকা উদরম্ভরা বিষ্ণুমারাধ্য দুঃখমেব প্রাপ্স্যন্তীতি অচ্যুতপ্রিয়ান্ বিহসন্তি।। ৭।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— রজগুণের বৃদ্ধি হেতু 'আমার এই শত্রু মরুক' এইরূপ ভয়ঙ্কর সংকল্প যাহাদের, তাহারা প্রতিক্ষণে ক্রোধবৃদ্ধি হওয়ায় সর্পের ন্যায় ক্রোধ বিশিষ্ট। ইহারা কাঠের মালাধারণ করিয়া ভিক্ষা দ্বারা উদর ভরণ করে এবং বিষ্ণুকে আরাধনা করিয়া দুঃখই পাইবে—এইরূপে বিষ্ণুভক্তগণকে উপহাস করে।। ৭।।

বিবৃতি— সত্ত্বগুণে অবস্থিত বৈষ্ণবগণকে পাপিষ্ঠ, দাম্ভিক, আত্মম্ভরী, ক্রোধী, কামুক ও ক্রূর ব্যক্তিগণ রজো-গুণ-তাড়িত হইয়া অনাদর করিয়া থাকে। অদান্তগো রাজ-সাহঙ্কারী জনগণ অসৎস্বভাবপ্রযুক্ত যে কুপ্রবৃত্তির পরিচয় দেয়, তাহাতে সাত্বতগণের প্রতি মাৎসর্য্য প্রকাশিত হইয়া পড়ে। তাহারা নিজেদের ওজন বুঝিতে না পারিয়া পরম-সত্যে অবস্থিত ভগবৎপ্রিয়গণের বিরোধাচরণ করে।। ৭

বদন্তি তেঽন্যোন্যমুপাসিতস্ত্রিয়ো
গৃহেষু মৈথুন্যপরেষু চাশিষঃ।
যজন্ত্যসৃষ্টান্নবিধানদক্ষিণং
বৃত্ত্যৈ পরং ঘ্নন্তি পশূনতদ্বিদঃ।। ৮।।

অন্বয়ঃ— উপাসিতস্ত্রিয়ঃ (উপাসিতাঃ স্ত্রিয়ো যুবতয় এব ন তু মহান্তো যৈস্তে) তে মৈথুন্যপরেষু গৃহেষু (মিথুনসুখমেব পরং প্রধানং ন তু আতিথ্যাদি যেষু তেষু গৃহেষু) অন্যোন্যম্ আশিষঃ (গৃহবার্ত্তাঃ) বদন্তি। অসৃষ্টান্ন-বিধানদক্ষিণং (ন সৃষ্টা ন সম্পাদিতা অন্নাদিদানবিধান-দক্ষিণা যথা তথা) যজন্তি (যজ্ঞং কুর্ব্বন্তি) অতদ্বিদঃ (হিংসা-দোষানভিজ্ঞাঃ সন্তঃ) পরং (কেবলং) বৃত্ত্যৈ (জীবিকার্থং) পশূন্ (ছাগাদীন্) ঘ্নন্তি চ (মোক্ষার্থং ন যতন্তে)।। ৮।।

অনুবাদ— তাহারা কামিনীসেবায় রত হইয়া মিথুনসুখযুক্ত গৃহে অবস্থানপূর্ব্বক পরস্পর গৃহবার্ত্তার আলোচনা, অন্নাদিদানরহিত দক্ষিণাশূন্য অবিধিপূর্ব্বক যজ্ঞের অনুষ্ঠান এবং হিংসাদোষ-বিষয়ে অনভিজ্ঞ হইয়া কেবলমাত্র নিজের জীবিকানির্ব্বাহ-কামনায় পশুগণের বিনাশসাধন করিয়া থাকে।। ৮।।

বিশ্বনাথ— উপাসিতাঃ স্ত্রিয়ো যুবতয় এব ন তু মহান্তো যৈস্তে। স্রক্চন্দনবনিতাদিসম্পাদিকাঃ সম্পত্তয়ো বা ভবন্তিতি অন্যোন্যমাশিষো বদন্তি। মৈথুন্যসুখমেব পরং যেষু তেষু গৃহেষু। ন সৃষ্টা ন সম্পাদিতা অন্নাদিদান-বিধানা দক্ষিণা যত্র তৎ যথা স্যাত্তথা যজন্তি। বৃত্ত্যৈ জীবি-কার্থং কেবলং পশূন্ ছাগাদীন্ ঘ্নন্তি, অতদ্বিদঃ হিংসাদোষা-নভিজ্ঞাঃ।। ৮।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— যুবতী স্ত্রীগণকে উপাসনা করে, মহান্তগণকে তাহারা উপাসনা করে না। 'মালা, চন্দন, স্ত্রীলোক এইসকল সম্পত্তি হউক' এই বলিয়া পরস্পরকে আশীর্ব্বাদ করে। মিথুনসুখকেই শ্রেষ্ঠ মনে করিয়া সেই সকল গৃহে বাস করে। যে যজ্ঞে অন্নাদি দান ও দক্ষিণার

বিধি নাই ঐ সকল যজ্ঞ অনুষ্ঠান করে। জীবিকার জন্য কেবল ছাগাদি পশুকে হত্যা করে। হিংসায় যে দোষ তাহা জানে না।। ৮।।

মধ্ব—

যে তু বিষ্ণুমবজ্ঞায় শ্রিয়মেব হ্যুপাসতে।
উপেক্ষ্য ব হরিং তে তু ভূত্বা যাজ্যাঃ পতন্ত্যধঃ।।
ইতি প্রকৃতিসংহিতায়াম্।। ৮।।

বিবৃতি— পুরুষগণ স্ত্রৈণভাবাপন্ন হইয়া যোষিৎএর উপাসনায় প্রমত্ত হয়। যোষিদ্গণ নিজসুখচেষ্টায় ভগবৎ-সেবাবিমুখ হইয়া পতির নিকট হইতে সেবালাভের আশায় পরস্পর পরস্পরের নিকট নশ্বর সুখ অনুসন্ধান করে। ত্রিদণ্ডিপাদ শ্রীপ্রবোধানন্দ ইহাদের সম্বন্ধে বলেন, ইহারা রজোগুণ-তাড়িত বিষয়ী, স্ত্রীপুত্রাদির কথায় ইহাদের বাগিন্দ্রিয় নিযুক্ত হয়। সত্ত্বগুণাশ্রিত জনগণ সর্ব্বদা জীবে দয়া করিবার জন্য প্রস্তুত থাকেন। তাঁহারা আত্মার প্রয়োজনীয় খাদ্য প্রদান করেন। কিন্তু সত্ত্বগুণবিরোধিনী রাজসিকী চেষ্টা জীবের পবিত্র জ্ঞান নাশ করিয়া বৃথা পশুবধের জন্য ব্যস্ত হয়। উহা তাহাদের মূর্খতা মাত্র। যজ্ঞের ছলনায় পশুবধানন্তর অপস্বার্থপর আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণের বিচার সর্ব্বতোভাবে গর্হণীয়।। ৮।।

শ্রিয়া বিভূত্যাভিজনেন বিদ্যয়া
ত্যাগেন রূপেণ বলেন কর্ম্মণা।
জাতস্ময়েনান্ধধিয়ঃ সহেশ্বরান্
সতোঽবমন্যন্তি হরিপ্রিয়ান্ খলাঃ।। ৯।।

অন্বয়ঃ— শ্রিয়া (ধনাদিসম্পদা) বিভূত্যা (ঐশ্বর্য্যেণ) অভিজনেন (সৎকুলেন) বিদ্যয়া (তর্কশাস্ত্রাদ্যভ্যাসেন) ত্যাগেন (দানেন) রূপেণ (সৌন্দর্য্যেণ) বলেন (শরীরবলেন) কর্ম্মণা (শ্রৌতকর্ম্মণা) জাতস্ময়েন অন্ধধিয়ঃ (শ্র্যাদিনা জাতো যঃ স্ময়ো গর্ব্বস্তেনান্ধা ধীর্যেষাং তে) খলাঃ (ক্রূরাঃ) সহেশ্বরান্ (ঈশ্বরসহিতান্) হরিপ্রিয়ান্ সতঃ (সাধুন্) অবমন্যন্তি (তেষামনাদরং কুর্ব্বন্তি)।। ৯।।

অনুবাদ— তাদৃশ ক্রূরচিত্ত পুরুষগণ ধনসম্পত্তি, ঐশ্বর্য্য, বিদ্যা, সৎকুল, দান, রূপ, দেহবল এবং বৈদিক যজ্ঞাদি ক্রিয়াজনিত গর্ব্বহেতু বিবেকবুদ্ধিরহিত হইয়া জগদীশ্বর শ্রীহরি ও তদীয় ভক্ত সাধুগণের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করিয়া থাকে।। ৯।।

বিশ্বনাথ— শ্রিয়া ধনাদিসম্পত্ত্যা, বিভূত্যা ঐশ্বর্য্যেণ সতঃ সাধুন অবমন্যন্তে।। ৯।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— ধনাদি সম্পত্তি দ্বারা ও ঐশ্বর্য্য দ্বারা সাধুগণকে অবমাননা করে।। ৯।।

বিবৃতি— সত্ত্বগুণ বিবর্জ্জিত খলস্বভাব জনগণ সাধুগণের অবজ্ঞা করিয়া থাকে। কেবল সাধুগণকে অবমানন করিয়াই তাহারা নিরস্ত হয় না, অধিকন্তু সাধুগণের একমাত্র আরাধ্যবস্তু ভগবান্ বিষ্ণুরও নিন্দা করিয়া থাকে। সেই সকল বিবেকহীন জনগণ স্বীয় সৌন্দর্য্য-ঐশ্বর্য্য-বিদ্যা-বৈরাগ্য-বিভূতি-বল ও কর্ম্মপ্রারম্ভমদে মত্ত হইয়া বুদ্ধিহীন হয়। তখনই তাহাদের ভগবান্ ও ভক্তের প্রতি সেব্যবুদ্ধি রহিত হওয়ায় ভোগবুদ্ধির প্রাবল্য হয়। তখন তাহাদের স্বভাব নিতান্ত গর্হণযোগ্য হইয়া পড়ে। সেই সকল মূঢ়জন পার্থিব সৌন্দর্য্যাদি নশ্বর গুণের বহুমানন করিতে করিতে যে ঘৃণিত স্বভাব লাভ করে, তাহা তাহারা বুঝিয়া উঠিতে পারে না। এইরূপ খলস্বভাব জনগণের পতন অবশ্যম্ভাবী, কেননা তাহারা নির্ব্বোধ। এতৎপ্রসঙ্গে—

"বিষয়মদান্ধ সব কিছুই না জানে।
বিদ্যামদে ধনমদে বৈষ্ণব না চিনে।।"

পদ্যটি আলোচ্য।। ৯।।

সর্ব্বেষু শশ্বত্তনুভৃৎস্ববস্থিতং
যথা খমাত্মানমভীষ্টমীশ্বরম্।
বেদোপগীতঞ্চ ন শৃণ্বতেঽবুধা
মনোরথানাং প্রবদন্তি বার্ত্তয়া।। ১০।।

অন্বয়ঃ— শশ্বৎ (সর্ব্বদৈব) সর্ব্বেষু তনুভৃৎসু (নিখিলপ্রাণিষু) খম্ (আকাশং) যথা (ইব) অবস্থিতং (বর্ত্তমানং) বেদোপগীতং (বেদেন উপগীতং) চ আত্মানম্

অভীষ্টং (প্রেমাস্পদম্) ঈশ্বরং ন শৃণ্বতে (প্রবোধ্যমানমপি ন শৃণ্বন্তি) অবুধাঃ মনোরথানাং (ব্যবায়ামিষমদ্যাদি-বিষয়ানাং) বার্ত্তয়া প্রবদন্তি (কালং নয়ন্তি)।। ১০।।

অনুবাদ— তাহারা নিখিল প্রাণিগণের মধ্যে আকাশতুল্য নিরন্তর বর্ত্তমান এবং বেদগণ-কীর্ত্তিত পরম প্রেমাস্পদ জগদীশ্বরের কথা শ্রবণ করিয়াও জানিতে পারে না, ঐ অবুধগণ নিজ নিজ মনোরথজাত গ্রাম্য বিষয়াদির কীর্ত্তনপ্রসঙ্গেই কাল অতিবাহিত করিয়া থাকে।। ১০।।

বিশ্বনাথ— দৃঢ়তরং প্রবোধ্যমানা অপি তে নৈব প্রবোধ্যন্তে ইত্যাহ, সর্ব্বেম্বিতি। যথা খমাকাশমিত্য-সঙ্গতম্, অভীষ্টমিত্যারাধ্যত্বম্, ঈশ্বর ইত্যনারাধনে সতি দণ্ডদাতৃত্বম্, বেদোপগীতঞ্চেতি সর্ব্বথা বিখ্যাতত্বঞ্চোক্তং ন শৃণ্বত ইতি কেন প্রকারেণেত্যত আহ—মনোরথানাং ব্যবায়ামিষাদিবিষয়াণাং বার্ত্তয়েতি ভগবৎকথায়াং সদ্ভিঃ প্রবর্ত্তিতায়ামপি তত্র বিষয়ভোগবার্ত্তাং বলাৎ পাতয়ন্তী-ত্যর্থঃ। প্রবদন্তীতি তদা স্বয়মেব প্রকর্ষেণ বক্তারো ভবন্তি।। ১০

টীকার বঙ্গানুবাদ— দৃঢ়তরূপে বুঝাইলেও তাহারা বোঝে না। যেমন আকাশকে নিঃসঙ্গ বলা হয়। অভীষ্ট অর্থাৎ আরাধ্য ঈশ্বর অর্থাৎ যাহাকে আরাধনা না করিলে দণ্ডদান করে। বেদের দ্বারা প্রশংসিত সর্ব্বপ্রকারে বিখ্যাত বস্তুকে তাহারা শ্রবণ করে না কেন? ইহার উত্তরে বলিতেছেন—স্ত্রীসেবা ও আমিষআদি ভক্ষণ বিষয়ক মনোহর কথা দ্বারা প্রমত্ত থাকে। সাধুগণের প্রবর্ত্তিত ভগবৎ কথাতে রুচি নাই, যে ভগবৎ কথাতে বলপূর্ব্বক বিষয়ভোগে কথাকে নষ্ট করিয়া দেয়। অতএব তখন তাহারা নিজেই প্রকৃষ্টরূপে বক্তা হয়।। ১০।।

বিবৃতি— মূঢ় অভক্তগণ ইন্দ্রিয়তর্পণ, আমিষভক্ষণ ও মদ্যপান প্রভৃতি জড়বিষয়ভোগের কথায় ব্যস্ত থাকায় বেদপ্রতিপাদ্য ঈশ্বরের কথা তাহারা শ্রবণ করে না। সকল শরীরধারীর মধ্যে অবস্থিত পরমাত্মাই যে অভীষ্ট সেব্য— এ কথার আলোচনা করে না। যেরূপ আকাশ প্রত্যেক স্থূলবস্তুর অভ্যন্তরে থাকিয়া তাহার অস্তিত্ব বাহিরে লুক্কা-য়িত রাখে, তদ্রূপ পরমাত্মা সকল বস্তুর অভ্যন্তরে অবস্থিত থাকিয়া দেবগীতিসমূহের শব্দাভ্যন্তরে বিদ্বদ্রূঢ়িবৃত্তিকে আবৃত করিয়া অবিদ্বদ্রূঢ়িদ্বারা বেদার্থগ্রহণে পাঠকের বিবর্ত্ত উপস্থিত করান। ইন্দ্রিয়সুখতাৎপর্য্যেই তাহাদের সকল সময় অপহৃত হয়। হরিসেবা-বিমুখ রাজসাহঙ্কার মানবকে সর্ব্বদা জড়ভোগে নিযুক্ত করে এবং জড়ভোগের কার্য্যকেই প্রধান ধর্ম্ম বলিয়া আত্মম্ভরিতায় পরিণত করে। এতৎপ্রসঙ্গে উপনিষদুক্ত "দ্বা সুপর্ণা" মন্ত্রটি আলোচ্য।। ১০

লোকে ব্যবায়ামিষমদ্যসেবা
নিত্যা হি জন্তোর্নহি তত্র চোদনা।
ব্যবস্থিতিস্তেষু বিবাহযজ্ঞ-
সুরাগ্রহৈরাসু নিবৃত্তিরিষ্টা।। ১১।।

অন্বয়ঃ— লোকে ব্যবায়ামিষমদ্যসেবাঃ (ব্যবায়ঃ স্ত্রীসঙ্গ আমিষমদ্যয়োর্মাংসমদিরয়োঃ সেবা ভক্ষণানি চ) জন্তোঃ (প্রাণিমাত্রস্য) নিত্যাঃ (রাগত এব নিত্যপ্রাপ্তাঃ) হি (ততঃ) তত্র চোদনা ন হি (শাস্ত্রবিধির্নাস্তি)। তেষু (ব্যবায়াদিষু) বিবাহযজ্ঞসুরাগ্রহৈঃ ব্যবস্থিতিঃ (ব্যবস্থা এব দত্তা, যদি স্ত্রীমাংসমদ্যাদিকং বিনা স্থাতুং ন শক্যতে তদা বিবাহাদিবিষয় এব ব্যবস্থা পরন্তু) আসু (ব্যবায়ামিষমদ্য-সেবাসু) নিবৃত্তিঃ (অসেবা এব) ইষ্টা (শাস্ত্রস্যাভীষ্টা)।। ১১

অনুবাদ— জগতে স্ত্রীসঙ্গ, আমিষভক্ষণ এবং মদ্যপান প্রাণিমাত্রের স্বাভাবিক ধর্ম্ম বলিয়া এ বিষয়ে শাস্ত্রবিধানের আবশ্যক নাই, পরন্তু যদি এ সমস্ত কার্য্য সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ অসম্ভব হয়, তাহা হইলে বিবাহ-দ্বারা স্ত্রীসঙ্গ, যজ্ঞদ্বারা আমিষভক্ষণ এবং সৌত্রামণীনামক যজ্ঞের দ্বারাই মদ্যপানের নিয়ম বিধান করা হইয়াছে। সুতরাং এ সমস্ত বিষয় হইতে সর্ব্বতোভাবে নিবৃত্তিই বেদের মুখ্য উদ্দেশ্য জানিতে হইবে।। ১১।।

বিশ্বনাথ— ননু ব্যবায়াদীনামপি "ঋতৌ ভার্য্যা-মুপেয়াৎ হুতশেষং ভক্ষয়েৎ" ইত্যাদিনা বিহিতত্বাৎ কিমিতি তে নিন্দ্যন্তে, তত্রাহ, লোক ইতি। ব্যবায়ঃ স্ত্রীসঙ্গঃ, আমিষমদ্যয়োর্মাংসমদিরয়োঃ সেবা ভক্ষণানি নিত্যা রাগত এব নিত্যপ্রাপ্তাঃ, তত্র ব্যবায়ঃ স্বভাবত এব, আমিষমদ্য-

সেবা মানুষস্য কুলপরম্পরাপ্রাপ্তত্বাদিতি জ্ঞেয়ম্। অতস্তত্র তাসু চোদনা শাস্ত্রবিধির্নাস্তি, অপ্রাপ্তপ্রাপণস্যৈব বিধিত্বাৎ। ননু 'ঋতৌ ভার্য্যামুপেয়াৎ' ইত্যাদির্বিধির্দৃষ্ট এবেতি তত্রাহ —ব্যবস্থিতিরিতি। তেষু ব্যবায়াদিষু বিবাহযজ্ঞসুরাগ্রহৈর্ব্য-বস্থিতির্ব্যবস্থৈব দত্তা যদি স্ত্রীমাংসমদ্যাদিকং বিনা স্থাতুং ন শক্যতে তদা বিবাহবিষয় এব ব্যবায়ঃ কার্য্যঃ, যজ্ঞ এবা-মিষসেবা, 'সৌত্রামণ্যাং সুরাগ্রহান্ গৃহ্ণাতী'তি শ্রুতেস্তত্রৈব মদ্যসেবা কার্য্যেতি তত্র তত্রৈবাভ্যনুজ্ঞা দত্তা, নতু বস্তুতো বিধিঃ। অত আসু ব্যবায়াদিসেবানু নিবৃত্তিরেবেষ্টা নিবৃ-ত্তাবেব শাস্ত্রস্য তাৎপর্য্যমিতি। তথাহি 'ভার্য্যামেবোপেয়ান্ন স্ত্রীমাত্রং,' 'ঋতাবেবোপয়ান্নান্যত্র'। তত্রাপি পঞ্চপর্ব্বাতি-রিক্তসময় এব রাত্রাবেব পুত্রকামনয়েবেতি ক্রমক্রমতো নিবৃত্তিরেবাভিপ্রেতা। অথ "বিধিরত্যন্তমপ্রাপ্তৌ নিয়মঃ পাক্ষিকে সতি। তত্র চান্যত্র চ প্রাপ্তৌ পরিসংখ্যা বিধী-য়তে" ইত্যস্যার্থঃ প্রবৃত্তিকর্ম্মৈকনিষ্ঠানাং মতে যথা অত্যন্তমপ্রাপ্তৌ বিধিঃ, যত্র রাগতো বিধ্যন্তরতো বা সর্ব্বথৈব প্রাপ্তির্নাস্তি স বিধিরুচ্যতে। যথা 'অহরহঃ সন্ধ্যা-মুপাসীত' ইতি 'মাঘনস্নানং প্রকুর্ব্বীত' ইতি 'নিশি ন স্নায়াৎ চন্দ্রগ্রহে স্নায়াৎ' ইতি; অত্যন্তাপ্রাপ্তিরহিতে স্থলে তু বিধির্ন ভবতি, কিন্তু নিয়মঃ পরিসংখ্যা বা। তত্র কুত্র বা নিয়মঃ কুত্র বা পরিসংখ্যেত্যত আহ পাক্ষিকে অসতি নিয়মঃ, পাক্ষিকে অংশে অসতি নিন্দা-প্রায়শ্চিত্তার্হে সতি নিয়মঃ যথা 'ঋতৌ ভার্য্যামুপেয়াৎ" ইতি। ঋতুসময়ে হি ভার্য্যায়াং গমনঞ্চ রাগপ্রাপ্তং, তত্রাগমনাংশে নিন্দিতো, যথা "ঋতুস্নাতান্তু যো ভার্য্যাং সন্নিধৌ নোপগচ্ছতি। ঘোরায়াং ভ্রূণহত্যায়াং পচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ" ইতি স্মৃতেঃ। অতএব নিয়ম এব, 'ঋতৌ ভার্য্যামুপেয়াদেব' ইতি ঋতৌ ভার্য্যাগমনাযোগো ন কর্ত্তব্য ইতি ফলিতার্থঃ। অথ তত্র চ তন্মধ্য ইত্যর্থঃ, অন্যত্র চ অন্যত্র তু অন্যস্মিন্ ভাগে অসতি সতি পরিসংখ্যা যথা—"পঞ্চ পঞ্চনখা ভক্ষ্যা" ইতি। অত্র রাগপ্রাপ্তে পঞ্চ-পঞ্চনখাভক্ষণে চ নিন্দা ন শ্রূয়তে, কিন্তু তদিতরভক্ষণ এব। অতঃ পঞ্চৈব পঞ্চনখা ভক্ষ্যা নান্য ইতি পরিসংখ্যৈব অভ্যনুজ্ঞা দানমাত্রমতো মাংসমাত্রস্যাপ্যভক্ষণে নাস্তি দোষ ইত্যায়াতম্। অথ নিবৃত্তকর্ম্মৈকনিষ্ঠানাং মতেঽর্থো যথা 'অত্যন্তং সর্ব্বথা-প্রাপ্তৌ বিধিঃ' যথা 'অহরহঃ সন্ধ্যামুপাসীত' ইত্যাদি। পাক্ষিকে প্রাপণে সতি বিধিত এব একত্র কোটৌ প্রাপ্তৌ সত্যামন্যত্রাপ্রাপ্তৌ চ সত্যাং নিয়ম ইত্যর্থঃ। যথা 'ইমাম-গৃভ্ণন্র-সনামৃতস্য' ইতি মন্ত্রেণ ঋতস্য যজ্ঞীয়পশো রসনাং রজ্জুমগৃভ্ণন্নিতীমামিত্যেকবচনেন গর্দ্দভাশ্বাভিধান্যোর-শনয়োরেকতরস্যাং প্রাপ্তির্বুধ্যতে। তত্র কিমশ্বাভিধান্যা-মুত গর্দ্দ-ভাভিধান্যামিতি সংশয়ে নিয়ম্যতে অশ্বাভিধানী-মাদত্ত ইতি অশ্বাভিধানীমেবাদদ্যান্ন গর্দ্দভাভিধানীমিতি নিয়মে নিষেধো বাক্যার্থঃ। তদেবং অপূর্ব্ববিধিরিতি নিয়মবিধি-রিতি দ্বাবপ্যেতৌ বিধী এব। কা খলু পরি-সংখ্যেত্যপেক্ষায়ামাহ, তত্র চ তন্মধ্যে ত্বিত্যর্থঃ। অন্যত্র বিধিত ইতরত্র রাগস্থলে প্রাপ্তৌ সত্যাং যা পরিসংখ্যা বিধীয়তে। যথা রাগতঃ সর্ব্বমাংসভক্ষণপ্রাপ্তৌ পঞ্চ পঞ্চনখা ভক্ষ্যা ইতি। পঞ্চ পঞ্চনখেতরমাংসানি সর্ব্বাণ্যে-বাভক্ষ্যাণি ভোক্তুঃ প্রত্যবায়জনকানীত্যর্থঃ। মাংসভক্ষণে পঞ্চ পঞ্চনখমাংসান্যেব পরিসংখ্যাতানি অভ্যনুজ্ঞাতানীতি তত্রৈব ন প্রত্যবায়ঃ পরিসংখ্যায়া অভ্যনুজ্ঞাদানমাত্রার্থত্বাৎ সর্ব্ব-মাংসভক্ষণ এব শাস্ত্রতাৎপর্য্যম্। এবমেব ভার্য্যামে-বাভিগচ্ছেন্ন পরকীয়াং, ঋতাবেব গচ্ছেন্নান্যত্রেত্যভ্যনুজ্ঞা-মাত্র-দানাৎ স্ত্রীমাত্রানভিগমন এব শাস্ত্রতাৎপর্য্যং, ঋতু-স্নাতায়াং ভার্য্যায়ামগমনদোষশ্রবণন্তু ন বিধ্যতিক্রমাৎ বিধ্যনুপপত্তেরিতি সন্দর্ভঃ। 'তস্যামরুচ্যা দ্বেষাদিনা বা তদনভিগমন এব দোষশ্রবণমিতি স্বামিচরণাঃ।। ১১।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— প্রশ্ন হইতে পারে স্ত্রীসঙ্গ আদিতে যেমন 'ঋতুকালে ভার্য্যার সহিত মিলিত হইবে' 'যজ্ঞের অবশিষ্ট ভক্ষণ করিবে' এই সকল বেদোক্ত বিধি থাকায় ঐগুলিকে নিন্দা করিতেছেন কেন? তাহার উত্তরে বলিতেছেন—ব্যবায় অর্থাৎ স্ত্রীসঙ্গ, আদি শব্দে আমিষ মদ্য মাংস মদ এইসকলের ভক্ষণ প্রাণীগণের স্বাভাবিক অনুরাগ হেতু তাহাতে নিত্য সেবা করেন। তন্মধ্যে স্ত্রীসঙ্গ স্বভাবতঃই, আমিষ ও মদ্য সেবা মানুষের কুল পরম্পরা

প্রাপ্ত জানিবেন। অতএব সেইস্থলে তাহাতে শাস্ত্রের বিধি নাই। অপ্রাপ্ত বস্তুকে পাইয়া দেওয়ায় নাম 'বিধি'।

প্রশ্ন হইতে পারে 'ঋতুকালে ভার্য্যার সহিত মিলিত হইবে' ইহাতে বিধি শাস্ত্রে দেখা যায়ই, তাহার উত্তরে বলিতেছেন—বিবাহ দ্বারা স্ত্রীসঙ্গ, কোন কোন যজ্ঞে মদ্যপান ব্যবস্থা থাকিলেও যদি স্ত্রী মদ্য মাংস আদি ব্যতীত থাকিতে না পার, তাহা হইলে বিবাহ করিয়াই স্ত্রীসঙ্গ করা উচিৎ, সৌত্রামণী যজ্ঞেই মদ্যপানের বিধি শুনা যায়, ঐ যজ্ঞেই মদ্যপান কর্ত্তব্য। সেই সেই স্থলে লোকের রুচি থাকিলেই ব্যবস্থা দিয়াছেন। ইহা কিন্তু বস্তুত বিধি নহে। অতএব স্ত্রীসঙ্গাদি কার্য্যে নিবৃত্তি থাকাই শাস্ত্রের তাৎপর্য্য। তাহাই বলিতেছেন— কেবল ভার্য্যাতেই মিলিত হইবে, যেকোন স্ত্রীতে নহে, তাহাও আবার অমাবস্যা পূর্ণিমাদি ব্যতীত সময়ে, রাত্রিতেই, পুত্র কামনা থাকিলে, নতুবা নহে। এই ক্রমদ্বারা শাস্ত্রের তাৎপর্য্য নিবৃত্তিমার্গেই বুঝা যায়।

অনন্তর অত্যন্ত অপ্রাপ্ত বিষয়ে বিধি, আর দুই বিষয় উপস্থিত হইলে কোন্‌টি করা উচিৎ তাহার মধ্যে একটিকে নির্দ্ধারণ করিয়া দেওয়াকে শাস্ত্রে 'নিয়ম' বলে। ঐস্থলে এবং অন্যত্র প্রাপ্তিস্থলে যে নিয়ম তাহাকে 'পরিসংখ্যা' বলে অত্যন্ত উপায় না থাকিলে মাংসের মধ্যে পঞ্চনখ বিশিষ্ট পাঁচটি প্রাণীভক্ষণ করিতে পার। ইহার অর্থ প্রবৃত্তিমার্গে একনিষ্ঠ ব্যক্তিগণের মতে— যেমন অত্যন্ত অপ্রাপ্তিতে বিধি, অনুরাগ বশতঃ অথবা অন্যবিধি দ্বারা সর্ব্বপ্রকারে পাওয়া যায় না তাহাই 'বিধি'—যেমন 'প্রতিদিন সন্ধ্যা-উপাসনা করিবে', 'মাঘমাসে প্রাতঃ-স্নান করিবে', গভীর রাত্রিতে স্নান করিবে না, চন্দ্রগ্রহণে স্নান করিবে। এইসকল অত্যন্ত অপ্রাপ্তি বিহীন স্থলে বিধি হয় না কিন্তু নিয়ম বা পরিসংখ্যা হয়। তন্মধ্যে কোথায় বা নিয়ম কোথায় বা পরিসংখ্যা এই প্রশ্নের উত্তরে বলিতেছেন—নিয়ম না থাকিলে কোন পক্ষ করিবে এইস্থলে কোন একটি পক্ষে নিন্দা বা প্রায়শ্চিত্ত। যজ্ঞস্থলে অন্যটিতে নিয়ম—যেমন নিজ বিবাহিত ভার্য্যাতে ঋতুকালে মিলিত হইবে ইহাও রাগ প্রাপ্ত, সেই স্থলে না যাওয়াতে নিন্দা যেমন —'যে ব্যক্তি নিকটে থাকিয়াও ঋতুস্নাতা ভার্য্যার নিকট গমন না করে, সেই ব্যক্তি ভয়ঙ্কর ভ্রূণ হত্যা পাপে পতিত হয়, ইহাতে সংশয় নাই'—ইহা স্মৃতির বাক্য। অতএব নিয়ম করিলেন ঋতুকালেই ভার্য্যার নিকট যাইবে। ইহার তাৎপর্য্য অর্থ—ঋতুকালে ভার্য্যাগমন কর্ত্তব্য।

অন্যত্রও অন্যভাগে নিয়ম না থাকিলে পরিসংখ্যা বিধি যেমন—পঞ্চনখবিশিষ্ট পঞ্চপ্রাণী ভক্ষণ যোগ্য। এস্থলে মাংস ভক্ষণে রুচি থাকিলে ঐ পঞ্চনখ বিশিষ্ট নির্দ্দিষ্ট পাঁচটি প্রাণী ভক্ষণ যোগ্য। এস্থলে নিন্দা শুনা যায় না কিন্তু এতদ্‌ভিন্নপ্রাণী ভক্ষণ যোগ্য নহে, এই পরিসংখ্যাতেই মাংসমাত্র অভক্ষণে দোষ নাই।

অনন্তর নিবৃত্তিমার্গে একনিষ্ঠ কর্ম্মিগণের মতে অর্থ —যেমন অত্যন্ত অর্থাৎ সর্ব্বপ্রকারে অপ্রাপ্তিতে বিধি— যেমন 'প্রতিদিন সন্ধ্যা করিবে' ইত্যাদি। উভয়পক্ষ উপস্থিত হইলে কোন্‌টি করা উচিৎ সেস্থলে নির্দ্ধারণ করিয়া দেওয়া 'নিয়মবিধি' যেমন বেদমন্ত্রে এই জিহ্বাটিকে গ্রহণ করিলে অমৃত হইবে। যজ্ঞে যে পশুটিকে বধ করা হইয়াছে উহা একবচন দ্বারা বলা হইয়াছে সেস্থলে সংশয় 'গর্দ্দভের জিহ্বা অথবা অশ্বের জিহ্বা' সে স্থলে নিয়ম করা হইল অশ্বের জিহ্বা গ্রহণ করিবে, গর্দ্দভের জিহ্বা নহে—ইহাকেই নিয়ম বিধি বলে।

এই প্রকারে অপূর্ব্ববিধি ও নিয়মবিধি জানা যায়। পরিসংখ্যাবিধি কোন্‌টি? এই প্রশ্নের উত্তরে বলিতেছেন—অন্যত্র বিধিহেতু অন্যত্র অনুরাগ বশতঃ প্রাপ্তি হইলে যে বিধি দেওয়া হয় তাহাই পরিসংখ্যা যেমন অনুরাগ বশতঃ সর্ব্ববিধ মাংস ভক্ষণে ইচ্ছা থাকিলে, কেবল পঞ্চনখবিশিষ্ট পাঁচটি প্রাণী ভক্ষণীয় অন্য মাংসসমূহ সর্ব্বপ্রকারে অভোক্ষ্য। পাপজনক— এই স্থলে পাঁচটি প্রাণীকে উপদেশ দেওয়ায় ইহাকে অভ্যনুজ্ঞা বলে, পরিসংখ্যার অন্য অর্থ অভ্যনুজ্ঞা দান মাত্র। সর্ব্ববিধ মাংস ভক্ষণ না করাতেই সর্ব্বশাস্ত্রের তাৎপর্য্য। এই প্রকার

ভার্য্যাতেই গমন করিবে, পরস্ত্রীতে গমন করিবে না, ঋতুতেই গমন করিবে, অন্যত্র নহে ইহা অনুজ্ঞামাত্র স্ত্রীসঙ্গমাত্র নিষেধই শাস্ত্রের তাৎপর্য্য, ঋতুস্নানকালে ভার্য্যাতে না গমন করা দোষ ইহা শাস্ত্র তাৎপর্য্য নহে। ইহাতে বিধির অতিক্রম জানা যায় না। অরুচি বা বিদ্বেষ বশতঃ ঋতুতে না গমন করাতেই দোষ শুনা যায় ইহা স্বামিপাদ বলিয়াছেন।। ১১।।

মধ্ব—

ব্যবায়ামিষমদ্যানি হরেঃ পূজার্থমেব তু।
বামদেবো নাম যতো ব্যবায়ো হরিপূজনম্।।
পিতৃযজ্ঞো দেবযজ্ঞো মাংসেন হরিপূজনম্।
ব্যবায়যজ্ঞে মদ্যন্তু সোমাত্মকতয়েষ্যতে।।
ক্ষত্রিয়াদের্ন বিপ্রাণাং বিপ্রো দোষেণ লিপ্যতে।
অরাগতঃ প্রবৃত্তিঃ স্যাদ্রাগো দোষস্য কারণম্।।
ঘ্রাণভক্ষোঽথবা যজ্ঞে দৈবৈঃ সর্ব্বস্য চেষ্যতে।
পৈষ্টমদ্যস্য মাধ্ব্যাদি ক্ষত্রিয়স্য ন দুষ্যতি।।
দৈবে রত্যৈব চ প্রাপ্তির্বিষ্ণোঃ পুত্রাত্তু মানুষে।
তস্মাদ্বিহিতমাত্রেষু রাগং মুক্ত্বা যথাবিধি।।
সমাহিতো হরিং স্মৃত্বা বর্ষ্মযাজী হরের্ভবেৎ।।
ইতি ক্রিয়াবিধানে।।
যজ্ঞান্ বিহায় ন চোদনা।। ১১।।

বিবৃতি— পার্থিব-বিচারে ইন্দ্রিয়তর্পণ, পরহিংসা-দ্বারা নিজদেহপোষণ ও আত্মবঞ্চনরূপ আসব পান হরি-বিমুখ জনগণের একমাত্র কৃত্য। তাহাদের সেই অসৎ প্রবৃত্তির দমনের নিমিত্তই বিবাহবিধি, যজ্ঞাদিতে পশু-বধাদির ব্যবস্থা ও সৌত্রামণীযাগে আসবপানের ব্যবস্থা থাকিলেও তাদৃশ কৃচ্ছ্র সাধন স্বীকার করিয়া ঐরূপ কার্য্য করিবার যে বিধান, তাহার তাৎপর্য্য দেখিতে গেলে নিবৃত্তি উদ্দেশ্য বলিয়া জানা যায়। মানবশাস্ত্রে কথিত—

"ন মাংসভক্ষণে দোষো ন মদ্যে ন চ মৈথুনে।
প্রবৃত্তিরেষা ভূতানাং নিবৃত্তিস্তু মহাফলা।।"

শ্লোকটি এতৎপ্রসঙ্গে আলোচ্য।। ১১।।

ধনঞ্চ ধর্ম্মৈকফলং যতো বৈ
জ্ঞানং সবিজ্ঞানমনুপ্রশান্তি।
গৃহেষু যুঞ্জন্তি কলেবরস্য
মৃত্যুং ন পশ্যন্তি দুরন্তবীর্য্যম্।। ১২।।

অন্বয়ঃ—যতঃ (ধর্ম্মাৎ) বৈ সবিজ্ঞানম্ (অপরোক্ষ-জ্ঞানসহিতম্) অনুপ্রশান্তি চ (অনু অনন্তরমেব প্রকৃষ্টা শান্তির্মোক্ষলক্ষণা যস্মাত্তৎ) জ্ঞানং (চ ভবতি) ধর্ম্মৈক-ফলং (তাদৃশো ধর্ম্ম এব একং ফলং যস্য তৎ) ধনং গৃহেষু (দেহাদ্যর্থং) যুঞ্জন্তি কলেবরস্য দুরন্তবীর্য্যম্ (অপ্রতিহতং বীর্য্যং বলং যস্য তং) মৃত্যুং ন পশ্যন্তি (দেহপতনং ন গণয়ন্তি)।। ১২।।

অনুবাদ— যে ধর্ম্ম হইতে বিজ্ঞান ও মোক্ষসাধক জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাদৃশ ধর্ম্মকৃত্য সম্পাদনোপযোগী ধনকে যাহারা কেবলমাত্র আত্মেন্দ্রিয়-তৃপ্তিসাধনের জন্য ব্যবহার করে, তাহারা দুরন্তবীর্য্য মৃত্যুর কথা চিন্তা করে না।। ১২।।

বিশ্বনাথ— তথা ধনস্যাপি দৃষ্টোপভোগার্থমেব বিনিয়োগাদবুধা এব তে ইত্যাহ,—ধনঞ্চেতি। ধর্ম্ম এব একমৎকৃষ্টং ফলং যস্য তৎ। যতো ধর্ম্মাৎ সবিজ্ঞানম-পরোক্ষজ্ঞানসহিতং পরোক্ষজ্ঞানং ভবেৎ, অনু অনন্তর-মেব প্রশান্তির্মোক্ষো যস্মাত্তৎ। এবম্ভুতং ধনং গৃহেষু দেহাদ্যর্থং যুঞ্জন্তি।। ১২।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— সেইরূপ যাঁহারা ধনকে প্রত্যক্ষ উপভোগের জন্যই ব্যবহার করেন, তাহারা অজ্ঞ ইহাই বলিতেছেন—ধর্ম্মই একমাত্র উৎকৃষ্ট ফল যাহার সেই ধর্ম্ম হইতে বিজ্ঞানের সহিত ভগবৎ সাক্ষাৎকার জ্ঞান, তাহা হইতে শাস্ত্রজ্ঞান হয়, তাহার পরই প্রকৃষ্ট লাভ অর্থাৎ মোক্ষ হয়। এমন ধনকে গৃহে দেহাদির উপভোগের জন্য ব্যবহার করে। তাহারা সম্মুখে প্রবল পরাক্রম মৃত্যুকে দেখিতে পায় না।। ১২।।

বিবৃতি— প্রাপকের প্রাপ্যবস্তুকে 'ধন' বলে। সেই ধনদ্বারা নশ্বর শরীরের সমৃদ্ধিকল্পে যত্ন করিতে যেসকল মানবকে দেখা যায়, তাহারা অতিবিক্রমশালী বিনাশ বা

ক্ষয় নামক মৃত্যুকে দেখিয়াও দেখিতে পায় না। কিন্তু ধনদ্বারা ধর্ম্মই একমাত্র লভ্য হওয়া আবশ্যক; যেহেতু ধর্ম্ম হইতেই অপরোক্ষজ্ঞানযুক্ত পরোক্ষজ্ঞানলাভ ঘটে। আবার পরোক্ষজ্ঞানের পরবর্ত্তি বিচার জীবকে সকলপ্রকার বন্ধন হইতে মুক্ত করে।

অধনকে 'ধন' জ্ঞান করিয়া উহা নশ্বর গৃহসেবায় নিযুক্ত করিলে একমাত্র ধর্ম্মফল লব্ধ হয় না। মৃত্যুর সহিত সকলপ্রকার অধনই ধ্বংস প্রাপ্ত হয়; কিন্তু নিত্যানিত্য-বিবেক, চিদচিদ্বিবেক ও আনন্দ-নিরানন্দ-বিবেকরূপ ধন-সাহায্যে প্রত্যক্ষজ্ঞান হইতে দূরে অবস্থিত যে পরোক্ষজ্ঞান, তাহা হইতে বিমুক্তপদবী অপরোক্ষানুভূতি জীবের পরমমঙ্গল বিধান করে। অনিত্য লব্ধ প্রত্যক্ষজ্ঞান পরোক্ষজ্ঞানে পর্য্যবসিত না হইলে তাহা অপরোক্ষজ্ঞানলাভ সম্ভব হয় না।। ১২।।

যদ্ঘ্রাণভক্ষো বিহিতঃ সুরায়া-
স্তথাপশোরালভনং ন হিংসা।
এবং ব্যবায়ঃ প্রজয়া ন রত্যৈ
ইমং বিশুদ্ধং ন বিদুঃ স্বধর্ম্মম্।। ১৩।।

অন্বয়ঃ— যৎ (যস্মাৎ) সুরায়াঃ ঘ্রাণভক্ষঃ বিহিতঃ (ঘ্রাণভক্ষোঽবঘ্রাণং স এব বিহিতো ন তু পানং) তথা পশোঃ আলভনং (পশোরপ্যালভনমেব বিহিতং) ন হিংসা (যা বেদবিহিতা হিংসা সা ন হিংসেত্যর্থঃ) এবং ব্যবায়ঃ প্রজয়া (নিমিত্তভূতয়া পুত্রার্থং) ন রত্যৈ (অতো মনোরথবাদিনঃ) ইমং বিশুদ্ধং স্বধর্ম্মং ন বিদুঃ (নৈব জানন্তি)।। ১৩

অনুবাদ— শাস্ত্রে মদ্যের ঘ্রাণরূপ ভক্ষণই বিহিত হইয়াছে, পান বিহিত হয় নাই; সেইরূপ যথেচ্ছ পশুহিংসার পরিবর্ত্তে যজ্ঞে পশুব্যবহার এবং আত্মতৃপ্তির পরিবর্ত্তে কেবলমাত্র সন্তান উৎপাদনের জন্যই মৈথুন বিহিত হইয়াছে, পরন্তু মনোরথবাদিগণ এবম্বিধ বিশুদ্ধ অবগত হয় না।। ১৩।।

বিশ্বনাথ— কিঞ্চ ব্যবস্থয়াপি ব্যবায়াদ্যভ্যনুজ্ঞানং ন যথেষ্টং, অপি ত্বন্যথৈবেত্যাহ, যদ্যস্মাৎ সুরায়াঃ ঘ্রাণং ভক্ষঃ অবঘ্রাণমেব ভক্ষো বিহিতঃ ন তু যথেষ্টং পানম্। তথা পশোরালভনং কিঞ্চিদঙ্গচ্ছেদনমেব ন তু হিংসা বধঃ। ব্যবায়োঽপি প্রজয়া হেতুনা ন তু রমণার্থম্।। ১৩।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— আর ব্যবস্থা দ্বারা ও ব্যবায় আদি উপদেশ যথেষ্ট নহে, পরন্তু অন্যপ্রকারে উহার উপদেশ যেমন মদ্যের ঘ্রাণ গ্রহণ করাই যজ্ঞের ভক্ষণের বিধান, যথেষ্ট রূপে পান করা নহে। সেইরূপ পশুর কিঞ্চিৎ অঙ্গচ্ছেদনই যজ্ঞে দেবতার উদ্দেশ্য বিধান, একেবারে বধ নহে। স্ত্রীসঙ্গও পুত্রলাভের জন্য, ইন্দ্রিয়সুখের জন্য নহে।। ১৩।।

মধ্ব—

যজ্ঞেষ্বালম্ভনং প্রোক্তং দেবতোদ্দেশতঃ পশোঃ।
হিংসা নাম তদন্যত্র তস্মাত্তাং নাচরেদ্বুধঃ।।
যতো যজ্ঞে মৃতা ঊর্দ্ধং যান্তি দেবে চ পৈতৃকে।
অতো লাভাদালভনং স্বর্গস্য ন তু মারণম্।।
ইতি চ।। ১৩।।

বিবৃতি— আসক্তির সহিত সুরাপান, অত্যন্ত ঔদারিক হইয়া পশুমাংসভোজন এবং অতিরিক্ত ইন্দ্রিয়াশক্তির নিবারণকল্পে সুরা-ঘ্রাণ, যজ্ঞাদিতে পশুবধ এবং সন্তানলাভার্থ্য সহবাসের বিধিসমূহ আসক্তিবর্দ্ধনার্থ ব্যবস্থাপিত হয় নাই। এই তাৎপর্য্য যাঁহারা বুঝিতে পারেন, তাঁহারাই বিশুদ্ধ স্বধর্ম্মপালনে সমর্থ, নতুবা ধর্ম্মানুমোদিত মনে করিয়া পানরত মাংসাশী ও ইন্দ্রিয়পরায়ণ হইলে জীবের স্বধর্ম্মজ্ঞানে নানাবিধ অশুদ্ধভাব আসিয়া তাহাকে স্বধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত করায় এবং বিদ্ধধর্ম্মকেই স্বধর্ম্ম মনে করায়। বিশুদ্ধ স্বধর্ম্ম-রহিত অনভিজ্ঞ জনগণ 'এক' বুঝিতে গিয়া অন্যপ্রকার বিচার করে।। ১৩।।

যে ত্বনেবম্বিদোঽসন্তঃ স্তব্ধাঃ সদভিমানিনঃ।
পশূন্ দ্রুহ্যন্তি বিশ্রব্ধাঃ প্রেত্য খাদন্তি তে চ তান্।। ১৪

অন্বয়ঃ— (ভগবৎপরাঙ্মুখানাং বহুদোষতাং প্রপঞ্চ্য তন্নিষ্ঠাং প্রপঞ্চয়তি) যে তু অনেবংবিদঃ (ন এবং ধর্ম্মং

বিন্দন্তি যে তে) স্তব্ধাঃ (অবিনীতাঃ) সদভিমানিনঃ (সন্তো বয়মিত্যভিমানবন্তঃ) অসন্তঃ (পাপবাসিতান্তঃকরণাঃ) বিশ্রব্ধাঃ (নিঃশঙ্কাঃ) পশূন্ দ্রুহ্যন্তি (ঘ্নন্তি) তে (পশবঃ) চ প্রেত্য (পরলোকং গত্বা) তান্ খাদন্তি।। ১৪।।

অনুবাদ— ঈদৃশ ধর্ম্মতত্ত্বানভিজ্ঞ যে সকল অবিনীত, সাধুত্বাভিমানী দুর্জ্জন নিঃশঙ্কচিত্তে পশুহিংসা করে, পরলোকে নিহত পশুগণ তাহাদিগকে ভক্ষণ করিয়া থাকে।। ১৪।।

বিশ্বনাথ— এবমুক্তলক্ষণং ধর্ম্ম ন বিদন্তীতি তে। "যা শাস্ত্রবিহিতা হিংসা ন সা হিংসেতি কথ্যতে" ইত্যাদি বাক্যার্থতাৎপর্য্যমবুদ্ধা যে পশূন্ প্রাণত এব হিংসন্তী-ত্যর্থঃ। বিশ্রব্ধাঃ বধকালেঽপ্যেতেঽস্মৎপালকা অস্মান্ন হনিষ্যন্তি, কিন্তু শস্ত্রদর্শনয়া উপহসিতুমস্মাভিঃ সহ খেলন্ত্যেবেতি পালিতৈঃ পশুভিঃ কৃতবিশ্বাসাঃ, তান্ দ্রুহ্যন্তি ঘ্নন্তেব্য, ততস্তে চ পশবঃ প্রেত্য অমূত্র তাংশ্চ স্বঘাতকান্ খাদন্তি। 'মাং স ভক্ষয়িতামুত্র যস্য মাংসমিহাদ্ম্যহম্। এতন্মাংসস্য মাংসত্বং প্রবদন্তি মনীষিণঃ' ইতি বচনাৎ। যথা চ যোগবলেন যজ্ঞপশূন্ প্রত্যক্ষং প্রদর্শ্য প্রাচীনবর্হিষং প্রত্যুক্তং শ্রীনারদেন—"ভো ভো প্রজাপতে, রাজন্, পশূন্ পশ্য ত্বয়াধ্বরে। সংজ্ঞপিতান্ জীবসঙ্ঘান্ নির্ঘৃণেন সহস্রশঃ। এতে ত্বাং সংপ্রতীক্ষন্তে স্মরন্তো বৈশসং তব। সম্পরেতময়ঃকূটৈশ্ছিন্দন্ত্যুত্থিতমন্যবঃ" ইতি।। ১৪।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— এইরূপে পূর্ব্বোক্ত লক্ষণযুক্ত ধর্ম্মকে তাহারা জানে না, 'শাস্ত্র বিহিত যে হিংসা তাহা হিংসা নহে' ইত্যাদি শাস্ত্র তাৎপর্য্য না জানিয়া যাঁহারা পশুসকলকে প্রাণহীন ভাবে হিংসা করে। বধকালেও পশুরা বিশ্বাস করে ইহারা আমাদের পালক, অতএব আমাদিগকে হত্যা করিবে না, কিন্তু অস্ত্র দেখাইয়া উপহাস করিবার জন্য আমাদের সহিত খেলা করিতেছে—এইরূপ বিশ্বাস যুক্ত পশুসমূহকে হত্যা করে। অতএব ঐ সকল পশুর মৃত্যুর পর এই জগতেই নিজ ঘাতকসমূহকে ভক্ষণ করে শাস্ত্র বাক্য আছে। 'আমাকে সে ভক্ষণ করিবে যাহার মাংস আমি এখন ভক্ষণ করিতেছি' ইহাই মাংস শব্দের প্রকৃত অর্থ মনিষীগণ বলিয়া থাকেন। যেমন প্রাচীনবর্হিকে শ্রীনারদ ঋষি যোগবলে যজ্ঞে বধ করা পশুসমূহকে প্রত্যক্ষ দেখাইয়া বলিয়াছিলেন—ওহে ওহে! প্রজাপতি হে মহারাজ! তুমি যজ্ঞে যে পশু সকলকে হত্যা করিয়াছিলে, তাহাদিগকে দেখ—সহস্র সহস্র এই জীবসমূহ তোমাকে হত্যা করিবার জন্য নির্ভয়ে অপেক্ষা করিতেছে। মৃত্যুর পরই লৌহ নির্ম্মিত অস্ত্রসমূহ লইয়া ক্রোধে দাঁড়াইয়া আছে।। ১৪।।

বিবৃতি— স্বধর্ম্মের বোধাভাবহেতু অসৎপ্রকৃতি-ব্যক্তিগণ নিঃশঙ্কচিত্তে আপনাদিগকে সাধু বিবেচনাপূর্ব্বক দুর্ব্বিনীত হইয়া যথেচ্ছভাবে পশুবধাদি করিয়া থাকে। কর্ম্মের বিধি অনুসারে কর্ত্তা স্বীয় কৃত্যসাধনে যে ঋণগ্রস্ত হন, সেই ঋণ পরিশোধ করিতে তিনি বাধ্য। তজ্জন্য মাংসভোজিগণের স্ব-স্ব-শরীর মাংসাশী পশুর নিকট বলিদান করিয়া উহার ঋণ পরিশোধ করিতে হয়। যে নরশরীর লাভ করিয়া বুদ্ধিবিপর্য্যয়ক্রমে যাহার মাংস ভোজন করে, সেই জীব উক্ত মাংসভোজীর মাংস মরণের পর গ্রহণ করিয়া তাহাকে ঋণদায় হইতে মুক্ত করে।। ১৪

দ্বিষন্তঃ পরকায়েষু স্বাত্মানং হরিমীশ্বরম্।
মৃতকে সানুবন্ধেঽস্মিন্ বদ্ধস্নেহাঃ পতন্ত্যধঃ।। ১৫।।

অন্বয়ঃ— সানুবন্ধে (পুত্রকলত্রাদিসহিতে) অস্মিন্ মৃতকে (শবতুল্যে স্বদেহে) বদ্ধস্নেহাঃ (বদ্ধঃ স্নেহো যৈস্তে) পরকায়েষু (পরদেহেষু স্থিতান্ জীবান্) দ্বিষন্তঃ (অভিচারাদিনা দ্বিষন্তঃ) স্বাত্মানম্ (আত্মরূপিণম্) ঈশ্বরং হরিং (পরমেশ্বরমেব দ্রুহ্যন্তি তদ্দোষাৎ) অধঃ (নরকে) পতন্তি।। ১৫।।

অনুবাদ— পুত্রকলত্রাদিযুক্ত শবতুল্য নিজদেহে অত্যাসক্ত মানবগণ পরদেহস্থিত জীবাত্মার প্রতি হিংসাবশতঃ পরমাত্মরূপী জগদীশ্বর শ্রীহরির প্রতিই বিদ্বেষ করিয়া থাকে এবং তৎফলে নরকগামী হয় ।। ১৫।।

বিশ্বনাথ— দ্বিষন্ত ইতি। মাংসার্থং পশূন্ হিংসন্তি লোকান্ বা যদ্দ্বিষন্তি তৎ স্বাত্মানং হরিমেব দ্বিষন্তি ইত্যর্থঃ। মৃতকে স্বদেহে।। ১৫।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— মাংসের জন্য পশুসকলকে হিংসা করে অথবা মনুষ্য সকলকে যে বিদ্বেষ করে, তাহা নিজেকে ও শ্রীহরিকেই বিদ্বেষ করা হয়। মৃতকে অর্থাৎ নিজদেহে।। ১৫।।

মধ্ব—

স্বাত্মানং স্বস্মিন্নাপ্তং চ।
আপ্তত্বাদাত্মশব্দোক্তং স্বস্মিন্নপি পরেষু চ।
জীবাদন্যং ন পশ্যন্তি শ্রুত্বৈবং বিদ্বিষন্তি চ।।
এতাংস্ত্বমাসুরান্ বিদ্ধি লক্ষণৈঃ পুরুষাধমান্।
ইতি হরিবংশেষু।। ১৫।।

বিবৃতি— শরীর দ্বিবিধ— স্থূলশরীরকে 'মৃতক' বা জড়দেহ বলে। স্থূলশরীরের সহিত জীবন সংযুক্ত হইলে যে সূক্ষ্মশরীরের অনুভূতি হয়, তদ্দ্বারা স্থূলশরীরের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট পুত্রকলত্রাদির উপকারের জন্য যে জড়ীয় স্নেহ আমাদিগকে আপ্লুত করে, তাহাতে বাধ্য হইয়া আমরা অপরের স্থূলদেহের প্রতি হিংসা-বিধানপূর্ব্বক যে-প্রকার আত্মসমৃদ্ধি কামনা করিয়া থাকি, তদ্দ্বারা ভগবদ্বিদ্বেষই সাধিত হয় এবং তৎফলে অধঃপতন ঘটিয়া থাকে অর্থাৎ আত্মার স্বরূপগত ধর্ম্মই ভগবদুপাসনা; তাহাতে বিমুখ হইয়া আমাদের পরদ্রোহ ও পরহিংসাচরণ আমাদিগকে অধঃপাতিত করে।। ১৫।।

যে কৈবল্যমসংপ্রাপ্তা যে চাতীতাশ্চ মূঢ়তাম্।
ত্রৈবর্গিকা হ্যক্ষণিকা আত্মানং ঘাতয়ন্তি তে।। ১৬।।

অন্বয়ঃ— যে (তু) কৈবল্যং (তত্ত্বজ্ঞানং) অসংপ্রাপ্তাঃ (কৈবল্যপ্রাপকজ্ঞানশূন্যা ইত্যর্থঃ) যে মূঢ়তাম্ (অত্যন্তজড়তাম্) অতীতাঃ চ ত্রৈবর্গিকাঃ (ত্রিবর্গপ্রধানাঃ) অক্ষণিকাঃ (উপশান্তিক্ষণরহিতাঃ ক্ষণমাত্রমপি অবকাশং ন লভন্তে) তে হি আত্মানং (স্বস্য জীবনং) ঘাতয়ন্তি (নরকাদিপাতসাধনং কুর্বন্তি)।। ১৬।।

অনুবাদ— যাহারা তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে পারে নাই এবং যাহারা অত্যন্ত জাড্যভাব অতিক্রম করিয়াছে, তাদৃশ ত্রিবর্গাসক্ত ক্ষণকাল বিশ্রামরহিত পুরুষগণ নিজ আত্মাকে বিনষ্ট অর্থাৎ নরকাদিপ্রাপ্তির যোগ্য করিয়া থাকে।। ১৬।।

বিশ্বনাথ— অজ্ঞাস্তত্ত্বজ্ঞৈরনুকম্পিতাস্তরন্তি, তত্ত্বজ্ঞাস্তু স্বতঃ। যে তু নাত্যন্তমজ্ঞা ন চ তত্ত্বজ্ঞাস্তেঽন্তরালবর্ত্তিনঃ পতন্তীত্যাহ,—যে ইতি। অসংপ্রাপ্তাঃ কৈবল্যপ্রাপকজ্ঞানশূন্যা ইত্যর্থঃ। নাপি পশ্বাদিবন্মূঢ়াঃ, তর্হি কিং জ্ঞানার্থিনো ভক্ত্যর্থিনো বা, ন, ত্রৈবর্গিকাঃ ধর্ম্মার্থকামপরাঃ; ভবন্তু তদপি কদাপ্যবসরং প্রাপ্য হরিকথাং শ্রোষ্যন্তি, ন, অক্ষণিকাস্তত্র ক্ষণমাত্রমপ্যবকাশং ন লভন্তে তর্হি তে আত্মানমেব ঘাতয়ন্তি।। ১৬।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— অজ্ঞ ব্যক্তিগণ তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি দ্বারা কৃপাপ্রাপ্ত হইয়া সংসার তরিয়া যায়, আর তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিগণ স্বভাবতঃই সংসার তরিয়া যায়। কিন্তু যাহারা অত্যন্ত অজ্ঞ নহে এবং তত্ত্বজ্ঞ নহে, সেই মধ্যবর্ত্তী লোকগণ সংসারে পতিত হয়, ইহাই বলিতেছেন— অসংপ্রাপ্ত অর্থাৎ কৈবল্য—প্রাপক জ্ঞানশূন্য ব্যক্তিগণ, আর পশু আদির ন্যায় মূঢ়ও নহে। তাহা হইলে কি জ্ঞানার্থী? অথবা ভক্তিলাভেচ্ছু? উত্তর—না, তাহারা ধর্ম্ম অর্থ কাম পরায়ণ, তাহাই হউক তাহারা কখনও অবসর পাইলে হরিকথা শুনিবে? উত্তর—না তাহাদের হরিকথা শ্রবণে ক্ষণকালও অবকাশ পায় না। অতএব তাহারা আত্মাকেই বধ করে।। ১৬।।

বিবৃতি— যথেচ্ছাচারী ব্যক্তিসকল রজস্তমোগুণের দ্বারা অভিভূত হইয়া মূঢ়তা লাভ করে; আর একতাৎপর্য্যপর অদ্বয়জ্ঞানের উপাসক কেবলাভক্তিকেই আশ্রয় করেন। যাঁহারা যথেচ্ছাচারী বা কেবলা-ভক্তির আশ্রিত নহেন, সেইসকল ব্যক্তি ভগবানে নবধা-ভক্তিরহিত হইয়া ধর্ম্ম, অর্থ ও কামরূপ ভোগের অনুসন্ধান করেন; সুতরাং আত্মস্বরূপবোধে বঞ্চিত হইয়া নিজের সর্ব্বনাশ সাধন করেন। স্বরূপবোধের অভাব হইতেই মায়াবাদ ও ফল-

ভোগবাদে জীবের প্রবৃত্তি হয়; উহা দ্বারা আত্মবিনাশ লাভ ঘটে।। ১৬।।

এত আত্মহনোঽশান্তা অজ্ঞানে জ্ঞানমানিনঃ।
সীদন্ত্যকৃতকৃত্যা বৈ কালধ্বস্তমনোরথাঃ।। ১৭।।

অন্বয়ঃ— এত আত্মহনঃ (আত্মাপহ্নবকর্ত্তারঃ) অশান্তাঃ অজ্ঞানে (কর্ম্মণি) জ্ঞানমানিনঃ (ভ্রান্তা জ্ঞানসদ্ভাবাভিমানবন্তঃ) অকৃতকৃত্যাঃ (কুকর্ম্মনিরতাঃ সন্তঃ) কালধ্বস্তমনোরথাঃ (কালেন ধ্বস্তো মনোরথো যেষাং তে) সীদন্তি বৈ (নরকাদৌ ক্লিশ্যন্ত্যেব)।। ১৭।।

অনুবাদ— এই সমস্ত আত্মবঞ্চক অশান্তচিত্ত পুরুষ কর্ম্মকেই জ্ঞানসাধনের উপযোগী মনে করিয়া অসৎকর্ম্মসমূহের আচরণপূর্ব্বক পরিণামে কালপ্রভাবে বিনষ্টমনোরথ হইয়া নরকযাতনা ভোগ করিয়া থাকে।। ১৭।।

বিবৃতি— আত্মঘাতি ব্যক্তিগণ কেবলা ভক্তি পরিত্যাগ করিয়া অশান্তি লাভ করেন, মূর্খতাকেই জ্ঞানবত্তা বলিয়া মনে করেন; জড় সবিশেষ পরিত্যাগ করিয়া কালভোগবাদে জীবের প্রবৃত্তি হয়; উহা দ্বারা আত্মবিনাশ লাভ ঘটে।। ১৭।।

হিত্বাত্মমায়ারচিতা গৃহাপত্যসুহৃৎস্ত্রিয়ঃ।
তমো বিশন্ত্যনিচ্ছন্তো বাসুদেবপরাঙ্মুখাঃ।। ১৮।।

অন্বয়ঃ— বাসুদেবপরাঙ্মুখাঃ (ভগবদ্বিমুখাঃ জনাঃ) অনিচ্ছন্তঃ (অপি) আত্মমায়ারচিতাঃ (আত্মনঃ ভগবতঃ মায়া তয়া রচিতা সম্পাদিতা) গৃহাপত্যসুহৃৎস্ত্রিয়ঃ (তা ইহৈব) হিত্বা (ত্যক্ত্বা) তমঃ (নরকং) বিশন্তি।। ১৮।।

অনুবাদ— ভগবদ্‌বিমুখ মানবগণ নিজের অনিচ্ছাসত্ত্বেও অন্তিমকালে ভগবন্মায়া-রচিত গৃহ, পুত্র, বান্ধব, স্ত্রী প্রভৃতিকে পরিত্যাগপূর্ব্বক নরকে প্রবেশ করিয়া থাকে।। ১৮।।

বিশ্বনাথ—"অসূর্য্যা নাম তে লোকা অন্ধেন তমসাবৃতাঃ। তাংস্তে প্রেত্যাভিগচ্ছন্তি যে কে চাত্মহনো জনাঃ" ইতি শ্রুতেস্তেষামধোগতিরেবেত্যাহ, হিত্বেতি। যা গৃহাপত্যসুহৃৎস্ত্রিয়স্তা হিত্বা ত্যক্ত্বা।। ১৮।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— "সূর্য্য বিহীন গাঢ় অন্ধকারে আবৃত লোকসমূহকে তাহারা মৃত্যুর পরে প্রাপ্ত হয়, যাহারা আত্মহত্যাকারী ব্যক্তি"—এইরূপ বেদবাক্য থাকায় তাহাদের অধোগতিই বলিতেছেন—যাহারা গৃহ, সন্তান, মিত্র ও স্ত্রী এইসকলকে ত্যাগ করিয়া নরকে প্রবেশ করে।। ১৮।।

বিবৃতি— ভগবদ্বিমুখতা-ক্রমেই জীবের নশ্বর বিষয়ভোগপ্রবৃত্তি। জীব বৈকুণ্ঠবস্তুর সেবা-বিমুখ হইয়া কুণ্ঠাধর্ম্মের আশ্রয়ে স্ত্রী, পুত্র, বন্ধু, গৃহ, দেশ প্রভৃতি নশ্বর বিনাশযোগ্য ভোগ্যব্যাপারসমূহ আপাততঃ পরিত্যাগ করিলেও ভগবৎসেবালোক-বঞ্চিত হইয়া মায়াবাদের আশ্রয়ে অনিচ্ছাসত্ত্বেও অন্ধকারে প্রবিষ্ট হয়।। ১৮।।

শ্রীরাজোবাচ—

কস্মিন্ কালে স ভগবান্ কিং বর্ণঃ কীদৃশো নৃভিঃ।
নাম্না বা কেন বিধিনা পূজ্যতে তদিহোচ্যতাং।। ১৯।।

অন্বয়ঃ— শ্রীরাজোবাচ—সঃ ভগবান্ কস্মিন্ কালে কিং বর্ণঃ (কীদৃগ্ বর্ণবান্) কীদৃশঃ (কীদৃগাকারঃ) কেন নাম্না কেন বা বিধিনা নৃভিঃ ইহ (অস্মদগ্রে) পূজ্যতে তৎ উচ্যতাং (কথ্যতাম্)।। ১৯।।

অনুবাদ— শ্রীরাজা বলিলেন—ভগবান্ শ্রীহরি কোন্ কালে কোন্ বর্ণ ও কীদৃশ আকৃতিবিশিষ্টরূপে কোন নামে কোন্ বিধি অনুসারে মানবগণের নিকট পূজিত হইয়া থাকেন, তাহা বর্ণন করুন্।। ১৯।।

বিশ্বনাথ— এতাদৃশানামুদ্ধারো ভগবদবতারং বিনা ন সম্ভবেদিতি মনসি কৃত্বা পৃচ্ছতি, কস্মিন্নিতি। কীদৃশঃ কীদৃগাকারঃ।। ১৯।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— ইহাদের উদ্ধার ভগবৎ ব্যতীত সম্ভব নয়, ইহা মনে করিয়া নিমিরাজ প্রশ্ন করিতেছেন—কোন্ কালে কিরূপ আকার বিশিষ্ট ভগবান্ কোন বিধিদ্বারা পূজিত হইবেন, তাহা বলুন।। ১৯।।

শ্রীকরভাজন উবাচ—
কৃতং ত্রেতা দ্বাপরঞ্চ কলিরিত্যেষু কেশবঃ।
নানাবর্ণাভিধাকারো নানৈব বিধিনেজ্যতে।। ২০।।

অন্বয়ঃ— শ্রীকরভাজনঃ উবাচ—কৃতং ত্রেতা দ্বাপরং কলিঃ চ ইতি এষু (কৃতাদিকালেষু) কেশবঃ নানা-বর্ণাভিধাকারঃ (নানাপ্রকারা বর্ণা অভিধা নামানি আকা-রাশ্চ যস্য সঃ) নানা এব বিধিনা (প্রকারেণ) ইজ্যতে (পূজ্যতে)।। ২০।।

অনুবাদ— শ্রীকরভাজন বলিলেন— হে রাজন্! সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি—এই চারিযুগে ভগবান্ শ্রীহরি বিবিধ বর্ণ, নাম এবং আকৃতিবিশিষ্ট হইয়া ভিন্ন ভিন্ন বিধানানুসারে অর্চ্চিত হইয়া থাকেন।। ২০।।

কৃতে শুক্লশ্চতুর্বাহুর্জটিলো বল্কলাম্বরঃ।
কৃষ্ণাজিনোপবীতাক্ষান্ বিভ্রদ্দণ্ডকমলণ্ডলু।। ২১।।

অন্বয়ঃ— (বর্ণাদিচতুষ্টয়মাহ কৃত ইত্যাদিনা) কৃতে (সত্যযুগে) শুক্লঃ (শুক্লবর্ণ শুক্লনামা চ) চতুর্বাহুঃ জটিলঃ বল্কলাম্বরঃ কৃষ্ণাজিনোপবীতাক্ষান্ (কৃষ্ণাজিনং কৃষ্ণসার-চর্ম্ম উপবীতং যজ্ঞসূত্রম্ অক্ষোঽকারাদিক্ষান্তবর্ণময়মালা তান্) দণ্ডকমণ্ডলু চ বিভ্রৎ (দধান ইতি ব্রহ্মচারিবেশো দর্শিতঃ)।। ২১।।

অনুবাদ— সত্যযুগে ভগবান্ শুক্লবর্ণ, চতুর্ভুজ, জটা, বল্কলবসন, কৃষ্ণাজিন, উপবীত, অক্ষমাল্য, দণ্ড এবং কমণ্ডলুধারণপূর্ব্বক ব্রহ্মচারিবেশে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন।। ২১।।

বিশ্বনাথ— শুক্ল ইতি শুক্লবর্ণঃ শুক্লনামা। কৃষ্ণা-জিনং কৃষ্ণসারচর্ম্ম উপবীতং যজ্ঞসূত্রঃ, অক্ষোঽকারাদি-ক্ষকারান্তবর্ণময়ী মালা তান্ দণ্ডং কমণ্ডলুঞ্চ বিভ্রদিতি ব্রহ্মচারিবেশো দর্শিতঃ।। ২১।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— শুক্ল অর্থাৎ শুক্লবর্ণ ও শুক্ল নাম, মৃগসার চর্ম্ম, যজ্ঞসূত্র, অকার হইতে ক্ষকার পর্য্যন্ত বর্ণময়ী মালা, তাহার নাম 'অক্ষমালা' এবং দণ্ডকমণ্ডলু ধারণ করিয়া ব্রহ্মচারী বেশে সত্যযুগে দর্শন দেন ।।২১।।

মনুষ্যাস্তু তদা শান্তা নির্ব্বৈরাঃ সুহৃদঃ সমাঃ।
যজন্তি তপসা দেবং শমেন চ দমেন চ।। ২২।।

অন্বয়ঃ— তদা (কৃতযুগে) মনুষ্যাঃ তু সমাঃ (সম-দর্শিনঃ) নির্ব্বৈরাঃ (হিংসাদিরহিতাঃ) শান্তাঃ (রাগাদি-রহিতাঃ) সুহৃদঃ (সর্ব্বোপকারিণঃ) শমেন দমেন তপসা চ (ধ্যানযোগেন চ) দেবং (ভগবন্তম্) আরাধয়ন্তি।। ২২।।

অনুবাদ— তৎকালে শান্ত, বৈরভাবরহিত, সর্ব্ব-হিতরত, সমদর্শী মানবগণ শম, দম এবং ধ্যানযোগে ভগবদ্ভজন করিয়া থাকেন।। ২২।।

বিশ্বনাথ— তপসা ধ্যানেনেতি তদা তেন ধ্যানমেব বিধীয়তে।। ২২।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— তপস্যা অর্থাৎ ধ্যান দ্বারা তিনি আরাধিত হইবেন, সেইকালে ধ্যানেরই বিধান।। ২২।।

হংসঃ সুপর্ণো বৈকুণ্ঠো ধর্ম্মো যোগেশ্বরোঽমলঃ।
ঈশ্বরঃ পুরুষোঽব্যক্তঃ পরমাত্মেতি গীয়তে।। ২৩।।

অন্বয়ঃ— (কৃতযুগে স ভগবান্) হংসঃ সুপর্ণঃ, বৈকুণ্ঠঃ, ধর্ম্মঃ যোগেশ্বরঃ অমলঃ ঈশ্বরঃ পুরুষঃ অব্যক্তঃ পরমাত্মা ইতি গীয়তে (এতৈর্নামভির্ব্যবহ্রিয়তে)।। ২৩।।

অনুবাদ— সত্যযুগে ভগবান্ হংস, সুপর্ণ, বৈকুণ্ঠ, ধর্ম্ম, যোগেশ্বর, অমল, ঈশ্বর, পুরুষ, অব্যক্ত এবং পরমাত্মা—এই সকল নামে অভিহিত হইয়া থাকেন।। ২৩

বিশ্বনাথ— গীয়তে ইতি এতানি নামানি তদা গেয়ানি।। ২৩।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— ঐ সত্যযুগে হংস সুপর্ণ ইত্যাদি নামসমূহ গীত হয়।। ২৩।।

বিবৃতি— চতুর্যুগে ভগবানের কিরূপ বর্ণ, মানব-গণের দ্বারা ভগবান্ কি কি নামে ও কোন্ কোন্ বিধিদ্বারা অর্চ্চিত হন,—বিদেহরাজ নিমির এই প্রশ্নের উত্তরে করভাজনমুনি ভগবানের চারিযুগের নামসমূহ কীর্ত্তন করিলেন। ভগবান্ কেশব সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি—এই যুগচতুষ্টয়ে চারিবর্ণে নানানামে ও নানামূর্ত্তিতে

বিধিপথে সেবকগণকর্ত্তৃক অর্চ্চিত হন। তন্মধ্যে সত্যযুগে ভগবানের বর্ণ শুভ্র, তিনি চতুর্ভুজ, জটিলকেশ, কৃষ্ণাজিনও বল্কল-পরিহিত, উপবীত, মালিকা ও দণ্ডকমণ্ডলু-ধারী। সত্যযুগের মানবগণ শান্ত, পরস্পর প্রণয়যুক্ত, সমদর্শন, অন্তর্বাহ্য ইন্দ্রিয়সংযমপরায়ণ এবং তপস্যা নিরত হইয়া বিষ্ণুপূজাতৎপর।

সেই ভগবদ্বস্তুকে আত্মবিদ্‌গণ 'পরমাত্মা' বলিয়া গান করেন। আশ্রমধর্ম্মে অবস্থিত জীবগণ তাঁহাকে বর্ণাশ্রমাতীত 'হংস' বলিয়া গান করেন। সূক্ষ্মাবকাশে বিচরণশীল শোভানপক্ষযুক্ত কার্য্যকারণবাদের মূলাশ্রয় 'সুপর্ণ' বলিয়া তাঁহাকে স্থূলাশ্রিত মানবগণ গান করেন। মায়ারচিত স্থূলসূক্ষ্মবিশ্বে বিচরণশীল ব্যক্তিগণ সেই ভগবদ্বস্তুকে ' বৈকুণ্ঠ' বলিয়া কীর্ত্তন করেন। ধর্ম্ম হইতে স্খলিতপদ হইবার যোগ্য ধারণা-রহিত ব্যক্তিগণ তাঁহাকে 'ধর্ম্ম' বলিয়া গান করেন। অসংযত বিক্ষিপ্তচিত্ত গুণান্তর্গত বশ্যজীবগণ তাঁহাকে পরম সংযত 'যোগেশ্বর' বলিয়া গান করেন। রজস্তমোমিশ্রগুণান্বিত জনগণ তাঁহাকে 'অমল' বলেন। দুর্ব্বল বশ্য জীবকুল তাঁহাকে 'ঈশ্বর' বলেন এবং আশ্রিতজনাভিমানী জীবগণ তাঁহাকে 'উত্তম পুরুষ' বলিয়া কীর্ত্তন করেন; আর নশ্বর-প্রকাশবেত্তৃগণ তাঁহাকে 'অব্যক্ত' বলেন। সত্যযুগে চতুর্ভুজ বাসুদেব বিভিন্নশ্রেণীর জনগণকর্ত্তৃক এইরূপ নানানামে এবং নানা-আকারবিশিষ্টরূপে জীবগণের নিজ-নিজ বৈধ-চেষ্টাক্রমে পূজিত হন। তজ্জন্যই ভগবানের বিবিধ আখ্যা।। ১৯-২৩

ত্রেতায়াং রক্তবর্ণোঽসৌ চর্তুবাহুস্ত্রিমেখলঃ।
হিরণ্যকেশস্ত্রয্যাত্মা স্রুক্স্রুবাদ্যুপলক্ষণঃ।। ২৪।।

অন্বয়ঃ—ত্রেতায়াম্ অসৌ (ভগবান্) রক্তবর্ণঃ চর্তুবাহুঃ ত্রিমেখলঃ (ত্রিগুণা দীক্ষাঙ্গভূতা মেখলা যস্য স যজ্ঞমূর্ত্তিঃ) হিরণ্যকেশঃ (পিঙ্গলকেশঃ) ত্রয্যাত্মা (বেদত্রয়ীপ্রতিপাদিত আত্মা মূর্ত্তির্যস্য সঃ) স্রুক্স্রুবাদ্যুপলক্ষণঃ (স্রুক্স্রুবাদি উপলক্ষণং চিহ্নং যস্য স তথাভূত আসীৎ)।। ২৪

অনুবাদ— ত্রেতাযুগে রক্তবর্ণ, চতুর্ভুজ, ত্রিগুণ-মেখলাযুক্ত, পিঙ্গলকেশবিশিষ্ট, বেদত্রয়প্রতিপাদিত বিগ্রহ, স্রুক্ স্রুব প্রভৃতি চিহ্নধারী ভগবান্ অবতীর্ণ হইয়া থাকেন।। ২৪

বিশ্বনাথ— রক্তবর্ণো রক্তনামা চ। ত্রিগুণা দীক্ষাঙ্গভূতমেখলা যস্য সঃ। ত্রয্যাত্মা যজ্ঞস্বরূপঃ ত্রয্যা বিদ্যয়েতি যজ্ঞস্তদা বিধীয়তে।। ২৪।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— ত্রেতাযুগে রক্তবর্ণ ও রক্তনাম, দীক্ষার অঙ্গরূপ ত্রিগুণ যাঁহার মেখলা, যজ্ঞস্বরূপ এবং যজ্ঞবিদ্যা দ্বারা অর্থাৎ সেইকালে যজ্ঞের বিধান।। ২৪।।

তথ্য— স্রুক্স্রুবাদি—'স্রুক্'-শব্দে যজ্ঞে ঘৃত প্রক্ষেপ করিবার নিমিত্ত বিকঙ্কত-কাষ্ঠ-নির্ম্মিত বাহুপরিমিতি, তলদেশে একটি দণ্ডযুক্ত, ঈষৎ গর্ত্তযুক্ত হংসের মুখতুল্য একটি প্রণালিকাযুক্ত, হস্তপরিমিতি মুখভাগে খাতবিশিষ্ট পাত্রবিশেষকে বুঝায়। 'স্রুব' শব্দে যজ্ঞাগ্নিতে হোম করিবার নিমিত্ত খদিরকাষ্ঠনির্ম্মিত (অঙ্গুষ্ঠের ন্যায় গোলাকার) মুখভাগযুক্ত ও নাসিকার ন্যায় অর্দ্ধপর্ব্বাকৃতি খাতযুক্ত পাত্রবিশেষকে বুঝায়।। ২৪।।

বিবৃতি— ত্রেতাযুগে ভগবানের রক্তবর্ণ এবং তিনি চতুর্ভুজ ত্রিমেখল অর্থাৎ ত্রিবৃৎ—ঋক্, সাম ও যজুঃ বা ধর্ম্ম, অর্থ ও কামরূপ দীক্ষাঙ্গভূত কটিসূত্রযুক্ত, পিশঙ্গকেশ ত্রয়ীবেদমূর্ত্তি, স্রুক্স্রুবাদি-চিহ্নযুক্ত।। ২৪।।

তং তদা মনুজা দেবং সর্ব্বদেবময়ং হরিম্।
যজন্তি বিদ্যয়া ত্রয্যা ধর্ম্মিষ্ঠা ব্রহ্মবাদিনঃ।। ২৫।।

অন্বয়ঃ— তদা (ত্রেতায়াং) ব্রহ্মবাদিনঃ (বেদার্থতত্ত্বজ্ঞাঃ) ধর্ম্মিষ্ঠাঃ মনুজাঃ (মনুষ্যাঃ) সর্ব্বদেবময়ং (সর্ব্বদেবতান্তর্য্যামিনং) তং দেবং হরিং ত্রয্যা বিদ্যয়া (বেদত্রয়োক্তকর্ম্মভিঃ) যজন্তি (অর্চ্চয়ন্তি)।। ২৫।।

অনুবাদ— তৎকালে বেদজ্ঞ ধার্ম্মিক মানবগণ বেদত্রয়বিহিত কর্ম্মসমূহ দ্বারা সর্ব্বদেবময় শ্রীহরির আরাধনা করিয়া থাকেন।। ২৫।।

বিবৃতি— ত্রেতাযুগে মানবগণ বেদার্থে অভিজ্ঞ

হইয়া ত্রয়ীবিদ্যার দ্বারা অন্তর্য্যামী ভগবান্ শ্রীহরির যজ্ঞবিধিতে পূজা করিয়া থাকেন।। ২৫।।

বিষ্ণুর্যজ্ঞঃ পৃশ্নিগর্ভঃ সর্ব্বদেব উরুক্রমঃ।
বৃষাকপির্জয়ন্তশ্চ উরুগায় ইতীর্য্যতে।। ২৬।।

অন্বয়ঃ— (তদা স ভগবান্) বিষ্ণুঃ যজ্ঞঃ পৃশ্নিগর্ভঃ (পৃশ্নিঃ সুতপসঃ প্রজাপতেঃ পত্নী তস্যাঃ পুত্রঃ) সর্ব্বদেবঃ উরুক্রমঃ বৃষাকপিঃ জয়ন্তঃ (জয়ত্যেব সর্ব্বমিতি জয়ন্তঃ) উরুগায়ঃ ইতি চ ঈর্য্যতে (কথ্যতে)।। ২৬।।

অনুবাদ— ত্রেতাযুগে ভগবান্ বিষ্ণু, যজ্ঞ, পৃশ্নিগর্ভ, সর্ব্বদেব, উরুক্রম, বৃষাকপি, জয়ন্ত এবং উরুগায় নামে কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন।। ২৬।।

তথ্য— 'বৃষাকপি'—শ্রীবিষ্ণুর যে অবতারমূর্ত্তি স্মরণ করিবামাত্র ভক্তের অভীষ্ট কাম বর্ষণ করেন ও ক্লেশসমূহ বিচালিত করেন। 'জয়ন্ত'—ভগবানের যে মূর্ত্তি সর্ব্বদাই সর্ব্বোপরি জয় লাভ করেন।। ২৬।।

বিবৃতি— ত্রেতাযুগের সেবকগণ ভগবান্‌কে বিষ্ণু, যজ্ঞেশ্বর, পৃশ্নিগর্ভ, সর্ব্বদেব, উরুক্রম, বৃষাকপি, জয়ন্ত ও উরুগায় প্রভৃতি নামে অভিহিত করিয়া গান করেন। সেই ভগবদ্বস্তু বিষ্ণু—সর্ব্বব্যাপক, সর্ব্বপালক, সর্ব্বযজ্ঞাধীশ, সর্ব্বদেবদেব, পূর্ণবিক্রমসম্পন্ন ও উচ্চকণ্ঠে সর্ব্বশ্রেষ্ঠরূপে কীর্ত্তনীয়।। ২৬।।

দ্বাপরে ভগবান্ শ্যামঃ পীতবাসা নিজায়ুধঃ।
শ্রীবৎসাদিভিরঙ্কৈশ্চ লক্ষণৈরুপলক্ষিতঃ।। ২৭।।

অন্বয়ঃ— দ্বাপরে ভগবান্ শ্যামঃ (অতীসপুষ্পসঙ্কাশঃ) পীতবাসাঃ (পীতাম্বরধরঃ) নিজায়ুধঃ (নিজানি চক্রাদীনি আয়ুধানি যস্য সঃ) শ্রীবৎসাদিভিঃ (শ্রীবৎসো নাম বক্ষসি দক্ষিণভাগে রোম্নাং প্রদক্ষিণাবর্ত্তঃ স আদির্যেষাং তৈঃ) অঙ্কৈঃ (চিহ্নৈঃ) লক্ষণৈঃ (কৌস্তুভাদিভিঃ) চ উপলক্ষিতঃ (শ্রীকৃষ্ণরূপেণাবততার)।। ২৭।।

অনুবাদ— দ্বাপরযুগে ভগবান্ পীতবসন, চক্রাদি নিজ আয়ুধসমূহ, শ্রীবৎসপ্রভৃতিচিহ্ন এবং কৌস্তুভপ্রভৃতি লক্ষণে বিভূষিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন।। ২৭।।

বিশ্বনাথ— শ্যাম ইতি শ্যামবর্ণঃ শ্যামনামা চ।। ২৭

টীকার বঙ্গানুবাদ— দ্বাপরযুগে শ্যামবর্ণ ও শ্যাম নামক ভগবান্।। ২৭।।

তথ্য— 'শ্রীবৎস'—ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুর বক্ষঃস্থলের দক্ষিণভাগে স্থিত রোমাবলীর দক্ষিণাবর্ত্তকে 'শ্রীবৎস' বলা হয়। আদি-শব্দে—ভগবানের হস্তপদাদিগত পদ্মসমূহ। 'লক্ষণৈঃ'-শব্দে—বহির্দৃষ্ট কৌস্তুভাদিমণিগণের সহিত।। ২৭।।

তং তদা পুরুষং মহারাজোপলক্ষণম্।
যজন্তি বেদতন্ত্রাভ্যাং পরং জিজ্ঞাসবো নৃপ।। ২৮।।

অন্বয়ঃ— (হে) নৃপ! (পরীক্ষিৎ!) তদা জিজ্ঞাসবঃ (তত্ত্বজ্ঞানেচ্ছবঃ) মর্ত্ত্যাঃ (মনুষ্যাঃ) মহারাজোপলক্ষণং (ছত্রচামরাদিযুক্তং) তং পরং(পরমেশ্বরং) পুরুষং বেদতন্ত্রাভ্যাং (বৈদিকেন আগমিকেন চ মার্গেণ) যজন্তি (অর্চ্চয়ন্তি)।। ২৮।।

অনুবাদ—(হে) রাজন্! তৎকালে তত্ত্বজ্ঞানাভিলাষী মনুষ্যগণ ছত্রচামরপ্রভৃতি মহারাজলক্ষণযুক্ত সেই পরমপুরুষকে বৈদিক ও তান্ত্রিক বিধি অনুসারে পূজা করিয়া থাকেন।। ২৮।।

বিশ্বনাথ— মহারাজোপলক্ষণং ছত্রচামরাদিযুক্তং বেদতন্ত্রাভ্যাং বৈদিকেনাগমিকেন চ মার্গেণ পূজয়ন্তি।। ২৮

টীকার বঙ্গানুবাদ— মহারাজ লক্ষণ ছত্র চামর আদি যুক্ত এবং বেদ ও পঞ্চরাত্র বিধান অনুসারে তাহাকে জনগণ পূজা করিবেন।। ২৮।।

তথ্য— 'মহারাজোপলক্ষণম্' শব্দে ছত্র-চামরাদিযুক্ত। 'বেদতন্ত্র'-শব্দে বৈদিক ও তান্ত্রিক অর্থাৎ আগম বা সাত্বত পঞ্চরাত্র-বিহিত মার্গে।। ২৮।।

বিবৃতি— যে-কালে যজ্ঞেশ্বর বিষ্ণুর মখবিধানানুসারে অনুষ্ঠান-নিচয়ে তার্কিক-সম্প্রদায় বাধা প্রদান করে, সেই সময় হইতে সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন পুরুষোত্তম ভগবানের

বেদ ও তন্ত্র উভয় পদ্ধতিদ্বারাই মর্য্যাদা-পথে পূজা বিহিত হইতেছে।

ঐহিকহিতচিন্তার জিজ্ঞাসু-সম্প্রদায় পারলৌকিক ভোগপরায়ণ হইয়া যে রুচি প্রদর্শন করেন, তাহাতে একপ্রকার জিজ্ঞাসার উদয় হয়। ইহামুত্র-ফল-লাভেচ্ছা জীবকে নিজভোগে প্রবৃত্ত করায়, তখন ধর্ম্মের জিজ্ঞাসা উদয় হয়। কিন্তু তাহা পরতত্ত্বের জিজ্ঞাসা নহে। অপর-তত্ত্বের জিজ্ঞাসা ও অনুষ্ঠানের মধ্যে নিজ নিজ ফলপ্রাপ্তির কথাই প্রবল। কিন্তু বাস্তবসত্য পরতত্ত্বের জিজ্ঞাসা বেদ ও পঞ্চরাত্র হইতেই সম্ভবপর। গৃহ্য ও শ্রৌতসূত্রে যে-সকল বিধিবিধান আছে, তাহা ত্রৈবর্গিকদিগের প্রয়োজনীয় বিষয়। পরতত্ত্ব জিজ্ঞাসাপ্রিয় জনগণ যে স্বীয় মুক্তি বাসনা করেন, তাহাও হরিসেবাবিমুখ-স্বার্থ সংশ্লিষ্ট। অজ্ঞান বদ্ধজীবগণ নিজ ইন্দ্রিয়তর্পণবাসনায় যে ইহামুত্রফল-লাভের ইচ্ছা করেন অথবা ত্যক্তফলভোগ হইয়া নির্ব্বেদ ব্রহ্মের অনুসন্ধান করেন, উহাদের মধ্যে ভগবৎসেবার কোন কথা নাই। শ্রুতি ও পঞ্চরাত্র ভগবৎসেবার কথাই বলিয়া থাকেন। সেই ভগবৎসেবা চতুর্ব্বর্গের অন্তর্ভুক্ত ব্যাপার নহে।। ২৮।।

নমস্তে বাসুদেবায় নমঃ সঙ্কর্ষণায় চ।
প্রদ্যুম্নায়ানিরুদ্ধায় তুভ্যং ভগবতে নমঃ।। ২৯।।
নারায়ণায় ঋষয়ে পুরুষায় মহাত্মনে।
বিশ্বেশ্বরায় বিশ্বায় সর্ব্বভূতাত্মনে নমঃ।। ৩০।।

অন্বয়ঃ— বাসুদেবায় তে নমঃ, সঙ্কর্ষণায় চ নমঃ, প্রদ্যুম্নায় অনিরুদ্ধায় তুভ্যং ভগবতে নমঃ, নারায়ণায় ঋষয়ে পুরুষায় মহাত্মনে বিশ্বেশ্বরায় বিশ্বায় সর্ব্বভূতাত্মনে (এতাদৃশায় তুভ্যং) নমঃ।। ২৯-৩০।।

অনুবাদ— হে ভগবান্! বাসুদেবরূপী আপনাকে নমস্কার, সঙ্কর্ষণরূপী আপনাকে নমস্কার, প্রদ্যুম্নরূপী আপনাকে নমস্কার এবং অনিরুদ্ধরূপী আপনাকে নমস্কার করিতেছি। হে দেব! বিশ্বেশ্বর, সর্ব্বভূতান্তর্য্যামী, বিশ্বমূর্ত্তি, নারায়ণ-ঋষিসংজ্ঞক মহাপুরুষরূপী আপনাকে প্রণাম করিতেছি।। ২৯-৩০।।

বিশ্বনাথ— নামান্যাহ,—নমস্ত ইতি।। ২৯-৩০।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— তাহার নামসমূহ বলিতেছেন —"বাসুদেবায় নমঃ সঙ্কর্ষণায় নমঃ ইত্যাদি।। ২৯-৩০।।

বিবৃতি— প্রাপঞ্চিক সৃষ্টিতে বশ্যগণের সমাবেশ আছে। সেই বশ্যগণ জগদীশ্বরের অধীন। সমগ্র জগতের প্রভু জগদীশ্বরের দাস্য করিবার জন্য জাগতিক চিদচিন্মিশ্র সকলবস্তুই তাঁহার সেবা-তাৎপর্য্যপর। পঞ্চরাত্র ও বেদ-শাস্ত্র মন্ত্রের দ্বারা সেই ভগবানেরই স্তব করিয়া থাকেন। সেই পরতত্ত্ববস্তু চতুর্ব্যূহে নিত্য প্রকাশিত। নষ্টাহঙ্কার হইয়া সেই চতুর্ব্যূহের নমস্কাররূপ স্তব করা বিহিত। মূল-বস্তু বাসুদেব, মূলবৈভব শক্তির প্রকাশবিগ্রহ সঙ্কর্ষণ, সমষ্টি বিষ্ণুর অধিষ্ঠান প্রদ্যুম্ন এবং ব্যষ্টিবিষ্ণুর মূর্ত্তবিগ্রহ অনিরুদ্ধ— বাসুদেবেরই প্রকাশবিশেষ। সকল বিশ্বের প্রভু, পুরুষোত্তম, সর্ব্বভূতাত্ম বিশ্বমূর্ত্তি নারায়ণ-ঋষি জগতের চিদচিৎ, সকল বস্তুরই সেব্য। পার্থিব অহঙ্কার প্রবল থাকিলে সেবার পরিবর্ত্তে প্রভূতা স্পৃহা আসিয়া জীবকে অন্যাভিলাষী, কর্ম্মী বা জ্ঞানী করিয়া তুলে। শ্রুতি ও পঞ্চরাত্র মানবকে ভগবদ্ভক্তির কথাই শিক্ষা দেন।। ২৯

বিবৃতি— পঞ্চরাত্রোক্ত-বিধানানুসারে দ্বাপরযুগের ন্যায় ভগবানের পূজা বিহিত হয়। পূজা করিতে হইলে শ্রবণের আবশ্যকতা আছে। কীর্ত্তন না হইলে শ্রবণের সম্ভবনা নাই। সেইজন্য ভগবানের নাম, রূপ, গুণ, পরি-করবৈশিষ্ট্য ও লীলার কথা কীর্ত্তিত হইলেই জীবের শ্রবণযোগ্যতা উদিত হয়।। ৩০।।

ইতি দ্বাপর উর্ব্বীশ স্তুবন্তি জগদীশ্বরম্।
নানা তন্ত্রবিধানেন কলাবপি তথা শৃণু।। ৩১।।

অন্বয়ঃ— (হে) উর্ব্বীশ। (ভূপতে!) ইতি (এবং) দ্বাপরে জগদীশ্বরং স্তুবন্তি, কলৌ অপি নানাতন্ত্রবিধানেন যথা (যজন্তি), তথা (তৎ) শৃণু।। ৩১।।

অনুবাদ— হে রাজন! দ্বাপরযুগে এবম্বিধ মানবগণ জগদীশ্বরের আরাধনা করিয়া থাকেন, সম্প্রতি বিবিধ তন্ত্রবিধানানুসারে কলিযুগের আরাধনার নিয়ম শ্রবণ করুন।। ৩১।।

বিশ্বনাথ— 'ইত্থং নৃতির্য্যগৃষিদেবঝষাবতারৈর্লোকান্ বিভাবয়সি হংসি জগৎপ্রতীপান। ধর্ম্মং মহাপুরুষ পাসি যুগানুবৃত্তশ্ছন্নঃ কলৌ যদভবস্ত্রিযুগোঽথ স ত্বম্' ইতি প্রহ্লাদবচনাৎ কলিযুগীয়াবতারশ্ছন্নত্বেন সর্ব্বলোকদুর্ব্বোধোঽবগম্যতে। অতস্তৎপ্রমাপকবচনমপি সোপক্রমমর্থান্তরেণাচ্ছন্নতয়ৈবাহ,—নানেতি। কলৌ তন্ত্রমার্গস্য প্রাধান্যং দর্শিতমিত্যাচ্ছাদকোঽর্থঃ তেনাচ্ছন্নোঽর্থো যথা— নানা কলৌ অপিকারাৎ "আসান্ বর্ণাস্ত্রয়ো হ্যস্য গৃহ্নতোঽনুযুগন্তনূঃ" ইতি গর্গোক্তিপ্রাপ্তবৈবস্বতাষ্টাবিংশচতুর্যুগীয়দ্বাপরোত্তরকলাবপি, তন্ত্রবিধানেন তন্ত্রাখ্যন্যায়বিধিনা, শ্বেতো ধাবতীতিবদেকপ্রযত্নোচ্চার্য্যেণ একদৈবার্থদ্বয়বোধকেন শব্দেনেত্যর্থঃ। অতএব শৃণ্বিতি শৃণ্বন্তমপি রাজানং প্রতি পুনঃ প্রেরণং রহস্যত্বেন তন্ত্রেণোচ্যমানমর্থং বিশিষ্যাবধাপয়িতুম্।।৩১।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— প্রহ্লাদ বলিয়াছেন কলিযুগের অবতার ছন্ন হেতু সকল লোকের বোধগম্য নহে, ইহাই বুঝা যায়। হে ভগবান্! আপনি এইরূপে মনুষ্য হংস ঋষি দেবতা মৎস্য আদি অবতার সমূহ দ্বারা এই লোকসমূহকে পালন ও জগৎ বিরোধিগণকে হত্যা করেন। হে মহাপুরুষ! আপনি যুগে যুগে ধর্ম্মকে রক্ষা করেন, কিন্তু কলিকালে যেহেতু ছন্ন অবতার অতএব আপনাকে ত্রিযুগ বলিয়া থাকেন।

অতএব কলিযুগের অবতারের প্রমাণ বাক্যসমূহ ও প্রথম হইতেই অন্য অর্থদ্বারা আচ্ছন্নরূপেই বলিতেছেন। 'নানাতন্ত্রবিধানেন' ইহা দ্বারা কলিযুগে তন্ত্রমার্গের প্রাধান্য অর্থাৎ আচ্ছাদক অর্থ, তাহার দ্বারা আচ্ছন্ন অর্থ। যেমন 'নানা কলিতেও' ইহা দ্বারা " হে নন্দ মহারাজ! আপনার পুত্রের তিনটি বর্ণ ছিল, যুগে যুগে অবতারসমূহ গ্রহণকালে"—এই গর্গ ঋষির উক্তি দ্বারা বৈবস্বতীয় অষ্টাবিংশ চতুর্যুগীয় দ্বাপরের পরবর্ত্তী কলিযুগেও তন্ত্র বিধান অর্থাৎ তন্ত্র নামক ন্যায় বিধি দ্বারা যেমন শ্বেতবর্ণ ধাবিত হইতেছে—এই এককালে উচ্চারণ দ্বারা দুইটি অর্থ বুঝান হইয়াছে। অতএব শ্রবণকারী রাজাকে 'শৃণু' এইরূপ পুনঃরায় প্রেরণা দেওয়াতে ইহাতে কিছু রহস্য আছে অর্থাৎ তন্ত্রদ্বারা উচ্চারিত অর্থকে বিশেষ মনোযোগের সহিত শুনিবার জন্য প্রেরণা।।৩১।।

তথ্য— 'নানাতন্ত্রবিধানেন' শব্দে কলিযুগে তন্ত্রমার্গের অর্থাৎ সাত্বত পঞ্চরাত্র-বিহিত মার্গেরই প্রাধান্য প্রদর্শিত হইতেছে।। ৩১।।

কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাঽকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্।
যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ।। ৩২।।

অন্বয়ঃ— কৃষ্ণবর্ণং (কৃষ্ণেতি বর্ণদ্বয়কীর্ত্তনপরং কৃষ্ণোপদেষ্টারং কৃষ্ণ কৃষ্ণেতি বর্ণদ্বয়কীর্ত্তনেন সদা কৃষ্ণানুসন্ধানতৎপরমিতি যাবৎ) সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্ (অঙ্গে শ্রীমন্নিত্যানন্দাদ্বৈত-প্রভু বরৌ উপাঙ্গানি তয়োরাশ্রিতাঃ শ্রীবাসাদিশুদ্ধভক্তাঃ অস্ত্রাণি হরিনাম শব্দাদীনি পার্ষদাঃ গদাধরদামোদরস্বরূপ-রামানন্দ-সনাতন-রূপাদয়ঃ তৈঃ সহ নিত্যবর্ত্তমানঃ যঃ তং) ত্বিষা (কান্ত্যা) অকৃষ্ণং (পীতং গৌরং বা, অন্তঃকৃষ্ণং বহির্গৌরং রাধাভাবদ্যুতিসুবলিতং কৃষ্ণস্বরূপং শ্রীমদ্গৌরসুন্দরমিত্যর্থঃ) কলৌ (কলিযুগে বিশেষতঃ) সঙ্কীর্ত্তনপ্রায়ৈঃ (সঙ্কীর্ত্তনং সম্যক্ কীর্ত্তনং বহুভির্মিলিত্বা উচ্চৈঃ গৌরকৃষ্ণ-নাম-কথা-গান-প্রচারাদি তৎপ্রধানৈঃ) যজ্ঞৈঃ (পূজাসম্ভারৈঃ) সুমেধসঃ (সু সুষ্ঠু মেধা যেষাং তে—'শুক্লরক্তস্তথা পীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ' ইতি, 'ছন্নঃ কলৌ' ইতি, 'কলাবপি তথা শৃণু' ইত্যাদীনাং তাৎপর্য্যার্থ ধারণাবতী যেষাং বুদ্ধিঃ শোভমানা ভবেৎ, তে এব নান্যে) যজন্তি (আরাধয়ন্তি)।।৩২।।

অনুবাদ— যিনি 'কৃষ্ণ' এই বর্ণদ্বয়-কীর্ত্তনপর কৃষ্ণোপদেষ্টা অথবা 'কৃষ্ণ' এই বর্ণদ্বয় কীর্ত্তনের দ্বারা কৃষ্ণানুসন্ধান তৎপর, যাঁহার 'অঙ্গ'—শ্রীমন্নিত্যানন্দাদ্বৈত-

প্রভুদ্বয় এবং 'উপাঙ্গ'—তদাশ্রিত শ্রীবাসাদি শুদ্ধভক্তগণ, যাঁহার 'অস্ত্র'—হরিনামশব্দ এবং পার্ষদ—শ্রীগদাধর-দামোদরস্বরূপ-রামানন্দ-সনাতন-রূপাদি যিনি কান্তিতে 'অকৃষ্ণ' অর্থাৎ পীত (গৌর), সেই অন্তঃকৃষ্ণ বহির্গৌর রাধাভাবদ্যুতিসুবলিত শ্রীমদ্‌গৌরসুন্দরকে কলিযুগে সুমেধাগণ সঙ্কীর্ত্তনপ্রধান যজ্ঞের দ্বারা আরাধনা করিয়া থাকেন।। ৩২।।

বিশ্বনাথ— কৃষ্ণেতি,—নানা-কলিযুগপক্ষে কৃষ্ণ-বর্ণদেহং; রূক্ষত্বং ব্যাবর্ত্তয়তি— ত্বিষা কান্ত্যা অকৃষ্ণং ইন্দ্রনীলমণিবদুজ্জ্বলমিত্যর্থঃ। একতঃ কলিযুগপক্ষে কৃষ্ণবর্ণং কিন্তু ত্বিষা বহিস্ফুরন্ত্যা কান্ত্যা অকৃষ্ণং শুক্লরক্ত-শ্যামানামুক্তত্বাৎ পারিশেষ্যেণ পীতমন্তঃকৃষ্ণং বহির্গৌর-মিত্যর্থঃ; যদ্বা, কৃষ্ণাবতারলীলাদিবর্ণনাৎ কৃষ্ণবর্ণং, সাঙ্গো-পাঙ্গেত্যাদিকমুভয়পক্ষেঽপি স্পষ্টপ্রচ্ছন্নত্বাভ্যাং তুল্য এবার্থঃ। যজ্ঞৈঃ পরিচর্য্যামার্গৈঃ সঙ্কীর্ত্তনপ্রধানৈর্যে সুমে-ধসঃ—'শুক্লো রক্তস্তথা পীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ' ইতি, 'ছন্নঃ কলৌ' ইতি, 'কলাবপি তথা শৃণু' ইত্যাদীনাং তাৎ-পর্য্যার্থধারণাবতী যেষাং বুদ্ধিঃ শোভমানা ভবেত্ত এব নান্যে ইত্যর্থঃ।।৩২।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— 'কৃষ্ণ' ইত্যাদি নানা কলিযুগ পক্ষে কৃষ্ণবর্ণ দেহরুক্ষ নহে, ইহা জানাইবার জন্য ত্বিমা অর্থাৎ কান্তিদ্বারা অকৃষ্ণ—ইন্দ্রনীলমণির ন্যায় উজ্জ্বল। একটি কলিযুগ পক্ষে কৃষ্ণবর্ণ কিন্তু ত্বিষা অর্থাৎ বাহিরে কান্তিদ্বারা অকৃষ্ণ, পূর্ব্বে শুক্ল-রক্ত-শ্যাম বলা হইয়া গিয়াছে সুতরাং পরিশেষে পীতবর্ণ অর্থাৎ অন্তরে কৃষ্ণ বাহিরে গৌর।

অথবা কৃষ্ণ অবতারের লীলাদি বর্ণন হেতু কৃষ্ণবর্ণ। সাঙ্গোপাঙ্গ ইত্যাদি উভয় পক্ষেও স্পষ্ট ও প্রচ্ছন্ন দুইভাবে তুল্য। যজ্ঞসমূহ দ্বারা পরিচর্য্যামার্গসমূহ দ্বারা সংকীর্ত্তন প্রধান যজ্ঞদ্বারা যাহারা আরাধনা করিবেন তাঁহারাই 'সুমেধা'। শুক্লরক্ত সেইরূপ পীত 'ইদানীং' এই দ্বাপরে কৃষ্ণবর্ণ প্রাপ্ত এই গর্গবাক্য 'ছন্নঃ কলৌ' এই প্রহ্লাদ বাক্য, 'কলাবপি তথা শৃণু ইত্যাদি বাক্য সমূহের তাৎপর্য্য অর্থ ধারণাবতী যাহাদের বুদ্ধি তাহারাই 'সুমেধা' শোভমানা বুদ্ধি হইবেন, অন্যে নহে—ইহাই অর্থ।। ৩২।।

তথ্য— 'ত্বিষা' অর্থাৎ কান্তিতে যিনি—'অকৃষ্ণ' অর্থাৎ গৌরবর্ণ, বুধগণ তাঁহার উপাসনা করেন। 'প্রতি-যুগে তনু (বিগ্রহ) ধারণপূর্ব্বক অবতীর্ণ স্বয়ং শ্রীহরিস্বরূপ তোমার এই পুত্রের পূর্ব্বে শুক্ল, রক্ত এবং পীত, এই তিনটি বর্ণ ছিল; ইদানীং তিনি কৃষ্ণত্ব (কৃষ্ণবর্ণ) প্রাপ্ত হইয়াছেন।'—শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৮।১৩) শ্রীনন্দ মহারাজের প্রতি কথিত গর্গমুনির এইবাক্যে পূর্ব্বোক্ত শুক্ল, রক্ত ও শ্যামবর্ণ ব্যতীত অবশিষ্ট 'পীতবর্ণ' প্রমাণ হইতে ইহার গৌরবর্ণের কথা পাওয়া যায়। 'ইদানীং' অর্থাৎ বর্ত্তমান-অবতার-কালরূপে বর্ণিত দ্বাপরযুগে 'কৃষ্ণত্ব (কৃষ্ণবর্ণ) প্রাপ্ত হইয়াছেন,—এই উক্তি-নিবন্ধন এবং সত্য ও ত্রেতাযুগে শুক্ল ও রক্তবর্ণের প্রাপ্তি-হেতু ভগবানের পূর্ব্ব পূর্ব্ব (কলিযুগে পীতবর্ণ ধারণপূর্ব্বক সেই সেই) অবতারকে উদ্দেশ করিয়াই এই (কলিযুগা-বতারে গৃহীত) পীতবর্ণের অতীবকালত্ব প্রদর্শিত হই-য়াছে। শ্রীভাগবতে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পরিপূর্ণস্বরূপে পরে কীর্ত্তিত হইবেন, অতএব শ্রীকৃষ্ণই সমস্ত অবতার অন্তর্ভুক্ত বলিয়া, একমাত্র তাঁহাতেই যে সেই সমস্ত অবতারের প্রয়োজন সিদ্ধ হয়,—ইহা দেখাইবার উদ্দেশেই তাঁহার যুগাবতারত্ব ঘটিল। অতএব যে দ্বাপরে শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হন, তাঁহার অব্যবহিত পরবর্ত্তী অর্থাৎ সেই চতুর্যুগান্তর্বর্ত্তী কলিযুগেই শ্রীগৌরসুন্দরও যে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন,—এরূপ তাৎপর্য্য বা অভিপ্রায় পাওয়া যায় বলিয়া, শ্রীগৌরসুন্দর যে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণেরই আবির্ভাব-বিশেষ, ইহা সিদ্ধান্তিত হইতেছে; যেহেতু আর কখনও ইহার ব্যতিক্রম ঘটে নাই। শ্রীগৌরসুন্দর যে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণেরই, এ'বিষয় গ্রন্থকার নিজেই এই শ্লোকে নিম্নলিখিত বিশেষণ দ্বারা ব্যক্ত করিতেছেন, যথা,— 'কৃষ্ণবর্ণ'—'কৃ' এবং 'ষ্ণ' এই দুইটি বর্ণ (অক্ষর) আছে যাঁহাতে, অর্থাৎ যাঁহার 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব' নামের মধ্যে কৃষ্ণত্ব (স্বয়ং ভগবত্তা) সূচক 'কৃ' এবং 'ষ্ণ' এই দুইটি

বর্ণ (অক্ষর) প্রযুক্ত হইয়া বিদ্যমান; যেমন (ভাঃ ৩।৩।৩) শ্রীউদ্ধব-কথিত 'সমাহূতাঃ' ইত্যাদি পদ্যস্থিত 'শ্রিয়ঃ সবর্ণেন', এই অংশের শ্রীধরস্বামি-কৃত টীকায় 'শ্রী'র বা 'রুক্মিণীর' 'সবর্ণ', বা 'সমান বর্ণদ্বয়' (অর্থাৎ 'রুক্মী' এই বর্ণদ্বয়) হইয়াছে বাচক যাহার, সেই ব্যক্তিই 'শ্রিয়ঃ সবর্ণঃ' (অর্থাৎ রুক্মী),—ইত্যাদি (বহুস্থলে সমাসাশ্রয়ে এরূপ) অর্থ করিতেও দেখা যায়;

অথবা 'কৃষ্ণবর্ণ' পদে যিনি কৃষ্ণ-নাম 'বর্ণন' করেন, অর্থাৎ তাদৃশ স্বকীয় পরমানন্দ-বিলাস স্মরণ-জনিত উল্লাসবশতঃ স্বয়ং ঐ নাম গান করেন এবং পরম করুণা-বশতঃ সমস্ত লোককেই ঐ নাম যিনি উপদেশ করেন তিনি;

অথবা যিনি স্বয়ং 'অকৃষ্ণ' অর্থাৎ গৌর হইয়াও 'ত্বিষ্' বা স্ব-শোভা-বিশেষদ্বারাই সমস্ত লোককে 'কৃষ্ণ-নাম উপদেশ প্রদান করেন' অর্থাৎ যাঁহার দর্শনেই সমস্ত লোকের কৃষ্ণস্ফূর্ত্তি হইয়া থাকে, তিনি; অথবা সর্ব্বলোক-দ্রষ্টা কৃষ্ণ ' গৌর'রূপে অবতীর্ণ হইলেও ভক্তবিশেষের দৃষ্টিতে যিনি 'ত্বিষ্' বা কান্তিবিশেষের দ্বারা 'কৃষ্ণবর্ণ' অর্থাৎ তাদৃশ শ্যামসুন্দররূপেই বর্ত্তমান তিনি; অতএব শ্রীগৌরসুন্দরে শ্রীকৃষ্ণস্বরূপেরই প্রাকট্য-হেতু অর্থাৎ শ্রীগৌরসুন্দররূপে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণই প্রকটিত হওয়ায়, তিনি যে শ্রীকৃষ্ণেরই আবির্ভাব-বিশেষ, ইহাই ভাবার্থ।

'সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদং'—এই পদদ্বারা শ্রীগৌর-সুন্দরের ভগবত্তা স্পষ্ট করিতেছেন,—'সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্র-পার্ষদ' অর্থাৎ যিনি—অঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদসহ বর্ত্তমান, ('অঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদ' পদটি কর্ম্মধারয়-সমাসাশ্রয়ে সাধিত হইয়াছে; ইহার ব্যাসবাক্য এইরূপ,—যাহা 'অঙ্গ', তাহাই 'উপাঙ্গ', তাহাই 'অস্ত্র', তাহাই 'পার্ষদ'); ভগবানের অভিন্ন 'অঙ্গ'সমূহ—পরমমনোহর বলিয়া 'উপাঙ্গ' বা ভূষণরূপে, মহাপ্রভাবযুক্ত বলিয়া 'অস্ত্র'-রূপে এবং সর্ব্বদাই একান্তভাবে ভগবৎসান্নিধ্যে বাস করেন বলিয়া পার্ষদরূপে প্রকটিত; বহু বহু মহাজন যে তাঁহার এবম্বিধ শ্রীরূপ অনেকবার দর্শন করিয়াছেন, তাহা গৌড়, বরেন্দ্র, বঙ্গ ও উৎকল প্রভৃতি দেশবাসি লোকগণের মধ্যেও বিশেষ প্রসিদ্ধ আছে; অথবা, উক্ত পদে অঙ্গ, উপাঙ্গ ও অস্ত্রের তুল্য অতিশয় প্রেমভাজন শ্রীমদদ্বৈতাচার্য্য প্রভৃতি বহুপ্রভাবশালী পার্ষদগণের সহিত বর্ত্তমান,—এরূপ অর্থান্তরেও তিনি ব্যক্ত হইতেছেন। এমন যে গৌরসুন্দর, তাঁহাকে ভক্তগণ কি-কি উপায়ে আরাধনা করেন? তদুত্তরে বলিতেছেন,—তাঁহাকে 'যজ্ঞ' অর্থাৎ পূজাসম্ভার দ্বারাই আরাধনা করেন; যেহেতু 'ন যত্র যজ্ঞেশমখাঃ' ইত্যাদি (ভাঃ ৫।১৯।২৩ শ্লোকে) দেবগণের গীতবাক্যই তাহার প্রমাণ। তাহাতে 'সঙ্কীর্ত্তনপ্রায়ৈঃ' এই বিশেষণ দ্বারা সেই যজ্ঞকেই অভিধেয়রূপে ব্যক্ত করিতেছেন; তন্মধ্যে 'সঙ্কীর্ত্তন' অর্থাৎ একত্র সম্মিলিত হইয়া বহু-লোকের যে শ্রীকৃষ্ণনাম-গান, সেই সঙ্কীর্ত্তনই প্রায়শঃ অর্থাৎ প্রধানভাবে বর্ত্তমান যাহাতে, এবম্বিধ শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তনবহুল যজ্ঞাদি দ্বারা, এবং তদীয় আশ্রিতগণের মধ্যেই সঙ্কীর্ত্তনের প্রাধান্য দৃষ্ট হয় বলিয়া, সেই সঙ্কীর্ত্তন যজ্ঞই যে এইস্থলে অভিধেয়, ইহা স্পষ্টভাবেই সিদ্ধান্তিত হইল।

অতএব মহাভারতেও দানধর্ম্মে ১৪৯ অঃ শ্রীবিষ্ণু-সহস্রনামে ৯২ ও ৭৫ সংখ্যায় তাঁহার (শ্রীগৌরের) অব-তারসূচক 'সুবর্ণবর্ণ, হেমতনু, সুঠাম ও চন্দনবলয়যুক্ত এবং সন্ন্যাসলীলাভিনয়কারী, শমগুণযুক্ত ও শান্ত' ইত্যাদি নামসমূহ কথিত হইয়াছেন। পরমপণ্ডিত শিরোমণি শ্রীসার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য মহাশয়ও এ'বিষয় (শ্রীগৌরা-বির্ভাব) এই শ্লোকে বর্ণন করিয়াছেন,—'কালক্রমে অন্ত-র্হিত স্বীয় ভক্তিযোগ যিনি পুনর্বার প্রকটিত করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যনামে আবির্ভূত হইয়াছেন, তাঁহার পাদপদ্মে আমার মনোমধুপ গাঢ়ভাবে লীন হউক।' (শ্রীজীবপ্রভু-কৃত ক্রমসন্দর্ভ ও 'সর্ব্বসম্বাদিনী')।।৩২।।

চৈঃ চঃ আদি ৩য় পঃ ৫৩-৫৬, ৫৮,৫৯,৬৪-৬৭, ৭১-৭৪ এবং ৭৬-৭৭ সংখ্যা,—

"শুন ভাই, এই সব চৈতন্য-মহিমা। এই শ্লোকে কহে তাঁর মহিমার সীমা।। 'কৃষ্ণ' এই দুই বর্ণ সদা যাঁর মুখে। অথবা কৃষ্ণকে তেঁহো বর্ণে নিজ সুখে।। কৃষ্ণবর্ণ-

শব্দের অর্থ দুই ত' প্রমাণ। কৃষ্ণবিনু তাঁর মুখে নাহি আইসে আন।। কেহ তারে বলে যদি কৃষ্ণ-বরণ। আর বিশেষণে তারে করে নিবারণ।। দেহকান্ত্যে হয় তেঁহো অকৃষ্ণবরণ। অকৃষ্ণবরণে তাঁর কহে পীত-বরণ।। প্রত্যক্ষ তাঁহার তপ্তকাঞ্চনের দ্যুতি। যাহার ছটায় নাশে অজ্ঞান-তমস্ততি।। জীবের কল্মষ-তমো নাশ করি-বারে। 'অঙ্গ' 'উপাঙ্গ' নাম নানা 'অস্ত্র' ধরে।। * * * অন্য অবতারে সব সৈন্য-শস্ত্রসঙ্গে। চৈতন্য-কৃষ্ণের সৈন্য অঙ্গ-উপাঙ্গে।। অঙ্গোপাঙ্গ অস্ত্র করে স্বকার্য্য-সাধন। 'অঙ্গ' শব্দের অর্থ শুন দিয়া মন।। 'অঙ্গ' শব্দে অংশ কহে শাস্ত্র-পরমাণ। অঙ্গের অবয়ব 'উপাঙ্গ'-ব্যাখ্যান।। * * অদ্বৈত, নিত্যানন্দ— চৈতন্যের দুই 'অঙ্গ'। অঙ্গের অবয়বগণ কহিয়ে 'উপাঙ্গ'।। অঙ্গোপাঙ্গ তীক্ষ্ণ অস্ত্র প্রভুর সহিতে। সেই সব অস্ত্র হয় পাষণ্ড দলিতে।। নিত্যানন্দ গোসাঞি—সাক্ষাৎ হলধর। অদ্বৈত আচার্য্য গোসাঞি—সাক্ষাৎ ঈশ্বর।। শ্রীবাসাদি পারিষদ-সৈন্য সঙ্গে লঞা। দুই সেনাপতি বুলেন কীর্ত্তন করিয়া।। * * * সংকীর্ত্তন-প্রবর্ত্তক শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। সংকীর্ত্তন যজ্ঞে তাঁরে ভজে, সেই ধন্য।। সেই ত' সুমেধা, আর কুবুদ্ধি সংসার। সর্ব্বযজ্ঞ হৈতে কৃষ্ণনাম-যজ্ঞ সার।।"৩২।।

বিবৃতি— মেধা-বিশিষ্ট জনগণই 'কৃষ্ণ' এই বর্ণ-দ্বয়ের সঙ্কীর্ত্তনমূলক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। সেই কৃষ্ণ অঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদের সহিত অকৃষ্ণকান্তি ধারণ করিয়া সুমেধোগণকে নিজনাম-সঙ্কীর্ত্তনযজ্ঞের দ্বারা স্বীয় উপাসনায় প্রবর্ত্তন করাইয়া থাকেন। শ্রীরাধাভাবদ্যুতি-সুবলিত-বিগ্রহ 'কৃষ্ণ-কৃষ্ণ'-উচ্চারণকারী শ্রীগৌরের যজনই শোভনমেধাবিশিষ্ট ব্যক্তিগণের একমাত্র কৃত্য। কলিকালে পঞ্চতত্ত্বাত্মক শ্রীগৌরসুন্দরের সেবাই সঙ্কীর্ত্তন যজ্ঞমুখে বিহিতা। কীর্ত্তন ব্যতীত অর্চ্চনাদির এমন কি স্মরণেরও সম্ভাবনা নাই। শ্রীরাধাগোবিন্দ-মিলিত-তনু শ্রীগৌরসুন্দরের বিহিত কীর্ত্তন ব্যতীত অন্যপ্রকার ভগ-বৎপূজা সুবুদ্ধিজনগণের অনুষ্ঠেয় নহে। কেন না, কৃষ্ণ-নাম অপরাধের বিচার করেন, কিন্তু শ্রীরাধাগোবিন্দ-মিলিততনু শ্রীগৌরসুন্দর বিহিত কীর্ত্তন চতুর্ব্বর্গফল-প্রাপ্তির আশাকে ধিক্কার প্রদান করে। সুতরাং পঞ্চতত্ত্বাত্মক গৌরসুন্দরের বিহিত কীর্ত্তন দ্বারাই প্রকৃত প্রস্তাবে সুষ্ঠু-ভাবে কৃষ্ণসেবন-যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়।।৩২।।

ধ্যেয়ং সদা পরিভবঘ্নমভীষ্টদোহং
তীর্থাস্পদং শিববিরিঞ্চিনুতং শরণ্যম্।
ভৃত্যার্ত্তিহং প্রণতপালভবাব্ধিপোতং
বন্দে মহাপুরুষ তে চরণারবিন্দম্।।৩৩।।

অন্বয়ঃ— (হে) প্রণতপাল! (প্রণতানাং শরণা-গতানাং পাল রক্ষক, যদ্বা, প্রণতিমাত্রেণৈব সর্ব্বেষাম্ আশ্রিতানাং পালক! হে) মহাপুরুষ! (মহাভাগবতলীলা-ভিনয়কারিন্ পরতম পুরুষোত্তম মহাপ্রভো!—'মহান্ প্রভুর্বৈ পুরুষঃ' ইতি শ্রুতেঃ) সদা (নিরন্তরং, নাত্র কাল-দেশনিয়মাদিবিচারঃ ইতি ভাবঃ) ধ্যেয়ং (ধ্যাতুং যোগ্যং ধ্যানার্হমিত্যর্থঃ, অনেন 'ধীমহি' ইতি গায়ত্রীপদস্য প্রতি-পাদ্যং বস্তু ইত্যর্থঃ) পরিভবঘ্নম্ (অন্যাভিলাষ-কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগাদি কেবলভক্তিবিরোধি-মার্গৈঃ যঃ পরিভবঃ তির-স্কারঃ, তং হন্তীতি তথা তৎ) অভীষ্টদোহম্ (অভিষ্টং প্রয়ো-জনং কৃষ্ণপ্রেম দোগ্ধি পূরয়তি যৎ তৎ কৃষ্ণপ্রেমপ্রদ-মিত্যর্থঃ) তীর্থাস্পদং (তীর্থানি শ্রীগৌড়-ক্ষেত্র-ব্রজমণ্ডল মুখ্যানি তেষাম্, যদ্বা, তীর্থানি ব্রহ্মসম্প্রদায়াচার্য্য-শ্রীমদানন্দ-তীর্থানুগত- শ্রৌতপথ-শ্রীরূপানুগ-মহাভাগবতাঃ তেষাম্ আস্পদম্ আশ্রয়স্বরূপং) শিববিরিঞ্চিনুতং (শিবাবতারঃ শ্রীমদদ্বৈতাচার্য্যপ্রভুশ্চ বিবিঞ্চ্যবতারঃ শ্রীমন্নামাচার্য্য-হরিদাসপ্রভুশ্চ তাভ্যাং নুতং স্তুতং) শরণ্যং (সর্ব্বেষাম্ আশ্রিতানাম্ আশ্রয়যোগ্যং সুখসেব্যং) ভৃত্যার্ত্তিহং (স্বভৃ-ত্যস্য কুষ্ঠিবিপ্রবাসুদেবস্য আর্ত্তিং দুঃখং হন্তি অহৈতুক-কৃপয়া নিরাকরোৎ যৎ তৎ) ভবাব্ধিপোতং (সংসারার্ণব-তারকং, পক্ষে সার্ব্বভৌম-প্রতাপরুদ্রাদীনাম্ মুমুক্ষা বুভুক্ষা-রূপাৎ সংসারাম্বুধেঃ উত্তরণাবলম্বনং) তে (তব) চরণারবিন্দং (পাদপদ্মং) বন্দে (অহং নৌমি)।।৩৩।।

অনুবাদ— হে প্রণতজনপালক! হে পরতম পুরু-

ষোত্তম মহাপ্রভো! নিরন্তর ধ্যানযোগ্য, অন্যাভিলাষ-কর্ম্মজ্ঞান-যোগাদি-কেবলভক্তিবিরোধিমার্গসমূহের পরাভবকারী, কৃষ্ণপ্রেম-প্রদ, শ্রীগৌড়-ক্ষেত্র-ব্রজমণ্ডলাদি-তীর্থ-সকলের আশ্রয়স্বরূপ অথবা ব্রহ্মসম্প্রদায়াচার্য্য-শ্রীমদানন্দতীর্থানুগত শ্রৌতপথাশ্রিত শ্রীরূপানুগ মহাভাগবতগণের আশ্রয়স্বরূপ, শিবাবতার শ্রীমদদ্বৈতপ্রভু এবং বিরিঞ্চ্যবতার শ্রীমন্নামাচার্য্য হরিদাসপ্রভু-কর্ত্তৃক স্তুত, সকল আশ্রিতগণের আশ্রয়যোগ্য, স্বভৃত্য কুষ্ঠিবিপ্রের আর্ত্তিনাশন, সার্ব্বভৌম-প্রতাপরুদ্রাদির মুমুক্ষা-বুভুক্ষা-রূপ ভবসাগরের পরপার লাভের পোতস্বরূপ আপনার শ্রীপাদপদ্ম আমি বন্দনা করি ।। ৩৩ ।।

বিশ্বনাথ— অয়মবতারঃ কলিযুগবর্ত্তিনো জনান্ প্রায়ঃ কৃষ্ণরাময়োর্ভজনমার্গমুপদিশত্যতস্তয়োঃ স্তুতিনতী আহ দ্বাভ্যাম্। ধ্যাতুমর্হং সদেতি নাত্র কালদেশনিয়ম ইতি ভাবঃ। ইন্দ্রিয়কুটুম্বাদিভির্যঃ পরিভবস্তিরস্কারস্তং হন্তীত্যননুসংহিতং ফলং, অভীষ্টদোহমিত্যনুসংহিতং, তীর্থাস্পদমিতি ধ্যানমাত্রেণ গঙ্গাদিসর্বতীর্থস্নানসিদ্ধেঃ। কলৌ দ্রব্যদেশক্রিয়াদিজনিতং দুর্ব্বারমপাবিত্র্যমপি, নাশক্ষনীয়মিতি ভাবঃ। তত্র সদাচারমাহ,—শিববিরিঞ্চীতি। সুখসেব্যত্বমাহ,—শরণ্যমিতি। ভক্তবাৎসল্যমাহ,—ভৃত্যার্ত্তিহমিতি। ন চ ভৃত্যানাং পরিচর্য্যাদিকমপ্যপেক্ষত ইত্যাহ,—হে প্রণতপালেতি ভৃত্যাভিমানবন্তং প্রণতিমাত্রেণৈব পালয়তীতি ভাবঃ। ভবাব্ধিপোতমিতি। "ত্বয্যম্বুজাক্ষাখিলসত্বধাম্নি সমাধিনাবেশিতচেতসৈকে তৎপাদপোতেন মহৎকৃতেন কুর্ব্বন্তি গোবৎসপদং ভবাব্ধিম্" ।। ইতি ব্রহ্মাদ্যুক্তের্ভবাব্ধিঃ কদা নিস্তীর্ণ ইত্যপি ত্বদ্ভৃত্যো ন জানাতীতি ভাবঃ। শ্লেষেণ তস্যাঽপ্যবতারস্যাপ্যনেনৈব স্তুতিনতী যথা হে মহাপুরুষ, হে পরমহংস মহামুনীন্দ্র শিববিরিঞ্চিনুতম্ আচার্য্যহরিদাসাভ্যাং স্তুতম্, অন্যৎ সমানম্ ।। ৩৩ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— এই অবতারে কলিযুগস্থিত জনগণকে প্রায়ই কৃষ্ণ ও রামচন্দ্রের ভজনমার্গ উপদেশ করিবেন। এইকারণে কৃষ্ণ ও রামচন্দ্রের স্তুতিনতী দুইটি শ্লোকদ্বারা বলিতেছেন—'ধ্যেয়ং সদা' ইত্যাদি। সর্ব্বদা ধ্যান করিতে পার ইহাতে দেশ কালের নিয়ম নাই ইহাই ভাবার্থ। ইন্দ্রিয় ও কুটুম্বাদি কর্ত্তৃক যে পরিভব অর্থাৎ তিরস্করা তাহা নাশ করেন—ইহা আনুসঙ্গিকফল। মনের অভিলাষ পূরণ করেন—ইহাও আনুসঙ্গিক ফল, তীর্থাস্পদ অর্থাৎ ধ্যানমাত্রেই গঙ্গাদি সর্ব্বতীর্থে স্নানের ফল পাওয়া যায়, কলিযুগে দ্রব্য দেশ ক্রিয়াদিজাত দুর্ব্বার অপবিত্রকেও নাশ করেন, ইহাতে সংশয় নাই। এস্থলে সদাচার বলিতেছেন—শিব ও ব্রহ্মাকর্ত্তৃক স্তবনীয় ইনি সুখসেব্য ইহাই বলিতেছেন—শরণাগত বৎসল, ভক্তবাৎসল্য বলিতেছেন—ভৃত্যের দুঃখহারী, ইহাও বলা যায় না যে—ভৃত্যের পরিচর্য্যাদি অপেক্ষা করেন, হে প্রণত পালক! ভৃত্য অভিমানকারীকে প্রণাম মাত্রই পালন করেন। ভবাব্ধিপোত ব্রহ্মা বলিয়াছেন—'তোমার চরণনৌকা দ্বারা মহতের কৃপায় ভক্তগণ ভবসমুদ্রকে গোবৎস পদের ন্যায় অতিতুচ্ছ করেন, অর্থাৎ তোমার দাস কখন যে পার হইয়া গিয়াছে তাহা জানে না। ঐসঙ্গে আর একটি অর্থ বলিতেছেন—কৃষ্ণের অবতার বিশেষ শ্রীগৌরচন্দ্রেরও ইহাদ্বারা স্তুতিনতী হইয়া গেল— যেমন হে মহাপুরুষ! হে পরমহংস মহামুনীন্দ্র শিব বিরিঞ্চি কর্ত্তৃক প্রণত অর্থাৎ শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য ও শ্রীহরি দাস ঠাকুর কর্ত্তৃক স্তবযোগ্য। অন্য বিশেষণ গুলির সমান অর্থ ।। ৩৩ ।।

বিবৃতি— ইতঃপূর্ব্বে 'কলিকালে নানাপ্রকার পাঞ্চরাত্রিক বিধানদ্বারা জগদীশ্বর শ্রীকৃষ্ণের স্তুতি সাধিত হয়' এই কথার পর 'সুমেধোগণ কলিযুগে সঙ্কীর্ত্তনযজ্ঞে অঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদগণের সহিত 'কৃষ্ণ'বর্ণের উচ্চারণকারী অকৃষ্ণকান্তি শ্রীমদ্ গৌরসুন্দরের যজন করিয়া থাকেন' উক্ত হইয়াছে।

গৌরসুন্দর পার্ষদবেষ্টিত হইয়া কৃষ্ণনাম-সঙ্কীর্ত্তন-দ্বারা স্বীয় পূজা বিধান করিয়াছেন। সেই ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দরের চরণাবিন্দ-বন্দনামুখে এই ৩৩-৩৪শ শ্লোকদ্বয়ের অবতারণা। শ্রীমন্মহাপ্রভুকে 'মহাপুরুষ', 'পুরুষোত্তম' 'বাসুদেব' বলিয়া সম্বোধনপূর্ব্বক মুনি বলিলেন,—'আমি

তোমার চরণারবিন্দ বন্দন করিতেছি'—কলিকালে ইহাই কীর্ত্তনযজ্ঞের দ্বারা ভগবৎ-পূজা-বিধি।

স্তুতিমুখে বন্দন—নববিধা ভক্তি অন্যতম। 'মহান প্রভুর্বৈ পুরুষঃ সত্ত্বস্যৈষ প্রবর্ত্তকঃ''—এই উপনিষদুক্ত মন্ত্রে মহাপ্রভুকেই লক্ষ্য করায় এস্থলে 'মহাপুরুষ' শব্দে শ্রীগৌরকৃষ্ণকে অভিহিত করিয়া তাঁহার শ্রীচরণকমলের বন্দনই এই শ্লোকে অভিপ্রেত হইয়াছে। সেই শ্রীচরণ-কমলের—নিখিল ধ্যাতৃবর্গের সর্ব্বদা ধ্যেয়, তাহা—জীব-গণের ভববন্ধন-ছেদনকারী, তাহা—ভক্তবর্গের অভীষ্ট-প্রসবকারী, তাহা—তীর্থগণের সম্পদ্ ও আকর, তাহা—ব্রহ্মা ও গিরিশাদি দেবগণের দ্বারা সর্ব্বদা নমস্কৃত, তাহা—দেবাদি স্থাবরান্ত সকল জীবের মূল আশ্রয় এবং আশ্রিত ভক্তগণের সকল ক্লেশের ধ্বংসকারী, তাহা—ভগ-বদ্ভজনেচ্ছু জীবগণের ভবসাগর উত্তীর্ণ হইবার নৌকা-সদৃশ। সেই শ্রীগৌরসুন্দরই—আশ্রিত প্রণতজনগণের পালক মহাপ্রভু।

ব্রহ্মা চতুর্ম্মুখে যে মহাপুরুষের স্তব সর্ব্বদা গান করেন, রুদ্র পঞ্চমুখে যাঁহার কীর্ত্তন করেন, সেই মহা-পুরুষ গৌরসুন্দরই পঞ্চতত্ত্বাত্মক হইয়া ব্রহ্মগায়ত্রীর আরাধ্য ও শিবসেব্যরূপে নিত্য বর্ত্তমান। যাহারা পার্থিব-উন্নতি-কামী হইয়া বৈতানিক কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়, তাহাদের নিকট যিনি রুদ্রমূর্ত্তিতে প্রবৃত্তিমূলা চেষ্টার বিনাশকারী এবং যাঁহারা নিত্যপ্রতীতিক্রমে ভগবদুপাসনারূপ নিত্য-মঙ্গল আশ্রয় করিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট যিনি উপদেশক গুরুরূপে নিজাচরণদ্বারা ভগবৎপ্রণতি শিক্ষা দেন, সেই ভগবদ্ভক্তরাজ শিবকর্ত্তৃক ভগবান্ গৌরসুন্দর নিত্যকালই নমস্কৃত। জীবগণের অহঙ্কার প্রবল হইলে বিষ্ণুদাস্য থাকে না; সেইকালে মহাদেব তাহাদিগকে সংহার করেন; ইহাই তাঁহার অধিকার।

ভগবৎপাদপদ্ম—সকল তীর্থের সম্পদ্ ও আশ্রয়। বদ্ধজীব নানাপ্রকার বিকৃত নিজ নিজ চেষ্টাদ্বারা সত্যবস্তু হইতে পৃথক্ হইয়া অকল্যাণ লাভ করে, তীর্থকে নিজ-ভোগপ্রবৃত্তি দ্বারা কলুষিত করে, তখন তাহাদের সূরি-গণোচিত পরমপদ-দর্শন প্রবৃত্তিতে বৈমুখ্যই দেখিতে পাওয়া যায়।

সেবা-বঞ্চিত জনগণ সর্ব্বদা ত্রিতাপদগ্ধ হইয়া অহ-ঙ্কার-জনিত আস্ফালনে গর্ব্বভারাক্রান্ত হয়, ভগবৎপাদ-পদ্মের অনুভূতিক্রমে তাহাদের সেইসকল তাপ বিদূরিত হয়।

বদ্ধজীবগণ নিজেদের ইষ্ট বোধে বিমুখ হইয়া সচ্চিদানন্দবস্তুকে 'ধন' জ্ঞান করেন না, কিন্তু ভগবৎপাদ-পদ্ম তাঁহাদের আরাধ্য বস্তু হইলেই তাঁহারা অভীষ্ট লাভ করিতে পারেন। ভগবৎপাদপদ্ম ব্যতীত অপর সকল অধিষ্ঠানই অনিত্য।

ধ্যানকারীর নশ্বর ধ্যান ভগবৎপাদপদ্ম ব্যতীত অন্য বস্তুর উদ্দেশে সাধিত হইলে তাহার নিত্যত্বের ব্যাঘাত হয়। কিন্তু ভগবৎপাদপদ্মই নিত্যধ্যানকারীর সর্ব্বদা ধ্যেয়। ধ্যাতা, ধ্যান ও ধ্যেয় বস্তু যে-স্থলে নিত্য, সে-স্থলে সেই পদবী ভগবৎপাদপদ্ম ব্যতীত অন্য কোন বস্তুই হইতে পারে না।

জাগতিক সমস্ত পদার্থে লুব্ধ হইয়া বদ্ধজীবগণ যে ত্রিতাপ আবাহন করে, ভগবৎপাদপদ্মই তাহা হইতে তাহাদিগকে বিমুক্ত করিবার একমাত্র অধিষ্ঠান। ভগবৎ-পাদপদ্ম ব্যতীত কোন বস্তুই শরণ্য বস্তু হইতে পারে না।

ভবসমুদ্রের বিপুল জলরাশি অতিক্রম করিয়া আত্ম-সংরক্ষণ করিতে হইলে ভগবৎ-পাদপদ্মকেই একমাত্র তরণীস্বরূপ বলিয়া জানিতে হয়।

যে কালে জীব নিরপেক্ষ হন এবং নানাপ্রকার বিবাদবিসম্বাদের মধ্যে প্রবিষ্ট না হইয়া নিত্যসত্যের অনু-সন্ধান করেন, পূর্ণজ্ঞানময় হইয়া নিরবিচ্ছিন্ন আনন্দে অবস্থিত হন, সেইকালেই শ্রীচৈতন্য-চরণকমলের বন্দন-প্রবৃত্তি তাঁহাতে দৃষ্ট হয়।

কলিকালে শ্রীচৈতন্যচরণ-সরোজের বন্দন ব্যতীত অন্য কোন বস্তুর ধ্যান সম্ভব নহে; কেননা, চৈতন্যেতর বিনশ্বর বস্তুর ধ্যাতৃত্ব নিত্যস্থায়ি নহে, তদ্দ্বারা ধ্যাতার অভীষ্টসিদ্ধি হইতে পারে না। ঔপাধিক বাসনা-পরিতৃপ্তি

কখনও 'অভীষ্ট' শব্দবাচ্য নহে, তদ্দ্বারা কর্ম্মবন্ধন হইতে বিমুক্ত হওয়া যায় না এবং তাহাকে কখনই 'পূত' বলা যাইতে পারে না। প্রবৃত্তিপর বা প্রবৃত্তি-সংহাররূপ নিবৃত্তিপর আকর অনুষ্ঠানসমূহকে সেবা করিবার পরিবর্ত্তে উহাদের উভয়ের সেব্য বস্তুর সেবায় বিমুখ হইলেই জীবগণ অহঙ্কার-দৃপ্ত হয়। তখন আর ভগবানের চরণে তাহাদের শরণাগত হইবার প্রবৃত্তি থাকে না, সুতরাং ভবার্ণবে নিমগ্ন হইয়া তাহারা ক্লেশদ্বারা অভিভূত হইতে থাকে। ভগবদ্দাস্য প্রবল হইলেই তাহাদের সকল ক্লেশ বিদূরিত হয়। শ্রীচৈতন্যদেবের পদানুসরণ-দ্বারাই সকল কল্যাণ-লাভ ঘটে। ইতর-বাসনা-বিমুক্ত হইলে জীবগণ নিজ-নিজ কাল্পনিক সেব্যগণের সেবা ছাড়িয়া দিয়া সকল সাধনের পরমতাৎপর্য্য শ্রীগৌরপাদপদ্ম-সেবা-বৃত্তি বুঝিতে পারেন।। ৩৩।।

ত্যক্ত্বা সুদুস্ত্যজসুরেপ্সিতরাজ্যলক্ষ্মীং
ধর্ম্মিষ্ঠ আর্য্যবচসা যদগাদরণ্যম্।
মায়ামৃগং দয়িতয়েপ্সিতমন্বধাবদ্-
বন্দে মহাপুরুষ তে চরণারবিন্দম্।। ৩৪।।

অন্বয়ঃ— (হে) মহাপুরুষ! (মহাপ্রভো শ্রীগৌরহরে!) যৎ (যঃ) ধর্ম্মিষ্ঠঃ (অধোক্ষজকৃষ্ণসেবন-রূপঃ পরমঃ ধর্ম্মঃ স অতিশয়েনাস্তীতিধর্ম্মী, তেষাং মধ্যে অতিশয়েন শ্রেষ্ঠঃ পক্ষে, বহির্দৃষ্ট্যা সন্ন্যাসগ্রহণমিষেণ কৃষ্ণকীর্ত্তনেন বৈধভক্তিধর্ম্ম-প্রচারক জগদ্গুরুরূপেণাচার্য্যলীলাভিনয়কারী, অন্তর্দৃষ্ট্যা তু রাগাত্মিকধর্ম্মবতাং সর্ব্বশ্রেষ্ঠা যা শ্রীরাধিকা, তস্যাঃ শ্রীকৃষ্ণবিরহভাবেন বিভাবিতঃ) (অ) সুদুস্ত্যজ-সুরেপ্সিতরাজ্যলক্ষ্মীং (প্রাণেভ্যোঽপি দুষ্পরিহার্য্যা, সুরৈঃ অপি ঈপ্সিতং রাজ্যং স্বকান্তত্বেন বিরাজমানত্বং যস্যাঃ সা চ যা লক্ষ্মীঃ তাং বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীং পক্ষে, জ্ঞানৈশ্বর্য্যামিশ্রাং মুক্তিং ভক্তিং বাপি) ত্যক্ত্বা (বিহায়) আর্য্যবচসা (আর্য্যস্য বিপ্রস্য বচসা—'তব সর্ব্বমপি গার্হস্থ্যসুখং ধ্বস্তং ভবতু' ইতি যজ্ঞোপবীতত্রোটনপূর্ব্বকং যৎ শাপবচঃ তেন, বিপ্রবাক্যং মা অন্যথা ভবত্বিতি তচ্ছাপবাক্যপালনমিষেণ) অরণ্যম্ অগাৎ (চতুর্থাশ্রমীয় যতিধর্ম্মং স্বীচকার—"সন্ন্যাসকৃচ্ছমঃ শান্তঃ' ইতি মহাভারতোক্তেঃ) মায়ামৃগং (মায়াং কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠাশারূপাং ধর্ম্মার্থ-কামমোক্ষরূপাং বা মৃগ্যতি অন্বিষ্যতীতি মায়ামৃগঃ কৃষ্ণেতর-ভোগ্যবিষয়াবিষ্টো জনঃ তং প্রতি) দয়িতয়া (দয়া অমন্দোদয়া কৃপা অতিশয়েনাস্তীতি দয়ী, অহৈতুক-কৃপাসিন্ধুর্মহাবদান্যঃ তস্য ভাবঃ দয়িতা, তয়া হেতুনা) ঈপ্সিতম্ (স্বাভীষ্টং দয়িতং প্রাণনাথং গোপীজনবল্লভং শ্যামসুন্দরম্) অন্বধাবৎ (সর্ব্বত্র অন্বিয়েষ, তস্য) যদ্বা, (সন্ন্যাসাশ্রমং স্বীকৃত্য দয়িতয়া) চিত্রজল্পরতয়া উদ্ঘূর্ণাময্যা প্রেয়স্যা শ্রীরাধয়া ঈপ্সিতম্ (অভিলষিতং) মায়ামৃগং (মায়াং হ্লাদিনীনাম্নীং স্বরূপ-শক্তিরূপাং পরাং শ্রীরাধিকাং পরমপ্রেষ্ঠ-প্রেয়সীত্বেন মৃগ্যতি রাসবিহারাদনন্তরং কামনির্ব্বাপণার্থম্ অন্বিষ্যতি যঃ স মায়ামৃগঃ তং শ্রীরাধারমণং শ্যামসুন্দরম্) অন্বধাবৎ (বিপ্রলম্ভ-রসাবিষ্ট-গোপীভাব-ভাবিতঃ সর্ব্বত্র অন্বিয়েষ, তস্য) তে (তব) চরণারবিন্দং (পদকমলং) বন্দে (অহং ভজামি)।। ৩৪।।

অনুবাদ— হে মহাপ্রভো! (বহির্দৃষ্টিতে সন্ন্যাসগ্রহণ-ছলে) বৈধভক্তিধর্ম্মপ্রচারক আচার্য্যের লীলাভিনয়কারী জগদ্গুরুরূপে এবং (অন্তর্দৃষ্টিতে) রাগাত্মিক সর্ব্বধার্ম্মিকগণের শিরোমণি শ্রীরাধার কৃষ্ণবিরহভাবে বিভাবিত হইয়া দেবগণ বাঞ্ছিত-পদ প্রাণাপেক্ষা দুষ্পরিহার্য্যা লক্ষ্মীস্বরূপিণী বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীকে অথবা জ্ঞান ও ঐশ্বর্য্য-মিশ্রা মুক্তি ও ভক্তি পর্য্যন্ত পরিত্যাগপূর্ব্বক বিপ্রশাপ-বাক্যপালনচ্ছলে চতুর্থাশ্রম যতিধর্ম্ম স্বীকার করত যিনি কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠাশারূপা বা ধর্ম্মার্থকামমোক্ষরূপা মায়ার অন্বেষণকারী কৃষ্ণেতর-ভোগ্যবিষয়ে অভিনিবিষ্ট-জনের প্রতি অহৈতুকী অমন্দোদয় দয়া-প্রযুক্ত সর্ব্বত্র স্বাভীষ্ট প্রাণনাথ গোপীজনবল্লভের অনুসন্ধান করিয়াছিলেন, অথবা বিশাখাসমীপে চিত্রজল্পরতা ও উদ্ঘূর্ণাময়ী পরমপ্রেষ্ঠা প্রেয়সী শ্রীরাধিকা যাঁহাকে পাইবার জন্য অভিলাষ করিয়াছিলেন, হ্লাদিনীশক্তিস্বরূপিণী শ্রীমতী

রাধিকার অন্বেষণকারী সেই শ্রীরাধারমণের অনুসন্ধান যিনি বিরহিণী গোপীগণের ভাবে বিভাবিত হইয়া করিয়াছিলেন, সেই আপনার পদকমল আমি বন্দনা করি।।৩৪।।

বিশ্বনাথ— অন্যৈঃ সুদুস্ত্যজা যা সুরেপ্সিতা রাজ্যলক্ষ্মীস্তাং ত্যক্ত্বা যদিতি য ইত্যর্থঃ। অরণ্যমগাৎ কি রাজ্যবৈকল্যদর্শনেন? ন,—ধর্ম্মিষ্ঠঃ আর্য্যস্য গুরোর্দশরথস্য বচসানেন পিতৃভক্তত্বমুক্তম্; প্রেয়সীপ্রেমবশত্বঞ্চাহ,—দয়িতয়া সীতয়া ঈপ্সিতং মায়ামৃগং স্বর্ণাকারমৃগং যোঽন্বধাবৎ তস্য বন্দে। শ্লেষপক্ষে অসুভ্যঃ প্রাণেভ্যোঽপি দুস্ত্যজা চ সুরৈরপি ঈপ্সিতং রাজ্যং স্বকান্তেন বিরাজমানত্বং যস্যাঃ সা চ যা লক্ষ্মীস্তাং ত্যক্ত্বা যৎ যঃ অরণ্যমগাৎ। তত্র হেতুঃ—আর্য্যস্য বিপ্রস্য বচসা 'তব সর্ব্বমপি গার্হস্থ্যসুখং ধ্বস্তং ভবত্বিতি' যজ্ঞোপবীতত্রোটনপূর্ব্বকং যৎ শাপবচস্তেন; ধর্ম্মিষ্ঠঃ ধর্ম্মবতাং মধ্যে অতিশয়েন শ্রেষ্ঠো বিপ্রবাক্যং মা অন্যথা ভবত্বিতি কৃতং শাপং স্বীচকার ইত্যর্থঃ। গত্বা কিমকরোদিত্যত আহ,—মায়াং কলত্রপুত্রবিত্তাদিরূপাং মৃগ্যতি অন্বেষ্যতীতি মায়ামৃগঃ সংসারাবিষ্টো জনস্তমন্বধাবৎ। কীদৃশং দয়া অতিশয়েনাস্তীতি দয়ী তস্য ভাবো দয়িতা তয়া হেতুনা ঈপ্সিতং স্বাভীপ্সিতমালিঙ্গনমিষেণ স্বস্পর্শং দত্ত্বা সংসারাব্ধৌ পতিতমপি তং প্রেমাব্ধৌ পাতয়িতুমিতি নিরুপাধিমহাকারুণ্যং দ্যোতিতম্।।৩৪।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— অন্য জনগণের পক্ষে যাহা সুদুস্ত্যজা দেবতাগণের বাঞ্ছিতা যে রাজলক্ষ্মী তাহাকে ত্যাগ করিয়া যিনি বনে গমন করিয়াছিলেন; রাজ্যের বিকলতা দেখিয়া কি অরণ্যে গিয়াছিলেন? উত্তরে না, ধর্ম্মিষ্ঠগুরু দশরথের বাক্যের দ্বারা, ইহাদ্বারা পিতৃভক্ত বলা হইল। প্রেয়সীর প্রেমবশীভূত বলিতেছেন— দয়িতা শ্রীসীতাদেবী কর্ত্তৃক বাঞ্ছিত মায়ামৃগ অর্থাৎ স্বর্ণবর্ণ মৃগের পশ্চাৎ যিনি ধাবিত হইয়াছিলেন তাহাকে বন্দনা করি।

আর একপক্ষে প্রাণ হইতেও প্রিয় দেবগণেরও বাঞ্ছিত রাজ্যকে নিজ কান্তের সহিত বিরাজমান এমন যে লক্ষ্মী তাহাকে ত্যাগ করিয়া যিনি বনে গমন করিয়াছিলেন, তাহার কারণ মাননীয় বিপ্রের বাক্যদ্বারা—'তোমার গৃহস্থসুখ সকল ধ্বংস হউক' যজ্ঞোপবীত ছিঁড়িয়া যে শাপ দিয়াছিলেন, সেইহেতু ধর্ম্মবান্‌গণের মধ্যে অতিশয় শ্রেষ্ঠ বিপ্রবাক্য অন্যথা না হউক এইভাবে শাপস্বীকার করিয়াছেন। বনে গিয়া কি করিলেন? মায়া-মৃগ অর্থাৎ মায়া শব্দে স্ত্রী-পুত্র বিত্তআদিরূপ মায়াকে অন্বেষণ করিবে যে, সংসারে আবিষ্ট জনগণ তাহাদের পশ্চাৎ ধাবিত হইয়াছিলেন; কিরূপ? অতিশয় দয়া আছে যাহার তাহার ভাব দয়িতা সেই হেতু নিজ অভীপ্সিত নিজ আলিঙ্গন দানছলে নিজ স্পর্শ দিয়া সংসার-সমুদ্রে পতিত সেই জনগণকে প্রেমসমুদ্রে নিমজ্জিত করিবার জন্য ইহা দ্বারা নিরূপাধিক মহাকরুণা প্রকাশ পাইল।।৩৪।।

বিবৃতি— শ্রীগৌরসুন্দর মহাজনবাক্য অবলম্বনপূর্ব্বক মুকুন্দসেবা-ব্রত প্রদর্শন করিবার নিমিত্ত সন্ন্যাসগ্রহণ-লীলা প্রকট করিয়াছিলেন। স্বর্গবাসি-দেবগণ যে রাজ্যলক্ষ্মীরূপা ইন্দ্রিয়তর্পণস্পৃহা ও আধ্যক্ষিকজ্ঞানজনিতা ভুক্তি পরিহার করিতে অসমর্থ, শ্রীগৌরসুন্দর কৃষ্ণানুসন্ধানের উদ্দেশ্যে সেই দুরতিক্রম্য লোভপরিহারের লীলা-প্রদর্শন দ্বারা জগদ্বাসীকে শিক্ষা দিয়াছিলেন।

আধ্যক্ষিক-জ্ঞানাবলম্বনে তর্কপন্থিকর্ত্তৃক জড়জগতের আপাত-প্রতীতির যে ফল্গুতা, তাহা প্রদর্শনপূর্ব্বক শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীমদ্ভাগবতকথিত পরমধর্ম্ম অধোক্ষজ কৃষ্ণের সেবাপ্রদর্শন করিবার মানসে, শব্দের অবিদ্বদ্রূঢ়ি বৃত্তি ত্যাগ করিয়াছিলেন। তিনি বৈকুণ্ঠশব্দকে পার্থিব ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য শব্দোদ্দিষ্ট-বিচারের অন্তর্গত বলিয়া ধারণা করিবার কুবিচার পরিত্যাগ করিবার লীলা প্রকাশ করিয়াছিলেন।

শ্রীগৌরসুন্দরই স্বয়ংরূপ কৃষ্ণ বলিয়া স্বীয় দয়িতা শ্রীমতী বার্ষভানবীর একমাত্র অভীপ্সিত বিষয়বিগ্রহ কৃষ্ণের অন্বেষণার্থ দয়িতার ভাবকান্তি গ্রহণপূর্ব্বক ধাবমান হইয়াছিলেন। শ্রীমতী বার্ষভানবীর উদ্ঘূর্ণা চিত্রজল্প প্রভৃতি অধিরূঢ় মহাভাবের বিকারসমূহ তাঁহাতে প্রকাশিত হইয়াছিল। তিনি চিচ্ছক্তি-বৃত্তির চরিতার্থকারিণী হ্লাদিনীসার-সমবেত-বিলাসবৈচিত্র্যময়ী মায়াস্বরূপিণী

শ্রীরাধার ভাবকান্তি গ্রহণ করিয়া সেই ভাবকান্তি দ্বারা শ্রীমতীর অন্বেষণকারী বিষয়বিগ্রহের অনুসন্ধানে রত হইবার লীলা প্রদর্শন করেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে উদ্ধৃত 'রাধা কৃষ্ণপ্রণয়বিকৃতিঃ' ও 'শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মহিমা' শ্লোকদ্বয়ে এই ব্যাপারটি শ্রীদামোদরস্বরূপ পরিস্ফুটভাষায় অভিব্যক্তি করিয়াছেন। শ্রীগৌরসুন্দরের সন্ন্যাস-গ্রহণ-লীলা কৃষ্ণান্বেষণ-ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। স্বয়ং বিষয়-বিগ্রহ হইয়াও আশ্রয়বিগ্রহের অভীপ্সিত ভজনপ্রণালী আস্বাদন করিবার মানসে এবং তদনুগ ভজনরত ব্যক্তি-গণের সুষ্ঠু ভজনরীতি নির্দ্দেশ করিবার জন্য জীবগণের প্রতি তাঁহার জড়ভোগ ত্যাগ করিবার উপদেশ।

অদ্বয়জ্ঞান ব্রজেন্দ্রনন্দনের আস্বাদক ও আস্বাদ্য-লীলার তাৎপর্য্য শ্রীগৌরলীলায় প্রকটিত। তিনি যুগা-বতার বা নৈমিত্তিকাবতার প্রভৃতি সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত হইতে পারেন না।

চিন্ময়ী মায়া শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী যাঁহাকে অনু-সন্ধান করেন, সেই পরমপ্রিয় পরতত্ত্বের অনুসন্ধান-মুখে শ্রীগৌরকৃষ্ণের অনুধাবন-লীলা।

যাহারা 'মায়া' শব্দে গুণমায়াকে লক্ষ্য করিয়া চালিত হয়, তাহারা বিষয়ভোগ-বিদ্যাকেই অনুসন্ধানের বিষয় বলিয়া জ্ঞান করে। শ্রীগৌরসুন্দর পরম দয়ালুতা-নিবন্ধন তাদৃশ বিষয়ে দৃঢ় অভিনিবিষ্ট দীন বিষয়ি-জীব-কুলের সঙ্গের প্রতি উদাসীন হইয়া নিজেপ্সিত ভগবৎ সেবার উদ্দেশে স্বীয় ঔদার্য্যলীলা প্রকটিত করিয়াছিলেন।। ৩৪

এবং যুগানুরূপাভ্যাং ভগবান্ যুগবর্ত্তিভিঃ।
মনুজৈরিজ্যতে রাজন্ শ্রেয়সামীশ্বরো হরিঃ।। ৩৫।।

অন্বয়ঃ— (হে) রাজন্! শ্রেয়সাং (পুরুষার্থানাম্) ঈশ্বরঃ (দাতা) ভগবান্ হরি যুগবর্ত্তিভিঃ (যুগেষু বর্ত্তমানৈঃ) মনুজৈঃ এবং যুগানুরূপাভ্যাং (নামরূপাভ্যাম্) ইজ্যতে (পূজ্যতে)।। ৩৫।।

অনুবাদ— হে রাজন্! পরমপুরুষার্থপ্রদাতা ভগবান্ শ্রীহরির এইরূপে প্রতিযুগে মানবগণ কর্ত্তৃক যুগানুরূপ নাম এবং মূর্ত্তি অনুসারে পূজিত হইয়া থাকেন।। ৩৫।।

বিশ্বনাথ— যুগানুরূপাভ্যাং রূপনামাভ্যাং, যদুক্তং ভাগবতামৃতে 'কথ্যতে বর্ণনামভ্যাং শুক্লঃ সত্যযুগে হরিঃ। রক্তঃ শ্যামঃ ক্রমাৎ কৃষ্ণস্ত্রেতায়াং দ্বাপরে কলৌ' ইতি অত্র সত্যত্রেতাদ্বাপরেষু হংসসুপর্ণেতি বিষ্ণুর্যজ্ঞেতি বাসু-দেবসঙ্কর্ষণেত্যাদি কীর্ত্তনীয়া ভগবন্নামাবলী যথোক্তা, তথা কলৌ সা বর্ত্তমানাপি নোক্তা রহস্যোদ্ঘাটনাভাবার্থমিতি জ্ঞেয়ম্।। ৩৫।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— যুগানুরূপ অর্থাৎ রূপ ও নাম দ্বারা শ্রীভাগবতামৃতে যাহা বলিয়াছেন "বর্ণ ও নামের সহিত সত্যযুগে হরি শুক্ল; ক্রমে ত্রেতাযুগে রক্ত, দ্বাপরে শ্যাম এবং কলিতে। এইস্থলে সত্যযুগে হংস সুপর্ণ" ইত্যাদি ত্রেতাযুগে বিষ্ণু যজ্ঞ ইত্যাদি দ্বাপর যুগে বাসুদেব সঙ্কর্ষণ ইত্যাদি কীর্ত্তনীয় ভগবৎ নামাবলী যেমন বলা হইল কলিযুগেও সেইরূপ থাকিলেও বলা হইল না। রহস্য কথা উঘাটন না করিবার জন্য ইহাই জানিতে হইবে।। ৩৫।।

বিবৃতি— বিভিন্নকালে মানবের উপযোগিতানু-সারে ভগবানের নাম-রূপ গুণ-লীলা প্রকাশ-বৈচিত্র্য সেব্য-রূপে নির্ণীত হয়। এক এক প্রকার রুচিবিশিষ্ট ব্যক্তিই তাঁহার অনুরূপ ভগবৎপ্রকাশস্বরূপের সেবা করিয়া থাকেন; যেহেতু ভগবান্ সকল জীবেরই শ্রেয়ঃ আকাঙ্ক্ষা করেন।

যুগচতুষ্টয়ের সাধনপ্রণালীর ও সেব্যের বিচারে যাঁহাদের ভ্রান্তি হয়, তাঁহারা নিজেদের শ্রেয়ঃ লাভ করিতে না পারিয়া ভগবৎসেবা-বিমুখ হইয়া পড়েন এবং পরম-মঙ্গল লাভে বঞ্চিত হন।। ৩৫।।

কলিং সভাজয়ন্ত্যার্য্যা গুণজ্ঞাঃ সারভাগিনঃ।
যত্র সঙ্কীর্ত্তনেনৈব সর্ব্বস্বার্থোঽভিলভ্যতে।। ৩৬।।

অন্বয়ঃ— (চতুর্যুগেষু কলিরেব শ্রেষ্ঠ ইত্যাহ) যত্র

(কলৌ) সঙ্কীর্ত্তনেন এব (ভগবন্নামসঙ্কীর্ত্তনমাত্রেণৈবে-ত্যর্থঃ) সর্ব্বঃ (সর্ব্বযুগপ্রাপ্যঃ) স্বার্থঃ (স্বাভিলষিতোঽর্থঃ) অভিলভ্যতেসারভাগিনঃ (গুণাংশগ্রাহিণঃ) গুণজ্ঞাঃ (কলে-র্গুণং জানন্তি যে তে আর্য্যাস্তং) কলিং সভাজয়ন্তি (প্রশং-সন্তি)।। ৩৬।।

অনুবাদ— হে রাজন্! এই কলিযুগে একমাত্র শ্রীহরির নামকীর্ত্তনদ্বারাই সর্ব্বযুগের সর্ব্ববিধ পুরুষার্থ লাভ হয় বলিয়া গুণগ্রাহী আর্য্যগণ এই যুগের প্রশংসা করিয়া থাকেন।। ৩৬।।

বিশ্বনাথ— চতুর্ষু সত্যাদিষু মধ্যে কঃ শ্রেষ্ঠ ইত্যপে-ক্ষায়াং কলিরেব ইত্যাহ,—কলিমিতি। গুণজ্ঞাঃ কীর্ত্তন-প্রচাররূপং তদ্গুণং জানন্তস্তদ্দোষাগ্রহণাৎ সারভাগিনঃ তস্য সারভাগ এব গ্রাহ্যো বর্ত্ততে যেষাং তে। ননু কলের-পারদোষবত্ত্বাৎ কথং তে সারভাগমেব গৃহ্ণন্তি? সত্যং যথা অপার-দোষবত্ত্বং তথা অপারগুণবত্ত্বমপীত্যাহ,—যত্রেতি। সর্ব্বঃ সর্ব্বযুগপ্রাপ্যঃ। যদুক্তং,—"ধ্যায়ন্ কৃতে যজন্ যজ্ঞৈস্ত্রেতায়াং দ্বাপরেঽর্চ্চয়ন্। যদাপ্নোতি তদাপ্নোতি কলৌ সঙ্কীর্ত্ত্য কেশবম্" ইতি।।৩৬।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— সত্য আদি চারিযুগের মধ্যে কোন্যুগ শ্রেষ্ঠ? এই জিজ্ঞাসার উত্তরে বলিতেছেন— কলিযুগই শ্রেষ্ঠ। গুণজ্ঞ সারগ্রাহী ব্যক্তিগণ কীর্ত্তন প্রচারণরূপ তাহার গুণসমূহ জানিয়া তাহার দোষ গ্রহণ না করিয়া। প্রশ্ন—কলিতে অপার দোষ থাকায় কিরূপে তাহারা সারভাগই গ্রহণ করিতেছেন? উত্তরে—সত্য, যেমন অপার দোষযুক্ত কলিযুগ সেইরূপ অপার গুণযুক্তও। যে কলিযুগে সর্ব্বযুগ প্রাপ্য—যেমন সত্যযুগে ধ্যান দ্বারা, ত্রেতাতে যজ্ঞসমূহ দ্বারা দ্বাপরে অর্চ্চন দ্বারা, যাহা পাওয়া যায়, কলিযুগে শ্রীকেশবের সংকীর্ত্তন দ্বারা তৎসমূহই পাওয়া যায়।। ৩৬।।

বিবৃতি— কলিকাল বা বিবাদযুগে নানাপ্রকার কুতর্ক আসিয়া সাধনপ্রণালীকে বিপর্য্যস্ত করে। অসার-গ্রহণ-পিপাসা যাহাদের প্রবল এবং গুণবোধে যাহাদের অনৈপুণ্য দেখা যায়, সেইসকল ভাগ্যহীন জনগণ সঙ্কীর্ত্ত-নের দ্বারা সকল প্রয়োজনসিদ্ধি লাভ করেন না। কিন্তু যাঁহারা সারগ্রাহী, তাঁহারা ভারবাহিগণের সহিত মতভেদ-যুক্ত হইয়া এই কলিযুগেই সঙ্কীর্ত্তনমাহাত্ম্য অবগত হইয়া সর্ব্বসিদ্ধি লাভ করেন।। ৩৬।।

ন হ্যতঃ পরমো লাভো দেহিনাং ভ্রাম্যতামিহ।
যতো বিন্দেত পরমাং শান্তিং নশ্যতি সংসৃতিঃ।। ৩৬।।

অন্বয়ঃ— ইহ (সংসারে) ভ্রাম্যতাং দেহিনাম্ অতঃ (নামসঙ্কীর্ত্তনাদন্যঃ) পরমঃ লাভঃ ন হি (নৈবাস্তি) যতঃ (নামসঙ্কীর্ত্তনাদেব) পরমাং শান্তিং বিন্দেত (তস্য) সংসৃতিঃ (জন্মমরণাদি-দুঃখঞ্চ) নশ্যতি।। ৩৭।।

অনুবাদ— ইহ সংসারে ভ্রমণশীল জীবগণের এই নামসঙ্কীর্ত্তন অপেক্ষা পরমলাভজনক অন্য কিছুই নাই, যেহেতু নামসঙ্কীর্ত্তন হইতেই পরমশান্তিলাভ এবং সংসার-দুঃখ বিনষ্ট হইয়া থাকে।। ৩৭।।

বিশ্বনাথ— সর্ব্বলাভসারমোহ,—ন হ্যতঃ ইতি। ইহ শ্রেয়ঃপ্রাপ্ত্যুপায়েষু ভ্রাম্যতাং ভ্রমং প্রাপ্নুবতাং পরমাং শান্তিং ভক্তিং, পরমামিতি বিশেষণোপন্যাসাৎ।। ৩৭।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— সর্ব্বলাভসার বলিতেছেন— 'চরমমঙ্গল প্রাপ্তি (সাধ্য) ও উপায় (সাধন) সমূহের মধ্যে অনুসন্ধানকারীগণ ভ্রমযুক্ত হইলেও পরমাশান্তি নাম সংকীর্ত্তন রূপ ভক্তি লাভ দ্বারা আনুসঙ্গিক ভাবে সংসারও নাশ করেন।। ৩৭।।

মধ্ব—

ধ্রুবং তয়ৈব মুচ্যেত যাং মূর্ত্তিং প্রদিশেদ্গুরুঃ।
শিষ্যাণাং যোগ্যতাভিজ্ঞো বিঘ্নহানিস্তু তদ্যুগে।।
অবতীর্ণহরের্মূর্ত্ত্যা তৎপূর্ব্বযুগজেন চ।
নৃসিংহমূর্ত্ত্যা চ তথা যাং চান্যাং প্রদিশেদ্গুরুঃ।।
ইতি স্বাভাব্যে।। ৩৫-৩৭।।

বিবৃতি— জগৎ অশান্তিপূর্ণ ও সংসারের বন্ধনসমূহ ক্লেশময়। কিন্তু যাঁহারা কৃষ্ণের সঙ্কীর্ত্তন করেন, শরীর লাভ করিয়া তাঁহাদের সংসারভ্রমণরূপ বৃথা সময়ক্ষেপ করিতে হয় না; তাঁহারা কীর্ত্তনপ্রভাবেই পরমশান্তি লাভ

করেন। সুতরাং সঙ্কীর্ত্তনাপেক্ষা অন্যান্য সাধনপ্রণালী অধিকতর লাভজনক নহে।। ৩৭।।

কৃতাদিষু প্রজা রাজন্ কলাবিচ্ছন্তি সম্ভবম্।
কলৌ খলু ভবিষ্যন্তি নারায়ণপরায়ণাঃ।
ক্বচিৎ ক্বচিন্মহারাজ দ্রবিড়েষু চ ভূরিশঃ।। ৩৮।।
তাম্রপর্ণী নদী যত্র কৃতমালা পয়স্বিনী।
কাবেরী চ মহাপুণ্যা প্রতীচী চ মহানদী।। ৩৯।।
যে পিবন্তি জলং তাসাং মনুজা মনুজেশ্বর।
প্রায়ো ভক্তা ভগবতি বাসুদেবেঽমলাশয়াঃ।। ৪০।।

অন্বয়ঃ— (হে) রাজন্! (নিমে) কৃতাদিষু (সত্যাদিযুগেষু জাতাঃ) প্রজাঃ (অপি) কলৌ সম্ভবম্ (উৎপত্তিম্) ইচ্ছন্তি, (হে) মহারাজ, কলৌ খলু ক্বচিৎ ক্বচিৎ নারায়ণ-পরায়ণাঃ (জনাঃ) ভবিষ্যন্তি, দ্রবিড়েষু (দেশেষু) চ ভূরিশঃ (বহুশঃ ভবিষ্যন্তি)। যত্র (দ্রবিড়েষু) তাম্রপর্ণী নদী পয়স্বিনী কৃতমালা মহাপুণ্যা কাবেরী চ প্রতীচী মহানদী চ (এতা নদ্যঃ সন্তি)। (হে) মনুজেশ্বর! যে মনুজাঃ তাসাং (নদীনাং) জলং পিবন্তি (তে) প্রায়ঃ অমলাশয়া (নির্ম্মলহৃদয়াঃ সন্তঃ) বাসুদেবে ভগবতি ভক্তাঃ (ভবন্তি)।। ৩৮-৪০

অনুবাদ— হে রাজন্! সত্যযুগের প্রজাগণও কলিযুগে জন্মগ্রহণ ইচ্ছা করেন। এই কলিযুগে কোন কোন স্থলে অল্পসংখ্যক বিশেষতঃ দ্রবিড়দেশে বহুলভাবে ভগবদ্ভক্ত পুরুষগণ জন্মগ্রহণ করিবেন। উক্ত দ্রবিড়দেশে তাম্রপর্ণী, বহুতোয়া কৃতমালা, মহাপুণ্যা কাবেরী এবং প্রতীচী নাম্নী মহানদী প্রবাহিত হইতেছে। হে রাজন্! যে-সকল মানব ঐ নদীসমূহের জল পান করেন, তাঁহারা প্রায়ই বিশুদ্ধচিত্ত হইয়া ভগবদ্ভক্তি লাভ করিয়া থাকেন।। ৩৮-৪০।।

বিশ্বনাথ— সাধুসঙ্গজনিতা কেবলা ভক্তিঃ কলাবেব প্রায়েণ লভ্যত ইত্যাহ,—কৃতাদিষ্বিতি। যত্র বহবো নারায়ণপরায়ণাস্তদ্ভক্তিমাত্রার্থিনস্তত্রাবশ্যং তেষাং সঙ্গমতো ভক্তিস্ততঃ প্রেমভক্তিশ্চ সম্ভবেদিত্যাকঙ্ক্ষয়েতি ভাবঃ। চকারাদ্গৌড়োড্রয়োঃ।। ৩৮-৪০।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— সাধুসঙ্গজনিত কেবলাভক্তি কলিতেই প্রায়শঃ লাভ হয় যে কলিযুগে বহু নারায়ণ-পরায়ণগণ নারায়ণ ভক্তিমাত্র প্রার্থী হইয়া, সেস্থানে অবশ্য সাধুসঙ্গ দ্বারা ভক্তি, তৎপরে প্রেমভক্তিও সম্ভব হয়। যদি আকাঙ্ক্ষা থাকে, 'চ' কার থাকায় গৌড়-দেশে ও উৎকলে বহু নারায়ণ পরায়ণ হইবেন।। ৩৮-৪০।।

বিবৃতি— যদিও সত্যযুগাদির জনগণ অপেক্ষাকৃত নিষ্পাপ, সত্যবাদী ও জিতেন্দ্রিয় এবং সত্যযুগ হইতে ত্রেতা ও দ্বাপরযুগে জনগণের অধিকতর পাপ বর্দ্ধিত হইয়া ক্রমশঃ কলিযুগে পাপপ্রবৃত্তির অত্যন্ত প্রাবল্য লাভ ঘটে, তথাপি পূর্ব্বতন যুগের অধিবাসিগণ কলিকালেই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিতে অভিলাষ করেন। কলিকালে অনেকেই নারায়ণ-পরায়ণ হইয়া থাকেন, যেহেতু কলিহত জনগণের দুর্দ্দশা দেখিয়া বিবেচক-সম্প্রদায় ভগবানের শরণাপন্ন হন। নানাস্থানে ভক্তগণ জন্মগ্রহণ করিলেও কলিকালে দ্রবিড়দেশেই প্রচুর পরিমাণে ভগবদ্ভক্ত পরিলক্ষিত হন। দ্রবিড় দেশেই তাম্রপর্ণী নদী, কৃতমালা বা ভৈগাইনদী, কাবেরী নদী ও প্রতীচী নাম্নী মহানদীর তটবর্ত্তী অধিবাসিগণ উক্ত নদীসমূহের জল পান করিয়া সর্ব্বতোভাবে ভগবান্ বাসুদেবের সেবা-পরায়ণ হন। তাঁহাদের জড়বিলাসাসক্তি ক্ষীণা থাকায় ভগবৎসেবা-প্রবৃত্তি প্রবলা দেখা যায়। অদ্যাপি এইসকল দেশের অধিবাসিগণ ভগবদ্ভক্ত বিরক্ত পুরুষগণের ন্যায় স্বল্প গ্রাসাচ্ছাদনে দিনযাপন করেন। বিলাস-সহচর কচ্ছযুক্ত দীর্ঘবস্ত্রপরিধানে হরিপরায়ণগণের যোগ্যতা নির্ণীত হয় না। ভগবদ্ভক্তগণ চিরদিনই বিলাসসঙ্কোচ করিয়া সামান্য বসনাদির দ্বারা জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করেন। কালপ্রভাবে ভক্তিহীন জনগণ বহির্বসনের দৈর্ঘ্য বিস্তার করিয়া সাংসারিক চেষ্টা সম্বর্দ্ধন করিয়াছেন।। ৩৮-৪০।।

দেবর্ষিভূতাপ্তনৃণাং পিতৃণাং
ন কিঙ্করো নায়মৃণী চ রাজন্।
সর্ব্বাত্মনা যঃ শরণং শরণ্যং
গতো মুকুন্দং পরিহৃত্য কর্ত্তম্।। ৪১।।

অন্বয়ঃ— (হে) রাজন্! যঃ (জনঃ) কর্ত্তং (ভেদ-মহঙ্কারং কৃতং বা) পরিহৃত্য (ত্যক্ত্বা) সর্ব্বাত্মনা (সর্ব্ব-ভাবেন) শরণ্যং (শরণার্হং) মুকুন্দং শরণং গতঃ (প্রাপ্তঃ সঃ) অয়ং দেবর্ষিভূতাপ্তনৃণাং পিতৃণাং ন কিঙ্করঃ ঋণী চ (আপ্তাঃ পোষ্যাঃ কুটুম্বিনঃ ইতরে দেবাদয়ঃ পঞ্চ যজ্ঞ-দেবতাঃ এতেষাং যথা অভক্তঃ ঋণী অতএব তেষাং কিঙ্করস্তদর্থং নিত্যং পঞ্চযজ্ঞাদি কর্ত্তা চ ন তথেতি শেষঃ ।। ৪১ ।।

অনুবাদ— হে রাজন্! যিনি অহংভাব পরিত্যাগ-পূর্ব্বক সর্ব্বতোভাবে পরমশরণীয় শ্রীহরির শরণাগত হ'ন, তিনি সাধারণ মানুষের ন্যায় দেবতা, ঋষি, ভূতগণ, স্বজন বা পিতৃলোকের কিঙ্কর বা ঋণগ্রস্ত হ'ন না।। ৪১ ।।

বিশ্বনাথ— ভক্তস্য নিত্য-নৈমিত্তিক-শ্রাদ্ধ-তর্পণাদি-কর্ম্ম-যন্ত্রণারাহিত্যমাহ,— দেবর্ষীতি। দেবাদয়ঃ পঞ্চযজ্ঞ-দেবতা আপ্তাঃ নরপোষ্যা পিতৃ-মাতৃ-ভার্য্যাদয়ঃ এতেষাং কর্ম্মী যথা ঋণী অতএব তেষাং কিঙ্করশ্চ তদর্থং নিত্যং পঞ্চযজ্ঞকর্ত্তা, তথাচ স্মৃতিঃ—'হীনজাতিং পরিক্ষীণ -মৃণার্থং কর্ম্ম কারয়েৎ' ইতি অয়ন্তু ন তথা, কোহসৌ, যঃ সর্ব্বভাবেন শ্রীমুকুন্দং শরণং গতঃ। যদ্বা পৃথ্বীপতিনা স্বকিঙ্করত্বেন গৃহীতস্য জনস্য মণ্ডলেশ্বরাদ্যনুবর্ত্তির্ন সম্ভবেৎ। কৃত্যং বর্ণাশ্রমবিহিতং কর্ম্ম ত্যক্ত্বা, যদ্বা, কর্ত্তং ভেদং ত্যক্ত্বেতি 'যথা তরোর্মূলনিষেচনেন' ইতি ন্যায়েন বিষ্ণুপূজনে সংপ্রবৃত্তে দেবর্ষ্যাদয়ঃ সাধুপূজিতা এবেত্যত এব 'মৎকথাশ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে' ইতি বদতা ভগবতা স্বভক্তস্য কর্ম্মাধিকারো দূরীকৃতঃ।। ৪১ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— ভক্তের নিত্য নৈমিত্তিক শ্রাদ্ধ তর্পণাদি কর্ম্ম যন্ত্রণা নাই, দেবাদি অর্থে পঞ্চ যজ্ঞ দেবতা। আপ্ত শব্দে মনুষ্য পোষ্য পিতৃমাতৃ ভার্য্যাদি, কর্ম্মিগণ যেমন ইহাদের নিকট ঋণী, অতএব তাহাদের দাস ও তাহাদের জন্য নিত্য পঞ্চযজ্ঞ অবশ্য করণীয় এই বিষয়ে স্মৃতি— "হীনজাতিকে ঋণ ক্ষয়ের জন্য কর্ম্ম করাইবে।" ভক্ত কিন্তু সেইরূপ নয়, যিনি সর্ব্বভাবে শ্রীমুকুন্দতে শরণাগত হইয়াছেন। অথবা পৃথিবী পতি কর্ত্তৃক নিজ দাস রূপে যে ব্যক্তিকে গ্রহণ করা হইয়াছে জেলার অধীশ্বর তাহাকে দাস করিতে পারেন না। কৃত্য অর্থাৎ বর্ণ ও আশ্রম বিহীত কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া, অথবা কর্ত্তং অর্থাৎ ভেদ ত্যাগ করিয়া। যেমন "বৃক্ষের মূল সেচন দ্বারা ঐ বৃক্ষের শাখা প্রশাখা পত্র পুষ্পাদি তৃপ্তি লাভ করে" এই ন্যায় অনুসারে বিষ্ণু-পূজন করিতে প্রবৃত্ত হইলে, দেব ও ঋষিগণ উত্তমরূপে পূজিত হনই, এই কারণেই আমার কথা শ্রবণাদিতে যে পর্য্যন্ত শ্রদ্ধা না হয় ততদিন কর্ম্ম করিবে এই বলিয়া ভগ-বান্ নিজ ভক্তের কর্ম্মঅধিকার দূরীভূত করিয়াছেন।। ৪১

মধ্ব—

সর্ব্বাত্মনা হরের্ভক্তা দেবেশা এব কেবলম্।
দেবাস্তু সর্ব্বথা ভক্তাহভক্তা এবেতরে স্মৃতাঃ।।
হরিভক্ত্যাধিকেষ্বেব কিঙ্করশ্চাপ্যৃণী তথা।
হরিভক্তেনেতরেষাং বাসুদেবব্যপাশ্রয়াৎ।।
দ্বিধৈব স্বোত্তমর্ণানি দাতব্যানীতরাণি চ।
দাতব্যেভ্যো বিমুচ্যেত নেতরেভ্যঃ কথঞ্চন।।
কথং দেবাদ্যনুপকৃতো ভক্তো মোক্ষেহপি বর্ত্তয়েৎ।
বিশ্বত্বাত্তদধীনং হি স্বরূপং সর্ব্বশো যতঃ।।
ইতি জীবনির্ণয়ে।। ৪১।।

বিবৃতি— সর্ব্বোত্তম মানবই সর্ব্বতোভাবে ভগবৎ-সেবাপরায়ণ হন। ভোগপরায়ণ ব্যক্তিগণ সাংসারিক উন্ন-তির প্রয়াসী হইয়া ভগবানের শরণাগত হইতে পারেন না। যাঁহারা সাংসারিক উন্নতিকেই একমাত্র কর্ত্তব্য জানিয়া ভগবৎসেবা-বিমুখ হন, তাঁহারা নানাপ্রকার কুবিচার-চালিত হইয়া নানা ঋণ-পাশে আবদ্ধ হন। কিন্তু যাঁহাদের তাদৃশ কৃত্যসমূহ হইতে অবসরলাভ ঘটিয়াছে, তাঁহারাই সর্ব্বতোভাবে ভগবৎসেবাশ্রিত হইয়া, ভগবানের শরণা-পন্ন হইয়া দেবঋণ, ঋষিঋণ, ভূতঋণ ও পিতৃঋণ-ভার হইতে চিরবিমুক্ত হইয়া ঐ-সকল ঋণ-পরিশোধের জন্য কর্ত্তব্যপরায়ণতারূপ কৈঙ্কর্য্যে বাধ্য হ'ন না। সর্ব্বতো-ভাবে ভগবৎসেবাপর না হইলে বদ্ধজীব বাধ্য হইয়া পূর্ব্বোক্ত পঞ্চঋণে আবদ্ধ হন।। ৪১ ।।

স্বপাদমূলং ভজতঃ প্রিয়স্য
ত্যক্তান্যভাবস্য হরিঃ পরেশঃ।
বিকর্ম্ম যচ্চোৎপতিতং কথঞ্চিদ্-
ধুনোতি সর্ব্বং হৃদি সন্নিবিষ্টঃ।। ৪২।।

অন্বয়ঃ— স্বপাদমূলং ভজতঃ (অতএব) প্রিয়স্য ত্যক্তান্যভাবস্য (ত্যক্তোঽন্যস্মিন্ দেহাদৌ দেবতান্তরে বা ভাবো যেন তস্য ভক্তস্য) কথঞ্চিদ্ যৎ চ বিকর্ম্ম উৎ-পতিতং (নিষিদ্ধভাবাদিকং মনসি উদ্ভূতং ভবেৎ) হৃদি সন্নিবিষ্টঃ পরেশঃ হরিঃ (তৎ অপি) সর্ব্বং ধুনোতি (নাশয়তি)।। ৪২।।

অনুবাদ— যিনি অনন্যভাবে ভগবানের পদকমল-যুগলের আরাধনা করেন, তাদৃশ প্রিয়ভক্তের হৃদয়ে কোন-রূপ বিকর্ম্মপ্রবৃত্তির উদয় হইলেও তদীয় হৃদয়স্থিত পর-মেশ্বর শ্রীহরি তৎসমুদয় বিনষ্ট করিয়া থাকেন।। ৪২।।

বিশ্বনাথ— বিহিতকর্ম্মনিবৃত্তিমুক্ত্বা নিষেধনিমিত্ত-প্রায়শ্চিত্তনিবৃত্তিমাহ,—স্বপাদমূলমিতি। ত্যক্তোঽন্যস্মিন্ দেবতান্তরে ভাবঃ সেব্যবুদ্ধির্যেন তস্য বিকর্ম্মণি প্রবৃত্তিরেব ন ভবেৎ; কঞ্চিৎ প্রমাদাদিনা উৎপতিতঞ্চেৎ তদপি হরি-র্ধুনোতি, ননু বিকর্ম্মবতি ভৃত্যে দণ্ডয়ন্ত এব প্রভবো দৃশ্যন্ত ইতি হরিরেব তং দণ্ডয়তু ন প্রিয়স্য ভক্তস্য প্রিয়ত্বাদেবা-দণ্ড্যত্বম্। পরেশ ইতি এতদেব তস্য পারমৈশ্বর্য্যমিতি ভাবঃ। ননু নায়ং পাপক্ষয়ার্থং ভজতে তত্রাহ,—হৃদি সন্নি-বিষ্ট ইতি, নহি বস্তুশক্তিরর্থিতামপেক্ষত ইতি ভাবঃ।। ৪২

টীকার বঙ্গানুবাদ— বিহিত কর্ম্ম নিবৃত্তির কথা বলিয়া, নিষিদ্ধ কর্ম্ম জন্য প্রায়শ্চিত্তের কথা বলিতেছেন —অন্য দেবতাতে শ্রদ্ধা ত্যাগ করিয়া বা সেব্য বুদ্ধি ত্যাগ করিয়া পরমেশ্বর শ্রীহরির চরণ কমল ভজনকারী প্রিয় ভক্তের কখনও বিকর্ম্মে প্রবৃত্তি হয় না, প্রমাদ বশতঃ কোন প্রকারে বিকর্ম্ম উড়িয়া আসিয়া পড়িলে তাহাও শ্রীহরি ঝাড়িয়া ফেলিয়া দেন। প্রশ্ন হইতে পারে বিকর্ম্ম-কারী ভৃত্যকে প্রভাবশালী প্রভুগণ দণ্ডদান করেনই, ইহা দেখা যায়। অতএব শ্রীহরিও তাঁহার ভৃত্যকে দণ্ডদান করুন? উত্তর না, প্রিয় ভক্তের প্রিয়তাগুণই দণ্ডদান দেয় না। পরেশ অর্থাৎ ইহাই শ্রীহরির পরম ঐশ্বর্য্য। প্রশ্ন? এই ভক্ত ব্যক্তি পাপক্ষয়ের জন্য ভজন করিতেছে না, তাহার উত্তরে বলিতেছেন—ভগবান্ স্বয়ং তাহার হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া পাপ ঝাড়িয়া ফেলিয়া দেন, ইহাতে বস্তুশক্তি প্রার্থনার অপেক্ষা করে না।। ৪২।।

বিবৃতি— পার্থিব সকল কর্ত্তব্য কর্ম্ম ও বিচার পরিত্যাগপূর্ব্বক যাঁহারা ভগবানের পদসেবায় নিযুক্ত থাকেন, সেই সকল হরিপ্রিয় জনগণের হৃদয়ে বিবেকমূলে অবস্থিত হইয়া ভগবান্ তাঁহাদের যাবতীয় পাপ-প্রবৃত্তি বিনাশ করেন। বদ্ধজীবগণ ইতর চেষ্টা-বিশিষ্ট হইয়া পাপে নিমগ্ন হইবার অনুক্ষণ যোগ্যতা লাভ করে, কিন্তু সর্ব্বতোভাবে প্রপন্ন জীবগণের হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইয়া ভগবান্‌ও তাঁহাদিগকে বিপরীত বুদ্ধি হইতে রক্ষা করেন। তাঁহারা পার্থিব ভোগপ্রবৃত্তি চালিত হইয়া দুষ্ক্রিয়াসক্ত হন না। যদিও তাঁহাদিগের কখনও কখনও পতিত হইবার উপক্রম দেখা যায়, তথাপি ভগবান্ তাঁহাদিগকে পাপে ডুবিয়া যাইতে দেন না। ভগবদ্ভক্ত কখনও স্বীয় প্রবৃত্তি-তাড়নায় বিনষ্ট হন না।। ৪২।।

শ্রীনারদ উবাচ—

ধর্ম্মান্ ভাগবতানিত্থং শ্রুত্বাথ মিথিলেশ্বরঃ।
জায়ন্তেয়ান্ মুনীন্ প্রীতঃ সোপাধ্যায়ো হ্যপূজয়ৎ।। ৪৩।

অন্বয়ঃ— শ্রীনারদ উবাচ—অথ সোপাধ্যায়ঃ মিথিলেশ্বরঃ ইত্থম্ (উক্ত প্রকারেণ) ভাগবতান্ (ধর্ম্মান্) শ্রুত্বা প্রীতঃ (তুষ্টঃ সন্) জায়ন্তেয়ান্ (জয়ন্ত্যাঃ পুত্রান্) মুনীন্ অপূজয়ৎ হি (সৎকৃতবান্)।। ৪৩।।

অনুবাদ— শ্রীনারদ বলিলেন,— হে বসুদেব! মিথিলাধিপতি নিমি উপাধ্যায়গণের সহিত পূর্ব্ববর্ণিত ভাগবতধর্ম্মসকল শ্রবণপূর্ব্বক সন্তুষ্ট হইয়া জয়ন্তীনন্দন মুনিগণের পূজা করিয়াছিলেন।। ৪৩।।

মধ্ব—

উদকৈশ্চ নমস্কারৈঃ স্তুতিভির্মনসা তথা।
যতিভিশ্চাপি সংপূজ্যা দেবা মোক্ষমিয়াসুভিঃ।।

মধ্যে বিষ্ণুমনুস্মৃত্য নান্যথা তু কথঞ্চন।।
ইতি সময়াচারে।।

প্রাধান্যেন হরির্ধ্যেয়স্তৎসম্বন্ধাৎ সুরাদয়ঃ।
ধ্যেয়ানান্যৎ ক্বচিদ্ধ্যায়েদ্ধরাবনুপযোগিযৎ।।
ইতি হরিসংহিতায়াম্।। ৪৩।।

তথ্য— উপাধ্যায়— মনুর মতে, "একাদশন্তু দেবস্য দেবাঙ্গান্যপি বা পুনঃ। যোঽধ্যাপয়তি বৃত্ত্যর্থমু-পাধ্যায়ঃ স উচ্যতে।" যিনি বৃত্তির জন্য (বেতন গ্রহণ-পূর্ব্বক) বেদাংশ বা বেদাঙ্গ অধ্যাপনা করেন, তাঁহাকে 'উপাধ্যায়' বলে।। ৪৩।।

ততোঽন্তর্দধিরে সিদ্ধাঃ সর্ব্বলোকস্য পশ্যতঃ।
রাজা ধর্ম্মানুপাতিষ্ঠন্নবাপ পরমাং গতিম্।। ৪৪।।

অন্বয়ঃ— ততঃ সিদ্ধাঃ (কব্যাদয়ঃ) পশ্যতঃ সর্ব্ব-লোকস্য (সমক্ষ ইতি) অন্তর্দধিরে (অদর্শনং গতাঃ)রাজা ধর্ম্মান্ উপাতিষ্ঠন্ (অনুতিষ্ঠন্) পরাঃ (শ্রেষ্ঠাং) গতিম্ অবাপ (লেভে)।। ৪৪।।

অনুবাদ—অনন্তর কবি প্রভৃতি সিদ্ধপুরুষগণ সর্ব্ব-লোকের সমক্ষে অন্তর্হিত হইলেন। রাজা নিমিও উক্ত ধর্ম্ম-সমূহের আচরণসহকারে পরমগতি লাভ করিলেন।। ৪৪

বিশ্বনাথ— জায়ন্তেয়ান্ জয়ন্ত্যাঃ পুত্রান্।। ৪৩-৪৪

টীকার বঙ্গানুবাদ— শ্রীনারদ বলিলেন— হে বসু-দেব মিথিলাধিপতি নিমি জয়ন্তীনন্দন মুনিগণকে প্রীত হইয়া পূজা করিলেন।। ৪৩-৪৪।।

ত্বমপ্যেতান্ মহাভাগ ধর্ম্মান্ ভাগবতান্ শ্রুতান্।
আস্থিতঃ শ্রদ্ধয়া যুক্তো নিঃসঙ্গো যাস্যসে পরম্।। ৪৫।।

অন্বয়ঃ— (হে) মহাভাগ। ত্বম্ অপি নিঃসঙ্গঃ (নিষ্কামঃ) শ্রদ্ধয়া যুক্তঃ এতান্ শ্রুতান্ ভাগবতান্ ধর্ম্মান্ আস্থিতঃ (অনুতিষ্ঠন্) পরম্ (উত্তমং) যাস্যসে (যাস্যসি) ।। ৪৫।।

অনুবাদ— হে মহাভাগ! আপনিও নিষ্কাম এবং শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া এইসকল ভাগবতধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া উত্তমপদ প্রাপ্ত হইবেন।। ৪৫।।

বিবৃতি— অনেকে মনে করেন যে, গৌরব বাৎ-সল্যে ভগবান্‌কে পিতৃত্বে স্থাপন না করিলে সেবা-ধর্ম্ম থাকিতে পারে না। কিন্তু সুষ্ঠুভাবে ঐ কথা আলোচনা করিলে জানা যায় যে, ভগবান্‌কে তাঁহার পিতৃমাতৃবর্গ যেরূপ সেবা করিবার সুযোগ পা'ন, সেরূপ সেবা প্রদ্যু-ম্নাদি পুত্রগণ লাভ করিতে পারেন না। পুত্রের বাল্যকালে তাহার সেবন-ধর্ম্মের অভাব থাকে; কিন্তু জনকজননীসূত্রে ভগবদ্‌রূপী-পুত্রের সেবার সুষ্ঠুতা ও সম্পূর্ণতাবিধানই অত্যন্ত প্রশস্ত।। ৪৫।।

যুবয়োঃ খলু দম্পত্যোর্যশসা পূরিতং জগৎ।
পুত্রতামগমদ্‌যদ্বাং ভগবানীশ্বরো হরিঃ।। ৪৬।।

অন্বয়ঃ— যৎ (যস্মাৎ) ভগবান্ ঈশ্বরঃ হরিঃ বাং (যুবায়োঃ) পুত্রতাম্ অগমৎ (পুত্রভাবং স্বীচকার অতঃ) যুবয়োঃ দম্পত্যোঃ যশসা (কীর্ত্ত্যা) জগৎ পূরিতং (যুবয়োঃ কীর্ত্ত্যা জগৎ পূতং ভবত্যেব)।। ৪৬।।

অনুবাদ— হে বসুদেব! যেহেতু ভগবান্ জগদীশ্বর শ্রীহরি আপনাদের পুত্রত্ব স্বীকার করিয়াছেন, সেইজন্য আপনাদের দুইজনের (দেবকী ও বসুদেবের) কীর্ত্তি জগৎ পূর্ণ করিবে।। ৪৬।।

দর্শনালিঙ্গনালাপৈঃ শয়নাসনভোজনৈঃ।
আত্মা বাং পাবিতঃ কৃষ্ণে পুত্রস্নেহং প্রকুর্ব্বতোঃ।। ৪৭।

অন্বয়ঃ— (পুত্রোপলালনেনৈব ভাগবতধর্ম্ম সর্ব্ব-স্বনিষ্পত্তিরিত্যাহ) কৃষ্ণে পুত্রস্নেহং প্রকুর্ব্বতোঃ বাং (যুবায়োস্তস্য) দর্শনালিঙ্গনালাপৈঃ (কৃষ্ণস্য দর্শনালিঙ্গনা-দিভিঃ) শয়নাসনভোজনৈঃ (তদ্ভাবেন শয়নাদিভিশ্চ) আত্মা পাবিতঃ (শোধিতঃ)।। ৪৭।।

অনুবাদ— আপনারা দুইজন শ্রীকৃষ্ণের প্রতি পুত্রস্নেহশীল হইয়া তদীয় দর্শন, আলিঙ্গন, আলাপ এবং

তন্ময়ভাবে শয়ন, আসন ও ভোজন-হেতু চিত্তকে পবিত্র করিয়াছেন।। ৪৭।।

বিশ্বনাথ—শ্রীবসুদেবস্য নিত্যসিদ্ধভগবৎপিতৃভাবস্যাপি ভগবত ইব নিত্যমূর্ত্তেরপি ভবদিচ্ছয়ৈব ভক্তির সৌৎকণ্ঠ্যনিমগ্নস্য স্বস্মিন্ প্রাকৃতনরত্বাভিমানমালক্ষ্য তং প্রাকৃতনরমিবোপদিদেশ। ভাগ্যশ্লাঘাদিভিরানন্দয়তি,—ত্বমপীতি ষড্‌ভিঃ। পরং পরমেশ্বরং প্রাপ্স্যসি।। ৪৫-৪৭।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— শ্রীবসুদেবের নিত্যসিদ্ধ ভগবৎ পিতৃভাব থাকিলেও ভগবানের ন্যায় নিত্যমূর্ত্তি ও ভগবৎ ইচ্ছাতেই ভক্তিরস উৎকণ্ঠাতে নিমগ্ন থাকায় নিজেতে প্রাকৃত মনুষ্য অভিমান লক্ষ্য করিয়া তাহাকে প্রাকৃত মনুষ্যবৎ উপদেশ করিলেন এবং ভাগ্য প্রশংসাদি দ্বারা আনন্দদান করিতেছেন ছয়টি শ্লোক দ্বারা আপনি পরমেশ্বরকে পাইবেন।। ৪৫-৪৭।।

বৈরেণ যং নৃপতয়ঃ শিশুপালপৌণ্ড্র-
শাল্বাদয়ো গতিবিলাসবিলোকনাদ্যৈঃ।
ধ্যায়ন্ত আকৃতধিয়ঃ শয়নাসনাদৌ
তৎসাম্যমাপুরনুরক্তধিয়াং পুনঃ কিম্।। ৪৮।।

অন্বয়ঃ— শিশুপালপৌণ্ড্র শাল্বাদয়ঃ (এতে) নৃপতয়ঃ যং (শ্রীকৃষ্ণং) শয়নাসনাদৌ বৈরেণ (শত্রুভাবেনাপি) ধ্যায়ন্তঃ (তস্য) গতিবিলাস-বিলোকনাদ্যৈঃ আকৃতধিয়ঃ (তত্তদাকারা ধীর্যেষাং তে) তৎসাম্যম্ আপুঃ (প্রাপুঃ) অনুরক্তধিয়াং কিং পুনঃ (কিং বক্তব্যম্)।। ৪৮।।

অনুবাদ— শিশুপাল, পৌণ্ড্রক, শাল্ব প্রভৃতি নরপতিগণ শয়ন, আসন প্রভৃতি সর্ব্বকার্য্যে বৈরভাবে যাঁহার চিন্তা করিয়া তদীয় গতি, বিলাস, অবলোকন প্রভৃতি ক্রিয়াদ্বারা তাদৃশ বুদ্ধিযুক্ত হইয়া তাঁহার সাম্য লাভ করিয়াছেন, সেই শ্রীকৃষ্ণের অনুরক্ত ব্যক্তিগণ যে তদীয় সাম্য লাভ করিবেন, এ'বিষয়ে আর বক্তব্য কি?।। ৪৮।।

বিশ্বনাথ— ননু পরমেশ্বরে পুত্রবুদ্ধিরেবানর্থকারিণ্যাবয়োরপরাধোৎপাদনাদিতি চেন্মৈবং প্রাতিকূল্যভাবেনাপি কৃষ্ণেঽর্পিতমনসঃ কৃতার্থীভবন্তি কিং পুনরানুকূল্যভাবেন যুষ্মদাদয় ইত্যাহ,— বৈরেণেতি। গতিবিলাসাদ্যৈর্যা আকৃতিঃ কৃষ্ণস্যাকারস্তন্মাত্র এব ন তু তন্মাধুর্য্যে ধীর্যেষাং তে স্বীয়শয়নাদিকর্ম্মণি ধ্যায়ন্তঃ সন্তঃ সাম্যং সারূপ্যং সাযুজ্যং কিং পুনস্তৎ ততোঽপ্যধিকং প্রাপ্যং স্যাদপরাধস্য তু সম্ভাবনৈব নাস্তীতি ভাবঃ।। ৪৮।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— শ্রীবসুদেব বলিতে পারেন 'পরমেশ্বরে পুত্রবুদ্ধিই আমাদের অনর্থকারিণী অপরাধ উৎপাদন হেতু'। ইহার উত্তরে বলিতেছেন না, প্রতিকূলভাবে ও কৃষ্ণে মন অর্পিত হইলে তাঁহারা কৃতার্থ হন, আর অনুকূলভাবে আপনারা শ্রীকৃষ্ণে পুত্রভাব করিয়াছেন, তাহাতে অপরাধ কেন হইবে? শত্রুভাব বশতঃ শিশুপাল, পৌণ্ড্র ও শাল্ব প্রভৃতি রাজগণ শুইতে বসিতে শ্রীকৃষ্ণের গমন বিলাস প্রভৃতি দর্শন করিয়া তাহার আকার মাত্র শয়ন বসন আসনা দিতে ধ্যান করিতে করিতে তাঁহার সারূপ্য, সাযুজ্য, আর কি বলিব, তাহা হইতে অধিক প্রাপ্যলাভ করিয়াছে। কিন্তু অপরাধের সম্ভাবনাই নাই। তাঁহার মাধুর্য্যে তাহাদের বুদ্ধি ছিল না।। ৪৮।।

বিবৃতি— পরমদয়াময় ভগবানের প্রতিকূল অনুশীলন বা বিরুদ্ধ আচরণ করিয়া কতিপয় দুরাত্মা অসুর নিধনপ্রাপ্ত হওয়ায় ভগবদ্ধ্যানজনিত সুকৃতিফলে আত্মবিনাশ সাধন করিয়াও সুখ লাভ করিয়াছিলেন। সুতরাং ভগবদ্ভক্তগণ অনুকূলভাবে তাঁহার সেবা করায় তাঁহাদের যে বিশেষ মঙ্গল লাভ ঘটিবে, তাহাতে আর বৈচিত্র্য কি?।। ৪৮।।

মধ্ব—

পৌণ্ড্রকাদিষু দৈত্যেষু সুরাংশাঃ সন্তি সর্ব্বশঃ।
বহুমানফলং বিষ্ণোস্তে যান্ত্যাদায় সদ্‌গতিম্।।
বিদ্বেষস্য ফলং যত্তু তদাদায়াসুরাস্তমঃ।
যান্ত্যতো নৈব বিদ্বেষো বিষ্ণোঃ কার্য্যঃ কথঞ্চন।।
ইতি অংশবিবেকে।। ৪৮।।

মাহপত্যবুদ্ধিমকৃথাঃ কৃষ্ণে সর্ব্বাত্মনীশ্বরে।
মায়ামনুষ্যভাবেন গূঢ়ৈশ্বর্য্যে পরেঽব্যয়ে।। ৪৯।।

অন্বয়ঃ— মায়ামনুষ্যভাবেন (মায়য়ামনুষ্যনাট্যেন) গূঢ়ৈশ্বর্য্যে (গূঢ়মাচ্ছাদিতমৈশ্বর্য্যমীশ্বরভাবো যস্য তস্মিন্) পরে অব্যয়ে সর্ব্বাত্মনি ঈশ্বরে (ভগবতি) কৃষ্ণে অপত্য-বুদ্ধিং মা অকৃথাঃ (পুত্রবুদ্ধিং মা কুরু)।। ৪৯।।

অনুবাদ— এই শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বান্তর্য্যামী, অব্যয়স্বরূপ, পরমপুরুষ; ইনি মায়াবলে মনুষ্যলীলাভিনয় দ্বারা স্বকীয় ঈশ্বরত্ব গুপ্ত রাখিয়াছেন, সুতরাং আপনারা ইঁহার প্রতি পুত্রবুদ্ধি করিবেন না।। ৪৯।।

বিশ্বনাথ— তস্মাত্ত্বয়া অনুরক্তধিয়ৈব ভাব্যং ন তুদাসিতব্যমিত্যাহ,— মেতি। সর্ব্বাত্মনীশ্বরে মদপত্যত্ব-মারোপিতমেব ন বস্তুতঃ, ইত্যসম্ভাবনয়া কৃষ্ণে যা অপ-ত্যবদেব বুদ্ধিস্তাং মা কৃথাঃ, মদপত্যমেবায়মিতি কৃষ্ণে পুত্রভাবং কুর্ব্বিতি ভাবঃ। ননু মনুষ্যস্য মম পরমেশ্বরঃ কথং পুত্রঃ স্যাত্তত্রাহ,—মায়েতি। ত্বদপত্যত্বপ্রাপ্ত্যর্থং মায়য়া মনুষ্যত্বেন গূঢ়ং গুপ্তীকৃতমৈশ্বর্য্যং যেন তস্মিন্, অতো মনুষ্যস্য তব মনুষ্যঃ কৃষ্ণঃ পুত্রো ভবেদেবেতি ভাবঃ। পরেঽব্যয়ে ইতি তদপি তস্য শ্রেষ্ঠত্বং ঐশ্বর্য্যব্যয়-রাহিত্যং চ ভবেদেবেতি ভাবঃ। অত্র বসুদেব-প্রবোধনা-র্থমেব মায়াশব্দঃ প্রযুক্তঃ বস্তুতস্তু কৃষ্ণো মনুষ্যস্বরূপে-ণৈব; তদাপি মায়াশব্দঃ স্বরূপবাচী।। ৪৯।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— অতএব আপনি অনুরাগ বুদ্ধি-তেই শ্রীকৃষ্ণকে ভাবনা করিবেন, উদাসীন ভাবে নহে। সর্ব্বাত্মা ঈশ্বরে আমার পুত্র ইহা আরোপিতেই, বস্তুত নহে, এরূপ অসম্ভবভাবনা দ্বারা কৃষ্ণে পুত্রভাব, তাহা করিবেন না। কৃষ্ণ আমার পুত্রই এইরূপ পুত্রভাব করি-বেন। যদি বলেন? মনুষ্য আমার পরমেশ্বর পুত্র কিরূপে হয়? তাহার উত্তরে বলি, তোমার পুত্রত্ব প্রাপ্তির জন্য কৃপাপূর্ব্বক মনুষ্যরূপে ঐশ্বর্য্য গুপ্ত করিয়া যিনি আছেন, সেই মনুষ্যভাবযুক্ত কৃষ্ণেতে মনুষ্য, আমার পুত্র মনুষ্য কৃষ্ণ পুত্র হইবে ইহা আর আশ্চর্য্য কি? পরমেশ্বর অব্যয় কৃষ্ণ তাহাতে তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব ঐশ্বর্য্যের ক্ষতি হইবে না। এস্থলে বসুদেব প্রবোধ দানের জন্য কৃষ্ণকে মায়া মনুষ্য-ভাবধারী বলা হইয়াছে। বস্তুত কৃষ্ণ মনুষ্য স্বরূপেই অবস্থিত তখন 'মায়া'শব্দ 'স্বরূপ' অর্থে বুঝিতে হইবে।। ৪৯।।

বিবৃতি— বাহ্যদর্শনে জড়ভোগপর পিতৃমাতৃবর্গ যেরূপ বাৎসল্যবশে পুত্রের প্রতি নিজ ভোগ্যবুদ্ধি করেন, প্রকৃত বাৎসল্য-রসের আশ্রিতবর্গ সেরূপ জড়ভাব গ্রহণ না করিয়া অব্যয় পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের অপ্রকাশিত ঐশ্বর্য্যভাবে স্বীকার করেন না। তজ্জন্যই ভগবদ্ভক্তগণ বসুদেব-দেবকীকে সেরূপ প্রাকৃতজীববুদ্ধি করিতে নিষেধ করিয়াছেন। পদ্মা প্রভৃতি যেরূপ আধ্যক্ষিক বিচারপর নীতির দ্বারা ভ্রান্ত হইয়াছিলেন, সর্ব্বাত্মা পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তদ্রূপ মর্ত্ত্যজীব-বুদ্ধি করা উচিত নহে। বৈষ্ণব পরমহংসগণের উপদেশ-লীলায় ভগবানের আশ্রিত-তত্ত্ব জনক-জননীবর্গ সাধারণ প্রাকৃত পিতৃমাতৃ-বর্গাদির ন্যায় মূঢ়তা লাভ না করিয়া সর্ব্বতোভাবে কৃষ্ণ-সেবা-পরায়ণ হইলেন।। ৪৯।।

ভূভারাসুররাজন্যহন্তবে গুপ্তয়ে সতাম্।
অবতীর্ণস্য নির্বৃত্যৈ যশো লোকে বিতন্যতে।।৫০।

অন্বয়ঃ— ভূভারাসুররাজন্য-হন্তবে (ভূভাররূপা অসুরা এব রাজন্যাঃ তেষাং হন্তবে তান্ হন্তুং বিনাশায়) সতাং (সাধূনাং) গুপ্তয়ে (পরিত্রাণায়) নির্বৃত্যৈ (জীবমোক্ষায়) অবতীর্ণস্য (আবির্ভূতস্য তস্য) যশঃ লোকে বিতন্যতে (বিততং ভবতি)।। ৫০।।

অনুবাদ— এই শ্রীকৃষ্ণ পৃথিবীর ভারভূত ক্ষত্রিয়-রূপ অসুরগণের সংহার, সাধুগণের পরিত্রাণ এবং জীব-গণের মুক্তির জন্য অবতীর্ণ হওয়ায় সম্প্রতি জগতে তদীয় যশঃ বিস্তৃত হইতেছে।। ৫০।।

বিশ্বনাথ— ভূভাররূপা অসুরা এব যে রাজন্যা-স্তেষাং হন্তবে তান্ হন্তুঃ সতাং গুপ্তয়ে উভয়েষামেব তেষাং নির্বৃত্যৈ সাযুজ্য-প্রেমদানদিভিরিতি বৈষম্যনৈর্ঘৃণ্যে পরা-হতে।। ৫০।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— ভূতার স্বরূপ অসুরগণই যাহারা রাজবেশধারী তাহাদের বিনাশের জন্য এবং সাধুগণের রক্ষার জন্য মুক্তিদান, আর সাধুগণকে প্রেমদান আদি দ্বারা পরমেশ্বরে বৈষম্যভাব ও নিন্দা দূরে চলিয়া গেল।।৫০।।

শ্রীশুক উবাচ—

এতচ্ছ্রুত্বা মহাভাগো বসুদেবোঽতিবিস্মিতঃ।
দেবকী চ মহাভাগা জহতুর্মোহমাত্মনঃ।।৫১।।

অন্বয়ঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ—মহাভাগঃ বসুদেবঃ মহাভাগা দেবকী চএতৎ (নারদোক্তমিতিহাসং) শ্রুত্বা অতিবিস্মিতঃ (চমৎকৃতঃ) আত্মনঃ মোহম্ (অজ্ঞানং)জহতুঃ (তত্যজতুঃ)।।৫১।।

অনুবাদ— শ্রীশুকদেব বলিলেন,—মহাভাগ বসুদেব এবং মহাভাগা দেবকী দেবর্ষি নারদের নিকট এই সকল তত্ত্ব শ্রবণপূর্ব্বক বিস্মিত হইয়া স্বীয় অজ্ঞান পরিত্যাগ করিলেন।।৫১।।

বিশ্বনাথ— মোহং অসুরেভ্যোঽপি কৃষ্ণস্য মোক্ষপ্রদত্বাজ্ঞানং জহতুঃ।।৫১।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— শ্রীশুকদেব বলিতেছেন—মহাভাগ বসুদেব ও মহাভাগ্যবতী দেবকীদেবী দেবর্ষি নারদের নিকটে তত্ত্বকথা শ্রবণ করিয়া বিস্মিত হইলেন এবং নিজেদের মোহ অর্থাৎ অসুরগণকে ও কৃষ্ণ মোক্ষ প্রদান করিলন? এইরূপ অজ্ঞান ত্যাগ করিলেন।।৫১।।

ইতিহাসমিমং পুণ্যং ধারয়েদ্ যঃ সমাহিতঃ।
স বিধুয়েহ শমলং ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে।। ৫২।।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং একাদশস্কন্ধে জায়ন্তেয়োপাখ্যানং নাম পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।।৫।।

অন্বয়ঃ— যঃ (পুমান্) সমাহিতঃ (সন্) ইমং পুণ্যম্ (ইতিহাসং) ধারয়েৎ (শৃণুয়াৎ) সঃ ইহ (অস্মিন্নেব দেহে) শমলং (মোহং) বিধূয় (নিরস্য) ব্রহ্মভূয়ায় (ব্রহ্মভাবায়) কল্পতে (সমর্থো ভবতি)।।৫২।।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে পঞ্চমধ্যায়স্যান্বয়ঃ।

অনুবাদ— যে ব্যক্তি একাগ্রচিত্তে এই পুণ্য ইতিহাস শ্রবণ করেন, তিনি এই শরীরে অবস্থিত থাকিয়াই যাবতীয় মোহ পরিত্যাগপূর্ব্বক ব্রহ্মভাবলাভে সমর্থ হইয়া থাকেন।।৫২।।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে পঞ্চম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

বিশ্বনাথ—

শমলমবিদ্যাং বিধূয়, মোক্ষং প্রাপ্নোতি।।

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।
একাদশে পঞ্চমোঽয়ং সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্।।

ইতি শ্রীল বিশ্বনাথচক্রবর্ত্তি-ঠক্কুরকৃতা শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে পঞ্চমাধ্যায়স্য সারার্থদর্শিনী টীকা সমাপ্তা।

টীকার বঙ্গানুবাদ— যিনি এই পুণ্য ইতিহাস সমাহিত চিত্তে ধারণ করেন, তিনি শমল অর্থাৎ অবিদ্যা ধৌত করিয়া মোক্ষ প্রাপ্ত হন।।৫২।।

ইতি ভক্তচিত্তের আনন্দদায়িনী সারার্থদর্শিনীতে একাদশ-স্কন্ধে এই পঞ্চম অধ্যায় সাধুগণের সঙ্গে সমাপ্ত হইলেন।

ইতি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর কৃতা শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশ স্কন্ধে পঞ্চম অধ্যায়ের সারার্থদর্শিনী টীকার অনুবাদ সমাপ্ত হইলেন।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবত একাদশ স্কন্ধের পঞ্চম অধ্যায়ের মধ্ব, তথ্য, বিবৃতি সমাপ্ত।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবত একাদশস্কন্ধের পঞ্চম অধ্যায়ের গৌড়ীয় ভাষ্য সমাপ্ত।

ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ

শ্রীশুক উবাচ—

অথ ব্রহ্মাত্মজৈর্দেবৈঃ প্রজেশৈরাবৃতোঽভ্যগাৎ।
ভবশ্চ ভূতভব্যেশো যযৌ ভূতগণৈর্বৃতঃ।। ১।।

গৌড়ীয় ভাষ্য

ষষ্ঠ অধ্যায়ের কথাসার

ব্রহ্মাদিদেবগণের স্তুতিপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণসমীপে স্বধাম-গমনার্থ নিবেদন এবং তচ্ছ্রবণে ভগবদ্বিরহশঙ্কাকুল উদ্ধবের কৃষ্ণধামে গমনের জন্য শ্রীকৃষ্ণসমীপে প্রার্থনা এই অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে।

ব্রহ্মা-শিব-ইন্দ্র-প্রমুখ দেবগণ, গন্ধর্ব্ব-অপ্সরো, নাগ, ঋষি, পিতৃ, বিদ্যাধর, কিন্নরগণ সকলে সর্ব্বলোক-মনোরম নররূপী শ্রীকৃষ্ণের দর্শন বাসনায় একদা দ্বারকায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং বিবিধ নন্দনপুষ্পমাল্যোপ-হারে কৃষ্ণদেহ আচ্ছাদিত করিয়া বিচিত্র বাক্যে শ্রীকৃষ্ণের স্তব করিলেন; যথা—ব্রহ্মাদি জীবগণ যাঁহার নিয়ামকত্বের অধীন, মহাবিষ্ণু যাঁহার শক্তিতে জগৎকর্ত্তা, সর্ব্বজগদ্-ভোক্তা হইয়াও যিনি নির্লেপ, ষোড়শসহস্র মহিষী মধ্যেও যিনি নির্ব্বিকার, যিনি মায়াদ্বারে সৃষ্ট্যাদি করিয়াও মায়া-তীত স্বাত্মারাম, সেই শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম হবনোন্মুখ যাজ্ঞিকগণের চিন্তনীয়, যোগীগণের ধ্যেয়, পরমভাগবত-গণের সর্ব্বদা অর্চ্চিত, কর্ম্মমুমুক্ষুদানের হৃদয়ে প্রেমভরে চিন্তিত এবং সকল বিষয়বাসনার ধূমকেতুস্বরূপ। কৃষ্ণের যশোগাথা-শ্রবণ-পরিপুষ্ট সাত্ত্বিক শ্রদ্ধাদ্বারা বিষয়মলিন চিত্তের যেরূপ বিশুদ্ধি হয়, তদ্রূপ বিদ্যা-তপস্যাদি আর কিছুতেই হয় না। অতএব আশ্রমধর্ম্মস্থিত বুধগণ স্ব-স্ব কৃষ্ণকথা-সুধাসরিৎ এবং কৃষ্ণপাদপদ্মসুধা-সরিৎ এই তীর্থদ্বয়ের সেবা করিয়া থাকেন।

শ্রীকৃষ্ণের যদুবংশে অবতরণের উদ্দেশ্য সাফল্য-মণ্ডিত, জগদ্ধিতার্থে অনুষ্ঠিত তদীয় লীলাসকলের শ্রবণ-কীর্ত্তনে কলিযুগের সজ্জনগণ মায়া উত্তীর্ণ হইবেন, যদু-বংশও বিপ্রশাপে ধ্বংসোন্মুখ, অতএব তিনি লীলাসম্বরণে ইচ্ছুক হইলে ব্রহ্মাদি সকল বৈকুণ্ঠ-কিঙ্করগণকে যেন উদ্ধার করেন—ব্রহ্মা কৃষ্ণচরণে এইরূপ প্রার্থনা জানা-ইলে কৃষ্ণ তদুত্তরে বলিলেন যে, তিনি যদুবংশধ্বংসের অবসানে স্বধামে গমন করিবেন। অনন্তর ভাবী সর্ব্ব-নাশসূচক বিবিধ মহোৎপাতসকল দর্শনে কৃষ্ণ প্রবীণ যাদব-গণকে আহ্বানপূর্ব্বক ব্রহ্মশাপের কথা স্মরণ করাইয়া প্রভাসতীর্থে গমনের এবং তথায় স্নান-দানাদির দ্বারা বিপদ উত্তীর্ণ হইবার প্রস্তাব করিলেন এবং যাদবগণ তদভিপ্রায়ে প্রভাসে গমনার্থ উদ্যোগী হইলেন। তদ্দর্শনে এবং ভগ-বানের স্বমুখবাণী শ্রবণে উদ্ধব নির্জ্জনে শ্রীকৃষ্ণকে দণ্ডবৎ-পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে ক্ষণার্দ্ধের জন্যও কৃষ্ণবিরহসহনে স্বীয় অক্ষমতা এবং তাঁহাকেও কৃষ্ণের স্বধামে লইয়া যাইবার প্রার্থনা নিবেদন করিলেন। কারণ পরম-মঙ্গল কৃষ্ণলীলামৃত কর্ণদ্বারে আস্বাদন করিলে লোকের আর অন্য স্পৃহা থাকে না। আহার-বিহার-শয়নোপবেশনাদি সকল কার্য্যেই নিরন্তর কৃষ্ণসেবাকারী ব্যক্তি কৃষ্ণবিরহ সহ্য করিতে অক্ষম। তাঁহারা কৃষ্ণের সর্ব্ববিধ উচ্ছিষ্ট-সেবার দ্বারাই কৃষ্ণমায়া জয় করিতে সমর্থ হন। শান্ত সন্ন্যাসিগণ বহুক্লেশে ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হন; আর ভক্তগণ পরস্পর কৃষ্ণ-বার্ত্তা আলোচনার দ্বারা এবং শ্রীকৃষ্ণের মুখবাণী ও বিবিধ লীলাসকলের কীর্ত্তন-স্মরণ দ্বারা দুস্তরা মায়া উত্তীর্ণ হন।

অন্বয়ঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ—(অতঃপরমতিবিস্তরে-ণাত্মবিদ্যাং নিরূপয়িতুং তৎপ্রস্তাবমাহ,—) অথ (অনন্ত-রম্) আত্মজৈঃ (সনকাদিভিঃ পুত্রৈঃ) দেবৈঃ (ইন্দ্রাদিভিঃ) প্রজেশৈঃ (মরিচ্যাদিভিশ্চ) আবৃতঃ (পরিবৃতঃ) ব্রহ্মা (কৃষ্ণং দিদৃক্ষুঃ সন্ দ্বারকাম্) অভ্যগাৎ (গতাবান্ তথা) ভূতগণৈঃ বৃতঃ (পরিবৃতঃ) ভূতভব্যেশঃ (ভূতানাং সর্ব্বেষাং প্রাণিনাং ভব্যেশো মঙ্গলবিধায়কঃ) ভবঃ (শিবঃ) চ যযৌ (দ্বারকাং গতঃ)।। ১।।

অনুবাদ— শ্রীশুকদেব বলিলেন,—অনন্তর ব্রহ্মা সনকাদি পুত্রগণ, ইন্দ্রাদিদেবগণ ও মরীচি প্রভৃতি প্রজাপতিগণে পরিবেষ্টিত হইয়া এবং সর্ব্বভূতমঙ্গলপ্রদ শঙ্কর ভূতগণে পরিবৃত হইয়া দ্বারকায় উপস্থিত হইয়াছিলেন ।। ১।।

বিশ্বনাথ—

ব্রহ্মাদিভিঃ স্তুতং সংহৃতাস্তর্দ্ধিৎসুং কুলং প্রভুম্।
জ্ঞাত্বা ন্যবেদয়ৎ প্রেষ্ঠঃ ষষ্ঠে স্বাভীষ্টমুদ্ধবঃ।।

আত্মজৈঃ সনকাদিভিঃ ভূতানাং প্রাণিনাং ভব্যস্য কল্যাণস্য ঈশো দাতা, অভ্যগাৎ, দ্বারকামিতি কর্ম্মপদেন চতুর্থশ্লোকস্থেনান্বয়ঃ ।। ১ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— এই ষষ্ঠ অধ্যায়ে ব্রহ্মাদি দেবগণ কর্ত্তৃক স্তুত হইয়া প্রভু শ্রীকৃষ্ণ নিজে অন্তর্দ্ধান হইবার ইচ্ছায় নিজকুলকে উপসংহার করিয়া যাইবেন ইহা জানিয়া কৃষ্ণ প্রেষ্ঠ উদ্ধব নিজের অভিলাষ নিবেদন করিলেন।

আত্মজ অর্থাৎ সনকাদির সহিত ব্রহ্মা প্রাণীগণের কল্যাণদাতা মহাদেব দ্বারকায় আসিয়া শ্রীকৃষ্ণের স্তব করিলেন।। ১।।

ইন্দ্রো মরুদ্ভির্ভগবানাদিত্যা বসবোঽশ্বিনৌ।
ঋভবোঽঙ্গিরসো রুদ্রা বিশ্বে সাধ্যাশ্চ দেবতাঃ।। ২
গন্ধর্ব্বাপ্সরসো নাগাঃ সিদ্ধচারণগুহ্যকাঃ।
ঋষয়ঃ পিতরশ্চৈব সবিদ্যাধরকিন্নরাঃ।। ৩।।
দ্বারকামুপসংজগ্মুঃ সর্ব্বে কৃষ্ণদিদৃক্ষবঃ।
বপুষা যেন ভগবান্ নরলোকমনোরমঃ।
যশো বিতেনে লোকেষু সর্ব্বলোকমলাপহম্।। ৪।।

অন্বয়ঃ— ভগবান্ (শ্রীকৃষ্ণঃ) যেন বপুষা (শ্রীবিগ্রহেণ) নরলোকমনোরমঃ (নরলোকস্য মনোরমঃ সন্) লোকেষু (সর্ব্বলোকেষু) সর্ব্বলোকমলাপহং (সর্ব্বেষাং লোকানাং মলং পাপমপহন্তীতি তথাভূতং) যশঃ (কীর্ত্তিং) বিতেনে (বিস্তারয়ামাস তদতিসুন্দরং বপুর্দিদৃক্ষবঃ সন্তঃ) মরুদ্ভিঃ (বায়ুভিঃ সহ) ভগবান্ ইন্দ্রঃ, আদিত্যাঃ, বসবঃ, অশ্বিনৌ, ঋষভঃ, অঙ্গিরসঃ, রুদ্রাঃ, বিশ্বে সাধ্যাঃ চ, দেবতাঃ গন্ধর্ব্বাপ্সরসঃ(গন্ধর্ব্বাশ্চ অপ্সরসশ্চ)নাগাঃ সিদ্ধচারণগুহ্যকাঃ (সিদ্ধাশ্চ চারণাশ্চ গুহ্যকাশ্চ) ঋষয়ঃ পিতরঃ (অগ্নিষ্বাত্তাদয়ঃ) চ এব সবিদ্যাধরকিন্নরাঃ (বিদ্যাধরৈঃ কিন্নরৈশ্চ সহিতা এতে) সর্ব্বে কৃষ্ণদিদৃক্ষবঃ (কৃষ্ণং দ্রষ্টুমিচ্ছবঃ সন্তঃ) দ্বারকাম্ উপসংজগ্মুঃ (প্রাপ্তাঃ)।। ২-৪

অনুবাদ— হে রাজন্! মরুদ্গণের সহিত ভগবান্ ইন্দ্র, দ্বাদশ আদিত্য, অষ্ট বসু, অশ্বিনীকুমারযুগল, ঋভুগণ, অঙ্গিরাগণ, রুদ্রগণ, বিশ্ব, সাধ্য, দেব, গন্ধর্ব, অপ্সরা, নাগ, সিদ্ধ, চারণ, গুহ্যক, ঋষি, পিতৃ, বিদ্যাধর ও কিন্নরগণ সকলেই কৃষ্ণদর্শনাভিলাষী হইয়া ভগবান্ যে শ্রীবিগ্রহদ্বারা নরলোকের মনোরঞ্জনসহকারে নিখিল জগতে সর্ব্বলোকের পাপবিনাশন-যশঃ বিস্তার করিয়াছেন, তাদৃশ পরমরমণীয় বিগ্রহ দর্শনের জন্য দ্বারকায় উপস্থিত হইয়াছিলেন।। ২-৪।।

বিশ্বনাথ— যেন বপুষা নরলোকমনোরমস্তং কৃষ্ণং দিদৃক্ষব ইত্যভেদোক্ত্যা বপুষঃ সকাশাজ্জীবস্য যথা ভেদস্তথা নেশ্বরস্যেতি জ্ঞাপিতং, যদুক্তং—"দেহদেহি-বিভাগশ্চ নেশ্বরে বিদ্যতে ক্বচিৎ" ইতি।। ৪।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যে বিগ্রহ দ্বারা মনুষ্য লোকের মনে আনন্দ দান করিয়াছিলেন সেই শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিবার ইচ্ছায় দেবগণ দ্বারকায় আসিলেন। শ্রীকৃষ্ণের সহিত তাঁহার বিগ্রহে দেবগণের ভেদ উক্তি দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ হইতে তাঁহার বিগ্রহের যে প্রকারে বিশেষ জীবের দেহের সহিত জীবাত্মার সেই প্রকার ভেদ নহে ইহাই বলা হইল। শাস্ত্রে বলা হইয়াছে 'ঈশ্বরের দেহ ও আত্মার বিভাগ কোথাও নাই। কিন্তু জীবের দেহ ও আত্মার ভেদ আছে"।। ৪।।

তস্যাং বিভ্রাজমাণায়াং সমৃদ্ধায়াং মহর্দ্ধিভিঃ।
ব্যচক্ষতাবিতৃপ্তাক্ষাঃ কৃষ্ণমদ্ভুতদর্শনম্।। ৫।।

অন্বয়ঃ— অবিতৃপ্তাক্ষাঃ (অবিতৃপ্তানি অক্ষীণি ইন্দ্রিয়াণি যেষাং তে ব্রহ্মাদয়ঃ) মহর্দ্ধিভিঃ (মহতীভিঃ ঋদ্ধিভিঃ সমৃদ্ধিভিঃ) সমৃদ্ধায়াং (পূর্ণায়াম্, অতএব) বিভ্রাজমানায়াং (শোভমানায়াং)তস্যাং(দ্বারকায়াম্) অদ্ভুতদর্শনম্ (অদ্ভুতমতিসুন্দরং দর্শনং রূপং যস্য তং) কৃষ্ণং ব্যচক্ষত (অপশ্যন্)।।৫।।

অনুবাদ— হে মহারাজ! অনন্তর সেই ব্রহ্মাদি দেবগণ অতৃপ্তনয়নে পরমৈশ্বর্য্য-পরিপূর্ণা পরমশোভাময়ী দ্বারকা নগরীতে সুরম্যদর্শন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়াছিলেন।।৫।।

বিশ্বনাথ—তস্যাং দ্বারকায়াং ব্যচক্ষত অপশ্যন্।।৫

টীকার বঙ্গানুবাদ— মহা সমৃদ্ধির সহিত সেই দ্বারকাতে দেবগণ শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিলেন।।৫।।

স্বর্গোদ্যানোপগৈর্মাল্যৈশ্ছাদয়ন্তো যদূত্তমম্।
গীর্ভিশ্চিত্রপদার্থাভিস্তুষ্টুবুর্জগদীশ্বরম্।।৬।।

অন্বয়ঃ— (তে তদা) স্বর্গোদ্যানোপগৈঃ (স্বর্গোদ্যানস্থিতৈঃ) মাল্যৈঃ যদূত্তমং (যদুশ্রেষ্ঠং) জগদীশ্বরং (শ্রীকৃষ্ণং) ছাদয়ন্তঃ (আবৃণ্বন্তঃ) চিত্রপদার্থাভিঃ (চিত্রাণি মনোহরাণি পদানি অর্থাশ্চ যাসু তাভিঃ) গীর্ভিঃ (বাণীভিঃ) তুষ্টুবুঃ (স্তুতবন্তঃ)।।৬।।

অনুবাদ— তৎকালে তাঁহারা নন্দনবনজাত পুষ্পমাল্যরাশি-দ্বারা যাদবপ্রবর জগদীশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে আচ্ছাদিত করিয়া সুললিত পদ ও সুরম্য অর্থযুক্ত বাক্যদ্বারা তাঁহার স্তুতি করিয়াছিলেন।।৬।।

বিশ্বনাথ— স্বর্গোদ্যান এবোপগৈরুপগতৈঃ। চিত্রাণি শৃঙ্খলাবদ্ধপ্রায়াণি পদানি অর্থাশ্চ যাসু তাভির্গীর্ভিঃ।।৬।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— স্বর্গ রাজ্যের উদ্যান হইতেই আনীত পুষ্পমাল্য-সমূহের দ্বারা যদুশ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণকে সজ্জিত করিয়া বহুচিত্র শৃঙ্খলাবদ্ধ প্রায় পদবিন্যাস ও অর্থবিন্যাসসহ গানসমূহদ্বারা স্তব করিলেন।।৬।।

শ্রীদেবা উচুঃ—
নতাঃ স্ম তে নাথ পদারবিন্দং
বুদ্ধীন্দ্রিয়প্রাণমনোবচোভিঃ।
যচ্চিন্ত্যতেঽন্তর্হৃদি ভাবযুক্তৈ-
র্মুমুক্ষুভিঃ কর্ম্মময়োরুপাশাৎ।।৭।।

অন্বয়ঃ—শ্রীদেবা উচুঃ—(হে)নাথ! (স্বামিন্) কর্ম্মময়োরুপাশাৎ (কর্ম্মময়াৎ উরোর্দৃঢ়াৎ পাশাৎ বন্ধনাৎ) মুমুক্ষুভিঃ (মুক্তিমিচ্ছুভিঃ) ভাবযুক্তৈঃ (যোগনিষ্ঠৈর্জনৈঃ) যৎ (কেবলম্) অন্তর্হৃদি (হৃদয়মধ্যে) চিন্ত্যতে (ন তু দৃশ্যতে, তৎ) তে (তব) পদারবিন্দং (পাদপদ্মং দৃষ্ট্বা বয়ম্) বুদ্ধীন্দ্রিয়প্রাণমনোবচোভিঃ (বুদ্ধীন্দ্রিয়াদিভিঃ) নতাঃ স্মঃ (নমস্কৃতবন্তঃ)।।৭।।

অনুবাদ—শ্রীদেবগণ বলিলেন,—হে নাথ! যোগিগণ কর্ম্মময় দৃঢ়বন্ধন হইতে মুক্তিকামনায় অন্তঃকরণমধ্যে কেবলমাত্র যাঁহার ধ্যান করিয়া থাকেন, আমরা আপনার সেই পাদপদ্মযুগল সাক্ষাৎ দর্শন করিয়া বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, মন এবং বাক্যদ্বারা আপনাকে প্রণাম করিতেছি।।৭।।

বিশ্বনাথ—বুদ্ধ্যা বুদ্ধ্যাধিষ্ঠানেন হৃদয়েন, ইন্দ্রিয়েণেতি দৃগ্‌ভ্যাং পদ্ভ্যাং দোর্ভ্যাঞ্চেত্যর্থঃ। প্রাণেন প্রাণবতা দেহেনেতি জান্বাদ্যঙ্গান্যপি লব্ধানি যথাহুঃ,—"দোর্ভ্যাং পদ্ভ্যাঞ্চ জানুভ্যামুরসা শিরসা দৃশা। মনসা বচসা চেতি প্রণামোঽষ্টাঙ্গ ঈরিতঃ" ইতি। যচ্চরণারবিন্দং কেবলমন্তর্হৃদি চিন্ত্যতে ন তু দৃশ্যতে, তৎ বয়ং দৃষ্ট্বা নতাঃ স্ম ইত্যহো ভাগ্যমিতি ভাবঃ।।৭।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— দেবগণ বলিতেছেন,— হে প্রভু? আপনার চরণকমলকে বুদ্ধি অর্থাৎ নয়নদ্বারা, চরণদ্বয় ও বাহুদ্বয় দ্বারা, প্রাণ ইন্দ্রিয় অর্থাৎ প্রাণযুক্ত দেহদ্বারা, জানু আদি অঙ্গসমূহ দ্বারাও পাওয়া যায়। যেমন অষ্টাঙ্গ প্রণামে বলা হইয়াছে—বাহুদ্বয়, পদদ্বয়, জানুদ্বয় বক্ষদ্বারা, মস্তক দ্বারা, দৃষ্টি দ্বারা, মন ও বাক্য দ্বারা ইহাকেই অষ্টাঙ্গ প্রণাম বলা হয়। যাঁহার চরণকমলকে কেবল অন্তর্হৃদয়ে চিন্তা করেন, দর্শন পান না। সেই চরণকমল আমরা দর্শন করিয়া প্রণত হইলাম। ইহা আমাদের আশ্চর্য্য ভাগ্য।।৭

বিবৃতি— আত্মার বৃত্তিই ভগবৎসেবা। পরমাত্ম-ভক্তিবিচ্যুত হইয়া আত্মা অনাত্মাভিমানে যে বৃত্তির পরি-চালনা প্রদর্শন করেন, তাহাই সাধারণতঃ 'কর্ম্ম' নামে অভিহিত। যখন জীবের ভোগপ্রবৃত্তিরূপ অজ্ঞান তিরো-হিত হয়, তখন-ভোগপিপাসা শ্লথ হইয়া মুক্তিবাসনায় পর্য্যবসিত হয়। অত্যন্ত জড়-বাধ্য হইবার চেষ্টা জীবকে কর্ম্মের প্রবলস্রোতে ভাসাইয়া দেয়। ফলভোগবাসনা বা ফলত্যাগবাসনা, এতদুভয়ই পাশবদ্ধ জীবের স্বভাবমাত্র। অণুচিৎ জীব কখনও স্বর্গভূমিতে, কখনও বা মর্ত্ত্যলোকে, কখনও বা অবরলোকসমূহে বিচরণ করেন। এরূপ বিচরণ-মার্গই 'কর্ম্মপথ' বলিয়া নির্দ্দিষ্ট।

যে কাল পর্য্যন্ত জড়ভাবসমূহ জীবের চেতনবৃত্তিকে গ্রাস করে, তদবধি জীব কর্ত্তৃত্বাভিমানে দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ হন। তখন তাঁহার কর্ত্তব্যবিচার ভগবৎসেবা-বৈমুখ্যক্রমে বদ্ধদশায় নীত হয়। জড়ভাবসমূহ হইতে মুক্ত হইবার অভিলাষ হইলে জীব দেবদেহ, স্থাবরজঙ্গমদেহের বদ্ধা-বস্থা হইতে মুক্ত হইয়া হৃদয়াভ্যন্তরে ভগবানের পাদপদ্ম স্মরণ করেন।

অনুকূলস্মরণকালে সেবা-প্রবৃত্তির উদয় হয়। প্রতি-কূল চিন্তা উদিত হইলে ভোগপ্রবৃত্তি তাহাকে বিক্ষিপ্ত করে এবং তাদৃশ চাঞ্চল্য-রহিত হইবার বাসনায় জ্ঞানমার্গি-গণের ফলভোগত্যাগের কল্পনা-মূলে উহাকে যে মুক্তির প্রকারভেদ বলিয়া বিচার উপস্থিত হয়, সেই বিচার হইতে নির্ম্মল আত্মাকে শোধিত করা আবশ্যক।

ইতরাভিলাষক্রমেই জীবের কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞান-কাণ্ডের ভোগ বা ত্যাগ-পাশে আবদ্ধ হইবার যোগ্যতা হয়। কিন্তু ভগবান্ চিন্তনীয় বিষয় হইলে জীবের অস্মিতা-জ্ঞানে কোন বাহিরের মল প্রবেশ করিতে পারে না। তখন তিনি প্রাণমনোবাক্য ও ইন্দ্রিয়সমূহদ্বারা স্থিরা বুদ্ধিকে কেবলমাত্র ভগবানের পাদপদ্মে নিয়োগ করেন। অনুকূল-নিয়োগপ্রভাবে তাঁহার আত্মবৃত্তির সাফল্য-লাভ ঘটে, নতুবা কর্ম্মজ্ঞানাদি অনাত্মপ্রতীতিযুক্ত বিচারগুলি নির্ম্মল আত্মায় শুদ্ধা নিত্য-বৃত্তির উদয়ে ব্যাঘাত করিয়া থাকে। কর্ম্মবন্ধন অত্যন্ত দৃঢ় বলিয়া উহাকে 'উরুপাশ' বলা হইয়াছে।। ৭।।

ত্বং মায়য়া ত্রিগুণয়াত্মনি দুর্ব্বিভাব্যং
ব্যক্তং সৃজস্যবসি লুম্পসি তদ্গুণস্থঃ।
নৈতৈর্ভবানজিত কর্ম্মভিরজ্যতে বৈ
যৎ স্বে সুখেঽব্যবহিতেঽভিরতোঽনবদ্যঃ।। ৮।।

অন্বয়ঃ— (হে) অজিত! ত্বং তদ্গুণস্থঃ (তস্যা মায়য়া সত্ত্বাদিষু নিয়ন্তৃত্বেন স্থিতঃ সন্, তয়া) ত্রিগুণয়া (সত্ত্বাদিগুণময্যা) মায়য়া আত্মনি (স্বস্মিন্ আধারে) দুর্ব্বি-ভাব্যং (মনসাপ্যবিতর্ক্যং) ব্যক্তং (মহদাদিপ্রপঞ্চং)সৃজসি (তথা) অবসি (পালয়সি, তথা) লুম্পসি (সংহরসি)। এতৈঃ) (সৃষ্ট্যাদিভিঃ) কর্ম্মভিঃ ভবান্ বৈ (নূনং) ন অজ্যতে (তজ্জনিত-পাপাদিভির্ন লিপ্যত ইত্যর্থঃ) যৎ (যস্মাৎ) অনবদ্যঃ (অবিদ্যাদিদোষমুক্তো ভবান্) অব্যবহিতে (ব্যবধানরহিতে নিরাবরণ ইত্যর্থঃ) স্বে (আত্মস্বরূপে) সুখে অভিরতঃ (রমমাণোঽস্তি)।। ৮।।

অনুবাদ— হে অজিত! আপনি মায়িকগুণসমূহের মধ্যে নিয়ন্তৃরূপে অবস্থিত হইয়া ত্রিগুণময়ী মায়া দ্বারা নিজের মধ্যেই মহত্তত্ত্ব প্রভৃতি অচিন্তনীয় প্রপঞ্চের সৃষ্টি-স্থিতি-সংহার লীলা সম্পাদন করিয়া থাকেন; পরন্তু এই সকল কর্ম্মজনিত পাপপুণ্যাদিফলের দ্বারা লিপ্ত হন না, যেহেতু আপনি অবিদ্যাদি-দোষসম্পর্করহিতভাবে অনাবৃত আত্মানন্দে নিরত রহিয়াছেন।। ৮।।

বিবৃতি— দেবগণ কহিলেন,—অর্ব্বাচীনগণ মনে করেন যে, ভগবান্ মায়িক জগতে প্রবিষ্ট হইয়া ইতর প্রাণিগণের ন্যায় গুণের দ্বারা অভিভূত হন, কিন্তু তুমি অখিলসদ্গুণরাশির মধ্যে অবস্থিত হইয়া অচিন্ত্য আত্ম-প্রভাবে ত্রিগুণা মায়া-শক্তিদ্বারা জগতের সৃষ্টি, পালন ও বিনাশ সাধন করিয়া সৃষ্ট-প্রাণীর ন্যায় কর্ম্মরজ্জুতে কখনও আবদ্ধ হও না। তুমি অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ ও দ্বেষাদি দোষ-রহিত এবং তোমার বিক্ষেপাত্মিকা ও আবরণী বৃত্তি-সমন্বিতা মায়াশক্তির দ্বারা স্বয়ং অনাবৃত ও অবিক্ষিপ্ত

থাকিয়া সর্ব্বদা নিরবচ্ছিন্ন সুখে আনন্দে অবস্থান কর, তখন তোমার বদ্ধজীববৎ কর্ম্মের দ্বারা লিপ্ত হইবার অবকাশ নাই।। ৮।।

শুদ্ধির্নৃণাং ন তু তথেড্য দুরাশয়ানাং
বিদ্যাশ্রুতাধ্যয়নদানতপঃক্রিয়াভিঃ।
সত্ত্বাত্মনামৃষভ তে যশসি প্রবৃদ্ধ-
সচ্ছ্রদ্ধয়া শ্রবণসম্ভৃতয়া যথা স্যাৎ।। ৯।।

অন্বয়ঃ—(হে) ঈড্য! (হে স্তুত্য!) ঋষভ! (শ্রেষ্ঠ!) তে (তব) যশসি (যশোবিষয়ে) শ্রবণসম্ভৃতয়া (শ্রবণেন সম্ভৃতয়া সঞ্চিতয়া) প্রবৃদ্ধ সচ্ছ্রদ্ধয়া (প্রবৃদ্ধয়া মহত্যা সত্যা শ্রদ্ধয়া) সত্ত্বাত্মনাং (সতাং) যথা (যদ্বৎ শুদ্ধিঃ) স্যাৎ (ভবেৎ) দুরাশয়ানাং (রাগিণাং) নৃণাং (মনুষ্যানাং) বিদ্যা-শ্রুতাধ্যয়ন-দানতপঃক্রিয়াভিঃ (বিদ্যা উপাসনা, শ্রুতং বেদার্থশ্রবণং মননাদি চ, অধ্যয়নং বেদাদিশাস্ত্রাধ্যয়নং, দানম্, তপঃক্রিয়া চান্দ্রায়ণাদিরূপা ক্রিয়া চ, তাভিঃ) তু তথা (তদ্বৎ) শুদ্ধিঃ ন (ন ভবতি)।। ৯।।

অনুবাদ— হে জগদ্বন্দনীয়! হে পুরুষোত্তম ভবদীয়-বিমলকীর্ত্তিশ্রবণ-জনিতা প্রকৃষ্টা শ্রদ্ধা দ্বারা সাধুগণের যেরূপ বিশুদ্ধি লাভ হয়, বিষয়-বাসনাসক্ত মনুষ্যগণের উপাসনা, বেদার্থশ্রবণ, অধ্যয়ন, দান এবং তপস্যা দ্বারা তাদৃশ বিশুদ্ধি লাভ হয় না।। ৯।।

বিশ্বনাথ— অতো যথা তচ্চরণমেব নমস্যং তথৈব ত্বদ্যশ এব শ্রবণস্মরণাদিবিষয়ীকর্ত্তব্যমিত্যাহুঃ শুদ্ধিরিতি, —হে ঈড্য, নু ভো বিদ্যাদিভিস্তথা শুদ্ধির্ন ভবতি। যতস্তাভিরেব দুরাশয়ানাং বিদ্যাদিভির্গর্ব্বেণ দুষ্ট এব আশয়ঃ প্রায়ঃ স্যাদিত্যর্থঃ। সত্ত্বাত্মনাং শুদ্ধসত্ত্ববপুষাং অবতারাণাং মধ্যে ঋষভ, হে শ্রেষ্ঠ, তে তব যশসি শ্রোতুং স্মর্ত্তুং কীর্ত্তয়িতুঞ্চ প্রবৃদ্ধা সতী শ্রেষ্ঠ যা শ্রদ্ধা তয়া শুদ্ধিঃ স্যাৎ। কীদৃশ্যা শ্রবণেন শাস্ত্রাদিশ্রবণেন সম্ভৃতয়া পরিপুষ্টয়া।। ৯।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— অতএব যেভাবে আপনার চরণকমলকে নমস্কার করিলাম সেইরূপ তোমার যশও শ্রবণ ও স্মরণাদি দ্বারা কীর্ত্তন কর্ত্তব্য। হে স্তবনীয়! বিদ্যা আদি দ্বারা আমাদের হৃদয় সেইরূপ শুদ্ধিলাভ করে না, যেহেতু দুরাশয় ব্যক্তিগণের বিদ্যাদি দ্বারা গর্ব্ব হেতু, তাহাদের চিত্ত দুষ্ট হয়। শুদ্ধসত্ত্ব বিগ্রহ অবতারগণের মধ্যে হে শ্রেষ্ঠ! আপনি আপনার যশ শ্রবণ, স্মরণ ও কীর্ত্তন করিবার ইচ্ছায় বুদ্ধিপ্রাপ্তা শ্রেষ্ঠ যে শ্রদ্ধা তাহা দ্বারা যেরূপ চিত্তশুদ্ধি হয়। কেমন শ্রবণ দ্বারা? তাহাই বলিতেছেন শাস্ত্রাদি শ্রবণ দ্বারা পরিপুষ্ট যে শ্রবণ।। ৯।।

বিবৃতি— দেবগণ কহিলেন,— হে পূজ্যতম, হে শ্রেষ্ঠ প্রাকৃতবুদ্ধিবিশিষ্ট মানবগণের দেবান্তরোপাসনা, আধ্যক্ষিকজ্ঞানলাভার্থ বেদাধ্যয়ন, অনিত্য বস্তুদাতৃত্ব জড়ভোগলাভের জন্য তপস্যা, বর্ণাশ্রমবিহিত যজ্ঞ ও সন্ধ্যা প্রভৃতি সর্ব্বতোভাবে জীবকে শুদ্ধ করিতে অসমর্থ। কিন্তু সাত্বত ভক্তগণের নিকট শ্রুত ভগবদ্যশঃকথা দৃঢ়া শ্রদ্ধা উৎপাদন করিয়া জীবহৃদয়ের প্রকৃত প্রস্তাবে নির্ম্মলতা বিধান করে।। ৯।।

স্যান্নস্তবাঙ্ঘ্রিরশুভাশয়ধূমকেতুঃ
ক্ষেমায় যো মুনিভিরার্দ্রহৃদোহ্যমানঃ।
যঃ সাত্বতৈঃ সমবিভূতয় আত্মবদ্ভি-
র্ব্যূহেহর্চ্চিতঃ সবনশঃ স্বরতিক্রমায়।। ১০।।

অন্বয়ঃ— মুনিভিঃ (যোগিভিঃ) ক্ষেমায় (পরমসুখায়) আর্দ্রহৃদা (রাগযুক্তেন মনসা) যঃ উহ্যমানঃ (চিন্ত্যমানো ভবতি) যঃ (চ) আত্মবদ্ভিঃ (আত্মাত্মমেব নাথত্বেন বর্ত্তসে যেষাং তৈঃ) সাত্বতৈঃ (ভক্তৈঃ) সমবিভূতয় (সমানৈশ্বর্য্যলাভায়) ব্যূহে (বাসুদেবাদিব্যূহে) অর্চ্চিতঃ (পূজিতঃ, কিঞ্চ তেষু কৈশ্চিদাত্মবিদ্ভির্ধীরৈঃ) স্বরতিক্রমায় (স্বর্গমতিক্রম্য বৈকুণ্ঠলাভায়) সবনশঃ (ত্রিকালম্ অর্চ্চিতঃ সঃ) তব অঙ্ঘ্রিঃ (পাদপদ্মং) নঃ (অস্মাকম্) অশুভাশয়ধূমকেতুঃ (অশুভাশয়ানাং বিষয়বাসনানাং ধূমকেতুঃ দাহকোঽগ্নিঃ) স্যাৎ (ভবতু)।। ১০।।

অনুবাদ— হে প্রভো! মুনিগণ পরম-মঙ্গললাভের জন্য প্রেমার্দ্রহৃদয়ে যাঁহার চিন্তা করেন, আশ্রিত ভক্তগণ সমান ঐশ্বর্য্য লাভের জন্য বাসুদেবাদিব্যূহমধ্যে যাঁহার

আরাধনা করেন এবং তাঁহাদের মধ্যে আত্মজ্ঞ কতিপয় ধীর পুরুষ স্বর্গ অতিক্রমপূর্ব্বক বৈকুণ্ঠপদপ্রাপ্তির জন্য কালত্রয়ে যাঁহার অর্চ্চন করেন, আপনার সেই পাদপদ্ম আমাদের বিষয়-বাসনাসমূহের দাহক অনলস্বরূপ হউন ।। ১০।।

বিশ্বনাথ— তথৈব ত্বচ্চরণ এব ধ্যেয়োঽর্চ্চনীয়শ্চ যঃ স চাস্মাভির্দৃষ্ট ইত্যত ইদমাশাস্মহে ইত্যাহুঃ,—স্যাদিতি। অশুভাশয়ানাং বিষয়বাসনানাং ধূমকেতুর্দাহকঃ স্যাদস্তু। প্রেমার্দ্রহৃদা উহ্যমানশ্চিন্ত্যমানঃ যশ্চ সাত্বতৈর্ভক্তৈঃ সমবিভূতয়ে সার্ষ্টিলক্ষণমোক্ষায় যদ্বা সমানাং স্বর্গাপবর্গনরকেষ্বপি তুল্যার্থদর্শিনাং নারায়ণপরায়ণাং যা বিভূতিঃ প্রেমসম্পত্তিস্তস্যৈ আত্মা ত্বমেব নাথত্বেন বর্ত্তসে যেষাং তৈঃ। স্বরতিক্রমায় স্বর্গাদিবাসনাত্যাগায় চার্চ্চিতঃ। যদুক্তং প্রহ্লাদেন,—'কামানাং হৃদ্যসং রোহং ভবতস্তু বৃণে বরম্' ইতি ।। ১০।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— সেইরূপই তোমার চরণই ধ্যানের বিষয় ও অর্চ্চনের বিষয় তাহাও আমরা দর্শন করিলাম, ইহা হইতে আমরা এইরূপ আশাকরি—বিষয় বাসনারূপ অশুভচিত্তসমূহের ধূমকেতু অর্থাৎ দাহক হউক। প্রেমগদ্‌গদ হৃদয়দ্বারা চিন্ত্যমান যে সাত্বত ভক্তগণের সার্ষ্টি লক্ষণ মোক্ষের জন্য, অথবা সমান স্বর্গ মোক্ষ ও নরকের তুল্য দর্শনকারী নারায়ণ পরায়ণগণের যে বিভূতি অর্থাৎ প্রেমসম্পত্তি তাহার জন্য তুমি প্রভু যাহাদের বর্ত্তমান আছেন, স্বর্গাদি বাসনা ত্যাগের জন্য পূজিত হইতেছেন, যেমন প্রহ্লাদ বলিয়াছেন—আপনার নিকট হইতে ঐরূপ বর প্রার্থনা করি, আমার হৃদয়ে যেন কাম বাসনা উৎপন্ন না হয়।। ১০।।

বিবৃতি— জীবের বিষয়-বাসনা অনিত্য। আত্মবিষয়—ভগবদ্বস্তু, তাঁহার সেবাই জীবের নিত্য অভিলষণীয়। ভগবৎপাদপদ্মকে ধূমকেতুর সহিত উপমা দেওয়া হইয়াছে। ধূমকেতু সুদূরবর্ত্তী বাষ্পাকৃতি তেজোময় পদার্থ হইলেও সাক্ষাৎ রুদ্রমূর্ত্তি; সকল অমঙ্গল দহন করিবার সামর্থ্যযুক্ত।

আত্মারাম মুনিগণ নিত্যপরম সুখের জন্য প্রেমার্দ্র-চিত্তে ভগবৎপাদপদ্ম স্মরণ করেন। স্বারসিকসেবাপরায়ণ সাত্বত ভক্তগণ সমদর্শিগণের প্রেমসম্পত্তিলাভের জন্য ভগবদ্‌বৈমুখ্যময় নিজভোগপর স্বর্গসুখাদি ত্যাগ করিয়া বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ-বিষ্ণুর ত্রিসন্ধ্যা অর্চ্চন করেন। সেই অর্চ্চ্যবস্তুই ভগবৎপাদপদ্ম। সাযুজ্যহীন সালোক্যাদি মুক্তিবর্গ সমবিভূতি-শব্দবাচ্য। স্বর্গাদি রাজ্য নিজসুখপর হওয়ায়, জীব চতুর্ব্যূহ-বিচারজ্ঞানের অভাবে স্বর্গাদি ভোগের বাসনায় সংসারে আবদ্ধ হন। মহৎস্রষ্টা আদিপুরুষ, ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী সমষ্টিবিষ্ণু, সর্ব্বভূতে অবস্থিত ব্যষ্টি বিষ্ণু—যাঁহারা 'পুরুষাবতার' বলিয়া কথিত, সেই বাসুদেবাদিব্যূহচতুষ্টয় প্রপন্ন জীবকে স্বর্লোক-ভোগাভিমান হইতে বিমুক্ত করিয়া ভগবদ্ভক্তিতে প্রতিষ্ঠিত করেন। কালত্রয়ের মধ্যে কোন সময়ই ভগবদ্‌ভক্তিবিচ্যুত থাকা কর্ত্তব্য নহে। নতুবা স্বর্গসুখপিপাসা জীবের স্বরূপবিভ্রান্ত করাইয়া অমঙ্গল আনয়ন করে।। ১০।।

যশ্চিন্ত্যতে প্রযতপাণিভিরধ্বরাগ্নৌ
ত্রয্যা নিরুক্তবিধিনেশ হবির্গৃহীত্বা।
অধ্যাত্মযোগ উত যোগিভিরাত্মমায়াং
জিজ্ঞাসুভিঃ পরমভাগবতৈঃ পরীষ্টঃ।। ১১।।

অন্বয়ঃ— (হে) ঈশ। (যাজ্ঞিকৈঃ) প্রযতপাণিভিঃ (সংযতহস্তৈঃ) হবিঃ (আজ্যং) গৃহীত্বা অধ্বরাগ্নৌ (আহবনীয়াদৌ) ত্রয্যা (বেদত্রয়েণ) নিরুক্তবিধিনা (নিরুক্তেন নির্দ্দিষ্টেন বিধিনা বিধানেন) যঃ চিন্ত্যতে, উত (কিঞ্চ) অধ্যাত্মযোগ (আত্মাধিকারযোগে) যোগিভিঃ (অপি) আত্মমায়াম্ (আত্মনস্তব মায়া অণিমাদিঃ তাং) জিজ্ঞাসুভিঃ (তত্তৎকামৈর্যশ্চিন্ত্যতে, কিঞ্চ) পরমভাগবতৈঃ যঃ পরীষ্টঃ (সর্ব্বতঃ পূজিতঃ স তবাঙ্ঘ্রির্ণোঽশুভাশয়ধূমকেতুঃ স্যাদিতি পূর্ব্বেণান্বয়ঃ)।। ১১।।

অনুবাদ— হে জগদীশ! যাজ্ঞিকগণ সংযতহস্তে হবির্ভাগ গ্রহণপূর্ব্বক বেদত্রয়নির্দ্দিষ্ট বিধানানুসারে যজ্ঞাগ্নিমধ্যে যাঁহার অধিষ্ঠান চিন্তা করেন এবং যোগীগণ অণিমা-

দিলাভের কামনা করিয়া অধ্যাত্মযোগে যাঁহার ধ্যান করেন, পরমভাগবতগণ-কর্ত্তৃক সর্ব্বত্র পূজিত ভবদীয় তাদৃশ চরণ-কমল আমাদের বিষয়-বাসনা-রাশির দাহক অনল-স্বরূপ হউক।। ১১।।

বিশ্বনাথ— ন কেবলং সাত্বতৈরেব ত্বমিষ্টঃ, কিন্তু কর্ম্মিজ্ঞানিভিরপীত্যাহুঃ—য ইতি। প্রযতপাণিভিঃ সংযত-হস্তৈঃ হবির্গৃহীত্বা অধ্বরাগ্নৌ আহবনীয়াদৌ যাজ্ঞিকৈর্য-শ্চিন্ত্যতে ত্বদ্ভুজাদিবিভূতয় এবেন্দ্রাদয়ো, ন তে ত্বদন্যে ইতি ভাব্যত ইত্যর্থঃ। উত তথা অধ্যাত্মযোগে আত্মাধি-কারে যোগে যোগীভিরপি আত্মনস্তব মায়াতরণার্থং জিজ্ঞাসুভিশ্চিন্ত্যতে। যত্তিতীর্ষিতং ভবতি তৎপ্রথমং জিজ্ঞাস্য এবেতি ভাবঃ। পরমভাগবতৈস্তু পরি সর্ব্বতো-ভাবেন নিষ্কামতয়ৈব ইষ্টঃ স তবাঙ্ঘ্রিরস্মাকমশুভাশয়-ধূমকেতুঃ স্যাদিতি পূর্ব্বেণান্বয়ঃ।। ১১।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— আপনি যে কেবল সাত্বতগণ দ্বারা পূজিত তাহা নহে, কিন্তু কর্ম্মিজ্ঞানী কর্ত্তৃকও পূজিত, ইহাই বলিতেছেন—'করযোড়ে ঘৃতগ্রহণ করিয়া যজ্ঞের অগ্নিতে যাজ্ঞিকগণ চিন্তা করে তোমার বাহু আদিরূপ ইন্দ্রাদিদেব বিভূতিগণ, তাহারা তোমা হইতে অন্য নহে ইহাই ভাবনা করে। সেইরূপ অধ্যাত্মযোগে যোগীগণও তোমার মায়া হইতে উদ্ধারলাভের জন্য জ্ঞান পিপাসু-গণের সহিত চিন্তা করে যে, মায়া তরিতে হইবে, প্রথম জিজ্ঞাসা করে। পরমভাগবতগণ কিন্তু সর্ব্বভাবে নিষ্কাম-রূপেই 'ইষ্ট তোমার সেইচরণসকল আমাদের অশুভ চিত্তের ধূমকেতু হউক' এইরূপে চিন্তা করে। ইহা পূর্ব্বের সহিত অন্বয়।। ১১।।

বিবৃতি— হে ঈশ্বর, যাজ্ঞিকগণ সুসংযতহস্তে যজ্ঞা-গ্নিতে হবির্যোগে বেদত্রয়ের দ্বারা যে পাদপদ্মের যাগ বিধান করেন, আত্মমায়ার অনুসন্ধানকারী যোগিগণ তথা নিরপেক্ষ পরমভাগবতগণ যে পাদপদ্ম সর্ব্বদা ভক্তিযুক্ত হইয়া পূজা করেন, সেই ধূমকেতুরূপ প্রবলাগ্নি আমাদের সেবা-বিরোধিনী বুদ্ধি বিনাশ করুন।। ১১।।

পর্য্যুষ্টয়া তব বিভো বনমালয়েয়ং
সংস্পর্দ্ধিনী ভগবতী প্রতিপত্নিবচ্ছ্রীঃ।
যঃ সুপ্রণীতমমুয়ার্হণমাদদন্নো
ভূয়াৎ সদাঙ্ঘ্রিরশুভাশয়ধূমকেতুঃ।। ১২।।

অন্বয়ঃ—(হে) বিভো! ইয়ং ভগবতী শ্রীঃ (লক্ষ্মীঃ) প্রতিপত্নিবৎ (অহং যত্র বসামি, তত্রৈব বক্ষসি পর্য্যুষিতা-পীয়ং বসতীতি সপত্নীবৎ) সংস্পর্দ্ধিনী (সংস্পর্দ্ধমানা ভবতি, তথাপি সংস্পর্দ্ধিনীং তাং শ্রিয়মনাদৃত্য) যঃ (ভবান্) পর্য্যুষ্টয়া (পর্য্যুষিতয়াপি) অমুয়া (বনমালয়া) সুপ্রণীতং (সুষ্ঠু সম্পাদিতম্) অর্হণং (পূজাম্) আদদৎ (ভক্তৈরর্পিতেয়মিতি প্রীত্যা স্বীকৃতবান্ তস্য) তব অঙ্ঘ্রিঃ (পাদপদ্মং) সদা নঃ (অস্মাকম্) অশুভাশয়ধূমকেতুঃ (অশুভানামাশয়ানাং বিষয়বাসনানাং ধূমকেতুর্দাহকো-ঽগ্নিঃ) ভূয়াৎ (ভবতু)।। ১২।।

অনুবাদ— হে বিভো! ভগবতী লক্ষ্মীদেবী ভবদীয় বক্ষোদেশরূপ স্বীয় নিবাসস্থানে পর্য্যুষিতা বনমালা দর্শন পূর্ব্বক ঈর্ষাগ্রস্তা হইলেও ভক্তগণের অর্পিতা বলিয়া আপনি লক্ষ্মীদেবীর প্রতি অনাদর প্রদর্শন করিয়া তাদৃশী পর্য্যুষিতা বনমালা দ্বারা সম্পাদিতা পূজা স্বীকার করিয়া-ছেন। হে দেব! তাদৃশ ভক্তবৎসল আপনার চরণকমল আমাদের বিষয়-বাসনারাশির বিনাশক অনলস্বরূপ হউক।। ১২।।

বিশ্বনাথ— ঐকান্তিকস্বভক্তনিবেদিতং পত্রপুষ্পা-দিকং পর্য্যুষিতমপি সর্ব্বোৎকৃষ্টয়া লক্ষ্ম্যাঃ সকাশাদপ্যুৎ-কৃষ্টঃ করোষীত্যেবং তব ভক্তবাৎসল্যমিত্যাহুঃ,— পর্য্যুষ্টয়েতি। ইড়ভাব আর্ষঃ। অহং যত্র বসামি তত্রৈব বক্ষসি পর্য্যুষিতাপীয়ং বসতীতি প্রতিপত্নীবৎ শ্রীঃ স্পর্দ্ধ-মানা ভবতি। তথাপি তাং স্পর্দ্ধমানাং শ্রিয়মনাদৃত্য যো ভবান্ পর্য্যুষিতয়াপি অমুয়া মদৈকান্তিকভক্তেনার্পিতেয়ং তদিয়ং ত্যক্তুমনর্হেতি বুদ্ধ্যৈবাদ্রিয়মাণয়া সুপ্রণীতং সুষ্ঠু পপাদিতং অর্হণং পূজামাদদৎ স্বীকৃতবান্, তস্য তবাঙ্ঘ্রিঃ। অত্র স্পর্দ্ধিনীত্যুৎপ্রেক্ষৈব দ্রষ্টৃলোককৃতা, নতু শ্রিয়ঃ কদাচিৎ ক্বাপি স্পর্দ্ধা দৃষ্টা।। ১২।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—ঐকান্তিক নিজভক্তগণের নিবেদিত পত্রপুষ্পাদি বাসি হইলেও লক্ষ্মী হইতেও উৎকৃষ্ট ভাবনা কর—এইরূপই তোমার ভক্তবাৎসল্য। আমি যেখানে বাস করি, সেইস্থলে বাসি মালাও বাস করে—এইরূপ সপত্নীর ন্যায় লক্ষ্মীদেবী স্পর্দ্ধা করেন। তথাপি ঐ লক্ষ্মীদেবীকে অনাদর করিয়া যে আপনি বাসিমালাকেও আমার একান্ত ভক্ত দিয়াছে, অতএব ইহা ত্যাগ করিতে পারিনা— এইভাবে আদর করিয়া সুন্দরভাবে সম্পাদিত পূজা আপনি স্বীকার করেন। তোমার চরণকমল এস্থলে স্পর্দ্ধাযুক্ত ইহা দর্শনকারী লোকগণের উৎপ্রেক্ষা, কিন্তু লক্ষ্মীদেবী কখনও কোনরূপ স্পর্দ্ধা করেন না।। ১২।।

বিবৃতি— পর্য্যুষিতা হইবার যোগ্য বনমালা লক্ষ্মীদেবীর সৌভাগ্যের সহিত সাপত্ন্যধর্ম্ম আচরণ করে; তথাপি সেই মালায় পূজা বিধান তোমার যে পাদপদ্ম স্বীকার করেন, সেই মহত্তেজঃপুঞ্জময় চরণধূমকেতু আমাদের যাবতীয় অশুভ বাসনা বিনাশ করুন।

নারায়ণী লক্ষ্মী যে ভগবৎপাদপদ্মে সর্ব্বদা নিপতিতা, সামান্য বনপুষ্পরচিতা বিশীর্ণা মালা সেই সৌভাগ্যপ্রদ ভগবচ্চরণের আশ্রয় লাভ করে। সুতরাং আমাদের বিপরীত বুদ্ধি সেই চরণের প্রভাবে পরমকল্যাণ লাভ করিতে পারিবে।। ১২।।

কেতুস্ত্রিবিক্রমযুতস্ত্রিপতৎপতাকো
যস্তে ভয়াভয়করোঽসুরদেবচম্বোঃ।
স্বর্গায় সাধুষু খলেম্বিতরায় ভূমন্
পাদঃ পুনাতু ভগবন্ ভজতামঘং নঃ।। ১৩।।

অন্বয়ঃ—(হে) ভূমন্! (হে) ভগবন্! বলিবন্ধনে) ত্রিবিক্রমযুতঃ (ত্রিভির্বিক্রমৈর্যুতঃ, কিঞ্চ) ত্রিপতৎপতাকঃ (ত্রিধা পতন্তী ত্রিষু লোকেষু বা পতন্তী গঙ্গা পতাকা যস্য সঃ) কেতুঃ (অত্যুন্নতো বিজয়ধ্বজ ইব) তে (তব) যঃ পাদঃ অসুরদেবচম্বোঃ (অসুরদেবসেনয়োঃ) ভয়াভয়করঃ (যথাক্রমং ভয়ঙ্করোঽভয়ঙ্করশ্চ, তথা) সাধুষু (সুরেষু) স্বর্গায় (স্বর্গপ্রাপণায়) খলেষু (অসুরেষু) ইতরায় (নরকপ্রাপণায় চ বভূব, স পাদঃ) ভজতাং (সেবমানানাং) নঃ (অস্মাকম্) অঘং (পাপং) পুনাতু (শোধয়তু)।। ১৩।।

অনুবাদ—হে ভূমন্! হে ভগবন্! বলিরাজের বন্ধনকালে আপনার শ্রীচরণ ত্রিলোকব্যাপ্ত হইয়া বিজয়ধ্বজরূপে এবং ত্রিলোকবিহারিণী গঙ্গাদেবী তাঁহার পতাকারূপে শোভা পাইয়াছিলেন। তাদৃশ ভবদীয় শ্রীপাদপদ্ম তৎকালে অসুরগণের ভয় ও নরকপ্রদ এবং দেবগণের অভয় ও স্বর্গপ্রদ হইয়াছিলেন। আপনার উক্ত শ্রীচরণ ভজনশীল আমাদের পাপ বিনাশ করুন।। ১৩।।

বিশ্বনাথ— স চ তবাঙ্ঘ্রিঃ প্রায়ঃ সর্ব্বলোকানুভব প্রসিদ্ধ এবেত্যাহুঃ,— কেতুরত্যুচ্ছ্রিতো বিজয়ধ্বজ ইব তব পাদঃ পুনাতু ত্রিবিক্রমেঽবতারে যুতঃ মহাবিভূতিযুক্ত ইত্যর্থঃ। ত্রিধা পতন্তী ত্রিষু লোকেষু বা পতন্তী গঙ্গেব পতাকা যস্য সঃ। অসুরদেবচম্বোস্তৎসেনয়োরুভয়োর্ভয়াভয়করঃ। সাধুষু সুরেষু স্বর্গায়, খলেষ্বসুরেষু ইতরায় অধোগমনায় এবম্ভূতস্তে পাদঃ ভজতাং নোঽঘং পুনাতু শোধয়তু। অঘাদিতি পাঠে ষষ্ঠী আর্ষী, অঘাদ্ভজতোঽস্মান্ পুনাতু। তথাচ শ্রুতিঃ 'চরণং পবিত্রং বিততং পুরাণম্। যেন পূতস্তরতি দুষ্কৃতান্' ইতি।। ১৩।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— সেই তোমার চরণকমল প্রায় সর্ব্বলোকের অনুভবে প্রসিদ্ধই। দেবগণ ইহাই বলিতেছেন—কেতু অর্থাৎ ত্রিবিক্রম অবতারে তোমার একচরণ ব্রহ্মালোক পর্য্যন্ত উত্থিত হইয়াছিল, বিজয়ধ্বজের ন্যায় ঐ মহাবিভূতি যুক্ত তোমার চরণ আমাদিগকে পবিত্র করুন। তিন ধারায় তিনলোকে পতিত গঙ্গাধারাই ঐ বিজয়ধ্বজের পতাকা, অসুর সৈন্যগণের উহা ভয়ঙ্কর, দেবসৈন্যগণের উহা অভয় প্রদ, সাধুদেবগণের স্বর্গপ্রাপ্তি নিমিত্ত, খল অসুরগণের অধোগমন নিমিত্ত। তোমার পাদপদ্ম ভজনকারী আমাদের পাপশোধন করুন, অর্থাৎ এইরূপ পাঠ ধরিলে ভজনকারী আমাদিগকে পবিত্র করুন। ঐরূপ বেদবাক্য আছে বহু বিস্তারি পবিত্র ও পুরাণ তোমার চরণ দুষ্কৃতসমূহকে পবিত্র করিয়া আমাদিগকে উদ্ধার করেন ইহাই বেদমন্ত্রের অর্থ।। ১৩।।

বিবৃতি— অন্তরঙ্গা, বহিরঙ্গা ও তটস্থারূপ ত্রিশক্তি-ধৃক্ শ্রীপদ আমাদের পাপ শোধন করুন। আমরা সেই পাদপদ্ম ভজনকারী। সেই পদ হইতে ত্রিধারায় পূতবারি-রাশি নিঃসৃত হইয়া মন্দাকিনী, ভোগবতী ও গঙ্গা নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। যে শ্রীচরণকমল—অসুরগণের নিকট ভয়ঙ্কর, পরন্তু দেবগণের নিকট অভয়প্রদ; সাধুগণের মঙ্গলপ্রদ, পরন্তু অসাধুগণের ধ্বংসপ্রদ, সেই ভগবৎপাদপদ্মের ভজনপ্রভাবেই সকল প্রকার অমঙ্গল বিনষ্ট হয়।। ১৩।।

নস্যোতগাব ইব যস্য বশে ভবন্তি
ব্রহ্মাদয়স্তনুভৃতো মিথুরর্দ্দ্যমানাঃ।
কালস্য তে প্রকৃতিপুরুষয়োঃ পরস্য
শং নস্তনোতু চরণঃ পুরুষোত্তমস্য।। ১৪।।

অন্বয়ঃ— মিথুঃ (মিথঃ) অর্দ্দ্যমানাঃ (যুদ্ধাদিভিঃ পীড্যমানাঃ) ব্রহ্মাদয়ঃ তনুভৃতঃ (জীবা অপি) নসি (নাসায়াম্) ওতগাবঃ (ওতা বদ্ধা গাবো বলীবর্দ্দাঃ) ইব প্রকৃতি-পুরুষয়োঃ (অপি) পরস্য (অতীতস্য, ততশ্চ) কালস্য (সর্ব্বপ্রবর্ত্তকস্য) যস্য তে (তব) বশে (পারতন্ত্র্যে) ভবন্তি (বর্ত্তন্তে, ন তু জয়পরাজয়য়োঃ স্বতন্ত্রা ইত্যর্থঃ তস্য) পুরুষোত্তমস্য (তব) চরণঃ নঃ (অস্মাকং) শং (শুভং) তনোতু (বিস্তারয়তু)।। ১৪।।

অনুবাদ— হে দেব! পরস্পর যুদ্ধবিগ্রহাদিপীড়িত ব্রহ্মাদি জীবগণ নাসাবদ্ধ গোসমূহের ন্যায় প্রকৃতিপুরুষোতীত কালরূপী যে-নিয়ামকপুরুষের অধীনে বর্ত্তমান রহিয়াছেন, পুরুষোত্তমস্বরূপ সেই আপনার শ্রীচরণ আমাদের মঙ্গল বিস্তার করুন।। ১৪।।

বিশ্বনাথ— ননু যূয়ং ব্রহ্মাদয় ঈশ্বরা লোকৈর্ভজনীয়া ভূত্বাপি কিমিতি মাং ভজধ্বে তত্রাহুঃ—নসি নাসিকায়াম্ ওতা আবিধ্য বদ্ধা বলিবর্দ্দা ইব যস্য তব বশে ভবন্তি। মিথুর্মিথো মৎসরাদিদোষৈঃ পীড্যমানা ইত্যনৈশ্বর্য্যমুক্তং যতঃ কালস্য তেষাং কলয়িতুর্নিয়ন্তুর্ন চ তথা তব কোঽপি নিয়ন্তেত্যাহুঃ— প্রকৃতি পুরুষয়োরপি পরস্য শ্রেষ্ঠস্য।। ১৪

টীকার বঙ্গানুবাদ— প্রশ্ন হইতে পারে—হে ব্রহ্মাদি দেবগণ! ঈশ্বর তোমরা জনগণ কর্ত্তৃক পূজনীয় হইয়াও আমাকে কেন ভজন করিতেছ? তাহার উত্তরে দেবগণ বলিতেছেন—নাসিকা বিদ্ধ করিয়া বলদকে যেমন বাঁধিয়া রাখে সেইরূপ তোমার বশে আমরা থাকি পরস্পর মৎসরাদি দোষসমূহের দ্বারা পীড়িত হই, ইহাদ্বারাই দেবগণের অনীশ্বরতা বলা হইল। যেহেতু কালরূপী তোমার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত আমরা, সেইরূপ তোমার কেহ নিয়ন্তা নাই। তুমি প্রকৃতি ও পুরুষের 'পর' শ্রেষ্ঠ।। ১৪।।

বিবৃতি— দেবগণ কহিলেন,—তুমি প্রকৃতি-পুরুষের পরতত্ত্ব পুরুষোত্তম। তোমার শ্রীচরণ আমাদের আনন্দ বিধান করুন। ব্রহ্মাদি শরীরধারী দেবগণ বিদ্ধনস বলীবর্দ্দের ন্যায় কালবশে পীড্যমান হইতেছেন।। ১৪।।

অস্যাসি হেতুরুদয়স্থিতিসংযমানা-
মব্যক্তজীবমহতামপি কালমাহুঃ।
সোঽয়ং ত্রিনাভিরখিলাপচয়ে প্রবৃত্তঃ
কালো গভীর-রয় উত্তমপুরুষস্ত্বম্।। ১৫।।

অন্বয়ঃ— (শ্রুতয়স্ত্বাম্) অব্যক্ত-জীব-মহতাম (অব্যক্তং প্রকৃতিঃ, জীবঃ, পুরুষঃ, মহান্ মহত্তত্ত্বং তেষাম্) অপি কালং (নিয়ন্তারম্) আহুঃ (কথয়ন্তি, ততস্ত্বমেব) অস্য (জগতঃ) উদয়স্থিতিসংযমানাং (সৃষ্টিস্থিতিলয়ানাং) হেতুঃ(কারণম্) অসি (ভবসি, কিঞ্চ সংবৎসরাত্মকঃ) ত্রিনাভিঃ (ত্রয়শ্চাতুর্ম্মাস্যরূপা নাভয়ো যস্য সঃ) অখিলাপচয়ে (অখিলস্য জগতঃ অপচয়ে সংহারে) প্রবৃত্তঃ গভীররয়ঃ (গভীরোঽলক্ষ্যো রয়ো বেগো যস্য সঃ) অয়ং কালঃ সঃ (অপি) ত্বম্(এব ভবসি, অতস্ত্বম্) উত্তমপুরুষঃ (পুরুষোত্তমো ভবসি)।। ১৫।।

অনুবাদ— হে প্রভো! শ্রুতিগণ আপনাকে প্রকৃতি, পুরুষ এবং মহত্তত্ত্বেরও নিয়ামক বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন, অতএব আপনিই এই জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-সংহারের কারণস্বরূপ। হে দেব! আপনিই জগতের সংহার-

কার্য্যে প্রবৃত্ত ত্রিনাভিযুক্ত (চাতুর্ম্মাস্যত্রয়যুক্ত) সংবৎসরাত্মক মহাবেগশালী কালস্বরূপ; সুতরাং আপনিই পুরুষোত্তম।। ১৫।।

বিশ্বনাথ— উক্তমেব পুরুষোত্তমত্বমুপপাদয়তি— অস্য জগত উদয়াদীনাং হেতুরসি তথা, অব্যক্তং মায়াকারণোপাধিঃ, জীব উপহিতঃ, মহান্ মহত্তত্ত্বাদিঃ কার্য্যোপাধিস্তেষামপি কালং কলয়িতারং নিয়ন্তারং ত্বামাহুঃ। তথা অয়ং সম্বৎসরাত্মকো যঃ কালঃ ত্রিনাভিঃ ত্রীণি চাতুর্ম্মাস্যানি নাভয়ো যস্য স, তব গভীর-রয়ঃ গম্ভীরবেগশ্চেষ্টা; অত কার্য্যকারণাতীতত্বাৎ জীবাদুত্তমত্বাচ্চ ত্বমেবোত্তমঃ পুরুষঃ। যদুক্তং গীতাসু—'যস্মাৎ ক্ষরমতীতোঽহমক্ষরাদপি চোত্তমঃ। অতোঽস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ' ইতি।। ১৫।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— শ্রীকৃষ্ণ যে পুরুষোত্তম দেবগণ তাহাই প্রতিপাদন করিতেছেন—এইজগতে সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়াদির তুমি কারণ হও, সেইরূপ অব্যক্ত অর্থাৎ মায়ার কারণ উপাধি, জীব উপহিত, মহান্ অর্থাৎ মহত্তত্ত্ব আদি কার্য্য উপাধি, তাহাদের ও কালরূপী তুমি নিয়ন্তা। সেইরূপ এই সম্বৎসররূপ যে কাল, তাহার তিনটি নাভি অর্থাৎ তিনটি চাতুর্ম্মাস্য উহার নাভি, সেই তুমি গম্ভীর বেগ চেষ্টাস্বরূপ। অতএব কার্য্যকারণের অতীত হেতু জীব হইতেও উত্তম, তুমিই উত্তমপুরুষ যাহা তুমি গীতাতে বলিয়াছ— যে ক্ষর হইতে অতীত আমি, অক্ষর হইতেও উত্তম। অতএব লোকে ও বেদে আমি 'পুরুষোত্তম' নামে প্রসিদ্ধ।। ১৫।।

বিবৃতি— তুমি পুরুষোত্তম, তুমি অখিলজগতের বিনাশকারী পরমবেগশালী কাল, তুমি জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়-হেতু, তুমিই ত্রিনাভি অর্থাৎ মেষ, বৃষ, মিথুন ও কর্কট, সিংহ, কন্যা, তুলা ও বৃশ্চিক, ধনু, মকর, কম্ভু ও মীন,—দ্বাদশ মাসে সূর্য্যভ্রমণ-পথের তিনটি নাভি—মেষ, সিংহ ও ধনু রাশিতে অবস্থিত নাভিত্রয় অর্থাৎ চক্রের কোণত্রয়।। ১৫।।

ত্বত্তঃ পুমান্ সমধিগম্য যয়াস্য বীর্য্যং
ধত্তে মহান্তমিব গর্ভমমোঘবীর্য্যঃ।
সোঽয়ং তয়ানুগত আত্মন আণ্ডকোশং
হৈমং সসর্জ্জ বহিরাবরণৈরুপেতম্।। ১৬।।

অন্বয়ঃ— পুমান্ (প্রথমঃ পুরুষঃ) ত্বত্তঃ (পুরুষোত্তমাৎ) বীর্য্যং (শক্তিং) সমধিগম্য (প্রাপ্য) অমোঘবীর্য্যঃ (অব্যর্থবীর্য্যঃ সন্) যয়া (মায়য়া সহ) অস্য (জগতঃ) গর্ভং (বীজম্) ইব (যং) মহান্তং (মহত্তত্ত্বং) ধত্তে (উৎপাদয়ামাস) সঃ অয়ং (মহান্) তয়া (এব মায়য়া) অনুগতঃ (যুক্তঃ সন্) আত্মনঃ (স্বস্মাৎ) বহিঃ (বহির্দ্দেশে) আবরণৈঃ (সপ্তভিঃ) উপেতং (যুক্তং) হৈমং (হেমময়ম্) অণ্ডকোষং সসর্জ্জ (সৃষ্টবান্)।। ১৬।।

অনুবাদ— হে দেব! কারণাব্ধিশায়ী অমোঘবীর্য্য মহাবিষ্ণু আপনার নিকট হইতে শক্তি লাভ করিয়া যে-মায়াদ্বারা এই জগতের বীজস্বরূপ যে-মহত্তত্ত্বের সৃষ্টি করিয়াছিলেন, সেই মহত্তত্ত্ব সেইমায়া দ্বারাই যুক্ত হইয়া নিজ হইতে বহির্দ্দেশে সপ্তাবরণযুক্ত সুবর্ণময় অণ্ডকোষের সৃষ্টি করিয়াছেন।। ১৬।।

বিশ্বনাথ— জীবাৎ পুরুষাদুত্তমত্বমুক্ত্বা প্রকৃতিদ্রষ্টুঃ পুরুষাদপ্যুত্তমত্বমভিব্যঞ্জয়ন্তি—ত্বত্তঃ সকাশাৎ পুমান্ আদিপুরুষঃ সমধিগম্য শক্তিং প্রাপ্য যয়া মায়য়া দ্বারা বীর্য্যং বীর্যরূপং মহান্তং ধত্তে, কমিব অস্য বিশ্বস্য গর্ভমিব সোঽয়ং মহান্ তয়ৈব মায়য়া অনুগতঃ সন্ আত্মনঃ সকাশাদণ্ডকোষং সসর্জ্জ।। ১৬।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— জীব পুরুষ হইতে উত্তম বলিয়া, এখন প্রকৃতির দ্রষ্টা প্রথম পুরুষ হইতেও উত্তম, ইহা প্রকাশ করিতেছেন— হে কৃষ্ণ! তোমার নিকট হইতে আদিপুরুষ শক্তিলাভ করিয়া মায়াদ্বারা বীর্য্যরূপ মহৎ-তত্ত্বকে ধারণ করে কাহার মত? এই বিশ্বের গর্ভের ন্যায়। সেই এই মহান্ সেই মায়াদ্বারাই অনুগত হইয়া নিজের নিকট হইতে ব্রহ্মাণ্ডরূপ অণ্ডকোষ সৃষ্টি করে।। ১৬।।

বিবৃতি— ভগবদ্বস্তুই পুরুষাবতারগণের আকর। আদিপুরুষাবতার ভগবদ্বীর্য্য লাভ করিয়াই অমোঘবীর্য্য

কারণার্ণবশায়িরূপে মহত্তত্ত্বরূপ গর্ভ ধারণ করেন। সেই মহত্তত্ত্ব ভগবন্মায়া যুক্ত হইয়া হিরণ্যগর্ভরূপে সপ্তব্যাহৃতি-রূপ আবরণ-মণ্ডিত বহির্জ্জগতের অভ্যন্তরে সুবর্ণ অণ্ড-কোষ সৃষ্টি করেন।। ১৬।।

তৎ তস্থুষশ্চ জগতশ্চ ভবানধীশো
যন্মায়য়োত্থগুণবিক্রিয়য়োপনীতান্।
অর্থান্ জুষন্নপি হৃষীকপতে ন লিপ্তো
যেঽন্যে স্বতঃ পরিহৃতাদপি বিভ্যতি স্ম।।১৭।।

অন্বয়ঃ— (হে) হৃষীকপতে! (ইন্দ্রিয়নিয়ামক!) যৎ (যস্মাদ্ভবান্) মায়য়া (কর্ত্র্যা) উত্থগুণবিক্রিয়য়া (উত্থা-উজ্জৃম্ভিতা যা গুণাবিক্রিয়া ইন্দ্রিয়বৃত্তিস্তয়া) উপনীতান্ (প্রাপিতান্) অর্থান্ (বিষয়ান্) জুষন্ (সেবমানঃ) অপি ন লিপ্তঃ (তেষ্বাসক্তো ন ভবতি) তৎ (তস্মাৎ) ভবান্ (এব) তস্থূষঃ (স্থাবরস্য) চ জগতঃ (জঙ্গমস্য) চ অধীশঃ (নিয়ন্তা ভবতি)। যে (তু) অন্যে (জীবা যোগিনো বা তে) স্বতঃ পরিহৃতাৎ (অবিদ্যমানাৎ ত্যক্তাদ্ বা বিষয়-জোষণাৎ) অপি বিভ্যতি স্ম (বাসনামাত্রেণ বধ্যন্ত ইত্যর্থঃ) ।। ১৭।।

অনুবাদ— হে হৃষীকেশ! আপনি যেহেতু মায়া কর্ত্তৃক আবির্ভাবিতা ইন্দ্রিয়বৃত্তিদ্বারা উপনীত বিষয়সমূহের ভোগ করিয়াও তাহাতে আসক্ত নহেন, সেইজন্য আপনিই স্থাবর জঙ্গমের একমাত্র অধীশ্বর। পরন্তু অন্যান্য জীব বা যোগিগণ স্বয়ং পরিত্যক্ত সেই বিষয়ভোগ হইতেও সর্ব্বদা ভীত হইয়া থাকেন।। ১৭।।

বিশ্বনাথ— এবঞ্চ মূলভূতঃ পরমেশ্বরস্ত্বমেবেত্যাহুঃ,—তদিতি। যস্মাদেবং তত্তস্মাৎ তস্থূষঃ স্থাবরস্য চ জগতো জঙ্গমস্য চ ভবানধীশঃ। স্রষ্টা পুরুষ ঈশস্ত্বন্তু তমপ্যধিকরোষীত্যর্থঃ। যদ্যস্মান্মায়য়া উত্থা উত্থিতা যা গুণবিক্রিয়া ইন্দ্রিয়বৃত্তিস্তয়োপনীতানর্থান্ বিষয়ান্ জুষন্ মর্ত্ত্যাদিশরীরেষু জীবদ্বারা পরমাত্মৈব ত্বং জুষমাণঃ সন্নপি হৃষীকপতে, হে ইন্দ্রিয়নিয়ন্তঃ ন লিপ্তঃ যে ত্বন্যে যোগিনস্তে স্বতঃ স্বেন পরিহৃতাদপি বিষয়জোষণাদ্বিভ্যতি বাসনা-মাত্রেণ বধ্যন্তে ইত্যর্থঃ।। ১৭।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— এইরূপে মূলরূপী পরমেশ্বর তুমিই। যেহেতু তোমা হইতে স্থাবর ও জঙ্গম জগতের আপনি ঈশ্বর স্রষ্টা পুরুষ, তুমি কিন্তু ঈশ্বর তোমার অধিকারে তাহারা থাকে। যেহেতু মায়ার দ্বারা উত্থিত যে গুণ বিক্রিয়া অর্থাৎ ইন্দ্রিয় বৃত্তি তাহার দ্বারা উপনীত অর্থ—শব্দ স্পর্শ আদি বিষয় সমূহকে ভোগ করিয়া মরণশীল সমূহে জীবদ্বারা পরমাত্মাই তুমি সেবা করিয়াও, হৃষীকপতি! হে ইন্দ্রিয় নিয়ন্তা তুমি লিপ্ত নহ। অন্য যাহারা যোগীগণ তাহারা স্বভাবতঃ নিজ চেষ্টাদ্বারা ত্যাগ করিয়াও বিষয় সেবা হইতে ভয় পায়। বাসনা মাত্রদ্বারা বন্ধনে পতিত হয়।। ১৭।।

বিবৃতি— হে হৃষীকেশ, তুমি মায়া দ্বারা ইন্দ্রিয়বৃত্তি পরিচালনা করিয়াও আপনাকে বিষয়ে সংযুক্তরূপে দেখা-ইয়া দূর হইতে বিষয় গ্রহণপূর্ব্বক তাহাকে কখনও লিপ্ত হও না, তজ্জন্য তুমি স্থাবর-জঙ্গমের অন্যতম না হইয়া তাহাদের হইতে পৃথক্ নিয়ামক বস্তু। কিন্তু অন্যান্য জীব-সমূহ সেই মায়াদ্বারাই অভিভূত। তোমা ব্যতীত অন্যান্য বস্তুর অধিষ্ঠান না থাকায়, বশ্যবস্তুদিগকে যেরূপ দ্বিতীয় বস্তু ভয় প্রদান করে, তোমাকে তদ্রূপ অন্য বস্তু হইতে ভীত হইতে হয় না।। ১৭।।

স্মায়াবলোক-লবদর্শিতভাবহারি-
ভ্রূমণ্ডলপ্রহিতসৌরতমন্ত্রশৌণ্ডৈঃ।
পত্ন্যস্তু ষোড়শসহস্রমনঙ্গবাণৈ-
র্যস্যেন্দ্রিয়ং বিমথিতুং করণৈর্ন বিভ্ব্যঃ।। ১৮।।

অন্বয়ঃ— ষোড়শসহস্রং পত্ন্যঃ তু (রুক্মিণ্যাদয়ো মহিষ্যঃ) স্মায়াবলোকলবদর্শিতভাবহারি ভ্রূমণ্ডল প্রহিত-সৌরতমন্ত্রশৌণ্ডৈঃ (স্মায়াবলোকা মন্দস্মিতবিলসিতো যোঽবলোকস্তস্য লবঃ কটাক্ষস্তেন দর্শিতো যো ভাবো-ঽভিপ্রায়স্তেন হারি মনোহারি যদ্ ভ্রূমণ্ডলং তেন প্রহিতা

যে সৌরতমন্ত্রাস্তৈঃ শৌণ্ডৈঃ প্রগল্ভৈঃ) অনঙ্গবাণৈঃ (কামস্য বাণৈঃ সম্মোহনৈঃ) করণৈঃ (কামকলাভিঃ) যস্য ইন্দ্রিয়ং (মনঃ) বিমথিতুং (ক্ষোভয়িতুং) ন বিভ্ব্যঃ (ন সমর্থাঃ স ভবান্ ন লিপ্ত ইতি পূর্ব্বেণান্বয়ঃ)।। ১৮।।

অনুবাদ— হে দেব! রুক্মিণী প্রভৃতি ষোড়শসহস্র মহিষী মৃদুমন্দহাস্যবিলসিত দৃষ্টিকটাক্ষপাতে হৃদয়গত অভিপ্রায় প্রকাশপূর্ব্বক মনোহর ভ্রামণ্ডল-নিক্ষিপ্ত সুরত-মন্ত্রদ্বারা সুনিপুণ কন্দর্পবাণ ও কামকলাসমূহ দ্বারা আপনার চিত্ত বিক্ষিপ্ত করিতে সমর্থা হন নাই।। ১৮।।

বিশ্বনাথ— স্বয়ং ভগবদ্রূপঃ সাক্ষাৎ ত্বম্ত্বপ্রাকৃত-বিষয়েষ্বপি ন লিপ্ত ইত্যাহুঃ—স্মায়াবলোকো মন্দস্মিত-বিলসিতোঽবলোকস্তস্য লবঃ কটাক্ষস্তেন দর্শিতো যো ভাবোঽভিপ্রায়স্তেন মনোহারি যদ্‌ভ্রামণ্ডলং তেন প্রহিতা যে সৌরতা মন্ত্রাস্তৈঃ শৌণ্ডৈঃ প্রাগল্ভৈঃ অনঙ্গস্য বাণৈর্বাণতুল্যৈঃ করণৈঃ কামকলাভিঃ ষোড়শসহস্রং পত্ন্যঃ বিমথিতুং ক্ষোভয়িতুং ন শেকুঃ পত্নীনাঞ্চিচ্ছক্তিবৃত্তিত্বাত্তাসাং কামকলা অপ্যপ্রাকৃতশ্চিন্ময়া এব, তাভিরপ্যবশীকার-দর্শনাদলিপ্ত এব ত্বম্। কিঞ্চ পারিজাতাদ্যাহরণজ্ঞাপিত-বশীকারদর্শনাৎ তাশ্চ কদাচিত্তাসাং চিদ্বিশেষপ্রেমময্যোঽপি ভবন্তীত্যুজ্জ্বলনীলমণৌ প্রতিপাদিতম্। ততশ্চ ত্বং প্রেম-বশ্য এব, ন তু প্রাকৃতাপ্রাকৃতকামবশ্য ইতি ভাবঃ, যদ্বা বিমথিতুং ব্রজসুন্দর্য্য ইব বিশেষেণ মথিতুং ন শেকুঃ। কিন্তু যাবাংস্তত্র প্রেমাংশস্তাবদেবেত্যর্থঃ।। ১৮।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— স্বয়ং ভগবৎরূপী আপনি সাক্ষাৎ অপ্রাকৃত বিষয় সমূহেও লিপ্ত নহ, ইহাই বলিতে-ছেন,—ঈষৎ মৃদু হাসি বিলাসযুক্ত যে দর্শন তাহার বিন্দু-মাত্র কটাক্ষ, তাহার দ্বারা প্রকাশিত যেভাব মনের অভি-প্রায় তাহার দ্বারা, মনোহারী যে ভ্রামণ্ডল তাহার দ্বারা, প্রেরিত যে শৃঙ্গাররস ভাবসমূহ দ্বারা বর্দ্ধিত কামদেবের বাণতুল্য ইন্দ্রিয় অর্থাৎ কামকলা সমূহের দ্বারা ষোড়শ সহস্র দ্বারকা মহিষীগণ তোমার মনে ক্ষোভ সৃষ্টি করিতে পারেন নাই। দ্বারকা মহিষী ইহাদের চিৎ শক্তিবৃত্তি হেতু তাহাদের কামকলাও অপ্রাকৃত চিন্ময়ই এই সকলের দ্বারাও তুমি বশীভূত হও নাই। ইহা দেখিয়া তুমি যে অপ্রাকৃত বিষয়ে ত' অলিপ্ত তাহাই বুঝা যায়।

আর পারিজাত পুষ্পাদি আহরণ দ্বারা প্রকাশিত বশীকরণ দেখিয়া, ঐ দ্বারকা মহিষীগণও কখনও তাহাদের চিৎ বিশেষ প্রেমময়ী হইলেও তোমাকে বশীভূত করিতে পারে নাই ইহা উজ্জ্বলনীলমণিতে প্রতিপাদিত হইয়াছে। অতএব তুমি প্রেমবশ্যই পরন্তু প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত কাম-বশ্য নহ।

অথবা ব্রজসুন্দরীগণের ন্যায় বিশেষভাবে তোমার ইন্দ্রিয়সমূহকে মথিত করিতে পারে নাই, কিন্তু যে পরি-মাণে ঐ দ্বারকার মহিষীগণে প্রেমাংশ বিদ্যমান সেই পরিমাণেই আপনি বশীভূত, ইহাই অর্থ।। ১৮।।

বিবৃতি— মৃদুমন্দহাস্যযুক্ত কটাক্ষে স্বীয় মনোঽভি-লাষ প্রদর্শন-জন্য অতীব মনোহর ভ্রামণ্ডলের দ্বারা উদ্দী-পিত কেলিবিলাসমন্ত্রসমূহ প্রচুর পরিমাণে অনঙ্গবাণ ও কামকলাসমূহে উন্মাদিত ও উত্তেজিত করিলেও ষোড়শ-সহস্র পত্নী তদ্দ্বারা যাঁহার ইন্দ্রিয়কে আদৌ ক্ষুব্ধ করিতে সমর্থা হন নাই, সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কখনও জড়বিষয়-ভোগে লিপ্ত হন না।। ১৮।।

বিভ্ব্যস্তবামৃতকথোদবহাস্ত্রিলোক্যাঃ
পাদাবনেজসরিতঃ শমলানি হন্তুম্।
আনুশ্রবং শ্রুতিভিরঙ্ঘ্রিজমঙ্গসঙ্গৈ-
স্তীর্থদ্বয়ং শুচিষদস্ত উপস্পৃশন্তি।। ১৯।।

অন্বয়ঃ— (তস্মাৎ) তব অমৃতকথোদবহাঃ (অমৃত-রূপা যা কথা তদেব উদকং বহন্তীতি তথা কীর্ত্তির্নদ্যঃ তথা) পাদাবনেজসরিতঃ (গঙ্গাদ্যাশ্চ) ত্রিলোক্যাঃ শমলানি (পাপানি) হন্তুং বিভ্ব্যঃ (সমর্থাঃ, অতএব) শুচিষদঃ (শুচয়ে আত্মবিশুদ্ধ্যর্থং সীদন্তি ক্লিশ্যন্তি প্রযতন্ত ইতি বিশুদ্ধিকামাঃ) শ্রুতিভিঃ (শ্রবণেন্দ্রিয়ৈঃ) আনুশ্রবং গুরোরুচ্চারণমনুশ্রূয়তঃ ইত্যনুশ্রবঃ বেদস্তত্রভবং কীর্ত্তিরূপং তীর্থং তথা) অঙ্গসঙ্গৈঃ অঙ্ঘ্রিজং (চরণ-

নিঃসৃতং নদ্যাত্মকং তীর্থমিতি) তে (তব) তীর্থদ্বয়ম্ উপ-স্পৃশন্তি (সেবন্তে)।। ১৯।।

অনুবাদ— হে দেব! আপনার কীর্ত্তিসুধাপ্রবাহিনী কথানদী এবং পাদপ্রক্ষালন-জনিত গঙ্গাপ্রভৃতি নদী সমূহ ত্রিলোকের পাপবিনাশে সমর্থা হইয়া থাকেন। সুতরাং বিশুদ্ধিকামী পুরুষগণ শ্রবণেন্দ্রিয় দ্বারা বেদবর্ণিত ভবদীয় প্রকীর্ত্তিতীর্থ এবং অঙ্গসংস্পর্শ দ্বারা ভবদীয় পাদপদ্মপ্রসূত তীর্থের (গঙ্গাদেবীর) সেবা করিয়া থাকেন।। ১৯।।

বিশ্বনাথ— যদ্যপি ত্বমেবমলিপ্তস্তথাপি তব লীলামৃতং চরণামৃতঞ্চ সংসারবন্ধাল্লোকান্মোচয়ত্যেবেত্যাহুঃ, —বিভ্ব্য ইতি। তব অমৃতরূপা যাঃ কথাস্তা এব উদবহাঃ পুণ্যনদ্যঃ। পাদাবনেজসরিতো গঙ্গাশ্চ শমলান্যবিদ্যামালিন্যানি হন্তুং বিভ্ব্যঃ সমর্থাঃ। কেন প্রকারেণ আনুশ্রবং গুরোরুচ্চারণমনুশ্রূয়ন্ত ইত্যনুশ্রবাঃ পুরাণাদ্যাস্তত্র ভবং লীলামৃতং তীর্থং শ্রুতিভিঃ শ্রবণেন্দ্রিয়ৈঃ, অঙ্ঘ্রিজং তীর্থঞ্চ অঙ্গসঙ্গৈঃ এবং শুচিসদঃ শুদ্ধচেষ্টা জনাঃ তীর্থদ্বয়ং উপস্পৃশন্তি অধিকং সেবন্তে।। ১৯।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— যদিও তুমি এইপ্রকারে অলিপ্ত তথাপি তোমার লীলামৃত ও চরণামৃত সংসারবন্ধ হইতে লোকসমূহকে মোচন করেই, ইহাই বলিতেছেন— তোমার অমৃতরূপা যে সকল কথা, তাহাই পুণ্যনদী সমূহের ন্যায়। চরণধৌত জল গঙ্গাও অবিদ্যারূপ মালিন্যসমূহকে নাশ করিতে সমর্থ; কি প্রকারে? শ্রীগুরুদেবের উচ্চারণের পর শ্রবণ করিয়া পুরাণাদি শাস্ত্র, তাহাতে যে তোমার লীলামৃতরূপ তীর্থ কর্ণেন্দ্রিয়সমূহ দ্বারা, চরণকমলজাত তীর্থ গঙ্গারও অঙ্গ স্পর্শ দ্বারা এবং পবিত্র চেষ্টাসমূহ জনগণ এই দুই তীর্থকে অধিকরূপে সেবা করে।। ১৯।।

বিবৃতি— শোককারীকে শূদ্র বলে; তাহারা সংস্কারবৰ্জ্জিত। কিন্তু যাঁহারা শ্রৌতভক্তিপথে সংস্কৃত হইয়া বেদাধ্যয়নে যত্ন করেন, সেইসকল ব্যক্তি মর্ত্ত্যজনোচিত আধ্যক্ষিক শব্দাদিতে বিপন্ন হন না। জড়কামপর তাৎপর্য্যে কলুষিত হইবার বুদ্ধি যাহাদের প্রবল, তাহারা অধোক্ষজের অমৃতকথা শ্রবণ করে না এবং ভগবৎপাদপদ্মনিঃসৃত সুধায়ও অবগাহন করে না; পক্ষান্তরে শুচিবান্ ব্যক্তিগণ কর্ণপুটে সর্ব্বদা হরিকথামৃত অবগাহন করিয়া ভোগপ্রবৃত্তি দূর করিতে সমর্থ হন।। ১৯।।

শ্রীবাদরায়ণিরুবাচ—

ইত্যভিষ্টূয় বিবুধৈঃ সেশঃ শতধৃতির্হরিম্।
অভ্যভাষত গোবিন্দং প্রণম্যাম্বরমাশ্রিতঃ।।২০।।

অন্বয়ঃ— শ্রীবাদরায়ণিঃ উবাচ—সেশঃ (ঈশেন শিবেন সহিতঃ) শতধৃতিঃ (ব্রহ্মা) বিবুধৈঃ (দেবৈঃ সহ) হরিং (শ্রীকৃষ্ণম্) ইতি (এবম্)অভিষ্টূয় (স্তুত্বা পুনঃ) প্রণম্য (চ) অম্বরম্ (আকাশম্) আশ্রিতঃ (সন্) গোবিন্দম্ অভ্যভাষত (উবাচ)।। ২০।।

অনুবাদ— শ্রীশুকদেব বলিলেন,— হে রাজন্, শঙ্কর ও দেবগণের সহিত ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণের এইরূপ স্তুতি ও প্রণামপূর্ব্বক আকাশে উত্থিত হইয়া পুনরায় শ্রীকৃষ্ণকে বলিতে লাগিলেন।। ২০।।

শ্রীব্রহ্মোবাচ—

ভূমের্ভারাবতারায় পুরা বিজ্ঞাপিতঃ প্রভো।
ত্বমস্মাভিরশেষাত্মন্ তৎ তথৈবোপপাদিতম্।।২১।।

অন্বয়ঃ— শ্রীব্রহ্মা উবাচ— (হে) অশেষাত্মন্! (সর্ব্বাত্মন্) (হে) প্রভো! ত্বম্ অস্মাভিঃ পুরা ভূমেঃ ভারাবতারায় (ভূভারহরণায়) বিজ্ঞাপিতঃ (উক্তঃ কিঞ্চ) তৎ (অস্মদ্‌বিজ্ঞাপিতং) তথা এব উপপাদিতং (ত্বয়া তথা এব সম্পাদিতম্)।। ২১।।

অনুবাদ— শ্রীব্রহ্মা বলিলেন,—সর্ব্বান্তর্য্যামিন্! প্রভো! আমরা পুরাকালে পৃথিবীর ভারহরণের নিমিত্ত আপনার নিকট যে প্রার্থনা করিয়াছিলাম, আমাদের সেই প্রার্থনা যথাযথভাবে সম্পাদন করিয়াছেন।। ২১।।

বিশ্বনাথ— ননু যুষ্মাভিঃ ক্ষীরোদশায্যেব বিজ্ঞাপিতঃ নত্বহং তত্রাহ অশেষাত্মন্, হে সর্ব্বাবতারাবতারিস্বরূপ, তস্যাপি ত্বৎস্বরূপত্বাদিত্যর্থঃ।। ২১।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—প্রশ্ন হে দেবগণ! তোমরা ক্ষীরোদশায়ী বিষ্ণুকেই পৃথিবীর ভারের কথা জানাইয়াছ, আমাকে কিন্তু নহে। তাহার উত্তরে বলিতেছেন— হে কৃষ্ণ! আপনি সর্ব্ব অবতারের অবতারী স্বরূপ, ঐ ক্ষীরোদশায়ী বিষ্ণুও তোমার একটি স্বরূপ।। ২১।।

ধর্ম্মশ্চ স্থাপিতঃ সৎসু সত্যসন্ধেষু বৈ ত্বয়া।
কীর্ত্তিশ্চ দিক্ষু বিক্ষিপ্তা সর্ব্বলোকমলাপহা।। ২২।।

অন্বয়ঃ— (কিঞ্চ) ত্বয়া বৈ (নিশ্চিতং) সত্যসন্ধেষু (সত্যে সন্ধা অভিসন্ধির্যেষাং তেষু) সৎসু (সজ্জনেষু) ধর্ম্মঃ চ স্থাপিতঃ (সদ্ধর্ম্মে রক্ষিতঃ তথা) দিক্ষু সর্ব্বলোকমলাপহা (সর্ব্বেষাং লোকানাং মলং পাপম্ অপহন্তীতি তথাভূতা) কীর্ত্তিঃ চ বিক্ষিপ্তা (বিস্তারিতা)।। ২২।।

অনুবাদ— হে দেব! আপনি সত্যানুসন্ধিৎসু সাধুগণের মধ্যে সদ্ধর্ম্মস্থাপন এবং দিঙ্মণ্ডলে সর্ব্বলোকপাপবিনাশন যশো-বিস্তার করিয়াছেন।। ২২।।

বিশ্বনাথ— বিক্ষিপ্তা বিস্তারিতা।। ২২।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—বিক্ষিপ্তা অর্থাৎ বিস্তারিতা।।২২

অবতীর্য্য যদোর্বংশে বিভ্রদ্রূপমনুত্তমম্।
কর্ম্মাণ্যুদ্দামবৃত্তানি হিতায় জগতোঽকৃথাঃ।। ২৩।।

অন্বয়ঃ— (অপি চ) অনুত্তমং (ন বিদ্যতে উত্তমং যস্মাৎ তৎ) রূপং (বপুঃ) বিভ্রৎ (দধানঃ) যদোঃ বংশে (অন্বয়ে) অবতীর্য্য জগতঃ হিতায় উদ্দামবৃত্তানি (উদ্দামানি বৃত্তানি বিক্রমা যেষু তানি) কর্ম্মাণি অকৃথাঃ (ত্বং কৃতবান্) ।। ২৩।।

অনুবাদ— হে প্রভো! আপনি সর্ব্বোত্তম বিগ্রহ ধারণ-পূর্ব্বক যদুবংশে অবতীর্ণ হইয়া জগতের মঙ্গলের জন্য অপ্রতিহত বিক্রমযুক্ত অনুষ্ঠান করিয়াছেন।। ২৩।।

যানি তে চরিতানীশ মনুষ্যাঃ সাধবঃ কলৌ।
শৃণ্বন্তঃ কীর্ত্তয়ন্তশ্চ তরিষ্যন্ত্যঞ্জসা তমঃ।। ২৪।।

অন্বয়ঃ— (হে) ঈশ! কলৌ (কলিযুগে) সাধবঃ মনুষ্যাঃ (সৎপুরুষাঃ)যানি তে (তব) চরিতানি (তানি) শৃণ্বন্তঃ কীর্ত্তয়ন্তঃ চ অঞ্জসা (অনায়াসেন) তমঃ (অজ্ঞানং) তরিষ্যন্তি (অতিক্রমিষ্যন্তি)।। ২৪।।

অনুবাদ— হে প্রভো! কলিযুগে সাধুপুরুষগণ আপনার ঐসকল চরিত শ্রবণ ও কীর্ত্তন করিয়া অনায়াসে অজ্ঞান উত্তীর্ণ হইবেন।। ২৪।।

বিবৃতি— কলিহত মানবগণের অনেকেই শ্রৌত-পথ পরিহার করিয়া তর্কপথ আশ্রয় করে। তাহারা অপ্রাকৃত শ্রবণ-কীর্ত্তনের আদর করে না, সুতরাং অজ্ঞান-তিমিরে প্রবিষ্ট হইয়া বাস্তবসত্যের কোন সন্ধান পায় না এবং ভগবন্মায়ার কথা শুনিতে শুনিতে ও ঐসকল কথাই গান করিতে করিতে বিষয়ভোগে ক্রমশঃ উন্মত্ত হইয়া পড়ে। অদ্বয়জ্ঞান কৃষ্ণকে মায়িকদর্শনে নির্ব্বিশিষ্ট বলিয়া ধারণা করিলে ভগবানের নাম, রূপ, গুণ, লীলাকথায় শ্রবণ ও কীর্ত্তন-পথ রুদ্ধ হয়। যাহারা পরমসৌভাগ্যবন্ত পুরুষ, তাহারা বিষ্ণুমায়ার কথার শ্রবণ ও কীর্ত্তন এবং তদ্দ্বারা স্ব-স্ব ইন্দ্রিয়তর্পণে রত না হইয়া ভগবানের শুদ্ধনাম-রূপাদি শ্রবণ ও কীর্ত্তন করিয়া অন্যান্য মানবকেও ভগবানের নামকথার প্রতি উন্মুখ করে।। ২৪।।

যদুবংশেঽবতীর্ণস্য ভবতঃ পুরুষোত্তম।
শরচ্ছতং ব্যতীয়ায় পঞ্চবিংশাধিকং প্রভো।। ২৫।।

অন্বয়ঃ— (হে) প্রভো! (হে) পুরুষোত্তম! যদুবংশে অবতীর্ণস্য ভবতঃ পঞ্চবিংশাধিকং শরচ্ছতং (বর্ষশতং) ব্যতীয়ায় (ব্যতিক্রান্তমভূৎ)।। ২৫।।

অনুবাদ— হে নাথ! হে পুরুষোত্তম! আপনি যদুবংশে অবতীর্ণ হওয়ার পর সম্প্রতি একশত-পঞ্চবিংশতি বর্ষপরিমিত কাল অতীত হইয়াছে।। ২৫।।

বিশ্বনাথ— শরচ্ছতং বর্ষশতম্।। ২৫।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— শরৎশত অর্থাৎ শতবর্ষ।। ২৫

বিবৃতি— মানবগণের আয়ুঃ—সাধারণতঃ শতবর্ষ-

পরিমিত। কিন্তু ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অতীন্দ্রিয় অধোক্ষক বস্তু বলিয়া সপাদশতবর্ষকাল প্রপঞ্চে প্রকটলীলা প্রকাশিত করিয়াছিলেন।। ২৫।।

নাধুনা তেঽখিলাধার দেবকার্য্যাবশেষিতম্।
কুলঞ্চ বিপ্রশাপেন নষ্টপ্রায়মভূদিদম্।। ২৬।।
ততঃ স্বধাম পরমং বিশস্ব যদি মন্যসে।
সলোকান্ লোকপালান্নঃ পাহি বৈকুণ্ঠকিঙ্করান্।।২৭।।

অন্বয়ঃ— (হে) অখিলাধার! অধুনা তে (তব) দেবকার্য্যাবশেষিতং ন (ভূভারহরণাদিকার্য্যং নাস্তীত্যর্থঃ) ইদং কুলং চ (যদুবংশশ্চ) বিপ্রশাপেন নষ্টপ্রায়ম্ অভূৎ (ভবত্যেবেতি শেষঃ) ততঃ (তস্মাৎ) যদি মন্যসে (ইচ্ছসি তর্হি) পরমং (সর্ব্বোৎকৃষ্টং) স্বধাম (বৈকুণ্ঠং) বিশস্ব (যাহি কিঞ্চ) বৈকুণ্ঠকিঙ্করান্ সলোকান্ (লোকৈঃ সহিতান্) লোকপালান্ নঃ (অস্মান্) পাহি (রক্ষ)।। ২৬-২৭।।

অনুবাদ— হে নিখিলাশ্রয়! ভগবন্! সম্প্রতি আপনার ভূভারহরণস্বরূপ কার্য্যের সমাপ্তি হইয়াছে এবং এই যদুবংশও ব্রহ্মশাপে বিনষ্টপ্রায় হইয়াছে; সুতরাং যদি আপনার ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে স্বীয় পরম-ধামে প্রবেশপূর্ব্বক লোকসমূহের সহিত সাদৃশ বৈকুণ্ঠসেবক লোকপালগণকে পালন করুন।। ২৬-২৭।।

বিশ্বনাথ— ন দেবকার্য্যাবশেষিতং দেবকার্যস্যাবশেষো নাস্ত্যধুনেত্যর্থঃ। নষ্টপ্রায়মন্তর্হিতপ্রায়ং নশেরদর্শনার্থত্বাৎ। স্বধাম প্রপঞ্চাগোচরীভূতং দ্বারকায়াঃ প্রকাশবিশেষং কৃষ্ণস্বরূপেণ প্রবিশ, বৈকুণ্ঠ-শ্বেতদ্বীপাদিকন্তু নারায়ণাদিস্বরূপেণ সর্ব্বাংশমাদায়াবতীর্ণত্বাৎ।। ২৬-২৭।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— এখন দেবকার্য্যের অবশেষ নাই, নষ্ট প্রায় অর্থাৎ অন্তর্দ্ধান প্রায়। নশ্ ধাতুর অর্থ অদর্শন মাত্র। স্বধাম অর্থাৎ প্রপঞ্চের অগোচরীভূত দ্বারকাধামের প্রকাশ বিশেষ, তাহাতে কৃষ্ণস্বরূপে প্রবেশ কর। বৈকুণ্ঠশ্বেতদ্বীপাদিতে নারায়ণাদি স্বরূপে প্রবেশ কর। যেহেতু আপনি সকল অংশ লইয়া অবতীর্ণ হইয়াছেন।। ২৬-২৭।।

বিবৃতি— অদ্বয়জ্ঞান ব্রজেন্দ্রনন্দনের সম্ভোগলীলায় দণ্ডবিধানের ব্যবস্থাক্রমে বিপ্রশাপাদি-লীলা সংশ্লিষ্ট আছে। বিপ্রলম্ভময়ী শ্রীগৌরলীলায় ভগবানের শৌক্রবংশবৃদ্ধির কোন কথা নাই। শ্রীনিত্যনন্দপ্রভুর পুত্ররূপে অবতীর্ণ শ্রীবীরভদ্রপ্রদ্যুম্নপ্রভু শৌক্রধারার পরিবর্ত্তে শিষ্যবংশে বর্ণাশ্রমাধিকারের কথা রাখিয়া গিয়াছেন। শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু শ্রীঅচ্যুতানন্দ ব্যতীত অধস্তনগণকে হরিসেবনবৃত্তিতে প্রচুরপরিমাণে অধিকারী করেন নাই। অদ্বয়জ্ঞান ব্রজেন্দ্রনন্দনের ঔদার্য্যপূর্ণা গৌরলীলায় বিষ্ণুকুলধ্বংসের বহিশ্চিত্র দেখা যায় না। কিন্তু শাপাভিভূত অধস্তনগণ হরিসেবা-বিমুখ সমাজের সহিত আবদ্ধ হইতে যাওয়ায় পরমার্থধনে তাঁহারা অনেকেই বঞ্চিত হইয়াছেন। শ্রীগৌরসুন্দর শান্তিপুরে গমনকালে ললিতপুরে দারি-সন্ন্যাসীর নিকট আশীর্ব্বাদলাভরূপ লীলা দেখাইয়াছিলেন। তাহার অপ্রয়োজনীয়তা-প্রদর্শনমূলে তিনি জাগতিক অহঙ্কারদ্যোতক বরলাভাদি হইতে জগদ্বাসীকে নিরস্ত হইবার শিক্ষা দিয়াছেন। গৌরপাদাশ্রিতব্রুব জনগণ গৌরবিমুখ সমাজের সহিত ক্রিয়াকলাপ করিতে গিয়া বিপ্রশাপগ্রস্ত হইয়া চির অকল্যাণই আনয়ন করিয়াছেন। ভগবানের সহিত সমপর্য্যায়ে গণিত হইবার দুরাকাঙ্ক্ষা তর্কহত জনগণের থাকিলেও বৈকুণ্ঠাশ্রিত জনগণ তদ্রূপ অভিন্নভাবে আত্মগণনার পরিবর্ত্তে আপনাদিগকে "তদীয়" বলিয়া জ্ঞান করেন। তাহাতে বিষ্ণুস্বামি-প্রমুখ আচার্য্যগণ শিষ্যপরম্পরাকে নিত্যপুত্রত্ব বলিয়া বিচার করায় ঠাকুর শ্রীবৃন্দাবনদাস শ্রীগৌরসুন্দরকে 'সপুত্রায়' বলিয়া প্রণাম করিয়াছেন।। ২৬-২৭।।

শ্রীভগবানুবাচ—
অবধারিতমেতন্ম যদাত্থ বিবুধেশ্বর।
কৃতং বঃ কার্য্যমখিলং ভূমের্ভারোঽবতারিতঃ।।২৮।।

অন্বয়ঃ— শ্রীভগবান্ উবাচ— (হে) বিবুধেশ্বর! (ব্রহ্মন্! ত্বং সর্ব্বং কার্য্যং নিষ্পন্নমিতি) যৎ আত্থ (কথ-

য়সি) এতৎ মে (ময়া) অবধারিতং (নিশ্চিতং যতঃ) ভূমেঃ ভারঃ অবতারিতঃ (অপসারিতস্তথা) বঃ (যুষ্মাকম্) অখিলং কার্য্যং (চ) কৃতং (সম্পাদিতম্)।। ২৮।।

অনুবাদ— শ্রীভগবান্ বলিলেন,— হে দেবশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মন্! আপনি যে আমার সর্ব্বকার্য্য-সমাপ্তির কথা বলিয়াছেন, তাহা যথার্থই মনে করিতেছি, যেহেতু ভূমির ভার দূরীকৃত এবং আপনাদের যাবতীয় কার্য্য সম্পাদিত হইয়াছে।। ২৮।।

তদিদং যাদবকুলং বীর্য্যশৌর্য্যশ্রিয়োদ্ধতম্।
লোকং জিঘৃক্ষদ্রুদ্ধং মে বেলয়েব মহার্ণবঃ।। ২৯।।

অন্বয়ঃ— (পরন্তু) বীর্য্যশৌর্য্যশ্রিয়া (বীর্য্যশৌর্য্য-যুক্তয়া শ্রিয়া সম্পত্ত্যা) উদ্ধতং (মত্তমতএব) লোকং জিঘৃক্ষৎ (নাশয়িতুমুদ্‌যুক্তং) তৎ (প্রসিদ্ধম্) ইদং যাদবকুলং মে (ময়া) বেলয়া মহার্ণবঃ ইব রুদ্ধং (নিবারিতম্)।। ২৯।।

অনুবাদ— পরন্তু সম্প্রতি এই যাদবকুল বীর্য্য, শৌর্য্য এবং ঐশ্বর্য্যে প্রমত্ত হইয়া মহাসমুদ্রের ন্যায় লোক-বিনাশে উদ্যুক্ত হইয়াছে, কেবলমাত্র আমি বেলাভূমির ন্যায় ইহাকে নিবারণ করিতেছি।। ২৯।।

বিশ্বনাথ— বীর্য্যং বলিষ্ঠত্বং শৌর্য্যং যুদ্ধোৎসাহস্তয়োঃ শ্রিয়া সম্পত্ত্যা উদ্ধতং হতাৎ হননাদুদ্‌গতং অবধ্যমিত্যর্থঃ। লোকং জিঘ্রক্ষৎ অনন্তত্বাদ্ব্যাপ্তুমিচ্ছৎ, ময়া অচিন্ত্যশক্তিনা দ্বারকায়ামেব রুদ্ধমন্যথা সর্ব্বভূর্লোকেঽপি মাতুমপর্য্যাপ্তমিতি ভাবঃ।। ২৯।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— শ্রীভগবান বলিতেছেন— সম্প্রতি এই যাদবকুল বলিষ্ঠহেতু যুদ্ধোৎসাহ সম্পত্তি দ্বারা উদ্ধত অর্থাৎ অন্যের দ্বারা অবধ্য। এই লোককে অনন্তহেতু ব্যাপ্ত করিতে ইচ্ছা করিতেছে। অতএব অচিন্ত্য শক্তি আমা কর্ত্তৃক দ্বারকাতেই আবদ্ধ রহিয়াছে। তাহা না হইলে এই চৌদ্দভুবনেও রক্ষা করিতে পারিত না।।২৯

বিবৃতি—শ্রীভগবান্ বিরিঞ্চি-প্রমুখ দেবগণকে কহিলেন—আমার বংশ বীর্য্য, শৌর্য্য ও শোভায় অতুলনীয়, সুতরাং তত্তদ্বিষয়ে অতি সমৃদ্ধি-হেতু কাহারও কর্ত্তৃক বিজিত, পরাভূত বা বিমর্দ্দিত হইবার সম্ভাবনা না থাকায় সমুদ্রের উদ্বেলিত জলরাশি যেরূপ দৃঢ় বেলাভূমি কর্ত্তৃক রুদ্ধ হয়, তদ্রূপ আমি স্বয়ংই নিজকুল-সংগোপনের ব্যবস্থা করিয়াছি।। ২৯।।

যদ্যসংহৃত্য দৃপ্তানাং যদূনাং বিপুলং কুলম্।
গন্তাস্ম্যনেন লোকোঽয়মুদ্বেলেন বিনঙ্ক্ষ্যতি।।৩০।।

অন্বয়ঃ— (অতঃ) যদি (অহং) দৃপ্তানাং (গর্ব্বিতানাং) যদূনাং বিপুলং কুলম্ অসংহৃত্য (অবিনাশ্য) গন্তা অস্মি (স্বধাম যাস্যামি তদা) উদ্বেলেন (লঙ্ঘিতমর্য্যাদেন) অনেন (যদু-কুলেন হেতুনা) অয়ং লোকঃ বিনঙ্ক্ষ্যতি (বিনাশং প্রাপ্স্যতি)।। ৩০।।

অনুবাদ— সুতরাং যদি আমি এই মদ গর্ব্বিত বিপুল যাদবকুলের সংহার না করিয়া স্বধামে গমন করি, তাহা হইলে পশ্চাৎ মর্য্যাদালঙ্ঘনকারী এই যাদবকুলদ্বারা নিশ্চয়ই লোকসকল বিনাশপ্রাপ্ত হইবে।। ৩০।।

বিশ্বনাথ— দৃপ্তানাং মামকত্বেন ধৃতাহঙ্কারাণাম্। উদ্বেলেন অতিক্রান্তমর্য্যাদসমুদ্রোপমেনেত্যর্থঃ। লোকো ভূর্লোকঃ যদ্যপি মৎপরিজনানামেষাং পরমধার্ম্মিকাণাং যদূনাং ভারং পৃথিবীভারং ন মন্যতে তদপি তস্যাঃ স্বামিনা ময়াঽয়ং ভারোঽবতারণীয় এব। সুকুমার্য্যা বনিতায়া অতিবহুতরভূষণভারো যথা তৎ কান্তেনাবতার্য্যতে তথা। যদ্যপি স্পৃহণীয়স্য বস্তুনো ভারঃ সুসহ এব তদপ্যতিভারস্তু ন সুসহো, যথাঽকস্মাৎ প্রাপ্তোঽপি কনকরাশিভারো গৃধ্নুনাপি বণিজা দুর্ব্বহ এব। ধৃতরথচরণোঽভ্যয়াচ্চলদ্গুরিতি ব্যাসবর্ণনাৎ তদ্ভারোঽপি পৃথিব্যা দুঃসহ এব দৃষ্ট ইতি।। ৩০।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— উদ্ধত আমার জন হেতু মর্য্যাদা অতিশয় করিয়া, সীমা অতিক্রমকারী সমুদ্রের ন্যায়। লোক অর্থাৎ এই ভূর্লোক, যদিও আমার পরিজন পরম-ধার্ম্মিক এই যদুগণের ভার পৃথিবী ভার মনে করে না।

তথাপি পৃথিবীর স্বামী আমা কর্ত্তৃক এই অলঙ্কারের ভার কমান উচিত। সুকুমারী বণিতার অতিবহুতর ভূষণ ভার যেমন তাহার স্বামী কমাইয়া দেয়, সেইরূপ যদিও অভি-লষিত বস্তুর ভার সুসহনীয়ই, তথাপি অতিশয় ভার তাহাও সুসহনীয় নহে, যেমন অকস্মাৎ স্বর্ণরাশী পাইলেও তাহা গ্রহণ ইচ্ছু বণিকের দুর্ব্বহ হয়। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে পৃথিবীর যে ভার আমা কর্ত্তৃক হইয়াছিল, ব্যাসদেব তাহা বর্ণনা করিয়াছেন 'যখন আমি ভীষ্মদেবকে মারিবার জন্য রথের চাকা লইয়া যাইতেছিলাম, তখন পৃথিবী টলমল করিতেছিল।।৩০।।

বিবৃতি— ভগবান্ অপ্রকট লীলা দেখাইবার পর যে-সকল গর্ব্বদৃপ্ত তদধস্তনগণ ভগবদ্বলে বলী হইয়া জগ-তের অমঙ্গল বিধান করিবেন, তাহাদের দ্বারা নানাভাবে নির্য্যাতিত হইয়া মানবগণ শ্রীভগবানের প্রতি শ্রদ্ধাহীন হইবে। সুতরাং তৎপ্রতীকারার্থ স্বয়ং ভগবান্ই তাঁহার কুলোদ্ভবগণকে সঙ্গোপনপূর্ব্বক স্বধামে আরোহণ করি-বার সঙ্কল্প করিলেন।

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু ও শ্রীঅদ্বৈত প্রভু স্বীয় অনুগত জনগণকে এরূপ প্রচুর প্রেম প্রদান করিয়াছিলেন যে, তাঁহাদের অধস্তনগণের আর প্রেমপ্রাপ্তির সম্ভাবনা ছিল না। বৈকুণ্ঠধারায় সেই প্রেম প্রেমতৎপর শ্রীনিবাস, শ্রীনরোত্তম ও শ্রীশ্যামানন্দের সেবাভাণ্ডার পূর্ণ করিয়া-ছিল। ভগবানের নিষ্কপট ভক্তগণ সেই নামপ্রেম-প্রচার-কার্য্যে সর্ব্বতোভাবে উন্মুখী থাকিয়া বিষ্ণুমায়া-রচিত ভোগোন্মত্ত সংসারকে চিরদিনই রক্ষা করেন। ভোগি-সম্প্রদায় বিপ্রশাপে অভিভূত হইয়া প্রাপঞ্চিক গর্ব্বোন্ম-ত্ততা-হেতু সর্ব্বতোভাবে আত্মবঞ্চিত থাকে।। ৩০।।

ইদানীং নাশ আরব্ধঃ কুলস্য দ্বিজশাপজঃ।
যাস্যামি ভবনং ব্রহ্মন্ এতদন্তে তবানঘ।। ৩১।।

অন্বয়ঃ— (হে) অনঘ! ব্রহ্মন্! ইদানীং কুলস্য দ্বিজ-শাপজঃ নাশঃ আরব্ধঃ (কুলক্ষয়ঃ প্রবৃত্তঃ) এতদন্তে (এতস্য যদুকুলনাশস্যান্তে বৈকুণ্ঠং যাস্যাম) তব ভবনং (ব্রহ্মলোকং) যাস্যামি।। ৩১।।

অনুবাদ— হে অনঘ ব্রহ্মন্! সম্প্রতি ব্রহ্মশাপে এই যদুবংশে বিনাশের সূচনা হইয়াছে। অতএব ইহার বিনাশ সাধিত হইলে বৈকুণ্ঠলোকে প্রস্থানকালে আমি আপনার ব্রহ্মলোকে গমন করিব।। ৩১।।

বিশ্বনাথ— নাশোঽদর্শনং নিগূঢ়ায়াং দ্বারকায়াং প্রবেশমিত্যর্থঃ। এতস্য প্রবেশনস্যান্তে তব ভবনং বিকুণ্ঠা-সুতরূপেণ যাস্যামি তদুপরিগং বৈকুণ্ঠং যাস্যন্নিতি সন্দর্ভঃ ।।৩১।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— নাশ অর্থাৎ অদর্শন নিগূঢ় দ্বার-কাতে প্রবেশ ইহাই অর্থ। এই প্রবেশের পর বিকুণ্ঠাসুত-রূপে তোমার ভবনে যাইব, তাহার উপরে বৈকুণ্ঠে যাও-য়ার পথে।। ৩১।।

শ্রীশুক উবাচ—

ইত্যুক্তো লোকনাথেন স্বয়ম্ভূঃ প্রণিপত্য তম্।
সহ দেবগণৈর্দেবঃ স্বধাম সমপদ্যত।। ৩২।।

অন্বয়ঃ— শ্রীশুক উবাচ—লোকনাথেন (কৃষ্ণেন) ইতি (এবম্) উক্তঃ দেবঃ স্বয়ম্ভূঃ (ব্রহ্মা) তং (কৃষ্ণং) প্রণিপত্য (প্রণম্য) দেবগণৈর্দেবঃ সহ স্বধাম সমপদ্যত (নিজলোকং যযৌ)।। ৩২।।

অনুবাদ— শ্রীশুকদেব বলিলেন,—জগদীশ্বর শ্রীকৃষ্ণ এইরূপ বলিলে ব্রহ্মা তাঁহাকে প্রণাম করিয়া দেবগণের সহিত নিজধামে প্রস্থান করিলেন।।৩২।।

অথ তস্যাং মহোৎপাতান্ দ্বারবত্যাং সমুত্থিতান্।
বিলোক্য ভগবানাহ যদুবৃদ্ধান্ সমাগতান্।। ৩৩।।

অন্বয়ঃ— অথ (অনন্তরং) ভগবান্ তস্যাং দ্বার-বত্যাং সমুত্থিতান্ (ভগবদিচ্ছয়ৈবাবির্ভূতান্) মহোৎপাতান্ বিলোক্য (দৃষ্ট্বা) সমাগতান্ যদুবৃদ্ধান্ (যাদব শ্রেষ্ঠান্) আহ (উক্তবান্)।।৩৩।।

অনুবাদ— অনন্তর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকাপুরী-মধ্যে নিজেরই ইচ্ছানুসারে আবির্ভূত বিবিধ মহোৎপাত দর্শন করিয়া সমাগত যাদবশ্রেষ্ঠগণকে বলিতে লাগিলেন ।। ৩৩।।

বিশ্বনাথ— মহোৎপাতান্ ভগবদিচ্ছয়ৈবাবির্ভূতান্, 'মুনিবাসনিবাসে কিং ঘটেতারিষ্টদর্শনম'ত্যুক্তেস্তত্র তদসদ্ভাবাৎ।। ৩৩।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— মহা উৎপাত সমূহ দ্বারকাতে ভগবদিচ্ছাতেই আবির্ভূত হইয়াছিল, পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। মুনিগণের আবাসস্থলে ভগবানের গৃহে অশুভদর্শন কি ঘটিতে পারে? তাহা সেখানে অসম্ভব, থাকিতে পারে না।। ৩৩।।

শ্রীভগবানুবাচ—

এতে বৈ সুমহোৎপাতা ব্যুত্তিষ্ঠন্তীহ সর্ব্বতঃ।
শাপশ্চ নঃ কুলস্যাসীদ্ব্রাহ্মণেভ্যো দুরত্যয়ঃ।।৩৪।।

অন্বয়ঃ— শ্রীভগবান্ উবাচ—ইহ (দ্বারকায়াং) সর্ব্বতঃ বৈ এতে সুমহোৎপাতাঃ ব্যুত্তিষ্ঠন্তি (জায়ন্তে) ব্রাহ্মণেভ্যঃ নঃ (অস্মাকং) কুলস্য দুরত্যয়ঃ (দুরতিক্রমণীয়ঃ) শাপঃ চঃ আসীৎ।। ৩৪ ।।

অনুবাদ— শ্রীভগবান্ বলিলেন,— হে যদুবৃদ্ধগণ! সম্প্রতি এই পুরীর সর্ব্বত্র নানাপ্রকার প্রবল উৎপাত উত্থিত হইতেছে; বিশেষতঃ আমাদের বংশের প্রতি দুরতিক্রমণীয় ব্রহ্মশাপও উৎপন্ন হইয়াছে।। ৩৪ ।।

ন বস্তব্যমিহাস্মাভির্জিজীবিষুভিরার্য্যকাঃ।
প্রভাসং সুমহৎপুণ্যং যাস্যামোঽদ্যৈব মা চিরম্।। ৩৫

অন্বয়ঃ— (হে) আর্য্যকাঃ! (হে) মাননীয়াঃ! তস্মাৎ) জিজীবিষুভিঃ (জীবিতুমিচ্ছুভিঃ) অস্মাভিঃ ইহ (দ্বারকায়াং) ন বস্তব্যম্ (অতঃপরং ন স্থাতব্যং, পরন্তু) অদ্য এব সুমহৎ পুণ্যং প্রভাসং যাস্যামঃ মা চিরং (গমনবিলম্বং মা কুরুত)।। ৩৫।।

অনুবাদ— অতএব হে আর্য্যগণ। আমাদের জীবনরক্ষার অভিলাষ থাকিলে এস্থানে আর বাস করা সমুচিত নহে! এ অবস্থায় আমরা অদ্যই পরম প্রভাসক্ষেত্রে গমন করিব, এ বিষয়ে বিলম্ব করিবেন না।। ৩৫ ।।

বিশ্বনাথ— প্রভাসমিতি। মন্নিত্যপরিকরৈর্বিশিষ্টৈব দ্বারকা সদা বিরাজতু। তেষু প্রবিষ্টান্ দেবানেব যাদবরূপান্ অলক্ষিতং তেভ্যঃ সকাশাৎ যোগবলেন নিষ্কাশ্য প্রভাসং নীত্বা তত্রৈব তান্ মায়য়া মৌষলসংগ্রামং প্রাপয্য স্বর্গং প্রস্থাপ্য বিকুণ্ঠাসুতাদি-স্বরূপোঽহমপি বৈকুণ্ঠাদিধামানি যাস্যামি পূর্ণস্বরূপেণ তু সপরিকরোঽহং দ্বারকায়াং সদৈবাস্ম্যেবেতি ভগবন্মনোগতং জ্ঞেয়ম্।। ৩৫ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— নিগূঢ় দ্বারকা আমার নিত্যপরিকরগণের সহিত সর্ব্বদা বিরাজ করুক। যাদবগণের মধ্যে প্রবিষ্ট দেবগণকেই অলক্ষিতভাবে তাহাদের মধ্য হইতে যোগবলে বাহির করিয়া প্রভাসক্ষেত্রে লইয়া, সেখানেই তাহাদিগকে মায়াদ্বারা মৌষলযুদ্ধ লাগাইয়া স্বর্গে পাঠাইয়া বিকুণ্ঠাসুতাদি স্বরূপে আমিও বৈকুণ্ঠাদি ধামে যাইব। পরন্তু পূর্ণস্বরূপে সপরিকরে আমি দ্বারকাতে সর্ব্বদাই আছি। ইহাই শ্রীভগবানের মনোগতভাব জানিবেন।। ৩৫ ।।

তথ্য— প্রভাস,—বর্ত্তমান জুনাগড় দেশীয় রাজ্যের অন্তর্গত 'ভেরাওয়াল' রেলওয়ে ষ্টেশনের নিকটবর্ত্তী প্রসিদ্ধ তীর্থ।

শ্রীমদ্ভাগবতের ১১শ স্কন্ধের ৩০শ অধ্যায়ে লিখিত আছে,—শ্রীকৃষ্ণের বাক্য শ্রবণানন্তর যাদবগণ দ্বারকা হইতে নৌকাযোগে তীরে অবতীর্ণ হইয়া রথযোগে প্রভাসযাত্রা করেন এবং প্রভাসক্ষেত্রে মৈরেয় নামক রস পান করিয়া পরস্পর কলহে প্রবৃত্ত হন ও নানা অস্ত্রের দ্বারা মহাযুদ্ধ করিয়া এরকাতৃণ দ্বারা পরস্পরকে আঘাতপূর্ব্বক নিধনপ্রাপ্তিলীলার অভিনয় করেন।

শ্রীকৃষ্ণ চতুর্ভুজরূপ প্রকাশপূর্ব্বক দক্ষিণ উরুতে কোকনদসদৃশ রক্তবর্ণ বামপদ স্থাপন করিয়া উপবিষ্ট হইলে জরা নামক এক ব্যাধ প্রভাসক্ষেত্রের সমুদ্রতীর হইতে অরুণবর্ণ চরণকে মৃগমুখভ্রমে বাণ নিক্ষেপ করেন।

যে পিপ্পলবৃক্ষে কৃষ্ণ উপবিষ্ট হইয়াছিলেন এবং সমুদ্রতীরের যে-স্থান হইতে জরা-ব্যাধ শর নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, সেই পিপ্পলবৃক্ষের মূলে একটী দেবালয়ও আছে। এই স্থান হইতে প্রায় এক মাইল দূরে সমুদ্রকূলে 'বীরপ্রভঞ্জন মঠ' এবং তথা হইতে ব্যাধ বাণ প্রয়োগ করিয়াছিলেন বলিয়া প্রবাদ।

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যপাদ 'মহাভারত তাৎপর্য্য-নির্ণয়ে' উপসংহারে (৩২-৩৪ শ্লোকে) মৌষল-লীলার তাৎপর্য্য-বর্ণনে লিখিয়াছেন—ভগবান্ অসুরগণকে বিমোহন ও স্বভক্ত ভূসুরগণের বাক্যের যাথার্থ্য সংরক্ষণার্থ স্বীয় মায়া-দ্বারা যে দেহ সৃষ্টি করিয়াছিলেন, সেই দেহেই বাণ সংলগ্ন হইয়াছিল; পরন্তু তাঁহার চতুর্ভুজদেহে তাহা সংলগ্ন হয় নাই। জরা-ব্যাধ তাঁহারই ভক্ত ভৃগু ঋষি; এই ভৃগু পূর্ব্ব-কালে বিষ্ণুর বক্ষে পদাঘাত করিয়া ছিলেন। তিনি স্বীয় পাদ-প্রহার-দোষ স্খালন করিবার জন্য ব্যাধরূপে জন্মগ্রহণ করেন; কিন্তু ভক্ত স্বেচ্ছায় নীচতা স্বীকার করিলেও ভগবান্ তাহা সহ্য করেন না; তাই ভগবান্ আদেশ করিলেন যে, দ্বাপরান্তে যখন তিনি তাঁহার প্রকটলীলা সংগোপন করিবার ইচ্ছা করিবেন, তখন জরা-ব্যাধরূপী তাঁহার ভক্ত ভৃগু ভগবন্মায়া-সৃষ্ট দেহে শর-নিক্ষেপ করিয়া অনুতপ্ত হইলে ব্যাধজন্ম হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়া বৈকুণ্ঠ-লোকে গমন করিতে পারিবেন। ভক্ত ভৃগুর তোষণ এবং অভক্ত অসুরগণের মোহনকল্পে ভগবান্ প্রভাসে এইরূপ মৌষল-লীলা প্রকাশ করিয়াছিলেন, কিন্তু ঐ লীলা মায়িকী। যেহেতু ভগবান্ কৃষ্ণ তাঁহার প্রাদুর্ভাবকালে ভ্রান্তি প্রদর্শন করেন নাই অর্থাৎ সাধারণ মনুষ্যশিশুর মত মাতৃকুক্ষি হইতে প্রসূত হন নাই। কিন্তু অচিন্ত্যভাবে সূতিকাগৃহে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তজ্জন্য পৃথিবী-ত্যাগ-কালে দৈত্য-মোহনার্থ ভ্রান্তি প্রদর্শন করিলেন। তিনি অসুর-গণকে মোহন করিয়া অন্ধতমে প্রবিষ্ট করাইবার জন্য স্বয়ং সচ্চিদানন্দ-দেহ হইয়াও নিজের মায়ার দ্বারা অপর মায়িক দেহ সৃষ্টি করিয়া তাহাকেই পাতিত করিয়াছিলেন; ইহা কেবল তাঁহার অসুর-মোহনের ছলনামাত্র। পরন্তু সচ্চিদানন্দবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণের কোন প্রকারেই দেহপাতাদি হয় নাই।

সমুদ্রোপকূলস্থ বীরপ্রভঞ্জন দেবালয় ও প্রভাসতীর্থ-নগরের মধ্যবর্ত্তি স্থানসমূহে মুসলমানগণের অসংখ্য কবর স্থাপিত আছে। কিংবদন্তী এই যে, গজনীর মামুদ যেকালে সোমনাথ মন্দির লুণ্ঠন করেন, তৎকালে ব্রাহ্মণগণের সহিত তাঁহার মহাসমর হইয়াছিল। তাহার ফলে, যে-সকল মুসলমান-অশ্বাদি নিহত হয়, তাহদের সমাধিক্ষেত্র প্রায় এক বর্গ মাইল স্থান অধিকার করিয়াছিল।

অপর কিংবদন্তী এই যে, মুসলমানাধিকারকালে সাম্প্রদায়িক বিবাদফলে যে-সকল মুসলমান নিহত হইয়া-ছিল উহা তাহাদেরই সমাধিক্ষেত্র। তথায় একটি বৃহৎ মস্‌জিদ আছে, উহা জুনাগড়ের নবাবসাহেবের পৃষ্ঠ-পোষিত। ঐ স্থানে কোন্ হিন্দুর গমনাধিকার নাই বলিয়া শুনা যায়। পূর্ব্বে তথায় হিন্দুগণের একটি তীর্থ ছিল এবং যাত্রিগণ সেই তীর্থে যাতায়াত করিত। কিন্তু এক্ষণে ঐস্থানে হিন্দুগণের গমন নিষিদ্ধ হইয়াছে।

প্রভাস- পত্তন সহরটী বহুজনাকীর্ণ। অনেকগুলি বিপণি ও পণ্যবীথিকা নগরের সমৃদ্ধি স্থাপন করিয়াছে। পথগুলি সঙ্কীর্ণ। এই নগরের এক প্রান্তে সমুদ্রোপকণ্ঠে সুপ্রসিদ্ধ সোমনাথের মন্দির অবস্থিত। সোমনাথ-মন্দিরের দেবস্থান উৎখাত হইয়াছে। মন্দিরের ঊর্দ্ধভাগ জীর্ণতা লাভ করিয়াছে এবং কিয়দংশ বিচ্ছিন্ন হইয়াছে। প্রবাদ এই যে, বহু সহস্র বৎসর পূর্ব্বে সোম-নামক জনৈক রাজা সমুদ্রোপকূলে এই মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

গজনীর সুলতান মামুদ তাঁহার সপ্তদশবার ভারতবর্ষ আক্রমণের ষোড়শবারে ১০২৪ খৃষ্টাব্দে এই সোমনাথ-মন্দির আক্রমণ করেন।

সোমনাথ মন্দিরের স্থানটী একেবারেই সমুদ্রের ধারে হওয়ায় সমুদ্রের দিকে যে সুদীর্ঘ প্রাচীর বর্ত্তমান, তাহাও একটী দেখিবার জিনিষ। মন্দিরের কারুকার্য্য অনেকটা কালপ্রভাবে বিলুপ্ত হইতে বসিয়াছে।

সোমনাথমন্দিরের নাতিদূরে একটী দেবালয়ে

ভূগর্ভে একটী বৃহৎ শিবলিঙ্গ আছেন। সেই স্থানে ইনিই পূর্ব্বতন সোমনাথ-শিবলিঙ্গ বলিয়া প্রচারিত হইয়া থাকেন। সোপান অবলম্বন-পূর্ব্বক নীচে অবতরণ করিয়া এই ভূগর্ভস্থিত শিবলিঙ্গ দেখিতে হয়।

এই প্রভাসক্ষেত্রে পরশুরাম-প্রকাশিত 'ভৃগুতীর্থ' বলিয়া একটী স্থান আছে। সরস্বতী ও হিরণ্যানাম্নী নদীদ্বয় যে স্থানে সমুদ্রের সহিত সঙ্গত হইয়াছে, সেই সঙ্গমস্থলই ভৃগুতীর্থ নামে পরিচিত। যে-স্থানে ব্যাধ বাণসংযোগ করিয়াছিল, সেই স্থানটী প্রস্তরদ্বারা মণ্ডিত হইয়া নির্দ্দিষ্ট হইতেছে। প্রভাসতীর্থের বিস্তৃত বিবরণ স্কন্দপুরাণের প্রভাসখণ্ডে আছে। শ্রীমন্মহাভারতেও এই প্রভাসতীর্থের অনেক ফলশ্রুতি দেখিতে পাওয়া যায়।। ৩৫।।

যত্র স্নাত্বা দক্ষশাপাদ্‌গৃহীতো যক্ষ্মণোড়ুরাট্।
বিমুক্তঃ কিল্বিষাৎ সদ্যো ভেজে ভূয়ঃ কলোদয়ম্।।৩৬

অন্বয়ঃ— দক্ষশাপাৎ (দক্ষস্য শাপাদ্ধেতোঃ) যক্ষ্মণা (যক্ষ-রোগেণ) গৃহীতঃ (আক্রান্তঃ) উড়ুরাট্ (চন্দ্রঃ) যত্র (প্রভাসে) স্নাত্বা সদ্যঃ (এব) কিল্বিষাৎ (ক্ষয়রোগাৎ) বিমুক্তঃ (সন্) ভূয়ঃ কলোদয়ং (কলাবৃদ্ধিং) ভেজে (প্রাপ্তবান্)।। ৩৬।।

অনুবাদ— পুরাকালে চন্দ্রদেব দক্ষশাপে ক্ষয়রোগে আক্রান্ত হইয়া এই প্রভাস-তীর্থে স্নানপূর্ব্বক সদ্যই ক্ষয়-রোগবিমুক্ত এবং পুনরায় কলাবৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন।।৩৬

বিশ্বনাথ— যক্ষ্মণা রোগেণ গৃহীতোঽপি যত্র স্নানমাত্রং কৃত্বা তস্মাৎ দুঃখাৎ বিমুক্তঃ কলাবৃদ্ধিং ভেজে।। ৩৬

টীকার বঙ্গানুবাদ— দক্ষশাপে যক্ষ্মা রোগগ্রস্ত চন্দ্র-দেব যেখানে কেবল স্নান করিয়া ঐ দুঃখ হইতে বিমুক্ত হইয়া কলাবৃদ্ধি লাভ করিয়াছেন।। ৩৬।।

বয়ঞ্চ তস্মিন্নাপ্লুত্য তর্পয়িত্বা পিতৄন্ সুরান্।
ভোজয়িত্বোশিজো বিপ্রান্ নানাগুণবতান্ধসা।। ৩৭।।
তেষু দানানি পাত্রেষু শ্রদ্ধয়োপ্ত্বা মহান্তি বৈ।
বৃজিনানি তরিষ্যামো দানৈর্নৌভিরিবার্ণবম্।। ৩৮।।

অন্বয়ঃ— বয়ং চ (অপি) তস্মিন্ (তীর্থে) আপ্লুত্য (স্নাত্বা) পিতৄন্ সুরান্ (চ) তর্পয়িত্বা নানাগুণবতা (ষড়্-রসোপেতেন) অন্ধসা (অন্নেন) উশিজঃ (কমনীয়ান্) বিপ্রান্ ভোজয়িত্বা, তেষু পাত্রেষু (ব্রাহ্মণেষু) শ্রদ্ধয়া মহান্তি দানানি উপ্ত্বা (সমর্প্য) নৌভিঃ অর্ণবং (সমুদ্রং) ইব (তৈঃ) দানৈঃ বৃজিনানি (পাপানি) বৈ (নূনং) তরিষ্যামঃ (অতিক্রমি-ষ্যামঃ)।। ৩৭-৩৮।।

অনুবাদ— অতএব আমরাও উক্ত তীর্থে স্নান এবং দেবতা ও পিতৃগণের তর্পণপূর্ব্বক নানাগুণযুক্ত অন্নদ্বারা সুলক্ষণান্বিত ব্রাহ্মণগণকে ভোজন করাইয়া তাঁহাদের উদ্দেশে শ্রদ্ধাসহকারে প্রভু দানক্রিয়া সম্পাদনপূর্ব্বক নৌকাসমূহদ্বারা সমুদ্রতরণের ন্যায় উক্ত দানসমূহদ্বারা পাপরাশি উত্তীর্ণ হইব।। ৩৭-৩৮।।

বিশ্বনাথ— উশিজঃ কমনীয়ান্ অন্ধসা অন্নেন। উপ্ত্বেতি যথা সুক্ষেত্রে বীজমুপ্তং বহুফলং ভবতি তথা দানং সৎপাত্রে ইতি দ্যোতয়তি।। ৩৭-৩৮।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— উশজ অর্থাৎ সুকোমল অন্ন-দ্বারা, 'উপ্ত্ব' যেমন সুক্ষেত্রে বীজ বপন করিলে বহুফল হয়, সেইরূপ সৎপাত্রে দান করিলে বহুফল হয়।। ৩৭-৩৮

শ্রীশুক উবাচ—

এবং ভগবতাদিষ্টা যাদবাঃ কুরুনন্দন।
গন্তুং কৃতধিয়স্তীর্থং স্যন্দনান্ সমযূযুজন্।। ৩৯।।

অন্বয়ঃ— শ্রীশুকঃ উবাচ— (হে) কুরুনন্দন! (পরী-ক্ষিৎ) ভগবতা (কৃষ্ণেন) এবম্ আদিষ্টাঃ যাদবাঃ তীর্থং (প্রভাসং) গন্তুং কৃতধিয়ঃ (কৃতনিশ্চয়াঃ সন্তঃ) স্যন্দনান্ (রথান্) সমযূযুজন্ (বাহৈর্যুক্তান্ চক্রুঃ)।। ৩৯।।

অনুবাদ— শ্রীশুকদেব বলিলেন,— হে কুরুনন্দন! ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের এইরূপ আদেশানুসারে যাদবগণ প্রভাসতীর্থগমনে কৃতসঙ্কল্প হইয়া রথসমূহে বাহন সংযোগ করিতে লাগিলেন।। ৩৯।।

তন্নিরীক্ষ্যোদ্ধবো রাজন্ শ্রুত্বা ভগবতোদিতম্।
দৃষ্ট্বারিষ্টানি ঘোরাণি নিত্যং কৃষ্ণমনুব্রতঃ।।৪০
বিবিক্ত উপসঙ্গম্য জগতামীশ্বরেশ্বরম্।
প্রণম্য শিরসা পাদৌ প্রাঞ্জলিস্তমভাষত।। ৪১।।

অন্বয়ঃ— (হে) রাজন্! ঘোরাণি অরিষ্টানি (উৎপাতান্) দৃষ্ট্বা (বিলোক্য তথা) ভগবতা (কৃষ্ণেন) উদিতম্ (উক্তং বাক্যং) শ্রুত্বা তৎ (তেষাং প্রভাসগমনোদ্‌যোগকৃত্যং) নিরীক্ষ্য (চ) নিত্যং কৃষ্ণম্ অনুব্রতঃ (সেবমানঃ) উদ্ধবঃ জগতাম্ ঈশ্বরেশ্বরং (শ্রীকৃষ্ণং) বিবিক্তে (রহসি) উপসঙ্গম্য (প্রাপ্য) শিরসা (তস্য) পাদৌ প্রণম্য প্রাঞ্জলিঃ (সন্) তং (কৃষ্ণম্) অভাষত (উক্তবান্)।। ৪০-৪১।।

অনুবাদ—হে রাজন্! তৎকালে ঘোরতর উৎপাতসমূহ দর্শন, শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্বোক্তবাক্যসকল শ্রবণ এবং যাদবগণের প্রভাসগমনে উদ্‌যোগ নিরীক্ষণপূর্ব্বক নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণসেবানুরক্ত উদ্ধব নির্জ্জনে জগদীশ্বর শ্রীকৃষ্ণের নিকট উপস্থিত হইয়া অবনত মস্তকে তদীয় পাদপদ্মে প্রণাম করিয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া বলিতে লাগিলেন।। ৪০-৪১

শ্রীউদ্ধব উবাচ—

দেবদেবেশ যোগেশ পুণ্যশ্রবণকীর্ত্তন।
সংহৃত্যৈতৎ কুলং নূনং লোকং সন্ত্যক্ষ্যত ভবান্।
বিপ্রশাপং সমর্থোঽপি প্রত্যহন্ ন যদীশ্বরঃ।। ৪২।।

অন্বয়ঃ— শ্রীউদ্ধব উবাচ—(হে) দেবদেবেশ। (দেবানাং ব্রহ্মাদীনামপি ঈশ! হে) যোগেশ (যোগনির্ব্বাহক! হে) পুণ্যশ্রবণকীর্ত্তন (পুণ্যাবহং শ্রবণং কীর্ত্তনং চ যস্য তৎ সম্বোধনং) যৎ (যস্মাৎ) ঈশ্বরঃ (ভবান্) সমর্থঃ অপি বিপ্রশাপং ন প্রত্যহন্ (প্রতিহতবান্ তৎ) ভবান্ নূনঃ (নিশ্চিতম্) এতৎ কুলং সংহৃত্য লোকং (মর্ত্ত্যলোকং) সন্ত্যক্ষ্যত (পরিত্যক্ষ্যতি)।। ৪২।।

অনুবাদ— শ্রীউদ্ধব বলিলেন,— হে পুণ্যশ্রবণকীর্ত্তন! হে দেবদেবেশ! হে যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ! আপনি জগদীশ্বর এবং সর্ব্বতোভাবে সমর্থ হইয়াও যেহেতু ব্রহ্মশাপের বাধা প্রদান করেন নাই; সেই জন্য মনে হয় যে, আপনি নিশ্চয়ই এই যাদবকুলের সংহারপূর্ব্বক মর্ত্ত্যলোক পরিত্যাগ করিবেন।। ৪২।।

বিশ্বনাথ— দেবানামপি দেবা ব্রহ্মাদয়স্তেষামীশেতি দেবকার্য্যং ব্রহ্মপ্রার্থিতঞ্চ ত্বয়া সর্ব্বং সম্পাদিতমিতি ভাবঃ। ন কেবলমেতদর্থমেবাবতীর্ণস্ত্বমভূঃ, কিন্তু দুর্ব্বিতর্কবিচিত্ররসময়রূপগুণচরিত্রপ্রকাশনয়া ভক্তজনানন্দনার্থমপীত্যাহ,— হে যোগেশেতি। যদুক্তং—যন্মর্ত্ত্যলীলৌপয়িকং স্বযোগমায়াবলং দর্শয়তা গৃহীতম্, ইতি জনিষ্যমাণ জনতানিস্তারার্থমপীত্যাহ,—পুণ্যেতি। অত এতৎ ত্বদীয়সর্ব্ববিধিৎসিতস্য নিষ্পন্নত্বাদিদানীমিমং লোকং সন্ত্যক্ষ্যতে। নূনমিতি বিতর্কে ভবানন্তর্দ্ধাস্যতীতি তর্কয়ামি। কিঞ্চ শাপনিবর্ত্তকং প্রভাসস্নানমুপদিশসি, কিন্ত্বদ্দর্শনাদপি প্রভাসস্নানমধিকং ভবেৎ? বিপ্রশাপ এবাং মা ফলত্বিতি তব মনোগতে সত্যপি কিং শাপ প্রভবিতুং শক্নুয়াৎ? তস্মাত্তবাত্রান্তর্বিৎসৈব দৃশ্যতে, যৎ যতঃ সমর্থোঽপি ভবান্ বিপ্রশাপং ন প্রত্যহন্ ন প্রতিহতবান্।। ৪২।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— শ্রীউদ্ধব বলিতেছেন— দেবগণেরও দেব ব্রহ্মা আদি, তাহাদেরও ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মার প্রার্থিত দেবকার্য্য, তুমি সকল সম্পাদন করিয়াছ, তাহাই কেবল নহে, কিন্তু অচিন্ত্য বিচিত্র রসময়রূপগুণ চরিত্র প্রকাশ দ্বারা ভক্তজনকে আনন্দদানের জন্যও অবতীর্ণ হইয়াছ। যোগেশ! তাহাই বলিয়াছেন—নরলীলার উপযোগী নিজ যোগ মায়া বলে এইরূপ গ্রহণ করিয়া ভবিষ্যৎকালে জন্মগ্রহণকারী জনগণকে নিস্তারের জন্যও অবতীর্ণ হইয়াছে। অতএব এই তোমার সকল কার্য্যই নিষ্পন্ন হইয়াছে। এখন এইলোক ত্যাগ করিবে, ইহাই মনে হয়। আপনি অন্তর্দ্ধান করিবেন। আর শাপ নিবর্ত্তক প্রভাসস্নান উপদেশ করিতেছ। কিন্তু তোমার দর্শন হইতেও প্রভাসস্নান অধিক কিরূপে হয়? বিপ্রশাপ ইহাদিগের উপর ফলবান না হউক— এইরূপ তোমার মনোগত ভাব থাকিলে কি শাপ প্রভাব বিস্তার করিতে পারে? অতএব তোমার এখানে অন্তর্দ্ধানের ইচ্ছাই দেখা যাইতেছে।

যেহেতু সমর্থ হইয়াও আপনি বিপ্রশাপকে নিবারণ করিলেন না।। ৪২।।

বিবৃতি— অবতারী শ্রীকৃষ্ণ সকলপ্রকার আশ্রিতের প্রতি অনুগ্রহ ও নিগ্রহ করিতে সমর্থ। সুতরাং বিপ্র-প্রদত্ত শাপ দূর করিতে সমর্থ হইয়াও উহা নিরাকরণ না করিয়া অম্লানবদনে সেই শাপ-ছলনায় নিজবংশ ধ্বংস করিলেন। ইহাতে ভগবদভিপ্রায়েরই সূচনা হইয়াছে,—বিপ্রশাপ উপলক্ষণ মাত্র। তজ্জন্যই উদ্ধব ধরাধাম পরিত্যাগ করিবার সঙ্কল্প জানাইলেন।

অর্ব্বাচীনগণ মনে করেন যে, কৃষ্ণ—কর্ম্মফলবাধ্য জীব, সুতরাং তাঁহার স্বীয় বংশ রক্ষা করিবার সামর্থ্য নাই। কিন্তু কৃষ্ণ সেরূপ নহেন বলিয়া অজ্ঞলোককে বুঝাইবার জন্য উদ্ধবের এই উক্তি। বিপ্রগণ—কর্ম্মফল-বাধ্য জীব, সৎকর্ম্মফলে তাঁহাদের বিপ্রকুলে জন্ম হয় এবং বিপ্রোচিত বল লাভ করিয়া তাঁহাদের দ্বারা অভিশাপ দিয়া উহাকে অপ্রতিহত রাখিবার শক্তিও কৃষ্ণই প্রদান করেন। সুতরাং ঐরূপ শাপানুষ্ঠান উপলক্ষণ মাত্র।। ৪২।।

নাহং তবাঙ্ঘ্রিকমলং ক্ষণার্দ্ধমপি কেশব।
ত্যক্তুংসমুৎসহে নাথ স্বধাম নয় মামপি।। ৪৩।।

অন্বয়ঃ—(পরন্তু হে) কেশব! অহং ক্ষণার্দ্ধম্ অপি তব তবাঙ্ঘ্রিকমলং (ত্বৎপাদপদ্মং) ত্যক্তুং ন সমুৎসহে (নেচ্ছামি, হে) নাথ! (ততঃ) মাম্ অপি স্বধাম (বৈকুণ্ঠং) নয়।। ৪৩।।

অনুবাদ— পরন্তু হে কেশব! আমি ক্ষণার্দ্ধকালও আপনার পাদপদ্ম পরিত্যাগে ইচ্ছুক নহি; হে নাথ! অতএব আমাকেও নিজধামে লইয়া যাউন।। ৪৩।।

বিশ্বনাথ— নন্বীশ্বরোঽহং যথেচ্ছামি তথা করোমি, তেন তব কিমিতি চেত্তত্রাহ—নাহমিতি।। ৪৩।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— যদি বল, ঈশ্বর আমি, যাহা ইচ্ছা করি তাহাই করি। তাহাতে তোমার কি? তাহার উত্তরে বলি—তোমার চরণকমল একক্ষণের অর্দ্ধকালও আমি ছাড়িতে পারিব না। হে প্রভু! আমাকেও তোমার ধামে লইয়া চল।। ৪৩।।

তব বিক্রীড়িতং কৃষ্ণ নৃণাং পরমমঙ্গলম্।
কর্ণপীযূষমাসাদ্য ত্যজন্ত্যন্যস্পৃহাং জনাঃ।।৪৪।।

অন্বয়ঃ— (হে) কৃষ্ণ! জনাঃ নৃণাং পরমমঙ্গলং (পরমমঙ্গলকরং) কর্ণপীযূষং (শ্রবণসুখকরং) তব বিক্রীড়িতম্ (আচরিতম্) আসাদ্য (শ্রুত্বা) অন্যস্পৃহাং ত্যজন্তি (ধনপুত্রাদ্যাসক্তিং পরিহরন্তি)।। ৪৪।।

অনুবাদ—হে কৃষ্ণ! মানবগণ পরমমঙ্গলপ্রদ, শ্রুতি-সুখজনক ভবদীয় লীলাচরিতামৃত শ্রবণপূর্ব্বক ইহলোকে যাবতীয় বিষয়বাসনা পরিত্যাগ করিয়া থাকেন।। ৪৪।।

বিশ্বনাথ— অন্যস্পৃহাং পুত্রকলত্রাদিমোক্ষান্তস্পৃহাং ত্যজন্তি, ন তু বিক্রীড়িতং ত্যক্তুং শক্নুবন্তি। অহন্তু ত্বামপি ত্যক্তুং কথং শক্নুয়ামিতি ভাবঃ।। ৪৪।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— শ্রীউদ্ধব বলিতেছেন— হে কৃষ্ণ! জনগণ অন্যস্পৃহা অর্থাৎ পুত্র পরিবার আদি মোক্ষ পর্য্যন্ত সকল বাসনা ত্যাগ করিতে পারে, কিন্তু তোমার লীলা ত্যাগ করিতে পারে না। কিন্তু আমি তোমাকে কিরূপে ত্যাগ করিতে পারিব।। ৪৪।।

বিবৃতি— যাহারা ভগবানের নিত্য চমৎকারময়ী লীলাকথা শ্রবণ করিবার সৌভাগ্য লাভ করে না, তাহারাই ভগবদিতর অন্যবস্তুর স্পৃহা করে। কৃষ্ণকথা শ্রবণ করিলে জীবের ইতর কথা শুনিবার আর ইচ্ছা হয় না। কৃষ্ণকথা শুনিলেই জীবের নিত্যমঙ্গল উদিত হয়। তাহা না করিলে জীবের কৃষ্ণেতর ভোগপ্রবৃত্তি প্রবলা হয়।।৪৪

শয্যাসনাটনস্থান-স্নানক্রীড়াশনাদিষু।
কথং ত্বাং প্রিয়মাত্মানং বয়ং ভক্তাস্ত্যজেম হি।।৪৫।।

অন্বয়ঃ—(হে) নাথ! শয্যাসনাটনস্থানস্নানক্রীড়াশনাদিষু (একত্র শয়নাসনাদিষু কর্ম্মসু) প্রিয়ম্ আত্মানং ত্বাং ভক্তাঃ (নিত্যং সেবিতবন্তঃ) বয়ং হি কথং ত্যজেম।।৪৫

অনুবাদ— হে দেব। আমরা চিরকাল শয়ন, উপবেশন, ভ্রমণ, অবস্থান, স্নান, ক্রীড়া, ভোজন প্রভৃতি যাবতীয় কার্য্যে প্রিয় আত্মস্বরূপ আপনার সেবা করিয়াছি, সুতরাং সম্প্রতি আপনাকে কিরূপে পরিত্যাগ করিব? ।। ৪৫।।

বিশ্বনাথ— কিঞ্চ শয্যাদিষু ত্বাং ভক্তাঃ পাদসম্বাহনাদ্যৈর্নিত্যং সেবিতবন্তো বয়ং কথং ত্যজেম।। ৪৫।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— আর ভক্তগণ শয়ন আদিকালে তোমার চরণসেবা আদি নিত্য সেবা করিতেছে, আমরা কিরূপে ত্যাগ করিব।। ৪৫।।

ত্বয়োপভুক্তস্রগ্‌গন্ধ-বাসোঽলঙ্কারচর্চ্চিতাঃ।
উচ্ছিষ্টভোজিনো দাসাস্তব মায়াং জয়েম হি।। ৪৬।।

অন্বয়ঃ—(ত্যক্তুমশক্নুবন্ প্রার্থয়ে, ন মায়াভয়াদিত্যাহ)ত্বয়া উপভুক্তস্রগ্‌গন্ধবাসোঽলঙ্কার-চর্চ্চিতাঃ (ত্বয়োপভুক্তৈঃ স্রগাদিভিশ্চর্চ্চিতা অলঙ্কৃতাঃ) উচ্ছিষ্টভোজিনঃ (তব প্রসাদ সেবিনঃ) দাসাঃ (বয়ং) হি (নিশ্চিতং) তব মায়াং জয়েম (তথা বয়ং মায়াজয়ে শক্তা এবেত্যর্থঃ)।।৪৬

অনুবাদ— হে দেব! আমি আপনাকে ত্যাগ করিতে অসমর্থ হইয়াই আপনার সহিত গমন প্রার্থনা করিতেছি, পরন্তু মায়াভয়ে নহে! যেহেতু আপনার সেবক আমরা আপনার উপভুক্ত মাল্য, গন্ধ, বস্ত্র ও অলঙ্কারে বিভূষিত এবং উচ্ছিষ্টভোজী হইয়াই ভবদীয় মায়াকে জয় করিতে সমর্থ।। ৪৬।।

বিশ্বনাথ—ত্যক্তুমশক্নুবন্নেব প্রার্থয়ে ন তু মায়াভয়াদিত্যাহ,—ত্বয়েতি। মায়াং জয়েমেতি সা যদ্যস্মান্ প্রতি বিক্রাম্যন্তী আয়াতি তর্হ্যেতৈরেবাস্ত্রৈঃ প্রবলীভূয় তাং জয়েম ন তু জ্ঞানাদিভিরিত্যর্থঃ।। ৪৬।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— তোমাকে ত্যাগ করিতে পারি না বলিয়াই তোমার সঙ্গে যাইতে প্রার্থনা করিতেছি, কিন্তু মায়ার ভয়ে নহে। মায়াকে জয় করিব, সে যদি আমাদিগকে বিক্রম প্রকাশ করিয়া আসে, তাহা হইলে এইসকল অস্ত্রদ্বারা অর্থাৎ তোমার প্রসাদী মালা চন্দন বস্ত্র অলঙ্কার আদি দ্বারা দেহকে ভূষিত করিয়া প্রসাদভোজি তোমার দাস প্রবল হইয়া ঐ মায়াকে জয় করিব, কিন্তু জ্ঞান আদি দ্বারা নহে।। ৪৬।।

বিবৃতি— ভগবান্ বৈকুণ্ঠবস্তু। তাঁহাতে জৈবজ্ঞানে পরিমিতি-ধর্ম্ম কার্য্য করিতে অসমর্থ। যে-সকল লোভনীয় বস্তু জীবের ইন্দ্রিয়সকলকে আকর্ষণ করিয়া ভোক্তার অভিমান করায়, সেইসকল বস্তুর আকর্ষণ হইতে রক্ষা পাইতে হইলে কৃষ্ণসম্বন্ধজ্ঞান সর্ব্বতোভাবে আবশ্যক। কৃষ্ণ—সচ্চিদানন্দবিগ্রহ। কৃষ্ণমায়ার বিক্রম 'ত্রিগুণ' বলিয়া অভিহিত হয়। উহাই জীবের ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানের ভূমিকা।

কৃষ্ণসেবাবিমুখ জনগণ নিজভোগতৎপর হইয়া নিজ ইন্দ্রিয়জ-সুখলাভের জন্য শয়ন, আসন, ভ্রমণ, অবস্থান, ক্রীড়া ও ভোজনাদি ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করেন। কিন্তু তত্তৎক্রিয়া ভগবদ্বস্তুর সহিত সম্বন্ধযুক্ত করিয়া অনুষ্ঠান করিলে জীবের আর কোনপ্রকার নশ্বরতাজনিত অমঙ্গল ঘটে না। কৃষ্ণের ভুক্তাবশেষ মাল্য, গন্ধ, বস্ত্র ও অলঙ্কার-সেবার প্রতি জীবের যদি লৌল্য উপস্থিত হয়, তাহা হইলে স্বসুখতৎপর হইয়া ঐসকল বস্তুর ভোগবন্ধনে পতিত হইতে হয় না। তজ্জন্যই উদ্ধব প্রভু ভগবানকে জানাইতেছেন যে, জীব বিষয়ভোগের জন্য যে-সকল বিলাসিতাকে প্রয়োজন বলিয়া মনে করে, তোমার উচ্ছিষ্টভোজী দাস আমরা সেই সকল বিলাসিতার মধ্যে থাকিয়াও মায়ার দাসত্ব হইতে বিমুক্ত থাকিব।। ৪৬।।

বাতবসনা য ঋষয়ঃ শ্রমণা ঊর্দ্ধমন্থিনঃ।
ব্রহ্মাখ্যং ধাম তে যান্তি শান্তাঃ সন্ন্যাসিনোঽমলাঃ।। ৪৭

অন্বয়ঃ— (সন্ন্যাসিনো হি ব্রহ্মচর্য্যাদিক্লেশৈঃ কথঞ্চিৎ তরন্তি বয়স্তু অনায়াসেনৈব তরিষ্যাম ইত্যাহ) বাতবসনাঃ (দিগম্বরাঃ) শ্রমণাঃ (তদ্ভজনাদৌ কৃতশ্রমাঃ) ঊর্দ্ধমন্থিনঃ (ঊর্দ্ধরেতসঃ) শান্তাঃ (কামাদিরহিতাঃ) অমলাঃ

(নির্ধূতপাপাঃ) যে ঋষয়ঃ (সন্ন্যাসিনঃ) তে ব্রহ্মাখ্যং ধাম (ভবদঙ্গকান্তিস্বরূপং ব্রহ্মবস্তু) যান্তি (প্রাপ্নুবন্তি)।। ৪৭।।

অনুবাদ— হে প্রভো! দিগম্বর, উর্দ্ধরেতাঃ, শ্রমণ, শান্ত, নির্ম্মলচিত্ত, ঋষি, সন্ন্যাসিগণ ব্রহ্মচর্য্যাদি মহা-কৃচ্ছ্র সাধন দ্বারা ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।। ৪৭।।

বিশ্বনাথ—বাতবসনাদ্যাস্তৈস্তৈর্জ্ঞানবৈরাগ্যাদিভিঃ সাধনৈর্ব্রহ্মাখ্যং তব ধাম "তৎপরং পরমং ব্রহ্ম সর্ব্বং বিভজতে জগৎ। মমৈব তৎ ঘনং তেজো জ্ঞাতুমর্হসি ভারত" ইত্যর্জ্জুনং প্রতি ত্বদুক্তেস্তবৈব তেজো বিশেষং তে যান্তি। সত্যং তে যান্তু বয়ন্তু ন তৎ যিযাসামঃ, কিন্তু তন্মুখ-চন্দ্রমধুরস্মিতসুধাপানমত্তা এব তিষ্ঠাসাম্ ইতি ভাবঃ।।৪৭

টীকার বঙ্গানুবাদ— ঋষিগণ দিগম্বর হইয়া জ্ঞান বৈরাগ্যাদি সাধন দ্বারা তাহারা ব্রহ্মনামক তোমার ধামে গমন করে। তোমার ধাম ব্রহ্ম কিরূপে হয়, ইহা তুমি অর্জ্জুনের প্রতি বলিয়াছ—'সেই পরমব্রহ্ম যাহা দ্বারা এই সকল জগৎ বিভক্ত হইয়াছে, হে অর্জ্জুন! তাহা আমারই ঘনতেজ জানিতে পার। ঐ ঋষিগণ তোমার উক্তিহেতু তোমারই তেজ বিশেষকে প্রাপ্ত হয়, সত্যই তাহারা যাউক। আমরা কিন্তু সেখানে যাইব না, তোমার মুখ চন্দ্র মধুর মৃদু হাসিরূপ সুধাপানে মত্ত হইয়াই তোমার সঙ্গে থাকিব।। ৪৭।।

বিবৃতি— যাঁহারা বায়ুকেই বসনজ্ঞানে ইতর পরি-চ্ছদ পরিধান করেন না, নানাপ্রকার তপস্যায় নিরত থাকিয়া জড়ভোগ হইতে আপনাকে পৃথক্ রাখেন, তাঁহা-রাই মায়িক কুণ্ঠরাজ্য অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মধামে গমন করিতে সমর্থ হন। অশান্ত ব্যক্তিগণ জড়বস্তুসমূহের সাহায্যে আপনাদিগকে ভোক্তৃ-অভিমান করিয়া জড়বিষয়-ভোগে প্রমত্ত হন। সুতরাং তাঁহারা পুনঃপুন জন্ম পরিগ্রহ করিয়া ব্রজধামের সন্ধান পান না। নশ্বর ভোগপর কথায় যাঁহারা ব্যস্ত থাকেন, তাঁহাদের ক্রমশই অমঙ্গল ঘটে। কর্ম্মপথ হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য ভগবানের শোক-মোহভয়াপহ কথাই অমঙ্গলসমুদ্র হইতে উত্তীর্ণ হইবার একমাত্র উপায়।। ৪৭।।

বয়ন্ত্বিহ মহাযোগিন্ ভ্রমন্তঃ কর্ম্মবর্ত্মসু।
ত্বদ্বার্ত্তয়া তরিষ্যামস্তাবকৈর্দুস্তরং তমঃ।। ৪৮।।
স্মরন্তঃ কীর্ত্তয়ন্তস্তে কৃতানি গদিতানি চ।
গত্যুৎস্মিতেক্ষণক্ষ্বেলি যন্নৃলোকবিড়ম্বনম্।।৪৯।।

অন্বয়ঃ— (হে) মহাযোগিন্! বয়ং তু ইহ কর্ম্মবর্ত্মসু (সংসারেষু) ভ্রমন্তঃ (অপি) তাবকৈঃ (ত্বদ্‌ভক্তৈঃ সহ) ত্বদ্‌বার্ত্তয়া (ত্বৎকথাকীর্ত্তনেন তথা) তে (তব) নৃলোকবিড়-ম্বনং (মনুষ্যচেষ্টানুকরণং) যৎ গত্যুৎস্মিতেক্ষণক্ষ্বেলি (গতিশ্চ উৎস্মিতঞ্চ ঈক্ষণঞ্চ ক্ষ্বেলী পরিহাসশ্চ তথা) কৃতানি (কর্ম্মাণি) গদিতানি (উপদিষ্টানি) চ স্মরন্তঃ (তথা) কীর্ত্তয়ন্তঃ (চ) দুস্তরং তমঃ (সংসারদুঃখং) তরিষ্যামঃ (অতিক্রমিষামঃ)।। ৪৮-৪৯।।

অনুবাদ— হে মহাযোগিন্! আমরা কিন্তু এই সংসারে ভ্রমণ করিয়াও আপনার ভক্তগণের সহিত আপনার কথাসমূহের কীর্ত্তন এবং মনুষ্যলীলারূপ ভবদীয় গমন, হাস্য, দৃষ্টিপাত, পরিহাস, কর্ম্ম এবং উপদেশ-সমূহের স্মরণ ও কীর্ত্তন করিয়া দুস্তর সংসার-দুঃখ অতি-ক্রম করিব।। ৪৮-৪৯।।

বিশ্বনাথ— কিঞ্চ ত্বদেকান্তিনো মহাভক্তা মায়া-তরণং ভক্তেঃ ফলত্বেন নৈবানুসন্দধতে বয়ন্তু ন তাদৃশা ইতি তাদৃশীং প্রৌঢ়িং কথং কুর্ম্ম ইতি দৈন্যেনৈবাত্মনি মায়া-তিতীর্ষামারোপ্যাহ,—বয়ন্ত্বিতি। তুর্ভিন্নোপক্রমে বয়ন্তু দাসা অপি সখ্যরসালম্বিনস্ত্বদাজ্ঞয়াপি জ্ঞানাভ্যাসমচিকী-র্ষব এবেতি ভাবঃ। হে মহাযোগিন্নিতি তব যোগমায়াং মায়াঞ্চ নৈব বিবিদিষাম ইতি ভাবঃ। তাবকৈস্ত্বদ্ভক্তজনৈঃ সহেতি তে খল্বস্মত্তুল্যস্বভাবা এবেতি তৈরেবাস্মাকং সাহিত্যমুপপদ্যতে ন বাতবসনাদ্যৈরিতি ভাবঃ। তত্তরণে বঃ কঃ প্রকারঃ ইত্যত আহ—স্মরন্ত ইতি। ত্বদীয়চরিত্র-স্মরণকীর্ত্তনাদিসুদর্শনাস্ত্রতেজসৈবাস্মাকং তত্তমস্তরণং সুগমমেবেতি ভাবঃ। ক্ষ্বেলিঃ প্রেয়স্যা সহ সৌরত-পরি-হাসঃ।। ৪৮-৪৯।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— আর তোমার একনিষ্ঠ মহা-ভক্তগণ মায়া উত্তরণকে ভক্তির ফলরূপে অনুসন্ধান

করেন না। আমরা কিন্তু সেইরূপ নহি, সেইরূপ গৌরব কিরূপে করিব? দৈন্যদ্বারাই মায়াকে তরিয়া যাইব ইহাই বলিতেছে—আমরা কিন্তু দাস হইয়াও সখ্যরস অবলম্বী তোমার আজ্ঞাতেও জ্ঞান অভ্যাস ইচ্ছা করি না। হে মহাযোগী! তোমার যোগমায়া ও মায়াকে জানিতে ইচ্ছা করি না। তোমার ভক্তগণের সঙ্গে যাহারা আমার তুল্য স্বভাব বিশিষ্টই তাহাদের সঙ্গেই আমাদের মিলন যুক্তি-যুক্ত। ঋষি ব্রহ্মচারীদের সঙ্গে নহে। আমার মায়া তরণে তোমাদের কি প্রকার ভাব? তাহার উত্তরে বলি—তোমার চরিত্র স্মরণ কীর্ত্তন আদি সুদর্শন অস্ত্রতেজ দ্বারাই আমাদের সেই মায়ারূপ অন্ধকার তরিবার সহজ উপায়। ক্ষ্বেলি অর্থাৎ প্রেয়সীগণের সহিত মধুর পরিহাস।।৪৮-৪৯

বিবৃতি— বদ্ধজীবগণের গতি, হাস্য, ক্রিয়া ও বাক্যাদিদ্বারা তাহাদের সংসারবন্ধন ঘটে। কিন্তু ভগবানের ঐসকল লীলার কথা স্মরণ ও কীর্ত্তন করিলেই বদ্ধজীবের সংসারবন্ধন হইতে মুক্তিলাভ ঘটে।।৪৮-৪৯

শ্রীশুক উবাচ—

এবং বিজ্ঞাপিতো রাজন্ ভগবান্ দেবকীসুত।
একান্তিনং প্রিয়ং ভৃত্যমুদ্ধবং সমভাষত।। ৫০।।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামেকাদশস্কন্ধে ভগবদুদ্ধসংবাদে ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

অন্বয়ঃ— শ্রীশুকঃ উবাচ (হে) রাজন্! (পরীক্ষিৎ!) ভগবান্ দেবকীসুতঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) এবং বিজ্ঞাপিতঃ (উদ্ধবেন কথিত সন্) একান্তিনম্ (অনন্যদৈবতং) প্রিয়ং ভৃত্যম্ উদ্ধবং সমভাষত (বক্তুমারেভে)।। ৫০।।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে ষষ্ঠোঽধ্যায়স্যান্বয়ঃ।

অনুবাদ— শ্রীশুকদেব বলিলেন,— হে রাজন্! ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এইরূপ বিজ্ঞাপিত হইয়া অনন্যচিত্ত প্রিয়ভৃত্য উদ্ধবকে সম্বোধনপূর্ব্বক এইরূপ বলিতে লাগিলেন।।৫০

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে ষষ্ঠ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

বিশ্বনাথ— একান্তিনমিত্যাদিকং স্বাভিপ্রায়াবঞ্চনে হেতুঃ।। ৫০।।

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।
একাদশে ষষ্ঠোঽয়ং সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্।।

ইতি শ্রীল বিশ্বনাথচক্রবর্ত্তিঠক্কুরকৃতা শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশ স্কন্ধে ষষ্ঠোঽধ্যায়স্য সারার্থদর্শিনী টীকা সমাপ্তা।

টীকার বঙ্গানুবাদ— শ্রীশুকদেব বলিতেছেন— হে মহারাজ পরীক্ষিত! ভগবান শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধব কর্ত্তৃক এই-রূপে বিজ্ঞাপিত হইয়া অনন্যচিত্ত প্রিয়ভৃত্য উদ্ধবকে নিজ অভিপ্রায় গোপন করিতে পারিলেন না।। ৫০।।

ইতি ভক্তচিত্তের আনন্দদায়িনী সারার্থদর্শিনীতে একাদশ স্কন্ধে এই ষষ্ঠ অধ্যায় সাধুগণের সঙ্গে সমাপ্ত হইলেন।

ইতি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর কৃতা শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশ স্কন্ধে ষষ্ঠ অধ্যায়ের সারার্থদর্শিনী টীকার অনুবাদ সমাপ্ত হইলেন।

মধ্ব—

ইতি শ্রীমদানন্দতীর্থভগবৎপাদাচার্য্যবিরচিতে শ্রীমদ্ভাগবতৈকাদশস্কন্ধতাৎপর্য্যে ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

তথ্য—

ইতি শ্রীমদ্ভাগবত একাদশ স্কন্ধে ষষ্ঠ অধ্যায়ের তথ্য সমাপ্ত।

বিবৃতি—

ইতি শ্রীমদ্ভাগবত একাদশ স্কন্ধে ষষ্ঠ অধ্যায়ের বিবৃতি সমাপ্ত।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবত একাদশ স্কন্ধে ষষ্ঠ অধ্যায়ের গৌড়ীয়-ভাষ্য সমাপ্ত।

❋❋❋❋❋

সপ্তমোঽধ্যায়ঃ

শ্রীভগবানুবাচ—

যদাত্থ মাং মহাভাগ তচ্চিকীর্ষিতমেব মে।
ব্রহ্মা ভবো লোকপালাঃ স্বর্বাসং মেঽভিকাঙ্ক্ষিণঃ।।১

গৌড়ীয় ভাষ্য

সপ্তম অধ্যায়ের কথাসার

উদ্ধবের কৃষ্ণধামগমনের প্রার্থনা শ্রবণে শ্রীভগবানের উদ্ধবকে সন্ন্যাসোপদেশ, উদ্ধবের সবিস্তার উপদেশ জিজ্ঞাসায় শ্রীভগবানের উদ্ধবকে পুনঃ উপদেশমুখে অবধূতের অষ্টগুরুর বিষয় বর্ণিত হইয়াছে।

উদ্ধবের প্রার্থনাশ্রবণে শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় স্বীয় স্বধামগমনেচ্ছা, স্বীয় অবতরণের উদ্দেশ্যসিদ্ধি এবং তাঁহার লীলাসম্বরণে জগতে কলির দৌরাত্ম্যের কথা জানাইয়া উদ্ধবের সন্ন্যাসগ্রহণপূর্ব্বক এবং তাঁহাকে (কৃষ্ণে) মনোনিবেশপূর্ব্বক জ্ঞানবিজ্ঞানসম্পন্ন হইয়া নির্লিপ্তভাবে সর্ব্বভূতসুহৃদ্রূপে মায়ামনোময় নশ্বর জগতে বিচরণ করিতে উপদেশ করিলেন। উদ্ধব বলিলেন— যে অনাসক্তিরূপ ত্যাগ নিঃশ্রেয়সের হেতু হইল সর্ব্বতোভাবে ভগবদ্ভক্ত ভিন্ন অপর বিষয়াসক্ত জীবের পক্ষে তাহা অতীব দুষ্কর। তাঁহার ন্যায় দেহাত্মবুদ্ধি মূঢ়লোক যাহাতে ভগবদাদেশ কার্য্যে পরিণত করিতে পারেন, তদ্রূপ উপদেশের প্রয়োজন। অতএব ব্রহ্মাদি-দেবগণেরও বহির্ম্মুখতা-নিবন্ধন, তিনি একমাত্র সত্যোপদেষ্টা, সর্ব্বদোষবর্জ্জিত, সর্ব্বজ্ঞ, বৈকুণ্ঠা-ধীশ, জীবৈকবন্ধু নারায়ণেরই শরণাপন্ন। তচ্ছ্রবণে ভগ-বান্ বলিলেন, জীবের আত্মাই জীবের গুরু জীব মানুষ-দেহে অন্বয়-ব্যতিরেক-বিচার দ্বারা ভগবদনুসন্ধান পূর্ব্বক তাহা লাভ করিতে পারে। এই নিমিত্ত মানুষদেহই ভগবানের সমধিক প্রিয়। এই স্থলে ভগবান্ এক প্রাচীন অবধূত-যদু-সংবাদ বর্ণন করিলেন। যযাতিনন্দন যদু কোন এক অবধূতকে বালকবৎ, কখনও বা জড়োন্মত্তপিশাচবৎ অথচ পরমানন্দে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে দেখিয়া তাদৃশ বিচরণের এবং আনন্দের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে অবধূত উত্তর করিলেন যে, তিনি পৃথিবী, বায়ু, আকাশ, জল, অগ্নি প্রভৃতি চতুর্ব্বিংশতি গুরুর আশ্রয়ে বিবিধ বিষয় শিক্ষা লাভ করিয়া এইরূপ মুক্তভাবে পৃথিবী পর্য্যটন করিতেছেন। তিনি (১) পৃথিবীর নিকট ধীরতা শিক্ষা করিয়াছেন। এবং পর্ব্বতরূপ ও বৃক্ষরূপ পৃথিবীর নিকট যথাক্রমে নিত্যপরোপকার চেষ্টা ও পরার্থপরতা শিক্ষা করিয়াছেন। (২) প্রাণরূপী বায়ুর নিকট জীবনরক্ষামাত্রে সন্তোষ এবং বাহ্যবায়ুর নিকট দেহে ও বিষয়ে নির্লিপ্ততা; (৩) আকাশের নিকট সর্ব্বপদার্থগত সর্ব্বব্যাপী আত্মার অপরিচ্ছিন্নত্ব ও অস্পৃশ্যত্ব; (৪) জলের নিকট স্বাভাবিক নির্ম্মলত্ব ও পাবনত্ব; (৫) অগ্নির নিকট সর্ব্ববস্তুভক্ষণ ও অমলগ্রাহিতা, দাতার সর্ব্বাশুভবিনাশিতা, সর্ব্বদেহপ্রবিষ্ট আত্মার প্রকাশকতা এবং প্রাণিদেহের উৎপত্তিবিনাশের অলক্ষ্যতা; (৬) চন্দ্রের নিকট অনাত্ম দেহের হ্রাস-বৃদ্ধি; (৭) সূর্য্যের নিকট বিষয়স্পর্শসত্ত্বেও অভিনিবেশশূন্যতা এবং আত্মার স্বরূপে অভেদ ও ঔপাধিক ভেদপ্রতীতি; (৮) কপোতের নিকট স্নেহাধিক্যের এবং অধিক আসক্তির অনৌচিত্য শিক্ষা করিয়াছেন। যিনি সাক্ষাৎ মুক্তিদ্বার স্বরূপ মনুষ্যদেহ প্রাপ্ত হইয়াও কপোতের ন্যায় গৃহধর্ম্মে আসক্ত হন, তিনি আরূঢ়চ্যুত অর্থাৎ উর্দ্ধে আরোহণ করিয়াও পতিত।

অন্বয়ঃ— শ্রীভগবান উবাচ—(হে) মহাভাগ! (ত্বং) মাং যৎ (সংহৃত্যৈতৎকুলমিত্যাদি) আত্থ (উক্তবান্) তৎ মে (মম) চিকীর্ষিতং (কর্ত্তুমিষ্টম্) এব (ভবতি। যতঃ) ব্রহ্মা ভবঃ (শিবঃ) লোকপালাঃ (চ সর্ব্বে) মে (মম) স্বর্বাসং (বৈকুণ্ঠবাসম্) অভিকাঙ্ক্ষিণঃ (কাময়মানা বর্ত্তন্তে)।। ১।।

অনুবাদ— শ্রীভগবান্ বলিলেন,— হে মহাভাগ উদ্ধব! তুমি যদুকুল সংহার এবং বৈকুণ্ঠলোকগমনবিষয়ে আমার যে অভিলাষের কথা প্রকাশ করিয়াছ, তাহা বস্তুতই আমার অভিপ্রেত; যেহেতু ব্রহ্মা, শিব ও অন্যান্য লোক-

পালগণ সম্প্রতি আমার বৈকুণ্ঠবাস প্রার্থনা করিতেছেন।।১

বিশ্বনাথ— স্বর্বাসং বৈকুণ্ঠবাসং প্রতি।। ১।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— স্বর্বাস অর্থাৎ বৈকুণ্ঠবাস।। ১

তথ্য— স্বর্বাস,— দেবগণ স্বর্গে বাস করেন। ভগবান বিষ্ণুও দেব-পর্য্যায়ে গণিত। ভগবানের স্বর্বাস— বৈকুণ্ঠ। ভগবন্মায়া-রচিত স্বর্বাসগুলি মায়াধীশের ধাম হইতে ভিন্ন। ভগবান্ বিষ্ণু সর্ব্বেশ্বরেশ্বর। তাঁহা হইতেই সকল দেবতা উদ্ভুত হইয়াছেন। উদ্ভুত দেবগণ মায়াধীন। ভগবান্ বিষ্ণু মায়াধীশ। আকর ও মূলবস্তু যেরূপ বিভিন্ন আধারে প্রতিফলিত হইয়া সংখ্যা-গত পার্থক্য স্থাপন করে, বাস্তব বস্তু অদ্বিতীয় বিষ্ণুও তদ্রূপ ইতর দেবশ্রেণীর এক পর্য্যায়ে গণিত হইয়া সকল অধিষ্ঠানের মূল পুরুষোত্তমস্বরূপে বিরাজমান। সর্ব্বশক্তিমত্তার অংশবিশেষ শক্তিবিশেষের ধারণকারী।। ১।।

ময়া নিষ্পাদিতং হ্যত্র দেবকার্য্যমশেষতঃ।
যদর্থবতীর্ণোঽহমংশেন ব্রহ্মণার্থিতঃ।। ২।।

অন্বয়ঃ— অহং ব্রহ্মণা অর্থিতঃ (প্রার্থিতঃ সন্) যদর্থম অংশেন (রামেণ সহ) অবতীর্ণঃ (তৎ ভূভারহরণরূপং) দেবকার্য্যম্ অত্র ময়া অশেষতঃ নিষ্পাদিতং হি (সর্ব্বথা সম্পাদিতম্)।। ২।।

অনুবাদ— বিশেষতঃ আমি ব্রহ্মার প্রার্থনানুসারে যে কার্য্য সম্পাদনের জন্য অংশরূপী শ্রীবলদেবের সহিত ভূতলে অবতীর্ণ হইয়াছিলাম, সেই ভূভারহরণরূপ দেবকার্য্য সর্ব্বতোভাবে সম্পাদিত হইয়াছে।। ২।।

বিশ্বনাথ— অংশেন বলদেবেন সহ।। ২।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— অংশের সহিত অর্থাৎ বলদেবের সহিত।। ২।।

তথ্য— 'অংশেন'-শব্দে শক্তিদ্বারা খণ্ডিত হইয়া প্রাকৃতরাজ্যের অনুপাদেয়তা সৃষ্টিকারী। শক্তি-বৈচিত্র্যবর্ণনে সশক্তিক বস্তুর অভিধানের জন্য অংশেন-পদে অপরিত্যক্ত অংশসমূহ জানিতে হইবে।। ২।।

কুলং বৈ শাপনির্দগ্ধং নঙ্ক্ষ্যত্যন্যোন্যবিগ্রহাৎ।
সমুদ্রঃ সপ্তমেঽহ্ন্যেতাং পুরীঞ্চ প্লাবয়িষ্যতি।।৩।।

অন্বয়ঃ— শাপনির্দগ্ধং (বিপ্রশাপেন নষ্টপ্রায়ং) কুলম্ অন্যোন্যবিগ্রহাৎ (পরস্পরবিবাদাৎ) নঙ্ক্ষ্যতি বৈ (বিনাশ্যত্যেব কিঞ্চ) সমুদ্রঃ সপ্তমে (দিবসে) এতাং পুরীং (দ্বারকাং) চ প্লাবয়িষ্যতি হি।। ৩।।

অনুবাদ— সম্প্রতি ব্রহ্মশাপদগ্ধ এই যদুকুল পরস্পর বিবাদহেতু বিনষ্ট হইবে এবং অদ্য হইতে সপ্তম দিবসে সমুদ্র এই পুরীকে প্লাবিত করিবে।। ৩।।

যর্হ্যেবায়ং ময়া ত্যক্তো লোকোঽয়ং নষ্টমঙ্গলঃ।
ভবিষ্যত্যচিরাৎ সাধো কলিনাপি নিরাকৃতঃ।।৪।।

অন্বয়ঃ— (হে) সাধো! অয়ং লোকঃ যর্হি (যদা) এব ময়া ত্যক্তঃ ভবিষ্যতি (ময়াহীনঃ ভবিষ্যতি তদৈব) কলিনা অপি নিরাকৃতঃ (অভিভূতঃ সন্) অচিরাৎ নষ্টমঙ্গলঃ (হতপুণ্যো ভবিষ্যতি)।। ৪।।

অনুবাদ— হে সাধো! আমি যখনই এই ক্ষিতিতল পরিত্যাগ করিব তখনই ইহা কলির আক্রমণে অচিরে পুণ্যহীন হইবে।। ৪।।

বিবৃতি— সাক্ষাৎ কৃষ্ণবস্তুর উদয়ে জগতে সমগ্র মঙ্গল প্রকাশিত হইয়াছিল। যেস্থলে ভগবদধিষ্ঠানের প্রতীতি নাই, সেস্থলে তর্কপথের আদর, সেস্থলেই আম্নায় শ্রৌতপথ আক্রান্ত। চিদ্বিচিত্রবিলাসময় শ্রীকৃষ্ণ অখিলরসামৃতসিন্ধু বলিয়া অবিনশ্বর রসের একমাত্র আধার। যে স্থলে কৃষ্ণসম্বন্ধ নাই, সেস্থলে মনোধর্ম্মের সঙ্কল্পবিকল্প আসিয়া কলিধর্ম্মরূপ বিবাদ উপস্থিত করায়। ভগবদধিষ্ঠান পরিলক্ষিত না হইলেই ভগবদ্‌বঞ্চিত মায়িক বিচিত্রতা মনোধর্ম্মজীবীকে সঙ্কল্পবিকল্পে ধাবিত করাইয়া তর্কাহত করে।। ৪।।

ন বস্তব্যং ত্বয়ৈবেহ ময়া ত্যক্তে মহীতলে।
জনোঽভদ্ররুচির্ভদ্র ভবিষ্যতি কলৌ যুগে।।৫।।

অন্বয়ঃ— (হে) ভদ্র! ময়া ত্যক্তে ইহ মহীতলে ত্বয়া ন এব বস্তব্যং (ন স্থাতব্যং, যতঃ) কলৌ যুগে জনঃ অধর্ম্মরুচি (অধর্ম্মে রুচির্যস্য তথাভূতঃ) ভবিষ্যতি।।৫।।

অনুবাদ— হে ভদ্র! আমি এই ভূতল পরিত্যাগ করিলে পর এস্থানে তোমার অবস্থান উচিত নহে, যেহেতু মানবগণ কলিযুগে অধর্ম্মে রুচিবিশিষ্ট হইবে।।৫।।

বিবৃতি—ভগবৎপ্রাকট্যের অনুভূতি-বর্জ্জিত বিবাদ-ময় কলিযুগের মানবগণ অভদ্ররুচিবিশিষ্ট হন, সুতরাং ভগবদ্ভক্ত ভদ্রমহোদয়গণ ভগবদনুভূতি-বর্জ্জিত কৃষ্ণ-সম্বন্ধরহিত ধরায় বাস করেন না। ভগবদ্ভক্তের লক্ষণে "প্রীতিস্তদ্-বসতিস্থলে" দেখিতে পাওয়া যায়। তজ্জন্য কৃষ্ণ উদ্ধবকে কৃষ্ণসম্বন্ধরহিত সংসারে বাস করিয়া অভদ্ররুচিবিশিষ্ট হইতে নিষেধ করিতেছেন।।৫।।

ত্বন্তু সর্ব্বং পরিত্যজ্য স্নেহং স্বজনবন্ধুষু।
ময্যাবেশ্য মনঃ সম্যক্ সমদৃগ্বিচরস্ব গাম্।।৬।।

অন্বয়ঃ— ত্বং তু স্বজনবন্ধুষু (স্বীয়বান্ধবাদিষু) সর্ব্বং স্নেহং পরিত্যজ্য মনঃ (চিত্তং) ময়ি (পরমেশ্বরে) সম্যক্ আবেশ্য (নিধায়) সমদৃক্ (সর্ব্বত্র সমদৃষ্টিঃ সন্) গাং (পৃথিবীং) বিচরস্ব (পরিভ্রম)।।৬।।

অনুবাদ— অনন্তর তুমি নিজ আত্মীয়বান্ধবগণের যাবতীয় স্নেহ পরিত্যাগপূর্ব্বক সম্যগ্ভাবে আমার প্রতি চিত্ত সমর্পণ করিয়া সর্ব্বত্র সমদৃষ্টি সম্পন্ন হইয়া পৃথিবীতে বিচরণ করিও।।৬।।

বিশ্বনাথ—অত্রান্তরে মনসি ভগবান্ কিঞ্চিৎ পরাম-মর্শ। রুক্মিণ্যাদিবিবাহবাণাদ্যসুরবধপ্রসঙ্গস্তত্র তত্র বন্ধু-মিলনপ্রসঙ্গতশ্চেন্দ্রপ্রস্থমিথিলাদিষু চ যাতায়াতৈর্মাং দিদৃ-ক্ষুণাং ভূতলস্থভক্তানাং মনোরথো ময়া প্রায়ঃ সম্পাদিত এব। পৃথিব্যা অধঃস্থিতানাং বলি-রবিনন্দনাদীনামপি ষড়-গর্ভানয়নগুরুপুত্রানয়নপ্রসঙ্গেন উর্দ্ধস্থানামদিতিকশ্যপাদীনা-মপি পারিজাতাদ্যাহরণপ্রসঙ্গেন মহাবৈকুণ্ঠস্থা নামাদি-পুরুষভূমাদীনামপি বিপ্রবালকানয়নপ্রসঙ্গেন বাঞ্ছিতং মদ্দ-র্শনং নিষ্পাদিতমেব, কিন্তু বদরিকাশ্রমবাসিনাং নরনারা-য়ণাদিপরমহংসমহামুনীন্দ্রাণামেব সন্দর্শনৌৎসুক্যং ন সফলী-ভূতং বভূব। সম্প্রতি তু সপাদশতবর্ষপর্য্যন্তমৎপ্রাকট্য-মর্য্যাদা চ বৃত্তেত্যতস্তত্র প্রস্থাপয়িতুময়মুদ্ধব এব নিরূপয়ি-তব্যঃ। অয়ং হি মত্তুল্যত্বান্মৎপ্রতিমূর্ত্তিরেব। তেভ্য উপায়-নত্বেন দেয়ং মদীয়ভগশব্দবাচ্যয়োর্জ্ঞানবৈরাগ্যয়োরেক-মেকং কণং মদ্ভক্তিযোগং চ মহানর্ঘ্যং রত্নমিবাদায় যাস্যং-স্তেষাং মনোঽভীষ্টং স্পষ্টমেব পূরয়িষ্যতি। যদ্যপ্যস্য মৎ-প্রেমপরিপূর্ণস্য তদুত্থে জ্ঞানবৈরাগ্যে বর্ত্তেতে এবং সম্প্রতি ময়োপদেষ্টব্যয়োঃ পৃথক্জ্ঞানবৈরাগ্যয়োর্নাস্ত্যেবাস্য জিঘৃক্ষা, তদপি মদিচ্ছায়াং সত্যাং তত্রাপ্যস্য জিঘৃক্ষা খল্বধুনৈবোৎপৎস্যতে, তথৈব যদ্যপ্যস্য মদ্বিচ্যুতৌ সদ্য এব প্রাণহানিস্তদপি মদিচ্ছাশক্তিরেব বলবতী প্রাণানস্য পালয়িত্বা তাবদ্দূরমপ্যেনং যাপয়িষ্যতি, প্রাপঞ্চিক লোকালক্ষিতং মদন্তিকেঽপি স্থাপয়িষ্যতীতি পরামৃশ্য চ শ্রীমদুদ্ধবচেতসি জ্ঞানবৈরাগ্যয়োর্ভক্তিযোগস্য চ জিঘৃক্ষাং সঞ্চার্য্যাহ,—ত্বন্ত্বিতি। স্বজনবন্ধুষু যাদবাদিষু স্নেহং পরি-ত্যজ্যেতি তেষু তৎস্নেহো দ্বিবিধঃ। মৎপরিচয়াৎ প্রথমত এব স্বদেহসম্বন্ধেনৈকঃ, মৎসম্বন্ধোত্থো দ্বিতীয়ঃ। তৎ পূর্ব্ব এব ত্বয়া ত্যক্তুং শক্যঃ, স এব ময়া ত্যাগে বিধীয়তে ন তৃত্তরঃ, ত্বদশক্যত্বাদবিগীতত্বাচ্চেতি ভগবদাশয় উদ্ধবেন জ্ঞায়ত এব।। ৪-৬।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— ইহার মধ্যে ভগবান মনে কিছু পরামর্শ করিলেন রুক্মিণী আদি বিবাহ, বাণ আদি অসুর বধ, সেই সেই প্রসঙ্গে সেই সেই স্থলে বন্ধুমিলন, প্রসঙ্গ-ক্রমে ইন্দ্রপ্রস্থ ও মিথিলা আদিতে যাতায়াতদ্বারা, আমাকে দর্শন ইচ্ছু ভূতলবাসি ভক্তগণের মনোবাঞ্ছা প্রায় আমি সম্পাদন করিয়াছিই। পৃথিবীর নিম্নভাগস্থিত বলি মহারাজ যমরাজ আদির ও দেবকীর ছয়গর্ভ আনয়ন। গুরুপুত্র আনয়ন প্রসঙ্গে, উর্দ্ধস্থানে অদিতি কশ্যপাদিরও পারিজাত হরণ আদি প্রসঙ্গে, মহাবৈকুণ্ঠস্থিত আদিপুরুষ, ভূমা পুরুষ আদির ও বিপ্রবালক আনয়ন প্রসঙ্গে তাহাদের বাঞ্ছিত আমার দর্শন সম্পন্ন হইয়াছেই। কিন্তু বদরিকাশ্রমবাসি-

গণের নরনারায়ণ আদি পরমহংস মহামুনীন্দ্রগণের ও আমার দর্শন উৎকণ্ঠা সফল হয় নাই। এ পর্য্যন্ত একশত পঁচিশবর্ষ আমার প্রকটলীলার শেষ সীমাও প্রায় সম্পন্ন হইতেছে। এই কারণে বদরিকাশ্রমে শ্রীমান্ উদ্ধবকেই পাঠাইবার মন্তব্য করি। উদ্ধবই আমার তুল্য হেতু আমার প্রতিমূর্ত্তিস্বরূপই বদরিকাশ্রম বাসিগণের নিকট উপায়নরূপে দেয় আমার ভগ শব্দ বাচ্য জ্ঞানবৈরাগ্যের এককণ, আমার ভক্তিযোগও মহামূল্য রত্নের ন্যায় উদ্ধব লইয়া সেখানে যাইবে। তাহাদের মনোঽভীষ্ট স্পষ্টরূপেই পূরণ করিবে। যদিও উদ্ধবের নিকট আমার প্রেমপরিপূর্ণ তাহা হইতে উত্থিত জ্ঞানবৈরাগ্য আছে এবং সম্প্রতি আমার উপদেশের বিষয় পৃথক জ্ঞান বৈরাগ্যের জানিবার ইচ্ছা নাই; তাহাও আমার ইচ্ছা হইলে তাহাতেও ইহার ইচ্ছা হইবে। এখনই ইচ্ছা উৎপন্ন হইবে। সেইরূপ যদিও এই উদ্ধবের আমার বিচ্ছেদ হইলে সদ্যই প্রাণহানি হইতে পারে, তাহাও আমার ইচ্ছা শক্তিই বলবতী ইহার প্রাণরক্ষা করিয়া ঐ দূরদেশেও ইহাকে পাঠাইবে। এই জাগতিক লোক চক্ষুতে আমার নিকটেও রক্ষা করিবে। এইরূপ পরামর্শ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমান্ উদ্ধবের চিত্তে জ্ঞান বৈরাগ্য ও ভক্তিযোগ জানিবার ইচ্ছা জাগাইয়া বলিতেছেন। তুমি যাদব আদি স্বজন বন্ধুর প্রতি স্নেহত্যাগ করিয়া, তাহাদের প্রতি ঐ স্নেহ দ্বিবিধ, আমার পরিচয় হেতু প্রথমেই নিজের দেহসম্বন্ধে একপ্রকার, আমার সম্বন্ধজাত দ্বিতীয় প্রকার। তন্মধ্যে পূর্ব্ব স্নেহটি তুমি ত্যাগ করিতে পার। তাহাই আমি ত্যাগের বিধান করিতেছি। দ্বিতীয়টির নহে, তোমার অসামর্থ্য হেতু, উহা নিন্দিত নহে, ভগবানের মনোভাব উদ্ধব জানেনেই।। ৪-৬।।

বিবৃতি— ভগবৎসেবোন্মুখ জনগণ পৃথিবীর সকল বস্তুতে কৃষ্ণসম্বন্ধ স্থাপন করায় সমদৃষ্টিসম্পন্ন। যাঁহাদের চিত্তে স্থৈর্য্য আসিয়াছে, তাঁহারা কৃষ্ণবৈমুখ্যরূপ মায়িক স্নেহে আবদ্ধ না হইয়া আত্মীয়স্বজনকে কৃষ্ণসম্বন্ধচ্যুত নিজভোগ্য জ্ঞান করেন না। কৃষ্ণসম্বন্ধেসম্বন্ধযুক্ত দ্রষ্টা কায়ের, বাক্যের ও মনের বেগ পরিত্যাগপূর্ব্বক পৃথিবীতে বিচরণ করেন বলিয়াই তাহারা ভগবদ্ভক্ত 'গোস্বামী'। গীতায় "ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা" শ্লোকে যে সমস্ত উল্লিখিত হইয়াছে, উহা কৃষ্ণসম্বন্ধদর্শন-জনিত বৈষম্যভাব জানিতে হইবে।। ৬।।

যদিদং মনসা বাচা চক্ষুর্ভ্যাং শ্রবণাদিভিঃ।
নশ্বরং গৃহ্যমাণঞ্চ বিদ্ধি মায়ামনোময়ম্।। ৭।।

অন্বয়ঃ— (ননু গুণদোষাভ্যাং বিষমে লোকে কুতঃ সমদৃষ্টিঃ স্যাদিত্যাহ) মনসা বাচা চক্ষুর্ভ্যাং শ্রবণাদিভিঃ গৃহ্যমাণং ইদং যৎ (পৃথিব্যাদিকম্) (ভবতি তৎ সর্ব্বং) মায়ামনোময়ং (মায়য়া কল্পিতং তদপি ন স্থিরং কিন্তু) নশ্বরম্ (অনিত্যং) চ বিদ্ধি (জানীহি)।। ৭।।

অনুবাদ—হে উদ্ধব! তুমি মনঃ, বাক্য, চক্ষু, কর্ণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়সমূহের বিষয়ীভূত এই বিশ্বকে মায়াকল্পিত এবং নশ্বর জানিও।। ৭।।

বিশ্বনাথ— ননু কীদৃশং সমদৃকত্বং? তত্রাহ, যদিদমিতি। মনআদিভির্গৃহ্যমাণং যদিদং পৃথিব্যাদিকং বর্ত্ততে, তৎসর্ব্বং জাগরে মায়াময়ং মায়াকল্পিতত্বাংশেন তুল্যমেব। স্বপ্নে মনোময়ং মনঃকল্পিতত্বাংশেন সর্ব্বং তুল্যমেব।।৭

টীকার বঙ্গানুবাদ— প্রশ্ন হইতে পারে উদ্ধবের সমদর্শীত্ব কিরূপ? তাহাই বলিতেছেন— হে উদ্ধব! তুমি মন বাক্য চক্ষু কর্ণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয় সমূহের বিষয় এই যে পৃথিবী আদি আছে সেই সকল জাগরণ কালে মনঃকল্পিত হেতু অংশত সব তুল্যই।। ৭।।

মধ্ব—

বিদ্ধি মায়াং মনোময়ীং। মন্মনঃ প্রধানপ্রকৃতি নিমিত্তম্।।

প্রকৃতিঃ সাপরা মহ্যং রোদসীলোকধারিণী।
ঋতা সত্যামরা জয্যা লোকানামাত্মসংজ্ঞিতা।
ইতি মোক্ষধর্ম্মেষু।। ৭।।

বিবৃতি— চক্ষুকর্ণাদি পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়যুক্ত শরীর, কর্ম্মেন্দ্রিয় বাক্য ও সর্ব্বকর্ম্মজ্ঞানেন্দ্রিয়ের আকর মন—

এই ত্রিবিধ অবলম্বনদ্বারা যে কিছু বিষয় গৃহীত হয়, ঐগুলি সমস্তই পরিমিতিযোগ্য, কালক্ষোভ্য মায়া-রচিত নশ্বর-ধর্ম্মে অবস্থিত। ঔপাধিক-প্রতীতিবশে দেহীর সহিত দেহের সংযোগক্রমে ঐসকল প্রতীতি নিত্যবস্তু ভগবানের সেবাবঞ্চিত হইয়া ভগবন্মায়া-শক্তি-রচিত নশ্বর জগতের অকিঞ্চিৎকর ভোগ আকাঙ্ক্ষা করে।। ৭।।

পুংসোঽযুক্তস্য নানার্থো ভ্রমঃ স গুণদোষভাক্।
কর্ম্মাকর্ম্ম-বিকর্ম্মেতি গুণদোষধিয়ো ভিদা।। ৮।।

অন্বয়ঃ— (মনোময়ত্বে হেতুমাহ—) অযুক্তস্য (বিক্ষিপ্তমনসঃ) পুংসঃ নানার্থঃ (নানাদেবাদিরূপে ঘট-পটাদিরূপশ্চার্থো যস্য তথাভূতঃ)ভ্রমঃ (অহংমমাত্মকোঽধ্যাসো ভবতি) সঃ (ভ্রম এব) গুণদোষভাক্ (পুণ্যপাপসুখ-দুঃখাদিমান্ ভবতি)। গুণদোষধিয়ঃ (ভ্রমবিজৃম্ভিত-গুণ-দোষবুদ্ধেঃ পুংস এব) কর্ম্ম (বিহিতম্) অকর্ম্ম (তল্লোপঃ) বিকর্ম্ম (নিষিদ্ধম্) ইতি ভিদা (ভেদো ভবতি)।। ৮।।

অনুবাদ— বিক্ষিপ্তচিত্ত পুরুষেরই ইহজগতে নানা বস্তুবিষয়ক ভ্রম উৎপন্ন হয় এবং ঐ ভ্রমই বস্তুত গুণদোষ-যুক্ত হয়। যে ব্যক্তির চিত্ত তাদৃশ গুণদোষে আবদ্ধ, তাহার পক্ষেই কর্ম্ম, অকর্ম্ম ও নিষিদ্ধকর্ম্মরূপ ভেদের উদয় হইয়া থাকে।। ৮।।

বিশ্বনাথ— উক্তমেবার্থং প্রপঞ্চয়তি, পুংস ইতি। নানার্থো নানাবিধোঽর্থো যো গুণদোষভাক্ অয়মর্থো গুণং ভজত ইত্যুৎকৃষ্টঃ, অয়মর্থো দোষং ভজত ইতি নিকৃষ্টঃ। পুংসোঽযুক্তস্যাজ্ঞানিনো ভ্রমঃ ভ্রমপ্রতীতি ইত্যর্থঃ। গুণপ্রবাহপতিতানাং কো বার্থ উৎকৃষ্টঃ, কো বা নিকৃষ্ট-স্তেষাং বা ক উৎকর্ষ কো নিকর্ষঃ। যদুক্তং চিত্রকেতুনা 'গুণপ্রবাহ এতস্মিন্ কঃ শাপঃ কোঽন্বনুগ্রহঃ। কঃ স্বর্গো নরকঃ কো বা কিং সুখং দুঃখমেব বা' ইতি। ননু বেদেনৈব বিধিনিষেধাভ্যাং গুণদোষাবুক্তৌ? সত্যং, বেদোঽপ্যবিদ্যা-বদ্বিষয় এবেত্যাহ,— কর্ম্ম বিহিতং, অকর্ম্ম তল্লোপঃ, বিকর্ম্ম নিষিদ্ধমিতি, ভিদা ভেদো গুণদোষধিয়ো গুণদোষ-য়োরেব ধীর্যস্য তস্যাজ্ঞানিন এবোক্তেত্যর্থঃ।। ৮।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— পূর্ব্বোক্ত বিষয়ই বিস্তাররূপে বলিতেছেন—জীবের নানাবিধ বিষয়ে যে গুণ-দোষ-যুক্ততা অর্থাৎ এই বিষয়টি গুণযুক্ত, অতএব উৎকৃষ্ট, এই বিষয়টি দোষযুক্ত, অতএব নিকৃষ্ট। ইহা অজ্ঞানী ব্যক্তির ভ্রমজ্ঞান, গুণপ্রবাহ পতিতগণের কি বিষয়ই বা উৎকৃষ্ট কি বিষয়ই বা নিকৃষ্ট, তাহাদের মধ্যে কোনটি উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট। চিত্রকেতু যাহা বলিয়াছেন—এইজগতের সকল বিষয়ই গুণপ্রবাহ পতিত, ইহার মধ্যে কোনটি শাপ কোনটি অনুগ্রহ, কোনটি স্বর্গ, কোনটি নরক, কোনটি সুখ, কোনটি বা দুঃখ। এখানে জিজ্ঞাস্য—বেদদ্বারাই উক্ত বিধি ও নিষেধ থাকায় গুণ ও দোষ বলা হইয়াছে। উত্তর—সত্য, বেদও অবিদ্যাযুক্ত জনগণের বিষয়ই বলিয়াছেন। তন্মধ্যে কর্ম্ম যাহা বেদবিহিত, অকর্ম্ম তাহা না করা, বিকর্ম্ম যাহা বেদ নিষিদ্ধ। ভিদা অর্থাৎ ভেদ। গুণদোষদর্শিগণ যাঁহারা তাহারা অজ্ঞানীই।। ৮।।

মধ্ব—

স্বর্গাদ্যাশ্চ গুণাঃ সর্ব্বে দোষাঃ সর্ব্বে তথৈব চ।
আত্মনঃ কর্ত্তৃতাভ্রান্ত্যা জায়ন্তে নাত্র সংশয়।।
পরমাত্মানমেবৈকং কর্ত্তারং বেত্তি যঃ পুমান্।।
স মুচ্যতেঽস্মাৎ সংসারাৎ পরমাত্মানমেতি চ।
ইতি ভারতে।

ইদং ময়া ক্রিয়ত ইদং ময়া ন ক্রিয়ত ইদং বিপরীতং ক্রিয়ত ইতি বুদ্ধিভেদঃ। রজস্তমোগুণনিমিত্তো ভ্রমঃ। সর্ব্বং হি পরমেশ্বরঃ করোতি।। ৮।।

বিবৃতি— মনোধর্ম্মজীবী তত্ত্ববিচার হইতে বিযুক্ত হইয়া অদ্বয়জ্ঞান ব্রজেন্দ্রনন্দনের সেবা-বঞ্চিত হইয়া নানাপ্রকার রূপরসাদি-ভোগে প্রবৃত্ত হয়। উহা সুনির্ম্মল আত্মার বৃত্তি নহে,—অযোগী পুরুষের ভ্রমমাত্র। তখন গুণদোষের বশবর্ত্তী হইয়া তিনি কতিপয় নশ্বর কর্ম্মকে বিধি, কতকগুলি কর্ম্মকে নিষেধ প্রভৃতি বিচার করিয়া উহাদের উচ্চাবচত্বনিরূপণে প্রবৃত্ত হন। কিন্তু কৃষ্ণসম্বন্ধে নির্ব্বন্ধ উপস্থিত হইলে তাঁহার উক্ত বৈষম্য স্থায়ী হইতে পারে না। গুণদোষ-জনিত প্রাকৃত সিদ্ধান্তরূপা বুদ্ধির

হস্ত হইতে পরিত্রাণের জন্য ব্রহ্মগায়ত্রীর প্রয়োজনাংশ বর্ণিত হইয়াছে। বাস্তবজ্ঞান—বিজ্ঞানের সহিত জ্ঞান এবং রহস্য ও অঙ্গবিষয়ে পরিচিত না হইলে জীবের ভ্রান্তি উৎপন্ন হয়। তখন তিনি সৎকর্ম্মী, বিকর্ম্মী, কুকর্ম্মী প্রভৃতি সংস্কার গুণদোষের আরোপ করিয়া থাকেন।।৮।।

তস্মাদ্‌যুক্তেন্দ্রিয়গ্রামো যুক্তচিত্ত ইদং জগৎ।
আত্মনীক্ষস্ব বিততমাত্মানং ময্যধীশ্বরে।।৯।।

অন্বয়ঃ—(কথমাত্মনি পরিচ্ছিন্নে বিততং জগদীক্ষণীয়ং তত্রাহ—)তস্মাৎ যুক্তেন্দ্রিয়গ্রামঃ (যুক্তো বশীকৃত ইন্দ্রিয়গ্রামো যেন সঃ) যুক্তচিত্তঃ (বশীকৃতচিত্তশ্চ সন্) ইদং (সুখদুঃখময়ং) জগৎ আত্মনি (ভোক্তরি জীবে ভোগ্যত্বেন) বিততং (স্থিতম্) ঈক্ষস্ব। আত্মানং (চ) ময়ি অধীশ্বরে (পরমাত্মনি নিয়ন্তরি স্থিতমীক্ষস্ব)।।৯।।

অনুবাদ—অতএব তুমি চিত্ত ও ইন্দ্রিয়সমূহ বশীভূত করিয়া এই সুখদুঃখময় জগৎ ভোগ্যরূপে আত্মমধ্যে অবস্থিত দর্শন করিবে এবং আত্মাকে পরমাত্মরূপী আমার মধ্যে নিয়ন্ত্রিতরূপে অধিষ্ঠিত দর্শন করিবে।।৯।।

বিশ্বনাথ—তস্মাৎ যুক্তেন্দ্রিয়গ্রামঃ নিরুদ্ধেন্দ্রিয়বৃন্দঃ নিরুদ্ধচিত্তঃ সন্ ইদং সুখদুঃখময়ং জগৎ আত্মনি ভোক্তরি জীবে ভোগ্যত্বেন স্থিতং পশ্য। তঞ্চ ভোক্তারমাত্মানং ময্যধীশ্বরে পরমাত্মনি নিয়ন্তরি নিয়ম্যত্বেন স্থিতম্ ঈক্ষস্ব।।৯।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—অতএব ইন্দ্রিয় সমূহকে নিরুদ্ধ করিয়া এই সুখদুঃখময় জগৎ ভোক্তা জীবে ভোগ্যরূপে অবস্থিত জান। তাহাকেও ভোক্তা আত্মাকে আমি যে ঈশ্বর পরমাত্মা নিয়ন্তা সেই আমার অধীনরূপে অবস্থিত দেখ।।৯

মধ্ব—আত্মশব্দোদিতো ব্রহ্মা পরমাত্মাভিধো হ্যহম্।
সর্ব্বং ব্রহ্মাণি বিক্ষেত ময়ি ব্রহ্মাণমেব চ।।
ইতি কালসংহিতায়াম্।।৯।।

বিবৃতি—ভক্তিযোগ অবলম্বন করিলে ইন্দ্রিয়গ্রাম যথাযথ নিযুক্ত হয়; তখন কৃষ্ণই যে সকলের অধীশ্বর পরমাত্মবস্তুরূপে সমগ্র ব্যাপারে অবস্থিত—ইহা দর্শন করেন। তখন যাবতীয় ইন্দ্রিয়গুলি হৃষীকেশের সেবায় উপাধিবিনির্ম্মুক্ত হইয়া নিযুক্ত হয়। জড়জগতে ইন্দ্রিয়ের বিলাস স্তব্ধ হইলে জীব নিরীন্দ্রিয় নির্ব্বিশেষভাবাপন্ন হন। ঐ অবস্থায় জড়দৃষ্টিশক্তি বিলুপ্ত হয় মাত্র। চৈতন্যদর্শনের অভাবে আত্মপ্রতীতি স্তব হওয়া সত্ত্বেও আত্মদর্শনের অভাব থাকে। হৃষীকেশই যে সকল ইন্দ্রিয়ের একমাত্র বিষয়—ইহা অদ্বয়জ্ঞানের সেবা হইতেই উপলব্ধ হয়।

ভগবন্মায়া রচিত জগতের ভোক্তা বদ্ধজীব আত্মস্বরূপদর্শনে বঞ্চিত হইয়া আপনাকে ভগবৎসেবোপকরণ ও নিত্য সেবক জানিতে না পারিয়া ভ্রান্ত হন। তজ্জন্য পরম পুরুষোত্তম অপ্রাকৃত চিন্ময়বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণ বিশুদ্ধসেবোন্মুখ শ্রীউদ্ধবকে প্রহ্লাদের হিরণ্যকশিপুর প্রতি উক্তির সদৃশ উপদেশ বর্ণন করিতে গিয়া বলিতেছেন—কৃষ্ণসম্বন্ধবর্জ্জিত গৃহব্রতগণ দুর্দ্দমনীয় ইন্দ্রিয়বশে চালিত হইয়া ভগবদ্দর্শনে চির বঞ্চিত। সকল ইন্দ্রিয়ের নিত্য গতিই ভগবান্ বিষ্ণু। মায়াবদ্ধ জীবের বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের প্রতীতি হইতে যে বৃত্তির উদয় হয় উহা ভক্তিবিরোধী ভোগমাত্র।

অদ্বয়জ্ঞান ব্রজেন্দ্রনন্দন যেকালে সর্ব্বেন্দ্রিয়ের একমাত্র লক্ষীভূত বস্তু হন, তৎকালে জড়েন্দ্রিয়ের বিভিন্ন কালক্ষোভ্যবৃত্তির পরিচালন স্তব্ধ হইয়া চিন্ময়ী বৃত্তির দ্বারা সেই একমাত্র ভগবদ্বস্তুর সেবা করিবার যোগ্যতা উদিত হয়। তখন আর ঔপাধিক বিচার প্রবল না থাকায় দেহ-দেহী, রূপ-রূপী, গুণ-গুণী প্রভৃতি বৈশিষ্ট্যের অবরতা প্রবেশ করিতে পারে না।

ভগবদ্বস্তুই একমাত্র সর্ব্বসেব্য অর্থাৎ সর্ব্বজনসেব্য ও একজনের সর্ব্বেন্দ্রিয়সেব্য। তত্তৎসাপত্ন্য-ধর্ম্মে যে অবরতা প্রাকৃত জগতে বিচিত্র বিলাসে অমঙ্গল আনয়ন করে, তদ্রূপ অপ্রয়োজনীয় অনুভূতি অদ্বয়জ্ঞান ব্রজেন্দ্রনন্দনের সেবকের মধ্যে স্থান পায় না। তখন শুদ্ধ-দ্বৈত, দ্বৈতাদ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত ও শুদ্ধাদ্বৈত বিচার সমপর্য্যায়ে পরিলক্ষিত হওয়ায় একায়ন-বিচার বাধাপ্রাপ্ত হয় না।

সেই অচিন্ত্যভেদাভেদ তত্ত্ব প্রকাশিত হইলে বিষয়াশ্রয়-জাতীয় ভগবদ্বিলাসের কায়ব্যূহ হইতে জীবের অনাত্ম-ভেদ কল্পিত হয় না। তখন নির্ম্মল জীবাত্মা আপনাকে কার্ষ্ণ জানিয়া ভগবৎসেবা-তৎপর হন। কৃষ্ণসম্বন্ধদর্শন ব্যতীত প্রতীতি অমঙ্গল উৎপাদন করে বলিয়া ভগবদুপ-দেশক্রমে অপ্রতিহত কৃষ্ণসেবাকেই আত্মার উন্মেষিত বৃত্তি বলিয়া ভগবদ্ভক্তগণ জানেন।

লীলাময়ের দর্শনরহিত জনগণ অচ্যুতের সহিত বিচ্যুত হইয়া যে কাল্পনিক ও নশ্বর প্রতীতিবিশিষ্ট হন, তাহা ভগবৎস্বরূপের অদর্শনজন্যই। তাদৃশ অন্ধগণের চক্ষু উন্মীলিত করিবার জন্যই ভগবান্ উপদেশক-সূত্রে যাঁহাদের কর্ম্মকাণ্ড নিরস্ত হইয়াছে, এরূপ উদ্ধবদাসগণের উপকারের জন্য উদ্ধবকে উপদেশ করিয়া মঙ্গলের পথে চালাইবার অভিনয় কীর্ত্তনমুখে প্রকাশ করিয়াছেন।। ৯।।

জ্ঞানবিজ্ঞানসংযুক্ত আত্মভূতঃ শরীরিণাম্।
আত্মানুভব-তুষ্টাত্মা নান্তরায়ৈর্বিহন্যসে।। ১০।।

অন্বয়ঃ— জ্ঞানবিজ্ঞানসংযুক্ত (জ্ঞানং বেদতাৎপর্য্য-নিশ্চয়ো বিজ্ঞানং তদর্থানুভবস্তাভ্যাং সম্যগ্‌যুক্তঃ ততশ্চ) আত্মানুভবতুষ্টাত্মা (আত্মানুভবেনৈব তুষ্টচিত্তঃ) শরীরিণাম্ (দেবাদীনাম্) আত্মভূতঃ (প্রীতিপাত্রীভূতঃ) অন্তরায়ৈঃ (বিঘ্নৈঃ) ন বিহন্যসে (ন ত্বং বাধ্যসে)।। ১০।।

অনুবাদ—এইরূপে তুমি জ্ঞানবিজ্ঞানসম্পন্ন, আত্মা-নুভবহেতু পরিতৃপ্তচিত্ত হইলে নিখিল দেবগণেরও প্রীতি-পাত্র হইবে আর বিঘ্নকর্ত্তৃক বাধিত হইবে না।। ১০।।

বিশ্বনাথ— নন্বেবং যুক্তচিত্তত্বেন কর্ম্মাকরণে দেবা-দয়ো বিঘ্নান্ করিষ্যন্তি, তত্রাহ, জ্ঞানেতি। জ্ঞানং বেদ-তাৎপর্য্যনিশ্চয়ঃ, বিজ্ঞানং তদর্থানুভবস্তাভ্যাং সম্যক্ যুক্তঃ। ততশ্চাত্মানুভবেনৈব তুষ্টচিত্তঃ, ততশ্চ শরীরিণাং দেবাদীনামপ্যাত্মভূতঃ প্রীতিপাত্রীভূতঃ স্যাঃ। তথা চ শ্রুতি "আত্মাহ্যেষাং স ভবতীতি" ততশ্চ নৈব তে বিঘ্নান্ কুর্য্যু ইতি ভাবঃ।। ১০।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— প্রশ্ন—এইরূপ যুক্ত চিত্তরূপে কর্ম্ম না করিলে দেবগণ বিঘ্ন করিবে, তাহাই বলিতেছেন —'জ্ঞান অর্থাৎ বেদ তাৎপর্য্য নির্ণয়, বিজ্ঞান— সেই অর্থের অনুভব। এই দুই এর সহিত পরিপূর্ণযুক্ত। তৎপরে আত্ম অনুভব দ্বারাই তুষ্টচিত্ত, তৎপরে দেবাদি শরীরধারী-গণেরও প্রীতির পাত্র হওয়া। তাহাই শ্রুতি বলিতেছেন— আত্মাই ইহাদের সেই হয়। তৎপরে দেবগণ বিঘ্ন করিবে না।। ১০।।

মধ্ব—আত্মভূতঃ আত্মবদ্ভূতঃ।
আত্মৌপম্যেন সর্ব্বত্র সমং পশ্যতি যোঽর্জ্জুন।।
ইতি বচনাৎ।। ১০।।

বিবৃতি— জ্ঞানিচরগণ অদ্বয়জ্ঞান ব্রজেন্দ্রনন্দনের আত্মভ্রান্তিবশতঃ সেব্যসেবকতত্ত্ব কেবলচেতন-রাজ্যে নিত্য অবস্থিত—একথা বুঝিতে পারেন না। কিন্তু বিশেষ-জ্ঞানসংযুক্ত চিদ্বিলাসবৈচিত্র্যদর্শনপটু নিত্যকার্ষ্ণগণ কৃষ্ণসেবানুভবক্রমে প্রসন্নাত্মা হইয়া দেহদেহীভেদের কল্পনা হইতে মুক্ত হন। তখন তাঁহাদিগকে চতুর্ব্বর্গের অপ্রয়োজনীয়তা প্রেমধর্ম্মের বাধা দিতে পারে না। যাঁহারা হরিপ্রেমরহিত হইয়া কাল্পনিক হরিমায়ারই বৈচিত্র্যবিশেষ নির্ব্বিশেষবিচারকে বহুমানন করেন, তাঁহাদের আত্মা-নুভব-বিষয়ে অন্তরায় উপস্থিত হয় এবং তদ্দ্বারা তাঁহাদের কংস, জরাসন্ধ প্রভৃতির ন্যায় আত্মবিনাশ-লাভ ঘটে। দূরস্থিত দর্শনে যে জ্ঞানরূপ অনুভূতি, সেই ধারণা বিজ্ঞান-সংযুক্ত বাস্তবজ্ঞানে সুষ্ঠুতা লাভ করে।। ১০।।

দোষবুদ্ধ্যোভয়াতীতো নিষেধান্ন নিবর্ত্ততে।
গুণবুদ্ধ্যা চ বিহিতং ন করোতি যথার্ভকঃ।। ১১।।

অন্বয়ঃ— উভয়াতীতঃ (গুণদোষবুদ্ধিবর্জ্জিতঃ) অর্ভকঃ (বালকঃ) যথা (ইব বিবেকী পুরুষঃ) দোষবুদ্ধ্যা নিষেধাৎ ন নিবর্ত্ততে (অর্থাৎ নিষিদ্ধান্নিবর্ত্ততে, পরন্তু ন দোষবুদ্ধ্যা কিন্তু প্রাক্তনসংস্কারাদেব কিঞ্চ) গুণবুদ্ধ্যা চ বিহিতং ন করোতি (অর্থাৎ বিহিতং করোতি, পরন্তু ন গুণবুদ্ধ্যা তৎ করোতি কিন্তু প্রাক্তনসংস্কারাদেবেত্যর্থঃ)।।১১

অনুবাদ— গুণদোষবুদ্ধিরহিত বালকের কোন নিষিদ্ধকর্ম্ম হইতে নিবৃত্তি ও বিহিতকর্ম্মে প্রবৃত্তি দৃষ্ট হইলেও তাহা যেরূপ দোষগুণবিচারজনিত নহে, পরন্তু স্বভাবের প্রেরণায়ই হইয়া থাকে, পূর্ব্বোক্ত বিবেকী পুরুষও সেইরূপ গুণদোষবিচাররহিত হইয়া কেবলমাত্র পূর্ব্বসংস্কারবশতঃই নিষিদ্ধকর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত ও বিহিত-কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন।। ১১।।

বিশ্বনাথ— কিঞ্চোৎপন্নজ্ঞানোঽপি ন যথেষ্টাচরণো ভবতীত্যাহ— দোষেতি। গুণদোষবুদ্ধ্যতীতোঽপি জ্ঞানী প্রাক্তনসংস্কারতো নিষেধান্নিবর্ত্তত এব, কিন্তু ন দোষবুদ্ধ্যা। বিহিতঞ্চ প্রায়শঃ করোতি, ন তু গুণবুদ্ধ্যা; যথার্ভকঃ সঙ্কল্পবিকল্পরহিতঃ কিঞ্চিৎ করোতি, কুতশ্চিন্নিবর্ত্ততে চ তদ্বদিতি।।১১।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— আর উৎপন্নজ্ঞানী ব্যক্তিও যথেষ্ট আচরণ করিতে পারেন না। গুণ দোষ বুদ্ধি হইতে অতীত জ্ঞানী ব্যক্তিও পূর্ব্বসংস্কার বশতঃ শাস্ত্রনিষিদ্ধ আচরণ ত্যাগ করিতে পারেন না। কিন্তু দোষবুদ্ধি দ্বারা নহে, শাস্ত্রবিহিত প্রায়শঃ আচরণ করেন, কিন্তু গুণবুদ্ধিতে নহে। যেমন বালক সঙ্কল্প বিকল্প রহিত হইয়া কিঞ্চিৎ করে। আর কোথা হইতে ফিরিয়া আসে সেইরূপ।।১১।।

মধ্ব—

কর্ত্তৃত্বমাত্মনো যস্মাজ্জ্ঞাননিষ্ঠো ন মন্যতে।
অতঃ কুর্ব্বন্নপি সদা দোষবুদ্ধ্যা ন নিন্দিতম্॥
গুণবুদ্ধ্যা ন বিহিতং কিন্ত্বীশপ্রেরিতোঽস্ম্যহম্।
স এব চ ময়ি স্থিত্বা নিন্দ্যানিন্দ্যে করোত্যজঃ।
ন মে দোষো ন চ গুণঃ কর্ত্তৃত্বাভাবতঃ স্ফুটম্॥
স্বতন্ত্রত্বান্ন চেশস্য যেঽজ্ঞাস্তেষু ভবেদপি।
ইতি মত্বা নিবর্ত্তেত নিন্দ্যাৎ কুর্য্যাদ্ গুণানপি॥
ইতি বোদ্ধব্যে।
অনিত্যা মে গুণা ন স্যুর্দোষা নৈব কথঞ্চন।
ইতি মত্বা শুভং কুর্য্যান্নিবর্ত্তেদশুভাদপি।।
জ্ঞানিত্বকর্ত্তৃতামানাদীশকর্ত্তৃত্বনিশ্চয়াৎ।।
কিন্তু পূর্ণগুণায়ৈব ন তু দোষাপনুত্তয়ে।
ন চাল্পগুণসিদ্ধ্যর্থং বালবৎ কৃতনিশ্চয়ঃ।।
ইতি বৈশারদ্যে।। ১১।।

বিবৃতি— আপাতদর্শনে বিমূঢ়চিত্ত বালক যেরূপ অবিমৃষ্যকারী হইয়া নিষিদ্ধকর্ম্মে দোষবুদ্ধি ও বিহিতকর্ম্মে গুণবুদ্ধিতে আকৃষ্ট হয়, তদ্রূপ গুণদোষবুদ্ধিরহিত হইয়া সাংসারিক আধ্যক্ষিকজ্ঞানে প্রমত্ত হন না। তিনি গুণদোষ-বুদ্ধির অতীত হইয়া কৃষ্ণই যে একমাত্র সেব্য, ইহা বুঝিতে পারেন।। ১১।।

সর্ব্বভূত-সুহৃচ্ছান্তো জ্ঞানবিজ্ঞাননিশ্চয়ঃ।
পশ্যন্ মদাত্মকং বিশ্বং ন বিপদ্যেত বৈ পুনঃ।। ১২।।

অন্বয়ঃ— (কিঞ্চ) জ্ঞানবিজ্ঞাননিশ্চয়ঃ (জ্ঞানস্য বিজ্ঞানস্য চ তত্ত্বজ্ঞঃ) শান্তঃ সর্ব্বভূতসুহৃৎ (সর্ব্বত্র সম-দৃষ্টিঃ সঃ) বিশ্বং মদাত্মকং পশ্যন্ (সর্ব্বং মৎস্বরূপং জানন্) ন পুনঃ বিপদ্যেত বৈ (ন পুনঃ সংসরেৎ)।। ১২।।

অনুবাদ— জ্ঞানবিজ্ঞানসম্পন্ন শান্ত এবং সর্ব্বভূতে সমদর্শী উক্ত বিবেকী পুরুষ বিশ্বকে আমার স্বরূপ বলিয়া অবগত হইয়া পুনরায় সংসারবন্ধনগ্রস্ত হন না।। ১২।।

মধ্ব—

বৈলক্ষণ্যাদ্ধরের্ভিন্নং তত্তন্ত্রত্বাত্তদাত্মকম্।
ইতি বিশ্বং প্রপশ্যন্তি জ্ঞাননিষ্ঠা হরেঃ প্রিয়াঃ॥
ইতি সার্ব্বজ্ঞে।। ১২।।

বিবৃতি— বিশ্বের যাবতীয় বস্তুতে কৃষ্ণসম্বন্ধ দর্শন করিলে কখনই জীবের ভোগবুদ্ধি-জনিত সংসার প্রবৃত্তি হয় না। তিনি সকল প্রাণীকে কৃষ্ণের সেবোপকরণ জানিয়া মৈত্রী-ধর্ম্মে অবস্থিত থাকেন। তিনি জ্ঞানবিজ্ঞানে পারদর্শী হইয়া অবিচলিত ও শান্ত স্বভাব লাভ করেন। জড়ের কোন প্রলোভনই তাঁহাকে মতিভ্রষ্ট করিতে সমর্থ হয় না। যাঁহারা ভোগের অভাবে বিফলকাম হইয়া বিশ্বকে পূর্ণসুখাগাররূপে দর্শন করিতে বঞ্চিত, তাঁহারাই সংসারে কর্ম্মকাণ্ডনিরত হইয়া ভোগবসনা করেন এবং ভোগ হইতে তাৎকালিক বিরক্তিক্রমে ত্যাগবাসনায় অভিভূত হন। তজ্জন্যই শ্রীগৌরসুন্দর ফল্গুবৈরাগ্য ও যুক্তবৈরাগ্যের

উপদেশদ্বারা শ্রীমদ্ভাগবতের নিগূঢ় সত্য ভাগ্যবন্ত জীবগণের কর্ণে শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন।। ১২।।

শ্রীশুক উবাচ—

ইত্যাদিষ্টো ভগবতা মহাভাগবতো নৃপ।
উদ্ধবঃ প্রণিপত্যাহ তত্ত্বং জিজ্ঞাসুরচ্যুতম্।। ১৩।।

অন্বয়ঃ— শ্রীশুক উবাচ—(হে) নৃপ! (পরীক্ষিৎ!) ভগবতা (কৃষ্ণেন)ইতি আদিষ্টঃ মহাভাগবতঃ (পরমভক্তঃ) উদ্ধবঃ তত্ত্বজিজ্ঞাসুঃ (তত্ত্বং জ্ঞাতুমিচ্ছুঃ সন্) অচ্যুতং (শ্রীকৃষ্ণং) প্রণিপত্য (প্রণম্য) আহ (উবাচ)।। ১৩।।

অনুবাদ— শ্রীশুকদেব বলিলেন, — হে রাজন্! ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এরূপ আদেশ করিলে মহাভাগবত উদ্ধব তত্ত্বজ্ঞানেচ্ছু হইয়া তাঁহাকে প্রণিপাতপূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন।। ১৩।।

শ্রীউদ্ধব উবাচ—

যোগেশ যোগবিন্যাস যোগাত্মন্ যোগসম্ভব।
নিঃশ্রেয়সায় মে প্রোক্তাস্ত্যাগঃ সন্ন্যাসলক্ষণঃ।। ১৪।।

অন্বয়ঃ— শ্রীউদ্ধব উবাচ— (হে) যোগেশ! (যোগফলদায়িন্!)যোগবিন্যাস! (যোগবিদাং ন্যাসো নামাতিগোপ্যো নিক্ষেপবিশেষঃ) যোগাত্মন্! (যোগে আত্মা প্রকটো ভবতি যস্য তৎসম্বোধনং) যোগসম্ভব! (যোগস্য সম্ভবো যস্মাৎ তৎসম্বোধনং চতুর্ভিরেতৈঃ সম্বোধনৈঃ স্বমহিম্না কেবলং ত্বয়োপদিষ্টং ন তু মদধিকারং পর্য্যালোচ্যেতি দ্যোতিতং) মে (মম) নিঃশ্রেয়সায় (পরমমঙ্গললাভায় ত্বয়া) সন্ন্যাসলক্ষণঃ (সন্ন্যাসাত্মকঃ) ত্যাগঃ প্রোক্তঃ।। ১৪।।

অনুবাদ— শ্রীউদ্ধব বলিলেন,— হে যোগেশ! হে যোগবিন্ন্যাস! হে যোগাত্মান্! হে যোগসম্ভব! আপনি আমার পরমমঙ্গললাভের জন্য সন্ন্যাসরূপ ত্যাগবিধি বর্ণন করিয়াছেন।। ১৪।।

বিশ্বনাথ— হে যোগেশ, যোগানাং কর্ম্মযোগজ্ঞানযোগ ভক্তিযোগানাম্ ঈশ্বর অতএব যোগবিন্যাস, অনধিকারিণ্যপি ময়ি যোগং জ্ঞানং সম্প্রতি স্বভাবাদেব বিন্যস্যসীত্যর্থঃ। যোগাত্মন, হে যোগস্বরূপ, যদি ত্বং ময়া প্রাপ্তস্তর্হি সর্ব্বে যোগাঃ প্রাপ্তা এবেতি ভাবঃ। কিঞ্চ যোগাদ্ভক্তিযোগাদেব ত্বং সম্ভবসি ভক্তেম্বাবির্ভবসীতি মহ্যং ভক্তিযোগো বিশেষতো দেয় ইতি ভাবঃ।। ১৪।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— হে যোগেশ্বর! কর্ম্মযোগ জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগের ঈশ্বর। অতএব যোগবিন্ন্যাস অনধিকারী আমাকেও যোগ ও জ্ঞান সম্প্রতি নিজ প্রভাব হইতেই উপদেশ দিতেছ। যে যোগাত্মন্! অর্থাৎ হে যোগস্বরূপ যদি তুমি আমা কর্ত্তৃক প্রাপ্ত হও তাহা হইলে সকলযোগ প্রাপ্ত হইবেই। আর যোগ হইতে—ভক্তিযোগ হইতেই তুমি ভক্তগৃহে জন্মলাভ করিবে, আমাকে বিশেষরূপে ভক্তিযোগ দান কর।। ১৪।।

মধ্ব—

যোগো দেবাদিষু তেন ন্যস্ত ইতি যোগবিন্যাসঃ।
জ্ঞানং তু যোগশব্দোক্তং যুজ্যতেঽনেন যৎ সুখং।।
ক্বচিদ্‌যোগ উপায়ঃ স্যাৎ ক্বচিচ্চিত্তনিরোধনং।
ইতি দত্তাত্রেয়যোগে।

অত্র জ্ঞানমুপায়শ্চ।। ১৪।।

বিবৃতি— উদ্ধব শ্রীকৃষ্ণকে 'যোগেশ' বলিয়া সম্বোধন করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণই ভক্তিযোগে প্রাপ্য ভজনীয় বস্তু। ভক্তিযোগের স্বরূপজ্ঞান হইলে ইতরবিষয়ে যোগপ্রবৃত্তি বিনষ্ট হয়। বিষয়িগণের স্ত্রীপুত্রাদির কথার সহিত যোগ, পণ্ডিতগণের শাস্ত্রপ্রবাদের সহিত যোগ, ইতর যোগিশ্রেষ্ঠগণের মরুন্নিয়মনজনিত ক্লেশাদিতে যোগ, তপস্বিগণের তপস্যার যোগ, ফল্গুযতিগণের জ্ঞানাভ্যাসবিধিতে যোগ দেখা যায়। কিন্তু শ্রীচৈতন্য-দাসগণের ভক্তিযোগেই নিরন্তর অবস্থিতি। তাঁহারা ভক্তিব্যতীত ইতরযোগ পরিত্যাগ করিয়া নিঃশ্রেয়সাত্মক সন্ন্যাসলক্ষণ ভক্তিযোগ গ্রহণ করায়, তাঁহারাই প্রকৃত ত্যাগী — যুক্তবৈরাগ্যযুক্ত। তজ্জন্যই ভগবান্‌কে ' যোগেশ', এবং উদ্ধবাদি যোগেশ্বরদাসগণ ভক্তিযোগেই সকল অভক্তিযোগবিন্যাস পরিণত করেন। ভগবান্‌কে ' যোগবিন্যাস' বলা হইয়াছে। ভক্তি-

যোগে আত্মবৃত্তি সুষ্ঠুভাবে প্রাকট্য লাভ করে বলিয়াই ভগবদ্‌বস্তুই 'যোগাত্মা' এবং সমস্ত যোগ তাঁহাতেই সম্ভব বলিয়া তিনি 'যোগসম্ভব'। ভক্তিযোগে অবস্থিত ব্যক্তি-গণই চরম কল্যাণ লাভ করিয়া অভক্তির যাবতীয় বৃত্তি সম্যক্‌রূপে পরিত্যাগ করেন। উহাই আত্মার চরম মঙ্গলের কথা। শ্রীকৃষ্ণ কৃপা করিয়া উদ্ধবকে এই ভক্তি-যোগাখ্য পারমহংস্য-ধর্ম্ম কীর্ত্তন করিয়াছেন।

কর্ম্মফলভোগের সন্ন্যাস বা জ্ঞানফলত্যাগের নির্ব্বেদ-ব্রহ্মাপ্তি কখনও জীবের আত্মমঙ্গলের কারণ হইতে পারে না, যেহেতু ঐগুলি তাৎকালিক ও সাপেক্ষিক মাত্র। অমুক্ত বা ভগবৎকথা হইতে বিমুক্ত জনগণই ইতর কথা শ্রবণ করিয়া ভক্তিযোগ পথ হইতে ভ্রষ্ট হওয়ায় হঠযোগ, কর্ম্মযোগ, রাজযোগ, জ্ঞানযোগ প্রভৃতি ইতর-যোগসমূহে বিপথগামী হইয়া চিন্ময়রস হইতে বঞ্চিত হ'ন। অচিদ্‌রস প্রবল হওয়ায় তন্নিরসন-কল্পে তাঁহাদের প্রয়াসসমূহে ধর্ম্ম-মেঘের সঞ্চারে যোগরুরুক্ষু বা যোগারূঢ় প্রভৃতি যে-সকল বিচার, তাহা অবলম্বন করিয়া তাঁহারা ভক্তিযোগ হইতে চিরবঞ্চিত হন।। ১৪।।

ত্যাগোঽয়ং দুষ্করো ভূমন্ কামানাং বিষয়াত্মভিঃ।
সুতরাং ত্বয়ি সর্ব্বাত্মন্নভক্তৈরিতি মে মতিঃ।। ১৫।।

অন্বয়ঃ—(পরন্তু হে) ভূমন্! (হে) সর্ব্বাত্মন! বিষয়াত্মভিঃ (বিষয়াসক্তচিত্তৈঃ জনৈঃ) অয়ং কামানাং ত্যাগঃ দুষ্করঃ (অতীবাশক্যতয়া প্রতিভাতি, কিঞ্চ) ত্বয়ি (ত্বদ্‌বিষয়ে) অভক্তৈঃ (তু) সুতরাম্ (এব দুষ্করঃ) ইতি মে (মম) মতিঃ (নিশ্চয়ো ভবতি)।। ১৫।।

অনুবাদ— পরন্তু হে ভূমন! হে সর্ব্বাত্মন্! বিষয়াসক্তচিত্ত পুরুষ বিশেষতঃ আপনার অভক্তের পক্ষে ঈদৃশ কামপরিহার অতীব দুষ্কর বলিয়া মনে করি।। ১৫।।

বিশ্বনাথ— বিষয়াত্মভির্বিষয়াবিষ্টচিত্তৈস্ত্বদ্ভক্তৈরপি দুষ্করঃ অভক্তৈস্তু সুতরাম্।। ১৫।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— বিষয়ে আবিষ্ট চিত্ত তোমার ভক্তগণ কর্ত্তৃকও দুষ্কর, আর অভক্তগণ কর্ত্তৃক সুতরাং দুষ্করই।। ১৫।।

বিবৃতি— উদ্ধব কহিলেন,—ভগবৎসেবাপর জন-গণের ভগবন্নৈবেদ্য ব্যতীত ইতর বস্তুতে কোনক্রমেই কামনা থাকে না। সুতরাং সেবোপকরণ ব্যতীত ইতরবস্তুর ত্যাগের স্পৃহা—তাহাদের পক্ষে স্বাভাবিক। কিন্তু যাহারা কৃষ্ণেতর বিষয় সংগ্রহে ব্যাকুল, সেই কামুক ভোগী অভক্তগণের তোমাতে সেবা-প্রবৃত্তি না থাকায় তাহারাই সুতরাং বিষয়াত্মা। তাহাদের ভগবদিতর বস্তুর ভোগ-কামনা পরিহার করিবার সম্ভাবনা নাই, ইহাই আমার বিচার।। ১৫।।

সোঽহং মমাহমিতি মূঢ়মতির্বিগাঢ়-
স্ত্বন্মায়য়া বিরচিতাত্মনি সানুবন্ধে।
তত্ত্বঞ্জসা নিগদিতং ভবতা যথাহং
সংসাধয়ামি ভগবন্ননুশাধি ভৃত্যম্।।১৬।।

অন্বয়ঃ— (হে) ভগবন্! (যং প্রতি ভবতা ত্যাগা-দ্যুপদিষ্টং) সঃ অহং সানুবন্ধে (পুত্রাদিসহিতে) তন্মায়য়া (তব মায়াশক্ত্যা) বিরচিতাত্মনি (বিরচিতে আত্মনি দেহে) মম ইতি (অয়ং পুত্রাদির্মদীয়ো ভবতীতি) অহম্ (ইতি অয়ং দেহ এবাহং ভবামীতি চ) বিগাঢ়ঃ (নিমগ্নস্ততশ্চ) মূঢ়মতিঃ (মন্দবুদ্ধির্ভবামি, অতঃ) ভবতা নিগদিতম্ (উক্তং) তৎ (উপদেশবচনং) তু যথা (যেন প্রকারেণ) অহম্ অঞ্জসা (অনায়াসেন) সংসাধয়ামি (আচরামি তথা) ভৃত্যং (মাম্) অনুশাধি (শনৈঃ শিক্ষয়)।। ১৬।।

অনুবাদ— হে ভগবন্! আমি আপনার মায়াবির-চিত এই মায়িকদেহ ও পুত্র-কলত্রাদিবিষয়ে 'অহং-মম' বুদ্ধিতে নিমগ্ন রহিয়াছি, আমি অত্যন্ত মূঢ়মতি; অতএব যাহাতে আপনার উপদিষ্ট বিষয়ে অনায়াসে সাধন করিতে পারি, এই ভৃত্যকে তাদৃশ শিক্ষা প্রদান করুন।। ১৬।।

বিশ্বনাথ— স চ বিষয়াবিষ্টচিত্তোঽহমেব যতস্তন্মায়য়া বিরচিতে আত্মনি দেহে সানুবন্ধে পুত্রকলত্রাদিসহিতে বিগাঢ়ো নিমগ্ন ইতি দেহস্যান্ধকূপত্বমারোপিতং তেন তদা-

বেশত্যাজনমেব তস্মাদুদ্ধারঃ, প্রথমং কার্য্যস্তদনন্তরমেব জ্ঞানাদ্যুপদেশ ইতি ধ্বনিঃ তত্তস্মাৎ।। ১৬।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— সেই বিষয়ে আবিষ্ট-চিত্ত আমিই যেহেতু তোমার মায়াদ্বারা বিরচিত এইদেহে স্ত্রীপুত্রাদির সহিত নিমগ্ন রহিয়াছি। দেহ অন্ধকূপ স্বরূপ। অতএব তাহাতে আবেশ ত্যাগ করাই অর্থাৎ তাহা হইতে উদ্ধার প্রথম কার্য্য, তাহার পরই জ্ঞান উপদেশ, ইহাই ভাবার্থ।। ১৬।।

বিবৃতি— অহং-মম-ভাবনামক নামাপরাধ যাহাদের উপর বিক্রম প্রকাশ করে, তাহারা বৈকুণ্ঠনাথের মায়া-দ্বারা আপনাদের অস্মিতাকে আবদ্ধ করে। সেইকালে তাহাদের ভগবদুপদেশ গ্রহণ করিবার সামর্থ্য থাকে না; যেহেতু শরণাগতির অভাবেই জীবের অহঙ্কারবিমূঢ়তা। তৎপ্রভাবে ভগবদ্‌বিমুখ হইয়া জীবগণ মায়াপাশে আবদ্ধ হয়। তখন জীবের স্বরূপ অর্থাৎ ভগবৎসেবাপরায়ণতা শ্লথ হইয়া যায়, এজন্য উদ্ধব শ্রীভগবানের নিকট স্বীয় অচলা সেবাপ্রবৃত্তিতে অবস্থিত হইবার প্রার্থনা জানাইতেছেন।। ১৬।।

সত্যস্য তে স্বদৃশ আত্মন আত্মনোঽন্যং
বক্তারমীশ বিবুধেষ্বপি নানুচক্ষে।
সর্ব্বে বিমোহিতধিয়স্তব মায়য়েমে
ব্রহ্মাদয়স্তনুভৃতো বহিরর্থভাবাঃ।।১৭।।

অন্বয়ঃ— (হে) ঈশ! স্বদৃশঃ (স্বপ্রকাশস্য) সত্যস্য (পরমার্থভূতস্য) আত্মনঃ (পরমাত্মনঃ সম্বন্ধে) আত্মনঃ (মাং প্রতি) তে (ত্বত্তঃ) অন্যং বক্তারং বিবুধেষু (বিশেষেণ বুধ্যন্তে ইতি বিবুধাঃ তেষু দেবেষু) অপি ন অনুচক্ষে (ন হি পশ্যামি যতঃ) ব্রহ্মাদয়ঃ ইমে তনুভৃতঃ (শরীরধারিণঃ) সর্ব্বে (এব) তব মায়য়া বিমোহিতধিয়ঃ (মোহিতবুদ্ধয়ঃ সন্তঃ) বহিরর্থভাবাঃ (বহিঃস্থেষু বিষয়েষু দেহপুত্রাদিষু এব অর্থভাবাঃ পরমার্থবুদ্ধিবিশিষ্টা ভবন্তি)।। ১৭।।

অনুবাদ—হে দেব! আমার প্রতি এই স্বপ্রকাশ সত্য পরমাত্মবস্তুর উপদেশবিষয়ে আপনা ব্যতীত দেবগণের মধ্যেও অন্য কোন বক্তা দেখিতেছি না, যেহেতু ব্রহ্মা প্রভৃতি সমস্ত জীবগণই আপনার মায়ায় বিমোহিতচিত্ত হইয়া দেহপুত্রাদি বাহ্যবিষয়েই পরমার্থবুদ্ধিযুক্ত হইয়া - ছেন।। ১৭।।

বিশ্বনাথ— সত্যস্যেতি ষষ্ঠী আর্ষী। সত্যাৎ সর্ব্বকালদেশসত্তাকাৎ সদ্ভ্যো হি তদ্বা তে ত্বত্তঃ স্বস্য মম দৃক্ জ্ঞানং যতস্তস্মাৎ আত্মনো মম আত্মনঃ পরমাত্মনস্ত্বত্তঃ সকাশাদন্যম্।। ১৭।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— 'সত্যস্য' এস্থলে ষষ্ঠীবিভক্তি ঋষি প্রয়োগ। অর্থ হইবে—সর্ব্বদেশকাল সত্তা হইতে অর্থাৎ সৎ সমূহ হইতে এবং তোমা হইতে আমার জ্ঞান যেহেতু প্রকাশ হইয়াছে, সেই আমার পরমাত্মা তোমা হইতে আমি ভিন্ন।। ১৭।।

মধ্ব—অভগবৎস্বরূপত্বাত্তনুভৃত্ত্বং বহিরর্থাপেক্ষয়ৈব চ তেষাং মোহঃ পরমসুখসাধনাদন্যোঽর্থো বহিরর্থঃ।

অশরীরঃ সদাবিষ্ণুঃ পূর্ণানন্দত্বতঃ সদা।
ইচ্ছাচক্রীড়য়ৈবাস্য ন ফলায় যতো বিভুঃ।।
অতো বাহ্যার্থকামোঽপি নিষ্কাম ইতি কথ্যতে।।
ব্রহ্মা নিরভিমানিত্বাচ্ছরীর্য্যপ্যশরীরবান্।
নিত্যানন্দোপযোগান্যকামস্যোজ্ঝিতিতঃ সদা।
বহিরর্থবিনির্ম্মুক্তস্তথাপি তনুধারণাৎ।।
অমূঢ়ো মূঢ় ইতিবদুচ্যতে চ সরস্বতী।
রুদ্রাদ্যাস্ত্বভিমানাদ্বহিরর্থযুজস্তথা।।
সর্ব্বেষাং ব্রহ্মপদবী যোগ্যানাং পূর্ব্বমেব তু।
অভাবস্তু্বপরোক্ষস্য মোহো জ্ঞানস্য ভণ্যতে।।
ব্রহ্মাণস্ত্বংশরূপেষু ভারত্যাজ্ঞানবর্জ্জনম্।
ব্রহ্মগায়ত্রীভাবে তু নাংশাবতরণং ক্বচিৎ।।
শতজন্মসু পূর্ব্বস্তু জ্ঞানোদয় উদীর্য্যতে।
আপরোক্ষ্যেণ পারোক্ষাৎ পূর্ণজ্ঞানং সদৈব তু।।
শতজন্মগতায়াশ্চ আপরোক্ষোজ্ঝিতির্ভবেৎ।
ক্বচিৎ ক্বচিৎ সরস্বত্যাং অংশাবতরণেষ্বিতি ।।

ইতি শক্তিবিবেকে ।।

অশরীরো বায়ুরভ্রং বিদ্যুৎস্তনয়িত্নুরশরীরাণি বা এতানীতি চ শ্রুতিঃ।।

শ্রুতিভিস্তনিতত্বাত্তু স্তনয়িৎত্নুর্হরিঃ স্মৃতঃ।
অভ্রং ভুতানি ভরণাচ্ছ্রীর্ব্বায়ুর্ভরতঃ স্মৃতঃ।।
বিদ্যুত্তু ভারতী প্রোক্তা এতএবাশরীরিণঃ।
ব্যত্যাসেনাপি নাম স্যাদেতেষাং মহতাং সদা।
ইত্যুভয়নিরুক্তে।। ১৭।।

বিবৃতি— ভগবদ্-বস্তু ভগবদিতর দেবপর্য্যায়ে 'দেবতা' বলিয়া পরিগণিত হইলেও ভগবান্ বিষ্ণু স্বপ্রকাশ তত্ত্ব, পরমাত্ম-বস্তু, সত্যস্বরূপ। ভগবত্তা ভগবদিতর বৈষ্ণব-দেবগণে প্রকাশিত থাকিলেও যে-কালে ভগবৎ-সেবায় তৎপরতা প্রদর্শন করেন না, তৎকালে তাঁহাদের ভগবদ্ভজন হইতে পৃথক্ হইয়া আত্মবিস্মৃতি ঘটে, সুতরাং ভগবৎসেবা-রহিত দেবগণের অধিষ্ঠান বিচার করিলে তাঁহাদের স্বতঃসিদ্ধ পূর্ণজ্ঞানের অভাবই পরিলক্ষিত হয়। ইহাতেই জানা যায় যে, পরমাত্মা ভগবান্ বিষ্ণু—ইতর-দেবরূপী জীবগণ হইতে পৃথক্ বস্তু। ব্রহ্মা প্রভৃতি মানব-জ্ঞানগম্য দেবগণের সকলেরই দেহদেহিভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহারা সকলেই বিষ্ণুমায়ায় মূঢ়তা লাভ করিয়া বহির্জ্জগতের বস্তুকে প্রয়োজন জ্ঞান করেন। ভগ-বদিতর দেবগণের আশ্রিত সকলেই তাহাদের নিজ নিজ উপাস্য দেবগণের ন্যায় ভগবন্মায়া-কর্ত্তৃক আবৃত ও বিক্ষিপ্ত হইয়া কৃষ্ণেতর শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ ও চিন্তনীয় বিষয়সমূহে আকৃষ্ট হ'ন। ভগবৎসেবা-বৈমুখ্যই তাঁহাদের ভজনহীন চেষ্টার নিদর্শন হয়। উদ্ধবের এই উক্তিটি শ্রীচৈতন্যদাসগণ উত্তমরূপে অবগত হইয়া ব্রজেন্দ্র-নন্দনাভিন্ন শ্রীচৈতন্যদেবকে ঋষভ-ব্যাসাদি দেবগণের ন্যায় গুরুমাত্র মনে করেন না।। ১৭।।

**তস্মাদ্ভবন্তমনবদ্যমনন্তপারং
সর্ব্বজ্ঞমীশ্বরমকুণ্ঠবিকুণ্ঠধিষ্ণ্যম্।
নির্ব্বিণ্ণধীরহমু হে বৃজিনাভিতপ্তো
নারায়ণং নরসখং শরণং প্রপদ্যে।। ১৮।।**

অন্বয়ঃ— উ হে (হে ভগবন্!) তস্মাৎ নির্ব্বিণ্ণধীঃ (নির্ব্বিণ্ণা সর্ব্বতো বিরক্তা ধীর্যস্য স বৈরাগ্যবান্) বৃজিনা-ভিতপ্তঃ(বৃজিনৈর্দুঃখৈরভিতপ্তঃ) অহম্ অনবদ্যং (মোহাদি-দোষরহিতম্) অনন্তপারং (ন অন্তঃ কালতঃ পারং দেশ-তশ্চ যস্য তং কালদেশাদিপরিচ্ছেদশূন্যং) সর্ব্বজ্ঞম্ ঈশ্বরং (সর্ব্বশক্তিমন্তম্) অকুণ্ঠবিকুণ্ঠধিষ্ণ্যং (কালাদিভিরকুণ্ঠো বিকুণ্ঠলোকো ধিষ্ণ্যং স্থানং যস্য তং) নরসখং (নীয়তে বিক্ষিপ্যতে দুঃখৈরিতি নরো জীবস্তস্য সখায়ং) নারায়ণং (ভবন্তং) শরণং প্রপদ্যে (প্রাপ্নোমি)।। ১৮।।

অনুবাদ— হে ভগবন্! অতএব আমি দুঃখসন্তপ্ত ও বৈরাগ্যযুক্ত হইয়া সম্প্রতি কালদেশাদি-পরিচ্ছেদরহিত, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান্, কালাদিপরাভবরহিত বৈকুণ্ঠ-লোকে অবস্থিত, সর্ব্বদোষ-বিবর্জ্জিত, জীবহিতপরায়ণ, নারায়ণরূপী আপনার শরণাগত হইতেছি।। ১৮

বিশ্বনাথ— তস্মাদ্ভবন্তমেবাহং প্রপদ্যে। তত্র কশ্চিৎ সর্ব্বগুণমণ্ডিতোঽপি দুরাচারো ভবতীতি তদ্ব্যাবৃত্ত্যর্থ-মাহ,—অনবদ্যম্। কশ্চিৎ সেবিতঃ ফলকালে বিনশ্যতীতি তদ্ব্যাবৃত্ত্যর্থমাহ—অনন্তপারং ন বিদ্যতেঽন্তঃ কালতো ন চ পারং দেশতশ্চ যস্য তম্। কশ্চিদকৃতজ্ঞো ভবতি ন চ ত্বমিত্যাহ—সর্ব্বজ্ঞম্। কশ্চিদসমর্থো রক্ষণে ন চ ত্বমি-ত্যাহ,—ঈশ্বরম্। কশ্চিদভদ্রাস্পদো ন চ ত্বমিত্যাহ,—কালাদিভিরকুণ্ঠো বিকুণ্ঠলোকো ধিষ্ণ্যং স্থানং যস্য তম্। উ হে ভগবন্, নির্ব্বেদে হেতুঃ বৃজিনৈর্দুঃখৈরভিতপ্তঃ। অত্র হকারগৌরবায় বৃকারো যুক্ত ইব পঠনীয়ঃ। পরমং সর্ব্বোৎকর্ষমাহ—নারায়ণং নারস্য মহৎস্রষ্টাদিপুরুষসমূহ-স্যাপি পরমাশ্রয়ম্। পরমকৃপালুত্বমাহ—নরসখং নর-মাত্রানুগ্রহায়াবতীর্ণমিত্যর্থঃ।। ১৮।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— অতএব আপনাতেই আমি শরণাগত হই। তন্মধ্যে কোন ব্যক্তি সর্ব্বগুণযুক্ত হইয়াও দূরাচার হয়, তাহাকে ত্যাগ করিবার জন্য বলিতেছেন—অনবদ্য কেহ পূজিত হইয়া ফলপ্রদান কালে বিনাশ প্রাপ্ত হন। তাহাকে ত্যাগ করিবার জন্য বলিতেছেন—অনন্ত-পার, যাঁহার অন্ত নাই অর্থাৎ কাল ও দেশ হইতে যাঁহার

পার নাই সেই তুমি। কেহ অকৃতজ্ঞ হয়, তুমি সেইরূপ নহ—সর্ব্বজ্ঞ। কেহ রক্ষা করিতে অসমর্থ, সেইরূপ তুমি নহ, যেহেতু ঈশ্বর। কেহ অঙ্গমলের আশ্রয়, তুমি সেইরূপ নহ। কালাদিদ্বারা যিনি অকুণ্ঠ, বিকুণ্ঠ লোক যাঁহার স্থান, সেই তুমি, হে ভগবান্! নির্ব্বেদের কারণ আমি দুঃখ সমূহের দ্বারা বিশেষ ভাবে তপ্ত, পরম অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্ব উৎকর্ষতা বলিতেছেন—নারায়ণ—মহৎ স্রষ্টা আদি পুরুষ সমূহেরও পরমাশ্রয়। পরমকৃপালুতা বলিতে-ছেন—নরসখ। মনুষ্যমাত্রকে অনুগ্রহ করিবার জন্য অবতীর্ণ।। ১৮।।

মধ্ব—

বিষ্ণোর্বায়োরনন্তস্য ত্রিভিরংশৈর্নরঃ স্মৃতঃ।
সৈন্দ্রেশ্চতুর্ভিঃ পার্থস্তু দ্বাভ্যাস্তু বললক্ষণৌ।।
ইত্যংশবিবেকে।। ১৮।।

বিবৃতি— হে ভগবন্! দেবগণ আমাদের অভিলষিত কামনা পূরণ করেন। সেইসকল কামের পূরক দেবগণ সর্ব্বজ্ঞতা-ধর্ম্ম-বর্জ্জিত সীমা-বিশিষ্ট মায়া-রচিত জগ-তের জীববিশেষ হওয়ায় তুমিই প্রকৃত প্রস্তাবে জীব-জাতির পক্ষে নর-নামক ঋষির একমাত্র বন্ধু। আমি পাপ-প্রবণচিত্ত ও বিষয়লোলুপ হওয়ায় আমার পক্ষে আপনার শরণাপন্ন হওয়া ব্যতীত অন্য গতি নাই।। ১৮।।

শ্রীভগবান্ উবাচ—

প্রায়েণ মনুজা লোকে লোকতত্ত্ববিচক্ষণাঃ।
সমুদ্ধরন্তি হ্যাত্মানমাত্মনৈবাশুভাশয়াৎ।। ১৯।।

অন্বয়ঃ— শ্রীভগবান্ উবাচ—লোকে (ইহলোকে) লোকতত্ত্ববিচক্ষণাঃ (লোকতত্ত্বস্য বিচক্ষণাঃ পরীক্ষকাঃ) মনুজা (মনুষ্যাঃ) প্রায়েণ আত্মনা (বিবেকবুদ্ধ্যা) এব আত্মা-নম্ অশুভাশয়াৎ (বিষয়বাসনাতঃ) সমুদ্ধরন্তি হি (পরি-ত্রায়ন্তে)।। ১৯।।

অনুবাদ— শ্রীভগবান্ বলিলেন,—পৃথিবীতে লোকতত্ত্ববিশারদ মানবগণ প্রায়শঃ বিবেকবুদ্ধিবলেই নিজচিত্তকে বিষয়বাসনা হইতে উদ্ধার করিয়া থাকেন।। ১৯।।

বিশ্বনাথ— ভো উদ্ধব, ত্বমাত্মানং মূঢ়মতিং মন্যসে, অহন্তু ত্বাদৃশং সুধিয়ং বিবুধেষ্বপি নাবলোকে লোকেঽপ্যত্র ত্বত্তো নিকৃষ্টা অপি গুরূপদেশং বিনাপি স্বীয়বুদ্ধিবলাদেব তত্ত্বং জানন্তো দৃশ্যন্তে কিং পুনস্ত্বং সর্ব্বসুধীমুকুটমণির্মাদৃশ-গুরূপদিষ্টনিখিলতত্ত্ব ইত্যাহ,—প্রায়েণেতি। লোকতত্ত্ব-বিচক্ষণা দৃশ্যমানলোকভদ্রাভদ্রহেতুবিচারপ্রবীণাঃ, অশুভা-শয়াৎ বিষয়বাসনাতঃ।। ১৯।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন —হে উদ্ধব। তুমি নিজেকে মূঢ়বুদ্ধি মনে করিতেছ, আমি কিন্তু তোমার মত সুধী পণ্ডিতগণের মধ্যেও দেখি না। এই লোকে তোমা হইতে নিকৃষ্ট হইয়াও গুরু উপদেশ ব্যতীতও নিজবুদ্ধি বলেই তত্ত্বজ্ঞান লাভ করে দেখা যায়। কিন্তু তুমি সর্ব্বসুধীগণের মুকুটমণি, আমার ন্যায় গুরু উপদিষ্ট নিখিল তত্ত্ব জান, ইহাই বলিতেছেন—প্রায়শঃ লোকতত্ত্ব বিচক্ষণ এই জগতে দৃশ্যমান লোকসমূহ মঙ্গল অমঙ্গল বিচারে প্রবীন হইয়াও অশুভ বিষয় বাসনা হইতে নিজেকে উদ্ধার করিতে পারে না।। ১৯।।

মধ্ব—

লোকে তত্ত্বে চ বিচক্ষণা।
পারোক্ষ্যেণৈব তত্ত্বন্তু লোকঞ্চাপি বিদন্তি যে।
তেঽপি সৎস্নেহনির্ম্মুক্তাস্তমো যান্তি বিনিশ্চয়াৎ।।
আপরোক্ষ্যান্ন চ জ্ঞানং তেষামুৎপাদ্যতে ক্বচিৎ।
ইতি ষাড়্গুণ্যে।। ১৯।।

বিবৃতি— যাঁহারা আত্মস্বরূপের বিপরীতধর্ম্ম দেহ-মনের চেষ্টা লক্ষ্য করিয়া উহা পরিত্যাগ করেন, তাঁহারাই স্বরূপবিচারে প্রতিষ্ঠিত হইয়া বিষয়বাসনা হইতে আপ-নাকে উদ্ধার করিতে সমর্থ হ'ন।। ১৯।।

আত্মনো গুরুরাত্মৈব পুরুষস্য বিশেষতঃ।
যৎ প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাং শ্রেয়োঽসাবনুবিন্দতে।।২০।।

অন্বয়ঃ— পুরুষস্য (মনুষ্যস্য) আত্মা এব আত্মনঃ

(স্বস্য) বিশেষতঃ গুরুঃ (উপদেশকো ভবতি) যৎ (যস্মাৎ) অসৌ (পুরুষঃ স্বয়মেব) প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাং (প্রত্যক্ষেণা-নুমানেন চ) শ্রেয়ঃ (পরমমঙ্গলম্) অনুবিন্দতে (লভতে)।।২০

অনুবাদ— হে উদ্ধব! আত্মাই মনুষ্যের নিজের বিশেষভাবে গুরু হইয়া থাকে, যেহেতু ঐ পুরুষ স্বয়ংই প্রত্যক্ষ ও অনুমান বলে স্বীয় পরমমঙ্গল লাভ করিয়া থাকে।। ২০।।

বিশ্বনাথ—য আত্মা কঞ্চিৎ শ্রেয়ঃ প্রত্যক্ষেণ বিন্দতে, কিঞ্চিৎ পরামৃশ্যানুমানেনাপি।। ২০।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— যে ব্যক্তি কোন একটি পরম-মঙ্গল প্রত্যক্ষরূপে লাভ করে, আর কিঞ্চিৎ অনুমানদ্বারাও লাভ করে।। ২০।।

বিবৃতি— অনাত্মপ্রতীতি কখনও স্বরূপাবস্থিত জনগণের অমঙ্গল উৎপাদিত করিতে পারে না। সুতরাং লব্ধস্বরূপ জীবাত্মা অনাত্মপ্রতীতিতে আবদ্ধ না হইয়া পরমাত্মা ভগবদ্বস্তুকে গুরুরূপে বরণ করে এবং সেরূপ স্বরূপাবস্থিত জীবন্মুক্ত পুরুষই প্রত্যক্ষ, অনুমান—এই প্রমাণদ্বয়ের সুষ্ঠু অধিকারী হইয়া মঙ্গল লাভ করেন।।২০

পুরুষত্বে চ মাং ধীরাঃ সাংখ্য-যোগবিশারদাঃ।
আবিস্তরাং প্রপশ্যন্তি সর্ব্বশক্ত্যুপবৃংহিতম্।। ২১।।

অন্বয়ঃ—(তত্র প্রত্যক্ষং দর্শয়তি) পুরুষত্বে (অস্মিন্ মনুষ্যজন্মনি) চ সাংখ্যযোগবিশারদাঃ (সাংখ্যযোগাভ্যাং বিচক্ষণা নিপুণবুদ্ধয় ইত্যর্থঃ, অতএব) ধীরাঃ (বিবেকিনঃ পুরুষাঃ) সর্ব্বশক্ত্যুপবৃংহিতং (সর্ব্বাভি শক্তিভিরুপবৃং-হিতং সর্ব্বশক্তিমন্তং) মাম্ আবিস্তরাং প্রপশ্যন্তি (সাক্ষাদা-বির্ভূতমবলোকয়ন্তি)।। ২১।।

অনুবাদ— এই মনুষ্যজন্মে সাংখ্য-যোগবিশারদ বিবেকী পুরুষগণ সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন আমাকে সাক্ষাৎ আবি-র্ভূতরূপে দর্শন করিয়া থাকেন।। ২১।।

বিশ্বনাথ—তত্রাপি মনুষ্যদেহগতা এব জীবাঃ প্রায়ো মাং জ্ঞাতুং প্রভবন্তীত্যাহ,—পুরুষত্বে চেতি। তত্রাপি ধীরাঃ নির্ম্মৎসরাস্তত্রাপি সাংখ্যং জ্ঞানযোগভক্তিযোগ-স্তয়োর্বিচক্ষণাঃ। তথাচ শ্রুতি—"পুরুষত্বে চাবিস্তরামাত্মা-সহিত প্রজ্ঞানেন সম্পন্নতমো বিজ্ঞাতং বদতি, বিজ্ঞাতং পশ্যতি, বেদ শ্বস্তনং, বেদ লোকালোকৌ, মর্ত্ত্যেনামৃতমীপ্স-ত্যেবং সম্পন্নোঽথেতরেষাং পশূনামশনাপিপাসে এবাভি-জ্ঞানম্" ইতি।। ২১।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— তন্মধ্যেও মনুষ্যদেহধারী জীবগণই প্রায় আমাকে জানিতে পারে। তন্মধ্যেও ধীর ব্যক্তিগণ অর্থাৎ নির্ম্মৎসর ব্যক্তিগণ আমাকে জানিতে পারে। তার মধ্যে সাংখ্য জ্ঞানযোগ ভক্তিযোগ বিচক্ষণ আমাকে জানিতে পারে। ঐরূপ শ্রুতিবাক্যও আছে মনুষ্য মধ্যে অল্পবিস্তর আত্মার সহিত প্রকৃষ্ট জ্ঞান দ্বারা যুক্ত ব্যক্তি আমাকে জানিতে পারে, তৎপরে দর্শন করিতে পারে, অনুভব করিতে পারে, মঙ্গল জানিতে পারে, লোক অলোক মর্ত্ত্য অমর্ত্ত্য ইচ্ছা করে। ইহা হইতে ভিন্ন যাঁহারা, তাঁহারা পশুবৎ ভোজন ও পিপাসা দূর করাই তাহাদের অভিজ্ঞান।। ২১।।

বিবৃতি— অচিদ্‌বিলাস-প্রমত্ত জনগণ দৃশ্যবস্তুমাত্র-কেই নিজেদের তাৎকালিক ভোগ্য বলিয়া বিবেচনা করেন এবং ভগবদ্‌বস্তুকে সর্ব্বশক্তিবিবর্জ্জিত জানিয়া অস্বীকার করেন, কিন্তু যাঁহারা আত্মতৎপর সাংখ্য ও ভক্তিযোগে কৃতিত্ব লাভ করেন, সেইসকল সমাধিলব্ধ অচঞ্চল আত্ম-বিদ্‌গণ সকল বস্তুর মধ্যে সর্ব্বশক্তিমান্, ভগবানের অধি-ষ্ঠানমাত্রই অবগত হ'ন।। ২১।।

এক-দ্বি-ত্রি-চতুষ্পাদো বহুপাদস্তথাপদঃ।
বহ্ব্যঃ সন্তি পুরঃ সৃষ্টাস্তাসাং মে পৌরুষী প্রিয়া।। ২২।।

অন্বয়ঃ— একদ্বিত্রিচতুষ্পাদঃ (একদ্বিত্র্যাদিপাদ-বত্যঃ) বহুপাদঃ (অনেকপাদযুক্তাঃ) তথা অপদঃ (পদশূন্যা ইতি) বহ্ব্যঃ পুরঃ (শরীরাণি ময়া) সৃষ্টাঃ সন্তি, তাসাং (মধ্যে) পৌরুষী (মানুষী তনুঃ) মে (মম) প্রিয়া (পুরুষার্থ-সাধকত্বাৎ প্রিয়া ভবতি)।। ২২।।

অনুবাদ— ইহ জগতে একপদ, দ্বিপদ, ত্রিপদ, চতু-

ষ্পদ, বহুপদ এবং পদহীন নানাপ্রকার শরীরই সৃষ্ট হইয়াছে, তন্মধ্যে মনুষ্যশরীরই পুরুষার্থ-সাধক বলিয়া আমার প্রিয় হয়।। ২২।।

বিশ্বনাথ—অতঃ পুরষত্বং স্তৌতি,—একেতি।।২২

টীকার বঙ্গানুবাদ—অতঃপর মানব শরীরের প্রশংসা করিতেছেন 'একপদ' ইত্যাদি পদ্যদ্বারা।। ২২।।

বিবৃতি— বহির্জ্জগতের দর্শক প্রাণিজগতের বিচরণ লক্ষ্য করিয়া বিভিন্ন পদবিশিষ্ট বিচরণশীল শরীরেই আত্মকল্পনা করেন। এইসকল প্রাণীর মধ্যে মানবশরীরধারী জীবই প্রয়োজন লাভ করিতে সমর্থ; কেননা তাঁহারাই ভগবৎপ্রিয়।। ২২।।

অত্র মাং মৃগয়ন্ত্যদ্ধা যুক্তা হেতুভিরীশ্বরম্।
গৃহ্যমাণৈর্গুণৈর্লিঙ্গৈরগ্রাহ্যমনুমানতঃ।। ২৩।।

অন্বয়ঃ—(অনুমানমাহ)অত্র(পৌরুষ্যাং পুরি মানবদেহে) যুক্তাঃ (পুরুষাঃ) গৃহ্যমাণৈঃ গুণৈঃ (বুদ্ধ্যাদিভিঃ) হেতুভিঃ (তথা) লিঙ্গৈঃ (প্রকাশাপ্রকাশশক্তিভিঃ) অনুমানতঃ (অনুমানেন) অগ্রাহ্যং (প্রত্যক্ষাগোচরমপি) ঈশ্বরং (প্রবর্ত্তকং) মাং অদ্ধা (সাক্ষাৎ) মৃগয়ন্তি(অন্বিষ্যন্তি)।।২৩

অনুবাদ—আমার স্বরূপ প্রত্যক্ষ অগোচর হইলেও এই মানব-দেহস্থিত জীবগণ বুদ্ধি প্রভৃতি গুণসমূহ এবং প্রকাশ ও অপ্রকাশ লক্ষণ-দর্শনে অনুমানবলে তৎসমুদয়ের প্রবর্ত্তকস্বরূপ আমার সন্ধান করিয়া থাকেন।। ২৩।।

বিশ্বনাথ—অত্র পৌরুষ্যাং পুরি স্থিতা অদ্ধা সাক্ষান্মাং কৃষ্ণরূপিণমপীশ্বরং মার্গয়ন্তি, যুক্তা ভক্তিযোগবন্তঃ। হেতুভিঃ শ্রবণকীর্ত্তনাদ্যৈঃ "ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্য" ইতি মদুক্তেঃ। ননু বুদ্ধ্যাদিপ্রবর্ত্তকং ত্বামনুমানেন মার্গয়ন্তো দৃশ্যন্ত? ইত্যত আহ,—গৃহ্যমাণৈর্বুদ্ধ্যাদিভির্গুণৈর্লিঙ্গৈর্ব্যাপ্তিমুখেন যদনুমানং তস্মাদগ্রাহ্যং বুদ্ধ্যাদিকরণানি কর্ত্তৃপ্রযোজ্যানি করণত্বাদ্বা স্যাদিত্যনুমানেনাস্বতন্ত্রঃ কর্ত্তা জীবোঽনুমীয়তে তথা প্রযোজকঃ স্বতন্ত্রোঽন্তর্য্যামী চ কথঞ্চিদনুমীয়তে, ন তু কৃষ্ণঃ স্বয়ং ভগবানহং, মম তর্কাতীতত্বান্মদ্রূপগুণলীলৈশ্বর্য্যাণামপ্যতর্ক্যত্বাদিতি।। ২৩।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—ইহাদের মধ্যে মানব শরীরে অবস্থিত হইয়া জীবগণ সাক্ষাদ্ভাবে কৃষ্ণরূপী ঈশ্বর আমাকে অনুসন্ধান করে ভক্তিযোগীগণ শ্রবণ কীর্ত্তনাদি সাধন ভক্তি দ্বারা। আমি 'একমাত্র ভক্তিদ্বারাই গ্রহণীয় হই' ইহা আমার উক্তি আছে। প্রশ্ন হইতে পারে—বুদ্ধি আদির প্রবর্ত্তক তোমাকে অনুমান দ্বারা অনুসন্ধান করিতে দেখা যায়। ইহার উত্তরে বলিতেছেন—বুদ্ধি আদি গুণসমূহদ্বারা চিহ্ন ও ব্যাপ্তি মুখে যে অনুমান তাহা দ্বারা অগ্রাহ্য। বুদ্ধি আদি ইন্দ্রিয়সমূহ কর্তার অধীন, যেহেতু উহারা করণ। এইরূপ অনুমান দ্বারা অস্বতন্ত্র কর্তা জীব অনুমান করে, সেইরূপ প্রযোজক স্বতন্ত্রকর্তা অন্তর্য্যামীও কঞ্চিৎ অনুমিত হন। কিন্তু কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্ আমি, যেহেতু তর্কের অতীত আমার রূপ-গুণ-লীলা-ঐশ্বর্য্যসমূহও অচিন্ত্য, সেইহেতু অনুমানদ্বারা আমি গ্রহণীয় নহি।। ২৩।।

বিবৃতি— মানবগণই কার্য্য-কারণ বা সদসৎ হেতুমূলে জড়জগতে প্রকাশিত বাহ্য কার্য্য ও অন্তরস্থ কারণ প্রত্যক্ষ ও অনুমান হইতে ভগবদনুষ্ঠান লক্ষ্য করিতে থাকেন।। ২৩।।

অত্রাপ্যুদাহরন্তীমমিতিহাসং পুরাতনম্।
অবধূতস্য সম্বাদং যদোরমিততেজসঃ।। ২৪।।

অন্বয়ঃ— অত্র অপি (অস্মিন্ বিষয়ে) অমিততেজসঃ(পরমবিবেকিনঃ)অবধূতস্য যদোঃ চ সংবাদং (সংবাদ রূপম্) ইমং (বক্ষ্যমাণং) পুরাতনম্ ইতিহাসম্ (ইতিবৃত্তং, বৃদ্ধাঃ) উদাহরন্তি (দৃষ্টান্ততয়া বর্ণয়ন্তি)।। ২৪

অনুবাদ—এবিষয়ে প্রাচীনগণ পরমবিবেকী কোন এক অবধূত এবং যদুর সংবাদরূপ এই পুরাতন ইতিহাস বর্ণন করিয়া থাকেন।। ২৪।।

বিশ্বনাথ— অত্রাপি অনুমানগম্যত্বেঽপ্যন্তর্য্যামিস্বরূপস্য মম প্রাপ্তাবপি।। ২৪।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— এস্থলেও অর্থাৎ অনুমানগম্য

অন্তর্য্যামীরূপে প্রাপ্তিতেও একটি প্রাচীন ইতিহাস অবধূতের সহিত যদুর সংবাদ তোমাকে বলিতেছি।। ২৪।।

অবধূতং দ্বিজং কঞ্চিচ্চরন্তমকুতোভয়ম্।
কবিং নিরীক্ষ্য তরুণং যদুঃ পপ্রচ্ছ ধর্ম্মবিৎ।। ২৫।।

অন্বয়ঃ— ধর্ম্মবিৎ যদুঃ অকুতোভয়ং (নির্ভয়ং) চরন্তং (বিচরন্তং) কবিং (বিবেকিনং) তরুণম্ অবধূতম্ (অভঙ্গ্যাদিসংস্কাররহিতং) কঞ্চিৎ দ্বিজং নিরীক্ষ্য (তং) পপ্রচ্ছ (পৃষ্টবান্)।। ২৫।।

অনুবাদ— ধর্ম্মজ্ঞ যদু একসময়ে নির্ভয়ে বিচরণশীল, বিবেকী, তরুণবয়স্ক এক অবধূত ব্রাহ্মণকে দর্শন করিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন।। ২৫।।

শ্রীযদুরুবাচ—
কুতো বুদ্ধিরিয়ং ব্রহ্মন্নকর্ত্তুঃ সুবিশারদা।
যামাসাদ্য ভবাঁল্লোকং বিদ্বাংশ্চরতি বালবৎ।। ২৬।।

অন্বয়ঃ— শ্রীযদুঃ উবাচ— (হে) ব্রহ্মন্! অকর্ত্তুঃ (কর্ম্মাণি অকুর্ব্বতস্তব) ইয়ং সুবিশারদা (অতিনিপুণা সর্ব্বলোকবিলক্ষণা) বুদ্ধি কুতঃ (কস্মাৎ জাতা), যাং (বুদ্ধিম্) আসাদ্য (প্রাপ্য) ভবান্ বিদ্বান্ (অপি) বালবৎ লোকং (নিখিলং ভুবনং) চরতি (পর্য্যটতি)।। ২৬।।

অনুবাদ— শ্রীযদু বলিলেন,— হে ব্রহ্মণ। আপনি কোনরূপ সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতেছেন না, তথাপি আপনার ঈদৃশী সর্ব্বলোক-বিলক্ষণা বুদ্ধি কিরূপে উৎপন্ন হইল ? যে বুদ্ধিবলে আপনি বিদ্বান্ হইয়াও বালকের ন্যায় পৃথিবীতে বিচরণ করিতেছেন।। ২৬।।

প্রায়ো ধর্ম্মার্থকামেষু বিবিৎসায়াঞ্চ মানবাঃ।
হেতুনৈব সমীহন্তে আয়ুষো যশসঃ শ্রিয়ঃ।। ২৭।।

অন্বয়ঃ— প্রায়ঃ মানবাঃ আয়ুষঃ যশসঃ শ্রিয়ঃ হেতুনা (কামনয়া) এব ধর্ম্মার্থকামেষু (তথা) বিবিৎসায়াং চ (আত্মবিচারে চ) সমীহন্তে (প্রবর্ত্তন্তে)।। ২৭।।

অনুবাদ—জগতে মানবগণ প্রায়ই আয়ু, যশঃ এবং ঐশ্বর্য্য কামনায় ধর্ম্ম, অর্থ, কাম এবং আত্মতত্ত্ববিচারে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে।। ২৭।।

বিশ্বনাথ— ধর্ম্মার্থকামেষু বিবিৎসায়াং বিবিদিষায়ামাত্মবিচারে চ আয়ুরাদের্হেতুনা কামনয়ৈব সমীহন্তে প্রবর্ত্তন্তে।। ২৭।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— ধর্ম্ম অর্থ কাম ইহাদের জানিবার ইচ্ছায় ও আত্মবিচারে আয়ু প্রভৃতির হেতু দ্বারা কামনাই প্রবর্ত্তিত হয়।। ২৭।।

তত্ত্ব কল্পঃ কবির্দক্ষঃ সুভগোঽমৃতভাষণঃ।
ন কর্ত্তা নেহসে কিঞ্চিজ্জড়োন্মত্তপিশাচবৎ।। ২৮।।

অন্বয়ঃ— তু (পরন্তু) কল্পঃ (সমর্থঃ) কবিঃ (জ্ঞানী) দক্ষঃ (নিপুণঃ) সুভগঃ (সুন্দরঃ) অমৃতভাষণঃ (মধুরভাষী অপি) জড়োন্মত্তপিশাচবৎ (জড়াদিবদ্ বর্ত্তমানঃ সন্) কর্ত্তা ন (কস্যচিদপি কর্ম্মণঃ কর্ত্তা ন ভবসি, তথা) কিঞ্চিৎ (অপি) ন ঈহসে (নেচ্ছসি চ)।। ২৮।।

অনুবাদ— কিন্তু আপনি সমর্থ, জ্ঞানী, নিপুণ, সুন্দর এবং মধুরভাষী হইয়াও জড় উন্মত্ত ও পিশাচের ন্যায় অবস্থানপূর্ব্বক কোনরূপ কার্য্যের চেষ্টা বা সম্পাদন করিতেছেন না।। ২৮।।

বিশ্বনাথ— ত্বন্তু ন কস্যচিৎ কর্ম্মণঃ কর্ত্তা, ন চ কিমপীহসে, তত্র কল্প ইতি ন ত্বসামর্থ্যেনেত্যর্থঃ। কবিরিতি নাজ্ঞানেন দক্ষ ইতি ন ত্বনৈপুণ্যেন, সুভগ ইতি ন তু কৌরূপ্যেণ হেতুনা, বনিতাদিকমিচ্ছসীত্যর্থঃ। মিতভাষণ ইতি ন ত্ববাগ্মিতয়া, কেনাপি সহ সংলাপমিচ্ছসীত্যর্থঃ। কিন্ত্বেতাদৃশোঽপি জড়াদিবদ্বর্ত্তসে।। ২৮।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— যযাতিপুত্র যদু বলিতেছেন— কিন্তু তুমি কোন কর্ম্মের কর্ত্তা নও, কোন কিছুই চাও না, তাহাতে সমর্থ, তুমি অসমর্থ নও। তুমি অজ্ঞান হেতু কিছুই কর না, তাহা নহে, তুমি সর্ব্বকার্য্যে পটু। তোমার

নৈপুণ্য নাই তাহা নহে, শুভগ অর্থাৎ সুন্দর। তোমার কুরূপ হেতু যে স্ত্রী আদিকে ইচ্ছা কর না, তাহা নহে। তুমি মিতভাষী তুমি যে পণ্ডিত নহ, তাহা নহে। কিন্তু কাহার সহিত সংলাপ করিতে ইচ্ছা কর না। কিন্তু এই প্রকার হইয়াও হে ব্রাহ্মণ আপনি বোবার ন্যায় অবস্থান করিতেছেন।। ২৮।।

জনেষু দহ্যমানেষু কামলোভদবাগ্নিনা।
ন তপ্যসেঽগ্নিনা মুক্তো গঙ্গাম্ভঃস্থ ইব দ্বিপঃ।। ২৯।।

অন্বয়ঃ— (মহানানন্দশ্চ কুত ইতি পৃচ্ছতি) কাম-লোভদাবাগ্নিনা (কামলোভরূপদাবাগ্নিনা) জনেষু দহ্যমানেষু (সন্তপ্যমানেষু সৎসু ত্বম্) অগ্নিনা মুক্তঃ গঙ্গাম্ভঃস্থ দ্বিপঃ (গজঃ) ইব ন তপ্যসে (ন তপ্তো ভবসি)।। ২৯।।

অনুবাদ— জগতে মানবগণ কাম এবং লোভরূপ দাবানলে নিরন্তর দহ্যমান হইলেও আপনি গঙ্গাসলিল-মধ্যগত, অগ্নিসন্তাপমুক্ত হস্তীর ন্যায় সন্তাপরহিত হইয়া অবস্থান করিতেছেন।। ২৯।।

বিশ্বনাথ— কিঞ্চ তরুণস্যাপি তব কামাদিসন্তাপো ন কুত ইতি পৃচ্ছতি জনেষ্বেতি।। ২৯।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— আর আপনি তরুণ বয়স্ক হইয়াও আপনার কামাদি সন্তাপ নাই, ইহার কারণ কি? এই জগতের জনগণ কাম-লোভাদি দ্বারা সর্ব্বদা দগ্ধীভূত হইতেছে, আপনি গঙ্গাজলস্থিত হস্তীর ন্যায় ঐ তাপ হইতে মুক্ত।। ২৯।।

বিবৃতি— গঙ্গায় প্রচুর জলস্রোত প্রবাহিত হয়, সেই জলের দ্বারা অগ্নি নির্ব্বাপিত হয়। মত্ত কুঞ্জর প্রবল জলস্রোতে অবস্থিত থাকিলে জলরাশি যেমন কুঞ্জরের কামাগ্নি নির্ব্বাপণ করিয়া উহাকে শান্ত করিতে সমর্থ, তদ্রূপ সাধারণ মানবগণ সংসারে অবস্থিত হইয়া মত্ত কুঞ্জরের ন্যায় কামাদি রিপুদ্বারা সর্ব্বদা প্রপীড়িত থাকিলেও অবধূত আপনি, কামাদি রিপুদ্বারা অভিভূত না হওয়ায় জলরাশিতে অবস্থিত কুঞ্জরের ন্যায় কামাগ্নিদ্বারা পীড়িত হ'ন না।।২৯।।

ত্বং হি নঃপৃচ্ছতাং ব্রহ্মন্নাত্মন্যানন্দকারণম্।
ব্রূহি স্পর্শবিহীনস্য ভবতঃ কেবলাত্মনঃ।। ৩০।।

অন্বয়ঃ— (হে) রাজন্! কেবলাত্মনঃ (কলত্রাদি-শূন্যস্য ততঃ) স্পর্শবিহীনস্য (বিষয়ভোগরহিতস্য) ভবতঃ আত্মনি (মনসি) আনন্দকারণং পৃচ্ছতাং নঃ (অস্মাকং সমীপে) হি ত্বং ব্রূহি (আনন্দস্য কারণং কথয়)।। ৩০।।

অনুবাদ— হে ব্রহ্মন্! আপনি পুত্রকলত্রাদিশূন্য, অতএব বিষয়ভোগ-রহিত হইয়াও কিরূপে হৃদয়ে ঈদৃশ আনন্দ লাভ করিতেছেন, আমরা তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিতেছি, সুতরাং তাহা বর্ণন করুন্।। ৩০।।

বিশ্বনাথ— মুখমেব বার্ত্তাং কথয়তীতি ন্যায়েন দৃশ্যমান এতাবানানন্দশ্চ তব কুত ইতি পৃচ্ছতি ত্বং হীতি। স্পর্শো বিষয়ভোগঃ কেবলাত্মনঃ একাকিনঃ।। ৩০।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— 'মুখই কথা বলে' এই ন্যায়ে দৃশ্যমান অফুরন্ত আনন্দ তোমার কোথা হইতে আসি-তেছে, ইহাই জিজ্ঞাসা করিতেছি। বিষয়ভোগ্য ব্যতীত আপনি একাকী আছেন, তথাপি এত আনন্দ কোথা হইতে আসিতেছে।। ৩০।।

মধ্ব—

কেবলাত্মনঃ শরীরমাত্রপরিগ্রহস্য।। ৩০।।

বিবৃতি— যে-সকল মুক্ত পুরুষ জড়জগতের ভোগ-বাসনা হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়া ভগবৎসেবারূপ কৈবল্য লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শাদি আক্রমণ করিতে অসমর্থ। যাহারা রূপরসাদিতে রুচিবিশিষ্ট, তাহারা সংসারে পুত্র-কলত্রের মায়ায় আবদ্ধ হয়। আপনি অবধূত সুতরাং ঔপাধিক আনন্দে মত্ত না থাকিয়া আপনার যে নিত্যানন্দ স্ফূর্ত্তি দেখা যাইতেছে, উহার কারণ আমাদিগকে বলুন।। ৩০।।

শ্রীভগবানুবাচ—

যদুনৈব মহাভাগো ব্রহ্মণ্যেন সুমেধসা।
পৃষ্টঃ সভাজিতঃ প্রাহ প্রশ্রয়াবনতং দ্বিজঃ।।৩১।।

অন্বয়ঃ—শ্রীভগবানুবাচ— ব্রহ্মণ্যেন (ব্রহ্মকুলোপ-

কর্ত্রা) সুমেধসা (বুদ্ধিমতা) যদুনা এবং সভাজিতঃ (সৎ-কৃতঃ) পৃষ্টঃ (জিজ্ঞাসিতঃ) মহাভাগঃ দ্বিজঃ (ব্রাহ্মণঃ) প্রশ্রয়াবনতং (প্রশ্রয়েণ বিনয়েনাবনতং নৃপং) প্রাহ (উক্ত-বান্)।।৩১।।

অনুবাদ— শ্রীভগবান্ বলিলেন,---ব্রাহ্মণ-হিত-পরায়ণ, বুদ্ধিমান্ যদুকর্ত্তৃক এইরূপ সম্মানিত ও জিজ্ঞাসিত হইয়া মহাভাগ ব্রাহ্মণ (অবধূত) বিনয়াবনত রাজাকে বলিতে লাগিলেন।। ৩১।।

বিশ্বনাথ— ব্রহ্মণ্যেনেতি তৎপরিচর্য্যয়ৈব তদ্বশীকরিষ্ণুনেত্যর্থঃ। সুমেধসেতি স্ববুদ্ধিপ্রণীত-তন্মনস্কেনেতি তৎপ্রতিবচনে হেতুঃ।।৩১।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— শ্রীভগবান্ বলিতেছেন সুমেধা যদু এইভাবে পরিচর্য্যা দ্বারা তাহাকে বশীভূত করিলে, হে মহাভাগ উদ্ধব? ঐ ব্রাহ্মণ বলিতে আরম্ভ করিলেন।।৩১

শ্রীব্রাহ্মণ উবাচ—

সন্তি মে গুরবো রাজন্ বহবো বুদ্ধ্যুপাশ্রিতাঃ।
যতো বুদ্ধিমুপাদায় মুক্তোঽটামীহ তান্ শৃণু।। ৩২।।

অন্বয়ঃ— শ্রীব্রাহ্মণ উবাচ—(হে) রাজন্! (অহং) যতঃ (যেভ্যো গুরুভ্যঃ) বুদ্ধিং (জ্ঞানম্) উপাদায় (সংগৃহ্য সংসারসন্তাপাৎ) মুক্তঃ (সন্) ইহ (ভূলোকে) অটামি (পর্য্যটামি, তাদৃশাঃ) বুদ্ধ্যুপাশ্রিতাঃ (বুদ্ধ্যা এব উপাশ্রিতাঃ স্বীকৃতা ন তু উপদেশেন) মে (মম) বহবঃ গুরবঃ সন্তি। তান্ (গুরূন্) শৃণু।।৩২।।

অনুবাদ— শ্রীব্রাহ্মণ বলিলেন,— হে রাজন্! আমি যাহাদের নিকট হইতে জ্ঞান লাভ করিয়া মুক্তভাবে এই পৃথিবীতে ভ্রমণ করিতেছি, আমার নিজবুদ্ধিদ্বারা স্বীকৃত তাদৃশ অনেক গুরু জগতে বর্ত্তমান রহিয়াছেন। তাহাদের নাম শ্রবণ করুন।।৩২।।

বিশ্বনাথ— বুদ্ধ্যৈবোপাশ্রিতাঃ ন তূপদেশেন, সাংসারিকসন্তাপান্মুক্তঃ।।৩২।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— হে মহারাজ! আমার নিজবুদ্ধি দ্বারা উপাশ্রিত আমার অনেকগুরু আছেন, তাহাদের নিকট হইতে উপদেশ পাই নাই, কিন্তু বুদ্ধি দ্বারা আমি জ্ঞান-সংগ্রহ করিয়া এই সংসার-তাপ হইতে মুক্ত বিচরণ করি, ঐ গুরুদের কথা শ্রবণ করুন।।৩২।।

বিবৃতি— কৃষ্ণবিমুখ অনর্থযাজী জীবসকল ব্রহ্মাণ্ডে অবস্থিত বহু বস্তুর প্রভুত্ব করিবার জন্য ব্যস্ত থাকে। তাহারা ধর্ম্ম, অর্থ ও কামরূপ ত্রিবর্গ সেবায় দিনযাপন করিয়া স্ব-স্ব আয়ু, কীর্ত্তি ও রূপ বর্দ্ধন করিয়া থাকে। কিন্তু অবধূত মহাশয় সেরূপ না হইয়া তাঁহার ব্যবহার অন্য-প্রকার প্রদর্শন করায় যদু তাঁহাকে সেরূপ অবস্থায় বিচরণের কারণ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। তদুত্তরে অবধূত মহাশয় বলিলেন,—"আমি সঙ্কল্পবিকল্পাত্মক বিচার পরিহার করিয়া দৃশ্যজগতের চতুর্ব্বিংশতি বস্তুকে ভোগ্য-জ্ঞান করিবার পরিবর্ত্তে শিক্ষা গুরুরূপে বরণ করিয়াছি। সাধারণ দৃষ্টিতে মানবগণ যেরূপ সংসার ভ্রমণ করেন, আমি তদ্রূপ মনোধর্ম্ম-চালিত হইয়া গুরুদাস্যে বঞ্চিত হই না। স্থিরা বুদ্ধি আশ্রয় করিয়াই আমি পৃথিবী ভ্রমণ করিয়া থাকি। সতত যুক্ত হইয়া প্রেমসেবার উদ্দেশে অনর্থ অতিক্রম করিবার বুদ্ধি লইয়াই আমি বক্ষ্যমাণ চতুর্ব্বিংশতি গুরু লাভ করিয়াছি"।।৩২।।

পৃথিবী বায়ুরাকাশমাপোঽগ্নিশ্চন্দ্রমা রবিঃ।
কপোতোঽজগরঃ সিন্ধুঃ পতঙ্গো মধুকৃদ্গজঃ।।৩৩।।
মধুহা হরিণো মীনঃ পিঙ্গলা কুররোঽর্ভকঃ।
কুমারী শরকৃৎ সর্প উর্ণনাভিঃ সুপেশকৃৎ।। ৩৪।।
এতে মে গুরবো রাজন্ চতুর্ব্বিংশতিরাশ্রিতাঃ।
শিক্ষা বৃত্তিভিরেতেষামন্বশিক্ষমিহাত্মনঃ।। ৩৫।।

অন্বয়ঃ—(গুরূনাহ হে) রাজন্! পৃথিবী বায়ু আকাশম্ আপঃ অগ্নিঃ চন্দ্রমাঃ রবিঃ কপোতঃ অজগরঃ সিন্ধুঃ পতঙ্গঃ মধুকৃৎ (ভৃঙ্গঃ) গজঃ মধুহা (মধুহরণকারী) ব্যাধঃ হরিণঃ মীনঃ পিঙ্গলা (তন্নাম্নী বেশ্যা) কুররঃ (পক্ষি-বিশেষঃ) অর্ভকঃ (বালক) কুমারী শরকৃৎ (অয়স্কারঃ)

সর্প ঊর্ণনাভিঃ সুপেশকৃৎ (সুপেশমতিশোভনং রূপং কীটস্য করোতীতি তথা ভ্রমরবিশেষঃ) এতে চতুর্ব্বিংশতিঃ গুরবঃ মে (ময়া) আশ্রিতাঃ (বুদ্ধ্যা স্বীকৃতাঃ) এতেষাং (গুরুণাং) বৃত্তিভিঃ (আচরণৈঃ) আত্মনঃ (স্বস্য) শিক্ষাঃ (শিক্ষণীয়ান্ অর্থান্ হেয়োপাদেয়াদীন্) ইহ অন্বশিক্ষম্ (অনুশিক্ষিতবানস্মি)।। ৩৩-৩৫।।

অনুবাদ— হে রাজন্! পৃথিবী, বায়ু, আকাশ, জল, অগ্নি, চন্দ্র, সূর্য্য, কপোত, অজগর, সমুদ্র, পতঙ্গ, ভ্রমর, হস্তী, মধুহরণকারী ব্যাধ, হরিণ, মৎস্য, পিঙ্গলানাম্নী বেশ্যা, কুরর পক্ষী, বালক, কুমারী, বাণনির্ম্মাণকারী কোনও এক লৌহকার, সর্প, ঊর্ণনাভ এবং পেশকারী (ভ্রমর-বিশেষ) —এই চতুর্ব্বিংশতি বস্তুকে আমি নিজ হৃদয়ে গুরুরূপে স্বীকার করিয়াছি। ইহাদের আচরণ-দর্শনে স্বয়ং শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ গ্রহণ করিয়াছি।। ৩৩-৩৫।।

বিশ্বনাথ— এতেষাং বৃত্তিভিরেবাত্মনঃ শিক্ষাঃ শিক্ষণীয়ানর্থান্ অন্বশিক্ষম্।। ৩৩-৩৫।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— পৃথিবী, বায়ু, আকাশ, জল, অগ্নি, চন্দ্র, রবি, কপোত, অজগর, সমুদ্র, পতঙ্গ, মধুকর, হস্তী, মধু সংগ্রহকারী, হরিণ, মৎস্য, পিঙ্গলা, কুরর-পক্ষী, বালক, কুমারী, শর প্রস্তুতকারী, সর্প, মাকড়সা, কুমরে পোকা এই চব্বিশজনের আচরণ হইতেই আমি আমার শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ শিক্ষা করিয়াছি।। ৩৩-৩৫।।

যতো যদনুশিক্ষামি যথা বা নাহুষাত্মজ।
তত্তথা পুরুষব্যাঘ্র নিবোধ কথয়ামি তে।। ৩৬।।

অন্বয়ঃ— (হে) নাহুষাত্মজ! (যযাতিপুত্র) পুরুষব্যাঘ্র! যতঃ (যস্মাদ্ গুরোঃ সকাশাৎ) যথা বা (যেন প্রকারেণ) যৎ অনুশিক্ষামি তৎ (শিক্ষণং) তথা তে (তুভ্যং) কথয়ামি নিবোধ (শৃণু)।। ৩৬।।

অনুবাদ— হে যযাতিনন্দন! পুরুষ! আমি ইহাদের মধ্যে যাহার নিকট হইতে যেরূপে যাহা শিক্ষা করিয়াছি তাহা বলিতেছি, শ্রবণ করুন।। ৩৬।।

ভূতৈরাক্রম্যমাণোঽপি ধীরো দৈববশানুগৈঃ।
তদ্বিদ্বান্ন চলেন্মার্গাদন্বশিক্ষং ক্ষিতের্ব্রতম্।। ৩৭।।

অন্বয়ঃ— (ক্ষিতেঃ ক্ষমাং শিক্ষিতবানিত্যাহ) ধীরঃ (দুঃখসহিষ্ণুঃ) দৈববশানুগৈঃ (দৈবপ্রেরিতৈঃ) ভূতৈঃ (প্রাণিভিঃ) আক্রম্যমাণঃ (পীড্যমানঃ) অপি তৎ বিদ্বান্ (ভূতানাং দৈববশানুগতত্বং জানন্ সন্) মার্গাৎ (ধর্ম্মমার্গাৎ) ন চলেৎ (ন বিচলিতো ভবেৎ) ক্ষিতেঃ (জনৈঃ পাদাঘাতাদিভিঃ পীড্যমানায়া অপি অবিচলিতায়াঃ পৃথিব্যা ইতি ক্ষমারূপং) ব্রতং (নিয়মম্) অন্বশিক্ষন্।। ৩৭।।

অনুবাদ— দুঃখসহিষ্ণু পুরুষ দৈবাধীন প্রাণিগণ-কর্ত্তৃক উৎপীড়িত হইয়াও ইহা দৈবকার্য্য জানিয়া ধর্ম্মপথ হইতে বিচলিত হইবেন না; আমি প্রাণিপদাহতা, নিশ্চলা পৃথিবীর নিকট হইতে এই ক্ষমাব্রত শিক্ষা করিয়াছি।।৩৭

বিশ্বনাথ— ক্ষিতেঃ ক্ষমাং শিক্ষিতবানিত্যাহ,— ভূতৈরিতি। দৈববশাঃ পিত্রাদয়স্তেষাং অনুগৈঃ, তদ্বিদ্বান্ ভূতানাং দৈববশবর্ত্তিত্বং জানন্।। ৩৭।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— পৃথিবী হইতে 'ক্ষমাগুণ' শিক্ষা করিয়াছি, ইহাই বলিতেছেন— প্রাণীগণ পৃথিবীর উপর যথেচ্ছভাবে বিচরণ করিলেও পৃথিবী ধীর স্থির, পৃথিবী হইতে ইহাই শিক্ষা করিয়াছি, বিদ্বান্ ব্যক্তি দৈববশে সুখ দুঃখ যাহাই লাভ করুক না কেন তথাপি নিজ পথ হইতে কখনও বিচলিত হইবেন না।। ৩৭।।

বিবৃতি— পৃথিবীর বক্ষে বিচরণশীল জনগণ পৃথিবীকে শিক্ষাগুরু না জানিয়া বীরভোগ্যা মনে করেন। সুতরাং প্রত্যেকে প্রত্যেকের পীড়া দান করিয়া প্রত্যেককে নিত্য ধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত করিবার চেষ্টা করেন। কামনার বশবর্ত্তী হইয়া কামপূরণকারী দেবগণের আনুগত্যক্রমেই প্রাণিগণের পরস্পর হিংসা-প্রবৃত্তি। আধিভৌতিক দুঃখের দ্বারা অভিভূত হইলে জীবের সহিষ্ণুতা ধর্ম্ম থাকে না। তজ্জন্য অসহিষ্ণু জীব শিক্ষার অভাবে জগতে ভোগপ্রবৃত্তিবিশিষ্ট হয়। কিন্তু ক্ষিতির ধর্ম্ম—সহনশীলতা। পৃথিবীকে গুরু জ্ঞান করায় আমিও তদনুগ হইয়া সহিষ্ণু হইব।।৩৭

শশ্বৎ পরার্থসর্ব্বেহঃ পরার্থৈকান্তসম্ভবঃ।
সাধুঃ শিক্ষেত ভূভৃত্তো নগশিষ্যঃ পরাত্মতাম্।। ৩৮।।

অন্বয়ঃ— (পর্ব্বতরূপা বৃক্ষরূপাশ্চ যা পৃথিবী তস্যাঃ শিক্ষিতমাহ) শশ্বৎ (সর্ব্বদা) পরার্থসর্ব্বেহঃ (পরার্থাঃ পরোপকারার্থাঃ সর্ব্বা ঈহা যস্য সঃ) পরার্থৈকান্তসম্ভবঃ (পরার্থ এব একান্ততঃ সম্ভবো যস্য সঃ) সাধুঃ ভূভৃত্তঃ (পরার্থং বৃক্ষতৃণনির্ঝরাদিপ্রসবকারিণঃ পর্ব্বতাৎ) শিক্ষেত (তদ্বচ্চেষ্টামভ্যস্যেৎ) তথা (তদ্বৎ) নগশিষ্যঃ (নগস্য বৃক্ষস্য শিষ্যঃ সন্) পরাত্মতাং (পরাধীনাত্মতাং শিক্ষেত ইতি)।। ৩৮।।

অনুবাদ—সাধুব্যক্তি পরোপকারর্থে বৃক্ষ, তৃণ, নির্ঝরাদিপ্রসবকারী পর্ব্বতের নিকট হইতে পরোপকারার্থে নিজের উৎপত্তি এবং বৃক্ষের শিষ্য হইয়া পরাধীন জীবন শিক্ষা করিবেন।। ৩৮।।

বিশ্বনাথ— পর্ব্বতরূপা বৃক্ষরূপা চ যা পৃথিবী তস্যাঃ শিক্ষিতং ক্রমেণাহ,—শশ্বদিতি। পরার্থাঃ সর্ব্বা ঈহাঃ ভূধারণনির্ঝরোৎক্রমণস্বোৎপন্নরত্নাদিপ্রদানরূপাশ্চেষ্টা যস্য সঃ। ভূভৃত্তঃ শিক্ষেত শিক্ষয়া চ এবম্ভূতো ভবেদিত্যন্বয়ঃ। নগস্য বৃক্ষস্য শিষ্যঃ সন্ পরাত্মতাং শিক্ষেত। পরেষ্বর্পিত আত্মা যেন তস্য ভাবস্তত্তা তাম্। বৃক্ষং খলু স্থানাৎ স্থানান্তরং নীত্বা যদারোপয়তি সেচনাদিকঞ্চ করোতি তত্র সোঽনুমন্যত এব ন তু বিপ্রতিপদ্যতে ইতি, তথা যোগী ভবেদিতি পর্ব্বতাদত্র বিশেষো দ্রষ্টব্যঃ।।৩৮

টীকার বঙ্গানুবাদ— পৃথিবী দুইপ্রকার, এক পর্ব্বতরূপা অন্য বৃক্ষরূপা। প্রথমতঃ পর্ব্বত হইতে শিক্ষার বিষয় বলিতেছেন—পর্ব্বত পৃথিবী ধারণ করে, ঝর্ণা হইতে জল ত্যাগ করে, নিজ উৎপন্ন রত্নাদি প্রদান করে। এসকলই পরের উপকারের জন্য, সাধুব্যক্তির যাহা কিছু আচরণ সকলই পরের উপকারের জন্য, সাধু এইরূপ হইবেন। বৃক্ষের শিষ্য হইয়া আমি পরোপকারিতা শিক্ষা করিয়াছি। বৃক্ষকে কেহ যদি একস্থান হইতে অন্যস্থানে লইয়া রোপণ করে এবং জল সেচনাদি করে, সে উহা স্বীকার করে, ইহার কোন বিরুদ্ধ আচরণ করে না। সেইরূপ যোগী ব্যক্তি হইবেন। ইহাই পর্ব্বত হইতে বৃক্ষের বিশেষত্ব জানিবেন।। ৩৮।।

মধ্ব—

পরার্থৈকান্তসংভবঃ।। আত্মনো বৃদ্ধিশ্চ পরার্থেতি।।
সজ্জনার্থেঽনুমন্যেত ঐহিকীং বৃদ্ধিমাত্মনঃ।
পারত্রিকীমৈহিকীঞ্চ প্রীতয়ে গুরুদেবয়োঃ।।
দেবতানাঞ্চ সর্ব্বেষাং স্বোত্তমানাঞ্চ সর্ব্বশঃ।
ইতি চ।। ৩৮।।

বিবৃতি— গিরিসমূহ কঠিন, মৃত্তিকা সেরূপ কঠিন নহে। তজ্জন্য কঠিন পর্ব্বত অকঠিন মৃত্তিকাসমূহ বহন করে এবং কঠিন পর্ব্বতের ভার অকঠিন মৃত্তিকা ধারণ করিতে সমর্থ হয় না। পৃথ্বীর দুই প্রকার উপাদান—কঠিন পর্ব্বত ও অকঠিন মৃত্তিকা। পর্ব্বত হইতে তদিতর বস্তুসমূহ পরার্থপরতা শিক্ষা করিবে। পরমঙ্গলাকাঙ্ক্ষাই একমাত্র সাধুত্বের কারণ; নতুবা স্বার্থপরতা আসিয়া জীবকে পরহিংসা-চেষ্টান্বিত করায়।

পৃথিবী হইতে জাত বৃক্ষের নিকট হইতে শিক্ষালাভের বিষয়—পরোপদ্রব-সহিষ্ণুতা। অসাধু ভোগী জীবসকল প্রত্যেক বস্তুকেই স্বীয় ভোগ্য জ্ঞান করে; কিন্তু তাহাদিগকে গুরুজ্ঞানে শিষ্যসূত্রে তাহাদের নিকট যে শিক্ষালাভ হয়, উহাই সাধুর ধর্ম্ম। তরুর ন্যায় সহ্যগুণসম্পন্ন ও পর্ব্বতের ন্যায় অচল অটল হইলেই হরিভজন সম্ভব। নতুবা অসহিষ্ণু ব্যক্তি কখনও ভগবানের সেবা করিতে পারে না। এজন্যই শ্রীগৌরসুন্দর সকল জীবকে তরুর ন্যায় সহ্যগুণসম্পন্ন হইয়া হরিকীর্ত্তন করিবার আদেশ করিয়াছেন।। ৩৮।।

প্রাণবৃত্ত্যৈব সন্তুষ্যেন্মুনির্নৈবেন্দ্রিয়প্রিয়ৈঃ।
জ্ঞানং যথা ন নশ্যেত নাবকীর্য্যেত বাঙ্মনঃ।।৩৯।।

অন্বয়ঃ— (বায়ুরপি দ্বিবিধঃ প্রাণো বাহ্যশ্চ, তত্র প্রাণস্য গুরুত্বমাহ) জ্ঞানং যথা ন নশ্যেত (ন নশ্যেৎ) বাঙ্মনঃ (যথা) ন অবকীর্য্যেত (ন বিক্ষিপ্যেত) মুনিঃ (মনস্বী

তথা) প্রাণবৃত্ত্যা এব সন্তুষ্যেৎ (প্রাণো হি আহারাদিমাত্রেণ প্রবর্ত্ততে রূপরসাদীন্ বিষয়ান্ নাপেক্ষতে তথা মুনিরপি ভবেদিত্যর্থঃ)। ইন্দ্রিয়প্রিয়ৈ ন এব (ইন্দ্রিয়বৃত্ত্যা সন্তোষং ন গচ্ছেৎ)।। ৩৯।।

অনুবাদ— প্রাণবায়ু যেরূপ রূপরসাদি বিষয়ের অপেক্ষা ব্যতীত জীবন রক্ষার উপযোগীরূপে কেবলমাত্র আহারাদিলাভ করিয়াই প্রবাহিত হয়, মনস্বী পুরুষও সেইরূপ যাহাতে জ্ঞান বিনষ্ট এবং বাক্য মনঃ বিক্ষিপ্ত না হয় তাদৃশ জীবিকামাত্রেই সন্তুষ্ট থাকিবেন পরন্তু ইন্দ্রিয়সমূহের অভীষ্ট বৃত্তিসকল দ্বারা সন্তুষ্ট হইবেন না।।৩৯।।

বিশ্বনাথ— বায়ুরপি দ্বিবিধঃ প্রাণো বাহ্যশ্চ, তত্র প্রাণাচ্ছিক্ষিতমাহ,— প্রাণবৃত্ত্যেতি। প্রাণো হ্যাহারাদিমাত্রেণ প্রবর্ত্ততে, রূপরসাদীনিন্দ্রিয়বিষয়াংস্তু নাপেক্ষত ইত্যাহ,—ইন্দ্রিয়প্রিয়ৈর্বিষয়ৈঃ, তথা মুনিরপি ভবেদিত্যর্থঃ। প্রাণবৃত্তেরকরণে মনো বৈকল্যেন জ্ঞাননাশঃ স্যাদতো দেহনির্ব্বাহঃ কার্য্যঃ। কিঞ্চ বাঙ্মনো যথা নাবকীর্য্যেত ন বিক্ষিপ্যেতেত্যতিরূক্ষেণাসংস্কৃতেনাহারেণ বাঙ্মনঃ নিঃসরেৎ মনোঽপি বিক্ষিপ্তং স্যাদেবমতিস্নিগ্ধেনাপ্যালস্যশুক্রাদিবৃদ্ধ্যা বাঙ্মনসোর্বিক্ষোভ ইতি তথা ন কুর্য্যাৎ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ— বায়ু দুইপ্রকার শরীর মধ্যস্থিত প্রাণবায়ু ও বহির্জ্জগতের বায়ু। সেই প্রাণ বায়ুর নিকট হইতে শিক্ষার কথা বলিতেছেন—প্রাণ কেবলমাত্র আহার আদি দ্বারাই সন্তুষ্ট থাকিয়া সর্ব্বদা কার্য্য করে। ইন্দ্রিয়গণ যেমন রূপ রস আদি ভিন্ন ভিন্ন বিষয় ভোগ করে, সেইরূপ বায়ু অপেক্ষা করে না। মুনি ব্যক্তিও সেইরূপ প্রাণ বায়ুর ন্যায় আহারমাত্রে সন্তুষ্ট থাকিবেন, প্রাণ-বৃত্তি যাহাতে বিকল না হয় সেইরূপ আহারাদি করিবেন। আহারাদি না করিলে মন বিকল হয়, তাহাতে জ্ঞান নষ্ট হয়। অতএব দেহযাত্রা নির্ব্বাহ কর্ত্তব্য আর বাক্য মন যাহাতে বিক্ষিপ্ত না হয়, সেইরূপ অতিশয় রুক্ষ ও অসংস্কৃত আহার দ্বারা বাক্য ও মন বিক্ষিপ্ত হয়। অতিস্নিগ্ধ ভোজন দ্বারাও আলস্য শুক্র আদি বৃদ্ধি দ্বারা বাক্য ও মনের ক্ষোভ হয়। এইরূপ করিবেন না।। ৩৯।।

বিবৃতি— সুদুর্লভ মানবজীবনে ধৈর্য্যহীন হইয়া মনশ্চাঞ্চল্য নিযুক্ত থাকা মুনিগণের বৃত্তি নহে। মনোবৃত্তির প্রভাবে ইন্দ্রিয়ের পরিচালনা-ক্রমে খণ্ডিত নশ্বর বহির্বস্তুতে আকৃষ্ট হইবার যোগ্যতা থাকে। তখন ইন্দ্রিয়প্রীতিকর ব্যাপারসমূহে নিযুক্ত হইলে প্রেয়ঃপথই প্রবল হয়। ভগবজ্জ্ঞানরহিত হইলেই মানব মায়া-রচিত বিশ্বের প্রভুতা আকাঙ্ক্ষা করে, তাহাতে তাহার বাক্য ও মন বিক্ষিপ্ত হয় এবং জ্ঞানহীন হইয়া সে অজ্ঞানতিমিরে অবস্থিত হওয়ায় অজ্ঞানকে বা জ্ঞানের অংশকে জ্ঞানলাভ মনে করিয়া ভগবজ্জ্ঞান হইতে বিচ্যুত হন। তজ্জন্য প্রেয়ঃপথ পরিত্যাগপূর্ব্বক শ্রেয়ঃপথ গ্রহণ করিলেই বাক্য ও মন মিশ্রজ্ঞানে আবৃত হইবার সম্ভাবনা থাকে না। ফল্গুবৈরাগ্যের বশবর্ত্তী হইয়া দেহবৈক্লব্য ও বুদ্ধির বিকার বহিঃপ্রজ্ঞার চালনে সঙ্কোচ-ধর্ম্মে সার্থকতা করে না। সুতরাং যুক্তবৈরাগ্য অবলম্বনপূর্ব্বক প্রেয়ঃপথ ভগবৎসেবায় নিযুক্ত হওয়াই আবশ্যক।। ৩৯।।

বিষয়েষ্বাবিশেন্ যোগী নানাধর্ম্মেষু সর্ব্বতঃ।
গুণদোষব্যপেতাত্মা ন বিষজ্জেত বায়ুবৎ।।৪০।।

অন্বয়ঃ— (বিষয়ান্ সেবমানোঽপি তেম্বানাসক্তিং বাহ্যাদ্বায়োঃ শিক্ষেতেত্যাহ) যোগী (জীবঃ) গুণদোষব্যপেতাত্মা (সুখদুঃখ্যাদিচিন্তাশূন্যচিত্তঃ সন্) নানাধর্ম্মেষু (শীতোষ্ণাদিধর্ম্মকেষু) বিষয়েষু সর্ব্বতঃ আবিশন্ (তান্ ভুঞ্জানোঽপি) বায়ুবৎ ন বিষজ্জেত (তত্রাসক্তিং ন কুর্য্যাৎ)।। ৪০।।

অনুবাদ— যোগী পুরুষ সুখদুঃখাদি-চিন্তারহিত চিত্তে নানাগুণযুক্ত বিষয়সমূহ ভোগ করিয়াও বায়ুর ন্যায় সর্ব্বত্র অনাসক্ত থাকিবেন।। ৪০।।

বিশ্বনাথ— বিষয়ান্ সেবমানোঽপি তেষ্বনাসক্তিং বাহ্যাদ্বায়োঃ শিক্ষেতেত্যাহ,—বিষয়েষ্বিতি। নানাধর্ম্মেষু লঘুত্বগুরুত্বোৎকর্ষনিকর্ষাদিমৎসু। ন হি বায়ুর্গর্হনে দহনে বা সজ্জেত তদ্বৎ।। ৪০।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— বহির্বায়ু হইতে শিক্ষার কথা

বলিতেছেন—বিষয়গ্রহণ করিলেও তাহাতে আসক্তি করিবে না, নানা ধর্ম্মযুক্ত অর্থাৎ লঘু গুরু,উৎকর্ষ নিকৃষ্ট বিষয় সমূহে মননিবেশ করিবে না। যেমন বায়ু বদ্ধগৃহে প্রবেশ করে না এবং দাহ কার্য্যে আসক্ত হয় না। সেইরূপ মুনিব্যক্তি কোন কার্য্যেই আসক্ত হইবেন না।। ৪০।।

বিবৃতি— অব্যবসায়ী চঞ্চল-হৃদয় রূপ-রস-গন্ধ-শব্দ-স্পর্শাদি ভোগে নিযুক্ত থাকায় নানাপ্রকার ধারণা পোষণ করে। তজ্জন্য গুণ ও দোষ প্রভৃতি চিন্তনীয় বিষয়-সমূহ তাহার উপর বিক্রম প্রকাশ করে। বিভিন্নদিকে প্রবহমান বায়ু যেরূপ চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে, বিষয়ের বহুত্ব-নিবন্ধন সেইরূপ অস্থিরতা জীবের সংযমধর্ম্মকে বিনাশ করিয়া গুণ-দোষাদিতে ব্যাপৃত করে। ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি গ্রহণ করিয়া একায়ন-পদ্ধতিতে হরিসেবা করাই পরম প্রয়োজনীয়।। ৪০।।

পার্থিবেষ্বিহ দেহেষু প্রবিষ্টস্তদ্গুণাশ্রয়ঃ।
গুণৈর্ন যুজ্যতে যোগী গন্ধৈর্বায়ুরিবাত্মদৃক্।। ৪১।।

অন্বয়ঃ— আত্মদৃক্ (আত্মানং পৃথক্তয়া পশ্যতীতি সঃ) যোগী (জীবঃ) পার্থিবেষু (পৃথিব্যুপলক্ষিতপঞ্চভূত-ময়েষু) ইহদেহেষু প্রবিষ্টঃ (কিঞ্চ) তদ্গুণাশ্রয়ঃ (দেহধর্ম্মান্ বাল্যাদীনাশ্রিত্য বর্ত্তমানোঽপি) গন্ধৈঃ বায়ুঃ ইব (স যথা গন্ধৈর্ন লিপ্যতে তথা) গুণৈঃ (দেহগুণৈঃ)ন যুজ্যতে (নাস-জ্যতে)।। ৪১।।

অনুবাদ— বায়ু যেরূপ গন্ধদ্বারা লিপ্ত হয় না, আত্ম-তত্ত্বজ্ঞ যোগী পুরুষও সেইরূপ পার্থিব দেহসমূহে প্রবেশ এবং তদীয় বাল্যাদি ধর্ম্মসকল গ্রহণ করিয়াও তাহাতে আসক্ত হন না।। ৪১।।

বিশ্বনাথ— এবং দেহধর্ম্মানাসক্তিমপি তস্মাদেব শিক্ষেতেত্যাহ,—পার্থিবেষ্বিতি। সুগন্ধো দুর্গন্ধোঽয়মিতি তত্তদ্যোগিত্বেন প্রতীয়মানোঽপি বায়ুর্যথা ন তত্তদ্যোগী এবং দেহধর্ম্মযোগেনাহং প্রত্যয়েন প্রতীয়মানোঽপি যোগী ন তদ্ধর্ম্মা যতো আত্মদৃক্ আত্মানং ততঃ পৃথক্তয়া পশ্য-তীতি সঃ।। ৪১।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— ঐরূপ দেহধর্ম্মেও অনাসক্ত হইবে, ঐ বায়ু হইতে শিক্ষা করিবে। সুগন্ধ ও দুর্গন্ধযুক্ত বায়ু অনুভব হইলেও বায়ু যেমন তাহতে আসক্ত হয় না, সেইরূপ দেহধর্ম্মযুক্ত হইয়াও আমি তাহা হইতে পৃথক্। এইভাবে যোগী দেহধর্ম্মে আসক্ত হইবেন না। দেহ হইতে আত্মাকে সর্ব্বদা পৃথক্‌রূপে জানিবেন।। ৪১।।

বিবৃতি— যাঁহারা দেহ ও মনের ক্ষণ-ভঙ্গুরতা ও ভগবদ্বৈমুখ্য লক্ষ্য করিতে সমর্থ, তাঁহারাই আত্মদর্শী যোগী। ত্রিগুণ-তাড়না-ক্রমে তাঁহারা সংসারে প্রবিষ্ট হইয়া দেহারাম ও মনোঽভিরাম ক্রিয়াসমূহে লিপ্ত হন না। বায়ু যেরূপ গন্ধ বহন করে মাত্র, গন্ধকর্ত্তৃক বাধ্য হইয়া নিজ-ধর্ম্ম পরিত্যাগ করে না, তদ্রূপ আত্মা স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহের পারিপার্শ্বিক বিষয়সমূহে লিপ্ত না হইয়া অনাসক্তভাবে বিষয়াদি গ্রহণপূর্ব্বক ভগবৎ-সেবা-তৎপর থাকেন।। ৪১

অন্তর্হিতশ্চ স্থিরজঙ্গমেষু
ব্রহ্মাত্মভাবেন সমন্বয়েন।
ব্যাপ্ত্যাব্যবচ্ছেদমসঙ্গমাত্মনো
মুনির্নভস্ত্বং বিততস্য ভাবয়েৎ।। ৪২।।

অন্বয়ঃ— (একস্যৈবাত্মনোঽন্তর্বহিরপি বর্ত্তমানত্বম-সঙ্গত্বঞ্চেতি আকাশাৎ শিক্ষিতং সম্ভাবনাদ্বয়মাহ) অন্ত-র্হিতঃ চ (দেহান্তর্গতোঽপি) মুনিঃ ব্রহ্মাত্মভাবেন (ব্রহ্ম-স্বরূপভাবনয়া) স্থিরজঙ্গমেষু সমন্বয়েন (অধিষ্ঠানতয়ানু-গমনেন) ব্যাপ্ত্যা বিততস্য (সর্ব্বগতস্য) আত্মনঃ অব্যব-চ্ছেদং (অপরিচ্ছিন্নত্বম্) অসঙ্গম্ (অসঙ্গত্বঞ্চ) নভস্ত্বং (আকাশধর্ম্মং) ভাবয়েৎ (চিন্তয়েৎ)।। ৪২।।

অনুবাদ— মুনি পুরুষ দেহমধ্যে অবস্থিত হইলেও স্বকীয় ব্রহ্মস্বরূপত্ব ভাবনা-নিবন্ধন আকাশের ন্যায় স্থাবর, জঙ্গম সর্ব্বপদার্থে অধিষ্ঠাতৃরূপে অনুগমন-হেতু সর্ব্বগত আত্মার অপরিচ্ছিন্নত্ব এবং অসঙ্গভাব চিন্তা করিবেন।।৪২

বিশ্বনাথ—পরমাত্মনোঽন্তর্বহিরপি বর্ত্তমানত্বমসঙ্গ-ত্বঞ্চাকাশস্যেবেত্যাকাশং দৃষ্ট্বা শিক্ষেতেত্যাহ,—অন্তরিতি

দ্বয়েন। অন্তর্হিতশ্চ দেহান্তর্গতোঽপি মুনির্যোগী বিবেকেন আত্মনঃ পরমাত্মনো বিততস্য সর্ব্বব্যাপকস্য নভস্ত্বমাকাশ-সাদৃশ্যং ভাবয়েৎ তদেবাহ,—স্থিরজঙ্গমেষু ব্রহ্মাত্মভাবেন ব্রহ্মস্বরূপত্বেন যা সমন্বয়েন ব্যাপ্তিস্তয়া অব্যবচ্ছেদং অন-বচ্ছিন্নত্বং যথা নভসঃ সর্ব্বগতত্বাদ্বস্তুতো ন ঘটাদিভিঃ সঙ্গঃ পরিচ্ছেদো বা এবমাত্মনোঽপি।। ৪২।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— অকাশকে দেখিয়া আকাশের ন্যায় পরমাত্মা অন্তরে ও বাহিরে থাকিয়াও আসক্ত নহেন। ইহাই আকাশ হইতে শিক্ষা করিবেন। দুইটি শ্লোকদ্বারা বলিতেছেন — পরমাত্মা দেহের ভিতরে থাকিয়াও বাহিরে সর্ব্বব্যাপী, যোগী ব্যক্তি বিশেষজ্ঞান দ্বারা পরমাত্মার সর্ব্বব্যাপকত্ব আকাশের সাদৃশ্যে ভাবনা করিবেন, স্থাবর জঙ্গম সকল প্রাণীতে ব্রহ্মস্বরূপে ব্যাপ্ত রহিয়াছেন, তাহাতে ব্যবধান নাই। আকাশ যেমন সর্ব্বগত হেতু ঘটাদি মধ্যে থাকিয়াও আকাশ ঘটআদিদ্বারা পরি-চ্ছিন্ন নহে সেইরূপ পরমাত্মা দেহের মধ্যে থাকিয়াও দেহ-দ্বারা পরিচ্ছিন্ন নহে।। ৪২।।

মধ্ব—

জীবান্তর্য্যামকো বিষ্ণুরাত্মনামা সমীরিতঃ।
তস্য তু ব্রহ্মরূপত্বাদ্ধরিরন্তস্তথৈব চ।।
পশ্যেদাকাশবদ্ব্যাপ্তিমসঙ্গত্বং চ নিত্যশঃ।।
ইতি তন্ত্রভাগবতে।। ৪২।।

বিবৃতি— আত্মধর্ম্ম ও অনাত্মধর্ম্মে বৈলক্ষণ্য সর্ব্বদা অবস্থিত। আত্মবিদ্ কখনও অনাত্ম শরীরধর্ম্মে আত্মাধি-কারের পক্ষপাতী নহেন। জড়ের বিষয়-গ্রহণ বিচারের ব্যাপকতা অথবা পরিচ্ছিন্ন হইবার বিচার আত্মার নাই; যেরূপ জীব ভেদাভেদপ্রকাশ হওয়ায় ব্যবচ্ছেদ ও ব্যাপ্তির সঙ্গলাভে আকাশের ধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত হন না সেইরূপ অচিন্ত্যভেদাভেদ বিচার গ্রহণ করিলে জীবের অনাদি ভগবদ্বৈমুখ্য ও নিত্য ভগবদ্দাস্য, উভয় ধর্ম্মেরই অবস্থিতি লক্ষিত হয়। অন্বয় ও ব্যতিরেকভাবে আত্মস্বরূপ জ্ঞান লাভ করিলে আকাশের বিচার কেবল জড়ধর্ম্মের বিচারা-বস্থান ব্যতীত আকাশের নিজধর্ম্ম আত্মধর্ম্মে অবস্থিত জানা যায়। সঙ্গবিষয়ের বিবেচনায় অন্বয় ও ব্যতিরেক বিচার স্বরূপধর্ম্মের উপলব্ধির কারণ হয়।। ৪২।।

তেজোঽবন্নময়ৈর্ভাবৈর্মেঘাদ্যৈর্বায়ুনেরিতৈঃ।
ন স্পৃশ্যতে নভস্তদ্বৎ কালসৃষ্টৈর্গুণৈঃ পুমান্।। ৪৩।।

অন্বয়ঃ— বায়ুনা ঈরিতৈঃ (প্রেরিতৈঃ) মেঘাদ্যৈঃ ভাবৈঃ নভঃ (আকাশং যথা) ন স্পৃশ্যতে, তদ্বৎ পুমান্ (জীবোঽপি) কালসৃষ্টৈঃ তেজোঽবন্নময়ৈঃ (তেজশ্চ আপশ্চ অন্নং পৃথিবী চ তন্ময়ৈঃ) গুণৈঃ (দেহাদিভির্ন স্পৃশ্যতে)।। ৪৩।।

অনুবাদ—বায়ুপ্রেরিত মেঘাদিভাবসমূহ দ্বারা আকাশ যেরূপ লিপ্ত হয় না, পুরুষও সেইরূপ কালরচিত, ক্ষিতি, জল ও তেজোময় দেহাদি পদার্থদ্বারা লিপ্ত হন না।। ৪৩।।

বিশ্বনাথ— তেজশ্চ আপশ্চ অন্নং পৃথিবী চ তন্ময়ৈঃ কালসৃষ্টৈর্গুণৈর্দেহাদিভিঃ পুমান্ ন স্পৃশ্যতে। যদ্বদ্বায়ুনে-রিতৈর্মেঘাদ্যৈর্নভো ন স্পৃশ্যতে তদ্বৎ।। ৪৩।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— অগ্নি জল অন্ন পৃথিবী ঐরূপ হইয়াও এবং কালসৃষ্ট গুণের দ্বারা নির্ম্মিত দেহাদির সহিত জীবাত্মা স্পর্শ করে না। যেমন বায়ুদ্বারা প্রেরিত হইয়া মেঘ আদি আকাশে বিচরণ করিলেও আকাশ তাহাকে স্পর্শ করে না, সেইরূপ।। ৪৩।।

মধ্ব—

গুণান্ জীবস্য চেষ্টব্যান্ সিদ্ধান্ বিষ্ণোর্গুণাংস্তথা।
তত্ত্বদৃষ্ট্যা বিচিন্বীত পৃথগেব সুধীঃ সদা।।
ইতি লোকতন্ত্রে।। ৪৩।।

বিবৃতি— যেরূপ আকাশে মেঘাদি বায়ুকর্ত্তৃক চালিত হইয়া বিচরণ করে, কিন্তু আকাশে মেঘাদির সহিত মিশ্রিত হয় না, তাৎকালিক মিশ্রতা লক্ষিতপ্রায় হইলেও উভয়ের সংমিশ্রণ সংঘটিত হয় না, তদ্রূপ স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহ জীবাত্মার সহিত সংশ্লিষ্টপ্রায়রূপে দৃষ্ট হইলেও দেহাদি বিমুক্ত অবস্থায় আত্মস্বরূপে উহাদের সংমিশ্রণের কথা নাই। অন্ন, জল ও তেজোগর্ব্বিত দেহ ত্রিগুণদ্বারা সংসার;

ত্রিগুণ বর্জ্জিত হইলে আত্মার সহিত স্থূল ও সূক্ষ্মদেহের সঙ্গ সম্ভবপর নহে। গুণত্রয়ের জনক অখণ্ডকাল; খণ্ডিত কালের পরিচয়ে গুণের বৈশিষ্ট্য উপলব্ধি হয়। আগমপায়ী খণ্ডকালসৃষ্ট গুণজাত-পদার্থ-গঠিত অনাত্মপ্রতীতি আত্মার সহিত চিরদিনই অসংস্পৃষ্ট। আকাশরূপ আধারের সহিত আধেয় বস্তুসমূহ তাৎকালিকভাবে মিশ্রিত দৃষ্ট হইলেও প্রকৃতপ্রস্তাবে আকাশ নিজধর্ম্ম-রহিত হইয়া তত্তদ্বস্তুর সহিত নিত্য সংশ্লিষ্ট হন না। আত্মা বা পুরুষও তদ্রূপ স্থূল সূক্ষ্ম কোষদ্বয়ে তাৎকালিকভাবে আবদ্ধ দৃষ্ট হইলেও আকাশের ন্যায় উহাদের সহিত অসংস্পৃষ্ট বিচারে অবস্থিত।। ৪৩।।

স্বচ্ছঃ প্রকৃতিতঃ স্নিগ্ধো মাধুর্য্যস্তীর্থভূর্নৃণাম্।
মুনিঃ পুনাত্যপাং মিত্রমীক্ষোপস্পর্শকীর্ত্তনৈঃ।। ৪৪।।

অন্বয়ঃ— (হে) নৃপ! (রাজন্!) স্বচ্ছঃ (নির্ম্মলঃ) প্রকৃতিতঃ (স্বভাবতঃ)স্নিগ্ধঃ (জনেষ্বনুরাগবান্) মাধুর্য্যঃ (মধুরালাপী) নৃণাং তীর্থভূঃ (তীর্থস্থানম্) অপাং মিত্রম্ (উদকতুল্যঃ) মুনিঃ ঈক্ষোপস্পর্শকীর্ত্তনৈঃ পুনাতি (দর্শনাদিভিঃ জনান্ পবিত্রীকরোতি)।। ৪৪।।

অনুবাদ— হে রাজন্! মুনিপুরুষ জলের ন্যায় নির্ম্মল, স্বভাবতঃ স্নিগ্ধ, মধুরভাবযুক্ত এবং মানবগণের পুণ্যজনক হইয়া দর্শন, স্পর্শন ও ভগবৎ-কীর্ত্তনদ্বারা মানবগণকে বিশুদ্ধ করিবেন।। ৪৪।।

বিশ্বনাথ— জলাচ্ছিক্ষিতমাহ,—স্বচ্ছো নির্ম্মলঃ প্রকৃতিতঃ স্বভাবতঃ স্নিগ্ধঃ, জনেষু স্নেহকৃৎ মাধুর্য্যো মধুরালাপী তীর্থভূঃ ভক্ত্যুপদেশেন লোকপাবনঃ, অপাং মিত্র জলতুল্যঃ। অঘাদিতি পাঠে মিত্রং সখায়ং পুনাতি স্বচ্ছত্বাদিগুণৈরর্থাজ্জলসাদৃশ্যং জ্ঞেয়ম্।। ৪৪।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— জল হইতে শিক্ষার কথা বলিতেছেন—জল স্বচ্ছ, নির্ম্মল, স্বভাবতঃ স্নিগ্ধ। সকলের প্রতি স্নেহশীল, জল মধুর। সাধুও সেইরূপ মধুর আলাপী ভক্তি উপদেশ দ্বারা এই লোককে পবিত্র করেন। সেইরূপ সাধু জল তুল্য সকলের মিত্র হইবেন। অঘ হইতে এইরূপ পাঠ ধরিলে মিত্র শব্দের অর্থ সখা পবিত্র করে অর্থাৎ স্বচ্ছত্ব আদি গুণদ্বারা জলের ন্যায় সকলকে পবিত্র করেন।। ৪৪।।

মধ্ব—

মধুনাম সুখং বিন্দ্যান্মধুর্য্যং সুখহেতুতা।
সুখে রতির্বাসং প্রোক্তা শব্দতত্ত্ববিচক্ষণৈঃ।।
ইতি শব্দনির্ণয়ে।। ৪৪।।

বিবৃতি— পাঠান্তরে,—'পুনাত্যঘান্মিত্রম্।' জাগতিক সুখার্থী বা দুঃখার্ত্ত জনগণ চঞ্চল, সুতরাং মুনি হইতে পারে না। তাহারা অবৈধভাবে বহিঃপ্রজ্ঞাচালিত হইয়া ভোগপরবশ ধর্ম্মে অবস্থিত; সুতরাং ভোগে অনুরাগ, ভোগের অতৃপ্তিতে ক্রোধ, ভোগাভাবাশঙ্কায় ভয়দ্বারা আক্রান্ত ভগবৎসেবাপরায়ণ মুনি তদ্রূপ নহেন। তিনি নির্ম্মল জলসদৃশ, স্বভাবতঃ স্নিগ্ধ, সকল প্রাণীতে দয়া ও মিত্রতা-যুক্ত সর্ব্বক্ষণ মধুরালাপী ও কুতর্কের আবাহনে অপ্রবৃত্ত। তিনি সাক্ষাৎ তীর্থস্থান। ভগবানে শরণাগত হইয়া ষড়বিংশতি গুণে গুণী হওয়ায় তিনি ভগবদ্দর্শন লাভ ও ভগবৎস্পর্শনলাভ করিয়া সর্ব্বদা ভগবদ্বিক্রমসমূহের গায়ক। তিনি ভগবৎকথা কীর্ত্তন করিয়া জগৎকে ধন্য করেন; তাঁহার সঙ্গপ্রভাবে তাঁহার প্রতি সশ্রদ্ধ সখাগণ জড়াভিনিবেশরূপ পাপ হইতে মুক্ত হন।

'অপাং মিত্রম্' পাঠের পরিবর্ত্তে পাঠান্তরে 'অঘান্মিত্রং' পদে পাপ হইতে উদ্ধারের কথা জানা যায়। 'অপাং মিত্রং' পাঠে মুনিকে জলের সহিত তুলনা করা হইয়াছে। সেই মুনিরূপ জলেই কারণার্ণবশায়ী, গর্ভোদকশায়ী ও ক্ষীরোদকশায়ী—পুরুষাবতারত্রয়ের প্রাকট্য। স্বচ্ছ জলে মলিনতা নাই, মাধুর্য্য অবস্থিত ও স্বাভাবিক অনুরাগ সমৃদ্ধ ও প্রকটিত।

ভগবৎকথা-শ্রবণফলে জড়দর্শন-বৈক্লব্য হইতে পরিমুক্ত মুনি ভগবৎস্পর্শনক্ষম, তজ্জন্যই তিনি ভগবৎকথা-গানের অধিকারী, তাঁহার সঙ্গই জীবের বদ্ধভাব বা মানসিক চাঞ্চল্য হইতে বিমুক্তির কারণ।। ৪৪।।

তেজস্বী তপসা দীপ্তো দুর্দ্ধর্ষোদরভাজনঃ।
সর্ব্বভক্ষ্যোঽপি যুক্তাত্মা নাদত্তে মলমগ্নিবৎ।। ৪৫।।

অন্বয়ঃ— (অগ্নেঃ শিক্ষিতমাহ) তেজস্বী তপসা-দীপ্তঃ দুর্দ্ধর্ষোদর-ভাজনঃ (দুর্দ্ধর্ষঃ অক্ষোভ্যঃ উদরভাজনোঽ-পরিগ্রহশ্চ) যুক্তাত্মা (মুনিঃ) সর্ব্বভক্ষ্যঃ অপি (তস্য নিষিদ্ধ-ভক্ষণং ন সম্ভবতি, ভ্রমাদ্ যদি ভক্ষয়েত্তদাপি) অগ্নিবৎ মলং (তন্নিমিত্তং পাপং) ন আদত্তে (ন প্রাপ্নোতি)।। ৪৫।।

অনুবাদ—তেজস্বী, তপপ্রভাবসম্পন্ন, দুর্দ্ধর্ষ, অপরি-গ্রহশীল, মুক্তস্বভাব মুনি সর্ব্ববিধ বস্তু ভক্ষণ (অর্থাৎ দৈবাৎ কোন নিষিদ্ধ দ্রব্য ভক্ষণ) করিলেও অগ্নির ন্যায় কোনরূপ মলিনতা-গ্রস্ত হন না।। ৪৫।।

বিশ্বনাথ— বহ্নেঃ শিক্ষিতমাহ,— তেজস্বীতি ত্রিভিঃ দুর্দ্ধর্ষঃ ক্ষোভয়িতুমশক্যঃ স চাসাবুদরভাজনশ্চ, যুক্তাত্মা যোগী এবং ভবেদিত্যর্থঃ।। ৪৫।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— অগ্নি হইতে শিক্ষার কথা বলিতেছেন— তেজস্বী ইত্যাদি তিনটি শ্লোকদ্বারা অগ্নি দুর্দ্ধর্ষ, তাহাকে ক্ষোভযুক্ত করিবার সামর্থ্য কাহারও নাই এবং উদরভাজন অর্থাৎ ভোক্ষ্যদ্রব্য উদরেই রাখে, সেইরূপ যোগী তেজস্বীও ভোক্ষ্যদ্রব্য সঞ্চয় করিয়া রাখিবেন না।। ৪৫।।

মধ্ব—

দূরতঃ এব ভজনীয়ঃ।।
পরাভবো ধর্ষণং স্যাদবজ্ঞানমথাপি বা।
ততঃ সৎসু সদা কুর্য্যাৎ সহশয্যাসনং ন চ।।
ইতি ষাড়্গুণ্যে।। ৪৫।।

বিবৃতি— অগ্নির নিকট যাহা যাহা শিক্ষণীয় তাহাই শ্লোকত্রয়ে বর্ণিত হইয়াছে। এই প্রথম (৪৫শ) শ্লোকে অগ্নি দহন করিয়া দ্রব্যাদির মল গ্রহণ করেন না। পরন্তু সকল বস্তুকেই দহন করিয়া থাকে। সাধুও তদ্রূপ অনা-সক্তভাবে সকল বিষয়ে অধিকার লাভ করিয়া তত্তদ্বিষয় ভোগ করেন না। তিনি সর্ব্বদা চেতনময় স্বভাববিশিষ্ট হইয়া নশ্বরপদার্থে অভিনিবিষ্ট না হওয়ায় যুক্তাত্মা। তিনি সঞ্চয়ও করেন না। তিনি অনাসক্তভাবে যাহা প্রয়োজনীয়, ততটুকু মাত্র গ্রহণ করেন। সাধু পাপাদিমালিন্যরহিত হইয়া সর্ব্বদা নৈতিক-বলে বলীয়ান্। তিনি লোভাদির বশবর্ত্তী হইয়া দৃশ্যজগতের কোন বস্তুর দ্বারা আকৃষ্ট হন না। তিনি সকল আকর্ষণকেই পরাভূত করিতে সমর্থ। অগ্নি হইতে এই সকল গুণ গৃহীত হয়।। ৪৫।।

ক্বচিচ্ছন্নঃ ক্বচিৎ স্পষ্ট উপাস্যঃ শ্রেয় ইচ্ছতাম্।
ভুঙ্ক্তে সর্ব্বত্র দাতৃণাং দহন্ প্রাগুত্তরাশুভম্।। ৪৬।।

অন্বয়ঃ— (অগ্নেরেব শিক্ষান্তরমাহ, যথা অগ্নিঃ) ক্বচিৎ (কাষ্ঠভস্মাদিষু) ছন্নঃ (ভবতি) ক্বচিৎ (চ কাষ্ঠা-দিদ্বারূঢ়ঃ) স্পষ্টঃ (সন্) শ্রেয়ঃ ইচ্ছতাম্ উপাস্যঃ (ভবতি কিঞ্চ) দাতৃণাং (হোমাদিকর্ত্তৃণাং) প্রাগুত্তরাশুভং (ভূতং ভবিষ্যচ্চ পাপং) দহন্ সর্ব্বত্র (হুতং) ভুঙ্ক্তে (তথা ভবেৎ)।। ৪৬।।

অনুবাদ— মুনি ব্যক্তি অগ্নির ন্যায় কোনস্থলে গূঢ়রূপে অবস্থান করিবেন। আবার কোনস্থলে প্রকাশিত হইয়া মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী জনগণের উপাস্যরূপে দাতৃ পুরুষ-গণের ভূত ও ভবিষ্যৎ পাপরাশির বিনাশপূর্ব্বক সর্ব্বত্র উপহার দ্রব্য গ্রহণ করিবেন।। ৪৬।।

মধ্ব—

জীবস্য ছন্নতাং শিক্ষেৎ প্রবিষ্টত্বং পরাত্মনঃ।
তত্তদ্গুণবিড়ম্বঞ্চ বহ্নেঃ সর্ব্বমথাপি বা।। ৪৬।।

বিবৃতি— সাধু ভস্মাচ্ছাদিত অগ্নির ন্যায় নিজ মাহাত্ম্য প্রকাশ করেন না। আবার কোন সময় লোকশিক্ষার নিমিত্ত প্রজ্বলিত অগ্নির ন্যায় স্বীয় মহিমা বিস্তার করেন। কখনও গুরুর কার্য্য করিয়া লোকের মঙ্গল বিধান করেন। অগ্নি যেরূপ যাজ্ঞিকগণের নিকট তাহাদের প্রদত্ত ঘৃতাদি ভোজন করেন সাধুও তদ্রূপ তদনুগত জনগণের বহির্ম্মুখী চেষ্টাদ্বারা স্তুত হইয়া সেই স্তব গ্রহণ করেন না। জড়াভি-নিবিষ্ট ব্যক্তিগণের পরমাদরের বস্তু অগ্নির ন্যায় দগ্ধ করিয়া ফেলেন। উহাতে নিজভোগেচ্ছা প্রদর্শন করেন না।। ৪৬।।

স্বমায়য়া সৃষ্টমিদং সদসল্লক্ষণং বিভুঃ।
প্রবিষ্ট ঈয়তে তত্তৎসরূপোঽগ্নিরিবৈধসি।। ৪৭।।

অন্বয়ঃ— বিভুঃ (পরমাত্মা) স্বমায়য়া সৃষ্টম্ ইদং সদসল্লক্ষণং (দেবতির্য্যগাদিরূপং বিপ্রশূদ্রাদিরূপং বা) প্রবিষ্টঃ (সন্) এধসি (কাষ্ঠে প্রবিষ্টঃ) অগ্নিঃ ইব তত্তৎ-সরূপঃ ঈয়তে (প্রতীয়তে)।। ৪৭।।

অনুবাদ— সর্ব্বব্যাপী পরমাত্মা স্বীয় মায়া-রচিত দেবতির্য্যগাদি বিবিধ বিগ্রহে প্রবিষ্ট হইয়া কাষ্ঠপ্রবিষ্ট অগ্নির ন্যায় তাহাদের তুল্যরূপে প্রতীয়মান হইয়া থাকেন।। ৪৭

বিশ্বনাথ— অগ্নির্যথা এধসি প্রবিষ্ট ঈয়তে, মন্থনাত্তু প্রকটীভবতি তথৈব ভগবানিদং জগৎ প্রবিষ্ট ঈয়তে শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিভক্ত্যভ্যাসাৎ প্রত্যক্ষীভবতি।। ৪৭।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— অগ্নি যেমন কাষ্ঠের মধ্যে প্রবিষ্ট থাকে, মন্থন দ্বারা প্রকট হয়, সেইরূপ ভগবান এই জগতে প্রবিষ্ট থাকেন, শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি-ভক্তি অভ্যাস হইতে প্রত্যক্ষ হন।। ৪৭।।

মধ্ব—

অল্পদারে যথাল্পোঽগ্নিরেবমল্পশরীরগঃ।
দৃশ্যতে পরমাত্মাপি স্থূলঃ স্থূলশরীরগঃ।।
ইতি বৈভবে।। ৪৭।।

বিবৃতি— এই তৃতীয় শ্লোকে শিক্ষণীয় বিষয়ে অগ্নি যেরূপ উত্তর ও অধর অরণিকাষ্ঠদ্বয়ের অভ্যন্তরে অবস্থিত হইয়াও অপ্রকাশিতের ন্যায় বাহিরে কাষ্ঠের আকার প্রদর্শন করে, উপাস্যবস্তুও তদ্রূপ উপাসকের সহিত অবস্থিত হইয়া বিভিন্ন পার্থিব রূপাদি প্রদর্শন করে। জীবের আশ্রয়জাতীয় ধর্ম্ম অধিষ্ঠান থাকায় বিষয়ের আশ্রয়গ্রহণ ব্যতীত তাহার পূর্ণতা সিদ্ধ হয় না। বহিঃ-প্রতীতিতে বদ্ধজীবগণ স্বীয় নিত্য-সেব্যের সেবা করিয়া অন্যের সেবা গ্রহণ করায় স্বীয় ভগবদ্দাস্যপর স্বভাব পরিজ্ঞাত নহেন।

প্রযোজক কর্ত্তার রচিত নশ্বর ভূমিকায় বদ্ধভাবাপন্ন সেবা-বিমুখ জীব স্বীয় আবরণে ও সেবা-বিক্ষিপ্ত অবস্থায় প্রবিষ্ট হন কিন্তু তিনি কেবল চিন্ময়জাতীয়।। ৪৭।।

বিসর্গাদ্যাঃ শ্মশানান্তা ভাবা দেহস্য নাত্মনঃ।
কলানামিব চন্দ্রস্য কালেনাব্যক্তবর্ত্মনা।। ৪৮।।

অন্বয়ঃ— (চন্দ্রমসঃ শিক্ষিতাং বুদ্ধিমাহ) অব্যক্ত-বর্ত্মনা (অলক্ষিতবেগেন) কালেন চন্দ্রস্য কলানাম্ ইব দেহস্য (এব) বিসর্গাদ্যাঃ শ্মশানান্তাঃ (জন্মাদ্যা মরণান্তাঃ) ভাবাঃ (বিকারা ভবন্তি) আত্মনঃ (জীবস্য) ন (তে ভাবা ন ভবন্তি)।। ৪৮।।

অনুবাদ— অলক্ষ্যবেগযুক্ত কালপ্রভাবে যেরূপ চন্দ্রের কলাসমূহেরেই হ্রাসবৃদ্ধি ঘটিয়া থাকে, চন্দ্রের কোনরূপ হ্রাসবৃদ্ধি হয় না, সেইরূপ দেহেরেই জন্ম হইতে মরণ পর্য্যন্ত যাবতীয় বিকার ঘটিয়া থাকে, আত্মার কোন-রূপ বিকৃতি হয় না, ইহাই আমি চন্দ্রের নিকট হইতে অবগত হইয়াছি।। ৪৮।।

বিশ্বনাথ— চন্দ্রাচ্ছিক্ষিতমাহ,—বিসর্গো জন্ম শ্মশানং মৃত্যুস্তদন্তা দশা দেহস্যৈব নাত্মনঃ চন্দ্রস্য পঞ্চদশ-কলানামেব যথা উৎপত্ত্যাদয়ঃ ন তু ষোড়শস্যামাকলা-রূপস্য চন্দ্রস্য।। ৪৮।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— চন্দ্র হইতে শিক্ষার বিষয় বলিতেছেন—জীবের জন্ম ও মৃত্যু তাহার মধ্যে আরও দশাসমূহ দেহেরেই, আত্মার নহে, চন্দ্রে পঞ্চদশকলারই যেমন উৎপত্তি আদি হয়। কিন্তু ষোড়শকলারূপ চন্দ্রের উৎপত্তি আদি নাই।। ৪৮।।

বিবৃতি— কাল-পথ—অপ্রকাশিত। অখণ্ডকালের পরিজ্ঞান বর্ত্তমান বদ্ধাবস্থায় জীবের অধিগম্য নহে। সেই কালই চন্দ্রের কলার হ্রাস ও বৃদ্ধি করে। উক্ত হ্রাস ও বৃদ্ধির দৃষ্টান্ত হইতে জানা যায় যে, শুদ্ধ আত্মার হ্রাস-বৃদ্ধি নাই; পরন্তু নশ্বর জগৎ হইতে গৃহীত-বস্তু হইতে গঠিত দেহেরই হ্রাস-বৃদ্ধি আছে। তাহাতেই দেহের জন্ম-স্থিতিনাশ সাধিত হয়। রবির কিরণ হইতেই উদ্দীপ্ত চন্দ্রের কলার হ্রাস ও বৃদ্ধি; তদ্রূপ ভগবদুন্মুখ হইবার যোগ্যতা জীবে বিদ্যমান।। ৪৮।।

কালেন হ্যোঘবেগেন ভূতানাং প্রভবাপ্যয়ৌ।
নিত্যাবপি ন দৃশ্যন্তে আত্মনোঽগ্নের্যথার্চ্চিষাম্।। ৪৯।।

অন্বয়ঃ— ওঘবেগেন (ওঘবন্নদীপ্রবাহবদ্ বেগো যস্য তেন) কালেন অগ্নেঃ অর্চ্চিষাং (জ্বালানাং) যথা (ইব) আত্মনঃ (সম্বন্ধিনাং) ভূতানাং (দেহানাং) প্রভবাপ্যয়ৌ (উৎপত্তিবিনাশৌ) নিত্যৌ (প্রতিক্ষণং ভবন্তৌ) অপি (তথা) ন দৃশ্যেত হি (ন লক্ষ্যেতে)।। ৪৯।।

অনুবাদ— অগ্নিশিখাসমূহের প্রতিক্ষণে উৎপত্তি এবং বিনাশ সঙ্ঘটিত হইলেও তাহা যেরূপ লক্ষিত হয় না, সেইরূপ নদী প্রবাহের ন্যায় নিয়ত বেগশালী কাল-প্রভাবে প্রাণিগণের দেহেরও অবস্থান্তর দ্বারা প্রতিক্ষণে উৎপত্তি এবং বিনাশ সাধিত হইলেও তাহা লক্ষিত হইতেছে না।। ৪৯।।

বিশ্বনাথ— সিংহাবলোকনন্যায়েন পুনরপ্যগ্নেঃ সকাশাদ্বৈরাগ্যং শিক্ষিতমাহ,—কালেনেতি। ওঘবেগেন ওঘবতাং মারুতাদীনামিব বেগো যস্য তেন। আত্মনঃ সম্বন্ধিনাং ভূতানাং দেহানামিত্যর্থঃ। অর্চ্চিষাং জ্বালানাম্ ।। ৪৯।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— সিংহ অবলোকন ন্যায় দ্বারা পুনঃরায় অগ্নির নিকট হইতে শিক্ষণীয় বৈরাগ্যের কথা বলিতেছেন—অগ্নির শিখাসমূহের বেগবলে জ্বালাসমূহ উত্থিত হয় এবং বিনাশ হইলেও বায়ুর মত দেখা যায় না। সেইরূপ আত্মার সম্বন্ধে দেহসমূহের উৎপত্তি ও বিনাশ হয়।। ৪৯।।

বিবৃতি— বেগবিশিষ্ট কালকর্ত্তৃকই প্রাণিগণের জন্ম ও মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। অগ্নিশিক্ষার ন্যায় উজ্জ্বলিত ও স্তব্ধ ভাবদ্বয় দেখা গেলেও আত্মা ঐরূপ ক্ষয়-বৃদ্ধির বশীভূত নহেন।। ৪৯।।

গুণৈর্গুণানুপাদত্তে যথাকালং বিমুঞ্চতি।
ন তেষু যুজ্যতে যোগী গোভির্গা ইব গোপতিঃ।।৫০।।

অন্বয়ঃ— (আদিত্যাং শিক্ষিতমাহ) গোপতিঃ (সূর্য্যঃ) গোভিঃ (রশ্মিভিঃ) গাঃ (জলানি) ইব যোগী গুণৈঃ (ইন্দ্রিয়ৈঃ) গুণান্ (বিষয়ান্)উপাদত্তে (স্বীকরোতি) যথাকালং বিমুঞ্চতি (অর্থিন্যাগতে সতি) (দদাতি পরন্তু) তেষু ন যুজ্যতে (লব্ধমিতি দত্তমিতি অভিনিবেশং ন করোতি)।। ৫০।।

অনুবাদ— সূর্য্য যেরূপ রশ্মিসমূহদ্বারা জলরাশির আকর্ষণ ও বিসর্জ্জন করেন, সেইরূপ যোগীপুরুষও ইন্দ্রিয়সমূহদ্বারা বিষয়সকল গ্রহণ করেন এবং যথাকালে অর্থাৎ যাচক উপস্থিত হইলে তাহা দান করেন, পরন্তু তাহাতে অভিনিবিষ্ট হন না।। ৫০।।

বিশ্বনাথ— সূর্য্যাচ্ছিক্ষিতমাহ,—দ্বাভ্যাম্। গুণৈরিন্দ্রিয়ৈর্গুণান্ বিষয়ান্ উপাদত্তে। যথাকালমর্থিন্যাগতে সতি বিমুঞ্চতি দদাতি চ। ন তেষু যুজ্যতে ময়া লব্ধা, ময়া দত্তা, ইতি বাভিনিবেশং ন করোতি। গোভিঃ রশ্মিভিঃ গা জলানি গোপতিঃ সূর্য্যো যথা।। ৫০।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— সূর্য্য হইতে শিক্ষার বিষয় বলিতেছেন—দুইটি শ্লোকদ্বারা। সূর্য্য যেমন রশ্মিসমূহদ্বারা জলরাশি আকর্ষণ ও বিসর্জ্জন করেন। সেইরূপ যোগী পুরুষও ইন্দ্রিয়সমূহ দ্বারা রূপ রস আদি বিষয়সমূহকে গ্রহণ করেন, পরে যথাসময়ে প্রার্থীগণ আসিলে দানও করেন, তাহাতে আসক্ত হন না। 'আমি লাভ করিলাম, আমি দান করিলাম' এইরূপ অভিনিবেশ থাকে না।। ৫০।।

বিবৃতি— সূর্য্য যেরূপ তেজোদ্বারা জল গ্রহণ করে, লব্ধস্বরূপ ভক্ত যোগীও তদ্রূপ অনাসক্তভাবে বিষয়সকল স্বীকার করিয়া তাহাতে আসক্ত হন না। সূর্য্য যেমন পৃথ্বীস্থ জলসমূহ গ্রহণ করে না, উহা যেরূপ পৃথ্বীতেই সিঞ্চিত হয়, ভগবদ্ভক্তগণেরও তদ্রূপ বিষয়সমূহ গ্রহণ করিলেও বিষয়ের দ্বারা কলুষিত হন না।। ৫০।।

বুধ্যতে স্বে ন ভেদেন ব্যক্তিস্থ ইব তদ্গতঃ।
লক্ষ্যতে স্থূলমতিভিরাত্মা চাবস্থিতোঽর্কবৎ।। ৫১।।

অন্বয়ঃ— স্বে (স্ব-স্বরূপে) অবস্থিতঃ (বর্ত্তমানঃ)

আত্মা অর্কবৎ (সূর্য্য ইব) ভেদেন ন বুধ্যতে (পরন্তু) ব্যক্তিস্থঃ (উপাধৌ প্রতিবিম্বিতঃ সন্) স্থূলমতিভিঃ তদ্গতঃ (উপাধি-প্রবিষ্টঃ সূর্য্যঃ) ইব (ভেদেন) লক্ষ্যতে চ।। ৫১।।

অনুবাদ— আত্মা স্বরূপে অবস্থানকালে স্বরূপস্থিত সূর্য্যতুল্য অভিন্নরূপেই লক্ষিত হইয়া থাকে, পরন্তু ভিন্ন ভিন্ন দেহরূপ উপাধিতে প্রবিষ্ট হইলে ভিন্ন ভিন্ন উপাধিতে প্রতিবিম্বিত সূর্য্যের ন্যায় স্থূলবুদ্ধি পুরুষগণ-কর্ত্তৃক পৃথগ্‌ভাবে লক্ষিত হইয়া থাকে।। ৫১।।

বিশ্বনাথ— আত্মা পরমাত্মা স্বেন ভেদেন স্বরূপ-শক্তিমায়াশক্তিজীবশক্ত্যাত্মকেনাবস্থিতোঽর্কবদ্ বুধ্যতে, অর্কো যথা স্বমণ্ডলমেঘকিরণাত্মকেন ভেদেনাবস্থিতো বুধ্যতে ইত্যর্থঃ। স্থূলমতিভিস্তু ব্যক্তিস্থো জাতিপদার্থ ইব তদ্গতঃ। ব্যক্তিগত উপাধ্যবচ্ছিন্ন আত্মা লক্ষ্যতে, অর্কবৎ অর্কো যথা জলাদি-পরিচ্ছিন্নঃ।। ৫১।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— পরমাত্মা নিজ হইতে পৃথক্ স্বরূপশক্তি, মায়াশক্তি ও জীবশক্তির সহিত একাত্মভাবে সূর্য্যের ন্যায় অবস্থিত থাকেন। সূর্য্য যেমন নিজমণ্ডল মেঘ ও কিরণরূপে পৃথক্ পৃথক্ অবস্থিত বুঝা যায়। স্থূলবুদ্ধি ব্যক্তিগণ দ্রব্যে অবস্থিত জাতি পদার্থের ন্যায় ব্যক্তিগত উপাধি দ্বারা অবিচ্ছিন্ন আত্মাকে দর্শন করে, সূর্য্য যেমন জলাদিদ্বারা পরিচ্ছিন্ন সেইরূপ।। ৫১।।

মধ্ব—

অবয়ব্যবয়বানাং চ গুণানাং গুণিনস্তথা।
শক্তিশক্তিমতোশ্চৈব ক্রিয়ায়াস্তদ্বতস্তথা।।
স্বরূপাংশাশিনোশ্চৈব নিত্যাভেদো জনার্দ্দনে।
জীবস্বরূপেষু তথাতথৈব প্রকৃতাবপি।।
চিদ্রূপায়ামতোঽনংশা অগুণা অক্রিয়া ইতি।
হীনা অবয়বৈশ্চেতি কথ্যন্তে তে ত্বভেদতঃ।।
পৃথগ্‌গুণাদ্যভাবাচ্চ নিত্যত্বাদুভয়োরপি।
বিষ্ণোরচিন্ত্যশক্তেশ্চ সর্ব্বং সম্ভবতি ধ্রুবম্।।
ক্রিয়াদেরপি নিত্যত্বং ব্যক্ত্যব্যক্তিবিশেষণম্।
ভাবাভাববিশেষেণ ব্যবহারশ্চ তাদৃশঃ।।
বিশেষস্য বিশিষ্টস্যাপ্যভেদস্তদ্বদেব তু।
সর্ব্বং চাচিন্ত্যশক্তিত্বাদ্ যুজ্যতে পরমেশ্বরে।।
তচ্ছক্ত্যৈব তু জীবেষু চিদ্রূপ প্রকৃতাবপি।
ভেদাভেদৌ তদন্যত্র হ্যুভয়োরপি দর্শনাৎ।।
কার্য্যকারণয়োশ্চাপি নিমিত্তং কারণং বিনেতি ব্রহ্মতর্কে।।

আত্মনি চৈবং বিচিত্রাশ্চ হি।
সর্ব্বোপেতা চ তদ্দর্শনাৎ।
সর্ব্বধর্ম্মোপপত্তেশ্চ।
স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ।।
যত্র সপ্তঋষীন্ পর একমাহুরিত্যাদেশ্চ।

বিনা দোষান্ শ্রুতমদ্ধাবগম্য তথা স্মৃতং পরমে সত্যরূপে।

নৈবাসত্যং ক্বচিদস্মিন্ পরেশে সর্ব্বং যুক্তং পূর্ণশক্তেঃ সদৈবেতি চ বিশ্বম্ভরশ্রুতিঃ। তস্মাদেকস্মিন্নপি শরীরে ভেদাভেদাৎ প্রভবাপ্যয়ৌ যুজ্যতে। ন চ বিরোধঃ। স্থূলসূক্ষ্মবৎ। আপেক্ষিকমত্রাপি যুজ্যতে।

বুদ্ধিসংস্থস্ত্বাত্মভেদোঽব্যক্তস্থো জীব উচ্যতে।
তেনৈব সহ সংস্থানাৎ পরাত্মা স্থূলবুদ্ধিভিঃ।।
জীববল্লক্ষ্যতে বিষ্ণুর্যথৈবাম্বুস্থিতার্কবৎ।
পরমার্কঃ পারিমাণ্যাদ্বর্ত্তুলত্বাদিনা তথা।।
অর্কস্বরূপানভিজ্ঞৈঃ শিরঃ পাদাদিবর্জ্জিতঃ।
অচেতনশ্চ কল্পেত তত্তেজোমাত্রদর্শিভিঃ।।
সূর্য্যদেহাদিভিন্নং হি তেজোমণ্ডলমেব তু।
দৃশ্যতে স্থূলমতিভিরেবমেব জনার্দ্দন।।
ইতি প্রভাসকে।। ৪৯-৫১।।

বিবৃতি— সূর্য্যবস্তু যেরূপ বিভিন্ন দর্পণে প্রতিফলিত হইয়া সংখ্যাগত বহু সূর্য্যের ধারণা করায়, তদ্রূপ বিভিন্ন বদ্ধজীবে ভগবৎসেবার একমাত্র তাৎপর্য্যপরতা নাই— মায়া এরূপ ভেদ বা ভ্রমপূর্ণা ধারণা করায়। জীবমাত্রেই ভগবানের সেবক। ভগবৎসেবা ব্যতীত তাহার আর অন্য কোন গতি নাই, কিন্তু বুদ্ধিহীন জনগণ প্রত্যেকে স্ব-স্ব জড়াভিমানবশতঃ ভগবৎসেবা ছাড়িয়া নিজ-নিজ-ভোগের কার্য্যে ব্যস্ত হয়—ইহাই তাহাদের নির্বুদ্ধিতা। সূক্ষ্ম ও

স্থূল উপাধিদ্বয় পরিত্যক্ত হইলে জীব বৈকুণ্ঠে ভগবৎ-সেবায় নিরন্তর নিযুক্ত থাকেন। তথায় তাঁহার বদ্ধজীবের ন্যায় ভোগপ্রবৃত্তির অবকাশ নাই। সেব্যসেবকের ভেদ বা বৈশিষ্ট্য—যাহা ভগবান্ ও ভক্তের মধ্যে নিত্য অবস্থিত, তাহাতে কোনপ্রকার গুণগত তামসিকতা নাই বা আনন্দের ব্যাঘাতের সম্ভাবনা নাই।। ৫১।।

নাতিস্নেহঃ প্রসঙ্গো বা কর্ত্তব্যঃ ক্বাপি কেনচিৎ।
কুর্ব্বন্ বিন্দেত সন্তাপং কপোত ইব দীনধীঃ।। ৫২।।

অন্বয়ঃ—(কপোতাৎ শিক্ষিতমাহ) ক্ব অপি (কুত্রাপি বিষয়ে) কেনচিৎ (সহ) অতিস্নেহঃ (অতিপ্রীতিঃ) প্রসঙ্গঃ (উপলালনাদ্যাসক্তিঃ) বা ন কর্ত্তব্যঃ। (স্নেহাদি) কুর্ব্বন্ (সন্) দীনধীঃ (বিবেকহীনঃ) কপোত ইব সন্তাপঃ (দুঃখং) বিন্দেত (প্রাপ্নুয়াৎ)।। ৫২।।

অনুবাদ— কোনও বিষয়ে কাহারও সহিত অতি স্নেহ অথবা লালনপালনাদি-প্রসঙ্গ কর্ত্তব্য নহে। যেহেতু তাহাতে বিবেকশূন্য কপোতের ন্যায় সন্তাপগ্রস্ত হইতে হয়।। ৫২।।

বিশ্বনাথ— কপোতাচ্ছিক্ষিতমাহ,—নাতীতি। প্রসঙ্গ উপলালনাদি।। ৫২।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— কপোত হইতে শিক্ষার বিষয় বলিতেছেন—কাহার সহিত কোনরূপে অতিশয় স্নেহ বা অতিশয় আসক্ত অর্থাৎ উপলালনাদিদ্বারা আসক্ত হইবে না।। ৫২।।

বিবৃতি— জীবমাত্রেই ভগবানের নিত্য সেবক; সুতরাং ভগবৎসেবা পরিত্যাগ করিয়া অন্য যে-কোন ভোগ্য-বস্তুর সেবায় নিযুক্ত থাকিলে সেইসকল নশ্বর বস্তুতে স্নেহ বা আসক্তি বশতঃ তাহাকে বিরহকাতর কপোতদম্পতির ন্যায় ক্লেশ পাইতে হয়।। ৫২।।

কপোতঃ কশ্চনারণ্যে কৃতনীড়ো বনস্পতৌ।
কপোত্যা ভার্য্যয়া সার্দ্ধমুবাস কতিচিৎ সমাঃ।।৫৩।।

অন্বয়ঃ— কশ্চন কপোতঃ অরণ্যে বনস্পতৌ (বৃক্ষে) কৃতনীড়ঃ (নির্ম্মিতকুলায়ঃ সন্) কপোত্যা ভার্য্যয়া সার্দ্ধং কতিচিৎ সমাঃ (বৎসরান্) উবাস (তস্থৌ)।। ৫৩।

অনুবাদ— কোন এক কপোত অরণ্যমধ্যে বৃক্ষে বাসস্থান নির্ম্মাণপূর্ব্বক ভার্য্যার সহিত কতিপয় বৎসর তথায় বাস করিতেছিল।। ৫৩।।

কপোতৌ স্নেহগুণিত-হৃদয়ৌ গৃহধর্ম্মিণৌ।
দৃষ্টিং দৃষ্ট্যাঙ্গমঙ্গেন বুদ্ধিং বুদ্ধ্যা ববন্ধতুঃ।।৫৪।।

অন্বয়ঃ— স্নেহগুণিতহৃদয়ৌ (স্নেহেন গুণিতং বদ্ধং হৃদয়ং যয়োস্তৌ) গৃহধর্ম্মিণৌ (মৈথুনসুখনিরতৌ তৌ) কপোতৌ (কপোতঃ কপোতী চ) দৃষ্ট্যা দৃষ্টিম্ অঙ্গেন অঙ্গং বুদ্ধ্যা বুদ্ধং ববন্ধতুঃ (সংযোজিতবন্তৌ)।। ৫৪।

অনুবাদ— গৃহধর্ম্মাসক্ত কপোতকপোতী স্নেহবদ্ধ-হৃদয়ে দৃষ্টি, অঙ্গ ও মনের দ্বারা পরস্পরের দৃষ্টি, অঙ্গ ও মন আকর্ষণ করিতেছিল।। ৫৪।।

বিবৃতি— কপোত-কপোতী স্ত্রী-পুরুষগত অত্যন্ত আসক্তিক্রমে ইন্দ্রিয়তর্পণপর ছিল এবং উহারা পর-স্পরের প্রতি এরূপভাবে অনুরত ছিল যে, পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইবার তাৎকালিক যোগ্যতা ছিল না। ভগবদ্-বিস্মৃতিই ঐরূপ জড় স্নেহ ও আসক্তির কারণ। ভগবানের স্নেহ ও ভগবানের প্রতি জীবের আসক্তি—নিত্য, তাহা বিপর্য্যস্ত হইলেই নশ্বর বস্তুদ্বয়ের মধ্যে ঐরূপ স্নেহ ও আসক্তি প্রবল হইয়া ভগবদ্‌বিস্মৃতিরূপ আনন্দাভাস উৎপাদন করে।। ৫৪।।

শয্যাসনাটনস্থানবার্ত্তাক্রীড়াশনাদিকম্।
মিথুনীভূয় বিশ্রব্ধৌ চেরতুর্বনরাজিষু।। ৫৫।।

অন্বয়ঃ—(তৌ) বিশ্রব্ধৌ (মরণাশঙ্কারহিতৌ সন্তৌ) মিথুনীভূয় (মিলিত্বা) বনরাজিষু (বনমধ্যে) শয্যাসনাটন-স্থানবার্ত্তাক্রীড়াশনাদিকং (তত্তৎকার্য্যজাতং) চেরতুঃ (কৃতবন্তৌ)।। ৫৫।।

অনুবাদ— তাহারা উভয়ে বিশ্বস্তচিত্তে একত্রিত হইয়া বনমধ্যে শয়ন, উপবেশন, ভ্রমণ, অবস্থান, আলাপ, ক্রীড়া এবং ভোজনাদি কার্য্য সম্পাদন করিত।। ৫৫।।

বিবৃতি— ভগবদ্‌বিস্মৃতি হইলেই বদ্ধজীব বিভিন্ন ব্যবহারে নিযুক্ত হয় এবং ভোগধর্ম্মক্রমে শয্যা, আসন, ভ্রমণ, বৃথা গল্প, ক্রীড়া, আহার ও ইন্দ্রিয়তর্পণ প্রভৃতি কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া পড়ে। কিন্তু এইসকল অনিত্য কার্য্য মুক্ত সেবকগণে সর্ব্বদাই কৃষ্ণসুখপররূপে বিরাজমান বলিয়া তিনি ভগবানের সেবা-ব্যতীত আর কোনপ্রকার কার্য্যে আত্মনিয়োগ করেন না। ভগবানের সেবার জন্যই তাঁহার শয্যা-স্থাপন, ভ্রমণ, বাক্যালাপাদি যাবতীয় ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হয়। সচ্চিদানন্দ ভগবদ্বস্তুর সহিত পার্থক্য স্থাপনফলেই জীবের এই দুর্গতি।। ৫৫।।

যং যং বাঞ্ছতি সা রাজন্ তর্পয়ন্ত্যনুকম্পিতা।
তং তং সমনয়ৎ কামং কৃচ্ছ্রে ণাপ্যজিতেন্দ্রিয়ঃ।। ৫৬।।

অন্বয়ঃ— (হে) রাজন্! সা (কপোতী) তর্পয়ন্তী (সহাসবীক্ষিতালাপাদিভিঃ কপোতং প্রীণয়ন্তী অতএব তেন) অনুকম্পিতা (কৃপয়া প্রচোদিতা সতী) যং যং বাঞ্ছতি (কামং কাময়তে) অজিতেন্দ্রিয়ঃ (অত্যাসক্তঃ স কপোতঃ) কৃচ্ছ্রেণ অপি (অতি কষ্টেনাপি) তং তং কামং সমনয়ৎ (সম্পাদয়ামাস)।। ৫৬।।

অনুবাদ— হে রাজন্! কপোতী সহাস-দৃষ্টিপাত ও আলাপাদিদ্বারা প্রীত্যুৎপাদনসহকারে কপোতের কৃপা-ভাগিনী হইয়া যে যে বিষয় প্রার্থনা করিত, অজিতেন্দ্রিয় কপোত অতি কষ্টকর হইলেও তৎসমুদয় সম্পাদন করিত।। ৫৬।।

বিশ্বনাথ— তর্পয়ন্তী সুরতালাপবীক্ষিতাদিভিঃ প্রীণয়ন্তী।। ৫৬।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— হে মহারাজ! কপোতী সুরতাল সহাস দৃষ্টিপাত ও আলাপাদি দ্বারা কপোতের প্রীতি উৎপাদন করিত।। ৫৬।।

বিবৃতি— যে-সকল ব্যক্তি, স্ব-স্ব ইন্দ্রিয়সমূহের অধিপতি একমাত্র ভগবান্—এই কথা না জানিয়া, আপনাকে হৃষীকেশ তুল্য মনে করে, স্ত্রৈণ হইয়া অর্থসংগ্রহের দাসত্বে ইন্দ্রিয়তর্পণবাসনায় জগতে নানা কার্য্যের আবাহন করিয়া বসে এবং ভোগ্যা কপোতীর জন্য ভোক্তা কপোত যেরূপ অবিবেচনার কার্য্য করে, তদ্রূপ বুদ্ধিচালিত হইয়া স্থূল শরীরের দ্বারা নশ্বর জড়ানন্দ সংগ্রহ করিতে ব্যস্ত, তাঁহাদের সৎশিক্ষার জন্যই কপোত-কপোতীর দাম্পত্য ও পরস্পরের বিরহ কাতরতা উদাহৃত হইয়াছে। উহা হইতেই বদ্ধজীবের কপোত-কপোতীর ন্যায় সংসার-প্রবৃত্তি।। ৫৬।।

কপোতী প্রথমং গর্ভ গৃহ্ণন্তী কাল আগতে।
অণ্ডানি সুষুবে নীড়ে স্বপত্যুঃ সন্নিধৌ সতী।। ৫৭।।

অন্বয়ঃ— প্রথমং গর্ভং গৃহ্ণন্তী সতী কপোতী কালে (প্রসবকালে) আগতে (প্রাপ্তে সতি) নীড়ে স্বপত্যুঃ সন্নিধৌ অণ্ডানি সুষুবে (প্রসূতবতী)।। ৫৭।।

অনুবাদ— অনন্তর পতিব্রতা কপোতী প্রথমগর্ভ গ্রহণ করিয়া প্রসবকাল আগত হইলে নীড়মধ্যে নিজ পতির সমক্ষে অণ্ডসমূহ প্রসব করিল।। ৫৭।।

তেষু কালে ব্যজায়ন্ত রচিতাবয়বা হরেঃ।
শক্তিভির্দুর্ব্বিভাব্যাভিঃ কোমলাঙ্গতনূরুহাঃ।। ৫৮।।

অন্বয়ঃ—কালে (তৎপরিপাককালে) তেষু (অণ্ডেষু) হরেঃ দুর্ব্বিভাব্যাভিঃ (অবিতর্ক্যাভিঃ) শক্তিভিঃ রচিতাবয়বাঃ (রচিতঅবয়বা যেষাং তে) কোমলাঙ্গতনূরুহাঃ (কোমলানি অঙ্গানি তনূরুহাঃ রোমাণি চ যেষাং তে শিশবঃ) ব্যজায়ন্ত।। ৫৮

অনুবাদ— যথাকালে ঐ অণ্ডসমূহের মধ্য হইতে শ্রীহরির অচিন্ত্য শক্তিপ্রভাবে বিরচিত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ-সংযুক্ত এবং কোমল অঙ্গ ও রোমরাজিবিশিষ্ট সন্তানগণ উৎপন্ন হইল।। ৫৮।।

বিশ্বনাথ— প্রজাঃ ব্যজায়ন্ত।। ৫৮।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— কপোতীর সন্তান উৎপন্ন হইল।। ৫৮।।

বিবৃতি— বদ্ধজীবগণ যখন ভগবদ্বিমুখ হয়, তখন ভগবান্ তাহাদের ক্রিয়া-কলাপসমূহে তাঁহার সেবা-বৈমুখ্য-বৃদ্ধির জন্যই মায়া-জাল বিস্তার করেন। যাহারা ভগবৎ-সেবায় উন্মুখতা প্রদর্শন করে না, তাহাদের যোগ্যতানুসারে তাহারা ভগবৎকর্ত্তৃক বিপরীত শক্তি লাভ করে এবং ভোক্তা সাজিয়া সংসারভোগে প্রবৃত্ত হয়।। ৫৮।।

প্রজাঃ পুপুষতুঃ প্রীতৌ দম্পতী পুত্রবৎসলৌ।
শৃণ্বন্তৌ কূজিতং তাসাং নির্বৃতৌ কলভাষিতৈঃ।। ৫৯।।

অন্বয়ঃ—তাসাং (প্রজানাং) কূজিতং শৃণ্বন্তৌ (কিঞ্চ) কলভাষিতৈঃ (মধুরস্বনৈঃ) নির্বৃতৌ (সুখিনৌ) প্রীতৌ পুত্রবৎসলৌ দম্পতী প্রজাঃ (শিশূন্) পুপুষতুঃ (পোষয়ামাসতুঃ)।। ৫৯।।

অনুবাদ—অনন্তর পুত্রবৎসল কপোত এবং কপোতী শাবকগণের কূজন-শ্রবণ এবং মধুর-শব্দে আনন্দিত হইয়া প্রীতিসহকারে তাহাদিগকে পালন করিতে লাগিল।। ৫৯।।

বিবৃতি— বদ্ধজীবগণ কৃষ্ণসেবা-বিমুখ হইয়া কৃষ্ণ-সেবাবিমুখতার ফলস্বরূপ ভোগ্য পুত্রাদির মনোহর বাক্যেই প্রচুরপরিমাণে আনন্দ পায়। কিন্তু সেই আনন্দ নিত্য না হওয়ায় তদভাব-জন্য ক্লেশের উৎপত্তিকারক হয়।। ৫৯।।

তাসাং পতত্রৈঃ সুস্পর্শৈঃ কূজিতৈর্মুগ্ধচেষ্টিতৈঃ।
প্রত্যুদ্গমৈরদীনানাং পিতরৌ মুদমাপতুঃ।। ৬০।।

অন্বয়ঃ—পিতরৌ (পিতা চ মাতা চ তৌ) অদীনানাং (হৃষ্টানাং) তাসাং (প্রজানাং) সুস্পর্শৈঃ (সুখস্পর্শৈঃ) পতত্রৈঃ (পক্ষৈঃ)কূজিতৈঃ মুগ্ধচেষ্টিতৈঃ (সুন্দরচেষ্টিতৈঃ) প্রত্যুদ্গমৈঃ (উৎপতনৈশ্চ) মুদং (হর্ষম্)আপতুঃ (প্রাপ্তৌ)।। ৬০।।

অনুবাদ— তাহারা উভয়ে হৃষ্টভাবাপন্ন শাবক-গণের সুখস্পর্শ পক্ষসমূহ, কূজন সুরম্যচেষ্টা এবং উৎ-পতনহেতু অতিশয় হর্ষ লাভ করিতেছিল।। ৬০।।

বিশ্বনাথ— অদীনানাং হৃষ্টানাম্।। ৬০।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— অদীন অর্থাৎ হৃষ্টচিত্ত সন্তান-গণের।। ৬০।।

স্নেহানুবদ্ধহৃদয়াবন্যোন্যং বিষ্ণুমায়য়া।
বিমোহিতৌ দীনধিয়ৌ শিশূন্ পুপুষতুঃ প্রজাঃ।। ৬১।।

অন্বয়ঃ—(এবং) বিষ্ণুমায়য়া বিমোহিতৌ (অতঃ) অন্যোন্যং স্নেহানুবদ্ধহৃদয়ৌ (স্নেহেন অনুবদ্ধম্ অনুরক্তং হৃদয়ং যয়ো স্তৌ) দীনধিয়ৌ (প্রজাপোষণব্যগ্রতয়া কৃপণচিত্তৌ তৌ) শিশূন্ (বালান্) প্রজাঃ (পুত্রান্)পুপুষতুঃ (পোষিতবন্তৌ)।। ৬১।।

অনুবাদ—এইরূপে বিষ্ণুমায়াবিমোহিত, পরস্পরা-সক্তচিত্ত কপোত-দম্পতি সন্তানপালনার্থ ব্যগ্রতাহেতু দুঃখার্ত্ত হইয়াও তাহাদের পালন করিতে লাগিল।। ৬১।।

বিশ্বনাথ— শিশূন্ বালান্ প্রজা অপত্যানি।। ৬১

টীকার বঙ্গানুবাদ— কপোত কপোতী বিষ্ণুমায়ায় মোহিত হইয়া শিশু সন্তানগণকে পোষণ করিতে লাগিল।

একদা জগ্মতুস্তাসামন্নার্থং তৌ কুটুম্বিনৌ।
পরিতঃ কাননে তস্মিন্নর্থিনৌ চেরতুশ্চিরম্।।৬২।।

অন্বয়ঃ— একদা কুটুম্বিনৌ তৌ (পিতরৌ) তাসাং (প্রজানান্) অন্নার্থম্ (আহার্য্যার্থম্) জগ্মতুঃ (গতবন্তৌ) (তথা) অর্থিনৌ (তাসামাহারমাকাঙ্ক্ষমাণৌ) তস্মিন্ কাননে পরিতঃ (সর্ব্বতঃ) চিরং চেরতুঃ (চরিতবন্তৌ) ।। ৬২।।

অনুবাদ— একদা বহুপোষ্যযুক্ত কপোত কপোতী শিশুগণের খাদ্য সংগ্রহের জন্য গমন করিয়া তৎসন্ধানার্থ উক্ত বনমধ্যে সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিতেছিল।। ৬২।।

দৃষ্ট্বা তান্ লুব্ধকঃ কশ্চিদ্‌যদৃচ্ছাতো বনেচরঃ।
জগৃহে জালমাতত্য চরতঃ স্বালয়ান্তিকে।। ৬৩।।

অন্বয়ঃ— (তদানাং) কশ্চিৎ লুব্ধকঃ (ব্যাধঃ) যদৃ-

চ্ছাতঃ (স্বেচ্ছাক্রমেণ) বনে চরঃ (সন্) স্বালয়ান্তিকে (স্বনীড়সন্নিধৌ) চরতঃ তান্ (কপোতশিশূন্) দৃষ্ট্বা জালম্ আতত্য (প্রসার্য্যতান্) জগৃহে (গৃহীতবান্)।। ৬৩।।

অনুবাদ— এই অবসরে কোন এক ব্যাধ যদৃচ্ছাক্রমে বনমধ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে নীড়সমীপে কপোতশিশুগণকে বিচরণ করিতে দেখিয়া জাল বিস্তারপূর্ব্বক তাহাদিগকে গ্রহণ করিয়াছিল।। ৬৩।।

বিশ্বনাথ— স্বালয়ান্তিকে স্বনীড়তলনিকটে চরতস্তান্ বালান্ জগ্রাহ।। ৬৩।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—নিজ বাসার নিকটে শিশু সন্তানগুলি চরিতেছে দেখিয়া কোন্ ব্যাধ জালবিস্তার করিয়া তাহাদিগকে ধরিল।। ৬৩।।

কপোতশ্চ কপোতী চ প্রজাপোষে সদোৎসুকৌ।
গতৌ পোষণমাদায় স্বনীড়মুপজগ্মতুঃ।। ৬৪।।

অন্বয়ঃ— (অনন্তর) প্রজাপোষে (সন্তানপালনে) সদা উৎসুকৌ (অতএব) গতৌ(তদাহার্য্যসংগ্রহার্থং গতৌ) কপোতঃ চ কপোতী চ পোষণং (ভক্ষ্যম্) আদায় (গৃহীত্বা) স্বনীড়ম্ উপজগ্মতুঃ (আগতবন্তৌ)।। ৬৪।।

অনুবাদ— অনন্তর সন্তানপালনোৎসুক অতএব তাহাদের আহার্য্য সংগ্রহে গত কপোতকপোতী আহার্য্য সংগ্রহপূর্ব্বক নিজ বাসস্থানে প্রত্যাগমন করিল।। ৬৪।।

বিশ্বনাথ— পোষণং ভক্ষ্যম্।। ৬৪।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— কপোতী পোষণ অর্থাৎ আহার্য্য দ্রব্য গ্রহণ পূর্ব্বক নিজ বাসস্থানে ফিরিয়া তাহা দেখিল।।৬৪

কপোতী স্বাত্মজান্ বীক্ষ্য বালকান্ জালসংবৃতান্।
তানভ্যধাবৎ ক্রোশন্তী ক্রোশতো ভৃশদুঃখিতা।। ৬৫।।

অন্বয়ঃ— কপোতী স্বাত্মজান্ বালকান্ জালসংবৃতান্ (বদ্ধান্) (অতএব) ক্রোশতঃ (মাতরং দৃষ্ট্বা বিলাপং কুর্ব্বতঃ) বীক্ষ্য (দৃষ্ট্বা) ভৃশদুঃখিতা (অতিশয়ং দুঃখমাপন্না) (ততশ্চ) ক্রোশন্তী (রুদতী সতী) তান্ (বালকান্) অভ্যধাবৎ (তেষামভিমুখং গতবতী)।। ৬৫।।

অনুবাদ— তখন কপোতী শাবকগণকে জালবদ্ধ এবং মাতৃদর্শনে বিলাপরত দর্শন করিয়া অতিশয় দুঃখিতা হইয়া রোদনসহকারে তাহাদের অভিমুখে ধাবিত হইল।। ৬৫।।

সাসকৃৎস্নেহগুণিতা দীনচিত্তাজমায়য়া।
স্বয়ঞ্চাবধ্যত শিচা বদ্ধান্ পশ্যন্ত্যপস্মৃতিঃ।। ৬৬।।

অন্বয়ঃ— অজমায়য়া (ঈশ্বরমায়য়া) অসকৃৎ (নিরন্তরং) স্নেহগুণিতা (স্নেহাবদ্ধা) দীনচিত্তা (কাতরা) (অতএব) অপস্মৃতিঃ (অপগতা বিগতা অহমপ্যেবং মরিষ্যামীতি স্মৃতির্যস্যাঃ সা) সা কপোতী (তান্) বদ্ধান্ পশ্যন্তী (অপি) স্বয়ং চ শিচা (জালেন) আবধ্যত (আবদ্ধা)।।৬৬

অনুবাদ— বিষ্ণুমায়াপ্রভাবে স্নেহাবদ্ধচিত্তা, কাতরভাবাপন্না কপোতী স্মৃতিশূন্যা হইয়া শাবকগণকে আবদ্ধ দেখিয়াও স্বয়ং তৎকালে জালদ্বারা আবদ্ধা হইল।। ৬৬।।

বিশ্বনাথ— বদ্ধান্ সা বালান্ পশ্যন্তী অপস্মৃতিঃ শোকেনাচেতনা সতী পতন্তী শিচা জালেনাবধ্যত।। ৬৬

টীকার বঙ্গানুবাদ— বালকগুলিকে কপোতী জালে আবদ্ধ দেখিয়া শোকে অচেতন হইয়া জালে বদ্ধ হইয়া পড়িল।। ৬৬।।

কপোতঃ স্বাত্মজান্ বদ্ধানাত্মনোঽপ্যধিকান্ প্রিয়ান্।
ভার্য্যাঞ্চাত্মসমাং দীনো বিললাপাতিদুঃখিতঃ।। ৬৭।।

অন্বয়ঃ— (তদানীং) কপোতঃ চ আত্মনঃ অপি অধিকান্ প্রিয়ান্ (স্বশরীরাদপ্যধিকপ্রিয়ান্) স্বাত্মজান্ বদ্ধান্ (তথা) আত্মসমাং (স্বতুল্যাং) ভার্য্যাং চ (বদ্ধাং বীক্ষ্য) দীনঃ অতি দুঃখিতঃ (চ সন্) বিললাপ (শুশোচ)।। ৬৭।।

অনুবাদ— কপোতও প্রাণাধিক প্রিয়তম সন্তানগণকে এবং আত্মতুল্যা ভার্য্যাকে আবদ্ধ দেখিয়া দীন এবং অতিদুঃখিতভাবে বিলাপ করিতে লাগিল।। ৬৭।।

বিশ্বনাথ— চকারাৎ শুশোচ।। ৬৭।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— 'চ' কার থাকায় শোক করিতে লাগিল।। ৬৭।।

অহো মে পশ্যতাপায়মল্পপুণ্যস্য দুর্ম্মতেঃ।
অতৃপ্তস্যাকৃতার্থস্য গৃহস্ত্রৈবর্গিকো হতঃ।। ৬৮।।

অন্বয়ঃ— অহো (হে জনাঃ!) অতৃপ্তস্য (দৃষ্টসুখে-নাতৃপ্তস্য) অকৃতার্থস্য (অদৃষ্টসুখমসম্পাদয়তঃ) অল্প-পুণ্যস্য দুর্ম্মতেঃ মে (মম) অপায়ং (বিনাশং) পশ্যত, (যতঃ) ত্রৈবর্গিকঃ (ধর্ম্মাদিত্রিবর্গসাধনভূতঃ) গৃহঃ (মম গৃহাশ্রমঃ) হতঃ (নষ্টঃ)।। ৬৮।।

অনুবাদ— হে জীবগণ! ঐহিকসুখে অতৃপ্ত, পার-লৌকিক সুখসম্পাদনে বিমুখ, অল্পপুণ্যশালী মাদৃশ দুর্ম্মতির দুর্গতি দর্শন কর, যেহেতু অদ্য আমার ত্রিবর্গসাধন-ভূত গৃহাশ্রম বিনষ্ট হইল।। ৬৮।।

অনুরূপানুকূলা চ যস্য মে পতিদেবতা।
শূন্যে গৃহে মাং সন্ত্যজ্য পুত্রৈঃ স্বর্যাতি সাধুভিঃ।। ৬৯

অন্বয়ঃ—যস্য মে (মম) পতিদেবতা (পতিরহমেব-দেবতা যস্যাঃ সা) অনুকূলা (অনুগতা) অনুরূপাচ (ভার্য্যা) শূন্যে গৃহে মাং সন্ত্যজ্য সাধুভিঃ পুত্রৈঃ (সহ) স্বঃ (স্বর্গং) যাতি।। ৬৯।।

অনুবাদ—হায়! অদ্য আমার পতিব্রতা, অনুগতা, অনুরূপা ভার্য্যা আমাকে শূন্যগৃহে পরিত্যাগ করিয়া সাধু পুত্রগণের সহিত স্বর্গগমন করিল।। ৬৯।

সোঽহং শূন্যে গৃহে দীনো মৃতদারো মৃতপ্রজঃ।
জিজীবিষে কিমর্থং বা বিধুরো দুঃখজীবিতঃ।। ৭০।।

অন্বয়ঃ— দীনঃ মৃতদারঃ (মৃতপত্নীকঃ) মৃতপ্রজঃ (নষ্টপুত্রঃ) বিধুরঃ (বিরহী) দুঃখজীবিতঃ (দুঃখেন জীবিতং যস্য সঃ) সঃ অহং শূন্যে গৃহে কিমর্থং বা জিজীবিষে (জীবিতুমিচ্ছামি)।। ৭০।।

অনুবাদ— অনন্তর আমি দীন, মৃতদার, মৃতপুত্র, বিরহবেদনাগ্রস্ত এবং কষ্টপ্রদ জীবন ধারণ করিয়া কি জন্যই বা জীবিত থাকিতে ইচ্ছা করি?।। ৭০।।

তাংস্তথৈবাবৃতান্ শিগ্‌ভির্মৃত্যুগ্রস্তান্ বিচেষ্টতঃ।
স্বয়ঞ্চ কৃপণঃ শিক্ষু পশ্যন্নপ্যবুধোঽপতৎ।। ৭১।।

অন্বয়ঃ—অবুধঃ (মূর্খঃ) কৃপণঃ (দীনঃ স কপোতঃ) তথা এব শিগ্‌ভিঃ (জালৈঃ) আবৃতান্ মৃত্যুগ্রস্তান্ (আরব্ধ-মরণান্)বিচেষ্টতঃ (মুক্ত্যর্থং কৃতযত্নান্) তান্ (শিশূন্) পশ্যন্ অপি স্বয়ং চ শিক্ষু (জালেষু) অপতৎ (পতিতো বভূব)।। ৭১।।

অনুবাদ— অনন্তর এইরূপে মূর্খ, কাতরচিত্ত কপোত সন্তানগণকে জালদ্বারা আবদ্ধ, মরণোন্মুখ এবং মুক্তির জন্য প্রয়াসশীল দর্শন করিয়াও স্বয়ং জালে নিপ-তিত হইল।। ৭১।।

বিশ্বনাথ— বিচেষ্টমানান্ পশ্যন্নপতৎ।। ৭১।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— কপোত সন্তানগণকে জালদ্বারা আবদ্ধ ও মুক্তির জন্য চেষ্টা করিতেছে দেখিয়া সে নিজেও জালে পড়িল।। ৭১।।

তং লব্ধ্বা লুব্ধকঃ ক্রূরঃ কপোতং গৃহমেধিনম্।
কপোতকান কপোতীঞ্চ সিদ্ধার্থঃ প্রযযৌ গৃহম্।। ৭২।।

অন্বয়ঃ—(ততঃ) ক্রূরঃ লুব্ধকঃ (ব্যাধঃ) গৃহমেধিন তং কপোতং কপোতকান্ (শাবকান) কপোতীং চ লব্ধ্বা সিদ্ধার্থঃ (সিদ্ধপ্রয়োজনঃ সন্) গৃহং প্রযযৌ (গতবান্)।

অনুবাদ— অনন্তর ক্রূর, লুব্ধচিত্ত ব্যাধ এইরূপে গৃহমেধী কপোত-কপোতী এবং শাবকগণের লাভে সিদ্ধমনোরথ হইয়া নিজগৃহে প্রস্থান করিল।। ৭২।।

এবং কুটুম্ব্যশান্তাত্মা দ্বন্দ্বারামঃ পতত্রিবৎ।
পুষ্ণন্ কুটুম্বং কৃপণঃ সানুবন্ধোঽবসীদতি।। ৭৩।।

অন্বয়ঃ— এবং পতত্রিবৎ (কপোতবৎ) দ্বন্দ্বারামঃ (মিথুনপরঃ) কৃপণঃ (দীনঃ) অশান্তাত্মা (অজিতেন্দ্রিয়ঃ) কুটুম্বী (বহুপোষ্যঃ পুমান্) কুটুম্বং পুষ্ণন্ সানুবন্ধঃ (পুত্র-কলত্রাদিসহিতঃ) অবসীদতি (ক্লিশ্যতি)।। ৭৩।।

অনুবাদ— পূর্ব্বোক্ত কপোততুল্য মিথুনসুখরত, দীন, অজিতেন্দ্রিয়, বহুপোষ্যযুক্ত পুরুষও এইরূপে পোষ্যগণের পালনকার্য্যে আসক্ত হইয়া পশ্চাৎ পরিজনের সহিত ক্লেশগ্রস্ত হইয়া থাকে।। ৭৩।।

যঃ প্রাপ্য মানুষং লোকং মুক্তিদ্বারমপাবৃতম্।
গৃহেষু খগবৎ সক্তস্তমারূঢ়চ্যুতং বিদুঃ।। ৭৪।।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সাহিতায়াং বৈয়াসিক্যামেকাদশস্কন্ধে ভগবদুদ্ধসংবাদে সপ্তমোঽধ্যায়ঃ ॥৭॥

অন্বয়ঃ— যঃ (পুমান্) অপাবৃতং (নিরর্গলং) মুক্তি-দ্বারং (মুক্তের্দ্বারং সাধনভূতং) মানুষং লোকং (দেহং) প্রাপ্য (লব্ধ্বাপি) খগবৎ গৃহেষু সক্তঃ (ভবতি) তম্ আরূঢ়-চ্যুতং (শ্রেয়োমার্গম্ আরুহ্য চ্যুতং পতিতং) বিদুঃ (বুধা জানন্তি)।। ৭৪।।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে সপ্তমোঽধ্যায়স্যান্বয়ঃ।

অনুবাদ— যে পুরুষ বিমুক্ত অর্থাৎ অর্গলরহিত মুক্তিদ্বারস্বরূপ মনুষ্যদেহ লাভ করিয়াও কপোতের ন্যায় গৃহধর্ম্মেই আসক্ত হয়, পণ্ডিতগণ তাহাকে আরূঢ়চ্যুত (অর্থাৎ শ্রেয়ঃপথে আরোহণ করিয়াও পতিত) বলিয়া অবগত হন।। ৭৪।।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে সপ্তম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

বিশ্বনাথ—

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।
একাদশে সপ্তমোঽয়ং সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্।।
ইতি শ্রীল বিশ্বনাথচক্রবর্ত্তীঠক্কুরকৃতা শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে সপ্তমোঽধ্যায়স্য সারার্থদর্শিনী টীকা সমাপ্তা।

মধ্ব—

ইতি শ্রীমদানন্দতীর্থভগবৎপাদাচার্য্যবিরচিতে শ্রীমদ্ভাগবতৈকাদশস্কন্ধতাৎপর্য্যে সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

তথ্য—

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে সপ্তম অধ্যায়ের তথ্য সমাপ্ত।

বিবৃতি— ইতর প্রাণী অপেক্ষা মনুষ্যের নিত্যমঙ্গল লাভ করিবার অধিকতর অধিকার আছে। পশুপক্ষী প্রভৃতি হীনবুদ্ধি জীব; তাহারা স্ত্রী-পুত্রের আসক্তি পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হয় না বলিয়াই মানবের দৃষ্টিতে লক্ষিত হয়। কিন্তু যে সকল মানব দুঃখময় সংসারে পরিণাম বুঝিতে পারে না, তাহারাই যোষিৎসঙ্গনিরত হইয়া কপোত-পরিবারের ন্যায় জড়সংসারে আসক্ত হইয়া পড়ে। জীবন থাকিতে থাকিতে মনুষ্য অষ্টপ্রকার গুরুর নিকট যে-সকল শিক্ষণীয় বিষয় আছে, তাহা সংগ্রহ করিয়া নিজমঙ্গল লাভ করিতে পারেন। পৃথিবী, বায়ু, আকাশ জল, অগ্নি, চন্দ্র, সূর্য্য ও কপোত—এই আটটি পদার্থের বহিঃপ্রজ্ঞাচালিত দর্শন বদ্ধজীবের ইন্দ্রিয়পিপাসা সম্বর্দ্ধন করে, কিন্তু সুতীক্ষ্ণ অন্তর্নিহিত দৃষ্টি তাহাদিগকে ভোগ্য জ্ঞান করিবার পরিবর্ত্তে গুরুযোগ্য জ্ঞান করিলে কৃষ্ণোন্মুখতা বৃদ্ধি পাইয়া সংসারে অবস্থানকালেও মুক্ত হইবার অধিকার প্রদান করে।। ৭৪।।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে সপ্তম অধ্যায়ের বিবৃতি সমাপ্ত।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে সপ্তম অধ্যায়ের গৌড়ীয় ভাষ্য সমাপ্ত।

অষ্টমোঽধ্যায়ঃ

শ্রীব্রাহ্মণ উবাচ—

সুখমৈন্দ্রিয়কং রাজন্ স্বর্গে নরক এব চ।
দেহিনাং যদ্‌যথা দুঃখং তস্মান্নেচ্ছেত তদ্‌বুধঃ ॥১॥

গৌড়ীয় ভাষ্য

অষ্টম অধ্যায়ের কথাসার

অষ্টম অধ্যায়ে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবের নিকট অবধূতব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক অজগরাদি নয় জন গুরুর নিকট হইতে সংগৃহীত ও মহারাজ যদুর নিকট বর্ণিত শিক্ষা কীর্ত্তন করিয়াছেন।

(১) অজগরের নিকট প্রাপ্ত শিক্ষা এই যে—যদৃচ্ছাক্রমে উপস্থিত বা লব্ধ-দ্রব্যদ্বারা উদাসীনভাবে শরীরযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া ভগবদ্-ভজনে নিযুক্ত থাকাই বুদ্ধিমানের কার্য্য। অযাচিতভাবে আহার্য্য দ্রব্য উপস্থিত না হইলেও ভজনেচ্ছু ব্যক্তি 'প্রারব্ধ ভোগ অবশ্যই হইবে, তদর্থে চিন্তাদ্বারা বৃথা আয়ুক্ষয় করা উচিত নহে'—এই দৈবগতি বিবেচনা করিয়া অপ্রাপ্তখাদ্য শায়িত অজগরের ন্যায় ধৈর্য্য অবলম্বনপূর্ব্বক একান্তমনে ভগবদ্ধ্যানে নিযুক্ত থাকিবেন। (২) সমুদ্রের নিকট শিক্ষা—ভগবৎপরায়ণ মুনি নিশ্চলোদক বারিধির ন্যায় বাহিরে প্রসন্ন ও অন্তরে গম্ভীরভাবে অবস্থান করেন; সমুদ্র যেমন নদীসকলের সঙ্গমে বর্ষাকালে প্রবৃদ্ধ বা গ্রীষ্মকালে তৎশূন্য হইয়াও শুষ্ক হয় না তদ্রূপ তিনিও কাম্যবস্তুর সমাগমে হৃষ্ট বা তাহাদের অভাবে দুঃখিত হন না। (৩) পতঙ্গের নিকট শিক্ষা—পতঙ্গ যে-প্রকার রূপে প্রলুব্ধ হইয়া অগ্নিতে প্রাণ বিসর্জ্জন করে, তদ্রূপ মূর্খ অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি দেব-মায়া রূপিণী স্ত্রীমূর্ত্তি, স্বর্ণাভরণ ও বস্ত্রাদিতে লুব্ধ হইয়া উহা উপভোগ করিতে প্রধাবিত হয় এবং অকালে প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়া ঘোরতর-নরকে পতিত হয়। (৪) ভ্রমর ও মধুমক্ষিকা — এই দ্বিবিধ মধুকরের প্রথমটীর নিকট শিক্ষা এই যে, মুনি ব্যক্তি নানা গৃহ হইতে অল্প অল্প করিয়া দৈনন্দিন-জীবিকা-নির্ব্বাহোপযোগী মাধুকরী এবং ক্ষুদ্র ও বৃহৎ সকল শাস্ত্র হইতেই সারভাগ সংগ্রহ করিবেন। দ্বিতীয়টীর অর্থাৎ মধুমক্ষিকার নিকট প্রাপ্ত শিক্ষা—ভিক্ষুক সায়ংকালের অথবা আগামী দিনের জন্য ভিক্ষান্ন সঞ্চয় করিবেন না, করিলে মধুমক্ষিকার ন্যায় সঞ্চিত দ্রব্যের সহিত বিনষ্ট হইবেন। (৫) গজের নিকট শিক্ষা—করিগণ যেমন করিণীর অঙ্গস্পর্শ সুখাশায় গমনপূর্ব্বক গর্ত্তে পড়িয়া আবদ্ধ হয়, সেইরূপ আপনার মৃত্যুস্বরূপ স্ত্রীতে আসক্ত পুরুষ সংসার-কূপে পতিত হইয়া বিনষ্ট হয়। (৬) মধুহার (মধুমক্ষিকার মধুহরণকারীর) নিকট শিক্ষা—সে যে প্রকার মধুমক্ষিকার বহু কষ্টে সঞ্চিত মধুহরণ করে, সেইরূপ যতি পুরুষও গৃহস্থগণের দুঃখোপার্জ্জিত অর্থদ্বারা নিষ্পাদিত অন্নাদি অগ্রে ভোজন করিয়া থাকেন। (৭) হরিণের নিকট শিক্ষা—ব্যাধের বংশীবাদ্য শ্রবণে মুগ্ধ হরিণ যেমন প্রাণ হারায়, তদ্রূপ যে-ব্যক্তি গ্রাম্যগীতাদিতে আসক্ত হয় তাহার জীবনও বৃথা নষ্ট হইয়া থাকে। (৮) মীনের নিকট শিক্ষা—রসাসক্তিবশতঃ মীন যেপ্রকার বড়িশবিদ্ধ হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তদ্রূপ দুর্ব্বুদ্ধি পুরুষ দুর্জ্জয় রসনাকর্ত্তৃক রসে আসক্ত হইয়া প্রাণ বিসর্জ্জন করে।

পিঙ্গলা-নাম্নী বিদেহ নগরের জনৈকা বেশ্যা একদিন ধনাশায় মনোহারী বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া সন্ধ্যা হইতে অর্দ্ধরাত্র পর্য্যন্ত উপপতির আগমন প্রতীক্ষায় অস্থিরচিত্তে কালযাপন করিতেছিল। কোনও পুরুষ তাহার নিকট গমন না করায় সে অবশেষে নৈরাশ্যে বৈরাগ্য অবলম্বনপূর্ব্বক বিবেক-বুদ্ধিতে প্রণোদিত হইয়া উপপতি-সমাগম তৃষ্ণাজনিত দুরভিলাষ পরিত্যাগ করিল এবং শ্রীহরির ধ্যানে নিযুক্ত হইয়া চিত্তে পরমা শান্তি প্রাপ্ত হইল। (৯) তাহার নিকট এই শিক্ষা লাভ করা যায় যে, ভোগশাই যাবতীয় দুঃখের মূল-কারণ, উহাতে বীতস্পৃহ হইয়া ভগবদ্ধ্যানে নিযুক্ত হইতে পারিলে পরা-শান্তি লাভ করা যায়।

অন্বয়ঃ— শ্রীব্রাহ্মণঃ উবাচ—(প্রারব্ধকর্ম্মভোগস্য অবশ্যম্ভাবিত্বাৎ তদর্থোদ্যমৈর্নায়ুর্ব্যয়ো বৃথা কর্ত্তব্য ইত্য-জগরাচ্ছিক্ষিতমিত্যাহ) হে রাজন্! যৎ (যস্মাৎ) দেহিনাং স্বর্গে নরকে এব বা (স্বর্গে নরকে চ) দুঃখং যথা (অবাঞ্ছি-তমপি স্যাৎ তথা) ঐন্দ্রিয়কম্ (ইন্দ্রিয়জনাং) সুখম্ (অপ্যবাঞ্ছিতমেব স্যাৎ) তস্মাৎ বুধঃ (বিবেকী জনঃ) তৎ ন ইচ্ছেত (তৎসুখং লব্ধুং যত্নং ন কুর্য্যাৎ)।। ১।।

অনুবাদ— শ্রীব্রাহ্মণ বলিলেন— হে রাজন্! স্বর্গ এবং নরকে প্রাণিগণের দুঃখ যেরূপ অযাচিতভাবে উপস্থিত হয়, ইন্দ্রিয়জন্য সুখও তদ্রূপ অযাচিতভাবেই উপস্থিত হয় বলিয়া বিবেকী পুরুষ তাদৃশ সুখের জন্য কোনরূপ প্রয়াস স্বীকার করেন না।। ১।।

বিশ্বনাথ—

অষ্টমেঽজগরাদ্যাশ্চ গুরুবো নববর্ণিতাঃ।
পিঙ্গলায়াঃ কথা যত্র নৈরাশ্যসুখদোদিতা।।

স্বদেহনির্ব্বাহার্থং বৃথা নাতিচেষ্টিতব্যমিত্যত্রাজগর এব গুরুরিত্যাহ,—সুখমিতি চতুর্ভিঃ। যথা দুঃখমবাঞ্ছি-তমপি স্যাৎ তথা সুখমপি ভবেদেবেতি কিং তচ্ছিয়ে-ত্যর্থঃ।। ১।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— এই অষ্টম অধ্যায়ে অজগর আদি নয়জন গুরুর কথা বর্ণিত হইয়াছে। তন্মধ্যে পিঙ্গ-লার কথায় নৈরাশ্যই সুখপ্রদ-ইহা বলা হইয়াছে।

নিজ দেহযাত্রা নির্ব্বাহের জন্য অতিশয় চেষ্টা করা উচিৎ নহে। এই বিষয়ে অজগরই গুরু চারিটি শ্লোক দ্বারা বলিতেছেন — যেমন দুঃখ না চাহিলেও আসিয়া পড়ে, সেইরূপ সুখও না চাহিলেও আসিবেই। ইহার জন্য চেষ্টা করার কি প্রয়োজন।। ১।।

বিবৃতি— বদ্ধজীব ভোগে প্রমত্ত হইয়া নশ্বর পদার্থের দ্বারা স্বীয় ইন্দ্রিয়সুখ আকাঙ্ক্ষা করে। সেই সুখ দ্বিবিধ—ঐহিক ও আমুষ্মিক। জীবদ্দশায় বদ্ধজীবের ঐহিক ইন্দ্রিয়-সুখ এবং জীবিতোত্তরকালে ভোগবাসনা-ফলে সৎকর্ম্মিগণের স্বর্গলাভ ও অসৎ কর্ম্মিগণের নর-কাদি দুঃখলাভ ঘটে। বুদ্ধিমান্ ভগবৎসেবোন্মুখ মানব কর্ম্মকাণ্ডে নিরত বা অন্যাভিলাষী হইয়া ইন্দ্রিয়পরায়ণ হইবার পরিবর্ত্তে 'ইন্দ্রিয়সমূহের গতি ও একমাত্র চালক ভগবান্ কামদেব বিষ্ণু'—এই বুদ্ধিতে তাহার সেবায় নিযুক্ত হইয়া কোন প্রকার অসদ্বিচারের অনুগমন করেন না।। ১।।

গ্রাসং সুমৃষ্টং বিরসং মহান্তং স্তোকমেব বা।
যদৃচ্ছয়ৈবাপতিতং গ্রসেদাজগরোঽক্রিয়ঃ।। ২।।

অন্বয়ঃ— আজগরঃ (অজগরবৃত্তিঃ) অক্রিয়ঃ (উদাসীনশ্চ সন্) যদৃচ্ছয়া এব (অনায়াসেনৈব) আপতিতং (প্রাপ্তং) মিষ্টং (মধুরং বা) বিরসম্ (অস্বাদুং বা) মহান্তং (মহৎপরিমাণং বা) স্তোকম (অল্পপ্রমাণম্) এব বা গ্রাসং তু (ভোজ্যন্তু) গ্রসেৎ (ভক্ষয়েৎ)।। ২।।

অনুবাদ— অজগরের ন্যায় নিশ্চেষ্টভাবে অবস্থান পূর্ব্বক অনায়াসে স্বাদু বা অস্বাদু, প্রচুর বা অল্প যেরূপ আহার্য্য লাভ হয় তাহাই ভক্ষণ করিবেন।। ২।।

বিশ্বনাথ— আজগরঃ অজাগরবৃত্তি। অক্রিয়ঃ অল্পচেষ্ট।। ২।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— অজগর অর্থাৎ অজগর বৃত্তি, অক্রিয়—অল্প চেষ্ট।। ২।।

বিবৃতি— অজগর-সর্প যথা-লাভে সন্তুষ্ট—অতি-শয় প্রবৃত্তি বিশিষ্ট নহে। সে ইন্দ্রিয়-সুখের জন্য ব্যস্ত না হইয়া শিথিল হইয়া পড়িয়া থাকে। ভালমন্দ-ভোজন, অতিরিক্ত ভোজন অথবা কায়মনোবাক্যাদি ইন্দ্রিয়সমূহ পরিচালনা করিবার পরিবর্ত্তে যে গম্ভীর ভাব প্রদর্শন করে, তাহা হইতে শিক্ষণীয় বিষয় এই যে, কৃষ্ণসেবা-বিমুখ জীব নিজেন্দ্রিয়তৃপ্তির জন্য চঞ্চলতা প্রকাশ করিবেন না, বা উদরোপস্থবেগের বাধ্য হইবেন না; সেইসকল প্রবৃত্তির প্রতি উদাসীন থাকিবেন। অত্যাহার, প্রয়াস প্রভৃতি প্রবৃত্তি সেবার অনুকূল বিষয় নহে। বহির্জ্জগতে অজগর-সর্পকে ভোগ-দর্শনে না দেখিয়া গুরুরূপে দর্শন করিলে পরমাত্মার ভগবদ্ভাব বদ্ধজীবকে মুক্ত করাইয়া মহাভাগবতপদে

স্থাপন করে। ভগবৎপ্রপন্ন জনগণই অজগরের ন্যায় সর্ব্বদা নিরীহ ও সেবোন্মুখ,—বাহিরের দিকে স্বীয় ভোগ চেষ্টায় অচঞ্চল।। ২।।

শয়ীতাহানি ভূরীণি নিরাহারোঽনুপক্রমঃ।
যদি নোপনয়েদ্‌গ্রাসো মহাহিরিব দিষ্টভুক্।। ৩।।

অন্বয়ঃ— গ্রাসঃ (ভোজ্যং) যদি ন উপনয়েৎ (যদৃচ্ছয়া নোপস্থিতো ভবেৎ তদা) দিষ্টভুক্ (দৈবমেব প্রাপকমিতি ধৈর্য্যবান্ বুধঃ) মহাহিঃ (অজগরঃ) ইব অনুপক্রমঃ (অকৃতচেষ্টস্তথা) নিরাহারঃ (সন্) ভূরীণি অহানি (দীর্ঘকালং) শয়ীত (নিশ্চলত্বেন তিষ্ঠেদিত্যর্থঃ)।। ৩।।

অনুবাদ— কোন সময়ে যদি আহার্য্য উপস্থিত না হয়, তাহা হইলে দৈবকেই ইহার নিমিত্ত জানিয়া ধৈর্য্যসহকারে অজগরের ন্যায় নিশ্চেষ্ট হইয়া অনাহারেই দীর্ঘকাল অবস্থান করিবেন।। ৩।।

ওজঃসহোবলযুতং বিভ্রদ্দেহমকর্ম্মকম্।
শয়ানো বীতনিদ্রশ্চ নেহেতেন্দ্রিয়বানপি।। ৪।।

অন্বয়ঃ— (ননু সমর্থোঽপি শয়ীতয়ৈব কিম্ ওমিত্যাহ) ওজঃ সহোবলযুতম্ (ওজ ইন্দ্রিয়বলং সহো মনোবলং বলং শারীরবলং তৈর্যুক্তমপি) দেহম্ অকর্ম্মকং (নিশ্চেষ্টমেব) বিভ্রৎ (ধারয়ন্) শয়ানঃ (ভবেৎ দেহাদিযাত্রানির্ব্বাহার্থং বৃথা চেষ্টাং ন কুর্য্যাদিত্যর্থঃ) বীতনিদ্রঃ চ (স্বার্থে ভগবচ্চিন্তনাদৌ দত্তদৃষ্টিশ্চ ভবেৎ পরন্তু) ইন্দ্রিয়বান্ অপি ন ঈহেৎ (বাহ্যদর্শনাদি ব্যাপারেষু ন যত্নং কুর্য্যাৎ)।। ৪।।

অনুবাদ— ইন্দ্রিয়, মনঃ ও দেহবলযুক্ত এই দেহকে নিশ্চেষ্টরূপে ধারণপূর্ব্বক জীবনযাত্রানির্ব্বাহের জন্য বৃথা প্রয়াস হইতে বিরত থাকিবেন, ইন্দ্রিয়যুক্ত হইয়াও বাহ্যবিষয়গ্রহণে যত্ন করিবেন না; পরন্তু ভগবচ্চিন্তা প্রভৃতি স্বার্থবিষয়ে সর্ব্বদা মনোযোগ করিবেন।। ৪।।

বিশ্বনাথ— বীতনিদ্র ইতি স্বার্থে ভগবচ্চিন্তনাদৌ তু সর্ব্বদা সাবধান এবং ভবেৎ, যস্মাৎ দেহনির্ব্বাহার্থোদ্যমেন সময়ো মা বৃথা যাত্বিত্যেতদর্থমেবাজগরীবৃত্তিরাশ্রিতা, ন পুনঃ সৈব স্বার্থো জ্ঞেয়ঃ ইতি ভাবঃ।। ৪।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— নিদ্রা ত্যাগ পূর্ব্বক ভগবৎ চিন্তনাদিতে সর্ব্বদা সজাগ থাকিবে, যেহেতু দেহযাত্রা নির্ব্বাহের জন্য সময় বৃথা না যায়। ইহার জন্যই অজগর বৃত্তি আশ্রয় করিবেন, উহা নিজের স্বার্থে নহে।। ৪।।

মুনিঃ প্রসন্নগম্ভীরো দুর্ব্বিগাহ্যো দুরত্যয়ঃ।
অনন্তপারো হ্যক্ষোভ্যস্তিমিতোদ ইবার্ণবঃ।। ৫।।

অন্বয়ঃ— (সমুদ্রাচ্ছিক্ষিতমাহ) মুনিঃ প্রসন্নগম্ভীরঃ (বহিঃ প্রসন্নশ্চাসাবন্তর্গম্ভীরশ্চেতি সঃ) দুর্ব্বিগাহ্যঃ (অলক্ষ্যাভি প্রায়ত্বাদেবম্ভূত ইতি পরিকলয়িতুমশক্যঃ) দুরত্যয়ঃ (তেজস্বিত্বাদনতিক্রমনীয়ঃ) অনন্তপারঃ স্বরূপাবির্ভাবাৎ কালদেশতশ্চাপরিচ্ছেদ্যঃ) অক্ষোভ্যঃ হি (রাগাদ্যভাবাদবিকার্য্যশ্চ সন্) স্তিমিতোদঃ (নিশ্চলোদকঃ) অর্ণবঃ ইব (সমুদ্রবৎ তিষ্ঠেৎ)।।৫।।

অনুবাদ— মুনি বহির্ভাগে প্রসন্ন, অন্তর্দেশে গম্ভীর ইয়ত্তারহিত, অলঙ্ঘনীয়, কাল ও দেশ দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন এবং অবিক্রিয় হইয়া নিশ্চল সলিলপূর্ণ সমুদ্রতুল্য অবস্থান করিবেন।। ৫।।

বিশ্বনাথ— সমুদ্রাচ্ছিক্ষিতমাহ,—মুনিরিতি দ্বাভ্যাম্। গম্ভীরোঽপি পুরুষঃ সুখমর্থধিয়া কেনাপি নাবগতাভিপ্রায়ো ভবেৎ। তস্মাৎ যোগী দুর্বিগাহ্যঃ সর্ব্বথৈবালক্ষ্যমনোঽন্তস্তত্ত্বঃ স্যাৎ। দুরত্যয়ঃ তেজস্বিত্বাদনতিক্রম্যঃ, অনন্তপারঃ কদাপ্যস্বাস্থ্যসময়েঽপি ক্বাপ্যতিকষ্টদেশেঽপি বৈবশ্যরাহিত্যাদেবানুদগীর্ণস্বতত্ত্বঃ স্যাদিত্যর্থঃ। বিজিতকামাদিত্বাদক্ষোভ্য।। ৫।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— সমুদ্র হইতে শিক্ষার বিষয় দুইটি শ্লোকদ্বারা বলিতেছেন। মুনি ব্যক্তি সমুদ্রের ন্যায় গম্ভীর হইয়াও সুসমর্থ বুঝিতে কাহার দ্বারা নিজ অভিপ্রায় জানিতে দিবে না। সেইহেতু যোগী দুর্ব্বিগাহ্য সর্ব্বপ্রকারে

মনোভাব অন্যের অলক্ষ্য অন্তরের ভাব জানিতে দিবে না, দূরত্যয় তেজস্বী হেতু অলঙ্ঘ্য, অনন্তপার কখনও অসুস্থ সময়েও কোথাও অতিকষ্টদেশেও বিবশ হইয়া পড়িবে না, সর্ব্বদাই নিজের মনোভাব প্রকাশ করিবে না, কামজয়ী হেতু অন্যের দ্বারা ক্ষোভ রহিত।। ৫।।

সমৃদ্ধকামো হীনো বা নারায়ণপরো মুনিঃ।
নোৎসর্পেত ন শুষ্যেত সরিদ্ভিরিব সাগরঃ।। ৬।।

অন্বয়ঃ— (কিঞ্চ) সরিদ্ভিঃ সাগরঃ ইব (বর্ষাসু সাগরো যথা সরিদ্ভিঃ সমৃদ্ধোঽপি ন স্থিতিং লঙ্ঘয়তি গ্রীষ্মে চ তাভির্হীনশ্চ সন্ ন শুষ্যতি তথা) নারায়ণপরঃ মুনিঃ সমৃদ্ধকামঃ (সম্পূর্ণকামোঽপি) ন উপসর্পেত (নোপসর্পেৎ ন হৃষ্যেৎ) হীনঃ বা (দীনোঽপি বা) ন শুষ্যেত (দৈন্যেন ন শোচেৎ)।। ৬।।

অনুবাদ— সমুদ্র যেরূপ বর্ষাকালে নদীসমূহের সঙ্গম লাভ করিয়াও স্থিতি লঙ্ঘন করে না, অথবা গ্রীষ্মকালে তৎশূন্য হইয়াও শুষ্ক হয় না ভগবদ্‌ভক্ত মুনিও সেইরূপ কাম্যবস্তু সকলের সমাগমে হৃষ্ট অথবা তাঁহাদের বিরহে দুঃখিত হইবেন না।। ৬।।

বিশ্বনাথ— কিঞ্চ বর্ষাসু সরিদ্ভিঃ সমৃদ্ধোঽপি সাগরো যথা নোৎসর্পতে, গ্রীষ্মে তদ্বিহীনোঽপি ন শুষ্যেৎ। তথা সমৃদ্ধকামঃ সম্পূর্ণকামোঽপি মুনির্ন কামেন হৃষ্যেৎ, দীনোঽপি ন দৈন্যেন শোচেৎ। তে নারায়ণপরস্তন্মাধুর্য্যানুভবলাভালাভাভ্যামেবাস্য হর্ষশোকৌ স্যাতাম্।। ৬।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— আর বর্ষাকালে নদী বৃদ্ধি পাইলেও সাগর যেমন উচ্ছলিত হয় না। গ্রীষ্মকালে জল বিহীন হইয়া শুষ্ক হয় না। সেইরূপ সম্পূর্ণ ইচ্ছা মুনি কামনা দ্বারা আনন্দিত হইবেন না, ধনহীন হইলেও দৈনদ্বারা শোক করিবেন না। যেহেতু নারায়ণ পরায়ণ ভক্ত শ্রীহরির মাধুর্য্য অনুভব ও তাহার অভাব দ্বারা হর্ষ ও শোক যুক্ত হন।। ৬।।

বিবৃতি— ভগবৎসেবোন্মুখতায় যে মুনিবৃত্তি পরিদৃষ্টি হয় উহা অতলজলরাশি সমুদ্রের ন্যায় প্রসন্না ও অচঞ্চলা। সমুদ্র অতলস্পর্শি-জলরাশিযুক্ত এবং দুর্গম বলিয়া সাধারণ লোক যেরূপ উহার পরপারে উপস্থিত হইতে অসমর্থ, সেই প্রকার অজ্ঞ বদ্ধজীবগণ মুক্তপুরুষের গম্ভীর হৃদয় বুঝিতে অক্ষম। নিজমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ঈশ-সেবোন্মুখ জ্ঞানিগণ বিষয়-কার্য্যে নিযুক্ত না হইয়া সমুদ্রের ন্যায় গম্ভীর হইবেন—সাধারণ অজ্ঞ লোকের ন্যায় চঞ্চল হইবেন না। সাগর যেরূপ নদনদীর জলরাশিদ্বারা অনুক্ষণ পুষ্ট হইয়া প্রচুর জলরাশিপূর্ণরূপেই দৃষ্ট হয়, তদ্রূপ ভগবদ্ভক্তগণও মুক্তপুরুষসূত্রে কোন দিনই সদ্‌গুণরাশির অভাবযুক্ত বলিয়া পরিদৃষ্ট হন না।। ৫-৬।।

দৃষ্ট্বা স্ত্রিয়ং দেবমায়াং তদ্ভাবৈরজিতেন্দ্রিয়ঃ।
প্রলোভিতঃ পতত্যন্ধে তমস্যগ্নৌ পতঙ্গবৎ।। ৭।।

অন্বয়ঃ— (রূপ-গন্ধ-স্পর্শ-শব্দ-রসৈঃ পঞ্চভির্বিষয়ৈর্মোহিতাঃ পতঙ্গ-মধুকর-গজ-হরিণা-মীনা হতাঃ। অতস্তেষ্বনাসক্তৌ পঞ্চৈতে গুরবস্তত্র রূপবিলাসমোহিতো নশ্যতীতি পতঙ্গাচ্ছিক্ষিতমিত্যাহ) অজিতেন্দ্রিয়ঃ দেবমায়াং (দেবমায়ারচিতাং) স্ত্রিয়ং দৃষ্ট্বা তদ্‌ভাবৈঃ (তস্যা ভাবৈর্হাবভাবহেলাদিভিঃ) প্রলোভিতঃ (সন্) অগ্নৌ পতঙ্গবৎ (পতঙ্গো যথাগ্নিং দৃষ্ট্বা তত্র নিপত্য প্রাণান্ ত্যজতি তথা) অন্ধে তমসি পততি (নরকে পতিত্বা দুঃখমনুভবতীত্যর্থঃ)।। ৭।।

অনুবাদ— অজিতেন্দ্রিয় পুরুষ দৈবমায়ারচিত স্ত্রীজনদর্শনে তদীয় বিলাসচেষ্টায় প্রলোভিত হইয়া অগ্নিমুখে প্রধাবিত পতঙ্গের ন্যায় নরকে পতিত হইয়া কষ্টভোগ করিয়া থাকে।। ৭।।

বিশ্বনাথ— রূপাসক্তির্নাশহেতুরিতি পতঙ্গাচ্ছিক্ষিতমাহ,—দৃষ্টেতি দ্বাভ্যাম্।। ৭।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— রূপে আসক্তি হইলে জীব বিনাশ প্রাপ্ত হয়, ইহা পতঙ্গের নিকট হইতে শিক্ষার বিষয় দুইটি শ্লোকদ্বারা বলিতেছেন।। ৭।।

মধ্ব—

মহতাং বনিতাকামঃ পতত্যন্ধে তমস্যলম্।
অন্যত্র নিরয়ং যাতি দুঃখবান্ স্যাদ্বিপর্য্যয়।।
ইতি ধর্ম্মসংহিতায়াম্।

মোহকারণভূতাস্ত মায়েত্যাহুর্মনীষিণঃ।
অবিদ্যমানং মে ত্ব্যক্তং তজ্জ্ঞাপয়তি যৎ স্বয়ম্।।
কুত্রাচিজ্ জ্ঞানরূপং সল্লাভরূপঞ্চভণ্যতে।
ময়ং প্রাচুর্য্যমুদ্দিষ্টং মায়া স্যাৎ প্রচুরেত্যপি।
ইতি তন্ত্রনিরুক্তে।

স্বতন্ত্রং পরমার্থাখ্যং স্বতন্ত্রৈকাহরের্মতিঃ।
সৈব মায়া সমুদ্দিষ্টা মুখ্যতস্তৎস্বরূপকা।।
মতিমন্ মতিভেদোপি ন বিষ্ণৌ ক্বচিদিষ্যতে।
পারমার্থেন নাস্ত্যেব তদন্যত্তদ্বশংযতঃ।।
অনাদ্যনন্তকালেষু বিদ্যমানমপি ধ্রুবম্।
অতো মায়াময়ং প্রাহুঃ সর্ব্বং তদ্বশগং যতঃ।।
ইতি মায়াবিভবে।

স্বাধীনং সদিতি প্রোক্তং পরাধীনমসৎ স্মৃতম্।
অবিদ্যমানমেতস্মাজ্জগদাহুর্বিপশ্চিতঃ।।
অনাদ্যনন্তকালেষু বিদ্যমানমপি ধ্রুবম্।
অস্বাতন্ত্র্যাত্তুনাস্ত্যেবেত্যেবং বাচ্যং জগৎ সদা।।
সদা বৃত্তের্বিদ্যমানমিতি ব্রুয়াদ্ যদি ক্বচিৎ।
তথাপি নাশবদ্ধীদং প্রবাহাদ্যস্য নিত্যতা।।
অতো নিবর্ত্ত্যমিত্যাহুঃ প্রপঞ্চং হ্যস্তি যদ্যপি।
বিষ্ণোরিচ্ছাবশত্বাচ্চ মায়ামাত্রমিতিস্ফুটম্।।
পরমার্থং ত্বেকমেব স্বাতন্ত্র্যাদ্বিষ্ণুমব্যয়ম্।
যদিকল্পয়াতীদং সঃ স এব বিনিবর্ত্তয়েৎ।।
বিষ্ণুস্তস্মাদ্বশত্বান্নাস্তীতি দ্বৈতমুচ্যতে।
স্বাতন্ত্রেণ হরৌ জ্ঞাতে পরাধীনত্বনিশ্চয়াৎ।।
ইত্যাহুরুপদেষ্টার আচার্য্যাস্তত্ত্ববেদিনঃ।
যথৈব রাজন্ বিজ্ঞাতে নান্যোস্তীতি স্ফুটং বচঃ।।
স্বাতন্ত্র্যাৎ পারতন্ত্রাচ্চ তৎভৃত্যাদিষু সৎস্বপি।
যথৈকচ্ছত্রাবাংশ্চৈব একবীর ইতীব চ।।
তথৈব সর্ব্বপ্রধান্যাদদ্বিতীয়ো হরিঃ স্মৃতঃ।
এবং মুক্তা বিজানন্তি সাযুজ্যং প্রাপিতা বিভোঃ।।
অনন্তকালং পশ্যন্তো জগদেতচ্চরাচরম্।
তস্যৈতস্যহ্যবিজ্ঞানাৎ কেবলশ্রান্তিরূপকম্।।
জগদুক্ত্বা তমো যান্তি ঈশিতব্যে শশাপত।
ইতি চ।।

পুত্রা মে যদি বিদ্যন্তে মরিষ্যন্ত্যেব তে ধ্রুবম্।
যদি রাজ্যং করোত্যেষ নশ্যত্যেতদসংশয়ম্।।
ইতিধৃতরাষ্ট্রবচনাৎ।।

প্রপঞ্চো যদি বিদ্যেতেত্যাদি।
যদি শব্দস্ত্ববস্তুত্বেচার স্বাতন্ত্রে চ সংশয়ে।
অবস্তুশব্দশ্চাক্তেহ্যল্পশক্তৌ চ কীর্ত্ত্যতে।।
ইতি শব্দনির্ণয়ে।। ৭।।

যোষিদ্ধিরণ্যাভরণাম্বরাদি-
দ্রব্যেষু মায়ারচিতেষু মূঢ়ঃ।
প্রলোভিতাত্মা হ্যুপভোগবুদ্ধ্যা
পতঙ্গবন্নশ্যতি নষ্টদৃষ্টিঃ।। ৮।।

অন্বয়ঃ— (স্ত্রিয়মুপলক্ষণীকৃত্য যৎ পূর্ব্বমুক্তং তদেব প্রপঞ্চয়তি) মূঢ়ঃ (অবিবেকঃ পুরুষঃ) মায়ারচিতেষু যোষিদ্ধিরণ্যাভরণাম্বরাদিদ্রব্যেষু (কামিনীকাঞ্চনভূষণ-বসনাদিবস্তুষু) উপভোগবুদ্ধ্যা (ভোগবাসনয়া)প্রলোভি-তাত্মা (প্রলোভিতচিত্তস্তথা) নষ্টদৃষ্টিঃ (নষ্টবুদ্ধিঃ সন্) পত-ঙ্গবৎ নশ্যতি (অগ্নিং প্রতি পতনশীলঃ পতঙ্গ ইব বিনষ্টো ভবতি)।। ৮।।

অনুবাদ— অবিবেকী পুরুষ মায়ারচিত কামিনী, কাঞ্চন, বসন, ভূষণাদি বস্তুর ভোগবাসনায় প্রলোভিত ও জ্ঞানশূন্য হইয়া পতঙ্গের ন্যায় বিনষ্ট হয়।। ৮।।

বিশ্বনাথ— যদ্যপি স্ত্রীহিরণ্যাদিষু মধ্যে স্ত্রিয়াং পঞ্চাপি বিষয়াঃ সন্তি তদপি যোষিদাদিষু প্রথমং দৃষ্টিরেব পততীতি রূপস্যৈব প্রাধান্যম্।। ৮।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— যদিও স্ত্রী ও স্বর্ণ আদি মধ্যে স্ত্রীতেই পাঁচটি বিষয়ই আছে। তাহাও স্ত্রী আদিতে রূপেরই প্রাধান্য হেতু প্রথম দৃষ্টি পতিত হয় ।। ৮।।

বিবৃতি— ভগবৎসেবা-বিমুখ বদ্ধজীবগণের ইন্দ্রিয়াসক্তি এরূপ প্রবল যে, অনুগত যোষিৎসম্প্রদায়ের প্রতি তাহারা সর্ব্বদা আসক্ত এবং তাহাদের সেবায়ই চিরকাল নিযুক্ত থাকে। সর্ব্বদাই আপনাদিগকে স্ত্রীবাধ্য এবং অর্থ ও বস্ত্রের বাধ্য জ্ঞান করে। কিন্তু ঐগুলি সমস্তই যে বড়্‌শি বা জালের ন্যায় কৌশলরচিত আত্মবিনাশী যন্ত্রের ন্যায় দ্রব্য, তাহা বুঝিতে পারে না। ভোগবুদ্ধিতে নির্ব্বোধ ব্যক্তিগণ বিষ্ণুমায়া-রচিত জগতের ভোগাকাঙ্ক্ষী হইয়া অগ্ন্যালোকমুগ্ধ পতঙ্গবৎ আপনাকে ভোক্তা মনে করে এবং জগৎ ভোগের আগার বলিয়া উহাতেই আবদ্ধ থাকিবার প্রয়াস করে। সেই অসংযত চঞ্চল বদ্ধজীবগণ অগ্নির উজ্জ্বল আলোকময় রূপের মোহে প্রধাবিত পতঙ্গের ন্যায় অগ্নিতে বা অন্ধকারেই পতিত হইয়া আত্মবিনাশ প্রাপ্ত হয়। সুতরাং পতঙ্গ হইতে ব্যতিরেক বুদ্ধিদ্বারা শিক্ষা লাভ করিয়া যোষিৎ, সুবর্ণ ও আচ্ছাদন-বসনাদি-সংগ্রহের জন্য ভোগবুদ্ধিতে পতিত, কর্ম্মকাণ্ডরত ও অন্যাভিলাষী জনগণের একমাত্র শিক্ষক অগ্ন্যালোকমোহান্ধ পতঙ্গ।।৮

স্তোকং স্তোকং গ্রসেদ্গ্রাসং দেহো বর্ত্তেত যাবতা।
গৃহানহিংসন্নাতিষ্ঠেদ্বৃত্তিং মাধুকরীং মুনিঃ।। ৯।।

অন্বয়ঃ— (মধুকরাচ্ছিক্ষিতমাহ) মুনিঃ যাবতা (যাবৎপ্রমাণেন ভোজ্যেন) দেহঃ বর্ত্তেত (জীবনযাত্রা ভবেৎ) গৃহান্ (গৃহস্থান্) অহিংসন্ (অপীড়য়ন্ তাবৎপ্রমাণমেব) স্তোকং স্তোকম্ (অল্পমল্পং) গ্রাসং গ্রসেৎ (ভোজ্যং গৃহ্নীয়ান্নধিকমিত্যর্থস্তদেবাহ) মাধুকরীং বৃত্তিং (ভ্রমরস্য প্রণালীং) ন অতিষ্ঠেৎ (ন গৃহ্নীয়াৎ, মধুকরো যথা বিশিষ্টগন্ধলোভেনৈকস্মিন্নেব পদ্মে বসন্নস্তসময়ে মুকুলিতে তস্মিন্নিবধ্যতে মুনিরপ্যেবং গুণলোভেনৈকমেব গৃহমাস্থিতস্তন্মোহেন বধ্যতে ইত্যর্থঃ)।।৯।।

অনুবাদ— যে পরিমাণ ভোজ্যবস্তুদ্বারা জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ হইতে পারে, মুনি ব্যক্তি গৃহস্থগণের উৎপীড়ন না করিয়া নানা গৃহ হইতে অল্প অল্প করিয়া সেই পরিমাণ ভোজ্য সংগ্রহ করিবেন, ভ্রমর যেরূপ বিশিষ্ট গন্ধলোভে একই পদ্মে অবস্থানপূর্ব্বক সূর্য্যাস্তকালে পদ্ম মুকুলিত হইলে তাহাতেই আবদ্ধ হয়, সেইরূপ গুণলোভে এক গৃহস্থের গৃহকেই আশ্রয় করিয়া তদীয় মোহে আবদ্ধ হইবেন না।। ৯।।

বিশ্বনাথ— মধুকরাচ্ছিক্ষিতমাহ,—দ্বাভ্যাম্। মধুকরো যথা বিশিষ্টগন্ধলোভেনৈকস্মিন্নেব পদ্মে বসন্নস্তসময়ে তস্মিন্ মুকুলিতে সতি বধ্যতে, এবং মুনিরপি গুণলোভেনৈকমেব গৃহমাশ্রিতস্তন্মোহেন বধ্যতে। তস্মাৎ স্তোকং স্তোকমল্পমল্পং গ্রাসং গৃহাদগৃহ্নন্ গ্রসেৎ যাবতা দেহো বর্ত্তেতেতি গ্রাসানামাধিক্যন্যূনত্বে সিদ্ধে গৃহান্ গৃহস্থান্ অহিংসন্ অপীড়য়ন্।। ৯।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— মধুকর হইতে শিক্ষিত বিষয় বলিতেছেন দুইটি শ্লোকদ্বারা। মধুকর যেমন বিশিষ্ট গন্ধ লোভে একটি পদ্মমধ্যে বসিয়া সূর্য্য অস্ত সময়ে পদ্ম মুকুলিত হইলে তাহার মধ্যে আবদ্ধ হয়, সেইরূপ মুনি ব্যক্তিও গুণলোভে একটি গৃহে আশ্রিত হইয়া তাহার মোহে বদ্ধ হয়। সেই হেতু অল্প অল্প গ্রাস বিভিন্ন গৃহ হইতে দেহধারণ উপযোগী গ্রহণ করিবে। অধিক সংগ্রহ করিলে বা অল্প সংগ্রহ করিয়া গৃহস্থসমূহকে পীড়িত করিবে না।। ৯।।

বিবৃতি— মধুকর বিভিন্ন পুষ্প হইতে অল্প মধু সংগ্রহ করে। এই গুরুর আদর্শে স্থূলভোজনকারী ইহাই শিক্ষা করেন যে, একের নিকট হইতে স্থূল ভিক্ষা না করিয়া বহু গৃহস্থের নিকট হইতে অত্যল্প সংগ্রহপূর্ব্বক একত্র করিয়া নিজগ্রাস সঙ্কলন করা আবশ্যক। ইহাতে গৃহস্থের কোন ক্ষতি হয় না; অধিক দিতে হইলে তাঁহার দানগ্রাহীর প্রতি অসন্তোষের ভাব উদিত হয়। সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীতেই ভিক্ষা-রূপা মধুকরবৃত্তি আবদ্ধ আছে। জগতের উপকার প্রভৃতি কার্য্য করিতে গিয়া বহুসংগ্রহ ব্যক্তিগত জীবনে কৃষ্ণভজনের অন্তরায়। কিন্তু কৃষ্ণভজনোদ্দেশেই সর্ব্বতোভাবে যত্ন করা আবশ্যক।। ৯।।

অণুভ্যশ্চ মহদ্ভ্যশ্চ শাস্ত্রেভ্যঃ কুশলো নরঃ।
সর্ব্বতঃ সারমাদদ্যাৎ পুষ্পেভ্য ইব ষট্‌পদঃ।।১০।।

অন্বয়ঃ— ষট্‌পদঃ পুষ্পেভ্যঃ ইব (ভ্রমরো যথা ক্ষুদ্রপুষ্পেভ্যো মহৎপুষ্পেভ্যশ্চ সর্ব্বতঃ সারমাদদাতি তথা) কুশলঃ (বুদ্ধিমান্) নরঃ অণুভ্যঃ চ (ক্ষুদ্রোভ্যো বা) মহদ্ভ্যঃ চ (বৃহদ্ভ্যো বা) শাস্ত্রেভ্যঃ সর্ব্বতঃ সারম্ (উৎকৃষ্টাংশম্) আদদ্যাৎ (গৃহ্ণীয়াৎ)।। ১০।।

অনুবাদ— ভ্রমর যেরূপ ক্ষুদ্র, বৃহৎ—নানাপুষ্প হইতেই মধু সংগ্রহ করে, বুদ্ধিমান পুরুষও সেইরূপ ক্ষুদ্র ও বৃহৎ—সর্ব্বশাস্ত্র হইতেই সারভাগ গ্রহণ করিবেন।।১০

বিশ্বনাথ—মধুকরাৎ সারগ্রাহিত্বমপি ধর্ম্মং শিক্ষেদিত্যাহ,—অণুভ্যশ্চেতি।। ১০।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— মধুকর হইতে সারগ্রাহী রূপ ধর্ম্ম শিক্ষা করিবে। ছোট বড় হইতে কুশল ব্যক্তি সার গ্রহণ করিবে, যেমন মধুকর বিভিন্ন পুষ্প হইতে মধুসংগ্রহ করে।। ১০।।

বিবৃতি— শিক্ষণীয় অল্প বা বৃহৎ আকরজ্ঞান হইতে সারসংগ্রহ করাই নিপুণতার পরিচয়। পুষ্পের সূক্ষ্ম সারগ্রহণ স্থূলভাবে পুষ্পাহরণ অপেক্ষা অধিকতর বুদ্ধিমানের কার্য্য। ইহাই মধু আহরণকারী ভ্রমর হইতে শিক্ষা করিতে হইবে। ভারবাহী গর্দ্দভ যেরূপ নিজেই বোঝা বহন করিয়া উহার সারসংগ্রহে বঞ্চিত হয়, সারগ্রাহী ভ্রমর যেরূপ পুষ্পসমূহের ভার গ্রহণ না করিয়া উহাদের সার সংগ্রহ করে, তদ্রূপ কর্ম্মকাণ্ড, জ্ঞানকাণ্ড, ইতিহাস প্রভৃতিকে ভক্তির অনুকূলজ্ঞানে বৃহৎ প্রারম্ভসমূহ হইতে পৃথক্ থাকিয়া সার গ্রহণ না করিলে ভক্তের চতুরতা সিদ্ধ হয় না। অনেকক্ষেত্রে দেখা যায় যে, শ্রীগৌরসুন্দরের "লীলাবসান" ও শ্রীগৌরসুন্দরের "দ্বারকাভ্রমণ" প্রভৃতি বহির্জ্জগতের কথা লইয়া অনেকে আত্মবঞ্চনা করেন। কেহ বা মন্দিরের জীর্ণ-সংস্কার প্রভৃতি কার্য্যে আবদ্ধ হইয়া কাল অতিপাত করেন।। ১০।।

সায়ন্তনং শ্বস্তনং বা ন সংগৃহ্ণীত ভিক্ষিতম্।
পাণিপাত্রোদরামত্রো মক্ষিকেব ন সংগ্রহী।। ১১।।

অন্বয়ঃ— মধুকৃদ্ দ্বিবিধো ভ্রমরো মধুমক্ষিকা চ; তত্র প্রথমাচ্ছিক্ষিতমুক্তমিদানীং দ্বিতীয়াচ্ছিক্ষিতমাহ) সায়ন্তনং শ্বস্তনং বা (সায়মিদং ভোক্ষ্যে শ্ব ইদং ভোক্ষ্য ইতি কৃত্বা বা) ভিক্ষিতম্ (অন্নাদি) ন সংগৃহ্ণীত (ন রক্ষেৎ, পরন্তু) পাণিপাত্রোদরামত্রঃ (পাণিপাত্রস্তন্মাত্রগ্রাহী কিম্বা উদরমেবামত্রং পাত্রং যস্য স একভিক্ষায়ামুদরপাত্রগ্রাহী ভবেৎ) মক্ষিকা ইব সংগ্রহী ন (মক্ষিকাবৎ সঞ্চয়ং ন কুর্য্যাৎ)।।১১

অনুবাদ— মুনি পুরুষ 'ইহা সায়ংকালে ভোজন করিব, ইহা আগামী দিনে ভোজন করিব' এরূপ সংকল্প করিয়া ভিক্ষালব্ধ অন্নাদি সঞ্চিত রাখিবেন না, পরন্তু হস্তে যে-পরিমাণ অন্নগ্রহণ করা যায়, অথবা উদরে যে-পর্য্যন্ত গ্রহণ করা যায় একবার সেই পরিমাণ ভিক্ষা গ্রহণ করিবেন, মধুমক্ষিকার ন্যায় সঞ্চয়শীল হইবেন না।। ১১।।

বিশ্বনাথ— মধুকরোতীতি মধুকরশব্দেন মক্ষিকাপ্যুচ্যত ইতি। ততঃ শিক্ষিতমাহ,—সায়মিদং ভক্ষ্যে শ্ব ইদং ভোক্ষ্যে ইতি ভিক্ষিতমন্নাদি ন সংগৃহ্ণীতেতি কিং পুনর্হ্যস্তনং পৌর্ব্বমাসিকং পৌর্ব্বরাকং বেতি ভাবঃ। অত্র সায়ং শ্বো বা ভবিষ্যতি যদ্বস্তু দৃশ্যমন্নাদি, তস্য সংগ্রহো ন সম্ভবেদতঃ সায়ন্তনং শ্বস্তনং বা নিমন্ত্রণং ন সংগৃহ্ণীয়াদিতি কেচিদাহুঃ। কেন পাত্রেণ গৃহে গৃহে ভিক্ষাং কুর্য্যাদিত্যত আহ,—পাণিপাত্র ইতি। সর্ব্বতো ভিক্ষিতগ্রাসানানীয় কুত্র স্থাপয়ে-দিত্যত আহ,—উদরামত্র ইতি। উদরমেব অমত্রং ভিক্ষা-নিধানভাণ্ডং যস্য সঃ।। ১১।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— এস্থলে মধুকর শব্দে মধুপ্রস্তুতকারী মক্ষিকাও বলা হইতেছে এবং তাহার নিকট হইতে শিক্ষার বিষয় বলিতেছেন সাধু ব্যক্তি 'ইহা সন্ধ্যায় খাইব, ইহা পরেরদিন খাইব' ভিক্ষার অন্নাদি এইরূপ সঞ্চয় করিবেন না। আর ইহা পূর্ব্বমাসের, ইহা পূর্ব্ব পূর্ণিমার, এইরূপ সংগ্রহের ত' কথাই নাই। এস্থলে সন্ধ্যায় বা পরেরদিন হইবে যে বস্তু দৃষ্ট অন্নাদি তাহা সংগ্রহ সম্ভব নহে, অতএব সন্ধ্যায় বা আগামী কল্যের নিমন্ত্রণ গ্রহণ

করিবেন না, ইহা কেহ বলিয়া থাকেন। কোন্ পাত্রদ্বারা গৃহে গৃহে ভিক্ষা করিবেন? তাহাই বলিতেছেন—হস্তরূপ পাত্র। সকল স্থান হইতে ভিক্ষা অন্ন আনিয়া কোথায় রাখিবেন? তাহাই বলিতেছেন—উদরই একমাত্র ভিক্ষা রাখিবার ভাণ্ড যাঁহার, তিনিই সাধু।। ১১।।

বিবৃতি— মক্ষিকাগণ যেরূপ অতিশয় আসক্তির সহিত মধু সংগ্রহ করিতে করিতে আট্‌কাইয়া গিয়া আত্মবিনাশ সাধন করে, তদ্রূপ ভিক্ষু নিজ ব্যক্তিগত প্রয়োজনের অতিরিক্ত ভিক্ষা সংগ্রহ করিয়া আত্মবিনাশ করিবেন না। পরন্তু ভগবদ্‌ভজন করিবার ও অপরকে ভজন করাইবার জন্য ভিক্ষা সংগ্রহ ও সঞ্চয় কার্য্য একান্ত আবশ্যক।। ১১।।

সায়ন্তনং শ্বস্তনং বা ন সংগৃহ্লীত ভিক্ষুকঃ।
মক্ষিকা ইব সংগৃহ্ণন্ সহ তেন বিনশ্যতি।। ১২।।

অন্বয়ঃ— (এতদ্‌বিবৃণোতি পুনঃ) ভিক্ষুকঃ সায়ন্তনং শ্বস্তনং বা ন সংগৃহ্লীত, সংগৃহ্ণন্ (সঞ্চয়ং কুর্ব্বন্ তু) মক্ষিকা ইব (সংগ্রহকর্ত্রী মধুমক্ষিকা যথা ন জীবতি তথা সোঽপি) তেন সহ বিনশ্যতি (সঞ্চিতেন সহৈব বিনষ্টো ভবতি)।। ১২।।

অনুবাদ—ভিক্ষুক সায়ংকালের জন্য অথবা আগামী দিনের জন্য সঞ্চয় করিবেন না, যেহেতু — সঞ্চয়শীল হইলে মধুমক্ষিকার ন্যায় সঞ্চিতদ্রব্যের সহিত বিনষ্ট হইতে হয়।। ১২।।

বিশ্বনাথ— সংগ্রহে কৃতে সতি কিং ভবেদিত্যত আহ,—সায়ন্তনমিতি।। ১২।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— সংগ্রহ করিলে কি হইবে? ইহাই বলিতেছেন—ভিক্ষুক সংগ্রহ করিলে উহার সহিত মৃত্যুই হইবে।। ১২।।

পদাপি যুবতীং ভিক্ষুর্ন স্পৃশেৎ দারবীমপি।
স্পৃশন্ করীব বধ্যেত করিণ্যা অঙ্গসঙ্গতঃ।। ১৩।।

অন্বয়ঃ— (স্পর্শাসক্তির্নাশহেতুরিতি গজাচ্ছিক্ষিতমিত্যাহ) ভিক্ষুঃ (মুনিঃ) পদা (পাদেন) অপি দারবীং (কাষ্ঠময়ীম্) অপি যুবতীং ন স্পৃশেৎ, স্পৃশন্ (যদি স্পৃশতি তদা) অঙ্গসঙ্গতঃ (তদঙ্গসঙ্গাৎ) করিণ্যা করী ইব বধ্যেত (গজো যথা করিণীং প্রদর্শ্য নিখাততৃণাদিপিহিতগর্ত্তে নিপাত্য বধ্যতে তথাবিষয়গর্ত্তে নিপাত্য বধ্যত ইত্যর্থঃ)।

অনুবাদ— মুনি কাষ্ঠময়ী স্ত্রীমূর্ত্তি দর্শন করিলেও পদদ্বারাও তাহাকে স্পর্শ করিবেন না, যেহেতু স্ত্রীমূর্ত্তি স্পর্শে তদীয় অঙ্গসংসর্গবশতঃ করিণীকর্ত্তৃক প্রলোভিত হস্তীর ন্যায় বিষয়গর্ত্তে পতিত ও বদ্ধ হইতে হয়।। ১৩।।

বিশ্বনাথ—স্পর্শাসক্তির্নাশহেতুরিতি গজাচ্ছিক্ষিতমিত্যাহ,—দ্বাভ্যাম্। পদা পাদেনাপি দারবীং দারুময়ীমপি গজো হি করিণীং প্রদর্শ্য তৃণাদিপিহিতগর্ত্তে নিপাত্য বধ্যতে।। ১৩।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— স্পর্শ বিষয়ে আসক্তি নাশের কারণ, ইহা হস্তীর নিকট হইতে শিক্ষার বিষয় দুইটি শ্লোকদ্বারা বলিতেছেন—সাধু পায়ের দ্বারাও কাষ্ঠ মূর্ত্তি স্ত্রীকে স্পর্শ করিবে না। হস্তীশিকারকারী ব্যক্তিগণ হস্তিনীকে দেখাইয়া তৃণাদি আচ্ছাদিত গর্ত্তে ফেলাইয়া বাঁধিয়া ফেলে।। ১৩।।

বিবৃতি— বন্যহস্তিসংগ্রহে যে কৌশল অবলম্বিত হয়, তাহাতে দেখা যায় যে, হস্তিনী পাঠাইয়া ব্যনহস্তিগণকে মোহিত করিয়া বেড়াজালে আবদ্ধ করা হয়। গজের মত্ততা কামবানের আদর্শ অর্থাৎ মত্তহস্তী হস্তিনীগণসহ ক্রীড়াসক্ত হয়; কিন্তু বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির কামনিরসনে উক্ত আদর্শের বিপরীত ভাব গ্রহণ করিতে হইবে। হস্তী যেরূপ হস্তিনীর অঙ্গসঙ্গের প্রতি আকৃষ্ট, কামুক মানবও তদ্রূপ কামিনীর সহিত ক্রীড়ায় আসক্তিচিত্ত; সুতরাং কোন প্রকার ছলনায় স্ত্রীদর্শন, এমন কি মানসেও স্ত্রীচিন্তা সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জনীয়া। অতএব অষ্টপ্রকার স্ত্রীসঙ্গ কোন প্রকারেই বাঞ্ছনীয় নহে।। ১৩।।

নাধিগচ্ছেৎ স্ত্রিয়ং প্রাজ্ঞঃ কর্হিচিন্মৃত্যুমাত্মনঃ।
বলাধিকৈঃ স হন্যেত গজৈরন্যৈর্গজো যথা।। ১৪।।

অন্বয়ঃ— প্রাজ্ঞঃ (বিবেকী) কর্হিচিৎ (কদাপি) আত্মনঃ (স্বস্য) মৃত্যুং (মৃত্যুরূপাং) স্ত্রিয়ং ন অধিগচ্ছেৎ (ন কাময়েৎ, যতঃ) সঃ (স্ত্রিয়মধিগতো জনঃ) অন্যৈঃ (অপরৈঃ) গজৈঃ (বলাধিকৈর্হস্তিভিঃ) গজঃ যথা (যদ্বদ্ধন্যেত তথা) বলাধিকৈঃ (তয়ানীতৈরন্যৈর্জারৈঃ) হন্যেত (হতো ভবেৎ)।। ১৪।।

অনুবাদ— বিবেকী পুরুষ কখনও মৃত্যুতুল্যা নারীর সংসর্গ প্রার্থনা করিবেন না, যেহেতু বলাধিক হস্তিকর্ত্তৃক অপর হস্তীর ন্যায় স্ত্রীসংসর্গী পুরুষও উক্ত স্ত্রীলোককর্ত্তৃক আনীত অপর জার-পুরুষ-কর্ত্তৃক হত হইয়া থাকে।। ১৪।।

বিশ্বনাথ— ইয়ং মমৈব ভোগ্যেতি স্ত্রিয়ং নাধিগচ্ছেৎ ন বিশ্বস্তঃ স্যাৎ। যতস্তয়া আনীতৈর্বলাধিকৈর্জারৈঃ স কিল হন্যেত।। ১৪।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— 'এই স্ত্রী আমারই ভোগ্য' এই ভাবে বিশ্বাস করিবে না, যেহেতু তোমার আনীত স্ত্রীকে বলবান লম্পট ব্যক্তি তোমাকে মারিয়া ফেলিবে।। ১৪।।

ন দেয়ং নোপভোগ্যঞ্চ লুব্ধৈর্যদ্দুঃখসঞ্চিতম্।
ভুঙ্ক্তে তদপি তচ্চান্যো মধুহেবার্থবিন্মধু।। ১৫।।

অন্বয়ঃ— (ত্যাগভোগহীনো ধনসঞ্চয়ঃ পরগামী ভবতীত্যত্র মধুহাগুরুরিত্যাহ) লুব্ধৈঃ (আসক্তৈর্জনৈঃ) দুঃখসঞ্চিতং (দুঃখেন সঞ্চিতং) যৎ (ধনং) দেয়ং (দানযোগ্যং) ন (ন ভবেৎ) উপভোগ্যং চ ন (স্বস্যোপভোগ্যঞ্চ ন ভবেৎ) মধুহা তৎ মধু ইব (মধুহা যথা তরুকোটরাদিগতং মক্ষিকাসঞ্চিতং মধু বেত্তি হরতি চ তথা) অন্যঃ (অপরঃ) অর্থবিৎ লিঙ্গৈস্তদ্ গুপ্তং ধনং তদর্থহরণপ্রণালীঞ্চ জানন্ জনঃ) তৎ অপি চ (সঞ্চিতং তদ্ধনঞ্চ) ভুঙ্ক্তে (ব্যবহরিত)।। ১৫।।

অনুবাদ— লোভী পুরুষ দুঃখের সহিত অর্থ সঞ্চয় করিয়া তাহার দান বা উপভোগ না করিলে মধুহরণশীল ব্যাধ যেরূপ মধুমক্ষিকার সঞ্চিত বৃক্ষকোটরাদিগত মধুর বার্ত্তা অবগত হইয়া তাহা হরণ করে, সেইরূপ অন্য কোন পুরুষও নানারূপলক্ষণদর্শনে ভূগর্ভাদিস্থিত গুপ্তধনের বার্ত্তা অবগত হইয়া তাহা উপভোগ করিয়া থাকে।। ১৫।।

বিশ্বনাথ— ত্যাগভোগহীনো ধনসঞ্চয়ঃ পরগামী ভবতীত্যত্র মধুহা মে গুরুরিত্যাহ,—ন দেয়মিতি। তদন্যো বলী ভুঙ্ক্তে, তেনাপি সঞ্চিতমন্যঃ, মধুহা মক্ষিকাভিঃ সঞ্চিতং মধু যথা ভুঙ্ক্তে তদ্বৎ। ননু সুগুপ্তং ধনং কথমন্যো জ্ঞাত্বা হরেদিত্যত আহ,—অর্থবিৎ লিঙ্গৈরর্থং তদুপায়ঞ্চ বেত্তীত্যর্থবিৎ। যথা মধুহা তরুকোটরাদিগতমপি মধুমক্ষিকানুগমনেন বেত্তি।। ১৫।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— ত্যাগ ও ভোগবিহীন ধন সঞ্চয় পরের নিকট চলিয়া যায়। ইহাতে মধুসংগ্রহকারী আমার গুরু। লোভী ব্যক্তিগণ দান ও উপভোগ না করিয়া দুঃখের সহিত সঞ্চয় করে, অন্য বলবান ব্যক্তি তাহা ভোগ করে। তাহা কর্ত্তৃক সঞ্চিত অন্যে ভোগ করে। মৌমাছিগণ কর্ত্তৃক সঞ্চিত মধু যেমন মধুসংগ্রহকারী ভোগ করে, সেইরূপ প্রশ্ন হইতে পারে সুগোপনে রক্ষিত ধন অন্যে কিরূপে জানিয়া হরণ করিবে? তাহার উত্তরে বলিতেছেন— অর্থবানের চিহ্নদ্বারা অর্থ ও তাহা হরণ করিবার উপায় চোরগণ জানে। যেমন মধুসংগ্রহকারী বৃক্ষের কটোরে স্থিত মধুকেও মৌমাছির গমনাগমন দ্বারা জানিয়া থাকে।। ১৫।।

বিবৃতি— ভগবৎসেবা-বিমুখ বদ্ধজীবগণ যেরূপ নিজের ভোগের উপকরণ সংগ্রহ করিয়া অমঙ্গলে পতিত হয়, মক্ষিকা যেরূপ সঞ্চিত মধু গ্রহণ করিতে করিতে মধুতে আট্‌কাইয়া যায় এবং অপরে সেই সঞ্চিত মধু ভোগ করে, তদ্রূপ তাদৃশ দুঃখে অবগাহন করা বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির পক্ষে যুক্তিযুক্ত নহে—ইহা মধুমক্ষিকা হইতে শিক্ষা লাভ করা কর্ত্তব্য।। ১৫।।

সুদুঃখোপার্জ্জিতৈর্বিত্তৈরাশাসানাং গৃহাশিষঃ।
মধুহেবাগ্রতো ভুঙ্ক্তে যতির্বৈ গৃহমেধিনাম্।। ১৬।।

অন্বয়ঃ— (উদ্যমং বিনাপি ভোগো ভবতীত্যত্রাপি স এব গুরুরিত্যাহ) মধুহা ইব (স যথা অন্যসংগৃহীতং মধু ভুঙ্‌ক্তে তথা) যতিঃ বৈ (অপি) আশাসানাম্ (আশাসানানাং কাময়মানানাং) গৃহমেধিনাং (গৃহধর্ম্মিনাং) সুদুঃখোপার্জ্জিতৈঃ বিত্তৈঃ (হেতুভিঃ সিদ্ধাঃ) গৃহাশিষঃ (অন্নাদ্যর্থান) অগ্রতঃ ভুঙ্‌ক্তে (যতিশ্চ ব্রহ্মচারী চ পকান্নস্বামিনাবুভৌ। তয়োরন্নমদত্বা ভুঙ্‌ক্ত্বা চান্দ্রায়ণং চরেৎ ইতি গৃহিণামাবশ্যকত্বেন দানবিধানাৎ)।। ১৬।।

অনুবাদ— মধুহরণকর্ত্তা ব্যাধ যেরূপ অপরের সঞ্চিত মধু হরণ করে, সেইরূপ যতি পুরুষও কামিগৃহস্থগণের দুঃখার্জ্জিত অর্থদ্বারা নিষ্পাদিত অন্নাদি ভক্ষ্যদ্রব্য অগ্রে ভক্ষণ করিয়া থাকেন।। ১৬।।

বিশ্বনাথ— স্বোদ্যমং বিনাপি ভোগঃ সম্ভবেদিত্যত্রাপি স এব গুরুরিত্যাহ,—সুদুঃখেতি। আশাসানানামিতি বক্তব্যে বর্ণলোপ আর্ষঃ। "যতিশ্চ ব্রহ্মচারী চ পকান্ন-স্বামিনা বুভৌ। তয়োরন্নমদত্ত্বা তু ভুক্ত্বা চান্দ্রায়ণঞ্চরেৎ" ইতি।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— নিজ উদ্যম ব্যতীত ভোগ সম্ভব হয়। এই বিষয়েও মধুহরণকারীই আমার গুরু। এই শ্লোকে 'আশাসানানাং' ইহা বলা উচিৎ ছিল কিন্তু ঋষি প্রয়োগ হেতু একটি 'না' বাদ হইয়াছে। 'গৃহস্থ ব্যক্তির পাচিত অন্ন ব্রহ্মচারী ও সন্ন্যাসী উভয়েরই প্রাপ্য আছে। ঐ উভয়কে না দিয়া ভোগ করিলে গৃহী ব্যক্তি চান্দ্রায়ণ প্রায়চিত্ত করিবেন।। ১৬।।

বিবৃতি— মধুমক্ষিকা প্রচুর পরিমাণ দুঃখ লাভ করিয়াও মধু সংগ্রহ করে। তাহাদের অনুগমনে যতিগণ তদ্রূপ সংগ্রহ কার্য্যে ব্রতী হন। লোভী ব্যক্তিগণ যেরূপ মধুমক্ষিকার সঞ্চিত মধুতে লুব্ধ হইয়া উহা সংগ্রহ করে এবং মধুসংগ্রহকারী মক্ষিকাকে বঞ্চনা করে, যতিগণ তদ্রূপ গৃহব্রত লুব্ধ বদ্ধজীবদিগের সংগৃহীত ও সঞ্চিত বিত্ত হইতে অগ্রভাগ ভিক্ষারূপে গ্রহণ করিয়া তাহাদের ন্যায় 'নিজেরা ভোগ করিব'—এই বিচার বাহ্যতঃ দেখাইলেও প্রকৃতপক্ষে ভগবৎসেবায় উহা নিযুক্ত করিয়া স্বীকার করিয়া থাকেন।। ১৬।।

গ্রাম্যগীতং ন শৃণুয়াদ্ যতির্বনচরঃ ক্বচিৎ।
শিক্ষেত হরিণাদ্বদ্ধান্মৃগয়োর্গীতমোহিতাৎ।। ১৭।।

অন্বয়ঃ— (হরিণাচ্ছিক্ষিতমাহ) বনচরঃ যতিঃ ক্বচিৎ (কদাচিদপি) গ্রাম্যগীতং (বিষয়সঙ্গীতং) ন শৃণুয়াৎ, মৃগয়োঃ (ব্যাধস্য) গীতমোহিতাৎ (ততঃ) বদ্ধাৎ (চ) হরিণাৎ শিক্ষেত (তাদৃশসঙ্গীতাসক্তের্দোষং জানীয়াৎ)।। ১৭।।

অনুবাদ— বনবাসী সন্ন্যাসী কখনও গ্রাম্যসঙ্গীত শ্রবণ করিবেন না, ব্যাধের সঙ্গীতে মোহিত এবং বদ্ধ হরিণের নিকট হইতে সঙ্গীতাসক্তির তাদৃশ দোষ শিক্ষা করিবেন।। ১৭।।

বিশ্বনাথ— প্রাকৃতগানমাধুর্য্যাসক্তিরনর্থহেতুরিতি হরিণাচ্ছিক্ষিতমাহ, —গ্রাম্যগীতমিতি। তেন ভগবদ্গীতং শৃণুয়াদেব।। ১৭।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— প্রাকৃত গান মাধুর্য্যে আসক্তি হইলে অনর্থের কারণ হয়, ইহা হরিণ হইতে শিক্ষা বিষয়। বনবাসী ও সন্ন্যাসী কখনও গ্রাম্যগীত শ্রবণ করিবেন না। অতএব ভগবৎগীত শ্রবণ করিবেন।। ১৭।।

বিবৃতি— মনোহারিণী গীতি শ্রবণ করিয়া হরিণ যেরূপ ব্যাধকর্ত্তৃক আবদ্ধ হয়, তদ্রূপ যতিগণ জড়কর্ণরসায়ন গ্রাম্য গান শ্রবণ করিয়া ভোগপরায়ণ হইবেন না। হরিণের নিকট হইতে বিপরীত ভাব শিক্ষা লাভ করিয়া উহার বিপদ স্মরণ করিয়া স্ত্রীপুরুষ-সংক্রান্ত গান-স্থল হইতে পৃথক্ থাকিবেন।

ঋষ্যশৃঙ্গমুনি তৌর্য্যত্রিকের প্রশ্রয় দিয়া যেরূপ বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়াছিলেন, তাহা কাহারও অবিদিত নাই।। ১৭।।

নিত্যবাদিত্রগীতানি জুষন্ গ্রাম্যাণি যোষিতাম্।
আসাং ক্রীড়নকো বশ্য ঋষ্যশৃঙ্গো মৃগীসুতঃ।। ১৮।।

অন্বয়ঃ— (হরিণশব্দাদেব হরিণীসুত ঋষ্যশৃঙ্গোঽপি গুরুর্জ্ঞাতব্য ইত্যাহ) মৃগীসুতঃ ঋষ্যশৃঙ্গঃ (মুনিবিশেষঃ) যোষিতাং (স্ত্রীণাং) গ্রাম্যাণি (বৈষয়িকাণি) নৃত্যবাদিত্রগীতানি জুষন্ (সেবমানঃ) আসাং (যোষিতাং) ক্রীড়নকঃ (ক্রীড়াপুত্তলিকাতুল্যঃ) বশ্যঃ (বশীভূতশ্চ বভূব)।। ১৮।।

অনুবাদ— মৃগীসুত ঋষ্যশৃঙ্গমুনি রমণীগণের বৈষয়িক নৃত্য, গীত ও বাদ্যে আসক্ত হইয়া তাহাদের ক্রীড়া পুত্তলিকা তুল্য ও বশীভূত হইয়াছিলেন।। ১৮।।

বিশ্বনাথ— গ্রাম্যগীতাসক্তেরুদাহরণমাহ,—নৃত্যেতি।। ১৮।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— গ্রাম্যগীতে আসক্ত ব্যক্তির উদাহরণ বলিতেছেন—ঋষ্যশৃঙ্গমুনি গ্রাম্যগীতের বশীভূত হইয়াছিলেন।। ১৮।।

জিহ্বয়াতিপ্রমাথিন্যা জনো রসবিমোহিতঃ।
মৃত্যুমৃচ্ছত্যসদ্বুদ্ধির্মীনস্তু বড়িশৈর্যথা।। ১৯।।

অন্বয়ঃ—(রসাসক্তির্নাশহেতুরিতি মীনাচ্ছিক্ষিতমিত্যাহ)অসদ্‌বুদ্ধিঃ জনঃ অতিপ্রমাথিন্যা (অতিক্ষোভিকয়া দুর্জ্জয়য়া) জিহ্বয়া রসবিমোহিতঃ (রসবিষয়ে বিমুগ্ধঃ সন্) বড়িশৈঃ (আমিষলিপ্তলৌহকণ্টকৈঃ) মীনঃ তু যথা (রসবিমোহিতো মৎস্যো যথা মৃত্যুমৃচ্ছতি তথা) মৃত্যুম্ ঋচ্ছতি (প্রাপ্নোতি)।। ১৯।।

অনুবাদ— আহার্য্য-রস-বিমোহিত মৎস্য যেরূপ বড়িশে আবদ্ধ হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়, দুর্ব্বুদ্ধি পুরুষও সেইরূপ দুর্জ্জয় রসনাকর্ত্তৃক রসে আসক্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া থাকে।। ১৯।।

বিশ্বনাথ— প্রাকৃতরসাসক্তিরনর্থহেতুরিতি মীনাচ্ছিক্ষিতমাহ,—জিহ্বয়েতি। বড়িশৈরামিষলিপ্তৈঃ।। ১৯।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— প্রাকৃতরসের আসক্তি অনর্থের কারণ ইহা মৎস্য হইতে শিক্ষার বিষয়। মৎস্যকারীগণ বড়িশের সঙ্গে আমিষ দ্রব্য লাগাইয়া মৎস্য শিকার করে। উহার লোভে মৎস্য মৃত্যুমুখে পতিত হয়।।১৯।।

বিবৃতি— মৎস্য ধীবরের আবৃত বড়িশে বদ্ধ খাদ্যে প্রলুব্ধ হইয়া আত্মবিনাশ সাধন করে; মৎস্য ও বড়িশের দৃষ্টান্ত হইতে বিপরীতভাবে শিক্ষাগ্রহণ করিয়া মুনিগণ তদ্রূপ উৎকৃষ্ট দ্রব্য ভোজন করিবার জন্য ষড়্‌বিধ রস আশ্রয় করিবেন না। জড় রসাস্বাদনে জিহ্বা যেরূপ বিপথগামিনী হয়, তদ্রূপ যতিধর্ম্ম মূঢ়তা আশ্রয় না করে ইহাই লক্ষ্য করিতে হইবে। জিহ্বা-বেগের ও উপস্থবেগের দাস হইলে কৃষ্ণভজন হয় না। "জিহ্বার লালসে যেই ইতি উতি ধায়। শিশ্নোদরপরায়ণ কৃষ্ণ নাহি পায়।" "জিহ্বোপস্থজয়ো ধৃতিঃ" বাক্যসমূহ আলোচ্য।। ১৯।।

ইন্দ্রিয়াণি জয়ন্ত্যাশু নিরাহারা মনীষিণঃ।
বর্জ্জয়িত্বা তু রসনং তন্নিরন্নস্য বর্দ্ধতে।। ২০।।

অন্বয়ঃ—(দুর্জ্জয়ত্বমুপপাদয়তি) নিরাহারাঃ মনীষিণঃ রসনং (জিহ্বাং) বর্জ্জয়িত্বা তু (বিনা সর্ব্বাণি) ইন্দ্রিয়াণি আশু (শীঘ্রং) জয়ন্তি (বশীকুর্ব্বন্তি পরন্তু) নিরন্নস্য (নিরাহারস্য) তৎ (রসনং তৎপ্রবৃত্তিরিত্যর্থঃ) বর্দ্ধতে (বৃদ্ধিমেব গচ্ছতি)।। ২০।।

অনুবাদ— বিবেকী পুরুষগণ উপবাসী হইয়া জিহ্বা ব্যতীত সমস্ত ইন্দ্রিয়কে বশীভূত করেন, কিন্তু উপবাসী পুরুষের জিহ্বাবেগ পূর্ব্বাপেক্ষা বর্দ্ধিতই হইয়া থাকে।।

বিবৃতি— প্রেয়ঃপন্থী জীব জিহ্বা-দ্বারা স্বীয় প্রিয়ানুভূতি সাধন করে। যদি জিহ্বার প্রিয় বস্তু হইতে বঞ্চিত হইতে হয়, তাহা হইলে জিহ্বোপভোগ্য প্রিয় দ্রব্য না পাইয়া অত্যন্ত লুব্ধ হয়, কিন্তু বুদ্ধিমান্ পুরুষ রসের বশ না হইয়া নিজপ্রেয়পথে অগ্রগামী হইবার পরিবর্ত্তে রুচি পরিবর্ত্তনপূর্ব্বক ইন্দ্রিয়সমূহকে সদ্য জয় করেন।

ষড়্‌-রস-সেবন স্থূলভাবে জিহ্বার কার্য্য, আর শ্রীব্রজমণ্ডলের দ্বাদশবন ভ্রমণ-দ্বারা দ্বাদশ প্রকার সূক্ষ্ম-রস-সংগ্রহের চেষ্টা হইতে বিমুক্তি। পঞ্চমুখ্য রস ও সপ্তগৌণ-রস জিত হইলে কৃষ্ণানুশীলনমুখে শ্রীব্রজমণ্ডলে দ্বাদশ-রসের রসিক হইতে পারা যায়।

কৃত্রিমভাবে রসবর্জ্জিত হইয়া ইন্দ্রিয়জয়ের সম্ভাবনা নাই। তজ্জন্যই নিরন্ন জনের বা নিরাহারীর জড়রস-চেষ্টা বৃদ্ধি লাভ করে।। ২০।।

তাবজ্জিতেন্দ্রিয়ো ন স্যাদ্বিজিতান্যেন্দ্রিয়ঃ পুমান্।
ন জয়েদ্রসনং যাবজ্জিতং সর্ব্বং জিতে রসে।। ২১।।

অন্বয়ঃ— পুমান্ যাবৎ রসনং ন জয়েৎ (ন বশীকুর্য্যাৎ) তাবৎ বিজিতান্যেন্দ্রিয়ঃ (অপরেন্দ্রিয়গণ-বিজেতাপি) জিতেন্দ্রিয়ঃ ন স্যাৎ (পরন্তু) রসে (রসনেন্দ্রিয়ে) জিতে (বশীকৃতে এব) সর্ব্বং জিতং (সর্ব্বানীন্দ্রিয়াণি জিতানি স্যুঃ)।। ২১।।

অনুবাদ—পুরুষ অন্য ইন্দ্রিয় সকলের জয় করিলেও যে-পর্য্যন্ত জিহ্বাবেগ জয় করিতে না পারেন, ততকাল পর্য্যন্ত জিতেন্দ্রিয় হইতে পারেন না, পরন্তু রসনেন্দ্রিয়ের জয় হইলে সমস্ত ইন্দ্রিয়ই জিত হইয়া থাকে।। ২১।।

বিশ্বনাথ— তদেবং রূপগন্ধস্পর্শশব্দরসৈঃ পঞ্চভির্বিষয়ৈঃ পতঙ্গ মধুকর গজ-হরিণ-মীনাঃ পঞ্চ মোহিতা হতাঃ। তদুক্তং—'কুরঙ্গ-মাতঙ্গ-পতঙ্গ-ভৃঙ্গ-মীনা হতাঃ পঞ্চভিরেব পঞ্চ। একঃ প্রমাদী স কথং ন হন্যতে যঃ সেবতে পঞ্চভিরেব পঞ্চ', ইতি। কিন্ত্বন্যেন্দ্রিয়াণাং বৃত্তিপ্রদং রসনেন্দ্রিয়মেবানর্থকারীত্যতস্তস্য জয়ে প্রযত্নং কুর্ব্বীতেত্যাহ,—ইন্দ্রিয়াণীতি দ্বাভ্যাম্। অয়ং ভাবঃ— যদ্যাহারস্ত্যজ্যতে তর্হ্যন্যেন্দ্রিয়জয়ঃ কেবলং ভবতি রসনেন্দ্রিয়ন্তু বর্দ্ধতে। যদি তু ভুজ্যতে তর্হি পুনশ্চ রসাসক্ত্যা সর্ব্বেন্দ্রিয়ক্ষোভঃ স্যাত্তস্মত্তথা রসনেন্দ্রিয়ং জেতব্যং যথা তদনুবর্ত্তীন্যন্যান্যপীন্দ্রিয়াণি জিতানি স্যুস্তাদৃশো রসনেন্দ্রিয়স্য জয়স্তু রসনয়ৈব ভগবদুচ্চনামকীর্ত্তনরসাস্বাদাত্তবেৎ। যদুক্তং—"রসবর্জ্জং রসোঽপ্যস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ত্তত" ইতি।। ২০-২১।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— এইরূপে শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধ এই পঞ্চ বিষয়ে হরিণী-হস্তী-পতঙ্গ-ভ্রমর (মৌমাছি) মৎস্য ইহারা প্রত্যেকে এক একটি বিষয়ে আসক্ত হইয়া অনর্থ মধ্যে পতিত হইয়াছে। মানব কিন্তু একাই পাঁচটি বিষয়ে লুব্ধ হইতে পারে। সে যদি ঐ সকলে আসক্ত হয়। কেন না মৃত্যু মধ্যে পতিত হইবে। কিন্তু অন্য ইন্দ্রিয় সমূহের রস জোগায় যে জিহ্বা, তাহাই অধিক অনর্থকারী, তাহাকে জয় করিবার বিশেষ চেষ্টা করিবে। ইহাই দুইটি শ্লোকদ্বারা বলিতেছেন—ভাবার্থ এই যে যদি আহার ত্যাগ করে তাহা হইলে কেবল ইন্দ্রিয় জয় হয়, কিন্তু জিহ্বা-ইন্দ্রিয়ের লোভ বৃদ্ধি হয় কিন্তু যদি ভোগ করে তাহা হইলে পুনরায় রসে আসক্তি দ্বারা সকল ইন্দ্রিয়ই ক্ষুব্ধ হয়। অতএব জিহ্বা-ইন্দ্রিয়কে এমনভাবে জয় করা উচিৎ যাহা দ্বারা ঐ জিহ্বা অনুগত অন্য ইন্দ্রিয়-সমূহও জয় করা যায়, ঐ জিহ্বা-ইন্দ্রিয় জয়ের উপায় জিহ্বা দ্বারা উচ্চৈঃস্বরে ভগবানের নাম কীর্ত্তন রস আস্বাদন করা হয়। গীতায় বলিয়াছে—নিরাহার ব্যক্তির রসনা ছাড়া অন্য ইন্দ্রিয় জয় হইলেও রস থাকিয়া যায়। তাহা ভগবৎ প্রসাদে জয় করা যায়।। ২০-২১।।

বিবৃতি— প্রাপঞ্চিক বুদ্ধির বশে যাঁহারা কৃষ্ণানুশীলনরসে বঞ্চিত, তাঁহারাই অজিতেন্দ্রিয়, কেন না, ব্রজভূমির ইতর ভোগময় জগতে উদ্দাম ইন্দ্রিয়গণ প্রবল হইয়া রুচিবশে রূপরসাদি বিষয় গ্রহণ করে এবং ভালমন্দ-ভোজন চেষ্টায় শিশ্নোদরপরায়ণ হইয়া পড়ে; সুতরাং ভগবদ্‌রসের রসিক হইয়া ভগবন্নির্ম্মাল্য গ্রহণাবধি অনাসক্তভাবে কৃষ্ণসম্বন্ধে নির্ব্বন্ধ করিতে পারিলে সকল দুর্দ্দমণীয় আকাঙ্ক্ষা বিজিত হয়। রুচিই প্রধান বস্তু। রুচিপ্রধান পথে যাঁহারা চলিতে অসমর্থ, তাঁহাদেরই বিধির বা মর্য্যাদার পথ অবশ্য পালনীয়। তজ্জন্যই রসনা বা রুচি পরিবর্ত্তিত না হওয়া পর্য্যন্ত বদ্ধজীবের জড়ভোগ হইতে বিরতি ঘটে না। বিধিপথে সাধন-ভক্তির প্রভাবে ভাবরাজ্যে উপনীত হইলে অনর্থ-নিবৃত্তি-ক্রমে রুচিপ্রধান পথের পথিক হওয়া যায়। তখনই জিহ্বা, উদর ও উপস্থ প্রভৃতি কায়িকবেগের হস্ত হইতে মুক্ত হইয়া জীব জড়-প্রীতি ও জড়-বিরাগরূপ মানস বেগের হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ করেন। তখন আর তাহাকে অনিত্য ভোগ্য জগতের বাক্যাবলীতে বিমূঢ় হইতে হয় না। কায়, মন ও বাক্যের বেগ প্রশমিত হইলে জীবের সকল অনর্থ বিদূরিত হয়। কৃষ্ণসেবা-রুচি-প্রভাবেই উহা সম্ভবপর। "শরীর অবিদ্যাজাল, জড়েন্দ্রিয় তাহে কাল, জীবে ফেলে বিষয়-সাগরে। তার মধ্যে জিহ্বা অতি লোভময় সুদুর্ম্মতি, তাকে জেতা কঠিন সংসারে। কৃষ্ণ বড় দয়াময়, করিবারে জিহ্বা জয়, সপ্রসাদ অন্ন দিল ভাই। সেই অন্নামৃত খাও,

রাধাকৃষ্ণগুণ গাও, প্রেমে ডাক চৈতন্য নিতাই।।"— শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের এই পদ্য এতৎপ্রসঙ্গে আলোচ্য।। ২১।।

পিঙ্গলা নাম বেশ্যাসীদ্ বিদেহনগরে পুরা।
তস্য মে শিক্ষিতং কিঞ্চিন্নিবোধ নৃপনন্দন।। ২২।।

অন্বয়ঃ— (পিঙ্গলায়া বৈরাগ্যং শিক্ষিতমিতি বক্তুং তদাখ্যানমাহ) নৃপনন্দন! পুরা (পূর্ব্বকালে) বিদেহনগরে পিঙ্গলানাম বেশ্যা আসীৎ, তস্য (বেশ্যায়াঃ সকাশাৎ) মে (ময়) কিঞ্চৎ শিক্ষিতং (জ্ঞাতং তৎ) নিবোধ (শৃণু)।।

অনুবাদ— হে রাজনন্দন! পুরাকালে বিদেহনগরে পিঙ্গলানাম্নী এক বেশ্যা বাস করিত, তাহার নিকট হইতে আমি কিঞ্চিৎ জ্ঞান লাভ করিয়াছি, তাহা শ্রবণ করুন্।।

বিশ্বনাথ— পিঙ্গলায়া নৈরাশ্য শিক্ষিতমিতি তদুপাখ্যানমাহ,—পিঙ্গলেতি।। ২২।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— পিঙ্গলা হইতে নৈরাশ্যভাব শিক্ষার বিষয় উপাখ্যান দ্বারা বলিতেছেন।। ২২।।

সা স্বৈরিণ্যেকদা কান্তং সঙ্কেত উপনেষ্যতী।
অভূৎ কালে বহির্দ্বারে বিভ্রতী রূপমুত্তমম্।। ২৩।।

অন্বয়ঃ— সা-স্বৈরিণী (বেশ্যা) একদা কান্তম্ (উপপতিং) সঙ্কেত (রতিস্থানে) উপনেষ্যতী (স্বসমীপমানেষ্যতী আনেতুমিত্যর্থঃ) কালে (সায়ম্) উত্তমং রূপং বিভ্রতী (দধানা সতী) বহির্দ্বারি অভূৎ (স্থিতা)।। ২৩।।

অনুবাদ— সেই বেশ্যা এক সময়ে নিজগৃহে উপপতি আনয়নের জন্য সায়ংকালে উত্তমরূপ ধারণ করিয়া বহির্দ্বারে অবস্থান করিতেছিল।। ২৩।।

বিশ্বনাথ—সঙ্কেতে রতিস্থানে। উপনেষ্যতী স্বসমীপমানেষ্যন্তী আনেতুমিত্যর্থঃ।। ২৩।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— সঙ্কেত অর্থাৎ রতি স্থান পিঙ্গলা নিজের বেশভূষা ও ভাব দেখাইয়া নিজ নিকটে উপপতিগণকে আনয়ন করিত।।২৩।।

মার্গ আগচ্ছতো বীক্ষ্য পুরুষান্ পুরুষর্ষভ।
তান্ শুল্কদান্ বিত্তবতঃ কান্তান্মেনেঽর্থকামুকী।। ২৪।।

অন্বয়ঃ— (হে) পুরুষর্ষভ! (হে পুরুষশ্রেষ্ঠ!) অর্থকামুকী (অর্থাভিলাষিণী সা) মার্গে আগচ্ছতঃ (আগমনশীলান্ সর্ব্বানেব) পুরুষান্ বীক্ষ্য (দৃষ্টা) তান্ (পুরুষান্) বিত্তবতঃ (সধনান্ অতএব) শুল্কদান্ (মূল্যদান্)কান্তান্ (সুরতার্হান্) মেনে (নির্ণীতবতী)।। ২৪।।

অনুবাদ— হে পুরুষবর! ধনাকাঙ্ক্ষিনী উক্ত বেশ্যা তৎকালে মার্গে আগমনশীল প্রত্যেক পুরুষকে দেখিয়াই ধনবান্, শুল্কদাতা এবং সুরতযোগ্য মনে করিতে লাগিল।।২৪

বিশ্বনাথ— শুল্ক দান্ মূল্যং দত্ত্বা সুরতগ্রাহিণঃ।। ২৪

টীকার বঙ্গানুবাদ— স্ত্রী-আসক্ত ব্যক্তিগণ মূল্যদান করিয়া তাহার সহিত মিলিত হইত।। ২৪।।

আগতেষ্বপযাতেষু সা সঙ্কেতোপজীবিনী।
অপ্যন্যো বিত্তবান্ কোঽপি মামুপৈষ্যতি ভূরিদঃ।।২৫
এবং দুরাশয়া ধ্বস্তনিদ্রা দ্বার্য্যবলম্বতী।
নির্গচ্ছন্তী প্রবিশতী নিশীথং সমপদ্যত।। ২৬।।

অন্বয়ঃ— সা সঙ্কেতোপজীবিনী (বেশ্যা) আগতেষু (মার্গমাগতেষু পুরুষেষু) অপযাতেষু (নয়নাগোচরং গতেষু সৎসু) অপি বিত্তবান্ (ধনবান্ অতঃ) ভূরিদঃ (প্রভূতার্থপ্রদঃ) অন্যঃ কঃ অপি (পুরুষঃ) মাম্ উপৈষ্যতি রত্যর্থং মৎসমীপমাগমিষ্যতি) এবং দুরাশয়া (দুরাকাঙ্ক্ষয়া) ধ্বস্তনিদ্রা (বিনষ্টনিদ্রা) দ্বারি অবলম্বতী (দ্বারমবলম্বমানা) নির্গচ্ছন্তী প্রবিশতী (পুনঃ প্রবিশতি পুনর্নির্গচ্ছত্যেবং কুর্ব্বতী) নিশীথম্ (অর্দ্ধরাত্রং) সমপদ্যত (প্রাপ)।। ২৫-২৬।।

অনুবাদ— আগত পুরুষগণ চলিয়া গেলে অন্য কোন ধনবান্ ও প্রভূত-অর্থ-প্রদাতা পুরুষ আসিবে, এইরূপ দুরাশায় নিদ্রাশূন্যা হইয়া দ্বারদেশ আশ্রয়পূর্ব্বক কখনও গৃহমধ্যে প্রবেশ করে, কখনও বা পুনরায় বহির্গমন করে; এরূপে তাহার অর্দ্ধরাত্র উপস্থিত হইল।। ২৫-২৬।।

বিশ্বনাথ—নিশীথং অর্দ্ধরাত্রং প্রাপ।। ২৫-২৬।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— নিশীথ অর্থাৎ অর্দ্ধরাত্র পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়া কেহই আসিল না।। ২৫-২৬।।

তস্যা বিত্তাশয়া শুষ্যদ্বক্ত্রায়া দীনচেতসঃ।
নির্ব্বেদঃ পরমো জজ্ঞে চিন্তাহেতুঃ সুখাবহঃ।। ২৭।।

অন্বয়ঃ— (অথ) বিত্তাশয়া (ধনাশয়া) শুষ্যদ্বক্ত্রায়াঃ (শুষ্কবদনায়াস্তথা) দীনচেতসঃ (কাতরচিত্তায়াঃ) তস্যাঃ (পিঙ্গলায়াঃ) চিন্তাহেতুঃ (বিত্তচিন্তৈব হেতুর্যস্য সঃ) সুখাবহঃ (পরিণামসুখপ্রদঃ) পরমঃ (মহান্) নির্ব্বেদঃ (অলংবুদ্ধিঃ) জজ্ঞে (জাতঃ)।। ২৭।।

অনুবাদ— অনন্তর ধনাশায় শুষ্কবদনা, কাতরচিত্তা পিঙ্গলার অর্থচিন্তা হইতেই পরিণামসুখকর পরম বৈরাগ্য উৎপন্ন হইল।। ২৭।।

বিশ্বনাথ— বিত্তচিন্তৈব হেতুর্যস্য সঃ।। ২৭।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— অর্থ চিন্তায় তাহার ঐ রাত্রি কাটিয়া গেল।। ২৭।।

বিবৃতি— পিঙ্গলা-নাম্নী বিত্তলোলুপা জনৈকা বারনারী বিত্তলোভে পর-পুরুষগণের তৃপ্তি-বিধানার্থ স্বীয় জীবন উৎসর্গ করিয়াছিল। কায়মনোবাক্যে বদ্ধজীবের সেবায় নিযুক্ত হইয়া ভগবৎসেবা-বিস্মৃতি-ফলে বিত্তদাতৃ-বহু পুরুষ-চিন্তা তাহাকে অতিশয় চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছিল। অবশেষে উহাতে বিফলমনোরথ হইয়া তাহার চিত্তের মালিন্য, কণ্ঠের শুষ্কতা প্রভৃতি বৈক্লব্য হওয়ায় প্রকৃত নিত্যসুখের সন্ধানরূপ নির্ব্বিণ্ণ ভাব উদিত হইল।।

তস্যা নির্ব্বিণ্ণচিত্তায়া গীতং শৃণু যথা মম।
নির্ব্বেদ আশাপাশানাং পুরুষস্য যথা হ্যসিঃ।। ২৮।।

অন্বয়ঃ—নির্ব্বিণ্ণচিত্তায়া (নির্ব্বেদগ্রস্তমনসঃ) তস্যা (পিঙ্গলায়াঃ)যথা (যাদৃশং) গীতং (তয়া যদুচ্চারিতমিত্যর্থঃ) মম শৃণু (মৎসমীপাদাকর্ণয়)। নির্ব্বেদঃ হি (বৈরাগ্যমেব) পুরুষস্য আশাপাশানাং (আশাবন্ধনানাম্) অসিঃ যথা (অসিবদ্ ভবতি তদ্বন্ধনচ্ছেদকো ভবতীত্যর্থঃ)।।২৮

অনুবাদ—সে বৈরাগ্যযুক্তচিত্তে যাহা কীর্ত্তন করিয়াছিল, তাহা আমার নিকট হইতে শ্রবণ করুন। বৈরাগ্যই পুরুষের আশাবন্ধনসমূহের একমাত্র ছেদক হইয়া থাকে।।

বিশ্বনাথ— যথা মম যথাবন্মত্তঃ আশা এব সংসার বদ্ধস্য পাশাঃ স্যুস্তাসাং ছেদনে নির্ব্বেদ এব অসির্ভবেৎ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— পিঙ্গলা চিন্তা করিল যেমন আমার অর্থাৎ আমা হইতে, আশাই সংসার বন্ধের জাল হয়। ঐ জালসমূহ ছেদনের জন্য নির্ব্বেদই একমাত্র অস্ত্র।।

বিবৃতি— প্রতিষ্ঠাদি আশাপাশসমূহ হইতে অজাত-বিরাগ ব্যক্তি বৈরাগ্যরূপ খড়্গের দ্বারাই দেহবন্ধনরূপ বাসনা ছেদন করিতে পারিলে মঙ্গল লাভ করিতে পারেন। যাহাদের জড়ভোগ আসক্তি প্রচুর, তাহারা আশা-পাশে ভ্রাম্যমাণ হইয়া আত্মারামের কথা বুঝিতে না পারিয়া দেহারামী হইয়া পড়ে।। ২৮।।

নহ্যঙ্গাজাতনির্ব্বেদো দেহবন্ধং জিহাসতি।
(যথা বিজ্ঞানরহিতো মনুজো মমতাং নৃপ)।। ২৯।।

অন্বয়ঃ— অঙ্গ! (হে রাজন্!) অজাতনির্ব্বেদঃ (অনুৎপন্নবৈরাগ্যো পুরুষঃ) দেহবন্ধং (দেহবন্ধনং) ন জিহাসতি হি (ন ত্যক্তুমেবেচ্ছতি)। (হে) নৃপ (হে রাজন্!) যথা বিজ্ঞানরহিতঃ মনুজঃ মমতাং (ন জিহাসতি) ।। ২৯।।

অনুবাদ— হে রাজন্! বৈরাগ্য উৎপন্ন না হইলে পুরুষ দেহবন্ধন পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা করেন না। (যে প্রকার বিজ্ঞানরহিত মানব মমতা পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা করে না।)

বিশ্বানথ— তস্যাবস্যোপাদেয়ত্বমাহ,—নহীতি।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— এই উপাখ্যানের প্রয়োজনীয়তা বলিতেছেন।। ২৯।।

পিঙ্গলোবাচ—

অহো মে মোহবিততিং পশ্যতাবিজিতাত্মনঃ।
যা কান্তাদসতঃ কামং কাময়ে যেন বালিশা।। ৩০।।

অন্বয়ঃ— পিঙ্গলা উবাচ—অহো অবিজিতাত্মনঃ (অজিতচিত্তায়াঃ) মে (মম) মোহবিততিং (ভ্রান্তিসন্তানং) পশ্যত, যেন (হেতুনা) যা বালিশে (বিবেকশূন্যাহং) অসতঃ কান্তাৎ (তুচ্ছান্নরাৎ) কামং কাময়ে (কাম্যবিষয়মভিলষামি)।। ৩০।।

অনুবাদ—পিঙ্গলা বলিল,—অহো! আমার অজিতেন্দ্রিয়তাবশতঃ কীদৃশ প্রবল মোহ উপস্থিত হইয়াছে তাহা সকলে দর্শন কর, যে মোহনিবন্ধন আমি বিবেকশূন্যা হইয়া তুচ্ছ মানবের নিকট হইতে কাম্যবস্তুলাভের আশা করিতেছি।। ৩০।।

বিশ্বনাথ— কামং কন্দর্পং কাময়ে, যেন কামেন হেতুনা অহং বলিশা মূঢ়া।। ৩০।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— কাম অর্থাৎ রতি ক্রীড়া আমি কামনা করিতেছি, যে কাম দ্বারা আমি মূঢ়া হইয়াছি।।

বিবৃতি— সংসারে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়সমূহে মানবের ইন্দ্রিয়গুলি আকৃষ্ট হয়, উহাই বদ্ধজীবের মূঢ়তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। সেবা-বিমুখ ব্যক্তি কপটতা করিয়া কিছুকালের জন্য যে ইন্দ্রিয়বৃত্তি স্তব্ধ করেন, তাহা তাহার অমঙ্গলের জন্যই সাধিত হয়। নিত্যবস্তুর অনুসন্ধান-রাহিত্যই এই অমঙ্গলের কারণ। মূঢ়তা-প্রযুক্তই জীবগণ জড়ের ভোক্তৃ-পুরুষগণকে স্বীয় প্রভু-জ্ঞানে তাহাদের নিকট হইতে ইন্দ্রিয়তোষণ কামনা করে। এইরূপ অর্জ্জন-প্রবৃত্তি অদান্তেন্দ্রিয় জীবগণের মোহবিস্তারের কারণ। বিবেক উপস্থিত হইলেই জীবের প্রেয়ঃপথানুগমন শ্রেয়ঃপথানুসরণে পরিণত হইতে পারে।। ৩০।।

সন্তং সমীপে রমণং রতিপ্রদং
বিত্তপ্রদং নিত্যমিমং বিহায়।
অকামদং দুঃখভয়াধিশোক-
মোহপ্রদং তুচ্ছমহং ভজেহজ্ঞা।। ৩১।।

অন্বয়ঃ— (বালিশত্বং প্রপঞ্চয়তি) অজ্ঞা (মূঢ়া) অহং সমীপে সন্তম্ (অন্তর্য্যামিতয়া সততং সমীপস্থং) রমণং (প্রেষ্ঠং) রতিপ্রদং (রতিসুখদং) বিত্তপ্রদং (ভূষণাদিপ্রভৃতবিত্তপ্রদং) নিত্যম্ (অকালকলিতম্) ইমম্ (অপরোক্ষমীশ্বরং) বিহায় (তৎসেবাং পরিত্যজ্য) অকামদং (কামপূর্ত্তিং দাতুমসমর্থং) দুঃখভয়াধিশোকমোহপ্রদং (দুঃখাদিপ্রদাতারং) তুচ্ছং (হীনং পুরুষং) ভজে (সেবিতবতী)।। ৩১।।

অনুবাদ— আমি এরূপ মূঢ়া যে—আমার নিকটে রতিসুখপ্রদ, প্রভূতবিত্তপ্রদাতা, নিত্যকালস্থায়ী, প্রিয়তম জগদীশ্বর সর্ব্বদা বর্ত্তমান থাকিলেও আমি তাঁহার সেবা পরিত্যাগ করিয়া কামনাপূরণে অসমর্থ, দুঃখ-ভয়-দুশ্চিন্তা-শোকমোহ-প্রদ তুচ্ছ পুরুষের সেবা করিতেছি।। ৩১।।

বিশ্বনাথ— সমীপে মমান্তর্হৃদয়ে এব সন্তং রমণমিতি ইমমেব কথমহং ন রময়ামীতি ভাবঃ। রতিপ্রদমিতি অয়মেব কথং মাং ন রময়তু কিমন্যেন পাপিষ্ঠপুরুষেণেতি ভাবঃ। বিত্তপ্রদমিতি মদ্দত্তরতিতুষ্টোঽয়ং বিত্তমপি প্রচুরং দাস্যত্যেবেতি ভাবঃ। অকামদং কামপূর্ত্তিং দাতুমসমর্থং ভগবত্যেতাদৃশী মতিরস্যাস্তদা তস্যাং রজন্যাং তদঙ্গনে যদৃচ্ছয়াগতশয়িতস্য শ্রীদত্তাত্রেয়স্য কৃপাভরাদভূদিতি প্রাঞ্চঃ।। ৩১।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— আমার নিকটে হৃদয়ের মধ্যেই আমার পরমাত্মা অবস্থান করিতেছেন তাহাকেই আমি কেন আনন্দ দিতেছি না, রতিপ্রদ ইনিই কেন আমাকে আনন্দ দান করিতেছেন না, আমি কেন অন্য পাপিষ্ঠ পুরুষদ্বারা দেহ ভোগ করাইয়া তাহাকে তুষ্ট করিয়া প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করিতেছি। এই কামের পূর্ত্তি দান করিতে ঐ ধনী ব্যক্তিগণ অসমর্থ। শ্রীদত্তাত্রেয় ঋষি কৃপাপূর্ব্বক ভাবিলেন ইহার এই প্রকার ভগবানে মতি হউক, এই চিন্তা করিয়া ঐ রাত্রিতে পিঙ্গলার অঙ্গনে যদৃচ্ছাক্রমে শয়ন করিয়াছিলেন—ইহা প্রাচীনগণ বলেন।।

বিবৃতি— ভগবৎপ্রতীতির অভাব অর্থাৎ পূজ্য-বিচারে ভগবদ্দর্শনাভাবই জীবের ভোগবাসনা উদ্দাপিত করে। সেবা-বিমুখতা বদ্ধজীবকে দুঃখ, ভয় প্রভৃতি শোকানয়নকারী মোহপ্রদ তুচ্ছ অপ্রয়োজনীয় ব্যাপারে

নিযুক্ত করায়। তাহারা তখন বুঝিতে পারে না যে, ভগবদ্‌বস্তুই সর্ব্বক্ষণ সেব্য এবং তিনি অতি সমীপে বর্ত্তমান। ভোগ্যবস্তুসমূহের তিনিই একমাত্র ভোক্তা এবং ভোগ্যবস্তুসমূহের মিত্ররূপে জীবের অধিষ্ঠান। প্রত্যেক জীবের অপর বস্তুর সহিত মিত্রতা করিতে হইলে উভয়ে মিলিয়া এক তাৎপর্য্যপর হইয়া অদ্বয়জ্ঞানের সেবা করাই জীবের একমাত্র কৃত্য। ভগবান্‌ই পরমনিত্য এবং বিত্তপ্রদগণের আকর বস্তু; তিনিই পরম সুখপ্রদ ও পরমক্রীড়া প্রদ এবং তিনিই নিত্য বর্ত্তমান সচ্চিদানন্দবিগ্রহ। তাঁহার সম্বন্ধে পরিত্যাগ করিয়া অনিত্য ভোগ্যবিচার অবলম্বন করিলে আমরা মূঢ়তার চরমসীমায় উপনীত হইব।।৩১

অহো ময়াত্মা পরিতাপিতো বৃথা
সাঙ্কেত্যবৃত্ত্যাতিবিগর্হ্য বার্ত্তয়া।
স্ত্রৈণান্নরাদ্ যার্থতৃষোঽনুশোচ্যাৎ।
ক্রীতেন বিত্তং রতিমাত্মনেচ্ছতী।। ৩২।।

অন্বয়ঃ— অহো যা (অহং) স্ত্রৈণাৎ (স্ত্রীলম্পটাৎ অথচ) অর্থতৃষঃ (লুব্ধাৎ অতএব) অনুশোচ্যাৎ (পশ্চাত্তাপযোগ্যাৎ) নরাৎ ক্রীতেন (বিক্রীতেন) আত্মনা (দেহেন) রতিং (রমণং) বিত্তং (ধনঞ্চ) ইচ্ছতী (প্রার্থিতবতী তয়া) ময়া অতিবিগর্হ্যবার্ত্তয়া (অতিবিগর্হ্যা বিনিন্দা যা বার্ত্তা তয়া) সাঙ্কেত্যবৃত্ত্যা (সাঙ্কেত্যেন যা বৃত্তির্জীবিকা তয়া) আত্মা বৃথা (নিরর্থকমেব) পরিতাপিতঃ (ক্লেশিতঃ)।।৩২

অনুবাদ— অহো আমি স্ত্রৈণ, অর্থতৃষ্ণাযুক্ত, অনুতাপযোগ্য পুরুষের নিকট হইতে বিক্রীত শরীরদ্বারা রতি ও ধনলাভের আশা করিয়া অতিশয় নিন্দনীয় বেশ্যাবৃত্তিদ্বারা এই দেহকে বৃথা কষ্ট প্রদান করিয়াছি।। ৩২।।

বিশ্বনাথ— যা অহং ক্রীতেন বিক্রীতেনাত্মনা স্বদেহেন স্ত্রৈণাৎ স্ত্রীলম্পটান্নরাং বিত্তং রতিঞ্চ ইচ্ছন্তী অভূবম্। যদ্বা নরেণ ক্রীতো য আত্মা মদ্দেহস্তেন।। ৩২।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— পিঙ্গলা বলিতেছে আমি নিজের দেহ বিক্রয়দ্বারা স্ত্রীলম্পট পুরুষ হইতে অর্থ ও রতি ইচ্ছা করিয়াছিলাম। অথবা ঐ লম্পট পুরুষ দ্বারা ক্রয়করা যে আমার দেহ তাহা দ্বারা অর্থ ইচ্ছা করিয়াছিলাম।। ৩২।।

বিবৃতি— ভোগের উদ্দীপক কৌশলকে সাঙ্কেত্যবৃত্তি বলে। তদ্দ্বারা বিত্ত উপার্জ্জিত হয়। উহা অসদ্‌জীবিকার অন্তর্ভুক্ত। যেসকল শোচ্য ভোগী ভোগলুব্ধ হইয়া রূপজমোহে আবদ্ধ হয়, তাহাদেরই বিনিময়-সূত্রে অর্থ ব্যয় করিতে হয়। কোন কারণে বদ্ধজীবগণের কৃষ্ণসেবোন্মুখতা উপস্থিত হইলে, তাঁহারা তখন বুঝিতে পারেন যে, কৃষ্ণসেবা পরিত্যাগ করার ফলেই ভুক্তি-মুক্তি-পিশাচীদ্বয় তাঁহাদের বাসনাকে গ্রাস করিয়াছে।।৩২।।

যদস্থিভির্নির্ম্মিতবংশবংশ্য-
স্থূণং ত্বচা রোমনখৈঃ পিনদ্ধম্।
ক্ষরন্নবদ্বারমগারমেতদ্
বিন্মূত্রপূর্ণং মদুপৈতি কান্যা।। ৩৩।।

অন্বয়ঃ— যৎ (যস্মাৎ) মৎ অন্যা কা (মাং বিনাপরা কা নারী) অস্থিভিঃ নির্ম্মিতবংশবংশ্যস্থূণং (বংশো নাম স্থূণাসু নিহিতস্তির্য্যগ্ বেণুর্বংশ্যাস্তস্মিন্নুভয়তো নিহিতা বেণুবঃ, অস্থিভিরেব নির্ম্মিতা বংশাদয়ো যস্মিন্ তৎ) ত্বচা (চর্ম্মণা) রোমনখৈঃ (চ) পিনদ্ধং (ছাদিতং) ক্ষরন্নবদ্বারং (ক্ষরন্তি নবদ্বারাণি যস্মিন্ তৎ) বিন্মূত্রপূর্ণং (মলমূত্রপরিপূর্ণং) অগারম্ (আগাররূপম্) এতৎ (নরশরীরম্) উপৈতি (কান্তবুদ্ধ্যা সেবতে কাপি নেত্যর্থঃ)।।৩৩।।

অনুবাদ— আমি ভিন্ন অন্য কোন স্ত্রীলোকই অস্থিনির্ম্মিত বংশ, বংশ্য ও স্থূণাবিশিষ্ট চর্ম্ম ও রোমনখে আচ্ছাদিত, ক্ষরিত-নবদ্বারযুক্ত, মলমূত্রপরিপূর্ণ গৃহতুল্য এই নরশরীরকে প্রিয়বুদ্ধিতে সেবা করে না।। ৩৩।।

বিশ্বনাথ— অহো অতিবীভৎসং বিষ্ঠাগৃহমেবাহং শৃঙ্গাররসং স্বভোগ্যমবিদমিত্যাহ,—যদগারং অস্থিভিরেব নির্ম্মিতো বংশো বংশ্যাঃ স্থূণাশ্চ যস্মিংস্তৎ তত্র পৃষ্ঠে দীর্ঘমস্থি যৎ স বংশঃ। পার্শ্বাস্থীনি বংশ্যানি, হস্তপাদাস্থীনি স্থূণাং। মৎ মত্তোঽন্যা কা উপৈতি।। ৩৩।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— অহো আশ্চর্য্য! অতিঘৃণীত বিষ্ঠাগৃহই আমি শৃঙ্গাররস নিজভোগ্য জানিলাম। যে বিষ্ঠাগৃহটি অস্থিসমূহ দ্বার নির্ম্মিত। পৃষ্ঠের মেরুদণ্ড যাহা তাহাই বংশ দীর্ঘ অস্থি, পাজরাগুলি বংশ সমূহ, হস্তপদাপি খুঁটি, আমা হইতে অন্য কে ঐ শরীরকে প্রিয় বুদ্ধিতে সেবা করে।। ৩৩।।

বিবৃতি— জীবের স্থূলশরীর গৃহের সহিত সমান। যেরূপ স্তম্ভ ও ছত্রের দৈর্ঘ্যপ্রস্থের কাষ্ঠগুলি গৃহের সহায়, তদ্রূপ মানবের স্থূলশরীরের অস্থি, মাংস, লোম, নখ প্রভৃতি বস্তুর দ্বারা শরীর গঠিত। এরূপ শরীরের পরিণতিক্রমে মলমূত্রাদি-বিসর্জ্জন-যোগ্যতা আছে, সুতরাং নশ্বর পরিণামশীল জগতের বস্তুগুলিকে নিজজ্ঞানে যাঁহারা কৃষ্ণসেবা পরিত্যাগ করিয়া গৃহব্রত হইয়া পড়েন, তাঁহাদের দুর্ভাগ্যের তুলনা নাই।। ৩৩।।

বিদেহানাং পুরে হ্যস্মিন্নহমেকৈব মূঢ়ধীঃ।
যান্যমিচ্ছন্ত্যসত্যস্মাদাত্মদাৎ কামমচ্যুতাৎ।। ৩৪।।

অন্বয়ঃ— যা অসতী (অহম্) আত্মদাৎ (স্বরূপপ্রদাৎ অস্মাৎ অচ্যুতাৎ অন্যং (তং বিনা অপরং নরং) কামং (ভোগং) ইচ্ছতী (যাচমানা) বিদেহানাম্ অস্মিন্ পুরে হি (নূনং সা) অহম্ একা এব মূঢ়ধীঃ (বিবেকশূন্যা ভবামি, মাদৃশী মূঢ়া কাচিদন্যা নাস্তীত্যর্থঃ)।। ৩৪।।

অনুবাদ— আমি আত্মস্বরূপপ্রদাতা এই শ্রীহরিকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্য মানবের নিকট ভোগ্যবস্তুর আকাঙ্ক্ষা করায় এই বিদেহনগরে আমার ন্যায় বিবেক-শূন্যা রমণী আর কেহই নাই।। ৩৪।।

বিশ্বনাথ— যা অহমসতী অচ্যুতাদস্মাৎ কৃষ্ণ আত্মপ্রদাদপ্যন্যং পুরুষং কামং ভোগমিচ্ছন্তী যাচমানা।। ৩৪।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— যে আমি অসতী আত্মপ্রদ অচ্যুত ভগবান হইতে ভিন্ন পুরুষকে ভোগ যাচ্ঞা করে।।

বিবৃতি— শ্রীভগবান্ অখিলরসামৃতমূর্ত্তি; তাঁহাতে কোন অনিত্যতা বা পরিবর্জ্জনশীলতা নাই। তাঁহার সেবা করিতে হইলে জড়ভোগ্যবস্তু সকলের সঙ্গ ত্যাগ করিতে হয়। অনিত্য অস্থির বস্তুর সেবন মূঢ়তারই পরিচায়ক।।

সুহৃৎ প্রেষ্ঠতমো নাথ আত্মা চায়ং শরীরিণাম্।
তং বিক্রীয়াত্মনৈবাহং রমেঽনেন যথা রমা।। ৩৫।।

অন্বয়ঃ— অয়ম্ (অচ্যুত এব) শরীরিণাং (জীবানাং) প্রেষ্ঠতমঃ (প্রিয়তমঃ) সুহৃৎ নাথঃ (স্বামী) আত্মা চ (অন্তর্য্যামী চ ভবতি) অহম আত্মনা এব (আত্মনিবেদন-মূল্যেনৈব) তম্ (অচ্যুতং) বিক্রীয় (বিশেষেণ ক্রীত্বা প্রাপ্যেত্যর্থঃ) অনেন (অচ্যুতেন সহ) রমা যথা (লক্ষ্মীরিব) রমে (রতিসুখমনুভবামি)।। ৩৫।।

অনুবাদ— এই শ্রীহরিই জীবগণের একমাত্র প্রিয়তম সুহৃৎ, প্রভু এবং অন্তর্য্যামী; আমি আত্মনিবেদন-মূল্যে তাঁহাকে ক্রয় করিয়া লক্ষ্মীদেবীর ন্যায় তাঁহার সহিত রমণ করিব।। ৩৫।।

বিশ্বনাথ— তর্হি কিমতঃ পরং চিকির্ষসীতি চেদেবং করোমীত্যাহ,—সুহৃদিতি। আত্মনা স্বদেহেনানেন দত্তেন তং বিক্রীয় বিশেষেণ ক্রীত্বা অহং প্রাপ্তেন তেন প্রেষ্ঠতমেন সহ রমে।। ৩৫।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— তাহা হইলে ইহার পর কি ইচ্ছা করিতেছ? যদি জিজ্ঞাসা করেন, তাহা হইলে আমি এইপ্রকার করিব—নিজ দেহ পরমাত্মাকে দান করিয়া বিশেষভাবে আমি প্রেষ্ঠতম অন্তর্য্যামী পরমাত্মার সহিত রমণ করিব।। ৩৫।।

বিবৃতি— শরীরধারিগণের প্রকৃত বন্ধু ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রভু—হরিসেবোন্মুখ আত্মা। সেই আত্মা ভগবানের সেবায় লক্ষ্মীর ন্যায় নিযুক্ত থাকিলে নিত্যসুখ-সাফল্য লাভ ঘটিবে। ভগবদিতর নশ্বরবস্তুসমূহের নিকট দেহ বিক্রয় করা অপেক্ষা নিত্য বিক্রীত কায়মনোবাক্যে সেই লক্ষ্মী-দেবীর শরণাপন্ন হইয়া সেবা করিতে পারিলে বদ্ধজীবের ভোগপ্রবৃত্তি চিরকালের জন্য নিবৃত্ত হয় জানিয়া পিঙ্গলার স্বরূপোপলব্ধি হইয়াছিল।। ৩৫।।

কিয়ৎ প্রিয়ং তে ব্যভজন্ কামা যে কামদা নরাঃ।
আদ্যন্তবন্তো ভার্য্যায়া দেবা বা কালবিদ্রুতাঃ।। ৩৬।।

অন্বয়ঃ— কালবিদ্রুতাঃ (কালকলিতাঃ) আদ্যন্ত-বন্তঃ (উৎপত্তিবিনাশশীলাঃ) তে (জাগতিকাঃ) কামাঃ (বিষয়াঃ) কামদাঃ নরাঃ দেবাঃ বা ভার্য্যায়াঃ (পত্ন্যাঃ) কিয়ৎ প্রিয়ং (কিংপ্রমাণং প্রিয়ং) ব্যভজন্ (কৃতবন্তঃ কিঞ্চিদপি নেত্যর্থঃ, অত ইহামুত্র চ তদ্‌ব্যতিরিক্ত কোঽপি ময়া সেব্য ইত্যর্থঃ)।। ৩৬।।

অনুবাদ— কালপ্রভাবে বিচলিত, উৎপত্তি-বিনাশ-শীল জাগতিক বিষয়রাশি, কামপ্রদ মানব বা দেবগণ ভার্য্যার কিঞ্চিন্মাত্রও কামপ্রদানে সমর্থ নহে।। ৩৬।।

বিশ্বনাথ— যে কামা বিষয়াঃ যে কামদা বা নরাঃ দেবা বা, তে সর্ব্বে আদ্যন্তবন্তঃ, কালেনৈব বিদ্রুতাঃ, অতো ভার্য্যায়াঃ কিয়ৎ প্রিয়ং ব্যভজন্ কৃতবন্তঃ? ন কিঞ্চিৎ, অত ইহামুত্র চ তদ্ব্যতিরিক্তঃ কোঽপি ময়া ন সেব্য ইতি ভাবঃ।। ৩৬।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— যে সকল কামভোগ্য বিষয় বা যাঁহারা কামপ্রদ নর বা দেবতা তাহারা সকলেই জন্ম-মৃত্যু রূপ কালদ্বারা পীড়িত। অতএব ভার্য্যার কি প্রিয় আচরণ করে, কিছুই না। অতএব ইহ-পরলোকে পর-মাত্মা ব্যতীত কোন ব্যক্তিও আমা-কর্ত্তৃক সেব্য নহে।।৩৬।।

বিবৃতি— জাগতিক প্রলোভনীয় বস্তুসমূহ বা প্রভু বলিয়া অভিমানী নর বা দেবগণ তাঁহাদের আশ্রিতজনের কোন উপকারই করিতে পারেন না; যেহেতু তাদৃশ ভোক্তৃসমাজ নিজ নিজ কর্ম্মফলে কালকর্ত্তৃক বিনাশ লাভ করিবার যোগ্য এবং জড়রাজ্যের তাৎকালিকভাবে স্ব-স্ব অনিত্য পরিচয়ে ব্যস্ত।। ৩৬।।

নূনং মে ভগবান্ প্রীতো বিষ্ণুঃ কেনাপি কর্ম্মণা।
নির্ব্বেদোঽয়ং দুরাশায়া যন্মে জাতঃ সুখাবহঃ।। ৩৭।।

অন্বয়ঃ— যৎ (যস্মাৎ) দুরাশায়াঃ (দুষ্কামায়াঃ) মে (মম) সুখাবহঃ (পরমকল্যাণপ্রদঃ) অয়ং নির্ব্বেদঃ (অলং-বুদ্ধিঃ) জাতঃ (উৎপন্নস্তস্মাৎ) মে (মম) কেন অপি কর্ম্মণা ভগবান্ বিষ্ণুঃ নূনং (নিশ্চিতং) প্রীতঃ (সন্তুষ্টো-ঽভবৎ, অন্যথা তৎকৃপাং বিনেদৃশনির্ব্বেদো ন সম্ভাব্যত ইত্যর্থঃ)।। ৩৭।।

অনুবাদ— যেহেতু মদীয় দুরাশাগ্রস্ত হৃদয়ে পরম-মঙ্গলজনক এই বৈরাগ্য উদিত হইয়াছে, সেইজন্য মনে হয় যে—আমার কোনরূপ অজ্ঞাত কর্ম্মদ্বারা নিশ্চয়ই ভগবান্ শ্রীহরি প্রসন্ন হইয়াছেন।।৩৭।।

বিশ্বনাথ— এবং নিশ্চিত্য স্বভাগ্যমভিনন্দতি,— নূনমিতি। কেনাপি কর্ম্মণেতি ভো বিরক্তবর্য্য, কৃপয়া অদ্য মদঙ্গনমেব সফলীকুরু। অত্রৈবাস্ব শেস্ব কিঞ্চিদ্ভুঙ্ক্ষ্ব পিব চেতি যদৃচ্ছয়ৈবাগতং শ্রীদত্তাত্রেয়মুক্ত্বা তৎস্থানসংস্কার-মার্জ্জনলেপনাদিকং সায়ংকালে তয়া কৃতমিতি প্রাঞ্চঃ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— এইরূপ নিশ্চয় করিয়া নিজ ভাগ্যকে পিঙ্গলা অভিনন্দন করিতেছে। কোন কর্ম্মদ্বারা হে বিরক্ত শ্রেষ্ঠ! কৃপাপূর্ব্বক অদ্য আমার অঙ্গনকেই সফল করিয়াছেন এই স্থানেই আসুন শয়ন করুন, কিঞ্চিৎ ভোজন করুন, পান করুন, যদৃচ্ছাক্রমে আগত শ্রীদত্তা-ত্রয়কে এইরূপ বলিয়া সায়ংকালে সেই স্থান মার্জ্জন লেপ-নাদিদ্বারা সংস্কার করিয়াছিল, এইরূপ প্রচীনগণ বলেন।।

তথ্য— (ভাঃ ১১।২৩।২৮)—"নূনং মে ভগ-বাংস্তুষ্টঃ সর্ব্বদেবময়ো হরিঃ। যেন নীতো দশামেতাং নির্ব্বেদশ্চাত্মনঃ প্লবঃ"।।৩৭।।

মৈবং স্যুর্মন্দভাগ্যায়াঃ ক্লেশা নির্ব্বেদহেতবঃ।
যেনানুবন্ধং নির্হৃত্য পুরুষঃ শমমৃচ্ছতি।। ৩৮।।

অন্বয়ঃ— (ননু ধনাপ্রাপ্ত্যা ক্লিষ্টাসি কথং বিষ্ণুঃ প্রীতস্তত্রাহ) পুরুষঃ যেন (নির্ব্বেদেন অনুবন্ধং গৃহাদিকং) নিহৃত্য (পরিত্যজ্য) শমং ঋচ্ছতি (শান্তিং গচ্ছতি) মন্দ-ভাগ্যায়াঃ (অহং মন্দভাগ্যা চেত্তর্হি মম) নির্ব্বেদহেতবঃ (তস্য নির্ব্বেদস্য হেতুভূতাঃ) এবং ক্লেশাঃ মাস্যুঃ (ন ভবেয়ুঃ)।। ৩৮।।

অনুবাদ— পুরুষ যে-বৈরাগ্যহেতু গৃহাদি বিষয়-সমূহ পরিত্যাগপূর্ব্বক শান্তিলাভ করিয়া থাকে, আমি মন্দভাগ্যা হইলে তাদৃশ বৈরাগ্যজনক এই সকল ক্লেশের উদয় হইত না।। ৩৮।।

বিশ্বনাথ— ননু ধনাপ্রাপ্ত্যা ক্লিষ্টাসি, কথন্তে বিষ্ণুঃ প্রীতস্তত্রাহ,— মৈবমিতি। যদি মে বিষ্ণুর্ন প্রীতস্তদা মে মন্দভাগ্যায়া বেশ্যায়াঃ ক্লেশা নির্ব্বেদহেতবো ন স্যুঃ। যেন নির্ব্বেদেন অনুবন্ধং গৃহাদিকং নির্হৃত্য পরিত্যজ্য।।৩৮

টীকার বঙ্গানুবাদ— প্রশ্ন হইতে পারে ধন না পাইয়া কষ্ট পাইতেছ, কিরূপে তোমার প্রতি বিষ্ণু প্রীত হইলেন? এইরূপ বলিবেন না। যদি আমার প্রতি বিষ্ণু ভগবান প্রীত না হইবেন, তাহা হইলে মন্দ ভাগিনী বেশ্যা আমার এই ক্লেশ নির্ব্বেদের কারণ হইত না। যে নির্ব্বেদ দ্বারা এই গৃহাদি পরিত্যাগ করিয়া শান্তি লাভ করিলাম।।৩৮।।

তেনোপকৃতমাদায় শিরসা গ্রাম্যসঙ্গতাঃ।
ত্যক্ত্বা দুরাশাঃ শরণং ব্রজামি তমধীশ্বরম্।। ৩৯।।

অন্বয়ঃ— (অতশ্চাহং) তেন (শ্রীবিষ্ণুনা) উপকৃতং (নির্ব্বেদরূপং কৃতমুপকারং) শিরসা আদায় (ভক্ত্যা স্বীকৃত্য) গ্রাম্যসঙ্গতাঃ (গ্রাম্যবিষয়সম্বন্ধিনীঃ) দুরাশাঃ (দুষ্কামান্) ত্যক্ত্বা (পরিত্যজ্য) অধীশ্বরং তং (শ্রীবিষ্ণুমেব) শরণং ব্রজামি (আশ্রয়ং প্রাপ্নোমি)।। ৩৯।।

অনুবাদ— অতএব আমি শ্রীহরিকর্ত্তৃক কৃত উপকার শিরোদেশে গ্রহণপূর্ব্বক গ্রাম্যবিষয়সম্বন্ধী কামনা-সমূহ পরিত্যাগ করিয়া সেই জগদীশ্বর শ্রীহরিরই শরণাগতা হইব।। ৩৯।।

বিশ্বনাথ—অতস্তেন বিষ্ণুনা উপকৃতং কৃতমুপকার-মিমং নির্ব্বেদলক্ষণং শিরসা গৃহীত্বা গ্রাম্যেষু বিষয়েষু সঙ্গতাপ্যহম্।। ৩৯।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— অতএব শ্রীবিষ্ণু কর্ত্তৃক এই উপকার নির্ব্বেদরূপ বৈরাগ্য মস্তকে ধারণ করিয়া গ্রাম্য বিষয়সমূহে লিপ্তও আমি, সেই জগদীশ্বর শ্রীহরির শরণাগতা হইলাম।। ৩৯।।

সন্তুষ্টা শ্রদ্দধত্যেতদ্‌যথালাভেন জীবতী।
বিহরাম্যমুনৈবাহমাত্মনা রমণেন বৈ।। ৪০।।

অন্বয়ঃ— এতৎ (উপকরণং) শ্রদ্দধতী (শ্রদ্ধয়া স্বীকুর্ব্বন্তী) যথালাভেন জীবতী (যদৃচ্ছাপ্রাপ্তেন বস্তুনা জীবনং দধানা) সন্তুষ্টা (তৃপ্তকামা সতী) অহম্ আত্মনা (পরমাত্মরূপিণা) রমণেন (রতিপ্রদেন) অমুনা এব (শ্রীবিষ্ণুনৈব) বিহরামি বৈ (নূনং বিহারং করিষ্যামি)।। ৪০

অনুবাদ— অনন্তর তদীয় উপকারে বিশ্বাসযুক্তা এবং যদৃচ্ছালব্ধ বস্তুতে সন্তুষ্টা হইয়া পরমাত্মরূপী রতি-প্রদ শ্রীহরির সহিতই বিহার করিব।। ৪০।।

বিশ্বনাথ— শরণং গতা সতী কীদৃশী বুভূষসীত্যত আহ, সন্তুষ্টেতি। এতৎ শ্রদ্দধতী বিশ্বসতী এতদেব কিং তত্রাহ, বিহরামীতি।। ৪০।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— শরণাগতা হইয়া কিরূপ ইচ্ছা করিতেছ? তাহার উত্তরে বলি—সন্তুষ্ট হইয়া ভগবানের প্রতি শ্রদ্ধাবতী যথা লাভে জীবন ধারণ করিব এবং পর-মাত্মারূপী রতিপ্রদ শ্রীহরির সহিতই বিহার করিব।। ৪০।।

বিবৃতি— সর্ব্বতোভাবে কৃষ্ণসম্বন্ধে যাবতীয় বিষয়কে নিযুক্ত করিয়া যথা-যোগ্য বিষয়গ্রহণে কোন দোষ বা অপরাধ উৎপন্ন হয় না। সেবা-বৃত্তির অভাব হইতেই জড়ভোগের উৎপত্তি এবং তাহাই ক্লেশের মূল। ভগবৎ-সেবা-প্রবৃত্তি হইতেই জীবের জড়জগৎকে স্বীয় ভোগ্য-দর্শনের পরিবর্ত্তে ভোক্তৃভগবানের ভোগ্যরূপে দর্শন বা স্বীয় পূজ্য ভগবৎসেবোপকরণ দর্শন হয়। তখন বদ্ধভাব অপসারিত হইয়া ভগবৎ প্রেমতাৎপর্য্যপর মিত্রতার বাসনা হয়।। ৪০।।

সংসারকূপে পতিতং বিষয়ৈর্মুষিতেক্ষণম্।
গ্রস্তং কালাহিনাত্মানং কোঽন্যস্ত্রাতুমধীশ্বরঃ।। ৪১।।

অন্বয়ঃ— (ননু ব্রহ্মাদীন্ বিহায়ামুনৈবেতি কোহয়ং নিয়মস্তত্রাহ) অন্যঃ কঃ (বিষ্ণুং বিনাপরঃ কো নাম) সংসারকূপে পতিতং বিষয়ৈঃ (রূপরসাদিভিঃ) মুষিতেক্ষণম্ (অপহৃতবিবেকং) কালাহিনা (কালরূপ-সর্পেণ) গ্রস্তং (কবলিতম্) আত্মানং (জীবং) ত্রাতুং (রক্ষিতুম্) অধীশ্বরঃ (সমর্থো ভবতীত্যর্থঃ)।। ৪১।।

অনুবাদ— এই শ্রীহরি ব্যতীত অপর কেহই সংসার-কূপনিমগ্ন, রূপরসাদি বিষয়কর্ত্তৃক হৃতদৃষ্টি, কালসর্পগ্রস্ত জীবের উদ্ধারে সমর্থ নহে।। ৪১।।

বিশ্বনাথ— ননু ব্রহ্মাদীন্ হিত্বা অমুনৈবেতি কোহয়-মাগ্রহস্তত্রাহ,—সংসারেতি।। ৪১।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— প্রশ্ন হইতে পারে 'ব্রহ্মা আদি দেবগণকে ত্যাগ করিয়া এই বিষ্ণুর সহিতই তোমার আগ্রহ কেন? তাহার উত্তরে বলি—শ্রীহরি ব্যতীত অপরকেহই সংসারকূপে নিমগ্ন রূপ-রসাদি বিষয় দ্বারা নষ্ট দৃষ্টি, কালসর্পগ্রস্ত জীবের উদ্ধারে সমর্থ হয়।। ৪১।।

বিবৃতি— বদ্ধজীব খণ্ডকালরূপ সর্পের দংশনের যোগ্যতা লাভ করিয়া শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধের অনিত্য ভোক্তা হয়। উহাই সংসারকূপে পতিত হইবার কারণ। ভগবান্ই জীবকে এই বিষয়-কূপ হইতে উত্তোলন করিয়া স্বীয় সেবায় নিযুক্ত করিবার জন্য ইহজগতে নানাপ্রকার মঙ্গল-বিধান করিয়াছেন।। ৪১।।

আত্মৈব হ্যাত্মনো গোপ্তা নির্ব্বিদ্যেত যদাখিলাৎ।
অপ্রমত্ত ইদং পশ্যেদ্গ্রস্তং কালাহিনা জগৎ।। ৪২।।

অন্বয়ঃ— (তর্হি কিমাত্মত্রাণোপাধিনা ভজিষ্যসীতি তত্র নৈবেত্যাহ) যদা ইদং জগৎ কালাহিনা গ্রস্তং পশ্যেৎ (ততশ্চ) অপ্রমত্তঃ (বিবেকযুক্তঃ সন্) অখিলাৎ (সর্ব্ব-বিষয়াৎ) নির্ব্বিদ্যেত (বিরতো ভবেৎ তদা) আত্মা (স্বয়ম্) এব আত্মনঃ (স্বস্য) গোপ্তাহি (রক্ষণসমর্থো ভবতি, তস্মা-ত্তথাভূতাহমপি স্বয়মেবাত্মত্রাণে সমর্থা জাতা, ততঃ কেবলং প্রেম্নৈব ভজামীতি ভাবঃ।। ৪২।।

অনুবাদ— যখন পুরুষ এই জগৎকে কালসর্পগ্রস্ত দর্শন করিয়া বিবেকযুক্ত হইয়া সর্ব্ববিষয় হইতে বিরত হয়, তৎকালে আত্মা স্বয়ংই নিজের রক্ষণে সমর্থ হইয়া থাকে।। ৪২।।

বিশ্বনাথ— তর্হি কিমাত্মত্রাণোপাধিনা ভজিষ্যসীতি তত্র নৈবেত্যাহ, —আত্মৈবেতি। যদা হ্যাত্মা অখিলা-দ্ভোগান্নির্ব্বিদ্যেত, তত্র হেতুঃ ইদং জগৎ কালাহিনা গ্রস্তং পশ্যেৎ, তদা আত্মৈব আত্মনঃ স্বস্য গোপ্তা সংসারাদ্রক্ষিতা ভবেৎ। মমাত্মা চ সংপ্রত্যেতাদৃশ এবাভূদতোহহং স্বত এব নিস্তীর্ণসংসারা অভূবমেব। তেনাতঃ পরং কেবলং প্রেম্নৈব তং ভজিষ্যে ইতি ভাবঃ।। ৪২।।

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।
একাদশেহষ্টমোধ্যায়ঃ সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্।।
ইতি শ্রীল বিশ্বনাথচক্রবর্ত্তিঠক্কুরকৃতা শ্রীমদ্ভাগবতে
একাদশস্কন্ধে অষ্টমোহধ্যায়স্য সারার্থদর্শিনী
টীকা সমাপ্তা।

টীকার বঙ্গানুবাদ— তাহা হইলে কি আত্মার পরিত্রাণ হয় যে উপাধি দ্বারা তাহাকেই ভজন করিবে? তাহারে উত্তরে বলিতেছেন—না, যখন আত্মা সকল প্রকার ভোগ হইতে নির্ব্বেদ লাভ করিতেছে, তাহার কারণ এই জগত কালসর্পদ্বারা গ্রস্ত জানিবে। তখন আত্মাই আত্মার অর্থাৎ নিজের গোপ্তা অর্থাৎ সংসার হইতে রক্ষিতা হন। আমার আত্মাও সম্প্রতি এইরূপই হইয়াছিল, অতএব আমি স্বাভাবিকভাবেই সংসার হইতে নিস্তার লাভ করিয়াছিই। অতএব অতঃপর প্রেমভাবেই সেই বিষ্ণুকে ভজন করিব, ইহাই ভাবার্থ।। ৪২।।

ইতি ভক্তচিত্তের আনন্দদায়িনী সারার্থদর্শিনীতে একাদশস্কন্ধে এই অষ্টম অধ্যায় সাধুগণের সঙ্গে সমাপ্ত হইলেন।

ইতি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর কৃতা শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে অষ্টম অধ্যায়ের সারার্থদর্শিনী টীকার অনুবাদ সমাপ্ত হইলেন।

বিবৃতি— বদ্ধজীবের স্বরূপবিবেক উদিত হইলে

তিনি সেবা-প্রবৃত্তিক্রমে আত্মরক্ষা করিতে বল লাভ করেন। তখন জগৎ ভোগ করিবার প্রমত্ততার ভাব তাঁহাকে ব্যাকুল করে না। তাৎকালিক প্রবৃত্তির প্ররোচনায় খণ্ডকালে জীবের ভোগ-বুদ্ধির উদয় হয়। উহাই ঈশ-বৈমুখ্য। নিত্যস্বরূপের অনুদয়ে অজ্ঞানোত্থ খণ্ডকালানুভূতি, খণ্ডদ্রব্যানুভূতি ও আনন্দের অভাবজন্য ক্ষণভঙ্গুর আনন্দ-বিবর্ত্ত জীবকে কৃষ্ণানুশীলন হইতে বঞ্চিত করিয়া জড়রসের ভোক্তা করিয়া তুলে।। ৪২।।

শ্রীব্রাহ্মণ উবাচ—

এবং ব্যবসিতমতির্দুরাশাং কান্ততর্ষজাম্।
ছিত্ত্বোপশমমাস্থায় শয্যামুপবিবেশ সা।। ৪৩।।

অন্বয়ঃ— শ্রীব্রাহ্মণ উবাচ— এবং ব্যবসিতমতিঃ (নিশ্চিতবুদ্ধিঃ) সা (পিঙ্গলা) কান্ততর্ষজাং (কান্ততৃষ্ণা-জনিতাং) দুরাশাং (দুরভিলাষং) ছিত্ত্বা (সন্ত্যজ্য) উপশমম্ আস্থায় (চিত্তশান্তিমবলম্ব্য) শয্যাং (শয়নম্) উপবিবেশ (আশ্রিতবতী)।। ৪৩।।

অনুবাদ— শ্রীব্রাহ্মণ বলিলেন,—পিঙ্গলা এইরূপ নিশ্চয় সহকারে উপপতি সমাগম তৃষ্ণাজনিত দুরভিলাষ পরিত্যাগপূর্ব্বক চিত্তশান্তিলাভ করিয়া শয্যা আশ্রয় করিয়া ছিল।।

আশা হি পরমং দুঃখং নৈরাশ্যং পরমং সুখম্।
যথা সংচ্ছিদ্য কান্তাশাং সুখং সুষ্বাপ পিঙ্গলা ॥৪৪॥
ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং
সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামেকাদশস্কন্ধে
পিঙ্গলোপাখ্যানেঽষ্টমোঽধ্যায়ঃ ॥৮॥

অন্বয়ঃ— (ফলিতমাহ) আশা হি (এব) পরমং দুঃখং (পরমং দুঃখকারণং তথা) নৈরাশ্যম্ (আশারাহিত্যমেব) পরমং সুখং (সুখকারণং ভবতি)। যথা (যতঃ) পিঙ্গলা কান্তাশাং (সুখস্বপ্নপ্রতিকূলাং কান্তসমাগমবাসনাং) সংছিদ্য (বিনাশ্য) সুখং সুষ্বাপ (সুখেন নিদ্রাং গতা বভূব)।। ৪৪।।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে অষ্টমাধ্যায়স্যান্বয়ঃ।

অনুবাদ— ইহলোকে আশাই মানবগণের পরম-দুঃখ এবং নৈরাশ্যই পরমসুখের কারণ হইয়া থাকে, যেহেতু পিঙ্গলা কান্তসমাগমবাসনা পরিত্যাগ করিয়াই সুখনিদ্রা লাভে সমর্থা হইয়াছিল।। ৪৪।।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে অষ্টম অধ্যায়ের
অনুবাদ সমাপ্ত।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশস্কন্ধের অষ্টম
অধ্যায়ের মধ্ব, তথ্য সমাপ্ত।

বিবৃতি— ভোগময় জড়জগতে ভোক্তার নিত্য অশান্তি বিরাজমান। ত্রিবিধ তাপ শ্রেয়ঃপথের অন্তরালে অবস্থিত থাকিয়া সুযোগ পাইলেই অসতর্ক জীবকে নশ্বর জড়ভোগের ভোক্তা করিয়া তুলে। জড়ভোগের আশা-পাশে জড়ে প্রতিষ্ঠিত হইবার কু-বাসনা কখনও বদ্ধজীবকে রাবণ, কংস ও জরাসন্ধ বা অঘ বক-পূতনার আনুগত্য করাইয়া প্রতিষ্ঠাশা-পরায়ণ করায়। জড়-জগতের ক্ষণভঙ্গুর আশাপ্রদীপ নির্ব্বাপিত করিয়া ব্রজজনানুরাগী হইলেই বদ্ধজীবের সমস্ত মঙ্গল করায়ত্ত হয়। ফল্গুবৈরাগ্য জীবকে দাম্ভিক করিয়া তুলে; যুক্তবৈরাগ্যই জীবকে বিশুদ্ধসত্ত্বে বা অপ্রাকৃত বিচারে অবস্থান করায়। জড়ভোগের আশা-ভরসার প্রদীপ নির্ব্বাপিত না হওয়া পর্য্যন্ত শ্রীরাধাপদপঙ্কজ-সেবায় ভক্তের আশা স্থান লাভ করিতে পারে না।

"আশাভরৈরমৃতসিন্ধুময়ৈঃ" শ্লোক এতৎপ্রসঙ্গে আলোচ্য, তজ্জন্যই শ্রীগৌরসুন্দর বিপ্রলম্ভকেই রসোৎকর্ষ-সাধনের প্রকৃষ্ট উপায় বলিয়া নির্দেশ করেন।।৪৪

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশস্কন্ধের অষ্টম
অধ্যায়ের বিবৃতি সমাপ্ত।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশস্কন্ধের অষ্টম অধ্যায়ের গৌড়ীয় ভাষ্য সমাপ্ত।

নবমোঽধ্যায়ঃ

শ্রীব্রাহ্মণ উবাচ—

পরিগ্রহো হি দুঃখায় যদ্যৎ প্রিয়তমং নৃণাম্।
অনন্তং সুখমাপ্নোতি তদ্বিদ্বান্ যস্ত্বকিঞ্চনঃ।। ১।।

গৌড়ীয়-ভাষ্য

নবম অধ্যায়ের কথাসার

অবধূত ব্রাহ্মণকর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত চতুর্ব্বিংশতি গুরুর পূর্ব্ব দুই অধ্যায়ে বর্ণিত সপ্তদশ গুরু ব্যতীত অবশিষ্ট কুররাদি সপ্ত গুরুর ও তদতিরিক্ত দেহ-গুরুর বিষয় নবম অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে।

(১) কুরর পক্ষীর নিকট প্রাপ্ত শিক্ষা এই যে, আসক্তিই দুঃখজনক, অনাসক্ত অকিঞ্চন ব্যক্তি অনন্ত সুখের অধিকারী। (২) অজ্ঞ নিশ্চেষ্ট বালকের নিকট শিক্ষা এই যে, তাহার ন্যায় নিশ্চিন্ত অবস্থা লাভ করিয়া ভগবদ্ভজন করিতে পারিলে মানব পরানন্দে নিমগ্ন হইতে পারেন।(৩) কুমারীর নিকট শিক্ষা এই যে, তাহার অবশিষ্ট শঙ্খবলয়ের ন্যায় একাকী এক স্থানে অবস্থান-পূর্ব্বক চিত্ত স্থির করিয়া একমাত্র লক্ষ্য বস্তু ভগবানে মনঃসংযোগ করিতে হইবে। এই কুমারী তাহার বরণার্থ আগত পুরুষগণের আতিথ্যার্থ বন্ধুবান্ধবের অনুপস্থিতিতে স্বয়ং ধান্য-কুট্টনকালে শঙ্খবলয়ের পরস্পর ঝন্-ঝন্-শব্দ নিবারণার্থ প্রত্যেক হস্তে একটী মাত্র রাখিয়া অব-শিষ্টগুলি খুলিয়া ফেলিয়াছিল। বলয়গুলির ন্যায় বহু লোকের, এমন কি দুইজনের একত্র বাসেও পরস্পর কলহ ও প্রজল্প হইবার সম্ভাবনা। (৪) বাণ-নির্ম্মাতার নিকট শিক্ষা এই যে, সে যেমন একাগ্রচিত্তে বাণ-নির্ম্মাণ-সময়ে সমীপস্থ পথে গমনশীল রাজার বিষয় জানিতে পারে নাই, সেই প্রকার একাগ্র ও সংযতচিত্ত হইয়া শ্রীহরির আরাধনা করিতে হইবে। (৫) সর্পের নিকট শিক্ষা এই যে, মুনি ব্যক্তি সর্পের ন্যায় একাকী ভ্রমণশীল, নির্দ্দিষ্ট বাসস্থানশূন্য, সাবধান, গুহাশায়ী, অলক্ষ্যগতি, অসহায় এবং অল্পভাষী হইবেন। (৬) ঊর্ণনাভ হইতে প্রাপ্ত শিক্ষা, সে যে-প্রকার মুখদ্বারা সূত্র প্রসারণপূর্ব্বক স্বয়ংই পুনরায় উহা গ্রাস করে, সেই প্রকার পরমেশ্বরও নিজ হইতে এই বিশ্ব সৃষ্টি করিয়া পুনরায় নিজেই নিজের মধ্যে তাহার সংহার করিয়া থাকেন। (৭) পেশস্কারী ভ্রমরের রূপ প্রাপ্ত দুর্ব্বল কীটের নিকট হইতে শিক্ষা এই যে—জীব স্নেহ, বিদ্বেষ বা ভয়বশতঃ যে যে বস্তুর প্রতি বুদ্ধির সহিত একাগ্রভাবে মনোনিবেশ করে, সেই সেই বস্তুরই স্বরূপ লাভ করিয়া থাকে। (৮) দেহের উৎপত্তিবিনাশশীলতা ও ক্ষণভঙ্গুরতা এবং মনুষ্যজীবনের সুদুর্ল্লভতার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া ধীর ব্যক্তি ইহার প্রতি আসক্তিশূন্য হইয়া ইহাদ্বারা যথাযথ তত্ত্বানুসন্ধানপূর্ব্বক নিশ্রেয়স্ লাভে যত্নশীল হইবেন।

অন্বয়ঃ— শ্রীব্রাহ্মণঃ উবাচ— নৃণাং (নরাণাং) যৎ যৎ (বস্তু) প্রিয়তমং (ভবতি তস্য তস্য) পরিগ্রহঃ (আস-ক্তিঃ) হি (নূনং) দুঃখায় (দুঃখকরো ভবেৎ) তৎ (এবং তত্ত্বং) বিদ্বান্ (জানন্) যঃ (জনঃ) তু অকিঞ্চনঃ (ত্যক্ত-পরিগ্রহো ভবেৎ সঃ) অনন্তসুখং (পরমাশান্তিম্) আপ্নোতি (লভতে)।। ১।।

অনুবাদ— শ্রীব্রাহ্মণ বলিলেন,—মানবগণের যে যে বস্তু অতিশয় প্রিয়, সেই সকলের আসক্তিই দুঃখের কারণ হইয়া থাকে। যিনি ইহা জানিয়া অকিঞ্চন হইতে পারেন, তিনিই পরমানন্দলাভে সমর্থ হন্।। ১।।

বিশ্বনাথ—

নবমে সপ্ত গুরবঃ কুররাদ্যাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ।
দেহোঽষ্টমস্তদেবং স্যুর্গুরবঃ পঞ্চবিংশতি।।

বিশ্বনাথ— কুররাচ্ছিক্ষিতমাহ,—পরিগ্রহ ইতি দ্বাভ্যাম্। যৎ যৎ প্রিয়তমং বস্তু তস্য তস্য পরিগ্রহঃ তত্তস্মাৎ যস্ত্বকিঞ্চনো নিস্পৃহঃ, স এব বিদ্বান্, অনন্তং সুখমাপ্নোতি।। ১।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— এই নবম অধ্যায়ে কুররাদি

সাতজন গুরুর কথা বলা হইয়াছে। দেহ অষ্টমগুরু এই-রূপে পঁচিশগুরুর কথা বলা হইবে।

এখন কুরর পক্ষী হইতে শিক্ষার বিষয় বলিতেছেন দুইটি শ্লোকদ্বারা, যাহা যাহা মনুষ্যগণের প্রিয়তম বস্তু তাহা তাহা গ্রহণ করিতে গেলে মহাদুঃখের বিষয় হয়, যিনি ঐসকল বস্তু স্পৃহাশূন্য হইয়া অকিঞ্চনভাবে থাকেন, তিনিই বিদ্বান্ অনন্তসুখ লাভ করেন।। ১।।

বিবৃতি— ভগবৎবিস্মৃতিক্রমে রজস্তমোগুণজাত বস্তুতে বদ্ধজীবের রুচি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়। রজস্তমো রহিত বিশুদ্ধসত্ত্ব ভগবল্লাভের জন্য বদ্ধজীবের স্বাভাবিকী চেষ্টা নাই। রজস্তমো-গুণ হইতেই ক্লেশের উৎপত্তি। গুণমিশ্রসত্ত্বায় অল্পকালের জন্য দুঃখাভাব থাকিলেও অনন্তসুখলাভের সম্ভাবনা নাই। মিশ্রসত্ত্বায় তাৎকালিক দুঃখ-নিবৃত্তি কথিত হইলেও গুণরহিত বিশুদ্ধসত্ত্বে অবস্থিত অকিঞ্চন ভক্ত গুণজাত জগতের দুঃখে প্রবেশ না করিয়া বিশুদ্ধসত্ত্বের অবগতিক্রমে অনন্তসুখ লাভ করেন। ইন্দ্রিয়জজ্ঞানে বদ্ধজীব পরিচ্ছিন্ন পরিণামশীল লোভনীয় বস্তুর উপলব্ধির দিকে ধাবমান হইয়া কৃষ্ণেতর বস্তুর দানলাভের জন্য ব্যগ্র হয়—উহাই তাহার দুঃখের কারণ।।১

সামিষং কুররং জঘ্নুর্বলিনোঽন্যে নিরামিষাঃ।
তদামিষং পরিত্যজ্য স সুখং সমবিন্দত।। ২।।

অন্বয়ঃ— নিরামিষাঃ (আমিষশূন্যাঃ) বলিনঃ (বলবন্তঃ) অন্যে (কুররাঃ) সামিষং (মাংসগ্রাহিণং) কুররং (তদাখ্যং পক্ষিণং যদা)জঘ্নুঃ (তদামিষগ্রহণায় হন্তুমুপক্রমং চক্রুঃ) তদা (তস্মিন্‌কালে) সঃ (কুররঃ) আমিষং (গৃহীত-মাংসং) পরিত্যজ্য (ত্যক্ত্বা) সুখং (কল্যাণং) সমবিন্দত (প্রাপ্তঃ)।। ২।।

অনুবাদ— একদা অলব্ধমাংস কুররপক্ষিগণ মাংসগ্রাহী অপর এক কুরর পক্ষীকে মাংসগ্রহণের জন্য আক্রমণ করিলে তৎকালে ঐ পক্ষী গৃহীত মাংস পরিত্যাগপূর্ব্বক শান্তিলাভ করিয়াছিল।। ২।।

বিশ্বনাথ— তদাহ,—সামিষং মাংসগ্রাহিণং, স কুররঃ।। ২।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— তাহাই বলিতেছেন—সামিষ অর্থাৎ মাংসগ্রাহী কোন কুরর পক্ষীকে বলবান অন্য কুরর পক্ষী তাড়া করিলে সে ঐ আমিষ ত্যাগ করিয়া পরমসুখ লাভ করিল।। ২।।

বিবৃতি— হিংসা-নীতি অবলম্বন করিয়া কুররপক্ষী অপর পক্ষী বধ করে এবং তাহার মাংস-ভক্ষণের জন্য শ্যেন-গৃধ্রাদিরও অভাব নাই। যখন সে অপর জীবের হিংসা-নীতি ত্যাগ করে, তদ্দর্শনে তাহার হননকারিগণও তাহার প্রতি হিংসা করে না। তদ্রূপ ভগবৎপ্রেমা লাভে উৎসুক ব্যক্তির সুখের ব্যাঘাতকারক কোন শত্রু থাকে না।। ২।।

ন মে মানাপমানৌ স্তো ন চিন্তা গেহপুত্রিণাম্।
আত্মক্রীড় আত্মরতির্বিচরামীহ বালবৎ।। ৩।।

অন্বয়ঃ— (অর্ভকাচ্ছিক্ষিতমাহ) মে (মম) মানাপমানৌ (মানঞ্চাপমানঞ্চ) ন স্তঃ (ন বর্ত্তেতে) গৃহপুত্রিণাং (গৃহপুত্রবতাং) চিন্তা (যা গৃহপুত্রাদিবিষয়া চিন্তা বর্ত্ততে সা চ) ন (মম নাস্তি ততোঽহম্) আত্মক্রীড়ঃ (আত্মনৈব ক্রীড়া যস্য সঃ) আত্মরতিঃ (আত্মনি রতির্যস্য স তাদৃশঃ সন্) ইহ (অস্মিন্ সংসারে) বালবৎ (বালক ইব) বিচরামি (ভ্রমামি)।। ৩।।

অনুবাদ— আমার কোনরূপ মান, অপমান বা অন্য গৃহস্থগণের ন্যায় গৃহ-পুত্রাদি বিষয়ে চিন্তা নাই; অতএব আমি বালকের ন্যায় স্বতঃ ক্রীড়াশীল এবং স্বতঃ সন্তুষ্ট হইয়া বিচরণ করিতেছি।। ৩।।

বিবৃতি— সাংসারিক নিন্দা বা প্রশংসা গৃহস্থজীবনে সুষ্ঠুভাবে লাভ করিবার সঙ্কল্প না থাকিলে আত্মাই একমাত্র লক্ষ্যবস্তু হয়।। ৩।।

দ্বাবেব চিন্তয়া মুক্তৌ পরমানন্দ আপ্লুতৌ।
যো বিমুগ্ধো জড়ো বালো যো গুণেভ্যঃ পরং গতঃ।। ৪

অন্বয়ঃ—(নন্বজ্ঞসর্ব্বজ্ঞয়োঃ কিং সাদৃশ্যং নৈশ্চিন্ত্যং পরমং সুখমিত্যাহ) যঃ বিমুগ্ধঃ (অজ্ঞঃ) জড়ঃ (অনুদ্যমঃ) বালঃ (বালকো ভবতি) যঃ গুণেভ্যঃ পরং (প্রকৃতেরতীতমীশ্বরং) গতঃ (প্রাপশ্চ তৌ) দ্বৌ এব অচিন্তয়া (চিন্তারাহিত্যেন) যুক্তৌ (সঙ্গতৌ তথা) পরমানন্দে (পরমসুখে) আপ্লুতৌ (নিমগ্নৌ চ ভবতঃ)।। ৪।।

অনুবাদ— অজ্ঞ নিশ্চেষ্ট বালক এবং অপ্রাকৃত তত্ত্বজ্ঞ পুরুষ—এই উভয়েই নিশ্চিন্ত ও পরমানন্দে নিমগ্ন হইয়া থাকেন।। ৪।।

বিশ্বনাথ— বালকাচ্ছিক্ষিতমাহ,— নেতি।। ৪।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— বালক হইতে শিক্ষার বিষয় বলিতেছেন—আমার মান ও অপমান নাই, গৃহ পুত্রাদির চিন্তা নাই, আমি এই সংসারে বালকের ন্যায় নিজে নিজেই খেলা করি ও আনন্দ লাভ করি।। ৩-৪।।

বিবৃতি— সংসারে নানা-বস্তুর যাদৃশী ভোগপ্রার্থনা করিয়া বদ্ধজীবের বিচার উপস্থিত হয়, সেই অত্যধিক ভোগবাসনা জীবকে উত্তরোত্তর অভিনিবেশের মধ্যে পাতিত করে। তৎপ্রতি উদাসীনস্বভাববিশিষ্ট জনগণ সেরূপ দুঃখ হইতে মুক্ত হইয়া আনন্দ লাভ করেন।। ৪

ক্বচিৎ কুমারী আত্মানং বৃণানান্ গৃহমাগতান্।
স্বয়ং তানর্হয়ামাস ক্বাপি যাতেষু বন্ধুষু।। ৫।।

অন্বয়ঃ—(কুমার্য্যাঃ শিক্ষিতং বক্তুমাখ্যায়িকামাহ) ক্বচিৎ (কদাচিৎ) কুমারী (কাচিদ্ বিবাহ-যোগ্যা বালিকা) বন্ধুষু (পিত্রাদি-স্বজনেষু) ক অপি যাতেষু (গৃহাদন্যত্র কুত্রচিৎ প্রস্থিতেষু সৎসু) আত্মানং বৃণানান্ (স্ববরণার্থিনঃ) গৃহম্ আগতান্ তান তু (জনান্) স্বয়ং অর্হয়ামাস (আতিথ্যেন পূজয়ামস)।। ৫।।

অনুবাদ—একদা এক বিবাহযোগ্যা বালিকা স্বীয় পিত্রাদি বান্ধবগণের স্থানান্তরে গমনকালে নিজের বরণার্থ গৃহে কতিপয় পুরুষ উপস্থিত হওয়ায় স্বয়ই তাঁহাদের আতিথ্যসৎকার সম্পাদন করিতেছিল।। ৫।।

বিশ্বনাথ— কুমার্য্যাঃ শিক্ষিতমাহ,—তদাখ্যানেন ক্বচিদিতি। অর্হয়ামস আবৃতসর্ব্বাঙ্গৈব গেহান্নিষ্ক্রম্য দর্ভাসন জলাদিভিরাতিথ্যং চক্রে। বন্ধুষু পিতৃমাত্রাদিষু।। ৫।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— কুমারী হইতে শিক্ষার বিষয় বলিতেছেন—গল্পচ্ছলে কোন এক বিবাহ যোগ্যা বালিকা তাঁহার পিতা আদি বান্ধবগণ গৃহের বাহিরে অন্যস্থানে গেলে ঐ কন্যাকে বরণ করিবার জন্য তাহাদের গৃহে কতিপয় পুরুষ উপস্থিত হইলে কুমারী বস্ত্রদ্বারা সর্ব্বাঙ্গ ঢাকিয়া গৃহ হইতে বাহির হইয়া কুশাসন জলাদি দ্বারা অতিথিগণের সেবা করিল।। ৫।।

তেষামভ্যবহারার্থং শালীন্ রহসি পার্থিব।
অবঘ্নন্ত্যাঃ প্রকোষ্ঠস্থাশ্চক্রুঃ শঙ্খাঃ স্বনং মহৎ।। ৬।।

অন্বয়ঃ— (হে) পার্থিব! (হে রাজন্!) তেষাম্ (অতিথীনাম্)অভ্যবহারার্থং (ভক্ষণার্থং) রহসি (নির্জ্জনে) শালীন্ (তদাখ্যধান্যানি) অবঘ্নন্ত্যাঃ (বিতুষান্ কুর্ব্বন্ত্যাস্তস্যাঃ) প্রকোষ্ঠস্থাঃ (হস্ত প্রকোষ্ঠভাগস্থিতাঃ)শঙ্খাঃ (শঙ্খবলয়াঃ) মহৎ স্বনং (পরস্পরমাঘাতেনোচ্চৈঃ শব্দং) চক্রুঃ (কৃতবন্তঃ)।। ৬।।

অনুবাদ— হে রাজন্! উক্ত কুমারী অতিথিগণের ভোজনার্থ শালিধান্য-কুট্টনে প্রবৃত্তা হইলে হস্তস্থিত শঙ্খবলয়সমূহের পরস্পর আঘাতে মহাশব্দ হইতে লাগিল।।৬

বিশ্বনাথ—কদা তে আয়াস্যন্তি কদা তণ্ডুলান্ করিষ্যন্তীতি মনসি কুর্ব্বত্যাস্তস্যাশ্চেষ্টিতমাহ,— তেষামিতি। শঙ্খাঃ শঙ্খবলয়াঃ।। ৬।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— বাড়ীর লোক কখন আসিবে কখন চাউল তৈরী করিবে এই মনে চিন্তা করিয়া সেই বালিকা অথিতিসেবার জন্য গৃহমধ্যে চাউল তৈরী করিতে আরম্ভ করিল, কিন্তু তাহার হস্তস্থিত শঙ্খবলয় কঙ্কণাদি উচ্চশব্দ করিতে লাগিল।। ৬।।

সা তজ্জুগুপ্সিতং মত্বা মহতী ব্রীড়িতা ততঃ।
বভঞ্জৈকৈকশঃ শঙ্খান্ দ্বৌ দ্বৌ পাণ্যোরশেষয়ৎ।। ৭।।

অন্বয়ঃ— মহতী (বুদ্ধিমতী) সা (কুমারী) তৎ (শাল্যবহননং) জুগুপ্সিতং (দারিদ্র্যদ্যোতকত্বান্নিন্দিতং) মত্বা (জ্ঞাত্বা) ব্রীড়িতা (লজ্জিতা সতী) ততঃ (প্রকোষ্ঠাৎ) ঐকৈকশঃ (ক্রমেণৈকৈকং কৃত্বা সর্ব্বান্) শঙ্খান্ বভঞ্জে (অপসারিতবতী পরন্তু) পাণ্যোঃ (হস্তযুগলে) দ্বৌ দ্বৌ (প্রত্যেকং দ্বৌ শঙ্খৌ) অশেষয়ৎ (অবশিষ্টতয়া রক্ষিতবতী)।। ৭।।

অনুবাদ— ধান্যকুট্টন দারিদ্রের পরিচায়ক, সুতরাং অতিথিগণের নিকট নিতান্ত নিন্দাজনক মনে করিয়া বুদ্ধিমতী কুমারী লজ্জায় হস্ত হইতে ক্রমশঃ সমস্ত বলয় অপসারিত করিয়া প্রতি হস্তে দুই দুইটি অবশিষ্ট রাখিল।। ৭

উভয়োরপ্যভূদ্‌ঘোষো হ্যবঘ্নন্ত্যাঃ স্বশঙ্খয়োঃ।
তত্রাপ্যেকং নিরভিদদেকস্মান্নাভবদ্-ধ্বনিঃ।। ৮।।

অন্বয়ঃ— (ততঃ) অবঘ্নন্ত্যাঃ (শাল্যবহননরতায়াস্তস্যাঃ) উভয়োঃ অপি স্বশঙ্খয়োঃ ঘোষঃ (শব্দঃ) অভূৎ হি (জাতস্তস্মাৎ) তত্র অপি (উভয়োরপি) একং (শঙ্খং) নিরভিদৎ (অপসারিতবতী ততঃ) একস্মাৎ (শঙ্খাৎ) ধ্বনিঃ ন অভবৎ (ন জাতঃ)।। ৮।।

অনুবাদ— অনন্তর ধান্যকুট্টনে প্রবৃত্তা হইলে পুনরায় ঐ উভয় শঙ্খের পরস্পর আঘাতে শব্দ হইতে লাগিল, তখন তথা হইতে এক একটী অপসারিত করিয়া প্রতি হস্তে একটী মাত্র অবশিষ্ট রাখিলে শব্দ নিবৃত্ত হইয়াছিল।। ৮।।

বিশ্বনাথ— তৎ শাল্যবহননং দারিদ্র্যেদ্যোতকত্বাৎ জুগুপ্সিতম্। মহতী বুদ্ধিমতী।। ৭-৮।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— সেই বলিকা তখন মহা লজ্জায় পড়িল কারণ ধান্য কুটিয়া তণ্ডুল তৈরী করা দারিদ্রের সূচক ও নিন্দনীয়। সেই মহাবুদ্ধিমতী বালিকা এক এক করিয়া হস্তের কঙ্কণগুলি খুলিয়া দুইটি করিয়া মাত্র রাখিল তখন তাহাতেও শব্দ হইতেছে দেখিয়া এক এক খানি মাত্র রাখিল তখন আর শব্দ হয় না।। ৭-৮।।

অন্বশিক্ষমিমং তস্যা উপদেশমরিন্দম।
লোকাননুচরন্নেতান্ লোকতত্ত্ববিবিৎসয়া।। ৯।।

অন্বয়ঃ— (ননু কুমার্য্যাস্তব চ কথং সঙ্গতিরিত্যাহ হে) অরিন্দম! (হে শত্রুদমন। অহং) লোকতত্ত্ববিবিৎসয়া (লোকতত্ত্বং বেদিতুমিচ্ছয়া) এতান্ (সর্ব্বান্) লোকান্ (ভুবনানি) অনুচরন্ (পর্য্যটন্) তস্যাঃ (কুমার্য্যাঃ) ইমম্ উপদেশম্ অন্বশিক্ষং (স্বচক্ষুরা দৃষ্টৈব শিক্ষিতবান্, ন তু সর্ব্বজ্ঞত্বাদিতি ভাবঃ)।। ৯।।

অনুবাদ— হে রিপুদমন! আমি লোকচরিত্র শিক্ষার জন্য পৃথিবীতে সর্ব্বত্র পরিভ্রমণ করিতে করিতে নিজ চক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়া কুমারীর নিকট হইতে ইহা শিক্ষা করিয়াছি।। ৯।।

বিশ্বনাথ— লোকাননুচরন্নিতি। তদ্দিনে ময়া তত্রৈব স্থিতমিতি সর্ব্বেঽপ্যেতে গুরবো ময়া স্বচক্ষুষৈব দৃষ্টা, নতু সর্ব্বজ্ঞত্বাজ্জ্ঞাতা ইতি ভাবঃ।। ৯।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— যে যদু মহারাজ! আমি ঐ বালিকা হইতে উপদেশ শিক্ষা করিলাম—আমি লোক সকল মধ্যে বিচরণকারী ঐদিনে সেইখানেই উপস্থিত ছিলাম। এই সকল গুরু আমি স্বচক্ষে দেখিয়া শিক্ষালাভ করিয়াছি, আমি যে সর্ব্বজ্ঞ তাহা নহি, ইহাই ভাবার্থ।। ৯।।

বাসে বহূনাং কলহো ভবেদ্বার্ত্তা দ্বয়োরপি।
এক এব বসেৎ তস্মাৎ কুমার্য্যা ইব কঙ্কণঃ।। ১০।।

অন্বয়ঃ—বহূনাম্ (অনেকেষাং জনানাং) বাসে (একত্রাবস্থানে) কলহঃ (বিবাদস্তথা) দ্বয়োঃ অপি (একত্রাবস্থানং) বার্ত্তা (গোষ্ঠীহেতুঃ) ভবেৎ, তস্মাৎ কুমার্য্যাঃ কঙ্কণঃ (শঙ্খবলয়ঃ) ইব একঃ এব (অসহায় এব) বসেৎ (তিষ্ঠেৎ)।। ১০।।

অনুবাদ— অনেক পুরুষের একত্র বাসকালে কলহ এবং দুই ব্যক্তির একত্র বাসে পরস্পর নানাবিষয়ের প্রজল্প হয় বলিয়া কুমারীর শঙ্খবলয়ের ন্যায় একাকীই অবস্থান করিবে।। ১০।।

বিশ্বনাথ— বাসো বাসে ইতি চ দ্বৌ পাঠৌ। অত্র দরিদ্রকুমারী অপ্রাপ্তপতিকা ঝণৎকারাভাবার্থং যথা কঙ্কণান্ দূরীকরোতি, তথৈব জ্ঞানযোগঃ স্বাশ্রিতান্ মুনীন্ নিঃসঙ্গানেব করোতি। যথা চ রাজকুমারী পতিমতী পতিমভিসরন্তী ঝণৎকারসিদ্ধ্যর্থং কঙ্কণান্ পরিধত্তে, তথৈব শ্রীমতী ভক্তিদেবী সাশ্রিতান্ বৈষ্ণবান্ মধুমধুরতরনামকীর্ত্তনধ্বনিরসার্থং তান্ পরস্পরসঙ্গিন এব বিধত্তে নত্বসঙ্গিন ইতি জ্ঞেয়ম্। যদুক্তং ভগবতা—(ভাঃ ৩।২৫।৩৪)

"নৈকাত্মতাং মে স্পৃহয়ন্তি
কেচিন্মৎপাদসেবাভিরতা মদীহাঃ।
যেঽন্যোন্যতোভাগবতাঃ প্রসজ্য
সভাজয়ন্তে মম পৌরুষাণি।।" ইতি

টীকার বঙ্গানুবাদ—শিক্ষাসার বলিতেছেন—এস্থলে দরিদ্র কুমারী তখনও পতি লাভ করে নাই, ঝণৎকার শব্দের অভাবের জন্য নিজ কঙ্কণগুলিকে খুলিয়া রাখিল। সেইরূপ জ্ঞানযোগীগণ নিজ আশ্রিত মুনিগণকে নিজে নিঃসঙ্গ হইয়া অন্যকে দূরে সরাইয়া রাখিল আর যেমন রাজকুমারী বিবাহিতা স্বামীর নিকট গমন করে এবং কঙ্কণের শব্দ শুনাইবার জন্য বহুকঙ্কন পরিধান করে, সেইরূপ শ্রীমতী ভক্তিদেবী নিজ আশ্রিত বৈষ্ণবগণকে মধুর হইতে মধুরতর নাম সংকীর্ত্তন ধ্বনি রস আস্বাদন করাইবার জন্য ঐ ভক্ত বৈষ্ণবগণকে পরস্পর সঙ্গবদ্ধই করান, অসঙ্গ করান না ইহা জানিবেন। তাহাই ভগবান্ বলিয়াছেন আমাকে পাইবার জন্য আমার চরণসেবারত মহৎগণ নিঃসঙ্গ ইচ্ছা করেন না, তাঁহারা পরস্পর ভাগবতগণের সহিত মিলিত হইয়া আমার লীলাকথা সভাতে আস্বাদন করেন।। ১০।।

বিবৃতি— একের অধিক ব্যক্তির বিভিন্ন উদ্দেশ্যবশে পরস্পরের মধ্যে কলহ উপস্থিত হয়। কুমারীর হস্তস্থিত কঙ্কণসমূহ পরিত্যক্ত হইয়া এক একটি কঙ্কণমাত্র উভয় হস্তে থাকিলে উহাদের মধ্যে বিবাদজনিত ধ্বনি দেখা যায় না। দুর্জ্জন-সঙ্গত্যাগ সর্ব্বতোভাবে বিহিত। বৈষ্ণবের চরিত্র সর্ব্বদা পবিত্র। যেখানে অবৈষ্ণব-সঙ্গ, সেখানেই বৈষ্ণববিদ্বেষ-রূপ প্রতিকূলবিচারের ধ্বনি, তজ্জন্য একাগ্র হইয়া সকলের ভগবানের উপাসনা করাই বিহিত। বহু ব্যক্তি একত্র হইয়া সমতানে কীর্ত্তন করিলে সমতানের ব্যাঘাত হয় না। কিন্তু যেস্থলে অব্যবসায়ী ব্যক্তির বহু উদ্দেশ্য, সেখানে সঙ্ঘের সাফল্য নাই। উদ্যোগের বিরোধী ব্যক্তিগণের সমাবেশেই ভজনের ব্যাঘাত ঘটে। তজ্জন্য স্বজাতীয়াশয় লইয়া ভজনই একায়ন পদ্ধতিতে নির্জ্জনতার লক্ষণ, নতুবা পরস্পরের মধ্যে বিরোধ অবশ্যম্ভাবী।। ১০।।

মধ্ব—

অসজ্জনৈস্তু সম্বাসো ন কর্ত্তব্যঃ কথঞ্চন।
যাবদ্যাবচ্চ বহুভিঃ সজ্জনৈঃ স তু মুক্তিদঃ।।
ইতি ষাড়্গুণ্যে।।১০।।

মন একত্র সংযুঞ্জ্যাজ্জিতশ্বাসো জিতাসনঃ।
বৈরাগ্যাভ্যাসযোগেন ধ্রিয়মাণমতন্ত্রিতঃ।। ১১।।

অন্বয়ঃ—(চিত্তৈকাগ্রতা দ্বৈতাস্ফূর্ত্তিলক্ষণসমাধিহেতুরিতি শরকারাচ্ছিক্ষিতমিত্যাহ) জিতাসনঃ (আসনজয়ী ততঃ) জিতশ্বাসঃ (শ্বাসজয়ী) অতন্ত্রিতঃ (সাবধানশ্চ সন্) বৈরাগ্যাভ্যাসযোগেন (বৈরাগ্যেণ বিষয়নাশদর্শনজাতয়া তদনাসক্ত্যা, অভ্যাসযোগেন নিরন্তরানুশীলনক্রমেণ চ) ধ্রিয়মাণম্ (স্থিরীক্রিয়মাণম্) মনঃ (চিত্তম্) একত্র (একস্মিন্নেব লক্ষ্যে বস্তুনি) সংযুঞ্জ্যাৎ (নিবেশয়েৎ)।। ১১।।

অনুবাদ— আসনজয়ী ও শ্বাসজয়ী হইয়া সাবধানে বৈরাগ্য ও অভ্যাসযোগে চিত্ত স্থির করিয়া একমাত্র লক্ষ্যবস্তুতে মনঃসংযোগ করিবে।। ১১।।

বিশ্বনাথ—চিত্তৈকাগ্র্যং শরকারাচ্ছিক্ষিতমিত্যাহ,—মন ইতি ত্রিভিঃ। রাগবলাদেব মন ইতস্ততশ্চলতীত্যত আহ,—বৈরাগ্যেতি। ধ্রিয়মাণং ভক্তিমিশ্রাষ্টাঙ্গযোগোক্তধারণাভ্যাসেন।। ১১।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— শর নির্ম্মাণকারী হইতে চিত্তের একাগ্রতা শিক্ষার বিষয় বলিতেছেন তিনটি শ্লোকদ্বারা।

অনুরাগের বশেই মন ইতস্তত ভ্রমণ করে, অতএব বৈরাগ্য অভ্যাসদ্বারা ভক্তিমিশ্র অষ্টাঙ্গযোগে শাস্ত্রোক্ত ধারণা অভ্যাস করিবে।। ১১।।

যস্মিন্মনো লব্ধপদং যদেতৎ
শনৈঃ শনৈর্মুঞ্চতি কর্ম্মরেণূন্।
সত্ত্বেন বৃদ্ধেন রজস্তমশ্চ
বিধূয় নির্ব্বাণমুপৈত্যনিন্ধনম্।। ১২।।

অন্বয়ঃ—(একত্রেতি কুরু তদাহ) যৎ (লয়বিক্ষেপাত্মকম্) এতদ্ মনঃ যস্মিন (পরমানন্দরূপে ভগবতি) লব্ধপদং (লব্ধপ্রতিষ্ঠং সৎ) শনৈঃ শনৈঃ (ক্রমেণ) কর্ম্মরেণূন্ (কর্ম্মবাসনাঃ) মুঞ্চতি (ত্যজতি) বৃদ্ধেন (প্রবৃদ্ধেন) সত্ত্বেন রজঃ তমঃ বিধূয় (পরিত্যজ্য) অনিন্ধনম্ (ইন্ধনং গুণাস্তৎকার্য্যঞ্চ তদ্‌রহিতং সৎ) নির্ব্বাণম্ (অবৃত্তিকং ধ্যোয়াকারেণাবস্থানম্) উপৈতি চ (লভেত তত্র সংযুঞ্জ্যাৎ)।। ১২।।

অনুবাদ— লয়বিক্ষেপাত্মক এই চিত্তে যে ভগবদ্‌বস্তুতে প্রতিষ্ঠালাভ করিলে ক্রমশঃ কর্ম্ম বাসনা পরিত্যাগ এবং রজঃ ও তমোগুণ পরিহারপূর্ব্বক সত্ত্বগুণদ্বারা ইন্ধনরহিত অগ্নির ন্যায় নির্ব্বাণ লাভ হয়, সেই জগদীশ্বরের প্রতিই মনঃসংযোগ করিবে।। ১২।।

বিশ্বনাথ— যস্মিন্ যন্মনো লব্ধপদং ভবতি তত্রস্থং এতন্মনঃ কর্ম্মরেণূন্ কর্ম্মবাসনা মুঞ্চতি, ততশ্চ সত্ত্বেন বৃদ্ধেন সতা রজস্তমশ্চ বিধূয়েতি রজস্তমসোরভাবে বিক্ষেপলয়শূন্যং মনোবৃত্ত্যন্তরশূন্যং নির্ব্বাণং সত্যস্যাপি ক্ষীণীভূতত্বাৎ নির্ব্বাণং পরানন্দমুপৈতি। ইন্ধনং গুণাস্তৎকার্য্যঞ্চ তদ্রহিতম্।। ১২।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— যেখানে মন নিবিষ্ট হয় সেইস্থলে এই মন কর্ম্মবাসনা ত্যাগ করে, তৎপরে সত্ত্বগুণের বৃদ্ধি দ্বারা রজস্তম গুণ ধৌত করে। রজস্তমগুণ না থাকিলে মন বিক্ষেপ ও লয়শূন্য হইয়া নির্ব্বাণ অর্থাৎ সত্ত্বগুণ ও ক্ষীণপ্রাপ্ত হেতু নির্ব্বাণ অর্থাৎ পরম আনন্দ লাভ করে। যেমন কাষ্ঠরূপ গুণ ও তাহার কার্য্য শূন্য হওয়ায় অগ্নি স্বভাবতঃই নির্ব্বাপিত হয়।। ১২।।

বিবৃতি— গুণগুলি পরস্পর বিরোধ উৎপাদন করে, তজ্জন্য মনোধর্ম্মবিদ্‌গণ সর্ব্বদা মনকে বশীভূত করিবার যত্ন করেন। তামসিকী ও রাজসিকী প্রবৃত্তি হইতে মুক্ত হইলে জীবের মঙ্গল হয়। মনের নিগ্রহই গুণমুক্ত হইবার একমাত্র উপায়।। ১২।।

মধ্ব—

বাহ্যং মনো বিলীনং স্যাৎ মুক্তৌ চিন্মাত্রকং মনঃ।
তেনৈবানুভবেৎ সর্ব্বং স্বাত্মাভিন্নেন মুক্তিদঃ।।
ইতি মুক্তিতন্ত্রে।। ১২।।

তদৈবমাত্মন্যবরুদ্ধচিত্তো
ন বেদ কিঞ্চিদ্বহিরন্তরং বা।
যথেষুকারো নৃপতিং ব্রজন্ত-
মিষৌ গতাত্মা ন বিবেদ পার্শ্বে।। ১৩।।

অন্বয়ঃ— (ততশ্চ ন দ্বৈতস্ফূর্ত্তিরিত্যাহ) ইষুকারঃ (শরনির্ম্মাতা) ইষৌ (বাণে) গতাত্মা (তস্য ঋজুকরণে দত্তচিত্তঃ সন্) যথা (যদ্বৎ) পার্শ্বে (সমীপে) ব্রজন্তং (গচ্ছন্তং) নৃপতিং (রাজানমপি) ন বিবেদ (ন জ্ঞাতবান্ জনোঽপি) তদা (পূর্ব্বোক্তায়াং দশায়াম্) আত্মনি (পরমাত্মনি) এবম্ (ইষুকারবৎ) অবরুদ্ধচিত্তঃ (নিরুদ্ধমনাঃ সন্) বহিঃ (দর্শনাদিনা বাহ্যং তথা) অন্তরং (স্মৃত্যভ্যন্তরং বা) কিঞ্চিৎ (কিমপি বস্তু) ন বেদ (ন জানাতি)।।

অনুবাদ— এককালে কোন এক বাণ-নির্ম্মাণকারী পুরুষ বাণ সরল করিতে প্রবৃত্ত হইয়া তদ্‌বিষয়ে অত্যন্ত মনঃসংযোগহেতু সমীপস্থমার্গে গমনশীল রাজার বিষয় জানিতে পারে নাই। মুনি ব্যক্তিও ঈশ্বরে আত্মসমর্পণকালে উক্ত বাণনির্ম্মাণকারীর ন্যায় সংযতচিত্ত হইয়া বাহ্য বা আভ্যন্তরীণ অন্য কোন বিষয় জানিতে পারেন না।।১৩

বিশ্বনাথ— আত্মনি ভগবতি, ইষৌ গতাত্মা তস্য ঋজুকরণার্থং তদেকাগ্রচিত্তত্বাত্তন্ময়ীভবন্মনাঃ। ভেরীঝঙ্কারঘোষৈরন্তিকে ব্রজন্তমপি নৃপতিং ন বেদ।। ১৩।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— শ্রীভগবানে মনোনিবেশ

করিতে হইলে ঐ শরকারের ন্যায় একাগ্রচিত্ত হইয়া শর-নির্ম্মাণ কালে এবং ঐশরটিকে সরল করিবার জন্য একাগ্র চিত্ত হইলে পর, তাহার নিকট দিয়া রাজা তুড়ীভেরী ঝংকার উঠাইয়া চলিয়া গেলেও সে জানিতে পারে নাই।।১৩

বিবৃতি— একমাত্র কৃষ্ণসেবা তৎপরতাই কৃষ্ণেতর বস্তুর প্রতি হইতে নিরস্ত হইবার উপায়। অনাত্মবস্তুর বহুত্বনিবন্ধন মনের সঙ্কল্পবিকল্পাত্মক ধর্ম্ম। ভগবানে একমাত্র শরণাগতির দ্বারাই জীবের গুণত্রয়ের বিবদমান ধর্ম্ম হইতে মুক্তিলাভ ঘটে। তখন কৃষ্ণেতর বস্তুর উপলব্ধি তাহাকে আক্রমণ করে না। যে-কাল পর্য্যন্ত বদ্ধজীব ভোগ-বাসনা-চালিত হইয়া কৃষ্ণসেবা পরিত্যাগপূর্ব্বক বিচার রাজ্যে ভ্রাম্যমাণ হয়, তৎকালাবধি তাহার ইতর-বস্তুতে দ্বিতীয়াভিনিবেশ থাকে।। ১৩।।

"অত্যাহারঃ প্রায়সশ্চ প্রজল্পো নিয়মাগ্রহঃ।
জনসঙ্গশ্চ লৌল্যঞ্চ ষড়্ভির্ভক্তির্বিনশ্যতি।।"

—উপদেশামৃতের এই শ্লোকটী এতৎপ্রসঙ্গে আলোচ্য।

একচার্য্যনিকেতঃ স্যাদপ্রমত্তো গুহাশয়ঃ।
অলক্ষ্যমাণ আচারৈর্মুনিরেকোঽল্পভাষণঃ।। ১৪।।

অন্বয়ঃ—(সর্পাচ্ছিক্ষিতমাহ) মুনিঃ (মুনিজনঃ সর্পবৎ) একচারী (স যথা জনাচ্ছঙ্কমান একাকী বিচরতি তথা) অনিকেতঃ (নিকেতরহিতঃ সদা) অপ্রমত্তঃ (সাবধানঃ) গুহাশয়ঃ (একান্তবাসী) আচারৈঃ (গতিভিঃ) অলক্ষ্যমাণঃ (স যথা সবিষো নির্বিষো বেতি ন লক্ষ্যতে তদ্বদলক্ষ্যতত্ত্বঃ) একঃ (অসহায়ঃ) অল্পভাষণঃ (মিতভাষী) স্যাৎ (ভবেৎ)।। ১৪।।

অনুবাদ— মুনিপুরুষ সর্পের ন্যায় একাকী ভ্রমণশীল, নির্দিষ্ট-বাসস্থানশূন্য, সাবধান, গুহাশায়ী, অলক্ষ্যগতি, অসহায় এবং অল্পভাষী হইবেন।। ১৪।।

বিশ্বনাথ—সর্পাচ্ছিক্ষিতমাহ,—একচারীতি। যোগী-সংসর্গস্যাপি ত্যাগে কুমারী গুরুঃ, জনসঙ্গত্যাগে সর্পঃ; স যথা জনাচ্ছঙ্কমান একাকী চরতি নিয়তনিকেতরহিতশ্চ সদা অপ্রমত্তশ্চ, একান্তবাসী চ আচারৈর্গত্যাদিভিঃ সবিষো নির্বিষো বেতি জনালক্ষ্যশ্চ অসহায়শ্চ মিতভাষী চ তদ্বন্মুনির্বর্ত্তেতেত্যর্থঃ।। ১৪।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— সর্প হইতে শিক্ষার বিষয় বলিতেছেন—যোগী সংসর্গের ত্যাগে কুমারীগুরু, জনসঙ্গ ত্যাগে সর্প গুরু, সর্প যেমন জনগণ হইতে ভয় পাইয়া একাকী বিচরণ করে এবং গৃহরহিত হইয়া সর্ব্বদা অপ্রমত্ত একান্তবাসী আচারসমূহ ও গমনাদি দ্বারা যে বিষ যুক্ত বা বিষহীন জনগণকে না জানিতে দিয়া অসহায় ও অল্প ভাষী, সেইরূপ মুনিব্যক্তি অবস্থান করিবে।। ১৪।।

বিবৃতি— সংসার-প্রবৃত্তিই জীবের দুঃখের কারণ ও তাহার প্রকৃত উদ্দেশ্য নাশ-কারিণী। পূর্ব্বানুষ্ঠিত সামাজিক বিধানের বিরুদ্ধ আচরণ না করিয়া অভ্যাসের দ্বারা উহা অনাসক্তভাবে স্বীকার করিলেই জীবের মঙ্গলোদয় হয়। তজ্জন্যই "বর্ণাশ্রমাচারবতা" শ্লোকের উদ্দিষ্ট বিষয় হরিভক্তির প্রথম সোপান বলিয়া কথিত হয়। তাহা বলিয়া ভক্তিবিরোধী সামাজিক অনুষ্ঠানগুলি পালন করিলেই যে জীবের মঙ্গল হইবে, তাহা নহে। শ্রীগৌরসুন্দর প্রচলিত বিধি-নিষেধের পরিবর্ত্তন না করিয়া পরমার্থ-পথে অগ্রসর হইতে বলিয়াছেন। তাই বলিয়া পরমার্থ-বিরোধী সামাজিক বিধি-নিষেধের আদর করিতে বলেন নাই।। ১৪।।

গৃহারম্ভো হি দুঃখায় বিফলশ্চাধ্রুবাত্মনঃ।
সর্পঃ পরকৃতং বেশ্ম প্রবিশ্য সুখমেধতে।। ১৫।।

অন্বয়ঃ—(অধ্রুবাত্মনঃ নশ্বরদেহস্য প্রাণিনঃ) গৃহারম্ভঃ (গৃহরচনং) দুঃখায় হি (দুঃখকর এব তথা) বিফলঃ চ (ভবতি) সর্পঃ পরকৃতং (পরেণ রচিতং) বেশ্ম (গর্ত্তাদিরূপং গৃহং) প্রবিশ্য সুখম্ (যথা ভবতি তথা) এধতে (বর্দ্ধতে)।। ১৫।।

অনুবাদ— বিনশ্বরদেহবিশিষ্ট প্রাণিগণের গৃহ-

নির্ম্মাণ দুঃখকর এবং নিষ্ফলই হইয়া থাকে, সর্প পরকৃত গর্ত্তাদিতে প্রবেশপূর্ব্বক সুখে বৃদ্ধিলাভ করিয়া থাকে।।১৫

বিবৃতি— সর্প নিজের অনুষ্ঠানের দ্বারা গৃহনির্ম্মাণ করে না বলিয়া পরগৃহে বাস করায় গৃহনির্ম্মাণের ক্লেশ-সমূহ তাহাকে আবদ্ধ করে না। জাগতিক ভারবাহিগণ অশেষ ক্লেশ স্বীকার পূর্ব্বক বৈষ্ণবের জন্য বৈদ্যুতিক আলোক, যান, বীজনযন্ত্রাদি নির্ম্মাণ করিয়াছেন ও করি-বেন। বৈষ্ণবগণ পরমার্থপথের পথিক হওয়ায় আপনা-দিগকে ভারবাহী না জানিয়া সারগ্রহণে সর্ব্বদা উন্মুখ। তাঁহারা প্রাচীনকালের অসুবিধাকে পারমার্থিক জীবনের অনুকূল মনে করেন না। পরন্তু পরকৃত সৌধে বাস করিয়া তাহাতে আসক্ত হ'ন না। জীর্ণোদ্ধার সাধন ও পূর্ব্বস্মৃতির উদ্রেক প্রভৃতি ভোগময় জগতের ক্রিয়ায় পারদর্শিতা লাভ পারমার্থিকের উদ্দিষ্ট বিষয় নহে।। ১৫।।

একো নারায়ণো দেবঃ পূর্ব্বসৃষ্টং স্বমায়য়া।
সংহৃত্য কালকলয়া কল্পান্ত ইদমীশ্বরঃ।
এক এবাদ্বিতীয়োহভূদাত্মাধারোহখিলাশ্রয়ঃ॥১৬॥

অন্বয়ঃ— (কারকসামগ্রীনিরপেক্ষাৎ কেবলাদীশ্ব-রাদ্‌বিশ্বসৃষ্টি-সংহারাবূর্ণনাভি-দৃষ্টান্তেন ময়া সম্ভাবিতা-বিতি বক্তুং প্রথমং সংহার-প্রকারমাহ) ঈশ্বরঃ (ত্রিজগদধি-পতিঃ) দেবঃ (সর্ব্বারাধ্যঃ) নারায়ণঃ একঃ (কারকনির-পেক্ষঃ সন্) স্বমায়য়া পূর্ব্বসৃষ্টং (পুরা রচিতম্) ইদং (জগৎ) কল্পান্তে (প্রলয়ে) কালকলয়া (কালরূপেণ স্বকীয়াংশেন) সংহৃত্য (আত্মনি সংগৃহ্য) আত্মাধারঃ (আত্মৈবাধারো যস্য সঃ) অখিলাশ্রয়ঃ (অখিলানাং শক্তিনামাশ্রয় আধারঃ সন্) একঃ (সজাতীয়চিদ্‌রূপজীবভেদশূন্যঃ) অদ্বিতীয়ঃ (বিজা-তীয়প্রধানাদিভেদরহিতঃ) এব অভূৎ (আসীৎ)।।১৬।।

অনুবাদ—জগদীশ্বর, সর্ব্বজনারাধ্য নারায়ণ একাকী অর্থাৎ অন্য কোন পদার্থের সাহায্য ব্যতীতই নিজমায়া-বলে সৃষ্টিকালে এই বিশ্বের সৃষ্টি করিয়া প্রলয়ে কালরূপ নিজ অংশদ্বারা নিজের মধ্যেই তাহার সংহারপূর্ব্বক আত্ম-প্রতিষ্ঠ, নিখিলাশ্রয়, সজাতীয় চিদ্‌রূপী জীব ও বিজাতীয় প্রধানাদি পদার্থান্তর রহিতভাবে অবস্থিত ছিলেন।। ১৬।।

বিশ্বনাথ— ঈশ্বরঃ কেন প্রকারেণ বিশ্বসৃষ্ট্যাদিকং করোতীত্যেতন্ময়া ঊর্ণনাভেঃ সকাশাজ্‌জ্ঞাতমিত্যাহ,— সার্দ্ধৈঃ ষড়্‌ভিঃ। একঃ স্বশক্তিব্যতিরিক্ত-কারকান্তরশূন্যঃ, নারায়ণঃ কারণার্ণবশায়ী, কালকলয়া কালশক্ত্যা, সংহৃত্য, এক এবেতি ঈশ্বরান্তরাভাবাদেকঃ সদৈব। তদানীন্ত মহা-সমষ্টিব্যষ্টীনাং নাশাদদ্বিতীয়োঽভূৎ। আত্মৈবাত্মাধারো যস্য সঃ, অখিলানাং শক্তীনাং আশ্রয়ঃ।। ১৬।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— ঈশ্বর কেমন ভাবে বিশ্ব সৃষ্টি আদি করেন ইহা আমি মাকড়্‌সার নিকট হইতে জানিয়াছি, সাড়েছয়টি শ্লোকদ্বারা বলিতেছেন। 'একাকী' নিজ শক্তি-ছাড়া অন্য কারকশূন্য নারায়ণ কারণার্ণবশায়ী কালশক্তিকে প্রেরণদ্বারা, একাই, অন্য ঈশ্বর নাই, অতএব সর্ব্বদাই একাই মহাপ্রলয়ের পরে মহাসমষ্টি ও ব্যষ্টি-জীবসমূহের বিনাশ হওয়ায় অদ্বিতীয়ছিলেন। নিজেই নিজের আধার তিনি অখিল শক্তির আশ্রয়।। ১৬।।

কালেনাত্মানুভাবেন সাম্যং নীতাসু শক্তিষু।
সত্ত্বাদিষ্বাদিপুরুষঃ প্রধানপুরুষেশ্বরঃ।। ১৭।।
পরাবরাণাং পরম আস্তে কৈবল্য-সংজ্ঞিতঃ।
কেবলানুভবানন্দসন্দোহো নিরুপাধিকঃ।। ১৮।।

অন্বয়ঃ— আত্মানুভাবেন (স্বপ্রভাবরূপেণ) কালেন সত্ত্বাদিষু শক্তিষু সাম্যং নীতাসু (সতীষু) প্রধানপুরুষেশ্বরঃ (গুণসাম্যং প্রধানং তদুপাধিঃ পুরুষস্তয়োরীশ্বরঃ) আদি-পুরুষঃ (সনাতনঃ পুরুষোত্তমঃ) পরাবরাণাং (পরে ব্রহ্মা-দয়োদেবা অবরেঽন্যে চ মুক্তা জীবাস্তেষাং) পরমঃ (প্রাপ্যঃ) নিরূপাধিকঃ (উপাধিসম্বন্ধশূন্যঃ) কেবলানুভবানন্দ সন্দোহঃ (কেবলো নির্ব্বিষয়োঽনুভবঃ স্বপ্রকাশ, আনন্দানাং সন্দোহঃ সমূহঃ পরমানন্দ ইত্যর্থঃ) কৈবল্যসংজ্ঞিতঃ (মোক্ষশব্দাভি-ধেয়ঃ) আস্তে (বর্ত্ততে)।। ১৭-১৮।।

অনুবাদ—স্বীয় প্রভাব-স্বরূপ কালকর্ত্তৃক সত্ত্ব প্রভৃতি

শক্তিসমূহ সাম্যাবস্থা প্রাপ্ত হইলে, প্রকৃতি-পুরুষাধীশ্বর, ব্রহ্মাদি-দেবগণ ও জীবগণের একমাত্র আশ্রয়যোগ্য, নিরুপাধিক, পরমানন্দরূপী, কৈবল্যসংজ্ঞক সনাতন পুরুষই একমাত্র বর্ত্তমান থাকেন।। ১৭-১৮।।

বিশ্বনাথ— আত্মানুভাবেন স্বপ্রভাবরূপেণ কালেন শক্তিষু, সত্ত্বাদিষু সাম্যং নীতাসু সতীষু, প্রধানস্য মায়ায়াঃ, পুরুষাণাং, জীবানাঞ্চ, নিয়ন্তা, পরাবরেষাং মুক্তবদ্ধজীবানাং, পরমারাধ্যঃ, কেবল এব কৈবল্যঃ স্বার্থে ষ্যঞ্। কৈবল্য-সংজ্ঞা জাতা যস্য সঃ। জগৎপালনদিব্যাপারাভাবাৎ কেবল-শ্চানুভবানন্দসন্দোহরূপশ্চ সঃ। উপাধির্মায়া তস্যাস্তদানীং সুপ্তত্বান্নিরুপাধিকঃ। তদুক্তং তৃতীয়ে, সুপ্তশক্তিরসুপ্তদৃ-গিতি।। ১৭-১৮।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— নিজ প্রভাবরূপ কালদ্বারা সত্ত্বাদি শক্তিসমূহকে সাম্যভাব ধারণ করাইয়া প্রধানের অর্থাৎ মায়ার ও পুরুষসমূহের অর্থাৎ জীবগণের নিয়ন্তা, উচ্চনীচ মুক্ত বদ্ধ জীবসমূহের পরম আরাধ্য, কৈবল্য সংজ্ঞা প্রাপ্ত হন। তিনি সেইকালে জগৎ পালনাদি ব্যাপার না থাকায় কেবল অনুভব ও আনন্দ সমূহরূপে অবস্থান করেন। উপাধি অর্থাৎ মায়া, তাহার ঐ শক্তি তৎকালে নিদ্রিত থাকায় তাহাকে নিরূপাধিক বলা হয়। তাহাই তৃতীয় স্কন্ধে বলা হইয়াছে,—তাঁহার শক্তিসমূহ নিদ্রিতা, তিনি নিদ্রিত নন।। ১৭-১৮।।

বিবৃতি— বদ্ধজীবগণ দৃশ্য জাগতিক চিন্তা-স্রোত হইতে বাস্তব-বস্তুর ধারণা করিতে গিয়া জড়শক্তিনিরস্ত বস্তুকেই নির্ব্বিশেষরূপে স্থাপন করেন। অল্পবুদ্ধি জনগণ বিবর্ত্তবাদন্যায়ের বিচার গ্রহণ করিয়া জীব-ব্রহ্মের ঐক্যমত কল্পনা করেন। চিদচিদের নির্ব্বিশিষ্ট বিচারই তাঁহাদের লক্ষীভূত বিষয় হয়। কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবতের বিচারে সবি-শেষ পুরুষোত্তম বস্তুই গুণত্রয়দ্বারা কালাধীন জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহার বিধান করেন। তিনি জড়ের ভোক্তা নহেন। জড়ভোক্তৃরূপে বদ্ধ অণুচেতনগণকে বিভিন্ন ভোগ্যের ভোক্তৃরূপে নৃত্য করাইয়া থাকেন। যখন তাহারা স্থূলশরীর ও সূক্ষ্মশরীর হইতে মুক্ত হইয়া ঐশরীরদ্বয়ের পরিচয়ে পরিচিত হইবার নির্ব্বুদ্ধিতা পরিত্যাগ করে, তখন কেবল অণুচেতনধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া সচ্চিদানন্দ-সেবায় চিচ্ছক্তির দ্বারা ক্রিয়া-বিশিষ্ট হইয়া গুণত্রয় হইতে মুক্ত হ'ন এবং ভগবানের নিত্যসেবা-নিরত থাকেন। উহাই কেবলানুভবানন্দসন্দোহ ও উপাধি-রহিত ব্রজবাস-রূপ কৈবল্য।। ১৬-১৮।।

মধ্ব—

কাল-প্রকৃতি-জীবাদৌ লয়েঽসত্যপ্রবর্ত্তনাৎ।
তন্নিমিত্তস্য কার্য্যস্য বিষ্ণুরেক ইতীর্য্যতে।।
স হি কালাদিকং সর্ব্বং বর্ত্তয়ত্যমিতদ্যুতিঃ।।
ইতি তত্ত্বলয়ে।

প্রকৃতিশ্চ গুণাশ্চৈব শক্যত্বাচ্ছক্তয়ঃ স্মৃতাঃ।
বিষ্ণোঃ স্বরূপভূতা তু শকনাচ্ছক্তিরুচ্যতে।।
ইতি শক্তিতত্ত্বে।। ১৬-১৮।।

কেবলাত্মানুভাবেন স্বমায়াং ত্রিগুণাত্মিকাম্।
সংক্ষোভয়ন্ সৃজত্যাদৌ তয়া সূত্রমরিন্দম।। ১৯।।

অন্বয়ঃ— (ততঃ কেবলাদেব সৃষ্টিং দর্শয়তি) অরি-ন্দম! (হে রিপুদমন! স আদিপুরুষঃ) আদৌ (সৃষ্ট্যাদৌ) কেবলাত্মানুভাবেন (কেবলাত্মানুভাবেন কালেন) ত্রিগুণাত্মি-কাম্ স্বমায়াং সংক্ষোভয়ন্ (প্রেরয়ন্) তয়া (স্বমায়য়া) সূত্রং (ক্রিয়াশক্তিপ্রধানং মহত্তত্ত্বং) সৃজতি (উৎপাদয়তি)।। ১৯

অনুবাদ— হে রিপুদমন! তিনিই সৃষ্টিকালে প্রথ-মতঃ স্বীয় প্রভাবরূপী কালদ্বারা ত্রিগুণাত্মিকা নিজমায়াকে ক্ষোভিত করিয়া তদ্দ্বারা ক্রিয়াশক্তি-প্রধান্যযুক্ত মহত্তত্ত্বের সৃষ্টি করেন।। ১৯।।

বিশ্বনাথ— সংহারং দর্শয়িত্বা সৃষ্টিং দর্শয়তি,— কেবলেন আত্মানুভাবেন চিচ্ছক্তিপ্রভাবেন স্বমায়াং প্রধানং প্রবোধ্য স্বেক্ষণেন সংক্ষোভয়ন্ সূত্রং ক্রিয়াশক্তিপ্রধানং মহত্তত্ত্বং সৃজতি।। ১৯।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— জগতের সংহার দেখাইয়া সৃষ্টি দেখাইতেছেন কেবল আত্ম অনুভব দ্বারা—চিৎশক্তির

প্রভাববলে নিজ মায়া প্রধানকে জাগাইয়া নিজ দৃষ্টি দ্বারা মায়াকে ক্ষুব্ধ করাইয়া 'সূত্র' অর্থাৎ ক্রিয়াশক্তি প্রধান মহত্তত্ত্বকে সৃজন করেন।। ১৯।।

বিবৃতি— অণুচিৎ জীব কৈবল্যধর্ম্মে অবস্থিত থাকিয়া ভক্তির নিত্যত্বে ভগবৎপ্রেমা লাভ করেন। জগদ্ব্যাপারবর্জ্জন প্রভৃতি ব্রহ্মসূত্রের বিচারে জগৎসৃষ্টিকারী বিভুসম্বিতে অণুসম্বিৎকে বিলীন করার বিচার বাস্তবসত্য নহে। সুতরাং বিভুচেতন বদ্ধজীব ও গুণজাত জগদ্দ্বয়ের সৃষ্টিকর্ত্তৃরূপে গৃহীত হ'ন।। ১৯।।

তামাহুস্ত্রিগুণব্যক্তিং সৃজন্তীং বিশ্বতোমুখম্।
যস্মিন্ প্রোতমিদং বিশ্বং যেন সংসরতে পুমান্॥২০॥

অন্বয়ঃ— যস্মিন্ (কারণভূতে সমষ্টিরূপে) ইদং বিশ্বং প্রোতং (গ্রথিতমপি চ) যেন (অধ্যাত্মপ্রাণরূপেণ) (জীবঃ) সংসরতে (সংসারদশাং প্রাপ্নোতি) বিশ্বতোমুখং (নানাবিধং ত্রিগুণাত্মকং বিশ্বং) সৃজন্তীং (অহঙ্কারদ্বারেণ প্রকটয়ন্তীং) তাং (তৎসূত্রমেব) ত্রিগুণ-ব্যক্তিং (গুণত্রয়স্য কার্য্যম্) আহুঃ (উক্তবন্ত শাস্ত্রকারা ইতি শেষঃ)।। ২০।।

অনুবাদ— যাহাতে এই বিশ্ব গ্রথিত রহিয়াছে এবং যদ্দ্বারা জীব সংসারদশা প্রাপ্ত হয়, শাস্ত্রকারগণ ত্রিগুণাত্মক বিবিধ বিশ্বের প্রকটনকারী সেই মহত্তত্ত্বকেই ত্রিগুণের কার্য্য বলিয়া থাকেন।। ২০।।

বিশ্বনাথ— তামিতি স্ত্রীলিঙ্গেন সূত্রস্যৈব পরামর্শঃ। তৎ সূত্রমেব ত্রিগুণব্যক্তিং গুণত্রয়কার্য্যমাহুরিত্যর্থঃ। কীদৃশীং? বিশ্বতোমুখং নানাবিধং ত্রিগুণাত্মকং বিশ্বমহঙ্কারেণ দ্বারেণ সৃজন্তীং। ত্রিগুণকার্য্যস্য মহত্তত্ত্বস্য তস্য সূত্রসংজ্ঞায়াং কারণমাহ—যস্মিন্ কারণভূতে সূত্রে সমষ্টিরূপপ্রাণে বিশ্বমিদং প্রোতং তথা চ শ্রুতিঃ,—"বায়ুর্বৈ গৌতম তৎসূত্রং বায়ুনা বৈ গৌতম সূত্রেণায়ঞ্চ লোকঃ পরশ্চ লোকঃ সর্ব্বাণি ভূতানি সংসৃষ্টানি" ইতি। যেন চাধ্যাত্মরূপেণ প্রাণেন জীবঃ সংসরতি।। ২০।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— এইস্থলে 'তাম্' শব্দে স্ত্রীলিঙ্গ দ্বারা পূর্ব্ব কথিত সূত্রের কথাই বলিতেছেন—সেইসূত্রকেই তিনগুণের প্রকাশ বা তিনগুণের কার্য্য বলা হয়, কেমন? নানাবিধ ত্রিগুণাত্মক বিশ্বকে অহঙ্কার দ্বারা সৃজন করেন। ত্রিগুণ-কার্য্যে মহৎতত্ত্বের ইহাই সূত্র নামের কারণ বলিতেছেন— যে কারণ রূপ সূত্রের অর্থাৎ সমষ্টিরূপ প্রাণে এই বিশ্ব গ্রথিত রহিয়াছে ইহার শ্রুতি প্রমাণ বলিতেছেন—" হে গৌতম। বায়ুই সেই সূত্র, ঐ বায়ুরূপ সূত্রদ্বারাই ইহলোক ও পরলোক সকল প্রাণী সৃষ্ট হইয়াছে। যাহার অধ্যাত্মরূপ প্রাণ দ্বারা জীব সংসারে ভ্রমণ করিতেছে।। ২০।।

বিবৃতি— অচিৎসর্গ পরমাত্মা হইতে সত্য সত্যই প্রকাশিত হইয়া কেবল চেতনধর্ম্মে অবস্থিত জীবের স্বাস্থ্য-বিপর্য্যয় ঘটাইয়া কালক্ষোভ্যরাজ্যে 'প্রভু'-রূপে স্থাপন করে। মুক্তাভিমানী জীবকেও 'প্রভু'র সজ্জায় স্থাপন করিবার প্রয়াস পায়। অণুচিৎ জীবগণ পুরুষাভিমানে ব্যস্ত হইয়া পুরুষোত্তমের অবৈধ অনুকরণক্রমে বিকৃত ইচ্ছার বশবর্ত্তী হইয়া বদ্ধভূমিকায় বিচরণের দুর্ভাগ্য লাভ করে। নিরন্তর ভগবৎ-সেবাই কৈবল্য; মায়াদ্বারা ভগবৎ-সেবা বিচ্ছিন্ন হইয়াই তাহার প্রভুত্ব। প্রভুত্ব ব্যতীত তাহার একমুহূর্ত্তের জন্যও অন্য চিন্তা নাই। সুতরাং ভগবৎ-সেবা-বিমুখতাই সংসারে ভোগিগণের একমাত্র বৃত্তি।।২০

যথোর্ণনাভির্হৃদয়াদূর্ণাং সন্তত্য বক্তৃতঃ।
তয়া বিহৃত্য ভূয়স্তাং গ্রসত্যেবং মহেশ্বরঃ।। ২১।।

অন্বয়ঃ— ঊর্ণনাভিঃ (মাকড়ীতি খ্যাতঃ কীটবিশেষঃ) যথা (যদ্বৎ) হৃদয়াৎ (হৃদয়মধ্যাদুদ্গতাম্) ঊর্ণাং (সূত্রং) বক্তৃতঃ (বক্ত্রেণ) সন্তত্য (প্রসার্য্য) তয়া (ঊর্ণয়া) বিহৃত্য (ক্রীড়িত্বা) ভূয়ঃ (পুনরপি) তাম্ (ঊর্ণাং) গ্রসতি মহেশ্বরঃ এবম্ (পরমেশ্বরোঽপ্যেবমাত্মনঃ সকাশাদ্ বিশ্বং নির্ম্মায় পুনঃ প্রলয়ে তদাত্মন্যেবোপসংহরতি)।। ২১।।

অনুবাদ— ঊর্ণনাভি যেরূপ হৃদয় হইতে মুখদ্বারা সূত্র প্রসারপূর্ব্বক উক্ত সূত্রদ্বারা বিহার করিয়া পুনরায়

স্বয়ংই উহার গ্রাস করে, পরমেশ্বরও সেইরূপ নিজ হইতে এই বিশ্বের নির্ম্মাণপূর্ব্বক নিজেই নিজের মধ্যে তাহার সংহার করিয়া থাকেন।। ২১।।

বিশ্বনাথ—ঊর্ণনাভির্মাকড়ীতি খ্যাতঃ কীটবিশেষঃ। হৃদয়াদুদ্গতাং বক্ত্রতঃ বক্ত্রেণ সংতত্য প্রসার্য্য, বিহৃত্য ক্রীড়িত্বা।। ২১।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— 'ঊর্ণনাভি' মাকড়সা এই নামে প্রসিদ্ধ কীট-বিশেষ। হৃদয় হইতে বহির্গত সূত্রকে মুখের দ্বারা জাল বিস্তার করিয়া তাহাতে ক্রীড়া করে, পুনঃরায় ঐ সূত্রকে গ্রাস করিয়া ফেলে, পরমেশ্বরও এইপ্রকার নিজের নিকট হইতে এই বিশ্বকে নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে লীলাবিলাস করিয়া পুনঃরায় নিজের মধ্যে সংহার করেন।।

বিবৃতি— নিরুপাধিক অণুচিৎ পরমাত্মায় সত্যসৃষ্ট তাৎকালিক জগতে বিচরণ করে। যেরূপ ঊর্ণনাভি স্বীয় শরীর হইতে সূত্র জাল বিস্তার করিয়া পুনরায় স্বীয় শরীরাভ্যন্তরে উহাদিগকে সঙ্কোচ করিয়া থাকে, তদ্রূপ পরমেশ্বর চিদচিৎপ্রাকট্যের ভূমিদ্বয়ের অন্যতম অচিদ্ভূমিকা প্রসারণ করিয়া পুনরায় তাহা সঙ্কোচ করিয়া ল'ন। এই অচিদ্ ভূমিকায় কালক্ষোভ্য পরিচ্ছিন্ন ও দুঃখদ ধর্ম্ম অবস্থিত।। ২১।।

যত্র যত্র মনো দেহী ধারয়েৎ সকলং ধিয়া।
স্নেহাদ্দ্বেষাদ্ভয়াদ্বাপি যাতি তত্তৎস্বরূপতাম্।। ২২।।

অন্বয়ঃ—(ভগবদ্ধ্যানপরাণাং তৎসারূপ্যং ন চিত্রমিতি পেশস্কৃতো ভ্রমরবিশেষাজ্ জ্ঞাতমিত্যাহ) দেহী (জীবঃ) স্নেহাৎ (অনুরাগাৎ) দ্বেষাৎ (বিদ্বেষাৎ) ভয়াৎ বা অপি যত্র যত্র (যস্মিন্ যস্মিন্ বস্তুনি) ধিয়া (বুদ্ধ্যাসহ) সকলং (একাগ্রং) মনঃ ধারয়েৎ (নিবেশয়েৎ) তত্তৎস্বরূপতাং (স দেহী তস্য তস্য ধ্যেয়বস্তুনঃ স্বরূপতাং) যাতি (প্রাপ্নোতি)।। ২২।।

অনুবাদ— জীব স্নেহ, বিদ্বেষ বা ভয় সহকারে যে যে বস্তুর প্রতি বুদ্ধির সহিত একাগ্রভাবে মনোনিবেশ করে, তত্তদ্বস্তুরই স্বরূপ লাভ করিয়া থাকে।। ২২।।

বিশ্বনাথ—ভগবদ্ধ্যানপরাণাং তৎসারূপ্যং ন চিত্রমিতি পেশস্কৃতো ভ্রমরবিশেষাজ্জ্ঞাতমিত্যাহ,—যত্রেতি দ্ব্যভ্যাং সকলমিতি মনস একস্যা অপি বৃত্তের্যদাঽন্যগামিত্বং ন স্যাত্তদৈব দেহী ধ্যেয়সারূপ্যং লভতে নান্যথেত্যর্থঃ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— ভগবদ্ধ্যান পরায়ণ ভক্তগণের ভগবৎসারূপ্য প্রাপ্তি আশ্চর্য্য নহে, 'পেশকারী' ভ্রমর বিশেষ হইতে জানিয়াছি—দুইটি শ্লোকদ্বারা বলিতেছেন— মনের একটি বৃত্তি যখন অন্যত্র যায় না তখনই দেহী ধ্যানের বিষয়ের সমান রূপ লাভ করে, অন্যপ্রকারে নয়।।

বিবৃতি— স্থূলদেহ ও সূক্ষ্মদেহের ধারণকারী দেহী যদি ভোগধর্ম্মের বশবর্ত্তী হইয়া জড়জগতের বুদ্ধিবৃত্তিদ্বারা জড়বস্তুর প্রতি স্নেহ, বিদ্বেষ বা তাহা হইতে ভীত হ'ন, তাহা হইলে তত্তদ্বস্তুর স্বরূপই অবশেষে লাভ করেন। কিন্তু সুনির্ম্মল দেহী জড়ভোগ-বিচার পরিত্যাগ করিয়া ভগবৎ-সেবার উদ্দেশ্যে যদি অপার-স্নেহময়ের স্নেহ আকর্ষণ করিতে সমর্থ হ'ন, বা ভগবদ্বিদ্বেষীর প্রতি ক্রোধ-প্রকাশ করেন, অথবা দ্বিতীয়াভিনিবিষ্ট হইবার অমঙ্গল হইতে ভীত হইয়া একতাৎপর্য্যপর হ'ন, তাহা হইলে তিনি আশ্রয়জাতীয় স্বীয় নিত্যস্বরূপ লাভ করিয়া চিন্ময়ী বুদ্ধির প্রভাবে স্বীয় চিন্ময় স্বরূপ লাভ করেন।। ২২।।

কীটঃ পেশস্কৃতং ধ্যায়ন্ কুড্যাং তেন প্রবেশিতঃ।
যাতি তৎসাত্মতাং রাজন্ পূর্ব্বরূপমসন্ত্যজন্।। ২৩।।

অন্বয়ঃ— (হে) রাজন্! কীটঃ (কোঽপি কীটঃ) তেন (পেশস্কৃতা) কুড্যাং (স্বগৃহং) প্রবেশিতঃ (নিরুদ্ধঃ সন্) পেশস্কৃতং (নিরোধকং বলবন্তং কীটং) ধ্যায়ন্ (ভয়েন চিন্তয়ন্) পূর্ব্বরূপম্ অসন্ত্যজন্ (অপরিহন্নেব) তৎসাত্মতাং (তস্য পেশস্কৃতং সাত্ম্যতাং সারূপ্যং) যাতি (প্রাপ্নোতি, যদা তেনৈব দেহেনান্যসারূপ্যং দৃশ্যতে তদা কিং বক্তব্যং দেহান্তরেণ সারূপ্যং ঘটত ইতি)।। ২৩।।

অনুবাদ— হে রাজন্! পেশস্কারী ভ্রমরকর্ত্তৃক কোন এক দুর্ব্বলকীট স্বগৃহে আনীত ও আবদ্ধ হইয়া ভয়ে

সর্ব্বদা ঐ নিরোধকারী বলবান্ কীটের চিন্তা করিতে করিতে স্বীয় পূর্ব্বশরীর পরিত্যাগ না করিয়াই ক্রমে ক্রমে তদ্রূপ প্রাপ্ত হইয়া থাকে, সুতরাং দেহান্তে যে ধ্যেয়বস্তুর সারূপ্যলাভ ঘটিবে, তদ্বিষয়ে আর বক্তব্য কি?।। ২৩।।

বিশ্বনাথ— কীট ইতি। তেন পেশস্কৃতা তৎসাত্মতাং তৎসমানরূপতাম্; সাম্যতামিতি পাঠে আর্ষতা। পূর্ব্বরূপং পূর্ব্বদেহং অসংত্যজন্নিতি ধ্যাতৃদেহ এব ধ্যেয়তুল্যাকারঃ স্যাৎ যথা ধ্রুবাদীনাং, ক্বচিত্তথা ধ্যাতৃণাং ভক্তানাং দৃশ্যমানো দেহত্যাগস্তু ভক্তিযোগস্য রহস্যত্বরক্ষার্থং মতান্তরোৎখাতাভাবার্থঞ্চ ভগবতৈব মায়য়া দর্শ্যতে। যথা ক্বচিৎ সচ্চিদানন্দময়স্বদেহত্যাগোঽপি তদা চ তৎপ্রমাণবাক্যঞ্চ মুনিদ্বারা তথৈব মায়য়া প্রকাশ্যতে। যথা প্রারব্ধকর্ম্মনির্ব্বাণো ন্যপতৎ পাঞ্চভৌতিক ইতি দেহত্যাগঞ্চ তস্যৈবমিতি চ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— কীট অর্থাৎ পেশকারী, অন্যকীট তাহার সমানরূপ প্রাপ্ত হয় পূর্ব্বরূপ অর্থাৎ পূর্ব্বদেহ ত্যাগ না করিয়া। ইহার অর্থ—ধ্যানকারী নিজদেহেই ধ্যেয় বস্তুর তুল্য আকার হইয়া যায়, যেমন ধ্রুব প্রভৃতি। কোথাও ধ্যানকারী ভক্তগণের এই দৃশ্যমান দেহও ত্যাগ হয়, ভক্তিযোগের রহস্য রক্ষার জন্য এবং অন্য মতের যাহাতে উৎখাত না হয়, ইহা ভগবানই মায়া দ্বারাই দেখান। সেইরূপ কোথাও সচ্চিদানন্দময় নিজ দেহ ত্যাগও হয়, সেইরূপ প্রমাণ বাক্যও আছে মুনি-কর্ত্তৃক সেইরূপ মায়া দ্বারা প্রকাশিত করেন, যেমন নারদমুনি বলিয়াছেন পার্ষদ দেহ পাওয়া যায় আর বিদ্যুৎ চমকের ন্যায় আমার প্রারব্ধ কর্ম্ম যে দেহে শেষ হইয়াছিল, তাহা পাঞ্চভৌতিক দেহ পড়িয়া গেল, এই দেহত্যাগও তাহার এই প্রকার।। ২৩।।

বিবৃতি— যেরূপ জড়জগতে তৈলপায়ী কীট কাঁচপোকাকে দেখিয়া তাহার ভয়ে ভীত হইয়া তাহার ধ্যানে মগ্ন হয়, অথচ তৈলপায়ী নিজ দেহ পরিত্যাগ না করিয়াই কাঁচপোকার ভাবে বিভাবিত হয়, তদ্রূপ বদ্ধজীব জড়জগতে চিন্ময় ভাব অবলম্বন করিয়া এই শরীর থাকাকালে স্বীয় স্বরূপসিদ্ধিক্রমে আশ্রয়জাতীয় বিচারে প্রতিষ্ঠিত হইয়া জীবন্মুক্ত আশ্রয় লাভ করেন।

স্থিরা বুদ্ধিই তন্ময়তা-লাভের প্রধান অবলম্বন। দ্রষ্টা বহিঃপ্রজ্ঞা-চালিত-দর্শনে জীবন্মুক্তের বাহ্যশরীরকে ভোগ্য জ্ঞান করায় স্বীয় আশ্রয়জাতীয় স্বরূপ বুঝিতে না পারিয়া বহির্দর্শনের দ্বারাই বস্তু নিরূপণ করেন। অন্তঃসিদ্ধির সহিত বহিরাকারের ভেদ থাকায় মূঢ়-ব্যক্তিগণ অন্তঃস্থিত ভাবের অনুধাবন করিতে পারেন না। পারমহংস্য-বিচারে মহাভাগবত যে-অবস্থা লাভ করেন, তাহা জানিবার জন্য যদি কোন অনধিকারী বহির্দৃষ্টিজনিত কথা লইয়া ভ্রান্ত হ'ন, তাহা হইলে তাহাকে অবশ্যই নরকে গমন করিতে হইবে, সন্দেহ নাই। "অর্চ্চ্যে বিষ্ণৌ শিলাধী" শ্লোক এতৎপ্রসঙ্গে আলোচ্য। স্বরূপলব্ধ বৈষ্ণবের বাহ্য-বিচারকারী দর্শকের দর্শন অমঙ্গলেরই হেতু, তজ্জন্যই গীতায় "অপি চেৎ সুদুরাচারঃ" শ্লোকের অবতারণা।। ২৩

মধ্ব—

ভয়াদপি হরিং ভক্ত্যা চিন্তয়ংস্তৎস্বরূপতাম্।
পেশস্কারিবদায়াতি দ্বিষন্ দ্বেষস্বরূপতাম্।।
সুখ-রূপস্য হি দ্বেষো দুঃখরূপ ইতীর্য্যতে।
তস্মাদ্দুঃখং সদা যাতি দ্বেষবান্ পুরুষোত্তমে।।
নৃসিংহ-দ্বেষতো দুঃখং রক্ষোরূপেণ রাবণঃ।
অগাচ্চ রাম-বিদ্বেষাৎ শিশুপালস্তথৈব চ।।
ততো ভক্ত্যা পরং যাতো দ্বেষরূপস্ত্বধোগতিম্।
তস্মাৎ সর্ব্বো গুণোদ্রেকিবিদ্বেষাৎ সর্ব্বদোষবান্।।
ভবেদিতি স্বরূপত্বং দ্বেষাদেঃ পুরুষস্য হি।
ইতি ভাগবততন্ত্রে।।

তং যথাযথোপাসতে তদেব ভবতি।
তং ভূতিরিতি দেবা উপাসাঞ্চক্রিরে।
তে বভূবুস্তস্মাদ্ধাপ্যেতর্হি সুপ্তো ভূর্ভূরিত্যেব।
প্রশ্বসিত্যাভূরিত্যসুরাস্তেঽপরা বুভূবুরিত্যাদি চ।
সত্যপ্যত্যল্পবিদ্বেষে ভোজনং দাস্যতীতি তু।
স্নেহ-বাহুল্যতঃ কীটঃ পেশস্কারিসমো ভবেৎ।
দ্বেষে সর্ব্বাত্মনা নষ্টে স্নেহে চৈব বিবর্দ্ধিতে।।
স্বরূপতাতে দেবস্যাৎ কীটস্যেবং হরেরপি।
অত্যল্পোপি হরের্দ্বেষঃ স্নেহস্যানুদয়ঙ্কর।।

সোঽয়ং বিশেষোত্রান্যশ্চ ফলদাতাচ কেশবঃ।।
ন হি পেশস্কৃতঃ কিঞ্চিৎ ফলদাতৃত্বমিষ্যতে।।
স্বাতন্ত্র্যাদ্বিদ্বিষাণাঞ্চ কেশবো ন সুখপ্রদঃ।
ইতি স্বাতন্ত্র্যবিবেকে।। ২২-২৩।।

এবং গুরুভ্য এতেভ্য এষা মে শিক্ষিতা মতিঃ।
স্বাত্মোপশিক্ষিতাং বুদ্ধিং শৃণু মে বদতঃ প্রভো।। ২৪।।

অন্বয়ঃ— প্রভো! (হে রাজন্!) এতেভ্যঃ গুরুভ্যঃ মে (ময়া) এবং (পূর্ব্বোক্তক্রমেণ) এষা মতিঃ (পূর্ব্বোক্ত-মেতৎ সর্ব্বং জ্ঞানং) শিক্ষিতা (প্রাপ্তমধুনা) বদতঃ (কথয়তঃ) মে (মম সকাশাৎ) স্বাত্মোপশিক্ষিতাং (স্বাত্মনো দেহাদুপশিক্ষিতাং) বুদ্ধিং (জ্ঞানং) শৃণু।। ২৪।।

অনুবাদ— হে রাজন্! এই সকল গুরুর নিকট হইতে আমি পূর্ব্বোক্ত-ক্রমে এই সমস্ত শিক্ষালাভ করিয়াছি, সম্প্রতি স্বদেহ হইতে শিক্ষা করিয়াছি, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ করুন্।। ২৪।।

বিশ্বনাথ—স্বদেহাদপি শিক্ষিতমাহ,—স্বাত্মেতি।। ২৪

টীকার বঙ্গানুবাদ— নিজ দেহ হইতে শিক্ষার বিষয় বলিতেছেন।। ২৪।।

বিবৃতি— বিভিন্ন গুরুবর্গের বহিরাকার দর্শন করিয়া আমি আমার বুদ্ধিকে যেরূপ শিক্ষালাভে প্রস্তুত করিয়ছি, সেই আত্মবিষয়ে শিক্ষিত-বুদ্ধির কথা বলিতেছি।। ২৪।।

দেহো গুরুর্মম বিরক্তিবিবেকহেতু-
র্ব্বিভ্রৎ স্ম সত্ত্বনিধনং সততার্ত্ত্যুদর্কম্।
তত্ত্বান্যনেন বিমৃশামি যথা তথাপি
পারক্যমিত্যবসিতো বিচরাম্যসঙ্গঃ।। ২৫।।

অন্বয়ঃ— সততার্ত্ত্যুদর্কং (সততং সন্ততমার্ত্ত্যুদর্কং দুঃখমেবোত্তরফলং তথা) সত্ত্বনিধনং (উৎপত্তিবিনাশৌ চ) বিভ্রৎ (ধারয়ন্) বিরক্তিবিবেকহেতুঃ (মম বিরক্তি-বিবেকজনকঃ) দেহঃ (শরীরমিদং) মম গুরুঃ স্ম (গুরুর্ভবতীত্যর্থঃ, এবমত্যুপকারিত্বেঽপি দেহে নৈবাস্থা কর্ত্তব্যেত্যাহ) তথাপি (তাদৃগ্ গুরুত্বেঽপি) পারক্যং (শ্বশৃগালাদিভক্ষ্যম্) ইতি অবসিতঃ (নিশ্চিতবান্ সন্) অনেন (দেহেন) যথা (যথাবৎ) তত্ত্বানি (বিজ্ঞেয়ানি) বিমৃশামি (নিরূপয়ামি তথা চ) অসঙ্গঃ (তদাসক্তি রহিতঃ সন্) বিচরামি (পর্য্যটামি)।। ২৫।।

অনুবাদ— নিরন্তর পরিণাম-দুঃখ-ভাগী, উৎপত্তি-বিনাশশীল এই দেহ বৈরাগ্য এবং বিবেকজ্ঞানের জনক বলিয়া আমার গুরু হইয়া থাকে; তথাপি ইহা শৃগাল কুক্কুরাদি পরের ভক্ষ্য সম্পত্তি—ইহা নিশ্চয় করিয়া ইহার প্রতি আসক্তিশূন্য হইয়া কেবলমাত্র ইহাদ্বারা যথাযথ তত্ত্বানুসন্ধান সহকারে বিচরণ করিতেছি।। ২৫।।

বিশ্বনাথ— গুরুত্বে হেতুঃ বিরক্তিবিবেকয়োর্হেতুঃ, তত্র বিরক্তিহেতুত্বমাহ,—সত্ত্বনিধনং উৎপত্তি-বিনাশৌ বিভ্রৎ। তৎ কীদৃশং সততার্ত্তিরেব উদর্ক উত্তরফলং যস্য তৎ। দেহৈকদেশঃ কুক্ষিরপি দ্বিত্রদিবসীয়ভক্ষ্যমসংগৃহ্নন্ বিরক্ত ইবেতি তস্মাদপ্যসংগ্রহং শিক্ষেৎ। বিবেকহেতুত্বমাহ,—তত্ত্বানীতি। যথেতি যথা তত্ত্বানি বিমৃশামি তথৈব শ্রোত্রাদীন্দ্রিয়বতা অনেনৈব শ্রীভগবৎপ্রাপকশ্রবণকীর্ত্তনাদিময়ং ভক্তিযোগমপি প্রাপ্নোমীত্যর্থঃ। যথা কশ্চিদ্রসিকো মহাভক্তঃ সর্ব্বরসাস্বাদ্যপি রসালিপ্তঃ; কিন্তু হরিরসাসক্তোঽনুরাগী স্যাৎ, এবং জিহ্বাপি ঘৃতাদিসর্ব্বরসাস্বাদিন্যপি ন তত্তৎসম্পর্কবতী কিন্তু তাম্বূলরসসম্পর্কবত্যেব দৃষ্টা, যত ইয়মরুণা স্যাৎ; এরমত্যুপকারিণি গুরাবপ্যস্মিন্ দেহে স্বীয় ইতি, স্থির ইতি, বুদ্ধির্ন কর্ত্তব্যেত্যাহ—পারক্যমদ্য শ্বো বা শ্বশৃগালাদিভক্ষ্যমিত্যবসিতং নিশ্চয়ো যস্মিন্ সঃ। পারক্যমিতি ক্লীবত্বমার্ষম্। অতএবাসঙ্গঃ অত্রাসক্তিরহিতশ্চরামি।। ২৫।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— নিজ দেহ গুরুর কারণ বৈরাগ্য ও বিবেক এই উভয়ের শিক্ষার হেতু তন্মধ্যে বৈরাগ্যের কারণ বলিতেছেন—উৎপত্তি ও বিনাশ এই দেহ ধারণ করে। তাহা কিরূপ? সর্ব্বদা আর্ত্তিই পরবর্ত্তী ফল যাহার সেই। দেহের একদেশ উদরও দুই তিন দিবসীয় ভোক্ষ্য

না গ্রহণ করিয়া বিরক্তের ন্যায় থাকে। তাহা হইতেও সংগ্রহ না করা শিক্ষালাভ করিবে। বিবেকের কারণ বলিতেছেন— যেমন তত্ত্বসমূহ বিচার করিব সেইরূপ আদি ইন্দ্রিয় যুক্ত ঐ দেহ দ্বারাই শ্রীভগবৎ-প্রাপক শ্রবণ কীর্ত্তনাদিময় ভক্তিযোগও পাইব, যেমন কোন রসিক মহাভক্ত সর্ব্ববিধরস আস্বাদন করিয়াও রসে লিপ্ত হয় না। কিন্তু হরিরস আসক্ত অনুরাগী হয়। সেইরূপ জিহ্বাও ঘৃতাদি সর্ব্বরস আস্বাদন করিয়াও, সেই সেই রসে সম্পর্ক রাখে না; কিন্তু তাম্বুল রসের সম্পর্ক রাখেই দেখা যায়, যেহেতু এই জিহ্বা তাম্বুল ভক্ষণের পর অরুণবর্ণা হয়, এই প্রকার অতি উপকারী গুরু এই দেহে 'নিজ' এই প্রকার স্থির বুদ্ধি কর্ত্তব্য নহে, ইহাই বলিতেছেন—এই দেহটি পরের আজ অথবা আগামী কাল কুকুর শৃগালাদি ভোক্ষ্য হইবে —ইহাই নিশ্চয়। যেহেতু সেই পরকীয় দেহকে অসঙ্গ অর্থাৎ এই দেহে আসক্তি রহিত হইয়া বিচরণ করি।।২৫

বিবৃতি—আমার স্থূল-সূক্ষ্ম শরীরদ্বারা কালের বশবর্ত্তী হইয়া অপর বস্তুর সঙ্গক্রমে আমার যে পরিবর্ত্তনের সম্ভাবনা হয়, তাহা স্থিরা বুদ্ধির পরিচয় নহে। তজ্জন্য সেই সকল সঙ্গজজ্ঞানের দুঃসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া আমি অনাসক্তভাবে দেহ বা দেহের সংসর্গে বাস করিয়া অভিনিবিষ্ট হইব না। জড়বস্তুর সান্নিধ্যে তাহাতে অভিভূত না হইয়া সারগ্রহণই বুদ্ধিবৃত্তির সুষ্ঠুতা; উহা ভগবৎসেবাময়ী এবং ভোগ্যজগৎ হইতে পৃথক্।। ২৫।।

মধ্ব—

সত্ব নিধনঃ সত্বং নিধীয়তেস্মিন্ পরমেশ্বরঃ।
ইতি সততাতিশয়েনোচ্চৈরর্ককংরূপ ইতি।
সততাত্যুদর্কো ভগবান্।। ২৫।।

জায়াত্মজার্থপশুভৃত্যগৃহাপ্তবর্গান্
পুষ্ণাতি যৎপ্রিয়চিকীর্ষয়া বিতন্বন্।
স্বান্তে সকৃচ্ছ্রমবরুদ্ধধনঃ স দেহঃ
সৃষ্ট্বাস্য বীজমবসীদতি বৃক্ষধর্ম্মঃ।। ২৬।।

অন্বয়ঃ—(পুরুষঃ) সকৃচ্ছ্রং (কৃচ্ছেন কষ্টেন সহ) অবরুদ্ধধনঃ (অবরুদ্ধানি সঞ্চিতানি ধনানি যেন স তথা সন্) যৎপ্রিয়চিকীর্ষয়া (যস্য দেহস্যাপ্রিয়চিকীর্ষয়া ভোগসম্পাদনেচ্ছয়া) জায়াত্মজার্থপশুভৃত্যগৃহাপ্তবর্গান্ (জায়াদীন্) বিতন্বন্ (বিস্তারয়ন্) পুষ্ণাতি (বর্দ্ধয়তি) স্বান্তে (স্বায়ুষোঽন্তে) বৃক্ষধর্ম্মঃ (বৃক্ষস্যৌষধেরিব ধর্ম্মো যস্য সঃ) সঃ দেহঃ অস্য (পুরুষস্য) বীজং (দেহান্তরবীজং কর্ম্ম) সৃষ্ট্বা (উৎপাদ্য স্বয়ম্) অবসীদতি (নশ্যতি)।। ২৬।।

অনুবাদ—পুরুষ কষ্টসহকারে ধন উপার্জ্জন করিয়া যে-দেহের ভোগসম্পাদনের জন্য উক্ত ধনদ্বারা স্ত্রী, পুত্র, সম্পত্তি, পশু, ভৃত্য, গৃহ এবং আত্মীয়বর্গের বিস্তার ও পালন করিয়া থাকেন, আয়ুষ্কাল শেষ হইলে ঐদেহই বৃক্ষের ন্যায় পুরুষের ভাবিদেহ-সৃষ্টির বীজস্বরূপ কর্ম্মসকল উৎপাদন করিয়া স্বয়ং বিনষ্ট হইয়া থাকে।। ২৬।।

বিশ্বনাথ— ননু বিরক্তিবিবেকভক্তিযোগপ্রদাতুঃ সর্ব্বেষ্বপি গুরুষু শ্রেষ্ঠস্য দেহস্যাস্য নশ্বরস্যাপি সেবাপরমাসক্ত্যেব কর্ত্তুং যুজ্যতে, অন্যথা কৃতঘ্নত্বলক্ষণো দোষঃ স্যাদিত্যতঃ কথমসঙ্গ ইতি ব্রূষে? সত্যং, বিচিত্রচরিত্রোঽয়ং গুরুর্যতঃ পরমাসক্ত্যা সেব্যমানো হ্যয়ং বিবেকবৈরাগ্যাদিকং কিমপি নোপদিশতি। প্রত্যুত সংসারমহান্ধকূপ এব নিঃক্ষিপতীত্যাহ,—জায়েতি দ্বাভ্যাম্। যস্য দেহস্য প্রিয়চিকীর্ষয়া জায়াদীন্ বিতন্বন্ বিস্তারয়ন্ সন্ পুষ্ণাতি, যস্য দেহস্য প্রীতিচিকীর্ষা চেদুৎপদ্যতে, তর্হি জায়াদীন্ সম্পাদ্য তানেব পুষ্ণাতীত্যর্থঃ। স দেহঃ অবরুদ্ধধনঃ লুপ্তবিবেকাদিবিত্তঃ সন্ স্বান্তে স্বস্যায়ুষোঽন্তে সকৃচ্ছ্রং যথা স্যাত্তথা অবসীদতি নশ্যতি। কিঞ্চাস্য পুরুষস্য বীজং দেহান্তরবীজং কর্ম্ম সৃষ্ট্বা যেন পুনর্ভব প্রবাহঃ স্যাৎ বৃক্ষস্যৌষধিরূপস্যেব ধর্ম্মো যস্য সঃ।। ২৬।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—প্রশ্ন হইতে পারে বিরক্তি বিবেক ও ভক্তিযোগ প্রদাতা সকল গুরু হইতে শ্রেষ্ঠ এইদেহ নশ্বর হইলেও ইহার সেবা পরম আসক্তি দ্বারাই করা যুক্তিযুক্ত, তাহা না হইলে কৃতঘ্নতারূপ দোষ হয়। অতএব কি প্রকারে অসঙ্গ এইরূপ বলিতেছ? উত্তর—সত্য, বিচিত্র চরিত্র এই দেহরূপ গুরু যেহেতু পরম আসক্তি

দ্বারা সেবা করিলে পর ইহা বিবেক বৈরাগ্য আদি কিছুই উপদেশ করিবেন না, বরং সংসার মহা অন্ধকূপেই নিক্ষেপ করিবেন, ইহাই বলিতেছেন দুইটি শ্লোকদ্বারা। যে দেহের প্রীতি ইচ্ছা করিয়া স্ত্রীপুত্র আদি বিস্তার পূর্ব্বক পোষণ করিতেছ। যে দেহের প্রীতি ইচ্ছা যদি উদিত হয় তাহা হইলে স্ত্রীপুত্রাদি সংগ্রহ করিয়া তাহাদিগকেই পোষণ করে। সেই দেহ সঞ্চিত ধন বিবেকাদি বিত্ত হারাইয়া নিজের অন্তে অর্থাৎ আয়ুর শেষে অতিকষ্টের সহিত যেমন হয়, সেইরূপ বিনাশ প্রাপ্ত হয়। আর এই পুরুষের বীজ অর্থাৎ অন্যদেহের বীজরূপ কর্ম্ম সৃজন করিয়া যে-ভাবে পুনঃরায় সংসার প্রবাহ চলে। ঔষধির অর্থাৎ বীজ পাকিলে যে গাছের মৃত্যু হয়, তাহাকে ঔষধি বলে তাহার মতই যাঁহার ধর্ম্ম সেই দেহ।। ২৬।।

বিবৃতি— বৃক্ষ যেরূপ অপর বৃক্ষ উৎপাদন করিবার জন্য বীজ সৃষ্টি করে এবং স্বীয় কাষ্ঠ কাল-প্রভাবে বিনাশ করায়, তদ্রূপ বদ্ধজীব স্বীয় স্থূল ও সূক্ষ্মদেহের প্রিয়-কামনায় স্ত্রী, পুত্র, পশু, বিত্ত, দ্রবিণ ও স্বজনাদিকে কষ্টলব্ধ ধনের দ্বারা পোষণ করাইয়া সেই দেহদ্বয় পরিত্যাগ করেন। আগমাপায়ি-দেহদ্বয়ের সহিত দেহ-দেহী-অভিন্ন চিন্ময়দেহের সাম্যপ্রয়াস অবিবেচনার হেতু। সুতরাং আত্মানাত্ম বিবেকরহিত ব্যক্তিগণ আত্মানাত্মবিবেকযুক্ত বুদ্ধিমানের সহিত সমজাতীয় নহে।। ২৬।।

মধ্ব— বীজার্থমারোহণাদিকং কুর্ব্বন্নিতি।। ২৬।

জিহ্বৈকতোঽমুমপকর্ষতি কর্হি তর্ষা
শিশ্নোঽন্যতস্ত্বগুদরং শ্রবণং কুতশ্চিৎ।
ঘ্রাণোঽন্যতশ্চপলদৃক্ ক্ব চ কর্ম্মশক্তি-
র্বহ্ব্যঃ সপত্ন্য ইব গেহপতিং লুনন্তি।। ২৭।।

অন্বয়ঃ— বহ্ব্যঃ (অনেকাঃ) সপত্ন্যঃ (একস্বামিকাঃ স্ত্রিয়ঃ) গৃহপতিম্ ইব (যথা গেহদেহয়োর্নিয়ন্তারমপি স্বা-মিনং স্বাং স্বাং প্রতি নয়ন্তি তথা) জিহ্বা অমুং (দেহং তদ-ভিমানিনং পুরুষং বা) একতঃ (রসং প্রতি) অপকর্ষতি (বলান্নয়ন্তি তথা) তর্ষা (পিপাসা) কর্হি (কদাচিজ্জলং প্রতি) শিশ্নঃ অন্যতঃ (ব্যবায়ং প্রতি) ত্বক্ (স্পর্শং প্রতি) উদরম্ (অন্নং প্রতি) শ্রবণং কুতশ্চিৎ (শব্দং প্রতি) ঘ্রাণঃ অন্যতঃ (গন্ধং প্রতি) চপলদৃক্ (চঞ্চলদৃষ্টিঃ) ক্ব চ (রূপং প্রতি) কর্ম্মশক্তিঃ (কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি চ স্ব-স্ব-বিষয়ং প্রতি) লুনন্তি (ত্রোটয়ন্তি)।। ২৭।।

অনুবাদ— কোন গৃহস্থের অনেক স্ত্রী থাকিলে তাহারা প্রত্যেকেই যেরূপ স্বামীকে নিজের প্রতি আকৃষ্ট করিতে চেষ্টা করে, সেইরূপ জিহ্বা, পিপাসা, উপস্থ, ত্বক্, উদর, কর্ণ, নাসিকা, চঞ্চল দৃষ্টি এবং কর্ম্মেন্দ্রিয়সকল এই দেহাভিমানী পুরুষকে নিজ-নিজ-বিষয়ের প্রতি আকৃষ্ট করিয়া থাকে।। ২৭।।

বিশ্বনাথ— তস্মাদস্মৈ গুরুবে দেহায় কৈবল্যং প্রাণধারণমাত্রং ভোজনং দেয়ং তদপ্যনাসক্ত্যৈব, এষৈবাস্য গুরোর্গুরুশুশ্রূষা শ্রদ্ধায়াস্মৈ ভোগাশ্চেদ্দীয়ন্তে তর্হি শৃণু তত্ত্বমিত্যাহ,—জিহ্বেতি। অমুং দেহাসক্তং পুরুষং, একতঃ রসং প্রতি জিহ্বা অপকর্ষতি অধঃপাতনার্থমাকর্ষতি, আচ্ছিনত্তি কর্হি কদাচিত্তর্ষা পিপাসা জলং প্রতি, শিশ্নো ব্যবায়ং প্রতি, এবং ত্বগাদয়ঃ স্পর্শাদীন্ প্রতি, কর্ম্মশক্তিঃ কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি চ লুনন্তি ত্রোটয়ন্তি।। ২৭।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— অতএব এইগুরুরূপী দেহকে কেবল প্রাণ ধারণ মাত্র উপযোগী ভোজন দান করিবে, তাহাও অনাসক্ত ভাবেই ইহাই দেহরূপী গুরুর শুশ্রূষা। শ্রদ্ধাপূর্ব্বক ভোগসমূহ ইহাকে যদি দান কর, তাহা হইলে শ্রবণ কর ইহার তত্ত্ব। এই দেহাসক্ত পুরুষকে একদিকে রসেরদিকে জিহ্বা অধঃপতনের জন্য আকর্ষণ করে, কখনও পিপাসা জলের প্রতি আকর্ষণ করে, স্ত্রীসঙ্গের প্রতি এইরূপ ত্বক্ ইন্দ্রিয় আদি স্পর্শাদির প্রতি আকর্ষণ করে। কর্ম্মশক্তি অর্থাৎ কর্ম্মেন্দ্রিয়সমূহও ছিন্ন করিয়া ফেলে।।

বিবৃতি— গৃহপতি যেরূপ বহুপত্নীকর্ত্তৃক তাহাদের নিজনিজ স্বার্থপোষণের উদ্দেশ্যে আকৃষ্ট হয়, তদ্রূপ দৃশ্যমান জগৎ কর্ম্মেন্দ্রিয় ও জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলিকে সর্ব্বদা আকর্ষণ করে।। ২৭।।

সৃষ্ট্বা পুরাণি বিবিধান্যজয়াত্মশক্ত্যা
বৃক্ষান্ সরীসৃপপশূন্ খগদন্দশূকান্।
তৈস্তৈরতুষ্টহৃদয়ঃ পুরুষং বিধায়
ব্রহ্মাবলোকধিষণং মুদমাপ দেবঃ।। ২৮।।

অন্বয়ঃ—দেবঃ (ঈশ্বরঃ) আত্মশক্ত্যা অজয়া (মায়য়া) বৃক্ষান্ সরীসৃপপশূন্ (সরীসৃপান্ পশূন্ চ) খগদন্দশূকান্ (খগান্ দন্দশূকান্ চ) বিবিধানি (পূর্ব্বোক্তরূপাণি বিচিত্রাণি) পুরাণি (শরীরাণি) সৃষ্ট্বা তৈঃ তৈঃ (পুরৈঃ) অতুষ্টহৃদয়ঃ (অসন্তুষ্টঃ সন্) ব্রহ্মাবলোকধিষণং (ব্রহ্মণোঽবলোকায়াপরোক্ষায় ধিষণা বুদ্ধির্যস্মিংস্তং) পুরুষং (পুরুষদেহং)বিধায় (সৃষ্ট্বা) মুদং (সন্তোষম্) আপ (প্রাপ্তঃ)।।২৮

অনুবাদ— ঈশ্বর নিজশক্তিভূতা মায়াদ্বারা বৃক্ষ, সরীসৃপ, পশু, পক্ষী এবং হিংস্রপ্রাণিরূপ বিবিধ শরীরের সৃষ্টি করিয়া তৎসমুদয়ে সন্তুষ্ট হইতে না পারিয়া পরিশেষে ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের উপযোগিজ্ঞানযুক্ত এই পুরুষদেহ রচনা করিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন।। ২৮।।

বিশ্বনাথ— যস্মাদয়মপবর্গসাধক এক এব মনুষ্যদেহঃ সৃষ্টস্তস্মাদেনং নরকসাধনং ন কুর্য্যাদিত্যাহ—সৃষ্ট্বেতি। পুরাণি শরীরাণি,—পুরুষং মনুষ্যদেহং, ব্রহ্মণঃ পরমেশ্বরস্যাবলোকে সাক্ষাৎকারে ধিষণা বুদ্ধির্যতস্তম্। তথাচ শ্রুতিঃ,—'পুরুষত্বে চাবিস্তরামাত্মা' ইতি। তথা তাভ্যো গামানয়ন্ তা অব্রুবন্ ন বৈ নোঽয়মলমিতি তাভ্যোঽশ্বমানয়ন্ তা অব্রুবন্ ন বৈ নোঽয়মলমিতি। তাভ্যঃ পুরুষমানয়ন্তা অব্রুবন্ সুকৃতং বতেতি।। ২৮।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— যেহেতু এই মুক্তি সাধক একই মনুষ্য দেহ ঈশ্বর সৃষ্টি করিয়াছেন, সেহেতু ইহার দ্বারা নরকসাধন করিবে না। ইহাই বলিতেছেন—ঈশ্বর জীবদেহসমূহ সৃষ্টি করিয়া সেই সমূহে সন্তুষ্ট হইতে না পারিয়া, পরিশেষে মনুষ্য দেহ পরমেশ্বরের সাক্ষাৎকারের উপযুক্ত বুদ্ধিযুক্ত জানিয়া তাহাকে সৃষ্টি করিলেন, সেইরূপ শ্রুতিপ্রমাণ আছে মনুষ্য দেহ সৃষ্টি করিয়া পরমাত্মা প্রচুর আনন্দ লাভ করিলেন। সেইরূপ অন্যান্য প্রাণীগণকে সৃষ্টি করিয়া তাহাদের মধ্য হইতে গাভীকে আনিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন তুমি পরমেশ্বরকে জান কি? তাহারা বলিল না, আমরা ইহাতে সমর্থ নহি, তাহার পর অশ্বকে আনয়ন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহারা বলিল আমরা সমর্থ নহি। অতঃপর পুরুষ দেহ আনিয়া জিজ্ঞাসা করিলে.তাহারা বলিল আপনার কৃপা হইলে পারিব।। ২৮।।

বিবৃতি— ভগবান্ আধিকারিক দৈবশক্তির দ্বারা ভোক্তৃবর্গ ও ভোগ্যবর্গ সৃষ্টি করিয়া উভয়ের মধ্যে বৃত্তিসংস্থাপন করেন। তাহাতে ভোক্তা জড় সীমাবিশিষ্ট ও ক্ষণভঙ্গুর দ্রব্যাদি লাভ করিয়া সন্তুষ্ট হইতে পারেন না। যেকাল পর্য্যন্ত অণুচিৎ জীব স্বীয় আচরণকারী রূপ, রস, শব্দ, গন্ধ, স্পর্শের হেয়তা উপলব্ধি না করেন, স্বীয় চিদানন্দময় স্বরূপের পরিচয় না পান এবং জড় বিশ্ব অপেক্ষা আপনাকে শ্রেষ্ঠ বৈকুণ্ঠ বলিয়া জানিতে না পারেন, তৎকাল পর্য্যন্ত তাহার ক্লেশপ্রাপ্তি। কিন্তু যে-মুহূর্ত্তে তিনি স্বীয় বৈকুণ্ঠাধিষ্ঠান উপলব্ধি করিয়া আপনাকে শুদ্ধভক্ত জানিতে পারেন, তখনই তিনি মায়াশক্তিকে অতিক্রম করিয়া ভগবৎসেবা-পর হন এবং আপনাকে ভগবানের সর্ব্বতোভাবে পাল্য ও আশ্রিত জানেন—কখনও আপনাকে পালক বা ভোক্তা অভিমান করেন না। তখনই তিনি জানিতে পারেন যে, সর্ব্বদেবময় বিষয়-বিগ্রহ ভগবান্ তাহার নিত্যসেবক আশ্রয়-বিগ্রহের সেবা স্বীকারপূর্ব্বক স্বীয় নিত্য আনন্দময়তা প্রকাশ করিয়াছেন।। ২৮।।

লব্ধ্বা সুদুর্ল্লভমিদং বহুসম্ভবান্তে
মানুষ্যমর্থদমনিত্যমপীহ ধীরঃ।
তূর্ণং যতেত ন পতেদনুমৃত্যু যাবন্
নিঃশ্রেয়সায় বিষয়ঃ খলু সর্ব্বতঃ স্যাৎ।। ২৯।।

অন্বয়ঃ—(তস্মাৎ) বহুসম্ভবান্তে (বহূনাং সম্ভবানাং জন্মনামন্তে) ইহ (সংসারে) অনিত্যম্ অপি অর্থদং (পুরুষার্থপ্রাপকং) সুদুর্ল্লভমিদং ইদং মানুষ্যং (মনুষ্যদেহং) লব্ধ্বা (দৈবাৎ প্রাপ্য) অনুমৃত্যু (অনু নিরন্তরং মৃত্যবো যস্য তৎ শরীরমিদম্) যাবৎ ন পতেৎ (বিনশ্যেৎ তাবদেব) ধীরঃ

(বিবেকী পুরুষঃ) তূর্ণম্ (আশু) নিঃশ্রেয়সায় (মুক্তয়ে) যতেত (প্রযত্নং কুর্য্যাৎ) বিষয়ঃ (রূপরসাদি ভোগ্যস্তু) খলু (পুনঃ) সর্ব্বতঃ স্যাৎ (পশ্বাদিযোনিষ্বপি লভ্যং ভবেদেব নিঃশ্রেয়সস্তু ন তথেত্যর্থঃ)।। ২৯।।

অনুবাদ— অতএব বহুজন্মান্তর সংসারে ভাগ্যক্রমে পুরুষার্থ-সাধক, সুদুর্ল্লভ এই অনিত্য মানব দেহ লাভ করিয়া যে-পর্য্যন্ত এই নিরন্তর মৃত্যুশীল দেহের পতন না ঘটে, তাবৎকাল পর্য্যন্ত বিবেকী পুরুষ সত্বর নিশ্রেয়ো লাভের জন্য যত্নশীল হইবেন; বিষয়ভোগ অন্যান্য নিকৃষ্ট প্রাণিশরীরেও সম্ভবপর হইয়া থাকে, কিন্তু পরমার্থ-লাভ অন্যদেহে সম্ভবপর নহে।। ২৯।।

বিশ্বনাথ— অনিত্যমপি অর্থদং নিত্যস্যাপি বস্তুনঃ প্রাপকং তস্মাদিদং যাবন্ন পতেৎ তাবদেব নিঃশ্রেয়সায় যতেত, যত ইদং অনুমৃত্যু অন্বনুজাতস্য পশ্চাৎ পশ্চাদেব বর্ত্তমানো মৃত্যুর্যস্য, তৎ, ক্ষণভঙ্গুরত্বেনৈব বিশ্বস্তমিত্যর্থঃ। বিষয়ঃ পুনঃ সর্ব্বতঃ শ্বাদিযোনিষ্বপি প্রাপ্তঃ স্যাদেব।।২৯।

টীকার বঙ্গানুবাদ— এইদেহ অনিত্য হইলেও নিত্যবস্তুর প্রাপক। অতএব এইদেহ যে পর্য্যন্ত না পতিত হয়, সেই পর্য্যন্তই পরমমঙ্গল লাভের জন্য যত্ন করিবে। যেহেতু এইদেহ জন্মের পর মৃত্যু, আবার জন্ম এইভাবে ক্ষণভঙ্গুর বলিয়া বিশ্বাস রাখিবে। এই দেহের ভোগ্য বিষয়সমূহ অশ্বআদি জন্মেও সর্ব্বপ্রকারে প্রাপ্ত হওয়া যায়।।২৯

বিবৃতি— বদ্ধজীবের অধিষ্ঠানে জন্মজন্মান্তরের সম্ভাবনা আছে। কখনও দেবতা, কখনও মনুষ্য, কখনও পশু, বৃক্ষ ও পাষাণাদি বাহিরের কোষগুলির দ্বারা বিভিন্ন পরিচয়ে অবস্থান ঘটে এবং সেই কোষোচিত ভোগপ্রবৃত্তিক্রমে রূপরসাদির গ্রহণ সকলপ্রকার প্রকাশবিশেষে সম্ভবপর হইয়া থাকে। কিন্তু মনুষ্যজন্ম বাস্তবসত্যের অভিজ্ঞানলাভে সমর্থ, সুতরাং অত্যন্ত প্রয়োজনীয়; সকল জন্মেই তাহা সুদুর্ল্লভ। কিন্তু এই মনুষ্যজন্ম নিত্য নহে। মনুষ্যদেহের অভ্যন্তরে অবস্থিত দেহীর পরমমঙ্গললাভের উপযোগী মনুষ্যশরীর। এই শরীর থাকিতে থাকিতে মানুষ নিজের সর্ব্বাপেক্ষা হিতচিন্তা করিতে সমর্থ হয়। সুতরাং মৃত্যুর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত নিজের মঙ্গল-চিন্তা করাই কর্ত্তব্য। অস্থায়ী শরীরগুলির সম্বন্ধে যেসকল কল্যাণ আপাতপ্রতীয়মান হয়, তাহা হইতে আপনাকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র রাখিয়া নিত্যহিতাকাঙ্ক্ষায় বাস্তবজ্ঞানের নিত্যসেবাধর্ম্মে আনন্দ লাভ করাই সর্ব্বতোভাবে প্রয়োজনীয় ব্যাপার। বুদ্ধিমান্‌গণই ইহা বিচার করেন।

মানবের সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় কালক্ষেপ ভগবৎসেবার উদ্দেশ্যেই বিহিত হওয়া আবশ্যক। যাঁহারা অনুক্ষণ ভগবৎ-সেবা-পর হইয়া জাগতিক প্রয়াসবিশিষ্ট হ'ন না, তাঁহাদেরই অনুগমনে নিজ-মঙ্গলের স্বরূপ নির্ণীত হয়। সুতরাং মনুষ্যের নিজ নিত্য হিত চিন্তা ব্যতীত অন্য কোন কৃত্য নাই এবং সকল প্রকার কর্ত্তব্যের তারতম্য বিচারে নিজনিত্যহিতচিন্তাকেই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাধান্য দেওয়া আবশ্যক। ভগবদ্ভক্তের সঙ্গক্রমেই আত্মার নিত্যা বৃত্তি ভক্তির উদয় হয়, নতুবা জীব ত্রিতাপক্লেশে ক্লিষ্ট হইয়া স্বীয় পরিত্রাণাকাঙ্ক্ষায় মায়াবাদী হইয়া পড়েন; কেহ বা ভোগের অনুসন্ধানে কর্ম্মফলবাদী হইয়া পড়েন।। ২৯।।

এবং সঞ্জাতবৈরাগ্যো বিজ্ঞানালোক আত্মনি।
বিচরামি মহীমেতাং মুক্তসঙ্গোঽনহঙ্কৃতঃ।। ৩০।।

অন্বয়ঃ—এবং (বহুভ্যোগুরুভ্যঃ শিক্ষিতেন) বিজ্ঞানালোকঃ (বিশিষ্টং জ্ঞানমালোকঃ প্রদীপো যস্য সঃ) সঞ্জাতবৈরাগ্যঃ (সঞ্জাতং বৈরাগ্যং বিষয়ানাসক্তির্যস্য স ততশ্চ) মুক্তসঙ্গঃ (সঙ্গরহিতঃ) অনহঙ্কৃতঃ (নিরহঙ্কারশ্চ সন্) আত্মনি (পরমাত্মনি স্থিত এব) এতাং মহীং বিচরামি (ভ্রমামি)।। ৩০।।

অনুবাদ— আমি এইরূপে বহু গুরুর নিকট হইতে শিক্ষা লাভ করিয়া বিজ্ঞানপ্রদীপযুক্ত, সঞ্জাতবৈরাগ্য, মুক্তসঙ্গ ও নিরহঙ্কার হইয়া পরমাত্মবস্তুতে প্রতিষ্ঠিতরূপে এই পৃথিবীতে ভ্রমণ করিতেছি।। ৩০।।

বিশ্বনাথ— যদুক্তং ত্বস্তু কল্পঃ কবির্দক্ষ ইত্যাদি তত্রোত্তরমাহ,—এবমিতি। আত্মনি পরমাত্মনি যৎ

বিজ্ঞানং অপরোক্ষানুভবস্তত্রৈবালোকদৃষ্টিতাৎপর্য্যং যস্য সঃ।। ৩০।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— যদু যে পূর্ব্বে ব্রাহ্মণকে বলিয়াছেন—'তুমি কিন্তু সমর্থ কবি দক্ষ' ইত্যাদি তাহার উত্তরে বলিতেছেন—আমি এইভাবে জ্ঞান সংগ্রহ করিয়া বৈরাগ্য লাভের পর, বিজ্ঞান আলোক দ্বারা পরমাত্মার সাক্ষাৎ অনুভবরূপ আলোক অর্থাৎ দৃষ্টি লাভ করিয়া অহঙ্কার ও সঙ্গ ত্যাগ পূর্ব্বক বিচরণ করিতেছি।। ৩০।।

নহ্যেকস্মাদ্গুরোর্জ্ঞানং সুস্থিরং স্যাৎ সুপুষ্কলম্।
ব্রহ্মৈতদদ্বিতীয়ং বৈ গীয়তে বহুধর্ষিভিঃ।। ৩১।।

অন্বয়ঃ— (ননু কিং বহুভির্গুরুভিরিত্যাহ) ঋষিভিঃ অদ্বিতীয়ম্ (অপি) এতৎ ব্রহ্ম বহুধা (স প্রপঞ্চনিষ্প্রপঞ্চভেদাদিভির্বহুভিঃ প্রকারৈঃ) গীয়তে (কীর্ত্ত্যতে) বৈ (ততঃ) একস্মাৎ গুরোঃ (সকাশাল্লব্ধং) জ্ঞানং সুপুষ্কলং (সুপ্রচুরং) সুস্থিরং (চ) ন স্যাৎ হি (নৈব ভবেৎ। অয়ং ভাবো নৈতে পরমার্থোপদেশগুরুবঃ কিন্ত্বন্বয়ব্যতিরেকাভ্যামাত্মন্যসম্ভাবনাদিমাত্রনিবর্ত্তকাস্তেষাঞ্চ বহুত্বং যুক্তমেব জ্ঞানপ্রদস্তগুরুমেকমেব বক্ষ্যতি মদভিজ্ঞং গুরুং শান্তমুপাসীতেতি) ।। ৩১।।

অনুবাদ— ব্রহ্ম বস্তু অদ্বিতীয় হইলেও ঋষিগণ ইঁহাকে ভিন্নরূপে বর্ণন করিয়াছেন, সুতরাং এক গুরুর নিকট হইতে লব্ধ-জ্ঞান সুপ্রচুর এবং সুস্থির হয় না।।৩১

বিশ্বনাথ— ননু মদভিজ্ঞং গুরুং শান্তমুপাসীতেতি তস্মাদ্গুরুং প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসুঃ শ্রেয় উত্তমমিত্যাদুক্তিভ্য এক এব গুরুরাশ্রয়ণীয়োঽবগম্যতে। নাপি শ্বেতকেতুভৃগুপ্রমুখৈর্বহবো গুরব আশ্রিতাঃ। সত্যং মমাপি মন্ত্রোপদেষ্টা গুরুরেক এব উপাস্যো বর্ত্ততে। কিন্তূপাসনায়ামানুকূল্যপ্রাতিকূল্যদৃষ্টান্তীভূতা এতে পদার্থাঃ পরামৃশ্য গুরুকৃতা ইত্যন্বয়-ব্যতিরেকাভ্যাং মে শিক্ষাগুরব এবৈতে জ্ঞেয়াঃ। তথাপি স্বামিচরণৈরুপনিবদ্ধৌ শ্লোকৌ "কপোত-মীন-হরিণা কুমারী-গজ-পন্নগাঃ। পতঙ্গঃ কুররশ্চাষ্টৌ হেয়ার্থে গুরুবো মতাঃ। মধুকৃন্মধুহর্ত্তা চ পিঙ্গলা চ দ্বয়োস্ত্রয়ঃ। উপাদেয়ার্থবিজ্ঞানে শেষাঃ পৃথ্যাদয়ো মতাঃ" ইতি। শিক্ষাগুরূণাস্তু বাহুল্যমেব প্রায়োজ্ঞানদার্ঢ্যপ্রযোজকমিত্যাহ,—নহীতি। ননু শিক্ষাগুরবোঽপ্যভিজ্ঞজনা এব ভব্যৈরাশ্রিয়ন্তে সত্যং অভিজ্ঞজনানাং হি গৌতমাদি নানামতানুসারিত্বান্ময়া স্বসজাতীয়াস্তে কুত্র কুত্র কত্যন্বেষ্টব্যা ইত্যাহ,—ব্রহ্মেতি। অদ্বিতীয়ং যদ্ব্রহ্ম এতৎ খলু সবিশেষনির্ব্বিশেষভেদবিভেদৈর্বহুধৈব ঋষিভির্গীয়তে ইতি "নাসাবৃষির্যস্য মতং ন ভিন্নম্" ইত্যভিযুক্তবাক্যাচ্চ ময়া ব্যাবহারিকা এব পদার্থাঃ শিক্ষাগুরুবঃ কৃতা ইতি ভাবঃ।। ৩১।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— প্রশ্ন হইতে পারে শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—"আমার তত্ত্বজ্ঞ শান্ত গুরুকে উপাসনা করিবে', উত্তম মঙ্গলের জিজ্ঞাসু হইয়া শ্রীগুরুচরণাশ্রয় করিবে, এইসকল উক্তি হইতে একজন গুরুরই আশ্রয় কর্ত্তব্য ইহা জানা যাইতেছে। শ্বেতকেতু ভৃগু প্রভৃতি বহুগুরু আশ্রয় করিয়াছিলেন, তাহা নহে, উত্তরে ব্রাহ্মণ বলিতেছেন,—সত্য, আমার মন্ত্র-উপদেষ্টাগুরু একজনই উপাস্যরূপে আছেন কিন্তু উপাসনা ক্ষেত্রে অনুকূল ও প্রতিকূলভাবের দৃষ্টান্তরূপে এইসকল পদার্থ চিন্তা করিয়া এইসকলকে গুরু করিয়াছি। ইহাদের মধ্যে কিছু গ্রহণীয়, কিছু পরিত্যজ্য এইভাবে ইহারা আমার শিক্ষাগুরুগণ জানিবেন। এইস্থলে শ্রীধরস্বামিপাদ কর্ত্তৃক দুইটি শ্লোকরচিত হইয়াছে—কপোত মৎস্য হরিণ কুমারী হস্তী সর্প পতঙ্গ ও কুরর পক্ষী এই আটজন ত্যাগ বিষয়ে আমার গুরু হন, মধুকর মুধুহরণকারী ও পিঙ্গলা উভয় বিষয়ে তিনজন, আর গ্রহণ বিষয়ে পৃথিবী আদি জানিবেন। শিক্ষাগুরুগণের বাহুল্য প্রায়ই জ্ঞানের দৃঢ়তা সম্পাদনের জন্য ইহাই বলিতেছেন। প্রশ্ন, শিক্ষাগুরুগণ অভিজ্ঞজনগণকেই ভদ্রব্যক্তিগণ আশ্রয় করেন। উত্তর-সত্যি, অভিজ্ঞ জনগণের মধ্যেই গৌতম আদি নানা মত অনুসারী হেতু আমা কর্ত্তৃক নিজ স্বজাতীয় তাহারা কোথায় কোথায় আছেন কত অন্বেষণ করিব? তাহাই বলিতেছেন—অদ্বিতীয় যে ব্রহ্ম, তাঁহাকে নিশ্চয়ই সবিশেষ ও নির্ব্বিশেষ ভেদে বহু প্রকা-

রেই ঋষিগণ কীর্ত্তন করেন, 'যাহার মত ভিন্ন নহে তিনি ঋষিই নন' এইরূপ প্রাচীনগণের বাক্যও আছে। আমি কিন্তু ব্যবহারিক পদার্থ জ্ঞানের জন্য শিক্ষাগুরু সমূহ গ্রহণ করিয়াছি।।৩১।।

বিবৃতি—ব্রহ্ম শব্দের একমাত্র সদর্থ—ভগবান্ বিষ্ণু। সেই বাস্তববস্তু বাসুদেবের সেবা বা উপাসনা ব্যতীত আর অন্য কোন শ্রবণীয় গীতি নাই। সমগ্র জগতের বহু বহু শিক্ষার স্থল হইতে একমাত্র ভগবৎ-সেবা-শিক্ষা ব্যতীত অন্য কোন শিক্ষণীয় বস্তু হইতে পারে না; ইতর শিক্ষা ভোগসৌকর্য্যার্থেই বিহিত হয় মাত্র।।৩১।।

মধ্ব—

একস্মাত্তুগুরোর্জ্জানং জায়তে নৈব কস্যচিৎ।
একস্মাদেব জায়েত যোগ্যাৎ ব্রহ্মপদস্য তু।।
স্বয়ং চোপদিশেজ্জ্ঞানং বৈরিচিপদযোগিনি।
অনুগ্রহাত্তেন চাপি জ্ঞানং দত্ত্বা বিমুক্তিদঃ।।
জ্ঞানং প্রাপ্য বহুভ্যোঽপি ন তে মুক্তিশ্চতুর্ম্মুখাৎ।
জ্ঞানমপ্রাপ্য তেষান্তু জ্ঞানদোবিষ্ণুরেব হি
ইতি গুরুবিবেকে।।৩১।।

শ্রীভগবানুবাচ—

ইত্যুক্ত্বা স যদুং বিপ্রস্তমামন্ত্র্য গভীরধীঃ।
বন্দিতঃ স্বর্চ্চিতো রাজ্ঞা যযৌ প্রীতো যথাগতম্।।৩২

অন্বয়ঃ—শ্রীভগবান্ উবাচ—সঃ গভীরধীঃ (অগাধ-বুদ্ধিঃ) বিপ্রঃ (দত্তাত্রেয়ঃ) তং যদুম্ আমন্ত্র্য (সম্ভাষ্য) ইতি (পূর্ব্বোক্তরূপম্) উক্ত্বা রাজ্ঞা (তেন যদুনা) স্বর্চ্চিতঃ (সুপূজিতঃ) বন্দিতঃ (নমস্কৃতঃ) প্রীতঃ (সন্) যথাগতং (তথৈব যদৃচ্ছয়া) যযৌ (গতবান্)।।৩২।।

অনুবাদ—শ্রীভগবান্ বলিলেন,—" সেই অগাধ-বুদ্ধি ব্রাহ্মণ যদুকে সম্ভাষণপূর্ব্বক পূর্ব্বোক্ত তত্ত্বসমূহ বর্ণন করিয়া তৎকর্ত্তৃক পূজিত ও নমস্কৃত হইয়া প্রসন্নচিত্তে যদৃচ্ছাক্রমে পুনরায় প্রস্থান করিলেন।।৩২।।

অবধূতবচঃ শ্রুত্বা পূর্ব্বেষাং নঃ স পূর্ব্বজঃ।
সর্ব্বসঙ্গবিনির্ম্মুক্তঃ সমচিত্তো বভূব হ।।৩৩।।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামেকাদশস্কন্ধে ভগবদুদ্ধব-সংবাদে অবধূত-গীতং নবমোঽধ্যায়।।৯।।

অন্বয়ঃ— (হে উদ্ধব!) নঃ (অস্মাকং) পূর্ব্বেষাং (পূর্ব্বজাতানামপি) পূর্ব্বজঃ (পূর্ব্বজাতঃ) সঃ (যদুঃ) অবধূতবচঃ (পূর্ব্বোক্তমবধূতবাক্যং) শ্রুত্বা সর্ব্বসঙ্গ-বিনির্ম্মুক্তঃ (সর্ব্বেষাং সঙ্গাদ্ বিনির্ম্মুক্তস্তথা) সমচিত্তঃ (সর্ব্বত্র সমবুদ্ধিশ্চ) বভূব হ (জাতঃ)।।৩৩।।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে নবমাধ্যায়স্যান্বয়ঃ।

অনুবাদ— হে উদ্ধব! আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণেরও পূর্ব্ববর্ত্তী যদুরাজ অবধূতের উক্ত বচন শ্রবণ করিয়া সর্ব্ব-সঙ্গবিমুক্ত এবং সমবুদ্ধিযুক্ত হইয়াছিলেন।।৩৩।।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে নবম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

বিশ্বনাথ— বিপ্রো দত্তাত্রেয়ো যোগর্দ্ধিমাপুরুভয়ীং যদুহৈহয়াদ্যাঃ ইত্যুক্তেঃ যথৈবাগতং তথৈব যদৃচ্ছয়া যযৌ।।

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।
একাদশস্য নবমঃ সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্।।

ইতি শ্রীল রিশ্বনাথচক্রবর্ত্তী-ঠক্কুরকৃতা শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে নবমাধ্যায়স্য সারার্থদর্শিনী টীকা সমাপ্তা।

টীকার বঙ্গানুবাদ— শ্রীভগবান্ বলিতেছেন এই বলিয়া যদুকে সেই বিপ্র দত্তাত্রেয় আশ্বাস দিয়া এবং হৈহয় প্রভৃতিকেও জ্ঞানযোগ উপদেশ দিয়া, যেভাবে আসিয়াছিলেন সেইভাবে স্বেচ্ছায় চলিয়া গেলেন।।৩২-৩৩।।

ইতি ভক্তচিত্তের আনন্দদায়িনী সারার্থদর্শিনীতে একাদশস্কন্ধের এই নবম অধ্যায় সাধুগণের সঙ্গে সমাপ্ত হইলেন।

ইতি শ্রীল বিশ্বনাথচক্রবর্ত্তী ঠাকুর কৃতা শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশ স্কন্ধে নবম অধ্যায়ের সারার্থ দর্শিনী টীকার অনুবাদ সমাপ্ত হইলেন॥১১।৯॥

মধ্ব—

ইতি শ্রীমদানন্দতীর্থভগবৎপাদাচার্য্যবিরচিতে
শ্রীমদ্ভাগবতৈকাদশস্কন্ধতাৎপর্য্যে নবমোঽধ্যায়ঃ।

বিবৃতি—

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের-একাদশস্কন্ধের নবম
অধ্যায়ের বিবৃতি সমাপ্ত।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশস্কন্ধের নবম অধ্যায়ের গৌড়ীয় ভাষ্য সমাপ্ত।

দশমোঽধ্যায়ঃ

শ্রীভগবানুবাচ—

ময়োদিতেম্ববহিতঃ স্বধর্ম্মেষু মদাশ্রয়ঃ।
বর্ণাশ্রমকুলাচারমকামাত্মা সমাচরেৎ।। ১।।

গৌড়ীয় ভাষ্য

দশম অধ্যায়ের সারকথা

এই অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ জৈমিনীয়াদির মতবাদ খণ্ডন-পূর্ব্বক উদ্ধবের নিকট দেহ-সম্বন্ধ-নিবন্ধন-বদ্ধ জীবাত্মার শুদ্ধ-জ্ঞান-সাধন-বিষয় কীর্ত্তন করিয়াছেন।

ভগবদাশ্রিত ব্যক্তি তদ্বর্ণিত পঞ্চরাত্রাদি-শাস্ত্রের বিধানানুসারে বৈষ্ণবধর্ম্ম পালনপূর্ব্বক নিষ্কাম-চিত্তে গুণ ও কর্ম্মে স্বীয় অধিকারানুযায়ী বর্ণাশ্রয়-ধর্ম্ম পালন করিবেন। বিষয়-ধ্যানরত প্রসুপ্ত ব্যক্তির স্বপ্নের ন্যায় প্রাকৃত ইন্দ্রিয়াদি লব্ধ জ্ঞানও বিফল। অতএব প্রথমে কাম্যকর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক নিত্যনৈমিত্তিক-কর্ম্মানুষ্ঠান, তৎপর আত্মতত্ত্ব-বিচারে তাহাও পরিত্যাগ করিয়া ভগবানের প্রকাশ-বিগ্রহ সদ্‌গুরুদেবের সেবায় আত্মনিয়োগ কর্ত্তব্য। গুরু-সেবক গুরুর প্রতি দৃঢ় প্রীতি-যুক্ত, তত্ত্বজ্ঞানাকাঙ্ক্ষী, অসূয়া-রহিত ও প্রজল্প-নির্ম্মুক্ত হইবেন। আত্মা স্থূল-সূক্ষ্ম দেহদ্বয় হইতে পৃথক্। দেহ-প্রবিষ্ট জীবাত্মা কর্ম্মানুযায়ী দেহধর্ম্ম স্বীকার করিয়া থাকেন। একমাত্র সদ্‌গুরুই শুদ্ধ আত্ম-জ্ঞান-প্রদানে সমর্থ। জৈমিনীয়াদির মত আলোচনা করিলেও দেখা যায়, জড়-দেহ ও খণ্ডকাল-সম্বন্ধ-প্রযুক্ত দেহীকে নিরন্তর জন্ম-মরণ-মালা পরিগ্রহ করিয়া সুখ-দুঃখরূপ ফল ভোগ করিতে হয়। এইরূপ কর্ম্মফলাধীন ব্যক্তির স্থিরভাবে পুরুষার্থ-লাভ সম্ভবপর নহে। যজ্ঞাদি কর্ম্মদ্বারা লব্ধ স্বর্গ-সুখাদি অল্প সময়ের জন্য। ভোগকাল শেষ হইলেই পুনরায় মর্ত্ত্যলোকে আসিয়া শোকদুঃখাদি ভোগ করিতে হয়। সুতরাং প্রবৃত্তি-মার্গে নিরবচ্ছিন্ন বা প্রকৃত সুখ নাই।

অন্বয়ঃ— শ্রীভগবান্ উবাচ—মদাশ্রয়ঃ (অহমেবাশ্রয়ো যস্য স তাদৃশো জনঃ) ময়া উদিতেষু (পঞ্চরাত্রাদৌ কথিতেষু) স্বধর্ম্মেষু (বৈষ্ণবধর্ম্মেষু) অবহিতঃ (অপ্রমত্তঃ) অকামাত্মা (কামনারহিতশ্চ সন্ তদবিরোধেন) বর্ণাশ্রম-কুলাচারং (বর্ণাশ্রমকুলোচিতান্ আচারান্) সমাচরেৎ (অনুতিষ্ঠেৎ)।। ১।।

অনুবাদ— শ্রীভগবান্ বলিলেন—আমার আশ্রিত ব্যক্তি মদ্‌বর্ণিত পঞ্চরাত্রাদি শাস্ত্রোক্ত বৈষ্ণবধর্ম্মসমূহে সর্ব্বদা মনোযোগী ও নিষ্কাম হইয়া তাহার অবিরোধী বর্ণাশ্রমকুলধর্ম্মসকলের অনুষ্ঠান করিবেন।। ১।।

বিশ্বনাথ—

জ্ঞানস্য সাধনং দেহসম্বন্ধাদ্বন্ধ আত্মনঃ।
দশমে জৈমিনীয়ানাং মতস্যোক্তঞ্চ খণ্ডনম্।। ০।।

শিক্ষামুক্ত্বা সাধনমুপদিশতি। ময়া স্বধর্ম্মেষু পঞ্চরাত্রাদাবুক্তেষু মদীয়ধর্ম্মেষু।। ১।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— এই দশম অধ্যায়ে জ্ঞানের সাধন, দেহসম্বন্ধ হেতু আত্মার বন্ধন ও জৈমিনী প্রভৃতি

কর্ম্ম মীমাংসকগণের মত উত্থিত করিয়া খণ্ডন বলা হইতেছে।। ০।।

'শিক্ষা' বলিয়া এখন 'সাধন' উপদেশ করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলিতেছেন—আমাকর্ত্তৃক পঞ্চরাত্রাদি শাস্ত্রে আমার ধর্ম্মের মধ্যে আমার আশ্রিত হইয়া নিষ্কাম-ভাবে বর্ণাশ্রম ও কুলাচার ধর্ম্ম আচরণ করিবে।। ১।।

বিবৃতি— যাঁহারা বর্ণাশ্রমোচিত মৎকথিত ধর্ম্ম-সমূহে অবস্থান করেন, তাঁহারা আমার আশ্রয় লাভ করিয়া নিষ্কামভাবে জীবন যাপন করিতে সমর্থ হন। আমার আশ্রয় ত্যাগ করিয়া আমার নিষিদ্ধ কুকর্ম্মাদিতে অভিলাষ করিলে তাঁহারা বিপথে যাইবেন। যখন বর্ণাশ্রম-কুলাচার আমার সেবা ছাড়িয়া পুণ্যার্জ্জনের দিকে ধাবিত হয়, তখন উহা অনাচার-নামে অভিহিত হয়। তত্তৎকামী ব্যক্তির কখনও নিত্যমঙ্গল হয় না। আবার মৎকথিত বেদপ্রতি-পাদ্যবিধি পালন ও নিষিদ্ধাচার ত্যাগ প্রভৃতি আচরণসমূহ সম্পাদন করিয়াও আমার আশ্রিত না হইলে উহাদের সাফল্য নাই। আবার একান্তভাবে আমার সেবা-কামী হইলে ঐরূপ আদেশসমূহ পালন বা লঙ্ঘন করিবার একান্ত আবশ্যকতা থাকে না। আমার নিষ্কিঞ্চন ঐকান্তিক ভক্ত প্রাকৃত বিধি-নিষেধাদিতে আবদ্ধ না হইলেই যে অনাচারী হইবেন, তাহা বলা যাইবে না।। ১।।

অন্বীক্ষেত বিশুদ্ধাত্মা দেহিনাং বিষয়াত্মনাম্।
গুণেষু তত্ত্বধ্যানেন সর্ব্বারম্ভবিপর্য্যয়ম্।। ২।।

অন্বয়ঃ— (কথমকামাত্মতা সম্ভবতি তত্রাহ) বিশুদ্ধাত্মা (স্বধর্ম্মৈর্বিশুদ্ধচিত্তঃ সন্) বিষয়াত্মনাং (বিষয়-পরায়ণানাং) দেহিনাং (জীবানাং) গুণেষু (বিষয়েষু) তত্ত্বধ্যানেন (সত্যত্বাভিনিবেশেন) সর্ব্বারম্ভবিপর্য্যয়ং (যে সর্ব্বে আরম্ভাস্তেষাং বিপর্য্যয়ং ফলবৈপরীত্যম্) অন্বীক্ষেত (পশ্যেৎ ততশ্চ ফলবৈপরীত্যদর্শনাদকামঃ স্যাৎ)।। ২।।

অনুবাদ— বিষয়পরায়ণ পুরুষগণ বিষয়সলকে সত্য মনে করিয়া তাহার লাভের জন্য যে সমস্ত চেষ্টা করেন, তাহার বিপরীত ফল বিচার করিলেই বিশুদ্ধচিত্ত পুরুষ নিষ্কাম হইয়া থাকেন।। ২।।

বিশ্বনাথ— কথমকামাত্মতা সম্ভবেৎ তত্রাহ,—অন্বিতি। গুণেষু বিষয়সুখেষু তত্ত্বধ্যানেন পুরুষার্থবুদ্ধ্যা যে সর্ব্বে আরম্ভাস্তেষাং বিপর্য্যয়ং ফলে বৈপরীত্যমন্বীক্ষেত পুনঃ পুনঃ পশ্যেৎ; অতএব বিবেকী তৎপ্রাপ্তি-নিশ্চয়াভাবানিষ্কামঃ স্যাদিতি ভাবঃ।। ২।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— নিষ্কাম কিভাবে সম্ভব হয়, তাহার উত্তরে বলিতেছেন — বিষয় সুখ সমূহে তত্ত্ব-ধ্যানের দ্বারা পুরুষার্থ বুদ্ধি পূর্ব্বক যেসকল কার্য্য আরম্ভ করিবে, তাহার বিপরীত ফল অনুসন্ধান করিয়া পুনঃ পুনঃ দেখিবে। অতএব বিবেকী ব্যক্তি ফলপ্রাপ্তির নিশ্চয়তা না থাকায়, নিষ্কাম হইবে।। ২।।

বিবৃতি— প্রবৃত্ত ব্যক্তিগণ পরমার্থ-চিন্তা-দ্বারা রূপ-রস গন্ধ প্রভৃতি বিষয়সমূহে আবিষ্টচিত্ত দেহিগণের ধারণায় বিশুদ্ধচিত্ত হইলে বিপরীত দর্শন করেন।। ২।।

সুপ্তস্য বিষয়ালোকো ধ্যায়তো বা মনোরথঃ।
নানাত্মকত্বাদ্বিফলস্তথা ভেদাত্মধীর্গুণৈঃ।। ৩।।

অন্বয়ঃ— (কাম্যবিষয়ানাং মিথ্যাত্বাদপি তদ্বদকামাত্মতা স্যাদিত্যাহ) ধ্যায়তঃ (বিষয়চিন্তারতস্য) সুপ্তস্য বা (নিদ্রিতস্য চ জনস্য স্বপ্নে)মনোরথঃ (মনোমাত্রজন্যঃ) বিষয়ালোকঃ (বিষয়সাক্ষাৎকারঃ) নানাত্মকত্বাৎ (নানাপদার্থালম্বনত্বাদ্ যথা) বিফলঃ (পারমার্থিকফলশূন্য ভবতি) তথা গুণৈঃ (ইন্দ্রিয়ৈঃ) ভেদাত্মধীঃ (ভেদাত্মসু নানা-বিষয়েষু ধীঃ নানাপদার্থান আলম্বনীকৃত্য জায়মানা বুদ্ধি-রপি বিফলা ভবতি)।। ৩।।

অনুবাদ— বিষয়চিন্তাশীল নিদ্রিত পুরুষের স্বপ্নে মনঃকল্পিত বিষয়সমূহে সাক্ষাৎকার নানাপদার্থাশ্রিত বলিয়া যেরূপ বিফল, সেইরূপ ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে ইন্দ্রিয়-জন্য যে জ্ঞানের উৎপত্তি হয়, তাহাও বিফল জানিবে।।৩

বিশ্বনাথ— ব্যবহারিকফলস্য নশ্বরত্বাৎ প্রাপ্তিরপ্য-

প্রাপ্তিতুল্যৈব পারমার্থিকফলস্তু কদিন্দ্রিয়ৈর্নৈব প্রাপ্যত ইত্যাহ, সুপ্তস্যেতি। নানাত্মকত্বাৎ নানাপদার্থালম্বনত্বাদ্বি-ফলঃ পারমার্থিকফলশূন্যো যথা, তথৈব গুণৈরিন্দ্রিয়ৈর্ভে-দাত্মসু নানাবিষয়েষু ধীঃ নানাপদার্থানালম্বনীকৃত্য যা ধীঃ সেত্যর্থঃ। অত্রৈবং প্রয়োগঃ ইন্দ্রিয়ৈর্গুণময়বস্তুষু পৃথক্ পৃথক্ বুদ্ধিঃ পারমার্থিকফলশূন্যা, ভদ্রাভদ্রাত্মকনানা-পদার্থালম্বনত্বাৎ মনোজন্যং স্বপ্নমনোরথবৎ। তস্মাৎ পরমেশ্বরৈকালম্বনা বুদ্ধিরেবপারমার্থিকফলা। তদ্রূপগুণ-লীলাভক্তাদীনাং ততঃ পার্থক্যাভাবাৎ চিদেকময়ত্বাৎ কেবল-ভদ্রাত্মকত্মাচ্চ তদৈক্যমেব জ্ঞেয়ম্। অতত্রবোক্তং—"ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিরেকেহ কুরুনন্দন। বহুশাখা হ্যনন্তাশ্চ বুদ্ধয়োঽব্যবসায়িনাম্" ইতি।।৩।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— ব্যবহারিক ফলের নশ্বরতাহেতু প্রাপ্তির অপ্রাপ্তিতুল্যই, পারমার্থিক ফল কিন্তু কুৎসিত ইন্দ্রিয়দ্বারাও পাওয়া যায়, ইহাই বলিতেছেন—নানা পদার্থ অবলম্বন হেতু নিদ্রাকালে বিষয় দর্শন, বা ধ্যানকালে মনোরথ বিফল হয়, অর্থাৎ পারমার্থিক ফল শূন্য হয়, সেইরূপ ইন্দ্রিয়সমূহের পরস্পর ভিন্নতা হেতু নানাবিষয়ে বুদ্ধি হয়। এইস্থলে এইরূপ ন্যায় প্রয়োগ জানিতে হইবে —ইন্দ্রিয়সমূহের দ্বারা গুণময় বস্তুসমূহের পৃথক্ পৃথক্ বুদ্ধি পারমার্থিক ফল শূন্য, শুভ ও অশুভ রূপ নানা পদার্থ অবলম্বন হেতু, মনোজন্য স্বপ্ন মনোরথের ন্যায়। অতএব একমাত্র পরমেশ্বরে অবলম্বন বুদ্ধিই পারমার্থিক ফল দান করে। ভগবানের রূপগুণলীলা ভক্ত প্রভৃতির ভগবৎ হইতে পার্থক্য না থাকায়, চিন্ময় হেতু; কেবল শুভস্বরূপ ভগবানের সহিত একই জানিবে। এইকারণেই গীতায় বলা হইয়াছে— হে কুরুনন্দন। পারমার্থিক বিষয়ে এক-নিষ্ঠা বুদ্ধি করিবে, যাঁহারা একনিষ্ঠ নয়, তাহাদের বুদ্ধি-সমূহ বহুশাখা ও অনন্ত।।৩।।

বিবৃতি— কল্পনাকারীর চিন্তা অথবা নিদ্রা-কালে বিষয়ভোগবাসনা জাগরদশায় ও বাস্তবরাজ্যে নিরর্থকতা লাভ করে।।৩।।

মধ্ব—

বুদ্ধিগুণৈঃ কামক্রোধাদিভিরভেদো বিফলঃ।।
বস্তুস্থিতেরন্যথাত্বং নানাত্বমিতি কীর্ত্তিতম্।
জ্ঞানস্যৈবতু নানাত্বান্নস্যাৎ কামাদ্যহংমতিঃ।।
কামাদিষু স্বধীস্থেষু কেবলং জীব-সংস্থিতিঃ।
ইতি বুদ্ধিভেদঃ স্যাৎ সনকার্য্যঃ কথঞ্চন।।
অদুষ্ট-কামশ্চিদ্রূপো জীবাদ্ভিন্নঃ স্বরূপতঃ।
দুষ্টকামো মনোধর্ম্মস্তস্মাদ্ধ্যেয়ঃ সদৈব সঃ।।
ইতি বিবেক।।৩।।

নিবৃত্তং কর্ম্ম সেবেত প্রবৃত্তং মৎপরস্ত্যজেৎ।
জিজ্ঞাসায়াং সম্প্রবৃত্তো নাদ্রিয়েৎ কর্ম্মচোদনাম্।। ৪।।

অন্বয়ঃ— মৎপরঃ (মদ্গতচিত্তো জনঃ) প্রবৃত্তং (কাম্যং) কর্ম্ম ত্যজেৎ, নিবৃত্তং (নিত্যনৈমিত্তিকমেব কর্ম্ম) সেবেত (কুর্য্যাৎ ততঃ)জিজ্ঞাসায়াং সম্প্রবৃত্তঃ (আত্ম-বিচারে সম্যক্ প্রবৃত্তস্তু সন্) কর্ম্মচোদনাং (নিবৃত্তি-কর্ম্ম-চোদনামপি) ন আদ্রিয়েৎ (ন স্বীকুর্য্যাৎ)।। ৪।।

অনুবাদ— মদ্গতচিত্ত পুরুষ কাম্যকর্ম্ম পরিত্যাগ এবং নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্মের সেবা করিবেন। অনন্তর সম্যগ্রূপে আত্মবিচারে প্রবৃত্ত হইয়া নিষ্কাম-কর্ম্মবিধি-তেও আদর করিবেন না।। ৪।।

বিশ্বনাথ— যস্মাদেবং তস্মান্মৎপরঃ মদেকাল-ম্বনধীর্নিষ্কামঃ নিবৃত্তং নিত্যং কর্ম্ম, প্রবৃত্তং কাম্যং কর্ম্ম, জিজ্ঞাসায়াং সম্যগেব প্রবৃত্তো জিজ্ঞাসোত্তরদশাস্থো যোগা-রূঢ়শ্চেদিত্যর্থঃ। কর্ম্মচোদনাং নিত্যনৈমিত্তিকাদিকর্ম্মবিধি-মনধিকারান্নাদ্রিয়েত। যদুক্তং—"আরুরুক্ষোর্মুনের্যোগং কর্ম্ম কারণমুচ্যতে। যোগারূঢ়স্য তস্যৈব শমঃ কারণ-মুচ্যতে। যদা হি নেন্দ্রিয়ার্থেষু ন কর্ম্মস্বনুষজ্জতে। সর্ব্ব-সঙ্কল্পসন্ন্যাসী যোগারূঢ়স্তদোচ্যতে" ইতি।। ৪।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— যেহেতু এইপ্রকার সেইহেতু আমাপরায়ণ ঐকান্তিক বুদ্ধি নিষ্কাম, নিবৃত্তিমার্গ, নিত্য-কর্ম্ম। প্রবৃত্তিরূপ কাম্য কর্ম্ম জানিবার ইচ্ছা হইলে

সম্পূর্ণই প্রবৃত্তি জিজ্ঞাসার পর শেষদশাতে যোগারূঢ় যদি হয়। কর্ম্মপ্রেরণা নিত্য নৈমিত্তিক আদি কর্ম্মবিধির অনধিকার হেতু আদর করিবে না। গীতাতে বলা হইয়াছে — যোগমার্গে আরোহণ করিতে ইচ্ছুক মুনি প্রথমতঃ কর্ম্ম করিবে, যোগ পরিপক্ক হইলে তাহার পক্ষেই মনঃ সংযম কারণ বলা হইয়াছে। যখনই ইন্দ্রিয়সমূহ বিষয়-সমূহের এবং কর্ম্মসমূহে আসক্ত না হয় এবং সর্ব্ববিধ সঙ্কল্প ত্যাগকারী ব্যক্তিকে যোগারূঢ় বলা হয়।। ৪।।

বিবৃতি— নিজের ঔপাধিক-ফলসমৃদ্ধির আশায় কর্ম্মের প্রবৃত্তি ভগবজ্-জিজ্ঞাসু ব্যক্তির আবশ্যক নাই। কাম্যাদিকর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত হইয়া ভগবানের সেবা-কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিবে। ভগবৎসেবাই প্রকৃত নিষ্কাম কর্ম্ম। জড়ভোগলালসায় প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি, উভয়ই দোষাবহ; যেহেতু উহাতে নিত্যভগবৎসেবার কোন কথাই নাই।। ৪।।

মধ্ব—

নিষ্কামং জ্ঞানপূর্ব্বন্তু নিবৃত্তমিহচোচ্যতে।
নিবৃত্তং সেবমানস্তু ব্রহ্মাভ্যেতি সনাতনম্।।
ইতি ভারতে।। ৪।।

যমানভীক্ষ্ণং সেবেত নিয়মান্ মৎপরঃ ক্বচিৎ।
মদভিজ্ঞং গুরুং শান্তমুপাসীত মদাত্মকম্।। ৫।।

অন্বয়ঃ— মৎপরঃ (মদ্গতো জনঃ) অভীক্ষ্ণং (নিরন্তরং) যমান্ (অহিংসাদীন্) সেবেত (পালয়েৎ), নিয়মান্ (শৌচাদিংস্তু) ক্বচিৎ (যথাশক্তি তথাত্মজ্ঞানাবিরোধেন সেবেত, কিঞ্চ যমেষ্বপ্যাদরং পরিত্যজ্য) মদাত্মকং (মদ্রূপং) মদভিজ্ঞং (মম স্বরূপজ্ঞং) শান্তং (শমগুণযুক্তং) গুরুং উপাসীত (সেবেত)।। ৫।।

অনুবাদ— নিরন্তর মদ্গতচিত্ত হইয়া অহিংসা প্রভৃতি যমসমূহ পালন করিবেন, পরন্তু শৌচাদি নিয়ম আত্মজ্ঞানের অবিরোধে যথাশক্তি পালন করিতে হইবে। অনন্তর যমসমূহেরও আগ্রহ পরিত্যাগপূর্ব্বক আমার স্বরূপজ্ঞ এবং আমারই মূর্ত্তিস্বরূপ শান্ত গুরুদেবের সেবায় নিযুক্ত হইবেন।। ৫।।

বিশ্বনাথ— কিন্তু যমানহিংসাদীন্ অভীক্ষ্ণমাদরেণ সেবেত, নিয়মান্ শৌচাদীংস্তু ক্বচিৎ যথাশক্তি। তাংশ্চৈকোনবিংশোঽধ্যায়ে বক্ষ্যতি কিঞ্চ সর্ব্বতোঽপ্যধিকেনাগ্রহেণ গুরুমুপাসীতেত্যাহ,—মদভিজ্ঞমিতি।। ৫।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— কিন্তু বহিরিন্দ্রিয় সংযম, অহিংসাদি, সর্ব্বক্ষণ আদর পূর্ব্বক পালন করিবে। শৌচ প্রভৃতি নিয়মসমূহ কখনও কখনও যথা শক্তি আচরণ করিবে। ঐসকল উনিশ অধ্যায়ে বলা হইবে। আর সর্ব্বভাবে অধিক আগ্রহের সহিত আমার তত্ত্বজ্ঞ শান্ত গুরুর সেবা উপাসনা করিবে।। ৫।।

বিবৃতি— ভগবৎসেবায় নিরন্তর নিযুক্ত শ্রীগুরুদেবের উপাসনাই নিত্য কর্ত্তব্য। ভগবৎসেবা-পরায়ণ ব্যক্তি যমনিয়মাদি আনুষঙ্গিকভাবে সার্থক করিয়া সর্ব্বদাই ভক্তিমান্ থাকেন। হরি-গুরু-বৈষ্ণবের সেবায় উদাসীন হইলে কোন নিত্যমঙ্গলোদয় হয় না।। ৫।।

মধ্ব—

মামেব নিত্যং ধ্যায়েদ্ যো মদাত্মা স প্রকীর্ত্তিতঃ।
ইতি চ।। ৫।।

অমান্যমৎসরো দক্ষো নির্ম্মমো দৃঢ়সৌহৃদঃ।
অসত্বরোঽর্থজিজ্ঞাসুরনসূয়ুরমোঘবাক্।। ৬।।

অন্বয়ঃ—(গুরুসেবকস্য ধর্ম্মমাহ) অমানী (নিরভিমানঃ) অমৎসরঃ (নিরহঙ্কারঃ) দক্ষঃ (অনলসঃ) নির্ম্মমঃ (জায়াদিষু মমতাশূন্যঃ) দৃঢ়সৌহৃদঃ (গুরৌ তু দৃঢ়সুহৃদ্ভাবযুক্তঃ) অসত্বরঃ (অব্যগ্রঃ) অর্থজিজ্ঞাসুঃ (তত্ত্বজ্ঞানেচ্ছুঃ) (অনসূয়ুঃ অসূয়ারহিতঃ) অমোঘবাক্ (ব্যর্থালাপরহিতশ্চ ভবেৎ)।। ৬।।

অনুবাদ— গুরুসেবক নিরভিমান, অহঙ্কারশূন্য, অনলস, বিষয়-মমতা-রহিত, গুরুর প্রতি দৃঢ়-প্রীতিযুক্ত অব্যগ্র, তত্ত্বজ্ঞানাকাঙ্ক্ষী, অসূয়াবিহীন এবং বৃথালাপ হইতে নিবৃত্ত হইবেন।। ৬।।

বিশ্বনাথ— গুরুসেবকস্য ধর্ম্মানাহ,—অমানীতি। নির্ম্মমঃ মমতাশূন্যঃ গুরাবিষ্টদেবে চ দৃঢ়সৌহৃদঃ। অসত্বরঃ সাধ্যবস্তুপ্রাপ্তৌ ত্বরামকুর্ব্বন্।।৬।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— গুরুসেবকের ধর্ম্ম বলিতেছেন —অমানি, অমৎসর, দক্ষ, মমতাশূন্য, গুরুদেবে ও ইষ্ট-দেবে দৃঢ় বিশ্বাস, সাধ্যবস্তু প্রাপ্তিতে ব্যগ্র হইবেন। তত্ত্বজ্ঞান আকাঙ্ক্ষী পরের দোষ অনুসন্ধান করিবে না এবং বৃথা আলাপ হইতে দূরে থাকিবেন।।৬।।

জায়াপত্যগৃহক্ষেত্র-স্বজনদ্রবিণাদিষু।
উদাসীনঃ সমং পশ্যন্ সর্ব্বেস্বর্থমিবাত্মনঃ।।৭।।

অন্বয়ঃ— জায়াপত্য-গৃহক্ষেত্র-স্বজন-দ্রবিণাদিষু (জায়াদিবিষয়েষু) সর্ব্বেষু আত্মনঃ অর্থং (প্রয়োজনং সর্ব্বত্র) সমম্ ইব পশ্যন্ উদাসীনঃ (ভবেৎ)।।৭।।

অনুবাদ— সর্ব্বত্র সম প্রয়োজনদর্শী হইয়া জায়া, পুত্র, গৃহ, ক্ষেত্র, স্বজন এবং ধনাদি-বিষয়ে উদাসীন হইবেন।।৭।।

বিশ্বনাথ— কীদৃশেন বিচারেণ অন্যত্র নির্ম্মমঃ স্যাদিত্যত আহ,—জায়েতি। আত্মনঃ স্বস্য অর্থং স্বর্ণরূপ্যাদিমুদ্রারূপং ধনমিব, সমং পশ্যন্ তৎ যথা ব্যবহারিকং যাবৎ যস্য করগতং স্যাত্তাবদেব তস্য মমতাস্পদম্, নতু সর্ব্বদৈব, তত্তদেব জায়াদিকমপীতি। তত্র তত্র মমতায়া অনৈকান্তিকত্বদর্শনাৎ নির্ম্মমতৈবোচিতা; যদুক্তং চিত্রকেতুপুত্রেণ—"যথা বস্তূনি পণ্যানি হেমাদীনীত্যুপক্রম্য, নিত্যস্যার্থস্য সম্বন্ধো হ্যনিত্যো দৃশ্যতে নৃষু। যাবদ্যস্য হি সম্বন্ধো মম ত্বং তাবদেব হি" ইতি। শ্রীগুরুদেবয়োস্তু তাদৃশত্বাসম্ভবাত্তত্র দৃঢ়সৌহৃদ্যমেবোচিতম্।।৭।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— কিরূপ বিচার দ্বারা অন্যত্র মমতাশূন্য হওয়া যায়? তাহাই বলিতেছেন—নিজের জন্য স্বর্ণরূপ্য আদি মুদ্রারূপ ধনকে সমান দেখিয়া ব্যবহারিক যতটুকু প্রয়োজন নিজের হাতের মধ্যে যতক্ষণ থাকে, সেইকাল পর্য্যন্তই উহা মমতাস্পদ, কিন্তু সর্ব্বদা নহে। সেইরূপ স্ত্রীপুত্রাদির প্রতিও মমতা করিবে। সেই সেই স্থলে মমতা যেহেতু একান্ত নয়, সেহেতু মমতা শূন্য হওয়াই উচিত। চিত্রকেতুর পুত্র যাহা বলিয়াছেন—'যেমন পণ্য স্বর্ণ আদি, এইরূপে আরম্ভ করিয়া নিত্যবস্তুর প্রতি যতক্ষণ যাহার সহিত সম্বন্ধ ততক্ষণই তাহাকে আমার বলিবে। শ্রীগুরুদেবে ও ইষ্টদেবে সেইরূপ অসম্ভব হেতু সেস্থলে দৃঢ় শ্রদ্ধাই করা উচিত।।৭।।

বিবৃতি— ভগবদ্-ভক্ত পত্নী, পুত্র, গৃহ, ক্ষেত্র, বন্ধু, দ্রব্য প্রভৃতিকে নিজের ন্যায় ভগবানের সেবোপকরণ জানিয়া ঐসকল ভোগ করিবার জন্য ব্যস্ত হইবেন না। তাহাদের নিকট প্রভুত্ব-কামনায় মানসংগ্রহে যত্নবান্ না হইয়া এবং মাৎসর্য্য-হীন, আলস্যত্যাগী, মমতা-বর্জ্জিত ভগবজ্ জিজ্ঞাসু, অসূয়া ও অভিমানশূন্য, মিথ্যাকথনে পরাঙ্মুখ ও অচঞ্চল হইয়া শ্রীগুরুপাদপদ্মে সর্ব্বতোভাবে সখ্য স্থাপন করিবেন।।৬-৭।।

বিলক্ষণঃ স্থূলসূক্ষ্মাদ্দেহাদাত্মেক্ষিতা স্বদৃক্।
যথাগ্নির্দারুণো দাহ্যাদ্দাহকোঽন্যঃ প্রকাশকঃ।।৮।।

অন্বয়ঃ—(ননু কোঽসৌ দেহব্যতিরিক্ত আত্মেত্যাহ) যথা দাহকঃ প্রকাশকঃ (চ) অগ্নিঃ দাহ্যাৎ (প্রকাশ্যাচ্চ) দারুণঃ (কাষ্ঠাৎ) অন্যঃ (পৃথক্ ভবতি তথা) ঈক্ষিতা (দ্রষ্টা) স্বদৃক্ (স্বপ্রকাশঃ) আত্মা স্থূল-সূক্ষ্মাদ্দেহাৎ (স্থূল-সূক্ষ্মরূপদেহদ্বয়াৎ) বিলক্ষণঃ (বিসদৃশস্তথান্যশ্চ ভবতি)।।

অনুবাদ— দাহক ও প্রকাশক অগ্নি যেরূপ দাহ্য ও প্রকাশযোগ্য কাষ্ঠ হইতে পৃথক্, সেইরূপ দ্রষ্টা, স্বপ্রকাশশীল, আত্মবস্তুরও স্থূল-সূক্ষ্ম-দেহদ্বয় হইতে বিলক্ষণ এবং পৃথক্ বলিয়া জানিতে হইবে।।৮।।

বিশ্বনাথ— স্বদেহে চাহন্তাং নৈব কুর্য্যাদিত্যত্র বিচারমাহ,—বিলক্ষণ ইতি। স্থূলসূক্ষ্মদেহদ্বয়াৎ জড়াৎ দৃশ্যাচ্চ আত্মা চেতয়িতা ঈক্ষিতা দ্রষ্টা চ বিলক্ষণ জীবাত্মনোঽপি কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ চেতয়িতৃত্বাদিকমস্ত্যেব। যতঃ স্বদৃক্ স্বপ্রকাশঃ স্বপ্রকাশো হ্যাত্মা প্রকাশ্যাৎ জড়াদ্দৃশ্যাদ্দেহাদন্য

এবেত্যতস্তত্র কথমহন্তাং কুর্য্যাদিতি ভাবঃ। যদ্যপি পরমাত্মৈব স্বপ্রকাশঃ জীবাত্মা তু পরমাত্মপ্রকাশ্য এব প্রসিদ্ধস্তদপি তস্য পরমাত্মপ্রকাশিতত্বে সতি কিঞ্চিৎ স্বপ্রকাশত্বমপি স্যাৎ। যথা সূর্য্যপ্রকাশিতত্বে সত্যেব কনকরজতাদেরপি কিঞ্চিৎ স্বপরপ্রকাশকত্বং স্যাদিতি। বিলক্ষণয়োরন্যত্বে দৃষ্টান্তঃ— যথাগ্নির্দাহ্যাৎ দারুণঃ কাষ্ঠাৎ সকাশাৎ দাহকোহ্যন্যঃ যতঃ প্রকাশকঃ প্রকাশকোহগ্নির্হি স্বতোহন্যাৎ প্রকাশ্যাৎ কাষ্ঠাদন্য এব। যদ্যপ্যবিদ্যাদশায়াং জীব ইব অগ্নিঃ কাষ্ঠস্যাদাহকঃ কাষ্ঠাবৃত এব তিষ্ঠেত্তথাপি বিদ্যাদশায়াং বিদ্বান্ জীবো বিদ্যাদ্বারা অবিদ্যায়া দাহকোহপি স্যাৎ কাষ্ঠানাবৃতঃ প্রকটোহগ্নিরিবেত্যর্থঃ।। ৮।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— নিজদেহেও অহংতা করিবে না, এস্থলে বিচার বলিতেছেন—স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহদ্বয়, জড় ও দৃশ্য হেতু। আত্মা চেতন সম্পাদনকারী দ্রষ্টা ও বিলক্ষণ। জীবাত্মাতেও কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ চেতনধর্ম্ম আছেই, যেহেতু স্বপ্রকাশ আত্মা, প্রকাশ্য জড় দৃশ্য দেহ হইতে ভিন্নই। অতএব সেখানে কিরূপে আমি বুদ্ধি করিবে? যদিও পরমাত্মাই স্বপ্রকাশ। জীবাত্মা কিন্তু পরমাত্মা দ্বারা প্রকাশ্যই ইহা প্রসিদ্ধ, তাহা হইলেও পরমাত্মা দ্বারা প্রকাশিত হইয়াও জীবাত্মার কিঞ্চিৎ স্বপ্রকাশত্ব ধর্ম্মও আছে। যেমন সূর্য্যদ্বারা প্রকাশিত হইলেও স্বর্ণ রৌপ্য আদিরও কিঞ্চিৎ নিজ পর প্রকাশত্বরূপ ধর্ম্ম আছে। জীবাত্মা ও পরমাত্মা ভিন্ন ইহাতে দৃষ্টান্ত—যেমন দাহক অগ্নি হইতে দাহ্য কাষ্ঠ ভিন্ন, যেমন প্রকাশক অগ্নি স্বাভাবিক প্রকাশ্য কাষ্ঠ হইতে অন্যই। যদিও অবিদ্যাদশায় জীবের ন্যায় অগ্নি কাষ্ঠের দাহক কাষ্ঠদ্বারা আবৃতই থাকে। তথাপি বিদ্যাদশায় বিদ্বান্ জীব বিদ্যাদ্বারা অবিদ্যার দাহকও হয়, কাষ্ঠসমূহের দ্বারা আবৃত, প্রকট অগ্নির ন্যায়।।৮

বিবৃতি— অগ্নি যেরূপ স্বয়ং কাষ্ঠ হইতে পৃথক্,— উহাদের মধ্যে দাহ্যত্ব ও দাহকত্বে ভেদ আছে, তদ্রূপ আত্মবস্তু অনাত্মদেহ ও মন হইতে পৃথক্ পরাপেক্ষা-রহিত স্বপ্রকাশ বস্তু।। ৮।।

নিরোধোৎপত্ত্যণুবৃহন্নানাত্বং তৎকৃতান্ গুণান্।
অন্তঃপ্রবিষ্ট আধত্তে এবং দেহগুণান্ পরঃ।। ৯।।

অন্বয়ঃ— অন্তঃপ্রবিষ্টঃ (দাহ্যান্তর্গতঃ সন্নগ্নির্যথা) নিরোধোৎপত্ত্যণু-বৃহন্নানাত্বং (নিরোধাদীন্) তৎকৃতান্ (দাহ্যপদার্থকৃতান্) গুণান্ (ভাবান্)আধত্তে (গৃহ্ণাতি) এবং (তথা) পরঃ (দেহান্তঃ প্রবিষ্টঃ পরমাত্মাপি) দেহগুণান্ (দেহস্য ধর্ম্মান আধত্তে)।। ৯।।

অনুবাদ— দাহ্যপদার্থান্তর্গত অগ্নি যেরূপ উক্ত পদার্থকৃত আবরণ, প্রকাশ, অণুত্ব, মহত্ত্ব প্রভৃতি নানাবিধ ভাব গ্রহণ করে, সেইরূপ দেহ-প্রবিষ্ট জীবাত্মাও বিবিধ দেহধর্ম্ম স্বীকার করিয়া থাকেন।। ৯।।

বিশ্বনাথ— কিঞ্চ দারুধর্ম্মা নাশাদয়ো বহ্নৌ যথা ভ্রমাদারোপ্যন্তে এব, নতু তে তত্র বর্ত্তন্তে, এবমেব দেহধর্ম্মা অপি নাশাদয় আত্মনীত্যাহ,—নিরোধেতি। নীরোধো নাশঃ দারুষু প্রবিষ্টোহগ্নিস্তৎকৃতাংস্তন্নিষ্ঠান্ নাশাদীন্ গুণান্ পুরুষভ্রমাদেব ধত্তে, এবং দেহগুণান্ দেহধর্ম্মান নাশাদীন্ দেহাৎ পর আত্মা ধত্তে। যথা অগ্নির্নষ্ট উৎপন্নোহল্পো মহান্ নানাকার ইত্যুচ্যতে তথৈবাত্মা নষ্ট উৎপন্ন ইত্যাদীতি। অত্র জীবাত্মনাং নানাত্বে বাস্তবেহপি একস্যাপি জীবস্য দেবাদের্যুগপৎ ক্রমেণ বা নানাদেহগতত্বেন যন্নানাত্বং তন্ত্ববাস্তবমেবেতি জ্ঞেয়ম্।। ৯।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— আর কাষ্ঠের ধর্ম্মকে বিনাশকারী অগ্নিতে যেমন ভ্রমবশতঃ বিনাশ ধর্ম্ম আরোপণ করেই, কিন্তু ঐ বিনাশধর্ম্ম অগ্নিতে থাকে না। সেইরূপ দেহ ধর্ম্ম বিনাশ আদি আত্মাতে আরোপিত হয় কিন্তু আত্মাতে থাকে না। নীরোধ অর্থাৎ বিনাশ কাষ্ঠে প্রবিষ্ট অগ্নি, কাষ্ঠ-নিষ্ঠ বিনাশাদি গুণসমূহকে লোকে ভ্রমবশতঃই অগ্নিতে আরোপ করে। সেইরূপ দেহধর্ম্ম বিনাশ আদিকে দেহ হইতে ভিন্ন আত্মাতে আরোপ করে। যেমন অগ্নি নষ্ঠ হইল, উৎপন্ন হইল, অল্প, বৃহৎ, নানাপ্রকার, এইরূপ বলে। সেইরূপই আত্মা নষ্ঠ উৎপন্ন ইত্যাদিও বলে। এস্থলে জীবাত্মার বহুত্ব বাস্তব হইলেও একই জীবের

দেহাদিতে একসঙ্গে বা ক্রমে নানা দেহে প্রবেশ হয়, এই কারণে নানাত্ব-তত্ত্ব বাস্তবই জানিবে।। ৯।।

বিবৃতি— যেরূপ অগ্নি দাহ্যবস্তু হইতে পৃথক্ হইয়াও দাহ্যবস্তুর অণুত্ব, বৃহত্ত্ব ও নানাত্ব প্রভৃতি উৎপত্তি ও নিবৃত্ত্যাদি ধর্ম্ম প্রদর্শনপূর্ব্বক স্বয়ং পৃথক্ থাকে, তদ্রূপ ঈশবিমুখ জীবাত্মা দেহদ্বয়ে প্রবিষ্ট হইয়া দেহদ্বয়ের গুণ-দ্বারাই পরিচিত এবং আত্মস্বভাব প্রকাশ না করিয়াও পৃথক্ পৃথক্ স্বভাবযুক্ত।। ৯।।

মধ্ব—

অদেহ-ধর্ম্মবান্ বিষ্ণুর্দেহধর্ম্মবদীর্য্যতে।
জীবস্ত্বদেহধর্ম্মাপি পরতো দেহধর্ম্মবান্।।
স্বয়ং ত্বনভিমানঃ সন্নজ্ঞানামেব দর্শয়েৎ।
বিষ্ণুর্জীবস্ত্বভিমানী যাবদ্বিষ্ণুপদং ব্রজেৎ।।
ইতি বিষ্ণুসংহিতায়াম্।। ৯।।

যোঽসৌ গুণৈর্বিরচিতো দেহোঽয়ং পুরুষস্য হি।
সংসারস্তন্নিবন্ধোঽয়ং পুংসো বিদ্যাচ্ছিদাত্মনঃ।। ১০।।

অন্বয়ঃ— পুরুষস্য (ঈশ্বরস্যাধীনৈঃ) গুণৈঃ (মায়া-গুণৈঃ) যঃ অসৌ (সূক্ষ্মঃ) অয়ং (স্থূলশ্চ) দেহঃ বিরচিতঃ পুংসঃ (জীবস্য) অয়ং সংসারঃ তন্নিবন্ধঃ (তদধ্যাসকৃতঃ) হি (যস্মাদেবং তস্মাৎ) আত্মনঃ বিদ্যা (জ্ঞানং) ছিৎ (তস্য ছেত্রী ভবতি)।। ১০।।

অনুবাদ— ঈশ্বরাধীন মায়াগুণকর্ত্তৃক যে পরোক্ষ সূক্ষ্মদেহ ও প্রত্যক্ষ স্থূলদেহ বিরচিত হইয়াছে, তাহাদের অধ্যাস হইতেই জীবের সংসার-দশা উপস্থিত হইয়া থাকে; সুতরাং আত্মজ্ঞানই এই সংসার-দশা বিনাশ করিতে সমর্থ।। ১০।।

বিশ্বনাথ— নন্বগ্নের্দারুসংযোগাত্তদ্ধর্ম্মভাক্ত্বং ঘটতে আত্মনস্ত্বসংগতত্বাৎ কথং দেহেন তদ্ধর্ম্মৈর্বা সম্বন্ধঃ, সম্বন্ধে বা কুতস্তন্নিবৃত্তিস্তত্রাহ,— যোঽসাবিতি। পুরুষস্যেশ্বরস্যাধীনৈর্মায়াগুণৈর্যোঽসৌ সূক্ষ্মো দেহঃ অয়ঞ্চ স্থূলো দেহো বিরচিতঃ, পুংসো জীবস্যায়ং সংসারস্তন্নিবন্ধঃ তৎসম্বন্ধাভাবেঽপি তদধ্যাসকৃতঃ তদীয়াতর্ক্যশক্ত্যা অবিদ্যয়া নিষ্পাদিতো যো দেহাধ্যাসরূপো নিতরাং বন্ধঃ তৎকৃত ইত্যর্থঃ। যস্মাদেবং তস্মাত্তৎপ্রসাদাদেব বিদ্যা তদীয়ৈব বিদ্যাশক্তিশ্চিৎ তদ্বন্ধচ্ছেত্রী। আত্মনো জীবস্য।। ১০।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— প্রশ্ন হইতে পারে কাষ্ঠ সংযোগ হেতু অগ্নি কাষ্ঠ ধর্ম্মযুক্ত হয়, আত্মা কিন্তু অসংযোগ হেতু কিরূপে দেহের সহিত বা তাহার ধর্ম্মের সহিত সম্বন্ধ। যদিও বা সম্বন্ধ হয় কিরূপে তাহার বিচ্ছেদ হয়? তাহাই বলিতেছেন—ঈশ্বরের অধীন মায়াগুণ সমূহের দ্বারা যে এই সূক্ষ্মদেহ, এই স্থূল দেহ রচিত হইয়াছে, জীবের এই সংসার তজ্জন্য, সেই সম্বন্ধ অভাবে ও অধ্যাসকৃত ঈশ্বরের অচিন্ত্য শক্তি অবিদ্যাদ্বারা সম্পাদিত যে দেহ অধ্যাসরূপ বন্ধন, সেই বন্ধন জন্য। যেহেতু এইরূপ সেইহেতু ঈশ্বরের প্রসাদেই বিদ্যা, তাহার দ্বারাই বিদ্যাশক্তি চিন্ময়, জীবের বন্ধন ছেদনকারিণী, আত্মার অর্থাৎ জীবের।। ১০।।

বিবৃতি— ঈশবিমুখ জীব স্বরূপজ্ঞান স্তব্ধ করিয়া দেহদ্বয়কে আত্মজ্ঞান করিয়া সংসারে আবদ্ধ হয়; কিন্তু শুদ্ধ আত্মবস্তু সেইরূপ ভ্রমের বশবর্ত্তী হইয়া সাংসারিক-জ্ঞানে আত্মহারা হয় না।। ১০।।

তস্মাজ্জিজ্ঞাসয়াত্মানমাত্মস্থং কেবলং পরম্।
সঙ্গম্য নিরসেদেতদ্বস্তুবুদ্ধিং যথাক্রমম্।। ১১।।

অন্বয়ঃ— (যস্মাদেবং) তস্মাৎ জিজ্ঞাসয়া (বিচারেণ) আত্মস্থং (কার্য্যকারণসঙ্ঘাত এব স্থিতং) কেবলং (শুদ্ধং) পরম্ আত্মানং সঙ্গম্য (জ্ঞাত্বা) যথাক্রমং (স্থূল-সূক্ষ্মক্রমেণ) এতদ্বস্তুবুদ্ধিম্ (এতস্মিন্ দেহাদৌ বস্তুবুদ্ধিং বাস্তববস্তুজ্ঞানং) নিরসেৎ (পরিত্যজেৎ)।। ১১।।

অনুবাদ— অতএব বিচারসহকারে কার্য্যকারণ-সমষ্টিস্থিত শুদ্ধ পরমাত্মবস্তুকে অবগত হইয়া যথাক্রমে এই স্থূলসূক্ষ্মদেহবিষয়ক বস্তু-জ্ঞানকে পরিত্যাগ করিবে।।

বিশ্বনাথ— তস্মাজ্জিজ্ঞাসয়া বিচারেণাত্মস্থং আত্মনি স্থূলসূক্ষ্মদেহান্তর এব স্থিতমাত্মানং পরং কেবলমসঙ্গিনং

অতিশয়েন সঙ্গম্য জ্ঞাত্বা এতস্মিন্ দেহবন্ধে বস্তুবুদ্ধিং যথাক্রমং সাধনবাহুল্যতঃ ক্রমেণ ক্রমেণ নিরসেৎ ত্যজেৎ।। ১১।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—সেইহেতু বিচার দ্বারা আত্মাতে স্থূল সূক্ষ্ম দেহসমূহই থাকে, আত্মাকে কেবল অসঙ্গ অতিশয়ভাবে জানিয়া এই দেহ বন্ধে বস্তু বুদ্ধি যথাক্রমে সাধনের বাহুল্যবশতঃ ক্রমে ক্রমে ত্যাগ করিবে।। ১১।।

বিবৃতি— আত্মস্বরূপ নিরূপিত হইলে আত্ম-জিজ্ঞাসালব্ধ ফল লাভ করিয়া ভগবৎসেবায় আত্মনিয়োগ করেন এবং অনাত্ম নশ্বর অজ্ঞানাবৃতপরিচ্ছিন্ন বস্তুগুলির সঙ্গত্যাগে যত্নবিশিষ্ট হন। জিজ্ঞাসার অভাবে জীবের বাস্তবজ্ঞানের অভাব ঘটে।। ১১।।

মধ্ব—

অবস্তুশক্তমুদ্দিষ্টং শক্তং বস্থিহ ভণ্যতে।
তস্মাদেকং পরং ব্রহ্ম বস্তু শব্দোদিতং সদা।
ইতি লক্ষণে।। ১১।।

আচার্য্যোঽহরণিরাদ্যঃ স্যাদন্তেবাস্যুত্তরারণিঃ।
তৎসন্ধানং প্রবচনং বিদ্যাসন্ধিঃ সুখাবহঃ।। ১২।।

অন্বয়ঃ— আচার্য্যঃ (গুরুঃ) আদ্যঃ (অধরঃ) অরণিঃ (মথনকাষ্ঠতুল্যঃ) স্যাৎ (ভবেৎ) অন্তেবাসী (শিষ্যঃ) উত্তরারণিঃ (উপরিস্থিতমথনকাষ্ঠতুল্যঃ) প্রবচনম্ (উপদেশঃ) তৎসন্ধানং (মধ্যমং মথনকাষ্ঠং) বিদ্যাসন্ধিঃ (সন্ধৌ ভবন্নগ্নিরিব) সুখাবহঃ (সুখকরী স্যাৎ)।। ১২।।

অনুবাদ— গুরুদেব নিম্নস্থিত মথন-কাষ্ঠ, শিষ্য উপরিস্থিত মথন-কাষ্ঠ, উপদেশ-বাক্য মধ্যস্থিত মথন-কাষ্ঠ এবং তাহাদের সংযোগে উৎপন্ন জ্ঞানই অগ্নিতুল্য অজ্ঞানরাশিকে দগ্ধ করিয়া সুখজনক হইয়া থাকে।। ১২।।

বিশ্বনাথ— গুরোর্লব্ধা বিদ্যৈব অবিদ্যা—তৎকার্য্য-নিরসনক্ষমেতি স্পষ্টীকর্ত্তুং বিদ্যোৎপত্তিমগ্ন্যুৎপত্তিরূপকেণ নিরূপয়তি,—আচার্য্য ইতি। আদ্যঃ অধরঃ তৎসন্ধানং তয়োর্মধ্যমং মথনকাষ্ঠং প্রবচনমুপদেশঃ। বিদ্যা তু সন্ধিঃ সন্ধৌ ভবন্নগ্নিরিব। তথা চ শ্রুতিঃ—"আচার্য্যঃ পূর্ব্বরূপং অন্তেবাস্যুত্তররূপং বিদ্যাসন্ধিঃপ্রবচনং সন্ধানম্" ইতি।। ১২।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— শ্রীগুরুদেব হইতে প্রাপ্ত বিদ্যাই অবিদ্যা ও তাহার কার্য্যকে দগ্ধ করিতে সমর্থ। ইহা স্পষ্ট করিবার জন্য বিদ্যার উৎপত্তি। অগ্নির উৎপত্তি দৃষ্টান্ত দ্বারা বলিতেছেন—অগ্নির উৎপত্তি করিতে হইলে নিম্নের কাষ্ঠটি অধর, উপরের কাষ্ঠটি উত্তরঅরণি মধ্যস্থিত কাষ্ঠ ও নিম্নকাষ্ঠের সংযোগ স্থলে যেমন অগ্নি প্রজ্বলিত হয়, সেইরূপ গুরুদেব আচার্য্য ও শিষ্য উপদেশ প্রার্থী উভয়ের প্রবচনে বিদ্যা উৎপন্ন হইয়া শিষ্যের অবিদ্যা ও তাহার কার্য্য সংসারকে অগ্নির ন্যায় দগ্ধ করে। ঐপ্রকার শ্রুতিতেও আছে—আচার্য্য পূর্ব্বরূপ, শিষ্য উত্তররূপ, উভয়ের বিদ্যার আদান প্রদান যে প্রবচন উহাই অগ্নি-স্বরূপ অবিদ্যাকে দগ্ধ করে।। ১২।।

বিবৃতি— স্বরূপজ্ঞান অবিদ্যাগ্রস্ত জীব ও বিদ্যাবান্ শ্রীগুরুদেবের মধ্যবর্ত্তিস্থানে অবস্থিত। যেরূপ যজ্ঞাগ্নি প্রকট করাইতে হইলে উত্তরারণি ও অধরারণি—উভয়ের সংঘর্ষ আবশ্যক হয় এবং তদ্দ্বারাই অগ্নি প্রকাশিত হয়, তদ্রূপ গুরুপদাশ্রয়েই শিষ্যের স্বরূপজ্ঞানের উদয় হয়।।

বৈশারদী সাতিবিশুদ্ধবুদ্ধি-
র্ধুনোতি মায়াং গুণসম্প্রসূতাম্।
গুণাংশ্চ সন্দহ্য যদাত্মমেতৎ
স্বয়ঞ্চ শাম্যত্যসমিদ্‌যথাগ্নিঃ।। ১৩।।

অন্বয়ঃ— বৈশারদী (বিশারদো নিপুণস্তেন শিষ্যেণ প্রাপ্তা তেন গুরুণোপদিষ্টা বা) সা অতিবিশুদ্ধবুদ্ধিঃ (অতিবিশুদ্ধজ্ঞানং) গুণ-সম্প্রসূতাং (গুণ-কার্য্যরূপাং) মায়াং ধুনোতি (নিবর্ত্তয়তি ততঃ) এতৎ (জীবস্য সংসৃতি-নিমিত্তং) বিশ্বং যদাত্মং (যেভ্যো জাতমিত্যর্থস্তান্) গুণান্ সংদহ্য (বিনাশ্য) চ অসমিৎ (নিরিন্ধনঃ) অগ্নিঃ যথা (অগ্নিরিব) স্বয়ং চ (স্বয়মপি) শাম্যতি (বিষয়াভাবান্নিবর্ত্ততে)।।

অনুবাদ— পূর্ব্বোক্ত নিপুণ গুরুকর্ত্তৃক উপদিষ্ট এবং নিপুণ শিষ্যকর্ত্তৃক লব্ধ অতি বিশুদ্ধ-জ্ঞান গুণজাত মায়াকে নিবারিত ও এই বিশ্বের কারণস্বরূপ গুণসমূহকে দগ্ধ করিয়া বিষয়াভাবে ইন্ধনশূন্য অগ্নিতুল্য স্বয়ংই নিবৃত্ত হইয়া থাকে।। ১৩।।

বিশ্বনাথ— অগ্নিসাদৃশ্যমেবাহ,— বৈশারদী বিশারদো ভগবাংস্তদীয়া অতিবিশুদ্ধজ্ঞানরূপা বিদ্যা। মায়াং অবিদ্যাং যদাত্মকমেতদ্দেহদ্বয়াধ্যাস্বরূপং সংসারবন্ধনং, তান্ গুণাংশ্চ দগ্ধা অসমিৎ নিরিন্ধনোঽগ্নির্যথা নির্ব্বাতি, তথা স্বয়ং বিদ্যাপি শাম্যতি ততঃ কেবলয়ৈব ভক্ত্যা অভ্যস্তয়া শান্তিরতিং প্রাপ্য ভগবৎসালোক্যং প্রাপ্নোতি। যদুক্তং "ভক্তির্মুক্ত্যৈব নির্ব্বিঘ্নেত্যাত্তযুক্তবিরক্ততা।" ইতি শান্তিরতিমতাং মতং, গুণীভূতভক্তিমতাং জ্ঞানিনাং তু বিদ্যাবিদ্যয়োরুপরমে 'ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বে'তি গীতোক্তের্ভক্ত্যুত্থজ্ঞানেন পরমাত্মৈক্যম্।। ১৩।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— অগ্নির সাদৃশ্যই বলিতেছেন— ভগবান্ বিশারদ তাঁহার অতি বিশুদ্ধ জ্ঞানরূপা বিদ্যা মায়ারূপ অবিদ্যাকে অর্থাৎ অবিদ্যাজাত স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহদ্বয়ের অধ্যাস সংসাররূপ বন্ধ ও অবিদ্যার গুণসমূহকে দগ্ধ করিয়া কাষ্ঠশেষ হইলে অগ্নি যেমন নিবিয়া যায় সেইরূপ স্বয়ং বিদ্যাও চালিয়া যায়। তাহার পর কেবলাভক্তিদ্বারা অভ্যস্ত শান্তিরতি প্রাপ্ত হইয়া ভগবানের সমান লোক প্রাপ্ত হয়। যেমন শাস্ত্রে বলা হইয়াছে ভক্তি মুক্তি দ্বারাই নির্ব্বিঘ্নে বিরক্তিপ্রদান করে, ইহা শান্তিরতি প্রাপ্ত শান্তভক্তের মত। গুণীভূত ভক্তিমান জ্ঞানীগণের মতে বিদ্যা ও অবিদ্যা সরিয়াগেলে গীতাতে উক্ত 'তৎপরে তত্ত্বত আমাকে জানিয়া আমার লোক প্রাপ্ত হয়' অর্থাৎ ভক্তি হইতে জাত জ্ঞানের দ্বারা পরমাত্মার সহিত মিলিত হয়।। ১৩।।

বিবৃতি— অগ্নি যেরূপ দাহ্য বস্তুর অভাবে আপনা হইতেই নির্ব্বাপিত হয়, তদ্রূপ গুরুর উপদেশে লব্ধজ্ঞান শিষ্য ঐ বিদ্যা লাভ করিয়া মায়িক ত্রিবিধ গুণের হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ করেন। তখনই তাঁহার বুদ্ধি বিশুদ্ধ ও ভগবদুন্মুখী হয়। গুণত্রয়ের একত্র সমাবেশই মায়া এবং মায়ার বিশ্লেষণক্রমেই গুণত্রয়ের উপলব্ধি।। ১৩।।

মধ্ব—

পিশাচবৎস্থিতা মায়া তুচ্যতে জীবগা সদা।
দহ্যন্তে তদ্‌গুণাঃ সর্ব্বে সা চ প্রাতিস্বিকী নরঃ।।
ইতি বৈভাব্যে।

এতচ্ছব্দেন দুঃখাদিরপরোক্ষতয়োচ্যতে।
কচিদ্বিশ্বং কচিদ্ ব্রহ্ম কচিন্নিন্দ্যমুদীর্য্যতে।।
ইতি তন্ত্রনিরুক্তে।

বাহ্যান্তঃকরণাজ্জন্যং জ্ঞানং নশ্যতি মুক্তিগে।
স্বরূপজ্ঞানতো ভোগান্ মুক্তৌ ভুঙ্‌ক্তে যথেষ্টতঃ।।
ইতি মুক্তিতত্ত্বে।। ১৩।।

অথৈষাং কর্ম্মকর্ত্তৃণাং ভোক্তৃণাং সুখদুঃখয়োঃ।
নানাত্বমথ নিত্যত্বং লোককালাগমাত্মনাম্।। ১৪।।
মন্যসে সর্ব্বভাবানাং সংস্থা হ্যৌৎপত্তিকী যথা।
তত্তদাকৃতিভেদেন জায়তে ভিদ্যতে চ ধীঃ।। ১৫।।
এবমপ্যঙ্গ সর্ব্বেষাং দেহিনাং দেহযোগতঃ।
কালাবয়বতঃ সন্তি ভাবা জন্মাদয়োঽসকৃৎ।। ১৬।।

অন্বয়ঃ— অথ (পূর্ব্বোক্তরূপসিদ্ধান্তেঽপি যদি) কর্ম্মকর্ত্তৃণাং সুখদুঃখয়োঃ ভোক্তৃণাম্ এষাং (জীবাত্মনাং) নানাত্বং (বহুত্বং) অথ (অপি চ) লোককালাগমাত্মানাং (ভোগলোকস্য কালস্য ভোগকালস্য আগমস্য ভোগপ্রতিপাদকশাস্ত্রস্য তথা আত্মনো ভোক্তুশ্চ) নিত্যত্বং (চ) মন্যসে (জৈমিনীয়মতানুসরণেত্যর্থঃ, কিঞ্চ) সর্ব্বভাবানাং (স্রক্‌চন্দনাদিসর্ব্বপদার্থানাং) সংস্থা (স্থিতিঃ) ঔৎপত্তিকী (নিত্যা কিঞ্চ) যথা হি (যথাবন্নতু মায়াময়ীত্যর্থঃ কিঞ্চ) ধীঃ (জ্ঞানং) তত্তদাকৃতিভেদেন (ঘটাদ্যাকারভেদেন) জায়তে (উৎপদ্যতে) ভিদ্যতে চ (অতোঽনিত্যা বহ্বী চ, ন পুনরাত্মস্বরূপভূতং নিত্যমেকং জ্ঞানমিতি চ যদি মন্যসে) অঙ্গ! (হে উদ্ধব!) এবম্ অপি (তথাপি) সর্ব্বেষাং দেহিনাং (জীবানাং) দেহযোগতঃ (দেহসম্বন্ধাৎ) কালাবয়-

বতঃ (সম্বৎসরাদিরূপাৎ কালাংশসম্বন্ধাচ্চ) অসকৃৎ (নিরন্তরং) জন্মাদয়ঃ (জন্মস্থিতি প্রভৃতয়ঃ) ভাবাঃ (বিকারাঃ) সন্তি (বর্ত্তন্ত এব)।। ১৪-১৬।।

অনুবাদ— হে উদ্ধব! যদিও পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্তই যথার্থ, তথাপি যদি জৈমিনীয়মতের অনুসরণপূর্ব্বক কর্ম্মকর্ত্তা ও সুখদুঃখভোক্তা জীবগণের বহুত্ব, ভোগ-লোক, ভোগ-কাল, ভোগ-প্রতিপাদক শাস্ত্র ও ভোক্তৃ-পুরুষের নিত্যত্ব স্রক্‌চন্দনাদি যাবতীয় ভোগ্য বিষয়ের যথার্থ নিত্যসত্তা এবং ঘটাদি-আকৃতি ভেদে বিষয়-জ্ঞানের উৎপত্তি ও ভেদ-স্বীকার কর, তাহা হইলে নিখিল-প্রাণিগণের দেহসম্বন্ধ এবং সম্বৎসরাদিরূপ খণ্ডকালের সম্বন্ধ-হেতু নিরন্তরই জন্মাদি বিকারসমূহ অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে।। ১৪-১৬।।

বিশ্বনাথ— ব্যবস্থাপিতেহপ্যত্রার্থে যে বিবদন্তে তেষাং জৈমিনীয়ানাং মতমাশ্রিত্য বিপ্রপতিপদ্যসে চেত্তর্হি শৃণু তত্ত্বমিত্যাহ,—অথেত্যাদিনা গুণব্যতিকরে সতীত্যন্তেন এষাং কর্ম্মকর্ত্তৃণাং সুখদুঃখয়োঃ কর্ম্মফলয়োশ্চ ভোক্তৃণাং জীবানাং যে লোককালাগমাত্মানস্তেষাং নানাত্বং নানাবিধত্বং অথ নিত্যত্বং নিত্যত্ববিশিষ্টানামেব নানাত্বমিত্যর্থঃ। এবমপি দেহিনামসকৃজ্জন্মাদয়ঃ সন্ত্যেবেতি তৃতীয়েনান্বয়ঃ। এবং হি তে বদন্তি— বৈরাগ্যমেব তাবন্ন সম্ভবতি। তথাহি ভোগস্থানানাং নানাবিধানামপ্যনিত্যত্বাদ্বৈরাগ্যং ভবেৎ। ভোগকালস্য বা তদুপায়বোধকাগমস্য বা ভোগসাধনস্য লিঙ্গদেহস্য বা, নত্বেতদস্তীত্যাহ,—অথ নিত্যত্বং লোককালাগমাত্মনাম্ ইতি। চ ন ভোগ্যবস্তূনাং বিচ্ছেদান্মায়াময়ত্বাদ্বা বৈরাগ্যং স্যাদিত্যাহ,—সর্ব্বভাবানাং স্রক্‌চন্দনবনিতাদীনাং, সংস্থা সম্যক্ স্থিতিঃ, ঔৎপত্তিকী প্রবাহরূপেণ নিত্যেত্যর্থঃ। তথা চ বদন্তি ন কদাচিদমীদৃশং জগদিতি অতস্তৎকর্ত্তা কশ্চিদীশ্বরোঽপি নাস্তীতি ভাবঃ। কিঞ্চ যথা যথাবদেব, নতু মায়াময়ীত্যর্থঃ। ন চাত্মস্বরূপভূতং নিত্যমেকং জ্ঞানমস্তীত্যাহ তত্তদিতি,— ঘটপটাদ্যাকারভেদেন ধীর্জায়তে। অতোঽনিত্যা ভিদ্যতে চ। অয়ং গূঢ়োঽভিপ্রায়ঃ—নহি নিত্যজ্ঞানরূপ আত্মা, অপি তু জ্ঞানপরিণামবান্। ন চ বিকারিত্বেনানিত্যত্বপ্রসঙ্গঃ। যথাহুঃ—বিক্রিয়াজ্ঞানরূপস্য ন নিত্যত্বে বিরুধ্যতে ইতি। অতো মুক্তাবিন্দ্রিয়াদিরহিতস্য পরিণামাসম্ভবাজ্জড়ত্বেন তৎপ্রাপ্তেরপুরুষার্থত্বাৎ প্রবৃত্তিরেব শ্রেয়সী, ন নিবৃত্তিরিতি। অত্র তাবত্তদুক্তমঙ্গীকৃত্য বৈরাগ্যমুপপাদয়িতুং প্রবৃত্তিমার্গস্যানর্থহেতুত্বং প্রপঞ্চয়তি,—এবমপীত্যাদিনা লোকানাং লোকপালানামিত্যতঃ প্রাক্তনেন গ্রন্থেন। অঙ্গ, হে উদ্ধব, কালাবয়বতঃ সম্বৎসরাদিরূপাৎ জন্মাদয় ইতি তত্রাপি জন্মমরণয়োরতিকষ্টপ্রদত্বং সার্ব্বত্রিকং প্রসিদ্ধমেবেতি ভাবঃ।। ১৪-১৬।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— ব্যবস্থাপিত এই বিষয়ে যাঁহারা বিবাদ করেন সেই কর্ম্মিগণের মত আশ্রয় করিয়া বিবাদ যদি করে তাহার উত্তরে তত্ত্বশ্রবণ কর—তিনটি শ্লোক-দ্বারা। এই কর্ম্ম কর্ত্তাগণের সুখ দুঃখ ও কর্ম্মফলের ভোক্তা জীবগণের যে লোক, কাল, আগম, আত্মা, তাহাদের নানা-প্রকার হেতু নিত্যত্ব এবং নিত্যত্বযুক্তগণের নানাত্ব এইরূপ হইলেও দেহীগণের পুনঃ পুনঃ জন্ম আদি আছেই, ইহা তৃতীয় শ্লোকের সহিত অন্বয়। তাহাতে কর্ম্মিগণ বলেন— 'বৈরাগ্য সম্ভবই নহে, ভোগস্থান নানাবিধ হইয়াও অনিত্য-হেতু বৈরাগ্য হয়, ভোগকালের বা তাহার উপায় বোধক আগমশাস্ত্রে বা ভোগসাধনের বা লিঙ্গ দেহের এইরূপ নাই, তাহাই বলিতেছেন— লোক, কাল, আগম ও আত্মার নিত্যত্ব, ভোগ্যবস্তুসমূহের বিচ্ছেদ হেতু বা মায়াময় হেতু বৈরাগ্য হয়, সর্ব্বভাবের মালা চন্দন স্ত্রী আদির সম্যক্ স্থিতি ও উৎপত্তি প্রবাহরূপে নিত্য। তাঁহারা সেইরূপ বলেন 'এই জগৎ কখনও ইহার বিপরীত হইবে না' অতএব তাহার কর্ত্তা কোন ঈশ্বরও নাই। আর যেমন জগৎ তেমনই থাকিবে ইহা মায়াময়ী নহে—আত্মস্বরূপ নিত্য একটি জ্ঞান আছে ইহা বলা যায় না, ঘট পট আদি আকার ভেদে বুদ্ধি জন্মে, অতএব অনিত্য ও ভেদ প্রাপ্ত। তাহাদের গূঢ় অভিপ্রায় এই যে—নিত্যজ্ঞানরূপ আত্মা নাই, পরন্তু জ্ঞান-পরিণামবান্ বিকারীরূপে অনিত্যও নহে, যেমন বলিয়াছেন বিক্রিয়া জ্ঞানরূপের নিত্যত্বের

বিরোধ হয় না, অতএব মুক্তিতে ইন্দ্রিয়াদি রহিত পরিণাম অসম্ভব হেতু জড়রূপের দ্বারা তাহার প্রাপ্তি অপুরুষার্থ হেতু, প্রবৃত্তিমার্গই শ্রেয়, নিবৃত্তিমার্গ শ্রেয় নহে। এই বিষয়ে এইসকল উক্তি স্বীকার করিয়া বৈরাগ্য স্থাপন করিতে প্রবৃত্তিমার্গের অনর্থকারণ বিস্তার করিতেছেন— শ্রীভগবান্ বলিতেছেন—হে উদ্ধব! সম্বৎসর আদি কালের খণ্ড হইতে জন্ম আদি পুনঃ পুনঃ হয়, তাহার মধ্যেও জন্ম ও মরণ অতিকষ্টপ্রদ ইহা সর্ব্বত্রই প্রসিদ্ধ।। ১৪-১৬।।

মধ্ব—

দেহাপক্ষমনিত্যত্বং জীবানাং জননং তথা
স্বতস্ত্বজাশ্চ নিত্যাশ্চ বহবঃ সুখরূপিণঃ।।
উত্তমা জীবসংঘাস্তু নীচা বৈ নিত্যদুঃখিনঃ।
ইতি জীবতত্ত্বে।। ১৬।।

তত্রাপি কর্ম্মাণাং কর্ত্তুরস্বাতন্ত্র্যঞ্চ লক্ষ্যতে।
ভোক্তুশ্চ দুঃখসুখয়োঃ কোন্বর্থো বিবশং ভজেৎ।। ১৭

অন্বয়ঃ— তত্র অপি (স্বাতন্ত্র্যপক্ষেঽপি) কর্ম্মাণাং কর্ত্তুঃ (তথা) দুঃখসুখয়োঃ ভোক্তুঃ চ (জীবস্য দুষ্কর্ম্মণো দুঃখভোগস্য চ সম্ভবাদিত্যর্থঃ) অস্বাতন্ত্র্যং চ (স্বাধীনতা-ভাবশ্চ) লক্ষ্যতে (তস্মাৎ) কঃ নু অর্থঃ (পুরুষার্থঃ) বিবশম্ (অস্বতন্ত্রং) ভজেৎ (অত্র স্থিরীভবেন্ন কোঽপীত্যর্থঃ) ।। ১৭।।

অনুবাদ— বিশেষতঃ এই মতেও কর্ম্মকর্ত্তৃপুরুষের সুখ দুঃখরূপ ফলভোগহেতু স্বাধীনতার অভাবই লক্ষিত হইতেছে, সুতরাং পরাধীন ব্যক্তির স্থিরভাবে কোন পুরুষার্থই সিদ্ধ হয় না।। ১৭।।

বিশ্বনাথ— কর্ম্মণাং কর্ত্তুরিতি কর্ম্মকরণে, সুখদুঃখ-য়োর্ভোক্তুরিতি ভোগেঽপ্যস্বাতন্ত্র্যং লক্ষ্যতে; সাতন্ত্র্যে হি কঃ খলু দুঃখং ভুঞ্জীত, কো বা বিবেকী দুষ্কর্ম্ম কুর্য্যাদিতি ভাবঃ। ততশ্চ বিবশমস্বতন্ত্রম্।। ১৭।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— কর্ম্ম করিলে সুখ ও দুঃখের ভোক্তার ভোগেও সতন্ত্রতা নাই, ইহা দেখা যায়। যদি স্বাতন্ত্র্য থাকিত তাহা হইলে কে দুঃখ ভোগ করিত? কোন্ বিবেকী ব্যক্তিবা দুষ্কর্ম্ম করিত? অতএব সকল জীব অস্বতন্ত্র।। ১৭।।

বিবৃতি— কর্ম্মের কর্ত্তা কালাধীনতায় সুখদুঃখ ভোগ করেন। যে-বস্তুসমূহের সাহায্যে তিনি তাহা ভোগ করেন, তাহাদের পরস্পর-মধ্যেও ভেদ দেখা যায়। জন্ম, স্থিতি ও ভঙ্গ কালাধীনতায় সংঘটিত হয় বলিয়া ভোগী কর্ম্মকর্ত্তার কালাধীনতা-রূপ পরাপেক্ষা লক্ষিত হই-তেছে। অধীন পুরুষের নিজের কোন বিষয়সুখলাভের যোগ্যতা নাই। যথাগত সুখদুঃখই অধীনতা-ধর্ম্মের উপযোগী।। ১৭।।

মধ্ব—

সাধিকানাং বশত্বাত্তু পরমং সুখমেবতু।
তদন্যেষাং বশে যস্তু কিংসুখন্তস্য ভণ্যতাম্।
স্বাধিকানাং বশত্বঞ্চ তেষু ভক্তিমতঃ সুখম্।
তদন্যেষান্তু দুঃখায় তস্মাত্তক্তোধিকো ভবেৎ
ইতি চ।। ১৭।।

ন দেহিনাং সুখং কিঞ্চিদ্বিদ্যতে বিদুষামপি।
তথাচ দুঃখং মূঢ়ানাং বৃথাহঙ্করণং পরম্।। ১৮।।

অন্বয়ঃ— (ননু যে সম্যক্ কর্ম্ম কর্ত্তুং জানন্তি ত এব সুখিনো, যে ন জানন্তি ত এব দুঃখিন ইতি চেত্তত্রাহ) বিদুষাম্ অপি দেহিনাং কিঞ্চিৎ (কচিৎ) সুখং ন বিদ্যতে, তথা মূঢ়ানাম্ (অপি কচিৎ) দুঃখং চ (ন বিদ্যতে ততঃ কর্ম্মকুশলত্বাৎ সুখিনো, বয়মিতি) পরং (কেবলং) বৃথা অহঙ্করণম্ (অহঙ্কার এব)।। ১৮।।

অনুবাদ— পণ্ডিতগণেরও কোন স্থলে দুঃখ এবং মুর্খগণেরও কোন স্থলে সুখ দৃষ্ট হইয়া থাকে, অতএব 'আমরা কর্ম্মকুশল বলিয়া নিশ্চয়ই সুখী হইব' ইহা কেবল বৃথা অহঙ্কার মাত্র জানিবে।। ১৮।।

বিশ্বনাথ— ননু যো দুষ্কর্ম্ম কুর্য্যাৎ স বিদ্বান্ এব নোচ্যতে, তস্য দুঃখভোগো ন্যায্য এব। যস্তু কর্ম্মাকুর্ব্বন্

কর্ম্ম কর্ত্তুং জানীয়াৎ, তস্য ন কদাপি দুঃখমিতি চেন্নৈবং বাদীর্দেহধারিণাং মধ্যে সর্ব্বদৈব সুখী সর্ব্বদৈব দুঃখী বা কোঽপি ন দৃষ্ট ইত্যাহ,— নেতি। বিদুষামপি কদাচিৎ সুখং ন বিদ্যতে কিঞ্চিদপি, ন তথৈব মূঢ়ানামপি কদাচিদ্দুঃখং কিঞ্চিদপি ভবেদিত্যতো বয়ং কর্ম্মকুশলত্বাৎ সদা সুখিন ইতি তেষাং বৃথৈবাহঙ্কার ইত্যর্থঃ।। ১৮।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— প্রশ্ন হইতে পারে 'যে দুষ্কর্ম্ম করিবে সে বিদ্বানই নয়, তাহার দুঃখ ভোগ ন্যায্যই প্রাপ্য, আর যে কর্ম্ম না করিয়া কর্ম্ম করিতে জানে, তাহার কখনও দুঃখ নাই এইরূপ যদি বল? উত্তর—এইরূপ বলিতে পার না, দেহীধারীগণের মধ্যে সর্ব্বদাই সুখী বা সর্ব্বদাই দুঃখী, কোন ব্যক্তিকে দেখা যায় না। বিদ্বান্ ব্যক্তিগণেরও কখনও সুখ থাকে না কিঞ্চিৎ মাত্রও, সেইরূপ মূঢ় ব্যক্তিগণেরও কিঞ্চিৎ দুঃখও হয়। 'এই কারণে আমরা কর্ম্ম কুশল হেতু সর্ব্বদা সুখী' এইরূপ তাহাদের বৃথা অহঙ্কার।। ১৮।।

বিবৃতি— কৃষ্ণবিমুখ জীব মায়িক-ত্রিগুণের মধ্যে অভিনিবিষ্ট হইয়া পণ্ডিত ও মূর্খ, উভয় অবস্থাতেই থাকাকালে সুখ পায় না।। ১৮।।

মধ্ব—

বিদুষামপি দেহমানিনাং যদা ন বিদ্যতে সুখং
তদা দুঃখং মূঢ়ানাং অহঙ্কারিণাঞ্চ কিম্বিত্যর্থঃ।
পুনঃশব্দে প্রস্তুতার্থে তথা শব্দ উদীর্য্যতে।
ইতি শাব্দে।। ১৮।।

যদি প্রাপ্তিং বিঘাতঞ্চ জানন্তি সুখদুঃখয়োঃ।
তেঽপ্যদ্ধা ন বিদুর্যোগং মৃত্যুর্ন প্রভবেদ্ যথা।। ১৯।।

অন্বয়ঃ—(অঙ্গীকৃত্যাপ্যাহ) যদি তে (জীবাঃ) সুখদুঃখয়োঃ প্রাপ্তিং বিঘাতং চ (সুখস্য প্রাপ্ত্যুপায়ং তথা দুঃখস্য পরিহারঞ্চ) জানন্তি অপি (তথাপি) অদ্ধা (সাক্ষাৎ) মৃত্যুঃ যথা (যস্মিন্ যোগে স্বীকৃতে সতী) ন প্রভবেৎ (নাক্রামেৎ) যোগং (তাদৃশং কঞ্চিদুপায়ন্তু ন জানন্তি)।। ১৯।।

অনুবাদ— যদিও বা তাহাদের পক্ষে সুখপ্রাপ্তি এবং দুঃখপরিহারের উপায়জ্ঞান সম্ভবপর হয়, তথাপি সাক্ষাৎ মৃত্যুর প্রভাব নিবারণের কোন উপায়-জ্ঞান সম্ভবপর হয় না।। ১৯।।

বিশ্বনাথ— বিজ্ঞত্বমঙ্গীকৃত্যাপ্যাহ,—যদীতি। যোগং উপায়ং তথা ন বিদুর্যথা সাক্ষান্মৃত্যুর্ন প্রভবেৎ।। ১৯।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— বিজ্ঞত্ব স্বীকার পূর্ব্বকও বলিতেছেন—সাক্ষাৎ যাহাতে মৃত্যু না হয়, সেইরূপ উপায় তাহারা জানে না।। ১৯।।

বিবৃতি— যদিও মায়া-বদ্ধ বুদ্ধিমন্তগণ সুখপ্রাপ্তির উপায় ও দুঃখত্যাগের বিচারে পারদর্শিতা লাভ করেন, তথাপি সাক্ষাৎ মৃত্যুমুখ হইতে আপনাদিগকে রক্ষা করিবার উপায় অবগত নহেন।। ১৯।।

মধ্ব—

যে তু বিদ্বত্ত্বেন প্রসিদ্ধাঃ প্রাকৃতানাং
তেঽপ্যদ্ধা ন বিদুর্দেহাভিমানিনশ্চেৎ।।
দুঃখমূঢ়া অধীরাঽহঙ্কারিণো বিশেষতো-
প্যবিদ্যমানগুণাভিমানিনঃ।। ১৯।।

কো ন্বর্থঃ সুখয়ত্যেনং কামো বা মৃত্যুরন্তিকে।
আঘাতং নীয়মানস্য বধ্যস্যেব ন তুষ্টিদঃ।। ২০।।

অন্বয়ঃ— (তথাপি যাবজ্জীবং সুখং ভবিষ্যতীতি চেন্নেত্যাহ) অন্তিকে (সমীপে বর্ত্তমানঃ) মৃত্যুঃ ন তুষ্টিদঃ (যতস্তুষ্টিং ন দদাতি তস্মাৎ) আঘাতং (বধ্যস্থানং) নীয়মানস্য বধ্যস্য ইব (বধার্হস্য জনস্য সম্প্রতি ত্বং পায়সপিষ্টকাদিকং যথেষ্টং ভুঙ্ক্ষ্বেতি দীয়মানো ভোগো যথা ন সুখয়তি তথা) অর্থঃ (বিষয়ঃ) কামঃ (তজ্জন্যং সুখং) বা এনং (মৃত্যুপরবশং জনং) সুখয়তি কঃ নু (নৈব সুখয়তীত্যর্থঃ)।। ২০।।

অনুবাদ— সমীপস্থিত মৃত্যু মানবকে কোনরূপেই তুষ্টিপ্রদান করে না, সুতরাং বধ্যস্থানে নীয়মান ব্যক্তির নিকট তৎকালে পায়স-পিষ্টকাদি যথেষ্ট ভোগ্য বস্তুও

যেরূপ সুখকর হয় না, সেইরূপ বিষয় বা তজ্জন্য সুখ ও মৃত্যু-পরবশ মানবকে সুখ প্রদান করিতে পারে না।।২০

বিশ্বনাথ— মৃত্যোঃ পূর্ব্বং তু সুখং বর্ত্তেতেতি চেন্নৈবমিত্যাহ,— কো ন্বিতি। অর্থস্তজ্জন্যঃ কামো বা যতঃ খল্বন্তিকে মৃত্যুর্ন তুষ্টিদঃ আঘাতং বধস্থানং নীয়-মানস্য বধ্যজনস্য সম্প্রতি ত্বং পায়সপিষ্টকাদিকং যথেষ্টং ভুঙ্ক্ষ্বেতি দীয়মানো অর্থো ভোগঃ স চ ন যথা সুখপ্রদ ইত্যর্থকামৌ পুরুষার্থৌ খণ্ডিতৌ।। ২০।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— মৃত্যুর পূর্ব্বে সুখ আছে ইহা যদি বল, তাহা বলিতে পার না, অর্থ তাহার জন্য কামনা বা যাহা নিকটে মৃত্যু আনন্দ দেয় না, বধ্যস্থানে নীয়মান বধ্যব্যক্তিকে 'এখন তুমি পায়স পিষ্ঠকাদি যথেষ্ট খাও' এইরূপে দীয়মান অর্থভোগ তাহাও যেমন সুখপ্রদ হয় না। এইভাবে অর্থ ও কাম পুরুষার্থ নয়, এইভাবে খণ্ডিত হইল।। ২০।।

বিবৃতি— যিনি মৃত্যুর কবলে সর্ব্বদা পতিত বলিয়া আপনাকে অবগত আছেন, তাঁহার কি আপাত জাগতিক সুখ মৃত্যুচিন্তার বিভীষিকা হইতে পরিত্রাণ করাইতে পারে? বধ্যজীবকে যূপকাষ্ঠের নিকট লইয়া যাইবার পূর্ব্বে সুখাদ্য যেরূপ মৃত্যু-আশঙ্কাকারী তাহার রুচিপ্রদ হয় না, তদ্রূপ মরণাপন্ন জীবের তাদৃশী চিন্তা কখনও সুখ আনয়ন করে না।। ২০।।

শ্রুতঞ্চ দৃষ্টবদ্দুষ্টং স্পর্দ্ধাসূয়াত্যয়ব্যয়ৈঃ।
বহ্বন্তরায়কামত্বাৎ কৃষিবচ্চাপি নিষ্ফলম্।। ২১।।

অন্বয়ঃ—(অস্মিন্ লোকে সুখং নাস্তীত্যুক্তং, লোকান্তরেঽপি তথৈবেত্যাহ) শ্রুতং চ (স্বর্গাদি চ) স্পর্দ্ধাসূয়াত্যয়-ব্যয়ৈঃ (স্পর্দ্ধাপরসুখাসহনম্, অসূয়া পরগুণে দোষাবিষ্কারণম্, অত্যয়ো নাশঃ, ব্যয়োঽপক্ষয়স্তৈঃ) দুষ্টম্ (অতঃ) দৃষ্টবৎ (ঐহিকভোগবদ্ দুঃখকরম্) অপি চ (কিঞ্চ) কৃষিবৎ (কৃষিকর্ম্মবৎ) বহ্বন্তরায়কামাত্বাৎ (বহবোঽন্তরায়া বৈগুণ্যাদিরূপা বিঘ্না যস্মিন্ কামে সুখে স কামো যস্মিন্ তস্য ভাবস্তত্ত্বং তস্মাৎ) নিষ্ফলং (বহুসুখত্বেন শ্রুতমপি বস্তুতো বিফলমেব ভবতি)।। ২১।।

অনুবাদ— স্বর্গাদি-সুখও স্পর্দ্ধা, অসূয়া, নাশ ও ক্ষয়রূপ দোষসমূহে দূষিত বলিয়া ঐহিক সুখের ন্যায় বস্তুতঃ দুঃখজনক। বিশেষতঃ তৎসাধকযজ্ঞাদিকর্ম্ম কৃষি-কর্ম্মের ন্যায় প্রভূতবিঘ্নযুক্ত বলিয়া নিষ্ফলই হইয়া থাকে।।

বিশ্বনাথ—ইহ লোকে সুখং নাস্তীত্যুক্তং পরলোকে-ঽপি নাস্তীত্যাহ—শ্রুতঞ্চ স্বর্গাদ্যপি দুষ্টম্। স্পর্দ্ধাং পর-সুখাসহনং, অসূয়া পরগুণে দোষারোপঃ, অত্যয়ো নাশঃ, ব্যয়ঃ ভোগেন ভোক্ষ্যমাণস্য স্বর্গস্যাল্পতাপ্রতিপাদকঃ কিঞ্চিৎ কিঞ্চিন্নাশস্তৈঃ বহবোঽন্তরায়া বৈগুণ্যাদিরূপা বিঘ্ন যস্মিন্ তস্মাৎ যজ্ঞাদিকাং কামঃ সুখং যত্র তস্য ভাবস্তত্ত্বং। তস্মাৎ কৃষির্যথা কদাচিন্নিষ্ফলা ভবেৎ তদ্বৎ।। ২১।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই লোকে সুখ নাই ইহা বলিয়া পরলোকেও সুখ নাই ইহাই বলিতেছেন—স্বর্গে যে সুখের কথা শুনা যায় তাহাও দুষ্টমত। স্বর্গে স্পর্দ্ধা অর্থাৎ পরসুখ অসহন, অসূয়া পরগুণে দোষারোপ, অত্যয় নাশ, ব্যয়-ভোগ দ্বারা ভোক্ষ্যমাণ স্বর্গের অল্পতা প্রতিপাদক, কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ নাশ ঐসকল দ্বারা বহুবিঘ্ন যাহাতে সেই যজ্ঞাদি হইতে কামসুখ যেখানে সেই স্বর্গ, কৃষিকার্য্য যেমন কখনও নিষ্ফল হয় সেইরূপ।। ২১।।

বিবৃতি— সাধারণতঃ, বিঘ্ন উপস্থিত না হইলেই কৃষিকার্য্যে ফলোদয় হয়। বীজের দোষ, ঊষরক্ষেত্রজ দোষ, জলাভাব দোষ, কীট-দংশন-দোষ, কালোচিত বিরুদ্ধ বর্ষাতপ,পশুপক্ষীকীটাদির উপদ্রব প্রভৃতি বিঘ্নসমূহ কৃষি-ফল লাভের ব্যাঘাত করায়। অপরা বিদ্যায় পারদর্শী ব্যক্তিগণ শ্রৌতপথকে লৌকিক পথ বলিয়া সমজ্ঞান করেন। লৌকিকপথে প্রতিযোগিতা-জনিত স্পর্দ্ধা, শ্রেষ্ঠতা-দর্শনে তদ্বিপরীতভাবরূপ অসূয়া, কালদ্বারা পরি-বর্ত্তনশীলতা ও ধ্বংস প্রভৃতি দোষসমূহদ্বারা বিজড়িত স্বর্গাদিলাভেচ্ছা—সমস্তই দোষাবহ। সুতরাং কালাধীন জড়দোষোত্থ সীমা-প্রভৃতির অতীত বৈকুণ্ঠ-রাজ্যের কথা-গুলিকেও যদি অপরা বিদ্যায় পারদর্শীর ন্যায় সমজ্ঞান

করেন, তাহা হইলে উহা দোষদুষ্ট হয়। কিন্তু কর্ম্মফলবাদ অতিক্রম করিয়া ভোগাতীত নশ্বর-প্রতীতির হস্ত হইতে মুক্ত না হওয়া পর্য্যন্ত বেদশাস্ত্র কর্ম্মফলবাদই গৃহীত হইয়াছে, মনে করিলে "দৃষ্টবদানুশ্রবিক" প্রভৃতি সাংখ্যবিচার অবলম্বিত হয়।। ২১।।

অন্তরায়ৈরবিহিতো যদি ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ।
তেনাপি নির্জ্জিতং স্থানং যথা গচ্ছতি তচ্ছৃণু।। ২২।।

অন্বয়ঃ— (বিঘ্নবৈগুণ্যাদ্যভাবমঙ্গীকৃত্যাপি নাশদুঃখং দুষ্পরিহরমিত্যাহ) অন্তরায়ৈঃ (বিঘ্নবৈগুণ্যাদিভিঃ) অবিহিতঃ (তচ্ছূন্যোঽপি) ধর্ম্মঃ যদি স্বনুষ্ঠিতঃ (সুষ্ঠুকৃতস্তদা) তেন অপি (বিঘ্নবৈগুণ্যাদ্যভাববত্যপি স্বধর্ম্মেণ) নির্জ্জিতং (সাধিতং) স্থানং (স্বর্গাদি) যথা (যেন প্রকারেণ) গচ্ছতি (নশ্যতি) তৎ শৃণু।। ২২।।

অনুবাদ— যদিও বা যজ্ঞাদিধর্ম্ম বিঘ্নবৈগুণ্যাদিরহিত হইয়া সুষ্ঠুরূপে সম্পাদিত হয়, তথাপি তাদৃশধর্ম্মদ্বারা অর্জ্জিত স্বর্গাদিপদ যেরূপে বিনষ্ট হয়, শ্রবণ কর।।

বিশ্বনাথ— বিঘ্নবৈগুণ্যাদ্যভাবমঙ্গীকৃত্যাপি নাশদুঃখং দুষ্পরিহরমিত্যাহ, —অন্তরায়ৈরিতি পঞ্চভিঃ। নির্জ্জিতং সাধিতম্।। ২২।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—বিঘ্ন ও বৈগুণ্যাদি অভাব স্বীকার করিয়াও বিনাশ দুঃখ পরিহার করা যায় না, ইহাই পাঁচটি শ্লোকদ্বারা বলিতেছেন—নির্জ্জিত অর্থাৎ সাধিত।। ২২।।

বিবৃতি— সুষ্ঠুভাবে ধর্ম্ম সাধিত না হইলে নানাপ্রকার বিঘ্ন উপস্থিত হয়। কিন্তু সুষ্ঠুসাধিত ধর্ম্ম বিঘ্ন অতিক্রম করিয়াও যেস্থান লাভ করায়, তাহাও ভোগপর ভূমিমাত্র।। ২২।।

ইষ্ট্বেহ দেবতা যজ্ঞৈঃ স্বর্লোকং যাতি যাজ্ঞিকঃ।
ভুঞ্জীত দেববৎ তত্র ভোগান্ দিব্যান্ নিজার্জ্জিতান্।। ২৩

অন্বয়ঃ— যাজ্ঞিকঃ ইহ (অস্মিন্ লোকে) যজ্ঞৈঃ দেবতাঃ ইষ্ট্বা (সম্পূজ্য) স্বর্লোকং (স্বর্গপদং) যাতি (লভতে) তত্র (স্বর্লোকে) দেববৎ (দেব ইব) নিজার্জ্জিতান্ (স্বপুণ্যসঞ্চিতান্) দিব্যান্ ভোগান্ (বিষয়ান্) ভুঞ্জীত (প্রাপ্নুয়াৎ)।।

অনুবাদ— যাজ্ঞিক পুরুষ ইহলোকে যজ্ঞসমূহদ্বারা দেবতাগণের আরাধনা করিয়া স্বর্গপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, অনন্তর তথায় দেবগণের ন্যায় স্বপুণ্যার্জ্জিত দিব্যবিষয়সকলের ভোগ করিতে থাকেন।। ২৩।।

বিবৃতি— যাজ্ঞিকসকল স্বীয় অভীষ্টফলদাতৃদেবতাগণের নিকট স্বর্গলোকাদি স্বীয় সুষ্ঠুকর্ম্মফলার্জ্জিত স্থান লাভ করিয়া দিব্যভোগসমূহ পাইতে থাকেন। কিন্তু উহাও জড়ভোগানন্দ প্রদানপূর্ব্বক পুনরায় প্রাপককে উহা হইতে বঞ্চিত করায়।। ২৩।।

স্বপুণ্যোপচিতে শুভ্রে বিমান উপগীয়তে।
গন্ধর্ব্বৈর্বিহরন্ মধ্যে দেবীনাং হৃদ্যবেশধৃক্।। ২৩।।

অন্বয়ঃ— হৃদ্যবেশধৃক্ (মনোরমবেশধরঃ সঃ) স্বপুণ্যোপচিতে (স্বপুণ্যৈরুচিতে সর্ব্বভোগসম্পন্নে) শুভ্রে বিমানে (ব্যোমযানে) দেবীনাং (স্বর্গবনিতানাং) মধ্যে বিহরন্ (ক্রীড়ন্) গন্ধর্ব্বৈঃ উপগীয়তে (স্তূয়তে)।। ২৪।।

অনুবাদ— মনোরমবেশধারণ পূর্ব্বক নিজপুণ্যলব্ধ সর্ব্বভোগসম্পন্ন, শুভ্রবিমানে স্বর্গরমণীগণের মধ্যে ক্রীড়ারত এবং গন্ধর্ব্বগণকর্ত্তৃক প্রশংসিত হইয়া থাকেন।। ২৪।।

বিশ্বনাথ— দেবীনামপ্সরসাম্।। ২৪।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—দেবী অর্থাৎ অপ্সরাগণের।। ২৪

স্ত্রীভিঃ কামগযানেন কিঙ্কিণীজালমালিনা।
ক্রীড়ন্ন বেদাত্মপাতং সুরাক্রীড়েষু নির্বৃতঃ।। ২৫।।

অন্বয়ঃ— সুরাক্রীড়েষু (নন্দনাদিসুরোদ্যানেষু) কিঙ্কিণীজালমালিনা (ক্ষুদ্রঘণ্টিকাসমূহশোভিনা) কামগযানেন (কামেনেচ্ছয়াগচ্ছতা বিমানেন) নির্বৃতঃ (স্বস্থচিত্তঃ সন্) স্ত্রীভিঃ (সহ) ক্রীড়ন্ন (বিহরন্) আত্মপাতং

(ভোগান্তে পুনরাত্মনো মর্ত্ত্যে পতনং) ন বেদ (ন চিন্তয়-তীত্যর্থঃ)।। ২৫।।

অনুবাদ— তিনি কিঙ্কিণীজাল-সুশোভিত স্বেচ্ছা-বিহারিবিমানে স্ত্রীগণের সহিত হৃষ্টচিত্তে নন্দনকানন প্রভৃতি বিহারস্থানে ক্রীড়ারত হইয়া ভোগান্তে অবশ্যম্ভাবী পতনের বিষয় চিন্তা করেন না।। ২৫।।

বিশ্বনাথ— কামেন ইচ্ছয়া গচ্ছতা বিমানেন।। ২৫।

টীকার বঙ্গানুবাদ— ইচ্ছামত বিমানদ্বারা গমন ইহাই কামযান।। ২৫।।

তাবৎ স মোদতে স্বর্গে যাবৎ পুণ্যং সমাপ্যতে।
ক্ষীণপুণ্যঃ পতত্যর্বাগনিচ্ছন্ কালচালিতঃ।। ২৬।।

অন্বয়ঃ— যাবৎ (যাবন্তং কালং ব্যাপ্য) পুণ্যং সমা-প্যতে (সম্প্রাপ্যতে বর্ত্তত ইত্যর্থঃ) সঃ (লব্ধস্বর্গঃ পুমান্) তাবৎ (তাবন্তং কালং) স্বর্গে মোদতে (সুখেন বর্ত্ততে ততঃ) ক্ষীণপুণ্যঃ (বিনষ্টসৎকর্ম্মফলস্তু পুণ্যক্ষয়ে সতী-ত্যর্থঃ) অনিচ্ছন্ (অপি) কালচালিতঃ (কালেন ভোগ-সমাপ্ত্যবচ্ছেদকেন চালিতঃ পাতিতঃ সন্) অর্ব্বাক্ পততি (অধোগচ্ছতি)।। ২৬।।

অনুবাদ— যে পর্য্যন্ত পুণ্য বর্ত্তমান থাকে, স্বর্গগত পুরুষও ততকাল পর্য্যন্তই স্বর্গসুখ ভোগ করেন; অনন্তর পুণ্যক্ষয় হইলে অনিচ্ছাসত্ত্বেও কালকর্ত্তৃক চালিত হইয়া অধঃপতিত হ'ন।। ২৬।।

বিশ্বনাথ— কালেন চালিতঃ পতিতঃ।। ২৬।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— কালদ্বারা চালিত অর্থাৎ পতিত।। ২৬।।

যদ্যধর্ম্মরতঃ সঙ্গাদসতাং বাহজিতেন্দ্রিয়ঃ।
কামাত্মা কৃপণো লুব্ধঃ স্ত্রৈণো ভূতবিহিংসকঃ।। ২৭।।
পশূনবিধিনালভ্য প্রেতভূতগণান্ যজন্।
নরকানবশো জন্তুর্গত্বা যাত্যুল্বণং তমঃ।। ২৮।।
কর্ম্মাণি দুঃখোদর্কাণি কুর্ব্বন্ দেহেন তৈঃ পুনঃ।
দেহমাভজতে তত্র কিং সুখং মর্ত্ত্যধর্ম্মিণঃ।। ২৯।।

অন্বয়ঃ— (প্রবৃত্তির্দ্বিবিধা বিধ্যনুসারেণ কাম্যে কর্ম্মণি বা তদুল্লঙ্ঘনেনাধর্ম্মে বা, তত্র কাম্যে প্রবৃত্তের্গ-তিরুক্তা, সাম্প্রতমধর্ম্মপ্রবৃত্তের্গতিমাহ) যদি জন্তুঃ (জীবঃ) অসতাং সঙ্গাৎ অধর্ম্মরতঃ (অধর্ম্মে প্রবৃত্তঃ) বা (অথবা) অজিতেন্দ্রিয়ঃ (ততশ্চ) কামাত্মা (ততঃ)কৃপণঃ (অতঃ) লুব্ধঃ (বিষয়তৃষ্ণাকুলস্ততশ্চ স্ত্রৈণঃ (স্ত্রীলম্পটস্তদর্থং) ভূতবিহিংসকঃ (প্রাণিহিংসাকারী সন্) অবিধিনা (শাস্ত্র-শাসনং বিনা) পশূন্ আলভ্য (নিহত্য) প্রেতভূতগণান্ যজন্ (আরাধয়ন্) অবশঃ (কর্ম্মাধীনঃ) নরকান্ গত্বা (লব্ধা) অত্যুল্বণম্ (অতিপ্রবৃদ্ধং) তমঃ (স্থাবরতামিত্যর্থঃ) যাতি (লভতে, কিঞ্চ) দেহেন (তেন স্থাবরশরীরেণ) পুনঃ দুঃখোদর্কাণি (দুঃখোত্তরফলকানি) কর্ম্মাণি কুর্ব্বন্ তৈঃ (কর্ম্মভিঃ পুনঃ) দেহং (শরীরান্তরম্) আভজতে (গৃহ্ণাতি তদা) তত্র (প্রবৃত্তিমার্গে) মর্ত্ত্যধর্ম্মিণঃ (মরণস্বভাবস্য জীবস্য) কিং সুখং (কিমপি ন বস্তুতঃ সুখমিত্যর্থঃ)।। ২৭-২৯।।

অনুবাদ— জীব যদি অসৎসঙ্গ-প্রভাবে অধর্ম্মরত অথবা অজিতেন্দ্রিয়, কামুক, কৃপণ, লুব্ধ, স্ত্রৈণ, প্রাণিহিংসা-শীল হইয়া শাস্ত্রশাসনব্যতীত পশুবধপূর্ব্বক প্রেতভূত-গণের আরাধনা করিয়া কর্ম্মাধীনতাহেতু নরকগত ও স্থাব-রত্ব প্রাপ্ত হয় এবং ঐ স্থাবরদেহদ্বারা পুনরায় পরিণাম-দুঃখজনক কর্ম্মসমূহের আচরণসহকারে ঐ কর্ম্মহেতু পুনরায় শরীরান্তর গ্রহণ করে, তাহা হইলে প্রবৃত্তিমার্গে মর্ত্ত্যজীবের সুখ কি?।। ২৭-২৯।।

বিশ্বনাথ— কর্ম্মণামধিকারী দ্বিবিধঃ ধার্ম্মিকোঽ-ধার্ম্মিশ্চ। তত্র প্রথমস্য গতিরুক্তা, দ্বিতীয়স্য গতিমাহ,— যদীতি। বা শব্দাৎ স্বতোঽপি কশ্চিদজিতেন্দ্রিয়ঃ স্যাদি-ত্যর্থঃ। কামাত্মা তত এব কৃপণো দীনঃ। অতএব লুব্ধো ভোগতৃষ্ণাকুলঃ। স্ত্রৈণঃ স্ত্রীলম্পটঃ, তদর্থং ভূতবিহিংসকঃ। অবিধিনা "শ্যেনেনাভিচরন্ যজেত" ইত্যাদিবিরুদ্ধ-বিধিনা। উল্বণং তমঃ স্থাবরত্বম্, এবং কর্ম্মসু প্রবৃত্তস্য নাস্তি সুখমিত্যুপসংহরতি, কর্ম্মাণীতি।। ২৭-২৯।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— কর্ম্মের অধিকারী দুইপ্রকার ধার্ম্মিক ও অধার্ম্মিক। ধার্ম্মিকের গতি বলিয়া অধার্ম্মিকের

গতি বলিতেছেন বা শব্দ হইতে স্বাভাবিকভাবে কোন্ ব্যক্তি অজিতেন্দ্রিয় হয়। কামাত্মা তাহা হইতে কৃপণ অর্থাৎ দীন। অতএব লোভী, ভোগ ও তৃষ্ণাতে আকুল, স্ত্রৈণ—স্ত্রীলম্প, সেই জন্য প্রাণী হিংসাকারী অবিধিপূর্ব্বক শ্যেনযাগ ইত্যাদি বিরুদ্ধ বিধিদ্বারা অনুষ্ঠান করে। উল্বণ-তম অর্থাৎ স্থাবর যোনি। এই প্রকারে কর্ম্মেতে প্রবৃত্ত ব্যক্তির সুখ নাই ইহাই শেষ করিতেছেন কর্ম্মসমূহ ইত্যাদি।। ২৭-২৯।।

বিবৃতি—ক্ষীণপুণ্যজনগণ পাপে প্রবৃত্ত হইয়া অধর্ম্ম-রত, পাপিগণের সঙ্গপ্রভাবে অজিতেন্দ্রিয়, কামুক ও কৃপণ, এবং লোভী, স্ত্রৈণ ও প্রাণিহিংসক হইয়া পড়েন। তাঁহারা ব্যবায়, আমিষভক্ষণ ও মদ্যপানাদি প্রভৃতি কার্য্যের বিধিব্যবস্থা লঙ্ঘন করিয়া অযোগ্য ভূত-প্রেতাদির সেবকসূত্রে নরকে গমন করেন অথবা জড়জগতে চেতন-ধর্ম্মরহিত হইয়া অচিন্মাত্র হইয়া পড়েন। বিধিপূর্ব্বক অশুভচেষ্টা পরিহার করিলেই তাঁহাদের তাৎকালিক ফলভোগে অকিঞ্চিৎকর নশ্বর আনন্দলাভ ঘটে। ভক্তির স্বরূপজ্ঞানহীন মানব কর্ম্মফলপ্রার্থনায় কর্ত্তৃত্বাভিমানে নানা বৈতানিক কর্ম্মসমূহ করেন। তৎফলে জীর্ণদেহের পরবর্ত্তিকালে অন্য দুঃখভোগ করিবার উপযোগী দেহ লাভ করেন। সুতরাং মরণশীল জীবের সুখ কখনও বরণীয় নহে। লোকপালসমূহ ও তাঁহাদের লোকসকলের যদিও ব্রহ্মার দিবস-পরিমিত সহস্রযুগ আয়ুর্লাভ ঘটে, তথাপি তাঁহারাও বিনাশ-ভয়ে ভীত; এমন কি, পরার্দ্ধদ্বয়-আয়ুর্বিশিষ্ট ব্রহ্মারও কাল-ভয়ে ভীতি আছে।। ২৯।।

লোকানাং লোকপালানাং মত্তয়ং কল্পজীবিনাম্।
ব্রহ্মণোঽপি ভয়ং মত্তো দ্বিপরার্দ্ধপরায়ুষঃ।। ৩০।।

অন্বয়ঃ— লোকানাং (স্বর্গাদিস্থানানাং তথা) কল্পজী-বিনাং (কল্পপ্রমাণায়ুষাং) লোকপালানাং (দেবানামপি) মত্তয়ং (মত্তঃ কালরূপাদ্ ভয়ং বর্ত্ততে, কিঞ্চ) দ্বিপরার্দ্ধ-পরায়ুষঃ (দ্বৌ পরার্দ্ধৌ পরমায়ুর্যস্য তস্য) ব্রহ্মণঃ অপি মত্তঃ (মম সকাশাৎ) ভয়ম্ (স্বপদাচ্যুতিভয়ং বর্ত্ততে)।।৩০

অনুবাদ— স্বর্গাদিলোকসমূহ কল্পকালজীবী দেবগণ, এমন কি দ্বিপরার্দ্ধকালজীবী ব্রহ্মারও কালরূপী আমার নিকট হইতে ভয় বর্ত্তমান রহিয়াছে।। ৩০।।

বিশ্বনাথ— যচ্চ তুষ্যতু দুর্জ্জন ইতি ন্যায়েনাঙ্গীকৃতং স্বর্গাদীনাং নিত্যত্বং তন্নিরাকরোতি,— লোকানামিতি। স্বর্গলোকস্য তৎপালানাঞ্চ নৈব নিত্যত্বমিত্যাহ,— লোকা-নামিতি। মৎ মত্তঃ। তথা চ শ্রুতিঃ—"ভীষাস্মাদ্বাতঃ পবতে ভীষোদেতি সূর্য্যঃ। ভীষাস্মাদগ্নিশ্চেন্দ্রশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ" ইতি। এতেনৈব স্বয়মীশ্বরত্বাবিষ্কারেণেশ্বরাভাবা-ঙ্গীকারঃ পরিত্যক্তঃ।। ৩০।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— 'তুষ্যতু দুর্জ্জন' এই ন্যায় দ্বারা অর্থাৎ দুর্জ্জন ব্যক্তি যাহাতে সন্তোষ লাভ করে তাহাই স্বীকার করিলাম। তাহাই স্বর্গাদির নিত্যত্বস্বীকার করিয়া তাহার খণ্ডন করিতেছেন, স্বর্ণলোকের ও তাহার পালক-গণের নিত্যত্ব নাই। ব্রহ্মারও আমা হইতে ভয় সেইরূপ শ্রুতিবাক্য—পরমেশ্বর হইতে ভীত হইয়া পবন প্রবাহিত হইতেছে, সূর্য্য ভয় পাইয়া উদিত হইতেছে, পরমেশ্বর হইতে ভয় পাইয়া অগ্নি ও ইন্দ্র যথাযথ কার্য্য করিতেছে, পঞ্চম যে মৃত্যু যমরাজ পরমেশ্বর হইতে ভীত হইয়া পলায়ণ করিতেছে। এই শ্রুতিদ্বারাই স্বয়ং ঈশ্বর আবিষ্কৃত হওয়ায়, ইহা দেব শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মাদির ঈশ্বরতা স্বীকার পরিত্যক্ত হইল।। ৩০।।

তথ্য—গণিতসিদ্ধান্ত-বিচারে ৩১১০৪০০০,০০০০০০০ সৌরবর্ষে ব্রহ্মার আয়ুষ্কাল। পাটিগণিত-মতে পরার্দ্ধ-গণনায় অষ্টাদশ অঙ্কের সমাবেশ; কিন্তু ব্রহ্মার উক্ত আয়ু-ষ্কালে পঞ্চদশটি অঙ্ক বর্ত্তমান।। ৩০।।

গুণাঃ সৃজন্তি কর্ম্মাণি গুণোঽনুসৃজতে গুণান্।
জীবস্তু গুণসংযুক্তো ভুঙ্‌ক্তে কর্ম্মফলান্যসৌ।। ৩১।।

অন্বয়ঃ— গুণাঃ (ইন্দ্রিয়াণি) কর্ম্মাণি (পুণ্যাপুণ্য-রূপাণি) সৃজন্তি (ন ত্বাত্মা, আত্মৈবেন্দ্রিয়ানি প্রবর্ত্তয়ন্ কর্ম্মাণি করোতীতি চেন্নেত্যাহ) গুণঃ (সত্ত্বাদিঃ) গুণান্ (ইন্দ্রিয়ানি)

অনুসৃজতে (প্রবর্ত্তয়তি, ন ত্বাত্মা, অতঃ কর্ত্তৃত্বং নাস্তি, ভোক্তৃত্বমপ্যৌপাধিকমিত্যাহ) অসৌ (অহঙ্কারবান্) জীবঃ তু গুণসংযুক্তঃ (ইন্দ্রিয়সংযুক্তঃ সন্) কর্ম্মফলানি (সুখদুঃখ-রূপাণি) ভুঙ্ক্তে (অনুভবতি)।।৩১।।

অনুবাদ— ইন্দ্রিয়সকলই পুণ্য-পাপাত্মক কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, সত্ত্বাদিগুণই ইন্দ্রিয়সকলকে কর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করিয়া থাকে এবং অহঙ্কারযুক্ত জীবই ইন্দ্রিয়সহযোগে কর্ম্মফলসকল ভোগ করিয়া থাকে।।৩১।।

বিশ্বনাথ— নরকানবশো জন্তুর্গন্বেত্যুক্তং; তত্র জীবস্যৈবং বৈবশ্যং কিং প্রযুক্তমিত্যপেক্ষায়ামাহ,—গুণা ইতি। গুণা ইন্দ্রিয়াণি কর্ত্তৃণি কর্ম্মাণি দেবপূজাদীনি স্বপর-স্ত্রীসম্ভোগশব্দাদিগ্রহণকৃষিবাণিজ্যাদীনি চাদৃষ্টদৃষ্টফলানি সৃজন্তি কুর্ব্বন্তি। তাংশ্চ গুণান্ সদসদিন্দ্রিয়াণি গুণঃ সত্ত্বাদিঃ সৃজতে। জীবস্তু গুণৈঃ সদসদিন্দ্রিয়ৈঃ সত্ত্বাদিভিশ্চ সংযুক্তো ভদ্রাভদ্রাণি কর্ম্মফলানি ভুঙ্ক্তে।।৩১।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— পূর্ব্বে বলা হইয়াছে জন্তুগণ অবশেই নরকগমন করে। সে স্থলে জিজ্ঞাস্য জীবের এই-রূপ বিবশতা কি কারণ? তাহার উত্তরে বলিতেছেন— ইন্দ্রিয়সমূহ দেবপূজাদি কর্ম্ম করে, আবার পরস্ত্রী সম্ভোগাদি, শব্দগ্রহণ, কৃষি-বাণিজ্যাদি কর্ম্মদ্বারা অদৃষ্ট ও দৃষ্টফল সৃজন করে। সেই সৎ অসৎ ইন্দ্রিয়সমূহ সত্ত্বাদিগুণ সৃজন করে। জীব ঐ সদ্ ও অসৎ ইন্দ্রিয়-সহিত ও সত্ত্বাদিগুণের সহিত সংযুক্ত হইয়া মঙ্গল ও অমঙ্গল কর্ম্মসমূহের ফল ভোগ করে।।৩১।।

বিবৃতি— গীতোক্ত প্রাকৃত গুণত্রয়ের দ্বারা কর্ম্ম-সমূহ উৎপত্তি লাভ করে। এই কর্ম্মের কর্ত্তৃত্বাভিমান থাকা-কালপর্য্যন্ত জীব বদ্ধভাবাপন্ন হইয়া অহঙ্কারবিশিষ্ট হ'ন। যেকালপর্য্যন্ত না তিনি আপনাকে জানেন, তৎ-কালপর্য্যন্তই তাঁহার শোক ও মোহের বশবর্ত্তীত্ব। স্বীয় কর্ত্তৃত্বাভিমান পরিত্যাগ করিলেই বদ্ধজীব মুক্ত হইয়া বিষ্ণুভক্তি লাভ করেন। গুণবদ্ধ জীব শরীরদ্বয়দ্বারা কর্ম্ম-ফলসমূহ ভোগ করেন। নির্গুণ তটস্থা-শক্তিপ্রকটিত জীব গুণবদ্ধ হইলে অচিচ্ছক্তি মায়া-কর্ত্তৃক চালিত হ'ন এবং গুণবিমুখ হইলে মুক্তজীব সচ্চিদানন্দ-সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। বদ্ধজীবের কর্ত্তৃত্বাভিমানে ফলভোগ নৈসর্গিক ব্যাপার। ভগবদ্ভক্ত কর্ম্মফলাধীন জীব না হওয়ায় কর্ম্ম-ফলাকাঙ্ক্ষী কর্ত্তৃত্বাভিমানী নহেন। স্বরূপে অবস্থানে প্রাকৃতগুণত্রয় তাঁহাকে আবদ্ধ করিতে পারে না।।৩১।।

যাবৎ স্যাদ্গুণবৈষম্যং তাবন্নানাত্বমাত্মনঃ।
নানাত্বমাত্মনো যাবৎ পারতন্ত্র্যং তদৈব হি।।৩২।।

অন্বয়ঃ— যাবৎ গুণবৈষম্যং (গুণানাং বৈষম্যমহ-ঙ্কারাদিকার্য্যরূপং) স্যাৎ (ভবেৎ) তাবৎ আত্মনঃ নানাত্বং (জীবস্যৈকস্যাপি দেবতির্য্যগাদিরূপত্বং স্যাৎ কিঞ্চ) যাবৎ আত্মনঃ (জীবস্য তাদৃক্) নানাত্বং (স্যাৎ) তদা এব হি (তাবদেব) পারতন্ত্র্যং (কর্ম্মাধীনত্বং স্যাৎ, কিঞ্চ)।।৩২।।

অনুবাদ— যে-কালপর্য্যন্ত অহঙ্কারাদিসৃষ্টিক্রমে সত্ত্বাদি গুণসকলের বৈষম্য ঘটে, তাবৎকাল জীবের দেবতির্য্যগাদি বিবিধ রূপ প্রাপ্তি হইয়া থাকে; যে-পর্য্যন্ত তাদৃশ নানা রূপ প্রাপ্তি ঘটে, তাবৎকাল কর্ম্মাধীনতা ঘটিয়া থাকে।।৩২।।

বিশ্বনাথ—গুণৈরিন্দ্রিয়ৈঃ কৃত্বা উচ্চনীচগতি প্রাপ্তি-লক্ষণং বৈষম্যং যাবৎ স্যাৎ তাবদাত্মনঃ একস্যাপি জীবস্য নানাত্বং দেবতির্য্যগাদিরূপত্বং স্যাৎ। যাবদেবং নানাত্বং তাবৎ পারতন্ত্র্যং কর্ম্মাধীনত্বম্।।৩২।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— ইন্দ্রিয়সমূহদ্বারা কৃতকর্ম্মের ফলে জীব উচ্চনীচ গতি প্রাপ্তিরূপ বৈষম্য যখন পায়, তখন একই জীবাত্মার নানারূপ দেবতা পক্ষী আদিরূপ প্রাপ্তি হয়। যে পর্য্যন্ত নানা দেহ ধারণ করে, সেই পর্য্যন্ত কর্ম্মের অধীন হয়।।৩২।।

বিবৃতি— বদ্ধজীব গুণবৈষম্য কর্ম্মাদির কর্ত্তৃত্বা-ভিমানে আপনাকে নানারূপে প্রতিষ্ঠিত করে। তখন তাহার হৃদয়ে অদ্বয়জ্ঞান ব্রজেন্দ্রনন্দনের একমাত্র দাস্য পরিস্ফূট হয় না। কেবলাভক্তি না থাকিলে ব্যভি-চারপরায়ণ হইয়া বহুদ্রব্যের কর্ত্তৃত্বাভিমান ও বহুকর্ম্মের

নেতৃত্বাভিমান তাহাকে গ্রাস করে। তখনই জীব পঞ্চো-পাসক হইয়া বিবিধ বাসনার দাস হইয়া পরতন্ত্র হইয়া পড়ে। ভগবানের অচিচ্ছক্তি-প্রকটিত জগৎ তাহার ভোগের স্থান হওয়ায় সে পরাধীনতা-ক্রমে বিভিন্ন দেবো-পাসক হইয়া পড়ে।। ৩২।।

যাবদস্যাস্বতন্ত্রত্বং তাবদীশ্বরতো ভয়ম্।
য এতৎ সমুপাসীরংস্তে মুহ্যন্তি শুচার্পিতাঃ।। ৩৩।।

অন্বয়ঃ— যাবৎ অস্য (জীবস্য) অস্বতন্ত্রত্বং (কর্ম্মা-ধীনত্বং) তাবৎ ঈশ্বরতঃ (কর্ম্মফলদায়কান্মত্তোঽপি) ভয়ং (সংসারভীতির্বর্ত্ততে) যে (জীবাঃ) এতৎ (গুণবৈষম্যং তৎকৃতং ভোগং কর্ম্ম চ) সমুপাসীরন্ (সংসেবেরন্, লোকা-দীনামনিত্যত্বাৎ) তে শুচা (শোকেন) অর্পিতাঃ (প্রোতাঃ সন্তঃ) মুহ্যন্তি (মুগ্ধা ভবন্তি)।। ৩৩।।

অনুবাদ— যে পর্য্যন্ত জীব কর্ম্মাধীন থাকে তাবৎ-কাল কর্ম্মফলদাতা আমার নিকট হইতে সংসার-ভয় বর্ত্তমান থাকে। যে-সকল জীব এই গুণবৈষম্য, তৎকৃত ভোগ এবং কর্ম্মের সেবা করে, তাহারা শোকমোহগ্রস্ত হইয়া থাকে।। ৩৩।।

বিশ্বনাথ— তস্মাৎ প্রবৃত্তিরেব শ্রেয়সীতি যে আহুস্তানাক্ষিপতি, যে এতৎ কর্ম্মৈব উপাসীরন্ সেবেরন্ তে শুচার্পিতাঃ শোকপ্রোতাঃ সন্তো মুহ্যন্তি।। ৩৩।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— অতএব যাঁহারা বলেন প্রবৃত্তি-মার্গই মঙ্গলের কারণ, তাহাদিগকে তিরস্কার করিতে-ছেন—যাহারা এই কর্ম্মকেই সেবা করে, তাহারা শোক-সন্তপ্ত হইয়া মোহ প্রাপ্ত হয়।। ৩৩।।

বিবৃতি— মায়াপাশবদ্ধ জীব আপনাকে পরাধীন জানিয়া সেবাবিমুখ হইলেই ক্লেশ লাভ করিবার ভয়ে ভীত হয়। জগতের কর্ম্মফলাকাঙ্ক্ষী কর্ম্মজড় জীব সাধ্বস-সম্ভ্রান্ত হইয়া কংসাদির অনুগমন করে এবং ভীতি-জন্য শোকের বশবর্ত্তী হইয়া অবশেষে মূঢ়তা লাভ করে। মায়ার আবরণী ও বিক্ষেপাত্মিকা শক্তিদ্বয় তাহার উপর আধিপত্য স্থাপন করে। অদ্বয়জ্ঞান ব্রজেন্দ্রনন্দন হইতে পৃথক্ বুদ্ধি করিয়া ইতর বস্তুর উপাসনা-ফলে আতঙ্ক-বৃদ্ধিই তাহাদের বৃত্তি হইয়া পড়ে। সেবা-বিমুখ জীব কর্ত্তৃত্বাভিমান-ফলেই ভয় ও শোক-গ্রস্ত হয়। গুণতাড়িত অথবা কর্ত্তৃত্বাভিমান মায়াবাদিগণের দ্বারা গর্হিত হইলেও এই ত্রিবিধ অবিবেচক 'মূঢ়'-শব্দ-বাচ্য হন।। ৩৩।।

মধ্ব—

যাবৎ স্যাদ্ গুণবৈষম্যমিত্যাদি য উপাসীরংস্তে মুহ্যন্তি। গুণ-সংযুক্তঃ কর্ম্মফলানি ভুঙ্ক্তে।। ৩২-৩৩।।

কাল আত্মাগমো লোকঃ স্বভাবো ধর্ম্ম এব চ।
ইতি মাং বহুধা প্রাহুর্গুণব্যতিকরে সতি।। ৩৪।।

অন্বয়ঃ—গুণব্যতিকরে (মায়াক্ষোভে) সতি (লোকাঃ) মাং কালঃ, আত্মা, আগমঃ, লোকঃ, স্বভাবঃ, ধর্ম্মঃ, এব চ ইতি (এবং) বহুধা (বহুভির্নামভিঃ) প্রাহুঃ (কথয়ন্তি।। ৩৪।।

অনুবাদ— সত্ত্বাদিগুণসমূহের ক্ষুব্ধাবস্থায় মানবগণ আমাকে কাল, আত্মা, আগম, লোক, স্বভাব, ধর্ম্ম ইত্যাদি বিবিধসংজ্ঞায় অভিহিত করিয়া থাকে।। ৩৪।।

বিশ্বনাথ— লোককালাগমাত্মনাং সর্ব্বেষামেব নিত্যত্বং যৎ পরমতমঙ্গীকৃত্যোক্তং তত্রাহ,—কাল ইতি। স্বভাবো দেবত্বাদিপরিণামহেতুঃ। ধর্ম্মস্তদ্ভোগহেতুঃ ইতি গুণব্যতিকরে মায়াক্ষোভে সত্যেব মামেব বহুধাভূতং তেষাং মন্মায়াশক্তিকার্য্যত্বাদাহুঃ। তস্মাদস্য জীবস্য কর্ম্মবন্ধবিমোচনার্থং যতনীয়মিতি মতং সাধিতম্।। ৩৪।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— অন্যমতে লোক, কাল, আগম ও আত্মা সকলেরই নিত্যত্ব স্বীকৃত হইয়াছিল, তাহার উত্তরে বলিতেছেন—স্বভাব অর্থে দেহত্বাদি পরিণামহেতু ধর্ম্ম তাহার ভোগহেতু এইভাবে গুণের ব্যতিক্রমে মায়ার ক্ষোভ হইলে পর, আমাকেই তাহাদের মধ্যে বহুপ্রকারে আমার মায়াশক্তির কার্য্যরূপে বলিয়া থাকে। অতএব এই জীবের কর্ম্ম বন্ধন বিমুক্তির জন্য যত্ন করা আবশ্যক এই মতটি স্থাপিত করিলেন।। ৩৪।।

বিবৃতি— প্রাকৃত গুণসমূহের ভেদে বদ্ধজীবের বুদ্ধি আবৃত ও বিক্ষিপ্ত হইলে পুরুষোত্তম বস্তুর অভিজ্ঞান একেবারে বিলুপ্ত হয়। তখন সকলবস্তুর আকর পুরুষোত্তমকে কেহ বা 'কাল' কেহ বা 'আগম' কেহ বা 'স্বভাব' কেহ বা 'ধর্ম্ম' প্রভৃতি বিভিন্ন সংজ্ঞায় নির্দ্দেশ করিয়া বিভিন্ন মতবাদ প্রচার করে।। ৩৪।।

মধ্ব—

অসতি গুণব্যতিকরে কালাদি-নামানং মামেবাহুরিতি স্বসিদ্ধান্তঃ।

কালঃ সর্ব্বগুণোদ্রেকাদাপ্তত্বাদাত্মনামকঃ।
আগমেঽবগতেরস্য লোকে জ্ঞানস্বরূপতঃ।।
স্ববশত্বাৎ স্বভাবোঽয়ং ধারণাদ্ধর্ম্ম ইত্যপি।
উপাসতে সদা মুক্তাঃ পরানন্দৈকভাগিনঃ।।
তদেতত্তত্ত্বমজ্ঞাত্বা প্রাহুর্দুর্মতয়ঃ পরে।
যাবত্তু গুণবৈষম্যং তাবন্নানাত্বমাত্মনঃ।।
ভেদবুদ্ধিস্তু যাবৎ স্যাৎ তাবদীশ্বরতন্ত্রতা।
যাবদীশ্বরতন্ত্রত্বং তাবত্তস্মাদ্ভয়ং ভয়েৎ।।
উপাসতে য এবন্তু নিত্যশোকে পতন্তি তে।
মহাতমস্যনানন্দে তস্মান্নৈবং বিচিন্তয়েৎ।।
তস্মান্নিত্যস্তু নানাত্বং জীবানামীশতন্ত্রতা।
স্বাধিকানাং বশত্বঞ্চ মুক্তাবপি সদেষ্যতে।।
এবং জ্ঞাত্বা বিমুচ্যন্তে পরানন্দং ব্রজন্তি চ।
ইতি তন্ত্রভাগবতে।। ৩৪।।

শ্রীউদ্ধব উবাচ—

গুণেষু বর্ত্তমানোঽপি দেহজেষ্বনপাবৃতঃ।
গুণৈর্নবধ্যতে দেহী বধ্যতে বা কথং বিভো।। ৩৫।।

অন্বয়ঃ— শ্রীউদ্ধবঃ উবাচ—(হে) বিভো! দেহী (জীবঃ) গুণেষু বর্ত্তমানঃ অপি দেহজেষু (তৎকার্য্যদেহজেষু কর্ম্মসু সুখাদিষু) গুণৈঃ কথং ন বধ্যতে (কথং বদ্ধো ন ভবতি, তথাপি তৈরাকাশবদনাবৃতত্বান্ন বধ্যত ইতি চেত্তত্রাহ) অনপাবৃতঃ (তৈরনাবৃতঃ) কথং বধ্যতে বা (কথং বা বদ্ধো ভবতি)।। ৩৫।।

—৩৫

অনুবাদ— শ্রীউদ্ধব বলিলেন— "হে বিভো! জীব গুণসমূহে বর্ত্তমান থাকিয়াও গুণদ্বারা কি-হেতু সুখাদিতে আবদ্ধ হয় না, অথবা গুণদ্বারা অনাবৃত্ত দশায়ও কি-হেতু বদ্ধ হয়?"।। ৩৫।।

বিশ্বনাথ— ননু চ ভবন্মতে মোক্ষ এব পুরুষার্থোঽবগতঃ। স চ ভক্তিজ্ঞানবৈরাগ্যাভ্যাসাদ্ভবতি, তস্মিন্ সতি পুরুষো মুক্ত উচ্যতে, ইতি ময়া ন বুধ্যতে ইত্যাহ,— গুণেষ্বিতি। মুক্তস্যাপিদত্তাত্রেয় ভরতাদের্ভোজনশয়নাটনাদিশ্রবণাৎস্থূলসূক্ষ্মদেহদ্বয়ং তিষ্ঠত্যেব। তস্মিংশ্চস্থিতে সতি দেহজেষু গুণেষু বর্ত্তমানোঽপি তৈর্গুণৈর্দেহী কথং ন বধ্যতে? তথাপি তৈরাকাশবৎ চিন্ময়ত্বাদনাবৃতো জীবো ন বধ্যতে ইতি চেৎ তর্হি বন্ধো ন সম্ভবতীত্যাহ,— অনাবৃতঃ কথং বধ্যত ইতি।। ৩৫।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— শ্রীউদ্ধব বলিতেছেন—যদি আপনার মতে মোক্ষই পুরুষার্থ জানিলাম। সেই মোক্ষও ভক্তিজ্ঞান বৈরাগ্য অভ্যাস হইতে হয়। তাহা হইলে জীবকে মুক্ত বলে, ইহা আমি বুঝিতেছি না। মুক্ত পুরুষ দত্তাত্রেয় ভরতাদিরও ভোজন শয়ন গমনাদি শুনা যায় এবং স্থূলসূক্ষ্ম দুইটি দেহ থাকেই। তাহা থাকিলে পর সত্ত্বাদিগুণজাত দেহ বর্ত্তমান থাকায় ঐগুণের দ্বারা জীব কেন বন্ধন প্রাপ্ত হইবে না? তথাপি আকাশের ন্যায় চিন্ময়হেতু অনাবৃত জীব গুণদ্বারা বদ্ধ হয় না। ইহা যদি বল, তাহা হইলে বন্ধন সম্ভব হয় না। অনাবৃত জীব কি প্রকারে বন্ধনে পড়িবে।। ৩৫।।

বিবৃতি— নাস্তিক্য, সগুণ, নির্গুণ ও ক্লীব প্রভৃতি পর্য্যায়ে বাস্তব-বস্তুকে গুণাধীন-পর্য্যায়ে স্থাপন করে। প্রাকৃত বিচারে বাস্তবজ্ঞানরহিত ব্যক্তিগণ সত্যভ্রষ্ট হইয়া নানারূপে দর্শন করেন। জীবাত্মা গুণসংযুক্ত হইয়া দৈহিক কর্ম্ম প্রভৃতিতে কি প্রকারে মুক্ত হইতে পারেন। সুখ-দুঃখের আবরণে যদি আত্মা আবদ্ধই না হন, তাহা হইলে তাঁহাকে 'বদ্ধ' সংজ্ঞা দেওয়া হয় কেন?।। ৩৫।।

মধ্ব—

অদেহী পরমাত্মা। বধ্যতে চেৎ কথং বধ্যতে।

নিত্যমুক্তো নিত্যবদ্ধ ইত্যেকজীববাদিমতানুসারেণ চোদয়তি।

শিষ্যোঽপি পূর্ব্বপক্ষস্থস্তদেবাত্মবতং ব্রুবন্।
নৈব দুষ্পত্যসত্যেন স্থিরত্বার্থং হি তদ্বচঃ।।
ইতি বিক্ষেপে।
ন মে মোক্ষে ন বন্ধনং।
একস্যৈব মমাংশস্য জীবস্যৈবং মহামতে।
বন্ধো স্যাদ্ বিদ্যয়ানাদির্বিদ্যয়া চ তথেতরৎ।।
অথ বদ্ধস্য মুক্তস্য বৈলক্ষণ্যং বদামি তে।
ইতি পরিহারাৎ।। ৩৫।।

**কথং বর্ত্তেত বিহরেৎ কৈর্বা জ্ঞায়েত লক্ষণৈঃ।
কিং ভুঞ্জীতোত বিসৃজেচ্ছয়ীতাসীত যাতি বা।। ৩৬।।
এতদচ্যুত মে ব্রূহি প্রশ্নং প্রশ্নবিদাং বর।
নিত্যবদ্ধো নিত্যমুক্ত এক এবেতি মে ভ্রমঃ।। ৩৭।।**

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামেকাদশস্কন্ধে শ্রীভগবদুদ্ধব-সংবাদে দশমোঽধ্যায়ঃ॥১০॥

অন্বয়ঃ— (বদ্ধো মুক্তো বা) কথং বর্ত্তেত (তিষ্ঠেৎ কথং বা) বিহরেৎ কৈঃ লক্ষণৈঃ জ্ঞায়েত (জ্ঞাতো ভবেৎ) কিং ভুঞ্জীত উত (অপি চ কিং)বিসৃজেৎ (ত্যজেৎ) শয়ীত (কথং শয়নং কুর্য্যাৎ) আসীত (উপবিশেৎ) যাতি বা (গচ্ছতি চ) প্রশ্নবিদাম্বর! (হে প্রশ্নোত্তর-বেত্তৃবর!) অচ্যুত! এতৎ (এতদ্‌বিষয়ং) প্রশ্নং (কিঞ্চ) একঃ এব (আত্মা) নিত্যবদ্ধঃ (অনাদিগুণসম্বন্ধান্নিত্যবন্ধন-গ্রস্তঃ কিঞ্চ মুক্তের্জন্যত্বেঽনিত্যত্বপ্রসঙ্গাৎ) নিত্যমুক্তঃ ইতি (ইত্যপ্যঙ্গীকার্য্যং স্যাৎ তত্র) মে (মম) ভ্রমঃ (ভবতীত্যতস্তদুত্তরঞ্চ) মে (মহ্যং) ব্রূহি (কথয়)।।৩৬-৩৭।।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে দশমাধ্যায়স্যান্বয়ঃ।

অনুবাদ— বদ্ধ এবং মুক্তপুরুষ কিরূপে অবস্থান বা বিহার করেন, কোন্ কোন্ লক্ষণে লক্ষিত হন্, কি ভোজন করেন, কোন্ বস্তু পরিত্যাগ করেন, কিরূপে শয়ন, উপবেশন বা গমন করেন— হে প্রশ্নোত্তরজ্ঞপ্রবর শ্রীকৃষ্ণ! এই সমস্ত বিষয় এবং একই আত্মা কিরূপে নিত্যবদ্ধ ও নিত্যমুক্ত হইতে পারেন, এবিষয়ে আমার যে ভ্রম বর্ত্তমান রহিয়াছে, তাহার উত্তর আমার নিকট বর্ণন করুন্।।৩৬-৩৭

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে দশম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

বিশ্বনাথ— যদি তু সৎস্বপি গুণেষু বিষয়েন্দ্রিয়াদিষু তদভিমানেন বধ্যতে তন্নিবৃত্ত্যা চ মুচ্যতে ইতি মতং তর্হি ময়া তথা কথং জ্ঞাতব্যমিতি পৃচ্ছতি,—কথং বর্ত্তেত্যাদিনা। বর্ত্তনবিহরণভোজনমূত্রপুরীষবিসর্জ্জন-শয়নাসনগমনানি কর্ম্মাণি মুক্তস্য বদ্ধস্য চ তুল্যান্যেব দৃশ্যন্তে। তানি চ নিরভিমানানি সাভিমানানীতি ময়া কৈর্বালক্ষণৈর্ধ্যায়তে ইতি। নিত্যমুক্তো দত্তাত্রেয়ভরতাদির্নিত্যবদ্ধো দেবদত্তযজ্ঞদত্তাদিস্তুল্যদৈহিকক্রিয়ত্বাদেক এবেতি ভ্রম ইতি বৈলক্ষণ্যন্তু ময়া গ্রহীতুমশক্যমপ্যস্ত্যেবম্। তৎ ত্বয়াহং জ্ঞাপয়িতব্য ইতি ভাবঃ। অত্র নিত্যপদমনধিকার্থম্।।৩৬-৩৭।।

ইতি সারার্থদর্শিনাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।
একাদশস্য দশমঃ সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্।।

ইতি শ্রীল বিশ্বনাথচক্রবর্ত্তি-ঠক্কুরকৃতা শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে দশমাধ্যায়স্য সারার্থদর্শিনী টীকা সমাপ্ত।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— কিন্তু যদি গুণসমূহ থাকিলেও বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়াদিতে জীবের অভিমানদ্বারা বন্দন হয়। অভিমান না থাকিলে মুক্ত হয়। এই যদি মত হয় তাহা হইলে আমি তাহা কিরূপে জানিব, ইহাই জিজ্ঞাসা করিতেছেন—বর্ত্তন অর্থাৎ বিহার ভোজন মলমূত্রাদি ত্যাগ, শয়ন আসন গমন ইত্যাদি কর্ম্মসমূহ মুক্ত ও বদ্ধ জীবের সমানই দেখা যায় তাহাও নিরভিমান ও অভিমান যুক্ত ইহা কিরূপে আমি ধ্যান করিব। নিত্যমুক্ত দত্তাত্রেয় ভরতাদি এবং নিত্যবদ্ধ দেবদত্ত যজ্ঞদত্ত আদি। সমান দৈহিক ক্রিয়া হেতু একই এইরূপ ভ্রম হয় ইহাদের পার্থক্য আমি গ্রহণ করিতে অসক্ত হইলেও পার্থক্য আছেই। তাহা তুমি আমাকে জানাইবে। এস্থলে নিত্যপদটি অধিক নয় এই অর্থ বুঝাইতেছে।। ৩৬-৩৭।।

ভক্তচিত্তের আনন্দদায়িনী সারার্থদর্শিনী টীকাতে একাদশস্কন্ধে দশম অধ্যায় সাধুগণের সঙ্গে সমাপ্ত হইলেন।

ইতি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর কৃতা শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশস্কন্ধের দশম অধ্যায়ের সারার্থদর্শিনী টীকার অনুবাদ সমাপ্ত হইলেন।

মধ্ব—

ইতি শ্রীমদানন্দতীর্থভগবৎপাদাচার্য্যবিরচিতে শ্রীমদ্ভাগবতৈকাদশস্কন্ধতাৎপর্য্যে দশমোঽধ্যায়ঃ।

বিবৃতি— জীবাত্মা কি প্রকারে দেহ ধারণ করিয়া বিহার করেন, কিরূপ লক্ষণদ্বারা তাঁহাকে জানা যায়, তিনি কিরূপভাবে ভোজন ও বিসর্জ্জন শয়ন ও উপবেশন করেন,—ইহা জ্ঞাতব্য। একই জীব কি প্রকারে নিত্যবদ্ধ ও নিত্যমুক্ত যুগপৎ থাকিতে পারেন, তদ্বিষয়ে আমার উপলব্ধি হইতেছে না।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশস্কন্ধের দশম অধ্যায়ের বিবৃতি সমাপ্ত।

তথ্য— "জীবের 'স্বরূপ' হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস। কৃষ্ণের তটস্থাশক্তি, ভেদাভেদ-প্রকাশ।। কৃষ্ণ ভুলি' সেই জীব অনাদিবহির্ম্মুখ। অতএব মায়া তারে দেয় সংসার-দুঃখ।।"

বদ্ধ ও মুক্ত, এই উভয় ভাবই বিশেষণ-তারতম্যে নির্দ্দিষ্ট হয়। দুইটি ধর্ম্ম একটি বিষয়েরই দুইপ্রান্ত হইতে দৃষ্ট হইয়া সংজ্ঞা-ভেদ লাভ করে। সেবা-বৃত্তির তারতম্য-বিচারেই মুক্ত ও বদ্ধ, উভয় ভাবের নিত্যতা, একের প্রকাশে অন্যভাবের সুদূরে অবস্থান জ্ঞাপিত হয়।।৩৬-৩৭

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধের দশম অধ্যায়ের তথ্য সমাপ্ত।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধের দশম অধ্যায়ের গৌড়ীয় ভাষ্য সমাপ্ত।

একাদশোঽধ্যায়ঃ

শ্রীভগবানুবাচ—

বদ্ধো মুক্ত ইতি ব্যাখ্যা গুণতো মে ন বস্তুতঃ।
গুণস্য মায়ামূলত্বাদ্ ন মে মোক্ষো ন বন্ধনম্।। ১।।

গৌড়ীয় ভাষ্য

একাদশ অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবের নিকট বদ্ধ ও মুক্ত জীবের বৈলক্ষণ্য, সাধুগণের লক্ষণ এবং ভক্তির অঙ্গসমূহ বর্ণন করিয়াছেন।

পূর্ব্বাধ্যায়ে উদ্ধব বদ্ধ ও মুক্ত জীব-সম্বন্ধে সবিশেষ তত্ত্ব অবগত হইবার নিমিত্ত পরিপ্রশ্ন করিলে বিভুচিদ্ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তদুত্তরে বলিয়াছেন যে, ভগবদংশ-রূপী জীবাত্মা অণুত্ব ধর্ম্ম-প্রযুক্ত অবিদ্যার বশে সত্ত্বাদি-গুণরূপ উপাধি লাভ করিয়া অনাদিকাল বদ্ধ এবং বিদ্যার আশ্রয়ে শুদ্ধভক্তি লাভ করিয়া নিত্যমুক্ত-সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত হয়। সুতরাং বিদ্যা জীবের মুক্তি ও অবিদ্যাই বন্ধনের কারণ। উহারা উভয়েই শ্রীকৃষ্ণেরই মায়া-রচিত, অনাদি ও তদীয় শক্তিস্বরূপ। ত্রিগুণাকৃষ্ট জীববৃন্দ অহঙ্কার-বিমূঢ় অস্মিতায় নিজদিগকে শোক, মোহ, সুখ, দুঃখ, বিপদ্ প্রভৃতির ভোগকর্ত্তা জ্ঞানে ঐসকলের বিচারে অবস্থিত থাকে, কিন্তু বাস্তবজগতে উহাদের স্থান নাই। জীবাত্মা ও পরমাত্মা উভয়েই দেহে অবস্থান করেন। উভয়ের মধ্যে বৈশিষ্ট্য এই যে, বিভুচিৎ পরমাত্মা অভিজ্ঞতা-নিবন্ধন কর্ম্মফল ভোগ না করিয়া সাক্ষি-রূপে অবস্থান করেন; কিন্তু অণু-

চিৎ বদ্ধজীবাত্মা অনভিজ্ঞ বলিয়া স্বকৃত কর্ম্মফল ভোগ করে। মুক্ত জীবাত্মা প্রাক্তন-কর্ম্ম-সংস্কারবশতঃ দেহস্থ হইয়াও স্বপ্নোত্থিত পুরুষের ন্যায় দেহগত সুখদুঃখভোগী নহেন। পক্ষান্তরে জীবাত্মা স্বরূপতঃ দেহগত সুখ-দুঃখ-ভাগী না হইয়াও স্বপ্নদর্শী ব্যক্তির ন্যায় নিজকে দেহগত সুখ-দুঃখের ভোক্তা বলিয়া অভিমান করে। যে-প্রকার আকাশস্থ সূর্য্য জলে প্রতিবিম্বিত হইয়াও জলে আবদ্ধ হন না এবং বায়ুও আকাশ-বিশেষে রুদ্ধ হয় না, তদ্রূপ অনাসক্ত ব্যক্তি প্রাকৃত জগতে বিস্তৃত-দর্শন-প্রভাবে যুক্ত-বৈরাগ্য-অসিদ্বারা ছিন্নসংশয় হন। তাঁহার প্রাণ, ইন্দ্রিয়, মনঃ ও বুদ্ধি বিষয়প্রবৃত্তির সঙ্কল্পশূন্য বলিয়া তিনি দেহে অবস্থান করিয়াও মুক্তরূপেই অবস্থান করেন। হিংসিত বা পূজিত হইলেও যাঁহাতে বিকার দেখা যায় না, তিনিই জীবন্মুক্ত। মুক্ত ব্যক্তি প্রাকৃত গুণ-দোষ-বর্জ্জিত ও সম-দৃষ্টিসম্পন্ন। আত্মরাম মুনি কাহারও স্তব বা নিন্দা করেন না; তিনি কাহাকেও কিছু বলেন না বা জড়বস্তুর ধ্যান করেন না। তিনি সর্ব্বদাই ভগবচ্চিন্তায় মগ্ন থাকেন বলিয়া সাধারণ অজ্ঞ ব্যক্তির দৃষ্টিতে তিনি জড়বৎ প্রতিভাত হন। বেদাদি অধ্যয়ন বা অধ্যাপনা করিয়াও যদি কোন ব্যক্তি শুদ্ধ ভগবৎসেবায় রুচিবিশিষ্ট না হয়, তাহা হইলে তাহার কেবল পরিশ্রমই লাভ হয়, প্রকৃত মঙ্গল কিছুই হয় না। যে-শাস্ত্রে ভগবানের তত্ত্ব, তাঁহার মধুর লীলা ও তাঁহার অবতারগণের চরিতামৃত বর্ণিত আছে, তৎপাঠেই প্রকৃত মঙ্গল হয়, তদ্ব্যতীত অপর শাস্ত্রাদি পাঠে অমঙ্গল উদয় করায় মাত্র। তিনি এইরূপ নিশ্চয়পূর্ব্বক সুষ্ঠু বিচারদ্বারা আত্মবিষয়ে দেহাধ্যাস নিরাস করিয়া প্রেমাস্পদ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে চিত্ত সমর্পণ করিতে পারেন, তিনিই প্রকৃত শান্তি লাভে সমর্থ। গুণত্রয়দ্বারা চালিত মন নিরপেক্ষ ব্রহ্ম বস্তুর ধারণা করিতে অসমর্থ। ধর্ম্মার্থ-কাম যাজনকারী শ্রদ্ধালু ব্যক্তি জন্মজন্মান্তর শ্রীভগবানের মঙ্গলময় লোকপাবন চরিত্রাবলী শ্রবণ, কীর্ত্তন ও অনুক্ষণ ধ্যান করিয়া ভগবদ্ভক্তি ও সদ্গুরু বা সাধুসঙ্গ লাভ করেন। অনন্তর সদ্গুরু কৃপায় মহাজন-প্রদর্শিত বর্ত্মানুসরণ-পূর্ব্বক বস্তু-সিদ্ধি ও স্বরূপ-সিদ্ধি প্রাপ্ত হন। শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্বোক্ত উপদেশাবলী শ্রবণ করিয়া উদ্ধব সাধুর লক্ষণ ও ভক্তির অঙ্গসমূহ জানিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলে শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, যিনি দয়ালু, অকৃতদ্রোহ, সত্যসার, শম, নির্দোষ, বদান্য, মৃদু, শুচি, অকিঞ্চন, সর্ব্বোপকার, শান্ত, কৃষ্ণৈকশরণ, অকাম, নিরীহ, স্থির, বিজিত-ষড়্গুণ, মিতভুক্, অপ্রমত্ত, মানদ, অমানী, গম্ভীর, করুণ, মৈত্র, কবি, দক্ষ, মৌনী এই ষড়বিংশ গুণের অধিকারী তিনিই সাধু বা বৈষ্ণব। কৃষ্ণৈকশরণতাই সাধুর মুখ্য লক্ষণ। যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের অসীম, সর্ব্বান্তর্য্যামী ও সচ্চিদানন্দ স্বরূপ অবগত হইয়া একান্তভাবে তাঁহার সেবা করেন, তাঁহারাই উত্তম ভক্ত। শ্রীবিগ্রহ ও শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তের দর্শন, স্পর্শন, অর্চ্চন, পরিচর্য্যা, স্তুতি, প্রণাম, গুণ-লীলাদি কীর্ত্তন কৃষ্ণকথা-শ্রবণে অনুরাগ, নিরন্তর ভগবদ্ধ্যান, তাঁহাতে সর্ব্বলাভ সমর্পণ, তাঁহার দাসত্ব স্বীকার, আত্ম-নিবেদন, তাঁহার জন্মচরিত কীর্ত্তন, তাঁহার পর্ব্বসমূহের অনুমোদন, গীত-বাদ্য-নৃত্য-ইষ্টগোষ্ঠিসহ তদীয় মন্দিরে উৎসব, সর্ব্বপ্রকার বার্ষিক পর্ব্বাদিতে উৎসব, উপহার সমর্পণ, বৈদিকী ও তান্ত্রিকী দীক্ষা, ভগবৎসম্বন্ধীয় ব্রতপালন, ভগবদ্-বিগ্রহ স্থাপনে অনুরাগ, ভগবৎসেবার উদ্দেশ্যে উদ্যান, উপবন, মন্দির, নগর প্রভৃতি নির্ম্মাণ-বিষয়ে একক বা মিলিত চেষ্টা, অকপটে ভগবন্মন্দিরাদি সম্মার্জ্জন, লেপন, জল-সেচন ও মণ্ডল-রচনা দ্বারা ভগ-বদ্গৃহসেবা প্রভৃতি ৬৪ প্রকার ভক্ত্যঙ্গ। অতঃপর ভগবৎ-পূজার পদ্ধতি সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে।

অন্বয়ঃ— শ্রীভগবান্ উবাচ— মে গুণতঃ (মদধীন-সত্ত্বাদিগুণোপাধিতঃ) (আত্মা) বদ্ধঃ মুক্তঃ (চ) বস্তুতঃ ন, গুণস্য মায়ামূলত্বাৎ (মায়াকার্য্যত্বাৎ) মে (মম) মোক্ষঃ ন (নাস্তি) বন্ধনং (চ) ন (স্বরূপতো নাস্তি)।। ১।।

অনুবাদ— শ্রীভগবান্ বলিলেন,— হে উদ্ধব! মদীয় সত্ত্বাদিগুণরূপ উপাধিবশতঃই আত্মা বদ্ধ ও মুক্ত-সংজ্ঞায় অভিহিত হইয়া থাকেন, বস্তুতঃ আত্মার বন্ধ-

মোক্ষের সম্ভাবনা নাই। গুণসমূহ মায়ার কার্য্য বলিয়া স্বরূপতঃ আমার মতে বন্ধ বা মোক্ষ নাই।। ১।।

বিশ্বনাথ—

একাদশে বদ্ধমুক্তবৈলক্ষণ্যস্য শিক্ষণম্।
সাধূনাং লক্ষণং ভক্তেরঙ্গান্যপ্যুক্তবান্ হরিঃ ।।০।।

কথং বন্ধঃ কথং মোক্ষ ইতি তব প্রশ্নোঽপি বস্তুতো ন ঘটত,—ইত্যাহ্ বদ্ধ ইতি। মে গুণতঃ মদধীনসত্ত্বাদি-গুণৈর্বদ্ধ ইতি ততো মুক্ত ইতি ব্যাখ্যা বস্তুতো ন সম্ভবতি। কুতঃ গুণস্য গুণসম্বন্ধস্য মায়ামূলত্বান্মায়য়া অবিদ্যয়াতর্ক-শক্ত্যা দুর্ঘটস্য দেহেন্দ্রিয়াদিগুণসম্বন্ধস্য মিথ্যৈব স্ফোরণাদিত্যর্থঃ। অতএব মে মম মতে ইতি শেষঃ। ন বন্ধনং বন্ধনাভাবাদেব ন মোক্ষশ্চ।। ১।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— শ্রীহরি এই একাদশ অধ্যায়ে বদ্ধজীবের ও মুক্তজীবের পার্থক্য শিক্ষাদান, সাধুগণের লক্ষণ এবং ভক্তির অঙ্গসমূহও বলিয়াছেন।। ০।।

শ্রীহরি বলিতেছেন— হে উদ্ধব! জীব কিরূপে বদ্ধ এবং কিরূপে মুক্ত হয়, তোমার এই প্রশ্নও বস্তুত সম্ভব নহে ইহাই বলিতেছেন। আমার অধীন সত্ত্ব আদি গুণদ্বারা বন্ধন ও তাহা হইতে মুক্ত এইরূপ ব্যাখ্যা বস্তুত সম্ভব হয় না। কেন গুণের সহিত সম্বন্ধ মায়ামূলক হেতু মায়া অর্থাৎ অবিদ্যা অচিন্ত্যশক্তিদ্বারা দুর্ঘট দেহ ইন্দ্রিয়াদির সহিত গুণসম্বন্ধ মিথ্যাই জানা যায় এতএব আমার মতে বন্ধন নাই বন্ধন অভাব হেতু মোক্ষও নাই।। ১।।

বিবৃতি— শক্তি হইতে বস্তুর পৃথক্ পরিচয়ের আবশ্যকতা হইলে নিঃশক্তিক ও সশক্তিক বস্তুর বিচার উপস্থিত হয়। সশক্তিক বস্তু চিদচিদ্-ভেদে দ্বিবিধ। চিচ্ছক্তিসম্পন্ন বাস্তব-বস্তু অচিদ্ ধারণাময় নিঃশক্তিক বস্তু হইতে পৃথক্ বিচারে পরিদৃষ্ট হন। অচিচ্ছক্তি-পরিণত জগতে চিচ্ছক্তিপরিণত জীব অবস্থিত— এই ধারণা-ক্রমেই জীবের বদ্ধভাব। অচিচ্ছক্তি-মুক্ত জীব চিচ্ছক্তিতে অধিষ্ঠিত। অচিচ্ছক্তি—অচিদ্গুণ নামে প্রসিদ্ধ। চিচ্ছক্তি —হ্লাদিনী, সন্ধিনী ও সম্বিৎ-নাম্নী শক্তিত্রয়াখ্যায় আখ্যাত। বাস্তব-বস্তু কখনও বদ্ধও হন না, মুক্তও হন না। ভগবানের অচিচ্ছক্তি বা গুণ হইতে জীবের বদ্ধ ও মুক্ত অবস্থাদ্বয়। ত্রিগুণসাম্যাবস্থাই 'মায়া'। ত্রিগুণের মধ্যে কোন একটি গুণ প্রবল হইলে আর দুই প্রকার গুণের সহিত উহার বৈশিষ্ট্য লক্ষিত হয়। বাস্তব-বস্তু গুণান্তর্গত নহে; বাস্তব-বস্তুতে হ্লাদিনী-সন্ধিনী ও সম্বিৎ—শক্তিত্রয়ের অধিষ্ঠান। বদ্ধ ও মুক্ত—কালাধীন ভাবদ্বয় বস্তুর গুণ হইতেই জাত হয়; বস্তুশক্তির বিচার আসিয়া উপস্থিত হইলে সচ্চিদানন্দানুভূতিক্রমে বদ্ধমুক্তাতীত নিত্যস্বরূপ ও ভক্তিবৃত্তির নিত্যপ্রকাশে প্রেমানন্দপূর্ণ পরব্যোম অচিৎ ভূতাকাশকে নিরসন করেন।

অচিন্মায়া গুণের আকর হওয়ায় বস্তুর বন্ধন ও মুক্তি—ভাবদ্বয় উহাতে আরোপ করা কর্ত্তব্য নহে। চিৎ ও অচিৎ-শক্তির ঈশ্বরের বশীভূত তটস্থা-শক্তির অংশ-বিশেষে বদ্ধ ও মুক্তের প্রকাশ লক্ষিত হয়। অণুচিৎ জীব অচিতে আবদ্ধ হয়, কিন্তু অব্যভিচারিণী ভক্তিবৃত্তিতে অব-স্থিত হইলে হ্লাদিনী, সন্ধিনী ও সম্বিৎ—শক্তিত্রয়ের কণ-স্বরূপের অনুভূতিতে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইয়া গুণজাত ব[illegible]-ভাবের আবাহন করেন না।। ১।।

মধ্ব—

সে গুণতঃ। মদ্বশত্বাদেঃ।
অমায়ত্বান্নির্গুণোঽহং বন্ধমোক্ষৌ ন চাপি মে।
মদধীনস্য জীবস্য বন্ধমোক্ষৌ সদৈব তু।।
ইতি স্বাভাব্যে।। ১।।

শোকমোহৌ সুখং দুঃখং দেহাপত্তিশ্চ মায়য়া।
স্বপ্নো যদাত্মনঃ খ্যাতিঃ সংসৃতির্ন তু বাস্তবী।। ২।।

অন্বয়ঃ— স্বপ্নঃ যথা আত্মনঃ (বুদ্ধেঃ) খ্যাতিঃ (বিবর্ত্তমাত্রং তদ্বৎ) শোকমোহৌ সুখং দুঃখং দেহাপত্তিঃ (দেহসম্বন্ধরূপা) সংসৃতিঃ (সংসারঃ) চ মায়য়া (মায়াজন্যা ভবতি) বাস্তবী তু ন (বস্তুনঃ সত্যা ন ভবতি)।। ২।।

অনুবাদ— স্বপ্ন যেরূপ বুদ্ধির বিবর্ত্তমাত্র, সেইরূপ শোক, মোহ, সুখ, দুঃখ এবং দেহসম্বন্ধরূপ সংসারও

মায়িক বলিয়া অবগত হইবে, বস্তুতঃ ইহাদের কোন সত্তা নাই।। ২।।

বিশ্বনাথ—অত্র বন্ধস্য মিথ্যাত্বপ্রকারং দর্শয়তি,—শোকমোহাবিতি। দেহাপত্তির্দেহাদ্দেহান্তরপ্রাপ্তিঃ, দেহস্য আপত্তিরাপদ্ মৃত্যুর্বা, মায়য়া মায়িকোপাধিসম্বন্ধেন অবিদ্যয়া মায়িকোপাধিরন্তঃকরণে সূক্ষ্মদেহে জীবস্য অভিমানাদেব তদীয়ধর্ম্মাণাং শোকমোহাদীনামপি স্বীয়ত্বেন গ্রহণমিত্যর্থঃ। অতঃ শোকমোহাদিমত্ত্বলক্ষণা সংসৃতির্ন বাস্তবী ন বস্তুভূতা। শোকমোহাদীনাং মায়াসৃষ্টত্বেন সত্যত্বেঽপি তৎসম্বন্ধস্য জীবে অবিদ্যাকল্পিতত্বান্মিথ্যাত্বমিত্যর্থঃ। যথা আত্মনো বুদ্ধেঃ খ্যাতির্বিবর্ত্তঃ স্বপ্নো মিথ্যা তথা তথা।।২

টীকার বঙ্গানুবাদ— এস্থলে বন্ধের মিথ্যার প্রকার দেখাইতেছেন— শোক ও মোহ সুখ-দুঃখ দেহের সহিত বন্ধন এইসকল মায়াদ্বারা একদেহ হইতে অন্যদেহ প্রাপ্তি দেহের মৃত্যু মায়িক উপাধি সম্বন্ধদ্বারা অন্তঃকরণে সূক্ষ্মদেহে জীবের অভিমান হইতেই তাহার ধর্ম্মসমূহ শোক মোহাদির ও নিজের বলিয়া গ্রহণ করে। অতএব শোক মোহ আদি যুক্ত সংসার বাস্তব নহে। শোক মোহ আদি মায়াকর্ত্তৃক সৃষ্টহেতু সত্য হইলেও সৎ সম্বন্ধ জীবে অবিদ্যা কল্পিত হেতু মিথ্যা, যেমন আত্মার অর্থাৎ বুদ্ধির বিবর্ত্ত স্বপ্ন মিথ্যা সেইরূপ সেইরূপ।। ২।।

বিবৃতি— বাস্তব জগৎ বৈকুণ্ঠ বা গোলোক নামে পরিচিত। সেখানে অবাস্তব বস্তুর অবস্থিতি নাই। অবাস্তব বস্তুর অবস্থিতির জন্য সংসারে বস্তুর অনুভূতিতে স্বপ্ন ও 'জাগর'—অবস্থাদ্বয় বর্ত্তমান। কালবিচারে স্বপ্নের অল্পকালস্থিতি এবং জাগরের অপেক্ষাকৃত অধিককালস্থিতি। স্বপ্নকালে দ্রষ্টার ইন্দ্রিয়জজ্ঞানের পরিচালনারূপ বিলাসভ্রম এবং উক্ত দৃশ্য বিলাসের বস্তুর জাগরকালে বাস্তবী অবস্থিতির অভাব। জাগর ও স্বপ্ন উভয়-কালে অহঙ্কারবিমূঢ় অস্মিতায় ত্রিগুণাকৃষ্ট হইয়া বদ্ধজীব প্রাণীরা শোক, মোহ ও ভয় বা সুখ-দুঃখ বা দেহ ও বিপৎ প্রভৃতির বিচারে অবস্থিত থাকে। পরন্তু বাস্তব জগতে শোক, মোহ ও ভয়াদির অবস্থান না থাকায়, তথায় কেবলা নিত্যা ভক্তিরই বিষয় ও আশ্রয়—তত্ত্বদ্বয় অবস্থিত। সুতরাং চেতনময় জাগরকালে বদ্ধাবস্থার স্বপ্নের বিচার মুক্তাবস্থায় অনুরূপ বিলাসবৈচিত্র্যময় বটে কিন্তু এক নহে।। ২।।

মধ্ব—

স্বপ্নোঽয়মিত্যবিজ্ঞানাৎ স্বপ্নে দুঃখমুপাশ্নুতে।
নিজস্বরূপানুভবরাহিত্যাত্তদ্বদেব তু।
জাগ্রদ্দুঃখমপি প্রোক্তং বিযুক্ততত্ত্বং ন পশ্যতঃ।
তস্মাৎ ত্বস্বভাবত্বাৎ সদপ্যেতদবাস্তবম্।।
ইতি লোকসংহিতায়াম্।। ২।।

বিদ্যাবিদ্যে মম তনূ বিদ্ধ্যুদ্ধব শরীরিণাম্।
মোক্ষবন্ধকরী আদ্যে মায়য়া মে বিনির্ম্মিতে।। ৩।।

অন্বয়ঃ— (হে) উদ্ধব! বিদ্যাবিদ্যে (বিদ্যামবিদ্যাঞ্চ) মে (মম) মায়য়া বিনির্ম্মিতে আদ্যে (অনাদিস্বরূপে কিঞ্চ) শরীরিণাং (জীবানাং) বন্ধমোক্ষকারী (বন্ধমোক্ষকর্য্যৌ) মম তনূ (শক্তী) বিদ্ধি (জানীহি)।। ৩।।

অনুবাদ— হে উদ্ধব! অবিদ্যা এবং বিদ্যা এই উভয় পদার্থই মদীয়মায়ারচিত, অনাদি, মদীয়শক্তিস্বরূপ ও জীবগণের বন্ধমোক্ষহেতু বলিয়া অবগত হইবে।। ৩।।

বিশ্বনাথ— ননু কেয়মবিদ্যা যয়া মিথ্যাভূতেঽপি গুণসম্বন্ধঃ স্ফোরিতস্তত্রাহ,—বিদ্যাবিদ্যে মম তনূ তন্যেতে বন্ধমোক্ষাবাভ্যামিতি তনূ শক্তী শরীরিণাং বন্ধমোক্ষকরী বন্ধমোক্ষকর্য্যৌ বিদ্যা মোক্ষকরী অবিদ্যা বন্ধকরীত্যর্থঃ। ইমে চ মে মম মায়য়া মহাশক্ত্যা বিনির্ম্মিতে সৃষ্টে। কিঞ্চ মায়াবৃত্তিত্বাদেব তয়োর্মায়াসৃষ্টত্বমৌপচারিকমেবোচ্যতে ইত্যাহ আদ্যে অনাদী,—অনাদ্যনন্তমব্যক্তং নিত্যং কারণমব্যয়ম্" ইতি দ্বাদশোক্তেঃ 'পুংসোঽস্তি প্রকৃতির্নিত্যা' ইতি বৈদ্যকৌক্তেশ্চ মায়াশক্তিরিব তদ্বৃত্তী বিদ্যাবিদ্যে অপি নিত্যে এব। তদেবং মায়ায়াস্তিস্রো বৃত্তয়ঃ প্রধানমবিদ্যা বিদ্যা চ। প্রধানেনোপাধিঃ সত্য এব সৃজ্যতে, অবিদ্যয়া তদধ্যাসো মিথ্যাভূতঃ, বিদ্যয়া তদুপরাম ইতি তিসৃণাং কার্য্যম্।। ৩।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— যদি বল এই অবিদ্যা কে? যাহাদ্বারা মিথ্যা হইয়াও গুণ সম্বন্ধ প্রকাশ করে। তাহার উত্তরে বলিতেছেন—বিদ্যা ও অবিদ্যা বন্ধ ও মোক্ষদ্বারা দুইটি শক্তি জীবগণের বন্ধমোক্ষ ঘটায় বিদ্যা মোক্ষকরী, অবিদ্যা বন্ধকরী, এই দুইটি মহাশক্তি আমার মায়াদ্বারা সৃষ্ট আর মায়া বৃত্তিহেতু উভয়ে মায়াসৃষ্ট হইয়াও ঔপচারিক বলা হয়, ঐশক্তি দুইটি অনাদি, অনন্ত, অব্যক্ত নিত্য, কারণ, অব্যয়, ইত্যাদিরূপে দ্বাদশ স্কন্ধে বলা হইয়াছে। বৈদ্য শাস্ত্রে পুরুষের প্রকৃতি নামে নিত্যশক্তি আছে, মায়াশক্তির ন্যায় তাঁহার দুইটি বৃত্তি বিদ্যা ও অবিদ্যা, ইহারা নিত্যই। এইপ্রকারে মায়ার তিনটি বৃত্তি প্রধান, অবিদ্যা ও বিদ্যা প্রধান উপাধি সত্যই সৃজন করে, অবিদ্যা দ্বারা তদ্ অধ্যাস মিথ্যাস্বরূপ, বিদ্যাদ্বারা অধ্যাসের নিবৃত্তি এইভাবে তিন বৃত্তির কার্য্য।।৩।।

বিবৃতি— শরীর দ্বিবিধ—স্থূল ও সূক্ষ্ম। এই উভয় শরীরের স্বত্বাধিকারী শরীরী বদ্ধজীব। এই বদ্ধজীবই মুক্ত হইতে পারেন এবং অবিদ্যার আশ্রয়ে বদ্ধ হইবার যোগ্য। 'বিদ্যা' ও 'অবিদ্যা'—দুই প্রকার শক্তি ভগবানের শরীর প্রকাশ করে। বিশিষ্টাদ্বৈতবিচার-পরায়ণ জনগণ জীব ও জড়কে 'চিৎ' ও অচিৎ' সংজ্ঞা দিয়া থাকেন। 'যথাভাসো যথা তমঃ'-বিচারে শ্রীজীবগোস্বামী প্রভু 'জীবমায়া' ও 'গুণমায়া'-শব্দের দ্বারা উক্ত শক্তিদ্বয়ের পরিচয় দিয়াছেন। চিৎ ও অচিৎ-শক্তি ভগবানেই সমবায় সূত্রে অবস্থিত। অচিৎ-শক্তি-পরিণত জগৎ চিচ্ছক্তি-পরিণতাংশ কলাদির সহিত মিশ্রভাবাপন্ন হওয়ায় জীবের বন্ধ ও মোক্ষ — দ্বিবিধ অবস্থা পরিলক্ষিত হয়। অভক্তির আশ্রয় গ্রহণ করিলেই জীবের মনোধর্ম্ম অচিৎ-শরীর লাভ করিয়া অভক্ত হয় এবং চিৎস্বরূপের পুনরাবৃত্তিক্রমে ভগবদ্‌বস্তুর সেবাকাঙ্ক্ষী হইয়া পুনরাবৃত্তিরহিত হন।

ভগবান্ কহিলেন—'আমা হইতেই শক্তিদ্বয় অনাদিকাল হইতে অবস্থিত। উহাদের স্বাতন্ত্র্য নাই। উহারা বস্তু নহে এবং বস্তু হইতে পৃথক্‌ও নহে'।।৩।।

মধ্ব—

বিদ্যাবিদ্যে মম তনূ প্রতিমাবৎ সদোদিতে।
সদা তদ্‌ব্যতিরিক্তস্য নিত্যজ্ঞানসুখাত্মনঃ।।
মদিচ্ছাবশগে নিত্যমবিদ্যানির্ম্মিতা গুণাঃ।
সত্ত্বাদ্যা মদধীনত্বাদবিদ্যায়া ন মে গুণাঃ।।
অবিদ্যা চৈব বিদ্যা চ গুণাঃ সত্ত্বাদিকা অপি।
দেহোৎপত্তিঃ সুখং দুঃখং সর্ব্বমেতন্মদিচ্ছয়া।।
অতোঽহং বন্ধমোক্ষাভ্যাং রহিতো নিত্যমেব তু।
মুক্তশব্দোদিতো বন্ধরাহিত্যান্ন বিমোকত—
ইতি কালসংহিতায়াং।
শ্রীস্তু বিদ্যা সমুদ্দিষ্টা দুর্গাঽবিদ্যা প্রকীর্ত্তিতা।
তে ত্বনাদি হরেরিচ্ছা-নিয়তে সর্ব্বদৈব তু।
ইতি মায়াবৈভবে।।৩।।

একস্যৈব মমাংশস্য জীবস্যৈব মহামতে।
বন্ধোঽস্যাবিদ্যয়ানাদির্বিদ্যয়া চ তথেতরঃ।।৪।।

অন্বয়ঃ—(হে) মহামতে! একস্য এব মম (পরমাত্মনঃ) অংশস্য (উপাধিভেদেন ভিন্নস্য) অনাদেঃ অস্য জীবস্য এব অবিদ্যয়া বন্ধঃ (ভবতি) তথা বিদ্যয়া ইতরঃ চ (মোক্ষশ্চ ভবতি)।।৪।।

অনুবাদ— হে মহামতে! অদ্বিতীয়স্বরূপ আমার অংশভূত অনাদি জীবেরই অবিদ্যাহেতু বন্ধ এবং বিদ্যাহেতু মোক্ষলাভ হইয়া থাকে।।৪।।

বিশ্বনাথ—তাভ্যামেব মদীয়শক্তিভ্যামবিদ্যাবিদ্যাভ্যাং মদীয়জীবশক্তের্দেহাধ্যাসপ্রসারণাপ্রসারণাভ্যামবস্তুভূতাবপি বন্ধমোক্ষৌ প্রত্যায়িতৌ মদীয়সৃষ্ট্যাদিলীলাশক্তিপ্রেরণবশাদেবেত্যাহ,—একস্যৈবেতি। অংশস্য বিভিন্নাংশশব্দবাচ্যস্য 'প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্। জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ'। ইতি মদুক্তের্জীবস্য মচ্ছক্তিত্বেঽপি 'মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ' ইতি মদুক্তেরেবাংশত্বঞ্চেত্যর্থঃ। ননু শরীরিণামিতি পূর্ব্বোক্তেঃ, "নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানামেকো

বহূনাং যো বিদধাতি কামান্'' ইতি শ্রুতেশ্চ জীবানাং বহুত্বেঽপি কথমেকস্যেত্যুক্তং উচ্যতে—একস্যা অপি তটস্থাখ্যজীবশক্তের্বৃত্তিবাহুল্যাদেব বহবো জীবা ইত্যুচ্যন্তে। যথা একস্যা অপি বহিরঙ্গাখ্যায়া মায়াশক্তেঃ প্রথমং অবিদ্যাবিদ্যা চেতি দ্বে বৃত্তী তয়োশ্চাপি প্রতিজীবং বৃত্তি-বাহুল্যাদ্বহুত্বমেব। যথা চ মায়াবৃত্তীনাং মায়াশব্দবাচ্যত্বং তথৈব জীববৃত্তীনামপি জীবশব্দবাচ্যত্বম্। কিঞ্চ জীব-শক্তিমায়াশক্ত্যোর্বৃত্তীনামপি নিত্যত্বমেবজ্ঞেয়ং 'নিত্যো-নিত্যানামিতি' 'বন্ধমোক্ষকরী আদ্যে' ইত্যাদিবচনেভ্যঃ অবি-দ্যাধ্বংসে সতি জীবস্য নির্ব্বাণ ইত্যাদিবাক্যেষু ধ্বংস-নির্ব্বাণশব্দাভ্যামুপরাম-ব্রহ্মসাযুজ্যে উচ্যতে। ব্রহ্মণা সহ যুজ্যত ইতি স যুক্ তস্য ভাবঃ সাযুজ্যমিতি জীবস্য ন তত্র স্বরূপধ্বংসঃ।। কিঞ্চ ''বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা তথাপরা। অবিদ্যা কর্ম্মসংজ্ঞান্যা তৃতীয়া শক্তিরিষ্যতে। যয়া ক্ষেত্রজ্ঞশক্তিঃ সা তারতম্যেন বর্ত্ততে'' ইতি বিষ্ণুপুরাণোক্তের্জীবশক্তির্মায়াশক্তেঃ প্রায়ো বশীভূতা সৃষ্টিলীলাসিদ্ধ্যর্থমিত্যাহ,—বন্ধ ইতি। অস্য জীবস্য অবি-দ্যয়া বন্ধঃ স চ কর্ম্মণোঽনাদিত্যাদনাদিঃ মোক্ষসম্ভবাৎ শান্তঃ, ইতরো মোক্ষঃ স চ জন্যত্বাৎ সাদিরনশ্বরত্বান্নিরন্তো জ্ঞেয়ঃ।। ৪।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— অবিদ্যা ও বিদ্যা আমার এই শক্তিদ্বয় দ্বারা আমার জীবশক্তির দেহে অধ্যাস ও তাহার বিস্তার ও অবিস্তার দ্বারা অবস্তুরূপ হইলেও জীবের বন্ধন ও মোক্ষ জ্ঞান হয়। আমার সৃষ্টি আদি লীলাশক্তির প্রেরণাবশেই—ইহাই বলিতেছেন—আমার অংশস্বরূপ বিভিন্নাংশ শব্দ বাচ্য, যেমন গীতাতে বলা হইয়াছে—হে মহাবাহু অর্জ্জুন! আমার মায়াশক্তি হইতে শ্রেষ্ঠ জীব-শক্তিকে জানিবে, যাহার দ্বারা এইজগৎ ধরিয়া রাখিয়াছে। হে উদ্ধব! আমার এই উক্তিহেতু জীব আমার শক্তি হইলেও 'আমারই অংশ এই জীবলোক নিত্য জীবস্বরূপ আমার' এই উক্তিদ্বারা আমার অংশও বটে। প্রশ্ন? শরীরী-গণের ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, শ্রুতিতে জীবগণের বহুত্বস্বীকার করা হইয়াছে, এস্থলে তুমি 'এক' বলিতেছ কিরূপে? ইহার উত্তরে বলিতেছেন—একই তটস্থানামক জীবশক্তির বৃত্তি বহুহেতু জীবকে বহু বলা হয়। যেমন এক বহিরঙ্গানামক মায়াশক্তির প্রথম অবিদ্যা ও বিদ্যা দুই বৃত্তি হইলেও প্রতিজীবে বৃত্তি বহুহেতু বহু বলা হয়। আরো যেমন মায়ার বৃত্তিসমূহকে মায়াশব্দদ্বারা এক বলা হয়, সেইরূপ জীব বৃত্তিসমূহকেও জীব শব্দ বলা হয়। আর জীবশক্তি ও মায়াশক্তি বৃত্তিসমূহের নিত্যত্বই জানিবে 'নিত্যো নিত্যানাং' এবং 'বন্ধ মোক্ষকরী আদ্যে' ইত্যাদি শাস্ত্র বাক্য হইতে 'অবিদ্যা ধ্বংস হইলে পর জীবের নির্ব্বাণ' ইত্যাদি শাস্ত্র বাক্যে ধ্বংস ও নির্ব্বাণ শব্দ দুইটি দ্বারা উপরাম ও ব্রহ্ম সাযুজ্য বলা হয়। ব্রহ্মের সহিতযুক্ত হয় তাহার ভাব সাযুজ্য সে স্থলে জীবের স্বরূপের ধ্বংস হয় না।

আর 'বিষ্ণুশক্তি তিন প্রকার—পরা স্বরূপশক্তি ক্ষেত্রজ্ঞা জীবশক্তি এবং যাহার কর্ম্মনাম তাহা অবিদ্যাশক্তি বলা হয়। যে ক্ষেত্রজ্ঞ শক্তি তাহা তারতম্যভাবে অবস্থিত। বিষ্ণুপুরাণে জীবশক্তি ও মায়াশক্তি প্রায়বশীভূত সৃষ্টিলীলা সিদ্ধির জন্য ইহাই বলিতেছেন—এই জীবের অবিদ্যা দ্বারা বন্ধন, তাহাও কর্ম্ম যেহেতু অনাদি বন্ধনও অনাদি। কিন্তু মোক্ষ সম্ভব হওয়ায় শান্ত, অর্থাৎ বিনাশ আছে। অন্য যে মোক্ষ তাহাও যেহেতু জন্য যেজন্য সাদি অনশ্বর হেতু অন্তহীন জানিবে।। ৪।।

বিবৃতি—আমি—এক; আমার অংশ-রূপী অনাদি-জীবেরই অবিদ্যা-দ্বারা বন্ধন লাভ হয় এবং বিদ্যাদ্বারা মুক্তি লাভ ঘটে। পূর্ণ আমির মোক্ষ ও বন্ধ—ভাবদ্বয় নাই। অংশের উপরেই অবিদ্যা ও বিদ্যার প্রভুত্ব ক্রিয়া।।৪

মধ্ব—

ভিন্নাংশস্যৈব জীবস্য বন্ধমোক্ষৌ ন মে ক্বচিৎ।
অভিন্নাংশাস্তু মৎসাদ্যাস্তেজসঃ কালবহ্নিবৎ।।
জীবাভিন্নাংশকাস্তত্র তেজসঃ প্রতিবিম্ববৎ।
ইতি বৈলক্ষণ্যে।

মুক্তস্য তু ন মে মোক্ষো বন্ধাভাবাৎ কথঞ্চন।
মুক্ত ইত্যপি নামৈতদ্ দীপ্যতেঽসৌ দিবাকরঃ।।

ইতি বন্ধরাহিত্যান্ন তু বৃক্ষাদিদীপ্তিবৎ।
কাদাচিৎকতয়া বাচ্যং বন্ধাভাবাদমোক্ষতঃ।।
জীবস্য বন্ধমোক্ষস্তু মৎপ্রসাদৎ কদাচন।
ইতি তত্ত্বোদয়ে।। ৪।।

অথ বদ্ধস্য মুক্তস্য বৈলক্ষণ্যং বদামি তে।
বিরুদ্ধধর্ম্মিণোস্তাত স্থিতয়োরেকধর্ম্মিণি।। ৫।।

অন্বয়ঃ— তাত! (হে উদ্ধব!) অথ (অনন্তরম্ এক-ধর্ম্মিণি (একস্মিন্ ধর্ম্মিণি শরীরে) স্থিতয়োঃ (নিয়ম্যনিয়ন্তৃ-রূপেণ তিষ্ঠতোঃ) বিরুদ্ধধর্ম্মিণোঃ (শোকানন্দরূপবিরুদ্ধ-ধর্ম্মযুক্তয়োঃ) বদ্ধস্য (জীবস্য) মুক্তস্য (ঈশ্বরস্য চ) বৈল-ক্ষণ্যং (ভেদং) তে (তব সমীপে) বদামি।। ৫।।

অনুবাদ— হে উদ্ধব! অনন্তর একই শরীরে অবস্থিত, শোক ও আনন্দ এই বিরুদ্ধধর্ম্মদ্বয়বিশিষ্ট বদ্ধ জীব এবং মুক্ত ঈশ্বরবস্তুর বৈলক্ষণ্য তোমার নিকট বর্ণন করিতেছি।। ৫।।

বিশ্বনাথ— যদুক্তং কৈর্বা জ্ঞায়েত লক্ষণৈরিতি তত্রাহ,—অথেতি। অয়ং জীবো বদ্ধঃ অয়ং জীবো মুক্ত ইতি যথোচ্যতে তথা জীবাত্মা বদ্ধঃ পরমাত্মা মুক্ত ইত্যপি অয়মাত্মা অপহতপাপ্মেতিবদুচ্যত এবেত্যতঃ প্রথমং জীবাত্মপরমাত্মনোর্বৈলক্ষণ্যমাকর্ণয়েত্যাহ,—সার্দ্ধদ্বয়েন। বিরুদ্ধধর্ম্মিণোঃ শোকানন্দধর্ম্মবতোরেকস্মিন্ ধর্ম্মিণি শরীরে নিয়ম্যনিয়ন্তৃত্বেন স্থিতয়োঃ।। ৫।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— পূর্ব্বে যে বলা হইয়াছে কোন্ চিহ্নদ্বারা জানিতে পারিব। তাহার উত্তরে ভগবান বলিতেছেন—এই জীব বদ্ধ, এই জীব মুক্ত, ইহা যেমন বলা হয়। সেইরূপ জীবাত্মা বদ্ধ, পরমাত্মা মুক্ত, ইহাও শ্রুতিবাক্যদ্বারা এই আত্মা পাপহীন বলা হইয়াছে, ইহার দ্বারা প্রথম জীবাত্মা পরে পরমাত্মা পার্থক্য শ্রবণ কর আড়াইটি শ্লোকদ্বারা দুইটি বিরুদ্ধ ধর্ম্মযুক্ত জীব শোকযুক্ত, পরমাত্মা আনন্দ ধর্ম্মযুক্ত, হইয়া একই শরীরে স্বাধীন ও পরাধীনভাবে অবস্থান করে।। ৫।।

বিবৃতি— বদ্ধের ও মুক্তের লক্ষণ-বিচারে একই শরীরে বিরুদ্ধ-ধর্ম্ম দেখা যায়। শোকগ্রস্ত ও আনন্দময়-ভেদে বদ্ধ ও মুক্ত অবস্থা। একধর্ম্মি-শরীর—নিয়ম্য ও নিয়ন্তৃ-রূপে সংস্থিত।। ৫।।

মধ্ব—

মুক্তস্য বিষ্ণোঃ। নিত্যশুদ্ধ-বদ্ধ-মুক্ত-সত্য সুখাদ্বয়-প্রত্যগেক-পূর্ণ ইত্যতঃ পদান্বয়াদিত্যাদি-বচনাৎ।

বদ্ধো জীবঃ।

বদ্ধা জীবা ইমে সর্ব্বে পূর্ব্ববন্ধসমন্বয়াৎ।
নিত্যমুক্তত্বতো বিষ্ণুর্মুক্তনামা সদোদিতঃ।।
অবদ্ধত্বাদমোক্ষোঽপি দীপ্যতেঽসৌ রবির্যথা।
ইতি ব্রহ্মসংহিতায়াম্।। ৫।।

সুপর্ণাবেতৌ সদৃশৌ সখায়ৌ
যদৃচ্ছয়ৈতৌ কৃতনীড়ৌ চ বৃক্ষে।
একস্তয়োঃ খাদতি পিপ্পলান্ন-
মন্যো নিরন্নোঽপি বলেন ভূয়ান্।। ৬।।

অন্বয়ঃ— সদৃশৌ (চিদ্রূপত্বাৎ তুল্যৌ) সখায়ৌ (অবিয়োগাদৈকমত্যাচ্চ সখিভাবযুক্তৌ) এতৌ (জীবেশ্বর-রূপৌ) সুপর্ণৌ (বৃক্ষাৎ পক্ষিণাবিব দেহাৎ পৃথগ্‌ভূতৌ পক্ষিরূপৌ দ্বৌ) যদৃচ্ছয়া (অনিরুক্তয়া মায়য়া) বৃক্ষে (বৃশ্চ্যত ইতি বৃক্ষো দেহস্তত্র) এতৌ (আগতৌ) কৃতনীড়ৌ চ (কৃতং নীড়ং নিকেতনং হৃদয়রূপং যাভ্যাং তৌ তথা-ভূতৌ স্তঃ) তয়োঃ (মধ্যে) একঃ (জীবঃ) পিপ্পলান্নং (পিপ্পলোঽশ্বত্থো দেহস্তস্মিন্নদনীয়ং কর্ম্মফলং) খাদতি (ভক্ষয়তি) অন্যঃ (ঈশ্বরঃ) নিরন্নঃ (অভোক্তা) অপি (নিত্যানন্দতৃপ্তঃ) বলেন (জ্ঞানাদিশক্ত্যা) ভূয়ান্ (অধিকো ভবতি)।। ৬।।

অনুবাদ— চিদ্ধর্ম্মনিবন্ধন পরস্পর সাদৃশ্যযুক্ত, অবিয়োগ ও ঐকমত্যহেতু সখ্যভাবাপন্ন জীব ও ঈশ্বররূপ পক্ষিদ্বয় যদৃচ্ছাক্রমে দেহবৃক্ষে আগত হইয়া হৃদয়নীড়ে

অবস্থান করেন। তন্মধ্যে একটি অর্থাৎ জীব দেহরূপ অশ্বত্থবৃক্ষের কর্ম্মফল ভোগ করেন, অপর অর্থাৎ ঈশ্বর ফলভোগ না করিয়াও জ্ঞানাদিশক্তিবলে সমধিকরূপে বিরাজমান থাকেন।।৬।।

বিশ্বনাথ—সুপর্ণৌ বৃক্ষাৎ পক্ষিণাবিব দেহাৎ পৃথগ্ভূতৌ, সদৃশৌ চিদ্রূপত্বাৎ, সখায়ৌ সহযোগাৎ, যদৃচ্ছয়েতি বৃক্ষয়োরাসক্ত্যনাসক্তিপূর্ব্বকনীড়করণে তদীয়-পিপ্পলান্নভোজিত্বাভোজিত্বে চ হেত্বভাব উক্তঃ। মায়য়া বৃশ্চ্যত ইতি বৃক্ষো দেহঃ "উর্দ্ধমূলমবাক্শাখং বৃক্ষং যো বেদ সংপ্রতি" ইতি শ্রুতেঃ। "উর্দ্ধমূলমধঃশাখমশ্বত্থং প্রাহুরব্যয়ম্" ইতি স্মৃতেশ্চ। তস্মিন্ বৃক্ষে আসক্ত্যনাসক্তি-পূর্ব্বকং কৃতং নীড়ং নিকেতনং হৃদয়রূপং যাভ্যাং তৌ তয়োর্মধ্যে একো জীবঃ পিপ্পলান্নং পিপ্পলোঽশ্বত্থো দেহস্তস্মিন্নদনীয়ং কর্ম্মফলমিত্যর্থঃ। খাদতি ভুঙ্ক্তে, অন্যঃ পরমাত্মা নিরন্ন অভোক্তাপি নিজানন্দতৃপ্তো বলেন জ্ঞানাদিশক্ত্যা ভূয়ানধিকঃ। শ্রুতিশ্চ— "দ্বা সুপর্ণা স-যুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে। তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্য-নশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি"।।৬।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— দুইটি সুবর্ণপক্ষী, বৃক্ষ হইতে পক্ষী যেমন পৃথক্ সেইরূপ দেহ হইতে পৃথক্‌রূপে সদৃশ অর্থাৎ উভয়ে চিৎরূপ হেতু সখ্যভাবে একসহযোগে যদৃচ্ছাক্রমে অর্থাৎ বৃক্ষে আসক্তি ও অনাসক্তি পূর্ব্বক বাসা করিয়া বৃক্ষের ফল অন্ন একজনে ভোজন করে, অন্যে করে না। ইহার কারণ বলা নাই। মায়াদ্বারা বৃক্ষ অর্থাৎ দেহ উর্দ্ধমূল ও নিম্নশাখ, যিনি বৃক্ষকে জানেন, ইহা শ্রতিতে বলা হইয়াছে। শ্রীগীতাতেও উর্দ্ধমূল অধঃ-শাখ অব্যয় অশ্বত্থ বৃক্ষবলা হইয়াছে। সেইবৃক্ষে অনাসক্তি ও আসক্তি পূর্ব্বক বাসা করিয়া হৃদয় মধ্যে এক জীব দেহরূপ অশ্বত্থ বৃক্ষের কর্ম্মফল ভোগ করে, অন্য পরমাত্মা না খাইয়াও নিজ আনন্দে তৃপ্ত এবং জ্ঞানশক্তিদ্বারা অধিক বলবান। শ্রুতিও বলিতেছেন দুইটি সুবর্ণপক্ষী এক সহযোগে সখ্য ভাবে একদেহরূপ বৃক্ষে আলিঙ্গিত হইয়া অবস্থান করে। উভয়ের মধ্যে একজন বৃক্ষের অর্থাৎ দেহের কর্ম্মফল মধুর বলিয়া ভোজন করে জীব, অন্য পরমাত্মা দেহের ফল না ভোজন করিয়া অধিক ভাবে বিরাজিত থাকেন।।৬।।

মধ্ব—

অনত্তৃত্বং হরের্দুঃখানত্তৃত্বাদুচ্যতে সদা।
বিষয়ান্ বিনাপি পূর্ণত্বাৎ স্বরূপানন্দভোগিনঃ।।
সুখমত্ত্যেব হি সদা সর্ব্বত্রাপি স্থিতং বিভুঃ।
স্বাদোরোদনবদ্ধ্যত্তি জীবোঽস্বাদ্বপি যৎ সদা।।
অনারতং পারবশ্যাৎ স্বাদ্বত্তীতি ততঃ শ্রুতিঃ।
ইতি ভোগনির্ণয়ে।।

অস্বাদু স্বাদুবদ্ধ্যত্তি জীবো নৈবং জনার্দ্দনঃ।
অতো নাত্তীতি বচনমশ্নতোঽপি সুখং সদা।।
ইতি পরভোগে।

সাশনানশনত্বেন নরদেবৌ যথোদিতৌ।
অত্তিং বিনাপ্যদৌর্ব্বল্যতথানত্তির্হরের্ভুজঃ।।
ইতি স্বাভাব্যে।

তদৈব প্রোক্তং নিরন্নোঽপি বলেন ভূয়ানিতি।
স্বয়ন্ত্বত্ত্যেব তথাপি নাদননিবন্ধনং তস্য বলমিত্যর্থঃ।
যত্রাসুপর্ণা অমৃতস্য ভাগমনিমেষং বিদথাভিস্বরন্তি।
ইনো বিশ্বস্য ভুবনস্য গোপাঃ সমাধীরঃ পাকমত্রা-
বিবেশ।।

যস্মিন্ বৃক্ষে মধ্বদঃ সুপর্ণানি বিশন্তে সুবতে চাধিবিশ্বে। তস্যেদাহুঃ পিপ্পলং স্বাদ্বগ্রেতন্নোন্ন শদ্যঃ পিতরং ন বেদেত্যাদিবাক্যশেষাৎ। বৃক্ষে স্থিত্বা মধ্বদঃ সুপর্ণায়-মস্মিন্নশ্নন্তি। সুপর্ণে নিবিশন্তে তস্যৈব সুপর্ণস্য স্বাদু পিপ্পলং অন্যস্তু স্বাদুবদশ্নাতিন স্বাদু যাবৎ পিতরং পরমাত্মানং ন বেদেতর্থঃ।

সুপর্ণৌ দ্বৌ শরীরস্থৌ জীবশ্চ পরমস্তথা।
পারবশ্যাদনাজ্জীবস্তত্রাত্তীতি শ্রুতৌ শ্রুতঃ।।
স এব হি শুভস্যাত্তা জীবোঽত্তাস্যেব বেদনাৎ।
ইতি কর্ম্মসংহিতায়াম্।

সর্ব্বং বা অত্তীতি তদদিতে ত্বং যস্য ব্রহ্ম চ ক্ষত্রং চোভে ভবতঃ ওদনঃ। অত্তা চরাচরগ্রহণাৎ।

অহং হি সর্ব্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ।
ইত্যাদেশ্চ।। ৬।।

আত্মানমন্যঞ্চ স বেদ বিদ্বা-
নপিপ্পলাদো ন তু পিপ্পলাদঃ।
যোঽবিদ্যয়া যুক্ স তু নিত্যবদ্ধো
বিদ্যাময়ো যঃ স তু নিত্যমুক্তঃ।। ৭।।

অন্বয়ঃ—(বলাধিক্যমেবাহ) অপিপ্পলাদঃ (কর্ম্মফলা-ভোক্তা) সঃ বিদ্বান্ (ঈশ্বরঃ) আত্মানম্ অন্যং (জীবং) চ বেদ (জানাতি) পিপ্পলাদঃ (জীবঃ) তু ন (ন জানাতি তয়োর্মধ্যে) যঃ (জীবরূপঃ) অবিদ্যয়া যুক্ (যুক্তঃ) সঃ তু নিত্য-বদ্ধঃ (অনাদিবদ্ধঃ) যঃ (ঈশ্বররূপঃ) বিদ্যাময়ঃ (বিদ্যা-প্রধানঃ) সঃ তু নিত্যমুক্তঃ (মায়ায়া অনাবরকত্বাদাশ্রয়াব্যা-মোহকত্বাচ্চানাদিমুক্তো ভবতি)।। ৭।।

অনুবাদ— কর্ম্মফলের অভোক্তা , নিত্যজ্ঞানাশ্রয় ঈশ্বর নিজতত্ত্ব এবং জীবতত্ত্ব অবগত হইয়া থাকেন, কর্ম্মফলভোক্তা জীব তাহা অবগত হন্ না। যিনি অবিদ্যা-যুক্ত তিনি (জীব) অনাদিবদ্ধ এবং যিনি বিদ্যাপ্রধান তিনি (ঈশ্বর) অনাদিমুক্ত হইয়া থাকেন।। ৭।।

বিশ্বনাথ— স পরমাত্মা আত্মানং স্বং অন্যং জীবঞ্চ বেদ ন পিপ্পলং কর্ম্মফলমত্তীতি সঃ। পিপ্পলাদো জীবস্তু ন তু স্বমন্যঞ্চ বেদ। যুক্ যুক্তঃ স নিত্যবদ্ধো জীবঃ। বিদ্যাময় ইতি বিদ্যাশব্দেনাত্রান্তরঙ্গচিচ্ছক্তিরুচ্যতে; ন তু বহিরঙ্গ-মায়াশক্তিবৃত্তিঃ। তথা চ গোপালতাপনীশ্রুতিঃ—"দ্বৌ সুপর্ণৌ ভবতো ব্রহ্মণোঽংশভূতস্তথেতরো ভোক্তা ভবতি অন্যো হি সাক্ষী ভবতীতি ভোক্তাভোক্তারৌ বৃক্ষধর্ম্মে তিষ্ঠতঃ। যত্র বিদ্যাবিদ্যে ন বিদামো বিদ্যাবিদ্যাভ্যাং ভিন্নো বিদ্যাময়ো হি যঃ স কথং বিষয়ী ভবতীতি।" স্মৃতিশ্চ —'ছায়াতপৌ যত্র ন গৃধ্রপক্ষা-বিতি'। ছায়াতপৌ অবিদ্যা-বিদ্যে ইতি ব্যাখ্যা।। ৭।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— সেই পরমাত্মা নিজকে এবং অন্য জীবকে জানেন, কর্ম্মফল তিনি ভোজন করেন না। কর্ম্মফল ভোজনকারী জীব কিন্তু নিজেকে ও পরমাত্মা জানেন না। জীব নিত্য বদ্ধ, পরমাত্মা বিদ্যাময়, 'বিদ্যা' শব্দে এইখানে অন্তরঙ্গা চিৎশক্তি বলা হইয়াছে। কিন্তু বহিরঙ্গা মায়াশক্তির বৃত্তি 'বিদ্যা' এস্থলে বলা হয় নাই। সেইরূপ গোপালতাপনী শ্রুতিতে 'দুইটি সুবর্ণপক্ষী ব্রহ্ম আপনার অংশস্বরূপ, তাহার মধ্যে একটি ভোক্তা হয়, অন্যটি সাক্ষী হয়, উভয়ে বৃক্ষধর্ম্মে অবস্থান করে। যেখানে বিদ্যা অবিদ্যা জানিতে পারি না, বিদ্যা অবিদ্যা দ্বারা ভিন্ন। বিদ্যাময় যিনি তিনি কিরূপে বিষয়ী হয়? স্মৃতিতেও বলা হইয়াছে—একটি ছায়া, একটি আলোক, যেখানে গৃধ্রপক্ষী নয়, ছায়া অবিদ্যা, আলোক বিদ্যা—এইরূপ ব্যাখ্যা।। ৭

বিবৃতি— প্রভু বা কর্ত্তা ভগবান্ ও দাস বা বশ্য জীবের মধ্যে পরস্পর বৈশিষ্ট্য বর্ত্তমান। প্রভু কর্ম্মফল ভোগ করেন না এবং তিনি সর্ব্বজ্ঞ। জীব স্বকৃত কর্ম্মের ফল ভোগ করেন এবং অনভিজ্ঞ। অবিদ্যা-বশে জীব অনাদিকাল হইতে বদ্ধ; আবার ভগবৎসেবকসূত্রে বিদ্যা-শক্তির প্রভাবে নিত্যমুক্ত। অনিত্য বদ্ধ অভিমানই তাঁহাকে পাপপুণ্য ভোগ করায়, পাপপুণ্য-মুক্ত জীব সর্ব্বতোভাবে ভক্তিমান্ হওয়ায় কর্ম্মফলের ভোক্তা হন না।। ৬-৭।।

মধ্ব—

জীবো মুক্তোঽপি নো জীবান্ পরমাত্মানমেব চ।
বেত্তি সর্ব্বাত্মনা বিষ্ণুর্বেত্ত্যেকঃ পুরুষোত্তমঃ।।
তস্য প্রসাদতঃ কিঞ্চিৎ ব্রহ্মাদ্যা অপি জানতে।
অন্যজীবানপেক্ষ্যৈকো জানাতি চ চতুর্ম্মুখঃ।।

সামস্ত্যেন তদন্যে তু লেশজ্ঞানাঃ ক্রমাৎ স্মৃতা ইতি বিনির্ণয়ে।

তান্যহং বেদ সর্ব্বাণি ন ত্বং বেত্থ পরন্তপ। ইত্যাদি চ।
অজ্ঞা জীবাস্তু কথ্যন্তে মুক্তা অপ্যল্পবেদনাৎ।
অজ্ঞ ইত্যেবোচ্যতে নিত্যং সর্ব্ববেতৃত্বতো হরিঃ
ইতি বৈশেষ্যে।
অনাদ্যবিদ্যয়ান্ধত্বং জীবস্য যদি যোগ্যতা।
প্রযত্নশ্চানুকূলস্যাদন্তবদ্ভবতি ধ্রুবং

নিত্যমেবান্যথান্ধত্বমযোগ্যা মানুষাদয়ঃ।
বদ্ধত্বং সর্ব্বজীবানাং নিয়মাং নিত্যমেব তু।
বদ্ধত্বং বিষ্ণ্বধীনত্বমন্ধত্বং তদ্দর্শনম্।।
অতঃ ক্বচিদনিত্যত্বমন্ধতায়া ভবিষ্যতি।
মুক্তস্যাপি তু বদ্ধত্বমস্তি যৎ স হরের্বশঃ।।
মুক্তাখ্যা দুঃখমোক্ষাৎ স্যাদ্বদ্ধাখ্যা হর্য্যধীনতা।
নিত্যবদ্ধা অপি ততো মুক্তা দুঃখবিমোক্ষতঃ।।
নিত্যমুক্তস্ত্বেক এব হরির্নারায়ণঃ প্রভুঃ।
স্বতন্ত্রত্বাৎ স্বতন্ত্রত্বং তস্যৈকস্য ন চাপরঃ।

ইতি মুক্তবিবেকে।

শতং সহস্রাণি চতুর্দ্দশেহ পরা গতির্জীবগণস্য দৈত্য।
আরোহণং তৎকৃতমেব বিদ্ধি স্থানং তথা নিঃসরণঞ্চ তেষাং।।

কৃষ্ণো মুক্তৈরিজ্যতে বীতমোহৈঃ মুক্তানাং পরমা গতিরিত্যাদিভারতে।

কলাঃ পঞ্চদশ ত্যক্ত্বা শ্বেতদ্বীপনিবাসিনাম্।
মুক্তাখ্যা বিষ্ণ্বধীনাস্তে স্বাধিকানাং বশে স্থিতাঃ।।
ন চাস্মাদধিকং কিঞ্চিৎ সুখমস্তি হরিং বিনা।
নিত্য মুক্তঃ সঃ এবৈকঃ স্বতন্ত্রঃ স যতঃ সদা।।

ইতি মাহাত্ম্যে।। ৭।।

তথ্য— (মুণ্ডকোপনিষদে ৩।১।১-২)—"দ্বা সুপর্ণা সুযজা সখায়া"—এই আকর-মন্ত্র এতৎপ্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য।।৬-৭

**দেহস্থোঽপি ন দেহস্থো বিদ্বান্ স্বপ্নাদ্ যথোত্থিতঃ।
অদেহস্থোঽপি দেহস্থঃ কুমতিঃ স্বপ্নদৃগ্ যথা।। ৮।।**

অন্বয়ঃ— (ইদানীং বদ্ধমুক্তজীবানামেব মিথো বৈলক্ষণ্যমাহ) বিদ্বান্ (মুক্তঃ সংস্কারবশেন) দেহস্থঃ অপি স্বপ্নাৎ উত্থিতঃ যথা (স্মর্য্যমাণে স্বপ্নদেহে স্থিতোঽপি তদ্গত-সুখ-দুঃখাদ্যভাবাত্তত্রস্থো ন ভবতি তথা) দেহস্থঃ ন (ভবতি) কুমতিঃ (অবিদ্বান্ বস্তুতস্তথা) অদেহস্থঃ অপি স্বপ্নদৃক্ যথা (স্বপ্নদেহগতো যথা তদ্দেহগত-সুখদুঃখ-ভাক্ তথা) দেহস্থঃ (তন্নিমিত্ত-সুখ-দুঃখ-ভাগ্ ভবতি)।। ৮।।

অনুবাদ— মুক্তপুরুষ সংস্কারবশতঃ দেহস্থ হইয়াও স্বপ্নোত্থিত পুরুষের ন্যায় দেহগত সুখদুঃখভাগী নহেন, পরন্তু অজ্ঞ অর্থাৎ বদ্ধপুরুষ স্বরূপতঃ দেহগত সুখদুঃখ-ভোগী না হইয়াও স্বপ্নদর্শী ব্যক্তির ন্যায় দেহগত সুখদুঃখ-ভাগী হইয়া থাকেন।। ৮।।

বিশ্বনাথ—অথ বদ্ধমুক্তয়োর্জীবয়োর্মিথোবৈলক্ষণ্য-মাহ,—দেহস্থোঽপীতি দশভিঃ। তত্র ত্রিভিঃ কথং বর্ত্তেতে-ত্যস্যোত্তরমাহ—বিদ্বান্ মুক্তঃ সংস্কারবশেন দেহস্থোঽপি দেহস্থো ন ভবতি। যথা স্বপ্নাদুত্থিতঃ বাধিতানুবৃত্তিন্যায়েন স্মর্য্যমাণে স্বপ্নদেহে স্থিতোঽপি তত্রস্থো ন ভবতি, তদ্গত-সুখদুঃখয়োঃ স্বনিষ্ঠত্বেনাপ্রতীতেঃ। তথা বস্তুতো ন দেহস্থোঽপি কুমতিরবিদ্বান্ দেহস্থঃ তন্নিমিত্তসুখদুঃখভাক্। যথা স্বপ্নদৃক্ স্বপ্নান্ পশ্যন্ স্বপ্নদেহগতঃ।। ৮।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— অনন্তর বদ্ধ ও মুক্ত জীবদ্বয়ের পরস্পর পার্থক্য বলিতেছেন দশটি শ্লোকদ্বারা। তন্মধ্যে তিনটি শ্লোকদ্বারা কিরূপে অবস্থান করে? ইহার উত্তর বলিতেছেন বিদ্বান্ অর্থাৎ মুক্ত জীব সংস্কার-বশে দেহ-স্থিত হইয়াও দেহে না থাকার মতই থাকে। যেমন স্বপ্ন দেহকে স্মরণ করিলেও সেই দেহে তখন থাকে না। স্বপ্ন দেহের সুখ ও দুঃখকে নিজের মনে করে না। সেইরূপ বস্তুত দেহে না থাকিয়াও কুমতি অবিদ্বান্ দেহে থাকিয়া দেহ নিমিত্ত সুখ দুঃখ ভোগ করে, যেমন স্বপ্ন দেখার কালে স্বপ্নদেহগত জীব সুখ দুঃখ ভোগ করে।। ৮।।

বিবৃতি— জাগরাবস্থায় স্বপ্নদর্শনের প্রতীতি থাকিলেও তাহার অকিঞ্চিৎকরতা উপলব্ধ হয়। সেইরূপ দেহের বর্ত্তমানতায় ও স্বপ্নদ্রষ্টার ন্যায় মূঢ় ব্যক্তির নিত্যদেহের উপলব্ধি না থাকিলেও আপনাকে দেহেস্থিত বলিয়া মনে হয়। দৃগ্-দৃশ্যের নিত্যত্বে দ্রষ্টা সর্ব্বতোভাবে অভিজ্ঞ। জাগরকালে দৃগ্-দৃশ্যের অনিত্যতা বা নশ্বরতা উপলব্ধ হয়; আবার, স্বপ্নে দ্রষ্টার নশ্বরতা ও দৃশ্যের অসত্তা লক্ষিত হয়।। ৮।।

মধ্ব—

শরীরস্থোঽপি বিদ্বত্ত্বান্ন বিষ্ণুর্বধ্যতে ক্বচিৎ।

অবিদ্বত্ত্বাৎ তু তত্রৈব দেহে জীবস্তু বুধ্যতে।
স্বপ্নদৃগ্‌বদিমে জীবা হরিঃ স্বপ্নোত্থিতো যথা।
সদা তমোবিহীনোঽপি জ্ঞাপনার্থমুদীর্য্যতে।।
ইতি বিবেকে।। ৮।।

ইন্দ্রিয়ৈরিন্দ্রিয়ার্থেষু গুণৈরপি গুণেষু চ।
গৃহ্যমাণেষ্বহংকুর্য্যান্ন বিদ্বান্ যস্ত্ববিক্রিয়ঃ।। ৯।।

অন্বয়ঃ—যঃ তু অবিক্রিয়ঃ (রাগাদিদোষশূন্যঃ) বিদ্বান্ (ভবতি সঃ) গুণৈঃ (গুণজাতৈঃ) ইন্দ্রিয়ৈঃ গুণেষু (গুণজাতেষু) ইন্দ্রিয়ার্থেষু (বিষয়েষু) গৃহ্যমাণেষু অপি অহং ন কুর্য্যাৎ চ (অহং গৃহ্ণামীতি মতিং ন কুর্য্যাদিত্যর্থঃ)।।৯।।

অনুবাদ— রাগাদিদোষরহিত বিদ্বান্ ব্যক্তি গুণজাত ইন্দ্রিয়সমূহ কর্ত্তৃক গুণজাত বিষয়সমূহ গৃহীত হইলেও "আমি গ্রহণ করিতেছি" এরূপ অহঙ্কার করেন না।। ৯

বিশ্বনাথ— ইন্দ্রিয়ৈর্গুণৈরিন্দ্রিয়ার্থেষ্বপি গুণেষু গৃহ্যমাণেষু ন অহং কুর্য্যাৎ অহং গৃহ্ণামীতি মতিং ন কুর্য্যাৎ। নিরহঙ্কারিত্বে লিঙ্গং অবিক্রিয়স্তত্তদ্বিকাররহিতঃ। বিকারবত্ত্বেঽপি অহং ন কিমপি করোমীতি বাচৈব ব্রুবন্ কপটী মহাবদ্ধো জ্ঞেয়ঃ।। ৯।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— ইন্দ্রিয় গুণসমূহ গ্রহণ করিলেও আমি করি নাই, আমি গ্রহণ করি নাই এইরূপ মনে করিবে। অহঙ্কার শূন্য ব্যক্তির চিহ্ন বিক্রিয়া রহিত। বিকার যুক্ত হইলেও আমি কিছুই করি নাই, এইরূপ বাক্যদ্বারা যে বলে সে কপটী মহাবদ্ধ জানিবে।। ৯।।

বিবৃতি— অহঙ্কার-বিমূঢ় ব্যক্তি প্রাকৃতগুণত্রয়ের বশীভূত হইয়া দ্রষ্টা ও দৃশ্যের বিচারে অবস্থিত হয়। কিন্তু অভিজ্ঞ ব্যক্তি ঐরূপ ক্রিয়ার কর্ত্তৃত্বে উদাসীন থাকেন।।৯

মধ্ব—

গুণৈরপি গুণেষু। অপ্রধানৈর্জীবৈর প্রধানেষু বিষয়েষু।

আত্মনো বশগৈর্জীবৈরাত্মনো বশগেষু চ।
দুঃখেষু গৃহ্যমাণেষু মনঃ আদিভিরিন্দ্রিয়ৈঃ।।
অহং দুঃখীতি নৈবেশস্ত্বহং কুর্য্যাৎ পরঃ পুমান্।
জীবগং চেতি তদ্দুঃখং বিষ্ণুঃ পশ্যতি সর্ব্বদা।।
অতো ন দুঃখভাগ্ বিষ্ণুঃ স্বাতন্ত্র্যাৎ পুরুষোত্তমঃ।
পারতন্ত্র্যাদহং দুঃখীত্যেবং জীবঃ প্রপশ্যতি।।
তস্মাৎ স দুঃখভাগুক্তো যাবদীশঃ প্রসীদতি।
ইতি স্বাসন্ত্রে।। ৯।।

দৈবাধীনে শরীরেঽস্মিন্ গুণভাব্যেন কর্ম্মণা।
বর্ত্তমানোঽবুধস্তত্র কর্ত্তাস্মীতি নিবধ্যতে।। ১০।।

অন্বয়ঃ— অবুধঃ (অবিদ্বান্) দৈবাধীনে (পূর্ব্বকর্ম্মাধীনে) অস্মিন্ শরীরে বর্ত্তমানাঃ (সন্) কর্ত্তা অস্মি ইতি (অহং কর্ত্তেতীদৃশেনাহঙ্কারেণ)গুণভাব্যেন (গুণৈরিন্দ্রিয়ৈর্ভাব্যেন কৃতেন) কর্ম্মণা তত্র (দেহাদৌ) নিবধ্যতে (বদ্ধো ভবতি)।। ১০।।

অনুবাদ— অজ্ঞপুরুষ প্রাক্তনকর্ম্মাধীন শরীরে অবস্থিত হইয়া "আমি কর্ত্তা" এইরূপ অহঙ্কারহেতু গুণজাত কর্ম্মদ্বারা দেহাদিতে আবদ্ধ হইয়া থাকেন।। ১০।।

বিশ্বনাথ— দৈবাধীনে পূর্ব্বকর্ম্মাধীনেঽস্মিন্ শরীরে বর্ত্তমানঃ গুণৈরিন্দ্রিয়ৈর্ভাব্যেন কৃতেন কর্ম্মণা নিবধ্যতে। কুতঃ কর্ত্তাস্মীত্যহঙ্কারেণ। যদুক্তং—"অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহম্ ইতি মন্যতে" ইতি।। ১০।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— পূর্ব্বকর্ম্মের অধীন এই শরীরে থাকিয়া ইন্দ্রিয়সমূহদ্বারা ভাবনা পূর্ব্বক কৃত কর্ম্ম দ্বারা বন্ধন প্রাপ্ত হয়। কিরূপে? 'কর্ত্তা আমি' এইরূপ অহঙ্কার দ্বারা যেমন গীতাতে বলা হইয়াছে 'অহঙ্কার দ্বারা বিমূঢ় জীব নিজেকে আমি কর্ত্তা মনে করে'।। ১০।।

বিবৃতি— অহঙ্কার-বিমূঢ় জনগণ মূর্খতাবশতঃ কর্ত্তৃত্বাভিমানী হয়। গুণের দ্বারা অভিভাব্য কর্ম্মের কর্ত্তৃত্বের অভিমানবশতঃ তাহারা দৈবাধীন শরীরে আস্থা স্থাপন করে।। ১০।।

মধ্ব—

গুণভাব্যে ন কর্ম্মণা গুণভূতঃ অস্বতন্ত্রোঽহমস্মিন্ কর্ম্মণীতি ভাবনীয়েন।

অস্বতন্ত্রঃ স্বতন্ত্রোঽস্মীত্যেবং জীবঃ প্রভাবয়ন্।
বধ্যতে হীশকোপেন রাজভাবেন ভৃত্যবৎ।।
ইতি চ।। ১০।।

এবং বিরক্তঃ শয়ন আসনাটনমজ্জনে।
দর্শন-স্পর্শন-ঘ্রাণ-ভোজন-শ্রবণাদিষু।
ন তথা বধ্যতে বিদ্বান্ তত্র তত্রাদয়ন্ গুণান্।। ১১।।

অন্বয়ঃ— এবং বিরক্তঃ (অন্যগতমেব কর্ম্ম মাং বধ্নাতীত্যেবং বিরাগযুক্তঃ) বিদ্বান্ শয়নে আসনাটন-মজ্জনে (আসনে অটনে ভ্রমণে মজ্জনে স্নানে চ তথা) দর্শন-স্পর্শন-ঘ্রাণ-ভোজন-শ্রবণাদিষু (কর্ম্মসু চ) তত্র তত্র (বিষয়েষু) গুণান্ (ইন্দ্রিয়ান্যপি) আদয়ন্ (ভোজয়ন্ তৎসাক্ষিত্বেন বর্ত্তমানঃ সন্, ন তু স্বয়মদন্) তথা (অবিদ্বান্ যথা তদ্বৎ) ন বধ্যতে (বদ্ধো ন ভবতি)।। ১১।।

অনুবাদ— বৈরাগ্যযুক্ত বিদ্বান্ পুরুষ শয়ন, উপ-বেশন, ভ্রমণ, স্নান, দর্শন, স্পর্শ, ঘ্রাণ, ভোজন, শ্রবণ প্রভৃতি সর্ব্বকর্ম্মে ইন্দ্রিয়গণকে বিষয়ভোগ করাইয়া স্বয়ং সাক্ষিরূপে বর্ত্তমান থাকায় অজ্ঞপুরুষের ন্যায় বন্ধনগ্রস্ত হন না।। ১১।।

বিশ্বনাথ— কিং ভুঞ্জীতেতি যদুক্তং তত্রাহ,— এবমিতি ত্রিভিঃ। ন তথা বধ্যতে ইতি শয়নাসনাদিষু যথা অবিদ্বাংস্তত্র তত্রাসক্ত্যা তত্তদুপায়োত্থাভ্যাং হর্ষশোকাভ্যাং বধ্যতে, তথা তেন বাধিতানুবৃত্তিন্যায়েন, কিঞ্চিন্মাত্র হর্ষশোকবত্ত্বেঽপি ন ক্ষতিঃ, যতো বিরক্তঃ তত্র তত্র বিষয়েষু গুণানিন্দ্রিয়াণি আদয়ন্ ভোজয়ন্ তৎসাক্ষিত্বেন বর্ত্তমানঃ ন তু স্বয়মদন্।। ১১।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— কি ভোজন করে, ইহার উত্তর বলিতেছেন,—তিনটি শ্লোকদ্বারা শয়ন ভোজন আদিতে যেমন অবিদ্বান্ ব্যক্তি সেই সেই স্থলে আসক্তিদ্বারা সেই সেই উপায় হইতে উত্থিত আনন্দ ও সুখদ্বারা বন্ধন প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ 'বাদিত অনুবৃত্তি' ন্যায় দ্বারা মুক্ত ব্যক্তি কিঞ্চিন্মাত্র হর্ষশোক যুক্ত হইলেও ক্ষতি নাই। যেহেতু বিরক্ত ব্যক্তি সেই সেই বিষয় সমূহে ইন্দ্রিয়দ্বারা ভোজন করিয়া ও তাহার সাক্ষীরূপে বিদ্যমান থাকেন, শয়ন ভোজন করেন না।। ১১।।

বিবৃতি— বুদ্ধিমান্ অভিজ্ঞ ব্যক্তি গুণসমূহের দ্বারা কোন কার্য্যেই বাধ্য হন না। শয়ন, উপবেশন, ভ্রমণ ও মজ্জন প্রভৃতি কার্য্যে বিরাগ-বিশিষ্ট হইয়া দর্শন, স্পর্শন, ঘ্রাণ, ভোজন প্রভৃতিতে বাধ্য হন না।। ১১।।

মধ্ব—

এবং বিরক্তঃ শয়নে। এবমস্বাতন্ত্র্যেণ নিত্যবদ্ধোঽপি। এবমাত্মনোঃ স্বাতন্ত্র্যপারতন্ত্র্যয়োর্বিদ্বান্ জীবোঽপ্যবিদ্বজ্জীববন্ন বধ্যতে। এবং বিদ্বানিত্যন্বয়ঃ।। ১১।।

প্রকৃতিস্থোঽপ্যসংসক্তো যথা খং সবিতানিলঃ।
বৈশারদ্যেক্ষয়াসঙ্গশিতয়া ছিন্নসংশয়।
প্রতিবুদ্ধ ইব স্বপ্নান্নানাত্বাদ্ বিনিবর্ত্ততে।। ১২-১৩।।

অন্বয়ঃ— (বিদ্বান্) খং সবিতা অনিলঃ যথা (যথা খমাকাশং সর্ব্বত্র স্থিতমপি সবিতা জলে প্রতিবিম্বিতোঽপি বায়ুঃ সর্ব্বত্র সঞ্চরন্নপি তত্র তত্র ন সজ্জতে তথা) প্রকৃতিস্থঃ অপি অসংসক্তঃ (তত্রানাসক্তঃ কিঞ্চ) অসঙ্গশিতয়া (অসঙ্গেন বৈরাগ্যেণ শিতয়া তীক্ষ্ণয়া) বৈশারদ্যা (যথার্থয়া) ঈক্ষয়া (স্বরূপদর্শনেন) ছিন্নসংশয়ঃ (ছিন্নাঃ সংশয়া অসম্ভাবনাদয়ো যস্য স তথা সন্) স্বপ্নাৎ প্রতিবুদ্ধঃ (স্বপ্নোত্থিতঃ) ইব (স যথা স্বপ্ন- প্রপঞ্চান্নিবর্ত্ততে তথা) নানাত্বাৎ (দেহাদিপ্রপঞ্চাৎ) বিনিবর্ত্ততে (নিবৃত্তো ভবতি)।।১২-১৩

অনুবাদ— আকাশ সর্ব্বত্র অবস্থিত, সূর্য্য সর্ব্বত্র জলে প্রতিবিম্বিত এবং বায়ু সর্ব্বত্র প্রবাহিত হইয়াও যেরূপ কুত্রাপি আসক্ত হয় না, সেইরূপ বিদ্বান্ পুরুষ প্রকৃতিতে অবস্থিত হইয়াও তাহাতে অনাসক্ত হইয়া বৈরাগ্যতীক্ষ্ণীকৃত, সুনিপুণ, স্বরূপ-জ্ঞানদ্বারা সর্ব্বসংশয়ছেদনপূর্ব্বক স্বপ্নোত্থিত পুরুষের ন্যায় দেহাদিপ্রপঞ্চ হইতে নিবৃত্ত হইয়া থাকেন।। ১২-১৩।।

বিশ্বনাথ— এতদেব কুতস্তত্রাহ,—প্রকৃতিস্থোঽপীতি

সার্দ্ধেন। যথা খং সর্ব্বত্র স্থিতমপি ন সজ্জতে, যথা সবিতা সর্ব্বত্র কিরণজালং প্রসারয়ন্নপি যথা চ অনিলঃ সর্ব্বত্র সঞ্চরন্নপি তদ্বৎ। অসঙ্গেন বৈরাগ্যেণ শিতয়া তীক্ষ্ণয়া ছিন্নাঃ সংশয়া অসম্ভাবনাদয়ো যস্য সঃ। নানাত্বাৎ নানা-দেহপ্রপঞ্চাৎ।। ১২-১৩।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— ইহা কিরূপে হয়? তাহার উত্তরে বলিতেছেন—যেমন আকাশে সর্ব্বত্র বাতাস থাকিয়াও তাহাতে আসক্ত হয় না, সূর্য্য যেমন সর্ব্বত্র কিরণজাল বিস্তার করিয়াও তাহাতে আসক্ত হয় না, সেইরূপ বৈরাগ্যরূপ তীক্ষ্ণ অস্ত্রদ্বারা সংশয় ও অসম্ভাবনা আদি যিনি ছেদন করিয়াছেন, তিনি নানা দেহ ও এই জগৎ হইতে ভিন্ন থাকেন।। ১২-১৩।।

বিবৃতি— যেরূপ আকাশস্থ সূর্য্য জলে প্রতিবিম্বিত হইয়াও জলে আবদ্ধ হন না, বায়ুও আকাশবিশেষে রুদ্ধ হয় না, তদ্রূপ অনাসক্ত ব্যক্তি প্রাকৃত-জগতে বিস্তৃত দর্শনপ্রভাবে বৈরাগ্য বা অসঙ্গরূপ তীক্ষ্ণ অসিদ্বারা ছিন্ন-সংশয় হন। স্বপ্নদর্শন হইতে বিমুক্ত ব্যক্তি জাগরদশায় আত্মপ্রতীতিক্রমে বিভিন্ন দেহে প্রতিষ্ঠিত বলিয়া মনে করেন না।। ১২-১৩।।

মধ্ব—

নিত্যবদ্ধোঽপি জীবো য আত্মনো নিত্যবদ্ধতাম্।
বিষ্ণুনা নিত্যমুক্তত্বং তস্য বেত্তি সমুচ্যতে।।
তদধীনত্ববন্ধে তু বিদ্যামানেঽপ্যদুঃখভাক্।
দেহস্থোঽপি ন দুঃখী স্যাদন্যবৎ কিমু মুক্তিগ
ইতি পরায়ণে।।
নানাত্বমিতি বৈ মিথ্যাজ্ঞানং কুত্রচিদুচ্যতে।
বস্তুযাথাত্ম্যতোঽন্যত্বাৎ জ্ঞানস্যোক্তো বিবক্ষিতঃ
ইতি বাহ্মভ্যে।। ১২-১৩।।

যস্য স্যুর্বীতসঙ্কল্পাঃ প্রাণেন্দ্রিয়মনোধিয়াম্।
বৃত্তয়ঃ স বিনির্ম্মুক্তো দেহস্থোঽপি হি তদ্গুণৈঃ।।১৪।।

অন্বয়ঃ— যস্য প্রাণেন্দ্রিয়মনোধিয়াং (প্রাণাদীনাং) বৃত্তয়ঃ (বিষয়প্রবৃত্তয়ঃ) বীতসঙ্কল্পাঃ স্যুঃ (সঙ্কল্পশূন্যা ভবন্তি) সঃ তু দেহস্থঃ অপি হি তদ্গুণৈঃ (দেহগুণৈঃ সঙ্কল্প-শূন্যাভিঃ) প্রাণাদিবৃত্তিভির্বিহরন্) বিনির্ম্মুক্তঃ (মুক্ত এব ভবতি)।। ১৪।।

অনুবাদ— যাহার প্রাণ, ইন্দ্রিয়, মনঃ ও বুদ্ধির বিষয় প্রবৃত্তিসমূহ সঙ্কল্পশূন্য তিনি দেহে অবস্থান করিয়াও সঙ্কল্প-শূন্য প্রাণাদি বৃত্তিদ্বারা বিচরণ সহকারে মুক্তরূপেই বর্ত্তমান থাকেন।। ১৪।।

বিশ্বনাথ— যদুক্তং কথং বিহরেদিতি তত্রাহ,— যস্যেতি। তদ্গুণৈর্দেহধর্ম্মৈঃ শোকমোহাদিভির্বিনির্ম্মুক্তঃ সন্ সঙ্কল্পশূন্যাভিঃ প্রাণাদিবৃত্তিভির্বিহরতীতি ভাবঃ।। ১৪।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— পূর্ব্বে বলা হইয়াছে 'মুক্ত পুরুষগণ কিভাবে বিচরণ করেন' তাহার উত্তরে বলিতে-ছেন— যাঁহাদের কোন সংকল্প নাই, প্রাণ ইন্দ্রিয়মন ও বুদ্ধির বৃত্তিসমূহ দেহে থাকিয়াও দেহধর্ম্ম শোক-মোহাদির দ্বারা যুক্ত হইয়া প্রাণাদি বৃত্তিদ্বারা বিচরণ করেন, তিনি মুক্ত।। ১৪।।

বিবৃতি— বাসনা-মুক্ত জীব দেহবিশিষ্ট হইলেও গুণাক্রান্ত হন না। তাঁহার প্রাণ, ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি মুক্তি লাভ করায় তিনি ভগবৎসেবা তাৎপর্য্যপর হন। অভক্তগণ বাসনার দাস। কৃষ্ণসেবা-কামনা মুক্তজীবের প্রাণ, ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধিকে আবদ্ধ করিতে সমর্থ হন না।। ১৪।।

যস্যাত্মা হিংস্যতে হিংস্রৈর্যেন কিঞ্চিদ্‌যদৃচ্ছয়া।
অর্চ্চ্যতে বা ক্বচিৎ তত্র ন ব্যতিক্রিয়তে বুধঃ।। ১৫।।

অন্বয়ঃ—যস্য আত্মা (দেহঃ) হিংস্রৈঃ (দুর্জ্জনৈরন্যৈর্বা প্রাণিভিঃ) হিংস্যতে (পীড্যতে তথা) যদৃচ্ছয়া যেন (কেনাপি) ক্বচিৎ কিঞ্চিৎ অর্চ্চ্যতে (পূজ্যতে) বা (সঃ) বুধঃ তত্র (হিংসায়ামর্চ্চায়াং বা) ন ব্যতিক্রিয়তে (যদি ন বিক্রিয়তে ক্রুদ্ধঃ সন্তুষ্টো বা ন ভবতীত্যর্থস্তদা স মুক্ত ইতি জ্ঞেয়ম্)।। ১৫।।

অনুবাদ— যাহার শরীর দুর্জ্জন বা হিংস্র প্রাণিগণ কর্ত্তৃক পীড়িত এবং যদৃচ্ছাক্রমে কোনস্থলে কোন ব্যক্তি কর্ত্তৃক পূজিত হইলেও তিনি স্বয়ং তজ্জন্য ক্রুদ্ধ বা সন্তুষ্ট নহেন, তিনি মুক্তপুরুষ বলিয়া গণ্য হইয়া থাকেন।। ১৫।।

বিশ্বনাথ— যদুক্তং কৈর্বা জ্ঞায়তে লক্ষণৈরিতি তত্র সর্ব্বসুজ্ঞেয়ানি মুক্তলক্ষণান্যাহ,—যস্যেতি ত্রিভিঃ। হিংস্রৈর্দুর্জ্জনৈর্যস্যাত্মা দেহো হিংস্যতে, উপানৎপ্রহারাদিভিঃ পীড্যতে। যদৃচ্ছয়া হেতুনা বিনৈব যেন কেনাপি স্রক্‌চন্দনাদিনা কিঞ্চিদর্চ্চ্যতে বা তত্র ন ব্যতিক্রিয়তে নাতিবিক্রিয়তে দুর্জ্জনান্ প্রতি ন ক্রুধ্যতি, সুজনান্ প্রতি ন তুষ্যতি চেত্যর্থঃ। যদুক্তং যাজ্ঞবল্ক্যেন—"যঃ কণ্টকৈর্বিতুদতি চন্দনৈশ্চ বিলিম্পতি। অক্রুদ্ধোঽপরিতুষ্টশ্চ সমস্তস্য চ তস্য" ইতি।। ১৫।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— পূর্ব্বে বলা হইয়াছে— কোন্ কোন্ লক্ষণ দ্বারা তাহাদিগকে জানা যায়? তাহার উত্তরে —সকল প্রকার উত্তম জানিবার লক্ষণসমূহ তিনটি শ্লোকদ্বারা বলিতেছেন—হিংসা-পরায়ণ দুর্জ্জনগণ কর্ত্তৃক যাহার দেহ পাদুকা প্রহার আদি দ্বারা পীড়িত হয় অথবা কারণ ছাড়াই যে কোন ব্যক্তিদ্বারা মালা চন্দন আদি দ্বারা দেহ পূজিত হয়, তাহাতে অতি বিকার প্রাপ্ত অর্থাৎ দুর্জ্জনগণের প্রতি ক্রোধ বা সজ্জনগণের প্রতি সন্তোষ না হয়, তিনি মুক্ত। এই স্থলে যাজ্ঞবল্ক বলিয়াছেন—যিনি কণ্টকদ্বারা বিদ্ধ হইয়াও বা চন্দন আদি দ্বারা পূজিত হইয়াও ক্রুদ্ধ অথবা পরিতুষ্ট না হন সমভাবে থাকেন—তিনি মুক্ত।। ১৫।।

বিবৃতি— হিংসিত বা পূজিত হইলেও যাঁহাতে বিকার দেখা যায় না, তিনি জীবন্মুক্ত।। ১৫।।

ন স্তুবীত ন নিন্দেত কুর্ব্বতঃ সাধ্বসাধু বা।
বদতো গুণদোষাভ্যাং বর্জ্জিতঃ সমদৃঙ্মুনিঃ।। ১৬।।

অন্বয়ঃ—গুণদোষাভ্যাং বর্জ্জিতঃ (লৌকিকব্যবহারবিমুখঃ) সমদৃক্ (সমদর্শী যঃ) সাধু অসাধু বা (সদ্ বা অসদ্ বা যৎ কিঞ্চিৎ) কুর্ব্বতঃ (আচরতস্তথা) বদতঃ (কথয়তশ্চ জনান্) ন স্তুবীত (ন প্রশংসেৎ) ন নিন্দেত (ন নিন্দেদ্ বা সঃ) মুনিঃ (মুক্তো জ্ঞেয়ঃ)।। ১৬।।

অনুবাদ— যিনি লৌকিকব্যবহারবিমুখ ও সমদর্শী হইয়া সৎ বা অসৎ কর্ম্মের অনুষ্ঠানকারী কিম্বা সৎ বা অসৎ বাক্যের উচ্চারণকারী জনগণের স্তুতি বা নিন্দা করেন না তিনিই মুক্ত বলিয়া গণ্য হইয়া থাকেন।। ১৬।

বিশ্বনাথ— সাধ্বসাধু কুর্ব্বতো বদতো বা জনান্ ন স্তুবীত ন চ নিন্দেৎ।। ১৬।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— কেহ যদি ভাল ভাল বলেন অথবা কেহ যদি নিন্দা করেন তাহাতেও জনগণের প্রতি স্তব বা নিন্দা না করেন, তিনি মুক্ত।। ১৬।।

বিবৃতি— গুণ-দোষ-বর্জ্জিত সমদৃষ্টিসম্পন্ন মুনিই মুক্ত পুরুষ। তিনি কাহারাও স্তব বা নিন্দা করেন না। ভাল, মন্দ—কোন কার্য্য করিতে বা বলিতে তাঁহার চেষ্টা দেখা যায় না।। ১৬।।

মধ্ব—

দোষৈশ্চৈব গুণশ্চোভাবীশতন্ত্রৌ ন মে বশৌ।
ইতি জানন্নদোষঃ স্যাদ্বর্জ্জিতোঽল্পগুণেন চ।
ইতি প্রাথম্যে।। ১৬।।

ন কুর্য্যান্ন বদেৎ কিঞ্চিন্ন ধ্যায়েৎ সাধ্বসাধু বা।
আত্মারামোঽনয়া বৃত্ত্যা বিচরেজ্জড়বন্মুনিঃ।। ১৭।।

অন্বয়ঃ— মুনিঃ (মুক্তো জনো দেহার্থং) সাধু (সৎ) অসাধু (অসৎ) বা কিঞ্চি (কর্ম্ম) ন কুর্যাৎ (তথা কিঞ্চিৎ) ন বদেৎ (তথা কিঞ্চিৎ) ন ধ্যায়েৎ (ন চিন্তয়েৎ, কিঞ্চ) অনয়া বৃত্ত্যা (সর্ব্বত্রৌদাসীন্যেন স্বভাবেন) আত্মারামঃ (আত্মরতিরেব সন্) জড়বৎ (জড় ইব) বিচরেৎ (ভ্রমেৎ)।।১৭

অনুবাদ— মুক্তপুরুষ দেহের জন্য সৎ বা অসৎ কোন বিষয়ের আচরণ, উচ্চারণ এবং চিন্তা করেন না। সর্ব্বত্র ঔদাসীন্যনিবন্ধন কেবলমাত্র আত্মারামস্বরূপে জড়ের ন্যায় বিচরণ করেন।। ১৭।।

বিশ্বনাথ—অনয়া বৃত্ত্যা অনেন স্বভাবেন মুক্তলক্ষণ-ভিন্নং বদ্ধলক্ষণঞ্চ জ্ঞেয়ম্।। ১৭।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— এইরূপ বৃত্তিদ্বারা অথবা এই-রূপ স্বভাব দ্বারা যিনি পৃথক্, তিনিই বদ্ধ জানিবেন।।১৭

বিবৃতি—আত্মারাম মুনি কাহাকেও কিছু বলেন না, জড়বস্তুর ধ্যান করেন না বা ভালমন্দেরও বিচার করেন না। অন্যের বাহ্যদৃষ্টিতে তিনি জড়ের ন্যায় গমনশীল।।১৭

শব্দব্রহ্মণি নিষ্ণাতো ন নিষ্ণায়াৎ পরে যদি।
শ্রমস্তস্য শ্রমফলো হ্যধেনুমিব রক্ষতঃ।। ১৮।।

অন্বয়ঃ— (কশ্চিৎ) শব্দব্রহ্মণি (বেদে) নিষ্ণাতঃ (অধ্যয়নাদিনা পারংগতোঽপি) যদি পরে (পরব্রহ্মণি) ন নিষ্ণায়াৎ (ধ্যানাদ্যভিযোগং ন কুর্য্যাত্তদা) অধেনুং রক্ষতঃ ইব (চিরপ্রসূতাং গাং পালয়তো জনস্যেব) (অপি) শ্রমঃ (শাস্ত্রাভ্যাসশ্রমঃ) শ্রমফলঃ হি (শ্রমৈকফলো ভবতি, ন তু পুরুষার্থপর্য্যবসায়ী)।। ১৮।।

অনুবাদ— যদি কেহ শব্দব্রহ্ম অর্থাৎ বেদবিষয়ে অধ্যয়নাদি দ্বারা পারদর্শী হইয়াও পরব্রহ্ম অর্থাৎ ভগবত্তত্ত্ব-বিষয়ে ধ্যানাদিসন্ধান না করেন তাহা হইলে অধেনু অর্থাৎ দীর্ঘকালে প্রসবশীলা গাভীর পালকের ন্যায় তাঁহার শাস্ত্রা-ভ্যাসজনিত পরিশ্রমও কেবলামাত্র পরিশ্রমেই পর্য্যবসিত হয়, পরন্তু কোনরূপ পুরুষার্থপ্রদ হয় না।।১৮।।

বিশ্বনাথ— কিঞ্চ ভগবতি সচ্চিদানন্দময়াকারত্ব-ভাবনয়া ভক্তিং কুর্ব্বীত, তদৈবায়মুক্তলক্ষণো মুক্তজীবঃ সিদ্ধ্যেদন্যথা তু পতেদিত্যাহ,—শব্দে বেদশাস্ত্রে ব্রহ্মণি, তৎপ্রতিপাদ্যে নির্ব্বিশেষে ব্রহ্মণি চ, নিষ্ণাতঃ বিশিষ্টজ্ঞান-কুশলঃ, কিন্তু পরে তাভ্যাং সকাশাদপি পরমাশ্রয়ত্বেন শ্রেষ্ঠে ভগবতি, ন নিষ্ণায়াৎ ভক্তিকৌশলবান্ন ভবেৎ নিষ্ণাতশব্দস্য কুশলার্থত্বাদ্ভগবতি সচ্চিদানন্দাকারত্ব-ভাবনয়া ভক্তিরেবাত্র কুশলতা। যাং বিনা তস্য শ্রমঃ সাধন-শ্রমঃ শ্রমৈকফলো ব্যর্থ এব, ন তু পুরুষার্থপ্রাপকঃ। দুগ্ধ-কামস্য অধেনুং বন্ধ্যাং চিরপ্রসূতাং বা রক্ষতো যথা শ্রমঃ। অত্র শব্দব্রহ্মণি বেদে নিষ্ণাতোঽপি পরে ব্রহ্মণি নির্ব্বি-শেষে ইতি ব্যাখ্যায়ামেকদেশান্বয় উত্তরশ্লোকার্থতাৎপর্য্য-বিরোধশ্চ স্যাৎ।। ১৮।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— আর শ্রীভগবানে সচ্চিদানন্দময় আকার ভাবনা দ্বারা ভক্তি করেন, তখনই এই ব্যক্তি ঐসকল লক্ষণ দ্বারা মুক্ত জীব বলিয়া বিবেচিত হন, ইহার ব্যতিরেকে পতন হয়। ইহাই বলিতেছেন—যিনি বেদাদি শব্দ-শাস্ত্রে এবং তাহার প্রতিপাদ্য ব্রহ্মেও নিষ্ণাত অর্থাৎ বিশিষ্ট জ্ঞানকুশল। কিন্তু ঐ দুই হইতে পরমাশ্রয় শ্রেষ্ঠ ভগবানে ভক্তি কৌশলবান না হয়। 'নিষ্ণাত' শব্দের কুশলার্থহেতু ভগবানে সচ্চিদানন্দ আকার ভাবনা দ্বারা ভক্তিই এইস্থলে কুশলতা, যাহা ব্যতীত তাহার সাধনশ্রম ফলব্যর্থ হয়। পুরুষার্থ লাভজনক হয় না। যেমন দুগ্ধপ্রার্থী ব্যক্তির বন্ধ্যা গাভীকে বা দীর্ঘদিন পরে প্রসূত গাভীকে রক্ষাকারীর যেমন পরিশ্রম বৃথা হয়। এইস্থলে শব্দ ব্রহ্ম বেদে কুশল হইয়াও নির্ব্বিশেষ পরব্রহ্মে, এইরূপ ব্যাখ্যা করিলে একদেশে অন্বয় হেতু এবং পরবর্ত্তী শ্লোকের তাৎপর্য্য সহিত বিরোধ হয়।। ১৮।।

বিবৃতি— যে গাভী দুগ্ধ দেয় না, তাহার পালনকারী যেরূপ সেবার বিনিময়ে কিছুই লাভ করিতে পারেন না, তদ্রূপ শব্দশাস্ত্রে পণ্ডিত হইলেও ভগবৎসেবা-নিষ্ঠ না হওয়ায় উক্ত পাণ্ডিত্যদ্বারা তাঁহার কোন ফলোদয় হয় না।। ১৮।।

গাং দুগ্ধদোহামসতীঞ্চ ভার্য্যাং
দেহং পরাধীনমসৎপ্রজাঞ্চ।
বিত্তং ত্বতীর্থীকৃতমঙ্গ বাচং
হীনাং ময়া রক্ষতি দুঃখদুঃখী।। ১৯।।

অন্বয়ঃ— অঙ্গ! (হে উদ্ধব!) দুঃখদুঃখী (উত্তরো-ত্তরং দুঃখভাগী জন এব) দুগ্ধদোহাং (দুগ্ধঃ ক্ষরিতো দোহঃ পয়ো যস্যাস্তামতএবার্থশূন্যাং) গাং (তথা) অসতীম্ (অকামাং) ভার্য্যাং চ (তথা) পরাধীনং দেহম্ অসৎপ্রজাং

(দুষ্টপুত্রং) চ অতীর্থীকৃতং (যোগ্যপাত্রেঽনর্পিতং) বিত্তং তু (ধনঞ্চ) ময়াহীনাং (মম লীলাদিশূন্যাং) বাচং (শাস্ত্র-বাক্যঞ্চ রক্ষতি পালয়তি)।। ১৯।।

অনুবাদ— হে উদ্ধব! উত্তরোত্তর দুঃখভাগী পুরুষই দুগ্ধহীনা গো, অকামা ভার্য্যা, পরাধীন দেহ, সৎপাত্রে অদত্ত ধন এবং আমার লীলাদিবর্ণনরহিত শাস্ত্রবাক্য রক্ষা করিয়া থাকে।। ১৯।।

বিশ্বনাথ— দৃশ্যশ্রব্যাদীন্ বিষয়ান্ মৎসম্বন্ধানেব স্বীকুর্য্যাৎ, ন তু মৎসসম্বন্ধশূন্যান্, এতদেব ময়ি নিষ্ণাত-ত্বমিতি বক্তুং সর্ব্বেন্দ্রিয়ব্যাপারোপলক্ষণকমেকং বাগি-ন্দ্রিয়ব্যাপারমেব লক্ষীকৃত্য সবহুতরদৃষ্টান্তমাহ,—গামিতি। দুহ্যত ইতি দোহঃ পয়ঃ দুগ্ধো দোহো নোত্তরত্র দোহ্যোঽস্তি যস্যাস্তাং কস্মাচ্চিৎ মূল্যদানেন বিনৈব প্রাপ্তাং রক্ষতি পাতি। গৌরিয়ং মদ্দত্তবহুতরঘাসাদিচারণৈর্দুগ্ধবতী পুনঃ প্রসূতিমতী চ ভবিষ্যতীতি বুদ্ধ্যা দুগ্ধলোভী দুঃখদুঃখী ঐহিতদুঃখবান্ আয়ত্যাং তস্যা গোর্দুগ্ধলাভদর্শনাদুপেক্ষণা-দুপেক্ষণজন্যপাপাৎ পারত্রিকঞ্চ যদ্দুঃখং তদ্বান্, এবং অসতীং ভার্য্যাং সতীজনকৃতধর্ম্মোপদেশাদিয়মারত্যাং সতী ভবিষ্যতীতি বুদ্ধ্যা সন্তানকামলোভী রক্ষতীত্যেবমসৎ-প্রজামিত্যাদাবপি ব্যাখ্যেয়ম্। দেহং পরাধীনং প্রতিক্ষণং দুঃখহেতুং, অসৎপ্রজাং দৃষ্টাদৃষ্টফলশূন্যং পুত্রং, আগতে পাত্রে অদত্তং বিত্তং দুষ্কীর্ত্তিদুরিতাপাদকম্। অঙ্গ, হে উদ্ধব, দুঃখানন্তরং দুঃখমেব যস্য স এব রক্ষতি।। ১৯।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— দর্শনীয় বা শ্রবণীয় বিষয় সমূহকে আমার (ভগবৎ) সম্বন্ধেই স্বীকার করিবে। কিন্তু আমার সম্বন্ধ-শূন্যবিষয় সমূহ স্বীকার করিবে না। ইহাই আমাতে নিপুণতা, ইহাই বলিবার জন্য সকল ইন্দ্রিয়ের ব্যাপারকে উপলক্ষণ করিয়া একমাত্র বাগ্-ইন্দ্রিয়ের ব্যাপারকেই লক্ষ্য করিয়া বহুতর দৃষ্টান্ত বলিতেছেন— দোহ অর্থাৎ দুগ্ধ, সেই দুগ্ধহীন গাভী যে ব্যক্তি পালন করে সে উত্তরোত্তর দুঃখভাগী হয়, অথবা অন্যের নিকট মূল্য ব্যতীত প্রাপ্ত গাভীকে পালন করে, সেই ব্যক্তির বাক্য আমার প্রদত্ত এই গাভীটি বহু তৃণাদি ভক্ষণ করাইলে দুগ্ধবতী ও পুনরায় প্রসূতি হইবে—এই দুগ্ধ লোভে ঐহিক দুঃখ পরে দুগ্ধলাভ না দেখিয়া উপেক্ষা করিলে ঐ গাভী প্রদানকারীর অভিশাপে পরলোকেও দুঃখ। সেইরূপ অসতী ভার্য্যাকে সতীজনকৃত ধর্ম্ম উপদেশ দ্বারা পরে সতী হইবে এই বুদ্ধিতে সন্তানকামী লোভী ব্যক্তিপালন করে। এইরূপ অসৎ পুত্রাদিস্থলেও এইরূপ ব্যাখ্যা করিবে। পরাধীন দেহ প্রতিক্ষণই দুঃখের কারণ, অসৎ পুত্র এই জন্মে বা পরজন্মে ফল শূন্য পুত্র। সৎপাত্র আগত হইলেও তাহাকে বিত্তদান না করিলে এইজগতে নিন্দা এবং পরলোকেদুঃখ জনক। হে উদ্ধব! দুঃখের পর দুঃখই যাহার, সেই ঐসকলকে পালন করে।। ১৯।।

বিবৃতি— দুগ্ধরহিত গাভী, অসতী ভার্য্যা, পরাধীন দেহ, অধম পুত্র, সৎকার্য্যে অব্যয়িত অর্থ প্রভৃতিকে যাহারা পোষণ করে, ভগবৎকথা-রহিত বাক্যজীবী তাহাদের ন্যায় দুঃখ ভোগ করে।। ১৯।।

মধ্ব—

দুগ্ধদোহাস্তু গাং রক্ষেত ক্ষীরমাত্রপ্রয়োজনঃ।
যথা তদ্বদ্ধরেঽন্যবাচো ধারণমিষ্যতে।।
ইতি হরিবংশেষু।। ১৯।।

যস্যাং ন মে পাবনমঙ্গ কর্ম্ম
স্থিত্যুদ্ভবপ্রাণনিরোধমস্য।
লীলাবতারেপ্সিতজন্ম বা স্যাদ্
বন্ধ্যাং গিরং তাং বিভৃয়ান্ন ধীরঃ ।।২০।।

অন্বয়ঃ— অঙ্গ! (হে উদ্ধব!) যস্যাং (বাচি) অস্য (জগতঃ) পাবনং (বিশুদ্ধিজনকং তথা) স্থিত্যুদ্ভব-প্রাণ-নিরোধং (সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়রূপং) মে (মম) কর্ম্ম (চরিতং) বা (অথবা) লীলাবতারেপ্সিতজন্ম (লীলাবতারোপ্সিতং জগৎপ্রেমাস্পদং শ্রীরামকৃষ্ণাদি জন্ম) ন স্যাৎ (বর্ণিতত্বেন ন ভবেৎ) ধীরঃ (ধীমান্) তাং (নিষ্ফলাং) গিরং (বাচং) ন বিভৃয়াৎ (ন ধারয়েৎ)।। ২০।।

অনুবাদ— হে উদ্ধব। যে বাক্যে জগতের বিশুদ্ধি-

জনক, মদীয় সৃষ্টিস্থিতি প্রলয়াত্মক চরিত অথবা জগৎ-প্রেমাস্পদ অবতার বর্ণিত হয় নাই, বুদ্ধিমান্ পুরুষ তাদৃশ নিষ্ফল বাক্য ধারণ করিবেন না।। ২০।।

বিশ্বনাথ— ননু ত্বৎসহিতৈব সা বাক্ কা কিং তত্ত্বমস্যাদিজীবব্রহ্মৈক্যপ্রতিপাদিকা বা কাচিদন্যৈবেতি তাং স্পষ্টমাবেদয়েত্যপেক্ষায়ামাহ,—যস্যা মম কর্ম্ম-চরিতং বিশ্বস্য স্থিতিরুদ্ভবঃ প্রাণনিরোধঃ সংহারশ্চ যত্র তৎ। ততোঽপ্যুৎকৃষ্টতমত্বেন বিমৃশ্যাহ,—লীলাবতারেষু ঈপ্সিতং সর্ব্বজগৎ-সুভগং জন্ম মৎজন্মোপলক্ষিতবাল্য-লীলাদিকং যত্র, তত্র চরিতং ন স্যাত্তাং গিরং বেদলক্ষণামপি বন্ধ্যাং বিফলাং ধীরঃ পণ্ডিতো ন বিভৃয়াদপণ্ডিত এব বিভৃয়াৎ।। ২০।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— প্রশ্ন হইতে পারে তোমার সহিতই যে বাক্য সে বাক্য কিরূপ? তত্ত্বমসি আদি জীব ব্রহ্মের একতা প্রতিপাদক বা অন্যপ্রকার তাহা স্পষ্ট করিয়া বলুন এই অপেক্ষায় বলিতেছেন— যে বাক্যে আমার চরিত অর্থাৎ এই বিশ্বের সৃষ্টি-স্থিতি ও প্রলয় বর্ণিত আছে তাহা হইতে উৎকৃষ্টতমরূপে বিচার পূর্ব্বক বলিতেছেন— লীলাবতার-সমূহে সর্ব্বজগৎ মঙ্গল-জনক লীলা আমার জন্ম ও বাল্যলীলা আদি যে বাক্যে বর্ণিত আছে তাহাই উৎকৃষ্ট। যেখানে আমার চরিত কথা নাই, ঐ বাক্য বেদবাক্য হইলেও বিফল। পণ্ডিত ব্যক্তি তাহা গ্রহণ করিবেন না। অপণ্ডিত ব্যক্তি গ্রহণ করিবে।। ২০।।

বিবৃতি— কৃষ্ণভক্তই বুদ্ধিমান্ ও চতুর। কৃষ্ণের লীলাবতারের আবির্ভাবেরও লীলাকথা যেখানে নাই, জগতের জন্ম, স্থিতি ও ভঙ্গের একমাত্র কারণ যে ভগবান্ —এই সকল সুবিচার নাই—যাহার আলোচনায় জগতের সকলের মঙ্গল হয়, সেই কথা বাদ দিয়া যে সকল বৃথা বাক্য জগতে প্রচারিত আছে, তাহা কোন বুদ্ধিমানের আলোচ্য বিষয় নহে।। ২০।।

মধ্ব—স্থিতিশব্দেন নিয়মঃ ক্বচিজ্জীবনমুচ্যতে।
উত্থিতত্বং ক্বচিচ্চৈব ক্বচিদ্ গতিবিরোধিতা।।
ইতি শব্দনির্ণয়ে।। ২০।।

এবং জিজ্ঞাসয়াপোহ্য নানাত্বভ্রমমাত্মনি।
উপারমেত বিরজং মনো মধ্যর্প্য সর্ব্বগে।। ২১।।

অন্বয়ঃ— এবং (নিশ্চিত্য) জিজ্ঞাসয়া (বিচারেণ) আত্মনি নানাত্বভ্রমং (দেহাধ্যাসম্) অপোহ্য (নিরস্য) বিরজং (নির্ম্মলং) মনঃ সর্ব্বগে (পরিপূর্ণে) ময়ি (পরমাত্মনি) অর্প্য (সমর্প্য সন্ধার্য্য) উপারমেত (উপরমেৎ, ন তু শাস্ত্র-পাণ্ডিত্যমাত্রেণেত্যর্থঃ)।। ২১।।

অনুবাদ— এইরূপ নিশ্চয়পূর্ব্বক বিচারদ্বারা আত্ম-বিষয়ে দেহাধ্যাস নিরাস করিয়া সর্ব্বগত আমার প্রতি চিত্ত সমর্পণ সহকারে শান্তিলাভ করিবেন।। ২১।।

বিশ্বনাথ— জ্ঞানমার্গমুপসংহরতি—এবং জিজ্ঞা-সয়া উক্তলক্ষণপ্রকারেণ বিচারেণ, আত্মনি স্বস্মিন্নানাত্ব-ভ্রমং দেহদ্বয়াভিমানলক্ষণং দেবত্ব-মনুষ্যত্বাদিভেদং অপোহ্য নিরস্য উক্তলক্ষণয়া ভক্ত্যা চ ময়ি বিরজং বিপক্ক-মায়াকষায়ং মনঃ সমর্প্য ভক্ত্যুত্থেন বিজ্ঞানেন উপারমেত মৎসাযুজ্যং প্রাপ্নুয়াৎ। তথা চোক্তং,—'ভক্ত্যা মামভি-জানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ। ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্' ইতি।। ২১।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— জ্ঞান মার্গ উপসংহার করিতে-ছেন— এইরূপ বিচারদ্বারা জীবাত্মাতে নানাত্বভ্রম — স্থূল ও সূক্ষ্মদেহের অভিমান, দেব মনুষ্যত্ব আদি ভেদ, ত্যাগ করিয়া পূর্ব্বোক্ত লক্ষণ ভক্তিদ্বারা আমাতে বিপক্ক-মায়া কষায় ত্যাগ পূর্ব্বক, আমাতে মন সমর্পণ করিয়া ভক্তিজাত বিজ্ঞানদ্বারা আমার সাযুজ্য লাভ করে। ঐরূপ গীতাতে বলা হইয়াছে 'তত্ত্বত আমি যে পরিমাণ ও যেরূপ হই ভক্তিদ্বারা আমাকে ঐরূপ জানে এবং তত্ত্বত আমাকে জানিয়া আমার সহিত মিলিত হয়।। ২১।।

বিবৃতি— দেহে আত্মবুদ্ধি থাকিলে নানাপ্রকার কুবিচার আসিয়া আমাদের মানস বিচারকে শোধন করিতে পারে না। ভগবানের কথায় শ্রদ্ধা-বিশিষ্ট হইলেই মনুষ্যের নিজভোগের চেষ্টা বা ত্যাগের সঙ্কল্প হইতে বিরাম লাভ ঘটে। ভগবদতিরিক্ত বস্তুর অধিষ্ঠান স্বীকার করিয়া মানব বস্তুগুলির তাৎপর্য্যে ভগবানের সম্বন্ধ না

জানিতে পারায় তাহার ভক্তিরহিত নিষ্ফল প্রয়াস। তাদৃশ অনুষ্ঠানকে সাধনবিরোধ জানিয়া উহা হইতে নির্বৃত্ত হওয়াই কর্ত্তব্য।।২১।।

মধ্ব—

অর্থাদন্যথাত্বেন মনসঃ পরিবর্ত্তনম্। নানাত্বভ্রমঃ।
জীবস্যেশত্ববিজ্ঞানং জীবানামেকতা তথা।
ঈশস্য বহুতা জ্ঞানমীশস্যানীশতা তথা।।
জগতো সত্যতা জ্ঞানং নানাত্বভ্রম উচ্যতে।
ইতি বিবেকে।।২১।।

যদ্যনীশো ধারয়িতুং মনো ব্রহ্মণি নিশ্চলম্।
ময়ি সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি নিরপেক্ষঃ সমাচর।।২২।।

অন্বয়ঃ— যদি ব্রহ্মণি নিশ্চলং (বিষয়শূন্যং) মনঃ ধারয়িতুম্ অনীশঃ (অসমর্থো ভবেস্তদা) নিরপেক্ষঃ (ফলনিস্পৃহঃ সন্) সর্ব্বাণি (নিত্যনৈমিত্তিকাণি) কর্ম্মাণি ময়ি (মদর্পিতত্বেন) সমাচর (কুরু)।।২২।।

অনুবাদ— হে উদ্ধব! যদি ব্রহ্মে বিষয়শূন্য চিত্ত ধারণে অসমর্থ হও, তাহা হইলে ফলনিঃস্পৃহ হইয়া নিত্যনৈমিত্তিক যাবতীয় কর্ম্ম আমার উদ্দেশ্যে সমর্পণ-পূর্ব্বক আচরণ করিবে।।২২।।

বিশ্বনাথ— এবঞ্চ মদর্পিতনিষ্কামকর্ম্মণৈবান্তঃকরণ-শুদ্ধিরন্তঃকরণশুদ্ধ্যধীনমেব ভক্তিসহিতজ্ঞানং, তেন চ ব্রহ্মণি নিশ্চলমনোধারণা ততো 'ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা' ইত্যাদি মদুক্তের্বিদ্যোপরামসময়ে বিদ্যোত্তীর্ণায়া মদ্ভক্তেঃ প্রাপ্তিস্তয়া চ বিপক্ককষায়স্য মনসো ময়ি সম্যঙ্ নিদিধ্যা-সনং, ততো ভক্ত্যুত্থেন শুদ্ধজ্ঞানেন সাযুজ্যমিতি ক্রমস্তত্র-কশ্চিদ্যদি নিশ্চলমনোধারণাত্মিকাং চতুর্থীং ভূমিকাম-প্যধিরোঢ়ুং ন শক্নুয়াত্তদা স্বান্তঃকরণস্য সম্যক্ অশুদ্ধভাব-মনুমায় তচ্ছুদ্ধ্যর্থং পুনরপি মদর্পিতনিষ্কাম-কর্ম্মৈব কুর্য্যা-দিতি উদ্ধবং লক্ষীকৃত্যাহ,—যদ্যনীশ ইতি। সর্ব্বাণি নিত্য-নৈমিত্তিকনিবৃত্তকর্ম্মাণি।।২২।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— এইরূপে আমাতে অর্পিত নিষ্কামকর্ম্মদ্বারাই অন্তঃকরণ শুদ্ধি, অন্তঃকরণ শুদ্ধি হইলে পর ভক্তি সহিত জ্ঞান, তাহার দ্বারা ব্রহ্মে নিশ্চল মনের ধারণা, তৎপরে ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ইত্যাদি আমার উক্তি থাকায় বিদ্যা ত্যাগের সময়ে, তৎপরে বিদ্যা হইতে উত্তীর্ণ হইলে আমার ভক্তি প্রাপ্তি হয়, তাহার দ্বারা মনের কষায় পরিপক্ব হইলে, আমাতে পরিপূর্ণ নিদিধ্যাসন, তাহার পরে ভক্তিজাত শুদ্ধ জ্ঞানদ্বারা সাযুজ্য মুক্তি এইক্রমে কেহ যদি নিশ্চল মন ধারণারূপ চতুর্থী ভূমিকায় আরোহণ করিতে না পারে তখন নিজের অন্তঃকরণের অশুদ্ধভাব অনুমান করিয়া ঐ মনের শুদ্ধির জন্য পুনরায় আমাতে অর্পিত নিষ্কামকর্ম্মই করিবে—ইহা উদ্ধব লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন—আমাতে সকলকর্ম্ম অর্থাৎ নিত্য-নৈমিত্তিক ও নিবৃত্তি মার্গের কর্ম্মসমূহ অর্পণ পূর্ব্বক নিরপেক্ষ হইয়া আচরণ কর।।২২।।

বিবৃতি— গুণত্রয়ের দ্বারা চালিত থাকাকালে মন নিরপেক্ষ ব্রহ্মবস্তুর ধারণা করিতে অসমর্থ থাকে। তৎকালে গুণের দ্বারা অনুষ্ঠিত কর্ম্মসমূহই আমাদিগকে নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম্মের প্রয়োগ বিষয়ে ভ্রান্তি উৎপাদন করায়। কিন্তু ভগবৎ-সেবা-তাৎপর্য্যপর নিত্য ক্রিয়া-সমূহ অহঙ্কার-বিমূঢ়াত্মার কৃত্য হইতে পারে না। ভগবৎসেবা-কার্য্য সর্ব্বতোভাবে নিরপেক্ষতার পরিচয় দেয়।।২২।।

শ্রদ্ধালুর্মৎকথাঃ শৃণ্বন্ সুভদ্রা লোকপাবনীঃ।
গায়ন্নন্স্মরন্ কর্ম্ম জন্ম চাভিনয়ন্ মুহুঃ।।২৩।।
মদর্থে ধর্ম্মকামার্থানাচরন্ মদপাশ্রয়ঃ।
লভতে নিশ্চলাং ভক্তিং ময্যুদ্ধব সনাতনে।।২৪।।

অন্বয়ঃ— (হে) উদ্ধব! শ্রদ্ধালুঃ (জনঃ) সুভদ্রাং (মঙ্গলময়ীং) লোকপাবনীং (লোকবিশুদ্ধিজননীং) মৎ-কথাং (মদীয়চরিতং) শৃণ্বন্ (তথা) কর্ম্ম (মম চরিতং) গায়ন্ (কীর্ত্তয়ন্) অনুস্মরন্ (অনুক্ষণং চিন্তয়ন্ তথা) মুহুঃ (পুনঃ পুনঃ) জন্ম চ অভিনয়ন্ (স্বয়মনুকুর্ব্বন্ কিঞ্চ) মদাশ্রয়ঃ (মদাশ্রিতঃ সন্) মদর্থে (মম প্রীতয়ে) ধর্ম্মকামার্থান্

আচরন্ (অনুতিষ্ঠন্) সনাতনে (নিত্যস্বরূপে) ময়ি (পরমপুরুষে) নিশ্চলাম্ (অনন্যাং) ভক্তিং লভতে।। ২৩-২৪।।

অনুবাদ— হে উদ্ধব! শ্রদ্ধালু পুরুষ মদীয় মঙ্গলময়, লোকপাবন চরিতসমূহের শ্রবণ, কীর্ত্তন, অনুক্ষণ ধ্যান এবং পুনঃ পুনঃ জন্মসমূহের অভিনয় করিয়া আমার আশ্রিত হইয়া ধর্ম্ম, অর্থ, কামসকলের অনুষ্ঠান সহকারে সনাতন পরমপুরুষ আমার প্রতি ভক্তি লাভ করিয়া থাকেন।। ২৩-২৪।।

বিশ্বনাথ— তদেবং সার্দ্ধৈশ্চতুর্ভির্জ্ঞানযোগমুক্ত্বা ভক্তিযোগমাহ,—শ্রদ্ধালুরিত্যাদিনা ময়া স্যা হ্যকুতোভয় ইত্যন্তেন। অত্র শীলার্থকেনালুচ্ প্রত্যয়েন ভক্তাবৌপাধিকশ্রদ্ধাবন্তো জ্ঞানিপ্রভৃতয়ো ব্যাবৃত্তাঃ। প্রথমত এব শ্রদ্ধালুরিতি পদোপন্যাসো ভক্তাবীদৃশশ্রদ্ধাবানেবাধিকারীতি জ্ঞাপয়তি। যদ্বক্ষ্যতে— "যদৃচ্ছয়া মৎকথাদৌ জাতশ্রদ্ধস্তু যঃ পুমান্। ন নির্ব্বিণ্ণো নাতিসক্তো ভক্তিযোগাঽস্য সিদ্ধিদঃ" ইতি। "তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ন নির্ব্বিদ্যেত যাবতা। মৎকথাশ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে" ইতি জ্ঞানকর্ম্মাধিকারীভ্যোঽস্য ভেদাশ্চ। সুভদ্রাঃ দধিপয়ঃ-পরস্ত্রীচৌর্য্যবেণুগানরাসাদ্যা গায়ন্ননুস্মরন্নিতি গানস্য পৌনঃপুন্যেন স্মরণস্যাপি পৌনঃপুন্যং স্বত এব ভবেদিতি ভাবঃ। কর্ম্ম কালিয়দমনাদিকং, জন্ম নন্দোৎসবাদিকং, নাটকাদিরীত্যা অভিনয়ন্ চকারাৎ গায়ন্ননুস্মরংশ্চ।

মদর্থে মৎসেবার্থং মজ্জন্মযাত্রাদিদিবসে মৎস্বরূপ-শ্রীগুরুদেবারাধনদিবসে চ ধর্ম্মা ব্রাহ্মণবৈষ্ণবসম্প্রদানকান্ন-বস্ত্রাদিদানানি, কামা বৈষ্ণবসমাজপ্রাপ্তমধুরমহাপ্রসাদান্ন-ভোজনস্রক্চন্দন-তাম্বূলোপযোগবসনপরিধানাদ্যাঃ, অর্থা বিষ্ণুবৈষ্ণবসেবার্থদ্রব্যাহরণানি আচরন্ কুর্ব্বন্ নিশ্চলাং সাধনসাধ্যদশয়োঃ স্থিরাং নৈষ্ঠীকীং সনাতনে ইতি তদারাধ্যস্য মদ্বিগ্রহস্যাস্য সনাতনত্বাত্তদ্ভক্তিরপি সনাতনী নিশ্চলৈবেতি ভাবঃ।। ২৩-২৪।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— এইরূপে শ্রীকৃষ্ণ সাড়ে চারটি শ্লোকদ্বারা জ্ঞানযোগের কথা বলিয়া এখন ভক্তিযোগের কথা বলিতেছেন—'শ্রদ্ধালু' ইত্যাদি পদ্য হইতে 'অকুতোভয়' পর্য্যন্ত। এইস্থলে শীলার্থ আলুচ্ ইত্যাদি প্রত্যয় দ্বারা ভক্তিতে ঔপাধিক শ্রদ্ধাযুক্ত জ্ঞানী প্রভৃতিকে পৃথক্ করা হইল। প্রথম হইতেই শ্রদ্ধালু এইপদযুক্ত থাকায় ভক্তিতে এইরূপ শ্রদ্ধাবান্ই অধিকারী ইহা জানাইতেছেন। পরে যে বলা হইবে যদৃচ্ছাক্রমে আমার কথা প্রভৃতিতে শ্রদ্ধাযুক্ত যে ব্যক্তি তিনি অতিশয় বৈরাগ্যবান্ বা অতিশয় আসক্ত না হইলে ভক্তিযোগ ইহার পক্ষে সিদ্ধিপ্রদ। যে পর্য্যন্ত অতিশয় বৈরাগ্য না হয় সেই পর্য্যন্তই কর্ম্ম করিবে। অথবা আমার কথা শ্রবণাদিতে যে পর্য্যন্ত শ্রদ্ধা না হয় সেই পর্য্যন্ত কর্ম্ম করিবে। ইহাই জ্ঞান ও কর্ম্ম অধিকারীগণ হইতে ভক্তিযোগের ভেদ। লোকমঙ্গলকারী শ্রীকৃষ্ণের দধি দুগ্ধ ও পরস্ত্রী চৌর্য্য বেণুগান ও রাসাদি গানও নিরন্তর স্মরণ, এইরূপ বলা থাকাতে গানের ও স্মরণের পুনঃ পুনঃ অভ্যাস স্বাভাবিকই হইবে। কর্ম্ম কালিয় দমনাদি, জন্ম নন্দ উৎসবাদি নাটকের রীতিতে অভিনয় গান ও নিরন্তর স্মরণ কর্ত্তব্য। আমার সেবার জন্য আমার জন্ম যাত্রাদিনে আমার স্বরূপ শ্রীগুরুদেবের আরাধনাদিবসে ও ধর্ম্ম অর্থাৎ ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবে অন্ন ও বস্ত্রাদি দান করিবে, কাম অর্থাৎ বৈষ্ণব সমাজ প্রাপ্ত হইয়া মধুর মহাপ্রসাদান্ন ভোজন মালা চন্দন তাম্বুল বস্ত্র আদি পরিধান করাইবে, অর্থ অর্থাৎ বিষ্ণু বৈষ্ণবসেবার জন্য দ্রব্য সংগ্রহ আদি আচরণ করিয়া, নিশ্চল সাধন ও সাধ্যদশাতে স্থির নৈষ্ঠিকী ভক্তি করিবে। সনাতনে অর্থাৎ সেই আরাধ্য আমার বিগ্রহের সনাতনত্ব হেতু আমার ভক্তি ও সনাতনী অর্থাৎ নিশ্চলাই, ইহাই ভাবার্থ।। ২৩-২৪।।

বিবৃতি—ভগবানের আবির্ভাব ও নিত্যলীলার সর্ব্বদা শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণ প্রভৃতি সেবা করিলেই জীবের নশ্বর ভোগবাসনা নষ্ট হইয়া লোকপাবনী সুমঙ্গলা ভগবৎকথায় শ্রদ্ধা বৃদ্ধি লাভ করে। যাহাদের সচ্চিদানন্দ কৃষ্ণবিগ্রহের আবির্ভাবের ও লীলাকথার শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণের ইচ্ছা নাই, তাহারাই জগতের অপবিত্র হইয়া জগজ্জঞ্জাল উপস্থিত করায় এবং আত্মমঙ্গল সর্ব্বতোভাবে ধ্বংস করে। ভগবদিতর কথায় রতিবিশিষ্ট জনগণ

নশ্বর, অনুপাদেয় অমঙ্গলকর ব্যাপারসমূহে প্রবিষ্ট হয়।

ভগবান্ নিত্য চিদানন্দময় বস্তু। সেই ভগবানের সর্ব্বতোভাবে সর্ব্বক্ষণ সেবা করাই কর্ত্তব্য। যিনি ভগবানের জন্মাদি-মহোৎসবের অনুষ্ঠানরূপ ধর্ম্ম আচরণ করেন, ভগবানের মহাপ্রসাদে-বসনাদি সম্মান করেন, ভগবন্নিকেতনে বাস করেন, ভগবৎসেবার জন্য ধন উপার্জ্জন করেন, ভগবদ্ব্যতীত অন্য আশ্রয়-রহিত হইয়া পতঞ্জলি-কথিত কৈবল্যের অনাদর করেন, তিনিই শ্রীভগবানের অব্যভিচারিণী সেবা করেন ও সেবা করিতে সমর্থ।।২৩-২৪

সৎসঙ্গলব্ধয়া ভক্ত্যা ময়ি মাং স উপাসিতা।
স বৈ মে দর্শিতং সদ্ভিরঞ্জসা বিন্দতে পদম্।।২৫।।

অন্বয়ঃ— (ততশ্চানেন প্রকারেণ) ময়ি সৎসঙ্গলব্ধয়া (সৎসঙ্গেন লব্ধয়া) ভক্ত্যা সঃ (ভক্তঃ) মাম্ উপাসিতা (ধ্যাতা ভবতি) সঃ (স চ ধ্যানশীলঃ) সদ্ভিঃ দর্শিতং বৈ (নিশ্চিতং) মে (মম) পদং (স্বরূপম্) অঞ্জসা (সুখেনৈব) বিন্দতে (প্রাপ্নোতি)।। ২৫।।

অনুবাদ— সেই ভক্তপুরুষ সৎসঙ্গ হইতে ভক্তি লাভ করিয়া আমার ধ্যান করিয়া থাকেন। অনন্তর ধ্যান-যোগে অনায়াসে মহাজন-প্রদর্শিত মদীয় স্বরূপ লাভ করিতে পারেন।। ২৫।।

বিশ্বনাথ— এবম্ভূতায়াং ভক্তৌ কঃ প্রবর্ত্তক ইত্যপেক্ষায়ামাহ,—সৎসঙ্গেতি। ভক্ত্যা উক্তলক্ষণয়া নৈষ্ঠিক্যা উপাসিতা ভজমানো ভবতি। ততশ্চ সদ্ভিরেব দর্শিতং পদং মচ্চরণং মদ্ধাম বা অঞ্জসা শীঘ্রং রুচ্যাসক্তিরতিপ্রেম-ভূমিকারূঢ়ঃ সন্ বিন্দতে প্রাপ্নোতি।। ২৫।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— এইরূপ ভক্তিতে প্রবর্ত্তক কে? ইহার উত্তরে বলিতেছেন—সৎসঙ্গলব্ধ ঐরূপ ভক্তি-দ্বারা নৈষ্ঠিকী উপাসনা অর্থাৎ ভজন পরায়ণ হয়। অতঃপর সাধুগণ কর্ত্তৃকই প্রদর্শিত আমার চরণ বা আমার ধাম শীঘ্র রুচি আসক্তি রতি প্রেম ভূমিকাতে আরূঢ় হইয়া লাভ করে।। ২৫।।

বিবৃতি— অনেকের ধারণা এই যে, নাম বা মন্ত্র অসৎ আকর হইতে গৃহীত হইলেও সমান ফল প্রদান করে। তাহার নিরাকরণের জন্যই ভগবানে সৎসঙ্গপ্রাপ্ত সেবাবুদ্ধির কথা উক্ত হইয়াছে। যাহারা ভগবান্‌কে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের বিকৃত-অবস্থা-জ্ঞানে মায়িক নাম-রূপ গুণ-ক্রিয়ার অন্তর্ভুক্তি মনে করে, সেই নির্ব্বিশেষবাদীর সঙ্গ অসৎসঙ্গ। তাহাদের কল্পিত ভক্তিস্বরূপে ভগবদুপাসনা হয় না। বৈষ্ণববিদ্বেষী অসৎ-সম্প্রদায় আপনাদিগকে 'বৈষ্ণবব্রুব' বলিয়া কল্পনা করিয়া ভগবৎ-প্রদর্শিত শ্রীধাম ও শ্রীধামের বিচার লঙ্ঘন করিয়া যে জগজ্জঞ্জাল উপস্থিত করে, তাহাদের প্রদর্শিত পথ ও দুঃসঙ্গপ্রভাবে ভগবদ্ধাম লক্ষিত হয় না, বা ধামপ্রাপ্তির সম্ভাবনা নাই। যাহার যে দ্রব্য সংগ্রহ করিবার শক্তি নাই, সেই দুঃসঙ্গের দ্বারা কখনই ভগবৎ-পাদপদ্ম দর্শনসৌভাগ্য ঘটে না।।২৫

শ্রীউদ্ধব উবাচ—

সাধুস্তবোত্তমঃশ্লোক মতঃ কীদৃগ্বিধঃ প্রভো।
ভক্তিস্ত্বয্যুপযুজ্যেত কীদৃশী সদ্ভিরাদৃতা।। ২৬।।
এতন্মে পুরুষাধ্যক্ষ লোকাধ্যক্ষ জগৎপ্রভো।
প্রণতায়ানুরক্তায় প্রপন্নায় চ কথ্যতাম্।। ২৭।।

অন্বয়ঃ—শ্রীউদ্ধব উবাচ—(হে) উত্তমঃশ্লোক! প্রভো! (সাধবঃ স্বস্বমতিপরিকল্পিতা বহবঃ সন্তি তত্র) কীদৃগ্‌বিধঃ (কিং প্রকারো জনঃ) সাধুঃ (সাধুত্বেন) তব মতঃ (সম্মতঃ, কিঞ্চ ভক্তিরপি লোকে বহুধা দৃশ্যতে তত্র) সদ্ভিঃ (নারদাদিভিঃ) আদৃতা (সাদরং পরিগৃহীতা) কীদৃশী ভক্তিঃ ত্বয়ি (ভগবতি) উপযুজ্যেত (উপযোগমর্হতি) (হে) পুরুষাধ্যক্ষ! (হে ব্রহ্মাদিনিয়ামক!) লোকাধ্যক্ষ! (বৈকুণ্ঠেশ্বর!) জগৎপ্রভো! প্রণতায় (ভক্তায়)অনুরক্তায় (স্নিগ্ধায়) প্রপন্নায় (স্বৈকশরণায়) চ মে (মহ্যম্) এতৎ (সর্ব্বং পৃষ্টং) কথ্যতাং (ভবতা কৃপয়া বর্ণ্যতাম্)।। ২৬-২৭।।

অনুবাদ— শ্রীউদ্ধব বলিলেন,— হে উত্তমঃশ্লোক! প্রভো! কীদৃশ পুরুষকে আপনি সাধু বলিয়া মনে করেন

এবং সজ্জনগণকর্ত্তৃক আদৃতা কীদৃশী ভক্তি আপনার প্রতি উপযুক্তা হইয়া থাকে? হে পুরুষাধ্যক্ষ! হে বৈকুণ্ঠেশ্বর! হে জগৎপ্রভো! প্রণত, অনুরক্ত ও শরণাগত আমার প্রতি এই সমস্ত বর্ণন করুন।। ২৬-২৭।।

বিশ্বনাথ—ভক্তিপ্রাদুর্ভাবকং সাধুমেব শ্রুত্বা তল্লক্ষণং পৃচ্ছতি,—সাধুরিতি। মতস্তব সম্মতঃ সদ্ভিরাদৃতাপি ভক্তিস্ত্বয়ি কীদৃশ্যুপযুজ্যেত।

পুরুষাণাং মহৎস্রষ্টাদীনাম্ অধ্যক্ষেত্যপারমৈশ্বর্য্যং, লোকস্য মহাবৈকুণ্ঠলোকস্যাধ্যক্ষেত্যপারাসম্পৎ, তদপি জগত্যস্মিন্মায়িকেঽপি লোকোদ্ধারণার্থং কৃপয়া প্রকর্ষেণ ভবসি প্রাদুর্ভবসীত্যপারং কারুণ্যঞ্চোক্তং, প্রণতায় মহ্যং, প্রণতত্বেঽপ্যহং ন জগজ্জনবৎ, কিন্ত্বনুরাগীত্যাহ,—অনুরক্তায়, অনুরক্তত্বেঽপি নাহমর্জ্জুনাদিবদ্দেবান্তরো-পাসক ইত্যাহ,—প্রপন্নায়েতি।। ২৬-২৭।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— শ্রীউদ্ধব বলিতেছেন—সাধুর লক্ষণ কি? তোমার সম্মত সাধুগণ আদৃত ভক্তি তোমাতে কি প্রকার উপযুক্ত হয় পুরুষগণের অর্থাৎ মহৎতত্ত্বের স্রষ্টা প্রথম পুরুষ আদির অধ্যক্ষতা পরম ঐশ্বর্য্য-লোক মহাবৈকুণ্ঠলোকের অধ্যক্ষ ইহাদ্বারা অপার সম্পদ তাহাও এই জগতে মায়িকই লোকের উদ্ধারের জন্য কৃপা পূর্ব্বক প্রকৃষ্টরূপে আবির্ভূত করাইয়াছেন। ইহাদ্বারা অপার কারণ্যও বলা হইল। প্রণত আমাকে অর্থাৎ প্রণত হইলেও আমি এই জগতের মনুষ্যের ন্যায় নই, কিন্তু 'অনুরাগী' ইহাই বলিতেছেন—অনুরাগী আমায় অর্থাৎ অর্জ্জুন অনুরাগী হইলেও অর্জ্জুনের ন্যায় আমি অন্য দেবতার উপাসক নহি, ইহাই 'প্রপন্ন' শব্দদ্বারা বলিলেন।।২৬-২৭।।

ত্বং ব্রহ্ম পরমং ব্যোম পুরুষঃ প্রকৃতেঃ পরঃ।
অবতীর্ণোঽসি ভগবন্ স্বেচ্ছোপাত্তপৃথগ্বপুঃ।।২৮।।

অন্বয়ঃ—(হে) ভগবন্! ত্বং প্রকৃতেঃ পরঃ (সূক্ষ্মঃ) ব্যোম (ব্যোমবদসঙ্গঃ) পরমং ব্রহ্ম (পরমব্রহ্মরূপোঽপি) স্বেচ্ছোপাত্তপৃথগ্বপুঃ (স্বেষাং ভক্তানামিচ্ছয়োপাত্তং পৃথক্ পরিমিতং বপুঃ শরীরং যেন স তথা সন্) অবতীর্ণঃ অসি (ভূমৌ জন-নয়নগোচরো ভবসি)।। ২৮।।

অনুবাদ— হে ভগবন্! আপনি প্রকৃতির অতীত এবং আকাশতুল্য নির্লিপ্ত পরমব্রহ্মস্বরূপ হইয়াও ভক্তগণের স্ব ইচ্ছাবশতঃ ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ করিয়া অবতীর্ণ হইয়া থাকেন।। ২৮।।

বিশ্বনাথ— কিঞ্চ,—ত্বদ্ভক্তিপ্রবর্ত্তকঃ সাধুস্ত্বৎ-স্বরূপাদ্ভিন্নোঽপি তৎস্বরূপভূত এবেত্যাহ,—ত্বমিতি। ব্যোমবদসঙ্গঃ যতঃ প্রকৃতে পরঃ, তদপি প্রাকৃতেঽস্মিন্ লোকে কৃপয়া জীবোদ্ধারার্থমবতীর্ণোঽসি। কীদৃশঃ স্বৈর্ভক্তৈরিচ্ছয়োপাত্তানি গৃহীতানি পৃথগ্ভূতানি বপুংষি যতঃ সঃ স্বরূপভূতানি বপুংষ্যেব ত্বং স্বভক্তিপ্রবর্ত্তনার্থং ভক্তেভ্যো দদাসীত্যর্থঃ। যদুক্তং নারদেন—"প্রযুজ্যমানে ময়ি তাং শুদ্ধাং ভাগবতীং তনুম্" ইতি। অতএব ত্বদ্ভক্তং গুরুং লোকাস্ত্বৎস্বরূপত্বেনৈব ধ্যায়ন্তীতি ভাবঃ। যদ্বা ত্বমাত্মারামত্বাৎ জগত্যস্মিন্নুদাসীনোঽপি স্বভক্তিপ্রচারণার্থম-বতরস্যেবেত্যাহ,—ত্বমিতি। স্বেচ্ছয়া উপাত্তানি পৃথক্ পৃথগ্বপূংসি শ্রীকপিলদত্তাত্রেয়শ্রীনারদাদ্যাকারা যেন সঃ। যদুক্তং বহুমূর্ত্ত্যেকমূর্ত্তিকম্" ইতি।। ২৮।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— আর তোমার ভক্তি প্রবর্ত্তক সাধু তোমার স্বরূপ হইতে ভিন্ন হইলেও সেইস্বরূপের মতই বলিতেছেন—তুমি আকাশের ন্যায় অসঙ্গ যেহেতু প্রকৃতির ঊর্দ্ধে, তাহা হইলেও এই প্রাকৃত জগতে জীব উদ্ধারের জন্য কৃপাপূর্ব্বক অবতীর্ণ হইয়াছেন। কিরূপ? নিজ ভক্তগণ দ্বারা ইচ্ছা পূর্ব্বক গৃহীত পৃথক্‌রূপে শ্রীবিগ্রহ। যেহেতু সেই স্বরূপভূত বিগ্রহেই তুমি নিজভক্তি প্রবর্ত্তনের জন্য ভক্তগণকে দান করিতেছ। যেমন শ্রীনারদ বলিয়াছেন—আমাতে শুদ্ধাভাগবতী দেহ প্রদান করিলে পর আমার প্রাকৃতদেহ পড়িয়া গেল। অতএব তোমার ভক্তগুরুদেবকে জনগণ তোমার স্বরূপভাবেই ধ্যান করে। অথবা তুমি আত্মারাম বলিয়া এইজগতে উদাসীন থাকিয়াও নিজভক্তি প্রচারের জন্য অবতীর্ণ হওই। ইহাই বলিতে-ছেন—নিজ ইচ্ছাপূর্ব্বক পৃথক্ পৃথক্ শ্রীকপিল দত্তাত্রেয়

শ্রীনারদাদি আকার ধারণ তুমিই করিয়াছ। যেমন বলা হইয়াছে 'বহুমূর্ত্তি হইয়াও তুমি একমূর্ত্তি'।।২৮।।

বিবৃতি— হে ভগবন্, তুমি পরব্রহ্ম; তুমি বৈকুণ্ঠ অর্থাৎ অপ্রাকৃত পরমপুরুষ, প্রপঞ্চে সাক্ষাৎ অবতীর্ণ হইয়াছ। আবার তুমি স্বীয় ইচ্ছা-প্রভাবে নৈমিত্তিক ও আবেশ অবতার-রূপে পৃথক্‌বপুর্ধারণেও সমর্থ, অথবা ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্ চতুর্ভুজ নারায়ণ হইতে স্বীয় অচিন্ত্য ইচ্ছা-প্রভাবে স্বতন্ত্র নিত্যস্বয়ংরূপ দ্বিভুজ-মুরলীধর সাক্ষাৎ নিত্যগোলোক-বৃন্দাবন হইতে প্রপঞ্চে অবতীর্ণ।

এই শ্লোক পড়িয়া ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ মনে করেন যে, ব্রহ্ম, পরমাত্মা প্রভৃতি নির্ব্বিশেষ ও সবিশেষ ভাবসমূহ অথবা পরব্যোমস্থ বিচার-সিদ্ধির জন্য তাৎকালিক কৃষ্ণ-রূপটী উদ্ধবের গোচরীভূত হইয়াছে। নিত্য ভগবদ্ভক্তগণ অপ্রকটলীলায় নিত্যকাল পূর্ণচেতন ও পূর্ণানন্দে ভগবান্ স্বয়ংরূপের সেবা করেন—ইহাই স্বরূপাবস্থিতিরূপ মুক্ত-ব্যক্তিগণের সেব্য স্বরূপগত সেবার নিত্য আরাধ্য।। ২৮।।

মধ্ব—

স্বেচ্ছোপাত্তপৃথগ্‌বপুঃ।
বসুদেবাদিশরীরং স্বেচ্ছয়ানেন স্বীকৃতমিতি।।
নিত্যানন্দ-শরীরোঽপি বসুদেবাদি দেহগঃ।
প্রদর্শয়েজ্জনিং স্বস্য নিত্যং দেহবিবর্জ্জিতঃ।।
বসুদেবাদি-দেহেষু প্রবেশস্তস্য ভণ্যতে।
দেহোপাদানমিতি তু ন হ্যন্যো দেহ ইষ্যতে।।
অন্যাভিমতদেহেষু প্রবিষ্টঃ সর্ব্বদা হরিঃ।
নান্যানভিমতো দেহো বিষ্ণোরস্তি কদাচন।।
অতো শরীরো ভগবান্ পুত্রতাভিমতিস্তু যা।।
বসুদেবাদিকানাস্তু সৈব মিথ্যামতির্ভবেৎ।।
অন্যাহং ভাবযুগ্‌দেহ এবাসৌ হরিরাস্থিতঃ।।
ন তদন্যেষু দেহেষু কচিত্তস্য প্রবেশনম্।।
মম পুত্রস্ত্বয়মিতি ভ্রমণায় যদা হরিঃ।
বসুদেবাদি-দেহেষু তনূপাত্তিস্তু সা গতিঃ।।
অনুপাত্তশরীরস্য তনূপাত্তিরিতীষ্যতে।
তদ্দেহং পিতৃদেহত্বে উপাদত্তে যতো হরিঃ।।
ইতি প্রকাশসংহিতায়াম্।। ২৮।।

শ্রীভগবানুবাচ—

কৃপালুরকৃতদ্রোহস্তিতিক্ষুঃ সর্ব্বদেহিনাম্।
সত্যসারোঽনবদ্যাত্মা সমঃ সর্ব্বোপকারকঃ।। ২৯।।
কামৈরহতধীর্দান্তো মৃদুঃ শুচিরকিঞ্চনঃ।
অনীহো মিতভুক্ শান্তঃ স্থিরো মচ্ছরণো মুনিঃ॥৩০॥
অপ্রমত্তো গভীরাত্মা ধৃতিমান্ জিতষড়্‌গুণঃ।
অমানী মানদঃ কল্যো মৈত্রঃ কারুণিকঃ কবিঃ॥৩১॥
আজ্ঞায়ৈবং গুণান্ দোষান্ ময়াদিষ্টানপি স্বকান্।
ধর্ম্মান্ সন্ত্যজ্য যঃ সর্ব্বান্ মাং ভজেত স তু সত্তমঃ॥৩২

অন্বয়ঃ— শ্রীভগবান্ উবাচ— কৃপালুঃ (পরদুঃখা-সহিষ্ণুঃ) সর্ব্বদেহিনাং (কেষাঞ্চিদপি) অকৃতদ্রোহঃ (ন কৃতো দ্রোহো যেন সঃ) তিতিক্ষুঃ (ক্ষমাবান্) সত্যসারঃ (সত্যং সারঃ স্থিরং বলং বা যস্য সঃ)অনবদ্যাত্মা (অসূয়া-দিরহিতঃ) সমঃ (সুখদুঃখয়োঃ সমচিত্তঃ) সর্ব্বোপকারকঃ (যথাশক্তি সর্ব্বেষামুপকারকঃ) কামৈঃ (বিষয়বাসনাভিঃ) অহতধীঃ (অক্ষুভিতচিত্তঃ) দান্তঃ (সংযতবাহ্যেন্দ্রিয়ঃ) মৃদুঃ (অকঠিনচিত্তঃ) শুচিঃ (সদাচার) অকিঞ্চনঃ (অপরিগ্রহঃ) অনীহঃ (দৃষ্টক্রিয়াশূন্যঃ) মিতভুক্ (লঘ্বাহারঃ) শান্তঃ (নিয়তান্তঃকরণঃ) স্থিরঃ (স্বধর্ম্মে স্থৈর্য্যশীলঃ) মচ্ছরণঃ (মদেকাশ্রয়ঃ) মুনিঃ (মননশীলঃ) অপ্রমত্তঃ (সাবধানঃ) গভীরাত্মা (নির্ব্বিকারঃ) ধৃতিমান্ (বিপদ্যপ্যকৃপণঃ) জিতষড়্‌গুণঃ (ক্ষুৎপিপাসা-শোকমোহজরামৃত্যুরূপ-ষড়ূর্ম্মিজয়ী) অমানী (মানাকাঙ্ক্ষাশূন্যঃ) মানদঃ (অন্যেভ্যো মানপ্রদঃ) কল্যঃ (পরবোধনে দক্ষঃ) মৈত্রঃ (অবঞ্চকঃ) কারুণিকঃ (করুণয়ৈব প্রবর্ত্তমানঃ, ন দৃষ্ট-লোভেন) কবিঃ (সম্যগ্‌জ্ঞানী) যঃ ময়া (বেদরূপেণ) আদি-ষ্টান্ অপি সর্ব্বান্ স্বকান্ ধর্ম্মান্ (স্বধর্ম্মান্) গুণান্ দোষান্ আজ্ঞায় (ধর্ম্মাচরণে সত্ত্বশুদ্ধ্যাদীন্ গুণান্ বিপক্ষে দোষাংশ্চ জ্ঞাত্বাপি) সন্ত্যজ্য (মদ্‌ধ্যানবিক্ষেপকতয়া মদ্‌ভক্ত্যৈব

সর্ব্বং ভবিষ্যতীতি দৃঢ়নিশ্চয়েনৈব ধর্ম্মান্ সন্ত্যজ্য) মাং ভজেৎ (সেবেত) সঃ তুঃ এবং সত্তমঃ (সোঽপ্যেবং পূর্ব্বোক্তবৎ সাধুশ্রেষ্ঠো ভবতি)।। ২৯-৩২।।

অনুবাদ— শ্রীভগবান্ বলিলেন,—"হে উদ্ধব! যিনি দয়ালু, সর্ব্বভূতে বিদ্বেষশূন্য, ক্ষমাবান্, সত্যবলযুক্ত, অসূয়ারহিত, সমচিত্ত, সর্ব্বহিতরত, কামকর্ত্তৃক অক্ষুব্ধচিত্ত, দান্ত, মৃদুস্বভাব, সদাচারী, অকিঞ্চন, লৌকিকক্রিয়ারহিত, মিতভোজী, শান্ত, স্থির, মননশীল, অপ্রমত্ত, নির্ব্বিকার, ধৈর্য্যযুক্ত, ক্ষুৎপিপাসাদিষড়্গুণবিজয়ী, অমানী, মানদ, পরপ্রবোধদক্ষ, অবঞ্চক, কারুণিক, জ্ঞানী এবং আমার শরণাগত হইয়া মদীয় বেদশাস্ত্রাদিষ্ট স্বধর্ম্মসমূহের অনুষ্ঠানে চিত্তশুদ্ধি প্রভৃতি গুণ এবং অননুষ্ঠানে দোষ অবগত হইয়াও তাদৃশ ধর্ম্মসকল মদীয় ধ্যানের বিক্ষেপজনক বলিয়া মদীয় ভক্তিবলেই সমস্ত সিদ্ধ হইবে, এইরূপ নিশ্চয় সহকারে সর্ব্বধর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক আমার সেবা করেন, তিনিও পূর্ব্বোক্ত পুরুষের ন্যায় উত্তম সাধুরূপে গণ্য হইয়া থাকেন।। ২৯-৩২।।

বিশ্বনাথ—কর্ম্মজ্ঞানাদিমিশ্রা, কেবলা চেতি মদ্ভক্তে-র্দ্বৈবিধ্যাত্তৎপ্রবর্ত্তকঃ সাধুরপি দ্বিবিধস্তত্র প্রথমমাহ,— ত্রিভিঃ। কৃপালুঃ পরসংসারদুঃখাসহিষ্ণুঃ, স্বদ্রোহিণ্যপি জনে অকৃতদ্রোহঃ। সর্ব্বদেহিনাং স্বমবজানতামপি তিতিক্ষুরপরাধক্ষমন্তা, সত্যমেব সারো বলং যস্য সঃ। অনবদ্যাত্মা অসূয়াদিদোষরহিতঃ, সমঃ সুখদুঃখাভ্যাং মানাপমানাভ্যাঞ্চ তুল্যঃ। কামৈরক্ষুভিতচিত্তঃ, দান্তঃ সংযতবাহ্যেন্দ্রিয়ঃ। মৃদুরকঠোরচিত্তঃ, শুচিঃ সদাচার, অকিঞ্চনঃ অপরিগ্রহঃ, অনীহঃ ব্যবহারিকক্রিয়াশূন্যঃ, মিতভুক্ পবিত্রলঘ্বাহারঃ, শান্তঃ শান্তিরতিমান্, স্থিরঃ স্বধর্ম্মে স্বকৃত্যেষু ফলোদয়পর্য্যন্তমব্যগ্রঃ, আফলোদয়কৃতঃ স্থির ইতি তল্লক্ষণাৎ। মচ্ছরণঃ মদেকাশ্রয়ঃ, মুনির্মননশীলঃ। অপ্রমত্তঃ সাবধানঃ, গভীরাত্মা অন্যৈর্দুরবগাহস্বভাবঃ, ধৃতিমান্ নির্ব্বিকারঃ, জিতষড়্গুণঃ ক্ষুৎপিপাসাদ্যূর্ম্মিরহিতঃ, অমানী মানাকাঙ্ক্ষাশূন্যঃ, অন্যেভ্যো মানপ্রদঃ, কল্যঃ পরবোধনে দক্ষঃ, মৈত্রঃ অবঞ্চকঃ, কারুণিক-করুণয়ৈব প্রবর্ত্তমানঃ। কবির্বন্ধমোক্ষজ্ঞঃ, ইত্যষ্টাবিংশতিগুণবানয়ং সত্তমঃ ইত্যুত্তরস্যানুষঙ্গঃ।

অত্র শান্ত ইতি জিতষড়্গুণ ইতি পদাভ্যাময়ং সিদ্ধভক্তো নির্ব্বাণবাঞ্ছাশূন্যত্বাৎ ভক্তাত্মারামঃ শান্তভক্ত ইতি সংজ্ঞাভ্যামুচ্যতে। অয়ং স্বপূর্ব্বদশায়াং জ্ঞানমিশ্রভক্তিমান্, তৎপূর্ব্বদশায়াং কর্ম্মমিশ্রভক্তিমানাসীদতস্তদা তদাস্য ভক্তেঃ প্রাধান্যং, সিদ্ধিদশায়াং তু কর্ম্মজ্ঞানাদ্যনাবরণাচ্ছুদ্ধভক্ত এবায়মুচ্যতে, ইত্যতঃ সত্তম ইতি, জ্ঞানমিশ্রভক্তিমান্ সত্তরঃ, কর্ম্মমিশ্রভক্তিমান্ সন্নিত্যবগম্যতে।

অতোঽয়ং স্বসঙ্গিনং স্বতুল্যং চিকীর্ষুঃ প্রথমং কর্ম্মমিশ্রাং ভক্তিমুপদিশতি, ততস্তেনোপদিষ্টঃ স চ নিষ্কামঃ, কর্ম্মমিশ্রামেব ভক্তিং কুর্ব্বন্ "ন কর্ম্মাণি ত্যজেৎ যোগী কর্ম্মভিস্ত্যজ্যতে হি সঃ" ইতি ন্যায়েনারূঢ়দশায়ামনাদৃতত্বাৎ স্বতএব কর্ম্মণামুপরামে সতি জ্ঞানমিশ্রাং ভক্তিং লভতে। ততস্তৎপাকদশায়াং ভক্তেঃ প্রাবল্যে সতি জ্ঞানেঽপ্যনাদৃতত্বাদুপারমৎ-প্রায়ে সতি ভক্তাত্মারাম ইতি শান্তভক্ত ইতি সংজ্ঞাভ্যাং সদাপ্যুচ্যমানো ভবতি তস্য জ্ঞানোঽনাদরো যথা ভক্তিরসামৃতসিন্ধুধৃতা তদুক্তিঃ "অস্মিন্ সুখঘনমূর্ত্তৌ পরমাত্মনি বৃষ্ণিপত্তনে স্ফুরতি। আত্মারামতয়া মে বৃথা গতো বত চিরং কালঃ" ইতি। হরের্গুণাক্ষিপ্তমতির্ভগবান্ বাদরায়ণিরিতি প্রথমে চ তদ্দশায়াং ভক্তিবাধিতস্য জ্ঞানস্য সত্ত্বেঽপি তস্য ভক্ত্যনাবরকত্বাৎ "অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতম্। আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুচ্যতে" ইতি শুদ্ধভক্তিলক্ষণস্য তত্র নাব্যাপ্তির্জ্ঞেয়া।

অথ কেবলায়া ভক্তেঃ প্রবর্ত্তকং সাধুং লক্ষয়তি,— আজ্ঞায়েতি। যথা ধর্ম্মান্ নৈব সংত্যজ্য সত্তম উক্তঃ, এবং ময়া বেদরূপেণাদিষ্টানপি সর্ব্বান্ সংত্যজ্য মদ্ভক্ত্যাবেব শ্রদ্ধা বিশেষবত্তয়া সম্যক্প্রকারেণৈব ত্যক্ত্বা যো মাং ভজেৎ, কিমজ্ঞানান্নাস্তিক্যাদ্বা? ন, ধর্ম্মাচরণে সত্ত্বশুদ্ধ্যাদীন্ গুণান্, বিপক্ষে দোষাংশ্চ আজ্ঞায় সম্যগেব জ্ঞাত্বাপি, ভক্ত্যৈব মে সর্ব্বং ভবিষ্যতীতি দৃঢ়নিশ্চয়েনৈব, ধর্ম্মান্ সংত্যজেতি স্বামিচরণাঃ। 'স চ সত্তম' ইতি পূর্ব্বাধিকারী ধর্ম্মান্ন

সংত্যজ্য ভজেদয়ন্তু সংত্যজ্যৈবেতি ভেদঃ। তথা পূর্ব্বঃ কৃপালুত্বাদিসম্পূর্ণগুণবানেব সত্তমঃ। অয়ন্তু বিশেষণান্তরানুপাদানাত্তাবৎসংখ্যকগুণবত্ত্বাভাবেঽপি সত্তমঃ। ন চাস্য তাবদ্গুণাভাব এবেত্যাশঙ্কনীয়ং "ভক্তিঃ পরেশানুভবো বিরক্তিরন্যত্র চৈষ ত্রিক এককালঃ" ইতি "যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা সর্ব্বৈর্গুণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ" ইত্যাদি শ্রবণাদচিরেণৈব সর্ব্ব-দোষোপশমপূর্ব্বকসর্ব্বগুণোদয়স্য তত্রাবশ্যম্ভাবিত্বাৎ। কিঞ্চ পূর্ব্বো জিতষড়্গুণত্বাৎ সিদ্ধদশাবস্থ এব সত্তমঃ, অয়ন্তু তাদৃশত্বাযুক্তেঃ সাধকদশাবস্থোঽপি সত্তম, ইত্যস্য পূর্ব্বত এতাবান্ ব্যঞ্জিত উৎকর্ষঃ প্রথমতঃ এব শুদ্ধভক্তিমত্ত্বাজ্ জ্ঞেয়।। ২৯-৩২।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— শ্রীভগবান্ বলিতেছেন—কর্ম্ম ও জ্ঞানাদি মিশ্রা এবং আমার কেবলা ভক্তি—এই দুই প্রকার হওয়ায় তাহার প্রবর্ত্তক সাধুগণের দ্বিবিধ। তন্মধ্যে প্রথমপ্রকার সাধুগণের কথা তিনটি শ্লোকে বলিতেছেন—কৃপালু অর্থাৎ অন্যের সংসার দুঃখ সহ্য করিতে না পারা; নিজের প্রতি বিদ্বেষীকারী ব্যক্তিতেও বিদ্বেষ না করা, সকল প্রাণীগণের নিজের প্রতি অবজ্ঞা করিলেও সহ্য কারী, অপরাধ ক্ষমাকারী, ইহাই সত্য সার বল যাঁহার। অনবদ্যাত্মা অর্থাৎ অসূয়াদি দোষ রহিত, সমসুখ-দুঃখের ও মান অপমানে তুল্য। কাম দ্বারা চিত্তে ক্ষোভহীন। দান্ত অর্থাৎ বহিরিন্দ্রিয় সংযত, মৃদু—অকঠোর চিত্ত, শুচি—সদাচার, অকিঞ্চন দান গ্রহণ না করা। অনীহ—ব্যবহারিক ক্রিয়া শূন্য। মিতভুক্—পবিত্র লঘু আহারকারী, শান্ত—শান্তিরতি মান, স্থির—স্বধর্ম্মে ও নিজ কৃত্যসমূহে অচল, ফল না পাওয়া পর্য্যন্ত স্থির চিত্ত, মচ্ছরণ শ্রীকৃষ্ণে একাশ্রয়, মুনি—মননশীল, অপ্রমত্ত—সাবধান, গভীরাত্মা—অন্য সকলের দ্বারা তাহার স্বভাব অজ্ঞাত, ধৃতিমান—নির্ব্বিকার, ক্ষুধা পিপাসা আদি তরঙ্গরহিত, মানে আকাঙ্ক্ষা শূন্য, অন্যকে মান প্রদানকারী, পরকে বুঝাইতে নিপুণ, অবঞ্চনাকারী, করুণা দ্বারাই অন্যকে ভক্তিতে প্রবর্ত্তিতকারী, বন্ধন ও মোক্ষ জানেন—ইত্যাদি আঠাইশটি (২৮) গুণবান্ এই উত্তম সাধু। ইহা পরবর্ত্তী শ্লোকের সহিত অন্বয় হইবে।

এস্থলে 'শান্ত' এই পদদ্বারা ও ষড়্গুণজয়ী, এই—পদদ্বারা ইনি সিদ্ধ ভক্ত, নির্ব্বাণ বাঞ্ছাশূন্য হেতু ভক্ত আত্মারাম, শান্ত ভক্ত এই দুইটি সংজ্ঞাদ্বারা বলা হইয়াছে। ইনি নিজ পূর্ব্বদশায় জ্ঞানমিশ্রভক্তিমান, তাহার পূর্ব্বদশায় কর্ম্মমিশ্রভক্তিমান ছিলেন। তখন তখন ইহার ভক্তির প্রাধান্য ছিল, কিন্তু সিদ্ধিদশাতে কর্ম্ম-জ্ঞানাদি আবরণ শূন্য শুদ্ধভক্তই ইহাকে বলা হয়। এই কারণে ইনি 'সত্তম' জ্ঞানমিশ্র ভক্তিমান 'সৎতর', কর্ম্ম মিশ্রভক্তিমান 'সৎ' ইহাই জানা যাইতেছে।

অতএব ইনি নিজের সঙ্গীকে নিজের তুল্য করিবার ইচ্ছায় কর্ম্মমিশ্রা ভক্তি উপদেশ করেন, অতঃপর তাঁহার দ্বারা উপদিষ্ট হইয়া তিনি নিষ্কাম কর্ম্মমিশ্রভক্তি করিতে করিতে, যোগীব্যক্তি কর্ম্মত্যাগ করিবেন না? কর্ম্মসমূহেই তাহাকে ত্যাগ করিবে এই ন্যায় দ্বারা আরূঢ় দশাকে অনাদর পূর্ব্বক স্বাভাবিকই কর্ম্মসমূহ ছাড়িয়া গেলে পর, জ্ঞানমিশ্রা ভক্তিলাভ করে তৎপরে ঐদশা পরিপাক হইলে ভক্তির প্রবলতা বাড়িলে, জ্ঞানেও অনাদর হেতু ছাড়িয়া যাওয়া প্রায় হইলে, ভক্ত আত্মারাম ও শান্তভক্ত এই দুইটি নামদ্বারা, তিনি প্রসিদ্ধ হন। তাঁহার জ্ঞানে অনাদর যেমন ভক্তিরসামৃত সিন্ধু উদ্ধৃত তাহার উক্তি এই সুখঘন মূর্ত্তি পরমাত্মাতে দ্বারকায় স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হইতেছেন আত্মারামরূপে আমার বৃথা বহুকাল চলিয়া গেল। ভগবান্ শ্রীশুকদেব বলিতেছেন—শ্রীহরির গুণে আমার বুদ্ধি আকৃষ্ট হইয়া আমি পিতার নিকট শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করিলাম। প্রথমেও ঐদশাতে ভক্তিদ্বারা জ্ঞান বাধা প্রাপ্ত হইলেও, তাহা ভক্তির আবরক না হওয়ায় 'অন্যাভিলাষিতা শূন্যা। জ্ঞানকর্ম্মাদিদ্বারা অনাবৃত। অনুকূলভাবে শ্রীকৃষ্ণের অনুশীলনকে ভক্তি বলা হয়' এই শুদ্ধভক্তি লক্ষণের ঐস্থলে অব্যাপ্তি দোষ হয় না।

অনন্তর 'কেবলা' ভক্তিতে প্রবর্ত্তক সাধুর লক্ষণ বলিতেছেন— যেমন ধর্ম্মসমূহকে ত্যাগ না করিয়া 'সৎতম' বলা হইয়াছে, ঐরূপ বেদরূপে আমাকর্ত্তৃক উপদিষ্ট ধর্ম্মসমূহকেও ত্যাগ পূর্ব্বক, আমার ভক্তিতেই বিশেষ

শ্রদ্ধাযুক্ত রূপে সর্ব্বপ্রকারে ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া যিনি আমাকে ভজন করেন, প্রশ্ন—অজ্ঞান বশতঃ অথবা আস্তিক্য হেতু ধর্ম্মত্যাগ করে? উত্তর—না, ধর্ম্ম আচরণে চিত্তশুদ্ধি আদি গুণসমূহ বৃদ্ধি পায়, না করিলে দোষ সমূহ, সর্ব্বপ্রকারে জানিয়া ও ভক্তিদ্বারাই আমার ঐসকল হইবে—এইরূপ দৃঢ় নিশ্চয়ের দ্বারাই ধর্ম্মসমূহকে ত্যাগ করিয়া ইহা স্বামিপাদের টীকা। সেই তিনিও 'সৎতম' ইহাদ্বারা পূর্ব্ব অধিকারী ধর্ম্মসমূহকে ত্যাগ না করিয়া ভজন করেন, ইনি কিন্তু সর্ব্বপ্রকারে ত্যাগ করিয়াই ভজন করেন, ইহাই উভয়ের মধ্যে ভেদ। সেইরূপ পূর্ব্বোক্ত কৃপালুত্বাদি সম্পূর্ণ গুণবাণই 'সৎতম'। ইনি কিন্তু অন্য বিশেষ যুক্ত না হওয়ায় ঐ সংখ্যক গুণবত্তা অভাবেও সৎতম, ইহার ঐ সকল গুণের অভাব এইরূপ আশঙ্কা করিবেন না—'একই কালে ভক্তি, পরমেশ্বরের অনুভব ও অন্যত্র বৈরাগ্য—এই তিনিটি হইতে থাকে' এবং 'যাঁহার ভগবানে অকিঞ্চনা ভক্তি আছে, তাহাতে সমস্ত দেবগণ সর্ব্ববিধগুণের সহিত ঐ ভক্তে অধিষ্ঠিত হন। ইত্যাদি শাস্ত্র সমূহ শ্রবণ করা যায়। অতএব অল্পকাল মধ্যেই সর্ব্বদোষ শূন্য হইয়া সর্ব্বগুণোদয় অবশ্যই হইবে। আর পূর্ব্বে ষড়্গুণ জয়ী হওয়ায় সিদ্ধদশাপ্রাপ্তই 'সৎতম'। ইনি কিন্তু সেইরূপ গুণযুক্ত না হইয়া ও সাধকদশা অবস্থাতে 'সৎতম' অতএব পূর্ব্ব ভক্ত হইতে ইহার উৎকর্ষ প্রকাশিত হইল। প্রথম হইতেই ইনি শুদ্ধভক্তিমান হেতু, জানিবেন।।২৯-৩২

বিবৃতি— এই তিনটি শ্লোকে ভগবদ্ভক্তের ২৮টি সদ্‌গুণের উল্লেখ আছে; তন্মধ্যে 'কৃষ্ণৈকশরণ'-গুণটিই মুখ্য এবং তৎসহ অপর ২৭টি গুণ সংশ্লিষ্ট।

(১) কৃষ্ণৈকশরণ বা শরণাগত কৃষ্ণদাসই 'কৃপালু'; কৃষ্ণভক্তি-বিতরণ-কার্য্যই তাঁহার কৃপা অর্থাৎ অমন্দোদয়া কৃপার বিতরণই কৃপালুত্ব।

(২) তিনিই 'অকৃতদ্রোহ' কিন্তু মায়াবাদী আত্মঘাতী এবং নিজ-কুবুদ্ধিদ্বারা চালিত হইয়া অহঙ্কার-বিমূঢ়াত্ম শব্দবাচ্য। কর্ম্মীও ভোগপরায়ণ হইয়া আত্মঘাতী আর অন্যাভিলাষী, কর্ম্ম, যোগ, স্বাধ্যায়, বিদ্যা বা অবিদ্যা প্রভৃতি বৃত্তির বশে অনাত্মপ্রতীতিযুক্ত ও সাপেক্ষ ধর্ম্মান্বিত বলিয়া আত্মঘাতী ও পরপীড়ক। শরণাগত ব্যক্তিই সকলের প্রতি স্নেহবিশিষ্ট; তিনি কায়মনোবাক্যে কাহারও অমঙ্গল কামনা করেন না।

(৩) তিনিই 'তিতিক্ষু' অর্থাৎ সর্ব্বংসহ; প্রাকৃত-ক্ষোভে তাঁহার ধৈর্য্যচ্যুতি হয় না। তিনি ব্রহ্মসাযুজ্য ও পরমাত্মসাযুজ্য প্রভৃতি আপাতলোভনীয় ব্যাপারে সর্ব্বদাই অ-প্রবিষ্ট থাকিয়া উহাদের তাপ সহ্য করেন। অবর জীব-সমূহের স্থূল-পিণ্ড রক্তপূযাদি-ভক্ষণাদি কুকার্য্য হইতে তিনি বিরত। তিনি উচ্চৈঃস্বরে ভগবন্নাম কীর্ত্তন করিয়া স্থাবরজঙ্গমকে কৃপা-বিতরণে স্বীয় কুণ্ঠতা প্রকাশ করেন না।

(৪) তিনিই 'সত্যনিষ্ঠ'; তিনি নিত্যকাল বর্ত্তমান, পরমপূর্ণ চিন্ময় ও নিরবচ্ছিন্ন-আনন্দস্বরূপ ভোক্তাকেই সর্ব্বতোভাবে সেব্য জানেন এবং ইতর কার্য্যাদিতে আত্ম-নিয়োগ করিয়া বৃথা কালক্ষেপ করেন না।

(৫) তিনিই 'অসূয়াদি-দোষ-রহিত'; সমগ্র জগৎ ভগবানের সেবায় নিযুক্ত—এরূপ বিশ্বাসে তিনি অপর প্রাণীর প্রতি কায়মনোবাক্যে উদ্বেগ দিতে অসমর্থ।

(৬) তিনিই 'সমদর্শী'; অনিত্য জগতের উচ্চাবচ ভাবকে বহুমানন না করিয়া নিত্যবস্তুর প্রতি দৃষ্টিসম্পন্ন থাকিলে বহির্জ্জগতের প্রবৃতি ও নিবৃত্তিমূলে যেসকল তাৎকালিক ব্যাপার সংঘটিত হয়, তাহা হইতে পৃথক্ থাকিয়া তিনি তত্তদ্‌ভাব দ্বারা উত্তেজিত হন না।

(৭) তিনিই 'সর্ব্বোপকারক'; অপরের ইন্দ্রিয়তৃপ্তির সাধনোদ্দেশে নিজের যে চেষ্টা, তাহাকে 'পরোপকার' বলা হয়। তদ্বিপরীত নিজেন্দ্রিয়তৃপ্তির সাধনোদ্দেশে অপরকে পীড়ন করাকে 'পরোপকার' কহে। পরাৎপর শ্রেষ্ঠবস্তুর প্রীতিবিধানের জন্য সেবাই পরোপকারের চরম ফল। পর ও অপরবস্তুসমূহের অদ্বিতীয় আকরের সেবা ও তাদৃশ সেব্যের সেবকগণের সেবা পরোপকারের শ্রেষ্ঠ-সোপানে অবস্থিত। যেখানে স্বীয় কর্ত্তৃত্বাভিমান প্রবল হইয়া অনুগত ও পাল্যবুদ্ধিতে অপরের সেবা করা হয়,

সেখানে উহা পরোপকারের নিকৃষ্ট আদর্শ, উহা রজস্তমোগুণমিশ্র পরোপকার-বৃত্তি। কৃষ্ণৈকশরণ ব্যক্তিই পরোপকারী; তিনি কৃষ্ণ ও কার্ষ্ণের সেবা ব্যতীত অপর নশ্বর কার্য্যাদিতে আত্মনিয়োগ করেন না।

(৮) তিনিই 'বাসনা-বর্জ্জিত-বিচারপরায়ণ'; কামদেবের সেবা-পরিত্যাগকারী জনগণেরই 'প্রভু' হইবার বাসনা বর্ত্তমান। কামদেবের কামপরিতৃপ্তি ব্যতীত ইতর বস্তুর বিবেক হইতে নিজে প্রভু হইবার বাসনা হয়। সেবা-বৈমুখ্য-ভূমিকায় বদ্ধজীব অপর সকলকে ভোগ্য জ্ঞান করে এবং তাহাদের সকলের নিকট হইতে স্বীয় ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির ফললাভের কামনা করে। ভগবান্ কামদেব বদ্ধজীবের ভোগের ইন্ধনস্বরূপ হইয়া আত্মপরিচয় দেন না। তাঁহার মায়া বদ্ধজীবকে প্রতারিত করিয়া লোভপ্রদর্শনে ভোক্তৃ-সজ্জায় সজ্জিত করে। নিত্য কৃষ্ণৈকশরণ পরম বিজ্ঞ আনন্দময় মুক্ত জীব কোনক্রমেই বহির্জ্জগতের কাকু-বাক্যে প্রতারিত হন না। শ্রবণমধুর শব্দের দ্বারা ও হরিণাদি অসম্প্রসারিতচেতন জীবগণের ন্যায় বহির্জ্জতের শাব্দিক প্রলোভনের বাধ্য হন না, আত্মপ্রসাদবিধায়ক সুরভিকর্ত্তৃক আবদ্ধ হন না, সুস্বাদুদ্রব্যভোজনে আসক্ত হন না বা শীতোষ্ণনিবারণপরায়ণ ব্যবহারসমূহের পশ্চাদ্ধাবন করেন না। সকল কাম বা বাসনার একমাত্র ভোক্তা পুরুষোত্তমের সেবা-পর কৃষ্ণৈকশরণ ব্যক্তি বহির্জ্জগতের কোন প্রলোভনে প্রলুব্ধ হইয়া নিশ্চলা বুদ্ধির স্বাস্থ্যহানি করেন না।

(৯) তিনিই 'দান্ত'; তিনিই ইন্দ্রিয়নিগ্রহে সমর্থ, দুঃখনিবৃত্তির উদ্দেশে ইন্দ্রিয়গণের অবৈধ পরিচালনায় সর্ব্বদা পরাঙ্মুখ এবং কৃষ্ণার্থে অখিলচেষ্টা-বিশিষ্ট হইয়া বাক্‌পাণি প্রভৃতি কর্ম্মেন্দ্রিয়গণের অথবা ব্যবহারে সর্ব্বদা অবহিতচিত্ত।

(১০) তিনিই 'মৃদু'। জাগতিক নিষ্ঠুরতা ও পৈশুন্য প্রভৃতির রিপুপীড়ায় বাধ্য হইয়া বদ্ধজীব অধীর ও চঞ্চল হয়; কৃষ্ণৈকশরণ তদ্রূপ উগ্রস্বভাব হইবার পরিবর্ত্তে সহিষ্ণুতার সহিত স্বীয় স্বভাবের মৃদুতা প্রদর্শন করেন।

(১১) তিনিই 'শুচি'; অপবিত্রতা বা অনুপাদেয়তা তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। যাঁহার স্মরণে সকল পাপ বিদূরিত হয়, তাদৃশ কৃষ্ণসেবা তৎপর ব্যক্তি সর্ব্বদাই শুচি।

(১২) তিনিই 'অকিঞ্চন'। আপনাকে কৃষ্ণেতর বস্তুর অধিকারী মনে করিলে সকিঞ্চনতা হয়; উহা ছায়া-সদৃশ বা স্বপ্নের দৃশ্যজাতীয় নিরর্থকতা প্রতিপাদন করে। তজ্জন্য কালক্ষোভ্য বিশ্বে ভগবচ্ছরণাগত ব্যক্তির গ্রহণ-পিপাসা নাই। অকিঞ্চন ধর্ম্ম, অর্থ, কাম বা মোক্ষের আকাঙ্ক্ষী নহেন। সুতরাং তাঁহার ভোগ্য বা ত্যাজ্য কোন বস্তুর স্বত্বের প্রতি তাঁহার কোন লোভ চেষ্টা নাই।

(১৩) তিনিই 'অনীহ'—জড়ভোগ বা জড়ত্যাগের চেষ্টারহিত। আবার, অস্মিতার নিত্য বৃত্তিবশে সেব্যবস্তুর জন্য অনুক্ষণ সেবা-তৎপর হওয়ায় ভোগের বা ত্যাগের প্রতি তিনি স্বভাবতঃ বিতৃষ্ণ হইয়া রজস্তমোগুণের আবাহন করেন না।

(১৪) তিনিই 'মিতভুক্' অর্থাৎ যথাযোগ্য বিষয় গ্রহণ করেন। তিনি বিষয়ীর ন্যায় বিষয়ে লিপ্ত হইয়া আত্মবিনাশ করেন না; আবার প্রয়োজনীয় বিষয়গ্রহণ পরিত্যাগ করিয়া স্বীয় প্রতিষ্ঠার আশা করেন না।

(১৫) তিনিই 'শান্ত'; বিষয়ভোগের কোন অশান্তি থাকায়, তাহা হইতে উপরত হইয়া ভগবৎসেবার উদ্দেশ্যে তিনি জড়ভোগ উদাসীন। তাঁহার ভগবন্নিষ্ঠা প্রবলা থাকায় ভোগী-সম্প্রদায় তাঁহাকে অশান্তপ্রতীম মনে করিলেও তিনি সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত থাকেন।

(১৬) তিনিই 'স্থির'—অচঞ্চলচিত্ত; দ্বিতীয়াভিনিবেশক্রমে তিনি ভীতির রাজ্যে অবস্থিত নহেন।

(১৭) তিনিই ভগবানের 'শরণাগত'; ভগবদ্ব্যতীত অন্য কোন বস্তুতে তাঁহার রুচি নাই। ভগবানের নিত্য-সেবকাভিমানে তিনি সেব্যের সেবায় চিরব্যগ্র। কৃষ্ণতর বস্তুর প্রলোভনে তিনি কখনও মুগ্ধ হইয়া বিষয়ে ভোগবুদ্ধি করেন না।

(১৮) তিনিই 'মুনি' অর্থাৎ স্থিতধী; তিনি জড় সুখ-দুঃখের ভোগের জন্য বিচলিত হন না। তিনি রাগদ্বেষের

অন্তর্ভুক্ত বলিয়া আপনাকে শঙ্কিত জ্ঞান করেন না, অথবা নিজস্বার্থের অভাবে বা ব্যাঘাতে ক্রোধ প্রকাশ করেন না।

(১৯) তিনিই 'অপ্রমত্ত'; কৃষ্ণসেবার বিস্মৃতিক্রমে বিষয়ভোগে প্রমত্ত না হইয়া তিনি সর্ব্বদা কৃষ্ণভজনশীল।

(২০) তিনিই 'গম্ভীরাত্মা'; অনাত্মবিচারের চিন্তা-স্রোতে তিনি আপনাকে নিয়োগ করেন না।

(২১) তিনিই 'ধৃতিমান্' অর্থাৎ জিহ্বা ও উপস্থ-জয়ী অথবা সদসৎ বিবেক বা ধারণা-যুক্ত।

(২২) তিনিই ক্ষুৎ, পিপাসা, মোহ, মৃত্যু, ভয় ও শোক—এই ছয়টি গুণ জয় করিতে সমর্থ।

(২৩) তিনি নিজের প্রাকৃত সম্মানের বহুমানন করেন না।

(২৪) তিনিই 'মানদ' অর্থাৎ জগতে যাহারা রজঃ-সত্ত্বতমোগুণে গুণী হইয়া আত্মশ্লাঘা করেন, তিনি তদ্রূপ না হইয়া সকলকে যথাযোগ্য সম্মান প্রদান করেন।

(২৫) তিনিই 'কল্য' অর্থাৎ দক্ষ—অপরকে হরিকথা বুঝাইতে বা হরিভজন করাইতে নিপুণ।

(২৬) তিনিই 'মিত্র' অর্থাৎ অবঞ্চক—সকলের সহিত উপকারক বন্ধুসূত্রে অবস্থিত।

(২৭) তিনিই 'কারুণিক'—সর্ব্বক্ষণ সকলকে তাহাদের মূঢ়তা হইতে রক্ষা করিয়া স্বীয় পরদুঃখদুঃখিতা প্রদর্শন করেন।

(২৮) তিনিই 'কবি' অর্থাৎ সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণকাব্যে কৃষ্ণভজন করেন। কৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য, ঔদার্য্য ও মাধুর্য্যের পরস্পর সামঞ্জস্য উপলব্ধি করিয়া তিনি লীলাত্রয়ের বিরোধাভাস সৃষ্টি করেন না।

ভগবদিচ্ছা-ক্রমেই বেদশাস্ত্রে জাগতিক মঙ্গল কামনায় বিধি ও নিষেধের ব্যবস্থা আছে। উহা নশ্বর জগতের উপযোগী জানিতে পারিলে সেইসকল ধারণা-সমূহ সম্যগ্রূপে পরিহার করিয়া ভগবান্‌কেই কেবলা সেবা করেন। তিনিই সাধুগণের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ভগবানের অনুশীলন করিতে গেলেই ভোগ ও ত্যাগ, উভয় প্রকার বুদ্ধিই পরিত্যাগ কর্ত্তব্য। যেহেতু তিনি বশ্যে ভোগ্য বস্তু নহেন। তাঁহার বহিরঙ্গাশক্তি মায়াই শক্তি-পরিণত জগতে নশ্বর পরিচ্ছিন্ন ধর্ম্ম প্রকাশ করিয়া জীবকে আবদ্ধ করে। জীবের আত্মাবরণী বৃত্তি প্রবলা হইয়া অহঙ্কার-রূপে প্রকাশিত হয়। জাগতিক বস্তুর পক্ষে নিত্যসেবা সম্ভব নহে। কেন না, প্রাপঞ্চিক জগতে সেব্য, সেবক ও সেবন-ধর্ম্ম-কালাধীন ও দেশাধীন। সুতরাং আপনাকে তদ্রূপ কালক্ষোভ্য পাত্র বিবেচনা করিলে ভোগী বা ত্যাগীর অভিমান বদ্ধজীবকে অহঙ্কার-বিমূঢ় করিয়া ফেলে। তখন জাগতিক হিত ও অহিতের বিচারে ভগবৎসেবা-বিমুখতা প্রবলা হয় এবং বদ্ধজীব উহাকেই উৎকৃষ্ট বলিয়া বিধি জ্ঞান করে।। ২৯-৩২।।

জ্ঞাত্বাজ্ঞাত্বাথ যে বৈ মাং যাবান্ যশ্চাস্মি যাদৃশঃ।
ভজন্ত্যনন্যভাবেন তে মে ভক্ততমা মতাঃ।।৩৩।।

অন্বয়ঃ— যে যাবান্ (দেশকালাপরিচ্ছিন্নঃ) যঃ চ (সর্ব্বাত্মা) যাদৃশঃ (সচ্চিদানন্দাদিরূপশ্চাহম্) অস্মি (তং) মাং বৈ জ্ঞাত্বা অথ (অথবা) অজ্ঞাত্বা (অপি অনন্যভাবেন (একান্তভাবেন) ভজন্তি (সেবন্তে) তে (তাদৃশা জনাঃ) মে (মম) ভক্ততমাঃ (ভক্তেষু শ্রেষ্ঠাঃ) মতাঃ (সম্মতাঃ)।।৩৩

অনুবাদ— যাঁহারা মদীয় সচ্চিদানন্দাদিগুণবিশিষ্ট, অসীম, সর্ব্বান্তর্য্যামী স্বরূপ অবগত হইয়া অথবা অজ্ঞানতও একান্তভাবে সেবা করেন, তাদৃশ জন উত্তমরূপে গণ্য হইয়া থাকেন।। ৩৩।।

বিশ্বনাথ— অয়ং সিদ্ধদশাবস্থত্বে তু পরমমহোৎ-কৃষ্ট এবোচ্যতে ইত্যাহ, জ্ঞাত্বাজ্ঞাত্বেতি বীপ্সা। "ভক্ত্যা-হমেকয়া গ্রাহ্যঃ" ইতি মদুক্তের্ভক্তিতারতম্যেন মন্মাধুর্য্যম-ধিকং প্রতিক্ষণমনুভবগোচরীকৃত্যেত্যর্থঃ। যাবান্ কাল-দেশাভ্যামপরিচ্ছিন্নোঽপ্যহং ভক্তেচ্ছাবশাৎ পরিচ্ছিন্নশ্চ। যশ্চ সাক্ষাৎ পরব্রহ্মাপ্যহং শ্যামসুন্দররাকারো বসুদেব-পুত্রশ্চ। যাদৃশ আত্মারাম আপ্তকামোঽপ্যহং ভক্তপ্রেম-বৈবশ্যাদনাত্মারামোঽনাপ্তকামশ্চ। অনন্যভাবেনৈকান্তিক-ত্বেন অনন্য মমতাকত্বেনেতি বা তে ইতি গৌরবেণ বহু-

ত্বম্। ভক্ততমা মতা ইতি পূর্ব্বোক্তলক্ষণঃ সত্তম এব ময়া মদ্ভক্তশব্দেনোচ্যতে, অয়ন্তু মে ভক্ততমো ময়া সম্মত ইত্যর্থঃ।। ৩৩।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— ইনি সিদ্ধদশা অবস্থাতে কিন্তু পরম মহা উৎকৃষ্টই বলা হইতেছে। 'আমি একমাত্র ভক্তি-দ্বারা গ্রহণীয় হই' এইরূপ আমার উক্তিহেতু ভক্তি তার-তম্য দ্বারা আমার মাধুর্য্য অধিক ইহা প্রতিক্ষণে অনুভব করিয়া আমি কাল ও দেশ দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন হইয়া ও ভক্তের ইচ্ছা বশতঃ পরিচ্ছিন্নও, যে আমি সাক্ষাৎ পরব্রহ্ম হইয়াও শ্যামসুন্দর আকার ও বসুদেব পুত্র, আত্মারাম আপ্তকাম হইয়াও আমি ভক্ত প্রেমের দ্বারা বিবশহেতু, আত্মারাম হইয়াও অনাপ্তকাম। অনন্যভাব দ্বারা ঐকান্তিক হেতু অনন্যমমতাযুক্ত, এই গৌরব দ্বারা বহু মূর্ত্তি ধারণ করি, এই ভক্তকে 'ভক্ততম' জানিবে ইহা দ্বারা পূর্ব্বোক্ত লক্ষণ 'সৎতম' আমাকর্ত্তৃক আমার 'ভক্ত' শব্দদ্বারা বলা হইয়াছে। কিন্তু ইনি আমার 'ভক্ততম' ইহা আমার সম্মত।। ৩৩।।

বিবৃতি— ভগবান্ কিরূপ বস্তু, কি কি গুণসম্পন্ন, কিরূপ ক্রিয়াবিশিষ্ট—ইহা জানিয়া বা না জানিয়া অনন্য-ভজনহীন হইলে ভগবানের বহিরঙ্গা মায়াশক্তি বিভিন্ন আকারে জীবকে আবৃত ও বিক্ষিপ্ত করে। তজ্জন্য ভ্রান্তি-প্রযুক্ত বোধ-রহিত হইয়া জীবের যে ভোগ বা ত্যাগের প্রবৃত্তি, উহা অনন্যভক্তির ব্যাঘাত করে। পরমাত্ম-সান্নিধ্য-জ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞান অনন্যভজন বুঝিতে দেয় না। যাঁহারা অদ্বয়জ্ঞান ব্রজেন্দ্রনন্দনকেই একমাত্র 'তত্ত্ব' বলিয়া জানেন, তাঁহারাই শ্রেষ্ঠ ভগবদ্ভক্ত।। ৩৩।।

মধ্ব—

জ্ঞাত্বাজ্ঞাত্বেতি বীপ্সা।
জ্ঞাত্বাপি মম মাহাত্ম্যং তত্রোৎসুকতয়া পুনঃ।
বিশেষাচ্চ বিশেষেণ জ্ঞাত্বা মামশ্রুতেধিকম্।।
ইতি বিজ্ঞানে।। ৩৩।।

মল্লিঙ্গমদ্ভক্তজন-দর্শনস্পর্শনার্চ্চনম্।
পরিচর্য্যা স্তুতিঃ প্রহ্বগুণকর্ম্মানুকীর্ত্তনম্।। ৩৪।।
মৎকথাশ্রবণে শ্রদ্ধা মদনুধ্যানমুদ্ধব।
সর্ব্বলাভোপহরণং দাস্যেনাত্মনিবেদনম্।। ৩৫।।
মজ্জন্মকর্ম্মকথনং মম পর্ব্বানুমোদনম্।
গীততাণ্ডববাদিত্রগোষ্ঠীভির্মদ্গৃহোৎসবঃ।। ৩৬।।
যাত্রাবলিবিধানঞ্চ সর্ব্ববার্ষিকপর্ব্বসু।
বৈদিকী তান্ত্রিকী দীক্ষা মদীয়ব্রতধারণম্।। ৩৭।।
মমার্চ্চা স্থাপনে শ্রদ্ধা স্বতঃ সংহত্য চোদ্যমঃ।
উদ্যানোপবনাক্রীড়-পুরমন্দিরকর্ম্মণি।। ৩৮।।
সম্মার্জ্জনোপলেপাভ্যাং সেকমণ্ডলবর্ত্তনৈঃ।
গৃহশুশ্রূষণং মহ্যং দাসবদ্যদমায়য়া।। ৩৯।।
অমানিত্বমদম্ভিত্বং কৃতস্যাপরিকীর্ত্তনম্।
অপি দীপাবলোকং মে নোপযুঞ্জ্যান্নিবেদিতম্।। ৪০।।
যদ্যদিষ্টতমং লোকে যচ্চাতিপ্রিয়মাত্মনঃ।
তত্তন্নিবেদয়েন্মহ্যং তদানন্ত্যায় কল্পতে।। ৪১।।

অন্বয়ঃ— (ভক্তের্লক্ষণমাহ) (হে) উদ্ধব! মল্লিঙ্গ-মদ্ভক্তজন-দর্শনস্পর্শনার্চ্চনম্ (মম লিঙ্গানি প্রতিমাদীনি মদ্ভক্তজনাশ্চ তেষাং দর্শনং স্পর্শনমর্চ্চনঞ্চ) পরিচর্য্যা-স্তুতিপ্রহ্বগুণকর্ম্মানুকীর্ত্তনং (তেষাং পরিচর্য্যা স্তুতিঃ প্রহ্বঃ প্রণামো গুণানাং কর্ম্মণাঞ্চানুকীর্ত্তনমনুক্ষণং কীর্ত্তনঞ্চ) মৎকথাশ্রবণে শ্রদ্ধা (অনুরাগঃ) মদনুধ্যানং (অনুক্ষণং মম চিন্তনং) সর্ব্বলাভোপহরণং (সর্ব্বস্য লব্ধস্য সমর্পণং) দাস্যেন (দাসত্ব-স্বীকারেণ) আত্মনিবেদনং (মহ্যমাত্মসম-র্পণং) মজ্জন্মকর্ম্মকথনং (মদীয়জন্মচরিতকীর্ত্তনং) মম পর্ব্বানুমোদনং (পর্ব্বাণি-জন্মাষ্টম্যাদীনি তদনুমোদনং) গীতবাদিত্রতাণ্ডবগোষ্ঠীভিঃ (গীতেন বাদিত্রেণ বাদ্যেন তাণ্ডবেন নৃত্যেন গোষ্ঠ্যা সংকথয়া চ) মদ্গৃহোৎসবঃ (মম মন্দিরে উৎসবঃ) সর্ব্ববার্ষিকপর্ব্বসু (চাতুর্ম্মাস্যৈকাদশ্যা-দিষু) যাত্রা (উৎসবঃ) বলিবিধানং (পুষ্পোপহারাদিসম-র্পণং) চ বৈদিকী (বেদোক্তা) তান্ত্রিকী (পঞ্চরাত্র্যাদ্যুক্তা চ) দীক্ষা (সংস্কার-বিশেষঃ) মদীয় ব্রতধারণং (মদীয়ানি মৎসম্বন্ধীনি ব্রতান্যেকাদশ্যাদীনি তেষাং ধারণং পালনং)

মম অর্চ্চাস্থাপনে (বিগ্রহপ্রতিষ্ঠায়াং) শ্রদ্ধা (অনুরাগঃ) উদ্যানোপবনাক্রীড়পুরমন্দিরকর্ম্মণি (উদ্যানং পুষ্পপ্রধান-মুপবনং ফলপ্রধানমাক্রীড়ং ক্রীড়াস্থানং পুরং চক্রবেষ্টনং মন্দিরঞ্চ তেষাং কর্ম্মণি রচনে) স্বতঃ (স্বয়মেব) সংহৃত্য চ (সম্ভূয় চ) উদ্যমঃ (চেষ্টা) অমায়য়া (অকপটভাবেন) দাসবৎ (সেবকবৎ) সম্মার্জ্জনোপলেপাভ্যাং (সম্মার্জ্জনং রজসোঽপাকরণমুপলেপো গোময়াদিভিরালেপনং তাভ্যাং) সেকমণ্ডলবর্ত্তনৈঃ (সেকস্তৈরেব প্রোক্ষণং মণ্ডলবর্ত্তনং সর্ব্বতোভদ্রাদিকরণং তৈশ্চ) মহ্যং (মম) যৎ গৃহশুশ্রূষণং (গৃহসেবা) অমানিত্বং (মানশূন্যত্বম্) অদম্ভিত্বং (দম্ভ-রাহিত্যং)কৃতস্য (আচরিতস্য) অপরিকীর্ত্তনং (প্রতিষ্ঠা-কামনয়া কীর্ত্তনরাহিত্যম্) অপি (কিঞ্চ) নিবেদিতম্ (অন্যস্মৈ নিবেদিতং) বস্তু মে (মহ্যং) ন উপযুঞ্জ্যাৎ (ন নিবেদয়েৎ) দীপাবলোকং (মম দীপস্যালোকং নোপ-যুঞ্জ্যাত্তেনান্যৎ কার্য্যং ন কুর্য্যাৎ) লোকে (জগতি) যৎ যৎ (বস্তু) ইষ্টতমম্ (অভীষ্টং তথা) যৎ চ (বস্তু) আত্মনঃ (স্বস্য) অতিপ্রিয়ং (ভবতি) তৎ তৎ (বস্তু) মহ্যং নিবে-দয়েৎ (সমর্পয়েৎ তেন) তৎ (দানম্) আনন্ত্যায় (অক্ষয়-ত্বায়) কল্পতে (ভবতি)।।৩৪-৪১।।

অনুবাদ— হে উদ্ধব! মদীয় প্রতিমাদিচিহ্ন ও মদীয় ভক্তগণের দর্শন, স্পর্শন, অর্চ্চন, পরিচর্য্যা, স্তুতি, প্রণাম, গুণকর্ম্মকীর্ত্তন, মদীয় কথাশ্রবণে অনুরাগ, নিরন্তর মদীয় ধ্যান, সর্ব্বলাভসমর্পণ, দাসত্বস্বীকার, আত্মনিবেদন, মদীয় জন্মচরিত কীর্ত্তন, মদীয় পর্ব্বসমূহের অনুমোদন, গীত, বাদ্যনৃত্য ও ইষ্টগোষ্ঠী-সহকারে মদীয় মন্দিরে উৎসব, সর্ব্বপ্রকার বার্ষিক পর্ব্বদিবসসমূহে উৎসব, উপহার-সমর্পণ, বৈদিকী ও তান্ত্রিকী দীক্ষা, মদীয় ব্রতপালন, মদীয় বিগ্রহস্থাপনে অনুরাগ, উদ্যান উপবন বিহার-ক্ষেত্রপুর মন্দির প্রভৃতির নির্ম্মাণ বিষয়ে একাকী অথবা মিলিতভাবে চেষ্টা এবং অপকটভাবে ভৃত্যের ন্যায় সম্মার্জ্জন, লেপন, জলসেচন ও মণ্ডলরচনাদ্বারা আমার গৃহসেবা করিবে। মান ও দম্ভ পরিত্যাগ করিবে। কখনও আচরিতবিষয়ের কীর্ত্তন করিবে না। অন্যের উদ্দেশ্যে নিবেদিত বস্তু আমাকে প্রদান করিবে না। আমার উদ্দেশ্যে প্রদত্ত প্রদীপের আলোকদ্বারা অন্য কোন কার্য্য করিবে না। যেসকল বস্তু লোকের অভীষ্ট এবং যাহা নিজের অতি প্রিয়, তাহা আমার উদ্দেশ্যে সমর্পণ করিবে; তাহা হইলে উক্তদান অক্ষয়রূপে কল্পিত হইয়া থাকে।।৩৪-৪১।।

বিশ্বনাথ—যদুক্তং ভক্তিস্ত্বয়ি কীদৃশ্যপযুক্তেতি তত্রাহ —মল্লিঙ্গ-মদ্ভক্তজনেত্যত্র ষষ্টিলুগার্ষঃ উত্তরার্দ্ধেঽপ্য-ন্বয়াৎ। প্রহ্বেতি প্রহ্বত্বং নমস্কারঃ।

সর্ব্বলাভোপহরণং ভগবতৈব স্বসেবার্থং স্বয়মানীত-মিতি বুদ্ধ্যা সর্ব্বস্য লব্ধবস্তুতো মমতাস্পদস্য তস্মৈ সম-র্পণং দাস্যেন হেতুনা আত্মনো জীবস্য দেহস্য চাহন্তাস্প-দস্যাপি সমর্পণম্।

জন্মকর্ম্মকথনমিতি। অনুকীর্ত্তনকথনয়ো রাগস্বর-তালাদিযুক্তত্বাভ্যাং ভেদো জ্ঞেয়ঃ। পর্ব্বাণি জন্মাষ্টম্যা-দীনি। তেষামনুমোদনমেবাহ,—দ্বাভ্যাং গীতাদিভিঃ। মদ্গৃহাধিকরণক উৎসবঃ।

সর্ব্বেষু বার্ষিকেষু বৎসরসম্বন্ধিষু পর্ব্বসু ফাল্গুন-পূর্ণিমাদিষু যা দোলাদিযাত্রাস্তাসু বলিবিধানং বিবিধবস্ত্রা-লঙ্কারমিষ্টান্নস্রক্চন্দনপুষ্পাদিপূজোপহারকরণম্। ব্রতা-ন্যেকাদশ্যাদীনি। অর্চ্চা প্রতিমা। উদ্যানাদিকরণে সামর্থ্যে সতি স্বত এব অসতি অন্যৈঃ সম্ভূয়াপ্যুদ্যমঃ। আক্রীড়ং ক্রীড়াস্থানং পুরং চক্রবেষ্টনম্। সংমার্জ্জনং তৃণধূল্যাদ্যপ-সারণং প্রথমং গোময়মৃজ্জলৈরুপলেপো দ্বিতীয়ঃ স্থলে শুষ্কে সতি সেকঃ পুষ্পোদকৈস্তৃতীয়ঃ মণ্ডলবর্ত্তনং সর্ব্ব-তোভদ্রাদিনির্ম্মাণং চতুর্থং তৈর্মহ্যং মম গৃহস্য শুশ্রূষণং সেবা দাসবৎ লৌকিকেন রাজকীয়দাসেন রাজ্ঞো গৃহস্য যথা যদন্যদপি তদপি তথেত্যর্থঃ। অমায়য়া বলবিত্তশাঠ্য-রাহিত্যেন। অমানিত্বমনহঙ্কারঃ অদম্ভিত্বং লোকে মিথ্যা স্বভক্তিখ্যাপনরাহিত্যম্। মে মহ্যং নিবেদিতং দীপাবলোক-মপি নোপযুঞ্জ্যাৎ, মহ্যং দত্তস্যান্নাদের্দীপস্য চ স্বব্যবহার-মাত্রে উপযোগো ন কর্ত্তব্য ইত্যর্থঃ। কিন্তু পরমার্থসিদ্ধ্যর্থং বৈষ্ণবেভ্যো দত্ত্বা স্বয়মুপভুঞ্জীতৈবেত্যর্থঃ। "ষড়ভি-র্মাসোপবাসৈশ্চ যৎ ফলং পরিকীর্ত্তিতম্। বিষ্ণুনৈবেদ্য-

সিক্থেন পুণ্যং তদ্ভুঞ্জতাং কলৌ। হৃদি রূপং মুখে নাম নৈবেদ্যমুদরে হরেঃ। পাদোদকঞ্চ নির্ম্মাল্যং মস্তকে যস্য সোঽচ্যুতঃ'' ইত্যাদি বচনেভ্যঃ। লোকে শাস্ত্রে চ যদিষ্টতমং তন্মহ্যং নিবেদয়েৎ। তেন দর্ভমঞ্জর্য্যাদীনি শাস্ত্রবিহিতান্যপি লোকে ইষ্টতমত্বাভাবাৎ, তথা মদ্যাদীনি সঙ্কর্ষণপ্রিয়াণ্যপি শাস্ত্রে ইষ্টতমত্বাভাবান্ন নিবেদয়েদিতি ভাবঃ। তত্রাপি যচ্চ আত্মনঃ স্বস্যাতিপ্রিয়ং তত্তু বিশেষতো নিদেবনীয়মিত্যর্থঃ ।। ৩৪-৪১ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— শ্রীভগবান্ বলিতেছেন হে উদ্ধব! তুমি যে বলিয়াছিলে তোমাতে ভক্তি কিদৃশী উপযুক্ত হয়? তাহার উত্তরে বলি—'আমার শ্রীমুর্ত্তি ও আমার ভক্তজনে' এস্থলে ষষ্ঠীলোপ আর্ষপ্রয়োগ উত্তরার্দ্ধের সহিতও অন্বয় হেতু। প্রহ্ব অর্থাৎ নমস্কার, সর্ব্ববিধলাভের প্রদান—ভগবানই নিজের সেবার জন্য স্বয়ংই আনিয়াছেন—এই বুদ্ধিদ্বারা সর্ব্ববিধ লব্ধ বস্তুর ও মমতাস্পদ বস্তুর ভগবানে সমর্পণ, দাস্য হেতু আত্মা অর্থাৎ জীবের ও দেহের অহংতাস্পদ বস্তু সমর্পণ। জন্ম কর্ম্ম কথন অর্থাৎ অনুকীর্ত্তন ও কথন, রাগ স্বর তালাদি যুক্ত অনুকীর্ত্তন, কথনের মধ্যে ঐসব নাই, ইহাই উভয়ের ভেদ। জন্মাষ্টমী আদি পর্ব্বসমূহের অনুমোদন ও গীত আদির সহিত আমার গৃহে উৎসব, সর্ব্বপ্রকার বাৎসরিক উৎসব পর্ব্ব যেমন ফাল্গুনী পূর্ণিমা আদিতে দোল আদি যাত্রা, তাহাতে বিবিধ বস্ত্র অলঙ্কার মিষ্টান্ন মালা চন্দন পুষ্প আদি পূজার উপহার প্রদান। একাদশী আদি ব্রত, অর্চ্চা অর্থাৎ প্রতিমা, ফলপুষ্পাদির উপবন করনে সামর্থ্য যদি থাকে নিজেই করিবে, না থাকিলে অন্যের সহিত মিলিত হইয়াও উদ্যম করিবে। ক্রীড়াস্থান, পুরীর চতুর্দ্দিকে চক্রবেষ্টন, তৃণ ধূলি আদি সরাইয়া মার্জ্জন — প্রথম গোময়, মাটির ও জলদ্বারা উপলেপন, শুষ্কস্থলে পুষ্পজলদ্বারা সেচন, তৃতীয় বার সর্ব্বতোভদ্রাদি নির্ম্মাণ, এইভাবে আমার গৃহের শুশ্রূষা দাসবৎ সেবা, লৌকিক রাজকীয় দাস যেমন রাজার গৃহের সেবা করে সেরূপ আমার গৃহেরও সেবা করিবে। বল-বিত্তশাঠ্য রহিত হইয়া অমায়ায় সেবা করিবে, অমানিত্ব ও অহঙ্কার রহিত, অদাম্ভিক অর্থাৎ লোকের নিকট মিথ্যা নিজ ভক্তির প্রচার রহিত হইয়া। আমাতে নিবেদিত দীপ নিজকার্য্যে ব্যবহার করিবে না, আমাতে প্রদত্ত অন্নাদি ও দীপের নিজ ব্যবহারে লাগানো উচিৎ নয়, কিন্তু পরমার্থ সিদ্ধির জন্য বৈষ্ণবগণকে দিয়া পঞ্চপ্রদীপাদি স্বয়ং ভোগ করিবে। শাস্ত্রবাক্যে আছে ছয়মাস উপবাস করিলে যে ফল, বিষ্ণুর নৈবেদ্য একগ্রাস ভোজন করিলে কলিযুগে সেইফল। হৃদয়ে রূপ চিন্তন, মুখে শ্রীনামকীর্ত্তন, উদরে শ্রীহরির নৈবেদ্য ও শ্রীচরণামৃত পান করিয়া মস্তকে নির্ম্মাল্যধারণ যিনি করেন, তিনি অচ্যুত বিষ্ণুর ন্যায়। এই জগতে ও শাস্ত্রে যাহা মঙ্গল-শ্রেষ্ঠ তাহা আমাকে নিবেদন করিবে— ইহাদ্বারা কুশলমঞ্জরী আদি শাস্ত্রবিহিত হইলেও এই জগতে ব্যবহার্য্য নহে, সেইরূপ মদ্য প্রভৃতি বলদেবের প্রিয় হইলেও শাস্ত্রে উক্ত না থাকায় নিবেদন করিবে না। তন্মধ্যেও যাহা নিজের অতিপ্রিয় তাহা কিন্তু বিশেষভাবে আমাকে নিবেদন করিবে।। ৩৪-৪১ ।।

বিবৃতি— আমার ন্যিতসেবকগণ বহির্জ্জগতের চিহ্নসমূহে ভোগবুদ্ধি করেন না অর্থাৎ শুদ্ধভক্তগণের উপর আপনাকে 'গুরু' বা 'প্রভু' প্রভৃতি বিচার করিয়া নিজ দুষ্কৃতি অর্জ্জন বা সঞ্চয় করেন না। সুকৃতিমন্ত জনগণ ভগবদ্‌ভক্তকে ভগবানেরই প্রেরিত ও অনুভবকারী প্রতিভূসদৃশ পুরুষ জানিয়া তাঁহার দর্শন, পদ-স্পর্শন, অর্চ্চন, পরিচর্য্যা, স্তব, প্রণাম এবং সর্ব্বসচ্চিদ্‌গুণক্রিয়ার কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। ভগবানের প্রতিমা, ভগবদ্ভক্তের অন্তরস্থিত সেব্যমান প্রতিমা ও তদ্ভক্তগণকে বিষয়াশ্রয়ভেদে বস্তুন্তর কল্পনা না করিয়া পরস্পর বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণপূর্ব্বক তাঁহাদের অনুশীলন কর্ত্তব্য পূর্ব্বোক্ত আট প্রকার সেবার চিহ্ন অনুশীলনীয়। শ্রীগুরুদেবের নিকট ভগবৎকথা শ্রদ্ধাপূর্ব্বক শ্রবণ, ভগবৎস্মরণ, ভগবান্‌কে নিজ ইষ্টবস্তু উপায়নরূপে উপহার প্রদান এবং আপনার কর্ত্তৃত্বাভিমান পরিত্যাগপূর্ব্বক ভগবদ্‌ভোগ্য-জ্ঞানে আত্মসমর্পণ কর্ত্তব্য।

সাময়িক নির্দিষ্ট কালকে 'বর্ষ' বলে এবং স্বতন্ত্র প্রদেশ বিশেষকেও 'বর্ষ' বলে। সকল কাল ও সকল স্থানের যে-সকল পর্ব্বসমূহ আছে, তদনুষ্ঠানের নাম 'যাত্রা' এবং পূজার নাম 'বলিবিধান'। দীক্ষা দ্বিবিধা,—বৈদিকী ও বেদানুগা। ভগদবনুশীলনে রুচিবিশিষ্ট হইয়া তৎপরতা-লাভের অনুষ্ঠানকে 'দীক্ষা' বলে। 'হরিবাসর' বা হরির আবির্ভাবাদি জয়ন্তী তিথির পালনই বিষ্ণুব্রতোদ্-যাপন অর্থাৎ ভগবৎসেবোদ্দেশে যে-সকল আনুষ্ঠানিক ক্রিয়া পালিত হয়, উহাই ব্রতধারণ। নির্ব্বিশেষবিচারপর ব্যক্তি পুরুষোত্তমের অধিষ্ঠান স্বীকার করেন না। যাঁহারা সেইপ্রকার অশ্রদ্দধান জনগণের সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া পুরুষোত্তম বস্তুকে নির্দ্দেশ করিতে আস্থা-যুক্ত, তাঁহারা স্বয়ং বা অনুগতজনগণ উৎসাহবিশিষ্ট হইয়া ভগবদ-নুশীলনকল্পে ফলপুষ্পশোভিত বাগান, আখ্ড়া-বাড়ী, ভগবন্মন্দির-নির্ম্মাণ প্রভৃতি চেষ্টায় নিযুক্ত থাকিবেন। নিষ্কপটভাবে নিজকর্ত্তৃত্ব পরিত্যাগ করিয়া আপনাকে ভগ-বদ্‌গৃহের পরিচর্য্যাকারী ভৃত্যজ্ঞানে উহার মার্জ্জন, লেপন, জলসেচন ও মণ্ডলাদি রচনা কর্ত্তব্য। স্বয়ং সম্মানিত হই-বার প্রযত্ন, নিজের শ্রেষ্ঠত্ব-জ্ঞান, সামান্য আচরিত কর্ত্তব্যকে বহুমানন করিয়া আস্ফালন, ভগবদালোকদ্বারা স্বীয় বিষয়কার্য্যে সাহায্য-লাভের চেষ্টা বা বাসনা, অপরের উদ্দেশে প্রদত্ত উপহারাদির অবশেষ দ্বারা ভগবৎপূজা করা কর্ত্তব্য নহে। কামনা-পরিচালিত হইয়া স্বীয় অভীষ্ট-বস্তুগুলি নিজকার্য্যে বা অপর বদ্ধজীবের ভোগে নিযুক্ত না করিয়া সমস্ত বস্তুই ভগবৎসেবায় নিযুক্ত করিবে। এইরূপে অনন্তকল্যাণ-লাভ ঘটিবে। অর্থাৎ স্বয়ং গৃহসুখে বা সংসারের প্রলোভনে প্রলুব্ধ না হইয়া সকলপ্রকার সুখৈষণা, বিত্তৈষণা বা ভোগৈষণা ভগবানে নিয়োগ করিবে। অনন্ত-বস্তুতে সকল চেষ্টা নিহিত না হইলে বা সকল উদ্দেশ্য পর্য্যবসিত না হইলে খণ্ডিত শান্ত বস্তুর সংসর্গে বা সংস্পর্শে জীবের দ্বিতীয়াভিনিবেশ ঘটে। উহা জড়ভোগতাৎপর্য্যপর এবং তদ্বিপরীতই ভগবৎসেবার উদ্দেশ্যে বদ্ধভাব হইতে প্রকৃত মুক্তিলাভরূপ চরমকল্যাণ লাভ॥ —৩৯

সূর্য্যোঽগ্নির্ব্রাহ্মণা গাবো বৈষ্ণবঃ খং মরুজ্জলম্।
ভূরাত্মা সর্ব্বভূতানি ভদ্র পূজাপদানি মে।। ৪২।।

অন্বয়ঃ— (ইদানীবেকাদশপূজাধিষ্ঠানান্যাহ) (হে) ভদ্র! (হে সাধো!) সূর্য্যঃ অগ্নিঃ ব্রাহ্মণাঃ গাবঃ বৈষ্ণবঃ খম্ (আকাশং) মরুৎ জলং ভূঃ আত্মা (জীবঃ) সর্ব্বভূতানি (এতানি) মে (মম) পূজাপদানি (পূজাধিষ্ঠানানি ভবন্তি) ।। ৪২।।

অনুবাদ— হে ভদ্র! সূর্য্য, অগ্নি, ব্রাহ্মণ, গো, বৈষ্ণব, আকাশ, বায়ু, জল, ভূমি, জীব এবং যাবতীয় ভূতগণকে আমার পূজার অধিষ্ঠান জানিবে।। ৪২।।

বিশ্বনাথ— ত্বাং কুত্র পূজয়েদিত্যপেক্ষায়ামেকাদশ-পূজাধিষ্ঠানান্যাহ,—সূর্য্য ইতি।। ৪২।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— তুমি প্রশ্ন করিয়াছিলে—'তোমাকে কোথায় পূজা করিব'? ইহার উত্তরে বলি—আমার পূজার একাদশটি অধিষ্ঠান—সূর্য্য ইত্যাদি।। ৪২।।

সূর্য্যে তু বিদ্যয়া ত্রয্যা হবিষাগ্নৌ যজেত মাম্।
আতিথ্যেন তু বিপ্রাগ্র্যে গোম্বঙ্গ যবসাদিনা।। ৪৩।।
বৈষ্ণবে বন্ধুসৎকৃত্যা হৃদি খে ধ্যাননিষ্ঠয়া।
বায়ৌ মুখ্যধিয়া তোয়ে দ্রব্যৈস্তোয়পুরঃসরৈঃ।।৪৪।।
স্থণ্ডিলে মন্ত্রহৃদয়ৈর্ভোগৈরাত্মানমাত্মনি।
ক্ষেত্রজ্ঞং সর্ব্বভূতেষু সমত্বেন যজেত মাম্।। ৪৫।।

অন্বয়ঃ— (অধিষ্ঠানভেদেন পূজাসাধনান্যাহ) অঙ্গ! (হে উদ্ধব!) সূর্য্যে তু ত্রয্যা বিদ্যয়া (সূক্তৈরুপস্থানাদিনা) মাং যজেত (পূজয়েৎ) অগ্নৌ হবিষা (হব্যেণ ঘৃতেন) বিপ্রাগ্র্যে (ব্রাহ্মণবরে) আতিথ্যেন তু (অতিথিসৎকারেণ) গোষু যবসাদিনা (তৃণাদিনা) বৈষ্ণবে বন্ধুসৎকৃত্যা (স্বীয়বন্ধাবিবাসক্তিপূর্ব্বকসম্মানেন) হৃদি-খে (হৃদয়া-কাশে) ধ্যাননিষ্ঠয়া বায়ৌ মুখ্যধিয়া (প্রাণোঽয়ং মুখ্য ইতি বুদ্ধ্যা) তোয়ে (জলে) তোয়পুরঃসরৈঃ (জলপ্রভৃতিভিঃ) দ্রব্যৈঃ স্থণ্ডিলে (ভুবি) মন্ত্রহৃদয়ৈঃ (রহস্যমন্ত্রন্যাসৈঃ) আত্মনি (স্বস্মিন্) ভোগৈঃ (অয়ং মমাত্মা তদধিষ্ঠানমিতি

বুদ্ধ্যা ভোগৈস্তথা) সর্ব্বভূতেষু সমত্বেন (সমদর্শনেন) ক্ষেত্রজ্ঞম্ (অন্তর্য্যামিরূপম্) আত্মানং (পরমাত্মানং) মাং যজেত (পূজয়েৎ)।। ৪৩-৪৫।।

অনুবাদ— হে উদ্ধব! সূক্তমন্ত্রে উপস্থানাদিদ্বারা সূর্য্যমধ্যে, ঘৃতাহুতিদ্বারা অগ্নিতে, অতিথিসৎকারদ্বারা ব্রাহ্মণে, তৃণাদিদ্বারা গো-সমূহে, স্বীয়বন্ধুর ন্যায় আসক্তি-পূর্ব্বক সম্মানদ্বারা বৈষ্ণবে, ধ্যাননিষ্ঠাদ্বারা হৃদয়াকাশে, মুখ্যজ্ঞানে বায়ুমধ্যে, জল প্রভৃতি দ্রব্যদ্বারা জলমধ্যে, বীজমন্ত্রন্যাসদ্বারা স্থণ্ডিলে, ভোগদ্বারা জীবমধ্যে এবং সম-দর্শনদ্বারা সর্ব্বভূতমধ্যে অন্তর্য্যামিস্বরূপ আমার আরাধনা করিবে।। ৪৩-৪৫।।

বিশ্বনাথ— তত্র তত্রাধিষ্ঠিতং স্বেষ্টদেবং কেন প্রকা-রেণ পূজয়েদিত্যপেক্ষায়ামাহ,—সূর্য্য ইতি ত্রিভিঃ। ত্রয্যা বিদ্যয়া সূক্তৈরুপস্থাননমস্কারাদিনা। যবসাদিনা তৃণপ্রদান-কণ্ডূয়াদিভিঃ। বন্ধুসৎকৃত্যা স্বীয়বন্ধাবিবাসক্তিপূর্ব্বক সম্মানেন হৃদি খে স্বহৃদয়াকাশে ধ্যানেন, মুখ্যধিয়া প্রাণো-হয়ং মুখ্য ইতি বুদ্ধ্যা তোয়ে দ্রব্যৈর্জলপুষ্পতুলস্যাদিভিঃ। স্থণ্ডিলে প্রলিপ্তসংস্কৃতায়াং ভুবি মন্ত্রহৃদয়ৈঃ রহস্যমন্ত্র-ন্যাসৈঃ আত্মনি দেহে আত্মানং জীবভোগৈরয়ং মমাত্মাপি মৎপ্রভোরধিষ্ঠানমিতি বুদ্ধ্যৈব দত্তৈর্ভোগৈ র্নতু লোভেন, সর্ব্বভূতেষু ক্ষেত্রজ্ঞমন্তর্য্যামিণং যজেত।। ৪৩-৪৫।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— সেই অধিষ্ঠানে নিজ ইষ্টদেবকে কিপ্রকারে পূজা করিব? ইহার উত্তরে বলিতেছি, তিনটি শ্লোকদ্বারা। বেদ বিদ্যা দ্বারা সূক্তপাঠ, নমস্কার আদি দ্বারা সূর্য্যাদি অধিষ্ঠানে আমাকে পূজা করিবে, হে উদ্ধব! গাভীতে তৃণাদি প্রদান ও কুণ্ডূয়ন আদিদ্বারা। বৈষ্ণবজনে বন্ধুসৎকার দ্বারা অর্থাৎ নিজ বন্ধুতে যেমন আসক্তি পূর্ব্বক সম্মান দ্বারা, হৃদয়াকাশে ধ্যান দ্বারা, প্রাণবায়ুতে মুখ্য বিষ্ণু বুদ্ধি দ্বারা, জলে দ্রব্য জল পুষ্প তুলসী আদি দ্বারা, স্থণ্ডিলে লেপনাদিদ্বারা, সংস্কৃত ভূমিতে যন্ত্র অংকন করিয়া রহস্যমন্ত্র লিখিয়া, নিজদেহে জীবাত্মাকে ভোগ প্রদান দ্বারা, এই আমার আত্মা ও আমার প্রভুর অধিষ্ঠান এই বুদ্ধিতে ভোগ প্রদান করিবে, লোভবশতঃ নয়। সর্ব্ব-প্রাণীতে ক্ষেত্রজ্ঞ অন্তর্য্যামী পরমাত্মা আছেন এই বুদ্ধিতে আমার যজনা করিবে।। ৪৩-৪৫।।

বিবৃতি— ভগবদিতর বস্তুগুলিতে অবিকৃত ভগবদ্‌বোধ ঘটিলে বহু প্রভুর উপাসনা হইয়া যায়। উহা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ও অকর্ত্তব্য। অব্যভিচারিণী ভক্তির বশে একমাত্র ভগবৎসেবাই উদ্দিষ্ট ব্যাপার হওয়া আবশ্যক। আবার, প্রাপঞ্চিক বস্তুগুলি বদ্ধজীবের ন্যূনাধিক ভোগ্য বলিয়া একতৎপরতা হইতে বিচ্ছিন্ন হইবার উপযোগিতা নাই, তজ্জন্যই এই বিভিন্ন বস্তুগুলির স্বতন্ত্র অধিষ্ঠান ভগবৎসেবানুকূল জানিতে হইবে। অধোক্ষজবস্তুর উদ্দেশে ইন্দ্রিয়জজ্ঞান-সংগ্রহ সম্ভব হয় না। সুতরাং ইন্দ্রিয়জজ্ঞানে অবস্থিত সূর্য্য, অগ্নি, ব্রাহ্মণ, গো, বৈষ্ণব, আকাশ, বায়ু, জল, পৃথিবী ও তাঁহাদের অন্তর্য্যামী আত্মা এবং বহিঃপ্রজ্ঞা-দৃষ্ট সমগ্রভূত ভগবৎসম্বন্ধবিহীন জানিয়া তাঁহাদিগকে দুঃসঙ্গ জানিবে না—তাঁহাদিগকে ভগবৎ-সেবার অনুকূল দ্রব্য বুঝিতে হইবে। ভগবৎসেবা-সম্বন্ধরহিত বুদ্ধি হইলেই তাঁহাদের প্রতি পূজ্য-জ্ঞান দূর হয়। কিন্তু ভগবৎসম্বন্ধ বিচারিত হইলেই তাঁহাদিগকে পূজ্য বলিয়া জানিতে হইবে। বিভিন্ন ইন্দ্রিয়জজ্ঞান-গ্রাহ্য বস্তুসমূহের বিভিন্নভাবে পূজা বিহিত হয়। ঋক্, সাম ও যজুঃ—এই ত্রয়ীর বিদ্যাদ্বারা ধর্ম্মকামীর 'সূর্য্য'-পূজা, ঘৃতাহুতি দ্বারা 'অগ্নি'-পূজা, আতিথ্যদ্বারা 'ব্রাহ্মণ'-পূজা তৃণাদির দ্বারা 'গো'-পূজা, উপদেশক নিত্যবন্ধু-জ্ঞানে আদেশপালনদ্বারা, 'বৈষ্ণব'-পূজা, ধ্যাননিষ্ঠা-দ্বারা 'হৃদয়া-কাশে'র পূজা, সহৃদয় ও প্রাণযুক্ত হইয়া প্রধান বুদ্ধিতে 'বায়ু'-পূজা, দ্রব্যের মালিন্য পরিহারকল্পে জলপ্রয়োগ-দ্বারা 'জল'-পূজা, রহস্যমন্ত্রের ন্যাসের দ্বারা 'ভূমি'-পূজা, প্রিয়বস্তুর সাধন দ্বারা 'পরমাত্মা'-পূজা এবং সর্ব্বভূতে সমজ্ঞান-দ্বারা 'ভূত'-পূজা হয়।। ৪২-৪৫।।

মধ্ব—

সর্ব্বদেবোত্তমো বায়ুরিতি জ্ঞানান্নচাপরম্।
প্রিয়মস্তি হরেঃ কিঞ্চিত্তথা বায়োর্হরের্বিদঃ।।
ভারতী বায়ুলক্ষ্মীণামাত্মনশ্চ যথা ক্রমম্।

আধিক্যজ্ঞানতো বিষ্ণুঃ সর্ব্বতঃ সংপ্রসীদতি।।
ইতি মাহাত্ম্যে।

বায়ুর্ভৌর্ম্মো ভীমনাদো মহৌজাঃ সর্ব্বেষাঞ্চ প্রাণিনাং প্রাণভূতঃ। অনাবৃত্তির্দেহিনাং দেহপাতে তস্মাদ্বায়ুর্দেব দেবোবিশিষ্ট ইতি মোক্ষধর্ম্মেষু। তস্মাদ্বায়ুরেব ব্যষ্টির্বায়ুঃ সমষ্টিরথ পুনর্মৃত্যুং জয়তি য এবং বেদেতি চ।

পঞ্চভূত-মনোবুদ্ধিরুদ্রাণাং প্রতি দেহকম্।
বাহ্যতশ্চাপি নেতৃত্বাদ্বায়ুর্ব্যষ্টি সমষ্টি কঃ।।
ইতি প্রভঞ্জনে।। ৪২-৪৪।।

ধিষ্ণ্যেম্বিত্যেষু মদ্রূপং শঙ্খচক্রগদাম্বুজৈঃ।
যুক্তং চতুর্ভুজং শান্তং ধ্যায়ন্নর্চ্চেৎ সমাহিতঃ।। ৪৬।।

অন্বয়ঃ— ইতি (এবং ক্রমেণ) এষু (পূর্ব্বোক্তেষু) ধিষ্ণ্যেষু (অধিষ্ঠানেষু) শঙ্খচক্রগদাম্বুজৈঃ যুক্তং চতুর্ভুজং শান্তং মদ্‌রূপং ধ্যায়ন্ (চিন্তয়ন্) সমাহিতঃ (একাগ্রচিত্তঃ সন্) অর্চ্চয়েৎ (পূজয়েৎ)।। ৪৬।।

অনুবাদ— এইরূপে পূর্ব্বোক্ত অধিষ্ঠানসমূহে শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম সুশোভিত, চতুর্ভুজ, শান্ত মদীয় রূপের ধ্যান করিয়া একাগ্রচিত্তে পূজা করিবে।। ৪৬।।

বিশ্বনাথ— ইত্যেষু ইত্যনেন প্রকারেণ, এষু ধিষ্ণ্যেষু চতুর্ভুজমিতি প্রায়িকত্বেনোক্তং। বস্তুতস্তু শ্রীরামাদ্যুপাসকা অপি স্বস্ব মন্ত্রধ্যেয়ং স্বরূপমেব।। ৪৬।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— এইসকল অধিষ্ঠানে এই প্রকারে পূজা করিবে, ইহার সংযত চিত্তে অর্চ্চন করিবে। ইহা প্রায়শ নারায়ণ মূর্ত্তিতে। কিন্তু বস্তুত শ্রীরামচন্দ্রের উপাসক প্রভৃতি নিজ নিজ মন্ত্রের ধ্যানমূর্ত্তির স্বরূপ চিন্তা করিয়াই পূজা করিবে।। ৪৬।।

বিবৃতি— ভগবদধিষ্ঠানের ধারণা পরিহার করিয়া এইগুলি স্বতন্ত্রভাবে আচরণ করিলে বহ্বীশ্বর ভাবের সেবায় বিপন্ন হইতে হয়। উহা না করিয়া শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-ধারী আমার শ্রীনারায়ণ রূপে ঐসকল বস্তুর অভ্যন্তরে শ্রীবিগ্রহের ধ্যান করিলেই হরিসম্বন্ধিবস্তুর বিচারে অর্চ্চন হয়; উহাই কর্ত্তব্য। অদ্বয়জ্ঞানে সমাধি বা একাগ্রতার অভাবে ভগবদর্চ্চন নহে; তৎকালে ভগবদর্চ্চন না হইয়া বিষয়-ভোগই মাত্র হয়।। ৪৬।।

মধ্ব—

স্বাত্মনি স্থো হরিঃ পূজ্য আত্মনামশনাদিকৈঃ।
তৎসম্বন্ধাত্মশব্দো জীবে স্যাদুপচারতঃ।।
ইত্যাত্মসংহিতায়াম্।। ৪৫-৪৬।।

ইষ্টাপূর্ত্তেন মামেবং যো যজেত সমাহিতঃ।
লভতে ময়ি সদ্ভক্তিং মৎস্মৃতিঃ সাধুসেবয়া।।৪৭।।

অন্বয়ঃ— যঃ (জনঃ) সমাহিতঃ (সন্) ইষ্টাপূর্ত্তেন (ইষ্টং যাগাদি পূর্ত্তং খাতাতি কর্ম্ম তেন) এবং মাং যজেত (পূজয়েৎ সঃ) ময়ি সদ্ভক্তিং (স্থিরভক্তিং) লভতে (প্রাপ্নোতি ততশ্চ) সাধুসেবয়া মৎস্মৃতিঃ (মদ্‌বিষয়কং জ্ঞানং ভবতি)।। ৪৭।।

অনুবাদ— যিনি ইষ্ট এবং পূর্ত্ত বিধিদ্বারা এইরূপে একাগ্রচিত্তে আমার পূজা করেন, তিনি আমার প্রতি স্থির-ভক্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। অনন্তর সাধুসেবা-হেতু মৎ বিষয়ক জ্ঞানের উদয় হইয়া থাকে।। ৪৭।।

বিশ্বনাথ— ইষ্টাপূর্ত্তেনেতি ইষ্টং হবিষাগ্নৌ যজেত মামিত্যুপলক্ষিতং পূজাদিকং, পূর্ত্তং উদ্যানোপবনেত্যাদ্যুক্তং, তেন সদ্ভক্তিং সতীমুত্তমাং প্রেমলক্ষণাং মৎস্মৃতির্মৎকর্ত্তৃকা স্মৃতিঃ। সাধুসেবয়েতি যস্তু সাধনাধিক্যেন সেবেত তস্ত্বহং সদা স্মরামীত্যর্থঃ।। ৪৭।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— আমাকে সংযত চিত্তে ঘৃতদ্বারা অগ্নিতে ও ফল পুষ্প উপবনে উত্তম প্রেমভক্তির সহিত আমার স্মরণ পূর্ব্বক যিনি পূজা করেন, তিনি আমাতে উত্তমাভক্তি লাভ করেন, যিনি সাধুগণের অধিকভাবে সেবা করেন, তাহাকে আমি সর্ব্বদা স্মরণ করি।। ৪৭।।

বিবৃতি— ভগবানের সেবার উদ্দেশ্য পরিহার করিয়া যাঁহারা ইষ্টাপূর্ত্ত কার্য্যে আত্মনিয়োগ করেন, তাঁহারা

বঞ্চিত হন; কিন্তু শুদ্ধ ভগবদ্ভক্ত সাধুর সেবাতেই ভগবদু-দ্দীপনজনিত স্মরণ হইয়া থাকে। তদ্দ্বারাই ভগবানের প্রতি অবিচলিতা সেবা-প্রবৃত্তি-লাভ ঘটে। ভগবদ্ভক্ত সর্ব্বদা শ্রীগুরুপাদপদ্ম-কীর্ত্তিত হরিকথা-শ্রবণ করিয়া তাহাই কীর্ত্তন করিয়া থাকেন—উহাই ভক্তিলাভের একমাত্র কারণ।

তপস্যা আত্মমঙ্গলের কারণ নহে, পরন্তু শুদ্ধ ভগ-বদনুশীলনই পরম-চরম কল্যাণের একমাত্র কারণ।। ৪৭

প্রায়েণ ভক্তিযোগেন সৎসঙ্গেন বিনোদ্ধব।
নোপায়ো বিদ্যতে সম্যক্ প্রায়ণং হি সতামহম্।।৪৮।।

অন্বয়ঃ— (হে) উদ্ধব! হি (যস্মাৎ) অহং সতাং প্রায়ণং (প্রকৃষ্টময়নমাশ্রয়স্তস্মাৎ) সৎসঙ্গেন (সৎসঙ্গ-জাতেন) ভক্তিযোগেন বিনা প্রায়েণ সম্যক্ (প্রকৃষ্টঃ) উপায়ঃ (সংসারতরণে কশ্চিদন্য উপায়ঃ) ন বিদ্যতে।।৪৮

অনুবাদ— হে উদ্ধব! যে হেতু আমি সাধুগণের পরমাশ্রয় স্বরূপ, সেইজন্য সৎসঙ্গজাত ভক্তিযোগ ব্যতীত সংসারনিস্তারে অন্য উৎকৃষ্ট উপায় নাই।। ৪৮।।

বিশ্বনাথ— জ্ঞান-ভক্তিমার্গাবুক্তৌ, বস্তুতস্তু সংসার-তরণাদ্যুপেয়-বস্তুনা ভক্তিরেবোপায় ইত্যাহ,—প্রায়েণেতি বিতর্কে ইতি সন্দর্ভঃ। যদ্বা সৎসঙ্গেন হেতুনৈব যঃ প্রায়েণ ভক্তিযোগস্তেন বিনা নোপায়োবিদ্যতে। প্রধানভূতা কেবলা-চেতি দ্বিবিধা ভক্তিঃ, সাধুসঙ্গেনৈব ভবেদিতি ব্যাখ্যাত-মেব। যচ্চ মোক্ষসাধকং ভক্তিমিশ্রজ্ঞানং তত্র গুণভূতা ভক্তির্যা সা তু সাধুসঙ্গং বিনাপি ভবেদিত্যতোহত্র প্রায় গ্রহণং, তস্যা ভক্তেস্তজ্জ্ঞানমেব কারণং যথা কর্ষকস্য করদানাদিনা যৎ পৃথ্বীশ্বরোপাসনং তস্য কারণং কৃষিরেব, অন্যথা তস্যা বৈফল্যাদিতি প্রথমস্কন্ধ এব ব্যাখ্যাতম্। এবঞ্চ 'যৎ কর্ম্মভির্যৎ তপসা' ইত্যাদিভগবদুক্তের্জ্ঞানাদিকং বিনাপি ভক্তিঃ সর্ব্বফলদাত্রী, ভক্ত্যা তু বিনা জ্ঞানাদিকং ন মোক্ষাদিসাধকমিতি তত্র তত্রাপি ভক্তিরেব তত্তৎ ফলদায়িনী ব্যাখ্যেয়েত্যতোহন্য উপায়োহজাগলস্তনন্যায়েনৈবেতি কেচিদাহুস্তত্রেয়ং ভগবদুক্তিরপি প্রমাণম্। "তাপত্রয়েণাভিহতস্য ঘোরে সন্তপ্যমানস্য ভবাধ্বনীহ। পশ্যামি নান্যচ্ছরণং তবাঙ্ঘ্রিদ্বন্দ্বাতপত্রাদমৃতাভিবর্ষাৎ" ইত্যুদ্ধবোক্তিরপি "সংসারসিন্ধুমতিদুস্তরমুত্তিতীর্ষোর্নান্যঃ প্লবো ভগবতঃ পুরুষোত্তমস্য। লীলাকথারসনিষেবণম-ন্তরেণ পুংসো ভবেদ্বিবিধদুঃখদবার্দ্দিতস্য" ইতি শুকোক্তি-রপি "কিম্বা যোগেন সাংখ্যেন ন্যাসস্বাধ্যায়য়োরপি; কিম্বা শ্রেয়োভিরন্যৈশ্চ ন যত্রাত্মপ্রদো হরিঃ" ইতি নারদোক্তি-রপি। সম্যক্ প্রায়ণং সম্যক্ প্রকৃষ্ট আশ্রয়ঃ।। ৪৮।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— জ্ঞান ও ভক্তিযোগের পথ বলা হইল, সংসার তরণাদি উপেয় বস্তুদ্বারা ভক্তিই উপায় ইহাই বলিতেছেন—সৎসঙ্গ হইতে যে প্রায়শ ভক্তিযোগ লাভ হয়, তাহা ব্যতীত অন্য উপায় নাই। প্রধানীভূতা ও কেবলা এই দ্বিবিধা ভক্তি সাধুসঙ্গ দ্বারাই লাভ হয়। ইহা পূর্ব্বে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। মোক্ষসাধক ভক্তিমিশ্র জ্ঞান যাহা, সেস্থলে গুণীভূতা, তাহা কিন্তু সাধুসঙ্গ ব্যতীতও হয়। এই কারণে এস্থলে প্রায় শব্দ বলা হইয়াছে। ভক্তিমিশ্রা জ্ঞান সেইভক্তির জ্ঞানই কারণ, যেমন কৃষকের কর দানাদি দ্বারা রাজার উপাসনা, তাহার কারণ কৃষিকর্ম্মই অন্য প্রকারে তাহা বিফল হয়। ইহা প্রথমস্কন্ধেই বলা হইয়াছে। এই প্রকার 'যাহা কর্ম্মসমূহ দ্বারা, যাহা তপস্যা দ্বারা' ইত্যাদি ভগবৎ উক্তিহেতু জ্ঞানাদি ব্যতীতও ভক্তি সর্ব্বফলদাত্রী, ভক্তিবিনা জ্ঞানাদি মোক্ষাদি সাধক নহে, সেই সেই স্থলে ভক্তি সেই সেই ফলদায়িনী, অতএব অন্য উপায় নিষ্ফল অজাগলস্তন ন্যায় দ্বারাই কেহ কেহ বলেন। এই ভগবৎ উক্তিও সেস্থলে প্রমাণ। শ্রীউদ্ধবের উক্তি আছে 'এইসংসার পথে ত্রিতাপ দ্বারা দগ্ধীভূত ভয়ঙ্কর তপ্ত মনুষ্যগণের অন্য আশ্রয় আমি দেখিতেছি না। হে কৃষ্ণ। তোমার চরণদ্বয় ছত্র হইতে অমৃতবর্ষণ ছাড়া। শ্রীশুকদেবের উক্তি 'এই সংসার-সিন্ধু অতিদুস্তর, তাহা হইতে উত্তীর্ণ হইবার ভগবান পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের লীলা-কথা সেবা-ব্যতীত অন্য নৌকা দেখিতেছি না, বিবিধ দুঃখ-রূপ দাবাগ্নিতে দগ্ধীভূত মনুষ্যগণের। শ্রীনারদ ঋষির

উক্তিও 'যোগদ্বারা, সাংখ্য, সন্ন্যাস, বেদপাঠ অথবা অন্য যত প্রকার মঙ্গল কার্য্য আছে, যাহাতে আত্মপ্রদ শ্রীহরি নাই। সম্যক্ প্রায়ণং অর্থাৎ প্রকৃষ্ট আশ্রয়।। ৪৮।।

বিবৃতি— ভগবান্—পুরুষোত্তম বস্তু। তিনিই একমাত্র সাধুগণের প্রকৃষ্ট গতি ও আশ্রয়। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ কখনও আত্মগতি হইতে পারে না। উহা অনাত্ম প্রতীতির কাম্য চরম অমঙ্গল। সুতরাং সৎসঙ্গপ্রভাবে ভগবৎসেবাধর্ম্মে অবস্থিত হইলে সর্ব্বতোভাবে অভিধেয়ের সিদ্ধি হয়।। ৪৮।।

অথৈতৎ পরমং গুহ্যং শৃণ্বতো যদুনন্দন।
সগোপ্যমপি বক্ষ্যামি ত্বং মে ভৃত্যঃ সুহৃৎ সখা।।৪৯।।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামেকাদশস্কন্ধে শ্রীভগবদুদ্ধবসংবাদে একাদশোঽধ্যায়।। ১১।।

অন্বয়ঃ— (হে) যদুনন্দন। (হে উদ্ধব!) ত্বং (যতঃ) মে (মম) ভৃত্যঃ (সেবকঃ) সুহৃৎ সখা (চ ভবসি তস্মাৎ) অথ (অনন্তরং) শৃণ্বতঃ (শ্রবণাভিলাষিণস্তব সমীপে) সুগোপ্যম্ অপি এতৎ পরমং গুহ্যং (বক্ষ্যমাণং তত্ত্বং) বক্ষ্যামি (বর্ণয়িষ্যামি) অতঃ (তস্মাদেতৎ) শৃণু।। ৪৯।।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবত একাদশস্কন্ধে একাদশাধ্যায়স্যান্বয়।

অনুবাদ— হে যদুনন্দন উদ্ধব! তুমি যেহেতু আমার সেবক, সুহৃৎ এবং সখা-স্বরূপ, সেইজন্য অতি গোপনীয় হইলেও অনন্তর তোমার নিকট পরমগুহ্য তত্ত্ব বর্ণন করিব, তাহা শ্রবণ কর।। ৪৯।।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে একাদশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

বিশ্বনাথ— ব্রয়ুঃ স্নিগ্ধস্য শিষ্যস্য গুরবো গুহ্যমপ্যুতেতি স্মৃতেস্তুভ্যমহমনন্যপ্রকাশ্যমপি বস্তু বচ্মীত্যাহ,— অথৈতদিতি। সাংখ্যযোগাদীনি সাধনান্তরসাপেক্ষাণি সব্যভিচারাণি চ সৎসঙ্গস্তু স্বতন্ত্র এব সমর্থঃ ফলাব্যভিচারী চেতি স্বামিচরণাঃ।। ৪৯।।

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।
একাদশে সঙ্গতোঽত্রৈকাদশঃ সঙ্গতঃ সতাম্।।

ইতি শ্রীল বিশ্বনাথচক্রবর্ত্তি-ঠক্কুরকৃতা শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে একাদশাধ্যায়স্য সারার্থদর্শিনী টীকা সমাপ্তা।

টীকার বঙ্গানুবাদ—পূর্ব্বে শৌনাদি ঋষি বলিয়াছেন — 'অতিগোপনীয় বস্তু হইলেও গুরুগণ স্নিগ্ধ শিষ্যের নিকট তাহা বলিবেন', অতএব অন্যের নিকট অপ্রকাম্য বস্তুও হে উদ্ধব! অতিগোপনীয় হইলেও তুমি আমার ভৃত্য সুহৃৎ ও সখা এই কারণে বলিব। সাংখ্যযোগ আদি অন্য সাধনসমূহ ভক্তির অপেক্ষা ছাড়া নিজ নিজ ফল দিতে পারে না, কিন্তু সাধুসঙ্গ স্বতন্ত্রই নিজ ফলাদিতে সমর্থ ইহাও শ্রীস্বামিপাদ বলিয়াছেন।। ৪৯।।

ইতি ভক্তচিত্তের আনন্দদায়িনী সারার্থদর্শিনীতে একাদশ স্কন্ধে এই একাদশ অধ্যায় সাধুগণের সঙ্গে সমাপ্ত হইলেন।

ইতি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর কৃত শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশস্কন্ধে একাদশ অধ্যায়ের সারার্থদর্শিনী টীকার অনুবাদ সমাপ্ত হইলেন।

বিবৃতি—

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধের একাদশ অধ্যায়ের বিবৃতি সমাপ্ত।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশস্কন্ধের একাদশ অধ্যায়ের গৌড়ীয় ভাষ্য সমাপ্ত।

দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ

শ্রীভগবানুবাচ—

ন রোধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং ধর্ম্ম এব চ।
ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো নেষ্টাপূর্ত্তং ন দক্ষিণা।। ১।।
ব্রতানি যজ্ঞশ্ছন্দাংসি তীর্থানি নিয়মা যমাঃ।
যথাবরুন্ধে সৎসঙ্গঃ সর্ব্বসঙ্গাপহো হি মাম্।। ২।।

গৌড়ীয় ভাষ্য

দ্বাদশ অধ্যায়ের কথাসার

দ্বাদশ অধ্যায়ে সাধুসঙ্গের মহিমা ও ব্রজবাসিগণের প্রেমের সর্ব্বমহোৎকর্ষ বর্ণিত হইয়াছে।

সাধুসঙ্গ জীবের সংসারাসক্তি বিনাশ করিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে যে-প্রকার বশীভূত করিতে পারে, এরূপ বশীভূত যোগ, সাংখ্য, ধর্ম্ম, স্বাধ্যায়, তপঃ, ত্যাগ, ইষ্টকর্ম্ম, পূর্ত্তকর্ম্ম, দক্ষিণা, ব্রত, দেবপূজা, সরহস্য মন্ত্র, তীর্থ, নিয়ম, যম প্রভৃতি করিতে সমর্থ নহে। প্রতিযুগে রাজস-তামসভাবাপন্ন দৈত্য, রাক্ষস, খগ, মৃগ প্রভৃতি এবং মনুষ্য-মধ্যে বৈশ্য, শূদ্র, স্ত্রী, অন্ত্যজাদি বেদাধ্যয়নাদি না করিয়া শুধু সৎসঙ্গ-প্রভাবে ভগবানের পরমপদ প্রাপ্ত হইয়াছেন। পক্ষান্তরে অন্যান্য ব্যক্তিগণ যোগ, সাংখ্য, দান, ব্রত, সন্ন্যাস প্রভৃতিতে অতিশয় যত্নশীল হইয়াও ভগবান্‌কে লাভ করিতে পারেন নাই।

অবলা ব্রজরামাগণ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের স্বরূপ-বিষয়ে অনভিজ্ঞ হইয়াও রতিপ্রদ জারবুদ্ধিতে তাঁহাকে কামনা করিয়াই নিয়ত শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্গপ্রভাবে ব্রহ্মাদিরও সুদুষ্প্রাপ্য পরব্রহ্ম-স্বরূপ তাঁহাকে লাভ করিয়াছিলেন। এই ব্রজরামাগণ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি এরূপ গাঢ়-আসক্তিযুক্তা যে, বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের সহবাসে আনন্দাপ্লুতচিত্তে সমস্ত-রাত্রি ক্ষণার্দ্ধ-সময়ের ন্যায় অতিবাহিত করিতেন, আর অক্রূর বলদেবের সহিত শ্রীকৃষ্ণকে মথুরায় লইয়া গেলে, বিরহাবস্থায় এক একটী রাত্রি তাঁহাদের নিকট কল্প-প্রমাণ সুদীর্ঘ বলিয়া বোধ হইত। কৃষ্ণ বিরহসন্তপ্তা তাঁহাদের নিকট কৃষ্ণের সমাগম ব্যতীত অপর কিছুই সুখকর বলিয়া বোধ হইত না। সুতরাং গোপীগণের প্রেমোৎকর্ষ অতুলনীয়।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে পূর্ব্বোক্ত উপদেশমালা প্রদান করিয়া শ্রুতি-স্মৃতি-বর্ণিত ধর্ম্মাধর্ম্মের বিচার পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভগবান্‌কে লাভের জন্য তাঁহার শরণ গ্রহণ করিতে উপদেশ করেন।

অন্বয়ঃ—শ্রীভগবান্ উবাচ— সর্ব্বসঙ্গাপহং (সার্ব্বত্রিকাসক্তিনিরাসকঃ) সৎসঙ্গঃ (সতাং সঙ্গঃ) মাং যথা (যদ্বৎ) অবরুন্ধে হি (বশীকরোতি) যোগঃ (আসনপ্রাণায়ামাদিঃ) মাং (তথা) ন রোধয়তি (ন বশীকরোতি) সাংখ্যং (তত্ত্বানাং বিবেকঃ) ধর্ম্ম (সামান্যতো হিংসাভাবাদিঃ) এব চ ন (তথা ন রোধয়তি) স্বাধ্যায়ঃ (বেদজপঃ) তপঃ (কৃচ্ছ্রাদিঃ) ত্যাগঃ (সন্ন্যাসশ্চ) ন (তথা ন রোধয়তি) ইষ্টাপূর্ত্তং ন (ইষ্টং যাগাদি পূর্ত্তং খাতকূপাদি কর্ম্ম চ তথা ন রোধয়তি) দক্ষিণা (দানঞ্চ) ন (তথা ন রোধয়তি কিঞ্চ) ব্রতানি একাদশ্যুপবাসাদীনি) যজ্ঞঃ (দেবপূজা) ছন্দাংসি (সরহস্যমন্ত্রাঃ) তীর্থানি (পুণ্যস্থানানি) নিয়মাঃ যমাঃ (এতে চ মাং তথা ন বশীকুর্ব্বন্তি)।। ১-২।।

অনুবাদ— শ্রীভগবান্ বলিলেন— হে উদ্ধব! সৎসঙ্গ সর্ব্ববিষয়ের আসক্তিবিনাশক বলিয়া উহা আমাকে যেরূপ বশীভূত করে, যোগ, সাংখ্য, অহিংসাদি সাধারণ ধর্ম্মানুষ্ঠান, স্বাধ্যায়, তপঃ, সন্ন্যাস, যাগাদি ইষ্টকর্ম্ম, কূপখনাদি পূর্ত্তকর্ম্ম, দক্ষিণা, ব্রত, দেবপূজা, সরহস্যমন্ত্র, তীর্থ, নিয়ম অথবা যম—এই সকল তাদৃশ বশীভূত করিতে পারে না।। ১-২।।

বিশ্বনাথ—

দ্বাদশে সাধুসঙ্গস্য মহিমোক্তো ব্রজৌকসাম্।
প্রেয়ঃ সর্ব্বমহোৎকর্ষঃ সূচিতঃ সংশয়চ্ছিদা ॥০॥

যোগ আসন-প্রাণায়ামাদিঃ সাংখ্যমাত্মানাত্মবিবেকঃ, ধর্ম্মোঽহিংসাদিঃ, স্বাধ্যায়ো বেদপাঠঃ, তপঃ কৃচ্ছ্রাদিঃ, ত্যাগঃ সন্ন্যাসঃ, ইষ্টপূর্ত্তং ইষ্টঞ্চ পূর্ত্তঞ্চ তত্রেষ্টমগ্নি-

হোত্রাদি, পূর্ত্তং কূপারামাদিনির্ম্মাণম্, দক্ষিণাশব্দেন সামান্যতো দানং লক্ষ্যতে। ব্রতানি চাতুর্ম্মাস্যাদীনি, যজ্ঞো দেবপূজা, ছন্দাংসি রহস্যমন্ত্রাঃ, ন রোধয়তীতি প্রত্যেক-নান্বয়াদেকত্বং। ব্রতানীত্যাদৌ বচনবিপরিণামেন ন রোধয়ন্তীত্যর্থঃ। রুধের্বশীকরণার্থকত্বাৎ যোগাদয়ো ন মদ্বশীকারপ্রযোজকা ইতি তৈরহমষ্টাঙ্গযোগিপ্রভৃতিভি র্ন বশীকৃতো ন প্রাপ্তঃ স্যামিতি ফলিতোঽর্থঃ। "ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাঙ্খ্যং ধর্ম্ম উদ্ধব। ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো যথা ভক্তির্মমোর্জ্জিতা।" 'ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ' ইত্যগ্রিম-বাক্যেনৈকার্থাৎ যোগাদয়ো ন মৎপ্রাপ্ত্যুপায়া ইত্যতো নোপায়ো বিদ্যতে ইতি পূর্ব্বোক্তিরেব দৃঢ়ীকৃতা। সৎসঙ্গো যথাঽবরুন্ধে বশীকরোতীত্যনন্ত প্রয়োগেণ ভক্ত্যুৎপত্তেঃ পূর্ব্বমপি স এব স্বয়ং মাং বশীকুর্য্যাৎ, কিং পুনর্ভক্তিং জনয়িত্বা ইত্যর্থো লভ্যতে। অত্র যথা শব্দস্তত্র চ যথা শব্দো যথাবদিত্যর্থ এব প্রযুক্তঃ। 'ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ' ইত্যগ্রিমবাক্যে একয়েতি পদপ্রয়োগাদিত্যকে। যোগাদীনা-মপি ভক্তিমিশ্রত্বাৎ কিঞ্চিদ্বশীকারত্বমস্ত্যেবেত্যতো যথা—শব্দঃ সার্থকঃ ইত্যপরে আহুঃ। সর্ব্বসঙ্গাপহঃ সার্ব্বত্রি-কাসক্তিনিরাসক ইতি বশীকারে হেতুঃ।। ১-২।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— এই দ্বাদশ অধ্যায়ে সাধুসঙ্গের মহিমা বলা হইয়াছে এবং সংশয়ছেদন পূর্ব্বক ব্রজবাসী-গণের প্রেমের সর্ব্বোৎকৃষ্ট মহামহিমা সূচিত হইয়াছে।।০

হে উদ্ধব! আসন প্রাণায়ামাদি অষ্টাঙ্গযোগ, আত্মা অনাত্মার পার্থক্যজ্ঞানরূপ সাংখ্য, অহিংসাদি ধর্ম্ম, বেদপাঠ, কৃচ্ছ্রাদি তপস্যা, সন্ন্যাসরূপ ত্যাগ, অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞ ইষ্ট, কূপ আরামাদি নির্ম্মাণ পূর্ত্ত, দক্ষিণারূপ সামান্য-দান, চাতুর্ম্মাস্যাদি ব্রতসমূহ, দেবপূজারূপ যজ্ঞ, ছন্দসমূহ অর্থাৎ রহস্য-মন্ত্র এইসকল আমাকে বশীভূত করিতে পারে না। 'রোধয়তি' এস্থলে একবচন প্রত্যেকের সহিত পৃথক্ পৃথক্ অন্বয়ের জন্য। 'ব্রতানি' এস্থলে বহুবচন থাকায় রোধয়ন্তি এইভাবে বহুবচন করিতে হইবে। রুধ ধাতুর অর্থ বশীকরণ। অতএব যোগাদি আমার বশীকরণ করিতে পারে না অর্থাৎ অষ্টাঙ্গ যোগী প্রভৃতি কর্ত্তৃক আমি বশীভূত নহি। তাহারা আমাকে প্রাপ্ত হয় না। ইহাই ফল কথা। আমাকে যোগ সাধন করিতে পারে না, হে উদ্ধব! সাংখ্য ও ধর্ম্ম পারে না, বেদপাঠ তপস্যা ত্যাগও আমার সাধন নহে। ভক্তি যেমন বলবতী আমার সাধন। 'আমি একমাত্র ভক্তিদ্বারাই গ্রহণীয় হই' এই সকল পরবর্ত্তী বাক্যের সহিত একার্থ হেতু যোগাদি আমার প্রাপ্তির উপায় নহে। এই কারণে পূর্ব্ব উক্ত 'ভক্তি বিনা অন্য কোন উপায় নাই' এই বাক্যই দৃঢ়ীকৃত হইল। 'সৎ সঙ্গ যেভাবে আমাকে বশীভূত করে' ইহা বহু প্রয়োগ দ্বারাই সৎসঙ্গরূপা ভক্তি উৎপত্তির পূর্ব্বেও ঐ সাধনই স্বয়ং আমাকে বশীভূত করে, ভক্তি জন্মাইয়া যে আমাকে বশীভূত করিবে ইহা আর কি বলিব। 'আমি একমাত্র ভক্তিদ্বারাই গ্রহণীয় হই' এই অগ্রিম বাক্যদ্বারাই ইহা সিদ্ধ হয়। যোগাদির ও ভক্তিমিশ্র থাকায় কিঞ্চিৎ বশীকারিতা আছেই, এই জন্য 'যথা' শব্দ সার্থক হয়, ইহা কেহ বলেন। সর্ব্বসঙ্গাপহ অর্থাৎ এই সাধুসঙ্গ সার্ব্বত্রিক আসক্তি নিবা-রক। এই কারণে আমাকে বশীকারের কারণ।। ১-২।।

বিবৃতি— অনিত্য নশ্বর জগতের সহিত সম্বন্ধ স্থির করিয়া যে-সঙ্গের উদয় হয়, সেই-সঙ্গকে নিত্য বর্ত্তমান পরমকল্যাণ-দায়ক সঙ্গ বলা যাবে না। পুরুষোত্তম ভগবানের সঙ্গ তাঁহার সঙ্গিগণের সঙ্গ হইতেই লভ্য হয়।

সেশ্বর-সাংখ্য-পদ্ধতি, নিরীশ্বর-সাংখ্য-পদ্ধতি, নিত্য-নৈমিত্তিকাদি ব্যবহারিক ধর্ম্ম (গৃহ্য ও শ্রৌতসূত্রানু-গত), বেদাধ্যয়ন, তপস্যা, সন্ন্যাস বা বৈরাগ্য, ইষ্টাপূর্ত্ত, দক্ষিণা, যজ্ঞ, ছন্দঃ, তীর্থ স্নান, শম, যম ও নিয়ম—এই সকল অভিধেয় শুদ্ধভক্তসঙ্গের ন্যায় ভগবানের প্রীতি সাধনে যোগ্য হয় না।

ভগবদ্-বস্তু—সর্ব্বদাই 'অজিত', কিন্তু তিনি শুদ্ধ-ভক্তের একমাত্র প্রেমবশ্য। অভক্তগণের যাবতীয় অভি-ধেয় তাঁহাকে 'আপন' করিয়া লইতে পারে না।। ১-২।।

মধ্ব—

সঙ্গস্তু গুণসংপ্রীতির্গুণবত্ত্বেঽতিনিশ্চয়াৎ।
স চেদ্ধরৌ ভবেত্তেন মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ।।

অপরোক্ষদৃশোর্হেতুর্ভবেৎ স স্যাদ্ যদি ক্ষমঃ।
অন্যথা সুখভাগেব-যদৃষ্টির্মোক্ষকারণম্।।
ইতি দর্শনে।

জ্ঞাত্বাপি হরিবিদ্বেষী তমো যাতি ন সংশয়ঃ।
বিশেষরূপস্যাজ্ঞোঽপি গুণবত্ত্বেঽতিনিশ্চিতঃ।।
গুণসংপ্রীতিমান্নিত্যং তং দৃষ্টা মুক্তিমেষ্যতি।
অথবা সুখভাগেব স্যাদ্ যাবদ্দর্শনোপগঃ।।
ইতি ব্যক্তে।

হরিসঙ্গবিহীনস্তু হরের্দর্শনবানপি।
ন মুচ্যতেঽখিলজ্ঞোঽপি তমো যাতি চ নিশ্চয়াৎ।
গুণৈরন্যৈর্বিহীনোঽপি তদ্ভক্তেষ্বপি চ ক্রমাৎ।
সঙ্গবান্ সুখভাগেব স্যাদ্ গুণৈর্মুক্তিমেতি বা।
স্বভক্তসঙ্গহীনস্য ব্যুৎক্রমাৎ সঙ্গিনোঽপি বা।
স্বসঙ্গবিঘ্নকৃদ্বিষুস্তৎসজ্যে তেষু তত্র চ।।
ইতি সৎসঙ্গে।। ১-২।।

সৎসঙ্গেন হি দৈতেয়া যাতুধানা খগা মৃগাঃ।
গন্ধর্ব্বাপ্সরসো নাগাঃ সিদ্ধাশ্চারণগুহ্যকাঃ।। ৩।।
বিদ্যাধরা মনুষ্যেষু বৈশ্যাঃ শূদ্রাঃ স্ত্রিয়োঽন্ত্যজাঃ।
রজস্তমঃপ্রকৃতয়স্তস্মিংস্তস্মিন্ যুগে যুগে।। ৪।।
বহবো মৎপদং প্রাপ্তাস্ত্বাষ্ট্রকায়াধবাদয়ঃ।
বৃষপর্ব্বা বলির্বাণো ময়শ্চাথ বিভীষণঃ।। ৫।।
সুগ্রীবো হনুমানৃক্ষো গজো গৃধ্রো বণিক্‌পথঃ।
ব্যাধঃ কুব্জা ব্রজে গোপ্যো যজ্ঞপত্ন্যস্তথাপরে।। ৬।।

অন্বয়ঃ—তস্মিন্ তস্মিন্ যুগে যুগে (প্রতিযুগং) সৎসঙ্গেন (সতাং সংসর্গেণ) হি (এব) রজস্তমঃপ্রকৃতয়ঃ (রাজসাতামসাশ্চ) দৈতেয়া যাতুধানাঃ (রাক্ষসাঃ) খগাঃ মৃগাঃ গন্ধর্ব্বাপ্সরসঃ (গন্ধর্ব্বা অপ্সরসশ্চ) নাগাঃ সিদ্ধাঃ চারণাঃ গুহ্যকাঃ বিদ্যাধরাঃ মনুষ্যেষু বৈশ্যাঃ শূদ্রাঃ স্ত্রিয়ঃ অন্ত্যজাঃ (ইতরজাতয়ঃ) ত্বাষ্ট্রকায়াধবাদয়ঃ (ত্বাষ্ট্রোবৃত্রঃ কায়াধবঃ প্রহ্লাদস্তদাদয়ঃ) বহবঃ (অনেকে প্রাণিনঃ কিঞ্চ)বৃষপর্ব্বা বলিঃ বাণঃ ময়ঃ অথ বিভীষণঃ সুগ্রীবঃ হনুমান্ ঋক্ষঃ (জাম্বুবান্) গজঃ (গজেন্দ্রঃ) গৃধ্রঃ (জটায়ুঃ) বণিক্‌পথঃ (তুলাধারঃ) ব্যাধঃ (ধর্ম্মব্যাধঃ) কুব্জা ব্রজে গোপ্যঃ তথা অধ্বরে (যজ্ঞে) যজ্ঞপত্ন্যঃ (দীক্ষিতবিপ্রভার্য্যাঃ) মৎপদং প্রাপ্তা (মৎস্থানং গতাঃ)।। ৩-৬।।

অনুবাদ—প্রতিযুগে সৎসঙ্গ-প্রভাবে রাজসতামস-ভাবাপন্ন দৈত্য, রাক্ষস, খগ, মৃগ, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা, নাগ, সিদ্ধ, চারণ, গুহ্যক, বিদ্যাধর, মনুষ্যমধ্যে বৈশ্য, শূদ্র, স্ত্রী, অন্ত্যজগণ, বৃত্রাসুর, প্রহ্লাদ প্রভৃতি অনেক জন, বৃষপর্ব্বা, বলি, বাণ, ময়, বিভীষণ সুগ্রীব, হনুমান্, জাম্বুবান্, গজেন্দ্র, জটায়ু, তুলাধার, বণিক্, ধর্ম্মব্যাধ, কুব্জা, ব্রজগোপীগণ এবং যজ্ঞে দীক্ষিতবিপ্রভার্য্যাগণ—ইহারা আমার পদ প্রাপ্ত হইয়াছিল।। ৩-৬।।

বিশ্বনাথ— বশীকরণমত্র গৌণং, মুখ্যঞ্চ, যথাসম্ভবং বাণাদৌ শ্রীগোপ্যাদৌ চ দর্শয়তি— সৎসঙ্গেনেতি চতুর্ভিঃ। সন্তঃ প্রাধানীভূতভক্তিমন্তঃ কেবলভক্তিমন্তশ্চ। অত্র পূর্ব্বেষাং সঙ্গিভির্ভগবদ্বশীকারো গৌণঃ, উত্তরেষান্তু মুখ্য ইতি জ্ঞেয়ম্। যাতুধানা রাক্ষসাঃ। ত্বাষ্ট্রো বৃত্রঃ, কায়াধবঃ প্রহ্লাদঃ, অনয়োর্জন্মতঃ প্রাগেব নারদসঙ্গঃ। বৃষপর্ব্বেত্যয়ং জাতমাত্র এব মাতৃপরিত্যক্তো মুনিপালিতো বিষ্ণুভক্তোঽভূদিতি পৌরাণিকী প্রসিদ্ধিঃ, বলেঃ প্রহ্লাদসঙ্গঃ। বাণস্য বাহুচ্ছেদসময়ে কৃপালোর্মহাদেবস্য সঙ্গঃ। ময়স্য সভা-নির্ম্মাণে পাণ্ডবসঙ্গঃ। বিভীষণস্য হনূমৎসঙ্গঃ। সুগ্রীবাদীনাং ত্রয়াণাং লক্ষ্মণসঙ্গঃ। গজো গজেন্দ্রঃ অস্য পূর্ব্বজন্মনি নারদাদিসঙ্গঃ। গৃধ্রো জটায়ুরস্য গরুড়দশরথাদিসঙ্গঃ। বণিক্‌পথস্তুলাধারো ভারতপ্রসিদ্ধঃ অস্য সৎসঙ্গো মৃগ্যঃ। ব্যাধঃ ধর্ম্মব্যাধঃ, অস্য প্রাগ্ব্রহ্মরাক্ষসতাং প্রাপ্তস্য বরাহপুরাণদৃষ্টেন বৈষ্ণবেন রাজ্ঞা সহ সঙ্গঃ। কুব্জায়াঃ পূর্ব্বজন্মনি নারদসঙ্গঃ ইতি মাথুরহরিবংশে প্রসিদ্ধম্। গোপ্যো মুনিচর্য্যাদয়ঃ, পূর্ব্বজন্মনি কৃতবহুসাধুসঙ্গা এব এতজ্জন্মনি নিত্যসিদ্ধগোপীসঙ্গিন্যঃ। যজ্ঞপত্নীনাং ব্রজস্থশ্রীকৃষ্ণদূতীভির্মালিকতাম্বূলিকাদিস্ত্রীভিঃ ক্রয়বিক্রয়াদ্যর্থং মথুরাপ্রস্থানসময়ে সঙ্গঃ।। ৩-৬।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— অতঃপর বশীকরণ গৌণ ও

মুখ্যভাবে যথাসম্ভব বাণরাজা ও শ্রীব্রজগোপীতে দেখান হইতেছে চারিটি শ্লোকদ্বারা। প্রধানীভূত ভক্তিমান ও কেবলাভক্তিমান এই দুইপ্রকার সাধু। তন্মধ্যে পূর্ব্ব সাধু-গণে সঙ্গীগণ কর্ত্তৃক ভগবৎ বশীকরণ গৌণ। পরবর্ত্তী কেবলাভক্তিমানগণের বশীকরণ মুখ্য জানিতে হইবে। যাতুধান অর্থাৎ রাক্ষস, ত্বাষ্ট্র বৃত্রাসুর, কায়াবধ প্রহ্লাদ, এই দুইজনের জন্মের পূর্ব্বেই শ্রীনারদসঙ্গ। বৃষপর্ব্বা এই ব্যক্তি জন্মমাত্রই মাতৃপরিত্যক্ত হইয়া মুনি-পালিত বিষ্ণুভক্ত হইয়াছিলেন, বলিও প্রহ্লাদ মহারাজের সঙ্গ-লাভে ইহা পুরাণে প্রসিদ্ধ আছে। বাণ রাজার বাহু ছেদন সময়ে কৃপালু মহাদেবের সঙ্গ, ময়দানবের সভা নির্ম্মাণ কালে পাণ্ডবদের সঙ্গ, বিভীষণের শ্রীহনুমৎ সঙ্গ, সুগ্রীবাদি তিনজনের লক্ষ্মণ সঙ্গ, গজরাজের পূর্ব্বজন্মে নারদাদি সঙ্গ, জটায়ুপক্ষীর গরুড় ও দশরথাদি সঙ্গ। বণিক পথ অর্থাৎ তুলাধার ইনি মহাভারতে প্রসিদ্ধ। ইহার সৎসঙ্গ অস্পষ্ট অনুসন্ধানযোগ্য। ধর্ম্মব্যাধ ইনি পূর্ব্বে ব্রহ্ম রাক্ষস হইয়াছিলেন, বরাহপুরাণে আছে, কোন এক বৈষ্ণব রাজার সহিত সঙ্গ। কুব্জার পূর্ব্বজন্মে নারদ সঙ্গ মাথুর হরিবংশে প্রসিদ্ধ। মুনিচরী গোপীগণের পূর্ব্বজন্মে বহুসাধুসঙ্গ ও এই জন্মে নিত্যসিদ্ধ গোপীগণের সঙ্গ, যজ্ঞ পত্নীগণের ব্রজস্থিত শ্রীকৃষ্ণ-দূতী মালী ও তাম্বুলী স্ত্রীগণের সহিত ক্রয়বিক্রয়ের জন্য মথুরাগমন কালে সঙ্গ।।৩-৬।।

বিবৃতি—সৎসঙ্গ প্রভাবেই সকলের অযোগ্যতা দূরী-ভূত হইয়া পুরুষোত্তম ভগবানের সেবা-লাভ ঘটে।।৩-৬

তে নাধীতশ্রুতিগণা নোপাসিত-মহত্তমাঃ।
অব্রতাতপ্ততপসঃ মৎসঙ্গান্মামুপাগতাঃ।। ৭।।

অন্বয়ঃ—(তেষাং সৎসঙ্গব্যতিরিক্ত সাধনাভাব-মাহ) নাধীতশ্রুতিগণাঃ (নাধীতাঃ শ্রুতিগণা যৈস্তে তথা, কিঞ্চ) নোপাসিতমহত্তমাঃ (ন উপাসিতা মহত্তমা যৈস্তে তথা, কিঞ্চ) অব্রতাতপ্ততপসঃ (ন ব্রতানি যেষাং তে, ন তপ্তানি তপাংসি যৈস্তে চ তে চ তথা) তে (পূর্ব্বোক্তাঃ সর্ব্বে) মৎসঙ্গাৎ (সদ্ভিঃ সঙ্গো নাম মমৈব সঙ্গ ইত্যভি-প্রেত্যোক্তং, যদ্বা মদীয়সঙ্গাৎ) মাম্ উপাগতাঃ (প্রাপ্তা বভূবুঃ)।। ৭।।

অনুবাদ— তাহারা বেদাধ্যয়ন, মহৎসেবা এবং ব্রত-তপস্যানুষ্ঠান না করিয়া মদীয় সঙ্গবশতই আমাকে প্রাপ্ত হইয়াছিল।। ৭।।

বিশ্বনাথ— তেষাং সাধুসঙ্গোত্থা যথাপ্রকৃতিপ্রধানী-ভূতা কেবলা চ ভক্তিরেব ন তু সাধনান্তরমিত্যাহ,— তে ইতি। ন অধীতাঃ শ্রুতিগণা যৈস্তদর্থং চ উপাসিতা মহত্তমাঃ শ্রুত্যর্থগ্রাহয়িতারো মুনয়ো যৈস্তে, ন ব্রতানি যেষাং, ন তপ্তানি তপাংসি যৈস্তে চ তে চ তথা। কিন্তু সৎসঙ্গেনৈব হেতুনা ভক্ত্যা মৎসঙ্গাৎ মৎসঙ্গং প্রাপ্য মাম্ উপাগতাঃ প্রাপ্তাঃ। সদ্ভিঃ সঙ্গো নাম মমৈব সঙ্গ ইত্যর্থঃ।। ৭।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তিগণের সাধুসঙ্গ-জাত নিজ নিজ স্বভাব অনুসারে কেহ প্রধানীভূতা ভক্তি বা কেহ কেহ কেবলাভক্তিই লাভ করেন। অন্য সাধন নহে ইহাই বলিতেছেন—তাহারা বেদ পাঠ করে নাই, সেইজন্য বেদজ্ঞ মুনিগণের নিকট গমনও করে নাই, তাহারা কোন ব্রত বা তপস্যা আচরণ করে নাই, কিন্তু সৎ সঙ্গদ্বারাই ভক্তিলাভ করিয়া আমার সঙ্গ পাইয়া আমাকে প্রাপ্ত হইয়াছে। সাধুগণের সঙ্গ অর্থাৎ আমারই সঙ্গ।। ৭।।

বিবৃতি— অন্যান্য সাধন ব্যতীতও সৎসঙ্গ-প্রভাবেই ভগবান্‌কে লাভ করা যায়।। ৭।।

কেবলেন হি ভাবেন গোপ্যো গাবো নগা মৃগাঃ।
যেঽন্যে মূঢ়ধিয়ো নাগাঃ সিদ্ধা মামীয়ুরঞ্জসা।। ৮।।

অন্বয়ঃ—(তত্র বৃত্রাদীনাং কথঞ্চিৎ সাধনান্তরত্বে-ঽপি গোপী প্রভৃতীনাং নান্যদস্তীত্যাহ) গোপ্যঃ গাবঃ (ব্রজ-গোগণাঃ) নগাঃ (যমলার্জ্জুনাদয়ঃ) মৃগাঃ নাগাঃ (কালিয়া-দয়ঃ) মূঢ়ধিয়ঃ অন্যে চ যে (বৃন্দাবনীয়তরুগুল্মাদ্যাস্তে সর্ব্বে) কেবলেন ভাবেন হি (সৎসঙ্গলব্ধয়া কেবলয়া

—৪০

প্রীত্যৈব) সিদ্ধাঃ (কৃতার্থাঃ সন্তঃ) অঞ্জসা (শীঘ্রং) মাম্ ঈয়ুঃ (প্রাপ্তাঃ)।। ৮।।

অনুবাদ— তন্মধ্যে বৃত্রাসুর প্রভৃতি অন্যান্যের কথঞ্চিৎ সাধনান্তর থাকিলেও গোপীগণ, ব্রজগোসমূহ, যমলার্জ্জুন প্রভৃতি বৃক্ষগণ, মৃগগণ, কালিয়া প্রভৃতি নাগ-গণ এবং বৃন্দাবনস্থ তরুগুল্মাদি অন্যান্য মূঢ়চিত্ত পদার্থগণ কেবলমাত্র সৎসঙ্গলব্ধ অনন্যভাবহেতুই কৃতার্থ হইয়া সত্বর আমাকে প্রাপ্ত হইয়াছিল।। ৮।।

বিশ্বনাথ—তত্রাপি গোপীপ্রভৃতীনাং সর্ব্বতোঽপ্যতি-বৈশিষ্ট্যমাহ,— কেবলেন জ্ঞানকর্ম্মাদ্যমিশ্রেণ নিষ্কামেণ ভাবেন শৃঙ্গারবাৎসল্যসখ্যদাস্যভাবশালিনা ভক্তিযোগেন গোপ্যঃ শৃঙ্গাররসেন, গাবো বাৎসল্যরসেন, নগা গোবর্দ্ধ-নাদিপর্ব্বতাঃ সখ্যরসেন, মৃগা অপি, মূঢ়ধিয়ো বৃন্দাবনীয়-তরুগুল্মাদ্যা, নাগাঃ কালিয়াদ্যাঃ দাস্যরসেন, মামীয়ুঃ। অত্র গোপ্যাদয়ঃ সিদ্ধা এব পূর্ব্বরাগাদ্যনন্তরং মামীয়ুরিতি কেবলেন ভাবেন তেষাং মৎপ্রাপ্তিমত্ত্বমনাদিতো নিত্যসিদ্ধ-মেবেত্যর্থোঽবসীয়তে। অন্যথা সিদ্ধা ইতি পদস্য বৈয়র্থ্যং স্যাৎ।। ৮।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— তন্মধ্যে সর্ব্ব হইতে গোপী-গণের অতিশয় উৎকৃষ্ট বলা হইতেছে— কেবল অর্থাৎ জ্ঞান কর্ম্মাদি অমিশ্র নিষ্কাম ভক্তিভাবে শৃঙ্গার, বাৎসল্য, সখ্য, দাস্যভাবশালী ভক্তিযোগদ্বারা। গোপীগণ মধুররসে, গাভীগণ বাৎসল্যরসে, গোবর্দ্ধন আদি পর্ব্বত ও হরিণগণ সখ্যরসে, বৃন্দাবনীয় তরুগুল্মাদি কালিয়নাগ আদি মূঢ় বুদ্ধিগণ দাস্যরসদ্বারা আমাকে প্রাপ্ত হইয়াছে। এস্থলে গোপী আদি সিদ্ধই। পূর্ব্বরাদাদির পর আমাকে প্রাপ্ত হইয়াছে। কেবলভাবদ্বারা তাহাদের আমাকে প্রাপ্তি — ইহা অনাদিকাল হইতে নিত্যসিদ্ধই, তাহা না হইলে 'সিদ্ধা' এই পদটি ব্যর্থ হয়।। ৮।।

বিবৃতি—সৎসঙ্গ-লব্ধ প্রীতিমূলে বহির্দ্দর্শনে অযোগ্য জনগণ শ্রীপুরুষোত্তমের কৃপা লাভ করেন।। ৮।।

যং ন যোগেন সাংখ্যেন দানব্রততপোঽধ্বরৈঃ।
ব্যাখ্যাস্বাধ্যায়সন্ন্যাসৈঃ প্রাপ্নুয়াদ্ যত্নবানপি।। ৯।।

অন্বয়ঃ— যোগেন সাংখ্যেন দানব্রততপোঽধ্বরৈঃ (দানেন ব্রতেন তপসা অধ্বরেণ চ) ব্যাখ্যা স্বাধায়সন্ন্যাসৈঃ (ব্যাখ্যা মদ্‌গুণকীর্ত্তনং স্বাধ্যায়ো বেদপাঠঃ সন্ন্যাসস্তৈশ্চ) যত্নবান্ (কৃতপ্রযত্নঃ) অপি (জনঃ) যং (মাং) ন প্রাপ্নুয়াদ্ (তং মামীয়ুরিতি পূর্ব্বেণান্বয়ঃ)।। ৯।।

অনুবাদ— কিন্তু অন্যান্য ব্যক্তিগণ যোগ, সাংখ্য, দান, ব্রত, তপস্যা, যজ্ঞ, মদীয় গুণকীর্ত্তন, বেদপাঠ এবং সন্ন্যাসধর্ম্ম দ্বারা অতি প্রযত্নশীল হইয়াও আমাকে লাভ করিতে পারে নাই।। ৯।।

বিশ্বনাথ— কেবলস্য ভক্তিযোগস্য সৎসঙ্গ এব হেতুর্নতু সুকৃতান্তরং কিমপীত্যাহ,—যমিতি। যত্নবানপি যোগাদীনাং সম্যগনুষ্ঠাননিরতোঽপি।। ৯।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—যত্নবান হইলেও যোগাদি সাধনের পরিপূর্ণ অনুষ্ঠান করিলেও কেবল ভক্তিযোগের সৎসঙ্গই কারণ, অন্য কোন পুণ্য নহে, ইহাই বলিতেছেন।। ৯।।

বিবৃতি— সেশ্বর ও নিরীশ্বর সাংখ্য, দান, ব্রত, তপস্যা, যজ্ঞ, স্বাধ্যায় ও শ্রুতি-ব্যাখ্যা ইত্যাদি সুষ্ঠুভাবে সাধন করিলেও ভগবদনুগ্রহ-লাভ ঘটে না।। ৯।।

রামেণ সার্দ্ধং মথুরাং প্রণীতে
শ্বাফল্কিনা ময্যনুরক্তচিত্তাঃ।
বিগাঢ়ভাবেন ন মে বিয়োগ-
তীব্রাধয়োঽন্যং দদৃশুঃ সুখায়।। ১০।।

অন্বয়ঃ—(গোপীনাং ভাবং প্রপঞ্চয়তি) শ্বাফল্কিনা (অক্রূরেণ কর্ত্রা) রামেণ সার্দ্ধং (বলদেবেন সহ) ময়ি (শ্রীকৃষ্ণে) মথুরাং প্রণীতে (প্রাপিতে সতি) বিগাঢ়ভাবেন (অতিদৃঢ়ভাবেন ময়ি) অনুরক্তচিত্তাঃ (আসক্তহৃদয়াস্তা-গোপ্যঃ) বিয়োগতীব্রাধয়ঃ (বিয়োগেন তীব্রো দুঃসহ আধির্যাসাং তাস্তথা সত্যঃ) মে (মত্তঃ) অন্যং সুখায় ন দদৃশুঃ (সুখকরত্বেন ন প্রাপ্তাঃ)।। ১০।।

অনুবাদ— অক্রূর বলদেবের সহিত আমাকে মথুরায় লইয়া গেলে আমার প্রতি অতি দৃঢ়ভাবে আসক্তচিত্তা গোপীগণ তৎকালে বিরহজনিত তীব্র মনস্তাপে সন্তাপিত হইয়া একমাত্র আমার সমাগম ব্যতীত অন্য কোন বস্তুই সুখকর-রূপে দর্শন করেন নাই।। ১০।।

বিশ্বনাথ— তথাপি গোপীনাং ভাবস্য সর্ব্বোপরিবিরাজমানত্বমাহ, —রামেণেতি চতুর্ভিঃ। শাফল্কিনা অক্রূরেণ ময়ি মথুরাং প্রকর্ষেণ নীতে সতি, মে মত্তোঽন্যং সুখায় ন দদৃশুঃ যতোঽনুরক্তচিত্তাঃ প্রেম্নঃ ষষ্ঠী ভূমিকা যোঽনুরাগস্তন্ময়ীভূতানি চিত্তানি যাসাং তাঃ। তত্রাপি বিশিষ্টো গাঢ়ো ভাবঃ। অনুরাগোত্তরভূমিকাগতো মহাভাবভেদো রূঢ়াভিধস্তেন হেতুনা বিয়োগে সতি তীব্র আধির্যাসাং তাঃ। অত্র দদৃশুরিতি ভূতনির্দ্দেশাদধুনা তু দন্তবক্রবধান্তে ময়া সহ সংযুক্তা এব বর্ত্তন্তে ইতি দ্যোতিতম্।।১০

টীকার বঙ্গানুবাদ— তথাপি গোপীগণের ভাব সর্ব্বোপরি বিরাজমান ইহাই বলিতেছেন—চারিটি শ্লোকদ্বারা। অক্রূর কর্ত্তৃক আমি মথুরায় নীত হইলে পর আমা ভিন্ন অন্য বস্তু গোপীগণের সুখের নিমিত্ত হয় নাই। যেহেতু আমাতে অনুরক্তচিতা প্রেমের ষষ্ঠী ভূমিকায় যে অনুরাগময়ী চিত্তসমূহ যাহাদের, তাহাতেও আবার বিশেষ গাঢ়ভাব যাহাকে অনুরাগের পর উচ্চভূমিকা প্রাপ্ত অধিরূঢ়মহাভাব বলা হয়। এই কারণে বিয়োগ হইলে পর যাহাদের তীব্র মানসিক ব্যথা। এই শ্লোকে অতীতকাল নির্দ্দেশ থাকায় এখন কিন্তু দন্তবক্রবধের পর আমার সহিত মিলিত আছে, ইহাই প্রকাশিত হইল।। ১০।।

বিবৃতি— আনন্দ-প্রার্থী কেহই সচ্চিদানন্দ ভগবানের সেবা ব্যতীত অন্যকোন কার্য্যে তাঁহাদের নিত্য চরম ফল লাভ করিতে পারেন না। ভগবদনুরাগ যাঁহাদের অতি প্রবল, তাদৃশী গোপীগণ মথুরাভিমুখে গমনোদ্যত অক্রূর-নীত রামকৃষ্ণের বিরহে যৎপরোনাস্তি দুঃখিতা হইয়াছিলেন।। ১০।।

তাস্তাঃ ক্ষপাঃ প্রেষ্ঠতমেন নীতা
ময়ৈব বৃন্দাবনগোচরেণ।
ক্ষণার্দ্ধবৎ তাঃ পুনরঙ্গ তাসাং
হীনা ময়া কল্পসমা বভূবুঃ।। ১১।।

অন্বয়ঃ— অঙ্গ! (হে উদ্ধব! পূর্ব্বং) বৃন্দাবনগোচরেণ (বৃন্দাবনস্থিতেন) প্রেষ্ঠতমেন (প্রিয়তমেন) ময়া এব (সহ তাভিঃ) তাঃ তাঃ (যাঃ) ক্ষপাঃ (রজন্যঃ) ক্ষণার্দ্ধবৎ নীতাঃ (ক্ষণার্দ্ধকালবুদ্ধ্যা যাপিতাঃ) ময়া হীনাঃ (বিরহিতাঃ) তাঃ পুনঃ (তা এব ক্ষপাঃ) তাসাং (গোপীনাং) কল্পসমা বভূবুঃ (কল্পতুল্যত্বেন জ্ঞাতাঃ)।। ১১।।

অনুবাদ— হে উদ্ধব! তাঁহারা পূর্ব্বে বৃন্দাবনে অবস্থান-কালে প্রিয়তমস্বরূপ আমারই সহিত যে-সকল রাত্রি ক্ষণার্দ্ধকাল-বুদ্ধিতে সুখে অতিবাহিত করিয়াছিলেন, আমার বিরহ-দশায় সেই সকল রাত্রিই তাঁহাদের নিকট কল্প-প্রমাণ সুদীর্ঘ বলিয়া প্রতীত হইয়াছিল।। ১১।।

বিশ্বনাথ— 'কল্পস্য ক্ষণতা যোগে, বিয়োগে তদ্বিপর্য্যয়ঃ' ইতি প্রেম্নঃ সপ্তম্যা ভূমিকায়া মহাভাবভেদস্য রূঢ়ভাবস্য লক্ষণং সর্ব্বতো বিলক্ষণং দর্শয়তি— তাস্তা ইতি। ময়া সহ রাসক্ষপা ব্রহ্মরাত্রিপরিমিতা অপি ক্ষণার্দ্ধবৎ যাভির্নীতাঃ তাসাং ময়া বৃন্দাবনগোচরেণ বৃন্দাবনস্থেন অথচ বৃন্দাবনে গোভিঃ সহ চরতা, হীনাস্তাঃ ক্ষপাঃ প্রহরচতুষ্টয়পরিমিতা অপি যাপয়িতুমশক্যত্বাৎ কল্পৈর্বহুভিঃ সমাঃ।। ১১।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— প্রেমের সপ্তমী ভূমিকার অধিরূঢ়মহাভাবের লক্ষণ, সকল হইতে শ্রেষ্ঠ। কল্পকালও আমার সংযোগে একক্ষণ মনে হয়, আমার বিয়োগ উহার বিপরীত ক্ষণকালকে এককল্প মনে হয়, তাহাই দেখাইতেছেন—আমার সহিত তাহারা রাসরজনীতে এক ব্রহ্মারাত্রি পরিমিত কালকে একক্ষণের অর্দ্ধ মনে করিয়াছিলেন। আমার সহিত তাহারা বৃন্দাবনে থাকাকালে ঐরূপ হইত। অথচ বৃন্দাবনে গাভীগণের সহিত গোচারণে থাকাকালে একক্ষণকে শত শত যুগ মনে করিতেন। আমার বিয়োগে

চারিপ্রহর পরিমিত রাত্রিও যাপন করিতে অসমর্থ হইয়া বহুকল্প মনে করিতেন।। ১১।।

তা নাবিদন্ ময্যনুষঙ্গবদ্ধ-
ধিয়ঃ স্বমাত্মানমদস্তথেদম্।
যথা সমাধৌ মুনয়োঽব্ধিতোয়ে
নদ্যঃ প্রবিষ্টা ইব নামরূপে।। ১২।।

অন্বয়ঃ— অব্ধিতোয়ে (সমুদ্রজলে) প্রবিষ্টাঃ নদ্যঃ ইব (ময়ি প্রবিষ্টাঃ) মুনয়ঃ যথা সমাধৌ (সমাধিযোগে) নামরূপে (নাম চ রূপঞ্চ ন বিদন্তি) তথা তাঃ (গোপ্যশ্চ) ময়ি অনুষঙ্গবদ্ধধিয়ঃ (অনুষঙ্গেনাসক্ত্যা বদ্ধা ধিয়ো যাভিস্তাস্তথা সত্যঃ) স্বম্ আত্মানং (স্বদেহম্) অদঃ (দূরস্থম্) ইদং (সন্নিহিতঞ্চ, কিম্বা স্বং পতিপুত্রাদিকং মমতাস্পদম্, আত্মানমহঙ্কারাস্পদম্, অদঃ পরং লোকম্ ইদম্ ইমং লোকঞ্চ) ন অবিদন্ (ন জ্ঞাতবত্যঃ)।। ১২।।

অনুবাদ— মুনিগণ যেরূপ সমাধিযোগে সমুদ্র-প্রবিষ্ট নদীগণের ন্যায় আত্মবস্তুতে চিত্তের লয়হেতু নাম-রূপ অবগত হন না, সেইরূপ গোপীগণও আমার প্রতি আসক্তচিত্ত হইয়া নিজদেহ, ইহলোক বা পরলোকের কথা কিছুই জানিতে পারেন নাই।। ১২।।

বিশ্বনাথ— মোহাদ্যভাবেঽপি সর্ব্ববিস্মরণমিতি বিগাঢ়ভাবস্যাপরমপ্যনুভাবমুজ্জ্বলনীলমণ্যুক্তং দর্শয়তি ময়ি অনুষঙ্গেন নিতরাং সঙ্গেন, বদ্ধা ধিয়ো যাভিস্তাঃ। অত্র বদ্ধপদেন কৃষ্ণস্য ত্রিজগন্মোহনবিচিত্রলীলস্তম্ভত্বং অনু-ষঙ্গস্য বলবদ্দামত্বং ধীবৃত্তীনাং কৃষ্ণবাঞ্ছিতসম্পাদক-কামধেনুঘটত্বমারোপিতম্। স্বমাত্মানং দেহং ন বিদুঃ, রাসাভিসারাদৌ ক্ব স্থিতং ক্ব বায়াতমিতি নানুসন্দধুঃ। তথা অদঃ পরলোকং ধর্ম্মাতিক্রমাদিতি ভাবঃ। ইদং ইমং লোকং লজ্জাভয়াদ্যতিক্রমাদিতি ভাবঃ। সমাধৌ মুনয় ইতি তেষাং যথা সর্ব্ববিস্মরণে ব্রহ্মানুভবোঽতিরিচ্যতে, তথৈতাসাং মদনুভব ইতি সর্ব্ববিস্মরণাংশে দৃষ্টান্তঃ ন তু প্রাপ্যাংশে; গোপীপ্রাপ্যপ্রেম-মুনিপ্রাপ্যনির্ব্বাণয়োরহো মহদেবান্তরং, যস্মান্মমত্বামমত্বে তয়োঃ। তথাহি সর্ব্ব-সন্তাপনিবর্ত্তকাৎ পরমাহ্লাদকাৎ দৃশ্যমানাৎ চন্দ্রাদপি, সকাশাৎ সর্ব্বগুণহীনোঽপি দৃশ্যমানঃ পতিপুত্রাদিকো যৎ সুখমধিকং দত্তে, তত্র মমতৈব যদি কারণং, তদা কিং পুনঃ সর্ব্বগুণমণ্ডিতে স্বভাবাদেব নিরবধিকসুখপ্রদে শ্রীকৃষ্ণে পরব্রহ্মণি নিরবধিকৈব মমতা সুখাধিক্যকারণং ভক্তানা-মিতি। অতএবোক্তং—"ব্রহ্মানন্দো ভবেদেষ চেৎ পরার্দ্ধ-গুণীকৃতঃ। নৈতি ভক্তিসুখাম্ভোধেঃ পরমাণুতুলামপি" ইতি। ব্রহ্ম চ ভক্তেষ্বাসক্তং তদ্বশ্যঞ্চ মুনিষু তু নৈবাসক্তং ন তদ্বশ্যঞ্চেতি। নদ্যো যথা অব্ধিতোয়ে প্রবিষ্টা নামরূপে স্বীয়ে ন বিদুরিতি রসচর্ব্বণাংশে দৃষ্টান্তঃ।। ১২।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— মোহাদি অভাবেও সর্ব্ব বিস্মরণ অধিরূঢ়মহাভাবের অন্য একটী অনুভাব উজ্জ্বল নীলমণিতে বলা হইয়াছে, তাহাই দেখাইতেছেন —আমার সহিত সঙ্গ ফলে তাহাদের বুদ্ধি আবদ্ধ রহিয়াছে। এস্থলে বদ্ধপদের অর্থ কৃষ্ণের ত্রিজগৎ মোহন-বিচিত্রলীলাকে স্তম্ভিত করে বুদ্ধি-বৃত্তিসমূহের বলবৎ উদ্দামভাব। কৃষ্ণের বাঞ্ছিত সম্পাদনকারী কামধেনু সমূহের মিলন আরোপণ করে। নিজের আত্মা ও দেহকে জানিতে পারে না। রাসনিমিত্ত অভিসার কালে কোথায় ছিল বা কোথায় আসিয়াছে ইহার অনুসন্ধান নাই, সেইরূপ পরলোকও ধর্ম্মের অতিক্রম, এই লোকের লজ্জা-ভয় আদি অতিক্রম, সমাধিতে মুনিগণ যেমন সর্ব্ব বিস্মরণ হইলে পর ব্রহ্ম অনুভব, সেইরূপ ইহাদের আমার অনুভব সর্ব্ব বিস্মরণ অংশে এই দৃষ্টান্ত; প্রাপ্তি অংশে এই দৃষ্টান্ত নহে, প্রাপ্তি অংশে গোপীগণের প্রেমপ্রাপ্তি, মুনিগণের নির্ব্বাণ মোক্ষ। আশ্চর্য্য ইহাদের মধ্যে মহাপার্থক্য যেহেতু আমাতে গোপীগণের মমতা, মুনিগণের আমাতে মমতাহীন, তাহাই বলা হইতেছে—সর্ব্ব সন্তাপ নিবারক পরমাহ্লাদজনক দৃশ্যমান চন্দ্র হইতেও, সর্ব্বগুণহীন হইলেও দৃশ্যমান পতিপুত্রাদি বিষয়ে যে অধিক সুখপ্রদ— সেস্থলে মমতাই যদি কারণ হয়, তখন কিপ্রকারে সর্ব্বগুণমণ্ডিত স্বভাবতঃই নিঃসীম। সুখপ্রদ শ্রীকৃষ্ণে নিঃসীম মমতা সুখাধিক্যের

কারণ ভক্তগণেরই হয়। অতএব বলা হইয়াছে ব্রহ্মানন্দকে যদি পরার্দ্ধগুণ করা হয়, তথাপি ভক্তিসুখসমুদ্রের এক পরামাণু তুল্যও হয় না। ব্রহ্ম ও ভক্তগণের মধ্যে আসক্ত ও তাহাদের বশীভূত। মুনিগণ কিন্তু ব্রহ্ম-আসক্তও নহেন, তাহাদের বশীভূতও নহেন। নদী যেমন সমুদ্র জলে প্রবিষ্ট হইয়া নিজের নাম ও রূপ জানিতে পারে না। ইহা রস আস্বাদন অংশে দৃষ্টান্ত।। ১২।।

বিবৃতি—কৃষ্ণসেবা-সমাধি-মগ্ন আসক্তচিত্তা গোপীগণ তাঁহাদের অতিপ্রিয় পরিজনাদির এবং স্বীয় স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীরের বিস্মরণ লাভ করিয়াছিলেন। অখণ্ড কাল তাঁহাদের চিত্তোন্মাদ বিধান করিয়া কিছুই বুঝিতে দেয় নাই। বিভিন্ন নদীর সমুদ্রে প্রবেশের ন্যায় প্রাকৃত-নাম-রূপের হস্ত হইতে তাঁহারা তাৎকালিকসত্তা বোধ করিতে পারেন নাই।। ১২।।

মৎকামা রমণং জারমস্বরূপবিদোঽবলাঃ।
ব্রহ্ম মাং পরমং প্রাপুঃ সঙ্গাচ্ছতসহস্রশঃ।। ১৩।।

অন্বয়ঃ— অস্বরূপবিদঃ (মৎস্বরূপানভিজ্ঞা অপি) মৎকামাঃ (মদভিলাষিণ্যস্তাঃ) শতসহস্রশঃ (বহ্ব্যঃ) অবলাঃ (গোপরমণ্যঃ) রমণং জারং (রমণজারবুদ্ধিবেদ্যমপি) ব্রহ্ম (ব্রহ্মস্বরূপমেব) মাং পরমং সঙ্গাৎ (সৎসঙ্গাদেব) প্রাপুঃ (প্রাপ্তাঃ)।। ১৩।।

অনুবাদ— সেই সকল শত সহস্র গোপরমণীগণ আমার স্বরূপ-বিষয়ে অনভিজ্ঞ হইয়াও রতিপ্রদ-জারজ্ঞানে আমাকে কামনা করিয়াই নিয়ত আমার সঙ্গবশতঃ পরব্রহ্মরূপ আমাকে লাভ করিয়াছিলেন।। ১৩।।

বিশ্বনাথ— ততশ্চ তা মাং প্রাপুরিত্যাহ—মৎকামা মাং কাময়ন্তে ইতি তাঃ। মাং পরমং ব্রহ্ম প্রাপুঃ। কীদৃশং? রমণং তাভিঃ সহ রমমাণং তা রময়ন্তঞ্চ। 'বীক্ষ্য রন্তুং মনশ্চক্রে' ইতি। 'আত্মারামোঽপ্যরীরমৎ' ইতি শুকোক্তেঃ। কিং পতিস্বরূপং ন, জারং উপপতিস্বরূপং; কীদৃশ্যঃ? অস্বরূপবিদঃ মন্মহামাধুর্য্যমাত্রানুভবিত্বাদৈশ্বর্য্যলক্ষণং মৎস্বরূপবিশেষং ন বিদন্তীতি তাঃ। যদ্বা অন্যে ভক্তজনা ইব মৎস্বরূপং মৎসারূপ্যং ন বিদন্তি ন প্রাপ্নুবন্তি। তৎপ্রাপ্তৌ তাভির্মদ্বিহারাসিদ্ধেরিতি। যদ্বা, তাঃ স্বস্য রূপং সৌন্দর্য্যাদিকং ন জানন্তি, কিন্তু মৎসৌন্দর্য্যাদিকমেবানুভবন্তীতি তাঃ। যদ্বা ন বিদ্যন্তে স্বরূপবিদঃ স্বরূপজ্ঞা যাসাং তাঃ।। ১৩।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—অনন্তর সেই গোপীগণ আমাকে প্রাপ্ত হইয়াছিল, ইহা শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—মৎকামা অর্থাৎ আমাকে বাঞ্ছা করিতেছে সেই গোপীগণ, আমি পরমব্রহ্ম আমাকে ঐরূপে প্রাপ্ত হইয়াছিল। কিরূপে? তাহাদের সহিত আমি ক্রীড়াশীল এবং তাহারাও আমাকে ক্রীড়া করাইয়াছিল। 'শ্রীবৃন্দাবনের শোভা দর্শন করিয়া রাসক্রীড়া করিতে মন করিলেন' এবং 'আত্মারাম হইয়াও গোপীগণের সঙ্গে রাসক্রীড়া করিলেন' ইহা শ্রীশুকদেবের উক্তি। পতিভাবে ক্রীড়া করিলেন? উত্তর —না, উপপতি-ভাবে। গোপীগণ কিরূপ? আমার মহামাধুর্য্য মাত্র অনুভব করায় ঐশ্বর্য্যস্বরূপ আমাকে তাহারা জানিতেন না। অথবা অন্য ভক্তজনগণের ন্যায় আমার বিহার অসম্ভব হইত। অথবা তাহারা নিজের সৌন্দর্য্যাদিরূপ জানিতেন না, কিন্তু আমার সৌন্দর্য্যাদিই অনুভব করিতেন। অথবা তাহাদের নিজেদের স্বরূপ তাহারা জানিতেন না, ইহাই 'অস্বরূপ-বিদ' শব্দের অর্থ।। ১৩।।

বিবৃতি— কেবল-সেবা-প্রবৃত্তি-মগ্না গোপীগণ এক-লক্ষ্যবশে ভগবৎকামপরা হইয়া পরতত্ত্ব ভগবান্‌কেই লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহারা বহুসংখ্যক, কিন্তু ভগবান্ এক। তাদৃশ বিচারপরায়ণ অসংখ্য ব্যক্তিগণ উক্ত আদর্শের অনুগামী হইয়াও পরতত্ত্বের জ্ঞান, সান্নিধ্য ও সেবা লাভ করিয়াছেন। বহিঃপ্রজ্ঞা-চালিত দর্শনে গোপী-গণ পরপুরুষাসক্ত বিবেচিত হইলেও একমাত্র নিত্য পরম পুরুষের স্বাভাবিক আশ্রয় গ্রহণ করায় তাঁহাদের ক্রিয়াকলাপের সর্ব্বোত্তমতা সর্ব্বোপরি অবস্থিতা।। ১৩।।

মধ্ব—

গোপিকাদ্যা দিবং গত্বা হরিং জ্ঞাত্বা যথা তথা।

পদং পদং যযুঃ পূর্ব্বসঙ্গাদেব শুভোচিতা।।
ইতি চ।। ১৩।।

তস্মাৎ ত্বমুদ্ধবোৎসৃজ্য চোদনাং প্রতিচোদনাম্।
প্রবৃত্তিঞ্চ নিবৃত্তিঞ্চ শ্রোতব্যং শ্রুতমেব চ।। ১৪।।
মামেকমেব শরণমাত্মানং সর্ব্বদেহিনাম্।
যদি সর্ব্বাত্মভাবেন ময়া স্যা হ্যকুতোভয়ঃ।। ১৫।।

অন্বয়ঃ— (হে) উদ্ধব। তস্মাৎ (যস্মাদেবম্ভূতো মদ্ভজনপ্রভাবস্ততঃ) ত্বং চোদনাং (শ্রুতিং) প্রতিচোদনাং (স্মৃতিঞ্চ) প্রবৃত্তিং (বিধিং) চ নিবৃত্তিং (নিষেধং) চ শ্রোতব্যং (শ্রবণযোগ্যং তথা) শ্রুতং (পূর্ব্বশ্রুতম্) এব চ (সর্বম্) উৎসৃজ্য (ত্যক্ত্বা) সর্ব্বদেহিনাম্ আত্মানম্ (অন্তর্য্যামিনম্) একং মাম্ এব সর্ব্বাত্মভাবেন (অনন্যতয়া) শরণং যাহি (আশ্রয়ং গচ্ছ ততঃ) ময়া হি (এব) অকুতোভয়ঃ (সর্ব্বতো ভয়রহিতঃ) স্যাঃ (ভব)।। ১৪-১৫।।

অনুবাদ— হে উদ্ধব! অতএব তুমি শ্রুতি, স্মৃতি, বিধি, নিষেধ, শ্রবণযোগ্য এবং শ্রুত যাবতীয় বিষয় পরিত্যাগপূর্ব্বক নিখিল-প্রাণিগণের অন্তর্য্যামি-স্বরূপ এক আমারই শরণ গ্রহণ কর, তাহা হইলে মৎকর্ত্তৃকই অভয় লাভ করিবে।। ১৪-১৫।।

বিশ্বনাথ— তদেবং শ্রীমদুদ্ধবেন সাধুলক্ষণং পৃষ্টঃ শ্রীভগবাংস্তারতম্যেন ত্রিবিধং সাধুং লক্ষয়িত্বা তত্তৎসঙ্গপ্রাদুর্ভূতাং প্রধানীভূতাং কেবলাঞ্চ ভক্তিং সামান্যতো নিরূপ্য ভক্তেঃ স্ববশীকারং বিবক্ষুঃ কৈমুত্যেন সৎসঙ্গস্যৈব বশীকারিত্বমুক্ত্বা সৎসঙ্গিনো ভক্তাংশ্চ নির্দ্দিশ্যান্তে গোপ্যাদিনিষ্ঠং কেবলং ভক্তিযোগং দুর্ল্লভত্বেন স্তুত্বা সহসৈব রামেণ সার্দ্ধমিত্যাদিনা তত্রাপি গোপীবিষয়কস্বপ্রেমবাষ্পং সদা জাজ্জ্বল্যমানং গাম্ভীর্য্যেণ হৃদি মুদ্রিতমপ্যধীরতয়ৈবোদ্ঘটয্য তাসামেব ভক্তিযোগস্য স্ববশীকারসর্ব্বোৎকর্ষপরাবধিত্বাং তাসামেব সাধুত্বস্যাপি সর্ব্বমহামহোৎকৃষ্টকক্ষাবিশ্রামিত্বমভিব্যজ্য কেবলে তদনুষ্ঠিতে ভক্তিযোগে এবোদ্ধবং প্রবর্ত্তয়িতুমাহ,—তস্মাদিতি। চোদনাং বিধিং প্রতিচোদনাং প্রতিষেধং চ। বিহিতং কর্ম্ম নিষিদ্ধঞ্চ কর্ম্ম ত্যক্ত্বা ইত্যর্থঃ। তর্হি কিং সন্ন্যাসং কুর্ব্বে? ন প্রবৃত্তং গৃহস্থানাং ধর্ম্মঞ্চ, নিবৃত্তং সন্ন্যাসিনাং ধর্ম্মঞ্চ, ত্যক্ত্বা, তত্রাপি শ্রোতব্যং শ্রুতং চ ত্যক্ত্বা ইতি ভাবিধর্ম্মশ্রবণমনাকাঙ্ক্ষ্য ভূতশ্রবণঞ্চ বিস্মৃত্যেত্যর্থঃ। সর্ব্বাত্মভাবেন সর্ব্বোপায় আত্মনো মনসো ভাবো দাস্যসখ্যাদিস্তেনৈকমেব মামালম্বনীকৃত্য শরণং যাহি। ময়ৈব অকুতোভয়ঃ স্যা ইতি তব নাস্তি কর্ম্মাধিকারো নাপি জ্ঞানাধিকারস্তদপি তং তমাত্মন্যা- রোপ্য প্রত্যবায়ভয়ং সংসারভয়ঞ্চ মন্যসে চেত্তদা তত্তদ্বয়াত্রাতা অহং বিদ্যমান এবাস্মীত্যর্থঃ।। ১৪-১৫।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—এইভাবে শ্রীমদ্ উদ্ধব কর্ত্তৃক শ্রীভগবান সাধুলক্ষণ জিজ্ঞাসিত হইয়া তারতম্যভাবে ত্রিবিধ সাধুর লক্ষণ বলিয়া, তাহাদের সঙ্গজাত প্রধানীভূতা ও কেবলাভক্তি সামান্যভাবে নিরূপণ করিয়া, ভক্তির গুণ নিজবশীকরণ বলিবার জন্য কৈমুতীকন্যায়ে সৎসঙ্গেরই বশীকরিতা বলিয়া, সৎসঙ্গকারীগণ ও ভক্ত, তাহাদিগকে নির্দ্দশ করিয়া, পরিশেষে গোপী আদিতে অবস্থিত কেবল ভক্তিযোগকে দুর্ল্লভরূপে স্তুতি করিয়া, সহসা বলরামের সহিত মথুরাগমন করিলে পর গোপী বিষয়ক নিজ প্রেম-অশ্রু সর্ব্বদা জাজ্জ্বল্যমান হইলেও গম্ভীরভাবে হৃদয়ে চাপিয়া রাখিলেও অধীরভাবে উদ্ঘাটন পূর্ব্বক গোপীদেরই ভক্তিযোগ নিজ বশীকারক। অতএব সর্ব্বোপরি উৎকৃষ্ট চরমসীমা প্রাপ্ত এবং তাহাদের সাধুত্বও পরমমহান্ সর্ব্বোৎকৃষ্ট ভূমিকায় বিশ্রাম লাভ করিয়াছে, ইহা প্রকাশ করিয়া কেবল গোপীগণের অনুষ্ঠিত ভক্তিযোগেই শ্রীউদ্ধবকে প্রবর্ত্তিত করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—অতএব শাস্ত্রোক্তবিধি ও নিষেধ এবং শাস্ত্রবিহিত ও নিষিদ্ধ কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া, তাহা হইলে কি সন্ন্যাস করিব? উত্তর—না, গৃহস্থগণের ধর্ম্ম ও সন্ন্যাসীগণের ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া, তাহাতেও যাহা শুনিবার বিষয় এবং যাহা শুনিয়াছ তাহা ত্যাগ করিয়া, ভবিষ্যতে ধর্ম্ম শ্রবণ করিয়াছ তাহা ভুলিয়া গিয়া, সর্ব্ববিধ উপায় দ্বারা মনের ভাব আমার প্রতি দাস্য সখ্য আদি যেকোন একটিই অব-

লম্বন করিয়া শরণাগত হও। আমাকর্ত্তৃকই সর্ব্বভাবে অভয় হইবে, ইহাতে তোমার কর্ম্মে অধিকার নাই, জ্ঞানেও অধিকার নাই, ঐসকল অধিকার মনে আরোপ করিয়া, না করার জন্য যে ভয় এবং সংসার ভয় যদি মনে কর, তাহা হইলে ঐ উভয় প্রকার ভয় হইতে ত্রাণ করিবার জন্য আমি বর্ত্তমানই আছি।। ১৪-১৫।।

বিবৃতি— ভগবৎকথিত ব্যাপারসমূহ আলোচনা করিলে জানা যাইবে যে, পুরুষোত্তম ভগবানের শরণাগতিই একমাত্র বদ্ধজীবগণের শোক, মোহ ও ভয়-নাশিনী। বহু বস্তুর নিকট আশ্রয় গ্রহণ করিয়া বাস্তবিক কোন মঙ্গলের উদয় হয় না। পরন্তু সকল ধারণা পরিত্যাগ করিয়া অদ্বয়-জ্ঞান ব্রজেন্দ্রনন্দনের শরণ-গ্রহণই সকল অমঙ্গলের হস্ত হইতে পরিত্রাণলাভের একমাত্র উপায়।। ১৪।।

মধ্ব—

শ্রোতব্যঞ্চ শ্রুতঞ্চৈব বক্তব্যং কার্য্যমেব চ।
নিবর্ত্ত্যঞ্চ হরেঃ পূজেত্যেবং কুর্য্যান্ন চাক্রমাৎ।।
এবং কৃত্বা তু সন্ন্যাসী সর্ব্বোৎসঙ্গাদ্ধরৌ স্মৃতঃ।
অন্যথা নৈব সন্ন্যাসী নিষ্ক্রিয়োঽপি শিলা যথা।।
ইতি কর্মবিবেকে।
নাহং কর্ত্তা তু সর্ব্বস্য কর্ত্তৈকো বিষ্ণুরব্যয়ঃ।
ইতি বিত্ত্বা তু সন্ন্যাসী নান্যথেতি কথঞ্চন।।
ইতি নিবৃত্তে।
ময়ি সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি সংন্যস্যাধ্যাত্মচেতসা।
নিরাশীর্নির্ম্মমো ভূত্বা যুধ্যস্ব বিগতজ্বরঃ।।
ইতি চ।। ১৪-১৫।।

শ্রীউদ্ধব উবাচ—

সংশয়ঃ শৃণ্বতো বাচং তব যোগেশ্বরেশ্বর।
ন নিবর্ত্তত আত্মস্থো যেন ভ্রাম্যতি মে মনঃ।। ১৬।।

অন্বয়ঃ— শ্রীউদ্ধবঃ উবাচ—(হে) যোগেশ্বরেশ্বর! তব বাচং (পূর্ব্বোক্তং বচনং) শৃণ্বতঃ (অপি) মে (মম) আত্মস্থঃ (হৃদিস্থঃ) সংশয়ঃ ন নিবর্ত্ততে যেন (সংশয়েন) মনঃ (মচ্চিত্তং) ভ্রাম্যতি (ভ্রান্তং ভবতি)।। ১৬।।

অনুবাদ— শ্রীউদ্ধব বলিলেন— হে যোগেশ্বরেশ্বর! আপনার পূর্ব্বোক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়াও আমার চিত্তের সংশয় দূরীভূত হইতেছে না এবং উক্ত সংশয়ে মদীয় মনঃ ভ্রান্ত হইতেছে।। ১৬।।

বিশ্বনাথ— সংশয়ো ন নিবর্ত্তেত ইত্যেতৎ পূর্ব্ব-লক্ষণ এব 'ময়ি সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি নিরপেক্ষঃ সমাচর' ইতি বদতা ত্বয়া মহ্যং কর্ম্মাধিকারো দত্তঃ, তৎপূর্ব্বন্তু—"যদিদং মনসা বাচা চক্ষুর্ভ্যাং শ্রবণাদিভিঃ। নশ্বরং গৃহ্যমাণঞ্চ বিদ্ধি মায়ামনোময়ম্" ইতি। "তস্মাদ্যুক্তেন্দ্রিয়গ্রামো যুক্তচিত্ত ইদং জগৎ। আত্মনি ঈক্ষস্ব বিততমাত্মানং ময্যধীশ্বরে" ইত্যুক্তবতা মহ্যং জ্ঞানাধিকার এব দত্তঃ, অধুনা তু সর্ব্বং ত্যক্ত্বা মাং শরণং যাহীতি ভক্ত্যধিকারং দদাসি ন জানে পুনরগ্রে কর্ম্মাধিকারং মহ্যং দাস্যসীতি সখ্যরসোদ্ভূতা বক্রোক্তির্দ্যোতিতা।। ১৬।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— সংশয় যাইতেছে না—এইরূপ পূর্ব্বোক্ত আমাতে সর্ব্ব কর্ম্ম নিরপেক্ষ হইয়া আচরণ কর, সেইরূপ তুমি আমাকে বলিয়া কর্ম্মের অধিকার দিয়াছ। তাহার পূর্ব্বেও এই দৃশ্যমান জগৎ যাহা চক্ষুদ্বারা দর্শন করিতেছ, কর্ণদ্বারা শ্রবণ করিতেছ, মনদ্বারা স্মরণ করিতেছ, বাক্যের দ্বারা বলিতেছ এইসকল অনিত্য ও মায়াময় ও মনোময় জানিয়া। অতএব সমস্ত ইন্দ্রিয় ও মন সংযত করিয়া এইজগতের আমি অধিশ্বর আমাতে বিস্তৃত দর্শন কর, এই উক্তিদ্বারা আমাতে জ্ঞান অধিকারও প্রদান করিয়াছ। এক্ষণে সকল পরিত্যাগ করিয়া আমাতে শরণাগত হও এই ভক্তি অধিকার দিতেছ। জানিয়া পুনঃরায় অগ্রে কর্ম্মের অধিকার আমাকে দান করিবে কিনা—ইহা সখ্যরস হইতে উদ্ভূত শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্রীউদ্ধবের বক্রোক্তি প্রকাশিত হইল।। ১৬।।

বিবৃতি— দশম অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকে "ময়োদিতেষু" শ্লোকে কর্ম্মমিশ্রা ভক্তি কথিত হইয়াছে। যেকাল-পর্য্যন্ত জীবের ভগবৎপরতা না হয়, তৎকালাবধি কর্ম্ম হইতে নিবৃত্তি হয় না। দশম অধ্যায়ের ৪র্থ শ্লোকে 'নিবৃত্তং কর্ম্ম" শ্লোকে সর্ব্বকর্ম্মের পরিত্যাগের কথা কথিত

হইয়াছে। কর্ম্মপরিত্যক্ত জ্ঞান কিরূপ, তাহা বলিতে গিয়া জ্ঞানমিশ্রা ভক্তির কথা ও আত্মতত্ত্বনিরূপণ সুষ্ঠুভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

১০ম অঃ ৩৫ শ্লোকে "গুণেষু"—উদ্ধবের প্রশ্নে শ্রীভগবান্ কর্ত্তৃক 'বদ্ধ' ও 'মুক্ত' প্রভৃতি সিদ্ধান্ত ১১শ অধ্যায়ের প্রথমেই নির্ণীত হইয়াছে। স্বয়ং ভগবান্ বলিয়াছেন যে, ভক্তি ব্যতীত জ্ঞান সিদ্ধিলাভ করে না। ১১শ অঃ ১৮শ শ্লোকের "শব্দব্রহ্মণি নিষ্ণাতঃ" প্রভৃতি এবং ১১শ অঃ ২৩ শ্লোকে "শ্রদ্ধালুঃ" প্রভৃতি বিচারে ভক্তির কথাই বর্ণিত হইয়াছে।

সেই ভক্তির উদয় ও সিদ্ধি উভয়ই সৎসঙ্গ হইতে সঙ্ঘটিত হয়। ১১শ অঃ ২৬ শ্লোকে উদ্ধবের উক্তির দ্বারা ভক্তি কি প্রকারে উদিত হয় এবং ভক্তির সিদ্ধি কিরূপ?' এই প্রশ্নদ্বয় কথিত হইয়াছে। ১১শ অঃ ৪৮ শ্লোকে "প্রায়েণ ভক্তিযোগেন" প্রভৃতি বিচার দ্বারা সৎসঙ্গের কৈবল্য দৃঢ়ভাবে ও সর্ব্বতোভাবে কথিত হইয়াছে। ১২শ অঃ ১৪শ শ্লোকে 'তস্মাৎ ত্বমুদ্ধব' প্রভৃতি বাক্যে কর্ম্ম ও জ্ঞান সম্যগ্‌রূপে পরিত্যক্ত হইয়াছে।

এই সকল কথা হৃদয়ে সুষ্ঠুভাবে আলোচিত না হওয়ায় সংশয় উপস্থিত হইয়াছে। তজ্জন্য উদ্ধবের মন সংশয়াপন্ন হইয়া পূর্ব্বপক্ষ, সিদ্ধান্ত ও সঙ্গতির অপেক্ষায় প্রকরণের একতাৎপর্য্যরতা গ্রহণ করিবার অভিলাষে প্রশ্নোদয় হইয়াছে।

মধ্ব—

বায়ৌ মুখ্যধিয়েত্যুক্তা বিশেষতো— গোপিকা প্রশংসনাৎ সংশয়। শৃণ্বত ইতি চোদয়তি। গোপিকা অপি মামাপুঃ কিমু বায়্বাদ্যা ইতি দর্শয়িতুং গোপিকা-প্রশংসনম্। সর্ব্বৈর্গুণৈঃ সর্ব্বোত্তমস্তু বায়ুরেব। স এব চ হিরণ্যগর্ভ ইতি দর্শয়িতুমাহ,—স এষ জীবো বিবরপ্রসূতিরিত্যাদি।। ১৬।।

শ্রীভগবানুবাচ—

স এষ জীবো বিবরপ্রসূতিঃ
প্রাণেন ঘোষেণ গুহাঃ প্রবিষ্টঃ।
মনোময়ং সূক্ষ্মমুপেত্য রূপং
মাত্রা স্বরো বর্ণ ইতি স্থবিষ্ঠঃ।। ১৭।।

অন্বয়ঃ—শ্রীভগবানুবাচ—বিবরপ্রসূতিঃ (বিবরেষ্বাধারচক্রেষু প্রসূতিরিব প্রসূতিরভিব্যক্তি র্যস্য সঃ) সঃ এষঃ (অপরোক্ষঃ) জীবঃ (জীবয়তীতি জীবঃ পরমেশ্বরঃ) ঘোষেণ (নাদবতা) প্রাণেন (প্রাণময়েন পরাখ্যেন সহ) গুহাম্ (আধারচক্রং) প্রবিষ্টঃ (সন্) মনোময়ং সূক্ষ্মং রূপং (পশ্যন্ত্যাখ্যং মধ্যমাখ্যঞ্চ মণিপুরচক্রে চ বিশুদ্ধিচক্রে চ) উপেত্য (প্রাপ্য বক্ত্রে) মাত্রা (হ্রস্বাদিঃ) স্বরঃ (উদাত্তাদিঃ) বর্ণঃ (অকারাদিঃ) ইতি (এবং বৈখর্য্যাখ্যঃ) স্থবিষ্ঠঃ (অতিস্থূলো নানাবেদাত্মকো ভবতি)।। ১৭।।

অনুবাদ—শ্রীভগবান্ বলিলেন,—হে উদ্ধব! আধারচক্রে অভিব্যক্তিশীল সেই পরমেশ্বর নাদযুক্ত প্রাণময়ের সহিত আধারচক্রে প্রবিষ্ট এবং মণিপুর ও বিশুদ্ধচক্রে মনোময় সূক্ষ্মরূপ প্রাপ্ত হইয়া পশ্চাৎ মুখ-বিবরে হ্রস্বাদি মাত্রা, উদাত্তাদি স্বর ও অকারাদি বর্ণ-ক্রমে অতি স্থূলভাবে নানা বেদরূপে প্রকাশিত হইয়া থাকেন।। ১৭।।

বিশ্বনাথ—ভো প্রিয়সখোদ্ধব, মৈবং মংস্থাঃ, সর্ব্বেষামেব জীবানামুপকারার্থং ভক্তিজ্ঞানবৈরাগ্যযোগতপোধর্ম্মাদীনি মৎপ্রাপ্ত্যুপায়রত্নানি তত্তত্তত্তনন্যজ্ঞেয়ানি ত্বয়ি বিন্যাসত্বেনৈবার্পয়ামি, ত্বন্তু তত্র তত্র বস্তূনি সত্ত্বমারোপ্য মমৈবৈতদিত্যভিমন্যমানো লজ্জামপি কিং ন ভবসি। অহন্তু ভো উদ্ধব, ত্বয়া জ্ঞানমভ্যস্যতাং, কর্ম্মাণি ক্রিয়ন্তাং, ভক্তিঃ কর্ত্তব্যা, যোগা অনুষ্ঠেয়াঃ, তপশ্চরণীয়মিত্যাদিকং সর্ব্বজীবানুদ্দিশ্যাপি ত্বামেকমেব লক্ষীকৃত্য যদবোচং বচ্মি বক্ষ্যামি বা তেনৈব কিং ত্বং তত্তদনুষ্ঠানাধিকারী খল্বভূস্ত্বন্তু মে যোঽসি সোঽস্যেব, সাম্প্রতন্তু ন তে ক্বাপি সাধকতেতি। সনর্ম্মাশ্বাসমভিব্যঞ্জয়ন্নেকস্যাপি জীবস্য দশাভেদেন কর্ম্মাধিকারো জ্ঞানাধিকারো ভক্ত্যধিকারশ্চ যতো জ্ঞায়তে, তস্য বেদস্যার্থং সম্যগহমেব জানামি, নান্যঃ।

যতো বেদস্বরূপেণ চতুর্মুখবক্ত্রেভ্যোঽহমেব প্রাদুরভূবমিত্যাহ,—স ইতি। জীবয়তীতি জীবঃ পরমেশ্বরঃ স প্রসিদ্ধঃ এষ মল্লক্ষণঃ পুরুষ এবেতি স্বতর্জ্জন্যা স্ববক্ষঃ স্পৃশতি, বিবরেষু চতুর্মুখশরীরস্থাধারাদিচক্রেষু প্রসূতিরিব প্রসূতিরভিব্যক্তির্যস্য সঃ। তামেবাভিব্যক্তিমাহ,—ঘোষেণ পরাখ্যেন নাদেন নাদবতা প্রাণেন সহ গুহামাধারচক্রং প্রবিষ্টঃ সন্ মনো মনোময়ং সূক্ষ্মং রূপং পশ্যন্ত্যাখ্যং মধ্যমাখ্যঞ্চ মণিপুরকচক্রে বিশুদ্ধিচক্রে চ উপেত্য প্রাপ্য, বক্ত্রেষু মাত্রা হ্রস্বাদিঃ, স্বর উদাত্তাদিঃ, বর্ণশ্চাকারাদিরিত্যেবং বৈখর্য্যাখ্যঃ স্থবিষ্ঠোঽহতিস্থূলঃ নানাবেদশাখাত্মকো ভবতি।। ১৭।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—ওহে প্রিয়সখা উদ্ধব! এরূপ মনে করিও না, জীবসকলের উপকারের জন্য ভক্তি, জ্ঞান, বৈরাগ্য, যোগ, তপস্যা, ধর্ম্ম আদি আমার প্রাপ্তির উপায়-রত্নসমূহ, বস্তুত অন্যের পক্ষে অজানা তোমাতে সাজাইয়া রাখিবার জন্য অর্পণ করিলাম। তুমি কিন্তু সেই সেই বস্তুতে নিজের সত্ত্ব আরোপ করিয়া 'ইহা আমার' এই মনে করিয়া কি লজ্জাও পাইতেছ না। হে উদ্ধব! আমি কিন্তু তোমাকে জ্ঞান অভ্যাস কর কর্ম্মসমূহ কর, ভক্তিকর্ত্তব্য, যোগ অনুষ্ঠান কর, তপস্যা আচরণ কর—ইত্যাদি জীবসকলকে উদ্দেশ্য করিয়া তোমাকেই লক্ষ্য করিয়া যাহা বলিয়াছি, বলিতেছি, অথবা বলিব, তাহাতেই কি তুমি সেই সেই কার্য্য অনুষ্ঠানে অধিকারী হইবে? তুমি কিন্তু আমার 'যে হও সেই হও' সম্প্রতি কিন্তু তোমাতে সাধকতা নাই—এইরূপে পরিহাস বাক্য সহিত আশ্বাস দান করিয়া একটিই জীবের দশা-ভেদে কখন কর্ম্মে অধিকার, জ্ঞানে অধিকার এবং ভক্তিতে অধিকার যেহেতু হয় এবং বেদের অর্থ সর্ব্বপ্রকারে আমিই জানি, অন্যে জানে না। যেহেতু বেদরূপে চতুর্ম্মুখব্রহ্মার চারিমুখ হইতে আমিই আবির্ভূত হইয়াছি ইহাই বলিতেছেন—এই শ্লোকে 'জীব' শব্দের অর্থ যিনি জীবন দান করেন পরমেশ্বর, সেই প্রসিদ্ধ আমার ন্যায় পুরুষই নিজ তর্জ্জনী অঙ্গুলিদ্বারা নিজ বক্ষ স্পর্শ করিয়া বলিতেছেন। বিবর সমূহে অর্থাৎ ব্রহ্মার শরীরস্থ 'আধার' আদি চক্রে প্রসূতির ন্যায় যে বেদের প্রকাশ হইয়াছে, তাহাকেই বেদের প্রকাশ বলা হয়—'ঘোষ' অর্থাৎ পরাখ্য নাদ—নাদযুক্ত প্রাণের সহিত গুহা অর্থাৎ আধার চক্রে প্রবিষ্ট হইয়া মনোময় সূক্ষ্মরূপ 'পশ্যন্তি' ও মধ্যমা নামক মণিপুর চক্রে ও বিশুদ্ধ চক্রে আসিয়া মুখমধ্যে হ্রস্বাদি মাত্রা, উদভাদিস্বর, অকারাদি বর্ণ, এইরূপে বৈখরী নামক অতিস্থূল নানা বেদ শাখারূপে প্রকাশ হয়।। ১৭।।

মধ্ব—

বিশেষেণ বরাণামাহংকারাদীনামপি প্রসূতিকর্ত্তা।
প্রাণেন বিষ্ণুনা ঘোষেণ বেদাত্মিকয়া প্রকৃত্যা।
মনোমাত্রাদয়শ্চ হিরণ্যগর্ভস্য দেব্যাঃ পরমাত্মনশ্চ স্থানানীত্যুক্তম্।

প্রাণেন ঘোষেণ চ সহ বিবরপ্রসূতির্মনোময়ং রূপমৈতি ইত্যাদিনা।। ১৭।।

তথ্য— রামকৃষ্ণ মথুরায় চলিয়া গেলে গোপীগণ কৃষ্ণের সুদুঃসহ বিরহ-ব্যথায় পীড়িত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের ভগবৎ-সান্নিধ্য ব্যতীত অন্য কোনরূপেই আনন্দিত হইবার নিত্য কারণ নাই—ইহা ১০ম শ্লোকে কথিত হইয়াছে।

১২শ অঃ ১৩শ শ্লোকে সর্ব্ববেদার্থ কথিত হইয়াছে। পুনরায়, সংক্ষেপে ভগবন্নেতৃত্ব ও ভগবানের আশ্রয়ত্ব প্রদর্শনের জন্য শব্দরূপেই সকল বেদমন্ত্রের সর্ব্বাভিনবরূপত্ব বর্ত্তমান শ্লোকদ্বয়ে বর্ণিত হইতেছে।

শ্রীধরস্বামিপাদ 'বিবর'-শব্দে আধার চক্রের অবতারণা করিয়াছেন। ১১শ স্কন্ধ ২১শ অঃ ৩৬শ-৪৩শ শ্লোক পর্য্যন্ত এই বিষয়ের সুষ্ঠুব্যাখ্যা পাওয়া যায়। স্থূল ও সূক্ষ্মভেদে শব্দ দ্বিবিধ আধারে পরিলক্ষিত হয়। সূক্ষ্মাধারে প্রাণ, বুদ্ধি ও মন এবং স্থূলাধারে ইন্দ্রিয়, পরা, পশ্যন্তী মধ্যমা ও বৈখরী-নামে কথিত হয়। তন্মধ্যে পরা-শব্দের সহিত মন ও ইন্দ্রিয় একীভূত থাকে। উহা প্রাণময়ী, শব্দব্রহ্মের উদয়ে মনোময়ী পশ্যন্তী, প্রণবাভিব্যক্তিতে বুদ্ধিময়ী মধ্যমা এবং বর্ণরূপে পরিণত হইয়া বৈখরীনামে

কথিত হয়। বৈখরী বৃহতীপ্রভৃতি ছন্দঃসকল প্রকাশ করে। ১০ম শ্লোকে কথিত ধারা অবলম্বন করিলে এই শ্লোকের অন্যপ্রকার অর্থ সিদ্ধ হয়। ভগবল্লক্ষণ জীবন-হেতু (ব্রজের জীবন-হেতু) পরমেশ্বর, ভগবৎ-প্রাণতুল্য ব্রজের সহিত অপ্রকটলীলা হইতে এবং প্রকটলীলা হইতে প্রাকট্য সাধন করিয়াছেন। প্রকট-লীলা হইতে পুনরায় অপ্রকট লীলায় প্রবেশ ঘটে। ভগবানের চক্ষুঃ প্রভৃতি মাত্রা, ভগবানের ভাষা ও গানাদি স্বর, ভগবানের শ্রীরূপাদি বর্ণ নিজপার্ষদ-গণের নিকট প্রকট করিয়া বহিরঙ্গ ভক্তগণের মনোঽধি-গম্য বিষয় হইয়াছিলেন। মূঢ় ব্যক্তির বিচারে ভগবদাবি-র্ভাব-লীলা হিরণ্য-গর্ভ হইতে জাত; এই কুবিচার নিরাকর-ণের জন্যই অন্তরঙ্গ ভক্তের নিকট নিত্যরূপ-নিত্যবিচিত্র-বিলাসাত্মক মাত্রা-স্বরাদির উল্লেখ। সাধারণ বহির্ম্মুখ ব্যক্তি-দিগের বিচারে ত্রিষষ্টিবর্ণাত্মক স্থূল বেদশাখা, তাহাতে হ্রস্ব-দীর্ঘাদি মাত্রা, উদাত্তাদি স্বর, বর্ণের ও আধার-চক্রাদির বিচার নিহিত আছে। লোকবিমোহনের জন্যই বাহ্যার্থে অভিনিবিষ্ট স্তব্ধপ্রকৃতি জনগণ ভগবল্লীলার অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইতে পারে না।

যাঁহারা লীলার কথায় প্রবিষ্ট হইতে অসমর্থ, তাঁহাদের শব্দের বিচারে বেদপ্রতিপাদ্য হইবার ধারণা মাত্র, এই উভয় প্রকারে সেই পরমেশ্বর প্রকাশিত হন।। ১৭।।

যথানলঃ খেঽনিলবন্ধুরুষ্মা
বলেন দারুণ্যধিমথ্যমানঃ।
অণুঃ প্রজাতো হবিষা সমেধতে
তথৈব মে ব্যক্তিরিয়ং হি বাণী।। ১৮।।

অন্বয়ঃ— (অব্যক্তস্য সতঃ সূক্ষ্মমধ্যমক্রমেণাভি-ব্যক্তৌ দৃষ্টান্তমাহ) অনলঃ (অগ্নিঃ) যথা খে (আকাশে) উষ্মা (ব্যক্তোষ্মরূপঃ) দারুণি (কাষ্ঠে) বলেন অধিমথ্যমানঃ (অধিকং মথ্যমানঃ) অনিলবন্ধুঃ (বায়ুসহায়ঃ সন্) অণুঃ (সূক্ষ্মবিস্ফুলিঙ্গাদিরূপো ভবতি পুনঃ) প্রজাতঃ (প্রকৃষ্টো জাতঃ) হবিষা (ঘৃতেন) সমেধতে (সংবর্দ্ধতে) তথা এব হি (তদ্বদেব) ইয়ং (বেদরূপা) বাণী মে (মম) ব্যক্তিঃ (অভি-ব্যক্তির্ভবতি)।। ১৮।।

অনুবাদ— যেরূপ আকাশে উষ্মরূপে স্থিত অগ্নি কাষ্ঠে বলের সহিত মথিত হইলে বায়ুর সাহায্যে সূক্ষ্ম বিস্ফুলিঙ্গাদিরূপ প্রাপ্ত হইয়া ক্রমশঃ ঘৃতসংযোগ বর্দ্ধিত হয়, সেইরূপ এই বেদবাণীও সূক্ষ্ম-স্থূল-ক্রমে আমারই অভিব্যক্তি বলিয়া অবগত হইবে।। ১৮।।

বিশ্বনাথ— ক্রমেণাভিব্যক্তৌ দৃষ্টান্তো যথেতি। যথাগ্নিঃ খে দারুণতাকাশে উষ্মা প্রথমমথনে অব্যক্তোষ্ম-রূপঃ, ততো দারুণ্যধিকং মথ্যমানঃ অনিলসহায়ঃ সন্ অণুঃ সূক্ষ্মবিস্ফুলিঙ্গাদিরূপো ভবতি, ততশ্চ প্রজাতঃ প্রকর্ষেণ স্থূলতয়া জাতঃ হবিষা সমেধতে প্রবর্দ্ধতে; তথৈব মে ব্যক্তির্মদাবির্ভাবরূপা ইয়ং বেদলক্ষণা বাণী। অতো-ঽস্যা অতিগূঢ়মর্থং মাং বিনা কো জ্ঞাস্যতি, জ্ঞাত্বা চ জীবস্য সংসারনিস্তারণার্থান্ ভক্তিজ্ঞানকর্ম্মাদ্যুপায়ান্ কো ব্যব-স্থাস্যতীত্যতস্ত্বয়ি পরমযোগ্যে পাত্রে স্বতুল্যে তানুপায়ান্ সাম্প্রতং কৃপয়া ন্যস্যামি, ত্বত্তো বদরিকাশ্রমস্থা মুনয়ঃ প্রাপ্য কৃতার্থ ভবিষ্যন্তীতি ভাবঃ।। ১৮।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— ক্রমে প্রকাশের দৃষ্টান্ত যেমন অগ্নি আকাশে অর্থাৎ কাষ্ঠগত আকাশে 'উষ্মা' প্রথম মন্থন দ্বারা অব্যক্ত হইলেও প্রকাশিত হয়, তৎপরে অধিক-ভাবে মন্থন করিলে কাষ্ঠ হইতে বায়ুর সাহায্যে সূক্ষ্ম বিস্ফুলিঙ্গরূপে প্রকাশ পায়, তৎপরে স্থূল অগ্নিরূপে প্রকাশ পাইয়া ঘৃতদ্বারা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। সেইরূপই আমার, এই বেদরূপবাণী আমারই একটি স্বরূপ প্রকাশিত হয়। অতএব এই বেদবাণীর অতিগূঢ় অর্থ আমি ব্যতীত কে জানিবে? জানিয়াও জীবের সংসার তরিবার জন্য ভক্তি-জ্ঞান-কর্ম্মাদি উপায়-সমূহ কে ব্যবস্থা দান করিবে। এই কারণে পরমযোগ্য পাত্র আমার তুল্য তোমাতে সংসার তরিবার উপায়সমূহ সম্প্রতি কৃপাপূর্ব্বক স্থাপন করি-তেছি— তোমা হইতে বদরিকা আশ্রমস্থিত মুনিগণ পাইয়া কৃতার্থ হইবেন।। ১৮।।

বিবৃতি— ভগবৎকথা-কীর্ত্তন হইতে ভগবল্লীলা

সুষ্ঠুভাবে প্রকাশিত হন। উদাহরণ-স্বরূপ বেদবাক্য অগ্নি যেরূপ অপ্রকাশিত উষ্মরূপ উত্তর ও অধঃ অরণির সংঘর্ষ-ক্রমে জাত হয় এবং বায়ুযোগে উত্থিত স্ফুলিঙ্গ যেরূপ বৃহদগ্নি হইয়া ঘৃতযোগে সম্বর্দ্ধিত হইয়া যজ্ঞ সাধিত হয়, তদ্রূপ নামরূপাদির সংযোগে লীলার পূর্ণাভিব্যক্তি কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তি হইতে সম্প্রকাশিত ও উপলব্ধ হয়। কৃষ্ণ-নাম হইতেই কৃষ্ণরূপ, কৃষ্ণ-গুণ ও কৃষ্ণলীলাদির সম্যক্ অভিব্যক্তি প্রকটিত হয়।। ১৮।।

এবং গদিঃ কর্ম্মগতির্বিসর্গো
ঘ্রাণো রসো দৃক্ স্পর্শঃ শ্রুতিশ্চ।
সংকল্পবিজ্ঞানমথাভিমানঃ
সূত্রং রজঃসত্ত্বতমোবিকারঃ।। ১৯।।

অন্বয়ঃ— এবং (পূর্ব্ববৎ) গদিঃ (গদনং ভাষণং বাগিন্দ্রিয় কর্ম্ম) কর্ম্ম (হস্তয়োর্বৃত্তিঃ) গতিঃ (পাদয়োর্বৃত্তিঃ) বিসর্গঃ (পায়ুবৃত্তিঃ) ঘ্রাণঃ (অবঘ্রাণং নাসাবৃত্তিঃ) রসঃ (রসনং জিহ্বাবৃত্তিঃ) দৃক্ (দর্শনং নেত্রবৃত্তিঃ) স্পর্শঃ (স্পর্শনং ত্বগি-ন্দ্রিয়বৃত্তিঃ) শ্রুতিঃ (শ্রবণং কর্ণেন্দ্রিয়বৃত্তিঃ) চ সঙ্কল্পবিজ্ঞানং (সঙ্কল্পোমনসো বৃত্তির্বিজ্ঞানং বুদ্ধিচিত্তয়োর্বৃত্তিঃ) অথ (অপি চ) অভিমানঃ (অহঙ্কারবৃত্তিঃ) সূত্রং (প্রধানস্য বৃত্তিঃ) রজঃ-সত্ত্বতমোবিকারঃ (সত্ত্বরজস্তমসাং বিকারোঽধিদৈবাদি-স্ত্রিবিধঃ প্রপঞ্চো মে ব্যক্তিরিতি পূর্ব্বেণান্বয়ঃ)।। ১৯।।

অনুবাদ— এইরূপ বাক্য, কর্ম্ম, গতি, মল-মূত্রাদি-পরিত্যাগ-কার্য্য, ঘ্রাণ, রস-গ্রহণ, দর্শন, স্পর্শ, শ্রবণ, সঙ্কল্প, বিজ্ঞান, অভিমান, সূত্র অর্থাৎ প্রকৃতির বৃত্তি এবং সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের বিকার জাত অধিদৈব প্রভৃতি ত্রিবিধ প্রপঞ্চ আমারই অভিব্যক্তি স্বরূপ অবগত হইবে।। ১৯।।

বিশ্বনাথ— কিঞ্চ মৎস্বরূপভূতা বেদলক্ষণা বাণী যথা ব্রহ্ম শরীরাদুদ্ভূতা তথৈব প্রাকৃত্যপি বাণী প্রাকৃত-লোকশরীরাদপভ্রংশাদিরূপা সম্ভবতীত্যাহ এবং গদির্বাগি-ন্দ্রিয়ব্যাপারো ভাষণম্। তথা চ শ্রুতিঃ "চত্বারি বাক্ পরিমিতাঃ পদানি তানি বিদুর্ব্রাহ্মণ যে মনীষিণঃ গুহায়াং ত্রীনি নিহিতানি নেঙ্গয়ন্তি তুরীয়ং বাচো মনুষ্যা বদন্তি ইতি। অস্যা অর্থঃ— বাক্ বচনানি চত্বারি পরিমিতাঃ পরিমি-তানি পদানি সুপ্‌তিঙন্তানি। অত্র ত্রীণি পরা পশ্যন্তী মধ্যমাখ্যানি প্রাণমনোবুদ্ধিস্থানি আধারনাভিহৃদয়েষু স্ফুরন্ত্যপি নেঙ্গয়ন্তি স্বরূপং ন প্রকাশয়ন্তি। তুরীয়ং বৈখ-র্য্যাখ্যং বাগিন্দ্রিয়গতং বাচো বচনমিতি যথা গদিরেবমেব সমষ্টি-ব্যষ্টীনাং সর্ব্বেন্দ্রিয়ব্যাপারো মমৈব প্রাকৃতী ব্যক্তি-রিত্যাহ,—কর্ম্ম হস্তয়োর্ব্যাপারঃ, গতিঃ পদয়োঃ, বিসর্গঃ পায়ুপস্থয়োরিতি কর্ম্মেন্দ্রিয়াণাং; ঘ্রাণোঽবঘ্রাণঃ, রসো রসনং, দৃক্ঃ দর্শনং, স্পর্শ স্পর্শনং, শ্রুতিঃ শ্রবণমিতি জ্ঞানেন্দ্রিয়াণাং, সঙ্কল্পো মনসঃ বিজ্ঞানং বুদ্ধিচিত্তয়োঃ, অভিমানোঽহঙ্কারস্য, সূত্রং প্রধানস্য, রজঃসত্ত্বতমসাং বিকারো অধ্যাত্মাদিস্ত্রিবিধঃ প্রপঞ্চঃ ব্যক্তির্মায়িকীতি পূর্ব্বেণান্বয়ঃ।। ১৯।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— আর আমার স্বরূপভূতা বেদ-লক্ষণাবাণী যেমন ব্রহ্মার শরীর হইতে উদ্ভুত হইয়াছে, সেইরূপই প্রাকৃতবাণীও প্রাকৃতলোকশরীর হইতে অপভ্রংশ ভাষাদিরূপে আবির্ভূত হয়, ইহাই বলিতেছেন —বাগ্ ইন্দ্রিয়ের ব্যাপার ভাষণ, এবিষয়ে শ্রুতি প্রমাণ— শ্রুতির অর্থ—বচনসমূহ চারিটি পরিমিত পদদ্বারা সুবন্ত তিঙন্ত-রূপে প্রকাশিত হয়। এবিষয়ে পরা, পশ্যন্তি ও মধ্যমা নামে প্রাণ, মন ও বুদ্ধিস্থানীয় আধার চক্র, নাভিচক্র ও হৃদয়চক্রে স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হইলেও বাহিরে প্রকাশ হয় না। চতুর্থ 'বৈখরী' নাম্নী বাগ্ ইন্দ্রিয়ে আসিয়া বচন নাম ধারণ করিয়া মুখে প্রকাশ হয়। এইরূপই সমষ্টি ও ব্যষ্টিরূপে সর্ব্ব ইন্দ্রিয় ব্যাপার আমারই প্রাকৃত প্রকাশ—ইহাই বলি-তেছেন—হস্তদ্বয়ের ব্যাপার কর্ম্ম, পদদ্বয়ের গমন, পায়ু ও উপস্থের ব্যাপার বিসর্গ ইহারা কর্ম্মেন্দ্রিয়ের ব্যাপার। অবঘ্রাণ নাসিকার ব্যাপার, রস আস্বাদন জিহ্বার ব্যাপার, দর্শন চক্ষুর ব্যাপার, স্পর্শ ত্বক্ ইন্দ্রিয়ের ব্যাপার, শ্রবণ কর্ণেন্দ্রিয়ের ইহারা জ্ঞানেন্দ্রিয় ব্যাপার। সঙ্কল্প মনের, বিজ্ঞান বুদ্ধি ও চিত্তের, অভিমান অহঙ্কারের, সূত্রপ্রধানের

সত্ত্বরজতমের বিকার, অধ্যাত্ম আদি ত্রিবিধ জগৎ, মায়িকী প্রকাশ, ইহা পূর্ব্বশ্লোকের সহিত অন্বয়।। ১৯।।

বিবৃতি— জড়জগতে ত্রিগুণের বিকার হইতে পরিদৃশ্যমান্ জগতের বৈচিত্র্য সাধিত হয়। এই বৈচিত্র্য বাক্য ও পাণিদ্বয়ের পরিচালনায় কর্ম্ম, পদদ্বয়ের পরিচালনে গতি এবং মল-মূত্রাদির বিসর্জ্জনে বিসর্গ, নাসার ঘ্রাণ, জিহ্বার আস্বাদন, চক্ষুর দর্শন, কর্ণের শ্রবণ ও ত্বকের স্পর্শ এবং গ্রহণ ও ত্যাগের সঙ্কল্পে দ্রষ্টা, দৃশ্য ও দর্শনের বিজ্ঞান; ত্রিগুণ-পরিচালনায় অহঙ্কার এবং সকলের আকর-প্রকৃতি— যাহা হইতে ভূত, ইন্দ্রিয় ও দেবতা সৃষ্ট হইয়াছে—এই সমস্তই মূল আকর ভগবান্ হইতে দেশ, কাল ও পাত্রাদির ভগবদ্‌বিমুখ দৃষ্টিক্রমে উদ্ভূত হইয়া নিত্য, পূর্ণ ও তত্ত্বাশ্রয় বস্তুর দিকে উদ্দেশক হইয়া ভগবৎপ্রীতি উৎপাদন করায়।

যাহারা বিকারবশে অহঙ্কারবিমূঢ়াত্ম হইয়া সঙ্কল্প বিকল্পাদিকে বহুমাননা পূর্ব্বক ভগবৎ-সেবা-বিমুখ হয়, তাহারা এই সকলকে কৃষ্ণসম্বন্ধে নির্ব্বন্ধ বস্তু বলিয়া বুঝিতে পারে না, কিন্তু এইগুলি ভগবৎসেবনোপযোগী নিত্য-প্রকাশের বাধিত চিত্রমালা। নির্ব্বিশেষ জড়বিচারপর জনগণ চেতনের বিলাস-বিচিত্রতা বুঝিতে না পারিয়া চিৎপ্রকাশের সহিত অচিৎপ্রকাশ বা নিত্যা ভক্তিবৃত্তির সহিত পুরুষকারোচিত ভোগ-প্রবৃত্তিকে নশ্বর ক্রিয়া মাত্র জানিয়া পূর্ণ নিত্য বাস্তব বস্তুর সন্ধান পায় না।। ১৯।।

মধ্ব—তত্রাপি বিশেষতো ভগবত এব ব্যক্তিস্থানমিত্যাহ। যথানল ইত্যাদিনা।। ১৮-১৯।।

অয়ং হি জীবস্ত্রিবৃদব্জযোনি-
রব্যক্ত একো বয়সা স আদ্যঃ।
বিশ্লিষ্টশক্তির্ব্বহুধেব ভাতি
বীজানি যোনিং প্রতিপদ্য যদ্বৎ।। ২০।।

অন্বয়ঃ—বীজানি যোনিং (ক্ষেত্রং) প্রতিপদ্য (প্রাপ্য) যদ্বৎ (যথা বহুশ উদ্‌গতা ভবন্তি তথা) ত্রিবৃৎ (ত্রিগুণাশ্রয়ঃ) আদ্যঃ (সনাতনঃ) অব্জযোনিঃ (লোকপদ্মস্য কারণভূতঃ) সঃ অয়ং জীবঃ (ঈশ্বর আদৌ) অব্যক্তঃ একঃ হি (এব) বয়সা (কালেন) বিশ্লিষ্টশক্তিঃ (বিশ্লিষ্টা বিভক্তা বাগীন্দ্রিয়রূপাঃ শক্তয়ো যস্য স তথা সন্) বহুধা (বহুপ্রকারঃ) ইব ভাতি (প্রকাশতে)।। ২০।।

অনুবাদ— বীজসমূহ ক্ষেত্রে পতিত হইলে যেরূপ নানারূপে উদ্‌গত হয়, সেইরূপ ত্রিগুণাশ্রয়, সনাতন, লোক কারণ সেই পরমেশ্বরও প্রথমতঃ অব্যক্ত এক স্বরূপে অবস্থিত থাকিয়া কালানুসারে বাগিন্দ্রিয়াদি-শক্তি-বিকারক্রমে বহুরূপে প্রকাশিত হইয়া থাকেন।। ২০।।

বিশ্বনাথ— তস্মাদীশ্বরাভিব্যক্তিরূপঃ প্রপঞ্চো নেশ্বরাদ্ভিন্ন ইতি বক্তুং প্রথমমীশ্বরমাহ,—অয়ং জীব ঈশ্বরস্ত্রিবৃৎ-ত্রিগুণমায়াশ্রয়ঃ ত্রিবৃৎরূপত্বেনৈব অব্জযোনিঃ অব্জস্য লোকপদ্মস্য কারণভূতঃ। প্রথমং সৃষ্টেঃ পূর্ব্বমব্যক্ত এক এব, বয়সা কালেন স এব আদ্য ঈশ্বরঃ প্রপঞ্চাত্মকো ভবতীত্যাহ,—বিশ্লিষ্টশক্তির্বিশিষ্টাঃ পৃথক্ পৃথগ্বিভক্তা বাগাদীন্দ্রিয়রূপাঃ শক্তয়ো যস্য তথাভূতঃ সন্ বহুবা দেবমনুষ্যাদি-বহুপ্রকারকো ভাতি। একস্য বহুধা ভানে দৃষ্টান্তঃ —যোনিং ক্ষেত্রং প্রতিপদ্য প্রাপ্য বীজানি যদ্বৎ। একৈকস্যাপি বীজস্য বহুশ উদ্‌গমা ভবন্তীত্যর্থঃ।। ২০।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— অতএব ঈশ্বর হইতে প্রকাশিত এই জগৎ ঈশ্বর হইতে ভিন্ন নহে, ইহা বলিবার জন্য প্রথমে ঈশ্বরের কথা বলিতেছেন— এই জীব অর্থাৎ ঈশ্বর ত্রিগুণ মায়াশ্রয়, পদ্মযোনি অর্থাৎ চতুর্দ্দশ লোকপদ্মের কারণ স্বরূপ। সৃষ্টির পূর্ব্বে অব্যক্ত একই কালদ্বারা ব্যক্ত হয়। তিনি আদি ঈশ্বর জগৎরূপে প্রকাশিত হন, পৃথক্ পৃথক্ বিভক্ত বাগ্ ইন্দ্রিয় আদি শক্তিসমূহ যাঁহার। সেইরূপ হইয়াও দেব মনুষ্য আদি বহুপ্রকারে প্রকাশিত হয়। একই বস্তুর বহুপ্রকারে প্রকাশের দৃষ্টান্ত—বীজসমূহ ক্ষেত্রে ফেলিলে যেমন এক হইয়াও বহু বীজের প্রকাশক হয়।। ২০।।

বিবৃতি—জীবন হেতু-ভূত কারণ-স্বরূপ ত্রিগুণাশ্রয় নশ্বরব্রহ্মাণ্ডপ্রকাশের মূল-আকররূপে অপ্রকাশিত বিচারে

অবস্থিত হইয়া জগৎসৃষ্টির পূর্ব্বে শক্তি পরিচালনা করেন না। তিনি বহিরঙ্গা মায়াশক্তির দ্বারা বিভিন্নবস্তুতে শক্তি অর্পণ করিয়া বিমুখ জীবের নিকট নশ্বর জগতের বিচিত্র প্রকাশ ও গুণজাতবিকার প্রদর্শন করেন। অভক্তজীবগণ স্বীয় আত্মম্ভরিতা-ক্রমে অহঙ্কারবিমূঢ়াত্ম হইয়া পুরুষকার-চেষ্টা-রূপ ভোগের বাধ্য হয় এবং ভগবদ্বস্তুর জড়শক্তির মূলাধার বলিয়া অন্তরঙ্গশক্তিমত্তত্ত্বের পরিচয় বুঝিতে পারে না। সেবোন্মুখতাক্রমে নিত্যানিত্যবিবেক, চিদচিদ্‌বিবেক ও আনন্দনিরানন্দবিবেক উদিত হইলে ভগবত্তার স্বরূপ ও নিত্যসেবকের সেবাবৃত্তির কথা ধারণা করিতে পারা যায়। কেবল প্রকৃতিক্ষেত্রে আরোপিত শক্তি জীবসৃষ্টির কারণ, তাহাতে জীবলক্ষণ প্রকাশিত আছে বলিয়া বদ্ধভাবাপন্ন জীবগণ সমজাতীয়জ্ঞানে কালাধীন তত্ত্ব মনে করে, ভক্তিবৃত্তি উন্মেষিত হইলে সেইরূপ অব্যক্ত পদার্থকে জড়মাত্রজ্ঞানে অপ্রয়োজনীয় মনে না করিলেই জীবের নিত্যা বৃত্তি ভক্তির ও ভজনীয় বস্তুর স্বরূপ ও ভজনকারী জীবের নিত্যস্বরূপ অবগত হইতে পারেন।। ২০।।

মধ্ব— বিশেষেণ শ্লিষ্টশক্তিঃ। অনপগতসামর্থ্যঃ। যথৈকং কলমাদিবীজন্। ভূমাবুপ্তং বহ্বঙ্কুরং ভবতি। এবং পরমাত্মানুগৃহীতো ব্রহ্মাহহংকারাদিষু বহুধা ব্যক্তীভবতি।

সুপর্ণশেষরুদ্রাদি প্রসূতিশ্চ চতুর্ম্মুখঃ।
সর্ব্বজীবোত্তমো জীবো গুণৈর্জ্ঞানসুখাদিভিঃ।।
বিষ্ণুভক্ত্যাদিভিঃ সর্ব্বৈর্নিয়মাৎ সর্ব্বকালিকম্।
মুক্তাবপি ন সন্দেহঃ স হি দেবেন বিষ্ণুনা।।
প্রাণপ্রাণেন জগতামীশেন রময়া তথা।
বেদাত্মিক্যা চ সহিতঃ সূক্ষ্মসন্মনসি স্থিতঃ।।
বীন্দ্রাদীনাস্তু সর্ব্বেষাং মাত্রাবর্ণঃ স্বরেষু চ।
স্থূলরূপী সদা তিষ্ঠন্নেবং শ্রোত্রাদিখেষু চ।।
সর্ব্বেষাং প্রেরকো হ্যেকো জ্ঞাননন্দা বলৈস্ত্রিবৃৎ।
নিত্যশক্তিঃ সর্ব্বগঃ সন্ বহুধেব প্রতীয়তে।।
তস্মিন্নোতমিদং সর্ব্বং পটে লক্ষণতন্তুবৎ।
স এব বায়ুরুদ্দিষ্টো বায়ুর্হি ব্রহ্মতামগাৎ।।
বিশেষতো হরের্ব্যক্তিস্থানান্যেতানি সর্ব্বশঃ।
মন আদিন্যহঙ্কারো ব্রহ্মা বেদাত্মিকা রমা।।
ত্রিগুণাত্মিকা চ সৈব শ্রীঃ সৈবোক্তা সং বিদাত্মিকা।
তস্যা অপি নিয়ন্তৈকো বিষ্ণুঃ সর্ব্বেশ্বরেশ্বরঃ।।
যথা দারুষু সূক্ষ্মঃ সন্ মথিতোহগ্নিঃ সমিধ্যতে।
তথা বেদাদিষু হরির্মথিতঃ সংপ্রদৃশ্যতে।।
ব্যক্তিস্থানান্যথৈতানি বেদাদীনি হরের্বিদুঃ।
ইতি তন্ত্রভাগবতে।।
মনসি ব্যক্ততাং যামি তস্মাৎ ব্যক্তির্হি মে মনঃ।
ইতি ভারতে।। ২০।।

যস্মিন্নিদং প্রোতমশেষমোতং
পটো যথা তন্তুবিতানসংস্থঃ।
য এষ সংসারতরুঃ পুরাণঃ
কর্ম্মাত্মকঃ পুষ্পফলে প্রসূতে।। ২১।।

অন্বয়ঃ— তন্তুবিতানসংস্থঃ (তন্তুবিতানে সংস্থা স্থিতির্যস্য সঃ) পটঃ যথা (ইব) অশেষম্ ইদং (নিখিলং জগৎ) যস্মিন্ (ঈশ্বরে) ওতং (দীর্ঘতন্তুষু পটবৎ) প্রোতং (তির্য্যক্ তন্তুষু চ পটবৎ স্থিতং বর্ত্ততে স বহুধা ইব ভাতীতি পূর্ব্বেণান্বয়ঃ) পুরাণঃ (অনাদিঃ) কর্ম্মাত্মকঃ (প্রবৃত্তি-স্বভাবঃ) যঃ এষঃ সংসারতরুঃ (সংসাররূপো বৃক্ষঃ) পুষ্প-ফলে (ভোগাপবর্গৌ) প্রসূতে (জনয়তি) ।। ২১।।

অনুবাদ— পট বস্ত্র যেরূপ বিস্তৃত তন্তুসমূহে ওত-প্রোতভাবে অবস্থিত, সেইরূপ এই নিখিল জগৎ সেই পরমেশ্বরে ওতপ্রোতভাবে অবস্থিত রহিয়াছে। অনাদি, প্রবৃত্তিশীল এই সংসার-বৃক্ষ ভোগ ও মুক্তিরূপ পুষ্প ও ফলের প্রসব করিতেছে।। ২১।।

বিশ্বনাথ— তন্মায়াবিলসিতত্বাত্তদাশ্রয়মিদং জগন্ন ততঃ পৃথগিতি সদৃষ্টান্তমাহ,—যস্মিন্নিতি। তন্তুবিতানে সংস্থা স্থিতির্যস্য স পটো যথা, তথা যস্মিন্নিদং বিশ্বং ওতং দীর্ঘতন্তুষু, প্রোতং তির্য্যকৃতন্তুষু পটু ইব। এবম্ভূতং সমষ্টি-ব্যষ্ট্যাত্মকং শরীরমেব সংসারহেতুত্বাৎ সংসারঃ তং, তরু-রূপকেণ বর্ণয়তি,—য ইতি। পুরাণঃ অনাদিঃ, কর্ম্মাত্মকঃ

কর্ম্মপ্রবাহময়ঃ। পুষ্পং ফলস্যাদিমো ভাগঃ শুভাদৃষ্টদুরদৃষ্টে,—ফলং সুখদুঃখে।। ২১।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— ঈশ্বরের মায়া বিলসিত হেতু ঈশ্বর আশ্রয় জগৎ ঈশ্বর হইতে পৃথক্ নহে, ইহা দৃষ্টান্তের সহিত বলিতেছেন—সূত্রদ্বারা নির্ম্মিত বস্ত্র যেমন সূত্র হইতে পৃথক্ নহে সেইরূপ এই বিশ্ব ঈশ্বরে ওত দীর্ঘসূত্র, প্রোত প্রস্থসূত্র। সেইরূপ বস্ত্রের ন্যায় এই বিশ্ব ঈশ্বরে ওতপ্রোতভাবে আছে। এইরূপ সমষ্টি ও ব্যষ্টি শরীরই সংসারের কারণ হেতু সংসারই তাহা, বৃক্ষরূপকদ্বারা বর্ণন করিতেছেন—পুরাণ অনাদি, কর্ম্ম প্রবাহময়, পুষ্প ফলের আদিভাগ, শুভ অদৃষ্ট ও দুরদৃষ্ট ফল অর্থাৎ সুখ দুঃখ।।২১

দ্বে অস্য বীজে শতমূলস্ত্রিনালঃ
পঞ্চস্কন্ধঃ পঞ্চরসপ্রসূতিঃ।
দশৈকশাখো দ্বিসুপর্ণনীড়-
স্ত্রিবল্কলো দ্বিফলোঽর্কং প্রবিষ্টঃ।। ২২।।
অদন্তি চৈকং ফলমস্য গৃধ্রা
গ্রামেচরা একমরণ্যবাসাঃ।
হংসা য একং বহুরূপমিজ্যৈ-
র্মায়াময়ং বেদ স বেদ বেদম্।। ২৩।।

অন্বয়ঃ—অস্য (সংসারতরোঃ) দ্বে (পুণ্যপাপরূপে) বীজে (ভবতঃ কিঞ্চ স তরুঃ) শতমূলঃ (শতমপরিমিতা বাসনা মূলানি যস্য সঃ) ত্রিনালঃ (ত্রয়ো গুণা নালানি প্রকাণ্ডা যস্য সঃ) পঞ্চস্কন্ধঃ (পঞ্চভূতানি স্কন্ধা যস্য সঃ) পঞ্চরসপ্রসূতিঃ (পঞ্চরসাঃ শব্দাদিবিষয়াস্তেষাং প্রসূতির্যস্মাৎ সঃ) দশৈকশাখঃ (দশ চ একশ্চেন্দ্রিয়াণি শাখা যস্য সঃ) দ্বিসুপর্ণনীড়ঃ (দ্বয়োঃ সুপর্ণয়োর্জীব পরমাত্মনোর্নীড়ং যস্মিন্ সঃ) ত্রিবল্কলঃ (ত্রীণি বাতপিত্তশ্লেষ্মরূপাণি বল্কলানি ত্বচো যস্য সঃ) দ্বিফলঃ (দ্বে সুখদুঃখে ফলে যস্য সঃ) অর্কং প্রবিষ্টঃ (সূর্য্যমণ্ডলপর্য্যন্তং ব্যাপ্তো বর্ত্ততে)। গৃধ্রাঃ (গৃধ্যন্তীতি গৃধাঃ কামিনঃ) গ্রামে চরাঃ (গৃহস্থাঃ) অস্য (সংসারবৃক্ষস্য) একং ফলং (দুঃখরূপম্) অদন্তি (ভক্ষয়ন্তি) হংসাঃ (বিবেকিনঃ) অরণ্যবাসাঃ (সন্ন্যাসিনঃ) চ একং (সুখরূপং ফলমদন্তি যঃ (জনঃ) ইজ্যৈঃ (পূজনীয়ৈর্গুরুভিঃ কৃত্বা) একং (পরমানন্দং) মায়াময়ং (মায়াশক্ত্যা সমুদ্ভূতত্বান্মায়াময়মেবং) বহুরূপং বেদ (জানাতি) সঃ (জনঃ) বেদং (বেদতত্ত্বার্থং) বেদ (জানাতি)।। ২২-২৩।।

অনুবাদ—পুণ্য, পাপ—এই দুইটি ইহার বীজ, অপরিমিতি বাসনা-রাশি মূল, সত্ত্বাদি গুণত্রয় প্রকাণ্ড, পঞ্চভূত স্কন্ধ, একাদশ ইন্দ্রিয় শাখা এবং শব্দাদি বিষয় পঞ্চক ইহার উৎপন্ন রসস্বরূপ; ইহাতে বাতপিত্ত-শ্লেষ্মারূপ বল্কলত্রয়, সুখদুঃখরূপ ফল-দ্বয় এবং জীব ও পরমাত্মরূপ পক্ষিদ্বয় অবস্থান করেন। ইহা সূর্য্যমণ্ডল পর্য্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে। গৃধ্র অর্থাৎ কামী গৃহস্থগণ ইহার দুঃখরূপ ফল এবং হংস অর্থাৎ বিবেকী সন্ন্যাসিগণ ইহার সুখরূপ ফল ভক্ষণ করিয়া থাকেন। যিনি পূজনীয় গুরুগণের সাহায্যে এক পরমানন্দ পুরুষেরই মায়াশক্তি-প্রভাবে বহুরূপে প্রকাশ অবগত হন, তিনিই বেদের যথার্থ-তত্ত্ব অবগত হইয়া থাকেন।। ২২-২৩

বিশ্বনাথ— রূপকং বিবৃণোতি,— দ্বে ইতি। দ্বে পুণ্যপাপে অস্য বীজে, শতং অপরিমিতা বাসনা মূলানি যস্য। ত্রয়ো গুণা নালানি প্রকাণ্ডা যস্য। পঞ্চ ভূতানি স্কন্ধা যস্য। পঞ্চরসাঃ শব্দাদিবিষয়স্তেষাং প্রসূতির্যস্মাৎ। দশ একাচ শাখা ইন্দ্রিয়াণি যস্য। দ্বয়োঃ সুপর্ণয়োর্জীবপরমাত্মনোর্নীড়ং বাসো যস্মিন্। ত্রীণি বল্কলানি ত্বচো বাতপিত্তশ্লেষ্মাণো যস্য। দ্বে সুখদুঃখে ফলে যস্য সঃ। অর্কং প্রবিষ্টঃ সূর্য্যমণ্ডলপর্য্যন্তং ব্যাপ্তঃ। তং নির্ভিদ্য গতস্য সংসারাভাবাৎ। তৎফলভোক্তৃনাহ,—গৃধ্যন্তীতি গৃধ্রাঃ কামিনঃ, গ্রামেচরাঃ গৃহস্থাঃ, অস্য বৃক্ষস্যৈকং ফলমবিদ্যাময়ং দুঃখমদন্তি। অবিদ্যাময়স্য নরকস্বর্গাদেরপি দুঃখরূপত্বাৎ। অরণ্যবাসাঃ সন্ন্যাসিনঃ হংসা বিবেকিনঃ একং ফলং বিদ্যাময়ং সুখমদন্তি, জ্ঞানবস্তুনঃ সর্ব্বদা সুখরূপত্বাৎ। এবং বহুরূপং মায়াশক্ত্যা সমদ্ভূতত্বাৎ মায়াময়ং ইজ্যৈঃ পূজ্যৈর্গুরুভিঃ কৃত্বা যো বেদ স বেদং বেদ তত্ত্বার্থং বেদ।। ২২-২৩।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—বৃক্ষরূপক বিস্তৃতভাবে বলিতে-

ছেন—পুণ্য ও পাপ বৃক্ষের বীজদ্বয়, অপরিমিত বাসনা ঐ বৃক্ষের মূলসমূহ, তিনটিগুণ উহার কাণ্ড পঞ্চভূত বৃক্ষের স্কন্ধ, শব্দ আদি পাঁচটি বিষয় পঞ্চরস যাহা হইতে জন্ম হয়, একাদশ ইন্দ্রিয় বৃক্ষের শাখা, জীব ও পরমাত্মা দুইটি সোনার পাখী, তাহাদের বাসা ঐ বৃক্ষে, তিনটি বাত-পিত্ত-কফ উহার বল্কল, সুখ ও দুঃখ যাহার ফল। এই বৃক্ষ সূর্য্যমণ্ডল পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত, সূর্য্যমণ্ডল ভেদ করিয়া গেলে আর সংসার নাই, কামনাযুক্ত গৃহস্থগণ ঐ বৃক্ষের অবিদ্যা-ময় একটী ফল দুঃখ ভোজন করে, অবিদ্যাময় জীবের স্বর্গ ও নরক এই দুইই দুঃখ স্বরূপ। যাহারা বনবাসী সন্ন্যাসী তাহারা সার ও অসার বাচিয়া হংসের ন্যায় বিদ্যা-ময় একটী ফল সুখ ভোজন করে। জ্ঞানবস্তু সর্ব্বদাই সুখস্বরূপ। এইরূপে মায়াশক্তিদ্বারা উদ্ভুত হেতু মায়াময় এই জগৎকে—পূজনীয় ব্যক্তিগণকে গুরু করিয়া যিনি বৃক্ষকে জানেন, তিনি বেদকে তত্ত্বের অর্থের সহিত জানেন।। ২২-২৩।।

বিবৃতি— ব্যষ্টি-সমষ্টি স্থূল-সূক্ষ্মরূপদ্বয় ও অনাদি কর্ম্ম হইতে জাত সংসার-বৃক্ষ "টানা ও প'ড়েন"—দুইটি সূত্রে বয়নধর্ম্মজাত বস্ত্রবৎ কার্য্যকারণবিচারে নিমিত্ত ও উপাদান-রূপ বিশ্বপতি ও বিশ্বের প্রকাশ করায়; বুভুক্ষা ও মুমুক্ষারূপ পুষ্প ও ফল প্রসব করে। কর্ম্মপ্রভাবে পুণ্য ও পাপ সংঘটিত হয়, উহাই আকরস্বরূপে বাসনা-জাত। কাণ্ডত্রয়ই গুণত্রয়; পঞ্চভূত—স্কন্ধ; ফলরূপী—মাত্রা-সমূহ;একাদশ ইন্দ্রিয়—শাখা। সংসার-বৃক্ষ জীবাত্মা ও পরমাত্মরূপ পক্ষিদ্বয়ের আবাসস্থল; বাতপিত্ত-কফাত্মক বল্কল ও সুখ-দুঃখরূপ ফল। বহির্জ্জগৎ সূর্য্যমণ্ডল পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত। যাহারা ভোগপ্রবণ, তাহারাই কামনাবশে দুঃখ লাভ করে। অসংশ্লিষ্ট ভোগ-বাসনা-রহিত যতিগণ জীব-দ্দশায় সুখ লাভ করেন। ভগবদুপলব্ধিতেই জড়জগতের নশ্বর-প্রতীতি ও ভগবজ্জ্ঞানে সম্বন্ধজ্ঞানের উদয় হয় ।। ২২-২৩।।

মধ্ব—

যথৈব বস্ত্রে দীর্ঘঞ্চ তির্য্যক্ চাপি সুসংস্থিতাঃ।
তন্তুভিঃ ক্রিয়মাণৈব পদ্মাদ্যাকারসংস্থিতিঃ।।
যথা জীর্ণানি বস্ত্রাণি তন্ত্বাধারাণি বা পুনঃ।
কন্থাবয়বভূতানি তদেতচ্চতুর্ম্মুখে।।
সোঽপি তদ্বদ্ধরৌ নিত্যং সংস্থিতঃ শ্রীরপি স্ফুটম্।
ইতি প্রাতিম্বিকে।

জগদ্বৃক্ষস্য বীজে দ্বে ব্রহ্মা চৈব সরস্বতী।
মূলভূতানি কর্ম্মাণি মনোবুদ্ধিরহঙ্কৃতিঃ।।
নালত্বেন সমুদ্দিষ্টাঃ স্বমাদ্যাঃ স্কন্ধসংজ্ঞিতাঃ।
একাদশেন্দ্রিয়ান্যেব শাখাস্তু ত্রিগুণাস্ত্বচঃ।।
প্রবৃত্তঞ্চ নিবৃত্তঞ্চ ফলে অস্য প্রকীর্ত্তিতে।
পুষ্পমৈহিকমুদ্দিষ্টং রসাঃ শব্দাদয়স্তয়োঃ।।
প্রবৃত্তাশ্চ নিবৃত্তাশ্চ পক্ষিণস্তত্র সংস্থিতাঃ।
বৃক্ষস্য পৃথিবীবচ্ছ্রীর্বিষ্ণুরাকাশবায়ুবৎ।।
তস্যা অপি সদাধার এবং জ্ঞাত্বা বিমুচ্যতে।
ইতি নিবৃত্তে।

বীজভূতাবপি হ্যস্য ব্রহ্মা চৈব সরস্বতী।
নরিষ্যতো জগৎসৃষ্টৌ বটবৃক্ষাদিবীজবৎ।।
স্বকার্য্যতো মহান্তৌ চ গুণতো রূপতস্তথা।
পৃথিব্যুদকবত্তস্মাৎ বীজত্বং ন তু বীজবৎ।।
ব্যঞ্জকত্বান্ন চাল্পত্বান্মহান্ ক্ষ্মাবদ্রমাস্মৃতাঃ।
অন্তো মহান্ ক্ষ্মাসংপ্রোক্তস্ততঃ পৃথ্ব্যুদকস্তথা।।
জায়তে নিত্যশস্তস্মাদ্ভুক্তং ভুক্তং ন হীয়তে।
তত্রাপ্যুদকবৎ ব্রহ্মা মৃদ্বচ্চাপি সরস্বতী।।
জলধারা যতো মৃচ্চ সর্ব্বত্রাপি ব্যবস্থিতা।
অন্যথা তু রজোভূতা নীয়তে বায়ুনাখিলা।।
অথবা সর্ব্বনাশঃ স্যাজ্জলধারা ততঃ স্মৃতাঃ।
বটাদিবীজবত্তস্য পুণ্যাপুণ্যমুদীরিতম্।।
বাহ্যোদবচ্চাগ্নিবচ্চ বিষ্ণুরেব প্রকীর্ত্তিতঃ।
ইতি সত্যসংহিতায়াম্।।

শ্রিয়াদেরপ্যয়নত্বাদ্বাহ্যোদবৎ। ব্রহ্মাদেরপি লয়-কর্ত্তৃত্বাদগ্নিবৎ। আধারত্বাৎ সুখদত্বাচ্চ বায়ুবৎ। অবকাশ-প্রদত্বাৎ ব্যোমবদ্বিষ্ণুঃ।

ব্রীহ্যাদিবত্তু মূলত্বং কর্ম্মণাং জগতঃ স্মৃতম্।

উদবৎ পৃথিবীবচ্চ ব্রহ্মণো বাচ এব বা।।
মূলভূবচ্ছ্রিয়শ্চৈব মূলভূরগুমুচ্যতে।
বায্যোদাগ্নীরখংবত্তু বিষ্ণোর্বীজত্বমিষ্যতে।।
ইতি বিশ্বসংহিতায়াং।
দেহেন্দ্রিয়মনোবাক্ষু স্থিতো ভক্ত্যাদিসাধকঃ।
সুপর্ণশেষরুদ্রাদেরপি ব্রহ্মা চতুর্ম্মুখঃ।।
অতো ভক্ত্যাদিকাঃ সর্ব্বে গুণাস্তস্যৈব সর্ব্বগাঃ।
অতিরিক্তাশ্চ সম্পূর্ণাঃ সুপর্ণাদেঃ শতাধিকাঃ।।
সুপর্ণাদিভিরজ্ঞাতাস্তদভিমানবৰ্জ্জিতাঃ।
ব্রহ্মণস্তু পুনঃ সন্তি তেষাং কর্ত্তা জনার্দ্দনঃ।।
তস্মাৎ সর্ব্বাধিকো ব্রহ্মা গুণৈঃ সর্ব্বৈর্ন সংশয়ঃ।
বর্ণস্থো বর্ণনামাসৌ স্বরস্থঃ স্বরনামকঃ।।
মনস্থশ্চ মনোনামা তন্নামা চক্ষুরাদিগঃ।
তস্মাৎ সর্ব্বাণি নামানি মুখ্যতঃ কবয়ো বিদুঃ।।
তৎস্থানত্বাদিন্দ্রিয়াদের্বর্ণাদেশ্চোপচারতঃ।
এবস্যোপচারেণ বিষ্ণোঃ সাক্ষাত্তু মুখ্যতঃ।।
ইতি শব্দনির্ণয়ে।
কৃষ্ণপ্রিয়াভ্যো গোপীভ্যো ভক্তিতো দ্বিগুণাধিকাঃ।
মহিষ্যোহষ্টৌ বিনা যাস্তাঃ কথিতাঃ কৃষ্ণবল্লভাঃ।।
তাভ্যঃ সহস্রসমিতা যশোদানন্দগেহিনী।
ততোপ্যভ্যধিকা দেবী-দেবকী ভক্তিতস্ততঃ।।
বসুদেবস্ততো জিষ্ণুস্ততো রামো মহাবলঃ।
ন ততোহভ্যধিকঃ কশ্চিদ্ ভক্ত্যাদৌ পুরুষোত্তমে।।
বিনা ব্রহ্মাণমীশেশং স হি সর্ব্বাধিকঃ স্মৃতঃ।
ইত্যন্তর্য্যামিসংহিতায়াম্।
পাপদ্বেষাদিকা দোষা অবরাণাং ন সংশয়ঃ।
ভক্ত্যাদিগুণপূগস্তু পরাণামাবিরিঞ্চতঃ।।
স্বাতন্ত্র্যাৎ সর্ব্বদেহেষু স্থিতানামপি সর্ব্বশঃ।
স্পৃশ্যন্তে নৈব দোষৈস্তে গুণদানৈকতৎপরাঃ।।
ইতি বিবেকে।
যদুকিঞ্চেমাঃ প্রজাঃ। শোচ্যংত্যমৈবাসাং তন্তবতি। পুণ্যমেবামুং গচ্ছতি। নহ বৈ দেবান্ পাপং গচ্ছতীতি চ।।২১-২৩

এবং গুরূপাসনয়ৈকভক্ত্যা
বিদ্যাকুঠারেণ শিতেন ধীরঃ।
বিবৃশ্চ্য জীবাশয়মপ্রমত্তঃ
সম্পদ্য চাত্মানমথ ত্যজাস্ত্রম্।। ২৪।।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যা সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামেকাদশস্কন্ধে শ্রীভগবদুদ্ধবসংবাদে দ্বাদশোহধ্যায়ঃ।। ১২।।

অন্বয়ঃ— (ত্বঞ্চৈবং জ্ঞাত্বা কৃতকৃত্যঃ সন্ সর্ব্বং সাধনং ত্যজেত্যাহ) ধীরঃ (বিবেকী ত্বম্) অপ্রমত্তঃ (সাবধানঃ সন্) এবং (পূর্ব্বোক্তক্রমেণ) গুরূপাসনয়া (গুরুপাসনাজনিতয়া) একভক্ত্যা (একান্তভক্ত্যা সহ) শিতেন (তীক্ষ্ণেণ) বিদ্যাকুঠারেণ (জ্ঞানরূপকুঠারেণ) জীবাশয়ং (জীবোপাধিং ত্রিগুণাত্মকং লিঙ্গশরীরং) বিবৃশ্চ্য (ছিত্ত্বা) আত্মানং (পরমাত্মানং) চ সম্পদ্য (প্রাপ্য) অথ (পশ্চাৎ) অস্ত্রং (সাধনং) ত্যজ (পরিহর)।। ২৪।।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে দ্বাদশাধ্যায়স্যান্বয়ঃ।

অনুবাদ—তুমিও বিবেকী এবং সাবধান হইয়া পূর্ব্বোক্তক্রমে গুরু-সেবা জনিত একান্ত ভক্তির সহিত তীক্ষ্ণ জ্ঞান-কুঠারে ত্রিগুণাত্মক লিঙ্গশরীর পরিহারপূর্ব্বক পরমাত্মবস্তু প্রাপ্ত হইলে পশ্চাৎ সাধন পরিত্যাগ করিবে।।২৪

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে দ্বাদশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

বিশ্বনাথ— ত্বঞ্চৈবং জ্ঞাত্বা কৃতকৃত্যঃ সন্ সর্ব্বসাধনং সংত্যজেত্যাহ,— একয়া গুণভূতয়াপি মুখ্যয়া ভক্ত্যা শিতেন তীক্ষ্ণীকৃতেন জ্ঞানকুঠারেণ জীবোপাধিং ত্রিগুণাত্মকং লিঙ্গশরীরং বিবৃশ্চ্য ছিত্ত্বা পরমাত্মানঞ্চ সংপদ্য প্রাপ্য অথাস্ত্রং জ্ঞানরূপং সাধন ত্যজেতি সর্ব্ববাক্যানাং ময়া ত্বমেব লক্ষ্মীক্রিয়সে। যথা গীতাশাস্ত্রে—পূর্ব্বমর্জ্জুন ইত্যতঃ স্বস্যানিষ্টং নাশঙ্কানীয়মিতি ভাবঃ।। ২৪।।

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।
একাদশে দ্বাদশোহয়ং সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্।।

ইতি শ্রীল বিশ্বনাথচক্রবর্ত্তী-ঠক্কুরকৃতা শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে দ্বাদশাধ্যায়স্য সারার্থদর্শিনী টীকা সমাপ্তা।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— হে উদ্ধব! তুমিও এইভাবে সংসার বৃক্ষকে জানিয়া কৃতকার্য্য হইয়া সর্ব্বপ্রকার সাধন ত্যাগ কর, ইহাই বলিতেছেন—একমাত্র গুণীভূত মোক্ষ ভক্তির সহিত তীক্ষ্ণ জ্ঞান কুঠারদ্বারা জীবের উপাধি ত্রিগুণ-ময় সূক্ষ্ম শরীরকে ছেদন করিয়া পরমাত্মাকে লাভ করিয়া পরে জ্ঞানরূপ সাধন অস্ত্র ত্যাগ কর। এই সকল বাক্য আমি তোমাকেই লক্ষ্য করিয়া বলিতেছি, যেমন গীতা-শাস্ত্রে পূর্ব্বে অর্জ্জুনকে বলিয়াছি অতএব নিজের অশুভ আশঙ্কা করিও না।। ২৪।।

ভক্তচিত্তের আনন্দদায়িনী সারার্থদর্শিনী টীকাতে একাদশস্কন্ধে দ্বাদশ অধ্যায় সাধুগণের সঙ্গে সমাপ্ত হইলেন।

ইতি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর কৃতা শ্রীমদ্ভাগ-বতের একাদশস্কন্ধের দ্বাদশ অধ্যায়ের সারার্থদর্শিনী টীকার অনুবাদ সমাপ্ত হইলেন।

বিবৃতি— কামনা-দ্বারা যে সংসার-বৃক্ষ শাখা-পল্লবে দেদীপ্যমান, উহা ভগবদ্ভক্ত শ্রীগুরুদেবকে আশ্রয়-পুরুষোত্তমজ্ঞানে সেবা করিতে করিতে বিঘ্নসমূহকে বিদ্যা-কুঠারদ্বারা ছেদনপূর্ব্বক অব্যভিচারিণী ভক্তির প্রভাবে নিত্যসেবায় নিযুক্ত হইলে সাংসারিক রজস্তমো-গুণাতিরিক্ত সত্ত্বগুণও আমাদিগকে পরিত্যাগ করে।

গুণজাত জগৎ হইতে সম্বন্ধজ্ঞানদ্বারা আমাদের অবসরলাভ ঘটে এবং ভগবৎ-সেবায় সকল মঙ্গল হয়।।২৪

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশস্কন্ধের দ্বাদশ অধ্যায়ের বিবৃতি সমাপ্ত।

মধ্ব—

প্রাকৃতান্তঃকরণজং জ্ঞানমস্ত্রং সৃতিচ্ছিদম্।
তদেব তেন সংছেদ্যং চিত্তং প্রকৃতিসম্ভবম্।।
তেনৈব সহ সন্ত্যাজ্যং নৈব পূর্ব্বং কথঞ্চন।
জ্ঞানং প্রকৃতিজঞ্চাপি মূলনাশো বিনশ্যতি।।
ততঃ পরং স্বরূপেণ জ্ঞানেনৈব জনার্দ্দনঃ।
বেত্তি মুক্তস্তথাত্মানং জীবানন্যাংশ্চ সর্ব্বশঃ।।

ইতি মাহাত্ম্যে।

ইতি শ্রীমদানন্দতীর্থভগবৎপাদাচার্য্যবিরচিতে শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধতাৎপর্য্যে দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ।

তথ্য—

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধের দশম অধ্যায়ের তথ্য সমাপ্ত।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধের দশম অধ্যায়ের গৌড়ীয় ভাষ্য সমাপ্ত।

ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ

শ্রীভগবানুবাচ—
সত্ত্বং রজস্তম ইতি গুণা বুদ্ধের্নচাত্মনঃ।
সত্ত্বেনান্যতমৌ হন্যাৎ সত্ত্বং সত্ত্বেন চৈব হি।। ১।।

গৌড়ীয় ভাষ্য

ত্রয়োদশ অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবের নিকট গুণত্রয়-ত্যাগের উপায় এবং যে-নিমিত্ত মানবগণ বিষয়-হেতু বিপন্ন হইয়াও তাহাতে আসক্ত হয়, তাহার কারণ বর্ণন-পূর্ব্বক তিনি হংসরূপে ব্রহ্মা ও সনকাদি মুনিগণের নিকট উপস্থিত হইয়া যে-সকল গুহ্য-তত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা বর্ণন করেন।

সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই তিনটি গুণ বুদ্ধির, আত্মার নহে। সত্ত্ব-গুণদ্বারা রজঃ ও তমোগুণকে পশ্চাৎ বিশুদ্ধ-সত্ত্ব-বৃত্তিদ্বারা মিশ্র-সত্ত্বকে নাশ করিতে হয়। সাত্ত্বিক-পদার্থসেবনে সত্ত্বগুণ বৃদ্ধি হয়। আগম, জল, দেশ, কাল,

পাত্র, কর্ম্ম, জন্ম, ধ্যান, মন্ত্র ও সংস্কার—এই দশটি প্রভাবেই গুণত্রয়ের বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

বিবেকহীনতাবশতঃই দেহাদিতে অহং-বুদ্ধির উদয় হয়, তৎফলে দুঃখাত্মক রজোগুণ সত্ত্ব-প্রধান মনকে অভিভূত করে, মনে সঙ্কল্প ও বিকল্পের উদয় হওয়ায় দুঃসহ বিষয়-বাসনার সৃষ্টি হয়। রজোবেগ-মোহিত দুর্ভাগ্য মানব ইন্দ্রিয়ের দাস হইয়া কর্ম্মের পরিণাম দুঃখজনক জানিয়াও তাহার অনুষ্ঠান না করিয়া থাকিতে পারে না। বিবেকী পুরুষ বিষয়ে অনাসক্ত থাকিয়া যুক্তবৈরাগ্য অবলম্বন-পূর্ব্বক কেবলা ভক্তির আশ্রয় গ্রহণ করেন।

ব্রহ্মা স্বয়ং কারণ-রহিত, নিখিল ভূতগণের কারণ এবং দেবগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নিরন্তর কর্ম্ম-হইয়াও-বিক্ষিপ্ত-চিত্ততাহেতু তাঁহার সনকাদি মানস-পুত্রগণ কর্ত্তৃক বিষয়-বাসনা দূরীভূত করিবার উপায় জিজ্ঞাসিত হইয়া উত্তর প্রদানে অসমর্থ হ'ন এবং উক্ত জ্ঞান-লাভের নিমিত্ত শ্রীভগবানের শরণ গ্রহণ করিলে, শ্রীভগবান্ তাঁহাদের নিকট হংসরূপে উপস্থিত হইয়া আত্মতত্ত্ব, জাগরণ-স্বপ্ন সুষুপ্তি-তত্ত্ব ও সংসার-জয়ের উপায়াদি বর্ণন করেন। সনকাদি ঋষিগণ ভগবদ্ বাক্যে সংশয়মুক্ত হইয়া প্রেম-লক্ষণা শুদ্ধভক্তির সহিত তাঁহার আরাধনা করেন।

অন্বয়ঃ— শ্রীভগবান্ উবাচ— সত্ত্বং রজঃ তমঃ ইতি বুদ্ধেঃ গুণাঃ (ভবন্তি) আত্মনঃ ন চ (আত্মনো গুণা ন ভবন্তি) সত্ত্বেন (সত্ত্ববৃত্ত্যা) অন্যতমৌ হন্যাৎ (রজস্তমো-বৃত্তী জয়েৎ) সত্ত্বেন (উপশমাত্মিকয়া সত্ত্ববৃত্ত্যা) সত্ত্বং চ এব হি (সত্যদয়াদিবৃত্তিরূপঞ্চ হন্যাৎ)।। ১।।

অনুবাদ— শ্রীভগবান্ বলিলেন— হে উদ্ধব! সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিনটি বুদ্ধির গুণ, আত্মার গুণ নহে। সত্ত্ব-বৃত্তি দ্বারা রজঃ ও তমোগুণের বৃত্তিকে অভিভূত করিয়া পশ্চাৎ উপশমাত্মিকা সত্ত্ব-বৃত্তি দ্বারা সত্য-দয়া-প্রভৃতি সাত্ত্বিক-বৃত্তিকে অভিভূত করিবে।। ১।।

বিশ্বনাথ—

ত্রয়োদশে গুণাংস্ত্যক্তুমুপায়ং হংসগুহ্যতঃ।
ইতিহাসাদ্ধরিধ্যানাদূচে চিত্তাদ্‌গুণচ্যুতিম্।।

বিদ্যাকুঠারেণ ছিন্ত্বেত্যুক্তমতো বিদ্যোৎপত্তিপ্রকার-মাহ,—সত্ত্বমিতি সপ্তভিঃ। ন চাত্মনঃ নৈব জীবস্য। অতো বন্ধকা অবিদ্যায়া গুণাস্তে হন্তব্যা ইতি ভাবঃ। অন্যতমৌ রজস্তমোভাগৌ, সত্ত্বং সত্যদয়াদিরূপং উপশমাত্মকেন সত্ত্বেন হন্যাৎ।। ১।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— এই ত্রয়োদশ অধ্যায়ের গুণ-ত্যাগের উপায় চতুঃসন ও হংস অবতারের ইতিহাস হইতে শ্রীহরির ধ্যানদ্বারা চিত্তের গুণসমূহ ত্যাগ হয়, ইহাই শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন।

পূর্ব্ব অধ্যায়ে বিদ্যাকুঠার দ্বারা সংসার বৃক্ষকে ছেদন করিবে, ইহা বলিয়াছেন। অতএব বিদ্যার উৎপত্তি প্রকার বলিতেছেন সাতটি শ্লোকদ্বারা। আত্মা অর্থাৎ জীবাত্মাতে গুণ নাই। সত্ত্ব-রজ-তম এই তিনগুণ বুদ্ধির। অতএব অবিদ্যার গুণসমূহ জীবের বন্ধনের কারণ তাহাদিগকে বধ করিবে। সত্ত্বগুণদ্বারা রজ-তম-গুণকে এবং সত্য দয়াদিরূপ সত্ত্বগুণকে উপশমরূপ সত্ত্বগুণ দ্বারা হত্যা করিবে।। ১।।

বিবৃতি— মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার—এই সূক্ষ্মাঙ্গগুলি প্রাকৃত। উহাতে ত্রিগুণের উৎপত্তি। আত্মা এইরূপ গুণ-ধর্ম্মযুক্ত নহে; তজ্জন্য সত্ত্বগুণ-দ্বারা রজস্তমো গুণ নিরাস করিয়া বিশুদ্ধসত্ত্বদ্বারাই মিশ্র-সত্ত্বকে নাশ করিবে।।১।।

সত্ত্বাদ্ধর্ম্মো ভবেদ্‌বৃদ্ধাৎ পুংসো মদ্ভক্তিলক্ষণঃ।
সাত্ত্বিকোপাসয়া সত্ত্বং ততো ধর্ম্মঃ প্রবর্ত্ততে।।২।।

অন্বয়ঃ— বৃদ্ধাৎ (উদ্‌রিক্তাৎ) সত্ত্বাৎ (এব) পুংসঃ (জীবস্য) মদ্ভক্তিলক্ষণঃ (মদ্ভক্তিরূপঃ) ধর্ম্মঃ ভবেৎ, সাত্ত্বিকোপাসয়া (সাত্ত্বিকপদার্থসেবয়া) সত্ত্বং (সত্ত্বগুণো-বর্দ্ধতে) ততঃ (সত্ত্বাচ্চ) ধর্ম্মঃ প্রবর্ত্ততে।। ২।।

অনুবাদ— প্রবৃদ্ধ সত্ত্বগুণ হইতেই জীবের মদীয় ভক্তিরূপ ধর্ম্ম উৎপন্ন হয়, সাত্ত্বিকপদার্থ-সেবনে সত্ত্বগুণ বৃদ্ধি এবং তাহা হইতে ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে।।২।।

বিশ্বনাথ— সত্ত্বস্যেতরগুণপরাভাবকত্বে বলমাহ,

—সত্ত্বাদিতি। মদ্ভক্তিঃ গুণভূতলক্ষণং চিহ্নং যত্র সঃ। যদ্বা মদ্ভক্ত্যেব লক্ষণং যস্য সঃ। তাং বিনা তল্লক্ষণো বিগীত এব ধর্ম্ম ইত্যর্থঃ। সত্ত্বমেব কথং বর্দ্ধেত তত্রাহ সাত্ত্বিকানাং বস্তূনাং উপাসয়া সেবয়া সত্ত্বং বৃদ্ধং ভবতীত্যর্থঃ।।২

টীকার বঙ্গানুবাদ— রজতম গুণকে পরাজয় করিতে সত্ত্বগুণের বল বলিতেছেন—বৃদ্ধি প্রাপ্ত সত্ত্বগুণ হইতেই আমার ভক্তি গুণভূত লক্ষণা যাহাতে অথবা আমার ভক্তিই যাহার লক্ষণ, ভক্তিব্যতীত সত্ত্বগুণ নিন্দিত, সত্ত্বগুণ কিরূপে বৃদ্ধিলাভ করিবে? তাহার উত্তরে বলিতেছেন—সাত্ত্বিক বস্তুসমূহের সেবা দ্বারা সত্ত্বগুণ বৃদ্ধি হয়।। ২।।

বিবৃতি— বিশুদ্ধসত্ত্ব প্রবল হইলে ভগবদ্ভক্তি-লক্ষণ ধর্ম্ম প্রকাশ পায়। সাত্ত্বিক উপাসনা বা ভাগবতধর্ম্ম হইতে সত্ত্বগুণের বৃদ্ধিক্রমে ধর্ম্মপ্রবৃত্তি হয়।। ২।।

মধ্ব— ধর্ম্মাৎ পুনঃপুনঃ সত্ত্বোদ্রেকঃ। সত্ত্বোদ্রিক্তয়া বুদ্ধ্যা পুনঃ সত্ত্বোদ্রেকাৎ পুনর্ধর্ম্মোদ্রেকঃ।। ১২

ধর্ম্মো রজস্তমো হন্যাৎ সত্ত্ববৃদ্ধিরনুত্তমঃ।
আশু নশ্যতি তন্মূলো হ্যধর্ম্ম উভয়ে হতে।। ৩।।

অন্বয়ঃ—সত্ত্ববৃদ্ধিঃ (সত্ত্ববৃদ্ধিরূপঃ) অনুত্তমঃ (উৎকৃষ্টঃ) ধর্ম্মঃ (এব) রজঃ তমঃ (চ) হন্যাৎ (নাশয়েৎ) উভয়ে (রজস্তমোরূপে) হতে (বিনষ্টে সতি) আশু (শীঘ্রং) হি (এব) তন্মূলঃ (রজস্তমোমূলকঃ) অধর্ম্ম নশ্যতি (বিনষ্টো ভবতি)।। ৩।।

অনুবাদ— সত্ত্ব-বৃদ্ধিরূপ উৎকৃষ্ট ধর্ম্মই রজঃ ও তমোগুণের বিনাশ করিয়া থাকে এবং উহাদের বিনাশ হইলে শীঘ্রই তন্মূলক অধর্ম্মও বিনষ্ট হইয়া থাকে।।৩

বিশ্বনাথ— উভয়ে হতে রজস্তমসোর্হতয়োঃ সতোঃ তন্মূলঃ রজস্তমোমূলঃ।। ৩।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— রজতমগুণ বিনাশ হইলে পর রজতম মূলক অধর্ম্ম বিনাশ প্রাপ্ত হয়।। ৩।।

বিবৃতি— সত্ত্ববৃদ্ধির ন্যায় আর উত্তম গুণ নাই। সেই ধর্ম্মের উদয়ে রজস্তমোগুণ বিনষ্ট হয়। উহাদের বিনাশে রজস্তমোগুণের আকর অধর্ম্ম অচিরেই বিনষ্ট হয়।। ৩।।

আগমোঽপঃ প্রজা দেশঃ কালঃ কর্ম্ম চ জন্ম চ।
ধ্যানং মন্ত্রোঽথ সংস্কারো দশৈতে গুণহেতবঃ।। ৪।।

অন্বয়ঃ— (সত্ত্ববৃদ্ধির্হেতুন্ দর্শয়িতুং সামান্যতো গুণবৃদ্ধিহেতুনাহ)আগমঃ (শাস্ত্রম্) অপঃ (আপো জলং) প্রজা (জনঃ) দেশঃ কালঃ কর্ম্ম (বৃত্তিঃ) জন্ম চ ধ্যানং মন্ত্রঃ অথ সংস্কারঃ এতে দশ গুণহেতবঃ (যথানুরূপ গুণকারণানি ভবন্তি)।। ৪।।

অনুবাদ— শাস্ত্র, জল, দেশ, কাল, পাত্র, কর্ম্ম, জন্ম, ধ্যান, মন্ত্র, সংস্কার—এই দশটি যথাযোগ্যভাবে গুণের কারণ হইয়া থকে।। ৪।।

বিশ্বনাথ— সাত্ত্বিকোপাসনয়েত্যুক্তমতঃ সাত্ত্বিকানি বস্তূনি জ্ঞাপয়িতুমাহ,—দ্বাভ্যাম্। আগমঃ, শাস্ত্রং, অপ আপঃ, প্রজা জনঃ, ত্রিগুণহেতবঃ গুণত্রয়জন্যাঃ। আগমাদয়ঃ সাত্ত্বিকারাজসাস্তামসাশ্চ স্যুরিত্যর্থঃ।। ৪।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— সাত্ত্বিক বস্তু সেবন দ্বারা ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, এখন সাত্ত্বিক বস্তু জানাইবার জন্য বলিতেছেন—দুইটি শ্লোকদ্বারা। আগম অর্থাৎ শাস্ত্র, জল, প্রজা অর্থাৎ জনগণ গুণত্রয় হইতে উৎপন্ন আগমাদি শাস্ত্র সাত্ত্বিক রাজসিক ও তামসিক ত্রিবিধ হয়।। ৪।।

বিবৃতি— আগুন, জল, সন্তান, দেশ, কাল, কর্ম্ম, মন্ত্র প্রভৃতির প্রভাবেই গুণত্রয় বৃদ্ধি লাভ করে।। ৪।।

তত্তৎ সাত্ত্বিকমেবৈষাং যদ্যদ্বৃদ্ধাঃ প্রচক্ষতে।
নিন্দন্তি তামসং তৎ-তদ্রাজসং তদুপেক্ষিতম্।। ৫।।

অন্বয়ঃ— এষাং (পূর্ব্বোক্তানামেব মধ্যে) বৃদ্ধাঃ (শ্রীব্যাসাদয়ঃ) যৎ যৎ প্রচক্ষতে (প্রশংসন্তি) তৎ তৎ সাত্ত্বিকম্ এব (ভবতি যদ্ যৎ) নিন্দন্তি তৎ তৎ তামসং

(ভবতি যচ্চ) উপেক্ষিতং (বৃদ্ধৈর্ন স্তুতং ন চ নিন্দিতং) তৎ রাজসং (ভবতি)।। ৫।।

অনুবাদ— ইহাদের মধ্যে শ্রীব্যাস প্রভৃতি প্রাচীনগণ যে যে বস্তুর প্রশংসা করেন, উহা সাত্ত্বিক; যাহার নিন্দা করেন, তাহা তামসিক এবং যাহার উপেক্ষা করেন, তাহাই রাজস বলিয়া অবগত হইবে।। ৫।।

বিশ্বনাথ—এষাং মধ্যে প্রচক্ষতে প্রশংসন্তি। তদুপেক্ষিতং তৈর্ন স্তুতং নাপি নিন্দিতমিত্যর্থঃ।। ৫।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— ইহাদের মধ্যে সাত্ত্বিক শাস্ত্রকে প্রশংসা করা হইয়াছে, তামস শাস্ত্রকে নিন্দা করা হইয়াছে, রাজস শাস্ত্রকে উপেক্ষা অর্থাৎ প্রশংসা বা নিন্দা করা হয় নাই।। ৫।।

বিবৃতি— এই দশটি গুণের মধ্যে অনিন্দনীয় পরমকল্যাণপ্রদ গুণসমৃদ্ধিকারক ব্যাপারই সাত্ত্বিক, নিন্দনীয় ব্যাপার তামস আর অনুপেক্ষীয় নিন্দা ও প্রশংসা হইতে পৃথক্ রাজস গুণ।। ৫।।

সাত্ত্বিকান্যেব সেবেত পুমান্ সত্ত্ববিবৃদ্ধয়ে।
ততো ধর্ম্মস্ততো জ্ঞানং যাবৎ স্মৃতিরপোহনম্।। ৬।।

অন্বয়ঃ— যাবৎ স্মৃতিঃ (আত্মপ্রত্যক্ষম্) অপোহনং (দেহদ্বয়তৎকারণভূতগুণাপোহশ্চ তাবৎ) পুমান্ সত্ত্ববিবৃদ্ধয়ে (সত্ত্বগুণবৃদ্ধ্যর্থং) সাত্ত্বিকান্যেব সেবেত ততঃ (সত্ত্ববিবৃদ্ধৌ) ধর্ম্মঃ (জায়তে) ততঃ (ধর্ম্মে জাতে চ) জ্ঞানং (পরমাত্মবিষয়কং জ্ঞান জায়তে)।। ৬।।

অনুবাদ— যে-কাল-পর্য্যন্ত আত্মপ্রত্যক্ষ লাভ এবং স্থূল-সূক্ষ্ম-দেহদ্বয় ও তৎকারণীভূত গুণ-সমূহের পরিহার না হয়, সে-পর্য্যন্ত পুরুষ সত্ত্বগুণ-বৃদ্ধির জন্য সাত্ত্বিক বিষয়েরই সেবা করিবে। সত্ত্বগুণ বর্দ্ধিত হইলে ধর্ম্ম এবং ধর্ম্ম উৎপন্ন হইলে পরমাত্ম-বিষয়ক জ্ঞান সংঘটিত হইয়া থাকে।। ৬।।

বিশ্বনাথ— সাত্ত্বিকানি নিবৃত্তশাস্ত্রাণ্যেব, তু রাজসতামসানি প্রবৃত্তপাষণ্ডশাস্ত্রাণি সেবেত। তীর্থাপ এব, ন গন্ধোদকসুরোদকাদ্যাঃ, জনান্ নিবৃত্তানেব, ন প্রবৃত্তদুরাচারান্, দেশান্ বিবিক্তানেব, ন তু রথ্যাদ্যূতসদনানি, কালান্ ব্রাহ্মমুহূর্ত্তপ্রাতরাদীন্, ন প্রদোষ নিশীথান্, কর্ম্মাণি নিত্যনৈমিত্তিকানি, ন কাম্যাভিচারাদীনি, জন্মানি প্রণবদীক্ষাদিলক্ষণানি, ন শাক্তক্ষুদ্রমন্ত্রদীক্ষালক্ষণানি, ধ্যানানি, যজ্ঞেশ্বরজ্ঞানিধার্ম্মিকানাং, ন তু কামিনীবিদ্বিষাং, মন্ত্রান্ প্রণবাদীন্, ন তু কাম্যক্ষুদ্রান্, সংস্কারানাত্মশোধকান্, ন তু দেহ গেহসূনাস্থানাদিশোধকান্। ততঃ সত্ত্ববৃদ্ধের্হেতোধর্ম্মঃ ধর্ম্মাচ্চ জ্ঞানং কিং পর্য্যন্ত? স্মৃতিরাত্মাপারোক্ষ্যং যাবৎ, দেহদ্বয়াধ্যাস-তৎকারণভূতগুণাপোহশ্চ যাবৎ তাবৎ পর্য্যন্ত ভবেৎ। তদেব জ্ঞানং বিদ্যা, সৈব জীবোপাধিং দগ্ধা নিরিন্ধনাগ্নিদন্তে স্বয়মপি শাম্যতীত্যর্থঃ।। ৬।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— নিবৃত্তিমার্গের শাস্ত্রসমূহই সাত্ত্বিক, রাজস ও তামস প্রবৃত্তিমার্গের পাষণ্ড শাস্ত্রসমূহ সেবা করিবে না, জল শব্দে তীর্থের জলই, গন্ধজল বা সুরাজল নহে। নিবৃত্তিমার্গের লোকের সহিত সঙ্গ করিবে, প্রবৃত্তিমার্গের দূরাচারগণের সহিত নহে। বিবিক্ত অর্থাৎ নির্জ্জন দেশে বাস করিবে, পথে পাশাখেলাস্থানে বাস করিবে না। ব্রাহ্মমুহূর্ত্তকাল ও প্রাতঃকালে উপাসনা করিবে, সন্ধ্যায় বা মধ্যরাত্রে করিবে না। নিত্যনৈমিত্তিক কার্য্য করিবে, কাম্য ও পরপীড়াপ্রদ অতিচার যজ্ঞ আদি কার্য্য করিবে না। প্রণব-দীক্ষা আদিরূপ দ্বিতীয় জন্ম গ্রহণ করিবে, শাক্ত ক্ষুদ্র মন্ত্রাদি দীক্ষা লইবে না। যজ্ঞেশ্বর জ্ঞানী ও ধার্ম্মিকগণের ধ্যান করিবে, কামিনীগণের বা বিদ্বেষীগণের ধ্যান করিবে না। প্রণবাদি মন্ত্রের সেবা করিবে, কাম্য ক্ষুদ্র মন্ত্রের জপ করিবে না। আত্মশোধক সংস্কার করিবে, দেহ গৃহ ও পশু হিংসাস্থানের মার্জ্জনাদি করিবে না। তাহা হইলে সত্ত্বগুণ বৃদ্ধিলাভ করিয়া ধর্ম্ম হইবে, জন্ম হইতে জ্ঞান কি পর্য্যন্ত হয়? আত্মার স্মৃতি ও সাক্ষাৎ উপলব্ধি পর্য্যন্ত জ্ঞান হয়, স্থূল সূক্ষ্ম দুইটি দেহ ও তাহার কারণ পঞ্চভূত গুণসমূহের ত্যাগ পর্য্যন্ত জ্ঞান হয়। সেই জ্ঞানই বিদ্যা, তাহাই জীবের উপাধিকে দগ্ধ করিয়া কাষ্ঠবিহীন অগ্নির ন্যায় পরিশেষে স্বয়ংই বিদ্যা বা জ্ঞান নষ্ট হয়।। ৬।।

বিবৃতি— রজস্তমোগুণদ্বয় হইতে নিবৃত্ত জীবনে সত্ত্বগুণ বৃদ্ধি হয়। এইপ্রকার ধারণা হইতেই জ্ঞান এবং স্থূল-সূক্ষ্ম উপাধিদ্বয় বিনষ্ট হয়।। ৬।।

বেণু-সঙ্ঘর্ষজো বহ্নির্দগ্ধ্বা শাম্যতি তদ্বনম্।
এবং গুণব্যত্যয়জো দেহঃ শাম্যতি তৎক্রিয়ঃ।। ৭।।

অন্বয়ঃ— বেণু-সঙ্ঘর্ষজঃ (বনে বেণুনাং সঙ্ঘর্ষণাজ্জাতঃ) বহ্নিঃ (অগ্নির্যথা) তদ্বনং (স্বাশ্রয়ভূতং সর্ব্বং বেণুবনং) দগ্ধ্বা শাম্যতি (স্বয়মপি শান্তো ভবতি) এবং (তথা) তৎক্রিয়ঃ (তস্য বহ্নেরিব ক্রিয়া যস্য সঃ) গুণব্যত্যয়জঃ (গুণবৈষম্যজাতঃ) দেহঃ (শরীরমপি স্বাশ্রয়ভূতান্ গুণান্ স্বত এবোৎপন্নয়া বিদ্যায়াপোহ্য স্বয়ং) শাম্যতি (শান্তো ভবতি)।। ৭।।

অনুবাদ— বনস্থিত বেণুসমূহের সঙ্ঘর্ষণ জাত অগ্নি যেরূপ নিজের আশ্রয়ভূত বনকে দগ্ধ করিয়া স্বয়ং শান্ত হয়, সেইরূপ বহ্নির ন্যায় ক্রিয়াশীল এই গুণবৈষম্যজাত শরীরও স্বভাবজাত জ্ঞানদ্বারা স্বীয় আশ্রয়ভূত গুণসমূহের বিনাশ পূর্ব্বক স্বয়ংও নিবৃত্ত হইয়া থাকে।। ৭।।

বিশ্বনাথ— ননু গুণব্যতিকরময়বুদ্ধীন্দ্রিয়াদিভ্য এব সাধনাভ্যাসেনোৎপন্নং জ্ঞানং কথং স্বহেতুভূতান্ গুণান্ নিরস্যেদত আহ,— বেণুনাং সঙ্ঘর্ষাজ্জাতোঽগ্নির্যথা তদ্বনং বেণুবনং দগ্ধ্বা শাম্যতি। এবমেব গুণাব্যত্যয়জো দেহঃ দেহোত্থং জ্ঞানং তৎক্রিয়ঃ তস্যাগ্নেরিব ক্রিয়া যস্য সঃ। জীবোপাধিং দগ্ধ্বা পশ্চাৎ স্বয়ং শাম্যতি।। ৭।।

বিবৃতি— গুণত্রয়ের দ্বারা গঠিত দেহ অগ্নির ক্রিয়ার ন্যায় গুণসমূহ ধ্বংস হইলে বিনাশ প্রাপ্ত হয়। জীবের দেহ গুণব্যতিকর হইতে উদ্ভূত হয়। যেরূপ কাষ্ঠদ্বয়ের সংঘর্ষণে বহ্নি উৎপন্ন হইয়া বন দগ্ধ করিবার পর নির্বাপিত হয়, তদ্রূপ গুণগণের পরস্পর বিবদমান ক্রিয়ার দ্বারা তাহারা নিরস্ত হইলেই দেহদ্বয়রূপ স্থূল-সূক্ষ্ম উপাধি থাকে না।। ৭।।

মধ্ব—

বেদাবৃত্তিজ্ঞানম্।
মুক্তাশ্চাধীয়তে বেদান্ জড়জ্ঞানবহিষ্কৃতাঃ।
স্বরূপভূতজ্ঞানেন পশ্যন্তঃ সর্ব্বমঞ্জসা।।
ইতি তত্ত্বিকে।। ৭।।

শ্রীউদ্ধব উবাচ—

বিদন্তি মর্ত্ত্যা প্রায়েণ বিষয়ান্ পদমাপদাম্।
তথাপি ভুঞ্জতে কৃষ্ণ তৎ কথং শ্বখরাজবৎ।। ৮।।

অন্বয়ঃ— শ্রীউদ্ধব উবাচ—(হে) কৃষ্ণ! মর্ত্ত্যাঃ (মনুষ্যাঃ) প্রায়েণ বিষয়ান্ আপদাং পদং (স্থানমিতি) বিদন্তি (জানন্তি) তথাপি শ্বখরাজবৎ (শ্বানো যথা ভর্ৎস্যমানা অপি শুনীং, খরা যথা পদ্ভ্যাং তাড্যমানা অপি খরীমনুবন্ধন্তী, অজা যথা নির্লজ্জা হন্তুমানীতা অপি অজামনুধাবন্তি তদ্বৎ) কথং (কেন হেতুনা) তৎ (তান্ বিষয়ান্) ভুঞ্জতে (সেবন্তে তদ্ বদ)।। ৮।।

অনুবাদ— শ্রীউদ্ধব বলিলেন,— হে কৃষ্ণ! মনুষ্যগণ প্রায়শঃই বিষয়কে আপদের কারণ-রূপে অবগত হইয়া থাকে, তথাপি সারমেয় যেরূপ সারমেয়ীকর্ত্তৃক ভর্ৎসিত, গর্দভ যেরূপ গর্দভীকর্ত্তৃক পাদ তাড়িত এবং নির্লজ্জ অজ যেরূপ বধ্যস্থানে আনীত হইয়াও স্ত্রী সঙ্গ কামনা করে, সেইরূপ মানবগণ বিষয়-হেতু বিপন্ন হইয়াও কি জন্য তাহার সেবা করে, তাহা বলুন।। ৮।।

বিশ্বনাথ— ননু যে ন জানন্তস্তে দুর্বিষয়ান্ ভুঞ্জতাং, সাত্ত্বিকসেবয়া ইয়ান্ পুরুষার্থঃ স্যাদিতি, জানন্তোঽপি তান্ কথং ভুঞ্জত ইত্যাহ,—বিদন্তীতি। শ্বানো যথা ভর্ৎস্যমানা অপি উচ্ছিষ্টগ্রাসং, খরা যথা পদ্ভ্যাং তাড্যমানা অপি খরীং, অজা যথা হন্তুমানীতা অপি তদ্বৎ।। ৮।।

বিবৃতি— কুকুর, গর্দ্দভ ও ছাগ যেরূপ ভবিষ্যদ্-দৃষ্টিরহিত হইয়া পরে বিপদ্গ্রস্ত হয়, তদ্রূপ মনুষ্যগণ বিষয়-কার্য্যকে কষ্টের কারণ বলিয়া না বুঝিয়াই উহাতে প্রবৃত্ত হয়। তাহারা বিপৎসঙ্কুল জানিয়াও বিষয়ে কেন প্রবৃত্ত হয়—ইহাই প্রশ্ন।। ৮।।

শ্রীভগবানুবাচ—

অহমিত্যন্যথাবুদ্ধিঃ প্রমত্তস্য যথা হৃদি।
উৎসর্পতি রজো ঘোরং ততো বৈকারিকং মনঃ।। ৯।।
রজোযুক্তস্য মনসঃ সঙ্কল্পঃ সবিকল্পকঃ।
ততঃ কামো গুণাধ্যানাদ্দুঃসহঃ স্যাদ্ধি দুর্ম্মতেঃ।।১০।।

অন্বয়ঃ— শ্রীভগবান্ উবাচ— প্রমত্তস্য (বিবেক-শূন্যস্য) অহম্ ইতি (দেহাদাবহমিতি) অন্যথাবুদ্ধিঃ (মিথ্যা-জ্ঞানং) হৃদি (চিত্তে) যথা (যথাবৎ) উৎসর্পতি (উদেতি) ততঃ (অহং বুদ্ধেশ্চ) বৈকারিকং (সত্ত্বপ্রধানমপি) মনঃ (প্রতি) ঘোরং (দুঃখাত্মকং) রজঃ (উৎসর্পতি মনোব্যাপ্নো-তীত্যর্থঃ, কিঞ্চ ততঃ) রজোযুক্তস্য মনসঃ সবিকল্পকঃ (ইদমেবমিদমেবং ভোগ্যমিতি বিকল্পযুক্তঃ) সঙ্কল্পঃ স্যাৎ ততঃ (চ) দুর্ম্মতেঃ (জনস্যাহোরূপমহোভাব ইতি) গুণা-ধ্যানাৎ (বিষয়-চিন্তনাৎ) দুঃসহঃ (দুর্দ্ধরঃ) কামঃ (বিষয়-বাসনা) স্যাৎ হি (ভবেদেবেত্যর্থঃ)।। ৯-১০।।

অনুবাদ—শ্রীভগবান্ বলিলেন,—হে উদ্ধব! বিবেক-হীন পুরুষের চিত্তে প্রথমতঃ দেহ-বিষয়ক অহংবুদ্ধিরূপ মিথ্যাজ্ঞানের উদয় হইয়া থাকে, তাহা হইতে দুঃখাত্মক রজোগুণ সত্ত্ব-প্রধান মনকে অভিব্যাপ্ত করিয়া থাকে। অনন্তর রজোগুণযুক্ত মনের বিকল্প ও সঙ্কল্প উদিত হয় এবং তাহা হইতে দুর্ম্মতি পুরুষের বিষয়-চিন্তা-হেতু দুঃসহ বিষয়বাসনার সৃষ্টি হইয়া থাকে।। ৯-১০।।

বিশ্বনাথ— যে দুর্ব্বিষয়ান্ ভুঞ্জতে তে বিদ্বাংস এব নোচ্যন্তে কিন্তু বিদ্বন্মানিন এব। তে বিষয়ান্ নিন্দন্তোঽপি যথা ভুঞ্জন্তে তত্র প্রকারং শৃণ্বিত্যাহ,—অহমিতি ত্রিভিঃ। প্রথমং দেহাদাবহমিতি হৃদি মিথ্যাবুদ্ধিরুৎকর্ষেণ সর্পতি। ততঃ প্রমত্তস্য তস্য ঘোরং রজঃ কর্ত্তৃ বৈকারিকং সাত্ত্বিক-মপি মনঃ প্রতি উৎসর্পতি মনো ব্যাপ্নোতীত্যর্থঃ।। ৯।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— শ্রীভগবান বলিতেছেন— যাহারা দুষ্ট বিষয় ভোগকরে তাহাদিগকে বিদ্বানই বলা হয় না, কিন্তু জ্ঞানী-মানী বলা হয়। তাছাড়া বিষয়সমূহকে নিন্দা করিয়াও যেভাবে ভোগ করে, তাহা শ্রবণ কর তিনটি শ্লোকদ্বারা বলিতেছেন। প্রথমে দেহাদিতে অহংবুদ্ধি হৃদয়ে মিথ্যাবুদ্ধি উৎকর্ষের সহিত বাড়িতে থাকে, তৎপরে সেই প্রমত্ত ব্যক্তির ভয়ঙ্কর রজগুণ হইতে বৈকারিক সাত্ত্বিকও মন পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হয়।। ৯।।

বিশ্বনাথ— প্রথমমিদং ভোগ্যমিতি সঙ্কল্পঃ ততশ্চ ইদমেবং ভোগ্যমিদমেবং ভোগ্যমিতি সবিকল্পঃ সবিশেষঃ সঙ্কল্পঃ স্যাৎ। ততশ্চ অহো রূপমহো ভাব ইতি দুর্নিরোধঃ কামঃ স্যাৎ।। ১০।।

বিবৃতি— জড়জগতের জড় বস্তুর সহিত সান্নিধ্য-ক্রমে বদ্ধজীব অহঙ্কারে প্রণোদিত হইলে নিজের কৃষ্ণ-দাস্য-বিস্মৃতি ঘটে। তখন প্রচণ্ড রাজসিক প্রবৃত্তি হৃদ্দেশ অধিকার করে। সাত্ত্বিক মন রজোযুক্ত হইলে সঙ্কল্প ও বিকল্প বিচার করে এবং বিষয়-চিন্তা করিতে করিতে দুর-পনেয় কামদ্বারা অভিভূত হয়।। ৯-১০।।

করোতি কামবশগঃ কর্ম্মাণ্যবিজিতেন্দ্রিয়ঃ।
দুঃখোদর্কাণি সংপশ্যন্ রজোবেগবিমোহিতঃ।। ১১।।

অন্বয়ঃ— (ততঃ) কামবশগঃ (বিষয়বাসনাবশী-ভূতঃ) রজোবেগবিমোহিতঃ (রজসোবেগেন প্রাবল্যেন বিমোহিতঃ) অবিজিতেন্দ্রিয়ঃ (জনঃ) সংপশ্যন্ (জানন্নপি) দুঃখোদর্কাণি (দুঃখোত্তরফলকানি) কর্ম্মাণ্য করোতি।।১১

অনুবাদ— অনন্তর বিষয়কামনাপরবশ রজোবেগ-মোহিত অজিতেন্দ্রিয় পুরুষ কর্ম্মসমূহের পরিণামে দুঃখ-রূপ ফল দর্শন করিয়াও তাহার আচরণ করিয়া থাকে।।১১

বিশ্বনাথ— ততস্তদ্বিষয়-প্রাপ্ত্যর্থং কর্ম্মাণি দৃষ্টাদৃষ্ট-ফলানি তানি চ দুঃখোদর্কাণি পশ্যন্ জানন্নপি।। ১১।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— তৎপরে ঐ বিষয় প্রাপ্তির জন্য দৃষ্ট ও অদৃষ্ট ফল যাহার ঐরূপ কর্ম্মসমূহ দুঃখপ্রদ জানিয়াও ভোগকরে।। ১১।।

বিবৃতি— সংসার পরায়ণ ব্যক্তি ইন্দ্রিয়-পরবশ হইয়া কামবশে দুঃখের আবাহন করে।। ১১।।

রজস্তমোভ্যাং যদপি বিদ্বান্ বিক্ষিপ্তধীঃ পুনঃ।
অতন্দ্রিতো মনো যুঞ্জন্ দোষদৃষ্টির্ন সজ্জতে।। ১২।।

অন্বয়ঃ— যদপি (যদ্যপি) রজস্তমোভ্যাং বিক্ষিপ্তধীঃ (মূঢ়ধীর্ভবেৎ তথাপি) বিদ্বান্ (বিবেকী) অতন্দ্রিতঃ (সাবধানঃ সন্) পুনঃ মনঃ নিরুন্ধন্ (সংযতং কুর্ব্বন্) দোষদৃষ্টিঃ (দোষং পশ্যন তত্র) ন সজ্জতে (পুনর্নাসক্তো ভবতি)।।১২

অনুবাদ— বিবেকী পুরুষ রজঃ ও তমোগুণ বিক্ষিপ্তচিত্ত হইলেও সাবধানতা-সহকারে চিত্তকে সংযত করিয়া কর্ম্মসমূহের দোষ-দর্শন-হেতু তাহাতে আসক্ত হন না।। ১২।।

বিশ্বনাথ—বিদ্বাংস্তু যদ্যপি রজস্তমোভ্যাং বিক্ষিপ্তধীঃ-পরতন্ত্রধীশ্চ কথঞ্চিৎ স্যাত্তদপি।। ১২।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— কিন্তু বিদ্বান্‌গণ যদিও রজ ও তমগুণ দ্বারা বিক্ষিপ্ত বুদ্ধি ও পরাধীন কিঞ্চিৎ হয়, তাহাতেও আসক্ত হন না।। ১২।।

বিবৃতি— সংসারে বাসকালে সঙ্কল্প-বিকল্প-দ্বারা বিক্ষিপ্ত হইলেও রজস্তমোগুণতাড়িত হইলে দোষ স্পর্শ করে জানিতে পারিয়া পরে জীব উহাতে আসক্ত হন না।। ১২।।

অপ্রমত্তোঽনুযুঞ্জীত মনোময্যর্পয়ন্ শনৈঃ।
অনির্ব্বিণ্ণো যথাকালং জিতশ্বাসো জিতাসনঃ।। ১৩।।

অন্বয়ঃ—অপ্রমত্তঃ (সাবধানঃ) অনির্ব্বিণ্ণঃ (অনলসঃ) জিতশ্বাসঃ জিতাসনঃ (চ সন্) যথাকালং (ত্রিসবনং) ময়ি মনঃ অর্পয়ন্ শনৈঃ (ক্রমশঃ)অনুযুঞ্জীত (সমাদধ্যাৎ)।।১৩

অনুবাদ—অপ্রমত্ত, অনলস, শ্বাসজয়ী এবং আসন-জয়ী হইয়া ত্রিকালে আমার প্রতি মন অর্পণ করিয়া ক্রমশঃ একাগ্রতা অভ্যাস করিবে।। ১৩।।

বিশ্বনাথ— অতন্দ্রিত ইত্যস্যার্থমাচষ্টে,—অপ্রমত্ত ইতি। কুত্র মনো যুঞ্জন্নিত্যত আহ—ময়ি অনুযুঞ্জীতেতি। অনির্ব্বিণ্ণ ইতি তদপি মনো-নিরোধো যদি ন স্যাৎ তদপি তৎপ্রযত্নান্ন বিরমেদিতি ভাবঃ।। ১৩।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— 'অতন্দ্রিত' ইহার অর্থ বলিতেছেন 'অপ্রমত্ত'। কোথায় মন সংযোগ করিবে? ইহার উত্তরে ভগবান বলিতেছেন—আমাতে, সেইমনও নিরোধ যদি না হয় তাহা হইলে যত্নকরিতে বিরামিত হইবে না।। ১৩।।

বিবৃতি—ভগবচ্চিন্তা-পরায়ণ বহির্জ্জগতের ভোগ-বাসনা দূরীভূত করিয়া আসন-প্রাণায়ামাদির অভ্যাসক্রমে অনলস হইয়া ভগবৎ-সেবা-পর হইবেন।। ১৩।।

এতাবান্ যোগ আদিষ্টো মচ্ছিষ্যৈঃ সনকাদিভিঃ।
সর্ব্বতো মন আকৃষ্য ময্যদ্ধাবেশ্যতে যথা।। ১৪।।

অন্বয়ঃ— সর্ব্বতঃ (সর্ব্ববিষয়েভ্যঃ) মনঃ আকৃষ্য (সংগৃহ্য) ময়ি যথা (যথাবৎ) অদ্ধা (সাক্ষাৎ) আবেশ্যতে (ধার্য্যতে ইতি) এতাবান্ (অয়মেব) যোগঃ সনকাদিভিঃ মচ্ছিষ্যৈঃ (মম ভক্তৈঃ) আদিষ্টঃ (উপদিষ্টঃ)।। ১৪।।

অনুবাদ— সমস্ত বিষয় হইতে মন আকর্ষণ পূর্ব্বক যথাযথভাবে সাক্ষাৎ আমার প্রতি 'ধারণ' করাই সনকাদি মদীয় ভক্তগণ যোগরূপে নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন।। ১৪।।

শ্রীউদ্ধব উবাচ—
যদা ত্বং সনকাদিভ্যো যেন রূপেণ কেশব।
যোগমাদিষ্টবানেতদ্রূপমিচ্ছামি বেদিতুম্।। ১৫।।

অন্বয়ঃ— শ্রীউদ্ধবঃ উবাচ—(হে) কেশব! ত্বং যদা যেন রূপেণ সনকাদিভ্যঃ যোগম্ আদিষ্টবান্ (উপদিষ্টবান্) এতৎ রূপং (তং কালং তদেতদ্রূপঞ্চ) বেদিতুম্ ইচ্ছামি (জ্ঞাতুমিচ্ছামি তৎ কথয়)।। ১৫।।

অনুবাদ—শ্রীউদ্ধব বলিলেন,—হে কেশব! আপনি যেকালে যেরূপে সনকাদির প্রতি যোগ-বিষয়ক উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, আমি সেই কাল এবং সেইরূপের বিষয় জানিতে ইচ্ছা করিতেছি।। ১৫।।

শ্রীভগবানুবাচ—

পুত্রা হিরণ্যগর্ভস্য মানসাঃ সনকাদয়ঃ।
পপ্রচ্ছুঃ পিতরং সূক্ষ্মাং যোগস্যৈকান্তিকীং গতিম্॥১৬

অন্বয়ঃ—শ্রীভগবান্ উবাচ— হিরণ্যগর্ভস্য (ব্রহ্মণঃ) মানসাঃ (সঙ্কল্পজাতাঃ) সনকাদয়ঃ পুত্রাঃ পিতরং (হিরণ্যগর্ভং) যোগস্য সূক্ষ্মাং (দুর্জ্ঞেয়াম্) ঐকান্তিকীং গতিং (পরাং কাষ্ঠাং) পপ্রচ্ছুঃ (পৃষ্টবন্তঃ)।। ১৬।।

অনুবাদ—শ্রীভগবান্ বলিলেন,—এক সময়ে ব্রহ্মার মানসপুত্র সনকাদি মুনিগণ পিতার নিকট যোগের দুর্জ্ঞেয়া পরাকাষ্ঠার কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন।। ১৬।।

বিশ্বনাথ—ঐকান্তিকীং গতিং পরাং কাষ্ঠাম্।। ১৬।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— শ্রীভগবান বলিতেছেন— ঐকান্তিকী গতির শেষ সীমা।। ১৬।।

শ্রীসনকাদয় উচুঃ—

গুণেষ্বাবিশতে চেতো গুণাশ্চেতসি চ প্রভো।
কথমন্যোন্যসংত্যাগো মুমুক্ষোরতিতিতীর্ষোঃ।। ১৭।।

অন্বয়ঃ—শ্রীসনকাদয় উচুঃ—(কথিতবন্তঃ) প্রভো! গুণেষু (বিষয়েষু স্বভাবতো রাগাদিবশাৎ) চেতঃ (চিত্তম্) আবিশতে (প্রবিশতি তথা তে) গুণাঃ চ (অনুভূতা বিষয়াশ্চ বাসনারূপেণ) চেতসি (চিত্তে আবিশতে তস্মাৎ) অতিতিতীর্ষোঃ (বিষয়ানতিক্রমিতুমিচ্ছোঃ) মুমুক্ষোঃ (মুক্তিকামিনো জনস্য) কথং (কেন প্রকারেণ) অন্যোন্যসংত্যাগঃ (গুণচেতসোঃ পরস্পরমসম্বন্ধো ভবেত্তদ্ বদ)।। ১৭।।

অনুবাদ— শ্রীসনকাদি বলিলেন,— হে প্রভো! মানবগণের চিত্ত স্বভাবতঃই বিষয়সমূহের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া থাকে এবং বিষয়সমূহও বাসনারূপে চিত্তে প্রবেশ লাভ করিয়া থাকে, সুতরাং বিষয়াতিক্রমাভিলাষি মুমুক্ষু পুরুষের কিরূপে বিষয় ও চিত্তের পরস্পর সম্বন্ধ বিনষ্ট হইতে পারে, তাহা বর্ণন করুন।। ১৭।।

বিশ্বনাথ— গুণেষু বিষয়েষু স্বভাবতো রাগাদেব চেতঃ প্রবিশতিঃ। তে চানুভূতা বিষয়াশ্চেতসি প্রবিশন্তি। অতিতিতীর্ষোবিষয়ানতিক্রমিতুমিচ্ছোঃ।। ১৭।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— ব্রহ্মার পুত্রগণ পিতার নিকট জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। শ্রীসনকাদি বলিতেছেন—বিষয়সমূহে স্বভাবতঃ অনুরাগ হইতেই চিত্তে প্রবেশ করে, সেই অনুভূত বিষয়সমূহও চিত্তে প্রবশে করে। বিষয় সমূহকে অতিক্রম করিতে ইচ্ছুক ব্যক্তিগণের কিরূপে বিষয় ও চিত্তের পরস্পর সম্বন্ধ বিনষ্ট হইতে পারে।। ১৭।।

বিবৃতি—গুণ-জাত জগৎ হইতে পরিত্রাণকামী ব্যক্তি গুণতাড়না হইতে বিমুক্ত হইবার কি উপায় অবলম্বন করিবেন? বদ্ধজীবের চিত্ত গুণমিশ্র। গুণসমূহই চিত্তকে আক্রমণ করে।। ১৭।।

শ্রীভগবানুবাচ—

এবং পৃষ্টো মহাদেবঃ স্বয়ম্ভূর্ভূতভাবনঃ।
ধ্যায়মানঃ প্রশ্নবীজং নাভ্যপদ্যত কর্ম্মধীঃ।। ১৮।।

অন্বয়ঃ— শ্রীভগবান্ উবাচ— মহাদেবঃ (মহান্ দেবোঽপি) স্বয়ম্ভূঃ (অপি) ভূতভাবনঃ (ভূতানাং স্রষ্টাপি সঃ) কর্ম্মধীঃ (কর্ম্মবিক্ষিপ্তচিত্তত্তমাৎ) এবং (পূর্ব্বোক্তং) পৃষ্টঃ (জিজ্ঞাসিতঃ সন্) ধ্যায়মানঃ (বিচারয়ন্নপি) প্রশ্নবীজং (প্রশ্নস্য বীজং তত্ত্বং) ন অভ্যপদ্যত (ন লব্ধবান্)।। ১৮।।

অনুবাদ— শ্রীভগবান্ বলিলেন,— হে উদ্ধব! ব্রহ্মা স্বয়ং কারণ-রহিত, নিখিলভূতগণের কারণ এবং দেবগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হইয়াও নিরন্তর কর্ম্ম-বিক্ষিপ্ত-চিত্ততাহেতু বহু চিন্তায়ও পূর্ব্বোক্ত প্রশ্নের তত্ত্ব অবগত হইতে পারিলেন না।। ১৮।।

বিশ্বনাথ—মহাদেবোঽপি স্বয়ম্ভূরপি ভূতানাংস্রষ্টাপি ধ্যায়মানঃ বিচারয়ন্নপি প্রশ্নস্য বীজং যদজ্ঞানাদয়ং প্রশ্নস্তং শুদ্ধত্বং পদার্থত্বং নাভ্যপদ্যত জ্ঞাতুং নাশক্নোদিত্যর্থঃ। যতঃ কর্ম্মধীঃ স্বীয়সৃষ্টিমাত্রকর্ম্মাসক্তবুদ্ধিঃ।। ১৮।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— শ্রীভগবান বলিতেছেন— দেবশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মা প্রাণীগণের স্রষ্টা হইয়াও বিচার করিয়াও প্রশ্নের বীজ যে অজ্ঞানাদির প্রশ্ন ও তাহার শুদ্ধ ত্বং পদার্থ জানিতে পারিলেন না, যেহেতু ব্রহ্মা নিজসৃষ্টি মাত্র কর্ম্মে আসক্ত বুদ্ধি ছিলেন।। ১৮।।

বিবৃতি— ভূতস্রষ্টা প্রজাপতি ব্রহ্মা সৃষ্টিকার্য্যে আসক্ত-বুদ্ধি হইয়া এই প্রশ্নের উত্তর দিতে অমসর্থ হইয়াছিলেন।। ১৮।।

মধ্ব—

প্রশ্নো বীজমস্যেতি প্রশ্নবীজং পরিহারম্।
গুণানাং চেতসশ্চ কর্ম্মকারণমিতিমন্বানঃ কর্ম্মধীঃ।।
ব্রহ্মা পৃষ্টস্তু যোগীন্দ্রৈঃ সনকাদ্যৈর্মনোগতৈঃ।
কারণং বিষয়েষ্বদ্ধা কর্ম্মেতি প্রত্যপদ্যত।।
হেতুরন্যোপি তত্রাস্তীত্যেবং জানন্নপি প্রভুঃ।
বিশেষতো মনস্তত্রনাধাজ্জানন্ হরেঃ প্রিয়ম্।।
স্বাত্মনা পরিহারোক্তিস্তদাহ্যসীদ্ধরে প্রিয়া।
অতঃ স তৎপ্রিয়ং জানন্নাকরোত্তদ্বিচারণম্।।
তমেব চিন্তয়দ্দেবঃ প্রশ্ন নির্ণয় কারণাৎ।
ভ্রমতীব মনঃ ক্বাপি ব্রহ্মণো বিষ্ণুমায়য়া।।
সর্ব্বজ্ঞস্যাপি তত্রাত্মা বক্তুমিচ্ছেজ্জনার্দ্দনঃ।
তজ্জ্ঞাত্বা চিন্তিতং তস্য চিন্তয়ত্যমুমেষতু।।
ন স্বয়ং চিন্তয়ত্যর্থং স হি তদ্ভাববিৎ সদা।
অন্যে ত্বজ্ঞানসংযুক্তা মোহমীয়ুর্যথাক্রমম্।।
তস্য মধ্যন্দিনে সূর্য্যে ক্ষোভবৎ ক্ষোত্রমাত্রকম্।
নৈবাজ্ঞানং যথা সূর্য্যে তমো নাস্তি কদাচন।
ইতি ভাববিবেকে।। ১৭-১৮।।

স মামচিন্তয়দ্দেবঃ প্রশ্নপারতিতীর্ষয়া।
তস্যাহং হংসরূপেণ সকাশমগমং তদা।। ১৯।।

অন্বয়ঃ— (তদানীং) সঃ দেবঃ (হিরণ্যগর্ভঃ) প্রশ্নপারতিতীর্ষয়া (প্রশ্নস্য পারমুত্তরমভিপ্রায়ো বা তস্য তিতীর্ষয়া জিজ্ঞাসয়া) মাম্ অচিন্তয়ৎ (সস্মার) তদা (তস্মিন্ কালে) অহং হংসরূপেণ (উপলক্ষিতঃ সন্) তস্য (হিরণ্যগর্ভস্য) সকাশম্ অগমং (গতবান্)।। ১৯।।

অনুবাদ—তখন ব্রহ্মা প্রশ্নোত্তর জ্ঞানের জন্য আমাকে স্মরণ করিলে আমি হংসরূপে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়াছিলাম।। ১৯।।

বিশ্বনাথ—হংসরূপেণেতি। যথা হংসো নীরং ক্ষীরঞ্চ পৃথক্ কর্ত্তুং শক্তস্তথাহং গুণাশ্চেতশ্চেতি দ্যোতয়িতুমিতি ভাবঃ।। ১৯।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— ব্রহ্মা ঐ প্রশ্নের উত্তরদানের নিমিত্ত আমার চিন্তা করিলেন তখন হংসরূপে আমি তাহার নিকট গমন করিলাম। হংস যেমন জল ও দুগ্ধকে পৃথক্ করিতে সমর্থ। সেইরূপ আমি বিষয়সমূহ ও চিত্তকে পৃথক্ করিতে সমর্থ।। ১৯।।

বিবৃতি— এই প্রশ্নের উত্তর দিতে অসমর্থ হইয়া ব্রহ্মা ভগবচ্চিন্তা-পর হইলেন। তখন ভগবান্ হংসরূপ ধারণপূর্ব্বক তাঁহার নিকট আবির্ভূত হইলে ব্রহ্মা উক্ত হংসের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন।। ১৯।।

দৃষ্ট্বা মাং ত উপব্রজ্য কৃত্বা পাদাভিবন্দনম্।
ব্রহ্মাণমগ্রতঃ কৃত্বা পপ্রচ্ছুঃ কো ভবানিতি।। ২০।।

অন্বয়ঃ—(তদানীং) তে (মুনয়ঃ) মাং (হংসরূপং) দৃষ্ট্বা ব্রহ্মাণমগ্রতঃ কৃত্বা (পুরস্কৃত্য) উপব্রজ্য (সমীপমাগত্য) পাদাভিবন্দনং (প্রণামং) কৃত্বা ভবান্ কঃ ইতি (মাং) পপ্রচ্ছুঃ (পৃষ্টবন্তঃ)।। ২০।।

অনুবাদ— তৎকালে মুনিগণ মদীয় হংসরূপ দর্শনে ব্রহ্মাকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া সমীপাগত হইয়া প্রণামপূর্ব্বক "আপনি কে?" এইরূপ প্রশ্ন করিয়াছিলন।। ২০।।

ইত্যহং মুনিভিঃ পৃষ্টস্তত্ত্বজিজ্ঞাসুভিস্তদা।
যদবোচমহং তেভ্যস্তদুদ্ধব নিবোধ মে।। ২১।।

অন্বয়ঃ— (হে) উদ্ধব! তদা (তস্মিন্‌কালে) অহং তত্ত্বজিজ্ঞাসুভিঃ (যোগতত্ত্বজ্ঞানার্থিভিঃ) মুনিভিঃ ইতি (পূর্ব্বোক্তরূপং) পৃষ্টঃ (জিজ্ঞাসিতোঽভবং ততঃ) অহং তেভ্যঃ (মুনিভ্যঃ) যৎ অবোচম্ (উক্তবান্) তৎ (উত্তরবাক্যং) মে (মম সমীপাৎ) নিবোধ (শৃণু)।। ২১।।

অনুবাদ— হে উদ্ধব! যোগতত্ত্ব-জিজ্ঞাসু মুনিগণ

এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে আমি তাহাদিগকে যাহা বলিয়াছিলাম তাহা শ্রবণ কর।। ২১।।

বিশ্বনাথ— অহং তেভ্যঃ অহন্ত্য অভিমানস্তস্যা ইভ্যঃ স্বামী তন্নিয়ন্তা, নতু তন্নিয়ম্যঃ 'ইভ্য আঢ্যো ধনী স্বামী ইত্যমরঃ।। ২১।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— আমি তাহাদিগকে অহংতা অভিমান তাহার স্বামী অর্থাৎ তাহার নিয়ন্তা—তাহার অধীন নহি। ইভ্য শব্দের অর্থ আঢ্যধনী ও স্বামী ইহা অমরকোষে পাওয়া যায়।। ২১।।

বস্তুনো যদ্যনানাত্ব আত্মনঃ প্রশ্ন ঈদৃশঃ।
কথং ঘটেত বো বিপ্রা বক্তুর্বা মে ক আশ্রয়ঃ।। ২২।।

অন্বয়ঃ— (হে) বিপ্রাঃ! যদি (মাং জীবং জ্ঞাত্বা কো ভবানিতি প্রশ্নঃ ক্রিয়তে তদা) বস্তুনঃ (বস্তুভূতস্য) আত্মনঃ (জীবস্য) অনানাত্বে (সতি) বঃ (যুষ্মাকম্) ঈদৃশঃ (বহুষু নির্দ্ধারণ রূপঃ) প্রশ্নঃ (কো ভবানেবং রূপঃ) কথং (কেন প্রকারেণ) ঘটেত (সঙ্গচ্ছেত) বক্তুঃ (উত্তরদাতুঃ) মে (মম) বা কঃ আশ্রয়ঃ (অবিশেষে আত্মনি কং জাতিগুণাদিবিশেষমাশ্রিত্যোত্তরং বক্ষ্যামীত্যর্থঃ)।। ২২।।

অনুবাদ— হে বিপ্রগণ। আপনারা যদি জীব জ্ঞানে আমাকে "আপনি কে?" এইরূপ প্রশ্ন করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাহা সঙ্গত হয় না, যেহেতু জীবগণের একত্ব -হেতু তন্মধ্যে "আপনি কে" ঈদৃশ নির্দ্ধারণরূপ প্রশ্ন হইতে পারে না, পক্ষান্তরে আত্মার কোনরূপ জাতিগুণ প্রভৃতি বিশেষত্ব না থাকায় আমিই বা কোন্ বিষয়কে আশ্রয় করিয়া উত্তর বলিব?।। ২২।।

বিশ্বনাথ— কিং মাং জীবং জ্ঞাত্বা কো ভবানিতি প্রশ্নঃ ক্রিয়তে, ভৌতিকদেহং জ্ঞাত্বা বা, পরমেশ্বরং জ্ঞাত্বা বেতি বিকল্প্য প্রথমজীবপক্ষং দূষয়তি। বস্তুনো বস্তুভূতস্য আত্মনো জীবস্য যদি প্রশ্নস্তদা সর্ব্বস্যাপি তস্য চিৎকণৈকরূপতয়া জাতিগুণাদিবিশেষাভাবেন চ বস্তুনঃ খলু নানাত্মকস্যাপ্যনানাত্বে সতি কো ভবানিতি বঃ প্রশ্নঃ কথং ঘটেত, বক্তুরুত্তরদাতুর্বা মে ক আশ্রয়ঃ কং জাতিগুণাদিবিশেষমাশ্রিত্যামুকোঽহমিত্যুত্তরং দাস্যামীত্যর্থঃ।। ২২।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—হংস বলিতেছেন—হে বিপ্রগণ! আমাকে কি জীব মনে করিয়া 'কে আপনি' এইরূপ প্রশ্ন করিতেছেন? অথবা ভৌতিক দেহকে জানিয়া, অথবা পরমেশ্বর জানিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন? প্রথমে জীব এই পক্ষে দোষ দিতেছেন—বস্তুরূপ আত্মা জীবের সম্বন্ধে যদি প্রশ্ন হয়, তবে সকলেরই জীবাত্মা চিৎকণ, অতএব একইরূপ জাতি গুণাদি বিশেষ কিছু নাই। অতএব আপনি কে? এইরূপ প্রশ্ন আপনাদের পক্ষে কিরূপে সম্ভব হয়? উত্তরদাতার আশ্রয়কে এবং জাতিগুণাদি বিশেষ আশ্রয় করিয়া আমি অমুক এইরূপ উত্তর কিভাবে দিতে পারি ।।২২।।

বিবৃতি— ভগবান ও জীব পৃথক্ না হইলে প্রশ্নকারী ও উত্তর-দাতার একত্ব হওয়াই উচিত। কে কাহাকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা ও উত্তর প্রদান করিবে? সুতরাং জীবাত্মা পরমাত্মা পরস্পর পৃথক্—ইহাই হংসের উক্তি।। ২২।।

মধ্ব—আত্মনো বস্তুনঃ পরমাত্মবস্তুন একং যদ্যঙ্গীকৃতম্ তদা কথং প্রশ্নো ঘটেত। নহি পরমাত্মনোন্যোত্র ব্রহ্মণা পূজ্যস্যাদভিবন্দননাদিনা। তস্মাদ্ ব্রহ্মণে বন্দ্যঃ পরমাত্মৈব স চৈক এবাতঃ কথং প্রশ্ন পরিহারো বা।।২২

পঞ্চাত্মকেষু ভূতেষু সমানেষু চ বস্তুতঃ।
কো ভবানিতি বঃ প্রশ্নো বাচারম্ভো হ্যনর্থকঃ।। ২৩।।

অন্বয়ঃ— (যদ্যয়ং প্রশ্নোভূত সঙঘ বিষয়কস্তদাহ) পঞ্চাত্মকেষু (পঞ্চভূতাত্মকেষু) বস্তুতঃ (পরমকারণাত্মনা) সমানেষু চ (অভিন্নেষু চ) ভূতেষু (দেবমনুষ্যাদিষু দেহেষু) বঃ (যুষ্মাকং) কঃ ভবান্ ইতি প্রশ্নঃ হি (যতঃ) অনর্থকঃ (ততঃ) বাচারম্ভ (বাঙ্মাত্রেণারব্ধ এব কেবলং ভবতি)।।২৩

অনুবাদ— যদি এই প্রশ্ন দেহ-বিষয়ক হইয়া থাকে, তাহা হইলেও সমস্ত দেহই পঞ্চভূতাত্মক এবং এক পরমাত্মবস্তুর অধীনতা হেতু সমান বলিয়া "আপনি কে?"

এই প্রশ্ন নিরর্থক, সুতরাং ইহা কেবল বাক্যারম্ভ মাত্র বলিতে হইবে।। ২৩।।

বিশ্বনাথ— দেহপক্ষং দূষয়তি,—পঞ্চেতি। বস্তুতো বস্তুবিচারে সতি দেহস্থানাং ভূতানাং পঞ্চাত্মকত্বাৎ কো ভবানিত্যেকত্বেন প্রশ্নো ন ঘটতে। তস্মাৎ কে যূয়ং পঞ্চে-ত্যুচ্যতামিতি ভাবং। ননু তেষাং পঞ্চানাং মিলিতত্বে-নৈকত্বং মন্যামহে ইত্যত আহ—সমানেষু সর্ব্বত্রাপি মনুষ্যাদিদেহেষু তেষু পঞ্চসু সমানেষু সৎসু সমানত্বাদেব পূর্ব্বো জীববদৈক্যাৎ কো ভবানিতি পুনরপি প্রশ্নো ন ঘটতে। ননু চ বিদুষামপি প্রশ্নোত্তরেষ্বেবমেব ব্যবহারো দৃশ্যতে, যতো ভবতাপি বো বিপ্রা ইতি চোক্তমিত্যা-শঙ্ক্যাহ,—বাচারম্ভ ইতি। মম ত্বয়ং বাচারম্ভো হ্যনর্থক এব, ময়া তু বাঙ্মাত্রেণারভ্যতে, যুষ্মদ্বচনানুবাদরীত্যা, যুষ্মৎপ্রশ্নবদ্ঘটমানত্বাদনর্থকমেব প্রযুক্তমিত্যর্থঃ। অথৈবা-স্মাভিরপীতি চেদ্ব্রূধ্বে তর্হি যূয়মজ্ঞানিনঃ এব কথং তত্ত্বং জিজ্ঞাসধ্বে, কিমত্র ন লজ্জধ্বে? ইতি ভাবঃ।। ২৩।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— এখন দেহ পক্ষে দোষ দিতে-ছেন—বস্তু বিচারে দেহস্থিত পঞ্চভূত দেহের কারণ, অতএব আপনি কে এইভাবে প্রশ্ন হইতে পারে না। অতএব কে তোমরা পাঁচজন এইরূপ বল? যদি তাহাদের পঞ্চভূতকে মিলিত করিয়া একমনে করি, তাহার উত্তরে মনুষ্যাদি দেহে সর্ব্বত্রই পঞ্চভূত সমানভাবে আছে। অত-এব পূর্ব্বে উক্ত জীবের ন্যায় কে আপনি এইরূপ প্রশ্ন হইতে পারে না। যদি বল বিদ্বান্‌গণেরও প্রশ্ন ও উত্তরের মধ্যে এইরূপ ব্যবহার দেখা যায় এবং যেহেতু আপনি বলিয়াছেন হে বিপ্রগণ। এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলি— আমার কিন্তু এই বাক্যারম্ভ অনর্থকই, আমি কিন্তু তোমা-দের বাক্য অনুসারে বলিয়াছি। তোমাদের যেমন প্রশ্ন হয় না, যেহেতু অনর্থক, সেইরূপ আমিও তোমরা যদি বল, তাহা হইলে আমি বলি তোমরা অজ্ঞানীই, কিরূপে তত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিতেছ? ইহাতে কি তোমাদের লজ্জা হয় না।।২৩

বিবৃতি— বাস্তব বস্তু এক, কিন্তু পঞ্চভূতাত্মক নানা প্রাণি-দেহ পরস্পর ভিন্ন, সুতরাং ভগবানের নিকট প্রশ্ন করায় কোন ফল নাই।। ২৩।।

মধ্ব— বস্তুতঃ সমানেষু হিরণ্যগর্ভাবরত্বাৎ তদ্ বন্দ্যাত্মা ভাবাপেক্ষয়া। তস্মাৎ ব্রহ্মণো বন্দনানন্তরং বিচারো ন ঘটতে।

তস্মাৎ কো ভবানিতি বাচা প্রারব্ধঃ প্রশ্নো নিরর্থকঃ।।

মনসা বচসা দৃষ্ট্যা গৃহ্যতেঽন্যৈরপীন্দ্রিয়ৈঃ।
অহমেব ন মত্তোঽন্যদিতি বুধ্যধ্বমঞ্জসা।। ২৩।।

অন্বয়ঃ— মনসা বচসা দৃষ্ট্যা অন্যৈঃ ইন্দ্রিয়ৈঃ অপি (যদ্‌যৎ) গৃহ্যতে (তত্তৎ) অহম্ এব মত্তঃ অন্যাৎ (ভিন্নং) ন (ন ভবতি) ইতি অঞ্জসা (তত্ত্ব-বিচারেণ) বুধ্যধ্বম্ (অব-গচ্ছত)।। ২৪।।

অনুবাদ—জগতে মন, বাক্য, দৃষ্টি ও অন্যান্য ইন্দ্রিয়-দ্বারা যে-সমস্ত বিষয় গৃহীত হয়, তৎসমুদয়ই আমার স্বরূপ, আমা হইতে ভিন্ন নহে—তত্ত্ব বিচারে ইহাই অবগত হইবে।। ২৪।।

বিশ্বনাথ— পরমেশ্বরপক্ষং দূষয়তি,—মনসেতি। পরমেশ্বরান্তরাভাবান্মম সজাতীয়ভেদো নাস্ত্যেব, যচ্চ মন আদিভির্গৃহ্যতে তদহমেব, নতু অন্যৎ মচ্ছক্তিকার্য্যত্বাদিতি বিজাতীয়ভেদোঽপি নাস্ত্যতঃ কে ভবানিতি প্রশ্নো ন ঘটতে ইতি ভাবঃ।। ২৪।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—পরমেশ্বর পক্ষেও দোষ দিতেছেন —অন্য পরমেশ্বর না থাকায় আমার সজাতীয় ভেদ নাই, মন আদি দ্বারা আমাকে যে গ্রহণ করিতেছ, তাহা আমি, অন্যকেহ নয়, আমার শক্তিকার্য্যহেতু বিজাতীয় ভেদও নাই, অতএব কে আপনি? এইরূপ প্রশ্ন হইতে পারে না।। ২৪।।

বিবৃতি—বস্তুতত্ত্ব ভগবান্ একই, সুতরাং তত্ত্ববিচারে দৃষ্টি, মন ও বাক্যাদি ইন্দ্রিয়-সম্বন্ধ পরিচালনা করিতে হইলে সমস্তই ভগবৎপর হইতে হইবে।। ২৪।।

মধ্ব— যস্মান্মন আদিভির্গৃহ্যমাণমহং ন ভবাম্যেব।

স্বয়মপি প্রসাদাৎ কথঞ্চিৎ গৃহ্যত ইত্যহ আহ। মত্তোন্য-দিতি। যন্মন আদিভির্বিচার্য্য মত্তোন্য ত্বৈনৈব জ্ঞায়তে। তদহং ন ভবাম্যেবেতি বুদ্ধ্যধ্বম্। বিচারিত স্যাপি পুনঃ সংশয়ঃ কারণং পরিকাপ্যসংশয়ো ন কর্ত্তব্যঃ। অতঃ কো ভবানিতি নারধ্ববঃ। গুণেম্বাবিশতে চেত ইত্যেব প্রশ্নঃ আরধ্ববঃ।

ন যুষ্মাকমপি প্রশ্নো ঘটেতায়ং কথঞ্চন
মামৃতে নহি বন্দ্যোস্তি বিরিঞ্চেঃ ক্কাপি কশ্চন।
অভিবন্দিতপাদং মাং বিরিঞ্চেন কথং পুনঃ।
পৃচ্ছথান্যে সমাচাস্মাদবরত্বে চতুর্ম্মুখাৎ।।
দেবা মনুষ্যাঃ পিতরো গন্ধর্ব্বা অসুরাস্তথা।
ইতি পঞ্চাত্মকং সর্ব্বং ব্রহ্মাণস্তবরং যতঃ।।
যন্মদন্যদ্বিচারেণ গৃহ্যতে তন্ন চাস্ম্যহম্।
ইতি জানীধ্বমবৈদ্ধ মৎপ্রসাদাদ্ধিমদ্দৃশিঃ।
অন্যস্ত্বভাবতো দৃশ্যং প্রেরণয়ৈব তু। তস্মাৎ বিবক্ষি-তার্থে তু প্রশ্নারম্ভো নমদ্গত। —ইতি তন্ত্র-ভাগবতে।
ইদং হি সর্ব্বং ভগবানিবেতর ইতি চ।
প্রকৃতেঃ প্রাকৃতা চৈচব ব্যতিরিক্তং গুণাধিকম্।
যে বিদুঃ পরমাত্মানং তে যান্তি পরমং পদম্।।
ইতি চ।
নৈতদিচ্ছন্তি পুরুষমেকং কুরুকুলোদ্বহ।
বহূনাং পুরুষাণাং হি যথৈকা যোনিরুচ্যতে।।
তথা তং পুরুষবিশ্বমাখ্যাস্যামি গুণাধিকামিতি চ।।

গুণেম্বাবিশতে চেতো গুণাশ্চেতসি চ প্রজাঃ।
জীবস্য দেহ উভয়ং গুণাশ্চেতো মদাত্মনঃ।। ২৫।।

অন্বয়ঃ—প্রজাঃ! (হে পুত্রাঃ!) চেতঃ (চিত্তং) গুণেষু (বিষয়েষু) আবিশতে (প্রবিশতে) গুণাঃ (বিষয়াঃ) চ চেতসি (চিত্তে আবিশন্তে) গুণাঃ চেতঃ উভয়ম্ (এতদ্দ্বয়-মেব) মদাত্মনঃ (ব্রহ্মস্বরূপস্য) জীবস্য দেহঃ (অধ্যস্ত উপাধির্ন তু স্বরূপম্)।। ২৫।।

অনুবাদ— হে পুত্রগণ! মানবগণের চিত্ত বিষয় সমূহে এবং বিষয়সমূহ চিত্তে প্রবিষ্ট হয় বটে, কিন্তু এই চিত্ত ও বিষয়—ইহারা উভয়েই ব্রহ্মস্বরূপ জীবের উপাধি মাত্র, স্বরূপ নহে।। ২৫।।

বিশ্বনাথ— নন্বেবঞ্চেৎ সত্যমজ্ঞানিন এব বয়ং স্ম কিন্তু ভবানেব চেৎ সর্ব্বং, তর্হি চেতশ্চ গুণাশ্চ তমেবাত-শ্চেতো বৃত্তিষু বিষয়াঃ প্রবিষ্টাঃ, বিষয়েম্বপি চেতো বৃত্তয়ঃ প্রবিষ্টা ইত্যুভয়েষামেষামন্যোন্যসন্ত্যাগং ভবানেবাস্মাভিঃ প্রষ্টব্যোঽভূরৎ, বদতকৃপয়োত্তরং দেহীত্যত আহ,—গুণে-ষ্বিতি। হে প্রজাঃ, হে পুত্রকাঃ, সত্যং গুণেষু চেত আবিশতি গুণাশ্চ চেতসি এবং গুণাশ্চেতশ্চোভয়ং মদাত্মনশ্চিন্ময়-ত্বেন ব্রহ্মস্বরূপস্য জীবস্য দেহঃ অধ্যস্ত উপাধিরেব, ন তু স্বরূপম্। এবঞ্চ চেতসো গুণানাঞ্চ পরস্পরসন্ত্যাগার্থং কথং যতধ্বে উভয়মেব তদনর্থকারি দূরতস্ত্যক্ত্বা কথং ন নির্দ্বন্দ্বীভবতেতি ধ্বনিঃ।। ২৫।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— প্রশ্ন? এইরূপ যদি হয় সত্যিই আমরা অজ্ঞানী হই, কিন্তু আপনি যদি সবকিছুই হন। তাহা হইলে চিত্ত ও গুণসমূহ তুমিই, চিত্তবৃত্তিতে বিষয় সমূহ প্রবিষ্ট এবং বিষয়সমূহেও চিত্তবৃত্তিসমূহ প্রবিষ্ট। এই উভয়ের পরস্পর পার্থক্য আপনাকেই আমরা জিজ্ঞাসা করি। অতএব কৃপা পূর্ব্বক উত্তর দান করুন। ইহার উত্তরে ভগবান বলিতেছেন— হে পুত্রগণ! সত্যই গুণ-সমূহে চিত্ত আবিষ্ট হয়, গুণসমূহও চিত্তে আবিষ্ট হয়, এইরূপে গুণ ও চিত্ত উভয় আমার ন্যায় চিন্ময় ব্রহ্মস্বরূপ, জীবের দেহ উপাধিই ভ্রমবশতঃ, স্বরূপতঃ নহে। এই-রূপে চিত্ত ও গুণ সমূহের পার্থক্য। এইজন্য কিরূপ যত্ন করিবে—উভয়ই অনর্থকারী। অতএব দূর হইতে ত্যাগ করিয়া, কি কারণ সংশয়হীন হইতেছ না।। ২৫।।

বিবৃতি—জীব বদ্ধ হইবার যোগ্য হওয়ায় ত্রিগুণাধীন। ভগবান্ নিত্যমুক্ত বলিয়া গুণাতীত। জীবের চিত্তেই গুণ প্রবেশ করে এবং চিত্ত গুণের দিকে ধাবিত হয়।। ২৫।।

মধ্ব—

মষ্যেবাত্মা মনো যস্য স মদাত্মা তস্য ভয়ং দেহে। দগ্ধমভবৎ।। ২৫

গুণেষু চাবিশচ্চিত্তমভীক্ষ্ণং গুণসেবয়া।
গুণাশ্চ চিত্তপ্রভবা মদ্রূপ উভয়ং ত্যজেৎ।। ২৬।।

অন্বয়ঃ— (তস্মাৎ) মদ্রূপঃ (মৎস্বরূপঃ সন্) অভীক্ষ্ণং (পুনঃ পুনঃ) গুণসেবয়া (বিষয়ভোগেন তৎসংস্কারেণ) গুণেষু (বিষয়েষু) আবিশৎ (প্রবিষ্টং) চিত্তং চ (তথা বাসনারূপেণ) চিত্তপ্রভবাঃ (চিত্তে প্রকর্ষেণ ভবন্তীতি তথা তে) গুণাঃ চ (এবং যৎ) উভয়ং (তৎ) ত্যজেৎ।। ২৬।।

অনুবাদ—অতএব পুরুষ আমার স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া নিরন্তর সংস্কার-হেতু বিষয়সমূহে প্রবেশশীল চিত্ত এবং চিত্তজাত বিষয়সমূহের পরিহার করিবে।। ২৬।।

বিশ্বনাথ—তদুভয়পরস্পরসন্ত্যাগশ্চ দুর্ঘট এবেত্যাহ,—গুণেষ্বিতি। অনাদিত এবাভীক্ষ্ণং গুণসেবয়া দৃঢ়তরেণ তৎসংস্কারেণ গুণেষ্বাবিশদেব চিত্তং বর্ত্ততে কথং তাংস্ত্যক্তুং প্রভবস্থিতি ভাবঃ। গুণাশ্চ পুনঃ পুনর্বাসনারূপেণ চিত্তে প্রকর্ষেণ ভবন্তি, সদা তত্র বর্ত্তন্ত ইতি তে গুণাশ্চ কথং বা তত্ত্যক্তুং প্রভবস্থিতি ভাবঃ। কিঞ্চজ্ঞানিনাং কষ্টেন পরস্পর-তদুভয়ত্যাজনা চ নিষ্প্রয়োজনৈব তৈরুভয়ৈরপি প্রায়ঃ প্রয়োজনং তেষাং নাস্তীত্যাহ—মদ্রূপঃ মদভেদভাবনা-বেশান্মন্ময়ঃ সন্ জ্ঞানী উভয়ং ত্যজেৎ। ভক্তানাস্তু মৎ-সেবামেব পরমপুরুষার্থত্বেন নিশ্চিতবতাং মদ্রূপগুণলীলা-রসনিমগ্নাচ্চেতসঃ সকাশাৎ স্বত এব গুণা অপযান্তীতি ন তেষাং চেতো গুণয়োঃ পরস্পরসংত্যাগো দুর্ঘট। মন্ময়ী-ভাবস্তু তেষাং নেষ্ট ইতি জ্ঞেয়ম্।। ২৬।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—চিত্ত ও বিষয়ের পরস্পর সম্যক্ ত্যাগ ইহা দুর্ঘটই বলিতেছেন—অনাদিকাল হইতেই নিরন্তর বিষয়সেবাদ্বারা দৃঢ়তর তাহার সংস্কার দ্বারা বিষয়-সমূহে চিত্ত আবিষ্ট হইয়াই রহিয়াছে। তাহাকে ত্যাগ করিতে কি করিয়া সমর্থ হইবে? ইহাই ভাবার্থ। বিষয়-সমূহ পুনঃ পুনঃ বাসনারূপে চিত্তে প্রকৃষ্টরূপে হইতেছে এবং সর্ব্বদা সেখানে আছে, সেই বিষয়সকল কিরূপে ত্যাগ করিতে সমর্থ হইবে? আর জ্ঞানীগণের অতিকষ্টে পরস্পর ঐ উভয়ের ত্যাগও নিষ্প্রয়োজনই, তাহারা উভয়েও প্রায় প্রয়োজন তাহাদের নাই। শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—আমার অভেদ ভাবনায় আবেশ হেতু ব্রহ্মময় হইয়া জ্ঞানী উভয়কে ত্যাগ করে। কিন্তু ভক্তগণের আমার সেবাকেই পরম-পুরুষার্থরূপে নিশ্চয়কারীগণের আমার রূপগুণলীলারস নিমগ্নচিত্ত হইতে স্বাভাবিকই বিষয়সকল চলিয়া যায়। অতএব তাহাদের চিত্ত ও বিষয়ের পরস্পর সম্যক্ত্যাগ দুর্ঘট নহে। আমাতে মন্ময়ীভাব তাহাদের ইষ্ট নহে, ইহাই জানিতে হইবে।। ২৬।।

বিবৃতি— সর্ব্বক্ষণ গুণজাত জগতে বাস করিলে গুণেরই সেবা হয়—গুণই চিত্তকে অধিকার করে। সুতরাং গুণজাতবিচারে জীবাত্মার ও পরমাত্মার নির্দ্দেশ না করিয়া উভয়কেই গুণাতীত জানিবে।। ২৬।।

মধ্ব—

মৎস্বরূপে তদুভয়ং ত্যজেৎ। ময়িস্থিতা শ্চেতো গুণাশ্চেতি।

বিষ্ণুস্থা বিষয়াঃ সর্ব্বে বিষ্ণোরেব মনো মম।
ইতি মষ্যর্পয়ন্ সর্ব্বং ত্যজেত্তন্ন বাধতে।
ইতি সাম্যে।। ২৬।।

জাগ্রৎ স্বপ্নঃ সুষুপ্তঞ্চ গুণতো বুদ্ধিবৃত্তয়ঃ।
তাসাং বিলক্ষণো জীবঃ সাক্ষিত্বেন বিনিশ্চিতঃ।। ২৭।।

অন্বয়ঃ—জাগ্রৎ (জাগরঃ) স্বপ্নঃ সুষুপ্তং চ (এতাঃ) বুদ্ধিবৃত্তয়ঃ (বুদ্ধের্বৃত্তয়ঃ) গুণতঃ (গুণজাতা ন তু স্বাভাবিক্যঃ) জীবঃ তাসাং (বৃত্তীনাং) সাক্ষিত্বেন (দ্রষ্টৃত্বেন) বিলক্ষণঃ (তদবস্থারহিত এব) বিনিশ্চিতঃ (নির্ণীতঃ)।। ২৭।।

অনুবাদ— জাগরণ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি—এই বুদ্ধি-বৃত্তিত্রয় গুণজাত এবং জীব ইহাদের দ্রষ্টৃরূপে বিলক্ষণ; ইহাই বিশেষভাবে নির্ণীত হইয়াছে।। ২৭।।

বিশ্বনাথ— বস্তুতস্তু নির্লেপস্য জীবস্য গুণৈশ্চিত্তা-দিভিশ্চ সম্বন্ধ এব নাস্তি মিথ্যাধাস-ত্যাগ এব তত্ত্যাগ উচ্যত ইত্যাহ,—জাগ্রদিতি। জাগৎ জাগরঃ "সত্ত্বাজ্জাগরণং বিদ্যাদ্রজসা স্বপ্নমাদিশেৎ। প্রস্বাপং তমসা জন্তোস্তুরীয়ং ত্রিষু সন্ততম্" ইতি বক্ষ্যমাণগুণত এব হেতোর্বুদ্ধের্বৃত্তয়ঃ।

জীবস্তু বিলক্ষণস্তত্তবস্থারহিত এব। কুতঃ তাসাং সাক্ষিত্বে-নৈব বিনিশ্চিতঃ।। ২৭।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— বস্তুত কিন্তু নির্লেপজীবের বিষয়ের সহিত চিত্তের সম্বন্ধই নাই, মিথ্যা অধ্যাস ত্যাগই উভয়ের ত্যাগ বলা হয়। জাগ্রত অর্থাৎ জাগরকালে সত্ত্বগুণ হইতে জাগরণ, রজগুণ হইতে স্বপ্ন, তমগুণ হইতে জীবের গাঢ়নিদ্রা তিনের অতীত জীব এই বক্ষ্যমান গুণ হইতেই বুদ্ধিবৃত্তি সমূহ। জীব কিন্তু পৃথক্ ঐ অবস্থা রহিতই কিরূপে? তাহাদের সাক্ষিরূপেই নিশ্চিত জানিবে।। ২৭।।

বিবৃতি— জীবের অবস্থা বুদ্ধি বৃত্তির আশ্রয়ে গুণ হইতেই জাগর, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি—এই তিন অবস্থা সত্ত, রজঃ ও তমোগুণের কার্য্য মাত্র। কিন্তু নির্গুণ মুক্ত জীব উক্ত অবস্থাত্রয় হইতে পৃথক্ থাকায় গুণাধীন হ'ন না। দ্রষ্টৃরূপে গুণাদি দর্শন করেন মাত্র।। ২৭।।

যর্হি সংসৃতিবন্ধোঽয়মাত্মনো গুণবৃত্তিদঃ।
ময়ি তুর্য্যে স্থিতো জহ্যাৎ ত্যাগস্তদ্গুণচেতসাম্॥২৮॥

অন্বয়ঃ—যর্হি (যস্মাৎ) অয়ং সংসৃতিবন্ধঃ (সংসৃতি-বুদ্ধিস্তয়াবন্ধঃ) আত্মনঃ (জীবস্য) গুণবৃত্তিদঃ (গুণবৃত্তির্দ-দাতি তস্মাৎ) তুর্য্যে (তুরীয়চৈতন্যরূপে) ময়ি স্থিতঃ (সন্ ইমং সংসৃতিবন্ধং) জহ্যাৎ (ত্যজেৎ) তৎ (তদা) গুণচেতসাং ত্যাগঃ (গুণানাং চেতসশ্চান্যোন্যং ত্যাগো ভবতি)।। ২৮।।

অনুবাদ— যেহেতু এই বুদ্ধি-বন্ধনই জীবের বিষয়বৃত্তি প্রদান করিয়া থাকে, সেইজন্য তুরীয় চৈতন্য-স্বরূপ আমাতে প্রতিষ্ঠিত হইয়া এই বুদ্ধিবন্ধ পরিত্যাগ করিবে; তাহা হইলেই তৎকালে বিষয় ও চিত্তের পরস্পর সম্বন্ধ পরিত্যক্ত হইবে।। ২৮।।

বিশ্বনাথ— কিঞ্চ যদ্যপি গুণাঃ সর্ব্বথৈব জীবস্য ন ভবন্তি তদপি দেহাধ্যাসপ্রসাদাদ্গুণবৃত্তিঃ স প্রাপ্নোতি। ততশ্চ দেহাধ্যাসভঙ্গে সত্যেব তাঃ স ত্যজতীত্যাহ,— যর্হি আত্মনো জীবস্যায়ং দেহাধ্যাসরূপঃ সংসারবন্ধোঽভূত্ত-র্হ্যেব স গুণবৃত্তিদঃ জীবায় তস্মৈ গুণবৃত্তি-প্রদোঽভূৎ। যর্হি চ ময়ি তুর্য্যে স্থিতঃ সন্ জহ্যাৎ ইমং সংসৃতিবন্ধং ত্যজেৎ তদা গুণচেতসাং গুণানাং চেতসশ্চান্যোঽন্যং স্বত এব ত্যাগো ভবতি।। ২৮।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— আর যদিও গুণ সকল সর্ব্ব-প্রকারেই জীবের হয় না, তাহাও দেহে অধ্যাস বশতঃ সে গুণবৃত্তি পায়। তাহার পর দেহে অধ্যাস ভঙ্গ হইলে গুণ-বৃত্তিসমূহকে জীব ত্যাগ করে, যে কালে জীবের এই দেহে অধ্যাসরূপ সংসার বন্ধন হয়, তখনই সেই জীব গুণবৃত্তি-প্রদ হয়, আর যখন চতুর্থ আমাতে অবস্থিত হইয়া এই সংসার বন্ধন ত্যাগ করিবে, তখন গুণ ও চিত্তের পরস্পর স্বাভাবিকই ত্যাগ হয়।। ২৮।।

বিবৃতি—গুণতাড়না-ক্রমে সংসার-বন্ধন। কিন্তু জীব গুণাতীত ও ভগবৎ-পর হইয়া ত্রিগুণ হইতে পৃথক্ হইলে বিষয়-ভোগ বাসনা হইতে মুক্ত হইতে পারেন।। ২৮।।

মধ্ব— গুণচেতসাং ত্যাগএব বন্ধত্যাগঃ।। ২৯।।

অহঙ্কারকৃতং বন্ধমাত্মনোঽর্থবিপর্য্যয়ম্।
বিদ্বান্ নির্ব্বিদ্য সংসারচিন্তাং তুর্য্যে স্থিতস্ত্যজেৎ॥২৯

অন্বয়ঃ— অহঙ্কারকৃতম্ (অহঙ্কারেণ কৃতং) বন্ধম্ আত্মনঃ (স্বস্য জীবস্য) অর্থবিপর্য্যয়ম্ (আনন্দাদ্যাবরণে-নানর্থহেতুং) বিদ্বান্ (জানন্ সন্) নির্ব্বিদ্য (দুঃখমেতদিতি জ্ঞাত্বা) তুর্য্যে স্থিতঃ (ভূত্বা) সংসার-চিন্তাং (সংসারো বুদ্ধিস্তস্মিন্ চিন্তামভিমানং তৎকৃতাং ভোগচিন্তাঞ্চ) ত্যজেৎ।। ২৯।।

অনুবাদ— অহঙ্কারকৃত বন্ধনই জীবের আনন্দাদি-গুণের আবরণ-দ্বারা অনর্থহেতু হইয়া থাকে, ইহা অবগত হইয়া বৈরাগ্য সহকারে তুরীয় বস্তুতে অবস্থানপূর্ব্বক বুদ্ধি-জনিত অভিমান ও ভোগ-চিন্তা পরিত্যাগ করিবে।। ২৯।।

বিশ্বনাথ—উক্তমেবার্থং স্পষ্টয়ন্নাশ্বাসয়তি,—অহ-ঙ্কারেণ দেহেঽহংবুদ্ধ্যৈব কৃতং বন্ধং বিদ্বান্ জানন্। কীদৃশং? আত্মনোঽর্থবিপর্য্যয়ং আনন্দাদ্যাবরণেনানর্থহেতুং, নির্ব্বিদ্য

তং ত্যক্ত্বা, তুর্য্যে ময্যানন্দরূপে স্থিতঃ সন্ সংসারভয়ভাবনাং ত্যজেৎ।। ২৯।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— পূর্ব্বোক্ত অর্থই স্পষ্ট করিয়া আশ্বাসদান করিতেছেন—অহঙ্কারের দ্বারা অর্থাৎ দেহে অহংবুদ্ধিদ্বারাই জীবের বন্ধন, বিদ্বান্ ব্যক্তি ইহা জানিয়া, কিরূপে? আত্মার অর্থ বিপর্য্যয় আনন্দাদি আবরণের দ্বারা অনর্থহেতু তাহা হইতে নির্ব্বেদ লাভ করিয়া চতুর্থ আমাতে আনন্দরূপে অবস্থিত হইলে সংসার ভয়ভাবনা ত্যাগ করিবে।। ২৯।।

বিবৃতি— অহঙ্কার-পরিচালনা-ক্রমে জীবের অর্থ-বিপর্য্যয় হয়, উহাই তাহার বন্ধন। তুরীয় বস্তু ভগবানের আশ্রয় গ্রহণ করিলে সংসার চিন্তা হইতে বিরক্ত হইয়া জীবও নিত্যানন্দময় তুরীয়াবস্থায় বাস করিতে পারেন। তথায় দেহাভিমানের পরিবর্ত্তে ভোগবাসনা-রাহিত্য প্রবল থাকায় ভগবদনুশীলনেরই সুযোগ উপস্থিত হয়। উহাই তুরীয়াবস্থায় অবস্থান।। ২৯।।

যাবন্নানার্থধীঃ পুংসো ন নিবর্ত্তেত যুক্তিভিঃ।
জাগর্ত্ত্যপি স্বপন্নজ্ঞঃ স্বপ্নে জাগরণং যথা।। ৩০।।

অন্বয়ঃ—যাবৎ পংসঃ (জীবস্য) নানাত্বধীঃ (আত্ম-ভেদজ্ঞানং) যুক্তিভিঃ (ন মমেয়মিত্যাকারকবিচারৈঃ) ন নিবর্ত্তেত (ন নিবৃত্তা ভবেৎ তাবৎ) অপি (যদ্যপি) জাগর্ত্তি (কর্ম্মাদিষু সচেষ্টো বর্ত্ততে তথাপি) অজ্ঞঃ (অসম্যগ্দর্শী জনঃ) স্বপে(স্বপ্নমধ্যে) যথা জাগরণং (জাগরভাবো দৃশ্যতে তথৈব) স্বপন্ (স্বপ্নান্ পশ্যন্নিব ভবতি)।।৩০।।

অনুবাদ—যে-কাল-পর্য্যন্ত বিচারদ্বারা জীবের ভেদ-জ্ঞান নিবৃত্ত না হয়, ততকাল পর্য্যন্ত জীব জাগ্রত অর্থাৎ বিষয়-কর্ম্মে সচেষ্ট দৃষ্ট হয়, তথাপি বস্তুতঃ তাহার ঐ জাগরণ স্বপ্নদৃষ্ট জাগরণের ন্যায় অযথার্থই হইয়া থাকে।।৩০।।

বিশ্বনাথ— কিঞ্চ যাবন্নানাত্মধীঃ নানাবিষয়গ্রহণং ন মমেয়মিত্যাকারকযুক্তিভির্নিবর্ত্ততে তাবৎ জাগর্ত্ত্যপি সংসারবন্ধান্মুক্তোহপি স্বপন্ সংসারবদ্ধ এব অজ্ঞঃ স অজ্ঞান্যেবোচ্যতে। স্বপ্নমধ্যে এব স্বপ্নাদ্‌যথা জাগরণং তথৈব তস্য অজ্ঞানমধ্য এব জ্ঞানমিত্যর্থঃ।। ৩০।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— আর যে পর্য্যন্ত আত্মজ্ঞানহীন ব্যক্তি নানা বিষয় গ্রহণ আমার ইহা না এইরূপ যুক্তিসমূহ দ্বারা নির্ব্বেদ প্রাপ্ত না হয়, সেইকাল পর্য্যন্ত জাগিয়া থাকা অবস্থায়ও সংসার বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া, স্বপ্ন অবস্থায় সংসার বন্ধনেই থাকে, সেই ব্যক্তিকে অজ্ঞ বলা হয়। স্বপ্ন মধ্যেই স্বপ্ন হইতে যেমন জাগরণ, সেইরূপই তাহার অজ্ঞান মধ্যেই জ্ঞান।। ৩০।।

বিবৃতি— অদ্বয়জ্ঞান কৃষ্ণ ব্যতীত ইতর বস্তুর ধ্যানকারী জীবগণ বিষয়চিন্তা হইতে নিবৃত্ত হয় না। তাহারা সংসারবন্ধন হইতে মোচনোপায় জ্ঞাত হইয়া জীবন্মুক্তাভিমানী হইলেও বদ্ধজীব আপনাদিগকে সংসারা-সক্তিই সংরক্ষণ করায়। স্বপ্নকালে যেরূপ স্বপ্ন-দ্রষ্টার জাগরণের ন্যায় বোধ হয়, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে উহা স্বপ্না-বস্থা মাত্র, তদ্রূপ "এই ভাল, এই মন্দ" বিচার-পরায়ণ জীবগণের মুক্তাভিমানে বিচার দ্বারা জীবাত্মার পার্থক্য আলোচিত হইলেও মধ্যে মধ্যে তাঁহাদের দেহাভিমান দেখা যায়।। ৩০।।

মধ্ব—

ভিন্নস্য ত্বেকভাবেন তথৈকস্য চ ভেদতঃ।
জ্ঞানং নানার্থধীঃ প্রোক্তানানাত্বাদর্থতদ্ধিয়োঃ।।
ইতি ব্রহ্মতর্কে।। ৩০।।

অসত্ত্বাদাত্মনোহন্যেষাং ভাবানাং তৎকৃতা ভিদা।
গতয়ো হেতবশ্চাস্য মৃষা স্বপ্নদৃশো যথা।। ৩১।।

অন্বয়ঃ—আত্মনঃ (পরমাত্মনঃ) অন্যেষাং (ভিন্নানাং) ভাবানাং (দেহাদীনাং বস্তূনাম্) অসত্ত্বাৎ (অভাবাৎ) অস্য (আত্মনঃ) তৎকৃতা (দেহাদিকৃতা) ভিদা (বর্ণাশ্রমাদিরূপো ভেদঃ) গতয়ঃ (স্বর্গাদিফলানি) হেতবঃ (কর্ম্মাণি) চ স্বপ্ন-দৃশঃ যথা (স্বপ্নদর্শিনো জনস্য স্বপ্নদৃষ্টাঃ সর্ব্বে বিষয়া যথা তথা) মৃষা (মিথৈব ভবন্তি)।।৩১।।

অনুবাদ— পরমাত্ম-ব্যতীত দেহাদি বিভিন্ন ভাব-সমূহের অসত্ত্বনিবন্ধন দেহাদিকৃত বর্ণাশ্রমাদি ভেদ, স্বর্গাদি কর্ম্মফল এবং কর্ম্মসমূহ স্বপ্নদর্শী পুরুষের স্বপ্নদৃষ্ট বিষয়-সমূহের ন্যায় বস্তুতঃ মিথ্যাই হইয়া থাকে।। ৩১।।

বিশ্বনাথ— ননু কথং বেদপ্রমিতবর্ণাশ্রমকর্ম্মাদি-নানাধীর্জ্ঞানিনো নিবর্ত্তেত, তত্রাহ,—অসত্ত্বাদিতি। অন্যেষাং ভাবানাং দেহাদ্যভিমানানাম্ অসত্ত্বান্মিথ্যাত্বাৎ তৎকৃতা দেহাদ্যভিমানকৃতা বর্ণাশ্রমাদিরূপা ভিদা গতয়ঃ স্বর্গাদিফলানি চ হেতবঃ কর্ম্মাণি চ অস্য জীবাত্মনো মৃষা মিথ্যৈবেত্যর্থঃ। দেহাদীনাং তদভিমানানাং স্বর্গাদীনাং ফলানাং তৎসাধনানাঞ্চ প্রাধানিকত্বেন সত্যত্বেঽপি জীবস্য তৎসম্বন্ধাভাবাৎ তে মিথ্যৈব। শৃঙ্গস্য সত্যত্বেঽপি শশস্য শৃঙ্গসম্বন্ধাভাবাৎ শশশৃঙ্গং মিথ্যৈবেত্যর্থঃ। স্বপ্নদৃশঃ স্বপ্নদ্রষ্টুর্জীবস্য স্বাপ্নিকবস্তূনাং মিথ্যাত্বং পুনশ্চ স্বপ্নজন্যে স্বপ্নে পরমান্নভোজনস্য তৎসাধনস্য দুগ্ধতণ্ডুলাদ্যাহরণস্য চ মিথ্যাত্বং যথা।। ৩১।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— প্রশ্ন! বেদ প্রমাণ হইতে বর্ণাশ্রম কর্ম্ম আদি নানা বুদ্ধি জ্ঞানীগণের দূর হয়? তাহার উত্তরে বলিতেছেন—অন্যভাবসমূহের অর্থাৎ দেহাদিতে অভিমান সমূহের মিথ্যাত্বহেতু তাহা হইতে অর্থাৎ দেহাদি অভিমান জাত বর্ণাশ্রম আদিরূপ বিভিন্ন গতি স্বর্গাদি-ফলসমূহ ও তাহার কারণরূপে কর্ম্মসমূহ এই জীবাত্মার মিথ্যাই অভিমান, দেহাদি ঐ অভিমানের স্বর্গাদি-ফল-সমূহের ও তাহার সাধনসমূহের মায়িকত্ব হেতু থাকিলেও, জীবের সেই সম্বন্ধ না থাকায় তাহা মিথ্যাই, শশকের শৃঙ্গ না থাকিলেও অর্থাৎ শৃঙ্গ এর সহিত শশকের সম্বন্ধ না থাকায় শশশৃঙ্গ শব্দটি মিথ্যাই। সেইরূপ স্বপ্নদ্রষ্টাজীবের স্বাপ্নিক বস্তুসমূহ মিথ্যা। পুনরায় স্বপ্নে পরমান্ন ভোজন এবং তাহার সাধন দুগ্ধ তুণ্ডুলাদি আহরণও যেমন মিথ্যা।।

বিবৃতি— স্বপ্নকালে দৃষ্ট বস্তুর কর্ত্তৃত্ব যেরূপ জাগরকালে প্রতীত হয় না, তদ্রূপ প্রকৃত জীবন্মুক্তাবস্থায় দেহাভিমানাশ্রিত বর্ণাশ্রমাদি, স্বর্গাদি ভোগ ও অন্যান্য সকল অবস্থা প্রতীত হয় না।। ৩১।।

মধ্ব—

অভিদা কিংকৃতৈ তেষাং ভাবানাং পরমেশ্বরে।
যতো সত্ত্বমশক্তত্বাদ্ভাবানাং তস্য শক্ততা।।
ততঃ সত্ত্বং সাধুভাবঃ সত্ত্বমিত্যুচ্যতে বুধৈঃ।
সাধুভাবশ্চ শক্তস্য ততোঽন্যং সাধুভাবতঃ।।
অভেদে জগতো বিষ্ণোর্যা বাচো যে চ হেতবঃ।
স্বপ্ন জাগৃৎ কল্পকবৎ সর্ব্বেতে ভ্রমদর্শিতাঃ।।
ইতি সত্যসংহিতায়াম্।। ৩১।।

**যো জাগরে বহিরনুক্ষণধর্ম্মিণোঽর্থান্
ভুঙ্ক্তে সমস্তকরণৈর্হৃদি তৎসদৃক্ষান্।
স্বপ্নে সুষুপ্ত উপসংহরতে স একঃ
স্মৃত্যন্বয়াৎত্রিগুণবৃত্তিদৃগিন্দ্রিয়েশঃ।। ৩২।।**

অন্বয়ঃ— যঃ জাগরে (জাগরণ-কালে) সমস্ত-করণৈঃ (চক্ষুরাদিসর্ব্বেন্দ্রিয়ৈঃ) বহিঃ অনুক্ষণঃ ধর্ম্মিনঃ (ক্ষণিকবাল্যতারুণ্যাদিধর্ম্মবতঃ) অর্থান্ (স্থূলান্ দেহাদীন্) ভুঙ্ক্তে (তথা) স্বপ্নে হৃদি (চিত্তে) তৎসদৃক্ষান্ (জাগরদৃষ্ট-সদৃশান্) বাসনাময়ান্ ভুঙ্ক্তে) স্মৃত্যন্বয়াৎ (স্মৃত্যা প্রতি-সন্ধানেন সর্ব্বাবস্থাসু অন্বয়াদ্ যঃ স্বপ্নান-দ্রাক্ষং যশ্চানন্তরং ন কিঞ্চিদবেদিষং স এব জাগর্মীত্যেবং ক্রমেণেত্যর্থঃ) ত্রিগুণবৃত্তিদৃক্ (অবস্থাত্রয় দ্রষ্টা) ইন্দ্রিয়েশঃ (ইন্দ্রিয়ানাম-ধিষ্ঠাতা) একঃ সঃ (এব) সুষুপ্তে (সুষুপ্তিকালে তান্ সর্ব্বান্) উপসংহরতে (অজ্ঞানে লীনান্ করোতি)।। ৩২।।

অনুবাদ— যিনি জাগরণকালে যাবতীয় ইন্দ্রিয়-দ্বারা বহির্দ্দেশে বাল্য-তারুণ্যাদি ক্ষণিক-ধর্ম্ম-যুক্ত দেহাদি স্থূল-বিষয় এবং স্বপ্নে চিত্ত-মধ্যে জাগরণদৃষ্ট-প্রদার্থ তুল্য বাসনাময় বিষয়সমূহের ভোগ করিয়া থাকেন, সর্ব্বাবস্থায় প্রতিসন্ধান-সহকারে অনুগমন হেতু অবস্থাত্রয়ের সাক্ষী ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতা সেই এক পরমাত্ম-বস্তুই সুষুপ্তিকালে সেই সকল বিষয়কে অজ্ঞানে লীন করিয়া থাকেন।। ৩২।।

বিশ্বনাথ—যুক্তিভিরিত্যুক্তং তা এব যুক্তীরাহ,—যঃ খল্বর্থান্ দেহাদীন্ সমস্তকরণৈশ্চক্ষুরাদিভির্ভুঙ্ক্তে, কথম্ভু-

তান্? অনুক্ষণধর্ম্মিণঃ ক্ষণিকবাল্যতারুণ্যাদিধর্ম্মবশতঃ যশ্চ স্বপ্নে হৃদি জাগরদৃষ্টসদৃশান্ বাসনাময়ান্ ভুঙ্‌ক্তে যশ্চ সুষুপ্তে তান্ সর্ব্বানুপসংহরিত স একঃ। কুতঃ ত্রিগুণ-বৃত্তিদৃক্ অবস্থাত্রয়দ্রষ্টা। ননু জাগ্রদবস্থায়াং সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি পশ্যন্তি, স্বপ্নে মনঃ সুষুপ্তৌ তৎসংস্কারশেষা বুদ্ধিঃ; কথমাত্মা তদ্দ্রষ্টা? তত্রাহ,—ইন্দ্রিয়েশঃ। ননু ইন্দ্রিয়েশা অপি বিশ্বতৈজসপ্রাজ্ঞা ভিন্না এব, ন, স্মৃত্যা প্রতিসন্ধানেন সর্ব্বাবস্থাস্বন্বয়াৎ যোঽহং স্বপ্নানদ্রাক্ষং পশ্চান্ন কিঞ্চিদবেদিষং স এবৈতর্হি জাগর্মীত্যত উপাধিভেদেনৈব বিশ্বাদিব্যবহার ইতি ভাবঃ। এতৎক্রমেণৈব দেহাদাত্মনঃ পার্থক্যং দ্রষ্টব্যম্।। ৩২।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— পূর্ব্বে বলিয়াছেন—"যুক্তিসমূহদ্বারা" সেই যুক্তিসমূহই বলিতেছেন— যে ব্যক্তি দেহাদিকে সমস্ত চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় সমূহদ্বারা ভোগ করে। কিরূপ? অনুক্ষণ ধর্ম্মী অর্থাৎ ক্ষণিকবাল্য ক্ষণিকতরুণ আদি ধর্ম্ম বশতঃ এবং যে ব্যক্তি স্বপ্নে হৃদয়ে জাগরণকালে দৃষ্ট বস্তু সদৃশ বাসনাময় বস্তুসমূহকে ভোগ করে এবং যে ব্যক্তি গাঢ় নিদ্রাকালে ঐ সকলকে দেখে না, সেই একই ব্যক্তি। কি হেতু ত্রিগুণ অবস্থাত্রয়ের দ্রষ্টা জীব। প্রশ্ন জাগরণকালে ইন্দ্রিয়সকল দর্শনকরে, স্বপ্নকালে মন স্বপ্নদেখে, গাঢ় নিদ্রাকালে তাহার সংস্কারের অবশেষ বুদ্ধি সুখদুঃখ ভোগকরে। জীবাত্মা তাহার দ্রষ্টা হইল কিরূপে? তাহার উত্তরে বলিতেছেন—যেহেতু জীব ইন্দ্রিয়ের ঈশ্বর। প্রশ্ন? ইন্দ্রিয়ের ঈশ্বর হইয়াও বিশ্ব তৈজস প্রাজ্ঞ ইহারা পরস্পর ভিন্নই? উত্তর—না, স্মৃতিদ্বারা অনুসন্ধান হেতু সকল অবস্থাতেই সংযোগ থাকায় যে আমি স্বপ্ন দেখিলাম, পরে সেই আমি কিছুই জানি না, সেই আমি জাগরণ অবস্থাতে আছি। এই হেতু উপাধি ভেদ দ্বারাই বিশ্ব তৈজস আদি ব্যবহার। এইক্রমেই দেহ ও আত্মার পার্থক্য জানা কর্ত্তব্য।।।৩২।

বিবৃতি— জীবের তিনটি অবস্থা—জাগ্রত, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি। জাগদবস্থায় স্থূল-দেহাবস্থিত ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে কালধর্ম্মবশে ইন্দ্রিয় পরিচালিত হয়। স্বপ্নাবস্থায় দৃশ্যবস্তুর সত্তার সহিত অসংযুক্ত হইয়াও তত্তদ্‌ভাবে অবস্থান হয়। আর সুষুপ্তি অবস্থায় নিজপরবোধ-জাত দ্রষ্টৃ-দৃশ্য-ভাব-রাহিত্য ঘটে। জাগ্রত, সুষুপ্ত ও সুপ্ত থাকাকালে ইন্দ্রিয়ের গতি ও স্তম্ভের অবস্থায় ভাবত্রয়ের উদয় হয়—উহা ভোগের অন্তর্গত দর্শন ভেদ।। ৩২।।

মধ্ব—

দক্ষিণাক্ষিস্থিতো বিষ্ণু র্ভুঙ্‌ক্তেঽর্থান্ জাগ্রদাস্থিতান্।
কণ্ঠসংস্থস্তথা স্বপ্নাৎ জীবানন্দঞ্চ সুপ্তিগঃ।।
শ্রুত্যন্বয়াৎ স্মৃতিভ্যশ্চ স একঃ পরমেশ্বরঃ।
অস্বতন্ত্রস্য জীবস্য স্বতন্ত্রো জাগ্রদাদিদঃ।।
স্বয়ং স্বপ্নাদি হীনঃ সন্ ক্রীড়তে পুরুষোত্তম ইতি তত্ত্বে। স্বপ্নেন শারীরমভিপ্রহত্যাসুপ্তঃ সুপ্তানভিচাকশীতিত্যাদি চ।। ৩২।।

এবং বিমৃষ্য গুণতো মনসস্ত্র্যবস্থা
মন্মায়য়া ময়ি কৃতা ইতি নিশ্চিতার্থাঃ।
সংছিদ্য হার্দ্দমনুমানসদুক্তিতীক্ষ্ণ-
জ্ঞানাসিনা ভজত মাখিলসংশয়াধিম্।। ৩৩।।

অন্বয়ঃ—এবং বিমৃষ্য (বিচার্য্য) গুণতঃ (যা এতাঃ) মনসঃ ত্র্যবস্থাঃ (জাগদাদ্যাস্তিস্রোঽবস্থাস্তাঃ) মন্মায়য়া (মদবিদ্যয়া) ময়ি কৃতাঃ (কল্পিতা ন তত্ত্বতঃ সন্তীতি) ইতি (এবং) নিশ্চিতার্থাঃ (নিশ্চিত আত্মরূপোঽর্থো যৈস্তে যূয়ম্) অনুমানসদুক্তিতীক্ষ্ণজ্ঞানাসিনা (অনুমানৈঃ সদুক্তিভিঃ সতামুপদেশৈঃ শ্রুতিভিশ্চ তীক্ষ্ণেন জ্ঞানখড়্গেন) অখিল-সংশয়াধিম্ (অখিল সংশয়ানামাধিমাধারমহঙ্কারং) সংছিদ্য (বিনাশ্য) হার্দ্দং (হৃদি স্থিতং) মা (মাং) ভজত (সেবধ্বম্)।।

অনুবাদ— হে উদ্ধব। এইরূপ বিচার পূর্ব্বক গুণ-কৃত জাগরণাদি মানসিক অবস্থাত্রয় আমার অবিদ্যা কর্ত্তৃক আমাতেই কল্পিত হইয়াছে, ইহা নির্ণয় করিয়া তোমরা অনুমান ও সদুপদেশজাত তীক্ষ্ণ জ্ঞানখড়্গে যাবতীয় সংশয়ের আধারস্বরূপ অহঙ্কারকে ছিন্ন করিয়া হৃদয়স্থিত আমার সেবা করিবে।। ৩৩।।

বিশ্বনাথ—ততঃ কিমত আহ,—এবমিতি। গুণতো যা এতা মনসো বুদ্ধেস্ত্র্যবস্থাস্তা মদবিদ্যয়া ময়ি কৃতা ন তত্ত্বতঃ সন্তীতি নিশ্চিত আত্মরূপোঽর্থো যৈস্তে যূয়ং অনুমানৈঃ সদুক্তিভিঃ সতামুপদেশৈঃ শ্রুতিভিশ্চ তীক্ষ্ণেন জ্ঞানখড়্গেন হার্দ্দং হৃত্তবমবস্থাত্রয়ং সংছিদ্য মা মাং অখিল-সংশয়ানামাধিং পীড়কং নাশকং ভজত।। ৩৩।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— তাহা হইতে কি হইল? তাহাই বলিতেছেন— ইহাদ্বারা গুণ হইতে এই মনের ও বুদ্ধির তিন অবস্থা, তাহারা আমার অবিদ্যাদ্বারা আমাতে করা হইয়াছে। বস্তুত উহারা ছিল না, নিশ্চিত আত্মরূপ পদার্থ। এইসকল অনুমান দ্বারা, সাধুগণের উপদেশদ্বারা ও শাস্ত্র-সমূহরূপ তীক্ষ্ণ জ্ঞান খড়্গদ্বারা হৃদয়ে অবস্থিত অবস্থা-ত্রয়কে ছেদন করিয়া আমাকে সমগ্র সংশয়ের নাশকরূপে ভজন কর।। ৩৩।।

বিবৃতি— লব্ধজ্ঞান পুরুষ সুপ্তবুদ্ধি, জাগ্রত বুদ্ধি বা সুষুপ্ত বুদ্ধিত্রয়ের অধীন না পাইয়া স্বীয় মনঃ, বুদ্ধি ও অহঙ্কার বা অপরপ্রকৃতিভোক্তৃত্বের পরিচালকের ভোগ্য-বিচার বিনাশপূর্ব্বক তত্তদ্ভাবে ভগবানের সেবা করিলেই তাঁহার অখিল সংশয় ধ্বংস হয়।। ৩৩।।

ঈক্ষেত বিভ্রমমিদং মনসো বিলাসং
দৃষ্টং বিনষ্টমতিলোলমলাতচক্রম্।
বিজ্ঞানমেকমুরুধেব বিভাতি মায়া
স্বপ্নস্ত্রিধা গুণবিসর্গকৃতো বিকল্পঃ।। ৩৪।।

অন্বয়ঃ— মনসঃ বিলাসং (মনোবিজৃম্ভিতং) দৃষ্টং বিনষ্টং (বিনাশশীলম্) অলাতচক্রম্ (অলাতচক্রবৎ) অতি-লোলম্ (অতিচঞ্চলম্) ইদং (জগৎ) বিভ্রমম্ ঈক্ষেত (বিশিষ্টো ভ্রমো যত্র তথাভূতং পশ্যেৎ) একং বিজ্ঞানং (যদ্ ব্রহ্ম তদেব) উরুধা (বহুধা) ইব বিভাতি (প্রকাশতে ন তু বস্তুত উরুধা যতঃ) ত্রিধা (জাগ্রদাদিভেদেন) গুণবিসর্গ-কৃতঃ (গুণপরিণামজনিতঃ) বিকল্পঃ (ভেদঃ) স্বপ্নঃ মায়া (স্বপ্ন ইব মায়ামাত্র লব্ধস্ফূর্ত্তিরিত্যর্থঃ)।। ৩৪।।

অনুবাদ— মনঃ-কল্পিত, বিনশ্বর, অলাতচক্রতুল্য অতি চঞ্চল এই দৃষ্ট জগৎকে বিশিষ্ট ভ্রম-যুক্ত দর্শন করিবে, বিজ্ঞানস্বরূপ এক ব্রহ্মই নানাপ্রকার বিশিষ্টের নায় প্রকা-শিত হইতেছেন, পরন্তু বস্তুতঃ নানাপ্রকার বিশিষ্ট নহেন, যেহেতু গুণ-পরিণাম-জনিত জাগরণাদি ভেদ স্বপ্নতুল্য মায়ারই বিলাস মাত্র জানিতে হইবে।। ৩৪।।

বিশ্বনাথ— এবমবস্থাত্রয়ান্নিঃসম্বন্ধস্যাত্মনঃ পার্থক্য-মনুভূয় পূর্ব্বং যদহন্তাস্পদং মমতাস্পদীভূতং বস্ত্বাসীত্তদিদং জগৎ বিভ্রমং বিশিষ্টো ভ্রমো যত্র তথাভূতং ঈক্ষেত, কোটি-কোটিজন্মসু তত্র ভ্রমাদেবাহন্তামমতয়োরারোপিতচরত্বাৎ মনসো বিলাসং কৌতুকাস্পদং মনসো বিশিষ্টো লাসো নৃত্যং যত্র তদিতি বা। বিনষ্টমনিত্যং তত্রাপ্যলাতচক্রবদতি-লোলং, ননু তর্হ্যেবস্তু তদ্বৈতদর্শনান্নির্ভেদব্রহ্মানুভবো নোপপদ্যেত, তত্রাহ,—বিজ্ঞানমেকং যদ্ব্রহ্ম তদেব উরুধেব বিভাতি ননু পরমার্থত উরুধা। যতো মায়া মায়য়ৈব ত্রিধা গুণবিসর্গকৃতো বিকল্পঃ স্বপ্নঃ স্বপ্নবদচিরস্থায়ী।। ৩৪।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— এইরূপে অবস্থাত্রয়ের সম্বন্ধ-হীন আত্মার পার্থক্য অনুভব করিয়া প্রথমে যে অহংতা-স্পদ ও মমতাস্পদ বস্তু ছিল সেই এই জগৎরূপ বিশিষ্ট ভ্রম এইরূপে দর্শন করিবে। কোটি কোটি জন্মে দেহে ভ্রমবশতঃ অহংতা ও মমতা আরোপিত হইয়া আসিতেছে সেই হেতু মনের বিলাস কৌতুকাস্পদ মনে বিশিষ্ট যেখানে তাহাই অনিত্য, তাহাতে আবার অলতা- চক্রের ন্যায় অতি চঞ্চল। প্রশ্ন? তাহা হইলে এইপ্রকার দ্বৈতদর্শন-হেতু নির্ভেদ ব্রহ্ম অনুভব জানা যায় না, তাহার উত্তরে বলিতেছেন—বিজ্ঞানরূপ এক যে ব্রহ্ম, তাহাই বিভিন্ন প্রকারে দেখা যাইতেছে। প্রশ্ন? পরমার্থতই বহু প্রকার যাহা হইতে মায়া, মায়াদ্বারাই তিনপ্রকার গুণসৃষ্টিকৃত বিকল্প, স্বপ্নবৎ অচিরস্থায়ী।। ৩৪।।

বিবৃতি— মায়ার গুণত্রয়জাত জাগ্রত, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি অবস্থাত্রয় বিভিন্ন পরিচয়ে পরিচিত হয়। উহা সমস্তই মায়াত্মক— বস্তু-বিষয়ক বাস্তব সত্য নহে, কেবল তাৎকালিক প্রতীতিমাত্র। মায়াবাদীর বিচারে নশ্বর প্রতীতিসমূহই মিথ্যা-নামে অভিহিত হয়। কিন্তু প্রতীতি-

গত বিচারটি প্রাকৃত রাজ্যে 'সত্য' বলিয়াই গৃহীত হয়। যে-কাল পর্য্যন্ত জীব বিভুচিৎ ও অণুচিৎএর নিত্যচেতন-বিলাসের উপলব্ধি করেন না, তৎকালাবধি তাঁহার মায়িক জাড্যময় ভোগাদি ও ত্যাগাদির বিচারে মায়িক বৈশিষ্ট্য-সমূহ হৃদ্দেশ অধিকার করে।

শ্রীকৃষ্ণলীলা-স্মৃতির উদয়ে জীবের ভোগের বা ত্যাগের প্রবৃত্তি নষ্ট হইয়া নিত্যসেবন ধর্ম্মের উদয় হয়।।৩৪।।

মধ্ব—জাগ্রদাদিষু পরমাত্ম-ভেদং বিভ্রমং বীক্ষেত।

জাগ্রদাদিকরো দেবঃ পরমাত্মৈক এব তু।
ইতি বীক্ষেত সততং মুচ্যতে সংসৃতে রতঃ।।
ইতি প্রকাশসংহিতায়াম্।

যদা বিভ্রমোয়মিতি দৃষ্টস্তদৈব বিনষ্টঃ।
শ্রুতিযুক্তিভির্বিচারিতেঽতি লোলঃ।

ক্ষিপ্রং বিনশ্যতীত্যর্থঃ। অলাতস্য চক্রাকার-ভ্রমবৎ। পরমাত্ম-ভেদ ভ্রমঃ। ত্রিগুণৈস্তৎকার্য্যৈঃ পাপাদিভিশ্চ বদ্ধঃ সন্ বিজ্ঞানরূপং পরমাত্মানং ভ্রান্ত্যা বহুধা পশ্যতি।

দেহ-ভেদেষ্ববস্থাসু প্রাদুর্ভাবেষু চৈকলম্।
জ্ঞানানন্দৈকসদ্রূপং ভ্রান্ত্যা ভিন্নং প্রপশ্যতি।।
সা চ ভ্রান্তির্বিনশ্যেত যদা ভ্রান্তিত্ব বেদনম্।
অতিক্ষিপ্রং বিনশ্যেচ্চ ন স্থিরং দিগ্ভ্রমাদিবৎ।।
ত্রিগুণৈর্বন্ধিতা জীবাজ্ঞপ্তিমাত্রং জনার্দ্দনম্।
পশ্যন্তি বহুধা স্বপ্নে যথৈকং বহুধা ক্বচিৎ।।
অভিন্নোঽপি বিভিন্নেষু ব্যবহারো যথা ভবেৎ।
তথৈব ব্যবহারায় শক্তৃত্বান্নৈব দূষণম্।।
ঈশস্য তু তদন্যেষামপি যচ্ছক্তিদায়কঃ।
ইতি ব্রহ্মতর্কে।

অলাত ভ্রামকো যদা নিবর্ত্ততে তদৈব ভ্রমো নিবর্ত্ততে। তদ্বৎ যথা ভ্রমনিবৃত্তিমিচ্ছতি তদৈব গুরূপসদনান্নিবর্ত্তয়িতুং শক্যঃ।

অশক্যোপ্যপি শক্যোয়ং বিনিবর্ত্তয়িতুং ভ্রমঃ।
ঈশস্থো গুরুসম্পত্যা যদি শুদ্ধমনঃ পুমান্।।
ইতি সম্যগ্জ্ঞানে।।৩৪।।

দৃষ্টিং ততঃ প্রতিনিবর্ত্ত্য নিবৃত্ততৃষ্ণ-
স্তূষ্ণীং ভবেন্নিজসুখানুভবো নিরীহঃ।
সংদৃশ্যতে ক্ব চ যদীদমবস্তুবুদ্ধ্যা
ত্যক্তং ভ্রমায় ন ভবেৎ স্মৃতিরানিপাতাৎ।।৩৫।।

অন্বয়ঃ—(তস্মাৎ) ততঃ (দৃশ্যাৎ) দৃষ্টিং (বাস্তব-জ্ঞানং) প্রতিনিবর্ত্ত্য (প্রতিষিধ্য) নিবৃত্ততৃষ্ণঃ তূষ্ণীং নিরীহঃ (মনোবাক্‌কায়ব্যাপাররহিতঃ সন্) নিজসুখানুভবঃ (স্বাত্মানন্দানুসন্ধাতা) ভবেৎ ক্ব চ (ক্বচিদাবশ্যকাহারাদিষু) যদি (যদ্যপি) ইদং (জগৎ) সংদৃশ্যতে (তথাপি পূর্ব্বম্) অবস্তুবুদ্ধ্যা ত্যক্তম্ (অবাস্তব জ্ঞানেন যৎ পরিত্যক্তং তদিদং পুনঃ) ভ্রমায় ন ভবেৎ (মোহায় ন প্রভবেদেব, কিঞ্চ) আনিপাতাৎ (দেহ-পাতপর্য্যন্তং) স্মৃতিঃ (স্মৃতিরিব স্মৃতিঃ সংস্কারমাত্রেণাস্য কেবলমবভাসো ভবেৎ)।।৩৫।।

অনুবাদ— অতএব দৃশ্য প্রপঞ্চ হইতে বাস্তব জ্ঞানের প্রতিষেধ-পূর্ব্বক বিষয়-তৃষ্ণাশূন্য, মৌনী, নিরীহ ও নিজসুখানুভবশীল হইবে। কদাচিৎ আহারাদি কার্য্যানুরোধে যদিও জগৎ-সম্পর্ক সম্ভবপর হয়, তথাপি পূর্ব্বে অবাস্তবজ্ঞানে পরিত্যক্ত হওয়ায় ইহা মোহজনক হইতে পারে না, পরন্তু দেহনিপাত কাল পর্য্যন্ত কেবল সংসার-রূপেই ইহার প্রকাশ হইয়া থাকে।।৩৫।।

বিশ্বনাথ—যস্মাদেবং তস্মাত্ততো দৃশ্যাৎ দৃষ্টিং প্রতিনিবর্ত্ত্য তস্মিন্ নিবৃত্ততৃষ্ণস্তূষ্ণীঞ্চ ভবেৎ,—মনোবাগ্ব্যাপার-রহিত ইত্যর্থঃ। তত্র সামর্থ্যমাহ,—নিজসুখানুভব ইতি। অতো নিরীহঃ কায়িকব্যাপাররহিতশ্চ। ননু দেহবতঃ সর্ব্বথাদ্বৈতদৃষ্টিপ্রতিবর্ত্তনাযোগাৎ পুনঃ সংসারঃ স্যাদেব, তত্রাহ,—সংদৃশ্যতে ইতি। ক্বচিদাবশ্যকাহারাদিষু যদ্যপীদং সংদৃশ্যতে তথাপি পূর্ব্বমবস্তুবুদ্ধ্যা যত্ত্যক্তং তৎ পুনর্মোহায় ন ভবেদেব। কিন্তু দেহপাতপর্য্যন্তং স্মৃতিরিব স্মৃতিঃ সংসারমাত্রেণাবভাসো ভবেদিত্যর্থঃ।।৩৫।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— যেহেতু এইরূপ সেই হেতু দৃশ্য এইজগৎ হইতে দৃষ্টি ফিরাইয়া লইয়া তৃষ্ণা রহিত হইয়া তাহাতেই মৌন থাকিবে। মনের ও বাক্যের ব্যাপার রহিত হইয়া। তাহাতে শক্তির প্রকার বলিতেছেন—আত্ম-

সুখ অনুভব দ্বারা। অতএব নিরীহ অর্থাৎ কায়িক ব্যাপার রহিতও হইবে। প্রশ্ন? দেহধারীর সর্ব্বপ্রকারে দ্বৈতদৃষ্টি-রহিত হওয়া অসম্ভব হেতু পুনরায় সংসার হইবেই? তাহার উত্তরে বলিতেছেন— কোন সময় আবশ্যকীয় আহারাদি-কালে যদিও এই জগৎ ভিন্ন দেখে তথাপি পূর্ব্বোক্ত অবস্তু বুদ্ধিদ্বারা যাহা ত্যক্ত, তাহা পুনরায় মোহের কারণ হয় নাই। কিন্তু দেহ পতন পর্য্যন্ত স্মৃতির মত সংসার মাত্র মিথ্যা জ্ঞান হয়।। ৩৫।।

বিবৃতি— বহির্জ্জগতের অনিত্য ভোগ-চিন্তা নিবৃত্ত হইলে জীব ভোগচেষ্টা-রহিত হইয়া ভগবৎসেবাসুখের অনুসন্ধান করেন। তখন হরিসম্বন্ধি বস্তুসকলকে বস্তুর নিত্যশক্তির সহিত সংশ্লিষ্ট জানিয়া মায়িক অবস্তু-বুদ্ধিকে ভ্রমাত্মিকা বুঝিতে পারেন। স্বরূপসিদ্ধ ব্যক্তি সিদ্ধির কাল-পর্য্যন্ত এই সকল ভোগ্যবস্তুর অকিঞ্চিৎকরতা উপলব্ধি করেন।। ৩৫।।

মধ্ব— নিপাতমন্ধং তমঃ মোক্ষমারভ্য তাবৎ পর্য্যন্তং স্মৃতির্যস্মাজ্ জ্ঞানিনো বর্ত্ততে অতো মূঢ়েষু অবিদ্যা-ব্যবস্থিতো ভ্রমো যদ্যপি সন্দৃশ্যতে তেন তথাপি ভ্রময়ন্ ভবতি। ফলং হি নিপাতং স্মরতি।। ৩৫।।

দেহঞ্চ নশ্বরমবস্থিতমুত্থিতং বা
সিদ্ধো ন পশ্যতি যতোহধ্যগমৎ স্বরূপম্।
দৈবাদপেতমথ দৈববশাদুপেতং
বাসো যথা পরিকৃতং মদিরামদান্ধঃ।। ৩৬।।

অন্বয়ঃ— মদিরামদান্ধঃ (মদ্যমদান্ধদৃষ্টির্জনঃ) যথা পরিকৃতং (পরিহিতং) বাসঃ (বসনং) দৈবাৎ অপেতং (স্খলিতং) অথ (কিম্বা) দৈববশাৎ উপেতং (দেহমাগতমপি ন পশ্যতি তথা) সিদ্ধঃ (জনঃ) যতঃ (যস্মাৎ) স্বরূপম্ অধ্যগমৎ (জ্ঞাতবান্ তস্মাৎ তং) নশ্বর দেহং চ অবস্থিতম্ (আসনে স্থিতম্) উত্থিতং বা (ততো নির্গতং বা পুনরাগতং বা) ন পশ্যতি।। ৩৬।।

অনুবাদ— মদিরামদান্ধদৃষ্টি পুরুষ যেরূপ পরিহিত বসন গাত্র হইতে স্খলিত অথবা পুনরায় দৈববশতঃ গাত্রে সংলগ্ন হইলেও উহা দেখিতে পায় না, সেইরূপ সিদ্ধ পুরুষেরাও স্বরূপজ্ঞান লাভ হওয়ায় এই নশ্বর দেহ আসনে স্থিত, তথা হইতে উত্থিত, বা পুনরায় আগত যেরূপ অবস্থায়ই থাকুক্ না কেন, তিনি তাহা দর্শন করেন না।। ৩৬।।

বিশ্বনাথ— জ্ঞানসিদ্ধস্য জীবন্মুক্তস্য দশামাহ,— দেহমিতি দ্বাভ্যাম্। আসনাদুত্থিতং উত্থায় পুনস্তত্রৈব স্থিতং ন পশ্যতি নানুসন্ধত্তে যতঃ স্বরূপং ব্রহ্মানুভবং অধ্যাগমৎ প্রাপ্তঃ। অত্র দৃষ্টান্তঃ দৈবাদপেতং কেনচিন্নিষ্কাসনাদপগতং কেনচিৎ পরিধাপনাদুপেতং বা বাসঃ পরিকৃতং পরিহিতং মদিরামদান্ধো নানুসন্ধত্তে।। ৩৬।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— জ্ঞানসিদ্ধ জীবনমুক্তের দশা বলিতেছেন—দুইটি শ্লোকদ্বারা। আসন হইতে উঠিয়া পুনরায় সেইখানেই থাকিয়া নিজেকে দেখে না অর্থাৎ অনুসন্ধান করে না, যেহেতু তিনি ব্রহ্মের অনুভব প্রাপ্ত। এস্থলে দৃষ্টান্ত দৈবাৎ 'বিযুক্ত' কোন ব্যক্তি কর্ত্তৃক মুক্ত, অতএব বস্ত্র চলিয়া গিয়াছে অথবা কেহ পরাইয়া দিয়াছে, অতএব বস্ত্র পরা হইয়াছে মদমত্ত ব্যক্তি যেমন অন্ধের ন্যায় তাহা অনুসন্ধান করে না সেইরূপ।। ৩৬।।

বিবৃতি— স্বরূপসিদ্ধ বহির্জ্জগতের ভোগ্যবস্তুর অনুভূতির প্রতি লক্ষ্য থাকে না। সর্ব্বক্ষণ নিত্যবৃত্তিতে অবস্থিতিজনিত নশ্বর দেহ, চঞ্চল মনঃ ও স্থিরা বুদ্ধিকে প্রাকৃত জানিয়া সর্ব্বদা অপ্রাকৃত বিচারে ভগবৎসেবায় নিযুক্ত থাকেন। আসবপানে উন্মত্ত ব্যক্তি যেরূপ স্বীয় পরিধানবস্ত্রের অধিষ্ঠান ও পরিবর্ত্তনের প্রতি অভিনিবেশ-শূন্য হন, তদ্রূপ স্বরূপসিদ্ধ জড়ভোগের প্রতি সর্ব্বদাই উদাসীন ও বিস্মৃতিযুক্ত থাকেন।। ৩৬।।

মধ্ব—ত্রিগুণ সর্গকৃতো বিকল্প ইত্যুক্তং জ্ঞানিনোপি দেহবত্ত্বেন ত্রিগুণিত্বাদ্বিকল্পো ভবতীত্যত আহ। দেহঞ্চ নশ্বরমিতি।। ৩৬।।

দেহোঽপি দৈববশগঃ খলু কর্ম্ম যাবৎ
স্বারম্ভকং প্রতি সমীক্ষত এব সাসুঃ।
তং সপ্রপঞ্চমধিরূঢ়সমাধিযোগঃ
স্বাপ্নং পুনর্ন ভজতে প্রতিবুদ্ধবস্তুঃ।। ৩৭।।

অন্বয়ঃ— দৈববশগঃ (দৈববশেন গচ্ছন্) দেহঃ অপি যাবৎ স্বারম্ভকং (স্বস্যারম্ভকমুৎপাদকং) কর্ম্ম (অস্তি তাবৎ) খলু সাসুঃ (প্রাণেন্দ্রিয়সহিতঃ সন্) প্রতিসমীক্ষত এব (জীবত্যেব) অধিরূঢ়সমাধিযোগঃ (অধিরূঢ়ঃ প্রাপ্তঃ সমাধিযোগঃ সমাধিপর্য্যন্তো যেন সঃ) প্রতিবুদ্ধবস্তুঃ (প্রতিবুদ্ধং জ্ঞাতং বস্তু পরমার্থতত্ত্বং যেন সঃ পুমান্) পুনঃ স্বাপ্নং (স্বপ্নতুল্যং) সপ্রপঞ্চম (ইন্দ্রিয়ভোগাদি সহিতমপি) তং (দেহং) ন ভজতে (তত্র নাসক্তো ভবতি)।।৩৭

অনুবাদ— দৈববশতঃ গতিশীল এই দেহও স্বীয় আরম্ভক কর্ম্মের স্থিতিকাল-পর্য্যন্ত প্রাণ ও ইন্দ্রিয়গণের সহিত অবশ্যই জীবিত থাকে, পরন্তু সমাধি-যোগ-প্রাপ্ত ও পরমার্থতত্ত্বজ্ঞ পুরুষ স্বপ্নতুল্য এই সপ্রপঞ্চ দেহে পুনরায় আসক্ত হন না।। ৩৭ ।।

বিশ্বনাথ—যাবৎ স্বারম্ভকং কর্ম্ম তাবৎ সাসুঃ সপ্রাণঃ সন্ প্রতি সমীক্ষতে মুক্তস্যাপি তস্য কর্ম্মভোগপ্রতীক্ষাং কুর্ব্বন্ জীবেদিত্যর্থঃ। ননু তর্হি তস্মিন্ কদাচিদাসজ্জেদপি? তত্র নেত্যাহ—তং দেহং সপ্রপঞ্চং ইন্দ্রিয়বিষয়-ভোগাদিসহিতমপি ন ভজতে। যথা প্রতিবুদ্ধবস্তুঃ প্রাপ্ত-জাগরো জনঃ স্বাপ্নং দেহং পুনর্ন ভজতে।। ৩৭ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— যে পর্য্যন্ত নিজপ্রারব্ধ কর্ম্ম, সেই পর্য্যন্তই মুক্তজীবেরও প্রাণসহিত কর্ম্মভোগ প্রতীক্ষা করিয়া দেহ জীবিত থাকে। প্রশ্ন? তাহা হইলে কখন ঐ কর্ম্মভোগে আসক্ত হইতে পারে? তাহার উত্তরে বলিতে-ছেন—না, সেই দেহে ইন্দ্রিয় বিষয়ভোগাদি সহিতও আসক্ত হয় না। যেমন জাগরণকারী ব্যক্তি স্বপ্নদৃষ্ট দেহকে পুনরায় লাভ করে না।। ৩৭ ।।

বিবৃতি— ভগবান্ই নিত্যকাল সর্ব্বরসের একমাত্র বিষয় এবং তাঁহার নিত্যাশ্রিত-জ্ঞানে সিদ্ধস্বরূপ ভক্তের দেহপ্রাণাদি থাকাকালেও কৃষ্ণস্মৃতি জন্য ঐ দেহেন্দ্রিয়াদির ভোগে বিস্মৃতি দৃষ্ট হয় এবং অকিঞ্চিৎকর স্বপ্নসদৃশ জাগর ও সুষুপ্তিকেও তৎসহ সমজ্ঞানে ঐসকল অনিত্য-কার্য্যে তাঁহার আসক্তি হয় না; কেননা তাঁহার একমাত্র ভজনীয় বস্তুই ভগবান্।। ৩৭ ।।

মধ্ব—

আদরো ভজনং ভক্তির্বহুমানঞ্চ সেবনম্।
পর্য্যায়বাচকাঃ সর্ব্বে স্মৃতিস্তজ্জন্য কর্ম্ম চ।।
ইতি শব্দনির্ণয়ে।। ৩৭।।

ময়ৈতদুক্তং বো বিপ্রা গুহ্যং যৎ সাংখ্যযোগয়োঃ।
জানীতমাগতং যজ্ঞং যুষ্মদ্ধর্ম্মবিবক্ষয়া।। ৩৮।।

অন্বয়ঃ— (হে) প্রিয়াঃ। সাংখ্যযোগয়োঃ (সাংখ্য-মাত্মানাত্মবিবেকো যোগোঽষ্টাঙ্গস্তয়োঃ) গুহ্যং (রহস্যং) যৎ (তত্ত্বম্ বর্ত্ততে) ময়া বঃ (যুষ্মান্ প্রতি) এতৎ (তদ্-গুহ্যং তত্ত্বম্) উক্তম্ (উপদিষ্টং) মা (মাং) যুষ্মদ্ধর্ম্ম বিবক্ষয়া (যুষ্মান্ প্রতি ধর্ম্মং বক্তুমিচ্ছয়া) আগতম্ (উপ-স্থিতম্) যজ্ঞং (বিষ্ণুং) জানীত (অবগচ্ছত)।। ৩৮।।

অনুবাদ— হে বিপ্রগণ। সাংখ্য ও যোগ-বিষয়ে এই গুহ্য তত্ত্ব তোমাদের নিকট বর্ণন করিলাম। আমি স্বয়ং বিষ্ণু এবং তোমাদের প্রতি ধর্ম্মোপদেশ প্রদানের জন্য এস্থানে উপস্থিত হইয়াছি জানিবে।। ৩৮।।

বিশ্বনাথ— উক্তেঽর্থে তেষাং বিশ্বাসার্থং স্বস্বরূপ-মাহ,—ময়েতি। সাঙ্খ্যমাত্মানাত্মবিবেকঃ যোগোঽষ্টাঙ্গঃ। ধর্ম্মস্য বিবক্ষয়া অনেন ধর্ম্মা অপ্যুপদিষ্টা ইতি জ্ঞেয়ম্। অতএব "যৎ তেন হংসরূপেণ ব্রহ্মণেঽভ্যাত্থ মাধব" ইত্যনুবাদো ভবিষ্যতি।। ৩৮।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— কথিত বিষয়ে তাহাদের বিশ্বাসের জন্য নিজস্বরূপ বলিতেছেন— হে বিপ্রগণ। আমাকর্ত্তৃক উক্ত সাংখ্য অর্থাৎ আত্মবিবেক, অষ্টাঙ্গযোগ এবং ধর্ম্মসকলও উপদিষ্ট হইল জানিবে। অতএব পরে বলা হইবে 'সেই হংসরূপে মাধব ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হইয়া যাহা বলিয়াছিলেন'।। ৩৮।।

বিবৃতি— ভগবান্ বলিলেন,—আমি পুরুষোত্তম বস্তু। সাংখ্য-বেদান্তের অসদ্ ব্যাখ্যার বাহ্যবিচারে যে-সকল গোপনীয় বিচার আছে, আমি তাহারই বক্তা। সুতরাং আমাকে ভগবদ্‌বস্তু হইতে পৃথগ্ বুদ্ধি করিও না। আমিই সকলের ভজনীয় এবং উপদেশক ও উপদিষ্ট উভয়েরই সেব্য বস্তু।। ৩৮।।

অহং যোগস্য সাংখ্যস্য সত্যস্যর্ত্তস্য তেজসঃ।
পরায়ণং দ্বিজশ্রেষ্ঠাঃ শ্রিয়ঃ কীর্ত্তের্দমস্য চ।। ৩৯।।

অন্বয়ঃ— (হে) দ্বিজশ্রেষ্ঠাঃ! অহং সাংখ্যস্য যোগস্য সত্যস্য (অনুষ্ঠীয়মানধর্ম্মস্য) ঋতস্য (প্রমীয়মানধর্ম্মস্য) তেজসঃ (প্রভাবস্য) শ্রিয়ঃ কীর্ত্তেঃ দমস্য চ (এতেষাং) পরায়ণং (পরমাশ্রয়ো ভবামি)।। ৩৯।।

অনুবাদ— হে দ্বিজোত্তমগণ! আমি সাংখ্য, যোগ, সত্য, ঋত, প্রভাব, শ্রী, কীর্ত্তি ও দম—এই সকলের পরম আশ্রয় স্বরূপ।। ৩৯।।

বিশ্বনাথ— অহো অদ্ভুতং জ্ঞানমশ্রৌষ্মেত্যতিচমৎকারবতস্তানালক্ষ্যাহ,—অহমিতি। ''ঋতঞ্চ সুনৃতা বাণী সত্যঞ্চ সমদর্শনম্'' ইত্যগ্রে বক্ষ্যতে। তেজঃ প্রভাবঃ এতেষাং পরায়ণং পরমাশ্রয়ঃ।। ৩৯।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— 'অহো অদ্ভুত জ্ঞানযোগ শ্রবণ করিলাম' এই বলিয়া চমৎকৃত হইলে তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া ভগবান্ বলিতেছেন—'হে দ্বিজোত্তমগণ! সাংখ্য-যোগ সুসত্যবাণী 'সত্যশব্দের অর্থ সমদর্শন' ইহা অগ্রে বলা হইবে। তেজ অর্থাৎ প্রভাব ইহাদের পরমাশ্রয় আমি।।

বিবৃতি— বিভিন্ন মতাবলম্বীয় বিভিন্ন অভিধেয়-বিচারে আমিই একমাত্র আশ্রয়।। ৩৯।।

মাং ভজন্তি গুণাঃ সর্ব্বে নির্গুণং নিরপেক্ষকম্।
সুহৃদং প্রিয়মাত্মানং সাম্যাসঙ্গাদয়োঽগুণাঃ।। ৪০।।

অন্বয়ঃ— অগুণাঃ (গুণপরিণামরূপা ন ভবন্তি কিন্তু নিত্যা) সাম্যাসঙ্গাদয়াঃ (সাম্যমসঙ্গশ্চ তদাদয়ঃ) সর্ব্বে গুণাঃ নির্গুণং (তাদৃশানিত্য গুণসম্পর্কশূন্যং) নিরপেক্ষকং (স্বেচ্ছয়াপি তদসংবদ্ধং) সুহৃদং (নিরুপাধিসর্ব্বহিত-কারিণং) প্রিয়ং (নিরুপাধিসর্ব্বপ্রেমাস্পদম্) আত্মানং (সর্ব্বেষামাশ্রয়স্বরূপং) মাং ভজন্তি (সেবন্তে)।। ৪০।।

অনুবাদ— সাম্য-অসঙ্গ-প্রভৃতি নিত্য অপ্রাকৃত গুণ সকল অনিত্য-প্রাকৃত-গুণ-সম্পর্ক-শূন্য, নিরপেক্ষ, সর্ব্বহিতকারী, সর্ব্ব-প্রেমাস্পদ, সর্ব্বান্তর্য্যামি-স্বরূপ আমার সেবা করিয়া থাকে।। ৪০।।

বিশ্বনাথ— নন্বহং পরায়ণমিতি তদ্বাক্যাদেব ত্বব-স্মিন্ দেহেঽভিমানো দৃশ্যত ইত্যতঃ কথং জ্ঞানমস্মান-শিক্ষয়দ্‌ভবানিত্যাশঙ্কধ্বে চেৎ, সত্যং, নেদং মম শরীরং জীবস্যেব স্বস্মাদ্ভিন্নং ভৌতিকম্। নাপ্যত্রাহঙ্কারাদিকমপি প্রাধানিকং, কিন্তু মৎস্বরূপভূতং সচ্চিদানন্দময়মেবেত্যাহ —মাং নির্গুণং মায়িকগুণাতীতং সর্ব্বে গুণা ভজন্তি। নিরপেক্ষং মায়িকগুণাপেক্ষাশূন্যং কিন্তু সুহৃদং স্বভক্ত-জনানাং হিতকারিণং যতঃ প্রিয়ং তেষাং প্রেমবিষয়ীভূতং তেষু প্রীতিকর্ত্তারঞ্চ 'ইগুপধজ্ঞাপ্রীকিরঃ ক' ইতি কর্ত্তরি ক-প্রত্যয়বিধেঃ। কে তে গুণাঃ সাম্যং সর্ব্বত্র প্রাকৃতবস্তু-ষ্বৌদাসীন্যাং সমত্বঞ্চ, অপ্রাকৃতেষু স্বভক্তেষু আসঙ্গ আসক্তিশ্চ তদাদ্যা আদিশব্দাৎ প্রথমস্কন্ধে পৃথিব্যুক্তাঃ সত্য-শৌচাদয়শ্চানন্তাঃ। কীদৃশাঃ? অগুণাঃ 'গুণপরিণামরূপা ন ভবন্তি, কিন্তু নিত্যা ইত্যর্থঃ।' ইতি শ্রীস্বামিচরণাঃ। 'ইমে চান্যে চ ভগবন্নিত্যা যত্র মহাগুণা' ইতি প্রথমে চ। অতঃ স্বরূপভূতা এব গুণা স্বরূপমেব ভজন্তি। 'ন তস্য কার্য্যং করণঞ্চ বিদ্যতে' ইত্যাদৌ 'স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ' ইতি শ্রুতেঃ।। ৪০।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— প্রশ্ন? 'আমি পরমাশ্রয়' এই যে তোমার বাক্য তাহা হইতেই তোমার এইদেহে অভি-মান দেখা যাইতেছে। অতএব কিরূপে আপনি আমা-দিগকে জ্ঞান শিক্ষাদান করিলেন? এইরূপ আশঙ্কা যদি কর, তাহা সত্য। এই আমার শরীর জীবের ন্যায় আমা হইতে ভিন্ন পাঞ্চভৌতিক নহে। এইদেহে অহঙ্কারাদিও

প্রাকৃত নহে। কিন্তু আমার স্বরূপভূত সচ্চিদানন্দময়ই, ইহাই বলিতেছেন—আমাকে 'নির্গুণ' অর্থাৎ মায়িক-গুণের অতীত গুণসমূহ ভজন করে। নিরপেক্ষ অর্থাৎ মায়িকগুণের অপেক্ষা শূন্য, কিন্তু নিজভক্তগণের হিত-কারী সুহৃদ, যেহেতু তাহাদের প্রিয় প্রেমের বিষয়ীভূত এবং ভক্তগণের প্রীতি কর্ত্তাও জানিবে। সেইগুণসকল কি? তাহার উত্তরে বলি সর্ব্বত্র সাম্য প্রাকৃত বস্তুসমূহে ঔদাসীন্য বশতঃ সমভাব, অপ্রাকৃত নিজ ভক্তসমূহে আসক্ত তদ্‌আদি এই আদি শব্দদ্বারা প্রথমস্কন্ধে পৃথিবী কর্ত্তৃক উক্ত সত্য শৌচাদি অনন্তগুণ। তাহারা কিরূপ? গুণপরিণামরূপ নহে অতএব অগুণ, কিন্তু নিত্য, ইহা শ্রীস্বামিপাদ বলিয়াছেন। হে ভগবন্! আপনাতে এইসকল মহাগুণ এবং অন্যগুণসমূহও বিদ্যমান ইহা প্রথমস্কন্ধে বলা হইয়াছে। অতএব স্বরূপভূতগুণসমূহ স্বরূপকেই আশ্রয় করিয়া আছে। শ্রুতিতেও বলা হইয়াছে—'ব্রহ্মের প্রাকৃত ইন্দ্রিয় নাই স্বাভাবিকী জ্ঞান-বল-ক্রিয়ারূপ শক্তিও আছে।। ৪০।।

বিবৃতি— আমাকে নির্গুণ বলিয়া বিচার করিতে গিয়া মায়াবাদের বিচার আবাহন করিও না। আমি—নিখিল সদ্‌গুণসম্পন্ন, প্রাকৃতগুণাতীত, প্রাকৃত গুণাপেক্ষা-রহিত, ভক্তের একমাত্র শুভানুধ্যায়ী, সর্ব্বজনাশ্রয় এবং সর্ব্বজনকাম্য। নিত্যত্ব, সমত্ব ও সঙ্গরাহিত্য প্রভৃতি সদ্‌-গুণগুলি আমাতেই নিত্যাবস্থিত। আমি অনিত্য-গুণের দ্বারা পরিচিত বস্তুমাত্র নহি; আমি জড়াসক্ত জনগণের ধারণা হইতে পৃথক্ বস্তু।। ৪০।।

মধ্ব—

অপূর্ণ-গুণ-রূপাস্তু সম্পূর্ণ গুণরূপকম্।
ভজন্তি পরমং ব্রহ্ম দেবাস্ত্রিগুণবর্জ্জিতম্।।
ইতি কাল-সংহিতায়াম্।। ৪০।।

ইতি মে ছিন্নসন্দেহা মুনয়ঃ সনকাদয়ঃ।
সভাজয়িত্বা পরয়া ভক্ত্যাগৃণত সংস্তবৈঃ।। ৪১।।

অন্বয়ঃ—(হে উদ্ধব!) মে (ময়া) ইতি (পূর্ব্বোক্ত-ক্রমেণ) ছিন্নসন্দেহাঃ (ছিন্নাঃ বিনাশিতাঃ সন্দেহাঃ সংশয়াঃ যেষাং তে) সনকাদয়ঃ মুনয়ঃ (তদানীং) পরয়া (প্রেম-লক্ষণয়া) ভক্ত্যা সভাজয়িত্বা (মাং পূজয়িত্বা) সংস্তবৈঃ (দিব্যস্তোত্রৈঃ) অগৃণত (স্তুতবন্তঃ)।। ৪১।।

অনুবাদ— হে উদ্ধব। সনকাদি মুনিগণ আমার বাক্যে সংশয়-মুক্ত হইয়া তৎকালে প্রেমলক্ষণা ভক্তির সহিত আমার পূজা করিয়া দিব্যস্তোত্র-বাক্যদ্বারা স্তুতি করিয়াছিলেন।। ৪১।।

বিশ্বনাথ— অগৃণত অগৃণন্ত মাং তুষ্টুবুঃ।। ৪১।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— হে উদ্ধব! সনকাদি মুনিগণ আমার বাক্যে সংশয় মুক্ত হইয়া দিব্য স্তোত্র বাক্যদ্বারা আমাকে স্তুতি করিয়াছিল।। ৪১।।

বিবৃতি— যাঁহারা জড়ভোগ হইতে নিবৃত্ত হন, তাঁহাদের কোন প্রকার সন্দেহ থাকে না। সনকাদি মুনিগণ সেই অবস্থা লাভ করিয়া ভজনানন্দে কীর্ত্তনমুখে আমার পূজা, স্তব প্রভৃতি করিয়া থাকেন।। ৪১।।

তৈরহং পূজিতঃ সম্যক্ সংস্তুতঃ পরমর্ষিভিঃ।
প্রত্যেয়ায় স্বকং ধাম পশ্যতঃ পরমেষ্ঠিনঃ।। ৪২।।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামেকাদশস্কন্ধে শ্রীভগবদুদ্ধবসংবাদে ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ।। ১৩।।

অন্বয়ঃ— পরমর্ষিভিঃ তৈঃ (সনকাদিভিঃ) সম্যক্ পূজিতঃ সংস্তুতঃ (চ) অহং পরমেষ্ঠিনঃ পশ্যতঃ (পরমেষ্ঠিনি ব্রহ্মণি পশ্যতি সতি) স্বকং ধাম (নিজলোকং) প্রত্যেয়ায় (প্রত্যাগতোঽস্মি)।। ৪২।।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে ত্রয়োদশাধ্যায়স্যান্বয়ঃ।

অনুবাদ—অনন্তর সেই পরমর্ষিগণ-কর্ত্তৃক পূজিত ও বন্দিত হইয়া আমি সাক্ষাৎকারী ব্রহ্মার সমীপেই নিজ লোকে প্রত্যাগমন করিয়াছিলাম।। ৪২।।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে ত্রয়োদশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

বিশ্বনাথ— প্রত্যেয়ায় প্রত্যাগতোঽস্মি।। ৪২।।
ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।
একাদশে সঙ্গতঃ সৎসঙ্গতোঽভূত্ত্রয়োদশঃ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— তৎপরে সেই মহর্ষিগণ কর্ত্তৃক পূজিত ও বন্দিত হইয়া আমি সাক্ষাৎকারী ব্রহ্মার নিকট হইতে নিজলোকে প্রত্যাগমন করি।। ৪২।।

ভক্তচিত্তের আনন্দদায়িনী সারার্থদর্শিনী টীকাতে একাদশস্কন্ধে ত্রয়োদশ অধ্যায় সাধুগণের সঙ্গে সমাপ্ত হইলেন।

ইতি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর কৃতা শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশস্কন্ধের ত্রয়োদশ অধ্যায়ের সারার্থদর্শিনী টীকার অনুবাদ সমাপ্ত হইলেন।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশস্কন্ধের ত্রয়োদশ অধ্যায়ের বিবৃতি সমাপ্ত।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধের ত্রয়োদশ অধ্যায়ের গৌড়ীয় ভাষ্য সমাপ্ত।

চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ

শ্রীউদ্ধব উবাচ—
বদন্তি কৃষ্ণ শ্রেয়াংসি বহূনি ব্রহ্মবাদিনঃ।
তেষাং বিকল্পপ্রাধান্যমুতাহো একমুখ্যতা।। ১।।

গৌড়ীয় ভাষ্য

চতুর্দ্দশ অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে ভক্তিযোগই যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধন, তাহাই সুষ্ঠুরূপে বর্ণিত হইয়াছে। তৎসহ ধ্যান-প্রণালীও উক্ত হইয়াছে।

শ্রীউদ্ধব শ্রেয়ঃসাধন এবং নিষ্কাম-ভক্তিযোগের শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলে শ্রীভগবান্ বলিলেন যে,—বেদোক্ত স্বরূপভূত ধর্ম্ম প্রলয়ে অদৃশ্য হইলে সৃষ্টির প্রারম্ভে ভগবান্ ব্রহ্মাকে, ব্রহ্মা মনুকে, মনু ভৃগ্বাদি ঋষিকে এবং উক্ত ঋষিগণ দেবদানবাদিকে ঐ ধর্ম্ম উপদেশ করেন। বাসনাবৈচিত্র্য-হেতু ধর্ম্মের ব্যাখ্যাবিষয়ে বিবিধ প্রকার বাক্য উচ্চারণ, বিভিন্ন মতির উদয় এবং পাষণ্ডমত-সমূহের প্রচার হয়। মায়ামুগ্ধ জীব নিত্যমঙ্গলবিধানে অসমর্থ হইয়া ব্রতাদিকেই শ্রেয়ঃসাধন বলিয়া নির্দ্দেশ করেন; কিন্তু ভগবানে চিত্ত সমর্পণপূর্ব্বক আত্মপরিতৃপ্ত ও বিষয়বাসনা-শূন্য হওয়াই একমাত্র সুখ। তাহাতে ভোগ-মোক্ষাদিবাঞ্ছা দূরীভূত হয়।

ভক্ত ভগবানের প্রিয়তম ও নিত্য সন্নিহিত হওয়ায় বিশ্ব পবিত্র করেন। প্রথমমুখে সম্পূর্ণভাবে ইন্দ্রিয় জয় না হইলেও ভক্ত বিষয়-কর্ত্তৃক বিপথগামী হন না। ভক্তি পাপরাশি বিনষ্ট করে; চিত্তশুদ্ধকারিণী কেবলা-ভক্তিই পুরুষোত্তম লাভ করাইতে ও সকলকে পবিত্র করিতে পারে; দান-ধর্ম্মাদির সে ক্ষমতা নাই। রোমহর্ষাদি লক্ষণ ভক্তে দৃষ্ট হয়। স্ত্রীসঙ্গ বর্জ্জনপূর্ব্বক নিরন্তর কৃষ্ণচিন্তায় চিত্ত সমাহিত করা কর্ত্তব্য।

অতঃপর শ্রীভগবান্ শ্রীউদ্ধবকর্ত্তৃক পৃষ্ট হইয়া ধ্যেয় রূপ সম্বন্ধে উপদেশ করেন।

অন্বয়ঃ— শ্রীউদ্ধবঃ উবাচ—(হে) কৃষ্ণ! ব্রহ্মবাদিনঃ (ব্রহ্মব্যাখ্যাতার ঋষয়ঃ) বহূনি (বিবিধানি) শ্রেয়াংসি (শ্রেয়ঃ সাধনানি) বদন্তি তেষাং (শ্রেয়ঃ সাধনানাং) বিকল্প-প্রাধান্যং (কিং বিকল্পেন প্রাধান্যম্) উতাহো (অথবা) এক-মুখ্যতা (একস্যৈব মুখতা প্রাধান্যং ভবতি তদ্ বদ)।। ১

অনুবাদ—শ্রীউদ্ধব বলিলেন,— হে কৃষ্ণ! ব্রহ্মবাদী ঋষিগণ বিবিধি শ্রেয়ঃসাধন বর্ণন করিয়া থাকেন। তাঁহাদের

মধ্যে বৈকল্পিকভাবে সমস্তগুলিই প্রধান অথবা তন্মধ্যে একটিই প্রধান, তাহা অনুগ্রহপূর্ব্বক বর্ণন করুন।। ১।।

বিশ্বনাথ—

ভক্তেঃ কৃষ্ণবশীকারসর্ব্বোৎকর্ষশ্চতুর্দ্দশে।
তদ্বতাঞ্চ মুমুক্ষোঃ সম্মতং ধ্যানঞ্চ বর্ণিতম্।।০।।

শ্রুতানাং শ্রোতব্যানাঞ্চ শ্রেয়ঃসাধনানাং তারতম্যাদিকং পৃচ্ছতি,—বদন্তীতি। শ্রেয়াংসি শ্রেয়ঃসাধনানি—কিং বিকল্পেন প্রাধান্যং ইদং প্রধানমিদম্বা প্রধানমিতি। উতাহো একস্যৈব মুখ্যতা ইদমেব প্রধানমিতি।। ১।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— এই চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণবশীকারী ভক্তির সর্ব্ব উৎকর্ষ এবং ঐ ভক্তিমান মুমুক্ষুগণের সম্মত ধ্যানও বর্ণিত হইয়াছে।

শ্রীউদ্ধব শ্রুত বিষয়সমূহের এবং যাহা শুনা হইবে সেইসকল উত্তম মঙ্গল সাধনের তারতম্য আদি জিজ্ঞাসা করিতেছেন— হে কৃষ্ণ! ব্রহ্মবাদী ঋষিগণ বহুবিধ মঙ্গলের কথা ও তাহার সাধনের কথা বলেন তাহাদের মধ্যে যেকোন একটি প্রধান বা ইহাই প্রধান অথবা একটিই মুখ্য তাহা আপনি বলুন।। ১।।

ভবতোদাহৃতঃ স্বামিন্ ভক্তিযোগোঽনপেক্ষিতঃ।
নিরস্য সর্ব্বতঃ সঙ্গং যেন ত্বয্যাবিশেন্মনঃ।। ২।।

অন্বয়ঃ—(হে) স্বামিন্! যেন (ভক্তিযোগেন) সর্ব্বতঃ সঙ্গং (সর্ব্বসঙ্গং) নিরস্য (বিসৃজ্য) ত্বয়ি (পরমাত্মনি) মনঃ আবিশেৎ (প্রবিষ্টং ভবেৎ) ভবতা উদাহৃতঃ (পূর্ব্বমুক্তঃ) অনপেক্ষিতঃ (নিষ্কামঃ সঃ) ভক্তিযোগঃ (সর্ব্বেষা মপি শ্রৈষ্ঠ্যে সম্মত উত তবৈবেতি নির্দ্ধার্য্যোচ্যতম্)।। ২।।

অনুবাদ— হে প্রভো! যে ভক্তিযোগদ্বারা সর্ব্বসঙ্গ পরিহারপূর্ব্বক আপনার প্রতি চিত্ত নিবিষ্ট হয়, আপনা-কর্ত্তৃক উপদিষ্ট সেই নিষ্কাম ভক্তিযোগ শ্রেষ্ঠ বলিয়া সর্ব্বসম্মত অথবা কেবল আপনারই সম্মত, তাহা নির্দ্ধারণ করিয়া বলুন।। ২।।

বিশ্বনাথ— ভবন্মতে তু ভক্তিযোগ এব মুখ্য ইত্যাহ,—ভবতেতি। অনপেক্ষিতা নিষ্কামো ভক্তিযোগ এব ভবতা উদাহৃতঃ উৎকর্ষেণ আহৃতঃ আনীতঃ যেন মনস্ত্বদাবিষ্টং স্যাৎ স কিং সর্ব্বেষামপি শ্রৈষ্ঠ্যে সম্মতঃ উত তবৈবেতি নির্দ্ধার্য্যোচ্যতামিতি ভাবঃ।। ২।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— আপনার মতে কিন্তু ভক্তিযোগই মুখ্য ইহাই বলিতেছেন—নিষ্কাম ভক্তিযোগই সর্ব্বোৎকৃষ্টরূপে আপনা কর্ত্তৃক বলা হইয়াছে, যাহার দ্বারা মন তোমাতে আবিষ্ট হয়। তাহা কি সকলের মতে শ্রেষ্ঠ, অথবা তোমার মতেই শ্রেষ্ঠ—ইহা নির্দ্ধারণ করিয়া বলুন।। ২।।

বিবৃতি— উদ্ধব শ্রীকৃষ্ণকে কহিলেন,—ভগবদ্ভক্তি স্বয়ংই প্রধান কাহারও অপেক্ষা করে না। চঞ্চল বিষয়াসক্ত মন সাংসারিক ভোগ হইতে পৃথক্ হইয়া ভক্তিযোগ অবলম্বন করিলেই তাহার চঞ্চল্যাদিধর্ম্ম থাকিতে পারে না।। ২।।

শ্রীভগবানুবাচ—

কালেন নষ্টা প্রলয়ে বাণীয়ং বেদসংজ্ঞিতা।
ময়াদৌ ব্রহ্মণে প্রোক্তা ধর্ম্মো যস্যাং মদাত্মকঃ।। ৩।।

অন্বয়ঃ— শ্রীভগবান্ উবাচ— যস্যাং (বেদ-সংজ্ঞিতায়াং বাণ্যাং) মদাত্মকঃ (মৎস্বরূপ-ভূতঃ) ধর্ম্মঃ (বর্ত্ততে) প্রলয়ে কালেন (কালপ্রভাবেণ) নষ্টা (অদৃষ্টা সা) ইয়ং বেদসংজ্ঞিতা বাণী ময়া আদৌ (কল্পাদৌ) ব্রহ্মণে প্রোক্তা (প্রকৃষ্টরূপেণোক্তা)।।৩।।

অনুবাদ— শ্রীভগবান্ বলিলেন,— যে বেদবাক্যে মদীয় স্বরূপভূত ধর্ম্ম বর্ণিত রহিয়াছে, তাহা কালপ্রভাবে প্রলয়ে অদৃশ্য হইলে সৃষ্টির প্রারম্ভে আমিই ব্রহ্মাকে ইহার উপদেশ প্রদান করিয়াছিলাম।।৩।।

বিশ্বনাথ— ভো উদ্ধব, সর্ব্বমতানি বেদাদেবোত্থিতানি তস্য তস্য বেদস্য তু মদ্ভক্তিযোগ এব তাৎপর্য্যমিত্যাহ,—কালেনেতি। মদাত্মকঃ মৎস্বরূপভূত, ভক্তিযোগস্য হ্লাদিনী সারভূতত্বাৎ। যদ্বা ময্যেব আত্মা চিত্তং

যতশ্চিত্তস্য মদাবিষ্টতা মদ্ভক্ত্যৈব ভবেৎ। 'ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ' ইতি মদ্বচনাদ্ভক্ত্যৈবাহমিন্দ্রিয়ৈর্গ্রহীতুং শক্যো নান্যথেতি তত্রার্থো দ্রষ্টব্যঃ। ব্রহ্মবাদিভিরুক্তানাং মদ্ভক্তি-যোগাদন্যেষাং শ্রেয়সাং মৎপ্রাপকত্বাভাবাৎ শ্রেয়স্ত্বমেবং বস্তুতো নাস্তীত্যতস্তেষাং বিকল্পতঃ প্রাধান্যেন একস্য মুখ্যত্বেন বা জিজ্ঞাস্যেন তব কিং প্রয়োজনমিতি ভাবঃ।।৩

টীকার বঙ্গানুবাদ— শ্রীভগবান বলিতেছেন— হে উদ্ধব! সকল মতই বেদ হইতে উত্থিত, আমার ভক্তি-যোগই সেই সেই বেদের তাৎপর্য্য, ইহাই বলিতেছেন— প্রলয়কালে আমার বাণীরূপ বেদ নষ্ট হইলে পর সৃষ্টির আদিতে আমি ব্রহ্মাকে পুনরায় বলি। যে ধর্ম্ম আমার স্বরূপভূত ও ভক্তিযোগ হ্লাদিনীর সারস্বরূপ হেতু অথবা আমাতেই আত্মা অর্থাৎ চিত্ত, যে চিত্ত আমার ভক্তিদ্বারাই আমাতে আবিষ্ট হয় 'আমি একমাত্র ভক্তিদ্বারাই গ্রাহ্য হই' এই আমার বচন থাকায় ভক্তিদ্বারাই আমি ভক্তের ইন্দ্রিয়সমূহে গ্রাহ্য হই। অন্যপ্রকারে নহে। ব্রহ্মবাদীগণ কর্ত্তৃক উক্ত আমার ভক্তিযোগ হইতে অন্য মঙ্গলের পথ, আমাকে প্রাপ্ত করায় না। অতএব তাহাতে বস্তুত মঙ্গলই নাই। অতএব তাহাদের যেকোন একটির প্রাধান্য অথবা একটির মুখ্য জিজ্ঞাসা করায় তোমার কি প্রয়োজন।।৩

বিবৃতি— জড়েন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়াতীত বস্তু চিন্ময়-শব্দগম্য। বদ্ধজীবের অবস্থা-বিশেষে ঐ চেতনবাণী শ্রবণ করিবার সুযোগ ঘটে না। চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা ভগবৎকর্ত্তৃক সেই ভাগবতধর্ম্ম উপদিষ্ট হইয়াছিলেন। যাহারা জড়-ভোগপর, তাহাদের নিকট ভাগবতধর্ম্মের প্রাধান্য নাই।।৩

তেন প্রোক্তা স্বপুত্রায় মনবে পূর্ব্বজায় সা।
ততো ভৃগ্বাদয়োঽগৃহ্নন্ সপ্ত ব্রহ্মমহর্ষয়ঃ।। ৪।।

অন্বয়ঃ— তেন (ব্রহ্মণাপি) পূর্ব্বজায় (জ্যেষ্ঠায়) স্বপুত্রায় মনবে সা (বেদবাণী) প্রোক্তা (উপদিষ্টা) ভৃগ্বাদয়ঃ সপ্ত ব্রহ্মমহর্ষয়ঃ ততঃ (মনোস্তাম্) অগৃহ্নন্ (প্রাপুঃ)।।৪

অনুবাদ— ব্রহ্মা স্বীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র মনুকে উহার উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন এবং ভৃগু প্রভৃতিসপ্ত ব্রহ্মর্ষি মনুর নিকট হইতে উহা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।। ৪।।

মধ্ব—

রুদ্রমিন্দুং কুমারঞ্চ বিনৈবান্যাগ্রজো মনুঃ।
ব্রহ্মপুত্রেষ্বাদি সৃষ্টাবন্যথাত্বং পুনর্জ্জনেঃ।।

ইতি স্কান্দে।

পূর্ব্বসৃষ্টৌ পূর্ব্বজায়েতেধিকাঃ সর্ব্বতো গুণৈঃ অনাদ্যনন্ত কালেষু মুক্তাবপি যথা ক্রমমিতি নিবন্ধে।।৩-৪

তেভ্যঃ পিতৃভ্যস্তৎপুত্রা দেবদানবগুহ্যকাঃ।
মনুষ্যাঃ সিদ্ধগন্ধর্ব্বাঃ সবিদ্যাধরচারণাঃ।। ৫।।
কিংদেবাঃ কিন্নরা নাগা রক্ষঃ কিংপুরুষাদয়ঃ।
বহ্ব্যস্তেষাং প্রকৃতয়ো রজঃসত্ত্বতমোভুবঃ।। ৬।।
যাভির্ভূতানি ভিদ্যন্তে ভূতানাং পতয়স্তথা।
যথাপ্রকৃতি সর্ব্বেষাং চিত্রা বাচঃ স্রবন্তি হি।। ৭।।

অন্বয়ঃ— তেভ্যঃ (ভৃগ্বাদিভ্যঃ) পিতৃভ্যঃ (সকাশাৎ) তৎপুত্রাঃ (তেষাং পুত্রাঃ) দেবদানব-গুহ্যকাঃ মনুষ্যাঃ সিদ্ধ-গন্ধর্ব্বাঃ সবিদ্যাধরচারণাঃ (বিদ্যধরৈঃ সহ চারণাঃ কিঞ্চ) কিংদেবাঃ (ক্লমস্বেদদৌর্গন্ধ্যাদিরাহিত্যেন কিং দেবা মনুষ্যা বেতি সন্দেহাস্পদং দ্বীপান্তরমনুষ্যাঃ) কিন্নরাঃ (কিঞ্চিন্নরাঃ ইব মুখতঃ শরীরতো বা জীবাঃ) নাগাঃ রক্ষঃ কিংপুরুষা-দয়ঃ (রাক্ষসাস্তথা কিঞ্চিৎ পুরুষা ইব বানরাদয়স্তামগৃহ্নন্) তেষাং (জীবানাং) রজঃসত্ত্বতমোভুবঃ (রজঃসত্ত্বতমাংসি ভুবো জন্মস্থানানি যাসাং তাস্তথা ভূতাঃ) বহ্ব্যঃ (বিবিধাঃ) প্রকৃতয়ঃ (বাসনা বর্ত্তন্তে) যাভিঃ (বাসনাভিঃ) ভূতানি (দেবাসুরমনুষ্যাদীনি) তথা (তদ্বৎ) ভূতানাং পতয়ঃ (চ) ভিদ্যন্তে (বিবিধপ্রকারাণি ভবন্তি) সর্ব্বেষাং (তেষাং দেবাদীনাং) যথা প্রকৃতি (বাসনানুসারেণ) চিত্রাঃ বাচঃ (ব্যাখ্যানে বিবিধ প্রকারারাবচ্ছিন্নানি বাক্যানি) স্রবন্তি হি (নিঃসরন্তি)।। ৫-৭।।

অনুবাদ— ভৃগু প্রভৃতি পিতৃগণের নিকট হইতে তাঁহাদের পুত্র দেব, দানব, গুহ্যক, মনুষ্য, সিদ্ধ, গন্ধর্ব,

বিদ্যাধর, চারণ, কিংদেব, কিন্নর, নাগ, রাক্ষস এবং কিম্পুরুষ প্রভৃতি সকলে তাহা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই সকল জীবগণের রজঃসত্ত্বতমোগুণ হইতে জন্ম হওয়ায় বাসনা বহুপ্রকার হইয়াছে। ঐ সকল বাসনা হেতু দেবাসুর মনুষ্যাদি ভূতগণ এবং ভূতগণের বিভিন্ন প্রকার হইয়া থাকেন এবং তাহাদের বাসনা-বৈচিত্র্য হেতু ধর্মের ব্যাখ্যা বিবিধ বিবিধ প্রকার বাক্য উৎপত্তি হইয়া থাকে॥৫-৭॥

বিশ্বনাথ— কথং তর্হি নানামতোৎপত্তিরিত্যত আহ—তেভ্য ইত্যষ্টভিঃ। ভৃগ্বাদয়ঃ ভৃগুশ্চ মরীচিরত্রিরঙ্গিরসৌ পুলস্ত্যঃ পুলহঃ ক্রতুরিত্যেতে চ সপ্ত ব্রহ্মাণঃ প্রজাপতয়স্তে চ মহর্ষয়শ্চ। কিংদেবাঃ শ্রমস্বেদদৌর্গন্ধ্যাদি রাহিত্যেন কিন্দেবা মনুষ্যা বেতিসন্দেহাস্পদীভূতাঃ দ্বীপান্তরমনুষ্যা এব, কিন্নরাঃ কিঞ্চিন্নরাঃ ইব মুখতঃ শরীরতো বা কিম্পুরুষাঃ কিঞ্চিৎ পুরুষা ইব বানরাদয়ঃ। প্রকৃতয়ো বাসনা বহ্ব্যঃ, কুতঃ? রজঃসত্ত্বতমাংসি ভুবো জন্মস্থানানি যাসাং তাঃ। ভূতানি দেবাসুরমনুষ্যাদীনি। চিত্রা বাচঃ বেদার্থব্যাখ্যানরূপাঃ॥৫-৭॥

টীকার বঙ্গানুবাদ— প্রশ্ন? তাহা হইলে কিরূপে নানামতের উৎপত্তি হইল? ইহার উত্তরে শ্রীভগবান আটটি শ্লোকদ্বারা বলিতেছেন—ভৃগু, মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরস, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু—এই সাতজন ব্রাহ্মণ, ইহারা প্রজাপতি ও মহর্ষি। যাহাদের শরীরে ঘর্ম্ম খেদ দুর্গন্ধাদি নাই, তাহারা কিংদেব। অথবা মনুষ্য এইরূপ সন্দেহাস্পদ দ্বীপান্তরবাসী মনুষ্যগণই। কিন্নর কিঞ্চিৎনরের ন্যায় মুখ বা শরীর, কিংপুরুষ—কিঞ্চিৎ পুরুষের ন্যায় বানরাদি। বাসনাবহুল কি কারণ? রজসত্ত্বতম এই তিনগুণ জন্মস্থান যাহাদের তাহারা দেব অসুর মনুষ্য আদি ভূত সমূহ। চিত্রা-বাক্য বেদের অর্থ ব্যাখ্যা রূপ॥৫-৭॥

বিবৃতি— জীবের ভগবদ্বৈমুখ্যের তারতম্যক্রমে বেদমন্ত্রসকল বিভিন্ন আকার ধারণ করিয়া ভোগি-জীবের বাসনা তৃপ্ত করেন॥৭॥

এবং প্রকৃতিবৈচিত্র্যাদ্ভিদ্যন্তে মতয়ো নৃণাম্।
পারম্পর্যেণ কেষাঞ্চিৎ পাষণ্ডমতয়োঽপরে॥৮॥

অন্বয়— এবং নৃণাং প্রকৃতিবৈচিত্র্যাৎ (স্বভাবভেদাৎ) মতয়ঃ ভিদ্যন্তে (পৃথক্ ভবন্তি) কেষাঞ্চিৎ (কেষাম্ অপি) পারম্পর্যেণ (উপদেশপরম্পরয়া মতয়ো ভিদ্যন্তে) অপরে (কেচন) পাষণ্ডমতয়ঃ (বেদবিরুদ্ধার্থ মতযুক্তা ভবন্তি)॥৮॥

অনুবাদ— এইরূপে মানবগণের স্বভাবভেদে বিভিন্ন মতির উদয় হইয়া থাকে। কেহ কেহ বেদপাঠ রহিত হইয়াও উপদেশপরম্পরাক্রমে বিভিন্ন মতযুক্ত এবং অন্যান্য কতিপয় পুরুষ পাষণ্ডমতযুক্ত হইয়া থাকে॥৮॥

বিশ্বনাথ— পারম্পর্যেণ গুরূপদেশপরম্পরয়া। পাষণ্ডমতয়ঃ অতিতমঃপ্রকৃতিত্বাৎ বেদবিরুদ্ধার্থমতয়ঃ। তেন ভাগীরথ্যা জলং শুদ্ধং মধুরমপি তত্তীরবর্ত্তি নিম্ব চিঞ্চা কপিত্থ বিষবৃক্ষাদিভিঃ স্ব স্ব মূলদ্বারা গৃহীতং বিরসং বিরুদ্ধরসং চ যথা ভবেত্তথৈব তেষাং তেষাং ব্যাখ্যাতৄণাং মুখাৎ প্রাপ্তা বেদার্থো বিরসো বিরুদ্ধফলপ্রদশ্চ ভবেদিতি ভাবঃ॥৮॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—পারম্পর্য্য অর্থাৎ গুরু উপদেশ পরম্পরা প্রাপ্ত। পাষণ্ডমত সমূহ অতি মূঢ় প্রকৃতি হেতু বেদ বিরুদ্ধ অর্থযুক্ত মতসমূহ, তাহার দ্বারা, ভাগীরথী গঙ্গারজল শুদ্ধমধুর হইলেও ঐ গঙ্গাতটবর্ত্তী নিম্ব তেঁতুল কয়েদবেল বিষবৃক্ষাদি কর্ত্তৃক নিজ নিজ মূলদ্বারা গৃহীত বিরুদ্ধ রসসমূহ যেমন হয় সেইরূপ সেই সেই ব্যাখ্যা কর্ত্তৃকগণের মুখে গিয়া বেদার্থ সমূহ বিরস ও বিরুদ্ধ ফলপ্রদ হয়, ইহাই ভাবার্থ॥৮॥

বিবৃতি— প্রাকৃত বিচার সম্পন্ন ব্যক্তিগণ প্রাকৃত বস্তুর বিভিন্ন বৈচিত্র্য দর্শন করিয়া প্রকৃত নিত্য সত্য হইতে বঞ্চিত হন এবং তাহাদের পরামর্শ মতে ভক্তিহীন পাষণ্ড ধর্ম্মে প্রবৃত্ত হন। শ্রুতিবিরুদ্ধ মতের প্রচারই তাঁহাদের দুর্ভাগ্যের পরিচয়॥৮॥

মন্মায়ামোহিতধিয়ঃ পুরুষাঃ পুরুষর্ষভ।
শ্রেয়ো বদন্ত্যনেকান্তং যথাকর্ম যথারুচি।। ৯।।

অন্বয়ঃ—(হে) পুরুষর্ষভ! (হে পুরুষশ্রেষ্ঠ!) মন্মায়ামোহিতধিয়ঃ (মম মায়য়া বিমোহিতচিত্তাঃ) পুরুষাঃ যথাকর্ম্ম যথারুচি (কর্ম্মানুসারে রুচ্যনুসারেণ চ) অনেকান্তং (নানাবিধং) শ্রেয়ঃ (শ্রেয়ঃ সাধনং) বদন্তি।। ৯।।

অনুবাদ— হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! মানবগণ আমার মায়ায় বিমোহিত হইয়া রুচিকর্ম্মভেদে নানাবিধ শ্রেয়ঃসাধন বর্ণন করিয়া থাকেন।। ৯।।

বিশ্বনাথ— অনেকান্তং নানাবিধম্।। ৯।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—অনেকান্ত অর্থাৎ নানাবিধ।।৯

বিবৃতি— জীবগণের কর্ম্মানুসারে রুচির উদয় হয়। সেই রুচি-বশেই তাঁহারা নানাপ্রকার কর্ম্মফলভোগে তাৎপর্য্য-পরতাকেই শ্রেয়ঃ জ্ঞান করেন। কখনও কখনও তাঁহারা পঞ্চবিধ সকাম উপাসনা পরিত্যাগপূর্ব্বক নির্ব্বিশেষবিচারে প্রমত্ত হন। তাঁহারা স্ব-স্ব-বিচারমূঢ়তা প্রদর্শনপূর্ব্বক পুরুষোত্তমের সেবাই যে একমাত্র শ্রেয়ঃসাধন—ইহা বুঝিতে পারে না। কেহ বা গুরু, কেহ বা শিষ্য প্রভৃতির সজ্জায় নিষ্ঠা-বর্জ্জিত হইয়া অনর্থ-সাগরে পতিত হয়, এবং অনর্থের মধ্যে থাকিয়া ভজনরহিত হন। সাধুসঙ্গের অভাবেই ভজনরাহিত্য তাহাদিগকে অনর্থে প্রবৃত্ত করায়। শ্রদ্ধার অভাব হইতেই তাঁহাদের ভগবদ্ভক্তিতে রুচি হয় না—আসক্তি ত' দূরের কথা।

যে-স্থানে শ্রদ্ধা নাই, সৎসঙ্গ নাই, ভজন নাই, সেস্থানেই অনর্থ প্রবল। তাঁহারা সত্যের উপলব্ধি হইতে সর্ব্বদা বঞ্চিত বলিয়া নিষ্ঠা ও রুচির অভাবে জড়ভোগে প্রমত্ত থাকে।। ৯।।

ধর্ম্মমেকে যশশ্চান্যে কামং সত্যং দমং শমম্।
অন্যে বদন্তি স্বার্থং বৈ ঐশ্বর্য্যং ত্যাগভোজনম্।
কেচিদ্ যজ্ঞং তপো দানং ব্রতানি নিয়মান্ যমান্॥১০॥

অন্বয়ঃ— একে (কর্ম্মমীমাংসকাঃ) ধর্ম্মম্, অন্যে (কাব্যালঙ্কারকৃতঃ) যশঃ চ, (অন্যে বাৎস্যায়নাদয়ঃ) কামম্, অন্যে (যোগশাস্ত্রকৃতঃ) সত্যং দমং শমম্ (অন্যে দৃষ্টার্থবাদিনো দণ্ডনীতিকৃতঃ) ঐশ্বর্য্যং বৈ এব স্বার্থং (পুরুষার্থম্, অন্যে লোকায়তিকাঃ) ত্যাগভোজনং (দানং ভোগঞ্চ, কেচিৎ) যজ্ঞং তপঃ দানং ব্রতানি নিয়মান্ যমান্ (চ শ্রেয়ঃ কথয়ন্তি)।। ১০।।

অনুবাদ— তন্মধ্যে কেহ ধর্ম্ম, কেহ যশঃ, কেহ কাম, কেহ সত্য-দম-শম, কেহ ঐশ্বর্য্য, কেহ দান ভোগ, কেহ বা যজ্ঞ তপঃ-দান-ব্রত-নিয়ম-যমপ্রভৃতিকে শ্রেয়ঃসাধন বলিয়া থাকেন।। ১০।।

বিশ্বনাথ— তদেবাহ,—ধর্ম্মমিতি সার্দ্ধেন। ধর্ম্মং কর্ম্মমীমাংসকাঃ, তদুক্তং "মোক্ষার্থী ন প্রবর্ত্তেত তত্র কাম্যনিষিদ্ধয়োঃ। নিত্যনৈমিত্তিকে কুর্য্যাৎ প্রত্যবায়জিহাসয়া।।" ইত্যাদি। যশঃ কাব্যলঙ্কারকৃতঃ, যথাহুঃ—"যাবৎ কীর্ত্তির্মনুষ্যাণাং পুণ্যলোকেযু গীয়তে। তাবদ্বর্ষসহস্রাণি স্বর্গলোকে মহীয়তে।।" ইতি। কামং বাৎস্যায়নাদয়ঃ। সত্যং দমং শমমিতি শান্তিশাস্ত্রকৃতঃ। অন্যে দৃষ্টার্থবাদিনঃ দণ্ডনীতিকৃতঃ। বৈ প্রসিদ্ধং ঐশ্বর্য্যমেব স্বার্থং বদন্তি। অতঃ সামাদ্যুপায়া এব শ্রেয়ঃসাধনমিতি তেষাং মতং, তথৈব ত্যাগং ভোজনঞ্চ লোকায়তিকাঃ, যজ্ঞাদিকং বৈদিকাঃ, নিয়মান্ যমান্ তপোব্রতাদিনিষ্ঠাঃ।। ১০।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— তাহাই বলিতেছেন—ধর্ম্মকে কর্ম্ম মীমাংসকগণ তাহারা বলেন মোক্ষার্থী কাম্য ও নিষিদ্ধ কর্ম্মে প্রবর্ত্তিত হইবে না, নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্ম্ম করিবে প্রত্যবায় দোষ ত্যাগের জন্য ইত্যাদি। যশ কাব্য অলঙ্কার কর্ত্তাগণ তাহারা বলেন মনুষ্যগণের কীর্ত্তি পুণ্যলোকে যেপর্য্যন্ত গীত হয় সেই পরিমাণ সহস্রবর্ষ স্বর্গলোকে পূজিত হয়। বাৎসায়নাদি কামকে পুরুষার্থ বলেন। শান্তি শাস্ত্রকারীগণ বলেন সত্য দম শম ইহাই ধর্ম্ম, প্রত্যক্ষবাদীগণ বলেন—দণ্ডনীতি ঐশ্বর্য্যই স্বার্থ ইহা কেহ কেহ বলেন। অতএব সামাদি উপায় সমূহই তাহাদের মতে মঙ্গলের সাধন। চার্ব্বাক্‌গণ বলেন ত্যাগ ও ভোজন ধর্ম্ম, বৈদিকগণ বলেন যজ্ঞাদি ধর্ম্ম, তপস্যা ও ব্রতাদিনিষ্ঠগণ বলেন—যম নিয়ম ধর্ম্ম।। ১০।।

বিবৃতি— কতকগুলি ব্যক্তি বিচার করেন যে, ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম তাঁহাদের ভিন্ন ভিন্ন রুচির প্রয়োজনীয় বিষয়। যশোলাভ কল্পিত-সত্যে অবস্থান এবং জড়ভোগে প্রমত্ত না হওয়াই শান্তির কারণ; ঐশ্বর্য্য-লাভ, ঐশ্বর্য্য-পরিত্যাগ, আহার্য্য-সংগ্রহ প্রভৃতি নানা প্রয়োজনীয় বিষয়রূপে বহু অনর্থ তাঁহাদের নিকট উপস্থিত হয়।। ১০।।

আদ্যন্তবন্ত এবৈষাং লোকঃ কর্ম্মবিনির্ম্মিতাঃ।
দুঃখোদর্কাস্তমোনিষ্ঠাঃ ক্ষুদ্রা মন্দাঃ শুচার্পিতাঃ।। ১১।।

অন্বয়ঃ— এষাং (পূর্ব্বোক্তানাং জনানাং) কর্ম্ম-বিনির্ম্মিতাঃ (কর্ম্মজনিতাঃ) লোকাঃ (ফলভূতানি পদাণি) আদ্যন্তবন্তঃ (অনিত্যাঃ) দুঃখোদর্কাঃ (দুঃখপরিণামকাঃ) তমোনিষ্ঠাঃ (মোহাবসানাঃ) ক্ষুদ্রাঃ (অল্পাঃ) মন্দাঃ (হীনাঃ) শুচা (শোকেন) অর্পিতাঃ (ব্যাপ্তাশ্চ ভবন্তি)।। ১১।।

অনুবাদ—পূর্ব্বোক্ত পুরুষগণের কর্ম্মজনিত লোক-সমূহ অনিত্য, পরিণামে দুঃখ ও মোহজনক, ক্ষুদ্র, হীন এবং শোকযুক্ত হইয়া থাকে।। ১১।।

বিশ্বনাথ— এতেষাং লোকাঃ এতৈঃ সাধ্যানি ফলানি। তমোনিষ্ঠা মোহাবসানাঃ।। ১১।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই সকল লোকগণ এই সকলকে সাধ্যফল তম নিষ্ঠা যাহার অবশেষ মোহ।। ১১।।

বিবৃতি— যাহারা কর্ম্মকাণ্ডের ফল লাভাশায় প্রধা-বিত, তাহাদের ফল পূর্ব্বে উদিত হয় নাই বা উদিত হইয়া নষ্ট হইবার যোগ্য। কর্ম্মফলের পরিণামে দুঃখ-বাহুল্য, মূঢ়তা, সঙ্কীর্ণতা, অল্পবুদ্ধি বহুমানন ও অভাবগ্রস্ততা উদিত হওয়ায় শোক উপস্থিত হয়।। ১১।।

মধ্ব—

অনেন পারম্পর্য্যেন কেষাঞ্চিদেব দেবাদীনাম্।
মদ্ভক্তিবর্জ্জিতা শ্রেয়ো যে মন্যন্তে দুরাশয়া।
তেষামন্তে তমো ঘোরং অনন্তং প্রাপ্যতে ধ্রুবম্।।
ইতি মান্যসংহিতায়াম্।। ৮-১১।।

ময্যর্পিতাত্মনঃ সভ্য নিরপেক্ষস্য সর্ব্বতঃ।
ময়াত্মনা সুখং যৎ তৎ কুতঃ স্যাদ্বিষয়াত্মনাম্।। ১২।।

অন্বয়ঃ—(হে) সভ্য! ময়ি অর্পিতাত্মনঃ (সমর্পিত-চিত্তস্য) সর্ব্বতঃ (সর্ব্ববিষয়েষু) নিরপেক্ষস্য (বাসনা-শূন্যস্য জনস্য) আত্মনা (স্বরূপত্বেন স্ফুরতা) ময়া (পরমা-নন্দরূপেণ) যৎ সুখং স্যাৎ (ভবেৎ) বিষয়াত্মনাং (বিষয়া-সক্তানাং) তৎ কুতঃ (তাদৃশং সুখং কথং স্যাৎ, কথমপি নেত্যর্থঃ)।। ১২।।

অনুবাদ— যে সাধো! যিনি আমার প্রতি চিত্ত সমর্পণপূর্ব্বক বিষয়বাসনাশূন্য হইয়াছেন, তাঁহার চিত্তে মদীয় পরমানন্দ-স্বরূপ প্রকাশিত হওয়ায় যাদৃশ সুখের উদয় হয়, বিষয়াসক্ত পুরুষের তাদৃশ সুখ কোনরূপেই সম্ভবপর নহে।। ১২।।

বিশ্বনাথ— তস্মাদ্ভক্তাবেব বেদস্য তাৎপর্য্যং সৈব সর্ব্বশ্রেষ্ঠেতি নির্দ্ধার্য্য তয়ৈব মাং প্রাপ্নোতীত্যাহ,—ময়ী-ত্যাদিনা উদ্ধবপ্রশ্নপর্য্যন্তেন গ্রন্থেন। ময়া রূপগুণসমুদ্রেণ আত্মনা প্রেমাস্পদেন হেতুনা। বিষয়েষু মায়িকবস্তুষু শমদমজ্ঞানাদিষ্বপি মনো যেষাং তেষাং জ্ঞানাদীনামপি সাত্ত্বিকত্বেন মায়িকত্বাৎ ন চ তৎ প্রাপ্যং ব্রহ্মৈবেত্যপি বাচ্যম, "কিংবা যোগেন সাংখ্যেন ন্যাসস্বাধ্যায়য়োরপি। কিম্বা শ্রেয়োভিরন্যৈশ্চ ন যত্রাত্মপ্রদো হরিঃ" ইতি নারদোক্তেঃ।। ১২।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— অতএব ভক্তিতেই বেদের তাৎপর্য্য তাহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, ইহা নির্দ্ধারণ করিয়া ভক্তি-দ্বারাই আমাকে প্রাপ্ত হয়, ইহাই বলিতেছেন—শ্রীউদ্ধবের প্রশ্ন পর্য্যন্ত গ্রন্থদ্বারা। আমাকর্ত্তৃক রূপ গুণ সমুদ্র প্রেমা-স্পদ। মায়িক বস্তু সমূহে ও শমদমাদি জ্ঞান আদি সমূহে যাহাদের মন সেই জ্ঞানীদিগের ও সাত্ত্বিক গুণ হেতু উহা মায়িক, তাহাদের প্রাপ্য ব্রহ্মই ইহা বলিতে পার না। শ্রীনারদ ঋষি বলিয়াছেন—যোগদ্বারা, সাংখ্যদ্বারা, সন্ন্যাস, বেদপাঠাদি দ্বারাও, কিংবা অন্য কিছু মঙ্গলদ্বারা, যেখানে আত্মদানকারী শ্রীহরি নাই, তাহাতে মঙ্গলও নাই।। ১২।।

বিবৃতি— জড়জগতে বিশ্বকে ভোগাগার মনে

করিয়া যাঁহাদের ইন্দ্রিয় ভগবৎসেবায় পরিচালিত হয়, সেই সকল ব্যক্তি সর্ব্বতোভাবে নিত্যানন্দে অবস্থিত হন। জড়ানন্দ তাঁহাদিগকে গ্রাস করিতে পারে না বলিয়া তাঁহারা সর্ব্বক্ষণ ভগবৎসেবাপর হন।। ১২।।

অকিঞ্চনস্য দান্তস্য শান্তস্য সমচেতসঃ।
ময়া সন্তুষ্টমনসঃ সর্ব্বাঃ সুখময়া দিশঃ।। ১৩।।

অন্বয়ঃ— অকিঞ্চনস্য (সর্ব্বত্র স্পৃহাশূন্যস্য) দান্তস্য (দমগুণযুতস্য) শান্তস্য সমচেতসঃ (সর্ব্বত্র সমবুদ্ধেঃ) ময়া (আত্মনা) সন্তুষ্টমনসঃ (পরিতৃপ্তস্য জনস্য) সর্ব্বাঃ দিশঃ সুখময়াঃ (সুখপ্রদত্বেন প্রতীয়ন্তে)।। ১৩।।

অনুবাদ— অকিঞ্চন, শম-দম-যুক্ত, সর্ব্বত্র সমচিত্ত, আত্মপরিতৃপ্ত পুরুষের নিকট সমস্ত জগৎ সুখময়রূপে প্রতীত হইয়া থাকে।। ১৩।।

বিশ্বনাথ—ভক্তস্য সুখং সুখস্যানুভাবং চ বিবৃণোতি, —অকিঞ্চনস্যেতি দ্বাভ্যাম্। ময়া ধ্যানপ্রাপ্তেনৈবালৌকিক-শব্দস্পর্শরূপরসগন্ধলীলা-কৃপাদিমহামাধুর্য্যবতা সন্তুষ্টানি মনঃপ্রভৃতিসর্ব্বেন্দ্রিয়াণি যস্য তস্য সর্ব্বা ইতি স চ যা দশো যাতি তা এব সুখময্যঃ। যথা গ্রন্থিনিবদ্ধানশ্বরমহা-ধনো মানুষোহয়ং দেশং যাতি তথৈব তস্য ভোগৈশ্বর্য্যসুখানী-ত্যর্থঃ। অতএবাকিঞ্চনস্য মল্লক্ষণসম্পূর্ণানশ্বরমহাধন-প্রাপ্ত্যৈব। কিঞ্চনশব্দবাচ্যপরিমিতনশ্বরপ্রাকৃতধনজনাদি-গ্রহণবিমুখস্য বাহ্যাভ্যন্তরবিষয়েম্বিন্দ্রিয়াণাং স্বয়মরোচক-ত্বেনৈব নিবৃত্তেঃ দান্তস্য শান্তস্য শমো মন্নিষ্ঠতা বুদ্ধেরিত্য-গ্রিমোক্তের্মদেকনিষ্ঠবুদ্ধেঃ, অতএব সমচেতসঃ স্বর্গাপ-বর্গনরকেম্বপি তুল্যার্থদর্শিনঃ।। ১৩।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— ভক্তের সুখ ও সুখের অনুভব বিস্তৃতরূপে বলিতেছেন—দুইটি শ্লোকদ্বারা। অকিঞ্চন শম দম যুক্ত, সর্ব্বত্র সমচিত্ত, ধ্যান প্রাপ্ত আমার অলৌকিক শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ লীলা কৃপা আদি মহামাধুর্য্য লাভ করিয়া মন প্রভৃতি সর্ব্ব ইন্দ্রিয়ে সন্তুষ্ট চিত্ত যাঁহার, সেই ভক্ত যেদিকে যায় সেইদিকেই সুখময়। যেমন এই মানুষ অঞ্চলে গ্রন্থিনিবদ্ধ অনশ্বর মহাধন রাখিয়া যেদেশে যায় সেইখানেই তাহার ভোগ ঐশ্বর্য্য সুখসমূহ হয় অতএব অকিঞ্চন ব্যক্তি আমার ন্যায় সম্পূর্ণ অনশ্বর মহাধন প্রাপ্তির দ্বারাই, কিঞ্চন এই জগতের পরিমিত নশ্বর প্রাকৃত ধনজন আদি গ্রহণে বিমুখ, বাহ্য ও অভ্যন্তর বিষয়ে ইন্দ্রিয়গণের স্বাভাবিক অরোচকতা দ্বারাই নিবৃত্ত, দান্ত শান্ত শম অর্থাৎ আমাতে নিষ্ঠবুদ্ধি যাঁহার এই অগ্রিম-বাক্যে বলা হইবে এইরূপ আমাতে একনিষ্ঠবুদ্ধি, অতএব স্বর্গ অপবর্গ ও নরকে তুল্যদর্শী।। ১৩।।

বিবৃতি— যাঁহারা ইন্দ্রিয়দমনে সমর্থ, যাঁহারা বাসনা দ্বারা বিচলিত হন না, যাঁহারা জগতে কাহাকেও আপনা-পেক্ষা নিম্নাবস্থিত জ্ঞান করেন না, ভগবৎপ্রদত্ত সকল অবস্থায়ই যাঁহারা সন্তুষ্ট চিত্ত, বিশ্বের কোন বস্তুতে যাঁহাদের অভিনিবেশ নাই, তাঁহারা সকল দিকেই আনন্দ লাভ করেন। "বিশ্বং পূর্ণং সুখায়তে" প্রভৃতি শ্রীচন্দ্রামৃত-শ্লোক এতৎপ্রসঙ্গে আলোচ্য।। ১৩।।

ন পারমেষ্ঠ্যং ন মহেন্দ্রধিষ্ণ্যং
ন সার্ব্বভৌমং ন রসাধিপত্যম্।
ন যোগসিদ্ধীরপুনর্ভবং বা
ময্যর্পিতাত্মেচ্ছতি মদ্বিনান্যৎ।। ১৪।।

অন্বয়ঃ— ময়ি (পরমাত্মনি) অর্পিতাত্মা (সমর্পিত-চিত্তঃ পুমান্) মৎ বিনা (মাং বিনা) অন্যৎ পারমেষ্ঠ্যং (ব্রহ্মপদং) ন ইচ্ছতি (ন প্রার্থয়তি) মহেন্দ্রধিষ্ণ্যং ন (ইন্দ্র-পদং নেচ্ছতি) সার্ব্বভৌমং ন (সমস্ত পৃথিবীশ্বরত্বং নেচ্ছতি) রসাধিপত্যং ন (পাতাললোকাধিপত্যং নেচ্ছতি) যোগ-সিদ্ধীঃ (অণিমাদ্যৈশ্বর্য্যাণি নেচ্ছতি) বা (অথবা) অপুনর্ভবং (মোক্ষঞ্চ নেচ্ছতি)।। ১৪।।

অনুবাদ— যিনি আমার প্রতি চিত্ত সমর্পণ করিয়া-ছেন, তাদৃশ পুরুষ আমা ব্যতীত ব্রহ্মাপদ, ইন্দ্রপদ, সার্ব্ব-ভৌমপদ, পাতালরাজ্যাধিপত্য, অণিমাদিযোগসিদ্ধি অথবা মোক্ষপদলাভে ইচ্ছা করেন না।। ১৪।।

বিশ্বনাথ— তস্য কিঞ্চনশব্দবাচ্যপদার্থেষু স্পৃহা-রাহিত্যমাহ,—নেতি। পারমেষ্ঠ্যং ব্রহ্মপদং অপুনর্ভবং সাযুজ্যসুখঞ্চ। ময্যর্পিতাত্মেতি ''যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্'' ইতি মৎকৃতনিয়মাদহমপি তস্মিন্নর্পিতাত্মা ভবামীত্যত এব মদ্বিনেতি অহমেব তস্য সর্ব্বেন্দ্রিয়গ্রাহ্যতয়া সদৈব বর্ত্ত এব। নহি নিরন্তরদিব্যামৃতরসাস্বাদিনে জনায় মৃত্তিকা রোচত ইতি ভাবঃ।। ১৪।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— ঐ ভক্তের 'কিঞ্চন' শব্দবাচ্য পদার্থ সমূহে বাঞ্ছারাহিত্য বলিতেছেন—পরমেষ্ঠি ব্রহ্মার পদ, সাযুজ্য সুখও, আমাতে অর্পিত চিত্ত অর্থাৎ যে যেমন-ভাবে আমাতে শরণাগত হয়, তাহাকে আমি সেইরূপই ভজনা করি—এই আমার কৃত নিয়মহেতু আমিও তাহাতে অর্পিত চিত্ত হই। অতএব আমাব্যতীত অর্থাৎ আমিই ঐ ভক্তের সর্ব্বেন্দ্রিয় গ্রাহ্য হইয়া সর্ব্বদাই থাকি, সর্ব্বদা দিব্য অমৃতরস আস্বাদনকারী ব্যক্তিতে মৃত্তিকা রুচিকর হয় না ইহাই ভাবার্থ।। ১৪।।

বিবৃতি— ভগবদ্ভক্ত ভক্তি ব্যতীত অন্য কোন বাসনায় আবদ্ধ হন না। তাঁহাকে ব্রহ্মার পদবী, ইন্দ্রত্ব, সমগ্রজগতের আধিপত্য, রসাধিপত্য রূপ ভোগ, জৈব-শক্তির অতীত অষ্টাদশ সিদ্ধি অথবা জন্মান্তর রাহিত্য প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাসনা গ্রাস করিতে পারে না।। ১৪।।

ন তথা মে প্রিয়তম আত্মযোনির্ন শঙ্করঃ।
ন চ সঙ্কর্ষণো ন শ্রীর্নৈবাত্মা চ যথা ভবান্।। ১৫।।

অন্বয়ঃ— ভবান্ (ত্বং ভক্ত ইত্যর্থঃ) মে (মম) যথা (যদ্বৎ) প্রিয়তমঃ (অতিপ্রিয়ো ভবতি) আত্মযোনিঃ (ব্রহ্মা পুত্রোঽপি) তথা ন (তদ্বৎ প্রিয়তমো ন ভবতি) শঙ্করঃ (শিব মৎস্বরূপভূতোঽপি) ন (তথা প্রিয়তমো ন ভবতি) সঙ্কর্ষণঃ (ভ্রাতাপি) ন চ (তথা প্রিয়তমো ন ভবতি) শ্রীঃ ন (ভার্য্যাপি তথা প্রিয়তমা ন ভবতি) আত্মা চ ন এব (মূর্ত্তিরপি তথা ন ভবতীত্যর্থঃ)।। ১৫।।

অনুবাদ—তুমি ভক্ত বলিয়া আমার যেরূপ প্রিয়তম পুত্র ব্রহ্মা, স্বরূপভূত শঙ্কর, ভ্রাতা সঙ্কর্ষণ, ভার্য্যা লক্ষ্মীদেবী অথবা নিজস্বরূপও তাদৃশ প্রিয়তম নহে।। ১৫।।

বিশ্বনাথ— স চ ভক্তস্তব কীদৃক্ প্রিয় ইত্যত আহ,—ন তথেতি। আত্মযোনির্ব্রহ্মা পুত্রোঽপি, শঙ্করো মৎস্বরূপভূতোঽপি, সঙ্কর্ষণো ভ্রাতাঽপি, শ্রীর্ভার্য্যাপি, আত্মা মূর্ত্তিরপি, যথা ভক্ত ইতি বক্তব্যেঽতিহর্ষেণাহ ভবানিতি শ্রীস্বামিচরণাঃ। অত্র ব্রহ্মাদীনাং ভক্তত্বেঽপি তেষু ভক্তত্বাংশাদপি পুত্রত্বাদংশা অধিকা বর্ত্তন্তে, অতঃ প্রাধান্যেন ব্যপদেশা ভবন্তীতি ন্যায়েন তে পুত্রাদিত্বেনৈব ব্যপদিশ্যন্তে ন তু ভক্তত্বেন। নন্দযশোদাদিষু তু মহাপ্রেমবত্ত্বাৎ পিতৃত্বাদ্যংশেভ্যোঽপি ভক্তত্বলক্ষণোঽংশোধিকতর ইতি তেষু ভক্তত্বমেবেতি তে কৃষ্ণস্যাতিপ্রিয়তমা এব। যদুক্তং— ''দর্শয়ংস্তদ্বিদাং লোকে আত্মনো ভক্তবশ্যতাম্ ইতি তেষাং ভক্তশব্দবাচ্যত্বং স্বাতিবশীকারকত্বঞ্চ। 'নেমং বিরিঞ্চো ন ভবো ন শ্রীরপ্যঙ্গসংশ্রয়া। প্রসাদং লেভিরে গোপী'তি সর্ব্বোৎ-কর্ষশ্চ। যদ্বা তাদৃশভক্তেষ্বপি মধ্যে ভবান্ যথা মে প্রিয়তমস্তথা মন্মুখাদেব শৃণ্বিত্যাহ—ন তথেতি। তেন সর্ব্বভক্তেষু মধ্যে উদ্ধবঃ শ্রেষ্ঠস্তস্মাদপি গোপ্যঃ শ্রেষ্ঠাস্তেনাপি তাসাং চরণধূলি প্রার্থনাদিতি বৈষ্ণবসিদ্ধান্তঃ।। ১৫।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— সেই ভক্ত তোমার কিরূপ প্রিয়? ইহার উত্তরে বলিতেছেন—ব্রহ্মা পুত্র হইলেও, শঙ্কর আমার স্বরূপভূত সখা হইলেও, সংকর্ষণ আমার ভ্রাতা হইলেও, শ্রীলক্ষ্মীদেবী আমার ভার্য্যা হইলেও আত্মা অর্থাৎ আমার মূর্ত্তিও, যেমন ভক্ত ইহা না বলিয়া অতিশয় হর্ষ হেতু বলিলেন,— হে উদ্ধব। যেমন তুমি আমার প্রিয়। উহারা সেইরূপ নহে, ইহা স্বামিপাদ বলিয়াছেন। এস্থলে ব্রহ্মাদি ভক্ত হইলেও তাঁহাদের মধ্যে ভক্ত হইতেও পুত্রতা অংশ অধিক আছে, অতএব প্রাধান্য থাকা হেতু ঐ ঐ নামে বলা হইল ভক্তরূপে বলা হইল না। কিন্তু নন্দ যশোদা আদিতে মহাপ্রেম থাকায় পিতৃত্বাদি অংশ হইতেও ভক্তত্ব লক্ষণ অংশ অধিকতর, অতএব তাহাদিগকে ভক্তই বলা হয়, তাহারা শ্রীকৃষ্ণের অতিপ্রিয়-তমই। যেমন বলা হইয়াছে তত্ত্ববিদ্গণের নিকট নিজ ভক্ত

বশ্যতা দেখাইলেন, তাহাদের নিকট ভক্ত শব্দ ব্যবহারও নিজ অতি বশীকারকত্ব হেতু। এই ব্রহ্মা, শঙ্কর ও আমার অঙ্গে আশ্রিত লক্ষ্মীও আমার এই কৃপা পায় নাই, মা যশোদা যে কৃপালাভ করিয়া সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইয়াছেন। অথবা ঐরূপ ভক্তগণের মধ্যেও তুমি যেমন আমার প্রিয়তম, সেইরূপ আমার মুখ হইতেই শ্রবণ কর ব্রহ্মাদি ঐরূপ নহেন। এইরূপে সর্ব্বভক্তগণের মধ্যে উদ্ধব শ্রেষ্ঠ, তাহা হইতেও গোপীগণ শ্রেষ্ঠ, তাহা হইতেও তাহাদের চরণ-ধূলি। যেহেতু তুমি প্রার্থনা করিয়াছ। ইহাই বৈষ্ণব সিদ্ধান্ত।।

বিবৃতি—ভগবান্ পুরুষোত্তমের পরমপ্রিয় ভগবদ্ভক্ত ভগবানের যেরূপ প্রিয়তম, জাগতিক বিচারে নির্দ্দিষ্ট ব্রহ্মা, শিব, সঙ্কর্ষণ ও লক্ষ্মী প্রভৃতি কখনও সেরূপ প্রিয় হইতে পারেন না।। ১৫।।

মধ্ব—

কৃপা-নিমিত্তা যা প্রীতির্নীচভক্তেষু সাধিকা।
আন্তরেব তু যা প্রীতি সা তূচ্চেষু যথাক্রমম্।।
যথা কশ্চিৎ স্বমাত্মানং প্রিয়াং পুত্রমথাপি বা।
অতিহায় কৃপাযুক্তো ভিক্ষবেন্নং দদাত্যপি।।
কদাচিদেব ন পুনঃ স্বাত্মাদেঃ সর্ব্বকালিকম্।
যোগক্ষেমবহত্বঞ্চ নিত্যং স্বাত্মাদিষু স্ফুটম্।
এবমেব পরেশস্য ভক্তেষু শ্রিয়জাদিষু।।
ইতি প্রিয়বিবেকে।
যাদবেভ্যশ্চ সর্ব্বেভ্য উদ্ধবো ভগবৎপ্রিয়ঃ।
উদ্ধবাচ্চ প্রিয়তমঃ প্রদ্যুম্নস্তু মহারথঃ।।
তস্মাদপি প্রিয়তমো রামঃ কৃষ্ণস্য সর্ব্বদা।
নৈব তস্মাৎ প্রিয়তমো বিনৈকস্তু চতুর্ম্মুখম্।।
সর্ব্বেভ্যোঽপি প্রিয়তমা হরেঃ শ্রীরেব বল্লভা।
নৈব তস্যাঃ প্রিয়তমো বিনাস্বাত্মানমেব তু।।
ইতি যাদবাধ্যায়ে।। ১৫।।

নিরপেক্ষং মুনিং শান্তং নির্ব্বৈরং সমদর্শনম্।
অনুব্রজাম্যহং নিত্যং পূয়েয়েত্যঙ্ঘ্রিরেণুভিঃ।। ১৬।।

অন্বয়ঃ— অহম্ অঙ্ঘ্রিরেণুভিঃ (ভক্তপদধূলিভিঃ) পূয়েয় (মদন্তর্বর্ত্তিব্রহ্মাণ্ডানি পবিত্রীকুর্য্যাম্) ইতি (এবং ভাবনয়া) নিত্যং (সর্ব্বদা) নিরপেক্ষং (নিস্পৃহং) মুনিং (মদ্রূপাদিমননশীলং) শান্তং (শমগুণযুক্তং) নির্ব্বৈরং (বৈরভাবরহিতং) সমদর্শনং (সমবুদ্ধিং ভক্তম্) অনুব্রজামি (ব্রজন্তমনুসরামি)।। ১৬।।

অনুবাদ—আমি ভক্তপদধূলিদ্বারা নিখিল ব্রহ্মাণ্ডকে পবিত্র করিব, এইরূপ মনে করিয়া সর্ব্বদা নিঃস্পৃহ, মনন-শীল, শান্ত, বৈরভাব রহিত, সমদর্শী ভক্তের অনুগমন করিয়া থাকি।। ১৬।।

বিশ্বনাথ— কিং বহুনা, ভক্তো যথা সদা মামনুচরতি তথাহমপি ভক্ত পরোক্ষঃ সন্ ভক্তমনুচরামি। "ভগবান্ ভক্তভক্তিমান্" ইতি মদীয়-শুকোক্তেরিত্যাহ,—নিরপেক্ষ-মিতি। মুনিং মদ্রূপগুণলীলাপরিকরাদিমননপরং পূয়েয় মদন্তর্বর্ত্তিব্রহ্মাণ্ডানি পবিত্রীকুর্য্যামিতি, ভাবনয়েত্যর্থ ইতি শ্রীস্বামিচরণাঃ। তদ্ভক্ত্যনিষ্কৃতিদোষাৎ পবিত্রিতঃ স্যামিতি ভাবেনেত্যর্থঃ। ইতি সন্দর্ভঃ। বস্তুতস্তু ভক্তচরণধূলিগ্রহণং বিনা ভক্তির্ন স্যাৎ। ভক্ত্যা বিনা মন্মাধুর্য্যরসানুভবো ন স্যাদিতি ময়ৈব মর্য্যাদা স্থাপিতা। অতোঽহমপি ভক্ত ইব ভক্ত্যা পূর্ণমন্মাধুর্য্যরসো নিমগ্নো ভবেয়মিতি ভাবঃ।। ১৬।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— অধিক আর কি বলিব—ভক্ত যেমন সর্ব্বদা আমার পশ্চাৎ অনুসরণ করে, সেইরূপ আমিও ভক্তের অলক্ষ্যে থাকিয়া ভক্তের পশ্চাৎ অনুসরণ করি। 'ভগবান্ ভক্ত ভক্তিমান্' ইহা মদীয় শুকদেবের উক্তি, ইহাই বলিতেছেন—নিঃস্পৃহ, মননশীল—অর্থাৎ আমার রূপ গুণ লীলা পরিকর আদি মনন পরায়ণ ভক্তগণ, আমার অন্তরবর্ত্তী ব্রহ্মাণ্ড সমূহকে পবিত্র করিবে—এই ভাবনায় আমি ভক্তদের পশ্চাৎ গমন করি, ইহা স্বামিপাদ বলিয়াছেন। তাহাদের ভক্তি শোধ করিতে পারিব না এই দোষ হইতে পবিত্র হইব—এই ভাবনা করিয়া তাহাদের পশ্চাতে গমন করি। বস্তুত কিন্তু ভক্তচরণধূলিগ্রহণ ব্যতীত ভক্তি হয় না, ভক্তিব্যতীত আমার মাধুর্য্যরঙ্গ অনুভব হয় না এই নিয়ম আমিই স্থাপিত করিয়াছি। অতএব আমিও

ভক্তের ন্যায় ভক্তিদ্বারা পূর্ণরূপে আমার মাধুর্য্যরসে নিমগ্ন হইব, ইহাই ভাবার্থ।। ১৬।।

বিবৃতি— পুরুষোত্তমবস্তু স্বীয় অনুগত ভক্তগণকে এই ভোগময় বিশ্বে প্রেরণ করিয়া তাঁহাদের মঙ্গল বিধান করেন। সেই সকল ভক্তের বাহ্য আচার-ব্যবহারে লক্ষিত হয় যে, তাঁহারা নিরপেক্ষ, মুনি, শান্ত, শত্রুহীন ও সমদৃষ্টি-সম্পন্ন। ভগবদ্ভক্তই তাঁহার নিরপেক্ষতায় প্রজল্পরাহিত্য, অশান্তিতে অনাদর, সর্ব্বজীবে মিত্রতা ও সমদৃষ্টি লক্ষ্য করেন। কিন্তু যাঁহারা অভক্ত, তাঁহারা উহাদিগকে বুঝিতে পারেন না।। ১৬।।

মধ্ব—

স্বাঙ্ঘ্রিরেণুভিস্তং শোধয়ামীত্যনুব্রজামি।
অনুগচ্ছতি বিষ্ণুস্তু স্বভক্তং তস্য শুদ্ধয়ে।
তস্যাঙ্ঘ্রিরেণুভির্বাতনীতৈরগ্রে সরৈঃ শুভৈঃ।।
অগ্রতো গমনে বিষ্ণোঃ পদাস্পৃষ্টং রজো ভবেৎ।
অতঃ স্ব-ভক্তং পূয়েয়েত্যনুব্রজতি কেশবঃ।।
ইতি সংখ্যানে।। ১৬।।

নিষ্কিঞ্চনা ময্যনুরক্তচেতসঃ
শান্তা মহান্তোহখিলজীববৎসলাঃ।
কামৈরনালব্ধধিয়ো জুষন্তি তে
যন্নৈরপেক্ষ্যং ন বিদুঃ সুখং মম।। ১৭।।

অন্বয়ঃ—(যে) নিষ্কিঞ্চনাঃ (বিষয়-নিস্পৃহাঃ) শান্তাঃ মহান্তঃ (নিরভিমানঃ) অখিলজীববৎসলাঃ (সর্ব্বভূতে দয়াযুক্তাঃ) কামৈঃ (বিষয়রাগৈঃ) অনালব্ধধিয়ঃ (অস্পৃষ্ট-চিত্তাঃ) ময়ি (পরমাত্মনি) অনুরক্তচেতসঃ (একাগ্রমনসঃ সন্তঃ) মম (মাং) জুষন্তি (সেবন্তে) তে (তে এব) যৎ নৈরপেক্ষ্যং (নাস্তি অপেক্ষণীয়ং যেষাং তে নিরপেক্ষাস্তৈরেব লভ্যং ন তু মোক্ষাপেক্ষৈরপীত্যর্থঃ) সুখং বিদুঃ (লভন্তে) ন (অন্যে তৎসুখং ন বিদুঃ)।। ১৭।।

অনুবাদ— যে-সকল নিষ্কিঞ্চন, শান্ত, নিরভিমান, ভূতবৎসল, বিষয়রাগ সম্পর্কশূন্য পুরুষ আমার প্রতি একাগ্রচিত্ত হইয়া সেবা করেন, তাঁহারাই নিরপেক্ষ-জন-লভ্য পরম সুখ লাভ করিয়া থাকেন, অন্য কেহ তাহা লাভ করিতে পারেন না।। ১৭।।

বিশ্বনাথ— যতো মদ্রূপগুণাদিমাধুর্য্যানুভবসুখং মদ্ভক্ত্যৈব লভ্যং নান্যথেত্যাহ—নিষ্কিঞ্চনা ইতি। নিষ্কিঞ্চনা জ্ঞানিনোঽপি ভবন্তীতি কেচিদাহুস্তদ্ব্যাবৃত্ত্যর্থমাহ—ময্যনু-রক্তচেতস ইতি। অখিলজীববৎসলা অখিলেভ্যোঽপি জীবেভ্যো ভক্তিরসদিৎসাবন্তঃ অতএব মহান্তস্তৎসংজ্ঞয়ৈব লোকৈরুচ্যমানাঃ কামৈর্দৈবাদাপতিতৈরপি ভোগৈর্ন অলব্ধা ছিন্না ধীর্যেষাং তে যন্মম সুখং জুষন্তি আস্বাদয়ন্তি তৎ সুখং তে এব বিদুর্নান্যে। কুতঃ নৈরপেক্ষ্যং নাস্তি অপেক্ষ্যং মোক্ষাদিকমপি যেষাং তে নৈরাপেক্ষাস্তেষ্বেব জাতম্।। ১৭।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— যেহেতু আমার রূপগুণ আদি মাধুর্য্যে অনুভব সুখ আমার ভক্তিদ্বারাই লভ্য হয়, অন্য প্রকারে নহে, ইহাই বলিতেছেন—নিষ্কিঞ্চিন জ্ঞানিগণ হইতেও হয়, ইহা কেহ কেহ বলেন তাহাদিগকে পৃথক্ করিবার জন্য বলিতেছেন—আমাতে অনুরক্তচিত্ত অখিল জীববৎসল অর্থাৎ সমগ্রজীবগণকে ভক্তিরস দান করিবার ইচ্ছাযুক্ত। অতএব মহান্ত নামেই লোকগণ কর্ত্তৃক কথিত। কামাদিদ্বারা দৈবাৎ পতিত হইলেও ভোগের দ্বারা যাহাদের বুদ্ধি ছিন্ন হয় না। তাহারা যে আমার সুখ আস্বাদন করে সেইসুখ তাহারাই জানেন, অন্যে জানে না। কারণ অন্যে নিরপেক্ষতা নাই, তাহাদের মোক্ষাদির প্রতি অপেক্ষা আছে। কিন্তু যাহাদের মোক্ষাদিতে অপেক্ষা নাই তাহারাই ভক্ত।। ১৭।।

বিবৃতি—জগতের ভোগি-সম্প্রদায় নিজ নিজ ভোগে বিপন্ন থাকায় ভক্ত-সম্প্রদায়ের চেষ্টা বুঝিতে পারেন না। ভগবদ্ভক্তগণ সর্ব্বদা বাসনামুক্ত, শান্ত, নিষ্কিঞ্চন, সর্ব্বজীব-শ্রেষ্ঠ ও সকলের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী। কোন প্রকার নির্ব্বুদ্ধিতা তাঁহাদের বাসনার ইন্ধনস্বরূপ হইয়া তাঁহাদিগকে বিপন্ন করিতে পারে না। ভগবদ্ভক্তগণ সর্ব্বক্ষণ সেবা-সুখ-মগ্ন বলিয়া তাঁহাদের নিরপেক্ষতা বুঝিবার ক্ষমতা বিশ্বের কোন

পণ্ডিতাভিমানীর সম্ভব হয় না। ভগবদ্ভক্তগণ সর্ব্বক্ষণ নিত্যানন্দে প্রতিষ্ঠিত।।১৭।।

বাধ্যমানোঽপি মদ্ভক্তো বিষয়ৈরজিতেন্দ্রিয়ঃ।
প্রায়ঃ প্রগল্‌ভয়া ভক্ত্যা বিষয়ৈর্নাভিভূয়তে।। ১৮।।

অন্বয়ঃ— (হে উদ্ধব!) অজিতেন্দ্রিয়ঃ (ইন্দ্রিয়জয়ে সর্ব্বথা সামর্থ্যশূন্যঃ) মদ্‌ভক্তঃ (মম প্রাকৃতভক্তোঽপি বিষয়ৈঃ) বাধ্যমানঃ (আকৃষ্যমাণ) অপি প্রগল্‌ভয়া (সমর্থয়া) ভক্ত্যা (হেতুভূতয়া) প্রায়ঃ (প্রায়শঃ) বিষয়ৈঃ ন অভিভূয়তে (ন বিষয়েষ্বাসক্তো ভবতীত্যর্থঃ)।। ১৮।।

অনুবাদ—হে উদ্ধব! যিনি সর্ব্বতোভাবে ইন্দ্রিয়জয়ে সমর্থ নহেন, তাদৃশ প্রাকৃত-ভক্ত বিষয় কর্ত্তৃক আকৃষ্ট হইলেও ভক্তিসামর্থ্যহেতু প্রায়শঃ বিষয়-কর্ত্তৃক অভিভূত হন না।। ১৮।।

বিশ্বনাথ— অপি চ আস্তাং তাবদুৎপন্নভাবভক্তকথা যতো ভক্তৌ প্রথমবর্ত্তমানোঽপি ভক্তঃ কৃতার্থ এবেত্যাহ,—বাধ্যমান ইতি প্রায়ঃ প্রগল্‌ভয়া প্রায়েণৈব প্রবলীভবন্ত্যা কিং পুনঃ প্রগল্‌ভয়া। যদ্বা জ্ঞানিপ্রকরণে যথা দুরাচারো জ্ঞানী নিন্দিষ্যতে, জ্ঞানিত্বঞ্চ তস্য নিষিধ্যতে "যস্ত্বসংযত-ষড়্‌বর্গ" ইত্যাদিনা, তথাত্র ভক্তপ্রকরণে দুরাচারো ভক্তো ন নিন্দ্যো ভক্তত্বঞ্চ তস্য ন নিষিদ্ধমিত্যাহ—বাধ্যমান ইতি। যদুক্তং—"অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্। সাধুরেব স মন্তব্যঃ সমাগ্ব্যবসিতো হি সঃ" ইতি। কিঞ্চাত্র বিষয়ৈর্বাধ্যমানোঽপি বিষয়ৈর্নাভিভূয়ত ইত্যুভয়ত্রাপি বর্ত্তমাননির্দ্দেশাৎ বিষয়বাধ্যত্বদশায়ামপি বিষয়াবাধ্যত্বং ভক্তিসদ্ভাবাৎ, যথা বৈরিকৃতকিঞ্চিচ্ছস্ত্রাঘাতং প্রাপ্তস্যাপি ন পরাভবিযুক্তা শৌর্য্যসদ্ভাবাদিতি, যথা বা পীতজ্বরঘ্নমহৌষধস্য তদ্দিবসে আয়াতোঽপি জ্বরো বাধকোঽপ্যবাধক এব তস্য বিনশ্যদবস্থত্বাৎ দিনান্তরে চ সম্যঙ্ নষ্টীভাবিত্বাচ্চ।। ১৮।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— আর যে ভক্তগণ 'জাতরতি' তাহাদের কথা দূরে থাকুক ভক্তিতে প্রথম প্রবিষ্ট হইলেই ভক্তকৃতার্থ হয়ই। প্রায়শঃ বাধ্যমান বিষয়সমূহেরদ্বারা অজিতেন্দ্রিয় আমার ভক্তগণ প্রবলভক্তিদ্বারা বিষয়ে অভিভূত হন না। অথবা জ্ঞানি প্রকরণে যেমন দুরাচারজ্ঞানীকে নিন্দা করা হইবে, তাহার জ্ঞানীত্ব নিষেধ করা হইয়াছে। যেহেতু তিনি কাম-ক্রোধাদির বশ, সেইরূপ এইস্থলে ভক্তপ্রকরণে দুরাচার ভক্ত নিন্দিত হন নাই। তাহার ভক্তত্ব নিষেধ করা হয় নাই, ইহাই এই শ্লোকে বলা হইতেছে। যেহেতু বলা হইয়াছে সুদুরাচার ব্যক্তিও যদি আমাকে অনন্যভাবে ভজন করেন তিনি সাধুই মনে করিবে। যেহেতু তিনি পরিপূর্ণ আমাতে নিষ্ঠাপ্রাপ্ত। আর এস্থলে বিষয়সমূহের দ্বারা বাধ্যমান হইলেও বিষয়সমূহের দ্বারা অভিভূত হন নাই। এই উভয় স্থলে বর্ত্তমানকাল নির্দ্দেশ থাকায় বিষয় বাধ্যত্ব দশাতেও বিষয় অবাধ্যত্ব ভক্তি বর্ত্তমান আছে। যেমন শত্রুকর্ত্তৃক কিঞ্চিৎ শস্ত্রআঘাত পাওয়া ব্যক্তিরও পরাজয় বলা হয় না, তাহার বীরত্ব থাকায়। অথবা পীতজ্বর নাশক মহৌষধ ঐদিনে পান করিলেও, কিঞ্চিৎ জ্বর আসিলেও ঐ ঔষধ তৎকালে জ্বরকে বাধাদিতে না পারিলেও; পরদিনে ঐ জ্বর আর আসিতে পারিবেনা পরিপূর্ণ বিনষ্ট হইবে।। ১৮।।

বিবৃতি— যাঁহারা ইন্দ্রিয় জয় করিতে পারেন নাই বলিয়া ইন্দ্রিয় পরিচালনায় নিযুক্ত থাকিবার ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের মঙ্গলের জন্য ভগবান্ বলিতেছেন যে,—অজিতেন্দ্রিয় পুরুষ বিষয়সমূহে সর্ব্বক্ষণ বদ্ধ থাকিলেও যদি ভগবানের সেবাবর্দ্ধনকামী হন, অর্থাৎ সাধনভক্তি ও তৎপর ভাবভক্তির কথায় অনুরাগ প্রকাশ করেন, তাহা হইলে কখনও ভোগ্য বিশ্ব তাঁহাকে বিপথগামী করিতে পারে না।। ১৮।।

যথাগ্নিঃ সুসমৃদ্ধার্চ্চিঃ করোত্যেধাংসি ভস্মসাৎ।
তথা মদ্বিষয়া ভক্তিরুদ্ধবৈনাংসি কৃৎস্নশঃ।। ১৯।।

অন্বয়ঃ—(হে) উদ্ধব! অগ্নিঃ (পাকাদ্যর্থং প্রজ্জ্বালিতোঽপ্যগ্নিঃ) যথা সুসমৃদ্ধার্চ্চিঃ (প্রবৃদ্ধশিখঃ সন্) এধাংসি

(কাষ্ঠানি) ভস্মসাৎ করোতি তথা মদ্‌ বিষয়া (রাগাদিনাপি কথঞ্চিন্মদ্‌বিষয়া সতী) ভক্তিঃ এনাংসি (পাপানি) কৃৎস্নশঃ (সাকল্যেন ভস্মসাৎ করোতি)।। ১৯।।

অনুবাদ— হে উদ্ধব! অগ্নি যেরূপ পাকাদি কার্য্যান্তরের উদ্দেশ্যে প্রজ্জ্বালিত হইলেও প্রবৃদ্ধশিখাযুক্ত হইয়া কাষ্ঠ-রাশি ভস্মীভূত করে, সেইরূপ আমার উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিতা ভক্তিও সম্পূর্ণরূপে পাপরাশি বিনষ্ট করিয়া থাকে।। ১৯।।

বিশ্বনাথ—তস্যাজিতেন্দ্রিয়তাজন্যপাপস্য ভক্তিরেব বিনাশিকাস্তীত্যত্র দৃষ্টান্তো যথাগ্নিরিতি। হে উদ্ধবেতি। ত্বমত্রোদ্ধবমেব লভস্বেতি ভাবঃ।। ১৯।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— সেই ভক্তের অজিতেন্দ্রিয়তা জন্য পাপকে ভক্তিই বিনাশ করিবেন, এইস্থলে দৃষ্টান্ত যেমন অগ্নি। হে উদ্ধব! তুমি এইস্থলে উদ্ধবকেই লাভ করিবে। ইহাই ভাবার্থ।। ১৯।।

বিবৃতি— আমরা যখন বিষয়ভোগে প্রমত্ত থাকি, তখন আমাদের ভগবৎসেবা-প্রবৃত্তি নির্ব্বাপিত অগ্নির ন্যায় অবস্থান করে। কিন্তু যে মুহূর্ত্তে সেবা-প্রবৃত্তি সমৃদ্ধ হয়, তখনই প্রজ্জ্বলিত অগ্নি যেরূপ কাষ্ঠরাশিকে ভস্মীভূত করে, তদ্রূপ সেবা প্রভাবে আমাদের ভোগবাসনা বিনষ্ট হয়। আংশিক বস্তু আমাদের ভোগ্য, কিন্তু পূর্ণবস্তু আমাদের ভজনীয়।। ১৯।।

ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাঙ্খ্যং ধর্ম্ম উদ্ধব।
ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো যথা ভক্তির্মমোর্জ্জিতা।। ২০।।

অন্বয়ঃ—(হে) উদ্ধব। মম উর্জ্জিতা (প্রবৃদ্ধা সাধনাত্মিকা) ভক্তিঃ মাং যথা (যদ্বৎ) সাধয়তি (বশং করোতি) যোগঃ ন (তথা ন সাধয়তি) সাংখ্যং ন (তথা ন সাধয়তি) ধর্ম্মঃ (তথা ন সাধয়তি) স্বাধ্যায়ঃ (বেদপাঠঃ) তপঃ (চান্দ্রায়ণোপবাসাদিঃ) ত্যাগঃ (দানঞ্চ) ন (তথা ন সাধয়তি)।।

অনুবাদ— হে উদ্ধব। মদীয়া সাধনাত্মিকা প্রবলা ভক্তি আমাকে যেরূপভাবে বশীভূত করিতে পারে যোগ, সাংখ্য, ধর্ম্ম, বেদপাঠ, তপস্যা কিম্বা দান ক্রিয়া আমাকে তাদৃশ বশীভূত করিতে পারে না।। ২০।।

বিশ্বনাথ— ননু ভক্তির্যথা ত্বৎপ্রাপ্তিসাধনং তথা জ্ঞানযোগাদিকমপীতি কেনাংশেন ভক্তেরুৎকর্ষ ইত্যত আহ,— নেতি দ্বাভ্যাম্‌। ন সাধয়তি ন মৎপ্রাপ্তিসাধনং ভবতি উর্জ্জিতা জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতত্বেন প্রবলা তীব্রেত্যর্থঃ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—প্রশ্ন—ভক্তি যেমন তোমার প্রাপ্তির সাধন, সেইরূপ জ্ঞান যোগাদিও কোন অংশে ভক্তির উৎকর্ষ কারক? ইহার উত্তরে দুইটি শ্লোকদ্বারা বলিতেছেন। যোগ সাংখ্য প্রভৃতি আমাকে সাধন করিতে পারে না, অর্থাৎ আমার প্রাপ্তির সাধন হয় না। ভক্তি যেহেতু প্রবলা তীব্রা জ্ঞান কর্ম্মাদি দ্বারা অনাবৃতা।। ২০।।

বিবৃতি—অনেকে মনে করেন— বেদাধ্যয়ন, তপস্যা, জড়বস্তু-ভোগের অভিনিবেশ-ত্যাগ, সাংখ্য, সেশ্বর সাংখ্য ও বেদান্ত প্রভৃতি দ্বারা আমাদের মঙ্গল হয়। কিন্তু ঐগুলি পুরুষোত্তমের সেবায় বিশেষ অত্যাবশ্যক নহে। কেবলা ভক্তিই পুরুষোত্তমকে লাভ করাইতে একমাত্র সমর্থ।।

ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ শ্রদ্ধয়াত্মা প্রিয়ঃ সতাম্‌।
ভক্তিঃ পুনাতি মন্নিষ্ঠা শ্বপাকানপি সম্ভবাৎ।। ২১।।

অন্বয়ঃ—শ্রদ্ধয়া (শ্রদ্ধাজনিতয়া) একয়া (অনন্যয়া) ভক্ত্যা (এব) আত্মা (পরমাত্মা) প্রিয়ঃ (চ) অহং সতাং (সাধূনাং) গ্রাহ্যঃ (লভ্যো ভবেয়ং) মন্নিষ্ঠা (ময্যেকাগ্রতাযুক্তা) ভক্তিঃ শ্বপাকান্‌ (চণ্ডালান্‌) অপি পুণাতি (জাতিদোষাদ্‌ বিশুদ্ধীকরোতি)।। ২১।।

অনুবাদ—শ্রদ্ধাজনিত অনন্য-ভক্তিপ্রভাবেই পরমাত্মা ও প্রিয়-স্বরূপ আমি সাধুগণের লভ্য হইয়া থাকি। একাগ্রভাব-সম্পন্না ভক্তি চণ্ডালগণকেও পবিত্র করিয়া থাকে।।

বিশ্বনাথ— যথেতি স্ববাক্যেন প্রাপ্তং যোগাদীনামপি স্বপ্রাপ্তিসাধনত্বমাশঙ্ক্যাহ—ভক্ত্যেতি। একয়া নত্বন্যেন যোগাদিনেত্যর্থঃ। তেন যদন্যত্র জ্ঞানাদীনামপি ব্রহ্মপ্রাপ্তিসাধনত্বং শ্রূয়তে, তত্রস্থা গুণভূতা ভক্তিরেব তৎপ্রাপিকেতি

জ্ঞেয়ম্। তদেবং জ্ঞানসৎকর্ম্মাদিকং ভগবন্তং সাধয়িতুম-সমর্থং কেবলং পাপনাশকতয়ৈব সার্থকমভূদিতি স্থিতম্। তত্রাপি ভক্তের্যথা পাপনাশকতা ন তথা জ্ঞানাদীনা-মিত্যাহ,—ভক্তিরিতি সার্দ্ধেন। সম্ভবাৎ জাতিদোষাদপীতি শ্রীস্বামিচরণাঃ; তেন প্রারব্ধপাপনাশকতা ভক্তের্বুধ্যতে।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— নিজ বাক্য দ্বারা যোগাদি ও নিজপ্রাপ্তি সাধনকে ইহা কেহ আশঙ্কা করিতে পারে, এই জন্যই বলিতেছেন—আমি একমাত্র ভক্তিদ্বারাই গ্রহণীয় হই, অন্যযোগাদির দ্বারা নহে। সেই হেতু যদি অন্যত্র জ্ঞানাদিরও ব্রহ্মপ্রাপ্তি সাধনতা শুনা যায়। সেস্থলে গুণী-ভূতা ভক্তিই ব্রহ্মপ্রাপ্তিকরী জানিতে হইবে। এইরূপে জ্ঞান সৎকর্ম্ম আদি ভগবানকে সাধন করিতে অসমর্থ। কেবল পাপনাশকরূপেই সার্থ হয়। সে স্থলেও ভক্তি যেমন পাপনাশক, জ্ঞানাদি সেইরূপ নহে, ইহাই বলিতেছেন—শ্রীধরস্বামিপাদ বলিয়াছেন 'চণ্ডাল কুলে জন্ম গ্রহণরূপ জাতিদোষ হইতেও আমাতে নিষ্ঠাযুক্ত ভক্তি পবিত্র করে, সেই হেতু ভক্তির প্রারব্ধ পাপ নাশকতা বুঝা যায়।। ২১।।

বিবৃতি—যাহারা কুকুর ভোজন করিয়া আনন্দ লাভ করে, তাহাদের ভোগপ্রবৃত্তি অত্যধিক এবং ভগবানের প্রতি শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠা তাহাদের স্বল্প থাকায় অপকৃষ্টরুচিম্পন্ন বলিয়া সেই সমাজে বৃদ্ধি লাভ করায় তাহাদের সেবা-প্রবৃত্তি ন্যূন। কিন্তু প্রকৃত সাধুগণ ভোগীর ন্যায় নিকৃষ্ট-বস্তুভোজন ও ভোগ বিরহিত হইয়া ভগবানে নির্ভর করিয়া ভগবৎপ্রীতি আকর্ষণ করেন। সাধুগণ ভগবান্‌কেই সর্ব্বা-পেক্ষা অধিক ভালবাসেন এবং তাঁহাদের নিত্যবৃত্তি ভক্তি-দ্বারাই ভগবান্ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রীতি লাভ করেন। সেবা-প্রবৃত্তিদ্বারাই পার্থিব ভোগরত জনগণ নিজ নিজ জড়াভিনিবেশ হইতে মুক্তি লাভ করেন।। ২১।।

ধর্ম্মঃ সত্যদয়োপেতো বিদ্যা বা তপসান্বিতা।
মদ্ভক্ত্যাপেতমাত্মানং ন চ সম্যক্ পুনাতি হি।। ২২।।

অন্বয়ঃ— সত্যদয়োপেতঃ (সত্যেন দয়য়া চ যুক্তঃ) ধর্ম্মঃ তপসা অন্বিতা (যুক্তা) বিদ্যা (জ্ঞানং) বা মদ্ভক্ত্যাপেতং (রহিতম্) আত্মানং (চিত্তং) হি (নূনং) সম্যক্ ন চ পুনাতি (সর্ব্বতোভাবেন নৈব বিশুদ্ধীকরোতি)।। ২২।।

অনুবাদ— সত্য, দয়া, ধর্ম্ম, তপস্যা, জ্ঞান—ইহারা মদ্‌ভক্তিরহিত মানব-চিত্তকে নিশ্চয়ই সর্ব্বতোভাবে বিশুদ্ধ করিতে পারে না।। ২২।।

বিশ্বনাথ— কিঞ্চ ধর্ম্মজ্ঞানাদীনাং পাপনাশকত্বমপি ভক্তিসাহিত্যেনৈব। ভক্তিরাহিত্যেন তু কিঞ্চিন্মাত্রমেবেত্যাহ ধর্ম্ম ইতি। বিদ্যা জ্ঞানম্।। ২২।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— আর ধর্ম্ম ও জ্ঞানাদি পাপ নাশক শক্তিও ভক্তিসহিতই জানিতে হইবে, ভক্তিরহিত ধর্ম্মজ্ঞানাদি যৎকিঞ্চিৎমাত্রশক্তি ইহাই বলিতেছেন। বিদ্যা অর্থে জ্ঞান।। ২২।।

বিবৃতি— সত্য,পরদুঃখহানির জন্য যত্ন, দান, যজ্ঞাদি ও ত্যাগাদিমূলক তপস্যাসমূহ সম্যক্‌রূপে জীবকে পবিত্র করিতে সমর্থ হয় না—ন্যূনাধিক ভোগে প্রবৃত্ত করায়। কিন্তু ভগবৎসেবাই পরমধর্ম্ম বলিয়া ভক্তির পাবনত্ব সর্ব্বোপরি।। ২২।।

কথং বিনা রোমহর্ষং দ্রবতা চেতসা বিনা।
বিনানন্দাশ্রুকলয়া শুদ্ধ্যেদ্ভক্ত্যা বিনাশয়ঃ।। ২৩।।

অন্বয়ঃ— রোমহর্ষং বিনা দ্রবতা (আর্দ্রেণ) চেতসা (চিত্তেন) বিনা আনন্দাশ্রুকলয়া (আনন্দবাষ্পোদ্‌গমেন) বিনা কথং (ভক্তির্গম্যতে কিঞ্চ) ভক্ত্যা বিনা আশয়ঃ (চিত্তঞ্চ কথং) শুদ্ধ্যেত (কথমপি নেত্যর্থঃ)।। ২৩।।

অনুবাদ— রোমহর্ষ, চিত্তের দ্রবভাব এবং আনন্দ-অশ্রুকলা ব্যতীত ভক্তির আবির্ভাব অবগত হওয়া যায় না, ভক্তির আবির্ভাব ব্যতীতও চিত্ত বিশুদ্ধ হয় না।। ২৩।।

বিশ্বনাথ— অন্তঃকরণন্তু সম্যক্তয়া ভক্তিরেব শোধ-য়তি নান্যৎ সাধনম্। সা চ ভক্তীরোমাঞ্চাদ্যনুভাবগম্যেত্যাহ,—কথমিতি। ভক্ত্যা হেতুনা যদ্দ্রবচ্চেতস্তেন বিনা কথং সাধনান্তরেণ রোমহর্ষঃ, কথং বা আনন্দাশ্রুকলা। রোম-

হর্ষং বিনা আনন্দাশ্রুকলয়া চ বিনা কথাশয়ঃ শুধ্যেদিত্যন্বয়ঃ। যদুক্তং কলিযুগপাবনাবতারেণ শ্রীভগবতা—"শ্রুতমপ্যৌপনিষদং দূরে হরিকথামৃতাৎ। যন্ন সন্তি দ্রবচ্চিত্ত কম্পাশ্রুপুলকাদয়ঃ" ইতি। তেন নিষ্কামকর্ম্মযোগাদয়ো বহুপ্রমাণসিদ্ধা অন্তঃকরণস্য শোধকাস্তাবন্তবস্তু কিন্তু তস্য যেন কষায়েণ ভগবদপরোক্ষানুভবো ন ভবতি তং কষায়ং তু প্রেমভক্তিরেব জ্বালয়তি, ন তু জ্ঞানাগ্নিরপীতি ভাবঃ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— ভক্তিই অন্তঃকরণকে পরিপূর্ণরূপে শোধন করেন, অন্যে কেহ শোধন করিতে পারেন না। সেই ভক্তিও রোমাঞ্চ আদি অনুভাবগম্য, ইহাই বলিতেছেন—ভক্তিহেতু যে চিত্তের দ্রবতা, তাহা ব্যতীত অন্যসাধনের দ্বারা রোমহর্ষ অথবা আনন্দাশ্রুকলা দর্শন হইবে না, রোমহর্ষ ব্যতীত ও আনন্দ অশ্রুকলা ব্যতীত কিরূপে চিত্তশুদ্ধি হইবে? কলিযুগপাবনাবতার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ভগবান কর্ত্তৃক বলা হইয়াছে — উপনিষৎ উক্ত ব্রহ্ম তত্ত্ব শ্রবণ করিয়াও হরিকথামৃত শ্রবণ না করিলে চিত্তদ্রব ও অশ্রুকম্প পুলকাদি হয় না। এই হেতু নিষ্কাম কর্ম্মযোগাদিও বহুপ্রমাণসিদ্ধ হইলেও, অন্তঃকরণের শোধক হইলেও, কিন্তু তাহার যে কষায় দ্বারা ভগবানের সাক্ষাৎ অনুভব হয় না, সেই কষায় কিন্তু প্রেমভক্তিই দগ্ধ করিয়া দেয়। কিন্তু জ্ঞানাগ্নিও দগ্ধ করিতে পারেনা, ইহাই ভাবার্থ।। ২৩।।

বিবৃতি— ভোগদ্বারা আমাদের চিত্ত পবিত্র হয় না। ভগবৎসেবাদ্বারাই আমাদের বাসনা শুদ্ধ হয়; নতুবা স্বকামকর্ম্মফলাশায় ভোগ বৃদ্ধি পাইতে থাকে। চিত্ত দ্রব হইলে পুলক ও আনন্দাশ্রু লক্ষিত হয়। তৎপূর্ব্ব পর্য্যন্ত তিক্তকাঠিন্যজনক বিষয়ভোগ আমাদিগকে বিপথগামী করে।। ২৩।।

বাগ্‌গদ্‌গদা দ্রবতে যস্য চিত্তং
রুদত্যভীক্ষ্ণং হসতি ক্বচিচ্চ।
বিলজ্জ উদ্‌গায়তি নৃত্যতে চ
মদ্ভক্তিযুক্তো ভুবনং পুনাতি।। ২৪।।

অন্বয়ঃ— যস্য বাক্ (বচনং) গদ্‌গদা (প্রেম্নারুদ্ধা ভবতি) চিত্তং (চেতশ্চ) দ্রবতে (আর্দ্রীভবতি যশ্চ) অভীক্ষ্ণং (পুনঃ পুনঃ) রুদতি ক্বচিৎ (কদাচিৎ) হসতি চ বিলজ্জঃ (সন্) উদ্‌গায়তি (উচ্চৈর্গায়তি) নৃত্যতে চ মদ্ভক্তি যুক্তঃ (স) ভুবনং (ত্রিভুবনমপি) পুনাতি (পবিত্রয়তি কিমুতাশয়ম্)।। ২৪।।

অনুবাদ— যাঁহার বাক্য গদ্‌গদ ও চিত্ত দ্রবীভূত হয় এবং যিনি নিরন্তর রোদন, কখনও বা হাস্য, কখনও বা বিলজ্জভাবে উচ্চ সঙ্গীত ও নৃত্য করিতে থাকেন, তাদৃশ মদ্‌ভক্তিযুক্ত পুরুষ ত্রিভুবন পবিত্র করিয়া থাকেন।। ২৪।।

বিশ্বনাথ— প্রেমভক্তিযুক্তো জনস্তু স্বমুদ্ধরতীতি কিং চিত্রং, যতো ভূর্লোকমপ্যুদ্ধরতীত্যাহ, বাগিতি। যস্য বাক্ গদ্‌গদা গদ্‌গদাকারা অস্পষ্টাক্ষরেত্যর্থঃ। দ্রবতে দ্রবতি যতশ্চিত্তদ্রবাচ্চিত্তমভীক্ষ্ণং রুদতি রোদিতি অভীক্ষ্ণমৌৎকণ্ঠ্যেন জাজ্জ্বল্যমানত্বাদিতি ভাবঃ। ক্বচিচ্চেতি সর্ব্বত্রান্বেতি। দ্রবচ্চিত্তস্তু সার্ব্বদিক এব।। ২৪।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— প্রেমভক্তিযুক্ত ব্যক্তি জনগণকে স্বয়ং উদ্ধার করিতে পারেন, ইহাতে আশ্চর্য্য কি? যেহেতু ভূলোককেও উদ্ধার করিতে পারেন। যাহার বাক্য অস্পষ্ট, অক্ষর গদ্‌গদ আকার, চিত্ত যেহেতু দ্রবীভূত হইয়াছে, অতএব নিরন্তর রোদন করেন উৎকণ্ঠা বশতঃ জাজ্জ্বল্যমান। ক্বচিৎ শব্দটি সর্ব্বত্র অন্বয় হইবে, দ্রবচিত্ত সর্ব্বকালিকই।। ২৪।।

বিবৃতি—ভগবানের নিত্যসেবা-নিরত জনগণ বহির্ম্মুখ সমাজকে উপেক্ষা করিয়া কখনও উচ্চৈঃস্বরে ভগবন্নাম গান করেন ও আনন্দে নৃত্য করেন; কখনও গদ্‌গদবাক্যে দ্রবচিত্ত প্রদর্শন, রোদন ও হাস্য করেন। ইঁহারাই চতুর্দ্দশ ভুবনবিজয়ী হইয়া কল্যাণ সাধন করেন।। ২৪।।

মধ্ব—

চিত্তদ্রবস্তথা স্থৈর্য্যং প্রসাদো ভক্তিলক্ষণম্।
আধিক্যে ন তু তত্রাপি স্থৈর্য্যমেব বিশেষতঃ।।
দম্ভস্যাচলভক্তেশ্চ যস্মাদশ্চাদিকং ভবেৎ।
দম্ভাদিপরিহারার্থং নিগৃহ্ণীয়াচ্চ ধীরধীঃ।।

অত আধ্যাত্মিকক্লেশৈরাধিভূতাধিদৈবিকৈঃ।
বাক্যৈশ্চ বেদতন্ত্রাদ্যৈরুপদেশৈশ্চ তাদৃশৈঃ।।
বলবচ্ছাসনৈর্বাপি যস্য ভক্তির্ন চাল্যতে।
স এব পরমো ভক্তো বিষ্ণোর্হৃদয়বল্লভঃ।।
ইতি ভক্তিবিবেকে।। ২৪।।

যথাগ্নিনা হেমমলং জহাতি
ধ্মাতং পুনঃ স্বং ভজতে চ রূপম্।
আত্মা চ কর্ম্মানুশয়ং বিধূয়
মদ্ভক্তিযোগেন ভজত্যথো মাম্।। ২৫।।

অন্বয়ঃ— হেম (সুবর্ণং) যথা (যদ্বৎ) অগ্নিনা ধ্মাতং (তাপিতমেব সৎ) মলম্ (অন্তর্মলং) জহাতি (ত্যজতি, ন ক্ষালনাদিনা, কিঞ্চ) পুনঃ স্বং (নিজং) রূপং (স্বাভাবিক-মৌজ্জ্বল্যং) ভজতে (প্রাপ্নোতি) চ (তথা) আত্মা চ (চিত্ত-মপি) মদ্ভক্তিযোগেন (মৎপ্রীত্যা) কর্ম্মানুশয়ং (কর্ম্মবাসনাং) বিধূয় (পরিহৃত্য) অথো (অনন্তরং) মাং ভজতি (মহা-প্রেমাবির্ভাবাৎ পূর্ণাং সেবা-পদ্ধতিং প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ)।।২৫

অনুবাদ— সুবর্ণ যেরূপ কেবলমাত্র অগ্নি সন্তাপেই অন্তর্মল পরিত্যাগ এবং স্বাভাবিক ঔজ্জ্বল্য ধারণ করে, মানবগণের চিত্তও সেইরূপ একমাত্র মদীয় ভক্তিযোগেই কর্ম্মবাসনা পরিত্যাগপূর্ব্বক মহাপ্রেমের আবির্ভাবহেতু পূর্ণসেবাপদ্ধতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে।। ২৫।।

বিশ্বনাথ— কিঞ্চ ভক্ত্যৈবাত্মশুদ্ধির্নান্যত এবেতি সদৃষ্টান্তমাহ,—যথেতি। যথাগ্নিনা ধ্মাতং ধ্মাপিতমেব হেম সুবর্ণং অন্তর্মল জহাতি ন ক্ষালনাদিভিঃ স্বং নিজং রূপঞ্চ ভজতে, তথৈবাত্মা জীবঃ কর্ম্মানুশয়ং কর্ম্মবাসনাত্মকং মলং বিধূয়াথো মদীয়লোকে মাং ভজতি সাক্ষাদেব সেবতে।। ২৫।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— আর ভক্তিদ্বারাই আত্মশুদ্ধি হয়, অন্যের দ্বারা হয় না, ইহাই দৃষ্টান্তের দ্বারা বলিতে-ছেন। যেমন অগ্নিদ্বারা দগ্ধ হইয়া স্বর্ণ অন্তরের মলত্যাগ করে, সেইরূপ জলদ্বারা ধৌতকরিলেও নির্ম্মল হয় না, নিজের রূপও প্রাপ্ত হয় না। সেইরূপ আত্মা অর্থাৎ জীব কর্ম্মবাসনারূপ অন্তরের মালিন্যকে ভক্তিদ্বারা ধৌত করিয়া মদীয় লোকে আমাকে সাক্ষাৎ ভাবে সেবা করে।।

বিবৃতি— সুবর্ণের সহিত যে-সকল খাদ থাকে, সেই সুবর্ণেতর পদার্থ যেরূপ অগ্নিসংযোগে বিদূরিত হয়, তদ্রূপ বিশ্বে ভোগরত জীব ভগবৎসেবা করিতে প্রবৃত্ত হইলেই নশ্বর ভোগপ্রবৃত্তিরহিত হইয়া কোনপ্রকার বাসনা করে না এবং আমার নিত্যসেবা করিয়া থাকে।। ২৫।।

যথা যথাত্মা পরিমৃজ্যতেঽসৌ
মৎপুণ্যগাথাশ্রবণাভিধানৈঃ।
তথা তথা পশ্যতি বস্তু সূক্ষ্মং
চক্ষুর্যথৈবাঞ্জনসম্প্রযুক্তম্।। ২৬।।

অন্বয়ঃ—অসৌ আত্মা (চিত্তং) মৎপুণ্যগাথা-শ্রবণা-ভিধানৈঃ (মদীয়পুণ্যচরিত-শ্রবণকীর্ত্তনৈঃ) যথা যথা (যাবদ্ যাবৎ) পরিমৃজ্যতে (শোধ্যতে) অঞ্জনসম্প্রযুক্তম্ (অঞ্জন-প্রয়োগযুক্তং) চক্ষুঃ যথা (যদ্বৎ সূক্ষ্মং বস্তু পশ্যতি তথা) এব (তদপি) তথা তথা (তাবত্তাবৎ) সূক্ষ্মং বস্তু (অধো-ক্ষজং তত্ত্বং) পশ্যতি (উপলব্ধুং সমর্থো ভবতি)।। ২৬।।

অনুবাদ— উক্ত চিত্ত মদীয়পুণ্য-চরিত শ্রবণ-কীর্ত্তন দ্বারা যে পরিমাণ বিশুদ্ধি লাভ করে, অঞ্জন-প্রয়োগযুক্ত চক্ষুর ন্যায় ততই সূক্ষ্মবস্তু অর্থাৎ অধোক্ষজ তত্ত্ব দর্শন করিতে সমর্থ হয়।। ২৬।।

বিশ্বনাথ— আদিভজনমারভ্য কেবলয়া ভক্ত্যৈ-বাত্মশোধনতারতম্যেন শ্রবণকীর্ত্তনস্মরণাদিতারতম্যাৎ মন্মাধুর্য্যানুভবতারতম্যং প্রাপ্নোতীত্যাহ,—যথা যথেতি। তত্ত্বসূক্ষ্মং তত্ত্বং মদ্রূপলীলাদিস্বরূপং সূক্ষ্মং তন্মাধুর্য্যানুভব-বিশেষং তয়োর্দ্বন্দ্বৈক্যম্। যদ্বা সূক্ষ্মং তত্ত্বং পূর্বনিপাতাভাব আর্ষঃ। চক্ষুর্যথেতি প্রথমমন্ধাৎ কাণোঽপ্যুত্তমস্তস্মাৎ চক্ষুষ্মান্ চক্ষুষ্মতোঽপি সিদ্ধাঞ্জনরসাঞ্জিতনেত্রঃ সূক্ষ্মং পশ্যতি।। ২৬।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— প্রথম ভজন হইতে আরম্ভ

করিয়া কেবলাভক্তিদ্বারাই আত্মশোধন তরতমক্রমে শ্রবণ কীর্ত্তন স্মরণাদি তারতম্যহেতু আমার মাধুর্য্য অনুভব তারতম্য প্রাপ্ত হয়। ইহাই বলিতেছেন—যেমন যেমন আত্মা পরিমার্জ্জিত হয়, সেই সেইরূপই সূক্ষ্মতত্ত্ব আমার রূপলীলাদি স্বরূপ সূক্ষ্ম আমার মাধুর্য্য অনুভব বিশেষ উভয় দ্বারা চিত্তশুদ্ধ হয়। এই দুই এর দ্বন্দ্বসমাসে একই-ভাব। সূক্ষ্মতত্ত্ব পূর্ব্বে দেওয়া উচিৎ ছিল, তাহা না হওয়া ঋষিপ্রয়োগ, চক্ষু যেমন প্রথম অন্ধ হইতে একচক্ষু কানা উত্তম, তাহা হইতে চক্ষুদ্বয় বিশিষ্ট উত্তম, তাহা হইতেও সিদ্ধরস অঞ্জন প্রয়োগ করিলে অতি সূক্ষ্ম বস্তু দর্শন করে সেইরূপ।। ২৬।।

বিবৃতি— বিষয়ভোগে সুযোগ দর্শন করিয়াই জীব অন্তর্নিহিত পরমপ্রয়োজনীয় ভগবদ্দর্শনে বিমুখ হয়। কিন্তু চক্ষুতে যেরূপ অঞ্জন সংযোগে নির্ম্মল দৃষ্টি প্রকটিত হয়, তদ্রূপ ভগবানের শ্রবণ কীর্ত্তনাদি অনুশীলন দ্বারা সুষ্ঠুভাবে ভগবৎসান্নিধ্য লাভ, ভগবৎসেবা-প্রবৃত্তি ও ভগবৎপ্রেমের সর্ব্বোচ্চ অবস্থান উপলব্ধি হয়।। ২৬।।

বিষয়ান্ ধ্যায়তশ্চিত্তং বিষয়েষু বিষজ্জতে।
মামনুস্মরতশ্চিত্তং ময্যেব প্রবিলীয়তে।। ২৭।।

অন্বয়ঃ— বিষয়ান্ ধ্যায়তঃ (চিন্তয়তঃ পুংসঃ) চিত্তং বিষয়েষু বিষজ্জতে (আসক্তং ভবতি) মাম্ অনুস্মরতঃ (অনুক্ষণং চিন্তয়তঃ পুংসঃ) চিত্তং ময়ি (পরমাত্মনি) এব প্রবিলীয়তে (নিমগ্নং ভবতি)।। ২৭।।

অনুবাদ— বিষয়-চিন্তাশীল পুরুষের চিত্ত বিষয়ের প্রতিই আসক্ত হইয়া থাকে; পরন্তু যিনি অনুক্ষণ আমার চিন্তা করেন, তাঁহার চিত্ত পরমাত্মারূপী আমাতেই নিমগ্ন হইয়া থাকে।। ২৭।।

বিশ্বনাথ— তাদৃশশ্রবণকীর্ত্তনস্মরণাদিনিষ্ঠানাং তদ্ভক্তানাং চিত্তং ত্বয়ি কীদৃশং স্যাদিত্যত আহ,—বিষয়ানিতি। বিষয়ধ্যানাসক্তং চিত্তং যথা বিষয়মাধুর্য্যনিমগ্নং দৃষ্টং, তথৈব মদীয়ধ্যানাসক্তং মন্মাধুর্য্যমাত্রনিমগ্নং স্যাৎ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— ঐরূপ শ্রবণকীর্ত্তন স্মরণাদি নিষ্ঠ সেই ভক্তগণের চিত্ত তোমাতে কিরূপ হয়? ইহার উত্তরে বলিতেছেন—বিষয়-ধ্যানে আসক্ত চিত্ত যেমন বিষয়-মাধুর্য্যে নিমগ্ন দেখা যায়, সেইরূপই আমার ধ্যানাসক্ত ব্যক্তিকে আমার মাধুর্য্যে নিমগ্নই দেখা যায়।। ২৭।।

বিবৃতি— রূপরসাদিকে পরমপ্রয়োজনীয় বস্তু-জ্ঞানে ইন্দ্রিয়সমূহ যেরূপ ধাবিত হয়, তদ্রূপ পূর্ণবিষয় ভগবানের অনুশীলনে তদ্ভাববিশিষ্ট হইয়া নিত্যসেবনোপ-যোগী বস্তুসিদ্ধি লাভ হয়।। ২৭।।

তস্মাদসদভিধ্যানং যথা স্বপ্নমনোরথম্।
হিত্বা ময়ি সমাধৎস্ব মনো মদ্ভাবভাবিতম্।। ২৮।।

অন্বয়ঃ—তস্মাৎ স্বপ্নমনোরথং যথা (স্বপ্নকালীন-মনোবিলাসবৎ) অসদভিধ্যানম্ (অন্যেষামসতাং সাধনা-নামভিধ্যানং চিন্তাং) হিত্বা (সন্ত্যজ্য) মদ্ভাবভাবিতং (মদ্-ভাবেন মদ্ভজনেন ভাবিতং শোধিতং) মনঃ ময়ি (এব) সমাধৎস্ব (সমাহিতং কুরু)।। ২৮।।

অনুবাদ— অতএব স্বপ্নমনোরথতুল্য অন্যান্য অসৎ সাধনসমূহের চিন্তা পরিত্যাগপূর্ব্বক মদ্ভজন-বিশোধিত চিত্তকে আমাতেই সমাহিত কর।। ২৮।।

বিশ্বনাথ— যস্মাদন্যৎ সাধনং তৎফলং চ স্বপ্নমনো-রথবদসদভিধ্যানমাত্রং, তস্মাত্তদ্বিহায় কেবলয়ৈব ভক্ত্যা ময্যেব মনঃ সমাহিতং কুর্ব্বিতি প্রকরণার্থমুপসংহরতি—তস্মাদিতি শ্রীস্বামিচরণাঃ। মদ্ভাবেন মদ্ভাবনয়ৈব ভাবিতং ভাবযুক্তীকৃতম্।। ২৮।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— যেহেতু অন্যসাধন ও তাহার ফল, স্বপ্ন ও মনোরথের ন্যায় অসদ্বস্তুর ধ্যানমাত্রে নিমগ্ন থাকে। সেই হেতু তাহা ত্যাগ করিয়া কেবলাভক্তিদ্বারাই আমাতেই মন সমাধিস্থ করিবে। এইভাবে এই প্রকরণের অর্থ শেষ করিতেছেন—তস্মাৎ ইত্যাদি পদ্যদ্বারা। ইহা শ্রীস্বামিপাদ বলিয়াছেন। আমার ভাবনাদ্বারাই চিত্তকে ভাবযুক্ত কর।। ২৮।।

বিবৃতি— অনিত্য স্বপ্ন, জাগর ও সুষুপ্তি প্রভৃতি বুদ্ধির অবস্থাত্রয় অতিক্রম করিয়া কেবলা ভক্তির প্রভাবে জীবের নিজমঙ্গলসাধনই পরম প্রয়োজন।। ২৮।।

স্ত্রীণাং স্ত্রীসঙ্গিনাং সঙ্গং ত্যক্ত্বা দূরত আত্মবান্।
ক্ষেমে বিবিক্ত আসীনশ্চিন্তয়েন্মামতন্দ্রিতঃ।। ২৯।।

অন্বয়ঃ—আত্মবান্ (বিবেকী জনঃ) স্ত্রীণাং স্ত্রীসঙ্গিনাং (চ) সঙ্গং দূরতঃ ত্যক্ত্বা ক্ষেমে (নির্ভয়ে) বিবিক্তে (নির্জ্জনে চ দেশে) আসীনঃ (উপবিষ্টঃ) অতন্দ্রিতঃ (সাবধানশ্চ সন্) মাং (পরমাত্মানং) চিন্তয়েৎ (ধ্যায়েৎ)।। ২৯।।

অনুবাদ— বিবেকী পুরুষ স্ত্রী এবং স্ত্রীসঙ্গিগণের সংসর্গ দূর হইতে পরিত্যাগ করিয়া নির্ভয়ে নির্জ্জন স্থানে উপবিষ্ট হইয়া সাবধানে আমার ধ্যান করিবেন।। ২৯।।

বিশ্বনাথ—বিশেষতো বাৎস্যায়নাদ্যুক্তাঃ কামমার্গাস্ত্যাজ্যা ইত্যাহ—স্ত্রীণামিতি। যত আত্মবান্ ধৃতিযুক্তঃ, তেষাং সঙ্গে সতি ধৃতির্ন তিষ্ঠেদিতি ভাবঃ। ক্ষেমে নির্ভয়দেশে বিবিক্তে নির্জ্জনে।। ২৯।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— বিশেষতঃ ব্যাৎস্যায়ন মুনি কথিত কামশাস্ত্র ত্যাগকরা উচিৎ। যেহেতু ধৈর্য্যশীলব্যক্তি তাহাদের সঙ্গে থাকিলে ধৈর্য্য নষ্ট হইবে। নির্ভয়দেশে নির্জনে বাস করিবে।। ২৯।।

বিবৃতি— ভোগ্যা যোষিৎ ও তাহার প্রভু যোষিৎভর্ত্তা—ইহাদ্দিগকে দূরে পরিত্যাগপূর্ব্বক নির্ভীক ও নিরলস হইয়া সর্ব্বক্ষণ ভগবানের অনুশীলন করিবে। নারীচিন্তা হইতেই সংসার-প্রবৃত্তি ও দ্বিতীয়াভিনিবেশজন্য ভগবদ্-বিস্মৃতি। সুতরাং বিষয় ও বিষয়ের ভোগ্য ব্যাপারসমূহ—উভয় বস্তু হইতেই সর্ব্বতোভাবে সঙ্গচ্যুত হইবে। ভগবৎপ্রপত্তির দ্বারাই তাহার সম্ভাবনা।। ২৯।।

ন তথাস্য ভবেৎ ক্লেশো বন্ধশ্চান্যপ্রসঙ্গতঃ।
যোষিৎসঙ্গাদ্ যথা পুংসস্তথা তৎসঙ্গিসঙ্গতঃ।। ৩০।।

অন্বয়ঃ— যোষিৎসঙ্গাৎ (স্ত্রীসঙ্গাৎ) তথা (তদ্বৎ) তৎসঙ্গিসঙ্গতঃ (যোষিৎসঙ্গিসঙ্গাৎ) অস্য পুংসঃ (পুরুষস্য) যথা (যদ্বৎ) ক্লেশঃ বন্ধঃ চ (সংসারবন্ধনঞ্চ) ভবেৎ অন্যপ্রসঙ্গতঃ (বিষয়ান্তরসঙ্গাৎ) তথা ন (তদ্বৎক্লেশোবন্ধশ্চ ন ভবেৎ)।। ৩০।।

অনুবাদ— স্ত্রীসঙ্গ এবং স্ত্রীসঙ্গিপুরুষের সঙ্গ হইতে জীবের যেরূপ ক্লেশ ও সংসার-বন্ধন ঘটিয়া থাকে, অন্য কোন বিষয়ের প্রসঙ্গ হইতে সেরূপ হয় না।। ৩০।।

বিশ্বনাথ—যথা তৎসঙ্গিসঙ্গত ইতি যোষিৎসঙ্গিসঙ্গত্যাগে ভূয়ানেব যত্নঃ কর্ত্তব্যঃ, যতো যোষিৎসঙ্গে লজ্জা স্বীয়া প্রতিষ্ঠা চ বাধিকাস্তি, তৎসঙ্গিসঙ্গে তু প্রায়স্তে অপি ন বাধিকে, পরঞ্চ যোষিৎসঙ্গী যথা তৎকথাভিস্তস্যামাসঞ্জয়তি লজ্জাভয়াদিকমপি ত্যাজয়তি, ন তথা যোষিদপীত্যত উত্তরত্র তন্নির্দ্দেশঃ।। ৩০।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— স্ত্রীলোকের সঙ্গদ্বারা পুরুষের ঐপ্রকার ক্ষতি হয় না, যে প্রকার ক্ষতি স্ত্রীসঙ্গীর সঙ্গদ্বারা হয়। অতএব স্ত্রীসঙ্গীর সঙ্গ ত্যাগে বিশেষ যত্ন কর্ত্তব্য। যেহেতু স্ত্রীসঙ্গে লজ্জা ও নিজের প্রতিষ্ঠা বাধিত হয়, স্ত্রীসঙ্গীর সঙ্গে কিন্তু তাহাও প্রায়শ বাধিত হয় না। পরন্তু স্ত্রীসঙ্গী যেমন ঐসকল কথা দ্বারা লোকের মনকে রঞ্জিত করে, লজ্জাভয় আদিকেও ত্যাগ করায়, স্ত্রীলোকে সেইরূপ পারে না। এই কারণে উভয় সঙ্গই ত্যাগের নির্দ্দেশ দিয়াছেন।। ৩০।।

বিবৃতি— যোষিৎসঙ্গের প্রয়াস জীবকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক লাভের আশায় প্রমত্ত করায়। ঐরূপ ভগবদ্বিস্মৃতিক্রমেই জীবের ভোক্তৃত্বারোপে গুণ-বন্ধন ও জড়তা এবং তজ্জনিত ক্লেশ উপস্থিত হয়। আনন্দই জীবের পরমপ্রয়োজনীয় বলিয়া সে কামনায় পরমোচ্চ-শিখরদেশ স্ত্রীসঙ্গে আবদ্ধ হয়। কিন্তু নারীসঙ্গ ও নারীসঙ্গের প্ররোচনাকারী যোষিৎসঙ্গীর সঙ্গ সর্ব্বতোভাবে পরিবর্জ্জনীয়।।

মধ্ব—

কেশবে ত্বন্যথা বুদ্ধিঃ সৈব স্ত্রীসংপ্রকীর্ত্তিতা।
ত্রিকালদুঃখদত্বেন পুংসা সহ নিবাসনাৎ।।

জুষ্টত্বাদ্‌যোষিদিত্যুক্তা বননাদ্বনিতেতি চ।
প্রমাদ-করণত্বাত্তু প্রমদেতি চ গীয়তে।।
ত্যজেত্তৎসঙ্গিনাং সঙ্গং বুভূষুঃ পুরুষঃ সদা।
ন তাদৃশঃ ক্বচিদ্দোষঃ পুরুষস্যাসুখাবহঃ।।
ক্ষুদ্রপাপানি পাপানি চোপপাতকপাতকে।
মহাপাতকনামানি সুমহাপাতকান্যপি।।
তথাস্বতি মহাস্তীতি পাতকানি বেদোবিদুঃ।
পিপীলিকাবধাদীনি ক্ষুদ্রপাপোদিতানি চ।।
পাপমস্থিমতাং হত্যা ফলচৌর্য্যাদিরেব বা।
পরদারাদিকঞ্চাপিহ্যুপপাতকসংজ্ঞিতম্।।
পাতকং শূদ্রহত্যাদি ব্রহ্মহত্যাদিকং মহৎ।
দেবস্বহরণাদীনি সুমহান্তি বিদো বিদুঃ।।
দেবাবজ্ঞাসতাং চৈব ততোপি সুমহত্তরা।
মহন্মহত্তরা তস্য অবজ্ঞা কেশবে তু যা।।
কেশবস্য সমোস্তীতি কেশবোস্যহমিত্যপি।
ব্রহ্মাদ্যাঃ কেশবাত্মানঃ শ্রীর্বা ত্রিগুণ ইত্যপি।।
মুক্তস্য তদ্ভাবমতিররূপত্বমতিস্তথা।
ত্রিগুণাত্মকদেহোস্যাপ্যস্তীত্যপি তু যা মতিঃ।।
জন্মমৃত্যাদিবুদ্ধির্ব্বা দুঃখজ্ঞানাদি বোধনম্।
তস্যাপি পরতন্ত্রত্ববিজ্ঞানঞ্চ তদুত্তমঃ।।
অস্তীতি যা মতিস্তস্য বশাদন্যস্য কস্যচিৎ।
অস্তীতি ভাবনেত্যাদ্যা অবজ্ঞা সংপ্রকীর্ত্তিতা।।
ইতি ধর্ম্মবিবেকে।

অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।
অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।।
ইত্যাদি চ।

বাধ্যমানোপি মদ্ভক্ত ইত্যাদি চ।
পরদারদৃশিঃ প্রোক্তা ক্ষুদ্রাপাতকসংজ্ঞিতা।
উপপাতকং তদ্‌গতিশ্চ বর্ণাবাহেষু পাতকম্।।
মহাপাতক-সংজ্ঞং তু পিত্রাদের্দারধর্ষণম্।
দারদৃষ্টিস্বোত্তমানাং মানুষাণাং স্বভাবতঃ।।
সুমহাপাতকং প্রোক্তং তদ্‌গতিঃ সুমহত্তরঃ।
ঋষিদারেষু মনস্যে গতিরেব ততোধিকা।।
দেবদারাভিকামানাং সঙ্গিসঙ্গস্ততোধিকঃ।
কিমু বিষ্ণোস্ততো যোষিৎসঙ্গস্য ব্যত্যয়স্থিতেঃ।
ন সমং পাতকং ক্বাপি নহি স্বস্ত্র্যভিগামিনঃ।।
অবজ্ঞাতা মাধবাদেতস্মাত্তং দূরতস্ত্যজেৎ।
মানুষেষু তু দুঃখিত্বং ক্ষুদ্রপাপফলং স্মৃতম্।।
পাপাত্তু বর্ণবাহ্যত্বং তির্য্যগ্‌যোনি গতিস্তথা।
সহস্রবর্ষনরকং ক্ষুদ্রপাতকজং ফলম্।।
উপপাতকতশ্চাপি নরকং যুগমাত্রকম্।
চতুর্যুগাবসানন্ত পাতকস্য ফলং স্মৃতম্।।
মহাপাতকজন্যঞ্চ কল্পাবধিসমীরিতম্।
সুমহাপাতকাচ্চাপি যাবৎ ব্রহ্মলয়ো ভবেৎ।।
তৎপরাণাং পাতকানাং ফলমন্ধন্তমঃ স্মৃতম্।
অধোধো দুঃখবহুলং বিষ্ণুদারাভিমর্ষনাৎ।।
বধাদপি হি দারস্য ধর্ষণং কোপকারণম্।
তস্মাদ্দেব্যঃ সদাবন্দ্যা অগ্নিবন্নাভিকামত।
ইতি ধর্ম্মতত্ত্বে।। ২৯-৩০।।

শ্রীউদ্ধব উবাচ—

যথা ত্বামরবিন্দাক্ষ যাদৃশং যাবদাত্মকম্।
ধ্যায়েন্মুমুক্ষুরেতন্মে ধ্যানং মে বক্তুমর্হসি।। ৩১।।

অন্বয়ঃ— শ্রীউদ্ধবঃ উবাচ—(হে) অরবিন্দাক্ষ! (হে কমললোচন! শ্রীকৃষ্ণ!) মুমুক্ষুঃ (মুক্তিকামো জনঃ) যাদৃশং (যদ্‌বিশিষ্টং) যাবদাত্মকং (যৎস্বরূপঞ্চ) ত্বাং যথা (যেন প্রকারেণ চ) ধ্যায়েৎ (চিন্তয়েৎ) মে (মহ্যম্) বক্তুম্ অর্হসি (তৎ কথয়, ননু মুমুক্ষোর্ধ্যানেন পৃষ্টেন তবৈকান্তিকভক্তস্য কিম্? তস্মাদ্ যথা ত্বামহং ধ্যায়ামি তদ্বদেত্যেবং পৃচ্ছতা-মিত্যত আহ) মে (মম তু) এতৎ ধ্যানম্ (ইতি সংহতপাণি-দ্বয়েন তস্য পাদদ্বয়ং দর্শয়তি)।। ৩১।।

অনুবাদ— শ্রীউদ্ধব বলিলেন;— হে কমলনয়ন শ্রীকৃষ্ণ। মুক্তিকামী পুরুষ আপনার যাদৃশ-রূপবশিষ্ট যে স্বরূপের যে প্রকারে ধ্যান করেন, আমার নিকট তাহা বর্ণন করুন। আমি সর্ব্বদা আপনার এই পাদপদ্মযুগলেরই ধ্যান করিয়া থাকি।। ৩১।।

বিশ্বনাথ— ভক্তিং বিনা কিমপি সাধ্যং ন সিদ্ধ্যতীতি ভগবদ্বাক্যন্নিশ্চিত্য সর্ব্বেষাং মার্গাণাং প্রকারজ্ঞানং বিনা স্বমার্গোৎকর্ষজ্ঞানমতিসুখদং ন ভবতীতি ভাবেন মোক্ষাকাঙ্ক্ষিণো ধ্যানভক্তেঃ প্রকারাদীন্ পৃচ্ছতি,—যথেতি। তত্র প্রকারপ্রশ্নঃ, যাদৃশমিতি ধ্যেয়বিশেষ প্রশ্নঃ, যদাত্মকমিতি ধ্যেয়স্বরূপপ্রশ্নঃ, অত্র মে ইত্যস্য পৌনরুক্ত্যাদেবং ব্যাখ্যেয়ম্। যথা মুমুক্ষুস্ত্বাং ধ্যায়েত্তন্মে বক্তুমর্হতি, ননু মুমুক্ষোর্ধ্যানেন পৃষ্টেন তবৈকান্তিকভক্তস্য কিং, তস্মাৎ যথা ত্বামহং ধ্যায়ামি তদ্বদিত্যেবং পৃচ্ছ্যতামিত্যত আহ— মে মম তু এতদ্ধ্যানমিতি সংহতপাণিদ্বয়েন তস্য চরণদ্বয়ং দর্শয়তি। ধ্যানং ত্বং বক্তুমর্হসীতি পাঠঃ সুগমঃ।। ৩১।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— শ্রীউদ্ধব মহাশয় ভক্তি ব্যতীত কোন সাধ্যই সিদ্ধ হয় না। শ্রীভগবদ্বাক্য হইতে নিশ্চয় করিয়া সকল পথের বিবিধ প্রকার জ্ঞানব্যতীত নিজপথের উৎকর্ষ জ্ঞান অতিসুখপ্রদ হয় না। এইভাবে মুক্তিকামীর ধ্যান ভক্তির প্রকার জিজ্ঞাসা করিতেছেন— হে কমল নয়ন! তোমাকে যেরূপে ও যে স্বরূপে মুমুক্ষু ব্যক্তি ধ্যান করিবে তাহা আমাকে বলিতে পারেন। যদি বল মুমুক্ষু ব্যক্তির ধ্যান জিজ্ঞাসা দ্বারা তুমি একান্ত ভক্ত তোমার কি প্রয়োজন? সেই হেতু তোমাকে আমি যেরূপে ধ্যান করিব, তাহাই বল এইরূপ জিজ্ঞাসা কর আমি বলিতেছি —আমার এই ধ্যান কিন্তু করযোড়ে শ্রীকৃষ্ণচরণদ্বয় দেখাইতেছেন। 'ধ্যানের কথা তুমি বলিতে পার' এইরূপ পাঠ হইলে অর্থ বুঝিতে সহজ হয়।। ৩১।।

শ্রীভগবান্ উবাচ—

সম আসন আসীনঃ সমকায়ো যথাসুখম্।
হস্তাবুৎসঙ্গ আধায় স্বনাসাগ্রকৃতেক্ষণঃ।। ৩২।।
প্রাণস্য শোধয়েন্মার্গং পূরকুম্ভকরেচকৈঃ।
বিপর্য্যয়েণাপি শনৈরভ্যসেন্নির্জ্জিতেন্দ্রিয়ঃ।। ৩৩।।

অন্বয়ঃ—শ্রীভগবান্ উবাচ—সমে আসনে সমকায়ঃ (সমদেহঃ) যথা সুখং (সুখং যথা ভবতি তথা) আসীনঃ (উপবিষ্টঃ সন্) উৎসঙ্গে (ক্রোড়দেশে) হস্তৌ আধায় (উত্তানরূপেণোপর্য্যুপরি সংস্থাপ্য) স্বনাসাগ্র-কৃতেক্ষণঃ (স্বনাসাগ্রে দত্তদৃষ্টিঃ) নির্জ্জিতেন্দ্রিয়ঃ (ইন্দ্রিয়-নিগ্রহশীলঃ পুমান্) পূরকুম্ভকরেচকৈঃ (পূরককুম্ভকরেচক- ক্রমেণ) প্রাণস্য মার্গং শোধয়েৎ (প্রাণবায়ুমার্গশুদ্ধিং কুর্য্যাৎ তথা) শনৈঃ (ক্রমশঃ) বিপর্য্যয়েণ অপি (রেচককুম্ভকপূরকক্রমেণাপি) অভ্যসেৎ (প্রাণায়ামাভ্যাসং কুর্য্যাৎ)।।৩২-৩৩

অনুবাদ— শ্রীভগবান্ বলিলেন,—সমতল আসনে ঋজুদেহে যথাসুখে উপবিষ্ট হইয়া ক্রোড়দেশে উত্তানভাবে উপর্য্যুপরি হস্তদ্বয় সংস্থাপিত করিয়া নাসাগ্রে দৃষ্টিসংযোগপূর্ব্বক ইন্দ্রিয়নিগ্রহশীল পুরুষ পূরক-কুম্ভক-রেচকক্রমে প্রাণবায়ুর মার্গশোধন এবং রেচককুম্ভকপূরক এইরূপ বিপরীত ক্রমেও প্রাণায়াম অভ্যাস করিবেন।। ৩২-৩৩।।

বিশ্বনাথ— স্বনাসাগ্রকৃতেক্ষণ ইতি চিত্তস্থৈর্য্যায়। "অন্তর্লক্ষ্যোঽবহির্দৃষ্টিঃ স্থিরচিত্তঃ সুসঙ্গতঃ" ইতি যোগশাস্ত্রোক্তেঃ। বিপর্য্যয়েণ রেচক-পূরক-কুম্ভকক্রমেণ।। ৩২-৩৩।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—চিত্ত স্থিরতার জন্য নিজ নাসার অগ্রভাগে দৃষ্টিরাখিতে হয়। যোগ শাস্ত্রে বলা হইয়াছে 'অন্তরে লক্ষ্য রাখিয়া বাহিরে দৃষ্টি না রাখিলে, চিত্তস্থির সুসঙ্গত হয়।' বিপরীত ক্রমে অর্থাৎ রেচক-পূরক-কুম্ভক ক্রমে।। ৩২-৩৩।।

হৃদ্যবিচ্ছিন্নমোঙ্কারং ঘণ্টানাদং বিসোর্ণবৎ।
প্রাণেনোদীর্য্য তত্রাথ পুনঃ সংবেশয়েৎ স্বরম্।। ৩৪।।

অন্বয়ঃ—বিসোর্ণবৎ (কমলনালতন্তুবৎ) অবিচ্ছিন্নং (মূলধারাদারভ্য সন্ততং) ঘণ্টানাদং (ঘণ্টানাদতুল্যং) হৃদি (বর্ত্তমানম্) ওঙ্কারং প্রাণেন (প্রাণবায়ুনা) উদীর্য্য (উৰ্দ্ধং দ্বাদশাঙ্গুলপর্য্যন্তং নীত্বা) অথ পুনঃ তত্র (মাত্রাতীতে) স্বরং (পঞ্চদশং বিন্দুং) সংবেশয়েৎ (সংযোজয়েৎ)।। ৩৪।।

অনুবাদ—মূলাধার হইতে মৃণালসূত্রতুল্য অবিচ্ছিন্নভাবে হৃদয়ে অবস্থিত ঘণ্টাধ্বনিসদৃশ ওঙ্কারকে প্রাণবায়ুর

ভাবে হৃদয়ে অবস্থিত ঘণ্টাধ্বনিসদৃশ ওঙ্কারকে প্রাণবায়ুর সহিত ঊর্দ্ধদেশে দ্বাদশাঙ্গুল স্থান পর্য্যন্ত আনীত করিয়া তাহাতে স্বপ্ন অর্থাৎ পঞ্চদশবিন্দু সংযোজিত করিবেন।।৩৪

বিশ্বনাথ— হৃদীতি মূলাধারাদারভ্য অবিচ্ছিন্নং সন্ততং ঘণ্টানাদতুল্যমোঙ্কারং হৃদি স্থিতং প্রাণেনোদীর্য্য ঊর্দ্ধং দ্বাদশাঙ্গুলপর্য্যন্তং নীত্বা। কথং, বিসোর্ণবৎ কমল-নালতন্তুবৎ। অথ পুনস্তত্র স্বরং নাদং বিন্দুং বা সংবেশয়েৎ স্থিরীকুর্য্যাৎ।।৩৪।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— মূলাধার হইতে আরম্ভ করিয়া অবিচ্ছিন্নভাবে ঘণ্টাধ্বনির ন্যায় হৃদয়েস্থিত ওঁকার ধ্বনিকে প্রাণবায়ুদ্বারা উর্দ্ধে দ্বাদশ অঙ্গুল পর্য্যন্ত লইয়া। কিরূপে? কমলনালের মধ্যস্থিত সূত্রের ন্যায়। অতঃপর পুনরায় সেই হৃদয়ে স্বর নাদ বা বিন্দুকে স্থির করিবে।।৩৪।।

এবং প্রণবসংযুক্তং প্রাণমেব সমভ্যসেৎ।
দশকৃত্বস্ত্রিষবণং মাসাদর্বাগ্ জিতানিলঃ।।৩৫।।

অন্বয়ঃ—এবম্ (অনেন ক্রমেণ) ত্রিষবণং (ত্রিসন্ধ্যাং) দশকৃত্বঃ (দশবারান্) প্রণবসংযুক্তং প্রাণম্ এব (প্রাণায়াম-মেব) সমভ্যসেৎ (অনুশীলয়েৎ তেন) মাসাৎ অর্বাক্ (মাসাদ্ বহিরেব) জিতানিলঃ (জিত প্রাণো ভবতি)।।৩৫।।

অনুবাদ— এইরূপে ত্রিসন্ধ্যাকাল দশবার করিয়া প্রণবসংযুক্ত প্রাণায়ামেরই অনুশীলন করিবে; তাহা হইলে এক মাসানন্তরেই প্রাণজয় সাধিত হইবে।।৩৫।।

বিশ্বনাথ— মাসাদর্বাক্ মাসাদ্বহিরেব।।৩৫।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— একমাসের বাহিরেই চিত্ত স্থির হইবে।।৩৫।।

মধ্ব—

উপাস্য প্রাণতোনুজ্ঞাং হৃদিস্থাৎ প্রাপ্য সেবতঃ।
অনুজ্ঞানন্তরং মাসাদ্বশে প্রাণো ভবিষ্যতি।।
প্রসাদভাক্তং সংপ্রোক্তং প্রাণবিষ্ণ্বোর্জয়স্ত্বিতি।
নহি সর্ব্ববিজেতারৌ বিজেয়ৌ কেনচিৎ ক্বচিৎ।।
অপেক্ষিতং ফলং যেন দীয়তে তজ্জিতং ত্বিতি।
যথা জিতা বসুমতী যথা মোক্ষপদং জিতম্।।
ইতি প্রভঞ্জনে।।৩৫।।

হৃৎপুণ্ডরীকমন্তঃস্থমূর্দ্ধনালমধোমুখম্।
ধ্যাত্বোর্দ্ধমুখমুন্নিদ্রমষ্টপত্রং সকর্ণিকম্।
কর্ণিকায়াং ন্যসেৎ সূর্য্যসোমাগ্নীনুত্তরোত্তরম্।।৩৬
বহ্নিমধ্যে স্মরেদ্রূপং মমৈতদ্ধ্যানমঙ্গলম্।
সমং প্রশান্তং সুমুখং দীর্ঘচারুচতুর্ভুজম্।।৩৭।।
সুচারুসুন্দরগ্রীবং সুকপোলং শুচিস্মিতম্।
সমানকর্ণ বিন্যস্তস্ফুরন্মকরকুণ্ডলম্।।৩৮।।
হেমাম্বরং ঘনশ্যামং শ্রীবৎসশ্রীনিকেতনম্।
শঙ্খচক্রগদাপদ্ম-বনমালাবিভূষিতম্।।৩৯।।
নূপুরৈর্বিলসৎপাদং কৌস্তুভপ্রভয়া যুতম্।
দ্যুমৎকিরীটকটক-কটিসূত্রাঙ্গদাযুতম্।।৪০।।
সর্ব্বাঙ্গসুন্দরং হৃদ্যং প্রসাদসুমুখেক্ষণম্।
সুকুমারমভিধ্যায়েৎ সর্ব্বাঙ্গেষু মনো দধৎ।।৪১।।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যো মনসাকৃষ্য তন্মনঃ।
বুদ্ধ্যা সারথিনা ধীরঃ প্রণয়েন্ময়ি সর্ব্বতঃ।।৪২।।

অন্বয়ঃ— অন্তঃস্থং (দেহান্তর্বর্ত্তী) উর্দ্ধনালম্ অধো-মুখং (মুকুলিতঞ্চ) সকর্ণিকং (কর্ণিকাযুক্তম্) অষ্টপত্রম্ (অষ্টদলং যৎ) হৃৎপুণ্ডরীকং (হৃদয়পদ্মং বর্ত্ততে তৎ) উন্নিদ্রম্ উর্দ্ধমুখং (বিকসিতং চ) ধ্যাত্বা (বিচিন্ত্য তস্য) কর্ণিকায়াম্ উত্তরোত্তরং (ক্রমশঃ) সূর্য্যসোমাগ্নীন্ (সূর্য্যং সোমমগ্নিঞ্চ) ন্যসেৎ (চিন্তয়েৎ কিঞ্চ) বহ্নিমধ্যে ধ্যান-মঙ্গলং (ধ্যানস্য শুদ্ধং বিষয়ং) মম এতৎ (বক্ষ্যমাণং) রূপং স্মরেৎ (ধ্যায়েৎ) সমম্ (অনুরূপাবয়বং) প্রশান্তম্ (অনুগ্রং) সুমুখং (সুপ্রসন্নং) দীর্ঘচারুচতুর্ভুজং (দীর্ঘাশ্চারবশ্চত্বারো ভুজা যস্য তৎ) সুচারু (অতিরম্যং) সুন্দরগ্রীবং সুকপোলং শুচিস্মিতং (বিশুদ্ধহাসং) সমানকর্ণ বিন্যস্ত স্ফুরন্মকর-কুণ্ডলং (সমানয়োঃ কর্ণয়োর্বিন্যস্তে স্ফুরন্তী মকরাকারে কুণ্ডলে যস্মিন্ তৎ) হেমাম্বরং (পীতসুবর্ণবসনং) ঘনশ্যামং (জলদনীলং) শ্রীবৎসশ্রীনিকেতনং (শ্রীবৎসশ্রিয়োর্নিকে-তনং বক্ষসি দক্ষিণাবামতস্তাভ্যাং যুক্তমিত্যর্থঃ) শঙ্খচক্র-

গদাপদ্মবনমালাবিভূষিতং (শঙ্খাদিভির্বিভূষিতং) নূপুরৈঃ বিলসৎপাদং (বিলসন্তৌ শোভমানৌ পাদৌ যত্র তৎ) কৌস্তুভপ্রভয়া (কৌস্তুভস্য প্রভয়া দীপ্ত্যা) যুতং (যুক্তং) দ্যুমৎকিরীটকটককটিসূত্রাঙ্গদাযুতং (দ্যুমদ্ভিঃ কিরীটাদিভিরাসমন্তাৎ যুতমলঙ্কৃতং) সর্ব্বাঙ্গসুন্দরং (সর্ব্বাঙ্গেষু সুন্দরং) হৃদ্যং (মনোরমং) প্রসাদসুমুখেক্ষণং (প্রসাদেন শোভনং মুখমীক্ষণঞ্চ যস্মিন্ তৎ) সুকুমারং (অতিসুকোমলং মদীয়ং রূপং) সর্ব্বাঙ্গেষু মনঃ (চিত্তং) দধৎ (ধারয়ন্ সন্) অভিধ্যায়েৎ (চিন্তয়েৎ কিঞ্চ) ধীরঃ (বিবেকী পুমান্) মনসা (চিত্তেন) ইন্দ্রিয়ার্থেভ্যঃ (বিষয়েভ্যঃ) ইন্দ্রিয়াণি আকৃষ্য (প্রত্যাহৃত্য) বুদ্ধ্যা (বুদ্ধিরূপেণ) সারথিনা তৎ মনঃ (বিষয়প্রত্যাহৃতং চিত্তং) সর্ব্বতঃ (সর্ব্বাঙ্গযুক্তে) ময়ি প্রণয়েৎ (প্রকর্ষেণ নয়েৎ)।। ৩৬-৪২।।

অনুবাদ— দেহমধ্যস্থ ঊর্দ্ধনাল-বিশিষ্ট, মুকুলিত, কর্ণিকাযুক্ত, অষ্টদল হৃদয়-পদ্মকে উন্নিদ্র এবং বিকসিত রূপে ধ্যান করিয়া কর্ণিকামধ্যে ক্রমশঃ সূর্য্য, সোম ও অগ্নির সন্নিবেশপূর্ব্বক অগ্নিমধ্যে ধ্যানের শুদ্ধবিষয়ীভূত মদীয় বক্ষ্যমাণ রূপ চিন্তা করিবেন। সম, প্রশান্ত, সুপ্রসন্ন, দীর্ঘ, চারু ভুজচতুষ্টয়, সুচারু গ্রীবা ও কপোলযুক্ত, বিশুদ্ধহাস্যসমন্বিত, সদৃশকর্ণদ্বয়ে মকরাকৃতি কুণ্ডলযুগল-সুশোভিত, পীতসুবর্ণবসন পরিহিত, জলদনীলকান্তি, বক্ষোদেশে শ্রীবৎস এবং লক্ষ্মীযুক্ত, শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-বনমালা-বিভূষিত, পদযুগলে নূপুরশোভিত, দীপ্তিময় কৌস্তুভ কিরীটকটককটিসূত্র ও অঙ্গদযুক্ত, সর্ব্বাঙ্গসুন্দর, মনোরম, প্রসন্নতাহেতু সুশোভন বদন ও দৃষ্টিযুক্ত, অতি সুকোমল মদীয় রূপ চিন্তা করিবে এবং সর্ব্বাঙ্গে মনঃ সংযোগ করিবে। বিবেকী পুরুষ চিত্তদ্বারা বিষয়সমূহ হইতে ইন্দ্রিয়সকলকে আকৃষ্ট করিয়া বুদ্ধিরূপ সারথিদ্বারা এই চিত্তকে আমার সর্ব্বাঙ্গের প্রতি সংযোজিত করিবেন।। ৩৬-৪২।।

বিশ্বনাথ—হৃৎপুণ্ডরীকং মন এব কমলং তচ্চ বহিরপি যাতীতি ব্যাবর্ত্তয়তি। অন্তস্থং দেহান্তর্বর্ত্তি ঊর্দ্ধনাল-মধোমুখং মুকুলিতঞ্চ কদলীপুষ্পসংকাশং যদস্তি তদ্বিপরীতং ধ্যায়েদিত্যর্থঃ। ন্যসেৎ সংচিন্তয়েৎ। ধ্যানমঙ্গলং ধ্যানস্য শুভং বিষয়ম্। সমং অনুরূপাবয়বং প্রশান্তমনুগ্রম্। শ্রীবৎসশ্রিয়ৌ বক্ষোদক্ষিণবামস্থে নিতরাং কেতনে অসাধারণচিহ্ন যস্য তং আযুতং সমন্তাদলঙ্কৃতম্। সান্দ্রধ্যানার্থং মনস একাগ্রপ্রকারমাহ,—ইন্দ্রিয়াণি চক্ষুরাদীনি বিষয়েভ্যো রূপাদিভ্যঃ সকাশাৎ মনসা আকৃষ্য মনস্যেব প্রণয়েৎ। তন্মনো বুদ্ধ্যা আকৃষ্য ময়ি সর্ব্বতঃ সর্ব্বাঙ্গযুক্তে প্রণয়েৎ প্রকর্ষেণ নয়েৎ।। ৩৬-৪২।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—হৃদয়পদ্ম অর্থাৎ মনই পদ্ম তাহা বাহিরেও যায় ইহা নিষেধ করিতেছেন— দেহের অন্তরস্থিত ঊর্দ্ধ নাল মধ্যে নিম্নমুখে মুকুলিত কদলীপুষ্পের ন্যায় যাহা আছে। তাহা বিপরীত ভাবে ধ্যান করিবে। ন্যসেৎ অর্থাৎ সম্পূর্ণরূপে চিন্তা করিবে। ধ্যান মঙ্গল অর্থাৎ ধ্যানের শুভবিষয়, সম অর্থাৎ অনুরূপ অবয়ব বিশিষ্ট, প্রশান্ত অর্থাৎ উগ্রনহে, শ্রীবৎস চিহ্নদ্বয় শ্রীকৃষ্ণের বক্ষে, দক্ষিণে ও বামে অসাধারণ চিহ্নবিশেষ যাঁহার তাহাকে সম্যকরূপে অলঙ্কৃত করিতেছে। নিবিড় ধ্যানের জন্য মনের একাগ্রতার প্রকার হইতে মনদ্বারা আকর্ষণ করিয়া, সেই মনকে বুদ্ধিদ্বারা আকর্ষণ করিয়া, শ্রীভগবান বলিতেছেন —সর্ব্বাঙ্গযুক্ত আমাতে ধীরে ধীরে চালিতে করিবে।।৩৬-৪২

তৎ সর্ব্বব্যাপকং চিত্তমাকৃষ্যৈকত্র ধারয়েৎ।
নান্যানি চিন্তয়েদ্ভূয়ঃ সুস্মিতং ভাবয়েন্মুখম্।। ৪৩।।

অন্বয়ঃ—(ততঃ) সর্ব্বব্যাপকং (সর্ব্বাঙ্গ-চিন্তনশীলং) তৎ চিত্তম্ আকৃষ্য (সংগৃহ্য) একত্র (একস্মিন্নঙ্গে) ধারয়েৎ (ন্যসেৎ) ভূয়ঃ (পুনঃ) অন্যানি (অঙ্গান্তরাণি) ন চিন্তয়েৎ (পরন্তু) সুস্মিতং (সুহাসযুক্তং) মুখম্ (এব) ভাবয়েৎ (ধ্যায়েৎ)।। ৪৩।।

অনুবাদ—অনন্তর চিত্তকে সর্ব্বাঙ্গচিন্তা হইতে আকৃষ্ট করিয়া এক অঙ্গে সন্নিবিষ্ট করিবে, তৎকালে অন্যান্য অঙ্গের চিন্তা পরিত্যাগপূর্ব্বক কেবলমাত্র সুরম্যহাসযুক্ত বদনমণ্ডলের ধ্যান করিবে।। ৪৩।।

বিশ্বনাথ— সর্ব্বব্যাপকং সর্ব্বাঙ্গেষু সঞ্চরৎ চিত্তং আকৃষ্য একত্র একস্মিন্নঙ্গে তদেবাহ—মুখমিতি।। ৪৩।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— আমার সর্ব্বাঙ্গে বিচরণকারী চিত্তকে আকর্ষণ করিয়া একটি মাত্র অঙ্গে বা শ্রীমুখে ভাবনা করিবে।। ৪৩।।

তত্র লব্ধপদং চিত্তমাকৃষ্য ব্যোম্নি ধারয়েৎ।
তচ্চ ত্যক্ত্বা মদারোহো ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ।। ৪৪।।

অন্বয়ঃ— তত্র (মুখে) লব্ধপদং (সুপ্রতিষ্ঠং) চিত্তম্ আকৃষ্য (ততঃ প্রত্যাহৃত্য) ব্যোম্নি (সর্ব্বকারণরূপে আকাশে) ধারয়েৎ (ন্যসেৎ) তৎ চ (কারণমপি) ত্যক্ত্বা মদারোহঃ (ময়ি শুদ্ধব্রহ্মণ্যারূঢ়ঃ সন্) কিঞ্চিৎ অপি (ধ্যাতৃধ্যেয়বিভাগমপি) ন চিন্তয়েৎ।। ৪৪।।

অনুবাদ— অনন্তর মুখমণ্ডলে সুপ্রতিষ্ঠিত চিত্তকে তথা হইতে আকৃষ্ট করিয়া সর্ব্বকারণভূত আকাশে ধারণ করিবে। অতঃপর তদীয় চিন্তাও পরিত্যাগপূর্ব্বক আমাতে প্রতিষ্ঠিত হইয়া ধ্যান পরিত্যাগ করিবে।। ৪৪।।

বিশ্বনাথ— লব্ধপদং ততোঽন্যত্রাগচ্ছত্তত্রৈব স্থিরীভূতমিত্যর্থঃ। ততশ্চ তত্র মুখধ্যান এব লব্ধপদং মুখধ্যানমজহদেবেত্যর্থঃ। আকৃষ্য দেহেন্দ্রিয়াদিভ্যঃ পৃথক্‌কৃত্য, ন তু ধ্যানভক্তেরপি পৃথক্ কৃত্বেত্যর্থঃ। ব্যোম্নি আকাশে ধারয়েৎ ততশ্চ তচ্চ চিত্তমপি ত্যক্ত্বা মদারোহঃ ময়ি ব্রহ্মণ্যারূঢ়ঃ সন্ ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ, কিন্তু ভক্তিকণিকাযুক্তো জীবো ব্রহ্মৈবানুভবেদিতি ভাবঃ। শ্রীহংসদেবেন গুণচেতসোস্ত্যাগো য উক্তস্তস্যায়মেব প্রকার ইতি জ্ঞেয়ম্। "ভক্ত্যার্দ্রয়ার্পিতমনা ন পৃথগ্‌দিদৃক্ষেৎ" ইতি শ্রীকপিলদেবোক্তেঃ কর্ম্মজ্ঞানাদি ত্যাগস্যেব ধ্যানভক্তি ত্যাগস্য তত্ত্যাগেচ্ছায়াশ্চ নিষিদ্ধত্বাৎ।। ৪৪।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—মন ঐভাবে স্থিত হইলে, অন্যত্র না গেলে, অতঃপর সেই শ্রীমুখধ্যানেই স্থির হইবে। যোগী ব্যক্তি দেহেন্দ্রিয় হইতে মনকে আকর্ষণ করিয়া অর্থাৎ পৃথক্ করিয়া, কিন্তু ধ্যান ভক্তিকেও পৃথক্ করিয়া নহে, আকাশে ধারণ করিবে। তাহার পর চিত্তকে ত্যাগ করিয়া ব্রহ্মরূপ আমাতে আরূঢ় করাইয়া অন্যে কিছুই চিন্তা করিবে না, কিন্তু ভক্তিকণিকাযুক্ত জীব ব্রহ্মই অনুভব করিবে। শ্রীহংসদেব গুণ ও চিত্তের ত্যাগ যে বলিয়াছেন, তাহার ইহাই প্রকার। শ্রীকপিলদেব বলিয়াছেন—ভক্তির দ্বারা চিত্তদ্রবীভূত হইলে, ভগবানে অর্পিতমন ব্যক্তি অন্য পৃথক্ কিছু দর্শন করিবে না। অতএব কর্ম্মজ্ঞানাদি ত্যাগকারীরই ধ্যানভক্তির ত্যাগ বা ত্যাগের ইচ্ছা নিষেধ করা হইয়াছে।। ৪৪।।

মধ্ব—

ব্যোমেতি ব্যাপ্তশব্দঃ স্যাৎ বিশেষাদৌ ততয়ত
ইতি শব্দনির্ণয়ে।।

ব্যোম্নি ধারয়েৎ সর্ব্বাঙ্গেষু ধারয়েদিত্যর্থঃ।

তচ্চ ধারণং ত্যক্ত্বা স্বতএব মনসস্তত্রৈব সমাহিতত্বাদন্যৎ কিমপি ন চিন্তয়েৎ।

যাবৎ সমগ্রস্মরণমচলং কেশবে ভবেৎ।
সমগ্রং চিন্তয়েত্তাবদ্যদাতু বিচলেত্ততঃ।।
প্রত্যঙ্গধারণং কুর্য্যান্মনো যাবৎ সমগ্রগম্।
প্রত্যঙ্গাভ্যাসতো যাবৎ সমগ্রেষু স্থিরং মনঃ।।
তদা পুনঃ সমগ্রস্তু ধারয়েৎ যত্নতো বুধঃ।
যদা তু ধারণোৎসাহং বিনা তত্রাচলং মনঃ।।
তিষ্ঠেত্ত্যক্ত্বা তদুদ্যোগং শঙ্খচক্রাম্বুজাঙ্কিতে।
আরূঢ়চেতাঃ পরমে শৃঙ্গারাদ্যেকধামনি।।
নৈবান্যচ্চিন্তয়েত্তস্মাৎ পূর্ণানন্দাচ্চতুর্ভুজাৎ।
যতোন্যস্মরণে তস্মান্মনশ্চলতি সুস্থিরম্।।
ধারণার্থপ্রযত্নেন তস্মাত্তদুভয়ং ত্যজেৎ।
যাবৎস্বারূঢ়চেতাঃ স্যাদ্বিষ্ণোরূপে চতুর্ভুজে
ইতি ধ্যানযোগে।। ৪৩-৪৪।।

এবং সমাহিতমতির্মামেবাত্মানমাত্মনি।
বিচষ্টে ময়ি সর্ব্বাত্মন্ জ্যোতির্জ্যোতিষি সংযুতম্।।৪৫

অন্বয়ঃ—এবং সমাহিতমতিঃ (সমাহিত-চিত্তঃ পুমান্) মাম্ এব (ব্রহ্ম) আত্মনি (জীবাত্মনি) বিচষ্টে (পশ্যতি) আত্মানং (চ) সর্ব্বাত্মম্ (সর্ব্বাত্মনি) ময়ি জ্যোতিষি সংযুতং জ্যোতিঃ (ইব বিচষ্টে)।। ৪৫।।

অনুবাদ— সমাহিতচিত্ত পুরুষ জীবাত্মায় ব্রহ্মদর্শন এবং ব্রহ্মবস্তুতে জ্যোতিঃসংযুক্ত জ্যোতির ন্যায় জীবাত্মার দর্শন করিবে।। ৪৫।।

বিশ্বনাথ— কিন্তু ধ্যানময়ীভবেদিত্যাহ—এবমিতি। সমাহিতা সমাধিযুক্তা মতির্যস্য সঃ। মামেব ব্রহ্ম, আত্মনি জীবাত্মনি বিচষ্টে আত্মানঞ্চ সর্ব্বাত্মনি ময়ি সংযতং বিচষ্টে। জ্যোতির্জ্যোতিষি সংযুতমিতি ব্রহ্মজীবয়োর প্রাকৃত-স্বীয় পূর্ণজ্যোতির্জ্যোতিঃকণত্বং জ্ঞাপিতম্।। ৪৫।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— কিন্তু ধ্যানময়ী হইবে ইহাই বলিতেছেন—সমাধিযুক্ত বুদ্ধি যাহার সেই ব্যক্তি আমাতেই ব্রহ্ম আর জীবাত্মাকে সর্ব্বাত্মা আমাতে সংযুক্ত করিবে। আত্মজ্যোতিকে ব্রহ্মজ্যোতিতে সংযোগ করিলে, ব্রহ্ম ও জীবের অপ্রাকৃত নিজ পূর্ণজ্যোতি, জীব জ্যোতির কণা, ইহাই জানান হইল।। ৪৫।।

মধ্ব—

পরমাত্মানং মাং স্বদেহে পশ্যন্তি। জীবজ্যোতির্ম্ময়ি সংযুতং প্রপশ্যন্তি।

সমাধিযোগে সম্পূর্ণে হৃদি পশ্যন্তি কেশবম্।
জীবং তৎপ্রতিবিম্বঞ্চ তেনৈব সহ সংস্থিতম্।।
তদাধারং তদন্তস্থং তেনৈব সদৃশং তদা।
আনন্দজ্ঞানশক্ত্যাদ্যৈঃ সদা তদবরং গুণৈঃ।।
জীবন্মুক্তৌ চ মুক্তৌ বা সততং তদ্বশে স্থিতমিতি।।

ধ্যানেনেত্থং সুতীব্রেণ যুঞ্জতো যোগিনো মনঃ।
সংযাস্যত্যাশু নির্ব্বাণং দ্রব্যজ্ঞানক্রিয়াভ্রমঃ।। ৪৬।।
ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যামেকাদশস্কন্ধে শ্রীভগবদুদ্ধবসংবাদে
চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ।। ১৪।।

অন্বয়ঃ—ইত্থম্ (অনেন প্রকারেণ) সুতীব্রেণ ধ্যানেন মনঃ যুঞ্জতঃ (সমাদধতঃ) যোগিনঃ দ্রব্যজ্ঞান-ক্রিয়াভ্রমঃ (দ্রব্যজ্ঞানক্রিয়াস্বধিভূতাধি-দৈবাধ্যাত্মসু ভ্রমোঽধ্যাসরূপঃ) আশু (শীঘ্রং) নির্ব্বাণং (শান্তিং) সংযাস্যতি (সম্যগ্ যাস্যতি যাতীত্যর্থঃ)।। ৪৬।।

অনুবাদ—যিনি এইরূপ সুতীব্র ধ্যানযোগে মনঃ-সমাধান অভ্যাস করেন, সেই যোগিপুরুষের দ্রব্যজ্ঞান-ক্রিয়াবিষয়ক অর্থাৎ আধিভৌতিক, আধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক— এই ত্রিবিধ ভ্রম সত্বর বিনষ্ট হইয়া থাকে।। ৪৬।।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে চতুর্দ্দশ
অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

বিশ্বনাথ— এবম্ভূতসমাধিপর্য্যন্তধ্যানস্য ফলমাহ,—ধ্যানেনেতি। যুঞ্জতঃ সমাদধতঃ দ্রব্যজ্ঞানক্রিয়াসু অধিভূতাধিদৈবাধ্যাত্মসু ভ্রমঃ অধ্যাসরূপঃ নির্ব্বাণং শান্তিং সম্যক্ যাতি যাস্যতি।। ৪৬।।

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।
একাদশে সঙ্গতঃ সৎসঙ্গতোঽভূচ্চতুর্দ্দশঃ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— এইরূপ সমাধি পর্য্যন্ত ধ্যানের ফল বলিতেছেন—ধ্যানযোগে সমাধিস্থ হইলে দ্রব্যজ্ঞান ও ক্রিয়াতে অধিভূত অধিদৈব ও অধ্যাত্ম বস্তুতে অধ্যাসরূপ ভ্রম পরিপূর্ণ শান্তি লাভ করিয়া যায়।। ৪৬।।

ভক্তচিত্তের আনন্দদায়িনী সারার্থদর্শিনী টীকাতে একাদশস্কন্ধে চতুর্দ্দশ অধ্যায় সাধুগণের সঙ্গে সমাপ্ত হইলেন।।

ইতি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর কৃতা শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশস্কন্ধের চতুর্দ্দশ অধ্যায়ের সারার্থদর্শিনী টীকার অনুবাদ সমাপ্ত হইলেন।।

বিবৃতি— হঠযোগ বা কর্ম্মযোগ, বিচার-যোগ বা রাজযোগ প্রভৃতি প্রকারসমূহ ভক্তিযোগের অংশরূপে প্রতিষ্ঠিত। আংশিক অনুশীলনাত্মক জ্ঞান অভক্ত যোগিগণের ক্রমপদ্ধতির দ্বারা অনুষ্ঠেয়। কেবলভক্তিযোগে যে ধ্যান, উহা কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তিরই প্রতিপাদ্য শ্রীভগবন্নামের অন্তর্ভুক্ত রূপ, গুণ, পরিকর-বৈশিষ্ট্য ও লীলার মেরুদণ্ড। ধ্যানকারী ব্যক্তির স্বরূপাবস্থানের অভাব হইলে তাহাকে হঠযোগের সাধনে নিযুক্ত করায়। তাহা হইতে উদ্ধার লাভ করিবার যত্ন হইলে কেবলা ভক্তির সাধনাভিধা সেবা সেই স্থল অধিকার করে। আর বিচারপ্রধান বিচারক, বিচার্য্যবিষয় ও বিচার জগতের ক্ষণভঙ্গুর ধর্ম্ম অতিক্রম

করিলেই কৈবল্যে স্থিত জনগণ ভগবানের সেবাই করিয়া থাকেন। ভগবৎপর্য্যন্ত পৌঁছিতে পারিলেই ভক্তি আরব্ধ হয়। তৎপূর্ব্বে সাধনরাজ্যের ভক্তির অনুকূল অনুষ্ঠান না থাকিলে তাদৃশ ধ্যান ফলদ হয় না। সকল অভক্তি-সাধনই মনের সমাধির জন্য বিহিত হয়। দ্রব্যভ্রান্তি, জ্ঞান-ভ্রান্তি ও ক্রিয়াভ্রান্তিক্রমেই জীবের হঠযোগে ও রাজযোগে প্রবৃত্তি। ঐ সকল যৌগিক অনুষ্ঠানের সমাপ্তিতেই যে নির্বৃতির উদয়, তাহাই ভক্তিযোগ নামে কথিত। ভ্রমনিরাস বা বিবর্ত্তের হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ করিলেই স্বরূপ-সিদ্ধি ও পরে বস্তুসিদ্ধি লাভ ঘটে।। ৪৬।।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে ত্রয়োদশ অধ্যায়ের বিবৃতি সমাপ্ত।

মধ্ব— তৎপ্রতিপত্তৌ দ্রব্যজ্ঞানক্রিয়াবিষয়ে ভ্রম-রূপং মনোলয়ং যাতি।। ৪৬।।

ইতি শ্রীমদানন্দতীর্থভগবৎপাদাচার্য্য বিরচিতে শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশ স্কন্ধ তাৎপর্য্যে চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ।।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধের চতুর্দ্দশ অধ্যায়ের গৌড়ীয় ভাষ্য সমাপ্ত।

পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ

শ্রীভগবানুবাচ—

জিতেন্দ্রিয়স্য যুক্তস্য জিতশ্বাসস্য যোগিনঃ।
ময়ি ধারয়তশ্চেত উপতিষ্ঠন্তি সিদ্ধয়ঃ।। ১।।

গৌড়ীয় ভাষ্য

পঞ্চদশ অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে বিষ্ণুপদপ্রাপ্তির বিঘ্ন-স্বরূপ চিত্ত-ধারণানুগত অষ্ট প্রধান ও দশ গৌণ-সিদ্ধির কথা বর্ণিত হইয়াছে।

উদ্ধবকর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অষ্টা-দশসিদ্ধির স্বরূপ এবং কোন্ ধারণাদ্বারা কি লাভ হয়, তাহা বর্ণনপূর্ব্বক অবশেষে বলিলেন,—যিনি শুদ্ধভক্তি-যোগ-সহকারে শ্রীভগবানের সেবা করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহার পক্ষে ঐ সিদ্ধিসমূহের অনুষ্ঠান বৃথা কালক্ষয় ও ভজনে বিঘ্নমাত্র। ঐ সিদ্ধিসমূহ স্বয়ংই শুদ্ধভক্তের নিকট উপস্থিত হয়, কিন্তু তিনি তাহা গ্রহণ করেন না। বস্তুতঃ ভক্তিযোগ-ব্যতীত সিদ্ধিসমূহের কোনও মূল্য নাই। শ্রীভগ-বান্ সকলের বহির্দ্দেশে ও অন্তরে বর্ত্তমান।

অন্বয়ঃ— শ্রীভগবান্ উবাচ— জিতেন্দ্রিয়স্য যুক্তস্য (স্থিরচিত্তস্য) জিতশ্বাসস্য (প্রাণজয়িনঃ) ময়ি চেতঃ ধার-য়তঃ (মনো যুঞ্জতঃ) যোগিনঃ সিদ্ধয়ঃ (অণিমাদ্যাঃ) উপ-তিষ্ঠন্তি (স্বয়মেব প্রাপ্তা ভবন্তি)।। ১।।

অনুবাদ—শ্রীভগবান্ বলিলেন,—হে উদ্ধব! জিতে-ন্দ্রিয়, জিতশ্বাস, স্থিরচিত্ত যোগিপুরুষ আমাতে চিত্তধারণ করিলে অণিমাদি সিদ্ধিসমূহ স্বয়ংই তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া থাকে।। ১।।

বিশ্বনাথ—

অণিমাদ্যাঃ সিদ্ধয়োঽষ্টৌ দশ গৌণাস্তথাপরাঃ।
ধারণোত্থাঃ পঞ্চদশে যোগবিঘ্নতয়োদিতাঃ।।

এবং যোগাভ্যাসিনঃ সিদ্ধয়োঽপ্যাবির্ভবন্তি, তাস্বপি নিস্পৃহো ভবেদিতি জ্ঞাপয়িতুমাহ,—জিতেন্দ্রিয়স্যেতি। যুক্তস্য স্থিরচিত্তস্য।। ১।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— এই পঞ্চদশ অধ্যায়ে অণিমাদি মুখ্য অষ্টসিদ্ধি এবং অপর গৌণ দশটি সিদ্ধি ধারণা হইতে জাত, এইসকল যোগ বিঘ্নের কথা বলা হইয়াছে।

এই ভাবে যোগ অভ্যাসকারীর সিদ্ধিসমূহও আবি-

ভূত হয়। সেই সকলেও বাঞ্ছা শূন্য হইবে। ইহা জানাইবার জন্য বলিতেছেন—স্থির চিত্ত ব্যক্তির।। ১।।

শ্রীউদ্ধব উবাচ—

কয়া ধারণয়া কা স্বিৎ কথং বা সিদ্ধিরচ্যুত।
কতি বা সিদ্ধয়ো ব্রূহি যোগিনাং সিদ্ধিদো ভবান্।। ২।।

অন্বয়ঃ— শ্রীউদ্ধবঃ উবাচ—(হে) অচ্যুত। ভবান্ (এব) যোগিনাং সিদ্ধিদঃ (সিদ্ধিপ্রদো ভবতি তস্মাৎ) কয়া ধারণয়া কা স্বিৎ (কিং নামা) কথং বা (কীদৃশী বা) সিদ্ধিঃ (ভবতি, কিঞ্চ) সিদ্ধয়ঃ বা (ধারণাঃ সিদ্ধয়শ্চ) কতি (কতি-প্রকারাঃ জায়ন্তে তৎসর্ব্বং ত্বং) ব্রূহি (বদ)।। ২।।

অনুবাদ— শ্রীউদ্ধব বলিলেন,— হে অচ্যুত! আপনিই যোগিগণের সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদ, সুতরাং কোন্ ধারণা দ্বারা কীদৃশী কোন্ সিদ্ধির লাভ হয় এবং সিদ্ধি ও ধারণা কত প্রকার তাহা বর্ণন করুন।। ২।।

বিশ্বনাথ— স্বিৎ প্রশ্নে বিতর্কে বা।। ২।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— 'স্বিৎ' এই শব্দটি প্রশ্ন ও বিতর্ক অর্থে প্রয়োগ হয়।। ২।।

শ্রীভগবানুবাচ—

সিদ্ধয়োঽষ্টাদশ প্রোক্তা ধারণা যোগপারগৈঃ।
তাসামষ্টৌ মৎপ্রধানা দশৈব গুণহেতবঃ।। ৩।।

অন্বয়ঃ—শ্রীভগবান্ উবাচ—যোগপারগৈঃ (মহাযোগি-ভির্মুনিভিঃ) অষ্টাদশ সিদ্ধয়ঃ (তথা) ধারণাঃ (চ) প্রোক্তাঃ (কথিতাঃ) তাসাং (মধ্যে) অষ্টৌ মৎপ্রধানাঃ (অহমেব প্রধানং মুখ্যঃ স্বভাবত আশ্রয়ো যাসাং তাস্তথাভূতা ভবন্তি) দশ (অন্যাঃ) গুণহেতবঃ এব (সত্ত্বোৎকর্ষহেতুকা ভবন্তি)।।৩

অনুবাদ— শ্রীভগবান্ বলিলেন,— যোগপারদর্শী ঋষিগণ অষ্টাদশ প্রকার সিদ্ধি ও ধারণার কীর্ত্তন করিয়া-ছেন। তাহাদের মধ্যে অষ্টপ্রকার প্রধানভাবে আমাকে আশ্রয় করিয়া উৎপন্ন হয়। অপর দশপ্রকার সত্ত্বগুণের উৎকর্ষনিবন্ধন আবির্ভূত হইয়া থাকে।।৩।।

বিশ্বনাথ— ধারণাশ্চাষ্টাদশেত্যনুষঙ্গঃ। মৎপ্রধানা অহমেব প্রধানং মুখ্যঃ স্বভাবত আশ্রয়ো যাসাং তাঃ, ময়ি তাঃ পূর্ণা এব মৎস্বরূপশক্ত্যুত্থত্বাদমায়িক্যঃ। অন্যত্র সাধন-বশাৎ কিঞ্চিন্ন্যূনা মায়িক্য এব প্রায়ো ভবন্তীতি ভাবঃ। অন্যা ঊর্ম্মিরাহিত্যাদয়ো দশ গুণহেতবঃ সত্ত্বাদিগুণহেতুকাঃ এব।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— ধারণাও অষ্টাদশ প্রকার। মৎ-প্রধানা অর্থাৎ আমি স্বভাবত মুখ্য আশ্রয় যাহাদের, সেই-সকল ধারণা আমাতেই পূর্ণরূপে আমার স্বরূপ শক্তি হইতে জাত বলিয়া অমায়িক অন্যত্র সাধন হেতু কিঞ্চিৎ ভিন্ন ভিন্ন প্রায়শঃ মায়িকই হয়। তরঙ্গরাহিত্যাদি অন্যদশটি সত্ত্বাদিগুণ হেতুই।। ৩।।

বিবৃতি— অষ্টাদশ প্রকার সিদ্ধির মধ্যে আটটি সিদ্ধি —গুণাতীত, আর অপর দশটি গুণান্তর্গত যথা—(১) অণিমা, (২) মহিমা, (৩) লঘিমা, (৪) প্রাপ্তি, (৫) প্রাকাম্য, (৬) ঈশিতা, (৭) বশিতা, (৮) কামাবসায়িতা, তন্মধ্যে অণি-মাদি তিনটি সিদ্ধি— দেহের, প্রাপ্তি—ইন্দ্রিয়ের, প্রাকা-ম্যাদি চারিটি সিদ্ধি— স্বভাবের অর্থাৎ স্বাভাবিকী; অবশিষ্ট (৯) অনূর্ম্মিমত্ত্ব, (১০) দূরশ্রবণ, (১১) দূরদর্শন, (১২) ইচ্ছা-নুরূপ দেহের গতি; (১৩) ইচ্ছানুরূপ আকার গ্রহণ, (১৪) পরকায়-প্রবেশ, (১৫) স্বেচ্ছামৃত্যু, (১৬) দেবক্রীড়া-দর্শন, (১৭) সঙ্কল্পিত পদার্থ প্রাপ্তি, (১৮) অপ্রতিহতা আজ্ঞা ও গতি— এই কয়টি মায়িক।। ৩।।

মধ্ব—

ময্যেব প্রাধান্যেন সন্তি। অন্যেষূপচারত ইতি মৎপ্রধানাঃ।
সর্ব্বাধিকা অনিমাদ্যাবিষ্ণোর্ন ন্যস্য কস্যচিৎ।
স্বাভাবিকাবিরিঞ্চস্য তৎপ্রসাদাৎ পরাধিকাঃ।।
ইতি স্বাভাব্যে।

গুণভূতানাং অন্যাসামপি সিদ্ধীনাং তা এব হেতবঃ।
স্বতন্ত্রাস্বেবাষ্টস্বন্যাসামন্তর্ভাবাৎ।
নিঃসীমাষ্টগুণা ভাবাৎ সিদ্ধয়োষ্টাদশ স্মৃতাঃ।
দেবভ্যোন্যত্র দেবানাং সিদ্ধয়োষ্টৈব সম্মতাঃ।।
ইতি প্রাকাশ্যে।।৩।।

অণিমা মহিমা মূর্ত্তের্লঘিমা প্রাপ্তিরিন্দ্রিয়ৈঃ।
প্রাকাম্যং শ্রুতদৃষ্টেষু শক্তিপ্রেরণমীশিতা।। ৪।।
গুণেষ্বসঙ্গো বশিতা যৎকামস্তদবস্যতি।
এতা মে সিদ্ধয়ঃ সৌম্য অষ্টাবৌৎপত্তিকা মতাঃ।। ৫।।

অন্বয়ঃ—অণিমা মহিমা লঘিমা (ইতি তিস্রঃ) মূর্ত্তেঃ (দেহস্য সিদ্ধয়ঃ) ইন্দ্রিয়ৈঃ (সর্ব্ব প্রাণিনামিন্দ্রিয়ৈস্তত্তদ-ধিষ্ঠাতৃদেবতারূপেনেত্যর্থং সহ সম্বন্ধঃ) প্রাপ্তিঃ (প্রাপ্তির্নাম সিদ্ধিঃ) শ্রুতদৃষ্টেষু প্রাকাম্যং (শ্রুতেষু পারলৌকিকেষু দৃষ্টেষু দর্শনযোগ্যেষ্বপি সর্ব্বেষু ভূবিবরাদিপিহিতেষ্বপি প্রাকাম্যং ভোগদর্শনসামর্থ্যং সিদ্ধিঃ) শক্তিপ্রেরণং (শক্তীনাং মায়া-তদংশভূতানাং প্রেরণং প্রেরণরূপা সিদ্ধিঃ) ঈশিতা (ঈশিতা নাম ভবতি) গুণেষু (বিষয়ভোগেষু) অসঙ্গঃ (সঙ্গশূন্যতা) বশিতা (বশিতা নাম সিদ্ধিঃ) যৎকামঃ (যদ্ যৎ সুখং কাম-য়তে) তৎ (তত্তৎ সুখম্) অবস্যতি (তস্য তস্য সীমানং প্রাপ্নোতীত্যষ্টমী সিদ্ধিঃ) সৌম্য! (হে উদ্ধব!) মে (মম) এতাঃ অষ্টৌ সিদ্ধয়ঃ ঔৎপত্তিকাঃ (স্বাভাবিক্যো নিরতি-শয়াঃ) মতাঃ (জ্ঞাতাঃ)।। ৪-৫।।

অনুবাদ— অণিমা, মহিমা, লঘিমা—এই তিনটি দেহের সিদ্ধি, ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতৃদেবগণের সহিত সম্বন্ধ প্রাপ্তি-নাম্নী সিদ্ধি, পারলৌকিক ও ঐহিক সর্ব্বত্র ভোগদর্শন সামর্থ্য প্রাকাম্য নাম্নী সিদ্ধি শক্তিসমূহের প্রেরণা ঈশিতা-নাম্নী সিদ্ধি, বিষয়ভোগে অনাসক্তি বশিতা-নাম্নী সিদ্ধি, যথেচ্ছ কামনানুসারে যাবতীয় কাম্যসুখের সীমা প্রাপ্তি কামাবসায়িতা-নাম্নী অষ্টমী সিদ্ধি, হে উদ্ধব! এই অষ্টসিদ্ধি স্বাভাবিকী এবং নিরতিশয়া বলিয়া সম্মত হইয়াছে।।৪-৫

বিশ্বনাথ— তাস্বষ্টসু মধ্যে অণিমা মহিমা লঘিমা চেতি তিস্রঃ সিদ্ধয়ো মূর্ত্তের্দেহস্য ইন্দ্রিয়ৈঃ সেন্দ্রিয়ৈঃ সর্ব্বে-ন্দ্রিয়প্রবিষ্টৈরভীষ্টসর্ব্ববিষয়প্রাপ্তিরিতি প্রাপ্তির্নাম সিদ্ধিঃ। শ্রুতেষু দর্শনাযোগ্যেষু দৃষ্টেষু দর্শনযোগ্যেষ্বপি সর্ব্বেষু ভূবিবরাদিপিহিতেষ্বপি ভোগদর্শনসামর্থ্যং প্রাকাম্যং নাম সিদ্ধিঃ। শক্তিপ্রেরণং জীবেষু স্বশক্তিসঞ্চারণং ঈশিতা নাম সিদ্ধিঃ। গুণেষ্বসঙ্গং বিষয়ভোগেষ্বপ্যনাসক্তির্বশিতা-নাম সিদ্ধিঃ। যৎকামঃ যদ্‌যৎ সুখং কাময়তে তত্তদবস্যতি তস্য সীমানং প্রাপ্নোতীত্যষ্টমী কামাবসায়িতা নাম সিদ্ধিঃ। ঔৎ-পত্তিকাঃ স্বাভাবিক্যঃ নিরতিশয়াশ্চ।। ৪-৫।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— সেই মুখ্য আটটির মধ্যে অণিমা মহিমা ও লঘিমা এই তিনটি সিদ্ধি দেহের, ইন্দ্রিয়সমূহে প্রবিষ্ট হইয়া সকল বিষয় প্রাপ্তি অর্থাৎ সিদ্ধি করায়। শ্রুত বিষয়ে অর্থাৎ দর্শন অযোগ্য বিষয়ে, দৃষ্ট বিষয়ে অর্থাৎ দর্শনযোগ্য বিষয়ে ও ভূমির নিম্নে আচ্ছাদিত বিষয়-সমূহেও ভোগ দর্শন সামর্থ্য উহার নাম 'প্রাকাম্য-সিদ্ধি' নিজ শক্তি সঞ্চারণ দ্বারা জীবসমূহের মধ্যে ঐশ্বর্য্য বিস্তার ইহার নাম 'ঈশিতা'-সিদ্ধি। বিষয়ভোগ-সমূহেও অনাসক্তি ইহার নাম 'বশিতা'। যে যে সুখ কামনা করে তাহা তাহাই তাহার সীমার মধ্যে আসিয়া যায়, ইহার নাম 'কামাবশায়িতা' অষ্টমী সিদ্ধি ইহারা স্বাভাবিকী ও অতিশয়হীন।। ৪-৫।।

মধ্ব—

শক্তিপ্রেরণমেবেশিতৃত্বং অসঙ্গএব বশিত্বম্।
যাদৃশানন্দকামঃ স্যাত্তাদৃশানন্দসম্ভবঃ।
ভোগান্ বিনৈব প্রাকাম্যমণিমাদে পৃথক্ ততঃ।
ইতি চ।। ৪-৫।।

অনূর্ম্মিমত্ত্বং দেহেঽস্মিন্ দূরশ্রবণদর্শনম্।
মনোজবঃ কামরূপং পরকায়প্রবেশনম্।। ৬।।
স্বচ্ছন্দমৃত্যুর্দেবানাং সহ ক্রীড়ানুদর্শনম্।
যথাসঙ্কল্পসংসিদ্ধিরাজ্ঞাপ্রতিহতা গতিঃ।। ৭।।

অন্বয়ঃ— (গুণহেতুঃ সিদ্ধীরাহ) অস্মিন্ দেহে অনূর্ম্মিমত্ত্বং (ক্ষুৎপিপাসাদিরাহিত্যং) দূরশ্রবণদর্শনং (দূরে শ্রবণং দর্শনঞ্চেতি দ্বে সিদ্ধী) মহোজবঃ (মনোবেগেন দেহস্য গতিঃ) কামরূপং (কামিতরূপপ্রাপ্তিঃ) পর-কায়প্রবেশনং (পরদেহপ্রবেশঃ) স্বচ্ছন্দমৃত্যুঃ (স্বেচ্ছামৃত্যুঃ) দেবানাং সহ ক্রীড়ানুদর্শনম্ (অপ্সরোভিঃ সহ দেবানাং যাঃ ক্রীড়াস্তাসামনুদর্শনং প্রাপ্তিঃ) যথাসঙ্কল্পসংসিদ্ধিঃ (সঙ্কল্পা-নুরূপপ্রাপ্তিঃ) অপ্রতিহতাগতিঃ (অপ্রতিহতা আসমন্তাদ্-গতির্যস্যাস্তাদৃশী) আজ্ঞা (চেত্যেতা দশ সিদ্ধয়ো গুণজাতাঃ)।।

অনুবাদ— এই শরীর-মধ্যে ক্ষুধাতৃষ্ণাদিশূন্যতা, দূরস্থ বিষয়ের শ্রবণ, দূর বিষয়ের দর্শন, মনের ন্যায় দেহের দ্রুতগতি, অভিলষিত রূপধারণ, পরদেহ-প্রবেশ, ইচ্ছা-মৃত্যু, অপ্সরা ও দেবগণের ক্রীড়া-প্রাপ্তি, সঙ্কল্পানুরূপবিষয়-প্রাপ্তি, অপ্রতিহত আদেশ—এই দশটি গুণজাত সিদ্ধি বলিয়া জানিবে।। ৬-৭ ।।

বিশ্বনাথ—গুণনিবন্ধনা দশ সিদ্ধীরাহ,—অনূর্ম্মিমত্ত্বং ক্ষুৎপিপাসাদিষড়ূর্ম্মিরাহিত্যং দূরশ্রবণদর্শনমিতি দূরদর্শনং দূরশ্রবণমিতি দ্বে সিদ্ধী ইত্যেকে, একৈবেত্যন্যে। মনোজবঃ মনোবেগেন দেহস্য গতিঃ। কামরূপং কামিতরূপ-প্রাপ্তিঃ। অপ্সরোভিঃ সহ দেবানাং যাঃ ক্রীড়াস্তাসামনুদর্শনং প্রাপ্তিঃ। যথাসঙ্কল্পসংসিদ্ধিঃ সঙ্কল্পিতপদার্থপ্রাপ্তিঃ। ইয়ং কিঞ্চিৎ কায়িকাদিপ্রযত্নসাপেক্ষেতি কামাবসায়িতাভেদঃ কল্প্যঃ। অপ্রতিহতা আজ্ঞা গতিশ্চেত্যেকৈব সিদ্ধিরিত্যেকে। অপ্রতিহতাজ্ঞত্বমপ্রতিহতগতিত্বমিতি দ্বে সিদ্ধী ইত্যপরে।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— গৌণ দশটি সিদ্ধি বলিতেছেন —ক্ষুধা পিপাসাদি ছয়টি তরঙ্গ রহিত, দূরবর্ত্তী বস্তুর শ্রবণ ও দর্শন ইহা দুইটি এক। মনের বেগে দেহের গতি, ইচ্ছামত রূপ প্রাপ্তি, অপ্সরাগণের সহিত দেবগণের যে ক্রীড়া তাহার দর্শনপ্রাপ্তি, সঙ্কল্পিত পদার্থের প্রাপ্তি, এইটি কিঞ্চিৎ শারিরীক প্রযত্ন সাপেক্ষ হইলে কামাবশায়িতা ভেদ কল্পনা করা হয়। যাহার আদেশ ও গতি বাধা দিতে পারে না ইহা একটি সিদ্ধি। অপর কেহ কেহ বলেন অপ্রতিহত জ্ঞান ও অপ্রতিহতগতি ইহা দুইটি সিদ্ধি।। ৬-৭ ।।

ত্রিকালজ্ঞত্বমদ্বন্দ্বং পরিচিত্তাদ্যভিজ্ঞতা।
অগ্ন্যর্কাম্বুবিষাদীনাং প্রতিষ্টম্ভোঽপরাজয়ঃ।। ৮।।
এতাশ্চোদ্দেশতঃ প্রোক্তা যোগধারণসিদ্ধয়ঃ।
যয়া ধারণয়া যা স্যাদ্‌যথা বা স্যান্নিবোধ মে।। ৯।।

অন্বয়ঃ—(ক্ষুদ্রসিদ্ধীঃ পঞ্চাহ) ত্রিকালজ্ঞত্বম্ অদ্বন্দ্বং (শীতোষ্ণাদ্যনভিভবঃ) পরিচিত্তাদ্যভিজ্ঞতা (পরচিত্তাদিজ্ঞানম্) অগ্ন্যর্কাম্বুবিষাদীনাম্ (অগ্নিসূর্য্যজলবিষ-প্রভৃতীনাং) প্রতিষ্টম্ভঃ (স্তম্ভনম্) অপরাজয়ঃ (এতাঃ পঞ্চ ক্ষুদ্রসিদ্ধয়ো ভবন্তি) এতাঃ (পূর্ব্বোক্তাঃ) যোগধারণসিদ্ধয়ঃ (যোগধারণজন্যাঃ সিদ্ধয়ঃ) উদ্দেশতঃ (লক্ষণপূর্ব্বকসংজ্ঞা-মাত্রতঃ) প্রোক্তাঃ চ (ইদানীং) যয়া ধারণয়া যথা (যেন প্রকারেণ) বা যা (সিদ্ধিঃ) স্যাৎ (ভবেৎ তৎ) মে নিবোধ (মত্তঃ শৃণু)।। ৮-৯।।

অনুবাদ—ত্রিকালজ্ঞতা, শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্ব-সহিষ্ণুতা, পরচিত্তাদি বিষয়ক জ্ঞান, অগ্নি, সূর্য্য, জল, বিষ প্রভৃতির প্রভাব স্তম্ভন এবং অপরাজয়—এই পাঁচটি ক্ষুদ্রসিদ্ধি। হে উদ্ধব! পূর্ব্বোক্ত এই সকল যোগধারণ জনিত সিদ্ধির নাম ও লক্ষণ কীর্ত্তিত হইল, সম্প্রতি যে-ধারণাদ্বারা যে-প্রকারে যে-সিদ্ধির লাভ হয়, তাহা শ্রবণ কর।। ৮-৯।।

বিশ্বনাথ—ক্ষুদ্রসিদ্ধীশ্চ পঞ্চাহ,—ত্রিকালজ্ঞত্বমিতি। অদ্বন্দ্বং শীতোষ্ণাদ্যনভিভবঃ অগ্ন্যাদীনাং স্তম্ভনম্।। ৮-৯

টীকার বঙ্গানুবাদ— ক্ষুদ্রসিদ্ধিও পাঁচটি বলিতেছেন —ত্রিকালজ্ঞত্ব, শীত উষ্ণ আদি দ্বারা অভিভূত না হওয়া এবং অগ্নি আদির শক্তিকে স্তম্ভন করা।। ৮-৯।।

বিবৃতি— ত্রিকালজ্ঞতা, শৈত্যোষ্ণত্বে সমজ্ঞান, পরচিত্তের অভিজ্ঞতা, অগ্নি, সূর্য্য, জল ও বিষ প্রভৃতির শক্তিনাশ এবং সর্ব্বত্র অপরাজয়—এই পাঁচটি ক্ষুদ্র সিদ্ধি।। ৮-৯ ।।

মধ্ব—অনূর্ম্মিমত্ত্বং প্রাকাম্যেঽন্তর্ভূতম্। দূর-শ্রবণ-দর্শনং ত্রিকালজ্ঞত্বম্। পরিচিতাদ্যভিজ্ঞতা চ প্রকাশ্যান্তর্ভূতানি। মনোজব ইত্যাদি ষট্‌কং প্রাপ্ত্যন্তর্ভূতম্। অন্যৎ সর্ব্বমীশত্বান্তর্ভূতমপি পরমেশত্বাভাবে পৃথগিত্যষ্টাদশ অগ্ন্যর্কাম্বুবিষাদীনামিত্যাদিশব্দোক্তাঃ শস্ত্রাস্ত্রনখদন্ততাড়ন-শাপাদিভিরপ্রতিহতিঃ পৃথগেবসিদ্ধিঃ সপ্তদশীঃ অপ্রতিহতা আসমন্তাদ্‌গতির্যস্যা আজ্ঞায়াঃ সা প্রতিহতা গতিঃ।

অদ্বন্দ্বমপ্রতিহতং ত্রিকালজ্ঞত্বম্। অগ্ন্যার্কাম্বুবিষাণাং প্রতিস্তম্ভাশ্চতস্রঃ সিদ্ধয়ঃ। দূরশ্রবণদর্শনে দ্বে সিদ্ধী।
গরিম্নঃ সৈব হেতুঃ স্যান্মহিমাহেতুধারণা।
প্রায়োষ্টসিদ্ধিকথনেষ্বথো ন পৃথগুচ্যতে।।
ইতি চ।

প্রাপ্তিঃ প্রাকাশ্যয়োশ্চাপি ধারণৈকাপি সম্ভবে।
অত ঐক্যেনতাবুক্তৌ গরিমাণং পৃথক্ ক্বচিৎ।।
ইতি চ।

মূলভূতাস্তু সিদ্ধীনাং দেবানামষ্টসিদ্ধয়ঃ।
সর্ব্বসিদ্ধিপ্রধানাস্তাস্তজ্জা অষ্টাদশ স্মৃতাঃ।।
অষ্টস্বন্তর্গতাস্তাস্তু তদপেক্ষতয়াল্পকা ইতি চ।

কামরূপত্বস্যাণিমাদি ত্রয়েপ্যন্তর্ভাবোষ্টসিদ্ধিপক্ষে অগ্ন্যর্কস্তম্ভ এবৈব সিদ্ধিঃ অদাহত্বাৎ। অগ্ন্যাদিপ্রতিস্তম্ভস্য বশিত্বেপি। অনূর্ম্মিমত্বাদষ্টাদশপৃথক্‌সিদ্ধিপক্ষে অগ্ন্যর্ক-স্তম্ভয়োঃ পৃথক্তুত্বম্।
তস্মিন্ পক্ষে তাসাং সকাশাৎ প্রধানাষ্টৌ মৎপ্রধানা ইতি ব্যাখ্যা।

অনূর্ম্মিমত্বসিদ্ধিস্তু প্রাকাম্যান্তর্গতা মতা।
দূরশ্রুতির্দূরদৃষ্টিস্ত্রিকালজ্ঞত্বমেব চ।।
পরচিত্তাদ্যভিজ্ঞানং প্রকাশ্যান্তর্গতানি চ।
অণিমাদি ত্রয়ান্তশ্চ কামরূপত্বমিষ্যতে।।
অগ্ন্যর্কাম্বুবিষাদীনাং প্রতিস্তম্ভো বশিত্বতঃ।
মনোজবঃ কামরূপং পরকায়প্রবেশনম্।।
স্বচ্ছন্দমৃত্যুতা দেবৈঃ সহ ক্রীড়েষ্ট-সাধনম্।
প্রাপ্তাবন্তর্গতান্যাহুরাজ্ঞা প্রতিহতিস্তথা।।
অগ্নিস্তম্ভো রবিস্তম্ভো উদকস্তম্ভ এব চ।
বিষস্তম্ভস্তথা শস্ত্রশাপাদিস্তম্ভ এব চ।।
ঈশত্বান্তর্গতান্যাহুরপরাজয় এব চ।
এবমষ্টাদশাষ্টভ্যো জায়ন্তে সিদ্ধয়ঃ ক্রমাৎ।।
অষ্টাদশভ্যশ্চান্যাস্তু জায়ন্তে সিদ্ধয়ো মতাঃ।
অনূর্ম্মিমত্বং দুঃখস্যাভাবমাত্রমুদাহৃতম্।।
যথেষ্টানন্দসংপ্রাপ্তিঃ প্রাকাম্যমিতি কীর্ত্ত্যতে।
দুঃখাভাবোপি প্রাকাম্যে নেতরেসুখিতেষ্যতে।।
প্রাকাশ্যং সর্ব্ববেদাদি জ্ঞানমেব বিদো বিদুঃ।
সহস্রযোজনান্তে তু দূর-দর্শনমিষ্যতে।।
দূরশ্রবণমপ্যেবং তস্মিন্নেব যুগে স্থিতে।
বেদাদিকং বিনা প্রোক্তং ত্রিকালজ্ঞানিতা বুধৈঃ।।
শরীরস্থং বিনা দেহে পরিচিত্তাদ্যভিজ্ঞতা।।
অন্যেন্দ্রিয়ৈর্দর্শনাদিযথাসংকল্পবেগিতা।।
প্রাপ্তিরিত্যুচ্যতে সদ্ভিঃ স্বমনঃ সমবেগিতা।
মনোজব ইতি প্রোক্তঃ পশ্বাদ্যাকারতা তথা।।
কামরূপত্বমুদ্দিষ্টং স্বদেহত্যাগতঃ পরে।
পরকায়প্রবেশঃ স্যাৎ যুগাদর্বাক্তনা স্মৃতা।।
সচ্ছন্দং মৃত্যুতাদেবৈঃ ক্রীড়া চেন্দ্রাদিভির্বিনা।
যথা সংকল্পসিদ্ধিশ্চাপ্যন্নপানসুতাদিষু।।
চক্ষুর্দৃশ্যেষ্বণুত্বন্তু অণিমা সংপ্রকীর্ত্তিতা।
মহিমা চাপি সংপ্রোক্তা ত্রিলোকান্তরপূরণাৎ।।
চক্ষুর্দৃশ্যেপি বাহ্যত্বং লঘিমা সংপ্রকীর্ত্তিতা।
ত্রিলোকসমভারস্তু গরিমা চাপি কীর্ত্তিতা।।
পূর্ব্বশক্তেঃ কোটিগুণশক্ত্যুদ্রেকস্তথেশিতা।
ভুবিষ্ঠৈঃ প্রাণিভিশ্চোক্তকরণঞ্চাপি কীর্ত্ত্যতে।।
আজ্ঞাহপ্রতিহতির্ব্রাহ্মাদর্বাগস্ত্রনিপাতনম্।
বিনা মহাতপস্বীংশ্চ শাপাপ্রতিহতিঃ স্মৃতাঃ।।
অপরাজয়ো মনুষ্যেভ্যো বশিত্বঞ্চাপ্যলোলতা।
দাহাদিসহনঞ্চাপি প্রতিস্তম্ভ ইতীর্য্যতে।।
ইতি ষড়্‌বিংশতিঃ প্রোক্তা গরিম্না সহ সপ্তবা।
বিংশতিশ্চ সুরেভ্যোন্যদ্দেবেষ্বষ্টৈব সিদ্ধয়ঃ।।
যতো নিঃসীমকাস্তেষাং দেবানামষ্টসিদ্ধয়ঃ।
অতোষ্টাদশসিদ্ধীনাং তদন্তর্ভাব ইষ্যতে।।
দেবেশ্বীন্দ্রেশবায়ুশ্রীবিষ্ণুনামুত্তরোত্তরম্।
সিদ্ধয়ঃ পরিপূর্ণাস্তু বিষ্ণোরেকস্য নান্যগাঃ।।
ইত্যৈশ্বর্য্যে।

শ্রুতেষু তু যথা যোগং ক্ষিপ্রগ্রহণমেব তু।
উক্তং প্রাকাশ্যমন্যেষাং দেবানামশ্রুতেষ্বপি।।
ঋষীণাং মিশ্রভাবেন ভাসতে কিঞ্চিদশ্রুতম্।
বিষয়েভ্যোধিকসুখব্যক্তিঃ প্রকাম্যেমেব তু।।
ইতরেষাং সুরাণাস্তু নিঃসীমানন্দ-ভোজনম্।
এবমেব তু নিঃসীমা দেবানামষ্টসিদ্ধয়ঃ।।
উত্তরোত্তরমত্রাপি যাবদ্বিষ্ণু সুপূর্ণভুক্।
ইতি হরিবংশেষু।।
অগ্ন্যাদি শক্তি সংস্তম্ভস্ত্বগ্নি সংস্তম্ভ ইষ্যতে।
ইতি কৌর্ম্মে।

একস্মাৎ সিদ্ধয়ো বিষ্ণোঃ স্থানভেদাৎ পৃথগ্‌বিধাঃ।
একস্থানগতাদ্বাস্যুঃ সুস্থিরোপাসনা যদীতি ভারতে।।৬-৮

ভূতসূক্ষ্মাত্মনি ময়ি তন্মাত্রং ধারয়েন্মনঃ।
অণিমানমবাপ্নোতি তন্মাত্রোপাসকো মম।। ১০।।

অন্বয়ঃ— ভূতসূক্ষ্মাত্মনি (ভূতসূক্ষ্মোপাধৌ) ময়ি তন্মাত্রং (ভূতসূক্ষ্মাকারং) মনঃ ধারয়ন্ (চিত্তং নিবেশয়ন্ সঃ) তন্মাত্রোপাসকঃ মম (মদীয়ম্) অণিমানম্ (অণিমসিদ্ধিম্) অবাপ্নোতি (লভতে)।। ১০।।

অনুবাদ— যিনি সূক্ষ্মভূতরূপ উপাধির অভ্যন্তরস্থিত আমার প্রতি সূক্ষ্মভূতাকার চিত্ত সন্নিবিষ্ট করিয়া মদীয় তাদৃশ স্বরূপের উপাসনা করেন, তিনি আমার অণিমাসিদ্ধি লাভ করিয়া থাকেন।। ১০।।

বিশ্বনাথ— ভূতসূক্ষ্মাত্মনি ভূতসূক্ষ্মোপাধৌ ময়ি তন্মাত্রং ভূতসূক্ষ্মাকারং স তন্মাত্রোপাসকঃ মম মদীয়মণিমানং পরমাণ্বাকারতাং সিদ্ধিং যয়া শিলামপি প্রবেষ্টুং শক্নোতি।। ১০।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— সূক্ষ্মভূতের উপাধি আমাতে তন্মাত্র উপাসক আমার মহিমা পরমাণুর আকার, যাহার দ্বারা সিদ্ধি হয়। যেমন শীলার মধ্যেও প্রবেশ সমর্থ।। ১০

বিবৃতি— ভগবান্ স্থূল ও সূক্ষ্ম উপাধিদ্বয়ের দ্বারা ভগবদ্‌বিমুখ জীবগণকে আবরণ করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। স্থূলজগৎ হইতে মনকে নিয়মিত করিতে গেলে ভগবানের সূক্ষ্ম উপাধি ধারণা করিতে হয়। তন্মাত্রের উপাসকগণ ভগবানের সূক্ষ্ম-উপাধির সেবা করিয়া অণিমা লাভ করেন।। ১০।।

মধ্ব—

ভূতসূক্ষ্মাণামাত্মনি পরমাণুস্থিতেঽণুরূপে।
তন্মাত্রাবয়বে সূক্ষ্মে পরমাণ্বভিধানকে।।
প্রত্যেকমণুরূপস্তু বিষ্ণুং ধ্যায়ন্নণুর্ভবেৎ।
ইতি চ কাপিলেয়ে।
আকাশবৎ সূক্ষ্মতাং যো ব্যাপিত্বেনৈবমপ্যতে।
তন্মাত্রব্যাপিনং বিষ্ণুং চিন্তয়ন্ স তথা ভবেৎ।।
ইতি চ।। ১০।।

মহত্তত্ত্বাত্মনি ময়ি যথাসংস্থং মনো দধৎ।
মহিমানমবাপ্নোতি ভূতানাঞ্চ পৃথক্ পৃথক্।। ১১।।

অন্বয়ঃ— মহত্তত্ত্বাত্মনি (জ্ঞানশক্তিপ্রধানে মহত্তত্ত্বোপাধৌ) ময়ি যথা সংস্থং (মহত্তত্ত্বাকারং) মনঃ দধৎ (ধারয়ন্) মহিমানম্ অবাপ্নোতি (প্রাপ্নোতি) ভূতানাং চ (আকাশাদি ভূতোপাধৌ চ মনো ধারয়ন্) পৃথক্ পৃথক্ (তত্তদ্‌রূপং মহিমানং প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ)।। ১১।।

অনুবাদ— যিনি মহত্তত্ত্বরূপ উপাধির অভ্যন্তরস্থিত আমার প্রতি তাদৃশ মহদাকৃতিবিশিষ্ট চিত্ত ধারণ করেন, তিনি মহিমা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন; এইরূপ আকাশাদি অন্যান্য ভৌতিক উপাধিতে চিত্ত ধারণ করিলেও তাহাদের অনুরূপ মহিমা প্রাপ্ত হওয়া যায়।। ১১।।

বিশ্বনাথ— মহত্যাত্মনি জ্ঞানশক্তিমহত্তত্ত্বোপাধৌ ময়ি যথাসংস্থং মহত্তত্ত্বাকারং মহিমানং পরমমহদাকারতাং যয়া সর্ব্বমপি ব্যাপ্তুং শক্নোতি। ভূতানাঞ্চেতি আকাশাদিভূতোপাধৌ চ ময়ি মনো ধারয়ন্ তত্তদ্রূপং মহিমানং প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ।। ১১।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— মহৎ স্বরূপে অর্থাৎ জ্ঞান শক্তি মহত্তত্ত্ব উপাধি আমাতে মহত্তত্ত্বাকার পরম মহৎকারতা যাহা দ্বারা সকল বিশ্ব ব্যাপ্ত করিতে সমর্থ, আকাশাদি পঞ্চভূত উপাধিতেও আমাতে মন ধারণ করিলে সেই সেইরূপ মহিমা প্রাপ্ত হয়।। ১১।।

বিবৃতি— ভগবানের মহত্তত্ত্ব যথাযথ বুঝিতে পারিলে জীবগণ আকাশাদি ভূতের মাহাত্ম্য অবগত হইতে পারেন—ইহাই মহিমা-নাম্নী সিদ্ধি। মহত্তত্ত্বের সহিত কৃষ্ণের সম্বন্ধ অবগত হইলেই জীবগণ ভোগ্য ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ,মরুৎ ও ব্যোমাদি ভূতসমূহের যথাযথ সম্বন্ধ বুঝিতে পারে—ইহাই মহিমা-জ্ঞান। তাহা হইতে বঞ্চিত

জীবগণ মহিমারূপিণী সিদ্ধি লাভ করেন না। তাহাদের বিবর্ত্ত ভগবৎস্বরূপজ্ঞানের অভাব জন্মাইয়া কিরূপে আবদ্ধ করায়।। ১১।।

মধ্ব—

মহতি ব্যাপ্তি মহত্তত্ত্বস্য পৃথগুক্তেঃ অস্মাৎ স্থূলতাং প্রাপ্নুবানীত্যপেক্ষায়াং তস্মাৎ প্রাপ্নোতি। ততোন্যস্মাদিত্যপেক্ষায়াং তস্মাদিতি পৃথক্ পৃথক্।।

পরমাণুময়ে চিত্তং ভূতানাং ময়ি রঞ্জয়ন্।
কালসূক্ষ্মার্থতাং যোগী লঘিমানমবাপ্নুয়াৎ।। ১২।।

অন্বয়ঃ— ভূতানাং পরমাণুময়ে (বায়্বাদিভূতানাং যে পরমাণবস্তন্ময়ে তদুপাধৌ) ময়ি চিত্তং রঞ্জয়ন্ (ধারয়ন্) যোগী কালসূক্ষ্মার্থতাং (কালস্য যঃ সূক্ষ্মাংশঃ পরমাণুঃ স এবার্থ উপাধির্যস্য তত্তাং তদ্বদতিলঘুত্বরূপ) লঘিমানম্ অবাপ্নুয়াৎ (প্রাপ্নুয়াৎ)।। ১২।।

অনুবাদ— বায়ু প্রভৃতি ভূতসম্বন্ধীয় পরমাণুরূপ উপাধির অভ্যন্তরস্থিত আমার প্রতি চিত্ত ধারণ করিলে যোগি-পুরুষ কালিক সূক্ষ্মপরমাণুতুল্য লঘুতা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।। ১২।।

বিশ্বনাথ—পরমাণুময়ে বায়্বাদিভূতানাং যে পরমাণবস্তন্ময়ে তদুপাধৌ ময়ি চিত্তং রঞ্জয়ন্, কালসূক্ষ্মার্থতাং কালস্য যঃ সূক্ষ্মাংশঃ পরমাণুঃ স এবার্থ উপাধির্যস্য তত্তাং তদ্বদতিলঘুত্বরূপং লঘিমানম্। তদুক্তং—"স কালঃ পরমাণুর্বৈ যো ভুঙ্‌ক্তে পরমাণুতাম্" ইতি।। ১২।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— বায়ুআদি ভূত সমূহের যে পরমাণু সেই উপাধি আমাতে চিত্তরঞ্জন করিলে, কালের যে সূক্ষ্মাংশ পরমাণু সেই উপাধিতে চিত্তধারণ করিলে সেইরূপ অতি হাল্কা অবস্থা লঘিমা সিদ্ধি লাভ করে। তাহাই বলা হইয়াছে সেই কালকে পরমাণু বলা হয়, যে কাল পরমাণু স্বরূপকে ভোগ করে।। ১২।।

বিবৃতি— বায়ুপ্রভৃতি পঞ্চভূতের স্থূল-উপাধি-মুক্ত সূক্ষ্মপ্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য কৃষ্ণসম্বন্ধ জানিতে পারিলে লঘিমানাম্নী সিদ্ধির প্রাপ্তি ঘটে। যাহারা ভগবৎসেবা-পর নহে, তাহাদের সূক্ষ্মতার জাড্য লঘিমা-সিদ্ধির বিবর্ত্তে আবদ্ধ থাকে।। ১২।।

মধ্ব—

পরমাণুময়ে ভূতানাং সকাশাদতিশয়েনানুরূপে। কালসূক্ষ্মাণামাত্মনি।। ১২।।

ধারয়ন্ ময্যহংতত্ত্বে মনো বৈকারিকেঽখিলম্।
সর্ব্বেন্দ্রিয়াণামাত্মত্বং প্রাপ্তিং প্রাপ্নোতি মন্মনাঃ।। ১৩।।

অন্বয়ঃ—বৈকারিকে অহংতত্ত্বে (বৈকারিকাহঙ্কারোপাধৌ) ময়ি অখিলম্ (একাগ্রং) মনঃ ধারয়ন্ মন্মনাঃ (মদ্‌গতচিত্তঃ সন্ যোগী) সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাম্ আত্মত্বম্ (অধিষ্ঠাতৃত্বরূপাং) প্রাপ্তিং প্রাপ্নোতি (তদ্যাখ্যাং সিদ্ধিং লভতে)।। ১৩

অনুবাদ— যিনি সাত্ত্বিক অহঙ্কাররূপ উপাধির অভ্যন্তরস্থিত আমার প্রতি একাগ্রভাবে চিত্ত ধারণ করেন, তিনি সর্ব্বেন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতৃত্বরূপা প্রাপ্তি-নাম্নী সিদ্ধি লাভ করিয়া থাকেন।। ১৩।।

বিশ্বনাথ—বৈকারিকাহঙ্কারোপাধৌ ময়ি অখিলং একাগ্রং সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাং সর্ব্বেষামেবেন্দ্রিয়াণামভীষ্ট-বিষয়গ্রাহকাণামাত্মত্বং আত্মস্বরূপেণ ভোক্তৃত্বমিত্যর্থঃ।।১৩

টীকার বঙ্গানুবাদ—বৈকারিক অহঙ্কার উপাধি আমাতে একাগ্র সকল ইন্দ্রিয়ের বৃত্তি চিত্ত ধারণ করিলে সকল ইন্দ্রিয়ের অভীষ্ট বিষয় গ্রাহক ভোক্তৃত্ব লাভ হয়।। ১৩।।

বিবৃতি— বৈকুণ্ঠ ভগবানের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট হইলে সর্ব্বেন্দ্রিয় হৃষীকেশের সেবায় নিযুক্ত হয়—ইহাই প্রাপ্তিনাম্নী সিদ্ধি। বুদ্ধিবৈক্লব্যবশতঃ বিবর্ত্তবাদাশ্রয়ে যে অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মায় আপেক্ষিক সত্ত্বগুণপ্রাবল্য দেখা যায়, তাহাতে প্রাপ্তি-নাম্নী সিদ্ধি বিপদ্‌গ্রস্ত হয়।। ১৩।।

মধ্ব— অহং তত্ত্বস্থিতে ময়ি।। ১৩।।

মহত্যাত্মনি যঃ সূত্রে ধারয়েন্ময়ি মানসম্।
প্রাকাম্যং পারমেষ্ঠ্যং মে বিন্দতেঽব্যক্তজন্মনঃ।। ১৪।।

অন্বয়ঃ—যঃ সূত্রে মহতি (ক্রিয়াশক্তিপ্রধানং মহত্তত্ত্বমেব সূত্রং তদুপাধৌ) ময়ি আত্মনি (পরমাত্মনি) মানসং ধারয়েৎ (সঃ) অব্যক্তজন্মনঃ মে (অব্যক্তাজ্জন্ম যস্য তস্য সূত্রস্য তদুপাধের্ম্ম) পারমেষ্ঠ্যং (সর্ব্বোৎকৃষ্টং) প্রাকাম্যং বিন্দতে (লভতে)।। ১৪।।

অনুবাদ—যিনি ক্রিয়াশক্তিপ্রধান মহত্তত্ত্বরূপ উপাধিস্থিত আমার প্রতি চিত্ত ধারণ করেন, তিনি সেই মহত্তত্ত্বোপহিত আমার সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রাকাম্যসিদ্ধি লাভ করিয়া থাকেন।।

বিশ্বনাথ— ক্রিয়াশক্তিপ্রধানং মহত্তত্ত্বমেব সূত্রং তদুপাধৌ ময়ি প্রাকাম্যমৈশ্বর্য্যং বিন্দতে। তদেব কিং পারমেষ্ঠ্যং পরমেষ্ঠিনো ভাবঃ পারমেষ্ঠ্যং কথম্ভূতস্য মে অব্যক্তজন্মনঃ অব্যক্তাজ্জন্ম যস্য তস্য সূত্রস্য সূত্রোপাধেরিত্যর্থঃ।। ১৪।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— ক্রিয়াশক্তি প্রধান মহত্তত্ত্বকেই সূত্র বলা হয়, সেই উপাধি আমাতে মন ধারণ করিলে প্রাকাম্য ঐশ্বর্য্য লাভ হয়। তাহাই ব্রহ্মার ভোগ্য। কিরূপ আমার অব্যক্ত হইতে জন্ম যাঁহার সেই সূত্র রূপ আমাতে মন ধারণ করিলে।। ১৪।।

বিবৃতি— যাহারা ভ্রমবশতঃ মহত্তত্ত্বকে হিরণ্যগর্ভ প্রভৃতির বিচারে প্রতিষ্ঠিত করে, তাহারা পারমেষ্ঠ্যং-প্রাপ্তিরূপ প্রাকাম্য-সিদ্ধি লাভ করিয়াছে মনে করে। কিন্তু ভগবৎসেবা-পর-বিচারে হিরণ্যগর্ভের গর্ভোদকশায়িত্ব প্রকৃত প্রাকাম্য সিদ্ধির কারণ।। ১৪।।

মধ্ব—

সূত্রে স্থিতে ময়ি। গৃহে পীঠইতিবৎ।
অব্যক্তজন্মনঃ অব্যক্তস্যাপি কিঞ্চিৎস্থূলত্বকর্ত্তুঃ।
তস্মাদব্যক্তমুৎপন্নং ত্রিগুণং দ্বিজসত্তম্।।
ইতি মোক্ষধর্ম্মেষু।
অজরাদমরাদমূর্ত্তিতঃ শাশ্বতাত্তমসঃ। ইতি চ।
অব্যক্তস্যাজন্মবতো বিকারো জনিরুচ্যতে।
ইতি হরিবংশেষু।

সকাশাম্মে বিন্দতে পরমেষ্ঠিপ্রসাদাদন্যেষাং ভবতীতি পারমেষ্ঠ্যম্। সর্ব্বগুণানাং জ্ঞানমূলত্বাদুপলক্ষণত্বেন প্রাকাশ্যং পারমেষ্ঠ্যমিত্যুক্তম্।

সর্ব্বে গুণাস্তু প্রাণপরমাত্মপ্রসাদতঃ।
প্রাণবিষ্ণোঃ প্রসাদেন ভারত্যাঃ সংপ্রকীর্ত্তিতাঃ।।
প্রসাদাত্তু ত্রয়াণাং বাপ্যনন্তাদেঃ সদাগুণাঃ।
ইতি মাহাত্ম্যে।। ১৪।।

বিষ্ণৌ ত্র্যধীশ্বরে চিত্তং ধারয়েৎ কালবিগ্রহে।
স ঈশিত্বমবাপ্নোতি ক্ষেত্রজ্ঞক্ষেত্রচোদনাম্।। ১৫।।

অন্বয়ঃ— (যঃ) ত্র্যধীশ্বরে (ত্রিগুণমায়ানিয়ন্তরি) কালবিগ্রহে (আকলয়িতৃ রূপে) বিষ্ণৌ (অন্তর্য্যামিণি ময়ি) চিত্তং ধারয়েৎ সঃ ক্ষেত্রজ্ঞক্ষেত্রচোদনাং (ক্ষেত্রজ্ঞানাং জীবনাং ক্ষেত্রাণাং তদুপাধীনাঞ্চ চোদনাং প্রেরণ-রূপম্) ঈশিত্বম্ অবাপ্নোতি (লভতে, ন তু বিশ্বসৃষ্ট্যাদিকর্ত্তৃত্বম্)।।

অনুবাদ— যিনি ত্রিগুণমায়াধীশ্বর কালবিগ্রহ বিষ্ণুরূপী আমার প্রতি চিত্ত ধারণ করেন, তিনি জীব এবং তদীয় উপাধিসমূহের প্রেরণরূপ ঈশিত্ব লাভ করিয়া থাকেন।।

বিশ্বনাথ— অধীশ্বরে ত্রিগুণমায়ানিয়ন্তরি কালবিগ্রহে কালঃ কলয়িতা দ্রষ্টা তৎস্বরূপে। ঈশিত্বং বিশিনষ্টি,— ক্ষেত্রজ্ঞানাং জীবানাং ক্ষেত্রাণাং তদুপাধীনাঞ্চ চোদনং প্রেরণং তত্র তত্র স্বশক্তিসঞ্চারণমিত্যর্থঃ।। ১৫।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— ত্রিগুণময় মায়ার নিয়ন্তা কালস্বরূপ দ্রষ্টা আমাতে মন ধারণ করিলে ঈশিত্ব সিদ্ধি হয়। তাহাই বিশেষভাবে বলিতেছেন—ক্ষেত্রজ্ঞ জীবসমূহের ও ক্ষেত্ররূপ দেহসমূহের উপাধিতে সেই সেই স্থলে নিজ শক্তি সঞ্চারণ, ইহাই ঈশিত্ব।। ১৫।।

বিবৃতি—ভগবানের মায়া-শক্তিতে গুণত্রয়ের অবস্থান। ভগবান্ মায়াধীশ, তাঁহা হইতে কাল উদ্ভূত হইয়াছে, তিনিই সমগ্র বিশ্বের একমাত্র জনক, সর্ব্বান্তর্য্যামী। তাঁহার সেবক মুক্তজীবের ঈশিত্বসিদ্ধি করতলগতা। যাঁহারা ভগবান্কে ত্রিগুণান্তর্গত ও কালাধীন ব্যাপ্ত বিশ্বের অন্যতম জ্ঞান করেন এবং স্বয়ং আপনাকে অন্তর্য্যামী মনে করেন, তিনি মায়া-

ধীশ ও মায়াবশের বিচার ভেদ-রহিত হইয়া ঈশিত্ব কল্পনা করিলে বিবর্ত্তগ্রস্ত হন।। ১৫।।

মধ্ব—সর্ব্বত্রাধীশ্বরত্বাদৌ বিদ্যামানেঽপি তত্রোক্তাধীশ্বরত্বাদিগুণবিশিষ্টত্বেন তত্রতত্রোপাসনমিতি শেষঃ।

তং যথা যথোপাসতে তদেব ভবতীতি শ্রুতেঃ।
উপাসতঃ সত্য ইতি সত্যসঙ্কল্পতাভবেৎ।
ঈশ্বরত্বমীশ্বর ইতি গুণং তং তং যথা হরিম্।
ইতি বিশেষে।। ১৫।।

নারায়ণে তুরীয়াখ্যে ভগবচ্ছব্দশব্দিতে।
মনো ময্যাদধদ্‌যোগী মদ্ধর্ম্মা বশিতামিয়াৎ।। ১৬।।

অন্বয়ঃ— তুরীয়াখ্যে (বিরাড়্‌হিরণ্যগর্ভ-কারণরূপোপাধিত্রয়াতীতে) ভগবচ্ছব্দশব্দিতে (ষড়ৈশ্বর্য্যসমৃদ্ধে) নারায়ণে ময়ি মনঃ আদধৎ (ধারয়ন্) যোগী মদ্ধর্ম্মা (মদীয়ধর্ম্মযুক্তঃ সন্) বশিতাং (গুণেষ্বসঙ্গম্) ইয়াৎ (লভতে)।।

অনুবাদ—যিনি ষড়ৈশ্বর্য্যসমৃদ্ধ, তুরীয়সংজ্ঞক নারায়ণরূপা আমার প্রতি চিত্ত ধারণ করেন, তিনি মদীয় ধর্ম্মযুক্ত হইয়া বশিতা অর্থাৎ গুণসমূহে অনাসক্তি লাভ করিয়া থাকেন।। ১৬।।

বিশ্বনাথ— তুরীয়াখ্যে,—"বিরাট্ হিরণ্যগর্ভশ্চ কারণঞ্চেত্যুপাধয়ঃ। ঈশস্য যত্রিভির্হীনং তুরীয়ং তৎপদং বিদুঃ।" ইত্যেবং তুরীয় আখ্যা যস্য তস্মিন্নিত্যনেন ভগবচ্ছব্দশব্দিত ইত্যনেন চ নারায়ণস্য তুরীয়ত্বে ষড়ৈশ্বর্য্যবত্ত্বে চ মনসা ধার্য্যমাণে সত্যেবেতি ভাবঃ। অয়মর্থঃ—যস্য স্থূলং সূক্ষ্মঞ্চেতি কার্য্যদ্বয়ং নোপাধিঃ, কারণং মায়া চ নোপাধিঃ, কিন্তু তুরীয়ং সচ্চিদানন্দবস্তু আখ্যা আখ্যাগম্য আকারো যস্য তস্মিন্ নারায়ণে। স চ কেন শব্দেনোচ্যতে তত্রাহ ভগবচ্ছব্দশব্দিতম্। বশিতাং গুণেষ্বসঙ্গম্।। ১৬।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—তুরীয় অর্থাৎ বিরাট হিরণ্যগর্ভ ও কারণোদশায়ী উহা ব্যতীত যে পদ তাহাই তুরীয়। এই তুরীয় নাম যাঁহার সেই ভগবান নারায়ণে ষড়ৈশ্বর্য্যবাণে মন ধারণ করিলে বশিতা সিদ্ধি হয়। ইহার অর্থ স্থূল সূক্ষ্ম এই কার্য্যদ্বয় যাহার উপাধি নহে, কারণরূপী মায়াও যাহার উপাধি নহে, কিন্তু তুরীয় সচ্চিদানন্দ বস্তু যাঁহার স্বরূপ তিনি নারায়ণ, তিনি ভগবৎ শব্দদ্বারা কথিত। বশিতা অর্থাৎ গুণসমূহে অসঙ্গ।। ১৬।।

বিবৃতি— জগতে যাবতীয় ক্রিয়মাণ বস্তুর সহিত ভগবৎসেবা-সম্বন্ধ উপলব্ধির বিষয় হইলে জীবের দীর্ঘ, প্রস্থ ও উচ্চাদি ধারণা অতিক্রম করিয়া তুরীয় বস্তুর সহিত সম্বন্ধজ্ঞানোদয়ক্রমে সমগ্র জগৎ তাঁহার অধীন হয়। তিনি কায়, মনঃ ও বাক্যকে বশীভূত করিয়া বশীকরণ-সিদ্ধি লাভ করেন। যাহারা বেগসমূহের ভৃত্যকার্য্যে নিযুক্ত হইয়া আপনাকে কর্ম্মবীর জানিয়া মাদক দ্রব্যাদির ন্যায় দ্রব্যাদির বশীভূত হয়, তাহারা বশিতাসিদ্ধিলাভের অভিনয়কে সিদ্ধি বলিয়া মনে করে।। ১৬।।

নির্গুণে ব্রহ্মণি ময়ি ধারয়ন্ বিশদং মনঃ।
পরমানন্দমাপ্নোতি যত্র কামোঽবসীয়তে।। ১৭।।

অন্বয়ঃ— নির্গুণে (নির্ব্বিশেষে) ব্রহ্মণি ময়ি বিশদং (নির্ম্মলং) মনঃ ধারয়ন্ যত্র (পরমানন্দরূপে) কামঃ (তদংশভূতঃ সর্ব্বোঽপি কামঃ) অবসীয়তে (সমাপ্যতে তং) পরমানন্দম্ আপ্নোতি (লভতে)।। ১৭।।

অনুবাদ—নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্মস্বরূপ আমার প্রতি নির্ম্মল চিত্ত ধারণ করিলে যাহাতে সমস্ত কামের পরিসমাপ্তি হয়, তাদৃশ পরমানন্দ লাভ হইয়া থাকে।। ১৭।।

বিশ্বনাথ—সর্ব্বোঽপি কামো যত্রাবসীয়তে সমাপ্যতে তং পরমানন্দং ব্রহ্মসাযুজ্যমিতি সন্দর্ভঃ।। ১৭।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— সর্ব্বাধিক কামনা যেখানে সমাপ্ত হয় সেই পরমানন্দ ব্রহ্মসাযুজ্য।। ১৭।।

বিবৃতি— প্রাকৃত জগতে তিনটি গুণের অবস্থান। এই গুণত্রয়ে আত্মবন্ধন করিলেই জীব কামনা-যুক্ত হয়; আর অখিলসদ্‌গুণসম্পন্ন, গুণাতীত পুরুষোত্তমের সেবাপর হইলেই তাহাদের জড়কাম সূর্য্যোদয়ে কুজ্ঝটিকার ন্যায় বিনাশ লাভ করে। নিত্য কামদেবের কামসেবা উদিত

হইলে কামাবসায়িতা-নাম্নী সিদ্ধি প্রকৃত প্রস্তাবে করতলগতা হয়।। ১৭।।

শ্বেতদ্বীপপতৌ চিত্তং শুদ্ধে ধর্ম্মময়ে ময়ি।
ধারয়ন্ শ্বেততাং যাতি ষড়ূর্ম্মিরহিতো নরঃ।। ১৮।।

অন্বয়ঃ—নরঃ শুদ্ধে (সত্ত্বাত্মকে) ধর্ম্মময়ে (সাত্ত্বিকধর্ম্মাধিষ্ঠাতরি) শ্বেতদ্বীপপতৌ ময়ি চিত্তং ধারয়ন্ ষড়ূর্ম্মিরহিতঃ (ক্ষুৎপিপাসাদিমর্ত্ত্যধর্ম্মষট্কশূন্যঃ সন্) শ্বেততাং যাতি (শুদ্ধরূপতাং লভতে)।। ১৮।।

অনুবাদ—সাত্ত্বিক ধর্ম্মাধিষ্ঠাতা, সত্ত্বাত্মক, শ্বেতদ্বীপপতিস্বরূপ আমার প্রতি চিত্ত ধারণ করিলে মানব ক্ষুধা-তৃষ্ণাদি ষড়্বিধ মর্ত্ত্যধর্ম্মরহিত হইয়া শুদ্ধরূপ লাভ করিয়া থাকেন।। ১৮।।

বিশ্বনাথ— অতঃপরং গুণহেতুকাঃ শ্বেততাং শুদ্ধরূপতামিত্যনূর্ম্মিমত্ত্বনাম্নী সিদ্ধিঃ।। ১৮।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— অতঃপর গুণহেতুক শুদ্ধরূপ তরঙ্গময় সিদ্ধি বলিতেছেন।। ১৮।।

বিবৃতি—গুণাতীত ও ধর্ম্মময় শ্বেতদ্বীপপতি ভগবানের সেবায় নিযুক্ত হইলে সকল প্রকার মলরহিত হইয়া হৃদয়ের পরম-শুভ্রতা-লাভ ঘটে। ভগবদ্‌বস্তু শুদ্ধসত্ত্বময় ও সাত্ত্বিক ধর্ম্মের অধিষ্ঠাতা। তাঁহার সেবায় চিত্ত ধাবিত হইলে জীবের নির্ম্মলতা-লাভ ঘটে। তখন আর কৃষ্ণমসিবিন্দু স্বীয় আত্মায় আরোপিত হয় না।। ১৮।।

মধ্ব—

শুদ্ধঃ শ্বেতঃ সুখী শ্বেতঃ শ্বেতবর্ণঃ কচিদ্ভবেৎ।
ইতি শব্দনির্ণয়ে।। ১৮।।

ময্যাকাশাত্মনি প্রাণে মনসা ঘোষমুদ্বহন্।
তত্রোপলব্ধা ভূতানাং হংসো বাচঃ শৃণোত্যসৌ।। ১৯।।

অন্বয়ঃ— আকাশাত্মনি প্রাণে (আকাশাত্মা যঃ প্রাণঃ সমষ্টিরূপস্তদ্রূপে) ময়ি মনসা ঘোষং (নাদম্) উদ্বহন্ (চিন্তয়ন্) অসৌ হংসঃ (জীবঃ) তত্র (আকাশে) উপলব্ধাঃ (অভিব্যক্তাঃ) ভূতানাং (সর্ব্বেষাং প্রাণিনাং) বাচঃ (বাক্যানি) শৃণোতি (দূরত এবাকর্ণয়তি)।। ১৯।।

অনুবাদ— আকাশাত্মক প্রাণরূপ উপাধিস্থিত আমার মধ্যে মনের দ্বারা নাদ চিন্তা করিলে জীব আকাশে অভিব্যক্ত প্রাণিগণের শব্দসমূহ দূর হইতেই শ্রবণ করিয়া থাকেন।। ১৯।।

বিশ্বনাথ— আকাশাত্মা যঃ প্রাণঃ সমষ্টিব্যষ্টিরূপস্তদ্রূপে ময়ি। মনসা ঘোষং নাদং উদ্বহন্ চিন্তয়ন্ তত্রাকাশে উপলব্ধা অভিব্যক্তা যা ভূতানাং বাচস্তা দূরতো হংসঃ শুদ্ধঃ সন্ শৃণোতীতি দূরশ্রবণম্।। ১৯।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— আকাশ আত্মা যে প্রাণ সমষ্টি ও ব্যষ্টিরূপ, সেই আমাতে মনদ্বারা ওঁকার ধ্বনিকে চিন্তা করিতে করিতে সেই আকাশে অভিব্যাপ্ত যে সকল প্রাণীগণের বাক্য তাহা দূর হইতে শুদ্ধস্বরূপ হইয়া যে শ্রবণ করা হয়, তাহাই দূর শ্রবণ।। ১৯।।

বিবৃতি— হংসগণের একায়ন-পদ্ধতিতে শ্রীনামভজনের শ্রেষ্ঠতা লক্ষিত হয়। ভূতাকাশের আত্মার ভগবদ্বস্তু নাদব্রহ্ম অনুশীলনীয়। যখন সকল শব্দ একাতাৎপর্য্যপর হইয়া ভগবানে লক্ষিত হয়, তখনই বিদ্বদ্রূঢ়িপ্রভাবে দূরস্থিত অনুদ্‌ঘাটিত পরম সত্য করতলগত হয়। শ্রবণজ-দর্শনের প্রাধান্য লব্ধসিদ্ধি জনের আরাধ্য।। ১৯।।

মধ্ব—

আকাশস্যাত্মনি তত্রাকাশ উপলব্ধানাং আসমন্তাস্থিতানাং ভূতানাং বাচঃ।

হংসো জীবঃ।

ত্যাগাৎ পূর্ব্বশরীরাণাং নবানাং সঞ্চয়েন চ।
জীবং হংস ইতি প্রাহুস্তদ্ধেতুত্বাদ্ধরিং পরম্।।
ইতি ভারতে।। ১৯।।

চক্ষুস্ত্বষ্টরি সংযোজ্য ত্বষ্টারমপি চক্ষুষি।
মাং তত্র মনসা ধ্যায়ন্ বিশ্বং পশ্যতি দূরতঃ।। ২০।।

অন্বয়ঃ—ত্বষ্টরি (আদিত্যে তস্মিন্নপরিচ্ছিন্নে) চক্ষুঃ সংযোজ্য (তথা) চক্ষুষি অপি ত্বষ্টারম্ (আদিত্যং সংযোজ্য) তত্র (উভয়সংযোগে) মনসা মাং ধ্যায়ন্ (চিন্তয়ন্) বিশ্বং দূরতঃ পশ্যতি (দূরস্থং সর্ব্বং পশ্যতি)।। ২০।।

অনুবাদ— সূর্য্যমণ্ডলে চক্ষুর সংযোগে এবং চক্ষুর্মধ্যে সূর্য্যের সংযোগ করিয়া উভয়-সংযোগে চিত্তদ্বারা আমার ধ্যান করিলে দূর হইতে সমস্ত বস্তুর দর্শন হইয়া থাকে।। ২০।।

বিশ্বনাথ— ত্বষ্টা সূর্য্যস্তস্মিন্ চক্ষুঃ সংযোজ্য চক্ষুষি তং সংযোজ্য তত্রোভয়সংযোগে মাং ধ্যায়ন্ বিশ্বং সর্ব্বং দূরস্থিতমপি পশ্যতীতি দূরদর্শনম্।। ২০।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— সূর্য্যে চক্ষু সংযোগ করিলে এবং চক্ষুতে সূর্য্যকে সংযোগ করিয়া আমাকে ধ্যান করিলে দূরে অবস্থিত সর্ব্ববস্তুকে দেখিতে পায়, ইহাই দূরদর্শন।। ২০।।

বিবৃতি— সবিতৃমণ্ডলমধ্যবর্ত্তী শ্রীনারায়ণের প্রতি দৃষ্টি সংযোজিত করিলে ও তাঁহার শুভদৃষ্টি জীবের প্রতি পতিত হইলে এবং জীব বিশ্বকে ভোগ্য দর্শনের পরিবর্ত্তে ভগবদ্‌ভোগ্য জানিতে পারিলে দৃষ্টিসাফল্য ঘটে। নতুবা বহিঃপ্রজ্ঞা-চালিত দর্শনে যে দৃষ্টিবৈষম্য উদিত হয়, উহা ভোগ বা ভোগাভাবের অন্তর্গত হইয়া পড়ে।। ২০।।

মনো ময়ি সুসংযোজ্য দেহং তদনুবায়ুনা।
মদ্ধারণানুভাবেন তত্রাত্মা যত্র বৈ মনঃ।। ২১।।

অন্বয়ঃ— মনঃ দেহং (চ) তদনুবায়ুনা (তদনুবর্ত্তিনা বায়ুনা সহ) ময়ি সুসংযোজ্য মদ্ধারণানুভাবেন (যা মদ্ধারণা ক্রিয়তে তস্যাঃ প্রভাবেন) যত্র মনঃ যাতি) আত্মা বৈ তত্র (তত্র দেহোঽপি যাতি)।। ২১।।

অনুবাদ— মন ও দেহকে তদনুবর্ত্তী বায়ুর সহিত আমাতে সম্যগ্‌ভাবে সংযোগপূর্ব্বক মদীয় ধারণার প্রভাবে যেস্থানে মন গমন করে, দেহও তথায় গমন করিতে সমর্থ হইয়া থাকে।। ২১।।

বিশ্বনাথ— মনো ময়ি সংযোজ্য তদনুবর্ত্তিনা বায়ুনা সহ দেহঞ্চ সংযোজ্য যা মদ্ধারণা ক্রিয়তে, তস্যাঃ প্রভাবেণ যত্র আত্মা মনো যাতি তত্রৈবাত্মা স্থূলদেহোঽপি যাতীতি মনোজবঃ।। ২১।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— মন আমাতে সংযোগ করিয়া তদনুগামী বায়ুর সহিত দেহকে সংযোগ করিয়া যে আমার ধারণা করে তাহার প্রভাবে মন যেখানে যায়, স্থূলদেহও সেইখানেই যায়, ইহাই মনোগতিসিদ্ধি।। ২১।।

বিবৃতি— কৃষ্ণসম্বন্ধে নির্ব্বন্ধ হইলেই স্বরূপ-সিদ্ধিক্রমে চিত্তবৃত্তিসমূহ বায়ুর ন্যায় দৈহিক চেষ্টাসমূহ লইয়া ভগবদনুশীলনপর হয়। তখন স্থূলদ্রব্যে ভোগ-পিপাসা-রহিত হইয়া সিদ্ধিলাভ ঘটে, নতুবা দ্বিতীয়াভি-নিবেশক্রমে যে মায়িক যোগসিদ্ধি বলিয়া ধারণা হয়, তদ্দ্বারা বাস্তব সত্যের অনুসন্ধানবিমুখতাই প্রকাশ পায়।। ২১।।

মধ্ব—মনসি মনস্তত্ত্বে বায়ুনাং সংযোজ্য মনোনুদেহং মনস্তত্ত্বে মদ্ধারণাৎ।। ২১।।

যদা মন উপাদায় যদ্‌যদ্রূপং বুভূষতি।
তত্তদ্ভবেন্মনোরূপং মদ্‌যোগবলমাশ্রয়ঃ।। ২২।।

অন্বয়ঃ— যদা (যস্মিন্‌কালে যোগী) মনঃ উপাদায় (উপাদানকারণং কৃত্বা) যৎ যৎ রূপং (দেবাদিরূপং) বুভূষতি (ভবিতুমিচ্ছতি তদা)তৎ তৎ মনোরূপং (মনসোঽভীষ্টং রূপং) ভবেৎ (যতঃ) মদ্‌যোগবলম্ আশ্রয়ঃ (যোঽহমচিন্ত্যশক্তির্নানাকারস্তস্মিন্ ময়ি মনসো যো যোগো ধারণা তস্য বলং প্রভাবঃ স এবাশ্রয়ঃ কারণম্)।। ২২।।

অনুবাদ— যে-কালে যোগিপুরুষ মনকে উপাদান করিয়া দেবাদি যে যে রূপ ধারণ করিতে ইচ্ছ করেন, তৎকালে মনের অভীষ্ট সেই সেই রূপই প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। অচিন্ত্যশক্তিময় বিবিধমূর্ত্তি-যুক্ত আমার প্রতি চিত্তধারণপ্রভাবেই তাদৃশ কার্য্য হইয়া থাকে।। ২২।।

বিশ্বনাথ— মন উপাদায় উপাদানকারণং কৃত্বা যদ্ দেবাদিরূপং ভবিতুমিচ্ছতি তত্তন্মনোরূপং মনোঽভীষ্ট-

রূপং ভবেৎ।তত্র ময়ি যোগো যোগধারণা তস্য বলং প্রভাব এব আশ্রয়ঃ সাধকমিতি কামরূপম্।। ২২।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— মনকে উপাদান কারণ করিয়া যিনি দেবাদিরূপ হইতে ইচ্ছা করেন এবং সেই সেই মনের অভীষ্টরূপ লাভ করে সেই আমাতে যোগধারণা করিলে তাহার প্রভাবেই সাধক কামরূপ ইচ্ছারূপী হইতে পারে।।

বিবৃতি— শ্রীগৌরসুন্দর বলিয়াছেন,—"অন্যের হৃদয় মন, মোর মন বৃন্দাবন, মনে বনে এক করি' জানি। তাঁহা তোমার পদদ্বয়, করাহ যদি উদয়, তবে তোমার পূর্ণ কৃপা মানি।।" চিত্তের দ্বারা কৃষ্ণানুশীলন-তৎপর হইলেই নিমিত্তকারণ ভগবানের সহিত উপাদান-কারণ জীব-চিত্ত সান্নিধ্য লাভ করিয়া সেবা-চেষ্টা প্রদর্শন করে। তখন স্বরূপসিদ্ধিক্রমে নিত্য ভগবৎপার্ষদদেহের অনুগামী হয়।। ২২।।

পরকায়ং বিশন্ সিদ্ধ আত্মানং তত্র ভাবয়েৎ।
পিণ্ডং হিত্বা বিশেৎ প্রাণো বায়ুভূতঃ ষড়ঙ্ঘ্রিবৎ॥২৩

অন্বয়ঃ—পরকায়ং (পরদেহং) বিশন্ (প্রবেষ্টুকামঃ) সিদ্ধঃ (যোগী) তত্র (যত্র প্রবিবিক্ষতি তত্র দেহে) আত্মানং ভাবয়েৎ (চিন্তয়েৎ ততঃ) পিণ্ডং (স্বদেহং) হিত্বা (ত্যক্ত্বা) প্রাণঃ (প্রাণপ্রধানলিঙ্গশরীরোপাধিঃ) বায়ুভূতঃ (বাহ্যবায়ৌ ভূতঃ প্রবিষ্টস্তেন মার্গেণেত্যর্থঃ) ষড়ঙ্ঘ্রিবৎ বিশেৎ (ভৃঙ্গো যথা পুষ্পান্তরমনায়াসেন প্রবিশতি তথা তত্র পরকায়ে প্রবিশেৎ)।। ২৩।।

অনুবাদ— পরদেহপ্রবেশাভিলাষী যোগিপুরুষ উক্ত পরদেহমধ্যে আত্মচিন্তা করেন; তাহা হইলে ভৃঙ্গ যেরূপ অনায়াসে পুষ্প হইতে পুষ্পান্তরে প্রবেশ করে, সেইরূপ প্রাণপ্রধানলিঙ্গশরীররূপ উপাধিযুক্ত আত্মা বাহ্যবায়ুমার্গে পরশরীরে প্রবেশ করিয়া থাকেন।। ২৩।।

বিশ্বনাথ— তত্র পরকায়ে পিণ্ডং স্থূলদেহং হিত্বা প্রাণঃ প্রধানলিঙ্গশরীরোপাধিঃ সন্ বায়ুভূতঃ বাহ্যবায়ুনা ভূতঃ প্রাপ্তঃ, বিশেৎ পরকায়ং প্রবিশেৎ, ষড়ঙ্ঘ্রির্যথা পুষ্পাৎ পুষ্পান্তরং বিশতি। মদ্‌যোগধারণা-প্রভাবেণেতি যোজ্যমিতি পরকায়-প্রবেশঃ।। ২৩।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— পরশরীরে অর্থাৎ নিজস্থূলদেহ ত্যাগ করিয়া প্রাণপ্রধান সূক্ষ্মশরীর উপাধি হইয়া জগতের বায়ুদ্বারা পরশরীরে প্রবেশ করে, ভ্রমর যেমন পুষ্প হইতে অন্য পুষ্পে যায়। আমাতে এই যোগধারণার প্রভাবে পরকায় প্রবেশ সিদ্ধি হয়।। ২৩।।

বিবৃতি— ভোগময় জগতে নায়ক নায়িকার আদর্শ-দর্শনে তত্তদ্‌ভাবে বিভাবিত হইয়া যে ভোগবাসনা, তন্মূলে বাহ্য বায়ু হইতে চিত্তবৃত্তিকে আকর্ষণ করিয়া পুনরায় অন্যত্র প্রবেশই যোগমার্গীয় পরাকায়প্রবেশ। ভক্তিমান্ স্বরূপসিদ্ধি লাভ করিয়া নিত্যকাল পরকায় বা শ্রেষ্ঠকায়ে ভগবৎসেবোপকরণবোধে সেবা বিধান করিয়া সিদ্ধিলাভ করেন। চিন্ময় বায়ু গোলোকে ধারণ করেন, গোলোকের সেবোপকরণগুলি পরিকর-বৈশিষ্ট্যরূপে নিত্যকাল ভগবৎসেবায় নিযুক্ত হয়।। ২৩।।

পার্ষ্ণ্যাপীড্য গুদং প্রাণং হৃদুরঃকণ্ঠমূর্দ্ধসু।
আরোপ্য ব্রহ্মরন্ধ্রেণ ব্রহ্ম নীত্বোৎসৃজেৎ তনুম্॥২৪

অন্বয়ঃ—পার্ষ্ণ্যা (পার্ষ্ণিনা) গুদম্ আপীড্য (নিরুধ্য) প্রাণং (প্রাণোপাধিমাত্মানং) হৃদুরঃকণ্ঠমূর্দ্ধসু (ক্রমেণ হৃদয়াদিস্থানেষু) আরোপ্য (নীত্বা ততঃ) ব্রহ্মরন্ধ্রেণ (মূর্দ্ধদ্বারেণ) ব্রহ্ম (সবিশেষং নির্ব্বিশেষং বা ব্রহ্ম) নীত্বা (মনসা প্রাপয্য) তনুম্ উৎসৃজেৎ (স্বদেহং ত্যজেৎ)।। ২৪।।

অনুবাদ—পার্ষ্ণিদেশ দ্বারা গুদভাগের নিরোধপূর্ব্বক প্রাণোপহিত আত্মাকে ক্রমশঃ হৃদয়, বক্ষঃ, কণ্ঠ ও শীর্ষদেশে আরোপিত এবং তথা হইতে ব্রহ্মরন্ধ্রদ্বারা ব্রহ্মবস্তুর নিকট উপনীত করিয়া দেহ পরিত্যাগ করিবে।। ২৪।।

বিশ্বনাথ—পার্ষ্ণ্যা পার্ষ্ণিনা গুদং নিরুদ্ধ্য প্রাণং প্রাণোপাধিমাত্মানং ব্রহ্মরন্ধ্রেণ মূর্দ্ধদ্বারেণ ব্রহ্মনির্ব্বিশেষং সবিশেষং বা নীত্বা প্রাপয্য তনুং ত্যজেদিতি স্বচ্ছন্দমৃত্যুঃ।। ২৪

টীকার বঙ্গানুবাদ—পায়ের গোঁড়ালিদ্বারা মলদ্বারকে

নিরোধ করিয়া প্রাণ উপাধিদ্বারা আত্মাকে ব্রহ্মরন্ধ্রের পথে নির্ব্বিশেষ অথবা সবিশেষ ব্রহ্মে লইয়া শরীর ত্যাগ করিলে 'স্বচ্ছন্দ মৃত্যু' সিদ্ধি হয়।। ২৪।।

বিবৃতি— কৃত্রিমভাবে হঠযোগাদির দ্বারা ক্রমশঃ রাজযোগের আবাহনে শরীর পরিত্যাগ-বিধি ভোগময় রাজ্যকে অতিক্রম করিতে সমর্থ হয় না বলিয়া অনুকূল-ভাবে কৃষ্ণানুশীলনপদ্ধতি অবলম্বনীয়। সূক্ষ্মবিচারে বর্জ্জনেন্দ্রিয়ের ক্রিয়া সুষ্ঠুভাবে প্রচালিত করিবার যত্নে ভোজনগ্রহণাদি ফলস্বরূপ পদ্ধতিগুলিতে উদাসীন হওয়া আবশ্যক। হৃদয়দ্বারা কৃষ্ণানুশীলন ব্যতীত অন্য চিন্তায় নিযুক্ত না হইয়া, ইতর বাক্য ও ইতর ভোগবাসনায় নিজাস্তিত্ব কল্পনা না করিয়া, কর্ম্মজ্ঞানের দ্বারা ফলভোগ ও ভোগত্যাগাদি ফল-কামনা পরিত্যাগপূর্ব্বক ভগবৎসেবাপর হইলেই যোগসিদ্ধিলাভ ঘটে।। ২৪।।

বিহরিষ্যন্ সুরাক্রীড়ে মৎস্থং সত্ত্বং বিভাবয়েৎ।
বিমানেনোপতিষ্ঠন্তি সত্ত্ববৃত্তীঃ সুরস্ত্রিয়ঃ।। ২৫।।

অন্বয়ঃ— সুরাক্রীড়ে বিহরিষ্যন্ (দেবোদ্যানে বিহর্ত্তুমিচ্ছন্ যোগী) মৎস্থং (মন্মূর্ত্তিরূপং শুদ্ধং) সত্ত্বং বিভাবয়েৎ (চিন্তয়েৎ তদা) সত্ত্ববৃত্তীঃ (সত্ত্ববৃত্তয়ঃ সত্ত্বাংশভূতাঃ) সুরস্ত্রিয়ঃ বিমানেন (দিব্যযানেন) উপতিষ্ঠন্তি (তৎসমীপমাগতা ভবন্তি)।। ২৫।।

অনুবাদ— যোগিপুরুষ দেব-বিহারস্থলীতে বিহার করিতে ইচ্ছুক হইলে তিনি মদীয় মূর্ত্তিস্বরূপ শুদ্ধসত্ত্বের ভাবনা করিবেন, তাহা হইলে সত্ত্বাংশসম্ভূত দেবরমণীগণ দিব্যযানে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া থাকেন।। ২৫।।

বিশ্বনাথ— সত্ত্বং স্বীয়ান্তঃকরণং, মৎস্থং মদ্‌গতং চিন্তয়েৎ ততশ্চ সত্ত্ববৃত্তীঃ সত্ত্ববৃত্তয়ঃ সুরস্ত্রিয়স্তমাগত্য সেবন্তে ইতি দেবক্রীড়াপ্রাপ্তিঃ।। ২৫।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— নিজ অন্তঃকরণ দ্বারা আমার চিন্তা করিলে তাহাতে সত্ত্ববৃত্তিসমূহ স্বর্গস্থিত দেবস্ত্রীগণের সহিত দেবক্রীড়া প্রাপ্তি হয়।। ২৫।।

বিবৃতি— রঙ্গালয়ে অভিনয়-দর্শনে অথবা দেবতা হইতে নিম্নপ্রাণিগণের বিহারদর্শনে জীবের যে তদনুসরণ-প্রবৃত্তি উদিতা হয়, তাহা হইতে বিরত হইতে হইলে ভগবৎ-রাসক্রীড়া প্রভৃতির কথা-দ্বারাই হৃদ্দেশ অধিকৃত হওয়া আবশ্যক, তাহা হইলেই সর্ব্বোত্তমসৃষ্টি দেবনারীগণের দেবতার উদ্দেশে বিহারাদি ধর্ম্ম পরিবর্ত্তিত হইয়া অন্যাকার ধারণ করে। "ভজতে তাদৃশী ক্রীড়া যাঃ শ্রুত্বা তৎপরো ভবেৎ" বিচারটি যোগসিদ্ধির উন্নতস্থানে অধিষ্ঠিত। সেখানে নিজ আনুকরণিক ভোগচেষ্টা নাই, পরন্তু একমাত্র কৃষ্ণ-সেবনোদ্দেশ্য বর্ত্তমান। ইহাই নিত্যা সিদ্ধি।। ২৫।।

যথা সঙ্কল্পয়েদ্‌বুদ্ধ্যা যদা বা মৎপরঃ পুমান্।
ময়ি সত্যে মনো যুঞ্জংস্তথা তৎসমুপাশ্নুতে।। ২৬।।

অন্বয়ঃ—সত্যে (সত্যসঙ্কল্পে) ময়ি মনঃ যুঞ্জন্ (নিবেশয়ন্) মৎপরঃ (ময়ি বিশ্বাসবান্) পুমান্ (যোগী) যথা বা (যেন প্রকারেণ) বুদ্ধ্যা (মনসা) যদা সঙ্কল্পয়েৎ (যদ্ বিষয়কং সঙ্কল্পং কুর্য্যাৎ) তথা (তেন প্রকারেণ) তৎ (সঙ্কল্পিতং বস্তু) সমুপাশ্নুতে (প্রাপ্নোতীতি সঙ্কল্পসিদ্ধিঃ)।। ২৬।।

অনুবাদ— সত্যসঙ্কল্পময় আমার প্রতি মনোনিবেশ-পূর্ব্বক মদীয়শ্রদ্ধাসম্পন্ন যোগিপুরুষ মনোদ্বারা যে-প্রকারে যে-বিষয়ের সঙ্কল্প করেন, সেই প্রকারেই সেই সঙ্কল্পিত বস্তু লাভ করিয়া থাকেন।। ২৬।।

বিশ্বনাথ—যদা বা অকালে কালেঽপি বেত্যর্থঃ। যথা বেতি পাঠে যথা সঙ্কল্পয়েৎ যথা যেন বা প্রকারেণ মৎপরঃ স্যাৎ, সত্যে সত্যসঙ্কল্পে ময়ি তথা তেনৈব প্রকারেণ তৎ-স্বাভীষ্টং বস্তু প্রাপ্নোতীতি সঙ্কল্পসিদ্ধিঃ।। ২৬।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— অকালে বা কালে যেমন সঙ্কল্প করিলে আমাতে তৎপর হইয়া সত্য সঙ্কল্প আমাতে সেই-রূপ নিজ অভীষ্ট বস্তু প্রাপ্তি হয়, ইহাই যথা সঙ্কল্পসিদ্ধি।।

বিবৃতি— পঞ্চপ্রকার রতির কোন এক প্রকার রতিতে চিরাবস্থিত হইয়া ভগবৎসেবা-চেষ্টা-দ্বারা সঙ্কল্প-সিদ্ধিলাভ ঘটে। শ্রীল জীবগোস্বামিকৃত সঙ্কল্পকল্পবৃক্ষ

বা শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামিকৃত শ্রীগোবিন্দ-লীলামৃত, শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীকৃত শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃত ও সঙ্কল্পকল্পদ্রুম অথবা শ্রীল ভক্তিবিনোদ-রচিত শ্রীগৌরাঙ্গ-স্মরণমঙ্গল প্রভৃতির অনুসরণে জীবের পরম মঙ্গললাভ ঘটে। শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু, শ্রীউজ্জ্বলনীলমণি প্রভৃতি গ্রন্থের অনুগমন করিলে জীবের নিত্যা সিদ্ধি উদিতা হয়। ক্ষণভঙ্গুর জড়জগতের ভোগদর্শনে যে-প্রকার অনিত্যা সিদ্ধিসমূহ ভোগীর হৃদ্দেশ অধিকার করে, তাহা হইতে নিত্যকালের জন্য অবসরলাভ ঘটে।। ২৬।।

যো বৈ মদ্ভাবমাপন্ন ঈশিতুর্বশিতুঃ পুমান্।
কুতশ্চিন্ন বিহন্যেত তস্য চাজ্ঞা যথা মম।। ২৭।।

অন্বয়ঃ—যঃ পুমান্ বৈ ঈশিতুঃ (সর্ব্বনিয়ন্তুঃ) বশিতুঃ (সর্ব্বান্ বশীকর্ত্তুঃ) মৎ (মত্তঃ সকাশাৎ) ভাবং (ধ্যানাতি-শয়েনেশিতৃত্বম্) আপন্নঃ (প্রাপ্তবান্) মম আজ্ঞা যথা (কুতশ্চিন্ন বিহন্যতে তথা) তস্য চ (তস্যাপ্যজ্ঞা) কুতশ্চিৎ (কুত্রাপি) ন বিহন্যেত (ন বিহতা ভবেৎ)।। ২৭।।

অনুবাদ— যিনি সর্ব্বনিয়ন্তা, সর্ব্ববশীকর্ত্তা আমার নিকট হইতে ধ্যানাতিশয্যদ্বারা ঈশিতৃত্বশক্তি লাভ করিয়া-ছেন, তাঁহার আজ্ঞা আমার আজ্ঞার ন্যায় সর্ব্বত্র অপ্রতিহত হইয়া থাকে।। ২৭।।

বিশ্বনাথ— মৎ মত্তঃ সকাশাদ্ভাবং ধ্যানাতিশয়েন ঈশিতৃত্বং বা। মত্তঃ কীদৃশাৎ ঈশিতুঃ বশিতুঃ সর্ব্বান্ বশী-কর্ত্তুঃ। ন বিহন্যেত ন বিহতা ভবেদিত্যপ্রতিহতাজ্ঞত্বম্।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— আমার নিকট হইতে ধ্যানের আতিশয্যদ্বারা ঈশ্বরত্ব প্রাপ্তি হয়। কিরূপ আমা হইতে? সর্ব্ববিধ বস্তুকে বশীকরণ করিতে পারে তাহার আজ্ঞা, আমার আজ্ঞার ন্যায় কোথাও খণ্ডিত হয় না।। ২৭।।

বিবৃতি—ভগবন্নির্দ্দেশক্রমে জগতে কার্য্যসমূহ সং-ঘটিত হয়। ভগবৎপর জনগণ ভগবৎসেবা ব্যতীত অন্য কোন বাসনার বশীভূত হন না, সুতরাং ভগবদাজ্ঞা যেরূপ অপ্রতিহতা, লব্ধ-স্বরূপ ভক্তের আজ্ঞাও তদ্রূপ। এই প্রকার সিদ্ধির বিচার হইতে অন্যত্র গমন করিলে জীব জড়ে আবদ্ধ হয় এবং অহঙ্কার-প্রণোদিত হইয়া পুনঃ পতনযোগ্যতা লাভ করে।। ২৭।।

মদ্ভক্ত্যা শুদ্ধসত্ত্বস্য যোগিনো ধারণাবিদঃ।
তস্য ত্রৈকালিকী বুদ্ধির্জন্মমৃত্যুপবৃংহিতা।। ২৮।।

অন্বয়ঃ— মদ্ভক্ত্যা শুদ্ধসত্ত্বস্য ধারণাবিদঃ (ত্রিকাল-জ্ঞেশ্বরধারণাজ্ঞাতুঃ) তস্য যোগিনঃ জন্মমৃত্যুপবৃংহিতা (স্বজন্মমৃত্যুভ্যামুপবৃংহিতা তৎসহিতা) ত্রৈকালিকী (ত্রিকাল-বস্তুবিষয়া) বুদ্ধিঃ (জ্ঞানং জায়তে, পরচিত্তাদ্যাভিজ্ঞতাপ্য-নয়ৈব ব্যাখ্যাতা)।। ২৮।।

অনুবাদ— যিনি মদীয় ভক্তিবলে বিশুদ্ধচিত্ত এবং ত্রিকালজ্ঞ ঈশ্বরের ধারণা বিষয়ে অভিজ্ঞ, সেই যোগি-পুরুষের জন্মমৃত্যুজ্ঞানের সহিত ত্রৈকালিক যাবতীয় বস্তু-বিষয়ে জ্ঞান উৎপন্ন হইয়া থাকে।। ২৮।।

বিশ্বনাথ— অতঃপরং ক্ষুদ্রাঃ ধারণাবিদ ইতি ত্রিকালজ্ঞেশ্বরধারণা সূচিতা। ত্রৈকালিকী ত্রিকালবিষয়া। জন্মমৃত্যুপবৃংহিতা জন্মমরণয়োর্বৃত্তয়োরপি উপবৃংহিতা বৃদ্ধিমেব প্রাপ্তা ভবতি ন তু কিঞ্চিদপি হ্রসতীত্যর্থঃ। ইতি ত্রিকালজ্ঞত্বম্।। ২৮।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— অতঃপর ক্ষুদ্র ধারণাবিৎ যোগি-গণ, ইহাদ্বারা ত্রিকালজ্ঞ ঈশ্বর ধারণা সূচিত হইল। ত্রিকাল-বিষয়ক জন্ম মৃত্যু জ্ঞানও ইহাদ্বারা বলা হইল, তাহার কোন হ্রাস হয় না। ইহাই ত্রিকালজ্ঞতা সিদ্ধি।। ২৮।।

বিবৃতি— ভগবদ্ভক্তিপরায়ণ শুদ্ধচিত্ত জনগণের ত্রিকালবিষয়ে বুদ্ধির নিত্যতা পরিবর্ত্তিত হয় না। অপ্রকট-রাজ্যে যে সার্ব্বকালিক বিচার অবস্থিত, তাহা তাঁহাদের করতলগত। জাগতিক পরিবর্ত্তনশীল কালের অধীনতা পরিত্যাগ করিয়া নির্ব্বিশেষবুদ্ধিচালিত হইলে যে সিদ্ধি উৎপত্তিলাভ করে, তাহা কখনও আদরণীয়া নহে।। ২৮।।

অগ্ন্যাদিভির্ন হন্যেত মুনের্যোগময়ং বপুঃ।
মদ্‌যোগশান্তচিত্তস্য যাদসামুদকং যথা।। ২৯।।

অন্বয়ঃ— উদকং (জলং) যথা যাদসাং (জলজন্তুনামভিঘাতকং ন ভবতি তথা) মদ্‌যোগশান্তচিতস্য (মদীয় ভক্তিযোগেন শান্তচিত্তস্য) মুনেঃ যোগময়ং (যোগপরিপক্কং) বপুঃ (শরীরমপি) অগ্ন্যাদিভিঃ ন হন্যেত (নাভিভূয়েত)।। ২৯।।

অনুবাদ— জলজন্তুগণের দেহ যেরূপ জলকর্ত্তৃক অভিহত হয় না, মদীয় ভক্তিযোগসম্পন্ন শান্তচিত্ত মুনি ব্যক্তির যোগপরিপক্ক শরীরও সেইরূপ অগ্ন্যাদিকর্ত্তৃক অভিহত হয় না।। ২৯।।

বিশ্বনাথ—অগ্ন্যাদিসর্ব্বোপঘাতশূন্যো ভগবানিত্যেবম্ভূতধ্যানযোগেন শান্তচিত্তস্য মুনোর্যোগময়ং যোগপরিপক্কং বপুরগ্ন্যাদিভির্ন হন্যেত। যথা যাদসামুদকমুপসংঘাতকং ন ভবতি প্রত্যুত ক্রীড়াস্পদম্। তথৈব তস্যাগ্ন্যাদয় ইত্যগ্ন্যাদিপ্রতিষ্ঠম্ভঃ।। ২৯।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—অগ্নি আদি সর্ব্ববিঘ্ন শূন্য ভগবান এইরূপ ধ্যান যোগ দ্বারা শান্ত চিত্ত মুনির যোগ পরিপাক প্রাপ্ত হইলে তাহার শরীর অগ্নি আদিদ্বারা ভস্ম হয় না। যেমন জলদ্বারা জলজন্তুসমূহের শরীর নষ্ট হয় না। বস্তুত ক্রীড়াস্পদ হয়। সেইরূপ যোগীরদেহ অগ্নি আদির শক্তিকে স্তম্ভিত করিয়া ক্রীড়া করিতে সমর্থ হয়।। ২৯।।

বিবৃতি— জড়পদার্থসমূহ যেরূপ স্থূলপদার্থের বিকার উপস্থিত করিতে সমর্থ, সূক্ষ্মজগতের ভাবান্তর উপস্থিত করিতে পরাক্রমবিশিষ্ট, ভগবদ্ভক্তের চিদানন্দময় শরীর কখনও সেরূপ জড় ভোগাদিতে লিপ্ত হয় না এবং ইতর বস্তুর দ্বারা আক্রান্ত বা পরিবর্ত্তিত হয় না। সাংসারিকবুদ্ধিবিশিষ্ট জনগণ যেরূপ সংসারের উন্নতি না হইলেই তদ্দ্বারা নিজের দুর্ভাগ্যের কল্পনা করেন, ভগবদ্ভক্তগণ সেরূপ জাগতিক উন্নতি লাভ করিবার বিচার পরিত্যাগ করিয়া নিত্যরাজ্যে চিদানন্দে অবস্থিত থাকেন। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, জলচরগণ জলে বাস করিতেই আনন্দ অনুভব করে আর স্থলচরগণ স্থূলবুদ্ধি লইয়া জলে বাস করিলে তাহাদের বিনাশ হয়, মনে করে; কিন্তু মৎস্যাদি জলেই অবস্থিত হইয়া সুখ লাভ করে, ভগবদ্ভক্তগণ ভক্তিতে নিত্যাবস্থিত হইলে বদ্ধজীবের জড়চিন্তাস্রোতে অভিভূত হওয়ার ন্যায় তাঁহাদিগকে তদ্রূপ অভিভূত হইতে হয় না।। ২৯।।

মধ্ব—

গজাদিরূপমাকাংক্ষন্ গজাদিস্থিতমীশ্বরম্।
ধ্যায়ন্ গজাদিরূপঃ স্যাৎ পরকায়স্থিতং হরিম্।।
ধ্যায়ন্ বিশেৎ পরে কায়ে বায়াবন্তর্গতঃ পুমান্।
প্রাণনামা হরিঃ প্রোক্তস্তস্মিন্ বায়ু সমাশ্রিতঃ।।
বায়াবন্তর্গতো জীবো দেহাদ্দেহং প্রযাস্যতি।
ষড়াধারস্থিতং বিষ্ণুং ধ্যায়ন্নায়ুক্ষয়ং বিনা।।
যদি মৃত্যুমভীপ্সেত তথা প্রাপ্নোত্যসংশয়ম্।
ত্রিকালপ্রেরকং বিষ্ণুং ধ্যাতুঃ কালত্রয়জ্ঞতা।।
অগ্ন্যাদিষু হরিং ধ্যায়ন্ তৎপ্রতিস্তম্ভকোভবেৎ
ইতি হরিসংহিতায়াম্।

আত্মানাং পরমাত্মানং তত্র পরকায়ে ভাবয়েৎ। তদা বায়ৌ স্থিতঃ প্রাণঃ পরমাত্মা তত্র গচ্ছিত তদনু জীবোঽপি গচ্ছতি। বায়ৌ ভূতো বায়ুভূতঃ।

প্রাণং পরে ব্রহ্মণি নীত্বা।
প্রাণস্থং প্রাণনামানং বহিষ্ঠে ব্রহ্মনামকে।
বিষ্ণু বিষ্ণাবনুস্মৃত্য বিসৃজেদ্দেহমঞ্জসা।।
ইতি প্রভঞ্জনে।

অনেয়স্য হরের্নীতিস্তদ্‌গতস্য হরেঃ স্মৃতিঃ।
ন হি নেয়ঃ ক্বচিৎ ক্বাপি কেনচিৎ স্ববশত্বতঃ।।
ইতি চ।

মম ভাবনা মদ্ভাবঃ।
ভাবো মনশ্চ ভক্তিশ্চ ক্বচিদভ্যাসয়িষ্যতে।
ইতি শব্দনির্ণয়ে।। ২২-২৯।।

মদ্বিভূতীরভিধ্যায়ন্ শ্রীবৎসাস্ত্রবিভূষিতাঃ।
ধ্বজাতপত্রব্যজনৈঃ স ভবেদপরাজিতঃ।। ৩০।।

অন্বয়ঃ— ধ্বজাতপত্রব্যজনৈঃ (সহ) শ্রীবৎসাস্ত্রবিভূষিতাঃ (শ্রীবৎসাস্ত্রাদিভূষিতাঃ) মদ্‌বিভূতীঃ (মদ-

বতারান্) অনুধ্যায়ন্ (চিন্তয়ন্) সঃ (ভক্তঃ) অপরাজিতঃ ভবেৎ।। ৩০।।

অনুবাদ— ধ্বজা, আতপত্র, ব্যজন, শ্রীবৎস এবং অস্ত্রাদি-বিভূষিত মদীয় অবতারসমূহের ধ্যান করিলে ভক্ত-পুরুষ সর্ব্বত্র অপরাজিত হইয়া থাকেন।। ৩০।।

বিশ্বনাথ— মদ্বিভূতীমদবতারান্। সধ্বজাদিভিঃ সহিতো ভবেৎ। অপরাজিতশ্চ ভবেদিত্যপরাজয়নাম্নী সিদ্ধিঃ।। ৩০।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— আমার বিভূতি অর্থাৎ অবতার সমূহের ধ্যান করিলে তিনি অপরাজিত হইবেন ইহা অপরাজয়নাম্নী সিদ্ধি।। ৩০।।

বিবৃতি— ভগবানের পতাকা, ছত্র, চামর, কৌস্তুভ ও অস্ত্র সর্ব্বদাই তাঁহার অনন্তশক্তিমত্তা জ্ঞাপন করে। যাঁহারা এরূপ সবিশেষ পুরুষোত্তমের ধ্যান করেন, তাঁহারা অপরাজিত হইয়া যোগসিদ্ধি লাভ করেন। ভগবদ্ভক্ত-মাত্রেরই যোগসিদ্ধিসকল আপনা হইতেই উপস্থিত থাকে। ঠাকুর বিল্বমঙ্গল বলিয়াছেন,—

"ভক্তিস্ত্বয়ি স্থিরতরা ভগবন্ যদি স্যাদ্-
দৈবেন নঃ ফলতি দিব্যকিশোরমূর্ত্তিঃ।
মুক্তিঃ স্বয়ং মুকুলিতাঞ্জলিঃ সেবতেঽস্মান্
ধর্ম্মার্থকামগতয়ঃ সময়প্রতীক্ষাঃ।। ৩০।।

**উপাসকস্য মামেবং যোগধারণয়া মুনেঃ।
সিদ্ধয়ঃ পূর্ব্বকথিতা উপতিষ্ঠন্ত্যশেষতঃ।। ৩১।।**

অন্বয়ঃ—এবং যোগধারণয়া (পৃথগ্‌ধারণাভিঃ) মাম্ (মম) উপাসকস্য মুনেঃ পূর্ব্বকথিতাঃ (পূর্ব্বোক্তাঃ) সিদ্ধয়ঃ অশেষতঃ উপতিষ্ঠন্তি (সাকল্যেন প্রাপ্তা ভবন্তি)।। ৩১।।

অনুবাদ— পূর্ব্বোক্ত যোগধারণাসমূহদ্বারা যিনি আমার উপাসনা করেন, পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধিসমূহ তাঁহার সমগ্র-রূপে লাভ হইয়া থাকে।। ৩১।।

বিশ্বনাথ— উপসংহরতি,—উপাসকস্যেতি।। ৩১

টীকার বঙ্গানুবাদ— এই বিষয়টি শেষ করিতেছেন, শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন আমার উপাসকমুনিগণের এইরূপ ধারণা দ্বারা পূর্ব্ব কথিত সিদ্ধিসমূহ সমগ্রভাবে লাভ হইয়া থাকে।। ৩১।।

মধ্ব—

উপাসনয়া পারোক্ষ্যং কৃতবতঃ
পুনরুপাসনাং কার্য্যকালে কুর্ব্বতঃ
কার্য্যসিদ্ধিরিত্যতো যোগধারণয়া পুনরিত্যুক্তম্।
উপাস্য বায়ু প্রথমং বায়ৌ সুষ্ঠ্বপরোক্ষিতে।
অনুজ্ঞাতস্ততস্তদ্‌গং তত্র তত্র হরিং স্মরেৎ।।
কৃত্বাপরোক্ষং তঞ্চাপি কালে কালে স্মরেৎ পুনঃ।
অভীষ্টকার্য্যসিদ্ধিঃ স্যাত্তস্য নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ।।
অকামো যদি বায়ুং চ ধ্যাত্বা দৃষ্ট্বা হরিং তথা।
ন কিঞ্চিৎ কাময়েৎ পশ্চাৎ স ক্ষিপ্রং মুক্তিমেষ্যতি।
যদি যোগৈঃ ফলং ভুঙ্‌ক্তে পুনঃ কামমপাস্য তু।
তেনৈবক্রমযোগেন বায়ু দৃষ্ট্বা হরিং তথা।
এষ্টব্যা মুক্তিপদবী নান্যথা তু কথঞ্চন।
পূর্ব্বদৃষ্টির্হি কামার্থে পশ্চান্মোক্ষার্থমিষ্যতে।।
যেষাস্তু জন্মতঃ সিদ্ধিস্তেষাং দোষো ন বিদ্যতে।
ইতি নিবৃত্তে।। ৩১।।

**জিতেন্দ্রিয়স্য দান্তস্য জিতশ্বাসাত্মনো মুনেঃ।
মদ্ধারণাং ধারয়তঃ কা সা সিদ্ধিঃ সুদুর্ল্লভা।। ৩২।।**

অন্বয়ঃ— জিতেন্দ্রিয়স্য দান্তস্য জিতশ্বাসাত্মনঃ (জিতৌ শ্বাসাত্মানৌ যেন তস্য) মদ্ধারণাং (মম তত্ত্বদুপাধি-রহিতস্যাপি যৎকিঞ্চিদ্রূপস্যাপি ধারণাং) ধারয়তঃ মুনেঃ (যা) সিদ্ধিঃ সুদুর্ল্লভা (স্যাৎ) সা কা (কাচিদপি ন সুদুর্ল্লভা ভবেদিতি ভাবঃ)।। ৩২।।

অনুবাদ— জিতেন্দ্রিয়, দান্ত, শ্বাসজয়ী, চিত্তজয়ী এবং মদীয় ধারণাশীল পুরুষের কোন সিদ্ধিই দুর্ল্লভ হয় না।। ৩২।।

বিশ্বনাথ— দান্তস্য সংযতমনসঃ জিতঃ শ্বাসঃ আত্মা ব্যবহারিকঃ স্বভাবশ্চ যেন সঃ।। ৩২।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— সংযত মনে শ্বাস জয় করিয়া চিত্তজয়ী আমাতে ধারণা শীল পুরুষের কোন সিদ্ধি দুর্লভ হয় না।। ৩২।।

অন্তরায়ান্ বদন্ত্যেতা যুঞ্জতো যোগমুত্তমম্।
ময়া সম্পদ্যমানস্য কালক্ষপণহেতবঃ।। ৩৩।।

অন্বয়ঃ— (এতাঃ সিদ্ধয়ঃ) উত্তমং (নিষ্কামং) যোগং (ভক্তিযোগং) যুঞ্জতঃ (আচরতঃ) ময়া সম্পদ্যমানস্য (মদ্রূপামেব সম্পত্তিমিচ্ছতো ভক্তস্য) কালক্ষপণহেতবঃ (কালক্ষয়হেতুভূতান্ ভবন্তি অতঃ) এতাঃ অন্তরায়ান্ (বিঘ্নান্) বদন্তি (মদুত্তমভক্তাঃ কথয়ন্তি)।। ৩৩।।

অনুবাদ— যিনি উত্তম ভক্তিযোগের আচরণ-সহকারে মদীয় স্বরূপভূত সম্পত্তিলাভের ইচ্ছা করেন, তাঁহার পক্ষে পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধিসমূহ বৃথাকালক্ষয়হেতুক বিঘ্নরূপে কথিত হইয়া থাকে।। ৩৩।।

বিশ্বনাথ— সিদ্ধয়ো হ্যেতাবালস্যৈব চমৎকার-কারিণ্যো ন ত্বভিজ্ঞস্যেত্যাহ,—অন্তরায়ানিতি। ময়া মৎ-প্রাপ্ত্যা সম্পদ্যমানস্য মদ্‌যুক্তস্য, কালক্ষপণহেতব ইতি দিনে দিনে তস্য মৎপ্রাপ্তিলক্ষণসম্পত্তির্হ্র সত্যেব। তস্মাৎ যোগেনৈব কালং যাপয়েন্ন তু তৎফলভূতাভিঃ সিদ্ধি-ভিরিতি ভাবঃ।। ৩৩।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— এইসকল সিদ্ধি বালককেই চমৎকৃত করে, অভিজ্ঞগণকে করিতে পারে না। এই সকল সিদ্ধি আমার প্রাপ্তির পথে কালক্ষেপণকারী বিঘ্ন স্বরূপ। দিনে দিনে ঐ উপাসকের আমার প্রাপ্তিরূপ সম্পত্তি হ্রাস পায়ই। অতএব যোগিগণ এইভাবে কাল যাপন করিলে উহার ফলস্বরূপ সিদ্ধিদ্বারা বিঘ্ন হয়, আমার প্রাপ্তি বিলম্বিত হয়।। ৩৩।।

বিবৃতি—হঠযোগ রাজযোগ প্রভৃতি ইতর যোগসমূহ জীবের কালক্ষয়ের জ্ঞাপক মাত্র। ঐ গুলিকে ভগবদ্ভক্তগণ বাধা বলিয়াই জানেন। "যমাদিভির্যোগপথৈঃ" শ্লোক এতৎপ্রসঙ্গে আলোচ্য।। ৩৩।।

জন্মৌষধিতপোমন্ত্রৈর্যাবতীরিহ সিদ্ধয়ঃ।
যোগেনাপ্নোতি তাঃ সর্ব্বা নান্যৈর্যোগগতিং ব্রজেৎ।।৩৪

অন্বয়ঃ— ইহ (অস্মিন্ লোকে) জন্মৌষধিতপো-মন্ত্রৈঃ যাবতীঃ (যাবত্যঃ) সিদ্ধয়ঃ (ভবন্তি) তাঃ সর্ব্বাঃ (সিদ্ধীঃ) যোগেন (মদ্ধারণারূপেণ) আপ্নোতি (লভতে, অতঃ) অন্যৈঃ (উপায়ান্তরৈঃ) যোগগতিং (মৎসালোক্যাদি মুক্তিম্) ন ব্রজেৎ (ন লভতে)।। ৩৪।।

অনুবাদ— ইহলোকে জন্ম, ঔষধি, তপঃ ও মন্ত্র-বলে যে-সকল সিদ্ধির উদয় হয়, মদ্ধারণারূপ যোগদ্বারা তৎসমুদয় সিদ্ধিরই লাভ হইয়া থাকে; অতএব অন্য উপায়ে মদীয় সালোক্যাদি সিদ্ধিলাভের চেষ্টা করিবে না।। ৩৪।।

বিশ্বনাথ— কিঞ্চ জন্মেতি। কাশ্চিৎ সিদ্ধয়ো জন্মা-দিভিরপি ভবন্তি, যথা জন্মনৈব দেবানাং সিদ্ধয়ঃ। যথা চ জন্মনৈব যাদসামুদকস্তম্ভঃ। পক্ষিণাং খেচরত্বং, প্রেতা-নামন্তর্দ্ধানপরকায় প্রবেশাদ্যাঃ। তদুক্তং পাতঞ্জলে "জন্মৌষধিতপোমন্ত্রযোগজাঃ সিদ্ধয়ঃ"—ইতি। যাবতীর্যাবত্যঃ তাঃ সর্ব্বা এব যোগেনাপ্নোতি। যোগগতিং সালোক্যাদিমুক্তিম্।। ৩৪।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— আর কোন কোন সিদ্ধি জন্মের আদি হইতেই হয়, যেমন দেবগণের সিদ্ধি জন্ম হইতেই, যেমন জলজন্তু সমূহের জলস্তম্ভতা সিদ্ধি জন্ম হইতেই, যেমন পক্ষীগণের আকাশে ভ্রমণসিদ্ধি, প্রেতগণের লুকাইয়া থাকা ও পরশরীরে প্রবেশ আদি সিদ্ধি জন্ম হইতেই থাকে। পাতঞ্জল শাস্ত্রে বলা হইয়াছে 'সিদ্ধিসমূহ জন্ম, ঔষধি, তপস্যা, মন্ত্র ও যোগজাতসিদ্ধিসমূহ যোগদ্বারাই প্রাপ্ত হওয়া যায়। সালোক্যাদি মুক্তিকে যোগগতি বলা হয়।। ৩৪।।

মধ্ব—

যৈর্যৈঃ কৈশ্চিৎ কৈশ্চিদেব জন্মাদিভিঃ যোগগতিং ব্রজেৎ।

জন্মাদিভিঃ কৈশ্চিদেব প্রাপ্যতে যোগজং ফলম্।।
যোগেন সর্ব্বং প্রাপ্যেত যোগে যত্নং ততঃ কুরু।।
ইতি চ।

কশ্চিদর্থে চয়চ্ছব্দঃ প্রশ্নার্থে চ ক্বচিদ্ভবেৎ।
ক্বচিৎ পরামর্শবাচীক্বচিদাপেক্ষ্যবাচকঃ।।
ইতি তন্ত্রনিরুক্তে।। ৩৪।।

বিবৃতি— ভক্তিযোগ পরিত্যাগ করিয়া যাঁহারা অন্য প্রকার অভিধেয়ের বিচার করেন, তাঁহাদের বুদ্ধির প্রশংসা করা যায় না। ভক্তগণ উহা ত্যাগ করেন। আত্মেন্দ্রিয়প্রীতি-বাঞ্ছাযুক্ত কুযোগিগণ কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছা বুঝিতে পারেন না। ভগবৎসেবা বাদ দিয়া আর যে-সকল পদ্ধতির আবাহন হয়, তদ্দ্বারা বিরুদ্ধপ্রাপ্তি ঘটে। ভগবৎসেবাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যোগ।। ৩৪।।

সর্ব্বাসামপি সিদ্ধীনাং হেতুঃ পতিরহং প্রভুঃ।
অহং যোগস্য সাঙ্খ্যস্য ধর্ম্মস্য ব্রহ্মবাদিনাম্।। ৩৫।।

অন্বয়ঃ— অহং সর্ব্বাসাম্ অপি সিদ্ধীনাং হেতুঃ (কারণং) পতিঃ (পালয়িতা) প্রভুঃ (স্বামী চ ভবামি, কিঞ্চ) অহম্ (এব) যোগস্য (কেবলধ্যানযোগস্য) সাঙ্খ্যস্য (জ্ঞানস্য) ধর্ম্মস্য (নিষ্কাম-কর্ম্মণঃ) ব্রহ্মবাদিনাম্ (অপি প্রভুঃ পতি-র্হেতুশ্চ ভবামি)।। ৩৫।।

অনুবাদ— হে উদ্ধব! আমিই যাবতীয় সিদ্ধি, যোগ, সাংখ্য, নিষ্কামকর্ম্ম এবং ব্রহ্মবাদিগণের হেতু, পালক এবং প্রভুস্বরূপ।। ৩৫।।

বিশ্বনাথ— যতো মম ধ্যানেনৈব সর্ব্বাঃ সিদ্ধয়স্ত-স্মাদহমেব তাসাং হেতুঃ, ন কেবলং হেতুরেব পতিঃ পাল-য়িতা চ, প্রভুঃ স্বামী চ। ন কেবলং সিদ্ধীনামেব হেতু-প্রভৃতয়োঽহং যতো যোগস্য মদীয়ধ্যানযোগস্যাপি অহমেব হেতুঃ, ন কেবলধ্যানযোগস্য, সাংখ্যস্য জ্ঞানস্যাপি, জ্ঞান-সাধনধর্ম্মস্য নিষ্কামকর্ম্মণোঽপি।। ৩৫।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— যেহেতু আমার ধ্যানদ্বারাই সকলসিদ্ধি লাভ হয়, সেইহেতু আমিই সিদ্ধিসমূহের কারণ, কেবল তাহাই নহে, উহাদের পালয়িতা ও স্বামী। কেবলসিদ্ধি সমূহের নহে, সিদ্ধিসমূহ প্রভৃতিরও কারণ যেহেতু আমার ধ্যান যোগেরও আমিই কারণ, কেবল ধ্যান যোগের নহে, জ্ঞানের ও জ্ঞানসাধন ধর্ম্ম নিষ্কাম কর্ম্মেরও।। ৩৫।।

বিবৃতি— ভগবান্ই সকল প্রকার মানবগণের নানা-প্রকার অভিধেয়ের প্রাপ্য বস্তু। সুতরাং তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া যে-সকল ব্যক্তি স্ব-স্ব অজ্ঞতা ও অহঙ্কারে প্রমত্ত হয়, তাহাদের সিদ্ধি ক্ষণ-ভঙ্গুর ও অকিঞ্চিৎকর। ভগবান্ই সর্ব্বময়, সর্ব্বাভিধেয়ের একমাত্র গতি।। ৩৫।।

অহমাত্মান্তরো বাহ্যোঽনাবৃতঃ সর্ব্বদেহিনাম্।
যথা ভূতানি ভূতেষু বহিরন্তঃ স্বয়ং তথা।। ৩৬।।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামেকাদশস্কন্ধে শ্রীভগবদুদ্ধবসংবাদে পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ।। ১৫।।

অন্বয়ঃ— ভূতানি (মহাভূতানি) যথা ভূতেষু (চতু-র্ব্বিধেষু অন্তঃ বহিঃ (চ ভবন্তি) তথা অনাবৃতঃ (অপরি-চ্ছিন্নঃ) স্বয়ম্ অহম্ (অপি) সর্ব্বদেহিনাং (সর্ব্বপ্রাণিনাং) বাহ্যঃ (ব্যাপকঃ) আন্তরঃ (অন্তর্য্যামী চ) আত্মা (ভবামি)।। ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে পঞ্চদশাধ্যায়স্যান্বয়ঃ।

অনুবাদ— মহাভূতসকল যেরূপ চতুর্ব্বিধ ভৌতিক পদার্থসমূহের অন্তরে ও বহির্দ্দেশে বিরাজমান, সেইরূপ আমিও সর্ব্বপ্রাণিগণের বাহ্য ও অন্তরাত্মারূপে বর্ত্তমান রহিয়াছি।। ৩৬।।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে পঞ্চদশ
অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

বিশ্বনাথ— যোগিনাং জ্ঞানিনাঞ্চ ধ্যানস্যালম্বনো-ঽপ্যহমেবেত্যাহ—অহমান্তর আত্মা অন্তর্য্যামী। তর্হি কিমন্তর্বর্ত্তিত্বাৎ পরিচ্ছিন্নঃ? ন। বাহ্যশ্চ ব্যাপক ইত্যর্থঃ। তত্র হেতুঃ—নাবৃতঃ। এতৎ সদৃষ্টান্তমাহ—ভূতেষু চতু-র্ব্বিধেষু মহাভূতানি যথা বহিশ্চান্তশ্চ ভবন্তি, স্বয়মহমপি তথেত্যর্থঃ।। ৩৬।।

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।
একাদশে পঞ্চদশঃ সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্।।

ইতি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠক্কুরকৃতা শ্রীমদ্ভাগবত একাদশস্কন্ধে পঞ্চদশাধ্যায়ের সারার্থদর্শিনী টীকা সমাপ্তা।

টীকার বঙ্গানুবাদ— যোগি ও জ্ঞানিগণের ধ্যানের অবলম্বনও আমিই। আমিই অন্তর্য্যামী। তাহা হইলে কি আমি পরিচ্ছিন্ন? না বাহিরেও সর্ব্বব্যাপক। যেহেতু আমি অনাবৃত। তাহা দৃষ্টান্ত সহিত বলিতেছেন—পৃথিবী আদি চতুর্ব্বিধভূত সমূহে মহাভূতসমূহ যেমন বাহিরে ও অন্তরে আছে, আমিও সেইরূপ আছি।।৩৬।।

ইতি ভক্তচিত্তের আনন্দদায়িনী সারার্থদর্শিনী টীকার একাদশস্কন্ধের সজ্জন সম্মত পঞ্চদশ অধ্যায় সাধুগণের সঙ্গে সমাপ্ত হইলেন।

ইতি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর বিরচিত শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ-স্কন্ধের পঞ্চদশ অধ্যায়ের সারার্থদর্শিনী টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্তা।।১১।১৫

মধ্ব—

ইতি শ্রীমদানন্দ তীর্থভগবৎপাদাচার্য্য বিরচিতে শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশ স্কন্ধে তাৎপর্য্যে পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ।

বিবৃতি—ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশস্কন্ধের পঞ্চদশ অধ্যায়ের বিবৃতি সমাপ্ত।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধের পঞ্চদশ অধ্যায়ের গৌড়ীয় ভাষ্য সমাপ্ত।

ষোড়শোঽধ্যায়ঃ

শ্রীউদ্ধব উবাচ—
ত্বং ব্রহ্ম পরমং সাক্ষাদনাদ্যন্তমপাবৃতম্।
সর্ব্বেষামপি ভাবানাং ত্রাণস্থিত্যপ্যয়োদ্ভবঃ।। ১।।

গৌড়ীয় ভাষ্য

ষোড়শ অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে জ্ঞানবীর্য্য-প্রভাবাদিবিশেষদ্বারা শ্রীভগবানের আবির্ভাবযুক্ত বিভূতি বর্ণিত হইয়াছে।

"শ্রীভগবানের আদি নাই, অন্ত নাই; তিনিই সকল জীবের জন্ম, স্থিতি ও বিনাশের কারণ। তিনি সর্ব্বভূতাত্মা এবং গূঢ়রূপে সকল ভূতে বিতরণ করিয়া সকলই দেখিতেছেন, অথচ তাঁহারই বহিরঙ্গা মায়ায় বিমোহিত হইয়া বদ্ধজীবকূল তাঁহাকে দেখিতে পাইতেছেন না।" এই সকল তত্ত্বপূর্ণ বাক্যে শ্রীউদ্ধব তীর্থসকলের আশ্রয় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম বন্দনা করিয়া স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল ও দিগ্‌দিগন্তে তাঁহার যে-সকল বিভূতি আছে, তাহা জানিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলে শ্রীকৃষ্ণ তৎসমুদয় বর্ণন করিয়া সর্ব্বশেষে তাঁহাকে বলিলেন,— যেস্থানে যত তেজঃ, সৌন্দর্য্য, কীর্ত্তি, ঐশ্বর্য্য, লজ্জা, দান, মনোহরতা, ভাগ্য, বীর্য্য, তিতিক্ষা ও জ্ঞান আছে, তৎসমুদয়ই তাঁহার অংশ। এইসকল বিভূতি আকাশকুসুমবৎ মনের বিকার মাত্র, বস্তুতঃ যথার্থ নহে, সুতরাং ইহাতে অভিনিবেশ করা কর্ত্তব্য নহে। ভগবদ্ভক্তগণ ভক্তিযুক্ত বুদ্ধিদ্বারা বাক্য, মনঃ ও প্রাণকে সংযত করিয়া কৃতকৃত্য হইয়া থাকেন।

অন্বয়ঃ—শ্রীউদ্ধব উবাচ—ত্বম্ অনাদ্যন্তম্ (আদ্যন্তরহিতম্) অপাবৃতং (নিরাবরণং) সাক্ষাৎ পরমং ব্রহ্ম; (কিঞ্চ) সর্ব্বেষাম্ অপি ভাবানাং (পদার্থানাং) ত্রাণস্থিত্যপ্যয়োদ্ভবঃ (ত্রাণং রক্ষণং স্থিতির্জীবনং ত্রাণস্থিতিসহিতাবপ্যয়োদ্ভবৌ সংহারসৃষ্টি যস্মাৎ স উপাদানকারণং ভবসি)।। ১।।

অনুবাদ—শ্রীউদ্ধব বলিলেন,—হে ভগবন্! আপনি অনাদি, অনন্ত, নিরাবরণ, সাক্ষাৎ পরমব্রহ্ম এবং নিখিল পদার্থের সৃষ্টি, স্থিতি, রক্ষণ ও সংহারের কারণ-স্বরূপ।।

বিশ্বনাথ—

যদ্‌যন্মুখ্যং যেষু যেষু প্রভাবজ্ঞানশক্তিভিঃ।
তত্তদ্বিভূতিশব্দোক্তং বস্তু ষোড়শ উচ্যতে।।

সর্ব্বাসামপি সিদ্ধীনামিত্যাদিনা সর্ব্বেষাং সর্ব্ববৈভবং মত্ত এবেত্যুক্তম্। তৎ শ্রুত্বা প্রাকৃতাপ্রাকৃততদ্বৈভবাস্পদানি জিজ্ঞাসমানস্তস্য সর্ব্বাশ্রয়ত্বমনুবদতি— ত্বং ব্রহ্মেতি। তত্রাপি পরমং ভগবদ্রূপং, তত্রাপি সাক্ষাৎ স্বয়ং ভগবদ্রূপং, তত্রাপ্যনাদ্যন্তমপাবৃতমিতি পরিচ্ছিন্নমানুযাকারত্বেঽপি সর্ব্বকালদেশব্যাপকম্। যঃ সৃষ্ট্যাদিকর্ত্তা বিষ্ণুঃ সোঽপি ত্বদংশত্বাত্ত্বমেবেত্যাহ,—বিপদ্ভ্যো রক্ষণং ত্রাণং, জীবিকাপ্রদানং স্থিতিঃ, সর্ব্বেষামপীতি।। ১।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— প্রভাব ও জ্ঞানশক্তির সহিত যে যে বস্তুতে যাহা যাহা মুখ্য ভগবানের বিভূতি তাহাই এই ষোড়শ অধ্যায়ে বলা হইতেছে।

পূর্ব্ব অধ্যায়ে 'সকলসিদ্ধির মূল আমার শ্রীচরণ অর্চ্চন' এই বাক্যদ্বারা সকলের সকল বৈভব আমা হইতেই হইয়াছে, ইহা বলা হইয়াছে। তাহা শুনিয়া প্রাকৃত অপ্রাকৃত শ্রীকৃষ্ণের বৈভব বস্তু উদ্ধব জিজ্ঞাসা করিলে তাহার সর্ব্ব আশ্রয়ত্ব বলিতেছেন—শ্রীউদ্ধব মহাশয় তাহার মধ্যেও পরমভগবৎরূপ, তাহার মধ্যেও সাক্ষাৎ স্বয়ং ভগবদ্রূপ, তাহার মধ্যেও অনাদি অনাবৃত হইয়াও পরিচ্ছিন্ন মনুষ্য আকার হইয়াও সর্ব্বদেশকালব্যাপী যে সৃষ্টি আদি কর্ত্তা বিষ্ণু, তিনিও তোমার অংশ হেতু তুমিই বিপদ হইতে রক্ষা কর্ত্তা, জীবিকা প্রদান দ্বারা সর্ব্বজীবের স্থিতিকর্ত্তাও তুমি।।

বিবৃতি—দৃশ্যবিশ্বে জন্ম, ভঙ্গ ও গতির পরমকারণরূপী পরব্রহ্ম সর্ব্বোপাধিবিনির্ম্মুক্ত। তিনি কালাধীন নহেন, কাল তাঁহা হইতেই উৎপন্ন।। ১।।

উচ্চাবচেষু ভূতেষু দুর্জ্ঞেয়মকৃতাত্মভিঃ।
উপাসতে ত্বাং ভগবন্ যাথাতথ্যেন ব্রাহ্মণাঃ।। ২।।

অন্বয়ঃ—(হে) ভগবন্! ব্রাহ্মণাঃ (বেদতাৎপর্য্যতৎপরাঃ) উচ্চাবচেষু (উত্তমাধমেষু) ভূতেষু (স্থিতম্) অকৃতাত্মভিঃ (অপুণ্যজনৈঃ) দুর্জ্ঞেয়ং ত্বাং যাথাতথ্যেন (যথার্থত্বেন সর্ব্বভূতকারণত্বেনেত্যর্থঃ) উপাসতে (আরাধয়ন্তি)।। ২।।

অনুবাদ— হে ভগবন্! বেদতাৎপর্য্যাভিজ্ঞ পুরুষগণ উত্তম অধম সর্ব্বভূতে অবস্থিত এবং অপুণ্য জনগণের দুর্জ্ঞেয় আপনাকে যথার্থরূপে আরাধনা করিয়া থাকেন।। ২।।

বিশ্বনাথ— যতশ্চ ত্বং বিষ্ণুরূপেণ সর্ব্বেষাং কারণং অতএব সর্ব্বেষু ভূতেষু তৎকার্য্যেষু উচ্চাবচেষু চ উৎকৃষ্টনিকৃষ্টেষু ত্বাং সন্তং অকৃতাত্মভিঃ ত্বয্যকৃতমনস্কৈঃ। ব্রাহ্মণা ব্রহ্ম বেদং বিদন্তীতি বেদজ্ঞা উপাসতে। যাথাতথ্যেন যত্র যত্র ত্বং যথা যথা বর্ত্তসে, তত্র তত্র তথৈব ত্বাং তারতম্যেনোপাসত ইত্যর্থঃ।। ২।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—যেহেতু তুমি বিষ্ণুরূপে সকলের কারণ অতএব সকল ভূতে, তাহার কার্য্যসমূহে উচ্চনীচভাবে উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট বস্তুতে তুমি অবস্থান করিলেও তোমাতে ব্যক্তিগণ অন্যমনস্ক। ব্রাহ্মণগণ ব্রহ্মস্বরূপ বেদকে জানেন এইহেতু তাহারা বেদজ্ঞ তোমার উপাসনা করেন যেখানে যেখানে তুমি যেমন যেমনরূপে অবস্থান কর, সেইখানে সেইখানে সেই সেইরূপেই তোমাকে তারতম্যভাবে উপাসনা করে।। ২।।

তথ্য— উচ্চাবচ— উদচ্ ও অবাচ্ অর্থাৎ উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট, উর্দ্ধ ও অধঃ, বৃহৎ ও ক্ষুদ্র, অধিক ও অল্প— এই অর্থে ব্যবহৃত।

অকৃতাত্ম—কালাধীন বস্তুসমূহ লব্ধ হইলেও পরিবর্ত্তনশীল, সুতরাং পরিবর্ত্তনশীল বুদ্ধির দ্বারা তাঁহার ধারণা করিতে গেলে সিদ্ধি বা সাফল্যলাভের সম্ভাবনা নাই, কিন্তু যাঁহারা দেশকাল পাত্রের আকর বস্তুর অনুসন্ধান করিতে সমর্থ, সেই বেদজ্ঞগণই নিত্যকাল ভগবৎসেবা করিয়া থাকেন।। ২।।

যেষু যেষু চ ভূতেষু ভক্ত্যা ত্বাং পরমর্ষয়ঃ।
উপাসীনাঃ প্রপদ্যন্তে সংসিদ্ধিং তদ্বদস্ব মে।।৩।।

অন্বয়ঃ—পরমর্ষয়ঃ যেষু যেষু ভূতেষু চ ভক্ত্যা ত্বাম্ উপাসীনাঃ (পূজয়ন্তঃ সন্তঃ) সংসিদ্ধিং (সম্যক্ সিদ্ধিং) প্রপদ্যন্তে (প্রাপ্নুবন্তি) তৎ মে (মহ্যং) বদস্ব (কথয়)।।৩।।

অনুবাদ— হে প্রভো! পরমর্ষিগণ যে যে ভূতমধ্যে ভক্তিসহকারে আপনার উপাসনা করিয়া থাকেন, তাহা আমার নিকট বর্ণন করুন।।৩।।

বিশ্বনাথ— সর্ব্বত্রোপাসনায়ামপ্যাধিক্যেনোপাসনার্থং বিভূতীঃ পৃচ্ছতি,— যেষু যেষ্বিতি। প্রপদ্যন্তে সংসিদ্ধিং প্রাপ্নুবন্তি।।৩।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—সর্ব্বত্র উপাসনা করিলেও অধিকভাবে উপাসনার জন্য বিভূতি জিজ্ঞাসা করিতেছেন 'প্রপদ্যন্তে' অর্থাৎ সম্যক্‌সিদ্ধি প্রাপ্ত হয়, তাহা আমার নিকট বলুন।।৩।।

গূঢ়শ্চরসি ভূতাত্মা ভূতানাং ভূতভাবন।
ন ত্বাং পশ্যন্তি ভূতানি পশ্যন্তং মোহিতানি তে।।৪।।

অন্বয়ঃ— (হে) ভূতভাবন! (হে ভূতপালক!) ভূতাত্মা (ভূতানামন্তর্য্যামী ত্বং) ভূতানাং (প্রাণিনাং মধ্যে) গূঢ়ঃ (অস্ফুটঃ সন্) চরসি (তিষ্ঠসীত্যর্থঃ) তে (ত্বয়া) মোহিতানি ভূতানি পশ্যন্তং (সর্ব্বাণি পশ্যন্তং) ত্বাং ন পশ্যন্তি।।

অনুবাদ— হে ভূতভাবন! আপনি ভূতগণের অন্তর্য্যামিরূপে গূঢ়ভাবে সর্ব্বভূতে বিরাজমান রহিয়াছেন। নিখিল-ভূতগণ আপনাকর্ত্তৃক মোহিত হইয়া সর্ব্বদর্শী আপনাকে দেখিতে পায় না।।৪।।

বিশ্বনাথ— দুর্ব্বিজ্ঞেয়ত্বমাহ,—গূঢ় ইতি। ভূতাত্মা সর্ব্বভূতান্তর্য্যামী ভবন্নপি ভূতভাবনঃ প্রাণিশ্রেয়স্কররূপস্ত্বং ভূতানাং গূঢ় এব, অতএব ত্বাং ন পশ্যন্তি। নির্বিসর্গপাঠে হে ভূতভাবন।।৪।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—বিভূতি দুর্ব্বিজ্ঞেয় ইহাই বলিতেছেন গূঢ় সর্ব্বভূতের অন্তর্য্যামী হইয়াও আপনি ভূতভাবন প্রাণীগণের মঙ্গলকারীরূপ তুমি ভূতগণের মধ্যে গূঢ়রূপে অবস্থান কর। অতএব তোমাকে দেখিতে পায় না, ভূতভাবন শব্দে বিসর্গ ত্যাগ করিয়া পাঠ করিলে উহা সম্বোধন-পদ হয় হে ভূতভাবন।।৪।।

বিবৃতি— ভগবদ্‌বস্তু অধোক্ষজ, সুতরাং ভোগিগণ যেকালপর্য্যন্ত তাঁহাকে ভোগ্য বস্তু জ্ঞান করেন, তৎকালাবধি ভগবৎস্বরূপের অনুপলব্ধিক্রমে মূঢ়তা লাভ করিয়া ভোক্তৃবস্তু ভগবান্‌কেও ভোগ্য বলিয়া ভ্রান্ত হন। সমগ্র বিশ্বের জন্মস্থিতি-ভঙ্গের একমাত্র অধিকারী ভগবান্‌কে বিশ্বান্তর্গত গুণজাত বস্তু বলিয়া ভ্রম হইলে নির্ব্বুদ্ধিতা বা মূঢ়তালাভ ঘটে।।৪।।

যাঃ কাশ্চ ভূমৌ দিবি বৈ রসায়াং
বিভূতয়ো দিক্ষু মহাবিভূতে।
তা মহ্যমাখ্যাহ্যনুভাবিতাস্তে
নমামি তে তীর্থপদাঙ্ঘ্রিপদ্মম্।।৫।।

অন্বয়ঃ— (হে) মহাবিভূতে! ভূমৌ (পৃথিব্যাং) দিবি (স্বর্গে) রসায়াং (পাতালে) দিক্ষু বৈ (দিক্সুগুলে চ) তে (তব) যাঃ কাঃ চ বিভূতয়ঃ অনুভাবতিাঃ (ত্বয়ৈব সংযোজিতা বর্ত্তন্তে) মহ্যং তাঃ (বিভূতীঃ) আখ্যাহি (কথয়) তে (তব) তীর্থপদাঙ্ঘ্রিপদ্মং (তীর্থানাং পদঞ্চ তদঙ্ঘ্রিপদঞ্চেতি তৎ) নমামি।।৫।।

অনুবাদ— হে মহাবিভূতিশালিন্! স্বর্গ, মর্ত্ত্য, রসাতল ও দিক্সুগুলে আপনার যে-সকল বিভূতি সংযোজিত রহিয়াছে, আমার নিকট সেই সকল বর্ণন করুন। আপনার শ্রীপদ সর্ব্বতীর্থের আশ্রয়, আমি সেই শ্রীপাদপদ্মে প্রণাম করিতেছি।।৫।।

বিশ্বনাথ—তস্মাদ্‌গূঢ়াঃ স্ববিভূতীঃ স্বয়মেব প্রকাশয়েত্যাহ,—যা ইতি। তে ত্বয়ৈব অনুভাবিতা অনুভবগোচরীকারিতাস্তা, আখ্যাহি ব্রূহ্যনুভাবয় চেত্যর্থঃ। চিন্ময়স্য ভগবতশ্চিন্ময়া বিলাসা অংশা উচ্যন্তে, মায়াময়াস্ত বিভূতয় ইতি সর্ব্বত্র ব্যবহারঃ। অত্র তু বিভূতিশব্দনৈশ্বরং প্রাকৃতাপ্রাকৃতবস্তুমাত্রমেব, তথা প্রাকৃতাপ্রাকৃতবস্তুসারশ্চাগ্রিম-গ্রন্থদৃষ্ট্যা উচ্যতে ইতি বিবেচনীয়ম্।।৫।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— অতএব তোমার বিভূতিসমূহ গূঢ় বলিয়া নিজেই প্রকাশ কর, তোমা কর্ত্তৃকই অনুভবের বিষয় হইবে, ঐসকল বিভূতি 'আখ্যাহি' বল এবং অনুভব করাও চিন্ময় ভগবানের চিন্ময়বিলাস অংশসমূহও চিন্ময় কিন্তু মায়াময় বিভূতি সমূহ সর্ব্বত্র ব্যবহার। এস্থলে বিভূতি শব্দ দ্বারা ঈশ্বরের প্রাকৃত অপ্রাকৃত বস্তুমাত্রই বলা হইতেছে, সেইরূপ প্রাকৃত অপ্রাকৃত বস্তুসার অগ্রিমগ্রন্থ দৃষ্টিদ্বারা বলা হইতেছে, ইহাই বিবেচনীয়।। ৫।।

বিবৃতি— অজ্ঞজীবের অবিদ্যা-নিরাস-কল্পে ভগবদ্বস্তু ন্যূনাধিক ঔদার্য্য ভাব গ্রহণ করিয়া উপদেশক হন। বদ্ধজীব বহিঃ-প্রজ্ঞা চালিত হইয়া প্রাকৃত ভগবদ্-বিভূতিকে ভগবান্ মনে করিয়া ভগবদ্‌বস্তুর বাস্তবসত্তা বুঝিতে অসমর্থ হন।। ৫।।

শ্রীভগবানুবাচ—

এবমেতদহং পৃষ্টঃ প্রশ্নং প্রশ্নবিদাম্বর।
যুযুৎসুনা বিনশনে সপত্নৈরর্জ্জুনেন বৈ।। ৬।।

অন্বয়ঃ— শ্রীভগবান্ উবাচ— (হে) প্রশ্নবিদাম্বর! (প্রশ্নতত্ত্ববেত্তৃশ্রেষ্ঠ!) বিনশনে (কুরুক্ষেত্রে) সপত্নৈঃ (শত্রুভিঃ সহ) যুযুৎসুনা (যোদ্ধুমিচ্ছতা) অর্জ্জুনেন অহম্ এবম্ (অনেন ক্রমেণ) এতৎ প্রশ্নং (প্রষ্টব্যং) পৃষ্টঃ বৈ (পুরাজিজ্ঞাসিত আসম্)।। ৬।।

অনুবাদ— শ্রীভগবান্ বলিলেন— হে প্রশ্নতত্ত্বজ্ঞ-বর! কুরুক্ষেত্রে শত্রুগণের সহিত যুদ্ধাভিলাষী অর্জ্জুন আমার প্রতি এবিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন।। ৬।।

বিশ্বনাথ— প্রশ্নং প্রষ্টব্যম্। বিনশনে কুরুক্ষেত্রে।।৬

টীকার বঙ্গানুবাদ— এইরূপ জিজ্ঞাসিত বিষয় বিনশনে অর্থাৎ কুরুক্ষেত্রে অর্জ্জুন কর্ত্তৃক আমি জিজ্ঞাসিত হইয়াছিলাম।। ৬।।

জ্ঞাত্বা জ্ঞাতিবধং গর্হ্যমধর্ম্মং রাজ্যহেতুকম্।
ততো নিবৃত্তো হন্তাহং হতোঽয়মিতি লৌকিকঃ॥৭॥

অন্বয়ঃ— অহং হন্তা (জ্ঞাতীনাং বিনাশকঃ) অয়ং (জ্ঞাতিজনঃ) হতঃ (ময়া বিনষ্টঃ) ইতি (এবং) লৌকিকঃ (প্রাকৃতবুদ্ধিবিশিষ্টঃ সন্) রাজ্যহেতুকং (রাজ্যপ্রাপ্ত্যর্থং) জ্ঞাতিবধং গর্হ্যং (নিন্দনীয়ম্) অধর্ম্ম্যম্ (অধর্ম্মজনকঞ্চ) জ্ঞাত্বা (মত্বা সঃ) ততঃ (জ্ঞাতিবধাৎ) নিবৃত্তঃ (নিশ্চেষ্ট আসীৎ)।। ৭।।

অনুবাদ— ''আমিই জ্ঞাতিগণের বিনাশক এবং এই জ্ঞাতিগণ আমাকর্ত্তৃক বিনষ্ট হইতেছে''—এইরূপ প্রাকৃত-বুদ্ধিবিশিষ্ট হইয়া অর্জ্জুন রাজ্যহেতু জ্ঞাতিবধ নিন্দনীয় এবং অধর্ম্মজনক জানিয়া তাহা হইতে নিবৃত্ত হইয়া-ছিলেন।। ৭।।

বিশ্বনাথ—যুযুৎসোরর্জ্জুনস্য বিভূতিপ্রশ্নে কঃ প্রসঙ্গ-স্তত্রাহ,—জ্ঞাত্বেতি। রাজ্যহেতুকং জ্ঞাতিবধং অধর্ম্মং জ্ঞাত্বা তস্মান্নিবৃত্তঃ। কীদৃশঃ অস্য হন্তা অহং ময়ায়ং হত ইত্যেবং লৌকিকং প্রাকৃতলোকে ভবং চেষ্টিতং যস্য সঃ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— যুদ্ধ করিতে ইচ্ছুক অর্জ্জুনের বিভূতি প্রশ্নে প্রসঙ্গ কি? তাহাই বলিতেছেন—রাজ্যহেতু জ্ঞাতিবধ অধর্ম্ম জানিয়া তাহা হইতে নিবৃত্ত অর্জ্জুন কেমন? তাহাই বলিতেছেন ইহার হত্যাকারী আমি মৎকর্ত্তৃক এই ব্যক্তিহত হইল এইপ্রকার লৌকিক এই প্রাকৃত লোকের চেষ্টা যাহার সেই অর্জ্জুন।। ৭।।

স তদা পুরুষব্যাঘ্রো যুক্ত্যা মে প্রতিবোধিতঃ।
অভ্যভাষত মামেবং যথা ত্বং রণমূর্দ্ধণি।। ৮।।

অন্বয়ঃ—(হে) পুরুষব্যাঘ্র! (হে পুরুষবর!) তদা সঃ (অর্জ্জুনঃ) মে (ময়া) যুক্ত্যা (যুক্তিসহকৃতোপদেশেন) প্রতি-বোধিতঃ (বস্তু- তত্ত্বং জ্ঞাপিতঃ সন্) যথা ত্বম্ (অভিভাষসে তথা) রণমূর্দ্ধণি (রণক্ষেত্রাগ্রভাগে) মাম্ এবম্ (ইত্থম্) অভ্যভাষত (পৃষ্টবানিত্যর্থঃ)।। ৮।।

অনুবাদ—হে পুরুষপ্রবর! আমি তৎকালে যুক্তিযুক্ত উপদেশে তাঁহার নিকট যথার্থ তত্ত্ব বিজ্ঞাপিত করিলে তিনি রণক্ষেত্রের অগ্রভাগে আমার নিকট তোমার ন্যায় এইরূপ প্রশ্ন করিয়াছিলেন।। ৮।।

অহমাত্মোদ্ধবামীষাং ভূতানাং সুহৃদীশ্বরঃ।
অহং সর্ব্বাণি ভূতানি তেষাং স্থিত্যুদ্ভবাপ্যয়ঃ।। ৯।।

অন্বয়ঃ—(হে) উদ্ধব! অহম্ অমীষাং ভূতানাম্ আত্মা (পরমাত্মা) সুহৃৎ (স্বতো হিতকারী) ঈশ্বরঃ (সর্ব্বপ্রবর্ত্তকশ্চ ভবামি, কিঞ্চ) অহং সর্ব্বাণি ভূতানি (সর্ব্বভূতানাং ব্যবহার-সম্পাদকানি কিঞ্চ,) তেষাং (ভূতানাং) স্থিত্যুদ্ভবাপ্যয়ঃ (সৃষ্টি-স্থিতিসংহারহেতুশ্চ ভবামি)।। ৯।।

অনুবাদ—হে উদ্ধব! আমি এই ভূতসকলের পরমাত্মা, স্বভাবতঃ হিতকারী, ঈশ্বর, সর্ব্ববিধ ব্যবহারজনক এবং সৃষ্টি-স্থিতি-সংহার-কারণস্বরূপ।। ৯।।

বিশ্বনাথ— তা বিভূতীঃ সামান্যতঃ কথয়তি।। ৯।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— সেই বিভূতি সমূহ সাধারণভাবে বলিতেছেন।। ৯।।

মধ্ব—

সৃষ্টিস্থিত্যাদি-হেতুত্বাদ্‌ভূতানাং হরিরুচ্যতে।
ন তু ভূতস্বরূপত্বাৎ স হি সর্ব্বেশ্বরেশ্বরঃ।।
ইতি বস্তুতত্ত্বে।

স্ব-স্ব-জাত্যুত্তমত্বস্তু ভবেদ্‌যদ্রূপসন্নিধেঃ।
বিভূতিরূপং তৎ প্রোক্তমিন্দিরাদিষু সংস্থিতম্।।
তথা বহিঃ স্থিতং রূপং বিভূতীত্যেব শব্দিতম্।
সর্ব্বসাধারণং রূপমন্তর্য্যামীতি চোচ্যতে।
যথা কৃষ্ণাত্মনা দুষ্ট হন্তাব্যাসাত্মনা সমঃ।
অসমোপ্যেকরূপোঽপি সামর্থ্যাৎ পুরুষোত্তমঃ।।
ইতি চ।

ব্রহ্মারুদ্রেন্দ্র-জীবেভ্যঃ পৃথগেব ব্যবস্থিতম্।
বিভূতিরূপং বিষ্ণোস্তু তদ্‌গশ্রেষ্ঠৈ্যককারণম্।।
তদেব ব্রহ্মারুদ্রাদি নামভির্বাচ্যমঞ্জসা।
তদেব দেবেষ্বিন্দ্রোস্মি ততোরুদ্রেষু শঙ্করঃ।।
ইত্যাদিনোক্তং কৃষ্ণেন নেন্দ্রাদ্যা জীবসঞ্চয়াঃ।
ইতি গীতাকল্পে।। ৫-৯।।

**অহং গতির্গতিমতাং কালঃ কলয়তামহম্।
গুণানাঞ্চাপ্যহং সাম্যং গুনিন্যৌৎপত্তিকো গুণঃ॥১০॥**

অন্বয়ঃ— অহং গতিমতাং (গতিশীলানাং ভূতানাং) গতিঃ (ফলং শরণাগতির্বা) অহং কলয়তাং (বশীকুর্ব্বতাং মধ্যে) কালঃ গুণানাং (সত্ত্বাদীনাং মধ্যে) অপি চ অহং সাম্যং (প্রকৃতিঃ) গুণিনি (ধর্ম্মিণি) ঔৎপত্তিকঃ (স্বাভা-বিকো যঃ) গুণঃ (সোঽহং ভবামি)।। ১০।।

অনুবাদ— আমি গতিশীল পদার্থসমূহের পরম-গতি, বশীকর্ত্তৃপুরুষগণের মধ্যে কালস্বরূপ, সত্ত্বাদিগুণ-গণের মধ্যে আমি প্রকৃতি এবং গুণিবস্তুর মধ্যে স্বাভাবিক গুণ-স্বরূপ।। ১০।।

বিশ্বনাথ—বিশেষতো বিভূতীরাহ,—অহমিতি। অত্র প্রাকৃতাপ্রাকৃতবস্তুসারা এব বিভূতয় উচ্যন্তে। তাশ্চ কচি-ন্নির্দ্ধারণষষ্ঠ্যা, কচিৎ সম্বন্ধষষ্ঠ্যা, চাস্মচ্ছব্দসমানাধিকরণাঃ প্রথমান্তা দ্বিতীয়ান্তাশ্চ জ্ঞেয়াঃ। গতিমতাং কর্ম্মিজ্ঞানি-প্রভৃতীনাং গতিঃ প্রাপ্যফলং, কলয়তাং বশীকুর্ব্বতাং মধ্যে কালঃ। সাম্যং প্রকৃতিঃ। গুণিনি ধর্ম্মিণি ঔৎপত্তিকঃ স্বাভা-বিকো যো গুণঃ সোঽহম্। যথা আকাশে শব্দঃ।। ১০।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— বিশেষ বিশেষ বিভূতি শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—এস্থলে প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত বস্তুর ন্যায় সার-সমূহই বিভূতিরূপে বলা হইতেছে। সেই সমূহও কোথাও নির্দ্ধারণ অর্থে, কোথাও সম্বন্ধ অর্থে ষষ্ঠী বিভক্তি। অস্মদ্ শব্দের সমান অধিকরণে কখনও প্রথমা বিভক্তি যুক্ত কখনও দ্বিতীয়া বিভক্তিযুক্ত জানিতে হইবে। গতিমান-গণের অর্থাৎ কর্ম্মি ও জ্ঞানী প্রভৃতিগণের গতি অর্থাৎ প্রাপ্যফল। বশীকরণকারীগণের মধ্যে কাল আমি, গুণ-সমূহের মধ্যে আমি সাম্যপ্রকৃতি, গুণি ধর্ম্মিগণের মধ্যে স্বাভাবিক যে গুণ তাহা আমি যেমন আকাশে শব্দ।। ১০।।

বিবৃতি— আমিই তত্ত্ববস্তুর অনুসন্ধিৎসুগণের শেষগতি। কর্ম্মী ফলাকাঙ্ক্ষায় তাঁহার গতি বা ফল নিরূ-পণ করেন। জ্ঞানী ফলত্যাগাকাঙ্ক্ষায় তাঁহার আত্মবিনাশ করেন। কর্ম্মী খণ্ডকালের অনুভূতিক্রমে নিত্যত্বের উপ-লব্ধি হইতে বঞ্চিত। জ্ঞানী নশ্বর গুণগুলিকে পরিত্যাগ করিতে গিয়া সকল নিত্যসদ্‌গুণ-সম্পন্ন ভগবত্তার উপলব্ধি করিতে না পারিয়া ভগবান্‌কে পরিত্যাগ করেন। কিন্তু

বস্তুতঃ ভগবান্ই সকলের চরমগতি। নির্ব্বিন্ন হইবার বিচার বা ফল কামনার বিচারই তাহাদের চরম গতি নহে, পরন্তু ভগবদ্ভক্তিই চরম গতি। তিনি নির্গুণ হইয়াও অখিল সদ্গুণসম্পন্ন।। ১০।।

গুণিনামপ্যহং সূত্রং মহতাঞ্চ মহানহম্।
সূক্ষ্মাণামপ্যহং জীবো দুর্জ্জয়ানামহং মনঃ।। ১১।।

অন্বয়ঃ— গুণিনাম অপি অহং সূত্রং (প্রথমকার্য্যং) মহতাং চ অহং মহান্ (মহত্তত্ত্বং) সূক্ষ্মাণাম্ অপি অহং জীবঃ (ভবামি) দুর্জ্জয়ানাং (মধ্যে) অহং মনঃ (ভবামি)।। ১১।।

অনুবাদ— আমি গুণিগণের মধ্যে সূত্রাত্মা, মহৎ-পদার্থগণের মধ্যে মহত্তত্ত্ব সূক্ষ্মপদার্থগণ-মধ্যে জীব এবং দুর্জ্জয়পদার্থগণের মধ্যে মনঃ স্বরূপ।। ১১।।

বিশ্বনাথ— সূত্রং সূত্রতত্ত্বং প্রাণ ইত্যর্থঃ। মহতাং মহত্তত্ত্ববতামন্তঃকরণানাং মধ্যে মহাংশ্চিত্তমিত্যর্থঃ। জীব ইতি "এষোঽণুরাত্মা চেতসা বেদিতব্যো যস্মিন্ প্রাণঃ পঞ্চধা সংবিবেশেতি।" "বালাগ্রশতভাগস্য শতধা কল্পিতস্য চ। ভাগো জীবঃ স বিজ্ঞেয়ঃ" ইতি। আরাগ্রমাত্রো হ্যবরোঽপি দৃষ্টঃ ইত্যাদি শ্রুতিঃ। অত্র জীবস্য পরমাণুপ্রমাণত্বেঽপি সম্পূর্ণদেহব্যাপিশক্তিমত্ত্বং জতু-জটিতস্য মহামণের্মহৌষধিখণ্ডস্য চ শিরসি ধৃতস্য পূর্ণদেহপুষ্টীকরিষ্ণুশক্তিত্বমিব ন বিরুদ্ধম্।। ১১।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— সূত্র অর্থাৎ সূত্রতত্ত্বপ্রাণ মহৎ-তত্ত্ব সমূহগণের অর্থাৎ অন্তঃকরণ সমূহের মধ্যে আমি মহানচিত্ত, সূক্ষ্মবস্তু সমূহের মধ্যে আমি জীব। শ্রুতিতে আছে এই অনুআত্মা চিত্তের দ্বারা জানিতে হইবে, যাহাতে প্রাণ পঞ্চভাবে বিভক্ত হইয়া প্রবেশ করিয়াছে। কেশের অগ্রভাগকে শতভাগ করিয়া তাহার একভাগকে পুনরায় শতভাগ কল্পনা করিলে যে একভাগ তাহাই জীবের পরিমাণ বলিয়া জানিবে, তীরের অগ্রভাগ হইতেও ক্ষুদ্র জীব-তত্ত্ব জানিবে ইত্যাদি শ্রুতি। এস্থলে জীবের পরিমাণ পরমাণু তুল্য হইলেও সম্পূর্ণ দেহব্যাপী শক্তিমত্ত্ব আছে, যেমন গালা দ্বারা আবৃত মহামণি ও মহা ঔষধি খণ্ডকে মস্তকে ধারণ করিলেও পূর্ণদেহ পুষ্টিকরী শক্তি প্রকাশ পায় সেই-রূপ জীবের ক্ষুদ্রত্ব বিরুদ্ধ হয় না।। ১১।।

মধ্ব—

গতির্জ্ঞানম্।
প্রধানোজ্ঞানিনাং ব্রহ্মা জ্ঞানমানী হৃদিস্থিতঃ।
স এব কালমানী তু সংহর্তৃণাং প্রভুঃ স্মৃতঃ।।
ইতি বিভূতৌ।
আনন্দানুভবস্তু য উৎকৃষ্টানুভবাৎ স্মৃতঃ।
তদ্যুক্তত্বং যথা সৌম্যং গুণানামধিকং হি তৎ।।
ভক্ত্যাদিগুণপূগোপি দুঃখহেতুত্ব-ভাবনাৎ।
নিষ্কলোভবতি হ্যদ্ধা প্রীতস্য সফলো ভবেৎ।।
তস্মাদানন্দমানস্তু গুণেষূৎকৃষ্টমুচ্যতে।
তস্যাভিমানী ব্রহ্মৈকো ভক্তিজ্ঞানাদিকস্য চ।।
শ্রদ্ধাভিমানিনী দেবা তথৈব তু সরস্বতী।
তদন্যেষাং গুণানাস্তু তদন্যে বিবুধাঃ স্মৃতাঃ।।
গুণানাস্তু প্রভুর্ব্রহ্মা তস্মাদেকশ্চতুর্ম্মুখঃ।
ঔৎপত্তিকগুণোনামশুভপ্রাপ্ত্যৈকযোগ্যতা।।
তস্যাভিমানী প্রাণস্তু স হি সর্ব্বগুণাধিকঃ।
ইতি চ।
গুণিনাং মধ্যে গুণিনি স্থিতমৌৎপত্তিকগুণরূপং সূত্রমিত্যর্থঃ।
গুণিনাং গুণযোগ্যত্বং যৎ সর্ব্বগুণিষু স্থিতম্।
বায়ুস্তভিমান্যেকঃ সর্ব্বগুণ্যধিকস্ততঃ।।
ইতি প্রভঞ্জনে।
রূপান্তরত্বাদেকস্যাপি বহুস্থানেষু প্রাধান্যোক্তির্নো-বিরুদ্ধ্যতে। গুণান্তরোক্তশ্চ। রামঃ শস্ত্রভৃতামহম্। বৃষ্ণীনাং বাসুদেবোস্মীত্যাদিবৎ।। ১০-১১।।

হিরণ্যগর্ভো বেদানাং মন্ত্রাণাং প্রণবস্ত্রিবৃৎ।
অক্ষরাণামকারোঽস্মি পদানি চ্ছন্দসামহম্।। ১২।।

অন্বয়ঃ— অহং বেদানাং (সম্বন্ধী তেষামধ্যাপকঃ)

হিরণ্যগর্ভঃ (ব্রহ্মা ভবামি) মন্ত্রাণাং (মধ্যে) ত্রিবৃৎ প্রণবঃ (ভবামি) অক্ষরাণাং (মধ্যে) অকারঃ অস্মি ছন্দসাং (মধ্যে) পদানি (ত্রিপদা গায়ত্রী ভবামি)।। ১২।।

অনুবাদ— আমি বেদগণের অধ্যাপক হিরণ্যগর্ভ, মন্ত্র সকলের মধ্যে প্রণব, অক্ষরগণের মধ্যে অকার এবং ছন্দঃ সমূহের মধ্যে ত্রিপদা গায়ত্রী-স্বরূপ।। ১২।।

বিশ্বনাথ— বেদানাং বেদাধ্যাপকানাং মধ্যে হিরণ্যগর্ভো ব্রহ্মা। পদানি ত্রিপদা গায়ত্রীত্যর্থঃ।। ১২।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— বেদ অধ্যাপকগণের মধ্যে হিরণগর্ভ ব্রহ্মা আমার বিভূতি, চ্ছন্দসমূহের মধ্যে ত্রিপাদ গায়ত্রীস্বরূপ।। ১২।।

মধ্ব—

পদানি বাচ্যানি ছন্দসাম্।
স্বযূথানামথাধিক্যে স্বজাতীনামথাপি বা।
যৎকারণং বিভূত্যাখ্যং বিষ্ণোস্তদ্রূপমুচ্যতে।।
ইতি প্রাধান্যে।

বর্ণেশানি পদান্যাহুঃ পাদাশ্চাপি তদীশ্বরাঃ।
পাদানামীশ্বরার্ধর্চা তদীশা ঋক্ষু এব চ।।
ঋচামধীশা বর্গাশ্চ তেষাং সূক্তমধীশ্বরম্।
সূক্তাধীশাস্তথাধ্যায়াস্তদধীশাস্তথাষ্টকাঃ।।
তদধীশাস্তথা শাখা বেদাশ্চাপি তদীশ্বরাঃ।
বেদানামীশ্বরা বাচ্যা বাচ্যানামীশ্বরো হরিঃ।।
ন হরেরীশ্বরঃ কশ্চিৎ কদাচিৎ কাপি বিদ্যন্তে।
ইতি চ।

পদ্যন্ত ইতি পদানি বাচ্যানি।
পদং পদসহস্রেণ চেশ্বরান্নাপরাধ্যত ইতি বৎ।
পদস্তু বাচকং প্রোক্তাং ক্বচিৎবাচ্যমপীষ্যতে।
ইতি শব্দনির্ণয়ে।

সর্ব্বা বেদাভিমানিন্যো দেব্যোলক্ষ্মীস্ততোধিকা।
বেদাভিমানিনী সাক্ষাৎ সা বিষ্ণোর্দূরতঃ স্থিতা।।
যজ্ঞাখ্যা সৈব বিষ্ণোস্তু যা তুরস্থলমাশ্রিতা।
হরিণারতিযোগস্থা দক্ষিণাখ্যাপি সৈব তু।।
উত্তরোত্তরতঃ সাপি বিশিষ্টা দক্ষিণামুখে।
এবং বেদাভিমানিভ্যো দেবীভ্যঃ সর্ব্ব এব তু।।
তদর্থরূপাঃ পতয়স্তস্যাস্তস্যাথোত্তমাঃ।
শচ্যাইন্দ্রস্তথা চোমা তস্যারুদ্রস্ততস্তথা।।
ভারতীপ্রাণ এবাস্যাস্ততঃ শ্রীস্তদ্বরো হরিঃ।
ইতি বৈশিষ্যে।। ১২।।

ইন্দ্রোঽহং সর্ব্বদেবানাং বসূনামস্মি হব্যবাট্।
আদিত্যানামহং বিষ্ণুরুদ্রাণাং নীললোহিতঃ।। ১৩।।

অন্বয়ঃ—সর্ব্বদেবানাং (মধ্যে) অহম্ ইন্দ্রঃ (ভবামি) বসূনাং (মধ্যে) হব্যবাট্ (অগ্নিঃ) অস্মি (ভবামি) আদিত্যানাং (মধ্যে) অহং বিষ্ণুঃ (অস্মি) রুদ্রাণাং (মধ্যে) নীললোহিতঃ (অস্মি)।। ১৩।।

অনুবাদ— আমি দেবগণের মধ্যে ইন্দ্র, বসুগণের মধ্যে অগ্নি, আদিত্যগণের মধ্যে বিষ্ণু এবং রুদ্রগণের মধ্যে নীললোহিতস্বরূপ।। ১৩।।

মধ্ব—

ঋতে রুদ্রাদিকানিন্দ্রঃ সর্ব্বদেবাধিকঃ স্মৃতঃ।
ঋতে ভীমং ফল্গুনশ্চ পাণ্ডবেভ্যো বরস্তথা।।
তথা শুক্রঃ কবীশস্তু বৃহস্পত্যাদিকানৃতে।
যমঃ সংযমতামীশঃ শঙ্করাদীন্ বিনৈব তু।।
ইতি গীতাকল্পে।। ১৩।।

ব্রহ্মর্ষীণাং ভৃগুরহং রাজর্ষীণামহং মনুঃ।
দেবর্ষীণাং নারদোঽহং হবির্দ্ধান্যস্মি ধেনুষু।।১৪।।

অন্বয়ঃ— ব্রহ্মর্ষীণাং (মধ্যে) অহং ভৃগুঃ (অস্মি) রাজর্ষীণাং (মধ্যে) অহং মনুঃ (অস্মি) দেবর্ষীণাং (মধ্যে) অহং নারদঃ (অস্মি) ধেনুষু (মধ্যে) অহং হবির্দ্ধানী (কামধেনুরস্মি)।। ১৪।।

অনুবাদ— আমি ব্রহ্মর্ষিগণের মধ্যে ভৃগু, রাজর্ষিগণের মধ্যে মনু, দেবর্ষিগণের মধ্যে নারদ এবং ধেনুগণের মধ্যে কামধেনু স্বরূপ।। ১৪।।

বিশ্বনাথ— হবির্দ্ধানী কামধেনুঃ।। ১৪।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— হবির্হানী অর্থাৎ 'কামধেনু' গাভীগণের মধ্যে আমার বিভূতি।। ১৪।।

সিদ্ধেশ্বরাণাং কপিলঃ সুপর্ণোঽহং পতত্রিণাম্।
প্রজাপতীনাং দক্ষোঽহং পিতৃণামহমর্য্যমা।। ১৫।।

অন্বয়ঃ— সিদ্ধেশ্বরাণাং (মধ্যে অহং) কপিলঃ (অস্মি) পতত্রিণাং (পক্ষিণাং মধ্যে) অহং সুপর্ণঃ (গরুড়োঽস্মি) প্রজাপতীনাং (মধ্যে) অহং (দক্ষঃ) পিতৃণাং (মধ্যে) অহম্ অর্য্যমা (ভবামি)।। ১৫।।

অনুবাদ— আমি সিদ্ধেশ্বরগণের মধ্যে কপিল, পক্ষিগণের মধ্যে গরুড়, প্রজাপতিগণের মধ্যে দক্ষ এবং পিতৃগণের মধ্যে অর্য্যমা।। ১৫।।

মাং বিদ্ধ্যুদ্ধব দৈত্যানাং প্রহ্লাদমসুরেশ্বরম্।
সোমং নক্ষত্রৌষধীনাং ধনেশং যক্ষরক্ষসাম্।। ১৬।।

অন্বয়ঃ—(হে) উদ্ধব! দৈত্যানাং (মধ্যে) মাং অসুরেশ্বরং (দৈত্যেশ্বরং) প্রহ্লাদং বিদ্ধি (জানীহি) নক্ষত্রৌষধীনাং (প্রভুং) সোমং (চন্দ্রং মাং বিদ্ধি তথা) যক্ষরক্ষসাং (প্রভুং) ধনেশং (কুবেরং মাং বিদ্ধি)।। ১৬।।

অনুবাদ—হে উদ্ধব! আমি দৈত্যগণের মধ্যে দৈত্যেশ্বর প্রহ্লাদ, নক্ষত্র ও ওষধিগণমধ্যে তাহাদের প্রভু চন্দ্র এবং যক্ষ রাক্ষসগণের মধ্যে তাহাদের অধিপতি কুবের-স্বরূপ।। ১৬।।

বিশ্বনাথ— নক্ষত্রৌষধীনাং প্রভুং সোমং যক্ষরক্ষসাং প্রভুম্।। ১৬।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— নক্ষত্র ও ওষধীগণের মধ্যে 'সোম' যক্ষ ও রাক্ষসগণের মধ্যে কুবের।। ১৬।।

ঐরাবতং গজেন্দ্রাণাং যাদসাং বরুণং প্রভুম্।
তপতাং দ্যুমতাং সূর্য্যং মনুষ্যাণাঞ্চ ভূপতিম্।। ১৭।।

অন্বয়ঃ— গজেন্দ্রাণাং (মধ্যে মাম্) ঐরাবতং (বিদ্ধি) যাদসাং (জলচরাণাং মধ্যে মাং তেষাং) প্রভুং বরুণং (বিদ্ধি) তপতাং (তাপয়তাং) দ্যুমতাং (দীপ্তিমতাঞ্চ মধ্যে মাং) সূর্য্যং (বিদ্ধি) মনুষ্যাণাং চ (মধ্যে মাং) ভূপতিং (রাজানম্ বিদ্ধি)।। ১৭।।

অনুবাদ—গজেন্দ্রগণের মধ্যে আমি ঐরাবত, জলচরগণের মধ্যে প্রভু বরুণ, তাপনশীল ও দীপ্তিশীল পদার্থগণের মধ্যে সূর্য্য এবং মনুষ্যগণ-মধ্যে ভূপতি-স্বরূপ।।১৭

বিশ্বনাথ—গজেন্দ্রাণাং মধ্যে যাদসান্ত প্রভুম্।। ১৭

টীকার বঙ্গানুবাদ— গজরাজগণের মধ্যে ঐরাবত, জলবাসীগণের প্রভু বরুণ।। ১৭।।

উচ্চৈঃ শ্রবাস্তুরঙ্গাণাং ধাতূনামস্মি কাঞ্চনম্।
যমঃ সংযমতাঞ্চাহং সর্পাণামস্মি বাসুকিঃ।। ১৮।।

অন্বয়ঃ— অহং তুরঙ্গানাম্ (অশ্বানাং মধ্যে) উচ্চৈঃ শ্রবাঃ অস্মি ধাতূনাং (মধ্যে) কাঞ্চনং (সুবর্ণমস্মি) অহং সংযমতাং চ (দণ্ডয়তাং মধ্যে) যমঃ (অস্মি) সর্পাণাং (মধ্যে চ) বাসুকিঃ অস্মি।। ১৮।।

অনুবাদ— আমি অশ্বগণের মধ্যে উচ্চৈঃশ্রবা, ধাতুসকলের মধ্যে সুবর্ণ, দণ্ডদাতৃগণের মধ্যে যম এবং সর্পগণের মধ্যে বাসুকি-স্বরূপ।। ১৮।।

বিশ্বনাথ— সংযমতাং দণ্ডয়তাম্।। ১৮।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—দণ্ডধারীগণের মধ্যে যমরাজ।।

নাগেন্দ্রাণামনন্তোঽহং মৃগেন্দ্রঃ শৃঙ্গিদংষ্ট্রিণাম্।
আশ্রমাণামহং তুর্য্যো বর্ণানাং প্রথমোঽনঘ।। ১৯।।

অন্বয়ঃ—(হে) অনঘ! (হে নিষ্পাপ! উদ্ধব!) অহং নাগেন্দ্রানাং (নাগাশ্রেষ্ঠানাং মধ্যে) অনন্তঃ (শেষো ভবামি) শৃঙ্গিদংষ্ট্রিণাং (শৃঙ্গিণাং দংষ্ট্রিণাঞ্চ মধ্যে) মৃগেন্দ্রঃ (সিংহো ভবামি) আশ্রমাণাং (মধ্যে) অহং তুর্য্যঃ (সন্ন্যাসো ভবামি) বর্ণানাং (মধ্যে) প্রথমঃ (ব্রাহ্মণো ভবামি)।। ১৯।।

অনুবাদ— হে উদ্ধব! আমি নাগেন্দ্রগণের মধ্যে অনন্ত, শৃঙ্গী ও দংষ্ট্রিগণের মধ্যে সিংহ, আশ্রমগণের মধ্যে সন্ন্যাস এবং বর্ণগণের মধ্যে ব্রাহ্মণ।। ১৯।।

বিশ্বনাথ— শৃঙ্গিণাং মধ্যে মৃগেন্দ্রঃ কৃষ্ণসারঃ। দংষ্ট্রিণাং মৃগেন্দ্রঃ সিংহঃ। তুর্য্যঃ সন্ন্যাসঃ। প্রথমো ব্রাহ্মণঃ।। ১৯।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— শৃঙ্গধারীগণের মধ্যে কৃষ্ণসার মৃগ, হিংস্র পশুগণের মধ্যে সিংহ, আশ্রমসমূহের মধ্যে চতুর্থ সন্ন্যাস, বর্ণসমূহের মধ্যে প্রথম ব্রাহ্মণ।। ১৯।।

মধ্ব—

গার্হস্থ্যঞ্চ যতিত্বঞ্চ দেবেষ্বেকত্বমাগতং।
প্রাধান্যোক্তির্যতিত্বস্য গার্হস্থ্যস্য ক্বচিৎ ক্বচিৎ।।
ইত্যাশ্রমবিবেকে।। ১৯।।

তীর্থানাং স্রোতসাং গঙ্গা সমুদ্রঃ সরসামহম্।
আয়ুধানাং ধনুরহং ত্রিপুরঘ্নো ধনুষ্মতাম্।। ২০।।

অন্বয়ঃ— তীর্থানাং স্রোতসাং (প্রবাহানাঞ্চ মধ্যে) অহং গঙ্গা (ভবামি) সরসাং (স্থিরোদকানাং মধ্যে অহং) সমুদ্রঃ (ভবামি) আয়ুধানাং (মধ্যে) অহং ধনুঃ (ভবামি) ধনুষ্মতাং (ধনুর্দ্ধরাণাং মধ্যে চ) ত্রিপুরঘ্নঃ (শিবো ভবামি)।। ২০।।

অনুবাদ— তীর্থ ও প্রবাহগণের মধ্যে আমি গঙ্গা, স্থিরজলশালিগণের মধ্যে সমুদ্র, আয়ুধগণের মধ্যে ধনুঃ এবং ধনুর্দ্ধরগণের মধ্যে ত্রিপুরারি-স্বরূপ।। ২০।।

বিশ্বনাথ— সরসাং স্থিরজলাশয়ানাম্।। ২০।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—স্থির জলাশয়ের মধ্যে সাগর।।

ধিষ্ণ্যানামস্ম্যহং মেরুর্গহনানাং হিমালয়ঃ।
বনস্পতীনামশ্বত্থ ওষধীনামহং যবঃ।। ২১।।

অন্বয়ঃ— ধিষ্ণ্যানাং (নিবাসস্থানানাং মধ্যে) অহং মেরুঃ (সুমেরুঃ) অস্মি, গহনানাং (দুর্গমানাম্ মধ্যে চ) হিমালয়ঃ (অস্মি) বনস্পতীনাং (বৃক্ষাণাং মধ্যেঽহম্) অশ্বত্থঃ (অস্মি) ওষধীনাং (ফলপাকান্ত-বৃক্ষানাং মধ্যে) অহং যবঃ (অস্মি)।। ২১।।

অনুবাদ— নিবাস-স্থানগণের মধ্যে আমি সুমেরু, দুর্গম স্থানগণের মধ্যে হিমালয়, বৃক্ষগণের মধ্যে অশ্বত্থ এবং ওষধিগণের মধ্যে যব-স্বরূপ।। ২১।।

বিশ্বনাথ— ধিষ্ণ্যানামাশ্রয়স্থানানাং, গহনানাং-দুর্গাণাম্।। ২১।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—আশ্রয় সমূহ মধ্যে আমি সুমেরু পর্ব্বত, গহণ বনগণের মধ্যে আমি হিমালয়।। ২১।।

পুরোধসাং বশিষ্ঠোঽহং ব্রহ্মিষ্ঠানাং বৃহস্পতিঃ।
স্কন্দোঽহং সর্ব্বসেনান্যামগ্রণ্যাং ভগবানজঃ।। ২২।।

অন্বয়ঃ— পুরোধসাং (পুরোহিতানাং মধ্যে) অহং বশিষ্ঠঃ (অস্মি)ব্রহ্মিষ্ঠানাং (বেদার্থনিষ্ঠানাং মধ্যে চাহং) বৃহস্পতিঃ (অস্মি) সর্ব্বসেনান্যাং (সর্ব্বেষাং চমূপতীনাং মধ্যে) অহং স্কন্দঃ (কার্ত্তিকেয়োঽস্মি) অগ্রণ্যাং (সন্মার্গ-প্রবর্ত্তকানাং মধ্যে চাহং) ভগবান্ অজঃ (ব্রহ্মাস্মি)।। ২২।।

অনুবাদ—আমি পুরোহিতগণের মধ্যে বশিষ্ঠ, বেদজ্ঞগণের মধ্যে বৃহস্পতি, সেনাপতিগণের মধ্যে কার্ত্তিকেয় এবং সন্মার্গপ্রবর্ত্তকগণের মধ্যে ব্রহ্মা-স্বরূপ।।

বিশ্বনাথ— ব্রহ্মিষ্ঠানাং বেদনিষ্ঠানাং, সেনান্যাং চমূপতীনাং, অগ্রণ্যাং শ্রেষ্ঠানাম্।। ২২।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— বেদনিষ্ঠগণের মধ্যে আমি বৃহস্পতি, সেনাপতিগণের মধ্যে আমি কার্ত্তিক, শ্রেষ্ঠ সমূহের মধ্যে আমি ভগবান ব্রহ্মা, যজ্ঞ সমূহের মধ্যে ব্রহ্ম-যজ্ঞ বেদপাঠ।। ২২।।

মধ্ব—

বশিষ্ঠোভ্যধিকস্তেষু মানুষাণাং পুরোধসাং।
ইতি ত্রৈলোক্যে।। ২২।।

যজ্ঞানাং ব্রহ্মযজ্ঞোঽহং ব্রতানামবিহিংসনম্।
বায়ুগ্ন্যর্কাম্বুবাগাত্মা শুচীনামপ্যহং শুচিঃ।। ২৩।।

অন্বয়ঃ— যজ্ঞানাং (মধ্যে) অহং ব্রহ্মযজ্ঞঃ (বেদপাঠো ভবামি) ব্রতানাং (মধ্যেঽহম্) অবিহিংসনম্ (অহিংসা ভবামি) শুচীনাং অপি (শোধকানাং মার্জ্জনতক্ষণঘর্ষণাদীনামপি মধ্যে) অহং বায়ুগ্ন্যর্কাম্বুবাগাত্মা (বায়ুবহ্নি-সূর্য্য-জলবাক্যরূপঃ) শুচিঃ (শোধকো ভবামি)।। ২৩।।

অনুবাদ— আমি যাবতীয় যজ্ঞের মধ্যে বেদপাঠ-রূপ যজ্ঞ-স্বরূপ, ব্রতমধ্যে অহিংসা এবং শোধকপদার্থ সকলের মধ্যে বায়ু, অগ্নি, সূর্য্য, জল ও বাক্য-স্বরূপ।।২৩

বিশ্বনাথ— ব্রহ্মযজ্ঞো বেদপাঠঃ। শুচীনাং শোধকানাং মধ্যে বায়ুগ্ন্যাদিরূপঃ। শুচিঃ শোধকোঽহম্।। ২৩।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— যজ্ঞসমূহের মধ্যে ব্রহ্মযজ্ঞ বেদপাঠ, শোধনকারী সমূহের মধ্যে বায়ু, অগ্নি-সূর্য্য-জল-বাক্য-আত্মা পবিত্র।। ২৩।।

যোগানামাত্মসংরোধো মন্ত্রোঽস্মি বিজিগীষতাম্।
আন্বীক্ষিকী কৌশলানাং বিকল্পঃ খ্যাতিবাদিনাম্।। ২৪।।

অন্বয়ঃ—যোগানাম্ (অষ্টাঙ্গানাং মধ্যেঽহং) আত্মসংরোধঃ (সমাধিরস্মি) বিজিগীষতাং (বিজয়াভিলাষিনামহং) মন্ত্রঃ (নীতিঃ) অস্মি কৌশলানাং (বিবেকাদিনৈপুণ্যানাং মধ্যে) আন্বীক্ষিকী (আত্মানাত্মবিবেকবিদ্যাস্মি) খ্যাতিবাদিনাম্ (অখ্যাত্যন্যথাখ্যাতিশূন্যখ্যাত্যসৎখ্যাত্যনির্ব্বচনীয়-খ্যাতিবাদিনামহং) বিকল্পঃ (এবমিদমেবং বেতি যো দুরন্তো বিকল্পস্তৎস্বরূপো ভবামি)।। ২৪।।

অনুবাদ— অষ্টাঙ্গযোগমধ্যে আমি সমাধি-স্বরূপ, বিজয়াভিলাষিপুরুষগণের মন্ত্রস্বরূপ, কৌশল-সকলের মধ্যে আন্বীক্ষিকী বিদ্যা-স্বরূপ এবং খ্যাতিবাদিগণের বিকল্প-স্বরূপ।। ২৪।।

বিশ্বনাথ— যোগানাং যোগাঙ্গানামষ্টানাং মধ্যে আত্মসরোধঃ সমাধিরহং, মন্ত্রঃ বিগ্রহাদিপ্রযোজকঃ। কৌশলানাং বিবেকসম্বন্ধিনৈপুণ্যানাং মধ্যে আন্বীক্ষিকী আত্মানাত্মবিবেকবিদ্যা। খ্যাতিবাদিনামিতি—আত্মখ্যাতিরসৎখ্যাতিঃ খ্যাতিরন্যথা। তথা নির্ব্বচনখ্যাতিরিত্যেতৎ খ্যাতি-পঞ্চকম্।। বিজ্ঞানশূন্যমীমাংসাতর্কাদ্বৈতবিদাং মতম্"। পঞ্চানামেষাং খ্যাতিবাদিনামেবমিদমেবং বেতি যো দুরন্তো বিকল্পঃ সোঽহম্।। ২৪।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—অষ্টাঙ্গযোগ-সমূহ মধ্যে সমাধি, জয়কারীগণের মধ্যে মন্ত্র, কৌশল সমূহের মধ্যে আত্ম-অনাত্ম বিবেক বিদ্যা, খ্যাতিবাদীগণের মধ্যে বিকল্প।।২৪

মধ্ব—জীবেশাদিভেদবাদী বিকল্পঃ।

খ্যাতিবাদিনাং জ্ঞানবাদিনাং।
জীবেশাদি-বিশেষং যো যাথার্থ্যেন প্রকল্পয়েৎ।
কলিমারভ্য বা বিষ্ণোরাধিক্যাদুত্তরোত্তরং।।
নিয়মেনৈব কেনাপি ন হেয়ং স বিকল্পকঃ।
সর্ব্বজ্ঞানিবিশেষেভ্যঃ স জ্ঞানী সর্ব্বথাধিকঃ।।
ইতি বিজ্ঞানে।

ভেদদৃষ্ট্যাভিমানেনেত্যুক্তং।
বিদ্যাত্মনিভিদা বোধ ইতি চ বক্ষ্যতি।।২৪।।

স্ত্রীণান্তু শতরূপাহং পুংসাং স্বায়ম্ভুবো মনুঃ।
নারায়ণো মুনীনাঞ্চ কুমারো ব্রহ্মচারিণাম্।। ২৫।।

অন্বয়ঃ—অহং স্ত্রীণাং (মধ্যে) তু শতরূপা (ভবামি) পুংসাং (মধ্যে) স্বায়ম্ভুবঃ মনুঃ (ভবামি) মুনীনাং চ (মধ্যে) নারায়ণঃ (ভবামি) ব্রহ্মচারিণাং (মধ্যে) কুমারঃ (সনৎকুমারো ভবামি)।। ২৫।।

অনুবাদ— আমি স্ত্রীগণের মধ্যে শতরূপা, পুরুষগণের মধ্যে স্বায়ুম্ভুব মনু, মুনিগণের মধ্যে নারায়ণ এবং ব্রহ্মচারিগণের মধ্যে সনৎকুমার-স্বরূপ।। ২৫।।

মধ্ব—

শতরূপাবরাস্ত্রীণাং পুংসামভ্যধিকো মনুঃ।
তয়োরপ্যধিকো নিত্যং ইন্দ্রাণীন্দ্রৌশুভৈর্গুণৈঃ।।
ইতি বৈশেষ্যে।। ২৫।।

ধর্ম্মাণামস্মি সন্ন্যাসঃ ক্ষেমাণামবহির্মতিঃ।
গুহ্যানাং সুনৃতং মৌনং মিথুনানামজস্ত্বহম্।। ২৬।।

অন্বয়ঃ— ধর্ম্মাণাং (মধ্যেঽহং) সন্ন্যাসঃ (ভূতাভয়-দানম্) অস্মি ক্ষেমাণাম্ (অভয়স্থানানাং মধ্যেঽহম্) অবহির্মতিঃ (অন্তর্নিষ্ঠাস্মি) গুহ্যানাং (গূঢ়ানাং) সুনৃতং (প্রিয়বচনং) মৌনং (চ ভবামি) মিথুনানাং (দ্বন্দ্বানাং মধ্যে) অহং তু অজঃ (প্রজাপতিরস্মি)।। ২৬।।

অনুবাদ— ধর্ম্মসমূহের মধ্যে আমি অভয়-প্রদান-ধর্ম্ম-স্বরূপ, অভয় স্থানসমূহের মধ্যে অন্তর্নিষ্ঠাস্বরূপ, গুহ্য বস্তুর মধ্যে প্রিয়বচন ও মৌনস্বরূপ এবং মিথুন সমূহের মধ্যে প্রজাপতি-স্বরূপ।। ২৬।।

বিশ্বনাথ— সন্ন্যাসস্ত্যাগো দানমিতি যাবৎ। অবহির্মতিরন্তর্নিষ্ঠা। গুহ্যানাং মধ্যে সুনৃতং প্রিয়বচনং মৌনঞ্চেতি তদ্দ্বয়ং ন পুংসোঽভিপ্রায়জ্ঞাপকমতোঽতি-গুহ্যমিত্যর্থঃ। অজঃ প্রজাপতিঃ, যস্য দেহার্দ্ধাভ্যাং মিথুনমভূৎ স এব মুখ্যং মিথুনং "অর্দ্ধো বা এষ আত্মা যৎ পত্নী"তি শ্রুতেঃ।। ২৬।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— ধর্ম্মসমূহের মধ্যে ত্যাগ ও দান, মঙ্গল সমূহের মধ্যে অন্তর্নিষ্ঠা, গোপন বস্তুসমূহের মধ্যে প্রিয় বাক্য ও মৌন এই দুইটি পুরুষের অভিপ্রায় প্রকাশক নহে। অতএব অতিগুহ্য, মিথুন সমূহ মধ্যে প্রজাপতি, যাহার দেহের অর্দ্ধভাগদ্বয় দ্বারা মিথুন হইয়াছিল। তিনি মুখ্য মিথুন, শ্রুতি বলিতেছেন—এই আত্মার অর্দ্ধভাগ পত্নী।। ২৬।।

সংবৎসরোঽস্ম্যনিমিষামৃতূনাং মধুমাধবৌ।
মাসানাং মার্গশীর্ষোঽহং নক্ষত্রাণাং তথাভিজিৎ।।২৭।।

অন্বয়ঃ— অহম্ অনিমিষাম্ (অনিমিষানাম-প্রমত্তানাং মধ্যে) সংবৎসরঃ অস্মি ঋতূনা (মধ্যে) মধুমাধবৌ (বসন্তোঽস্মি) মাসানাং (মধ্যে) অহং মার্গশীর্ষঃ (অগ্রহায়ণো ভবামি) তথা নক্ষত্রাণাং (মধ্যে)অভিজিৎ (উত্তরাষাঢ়াচতুর্থপাদঃ শ্রবণপ্রথমপাদশ্চ ভবামি)।। ২৭

অনুবাদ— আমি অনিমিষ অর্থাৎ অপ্রমত্তপদার্থ-গণের মধ্যে সংবৎসরস্বরূপ, ঋতুগণের মধ্যে বসন্তস্বরূপ, মাস সমূহের মধ্যে অগ্রহায়ণ-মাসস্বরূপ এবং নক্ষত্রগণের মধ্যে অভিজিৎ-স্বরূপ।। ২৭।।

বিশ্বনাথ— অনিমিষাং কালানাং মধ্যে বৎসরঃ মধুমাধবৌ বসন্তঃ ইত্যর্থঃ। অভিজিৎ উত্তরাষাঢ়া চতুর্থঃ পাদঃ। তথাচ শ্রুতিঃ—"অভিজিন্নাম নক্ষত্রমুপরিষ্টা-দাষাঢ়ানামধস্তাৎ শ্রোণায়াঃ" ইতি।। ২৭।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— কালসমূহ মধ্যে বৎসর, ঋতু সমূহ মধ্যে বসন্তকাল চৈত্র ও বৈশাখ, নক্ষত্রগণের মধ্যে অভিজিৎ, উত্তরাষাঢ়া নক্ষত্রের চতুর্থপাদ, এই বিষয়ে শ্রুতি-অভিজিৎ অর্থাৎ উপরে উত্তরাষাঢ়া নিম্নে শ্রবণা।।

অহং যুগানাঞ্চ কৃতং ধীরাণাং দেবলোঽসিতঃ।
দ্বৈপায়নোঽস্মি ব্যাসানাং কবীনাং কাব্য আত্মবান্।। ২৮

অন্বয়ঃ—যুগানাং চ (মধ্যে) অহং কৃতং (সত্যযুগং ভবামি) ধীরণাং (মধ্যে) দেবলঃ অসিতঃ (চ ভবামি), ব্যাসানাং (বেদবিভাগকর্ত্তৃণাং মধ্যে) দ্বৈপায়নঃ অস্মি, কবীনাং (বিদুষাং মধ্যে) আত্মবান্ (বিবেকী) কাব্যঃ (শুক্রোঽস্মি)।। ২৮।।

অনুবাদ— যুগমধ্যে আমি সত্যযুগ, ধীরগণমধ্যে দেবল ও অসিত, বেদবিভাগ-কর্ত্তৃগণের মধ্যে দ্বৈপায়ন এবং পণ্ডিতগণের মধ্যে বিবেকী শুক্রাচার্য্য-স্বরূপ।। ২৮

বিশ্বনাথ—কৃতং সত্যযুগং, দেবলোঽসিতশ্চ, কাব্যঃ শুক্রঃ।। ২৮।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— যুগ সমূহের মধ্যে সত্যযুগ, ধীর সমূহের মধ্যে দেবল ও অসিত, কবিগণের মধ্যে শুক্রাচার্য্য।। ২৮।।

বাসুদেবো ভগবতাং ত্বন্তু ভাগবতেষ্বহম্।
কিম্পুরুষাণাং হনুমান্ বিদ্যাধ্রাণাং সুদর্শনঃ।। ২৯।।

অন্বয়ঃ— ভগবতাম্ (উৎপত্তিং প্রলয়ঞ্চৈব ভূতা-নামাগতিং গতিম্। বেত্তিবিদ্যামবিদ্যাঞ্চ স বাচ্যো ভগবা-

নিত্যেবং লক্ষণানাং মধ্যে) বাসুদেবঃ (অস্মি), ভগবতেষু (ভগবদ্ভক্তেষু) তু অহং ত্বম্ (উদ্ধবোঽস্মি), কিম্পুরুষানাং (মধ্যেঽহং) হনুমান্ (অস্মি), বিদ্যাধ্রাণাং (বিদ্যাধরাণাং মধ্যে চাহং) সুদর্শনঃ (অস্মি)।। ২৯।।

অনুবাদ— ভগবৎপদবাচ্য পুরুষগণের মধ্যে আমি বাসুদেব-স্বরূপ, ভগবদ্ভক্তগণের মধ্যে তুমি অর্থাৎ উদ্ধব-স্বরূপ, কিম্পুরুষগণের মধ্যে হনুমৎস্বরূপ এবং বিদ্যা-ধরগণের মধ্যে সুদর্শনস্বরূপ।। ২৯।।

বিশ্বনাথ— বাসুদেবঃ প্রথমব্যূহঃ।। ২৯।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—ভগবান্ সমূহ মধ্যে ব্যূহ বাসুদেব।।

মধ্ব—

ঐশ্বর্য্যাদিগুণৈঃ ষড়্ভিঃ সামগ্র্যাৎসর্ব্বদেবতাঃ।
ভগবচ্ছব্দবাচ্যাশ্চ সাক্ষাৎতু ভগবান্ হরিঃ।।
নিরপেক্ষস্তু সামগ্র্যং তস্য সর্ব্বাধিকংযতঃ।
ইতি চ।

অতোভগবতাং দেবানাম্।
সর্ব্বভাগবতাধীশ উদ্ধবোভগবৎপ্রিয়ঃ।
তস্মাদভ্যধিকো জিষ্ণুঃ প্রিয়ত্বে ভক্তিতো হরেঃ।
তস্মাদভ্যধিকো রামঃ কৃষ্ণাত্বভ্যাধিকা ততঃ।
তস্য অভ্যধিকো ভীমো নতু তৎসদৃশঃ ক্বচিৎ।।
ইতি চ।

যৎ কিঞ্চাত্মনি কল্যাণং সম্ভাবয়সি পাণ্ডব।
সহস্রগুণমপ্যেতত্ত্বয়ি সম্ভাবয়াম্যহম্।।
ধর্ম্মোজ্ঞানং তথা মোক্ষো যশঃকীর্ত্তিস্তথৈব চ।
তথ্যায়ত্বমিদং সর্ব্বং লোকস্যাপি ন সংশয়ঃ।।
ইতি ভারতে।। ২৯।।

রত্নানাং পদ্মরাগোঽস্মি পদ্মকোশঃ সুপেশসাম্।
কুশোঽস্মি দর্ভজাতীনাং গব্যমাজ্যং হবিঃস্বহম্।।৩০

অন্বয়ঃ—অহং রত্নানাং (মধ্যে) পদ্মরাগঃ অস্মি সুপেশসাং (সুন্দরানাং মধ্যে) পদ্মকোশঃ (অস্মি) দর্ভ-জাতীনাং (কাশদূর্ব্বাদীনাং মধ্যেঽহং) কুশঃ অস্মি হবিঃষু (হব্যেষু মধ্যে) অহং গব্যাম্ আজ্যং (গব্যঘৃতমস্মি)।।৩০

অনুবাদ— আমি রত্নমধ্যে পদ্মরাগ, সুন্দর বস্তুর মধ্যে পদ্মকোশ, দর্ভজাতীয়-পদার্থ-মধ্যে কুশ এবং হব্য-মধ্যে গব্যঘৃতস্বরূপ।। ৩০।।

বিশ্বনাথ— সুপেশসাং সুন্দরাণাম্।।৩০।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—সুন্দর বস্তু সমূহ মধ্যে পদ্মকোশ।।

ব্যবসায়িনামহং লক্ষ্মীঃ কিতবানাং ছলগ্রহঃ।
তিতিক্ষাস্মি তিতিক্ষূণাং সত্ত্বং সত্ত্ববতামহম্।।৩১।।

অন্বয়ঃ— ব্যবসায়িনাম্ (উদ্যমশীলানাং সম্বন্ধী) অহং লক্ষ্মীঃ (অস্মি) কিতবানাং (কাপট্যবতাং সম্বন্ধী) ছলগ্রহঃ (দ্যুতমস্মি) তিতিক্ষূণাং (সহিষ্ণুনাং সম্বন্ধী) অহং তিতিক্ষা (ক্ষমা) অস্মি সত্ত্ববতাং (সাত্ত্বিকানাং সম্বন্ধী) অহং সত্ত্বম্ (অস্মি)।। ৩১।।

অনুবাদ— আমি ব্যবসায়িগণের লক্ষ্মী, কাপট্য-স্বভাব পুরুষগণের দ্যূত, সহিষ্ণুগণের ক্ষমা এবং সাত্ত্বিক-গণের সত্ত্বস্বরূপ।। ৩১।।

বিশ্বনাথ— লক্ষ্মীঃ সম্পত্তিঃ, সত্ত্ববতাং সাত্ত্বিকানাং সত্ত্বম্।। ৩১।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— ব্যবসায়ীগণের মধ্যে লক্ষ্মী সম্পত্তি, সাত্ত্বিক সমূহের মধ্যে সত্ত্ব।। ৩১।।

ওজঃ সহো বলবতাং কর্ম্মাহং বিদ্ধি সাত্বতাম্।
সাত্বতাং নবমূর্ত্তীনামাদিমূর্ত্তিরহং পরা।।৩২।।

অন্বয়ঃ—বলবতাম্ (অহম্) ওজঃ সহঃ (চ ভবামি) সাত্বতাং (ভাগবতানাং সম্বন্ধে) অহং কর্ম্ম (ভক্ত্যাকৃতং কর্ম্মেতি) বিদ্ধি (জানীহি) সাত্বতাং (ভাগবতানামর্চ্চন-কর্ম্মণি) নবমূর্ত্তীনাং (বাসুদেবাদিনবব্যূহানাং মধ্যে) অহং পরা আদিমূর্ত্তিঃ (বাসুদেবো ভবামি)।। ৩২।।

অনুবাদ— আমি বলবৎ-পুরুষগণের ওজঃ ও সহঃস্বরূপ, সাত্বতগণের সম্বন্ধে ভক্তিকৃত কর্ম্মস্বরূপ এবং সাত্বতনবমূর্ত্তি মধ্যে বাসুদেব-স্বরূপ।। ৩২।।

বিশ্বনাথ—বলবতাং ওজশ্চ সহশ্চ, সাত্বতাং বৈষ্ণবানাং কর্ম্ম শ্রবণকীর্ত্তনাদিকম্। তেষামেব নবব্যূহার্চ্চনে বাসুদেব-সঙ্কর্ষণ-প্রদ্যুম্নানিরুদ্ধ-নারায়ণ-হয়গ্রীব-বরাহ-নৃসিংহ-ব্রহ্মাণ ইতি যা নবমূর্ত্তয়স্তাসাং মধ্যে আদিমূর্ত্তির্বাসুদেবনাম্নী। অত্র স্বায়ম্ভুবে মন্বন্তরে যথা বিষ্ণুরেবেন্দ্রো যজ্ঞসংজ্ঞোঽভূৎ তথৈব ক্বচিন্মহাকল্পে বিষ্ণুরেব ব্রহ্মাভবদিত্যতো বাসুদেবাদীনামন্তিমো ব্রহ্মা বিষ্ণুরেব জ্ঞেয়ঃ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— বলবান্‌গণের মধ্যে ওজ ও সহ সাত্বত বৈষ্ণবগণের মধ্যে শ্রবণ কীর্ত্তনাদি কর্ম্ম। তাহাদেরই নবব্যূহ অর্চ্চনে বাসুদেব, সঙ্গর্ষণ, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ, নারায়ণ, হয়গ্রীব বরাহ, নৃসিংহ, ব্রহ্মা এই নবমূর্ত্তি তাহাদের মধ্যে আদি মূর্ত্তি আমি বাসুদেব। এই স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে যেমন বিষ্ণুই ইন্দ্র যজ্ঞনামক হইয়াছিলেন, সেইরূপ কোন মহাকল্পে বিষ্ণুই ব্রহ্মা হইয়াছিলেন। এই কারণে নবব্যূহের শেষ যে ব্রহ্মা তিনি বিষ্ণুই জানিবেন।। ৩২।।

মধ্ব—

বিষ্ণোঃ শ্রিয়ো ব্রহ্মণশ্চ বায়োঃ সঙ্কর্ষণস্য চ।
সুপর্ণস্য চ সংপ্রোক্তাঃ প্রত্যেকং নবমূর্ত্তয়ঃ।।
পূজ্যাঃ সাত্বততন্ত্রেষু তত্রাদ্যা মূর্ত্তয়ো হরেঃ।
প্রধানাস্তাহি সর্ব্বাসাং মূর্ত্তীনাং হরিমূর্ত্তয়ঃ।।
অভেদাদেব মূর্ত্তীনাং একমূর্ত্তিশ্চ সা স্মৃতা
ইতি সহস্রাবরণে।
শ্রিয়াদিনবমূর্ত্তীনাং পূজা চ নবধেষ্যতে।
ইতি চ।

অতো স্বনবমূর্ত্তীনাং অন্যোন্যোঽন্যনবমূর্ত্তীনামপি প্রাধান্যকারণং সন্নিধানমাত্মনস্তস্ব প্যস্তীতি পুরেতি বিশেষণম্।

প্রথমপূজ্যাস্তা ইত্যর্থঃ।
নারায়ণঃ পরং ব্রহ্ম বাসুদেবাদিকাস্তথা।
নরসিংহবরাহৌ চ পরং জ্যোতির্হরের্নব।।
ইন্দিরা চ রমা লক্ষ্মীর্হিরণ্যা গগনা তথা।
রক্তা রক্তাতরা ভূতির্বিভূতিশ্চ শ্রিয়ো নব।।
ব্রহ্মা চতুর্ম্মুখো ধাতা বিধাতা বিধিরেব চ।
কর্ত্তাবিরিঞ্চো ভূতেশঃ শতানন্দশ্চ তা নব।।
ধনঞ্জয়মৃতে চৈব বায়োস্তু নব মূর্ত্তয়ঃ।
শেষোনন্তো নরশ্চৈব লক্ষ্মণো বল এব চ।।
সঙ্কর্ষণো নীলবাসা জগদ্রক্ষো জলেশয়ঃ।
সুর্পণো গরুড়শ্চৈব বৈনতেয়ো মহাশনঃ।।
নববর্ণঃ পঞ্চবর্ণঃ পন্নগাশোঽমৃতাকরঃ।
তথৈব সর্ব্ব-বেদাত্মা সুপর্ণোনবধা স্মৃতঃ।।
ইতি চ।। ৩২।।

বিশ্বাবসুঃ পূর্ব্বচিত্তির্গন্ধর্ব্বাপ্সরসামহম্।
ভূধরাণামহং স্থৈর্য্যং গন্ধমাত্রমহং ভুবঃ।। ৩৩।

অন্বয়ঃ—গন্ধর্ব্বাপ্সরসাং (গন্ধর্ব্বানামপ্সরসাঞ্চ মধ্যে) অহং (যথাক্রমং) বিশ্বাবসুঃ পূর্ব্বচিত্তিঃ (চ ভবামি) অহং ভূধরাণাং (পর্ব্বতানাং) স্থৈর্য্যং (স্থিরভাবঃ) অহং ভুবঃ (পৃথিব্যাঃ) গন্ধমাত্রং (গন্ধতন্মাত্রমবিকৃতং চ ভবামি)।।

অনুবাদ— আমি গন্ধর্ব্বগণের মধ্যে বিশ্বাবসু, অপ্সরোগণের মধ্যে পূর্ব্বচিত্তিস্বরূপ, ভূধরগণের স্থৈর্য্য-স্বরূপ এবং পৃথিবীর গন্ধতন্মাত্র-স্বরূপ।। ৩৩।।

বিশ্বনাথ— গন্ধর্ব্বাণাং বিশ্বাবসুঃ, অপ্সরসাং পূর্ব্বচিত্তিঃ। গন্ধমাত্রমিতি মাত্রপদোপাদানাৎ পুণ্যো গন্ধঃ পৃথিব্যামিতি গীতোক্তেশ্চ দুর্গন্ধো ব্যাবৃত্তঃ।। ৩৩।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— গন্ধর্ব্বগণের মধ্যে বিশ্বাবসু, অপ্সরগণের মধ্যে পূর্ব্বচিত্তি, গন্ধমাত্র এস্থলে মাত্রপদযুক্ত হওয়ায় গীতার উক্তি অনুসারে পবিত্র গন্ধ পৃথিবীতে, দুর্গন্ধ নিবারণ করা হইল।। ৩৩।।

মধ্ব—

যস্য যস্য স্বভাবো যস্তস্য নাম হরিঃ পরঃ।
নিয়ামকঃ স্বভাবস্য তত্তচ্ছব্দাদি নামবান্।।
বৈশেষাখ্যা বিভূতিশ্চ বিভূতিশ্চ স্বভাবজা।
দ্বিধা বিভূতির্বিজ্ঞেয়া বিষ্ণোস্তু পরমাত্মনঃ।।
ইতি চ।। ৩৩।।

অপাং রসশ্চ পরমস্তেজিষ্ঠানাং বিভাবসুঃ।
প্রভা সূর্য্যেন্দুতারাণাং শব্দোঽহং নভসঃ পরঃ।। ৩৪।।

অন্বয়ঃ— অহম্ অপাং (জলস্য) পরমঃ (মধুরঃ) রস চ (ভবামি) তেজিষ্ঠানাম্ (তেজস্বিনাং মধ্যে) বিভাবসুঃ (সূর্য্যো ভবামি) সূর্য্যেন্দুতারাণাম্ (অহং) প্রভা (কান্তির্ভবামি) অহং নভসঃ (আকাশস্য) পরঃ (পরাখ্যঃ) শব্দঃ (চ ভবামি)।। ৩৪।।

অনুবাদ— আমি জলের ধর্ম্মসমূহমধ্যে মধুররসস্বরূপ, তেজস্বিগণের মধ্যে সূর্য্য, চন্দ্র-তারকাগণের প্রভা স্বরূপ এবং আকাশের পরম শব্দস্বরূপ।। ৩৪।।

বিশ্বনাথ— পরমো মধুর ইত্যাত্রাপি কট্বাদিরসব্যাবৃত্তিঃ। পরঃ শ্রেষ্ঠঃশব্দোঽহতিমধুরঃ পরঃ পরাখ্যো বা।।৩৪

টীকার বঙ্গানুবাদ— পরমমধুর এস্থলেও কটু আদি রস পরিত্যক্ত হইল। পরশ্রেষ্ঠ শব্দে অতিমধুর, অথবা পরশব্দে পরনামক শব্দ আকাশে।। ৩৪।।

ব্রহ্মণ্যানাং বলিরহং বীরাণামহমর্জ্জুনঃ।
ভূতানাং স্থিতিরুৎপত্তিরহং বৈ প্রতিসংক্রমঃ।। ৩৫।।

অন্বয়ঃ— অহং ব্রহ্মণ্যানাং (ব্রাহ্মণভক্তানাং মধ্যে) বলিঃ (বৈরোচনির্ভবামি) বীরাণাং (মধ্যে) অহম্ অর্জ্জুনঃ (পার্থো ভবামি) ভূতানাং (প্রাণিণাং সম্বন্ধী) অহং স্থিতিঃ উৎপত্তিঃ প্রতিসংক্রমঃ (প্রলয়শ্চ ভবামি)।। ৩৫।।

অনুবাদ— আমি ব্রাহ্মণভক্তগণের মধ্যে বিরোচনপুত্র বলিস্বরূপ, বীরগণের মধ্যে পার্থস্বরূপ ও প্রাণিগণের সম্বন্ধে সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়স্বরূপ।। ৩৫।।

বিশ্বনাথ— প্রতিসংক্রমঃ প্রলয়ঃ।। ৩৫।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— প্রতিসংক্রম অর্থাৎ প্রলয়।।

গত্যুক্ত্যুৎসর্গোপাদানমানন্দস্পর্শলক্ষণম্।
আস্বাদশ্রুত্যবঘ্রাণমহং সর্ব্বেন্দ্রিয়েন্দ্রিয়ম্।। ৩৬।।

অন্বয়ঃ— অহং গত্যুক্ত্যুৎসর্গোপাদানং (গতির্গমনম্, উক্তির্ভাষণম্, উৎসর্গোমলাদিবিসর্জ্জনম্, উপাদানং গ্রহণং তথা) আনন্দস্পর্শলক্ষণম্ (আনন্দ আনন্দনব্যাপারঃ, স্পর্শো, লক্ষণং দর্শনঞ্চ তথা) আস্বাদশ্রুত্যবঘ্রাণম্ (আস্বাদঃ, শ্রুতিঃ শ্রবণমবঘ্রাণমাঘ্রাণঞ্চেতি দশেন্দ্রিয়ব্যাপারাস্তথা) সর্ব্বেন্দ্রিয়েন্দ্রিয়ং (সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাং তত্তদর্থগ্রহণশক্তিশ্চ ভবামি)।। ৩৬।।

অনুবাদ— আমি গমন, সম্ভাষণ, উৎসর্গ, গ্রহণ আনন্দনক্রিয়া, স্পর্শ, দর্শন, আস্বাদন, শ্রবণ এবং আঘ্রাণস্বরূপ এবং যাবতীয় ইন্দ্রিয়ের বিষয়গ্রহণ-শক্তিস্বরূপ।।

বিশ্বনাথ— গত্যাদয়ঃ পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়ব্যাপারাঃ স্পর্শাদয়ো জ্ঞানেন্দ্রিয়ব্যাপারাঃ। তত্র লক্ষণং দর্শনং। সর্ব্বেন্দ্রিয়াণামিন্দ্রিয়মিতি। চক্ষুষশ্চক্ষুরিত্যাদি শ্রুতেস্তত্তদর্থগ্রহণশক্তিরহম্।। ৩৬।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— গতি আদি পাঁচটি কর্ম্মেন্দ্রিয়ের ব্যাপার, স্পর্শ আদি পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয় ব্যাপার, সেস্থলে লক্ষণ দর্শন। সর্ব্ব ইন্দ্রিয়গণের ইন্দ্রিয় এস্থলে শ্রুতিতে উক্ত 'চক্ষুর-চক্ষু' সেই সেই অর্থগ্রহণের শক্তি আমি।।৩৬

পৃথিবী বায়ুরাকাশ আপো জ্যোতিরহং মহান্।
বিকারঃ পুরুষোঽব্যক্তং রজঃ সত্ত্বং তমঃ পরম্।
অহমেতৎপ্রসঙ্খ্যানং জ্ঞানং তত্ত্ববিনিশ্চয়ঃ।। ৩৭।।

অন্বয়ঃ— পৃথিবী (গন্ধতন্মাত্রং) বায়ুঃ (স্পর্শতন্মাত্রম্) আকাশঃ (শব্দতন্মাত্রম্) আপঃ (রসতন্মাত্রম্) জ্যোতিঃ (রূপতন্মাত্রম্) অহম্ (অহঙ্কারঃ) মহান্ (মহত্তত্ত্বং) বিকারঃ (পঞ্চমহাভূতান্যেকাদশেন্দ্রিয়াণি চেতি ষোড়শকঃ) পুরুষ অব্যক্তং (প্রকৃতিঃ) রজঃ সত্ত্বং তমঃ (চ) পরং (ব্রহ্ম চ) এতৎ-প্রসংখ্যানম্ (এতেষাং পরিগণনং) জ্ঞানম্ (এতেষাং লক্ষণতো জ্ঞানং) তত্ত্ববিনিশ্চয়ঃ (তৎফলভূতস্তত্ত্বনির্ণয়শ্চ) অহম্ (অহমেব ভবামি)।।৩৭

অনুবাদ— আমি রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ— এই পঞ্চতন্মাত্র, অহঙ্কার, মহত্তত্ত্ব, পঞ্চ মহাভূত, একাদশ ইন্দ্রিয়, পুরুষ, প্রকৃতি, সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ, পরব্রহ্ম, এই

সমস্ত পদার্থের পরিসংখ্যা এবং জ্ঞান ও তাহাদের ফলভূত তত্ত্বনির্ণয়স্বরূপ।।৩৭।।

বিশ্বনাথ—তদেবং তত্র তত্র নির্দ্ধারণেন তত্তৎসম্বন্ধেন চ বিশেষতো বিভূতীর্নিরূপ্য ইদানীং পুনরপি সামান্যতঃ সর্ব্বা নিরূপয়তি পৃথিবীতি সার্দ্ধদ্বয়েন। পৃথিব্যাদি-শব্দৈস্তন্মাত্রাণি বিবক্ষিতানি। অহং অহঙ্কারঃ,মহান্ মহত্তত্ত্বং, এতাঃ সপ্ত প্রকৃতিবিকৃতয়ঃ, বিকারঃ পঞ্চ মহাভূতানি, একাদশেন্দ্রিয়াণি চেতি ষোড়শসঙ্খ্যাকঃ। পুরুষো জীবঃ, অব্যক্তং প্রকৃতিঃ এবং পঞ্চবিংশতিতত্ত্বানি। তদুক্তং "মূলপ্রকৃতিরবিকৃতির্মহদাদ্যাঃ প্রকৃতিবিকৃতয়ঃ সপ্ত। ষোড়শকশ্চ বিকারো ন প্রকৃতি র্ন বিকৃতিঃ পুরুষঃ" ইতি। কিঞ্চ রজঃ সত্ত্বং তম ইতি প্রকৃতের্গুণাশ্চ পরং ব্রহ্ম চ তদেতৎ সর্ব্বমহমেব। এতৎ-প্রসংখ্যানং এতেষাং পরি-গণনং এতেষাং লক্ষণতো জ্ঞানঞ্চ তৎফলং তত্ত্বনিশ্চয়শ্চাহমেব।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— এইরূপে সেই সেই স্থলে নির্দ্ধারণ ও সেই সেই সম্বন্ধ দ্বারা বিশেষ বিশেষ বিভূতি নির্ণয় করিয়া এখন পুনঃরায় সামান্যভাবে সকল বিভূতি নিরূপণ করিতেছেন সার্দ্ধপদ্যদ্বারা। পৃথিবী আদি শব্দ দ্বারা পৃথিবীর গুণ গন্ধ আদি তন্মাত্র সমূহ বলা হইল, অহং অর্থাৎ অহঙ্কার, মহান্ মহৎত্বত্ত্ব, এই সাতটি প্রকৃতি-বিকৃতি, 'বিকার'—পঞ্চমহাভূত ও একাদশ ইন্দ্রিয় ষোড়শ। পুরুষ অর্থাৎ জীব, অব্যক্ত প্রকৃতি, এইরূপে পঞ্চবিংশতি-তত্ত্ব তাহাই বলা হইয়াছে। সাংখ্য শাস্ত্রে আরও রজ-সত্ত্ব-তম ইহারা প্রকৃতির গুণ হয়, পরং শব্দে 'ব্রহ্ম' এই সকলই আমি। ইহাদের পরিগণনা, ইহাদের লক্ষণ ও জ্ঞান তাহার ফল তত্ত্বনিশ্চয়ও আমিই।।৩৭।।

বিবৃতি— এই বিশ্বে জীবের পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়ের ও পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়ের গতিরূপে ভগবান্ অবস্থিত। ভগবদ-স্তিত্বের যদি অভাব থাকিত তাহা হইলে কোন বস্তুই সিদ্ধ হইত না, অতএব ভগবান্ই তত্ত্ববস্তু।।৩৭।।

মধ্ব— সত্ত্বাদিনাম বিষ্ণোস্তু সত্ত্বাদিস্থস্য কেবলম্।
জীবস্থস্য চ তন্নাম জীবাদেরুপচারতঃ।।
ইতি চ।।৩৭।।

ময়েশ্বরেণ জীবেন গুণেন গুণিনা বিনা।
সর্ব্বাত্মনাপি সর্ব্বেণ ন ভাবো বিদ্যতে ক্বচিৎ।।৩৮।।

অন্বয়ঃ— ঈশ্বরেণ (ঈশ্বররূপিণা) জীবেন (জীব-রূপিণা) গুণেন গুণিনা (গুণ-গুণিরূপিণা) সর্ব্বাত্মনা সর্ব্বেণ অপি (ক্ষেত্রজ্ঞক্ষেত্ররূপিণা চ) ময়া (এতৎসর্ব্বাত্ম-কেন ময়া) বিনা কচিৎ ভাবঃ বিদ্যতে (অহমেব সর্ব্বমিতি-ভাবঃ)।।৩৮।।

অনুবাদ— আমি ঈশ্বর, জীব, গুণ, গুণী, ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞস্বরূপ। এতাদৃশ সর্ব্বাত্মক আমা ব্যতীত কোন ভাবপদার্থই বর্ত্তমান থাকিতে পারে না।।৩৮।।

বিশ্বনাথ— উক্তমর্থং কিঞ্চিদ্বিশিষ্য সংক্ষিপ্য চাহ— ঈশ্বরেণ জীবেন চ বিনা চেতনাত্মকো ভাবো ন বিদ্যতে, গুণেন সত্ত্বাদিনা মহদাদিনা চ বিনা জড়াত্মকো ভাবো ন। সর্ব্বেষামাত্মনা ব্যষ্টিসমষ্ট্যুপহিতেন জীবেন, সর্ব্বেণ ব্যষ্টি-রূপোপাধিনা চ বিনা চিজ্জড়াত্মকো ভাবো নাস্তি। স সর্ব্বোঽপি ময়া বিনা নাস্তীত্যহমেব সর্ব্বমিত্যর্থঃ।।৩৮।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— উক্ত অর্থকে কিঞ্চিৎ সংক্ষেপে বিশেষভাবে বলিতেছেন—ঈশ্বর ও জীব ব্যতীত চেতন বস্তু নাই, সত্ত্বাদি গুণের সহিত গুণী ও মহদাদি ব্যতীত জড়বস্তু নাই। সকলের আত্মা ব্যষ্টি ও সমষ্টি উপহিত জীব সকল ব্যষ্টিরূপও চিৎ জড়াত্মক ব্যতীত ভাববস্তু নাই। সেই সকলও আমাব্যতীত নাই, আমিই সকল।।৩৮

বিবৃতি—ভগবন্মায়া দ্বিবিধা—জীবমায়া ও গুণমায়া। শক্তি ও শক্তিমান্ অভিন্ন বলিয়া ভগবানেই সকলশক্তি নিহিত। ভগবদ্ভাবের সহিত মায়িক নশ্বর ভাবসমূহের সমজ্ঞান করিতে হইবে না—তাহাদের পৃথক্ অস্তিত্ব নাই, পরন্তু বহিরঙ্গা মায়ার যে বিকারধর্ম্মের হেয়তা আছে, সেই হেয়তা বৈচিত্র্যময় বৈকুণ্ঠবস্তুতে আছে বলিয়া ভ্রান্ত হওয়া উচিত নয়। ভগবচ্ছক্তির বিভিন্ন অস্তিত্ব সমস্তই আকরবস্তুরূপে ভগবানে নিহিত আছে।।৩৮।।

সঙ্খ্যানং পরমাণূনাং কালেন ক্রিয়তে ময়া।
ন তথা মে বিভূতীনাং সৃজতোঽণ্ডানি কোটিশঃ।।৩৯।।

অন্বয়ঃ—ময়া কালেন (মহতা কালেন) পরমাণূনাং (পৃথিব্যাদিপরমাণূনামপি) সংখ্যানং ক্রিয়তে (গণনং ক্রিয়তে কৃত্বা বক্তুংশক্যতে পরন্তু) কোটিশঃ (অসংখ্যানি অণ্ডানি) (ব্রহ্মাণ্ডানি) সৃজতঃ (রচয়তঃ) মে (মম) বিভূতীনাং ন তথা (তথা সংখ্যানং কর্তুং ন শক্যতে।। ৩৯।।

অনুবাদ—আমি যদিও দীর্ঘকালে পৃথিব্যাদি পরমাণু-সকলের গণনা করিয়া বলিতে পারি, তথাপি অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ডরচয়িতা আমার বিভূতিসকলের গণনায় সমর্থ নহি।

বিশ্বনাথ—ননু সামান্যতঃ কিমেবং সংক্ষিপ্য কথয়সি পূর্ব্ববন্নির্দ্ধারণসম্বন্ধাভ্যাং বিশেষতঃ সর্ব্বাঃ কথয়েতি চেত্তত্রাহ, সংখ্যানং পৃথিব্যাদিপরমাণূনাং কালেন মহতা তদপি ময়ৈব ক্রিয়তে ইতি কৃত্বা বক্তুং শক্যত ইত্যর্থঃ। তত্রাপি মে বিভূতীনামিতি এতাবত্য এব মে বিভূতয় ইতি বিশিষ্য ময়াপি বক্তুং ন শক্যত ইত্যর্থঃ। কুত ইত্যত আহ —সৃজতোঽণ্ডানীতি। যদা ময়া সৃজমানানামণ্ডানামেব তাবৎ সংখ্যা নাস্তি, তদা কুতস্তদ্‌গতানাং বিভূতীনাং সংখ্যেত্যর্থঃ।। ৩৯।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— যদি বল সামান্যভাবে এইরূপ সংক্ষেপে বলিতেছে, পূর্ব্বের ন্যায় নির্দ্ধারণ ও সম্বন্ধদ্বারা বিশেষভাবে সকল বিভূতি বল? তাহার উত্তরে বলিতে-ছেন—পৃথিবী আদি পরমাণুগণের সংখ্যা মহাদীর্ঘকাল-দ্বারা তাহাও আমারই দ্বারা করা সম্ভব, কিন্তু সেই সকল বিভূতির সংখ্যা বলা সম্ভব নয়। তন্মধ্যেও আমার বিভূতি সমূহের এই পর্য্যন্তই বলিলাম, বিশেষভাবে আমা কর্ত্তৃকও বলা সম্ভব নহে। কি কারণে? ইহার উত্তরে বলি —'কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড যখন আমি সৃষ্টিকরি তাহারই সংখ্যা নাই, তখন সেইসকল ব্রহ্মাণ্ডগত বস্তু সমূহের বিভূতির সংখ্যা কিরূপে হইবে'।। ৩৯।।

মধ্ব—

কালেন সর্ব্বগুণাত্মকেন ময়া অসংখ্যত্বাত্তথা ন ক্রিয়তে, নাবিজ্ঞানাৎ।

অনন্তমিতি বেত্তীশস্ত্বনন্তং ত্বন্তবত্তথা।
অনন্তস্য হি সংখ্যানে ন তু সর্ব্বজ্ঞতা ভবেৎ।।
অনন্তমপি বেত্তীশঃ প্রত্যেকঞ্চ বিশেষতঃ।
সর্ব্বজ্ঞত্বান্ন সংখ্যানমসংখ্যস্য কুতো হি সা।।
ইতি চ।। ৩৯।।

তেজঃ শ্রীঃ কীর্ত্তিরৈশ্বর্য্যং হ্রীস্ত্যাগঃ সৌভগং ভগঃ।
বীর্য্যং তিতিক্ষা বিজ্ঞানং যত্র যত্র স মেঽংশকঃ।। ৪০।।

অন্বয়ঃ— যত্র যত্র (বস্তুনি) তেজঃ (প্রভাবঃ) শ্রীঃ (সম্পৎ) কীর্ত্তিঃ (যশঃ) ঐশ্বর্য্যং হ্রীঃ ত্যাগঃ (দানং) সৌভগং (মনোনয়নাহ্লাদকত্বং) ভগঃ (ভাগ্যং) বীর্য্যং (বলং) তিতিক্ষা (ক্ষমা) বিজ্ঞানং (স্বরূপজ্ঞানঞ্চ দৃশ্যতে) স (তদ্‌বস্তু) মে (মম) অংশকঃ (বিভূতিরূপে ভবতি)।।

অনুবাদ— যে যে বস্তুতে প্রভাব, শ্রী, কীর্ত্তি, ঐশ্বর্য্য, হ্রী ত্যাগ মনোনয়নাহ্লাদকত্বধর্ম্ম, ভাগ্য, বীর্য্য বল, ক্ষমা এবং স্বরূপ জ্ঞান দৃষ্ট হয় সেই বস্তুই আমার অংশ।। ৪০

বিশ্বনাথ— কিন্ত্বেবং রীত্যা বিশেষতোঽপি সর্ব্বা বিভূতয়ো বক্তুং শক্যা ইত্যাহ—তেজঃ প্রভাবঃ, শ্রীঃ সম্পৎ, সৌভগং মনোনয়নাহ্লাদকত্বং, ভগঃ ভাগং, বীর্য্যং বলং, অংশকঃ বিভূতিঃ।। ৪০।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— কিন্তু এই রীতিতে বিশেষ-ভাবেও সকল বিভূতি বলিতে পারা যায় তেজ অর্থাৎ প্রভাব, শ্রী—সম্পদ, সৌভগ—মন ও নয়নের আহ্লাদ জনক, ভগ অর্থাৎ ভাগ্য, বীর্য্য—বল, অংশক—বিভূতি।।

এতাস্তে কীর্ত্তিতাঃ সর্ব্বাঃ সঙেক্ষপেণ বিভূতয়ঃ।
মনোবিকারা এবৈতে যথা বাচাভিধীয়তে।। ৪১।।

অন্বয়ঃ— (ময়া) সংক্ষেপেণ তে (তুভ্যম্) এতাঃ সর্ব্বাঃ বিভূতয়ঃ কীর্ত্তিতাঃ (উক্তাঃ) বাচা যথা অভিধীয়তে (কিঞ্চিৎ খপুষ্পাদি যথা বাঙ্মাত্রেণ কথ্যতে তত্তুল্যাঃ) এতে মনোবিকারাঃ এব (নতু পরমার্থাস্ততো নাত্রাভিনিবেশঃ কার্য্য ইত্যর্থঃ)।। ৪১।।

অনুবাদ— হে উদ্ধব! তোমার নিকট সংক্ষেপে এই

সমস্ত বিভূতি কীর্ত্তিত হইল। ইহারা বাক্যমাত্রকথিত আকাশ-কুসুমাদিপদার্থতুল্য মনঃকল্পনা-সম্ভূত, বস্তুতঃ যথার্থ নহে, সুতরাং ইহাতে অভিনিবেশ কর্ত্তব্য নহে।। ৪১।।

বিশ্বনাথ— উপসংহরতি,—এতা ইতি। সর্ব্বাঃ সামান্যভূতা বিশেষভূতাশ্চ কীর্ত্তিতা এব, কিন্তু এতে প্রসিদ্ধা লোকেষু দৃশ্যমানা মনসো বিকারাঃ স্নেহদ্বেষাভিমানাদয়ো যথা যেন প্রকারেণ বর্ত্তন্তে, তথা তেনৈব প্রকারেণাভিধীয়ন্তে তত্র তত্র লোকৈরভিধীয়ন্তে, ন তু মদ্বিভূতিরূপেণেত্যর্থঃ। যথা সর্ব্ববস্তুমাত্রাণামেব সামান্যতো মদ্বিভূতিত্বেঽপি যত্র যস্য মনসঃ স্নেহময়ো বিকারস্তত্র তেনায়ং মে পুত্র ইতি অয়ং মে পিতেতি অয়ং মে পিতৃব্য ইতি অয়ং মে ভ্রাতুষ্পুত্র ইতি অয়ং মে মিত্রমিত্যেবমেবাভিধীয়তে নত্বয়ং ভগবদ্বিভূতিরিতি। তথা যত্র দ্বেষময়ো মনোবিকারস্তত্রায়ং মমাপকর্ত্তা ইতি অয়ং মমাপকার্য্য ইতি অয়ং দ্বেষ্টা ইতি অয়ং দ্বেস্য ইতি অয়ং হন্তেতি অয়ং বধ্য ইত্যেবভিধীয়তে নত্বয়ং ভগবদ্বিভূতিরিতি। এবমিন্দ্রো বিশেষতো মদ্বিভূতিরপি শচ্যা মদ্ভর্ত্তেতি অদিত্যা মৎপুত্র ইতি জয়ন্তেন মৎপিতেতি, বৃহস্পতিনা মচ্ছিষ্য ইতি, অসুরৈরস্মদ্দ্বেষ্টেত্যেবমেবাভিধীয়তে, নত্বয়ং ভগবদ্বিভূতিরিতি। নিষ্পরিগ্রহৈর্মদ্ভক্তৈস্তু সর্ব্বত্রৈবায়ং ভগবদ্বিভূতিরিত্যেবাভিধীয়ত ইতি। অপ্রাকৃতবিভূতিস্তু বিভূতিত্বেন পুত্রভ্রাত্রাদিত্বেন অবধ্যায়তাং সর্ব্বথৈব কৃতার্থত্বমেব। তত্তদবতার-তত্তৎপরিকরাণাং তথা দৃষ্টত্বাৎ। বিভূতয় ইত্যনূদ্য মনোবিকারা ইতি বিধীয়তে ইতি ন ব্যাখ্যেয়ং, বিভূতিমধ্য এব শ্রীবাসুদেবাদীনাং তথা নির্ব্বিশেষব্রহ্মণশ্চ পরিপঠিতত্বাৎ তেষামপি খপুষ্পায়মাণত্বে সতি শূন্যবাদপ্রসক্তেঃ, শ্লোকেঽপ্যত্র এত ইত্যস্য বৈয়র্থ্যাচ্চ।। ৪১।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— শেষ কথা বলিতেছেন—সামান্য ও বিশেষ রূপে সকল বিভূতি বলা হইলই, কিন্তু ঐ সকল এই জগতে প্রসিদ্ধ দৃশ্যমান, মনের বিকার স্নেহ দ্বেষ অভিমানাদি যে প্রকারে বিদ্যমান এবং সেই প্রকারেই বলা হয়, সেই সেই স্থলে লোকে নাম দিয়াছে, আমার বিভূতিরূপে নহে। যেমন সর্ব্ববস্তুমাত্রই সামান্যভাবে আমার বিভূতি হইলেও যেখানে যাহার মনের স্নেহময় বিকার সেইখানে তৎকর্ত্তৃক—এই আমার পুত্র, এই আমার পিতা, এই আমার পিতৃব্য, এই আমার ভ্রাতুষ্পুত্র, এই আমার মিত্র, এইরূপভাবেই বলে থাকে। কিন্তু এইগুলি ভগবৎ বিভূতি এইরূপ বলে না। সেইরূপ যেখানে যাহার বিদ্বেষময় মনের বিকার সে স্থলে এই আমার অপকার করিয়াছে, ইহার অপকার করা আমার উচিত। এই আমার বিদ্বেষকারী, ইহার বিদ্বেষ করা উচিৎ, এই আমার হত্যাকারী—এই আমার বধ্য এইরূপ বলে, কিন্তু এই ভগবানের বিভূতি এইরূপ বলে না। এইরূপে ইন্দ্র বিশেষতঃ আমার বিভূতি হইলেও শচীদেবী বলেন আমার স্বামী, অদিতি বলেন আমার পুত্র, জয়ন্ত বলেন আমার পিতা, বৃহস্পতি বলেন আমার শিষ্য, অসুরগণ বলেন আমাদের বিদ্বেষকারী এইরূপই বলে, কিন্তু এই ইন্দ্র ভগবানের বিভূতি ইহা বলে না। কিন্তু নিষ্কিঞ্চন আমার ভক্তগণ সর্ব্বত্রই বলেন—'এই ভগবৎ বিভূতি'। অপ্রাকৃত বিভূতি কিন্তু বিভূতিরূপে ও পুত্রভ্রাতা আদিরূপে ধ্যানকারী ব্যক্তিগণের সর্ব্বপ্রকারেই কৃতার্থতা। সেই সেই অবতার, সেই সেই পরিকরগণের ঐরূপ দেখা যায়। বিভূতি সমূহ ইহা না বলিয়া মনের বিকার সমূহ এইপ্রকার বিধান আছে, এইরূপ ব্যাখ্যা করা উচিৎ নহে। যেহেতু বিভূতি গণনা মধ্যেই শ্রীবাসুদেবাদির এবং নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মেরও গণনা আছে। তাহাদিগকে আকাশ কুসুম ধরিলে, 'শূন্যবাদ' দোষ হয়, মূল শ্লোকেও এস্থলে 'এত' এই শব্দটির ব্যর্থতা দোষ হয়।। ৪১।।

বিবৃতি— বিভূতিমাত্রই মনোবিকারের দৃশ্য পদার্থ। ভগবানের নিজ শক্তির প্রকৃষ্ট পরিচয় তাঁহার বিভূতিসমূহ হইতে কখনও সমভাবে দৃষ্ট হয় না। সমভাবে দৃষ্ট হইলেও অন্তরঙ্গা ও বহিরঙ্গা শক্তির পরিণত বস্তুসমূহের মধ্যে বৈশিষ্ট্য আছে। একটি মায়িক বিকারের অন্তর্গত, অপরটি চিচ্ছক্তি-পরিণত, সুতরাং বিকারের অবরতা তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না।। ৪১।।

বাচং যচ্ছ মনো যচ্ছ প্রাণান্ যচ্ছেন্দ্রিয়াণি চ।
আত্মানমাত্মনা যচ্ছ ন ভূয়ঃ কল্পসেঽধ্বনে।। ৪২।।

অন্বয়ঃ— (তস্মাৎ) বাচং যচ্ছ (নিযচ্ছ) মনঃ যচ্ছ আত্মনা (সত্ত্বসম্পন্নয়া বুদ্ধ্যা) আত্মানং (বুদ্ধিমেব) যচ্ছ (ততঃ) ভূয়ঃ (পুনঃ) অধ্বনে (সংসারমার্গায়) ন কল্পসে (ন প্রভবসি)।। ৪২।।

অনুবাদ— অতএব বাক্য, মনঃ, প্রাণ ও ইন্দ্রিয়-গণকে সংযমিত কর এবং অবশেষে সত্ত্বসম্পন্না বুদ্ধিদ্বারা বুদ্ধিকে সংযত কর, তাহা হইলে পুনরায় সংসারমার্গে পতিত হইবে না।। ৪২।।

বিশ্বনাথ— যতঃ সর্ব্ব এব পদার্থা মদ্বিভূতয়স্ততঃ সর্ব্ব এব বাচা মনসা কায়েনাপি সম্মাননীয়া এব, ন তু কেঽপি তিরস্করণীয়া ইত্যাহ,—বাচমিতি। তথা চ পুনঃ পুনরুক্তিঃ ''অতিবাদাংস্তিতিক্ষেত নাবমন্যেত কঞ্চন। ন চেমং দেহমাশ্রিত্য বৈরং কুর্ব্বীত কেনচিৎ।'' ইতি আত্মানং বুদ্ধি আত্মনা সাত্ত্বিক্যা তয়ৈব বুদ্ধ্যা নিযচ্ছ। অধ্বনে সংসারমার্গায়।। ৪২।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— যেহেতু সকল পদার্থই আমার বিভূতি। অতএব সকল বস্তুকেই কায় মন বাক্যে সম্মান করা উচিৎ, কাহাকেও তিরস্কার করা উচিৎ নহে, ইহাই বলিতেছেন—এবং শাস্ত্রেও আছে—'কেহ তিরস্কার করিলে সহ্য করিবে, কাহাকেও অপমান করিবে না। এই দেহে থাকিয়া কাহাকেও বৈরীভাব করিবে না। সাত্ত্বিক বুদ্ধিদ্বারা দ্বেষ বুদ্ধিকে ত্যাগ কর তাহা হইলে 'অধ্বন' সংসারপথে পতিত হইবে না।। ৪২।।

বিবৃতি— বাচনিক, মানসিক, কায়িক ও তদন্তর্গত ইন্দ্রিয়প্রাণাদি সংযত হইলে এই নশ্বর বিশ্ব-প্রতীতি আমা-দিগকে ভোক্তা সাজাইতে পারে না; নিত্যকাল অন্তরঙ্গা-শক্তি-পরিণত কুণ্ঠ-ধর্ম্মের অতীত অপ্রাকৃত-রাজ্যে বাস ঘটে।। ৪২।।

যো বৈ বাঙ্মনসী সম্যগসংযচ্ছন্ ধিয়া যতিঃ।
তস্য ব্রতং তপো দানং স্রবত্যামঘটাম্বুবৎ।। ৪৩।।

অন্বয়ঃ— যঃ বৈ যতিঃ ধিয়া (বুদ্ধ্যা) বাঙ্মনসী (বাচং মনশ্চ) সম্যক্ অসংযচ্ছন্ (ন সংযচ্ছতি) তস্য ব্রতং তপঃ দানম্ (এতৎ সর্ব্বম্) আমঘটাম্বুবৎ (অপক্কঘটস্থজলবৎ) স্রবতি (নির্গতং ভবতি পততীত্যর্থঃ)।। ৪৩।।

অনুবাদ— যে যতিপুরুষ বুদ্ধিদ্বারা বাক্য ও মনঃকে সম্যগ্ভাবে সংযত করেন না, তাঁহার ব্রত, তপঃ, দান প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার অনুষ্ঠানই অপক্ক-ঘট-স্থিত জলের ন্যায় ক্ষরিত হইয়া থাকে।। ৪৩।।

বিশ্বনাথ— ব্যতিরেকে দোষমাহ,—য ইতি।। ৪৩

টীকার বঙ্গানুবাদ— ইহার বিপরীত করিলে দোষ হয়, সন্ন্যাসী হইয়াও যে ব্যক্তি বাক্য ও মনকে সংযত না করে, তাহার ব্রত তপস্যা দানের ফল কাচা মাটির ঘটে জল রাখিলে যেমন ঝরিয়া যায়, সেইরূপ নষ্ট হইবে।।

মধ্ব—

যথা বাচাভিধীয়তেঽন্যৈর্নামাদিকং জীবাদীনাং তে সর্ব্বেশব্দা মনোবিকারাঃ।

স্বতো ময্যেব সর্ব্বশব্দাস্তস্মান্ময্যেব বাচং যচ্ছ।
আত্মানং পরমাত্মানং ময্যেব লক্ষ্যত্বেন যচ্ছ।।
যো ময়ি ন সংযচ্ছতি তস্য জ্ঞানং স্রবতি।
বাঙ্মনঃ প্রাণবুদ্ধ্যাদীন্নিযচ্ছেৎ কেশবে পরে।
সর্ব্বশব্দাভিধেয়ত্বং তস্য জ্ঞাত্বা বিশেষতঃ।।
মুখ্যবৃত্ত্যাভিধেয়ত্বমন্যেষাং মনসো ভ্রমাৎ।
তস্মাত্তথা চিন্তয়তঃ স্রবেজ্ জ্ঞানং যথা তথা।।
তস্মান্মনো বচঃ প্রাণান্ মাধবৈকপরায়ণান্।
কুর্য্যাত্তদ্ধি তপো গ্রাহ্যং মহাধর্ম্মোত্তমশ্চ সঃ।।
ইতি ধর্ম্মবিবেকে।।
যচ্ছেৎ বাঙ্মনসী প্রাজ্ঞস্তদ্যচ্ছেজ্ জ্ঞানমাত্মনি।
জ্ঞানমাত্মনি মহতি তদ্ যচ্ছেচ্ছান্ত আত্মনি।
ইতি চ।। ৪১-৪৩।।

বিবৃতি— যেরূপ দগ্ধ মৃত্তিকার ঘটে কোন তরল-পদার্থ রাখিলে তাহা উহা হইতে ক্ষরিত হয় না, কিন্তু অদগ্ধ মৃদ্ভাণ্ডে তরলপদার্থ রাখিলে উহা ক্ষরিত হইয়া বাহির হইয়া যায়, তদ্রূপ যাহারা ত্রিদণ্ডী হইতে পারে নাই, তাহাদের সাফল্যলাভ বা সিদ্ধির সম্ভবনা নাই।। ৪৩।।

তস্মাদ্বচোমনঃপ্রাণান্ নিযচ্ছেন্মৎপরায়ণঃ।
মদ্ভক্তিযুক্তয়া বুদ্ধ্যা ততঃ পরিসমাপ্যতে।। ৪৪।।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামেকাদশস্কন্ধে শ্রীভগবদুদ্ধবসংবাদে মহাবিভূতিঃ ষোড়শোঽধ্যায়ঃ।। ১৬।।

অন্বয়ঃ—তস্মাৎ মৎপরায়ণঃ (মদ্ভক্তঃ)মদ্ভক্তিযুক্তয়া বুদ্ধ্যা বচঃ মনঃ প্রাণান্ (চ) নিয়চ্ছেৎ ততঃ (তেন চ) পরিসমাপ্যতে (কৃতকৃত্যো ভবতি)।। ৪৪।।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে ষোড়শাধ্যায়স্যান্বয়ঃ।

অনুবাদ— অতএব মদীয় ভক্ত ভক্তিযুক্ত-বুদ্ধিসহকারে বাক্য, মনঃ ও প্রাণকে সংযত করিয়া তদ্দ্বারা কৃতকৃত্য হইয়া থাকেন।। ৪৪।।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে ষোড়শ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

বিশ্বনাথ—পরিসমাপ্যতে কৃতকৃত্যো ভবতীত্যর্থঃ।
ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।
একাদশে ষোড়শোঽপি সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্।।

ইতি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠক্কুর কৃতা শ্রীভাগবতে একাদশ স্কন্ধে ষোড়শাধ্যায়স্য সারার্থদর্শিনী টীকা সমাপ্তা।

টীকার বঙ্গানুবাদ— পরিশেষে বলিতেছেন—অতএব আমার ভক্ত ভক্তি যুক্ত বুদ্ধির সহিত কায়মন বাক্যতে সংযত হইয়া কৃতার্থ হইবে।। ৪৪।।

ভক্তগণের চিত্তের আনন্দদায়িনী সারার্থদর্শিনীতে একাদশ স্কন্ধের ষোড়শ অধ্যায়ও সাধুগণের সহিত সমাপ্ত হইলেন।

ইতি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর বিরচিত শ্রীমদ্ভাবতের একাদশ-স্কন্ধের ষোড়শ অধ্যায়ের সারার্থদর্শিনী টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্তা।

বিবৃতি— প্রাণ, মনঃ ও বাক্যকে ভগবৎসেবা-পরতায় নিযুক্ত করিলেই ব্রহ্মগায়ত্রীর অনুশীলন-ফলে বুদ্ধির প্রেরণা নিত্যকাল ভগবদ্ভক্তিতে সুন্যস্ত হয়। কর্ম্মজ্ঞানাদির প্রাপ্য বিষয়ে সদ্‌বুদ্ধির স্বাভাবিক বিতৃষ্ণা দেখা যাওয়ায় ভগবদাশ্রয়েই বুদ্ধির চরম গতি।। ৪৪।।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশস্কন্ধের ষোড়শ অধ্যায়ের মধ্ব, বিবৃতি সমাপ্ত।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবত একাদশ স্কন্ধে ষোড়শ অধ্যায়ের গৌড়ীয়-ভাষ্য সমাপ্ত।

সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ

শ্রীউদ্ধব উবাচ—
যস্ত্বয়াভিহিতঃ পূর্ব্বং ধর্ম্মস্ত্বদ্ভক্তিলক্ষণঃ।
বর্ণাশ্রমাচারবতাং সর্ব্বেষাং দ্বিপদামপি।। ১।।
যথানুষ্ঠীয়মানেন ত্বয়ি ভক্তির্নৃণাং ভবেৎ।
স্বধর্ম্মেণারবিন্দাক্ষ তন্মমাখ্যাতুমর্হসি।। ২।।

গৌড়ীয় ভাষ্য

সপ্তদশ অধ্যায়ের কথাসার

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পূর্ব্বে হংসরূপে ব্রহ্মার নিকট ব্রহ্মচারী ও গৃহস্থের ভক্তিমিশ্রিত ধর্ম্ম-সম্বন্ধে যাহা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, এই অধ্যায়ে উদ্ধবের নিকট তাহাই বর্ণন করিয়াছেন।

উদ্ধব শ্রীকৃষ্ণকে বর্ণ ও আশ্রম ধর্ম্মের কথা জিজ্ঞাসা করায় ভগবান্ বলেন যে, সত্যযুগে একমাত্র হংস বর্ণ ছিল এবং মানব জন্মলাভ করিয়াই অনন্য-ভক্তি পরায়ণ হইয়া কৃতকৃত্য হইত বলিয়াই উহা কৃতযুগ। তখন প্রণবাত্মক বেদ অবিভক্ত ছিল, ভগবান্ মনোবিষয়ীভূত চতুষ্পাদ্ ধর্ম্মরূপে ছিলেন, যজ্ঞাদি ছিল না এবং তপোনিষ্ঠ নিষ্পাপগণ ভগবদ্‌রূপ ধ্যান করিতেন। ত্রেতায় ভগবানের হৃদয় হইতে বেদত্রয় এবং তাহা হইতে হোত্রাদি

ত্রিরূপে ভগবান্ প্রাদুর্ভূত হন। স্বধর্ম্মলক্ষণ চতুর্বর্ণ এবং চতুরাশ্রম তাঁহার অঙ্গোৎপন্ন। তৎসমুদয় উত্তমাধম-উৎপত্তিস্থানানুসারে—উত্তমাধম-স্বভাব-বিশিষ্ট। তদনন্তর ভগবান্ চতুর্বর্ণের, চতুর্বর্ণবাহ্য অন্ত্যজগণের এবং সাধারণ মানবগণের স্বভাব কীর্ত্তন করেন।

দ্বিজ উপনয়নের পর গুরুকুলে বাস করিয়া দান্তচিত্তে বেদ পাঠ এবং জটাদি ধারণ করিবেন। তাঁহার পক্ষে দন্তাদি ধাবন, আসন-রঞ্জন, স্নানাদির সময়ে কথা বলা, নখাদি কর্ত্তন ও শুক্রস্খলন নিষেধ এবং সন্ধ্যোপাসনা ও অনসূয়ভাবে গুরুপূজা বিধি। ব্রহ্মচারী ভিক্ষালব্ধ অন্নাদি গুরুকে নিবেদন করিয়া সংযতভাবে মহাপ্রসাদ গ্রহণ, শ্রীগুরুদেবের পাদসংমর্দ্দনাদি করিয়া তাঁহার আরাধনা এবং ভোগবর্জ্জন ও অক্ষত ব্রহ্মচর্য্য ধারণ করিয়া গুরুকুলে বাস করিবেন। তিনি আত্মসমর্পণ করিয়া পরমাত্মরূপী ভগবানের যথাবিহিতি উপাসনা করিবেন। গৃহস্থ ব্যতীত অপরের পক্ষে স্ত্রীলোক দর্শন, স্পর্শন বা স্ত্রীলোকের সহিত আলাপ-পরিহাসাদি সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাজ্য। শৌচ, আচমন প্রভৃতি সকল আশ্রমেই পালনীয়। শ্রীভগবান্ সকলেরই অন্তর্য্যামী—এই জ্ঞান সকলেরই সর্ব্বদা স্মৃতিপথে রাখা একান্ত বাঞ্ছনীয়।

বেদ-পারঙ্গত ব্রাহ্মণ শ্রীগুরুদেবের অনুমতিক্রমে সকাম হইলে গৃহস্থ এবং নিষ্কাম হইলে বানপ্রস্থ বা সন্ন্যাসী হইতে পারেন। আশ্রমান্তর-গ্রহণে ক্রমপন্থা পালনীয়া। গৃহস্থাশ্রমাভিলাষী সবর্ণা, অনিন্দিতা, বয়ঃকনিষ্ঠা ভার্য্যা গ্রহণ করিবেন। ইজ্যা, অধ্যয়ন, দান প্রভৃতি ত্রৈবির্ণিক দ্বিজের আবশ্যক ধর্ম্ম। প্রতিগ্রহ, অধ্যাপন ও যাজনবৃত্তিত্রয়ে একমাত্র ব্রাহ্মণেরই অধিকার। এই বৃত্তিতিনটি দোষজনক মনে হইলে ব্রাহ্মণ শিলাবৃত্তিদ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিবেন। দারিদ্র্য-ক্লিষ্ট হইলে নিতান্ত প্রয়োজন-বোধে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বা বৈশ্যের বৃত্তি গ্রহণ করিতে পারেন; কিন্তু শূদ্রের বৃত্তি কিছুতেই গ্রহণীয় নহে। ঐ অবস্থায় ক্ষত্রিয় বৈশ্যের এবং বৈশ্য শূদ্রবৃত্তির আশ্রয় লইতে পারেন। কিন্তু বিপন্মুক্ত হইলে কাহারও নিন্দনীয় কর্ম্মদ্বারা জীবিকা অর্জ্জন করা উচিত নহে। স্বধর্ম্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ ক্ষুদ্র-কাম-ত্যাগী বৈষ্ণব-সেবী ও ভগবদ্রক্ষিত। গৃহস্থ প্রতিদিন বেদপাঠাদি করিবেন, স্ববৃত্তিদ্বারা উপার্জ্জিত ধনে পোষ্য পালন করিয়া যথাশক্তি যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করিবেন এবং সংসারে অনাসক্ত ও ঈশ্বরনিষ্ঠ হইয়া ভগবদারাধনার্থ বানপ্রস্থ বা পুত্র থাকিলে সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ করিবেন। স্ত্রৈণ, অবিবেকী, বিত্তাদিসন্ধানরত ব্যক্তি স্বজন চিন্তা করিতে করিতে তামসী যোনি প্রাপ্ত হয়।

অন্বয়ঃ— শ্রীউদ্ধবঃ উবাচ— (হে ভগবন্!) ত্বয়ি পূর্ব্বং বর্ণাশ্রমাচারবতাং (বর্ণোচিতাশ্রমোচিতকর্ম্মানুষ্ঠাতৃণাং তথা) দ্বিপদাং (বর্ণাশ্রমহীনানাম্) অপি সর্ব্বেষাং (নৃণাং) তদ্ভক্তিলক্ষণঃ (ভগবদ্ভক্তিরূপঃ) যঃ ধর্ম্মঃ অভিহিতঃ (মহ্যং বর্ণিতঃ) অরবিন্দাক্ষ! (হে কমলনয়ন!) যথা (যেন প্রকারেণ) অনুষ্ঠীয়মানেন (সম্পদ্যমানেন) স্বধর্ম্মেণ ত্বয়ি (ভগবতি) নৃণাং (নরাণাং সা) ভক্তিঃ ভবেৎ তৎ আখ্যাতুম্ অর্হসি (মহ্যং বর্ণয়েত্যর্থঃ)।। ১-২।।

অনুবাদ—শ্রীউদ্ধব বলিলেন,— হে ভগবন্! আপনি ইতঃপূর্ব্বে বর্ণাশ্রমাচারযুক্ত এবং বর্ণাশ্রমাচারবর্জ্জিত যাবতীয় মানবের সম্বন্ধেই ভবদীয় ভক্তিরূপধর্ম্মের কথা বর্ণন করিয়াছেন। হে কমলনয়ন! সম্প্রতি যে প্রকারে স্বধর্ম্মের অনুষ্ঠানদ্বারা উক্ত ভক্তিধর্ম্ম লাভ হইতে পারে, তাহা বর্ণন করুন।। ১-২।।

বিশ্বনাথ—

অথ সপ্তদশে ধর্ম্মং হংসোক্তং ভক্তিমিশ্রিতম্।
পৃষ্টঃ প্রাহোদ্ধবং কৃষ্ণো ব্রহ্মচারি-গৃহস্থয়োঃ।।

জ্ঞানযোগং ভক্তিযোগমষ্টাঙ্গযোগঞ্চ শ্রুত্বা কর্ম্মযোগং জিজ্ঞাস্যমান উক্তানুবাদপূর্ব্বকং পৃচ্ছতি,—যস্ত্বয়েতি সপ্তভিঃ। পূর্ব্বং কল্পাদৌ যদুক্তং ত্বয়া "কালেন নষ্টা প্রলয়ে বাণীয়ং বেদসংজ্ঞিতা। ময়াদৌ ব্রহ্মণে প্রোক্তা ধর্ম্মো যস্যাং মদাত্মকঃ।" ইতি।

স চ ভক্তিলক্ষণো ধর্ম্মস্ত্রিবিধঃ কেবলঃ প্রধানভূতো গুণভূতশ্চ। তত্র যঃ কেবলঃ সর্ব্ববর্ণাশ্রমবতাং বর্ণাশ্রমহীনানামপি দ্বিপদাং নরাণাং যদৃচ্ছয়ৈব তাদৃশসাধুসঙ্গাদেব

ভবতি ন তু ধর্ম্মাদিভ্যঃ। যদুক্তং ত্বয়া "যং ন যোগেন সাংখ্যেন দানব্রততপোঽধ্বরৈঃ। ব্যাখ্যাস্বাধ্যায়সন্ন্যাসৈঃ প্রাপ্নুয়াদ্‌যত্নবানপি।" ইতি। যস্মিংশ্চ বর্ণাশ্রমাচারবৎসু জনেষু যদৃচ্ছয়ৈবাবির্ভূতে সতি তে জনা বর্ণাশ্রমাচারং পরিত্যজ্যৈব তমনুতিষ্ঠন্তি। যদুক্তং—"ধর্ম্মান্ সন্ত্যজ্য যঃ সর্ব্বান্ মাং ভজেৎ স চ সত্তম।" ইতি। প্রধানভূতগুণভূতৌ তু তৌ যথাযোগং তাদৃশসৎসঙ্গাৎ স্বধর্ম্মাচ্চ ভবত এব, পরন্তু যথা, যেন প্রকারেণানুষ্ঠীয়মানেনেতি তৎ ত্বদন্যো ন জানাতীতি ভাবঃ। ভক্তিঃ প্রধানভূতা গুণভূতা বা।। ১-২।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— এই সপ্তদশ অধ্যায়ে হংসদেব উক্ত ভক্তিমিশ্রিত ধর্ম্ম উদ্ধবকর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী ও গৃহস্থের ধর্ম্ম বলিতেছেন।

জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ ও অষ্টাঙ্গযোগ শ্রবণ করিয়া উদ্ধব পূর্ব্বোক্ত বিষয়টি উল্লেখ পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিতেছেন সাতটি শ্লোক দ্বারা। কল্পের আদিতে তুমি বলিয়াছ—এই বেদনামক বাণী প্রলয়কালে নষ্ট হইলে আমি ব্রহ্মাকে প্রথমে বলিয়াছি যে, বেদে ভগবৎ-ধর্ম্ম বলা হইয়াছিল। সেই ভক্তিরূপ ধর্ম্ম তিনপ্রকার কেবলা-ভক্তি, প্রধানীভূতাভক্তি ও গুণীভূতাভক্তি। তাহার মধ্যে যে কেবলাভক্তি সর্ব্ববর্ণ আশ্রমস্থিত ব্যক্তিগণের এবং বর্ণাশ্রমহীন ব্যক্তিগণেরও যদৃচ্ছাক্রমে ঐরূপ সাধুসঙ্গ হইতেই হয়। ধর্ম্মাদি হইতে নহে। যাহা তুমি বলিয়াছ— যোগ, সাংখ্য, দান, ব্রত, তপস্যা, যজ্ঞ, শাস্ত্র ব্যাখ্যা, বেদ অধ্যয়ন ও সন্ন্যাস দ্বারা যত্নবান ব্যক্তিও যে ধর্ম্মকে পায় না এবং যাহাতে বর্ণ ও আশ্রম আচারবান জনগণের মধ্যে যদৃচ্ছাক্রমে সৎসঙ্গ আবির্ভূত হইলে জনগণ বর্ণাশ্রম আচার পরিত্যাগ করিয়াই ঐ কেবলাভক্তিকে অনুষ্ঠান করে। আর তুমি যে বলিয়াছ 'যে ব্যক্তি সকলপ্রকার ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া আমাকে ভজন করে, তিনি সাধুগণের মধ্যে উত্তম' ইত্যাদি।

প্রধানীভূতা ও গুণীভূতা ভক্তি কিন্তু যথাযোগ্য সেইরূপ সাধুসঙ্গ ও স্বধর্ম্ম হইতে উত্থিত হয়ই। পরন্তু যে প্রকারে অনুষ্ঠান করিলে ঐ ভক্তিযোগ লাভ হয়, তাহা তুমি ভিন্ন অন্যকেহ জানে না। 'ভক্তি' শব্দে এই শ্লোকে প্রধানীভূতা বা গুণীভূতা।। ১-২।।

পুরা কিল মহাবাহো ধর্ম্মং পরমকং প্রভো।
যৎ তেন হংসরূপেণ ব্রহ্মণেঽভ্যাত্থ মাধব।। ৩।।
স ইদানীং সুমহতা কালেনামিত্রকর্শন।
ন প্রায়ো ভবিতা মর্ত্ত্যলোকে প্রাগনুশাসিতঃ।। ৪।।
বক্তা কর্ত্তাবিতা নান্যো ধর্ম্মস্যাচ্যুত তে ভুবি।
সভায়ামপি বৈরিঞ্চ্যাং যত্র মূর্ত্তিধরাঃ কলাঃ।। ৫।।
কর্ত্রাবিত্রা প্রবক্ত্রা চ ভবতা মধুসূদন।
ত্যক্তে মহীতলে দেব বিনষ্টং কঃ প্রবক্ষ্যতি।। ৬।।
তৎ ত্বং নঃ সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ ধর্ম্মস্ত্বদ্ভক্তিলক্ষণঃ।
যথা যস্য বিধীয়তে তথা বর্ণয় মে প্রভো।। ৭।।

অন্বয়ঃ— (হে) মহাবাহো! প্রভো! মাধব! পুরা কিল (পূর্ব্বকালে ত্বং) তেন (প্রসিদ্ধেন) হংসরূপেণ ব্রহ্মণে (ব্রহ্মাণং প্রতি) যৎ (যং) পরমকং (পরমশ্চাদৌ কং সুখরূপশ্চ তং) ধর্ম্মম্ অভ্যাত্থ (উক্তবান্) অমিত্র-কর্শন! (হে পরন্তপ!) প্রাগনুশাসিতঃ (পূর্ব্বমুপাদিষ্টো-ঽপি) সঃ (ধর্ম্মঃ) সুমহতা কালেনা (দীর্ঘকালেন) ইদানীং মর্ত্ত্যলোকে প্রায়ঃ ন ভবিতা (বিলুপ্ত ইব জাত ইত্যর্থঃ) অচ্যুত! (হে শ্রীকৃষ্ণ!) ভুবি (পৃথিব্যাং কিঞ্চ) যত্র মূর্ত্তিধরাঃ কলাঃ (মূর্ত্তিমন্তো বেদা বর্ত্তন্তে তত্র) বৈরিঞ্চ্যাং সভায়াং (ব্রহ্মসভায়াম্) অপি তে (তব) ধর্ম্মস্য অন্যঃ (ত্বাং বিনা পরঃ) বক্তা কর্ত্তা অবিতা (পালকশ্চ) ন (নাস্তি) মধুসূদন! (হে শ্রীকৃষ্ণ!) হে! দেব! (হে প্রভো!) কর্ত্রা (ধর্ম্মস্য বিধাত্রা) অবিত্রা (পালকেন) প্রবক্ত্রা চ (ব্যাখ্যাত্রা চ) ভবতা মহীতলে ত্যক্তে (সতি পশ্চাৎ) বিনষ্টং (বিলুপ্তপ্রায়মিমং ধর্ম্মং) কঃ প্রবক্ষ্যতি (কোঽপি প্রবক্তা ন ভবিষ্যতীত্যর্থঃ) তৎ (তস্মাৎ হে) সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ! প্রভো! নঃ (অস্মাকং মনুষ্যাণাং মধ্যে) যস্য যথা (যেন প্রকারেণ) ত্বদ্‌ভক্তি-লক্ষণঃ (ভগবদ্‌ভক্তিরূপঃ) ধর্ম্মঃ বিধীয়তে (ক্রিয়েত) ত্বং মে (মহ্যং) তথা বর্ণয় (তেন প্রকারেণ সর্ব্বং কথয়)।।৩-৭

অনুবাদ— হে মহাবাহো! প্রভো! মাধব! পূর্ব্বে আপনি হংসরূপে ব্রহ্মার প্রতি পরমসুখরূপ যে ধর্ম্মের ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন, সেই পূর্ব্বোপদিষ্ট ধর্ম্ম দীর্ঘকাল-নিবন্ধন ইদানীং মর্ত্ত্যলোকে বিলুপ্তপ্রায় হইয়াছে। হে অচ্যুত! পৃথিবীতে অথবা যে-স্থানে মূর্ত্তিমান্ বেদরাশি বিরাজমান, সেই বিরিঞ্চিসভায়ও আপনি ব্যতীত ভবদীয় ধর্ম্মের অপর কেহ বক্তা, কর্ত্তা বা রক্ষক নাই। হে মধুসূদন! হে প্রভো! ধর্ম্মের কর্ত্তা, বক্তা ও পালকরূপী আপনি এই পৃথিবী পরিত্যাগ করিলে কেহই এই ধর্ম্মের ব্যাখ্যা করিতে সমর্থ হইবেন না। অতএব হে সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ! প্রভো! আমাদের মানবগণের মধ্যে যাহার যে প্রকারে ভবদীয় ভক্তিরূপ ধর্ম্ম বিহিত হইয়াছে, তাহা আমার নিকট সেই প্রকারে বর্ণন করুন।। ৩-৭।।

বিশ্বনাথ— ননু কিং তথা স্বধর্ম্মো ময়া ক্বাপি নোক্তস্তত্রাহ,—পুরেতি। পরমকং পরমং কং মোক্ষলক্ষণং সুখং যস্মাত্তম্। যৎ যং, হংসরূপেণ স্বধর্ম্মোঽপ্যুক্ত এব, ন তু যোগমাত্রম্। "জানীতমাগতং যজ্ঞং যুষ্মদ্ধর্ম্মবিবক্ষয়ে"-ত্যুক্তত্বাৎ। প্রাগনুশাসিতোঽপি ন ভবিষ্যতি। কলা বেদাদ্যা অষ্টাদশ বিদ্যাঃ। "ঋগ্‌যজুঃ- সামাথর্ব্ব্যাখ্যা বেদাশ্চত্বার এব চ। পুরাণ-ন্যায়-মীমাংসা-ধর্ম্ম-শাস্ত্রাণি-চেত্যাপি। শিক্ষা কল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং জ্যোতিষং তথা। ছন্দশ্চেতি ষড়িত্যেবং বিদ্যাঃ প্রোক্তাশ্চতুর্দ্দশ। আয়ুর্ধনুর্গান্ধর্বৈশ্চ শাস্ত্রৈরষ্টাদশাপি তাঃ।" বিনষ্টং ধর্ম্মম্; ত্বদ্ভক্তি লক্ষয়তি, দর্শয়তীতি সঃ তদ্ধেতুরিত্যর্থঃ।। ৩-৭।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— প্রশ্ন! তাহা হইলে কি স্বধর্ম্ম আমি কোথাও বলি নাই? তাহার উত্তরে উদ্ধব বলিতেছেন—পরম মোক্ষরূপ সুখ যাহা হইতে হয় এবং যাহা হংসরূপী ভগবান্ স্বধর্ম্ম বলিয়াও কীর্ত্তন করিয়াছেন, তাহাই কেবল ভক্তি যোগমাত্র নহে। যজ্ঞরূপী ভগবান্ আগত হইয়া বলিলেন—তোমাদের ধর্ম্ম বলিবার জন্য আমি আসিয়াছি। জানিও পূর্ব্বে উপদেশ করিলেও ভবিষ্যতে নয়। 'কলা' শব্দের অর্থ বেদাদি অষ্টাদশ বিদ্যা-ঋক্-যজু-সাম-অথর্ব্ব নামক চারিবেদ, পুরাণ, ন্যায়-শাস্ত্র, মীমাংসা, ধর্ম্মশাস্ত্রসমূহ শিক্ষা কল্প ব্যাকরণ, নিরুক্ত, জ্যোতিষ ও ছন্দ এই ষড়্‌বিধ অঙ্গ এইসকল মিলিয়া চতুর্দ্দশ। আয়ুর্ব্বেদ ধনুর্ব্বেদ গন্ধর্ব্ববেদ ও অর্থশাস্ত্র এই সকল অষ্টাদশ শাস্ত্র। বিনষ্ট ধর্ম্ম। তোমার ভক্তিরূপ ধর্ম্মকে যাহা দেখাইয়া দেয় সেই হেতু।। ৩-৭।।

বিবৃতি— সৃষ্টির প্রারম্ভে আদি-পুরুষ ব্রহ্মা ভগবান্ হংসের নিকট হইতে পরমধর্ম্ম শ্রবণ করিয়াছিলেন। ভগবান্ হংস হইতেই তদুদ্ভূত ব্রহ্মা ও ব্রাহ্মণগণ ভাগবতধর্ম্ম বা পরমধর্ম্মের একায়নস্কন্ধে শ্রবণাধিকারে লাভ করিয়াছিলেন। ভক্তিলক্ষণ পরমধর্ম্মই বিভিন্ন আধারে বিকৃতভাবে গৃহীত হইয়াছে। নির্ম্মল আত্মা উপাধিগ্রস্ত হইলে পরমধর্ম্ম ভক্তিরহিত হইয়া কর্ম্ম, জ্ঞান ও যোগাদিপ্রাপ্য-বিষয়ে রুচি উৎপাদন করায়; ঐগুলি বিবর্ত্তমাত্র ও স্বরূপাবৃত বিচারে প্রতিষ্ঠিত। সনাতনধর্ম্ম বলিতে গেলে একমাত্র ভক্তিকেই বুঝায়।। ৩-৭।।

শ্রীশুক উবাচ—

ইত্থং স্বভৃত্যমুখ্যেন পৃষ্টঃ স ভগবান্ হরিঃ।
প্রীতঃ ক্ষেমায় মর্ত্ত্যানাং ধর্ম্মানাহ সনাতনান্।। ৮।।

অন্বয়ঃ— শ্রীশুকঃ উবাচ—সঃ ভগবান্ হরিঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) স্বভৃত্যমুখ্যেন (স্বস্য পরমভক্তেনোদ্ধবেন) ইত্থম্ (অনেন প্রকারেণ) পৃষ্টঃ (ভূত্বা) প্রীতঃ (সন্) মর্ত্ত্যানাং ক্ষেমায় (তদনুষ্ঠানেন কল্যাণপ্রাপ্তয়ে) সনাতনান্ (নিত্যান্) ধর্ম্মান্ (ভাগবতধর্ম্মান্) আহ (উক্তবান্)।। ৮।।

অনুবাদ— শ্রীশুকদেব বলিলেন—ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় পরমভক্ত উদ্ধবকর্ত্তৃক এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া প্রীতিসহকারে মর্ত্ত্যজীবের হিতার্থ সনাতন ভাগবতধর্ম্ম বর্ণন করিয়াছিলেন।। ৮।।

শ্রীভগবানুবাচ

ধর্ম্ম্য এষ তব প্রশ্নো নৈঃশ্রেয়সকরো নৃণাম্।
বর্ণাশ্রমাচারবতাং তমুদ্ধব নিবোধ মে।। ৯।।

অন্বয়ঃ— শ্রীভগবান উবাচ— (হে) উদ্ধব! তব এষঃ ধর্ম্ম্যঃ (ধর্ম্মাদনপেতঃ) প্রশ্নঃ বর্ণাশ্রমাচারবতাং (বর্ণাশ্রমোচিতক্রিয়াপরাণাং তথা) নৃণাম্ (অন্যেষাঞ্চ) নৈঃশ্রেয়সকরঃ (ভক্তিজনকো ভবতি ততঃ) মে (মত্তঃ) তং (ধর্ম্মং) নিবোধ (শৃণু)।। ৯।।

অনুবাদ— শ্রীভগবান্ বলিলেন— হে উদ্ধব! তোমার এই ধর্ম্মাশ্রিত প্রশ্ন বর্ণাশ্রমাচারযুক্ত এবং অন্যান্য যাবতীয় মানবগণের ভক্তিজনক হইবে, সুতরাং আমার নিকট তদ্ বিষয়ে শ্রবণ কর।। ৯।।

বিশ্বনাথ—ধর্ম্ম্যো ধর্ম্মাদনপেতঃ, তং ধর্ম্মম্।। ৯।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— ধর্ম্ম্য অর্থাৎ ধর্ম্ম হইতে বিযুক্ত নহে, সেই ধর্ম্মকে।। ৮-৯।।

বিবৃতি— মানবগণের সাধারণ ধর্ম্ম জাগতিক বিচারে আবদ্ধ। যাহাতে পরম মঙ্গল লাভ হয়, এরূপ পরম-ধর্ম্ম পৃথিবীতে বাসকালে বর্ণাশ্রমনামক সাধারণ ধর্ম্মে প্রতীয়মান হয়। সুতারং বর্ণাশ্রমস্থিত সদাচারিগণের ভক্তিতাৎপর্য্যপর পরমধর্ম্ম কথিত হইতেছে।। ৯।।

আদৌ কৃতযুগে বর্ণো নৃণাং হংস ইতি স্মৃতঃ।
কৃতকৃত্যাঃ প্রজা জাত্যা তস্মাৎ কৃতযুগং বিদুঃ।।১০।।

অন্বয়ঃ— (তত্রাদৌ মদুপাসনালক্ষণ এব মুখ্যো ধর্ম্ম আসীদাচারলক্ষণস্তু পশ্চাৎ প্রবৃত্তঃ, স চৈবমনুষ্ঠিতো ভক্তিহেতুরিতি বর্ণয়িতুমাহ) আদৌ কৃতযুগে (কল্প্যাদৌ যৎ কৃতযুগং তস্মিন্) নৃণাং (নরাণাং) হংস ইতি স্মৃতঃ (হংসনামকঃ) বর্ণঃ (এক এব বর্ণ আসীৎ তদা) প্রজাঃ, (জায়মানা নরাঃ) জাত্যা (জন্মনৈব) কৃতকৃত্যাঃ (ভগবদনন্যভক্তিপরত্বাৎ সার্থকজন্মানঃ আসন্) তস্মাৎ (হেতোঃ) কৃতযুগং (তদ্ যুগং নাম্না কৃতমিতি) বিদুঃ (জানন্তি বুধা ইতি শেষঃ)।। ১০।।

অনুবাদ— প্রথমতঃ সত্যযুগে মানবগণের হংস নামক একটি মাত্র বর্ণ ছিল। তৎকালে মানবগণ জন্মলাভ করিয়াই অনন্যভক্তিপরায়ণতা-নিবন্ধন কৃতকৃত্য হওয়ায় সেই যুগকে পণ্ডিতগণ কৃতযুগ নামে অবগত হইয়াছেন।।

বিশ্বনাথ—এষঃ ত্বৎপৃষ্টো বর্ণাশ্রমাচারলক্ষণো ধর্ম্মো যত আরভ্য প্রবৃত্তস্তং সময়মপি শৃণ্বিত্যাহ—আদা-বিতি।।১০

টীকার বঙ্গানুবাদ— শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন, তোমার জিজ্ঞাসিতই বর্ণাশ্রম আচার-লক্ষণ ধর্ম্ম, যে কাল হইতে আরম্ভ, সেই সময় শ্রবণ কর।। ১০।।

বিবৃতি—যে-কালে মানবগণের মধ্যে গুণগত বিচারে বৈশিষ্ট্য লক্ষিত হয় না, সেই কালকে কৃত বা সত্যযুগ বলা হয়। বর্ণ বিভক্ত না হইলেই উহা একায়ন-পদ্ধতি-নামে কথিত হইয়া অবিভক্ত হংসাখ্যায় পরিগণিত হয়। পরমাত্মাই 'হংস' এবং জীবাত্মাসমূহ হংসপাল্য 'ভক্ত' বলিয়া প্রসিদ্ধ।। ১০।।

বেদঃ প্রণব এবাগ্রে ধর্ম্মোঽহং বৃষরূপধৃক্।
উপাসতে তপোনিষ্ঠা হংসং মাং মুক্তকিল্বিষাঃ।। ১১।।

অন্বয়ঃ— অগ্রে (তদানীং) প্রণবঃ এব (কেবল ওঙ্কারাত্মক এবাবিভক্তঃ) বেদঃ (আসীৎ তথা) অহম্ (এব মনোবিষয়ঃ) বৃষরূপধৃক্ (চতুষ্পাৎ) ধর্ম্মঃ (আসং, ন তু ক্রিয়াবিশেষো যজ্ঞাদিরাসীৎ, তস্মাৎ) তপোনিষ্ঠাঃ (ইন্দ্রিয়-মনসোরৈকাগ্র্যযুক্তাঃ) মুক্তকিল্বিষাঃ (নিষ্পাপা জনাঃ) হংসং (শুদ্ধং) মাম উপাসতে (ধ্যায়ন্তীত্যর্থঃ)।। ১১।।

অনুবাদ— তৎকালে প্রণবাত্মক বেদশাস্ত্র অবিভক্ত-ভাবে বর্ত্তমান ছিল। আমি মনোবিষয়ীভূত চতুষ্পাদ্ ধর্ম্ম-রূপে বর্ত্তমান ছিলাম। যজ্ঞাদি কোন ক্রিয়াবিশেষ ছিল না। তপোনিষ্ঠ অর্থাৎ ইন্দ্রিয় ও মনের একাগ্রতাযুক্ত নিষ্পাপ জনগণ মদীয় বিশুদ্ধরূপের ধ্যান করিতেন।। ১১।।

বিশ্বনাথ—ধর্ম্মশ্চ মনোবিষয়োঽহমেব বৃষরূপধৃক্ চতুষ্পাৎ ন ক্রিয়াবিষয়ো যজ্ঞাদিরিত্যর্থঃ।। ১১।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— সত্যযুগের আদিতে হংস নামক একটি বর্ণ ছিল। বেদ প্রণবরূপেই প্রথমে ছিল। আমি বৃষরূপধারী ধর্ম্ম, হংসরূপী আমাকে পাপযুক্ত তপস্যা নিষ্ঠ প্রজাগণ উপাসনা করিত, মনের বিষয় আমিই বৃষ-রূপধারী চতুষ্পাদ, যজ্ঞাদি ক্রিয়ার বিষয় নহে।। ১১।।

বিবৃত—সদ্ধর্ম্মরূপি-বৃষের পদচতুষ্টয়রূপা চতুষ্পাদ্‌বিভূতি বিশ্বে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। অসম্প্রসারিত ভগবন্নাম প্রণবরূপে বেদের আকর বস্তু।। ১১।।

ত্রেতামুখে মহাভাগ প্রাণান্মে হৃদয়াৎ ত্রয়ী।
বিদ্যা প্রাদুরভূৎ তস্যা অহমাসং ত্রিবৃন্মখঃ।। ১২।।

অন্বয়ঃ—(হে)মহাভাগ! ত্রেতামুখে (পশ্চাৎত্রেতাযুগ-প্রবেশে) মে (মম বৈরাজরূপস্য) প্রাণাৎ (প্রাণ-নিমিত্তাৎ) হৃদয়াৎ (হৃদয়সকাশাৎ) ত্রয়ী বিদ্যা (বেদত্রয়রূপা বিদ্যা) প্রাদুরভূৎ (প্রাদুর্ভূতা) তস্যাঃ (ত্রয্যাঃ সকাশাৎ) ত্রিবৃৎ (হৌত্রাধ্বর্য্যবৌদ্‌গাত্রৈস্ত্রিরূপঃ) মখঃ (যজ্ঞরূপঃ) অহম্ আসম্ (উদ্ভূতঃ)।। ১২।।

অনুবাদ— হে মহাভাগ! অনন্তর ত্রেতাযুগ-প্রারম্ভে মদীয় প্রাণাধার হৃদয় হইতে বেদত্রয়রূপিণী বিদ্যার আবির্ভাব হইয়াছিল এবং সেই ত্রয়ী বিদ্যা হইতে হৌত্র, আধ্বর্য্যব ও ঔদ্‌গাত্র—এই ত্রিরূপে যজ্ঞরূপী আমি প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলাম।। ১২।।

বিশ্বনাথ— মে মম বৈরাজরূপস্য প্রাণান্নিমিত্তাৎ, হৃদয়াৎ সকাশাৎ ত্রয়ী, তস্যাস্ত্রয্যাঃ সকাশাৎ হৌত্রাধ্বর্য্যবৌদ্‌গাত্রৈস্ত্রিবৃৎ ত্রিরূপঃ। যজ্ঞো বৈ বিষ্ণুরিতি শ্রুতেঃ।।১২

টীকার বঙ্গানুবাদ— আমার বিরাটরূপের প্রাণ হইতে অর্থাৎ হৃদয় হইতে ত্রয়ী, সেই ত্রয়ী হইতে হৌত্র, আধ্বর্য্য, ঔদ্‌গাত্র—এই ত্রিরূপ। যজ্ঞই বিষ্ণু ইহা শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে।। ১২।।

বিবৃতি— একপাদধর্ম্ম লুপ্ত হইলে ত্রিপাদ ধর্ম্মে, ঋক্, সাম ও যজুঃ—ত্রয়ী প্রকাশিত হইল। হোতা, উদ্‌গাতা ও অধ্বর্য্যু—এই অনুষ্ঠানকারিত্রয় রূপ ধারণ করিয়াছিলেন।। ১২।।

বিপ্রক্ষত্রিয়বিট্‌শূদ্রা মুখবাহূরুপাদজাঃ।
বৈরাজাৎ পুরুষাজ্জাতা য আত্মাচারলক্ষণাঃ।। ১৩।।

অন্বয়ঃ— যে আত্মাচারলক্ষণাঃ (আত্মাচারঃ স্বধর্ম্ম এব লক্ষণং জ্ঞাপকো যেষাং তে তাদৃশাঃ) বিপ্রক্ষত্রিয়বিট্‌শূদ্রাঃ (ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বৈশ্যশূদ্রা ভবন্তি তে যথাক্রমং) মুখবাহূরুপাদজাঃ (মুখাদ্ বাহোরুরোঃ পাদাচ্চ জাতাঃ সন্তঃ) বৈরাজাৎ পুরুষাৎ জাতাঃ (উৎপন্নাঃ)।। ১৩।।

অনুবাদ— তৎকালে স্বধর্ম্মরূপলক্ষণযুক্ত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র—এই চতুর্বর্ণ বিরাট্ পুরুষের মুখ, বাহু, উরু এবং পাদদেশ হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল।। ১৩

বিশ্বনাথ— জাতা প্রাক্ সৃষ্টা এব তদা প্রকটীবভূবুঃ। আত্মাচারঃ স্ব-স্ব-ধর্ম্ম, এব লক্ষণং জ্ঞাপকো যেষাং তে।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— পূর্ব্ব সৃষ্টিতেই সেইকালে আত্মাচার প্রকট হইয়া ছিল, অর্থাৎ নিজ নিজ ধর্ম্মই যাঁহাদের জ্ঞাপক সেইরূপ ধর্ম্ম।। ১৩।।

বিবৃতি— বিরাট্ পুরুষের মুখ, বাহু, উরু ও পাদ নামক অঙ্গচতুষ্টয় হইতে তত্তদাচারে অবস্থিত জনগণ চারিপ্রকার বর্ণধর্ম্ম লাভ করিয়াছিলেন।। ১৩।।

গৃহাশ্রমো জঘনতো ব্রহ্মচর্য্যং হৃদো মম।
বক্ষঃস্থলাদ্বনে বাসঃ সন্ন্যাসঃ শিরসি স্থিতঃ।। ১৪।।

অন্বয়ঃ—মম(বৈরাজরূপস্য) জঘনতঃ (কটিপুরোভাগাৎ) গৃহাশ্রমঃ (জাতস্তথা) হৃদঃ (বক্ষসোঽধস্তাৎ) ব্রহ্মচর্য্যং (নৈষ্ঠিকব্রহ্মচর্য্যং জাতং) বক্ষঃস্থলাৎ বনে বাসঃ (বানপ্রস্থাশ্রমো জাতস্তথা) সন্ন্যাসঃ শিরসি স্থিতঃ (মম মস্তকাদুদ্ভূত ইত্যর্থঃ)।। ১৪।।

অনুবাদ— মদীয় জঘনদেশ হইতে গৃহস্থাশ্রম, হৃদয় হইতে নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য্য, বক্ষোদেশ হইতে বানপ্রস্থাশ্রম এবং মস্তক হইতে সন্ন্যাসাশ্রম উদ্ভূত হইয়াছে।। ১৪।।

বিশ্বনাথ— হৃদো বক্ষসোঽধস্থলাৎ।। ১৪।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— হৃদঃ বক্ষের নিম্নস্থল হইতে।।

বিবৃতি— সমাজরূপি-বিরাট্ পুরুষের জঘনদেশ হইতে গৃহস্থাশ্রম, হৃদ্দেশ হইতে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম, বক্ষোদেশ হইতে বানপ্রস্থাশ্রম এবং উত্তমাঙ্গ মস্তক হইতে সন্ন্যাসাশ্রম উদ্ভূত হইলেন।। ১৪।।

বর্ণানামাশ্রমাণাঞ্চ জন্মভূম্যনুসারিণীঃ।
আসন্ প্রকৃতয়ো নৃণাং নীচৈর্নীচোত্তমোত্তমাঃ।। ১৫।।

অন্বয়ঃ—(ততঃ) নৃণাং (নরাণাং) বর্ণানাম্ আশ্রমাণাং চ জন্মভূম্যনুসারিণীঃ (জন্মভূম্যানুসারিণ্যঃ) নীচৈর্নীচোত্তমোত্তমা (নীচৈর্মন্দাভির্জন্মভূমিভির্নীচা মন্দাস্তথোত্তমাভির্জন্মভূমিভিরুত্তমাশ্চ) প্রকৃতয়ঃ (স্বভাবাঃ) আসন্ (জাতাঃ)।। ১৫।।

অনুবাদ— সেইজন্য মানবগণের বর্ণ ও আশ্রমসমূহ উৎপত্তিস্থানের উত্তমাধমভাবানুসারে উত্তম-স্বভাববিশিষ্ট এবং অধমস্বভাববিশিষ্ট হইয়াছে।। ১৫।।

বিশ্বনাথ— জন্মভূম্যনুসারিণ্য এব প্রকৃতয়ঃ স্বভাবাঃ। নীচৈরিত্যব্যয়ং, নীচাভির্জন্মভূমিভির্নীচাঃ, উত্তমাভিঃ উত্তমাঃ প্রকৃতয়ঃ। তেন মুখস্য শীর্ষঞ্চ সর্ব্বোত্তমত্বাদ্বিপ্রস্য সন্ন্যাসস্য চ সর্ব্বোত্তমা প্রকৃতিঃ, পাদস্য জঘনস্য চ নীচত্বাৎ শূদ্রস্য গৃহাশ্রমস্য চ নীচা প্রকৃতিঃ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— জন্মভূমির অনুসারিণীই স্বভাব সমূহ নীচ ইহা অব্যয়পদ, নীচ জন্মভূমি দ্বারা নীচ জাতিগণ, উচ্চ জন্মভূমি দ্বারা উত্তম স্বভাব প্রজাগণ, তাহা দ্বারা মুখের ও মস্তকের সর্ব্বোত্তমতা হেতু বিপ্রবর্ণ ও সন্ন্যাস আশ্রম সর্ব্ব উত্তমা প্রকৃতি প্রজাগণ, চরণ ও কটিদেশ নিম্ন হেতু শূদ্রবর্ণ ও গৃহস্থ আশ্রমের প্রজাগণ নীচ প্রকৃতি।।

বিবৃতি—ব্রাহ্মণবর্ণ ও সন্ন্যাস আশ্রম—সমাজ নামক বিরাট্ পুরুষের উত্তমোত্তম স্থানে অবস্থিতি; তৎপর ক্ষত্রিয় ও বানপ্রস্থ তাঁহার বাহু ও বক্ষঃস্থলে অবস্থিত বলিয়া উত্তম, বৈশ্য ও ব্রহ্মচর্য্য নীচোত্তম এবং শূদ্র ও গৃহস্থ নীচ। প্রকৃতিজন-বিচারে বর্ণ ধর্ম্ম ও উত্তরোত্তর এইরূপভাবে সংস্থিত।। ১৫।।

শমো দমস্তপঃ শৌচং সন্তোষঃ ক্ষান্তিরার্জ্জবম্।
মদ্ভক্তিশ্চ দয়া সত্যং ব্রহ্মপ্রকৃতয়স্ত্বিমাঃ।। ১৬।।

অন্বয়ঃ— শমঃ দমঃ তপঃ (আলোচনং) শৌচং সন্তোষঃ ক্ষান্তিঃ (ক্ষমা) আর্জ্জবং (সারল্যং) মদ্ভক্তিঃ দয়া সত্যং চ ইমাং তু ব্রহ্মপ্রকৃতয়ঃ (ব্রাহ্মণস্বভাবা ভবন্তি)।।

অনুবাদ— শম, দম, তপঃ, শৌচ, সন্তোষ, ক্ষমা, সরলতা, মদীয়ভক্তি, দয়া, সত্য—এই সমস্ত ব্রাহ্মণের স্বভাব বলিয়া অবগত হইবে।। ১৬।।

বিশ্বনাথ— মম ভক্তির্গুণভূতা।। ১৬।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— আমার ভক্তি অর্থাৎ গুণীভূতা ভক্তি।

বিবৃতি— ব্রাহ্মণের স্বভাবে কামক্রোধাদির প্রাবল্য নাই, ইন্দ্রিয়গণের অযথা পরিচালনা নাই—কেবল সাত্বত-শাস্ত্রালোচনা ধর্ম্ম বর্ত্তমান। পবিত্রতা, অসন্তোষের অভাবে অচাঞ্চল্য, সহিষ্ণুতা, সরলতা, ভগবৎসেবা-পরতা, জীবে দয়া, সত্যানুরাগ—এই আটটি ধর্ম্ম ব্রাহ্মণে সর্ব্বক্ষণ বর্ত্তমান।।

তেজো বলং ধৃতিঃ শৌর্য্যং তিতিক্ষৌদার্য্যমুদ্যমঃ।
স্থৈর্য্যং ব্রহ্মণ্যমৈশ্বর্য্যং ক্ষত্রপ্রকৃতয়স্ত্বিমাঃ।। ১৭।।

অন্বয়ঃ— তেজঃ (প্রতাপঃ) বলং (দেহবলং) ধৃতিঃ (ধৈর্য্যং) শৌর্য্যং (প্রভাবঃ) তিতিক্ষা (সহিষ্ণুতা) ঔদার্য্যম্ উদ্যমঃ স্থৈর্য্যং ব্রহ্মণ্যং (ব্রাহ্মণহিতৈষিতা) ঐশ্বর্য্যম্ (ঈশভাবঃ) ইমাঃ তু ক্ষত্রপ্রকৃতয়ঃ ভবন্তি।। ১৭।।

অনুবাদ— তেজঃ, বল, ধৈর্য্য, প্রভাব, সহিষ্ণুতা, ঔদার্য্য, উদ্যম, স্থৈর্য্য, ব্রাহ্মণ-হিতৈষিতা ও ঐশ্বর্য্য—এই সমস্ত ক্ষত্রিয়-স্বভাব।। ১৭।।

মধ্ব—

বিনা প্রসাদং বিষ্ণোর্ন ধর্ম্মং ব্রহ্মাভিবক্ষ্যতি।
তৎপ্রসাদেন বক্তুন্তু ব্রহ্মা শক্ষ্যতি নাপরঃ।।
ইতি প্রাধান্যে।

কলাঃ প্রাণাদ্যাঃ। স প্রাণমসৃজৎ প্রাণাচ্ছ্রদ্ধাং খং বায়ুং জ্যোতিরাপঃ পৃথিবীমিন্দ্রিয়ং মনোঽন্নং অন্নাদ্‌বীর্য্যং তপো মন্ত্রাঃ কর্ম্মলোকেষু নাম চ তা ইমাঃ ষোড়শকলাঃ পুরুষায়ণা ইতি শ্রুতেঃ।

প্রতিমাবদ্ধরে রূপং তির্য্যঙ্নরসুরাদয়ঃ।
সাক্ষাদ্রূপাণি মৎস্যাদীন্যভিন্নান্যেব সর্ব্বদা।
ইতি চ।।

ইতি ভাগবতৈকাদশ-তাৎপর্য্যে সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ।। ১৭।।

বিবৃতি— ক্ষত্রস্বভাবে প্রতাপ, ধৈর্য্য, বীরত্ব, সহিষ্ণুতা, উদারতা, প্রবৃত্তি, স্থিরতা, ব্রহ্মাচর্য্য ও ঐশ্বর্য্য বর্ত্তমান।। ১৭।।

আস্তিক্যং দাননিষ্ঠা চ অদম্ভো ব্রহ্মসেবনম্।
অতুষ্টিরর্থোপচয়ৈর্বৈশ্যপ্রকৃতয়স্ত্বিমাঃ।। ১৮।।

অন্বয়ঃ— আস্তিক্যং (বেদধর্ম্মবিশ্বাসঃ) দাননিষ্ঠা (দানপরায়ণতা)অদম্ভঃ (দম্ভশূন্যতা) ব্রহ্মসেবনং (ব্রাহ্মণ-সেবা) অর্থোপচয়ৈঃ (অর্থবৃদ্ধিভিরপি) অতুষ্টিঃ চ (অসন্তুষ্টিঃ পুনঃ পুনর্ধনাকাঙ্ক্ষেত্যর্থঃ) ইমাঃ তু বৈশ্য-প্রকৃতয়ঃ (ভবন্তি)।। ১৮।।

অনুবাদ— আস্তিক্য, দাননিষ্ঠা, দম্ভশূন্যতা, ব্রাহ্মণ-সেবা, অর্থ-বৃদ্ধি সত্ত্বেও ধনাকাঙ্ক্ষা—এই সমস্ত বৈশ্য স্বভাব।। ১৮।।

বিবৃতি— বৈশ্যস্বভাবে পারলৌকিক বিশ্বাস, দান-নিষ্ঠা, অদাম্ভিকতা, বেদজ্ঞের সেবা ও অর্থসংগ্রহ পিপাসা লক্ষিত হয়।। ১৮।।

শুশ্রূষণং দ্বিজগবাং দেবানাঞ্চাপ্যমায়য়া।
তত্র লব্ধেন সন্তোষং শূদ্রপ্রকৃতয়স্ত্বিমাঃ।। ১৯।।

অন্বয়ঃ— অমায়য়া (অকাপট্যেন) দ্বিজগবাং (ব্রাহ্মণানাং গবাঞ্চ তথা) দেবানাং (পূজ্যানাং) চ শুশ্রূষণং (সেবনং) তত্র (সেবায়াং) লব্ধেন (প্রাপ্তেন ধনাদিনৈব) সন্তোষঃ ইমাঃ তু শূদ্রপ্রকৃতয়ঃ (ভবন্তি)।। ১৯।।

অনুবাদ— অকপটভাবে গো, ব্রাহ্মণ ও দেব-সেবা এবং উক্ত সেবায় লব্ধ ধনাদি-দ্বারাই সন্তোষ লাভ—ইহা শূদ্রপ্রকৃতি।। ১৯।।

বিবৃতি—শূদ্রভাবে দেব, দ্বিজ ও গরুর প্রতি নিষ্কপট সেবা এবং তদ্দ্বারা অর্থাদি লাভে সন্তোষ-প্রকাশ বর্ত্তমান।।

অশৌচমনৃতং স্তেয়ং নাস্তিক্যং শুষ্কবিগ্রহঃ।
কামঃ ক্রোধশ্চ তর্ষশ্চ স ভাবোঽন্ত্যাবসায়িনাম্।। ২০

অন্বয়ঃ— অশৌচম্ অনৃতম্ (অসত্যং) স্তেয়ং (চৌর্য্যং) নাস্তিক্যং (বেদধর্ম্মাবিশ্বাসঃ) শুষ্কবিগ্রহঃ (বৃথা-কলহঃ) কামঃ ক্রোধঃ চ তর্ষঃ (বিষয়তৃষ্ণা) চ সঃ (এষঃ) অন্ত্যাবসায়িনাং (চতুর্ব্বর্ণবাহ্যানাং নীচানাং নৃণাং) ভাবঃ (প্রকৃতির্ভবতি)।। ২০।।

অনুবাদ— অশৌচ, অসত্য, চৌর্য্য, নাস্তিক্য, বৃথা কলহ, কাম, ক্রোধ, বিষয় তৃষ্ণা—এই সমস্ত চতুর্ব্বর্ণবাহ্য নীচ মানবগণের স্বভাব।। ২০।।

বিশ্বনাথ— আশ্রমস্বভাবা অনুক্তা অপ্যেবং জ্ঞেয়াঃ, বর্ণবাহ্যানাং স্বভাবমাহ,—অশৌচমিতি। অন্ত্যাবসায়িনামন্ত্যজানাম্।। ২০।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— আশ্রমস্বভাব সমূহ না বলিলেও এই প্রকার জানিবে, বর্ণবাহ্য প্রজাগণের স্বভাব বলিতে-ছেন—অশৌচ ইত্যাদি। চারিবর্ণের বাহিরের প্রজাগণকে 'অন্ত্যজ' বলা হয়।। ২০।।

বিবৃতি— মিথ্যা, চৌর্য্য, পরলোকে বিশ্বাস, অনর্থক বিবাদ, কামুকতা ও বিষয়-তৃষ্ণা—ব্রাহ্মণাদিবর্ণচতুষ্টয়ের স্বভাব হইতে ভ্রষ্ট, অপবিত্র অন্ত্যজগণের স্বভাব।। ২০।।

অহিংসা সত্যমস্তেয়মকামক্রোধলোভতা।
ভূতপ্রিয়হিতেহা চ ধর্ম্মোঽয়ং সার্ব্ববর্ণিকঃ।। ২১।।

অন্বয়ঃ— অহিংসা সত্যম্ অস্তেয়ম্ (অচৌর্য্যম্) অকামক্রোধলোভতা (কামক্রোধলোভশূন্যতা) ভূতপ্রিয়-হিতেহা (ভূতানাং প্রীতিহিতবাসনা) চ অয়ং সার্ব্ববর্ণিকঃ (বর্ণ ইত্যুপলক্ষণং পরন্তু সাধারণানামেব) ধর্ম্মঃ (ভবতি)।

অনুবাদ—অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, অকাম, অক্রোধ, অলোভ, সর্ব্বভূতের প্রীতি ও হিতকামনা—ইহা সাধারণ মানবগণের ধর্ম্ম।। ২১।।

বিশ্বনাথ— সার্ব্ববর্ণিক ইত্যুপলক্ষণং সর্ব্বৈর্বর্ণৈ-র্বর্ণবাহ্যৈশ্চ কর্ত্তুমর্হ ইত্যর্থঃ।। ২১।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—সার্ব্ববর্ণিক এস্থলে সর্ব্ববর্ণ ও বর্ণবাহ্য প্রজাগণ এইসকল ধর্ম্ম করিতে পারে—অহিংসা,

সত্য, চুরি না করা, কাম-ক্রোধ-লোভত্যাগ, প্রাণীগণের প্রিয় ও হিতের ইচ্ছা।। ২১।।

বিবৃতি—অহিংসা, সত্যাবস্থান, পরদ্রব্যগ্রহণে চেষ্টা-রাহিত্য, কাম-ক্রোধ-লোভাদিতে অপ্রবৃত্তি, প্রাণিমাত্রেরই উপকার-চেষ্টা—ইহা পঞ্চবিধ বর্ণে সাধারণভাবে ন্যূনাধিক লক্ষিত হয়। তবে চতুর্ব্বর্গোপযোগী বৈশিষ্ট্যগুলি পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে।। ২১।।

দ্বিতীয়ং প্রাপ্যানুপূর্ব্ব্যাজ্জন্মোপনয়নং দ্বিজঃ।
বসন্ গুরুকুলে দান্তো ব্রহ্মাধীয়ীত চাহূতঃ।। ২২।।

অন্বয়ঃ—(ইদানীং তাবদাশ্রমেষু প্রথমং ব্রহ্মচারিণো ধর্ম্মা বর্ণ্যন্তে। স চ দ্বিবিধ উপকুর্ব্বাণকো নৈষ্ঠিকশ্চ। তত্রাদ্যস্য ধর্ম্মানাহ) দ্বিজঃ (ত্রৈবর্ণিকঃ) আনুপূর্ব্ব্যাৎ (গর্ভাধানাদিসংস্কারক্রমেণ) দ্বিতীয়ং উপনয়নং (তদাখ্যং জন্ম প্রাপ্য) আচার্য্যেণ আহূতঃ (পাঠার্থমামন্ত্রিতঃ) গুরু-কুলে (গুরুগৃহে বসন্) দান্তঃ (দমযুক্তঃ সন্) ব্রহ্ম অধীয়ীত চ (বেদশাস্ত্রং পঠেচ্চকারাত্তদর্থং বিচারয়েচ্চ)।। ২২।।

অনুবাদ—দ্বিজ অর্থাৎ ত্রৈবর্ণিক পুরুষ গর্ভাধানাদি সংস্কারক্রমে উপনয়নাখ্য দ্বিতীয় জন্ম লাভ করিয়া আচার্য্য কর্ত্তৃক আমন্ত্রিত হইয়া গুরুকুলে অবস্থানসহকারে দমগুণযুক্তচিত্তে বেদ পাঠ করিবেন।। ২২।।

বিশ্বনাথ— গৃহাশ্রমধর্ম্মবিবরণ এব বর্ণধর্ম্মাঃ স্বয়ং বিবৃতা ভবিষ্যন্তীত্যভিপ্রেত্য প্রথমং প্রথমাশ্রমধর্ম্ম-মাহ,—দ্বিতীয়মিতি নবভিঃ। দ্বিজঃ ত্রৈবর্ণিকঃ। আনুপূর্ব্বা ইতি গর্ভাধানাদিসংস্কারক্রমেণ প্রথমং শৌক্রং দ্বিতীয়ং সাবিত্রং উপনয়নং উপনয়নাখ্যং প্রাপ্য ব্রহ্ম বেদমধীয়ীত। আহূতঃ আচার্য্যেণাহূতঃ। চকারাত্তদর্থঞ্চ বিচারয়েৎ।।২২

টীকার বঙ্গানুবাদ— গৃহাশ্রমধর্ম্ম বিবরণেই বর্ণ ধর্ম্ম স্বয়ং বর্ণিত হইবেন—এই অভিপ্রায় করিয়া প্রথমে আশ্রম ধর্ম্ম বলিতেছেন—নয়টি শ্লোকদ্বারা। দ্বিজ অর্থাৎ তিন বর্ণ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য অনুক্রমে অর্থাৎ গর্ভাধানাদি সংস্কারক্রমে প্রথমতঃ শৌক্র জন্ম, দ্বিতীয় সাবিত্র অর্থাৎ উপনয়নরূপ দ্বিতীয় জন্ম প্রাপ্ত হইয়া বেদ অধ্যয়ন করিবে, পরে আচার্য্য কর্ত্তৃক আহূত হইয়া গুরুকুলে বাস করিয়া বেদ অধ্যয়নের জন্য ইন্দ্রিয়সমূহ দমন করিবে।। ২২।।

বিবৃতি— এই পঞ্চবিধ বর্ণের মধ্যে প্রাগুক্তবর্ণত্রয় সংস্কারবিশিষ্ট শূদ্র ও অন্ত্যজের সংস্কারের প্রতি রুচি না থাকায় তাহারা অশিক্ষিত ও গুরুদ্রোহী। সংস্কৃত ব্যক্তিরাই গুরুর আশ্রিত ও শ্রৌত— তার্কিক বা যথেচ্ছাচারী নহেন।।

মেখলাজিনদণ্ডাক্ষব্রহ্মসূত্রকমণ্ডলূন্।
জটিলোঽধৌতদদ্বাসোঽরক্তপীঠঃ কুশান্ দধৎ।। ২৩।।

অন্বয়ঃ—জটিলঃ (অনভ্যঙ্গাদিনা জাতজটঃ) অধৌ-তদদ্বাসোঽরক্তপীঠঃ (দন্তাশ্চ বাসশ্চ দদ্বাসানি ন ধৌতানি তানি যস্য সঃ অধৌতদদ্বাসাঃ স চাসাররক্তপীঠশ্চ ন তু কৌতুকাদিনা রক্তং পীঠমাসনং যস্য সঃ) মেখলা-জিন-দণ্ডাক্ষব্রহ্মসূত্রকমণ্ডলূন্ (মেখলাদীন্, তত্রাক্ষশব্দেনাক্ষ-মালা) কুশান্ (চ) দধৎ (ধারয়ন্ বসেদিতি শেষঃ)।। ২৩।।

অনুবাদ— জটা, মেখলা, অজিন, দণ্ড, অক্ষসূত্র, যজ্ঞোপবীত, কমণ্ডলু এবং কুশ ধারণ করিবেন। দন্ত ও বস্ত্র ধৌত করিবেন না এবং আসন রঞ্জিত করিবেন না।।

স্নানভোজনহোমেষু জপোচ্চারে চ বাগ্‌যতঃ।
ন চ্ছিন্দ্যান্নখরোমাণি কক্ষোপস্থগতান্যপি।। ২৪।।

অন্বয়ঃ—স্নানভোজনহোমেষু (তত্তৎকালেষু) জপো-চ্চারে (জপে জপকালে উচ্চারে মূত্রপুরীষোৎসর্গকালে) চ বাগ্‌যতঃ (মৌনী ভবেৎ) কক্ষোপস্থগতানি অপি নখ-রোমাণি (কক্ষভাগস্থান্যুপস্থভাগস্থিতান্যপি রোমাণি তথা নখাংশ্চ) ন চ্ছিন্দ্যাৎ (ন তেষাং ছেদনং কুর্য্যাৎ)।। ২৪।।

অনুবাদ— স্নান, ভোজন, হোম, জপ ও মলমূত্র ত্যাগকালে মৌনী হইবে, কক্ষদেশ বা উপস্থদেশস্থিত লোমসমূহেরও ছেদন করিবেন না এবং নখ কর্ত্তন করি-বেন না।। ২৪।।

বিশ্বনাথ—মেখলাদীন্ কুশাংশ্চ দধৎ। তত্রাক্ষ অক্ষমালা, ব্রহ্মসূত্রমুপবীতম্। ন ধৌতানি দদ্বাসাংসি যেন, ন রক্তং কৌতুকেন পীঠমাসনং যেন সচ সচ সঃ। জপশ্চ উচ্চারো মূত্রপুরীষোৎসর্গশ্চ তস্মিন্ বাগ্‌যতো মৌনী।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— মেঘলা ও কুশ সমূহ ধারণ করিয়া অক্ষমালা ব্রহ্মসূত্র অর্থাৎ উপবীত। দন্তধাবন ও বস্ত্র পরিস্কার করিবে না। কৌতুক বশতঃ রক্ত বস্ত্র পরিধান করিবে না ও রক্তবর্ণ আসনে বসিবে না। মন্ত্র জপকালে ও মূত্র-মল ত্যাগকালে মৌনী থাকিবে।। ২৩-২৪

রেতো নাবকিরেজ্জাতু ব্রহ্মব্রতধরঃ স্বয়ম্।
অবকীর্ণেঽবগাহ্যাপ্সু যতাসুস্ত্রিপদাং জপেৎ।। ২৫।।

অন্বয়ঃ— ব্রহ্মব্রতধরঃ (অগৃহস্থঃ) জাতু (কদাপি বুদ্ধিপূর্ব্বকং) রেতঃ (শুক্রং) ন অবকিরেৎ (নোৎসৃজেৎ) স্বয়ম্ অবকীর্ণে (শুক্রে স্বয়ং স্খলিতে সতি) অপ্সু (জলে) অবগাহ্য (স্নাত্বা) যতাসুঃ (কৃতপ্রাণায়ামঃ) ত্রিপদাং জপেৎ (গায়ত্রীজপং কুর্য্যাৎ)।। ২৫।।

অনুবাদ— ব্রহ্মচারী কখনও ইচ্ছাপূর্ব্বক শুক্র স্খলিত করিবেন না; যদি স্বয়ং স্খলিত হয়, তাহা হইলে জলে অবগাহনপূর্ব্বক প্রাণায়াম করিয়া গায়ত্রী জপ করিবেন।।

বিশ্বনাথ— রোতো নাবকিরেৎ বুদ্ধিপূর্ব্বকং নোৎসৃজেৎ, দৈবাৎ স্বয়মবকীর্ণে সতি অবগাহ্য স্নাত্বা যতাসুঃ কৃত প্রাণায়ামঃ। ত্রিপদাং গায়ত্রীম্।। ২৫।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— বুদ্ধিপূর্ব্বক রেতস্খলন করিবেনা, দৈবাৎ স্বয়ং স্খলিত হইলে স্নান করিয়া প্রাণায়াম ও গায়ত্রী জপ করিবে।। ২৫।।

অগ্ন্যর্কাচার্য্য-গো-বিপ্র-গুরু-বৃদ্ধ-সুরান্ শুচিঃ।
সমাহিত উপাসীত সন্ধ্যে দ্বে যতবাগ্ জপন্।। ২৬।।

অন্বয়ঃ— শুচিঃ সমাহিতঃ (একাগ্রচিত্তশ্চ) যতবাক্ (মৌনী সন্) জপন্ দ্বে সন্ধ্যে (প্রাতঃসায়ং নিমিত্তকসন্ধ্যাদ্বয়ম্) উপাসীত (আরাধয়েৎ, মধ্যাহ্নে সন্ধ্যানিমিত্তং মৌনং নাস্তি তথা) অগ্ন্যর্কাচার্য্যগোবিপ্রগুরুবৃদ্ধসুরান্ (অগ্ন্যাদীনুপাসীত)।। ২৬।।

অনুবাদ— শুচি, একাগ্রচিত্ত ও মৌনী হইয়া জপসহকারে প্রাতঃকালীন ও সায়ংকালীন সন্ধ্যাদ্বয়ের উপাসনা করিবেন এবং অগ্নি, সূর্য্য, আচার্য্য, গো, ব্রাহ্মণ, গুরু, বৃদ্ধ ও দেবগণের পূজা করিবেন।। ২৬।।

বিশ্বনাথ— সন্ধ্যে প্রাতঃসায়ং সন্ধ্যে ব্যাপ্য জপন্ যতবাগ্ ভবেদিতি মাধ্যাহ্নিকসন্ধ্যানিমিত্তং মৌনং নাস্তীতি জ্ঞাপিতম্।। ২৬।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— প্রাতঃকালে ও সায়ংকালে মৌন হইয়া জপ করিবে। মধ্যাহ্নকালীন সন্ধ্যার জন্য মৌন নাই, ইহাই জানাইলেন।। ২৬।।

আচার্য্যং মাং বিজানীয়ান্নাবমন্যেত কর্হিচিৎ।
ন মর্ত্ত্যবুদ্ধ্যাসূয়েত সর্ব্বদেবময়ো গুরুঃ।। ২৭।।

অন্বয়ঃ— আচার্য্যং মাং (মদভিন্নং আশ্রয়বিগ্রহং) বিজানীয়াৎ (অবগচ্ছেৎ) কর্হিচিৎ (কদাপি তং) ন অবমন্যেত (নাবজানীয়াৎ) মর্ত্ত্যবুদ্ধ্যা ন অসূয়েত (মনুষ্যজ্ঞানেন তস্য দোষদৃষ্টিং ন কুর্য্যাৎ, যতঃ) গুরুঃ সর্ব্বদেবময়ঃ (সর্ব্বদেবস্বরূপো ভবতি)।। ২৭।।

অনুবাদ— গুরুদেবকে আমার অভিন্ন আশ্রয়বিগ্রহ জানিবে। কখনও তাঁহার অবজ্ঞা বা মনুষ্য-জ্ঞানে দোষ দর্শন করিবে না, যেহেতু গুরু সর্ব্বদেব স্বরূপ।। ২৭।।

বিশ্বনাথ— আচার্য্যং মাং মদীয়ম্। অতএব "গুরুবরং মুকুন্দপ্রেষ্ঠত্বেন স্মরেৎ" ইত্যাদ্যুক্তিরপি সঙ্গচ্ছতে। সামান্য মনুষ্য বুদ্ধ্যা নাবমন্যেত।। ২৭।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— আচার্য্যকে মাং অর্থাৎ মদীয় বলিয়া জানিবে। অতএব 'গুরুদেবকে মুকুন্দ প্রেষ্ঠরূপে স্মরণ করিবে' ইত্যাদি উক্তিও সঙ্গত হয়। সামান্য মনুষ্য বুদ্ধিদ্বারা অবমাননা করিবে না।। ২৭।।

বিবৃতি— ভগবান্ যখন উপদেশকের পদবী করিয়া জীবের নিত্যমঙ্গল আকাঙ্ক্ষা করেন, তখন তিনি 'আচার্য্য-

নামে অভিহিত। উপদেশক আচার্য্যের অবমাননা করিলে বা তাঁহার সহিত শিষ্য বা শিক্ষার্থী আপনাকে সমজ্ঞান করিয়া তাঁহার সহিত অসূয়া বা স্পর্দ্ধা করিতে গেলে শিক্ষার্থী শিষ্যের শিক্ষকের প্রতি আস্থা না থাকায় ব্রত-সাফল্যের সম্ভাবনা নাই। সুতরাং উদ্দিষ্ট বিষয়লাভের জন্য আশ্রয় জাতীয় ভগবদ্‌বোধে শ্রীগুরুপাদপদ্মকে তদ্-বস্তুজ্ঞানে বিধিমত পূজা করিবে। তাঁহাকে বিষয়-জাতীয় ভগবান্ বলিয়া বিচার করিবার পরিবর্ত্তে বিষয়জাতীয় বিষ্ণুর সর্ব্বতোভাবে সেবনকারী আশ্রয়-জাতীয় তদ্‌বস্তু-ময় বলিয়া জানিতে হইবে।। ২৭।।

সায়ং প্রাতরুপানীয় ভৈক্ষ্যং তস্মৈ নিবেদয়েৎ।
যচ্চান্যদপ্যনুজ্ঞাতমুপযুঞ্জীত সংযতঃ।। ২৮।।

অন্বয়ঃ—প্রাতঃ সায়ং (চ) ভৈক্ষ্যং (ভিক্ষালব্ধ-মন্নাদিকং তথা) অন্যৎ অপি যৎ (সম্প্রাপ্তং তচ্চ) উপানীয় (সমীপমানীয়) তস্মৈ (আচার্য্যায়) নিবেদয়েৎ (উৎসৃজেৎ ততস্তেন) অনুজ্ঞাতম্ (অনুমতং বস্তু) সংযতঃ (সন্) উপ-যুঞ্জীত (স্বয়ং গৃহ্নীয়াৎ)।। ২৮।।

অনুবাদ— প্রাতঃ ও সায়ংকালে ভিক্ষালব্ধ অন্নাদি ও অন্যান্য যাবতীয় বস্তু গুরুর নিকট আনয়নপূর্ব্বক নিবেদন করিবে, অনন্তর তাঁহার অনুজ্ঞাত বস্তু স্বয়ং সংযতভাবে গ্রহণ করিবে।। ২৮।।

বিশ্বনাথ—ভৈক্ষ্যং ভিক্ষাসমূহং যচ্চান্যদপি প্রাপ্তং তদপি নিবেদয়েৎ। তেনানুজ্ঞাতমদনীয়ং উপযুঞ্জীত উপভুঞ্জীত।। ২৮।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— ভিক্ষাসমূহ এবং অন্য যাহা কিছু পাইবে তাহাও গুরুদেবকে নিবেদন করিবে। গুরুদেব কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া সকল বস্তু উপভোগ করিবে ও ভোজন করিবে।। ২৮।।

বিবৃতি—শ্রীগুরুপাদপদ্মের অনুগ্রহার্থী স্বয়ং ভোগীর সজ্জা গ্রহণ না করিয়া যাবতীয় ভোজ্য দ্রব্য স্বয়ং গ্রহণ করিবার পরিবর্ত্তে শ্রীগুরুদেবকে ভোজন করাইবেন এবং সংযত হইয়া তদবশেষ লাভ করিবেন। যে-কাল-পর্য্যন্ত পূর্ণ মাত্রায় ভগবানের সেবায় আত্মনিয়োগ না হয়, তৎ-কালাবধি আহৃত পদার্থ শ্রীগুরুদেবের নিকট অর্পণ করিবে। তিনি যে-কাল পর্য্যন্ত ভগবান্‌কে স্বয়ং নৈবেদ্য অর্পণ করিবার উপদেশ শিষ্যকে না দেন, তৎকালাবধি শিষ্য আহৃত দ্রব্য শ্রীগুরুদেবকেই নিবেদন করিবেন; কারণ শ্রীগুরুদেব কোন বস্তুই স্বয়ং বাট্‌পাড় হইয়া মধ্যবর্ত্তিস্থানে অপহরণ করেন না—সমস্ত দ্রব্য-দ্বারাই ভগবানের সেবায় বিধান করিয়া থাকেন। আত্মবঞ্চক ভগবানের ও শ্রীগুরুপাদপদ্মের নির্দ্দেশ উল্লঙ্ঘনপূর্ব্বক স্বয়ং ভোগ করিয়া অভক্ত হইয়া পড়ে। সুতরাং ব্রহ্মবিদ্যার স্ফূর্ত্তির অভাবে সঙ্কীর্ণতাই তাহাকে গ্রাস করে।। ২৮।।

শুশ্রূষমাণ আচার্য্যং সদোপাসীত নীচবৎ।
যানশয্যাসনস্থানৈর্নাতিদূরে কৃতাঞ্জলিঃ।। ২৯।।

অন্বয়ঃ—নীচবৎ শুশ্রূষমাণঃ (ভৃত্যবৎ সেবমানঃ) যানশয্যাসনস্থানৈঃ নাতিদূরে কৃতাঞ্জলিঃ (যান্তং পৃষ্ঠতো যানেন, নিদ্রিতমপ্রমত্ততয়া সমীপশয়নেন, বিশ্রান্তং পাদসংবাহনাদিভিঃ সমীপমাসনেন, আসীনং কৃতাঞ্জলিঃ নিয়োগপ্রতীক্ষয়া নাতিদূরেঽবস্থানেন) সদা (নিত্যকালম্) আচার্য্যম্ উপাসীত (আরাধয়েৎ)।। ২৯।।

অনুবাদ— গুরুসেবায় রত ব্যক্তি নীচের ন্যায় তাঁহার গমনকালে অনুগমন, নিদ্রাকালে অপ্রমত্তভাবে সমীপে শয়ন, বিশ্রামকালে পাদসংমর্দ্দনাদি ক্রিয়াসহকারে নিকটে অবস্থান এবং উপবেশনকালে কৃতাঞ্জলি হইয়া আদেশপ্রতীক্ষায় অদূরে অবস্থান করিয়া সর্ব্বদা গুরুদেবের আরাধনা করিবেন।। ২৯।।

বিশ্বনাথ—যানশয্যাসনস্থানৈরুপাসীতেতি গচ্ছন্তং গুরুমনু পৃষ্ঠতো গচ্ছেৎ। নিদ্রিতস্য তস্যানতিদূরেঽ-প্রমত্ততয়া শয়ীত, আসীনস্য তস্যাগ্রতঃ কৃতাঞ্জলিঃ সন্ আজ্ঞাং প্রতীক্ষমাণস্তিষ্ঠেদিত্যর্থঃ।। ২৯।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—যান শয্যা আসন ও অবস্থান-

কালে উপাসনা করিবে অর্থাৎ গমনকালে গুরুদেবের পশ্চাতে গমন করিবে, গুরুদেবের নিদ্রাকালে তাহার অল্পদূরে প্রমত্ত না হইয়া শয়ন করিবে তাঁহার আসনে তিনি অবস্থিত হইলে, তাহার অগ্রে করযোড় করিয়া আদেশের জন্য অপেক্ষা করিয়া থাকিবে ইহাই অর্থ।। ২৯-৩০।।

বিবৃতি— সকল ব্যবহারিক বিষয়ে সেব্য-সেবক-ভাবে অবস্থান করিয়া ভক্তিমান্ থাকাই আত্মমঙ্গল লাভের একমাত্র উপায়।

"অর্চ্চয়িত্বা তু গোবিন্দং তদীয়ান্নার্চ্চয়েত্তু যঃ।
ন স ভাগবতো জ্ঞেয়ঃ কেবলং দাম্ভিকঃ স্মৃতঃ।।"
—এই শ্লোক এতৎপ্রসঙ্গে আলোচ্য।। ২৯।।

**এবংবৃত্তো গুরুকুলে বসেদ্ ভোগবিবর্জ্জিতঃ।
বিদ্যা সমাপ্যতে যাবদ্বিভ্রদ্‌ব্রতমখণ্ডিতম্।। ৩০।।**

অন্বয়ঃ— যাবৎ বিদ্যা সমাপ্যতে (বেদপাঠসমাপ্তি-পর্য্যন্তম্) এবংবৃত্তঃ (পূর্ব্বোক্তাচার-সম্পন্নঃ) ভোগ-বিবর্জ্জিতঃ অখণ্ডিতং ব্রতম্ (অক্ষতব্রহ্মচর্য্যং) বিভ্রৎ (ধারয়ন্) গুরুকুলে বসেৎ।। ৩০।।

অনুবাদ— বেদপাঠ-সমাপ্তিকাল পর্য্যন্ত ভোগ-বর্জ্জন, পূর্ব্বোক্ত আচরণসমূহের পালন ও অক্ষত ব্রহ্মচর্য্য ধারণ করিয়া গুরুকুলে বাস করিবেন।। ৩০।।

বিবৃতি— গুরুকুলে বাস করিয়া অখণ্ডিত ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিবেন। সুখৈষণা-দ্বারা চালিত হইয়া ফল-ভোগতৎপর হইবেন না, তাহা হইলেই ব্রহ্মবিদ্যার পারঙ্গতি ঘটিবে; নতুবা সঙ্কীর্ণতা আসিয়া শিষ্যকে দাম্ভিক ও অহঙ্কারী করিয়া তুলিবে।। ৩০।।

**যদ্যসৌ ছন্দসাং লোকমারোক্ষ্যন্ ব্রহ্মবিষ্টপম্।
গুরবে বিন্যসেদ্দেহং স্বাধ্যায়ার্থং বৃহদ্‌ব্রতঃ।। ৩১।।**

অন্বয়ঃ— (ইদানীং নৈষ্ঠিকস্য বিশেষধর্ম্মানাহ),—অসৌ (ব্রহ্মচারী) যদি ছন্দসাং লোকং (মহর্লোকং ততঃ) ব্রহ্মবিষ্টপং (ব্রহ্মালোকঞ্চ) আরোক্ষ্যন্ (আরোঢুমিচ্ছতি তদা) বৃহদ্‌ব্রতঃ (বৃহন্নৈষ্ঠিকং ব্রতং যস্য স তথা সন্) স্বাধ্যায়ার্থং (সমধিকস্বধ্যায়ার্থমধীতনিষ্ক্রিয়ার্থঞ্চ) গুরবে দেহং বিন্যসেৎ সমর্পয়েৎ।। ৩১।।

অনুবাদ— উক্ত ব্রহ্মচারী যদি মহর্লোক ও তথা হইতে ব্রহ্মালোকে আরোহণ করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে নৈষ্ঠিকব্রত ধারণ করিয়া সমধিক অধ্যয়নের জন্য গুরুর নিকট আত্মসমর্পণ করিবেন।। ৩১।।

বিশ্বনাথ— এবমুপকুর্ব্বাণস্য ধর্ম্মানুক্তা নৈষ্ঠিকস্য বিশেষধর্ম্মানাহ,—যদীতি ষড়্‌ভিঃ। অসৌ ব্রহ্মচারী ছন্দসাং লোকং ব্রহ্মবিষ্টপং ব্রহ্মালোকঞ্চ আরোক্ষ্যন্ ভবেৎ তর্হি বৃহন্নৈষ্ঠিকং ব্রতং যস্য সঃ। গুরবে দেহং বিন্যসেৎ অধিক-স্বাধ্যায়ার্থমিত্যর্থঃ। বিষ্টপশব্দোঽয়ং পিষ্টপশব্দবদ্ভুবনবাচী দৃষ্টঃ।। ৩১।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— এইভাবে যে ব্রহ্মচারী পরে গৃহস্থ হইবে তাহার ধর্ম্ম বলিয়া, নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীর বিশেষ ধর্ম্মসমূহ বলিতেছেন ছয়টি শ্লোকদ্বারা। এই নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী ব্রহ্মালোকে ও বেদলোকে আরোহণ করিতে ইচ্ছুক হইলে বৃহৎ ব্রত অর্থাৎ নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী হইবে। তিনি গুরুদেবকে অধিক বেদ অধ্যয়নের জন্য দেহ দান করিবেন। 'বিষ্টপ' এই শব্দটি 'পিষ্টপ' শব্দের ন্যায় ভুবন অর্থে ব্যবহার দেখা যায়।। ৩১।।

বিবৃতি— কায়মনোবাক্যে গুরুসেবাই নিজমঙ্গল লাভের একমাত্র উপায় জানিবেন।। ৩১।।

**অগ্নৌ গুরাবাত্মনি চ সর্ব্বভূতেষু মাং পরম্।
অপৃথগ্ধীরুপাসীত ব্রহ্মবর্চ্চস্যকল্মষঃ।। ৩২।।**

অন্বয়ঃ— ব্রহ্মবর্চ্চস্বী (ব্রহ্মবর্চ্চো বেদাভ্যাসজাতং তেজস্তদ্বান্) অকল্মষঃ (নিষ্পাপঃ অপৃথগ্‌ধীঃ অভেদ-বুদ্ধিঃ সন্) অগ্নৌ গুরৌ আত্মনি (স্বস্মিন্) সর্ব্বভূতেষু চ (স্থিতমন্তর্য্যামিনং) পরং (পরমাত্মানং) মাম্ উপাসীত (আরাধয়েৎ)।। ৩২।।

অনুবাদ—ব্রহ্মতেজঃসম্পন্ন, নিষ্পাপ এবং অভেদ-বুদ্ধি হইয়া অগ্নি, গুরু, নিজ আত্মা ও সর্ব্বভূতে অবস্থিত পরমাত্মরূপী আমার উপাসনা করিবেন।।৩২।।

বিশ্বনাথ—ব্রহ্মবর্চ্চঃ বেদাভ্যাসজং তেজস্তদ্বান্।।৩২

টীকার বঙ্গানুবাদ— ব্রহ্মবর্চ্চ বেদ অভ্যাসজাত তেজস্বী।। ৩২।।

বিবৃতি— বেদাভ্যাসজনিত তেজঃসম্পন্ন হইলে জীব কখনও পাপে নিমগ্ন হ'ন না। তখন সঙ্কীর্ণ ভোগ্য নশ্বরপদার্থ-জ্ঞানে আপনাকে ভোক্তৃ-অভিমান না করিয়া নিত্যসেবক ও অবিচ্ছিন্ন-সেবা-রত জানিবেন।। ৩২।।

স্ত্রীণাং নিরীক্ষণস্পর্শ-সংলাপক্ষ্বেলনাদিকম্।
প্রাণিনো মিথুনীভূতানগৃহস্থোঽগ্রতস্ত্যজেৎ।। ৩৩।।

অন্বয়ঃ— (তস্যৈব বনস্থযতিসাধারণধর্ম্মানাহ)— অগৃহস্থঃ স্ত্রীণাং নিরীক্ষণস্পর্শসংলাপক্ষ্বেলনাদিকং (নিরীক্ষণং ভাবগর্ভং দর্শনং স্পর্শঃ সংলাপঃ সম্ভাষণং ক্ষ্বেলনং পরিহাসস্তান্ ভাবান্) ত্যজেৎ (তথা) মিথুনীভূতান্ (মৈথুনরতান্) প্রাণিনঃ অগতঃ ত্যজেৎ (ন পশ্যেদিত্যর্থঃ)।। ৩৩

অনুবাদ— গৃহস্থ ব্যতীত অন্য সকলে সর্ব্বপ্রথমে স্ত্রীলোকের প্রতি নিরীক্ষণ, স্পর্শন, সম্ভাষণ ও পরিহাস পরিত্যাগ করিবেন, মৈথুনরত প্রাণিগণের প্রতিও দৃষ্টিপাত করিবেন না।। ৩৩।।

বিশ্বনাথ—অগৃহস্থো ব্রহ্মচারী বানপ্রস্থঃ সন্ন্যাসী চ অগ্রতঃ প্রথমত এব মিথুনীভূতান্ প্রাণিনঃ পক্ষিকীটাদীন্।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— অগৃহস্থ ব্রহ্মচারী বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাসী প্রথমতঃই মিথুনীভূত পক্ষী কীট আদির মিথুন দর্শন ত্যাগ করিবে।। ৩৩।।

বিবৃতি—ভোগবুদ্ধিবশতঃ স্ত্রীলোকের দর্শন, স্পর্শন, বিশেষরূপে আলাপন, ক্রীড়া ও পরিহাসেচ্ছায় প্রমত্ত হইলে ব্রহ্মচারীর অমঙ্গল ঘটে। যোষিৎসঙ্গী মানবের এবং মানবেতর প্রাণিমধ্যে যোষিৎ ও তৎসঙ্গীর ক্রিয়া ও ক্রীড়াদি আলোচনা না করিয়া তাদৃশী মূঢ়তা পরিত্যাগ করিবে। অগৃহস্থ বলিলে ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ ও ভিক্ষুককে বুঝায়। গৃহস্থ অসংযত হইলেই 'গৃহব্রত' হইয়া পড়ে; গৃহস্থের অসংযত হইবার অনেক সময় যোগ্যতা থাকে। অবৈধ গৃহস্থই 'গৃহব্রত'-সংজ্ঞায় কথিত। গৃহস্থেতর আশ্রমে স্ত্রীদর্শনাদি ও প্রাণিগণের ব্যবহারিক ক্রিয়া-দর্শনাদির বিধি ও উপযোগিতা নাই।। ৩৩।।

শৌচমাচমনং স্নানং সন্ধ্যোপাস্তির্মমার্চ্চনম্।
তীর্থসেবা জপোঽস্পৃশ্যাভক্ষ্যাসম্ভাষ্যবর্জ্জনম্।।৩৪।।
সর্ব্বাশ্রমপ্রযুক্তোঽয়ং নিয়মঃ কুলনন্দন।
মদ্ভাবঃ সর্ব্বভূতেষু মনোবাক্কায়সংযমঃ।। ৩৫।।

অন্বয়ঃ—(হে) কুলনন্দন। (হে উদ্ধব।) শৌচম্ আচমনং স্নানং সন্ধ্যোপাস্তিঃ (ত্রিসন্ধ্যোপাসনা) মম (বিষ্ণোঃ) অর্চ্চনং তীর্থসেবা জপঃ অস্পৃশ্যাভক্ষ্যাসম্ভাষ্যবর্জ্জনম্ (অস্পৃশ্যানামভক্ষ্যানামসম্ভাষ্যানাঞ্চ ত্যাগঃ) সর্ব্বভূতেষু মদ্ভাবঃ (অন্তর্য্যামিনো মম জ্ঞানং) মনোবাক্কায়সংযমঃ (মনসোবাচঃ কায়স্য চ সংযমো নিগ্রহঃ) অয়ং সর্ব্বাশ্রম-প্রযুক্তঃ নিয়মঃ (আশ্রমসামান্যনিয়মো ভবতি)।।৩৪-৩৫

অনুবাদ— হে উদ্ধব। শৌচ, আচমন, স্নান, সন্ধ্যোপাসনা, বিষ্ণুপূজা, তীর্থসেবা, জপ, অস্পৃশ্য অভক্ষ্য ও অসম্ভাষ্য বিষয়ের বর্জ্জন, সর্ব্বভূতে অন্তর্য্যামিরূপে আমার জ্ঞান, মানসিক, বাচনিক ও কায়িক সংযম—এই সমস্ত ধর্ম্ম আশ্রমমাত্রেরই পালনীয়।। ৩৪-৩৫।।

এবং বৃহদ্‌ব্রতধরো ব্রাহ্মণোঽগ্নিরিব জ্বলন্।
মদ্ভক্তস্তীব্রতপসা দগ্ধকর্ম্মাশয়োঽমলঃ।। ৩৬।।

অন্বয়—এবং বৃহদ্‌ব্রতধরঃ (নৈষ্ঠিকব্রতাবলম্বী) ব্রাহ্মণঃ অগ্নিঃ ইব জ্বলন্ (ব্রহ্মবর্চ্চসা প্রকাশমানঃ) তীব্রতপসা দগ্ধকর্ম্মাশয়ঃ (দগ্ধঃ কর্ম্মাশয়োঽন্তঃকরণং যস্য তথাভূতঃ) অমলঃ (নিষ্কামঃ) (সন্) মদ্ভক্তঃ (ভবতি)।।৩৬

অনুবাদ— এইরূপে নৈষ্ঠিকব্রতাবলম্বী ব্রাহ্মণ ব্রহ্মতেজে অগ্নিতুল্য প্রকাশমান হইয়া তীব্রতপোবলে বাসনা-রাশির নাশ-হেতু নিষ্কাম ও মদ্‌ভক্ত হইয়া থাকেন।।৩৬।।

বিশ্বনাথ—নৈষ্ঠিকস্য নৈষ্কর্ম্ম্যপ্রকারমাহ,—এবমিতি।

টীকার বঙ্গানুবাদ— নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীর নিষ্কাম-ভাবের প্রকার বলিতেছেন।। ৩৬।।

বিবৃতি— ভগবদ্ভক্তগণ সর্ব্বতোভাবে নিষ্কাম ও জড়ভোগ হইতে সর্ব্বদা বহুদূরে অবস্থিত। কর্ম্মফল-ভোগাশা তাঁহারা বহুপূর্ব্বেই দগ্ধ করিয়াছেন। কৃষ্ণে উত্তরোত্তর সেবাপ্রবৃত্তি বর্দ্ধমানা হইলেই ফলভোগাশা বা ফলত্যাগপিপাসা ধ্বংস লাভ করে। তখন উত্তরোত্তর সেবোন্মুখতা-চন্দ্রিমা সেবকের হৃদয়াকাশকে আলোকিত করে।। ৩৬।।

অথানন্তরমাবেক্ষ্যন্ যথা-জিজ্ঞাসিতাগমঃ।
গুরবে দক্ষিণাং দত্ত্বা স্নায়াদ্‌গুর্ব্বনুমোদিতঃ।। ৩৭।।

অন্বয়— (উপকুর্ব্বাণস্য সমাবর্ত্তনপ্রকারমাহ) অথ (অনন্তরং) যথা-জিজ্ঞাসিতাগমঃ (যথাবদ্‌বিচারিত-বেদার্থো ব্রাহ্মণঃ) অনন্তরং (দ্বিতীয়াশ্রমম্) আবেক্ষ্যন্ (প্রবেষ্টুমিচ্ছন্) গুরবে দক্ষিণাং দত্ত্বা স্নায়াদ্‌গুর্ব্বনুমোদিতঃ (গুরুণানুজ্ঞাতঃ সন্) স্নায়াৎ (অভ্যঙ্গাদিকং কৃত্বা সমাবর্ত্তেতেত্যর্থঃ)।। ৩৭।।

অনুবাদ— অনন্তর ব্রাহ্মণ বেদার্থবিচার সমাপ্ত করিয়া যদি গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে গুরুদক্ষিণা প্রদানপূর্ব্বক তাঁহার অনুমতিক্রমে অভ্যঙ্গাদি করিয়া সমাবর্ত্তন করিবেন।। ৩৭।।

বিশ্বনাথ— উপকুর্ব্বাণস্য সমাবর্ত্তনপ্রকারমাহ,—অথেতি। আবেক্ষ্যন্ গৃহাশ্রমং প্রবেষ্টুমিচ্ছন্ যথাবদ্বি-চারিতবেদার্থঃ। স্নায়াদভ্যঙ্গাদিকং কৃত্বা সমাবর্ত্তেতেত্যর্থঃ।

টীকার বঙ্গানুবাদ— উপকুর্ব্বাণ অর্থাৎ গৃহস্থ হইতে ইচ্ছুক ব্রহ্মচারীর সমাবর্ত্তন প্রকার বলিতেছেন—গৃহা-শ্রমে প্রবেশ করিতে ইচ্ছুক যথাযথ বেদের অর্থ বিচার করিয়া অভ্যঙ্গাদি স্নান করিয়া গৃহে ফিরিবে।। ৩৭।।

বিবৃতি— অন্যাভিলাষিতা-যুক্ত হইলে মানব গৃহে প্রবেশ করায় গৃহব্রত হইয়া পড়ে। ভগবৎসেবার অভাব হইতেই অন্যাভিলাষিতা হয়। তখন কর্ম্মজ্ঞানাদির আব-রণে আবৃত হইবার রুচি আসিয়া জীবকে অভক্ত করিয়া ফেলে। আশ্রমোচিত বিধি-পালন অবশ্য-কর্ত্তব্য। আশ্রম-বিগর্হিত ক্রিয়া অমঙ্গলেরই কারণ হয়।

ছোট হরিদাসের এই প্রকার অপরাধই তাঁহার নির্ব্ব্যলীকতার ব্যাঘাতকারক ছিল। ভগবদ্ভক্তের পতন হয় না, কিন্তু ভগবৎসেবা-বৈমুখ্য ঘটিলে অপরাধ আসিয়া বদ্ধজীবের প্রমাদ ঘটায় ও অধঃপতন করায়।। ৩৭।।

গৃহং বনং বোপবিশেৎ প্রব্রজেদ্বা দ্বিজোত্তমঃ।
আশ্রমাদাশ্রমং গচ্ছেন্নান্যথামৎপরশ্চরেৎ।। ৩৮।।

অন্বয়ঃ— (তস্যাধিকারানুরূপমাশ্রমবিকল্প-সমু-চ্চয়াবাহ),—গৃহং বনং বা উপবিশেৎ (সকামশ্চেদ্‌গৃহ-মন্তঃকরণ-শুদ্ধ্যাদিনা অকামশ্চেদ্‌বনম্) উপবিশেৎ (প্রবিশেৎ) দ্বিজোত্তমঃ প্রব্রজেৎ বা (শুদ্ধান্তকরণঃ স চ দ্বিজোত্তমো ব্রাহ্মণশ্চেত্তদা প্রব্রজেৎ) আশ্রমাৎ (একস্মাদা-শ্রমাৎ যথাক্রমম্) আশ্রমম্ (আশ্রমান্তরং বা গচ্ছেৎ; অমৎপরঃ ন অন্যথা চরেৎ (মদ্ভক্তব্যতীতো জনঃ কদা-প্যন্যথা অনাশ্রমং প্রতিলোমঞ্চ নাচরেৎ, স্বভক্তস্যাশ্রম-নিয়মস্তু নাস্তীত্যর্থঃ)।। ৩৮।।

অনুবাদ— সকাম হইলে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম হইতে গৃহে কিম্বা নিষ্কাম হইলে বনে গমন করিবেন। নিষ্কাম ব্রাহ্মণ সন্ন্যাস গ্রহণ করিবেন। অথবা ক্রমানুসারে এক আশ্রম হইতে অন্য আশ্রমে গমন করিবেন। আমার অভক্ত পুরুষ এই নিয়ম লঙ্ঘন করিবেন না।। ৩৮।।

বিশ্বনাথ— তস্যাধিকারানুরূপমাশ্রমবিকল্পমাহ,—গৃহমিতি। সকামশ্চেৎ গৃহং, অন্তঃকরণশুদ্ধ্যা নিষ্কাম-শ্চেদ্বনং, স চ দ্বিজোত্তমো ব্রাহ্মণশ্চেৎ প্রব্রজেদিত্যর্থঃ। যদি চ কস্যচিন্মনোরথঃ স্যাত্তদা সমুচ্চয়মপি কুর্য্যাদিত্যাহ, আশ্রমাদিতি। ব্রহ্মচর্য্যানন্তরং গৃহাশ্রমং, ততো বনং ততঃ সন্ন্যাসমিত্যনুক্রমেণেত্যর্থঃ। নত্বন্যথা ব্যুৎক্রমেণ আশ্রম-রাহিত্যেন বা ন চরেৎ। 'অমৎপর ইতি বা ছেদঃ। স্বভক্ত-

স্যাশ্রমনিয়মাভাবস্য বক্ষ্যমাণত্বাদি'তি স্বামিচরণাঃ। তেন ভগবদ্ভক্তস্য ব্যুৎক্রমেণাশ্রমিতয়া অনাশ্রমিতয়া বা স্থিতৌ ন কোঽপি দোষ ইতি ভাবঃ।।৩৮।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— তাহার অধিকার অনুরূপ বিকল্প আশ্রম বলিতেছেন—ব্রহ্মচারী যদি সকাম হয় গৃহে ফিরিবে, অন্তঃকরণ শুদ্ধিদ্বারা নিষ্কাম হইলে বনবাসী হইবে, সেই দ্বিজোত্তম ব্রাহ্মণ হইলে সন্ন্যাস গ্রহণ করিবে, যদি কাহারও মনে ইচ্ছা হয়, তখন সকল করিতে পারে। ব্রহ্মচর্য্যের পর গৃহাশ্রম, তৎপরে বনবাসী, তৎপরে সন্ন্যাসী, এইক্রমে কিন্তু বিপরীত ক্রমে বা আশ্রম রহিত হইয়া ভ্রমণ করিবে না। অথবা আমাতে ভক্তিশূন্য হইয়া ভ্রমণ করিবে না। 'নিজ ভক্তের আশ্রম নিয়ম নাই' ইহা পরে বলিবেন এই হেতু। শ্রীধরস্বামিচরণ। সেইহেতু ভগবদ্ভক্তের বিপরীতক্রমে বা আশ্রমহীন হইয়া থাকিলেও কোন দোষ নাই।।৩৮।।

গৃহার্থী সদৃশীং ভার্য্যামুদ্বহেদজুগুপ্সিতাম্।
যবীয়সীন্তু বয়সা যাং সবর্ণামনুক্রমাৎ।।৩৯।।

অন্বয়ঃ— গৃহার্থী (গৃহাশ্রমাভিলাষী দ্বিজঃ) সদৃশীং (সবর্ণাম) অজুগুপ্সিতাং (কুলতো লক্ষণতশ্চানিন্দিতাং) বয়সা যবীয়সীং (কনিষ্ঠাং) ভার্য্যাম্ উদ্বহেৎ (পরিণয়েৎ) তু (কামতস্তু) যাম্ (অন্যামুদ্বহেৎ) সবর্ণাম্ অনু (তস্যা অনন্তরং) ক্রমাৎ (তত্রাপি বর্ণক্রমেণ তামুদ্বহেৎ)।।৩৯।।

অনুবাদ— গৃহাশ্রমাভিলাষী ব্রাহ্মণ সবর্ণা, অনিন্দিতা, বয়সে কনিষ্ঠা ভার্য্যার পাণিগ্রহণ করিবেন। কামতঃ অসবর্ণা কন্যার পাণিগ্রহণ করিলে তাহা সবর্ণা কন্যাগ্রহণের পশ্চাৎ বর্ণক্রমানুসারে করিবেন।।৩৯।।

বিশ্বনাথ— গৃহস্থধর্ম্মান্ বদন্নেব বর্ণধর্ম্মানপ্যাহ,—গৃহার্থীতি। যামন্যাং কামত উদ্বহেত্তামপি সবর্ণামনু প্রথমব্যূঢ়ায়াঃ সবর্ণায়া অনন্তরমেব, তত্রাপি ক্রমাদেব বর্ণক্রমেণৈবোদ্বহেদিত্যর্থঃ। "তিস্রো বর্ণানুপূর্ব্ব্যেণ দ্বে তথৈকা যথাক্রমম্। ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং ভার্য্যাঃ স্বাঃ শূদ্রজন্মনঃ" ইতি স্মৃতেঃ।।৩৯।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— গৃহস্থ ধর্ম্মসমূহকে বলিবার জন্যই বর্ণধর্ম্ম সমূহও বলিতেছেন—স্ত্রীকামী ব্যক্তি সমানবর্ণের কন্যাকে বিবাহ করিবে, ব্রাহ্মণ চারিবর্ণের কন্যাকে বিবাহ করিতে পারেন, ক্ষত্রিয় তিনবর্ণের, বৈশ্য দুইবর্ণের, শূদ্র কেবল একবর্ণের কন্যাকে বিবাহ করিতে পারে ইহাই স্মৃতি শাস্ত্রের অভিমত।।৩৯।।

ইজ্যাধ্যয়নদানানি সর্ব্বেষাঞ্চ দ্বিজন্মনাম্।
প্রতিগ্রহোঽধ্যাপনঞ্চ ব্রাহ্মণস্যৈব যাজনম্।।৪০।।

অন্বয়ঃ—ইজ্যাধ্যয়নদানানি সর্ব্বেষাং চ (ত্রৈবর্ণিকানামপি) দ্বিজন্মনাং (দ্বিজানামাবশ্যকধর্ম্মা ভবন্তি) প্রতিগ্রহঃ অধ্যাপনং যাজনং চ (বৃত্তিত্রয়ং) ব্রাহ্মণস্য এব (ভবতি নান্যয়োঃ ক্ষত্রবৈশ্যয়োরিত্যর্থঃ)।।৪০।।

অনুবাদ—ইজ্যা, অধ্যয়ন, দান—এইগুলি ত্রৈবির্ণিক দ্বিজমাত্রেরই আবশ্যক ধর্ম্ম। প্রতিগ্রহ, অধ্যাপন ও যাজন —এই বৃত্তিত্রয় কেবলমাত্র ব্রাহ্মণেরই জানিবে।।৪০।।

বিশ্বনাথ— ইজ্যাদীনি ত্রীণি ত্রৈবর্ণিকানামাবশ্যককৃত্যানি; প্রতিগ্রহাদীনি ত্রীণি বৃত্তির্ব্রাহ্মণস্যৈব।।৪০।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— ত্রৈবর্ণিক দ্বিজমাত্রের পূজা অধ্যয়ন দান অবশ্য কৃত্য। দান গ্রহণ আদি তিনটি কেবল ব্রাহ্মণেরই বৃত্তি দান গ্রহণ, অধ্যাপন ও যাজন।।৪০।।

বিবৃতি— সংস্কারবিশিষ্ট দ্বিজগণের অধ্যয়ন ও দান —এই তিন প্রকার বৃত্তি শোভনীয়া। দ্বিজাতির মধ্যে সর্ব্বোত্তম ব্রাহ্মণের যাজন, প্রতিগ্রহ ও অধ্যাপন—এই তিনটি অতিরিক্ত কৃত্য। ব্রাহ্মণের সাহায্য ব্যতীত বা ব্রাহ্মণ না থাকিলে অধ্যয়ন সম্ভব নহে, যজ্ঞানুষ্ঠানের উপদেশ-লাভের উপায় নাই এবং দানের সম্ভাবনা নাই। সুতরাং ব্রাহ্মণকে আশ্রয় করিয়াই ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণ স্ব-স্ব আশ্রমের কর্ত্তব্য পালনে সমর্থ হন।।৪০।।

প্রতিগ্রহং মন্যমানস্তপস্তেজোযশোনুদম্।
অন্যাভ্যামেব জীবেত শিলৈর্বা দোষদৃক্ তয়োঃ।।৪১

অন্বয়ঃ— (অথবা) প্রতিগ্রহং তপস্তেজোযশোনুদং (তপঃপ্রভৃতীনাং ক্ষতিকরং) মন্যমানঃ (জানন্) অন্যাভ্যাম্ (অধ্যাপনযাজনাভ্যাম্) এব জীবেত (বর্ত্তেত) তয়োঃ দোষদৃক্ (অধ্যাপনযাজনয়োরপি কার্পণ্যাদিদোষং পশ্যন্) শিলৈঃ বা (স্বামিত্যক্তৈঃ ক্ষেত্রপতিতৈঃ কণিশৈর্বা জীবেত)।

অনুবাদ—অথবা প্রতিগ্রহকে তপঃ, তেজঃ ও যশোনাশক মনে করিয়া অধ্যাপন ও যাজনদ্বারাই জীবিকানির্ব্বাহ করিবেন, যদি তাহাও দোষজনক মনে করেন, তাহা হইলে শিলবৃত্তিদ্বারা জীবিকা-নির্ব্বাহ করিবেন।।

বিশ্বনাথ— অন্যাভ্যাং যাজনাধ্যাপনাভ্যাং তয়োরপি দোষদৃক্ দোষঞ্চেৎ পশ্যেৎ তদা শিলৈঃ স্বামিত্যক্তৈঃ ক্ষেত্রপতিতৈঃ কণিশৈঃ।। ৪১।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— ব্রাহ্মণ যাজন ও অধ্যাপনা দ্বারা যদি কোন দোষ দেখে, তাহা হইলে 'শিল' অর্থাৎ ক্ষেত্রস্বামী পরিত্যক্ত ক্ষেত্রে পতিত শস্যকণা সংগ্রহ করিয়া জীবন ধারণ করিবেন।। ৪১।।

বিবৃতি— যাঁহারা প্রতিগ্রহ করিতে অনিচ্ছুক এবং প্রতিগ্রহবৃত্তিকে নিজ সম্মানের হানিজনক, তপস্যার বিঘাতক ও তেজের ক্ষীণতা-সাধক মনে করেন, তাঁহারা ভগবদনুগ্রহের উপর নির্ভর না করিয়া স্ব-স্ব-ভৃতি স্বতন্ত্রভাবে উপার্জ্জন করিবেন না, পরন্তু শরণাগত হইয়া ভগবৎপ্রদত্ত দ্রব্যাদির দ্বারা আত্মনির্ব্বাহ করিবেন। তাঁহারাই শ্রেষ্ঠ বিচারে প্রতিষ্ঠিত হরিভক্তিপরায়ণ হন।।৪১।।

ব্রাহ্মণস্য হি দেহোঽয়ং ক্ষুদ্রকামায় নেষ্যতে।
কৃচ্ছ্রায় তপসে চেহ প্রেত্যানন্তসুখায় চ।। ৪২।।

অন্বয়ঃ— ব্রাহ্মণস্য অয়ং দেহঃ ক্ষুদ্রকামায় (তুচ্ছকামোপভোগায়) ন ইষ্যতে হি (ন প্রার্থ্যত এব পরন্ত) ইহ চ (ইহাপি) কৃচ্ছ্রায় তপসে (কৃচ্ছ্রং কষ্টকরং তপঃ সাধয়িতুং তথা) প্রেত্য চ (পরলোকে চ) অনন্তসুখায় (অনন্তসুখমনুভবিতুমেবেষ্যতে)।। ৪২।।

অনুবাদ— ব্রাহ্মণের এই দেহ ক্ষুদ্রকামোপভোগের জন্য নহে, পরন্তু ইহলোকে কৃচ্ছ্র-তপঃ-সাধন এবং পরলোকে অনন্তসুখলাভই ইহার উদ্দেশ্য জানিবে।। ৪২।।

বিশ্বনাথ— ননু বিপ্রঃ কথং স্বয়মেবং ক্লিশ্যেত্তত্রাহ,—ব্রাহ্মণস্যেতি। কৃচ্ছ্রায় জীবিকাজনিতং কৃচ্ছ্রং প্রাপ্তুম্।। ৪২।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— প্রশ্ন। ব্রাহ্মণ কি কারণ স্বয়ং এইপ্রকার কষ্ট করিবেন? তাহার উত্তরে বলিতেছেন—ব্রাহ্মণের এই দেহ ক্ষুদ্র কামনা পূরণের জন্য নহে, এই জগতে কষ্ট সহিষ্ণু তপস্যা জন্য এবং পরলোকে অনন্ত সুখের জন্য।। ৪২।।

বিবৃতি— অধোক্ষজ-বিষয়ে দিব্যজ্ঞানলাভকারী ব্রাহ্মণ কখনও অন্যাভিলাষী হইয়া ভোগপর হ'ন না অথবা আত্মবঞ্চক হইয়া কৃচ্ছ্র তপস্যা করেন না। ভগবানের শরণাগত হওয়াকে যাঁহারা কৃচ্ছ্র তপস্যা বলিয়া জ্ঞান করেন, তাঁহারাই ভোগী হইয়া বা অপস্বার্থপর হইয়া মুমুক্ষার জন্য কৃচ্ছ্র তপস্যা করেন। কিন্তু ভগবদ্ভক্তগণ ভগবৎসেবা-প্রভাবে ভাবী নিত্যসুখের জন্যই অর্থাৎ কৃষ্ণপ্রীতির জন্য ক্ষুদ্র কাম আত্মসুখে জলাঞ্জলি দেন। ভোগী বা ত্যাগী হওয়া ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য নহে, পরন্তু ভগবৎ-সেবোন্মুখ হওয়াই একমাত্র কৃত্য।

"নাহং বন্দে", "নাস্থা ধর্ম্মে" ও "ন ধনং ন জনম্" প্রভৃতি শ্লোকত্রয়ের অর্থ অবগত হইলে অন্যাভিলাষের পরিবর্ত্তে ভগবদ্ভক্তিই একমাত্র আশ্রয়ণীয় বলিয়া ব্রাহ্মণ বুঝিতে পারেন।। ৪২।।

শিলোঞ্ছবৃত্ত্যা পরিতুষ্টচিত্তো
ধর্ম্মং মহান্তং বিরজং জুষাণঃ।
ময্যর্পিতাত্মা গৃহ এব তিষ্ঠন্
নাতি প্রসক্তঃ সমুপৈতি শান্তিম্।। ৪৩।।

অন্বয়ঃ— শিলোঞ্ছবৃত্ত্যা (উঞ্ছবৃত্তির্নাম বিপণ্যাদিপতিতকণোপাদানং তাং শিলবৃত্ত্যৈকীকৃত্য তয়া) পরিতুষ্টচিত্তঃ মহান্তম্ (আতিথ্যাদিরূপং) বিরজং (নিষ্কামং) ধর্ম্মং

জুষাণঃ (সেবমানঃ) ময়ি অর্পিতাত্মা (সমর্পিতচিত্তঃ) নাতিপ্রসক্তঃ (অনতিভোগপরো জনঃ) গৃহে এব (গৃহস্থাশ্রম এব) শান্তিং সমুপৈতি (মোক্ষং লভতে)।। ৪৩।।

অনুবাদ— শিলবৃত্তি ও উঞ্ছবৃত্তিদ্বারা পরিতুষ্ট হইয়া আতিথ্যাদি নিষ্কাম উত্তমধর্ম্মসমূহের সেবা-সহকারে আমার প্রতি চিত্ত সমর্পণ করিয়া অনতিভোগপরায়ণ পুরুষ গৃহাশ্রমেই মোক্ষলাভে সমর্থ হন।। ৪৩।।

বিশ্বনাথ—উঞ্ছবৃত্তির্নাম বিপণ্যাদিপতিতস্য কণিশস্যোপাদানম্। মহান্তমাতিথ্যাদিলক্ষণং ধর্ম্মম্।। ৪৩।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— উঞ্ছবৃত্তি অর্থাৎ বাজারে পতিত কণা কণা দ্রব্য সংগ্রহ করা, মহান্ত ধর্ম্ম আতিথ্যাদি লক্ষণ ধর্ম্ম।। ৪৩।।

বিবৃতি— শ্রীল ঠাকুর মহাশয় গৃহে বা বনে বাস করিয়া ভগবৎসেবা-পর থাকিবার অভিলাষী হওয়া জীবের পক্ষে শ্রেয়স্কর বলিয়াছেন। সকল প্রকার বর্ণাশ্রমধর্ম্মে উদাসীন হইয়া ভগবৎ-সেবা করাই কর্ত্তব্য—এই কথা সর্ব্বশাস্ত্রের সাররূপে কথিত হইয়াছে। কৃষ্ণ-সম্বন্ধে সকল বিষয় নির্ব্বন্ধ করিয়া যে-কোন বর্ণ বা আশ্রমের অবস্থানের পরিচয়ে অবস্থিত থাকিলে পরাশান্তিলাভের ব্যাঘাত হয় না। এতৎপ্রসঙ্গে যুক্তবৈরাগ্যের ও ফল্গু-বৈরাগ্যের শ্লোকদ্বয় আলোচ্য অর্থাৎ "অনাসক্তস্য" ও "প্রাপঞ্চিকতয়া" শ্লোকদ্বয়ের আলোচনা-ফলে শুদ্ধভক্তি উদিতা হ'ন। নতুবা অন্যাভিলাষিতা-কর্ম্ম জ্ঞানাদির আবরণ আসিয়া অনুকূলভাবে কৃষ্ণানুশীলন করিতে দেয় না। কর্ম্মপ্রবণ ব্রাহ্মণতায় ফলভোগ-কামনা ও নির্ব্বেদ-ব্রহ্মানুসন্ধান জীবের অমঙ্গল করায়। ঐ পরামর্শের আবরণ বৈরাগ্যের অপব্যবহার করায়।

"ন নির্ব্বিণ্ণো নাতিসক্তো ভক্তিযোগোঽস্য সিদ্ধিদঃ" এবং "নারাধিতো যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্" প্রভৃতি শ্লোক এতৎপ্রসঙ্গে আলোচ্য।। ৪৩।।

সমুদ্ধরন্তি যে বিপ্রং সীদন্তং মৎপরায়ণম্।
তানুদ্ধরিষ্যে নচিরাদাপদ্ভ্যো নৌরিবার্ণবাৎ।। ৪৪।।

অন্বয়ঃ— যে (জনাঃ) মৎপরায়ণং (মদ্ভক্তং) সীদন্তং (দারিদ্র্যেণ ক্লিশ্যন্তং) বিপ্রং (ব্রাহ্মণমন্যং বা যং কমপি মৎপরায়ণং জনং) সমুদ্ধরন্তি (দারিদ্র্যাদুত্তারয়ন্তি) নৌঃ অর্ণবাৎ ইব (নৌকা যথা সমুদ্রপতিতং জনমুত্তারয়তি তথাহমপি) তান্ (জনান্) আপদ্ভ্যঃ ন চিরাৎ (সত্বরম্) উদ্ধরিষ্যে (উত্তারয়ামীত্যর্থঃ)।। ৪৪।।

অনুবাদ— যাঁহারা দারিদ্র্যক্লিষ্ট মদীয়ভক্ত ব্রাহ্মণ বা অন্য কাহাকেও বিপদ্ হইতে উদ্ধার করেন, নৌকা যেরূপ সমুদ্রপতিত ব্যক্তিকে রক্ষা করে, আমিও সেইরূপ সেই সকল ব্যক্তিকে সমস্ত বিপদ্ হইতে সত্বর রক্ষা করিয়া থাকি।। ৪৪।।

বিশ্বনাথ— তাদৃশং বিপ্রং ভক্ত্যা ধনবিতরণেন সেবমানানাং ফলমাহ,—সমুদ্ধরন্তীতি। বিপ্রমিত্যুপলক্ষণং মৎপরায়ণং মদ্ভক্তং যং কমপি।। ৪৪।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—ভক্ত যে কাহাকেও সেবা করিলে আমি তাহাদিগকে উদ্ধার করি। নৌকা যেমন সমুদ্র পার করাইয়া দেয়, সেইরূপ বিপদ হইতে আমি তাহাদিগকে উদ্ধার করি।। ৪৪।।

বিবৃতি—ভবসমুদ্রে পতনযোগ্য জীবও যদি সৌভাগ্য-ক্রমে অদ্বয়-জ্ঞান ব্রজেন্দ্র-নন্দনের নিত্যসেবককে অন্যাভিলাষমুক্ত জ্ঞান করিয়া তাঁহার সেবা করেন, তাহা হইলে ভগবান্ স্বয়ং তাঁহাকে শিক্ষা অর্থাৎ উপদেশরূপা নৌকার দ্বারা ভবসমুদ্রে পতন হইতে উদ্ধার করেন। বিশ্রম্ভের সহিত গুরুসেবা ও তদনুগ বৈষ্ণবসেবা প্রভাবেই ভগবানের যাবতীয় শক্তির কথা অবগত হইয়া ভক্ত ভগবৎ-কৃপা লাভ করেন। 'জীবে দয়া' রহিত কীর্ত্তন-বিরোধী নিজমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী জনগণের অপেক্ষা কীর্ত্তনকারীকেই ভগবান্ অধিক দয়া করেন।। ৪৪।।

সর্বাঃ সমুদ্ধরেদ্রাজা পিতেব ব্যসনাৎ প্রজাঃ।
আত্মানমাত্মনা ধীরো যথা গজপতির্গজান্।। ৪৫।।

অন্বয়ঃ— (রাজ্ঞস্ত্বাবশ্যকমেতদিত্যাহ) গজপতিঃ

(হস্তি যূথপতিঃ) যথা গজান্ (যথা গজানন্যান্ স্বমপি চ রক্ষিত তথা) ধীরঃ (ধৈর্য্যযুক্তঃ) রাজা পিতা ইব ব্যসনাৎ (বিপদঃ) সর্ব্বাঃ প্রজাঃ (তথা) আত্মনা (স্বয়ম্) আত্মানং (স্বমপি) সমুদ্ধরেৎ (সংরক্ষেৎ)।। ৪৫।।

অনুবাদ— যূথপতি হস্তী যেরূপ যূথস্থিত সমস্ত হস্তীকে ও নিজকে রক্ষা করে, সেইরূপ ধীর নরপতিও পিতার ন্যায় বিপদ্ হইতে সমস্ত প্রজাগণকে এবং নিজকেও রক্ষা করিবেন।। ৪৫।।

বিশ্বনাথ— রাজ্ঞোঽপি ধর্ম্মমাহ,—সর্ব্বা ইতি। ধীরো ধৈর্য্যযুক্তো রাজা।। ৪৫।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— রাজারও ধর্ম্ম বলিতেছেন— পিতার ন্যায় রাজা প্রজা সকলকে বিপদ হইতে উদ্ধার করিবেন এবং ধৈর্য্যযুক্ত রাজা নিজেকে নিজে উদ্ধার করিবেন।। ৪৫।।

এবংবিধো নরপতির্বিমানেনার্কবর্চ্চসা।
বিধূয়েহাশুভং কৃৎস্নমিন্দ্রেণ সহ মোদতে।। ৪৬।।

অন্বয়ঃ— এবম্বিধঃ (আত্মপররক্ষণশীলঃ) নরপতিঃ ইহ (লোকে) কৃৎস্নম্ অশুভং (সর্ব্বপাপং) বিধূয় (বিনাশ্য) ইন্দ্রেণ সহ (স্বর্গলোকে) অর্কবর্চ্চসা (সূর্য্যবৎ-প্রদীপ্তেন) বিমানেন (দিব্যযানেন) মোদতে (রমতে)।।

অনুবাদ— এতাদৃশ নরপতি ইহলোকে সর্ব্বপাপ পরিহার পূর্ব্বক স্বর্গলোকে ইন্দ্রের সহিত সূর্য্যতুল্য প্রদীপ্ত বিমানে বিহার করিয়া থাকেন।। ৪৬।।

সীদন্ বিপ্রো বণিগ্‌বৃত্ত্যা পণ্যৈরেবাপদং তরেৎ।
খড়্গেন বাপদাক্রান্তো ন শ্ববৃত্ত্যা কথঞ্চন।। ৪৭।।

অন্বয়ঃ— সীদন্ (বিপ্রবৃত্ত্যা বর্ত্তিতুমসমর্থোদারিদ্র্য-ক্লিষ্টঃ) বিপ্রঃ বণিগ্‌বৃত্ত্যা (বৈশ্যবৃত্ত্যা তত্রাপি) পণ্যৈঃ এব (বিক্রয়ার্হৈরেব ন তু সুরালবণাদ্যৈঃ) আপদং তরেৎ (বিপদুত্তীর্ণো ভবেৎ), আপদা আক্রান্তঃ (তত্র বণিগ্ বৃত্ত্যাবপি বিপদ্‌গ্রস্তশ্চেত্তদা) খড়্গেন বা (ক্ষত্রিয়বৃত্ত্যা বা আপদং তরেৎ) কথঞ্চন (কথমপি) শ্ববৃত্ত্যা ন (নীচসেবয়া নাপদং তরেৎ)।। ৪৭।।

অনুবাদ— নিজবৃত্তিদ্বারা জীবিকানির্ব্বাহে অসমর্থ, দারিদ্র্যক্লিষ্ট বিপ্র বৈশ্যবৃত্তি গ্রহণপূর্ব্বক বিক্রয়ার্হ দ্রব্য-সমূহের বিক্রয়-দ্বারাই বিপদ হইতে উত্তীর্ণ হইবেন। বৈশ্যবৃত্তিতেও বিপ্রদ্‌গ্রস্ত হইলে খড়্গধারণ অর্থাৎ ক্ষত্রিয়বৃত্তি গ্রহণ করিবেন, পরন্তু কখনও শূদ্রবৃত্তি স্বীকার করিবেন না।। ৪৭।।

বিশ্বনাথ— সর্ব্বেষামাপদ্বৃত্তীরাহ,—সীদন্নিতি ত্রিভিঃ। পণ্যৈর্বিক্রয়ার্হৈরেব ন তু সুরালবণাদ্যৈঃ, আপদা-ক্রান্তো বিপদ্‌গ্রস্তঃ। খড়্গেন বেতি, যদ্যপি গৌতমো-ঽনন্তরাং পাপীয়সীং বৃত্তিমাতিষ্ঠেদিতি স্মরন্ খড়্গধারণং পণ্যবিক্রয়াৎ শ্রেষ্ঠং মন্যতে, তদপি হিংসাতো বণিগ্-বৃত্তিরেব শ্রেষ্ঠেতি ভগবতো মতং ন তু শ্ববৃত্ত্যা নীচসেবয়া।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— সকলবর্ণের আপৎকালে বৃত্তি বলিতেছেন তিনটি শ্লোকদ্বারা, বিক্রয় যোগ্য দ্রব্য সমূহের বিক্রয় দ্বারাই বিপ্র জীবন ধারণ করিবে, কিন্তু মদ্য ও লবণ বিক্রয় করিবে না। বিপৎকালেও অথবা খড়্গধারণ করিয়াও অর্থাৎ রাজবৃত্তি দ্বারা বিপৎকালে ব্রাহ্মণ জীবিকা ধারণ করিবেন। যদিও গৌতম ঋষি অতঃপর পাপীয়সী-বৃত্তির দ্বারা জীবন ধারণ করিয়াছিলেন, ইহা স্মরণ করিয়া খড়্গ ধারণ পণ্য বিক্রয় হইতে শ্রেষ্ঠ মনে করেন, তাহাও হিংসা বৃত্তি হইতে বাণিজ্য বৃত্তিই শ্রেষ্ঠ, ইহা শ্রীভগবানের মত। কিন্তু ব্রাহ্মণ নীচ জাতির সেবা দ্বারা জীবন ধারণ করিবেন না।। ৪৭।।

বৈশ্যবৃত্ত্যা তু রাজন্যো জীবেন্মৃগয়য়াপদি।
চরেদ্বা বিপ্ররূপেণ ন শ্ববৃত্ত্যা কথঞ্চন।। ৪৮।।

অন্বয়ঃ— রাজন্যঃ (ক্ষত্রিয়ঃ) আপদি তু (স্ববৃত্ত্যা জীবিকাসম্পাদনাযোগ্যকালে) বৈশ্যবৃত্ত্যা (বাণিজ্যেন) মৃগয়য়া বিপ্ররূপেণ (অধ্যাপনাদিনা) বা চরেৎ (বর্ত্তেত পরন্তু) কথঞ্চন শ্ববৃত্ত্যা ন (হীনসেবয়া কথমপি ন চরেৎ)।

অনুবাদ— ক্ষত্রিয় স্ববৃত্তিদ্বারা জীবিকা-সম্পাদনে অসমর্থ হইলে বৈশ্যবৃত্তি, মৃগয়া বা অধ্যাপনাদি ব্রাহ্মণবৃত্তি স্বীকার করিবেন; কিন্তু কোনরূপেই শূদ্রবৃত্তি স্বীকার করিবেন না।। ৪৮।।

বিশ্বনাথ— বিপ্ররূপেণ অধ্যাপনাদিনা।। ৪৮।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— ক্ষত্রিয় নিজ বৃত্তিদ্বারা জীবন ধারণে অসমর্থ হইলে বিপ্রবৃত্তি অধ্যপনাদি স্বীকার করিবেন।। ৪৮।।

শূদ্রবৃত্তিং ভজেদ্বৈশ্যঃ শূদ্রঃ কারুকটক্রিয়াম্।
কৃচ্ছ্রান্মুক্তো ন গর্হ্যেণ বৃত্তিং লিপ্সেত কর্ম্মণা।। ৪৯।।

অন্বয়ঃ— বৈশ্যঃ (বিপদি) শূদ্রবৃত্তিং (সেবাং তথা) শূদ্রঃ (বিপদি) কারুকটক্রিয়াং (কারবঃ প্রতিলোমজ-বিশেষাস্তেষাং বৃত্তিং কটাদিক্রিয়াং) ভজেৎ (গৃহ্নীয়াৎ, পরন্তু কোঽপি) কৃচ্ছ্রাৎ (বিপদঃ) মুক্তঃ (পরিত্রাতঃ সন্) গর্হ্যেণ (নিন্দনীয়েন) কর্ম্মণা বৃত্তিং ন লিপ্সেত (নেচ্ছেৎ)।

অনুবাদ— বৈশ্য বিপৎকালে শূদ্রবৃত্তি এবং শূদ্র কারুজাতীয় নীচ মানবগণের কটাদি-নির্ম্মাণ-বৃত্তি স্বীকার করিবেন, পরন্তু বিপন্মুক্ত হইলে কেহই কর্ম্মদ্বারা জীবিকা-নির্ব্বাহে ইচ্ছা করিবেন না।। ৪৯।।

বিশ্বনাথ— কৃচ্ছ্রন্মুক্তঃ সর্ব্ব এব।। ৪৯।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— বিপদ মুক্ত হইলে সকলেই নিজ নিজ বৃত্তি গ্রহণ করিবেন, নিন্দনীয় কর্ম্মদ্বারা জীবিকা অর্জ্জন করিতে ইচ্ছা করিবেন না।। ৪৯।।

বেদাধ্যায়স্বধাস্বাহা-বল্যন্নাদ্যৈর্যথোদয়ম্।
দেবর্ষিপিতৃভূতানি মদ্রূপাণ্যন্বহং যজেৎ।। ৫০।।

অন্বয়ঃ— (গৃহস্থস্যাবশ্যকান্ পঞ্চমহাযজ্ঞানাহ),— অন্বহং (প্রতিদিনং গৃহস্থং) যথোদয়ং (বিভবানুসারতঃ) বেদাধ্যায় স্বধা-স্বাহা-বল্যন্নাদ্যৈঃ দেবর্ষিপিতৃভূতানি (বেদাধ্যয়নং ব্রহ্মযজ্ঞস্তেন ঋষিন্, স্বধাকারেণ পিতৃন্, স্বাহাকারেণ দেবান্, বলিহরণেন ভূতানি, অন্নাদ্যৈরন্নোদকাদিভির্মনুষ্যানিতি জ্ঞাতব্যং) যজেৎ (আরাধয়েৎ)।।৫০

অনুবাদ— গৃহস্থ প্রতিদিন স্বীয় বিত্তানুসারে বেদ-পাঠদ্বারা ঋষিগণের, স্বধা-মন্ত্রদ্বারা পিতৃগণের, স্বাহা-মন্ত্রদ্বারা দেবগণের, উপহারবস্তুদ্বারা ভূতগণের এবং অন্ন, উদক প্রভৃতি দ্বারা মনুষ্যগণের আরাধনা করিবেন।। ৫০।।

বিশ্বনাথ— আপদ্বৃত্তিব্যবস্থামুক্ত্বা পুনর্গৃহাশ্রম-ধর্ম্মানাবশ্যকানাহ,— বেদাধ্যয়নেন ঋষিন্ স্বধাকারেণ পিতৃন্ স্বাহাকারেণ দেবান্ বলিহরণেন ভূতানি অন্নোদকাদ্যৈর্মনুষ্যান্, যথোদয়ং যথাবিভূতি যজেৎ, তেম্বপীশ্বর-দৃষ্টিং বিধত্তে মদ্রূপাণীতি।। ৫০।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— বিপদ কালে বৃত্তির ব্যবস্থা বলিয়া পুনঃরায় গৃহাশ্রম ধর্ম্ম বলিতেছেন—বেদ অধ্যয়ন দ্বারা ঋষিঋণ, তর্পণ আদি দ্বারা পিতৃঋণ, হোম দ্বারা দেবঋণ, কিঞ্চিৎ খাদ্য অর্পণদ্বারা ভূতঋণ, অন্ন ও জলাদি দ্বারা মনুষ্যঋণ—এইভাবে যথাশক্তি পঞ্চযজ্ঞ দ্বারা ঋণ-শোধ করিবেন। ঐ সকলের প্রতি ঈশ্বর-দৃষ্টি রাখিয়া প্রতি-দিন গৃহস্থ যজনা করিবে।। ৫০।।

যদৃচ্ছয়োপপন্নেন শুক্লেনোপার্জ্জিতেন বা।
ধনেনাপীড়য়ন্ ভৃত্যান্ ন্যায়েনৈবাহরেৎ ক্রতূন্।। ৫১

অন্বয়— যদৃচ্ছয়া উপপন্নেন (উদ্যমং বিনা প্রাপ্তেন) বা (অথবা) শুক্লেন (স্ববৃত্ত্যা) উপার্জ্জিতেন (লব্ধেন শুদ্ধেন) ধনেন ভৃত্যান্ (পোষ্যান্) অপীড়য়ন্ এব (তান্ পালয়ন্নেব) যথান্যায়ং (যথাশক্তি) ক্রতূন্ (যজ্ঞাদিধর্ম্মান্) আহরেৎ (আচরেৎ)।। ৫১।।

অনুবাদ— অনায়াসলব্ধ অথবা বিশুদ্ধ স্ববৃত্তিদ্বারা উপার্জ্জিত ধনে পোষ্যগণের পালন করিয়া যথাশক্তি যজ্ঞাদিধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবেন।। ৫১।।

বিশ্বনাথ—অনাবশ্যকান্ ধর্ম্মানাহ,—যদৃচ্ছয়েতি।

টীকার বঙ্গানুবাদ—অনাবশ্যক ধর্ম্ম সমূহ বলিতেছেন —অনায়াসে প্রাপ্ত অথবা ন্যায়ভাবে অর্জ্জিত, ভৃত্যগণকে পীড়া না দিয়া, ন্যায়ভাবে যজ্ঞাদি কর্ম্ম করিবে।। ৫১।।

কুটুম্বেষু ন সজ্জেত ন প্রমাদ্যেৎ কুটুম্ব্যপি।
বিপশ্চিন্নশ্বরং পশ্যেদদৃষ্টমপি দৃষ্টবৎ।। ৫২।।

অন্বয়ঃ— কুটুম্বী অপি (গৃহস্থোবহুস্বজনযুক্তোঽপি) কুটুম্বেষু ন সজ্জেত (নাসক্তো ভবেৎ) ন প্রমাদ্যেৎ (ঈশ্বর-নিষ্ঠায়াং প্রমত্তো ন ভবেৎ) বিপশ্চিৎ (বিদ্বান্ জনঃ) অদৃষ্টম্ অপি (স্বর্গাদিকমপি) দৃষ্টবৎ নশ্বরং পশ্যেৎ (বিচারেণ লৌকিকভোগবদ্ বিনাশশীলং জানীয়াৎ)।। ৫২।।

অনুবাদ— গৃহস্থ বহু স্বজনযুক্ত হইলেও তাহাদের প্রতি আসক্ত হইবেন না, ঈশ্বর-নিষ্ঠায় সর্ব্বদা সাবধান থাকিবেন এবং বিদ্বান্ পুরুষ স্বর্গাদি পারলৌকিক ভোগকেও ঐহিকভোগের ন্যায় বিনাশশীল জানিবেন।। ৫২।।

বিশ্বনাথ— কর্ম্মস্বনাসক্তস্য জ্ঞানিগৃহস্থস্য ধর্ম্মানাহ,—কুটুম্বেষ্বিতি চতুর্ভিঃ। অনাসক্তোঽপি ভগবৎস্মরণাদৌ ন প্রমাদ্যেৎ, কুটুম্ব্যপি নশ্বরং পশ্যেৎ, দৃষ্টবৎ দৃষ্টং ঐহিকং নশ্বরমিব অদৃষ্টং পারলৌকিকমপি নশ্বরং পশ্যেৎ। উভয়ত্রাপি নিস্পৃহো ভবেদিতি ভাবঃ।। ৫২।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— কর্ম্মে অনাসক্ত জ্ঞানী গৃহস্থের ধর্ম্মসমূহ বলিতেছেন চারিটি শ্লোকদ্বারা। অনাসক্ত ব্যক্তিও ভগবৎ-শরণাদি না ভুলিয়া, কুটুম্বগণকে অনিত্য জানিয়া যে কোন দৃষ্টবস্তুকে এই জগতের অনিত্যের ন্যায়, পারলৌকিক অদৃষ্টবস্তুকেও অনিত্য জানিবে। ইহপর-লোকের সকল বস্তুতে বাঞ্ছাশূন্য হইবে। ইহাই ভাবার্থ।।

বিবৃতি— উচ্চাবচবৃত্তি অবলম্বনপূর্ব্বক কুটুম্ব-পোষণে প্রসক্ত হওয়া উচিত নহে। আপনাকে কুটুম্বগণের পালক ও বন্ধুজ্ঞানে কুটুম্বিতাই জীবের ধর্ম্ম, এই প্রকার ভ্রান্ত ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি ভগবদ্বৈমুখ্য সংগ্রহ করিবেন না। ইহজগতে অবস্থানকালে যেরূপ বস্তুর ও ব্যাপারসমূহের নশ্বরতা বা তাৎকালিকতা দৃষ্ট হয়, তদ্রূপ পরলোকে সুখভোগাদিকেও নশ্বর বলিয়া জানিবেন। 'নশ্বর' শব্দে অস্থায়ী, তাৎকালিক-প্রতীতি-বিশিষ্ট অবস্থানমাত্র জানিতে হইবে।

গুণ-কর্ম্ম-বিভাগক্রমে যে গুণকর্ম্মাশ্রয়ে বর্ণ-বিশেষে অবস্থান বা আশ্রমবিশেষের উপযোগিতা, তাহাতে বিপদ্ উপস্থিত হইলে তন্নিম্ন-বৃত্তি অবলম্বন কর্ত্তব্য। কিন্তু তজ্জন্য অতিনিম্ন শূদ্রবৃত্তি অবলম্বন করা কর্ত্তব্য নহে। প্রকৃতি জন যেরূপ-ভাবে অবস্থান করিলে তাহার তারতম্যগত অবস্থান করা সঙ্গত, তাহা বিচার করিয়া সেরূপভাবে বিষয় স্বীকার করিবে। অনিত্যবস্তুতে প্রসক্তি ইহকাল ও পরকাল,—উভয়কালেই পরিহার করা কর্ত্তব্য।। ৫২।।

পুত্রদারাপ্তবন্ধূনাং সঙ্গমঃ পান্থসঙ্গমঃ।
অনুদেহং বিয়ন্ত্যেতে স্বপ্নো নিদ্রানুগো যথা।। ৫৩।।

অন্বয়ঃ— পুত্রদারাপ্তবন্ধূনাং সঙ্গমঃ (সমাগমঃ) পান্থসঙ্গমঃ (পান্থানাং প্রপায়াং সঙ্গম ইব ক্ষণিক ইত্যর্থঃ) নিদ্রানুগঃ (নিদ্রানুবর্ত্তী) স্বপ্নঃ যথা (নিদ্রাপায়ে নশ্যতি তথা) এতে (পুত্রাদয়োঽপি) অনুদেহং (প্রতিদেহং) বিয়ন্তি (নশ্যন্তি)।। ৫৩।।

অনুবাদ— পুত্র, দার, আপ্ত, বন্ধু প্রভৃতির সহিত সমাগম পানীয়শালায় পথিকগণের সমাগমের ন্যায় ক্ষণিক জানিবে। নিদ্রাকালবর্ত্তী স্বপ্নদৃষ্ট-পদার্থ যেরূপ নিদ্রাবসানে বিনষ্ট হইয়া যায়, সেইরূপ পুত্রাদিও দেহা-বসানের সঙ্গে সঙ্গেই নষ্ট হইয়া যায়।। ৫৩।।

বিশ্বনাথ— পান্থসঙ্গমঃ পান্থানাং প্রপায়াং সঙ্গম-তুল্যঃ। অনুদেহং প্রতিদেহং বিয়ন্তি মমতাস্পদীভূতাঃ পুত্রাদয়ো নশ্যন্তি, নিদ্রানুগো নিদ্রানুবর্ত্তী স্বপ্নো যথেতি নশ্বরত্বাংশে দৃষ্টান্তঃ। মমতাস্পদত্বস্য মিথ্যাত্বান্মিথ্যাত্বে বা।। ৫৩।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— স্ত্রীপুত্র আপ্ত বন্ধুগণের সমা-গমকে পান্থশালার সঙ্গতুল্য জানিবে। প্রতিদেহকে মমতাস্পদ পুত্রাদি নষ্ট হইতেছে, নিদ্রাকালে স্বপ্ন যেমন অনিত্য, সেইরূপ মমতাস্পদ বস্তু সকলও মিথ্যা হেতু মমতাহীন হইবে।। ৫৩।।

বিবৃতি— জাগতিক প্রতীতিতে যে পুত্র, স্ত্রী, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধুবান্ধববর্গ আছেন, সকলকেই আত্মীয়-জ্ঞান

নিদ্রিতাবস্থার তাৎকালিক-প্রতীতি-সদৃশমাত্র। নিদ্রাকালে যেরূপ বস্তুসান্নিধ্য ও লাভাদি বর্ত্তমান এবং নিদ্রাভঙ্গে যেরূপ ঐ প্রীতির অভাব, তদ্রূপ নশ্বর বস্তুসমূহে আসক্তি বর্দ্ধিত হইলে উহাদের নশ্বরত্ব উপলব্ধি না হওয়া পর্য্যন্ত নিত্যবৃত্তির কোন ধারণাই হয় না। যে-কাল পর্য্যন্ত নশ্বর ভোগ-প্রবৃত্তির অকিঞ্চিৎকরতা উপলব্ধ না হয়, তৎকালাবধি জীবের 'অহংমম'-ভাব-বিচার পরিত্যক্ত হয় না। আবার যে-কাল পর্য্যন্ত তিনি জানিতে পারেন যে, তাঁহার নিদ্রাকালের জড়তা, তাঁহার জাগরকালের অনুভূতির সহিত সংশ্লিষ্ট, সে-পর্য্যন্তও তাঁহার ভোগের ঘোর বা জড়তা তাঁহাকে পরিত্যাগ করে না।

যেকাল পর্য্যন্ত জীব বালকৃষ্ণের উপাসনা না করেন, তৎকালাবধি তাঁহার নশ্বরপুত্রাদির প্রতি আসক্তি সম্পূর্ণভাবে দূর হয় না। যে-কাল পর্য্যন্ত মধুর রতির বৃত্তি আত্মধর্ম্মে উদিত না হয় এবং কৃষ্ণের মাধুর্য্যলীলায় রুচি না জন্মে, তৎকাল পর্য্যন্ত নশ্বর-ভোগপ্রবৃত্তি-চালিত হইয়া জীবের সমাবর্ত্তনাদি ক্রিয়াদ্বারা সংসার-আবাহনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধ হয়। যে-কাল পর্য্যন্ত বদ্ধজীব-হৃদয়ে শ্রীদামাদি সখাগণের ন্যায় কৃষ্ণ-সেবা-প্রবৃত্তি-রহিত জড়ভোগবাসনা-রূপ বন্ধুসংগ্রহ-পিপাসা প্রবল থাকে, তৎকালাবধি পান্থশালায় অবস্থানকারিগণের বন্ধুসংগ্রহের ন্যায় অকিঞ্চিৎকর প্রয়াস তাহাদিগকে পরিহার করে না। যদবধি কৃষ্ণসেবা-প্রবৃত্তি উদিত না হয়, তৎকালাবধি জীবের আপনাকে ভোক্তা জানিয়া অপরের নিকট হইতে সেবা-গ্রহণ-পিপাসার অকিঞ্চিৎকরতা উপলব্ধ হয় না। অল্পকালস্থায়ী পথে চলিতে চলিতে যে-সকল রতি বা রসের উদয় হয়, তাহাতে আবদ্ধ থাকা নিদ্রাভঙ্গের পর নিদ্রালস্য-নিবন্ধন জাড্যমাত্র।

ঐহিক ও পারত্রিক বিচারে ভোগপ্রবৃত্তি নিত্যকৃষ্ণ-সেবাপ্রবৃত্তি না হওয়ায় বদ্ধজীবের জড়তা স্তব্ধ হয় না।।

ইত্থং পরিমৃশন্মুক্তো গৃহেষ্বতিথিবদ্বসন্।
ন গৃহৈরনুবধ্যেত নির্ম্মমো নিরহঙ্কৃতঃ।। ৫৪।।

অন্বয়ঃ— ইত্থং পরিমৃশন্ (বিচারয়ন্) অতিথিবৎ গৃহেষু বসন্ (তিষ্ঠন্) নির্ম্মমঃ (মমতাবুদ্ধিহীনঃ) নিরহঙ্কৃতঃ (অভিমানরহিতশ্চ) মুক্তঃ (জনঃ) গৃহৈঃ ন অনুবধ্যেত (ন বদ্ধো ভবেৎ)।। ৫৪।।

অনুবাদ— যিনি এইরূপ বিচার করিয়া মমতা ও অভিমান পরিহারপূর্ব্বক অতিথির ন্যায় গৃহে বাস করেন, তিনি গৃহদ্বারা আবদ্ধ হন না।। ৫৪।।

বিশ্বনাথ— মুক্তঃ অনাসক্তঃ।। ৫৪।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—মুক্ত অর্থাৎ অনাসক্ত।। ৫৪

বিবৃতি— জগৎ অনিত্য—এরূপ বিচার করিয়া শরীরধারণ ও শরীরকে গৃহে অবস্থাপন এবং শরীর-রক্ষণার্থ অহঙ্কার ও জড়বস্তুতে মমতা পরিত্যাগপূর্ব্বক অতিথির ন্যায় জগতে বাস করিবে। কৃষ্ণসেবা-পর না হইলে জড়ভোগের অহঙ্কার ও আপনাকে ভোক্তার অভিমান হইতে নির্ম্মুক্ত করা যায় না। 'আমি কৃষ্ণের' ও 'আমার কৃষ্ণ'—এই উপলব্ধির পূর্ব্ব পর্য্যন্ত জীব গৃহব্রতধর্ম্মে অবস্থিত হইয়া তাঁহার নিজ অহঙ্কার, দেহ ও বন্ধুবান্ধব প্রভৃতিতে আসক্ত থাকে। সুতরাং অনাসক্ত হইয়া গৃহে বা বনে— যেরূপ আশ্রমে হউক, অবস্থান-পূর্ব্বক হরিভজন করিলেই সর্ব্বপ্রকারে মঙ্গল হইবে। নতুবা 'আমি অমুক আশ্রমে বা অমুক বর্ণের ব্যক্তি' এইরূপ অজ্ঞানে অর্থাৎ দেশকালে অবস্থিত পাত্রবিশেষ-রূপে স্ত্রীপুরুষাভিমানে ব্যস্ত থাকিলে, তাঁহাকে 'গৃহব্রত'ই বলা হইবে। 'অনাসক্তস্য বিষয়ান্' ও 'প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা' শ্লোকদ্বয়ের উপলব্ধির অভাবে জীব কর্ম্ম ও জ্ঞানকাণ্ডে রত হন। কর্ম্মজ্ঞানাবরণ পরিত্যাগ করিয়া অনুকূলভাবে কৃষ্ণানুশীলন করিলেই জীবের নিত্যকৃষ্ণ-দাস্য প্রবল থাকে। তখন অন্ধের দর্শনের ন্যায় বর্ণাশ্রমে অবস্থানকারী ও ভোগীর অন্যতম প্রভৃতি বিচারে তিনি জগতের নিকট পরিদৃষ্ট হইবেন না।। ৫৪।।

কর্ম্মভির্গৃহমেধীয়ৈরিষ্ট্বা মামেব ভক্তিমান্।
তিষ্ঠেদ্বনং বোপবিশেৎ প্রজাবান্ বা পরিব্রজেৎ।। ৫৫

অন্বয়ঃ— ভক্তিমান্ (গৃহস্থঃ) গৃহমেধীয়ৈঃ (গৃহস্থোচিতৈঃ) কর্ম্মভিঃ মাম্ এব ইষ্ট্বা (আরাধ্য) তিষ্ঠেৎ (গৃহে এব তিষ্ঠেৎ) বনং বা উপবিশেৎ (প্রবিশেৎ) প্রজাবান্ (যদি প্রজাবান্ তদা) পরিব্রজেৎ বা (সন্ন্যাসং বা স্বীকুর্য্যাৎ)।। ৫৫।।

অনুবাদ— ভক্ত গৃহস্থ গৃহস্থোচিত কর্ম্মসমূহদ্বারা আমার আরাধনা করিয়া গৃহে বাস অথবা বনে প্রবেশ করিবেন কিম্বা পুত্রবান্ হইলে সন্ন্যাস স্বীকার করিবেন।।

বিশ্বনাথ— তত্রাপি জ্ঞানে স্পৃহাবতস্তথা ভক্তাবকাশপ্রাপ্ত্যর্থং কলত্রপুত্রাদিপ্রতারকস্য ভক্তস্য বা আশ্রমবিকল্পমাহ,—কর্ম্মভিরিতি।। ৫৫।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— সে স্থলেও জ্ঞানে স্পৃহাযুক্ত এবং ভক্তিতে অবকাশ প্রাপ্তির জন্য স্ত্রীপুত্রাদিতে প্রতারণাকারী বা ভক্তের আশ্রয় বিকল্প বলিতেছেন—আমাতে ভক্তিমান ব্যক্তি গৃহস্থ কর্ম্মসমূহের দ্বারা আমাকে ভক্তি করিয়া গৃহে থাকিবে বা বনে যাইবে বা সন্ন্যাস করিবে।। ৫৫।।

বিবৃতি— গৃহমেধি-জনগণ যেরূপ অর্চ্চনাদি করেন, তদ্দ্বারা আমার প্রতি শুদ্ধভক্তিমান্ হওয়াই উহার ফল। প্রব্রজ্যাই করুন, গৃহস্থই থাকুন বা বনেই বাস করুন,—এইসকল কর্ম্মাগ্রহিতায় আবদ্ধ থাকিলে ভগবদ্ভক্ত হওয়া যায় না। আবার ঐপ্রকার মূঢ়ব্যক্তিগণের দর্শনে বর্ণাশ্রমের কোন এক প্রকার অবস্থায় অবস্থিত দৃষ্ট হওয়া সত্ত্বেও তাঁহার প্রকৃত ভগবদ্ভক্ত হইবার বাধা নাই। সুতরাং সকলেরই ভগবৎসেবাপর হওয়াই কর্ত্তব্য।। ৫৫।।

যস্ত্বাসক্তমতির্গেহে পুত্রবিত্তৈষণাতুরঃ।
স্ত্রৈণঃ কৃপণধীর্মূঢ়ো মমাহমিতি বধ্যতে।। ৫৬।।

অন্বয়ঃ— যঃ তু (গৃহস্থঃ) স্ত্রৈণঃ কৃপণধীঃ (ক্ষুদ্রবুদ্ধিঃ) মূঢ়ঃ (অবিবেকী) পুত্রবিত্তৈষণাতুরঃ (পুত্রবিত্তাদিসন্ধানরতঃ সন্) গেহে আসক্তমতিঃ (গৃহাসক্তচিত্তো ভবেৎ সঃ) মম অহম্ ইতি (পুত্রাদিষু মমত্বজ্ঞানেন শরীরে চাহং জ্ঞানেন) বধ্যতে (বদ্ধো ভবতি)।। ৫৬।।

অনুবাদ— যে গৃহস্থ স্ত্রৈণ, ক্ষুদ্রবুদ্ধি, বিবেকশূন্য ও পুত্রবিত্তাদি-সন্ধানরত হইয়া গৃহে আসক্ত হন, তিনি অহং-মম-জ্ঞানে আবদ্ধ হইয়া থাকেন।। ৫৬।।

বিশ্বনাথ— গৃহাদ্যাসঙ্গে দোষমাহ,—যস্ত্বিতি ত্রিভিঃ।। ৫৬।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— গৃহাদিতে আসক্ত হইলে দোষ বলিতেছেন তিনটি শ্লোকদ্বারা।। ৫৬।।

বিবৃতি— অনাসক্ত হইয়া যিনি হরিভজন না করেন, তাঁহার 'অহং'-'মম' ভাবময় নামাপরাধ থাকায় তিনি ভক্তের কাচ কাচিলেও তাঁহার বদ্ধ-দশা হইতে পরিত্রাণলাভ ঘটে না।। ৫৬।।

অহো মে পিতরৌ বৃদ্ধৌ ভার্য্যা বালাত্মজাত্মজাঃ।
অনাথা মামৃতে দীনাঃ কথং জীবন্তি দুঃখিতাঃ।। ৫৭।।

অন্বয়ঃ— অহো মে (মম) বৃদ্ধৌ পিতরৌ (জনকজনন্যৌ) বালাত্মজা (বালা আত্মজা যস্যাঃ সা) ভার্য্যা আত্মজাঃ (পুত্রাশ্চ) মাং ঋতে (বিনা) অনাথাঃ দুঃখিতাঃ দীনাঃ (চ সন্তঃ) কথং জীবন্তি (জীবিষ্যন্তি)।। ৫৭।।

অনুবাদ— "অহো আমার বৃদ্ধ পিতা-মাতা, শিশুসন্তানযুক্তা ভার্য্যা এবং পুত্রগণ আমা ব্যতীত দীন, দুঃখিত ও অনাথ হইয়া কিরূপে জীবিত থাকিবে"।।৫৭

বিশ্বনাথ— বন্ধমেবাভিনয়েন দর্শয়তি,—অহো ইতি। বাল একো মাসিক আত্মজো যস্যাঃ সা। অহো মদ্বিরহিতা পারক্য-পেষণাদিবৃত্ত্যাপি জীবিতুমসমর্থেতি ভাবঃ। আত্মজা দ্বিত্রবার্ষিকাঃ প্রজাশ্চ, মাং বিনা অনাথাঃ কথং জীবিষ্যন্তীতি।। ৫৭।।

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।
একাদশে পঞ্চদশঃ সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্।।
ইতি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠক্কুরকৃতা শ্রীমদ্ভাগবত একাদশস্কন্ধে পঞ্চদশাধ্যায়ের সারার্থদর্শিনী টীকা সমাপ্তা।

টীকার বঙ্গানুবাদ— বন্ধনকেই অভিনয়দ্বারা দেখাইতেছেন—অহো বালকটি একমাসের ঐরূপ স্ত্রীকে

ছাড়িয়া কিরূপে যাইব? অহো! আমার বিরহে পরের সেবা দ্বারা জীবিকা ধারণ করিতে অসমর্থা পুত্র-কন্যাদি দুই তিন বৎসরের আমাকে ছাড়িয়া অনাথ হইয়া কিরূপে বাঁচিবে? এইরূপ সংসারাসক্ত ব্যক্তি মনে করে।। ৫৭।।

ইতি ভক্তচিত্তের আনন্দদায়িনী সারার্থদর্শিনী টীকার একাদশস্কন্ধের সজ্জন সম্মত সপ্তদশ অধ্যায় সাধুগণের সঙ্গে সমাপ্ত হইলেন।

ইতি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর বিরচিত শ্রীমদ্ভাবতের একাদশ-স্কন্ধের সপ্তদশ অধ্যায়ের সারার্থদর্শিনী টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্তা।

এবং গৃহাশয়াক্ষিপ্তহৃদয়ো মূঢ়ধীরয়ম্।
অতৃপ্তস্তাননুধ্যায়ন্ মৃতোঽন্ধং বিশতে তমঃ।। ৫৮।।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামেকাদশস্কন্ধে শ্রীভগবদুদ্ধব-সংবাদে বর্ণাশ্রমবিভাগো নাম সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ।। ১৭।।

অন্বয়ঃ— গৃহাশয়া (গৃহবাসনয়া) এবম্ আক্ষিপ্ত-হৃদয়ঃ (বিক্ষিপ্তচিত্তঃ) অতৃপ্তঃ (অপূর্ণচিত্তঃ) অয়ং মূঢ়ধীঃ (অবিবেকঃ পুমান্) তান্ (আত্মীয়ান্) অনুধ্যায়ন্ (অনুক্ষণং চিন্তয়ন্) মৃতঃ (সন্) অন্ধং তমঃ (অতিতামসীং যোনিং) বিশতে (লভতে)।। ৫৮।।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে সপ্তদশোঽধ্যায়স্যান্বয়ঃ।

অনুবাদ— অবিবেকী পুরুষ গৃহবাসনায় এইরূপে বিক্ষিপ্তচিত্ত ও অতৃপ্ত হইয়া আত্মীয়গণের চিন্তা করিতে করিতে মৃত্যুর পরে অতিতামসী যোনি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।। ৫৮।।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধের সপ্তদশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

বিবৃতি— যাহারা ভোগপরায়ণ হইয়া কৃষ্ণসেবায় সর্ব্বেন্দ্রিয় নিযুক্ত না করিয়া ইতরবস্তুর ভোগে আসক্ত থাকে, তাহারাই মনে করে যে, 'আমার বৃদ্ধ পিতামাতা শিশুসন্তানবতী ভার্য্যা ও শিশুসন্তানগুলি আমার অভাবে অনাথ ও দুঃখিত হইয়া আমাকে কর্ত্তব্য-বিচলিত জ্ঞানে নিন্দা করিবে' এবং এই প্রকার আশঙ্কায়ই তাহারা তাহাদের দিনযাপন করিবে। ফলে, তত্তদ্ধ্যান-নিমগ্ন বদ্ধজীব শরীর-পতনান্তে অন্তিমে অধম-যোনি লাভ করিবে।। ৫৭-৫৮।।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধের সপ্তদশ অধ্যায়ের বিবৃতি সমাপ্ত।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধের পঞ্চদশ অধ্যায়ের গৌড়ীয় ভাষ্য সমাপ্ত।

অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ

শ্রীভগবানুবাচ

বনং বিবিক্ষুঃ পুত্রেষু ভার্য্যাং ন্যস্য সহৈব বা।
বন এব বসেচ্ছান্তস্তৃতীয়ং ভাগমায়ুষঃ।। ১।।

গৌড়ীয় ভাষ্য

অষ্টাদশ অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবের নিকট বান-প্রস্থ ও সন্ন্যাস-ধর্ম্ম এবং অধিকার-বিশেষে তদ্গত ধর্ম্মের বিশেষ বর্ণন করিয়াছেন।

বানপ্রস্থাবলম্বী পত্নীকে গৃহে পুত্রের নিকট রাখিয়া অথবা সঙ্গে লইয়া জীবনের তৃতীয়ভাগ শান্ত-চিত্তে বনে বাস করিবেন। বনজাত কন্দ-ফল-মূলাদি, অগ্নিপক্ক অন্নাদি অথবা কাল-পক্ক ফলাদি তাঁহার আহার্য্য; আর বল্কল, তৃণ, পত্র বা মৃগচর্ম্ম তাঁহার পরিধেয় দ্রব্য। তাঁহার পক্ষে কেশ, রোম, নখ, শ্মশ্রু ও গাত্রমল ধারণ, ত্রিসন্ধ্যা স্নান, ভূমিতে শয়ন, গ্রীষ্মকালে চতুর্দ্দিকে চারিটি অগ্নি প্রজ্জ্বা-লনপূর্ব্বক প্রখর আতপে তন্মধ্যবর্ত্তি স্থানে, বর্ষাকালে

বারিপাতমধ্যে এবং শীতকালে জলে আকণ্ঠ নিমজ্জিত করিয়া অবস্থানপূর্ব্বক তপশ্চর্য্যাদি—বিধি; এবং দন্ত-ধাবন, এক সময়ে সঞ্চিত দ্রব্য অন্য সময়ে গ্রহণ ও পশু-মাংসদ্বারা ভগবানের আরাধনা সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ। এই প্রকার কৃচ্ছ্রসাধনদ্বারা যাবজ্জীবন অতিবাহিত করিলে তপোলোক লাভ হয়।

জীবনের চতুর্থ ভাগ সন্ন্যাসের নিমিত্ত। কর্ম্মফল-জনিত পরিণাম-দুঃখকর ব্রহ্মালোকপর্য্যন্ত যাবতীয় লোকে সম্যগ্‌ভাবে বিরাগ উপস্থিত হইলে যজ্ঞদ্বারা ভগবদা-রাধন, ঋত্বিক্‌কে সর্ব্বস্ব-দান ও আত্মমধ্যে অগ্নিসমূহের আরোপপূর্ব্বক নিরপেক্ষচিত্তে সন্ন্যাস-গ্রহণ বিধেয়। সন্ন্যাসীর পক্ষে স্ত্রী-সঙ্গ বা স্ত্রী-দর্শন বিষ-ভক্ষণ অপেক্ষাও অধিক অনিষ্টকর। তিনি আপৎকাল ব্যতীত অন্য সময় কৌপীনের পরিমাণ বা কৌপীন-আচ্ছাদন-পরিমাণ-মাত্র বস্ত্র, দণ্ড ও কমণ্ডলু ব্যতীত অপর দ্রব্য ধারণ করিবেন না। প্রাণিহিংসা সম্পূর্ণরূপে বর্জ্জন করিয়া কায়-মনো-বাক্যে সংযমী হইবেন এবং অনাসক্ত ও আত্মনিষ্ঠ হইয়া একাকী পবিত্র গিরি, নদী, বন, দেশ প্রভৃতি স্থানে ভ্রমণ-পূর্ব্বক ভগবানের স্মরণ করিবেন, বিজন অথচ নির্ভয় স্থানে অবস্থান করিবেন, চতুর্বর্ণের মধ্যে অভিশপ্ত, পতিত ব্যক্তিগণের গৃহ ব্যতীত অনির্দ্দিষ্ট সপ্তগৃহে ভিক্ষা করিয়া যথালব্ধ অন্ন পবিত্রভাবে ভগবানের নিকট নিবেদনপূর্ব্বক মহাপ্রসাদ গ্রহণ করিবেন এবং সর্ব্বদাই স্মরণ রাখিবেন যে, বিষয়াভিলাষই বন্ধন আর মাধবের সেবায় বিষয় নিযুক্ত করাই মোক্ষ। জ্ঞান-বৈরাগ্য-রহিত, অজিত-কামাদিষড়্‌বর্গ ও প্রবল ইন্দ্রিয়-তাড়িত হইয়া কেবলমাত্র জীবিকানির্ব্বাহের নিমিত্ত ত্রিদণ্ড গ্রহণ করিলে আত্মঘাতীর ফল ব্যতীত আর কিছুই লাভ হয় না।

রমহংস বিধি-নিষেধের অধীন নহেন। তিনি বাহ্য-বিষয়ে বিরক্ত এবং মোক্ষাদি-বিষয়ে সম্পূর্ণরূপে আকাঙ্ক্ষারহিত হইয়া ভগবদ্‌ভক্ত হন। তিনি বিবেকী হইয়াও বালকের ন্যায় মানাপমান-বুদ্ধিশূন্য, নিপুণ হইয়াও জড়ের ন্যায় বিচরণশীল, বিদ্বান্ হইয়াও উন্মত্তের ন্যায় বাক্যালাপপরায়ণ এবং বেদনিষ্ঠ হইয়াও অনির্দ্দিষ্ট আচরণশীল। তিনি অপরের দুর্বাক্য সহ্য করেন, কাহারও প্রতি অবজ্ঞা-প্রদর্শন, শত্রুতা আচরণ বা বৃথা তর্ক করেন না। তিনি সর্ব্বভূতে পরমেশ্বর এবং পরমেশ্বরে সর্ব্বভূত দর্শন করেন। ভজনের দেহরক্ষার্থ তিনি অনায়াস-লব্ধ উত্তম বা অধম অন্ন, বস্ত্র ও শয্যা স্বীকার করিয়া থাকেন। ঐ দেহ-রক্ষার্থ তিনি আহারের জন্য চেষ্টা-বিশিষ্ট হইলেও লাভে হৃষ্ট বা অলাভে বিষণ্ণ হন না। ঈশ্বর বিধি-নিষেধের অনধীন হইয়াও যে-প্রকার স্বেচ্ছাক্রমে বিবিধ কার্য্যাদি করেন, সেই প্রকার তিনি বিধি-নিষেধের অনধীন ভাবেই কার্য্যাদি করিয়া থাকেন। ভগবদ্বিষয়-জ্ঞানে ভেদপ্রতীতি সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হইলেই দেহাবসানে সার্ষ্টি-নাম্নী মুক্তি লাভ হয়।

আত্মমঙ্গলেচ্ছু ব্যক্তি শ্রীগুরুদেবের শরণাপন্ন হইয়া শ্রদ্ধাযুক্ত, অসূয়া-রহিত ও ভক্তিপ্লুত চিত্তে ভগবৎস্বরূপ-জ্ঞানে তাঁহার সেবা করিবেন। ব্রহ্মচারীর পক্ষে গুরু-সেবা, গৃহস্থের পক্ষে ভূতরক্ষা ও যজ্ঞ, বানপ্রস্থের পক্ষে তপস্যা এবং সন্ন্যাসীর পক্ষে শম ও অহিংসাই প্রধান ধর্ম্ম। ব্রহ্মচর্য্য (গৃহস্থের পক্ষে ঋতুকালে ভার্য্যাগমন ব্যতীত অপর সময়ে), তপঃ, শৌচ, সন্তোষ, সর্ব্বভূতে মৈত্রী এবং সর্ব্বোপরি ভগবদারাধনা নিখিল জীবের ধর্ম্ম। অন্য-ভজনরহিত হইয়া স্বধর্ম্মানুসারে সর্ব্বদা ভগবানের সেবা ও সর্ব্বভূতে অন্তর্য্যামি-রূপে ভগবানের অবস্থান-বিষয়ে চিন্তা করিলে দৃঢ়া ভগবদ্ভক্তি লাভ হয়। কর্ম্মকাণ্ডিগণ যে-কার্য্যদ্বারা পিতৃলোকাদি লাভ করেন, ভগবদ্ভক্তিযুক্ত হইলে সেই কার্য্যদ্বারাই পরমা মুক্তি লাভ হইয়া থাকে।

অন্বয়ঃ— শ্রীভগবান উবাচ,—বনং বিবিক্ষুঃ (বানপ্রস্থকামী পুমান্) পুত্রেষু ভার্য্যাং ন্যস্য (রক্ষণার্থং সংস্থাপ্য) বা (অথবা ভার্য্যয়া) সহ এব শান্তঃ (ভূত্বা) আয়ুষঃ তৃতীয়ং ভাগং (পঞ্চসপ্ততিবর্ষপর্য্যন্তং) বনে এব বসেৎ (তিষ্ঠেৎ)।। ১।।

অনুবাদ—শ্রীভগবান্ বলিলেন,—বানপ্রস্থাভিলাষী ব্যক্তি পুত্রগণের নিকট ভার্য্যাকে রক্ষা করিয়া অথবা

ভার্য্যার সহিতই শান্তচিত্তে জীবনের তৃতীয়ভাগ বনে অবস্থান করিবেন।। ১।।

বিশ্বনাথ—

অষ্টাদশেঽব্রবীদ্ধর্ম্মং বনস্থন্যাসিনোঃ ক্রমাৎ।
ভক্তস্যানাশ্রমিত্বঞ্চ ধর্ম্মং সাধারণং তথা।।

ক্রমপ্রাপ্তান্ বনস্থধর্ম্মানাহ,—বনমিতি। আয়ুষস্তৃতীয়ং ভাগং পঞ্চসপ্ততিবর্ষপর্য্যন্তম্। ততঃ পরং সন্ন্যাসেঽধিকারঃ।। ১।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— এই অষ্টাদশ অধ্যায়ে ক্রমে বনবাসী ও সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম ভক্তগণের অনাশ্রমত্ব এবং সাধারণ ধর্ম্মের কথা বলিয়াছেন।

উক্তক্রমে বনবাসীর ধর্ম্ম বলিতেছেন—আয়ুর তৃতীয় ভাগ পঁচাত্তোর বৎসর পর্য্যন্ত বনবাসী থাকিবে, তৎপরে সন্ন্যাসে অধিকার।। ১।।

বিবৃতি— মনুষ্যের আশ্রম-অবস্থা চারিটি, তম্মধ্যে বানপ্রস্থ তৃতীয়াবস্থা। এই অবস্থায় ভার্য্যা-সহ বনগমন অথবা পুত্রের নিকট ভার্য্যার শুশ্রূষার ভার অর্পণ করিয়া স্বয়ং বনে গমন করিতে হয়। মানবের জীবন শতবর্ষ হইলে ৫১ বৎসর হইতে ৭৫ বৎসর পর্য্যন্ত বনবাস বিহিত। অধুনাতন ৬০ বৎসর সাধারণতঃ মনুষ্যের আয়ু হইলে ৩০-৪৫ বৎসর পর্য্যন্ত বানপ্রস্থ ধর্ম্ম পালনীয়।। ১

কন্দমূলফলৈর্বন্যৈর্মেধ্যৈর্বৃত্তিং প্রকল্পয়েৎ।
বসীত বল্কলং বাসস্তৃণপর্ণাজিনানি বা।। ২।।

অন্বয়ঃ— বন্যৈঃ (বনজাতৈঃ) মেধ্যৈঃ (পবিত্রৈঃ) কন্দমূলফলৈঃ বৃত্তিং (জীবিকাং) প্রকল্পয়েৎ (কুর্য্যাৎ) বল্কলং বাসঃ (বসনং) তৃণপর্ণাজিনানি বা (তৃণানি বা পর্ণানি বা মৃগচর্ম্ম বা) বসীত (পরিদধীত)।। ২।।

অনুবাদ— বনজাত পবিত্র কন্দ-মূল-ফলদ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ এবং বল্কল, তৃণ, পত্র বা মৃগচর্ম্ম পরিধান করিবেন।। ২।।

বিশ্বনাথ— বসীত পরিদধীত।। ২।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—'বসীত' পরিধান করিবে।। ২।।

বিবৃতি—এই আশ্রমে মেধ্য ফলমূলদ্বারা জীবিকা-নির্ব্বাহ এবং অজিন ও বল্কলাদি পরিধান কর্ত্তব্য। মনু-সংহিতায় ৬ষ্ঠ অঃ ১৪ শ্লোক—

"বর্জ্জয়েন্মধুমাংসঞ্চ ভৌমানি কবকানি চ।
ভূস্তৃণং শিগ্রুকঞ্চৈব শ্লেষ্মাতকফলানি চ।।

অর্থাৎ মক্ষিকাহৃত মধু, পশুমাংস, বেঙের ছাতা, সজিনার ডাঁটা ও শাক এবং শ্লেষ্মা-নাশক ফলসমূহ অমেধ্যজ্ঞানে পরিত্যাজ্য।। ২।।

কেশরোমনখশ্মশ্রুমলানি বিভৃয়াদ্দতঃ।
ন ধাবেদপ্সু মজ্জেত ত্রিকালং স্থণ্ডিলেশয়ঃ।। ৩।।

অন্বয়ঃ— কেশরোমনখশ্মশ্রুমলানি (কেশাদীন্) বিভৃয়াৎ (ধারয়েৎ) দতঃ (দন্তান্) ন ধাবেৎ (ন শোধয়েৎ) ত্রিকালম্ অপ্সু মজ্জেত (মুষলবৎ স্নায়াৎ) স্থণ্ডিলেশয়ঃ (ভূমিশায়ী চ স্যাৎ)।। ৩।।

অনুবাদ— কেশ, রোম, নখ, শ্মশ্রু ও গাত্রমল ধারণ করিবেন, দন্তধাবন করিবেন না, ত্রিকালে স্নান করিবেন এবং ভূমিতে শয়ন করিবেন।। ৩।।

বিশ্বনাথ— দতো দন্তান্ ন ধাবেৎ। মজ্জেৎ মুষলবৎ স্নায়াৎ।। ৩।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— দন্তধাবন করিবে না। মুষলের ন্যায় স্নান করিবে।। ৩।।

বিবৃতি— ক্ষৌরকার-স্পর্শ বানপ্রস্থের ধর্ম্ম নহে। দন্তধাবনাদিতে কালক্ষেপ কর্ত্তব্য নহে। দৈনিক বারত্রয় স্নান ও ভূমিতে শয়ন কর্ত্তব্য।। ৩।।

গ্রীষ্মে তপ্যেত পঞ্চাগ্নীন্ বর্ষাস্বাসারষাড়্জলে।
আকণ্ঠমগ্নঃ শিশির এবং বৃত্তস্তপশ্চরেৎ।। ৪।।

অন্বয়ঃ— গ্রীষ্মে পঞ্চ অগ্নীন্ তপ্যেত (উপরি সূর্য্যরূপমগ্নিং চতুর্দ্দিশঞ্চাগ্নিচতুষ্টয়মিতি পঞ্চাগ্নীন্ কৃত্বা

স্বদেহং তাপয়েৎ) বর্ষাসু আসারষাট্ (আসারং ধারা-সম্পাতং সহত ইতি তথা অভ্রাবকাশং নাম ব্রতং চরেৎ) শিশিরে (শীতকালে) জলে আকণ্ঠমগ্নঃ (সনুদকবাসং নাম ব্রতং চরেৎ) এবং বৃত্তঃ (এবমাচারযুক্তঃ সন্) তপঃ চরেৎ (কুর্য্যাৎ)।। ৪।।

অনুবাদ— গ্রীষ্মে চতুর্দ্দিকে অগ্নিচতুষ্টয় এবং উর্দ্ধদেশস্থ সূর্য্যদেবকে পঞ্চম অগ্নিরূপে কল্পিত করিয়া এই পঞ্চাগ্নির উত্তাপ গ্রহণ করিবেন। বর্ষাকালে বৃষ্টিধারা সহ্য করিবেন এবং শীতকালে জলে আকণ্ঠ নিমজ্জিত থাকিবেন। এইরূপে তপশ্চর্য্যা করিবেন।। ৪।।

বিবৃতি— কর্ম্মকাণ্ডীর গ্রীষ্মকালে পঞ্চতপা সাধন ও বর্ষাকালে অভ্রাবকাশ নামক ব্রত ও হেমন্তে আর্দ্র-বসনে অবস্থান কর্ত্তব্য। মনুসংহিতা ৬ষ্ঠ অঃ ২৩ শ্লোক এতৎপ্রসঙ্গে আলোচ্য।

বানপ্রস্থকালে হরিভজনই মূল প্রয়োজন বলিয়া পঞ্চরাত্র বলেন,—

“আরাধিতো যদি হরিস্তপসা ততঃ কিং
নারাধিতো যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্।
অন্তর্বহির্যদি হরিস্তপসা ততঃ কিং
নান্তর্বহির্যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্”।। ৪।।

**অগ্নিপক্বং সমশ্নীয়াৎ কালপক্বমথাপি বা।
উলূখলাশ্মকুট্টো বা দন্তোলূখল এব বা।। ৫।।**

অন্বয়ঃ— অগ্নিপক্বম্ (অগ্নিনা পক্বমন্নাদি) তথাপি বা (কিম্বা) কালপক্বং (কালেন পক্বং ফলাদিকং) সমশ্নীয়াৎ (ভক্ষয়েৎ) উলূখলাশ্মকুট্টঃ বা (উলূখলেন বা অশ্মনা প্রস্তরেণ বা কুট্টয়তি কণ্ডয়তীতি তথা বা) দন্তোলূখলঃ এব বা (দন্তা এবোলূখলং যস্য স তথা বা ভবেৎ)।। ৫।।

অনুবাদ— অগ্নিপক্ব অন্নাদি অথবা কালপক্ব ফলাদি ভক্ষণ করিবেন। উলূখল বা প্রস্তরদ্বারা আহার্য্যাদি কুট্টিত করিবেন। অথবা দন্ত দ্বারাই উলূখলের কার্য্য করিবেন।।

বিশ্বনাথ— উলূখলেনাশ্মনা বা কুট্টয়তি খণ্ডয়তীতি সঃ, দন্তা এবোলূখলং যস্য সঃ।। ৫।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— উলূখলদ্বারা বা পাথর দ্বারা কুটিয়া খণ্ড করিবে, অথবা দন্তসমূহই উদূখল।। ৫।।

বিবৃতি— কালপক্ব ফলাদি ভক্ষণ এবং পাচিত দ্রব্যাদি গ্রহণ কর্ত্তব্য। দন্তের দ্বারা চর্ব্বণ করিয়া উলূখলের কার্য্য নির্ব্বাহ করা আবশ্যক। প্রস্তরনির্ম্মিত উলূখলদ্বারা প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি পেষণ বা চূর্ণ করিয়া লওয়া যাইতে পারে।। ৫।।

**স্বয়ং সঞ্চিনুয়াৎ সর্ব্বমাত্মনো বৃত্তিকারণম্।
দেশকালবলাভিজ্ঞো নাদদীতান্যদাহৃতম্।। ৬।।**

অন্বয়ঃ— দেশকালবলাভিজ্ঞঃ (দেশকালবলানুসারী সন্) আত্মনঃ (স্বস্য) বৃত্তিকারণং (জীবিকাসাধনং) সর্ব্বম্ (এব বস্তু) স্বয়ং সঞ্চিনুয়াৎ (স্বয়মেবাহরেৎ) অন্যদা (কালান্তরে) আহৃতং (সঞ্চিতং বস্তু কালান্তরে) ন আদদীত (ন স্বীকুর্য্যাৎ, কিন্তু কষ্টে দেশে আপৎকালে চাতিদৌর্ব্বল্যে চ নায়ং নিয়মঃ)।। ৬।।

অনুবাদ— দেশ, কাল ও বল বিচারপূর্ব্বক তদনুসারে স্বীয় জীবিকা-সাধনোপযোগী সর্ব্ববস্তু স্বয়ংই আহরণ করিবেন। এক সময়ে সঞ্চিত বস্তু অন্য সময়ে গ্রহণ করিবেন না।। ৬।।

বিশ্বনাথ— বৃত্তিকারণং জীবিকাহেতুং ফলপুষ্পাদি অন্যদা কালান্তরে আহৃতং কালান্তরে নাদদীত, কিন্তু দেশকালবলাভিজ্ঞ ইতি কষ্টে দেশে, আপৎকালে চ অতিদৌর্ব্বল্যে চ নায়ং নিয়মঃ।। ৬।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— বৃত্তিকারণ অর্থাৎ জীবিকা হেতু ফল পুষ্পাদি এক সময় আহরণ করিয়া অন্য সময় গ্রহণ করিবে না। কিন্তু দেশ কাল বল জানিয়া অর্থাৎ কষ্টপ্রদ-দেশে আপৎকালে, অতিদুর্ব্বল শরীরে, এই নিয়ম নাই।।

বিবৃতি— নিজ কার্য্যের জন্য অপরের সাহায্য গ্রহণ করা কর্ত্তব্য নহে; যেহেতু অপরের নিকট সেবা গ্রহণ

করিলে পুনরায় জন্মান্তরে তাঁহাকে সেই সেবা-দ্বারা অপরের ঋণ পরিশোধ করিতে হয়। মনুসংহিতায় ৬ষ্ঠ অঃ ১৫ শ্লোক—

"ত্যজেদাশ্বযুজে মাসি মুন্যন্নং পূর্ব্বসঞ্চিতম্।
জীর্ণানি চৈব বাসাংসি শাকমূলফলানি চ।।" ৬।।

বন্যৈশ্চরুপুরোডাশৈর্নির্ব্বপেৎ কালচোদিতান্।
ন তু শ্রৌতেন পশুনা মাং যজেত বনাশ্রমী।। ৭।।

অন্বয়ঃ— বনাশ্রমী বন্যৈঃ (বনোদ্ভবনীবারাদি-নিষ্পন্নৈঃ) চরুপুরোডাশৈঃ কালচোদিতান্ (আগ্রয়ণাদীন্ কালোক্তান্ ধর্ম্মান্) নির্বপেৎ (আচরেৎ) শ্রৌতেন পশুনা তু (শ্রুতিবিহিত-পশুমাংসেন) মাং ন যজেত (নারাধয়েৎ)।

অনুবাদ— বানপ্রস্থ-ধর্ম্মাবলম্বী পুরুষ বনজাত নীবারাদি শস্য-নিষ্পন্ন চরুপুরোডাশ প্রভৃতি দ্বারা আগ্রয়ণ প্রভৃতি কালোক্ত ধর্ম্মসমূহের আচরণ করিবেন, পরন্তু শ্রুতিবিহিত পশুমাংস দ্বারা আমার আরাধনা করিবেন না।।

বিশ্বনাথ— কালচোদিতান্ আগ্রয়ণাদীন্।। ৭।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— কালপ্রেরিত অর্থাৎ অগ্রহায়ণ মাসে ধান্যাদি পাকিলে তাহার দ্বারা আমার যজন করিবে।।

বিবৃতি— কালোচিত উৎপন্ন বন্যদ্রব্যাদি দ্বারা যজ্ঞক্রিয়া সম্পাদন কর্ত্তব্য। বানপ্রস্থ ব্যক্তি পশুমাংস দ্বারা যজ্ঞ করিবেন না।। ৭।।

অগ্নিহোত্রঞ্চ দর্শশ্চ পৌর্ণমাসশ্চ পূর্ব্ববৎ।
চাতুর্ম্মাস্যানি চ মুনেরাম্নাতানি চ নৈগমৈঃ।। ৮।।

অন্বয়ঃ— মুনেঃ (বনস্থস্য সম্বন্ধে) নৈগমৈঃ (বেদ-বাদিভিঃ) পূর্ব্ববৎ (গৃহাশ্রমবৎ) অগ্নিহোত্রং চ দর্শঃ চ পৌর্ণমাসঃ চ (এতানি যজ্ঞকৃত্যানি তথা) চাতুর্ম্মাস্যানি চ (তদাখ্যব্রতানি চ) আম্নাতানি চ (বিহিতানি বর্ত্তন্তে)।। ৮

অনুবাদ— বানপ্রস্থ-ধর্ম্মাবলম্বী পুরুষের পক্ষে বেদবাদিগণ গৃহাশ্রমের ন্যায়ই অগ্নিহোত্র, দর্শ, পৌর্ণমাস প্রভৃতি যজ্ঞকৃত্য এবং চাতুর্ম্মাস্য ব্রতের বিধান করিয়াছেন।।

বিশ্বনাথ— মুনের্বনস্থস্য নৈগমৈর্বেদজ্ঞৈরাম্নাতানি বিহিতানি।। ৮।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— বনবাসী মুনি বেদজ্ঞ কর্ত্তৃক বিহিত আচরণ করিবে।। ৮।।

তথ্য—

(১) অগ্নিহোত্র— বিবাহান্তে ব্রাহ্মণ বসন্তকালে বিহিত মন্ত্রদ্বারা অগ্নি স্থাপন করিয়া হোম করিবেন। যে দ্রব্য লইয়া যজ্ঞের সঙ্কল্প হইবে, জীবনাবধি সেই দ্রব্য-দ্বারাই হোম বিধেয়। অমাবস্যার রাত্রিতে যজমান স্বয়ং যবাগু-দ্বারা হোম করিবেন। অন্য দিনে অন্যথায় প্রত্যবায় নাই। শত হোমান্তে প্রাতে সূর্য্যের, সন্ধ্যায় অগ্নির হোম কর্ত্তব্য। অগ্ন্যাধানান্তে প্রথম পূর্ণিমায় দর্শ-পৌর্ণমাস যাগারম্ভ কর্ত্তব্য। তন্মধ্যে পৌর্ণমাসীতে তিনটি ও অমাবস্যায় তিনটি এই ছয়টি যজ্ঞ যাবজ্জীবন কর্ত্তব্য। শতপথ-ব্রাহ্মণে অগ্নিহোত্র-যজ্ঞের অনুষ্ঠানকারীর লোকা-ন্তরে ফলভোগ বর্ণিত আছে।

(২) দর্শ— চন্দ্র ও সূর্য্যের সঙ্গমকাল অর্থাৎ সম-রাশিতে চন্দ্র সূর্য্যের দর্শন হয় বলিয়া 'দর্শ'—অমাবস্যা। মৎস্য পুরাণ—"অন্যোঽন্যং চন্দ্রসূর্য্যৌ তু দর্শনাদ্দর্শ উচ্যতে।"

(৩) পৌর্ণমাস— পৌর্ণমাসীতে বিহিত যাগ-বিশেষ; মনুসংহিতা ৪র্থ অঃ—"অগ্নিহোত্রঞ্চ জুহুয়া-দাদ্যন্তে দ্যুনিশোঃ সদা। দর্শেন চার্দ্ধমাসান্তে পৌর্ণমাসেন চৈব হি। কাত্যায়ন-শ্রৌতসূত্রে এই যাগের বিধান দৃষ্ট হয়।"

(৪) চাতুর্ম্মাস্য—যজ্ঞ ও ব্রত-ভেদে দ্বিবিধ। যজ্ঞের বিধান কাত্যায়নশ্রৌতসূত্রে ৫ম অঃ দ্রষ্টব্য—যথা, "চাতুর্ম্মাস্যপ্রয়োগঃ ফাল্গুন্যাম্।" ব্রতের বিধান—বরাহ, মৎস্য, ভবিষ্য, স্কন্দ-পুরাণ-সমূহে ও সনৎকুমার-সংহিতায় লিখিত আছে। বিশেষভাবে হরিভক্তিবিলাস দ্রষ্টব্য।। ৮।।

এবং চীর্ণেন তপসা মুনির্ধমনিসন্ততঃ।
মাং তপোময়মারাধ্য ঋষিলোকাদুপৈতি মাম্।। ৯।।

অন্বয়ঃ— এবং চীর্ণেন তপসা (যাবজ্জীবং কৃতেন তপসা) ধমনিসন্ততঃ (ধমনিভিঃ শিরাভিঃ সন্ততো ব্যাপ্তঃ শুষ্কমাংস ইত্যর্থঃ) মুনি তপোময়ং (তপোরূপং) মাম্ আরাধ্য ঋষিলোকাৎ (মহর্লোকাদিক্রমেণ) মাম্ উপৈতি (মাং প্রাপ্য মুক্তো ভবতি)।। ৯।।

অনুবাদ— এইরূপে যাবজ্জীবন তপস্যার অনুষ্ঠানদ্বারা ক্ষীণদেহ শুষ্কমাংস শিরাসঙ্কুলগাত্র মুনি তপোরূপী আমার আরাধনাপূর্ব্বক ঋষিলোক হইতে আমাকে প্রাপ্ত হইয়া মুক্ত হইয়া থাকেন।। ৯।।

বিশ্বনাথ— ঋষিলোকাৎ মহর্লোকং প্রাপ্য মামুপৈতি ক্রমেণ মুচ্যতে ইত্যর্থঃ।। ৯।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— ঋষিলোক মহর্লোকে গিয়া ক্রমে আমাকে পাইয়া মুক্ত হইবে।। ৯।।

বিবৃতি— নানাপ্রকার বিধি-নিষেধের মধ্যে অবস্থিত হইয়া তপস্বী ব্যক্তি ঋষি-লোক লাভ করেন। উহার অকিঞ্চিৎকরতা উপলব্ধি করিলে ভগবদ্ভজনে তাঁহার রুচি জন্মে। তখন ঐসকল কৃচ্ছ্রসাধ্য তপস্যা- সাধনের পরিবর্ত্তে বানপ্রস্থধর্ম্মের পরমোচ্চশিখরে অবস্থানপূর্ব্বক ভক্তির অনুশীলনই কৃত্য হয়। কেবলা ভক্তির অনুশীলনে তপস্যার আতিশয্য নাই—ভজনেরই প্রাচুর্য্য দৃষ্ট হয়।। ৯

যস্ত্বেতৎ কৃচ্ছ্রতশ্চীর্ণং তপো নিঃশ্রেয়সং মহৎ।
কামায়াল্পীয়সে যুঞ্জ্যাদ্বালিশঃ কোঽপরস্ততঃ।। ১০।।

অন্বয়ঃ— যঃ তু (পুমান্) কৃচ্ছ্রতঃ (মহাকষ্টেন) চীর্ণং (সঞ্চিতং) নিঃশ্রেয়সং (মোক্ষফলম্) এতৎ মহৎ (উত্তমং) তপঃ অল্পীয়সে কামায় (তুচ্ছায় নশ্বরায় স্বর্গাদিকামোপভোগায়) যুঞ্জ্যাৎ (নিয়োজয়েৎ) ততঃ অপরঃ বালিশঃ কঃ (কস্ততোঽধিকো মূর্খো ভবতি কোঽপি তাদৃঙ্মূর্খো নাস্তীত্যর্থঃ)।। ১০।।

অনুবাদ— যে ব্যক্তি মোক্ষফলজনক এই মহাকষ্ট সঞ্চিত উত্তম তপস্যাকে স্বর্গাদি তুচ্ছ কামোপভোগের জন্য নিয়োজিত করে, তাহা অপেক্ষা অধিক মূর্খ আর কেহই নাই।। ১০।।

বিশ্বনাথ— সকামং তং নিন্দতি,—য ইতি।। ১০।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— সকাম ব্যক্তিকে নিন্দা করিতেছেন।। ১০।।

বিবৃতি— তপঃ প্রভৃতির দ্বারা কামবিনাশ-পদ্ধতি অবলম্বন না করিয়া ভগবানের সাক্ষাৎ সেবা করিবার বিচারই বুদ্ধিমানের কৃত্য। ভক্তিরহিত তপস্যা মূঢ়েরই কৃত্য; উহা কর্ম্মকাণ্ডে আদৃত হইতে পারে।। ১০।।

যদাসৌ নিয়মেঽকল্পো জরয়া জাতবেপথুঃ।
আত্মন্যগ্নীন্ সমারোপ্য মচ্চিত্তোঽগ্নিং সমাবিশেৎ।। ১১

অন্বয়ঃ— যদা (যদি) অসৌ (সন্ন্যাসকালাৎ পূর্ব্বমেব) জরয়া (বার্দ্ধক্যেণ) জাতবেপথুঃ (জাতশরীরকম্পঃ সন্) নিয়মে (স্বধর্ম্মানুষ্ঠানে) অকল্পঃ (অসক্তো ভবেৎ তদা) আত্মনি অগ্নীন্ (অগ্নিসাধ্যকর্ম্মাণি) সমারোপ্য মচ্চিত্তঃ (মদ্গতমনা ভূত্বা) অগ্নিং সমাবিশেৎ (অগ্নিপ্রবেশেন দেহং ত্যজেৎ)।। ১১।।

অনুবাদ— যদি মুনি ব্যক্তি সন্ন্যাসকালের পূর্ব্বেই জরানিবন্ধন কম্পিত দেহ ও স্বধর্ম্মানুষ্ঠানে অসমর্থ হন, তাহা হইলে আত্মমধ্যে অগ্নিসাধ্য কর্ম্মসমূহের আরোপপূর্ব্বক মদ্গতচিত্তে অগ্নিতে প্রবেশ করিয়া দেহত্যাগ করিবেন।। ১১।।

বিশ্বনাথ— অকল্পঃ অসমর্থঃ।। ১১।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— অকল্প অর্থাৎ অসমর্থ।। ১১।।

বিবৃতি— যাহাদের সংসার ভাল লাগে—যাহারা ভোগ প্রবৃত্তি-প্রবণ হইয়া শারীরিক ক্লেশে জর্জ্জরিত হয়, তাহারা শরীর বিনাশ করিবার জন্য অগ্নিতে প্রবেশ করে। ভগবানে চিত্ত অর্পণ করিলে আর শরীর বিনাশ করিবার প্রবৃত্তি হয় না, পরন্তু শ্রীকৃষ্ণনাম-সঙ্কীর্ত্তনের দ্বারাই ভবদাবাগ্নি নির্ব্বাপিত হয়।। ১১।।

যদা কর্ম্মবিপাকেষু লোকেষু নিরয়াত্মসু।
বিরাগো জায়তে সম্যঙ্ন্যস্তাগ্নিঃ প্রব্রজেত্ততঃ।। ১২।।

অন্বয়ঃ— যদা (যদি) কর্ম্মবিপাকেষু (কর্ম্মফল-জন্যেষু) নিরয়াত্মসু (দুঃখোদর্কেষু) লোকেষু (ব্রহ্মালোক-পর্য্যন্তেষু) সম্যক্ বিরাগঃ জায়তে (তদা) ন্যস্তাগ্নিঃ (অগ্নি-পরিত্যাগী সন্) ততঃ (বনাশ্রমাৎ) প্রব্রজেৎ (সন্ন্যাসাশ্রমং গচ্ছেৎ)।। ১২।।

অনুবাদ— যদি কর্ম্মফলজনিত পরিণাম-দুঃখকর ব্রহ্মালোকপর্য্যন্ত যাবতীয় লোকে সম্যগ্‌ভাবে বিরাগ উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে অগ্নি পরিত্যাগপূর্ব্বক বানপ্রস্থ হইতে সন্ন্যাস গ্রহণ করিবেন।। ১২।।

বিশ্বনাথ— ধর্ম্মবিপাকেষু ধর্ম্মপ্রাপ্যেষু।। ১২।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—ধর্ম্ম বিপাক ধর্ম্মধারা প্রাপ্য।।

বিবৃতি— ভোগধর্ম্মদ্বারা সঞ্চিত লোকসমূহে বীত-রাগ হইয়া ভগবানে শরণাপত্তি স্বীকারপূর্ব্বক ভগবদুদ্দেশে অখিল-প্রবৃত্তি নিযুক্ত করিলে পার্থিববাসনা-রহিত হইয়া ভগবৎসেবানুকূলে প্রব্রজ্যা সম্ভব হয়।। ১২।।

ইষ্ট্বা যথোপদেশং মাং দত্ত্বা সর্ব্বস্বমৃত্বিজে।
অগ্নীন্ স্বপ্রাণ আবেশ্য নিরপেক্ষঃ পরিব্রজেৎ।। ১৩।।

অন্বয়ঃ— যথোপদেশং (যথাবিধি যজ্ঞেন) মাম্ ইষ্ট্বা (আরাধ্য) ঋত্বিজে সর্ব্বস্বং দত্ত্বা স্বপ্রাণ (স্বে প্রাণে আত্মনি) অগ্নীন্ আবেশ্য (আরোপ্য) নিরপেক্ষঃ (সর্ব্বতো নিঃস্পৃহঃ সন্) প্রব্রজেৎ (সন্ন্যাসং গচ্ছেৎ)।। ১৩।।

অনুবাদ— যথাবিধি যজ্ঞদ্বারা আমার আরাধনা, ঋত্বিক্‌কে সর্ব্বস্ব দান এবং আত্মমধ্যে অগ্নিসমূহের আরোপপূর্ব্বক নিরপেক্ষচিত্তে সন্ন্যাস গ্রহণ করিবেন।।

বিশ্বনাথ— ইষ্ট্বা যথোপদেশং শ্রাদ্ধাষ্টকপূর্ব্বকং প্রাজাপত্যেষ্ট্যা মামিষ্ট্বা।। ১৩।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— শাস্ত্রের উপদেশ অনুসারে অষ্টকা শ্রাদ্ধ, প্রাজাপত্য, এইসকল ইষ্টি দ্বারা আমাকে যজনা করিবে।। ১৩।।

বিবৃতি— সকল দুঃসঙ্গ পরিত্যাগপূর্ব্বক পুরো-হিতকে দক্ষিণা প্রদান করিয়া ভগবদর্চ্চন করিলে নিরগ্নিক পরিব্রাজক ভগবৎপ্রসাদ সেবা করিয়া প্রব্রজ্যাধিকার লাভ করেন। কামসমূহই ভগবৎসেবায় প্রতিবন্ধক। মুক্তপুরুষ জীবদ্দশায় অবস্থিত হইয়া সকল কাম্যকর্ম্মাদি পরিত্যাগ করিবেন এবং ভগবৎসেবোন্মুখ হইয়া বিশুদ্ধ পরি-ব্রাজকের ধর্ম্ম গ্রহণ করিবেন।। ১৩।।

বিপ্রস্য বৈ সন্ন্যসতো দেবা দারাদিরূপিণঃ।
বিঘ্নং কুর্ব্বন্ত্যয়ং হ্যস্মানাক্রম্য সমিয়াৎ পরম্।। ১৪।।

অন্বয়ঃ— অয়ং (সন্ন্যাসী) অস্মান্ (দেবান্) আক্রম্য (অতিক্রম্য) পরং (ব্রহ্ম) সমিয়াৎ হি (নূনং প্রাপ্নুয়াদিতি বিচিন্ত্য) দেবাঃ দারাদিরূপিণঃ (ভার্য্যাদিবেশধারিণঃ সন্তঃ) সন্ন্যসতঃ (সন্ন্যাসং গচ্ছতঃ) বিপ্রস্য বৈ (খলু) বিঘ্নান্ কুর্ব্বন্তি (সন্ন্যাসে বাধান্ জনয়ন্তি, তান্ ন গণয়েৎ)।।১৪

অনুবদা— "এই সন্ন্যাস-ধর্ম্মাবলম্বী পুরুষ আমা-দিগকে অতিক্রম করিয়া পরব্রহ্ম লাভ করিবে"—এইরূপ চিন্তা করিয়া দেবগণ ভার্য্যাদির বেশ ধারণপূর্ব্বক সন্ন্যাস গ্রহণেচ্ছু পুরুষের বিঘ্নাচারণে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন, কিন্তু তিনি তাহা গণনা করিবেন না।। ১৪।।

বিশ্বনাথ— তত্র বিঘ্নান্নগণয়েদিত্যাহ, বিপ্রস্যেতি। দারাদিষাবিষ্টাঃ, কেনাভিপ্রায়েণ কুর্ব্বন্তীতি তমাহ,— অয়মিতি। অতিক্রম্য আক্রম্য পরং পরং ব্রহ্ম।। ১৪।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— সেইস্থলে বিঘ্নসমূহকে গ্রাহ্য করিবে না, ইহাই বলিতেছেন—ব্রাহ্মণ সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে দেবগণ ঐ ব্যক্তির স্ত্রীর দেহে আবিষ্ট হইয়া তাহার বিঘ্নঘটায়। কি অভিপ্রায়ে বিঘ্ন করে ? যেহেতু এই ব্যক্তি দেবতাগণকে অতিক্রম করিয়া পরব্রহ্মে চলিয়া যাইতেছে, এই কারণে বিঘ্ন ঘটায়।। ১৪।।

বিবৃতি— সাংসারিক-বিচারে ফলদাতৃবর্গই দেবতা। তাঁহারা বৈধ স্ত্রীপুত্রাদিরূপে জন্মগ্রহণপূর্ব্বক বদ্ধজীবকে কৃষ্ণভজন করিতে দেন না। কৃষ্ণভজনের জন্য যে-কালে জীব সর্ব্বক্ষণ ভগবৎসেবা-পর হন, তৎকালে স্ত্রীপুত্র-মিত্রাদির সজ্জায় দেবগণ বিঘ্ন করেন। তাঁহারা সংসারের

প্রয়োজনীয়তাকেই ধর্ম্ম বলিয়া পরমার্থ হইতে জীবগণকে বঞ্চিত করেন। যাহাতে জীবগণের বৈরাগ্যচ্যুতি ঘটে, সেইরূপ চেষ্টা ধর্ম্মের আবরণে প্রয়োজনের ছলনায় প্রকৃত ভজনাভিলাষী সন্ন্যাসীকে বিপথগামী করায়।। ১৪।।

মধ্ব—

অসম্পূজ্য ন্যসিষ্ণুংস্তু দেবা বৈ পাতয়ন্ত্যধঃ।
সুসম্পূজ্য ন্যসিষ্ণুংস্তু দেবাএবানুজানতে।।
অথবা তদ্‌যশোবৃদ্ধ্যৈ নিঘ্নন্তীব পুনঃ পুনঃ।
তাৎপর্য্যাদ্বিঘ্নিতো দেবৈর্নোত্থাতুং শক্নুয়াৎ কচিৎ।।
ইতি দেবহার্দ্দে।। ১৪।।

বিভৃয়াচ্চেন্মুনির্বাসঃ কৌপীনাচ্ছাদনং পরম্।
ত্যক্তং ন দণ্ডপাত্রাভ্যামন্যৎ কিঞ্চিদনাপদি।। ১৫।।

অন্বয়ঃ—মুনিঃ পরং বাসঃ চেৎ (সন্ন্যাসী যদি কৌপীনাদন্যদ্বসনং ধারয়িতুমিচ্ছতি তদা) কৌপীনাচ্ছাদনং বিভৃয়াৎ (যাবতা কৌপীনমাচ্ছাদ্যতে তাবন্মাত্রং ধারয়েৎ) অনাপদি (আপৎকালং বিনান্যদা) দণ্ডপাত্রাভ্যাম্ অন্যৎ (দণ্ডং পাত্রং চ বিনাপরং) ত্যক্তং (পূর্ব্বমেব সন্ন্যাসগ্রহণে ত্যক্তং) কিঞ্চিৎ (বস্তু) ন (ন বিভৃয়াৎ)।। ১৫।।

অনুবাদ— সন্ন্যাসী যদি কৌপীনাতিরিক্ত বস্ত্র ধারণে ইচ্ছুক হন, তাহা হইলে যে-পরিমাণ বস্ত্রে কৌপীনমাত্র আচ্ছাদিত হয়, তৎ-পরিমিত বস্ত্রই ধারণ করিবেন। আপৎকাল ব্যতীত অন্য সময়ে দণ্ড-কমণ্ডলু ভিন্ন অন্য কোন পূর্ব্ব-পরিত্যক্ত বস্তু গ্রহণ করিবেন না।। ১৫।।

বিশ্বনাথ— তস্য ধর্ম্মানাহ,—বিভৃয়াদিতি। পরং কৌপীনাদন্যদ্বাসো ধারয়িতুমিচ্ছতি, তর্হি কৌপীনমাচ্ছাদ্যতে যাবতা তাবন্মাত্রমেব; ত্যক্তং প্রৈষোচ্চারাৎ পূর্ব্বমেব দণ্ডপাত্রাভ্যামন্যৎ কিমপি ন বিভৃয়াৎ।। ১৫।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— সন্ন্যাসীর ধর্ম্মসমূহ বলিতেছেন—কৌপীন মাত্র ধারণ করিবে, যদি তাহার অতিরিক্ত বস্ত্র ধারণ করিতে ইচ্ছা করে, কৌপীন আচ্ছাদনের জন্য যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু বস্ত্র ধারণ করিবে। 'প্রৈষ' মন্ত্র উচ্চারণের পূর্ব্বে দণ্ড ও ভিক্ষাপাত্র ব্যতীত অন্যকিছুই ধারণ করিবে না।। ১৫-১৬।।

বিবৃতি— কৃষ্ণভজনময় জীবনে প্রয়োজনমত কৌপীন আচ্ছাদন প্রভৃতি গ্রহণ করা যাইতে পারে। দণ্ড-কমণ্ডলু ব্যতীত বিলাস-সহায় বহুদ্রব্যের গ্রহণ-পিপাসা জীবের ভজন নাশ করে। ভজনই মুখ্য প্রয়োজন, সুতরাং প্রতিকূল চেষ্টা বর্জ্জন করাই আবশ্যক।। ১৫।।

দৃষ্টিপূতং ন্যসেৎ পাদং বস্ত্রপূতং পিবেজ্জলম্।
সত্যপূতাং বদেদ্বাচং মনঃপূতং সমাচরেৎ।। ১৬।।

অন্বয়ঃ— দৃষ্টিপূতং (দৃষ্ট্যা পূতং হিংসাতো নিবর্ত্তিতং) পাদং ন্যসেৎ (নিক্ষিপেৎ) বস্ত্রপূতং (বস্ত্রান্তরেণ গালিতং বিশুদ্ধং) জলং পিবেৎ, সত্যপূতাং (সত্যেন যাথার্থ্যেন পূতাং বিশুদ্ধাং) বাচং (বাক্যং) বদেৎ মনঃপূতং (মনসা সম্যগ্‌বিচার্য্য যচ্ছুদ্ধং তৎ) সমাচরেৎ (অনুতিষ্ঠেৎ)।। ১৬।।

অনুবাদ— যাহাতে কোনরূপ প্রাণি-হিংসা না হয়, সেইরূপে চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক পাদবিক্ষেপ করিবেন। বস্ত্রখণ্ডগালিত বিশুদ্ধ জল পান করিবেন। সত্যপূত বাক্য বলিবেন এবং মনঃপূত কার্য্যের আচরণ করিবেন।।

বিবৃতি— অন্যমনস্ক হইয়া কীট-পতঙ্গকে পদদলিত করিয়া তাহাদের মৃত্যু-কামনার প্রয়োজন বানপ্রস্থ ভক্তের নাই। জলপানের ছলনায় জলকীট-ভোজন আবশ্যক নহে। ভোগের উদ্দেশে অসত্য বাক্য বলিয়া ভগবৎসেবা হইতে বিমুখ হওয়া কর্ত্তব্য নহে। মায়াবাদাদি শাস্ত্রের অনুশীলন অথবা অতিরিক্ত ভোগের জন্য স্বর্গাদি সুখকামনা-দ্বারা হৃদয় কখনও পবিত্র হয় না। তজ্জন্য ভগবৎ-সেবাপর হইয়া মনের সমাধির দ্বারাই প্রকৃত মোক্ষ সম্ভবপর। উহাই বানপ্রস্থ ভক্তের আচরণীয়।। ১৬।।

মৌনানীহানিলায়ামা দণ্ডা বাগ্দেহচেতসাম্।
ন হ্যেতে যস্য সন্ত্যঙ্গ বেণুভির্ন ভবেদ্‌যতিঃ।। ১৭।।

অন্বয়ঃ— অঙ্গ! (হে উদ্ধব!) যস্য (সন্ন্যাসিনঃ) মৌনানীহানিলায়ামাঃ (মৌনং বৃথাভাষণশূন্যত্বম্, অনীহা বৃথাচেষ্টারাহিত্যম্, অনিলায়ামঃ প্রাণায়ামশ্চ) এতে (এতদ্রূপা যথাক্রমং) বাগ্‌দেহচেতসাং (বাচো দেহস্য চেতসশ্চ) দণ্ডাঃ (সংযমাঃ) ন সন্তি হি (সঃ) বেণুভিঃ (কেবলং বংশদণ্ডত্রয়ধারণমাত্রেণ) যতিঃ (সন্ন্যাসী) ন ভবেৎ।। ১৭।।

অনুবাদ— হে উদ্ধব! যে সন্ন্যাসীর মৌন, বৃথা চেষ্টাশূন্যতা ও প্রাণায়ামরূপ বাক্য, দেহ ও চিত্তের সংযম নাই, তিনি কেবলমাত্র ত্রিদণ্ডধারণ-দ্বারা সন্ন্যাসি-নামে পরিচিত হইতে পারেন না।। ১৭।।

বিশ্বনাথ— মৌনং বাচো দণ্ডঃ, অনীহা কর্ম্মত্যাগো দেহস্য, প্রাণায়ামশ্চেতসঃ, এতে অন্তস্ত্রয়ো দণ্ডা যস্য ন সন্তি। অঙ্গ হে উদ্ধব।। ১৭।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—হে উদ্ধব! মৌন—বাক্যের দণ্ড, অনীহা—কর্ম্মত্যাগ দেহের দণ্ড, প্রাণায়াম—চিত্তের দণ্ড, এইগুলি অন্তরের তিনটি দণ্ড যাহার নাই, তাহার ত্রিদণ্ডি-ধারণ দ্বারা সন্ন্যাসী নামে পরিচিত হইবার প্রয়োজন নাই।।

বিবৃতি— বাগ্‌দণ্ড-রূপ মৌন, দেহদণ্ড রূপ চেষ্টা-রাহিত্য ও কৃষ্ণসেবা-চিন্তনের দ্বারা চিত্তস্থৈর্য্য না করিলে 'গোস্বামী' হওয়া যায় না। তজ্জন্য মহাভারতে হংসগীতায় এবং শ্রীল রূপগোস্বামীর উপদেশামৃতে ত্রিদণ্ড বিধি উপদিষ্ট হইয়াছে। কেবল বাহিরের চিহ্ন ত্রিদণ্ডের দ্বারা বদ্ধজীব কখনও সংযত ও জিতেন্দ্রিয় হয় না। কৃষ্ণ-ভজনানুকূল জীবন যাপনেই ত্রিদণ্ড গ্রহণের সার্থকতা। নতুবা দম্ভের জন্য ত্রিদণ্ড গ্রহণের অভিনয় জীবের হরি-ভজনের প্রবৃত্তি বিনাশ করে।। ১৭।।

ভিক্ষাং চতুর্ষু বর্ণেষু বিগর্হ্যান্ বর্জ্জয়ংশ্চরেৎ।
সপ্তাগারানসংক্লিপ্তাংস্তুষ্যেল্লব্ধেন তাবতা।। ১৮।।

অন্বয়ঃ—চতুর্ষু বর্ণেষু বিগর্হ্যান্ (অভিশপ্তপতিতান্) বর্জ্জয়ন্ (ত্যজন্ তদ্‌গেহান্ বিনেত্যর্থঃ) অসংক্লিপ্তান্ (অত্রায়ং লাভো ভবিষ্যতীতি পূর্ব্বমনির্দ্দিষ্টান্) সপ্ত আগারান্ (গেহান্) ভিক্ষাং চরেৎ (কিঞ্চ) তাবতা লব্ধেন (তাবল্লব্ধান্নেনৈব) তুষ্যেৎ (তুষ্টো ভবেৎ)।। ১৮।।

অনুবাদ— চতুর্বর্ণ-মধ্যে অভিশপ্ত পতিত প্রভৃতি নিন্দনীয় ব্যক্তিগণের গৃহব্যতীত অনির্দ্দিষ্ট সপ্তগৃহে ভিক্ষাচর্য্যা করিবেন এবং তাহা হইতে যাহা লাভ হয়, তাহাতেই সন্তুষ্ট হইবেন।। ১৮।।

বিশ্বনাথ— চতুর্ষিতি ব্রাহ্মণেষ্বেব প্রতিগ্রহাধ্যাপন যাজনশিলোঞ্ছলক্ষণজীবিকাচাতুর্ব্বিধ্যাচ্চতুর্ব্বিধেষু। বিগর্হ্যান্ অভিশপ্তপতিতান্। অসংক্লিপ্তান্ অত্রায়ং লাভো ভবিষ্যতীতি পূর্ব্বমনুদ্দিষ্টান্।। ১৮।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— চারিটিতে অর্থাৎ ব্রাহ্মণগণের মধ্যেই দানগ্রহণ, অধ্যাপন, যাজন, শিলঞ্ছ—এই চারিবিধ জীবিকা। অভিশপ্ত, পতিত এইসকল নিন্দনীয় ব্যক্তির গৃহ ব্যতীত অনির্দ্দিষ্ট সাতটি গৃহে ভিক্ষা করিবে। ঐখানে গেলে এই লাভ হইবে এইরূপ পূর্ব্ব নির্দ্দিষ্ট গৃহে ভিক্ষা করিবে না।। ১৮।।

বিবৃতি— ভৈক্ষ্য ত্রিবিধ—মাধুকর, অসংক্লিপ্ত ও প্রাক্‌প্রণীত। কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ সংগ্রহপূর্ব্বক নিজ প্রয়োজন-নির্ব্বাহকে 'মাধুকর ভৈক্ষ্য' বলে। উহাই ভিক্ষু-জীবনে সর্ব্বোত্তমা বৃত্তি। কোন দাতা ভিক্ষা দিবেন কি না দিবেন—না জানিয়া যে ভিক্ষা, উহাকে 'অসংক্লিপ্ত ভৈক্ষ্য' বলে। পূর্ব্ব-নির্দ্দিষ্ট দাতা অবশ্যই ভিক্ষা দিবেন—এই বিচারে ভিক্ষাকে 'প্রাক্‌প্রণীত ভৈক্ষ্য' বলে। অনির্দ্দিষ্ট ভিক্ষা সপ্ত বিপ্রগৃহে সম্পন্ন করিয়া তল্লব্ধ ভিক্ষা দ্বারাই নিজ-প্রয়োজন-নির্ব্বাহ কর্ত্তব্য। শুক্লবিত্তসংগ্রহকারী ও অমেধ্য-গ্রহণে বিরত বর্ণাশ্রমধর্ম্মের সম্মানকারী গৃহস্থের ভবনেই ভিক্ষা প্রার্থনীয়া। যাহারা বর্ণাশ্রমধর্ম্মের একমাত্র কৃত্য ভগবদ্ভজনে বিমুখ, তাহাদের নিকট হইতে ভিক্ষা যাচ্ঞা করিবেন না; কেননা তাহারা নিজ ভোগের জন্যই বর্ণাশ্রমধর্ম্ম-বিরোধী যথেচ্ছাচারী। তাহাদের নিকট ভিক্ষা প্রার্থনা করিলে উহারা বিরক্ত হইয়া Vagrancy Act-এর অন্তর্ভুক্ত অপরাধ আরোপ করিবে।। ১৮।।

বহির্জলাশয়ং গত্বা তত্রোপস্পৃশ্য বাগ্‌যতঃ।
বিভজ্য পাবিতং শেষং ভুঞ্জীতাশেষমাহৃতম্।। ১৯।।

অন্বয়ঃ— বহিঃ (গ্রামাদ্ বহিঃ) জলাশয়ং গত্বা বাগ্‌যতঃ (সন্) তত্র (জলাশয়ে) উপস্পৃশ্য (স্নানাচমনে কৃত্বা) পাবিতং (প্রোক্ষণাদিভিঃ শোধিতম্) আহৃতং (ভিক্ষিতমন্নং) বিভজ্য (বিষ্ণুব্রহ্মার্কভূতেভ্যো বিভাগেন দত্ত্বা) শেষম্ (অবশিষ্টম্) অশেষং (সর্ব্বং) ভুঞ্জীত (ভক্ষয়েৎ, কিঞ্চিদপ্যধিকং সঞ্চয়ার্থং নাহরেদিত্যর্থঃ)।। ১৯।।

অনুবাদ— অনন্তর গ্রামের বহির্দ্দেশে জলাশয়ে গমনপূর্ব্বক স্নানাচমন করিয়া প্রোক্ষণাদি দ্বারা বিশুদ্ধ অন্নকে বিষ্ণু প্রভৃতির উদ্দেশ্যে যথাযথ বিভক্ত করিয়া অবশিষ্ট নিঃশেষরূপে ভক্ষণ করিবেন।। ১৯।।

বিশ্বনাথ— বিভজ্য বিষ্ণুব্রহ্মার্কভূতেভ্যঃ। অশেষমিতি ভোজনপাত্রেঽবশিষ্টং ন রক্ষণীয়মিত্যর্থঃ।। ১৯।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— বিষ্ণু ব্রহ্মা সূর্য্য ও প্রাণীগণের উদ্দেশ্যে বিভক্ত করিয়া অবশিষ্ট নিঃশেষরূপে ভোজন করিবে, ভোজন পাত্রে অবশিষ্ট রাখিবে না।। ১৯।।

বিবৃতি—গ্রামের বাহিরে নির্জন-স্থানে গিয়া লোকের সহিত তর্ক-বিতর্ক বন্ধ করিয়া তড়াগতটে ভিক্ষা-লব্ধ অর্থ ভাগীদারগণকে প্রদানপূর্ব্বক উহার অবশেষ গ্রহণ করিবেন।। ১৯।।

একশ্চরেন্মহীমেতাং নিঃসঙ্গঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ।
আত্মক্রীড় আত্মরত আত্মবান্ সমদর্শনঃ।। ২০।।

অন্বয়ঃ— আত্মক্রীড়ঃ (আত্মন্যেব ক্রীড়া কৌতুকং যস্য সঃ) আত্মরতঃ (আত্মন্যেব রতঃ সন্তুষ্টঃ) আত্মবান্ (ধীরঃ) সংযতেন্দ্রিয়ঃ (বৃথেন্দ্রিয়প্রয়াসরহিতঃ) নিঃসঙ্গ (চ সন্) একঃ (এব) এতাং মহীং চরেৎ (পর্য্যটেৎ)।। ২০।।

অনুবাদ— সন্ন্যাসী আত্মমধ্যে ক্রীড়াশীল, আত্মসন্তুষ্ট, ধীর, সংযতেন্দ্রিয়, নিঃসঙ্গ ও একাকী হইয়া পৃথিবীতে ভ্রমণ করিবেন।। ২০।।

বিশ্বনাথ—আত্মরতঃ পরমাত্মনি অনুভবগোচরীকৃতে সতি তুষ্টঃ, তেনৈবাত্মনা সহ ক্রীড়া যস্য সঃ, আত্মবান্ ধৃতিযুক্তঃ।। ২০।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— আত্মরত অর্থাৎ পরমাত্মাকে অনুভব করিয়া তুষ্ট থাকিবে, তাহার সহিতই ক্রীড়া করিবে, আত্মবান্ অর্থাৎ ধৈর্য্যযুক্ত।। ২০।।

বিবৃতি— ভগবদ্ভক্ত একল হইয়া একায়ন-পদ্ধতি গ্রহণপূর্ব্বক পৃথিবীতে বিচরণ করিবেন। বাসনা-সঙ্গ থাকিলে হরিভজন হয় না। আবার সঙ্গ-কামনায় যে উচ্ছৃঙ্খলতা বাসনার মধ্যে প্রবেশ করে, উহাতে ইন্দ্রিয় সংযত করার সম্ভাবনা নাই। এজন্য সর্ব্বক্ষণ একমাত্র কৃষ্ণানুশীলনের আশ্রয় গ্রহণ করাই কর্ত্তব্য। একমাত্র কৃষ্ণকথাকীর্ত্তনরত, কৃষ্ণার্থে অখিলচেষ্টা-বিশিষ্ট হইলে বাসনাময় জনসঙ্গ আদৃত হয় না—উহা আপনা হইতেই রহিত হইবে। সৎসঙ্গই অসৎসঙ্গদূরীকরণরূপ নিঃসঙ্গ—কৃষ্ণ-কার্ষ্ণ-সঙ্গই ইতর সঙ্গরহিত জানিবে। যেখানে ইন্দ্রিয়বৃত্তির পরিচালনার উপদেশ প্রদত্ত হয়, সেই দুঃসঙ্গ বর্জ্জন সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।

"দদাতি প্রতিগৃহ্ণাতি গুহ্যমাখ্যাতি পৃচ্ছতি।
ভুঙ্‌ক্তে ভোজয়তে চৈব ষড়্‌বিধং প্রীতিলক্ষণম্।।"

—ইহাই সঙ্গবিচারে বিচার্য্য। সুতরাং একায়ন-পদ্ধতি অবলম্বনপূর্ব্বক অদ্বয়জ্ঞান ব্রজেন্দ্রনন্দনের নাম, রূপ, গুণ, পরিকর-বৈশিষ্ট্য ও লীলার অনুশীলনই একল হইয়া জীবদ্দশায় ব্রজবাস। ব্রজবাসীর সঙ্গ দুঃসঙ্গ নহে—উহাতে কোন জড়ভোগবৃত্তির কথা নাই। সকলেই ভগবৎসেবা-নিরত—এরূপ দৃষ্টি হইলেই সমদর্শিতা-প্রভাবে আপনাকে ব্রজজনানুরাগী জানিতে পারা যায়। আত্মবান্‌ব্যক্তিই স্বরূপস্থ। নিরন্তর কৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত ব্যক্তির নামই আত্মক্রীড়। ভগবান্ ও ভক্তে সর্ব্বদা আকৃষ্ট থাকিয়া তাঁহাদের অনুকূল-সেবা-বিশিষ্ট হওয়ার নামই আত্মরত। কৃষ্ণৈকসেবা তৎপর না হইলে জীবের সমদর্শন, আত্মরত, আত্মক্রীড় ও আত্মবান্ হইবার সম্ভাবনা নাই। কৃষ্ণের ও তদ্ভক্তজনের প্রতি বিদ্বেষ যেখানে প্রবল, তথায় অবস্থান করিলে সঙ্গদোষে জিতেন্দ্রিয় না হইয়া ধর্ম্মার্থকাম-মোক্ষ-

প্রার্থীর দুঃসঙ্গ ভক্তকে গ্রাস করে। তখন তাহার সংযত ইন্দ্রিয় কৃষ্ণসেবায় নিরন্তর নিযুক্ত না থাকিয়া অসংযত অভক্ত হইয়া পড়ে। কৃষ্ণসেবা-বৈমুখ্যক্রমেই বহুশাখ-গণের একায়ন-স্কন্ধ পরিত্যাগের বাসনা হয়। সেখানে অব্যভিচারিণী ভক্তি নাই, ব্যভিচারক্রমে বহু দেবদেবীর সেবায় প্রবৃত্ত তাহার কৃষ্ণেতর বস্তুকে দেবান্তর জ্ঞান হয়। উহা ভোগেরই প্রকার-ভেদ। কামদেব কৃষ্ণ একমাত্র সেব্য —এই বিচার থাকিলেই জীবের অপস্বার্থপর ভোগরূপ বহু দেব-ভজন স্পৃহা নিরস্ত হয়।। ২০।।

বিবিক্তক্ষেমশরণো মদ্ভাববিমলাশয়ঃ।
আত্মানং চিন্তয়েদেকমভেদেন ময়া মুনিঃ।। ২১।।

অন্বয়ঃ— বিবিক্তক্ষেমশরণঃ (বিবিক্তং বিজনং ক্ষেমং নির্ভয়ঞ্চ শরণং স্থানং যস্য সঃ) মদ্ভাববিমলাশয়ঃ (ময়ি ভাবেন বিমল আশয়ো যস্য সঃ) মুনিঃ (সন্ন্যাসী) ময়া (সহ) অভেদেন (তত্ত্বমসীত্যুক্তচিদংশৈক্যেন) একম্ আত্মানং চিন্তয়েৎ (ধ্যায়েৎ)।। ২১।।

অনুবাদ—বিজন ও নির্ভয় স্থান আশ্রয় করিয়া মদীয় ভাবনা-হেতু বিশুদ্ধচিত্ত মুনিপুরুষ আমার সহিত অভিন্ন-ভাবে এক আত্মতত্ত্বের চিন্তা করিবেন।। ২১।।

বিশ্বনাথ— আত্মানং জীবং ময়া পরমাত্মা অভেদে-নেতি সাযুজ্যার্থম্।। ২১।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— জীবাত্মাকে পরমাত্মা সহিত অভেদ ভাবনা সাযুজ্য মুক্তির জন্য।। ২১।।

বিবৃতি—যিনি ভগবানের সেবায় একমাত্র তাৎপর্য্য-বিশিষ্ট, ভগবানের পাঁচ প্রকার সেবনভাবযুক্ত, তিনিই বিমল বৈষ্ণব। তাঁহাতে রতিবিশিষ্ট হইলেই নির্জ্জন-ভজন সম্ভব। একমাত্র নিঃশ্রেয়স মঙ্গলরূপ ভগবান্ বা ভক্ত-সেবায়ই তৎপর হইবেন। আপনাকে ভগবৎসেবা-বিমুখ ভোগী বলিয়া ভেদবুদ্ধি করিবেন না। অনাত্ম-দেহ ও মনো-রূপ আবরণদ্বয় যদি চিন্তনীয় বিষয় হয়, তাহা হইলেই ভেদবাদ উপস্থিত হয়। হৃষীকের দ্বারা হৃষীকেশের সেবাই অব্যভিচারিণী ভক্তি। ভেদবাদী অবৈধভাবে ইন্দ্রিয়চেষ্টা-গুলিকে ধ্বংস করিয়া অভেদচিন্তায় যে জাড্য আনয়ন করে, উহাতে তাহার স্থৈর্য্য সম্ভব হয় না। সর্ব্বক্ষণ অভেদ চিন্তার মধ্যেই জড়ভোগীর ন্যায় ভেদচিন্তা আসিয়া তাহার ঐকান্তিক ভাবের বিপর্য্যয় করায়। ইন্দ্রিয়-সকল অধো-ক্ষজ ভগবৎসেবায় নিযুক্ত না হইলে আধ্যক্ষিকগণের পরামর্শমত গুণজাত জগতে যে কৃত্রিম নির্গুণ চিন্তা, তাহাতে আবদ্ধ হওয়ায় সগুণ বিচার প্রবল হইয়া পড়িবে। ত্রিগুণ হইতে স্বতন্ত্র অবস্থান না হইলে বিবিক্ত হইবার সম্ভাবনা নাই। ইতর-বিবেক কখনও নির্জ্জনতা আনয়ন করিবে না। বহির্জ্জগতের ভোগচিন্তারূপ বিবেক ভগবানে শরণাগতি-রহিত করায়।। ২১।।

অন্বীক্ষেতাত্মনো বন্ধং মোক্ষঞ্চ জ্ঞাননিষ্ঠয়া।
বন্ধ ইন্দ্রিয়বিক্ষেপো মোক্ষ এষাঞ্চ সংযমঃ।। ২২।।

অন্বয়ঃ— জ্ঞাননিষ্ঠয়া (নিশ্চলজ্ঞানেন) আত্মনঃ (জীবস্য স্বস্য) বন্ধং মোক্ষং চ অন্বীক্ষেত (বিচারদৃষ্ট্যা পশ্যেৎ) ইন্দ্রিয়বিক্ষেপঃ (ইন্দ্রিয়ানাং বিক্ষেপো বিষয়া-ভিমুখ্যমেব) বন্ধঃ (ভবতি) এষাং সংযমঃ চ (বিষয়েভ্য ইন্দ্রিয়ানাং প্রত্যাহারেনৈকস্মিন্ ময্যেব সমর্পণং) মোক্ষঃ (ভবতি)।। ২২।।

অনুবাদ—জ্ঞাননিষ্ঠাদ্বারা নিজের বন্ধ-মোক্ষ-বিষয়ে বিচার করিবেন। ইন্দ্রিয়ের বিষয়াভিমুখ্যই বন্ধ এবং তাহাদের প্রত্যাহার পূর্ব্বক আমার প্রতি সমর্পণই মোক্ষ বলিয়া জানিবে।। ২২।।

বিশ্বনাথ— অন্বীক্ষেত পুনর্বিচারয়েৎ।। ২২।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— অন্বীক্ষেত অর্থাৎ পুনঃরায় বিচার করিবে।। ২২।।

বিবৃতি— আত্মস্বরূপ বিচার করিয়া অপূর্ণ বস্তুতে আবদ্ধ হওয়ার এবং পূর্ণবস্তুর উদ্দেশে চেষ্টাসমূহ নিয়োগরূপ বন্ধন হইতে মুক্ত হওয়ার বিচার করিতে গেলেই ইন্দ্রিয়চাঞ্চল্য আমাদিগকে জড়বস্তুর ভোক্তৃরূপে

আবদ্ধ করে এবং ইন্দ্রিয়পরিচালনা স্তব্ধ করিলে পার্থিব-দ্রব্য-ভোগের আকর্ষণ হইতে অবসর-লাভ ঘটে।। ২২।।

তস্মান্নিয়ম্য ষড়্বর্গং মদ্ভাবেন চরেন্মুনিঃ।
বিরক্তঃ ক্ষুদ্রকামেভ্যো লব্ধাত্মনি সুখং মহৎ।। ২৩।।

অন্বয়ঃ— তস্মাৎ মুনিঃ ষড়্বর্গং (কামক্রোধাদি-রিপুষট্‌কং) নিয়ম্য (সংযম্য) ক্ষুদ্রকামভ্যঃ (তুচ্ছ-বিষয়-সুখেভ্যঃ) বিরক্তঃ (সন্) আত্মনি মহৎ সুখং (চিদানন্দং) লব্ধা (অনুভূয়) মদ্ভাবেন (সর্ব্বত্র মদ্ভাবনয়া) চরেৎ।। ২৩

অনুবাদ— অতএব মুনি ব্যক্তি কামক্রোধাদি ষড়্-বর্গের সংযম-পূর্ব্বক ক্ষুদ্র-বিষয়-সুখ হইতে বিরক্ত হইয়া আত্মমধ্যে চিদানন্দানুভব এবং সর্ব্বত্র মদ্ভাব-দৃষ্টি-সহকারে বিচরণ করিবেন।। ২৩।।

বিশ্বনাথ— ষড়্বর্গং ষড়িন্দ্রিয়বৃন্দম্।। ২৩।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— ষড়্বর্গ ষড় ইন্দ্রিয় সমূহ।। ২৩

বিবৃতি— নিত্য, শুদ্ধ পূর্ণ ও মুক্ত বস্তুর অনুশীলন-প্রভাবে ষড়্বর্গের জয় লাভ হয়। তখন সঙ্কীর্ণ ভোগ-পিপাসা হইতে বিরতি লাভ করিয়া ভগবৎসেবা-নিরত হইলেই মহা-সুখোদয় হয়।। ২৩।।

পুরগ্রামব্রজান্ সার্থান্ ভিক্ষার্থং প্রবিশংশ্চরেৎ।
পুণ্যদেশসরিচ্ছৈলবনাশ্রমবতীং মহীম্।। ২৪।।

অন্বয়ঃ— পুণ্যদেশসরিচ্ছৈলবনাশ্রমবতীং (পুণ্য-দেশাদিযুক্তাং) মহীং (ভূমিং) প্রবিশন্ ভিক্ষার্থং পুরগ্রাম-ব্রজান্ (পুরাণি হট্টাদিমন্তি স্থানানি, গ্রামাস্তদ্রহিতাঃ, ব্রজা গোষ্ঠানি তান্ তথা) সার্থান্ (যাত্রিকজনসমূহান্ চ তেষাং সমীপ ইত্যর্থঃ) চরেৎ (গচ্ছেৎ)।। ২৪।।

অনুবাদ— পবিত্র দেশ, নদী, পর্ব্বত ও বর্ণাশ্রমযুক্ত ভূমিতে প্রবিষ্ট হইয়া ভিক্ষার জন্য পুর, গ্রাম, গোষ্ঠ এবং যাত্রি-জনগণের নিকট গমন করিবেন।। ২৪।।

বানপ্রস্থাশ্রমপদেম্বভীক্ষ্ণং ভৈক্ষ্যমাচরেৎ।
সংসিধ্যত্যাশ্বসম্মোহঃ শুদ্ধসত্ত্বঃ শিলান্ধসা।। ২৫।।

অন্বয়ঃ— বানপ্রস্থাশ্রমপদেষু (বানপ্রস্থাবলম্বিজনা-নামাশ্রমেষু) অভীক্ষ্ণং (প্রত্যহং) ভৈক্ষ্যম্ আচরেৎ (ভিক্ষাং কুর্য্যাৎ, যতঃ) শিলান্ধসা (শিলবৃত্তিলব্ধেন তদীয়ে-নান্নেন) শুদ্ধসত্ত্বঃ (শুদ্ধচিত্তঃ) অসম্মোহঃ (নিবৃত্তমোহশ্চ সন্) আশু সংসিধ্যতি (শীঘ্রং মুচ্যতে)।। ২৫।।

অনুবাদ— প্রত্যহ বানপ্রস্থধর্ম্মাবলম্বী পুরুষগণের আশ্রমে ভিক্ষা করিবেন, যেহেতু তাঁহাদের শিলবৃত্তিলব্ধ অন্ন-ভক্ষণে বিশুদ্ধচিত্ত ও মোহরহিত হইয়া সত্বর মোক্ষ লাভ করা যায়।। ২৫।।

বিশ্বনাথ— যতঃ শিলান্ধসা শিলবৃত্ত্যা প্রাপ্তেন তদীয়েনান্ধসা অন্নেন শুদ্ধসত্ত্বঃ শুদ্ধান্তঃকরণঃ।। ২৫।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— যেহেতু 'শিলান্ধস' শিলবৃত্তি-দ্বারা প্রাপ্ত অন্নদ্বারা 'শুদ্ধসত্ত্ব' শুদ্ধ অন্তঃকরণ হওয়া যায়।।

বিবৃতি—ভোগীর কর্ত্তৃত্বাভিমান স্তব্ধ করিতে হইলে পরাপেক্ষাযুক্ত ভিক্ষা-বৃত্তিই অবলম্বনীয়া। জড়ভোগ-বাসনা হইতে মুক্ত হইলে মূঢ়তা আর থাকে না। তখন ভিক্ষাপ্রাপ্ত দ্রব্যেই সন্তুষ্ট হইয়া চিত্তশুদ্ধিক্রমে সিদ্ধিলাভ ঘটে।। ২৫।।

নৈতদ্বস্তুতয়া পশ্যেদ্দৃশ্যমানং বিনশ্যতি।
অসক্তচিত্তো বিরমেদিহামুত্র চিকীর্ষিতাৎ।। ২৬।।

অন্বয়ঃ—(ননু মিষ্টান্নং বিহায় কথং শিলান্নে প্রবৃত্তি-রিত্যাহ যতঃ) দৃশ্যমানং (প্রত্যক্ষং সর্ব্বং) বিনশ্যতি (বিনাশ-শীলং ততঃ) এতৎ (মিষ্টান্নাদি সর্ব্বং) বস্তুতয়া (বাস্তব-ত্বেন) ন পশ্যেৎ (ন চিন্তয়েৎ ততশ্চ) ইহ অমুত্র চ (উভয়-লোকে) অসক্তচিত্তঃ (সন্) চিকীর্ষিতাৎ (তদর্থকৃত্যাৎ) বিরমেৎ (নিশ্চেষ্টো ভবেৎ)।। ২৬।।

অনুবাদ— প্রত্যক্ষ যাবতীয় বস্তুই বিনাশশীল, অতএব মিষ্টান্নাদি সমস্ত পদার্থকেই অবাস্তবরূপে বিচার করিবেন এবং ঐহিক ও পারত্রিক বিষয়ে অনাসক্ত হইয়া সকাম কর্ম্ম হইতে বিরত হইবেন।। ২৬।।

বিশ্বনাথ— ননু মধুরমিষ্টান্নং বিহায় কথং রূক্ষে শিলান্নে প্রবৃত্তিঃ স্যাদত আহ,— নেতি। এতৎ স্বাদ্বন্নাদি বস্তুতয়া ন পশ্যেৎ, যতো বিনশ্যতি, অত ইহামুত্রলোকে অসক্তচিত্তঃ সন্ চিকীর্ষিতাত্তদর্থকৃত্যাদ্বিরমেৎ।। ২৬।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— প্রশ্ন! মধুর মিষ্টান্ন ত্যাগ করিয়া কিরূপে রুক্ষ শিলান্নে প্রবৃত্তি হয়? তাহার উত্তরে বলিতেছেন—এই সুস্বাদু অন্নাদি বস্তু বুদ্ধিতে দেখিবে না, যেহেতু বিনাশ প্রাপ্ত হইবে, অতএব ইহ পরলোকে অনাসক্ত চিত্ত হইয়া বাঞ্ছিত বিষয়ের প্রাপ্তির জন্য চেষ্টা হইতে বিরত থাকিবে।। ২৬।।

যদেতদাত্মনি জগন্মনোবাক্প্রাণসংহতম্।
সর্ব্বং মায়েতি তর্কেণ স্বস্থস্ত্যক্ত্বা ন তৎ স্মরেৎ।। ২৭।।

অন্বয়ঃ— যৎ এতৎ (মমতাস্পদং) জগৎ মনোবাক্ প্রাণসংহতং (মনোবাক্ প্রাণৈঃ সংহতং সহিতমহঙ্কারাস্পদং শরীরঞ্চ) সর্ব্বং (তজ্জন্যং সুখঞ্চ তৎ) মায়া (মায়ামাত্রম্) ইতি তর্কেণ (বিচারেণ স্বপ্নাদিদৃষ্টান্তেন) ত্যক্ত্বা স্বস্থঃ (আত্মনিষ্ঠঃ সন্ পুনঃ) তৎ ন স্মরেৎ (ন চিন্তয়েৎ)।। ২৭।।

অনুবাদ— মমতা-বিষয়ীভূত এই জগৎ এবং মনঃ, বাক্য ও প্রাণের সহিত অহঙ্কার-বিষয়ীভূত এই শরীরকে স্বপ্নাদিদৃষ্টান্ত-বিচার-দ্বারা মায়া-মাত্র জানিয়া পরিত্যাগপূর্ব্বক আত্মনিষ্ঠ হইয়া পুনরায় তাহার স্মরণ করিবেন না।। ২৭।।

বিশ্বনাথ— মায়া মায়াগুণকার্য্যমিত্যর্থঃ। তর্কেণ কার্য্যাণাং কারণাত্মকত্বাৎ পরমাত্মৈক্যমেবৈতস্যেতি ন্যায়েন ইদংকারাস্পদং ন স্মরেৎ।। ২৭।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— মায়া অর্থাৎ মায়াগুণের কার্য্য এই জগৎ তর্কদ্বারা কার্য্যসমূহের কারণরূপী পরমাত্মার সহিত ঐক্য এই ন্যায় দ্বারা, এই জগতের কোন বস্তুকে স্মরণ করিবে না।। ২৭।।

বিবৃতি— প্রার্থনীয় প্রাকৃত বস্তুর অভাবে ভগবৎকৃপালব্ধ বস্তু পাইলেই আসক্তি বৃদ্ধি পায় না। কায়মনোবাক্যদ্বারা সকল পরিমিত বস্তুর ভোগপিপাসা পূর্ব্বস্মৃতি হইতে সাধিত হয়। ভগবৎ-পরায়ণ হইলে ভোগের প্রাক্স্মৃতি জীবকে বিপথগামী করিতে সমর্থ হয় না।। ২৬-২৭

মধ্ব—

ত্রিগুণা প্রকৃতির্মায়া তজ্জত্বাদ্বিশ্বমীদৃশম্।
অনাদ্যনন্তকালেষু মায়েত্যাহুর্বিপশ্চিতঃ।।
অচেতনত্বান্নৈবৈতৎ প্রযোজকতয়া স্মরেৎ।
চেতনত্বং স্বতন্ত্রত্বং স চৈকো বিষ্ণুরেব তু।।
আয়স্তু ফলমুদ্দিষ্টং প্রোক্তাং মায়েতি নিষ্ফলম্।
ফলাল্পত্বাত্তু মায়ৈষা সংপ্রোক্তা ত্রিগুণাদিকা।।
মহাফল-প্রদত্বাত্তু বিষ্ণুরায় ইতীরিতঃ।
ইতি নিবৃত্তে।। ২৭।।

জ্ঞাননিষ্ঠো বিরক্তো বা মদ্ভক্তো বানপেক্ষকঃ।
সলিঙ্গানাশ্রমাংস্ত্যক্ত্বা চরেদবিধিগোচরঃ।। ২৮।।

অন্বয়ঃ— (ইদানীং পরমহংসধর্ম্মানাহ) বিরক্তঃ (বহির্বিরক্তো মুমুক্ষুঃ সন্ যঃ) জ্ঞাননিষ্ঠঃ বা (জ্ঞানপরো বা) অনপেক্ষকঃ (মোক্ষেঽপ্যনপেক্ষঃ) মদ্ভক্তঃ বা (সঃ) সলিঙ্গান্ (ত্রিদণ্ডাদিসহিতান্) আশ্রমান্ (তদ্ধর্ম্মান্) ত্যক্ত্বা (তদাসক্তিং ত্যক্ত্বা) অবিধিগোচরঃ (বিধিনিষেধানধীনঃ সন্) চরেৎ (যথোচিতং ধর্ম্মং চরেৎ)।। ২৮।।

অনুবাদ— যিনি বাহ্যবিষয়ে বিরক্ত হইয়া মোক্ষকামনায় কেবলমাত্র জ্ঞাননিষ্ঠ অথবা মোক্ষবিষয়েও আকাঙ্ক্ষাশূন্য হইয়া মদীয় ভক্ত হন, তিনি ত্রিদণ্ডাদি চিহ্নের সহিত সন্ন্যাসধর্ম্মসকল ত্যাগ করিয়া বিধিনিষেধের অনধীনরূপে যথোচিত ধর্ম্মাচরণ করিবেন।। ২৮।।

বিশ্বনাথ— পরিপক্কজ্ঞানিনো নিষ্কামস্বভক্তস্য চ বর্ণাশ্রমনিয়মাভাবমাহ,—জ্ঞাননিষ্ঠঃ পরিপক্ক জ্ঞানবান্ অনপেক্ষকঃ প্রতিষ্ঠাপর্য্যন্তাপেক্ষারহিতঃ। অত্র সর্ব্বথা নৈরপেক্ষমজাতপ্রেম্নো ভক্তস্য ন সম্ভবেদত উৎপন্নপ্রেমৈব ভক্তঃ সলিঙ্গানাশ্রমাংস্ত্যজেৎ অনুৎপন্নপ্রেমা তু

নির্লিঙ্গাশ্রমধর্ম্মাংস্ত্যজেদিত্যর্থো লভ্যতে; স্বধর্ম্মত্যাগস্তু "তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীতেতি" বাক্যাৎ ভক্তানামারম্ভত এবাবগম্যতে। তয়োঃ শুদ্ধান্তঃকরণত্বাদেব পাপে প্রবৃত্ত্যভাবাৎ দুরাচারত্বং নাশঙ্ক্যম্; তেনাবিধিগোচরঃ।। ২৮।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—পরিপক্ক জ্ঞানী ও নিষ্কাম ভক্তের বর্ণাশ্রম নিয়ম নাই ইহাই বলিতেছেন, পরিপক্ক জ্ঞানবান্ পরাপেক্ষা শূন্য, প্রতিষ্ঠা পর্য্যন্ত অপেক্ষা রহিত। এস্থলে সর্ব্বভাবে নৈরপেক্ষ অজাতপ্রেম ভক্তের সম্ভব নহে। অতএব যাঁহার প্রেমই উৎপন্ন হইয়াছে ঐরূপ ভক্ত আশ্রমের চিহ্ন সহিত আশ্রম ত্যাগ করিবে। কিন্তু অজাতরতি চিহ্ন ত্যাগ না করিয়া আশ্রমধর্ম্মসমূহ ত্যাগ করিবে, ইহাই অর্থ পাওয়া যায়। স্বধর্ম্ম ত্যাগ কিন্তু 'সেই পর্য্যন্তই কর্ম্ম করিবে' এই বাক্য অনুসারে ভক্তগণের আরম্ভ হইতেই কর্ম্মত্যাগ জানা যায়, ঐ উভয়ের শুদ্ধ অন্তঃকরণ হেতুই পাপে প্রবৃত্তি না থাকায় দুরাচারত্ব দোষ আশঙ্কা করিবে না। এই কারণেই বলিয়াছেন 'অবিধি গোচর'।। ২৮

বিবৃতি— জাগতিক বস্তুতে বিলাস-রহিত হওয়াই বিরক্তের ধর্ম্ম। সসীম বস্তুতে ইন্দ্রিয়জ-জ্ঞানে বিলাসবান্ হইলে স্বরূপানুভূতির ব্যাঘাত হয়। ভোগ্যবস্তুর অপেক্ষা-রহিত ভগবৎপ্রীতিকামী ভগবৎ-সেবক ভোগ্য জগতের কোন বিধি-বিধানের অন্তর্ভুক্ত না হইয়া স্বাধীনভাবে বিচরণ করেন। ভোগীগণ সর্ব্বদাই ভোগাভাবে বিরক্ত এবং স্বরূপজ্ঞানে বিমুখতা হেতু জড়ভোগাপেক্ষা-প্রমত্ত হইয়া নানাপ্রকার বিধানের অনুগত থাকেন। ঐগুলি পরিত্যাগ করিয়া ভগবৎপর হইলে পারমহংস্য ধর্ম্ম সিদ্ধ হয়। শ্রীচরিতামৃত-কথিত—

"এত সব ছাড়ি' আর বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম।
অকিঞ্চন হঞা লয় কৃষ্ণৈকশরণ।"

—এই অবস্থা-লাভই পারহংস্যের সুষ্ঠু বিচার।। ২৮।।

বুধো বালকবৎ ক্রীড়েৎ কুশলো জড়বচ্চরেৎ।
বদেদুন্মত্তবদ্বিদ্বান্ গোচর্য্যাং নৈগমশ্চরেৎ।। ২৯।।

অন্বয়ঃ— বুধঃ (বিবেকবানপি) বালকবৎ (মানাপমানবিবেকশূন্যঃ সন্) ক্রীড়েৎ (বিহরেৎ) কুশলঃ (নিপুণোঽপি) জড়বৎ (ফলানুসন্ধানাভাবেন) চরেৎ বিদ্বান্ (পণ্ডিতোঽপি) উন্মত্তবৎ (লোকরঞ্জনাভাবেন) বদেৎ (আলপেৎ) নৈগমঃ (বেদার্থনিষ্ঠোঽপি) গোচর্য্যান্ (অনিয়তাচারমিব) চরেৎ (আচরেৎ)।। ২৯।।

অনুবাদ— বিবেকী হইয়াও বালকের ন্যায় মানাপমানবুদ্ধিশূন্যরূপে বিহার করিবেন। নিপুণ হইয়াও জড়ের ন্যায় আচরণ করিবেন। বিদ্বান্ হইয়াও উন্মত্তের ন্যায় বাক্যালাপ করিবেন এবং বেদার্থনিষ্ঠ হইয়াও অনির্দ্দিষ্ট আচার পালন করিবেন।। ২৯।।

বিশ্বনাথ— লোকপ্রতিষ্ঠোত্থবিক্ষেপভয়াৎ ক্বাপি স্বং ন প্রকাশয়েদিত্যাহ,—বুধ ইতি; নৈগমঃ বেদার্থবিজ্ঞোঽপি গোচর্য্যাং অনিয়তাচারম্।। ২৯।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— লোকে যশ প্রতিষ্ঠা হইতে উত্থিত চিত্ত-বিক্ষেপ ভয়ে কোথাও নিজেকে প্রকাশ করিবে না, ইহাই বলিতেছেন—পণ্ডিত ব্যক্তি বালকের ন্যায় ক্রীড়া করিবে, নিপুণ ব্যক্তি জড়ের ন্যায় আচরণ করিবে, বিদ্বান্ ব্যক্তি উন্মত্তের ন্যায় কথা বলিবে, বেদার্থবিৎ হইয়াও অনিয়মিত আচরণ করিবে।। ২৯।।

বিবৃতি— অভিজ্ঞ হইয়াও অনভিজ্ঞের ন্যায় আচরণ করিবেন। নিপুণ হইয়াও উদ্দিষ্ট ফললাভের জন্য ব্যস্ত হইবেন না। লোকপ্রিয় যথাযথ বাক্যালাপের পরিবর্ত্তে অসংলগ্নভাবে বাক্যালাপ করিবেন। বৈদিক অনুষ্ঠানে নিপুণতা লাভ করিয়াও আচার-পালনে ঔদাসীন্য প্রদর্শন করিবেন।

পারমহংস্যাবস্থায় বিধিপালন ও নিষেধ-ত্যাগ প্রভৃতি কার্য্য বহির্জ্জগতে পালিত না হইলেও উদ্দেশ্য হইতে ভ্রষ্ট না হইয়া তত্তদ্বিষয়ে পারঙ্গতি-লাভই পারমহংস্য-বিচার। আপাতদর্শনে খর্ব্বদৃষ্টি ব্যক্তিগণ তাঁহাদের আচার বুঝিতে না পারিয়া আত্মকলঙ্ক বিধান করেন।

"দৃষ্টৈঃ স্বভাবজনিতৈর্বপুশ্চ দোষৈঃ"

—শ্রীরূপ-পাদের এই বিচারটি বুঝিতে না পারিলে অদৈববর্ণাশ্রমেই আবদ্ধ থাকিতে হয়।। ২৯।।

বেদবাদরতো ন স্যান্ন পাষণ্ডী ন হৈতুকঃ।
শুষ্কবাদবিবাদে ন কঞ্চিৎ পক্ষং সমাশ্রয়েৎ।। ৩০।।

অন্বয়ঃ— বেদবাদরতঃ (কর্ম্মকাণ্ডব্যাখ্যানাদি-নিষ্ঠঃ) ন স্যাৎ (ন ভবেৎ কিঞ্চ) পাষণ্ডী (শ্রুতিস্মৃতিবিরুদ্ধধর্ম্মানুষ্ঠানবান্) ন (ন স্যাৎ) হৈতুকঃ (কেবলতর্কনিষ্ঠঃ) ন (ন স্যাৎ) শুষ্কবাদবিবাদে (শুষ্কবাদে নিষ্প্রয়োজনগোষ্ঠ্যাং যো বিবাদস্তস্মিন্) কঞ্চিৎ পক্ষং ন সমাশ্রয়েৎ (তত্রোদাসীনো ভবেৎ)।। ৩০।।

অনুবাদ— কর্ম্মকাণ্ড-ব্যাখ্যানাদি-নিষ্ঠ, পাষণ্ডী, কেবল তর্করত এবং নিষ্প্রয়োজন বিবাদে একপক্ষাবলম্বী হইবেন না।। ৩০।।

বিশ্বনাথ— কিন্ত্বাত্মগোপনার্থমেবম্ভূতস্তু ন ভবেদিত্যাহ,— বেদবাদরতঃ কর্ম্মকাণ্ডাদিব্যাখ্যারতঃ, পাষণ্ডী বৌদ্ধাদিচিহ্নধারী, হৈতুকঃ কেবলতর্কনিষ্ঠঃ। শুষ্কো যো বাদো বিবর্ত্তাদি লক্ষণস্তত্র বিবাদে সতি।। ৩০।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— কিন্তু আত্মগোপনের জন্য এইরূপ হইবে না, বেদের কর্ম্মকাণ্ডাদি ব্যাখ্যারত হইবে না, পাষণ্ডী অর্থাৎ বৌদ্ধ আদি চিহ্ন ধারণ করিবে না, কেবল তর্কনিষ্ঠ হইবে না, শুষ্কবাদ বিতর্কের মধ্যে বিবাদে কোন পক্ষ আশ্রয় করিবে না।। ৩০।।

বিবৃতি— ভগবন্তুভক্তগণ কর্ম্মকুশল বৈদিকগণের ন্যায় পরোক্ষবাদের বিচারে প্রমত্ত হন না। শুষ্কতর্কাদিদ্বারা সবিশেষ সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবদ্বস্তুর সহিত তাঁহারই প্রদত্ত শক্তিবিশিষ্ট অন্যদেবগণের সহিত সাম্য-সংস্থাপনে ব্যস্ত হন না। অনর্থক কোন পক্ষ গ্রহণ করিয়া অপর-পক্ষকর্ত্তৃক নিন্দিত বা প্রশংসিত হন না। শ্রীউপদেশামৃত-কথিত—

"অত্যাহারঃ প্রয়াসশ্চ প্রজল্পো নিয়মাগ্রহঃ।
জনসঙ্গশ্চ লৌল্যঞ্চ ষড়্ভির্ভক্তির্বিনশ্যতি।।"

—এতৎপ্রসঙ্গে আলোচ্য।। ৩০।।

মধ্ব— বেদেন সহবাদো যো বেদবাদ ইতীরিতঃ।
তর্কেণ বেদস্যান্যার্থকল্পনং তং বিদো বিদুঃ।।
তন্ন কুর্য্যাৎ কদাচিচ্চ তৎকুর্ব্বন্ বেদহা ভবেৎ।
ইতি চ।
যোগসাংখ্যকণাদাক্ষপাদা বৈ হেতুবাদিনঃ।
পশ্বীশশাক্তবুদ্ধাদ্যাঃ পাষণ্ডা ইতি কীর্ত্তিতাঃ।।
ইতি চ।। ৩০।।

নোদ্বিজেত জনাদ্ধীরো জনং চোদ্বেজয়েন্ন তু।
অতিবাদাংস্তিতিক্ষেত নাবমন্যেত কঞ্চন।
দেহমুদ্দিশ্য পশুবদ্বৈরং কুর্য্যান্ন কেনচিৎ।। ৩১।।

অন্বয়ঃ— অতিবাদানং (দুরুক্তানি) তিতিক্ষেত (সহেত) কঞ্চন ন অবমন্যেত (নাবজানীয়াৎ) দেহম্ উদ্দিশ্য (লক্ষীকৃত্য) কেনচিৎ (সহ) পশুবৎ বৈরং (শত্রুতাং) ন কুর্য্যাৎ।। ৩১।।

অনুবাদ— অপরের দুর্বাক্য সহ্য করিবেন, কাহারও প্রতি অবজ্ঞা-প্রদর্শন কিম্বা দেহের উদ্দেশ্যে কাহারও সহিত পশুর ন্যায় শত্রুতা করিবেন না।। ৩১।।

বিশ্বনাথ— অতিবাদান্ দুরুক্তানি।। ৩১।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— 'অতিবাদ' তিরস্কার সহ্য করিবে।। ৩১।।

বিবৃতি—কায়মনোবাক্যে ভূতোদ্বেগ-বিধান নিষিদ্ধ। সর্ব্বদা সহিষ্ণু হইয়া সমগ্রজগৎকে অবজ্ঞা করিবে না।

"তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ।"

—শ্রীগৌরসুন্দর-কথিত শ্লোকটি এতৎপ্রসঙ্গে বিচার্য্য ও অনুসরণীয়।। ৩১।।

এক এব পরো হ্যাত্মা ভূতেষ্বাত্মন্যবস্থিতঃ।
যথেন্দুরুদপাত্রেষু ভূতান্যেকাত্মকানি চ।। ৩২।।

অন্বয়ঃ— উদপাত্রেষু (বিভিন্নেষু জলাশয়েষু) ইন্দু যথা (যথা এক এব চন্দ্রো বহুধা প্রতিবিম্বিতো বর্ত্ততে তথা) একঃ পরঃ আত্মা (পরমাত্মা) এব হি ভূতেষু (বিভিন্নদেহেষু) আত্মনি (চ) অবস্থিতঃ (বহুরূপত্বেনান্তর্য্যামিতয়া বর্ত্ততে) ভূতানি চ (দেহা অপি কারণরূপেণ) একাত্মকানি (একাত্মসম্বন্ধযুক্তানি ভবন্তি)।। ৩২।।

অনুবাদ— এক চন্দ্রই যেরূপ বিভিন্ন জলাশয়ে বিবিধরূপে প্রতিবিম্বিত হইয়া থাকেন, সেইরূপ এক পরমাত্মাই বিভিন্ন দেহে ও আত্মমধ্যে অন্তর্য্যামিসূত্রে বহুরূপে বর্ত্তমান রহিয়াছেন এবং দেহ-সকলও এক আত্মার সহিত সম্বন্ধযুক্ত রহিয়াছে।।৩২।।

বিশ্বনাথ— বৈরাকরণে বিচারমাহ,—এক ইতি। পরো হ্যাত্মা পরমাত্মা ভূতেষু মানুষ্যাদিষু আত্মনি জীবে চ; যথা উদপাত্রেষু উদকপাত্রস্থপ্রতিবিম্বত্বেন প্রতীতেষু স্বকিরণেষু ইন্দুঃ। স্বকার্য্যেষু কারণস্য সত্ত্বাদিত্যাত্মদৃষ্ট্যা বৈরাকারণাভাবঃ, দেহদৃষ্ট্যা তু ভূতান্যেকাত্মকানীতি ক্ব বৈরং কার্য্যমিতি ভাবঃ।।৩২।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— বৈরীভাব না করার বিচার বলিতেছেন—পরমাত্মা মনুষ্যাদি সকল জীবে বিদ্যমান, যেমন জলপাত্রসমূহে জলপাত্রস্থিত প্রতিবিম্বদ্বারা-নিজ কিরণ দ্বারা চন্দ্র জ্ঞান হয়, সেইরূপ নিজ কার্য্যসমূহে কারণরূপী পরমাত্মার অবস্থান হেতু, আত্মদৃষ্টিদ্বারা বৈরভাব করিবে না, দেহ দৃষ্টিদ্বারা কিন্তু প্রাণীসমূহ একাত্মা এইভাবে কোথায় বৈরভাব করিবে? ইহাই ভাবার্থ।।৩২।।

বিবৃতি—বিভিন্ন আধারে প্রতিবিম্বিত বস্তুর সাদৃশ্য-দর্শনে বস্তুর সহিত সমজ্ঞান বা আকরবস্তুকে অবজ্ঞা করা কর্ত্তব্য নহে। যে চিন্ময়-ধর্ম্ম পরমাত্মায় অবস্থিত, বিভিন্ন আধারে জীবগণের মধ্যে সেই চৈতন্যধর্ম্মকে আক্রমণ করিলে অনুভূতিরহিত পশুর ন্যায় অনভিজ্ঞতা প্রদর্শিত হইয়া যাইবে। সুতরাং চেতনময় বস্তুর বিরোধ আচরণ করিবে না। বুদ্ধিমান সকল চেতন-পদার্থের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হইলে জীবহিংসাদি পাপে প্রবৃত্ত হইতে হয় না।। ৩২।।

অলব্ধ্বা ন বিষীদেত কালে কালেঽশনং ক্বচিৎ।
লব্ধ্বা ন হৃষ্যেদ্ধৃতিমানুভয়ং দৈবতন্ত্রিতম্।। ৩৩।।

অন্বয়ঃ— ধৃতিমান্ (ধৈর্য্যশীলঃ) ক্বচিৎ (কদাচিৎ) অশনম্ (অন্নম্) অলব্ধ্বা অকালে (অলাভকালে) ন বিষীদেত (বিষণ্ণো ন ভবেৎ তথা) লব্ধ্বা (অশনং প্রাপ্য) কালে (লাভকালে) ন হৃষ্যেৎ (হৃষ্টোঽপি ন ভবেৎ যতঃ) উভয়ং (লাভালাভরূপং) দৈবতন্ত্রিতং (দৈবাধীনম্)।।৩৩

অনুবাদ— ধৈর্য্যশীল মুনি কোন সময়ে অন্নাদি প্রাপ্ত না হইলে সেই অলাভকালে বিষণ্ণ অথবা কোন সময়ে তাহা প্রাপ্ত হইলে সেই লাভকালে হৃষ্ট হইবেন না, যেহেতু লাভ ও অলাভ এই উভয়ই দৈবাধীন জানিবেন।।৩৩

বিশ্বনাথ—অত্র জলে চন্দ্রসূর্য্যয়োঃ কিরণা এব প্রতিবিম্বত্বেন প্রতীয়ন্তে ন তু বস্তুতঃ প্রতিবিম্বাঃ, তেষাং তাপশমকত্ব-তাপকত্বয়োঃ প্রত্যক্ষত এবান্তর্ভূতত্বেনাবস্তুত্বাভাবাৎ। দৈবতন্ত্রিতং দৈবাধীনং যতঃ।।৩৩।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই জলে চন্দ্র ও সূর্য্যের কিরণসমূহই প্রতিবিম্বরূপে জানা যাইতেছে, কিন্তু বস্তুত প্রতিবিম্ব নয়, কারণ চন্দ্র তাপ নাশক সূর্য্য তাপপ্রদ উভয়ের প্রত্যক্ষই অন্তর্ভূত থাকায় অবস্তু নাই। দৈব তন্ত্রিত অর্থাৎ যেহেতু দৈবাধীন।।৩৩।।

বিবৃতি— সুখদুঃখ প্রাপ্তি বিষয়রূপে যথাকালে আগত হয়। প্রাপকের তজ্জন্য আনন্দিত বা দুঃখিত হওয়া উচিত নয়। অন্যত্র হইতে ফল আগত হওয়ায় স্বকর্ত্তৃত্বের মূঢ়তা যাহাতে বদ্ধজীবকে অহঙ্কারী না করিতে পারে, এতদ্‌বিষয়ে দৃষ্টি রাখিতে হইবে।। ৩৩।।

মধ্ব— ভূতানামেকএবাত্তাথৈকো ভূতেষু সন্ততঃ।
ঘটাবয়বরূপস্তু তথৈবান্যো ঘটানুগঃ।।
ঘটনাশেঽপ্যনাশঃ সন্ মধ্যমাকাশ ইষ্যতে।
একদেশাভিমানিত্বাদিত্যাকাশস্ত্রয়ঃ স্মৃতাঃ।।
মহাকাশো বিঘ্নরাজো বিঘ্নস্তত্র তু মধমাঃ।
ক্ষুদ্রবিঘ্নাস্তদিতর এবমাত্মা ত্রিধা স্মৃতঃ।।
মহাখবৎ পরস্ত্বাত্মা জীবা মধ্যখবৎ স্মৃতাঃ।
ঘটানুগখবৎ প্রোক্তা অসুরা নিত্যদুঃখিনঃ।।
মহাকাশবশাঃ সর্ব্বে আকাশা ইতরে স্মৃতাঃ।
পরমাত্মবশেতদ্বজ্জীবাঃ সর্ব্বেপি সংস্থিতাঃ।।
এবং বিষ্ণ্বাত্মকমিদং জগৎ পশ্যেৎ যতিঃ সদা।
ইতি বিনির্ণয়ে।।৩৩।।

আহারার্থং সমীহেত যুক্তং তৎপ্রাণধারণম্।
তত্ত্বং বিমৃশ্যতে তেন তদ্বিজ্ঞায় বিমুচ্যতে।। ৩৪।।

অন্বয়ঃ—(অলং তর্হি ভিক্ষাপ্রযত্নেনেত্যাহ) আহারার্থম্ (আহারমাত্রার্থং) সমীহেত (চেষ্টেতৈব যতঃ) তৎ-প্রাণধারণং (তস্য প্রাণধারণং) যুক্তং (সম্যগেব যতঃ) তেন (প্রাণধারণেন) তত্ত্বং বিমৃশ্যতে (বিচার্য্যতে) তৎ (তত্ত্বং) বিজ্ঞায় (জ্ঞাত্বা চ) বিমুচ্যতে (মুক্তো ভবতি)।। ৩৪।।

অনুবাদ— আহারের জন্য চেষ্টা করিতে হইবে, যেহেতু প্রাণরক্ষা অবশ্য কর্ত্তব্য কার্য্য। প্রাণরক্ষা-দ্বারা তত্ত্ববিচার এবং তাহা হইতেই মুক্তিলাভ হইয়া থাকে।। ৩৪

বিশ্বনাথ— তদপি ভিক্ষায়াঃ স্বতোঽপ্রাপ্তৌ সত্যাং তদর্থং যতেতৈবেত্যাহ,—আহারার্থমিতি। যতঃ প্রাণ-ধারণযুক্তমুচিতং যতস্তেনেতি তৎতত্ত্বম্।। ৩৪।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— তাহাও স্বাভাবিকভাবে ভিক্ষা না পাওয়া গেলে সেইজন্য যত্ন করিবেই অর্থাৎ আহারের জন্য যত্ন করিবে, যেহেতু প্রাণধারণ করা উচিৎ, প্রাণধারণ দ্বারাই তত্ত্ব চিন্তা, তত্ত্ব জানিয়া বিজ্ঞান বিমুক্তি হয়।। ৩৪

বিবৃতি— অতিরিক্ত ভোজন ও স্বল্পভোজন ছাড়িয়া দিয়া যুক্তাহারই স্বীকার কর্ত্তব্য। ধীর ব্যক্তি তত্ত্ববিচারে সমর্থ। যাঁহার তত্ত্বজ্ঞান নাই, তিনি সর্ব্বদাই আপনাকে ভোগাসক্তিতে আবদ্ধ করেন।। ৩৪।।

যদৃচ্ছয়োপপন্নামদ্যাচ্ছ্রেষ্ঠমুতাপরম্।
তথা বাসস্তথা শয্যাং প্রাপ্তং প্রাপ্তং ভজেন্মুনিঃ।। ৩৫।।

অন্বয়ঃ— মুনিঃ শ্রেষ্ঠম্ (উত্তমম্) উত (অথবা) অপরং (হীনং বা) যদৃচ্ছয়া (অনায়াসেন) উপপন্নাম্ (উপস্থিতং ভোজ্যম্) অদ্যাৎ (ভক্ষয়েৎ) তথা প্রাপ্তং (যদৃচ্ছোপপন্নং) বাসঃ (উত্তমং হীনং বা বস্ত্রং) তথা প্রাপ্তাং (যদৃচ্ছোপপন্নামুত্তমামধমাং বা) শয্যাং ভজেৎ (স্বীকুর্য্যাৎ)।

অনুবাদ— মুনি অনায়াসপ্রাপ্ত উত্তম বা অধম অন্ন, বস্ত্র ও শয্যা স্বীকার করিবেন।। ৩৫।।

বিশ্বনাথ— অযত্নাদুপস্থিতং শ্রেষ্ঠং স্বাদু অপরং বিরসং বা মুনিরিতি তত্র তত্র বচনেনাভিনন্দনং প্রত্যাখ্যানং বা ন কুর্য্যাদিতি ভাবঃ।। ৩৫।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— যত্ন না করিলে অন্ন উপস্থিত যদি হয় তাহাই শ্রেষ্ঠ। ইহা সুস্বাদু, অন্যটি বিরস, এইভাবে মুনি ঐ ঐ অন্নে বাক্যদ্বারা আদর বা অনাদর করিবেন না।। ৩৫।।

শৌচমাচমনং স্নানং ন তু চোদনয়া চরেৎ।
অন্যাংশ্চ নিয়মান্ জ্ঞানী যথাহং লীলয়েশ্বরঃ।। ৩৬।।

অন্বয়ঃ—(ঈশ্বরঃ অপি) অহং যথা লীলয়া (স্বেচ্ছয়ৈব কর্ম্মাণি চরামি তথা) জ্ঞানী (জ্ঞাননিষ্ঠোঽনাসক্তঃ সন্) শৌচম্ আচমনং স্নানং (তথা) অন্যান্ নিয়মান্ চ চরেৎ (অনুতিষ্ঠেৎ) চোদনয়া ন তু (বিধিনিষেধকিঙ্করত্বেন তু ন চরেৎ, তস্য জ্ঞাননিষ্ঠাবিরোধাদিত্যর্থঃ)।। ৩৬।।

অনুবাদ—আমি বিধিনিষেধের অনধীন ঈশ্বর হইয়াও যেরূপ স্বেচ্ছাক্রমে কর্ম্মসমূহের আচরণ করিয়া থাকি, সেইরূপ জ্ঞাননিষ্ঠ পুরুষও বিধিনিষেধের অনধীনরূপেই কর্ম্মের আচরণ করিবেন।। ৩৬।।

বিশ্বনাথ— চোদনয়া নাচরেৎ বিধিকৈঙ্কর্য্যাভাবাৎ, কিন্তু পূর্ব্বাভ্যাসেন স্বেচ্ছয়ৈব।। ৩৬।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— জ্ঞানী ব্যক্তি বিধির কিঙ্কর নহে, কিন্তু পূর্ব্বের অভ্যাস বশতঃ স্বেচ্ছায় শাস্ত্র বিধি পালন করিবেন।। ৩৬।।

বিবৃতি— ভগবৎসেবার অনুকূল জীবন-যাপনকারী ব্যক্তি সর্ব্বদাই জীবন্মুক্ত। অজ্ঞানী ব্যক্তিগণের জন্য যে-সকল মুখধাবন, শৌচ, স্নানাদির ব্যবস্থা আছে, তাহাতে ভক্তগণ বাধ্য হন না। ভগবদ্ভক্ত কেবলই যে প্রাকৃত-বিচারের অশুচি ও অস্নাত থাকেন এরূপ নহে, তত্তদ্-বিধিতে বাধ্য না হইয়া কেবল ভগবৎসেবা-পর হইয়াই কাল যাপন করেন।। ৩৬।।

ন হি তস্য বিকল্পাখ্যা যা চ মদ্বীক্ষয়া হতা।
আ দেহান্তাৎ ক্বচিৎ খ্যাতিস্ততঃ সম্পদ্যতে ময়া।। ৩৭

অন্বয়ঃ— তস্য বিকল্পাখ্যা (ভেদ-প্রতীতিঃ) ন হি (নৈব বর্ত্ততে) যা চ (পূর্ব্বমাসীৎ সাপি) মদ্বীক্ষয়া (মদ্-বিষয়ক জ্ঞানেন) হতা (বিনষ্ট ততঃ) আ দেহান্তাৎ (দেহান্তং যাবৎ) ক্বচিৎ খ্যাতিঃ (কদাচিদ্বাধিতৈব খ্যাতির্ভবতি) ততঃ (দেহান্তাৎ পরং) ময়া সম্পদ্যতে (সার্ষ্ট্যাখ্যাং মত্তুল্য-সম্পত্তিং প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ)।। ৩৭।।

অনুবাদ— তৎকালে মুনি ব্যক্তির ভেদপ্রতীতি বর্ত্তমান থাকে না। পূর্ব্বে যে ভেদপ্রতীতি ছিল, তাহাও মদ্বিষয়ক জ্ঞানের দ্বারাই বিনষ্ট হইয়া থাকে, সুতরাং দেহান্তকাল-পর্য্যন্ত বাধিতখ্যাতিরই কদাচিৎ উদয় হইয়া থাকে এবং দেহাবসানে সার্ষ্টি-নাম্নী মত্তুল্য-সম্পত্তি লাভ হয়।। ৩৭।।

বিশ্বনাথ— তস্য জ্ঞানপরিপাক এব বিধিকৈঙ্কর্য্যাভাবে কারণমিত্যাহ,—ন হীতি। বিকল্পস্য ভেদস্য আখ্যা প্রখ্যানং তস্য নাস্তি। নন্বাত্মৈবেদং সর্ব্বমিতি ব্রুবাণস্য তস্য বাচৈব নাস্তি মনসা ত্বস্ত্যেব, তত্রাহ,—যা চাস্তি সাপি মদ্বীক্ষয়া মদপরোক্ষানুভবেন হতা হতপ্রায়া। ননু ন হতপ্রায়া তত্রাহ—ক্বচিদাদেহান্তাং বাধিতৈব খ্যাতির্দৃশ্যতে।। ৩৭।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— জ্ঞানীর জ্ঞান পরিপাক হইলেই বিধির অধীন না হওয়ার কারণ বলিতেছেন—বিকল্প অর্থাৎ ভেদের প্রখ্যান তাহার নাই, প্রশ্ন 'আত্মাই এই সমগ্র জগৎ' এই কথা যিনি বলেন তাহার বাক্যই নাই, মনে কিন্তু আছেই, তাহার উত্তরে বলিতেছেন—যাহাও আছে তাহাও আমার সাক্ষাৎ অনুভব দ্বারা বিনষ্ট প্রায়। প্রশ্ন বিনষ্ট প্রায় নহে? তাহার উত্তরে বলিতেছেন—কখনও দেহের অন্ত পর্য্যন্ত বিনষ্ট বস্তুই দেখা যায়।। ৩৭।।

মধ্ব—

বিরুদ্ধত্বেন কল্পনং বিকল্পঃ।
"নিষিদ্ধং মনসাকল্প্য ভীতো বিহিতমাচরেৎ।
অজ্ঞোঽজ্ঞস্য তু সংকল্পঃ স্বভাবাদ্ বিহিতানুগঃ।।
শরীরধর্ম্মিণঃ ক্বাপি নিষিদ্ধেঽপি মনো ব্রজেৎ।
তথাপি তস্য নানার্থো মোক্ষে চৈবান্যথা ব্রজেৎ।।"
ইতি ধর্ম্মতত্ত্বে।। ৩৭।।

বিবৃতি— ভগবদ্ভক্ত ভগবদিতর-প্রতীতি-বিশিষ্ট হইয়া জগতে বাস করেন না; সর্ব্বক্ষণই ভগবৎ-সেবা-বুদ্ধিদ্বারা তিনি চালিত হন। ভোগপ্রবণ-চিত্ত ব্যক্তিগণ যেরূপ স্বীয় ভোগের উদ্দেশ্যেই দিনপাত করেন, ভগবদ্ভক্তগণ তাঁহাদের ন্যায় তদ্রূপ ভোগ বা ত্যাগপর হইয়া নিজ-অমঙ্গল বিধান করেন না, পক্ষান্তরে সর্ব্বদাই ভগবৎসেবাপর হইয়া বাস করেন। যদিও তাঁহাদের আচার সাধারণ-দৃষ্টিতে অন্যরূপ প্রতীত হয়, তথাপি স্বরূপ-সিদ্ধি-লাভের পর তাঁহারাই বস্তুসিদ্ধি লাভ করেন। জীবন্মুক্ত পুরুষের চেষ্টা সাধারণের বোধগম্য না হওয়ায় তাঁহাদিগকে খর্ব্বদৃষ্টি ব্যক্তিগণ নিজের ন্যায় মনে করেন, কিন্তু ফলকালে উভয়ের মধ্যে প্রচুর পার্থক্য দৃষ্ট হয়।। ৩৭।।

দুঃখোদর্কেষু কামেষু জাতনির্ব্বেদ আত্মবান্।
অজিজ্ঞাসিতমদ্ধর্ম্মো মুনিং গুরুমুপব্রজেৎ।। ৩৮।।

অন্বয়ঃ— (ইদানীং কেবলবৈরাগ্যবন্তং বিবিদিষুং প্রত্যাহ) দুঃখোদর্কেষু (পরিণামদুঃখকরেষু) কামেষু জাতনির্ব্বেদঃ (বিরাগপ্রাপ্তঃ) অজিজ্ঞাসিতমদ্ধর্ম্মঃ (ন জিজ্ঞাসিতো মদ্ধর্ম্মো মৎ প্রাপ্তিসাধনং যেন তাদৃশঃ) আত্মবান্ (কল্যাণার্থী পুমান্) মুনিং (মননশীলং ব্রহ্মনিষ্ঠং) গুরুম্ উপব্রজেৎ (শরণং গচ্ছেৎ)।। ৩৮।।

অনুবাদ— যিনি পরিণামদুঃখকর কাম্য-বিষয়ে বিরক্ত হইয়াছেন অথচ কখনও মদ্ধর্ম্ম জিজ্ঞাসা করেন নাই, তিনি মঙ্গলেচ্ছু হইয়া পরব্রহ্ম-নিষ্ঠ গুরুদেবের শরণাগত হইবেন।। ৩৮।।

বিশ্বনাথ— সম্যগ্বিদুষঃ কৃত্যমুক্ত্বা বিবিদিষোঃ কৃত্যমাহ,—দুঃখোদর্কেষ্বিতি। ন বিচারিতো মদ্ধর্ম্মঃ পরমাত্মতত্ত্বং যেন সঃ।। ৩৮।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— পরিপূর্ণ বিজ্ঞ ব্যক্তির কথা বলিয়া জ্ঞানেচ্ছু ব্যক্তির কথা বলিতেছেন—দুঃখময় কামভোগে বিতৃষ্ণা হওয়ায় আত্মবান্ ব্যক্তি আমার ধর্ম্ম না জানা হেতু মনঃ সংযম করিয়া আমার ধর্ম্ম পরমাত্মতত্ত্বজ্ঞান-গুরুদেবের শরণাপন্ন হইবে।। ৩৮।।

মধ্ব—

স্বভাবতোধর্ম্মপরো ন বিধেশ্চকিতশ্চরেৎ।
অল্পং ফলং হি চকিতে স্বভাবে ফলমুত্তমম্।।
ইতি চ।। ৩৮।।

বিবৃতি— যিনি বহির্জ্জগতের বস্তুগুলিতে আসক্ত না হইয়া সর্ব্বতোভাবে ভগবৎসেবা-পর তাদৃশ শ্রীগুরু-দেবের নিকট জিজ্ঞাসু হইয়া সকল ধর্ম্ম অবগত হওয়া আবশ্যক। ভগবদ্ভক্তিরহিত ব্যক্তিগণ সর্ব্বদাই কামহত-চিত্ত হইয়া দুঃখে নিমগ্ন থাকেন। ধীর ব্যক্তি অভিজ্ঞ জনের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া ভোগ-নির্ম্মুক্ত হন এবং অভক্তজনের সঙ্গ ত্যাগ করেন।। ৩৮।।

তাবৎ পরিচরেদ্ভক্তঃ শ্রদ্ধাবাননসূয়কঃ।
যাবদ্ব্রহ্ম বিজানীয়ান্মামেব গুরুমাদৃতঃ।। ৩৯।।

অন্বয়ঃ— যাবৎ ব্রহ্ম বিজানীয়াৎ তাবৎ (ব্রহ্ম-জ্ঞান-লাভপর্য্যন্তমিত্যর্থঃ) শ্রদ্ধাবান্ অনসূয়কঃ (অসূয়াশূন্যঃ) ভক্তঃ (ভক্তিযুক্তঃ) আদৃতঃ (আদর-যুক্তশ্চ সন্) মাম্ এব (মদ্-দৃষ্ট্যৈব) গুরুং পরিচরেৎ (সেবেত)।। ৩৮।।

অনুবাদ— তাঁহার নিকট হইতে ব্রহ্মজ্ঞানলাভ-পর্য্যন্ত শ্রদ্ধাযুক্ত, অসূয়ারহিত, ভক্তিমান্ হইয়া সাদরে আমার স্বরূপজ্ঞানে গুরুদেবের সেবা করিবেন।। ৩৮।।

বিশ্বনাথ— মামেব গুরুং মদ্রূপম্।। ৩৯।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— আমাকেই অর্থাৎ আমার রূপ শ্রীগুরুদেবকে।। ৩৯।।

মধ্ব—

শুশ্রূষেৎ সহিতস্তাবদ্যাবজ্জ্ঞানোদয়ো গুরুম্।
ততঃ পরঞ্চ শুশ্রূষেৎ যথা তস্য প্রিয়ং ভবেৎ।। ৩৯।।

বিবৃতি— জগতে কাহারও কোন কথায় চালিত হইয়া অপরের হিংসা করিবে না। ভক্তিসহকারে শ্রদ্ধাবান্ হইয়া ভগবৎস্বরূপ ও আত্মস্বরূপবোধের জন্য সর্ব্বক্ষণ যত্ন করিবে। স্বরূপসিদ্ধি লাভ ঘটিলে একাগ্রচিত্তে ভগবদ্ভজন সম্ভব হয়; তখন স্বয়ং মুক্ত হইয়া শ্রীগুরুপাদ-পদ্মের পরম মুক্তাবস্থা-দর্শনে তদনুগামী হইয়াই নিত্যকাল ভজনরত থাকা যায়।। ৩৯।।

যস্ত্বসংযতষড়্বর্গঃ প্রচণ্ডেন্দ্রিয়সারথিঃ।
জ্ঞানবৈরাগ্যরহিতস্ত্রিদণ্ডমুপজীবতি।। ৪০।।
সুরানাত্মানমাত্মস্থং নিহ্নুতে মাঞ্চ ধর্ম্মহা।
অবিপক্ককষায়োঽস্মাদমুষ্মাচ্চ বিহীয়তে।। ৪১।।

অন্বয়ঃ— অসংযতষড়্বর্গঃ (অজিতকামাদিরিপু-ষট্‌কঃ) প্রচণ্ডেন্দ্রিয়সারথিঃ (প্রচণ্ডোঽত্যাসক্ত ইন্দ্রিয়-সারথির্বুদ্ধির্যস্য সঃ) জ্ঞানবৈরাগ্যরহিতঃ যঃ তু ত্রিদণ্ডম্ উপজীবতি (জীবিকায়ামেব সন্ন্যাসং পর্য্যাচরিত সঃ) অবিপক্ককষায়ঃ (অবিপক্কা অপরিণতাঃ কষায়া রাগাদয়ো বিষয়বাসনা যস্য সঃ) আত্মহা (আত্মঘাতী) সুরান্ (যষ্টব্যান্ দেবান্) আত্মানং (স্বাত্মানম্) আত্মস্থম্ (অন্তর্য্যামিনং) মাং চ নিহ্নুতে (প্রতারয়তি ততঃ) অস্মাৎ অমুষ্মাৎ চ (উভয়-লোকাদেব) বিহীয়তে (বিরহিতো ভবতি)।। ৪০-৪১।।

অনুবাদ— যিনি জ্ঞান-বৈরাগ্য-রহিত, অজিত-কামাদি-ষড়্বর্গ এবং প্রবল ইন্দ্রিয়রূপ সারথি কর্ত্তৃক পরিচালিত হইয়া কেবলমাত্র জীবিকানির্ব্বাহের জন্য ত্রিদণ্ডগ্রহণের অভিনয় করেন, সেই অপরিণত বিষয়-বাসনা-গ্রস্ত আত্মঘাতী পুরুষ আরাধ্যদেবগণকে, নিজ আত্মাকে এবং আত্মস্থিত আমাকে বঞ্চিত করিয়া স্বয়ংও উভয়লোক হইতে বঞ্চিত হইয়া থাকেন।। ৪০-৪১।।

বিশ্বনাথ— দুরাচারং সন্ন্যাসিনং নিন্দতি দ্বাভ্যাং যস্ত্বিতি। প্রচণ্ডোঽশান্তঃ ইন্দ্রিয়সারথির্বুদ্ধির্যস্য সঃ ত্রিদণ্ডমুপজীবতি জীবিকায়ামেব সন্ন্যাসং পর্য্যাপয়তী-ত্যর্থঃ। সুরান্ যষ্টব্যান্ দেবান্ স্বাত্মানং আত্মস্থং মাঞ্চ নিহ্নুতে প্রতারয়তি। নিহ্নবফলমাহ,—অস্মাদিতি।। ৪০-৪১

টীকার বঙ্গানুবাদ— দুরাচার সন্ন্যাসীকে নিন্দা করিতেছেন দুইটি শ্লোকদ্বারা। অশান্ত ইন্দ্রিয়-সারথি অর্থাৎ বুদ্ধি যাহার, সেই ব্যক্তি জীবিকার জন্য ত্রিদণ্ড ধারণ করিয়াছেন। তিনি দেবগণকে, নিজকে, আত্মস্থ আমাকেও

প্রতারণা করিতেছেন। প্রতরণার ফল বলিতেছেন—ইহ ও পরলোক হইতে বঞ্চিত হইবেন।। ৪০-৪১।।

বিবৃতি— ভগবদ্‌ভক্তি-রহিত হইলে তৎফলে জ্ঞান ও বৈরাগ্য উভয়ই রহিত হইয়া যায়। তখন ইন্দ্রিয়-চাঞ্চল্য জীবকে অসংযত করিয়া তোলে। তখন তিনি রিপুর বশ-বর্ত্তী হইয়া কায়মনোবাক্য-দণ্ড হইতে বিরত হন। আপনাকে ত্রিদণ্ডী জানিয়া মনোধর্ম্মে চালিত হইলে জ্ঞান ও বৈরাগ্য দূরীভূত হয়। বদ্ধজীব তখন আপনাকে অন্তরে কাম-কিঙ্কর জানিয়াও বাহিরে কপটতা মূলে ত্রিদণ্ড গ্রহীতা বলিয়া প্রদর্শন করেন। ভগবদ্ভক্তিরহিত জনগণ 'অবিপক্ক-কষায়'-নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া ধর্ম্মবিরোধী হইয়া পড়েন। তাঁহাদের পাপপ্রবৃত্তি ধ্বংস না হওয়ায় তাঁহারা আত্ম-প্রতারণা ও ভগবৎসেবা-প্রতারণা-প্রভাবে ভোগ-বৃত্তিক্রমে ভগবদ্‌বঞ্চনা ও লোকবঞ্চনা করেন। ঐ প্রতা-রকগণের কোন মঙ্গল হয় না। পাপকারী ব্যক্তি কখনও ভগবদ্‌ভজনে সমর্থ হন না।। ৪০-৪১।।

ভিক্ষোর্ধর্ম্মঃ শমোঽহিংসা, তপ ঈক্ষা বনৌকসঃ।
গৃহিণো ভূতরক্ষেজ্যা দ্বিজস্যাচার্য্যসেবনম্।। ৪২।।

অন্বয়ঃ— (চতুর্ণাং প্রধানধর্ম্মানাহ) শমঃ অহিংসা ভিক্ষোঃ (সন্ন্যাসিনঃ) ধর্ম্মঃ (প্রধানধর্ম্মো ভবতি) তপঃ ঈক্ষা (আত্মানাত্মবিবেকশ্চ) বনৌকসঃ (বানপ্রস্থস্য ধর্ম্মো ভবতি) ভূতরক্ষা ইজ্যা (যাগশ্চ) গৃহিণঃ (ধর্ম্মো ভবতি তথা) আচার্য্যসেবনং (গুরুসেবা) দ্বিজস্য (ব্রহ্মচারিণো ধর্ম্মো ভবতি)।। ৪২।।

অনুবাদ— সন্ন্যাসীর পক্ষে শম ও অহিংসা, বান-প্রস্থের পক্ষে তপস্যা ও আত্মানাত্মবিবেকজ্ঞান, গৃহস্থের পক্ষে ভূতরক্ষা ও যজ্ঞ এবং ব্রহ্মচারীর পক্ষে গুরুসেবা প্রধান ধর্ম্ম জানিবে।। ৪২।।

বিশ্বনাথ—চতুর্ণাং প্রধানধর্ম্মানাহ,—ভিক্ষোরিতি।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—চারিটি প্রধান ধর্ম্মের কথা বলিতে-ছেন—সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম মনঃ সংযম ও অহিংসা, বানপ্রস্থের ধর্ম্ম তপস্যা ও আত্ম অনাত্ম বিবেকজ্ঞান, গৃহীর ধর্ম্ম প্রাণী-গণের রক্ষা ও যজ্ঞ, ব্রহ্মচারীর ধর্ম্ম শ্রীগুরুসেবা।। ৪২।।

বিবৃতি— ব্রহ্মচারীর ধর্ম্ম—গুরু-সেবা, গৃহস্থের ধর্ম্ম—সামাজিক প্রাণি-সেবা ও নিষ্পাপ জীবনে স্বীয় সংসারে ভগবদর্চ্চন-পালন, বানপ্রস্থের ধর্ম্ম—সদসদ্‌-বিবেকবিশিষ্ট হইয়া তপস্যা এবং ভিক্ষুর ধর্ম্ম—কায়-মনোবাক্যে প্রাণিমাত্রের উদ্বেগ না দিয়া সর্ব্বদা ভগবৎ-সেবা-তৎপর থাকা।। ৪২।।

ব্রহ্মচর্য্যং তপঃ শৌচং সন্তোষো ভূতসৌহৃদম্।
গৃহস্থস্যাপৃতৌ গন্তুঃ সর্ব্বেষাং মদুপাসনম্।। ৪৩।।

অন্বয়ঃ— অপি (কিঞ্চ) ঋতৌ গন্তুঃ (ঋতুকাল এব কেবলং স্ত্রীরতস্য) গৃহস্থস্য ব্রহ্মচর্য্যম্ (অন্যদা বীর্য্যধারণং তথা) তপঃ শৌচং সন্তোষঃ ভূতসৌহৃদং (সর্ব্বভূতেষু মৈত্রী চ ধর্ম্মো ভবতি পরন্তু) মদুপাসনং (মমারাধনং) সর্ব্বেষাং (নিখিলধর্ম্মো ভবতীত্যর্থঃ)।। ৪৩।।

অনুবাদ— ঋতুকালে ভার্য্যাগামী গৃহস্থের অন্য সময়ে ব্রহ্মচর্য্য, তপঃ, শৌচ, সন্তোষ ও সর্ব্বভূতে মৈত্রীই ধর্ম্ম; পরন্তু আমার আরাধনা সকলবর্ণাশ্রমী নিখিল-জীবেরই একমাত্র নিত্যধর্ম্ম বলিয়া জানিবে।। ৪৩।।

বিশ্বনাথ— অন্যধর্ম্মান্ কাংশ্চিদ্‌গৃহস্থস্যাপ্যতি-দিশতি,—ব্রহ্মচর্য্যমিতি। শৌচং রাগদ্বেষাদিরাহিত্যং তস্য ব্রহ্মচর্য্যপ্রকারমাহ—ঋতৌ গন্তুরিতি। কিঞ্চ মদুপাসনং সর্ব্বেষাং বর্ণাশ্রমধর্ম্মাণাং প্রাণপ্রদত্বাদাবশ্যকং, যেন বিনা তে সর্ব্বে বিফলাঃ স্যুঃ। যদুক্তং "মুখবাহূরুপাদেভ্যঃ" ইত্যত্র "স্থানাদ্‌ভ্রষ্টাঃ পতন্ত্যধঃ" ইতি।। ৪৩।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— অন্য ধর্ম্মসমূহ কোন কোনটি গৃহস্থের পক্ষেও ব্রহ্মচর্য্য শৌচ রাগ দ্বেষ আদি রাহিত্য কর্ত্তব্য, গৃহস্থের ধর্ম্ম বলিতেছেন—ঋতুকালে স্ত্রীতে মিলিত হইবে। কিন্তু আমার উপাসনা সকলের বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের প্রাণপ্রদহেতু আবশ্যক, আমার উপাসনা ব্যতীত অন্য ধর্ম্ম সমূহ বিফল হয়। যাহা বলা হইয়াছে—মুখ, বাহু,

উরু ও চরণ হইতে চারিটি বর্ণ উৎপন্ন হইলেও আমার উপাসনা ব্যতীত ঐসকল স্থান হইতে অধঃপতিত হয়।।

বিবৃতি— সকল আশ্রমীর ধর্ম্মই ভগবৎসেবা। গৃহস্থের পুত্রার্থে নিয়মিতকালে স্ত্রীসহবাসরূপ ব্রহ্মচর্য্য-পালন এবং সকল প্রাণীর হিতচেষ্টা ও শুচি হইয়া সর্ব্বদা সন্তুষ্ট থাকাই ধর্ম্ম।। ৪৩।।

ইতি মাং যঃ স্বধর্ম্মেণ ভজেন্নিত্যমনন্যভাক্।
সর্ব্বভূতেষু মদ্ভাবো মদ্ভক্তিং বিন্দতে দৃঢ়াম্।। ৪৪।।

অন্বয়ঃ— ইতি (এবম্) অনন্যভাক্ (অন্যভজন-রহিতঃ সন্) যঃ স্বধর্ম্মেণ (যথাবিহিত স্ব-স্ব বর্ণাশ্রমধর্ম্মা-নুসারেণ) নিত্যং মাং ভজেৎ (সেবতে তথা) সর্ব্বভূতেষু মদ্ভাবঃ (মমৈব ভাবোঽন্তর্য্যামিত্বেন ভাবনা যস্য তাদৃশশ্চ ভবেৎ সঃ) দৃঢ়াং মদ্ভক্তিং বিন্দতে (লভতে)।। ৪৪।।

অনুবাদ— এইরূপে অন্যভজনরহিত হইয়া যিনি স্বধর্ম্মানুসারে সর্ব্বদা আমার সেবা এবং সর্ব্বভূতে অন্ত-র্য্যামিরূপে আমার অবস্থান চিন্তা করেন, তিনি মদীয়া দৃঢ়ভক্তি লাভ করিয়া থাকেন।। ৪৪।।

বিশ্বনাথ— ইত্যেবং প্রকারেণ মদুপাসনস্যাবশ্য-কত্বাদুৎকর্ষং নিশ্চিত্য মদুপাসনপ্রধানেন স্বধর্ম্মেণ মাং ভজন্ অনন্যভাক্ সন্ মদ্ভক্তিং শান্তভক্তিং বিন্দতে। ননু স্বধর্ম্মেণ দেবপিত্রাদীনাং যজনাৎ কথমনন্যভাক্ত্বং, তত্রাহ,—সর্ব্বভূতেষু মমৈবান্তর্য্যামিত্বেন ভাবো ভাবনা যস্য সঃ।। ৪৪।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— এইভাবে আমার উপাসনার আবশ্যক হেতু উহা শ্রেষ্ঠ, ইহা নিশ্চয় করিয়া, আমার উপাসনা প্রধান রাখিয়া নিজ নিজ ধর্ম্মের দ্বারা আমাকে ভজন করিলে একনিষ্ঠ হইয়া আমার শান্তভক্তি লাভ করে। প্রশ্ন ঃ স্বধর্ম্মের দ্বারা দেব পিতৃ আদির যজন হেতু একনিষ্ঠ কিরূপে হইবে? তাহার উত্তরে বলিতেছেন— সর্ব্বভূতে আমাকেই অন্তর্য্যামিরূপে যাঁহার ভাবনা, তিনি একান্ত ভক্ত।। ৪৪।।

বিবৃতি— স্ব-স্ব আশ্রমধর্ম্ম পালনপূর্ব্বক অনন্য-ভাবে ভগবৎসেবামূলে সকলপ্রাণীর প্রতি যথাযোগ্য দয়া প্রকাশ করিয়া কৃষ্ণসেবোন্মুখ হইয়া বাস করিলে অনন্য-ভজনপ্রভাবে ভগবৎপ্রেমা লভ্য হয়। সকল বস্তুর সহিত কৃষ্ণের সম্বন্ধ না জানিলে কৃষ্ণভক্তিরাহিত্যের আতিশয্য-ক্রমে জীবের ভগবৎভক্তিলাভে সম্ভাবনা থাকে না। প্রত্যেক প্রাণী ভগবৎসেবারত এবং ভগবান্ও তাঁহাদের সেবা গ্রহণ করিতেছেন—এরূপ উত্তমবৈষ্ণববিচার থাকিলে ভোগ্য দৃষ্টি হইতে জীবের প্রকৃতমুক্তিলাভ ঘটে।। ৪৪।।

ভক্ত্যোদ্ধবানপায়িন্যা সর্ব্বলোকমহেশ্বরম্।
সর্ব্বোৎপত্ত্যপ্যয়ং ব্রহ্ম কারণং মোপযাতি সঃ।। ৪৫।।

অন্বয়ঃ— (হে) উদ্ধব! সঃ অনপায়িন্যা (অচ্যুতয়া) ভক্ত্যো সর্ব্বোৎপত্ত্যপ্যয়ং (সর্ব্বলোকসৃষ্টিসংহারহেতু-ভূতং) সর্ব্বলোকমহেশ্বরং কারণং (জগৎকারণং) ব্রহ্ম (ব্রহ্মরূপং) মা (মাম্) উপযাতি (সামীপ্যেন প্রাপ্নোতি)।

অনুবাদ— হে উদ্ধব! তিনি অনপায়িনী ভক্তিহেতু সর্ব্বলোকের সৃষ্টি-স্থিতি-সংহার-হেতুভূত, সর্ব্বলোকে-শ্বর, জগৎ-কারণ ব্রহ্মরূপী আমাকে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।।

বিশ্বনাথ— ততশ্চ তয়া ভক্ত্যা কশ্চিৎ সর্ব্বলোক-মহেশ্বরং মাং প্রাপ্নোতি। স্বতুল্যৈশ্বর্য্যপ্রদোঽহং তস্মৈ সার্ষ্টিলক্ষণাং মুক্তিং দদামীতি ভাবঃ। কশ্চিৎ সর্ব্বোৎ-পত্ত্যপ্যয়ং মাং প্রাপ্নোতি তদভিপ্রেত-যোগসিদ্ধিজ্ঞানা-নন্দাদ্যুৎপত্তিং সংসারাপ্যয়ং চ তস্মৈ তাবদহং দদামীতি ভাবঃ। কশ্চিন্মাং ব্রহ্মেতি তস্মৈ নির্ব্বাণমুক্তিং দদামীতি ভাবঃ।। ৪৫।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— অনন্তর একান্ত ভক্তিদ্বারা কেহ সর্ব্ব লোকমহেশ্বর আমাকে প্রাপ্ত হয়। নিজতুল্য ঐশ্বর্য্য-প্রদানকারী আমি তাহাকে সার্ষ্টিরূপ মুক্তি দিয়া থাকি। কেহ সকল উৎপত্তির ও বিনাশের কারণ আমাকে প্রাপ্ত হয়, তাহার অভিপ্রেত যোগসিদ্ধি-জ্ঞানানন্দ হইতে উৎ-পত্তি ও সংসার নাশও তাহাকে আমি দিয়া থাকি। কেহ

আমাকে ব্রহ্ম এইভাবে উপাসনা করে, তাহাকে আমি নির্ব্বাণ-মুক্তি দিয়া থাকি।। ৪৫।।

বিবৃতি— ভগবান্ বিশ্বের জন্ম, স্থিতি ও ভঙ্গের একমাত্র আকর ও সর্ব্বতোভাবে জ্ঞেয় বস্তু। ভগবৎসেবা করিলেই ভগবৎপ্রাপ্তিলাভ ঘটে।। ৪৫।।

ইতি স্বধর্ম্মনির্ণিক্তসত্ত্বো নির্জ্ঞাতমদ্গতিঃ।
জ্ঞানবিজ্ঞানসম্পন্নো ন চিরাৎ সমুপৈতি মাম্।। ৪৬।।

অন্বয়ঃ—ইতি (এবং) স্বধর্ম্মনির্ণিক্তসত্ত্বঃ (স্বধর্ম্মেণ নির্ণিক্তং শুদ্ধং সত্ত্বং যস্য সঃ) নির্জ্ঞাতমদ্গতিঃ (নির্জ্ঞাতা মম গতিরৈশ্বর্য্যং যেন সঃ) জ্ঞানবিজ্ঞানসম্পন্নঃ (জ্ঞানং শাস্ত্রজ্ঞানং বিজ্ঞানং স্বরূপজ্ঞানং তাভ্যাং সম্পন্নঃ সঃ) ন চিরাৎ (শীঘ্রমেব) মাং সমুপৈতি (প্রাপ্নোতি)।। ৪৬।।

অনুবাদ— যিনি এইরূপে স্বধর্ম্মের আচরণদ্বারা বিশুদ্ধসত্ত্বসম্পন্ন, মদীয় ঐশ্বর্য্য বিষয়ে অবগত এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানযুক্ত হন, তিনি অচিরেই আমাকে লাভ করেন।।৪৬

বিশ্বনাথ— উপসংহরতি ইতীতি।। ৪৬।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— এই প্রকরণের সমাপ্তি বলিতেছেন ইতি এই পদ্যদ্বারা।। ৪৬।।

বিবৃতি— ভগবান্ ও ভক্তের সম্বন্ধের অবগতি-ক্রমে ভগবদিতর বস্তুর সহিত পৃথক্ হইয়া স্বধর্ম্মপালন-দ্বারা বিশুদ্ধ সত্ত্বে অবস্থিত হইলে ভগবানের সেবা-সম্পত্তি-লাভ ঘটে। ইহাই পরম নিঃশ্রেয়স।। ৪৬।।

বর্ণাশ্রমবতাং ধর্ম্ম এষ আচারলক্ষণঃ।
স এব মদ্ভক্তিযুতো নিঃশ্রেয়সকরঃ পরঃ।। ৪৭।।

অন্বয়ঃ— বর্ণাশ্রমবতাং (যঃ) এষঃ ধর্ম্মঃ আচার-লক্ষণঃ (পিতৃলোকপ্রাপ্তিফলঃ) সঃ এব মদ্ভক্তিযুতঃ (মদর্পণেন কৃতঃ সন্) পরঃ (পরম্) নিঃশ্রেয়সকরঃ (মুক্তিজনকো ভবতি)।। ৪৭।।

অনুবাদ— বর্ণাশ্রমাবলম্বী পুরুষগণের যে ধর্ম্ম পিতৃলোকপ্রাপ্তির সাধনরূপে আচরিত হয়, তাহাই মদ্-ভক্তিযুক্ত হইলে পরম-মুক্তি-প্রদ হইয়া থাকে।। ৪৭।।

বিশ্বনাথ— প্রধানীভূতাং ভক্তিমুক্ত্বা গুণীভূতাং ভক্তিমাহ,—বর্ণাশ্রমবতামিতি। মদ্ভক্তিযুতঃ মদর্পণেন কৃত এব স নিঃশ্রেয়সকরঃ নির্ব্বাণমোক্ষপ্রদ ইত্যন্বয়ঃ।।৪৭

টীকার বঙ্গানুবাদ— প্রধানীভূতা ভক্তি বলিয়া গুণী-ভূতা ভক্তি বলিতেছেন—বর্ণাশ্রমও আচরণকারীগণের এই আচার লক্ষণ ধর্ম্ম আমার ভক্তিযুক্ত আমাতে ফল অর্পণদ্বারা অনুষ্ঠিত হইলে তাহা মঙ্গলকর নির্ব্বাণ মোক্ষ-প্রদ হয়।। ৪৭।।

বিবৃতি— শ্রেয়োবিচারে প্রেয়ঃপরিহারের কথা আছে। শাস্ত্রে পরম-শ্রেয়ঃকেই নিঃশ্রেয়স কহে। উহা ভক্তিমান্ জনেরই প্রাপ্ত ভাবমাত্র। দৈববর্ণাশ্রমস্থিত জনগণ সদাচারে অবস্থিত হইলেও পরমহংস বৈষ্ণবের প্রতি বিদ্বেষ না করিয়া ভক্তিযুক্ত থাকিতে পারেন। শ্রেয়ো-লাভের চরমফলই নিঃশ্রেয়স-লাভ।। ৪৭।।

এতত্তেঽভিহিতং সাধো ভবান্ পৃচ্ছতি যচ্চ মাম্।
যথা স্বধর্ম্মসংযুক্তো ভক্তো মাং সমিয়াৎ পরম্।। ৪৮।।
ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামেকাদশস্কন্ধে শ্রীভগবদুদ্ধব-সংবাদে যতিধর্ম্মনির্ণয়োঽষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ।। ১৮।।

অন্বয়ঃ—(হে) সাধো! (হে উদ্ধব!) স্বধর্ম্মসংযুক্তঃ ভক্তঃ যথা (যেন প্রকারেণ) পরং (পরমাত্মরূপং) মাং সমিয়াৎ (প্রাপ্নুয়াদিতি) ভবান্ মাং যৎ চ পৃচ্ছতি (তত্র প্রশ্নে) তে (ত্বাং প্রতি ময়া) এতৎ (সর্ব্বম্) অভিহিতম্ (উক্তম্)।। ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে অষ্টাদশাধ্যায়স্যান্বয়ঃ।

অনুবাদ— হে উদ্ধব! স্বধর্ম্মাশ্রিত ভক্ত যে প্রকারে পরমাত্মরূপী আমাকে লাভ করিতে পারেন, এবিষয়ে তুমি আমাকে যে প্রশ্ন করিয়াছিলে আমি তাহার এই উত্তর বর্ণন করিলাম।। ৪৮।।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে অষ্টাদশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

বিশ্বনাথ—

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।
একাদশে পঞ্চদশঃ সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্।।

ইতি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠক্কুরকৃতা শ্রীমদ্ভাগবত একাদশস্কন্ধে অষ্টাদশাধ্যায়স সারার্থদর্শিনী টীকা সমাপ্তা।

ইতি ভক্তচিত্তের আনন্দদায়িনী সারার্থদর্শিনীতে একাদশস্কন্ধে অষ্টাদশ অধ্যায় সাধুগণের সঙ্গে সমাপ্ত হইলেন।।

ইতি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর বিরচিত শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ-স্কন্ধের অষ্টাদশ অধ্যায়ের সারার্থদর্শিনী টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্তা।

মধ্ব—

ইতি শ্রীমদানন্দতীর্থভগবৎপাদাচার্য্যবিরচিতে ভাগবতৈকাদশ-স্কন্ধতাৎপর্য্যে অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ।

তথ্য—

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে অষ্টাদশ অধ্যায়ের তথ্য সমাপ্ত।

বিবৃতি—

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে অষ্টাদশ অধ্যায়ের বিবৃতি সমাপ্ত।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধের অষ্টাদশ অধ্যায়ের গৌড়ীয় ভাষ্য সমাপ্ত।

ঊনবিংশোঽধ্যায়ঃ

শ্রীভগবানুবাচ—

যো বিদ্যাশ্রুতসম্পন্ন আত্মবান্নানুমানিকঃ।
মায়ামাত্রমিদং জ্ঞাত্বা জ্ঞানঞ্চ ময়ি সংন্যসেৎ।। ১।।

গৌড়ীয় ভাষ্য

ঊনবিংশ অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে জ্ঞানিগণের সাধন-ত্যাগ, শুদ্ধভক্তগণের নিত্য-ভক্তি ও যোগিগণের যমাদি লক্ষণ বর্ণিত হইয়াছে।

শ্রীভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলিলেন,—"প্রকৃত বিদ্বান্, আত্মতত্ত্বজ্ঞ ও অপরোক্ষ জ্ঞানবান্ ব্যক্তি দ্বৈত-প্রপঞ্চ ও তৎসাধন জ্ঞান পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্বপ্রভু শ্রীভগবানের সুখোৎপাদনে চেষ্টাবিশিষ্ট হন; ইহাই বিশুদ্ধ ভক্তিযোগ। জপাদি পুণ্যকর্ম্ম অপেক্ষা জ্ঞান শ্রেষ্ঠ, আবার জ্ঞান অপেক্ষা শুদ্ধভক্তি শ্রেষ্ঠা।" তৎপর শ্রীকৃষ্ণ শ্রীউদ্ধব-কর্ত্তৃক বিশুদ্ধজ্ঞান ও ভক্তিযোগ সম্যগ্‌রূপে বর্ণনার্থ পরিপৃষ্ট হইয়া কুরুক্ষেত্রযুদ্ধাবসানে বৈষ্ণব-প্রবর ভীষ্ম এতদ্বিষয়ে শ্রীযুধিষ্ঠিরকে যে উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, তাহাই বর্ণন করিলেন। অতঃপর যমাদির বিষয় পৃষ্ট হইয়া অহিংসাদি দ্বাদশপ্রকার যম ও বাহ্য-শৌচাদি দ্বাদশ-প্রকার নিয়মের সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করেন।

অন্বয়ঃ— শ্রীভগবান্ উবাচ,—বিদ্যাশ্রুতসম্পন্নঃ (বিদ্যা অনুভবস্তৎপর্য্যন্তেন শ্রুতেন সম্পন্নঃ) আত্মবান্ (প্রাপ্তাত্মতত্ত্বঃ) যঃ নানুমানিকঃ (কেবল-পরোক্ষজ্ঞানবান্ ন ভবতি সঃ) ইদং (দ্বৈতং তন্নিবৃত্তিসাধনশ্চ) ময়ি মায়া-মাত্রম্ (ইতি) জ্ঞাত্বা জ্ঞানং চ (তৎসাধনঞ্চ) সংন্যসেৎ (পরিত্যজেৎ)।। ১।।

অনুবাদ— শ্রীভগবান্ বলিলেন,—যিনি আত্ম-তত্ত্বজ্ঞ এবং অনুভব-পর্য্যন্ত শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন, অথচ কেবলমাত্র পরোক্ষজ্ঞানী নহেন, তিনি এই দ্বৈত প্রপঞ্চ এবং তাহার নিবৃত্তির সাধনকে আমার মধ্যে মায়াকর্ত্তৃক

কল্পিতমাত্র জানিয়া তৎসাধন জ্ঞানকেও পরিত্যাগ করিয়া থাকেন।। ১।।

বিশ্বনাথ—

জ্ঞানিনঃ সাধনত্যাগো ভক্তির্ভক্তস্য শাশ্বতী।
লক্ষণঞ্চ যমাদীনামূনবিংশে নিরূপ্যতে।। ০।।

তদেবমনাদ্যবিদ্যাদূরীকরণার্থমেব নিষ্কর্ম্মজ্ঞানযোগ বৈরাগ্যাদীনি জীবস্য কর্ত্তব্যত্বেনোক্তানি। তৈঃ সাধনৈর্দূরীভূতায়ামবিদ্যায়াং বিদ্যায়াঞ্চোৎপন্নায়াং ন তৈঃ সাধনৈঃ কোঽপ্যুপযোগঃ। যথা সর্পব্যাঘ্রভূতাদ্যাবিষ্টঃ পুরুষঃ স্বং বিস্মৃত্য সর্পোঽহং ভূতোঽহমিত্যেবং যাবদাত্মানং মন্যতে তাবদেব মণিমন্ত্রমহৌষধাদীনাং প্রয়োগ উপযুজ্যতে। তত্তদাবেশে তৈস্তৈরুপায়ৈরুপশান্তে সতি অমুকোঽহমমুকস্য পুত্র ইতি স্ব-স্ব-ভাবে প্রাপ্তে সতি ন পুনস্তৈর্মন্ত্রৌষধাদিভিঃ কৃত্যমিত্যাহ,—য ইতি। বিদ্যা সাংখ্যযোগতপোবৈরাগ্যময়ং জ্ঞানমবিদ্যানিবর্ত্তকং, শ্রুতানি তত্তৎ প্রতিপাদকশাস্ত্রাণি, তৈঃ সম্পন্নঃ। অতএব তত্তৎসাধনবশাদাত্মবান্ প্রাপ্তাত্মতত্ত্বঃ, নানুমানিকঃ কেবলপরোক্ষজ্ঞানবান্ন ভবতি, কিন্ত্বপরোক্ষানুভবসহিত এব। ইদং দেহ-দৈহিকসর্ব্ববস্তুষু স্বাভিমননং মায়ামাত্রবিদ্যকমেব জ্ঞাত্বা, যদ্বা ইদং ইদঙ্কারাস্পদং জগন্মায়িকং মায়িকত্বাদস্থিরমেবেতি জ্ঞাত্বা, জ্ঞানঞ্চ জ্ঞানসাধনং ময়ি সন্ন্যসেৎ মৎপ্রাপ্ত্যর্থং ত্যজেৎ; অয়মেব বিদ্বৎসন্ন্যাসো নাম।। ১।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— এই ঊনবিংশ অধ্যায়ে জ্ঞানীগণের সাধন ত্যাগ, ভক্তগণের নিত্যভক্তি ও যোগীগণের যম নিয়মাদির লক্ষণ নিরূপিত হইতেছে।। ০।।

পূর্ব্বোক্তরূপে অনাদি অবিদ্যা দূরীকরণের জন্যই নিষ্কর্ম্ম জ্ঞান-যোগ-বৈরাগ্যাদি জীবের কর্ত্তব্যরূপে বলা হইয়াছে। ঐসকল সাধনদ্বারা অবিদ্যাদূরীভূত হইলে এবং বিদ্যা উৎপন্ন হইলে, ঐসকল সাধনের কোনই উপযোগিতা নাই। যেমন সর্প ব্যাঘ্র ভূতাদি আবিষ্ট পুরুষ নিজেকে ভুলিয়া আমি সর্প, আমি ভূত, এইরূপ যে-পর্য্যন্ত নিজেকে মনে করে, সেই পর্য্যন্তই মণি-মন্ত্র মহৌষধাদির প্রয়োগ উপযুক্ত হয়। সেই সেই আবেশ ঐসকল উপায় দ্বারা উপশান্ত হইলে পর অমুক আমি, অমুকের পুত্র—এইরূপ নিজ নিজ ভাব প্রাপ্ত হইলে পর পুনঃরায় ঐসকল মন্ত্র মহৌষধাদির প্রয়োজন থাকে না। ইহাই বলিতেছেন—বিদ্যা সাংখ্য যোগ তপস্যা বৈরাগ্যময় জ্ঞান অবিদ্যার নিবর্ত্তক এবং সেই সেই বিষয়ের প্রতিপাদক শাস্ত্রসমূহ ঐসকল দ্বারা সম্পন্ন। অতএব সেই সেই সাধন বশে আত্মবান্ অর্থাৎ আত্মতত্ত্ব প্রাপ্ত ব্যক্তি নানুমানিক অর্থাৎ কেবল শাস্ত্র জ্ঞানবান্ নহে। কিন্তু সাক্ষাৎ অনুভব সহিতই এই দৈহিক সর্ব্ব বস্তুতে নিজের অভিমান মায়ামাত্র অবিদ্যা জাতই জানিয়া অথবা পরিদৃশ্যমান জগৎ মায়িক, মায়িক হেতু অস্থিরই জানিয়া, ঐ জ্ঞান সাধনকে আমাতে আমার প্রাপ্তির জন্য ত্যাগ করিবে ইহাই 'বিদ্বৎসন্ন্যাস'।। ১।।

মধ্ব—

ত্রিগুণা প্রকৃতির্মায়া পশ্যেত্তন্মাত্রকং জগৎ।
নির্ম্মিমীতে জগৎ সর্ব্বমতো মায়েতি সা স্মৃতা।।
ইতি প্রভবে।
ইদং জ্ঞানং হরেঃ পূজা হরেরেবোদিতং সদা।
হর্য্যধীনঞ্চ সর্ব্বত্রেত্যেবং ন্যাসো হরৌ স্মৃতঃ।।
ইতি চ।। ১।।

বিবৃতি— কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তির মধ্যে কোন একটিকে 'সাধন' বিচার করিয়া সাধ্যলাভ হয়। ত্রিগুণতাড়িত বিচার জীবের বদ্ধদশা আনয়ন করিয়া তাহাকে প্রাকৃততত্ত্বে স্থাপনপূর্ব্বক অহঙ্কারবিমূঢ় করে। তখন জীব অহঙ্কারপ্রণোদিত হইয়া বদ্ধদশায় কালক্ষোভ্য জগতের প্রদেশবিশেষে অবস্থিত হইয়া আপনাকে ভোক্তা জ্ঞান করে। তাহার প্রতিদ্বন্দ্বিগণ উপস্থিত হইলে তাহাদের নৈষ্কর্ম্ম্য সাধন করাইয়া স্বয়ং অনিত্য অকিঞ্চিৎকর ভোগবাসনা করে।

যে স্থলে স্বরূপজ্ঞানের অভাব, তথায় ভক্তিবর্জ্জিত বদ্ধজীব অহঙ্কার-বশে যে মুক্তি কামনা করে, তাহা নিরাশ্রিত অহঙ্কারেরই প্রকার-ভেদ। যে-স্থলে জীবের ভজন স্বরূপজ্ঞানের সহিত অদ্বয়তা লাভ করায় জীব উহাকে

স্বীয় নিত্যকৃত্যবোধে সেবা-পরায়ণ হন, সেস্থলে বাস্তব-কর্ম্ম ও বাস্তব-জ্ঞানের সুষ্ঠুতা শুদ্ধজীব-স্বরূপে পরিলক্ষিত হয়।

স্বরূপ-ভ্রষ্ট জীব কর্ম্মজ্ঞানাদির দ্বারা আবৃত ও মিশ্রজ্ঞানসম্পন্ন হইয়া যে সেবকাভিমান করেন, উহা তাৎকালিক, প্রাদেশিক ও অস্মিতার বিরূপপ্রদর্শক জানিতে হইবে।

জড়জগতের প্রভুসূত্রে জ্ঞানের অপব্যবহার-হেতু যে অজ্ঞানের উদয় হয়, তাহাতে পরিমিতিকরণ-ধর্ম্ম আশ্রয় করে। সীমা, অবচ্ছেদ প্রভৃতি বিচার আসিয়া উপস্থিত হইলে জ্ঞান বিকৃত হয় এবং ভোক্তাকে অভক্ত করিয়া তুলে। তৎফলে অভক্তির নাশকল্পে ব্রহ্মাভিন্ন বিচার আসিয়া জীবকে মায়াবাদী করিয়া ফেলে। কিন্তু জগদ্ভোগ-ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট যাবতীয় বৃত্তি যে কালে ভোক্তৃভাব আনয়ন না করিয়া অদ্বয়জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হয়, তৎকালে জীবকে আর মায়াবাদ আশ্রয় করিতে হয় না।

মায়াবাদাশ্রয়ে বিচিত্রতা ও বিলাস-বিচারের অজ্ঞতা যেকালে জীবের নানাপ্রকার অমঙ্গল উৎপাদন করায়, সেইকালে ভোগদর্শনে ও স্বভোগবাসনায় ইন্দ্রিয়-পরিচালনার প্রভাবে জীবের বদ্ধভাব দৃষ্ট হয়।

এইপ্রকার অমঙ্গলের সীমা যিনি অতিক্রম করিয়া আত্মবান্ হন, তাঁহার স্বরূপবিচারে জড়ের প্রত্যক্ষ ও অনুমান তাঁহাকে ভোগী সাজাইতে পারে না। অজ্ঞান-মুক্ত হইয়া তিনি শ্রৌতপথ অবলম্বনপূর্ব্বক 'বিদ্বান্' হন। তখন সেই বিদ্বান্ ব্যক্তি কেবলা ভক্তি পরিত্যাগপূর্ব্বক নির্ভেদব্রহ্মানুসন্ধান বা ভোগপর কর্ম্মবাদের অধীন হইয়া দুর্গতি লাভ করেন না। তিনি নিত্যস্বরূপ নিত্যবৃত্তি প্রেম-পরা ভক্তিতে অবস্থিত হইয়া যাবতীয় কর্ম্ম ও অভিজ্ঞান সেবা-তাৎপর্য্য নিহিত করিয়া কৃষ্ণানুশীলন করেন।। ১।।

জ্ঞানিনস্ত্বহমেবেষ্টঃ স্বার্থো হেতুশ্চ সম্মতঃ।
স্বর্গশ্চৈবাপবর্গশ্চ নান্যোঽর্থো মদৃতে প্রিয়ঃ।। ২।।

অন্বয়ঃ—(যস্মাৎ) অহম্ এব জ্ঞানিনঃ ইষ্টঃ (অপেক্ষিতঃ) স্বার্থঃ (ফলং) হেতুঃ (তৎসাধনং) চ স্বর্গঃ (অভ্যুদয়ঃ) চ অপবর্গঃ (সংসারনিবৃত্তিঃ) চ সম্মতঃ (নির্ণীতস্তত্তস্য) মদৃতে (মাং বিনা) প্রিয়ঃ অন্যঃ অর্থঃ ন (প্রাপ্যং কৃত্যং বা কিমপি নাস্তীত্যর্থঃ)।। ২।।

অনুবাদ— যেহেতু আমিই জ্ঞানিগণের একমাত্র অভীষ্টফল, তৎসাধন, অভ্যুদয় ও সংসারনিবৃত্তিরূপে সম্মত, অতএব আমা ব্যতীত অন্য কোন প্রিয় প্রাপ্যবস্তু অথবা সাধন নাই।। ২।।

বিশ্বনাথ— ননু জ্ঞানমিব কিং ভক্তিমপি সন্ন্যসেত্তত্র ন হি ন হীত্যাহ,—জ্ঞানিন ইতি। অহমেবেষ্টঃ যজনবিষয়ীভূতঃ কথং মদ্‌যজনং ত্যজেৎ? স্বার্থঃ স্বাপেক্ষিতং ফলমহমেব হেতুস্তৎসাধনঞ্চেতি কথং মদ্ভক্তিং ত্যজেৎ সম্মত ইত্যেতৎ প্রমাণমেব। যদুক্তং ময়ৈব—"ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা" ইত্যনন্তরং "ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ। ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্।" ইতি বক্ষ্যতে চ। অত্রাপি "ভজ মাং ভক্তিভাবিত" ইতি। স্বর্গঃ সুখহেতুঃ, অপবর্গঃ দুঃখাভাবহেতুশ্চ, জ্ঞানিনঃ পরমসাধনসাধ্যরূপোঽহমেব স্ফুরামীতি সন্দর্ভঃ।। ২।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— প্রশ্ন—জ্ঞানের ন্যায় ভক্তিকেও কি ত্যাগ করিবে? তাহার উত্তরে বলিতেছেন—না না, আমি উপাসনার বিষয়, কিরূপে আমার উপাসনা ত্যাগ করিবে? নিজ অপেক্ষিত ফল আমিই, তাহার সাধনও আমার ভক্তিকে কিরূপে ত্যাগ করিবে? ইহা সাধুদের সঙ্গতঃ প্রমাণই আমি যাহা গীতায় বলিয়াছি—'ব্রহ্মভূত প্রসন্নাত্মা' ইহার পরই ভক্তিদ্বারা আমাকে জানিতে পারে, আমি তত্ত্বত যে পরিমাণ ও যে স্বরূপ। অনন্তর আমাকে তত্ত্বত জানিয়া আমার সহিত মিলিত হয় ইত্যাদি। এই স্থলেও অগ্রে বলা হইবে ভক্তিভাবিত চিত্তে আমাকে ভজন কর, ইত্যাদি। স্বর্গ সুখের কারণ ও 'অপবর্গ' দুঃখাভাবের কারণ। জ্ঞানীগণের পরম সাধন ও সাধ্যরূপ আমিই স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হই।। ২।।

বিবৃতি— সনকাদি পূর্ণজ্ঞানীর আমিই একমাত্র

ভজনীয় বস্তু। আত্মপ্রয়োজন ও হেতুমূলক ভোগ ও সংসারনিবৃত্তি সমস্তই আমাতে পর্য্যবসিত হয়। তাদৃশ কর্ম্মবিমুক্ত ও জ্ঞানবিমুক্ত ভক্ত্যাশ্রিত জনগণের অন্য কোন প্রয়োজন থাকে না।। ২।।

জ্ঞানবিজ্ঞানসংসিদ্ধাঃ পদং শ্রেষ্ঠং বিদুর্মম।
জ্ঞানী প্রিয়তমোঽতো মে জ্ঞানেনাসৌ বিভর্ত্তি মাম্।। ৩

অন্বয়ঃ—জ্ঞান-বিজ্ঞানসংসিদ্ধাঃ (জ্ঞানেন বিজ্ঞানেন চ সম্যক্‌সিদ্ধিং প্রাপ্তা জনাঃ) মম পদং (চরণার-বিন্দমেব) শ্রেষ্ঠং বিদুঃ (জানন্তি) অসৌ (জ্ঞানী) জ্ঞানেন মাং বিভর্ত্তি (পুষ্ণাতি সুখয়তীত্যর্থঃ) অতঃ (অস্মাদ্ধেতোঃ) জ্ঞানী মে (মম) প্রিয়তমঃ (ভবতি)।। ৩।।

অনুবাদ— জ্ঞান-বিজ্ঞান-সংসিদ্ধ পুরুষগণ আমার চরণারবিন্দকেই উত্তমবস্তুরূপে অবগত হইয়া থাকেন। জ্ঞানী ব্যক্তি জ্ঞানদ্বারা আমার সুখোৎপাদন করায় তিনি মদীয় প্রিয়তমরূপে গণনীয়।। ৩।।

বিশ্বনাথ— অত্র প্রাচাং জ্ঞানিনামনুভবং প্রমাণয়তি, —জ্ঞানেতি। শ্রেষ্ঠং পদং মৎস্বরূপমিত্যর্থঃ। মম পদং চরণারবিন্দমেব শ্রেষ্ঠং বিদুর্জানন্তি ন তু ব্রহ্মতত্ত্বং "তস্যার-বিন্দনয়নস্য" ত্যাদেরিতি সন্দর্ভঃ। এতাদৃশজ্ঞানী তু মম প্রিয়তমঃ।। ৩।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— এই বিষয়ে প্রাচীন জ্ঞানিগণের অনুভব প্রমাণ করিতেছেন— শ্রেষ্ঠ পদ আমার স্বরূপ, আমার পদ অর্থাৎ আমার চরণকমলকেই শ্রেষ্ঠ জানেন, ব্রহ্মতত্ত্বকে নহে। সেই কমল নয়নের প্রভারূপে ব্রহ্ম-তত্ত্বকে জানেন এইরূপ জ্ঞানী কিন্তু আমার প্রিয়তম।। ৩

বিবৃতি—ভক্তিস্বরূপজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হইয়া জ্ঞান-বিজ্ঞানসংযুক্ত হইলেই জীবের সর্ব্বশ্রেষ্ঠতা লাভ হয়। তখন জীব জ্ঞানবিমুক্ত ভগবদ্ভক্তকে আমার প্রিয়তমজ্ঞানে আমার সেবা করিতে থাকেন। তাহাতেই আমার প্রীতি উৎপন্ন হয়। তজ্জন্য ভজন-পরায়ণ জ্ঞানিব্যক্তিই আমার শ্রেষ্ঠ। জড়সংশ্লিষ্ট জ্ঞান বা জড়াতীত নির্ব্বেদজ্ঞান নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। তাদৃশ-জ্ঞান-দ্বারা ভুক্তি ও মুক্তি লভ্য হয়। তাহা জীবের প্রয়োজন নহে।। ৩।।

তপস্তীর্থং জপো দানং পবিত্রাণীতরাণি চ।
নালং কুর্ব্বন্তি তাং সিদ্ধিং যা জ্ঞানকলয়া কৃতা।। ৪।।

অন্বয়ঃ— জ্ঞানকলয়া (জ্ঞানস্য কলয়া লেশেন) যা (সিদ্ধিঃ) কৃতা (ক্রিয়তে) তপঃ তীর্থং জপঃ দানম্ ইতরাণি (অন্যানি) পবিত্রাণি (পুণ্যকর্ম্মাণি চ) তাং সিদ্ধিং ন অলং কুর্ব্বন্তি (নাত্যর্থং কুর্ব্বন্তি)।। ৪।।

অনুবাদ— জ্ঞানের লেশমাত্রদ্বারা যে সিদ্ধির উদয় হয়, তপঃ, তীর্থ, জপ, দান এবং অন্যান্য পুণ্যকর্ম্ম সেই সিদ্ধির উৎপাদনে তাদৃশ সমর্থ হয় না।। ৪।।

বিশ্বনাথ— জ্ঞানস্য কলয়া লবেনাপি।। ৪।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—জ্ঞানের কলা অর্থাৎ লবদ্বারাও।

বিবৃতি— ভগবৎসম্বন্ধজ্ঞানের দ্বারা ভগবৎসেবায় ইন্দ্রিয় যুক্ত করিয়া জীবের যে মঙ্গললাভ হয়, তপস্যা, তীর্থ-ভ্রমণ, জপ, দান ও অন্যান্য পুণ্যকর্ম্মে তদ্রূপ শ্রেষ্ঠ-মঙ্গল লাভ হইতে পারে না।। ৪।।

তস্মাজ্জ্ঞানেন সহিতং জ্ঞাত্বা স্বাত্মানমুদ্ধব।
জ্ঞানবিজ্ঞানসম্পন্নো ভজ মাং ভক্তিভাবতঃ।। ৫।।

অন্বয়ঃ— (হে) উদ্ধব। তস্মাৎ জ্ঞানেন সহিতং (তৎপর্য্যন্তং যথা ভবতি তথা) স্বাত্মানং জ্ঞাত্বা জ্ঞান-বিজ্ঞানসম্পন্নঃ (সন্) ভক্তি-ভাবতঃ (ভক্তিভাবেন) মাং ভজ (আরাধয়)।। ৫।।

অনুবাদ— হে উদ্ধব। অতএব জ্ঞানের সহিত তদ-বধিভূত আত্মবস্তুকে অবগত হইয়া জ্ঞান-বিজ্ঞান-সম্পন্ন চিত্তে ভক্তিভাবে আমার আরাধনা করিবে।। ৫।।

বিশ্বনাথ— মামেব ভজ অন্যৎ সর্ব্বং ত্যজেতি স্বামিচরণাঃ।। ৫।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—আমাকেই

ভজন কর, অন্য সব ত্যাগ কর। ইহা শ্রীস্বামিপাদ বলিয়াছেন।। ৫।।

বিবৃতি—সেবা-স্বরূপ—জ্ঞানাত্মক, সেবক-স্বরূপ —বিজ্ঞানাত্মক। সেব্যসেবকের স্বরূপ-জ্ঞান লাভপূর্ব্বক ভগবান্‌কে সেবা করিলে জীবের পরম মঙ্গল লাভ হয়। তজ্জন্য সম্বন্ধজ্ঞানযুক্ত হইয়া তাঁহার সেবা করাই কর্ত্তব্য। স্বরূপজ্ঞানের অভাবে বিরূপসেবা দ্বারা ভগবানের প্রীতি লাভ করা যায় না।। ৫।।

জ্ঞানবিজ্ঞানযজ্ঞেন মামিষ্ট্বাত্মানমাত্মনি।
সর্ব্বযজ্ঞপতিং মাং বৈ সংসিদ্ধিং মুনয়োঽগমন্।। ৬।।

অন্বয়ঃ—(পুরা) মুনয়ঃ জ্ঞানবিজ্ঞানযজ্ঞেন (তদাত্মকেন যজ্ঞেন) আত্মনি (স্বস্মিন্) সর্ব্বযজ্ঞপতিম্ আত্মানম্ (অন্তর্য্যামিনং) মাম্ ইষ্ট্বা (সংপূজ্য) মাং বৈ (মামেব) সংসিদ্ধিম্ অগমন্ (প্রাপ্তাঃ)।। ৬।।

অনুবাদ— পুরকালে মুনিগণ জ্ঞান-বিজ্ঞান-রূপ যজ্ঞদ্বারা আত্মমধ্যে সর্ব্বযজ্ঞেশ্বর অন্তর্য্যামিস্বরূপ আমাকে পূজা করিয়া মৎস্বরূপ-সংসিদ্ধিই লাভ করিয়াছিলেন।। ৬।।

বিশ্বনাথ— জ্ঞানবিজ্ঞানসম্পন্ন এব কস্তত্রাহ,—জ্ঞানবিজ্ঞানযজ্ঞেন পরোক্ষজ্ঞানরূপযজ্ঞেন সর্ব্বযজ্ঞপতিং মামাত্মানং পরমাত্মানমাত্মন্যেবেষ্ট্বা মুনয়ঃ সংসিদ্ধিমন্বগমন্। এবম্ভূতাঃ সংসিদ্ধিং গতাঃ প্রাচীনা মুনয় এব জ্ঞানবিজ্ঞানাভ্যাং সম্পন্না উচ্যন্তে ইত্যর্থঃ।। ৬।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্পন্নই কোন ব্যক্তি? তাহার উত্তরে বলিতেছেন—জ্ঞান-বিজ্ঞান যজ্ঞদ্বারা পরোক্ষ জ্ঞানরূপ যজ্ঞদ্বারা সর্ব্ব যজ্ঞপতি আমাকে অর্থাৎ পরমাত্মাকে আত্মাতেই যজন করিয়া মুনিগণ সংসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। এই প্রকারে সংসিদ্ধি প্রাপ্ত প্রাচীন মুনিগণই জ্ঞান ও বিজ্ঞানদ্বারা যুক্ত বলা হয়।। ৬।।

বিবৃতি— জীবাত্মা স্থূল ও সূক্ষ্ম দ্বিবিধ শরীরের উপাধিগ্রস্ত হইয়া আত্মস্বরূপ বিস্মৃত হয়। এই বদ্ধদশা পরিত্যাগপূর্ব্বক অনাত্ম-বস্তুর অনুশীলন না করিয়া সেব্য-সেবক-স্বরূপজ্ঞানযুক্ত হইয়া ভগবদ্‌ভজন করিয়াই ভজননিরত মুনিগণ সর্ব্ব-জ্ঞেয়, সর্ব্বকর্ম্মাশ্রয় ভগবান্‌কে লাভ করেন।। ৬।।

ত্বয্যুদ্ধবাশ্রয়তি যস্ত্রিবিধো বিকারো
মায়ান্তরাপততি নাদ্যপবর্গয়োর্যৎ।
জন্মাদয়োঽস্য যদমী তব তস্য কিংস্যু-
রাদ্যন্তয়োর্যদসতোঽস্তি তদেব মধ্যে।। ৭।।

অন্বয়ঃ—(হে) উদ্ধব! ত্রিবিধঃ (আধ্যাত্মিকাদিঃ) যঃ বিকারঃ (দেহাদিঃ) ত্বয়ি আশ্রয়তি (ত্বামাশ্রিত্য বর্ত্ততে সঃ) মায়া (ন তু পরমার্থঃ) যৎ (যস্মাৎ) অন্তরা (মধ্য এব) আপততি (রজ্জৌ) সর্পমালাদিবৎ (প্রতীয়ত ইত্যর্থঃ) আদ্যপবর্গয়ো ন (আদাবন্তে চ নাস্তি ততঃ) যৎ (যদা) অস্য (বিকারস্য) অমী (জন্মাদয়ঃ) স্যুঃ (তদা) তস্য তব (অধিষ্ঠানভূতস্য) কিং (ন কিঞ্চিদপীত্যর্থঃ) অসতঃ (সর্পাদেঃ) আদ্যন্তয়োঃ যৎ অস্তি মধ্যে (অপি) তৎ এব (রজ্জ্বাদ্যেব ন তু সর্পাদি তদ্বদয়ং বিকারো নাস্তীত্যর্থঃ)।। ৭।।

অনুবাদ— হে উদ্ধব! আধ্যাত্মিকাদি যে ত্রিবিধ বিকার তোমাকে আশ্রয় করিয়াছে, তাহাকে মায়ামাত্র জানিবে। যেহেতু বর্ত্তমানকালেই রজ্জুতে সর্পাদি-প্রতীতির ন্যায় উহার প্রতীতি হইতেছে, পরন্তু ইহার পূর্ব্বাপর কোনরূপ সত্তা নাই। অতএব যৎকালে এই বিকার-পদার্থের জন্মাদি হয়, তৎকালে তাহার অধিষ্ঠানস্বরূপ তোমার কোন ক্ষতি হয় না। অসৎ সর্পাদি পদার্থের পূর্ব্বাপর যেরূপ রজ্জুত্ব সিদ্ধ, সেইরূপ মধ্য অর্থাৎ প্রতীতিকালেও রজ্জুত্বই যথার্থ, অতএব বিকারসমূহেরও বস্তুতঃ কোন সত্তা নাই।। ৭।।

বিশ্বনাথ— এবমুক্তলক্ষণো জ্ঞানবিজ্ঞানসম্পন্নো মাং ভজন্ জ্ঞানী পরাং কাষ্ঠাং প্রাপ্তা হ্যতিদূরে বর্ত্ততাং ত্বন্তু ত্বম্পদার্থং জ্ঞাত্বৈবাবিদ্যোত্তীর্ণো ভবেত্যুদ্ধবং লক্ষীকৃত্য সর্ব্বলোকমাহ,—ত্বয়ীতি। হে উদ্ধব, ত্বয়ি জীবাত্মনি

যস্ত্রিবিধস্ত্রিগুণময়ো বিকারো দেহাধ্যাস আশ্রয়তি ত্বামাশ্রিতোঽয়মধ্যাসো যো বর্ত্তত ইত্যর্থঃ, স মায়া অবিদ্যৈব অবিদ্যাকার্য্য ইত্যর্থঃ। অন্তরা মধ্যে এব আপততি প্রাপ্তো ভবতীতি নায়ং তবৌৎপত্তিকো ধর্ম্ম ইতি ভাবঃ। যতো নাদ্যাপবর্গয়োরাদাবন্তে চ স নাস্তীত্যর্থঃ, তব চিদ্রূপত্বাৎ তস্য জড়রূপত্বাদিতি ভাবঃ। যদমী দেহস্য জন্মাদয়স্তে তস্য চিদাত্মনস্তব কিং স্যুর্ন স্যুরেব। কথং ত্বং জাতোঽহং মৃতোঽহমহং সুখী দুঃখীত্যাত্মানং মন্যসে ইতি ভাবঃ। ননু যদা মে দেহসম্বন্ধো নাসীৎ, যদা চ জ্ঞানেনাপযাস্যতি তদৈবাহং দেহাতিরিক্তো ভবিতুং শক্নুয়ামধুনা তু দেহ এবাহমিত্যত আহ,—অসতো ভ্রমপ্রতীতত্বাদসত্যস্য বস্তুনঃ আদ্যন্তয়োর্যৎ সত্যং বস্তু মধ্যেঽপি তদেব। যথা ব্যাঘ্রাবিষ্টপুরুষস্য ব্যাঘ্রত্বং প্রতীতিকালেঽপি পুরুষত্বমেব সত্যং ন তু ব্যঘ্রত্বম্। অত্র জীবস্যাবিদ্যাসম্বন্ধসময়াজ্ঞানাদেবানাদ্যবিদ্যাসম্বন্ধ ইতি সর্ব্বলোকপ্রসিদ্ধিঃ। অন্যথা অবিদ্যাসম্বন্ধস্য সর্ব্বথৈবানাদিত্বে সতি স্বরূপত্বপ্রসক্তৌ জ্ঞানেনাপি ন তদপগমঃ স্যাৎ। মুক্তির্নাম জীবস্য স্বরূপহানিরিতি মতন্তু সদ্ভির্নাদৃতম্।। ৭।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—ঐরূপ জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্পদযুক্ত জ্ঞানী আমাকে ভজন করিতে করিতে পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়া অতিদূরে থাকে। কিন্তু তুমি ত্বং পদার্থ জানিয়াই অবিদ্যা উত্তীর্ণ হইবে। ইহা উদ্ধবকে লক্ষ্য করিয়া সর্ব্বলোকের প্রতি বলিতেছেন— হে উদ্ধব। তোমার জীবাত্মাতে যে ত্রিবিধ ত্রিগুণময় বিকার দেহে অধ্যাস আশ্রয় করিয়া আছে, তোমাতে আশ্রিত অধ্যাস যে আছে, সেই মায়া অবিদ্যাই অবিদ্যা কার্য্য ইহাই অর্থ মধ্যেই আসিয়া পড়িয়াছে, ইহা তোমার ঔৎপত্তিক ধর্ম্ম নহে। যেহেতু আদ্য ও অপবর্গ উভয়ের আদি অন্তে তাহা নাই। তুমি চিদ্‌রূপ হেতু এবং ঐ অধ্যাস জড়রূপ হেতু, ইহাই ভাবার্থ। যে এই দেহের জন্মাদি তাহারা জীবাত্মা তোমার কি ছিল? না ছিল নাই। তাহা হইলে তুমি জন্ম গ্রহণ করিয়াছ, আমি মৃত, আমি সুখী, আমি দুখী এইরূপ আত্মাকে মনে কর। প্রশ্ন যখন আমার দেহ সম্বন্ধ ছিল না এবং যখন জ্ঞান হইলে চলিয়া যাইবে, তখনই আমি দেহের অতিরিক্ত হইতে পারিব কিন্তু এখন দেহেই আমি আছি, ইহার উত্তরে বলিতেছেন—অসৎহেতু ভ্রমেপতিত হেতু অসত্য বস্তুর আদি ও অন্তে যে সত্যবস্তুমধ্যেও তাহাই, যেমন ব্যাঘ্রদ্বারা আবিষ্টপুরুষ নিজেকে ব্যাঘ্র জ্ঞানকালেও পুরুষত্বই সত্য, ব্যাঘ্রত্ব কিন্তু সত্য নহে, এস্থলে জীবের অবিদ্যা সম্বন্ধের সময় না জানা হেতু অনাদি অবিদ্যা সম্বন্ধ, ইহা সর্ব্বলোকে প্রসিদ্ধি। তাহা না হইলে অবিদ্যা সম্বন্ধের সর্ব্বপ্রকারেই অনাদিত্য হইলে, উহাই স্বরূপ হইয়া যাইত এবং জ্ঞান দ্বারাও তাহা নষ্ট হইত না। মুক্তি অর্থাৎ 'জীবের স্বরূপহানি' এই মত কিন্তু সাধুগণের দ্বারা আবৃত্ত নহে।। ৭।।

মধ্ব—

অন্যস্থং নির্ম্মিতং জীবে জন্মাদি-হরিণা যতঃ।
তস্মান্মায়েতি তৎ প্রাহুর্মায়ানির্ম্মাণমুচ্যতে।।
ন হি জীবস্য জন্মাদি স্বতোনিত্যস্য সম্ভবেৎ।
সৃষ্টেঃ প্রাক্ প্রলয়ে চৈব যতো জন্মাদিনাস্য হি।।
তস্মান্মধ্যেপি নাস্যাস্তি দেহাদিস্থন্তু বিষ্ণুনা।
কর্ম্মভিনির্ম্মিতং জীবে প্রলয়ে যন্ন জীবগম্।।
যন্ন বিদ্যেত হি লয়ে যন্ন বিদ্যেত মুক্তিগে।
জীবস্য ন স্বভাবোসৌ প্রায়েণেতি বিনিশ্চতঃ।।

ইতি প্রকাশিকায়াম্।

মায়েত্যুক্তং নির্ম্মিতন্তু যতো জন্মাদি নির্ম্মিতম্।
দেহাদিগং পরেশেন মায়া জন্মাদি তেন তু।।

ইতি প্রকৃতে।

মাং প্রতিবদ। তস্য দেহার্দেজন্মাদয়োস্য চিদানন্দরূপস্য তব স্যুঃ কিম্। অস্বতন্ত্রত্বাদবস্তুনো জগতঃ আদ্যন্তয়োঃ যজ্জীবস্যাস্তি তদেতস্য স্বাভাবিকী। সংসারেঽপি অন্যদভিমাননিমিত্তং প্রলয়েঽপি বিদ্যমানস্য কথং জন্মাদি স্যাদিতি ভাবঃ।

তদানাশাদ্দেহাদেস্তু যুজ্যতে। মুক্তিগমেব জীবস্য স্বাভাবিকম্। কিমু লয়েপ্যবিদ্যমানং স্বতঃ—স্যাদিত্যর্থঃ।।

আদ্যন্তয়োরনুগমাদাদ্যন্তরহিতস্য তু।
আদ্যন্তে ভাবিনো মধ্যে কথমন্যাদৃশং বপুঃ।।
ইতি ব্রহ্মতর্কে।
অনিত্যত্বাত্তু দেহস্য তস্য জন্মাদিকং ভবেৎ।
মুক্তি-প্রলয়-সম্বন্ধে কথং জীবে তদিষ্যতে।। ইতি চ।
অনিত্যস্য গুণামধ্যে ভবেয়ুঃ স্বত এব তু।
ন তু স্বতস্তু নিত্যস্য কাদাচিৎক গুণৈর্যুতিঃ।
ইতি চ।। ৭।।

বিবৃতি—স্থূল দেহ ও সূক্ষ্ম মন—এই দ্বিবিধ আবরণে আত্মস্বরূপকে আবৃত করিলে সত্যস্বরূপের উপলব্ধি হয় না। স্থূল শরীর ও সূক্ষ্ম মন পরিণামশীল অর্থাৎ বিকার-যোগ্য, নিরুপাধিক জীবাত্মা তদ্রূপ বিকারাধীন নহেন। কালবিচারের আদি ও অন্ত ক্ষণভঙ্গুর-প্রতীতির সহচর নহেন।

উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, রজ্জুতে সর্পভ্রান্তি মধ্যবর্ত্তিকালেই অবস্থিত। প্রকৃত উপলব্ধি থাকাকালে রজ্জুজ্ঞান ও বিচারভ্রষ্ট হইয়া সর্পানুমান তাৎ-কালিকমাত্র, পরক্ষণেই পুনরায় রজ্জুপ্রতীতি মধ্যবর্ত্তি-কালের সর্পপ্রতীতি হইতে পৃথগ্‌জ্ঞান প্রদান করে। আদ্যন্ত জ্ঞান বা নিত্যজ্ঞান—তাৎকালিক প্রতীতি হইতে পৃথক্। সুতরাং দেহ, মন প্রভৃতিকে বহুমানন করিয়া আত্মার নিত্য-বিচার পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য নহে।

আত্মবস্তু ও অনাত্মপ্রতীতি—উভয়ে 'এক' নহে। মায়াবাদিগণ অবিদ্যা-গ্রস্ত বিচারে মধ্যবর্ত্তিকালের জ্ঞানকে আদ্যন্ত জ্ঞানের সহিত সমজ্ঞান করিয়া চিন্ময় বিলাস-বৈচিত্র্যকে অচিদ্ বিলাস মাত্র জ্ঞান করে। উহা তাহাদের স্বরূপ-বিস্মৃতি-জনিত প্রলাপ মাত্র।

নিত্য-বর্ত্তমানতা যেস্থলে পরিবর্ত্তিত হইয়া জড় ভেদ-সত্তা প্রদর্শন করে, সেই জড়ভেদের হস্ত হইতে রক্ষা পাওয়া আবশ্যক। জড়জগতের অবস্থানকালে ভোক্তৃ-অভিমানের পরিবর্ত্তে সেবা-পরতা লাভ ঘটিলেই আদ্য-ন্তের অর্থাৎ নিত্যের সহিত পার্থক্য স্থাপিত হয় না। তজ্জন্য মায়া-মুক্ত হইয়া হরিভজন করাই শ্রেয়ঃ।। ৭।।

শ্রীউদ্ধব উবাচ
জ্ঞানং বিশুদ্ধং বিপুলং যথৈতদ্-
বৈরাগ্যবিজ্ঞানযুতং পুরাণম্।
আখ্যাহি বিশ্বেশ্বর বিশ্বমূর্ত্তে
ত্বদ্ভক্তিযোগঞ্চ মহদ্বিমৃগ্যং।। ৮।।

অন্বয়ঃ— শ্রীউদ্ধবঃ উবাচ— হে বিশ্বেশ্বর! (হে) বিশ্বমূর্ত্তে! বৈরাগ্যবিজ্ঞানযুতং পুরাণং (পুরণজ্ঞানিসম্মতম্) এতৎ বিশুদ্ধং (ত্বম্ পদার্থজ্ঞানাতীতং) জ্ঞানং যথা (যেন প্রকারেণ) বিপুলং (বৃহত্তরং ভবতি তৎ তথা) মহদ্বিমৃগ্যং (মহদ্ভির্ব্রহ্মাদিভির্বিমৃগ্যং) ত্বদ্ভক্তিযোগং চ আখ্যাহি (সম্যক্ কথয়)।। ৮।।

অনুবাদ— শ্রীউদ্ধব বলিলেন,— হে বিশ্বেশ্বর! হে বিশ্বরূপ! বৈরাগ্য-বিজ্ঞানযুক্ত পুরাণ এই বিশুদ্ধ জ্ঞান যে-প্রকারে নিশ্চিত হইতে পারে তাহা এবং মহাজনগণেরও অনুসন্ধানযোগ্য ভবদীয় ভক্তিযোগ সম্যগ্‌ভাবে বর্ণন করুন।। ৮।।

বিশ্বনাথ—ত্বম্পদার্থজ্ঞানং শ্রুত্বা তৎপদার্থজ্ঞান-বিজ্ঞানে সবৈরাগ্যে পৃচ্ছংস্তন্মাত্রেণাপ্যপরিতোষাৎ সর্ব্ব-দুর্ল্লভং ভক্তিযোগঞ্চ পৃচ্ছতি,—জ্ঞানমিতি। বিশুদ্ধং ত্বম্পদার্থজ্ঞানাতীতং, বিপুলং তৎপদার্থবিষয়ত্বাৎ বৃহত্তরং, পুরাণং প্রচীনজ্ঞানীসম্মতং তথৈব সম্বোধয়তি,— হে বিশ্বেশ্বর, বিশ্বমূর্ত্তে ইতি; বিশ্বস্য মিথ্যাত্বে তদৈশ্বর্য্যং তন্মূর্ত্তিত্বঞ্চ বৃথৈবেতি ভাবঃ। মহদ্ভিঃ শুকসনকাদিভিরপি বিশেষতো মৃগ্যং জ্ঞানাদ্যমিশ্রং শুদ্ধমিত্যর্থঃ।। ৮।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— শ্রীউদ্ধব মহাশয়—ত্বং পদার্থে জ্ঞানের কথা শুনিয়া বৈরাগ্যের সহিত তৎপদার্থের জ্ঞান-বিজ্ঞান জিজ্ঞাসা করিয়া তাহাতেই অপরিতোষহেতু সর্ব্ব-দুর্ল্লভ ভক্তিযোগও জিজ্ঞাসা করিতেছেন বিশুদ্ধ ত্বং পদার্থ জ্ঞানের অতীত বিপুল তৎপদার্থহেতু বৃহত্তর পুরাণ প্রাচীন জ্ঞানী সম্মত, সেই প্রকারই সম্বোধন করিতেছেন—হে বিশ্বেশ্বর! হে বিশ্বমূর্ত্তি বিশ্বের মিথ্যাত্বে তাহার ঐশ্বর্য্য ও তাহার মূর্ত্তি ও বৃথায়ই—ইহাই ভাবার্থ শুক সনকাদি মহৎগণ কর্ত্তৃক বিশেষরূপে অন্বেষণীয় জ্ঞানাদি অমিশ্র শুদ্ধ ভক্তিযোগ বলুন।। ৮।।

বিবৃতি— যাঁহারা জড়ভাব অতিক্রম করিয়াছেন, তাঁহারাই 'মহৎ'। তাদৃশ পুরুষগণ বিশ্বদর্শন ও বিশ্ব-পালনাদি গৌণ-বিচারদ্বারা ভক্তিযোগ হইতে পরিভ্রষ্ট হন না। যাহা নিত্য বিশুদ্ধজ্ঞান ও সুবিস্তৃত বৈরাগ্য-বিজ্ঞানযুক্ত, শ্রীউদ্ধব সেই সনাতনধর্ম্মের শ্রবণেচ্ছু হইলেন।।৮।।

তাপত্রয়েণাভিহতস্য ঘোরে
সন্তপ্যমানস্য ভবাধ্বনীশ।
পশ্যামি নান্যচ্ছরণং তবাঙ্ঘ্রি-
দ্বন্দ্বাতপত্রাদমৃতাভিবর্ষাৎ।।৯।।

অন্বয়ঃ— (হে) ঈশ। ঘোরে ভবাধ্বনি (সংসার-মার্গে) তাপত্রয়েণ অভিহতস্য (উৎপীড়িতস্য) সন্তপ্য-মানস্য (সন্তাপযুক্তস্য জনস্য মম) তব অমৃতাভিবর্ষাৎ (অমৃতমভিতোবর্ষতি যৎ তস্মাৎ) অঙ্ঘ্রিদ্বন্দ্বাতপত্রাৎ (পাদযুগলরূপচ্ছত্রাৎ) অন্যৎ (অপরং) শরণম্ (আশ্রয়ং) ন পশ্যামি।।৯।।

অনুবাদ— হে ঈশ! ঘোর সংসারমার্গে ত্রিতাপা-ভিভূত ও সন্তাপগ্রস্ত মাদৃশ জীবের ভবদীয় অমৃতবর্ষী পাদপত্রচ্ছত্র ব্যতীত অন্য কোন আশ্রয় দেখিতে পাইতেছি না।।৯।।

বিশ্বনাথ— ননু জ্ঞানেনৈব কৃতার্থীভব কিং শুদ্ধ-ভক্তিযোগপ্রশ্নেনেত্যত আহ,—তাপত্রয়েণেতি। অমৃতং ব্রহ্মানন্দাদপ্যধিকং সুখপ্রদং মাধুর্য্যমভিতো বর্ষতীতি তস্মাৎ। যদুক্তং "যা নির্বৃতিস্তনুভৃতাং তব পাদপদ্মধ্যানাৎ। সা ব্রহ্মণি, স্বমহিমন্যপি নাথমাভূদি"তি। তেন জ্ঞানং বিনাপি সংসারক্ষয়স্য জ্ঞানসাধ্যব্রহ্মানন্দাদপ্যধিকানন্দস্য চ লাভাদ্ভক্তিঃ পৃচ্ছতে ইতি ভাবঃ।।৯।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— প্রশ্ন-জ্ঞানদ্বারাই কৃতকার্য্য হও শুদ্ধভক্তিযোগ প্রশ্নদ্বারা কি হইবে? ইহার উত্তরে বলিতে-ছেন—অমৃত ব্রহ্মানন্দ হইতেও অধিক সুখপ্রদ চতুর্দ্দিকে মাধুর্য্যবর্ষণ করিতেছে, সেই তোমার চরণ-রূপ ছত্র হইতে এই সংসার পথে। অন্য আশ্রয় দেখিতেছি না। ধ্রুব বলিয়াছেন—তোমার পাদপদ্ম ধ্যান হইতে মানবগণের যে আনন্দ তাহা তোমার মহিমারূপ ব্রহ্মেও নাই, অতএব জ্ঞানব্যতীতও সংসার ক্ষয়ের জন্য জ্ঞানসাধ্য ব্রহ্মানন্দ হইতেও অধিক আনন্দপ্রদ ভক্তি জিজ্ঞাসা করিতেছি, ইহাই ভাবার্থ।।৯।।

বিবৃতি— এই প্রচণ্ড সংসার—তাপত্রয়ে অভিভূত, অর্থাৎ ভবসংসারে বিচরণশীল ব্যক্তিগণ সর্ব্বদাই সন্তপ্ত। ভগবানের পরম সুশীতল পদদ্বয় তদীয় সেবককে বৈমুখ্যের প্রচণ্ড তাপ হইতে সুশীতল ছত্রের ন্যায় সর্ব্বক্ষণ রক্ষা করে।।৯।।

দষ্টং জনং সম্পতিতং বিলেঽস্মিন্
কালাহিনা ক্ষুদ্রসুখোরুতর্ষম্।
সমুদ্ধরৈনং কৃপয়াপবর্গ্যৈ-
র্বচোভিরাসিঞ্চ মহানুভাব।।১০।।

অন্বয়ঃ— (হে) মহানুভাব। (হে মহাপ্রভাব।) অস্মিন্ বিলে (সংসারকূপে) সম্পতিতং (নিমগ্নং তত্র চ) কালাহিনা (কালসর্পেণ) দষ্টং (তথাপি) ক্ষুদ্রসুখোরু-তর্ষং (ক্ষুদ্রসুখেষ্বেব উরুর্মহান্ তর্ষস্তৃষ্ণা যস্য তং তথাভূতম্) এনং জনং (মাং) কৃপয়া সমুদ্ধর (তস্মানুত্তা-রয়) আপবর্গ্যৈঃ (অপবর্গবোধকৈঃ) বচোভিঃ (বাগমৃতৈঃ) আসিঞ্চ (অভিষিক্তং কুরু)।।১০।।

অনুবাদ— হে মহাপ্রভাব! এই সংসারকূপে নিমগ্ন, কালসর্পদষ্ট, ক্ষুদ্রসুখে অতি তৃষ্ণাগ্রস্ত মাদৃশ জীবকে উদ্ধার করিয়া অপবর্গবোধক বাক্যামৃতে অভিষিক্ত করুন।।১০।।

বিশ্বনাথ— ননু তর্হি শুদ্ধভক্তিযোগেনৈব কৃতার্থী-ভব কিং জ্ঞানযোগপ্রশ্নেনেত্যত আহ,—দষ্টমিতি। অয়মর্থঃ শুদ্ধভক্তিযোগস্য যাদৃচ্ছিকমহৎকৃপৈকলভ্যত্বান্ন পুরুষ-প্রযত্নমূলকত্বং, জ্ঞানযোগস্তু নিষ্কামকর্ম্মজন্যজ্ঞানেন জ্ঞাত ত্বংপদার্থৈঃ স্বতএব সুলভ, ইত্যয়ং পুরুষপ্রযত্ন-সাধ্যস্ত-স্মাদপ্রাপ্তশুদ্ধভক্তিযোগা অপ্যেবং নিস্তরেয়ুরিত্যতো

জ্ঞানং পৃচ্ছ্যত ইতি। আপবর্গৈরপবর্গার্হৈর্বচনামৃতৈর্বা সিঞ্চেতি ত্বন্মুখচন্দ্রোদিতং জ্ঞানামৃতমেব সম্যগপবর্গ-জনকং ভবতীতি ভাবঃ।। ১০।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— প্রশ্ন—তাহা হইলে শুদ্ধভক্তি-যোগদ্বারাই কৃতকার্য্য হও? জ্ঞান যোগ ব্রহ্মের কি প্রয়োজন? ইহার উত্তরে বলিতেছেন—কালসর্পদ্বারা দষ্ট। ইহার অর্থ এই যে শুদ্ধ ভক্তিযোগের যাদৃচ্ছিক মহৎ কৃপা একমাত্র লভ্য হেতু, তাহা পুরুষের যত্নসমূলক নহে, কিন্তু জ্ঞানযোগ নিষ্কাম কর্ম্ম জন্য, জ্ঞানদ্বারা ত্বং পদার্থ জ্ঞান হইলে স্বাভাবিকই সুলভ এই কারণে পুরুষপ্রযত্ন সাধ্য এই জ্ঞান যোগ। সেই হেতু যাহারা শুদ্ধভক্তিযোগ পায় নাই, তাহারাও ঐজ্ঞানদ্বারা সংসার হইতে নিস্তার লাভ করুক, এই কারণে জ্ঞান জিজ্ঞাসা করিতেছি। আপবর্গ দ্বারা অর্থাৎ অপবর্গদ্বারা পূজনীয় বচনামৃত কর তোমার মুখচন্দ্র কথিত জ্ঞানামৃতই পরিপূর্ণ অপবর্গ জনক হয়, ইহাই ভাবার্থ।। ১০।।

বিবৃতি— তুচ্ছ সংসারসুখ বদ্ধজীবের ইন্দ্রিয়তোষণ করে। উহাই খণ্ডকালরূপ সর্পের দংশন মাত্র। হরিকথা-শ্রবণদ্বারাই এই অকিঞ্চিৎকর প্রলোভনীয় ব্যাপারসমূহ হইতে পরিত্রাণ লাভ করা যায়। একমাত্র বদ্ধজীবকে ভগবৎকৃপা-প্রাপ্ত ব্যক্তিই করুণা প্রকাশ করিতে সমর্থ।।

শ্রীভগবানুবাচ

ইত্থমেতৎ পুরা রাজা ভীষ্মং ধর্ম্মভৃতাংবরম্।
অজাতশত্রুঃ পপ্রচ্ছ সর্ব্বেষাং নোহনুশৃণ্বতাম্।। ১১

অন্বয়ঃ— শ্রীভগবান্ উবাচ,—পুরা (পূর্ব্বং) রাজা অজাতশত্রুঃ (যুধিষ্ঠিরঃ) অনুশৃণ্বতাং (সাক্ষাৎ শ্রোতৃণাং) নঃ (অস্মাকং) সর্ব্বেষাং (সমীপে) ধর্ম্মভৃতাং বরং (ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠং) ভীষ্মম্ ইত্থম্ (অনেন প্রকারেণ) এতৎ পপ্রচ্ছ (পৃষ্টবান্)।। ১১।।

অনুবাদ— শ্রীভগবান্ বলিলেন,— হে উদ্ধব! পূর্ব্বকালে রাজা যুধিষ্ঠির আমাদের শ্রোতৃবর্গের সমক্ষে ধার্ম্মিকপ্রবর ভীষ্মকে এরূপ প্রশ্ন করিয়াছিলেন।। ১১।।

নিবৃত্তে ভারতে যুদ্ধে সুহৃন্নিধনবিহ্বলঃ।
শ্রুত্বা ধর্ম্মান্ বহূন্ পশ্চান্মোক্ষধর্ম্মানপৃচ্ছত।। ১২।।

অন্বয়ঃ— ভারতে যুদ্ধে (কুরুপাণ্ডবসমরে) নিবৃত্তে (সতি) সুহৃন্নিধনবিহ্বলঃ (জ্ঞাতিবধকাতরঃ স যুধিষ্ঠিরঃ) বহূন্ ধর্ম্মান্ (অপরান্) শ্রুত্বা পশ্চাৎ মোক্ষধর্ম্মান্ অপৃচ্ছত (ভীষ্মং পৃষ্টবান্)।। ১২।।

অনুবাদ— কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের অবসানে জ্ঞাতিবধ-কাতর রাজা বহু ধর্ম্মকথা শ্রবণপূর্ব্বক অবশেষে মোক্ষ-ধর্ম্ম সম্বন্ধে প্রশ্ন করিয়াছিলেন।। ১২।।

তানহং তেঽভিধাস্যামি দেবব্রতমুখাচ্ছ্রুতান্।
জ্ঞানবৈরাগ্যবিজ্ঞানশ্রদ্ধাভক্ত্যুপবৃংহিতান্।। ১৩।।

অন্বয়ঃ— অহং দেবব্রতমুখাৎ (ভীষ্মমুখাৎ) শ্রুতান্ জ্ঞানবৈরাগ্যবিজ্ঞানশ্রদ্ধাভক্ত্যুপবৃংহিতান্ (জ্ঞানাদিভিরুপ-বৃংহিতান্ তৎসহিতানিত্যর্থঃ) তান্ (ধর্ম্মান্) তে (তুভ্যম্) অভিধাস্যামি (বর্ণয়িষ্যামি)।। ১৩।।

অনুবাদ— আমি ভীষ্মের মুখ হইতে শ্রুত জ্ঞান, বিজ্ঞান, বৈরাগ্য, শ্রদ্ধা ও ভক্তিযুক্ত সেই সকল ধর্ম্মের কথা তোমার নিকট বর্ণন করিতেছি।। ১৩।।

নবৈকাদশ পঞ্চ ত্রীন্ ভাবান্ ভূতেষু যেন বৈ।
ঈক্ষেতাথৈকমপ্যেষু তজ্জ্ঞানং মম নিশ্চিতম্।। ১৪।।

অন্বয়ঃ— যেন (জ্ঞানেন) নব একাদশ পঞ্চ ত্রীন্ ভাবান্ (প্রকৃতিপুরুষমহদহঙ্কারপঞ্চতন্মাত্রাণি নব তথা একাদশেন্দ্রিয়াণি পঞ্চমহাভূতানি ত্রয়োগুণাঃ এতান্ ভাবান্ অষ্টাবিংশতি তত্ত্বানি) ভূতেষু (ব্রহ্মাদিস্থাবরান্তেষু কার্য্যেষ্ব-নুগতানি) ঈক্ষেত (পশ্যেৎ) অথ এষু (ভাবেষু) অপি একং (পরমাত্মতত্ত্বমনুগতমীক্ষেত) তৎ জ্ঞানং মম নিশ্চিতং (সম্মতং ভবতি)।। ১৪।।

অনুবাদ— যে জ্ঞানদ্বারা ব্রহ্মাদি স্থাবর পর্য্যন্ত কার্য্যসমূহে প্রকৃতি, পুরুষ, মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার, পঞ্চতন্মাত্র,

একাদশ ইন্দ্রিয়, পঞ্চমহাভূত, গুণত্রয়—এই অষ্টাবিংশতি তত্ত্বকে অনুগতরূপে দর্শন করা যায় এবং ইহাদের মধ্যেও এক পরমাত্মবস্তুরই অনুগতরূপ অনুভব হয়, তাদৃশ জ্ঞানই আমার সম্মত জানিবে।। ১৪।।

বিশ্বনাথ— তত্র জ্ঞানমাহ,—নবেতি প্রকৃতি-পুরুষ-মহদহঙ্কার-পঞ্চ-তন্মাত্রাণি একাদশ ইন্দ্রিয়াণি পঞ্চ মহাভূতানি, ত্রয়ো গুণাঃ, এতান্ ভাবান্ অষ্টাবিংশতিতত্ত্বানি, ভূতেষু ব্রহ্মাদিস্থাবরান্তেষু কার্য্যেষু অনুগতানি, যেন জ্ঞানেনেক্ষেত; অথ এষ্বপি ভাবেষু অষ্টাবিংশতিতত্ত্বেষু একং পরমাত্মতত্ত্বং অনুগতং যেনেক্ষেত, কার্য্যকারণাত্মকং জগৎ পশ্যন্ পরমকারণাত্মকমেবৈতৎ ন তু ততঃ পৃথগিতি যেন পশ্যেত্তজ্জ্ঞানমিত্যর্থঃ।। ১৪।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— ঐবিষয়ে জ্ঞান বলিতেছেন—শ্রীকৃষ্ণ প্রকৃতি, পুরুষ, মহৎ, অহঙ্কার, পঞ্চতন্মাত্র, একাদশ ইন্দ্রিয়, পঞ্চমহাভূত ও গুণত্রয় এই অষ্টাবিংশতি তত্ত্ব ব্রহ্মা হইতে স্থাবর পর্য্যন্ত বিশ্বকার্য্যসমূহে মিলিত আছে, ইহা যে জ্ঞানদ্বারা জানা যায়। অনন্তর এই সকল অষ্টাবিংশতি তত্ত্ব মধ্যে একপরমাত্মতত্ত্ব মিলিত আছেন যে জ্ঞানদ্বারা জানা যায়, কার্য্য কারণরূপ জগৎ দেখিয়া পরমকারণ স্বরূপ এই পরমাত্মা এই জগৎ হইতে ভিন্ন নহে যাহা দ্বারা জানা যায়, তাহাকেই 'জ্ঞান' বলে।। ১৪।।

বিবৃতি— অষ্টাবিংশতি তত্ত্ব ভাবসমূহই ভগবজ্জ্ঞান। জীবমায়া, গুণমায়া, অহঙ্কার, বুদ্ধি, মন, রূপরসাদি পঞ্চ তন্মাত্র, কর্ম্ম ও জ্ঞানেন্দ্রিয়সমূহ পঞ্চ মহাভূত, প্রাকৃত সত্ত্বাদি গুণত্রয়—এই অষ্টাবিংশতি তত্ত্ব ভূতমাত্রে অবস্থিত। এই সমস্তই কৃষ্ণ-সম্বন্ধ-বিশিষ্ট বলিয়া বিচার করিতে পারিলে অদ্বয়জ্ঞানে অবস্থান ঘটে।। ১৪।।

এতদেব হি বিজ্ঞানং ন তথৈকেন যেন যৎ।
স্থিত্যুৎপত্ত্যপ্যয়ান্ পশ্যেদ্ভাবানাং ত্রিগুণাত্মনাম্।। ১৫।।

অন্বয়ঃ— (বিজ্ঞানং কথয়তি) যৎ (যদা) যেন একেন (অনুগতানেকাত্মকান্ ভাবান্ পূর্ব্বমৈক্ষত তান্) তথা (পূর্ব্ববৎ) ন (নেক্ষেত কিন্তু তদেকং পরমকারণং ব্রহ্মৈব তদা) এতৎ এব বিজ্ঞানম্ (উচ্যতে) হি ত্রিগুণাত্মনাং (সাবয়বানামিত্যর্থঃ) ভাবানাং (পদার্থানাং) স্থিত্যুৎপত্ত্যপ্যয়ান্ (জন্মস্থিতিভঙ্গানিত্যর্থঃ) পশ্যেৎ (বিমতা ভাবা উৎপত্ত্যাদিমন্তঃ সাবয়বত্বাদ্ঘটাদিবদিতি বিচারয়েৎ)।

অনুবাদ— যৎকালে পূর্ব্বদৃষ্ট এক কারণানুগত বিভিন্ন পদার্থসমূহের দর্শন হয় না, কিন্তু তাহাদের কারণরূপী এক ব্রহ্মবস্তুরই দর্শন হয়, তৎকালে তাদৃশ অনুভবই বিজ্ঞানশব্দের বাচ্য হইয়া থাকে। সাবয়ব জাগতিক পদার্থমাত্রই জন্মস্থিতি-বিনাশধর্ম্মযুক্ত জানিবে।। ১৫।।

বিশ্বনাথ—বিজ্ঞানমাহ,—এতদেবেত্যর্দ্ধেন। এতদেব এতজ্জ্ঞানমেব বিজ্ঞানং ভবতি; কথমিত্যত আহ—ন তথেতি। যেন পরমাত্মনা একেন যদ্বিশ্বং অনুগতং যথা পূর্ব্বং ঈক্ষিতং তথা নেক্ষেত। অয়মর্থঃ জ্ঞানদশায়াং পরোক্ষীভূতেন পরমাত্মনা অনুগতাঃ সর্ব্বে পরোক্ষাঃ পরোক্ষীভূতা ভাবা দৃষ্টাঃ, বিজ্ঞানদশায়াস্তু একঃ পরমাত্মৈবাপরোক্ষীভূত ঈক্ষিতো ভবতি, তদনুভবানন্দাদেব তৎকার্য্যাণাং ভাবানামীক্ষণেঽবকাশো ন ভবেদিত্যদ্বিতীয়াত্মানুভবঃ। জ্ঞানদশায়াং একেন পরমাত্মনৈবানুগতানাং কার্য্যাণাং সর্ব্বেষাং পরমকারণাত্মকত্বাৎ পরমাত্মৈক্যমেব যদুক্তং তদুপপাদয়তি,—স্থিতীতি চার্দ্ধেন। ত্রিগুণাত্মনাং ভাবানাং কার্য্যাণাং স্থিত্যুৎপত্ত্যপ্যয়ান্ পশ্যেদিত্যুৎপত্তিস্থিতি প্রলয়বত্ত্বাত্তেষামনিত্যত্বং পশ্যেদিত্যর্থঃ, অনিত্যত্বাদেব সার্ব্বকালিকসত্যত্বাভাবাত্তেষামসত্যত্বং জ্ঞানিনো মন্যেরন্নিতি ভাবঃ।। ১৫।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— বিজ্ঞান বলিতেছেন—এই জ্ঞানই বিজ্ঞান হয়। কিরূপে? ইহার উত্তরে বলিতেছেন— যে একপরমাত্মা দ্বারা যে বিশ্ব মিলিত, যেরূপে পূর্ব্বে দেখিয়াছিলে সেরূপ দেখিতেছ না। ইহার অর্থ জ্ঞানদশায় পরোক্ষীভূত পরমাত্মাদ্বারা অনুগত সর্ব্ববস্তু পরোক্ষভাবে দর্শন হইয়াছে, কিন্তু বিজ্ঞানদশায় এই পরমাত্মাই প্রত্যক্ষরূপে দৃষ্ট হয়, সেই পরমাত্মার অনুভব আনন্দ হইতেই তাহার কার্য্যসমূহের দৃশ্যবস্তু সমূহের

দর্শনে অবকাশ হইবে না, ইহাই অদ্বিতীয় আত্ম অনুভব।

জ্ঞানদশাতে একপরমাত্মা-সহিত মিলিত সকল কার্য্যের পরমকারণ হেতু পরমাত্মার সহিত ঐক্যভাব যাহা বলা হইয়াছে তাহাই যুক্তিদ্বারা বলিতেছেন—স্থিতি এই অর্দ্ধপদ্যদ্বারা। ত্রিগুণাত্মক ভাবকার্য্য সমূহের স্থিতি উৎপত্তি বিনাশ দর্শন করিবে, এইভাবে উৎপত্তি-স্থিতি-প্রলয়যুক্ত হেতু ঐকার্যসমূহের অনিত্যতা দর্শন করিবে, অনিত্যতা হেতুই সার্ব্বকালিক সত্যতার অভাব হেতু তাহাদের অসত্যতা জ্ঞানিগণ মনে করেন। ইহাই ভাবার্থ।। ১৫।।

মধ্ব—

এতদেব বিজ্ঞানং তথাপি ন তথৈব।
জ্ঞাত্বা তত্ত্বানি তেষ্বীশং সর্ব্বতত্ত্বেশ্বরং প্রভুম্।
জানন্ জ্ঞানী ভবেৎ স্বস্য যোগ্যং জ্ঞানং বিশেষতঃ।।
পূর্ব্বোক্ত এব যো জানম্ স বিজ্ঞানী ভবত্যুত।
ইতি প্রভাসে।
নঃ তত্ত্বানং মধ্যে যেন যদ্যত্র স্থিত্বা চ স্যুঃ। তদেব সৎ।
সত্ত্বং স্বাতন্ত্র্যমুদ্দিষ্টং তচ্চ কৃষ্ণেন চাপরে।
অস্বাতন্ত্র্যান্ন চান্যেষামসত্ত্বং বিদ্ধি ভরত।।
ইতি ভারতে।। ১৪-১৫।।

আদাবন্তে চ মধ্যে চ সৃজ্যাৎ সৃজ্যং যদন্বিয়াৎ।
পুনস্তৎপ্রতিসংক্রামে যচ্ছিষ্যেত তদেব সৎ।। ১৬।।

অন্বয়ঃ— (ততঃ) আদৌ (উৎপত্তৌ) অন্তে চ (পরিণামান্তরাপত্তৌ চ কারণত্বেন তথা) মধ্যে চ (স্থিতৌ চাশ্রয়ত্বেন) সৃজ্যাৎ সৃজ্যং (কার্য্যাং কার্য্যান্তরং) যৎ অন্বিয়াৎ (অনুগচ্ছেৎ) তৎপ্রতিসংক্রামে (তেষাং প্রলয়ে চ) পুনঃ যৎ শিষ্যেত (অবশিষ্যেত) তৎ এব সৎ (ইতি পশ্যেৎ)।। ১৬।।

অনুবাদ— যে-বস্তু উৎপত্তি ও প্রলয়ে কারণরূপে এবং স্থিতিকালে আশ্রয়রূপে সৃজ্য বস্তু হইতে সৃজ্য পদার্থান্তরে অনুগমন করে এবং প্রলয়ান্তেও যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহাই সৎ বলিয়া জানিবে।। ১৬।।

বিশ্বনাথ— সত্যঃ পুনরেকঃ পরমাত্মৈবেত্যাহ,— আদৌ উৎপত্তৌ, অন্তে পরিণামান্তরাপত্তৌ চ কারণত্বেন, মধ্যে চাশ্রয়ত্বেন, সৃজ্যাং সৃজ্যং কার্য্যাৎ কার্য্যং প্রতি যদন্বিয়াৎ অনুগচ্ছেৎ, তৎপ্রতিসংক্রামে তেষাং প্রলয়ে চ যদবশিষ্যেত তদেব সৎ। যথা মহদাদীনাং স্ব-স্ব-কার্য্যং প্রতি কারণত্বেঽপি সর্ব্বকারণত্বাভাবান্ন কারণত্বং, কিন্ত্বেকঃ পরমাত্মৈব কারণং, তথৈব তেষাং সত্যত্বেঽপি সার্ব্ব-কালিক-সত্যত্বাভাবান্নসত্যত্বং কিন্ত্বেকঃ পরমাত্মৈব সত্য ইতি জ্ঞানদশায়ামপি তস্যাদ্বয়ত্বং পশ্যেদিতি ভাবঃ।। ১৬।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— পুনরায় একপরমাত্মাই সত্য ইহা বলিতেছেন—আদিতে অর্থাৎ উৎপত্তিতে, অন্তে অর্থাৎ পরিণাম প্রাপ্তিতে, কারণত্বা হেতু মধ্যে ও আশ্রয়তা হেতু সৃজ্য কার্য্য হইতে কার্য্যান্তরে যাহা অনুগমন করে, পুনরায় প্রলয়কালে যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহাই 'সৎ'। যেমন মহদাদি পদার্থ নিজ নিজ কার্য্যের কারণতা থাকিলেও সর্ব্বকারণত্ব অভাবহেতু কারণ নহে কিন্তু এক পরমাত্মাই কারণ, সেইরূপ মহদাদি কার্য্যসমূহের সত্যতা থাকিলেও সার্ব্বকালিক সত্যতা না থাকায় সত্যতা নাই কিন্তু এক পরমাত্মাই সত্য, এই জ্ঞানদশাতেও পরমাত্মার অদ্বয়ত্ব দর্শন করিবে ইহাই ভাবার্থ।। ১৬।।

বিবৃতি— একমাত্র আকর বস্তুর বৈশিষ্ট্য-দর্শনে অদ্বয়জ্ঞানের ব্যাঘাত হয় না। বিজ্ঞান-বিচারে বস্তু-বৈচিত্র্য দর্শন করিয়া একতাৎপর্য্যপর বিচার নিহিত থাকে।

'অদ্বয়জ্ঞান' বলিতে স্বগত-সজাতীয়-বিজাতীয়-ভেদ-রহিত 'অদ্বৈতবাদ'কে বুঝায় না। পরন্তু ভেদাভেদের অচিন্ত্যত্ব-বিচার না বুঝিতে পারিলে বদ্ধজীবের মায়া-বাদাশ্রিত ধারণায় ত্রিগুণাত্মক নশ্বর জগৎকে জন্ম-স্থিতি-ভঙ্গের অধীন জানিয়া 'মিথ্যা' বলিয়া প্রতীতি হয়। কিন্তু উহা 'মিথ্যা' প্রতীতি নহে, তাৎকালিক-প্রতীতি মাত্র।

বাস্তব উদ্ভবসমূহ কালাধীন হইলে উহাদের তাৎ-কালিকতা হয়; সুতরাং আদিতে, অন্তে ও মধ্যে সৃষ্ট বিশ্বকে জানিতে হইলে সমস্তই পারমার্থিক বিচারে নিযুক্ত করিয়া নিত্যানিত্যের ভোগপর অবরতা, ভোগত্যাগপর

অবরতা এবং ভগবৎপ্রীতিপর বরতার উপলব্ধি ঘটে।

জড়জগতের বিচিত্র-বিলাস কৃষ্ণ-সম্বন্ধে সংশ্লিষ্ট হইলে ভোগপর মানবের কৃষ্ণ-সম্বন্ধহীন অবরতা তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। এই ক্ষণভঙ্গুর বিশ্ব পূর্ণসুখের আগাররূপ নিত্য-বৈকুণ্ঠের একাংশরূপে প্রতিভাত হয়। কিন্তু যে-মুহূর্ত্তে বিশ্ব পৃথগ্ভাবে বিচারিত হয়, তৎকালে ভগবৎসম্বন্ধ-রহিত বিচার প্রবল হওয়ায় অদ্বয়জ্ঞানের ব্যাঘাত হয়।

ভগবদ্ভক্ত আদি ও অন্ত-বিচারে নিপুণ, সুতরাং তাৎকালিকতার লব্ধ ধারণা তাঁহাকে বিপথগামী করিতে পারে না। তিনি সর্ব্বেন্দ্রিয়দ্বারা ভগবানের সেবা করিয়া থাকেন। ভগবৎপর হইলেই কোন প্রকার মল তাঁহাতে প্রবেশ করে না। কৃষ্ণ-সম্বন্ধ বিচ্যুত হইলেই ফল্গু-বৈরাগ্য আসিয়া বৈকুণ্ঠ ও ব্রহ্মাণ্ডস্থিতিদ্বয়ের পার্থক্য স্থাপন করিতে গিয়া জাগতিক তুচ্ছ ভাব হৃদয়-দেশ অধিকার করে। তাহাতেই প্রকৃত বৈরাগ্য ধ্বংস প্রাপ্ত হয়।। ১৫-১৬

শ্রুতিঃ প্রত্যক্ষমৈতিহ্যমনুমানং চতুষ্টয়ম্।
প্রমাণেষ্বনবস্থানাদ্বিকল্পাৎ স বিরজ্যতে।। ১৭।।

অন্বয়ঃ— শ্রুতিঃ (নেহ নানাস্তি কিঞ্চনেত্যাদিঃ) প্রত্যক্ষং (পটাদি কার্য্যং তন্ত্বাদিব্যতিরেকেণ ন দৃশ্যতে তথা চৈতন্যব্যতিরেকেণ কিঞ্চিন্ন দৃশত ইতি) ঐতিহ্যং (মহাজন প্রসিদ্ধিঃ) অনুমানং (বিমতং মিথ্যাদৃশ্যত্বাচ্ছুক্তি-রজত্বাদিবদিতি) চতুষ্টয়ং (প্রমাণচতুষ্টয়ম্ এতেষু) প্রমাণেষু অনবস্থাৎ (এতৈর্বাধিতত্বাৎ) সঃ (এবং সর্ব্বানুগতং সত্যমাত্মতত্ত্বং পশ্যন্) বিকল্পাৎ (বিকল্পস্য মিথ্যাত্বাত্ততঃ) বিরজ্যতে (বিরক্তো ভবতীত্যর্থঃ)।। ১৭।।

অনুবাদ— শ্রুতি, প্রত্যক্ষ, ঐতিহ্য ও অনুমান—এই প্রমাণ চতুষ্টয়দ্বারা ভেদ বাধিত হওয়ায় পুরুষ তাহা হইতে বিরক্ত হইয়া থাকেন।। ১৭।।

বিশ্বনাথ— জ্ঞানবিজ্ঞানে উক্ত্বা বৈরাগ্যমাহ,—দ্বাভ্যাম্। শ্রুতিঃ "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি যৎ প্রযন্তি" ইতি। প্রত্যক্ষং ঘটাদীনাং মৃদুদ্ভূতত্বং মৃদবসানত্বঞ্চ দৃষ্টমেব, ঐতিহ্যং মহাজন-প্রসিদ্ধিঃ, "ন কদাচিদনীদৃশং জগদি"ত্যাদিকং বদতাং তু ন মহাজনত্বং জ্ঞেয়ম্। অনুমানং "জগদিদমসার্ব্বকালিক-মাদ্যন্তবত্ত্বাদি"তি। এবং চতুর্ষু প্রমাণেষু সৎসু অনবস্থানাৎ সার্ব্বকালিকাবস্থানাভাবাদ্ধেতোর্বিকল্পাৎ স্বর্গাদিভোগময়াৎ দ্বৈত প্রপঞ্চাদ্বিরক্তো ভবেৎ।। ১৭।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— জ্ঞান ও বিজ্ঞানের কথা বলিয়া দুইটি শ্লোকদ্বারা বৈরাগ্য বলিতেছেন—যাহা হইতে এই-সকল প্রাণী জন্ম গ্রহণ করে, যাহাকর্ত্তৃক জাতপ্রাণী সকল জীবিত থাকে, আবার প্রলয়কালে যাহাতে প্রবেশ করে ইত্যাদি শ্রুতি প্রত্যক্ষ ঘটাদির মাটি হইতে উদ্ভব এবং ঘটাদির ভগ্নের পর পরিশেষে মাটিই দেখা যায়। ঐতিহ্য অর্থাৎ মহাজন-প্রসিদ্ধি এইজগৎ কখনও এইরূপ ছিল না এইরূপ যাহারা বলেন, তাহাদের মহাজনত্ব নাই জানিবে। অনুমান এই জগৎ অসার্ব্বকালিক, যেহেতু ইহার আদি ও অন্ত্য আছে। এইরূপ চারিটি প্রমাণ থাকিলেও অনবস্থা-হেতু সার্ব্বকালিক অবস্থান অভাব হেতু স্বর্গাদি ভোগময় বিকল্প দ্বৈত প্রপঞ্চ হইতে বিরক্ত হইবে।। ১৭।।

মধ্ব— বিকল্পনাৎ বিরুদ্ধকল্পনাৎ।। ১৭।।

বিবৃতি— লৌকিক, বৈদিক, ঐতিহাসিক ও আনু-মানিক—এই বিচার-চতুষ্টয়ের সকলকেই ভগবৎপর না জানিলে মানসিক বিকল্পধর্ম্মক্রমে তাহাতেই আবদ্ধ হইয়া পড়িতে হয়। কিন্তু যে-কালে ঐগুলি ভগবৎ-তাৎপর্য্য-পর হয়, তৎকালে ঐগুলির প্রয়োজনীয়তা লক্ষিত হয়।

প্রমাণসমূহের পরিত্যাগে প্রমেয় কখনও লব্ধ হয় না। প্রমাণগুলিকে ভোগ-তাৎপর্য্য-পর করিলে জীবের মঙ্গল লাভ হয় না। তাহা হইতে অবশ্যই পৃথক্ হইয়া অচিৎপ্রতীতিকে স্তব্ধ করা আবশ্যক। কৃষ্ণেতর বস্তুতে বিরাগ হইলেই চিদ্‌বিলাসবৈচিত্র্যে উপনীত হইতে পারা যায়। প্রাপঞ্চিক-বুদ্ধিদ্বারা হরিসম্বন্ধি বস্তু পরিত্যাগ করিলে ফল্গু-বৈরাগ্য আসিয়া অমঙ্গল সাধন করে। আবার

সকল বস্তুকে অন্বয়ভাবে ভগবৎসেবা-তাৎপর্য্য-পর জানিলে অর্থাৎ কৃষ্ণসম্বন্ধজ্ঞানবিশিষ্ট হইলে জীবের যুক্ত-বৈরাগ্য হয়—উহাই নিত্য মঙ্গলপ্রদ।। ১৭।।

কর্ম্মণাং পরিণামিত্বাদাবিরিঞ্চ্যাদমঙ্গলম্।
বিপশ্চিন্নশ্বরং পশ্যেদদৃষ্টমপি দৃষ্টবৎ।। ১৮।।

অন্বয়ঃ—বিপশ্চিৎ (পণ্ডিতঃ) কর্ম্মণাং পরিণামিত্বাৎ (কর্ম্মপরিণতত্বাদ্ধেতোঃ) আ বিরিঞ্চ্যাৎ (ব্রহ্মলোকপর্য্যন্তম্) অদৃষ্টম্ অপি (সুখম্) অমঙ্গলং (দুঃখরূপং) নশ্বরং (নাশ-শীলঞ্চ) পশ্যেৎ (বিচারয়েৎ)।। ১৮।।

অনুবাদ— বিদ্বান্ পুরুষ ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত যাবতীয় অদৃষ্ট স্বর্গাদি সুখকেও কর্ম্মজনিত বলিয়া এবং কর্ম্মমাত্রই অন্তিমে নাশশীল জানিয়া দৃষ্ট দুঃখের তুল্য জ্ঞান করিবেন।। ১৮।।

বিশ্বনাথ— ননু স্বর্গাদীনাং সার্ব্বকালিকসুখদত্বা-ভাবেঽপি কিঞ্চিৎকালিকসুখদত্বমস্ত্যেবেত্যত আহ,—কর্ম্মণামিতি। কর্ম্মণাং পরিণামিত্বাৎ কর্ম্মপরিণামবত্ত্বাৎ কর্ম্মপরিণতত্বাদিতি যাবৎ। আবিরিঞ্চ্যাৎ ব্রহ্মলোক পর্য্যন্তমদৃষ্টং স্বর্গাদি দৃষ্টবৎ দৃষ্টং রাজ্যাদিকমিব স্পর্দ্ধা-সূয়াদিমত্ত্বেন সঙ্কটকত্বাদমঙ্গলং নশ্বরঞ্চ।। ১৮।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— প্রশ্ন—স্বর্গাদির সার্ব্বকালিক সুখপ্রদত্ব অভাবেও কিঞ্চিৎকালিক সুখপ্রদত্ব আছেই? ইহার উত্তরে বলিতেছেন—কর্ম্মসমূহ পরিণাম যুক্ত হওয়ায় অর্থাৎ কর্ম্ম পরিণততা হেতু কর্ম্মফলে প্রাপ্ত হেতু ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত অদৃষ্ট স্বর্গাদি দৃষ্টের ন্যায় অর্থাৎ দৃষ্টরাজ্যাদির ন্যায় স্পর্দ্ধা অসূয়াদিযুক্ত-হেতু বিপদ-যুক্ত, অমঙ্গল ও অনিত্য।। ১৮।।

বিবৃতি— কর্ম্মকাণ্ডনিরত জনগণের উপাস্য আধি-কারিক দেবতা বিরিঞ্চি হইতে আরম্ভ করিয়া সকল ত্রিগুণ-তাড়িত অধিষ্ঠানগুলিই অমঙ্গলের আকর; কেননা, উহারা বিকারজগতে আবদ্ধ। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি ইহজগতে লৌকিক ক্ষণভঙ্গুরতা ও দোষপ্রবণতা লক্ষ্য করিয়া পরোক্ষবাদীর পরজগতের নশ্বরতা ও অমঙ্গল দর্শন করেন। কর্ম্মপথ-প্রাপ্য ব্যাপার আত্মবিদের অপ্রয়োজনীয়—ইহা না বুঝিতে পারিলেই নশ্বর কর্ম্মকাণ্ড জীবকে আবদ্ধ করে।। ১৮।।

ভক্তিযোগঃ পুরৈবোক্তঃ প্রীয়মাণায় তেঽনঘ।
পুনশ্চ কথয়িষ্যামি মদ্ভক্তেঃ কারণং পরম্।। ১৯।।

অন্বয়ঃ—(হে) অনঘ! (হে নিষ্পাপ! উদ্ধব!) পুরা (পূর্ব্বম্) এব প্রীয়মাণায় (প্রীত্যাস্পদায়) তে (তুভ্যং ময়া) ভক্তিযোগঃ উক্তঃ (কথিতঃ) পুনঃ চ (পুনরপি) মদ্‌ভক্তেঃ (মম ভক্তেঃ) পরং কারণং (প্রধানং সাধনং) কথয়িষ্যামি।।

অনুবাদ— হে অনঘ! তুমি আমার প্রতি প্রীতি-ভাজন বলিয়া পূর্ব্বেই তোমার নিকট ভক্তিযোগ বর্ণন করিয়াছি। সম্প্রতি পুনরায় মদীয় ভক্তির প্রধান সাধন বর্ণন করিতেছি।। ১৯।।

বিশ্বনাথ— যৎ পৃষ্টং ত্বদ্ভক্তিযোগঞ্চ মহদ্বিমৃগ্য-মাখ্যাহীতি তত্রাহ,—ভক্তিযোগ ইতি। পুরৈবোক্ত ইতি তদপি ত্বং শ্রুত্বাপি তত্র তৃপ্ত্যভাবাদেব পুনঃ পৃচ্ছসীতি ভাবঃ। পুনরপি কথয়িষ্যামি, যতঃ প্রীয়মাণায় তস্মিন্নেব প্রীতিং প্রাপ্নুবতে তত্রাপি হেতুঃ অনঘেতি। অপরাধে সত্যেব তত্র প্রীতির্হ্রসতি নান্যথেতি ভাবঃ। কারণং পরং শ্রেষ্ঠমঙ্গলম্।। ১৯।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে তোমার সেই ভক্তিযোগও মহৎগণের অন্বেষণীয় তাহা বল? তাহার উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন— হে নিষ্পাপ উদ্ধব! পূর্ব্বেই ভক্তিযোগ বলা হইয়াছে, তাহা তুমি শুনিয়াও তাহাতে তৃপ্তির অভাব হেতুই পুনরায় জিজ্ঞাসা করিতেছ। পুনরায় বলিব, যেহেতু তাহাতে তুমি অধিক প্রীতি লাভ কর। তাহার কারণ তুমি নিরপরাধ, অপরাধ থাকিলেই তাহাতে প্রীতির হ্রাস হয়। অন্যপ্রকার হয় না, কারণ ভক্তিযোগ শ্রেষ্ঠ মঙ্গল।। ১৯।।

শ্রদ্ধামৃতকথায়াং মে শশ্বন্মদনুকীর্ত্তনম্।
পরিনিষ্ঠা চ পূজায়াং স্তুতিভিঃ স্তবনং মম।। ২০।।
আদরঃ পরিচর্য্যায়াং সর্ব্বাঙ্গৈরভিবন্দনম্।
মদ্ভক্তপূজাভ্যধিকা সর্ব্বভূতেষু মন্মতিঃ।। ২১।।
মদর্থেষ্বঙ্গচেষ্টা চ বচসা মদ্গুণেরণম্।
ময্যর্পণঞ্চ মনসঃ সর্ব্বকামবিবর্জ্জনম্।। ২২।।
মদর্থেঽর্থপরিত্যাগো ভোগস্য চ সুখস্য চ।
ইষ্টং দত্তং হুতং জপ্তং মদর্থং যদ্ব্রতং তপঃ।। ২৩।।
এবং ধর্ম্মৈর্মনুষ্যাণামুদ্ধবাত্মনিবেদিনাম্।
ময়ি সঞ্জায়তে ভক্তিঃ কোঽন্যোঽর্থোঽস্যাবশিষ্যতে।।

অন্বয়ঃ— মে (মম) অমৃতকথায়াং (পীযূষমধুর-চরিতে) শ্রদ্ধা (বিশ্বাসগ্রহঃ) শশ্বৎ (সর্ব্বদা) অনুকীর্ত্তনং (মম চরিতকীর্ত্তনং) মম পূজায়াং পরিনিষ্ঠা (আসক্তিঃ) স্তুতিভিঃ (স্তোত্রপদৈর্ম্মম) স্তবনং (স্তবঃ) পরিচর্য্যায়াং (সেবায়াম্) আদরঃ সর্ব্বাঙ্গৈঃ অভিবন্দনং (সাষ্টাঙ্গপ্রণিপাতঃ) অভ্যধিকা মদ্ভক্তপূজা (মম ভক্তানাং পূজাতিশয্যং) সর্ব্বভুতেষু মন্মতিঃ (অন্তর্য্যামিত্বেন মজ্জ্ঞানং) মদর্থেষু (মম সেবাকৃত্যেষু) অঙ্গচেষ্টা (লৌকিক ক্রিয়া) চ বচসা (লৌকিকেন বাক্যেনাপি) মদ্গুণেরণং (মদীয়-গুণগানং) মনসঃ চ ময়ি (ময্যেব) অর্পণং চ সর্ব্বকাম-বিবর্জ্জনং (সর্ব্বকামপরিত্যাগশ্চ) মদর্থে (মৎসেবার্থম্) অর্থপরিত্যাগঃ (তদ্বিরোধিনো ধনস্য পরিত্যাগ স্তথা) ভোগস্য চ (তৎসাধনস্য চন্দনাদে) সুখস্য চ (পুত্রোপলাল-নাদেশ্চ পরিত্যাগঃ কিঞ্চ) মদর্থং (মৎপ্রীত্যর্থম্) ইষ্টং (যাগাদি) দত্তং (দানং) হুতং (হোমঃ) জপ্তং (জপক্রিয়া) ব্রতং তপঃ (চ) যৎ (হে) উদ্ধব! এতৈঃ ধর্ম্মৈঃ (এতেষাং ধর্ম্মানামনুষ্ঠানেনেত্যর্থঃ) আত্মনিবেদিনাম্ (আত্মসমর্প-কানাং) মনুষ্যাণাং ময়ি ভক্তিঃ সঞ্জায়তে (ততশ্চ) অস্য (মদ্ভক্তস্য জনস্য) অন্যঃ কঃ অর্থঃ (সাধনরূপো সাধ্য-রূপো বা) অবশিষ্যতে (কোঽপি নেত্যর্থঃ সর্ব্বেঽপি স্বত এব ভবন্তীতি ভাবঃ)।। ২০-২৪।।

অনুবাদ— মদীয় মধুর-চরিত শ্রবণে শ্রদ্ধা, সর্ব্বদা তৎকীর্ত্তন, মদীয় পূজাবিষয়িণী আসক্তি, সুললিত স্তোত্র-বাক্যে স্তব, সেবাবিষয়ক আদর, সাষ্টাঙ্গপ্রণিপাত, মদীয় ভক্তগণের পূজাতিশয্য, সর্ব্বভূতে মদ্ভাবজ্ঞান, মদীয় সেবাকার্য্যে অঙ্গচেষ্টা, বাক্যদ্বারা মদ্গুণগান, আমার প্রতি চিত্তসমর্পণ, সর্ব্বকাম পরিত্যাগ, মদীয় সেবার জন্য অর্থত্যাগ, ভোগ-সুখ পরিত্যাগ, যাগাদি ইষ্টকর্ম্ম, দান, হোম, জপ, ব্রত এবং তপস্যা—এই সমস্ত ধর্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারা আত্মনিবেদক পুরুষগণের আমার প্রতি ভক্তি জন্মিয়া থাকে। তৎকালে মদীয় ভক্তের সাধ্য বা সাধনরূপ কোন বিষয়েই অভাব থাকে না।। ২০-২৪।।

বিশ্বনাথ— অমৃতরূপা যা কথেতি। তৎকথায়াঃ সর্ব্বস্যাঃ অমৃতত্বেঽপ্যতিমাধুর্য্যবতী রাসাদিসম্বন্ধিনী-ত্যর্থঃ। শ্রদ্ধা অতিশ্রদ্ধা। অভ্যধিকা মৎসন্তোষবিশেষং জ্ঞাত্বা মৎপূজাতোঽপীত্যর্থঃ। অঙ্গচেষ্টা দন্তধাবনা-দিদৈহিকী ক্রিয়াপি মদর্থে মৎসেবার্থং, বচসা অপভ্রংশ-বাক্যেনাপি গীতবন্ধেন মদগুণকথনম্। মদর্থে মদীয়-যাত্রোৎসবাদ্যর্থে অর্থপরিত্যাগঃ শ্রীগুরুবৈষ্ণবাদি-সম্প্রদানকঃ। যদ্বা ভজনবিরোধিনোঽর্থস্যোপেক্ষা, ভোগস্য স্ত্রীসম্ভোগাদেস্ত্যাগঃ সুখস্য পুত্রোপলালনাদেঃ, দত্তং দানং হুতং ব্রাহ্মণবৈষ্ণবমুখে ঘৃতপক্বান্নপ্রক্ষেপঃ, বিষ্ণবে স্বাহেতি সংস্কৃতবহ্নিমুখে তিলাজ্যনিক্ষেপো বা। জপ্তং সহস্রলক্ষাদিভগবন্নামমন্ত্রজপঃ। এতত্রিতয়মেব ইষ্টং ভক্তানাং যাগঃ। মদর্থং মৎপ্রাপ্ত্যর্থং ব্রতমেকাদশ্যুপবাসা-দিকং যত্তদেব ভক্তানাং তপঃ। অস্য নিষ্কামভক্তস্য কোঽন্যোঽর্থোঽতোঽপরং কিং ফলং অবশিষ্টং ভবতি। কিন্তু তদেব পুনঃ পুনরমুত্র কথাশ্রবণাদিকমেব ফলং, তেন জ্ঞানিনো যথাসাধ্যপ্রাপ্তৌ সত্যাং সাধনস্য ত্যাগ উক্তস্তথা ভক্তস্য সাধ্যভক্তিপ্রাপ্তৌ সত্যাং সাধনভক্তেঃ শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিকায়া নৈব ত্যাগঃ, প্রত্যুত প্রেমরসরূপায়াঃ সাধ্য-ভক্তেরনুভাবরূপা শ্রবণকীর্ত্তনাদিভক্তিঃ পূর্ব্বতোঽপি সহস্রগুণিতা ভবতীতি।। ২০-২৪।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— অমৃতরূপা যে আমার কথা, সেই কথা সমূহের সকলই অমৃত হইলেও অতিমাধুর্য্য-বতী রাসাদি সম্বন্ধিনী কথা অতিশ্রদ্ধা, অভ্যধিকা আমার

সন্তোষ বিশেষ জানিয়া আমার পূজা হইতেও ভক্তের পূজা অধিক। অঙ্গচেষ্টা দন্তধাবনাদি দৈহিকী ক্রিয়াও আমার সেবার জন্য অপভ্রংশ বাক্যের দ্বারা ও গীতবন্ধদ্বারা আমার গুণকথন মদর্থে অর্থাৎ মদীয়া যাত্রা উৎসবাদির জন্য শ্রীগুরুবৈষ্ণবাদিকে অর্থ সম্প্রদান করিবে, অথবা ভজন বিরোধী অর্থকে উপেক্ষা করিবে। স্ত্রীসম্ভোগাদি ত্যাগ করিবে, পুত্র লালনাদি সুখভোগ ত্যাগ করিবে, দত্ত অর্থাৎ দান, হুত ব্রাহ্মণবৈষ্ণবমুখে ঘৃতপক্ক অন্ন দান করিবে অথবা বিষ্ণবে স্বাহা—এই বলিয়া সংস্কৃত অগ্নি-মুখে তিল ঘৃত নিক্ষেপ করিবে, সহস্র লক্ষাদি ভগবন্নাম মন্ত্রাদি 'জপ' এই তিনটিই ইষ্ট অর্থাৎ ভক্তগণের যাগ। আমার প্রাপ্তির জন্য একাদশী উপবাসাদি ব্রত যাহা তাহাই ভক্তগণের তপস্যা। এই নিষ্কামভক্তের অন্য কি ইহা হইতে অপরকি ফল অবশিষ্ট আছে। কিন্তু তাহাই পুনঃ পুনঃ পরলোকেও আমার অমৃত কথা শ্রবণাদিই ফল। অতএব জ্ঞানীগণের যেমন সাধ্যবস্তু প্রাপ্ত হইলে পর সাধনের ত্যাগ বলা হইয়াছে। সেইরূপ ভক্তের সাধ্য ভক্তি প্রাপ্তি হইলে পর সাধনভক্তি শ্রবণ কীর্ত্তনাদির ত্যাগ নাই। বস্তুত প্রেমরসরূপা ঐ কীর্ত্তনাদি সাধ্যভক্তির অনু-ভাবরূপা, পূর্ব্ব হইতেও সহস্রগুণে অধিক হয়।। ২০-২৪

বিবৃতি— হরিকথায় শ্রদ্ধা হইলেই সর্ব্বক্ষণ হরি-কীর্ত্তনে যোগ্যতা হয়। নতুবা হরিমায়া-রহিত প্রাকৃত বস্তুতে বা শব্দে শ্রদ্ধা হইলে অনিত্য ভোগ পরিবর্দ্ধিত হয়। হরিকথায় আস্থা হইলে ইন্দ্রিয়ভোগ্য ব্যাপারে নির্ভরতা শ্লথ হয়। অতএব কৃষ্ণেতর কথা পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্বক্ষণ হরিকথায় নিরত থাকিলেই জীবের চরম-মঙ্গল হয়। সর্ব্বক্ষণ ভগবৎকথা, ভগবানে পূজ্যবুদ্ধি, স্তবাদিদ্বারা নিজস্বরূপজ্ঞানের অভিব্যক্তি, আদরের সহিত পূজা, সাষ্টাঙ্গ প্রণতি, ভগবদ্ভক্তগণের অধিকতর পূজা এবং সকল প্রাণিমাত্রই ভগবানের সেবনসম্বন্ধ-যুক্ত—এইরূপ বিচার উপস্থিত হইলেই সাধন-ভক্তির ফল অচিরেই উৎপন্ন হয়। সাধনভক্তি পর্য্যায়ে যাবতীয় লৌকিক ও বৈদিক কার্য্য, হরিগুণানুবর্ণন, ভগবানে সমস্ত কর্ম্মার্পণ, ভগবৎপ্রীতির জন্য তাঁহার অপ্রীতিকর কর্ম্ম পরিত্যাগ অর্থাৎ ভোগের উদ্দেশে ধাবিত না হইয়া ভগ-বৎপ্রীতির জন্য জীবের ভোগসুখ-পরিত্যাগ, ভগবদুদ্দেশে যজ্ঞ, ব্রত, তপঃ, জপ, হোম, দান এবং বৈদিক ও লৌকিক কার্য্যসমূহ সম্পাদিত হইলেই ক্রমশঃ জীবের আত্মবৃত্তি কেবলা ভক্তি উদিত হয়। অনাত্মচেষ্টাগুলি ভগবদুদ্দেশে বিহিত হইলে জীবের কর্ত্তৃত্বাভিমানের অবসর লাভ ঘটে। সর্ব্বতোভাবে ভগবানে শরণাগত হইলেই মনুষ্য ভক্তিমান্ হয়। আত্মনিবেদনপ্রভাবে জীবের অন্য কোন কৃত্য অব-শিষ্ট থাকে না।। ২০-২৪।।

যদাত্মন্যর্পিতং চিত্তং শান্তং সত্ত্বোপবৃংহিতম্।
ধর্ম্মং জ্ঞানং সবৈরাগ্যমৈশ্বর্য্যঞ্চাভিপদ্যতে।। ২৫।।

অন্বয়ঃ— যদা (যস্মিন্ কালে) সত্ত্বোপবৃংহিতং (সত্ত্বগুণবিবর্দ্ধিতং) শান্তং চিত্তং (মনঃ) আত্মনি (ঈশ্বরে ময়ি) অর্পিতং (ভবেত্তদা) সঃ (জনঃ) ধর্ম্মং জ্ঞানং বৈরাগ্যম্ ঐশ্বর্য্যং চ অভিপদ্যতে (প্রাপ্নোতি)।। ২৫।।

অনুবাদ— যে-কালে সত্ত্বগুণসমৃদ্ধ ও শান্তচিত্ত পর-মাত্মবস্তুতে সমর্পিত হয়, তৎকালে মানব—ধর্ম্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।। ২৫।।

বিশ্বনাথ—কোঽন্যোঽর্থোঽস্যাবশিষ্যত ইত্যাক্ষেপ-ময্যা ভগবদুক্তেরিয়মুক্তলক্ষণা কেবলা নির্গুণা ভক্তির্জ্ঞানা-ঙ্গত্বেন ন ব্যাখ্যেয়া। জ্ঞানাদ্যঙ্গভূতা ভক্তিস্ত্বিতোঽন্যা সাত্ত্বিকী বর্ত্তত এব, তয়ৈব সকামভক্তঃ স্বাপেক্ষিতং ধর্ম্ম-জ্ঞানাদিকং প্রাপ্নোত্যেবেত্যাহ,—যদিতি। যৎ শান্তং চিত্তং আত্মনি পরমাত্মনি ময়ি অর্পিতং সাত্ত্বিক্যা ভক্ত্যা মদ্বিষয়ী-কৃতং ভবতি তদ্ধর্ম্মাদিযুক্তং ভবতীত্যর্থঃ।। ২৫।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— ভক্তগণের অন্য কি প্রয়োজন অবশিষ্ট থাকিতে পারে—এই আক্ষেপময়ী ভগবানের উক্তি, কেবলা নির্গুণাভক্তি জ্ঞানাঙ্গরূপে ভক্তি ব্যাখ্যা করিবে না। জ্ঞানাদির অঙ্গরূপে যে ভক্তি তাহা ইহা হইতে অন্য সাত্ত্বিকী ভক্তি আছেই, তাহাদ্বারাই সকামভক্ত নিজ

প্রয়োজনীয় ধর্ম্মজ্ঞানাদি প্রাপ্ত হয়ই, ইহাই বলিতেছেন— যে শান্তচিত্তকে আত্মা অর্থাৎ পরমাত্মা আমাতে অর্পিত হইলে সাত্ত্বিকী ভক্তি দ্বারা আমা বিষয়ে কৃত হইয়া সেই ধর্ম্মাদি যুক্ত হয়।। ২৫।।

বিবৃতি— ভগবদ্ভক্তি উদিত হইলে জীবের ভগবৎ-স্বরূপ জ্ঞান, নিজস্বরূপজ্ঞান, কৃষ্ণেতর বস্তুতে বিরাগ, ভগবানের সর্ব্বশক্তিমত্তায় সর্ব্বতোভাবে নির্ভরতা, চিত্ত-শমতা, শুদ্ধসত্ত্বে অবস্থান প্রভৃতি পরিলক্ষিত হয়।। ২৫।।

যদর্পিতং তদ্বিকল্পে ইন্দ্রিয়ৈঃ পরিধাবতি।
রজস্বলঞ্চাসন্নিষ্ঠং চিত্তং বিদ্ধি বিপর্য্যয়ম্।। ২৬।।

অন্বয়ঃ— যৎ (যদা) তৎ (চিত্তং) বিকল্পে (দেহ-গৃহাদৌ) অর্পিতং (সৎ) ইন্দ্রিয়ৈঃ পরিধাবতি (বিষয়েষু ভ্রমতি তদা) রজস্বলম্ (অধিকরজোযুক্তম্) অসন্নিষ্ঠং চ (অসদ্‌বস্তুপরঞ্চ ভবতি ততশ্চ) বিপর্য্যয়ং বিদ্ধি (অধর্ম্ম-মজ্ঞানমবৈরাগ্যমনৈশ্বর্য্যঞ্চ লভত ইতি জানীহি)।। ২৬।।

অনুবাদ—যে কালে চিত্ত দেহ-গেহাদি-বিষয়ে অর্পিত হইয়া ইন্দ্রিয়দ্বারা বিষয়সমূহে ভ্রমণ করে, তৎকালে রজোগুণাধিক্যযুক্ত ও অসদ্ বিষয়নিষ্ঠ হইয়া থাকে এবং তাহা হইতে অধর্ম্ম, অজ্ঞান, অবৈরাগ্য ও অনৈশ্বর্য্য প্রাপ্ত হয়।। ২৬।।

বিশ্বনাথ— ব্যতিরেকং দর্শয়তি,—যচ্চিত্তং বিকল্পে দেহ-গেহাদৌ অর্পিতং তৎ রজস্বলং সৎ বিষয়ান্ পরিধা-বতি অসন্নিষ্ঠং নিষিদ্ধবিষয়াসক্তঞ্চ ভবতি। তচ্চিত্তং বিপ-র্য্যয়ং প্রাপ্তং বিদ্ধি, অধর্ম্মমজ্ঞানমবৈরাগ্যমনৈশ্বর্য্যং প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ।। ২৬।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— ব্যতিরেক ভাবে দেখাইতে-ছেন—যে চিত্ত বিকল্পে অর্থাৎ দেহগেহাদিতে অর্পিত হয়, তাহা রজগুণ যুক্ত হইয়া বিষয়ের প্রতি ধাবিত হয়। অসৎ নিষ্ঠ অর্থাৎ নিষিদ্ধ বিষয়েও আসক্ত হয়। সেই চিত্তকে বিপর্য্যয় প্রাপ্ত জানিবে অর্থাৎ অধর্ম্ম, অজ্ঞান, অবৈরাগ্য ও অনৈশ্বর্য্য প্রাপ্ত হয়।। ২৬।।

বিবৃতি—যাহারা নিজসুখভোগের জন্য ভগবান্‌কে স্বসেবাদানে বঞ্চনা করে, তাহাদের অনিত্য বস্তুতে চিত্ত প্রধাবিত হইয়া নানাপ্রকার অশান্তি উৎপাদন করায়।। ২৬

ধর্ম্মো মদ্ভক্তিকৃৎ প্রোক্তো জ্ঞানঞ্চৈকাত্ম্যদর্শনম্।
গুণেষ্বসঙ্গো বৈরাগ্যমৈশ্বর্য্যঞ্চাণিমাদয়ঃ।। ২৭।।

অন্বয়ঃ— মদ্‌ভক্তিকৃৎ (ময়িভক্তিজনকো ভাব এব) ধর্ম্মঃ প্রোক্তঃ (প্রকৃষ্ট উক্তঃ শাস্ত্রেষু) ঐকাত্ম্যদর্শনং (সর্ব্বত্রৈকপরমাত্মসম্বন্ধদর্শনমেব) জ্ঞানং চ (প্রোক্তং) গুণেষু (রূপরসাদিবিষয়েষু) অসঙ্গঃ (অনাসক্তিরেব) বৈরাগ্যম্ (উক্তং তথা) অণিমাদয়ঃ চ ঐশ্বর্য্যং (প্রোক্তাঃ)।।

অনুবাদ— মদ্‌ভক্তিজনক ভাবই ধর্ম্ম, সর্ব্বত্র এক পরমাত্মসম্বন্ধদর্শনই জ্ঞান, বিষয়ে অনাসক্তিই বৈরাগ্য এবং অণিমাদিই ঐশ্বর্য্য বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে।। ২৭।।

বিশ্বনাথ— ধর্ম্মাদীন্ ব্যাচষ্টে ধর্ম্ম ইতি। মদ্ভক্তিকৃৎ মদ্ভক্তেঃ কৃৎ করণং যত্র বস্তুনি ভবেৎ স ধর্ম্মঃ।। ২৭।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— ধর্ম্মাদির ব্যাখ্যা করিতেছেন— ধর্ম্ম বলিতে আমার ভক্তির করণ যাহাতে যে বস্তুতে হইবে, তাহাই ধর্ম্ম।। ২৭।।

মধ্ব—

একঃ প্রধানমুদ্দিষ্টো বিষ্ণোঃ প্রাধান্যদর্শনম্।
ঐকাত্ম্যদর্শনং প্রোক্তাং সর্ব্বজ্ঞানোত্তমঞ্চ তৎ।।
ইতি ত্রৈকাল্যে।। ২৭।।

বিবৃতি— ভগবান্—জ্ঞানস্বরূপ, সুতরাং অজ্ঞান-দৃষ্টির হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ করিয়া ভগবৎসেবায় নিযুক্ত হওয়াই জীবের ধর্ম্ম। ত্রিগুণে আসক্ত হইয়া বিষয়া-ভিনিবিষ্ট হওয়া হইতে নিবৃত্ত হওয়াই বৈরাগ্য। অণিমা ও লঘিমাদি জড়ীয় সিদ্ধি ঈশ্বরসেবাবঞ্চিতদিগের নিকটই ঐশ্বর্য্য প্রদর্শন করে।। ২৭।।

শ্রীউদ্ধব উবাচ

যমঃ কতিবিধঃ প্রোক্তো নিয়মো বাহরিকর্ষণ।
কঃ শমঃ কো দমঃ কৃষ্ণ কা তিতিক্ষা ধৃতিঃ প্রভো।। ২৮

কিং দানং কিং তপঃ শৌর্য্যং কিং সত্যমৃতমুচ্যতে।
কস্ত্যাগঃ কিং ধনং চেষ্টং কো যজ্ঞঃ কা চ দক্ষিণা।। ২৯
পুংসঃ কিংস্বিদ্বলং শ্রীমান্ দয়া লাভশ্চ কেশব।
কা বিদ্যা হ্রীঃ পরা কা শ্রীঃ কিং সুখং দুঃখমেব চ।। ৩০
কঃ পণ্ডিতঃ কশ্চ মূর্খঃ কঃ পন্থা উৎপথশ্চ কঃ।
কঃ স্বর্গো নরকঃ কঃ স্বিৎ কো বন্ধুরুত কিং গৃহম্।। ৩১
ক আঢ্যঃ কো দরিদ্রো বা কৃপণঃ কঃ কঃ ঈশ্বরঃ।
এতান্ প্রশ্নান্ মম ব্রূহি বিপরীতাংশ্চ সৎপতে।। ৩২

অন্বয়ঃ— শ্রীউদ্ধবঃ উবাচ,—(হে) অরিকর্ষণ! (হে পরন্তপ!) প্রভো! কৃষ্ণ! যমঃ নিয়মঃ বা (চ) কতিবিধঃ (কতিপ্রকারঃ) প্রোক্তঃ (তথা) শমঃ কঃ দমঃ কঃ তিতিক্ষা কা ধৃতিঃ (কা) দানং কিং তপঃ কিং শৌর্য্যং কিং সত্যং (কিম্) ঋতং (কিম্) উচ্যতে (তথা) ত্যাগঃ কঃ কিং ধনং চ ইষ্টম্ (অভিলষিতং) যজ্ঞঃ কঃ দক্ষিণা চ কা (উচ্যতে তথা হে) কেশব! শ্রীমান্! পুংসঃ বলং কিং স্বিৎ দয়া (কা) লাভঃ চ (কঃ) পরা বিদ্যা কা হ্রীঃ কা শ্রীঃ (কা) সুখং কি দুঃখম্ এব চ (কিং) পণ্ডিতঃ কঃ মূর্খঃ চ কঃ পন্থাঃ কঃ উৎপথঃ (উন্মার্গঃ) চ কঃ স্বর্গঃ কঃ স্বিৎ (আহো) নরকঃ কঃ বন্ধুঃ কঃ উত (অপি চ) গৃহং কিং (তথা) আঢ্যঃ কঃ দরিদ্রঃ বা কঃ কৃপণঃ কঃ ঈশ্বরঃ কঃ (হে) সৎপতে! (শ্রীকৃষ্ণ!) মম এতান্ প্রশ্নান্ (তথা) বিপরীতান্ (অশমাদীন্) চ ব্রূহি (কথয়)।। ২৮-৩২।।

অনুবাদ— শ্রীউদ্ধব বলিলেন,— হে পরন্তপ! হে প্রভো! হে কৃষ্ণ! যম ও নিয়ম কতিবিধ? শম, দম, তিতিক্ষা, ধৃতি, দান, তপঃ, শৌর্য্য, সত্য, ঋত, ত্যাগ, ইষ্ট, ধন, যজ্ঞ, দক্ষিণা, বল, দয়া, লাভ, পরবিদ্যা, হ্রী, শ্রী, সুখ, দুঃখ, পণ্ডিত, মূর্খ, পথ, উৎপথ, স্বর্গ, নরক, বন্ধু, আঢ্য, দরিদ্র, কৃপণ ও ঈশ্বর কাহাকে বলে? আমার এই সকল প্রশ্ন এবং বিপরীত অশম প্রভৃতি ভাবসমূহ বর্ণন করুন।। ২৮-৩২।।

বিশ্বনাথ— ধর্ম্মাদীনামন্যতো বিলক্ষণং লক্ষণং শ্রুত্বা যমাদীনামপি সংখ্যাতঃ স্বরূপতশ্চ বৈলক্ষণ্যং সম্ভাব্যং পৃচ্ছতি যম ইতি পঞ্চভিঃ। ইষ্টমভ্যর্হিতং ধনঞ্চ কিম্। শ্রীর্মণ্ডনম্। প্রশ্নান্! পৃষ্টানর্থান্। বিপরীতাংশ্চেতি পৃষ্টার্থানামেতেষামুক্ত্যৈব এতদ্বিপরীতাঃ স্বত এবোক্তা ময়া জ্ঞাতাশ্চ ভবিষ্যন্তীতি ভাবঃ।। ২৮-৩২।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— ধর্ম্মাদির অন্য ধর্ম্ম হইতে পার্থক্য শুনিয়া যমাদিরও সংখ্যা ও স্বরূপতঃ পার্থক্য সম্ভাবনা করিয়া পাঁচটি শ্লোক-দ্বারা উদ্ধব জিজ্ঞাসা করিতে-ছেন। ইষ্ট অর্থাৎ অধিকপূজিত ধন কি? শ্রী অর্থাৎ মণ্ডন, প্রশ্নসমূহের অর্থ সমূহ ও বিপরীত অর্থসমূহ জিজ্ঞাসিত অর্থসমূহের ইহাদের উক্তিদ্বারাই ইহার বিপরীত স্বভা-বতঃই আমি জানি তোমার নিকট হইতে পৃথক্‌ভাবে জানিব।। ২৮-৩২।।

শ্রীভগবানুবাচ

অহিংসা সত্যমস্তেয়মসঙ্গো হ্রীরসঞ্চয়ঃ।
আস্তিক্যং ব্রহ্মচর্য্যঞ্চ মৌনং স্থৈর্য্যং ক্ষমাভয়ম্।। ৩৩
শৌচং জপস্তপো হোমঃ শ্রদ্ধাতিথ্যং মদর্চ্চনম্।
তীর্থাটনং পরার্থেহা তুষ্টিরাচার্য্যসেবনম্।। ৩৪।।
এতে যমাঃ সনিয়মা উভয়োর্দ্বাদশ স্মৃতাঃ।
পুংসামুপাসিতাস্তাত যথাকামং দুহন্তি হি।। ৩৫।।

অন্বয়ঃ— শ্রীভগবান্ উবাচ,—অহিংসা সত্যম্ অস্তেয়ং (মনসাপি পরস্বাগ্রহণম্) অসঙ্গঃ হ্রীঃ অসঞ্চয়ঃ আস্তিক্যং (ধর্ম্মে বিশ্বাসঃ) ব্রহ্মচর্য্যং চ মৌনং স্থৈর্য্যং ক্ষমা অভয়ং (তথা) শৌচং (বাহ্যং শৌচমাভ্যন্তরং শৌচঞ্চেতি দ্বয়ং) জপঃ তপঃ হোমঃ শ্রদ্ধা আতিথ্যং মদর্চ্চনং তীর্থাটনং (তীর্থভ্রমণং) পরার্থেহা (পরহিতচেষ্টা) তুষ্টিঃ আচার্য্যসেবনম্ (ইতি) উভয়োঃ (শ্লোকয়োঃ) এতে সনিয়মা দ্বাদশ যমাঃ (প্রথমশ্লোকে দ্বাদশ যমাঃ দ্বিতীয়ে দ্বাদশ নিয়মাশ্চ) স্মৃতাঃ (উক্তাঃ) তাত। হে উদ্ধব! এতে যমানিয়মাশ্চ) উপাসিতাঃ (সেবতিাঃ সন্ত উপাসকানাং) পুংসাং (জনানাং) যথাকামং (কামানুসারেণ মোক্ষ-মভ্যুদয়ঞ্চ) দুহন্তি হি (বর্ষন্তি)।। ৩৩-৩৫।।

অনুবাদ— শ্রীভগবান্ বলিলেন,—অহিংসা, সত্য,

অস্তেয়, অসঙ্গ, হ্রী, অসঞ্চয়, আস্তিক্য, ব্রহ্মচর্য্য, মৌন, স্থৈর্য্য, ক্ষমা, অভয়—এই দ্বাদশটি 'যম' এবং বাহ্য শৌচ, আভ্যন্তর শৌচ, জপ, তপঃ, হোম, শ্রদ্ধা, আতিথ্য, মদীয় অর্চ্চন, তীর্থভ্রমণ, পরহিতচেষ্টা, তুষ্টি, গুরুসেবা—এই দ্বাদশটি 'নিয়ম' বলিয়া উক্ত হইয়াছে। হে উদ্ধব! ইহাদের অনুষ্ঠানদ্বারা উপাসকগণের যথাকাম মোক্ষ ও অভ্যুদয় লাভ হইয়া থাকে।। ৩৩-৩৫।।

বিশ্বনাথ— যমনিয়মানাহ,—অহিংসেতি দ্বাভ্যাম্। শৌচং বাহ্যমাভ্যন্তরঞ্চেতি, দ্বয়ম্, অতো দ্বাদশ নিয়মাঃ। উভয়োঃ শ্লোকয়োর্যে স্থিতা তে যমা নিয়মাশ্চ। যথা যথা-বদেব কামং পূরয়ন্তীতি যম-নিয়মৌ তন্মতে অন্যমতে চ তুল্যসংখ্যকৌ তুল্যলক্ষণৌ চ। অনয়োরপি ভগবন্মতে বৈলক্ষণ্যং সম্ভবেদিত্যাশঙ্কানিবৃত্ত্যর্থমেবৈতৎপ্রশ্নোত্তরে জ্ঞেয়ে।। ৩৩-৩৫।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— শ্রীভগবান যম ও নিয়ম সমূহ অহিংসা ইত্যাদি দুইটি শ্লোকদ্বারা বলিতেছেন— শৌচ ইহা দুইপ্রকার বাহ্য শৌচ ও আভ্যন্তরীন্। অতএব দ্বাদশ প্রকার নিয়ম উভয় শ্লোকের মধ্যে স্থিত যে সকল যম ও নিয়ম। যথা অর্থাৎ যথাযথরূপে কামনাপূরণ করে এই অর্থে যম ও নিয়ম তোমার মতে ও অন্যমতে সমান সংখ্যক ও সমান লক্ষণ এই দুই এর ও ভগবানের মতে পার্থক্য সম্ভব হইতে পারে এই আশঙ্কা নিবৃত্তির জন্য এই প্রশ্ন ও উত্তর জানিবে।। ৩৩-৩৫।।

বিবৃতি—নির্ম্মৎসরতা, নিত্যাবস্থান, অস্তেয়, ইন্দ্রিয়-তোষণপর-সঙ্গ-স্পৃহা-রাহিত্য, অন্যের মঙ্গলসাধনার্থ দুর্ব্বৃত্ততাদূরীকরণ-চেষ্টা, মুক্তহস্ততা, ভগবানে শ্রদ্ধা, ব্রহ্ম-চর্য্য, প্রজল্পত্যাগ, অচাঞ্চল্য, অনিষ্টকারীর প্রত্যপকার চেষ্টার-সামর্থ্য-সত্ত্বেও অকরণ ও বিধিলঙ্ঘনে ভয়, এই দ্বাদশ প্রকার যম। স্নানাদি-দ্বারা বাহ্য এবং হরিসেবোপ-করণ ও হরিসেবার চেষ্টা-দ্বারা অন্তঃশৌচ, ভগবন্নামজপ, একাদশ্যাদি-ব্রতপালন, হরিকর্ম্মরূপ যজ্ঞ সম্পাদন, হরিকথায় আদর, হরিজন-পরিচর্য্যা, শ্রীমূর্ত্তি-সেবন, হরিতীর্থপর্য্যটন, বাস্তব পরোপকার, ভগবদ্‌বিহিত আচারে অবস্থান ও সন্তোষ এবং শ্রীগুরু-সেবা,—এই দ্বাদশ প্রকার নিয়ম।। ৩৩-৩৫।।

শমো মন্নিষ্ঠতা বুদ্ধের্দম ইন্দ্রিয়সংযমঃ।
তিতিক্ষা দুঃখসংমর্ষো জিহ্বোপস্থজয়ো ধৃতিঃ।। ৩৬
দণ্ডন্যাসঃ পরং দানং কামত্যাগস্তপঃ স্মৃতম্।
স্বভাববিজয়ঃ শৌর্য্যং সত্যঞ্চ সমদর্শনম্।। ৩৭।।
অন্যচ্চ সুনৃতা বাণী কবিভিঃ পরিকীর্ত্তিতা।
কর্মস্বসঙ্গমঃ শৌচং ত্যাগঃ সন্ন্যাস উচ্যতে।। ৩৮।।
ধর্ম্ম ইষ্টং ধনং নৃণাং যজ্ঞোঽহং ভগবত্তমঃ।
দক্ষিণা জ্ঞানসন্দেশঃ প্রাণায়ামঃ পরং বলম্।। ৩৯।।

অন্বয়ঃ— বুদ্ধেঃ মন্নিষ্ঠতা (মদেকাগ্রতা) শমঃ ইন্দ্রিয়সংযমঃ দমঃ, দুঃখসংমর্ষঃ (দুঃখসহনম্) তিতিক্ষা, জিহ্বোপস্থজয়ঃ (জিহ্বায়া উপস্থস্য চ জয়ো নিগ্রহঃ) ধৃতিঃ, দণ্ডন্যাসঃ (দণ্ডোভূতদ্রোহস্তস্য ত্যাগঃ) পরং দানং (ন তু ধনার্পণং) কামত্যাগঃ (ভোগোপেক্ষা) তপঃ স্মৃতং (ন কৃচ্ছ্রাদি) স্বভাববিজয়ঃ (বাসনাপ্রতিবন্ধঃ) শৌর্য্যং (ন তু বিক্রান্তিঃ), সমদর্শনং (সমং ব্রহ্ম তস্য দর্শনমালোচনং সত্যবিষয়ত্বাৎ) সত্যং (ন যথার্থভাষণমাত্রং), সুনৃতা (সত্যা প্রিয়া চ) বাণী (বাক্) অন্যৎ (ঋতং) চ (ইতি) কবিভিঃ (বুধৈঃ) পরিকীর্ত্তিতা কর্ম্মসু অসঙ্গমঃ (অনাসক্তিঃ) শৌচং সন্ন্যাসঃ ত্যাগঃ উচ্যতে ধর্ম্মঃ (এব) নৃণাম্ ইষ্টং ধনং (ন তু পশ্বাদিসাধারণং) ভগবত্তমঃ (পরমেশ্বরঃ) অহম্ (এব) যজ্ঞঃ (মদ্‌বুদ্ধ্যা যজ্ঞোঽনুষ্ঠেয়ো ন ক্রিয়াবুদ্ধ্যেত্যর্থঃ) জ্ঞানসন্দেশঃ (জ্ঞানোপদেশঃ) দক্ষিণা (যজ্ঞার্থং দানং, ন হিরণ্যাদিদানং), প্রাণায়ামঃ পরং (শ্রেষ্ঠং) বলং (ভবতি)।।

অনুবাদ— মদ্‌বিষয়ে চিত্তৈকাগ্রতাই শম, ইন্দ্রিয়-সংযমই দম, দুঃখ-সহনই তিতিক্ষা, জিহ্বা ও উপস্থের নিগ্রহই ধৃতি, ভূতবিদ্বেষত্যাগই উত্তম দান, ভোগোপেক্ষাই তপঃ, বাসনানিরোধই শৌর্য্য, ব্রহ্মবিষয়ক বিচারই সত্য, সত্য ও প্রিয় বাক্যই ঋত, কর্ম্মে অনাসক্তিই শৌচ, সন্ন্যাসই ত্যাগ, ধর্ম্মই মানবের ইষ্ট ধন, আমিই যজ্ঞ, জ্ঞানোপদেশই

দক্ষিণা এবং প্রাণায়ামই পরম বলরূপে কথিত হইয়া থাকে।। ৩৬-৩৯।।

বিশ্বনাথ— সাধকানামুপাদেয়ান্ শমাদীনাচার্য্যান্তর-বৈলক্ষণ্যেন লক্ষয়তি,—শম ইত্যাদিনা যাদবধ্যায়-পরিসমাপ্তিঃ। বুদ্ধের্মন্নিষ্ঠতা শম ইতি মন্নিষ্ঠবুদ্ধিত্বং বিনা কেবলা শান্তির্বিগীতৈব। ইন্দ্রিয়সংযম ইতি স্বেন্দ্রিয়দমনং বিনা স্বশিষ্যাদিদমনং হাস্যাস্পদমেব। দুঃখসংমর্ষ ইতি পরাবমানমোত্থস্য দুঃখস্য শাস্ত্রবিহিতস্য দুঃখস্য বা সহনং তিতিক্ষা। তেন বিনা তু স্বেচ্ছয়ৈব শীতোষ্ণ্যাদিদুঃখসহনং মৌঢ্যমেব। জিহ্বোপস্থজয়ং বিনা অন্যত্র ধীরতা ব্যর্থৈব। দণ্ডন্যাসঃ ভূতমাত্রস্যৈব দ্রোহত্যাগঃ দানং, ধনার্পণমাত্রং তু ন কিমপি। ভোগোপেক্ষা একাদশীকার্ত্তিকব্রতাদৌ যা বিহিতা সৈব তপো ন তু কৃচ্ছ্রাদি। স্বভাবঃ স্বীয়পাণ্ডিত্যাদি-প্রখ্যাপনং তস্য স্বাভাবিকয়োঃ কামক্রোধাদ্যোশ্চ রাজস তামসয়োর্ভাবয়োশ্চ বিজয়ঃ প্রতিবন্ধঃ শৌর্য্যং ন তু বিক্রমঃ। সমদর্শনং ঈর্ষ্যাসূয়াদিবৈষম্যপরিত্যাগেন সর্ব্বত্র স্বসমদুঃখালোচনং "আত্মৌপম্যেন সর্ব্বত্র সমং পশ্যতি যোঽর্জ্জুন। সুখং বা যদি বা দুঃখম্" ইতি শ্রীগীতোক্তেঃ ন তু যথার্থভাষণমাত্রম্। সুনৃতা বাণী সত্যা প্রিয়া চ বাণী সৈব, ন তু যথার্থভাষণমাত্রং; তথাত্বে দোষবতাং দোষ-কীর্ত্তনমপি প্রসজ্জেৎ। তস্মিংশ্চ সতি নিন্দা স্যাৎ। সা চ সতাং শ্রোতৃণামপ্রিয়েতি তস্যাঃ সুনৃতবাণীত্বাভাবঃ স্যাৎ। পূর্ব্বাচার্য্যাস্তু সত্যং যথার্থচরণং, ঋতং যথার্থভাষণ-মিত্যনয়োর্লক্ষণং চক্রুঃ। কর্ম্মসু অনাসক্তিঃ শৌচং, ন তু কেবলং শুচিত্বমেবেতি পূর্ব্বমপৃষ্টস্য ত্রেতাযুগধর্ম্মস্য শৌচস্য লক্ষণমিদম্। "অনাপৃষ্টমপি ব্রূয়ুর্গুরবো দীনবৎ-সলা" ইতি ন্যায়াৎ, এবং "ভগো ম ঐশ্বরো ভাব" ইত্যত্রাপি জ্ঞেয়ম্। ত্যাগঃ সন্ন্যাসঃ কলত্রপুত্রাদি-মমতা-ত্যাগঃ, ন তু ভোগত্যাগ এব ত্যাগঃ। ধর্ম্ম এব ইষ্টং ধনং, ন গবা-শ্বাদিঃ। অহং ভগবত্তমো বসুদেবনন্দন এব যজ্ঞঃ মজ্জন্ম-যাত্রাদ্যুৎসব এব যজ্ঞবুদ্ধ্যা অনুষ্ঠেয় ইত্যর্থঃ, ন তু নশ্বর-ফলোঽশ্বমেধাদিঃ। জ্ঞানস্য উৎসবান্তে মৎকীর্ত্তনাদি-রসানুভবস্য সন্দেশঃ স্বেষ্টমিত্রেষু জ্ঞাপনৈব দক্ষিণা, ন তু ধনবস্ত্রাদ্যর্পণম্। দুর্দ্দমদমনং বলং, তচ্চ মনোদমন-হেতুত্বাৎ প্রাণায়ামঃ।। ৩৬-৩৯।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— সাধকগণের উপাদেয় যম আদির অন্য আচরণ পৃথক্‌ভাবে দেখাইতেছেন এই অধ্যায়ে সমাপ্তি পর্য্যন্ত। বুদ্ধির আমানিষ্ঠতা (ভগবৎ নিষ্ঠতা), আমানিষ্ঠ বুদ্ধি ব্যতীত কেবলা শান্তি নিন্দিতই হইয়াছে। নিজ ইন্দ্রিয়দমন ব্যতীত নিজ শিষ্যাদির হাস্যা-স্পদই হয়। দুঃখ সংমর্ষ অর্থাৎ পরের অবমাননা জাত দুঃখের অথবা শাস্ত্রবিহিত দুঃখের সহ্য করার নাম তিতিক্ষা, ঐ তিতিক্ষা ব্যতীত স্বেচ্ছায় শীত উষ্ণ আদি দুঃখ সহ্য করা মূঢ়তাই, জিহ্বা ও উপস্থের জয় ব্যতীত অন্যত্র ধৈর্য্য অবলম্বন ব্যর্থই। দণ্ডন্যাস অর্থাৎ প্রাণীমাত্রেরই বিদ্বেষ ত্যাগ ইহাই দান, ধন অর্পণমাত্র-রূপ যে দান ইহা কিছুই নহে। ভোগের উপেক্ষা একাদশী কার্ত্তিক ব্রতাদিতে শাস্ত্রবিহিত যে ভোগ ত্যাগ তাহাই তপস্যা, দেহকে কষ্ট দেওয়া তপস্যা নহে। নিজ পাণ্ডিত্য আদি প্রচারের জন্য স্বাভাবিক কাম ও ক্রোধাদির রাজস ও তামস ভাবদ্বয়ের বিজয় প্রতিবন্ধক শৌর্য্য, কিন্তু বিক্রম প্রকাশ নহে। সমদর্শন অর্থাৎ ঈর্ষ্যা অসূয়াদির বৈষম্য পরিত্যাগ দ্বারা সর্ব্বত্র নিজ সমান দুঃখ আলোচনা, যাহা গীতাতে বলা হইয়াছে নিজতুল্য সর্ব্বত্র সমদর্শন যিনি করেন হে অর্জ্জুন। সুখ বা দুঃখ ইত্যাদি, কেবল যথার্থ ভাষণ নহে। সুনৃতা বাণী সত্য ও প্রিয়বাক্য তাহাই, কিন্তু যথার্থ ভাষণমাত্র নহে। সেইরূপ হইলে দোষযুক্ত ব্যক্তিগণের দোষ কীর্ত্তনও সত্যবাক্য মধ্যে পড়ে। তাহাতেও নিন্দা হয়, তাহাও সাধুগণের ও শ্রোতাগণের অপ্রিয়। অতএব ঐরূপ বাক্যকে সুনৃত বাণী বলা যায় না। পূর্ব্ব আচার্য্যগণ কিন্তু 'সত্য' শব্দের লক্ষণ করিয়াছেন যথার্থ আচরণ, শব্দের অর্থ করিয়াছেন—যথার্থ ভাষণ। কর্ম্মেতে অনাসক্তিই শৌচ, কিন্তু কেবল শুদ্ধিতা মাত্রই নহে। পূর্ব্বে যাহা জিজ্ঞাসা হয় নাই, ত্রেতাযুগের ধর্ম্মের অশৌচ লক্ষণ এই প্রকার। 'জিজ্ঞাসিত না হইয়াও দীন বৎসল গুরুগণ বলিবেন' এই ন্যায় হেতু, এইরূপ 'ভগ' শব্দের অর্থ

আমার ঐশ্বর্য্য, এস্থলেও জানিবে। ত্যাগ সন্ন্যাস স্ত্রীপুত্রাদিতে মমতা ত্যাগ, কেবল ভোগ ত্যাগ নহে। ধর্ম্মই ইষ্ট-ধন, গাভী অশ্বাদি নহে। আমি ভগবত্তম বসুদেব নন্দনই যজ্ঞ, আমার জন্মযাত্রা উৎসবই যজ্ঞবুদ্ধিতে অনুষ্ঠান কর্ত্তব্য, নশ্বর অর্থাৎ অনিত্যফল অশ্বমেধ আদি যজ্ঞ নহে। জ্ঞানের অর্থাৎ উৎসবান্তে আমার কীর্ত্তনাদি- রসের অনুভব সন্দেশ নিজ ইষ্ট-মিত্র সমূহে জানানই দক্ষিণা, ধন বস্ত্রাদির অর্পণ নহে। দুর্দ্দম বিষয়ের দমন 'বল'। তাহাও মন দমনের কারণ বলিয়া প্রাণায়াম।। ৩৬-৩৯।।

বিবৃতি— সঙ্কল্প-বিকল্প-রহিত স্থিরা বুদ্ধির যে ভগবৎসেবা-নিষ্ঠতা বা তাৎপর্য্য, তাহাই 'শম' এবং রূপরসাদিতে ইন্দ্রিয়-বৃত্তির যে সঙ্কোচ, তাহাই 'দম'; পরসুখের অসহনবৃত্তি পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভগবদনুকম্পা-জ্ঞানে স্বীয় প্রাক্তন ক্লেশসহনই 'তিতিক্ষা' এবং উৎকৃষ্ট সুস্বাদু দ্রব্য গ্রহণের চেষ্টা ও কামচেষ্টা রাহিত্যই 'ধৃতি'। অপরের কৃত অন্যায়ের প্রতিশোধপরিত্যাগের নাম 'দান'; ভোগ্য-বস্তুর সান্নিধ্য সত্ত্বেও ভোগচেষ্টা-পরিত্যাগরূপ কাম-বাসনারাহিত্যই 'তপস্যা'। নৈসর্গিকী বিষয়গ্রহণের পিপাসার দমন-চেষ্টাই 'শৌর্য্য'। সকল বস্তুকে ভগবদ্ভাব-ময় দর্শনই শ্রেষ্ঠ 'সমদর্শন', উহাই 'সত্য'। সত্য ও প্রিয় বাক্যই 'ঋত' নামে কথিত; ভোগ্য বস্তুতে আসক্ত না হওয়াই অর্থাৎ কৃষ্ণসম্বন্ধে নির্ব্বন্ধই নৈষ্কর্ম্ম্য বা শৌচ এবং ভোগ্যবস্তুর উপভোগ হইতে বিরতিই 'সন্ন্যাস' ধর্ম্ম বা সত্য ধারণাই অভীষ্ট 'ধন', ভগবৎ-সেবনই 'যজ্ঞ', সম্বন্ধ-জ্ঞানের উপদেশদানই 'দক্ষিণা' এবং ভক্তি-দ্বারা দুর্দ্দমনীয় মনের দমনই 'প্রাণায়াম'।। ৩৬-৩৯।।

ভগো ম ঐশ্বরো ভাবো লাভো মদ্ভক্তিরুত্তমঃ।
বিদ্যাত্মনি ভিদাবাধো জুগুপ্সা হ্রীরকর্ম্মসু।। ৪০।।
শ্রীর্গুণা নৈরপেক্ষ্যাদ্যাঃ সুখং দুঃখসুখাত্যয়ঃ।
দুঃখং কামসুখাপেক্ষা পণ্ডিতো বন্ধমোক্ষবিৎ।। ৪১
মূর্খো দেহাদ্যহংবুদ্ধিঃ পন্থা মন্নিগমঃ স্মৃতঃ।
উৎপথশ্চিত্তবিক্ষেপঃ স্বর্গঃ সত্ত্বগুণোদয়ঃ।। ৪২।।
নরকস্তমউন্নাহো বন্ধুর্গুরুরহং সখে।
গৃহং শরীরং মানুষ্যং গুণাঢ্যো হ্যাঢ্য উচ্যতে।। ৪৩
দরিদ্রো যস্ত্বসন্তুষ্টঃ কৃপণো যোঽজিতেন্দ্রিয়ঃ।
গুণেষ্বসক্তধীরীশো গুণসঙ্গো বিপর্য্যয়ঃ।। ৪৪।।
এত উদ্ধব তে প্রশ্নাঃ সর্ব্বে সাধু নিরূপিতাঃ।
কিং বর্ণিতেন বহুনা লক্ষণং গুণদোষয়োঃ।
গুণদোষদৃশির্দোষো গুণস্তূভয়বর্জ্জিতঃ।। ৪৫।।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামেকাদশস্কন্ধে শ্রীভগবদুদ্ধব-সংবাদে শ্রেয়োভেদনির্ণয়ো নাম একোনবিংশোঽধ্যায়ঃ।। ১৯।।

অন্বয়ঃ— (দয়া লোকপ্রসিদ্ধৈবাভিমতা) মে ঐশ্বরঃ ভাবঃ (মদীয়মৈশ্বর্য্যাদিষাড়্গুণ্য) ভগঃ (ভাগ্যং) মদ্ভক্তিঃ উত্তমঃ লাভঃ (ন তু পুত্রাদিঃ) আত্মনি ভিদাবাধঃ (আত্মনি প্রতীতস্য ভেদস্য বাধো নিরাস এব) বিদ্যা (ন জ্ঞানমাত্রম্ অকর্ম্মসু জগুপ্সা (হেয়ত্বদর্শনং) হ্রীঃ (ন লজ্জামাত্রং) নৈরপেক্ষ্যাদ্যাঃ (নিরপেক্ষতাদয়ঃ) গুণাঃ শ্রীঃ (মণ্ডনং ন কিরীটাদি) দুঃখসুখাত্যয়ঃ (দুঃখসুখয়োরত্যয়োঽতিক্রমোঽননুসন্ধানং) সুখং (ন ভোগঃ) কামসুখাপেক্ষা (বিষয়-ভোগাপেক্ষৈব) দুঃখং (নাগ্নিদাহাদি) বন্ধমোক্ষবিৎ (বন্ধান্মোক্ষং দ্বয়ং বা যো বেত্তি সঃ) পণ্ডিতঃ (ন বিদ্বন্মাত্রং) দেহাদ্যহংবুদ্ধিঃ (দেহাদাবাত্মজ্ঞানবান্ মমেতি-সম্বন্ধ-জ্ঞানযুক্তশ্চ) মূর্খঃ মন্নিগমঃ (মাং নিতরাং গময়তি প্রাপয়তীতি যো নিবৃত্তিমার্গঃ সঃ) পন্থাঃ (সন্মার্গঃ) স্মৃতঃ (ন কণ্টকাদিশূন্যঃ) চিত্তবিক্ষেপঃ (প্রবৃত্তিমার্গঃ) উৎপথঃ (উন্মার্গো ন তু চৌরাদ্যাকুলঃ) সত্ত্বগুণোদয়ঃ (সত্ত্বগুণস্যোদয়ঃ) স্বর্গঃ (নেন্দ্রাদিলোকঃ) তমউন্নাহঃ (তমস উদ্রেকঃ) নরকঃ (ন তামিস্রাদিঃ) সখে! (হে উদ্ধব!) গুরুঃ (এব) বন্ধুঃ (ন ভ্রাত্রাদিঃ স চ) অহম্ (এব যথাহং জগদ্গুরুঃ) মানুষ্যং (মানুষরূপং) শরীরম্ (এব) গৃহং (ন হর্ম্ম্যাদি) গুণাঢ্যঃ (গুণৈঃ সম্পন্নঃ) হি আঢ্যঃ উচ্যতে (ন ধনী) যঃ তু অসন্তুষ্টঃ (সঃ) দরিদ্রঃ (ন নিঃস্বঃ) যঃ অজিতেন্দ্রিয়ঃ (সঃ) কৃপণঃ (শোচ্যো ন দীনঃ) গুণেষু (বিষয়েষু)

অসক্তধীঃ (অনাসক্তবুদ্ধিঃ পুমান্) ঈশঃ (স্বতন্ত্রো ন রাজাদিঃ) গুণসঙ্গঃ (গুণাসক্তিরেব) বিপর্য্যয়ঃ (অনীশতা) উদ্ধব! তে (তব) এতে সর্ব্বে প্রশ্নাঃ সাধু (সম্যক্) নিরূপিতাঃ (নির্ণীতাঃ) বহুনা বর্ণিতেন কিং (কিং ফলং পরন্তু সংক্ষেপেণ) গুণদোষয়োঃ (এতদেব) লক্ষণং (যৎ) গুণদোষদৃশিঃ (গুণদোষয়োর্দর্শনমেব) দোষঃ (তথা) উভয়বর্জ্জিতঃ (তদুভয়দর্শনবিবর্জ্জিতস্বভাব এব) গুণঃ তু (ভবতি)।। ৪০-৪৫।।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে
একোনবিংশোধ্যায়স্যান্বয়ঃ সমাপ্তঃ।

অনুবাদ— দয়া-নামে যাহা লোকে প্রসিদ্ধ, আমার মতেও তাহাই দয়া, মদীয় ঐশ্বর্য্যাদি ষাড়্গুণ্যই ভগ, মদীয় ভক্তিই উত্তম লাভ, আত্মপ্রতীত ভেদ-নিরাসই বিদ্যা, অকর্ম্মে হেয়ত্বদর্শনই হ্রী, নিরপেক্ষতা প্রভৃতি গুণই শ্রী, দুঃখ ও সুখের অননুসন্ধানই সুখ, বিষয় ভোগাপেক্ষাই দুঃখ, বন্ধমোক্ষাভিজ্ঞপুরুষই পণ্ডিত, দেহাদিতে অহংমমভাবগ্রস্তই মূর্খ, মৎপ্রাপক নিবৃত্তিমার্গই সৎপথ, চিত্তবিক্ষেপ বা প্রবৃত্তিমার্গই কুপথ, সত্ত্বগুণের উদয়ই স্বর্গ, তমোগুণের উদয়ই নরক, জগদ্গুরুরূপী আমিই বন্ধু, মনুষ্যদেহই গৃহ, গুণবান্ পুরুষই আঢ্য, অসন্তুষ্টই দরিদ্র, অজিতেন্দ্রিয়ই কৃপণ, বিষয়ে অনাসক্তচিত্ত পুরুষই স্বাধীন এবং বিষয়াসক্তিই অধীনতারূপে উক্ত হইয়া থাকে। হে উদ্ধব! তোমার সমস্ত প্রশ্নেরই উত্তর সম্যগ্রূপে নির্ণীত হইল। অধিক বর্ণনে কোন আবশ্যকতা নাই—পরন্তু সংক্ষেপে ইহাই জ্ঞাতব্য যে, গুণদোষের বিচারই দোষ এবং তদ্বিপরীত ভাবই গুণ হইয়া থাকে।। ৪০-৪৫।।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে উনবিংশ
অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

বিশ্বনাথ— দয়া লোকপ্রসিদ্ধৈবেতি ন সা লক্ষিতা। মম ঐশ্বরো ভাবো মমৈব ঈশ্বরত্বং ভগঃ, ন তু জীবানাং ব্রহ্মেন্দ্রাদীনাং ঈশ্বরত্বমিত্যর্থঃ। মদ্ভক্তিলাভ এব লাভো, ন তু পুত্রাদিলাভঃ। আত্মনি জীবাত্মনি অবিদ্যাকৃতা ভিদা অনাত্মত্বং তস্যা বাধ এব বিদ্যা। যদুক্তং—"ত্রিগুণময়ঃ পুমান্" ইতি। ভিদা যদবোধকৃতেতি ন ত্বধীতা ব্যাকরণাদ্যা। অকর্ম্মসু পাপেষু জুগুপ্সা লোকনিন্দোত্থৈব তত্রাপ্রবৃত্তিহেতুর্হ্রী, র্ন তু লজ্জামাত্রম্। গুণা এব শ্রীর্মণ্ডনং, ন কিরীটাদি। দুঃখ-সুখয়োরত্যয়ঃ অতিক্রমঃ অননুসন্ধানমেব সুখং, ন বিষয়ভোগঃ। বিষয়ভোগাপেক্ষৈব দুঃখং, নাগ্নিদাহাদি। বন্ধং মোক্ষঞ্চ যে বেত্তি স এব পণ্ডিতঃ, ন তু শাস্ত্রব্যাখ্যাতৈব। মন্নিগমঃ মাং নিতরাং গময়তি প্রাপয়তীতি সঃ ভক্তিজ্ঞানযোগঃ, ন তু কন্টকাদিশূন্যো মার্গঃ। চিত্তবিক্ষেপঃ প্রবৃত্তিমার্গঃ। সত্ত্বগুণস্য উদয়ঃ উদ্রেকঃ স্বর্গঃ, নেন্দ্রাদিলোকঃ। তমস উন্নাহ উদ্রেকঃ নরকঃ। গুরুরেব বন্ধুর্ন ভ্রাতাদিঃ, স চাহমেব গুণসঙ্গঃ গুণাসঙ্গ্যেবানীশঃ। সাধু মোক্ষোপযোগিতয়া। এতচ্চ সর্ব্বং ত্বয়া গুণদোষয়োর্বিবেকায়ৈবাহং পৃষ্টস্তস্মাত্তয়োঃ সংক্ষেপতো লক্ষণং ব্রবীমি শৃণ্বিত্যাহ,—কিমিতি। গুণদোষয়োর্লক্ষণমেতাবদেবেত্যাহ,—গুণদোষয়োর্দৃশির্দর্শনং দোষঃ। গুণস্তু তদুভয়দর্শনরহিত স্বভাব ইতি। অস্যার্থঃ। উত্তরাধ্যায়ান্তে স্পষ্টীভবিষ্যতি।। ৪০-৪৫।।

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।
একাদশে একোনবিংশঃ সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্।।
ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশ স্কন্ধে শ্রীল-বিশ্বনাথ-চক্রবর্ত্তি-
ঠক্কুর কৃতা একোনবিংশোঽধ্যায়স্য সারার্থদর্শিনী
টীকা সমাপ্তা।

টীকার বঙ্গানুবাদ— দয়া ইহা লোকপ্রসিদ্ধি অতএব পৃথক্ লক্ষণ করেন নাই। আমার ঈশ্বরভাব আমারই ঈশ্বরত্ব 'ভগ' শব্দের অর্থ, কিন্তু জীবগণের ও ব্রহ্মা ইন্দ্রাদির ঈশ্বরত্ব নহে। আমার ভক্তিলাভই লাভ, পুত্রাদি লাভ নহে। জীবাত্মাতে অবিদ্যাকৃত ভেদদর্শন অনাত্মত্ব তাহার বাধই 'বিদ্যা', যাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে 'ত্রিগুণময়পুরুষ', ভেদ যাহা অবুদ্ধিকৃত, কিন্তু ব্যাকরণাদি অধীত বিদ্যা নহে। পাপরূপ অকর্ম্মে লোকনিন্দা জাত তাহাতে অপ্রবৃত্তি জন্য হ্রী, কিন্তু লজ্জামাত্র নহে। গুণসমূহই শ্রী অর্থাৎ মণ্ডন, মস্তকের কিরীটাদি নহে। সুখ ও দুঃখের অতিক্রম অর্থাৎ অননুসন্ধানই সুখ, বিষয় ভোগ নহে।

বিষয়ভোগ অপেক্ষায়ই দুঃখ, অগ্নিতে দাহাদি জন্য নহে। যিনি জীবের বন্ধন ও মোক্ষ জানেন তিনিই পণ্ডিত, কেবল শাস্ত্র ব্যাখ্যাকর্ত্তাই পণ্ডিত নহেন। আমাকে সর্ব্বভাবে প্রাপ্ত করায় তাহাই 'নিগম', তাহা ভক্তি জ্ঞান যোগ, কিন্তু কণ্টকাদি শূন্য পথ নহে। প্রবৃত্তি মার্গই চিত্ত বিক্ষেপ, সত্ত্বগুণের উদয়ই স্বর্গ, ইন্দ্রাদি লোক নহে। তমোগুণের বৃদ্ধি নরক। গুরুদেবই বন্ধু, তিনিও আমিই, ভ্রাতা আদি বন্ধু নহে। গুণেতে আসক্ত ব্যক্তিই অনীশ্বর, 'সাধু' যিনি মোক্ষের উপযোগিরূপে সৎ।

এইসকলও তোমাকর্ত্তৃক গুণ ও দোষের পার্থক্য জানিবার জন্যই আমি জিজ্ঞাসিত হইয়াছি, অতএব গুণ ও দোষের সংক্ষেপে লক্ষণ বলিতেছেন—শ্রবণ কর। গুণ ও দোষের লক্ষণ এই পর্য্যন্তই, গুণ ও দোষের দর্শন দোষ, কিন্তু গুণ এই উভয়ের অদর্শন স্বভাব। ইহার অর্থ পরের অধ্যায়ের শেষে স্পষ্ট করা হইবে।। ৪০-৪৫।।

ইতি ভক্তগণের চিত্তের আনন্দদায়িনী সারার্থ-দর্শিনীতে একাদশ স্কন্ধে ঊনবিংশ অধ্যায় সাধুগণের সঙ্গে সমাপ্ত হইলেন।।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশ স্কন্ধে ঊনবিংশ অধ্যায়ের শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর কৃতা সারার্থদর্শিনী টীকার অনুবাদ সমাপ্ত হইলেন।।

মধ্ব—

বিষয়ে দোষবুদ্ধিঃ সন্নিন্দ্রিয়াণাং বশে স্থিতঃ।
কৃপণঃ স তু সংপ্রোক্তো গুণবুদ্ধির্বিপর্য্যয়ঃ।।
ইতি বিবেকে।

পুরুষার্থমতির্যস্য বিষয়েষ্বেব দেহিনঃ।
বিপরীতঃ স বিজ্ঞেয়ঃ স্বাত্মনো বিপরীততঃ।।
ইতি নিবৃত্তে।

বিত্তা সন্তোষমাত্রাদ্দরিদ্রঃ। সর্ব্ববিষয়সঙ্গী বিপরীতঃ।

ইতি শ্রীমদানন্দতীর্থভগবৎপাদাচার্য্য বিরচিতে শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশ স্কন্ধে তাৎপর্য্যে একোনবিংশোঽধ্যায়ঃ।

বিবৃতি—ভগবানের ঐশ্বর্য্যাদি ষড়্‌গুণ ভাবই ষট্‌শ্রী; ভগবৎ-সেবনই 'উত্তম লাভ', ভগবদিতর বস্তুতে অভিনিবেশরাহিত্যই 'বিদ্যা'; অভক্ত হইয়া ভোগপ্রবণ-চিত্তে যথেচ্ছাচারিতাই পাপ; তাহাতে ঘৃণাই 'লজ্জা'। নিরপেক্ষত্বাদি গুণগণই 'শোভা'; সুখদুঃখের আপেক্ষিক অনুসন্ধান-রাহিত্যরূপ ভগবৎ-প্রণয়াভিলাষই 'সুখ'। বিষয়ভোগের অপেক্ষাই 'দুঃখ' এবং সংসারে বন্ধন ও সংসার মুক্তির অভিজ্ঞতাই 'পাণ্ডিত্য'। স্থূল-সূক্ষ্ম দেহ ও গৃহে অস্মিতাবুদ্ধি বা আমিত্বের আরোপই 'মূর্খতা'। ভগবৎপ্রণীত শ্রৌতপথই প্রকৃত 'গন্তব্য পথ'; ভোগ ও ত্যাগবাসনোত্থ চিত্তচাঞ্চল্যই 'উৎপথ' এবং সত্ত্বগুণের উদয়ই 'স্বর্গ'; তমোগুণে প্রবৃত্তিই 'নরক'; শ্রীগুরুদেব ও শ্রীগুরুসেব্য ভগবান্‌ই একমাত্র 'বন্ধু', ভোগায়তন-শরীরই গৃহ এবং সদ্‌গুণসম্পন্ন ব্যক্তিই 'ধনী'। ভগবদ্‌বিহিত অবস্থা-লাভে অসন্তুষ্ট ব্যক্তির ভগবৎসেবা-রাহিত্যই 'দরিদ্রতা' ইন্দ্রিয়তোষণপর, অদান্ত গো লোভী ব্যক্তিই 'কৃপণ'; ত্রিগুণে অবিচলিত বুদ্ধিই 'ঈশ্বরতা' এবং গুণ-অভিভূত হওয়াই 'বশ্যতা বা অধীনতা'। জড়দোষ ও জড়গুণ উভয়ের দর্শনই 'দোষ', বৈকুণ্ঠ বা নিঃশ্রেয়সকর গুণে গুণবান্ হইতে হইলে প্রাকৃত গুণ ও দোষ, এই উভয়েরই প্রাকৃত দর্শন পরিত্যাগ করিতে হয়।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশস্কন্ধের ঊনবিংশ অধ্যায়ের বিবৃতি সমাপ্ত।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধের একোনবিংশ অধ্যায়ের গৌড়ীয় ভাষ্য সমাপ্ত।

বিংশোঽধ্যায়ঃ

শ্রীউদ্ধব উবাচ—

বিধিশ্চ প্রতিষেধশ্চ নিগমো হীশ্বরস্য তে।
অবেক্ষতেঽরবিন্দাক্ষ গুণং দোষঞ্চ কর্ম্মণাম্।। ১।।

গৌড়ীয় ভাষ্য

বিংশ অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে অধিকারি-বিশেষে গুণদোষ-ব্যবস্থা-নুসারে কর্ম্মযোগ, জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে।

ভগবদাদেশ-বাণীই বেদ-শাস্ত্র। এই বেদশাস্ত্রে বর্ণাশ্রমাদি-জনিত ভেদদৃষ্টি লক্ষিত হয়, আবার বেদকর্ত্তৃকই উক্ত ভেদদৃষ্টি-নিরাস লক্ষিত হইতেছে। উদ্ধব নিগমে এই প্রকার পরস্পর-বিরোধিভাবসমূহের অবস্থানের কারণ ও তাহার সামঞ্জস্য জানিবার জন্য ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নিকট পরিপ্রশ্ন করিলে তিনি উত্তরে বলেন— মোক্ষ-সাধনার্থই কর্ম্মযোগ, জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগ বর্ণিত হইয়াছে। অবিরক্ত ও কামিপুরুষগণের নিমিত্ত কর্ম্মযোগ, কর্ম্মফলবিরক্ত কর্ম্মত্যাগিপুরুষগণের নিমিত্ত জ্ঞানযোগ এবং যুক্তবৈরাগ্য-অবলম্বনকারিব্যক্তিগণের জন্য ভক্তি-যোগ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। যেকাল-পর্য্যন্ত কর্ম্মফলভোগে বিরক্তি না হয়, অথবা ভক্তিমার্গে শ্রীভগবানের কথায় শ্রদ্ধা না জন্মে, তৎকালপর্য্যন্তই কর্ম্মসকলের অনুষ্ঠান কর্ত্তব্য। ত্যাগী বা ভগবদ্ভক্তের কর্ম্মানুষ্ঠানের প্রয়োজন নাই। স্বধর্ম্মাচারী, নিষিদ্ধত্যাগী ও রাগাদিশূন্য ব্যক্তি কেবলজ্ঞান বা ভাগ্যক্রমে ভগবদ্ভক্তি লাভ করেন। এই জ্ঞান ও ভক্তি মনুষ্যজন্মে লভ্য, তাই নারকী ও দেবগণ উভয়েরই কাম্যবস্তু। মনুষ্যতনু জ্ঞান-ভক্তিরূপ পুরুষার্থ-প্রদ হইলেও ইহা বিনাশশীল, সুতরাং বিচক্ষণ ব্যক্তি অপ্রমত্তভাবে মৃত্যুর পূর্ব্বেই মুক্তির নিমিত্ত যত্ন করিবেন। নরবপুঃ— নৌকা, শ্রীগুরুদেব—কর্ণধার এবং ভগবৎ-কৃপা—অনুকূল বায়ু। এই প্রকার দুর্ল্লভ মনুষ্য-দেহরূপ নৌকা প্রাপ্ত হইয়াও যে পুরুষ ভবসাগর পার হইতে চায় না, সে প্রকৃত প্রস্তাবে আত্মঘাতী। মন চঞ্চল, তাহার গতিকে উপেক্ষা না করিয়া জিতেন্দ্রিয় ও জিতপ্রাণ হইয়া সত্ত্বসম্পন্না বুদ্ধি-দ্বারাই তাহাকে বশীভূত করা কর্ত্তব্য। মনের নিশ্চলতা-লাভ পর্য্যন্ত সর্ব্ব পদার্থের অনুলোম-ক্রমে সৃষ্টি ও প্রতিলোমক্রমে প্রলয় চিন্তা করা কর্ত্তব্য। নির্ব্বেদ ও বৈরাগ্যযুক্ত ব্যক্তি গুরূপদেশ সর্ব্বক্ষণ আলো-চনা-দ্বারা দেহাদি বিষয়ক অভিমান পরিত্যাগ করিয়া থাকেন। যম-নিয়মাদি যোগমার্গ, আন্বীক্ষিকী বিদ্যা ও শ্রীভগবানের অর্চ্চনা ও ধ্যানের দ্বারা পরমাত্মার স্মরণ হইয়া থাকে। স্ব-স্ব অধিকার-বিষয়ে একাগ্রতাই গুণ নামে অভিহিত। গুণদোষ-বিধানদ্বারা প্রাপ্তসঙ্গের পরিহার-কামনায় অশুদ্ধকর্ম্মসমূহ সঙ্কুচিত হয়। ভগবদ্ভক্তি-দ্বারাই সর্ব্বসিদ্ধি হয়, যিনি নিরন্তর ভক্তিযোগদ্বারা শ্রীভগবানের সেবা করেন, ভগবানে একাগ্রচিত্ততা বশতঃ তাঁহার হৃদয়-স্থিত যাবতীয় বিষয় বাসনা সমূলে বিনষ্ট হয়। ভগবৎ-সাক্ষাৎকারলাভে যাবতীয় অহঙ্কার বিনষ্ট, সর্ব্বসংশয় ছিন্ন এবং কর্ম্মরাশি ক্ষীণ হইয়া থাকে। সুতরাং ভগবদ্ভক্তের পক্ষে জ্ঞান বা বৈরাগ্য শ্রেয়ঃসাধনরূপে গণ্য হয় না। নিষ্কাম ও নিরপেক্ষ ব্যক্তিরই হৃদয়ে ভগবদ্ভক্তি উদিতা হন। একান্ত ভক্তগণের বিধি ও নিষেধোৎপন্ন পুণ্য-পাপা-দির সম্ভাবনা নাই।

অন্বয়ঃ— শ্রীউদ্ধবঃ উবাচ। (হে) অরবিন্দাক্ষ! (হে কমলোচন! শ্রীকৃষ্ণ।) বিধিঃ চ প্রতিষেধঃ চ ঈশ্বরস্য তে (তব) নিগমঃ হি (আজ্ঞারূপো বেদো ভবতি স চ) কর্ম্মণাং (বিধেয়ানাং প্রতিষেধ্যানাঞ্চ) গুণং দোষং চ (পুণ্যপাপ-ফলরূপম্) অবেক্ষতে (বিচারয়তীত্যর্থঃ)।। ১।।

অনুবাদ— শ্রীউদ্ধব বলিলেন,— হে কমললোচন! জগদীশ্বররূপী আপনার আদেশরূপ বেদশাস্ত্রই বিধি-নিষেধজ্ঞাপকরূপে কর্ম্মের গুণদোষ বিচার করিয়া থাকেন।। ১।।

বিশ্বনাথ—

জ্ঞানং কর্ম্ম চ ভক্তিশ্চ বিংশে সাধু নিরূপ্যতে।
তত্র তত্রাধিকারী চ গুণদোষব্যবস্থয়া।। ০।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— এই বিংশ অধ্যায়ে জ্ঞান, কর্ম্ম ও ভক্তিযোগ উত্তমরূপে নিরূপিত হইতেছে এবং গুণ ও দোষ ব্যবস্থা দ্বারা সেই সেই যোগে অধিকারীও নিরূপিত হইতেছে।। ০।।

বিবৃতি— ভগবৎসেবা-বিমুখ জীবের ক্রিয়াগুলি দুইভাগে বিভক্ত। কতকগুলি গুণ ও কতকগুলি দোষ ক্রিয়াসমূহে নিবদ্ধ থাকে। ভগবানের আজ্ঞাই বিধি এবং উহাই গুণ, আর ভগবন্নিষিদ্ধ ব্যাপারই দোষযুক্ত কর্ম্ম।। ১

বর্ণাশ্রমবিকল্পঞ্চ প্রতিলোমানুলোমজম্।
দ্রব্যদেশবয়ঃকালান্ স্বর্গং নরকমেব চ।। ২।।

অন্বয়ঃ— বর্ণাশ্রমবিকল্পং চ (উত্তমাধমভাবেন তদধিকারিণাং বর্ণানামাশ্রমাণাঞ্চ বিকল্পং ভেদঞ্চ গুণদোষরূপমবেক্ষতে) প্রতিলোমানুলোমজং (প্রতিলোমজা উত্তমবর্ণাসু স্ত্রীষু হীনবর্ণেভ্যঃ পুরুষেভ্যো জাতাঃ সূতবৈদেহকাদয়ঃ। অনুলোমজাস্তূত্তমবর্ণেভ্যঃ পুরুষেভ্যো হীনবর্ণাসু স্ত্রীষু জাতা মূর্দ্ধাবসিক্তাম্বষ্ঠাদয়স্তেষাঞ্চ অসৎসত্ত্বস্তু বিজ্ঞেয়াঃ প্রতিলোমানুলোমজা ইতি গুণদোষৌ) দ্রব্যদেশবয়ঃকালান্ (দ্রব্যাদীন্ কর্ম্মার্হতানর্হতাভ্যাং) স্বর্গং নরকম্ এব চ (তৎফলতয়া গুণদোষরূপমেবাবেক্ষতে)।।

অনুবাদ—সেই বেদশাস্ত্রই বর্ণাশ্রমভেদ, প্রতিলোমজ অনুলোমজ গুণদোষ, দ্রব্য-দেশ-বয়স ও কালগত যোগ্যত্ব ও অযোগ্যত্ব এবং স্বর্গনরকের বিচার করিয়া থাকেন।। ২

বিশ্বনাথ— "গুণদোষদৃশির্দোষো গুণস্তূভয়বর্জ্জিতঃ" ইতি যদুক্তং তস্য ভগবদভিপ্রেতমর্থং সহসা জানন্নপি তন্মুখেনৈব তস্য বিবরণং নানার্থ-বিশেষসহিতং শ্রোতুকামস্তত্র বিপ্রতিপদ্যমান ইবাহ,—বিধিশ্চেতি পঞ্চভিঃ। বিধিশ্চ প্রতিষেধশ্চ ঈশ্বরস্য তব নিগমঃ আজ্ঞারূপো বেদ এব। তত্র বিধির্বিধেয়ানাং কর্ম্মণাং গুণং অবেক্ষতে, প্রতিষেধঃ প্রতিষেধ্যানাং কর্ম্মণাং দোষং অবেক্ষতে প্রতিপাদয়তীত্যর্থঃ। বিধি-নিষেধাভ্যামেব গুণদোষৌ পুণ্যপাপে স্বর্গ-নরকৌ ভবত ইতি যাবৎ। তথা বর্ণানাং আশ্রমাণাঞ্চ বিকল্পং ভেদঞ্চ তদ্গতং গুণ দোষঞ্চাবেক্ষতে। প্রতিলোমানুলোমজং তদ্গতঞ্চ গুণদোষং প্রতিলোমজা উত্তমবর্ণাসু স্ত্রীষু হীনবর্ণেভ্যঃ পুরুষেভ্যো জাতাঃ সূতবৈদেহকাদয়ঃ। অনুলোমজাস্তু উত্তমবর্ণেভ্যো হীনবর্ণাসু জাতাঃ অম্বষ্ঠকরণাদয়ঃ। দ্রব্যাদিগতাংশ্চ গুণদোষান্ স্বর্গনরকরূপং দোষঞ্চ।। ১-২।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—পূর্ব্বে বলা হইয়াছে গুণ ও দোষ দর্শন ইহাই দোষ, ঐ দুইএর বর্জ্জন গুণ। সেই ভগবৎ অভিপ্রেত অর্থ সহসা জানিয়াও ভগবন্মুখেই তাহার বিশেষ বিবরণ ও নানাবিধ অর্থ শুনিবার ইচ্ছায় সেইখানে যেন বিবাদ আছে মনে করিয়া শ্রীউদ্ধব মহাশয় পাঁচটি শ্লোকদ্বারা বলিতেছেন—হে ভগবন্! বিধি ও নিষেধ ঈশ্বর তোমার আজ্ঞারূপ বেদই। সেইখানে বিধিবিহিত কর্ম্মসমূহের গুণ দেখা যায়, নিষিদ্ধ কর্ম্মসমূহের দোষ প্রতিপাদন দেখা যায়। বিধি ও নিষেধ এই উভয়দ্বারাই গুণ ও দোষ পাপ ও পুণ্য স্বর্গ ও নরক হয়, সেইরূপ বর্ণসমূহের ও আশ্রমসমূহের বিকল্প ও ভেদ তাহাতে গুণ ও দোষ দেখা যায়। প্রতিলোম ও অনুলোমজাত তদ্গত গুণ দোষ, প্রতিলোমজাত অর্থাৎ উত্তমবর্ণ স্ত্রীসমূহের হীনবর্ণ পুরুষ সকল হইতে জাত 'সূত বৈদেহ' ইত্যাদি। অনুলোম জাত উত্তমবর্ণের পুরুষ হইতে হীনবর্ণ স্ত্রীসমূহের জাত 'অম্বষ্ঠকরণাদি। দ্রব্যাদিগত গুণদোষ এবং স্বর্গ নরকরূপ দোষও।। ১-২

বিবৃতি— বর্ণবিভাগ, আশ্রমবিভাগ ও তাহাতে অবস্থিত বৈধ ও অবৈধ মিশ্র বর্ণসমূহ, দ্রব্যবিশেষ, দেশবিশেষ ও কালবিশেষক্রমে স্বর্গ ও নরকাদি অবস্থান-ভেদ গুণ-দোষ-পর্য্যায়ে প্রতিপন্ন হয়।। ২।।

গুণদোষভিদাদৃষ্টিমন্তরেণ বচস্তব।
নিঃশ্রেয়সং কথং নৃণাং নিষেধবিধিলক্ষণম্।। ৩।।

অন্বয়ঃ— গুণদোষভিদাদৃষ্টিম্ অন্তরেণ (তাং বিনা) নিষেধবিধিলক্ষণং (কর্ম্মকাণ্ডগতং) তব বচঃ কথং (সম্ভবেৎ তচ্চ বচোঽন্তরেণ) নৃণাং নিঃশ্রেয়সং (মুক্তিশ্চ কথং স্যাৎ)।।৩।।

অনুবাদ— গুণদোষভেদদর্শনব্যতীত কর্ম্মকাণ্ডীয় বিধিনিষেধ-বচন সম্ভবপর হয় না এবং বিধিনিষেধ বচন-ব্যতীত মানবগণের মুক্তিও সম্ভবপর হইতে পারে না।।৩

বিশ্বনাথ— তথাপি প্রস্তুতে কিমায়াতমত আহ,— গুণেতি। নিষেধবিধিলক্ষণং বচস্তব বেদরূপং বাক্যং গুণদোষভিদাদৃষ্টিমন্তরেণ অয়ং বিহিতত্বাদ্গুণঃ অয়ং নিষিদ্ধত্বাদ্দোষ ইতি যা ভেদদৃষ্টিস্তাং বিনা কথং নিঃশ্রেয়সং নিঃশ্রেয়সকরং স্যাৎ।।৩।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— তথাপি প্রকৃত বিষয়ে কি আসিল? ইহার উত্তরে বলিতেছেন—নিষেধ বিধিলক্ষণ তোমার বাক্যরূপ বেদ গুণদোষ ভেদদৃষ্টি ব্যতীত, ইহা বিহিত বলিয়া গুণ, ইহা নিষিদ্ধ বলিয়া দোষ, এইরূপ ভেদদৃষ্টি যাহা তাহা ব্যতীত কিরূপে মঙ্গলকর হয়?।।৩

বিবৃতি— উদ্ধব বলিলেন—গুণদোষের ভেদদর্শন-ব্যতীত বিধিনিষেধ পরিত্যাগ করিলে কিরূপে মঙ্গল লাভ হইতে পারে? ভগবদাজ্ঞাক্রমে বিধি ও নিষেধ প্রকাশিত হইয়াছে। সুতরাং ঐ গুণগুলি অবশ্যই পালনীয় এবং দোষগুলি অবশ্যই পরিত্যাজ্য।।৩।।

পিতৃদেবমনুষ্যাণাং বেদশ্চক্ষুস্তবেশ্বরঃ।
শ্রেয়স্ত্বনুপলব্ধেঽর্থে সাধ্যসাধনয়োরপি।।৪।।

অন্বয়ঃ—(হে) ঈশ্বর! অনুপলব্ধে (অনুভবাতীতে) অর্থে (বিষয়ে মোক্ষে স্বর্গাদৌ চ তথা) সাধ্যসাধনয়োঃ অপি (ইদমস্য সাধ্যমিদমস্য সাধনমিতি জ্ঞানে চ) তব (ত্বদীয়বাক্যরূপঃ) বেদঃ (এব) পিতৃদেবমনুষ্যাণাং শ্রেয়ঃ চক্ষুঃ তু (শ্রেষ্ঠ প্রমাণং ভবতি)।।৪।।

অনুবাদ— হে ভগবন্! অনুভবাতীত মোক্ষ ও স্বর্গাদিবিষয়ে এবং সাধ্যসাধনজ্ঞানে আপনার আদেশরূপ বেদশাস্ত্রই পিতৃদেব ও মনুষ্যগণের উত্তমপ্রমাণ স্বরূপ।।

বিশ্বনাথ—ন কেবলং মনুষ্যাণামেব বেদো নিঃশ্রেয়স-করঃ, অপি তু দেবপিত্রাদীনামপীত্যাহ,—পিতৃদেবেতি। তব বেদ এব শ্রেয়ঃ শ্রেষ্ঠং চক্ষুর্জ্ঞানহেতুঃ, ক? অনুপলব্ধে-ঽর্থে মোক্ষে স্বর্গাদৌ চ, তথা সাধ্য সাধনয়োঃ ইদমস্য সাধনমিত্যত্রাপি।।৪।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—কেবল মনুষ্যগণেরই বেদ মঙ্গল-কর তাহা নহে, পরন্তু দেবগণের পিতৃগণেরও মঙ্গলকর বেদ। তোমার বেদই শ্রেষ্ঠচক্ষু অর্থাৎ জ্ঞানের হেতু কোথায়? যাহা লোকে জানিতে পারে না সেই মোক্ষ ও স্বর্গাদিতে এবং ইহা সাধ্য ইহা সাধন এইস্থলেও জ্ঞানের কারণ বেদ।।৪।।

বিবৃতি— পরোক্ষ ও অপরোক্ষাত্মক ব্যাপারসমূহে যে অপ্রত্যক্ষ বিচার প্রবর্ত্তিত আছে, তদ্বিষয়ে এবং সাধন ও সাধ্যবিষয়ে ভগবানের আজ্ঞাই মানব, দেব ও পিতৃ-লোকের চক্ষুঃসদৃশ। ভগবদাজ্ঞাই নিদর্শনরূপে পিতৃ, দেব ও মনুষ্যাদিকে পরিচালিত করে।।৪।।

গুণদোষভিদাদৃষ্টির্নিগমাৎ তে ন হি স্বতঃ।
নিগমেনাপবাদশ্চ ভিদায়া ইতি হ ভ্রমঃ।।৫।।

অন্বয়ঃ— গুণদোষভিদাদৃষ্টিঃ তে (তব) নিগমাৎ (বেদাদেব প্রবর্ত্ততে) স্বতঃ ন হি (নৈব প্রবর্ত্ততে) নিগমেন (বেদেনৈব) ভিদায়াঃ (গুণদোষভেদদৃষ্টেঃ) অপবাদঃ (নিষেধশ্চ) ইতি (এতদর্থমেব) হ (স্ফুটং) ভ্রমঃ (জায়তে তং নিবর্ত্তয়)।।৫।।

অনুবাদ— হে দেব! ভবদীয় বেদশাস্ত্র হইতেই গুণ-দোষভেদদৃষ্টি প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে, উহা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয় না। অথচ বেদকর্ত্তৃকই ভেদদৃষ্টির নিষেধও হইতেছে বলিয়া বিশেষভাবে সন্দেহের উদয় হইয়া থাকে, তাহা দূর করুন।।

বিশ্বনাথ— পরন্ত্বিদানীমুভয়সঙ্কটমুপস্থিতমিত্যাহ গুণেতি। নিগমাত্ত্বদাজ্ঞারূপাদ্বেদাদেব বিধিনিষেধাত্মকাদ্-গুণদোষভেদদৃষ্টির্বিহিতাভূৎ। নিগমেন অদ্যতন্যা ত্বদাজ্ঞয়া ভিদায়া গুণদোষভেদদৃষ্টেরপবাদশ্চেত্যস্পষ্টমভিপ্রায়-নিশ্চয়া-সামর্থ্যান্মেভ্রমোঽভূত্তং ত্বমেব নিবর্ত্তয়েতি ভাবঃ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— পরন্তু নিগম হইতে এখন উভয়-সঙ্কট উপস্থিত হইয়াছে অর্থাৎ তোমার আজ্ঞারূপ বেদ হইতেই বিধি-নিষেধরূপ গুণদোষ ভেদ-দৃষ্টি বিহিত হইয়াছে। বেদদ্বারা অর্থাৎ তোমার আজ্ঞাদ্বারা ভেদের গুণদোষ ভেদদৃষ্টি, তাহার নিষেধও অস্পষ্ট অভিপ্রায় নিশ্চয় করিতে না পারায় আমার ভ্রম হইয়াছিল, তাহা তুমিই নিবারণকর, ইহাই ভাবার্থ।। ৫।।

মধ্ব—

স্বতঃ সর্ব্বগুণাত্মা তু বিষ্ণুরেকঃ সনাতনঃ।
অন্যৎ সর্ব্বং তৎপ্রিয়ত্বাদ্‌গুণো দোষস্তথাঽপ্রিয়ম্।।
এবং জ্ঞানবতাং দৃষ্টিরজ্ঞস্তন্নাবগচ্ছতি।
কালদেশবিশেষেষু প্রীতিভেদমপেক্ষ্য তু।।
অবিজ্ঞাতবতস্তস্য মর্য্যাদা বেদতঃ কৃতা।
গুণদোষভিদা নাস্তি ভগবৎপ্রিয়মন্তরা।।
গুণদোষদৃশের্দোষোহ্যন্যত্র ভগবৎপ্রিয়াৎ।
গুণাযদ্দোষতামীয়ুর্দোষাশ্চ গুণতাং ক্বচিৎ।।
অতো দোষো ন দোষঃ স্যাদ্‌গুণোঽপি গুণো ভবেৎ।
ভগবৎপ্রীতিবিজ্ঞানাদ্‌গুণদোষভিদাং যদি।।
পশ্যেত্তত্তদ্‌গুণায়ৈব বিপর্য্যাসং ন কারয়েৎ।
গুণদোষভিদা ক্বাপি স্বাতন্ত্র্যেণ ন হি ক্বচিৎ।।
ইতি ব্রহ্মময়ে।
স্বতস্তু গুণদোষত্বদৃশের্ভেদেন বস্তুনা।
দোষোঽথ গুণএবস্যাদ্ ভগবৎপ্রীতিতোগুণঃ।।
দোষস্তু তদ্‌বৈপরীত্যাদিতি দৃষ্ট্যা ভবেদ্‌গুণঃ।
কালদেশবিশেষেণ প্রীত্যজ্ঞানাজ্জগৎস্থিতেঃ।।
মর্য্যাদা গুণদোষাণাং কৃতা বেদেষু সর্ব্বদা।
ইতি পরায়ণে।। ১-৫।।

বিবৃতি— গুণদোষকে ভগবদাজ্ঞা জানিয়া তাহার গ্রহণ ও গুণদোষ-দর্শন-ত্যাগ-রূপ পূর্ব্ববিচারের প্রতিকূল বাক্যের সামঞ্জস্য হয় না বলিয়া শ্রীউদ্ধবের ভ্রান্তির অভিনয় হইতেছে।। ৫।।

শ্রীভগবানুবাচ—
যোগাস্ত্রয়ো ময়া প্রোক্তা নৃণাং শ্রেয়োবিধিৎসয়া।
জ্ঞানং কর্ম্ম চ ভক্তিশ্চ নোপায়োঽন্যোঽস্তি কুত্রচিৎ।। ৬

অন্বয়ঃ— শ্রীভগবান্ উবাচ,—ময়া নৃণাং শ্রেয়োবিধিৎসয়া (শ্রেয়ঃ কল্যাণং মোক্ষং বিধাতুমিচ্ছয়া) জ্ঞানং কর্ম্ম চ ভক্তিঃ চ (ইতি) ত্রয়ঃ যোগাঃ (উপায়াঃ) প্রোক্তাঃ (ব্রহ্মকর্ম্মদেবতাকাণ্ডৈঃ প্রকৃষ্টরূপেণোক্তাঃ) কুত্রচিৎ (অপি) অন্যঃ উপায়ঃ ন অস্তি।। ৬।।

অনুবাদ— শ্রীভগবান্ বলিলেন,— হে উদ্ধব! আমি মানবগণের মোক্ষবিধানকামনায় জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তি এই ত্রিবিধ যোগের নির্দ্দেশ করিয়াছি। এতদ্‌ব্যতীত কুত্রাপি অন্য কোন উপায় নাই।। ৬।।

বিশ্বনাথ— অধিকারিভেদেনাবস্থাভেদেন চ গুণ-দোষভেদদৃষ্টের্বিহিতত্বং নিষিদ্ধত্বঞ্চ যথাযোগং ভবেদিতি। তজ্‌জ্ঞাপয়িতুমাহ,— যোগা উপায়াঃ ব্রহ্ম কর্ম্ম-দেবতা-কাণ্ডৈঃ প্রোক্তাঃ। শ্রেয়াংসি মোক্ষত্রিবর্গপ্রেমাণি তেষাং বিধিৎসয়েতি মে সর্ব্বত্র কৃপৈবেতি ভাবঃ। নান্যঃ এত-ত্রিতয়ং বিনা অন্যস্তপোযোগাদিকঃ, তপোঽষ্টাঙ্গযোগা-দের্যথাসম্ভবং জ্ঞানভক্ত্যোরেবান্তর্ভাবদর্শনাদিতি ভাবঃ। ত্রয় ইত্যনেন কর্ম্মিভিঃ কর্ম্মণ এব জ্ঞানিভির্জ্ঞানস্যেবোচ্যমানং শুদ্ধভক্তিত্বং পরাহতম্।। ৬।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— অধিকারী ভেদে ও অবস্থাভেদে গুণদোষ ভেদ দৃষ্টি বিধি ও নিষেধ যথাযোগ্য হয়, ইহা ভগবান বলিতেছেন— যোগ অর্থাৎ উপায়সমূহ বেদের ব্রহ্ম-কর্ম্ম-দেবতা কাণ্ডসমূহে বলা হইয়াছে। মঙ্গলসমূহ যেমন মোক্ষ ত্রিবর্গ ও প্রেম তাহাদিগকে বিধান করিবার জন্য এইরূপ আমার সর্ব্বত্র কৃপাই জানিতে হইবে। এই তিন ব্যতীত অন্য তপস্যা ও যোগাদি তপ অষ্টাঙ্গ যোগাদির যথাসম্ভব জ্ঞান ও ভক্তির অন্তর্ভূত দেখা যাইবে। 'ত্রয়' এই শব্দ দ্বারা কর্ম্মিগণের কর্ম্মেরই জ্ঞানীগণের জ্ঞানেরই, শুদ্ধভক্তিদ্বারা পরাভব বলা হইবে।। ৬।।

বিবৃতি— মানবের তাৎকালিক উপকারের জন্য কর্ম্মযোগ, জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগ কথিত হইয়াছে। এত-

ব্যতীত অবস্থা-ভেদে মনুষ্যের মঙ্গললাভের অন্য কোন উপায় নাই।। ৬।।

নির্ব্বিণ্ণানাং জ্ঞানযোগো ন্যাসিনামিহ কর্ম্মসু।
তেষ্বনির্ব্বিণ্ণচিত্তানাং কর্ম্মযোগস্তু কামিনাম্।। ৭।।

অন্বয়ঃ— ইহ (এষাং মধ্যে) কর্ম্মসু নির্ব্বিণ্ণানাং (দুঃখবুদ্ধ্যা তৎফলেষু বিরক্তানামতএব) ন্যাসিনাং (তৎসাধনভূতকর্ম্মন্যাসিনাং) জ্ঞানযোগঃ (সিদ্ধিদ ইত্যুত্তরেণান্বয়ঃ) তেষু (কর্ম্মসু) অনির্ব্বিণ্ণচিত্তানাং (দুঃখবুদ্ধিশূন্যানামতএব) কামিনাং (তৎফলেষ্ববিরক্তানাং) তু কর্ম্মযোগঃ (সিদ্ধিদঃ স্যাৎ)।। ৭।।

অনুবাদ— এই ত্রিবিধ যোগমধ্যে কর্ম্মফলবিরক্ত কর্ম্মত্যাগিপুরুষগণের পক্ষে জ্ঞানযোগ এবং কর্ম্মবিষয়ে দুঃখবুদ্ধিরহিত অবিরক্ত কামিপুরুষগণের পক্ষে কর্ম্মযোগ সিদ্ধিপ্রদ হইয়া থাকে।। ৭।।

বিশ্বনাথ— তত্র কে কুত্রাধিকারিণ ইত্যপেক্ষায়ামাহ,—নির্ব্বিণ্ণানামিতি দ্বাভ্যাম্।ইহ এষাং মধ্যে নির্ব্বিণ্ণানাং বিরক্তানাং গৃহকুটুম্বাদিষ্বনাসক্তানামিত্যর্থঃ, অতএব কর্ম্মসু গৃহাশ্রমপ্রাপ্তেষু ন্যাসিনাং ত্যাগবতাং জ্ঞানযোগো ভবেৎ। তেষু গৃহাশ্রমকর্ম্মসু অনির্ব্বিণ্ণচিত্তানাং যতঃ কামিনাং কামো বিষয়াসক্তিস্তদতিশয়বতাং ভূম্নি মত্বর্থীয়ঃ দেহগেহকলত্রাদিষ্বত্যাসক্তিমতামিত্যর্থঃ।। ৭।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—তন্মধ্যে কে কোথায় অধিকারী? ইহার উত্তরে বলিতেছেন—ইহাদের মধ্যে বিরক্তগণের অর্থাৎ গৃহকুটুম্বাদিতে অনাসক্ত ব্যক্তিগণের জ্ঞানযোগে অধিকার, অতএব গৃহাশ্রম প্রাপ্ত ব্যক্তিগণের কর্ম্মে অধিকার, ঐ গৃহাশ্রম ত্যাগিগণের জ্ঞানযোগে অধিকার। তাহাদের মধ্যে যাহারা গৃহাশ্রম কর্ম্মে নির্ব্বেদযুক্ত নহে, তাহাদের ভক্তিযোগে অধিকার, যেহেতু কামিগণের কামরূপ বিষয়াসক্তি অতিশয়বান দেহ গেহ স্ত্রীসকলে অত্যাসক্তিযুক্ত ব্যক্তিগণের কর্ম্মে অধিকার।। ৭।।

বিবৃতি— জাগতিক ভোগ-ত্যক্ত বিরক্তজনগণের পক্ষে জ্ঞানযোগ বা ত্যাগাকাঙ্ক্ষা; আর ভোগপ্রবণ কর্ম্মফলবাদী বাসনা-চালিত জনগণের জন্য কর্ম্মযোগ বা ফলাকাঙ্ক্ষা।। ৭।।

যদৃচ্ছয়া মৎকথাদৌ জাতশ্রদ্ধস্তু যঃ পুমান্।
ন নির্ব্বিণ্ণো নাতিসক্তো ভক্তিযোগোঽস্য সিদ্ধিদঃ।। ৮

অন্বয়ঃ— যঃ তু পুমান্ যদৃচ্ছয়া (ভাগ্যক্রমেণ) মৎকথাদৌ জাতশ্রদ্ধঃ (আদরযুক্তঃ কিঞ্চ) ন নির্ব্বিণ্ণঃ নাতিসক্তঃ (চ ভবতি) ভক্তিযোগঃ অস্য (তাদৃশস্য পুংসঃ) সিদ্ধিদঃ (ভবতি)।। ৮।।

অনুবাদ— যে পুরুষ ভাগ্যক্রমে মদীয় কথায় আদরযুক্ত হইয়াছেন এবং যাঁহার বিষয়ে বৈরাগ্য বা অত্যাসক্তি নাই, তাদৃশ পুরুষের পক্ষে ভক্তিযোগ সিদ্ধিপ্রদ হইয়া থাকে।। ৮।।

বিশ্বনাথ— যদৃচ্ছয়া প্রথমস্কন্ধব্যাখ্যাতযুক্ত্যা যাদৃচ্ছিকমহৎসঙ্গেন সৎসঙ্গেন মৎকথাদৌ জাতশ্রদ্ধ ইতি। অতএব 'শ্রদ্ধামৃতকথায়াং মে' ইতি 'শ্রদ্ধালুর্মে কথাঃ শৃণ্বন্নি'তি তত্র তত্র ভক্তিযোগে কথাশ্রদ্ধালুরেবাধিকারী দর্শিতঃ। অত্র 'তু' ভিন্নোপক্রম ইত্যস্য জ্ঞানিভ্যঃ কর্ম্মিভ্যশ্চ বৈশিষ্ট্যং, একবচনেন বিরলপ্রচারত্বঞ্চ ধ্বনিতং। নাতিসক্তঃ দেহগেহকলত্রাদিষু অত্যাসক্তিরহিতঃ। অত্র ন নির্ব্বিণ্ণ ইতি তেষু নির্ব্বিণ্ণত্বে জ্ঞানেঽধিকারঃ অত্যাসক্তত্বে কর্ম্মণ্যধিকারঃ, অত্যাসক্তিরাহিত্যে ভক্তাবধিকার ইত্যধিকারত্রয়বিবেকঃ। নির্ব্বেদস্য কারণং নিষ্কামকর্ম্মহেতুকান্তঃকরণশুদ্ধিরেব, অত্যাসক্তেঃ কারণমনাদ্যবিদ্যৈব, অত্যাসক্তিরাহিত্যস্য কারণং যাদৃচ্ছিকমহৎসঙ্গ এবেতি তত্র তত্র কারণং দৃশ্যম্। কিঞ্চৈতদুৎকৃষ্টাধিকারিণ এব লক্ষণং কিন্তু "কো নু রাজন্নিন্দ্রিয়বান্মুকুন্দচরণাম্বুজং। ন ভজেৎ সর্ব্বতো মৃত্যুঃ" ইত্যুক্তের্যাদৃচ্ছিকভক্তসঙ্গে সতীন্দ্রিয়বানেব ভক্তাবধিকারী জ্ঞেয়ঃ।।৮।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— যদৃচ্ছয়া প্রথমস্কন্ধে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে যে যুক্তিদ্বারা, যাদৃচ্ছিক মহৎসঙ্গদ্বারা আমার

কথাদিতে শ্রদ্ধাযুক্ত ব্যক্তিগণের, অতএব আমার অমৃত-কথায় শ্রদ্ধাহেতু এবং শ্রদ্ধালু ব্যক্তিগণ আমার কথা শুনিতে শুনিতে সেই সেই স্থলে ভক্তিযোগে আমার কথাতে শ্রদ্ধাযুক্ত ব্যক্তিই অধিকারী দেখান হইয়াছে। এইখানে কিন্তু জ্ঞানী ও কর্ম্মিগণ হইতে ভক্তের বৈশিষ্ট্য একবচন দ্বারা ভক্তগণ দুর্লভ ইহা বলা হইল। দেহ গেহ কলত্রাদিতে অতি আসক্তি রহিত, এস্থলে নির্ব্বেদযুক্ত নহে। গৃহাদিতে নির্ব্বেদযুক্ত ব্যক্তির জ্ঞানে অধিকার এবং গৃহাদিতে অতি আসক্ত ব্যক্তির কর্ম্মে অধিকার। গৃহাদিতে অতি আসক্তি রহিত হইলে ভক্তিতে অধিকার। এইরূপে অধিকার ত্রয়ের পার্থক্য জ্ঞান। নির্ব্বেদের কারণ অনাদি অবিদ্যাই, অত্যাসক্তি রাহিত্যের কারণ যাদৃচ্ছিক মহৎসঙ্গই, সেই সেই স্থলে কারণরূপে দেখা যায়। আর ইহাই উৎকৃষ্ট অধিকারীরই লক্ষণ। কিন্তু হে মহারাজ! এমন কে ইন্দ্রিয়বান আছে, যে চতুর্দ্দিকে মৃত্যুদ্বারা আবদ্ধ হইয়াও শ্রীমুকুন্দের চরণকমল ভজন না করে! সেই উক্তি থাকায় যাদৃচ্ছিকে ভক্তসঙ্গ হইলেই ইন্দ্রিয়বান ব্যক্তিমাত্রই ভক্তিতে অধিকারী জানিবে।।৮।।

মধ্ব—

এতদেবোচ্যতে।
স্বে স্বেঽধিকারে যা নিষ্ঠা স গুণঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
বিপর্য্যয়স্তু দোষঃ স্যাদুভয়োরেষ নির্ণয়ঃ।।
ইতি চ।
সনকাদ্যা জ্ঞানযোগা ভক্তিযোগাস্তু দেবতাঃ।
মানুষাঃ কর্ম্মযোগাস্তু ত্রিধৈতে যোগিনঃ স্মৃতাঃ।।
সর্ব্বেষাং সর্ব্বযোগৈশ্চ প্রাপ্য মুক্তির্ন সংশয়ঃ।
তথাপি তু বিশেষেণ স তেষামভিধীয়তে।।
ভগবদ্গুণানুসারেণ বেদার্থোনীয়তে হি যৈঃ।
ভক্তিযোগাস্তু তে প্রোক্তা তাদৃশা হি সুরাঃ সদা।।
অঙ্গানুসারি বেদার্থং জ্ঞাত্বা তদনুসারতঃ।
ভগবদ্গুণায়ৈর্নীয়ন্তে তে প্রোক্তা জ্ঞানযোগিনঃ।।
কর্ম্মাণি শাস্ত্রতো জ্ঞাত্বা তৎপ্রাধান্যানুসারতঃ।
বিজ্ঞাতায়ৈর্গুণা বিষ্ণোর্জ্জেয়াস্তে কর্ম্মযোগিনঃ।।
ভক্তির্জ্জ্ঞানঞ্চ কিঞ্চিত্তু পশ্চাত্তেষ্বপি জায়তে।
তথাপি কর্ম্মযোগাস্তে কর্ম্মপূর্ব্বত্বকারণাৎ।।
ভগবদ্গুণানুরাগিত্বমধিকং ভক্তিযোগিনাম্।
তস্মাত্তেঽভ্যধিকা হ্যেষু দেবা এব বিশেষতঃ।।
ঈষদ্বৈরাগ্যমল্পন্তু পূর্ব্বং দেবেষু জায়তে।
পশ্চাদ্ বিরাগোঽপ্যধিকো দেবানাং নাত্র সংশয়ঃ।।
জ্ঞানাধিক্যন্তু দেবানাং ভক্ত্যাধিক্যং তথৈব চ।
বিরাগোঽভ্যধিকস্তেষাং সদৈব সনকাদীনাম্।।
জ্ঞানাধিক্যান্মনুষ্যেভ্যো ভণ্যন্তে জ্ঞানযোগিনঃ।
ন তু জ্ঞানাধিকাস্তে বৈ দেবেভ্যস্তু কথঞ্চন।।
দেবানামপি কর্ম্মিত্বং বিদ্যতে যদ্যপি স্ফুটম্।
তথাপি প্রত্যবায়িত্বান্মনুষ্যাঃ কর্ম্মযোগিনঃ।।
ত্রিযোগাভ্যধিকো ব্রহ্মা সর্ব্বেভ্যঃ পরমো বিভুঃ।
মহাযোগেশ্বরে শেষস্তস্মাদ্ ব্রহ্মা চতুর্ম্মুখঃ।।
ইতি ত্রিযোগে।। ৬-৮।।

বিবৃতি— যে-সকল ব্যক্তি জাগতিক ভোগপর বাক্যে আস্থাবিশিষ্ট, তাঁহারা অধোক্ষজবাক্যে শ্রদ্ধা-বিশিষ্ট হন না। ব্রাহ্মী, খরৌষ্টি ও সান্‌কি প্রভৃতি লেখ-প্রণালী হইতে যে-সকল ভাষা উৎপন্ন হইয়াছে, সেই সকল ভাষার অন্তর্গত শব্দসমূহে ও শব্দোদ্দিষ্ট বৃত্তিসমূহে যাঁহাদের আস্থা আছে, তাঁহারা অত্যন্ত আসক্ত বা বিরক্ত। কিন্তু এই সকলে শ্রদ্ধা ক্ষীণ হইলে জীবের ভগবানের কথায় স্বভাবতঃই শ্রদ্ধা উদিতা হয় এবং তৎকালে তাঁহার ভক্তি-যোগই নিত্যপ্রয়োজন বা ফলের সিদ্ধিপ্রদ হয়। কেহ কেহ ইহার বিকৃতার্থ করিয়া বলিবার দুঃসাহস করেন যে, যাঁহারা অকর্ম্মণ্য ও ত্যাগে অক্ষম, তাঁহাদের জন্যই ভক্তি-যোগ; নতুবা কর্ম্ম ও জ্ঞানযোগই জড়ভোগ-নিপুণ ও জড়ত্যাগ-সমর্থ-জনগণের আরাধ্য। এইরূপ অর্থের অর্দ্ধ-কপর্দ্দক-পর্য্যন্ত মূল্যও স্বীকার করা যায় না। আধ্যক্ষিক-গণই অত্যাসক্ত ও অতিরিক্ত এবং পদগোলকের বিক্ষি-প্তির ন্যায় কখনও বা আসক্তি, কখনও বা বিরক্তি তাঁহা-দিগকে গ্রাস করায় তাঁহারা ভক্তির স্বরূপ বুঝিতে অসমর্থ। ভগবদ্বস্তু জাগতিক সদসদ্ বস্তু হইতে পৃথক্।

যাঁহারা জাগতিক সত্য হইতে ভ্রষ্ট, তাঁহারাই অসদ্‌বিচার অবলম্বনপূর্ব্বক তামসিক হইয়া আত্মবিনাশকল্পে পরমার্থ হইতে বিচ্যুত হন। কেহ বা স্বর্গকামী, কেহ বা মায়াবাদী জীবব্রহ্মৈক্যবাদী তমোগুণপ্রসক্ত বিচারপর। যেকালে রজস্তমোগুণ সত্ত্বগুণের উপর অধিকার বিস্তার করে, সেইকালেই জীব আত্মবিৎএর চরণাশ্রয় পরিত্যাগ করিয়া অভক্ত হইয়া পড়েন। ভগবান্ ও ভক্তের অহৈতুকী কৃপা হইতে স্বভাবক্রমে ভক্তি লভ্য হয়। যাঁহারা ভগবানের কথায় নির্ভর করিতে অসমর্থ, সেই অহঙ্কারবিমূঢ় জনগণ রজস্তমোগুণ-তাড়িত হইয়া অভক্তি-গ্রহণকল্পে আত্ম-মঙ্গলের জন্য অযথা বৈরাগ্য বা অতিভোগ-প্রবৃত্তিদ্বারা চালিত হন।। ৮।।

তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্বীত ন নির্ব্বিদ্যেত যাবতা।
মৎকথাশ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে।। ৯।।

অন্বয়ঃ—যাবতা (কালেন) ন নির্ব্বিদ্যেত (নির্ব্বিণ্নো ন ভবতি) যাবৎ বা মৎকথা-শ্রবণাদৌ শ্রদ্ধা ন জায়তে তাবৎ (তৎকালপর্য্যন্তং) কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত (নিত্যনৈমি-ত্তিককৃত্যান্যাচরেৎ)।। ৯।।

অনুবাদ— যে-কাল পর্য্যন্ত কর্ম্মবিষয়ে দুঃখজ্ঞানে তাহা হইতে বিরতি বা মদীয় কথাশ্রবণে শ্রদ্ধা উৎপন্ন না হয়, তাবৎকালপর্য্যন্ত নিত্যনৈমিত্তিক-কর্ম্মসমূহের আচরণ করিবেন।। ৯।।

বিশ্বনাথ— তদেবং জাত্যৈবাত্যাসক্তস্য জীবস্য কর্ম্মাধিকারঃ স্বাভাবিক এব, স চ কিং পর্য্যন্তস্তথা জ্ঞানা-ধিকারো ভক্ত্যধিকারশ্চ কদা স্যাদিত্যপেক্ষায়ামাহ,— তাবদিতি। কর্ম্মাণি নিত্যনৈমিত্তিকানি। যাবতা যাবৎ ন নির্ব্বিদ্যেত কর্ম্মণৈবান্তঃকরণশুদ্ধৌ সত্যাং যাবন্নির্ব্বেদো ন জায়ত ইত্যর্থঃ। নির্ব্বেদে তু জাতে নির্ব্বিণ্নানাং জ্ঞানযোগ ইতি মদুক্তের্জ্ঞান এবাধিকারো ন কর্ম্মণীতি ভাবঃ। তথা আকস্মিক-মহৎকৃপাজনিতা শ্রদ্ধা বা যাবদিতি শ্রদ্ধাতঃ পূর্ব্বমেব কর্ম্মাধিকারঃ, শ্রদ্ধায়াং জাতায়ান্তু 'জাতশ্রদ্ধস্তু যঃ পুমান্' ইতি মদুক্তের্ভক্তাবেব কেবলায়ামধিকারো ন কর্ম্মণীতি ভাবঃ। শ্রদ্ধা চেয়মাত্যন্তিক্যেব জ্ঞেয়া, সা চ ভগবৎকথাশ্রবণাদিভিরেব কৃতার্থীভবিষ্যামীতি ন তু কর্ম্মজ্ঞানাদিভিরিতি দৃঢ়েবাস্তিক্যলক্ষণৈব তাদৃশশুদ্ধ-ভক্তসঙ্গোদ্ভূতৈব জ্ঞেয়া। অতএব—"শ্রুতিস্মৃতী মমৈবাজ্ঞে যস্তে উল্লঙ্ঘ্য বর্ত্ততে। আজ্ঞাচ্ছেদী মম দ্বেষী মদ্ভক্তোঽপি ন বৈষ্ণবঃ" ইত্যুক্তদোষোঽপ্যত্র নাস্তি, আজ্ঞাকরণাৎ প্রত্যুত জাতায়াং শ্রদ্ধায়াং তৎকরণে আজ্ঞাভঙ্গঃ প্রসজ্জে-দিতি। কিন্তুপ্রাপ্তমহৎকৃপত্বাদজাততাদৃশশ্রদ্ধামপি বৈষ্ণব-বান্তরোৎকর্ষং দৃষ্টৈব তদ্‌বদেব কর্ম্ম ত্যক্ত্বা ভগবদ্-ভজন-মেব তদ্বচনবিষয়ীকরোতীতি কেচিদাহুঃ। অন্যে তু শ্রুতি-স্মৃতী ভক্তিপ্রতিপাদিকে এব ন তু বর্ণাশ্রমধর্ম্মপ্রতি-পাদিকে; "ময়াদিষ্টানপি স্বকান্ ধর্ম্মান্ সংত্যজ্য যঃ সর্ব্বান্ মাং ভজেৎ স চ সত্তমঃ" ইতি ভগবদুক্তিবিরোধাৎ। অনন্যভক্তানামস্মাকং শ্রুতিস্মৃত্যুক্তবিধিনিষেধাভ্যাং ন কিমপি প্রয়োজনমিতি মত্বা যদেকাদশ্যাদিব্রতানামানা-চরণং তাম্রপাত্রস্থদধিদুগ্ধাদেঃ কাংস্যপাত্রস্থনারিকেলোদ-কস্য চ ভগবতেঽর্পণং তস্য চ ভগবদর্পিতস্য যদ্ভক্ষণামিতি নিষিদ্ধাচরণঞ্চ তদৈব চ শ্রুতিস্মৃতী মমৈবাজ্ঞে ইতি ভগ-বদুক্তির্বিষয়ীকরোতীত্যাচক্ষতে। 'ন চলতি নিজবর্ণধর্ম্মত ইতি। ন চলতি ন কম্পতে ইতি তত্রার্থঃ। অত্র প্রাচ্যাদি-ভক্তানামনন্যামপি কর্ম্মিকুলসংঘট্টগতত্বেনৈব তদনুরোধ-বশাৎ যদীষৎ কর্ম্মকরণং তৎকর্ম্মাকরণমেব, তত্র শ্রদ্ধা-রাহিত্যাৎ—"অশ্রদ্ধয়া হুতং দত্তং তপস্তপ্তং কৃতঞ্চ যৎ। অসদিত্যুচ্যতে পার্থ ন চ তৎ প্রেত্য নেহ চ" ইতি ভগ-বদুক্তেঃ।। ৯।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—এইরূপ জাতিতেই অতি আসক্ত জীবের কর্ম্মেতেই স্বাভাবিক অধিকার, তাহাও কি পর্য্যন্ত এবং জ্ঞান অধিকার ও ভক্তিতে অধিকার কখন্ হইবে? ইহার উত্তরে বলিতেছেন— সেই পর্য্যন্তই নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম্মসমূহ করিবে যে পর্য্যন্ত নির্ব্বেদ না হয়। কর্ম্মের দ্বারাই অন্তঃকরণ শুদ্ধি হইলে পর যে পর্য্যন্ত নির্ব্বেদ না হয়। নির্ব্বেদ হইলে পর তাহাদের জ্ঞানযোগে

অধিকার—এই আমার উক্তি থাকায় তাহাদের জ্ঞানেই অধিকার, কর্ম্মে নহে। সেইরূপ আকস্মিক মহৎ কৃপা-জনিত শ্রদ্ধা যাবৎ অর্থাৎ শ্রদ্ধার পূর্ব্বেই কর্ম্মে অধিকার, শ্রদ্ধা জন্মাইলেই জাত শ্রদ্ধ যে ব্যক্তি এইরূপ আমার উক্তি থাকায় শ্রদ্ধালু ব্যক্তির কেবলাভক্তিতে অধিকার, কর্ম্মে নহে। এই শ্রদ্ধাও আত্যন্তিক শ্রদ্ধা জানিবে, তাহাও ভগবৎ কথা শ্রবণাদি দ্বারাই আমি কৃতার্থী হইব, কিন্তু জ্ঞান কর্ম্মাদিরদ্বারা নহে—এইরূপ দৃঢ় আস্তিক্য লক্ষণ-দ্বারাই ঐরূপ শুদ্ধ ভক্ত সঙ্গ হইতে উদ্ভূত শ্রদ্ধা জানিবে। অতএব শ্রুতি-স্মৃতি আমারই আজ্ঞাদ্বয়, তাহা যে উল্লঙ্ঘন করিয়া থাকে, সেই আজ্ঞাচ্ছেদী আমার দ্বেষী আমার ভক্ত হইলেও বৈষ্ণব নহে। এই দোষও এস্থলে নাই, যেহেতু আজ্ঞাকারী। বস্তুত শ্রদ্ধা জন্মাইলে তাহা করিলে আজ্ঞা ভঙ্গ দোষ হয়। কিন্তু যিনি মহৎ কৃপা পান নাই, শ্রদ্ধাও তাদৃশ হয় নাই, অন্য বৈষ্ণব হইতে উৎকৃষ্ট দেখিয়াই সেইরূপই কর্ম্মত্যাগ করিয়া ভগবদ্ভজনই ঐ বাক্যের বিষয় ইহা কেহ কেহ বলেন। কিন্তু অন্যে বলেন শ্রুতি-স্মৃতি ভক্তি প্রতিপাদিকাই, কিন্তু বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম প্রতিপাদিকা নহে। আমার উপদিষ্ট হইলেও নিজধর্ম্মে সমূহ ত্যাগ করিয়া যিনি আমাকে ভজন করেন, তিনি উত্তম সাধু। এই শ্রীভগবদুক্তির বিরোধ হয়। আমরা অনন্য ভক্ত, আমাদের শ্রুতি-স্মৃতি উক্ত বিধি নিষেধ দ্বারা কোন প্রয়োজন নাই, এইমনে করিয়া যে একাদশী আদি ব্রত-সমূহের আচরণ না করা, তাম্রপাত্রস্থিত দধি দুগ্ধাদি ও কাংস্য পাত্রস্থিত নারিকেল জলাদি ভগবানে অর্পণ, সেই ভগবদর্পিত বস্তুর ভক্ষণরূপ নিষিদ্ধ আচরণও তখনই শ্রুতি-স্মৃতি আমার আজ্ঞাদ্বয় এই ভগবৎ উক্তির বিষয় হয় ইহাই বলেন। যিনি নিজ বর্ণ ধর্ম্ম হইতে বিন্দুমাত্র বিচলিত অর্থাৎ কম্পিত হন না ইহাই সেখানে অর্থ।

এস্থলে পূর্ব্বদেশীয় ভক্তগণের মধ্যে অনন্য ভক্ত থাকিলেও কর্ম্মি কুল সংঘট্টগত বলিয়াই সেই অনুরোধ-বশে যদি ঈষৎ কর্ম্ম করে, সেই কর্ম্ম অকরণই সেই স্থলে শ্রদ্ধারাহিত্যহেতু শ্রীগীতাতে ভগবান বলিয়াছেন— হে অর্জ্জুন অশ্রদ্ধাপূর্ব্বক হোম-দান-তপস্যা এবং যাহা করিয়াছেন, তাহাকে অসৎ বলা হয়, তাহা পরজন্মে কি এই জন্মে কোন ফল হয় না।। ৯।।

বিবৃতি— ভোগপর কর্ম্মী সুষ্ঠুভাবে ভোগ করিতে কৃতসঙ্কল্প হওয়ায় তিনি কর্ম্মফলভোগবাসনা হইতে বিরত হইবার সম্পূর্ণ অযোগ্য। সেইকালে ভগবৎ-কথা তাঁহার আদরের বিষয় হয় না। কর্ম্মফলভোগ প্রচুর পরিমাণে ক্লেশ উৎপাদন করিবার পর যেকালে বৈরাগ্যের প্রকাশ দেখিতে পাওয়া যায়, সেকালে যদি সৌভাগ্যক্রমে ভগবৎ-কথা-শ্রবণের সুযোগ উপস্থিত হয়, তাহা হইলে বদ্ধ-জীবের ভোগবাসনা স্তব্ধ হইতে পারে এবং ভক্তিরাজ্যের ব্যাপারসমূহ তাঁহার কর্ণবেধ-সংস্কার করাইয়া তাঁহাকে ভগবানের সেবায় নিযুক্ত করিতে সমর্থ হয়। ভগবৎকথা-শ্রবণ ব্যতীত জীবের ফলভোগাকাঙ্ক্ষা কখনও স্তব্ধ হয় না; মুক্তি-পিপাসা হইতে নিবৃত্ত হইবার একমাত্র ঔষধই নিত্য ভগবৎসেবোন্মুখতা।। ৯।।

স্বধর্ম্মস্থো যজন্ যজ্ঞৈরনাশীঃকাম উদ্ধব।
ন যাতি স্বর্গনরকৌ যদ্যন্যন্ন সমাচরেৎ।। ১০।।

অন্বয়ঃ— (হে) উদ্ধব! স্বধর্ম্মস্থঃ (স্বধর্ম্মাচরণ-শীলঃ) অনাশীঃকামঃ (অফলকামো জনঃ) যজ্ঞৈঃ যজন্ (দেবানারাধয়ন্) যদি অন্যৎ (নিষিদ্ধং কাম্যঞ্চ) ন সমাচরেৎ (তদা) স্বর্গনরকৌ ন যাতি (ন প্রাপ্নোতি)।। ১০।।

অনুবাদ— হে উদ্ধব! স্বধর্ম্মাচরণশীল অফলকামী পুরুষ যজ্ঞদ্বারা দেবগণের আরাধনা করিয়া যদি নিষিদ্ধ বা কাম্য বিষয়ের আচরণ না করেন, তাহা হইলে স্বর্গ বা নরক প্রাপ্ত হন না।। ১০।।

বিশ্বনাথ— অত্যাসক্তস্য কর্ম্মিণঃ স্বর্গনরকগামিনঃ কদাচিৎ সম্ভবিনং নিষ্কামকর্ম্মযোগমাহ,—স্বধর্ম্মস্থ ইতি। অনাশীঃকামঃ ফলকামনারহিতঃ। অন্যৎ নিষিদ্ধম্। অতোঽয়ং স্বধর্ম্মস্থত্বেন বিহিতানতিক্রমাৎ নিষিদ্ধবর্জ্জনাচ্চ নরকং ন যাতি ফলকামনারাহিত্যান্ন স্বর্গমপীত্যর্থঃ।। ১০।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—অতি আসক্ত কর্ম্মির স্বর্গ নরক-গামীর কদাচিৎ নিষ্কাম কর্ম্মযোগ হইতে পারে, অনাশী-কাম ফলকামনা রহিত। অন্যৎ নিষিদ্ধ। অতএব ইহা স্বধর্ম্মস্থহেতু বিহিত অতিক্রম না করায় এবং নিষিদ্ধ বর্জ্জন করায় নরক যায় না, ফলকামনা রহিত-হেতু স্বর্গেও যায় না।। ১০।।

বিবৃতি— কামনার বশবর্ত্তী হইয়া অপস্বার্থবশে জীবের নরকাদি ভোগ ঘটে; আর সৎকর্ম্মাদি ও তজ্জনিত যজ্ঞানুষ্ঠানপ্রভাবে ফলভোগ-পিপাসা তাহাকে স্বর্গে লইয়া যায়। কিন্তু ফলভোগ-কামনা-রহিত ব্যক্তির ঐরূপ স্বর্গনরকাদিভোগের সম্ভাবনা নাই।। ১০।।

অস্মিন্ লোকে বর্ত্তমানঃ স্বধর্ম্মস্থোঽনঘঃ শুচিঃ।
জ্ঞানং বিশুদ্ধমাপ্নোতি মদ্ভক্তিং বা যদৃচ্ছয়া।। ১১।।

অন্বয়ঃ— অস্মিন্ লোকে (অস্মিন্ দেহে) বর্ত্তমানঃ (এব) স্বধর্ম্মস্থঃ অনঘঃ (নিষিদ্ধত্যাগী ততশ্চ) শুচিঃ (নিবৃত্ত রাগাদিমলঃ সন্ পুমান্) বিশুদ্ধং (কেবলং) জ্ঞানং যদৃচ্ছয়া (ভাগ্যোদয়েন) মদ্ভক্তিং বা আপ্নোতি (লভতে)।।

অনুবাদ— পুরুষ স্বধর্ম্মস্থ, নিষিদ্ধত্যাগী এবং রাগাদিশূন্য হইয়া ইহলোকে বর্ত্তমান্ দশায়ই কেবলজ্ঞান বা ভাগ্যক্রমে মদ্ভক্তি লাভ করিয়া থাকেন।। ১১।।

বিশ্বনাথ— তর্হ্যয়ং কর্ম্মী কিং প্রাপ্নোত্যত আহ,—অস্মিন্নেব মর্ত্ত্যলোকে স্থিতঃ। স্বধর্ম্মস্থ ইতি নিষ্কামকর্ম্ম-করণাৎ অনঘ ইতি নিষ্পাপত্বাচ্চ। শুচিঃ শুদ্ধান্তঃকরণঃ সন্ বিশুদ্ধং জ্ঞানমাপ্নোতি জ্ঞানান্মোক্ষঞ্চ যদৃচ্ছয়েতি। যদি চ যাদৃচ্ছিকশুদ্ধভক্তসঙ্গলাভস্তদা মদ্ভক্তিং চ কেবলাং তয়া চ প্রেমাণং প্রাপ্নোতি, যদি চ কর্ম্মমিশ্র জ্ঞানমিশ্রভক্তিমৎ-সাধুসঙ্গলাভস্তদা ততঃ প্রাপ্তয়া কর্ম্মমিশ্রয়া চ প্রধানীভূতয়া ভক্ত্যা অন্ততঃ শান্তিরতিং প্রাপ্নোতি।। ১১।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— তাহা হইলে এই কর্ম্মি কি পাইয়া থাকে? ইহার উত্তরে বলিতেছেন—এই মর্ত্ত্য-লোকে থাকিয়া নিষ্কাম কর্ম্ম করার জন্য নিষ্পাপ হেতু শুদ্ধান্তঃকরণ হইয়া বিশুদ্ধ জ্ঞান প্রাপ্ত হয়, জ্ঞান হইতে অকস্মাৎ মোক্ষও হয়, যদি অকস্মাৎ শুদ্ধভক্ত সঙ্গ লাভ হয়, তাহা হইলে আমার কেবলাভক্তি লাভ হয়, তাহা দ্বারাও প্রেমভক্তি লাভ হয়। যদি কর্ম্মমিশ্র ও জ্ঞানমিশ্র ভক্তিমানের সাধুসঙ্গলাভ হয়, তখন তাহা হইতে প্রাপ্ত কর্ম্ম ও জ্ঞানমিশ্রা প্রধানীভূতা ভক্তিদ্বারা অন্তত শান্তিরতি প্রাপ্ত হয়।। ১১।।

বিবৃতি— সৌভাগ্যবান্ ব্যক্তি পাপপ্রবণচিত্ত নহেন। তিনি সর্ব্বদা শুচি। স্বাভাবিক বিশুদ্ধ ভগবজ্জ্ঞান-বিশিষ্ট হইলেই নিত্য ভগবৎসেবা-পর আত্মধর্ম্মে অবস্থিতি ঘটে। উহাই নিত্যা ভক্তি বা ভগবৎসেবোন্মুখতা।। ১১।।

স্বর্গিণোঽপ্যেতমিচ্ছন্তি লোকং নিরয়িণস্তথা।
সাধকং জ্ঞানভক্তিভ্যামুভয়ং তদসাধকম্।। ১২।।

অন্বয়ঃ— নিরয়িণঃ (নারকিনো যথা মর্ত্ত্যলোক-মিচ্ছন্তি) তথা স্বর্গিণঃ (দেবাঃ) অপি এতং জ্ঞানভক্তিভ্যাং (জ্ঞানভক্ত্যোঃ) সাধকং লোকং (মনুষ্যলোকম্) ইচ্ছন্তি (যতঃ) উভয়ং তৎ (স্বর্গিনারকিশরীরম্) অসাধকং (জ্ঞান-ভক্তিসাধনযোগ্যং ন ভবতি)।। ১২।।

অনুবাদ— নারকিগণ এবং দেবগণ উভয়েই এই জ্ঞানভক্তিসাধক মনুষ্যজন্ম প্রার্থনা করিয়া থাকেন, যেহেতু উক্ত উভয়বিধ দেহই জ্ঞানভক্তিসাধনের অযোগ্য।। ১২।।

বিশ্বনাথ— অতো মুক্তিপ্রেমভক্তিসাধকং নরদেহং স্তৌতি,—স্বর্গিণ ইতি ষড়্ভিঃ। জ্ঞানভক্তিভ্যাং জ্ঞান-ভক্ত্যোঃ, তদুভয়ং স্বর্গিনারকিশরীরম্।। ১২।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— অতএব মুক্তি ও প্রেমভক্তি সাধক নরদেহকে ছয়টি শ্লোকদ্বারা প্রশংসা করিতেছেন। জ্ঞান ও ভক্তিদ্বারা স্বর্গীয় ও নারকীয় শরীর প্রাপ্ত হওয়া যায় না।। ১২।।

বিবৃতি— স্বর্গে বিষয়সুখভোগে বদ্ধজীবকে এরূপ ভোগী করিয়া তোলে যে, তাঁহারা মঙ্গলের একমাত্র উপায় ভক্তির কোন পরিচয়ই পান না। নরকাদিতে প্রাপ্ত যন্ত্রণায়

অভিভূত বদ্ধজীবগণ ভক্তিমন্ত হইবার সুযোগ লাভ করেন না। তজ্জন্য স্বর্গের দেবগণ ও নরকযন্ত্রণা-ভোগকারী ক্লিষ্ট জীবগণ—উভয়েই পৃথিবীতে মনুষ্যশরীর লাভ করিবার ইচ্ছা করেন। মানবশরীর লাভ করিবার পর আত্মজ্ঞানের উদয় হয় এবং আত্মবৃত্তি ভক্তির স্বরূপের উপলব্ধি হয়। স্বর্গ বা নরক, উভয়স্থানেই সাধনভক্তিলাভের সম্ভাবনা নাই। সুতরাং স্বর্গ ও নরক, উভয়লোকবাসিগণের দেহই ভক্তিলাভের অনুপযোগী।।১২।।

ন নরঃ স্বর্গতিং কাঙ্ক্ষেন্নারকীং বা বিচক্ষণঃ।
নেমং লোকঞ্চ কাঙ্ক্ষেত দেহাবেশাৎ প্রমাদ্যতি।। ১৩

অন্বয়ঃ— বিচক্ষণঃ (বুদ্ধিমান্) নরঃ (যথা) নারকীং (নরকগতিং ন কাঙ্ক্ষেৎ তথা) স্বর্গতিং বা (স্বর্গমপি) ন কাঙ্ক্ষেৎ (ন প্রার্থয়েৎ) ইমং লোকং চ (অস্যাতিশ্রেষ্ঠত্বান্মনুষ্য এব পুনরপি ভবেয়মিত্যপি) ন কাঙ্ক্ষেত (যতঃ) দেহাবেশাৎ (দেহাসক্ত্যা) প্রমাদ্যতি (স্বার্থেঽবধানশূন্যো ভবতি)।।১৩।।

অনুবাদ— বুদ্ধিমান্ পুরুষ নরক, স্বর্গ বা মনুষ্য লোকের কামনা করেন না। যেহেতু দেহাসক্তি-নিবন্ধনই প্রমাদ উপস্থিত হইয়া থাকে।। ১৩।।

বিশ্বনাথ— তস্মাদুৎকৃষ্টাং নরগতিং প্রাপ্য ততো নিকৃষ্টাং স্বর্গতিং নরকগতিঞ্চ কৃতাভ্যাং পুণ্যপাপাভ্যাং ন কাময়েতেত্যাহ,— নেতি। পাপরহিতাং নৃগতিমপি সুখেন তিষ্ঠেয়মিতি বুদ্ধ্যা ন কাময়েতেত্যাহ,— নেমমিতি। ইমং নরলোকং, যতো দেহাবেশাৎ দেহাসক্ত্যা স্বার্থে জ্ঞানে ভক্তৌ বা প্রমাদ্যতি।। ১৩।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— অতএব উৎকৃষ্ট নরদেহ প্রাপ্ত হইয়া সেখান হইতে নিকৃষ্ট স্বর্গগতি ও নরকগতি করায় এমন যে পুণ্য ও পাপদ্বারা তাহা কামনা করে না, পাপ রহিত মনুষ্যগতিকেও আমি সুখে আছি, এই বুদ্ধি দ্বারা কামনা করে না। এই নরলোক যেহেতু দেহে আবিষ্ট হইলে দেহে আসক্তি দ্বারা নিজ প্রয়োজনীয় জ্ঞানে বা ভক্তিতে অবধান থাকে না।। ১৩।।

বিবৃতি— বুদ্ধিমান্ ভগবদ্ভক্ত স্বর্গসুখ বা নরকদুঃখ, কোনটিরই আকাঙ্ক্ষা করেন না। স্থূল-সূক্ষ্ম-উপাধিযুক্ত দেহ ধারণের অভিনয় করিয়া বিভিন্ন লোকে অবস্থান করিলেও তাঁহার ভোগ-বাসনা থাকে না।। ১৩।।

এতদ্বিদ্বান্ পুরা মৃত্যোরভবায় ঘটেত সঃ।
অপ্রমত্ত ইদং জ্ঞাত্বা মর্ত্ত্যমপ্যর্থসিদ্ধিদম্।। ১৪।।

অন্বয়ঃ— (অপি তু) এতৎ (দেহং সাধকমিতি) বিদ্বান্ (জানন্ তচ্চ) অর্থসিদ্ধিদম্ অপি (জ্ঞানভক্তিরূপার্থপ্রদমপি) মর্ত্ত্যম্ ইদম্ (ইতি চ) জ্ঞাত্বা সঃ অপ্রমত্তঃ (অনলসঃ সন্) মৃত্যোঃ পুরা (পূর্ব্বমেব) অভবায় ঘটেত (মোক্ষায় প্রযত্নং কুর্য্যাৎ)।। ১৪।।

অনুবাদ— এই মনুষ্য-শরীরই জ্ঞানভক্তিরূপ পুরুষার্থপ্রদ হইলেও ইহা বিনাশশীল জানিয়া অপ্রমত্তভাবে মৃত্যুর পূর্ব্বেই মুক্তির জন্য চেষ্টিত হইবেন।। ১৪।।

বিশ্বনাথ— পরন্তু এতন্মর্ত্ত্যশরীরং সাধকমিতি বিদ্বান্ জানন্ মৃত্যোঃ পূর্ব্বমেব অভবায় ভবনিবৃত্তয়ে যতেত অপ্রমত্তঃ অনলসঃ সন্ অর্থসিদ্ধিদমপ্যেতৎ শরীরং মর্ত্ত্যং মরণধর্ম্মকং জ্ঞাত্বা।। ১৪।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— পরন্তু এই মর্ত্ত্যশরীর সাধক, ইহা বিদ্বান্ ব্যক্তি জানিয়া মৃত্যুর পূর্ব্বেই সংসার নিবৃত্তির জন্য অনলস হইয়া যত্ন করিবে, অর্থ সিদ্ধিপ্রদ এই শরীর মরণশীল জানিয়া।। ১৪।।

বিবৃতি— যদিও নরশরীর প্রয়োজনসিদ্ধি প্রদান করে, তথাপি জীবিত থাকা-কালে মর্ত্ত্যশরীরের প্রাকৃত ভোগপ্রবণতা হইতে উদ্ধার লাভ করিয়া বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি নিজমঙ্গল বরণ করেন।। ১৪।।

ছিদ্যমানং যমৈরেতৈঃ কৃতনীড়ং বনস্পতিম্।
খগঃ স্বকেতমুৎসৃজ্য ক্ষেমং যাতি হ্যলম্পটঃ।। ১৫।।

অন্বয়ঃ— যমৈঃ (যমবন্নির্দ্দয়ৈঃ) এতৈঃ (পুরুষৈঃ)

ছিদ্যমানং (ছেদনবিষয়ীভূতং) কৃতনীড়ং (কৃতং নীড়ং যস্মিন্ তং) স্বকেতং (স্বস্যাশ্রয়ং) বনস্পতিং (বৃক্ষং) ত্যক্ত্বা অলম্পটঃ (অনাসক্তঃ) খগঃ (পক্ষী) ক্ষেমং যাতি হি (কল্যাণং প্রাপ্নোতি)।। ১৫।।

অনুবাদ— অনাসক্ত বিহঙ্গ স্বীয় নীড়যুক্ত আবাস বৃক্ষকে যমতুল্য নির্দ্দয় মনুষ্যগণ কর্ত্তৃক ছিন্ন হইতে দেখিয়া তাহা পরিত্যাগপূর্ব্বক কুশলভাক্ হইয়া থাকে।। ১৫।।

বিশ্বনাথ— দেহাবেশত্যাগে দৃষ্টান্তমাহ,—যমৈর্যমবন্নির্দ্দয়ৈরেতৈঃ পুরুষৈশ্ছিদ্যমানং কৃতং নীড়ং যস্মিংস্তৎ স্বকেতং স্বস্যাশ্রয়ং উৎসৃজ্য ত্যক্ত্বা অলম্পটঃ অনাসক্তঃ খগশ্চতুরঃ পক্ষী যথা যাতি।। ১৫।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— দেহে আবেশ ত্যাগে দৃষ্টান্ত বলিতেছেন—যম অর্থাৎ যমের ন্যায় নির্দ্দয় এই পুরুষগণ কর্ত্তৃক ছেদন রত এই পক্ষীর বাসা যাহাতে, সেই নিজগৃহ বৃক্ষ অর্থাৎ নিজের আশ্রয়কে ত্যাগ করিয়া অনাসক্ত খগ অর্থাৎ চতুরপক্ষী যেমন চলিয়া যায়, সেইরূপ গৃহপরিত্যাগ পূর্ব্বক কল্যাণভাগী হয়।। ১৫।।

অহোরাত্রৈশ্ছিদ্যমানং বুদ্ধ্বায়ুর্ভয়বেপথুঃ।
মুক্তসঙ্গঃ পরং বুদ্ধ্বা নিরীহ উপশাম্যতি।। ১৬।।

অন্বয়ঃ— অহোরাত্রৈঃ ছিদ্যমানং (ক্ষীয়মাণম্) আয়ুঃ (জীবনকালং) বুদ্ধ্বা (বিচিন্ত্য) ভয়বেপথুঃ (ভয়েন কম্পিতঃ) মুক্তসঙ্গঃ (জনঃ) পরং (ব্রহ্ম) বুদ্ধ্বা (জ্ঞাত্বা) নিরীহঃ (নিষ্কামঃ সন্) উপশাম্যতি (উপশান্তো ভবতি)।।

অনুবাদ— এই জীবদেহকেও অহোরাত্র কর্ত্তৃক ক্ষীয়মাণ বিচারপূর্ব্বক ভয়কম্পিত মুক্তসঙ্গ পুরুষ পরব্রহ্ম অবগত হইয়া নিষ্কাম ও উপশমযুক্ত হন।। ১৬।।

বিশ্বনাথ— তথৈবাহোরাত্রৈশ্ছিদ্যমানমায়ুর্বুদ্ধ্বা নিরীহ উপশান্তিং প্রাপ্নোতি।। ১৬।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— সেইরূপ দিবারাত্র ছিদ্যমান আয়ুকে জানিয়া নিরীহ ব্যক্তি উপশান্তি প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ ঊর্দ্ধগতি প্রাপ্ত হয়।। ১৬।।

বিবৃতি— বুদ্ধিমান্ ভগবৎসেবক অহোরাত্র আয়ুঃক্ষয় হইতেছে জানিয়া জড়বিষয়ের আসক্তি পরিত্যাগপূর্ব্বক নিজমঙ্গল লাভ করেন। যেরূপ পক্ষিগণের বাসা ধ্বংস পাইলে পক্ষিগণ অন্যস্থান সংগ্রহ করিয়া আশ্রয় করে, তদ্রূপ পৃথিবীতে আমাদের চিরবাসস্থান নাই জানিয়া নিত্যধামের জন্য চেষ্টা-বিশিষ্ট হওয়াই একমাত্র কর্ত্তব্য। জড়জগতে ভোগপ্রবৃত্তি-রহিত হইয়া ভগবদনুশীলন করিতে আরম্ভ করিলে জড়ভোগ হইতে শান্তি-লাভ ঘটে।। ১৫-১৬

নৃদেহমাদ্যং সুলভং সুদুর্ল্লভং
প্লবং সুকল্পং গুরুকর্ণধারম্।
ময়ানুকূলেন নভস্বতেরিতং
পুমান্ ভবাব্ধিং ন তরেৎ স আত্মহা।। ১৭।।

অন্বয়ঃ—(যঃ) আদ্যং (সর্ব্বফলানাং মূলং) সুদুর্ল্লভম্ (উদ্যমকোটিভিরপি প্রাপ্তুমশক্যং তথাপি) সুলভং (যদৃচ্ছয়ালব্ধত্বাদিত্যর্থঃ) সুকল্পং (পটুতরং) গুরুকর্ণধারং (গুরুঃ সংশ্রিতমাত্র এব কর্ণধারো নেতা যস্য তং) ময়া অনুকূলেন নভস্বতা (স্মৃতমাত্রেণৈব মৎস্বরূপানুকূলমারুতেন) ঈরিতং (প্রেরিতং) নৃদেহং প্লবং (মনুষ্যদেহরূপাং নাবং প্রাপ্য) ভবাব্ধিং (সংসার-সাগরং) ন তরেৎ (নোত্তীর্ণো ভবেৎ) সঃ (জনঃ) আত্মহা (আত্মঘাতীত্যর্থঃ)।।

অনুবাদ— যিনি সর্ব্বফলমূলীভূত, সুদুর্ল্লভ, পটুতর, গুরুরূপ কর্ণধারযুক্ত এবং মৎস্বরূপ অনুকূলবায়ু পরিচালিত এই মনুষ্যদেহরূপ নৌকা ভাগ্যক্রমে সুলভে প্রাপ্ত হইয়াও সংসার-সাগর উত্তীর্ণ হন না, তিনি বস্তুতঃই আত্মঘাতী।। ১৭।।

বিশ্বনাথ— অহো দরিদ্রশ্চিন্তামণিমকস্মাৎ প্রাপ্য পঙ্কে ক্ষিপতীত্যাহ,—নৃদেহং আদ্যং সর্ব্ববাঞ্ছিতফলানাং মূলং, উদ্যমকোটিভিরপি প্রাপ্তুমশক্যত্বাৎ সুদুর্ল্লভমপি কেনাপি ভাগ্যেন প্রাপ্তত্বাৎ সুলভং, প্লবং নাবং প্রাপ্যেতি শেষঃ। তত্রাপ্যতিভাগ্যবশাৎ সুকল্পং পটুতরম্। গুরুঃ সংশ্রিতমাত্র এব কর্ণধারো নাবিকঃ পারং নেতা যত্র তম্।

ময়া চ সেব্যমানেনানুকূলমারুতেন প্রেরিতম্। বাক্যমিদং জ্ঞানিপ্রকরণপরিতত্বাৎ তেষাং শুদ্ধভক্তানামপি চ ভবাব্ধি-তরণস্যানুসংহিতা ফলত্বাৎ অযুক্তমিতি কেচিৎ ভবাব্ধি-তরণস্যানুসংহিতফলত্বাভাবেঽপি ভবাব্ধিতরণং ভবেদিতি বিহিতাকরণলক্ষণঃ প্রত্যবায়ো ন স্যাদিত্যন্বয়ঃ।। ১৭।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— অহো! দরিদ্র ব্যক্তি অকস্মাৎ চিন্তামণি প্রাপ্ত হইয়া পঙ্কমধ্যে ছুড়িয়া ফেলিল, ইহাই বলিতেছেন—এই মনুষ্যদেহ আদ্য অর্থাৎ সকলবাঞ্ছিত ফলের মূল, কোটি কোটি উদ্যম দ্বারাও যাহা পাইতে পারা যায় না, সেই সুদুর্ল্লভ হইলেও কোনভাগ্যে মনুষ্য দেহ পাইয়াছে, অতএব সুলভ, প্লব অর্থাৎ নৌকা পাইয়া তাহাও অতিভাগ্যবশে, সু-কল্প অর্থাৎ পটুতর গুরুপাদাশ্রয় মাত্রই, কর্ণধার অর্থাৎ নাবিক যিনি পরপারে লইয়া যাইতে পারেন, তাহাকে সেবা করিলে আমিও গুরুসেবককে অনুকূল বাতাসে প্রেরিত নৌকার ন্যায় শীঘ্র ভবসমুদ্রের পরপারে পৌঁছাইয়া দেই। এই ভগবানের বাক্যটি জ্ঞানি-প্রকরণে থাকিলেও জ্ঞানিগণেরও ভবসমুদ্র পারের অনুপহিত অর্থাৎ অদত্ত ফলত্ব না থাকিলেও ভবসমুদ্র তরণ হয়, বেদবিহিত কর্ম্মের অকরণ জন্য প্রত্যবায় দোষ হয় না।। ১৭।।

মধ্ব— মার্গণচ্ছরীরান্তে পতিত।। ১৭।।

বিবৃতি— মানবশরীরই মানবগণের নিজমঙ্গল-লাভের একমাত্র উপায়। বহু জন্মের পর ইহার লাভ ঘটে। ভগবদনুশীলননিপুণ শ্রীগুরুদেব কর্ণধারের কার্য্য করেন। ভগবৎকৃপারূপ অনুকূল বায়ু নরদেহ-রূপ নৌকাকে পরিচালনা করিয়া এই ভবসংসার-ভোগ হইতে পরপারে লইয়া যায়। যিনি স্বীয় নরদেহকে নৌকা জানিতে পারেন না, গুরুদেবকে স্বীয় কর্ণধার বুঝিতে পারেন না এবং ভগবৎকৃপাকেই অনুকূল বায়ুরূপ মঙ্গল বা প্রয়োজন-সাধক বলিয়া জানিতে পারেন না, তিনি নিজের নিত্য-মঙ্গল বিনাশপূর্ব্বক আত্মঘাতী হন।। ১৭।।

যদারম্ভেষু নির্ব্বিণ্ণো বিরক্তঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ।
অভ্যাসেনাত্মনো যোগী ধারয়েদচলং মনঃ।। ১৮।।

অন্বয়ঃ— যদা আরম্ভেষু (কর্ম্মসু) নির্ব্বিণ্ণঃ (দুঃখ-দর্শনেনোদ্বিগ্নঃ) বিরক্তঃ (তৎফলেষু বিরাগযুক্তশ্চ তদা) যোগী সংযতেন্দ্রিয়ঃ (সন্) আত্মনঃ অভ্যাসেন (আত্মবিষয়-বৃত্তিসন্তত্যা) অচলং (যথা ভবতি তথা) মনঃ ধারয়েৎ।। ১৮

অনুবাদ— যৎকালে কর্ম্মবিষয়ে দুঃখদর্শন-হেতু উদ্বেগ ও তৎফলে বৈরাগ্য উপস্থিত হয়, তখন যোগীপুরুষ সংযতেন্দ্রিয় হইয়া আত্মবিষয়ক বৃত্তিপ্রবাহক্রমে নিশ্চল-ভাবে চিত্ত ধারণ করিবেন।। ১৮।।

বিশ্বনাথ— জ্ঞানভক্ত্যধিকারিণোঃ সাধারণ্যেনৈব স্বার্থসাধকনরদেহং স্তুত্বা জ্ঞানাধিকারিণঃ আবশ্যকং কৃত্যং বদন্নেব তস্য প্রাথমিকং স্বভাবং দর্শয়তি,—যদেতি সার্দ্ধৈ-র্নবভিঃ। গৃহাদ্যারম্ভেষু নির্ব্বিণ্ণঃ দুঃখদর্শনেনোদ্বিগ্নঃ তদধি-কারপ্রাপ্তকর্ম্মফলেষু চ বিরক্তঃ। তদা যোগী যমনিয়মাদি-যোগযুক্তঃ আত্মনঃ স্বস্য মনঃ অচলং যথা স্যাত্তথা ধারয়েৎ।। ১৮।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— জ্ঞান ও ভক্তি অধিকারীদ্বয়ের সাধারণ ভাবেই স্বার্থসাধক নরদেহকে প্রশংসা করিয়া জ্ঞানে অধিকারীর আবশ্যকীয় বলিতে গিয়া তাহার প্রাথমিকস্বভাব সার্দ্ধনয়টি শ্লোকদ্বারা দেখাইতেছেন। গৃহ আদির আরম্ভে নির্ব্বিণ্ণ অর্থাৎ দুঃখ দর্শনদ্বারা উদ্বিগ্ন ও তৎ অধিকারে প্রাপ্ত কর্ম্মফল সমূহেও বিরক্ত। তখন যোগী নিয়মাদি দ্বারা যোগযুক্ত নিজের মনকে অচঞ্চলভাবে ধারণ করিবে।। ১৮।।

বিবৃতি— বদ্ধজীবের মন সর্ব্বদা চঞ্চল এবং রূপ-রসাদি-বিষয়-সংগ্রহে ইন্দ্রিয়গণকে সর্ব্বক্ষণই পরিচালিত করিবার জন্য ব্যগ্র। জড় জগতের অভিজ্ঞতা হইতে অপ্রীতিকর ভোগসঙ্গে বিরাগ উপস্থিত হইলে ইন্দ্রিয়-সমূহের বৃত্তি আপনা হইতেই সংযত হয়। তখন নিজ মঙ্গলের স্বাভাবিকী বৃত্তি চঞ্চল মনকে শান্ত করায়। ভগবদনুশীলনপর হইলেই জীবের স্বরূপবোধক্রমে ভোগবাসনাপগতিক্রমে জীব শুদ্ধচিত্ত হইয়া তৎকালে আপনা হইতেই নিরাকৃত হয়।। ১৮।।

ধার্য্যমাণং মনো যর্হি ভ্রাম্যদাশ্বনবস্থিতম্।
অতন্দ্রিতোঽনুরোধেন মার্গেণাত্মবশং নয়েৎ।। ১৯।।

অন্বয়ঃ— যর্হি (যদা) ধার্য্যমাণং মনঃ আশু (শীঘ্রং) ভ্রাম্যৎ (পরিভ্রমৎ) অনবস্থিতম্ (অস্থিরং ভবতি তর্হি) অতন্দ্রিতঃ (সাবধানঃ সন্) অনুরোধেন মার্গেণ (কিঞ্চিদ-পেক্ষাপূরণদ্বারেণ) আত্মবশং নয়েৎ (আত্মনো বশীভূতং কুর্য্যাৎ)।। ১৯।।

অনুবাদ— যৎকালে ধার্য্যমাণ চিত্ত শীঘ্র ভ্রমণশীল হইয়া লক্ষ্যবস্তুতে স্থির হয় না, তখন সাবধানে কথঞ্চিৎ তাহার অপেক্ষা পূরণদ্বারা আত্মবশীভূত করিবেন।। ১৯।।

বিশ্বনাথ— যর্হি তু যত্নেন ধার্য্যমাণমপ্যতিবলবত্তয়া আশু প্রথমং অনবস্থিতং দ্বিগুণিতং চিত্তচাঞ্চল্যং ভবেৎ, বলবতঃ কামাদিবেগস্যাত্যন্তধারণেন বেগো দ্বিগুণিতো ভবেদেবেতি ভাবঃ, তদা অনুরোধেন কিঞ্চিত্তদপেক্ষা-পূরণদ্বারেণ।। ১৯।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— কিন্তু যখন যত্নের সহিত ধৃত-মনকেও অতি বলবৎ ভাবে শীঘ্র প্রথম দ্বিগুণভাবে চিত্ত চাঞ্চল্য হয়, বলবান কামাদি বেগের অত্যন্ত ধারণের দ্বারা বেগ দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হয়ই, তখন অনুরোধ দ্বারা কিঞ্চিৎ তাহার অপেক্ষা পূরণ দ্বারা আত্মবশীভূত করিবেন।। ১৯।।

বিবৃতি— বিকৃত রসে বদ্ধজীবের স্বাভাবিকী প্রবৃত্তি থাকায় মনের চাঞ্চল্য অনিবার্য্য। তজ্জন্য বিধিমার্গ অবলম্বনপূর্ব্বক মানসিক ক্রিয়াকে নিজ-ভোগের পথে চালনা না করিয়া ভগবৎসেবায় নিযুক্ত করিলেই ক্রমশঃ ভগবদনুশীলন ক্রমে মনের চাঞ্চল্য নিবারিত হইয়া উহা একমাত্র ভগবৎসেবাপর হয়।। ১৯।।

মনোগতিং ন বিসৃজেজ্জিতপ্রাণো জিতেন্দ্রিয়ঃ।
সত্ত্বসম্পন্নয়া বুদ্ধ্যা মন আত্মবশং নয়েৎ।। ২০।।

অন্বয়ঃ— মনোগতিং ন বিসৃজেৎ (নোপেক্ষেত কিন্তু) জিত প্রাণঃ (প্রাণায়ামজয়ী) জিতেন্দ্রিয়ঃ (চ সন্) সত্ত্বসম্পন্নয়া (সত্ত্বসম্পদাঢ্যয়া) বুদ্ধ্যা (এব) মনঃ আত্মবশং নয়েৎ।। ২০।।

অনুবাদ— মনের গতিকে উপেক্ষা করিবেন না, পরন্তু জিতেন্দ্রিয় ও জিতপ্রাণ হইয়া সত্ত্বসম্পন্না বুদ্ধিদ্বারাই তাহাকে আত্ম-বশীভূত করিবেন।। ২০।।

বিশ্বনাথ— ননু তর্হি যথা পূর্ব্বমেব স্যাত্তত্রাহ,— মনসো গতিং ন বিসৃজেৎ কিন্তু স্তম্ভয়েদেবেত্যর্থঃ।। ২০।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— প্রশ্ন! যদি তাহাই হয় তাহা হইলে পূর্ব্বের মতই হইয়া গেল? তাহার উত্তরে বলিতেছেন—মনেরগতি ত্যাগ করিবেন না, কিন্তু মনের-গতিকে স্তম্ভিত করিবে।। ২০।।

বিবৃতি— তাৎকালিক বায়ু দমন করিয়াও সংযতে-ন্দ্রিয় জনগণ অধঃপতিত হইবার যোগ্যতা লাভ করেন। তজ্জন্য সর্ব্বদা মনকে সর্ব্বকল্যাণকরী ভগবৎসেবায় নিযুক্ত করিলেই স্বরূপোপলব্ধিক্রমে চঞ্চল মন আত্মার শুভানুকূল্য বিধান করে। মন স্বয়ং অনাত্মবস্তু, সুতরাং অনাত্মদ্রব্যসংগ্রহেই অনুক্ষণ ব্যস্ত থাকায় আত্মার আনুকূল্য-সাধনে পরাঙ্মুখ থাকে। সুতরাং মনকে নিগৃহীত না করিলে জীবের স্বরূপোপলব্ধির সম্ভাবনা নাই।। ২০।।

এষ বৈ পরমো যোগো মনসঃ সংগ্রহঃ স্মৃতঃ।
হৃদয়জ্ঞত্বমন্বিচ্ছন্ দম্যস্যেবার্বতো মুহুঃ।। ২১।।

অন্বয়ঃ— দম্যস্য অর্বতঃ হৃদয়জ্ঞত্বম্, অন্বিচ্ছন্ মুহুঃ ইব (যথা অদান্তস্য দমনীয়স্যাশ্বস্য হৃদয়জ্ঞত্বং স্বাভিপ্রায়েণ গতিমন্বিচ্ছন্ অপেক্ষমাণোঽশ্বধারকঃ প্রথমং কিঞ্চিত্তদ্গতিমনুবর্ত্ততে তদা চ রশ্মিনা তং ধৃত্বৈব গচ্ছতি ন তূপেক্ষতে তদ্বৎ) এষঃ বৈ মনসঃ সংগ্রহঃ (অনুবৃত্তি-মার্গেণ মনসো বশীকরণমেব) পরমঃ (উত্তম) যোগঃ স্মৃতঃ (কথিতঃ)।। ২১।।

অনুবাদ— অশ্বারোহী পুরুষ যেরূপ দুর্দ্দান্ত ও দমনযোগ্য অশ্বকে স্বীয় অভীষ্টমার্গে পরিচালিত করিতে ইচ্ছুক হইয়াও কিয়ৎক্ষণ তাহার ঈপ্সিত গতিরই অনুবর্ত্তন করেন এবং তৎকালেও তাহার রশ্মি ধারণ করিয়াই থাকেন, সম্পূর্ণভাবে তাহাকে পরিত্যাগ করেন না, সেই-

রূপ অনুবৃত্তিমার্গে ক্রমশঃ চিত্তবশীকরণই উত্তম যোগ-রূপে উক্ত হইয়াছে।। ২১।।

বিশ্বনাথ— অনুরোধমার্গং সদৃষ্টান্তং স্তৌতি—এষ কিঞ্চিদেতদপেক্ষাপূরণমার্গেণ মনসঃ সংগ্রহঃ স্ববশীকারঃ পরমো যোগঃ। যথা দম্যস্য দময়িতুমীপ্সিতস্য অর্বতো-ঽশ্বস্য হৃদয়জ্ঞত্বং অর্থাৎ স্বহৃদয়াভিপ্রায়বিজ্ঞত্বং অন্বিচ্ছন্, মম হৃদয়াভিপ্রায়মসাবশ্বো জানাত্বিতীচ্ছন্নশ্বধারকঃ সহসা তদ্বশীকারাসম্ভবাৎ প্রথমং কিঞ্চিত্তদ্গতিমেবানুবর্ত্তত ইতি শেষঃ। তদাপি রশ্মিনা তং ধৃত্বৈব গচ্ছতি ন তুপেক্ষতে তদ্বদিত্যর্থঃ।। ২১।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— মনের গতি রোধের পথ দৃষ্টান্তের সহিত প্রশংসা করিতেছেন, ইহা অল্প ইহা হইতে পূরণ পথে মনের বশীকরণ পরমযোগ। যেমন অদম্য ইন্দ্রিয়কে দমন করিতে ইচ্ছুক ব্যক্তি অর্বা হইতে অশ্বের হৃদয়জ্ঞতা অর্থাৎ নিজ হৃদয় অভিপ্রায়ে বিজ্ঞতা জানাই-বার জন্য, আমার হৃদয়ের অভিপ্রায় এই অশ্ব জানুক এই ইচ্ছায় অশ্বধারক সহসা ঐ অশ্বের বশীকরণ অসম্ভব হেতু প্রথম কিঞ্চিৎ তাহার গতি অনুসারেই অনুগমন করে, সেইরূপ তখনও তাহার লাগাম ধরিয়াই চলে, উপেক্ষা করে না।। ২১।।

বিবৃতি— বিষয়ের দিকে অশ্বের ন্যায় ধাবমান্ মন ভগবদ্ বস্তুকে বিষয় বলিয়া জানিতে পারিলেই উহার গতি সুষ্ঠুভাবে চালিত হয়। আত্মার হরিভজন-বিচার ক্রমে ক্রমে উদ্বুদ্ধ হইলেই তাহা মনের চাঞ্চল্যকে প্রশমিত করায়। মনের গতিকে নিত্যবস্তুর সেবায় নিযুক্ত করিলেই জীবের মঙ্গল হয়। মনঃস্থিরতা-কল্পে ফল্গুবৈরাগ্য অব-লম্বন করিবার পরিবর্ত্তে যুক্তবৈরাগ্য গ্রহণ করাই বিধেয়।।

সাংখ্যেন সর্ব্বভাবানাং প্রতিলোমানুলোমতঃ।
ভবাপ্যয়াবনুধ্যায়েন্মনো যাবৎ প্রসীদতি।। ২২।।

অন্বয়ঃ— যাবৎ মনঃ প্রসীদতি (নিশ্চলং ভবতি তাবৎ) সাংখ্যেন (তত্ত্ববিবেকেন) সর্ব্বভাবানাং (মহদাদি-দেহান্তানাং) প্রতিলোমানুলোমতঃ ভবাপ্যয়ৌ অনুধ্যায়েৎ (অনুলোমতঃ প্রকৃত্যাদিক্রমেণ ভবং জন্ম প্রতিলোমতঃ পৃথিব্যাদিক্রমেণাপ্যয়ং বিনাশঞ্চ প্রতিক্ষণং চিন্তয়েৎ)।।২২

অনুবাদ— পুরুষ মনের নিশ্চলতা-লাভ-পর্য্যন্ত সর্ব্বদা তত্ত্ববিবেকানুসারে মহত্তত্ত্ব হইতে স্থূলদেহ-পর্য্যন্ত সর্ব্ব-পদার্থের অনুলোমক্রমে সৃষ্টি ও প্রতিলোমক্রমে প্রলয় চিন্তা করিবেন।। ২২।।

বিশ্বনাথ— এবমীষদ্বশীকৃতস্য মনসোঽত্যন্ত-নৈশ্চল্যোপায়ানাহ,—সাঙ্খ্যেনেতি ত্রিভিঃ। সাংখ্যেন তত্ত্ব-বিবেকেন সর্ব্বভাবানাং মহদাদিপৃথিব্যন্তানাং অনুলোমতঃ প্রকৃত্যাদিক্রমেণ ভবং, প্রতিলোমতঃ পৃথিব্যাদিক্রমেণা-প্যয়ঞ্চ।। ২২।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— এইভাবে ঈষৎ বশীকৃত মনের অত্যন্ত নিশ্চল করিবার উপায় সমূহ তিনটি শ্লোকদ্বারা বলিতেছেন। সাংখ্যযোগদ্বারা অর্থাৎ তত্ত্ববিবেক দ্বারা মহৎতত্ত্ব হইতে আরম্ভ করিয়া পৃথিবী পর্য্যন্ত অনুলোম-ভাবে প্রকৃতি আদি ক্রমে সৃষ্টি এবং প্রতিলোমভাবে পৃথিবী আদি ক্রমে প্রলয় চিন্তা করিতে করিতে যে পর্য্যন্ত মন প্রসন্ন হয় সেই পর্য্যন্ত করিবে।। ২২।।

বিবৃতি— জড়জগতের অভ্যুদয় ও ভঙ্গ প্রতিলোম-অনুলোম-বিচার ক্রমে বিচারপূর্ব্বক মন নিশ্চল না হওয়া অবধি তত্ত্ববিবেকদ্বারা অনুধ্যান করিবে।। ২২।।

নির্ব্বিণ্নস্য বিরক্তস্য পুরুষস্যোক্তবেদিনঃ।
মনস্ত্যজতি দৌরাত্ম্যং চিন্তিতস্যানুচিন্তয়া।। ২৩।।

অন্বয়ঃ— নির্ব্বিণ্নস্য (আগমাপায়িষু তেষ্ববধি-ভূতাত্মদর্শনাৎ তদবিবেকাপন্নসংসারে নির্ব্বেদ-যুক্তস্য ততশ্চ) বিরক্তস্য (বৈরাগ্যযুক্তস্য ততশ্চ) উক্তবেদিনঃ (গুরূপদিষ্টার্থালোচকস্য ততো গুরূপদিষ্টস্যৈব) চিন্তিতস্য অনুচিন্তয়া (পুনঃ পুনশ্চিন্তয়া) পুরুষস্যঃ মনঃ দৌরাত্ম্যং (দেহাদ্যভিমানং) ত্যজতি।। ২৩।।

অনুবাদ— নির্ব্বেদ ও বৈরাগ্যযুক্ত পুরুষের চিত্ত

গুরূপদিষ্ট বিষয়ের আলোচনা এবং উক্ত বস্তুরই পুনঃ পুনঃ চিন্তা দ্বারা দেহাদিবিষয়ক অভিমান পরিত্যাগ করিয়া থাকে।। ২৩।।

বিশ্বনাথ— উক্তবেদিনঃ উক্তার্থপর্য্যালোচকস্য।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— উক্তবেদিনঃ অর্থাৎ কথিত বিষয়ের পর্য্যালোচকের।। ২৩।।

বিবৃতি— পরমাত্মচিন্তার অভাবে জগতে ভোগ-প্রবৃত্তি প্রবল হইলে নানাপ্রকার অমঙ্গল উৎপাদন করে। পরন্তু ভগবদনুশীলনপর চিত্তই জীবকে বিষয়াভিনিবেশ হইতে রক্ষা করে। জড়াভিমান-পরিত্যাগই মনের চাঞ্চল্য-নিবারক। সেইকালে ভগবানের নিজজনের উপদেশমত নিত্য চিন্তনীয় বস্তুর অনুশীলন করিবে।। ২৩।।

যমাদিভির্যোগপথৈরান্বীক্ষিক্যা চ বিদ্যয়া
মমার্চ্চোপাসনাভির্বা নান্যৈর্যোগ্যং স্মরেন্মনঃ।। ২৪।।

অন্বয়ঃ— (কিঞ্চ) যমাদিভিঃ যোগপথৈঃ (যোগ-মার্গৈঃ) আন্বীক্ষিক্যা বিদ্যয়া (তর্কবিদ্যয়া পদার্থদ্বয়-শোধনেন) চ মম অর্চ্চোপাসনাভিঃ (অর্চ্চন-ধ্যানা-দিভিঃ) বা মনঃ যোগ্যং (পরমাত্মানং) স্মরেৎ অন্যৈঃ ন (উপায়া-ন্তরৈর্ন স্মরেদতোঽন্যন্ন কুর্য্যাৎ)।। ২৪।।

অনুবাদ— যমাদি যোগমার্গ, তর্কবিদ্যা এবং মদীয় অর্চ্চন-ধ্যানাদি দ্বারা মন পরমাত্মবস্তুর স্মরণ লাভ করিয়া থাকে, এতদ্ব্যতীত অন্য উপায় নাই।। ২৪।।

বিশ্বনাথ— আন্বীক্ষিক্যা তত্ত্ববিচারেণ, মমার্চ্চেতি বাশব্দেনাস্য পক্ষস্য স্বাতন্ত্র্যং দর্শয়তীতি স্বামিচরণাঃ। বা শব্দশ্চার্থ ইত্যন্যে। এতৈরেব যোগ্যং পরমাত্মানং স্মরেন্নান্যৈঃ।। ২৪।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— আন্বীক্ষিকী দ্বারা তত্ত্ববিচার পূর্ব্বক আমার বিগ্রহের উপাসনা দ্বারা 'বা' শব্দে এই পক্ষটির স্বাতন্ত্র্য দেখাইতেছেন, ইহা স্বামিপাদ বলিয়াছেন। এই সকল দ্বারা যোগ্য পরমাত্মাকে স্মরণ করিবে, অন্য-দ্বারা নহে।। ২৪।।

বিবৃতি— বহির্জ্জগতের বস্তুসমূহের ভোগপিপাসা ব্রতাদির দ্বারা সংযত করিবে এবং ভোক্তৃজ্ঞান পরিত্যাগ করিয়া তত্ত্ববিচারপূর্ব্বক ভগবদর্চ্চার পূজা ও ধ্যানাদি কর্ম্মপ্রতিমচেষ্টাদ্বারা ভগবৎস্মরণই বিধেয়। হরিবাসর-পালন ও ভগবৎকীর্ত্তনের দ্বারাই সম্বন্ধজ্ঞানের ক্রমোদয় হয়। তখন কর্ম্মফলে ভোগ-পিপাসা ন্যূনাধিক শ্লথ হইয়া বিষয়ভোগ হইতে মন নিবৃত্ত হয়। ভগবানের সেবোন্মুখ-তাই মনের চাঞ্চল্য-নিবারণের একমাত্র সহায়। যেরূপে ভগবৎস্মৃতির আনুকূল্য সম্ভব হয়, সেইরূপভাবে স্মৃতির দ্বারাই অর্চ্চাবতারের সেবা হয়।। ২৪।।

যদি কুর্য্যাৎ প্রমাদেন যোগী কর্ম্ম বিগর্হিতম্।
যোগেনৈব দহেদংহো নান্যৎ তত্র কদাচন।। ২৫।।

অন্বয়ঃ— যোগী যদি প্রমাদেন (অনবধানতয়া) বিগর্হিতং (নিন্দনীয়ং কিঞ্চিৎ) কর্ম্ম কুর্য্যাৎ (তদা) যোগেন (জ্ঞানাভ্যাসেন) এব অংহঃ (তজ্জন্যং পাপং) দহেৎ (বিনাশয়েৎ) তত্র (পাপনাশে) কদাচন (কদাপি) অন্যৎ (কৃচ্ছ্রাদি) ন (ন কুর্য্যাৎ)।। ২৫।।

অনুবাদ— যোগী পুরুষ যদি প্রমাদবশতঃ কোনরূপ নিন্দনীয় কর্ম্মের আচরণ করেন, তাহা হইলে যোগদ্বারাই তজ্জনিত পাপ বিনষ্ট করিবেন, সে-বিষয়ে কখনও কৃচ্ছ্রাদি ও উপায়ান্তর অনুষ্ঠেয় নহে।। ২৫।।

বিশ্বনাথ—ননু যদ্যস্য নির্ব্বিণ্ণস্য কর্ম্মণি নাধিকারস্তদা পাপে দৈবাৎ কৃতে সতি প্রায়শ্চিত্তং বিনা কথং তদুপ-শমস্তত্রাহ,—যদীতি। যোগেন জ্ঞানাভ্যাসেনৈব। এতচ্চ ভক্তস্যাপি নামকীর্ত্তনাদ্যুপলক্ষণার্থমিতি স্বামিচরণাঃ। যদুক্তং "কেচিৎ কেবলয়া ভক্ত্যা বাসুদেবপরায়ণাঃ। অঘং ধুন্বন্তি কার্ৎস্ন্যেন নীহারমিব ভাস্করঃ" ইতি। "স্বপাদমূলং ভজতঃ প্রিয়স্য, ত্যক্তান্যভাবস্য হরিঃ পরেশঃ।" ইত্যত্র "বিকর্ম্ম যচ্চোৎপতিতং কথঞ্চিদ্ধুনোতি সর্ব্বং হৃদি সন্নিবিষ্টঃ" ইতি চ। যোগীতি জ্ঞানযোগভক্তিযোগবন্তো ব্যাখ্যেয়াঃ। যোগেনেত্যত্রাপি জ্ঞানেন ভক্ত্যা চেতন্যে।। ২৫

টীকার বঙ্গানুবাদ— প্রশ্ন। যদি এই সংসারে বিরক্ত ব্যক্তির কর্ম্মে অধিকার না থাকে দৈবাৎ পাপ করিলে প্রায়শ্চিত্ত ব্যতীত ঐ পাপ হইতে কিরূপে মুক্ত হইবে? তাহাই বলিতেছেন যোগ অর্থাৎ জ্ঞানের অভ্যাস দ্বারাই। ইহা ভক্তেরও নাম কীর্ত্তনাদি দ্বারা, পাপ উপশম হইবে ইহা স্বামিপাদ বলিয়াছেন। ষষ্ঠস্কন্ধে বলা হইয়াছে বাসুদেব পরায়ণ ভক্তগণ কেবল ভক্তিদ্বারা পরিপূর্ণরূপে পাপকে ঝাড়িয়া ফেলে যেমন সূর্য্য উদয়ে অন্ধকার দূরীভূত হয়। আরও বলিয়াছেন—'নিজের চরণকমল ভজনকারী ভক্তগণের কোনরূপে বিকর্ম্ম আসিয়া পড়িলে তাহা সকলই ভগবান তাহার হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া পাপ সমূহ ঝাড়িয়া ফেলেন। যোগী শব্দে এস্থলে জ্ঞান যোগ ও ভক্তিযোগীগণের কথা জানিতে হইবে। যোগ শব্দে এস্থলেও জ্ঞান ও ভক্তি ইহা অন্যে বলেন।। ২৫।।

বিবৃতি— জীবের কর্ম্ম দ্বিবিধ—সৎকর্ম্ম ও কুকর্ম্ম। সংযত ব্যক্তি যদি কোন কারণবশতঃ কুকর্ম্ম করেন, ভগবৎসেবা-বিধান-যোগের দ্বারাই তাদৃশ কুকর্ম্ম ধ্বংস পায়—ইতর প্রায়শ্চিত্তের আবশ্যকতা হয় না।। ২৫।।

স্বে স্বেঽধিকারে যা নিষ্ঠা স গুণঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
কর্ম্মণাং জাত্যশুদ্ধানামনেন নিয়মঃ কৃতঃ।
গুণদোষবিধানেন সঙ্গানাং ত্যাজনেচ্ছয়া।। ২৬।।

অন্বয়ঃ— স্বে স্বে অধিকারে (নির্দ্দিষ্টে স্ব-স্ব-কর্ত্তব্যে) যা নিষ্ঠা (একাগ্রতা) সঃ (এব) গুণঃ পরিকীর্ত্তিতঃ (কথিতো নেতরঃ, যস্মাদ্‌বিধিপ্রতিষেধাভ্যাম্) অনেন গুণদোষবিধানেন সঙ্গানাং (প্রাপ্তানাং সঙ্গানাং) ত্যাজনেচ্ছয়া (পরিহারকামনয়া) জাত্যশুদ্ধানাং (জাত্যা উৎপত্ত্যৈবাশুদ্ধানাং) কর্ম্মণাং নিয়মঃ (সঙ্কোচঃ) কৃতঃ।। ২৬।।

অনুবাদ— স্ব-স্ব অধিকার বিষয়ে একাগ্রতাই গুণনামে অভিহিত হইয়াছে। এই গুণদোষবিধানদ্বারা প্রাপ্ত সঙ্গের পরিহার-কামনায় স্বভাবতঃ অশুদ্ধ কর্ম্মসমূহের সঙ্কোচ করা হইয়াছে।। ২৬।।

বিশ্বনাথ— ননু নান্যদিতি কথং ব্রবীষি, তদপ্যস্তু কস্তত্র দোষস্তত্রাহ— স্বে স্বে ইতি, বীপ্সয়া জ্ঞানিনো ভক্তস্য চ প্রাপ্তির্গম্যতে। অয়ং ভাবঃ,—জ্ঞানিনো জ্ঞানেন ভক্তস্য ভক্ত্যা চ যদি পাপং ন নশ্যেত্তদা তেন তেন পাপনাশার্থং কৃচ্ছ্রাদিকমনুষ্ঠীয়েত, জ্ঞান-ভক্ত্যোঃ পাপনাশকত্বস্য বহুশঃ শ্রুতত্বাৎ পাপনাশে সিদ্ধে কথং পরাধিকারগতং তেন তেন কৃচ্ছ্রাদিকমনুষ্ঠেয়ম্। তস্মিন্ননুষ্ঠিতে সতি স্বধর্ম্মনিষ্ঠাত্যাগঃ পরধর্ম্মপ্রসক্তিশ্চেতি দোষদ্বয়ং স্যাৎ। বস্তুতস্তু জ্ঞানিভক্তয়োঃ পাপপ্রবৃত্তিরেব ন স্যাৎ; যদি দৈবাৎ স্যাত্তদপি জ্ঞানভক্তিযোগয়োর্জাত্যৈব শোধকত্বাত্তাভ্যামেব স্বত এব পাপক্ষয় ইত্যতো গুণদোষময়বিধিপ্রতিষেধাধিকারমধ্যপাতিত্বং জ্ঞানিভক্তয়োঃ প্রায়েণোক্তং বেদেন, কিন্তু তয়োরপি মধ্যে ভক্তে এব পাপপ্রবৃত্তেঽপি দোষদর্শনং সর্ব্বত্র নিষিদ্ধং, প্রাকৃতগুণদর্শনঞ্চ তস্য নির্গুণত্বেন ব্যাখ্যাস্যমানত্বাৎ, জ্ঞানিনস্তু সাত্ত্বিকত্বাত্তস্মিন্ শমদমাদিগুণদর্শনস্য "যস্ত্বসং যতষড়্‌বর্গঃ প্রচণ্ডেন্দ্রিয়সারথিঃ" ইত্যাদের্দোষদর্শনস্য চ ব্যক্তত্বাত্তেষু গুণদোষদৃশির্দোষ ইতি ন শক্যতে বক্তুম্। কর্ম্মিণাস্তু স্বাভাবিকাবেব গুণদোষাবিত্যাহ—কর্ম্মণাং জাত্যৈবাশুদ্ধানাং অনেন বিধিপ্রতিষেধরূপগুণদোষ-বিধানেন নিয়মঃ দেহগেহাসক্তানাং কর্ম্মিণামুৎপত্ত্যৈব পাপরতানাং স্বাভাবিকপ্রবৃত্তিসঙ্কোচঃ কৃত এবাভীক্ষ্ণশো বেদেন। কিমর্থম্? সঙ্গানাং বিষয়াসক্তীনাং ত্যাজনেচ্ছয়া। অয়ং ভাবঃ—পুরুষস্যাশুদ্ধির্নাম ন প্রবৃত্তিতোঽন্যাস্তি ন চ সহসা সর্ব্বতো নিবৃত্তিঃ কর্ত্তুং শক্যতে। অত ইদং কর্ত্তব্যমিদং ন কর্ত্তব্যমিতি বিধিনিষেধাভ্যাং স্বাভাবিকপ্রবৃত্তিসঙ্কোচদ্বারেণ নিবৃত্তিরেব ক্রিয়তে। যথা চ ন প্রবৃত্তিপরো বেদস্তথা উত্তরাধ্যায়ে বক্ষ্যামঃ, উৎপত্ত্যৈব হি কামেষ্বিত্যাদিনা।। ২৬।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— প্রশ্ন! যোগিগণের পাপ প্রায়শ্চিত্তের যোগভিন্ন অন্যকোন ব্যবস্থা নাই, ইহা কিরূপে বলিতেছ? তাহাই হউক সেইখানে দোষ কি? তাহার উত্তরে বলিতেছেন জ্ঞানী ও ভক্তগণের নিজ নিজ অধিকার অনুসারে প্রাপ্তি জানা যায়। ভাবার্থ এই—জ্ঞানী-

গণের জ্ঞানদ্বারা, ভক্তের ভক্তিদ্বারা যদি পাপ নাশ না হয়, তখন সেই সেই পাপনাশের জন্য কৃচ্ছ্রব্রত আদি অনুষ্ঠান করিবে, জ্ঞান ও ভক্তির পাপ নাশকতা বহু বহুবার শুনা যায়। অতএব পাপনাশ হইলেপর কিকারণ পরের অধিকারগত ঐসকল কষ্টসাধ্য প্রায়শ্চিত্ত অনুষ্ঠান করিবে? তাহা করিলে পর স্বধর্ম্ম নিষ্ঠাত্যাগ, পরধর্ম্ম নিষ্ঠা দোষ, এই দ্বিবিধ দোষ হয়। বস্তুত জ্ঞানী ও ভক্তগণের পাপ-প্রবৃত্তিই হয় না। যদি দৈবাৎ হয়, তাহাও জ্ঞান ও ভক্তি-যোগের জাতিতেই শোধকতা থাকায় ঐ উভয়দ্বারা স্বতই পাপক্ষয় হয়। অতএব গুণদোষময় বিধিনিষেধ অধিকার মধ্যে জ্ঞানী ও ভক্তের অপাতিত্ব বেদে প্রায়শঃই দেখা যায়। কিন্তু তাহাদের মধ্যে ভক্তিতেই পাপপ্রবৃত্তিরও দোষ দর্শন সর্ব্বত্র নিষিদ্ধ আছে। প্রাকৃত গুণদর্শন ও ভক্ত নির্গুণ হেতু ব্যাখ্যা করা হইবে না। কিন্তু জ্ঞানীর সাত্ত্বিক গুণ হেতু তাহাতে শম দম আদি গুণ দর্শনের 'প্রচণ্ড ইন্দ্রিয় সারথি মন ষড়্বর্গকে জয় করিতে পারে না' ইত্যাদি দোষ দর্শনও প্রকাশ থাকায়, তাহাতে গুণ দোষ দর্শন দোষ বলিতে পার না, কিন্তু কর্ম্মিগণের স্বাভাবিকই গুণ ও দোষ বলিতেছেন—কর্ম্মিগণ জাতিতেই অশুদ্ধ, এই কারণে বিধি-নিষেধ রূপ গুণ-দোষ ব্যবস্থা নিয়ম করিয়াছেন। দেহ ও গৃহে আসক্ত কর্ম্মিগণের উৎপত্তি হইতেই পাপরত হয়। স্বাভাবিক প্রবৃত্তি সংকোচ বেদ কর্ত্তৃক পুনঃ পুনঃ করা হইয়াছে। কি কারণ? বিষয়াসক্ত কর্ম্মিগণের সঙ্গত্যাগ করাইবার ইচ্ছায়। ভাবার্থ এই পুরুষের অশুদ্ধি বলিতে প্রবৃত্তি হইতে অন্য নাই, সহসা সর্ব্ববিষয় হইতে নিবৃত্তি করিতে পারে না। অতএব ইহা কর্ত্তব্য, ইহা কর্ত্তব্য নহে, এইরূপ বিধি ও নিষেধের দ্বারা স্বাভাবিক প্রবৃত্তি সংকোচ দ্বারা নিবৃত্তি উপদেশ করা হইয়াছে। যেরূপে বেদ প্রবৃত্তিপর নহে, সেইরূপ পরের অধ্যায়ে বলিব। 'উৎপত্তি হইতেই কর্ম্মিগণ কামনা সমূহে আসক্ত' ইত্যাদি পদ্যদ্বারা।। ২৬।।

বিবৃতি— জীবের অধিকারানুসারে যে নিষ্ঠা লক্ষিত হয়, তাহাই তাহার পক্ষে মঙ্গলপ্রদ গুণ। অধিকার-বহির্ভূত অনুষ্ঠান দোষাবহ। বিষয়াসক্ত জনগণের কর্ম্মফল-ভোগের সঙ্গস্পৃহা-পরিত্যাগ-কল্পে গুণদোষ-বিধানের নিয়মসকল স্থাপিত আছে। অশুদ্ধ কর্ম্মের দ্বারা নানাবিধ ক্লেশ উৎপন্ন হয়। উহা হইতে বিরত হইবার ব্যবস্থার উদ্দেশেই গুণদোষাদির বিধি-নিষেধ কথিত হইয়াছে।

ভগবৎসেবা-বিচার উপস্থিত না হওয়া পর্য্যন্ত জীবের চতুর্বর্গাভিলাষ লক্ষিত হয়। সেখানেই গুণ-দোষের বিচার। উহাদের গুণ-দোষ সঙ্গ হইতে মুক্তি লাভ করিতে হইলে ভক্তিই একমাত্র গ্রহণীয়া।। ২৬।।

জাতশ্রদ্ধো মৎকথাসু নির্ব্বিণ্নঃ সর্ব্বকর্ম্মসু।
বেদ দুঃখাত্মকান্ কামান্ পরিত্যাগেঽপ্যনীশ্বরঃ।। ২৭
ততো ভজেত মাং প্রীতঃ শ্রদ্ধালুর্দৃঢ়নিশ্চয়ঃ।
জুষমাণশ্চ তান্ কামান্ দুঃখোদর্কাংশ্চ গর্হয়ন্।। ২৮

অন্বয়ঃ— মৎকথাসু জাতশ্রদ্ধঃ (অতএব) সর্ব্বকর্ম্মসু (অন্যেষু কর্ম্মসু) নির্ব্বিণ্নঃ (উদ্‌বিগ্নঃ) কামান্ (বাসনাঃ) দুঃখাত্মকান্ (দুঃখরূপান্ যদ্যপি) বেদ অপি (জানাতি তথাপি) পরিত্যাগে (তৎকামপরিত্যাগে) অনীশ্বরঃ (অশক্ত এবম্ভূতো যঃ) শ্রদ্ধালুঃ (সঃ) ততঃ (ভক্ত্যৈব সর্ব্বং ভবিষ্যতীতি) দৃঢ়নিশ্চয়ঃ (সন্) দুঃখোদর্কান্ (দুঃখোত্তরফলকান্) তান্ কামান্ (বিষয়ান্) জুষমাণঃ চ (সেবমানোঽপি) গর্হয়ন্ চ (তান্ গর্হিতত্বেন জ্ঞাত্বা তেষ্বপ্রীতঃ কিন্তু প্রীতঃ মাং ভজেত (প্রীত্যা মাং সেবেত)।। ২৭-২৮।।

অনুবাদ— মদীয় চরিত-কথায় শ্রদ্ধাযুক্ত, কর্ম্মান্তরে উদ্‌বিগ্ন পুরুষ বিষয়বাসনা-রাশিকে দুঃখাত্মক জানিয়াও তৎপরিত্যাগে অশক্ত হইলে "মদ্‌ভক্তিদ্বারাই সর্ব্ববিষয়ে সিদ্ধিলাভ হইবে",—এইরূপ দৃঢ়নিশ্চয়-সহকারে দুঃখ-পরিণামক বিষয়-ভোগের সহিত তাহাতে অপ্রীত হইয়া প্রীতির সহিত আমার আরাধনা করিবেন।। ২৭-২৮।।

বিশ্বনাথ— অথ ভক্ত্যধিকারিণঃ প্রাথমিকং স্বভাবং দর্শয়ন্ ভক্তিমাহ,—জাতশ্রদ্ধ ইতি দ্বাভ্যাম্। সর্ব্বকর্ম্মসু লৌকিকবৈদিকেষু কর্ম্মসু তৎফলেষু নির্ব্বিণ্নঃ দুঃখবুদ্ধ্যা

উদ্বিগ্নঃ। "নাতিসক্ত" ইতি যদুক্তং তদ্বিবৃণোতি— কামান্ স্ত্রীপুত্রাদিসঙ্গোত্থান্ কামান্ দুঃখাত্মকান্ বেদ, অথচ তৎপরিত্যাগেপ্যসমর্থঃ। ততস্তামবস্থামারভ্যৈব দৃঢ়নিশ্চয় ইতি গৃহাদ্যাসক্তির্মে নশ্যতু বৰ্দ্ধতাং বা, ভজনেঽপি মে বিঘ্নকোটির্ভবতু নশ্যতু বা, অপরাধে নরকং চেদ্ভবতু, কামমঙ্গীকুর্ব্বে, তদপি ভক্তিং ন জিহাসামি, জ্ঞানকর্ম্মাদিকং নৈব জিঘৃক্ষামি, যদি স্বয়ং ব্রহ্মপ্যাগত্য বদেদিত্যেবং দৃঢ়ো নিশ্চয়ো যস্য সঃ। আরব্ধভজনস্য তস্য ভক্তৌ যথা নিশ্চয়দার্ঢ্যং, ন তথা তৎপ্রতিকূলবস্তুনীত্যাহ,—জুষমাণশ্চেতি। দুঃখোদর্কান্ কলত্রপুত্রাদিসঙ্গোত্থান্ কামান্ গর্হয়ন্নেব জুষমাণঃ, অহো অমী বিষয়ভোগা এব মমানর্থকারিণো ভগবৎপদপ্রাপ্তিপ্রতিকূলা, যদেতে বহুশো নামগ্রাহমপি সশপথমপি ত্যক্তা অপি সময়ে ভোক্তব্যা এব ভবন্তীতি নিন্দামি চ পিবামি চেতি ন্যায়েন ভুঞ্জানঃ।। ২৭-২৮

টীকার বঙ্গানুবাদ— অনন্তর ভক্তি অধিকারীর প্রাথমিক স্বভাব দেখাইয়া ভক্তি বলিতেছেন—জাত শ্রদ্ধ ইত্যাদি দুইটি শ্লোকদ্বারা। সর্ব্ব কর্ম্মে অর্থাৎ লৌকিক ও বৈদিক কর্ম্মসমূহে ও তাহার ফল সমূহে নির্ব্বিণ্ণ অর্থাৎ দুঃখবুদ্ধিদ্বারা উদ্বিগ্ন, নাতিসক্ত ইহা যে বলা হইয়াছে তাহা বিশেষভাবে বলিতেছেন—কাম অর্থাৎ স্ত্রী-পুত্রাদি সঙ্গ হইতে জাত কামনা সমূহ দুঃখস্বরূপ জানে, অথচ তাহা পরিত্যাগেও অসমর্থ, সেই হেতু ঐ অবস্থার আরম্ভ হইতেই দৃঢ় নিশ্চয় করিয়া আমার গৃহাদি আসক্তি নাশ হউক, অথবা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হউক। ভজনেও আমার কোটি কোটি বিঘ্ন হউক বা নাশ হউক, অপরাধে নরক যদি হয় হউক, ইচ্ছামত তাহা স্বীকার করিব, তথাপি ভক্তিকে ত্যাগ করিব না। জ্ঞান ও কর্ম্মাদিকে গ্রহণ করিব না। যদি স্বয়ং ব্রহ্মাও আসিয়া বলেন। এই প্রকার দৃঢ় নিশ্চয় যাহার তিনি ভক্ত। আরব্ধ ভজনের তাহার ভক্তিতে যেমন নিশ্চয় দৃঢ়তা, সেইরূপ প্রতিকূল বস্তুতে নহে, স্ত্রী-পুত্রাদি সঙ্গ জাত বাসনা সমূহকে নিন্দা করিতে করিতেই গ্রহণকারী, অহো এই বিষয় ভোগ সমূহই আমার অনর্থকারী, ভগবৎ চরণ প্রাপ্তির প্রতিকূল, যেহেতু এই সকল বহুবার নাম গ্রহণও শপথের সহিত ত্যাগ করিয়াও সময়ে সময়ে ভোগ করিতে হইতেছে। 'নিন্দাও করি, পানও করি' এই ন্যায়ে ভোগকারী।। ২৭-২৮।।

মধ্ব— স্বতোঽশুদ্ধানাং কর্ম্মণাম্। অনেন গুণ-দোষ-বিধানেন নিয়মঃ কৃতঃ। স্বতোঽশুদ্ধত্বেপি কর্ম্মণাং বিধ্যনুসারেণানুষ্ঠানে গুণত্বমেবেত্যর্থঃ।। ২৭।।

বিবৃতি— ভগবানের কথা শ্রবণ করিলে কর্ম্মফল-ভোগ-বাসনা হইতে জীবের মুক্তি হয়। ভগবৎকথায় শ্রদ্ধাবান্ জনই জড়ভোগবাসনা দুঃখাত্মক বলিয়া জানিতে পারেন। যখন তিনি এই ক্লেশ পরিহারের জন্য যত্ন করিয়াও বিফলমনোরথ হন, সেইকালে ভগবৎকথায় দৃঢ়তা স্থাপন করিয়া শ্রদ্ধা-সহকারে ভগবদ্ভজন করেন। ব্যবহারিক কার্য্যে যেসকল দুঃখপ্রদ ভাব উপস্থিত হয়, উহাদিগকে নিন্দনপূর্ব্বক ঐ দুঃসঙ্গ-ত্যাগ-চেষ্টা-বিশিষ্ট হইয়া ভগবৎ-সেবা-পরায়ণ হন। ভগবৎসেবায় প্রকৃত-প্রস্তাবে অমঙ্গল নাই। ভোগপ্রবৃত্তিতে সকল-প্রকার অসুবিধা বর্ত্তমান। ভোগ ও ভক্তি বিপরীতজাতীয়। সুতরাং সেবা-ধর্ম্মে উন্নত হইবার পূর্ব্বে যে-সকল বিপৎপাত উপস্থিত হয়, উহাদিগকে অপ্রয়োজনীয়জ্ঞানে তাদৃশসঙ্গ-পরিত্যাগ-বাসনাই ভক্তিপথে অগ্রসর হইতে ক্রমশঃ সুযোগ প্রদান করে।। ২৭-২৮

প্রোক্তেন ভক্তিযোগেন ভজতো মাসকৃন্মুনেঃ।
কামা হৃদয্যা নশ্যন্তি সর্ব্বে ময়ি হৃদি স্থিতে।। ২৯।।

অন্বয়ঃ— প্রোক্তেন ভক্তিযোগেন (শ্রদ্ধামৃতকথায়াং মে শশ্বন্মদনুকীর্ত্তনমিত্যাদিনা তত্র তত্রোক্তেন ভক্তিযোগেন) অসকৃৎ (নিরন্তরং) মা (মাং) ভজতঃ (সেবমানস্য) মুনেঃ হৃদি ময়ি (মাং প্রতি) স্থিতে (একাগ্রতয়াবস্থিতে সতি) হৃদয্যাঃ (হৃদ্গতাঃ) সর্ব্বে কামা (বিষয়বাসনাঃ) নশ্যন্তি।। ২৯।।

অনুবাদ— পূর্ব্বোক্ত ভক্তিযোগে যিনি নিরন্তর আমার সেবা করেন, তাঁহার হৃদয় আমার প্রতি একাগ্রভাবে অবস্থিত হইলে হৃদয়স্থিত যাবতীয় বিষয়বাসনা বিনষ্ট হইয়া থাকে।। ২৯।।

বিশ্বনাথ— ননু কিং ত্বদ্ভক্ত এবং বিষয়বাধিত এব তিষ্ঠেত্তত্র নহি নহীত্যাহ,—প্রোক্তেনেতি দ্বাভ্যাম্। শ্রদ্ধামৃতকথায়াং মে শশ্বন্মদনুকীর্ত্তনমিত্যাদিনা ময়া প্রোক্তেন অসকৃৎ নিত্যং পুনঃ পুর্নমা মাং ভজতঃ হৃদয্যাঃ হৃদগতাঃ। ময়ি হৃদি স্থিতে ইতি নহ্যেকস্মিন্নেব হৃদি মম স্থিতিস্তেষাং চ স্থিতিঃ সম্ভবেৎ, ন হি সূর্য্যান্ধকারয়োরৈকাধিকরণ্যং ঘটেতেতি ভাবঃ।। ২৯।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— প্রশ্ন। তোমার ভক্ত কি এইরূপে বিষয় দ্বারা ক্লেশ পাইতেই থাকে? তাহার উত্তরে দুইটি শ্লোকদ্বারা বলিতেছেন—না না। আমার অমৃত কথায় শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া পুনঃ পুনঃ আমার কীর্ত্তন দ্বারা মৎকথিত নিত্য পুনঃ পুনঃ আমাকে ভজন করিতে করিতে হৃদ্‌গত কাম সমূহ নাশ করে, কেবল একজনের হৃদয়েই আমার স্থিতি তাহাদেরও স্থিতি সম্ভব হয় না, সূর্য্য ও অন্ধকারের একত্র স্থিতি যেমন সম্ভব হয় না, সেইরূপ, ইহাই ভাবার্থ।। ২৯।।

বিবৃতি— ইন্দ্রিয়সমূহ মনের সেবা করিতে গিয়া নানাপ্রকার ভোগবাসনা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করে। ভগবৎ-কথায় শ্রদ্ধাবিশিষ্ট জনগণ ভক্তিযোগ অবলম্বনপূর্ব্বক ভজন করিতে করিতে সকলপ্রকার ভোগবাসনা হইতে অবসর লাভ করেন। সেই কালে তাঁহারা "ভগবান্‌ই একমাত্র আনন্দের ভোক্তা"—এই প্রকার উপলব্ধি পোষণ করেন। ভগবদ্ভক্ত সর্ব্বদাই হৃদয় সিংহাসনে ভগবান্‌কে স্থাপনপূর্ব্বক তাঁহার সেবা করেন; সুতরাং নিজভোগ-বাসনা তাঁহাকে সেইকালে ক্লেশ দিতে পারে না।। ২৯।।

ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি ময়ি দৃষ্টেঽখিলাত্মনি।। ৩০।।

অন্বয়ঃ— অখিলাত্মনি (সর্ব্বান্তর্য্যামিনি) ময়ি (পরমাত্মনি) দৃষ্টে (সাক্ষাৎকৃতে সতি) অস্য (জীবস্য) হৃদয়গ্রন্থিঃ (হৃদয়মেব গ্রন্থিরহঙ্কারঃ সঃ) ভিদ্যতে (ভিন্নো ভবতি নশ্যতীত্যর্থস্তৎপূর্ব্বকাশ্চ) সর্ব্বসংশয়াঃ (সর্ব্বে সংশয়াঃ) ছিদ্যন্তে (ছিন্না ভবন্তি) কর্ম্মাণি (অনারব্ধ-ফলানি সংসার-হেতুভূতানি চ) ক্ষীয়ন্তে চ (নশ্যন্তি)।। ৩০।।

অনুবাদ— সর্ব্বান্তর্য্যামী পরমাত্মরূপী আমার সাক্ষাৎকার লাভ হইলে জীবের অহঙ্কার বিনষ্ট, সর্ব্ব সংশয় ছিন্ন এবং কর্ম্মরাশি ক্ষীণ হইয়া থাকে।। ৩০।।

বিশ্বনাথ— ততশ্চ নিষ্ঠারুচ্যাদিভূমিকারূঢ়স্য ভক্তস্য হৃদয়গ্রন্থিরহঙ্কারো ভিদ্যতে স্বয়মেবেতি ন তত্র ভক্তস্যেচ্ছাপ্রযত্নাবিতি ভাবঃ। যদুক্তং—"জরয়ত্যাশু যা কোষং নিগীর্ণমনলো যথা" ইতি। সংশয়া অসম্ভাবনাদয়ঃ। কর্ম্মাণি প্রারব্ধপর্য্যন্তানি। তথা চ শ্রুতির্গোপালতাপনী—"ভক্তিরস্য ভজনং তদিহামুত্রোপাধিনৈরাশ্যেনামুষ্মিন্মনঃ-কল্পনমেতদেব নৈষ্কর্ম্মং।" নৈষ্কর্ম্ম্যকরমিতি তস্যার্থঃ।। ৩০

টীকার বঙ্গানুবাদ— অনন্তর নিষ্ঠা রুচি আদি ভূমিকাতে আরূঢ় ভক্তের হৃদয় গ্রন্থিরূপ অহঙ্কার স্বয়ংই ছিন্ন হয়, সেস্থলে ভক্তের ইচ্ছা ও প্রযত্ন আদি থাকে না, যাহা বলা হইয়াছে যে—ভক্তি মনের বাসনা সমূহকে শীঘ্র নষ্ট করে, যেমন ভুক্ত বস্তুর জীর্ণ করিতে ভক্ষণকারীর কোন চেষ্টা করিতে হয় না উদরস্থিত অগ্নিই জীর্ণের কার্য্য করে। সর্ব্ববিধ সংশয় অর্থাৎ অসম্ভাবনাদি। কর্ম্মসমূহ অর্থাৎ প্রারব্ধ কর্ম্ম পর্য্যন্ত। এই বিষয়ে গোপাল তাপনী শ্রুতি বলিতেছেন—ভক্তি শ্রীকৃষ্ণের ভজন, তাহা ইহ ও পরলোকের উপাধিসমূহ বিনাশদ্বারা এই শ্রীকৃষ্ণে মনের আবেশ জন্মায়, ইহাই নৈষ্কর্ম্ম্য অর্থাৎ নৈষ্কর্ম্ম্যকর।। ৩০।।

বিবৃতি— ভগবদ্বস্তুর দর্শনে তাঁহাকে সর্ব্বাশ্রয় জানিয়া বদ্ধজীবের কর্ম্মফল ভোগবাসনা ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। ভগবানের পরিচয় লাভ করিলেই বদ্ধজীবের হৃদয়গ্রন্থি ধ্বংস-প্রাপ্ত এবং সর্ব্বপ্রকার সন্দেহ নিরাকৃত হয়। ভগ-বানই সর্ব্বপ্রকার রসের আশ্রয়—তিনি অখিলরসামৃত-মূর্ত্তি, সুতরাং জড়রস-প্রাপ্তিবাসনা ক্ষীণ হইলে সন্দিগ্ধচিত্ত হইয়া কুতর্ক পোষণ করিতে হয় না।। ৩০।।

তস্মান্মদ্ভক্তিযুক্তস্য যোগিনো বৈ মদাত্মনঃ।
ন জ্ঞানং ন চ বৈরাগ্যং প্রায়ঃ শ্রেয়ো ভবেদিহ।।৩১

অন্বয়ঃ— তস্মাৎ মদ্‌ভক্তিযুক্তস্য মদাত্মনঃ (ময়্যেবাত্মা চিত্তং যস্য তস্য) যোগিনঃ বৈ ইহ (সংসারে) প্রায়ঃ (প্রায়েণ) জ্ঞানং ন শ্রেয়ঃ (শ্রেয়ঃসাধনং) ভবেৎ বৈরাগ্যং ন চ (বৈরাগ্যমপি ন শ্রেয়ঃসাধনং ভবেৎ)।। ৩১ ।।

অনুবাদ— অতএব মদ্‌গতচিত্ত মদ্‌ভক্তিযুক্ত যোগিপুরুষের পক্ষে জ্ঞান বা বৈরাগ্য ইহ সংসারে শ্রেয়ঃসাধনরূপে গণ্য হয় না।। ৩১ ।।

বিশ্বনাথ— যতো হেত্বন্তরনিরপেক্ষয়া ভক্ত্যৈব হৃদয়গ্রন্থিভেদাদ্যাঃ স্বত এব স্যুস্তস্মাত্তত্ত্যর্থং বা হৃদয়গ্রন্থিভেদাদ্যর্থং বা মদ্ভক্তেন জ্ঞানবৈরাগ্যে নৈবোপাদেয়ে, স্বস্মিংস্তয়োঃ শ্রেয়স্করত্বাদর্শনাদিত্যাহ—তস্মাদিতি। মদাত্মনঃ ময়ি আত্মা মনো যস্য তস্য, দেহাদ্যতিরিক্তত্বানুসন্ধানলক্ষণং জ্ঞানং, বিষয়াগ্রহণলক্ষণং বৈরাগ্যঞ্চ ন শ্রেয়ঃ তয়োঃ সাত্ত্বিকত্বাত্তস্যাস্তু গুণাতীতত্বাত্তস্যাং সত্যাং তয়োঃ স্বস্মিন্ আনিনীষৈব দোষ ইতি ভাবঃ। প্রত্যুত অবিদ্যাবৃত্তীনাং রাগদ্বেষাদীনামিব বিদ্যাবৃত্তিরূপয়োরপি জ্ঞানবৈরাগ্যয়োর্ভক্তে স্বত এব বর্ত্তমানয়োরপি ভক্ত্যৈব নির্জ্জয় এবাগ্রে পঞ্চবিংশতিতমাধ্যায়ে বক্ষ্যতে। কিঞ্চ ভগবদনুভবরূপং জ্ঞানং, বিষয়ারোচকত্বলক্ষণং বৈরাগ্যঞ্চ ভক্ত্যুত্থত্বাদ্‌গুণাতীতং, তস্য স্বত এব স্যাৎ। যদুক্তং—"ভক্তিঃ পরেশানুভবো বিরক্তিরন্যত্র চৈষ ত্রিক এককালঃ। প্রপদ্যমানস্য" ইতি। প্রায়গ্রহণেন কচিচ্ছান্তভক্তেঃ প্রথমদশায়াং তয়োর্গ্রহোঽপি নাশ্রেয়স্করঃ। 'ভক্তির্মুক্ত্যৈব নির্ব্বিঘ্নেত্যাত্তযুক্তবিরক্ততা', ইতি তন্মতমুক্তং ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ।। ৩১ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— যেহেতু অর্থাৎ অন্যকারণ অপেক্ষা না করিয়া ভক্তিদ্বারাই হৃদয়গ্রন্থি ভেদ প্রভৃতি স্বাভাবিকই হয়। তজ্জন্য অথবা ভক্তির জন্য বা হৃদয় গ্রন্থি ভেদাদির জন্য আমার ভক্তের জ্ঞান ও বৈরাগ্য উপাদেয় নহে। ভক্তিতে জ্ঞান ও বৈরাগ্যের মঙ্গলকারীতা দেখা যায় না, ইহাই বলিতেছেন। আমাতে আত্মা অর্থাৎ মন যাহার সেই ভক্তের দেহাদি অতিরিক্ত থাকা হেতু, তাহার অনুসন্ধান রূপ জ্ঞান ও বিষয় অগ্রহণরূপ বৈরাগ্য মঙ্গলকর নহে। জ্ঞান ও বৈরাগ্য প্রাকৃত সাত্ত্বিক গুণ জাত, ভক্তিগুণাতীত, ভক্তি থাকিলে সেইখানে জ্ঞান ও বৈরাগ্য আনিবার ইচ্ছাই দোষ, ইহাই ভাবার্থ। বস্তুত অবিদ্যা বৃত্তি রাগ দ্বেষ আদির ন্যায়, বিদ্যা-বৃত্তিস্বরূপ জ্ঞান ও বৈরাগ্য স্বাভাবিকই ভক্তিতে অবস্থান করিলেও ভক্তিদ্বারাই হৃদয়গ্রন্থি নিঃশেষে ছিন্ন হয়ই। ইহা পঞ্চবিংশতিতম অধ্যায়ে বলা হইবে। আর ভগবৎ অনুভবরূপ জ্ঞান, বিষয়ে অরুচিরূপ বৈরাগ্য, ভক্তি হইতে উত্থিত হেতু গুণাতীত ভক্তের স্বাভাবিকই হয়। যাহা বলা হইয়াছে ভগবদ্ভক্তি, পরমেশ্বরের অনুভবরূপ জ্ঞান ও অন্যত্র বৈরাগ্য—এই তিনটি একই সময়ে হয়। শরণাগত ভক্তের। এই শ্লোকে প্রায় শব্দ যোজনা হেতু কোন কোন স্থলে শান্ত ভক্তির প্রথম দশাতে জ্ঞান ও বৈরাগ্যের স্বীকারও অমঙ্গলকর নহে। ভক্তিই মুক্তির নির্ব্বিঘ্ন হয়। অতএব বৈরাগ্য অযুক্তিক নহে—ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে এই মত বলা হইয়াছে।। ৩১ ।।

মধ্ব—হৃদয়গ্রন্থিঃ অন্তঃকরণাখ্যো বন্ধঃ।।৩১।।

বিবৃতি— কেবল জ্ঞান ও ভগবৎসেবোন্মুখতায় বিরাগ প্রদর্শন করিলে কখনও জীবের মঙ্গললাভ ঘটে না। ভগবৎসেবা-পর হইলেই সর্ব্বতোভাবে মঙ্গললাভ ঘটে। কেবল নির্ব্বিশেষজ্ঞান প্রবল হইলে জীবের মঙ্গললাভের সম্ভাবনা নাই, পরন্তু শুদ্ধভক্তি প্রভাবেই প্রকৃত জ্ঞান ও বৈরাগ্যের সুষ্ঠুতালাভের সম্ভাবনা। আত্মধর্ম্মই ভগবৎসেবা; তাদৃশসেবা-পর জনগণের সংযত জ্ঞান ও যুক্তবৈরাগ্য পূর্ণমাত্রায় প্রকটিত।।৩১।।

যৎ কর্ম্মভির্যৎ তপসা জ্ঞানবৈরাগ্যতশ্চ যৎ।
যোগেন দানধর্ম্মেণ শ্রেয়োভিরিতরৈরপি।।৩২।।
সর্ব্বং মদ্ভক্তিযোগেন মদ্ভক্তো লভতেঽঞ্জসা।
স্বর্গাপবর্গং মদ্ধাম কথঞ্চিদ্‌যদি বাঞ্ছতি।।৩৩।।

অন্বয়ঃ— কর্ম্মভিঃ যৎ (লভ্যতে), তপসা যৎ (লভ্যতে), জ্ঞানবৈরাগ্যতঃ চ (জ্ঞানেন বৈরাগ্যেন চ) যৎ

(লভ্যতে), যোগেন দানধর্ম্মেণ ইতরৈঃ (অন্যৈঃ) শ্রেয়োভিঃ (শ্রেয়ঃসাধনৈঃ) অপি (যৎ লভ্যতে) মদ্‌ভক্তঃ মদ্‌ভক্তিযোগেন অঞ্জসা (সুখেন তৎ) সর্ব্বং লভতে (কিঞ্চ) যদি কথঞ্চিৎ বাঞ্ছতি (স তু স্বর্গাদিকং ন বাঞ্ছত্যেব তথাপি যদি কদাচিৎ প্রার্থয়তি তদা) স্বর্গাপবর্গং (স্বর্গঞ্চাপবর্গঞ্চ) মদ্ধাম (বৈকুণ্ঠঞ্চ লভত এব)।।৩২-৩৩।।

অনুবাদ— কর্ম্ম, তপস্যা, জ্ঞান, বৈরাগ্য, যোগ, দান, ধর্ম্ম বা অন্যান্য শ্রেয়ঃসাধনসমূহদ্বারা জগতে যাহা কিছু লব্ধ হয়, মদীয় ভক্ত ভক্তিযোগদ্বারা অনায়াসেই তৎসমুদয় প্রাপ্ত হইয়া থাকেন এবং যদি কখনও প্রার্থনা করেন, তাহা হইলে স্বর্গ, অপবর্গ, এমন কি বৈকুণ্ঠলোকও লাভ করিয়া থাকেন।।৩২-৩৩।।

বিশ্বনাথ— ননু যদি কশ্চিত্ত্বৎকথাদাবেব শ্রদ্ধালুর্নতু কর্ম্মজ্ঞানাদিষু তদরোচকত্বাদথ চ তৎফলেষু স্বর্গাপবর্গাদিষু স্পৃহাবাংশ্চ স্যাত্তদা কিং ভবেদত আহ, — যদিতি দ্বাভ্যাম্। ইতরৈরপি শ্রেয়ঃসাধনৈস্তীর্থযাত্রাব্রতাদিভির্মদ্ধাম সালোক্যম্। ইতরৈস্তীর্থযাত্রাদিভিরপি যদ্ভাব্যং তৎ সর্ব্বং ভক্তিযোগেন মদ্ভক্তো লভতে, তত্রাপ্যঞ্জসা অনায়াসেনৈব। কিন্তৎ সর্ব্বং? তদাহ স্বর্গাপবর্গমিতি। স্বর্গঃ প্রাপঞ্চিকসুখং সত্ত্বশুদ্ধ্যাদিক্রমেণ।।৩২-৩৩।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— প্রশ্ন! যদি কোন ব্যক্তি তোমার কথাদিতেই শ্রদ্ধালু, কিন্তু কর্ম্ম জ্ঞানাদিতে অরোচক হেতু তাহার ফল স্বর্গ ও মুক্তি আদিতে বাঞ্ছাযুক্ত হয়, তখন কি হইবে? ইহার উত্তরে দুইটি শ্লোকদ্বারা বলিতেছেন। অন্য মঙ্গল সাধন তীর্থযাত্রা আদি দ্বারা আমার ধাম অর্থাৎ সালোক্য মুক্তি লাভ হয়। তীর্থযাত্রাদি অন্য সাধন সমূহ দ্বারা যাহা যাহা ভাবনা করিবে, আমার ভক্ত সেইসকল ভক্তিযোগ দ্বারা লাভ করে, তাহাও অনায়াসেই। সেই সকলই কি? তাহার উত্তরে বলিতেছেন—স্বর্গ অর্থাৎ এই জাগতিক সুখ, তৎপরে চিত্তশুদ্ধি আদিক্রমে মুক্তি ও আমার ধাম, আমার ভক্ত অনায়াসে আমার ভক্তিদ্বারাই প্রাপ্ত হয় যদি কখনও কিঞ্চিৎ বাঞ্ছাকরে।।৩২-৩৩।।

বিবৃতি— কর্ম্মফলভোগ পিপাসা, তপস্যাদি ত্যাগপিপাসা, জ্ঞানী হইবার বাসনা, জড়-ক্লেশলাভে আগ্রহত্যাগরূপ বৈরাগ্য, দানশীলতা, ইন্দ্রিয়সংযমাদি সকল-সদনুষ্ঠানের দ্বারা যাহা কিছু লভ্য হয়, সমস্তই ভগবৎ-সেবা-বিচারে ভগবদ্ভক্তগণ অনায়াসেই লাভ করেন। স্বর্গ, অপবর্গ, সার্ষ্টি প্রভৃতি পঞ্চবিধ মুক্তির লভ্য বৈকুণ্ঠ-লোক ভগবদ্ভক্তগণ অনায়াসেই লাভ করেন।।৩২-৩৩।।

ন কিঞ্চিৎ সাধবো ধীরা ভক্তা হ্যেকান্তিনো মম।
বাঞ্ছন্ত্যপি ময়া দত্তং কৈবল্যমপুনর্ভবম্।। ৩৪।।

অন্বয়ঃ—ধীরাঃ সাধবঃ ভক্তাঃ (যতঃ) মম একান্তিনঃ (ময্যেব প্রীতিযুক্তাস্ততঃ) হি (নূনং) ময়া দত্তমপি অপুনর্ভবং কৈবল্যম্ (আত্যন্তিকমপি মোক্ষং) কিঞ্চিৎ (কথমপি) ন বাঞ্ছন্তি (ন গৃহ্নন্তি)।।৩৪।।

অনুবাদ— যেহেতু ধীর সাধু ভক্তগণ কেবলমাত্র আমার প্রতিই প্রীতিযুক্ত, সেইজন্য তাঁহারা মৎকর্ত্তৃক প্রদত্ত আত্যন্তিক মোক্ষও কোনরূপেই গ্রহণ করেন না।।৩৪।।

বিশ্বনাথ— (পূর্ব্বশ্লোকোক্তং) কথঞ্চিদিত্যেতদ্বিবৃণোতি নেতি।।৩৪।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— পূর্ব্বশ্লোকোক্ত 'কথঞ্চিৎ' শব্দের ব্যাখ্যা করিতেছেন।।৩৪।।

মধ্ব— মদ্ভক্তিযুক্তস্য ভক্ত্যানুসারি-জ্ঞানবৈরাগ্যেণ বিনাঽন্যস্মাজ্‌জ্ঞানাদ্ বৈরাগ্যাচ্চ ন শ্রেয়ো ভবেৎ।

রাগিণোপি বিমুচ্যন্তে দেবা নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ।
রাগাপনোদনার্থঞ্চ জ্ঞানং সাধ্যং যতীশ্বরৈঃ।।
ইতি চ।

স্মর্ত্তব্যা বিষয়ে দোষা যতিভির্নতু দৈবতৈঃ।
হরিরেব সদা পূজ্য ইত্যর্থং দৈবতৈরপি।।
ইতি চ।

বৈরাগ্যার্থমপি বিষয়দোষাদিজ্ঞানং—সনকাদীনাং ভাব্যং দেবানাং তদপি ভগবদ্ভজনস্যৈব সারতাপরিজ্ঞানার্থমেবেত্যর্থঃ।।৩৪।।

বিবৃতি— যাঁহাদের আত্মবৃত্তি ভক্তি পরিলক্ষিত হয়,

তাঁহারাই সাধু, পরম শান্ত ও ঐকান্তিক ভক্ত। ভগবদ্বস্তু ব্যতীত তাঁহাদের অন্য কোন প্রার্থনীয় অনুশীলনীয় বস্তু নাই বা থাকে না। জন্মান্তর-রাহিত্যরূপ কৈবল্য ভগবৎ-কর্ত্তৃক প্রদত্ত হইলেও তাঁহারা সেবা-বাধক ঐসকল মুক্তি-প্রসাদ গ্রহণ করেন না। অনৈকান্তিক ভক্তব্রুবগণ 'সাধু', 'অচঞ্চল', 'ভক্ত'-আখ্যা লাভ করিতে অসমর্থ। তাঁহাদের স্বভোগ বাসনা প্রবল থাকায় চতুর্ব্বর্গ-লাভকেই তাঁহারা 'প্রয়োজন' বলিয়া মনে করেন। ভগবৎপ্রেম-স্বরূপের অনবগতিই জীবহৃদয়ে চতুর্ব্বর্গকে 'প্রয়োজন' বলিয়া মনে করায়। তৎকালে তাঁহাদের মনের সমাধি না হওয়ায় চতুর্ব্বর্গাভিলাষ ও অনৈকান্তিকতা।।৩৪।।

নৈরপেক্ষ্যং পরং প্রাহুর্নিঃশ্রেয়সমনল্পকম্।
তস্মান্নিরাশিষো ভক্তির্নিরপেক্ষস্য মে ভবেৎ।।৩৫।।

অন্বয়ঃ— নৈরপেক্ষ্যম্ (এব) পরম্ (উৎকৃষ্টম্) অনল্পকং (মহৎ) নিঃশ্রেয়সং (ফলং তৎসাধনঞ্চ) প্রাহুঃ (বদন্তি) তস্মাৎ নিরাশিষঃ (প্রার্থনাশূন্যস্য) নিরপেক্ষস্য (প্রার্থনাকারণভূতাপেক্ষারহিতস্য চ পুংসঃ) মে (মম) ভক্তিঃ ভবেৎ।।৩৫।।

অনুবাদ—নিরপেক্ষতাই পরম মহৎ মোক্ষফল এবং তৎসাধনরূপে উক্ত হইয়াছে, অতএব নিষ্কাম ও নিরপেক্ষ পুরুষেরই মদ্ভক্তি উদিতা হইয়া থাকে।।৩৫।।

বিশ্বনাথ—নৈরপেক্ষ্যং সাধনান্তরফলান্তরাপেক্ষা-রাহিত্যং হি পরং জাত্যা শ্রেষ্ঠং অনল্পকং প্রমাণেনাপ্যধিকং নিঃশ্রেয়সং ভবতি। নিরাশিষঃ ফলান্তরকামনাশূন্যস্য নিরপেক্ষস্য জ্ঞানবৈরাগ্যাদ্যপেক্ষাশূন্যস্য।।৩৫।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—নৈরপেক্ষ্য অর্থাৎ অন্যসাধন ও অন্যফলের বাঞ্ছা রাহিত্য, পরন্তু জাতিতে শ্রেষ্ঠ অল্প নহে, অর্থাৎ পরিমাণেও অধিকপরম মঙ্গল হয়। 'নিরাশিষ' অর্থাৎ অন্যফলের কামনা শূন্য ও 'নিরপেক্ষ' জ্ঞান বৈরাগ্যাদি অপেক্ষা শূন্য।।৩৫।।

মধ্ব— রাগিণোপি তে ভক্তিযোগিনো ভক্তি-ফলত্বেন কিমপি নাপেক্ষন্তে—

যদি দদ্যাদ্ভক্তিযোগ-ফলং মোক্ষমপীশ্বরঃ।
ভক্তিযোগফলত্বেন ন তদ্‌গৃহ্ণীয়ুরেব তে।।
কামিনোপি স্বয়ং কামান্ ভুঞ্জতে ন ফলাত্মনা।
তস্মাদ্‌বিরাগেপ্যধিকা দেবা এব হি তাদৃশাঃ।।
ইতি চ।
উত্তমো ভক্তিযোগস্তু জ্ঞানযোগস্তু মধ্যমঃ।
অধমঃ কর্ম্মযোগশ্চ ব্রহ্মোক্তো মুখ্যভক্তিভাক্।।
জ্ঞানমপ্যধিকং তেষাং নিয়তং ভক্তিযোগিনাম্।
উদেতি ভগবদ্ভক্ত্যা তদ্‌বন্নজ্ঞানযোগিনঃ।।
ভক্ত্যংশকং যতো জ্ঞানং জ্ঞানস্নেহাত্মিকা চ সা।
তথাপি জ্ঞানযোগিত্বং মানুষজ্ঞানতোঽধিকম্।।
ভক্তিযোগে ততো যত্নঃ কার্য্যো বিদ্বদ্ভিরঞ্জসা।
ইতি চ।।৩৫।।

বিবৃতি— যাঁহারা নিজ ভোগবাসনায় সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ, তাঁহারাই ভগবৎসেবা-কামনা শূন্য জনগণের চিত্তবৃত্তি হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ থাকেন। প্রকৃত নিষ্কাম পুরুষই ভগবদ্ভক্তি লাভ করিতে সমর্থ। অপেক্ষা-যুক্ত কামনা-বিশিষ্ট পুরুষ ভক্তিযোগ হইতে বিচ্যুত হইয়া অন্যাভিলাষ, কর্ম্ম, জ্ঞানাদিতে আত্মনিয়োগ করেন। নির-পেক্ষতার অভাবেই ঐসকল ক্ষুদ্রফললাভের চেষ্টা উৎপন্ন হয়।।৩৫।।

ন ময্যেকান্তভক্তানাং গুণদোষোদ্ভবা গুণাঃ।
সাধূনাং সমচিত্তানাং বুদ্ধেঃ পরমুপেয়ুষাম্।।৩৬।।

অন্বয়ঃ— সাধূনাং (নিরস্তরাগাদীনামতঃ) সম-চিত্তানাং (সর্ব্বত্র সমবুদ্ধীনামতঃ) বুদ্ধেঃ পরম্ (ঈশ্বরম্) উপেয়ুষাং (প্রাপ্তানাং) ময়ি একান্ত-ভক্তানাং গুণদোষো-দ্ভবাঃ (গুণদোষৈর্বিহিতপ্রতিষিদ্ধৈরুদ্ভবো যেষাং তে) গুণাঃ (পুণ্যপাপাদয়ঃ) ন (ন ভবন্তি)।।৩৬।।

অনুবাদ— রাগাদি-রহিত, সর্ব্বত্র সমবুদ্ধিসম্পন্ন এবং বুদ্ধির অতীত ভগবদ্‌বস্তু-প্রাপ্ত মদীয় একান্তভক্ত-গণের বিহিত বা নিষিদ্ধ কর্ম্মজন্য পুণ্য বা পাপের সম্ভব হয় না।।৩৬।।

বিশ্বনাথ— যন্ময়োক্তং 'গুণদোষদৃশির্দোষো গুণস্তূভয়বর্জ্জিতঃ' ইতি তদেতাদৃশেষু ভক্তেম্বিত্যাহ, নেতি। গুণদোষয়োরুদ্ভবো যেভ্যঃ সত্ত্বরজস্তমোভ্যস্তে গুণা একান্তভক্তানাং ন সন্তি কিন্ত্বপ্রাকৃতা এব গুণাঃ, যতো বুদ্ধেঃ প্রকৃতেঃ পরং সচ্চিদানন্দমেব বস্তু উপেয়ুষাং ন তু গুণময়ং কিঞ্চিদপি মন ইন্দ্রিয়াদিকং নির্গুণো মদপাশ্রয় ইত্যগ্রিমোক্তেঃ। যদ্বা গুণদোষোদ্ভবা বিধিপ্রতিষেধনিবন্ধনা গুণা ন ভবন্তীতি নৈষাং শিষ্টাচারেণ কোঽপি গুণো ভবতি, নাপি নিষিদ্ধাচারেণ কোঽপি দোষ ইত্যর্থঃ। সমচিত্তানামিতি ভক্তানাং সমচিত্তত্বমুক্তং চিত্রকেতূপাখ্যানে শম্ভুনা, যথা— "নারায়ণপরাঃ সর্ব্বে ন কুতশ্চন বিভ্যতি। স্বর্গাপবর্গ-নরকেম্বপি তুল্যার্থদর্শিনঃ" ইতি। বুদ্ধে প্রকৃতেঃ পরং ভগবন্তমুপেয়ুষাং ভক্ত্যা সিদ্ধেম্বেতেষু দোষদৃষ্টির্ন কর্ত্তব্যেতি কিং বক্তব্যং, সাধকেষু দুরাচারেম্বপি ন কার্য্যেতি ভগবতা গীতং যথা, "অপি চেৎ সুদুরোচারো ভজতে মামনন্যভাক্। সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্বসিতো হি সঃ" ইতি।। ৩৬।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— আমি যে বলিয়াছি গুণ ও দোষ-দৃষ্টিই দোষ, ঐ উভয় বর্জ্জনই গুণ এইরূপ ভক্তসমূহের ইহাই বলিতেছেন—গুণ ও দোষের উদ্ভব যাহা হইতে সেই সত্ত্ব রজ ও তম গুণ সমূহ একান্ত ভক্তগণের নাই। কিন্তু অপ্রাকৃত গুণ সমূহ আছে। যেহেতু তাহাদের বুদ্ধি প্রকৃতির উপরিভাগে সচ্চিদানন্দবস্তুকে ভক্তগণ পাইতে চাহেন। কিন্তু প্রাকৃত গুণময় কিছুই চাহেন না। মন ইন্দ্রিয়াদি নির্গুণ, আমার আশ্রিত, ইহা অগ্রে বলা হইবে, অথবা গুণ ও দোষ-জাত বিধি-নিষেধ সম্বন্ধে গুণ সমূহ হয় না, ইহাদের শিষ্টাচার দ্বারাও কোন গুণ নাই এবং নিষিদ্ধাচার দ্বারাও কোনও দোষ হয় না, ভক্তগণের সমচিত্ততা চিত্তকেতু উপাখ্যানে মহাদেব বলিয়াছেন—'নারায়ণ পরায়ণ সকলেই কোথাও হইতে ভয় পায় না, যেহেতু তাহারা স্বর্গ, মোক্ষ ও নরকে তুল্যদর্শী।' বুদ্ধি অর্থাৎ প্রকৃতির পর ভগবানকে পাইবার ইচ্ছা দোষ দৃষ্টি করা উচিৎ নহে। কি আর বলিব—ভক্তি সাধকগণেও দুরাচার হইলেও ঐ দর্শন কর্ত্তব্য নহে। ইহা শ্রীভগবান গীতাতে বলিয়াছেন—আমাতে অনন্যভক্ত সুদুরাচার হইলেও তাহাকে সাধুই মনে করিতে হইবে, যেহেতু তিনি পরিপূর্ণ নিষ্ঠা প্রাপ্ত।। ৩৬।।

বিবৃতি— ভগবানের একান্ত ভক্তগণের গুণের বা দোষের বিচার করিতে নাই। ভগবদ্ভক্তগণ সমচিত্ত ও সাধু এবং প্রাকৃত বুদ্ধির অতীত সচ্চিদানন্দবিগ্রহের সেবাপর হওয়ায় তাঁহাদিগকে বিধিনিষেধজন্য পাপপুণ্যাদির আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয় না। জাগতিক বুদ্ধি জীবের বৈষম্য-দর্শন উৎপাদন করিয়া জীবকে ভোক্তৃ-ভোগ্যভাবে অবস্থান করায়। কিন্তু ভগবৎ-সেবা পর ঐকান্তিক ভক্তগণ অনাত্মভোগবাসনায় আবদ্ধ থাকেন না।। ৩৬।।

এবমেতান্ ময়া দিষ্টাননুতিষ্ঠন্তি মে পথঃ।
ক্ষেমং বিন্দন্তি মৎস্থানং যদ্ব্রহ্ম পরমং বিদুঃ।। ৩৭।।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামেকাদশস্কন্ধে শ্রীভগবদুদ্ধব-সংবাদে বিংশতিতমোঽধ্যায়ঃ।। ২০।।

অন্বয়ঃ— (যে) ময়া এবং (পূর্ব্বোক্তবাক্যৈঃ) আদিষ্টান্ (উপদিষ্টান্) এতান্ মে (মম) পথঃ (প্রাপ্ত্যুপায়ান্) অনুতিষ্ঠন্তি (আচরন্তি তে) ক্ষেমং (কালমায়াদিরহিতং) মৎস্থানং (মম লোকং) বিন্দন্তি (লভন্তে) যৎ পরমং ব্রহ্ম (তচ্চ) বিদুঃ (লভন্তে)।। ৩৭।।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে বিংশঽধ্যায়স্যান্বয়ঃ।

অনুবাদ— যাঁহারা আমার উপদিষ্ট এই-সকল ভক্তিপথের আচরণ করেন, তাঁহারা কালমায়াদিরহিত মদীয় লোক এবং পরমব্রহ্ম প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।। ৩৭।।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধের বিংশ
অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

বিশ্বনাথ— শ্রেয়োমার্গানুপসংহরতি,—এবমিতি। যেঽনুতিষ্ঠন্তি, তে যথাযোগং নিষ্কামকর্ম্মিণঃ ক্ষেমং বিন্দন্তি, ভক্তা মৎস্থানং বৈকুণ্ঠং বিন্দন্তি, জ্ঞানিনো ব্রহ্ম বিদুরিতি।। ৩৭।।

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।
একাদশে ত্বয়ং বিংশঃ সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্।।
ইতি শ্রীল-বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি ঠক্কুর কৃতা শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে বিংশাধ্যায়স্য সারার্থদর্শিনী টীকা সমাপ্ত।

টীকার বঙ্গানুবাদ—মঙ্গল পথের উপসংহার করিতে-ছেন—যাহারা এই পথের অনুষ্ঠান করেন, তাহারা যথার্থ নিষ্কাম কর্ম্মী মঙ্গললাভ করেন, ভক্তগণ আমার স্থান বৈকুণ্ঠ লাভ করেন, জ্ঞানীগণ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করেন ।। ৩৭ ।।

ইতি ভক্তগণের চিত্তের আনন্দদায়িনী সারার্থ দর্শিনীতে একাদশ স্কন্ধে এই বিংশ অধ্যায় সাধুগণের সঙ্গে সমাপ্ত হইলেন।।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশ স্কন্ধে বিংশ অধ্যায়ের শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর কৃতা সারার্থদর্শিনী টীকার অনুবাদ সমাপ্ত হইলেন।।

মধ্ব—

ইতি শ্রীমদানন্দতীর্থভগবৎপাদাচার্য্যবিরচিতে শ্রীমদ্ ভাগবতৈকাদশ-তাৎপর্য্য বিংশোঽধ্যায়ঃ।।২০।।

বিবৃতি— অন্যাভিলাষ, কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ডাদি জীবের নিঃশ্রেয়স ধর্ম্ম হইতে পারে না। এইগুলি ভগবৎ-সেবা-বৈমুখ্য হইতে জাত বলিয়া অনিত্য ও অসম্পূর্ণ। ভগবৎ-কথা-পালন-পর ভক্তসম্প্রদায় ভক্তিপথ গ্রহণ-পূর্ব্বক সমস্ত অমঙ্গলের হস্ত হইতে মুক্ত হইয়া ও পরব্রহ্মের ভূমিকা বৈকুণ্ঠ লাভ করিয়া চরমকল্যাণ প্রাপ্ত হন। নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মানুসন্ধান-ফলে বদ্ধজীবের পরমাশ্রয় ভগবৎপাদপদ্মের লাভ করেন।। ৩৭ ।।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধের বিংশ অধ্যায়ের বিবৃতি সমাপ্ত।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধের বিংশ অধ্যায়ের গৌড়ীয় ভাষ্য সমাপ্ত।

একবিংশোঽধ্যায়ঃ

শ্রীভগবানুবাচ—

য এতান্ মৎপথো হিত্বা ভক্তিজ্ঞানক্রিয়াত্মকান্।
ক্ষুদ্রান্ কামাংশ্চলৈঃ প্রাণৈর্জুষন্তঃ সংসরন্তি তে।। ১।।

গৌড়ীয় ভাষ্য

একবিংশ অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তি—এই যোগত্রয়ে অনধিকারী একান্ত-কৃষ্ণবহির্ম্মুখ, ভোগাসক্ত, কাম্যকর্ম্ম-প্রধান ব্যক্তিগণসম্বন্ধে দেশ-কাল-দ্রব্য-পাত্রগত দোষগুণ বিচারিত হইয়াছে।

জ্ঞান ও ভক্তিতে সিদ্ধ পুরুষগণের কোন দোষগুণ নাই। নিবৃত্তি পর কর্ম্মনিষ্ঠ সাধকের চিত্তশোধক নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম্মানুষ্ঠান গুণ, তদকরণে দোষ। দোষের প্রায়শ্চিত্তও গুণ। বিশুদ্ধসত্ত্ব জ্ঞাননিষ্ঠের ও ভক্তিনিষ্ঠের জ্ঞানাভ্যাস ও শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি ভক্তি—গুণ এবং তদ্‌বিরুদ্ধ সমস্তই দোষ। কিন্তু সাধক ও সিদ্ধ ব্যতিরিক্ত অতি-বহির্ম্মুখ কেবল-কাম্যকর্ম্ম-পরায়ণ ব্যক্তিগণের পক্ষে দেহ-দেশ-কালে-দ্রব্য-কর্ত্তৃ-মন্ত্র কর্ম্মগত শুদ্ধ্যশুদ্ধি, দোষগুণ ও শুভাশুভ বিচার আছে। বস্তুতঃ দোষ ও গুণ অধিকারগত —বস্তুগত নহে। অধিকারানুরূপ নিষ্ঠাই গুণ, তদ্বৈপরীত্যই দোষ—ইহাই গুণ-দোষের স্বরূপ-বিচার। সমজাতীয় দ্রব্যের মধ্যেও ধর্ম্মোদ্দেশ্যে বস্তুর শুদ্ধ্যশুদ্ধি, ব্যবহারোদ্দেশ্যে গুণদোষ এবং প্রাণ-রক্ষার্থ শুভাশুভ বিচারসকল পূর্ব্বেও নানা শাস্ত্রে প্রদর্শিত হইয়াছে। দেহ-গত শুদ্ধ্যশুদ্ধিতে বর্ণাশ্রম-বিচার বিহিত। দেশ-সম্বন্ধে কৃষ্ণসারাদির বিদ্যমানতা প্রভৃতির দ্বারা শুদ্ধ্যশুদ্ধি-বিচার;

কালসম্বন্ধে স্বভাবতঃ বা দ্রব্যাদি সংযোগে শুদ্ধ্যশুদ্ধি-বিচার; দ্রব্যের শুদ্ধ্যশুদ্ধি-বিচার দ্রব্য-বাক্য-সংস্কার প্রভৃতির দ্বারা; স্নান-দান-তপস্যা প্রভৃতি ও ভগবৎ-স্মৃতি দ্বারা কর্ত্তার শুদ্ধ্যশুদ্ধি; সদ্‌গুরুর মুখ হইতে মন্ত্র-জ্ঞানের দ্বারা মন্ত্রশুদ্ধি; ঈশ্বরার্পণের দ্বারা কর্ম্মশুদ্ধি। দেশকাল প্রভৃতি ছয়টি শুদ্ধ হইলেই ধর্ম্ম, অন্যথা অধর্ম্ম হয়। গুণদোষ-বিচারের বাস্তবতা নাই— দেশ-কাল-পাত্র-ভেদে উহার বিপর্য্যয় হইয়া থাকে। কাম্যকর্ম্ম-বিষয়ক সকল-শাস্ত্রের তাৎপর্য্য—প্রবৃত্তি-সঙ্কোচ এবং ইহা শোক মোহ-ভয়-নাশক মঙ্গলপ্রদ ধর্ম্ম। কাম্যকর্ম্ম বস্তুতঃ শ্রেয়ঃ নহে। উহার ফলশ্রুতির উদ্দেশ্য— শ্রেয়োবিষয়ে ক্রমশঃ রুচি উৎপাদন। কুবুদ্ধিগণ বেদের কুসুমিতা ফলশ্রুতিতে বেদ-তাৎপর্য্য বলিলেও প্রকৃত-বেদতত্ত্ববিদ্‌গণ তাহা বলেন না। বেদের কুসুমিত-বাক্যে আক্ষিপ্তচিত্ত ব্যক্তিগণের হরিকথাতে রুচি হয় না। স্বয়ং ভগবান্ ভিন্ন অপর কেহ বেদের নিগূঢ় তাৎপর্য্য অবগত নহে। বেদ একমাত্র পর-মার্থরূপ ভগবান্‌কেই লক্ষ্য করে, প্রপঞ্চ ভগবানের মায়া-মাত্র—অতএব প্রপঞ্চকে প্রত্যাখ্যান করিয়াই নিবৃত্তি হয়।

অন্বয়ঃ— শ্রীভগবান্ উবাচ,—যে (জনাঃ) ভক্তি-জ্ঞানক্রিয়াত্মকান্ (ভক্তিজ্ঞানকর্ম্মরূপান্) এতান্ মৎপথঃ (মদুক্তমার্গান্) হিত্বা (সন্ত্যজ্য) চলৈঃ (অস্থিরৈঃ) প্রাণৈঃ (দেহবায়ুভিরিন্দ্রিয়ৈর্ব্বা) ক্ষুদ্রান্ (তুচ্ছান্) কামান্ জুষন্তঃ (সেবমানা ভবন্তি) তে সংসরন্তি (নিখিলগুণদোষ-ভাক্ত্বেন নানাযোনীঃ প্রাপ্নুবন্তীত্যর্থঃ)।। ১।।

অনুবাদ— শ্রীভগবান্ বলিলেন,—যাঁহারা মদুক্ত ভক্তিজ্ঞান-কর্ম্মাত্মক মার্গসমূহ পরিত্যাগ করিয়া অস্থির প্রাণদ্বারা ক্ষুদ্রকাম সেবা করে, তাহারা নিখিল-গুণদোষ-ভোগী হইয়া নানাযোনি ভ্রমণ করিয়া থাকে।। ১।।

বিশ্বনাথ—

গুণদোষদৃশির্ভূম্না প্রোক্তা কর্ম্মাধিকারিষু।
একবিংশে তৎপ্রপঞ্চঃ শ্রুত্যর্থশ্চ বিনিশ্চিতঃ।। ০।।

সকামকর্ম্মিণো নিন্দতি য এতানিতি। মৎপথঃ সমা-সান্তাভাব আর্ষঃ মৎপ্রপকমার্গান্ ভক্তিঃ সাক্ষান্মৎ-প্রাপিকা, জ্ঞানং মম নির্ব্বিশেষস্বরূপপ্রাপকং, ক্রিয়া নিষ্কামকর্ম্মপরম্পরয়া তৎপ্রাপকং, ক্ষুদ্রান্ স্বর্গরাজ্যাদীন্।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— এই বিংশ অধ্যায়ে কর্ম্ম অধি-কারিগণ মধ্যে গুণদোষ দৃষ্টি ভগবান বলিয়া তাহার বিস্তার ও শ্রুতির অর্থ নিশ্চিতভাবে বলিতেছেন।। ০।।

সকাম কর্ম্মীর নিন্দা করিতেছেন—'আমার পথ' এস্থলে সমাস অন্ত হওয়া উচিত ছিল, ঋষি প্রয়োগ হেতু হয় নাই। যাহারা আমার প্রাপ্তিকারক পথসমূহ—ভক্তি সাক্ষাৎ আমার প্রাপিকা, জ্ঞান আমার নির্ব্বিশেষ স্বরূপ ব্রহ্মপ্রাপক, ক্রিয়া নিষ্কামকর্ম্ম পরম্পরা দ্বারা ব্রহ্ম প্রাপক, তাহা ত্যাগ করিয়া চঞ্চল প্রাণসমূহ দ্বারা ক্ষুদ্র স্বর্গ ও রাজ্যাদি কামনাসমূহ ভোগ করে, তাহারা এই সংসারে ভ্রমণ করে।। ১।।

বিবৃতি— কর্ম্মফলযুক্ত সেবা-পথ, নির্ব্বিশেষ স্বরূপলাভোপযোগী জ্ঞানপথ ভক্তিবিপর্য্যয়যুক্ত হইলে চঞ্চল করাইয়া জীবের ক্ষুদ্রবাসনা পরিতৃপ্ত করায়। কর্ম্মমিশ্রা ভক্তি ও জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি অপেক্ষা কেবলা ভক্তির শ্রেষ্ঠতা আছে। যেখানে ভক্তির গন্ধ নাই, তথায় জীবের কেবল ভোগবাসনা ও কেবল ত্যাগ-বাসনায় ভুক্তি ও মুক্তি ফলরূপে পরিচিত হওয়ায় উহাদের সংসারগতি হইতে নিষ্কৃতি নাই।। ১।।

স্বে স্বেঽধিকারে যা নিষ্ঠা স গুণঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
বিপর্য্যয়স্তু দোষঃ স্যাদুভয়োরেষ নিশ্চয়ঃ।। ২।।

অন্বয়ঃ— স্বে স্বে অধিকারে (কামিত্বনিষ্কামিত্ব-বৈরাগ্য-শ্রদ্ধারূপৈর্বিশেষণৈর্যথাযোগ্যতয়াধিক্রিয়মাণে (সম্বন্ধবিশেষে) যা নিষ্ঠা (স্থিতিঃ) সঃ গুণঃ (কিঞ্চ) বিপর্য্যয়ঃ (পরাধিকারে নিষ্ঠা) তু দোষঃ স্যাৎ উভয়োঃ (গুণদোষয়োঃ) এষঃ নিশ্চয়ঃ (নির্ণয়ঃ)।। ২।।

অনুবাদ— নিজ নিজ অধিকারে অবস্থানই গুণ এবং তাহার বিপর্য্যয়ই দোষ, গুণদোষের এইরূপ নির্দ্ধারণ অবগত হইবে।। ২।।

বিশ্বনাথ— ননু ময়া কো গুণঃ কো দোষ ইতি ত্বং পৃষ্টস্ত্বয়া চ মদ্ভক্তেষু গুণদোষদৃশির্দোষস্তদভাবো গুণ ইতি প্রত্যুক্তং, তত্রাহমিদমাশঙ্কে— যদি কশ্চিত্ত্বৎকথাদৌ শ্রদ্ধালুঃ শুদ্ধভক্ত্যধিকারী, প্রতিষ্ঠিতৈঃ কর্ম্মিভির্জ্ঞানিভির্বা যুক্ত্যা দৈবাদ্বশীকৃতস্তদনুগত এব সন্ ঔষধপানন্যায়েনারোচকমপি কর্ম্ম করোতি, জ্ঞানং বাভ্যস্যতি, তদা তস্মিন্ ভক্তে কিং গুণদোষদৃশির্দোষঃ কিং তদভাব এব গুণঃ? কিঞ্চ যদি কশ্চিদপ্রাপ্তমহৎকৃপত্বাদ্ভক্তাবজাতসম্যক্‌শ্রদ্ধঃ, কর্ম্মী জ্ঞানী বা, ভক্তোৎকর্ষং দৃষ্ট্বা তাদৃশনিজোৎকর্ষকামনয়ৈব স্বাধিকারপ্রাপ্তানি কৃত্যানি ত্যক্ত্বা তদ্বদেব ভগবন্তং ভজন্নাত্মানং বৈষ্ণবত্বেন খ্যাপয়তি, তদা তস্মিন্ দম্ভিনি জগদ্বঞ্চকে কিং গুণদৃষ্টিঃ কর্ত্তব্যা, ন বেতি, চেৎ সত্যা, শৃণু তর্হি গুণদোষয়োর্লক্ষণমিত্যাহ— স্বে স্ব ইতি। জ্ঞানিনো জ্ঞান এব, কর্ম্মিণঃ কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তত্রৈব নিষ্ঠা নিষ্ঠিতত্বং গুণঃ; কিন্তু তয়োঃ স্বতঃ ফলদানাসমর্থয়োর্ভক্তিমিশ্রত্বে নৈবানুষ্ঠেয়ত্বম্, "নৈষ্কর্ম্ম্যমপ্যচ্যুতভাববর্জ্জিতম্" ইত্যাদেরন্যথা তু বৈফল্যমেব। শুদ্ধভক্তস্য তু ভক্তাবেব নিষ্ঠা গুণঃ, তস্যাস্তু স্বত এব ফলদানসামর্থ্যাৎ কর্ম্মজ্ঞানাদ্যমিশ্রত্বেনৈবানুষ্ঠেয়ত্বং, "ধর্ম্মান্ সংত্যজ্য যঃ সর্ব্বান্ মাং ভজেৎ" ইতি। "ন জ্ঞানং ন চ বৈরাগ্যম্" ইত্যাদের্জ্ঞানাদিমিশ্রত্বে সতি তস্যাঃ শুদ্ধভক্তিত্বাপগমঃ স্যাৎ। বিপর্য্যয়ঃ পরাধিকারে নিষ্ঠত্বং, উভয়োর্গুণদোষয়োঃ।। ২।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— প্রশ্ন। শ্রীউদ্ধব বলিতেছেন— গুণ কি ও দোষ কি ইহা আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, তাহার উত্তরে তুমি তোমার ভক্তগণমধ্যে গুণদোষ দর্শন দোষ, তাহার অদর্শন গুণ ইহা বলিয়াছ। সে বিষয়ে আমি এই আশঙ্কা করি যদি কোন ব্যক্তি তোমার কথাআদিতে শ্রদ্ধালু, শুদ্ধভক্তিতে অধিকারী, প্রতিষ্ঠিত কর্ম্মি বা জ্ঞানীগণ কর্ত্তৃক যুক্তিদ্বারা দৈবাৎ বশীভূত হইয়া তাহাদের অনুগতই হয়, ঔষধপান ন্যায় দ্বারা অরুচিকর হইলেও কর্ম্ম বা জ্ঞান অভ্যাস করে, তখন সেই ভক্তে কি গুণদোষ দর্শন দোষ হইবে? বা গুণ দোষ দর্শন না করিলে গুণ হইবে? আর বলি—যদি কোন ব্যক্তি মহৎ কৃপাপ্রাপ্ত হেতু ভক্তিতে শ্রদ্ধা পরিপূর্ণ না হওয়ায়, কর্ম্মি বা জ্ঞানী ভক্তির উৎকর্ষ দেখিয়া ঐরূপ নিজের উৎকর্ষ কামনা দ্বারাই নিজ অধিকার প্রাপ্ত কৃত্য-সমূহ ত্যাগ করিয়া ভক্তের ন্যায় ভগবানকে ভজন করিতে করিতে নিজেকে বৈষ্ণবরূপে প্রচার করে, তখন সেই দম্ভযুক্ত জগৎ বঞ্চনকারীকে গুণ দৃষ্টি করা কর্ত্তব্য কি না? ইহার উত্তরে বলিতেছেন—সত্য শ্রবণ কর, গুণ ও দোষের লক্ষণ জ্ঞানীর জ্ঞানেই, কর্ম্মির কর্ম্মেই অধিকার, তাহাতেই নিষ্ঠা, ঐ নিষ্ঠতাই গুণ, কিন্তু কর্ম্ম ও জ্ঞানের স্বাভাবিক ফলদানের সামর্থ্য না থাকায় ভক্তি মিশ্ররূপেই অনুষ্ঠান কর্ত্তব্য পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। 'শ্রীকৃষ্ণে ভক্তিব্যতীত নিষ্কামকর্ম্ম শোভা পায় না' ইত্যাদির অন্যপ্রকার বিফল হয়। কিন্তু শুদ্ধভক্তের ভক্তিতেই নিষ্ঠা গুণ, ভক্তির কিন্তু স্বভাবতই ফলদানে সামর্থ্য থাকায়, কর্ম্মজ্ঞানাদি অমিশ্ররূপেই অনুষ্ঠান কর্ত্তব্য। যিনি সর্ব্ববিধ ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া আমাকে ভজন করেন' এবং 'জ্ঞান ও বৈরাগ্য ভক্তি পথে কোন মঙ্গল দান করিতে পারে না' ইত্যাদি প্রমাণ থাকায় জ্ঞানাদি মিশ্র হইলে ভক্তির শুদ্ধতা নষ্ট হয়, তাহার বিপরীত পরের অধিকারে নিষ্ঠতা, উভয়েরই গুণ দোষ।।২

বিবৃতি— গুণ দোষ-বিচারে নিজ-নিজ অধিকারের ঐকান্তিকতা থাকিলে তাহাকে 'গুণ' বলে। চাঞ্চল্যবশতঃ বিরুদ্ধ ব্যাপারে ধাবমান হইলে উহাই দোষের কারণ হয়। অধিকারানুসারে স্বরূপের উপলব্ধি তারতম্য ঘটে। ভোগমিশ্র উপলব্ধি ও ত্যাগফলযুক্ত উপলব্ধি দ্বারা বিপর্য্যস্ত হইলে উহাই দোষের কারণ হয়। অনুকূলবিচারে গুণের এবং প্রতিকূল-বিষয়গ্রহণ-পিপাসা হইতে দোষের অর্থাৎ অসুবিধার উদয় হয়।।২।।

শুদ্ধ্যশুদ্ধী বিধীয়েতে সমানেষ্বপি বস্তুষু।
দ্রব্যস্য বিচিকিৎসার্থং গুণদোষৌ শুভাশুভৌ।
ধর্ম্মার্থং ব্যবহারার্থং যাত্রার্থমিতি চানঘ।।৩।।

অন্বয়ঃ—(হে) অনঘ! দ্রব্যস্য বিচিকিৎসার্থম্ (ইদং যোগ্যমযোগ্যং বেতি সন্দেহ-নিবর্ত্তনার্থং) সমানেষু অপি (বক্ষ্যমাণেষু ভূম্যাদিষু শাকমূলফলাদিষ্বপি) বস্তুষু ধর্ম্মার্থং (শুদ্ধেন ধর্ম্মোঽশুদ্ধেনাধর্ম্ম ইতি) শুদ্ধ্যশুদ্ধী (বস্তূনাং শুদ্ধিরশুদ্ধিশ্চ) বিধীয়েতে (প্রতিপাদ্যেতে তথা) ব্যবহারার্থং গুণদোষৌ (অশুদ্ধত্বেঽপি শিষ্টানাং ব্যবহার-দর্শনাদ্গুণঃ, শুদ্ধত্বেঽপি তদ্দর্শনাদ্দোষ ইতি গুণশ্চ বিধীয়েতে তথা) যাত্রার্থং চ শুভাশুভৌ ইতি (অসৎপ্রতি-গ্রহাদের্দোষত্বেঽপি আপৎসু শরীর-নির্ব্বাহমাত্রোপাদানং শুভমেবাধিকোপাদানন্ত্বশুভং পাপমেবেতি বিধীয়েতে)।।

অনুবাদ— হে অনঘ! দ্রব্যের যোগ্যত্বাযোগ্যত্ব-সন্দেহ নিবৃত্তির জন্য সমানবস্তু সকলের মধ্যেও ধর্ম্মার্থ শুদ্ধি ও অশুদ্ধি ব্যবহারার্থ গুণ ও দোষ এবং দেহযাত্রা-নির্ব্বাহার্থ শুভ ও অশুভ বিহিত হইয়াছে।। ৩।।

বিশ্বনাথ— কিঞ্চ গুণদোষয়োঃ প্রপঞ্চো মহানেব; তমহং বিবৃণোমি, শৃণ্বিত্যাহ শুদ্ধ্যশুদ্ধী ইতি,—দ্রব্যস্য বিচিকিৎসা ইদং যোগ্যমযোগ্যং বেতি সন্দেহস্তন্নিবর্ত্তনার্থং মশকার্থো ধূম ইতিবৎ। সমানেষু উত্তরশ্লোকে বক্ষ্যমাণেষু ভূম্যাদিষু, অতএব শাকমূলফলাদিষ্বপি বাস্তুকশাকঃ শুদ্ধঃ কলম্বীশাকোঽশুদ্ধঃ ইত্যেবং গুণদোষৌ শুভাশুভৌ বিধীয়েতে। তত্র ধর্ম্মার্থং শুদ্ধ্যশুদ্ধী, শুদ্ধেন ধর্ম্মঃ অশুদ্ধেনাধর্ম্ম ইতি ব্যবহারার্থং গুণদোষৌ, অশুদ্ধত্বেঽপি শিষ্টানাং ব্যবহারদর্শনাদ্গুণঃ শুদ্ধত্বেঽপি তদ্দর্শনাদ্দোষঃ। যাত্রার্থং শুভাশুভৌ অসৎপ্রতিগ্রহাদের্দোষত্বেঽপি আপৎসু শরীরনির্ব্বাহমাত্রোপাদানং শুভমেবাধিকোপাদানন্ত্বশুভং পাপমেব।। ৩।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—আর বলি গুণ ও দোষের বিস্তার বিশালই, তাহা আমি ব্যাখ্যা করিয়াছি শ্রবণ কর, দ্রব্যের বিচিকিৎসা অর্থাৎ ইহা যোগ্য বা অযোগ্য এইরূপ সন্দেহ, তাহা নিবারণের জন্য, যেমন মশকের নিবারণের জন্য ধূম। পরবর্ত্তী শ্লোকে বলা হইবে—সমান ভূমি আদিতে শাক মূল ফল আদিতেও, যেমন বাস্তুক শাক শুদ্ধ, কলমী শাক অশুদ্ধ, এইরূপ গুণ ও দোষ শুভ ও অশুভ বিধান করা হয়, সেস্থলে ধর্ম্মের জন্য শুদ্ধি ও অশুদ্ধি, শুদ্ধ হইলে ধর্ম্ম, অশুদ্ধ হইলে অধর্ম্ম, এইরূপ ব্যবহারের জন্য গুণ ও দোষের বিচার। অশুদ্ধ হইলেও সদাচারী ব্যক্তিগণের ব্যবহার দেখিয়া গুণ, অশুদ্ধ হইলেও সদাচার ব্যক্তিগণের ব্যবহার না দেখিয়া দোষ, যাত্রার জন্য শুভ অশুভ, অসৎ দান গ্রহণ আদি দোষ হইলেও আপৎ কালে শরীর রক্ষার জন্য দানগ্রহণ শুভ, অধিকগ্রহণ অশুভ পাপই।। ৩।।

বিবৃতি— ভগবদ্বিমুখ জনগণ ভগবদিতর বস্তুর ভোগ কামনা করে। সেই সেই ভোগের বাধা দিবার জন্য অনুকূল-প্রতিকূলবিচারে সমজাতীয় বস্তুতে শুদ্ধি ও অশুদ্ধির বিচার নিহিত আছে। ব্যবহারিক জগতের কার্য্য-সৌকর্য্যার্থ দ্রব্যের গুণদোষ কথিত হয় এবং শরীরযাত্রা-নির্ব্বাহে অনুকূল-প্রতিকূল-বিচারে শুভাশুভ অবস্থাদ্বয় বর্ণিত আছে।। ৩।।

মধ্ব—

বিবেকেন পুণ্যাধিকং ভবতীতি বিচিকিৎসার্থম্।
গুণদোষৌ বিধীয়েতে।
পঞ্চভূতাত্মকত্বেন সমতা সর্ব্ববস্তুষু।
হরিসন্নিধিবৈশেষ্যাদ্বিশেষশ্চ মহান্ সদা।।
ইতি বৈশেষ্যে।। ৩।।

দর্শিতোঽয়ং ময়াচারো ধর্ম্মমুদ্বহতাং ধুরম্।। ৪।।

অন্বয়ঃ— ময়া (মন্বাদিরূপেণ) ধর্ম্মং (ধর্ম্মরূপাং) ধুরং (ভারম্) উদ্বহতাং (ধারয়তাম্) অয়ম্ আচারঃ দর্শিতঃ (প্রদর্শিতো নির্ণীত ইত্যর্থঃ)।। ৪।।

অনুবাদ— আমি মনু প্রভৃতিরূপে ধর্ম্মভারবহন-কারিগণের এতাদৃশ আচার নির্ণয় করিয়াছি।। ৪।।

বিশ্বনাথ— এবং ধর্ম্মরূপাং ধুরং ভারং উদ্বহতাং জনানাং ময়া মন্বাদিরূপেণ অয়মাচারো দর্শিতঃ।। ৪।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— এইভাবে ধর্ম্মরূপ ভার বহন-কারীগণের জন্য আমি মনু আদিরূপে এই আচার দেখাইয়াছি।। ৪।।

বিবৃতি— কর্ম্মজড় ব্যক্তিগণ ফলভোগকামী হইয়া শুদ্ধ্যশুদ্ধি, শুভাশুভ ও গুণদোষ বিচার করেন। পারমার্থিকের বিচার উহাতে আবদ্ধ নহে। এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে বর্ণিত—

"কৃষ্ণভক্তির বাধক যত শুভাশুভ-কর্ম্ম।
সেই হয় জীবের এক অজ্ঞান-তমোধর্ম্ম।"
"দ্বৈতে ভদ্রাভদ্রজ্ঞান—সব মনোধর্ম্ম।
এই ভাল, এই মন্দ,—এই সব ভ্রম।"

এই পদ্যদ্বয় আলোচ্য।। ৪।।

ভূম্যম্ব্বগ্ন্যনিলাকাশা ভূতানাং পঞ্চ ধাতবঃ।
আব্রহ্মস্থাবরাদীনাং শারীরা আত্মসংযুতাঃ।। ৫।।

অন্বয়ঃ— আত্মসংযুতাঃ (তুল্যৈক পরমাত্ম-সম্বন্ধযুক্তাঃ) ভূম্যম্ব্বগ্ন্যনিলাকাশাঃ (ক্ষিত্যপ্‌তেজোমরুদ্‌-ব্যোমরূপাঃ) পঞ্চ-ধাতবঃ (ধারয়ন্তীতি ধাতবঃ কারণানি) আব্রহ্ম-স্থাবরাদীনাং (সর্ব্বেষামেব) শারীরাঃ (শরীরারম্ভকা ভবন্তি)।। ৫।।

অনুবাদ— তুল্য এক পরমাত্মবস্তুর সম্বন্ধযুক্ত ভূমি, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ—এই পঞ্চ ধাতুই আব্রহ্ম স্থাবরাদি সর্ব্বপদার্থের শরীরারম্ভক হইয়া থাকে।। ৫।।

বিশ্বনাথ— "গুণদোষভিদা দৃষ্টির্নিগমাত্তে ন হি স্বতঃ" ইতি যত্ত্বয়োক্তং তৎ সত্যমেব, কিন্তু নিগমো হি লোকোপকারক এবেত্যাহ,—ভূমীতি দ্বাভ্যাম্। ধারয়ন্তীতি ধাতবো ভূম্যাদয়ঃ এতে আব্রহ্মস্থাবরাদীনাং শারীরাঃ শরীরারম্ভকা ইতি দেহতঃ সাম্যমুক্তং আত্মতোঽপ্যাহ,—আত্মেতি।। ৫

টীকার বঙ্গানুবাদ— গুণদোষ ভেদদৃষ্টি বেদাদি শাস্ত্র হইতে জানা যায়, স্বভাবতঃ নহে। ইহা যে তুমি বলিয়াছ তাহা সত্যই, কিন্তু বেদ নিশ্চয়ই লোকের উপকারকই, ইহাই দুইটি শ্লোকদ্বারা বলিতেছেন। ভূমি, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ এই পঞ্চভূত ধারণ করে বলিয়া ইহাদিগকে ধাতু বলে। ইহারা আব্রহ্ম স্থাবর পর্য্যন্ত শরীর সমূহের আরম্ভক, এই কারণে দেহ হইতে সমান বলা হইয়াছে, আত্মা হইতেও।। ৫।।

বেদেন নামরূপাণি বিষমাণি সমেষ্বপি।
ধাতুষূদ্ধব কল্প্যন্ত এতেষাং স্বার্থসিদ্ধয়ে।। ৬।।

অন্বয়ঃ— (হে) উদ্ধব! এতেষাং (প্রাণিনাং) স্বার্থসিদ্ধয়ে (প্রবৃত্তি-নিয়মদ্বারা ধর্ম্মাদি-পুরুষার্থসিদ্ধয়ে) সমেষু অপি ধাতুষু (দেহেষু) বেদেন বিষমাণি নামরূপাণি (বিভিন্নানি বর্ণাশ্রমাদীনি) কল্প্যন্ত (বিধীয়ন্তে)।। ৬।।

অনুবাদ— হে উদ্ধব! এই সকল প্রাণিগণের পুরুষার্থসিদ্ধির জন্য সম দেহসমূহের মধ্যে বেদ কর্ত্তৃক বিষম নাম-রূপসমূহ বিহিত হইয়াছে।। ৬।।

বিশ্বনাথ— ধাতুষু দেহেষু সমেষ্বপি নামরূপাণি বাচকবাচ্যানি ব্রাহ্মণোঽয়মিতি ব্রহ্মচার্য্যয়মিতি তাম্বূলিক-তৈলিকাদিরয়মিতি বর্ণাশ্রমাদিনিবন্ধনানি। কল্পনায়াং প্রয়োজনমাহ,—এতেষাং প্রাণিনাং স্বার্থসিদ্ধয়ে প্রবৃত্তি-নিয়মদ্বারা ধর্ম্মাদিষু পুরুষার্থসিদ্ধিয়ে।। ৬।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— ধাতু অর্থাৎ দেহসমূহে সমান হইলেও নামরূপ, বাচক বাচ্য ইত্যাদি, ইনি ব্রাহ্মণ, ইনি ব্রহ্মচারী, ইনি তাম্বুলি, ইনি তৈলিক—এইরূপ বর্ণাশ্রমাদি নিবন্ধন ভেদ। এইরূপ কল্পনার প্রয়োজন বলিতেছেন—এই প্রাণীগণের স্বার্থসিদ্ধির জন্য প্রবৃত্তি নিয়মদ্বারা ধর্ম্মাদিতে পুরুষার্থ সিদ্ধির জন্য।। ৬।।

মধ্ব—

ধাতুঃ পরমেশ্বরঃ।
যদ্যদ্ধরেঃ সন্নিহিতং তত্তচ্ছুদ্ধতরং মতম্।
স্বতঃশুচিতমো বিষ্ণুঃ সান্নিধ্যঞ্চ স্বভাবতঃ।।
ইতি চ।

এতেষাং জীবানাম্।। ৬।।

দেশকালাদিভাবানাং বস্তূনাং মম সত্তম।
গুণদোষৌ বিধীয়েতে নিয়মার্থং হি কর্ম্মণাম্।। ৭।।

অন্বয়ঃ— (হে) সত্তম। (হে সাধুত্তম! উদ্ধব!) কর্ম্মণাং নিয়মার্থং (সঙ্কোচার্থং) হি (এব) দেশ-কালাদি-ভাবানাং (তথা) বস্তূনাং (উপাদেয়ানাং ব্রীহ্যাদীনামপি)

গুণদোষৌ (গুণশ্চ দোষশ্চ) মম (ময়া) বিধীয়েতে (প্রতিপাদ্যেতে)।। ৭।।

অনুবাদ— হে সত্তম! কর্ম্মসমূহের সঙ্কোচের জন্যই আমাকর্ত্তৃক দেশকালাদি পদার্থ এবং ব্রীহি প্রভৃতি উপাদেয় দ্রব্যরাশির গুণদোষ বিহিত হইয়াছে।। ৭।।

বিশ্বনাথ— ন কেবলং দেহেষ্বেব অপি তু দেশকালফলনিমিত্তাদিষ্বপি ইত্যাহ,— দেশকালাদয়ো যে ভাবাঃ পদার্থাস্তেষাং তৎসম্বন্ধিনাং বস্তূনাং ব্রীহ্যাদীনামপি মম ময়া নিয়মার্থং সঙ্কোচনার্থমিত্যর্থঃ।। ৭।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— কেবল দেহ সকলের মধ্যে এইরূপ কল্পনা নহে কিন্তু দেশ-কাল ফল ও নিমিত্তাদিতেও এইরূপ বলিতেছেন— দেশ-কাল আদি যে ভাব-পদার্থ সমূহ তাহাদের সেই বস্তু ব্রীহি আদিরও আমাকর্ত্তৃক নিয়মের অর্থাৎ সঙ্কোচনের জন্য।। ৭।।

বিবৃতি—কর্ম্মকাণ্ড— ফলভোগময়; সুতরাং ত্রিগুণান্তর্গত জগতে বদ্ধজীবগণের অহঙ্কার প্রশমনের জন্যই দ্রব্যসমূহকে দেশকালাদি ভাবের অধীন করিয়াছি এবং সেই সকল দ্রব্যে গুণদোষের বিধান জীবের ফলভোগ নিবারণের জন্যই উদ্দিষ্ট হইয়াছে। যাহাতে ইন্দ্রিয়ের তোষণ হয়, সেই সকল কার্য্যে বদ্ধজীবগণের প্রবৃত্তি। বস্তুর গুণদোষের ব্যবস্থা জীবের অতিশয় আসক্তির নিবৃত্তির জন্য।। ৭।।

———

অকৃষ্ণসারো দেশানামব্রহ্মণ্যোঽশুচির্ভবেৎ।
কৃষ্ণসারোঽপ্যসৌবীরকীকটাসংস্কৃতেরিণম্।। ৮।।

অন্বয়ঃ— দেশানাং (মধ্যে) অকৃষ্ণসারঃ (কৃষ্ণহরিণরহিতো দেশোঽশুচিস্তত্রাপি) অব্রহ্মণ্যঃ (ব্রাহ্মণভক্তিশূন্যঃ) অশুচিঃ (অত্যন্তমশুচিঃ) কৃষ্ণসারঃ অপি (কৃষ্ণেন মৃগেণ সারঃ শ্রেষ্ঠোঽপি) অপ্যসৌবীর-কীকটাসংস্কৃতেরিণম্ (অসৌবীরঃ সৌবীরদেশাভিন্নো দেশান্তরস্তথা কীকটস্তদ্দেশঃ অসংস্কৃতো মার্জ্জনাদিশূন্যো, ম্লেচ্ছাদি-বহুলশ্চ দেশ, ঈরণম্ উষরশ্চ তেষাং দ্বন্দ্বৈক্যং তদশুচির্ভবেৎ)।। ৮।।

অনুবাদ— দেশের মধ্যে কৃষ্ণসার-রহিত ও ব্রাহ্মণভক্তিশূন্য দেশ এবং কৃষ্ণসারযুক্ত দেশ-মধ্যেও সৌবীর দেশব্যতীত অন্যদেশ, কীকটদেশ, মার্জ্জনাদি সংস্কার শূন্য, ম্লেচ্ছাদিবহুল দেশ ও উষরদেশ অশুচি হইয়া থাকে।। ৮

বিশ্বনাথ— প্রথমং শুদ্ধ্যশুদ্ধী প্রপঞ্চয়তি— অকৃষ্ণসার ইত্যষ্টভিঃ। দেশানাং মধ্যে কৃষ্ণহরিণরহিতো দেশোঽশুচিঃ। তত্রাপি ন সন্তি ব্রহ্মণ্যা ব্রাহ্মণভক্তিমন্তো যত্র স তু অত্যন্তমশুচিঃ। কৃষ্ণসারোঽপি কৃষ্ণেন মৃগেণ সারঃ শ্রেষ্ঠোঽপি অসৌবীরঃ কীকটশ্চ অসংস্কৃতো মার্জ্জনাদিশূন্যো ম্লেচ্ছাদিবহুলশ্চ ঈরণং উষরশ্চ তেষাং দ্বন্দ্বৈক্যম্ তৎ অশুচিঃ। সুবীরাণাং সৎপুরুষাণাং নিবাসঃ সৌবীরঃ, অসৌবীরো যঃ কীকটো গয়াপ্রদেশঃ সোঽশুচিঃ, সৌবীরঃ সৎপাত্রযুক্তঃ কীকটোঽপি শুচিরিত্যর্থঃ।। ৮।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— প্রথমে শুদ্ধি ও অশুদ্ধি বিস্তার করিতেছেন—আটটি শ্লোকদ্বারা। দেশ সমূহের মধ্যে কৃষ্ণসার হরিণ ভিন্নদেশ অশুচি, তাহার মধ্যেও যেখানে ব্রাহ্মণ ভক্তি হীন বাস করে, তাহা কিন্তু অত্যন্ত অশুচি। কৃষ্ণসার বলিতে কৃষ্ণবর্ণ হরিণ দ্বারা শ্রেষ্ঠ হইলেও, অসৌবীর কীকট অসংস্কৃত মার্জ্জনাদি শূন্য ম্লেচ্ছাদি বহুল ঈরণ উষর এই সকল দেশ অশুচি, সৎ পুরুষগণের নিবাস সৌবীর, অসৌবীর যে কীকট গয়াপ্রদেশ অশুচি, সৌবীর অর্থাৎ সৎপাত্রযুক্ত কীকটও শুচি।। ৮।।

মধ্ব—

নদীসমুদ্রগিরয় আশ্রমাশ্চ বনানি চ।
নগরাণি চ দিব্যানি শালগ্রামাদয়স্তথা।।
তেষাং সমীপগাশ্চৈব দেশা যোজনমাত্রতঃ।
কর্ম্মণ্যাস্তু সমাখ্যাতাস্তদন্যে কীকটাঃ স্মৃতাঃ।।
তদন্যেঽপি তু যে দেশাঃ কৃষ্ণসারোষিতাঃ স্বতঃ।
কর্ম্মণ্যা এব বিজ্ঞেয়া যদি নাধ্যুষিতাঃ খলৈঃ।।
খলৈরধ্যুষিতাশ্চাপি যদি সদ্ভিরধিষ্ঠিতাঃ।
কর্ম্মণ্যা ইতি বিজ্ঞেয়া বিষ্ণুলিঙ্গানি যত্র চ।
ইতি স্কান্দে।

আন্তরঃ সন্নিধির্বিষ্ণোর্বাহ্যসন্নিধিরেব চ।

দ্বিবিধঃ সন্নিধিঃ প্রোক্তাঃ কৃত্রিমো বাহ্য উচ্যতে।।
স্বাভাবিকস্ত্বান্তরঃ স্যাৎ প্রতিমা জীবগো যথা।
ইতি চ।। ৮।।

বিবৃতি— গুরুগৃহে বাসকালে ব্রহ্মচারিগণ অজিন ব্যবহার করিবেন। উহা কৃষ্ণসার-মৃগের চর্ম্ম। যজ্ঞবিধি-শিক্ষা-কালে অজিনাদির পরিধান বিহিত ছিল। যে দেশে কৃষ্ণসার-মৃগ নাই, তথায় যজ্ঞের প্রবর্ত্তনাভাব-হেতু ঐ দেশ অশুদ্ধ নামে কথিত। কর্ম্মনিপুণতা ও যজ্ঞবিধির আদর থাকিলেও কতিপয় দেশ ভগবৎসেবা-বিমুখ থাকায় ঐগুলিও অশুচি দেশ বলিয়া কথিত হয়।

অঙ্গ বঙ্গাদি দেশে যে কালে হরিভক্তির আদর ছিল না, সেই সময় ঐসকল দেশ অশুচি বলিয়া পরিগণিত হইত। কিন্তু শ্রীজয়দেবাদি বৈষ্ণব-কবিগণের প্রাদুর্ভাবে, বঙ্গদেশাদি কৃষ্ণসারমৃগশূন্য অশুচি দেশ হইলেও বঙ্গদেশের পরম পবিত্রতা শাস্ত্রোদ্দিষ্ট বিষয় হইয়াছে।। ৮।।

কর্ম্মণ্যো গুণবান্ কালো দ্রব্যতঃ স্বত এব বা।
যতো নিবর্ত্ততে কর্ম্ম স দোষোঽকর্ম্মকঃ স্মৃতঃ।। ৯

অন্বয়ঃ— দ্রব্যতঃ (দ্রব্যসম্পত্ত্যা) স্বতঃ এব বা (স্বভাবতো বা পূর্ব্বাহ্লাদির্যঃ) কর্ম্মণ্যঃ (কর্ম্মার্হঃ সঃ) কালঃ (তস্মিন্ কর্ম্মণি) গুণবান্ (যোগ্য ইত্যর্থঃ) যতঃ (যস্মিন্-কালে দ্রব্যালাভেন বা রাষ্ট্রবিপ্লবাদিনা বা) কর্ম্ম নিবর্ত্ততে (যশ্চ সূতকাদৌ দশাহাদিলক্ষণঃ) অকর্ম্মকঃ (কর্ম্মানর্হঃ) স্মৃতঃ সঃ কালঃ দোষঃ (অশুদ্ধ ইত্যর্থঃ)।। ৯।।

অনুবাদ— দ্রব্যসম্পত্তি নিবন্ধন অথবা স্বভাবতঃ যে কাল কর্ম্মযোগ্য, তাহাই তৎকর্ম্মে প্রশস্ত এবং যে-কালে দ্রব্য-সম্পদের অভাব বা রাষ্ট্রবিপ্লবাদিনিবন্ধন কর্ম্ম নিবৃত্ত থাকে অথবা যে-কাল সূতিকা-শৌচাদি-নিবন্ধন কর্ম্মের অযোগ্য, তাহাকেই অশুদ্ধ কাল জানিবে।। ৯।।

বিশ্বনাথ— কালস্য শুদ্ধ্যশুদ্ধী দর্শয়তি— কর্ম্মণ্যঃ কর্ম্মার্হঃ কালো গুণবান্ শুদ্ধঃ, স চ কশ্চি দ্রব্যতঃ মাংসাদি-দ্রব্যলাভত এব তৎক্ষণে এব কর্ম্মার্হঃ। কশ্চিৎ স্বতোঽপি পূর্ব্বাহ্লাদিঃ, যতশ্চ কালাৎ সূতকাদিদোষেণ কর্ম্ম নিবর্ত্ততে স দোষঃ অশুদ্ধ ইত্যর্থঃ।। ৯।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— কালের শুদ্ধি ও অশুদ্ধি দেখাইতেছেন—কর্ম্মের উপযুক্ত কাল শুদ্ধ, তাহাও কোন দ্রব্য হেতু মাংসাদি দ্রব্য লাভ হেতুই সেইক্ষণেই, কর্ম্ম যজ্ঞ কখনও স্বাভাবিক পূর্ব্বাহ্লাদিকাল, শুভ হইলেও যখন হইতে সূতকাদি দোষদ্বারা কর্ম্ম বন্ধ থাকে, তাহা দোষ অর্থাৎ অশুদ্ধ।। ৯।।

বিবৃতি— যেরূপ দেশ-বিচারে শুচি ও অশুচির ভেদ লক্ষিত হয়, কাল-বিচারকেও তদ্রূপ জানিতে হইবে। দ্রব্যের লাভ ও সৎকর্ম্মযোগ্য কালাদি স্বাভাবিক গুণবিশিষ্ট বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়। আর যেক্ষণে জীব তাহারা প্রাপ্য বঞ্চিত হয় বা প্রারব্ধ কর্ম্মের ব্যাঘাত ঘটে, ঐ কাল দোষ-যুক্ত বলিয়া কথিত।

ভগবৎকৃপা-লাভ যেকালে সংঘটিত হয়, সেই কালই সর্ব্বতোভাবে সদ্‌গুণবিশিষ্ট জানিতে হইবে; নতুবা ভোগদ্রব্যলাভ হইতে ভগবদ্‌বিমুখতা বৃদ্ধি পায়। শ্রীহরি-বাসর এবং ভগবৎ ও ভাগবতের সঙ্গলাভের কালই প্রকৃত-পক্ষে সর্ব্বোত্তম কাল। মেঘাচ্ছন্ন দিন দুর্দ্দিন নহে; পরন্তু ভগবৎসেবা-বিমুখ-জনসঙ্গকালই প্রকৃত দুঃসময়।। ৯।।

দ্রব্যস্য শুদ্ধ্যশুদ্ধী চ দ্রব্যেণ বচনেন চ।
সংস্কারেণাথ কালেন মহত্ত্বাল্পতয়াঽথবা।। ১০।।

অন্বয়ঃ— দ্রব্যস্য দ্রব্যেণ চ শুদ্ধ্যশুদ্ধী (যথা তোয়াদিনা শুদ্ধির্মূত্রাদিনা ত্বশুদ্ধিঃ) বচনেন চ (শুদ্ধমশুদ্ধং বেতি সন্দেহে ব্রাহ্মণ-বচনেন শুদ্ধিরিতরেণাশুদ্ধিঃ) সংস্কারেণ (প্রোক্ষণাদিনা পুষ্পাদেঃ শুদ্ধিরবঘ্রাণাদিনাশুদ্ধিঃ) অথ কালেন (দশাহাদিনা নবোদকাদেঃ শুদ্ধির্বিপরীতেনাশুদ্ধিঃ) অথবা মহত্ত্বাল্পতয়া (অন্ত্যজাদ্যুপহতানাং তড়াগাদ্যুদকানাং মহত্ত্বেন শুদ্ধিরল্পত্বেনাশুদ্ধিরিত্যর্থঃ)।। ১০।।

অনুবাদ— জলাদি দ্রব্যদ্বারাই দ্রব্যান্তরের শুদ্ধি ও মূত্রাদি দ্বারা তাহার অশুদ্ধি, শুদ্ধাশুদ্ধ-সন্দেহ-স্থলে ব্রাহ্মণ

বাক্যে শুদ্ধি অন্যথা অশুদ্ধি, প্রোক্ষণাদি-দ্বারা পুষ্পাদির শুদ্ধি ও আঘ্রাণাদিদ্বারা অশুদ্ধি, দশাহাদি কাল-দ্বারা নূতন জলাশয়াদির শুদ্ধি অন্যথা অশুদ্ধি এবং অন্ত্যজাদিস্পৃষ্ট বৃহদ্‌জলাশয়ের শুদ্ধি ও অল্প জলাশয়ের অশুদ্ধি হইয়া থাকে।। ১০।।

বিশ্বনাথ—দেশকালাদিভাবানাং বস্তূনামিতি প্রক্রান্তং তত্র বস্তুশব্দোপাত্তানাং দ্রব্যাণাং শুদ্ধ্যশুদ্ধী দর্শয়তি,—দ্রব্যস্যেতি চতুর্ভিঃ। পাত্রাদীনাং দ্রব্যেণ তোয়াদিনা শুদ্ধিঃ মূত্রাদিনা ত্বশুদ্ধিঃ। বচনেনেদং শুদ্ধমশুদ্ধং বেতি সন্দেহে শুদ্ধমিত্যেবং ব্রাহ্মণবচনেন শুদ্ধিস্তথৈবাশুদ্ধমিতি বচনেনাশুদ্ধিশ্চ। সংস্কারেণ প্রোক্ষণাদিনা পুষ্পাদেঃ শুদ্ধিঃ অবঘ্রাণাদিনা ত্বশুদ্ধিঃ। কালেন দশাহাদিনা নবোদকাদেঃ শুদ্ধির্বিপরীতেনাশুদ্ধিঃ। অন্ত্যজাদ্যুপহৃতানাং তড়াগাদ্যুদকানাং মহত্ত্বাল্পত্বাভ্যাং শুদ্ধ্যশুদ্ধী। পর্য্যুষিতান্নাদেঃ শক্তান্ প্রত্যশুদ্ধিঃ অশক্তান্ প্রতি শুদ্ধিঃ।। ১০।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— দেশ কাল আদি ভাব বস্তু সমূহের এইভাবে আরম্ভ করা হইয়াছে। তাহার মধ্যে বস্তু শব্দে গৃহীত দ্রব্য সমূহের শুদ্ধি অশুদ্ধি চারিটি শ্লোকদ্বারা দেখাইতেছেন। পাত্রাদির শুদ্ধি দ্রব্য ও জলাদির দ্বারা, মূত্রাদি দ্বারা অশুদ্ধি। ব্রাহ্মণের বাক্যদ্বারা শুদ্ধি, যেমন এই দ্রব্য শুদ্ধ বা অশুদ্ধ সন্দেহ হইলে ব্রাহ্মণ বাক্য দ্বারা ইহা শুদ্ধ, সেইরূপ বাক্যদ্বারা অশুদ্ধ বলিলে অশুদ্ধি, কালদ্বারা যেমন দশাহাদি দ্বারা অশুদ্ধি, নবোদকাদি দ্বারা শুদ্ধি, অন্ত্যজ ব্যক্তিদ্বারা আনীত পদ্মপুষ্করিণীর জল বৃহৎহেতু শুদ্ধি, অল্প হইলে অশুদ্ধি, বাসি অন্নাদি সমর্থ ব্যক্তির পক্ষে অশুদ্ধি, অসমর্থ ব্যক্তির পক্ষে শুদ্ধি।। ১০।।

বিবৃতি— দ্রব্যাদির সংযোগেই দ্রব্যের শুদ্ধির ও অশুদ্ধির বিচার উৎপন্ন হইয়াছে। যেরূপ বিসর্জ্জনীয় মূত্রাদি দ্রব্যের অশুদ্ধিকারক এবং গঙ্গোদকাদি দ্রব্যের শুদ্ধিকারক, তদ্রূপ। ভোগমূলক বাক্যের দ্বারা নির্দ্দিষ্ট বস্তুর শুদ্ধাশুদ্ধি বিচারিত হয়। মৃত জন্তুর শরীরের অস্থি অশুদ্ধ হইলেও শ্রৌত প্রমাণবলে শঙ্খাদি শুদ্ধ বলিয়া পরিগণিত। সংস্কারের দ্বারা শুদ্ধ্যশুদ্ধি নিরূপিত হয়। যেরূপ প্রোক্ষণ-দ্বারা পুষ্পাদির শোধন হয় এবং ঘ্রাণের দ্বারা ভুক্ত পুষ্পাদি অশুদ্ধ হয়, তদ্রূপ। বৃহত্ত্ববিচারে 'শুদ্ধ' এবং অল্পতার বিচারে 'অশুদ্ধ' নির্দ্দিষ্ট হয়; যেরূপ বৃহৎ জলাশয় সর্ব্বদাই শুদ্ধ এবং সঙ্কীর্ণতোয় কূপাদি স্পর্শদোষ ও দ্রব্যবিশেষ-সান্নিধ্যে অশুদ্ধ বলিয়া বিচারিত হয়, তদ্রূপ।

শক্ত্যাশক্ত্যাথবা বুদ্ধ্যা সমৃদ্ধ্যা চ যদাত্মনে।
অঘং কুর্ব্বন্তি হি যথা দেশাবস্থানুসারতঃ।। ১১।।

অন্বয়ঃ— শক্ত্যা অশক্ত্যা (সূর্য্যোপরাগাদিসূতিকান্নাদেঃ শক্তান্ প্রত্যশুদ্ধিরশক্তান্ প্রতি শুদ্ধিঃ) অথবা বুদ্ধ্যা (পুত্রজননাদৌ দশাহান্তর্জ্ঞানেন অশুদ্ধির্বহির্জ্ঞানেন শুদ্ধিঃ) সমৃদ্ধ্যা চ (জীর্ণমলবদ্‌বস্ত্রাদেঃ সমৃদ্ধং প্রত্যশুদ্ধির্দরিদ্রং প্রতি শুদ্ধিঃ কিঞ্চ এতে দ্রব্যবচনাদয়ো দ্রব্যাশুদ্ধিদ্বারা) আত্মনে যৎ অঘং (পাপ) কুর্ব্বন্তি (তৎ) দেশাবস্থানুসারতঃ হি (এব) যথা (যথাবৎ) কুর্ব্বন্তি (ন সর্ব্বতস্তথা হি নির্ভয়ে দেশে কুর্ব্বন্তি ন তু চৌরাদ্যাকুলে তথা রোগাদিব্যতিরিক্তযুবাদ্যবস্থায়ামেব কুর্ব্বন্তি ন বাল্যরোগাদ্যবস্থায়ামিত্যর্থঃ)।। ১১।।

অনুবাদ— সূর্য্যোপরাগ বা সূতিকান্নাদির শক্তপুরুষের প্রতি অশুদ্ধি, অসমর্থ পুরুষের প্রতি শুদ্ধি, পুত্রজননাদিস্থলে দশাহাভ্যন্তর জ্ঞানে অশুদ্ধি, তদ্বাহ্যজ্ঞানে শুদ্ধি, জীর্ণমলিনবস্ত্রাদির সমৃদ্ধপুরুষের প্রতি অশুদ্ধি, দরিদ্র-পুরুষের প্রতি শুদ্ধি জানিবে। এই সকল দ্রব্যবচনাদি দ্রব্যাশুদ্ধিদ্বারা আত্মার প্রতি যে পাপের সঞ্চার করে, তাহাও দেশ ও অবস্থা-ভেদেই জানিতে হইবে।।

বিশ্বনাথ— বুদ্ধ্যা পুত্রজন্মাদৌ দশাহাদ্বহির্জ্ঞানেন শুদ্ধিঃ অন্তর্জ্ঞানেনাশুদ্ধিঃ, সমৃদ্ধ্যা জীর্ণমলিনস্যুতবস্ত্রাদেঃ সমৃদ্ধং প্রত্যশুদ্ধিঃ দরিদ্রং প্রতি শুদ্ধিঃ। এতে চ দ্রব্যবচনাদয়ো যদাত্মনে জীবস্যেত্যর্থঃ। অঘং কুর্ব্বন্তি তদ্দেশাবস্থানুসারত এব যথা যথাবৎ। তথা হি নির্ভয় এব দেশে কুর্ব্বন্তি ন তু চৌরাদ্যাকুলে, নীরোগাবস্থত্ব এব ন তু রোগাবস্থত্বে, তথা তারুণ্যাবস্থত্ব এব, ন তু বাল্যবার্দ্ধক্যাবস্থত্বে

তথা চ স্মৃতিঃ— "দেশং কালং তথাত্মানং দ্রব্যং দ্রব্য-প্রয়োজনম্। উপপত্তিমবস্থাঞ্চ জ্ঞাত্বা শৌচং প্রকল্পয়েৎ।।" ইতি।। ১১।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—বুদ্ধি দ্বারা পুত্র জন্মাদি কাল হইতে দশদিন পার হইয়াছে, এই জ্ঞান দ্বারা শুদ্ধি, দশদিনের মধ্যে অশুদ্ধি, সমৃদ্ধি দ্বারা জীর্ণমলিন সূতী বস্ত্র আদি ধনী লোকের পক্ষে অশুদ্ধি, দরিদ্রের পক্ষে শুদ্ধি, এই সকল দ্রব্য বাক্যাদিও যখন জীবের পাপ করে সেই দেশের অবস্থা অনুসারে যেমন যেমন সেইরূপই, নির্ভয় দেশে শুভ করে, কিন্তু চোর আদি বসতি স্থলে অশুভ করে, নীরোগ অবস্থায় শুভ, রোগ অবস্থায় শুভ নহে সেইরূপ তরুণ অবস্থাতেই শুভ, কিন্তু বাল্য ও বার্দ্ধক্য অবস্থাতে শুভ নহে। এইরূপ স্মৃতি-শাস্ত্রে বাক্য আছে— দেশ কাল আত্মা দ্রব্য, দ্রব্যের প্রয়োজন, যুক্তি ও অবস্থা জানিয়া শুচি অশুচি কল্পনা করিবে।। ১১।।

বিবৃতি— দেশভেদে, অবস্থা-ভেদে, সবল-দুর্ব্বল বিচারে বুদ্ধিভেদে, সমৃদ্ধিভেদে শুদ্ধ্যশুদ্ধি ও পাপ-পুণ্য প্রভৃতি গুণবিচার-বৈষম্য লাভ করে। মোটের উপর ভগবৎসেবানুকূল বিচার সাধারণ ভোগ-বিচার হইতে পৃথক্। ভোগিগণকে ক্লেশে পতন হইতে সতর্ক করিবার জন্য যে দ্রব্যের ও কালের শুদ্ধ্যশুদ্ধি বিচারিত হয়, উহা অবস্থা ও স্থান-ভেদে ভিন্নাকার ধারণ করে। সারগ্রাহী ও ভারবাহি ভেদে একই প্রকার কর্ম্মসত্তাগত অধিষ্ঠান ভিন্নভাবে পরিদৃষ্ট হয়।। ১১।।

ধান্যদার্ব্বস্থিতন্তূনাং রসতৈজসচর্ম্মণাম্।
কালবায়্বগ্নিমৃত্তোয়ৈঃ পার্থিবানাং যুতাযুতৈঃ।। ১২।।

অন্বয়ঃ— ধান্যদার্বস্থিতন্তূনাং (ধান্যং শস্যরূপং দারু লৌকিকং গ্রহচমসাদি চ অস্থি গজদন্তাদি তন্তবশ্চ তেষাং তথা) রসতৈজসচর্ম্মণাং (রসাস্তৈলঘৃতাদয়-স্তৈজসাঃ সুবর্ণাদয়শ্চর্ম্মাণি চ তেষাং তথা) পার্থিবানাং (রথ্যাকর্দ্দমঘটেষ্টকাদীনাং যথাযথং) যুতাযুতৈঃ (মিলিতৈঃ কেবলৈশ্চ) কালবায়্বগ্নিমৃত্তোয়ৈঃ (কালেন বায়ুনাগ্নিনা তোয়েন চ শুদ্ধির্ভবতি)।। ১২।।

অনুবাদ— ধান্য, দারুময় গ্রহ-চমসাদি দ্রব্য, গজ-দন্তাদি অস্থি, তৈল্য-ঘৃতাদি রসদ্রব্য, সুবর্ণাদি তৈজসবস্তু, চর্ম্ম এবং পার্থিব ঘটাদি পদার্থ কাল, বায়ু, অগ্নি, মৃত্তিকা ও জল ইহাদের সমষ্টি সংযোগে অথবা প্রত্যেক দ্বারা বিশুদ্ধি লাভ করিয়া থাকে।। ১২।।

বিশ্বনাথ— দ্রব্যস্য দ্রব্যেণ শুদ্ধিরিতি যদুক্তং তদ্বি-বৃণোতি,—ধান্যেতি। অস্থি গজদন্তাদি, রসাস্তৈলঘৃতাদয়ঃ, তৈজসাঃ সুবর্ণাদয়, তেষাং পার্থিবানাং ঘটেষ্টকাদীনাং কালাদিভির্যথাশাস্ত্রং শুদ্ধিস্তৈশ্চ যুতাযুতৈর্মিলিতৈঃ কেব-লৈশ্চ। যথা তৈজসানাং মৃত্তোয়াগ্নিভিঃ, ঊর্ণাতন্তূনাং কেবলেন বায়ুনা।। ১২।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— কোন্ দ্রব্যের দ্বারা দ্রব্য শুদ্ধি হয় যাহা বলিয়াছেন, তাহা বিশেষ ভাবে বলিতেছি—অস্থি অর্থে হস্তিদন্তাদি, রস অর্থাৎ তৈল ঘৃতাদি, তৈজস সুবর্ণাদি, তাহাদের মধ্যে মৃৎদ্রব্য ঘট ও ইট আদির কাল আদিদ্বারা শাস্ত্র অনুসারে শুদ্ধি, ঐ সকলের মিলিত অবস্থায় শুদ্ধি, পৃথক্ অবস্থায় অশুদ্ধি, যেমন তৈজস পাত্রসমূহের মৃত্তিকা, জল ও অগ্নিদ্বারা শুদ্ধি, তসর বস্ত্রসমূহের কেবল বায়ুদ্বারা শুদ্ধি।। ১২।।

অমেধ্যলিপ্তং যদ্‌যেন গন্ধলেপং ব্যপোহতি।
ভজতে প্রকৃতিং তস্য তচ্ছৌচং তাবদিষ্যতে।। ১৩।।

অন্বয়ঃ— অমেধ্যলিপ্তং যৎ (অশুচিবস্তুলেপযুক্তং যৎ পীঠপাত্রবস্ত্রাদি) যেন (তক্ষণক্ষারাম্লোদকাদিনা) গন্ধ-লেপং (গন্ধঞ্চ লেপঞ্চ) ব্যপোহতি (ত্যজতি স্বগতঞ্চ মলং ত্যক্ত্বা) প্রকৃতিং (স্বং রূপং) ভজতে (প্রাপ্নোতি) তস্য (বস্তুনঃ) তাবৎ (যাবতা চ তক্ষণাদিনা ব্যপোহতি তাবৎ প্রমাণং) তৎ (তক্ষণাদি) শৌচং (শোধকম্) ইষ্যতে (বিধী-য়তে)।। ১৩।।

অনুবাদ— অশুচিপদার্থ-লিপ্ত পীঠ-পাত্র-বস্ত্রাদি

যেপরিমাণ তক্ষণ, ক্ষার, অম্ল ও জলসংযোগে গন্ধ ও লেপ পরিত্যাগ করিয়া স্বীয় রূপ প্রাপ্ত হয়, সেই বস্তুর সে-পরিমাণ তক্ষণাদি কর্ম্মই শোধকরূপে বিহিত হইয়াছে।।

বিশ্বনাথ—যৎ পীঠবস্ত্রপাত্রাদি অমেধ্যলিপ্তং ভবেৎ তৎ যেন তক্ষণক্ষারাম্লমৃজ্জলাদিনা গন্ধং লেপঞ্চ ব্যপোহৃতি ত্যজতি, প্রকৃতিং স্বং রূপং ভজতে তস্য তচ্ছৌচং তাবদিতি যাবতা তক্ষণাদিনা গন্ধলেপং ব্যপোহতি তাবৎ-প্রমাণং শৌচং কর্ত্তব্যমিত্যর্থঃ।। ১৩।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— যে সকল পীঠ, বস্ত্র, পাত্রাদি অমেধ্য লিপ্ত হয়, তৎসমূহ মধ্যে পীঠকে চাঁচিয়া, বস্ত্রকে খার দ্রব্যদ্বারা, পাত্রাদিকে অম্ল মাটি ও জলাদি দ্বারা, গন্ধ দূর হওয়া পর্য্যন্ত শুদ্ধ করিবে। যে পর্য্যন্ত নিজের রূপ প্রাপ্ত হয়, তাহার সেই পর্য্যন্ত শুদ্ধি কর্ত্তব্য।। ১৩।।

স্নানদানতপোঽবস্থাবীর্য্যসংস্কারকর্ম্মভিঃ।
মৎস্মৃত্যা চাত্মনঃ শৌচং শুদ্ধঃ কর্ম্মাচরেদ্ দ্বিজঃ।। ১৪

অন্বয়ঃ— স্নানদানতপোঽবস্থাবীর্য্যসংস্কার-কর্ম্মভিঃ (স্নানেন দানেন তপসা কৌমার্য্যাদ্যবস্থয়া বীর্য্যেন শক্ত্যা সংস্কারেণোপনয়নদিনা কর্ম্মণা সন্ধ্যোপাসনাদিনা চ) মৎস্মৃত্যা (মম স্মরণেন) চ আত্মনঃ (কর্ত্তুঃ) শৌচং (শুদ্ধি-র্ভবেত্তথা) শুদ্ধঃ (সন্) দ্বিজঃ (দ্বিজ ইত্যুপলক্ষণং শূদ্রাদি-রপি) কর্ম্ম আচরেৎ (সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি কুর্য্যাৎ)।। ১৪।।

অনুবাদ— স্নান, দান, তপসা, অবস্থা, শক্তি, সংস্কার, কর্ম্ম এবং আমার স্মরণ দ্বারা আত্মার শুদ্ধি লাভ হয় এবং দ্বিজ পুরুষ শুদ্ধ হইয়া সর্ব্বকর্ম্মের আচরণ করিয়া থাকেন।। ১৪।।

বিশ্বনাথ—দ্রব্যশুদ্ধিমুক্ত্বা কর্ত্তৃশুদ্ধিমাহ,—স্নানেতি। অবস্থা বার্দ্ধক্যাদিঃ তত্র বীর্য্যং শক্তিঃ শক্ত্যনুরূপ আচার ইত্যর্থঃ। সংস্কার উপনয়নাদিঃ, কর্ম্ম সন্ধ্যোপাসনাদিকং তৈঃ। আত্মনঃ সাহঙ্কারস্য কর্ত্তুঃ শৌচং শুদ্ধিঃ। শুদ্ধেঃ প্রয়োজনমাহ,—শুদ্ধ ইতি। দ্বিজ ইত্যুপলক্ষণং শূদ্রাদি-রপি।। ১৪।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—দ্রব্য শুদ্ধির কথা বলিয়া কর্ত্তার শুদ্ধির কথা বলিতেছেন—স্নান, দান, তপস্যা, অবস্থা অর্থাৎ বার্দ্ধক্যাদি, সে স্থলে শক্তি অনুরূপ আচার দ্বারা শুদ্ধি হইবে। সংস্কার উপনয়নাদি কর্ম্ম—সন্ধ্যা উপাসনাদি, আত্মার অর্থাৎ অহঙ্কারের সহিত কর্ত্তার শৌচ অর্থাৎ শুদ্ধি। শুদ্ধির প্রয়োজন বলিতেছেন—ব্রাহ্মণাদি শূদ্র পর্য্যন্ত শুদ্ধ হইয়া কর্ম্ম আচরণ করিবে।। ১৪।।

বিবৃতি— স্নান, দান, তপস্যা, অবস্থা-ভেদ, বল, পঞ্চদশ সংস্কার, সর্ব্বোপরি ভগবান্ বিষ্ণুর স্মরণ-দ্বারাই প্রবৃত্ত ব্যক্তির কর্ম্ম শুদ্ধ হয়।

"অপবিত্রঃ পবিত্রো বা সর্ব্বাবস্থাং গতোঽপি বা।
যঃ স্মরেৎ পুণ্ডরীকাক্ষং স বাহ্যাভ্যন্তরে শুচিঃ।।"
—শ্লোকটি এতৎপ্রসঙ্গে আলোচ্য।। ১৪।।

মন্ত্রস্য চ পরিজ্ঞানং কর্ম্মশুদ্ধির্মদর্পণম্।
ধর্ম্মঃ সম্পদ্যতে ষড়্‌ভিরধর্ম্মস্তু বিপর্য্যয়ঃ।। ১৫।।

অন্বয়ঃ— পরিজ্ঞানং (সদ্‌গুরুমুখাদ্ যথাবৎ পরি-জ্ঞানং) চ মন্ত্রস্য (শুদ্ধিঃ) মদর্পণম্ (ঈশ্বরার্পণং) কর্ম্ম-শুদ্ধিঃ (কর্ম্মণঃ শুদ্ধিঃ) ষড়্‌ভিঃ (দেশকাল-দ্রব্যকর্ত্তৃক-মন্ত্রকর্ম্মভিঃ ষড়্‌ভিঃ শুদ্ধৈঃ) ধর্ম্মঃ সম্পদ্যতে (সম্পন্নো-ভবতি) বিপর্য্যয়ঃ (এতেষাং যো বিপর্য্যয়ঃ সঃ) তু অধর্ম্মঃ (তদ্ধেতুরিত্যর্থঃ)।। ১৫।।

অনুবাদ— সদ্‌গুরু-মুখ হইতে যথাযথ পরিজ্ঞান দ্বারা মন্ত্রের শুদ্ধি, আমার প্রতি অর্পণ-দ্বারা কর্ম্ম-শুদ্ধি এবং শুদ্ধ দেশ, কাল, দ্রব্য, কর্ত্তা, মন্ত্র ও কর্ম্মদ্বারা ধর্ম্ম সম্পন্ন হয়, ইহাদের বিপর্য্যয়ই অধর্ম্ম-হেতু জানিবে।। ১৫

বিশ্বনাথ— মন্ত্রশুদ্ধিমাহ,—মন্ত্রস্য সদ্‌গুরুমুখাদ্য-থাবৎ পরিজ্ঞানং মন্ত্রশুদ্ধিঃ। কর্ম্মশুদ্ধিমাহ, —মদর্পণ-মিতি। মহ্যমর্পিতং কর্ম্ম শুদ্ধং অনর্পিতমশুদ্ধং, তদ্বান্ সদ্ভির্ন ব্যবহার্য্য ইতি ভাবঃ। শুদ্ধ্যশুদ্ধী প্রদর্শ্যোপ-সংহরতি —ষড়্‌ভিরিতি। ধর্ম্ম ইতি দেশকালদ্রব্যকর্ত্তৃমন্ত্র কর্ম্মভিঃ ষড়্‌ভিঃ শুদ্ধৈর্ধর্ম্মঃ সম্পদ্যতে এতেষাং যো বিপর্য্যয়ঃ সোঽধর্ম্মস্তদ্ধেতুরিত্যর্থঃ।। ১৫।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—মন্ত্র শুদ্ধি বলিতেছেন—সদ্‌গুরুর মুখ হইতে যথাযথভাবে জানা, ইহাই মন্ত্র শুদ্ধি। কর্ম্ম শুদ্ধির কথা বলিতেছেন—আমাতে অর্পণ, আমাতে অর্পিত হইলে কর্ম্ম শুদ্ধ হয়, অর্পণ না করিলে অশুদ্ধ হয়। শুদ্ধি অশুদ্ধি দেখাইয়া প্রকরণ শেষ করিতেছেন—দেশ, কাল, দ্রব্য, কর্ত্তা, মন্ত্র ও কর্ম্ম এই ছয়টি দ্বারা শুদ্ধ হইলে ধর্ম্ম সম্পন্ন হয়। ইহাদের যেখানে বিপর্য্যয় সেইহেতু তাহা অধর্ম্ম।। ১৫।।

বিবৃতি— দেশ, কাল, দ্রব্য, কর্ত্তা, মন্ত্র ও কর্ম্ম—এই ছয়টি যথা ও অযথা ধারণা হইতে ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের বিচার হইয়া থাকে। সদাচার-সম্পন্ন সদ্‌গুরুর নিকট হইতে মন্ত্র গ্রহণ না করিলে গুরু-নামধারী অসদ্ ব্যক্তির বিষতুল্য মন্ত্রে সাধকের অঙ্গমল ঘটে। কর্ম্মসমূহ নিজার্থে বা পরার্থে নিযুক্ত হইলে ভগবদর্থে নিযুক্ত হয় না।

সুতরাং ভগবানের সহিত সম্বন্ধচ্যুত হইলেই দেশকালাদি অধর্ম্ম উৎপাদন করায়।। ১৫।।

ক্বচিদ্‌গুণোঽপি দোষঃ স্যাদ্দোষোঽপি বিধিনা গুণঃ।
গুণদোষার্থনিয়মস্তদ্ভিদামেব বাধতে।। ১৬।।

অন্বয়ঃ— ক্বচিৎ গুণঃ অপি দোষঃ স্যাৎ (আপদি যথা প্রতিগ্রহো গুণোঽপি অনাপদি নিষিদ্ধত্বাদ্দোষঃ পরধর্ম্মশ্চ পরস্য গুণোঽপি স্বস্য দোষঃ) দোষঃ অপি বিধিনা গুণঃ (কুটুম্বত্যাগাদির্দোষোঽপি বিরক্তস্য ন দোষঃ কিঞ্চ বিধিবলেন গুণঃ স্যাৎ) গুণদোষার্থনিয়মঃ (এবং যোঽয়ং গুণদোষয়োরেকস্মিন্নর্থে নিয়মঃ সঃ) তদ্ভিদাং (তয়োর্ভেদম্) এব বাধতে (বারয়তি)।। ১৬।।

অনুবাদ— কদাচিৎ গুণও দোষরূপে এবং দোষও বিধিবলে গুণরূপে গৃহীত হয়। এক বিষয়েই গুণদোষের এতাদৃশ নিয়ম তাহাদের ভেদ নিবারণ করিয়া থাকে।।

বিশ্বনাথ— অয়ঞ্চ গুণদোষবিভাগো ন ক্বাপি নিয়ত ইত্যাহ,—ক্বচিদিতি। আপদি প্রতিগ্রহো গুণোঽপ্যনাপদি নিষিদ্ধত্বাদ্দোষঃ। দোষাঽপি কুটুম্বত্যাগাদির্বিধিনা বিধিবলেন বিরক্তাদের্গুণঃ। তস্মাদ্‌গুণদোষরূপৌ যাবর্থৌ তয়োর্নিয়ম এব তদ্ভিদাং গুণদোষরূপং ভেদং বাধতে। যথা কুটুম্বত্যাগো দোষ এবেতি যো নিয়মঃ, স এবাধিকারিবিশেষে দোষং বাধতে; জ্ঞানিনঃ কুটুম্বত্যাগস্য গুণত্বাৎ। তথা কুটুম্বত্যাগো গুণ এবেতি যো নিয়মঃ স এব গুণং বাধতে, কর্ম্মিণঃ কুটুম্বত্যাগস্য দোষত্বাৎ। তস্মাদগুণদোষৌ ন সামান্যতো নিয়তৌ, কিন্তু স্থলবিশেষ এব নিয়তৌ জ্ঞেয়াবিত্যর্থঃ।। ১৬।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— এই গুণ দোষ বিভাগ কোথাও একরূপ নহে, বিপদ কালে দান গ্রহণ গুণ, বিপদ না থাকিলে নিষিদ্ধ হেতু দোষ, দোষও কুটুম্বত্যাগাদি বিধি বলে বিরক্তদের গুণ, অতএব গুণ ও দোষরূপ যে কারণে গুণ দোষের নিয়ম তাহার ভেদ হইলে গুণ দোষরূপ ভেদ বাধা প্রাপ্ত হয়। যেমন কুটুম্ব ত্যাগ দোষই এই যে নিয়ম, তাহাই অধিকারী বিশেষে দোষ নাই। জ্ঞানী ব্যক্তির কুটুম্ব ত্যাগ গুণ, সেরূপ কুটুম্ব ত্যাগ গুণই এই যে নিয়ম, তাহাই বাধা প্রাপ্ত হয়। কর্ম্মির পক্ষে কুটুম্ব ত্যাগ দোষ। অতএব গুণ দোষ সামান্যভাবে এক প্রকার নহে। কিন্তু স্থল বিশেষে এক প্রকার জানিতে হইবে।। ১৬।।

মধ্ব—

তদ্ভিদামেব। ন তির্য্যগাদীনাম্।
বর্ষাচ্চতুর্দ্দশাদূর্দ্ধং যেন বিদুঃ শুভাশুভম্।
তেষামজ্ঞানজো দোষঃ সুমহান্ কর্ম্মজাদপি।।
তিরশ্চামিন্দ্রিয়াসক্তের্ন দোষোঽজ্ঞানজো ভবেৎ।
গুণোঽপি নৈব কশ্চিৎ স্যাদ্ যতোঽজ্ঞানবহিষ্কৃতাঃ।।
ইতি চ।

অতো মূর্খাণামদোষ ইতি ন।। ১৬।।

বিবৃতি— কাহারও বিচারমতে গুণই দোষ বলিয়া জ্ঞাত এবং কেহ বা দোষকেই গুণ জ্ঞান করে। সুতরাং গুণদোষের ভেদকারী জনই গুণদোষ-বিচারে বাধা লাভ করে। ব্যক্তি-বিশেষের ধারণাগত গুণদোষ কিছু বস্তুর কর্ত্তৃসত্তাগত অধিষ্ঠানে সংশ্লিষ্ট নহে; পরন্তু বিচারকের বিচারেই উহারা নিবদ্ধ বা নিহিত।। ১৬।।

সমানকর্ম্মাচরণং পতিতানাং ন পাতকম্।
ঔৎপত্তিকো গুণঃ সঙ্গো ন শয়ানঃ পতত্যধঃ।। ১৭।।

অন্বয়ঃ— শয়ানঃ (পূর্ব্বমেবাধঃশয়ানঃ পুমান্ যথা) অধঃ ন পতিত (পুনর্নাধঃ পতিতো ভবতি তথা) সমান-কর্ম্মাচরণং (সমানস্য তস্যৈব কর্ম্মণঃ সুরাপানাদেরা-চরণমপতিতানাং পতনহেতুরপি) পতিতানাং (জাত্যা কর্ম্মণা বা পতিতানাং পুনঃ) পাতকম্ (অধিকারভ্রংশকং) ন (ন ভবতি পূর্ব্বমেব পতিতত্বাৎ, তথা) ঔৎপত্তিকঃ সঙ্গঃ অপি গুণঃ (যথা যো যতের্দোষঃ স গৃহস্থস্যৌৎপত্তিকঃ পূর্ব্বস্বীকৃতো ন দোষঃ কিন্তু গুণ এব ঋতৌ ভার্য্যা-মুপেয়াদিতি বিধানাৎ)।। ১৭।।

অনুবাদ— যাহারা পূর্ব্ব হইতেই অধোদেশে শয়ান, তাহাদের যেরূপ আর অধঃপতন সম্ভবপর হয় না, সেইরূপ সুরাপান প্রভৃতি তুল্যকর্ম্মের আচরণে অপতিত ব্যক্তিগণের পতন হইলেও পতিতগণের আর পতন হয় না। এইরূপ ঋতুকালে ভার্য্যাগমনাদি যতিগণের দোষণীয় হইলেও গৃহস্থগণের গুণ বলিয়াই জানিবে।। ১৭।।

বিশ্বনাথ— গুণদোষয়োরনিয়মং প্রপঞ্চয়তি,— সমানস্য তস্যৈব কর্ম্মণঃ সুরাপানাদেরাচরণং অপতিতানাং পতনহেতুরপি জাত্যা কর্ম্মণা বা পতিতানাং পুনঃ পাতকং অধিকারভ্রংশকং ন ভবতি পূর্ব্বমেব পতিতত্বাৎ। যথা সঙ্গোঽপি যো যতের্দোষঃ, স গৃহস্থস্যৌৎপত্তিকঃ পূর্ব্ব-স্বীকৃতো ন দোষঃ, অপি তু গুণঃ। সঙ্গস্যাসক্তেরৌৎ-পত্তিকত্বে সতি ঋতৌ ভার্য্যাসঙ্গো গুণঃ তদসঙ্গস্য তস্মিন্ন-ধিকারিণি দোষশ্রবণাৎ। উভয়ত্র দৃষ্টান্তঃ পূর্ব্বমেবাধঃ-শয়ানো যথা ন পতিত।। ১৭।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— গুণ ও দোষের অনিয়ম বিস্তার ভাবে বলিতেছেন—সমান সেই কর্ম্মের সুরাপানাদির আচরণ অপতিত ব্যক্তির পতনের কারণ হইলও, জাতি বা কর্ম্ম দ্বারা পতিত ব্যক্তিগণের কিন্তু পাপ অধিকার ভ্রষ্ট করে না। পূর্ব্ব হইতেই যেহেতু সে পতিত। যেমন সঙ্গ যে সন্ন্যাসীর পক্ষে দোষ, তাহা গৃহস্থের পক্ষে স্বাভাবিক পূর্ব্বেই স্বীকার করিয়াছে, অতএব দোষ নয়, পরন্তু গুণ। সঙ্গের আসক্তি স্বাভাবিক হইলে ঋতুকালে ভার্য্যার সঙ্গ গুণ, তাহা অসঙ্গের পক্ষে তাহার অধিকার থাকায় তাহা না করিলে দোষ শুনা যায়। এই উভয়স্থলে দৃষ্টান্ত পূর্ব্বেই যে ব্যক্তি ভূমিতে শয়ন করিয়াছে, সে যেমন আর পড়ে না।। ১৭।।

মধ্ব—

সমানকর্ম্মাচরণম্—আত্মযোগ্যকর্ম্মাচরণম্।
পূর্ব্বমপতিতো যেন পততি। প্রায়শ্চিত্তত্বেন
তৎসমানকর্ম্মাচরণেঽপি ন দোষঃ।

তদা সুরাপানে দেহত্যাগিনঃ। তথা শয়ানঃ শূদ্রোঽপি ন পতিত। লশুনভক্ষণাদিভিঃ ব্রাহ্মণাদি-পাতকৈঃ। ঔৎপত্তিকো যতস্তস্য তাদৃশ্যগুণসঙ্গঃ। অতঃ স্বাযোগ্য এব কর্ম্মণি পতিত।

ত্রৈবর্ণিকাঃ সঞ্চরন্তো বেদকর্ম্ম-প্রবর্ত্তনাৎ।
শয়ানঃ শূদ্র উদ্দিষ্টো বেদকর্ম্মাপ্রবর্ত্তনাৎ।।
ন তস্যাভক্ষ্যজো দোষঃ শুশ্রূষায়াং প্রবর্ত্ততঃ।
যথা সুবর্ণস্য মলং শুক্রং তাম্রস্য নৈব তৎ।।
এবং বিপ্রাদি-দোষৈস্তু ন শূদ্রো দোষিতামিয়াৎ।
মলং তু তস্যাপি মলং যথৈবং শূদ্রজন্মনঃ।।
স্বধর্ম্ম প্রতিরূপস্য চরণং দোষদং মতম্।।
ইতি চ সময়াচারে।
শূদ্রস্যাপি হরের্দীক্ষাং প্রবিষ্টস্য তু বিপ্রবৎ।
অভক্ষ্যাদিকৃতো দোষঃ স হি শূদ্রো হি মুখ্যতঃ।।
ইতি বিষ্ণুতন্ত্রে।। ১৭।।

বিবৃতি— দোষযুক্ত ব্যক্তির নিজাচরণ পাতিত্যের কারণ হইতে পারে না, কেননা, উহা তাহার পক্ষে স্বাভা-বিক; যেরূপ ভূতলে শায়িত ব্যক্তি তদপেক্ষা নিম্নদেশে আর পতিত হইতে পারে না, তদ্রূপ। আরূঢ় ব্যক্তিরই পতন-সম্ভাবনা পরন্তু পতিত ব্যক্তির তাহা নাই। গুণ-তাড়িত ব্যক্তিগণের স্বভাব তাহাদের পক্ষে দোষ বলিয়া বিবেচিত হয় না। অপ্রাকৃত-স্বভাবযুক্ত জনগণ ভোগী ও ত্যাগী জনগণকে পতিত জানিয়া আপনাদের সহিত উহাদের তুলনা করেন না।। ১৭।।

যতো যতো নিবর্ত্তেত বিমুচ্যেত ততস্ততঃ।
এষ ধর্ম্মো নৃণাং ক্ষেমঃ শোকমোহভয়াপহঃ।। ১৮।।

অন্বয়ঃ— যতঃ যতঃ (যস্মাদ্ যস্মাৎ) নিবর্ত্তেত (নিবৃত্তো ভবেৎ) ততঃ ততঃ (তস্মাত্তস্মাদ্ বিষয়াদেঃ) বিমুচ্যেত (বিমুক্তো ভবেৎ) নৃণাং শোকমোহভয়াপহঃ এষঃ ধর্ম্মঃ (এব) ক্ষেমঃ (কল্যাণকরো ভবতি)।। ১৮।।

অনুবাদ— যে যে বিষয় হইতে নিবৃত্ত হইবে, তাহা হইতেই মানব বিমুক্ত লাভ করিতে পারিবে, ইহাই শোক-মোহভয়বিনাশন কল্যাণকর ধর্ম্মরূপে গণ্য হইয়া থাকে।।

বিশ্বনাথ—কিঞ্চ গুণদোষবিধীনাং প্রবৃত্তিসঙ্কোচদ্বারা নিবৃত্তাবেব তাৎপর্য্যমভিপ্রেত্যাহ,—যতো যত ইতি।। ১৮

টীকার বঙ্গানুবাদ— আর গুণ-দোষ বিধি-সমূহের প্রবৃত্তি সংকোচ দ্বারা নিবৃত্তি মার্গই শাস্ত্রের তাৎপর্য্য এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন।। ১৮।।

মধ্ব— সর্ব্বতোঽপ্যভিমানবিমোকেন পরমাত্ম-সমর্পণমেব দোষহানিদমিত্যাহ। যতো যত ইত্যাদিনা। "ময়ি সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি সংন্যস্যাধ্যাত্মচেতসা।" ইত্যাদেশ্চ।

বিবৃতি— জগতের নশ্বর ভোগপর কর্ত্তৃত্বাভিমান বদ্ধজীবের শোক, মোহ ও ভয় উৎপাদন করায়। ত্যক্ত-ভোগ বা ত্যক্ত-ত্যাগ জনগণ ভজনপরায়ণ হইয়া নিজ-মঙ্গল লাভ করেন।

"মহাপ্রভুর ভক্তগণের বৈরাগ্য প্রধান।
যাহা দেখি' তুষ্ট হন গৌর ভগবান্।।"
—পদ্যটি এতৎপ্রসঙ্গে আলোচ্য।। ১৮।।

বিষয়েষু গুণাধ্যাসাৎ পুংসঃ সঙ্গস্ততো ভবেৎ।
সঙ্গাৎ তত্র ভবেৎ কামঃ কামাদেব কলির্নৃণাম্।। ১৯।।

অন্বয়ঃ— পুংসঃ (জীবস্য) বিষয়েষু গুণাধ্যাসাৎ (গুণালোচনাৎ) ততঃ (তেষু) সঙ্গঃ (আসক্তিঃ) ভবেৎ সঙ্গাৎ তত্র (তেষু বিষয়েষু) কামঃ ভবেৎ (বাসনা ভবেৎ) কামাৎ এব নৃণাং কলিঃ (কলহো ভবেৎ)।। ১৯।।

অনুবাদ— বিষয়সমূহের গুণ পর্য্যালোচনা-হেতু পুরুষের তাহাতে আসক্তি, আসক্তি হইতে কাম এবং কাম হইতেই কলহ উৎপন্ন হইয়া থাকে।। ১৯।।

বিশ্বনাথ—যথাশ্রুতিপ্রবৃত্তিপরতাং বেদস্য নিরাকর্ত্তুং প্রবৃত্তিমার্গস্যানর্থহেতুত্বং দর্শয়তি— বিষয়েষ্বিতি চতুর্ভিঃ। সঙ্গ আসক্তিঃ কামাদেব কলিঃ কামপ্রতিঘাতকেন লোকেন সহ কলহঃ।। ১৯।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— সাধারণভাবে বেদের তাৎপর্য্য প্রবৃত্তিমার্গেই শুনা যায়, তাহা নিবারণ করিবার জন্য প্রবৃত্তি মার্গের অনর্থকারিতা চারিটি শ্লোকদ্বারা দেখাইতেছেন। কামনা হেতুই সঙ্গ অর্থাৎ আসক্তি, কলি অর্থাৎ কামনার বাধা প্রাপ্ত যাহা হইতে সেই লোকের সহিত কলহ।।১৯

কলের্দুর্ব্বিষহঃ ক্রোধস্তমস্তমনুবর্ত্ততে।
তমসা গ্রস্যতে পুংসশ্চেতনা ব্যাপিনী দ্রুতম্।। ২০।।

অন্বয়ঃ— কলেঃ (কলহাৎ) দুর্ব্বিষহঃ (তীব্রঃ) ক্রোধঃ (অনুবর্ত্ততে) ততঃ (ক্রোধাচ্চ) তমঃ (সম্মোহঃ) অনুবর্ত্ততে তমসা পুংসঃ (পুরুষস্য) ব্যাপিনী চেতনা (কার্য্যাকার্য্যস্মৃতিঃ) দ্রুতং (শীঘ্রং) গ্রস্যতে (বিলুপ্যতে)।।

অনুবাদ— কলহ হইতে দুঃসহ ক্রোধ, ক্রোধ হইতে সম্মোহ এবং সম্মোহ হইতে কার্য্যাকার্য্য-জ্ঞান সত্বর বিলোপ লাভ করিয়া থাকে।। ২০।।

বিশ্বনাথ— তং ক্রোধং অনু তমো মোহঃ, ততস্তমসা মোহেন চেতনা কার্য্যাকার্য্যস্মৃতিঃ।। ২০।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— তাহা হইতে ক্রোধ তাহার পরে 'তম' অর্থাৎ মোহ। সেই তম হইতে মোহ দ্বারা কার্য্য অকার্য্য স্মৃতিরূপ চেতনা সত্বর বিলুপ্ত হয়।। ২০।।

বিবৃতি— ভগবদিতর বিষয়ের বহুমানন-প্রবৃত্তি হইতেই সঙ্গ-বাঞ্ছা উদিত হয়। সঙ্গ হইতেই বাসনা, বাসনা হইতেই বিবাদ, বিবাদ হইতেই প্রচণ্ড ক্রোধ এবং ক্রোধ হইতেই মানবের মূঢ়তা বৃদ্ধি পায়। তাদৃশী তামসিক প্রবৃত্তি মানবের সদসদ্‌বিচারের স্মরণ লোপ করায়।। ১৯-২০।।

তয়া বিরহিতঃ সাধো জন্তুঃ শূন্যায় কল্পতে।
ততোঽস্য স্বার্থবিভ্রংশো মূর্চ্ছিতস্য মৃতস্য চ।। ২১।।

অন্বয়ঃ— (হে) সাধো! (হে উদ্ধব!) তয়া (চেতনয়া) বিরহিতঃ (হীনঃ) জন্তুঃ (জীবঃ) শূন্যায় কল্পতে (অসত্তুল্যোভবতি) ততঃ (তস্মাচ্চ) মূর্চ্ছিতস্য মৃতস্য (মৃততুল্যস্য) চ অস্য (জীবস্য) স্বার্থবিভ্রংশঃ (পুরুষার্থ-হানির্ভবতি)।। ২১।।

অনুবাদ— হে সাধো! কার্য্যাকার্য্য-জ্ঞানশূন্য পুরুষ অসদ্‌পদার্থ-তুল্য এবং তাহা-হেতু মূর্চ্ছিত ও মৃততুল্য পুরুষের পুরুষার্থ বিনষ্ট হয়।। ২১।।

বিশ্বনাথ— মূর্চ্ছিতস্য মূর্চ্ছিততুল্যস্য মৃতস্য মৃত-তুল্যস্য।। ২১।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— কি কর্ত্তব্য ও অকর্ত্তব্য রূপ স্মৃতি রহিত হইলে জীব মূর্চ্ছা প্রাপ্ত অর্থাৎ তৎতুল্য, মৃত ব্যক্তির অর্থাৎ মৃততুল্য ব্যক্তির পুরুষার্থ হানি হয়।। ২১

বিবৃতি— কার্য্যাকার্য্যবিষয়ি-স্মৃতি-রহিত হইলে জীব মৃত্যের ন্যায় চেতনবর্জ্জিত হইয়া স্বার্থভ্রষ্ট হয়।। ২১।।

বিষয়াভিনিবেশেন নাত্মানং বেদ নাপরম্।
বৃক্ষজীবিকয়া জীবন্ ব্যর্থং ভস্ত্রেব যঃ শ্বসন্।। ২২।।

অন্বয়ঃ— যঃ বৃক্ষজীবিকয়া (বৃক্ষবদনুদ্যমেন যাদৃচ্ছিকাহারাদিরূপজীবিকয়া) ব্যর্থং জীবন্ (প্রাণান্ ধারয়ন্ অতো মূর্চ্ছিততুল্যঃ কিঞ্চ) ভস্ত্রা ইব (যঃ) শ্বসন্ (অতো মৃততুল্যঃ সঃ) বিষয়াভিনিবেশেন আত্মানং ন বেদ (ন জানাতি তথা) অপরং ন (আত্মব্যতীতমনাত্মবস্ত্বপি ন বেদ)।। ২২।।

অনুবাদ— যে ব্যক্তি বৃক্ষতুল্য অনুদ্যমে যদৃচ্ছাপ্রাপ্ত আহারাদিদ্বারা বৃথা জীবন ধারণ এবং ভস্ত্রার ন্যায় শ্বাস-প্রশ্বাসক্রিয়ার আচরণ করে সেই মৃততুল্য পুরুষ আত্ম-বিষয়ে বা অন্য কোন বস্তুবিষয়ে কোন জ্ঞান লাভ করিতে পারে না।। ২২।।

বিশ্বনাথ— যো বৃক্ষ ইব জীবিকয়া বিষয়জলগ্রহণ-মাত্রজীবনোপায়েন জীবন্ ভবতি স মূর্চ্ছিততুল্যঃ, ভস্ত্রেব শ্বসন্ ভবতি সঃ মৃততুল্যঃ।। ২২।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— যে ব্যক্তি বৃক্ষের ন্যায় কেবল জল গ্রহণ পূর্ব্বক জীবন ধারণ করে, সে মূর্চ্ছিত তুল্য। যে ব্যক্তি হাফরের ন্যায় কেবল শ্বাস গ্রহণ করে, সে মৃততুল্য।। ২২।।

মধ্ব—

দোষিণো গুণবত্ত্বেন শ্রূয়ন্তে বিষয়াঃ সদা।
অসতাং সঙ্গতস্তেষু দোষাঃ শ্রোতুং সুদুর্ল্লভাঃ।।
অতো নিত্যগুণধ্যানাত্তদ্‌গুণে প্রীতিমান্ ভবেৎ।
অতস্তত্র ভবেৎ কামঃ কামিনং কলিরাবিশেৎ।।
অধর্ম্মাজ্ঞানরূপেণ কলিনাবিষ্টদেহিনঃ।
সৎসু ক্রোধো দুর্ব্বিষহস্ততস্তমসি পাত্যতে।।
অন্ধে তমসি মগ্নস্য চেতনেন্দ্রিয়সঙ্গতা।
সুখানুভবশক্তির্যা সা বিনশ্যতি সর্ব্বদা।।
তদা শমূনভাবেন শূন্য ইত্যুচ্যতে নরঃ।
সর্ব্বাত্মনা তু সংভ্রংশস্তস্য দুঃখবিবর্দ্ধনঃ।।
অমূর্চ্ছিতস্য চ ভবেন্মৃত্যনন্তরমেব চ।
দুঃখাখ্য-বিষয়াবেশান্নাত্মানং পরমেব চ।।
যথাবদ্ বেত্তি পতিতস্তমস্যন্ধে কদাচন।
বৃক্ষবদ্ বৃশ্চ্যতে নিত্যং নিষ্প্রয়োজন-জীবনঃ।।
নিত্যদুঃখপরীতায়ুর্দৃতিবৎ প্রশ্বসিত্যপি।

ইতি তন্ত্রভাগবতে।

স্বার্থস্য সুখস্য ভ্রংশো বিপরীতমতিশয়েন জনয়-তীতি স্বার্থবিভ্রংশঃ।। ১৯-২২।।

বিবৃতি—চেতন-রহিত জীব হাফরের মত ও ইন্দ্রিয়-পরিচালন-জন্য জ্ঞানরহিত বৃক্ষের ন্যায় বিষয়াভিনিবিষ্ট হইয়া বৃথা জীবন ধারণ করে।। ২২।।

ফলশ্রুতিরিয়ং নৃণাং ন শ্রেয়ো রোচনং পরমং।
শ্রেয়োবিবক্ষয়া প্রোক্তং যথা ভৈষজ্যরোচনম্।। ২৩।।

অন্বয়ঃ— ইয়ং ফলশ্রুতিঃ (কর্ম্মণঃ স্বর্গাদিফল-

শ্রুতিঃ) নৃণাং শ্রেয়ঃ ন (পরমপুরুষার্থপরা ন ভবতি কিন্তু) যথা ভৈষজ্যরোচনং ("পিব নিম্বং প্রদাস্যামি খলু তে খণ্ড-লড্ডুকান্" ইত্যাদি বাক্যেন যথা ভৈষজ্যে ঔষধে রোচনং রুচ্যুৎপাদনং তথা) শ্রেয়ঃ বিবক্ষয়া (বহির্ম্মুখানাং নৃণাং মোক্ষবিবক্ষয়াবান্তরফলৈঃ কর্ম্মসু) পরং রোচনং প্রোক্তং (কেবলং রুচ্যুৎপাদনমাত্রমুক্তম্)।। ২৩।।

অনুবাদ— কর্ম্মজন্য স্বর্গাদি-ফলশ্রুতি মানবগণের পরমপুরুষার্থ-বিষয়িণী নহে, পরন্তু লড্ডুকপ্রদানাদিরূপ আশ্বাসবাক্যে যেরূপ বালকের ঔধষসেবনে রুচি উৎ-পাদন করা হইয়া থাকে, সেইরূপ মোক্ষরূপ পরমকল্যাণ-বিবক্ষায় কর্ম্মে আগ্রহার্থ ফলশ্রুতি উক্ত হইয়াছে।। ২৩।।

বিশ্বনাথ— ননু প্রবৃত্তস্য স্বর্গাদিফলশ্রবণাৎ কুতঃ স্বার্থবিভ্রংশস্তত্রাহ,—ফলশ্রুতিরিয়ং ন শ্রেয়ঃ, 'দুঃখহানিঃ সুখাবাপ্তিঃ শ্রেয়স্তন্নেহ চেষ্যতে' ইতি নারদোক্তেঃ কর্ম্ম-ফলস্য শ্রেয়স্ত্বখণ্ডনাৎ, তর্হি অপ্সরোভির্বিহরামেত্যাদিকং যৎ শ্রূয়তে তৎ কিমত আহ,— রোচনং পরং কেবলং বহির্ম্মুখলোকানাং মোক্ষবিবক্ষয়া অবান্তরফলৈঃ কর্ম্মসু রুচ্যুৎপাদনমাত্রং, যথা ভৈষজ্যে ঔষধে রুচ্যুৎপাদনম্। তথাহি—পিব নিম্বং প্রদাস্যামি খলু তে খণ্ডলড্ডুকান্। পিত্রৈবমুক্তঃ পিবতি ন ফলং তাবদেব হি" ইতি।। ২৩।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— প্রশ্ন—প্রকৃতি মার্গের লোকে-দের স্বর্গাদি ফল শুনা যায়, অতএব তাহাদের পুরুষার্থ বিভ্রংশ কিরূপে হইল? তাহার উত্তরে বলিতেছেন— কর্ম্মের ফল-শ্রুতি প্রশংসামাত্র, ইহা মঙ্গলকর নহে, শ্রীনারদ ঋষি বলিয়াছেন—দুঃখের নাশ ও সুখের প্রাপ্তিই মঙ্গল। তাহা এই কর্ম্মের ফলে পাওয়া যায় না, কর্ম্মফলের মঙ্গল প্রদত্ত খণ্ডন হেতু। তাহা হইলে 'অপ্সরাগণের সহিত বিহার করিব' ইহা যে শুনা যায় তাহা কি? ইহার উত্তরে বলিতেছেন—বহির্ম্মুখ লোক সমূহকে নিষ্কামকর্ম্মে রুচি উৎপাদন করাইয়া মোক্ষ বলিবার জন্য অবান্তর ফলদ্বারা কর্ম্মেতে রুচি উৎপাদন মাত্র, যেমন ঔষধে রুচি উৎ-পাদনের জন্য পিতা পুত্রকে এইরূপ বলেন—নিম্বরস পান কর তোমাকে মিশ্রির লাড্ডু দিব—এই প্রকার পিতা বলিলে পুত্র নিম্বরস পান করে, রোগ মুক্তির জন্য। মিশ্রির লাড্ডু পাওয়া উহার ফল নহে।। ২৩।।

মধ্ব—

তস্মাৎ স্বর্গাদিবিষয়েষ্বপি নেচ্ছেত।
ফলশ্রুতিরেবেয়ং ন কামকুসুমশ্রুতিঃ।
স্বর্গাদি-কামনাযুক্তস্ত্বৈহিকেষ্বপি সজ্জতে।
তত্রাপি দেবকামেভ্যো বিশেষঞ্চাভিবাঞ্ছতি।
ততস্তমসি পাতঃ স্যাদতো বেদঃ কথং হিতান্।
কাম্যত্বেনাভিচক্ষীত সর্ব্বং জানন্ স্বয়ং স বা।।

ইতি চ।

নঃ শ্রেয়ো রোচনং অস্মৎসকাশাচ্ছ্রেয়ো মোক্ষাখ্যং তদেব রোচয়তি ফলশ্রুতিঃ। কুসুমস্যানিত্যতাদি দোষ-জ্ঞানান্ মোক্ষস্যাদোষত্বজ্ঞানাচ্চ। ঈষদুত্তমস্য শ্রোতু-র্বিবক্ষয়া।। ২৩।।

বিবৃতি— ফলকামিগণ কর্ম্মফল শ্রবণ করিয়া উহাতে প্রবৃত্ত হয়; উহা ঔষধসেবনে আরোগ্য-লাভের উদ্দেশ্যে তাৎকালিক রোগ উপশমের বঞ্চনা-মাত্র। ঐরূপ কুসুমিত বাক্যে যাহাদের রুচি হয়, তাহাদের প্রকৃত-প্রস্তাবে কোন নিত্য সুফল-লাভ ঘটে না।। ২৩।।

উৎপত্ত্যৈব হি কামেষু প্রাণেষু স্বজনেষু চ।
আসক্তমনসো মর্ত্ত্যা আত্মনোহনর্থহেতুষু।। ২৪।।

অন্বয়ঃ— মর্ত্ত্যাঃ (মনুষ্যাঃ) উৎপত্ত্যা এব (জন্ম-মাত্রেণৈব) আত্মনঃ অনর্থহেতুষু (অনর্থকরেষু) কামেষু (পশ্বাদিষু) প্রাণেষু (আয়ুরিন্দ্রিয়বলবীর্য্যাদিষু) স্বজনেষু (পুত্রাদিষু) চ আসক্তমনসঃ (আসক্তচিত্তা বর্ত্তন্তে)।। ২৪।।

অনুবাদ— মনুষ্যগণ জন্ম হইতেই স্বভাবতঃ স্বীয় অনর্থকর পশ্বাদি কাম্যবিষয়, আয়ু, ইন্দ্রিয়, বল, বীর্য্যাদি এবং পুত্রাদি বিষয়ে আসক্তচিত্ত হইয়া থাকে।। ২৪।।

বিশ্বনাথ— ননু কর্ম্মকাণ্ডে মোক্ষস্য নামানি ন শ্রূয়তে, তৎ কুত এবং ব্যাখ্যায়তে যন্মোক্ষতাৎপর্য্যকং কর্ম্মেতি? তত্র যথাশ্রুতস্যার্থঘটনাদেবমেবেত্যাহ,—

উৎপত্ত্যেবেতি দ্বাভ্যাম্। উৎপত্ত্যা স্বভাবত ব কামেষু বিষয়ভোগেষু প্রাণেষু আয়ুরিন্দ্রিয়বলবীর্য্যাদিষু স্বজনেষু কলত্রপুত্রাদিষু অনর্থহেতুষু পরিপাকতো দুঃখহেতুষু।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—প্রশ্ন ? বেদের কর্ম্মকাণ্ডে মোক্ষের নামই শুনা যায় না, অতএব কোথা হইতে এইরূপ ব্যাখ্যা করিতেছেন ? যে কর্ম্মের তাৎপর্য্য মোক্ষ ? তাহার উত্তরে বলিতেছেন— বেদের সাধারণ অর্থ কল্পনা দ্বারাই ঐরূপ শুনা যায়, ইহা দুইটি শ্লোকদ্বারা বলিতেছেন—স্বভাবতঃই জন্ম হইতে বিষয়ভোগের জন্য প্রাণ আয়ু ইন্দ্রিয় বল বীর্য্য আদি স্বজন স্ত্রী-পুত্রাদিতে যাহাতে অনর্থ হয়, তাহাতে ব্যয় করিতেছে ইহার পরিণাম দুঃখ।। ২৪।।

নতানবিদুষঃ স্বার্থং ভ্রাম্যতো বৃজিনাধ্বনি।
কথং যুঞ্জ্যাৎ পুনস্তেষু তাংস্তমো বিশতো বুধঃ।। ২৫।।

অন্বয়ঃ— (অতঃ) স্বার্থং (পরমসুখম্) অবিদুষঃ (অজানতঃ) নতান্ (প্রহ্বীভূতান্ বেদো যদ্‌বোধয়তি তদেব শ্রেয় ইতি বিশ্বসিতান্) বৃজিনাধ্বনি (কামবর্ত্মনি দেবাদিযোনিষু) ভ্রাম্যতঃ (ভ্রমণশীলান্ ততঃ) তমঃ (বৃক্ষাদিযোনিং) বিশতঃ (প্রবিষ্টান্) তান্ (জীবান্) বুধঃ (বেদঃ) পুনঃ কথং তেষু (এব কামেষু) যুঞ্জ্যাৎ (প্রবর্ত্তয়েৎ তথা সত্যনাপ্তঃ স্যাদিত্যর্থঃ)।। ২৫।।

অনুবাদ— অতএব লোকহিতকর বেদশাস্ত্র পরম-সুখ-বিষয়ে অনভিজ্ঞ, কামমার্গে ভ্রমণশীল ও তামস-যোনিপ্রবেশশীল, স্বীয় বাক্যে বিশ্বস্ত জীবগণের কামবিষয়ে প্রয়োগ উপদেশ করেন না।। ২৫।।

বিশ্বনাথ— অতোঽবিদুষঃ স্বার্থং পরমসুখমজানতঃ তত এব নতান্ নম্রীভূতান্ বেদো যদ্বোধয়িষ্যতি তদেব শ্রেয় ইতি বিশ্বস্তানিত্যর্থঃ। বৃজিনাধ্বনি কামবর্ত্মনি দেবাদিযোনিষু ভ্রাম্যতঃ পুনরপি তমো বিশতঃ বৃক্ষাদিযোনিমপি প্রাপ্নুবতস্তানেব জনান্ পুনস্তেষ্বেব কামেষু স্বয়ং বুধো বেদঃ কথং যুঞ্জ্যাৎ প্রবর্ত্তয়েৎ, তথা সতি অনাপ্তঃ স্যাদিতি ভাবঃ।। ২৫।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— অতএব অজ্ঞ ব্যক্তিগণ স্বার্থ পরমসুখ না জানা হেতুই নম্র ব্যক্তিগণকে বেদ যাহা জানাইবে তাহাই মঙ্গল এইরূপ বিশ্বাসকারীগণকে পাপ-পথে দেবাদি যোনিতে ভ্রমণের পর পুনরায় বৃক্ষ-যোনি-আদি তমঅন্ধকারে প্রবেশ করিলে পর তাহাদিগকে পুনরায় ঐসকল কামনার পথে স্বয়ং বিজ্ঞবেদ কিরূপে প্রবর্ত্তিত করিতেছে। তাহা হইলে বেদ অনাপ্ত অর্থাৎ মঙ্গলকারী নহে, এই দোষ আসিয়া পড়ে।। ২৫।।

মধ্ব— বুধো বেদঃ কথং যুঞ্জ্যাৎ। অন্তরালাগতোঽপি স্বর্গ এবংবিধঃ। কিমু সাক্ষাৎ ফলরূপো মোক্ষ ইতি রোচকঃ। অনেকব্রহ্মকালপ্রাপ্যত্বান্ মোক্ষস্য তাবন্তং কালং তপ এব কর্ত্তুং ন শক্যত ইতি। মন্দাধিকারিণাং স্বর্গাদিষ্বপ্যভিরুচির্ভবতি।

অন্তরালেপ্যেবংবিধ স্বর্গাদিকং সুখং ভবতি। তস্মাদ্বিহিতং কর্ম্ম কর্ত্তব্যমিতি রোচয়তি। উত্তমানাং তু যস্মাদেতাদৃশমপ্যনিত্যত্বাদিদোষবৎ স্বর্গাদিকং—তস্মান্ মোক্ষফল এব বেদ ইতি দর্শয়তি। নহি সর্ব্বপ্রমাণোত্তমো বেদোঽল্পফলে পর্য্যবসিতঃ।

মন্দাধিকারিণাং নিত্যং তপসৈব প্রতীক্ষিতুম্।
মোক্ষো ন শক্যতেঽধৈর্য্যাত্তত‍ঃ স্বর্গাদিকং বদেৎ।।
স্বর্গাদিষ্বল্পফলতাং জ্ঞাপয়িত্বাবিমোক্ষদম্।
এবং বক্তুং তূত্তমানাং নিত্যো বেদঃ প্রবর্ত্ততে।।
ইক্ষুদণ্ডং দদানীতি যথা ভৈষজ্য-রোচনম্।
এবং মন্দেষুত্তমেষু মোক্ষমাহাত্ম্যমুচ্যতে।।
নহ্যল্পফলভাগ্ বেদো বাসুদেবৈকসংশ্রয়ঃ।
ইতি বিচারে।

অযোগ্যভার্য্যাপুত্রাদিকামিতাঽনর্থসাধিনী।
যোগ্যকামাদ্ধরেঃ প্রীতিরতো ব্রহ্মাদয়োঽমলাঃ।।
ভার্য্যাপুত্রাদিসংযুক্তা বাসুদেবমুপাসতে।
ইতি চ।। ২৪-২৫।।

এবং ব্যবসিতং কেচিদবিজ্ঞায় কুবুদ্ধয়ঃ।
ফলশ্রুতিং কুসুমিতাং ন বেদজ্ঞা বদন্তি হি।। ২৬।।

অন্বয়ঃ— কেচিৎ কুবুদ্ধয়ঃ (কর্ম্মমীমাংসকাদয়ঃ) এবং ব্যবসিতং (বেদস্য পূর্ব্বোক্তমভিপ্রায়ম্) অবিজ্ঞায় (অজ্ঞাত্বা) কুসুমিতাং ফলশ্রুতিম্ (অবান্তর-ফল-প্ররোচনয়া রমণীয়াং পরমফলশ্রুতি) বদন্তি বেদজ্ঞাঃ (ব্যাসাদয়ঃ) ন হি (নৈবং বদন্তি)।। ২৬।।

অনুবাদ— কর্ম্মমীমাংসক প্রভৃতি কতিপয় কুবুদ্ধি-যুক্ত পুরুষ বেদশাস্ত্রের পূর্ব্বোক্ত অভিপ্রায় অবগত হইতে না পারিয়া অবান্তর ফল-প্ররোচনায় উক্ত রমণীয় শ্রুতি-বাক্য-সকলকেই পরমফল-বিষয়ক বলিয়া থাকেন, কিন্তু ব্যাসাদি বেদজ্ঞ পুরুষগণের এইরূপ মত নহে।। ২৬।।

বিশ্বনাথ— কথং তর্হি মীমাংসকাঃ বেদস্য স্বর্গাদি-ফলপরতাং বদন্তি? তত্রাহ,—এবমিতি। ব্যবসিতং দেবস্যাভিপ্রায়ং নৈব জ্ঞাত্বা ফলশ্রুতিং ফলশ্রবণং বেদপ্রমাণ-কত্বেন বদন্তি। বস্তুতস্তু কুসুমান্যেব সংজাতানি ন তু ফলানি যস্যাং তাং ফলশ্রবণং ন ফলযুক্তং কিন্তু কুসুমযুক্তমেব কুসুমস্যৈবাজ্ঞানেন ফলত্ব ভাবনাদিত্যর্থঃ। অতস্তে কুবুদ্ধয়ো বেদতাৎপর্য্যানভিজ্ঞাঃ হি যস্মাদ্বেদজ্ঞা ব্যাসাদয়স্তথা ন বদন্তীতি।। ২৬।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—তাহা হইলে মীমাংসকগণ বেদকে স্বর্গাদিফলপর কেন বলেন? তাহার উত্তরে বলিতেছেন—বেদের অভিপ্রায় না জানিয়া ফলশ্রুতিরূপ প্রশংসা বাক্যকে বেদ প্রমাণ বলিতেছেন। বস্তুত পুষ্প সমূহকেই দেখিয়া ফল বলিতেছেন। যাহাতে ফল নাই তাহাতে ফল শ্রবণ কিন্তু ফলযুক্ত নহে, পুষ্পযুক্তই। পুষ্প সমূহকেই অজ্ঞান দ্বারা ফলভাবনা করিতেছে। অতএব তাহারা কুবুদ্ধিযুক্ত বেদ তাৎপর্য্যে অনভিজ্ঞই। যেহেতু বেদজ্ঞ-ব্যাসাদি মহর্ষিগণ সেরূপ বলেন না।। ২৬।।

মধ্ব—এবং বেদস্য ব্যবসিতম্। ফলশ্রুতিং কুসুমিতাম্। ফলং মোক্ষঃ তদ্বিষয়াং শ্রুতিং স্বর্গাদিকুসুমবিষয়াং বদন্তি।

নিত্যানন্দহরের্ভক্তিজ্ঞানাদ্যাঃ স্বর্গশব্দিতাঃ।
পুত্রভার্য্যাপ্তবিত্তাদ্যং সর্ব্বং মোক্ষগতং ফলম্।।
উদ্দিশ্য স্বর্গকামস্য যজনং শ্রুতিচোদিতম্।
তদবিজ্ঞায় পুষ্পাখ্যমনিত্যং স্বর্গমিচ্ছবঃ।।
যজন্তি মন্দমতয়ো বেদবাদপরায়ণাঃ।
ইতি চ স্ত্রীভির্বা যানৈর্বেত্যাদি চ।।
মোক্ষাখ্যং ফলমেবাত্র স্বর্গাদিবচনন্তু যৎ।
পুষ্পস্বর্গাদিবত্তস্য বচনং মন্দরোচনম্।।

ইতি চ।

অসুরাণাময়ং স্বর্গশব্দঃ পুষ্পাত্মকং বদেৎ।
দেবানাং হরিসংপ্রাপ্তিং বেদ বিষ্ণুপরো যতঃ।।

ইতি চ।। ২৬।।

কামিনঃ কৃপণা লুব্ধাঃ পুষ্পেষু ফলবুদ্ধয়ঃ।
অগ্নিমুগ্ধা ধূমতান্তাঃ স্বং লোকং ন বিদন্তি তে।। ২৭।।

অন্বয়ঃ—কামিনঃ কৃপণাঃ লুব্ধাঃ (তৃষ্ণাকুলাস্ততঃ) পুষ্পেষু (অবান্তরফলেষু) ফলবুদ্ধয়ঃ (পরমফলবুদ্ধয়স্ততঃ) অগ্নিমুগ্ধাঃ (অগ্নিসাধ্যকর্ম্মাভিনিবেশেন লুপ্ত-বিবেকাস্ততশ্চ) ধূমতান্তাঃ (ধূমতা ধূমমার্গোঽন্তে যেষাং তে) তে (জনাঃ) স্বং লোকম্ (আত্মতত্ত্বং) ন বিদন্তি (নাবগচ্ছন্তি)।। ২৭।।

অনুবাদ— কামী, কৃপণ ও লুব্ধ মানবগণ অবান্তর-ফলবিষয়েই পরমফল জ্ঞান করিয়া অগ্নিসাধ্য কর্ম্মসমূহে অভিনিবেশহেতু বিবেকবুদ্ধিরহিত ও পরিণামে ধূমমার্গাবলম্বী হইয়া আত্মতত্ত্ব অবগত হইতে পারে না।। ২৭।।

বিশ্বনাথ— কুবুদ্ধিতাং প্রপঞ্চয়তি,—কামিন ইত্যষ্টভিঃ। পুষ্পেম্ববান্তরফলেষ্বেব পরমফলবুদ্ধয়ঃ অগ্নিমুগ্ধাঃ অগ্নিসাধ্যকর্ম্মাভিনিবেশেন লুপ্তবিবেকাঃ ধূমেন যজ্ঞাগ্নিধূমেনান্তে ধূমমার্গগমনেন চ তান্তাঃ গ্লানিমন্তঃ। তথা চ শ্রুতিঃ "কশ্চিৎ স্বং লোকং ন প্রজানাতি অগ্নিমুগ্ধো ধূমতান্তঃ" ইতি।। ২৭।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—মীমাংসকদের কুবুদ্ধিতা বিশেষ-রূপে আটটি শ্লোকদ্বারা বলিতেছেন—কর্ম্মের অবান্তর ফলরূপ পুষ্পসমূহের পরমফল বুদ্ধিকারী অগ্নি মুগ্ধা অর্থাৎ অগ্নি সাধ্য কর্ম্মসমূহে অভিনিবেশ হেতু বিবেক

লুপ্ত হইয়া যজ্ঞাগ্নি ধূমের দ্বারা পরিশেষে ধূম পথে গ্লানিযুক্ত মীমাংসকগণ। এবিষয়ে শ্রুতি— কেহ কেহ নিজের লোক ভালভাবে না জানিয়া অগ্নিতে হোমকার্য্যে মুগ্ধ, তাহারা পরিশেষে অন্ধকার পথে গমন করে।। ২৭।।

মধ্ব—

স্বলোকং স্বাশ্রয়ম্। লোকোঽসাবাশ্রয়মতঃ।। ২৭।।

ন তে মামঙ্গ জানন্তি হৃদিস্থং য ইদং যতঃ।
উক্থশস্ত্রা হ্যসুতৃপো যথা নীহারচক্ষুষঃ।। ২৮।।

অন্বয়ঃ— অঙ্গ! (হে উদ্ধব!) নীহারচক্ষুষঃ যথা (নীহারং তমস্তেন ব্যাপ্তানি চক্ষূংষি যেষাং তে যথা সন্নিহিতমপি ন জানন্তি তদ্বৎ) উক্থশস্ত্রাঃ (উক্থং কর্ম্মৈব শস্ত্রং শংস্যং কথনীয়ং পশুহিংসাসাধনং বা যেষাং তে ততঃ) অসুতৃপঃ (কেবলং প্রাণতর্পণপরাঃ) তে হি (কর্ম্মিণঃ) যতঃ ইদং (যস্মাদিদং জগজ্জাতং) যঃ (যশ্চেদং যদ্ব্যতিরিক্তং জগন্নাস্তীত্যর্থঃ) হৃদিস্থং (তমাত্মানং) মাং (স্বলোকং) ন জানন্তি (নাবগচ্ছতি)।। ২৮।।

অনুবাদ—হে উদ্ধব! নীহারাবৃতলোচন পুরুষ যেরূপ সন্নিহিত বস্তুকেও জানিতে পারে না, সেইরূপ যজ্ঞাদি কর্ম্মই যাহাদের পশুহিংসা-সাধনের শস্ত্রস্বরূপ, সেই প্রাণতর্পণরত কর্ম্মিগণও এই জগতের কারণ ও স্বরূপভূত অন্তর্য্যামী আমাকে জানিতে পারে না।। ২৮।।

বিশ্বনাথ—স লোকঃ কস্তমাহ,— নেতি। মামন্তর্য্যামিণং স্বহৃদি স্থিতমপি ন জানন্তি যোঽহমেব ইদং জগৎ, ননু ত্বং চিদ্ঘনবিগ্রহো জগন্ন ভবসি তত্রাহ—যত ইতি। জগৎকারণত্বাদহং জগদিত্যর্থঃ। মদজ্ঞানে হেতুঃ—উক্থং কর্ম্মৈব শস্তং শংস্যং কথনীয়ং পশুহিংসাসাধনং বা যেষাং তে,—অতঃ কেবলমসুতৃপঃ প্রাণতর্পণপরাঃ। সর্ব্বত্র হেতুঃ নীহারমবিদ্যা তেন ব্যাপ্তং চক্ষুর্জ্ঞানং যেষাং তে। তথা চ শ্রুতিঃ "ন তং বিদাথ য ইমা জজানান্যদ্ যুষ্মকমন্তরং বভূব, নীহারেণ প্রাবৃতা জল্প্যাশ্চাসুতৃপ উক্থশাসশ্চরন্তি" ইতি।। ২৮।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—সেই লোকটি কোথায়? তাহার উত্তরে বলিতেছেন—আমি তাহাদের হৃদয়ে অন্তর্য্যামীরূপে থাকিলেও মীমাংসকগণ জানে না যে আমিই এই জগৎ। প্রশ্ন—তুমি চিদ্ঘন বিগ্রহ জগৎ নহ, তাহার উত্তরে বলিতেছেন জগতের কারণ আমি অতএব জগৎ আমাকে না জানিবার কারণ কর্ম্মকেই মঙ্গলপ্রদ কথনীয় বা পশুহিংসা সাধন যাহাদের তাহারা অতঃপর কেবল প্রাণতর্পণ পরায়ণ। সর্ব্বত্র কারণ নীহার অর্থাৎ অবিদ্যা দ্বারা ব্যাপ্ত চক্ষু অর্থাৎ জ্ঞান যাহাদের তাহারা মীমাংসক, এবিষয়ে শ্রুতি 'অন্তর্য্যামী পরমেশ্বরকে তাহারা জানেন, এই জনসমূহ হইতে অন্য তোমাদের অন্তরে তিনি আছেন অবিদ্যাদ্বারা আবৃত হইয়া নানা প্রজল্প পরায়ণ প্রাণ ধারণ মাত্র পটু এই জগতে বিচরণ করে।। ২৮।।

মধ্ব—

যে উক্থেন প্রাণেন শাস্যাঃ।
বিষ্ণুভক্তান্ সদা বায়ু শাসয়েত্তমসি ক্ষিপন্।
বিষ্ণুভক্তান্ বিমোক্ষায় প্রাপয়িত্বা সুখং নয়েৎ।।
ইতি চ।

পথ একঃ পীপাযতস্করো যেথৈষ বেদ নিধীনাম্।
ইতি চ।। ২৮।।

বিবৃতি— প্রত্যেক জীবহৃদয়ে সেব্য ভগবানের অধিষ্ঠান থাকা-সত্ত্বেও ইন্দ্রিয়পরায়ণ হওয়ায় তাহার দৃষ্টিশক্তি লুপ্তপ্রায় হয়।। ২৮।।

তে মে মতমবিজ্ঞায় পরোক্ষং বিষয়াত্মকাঃ।
হিংসায়াং যদি রাগঃ স্যাদ্যজ্ঞ এব ন চোদনা।। ২৯।।
হিংসাবিহারা হ্যালব্ধৈঃ পশুভিঃ স্বসুখেচ্ছয়া।
যজন্তে দেবতা যজ্ঞৈঃ পিতৃভূতপতীন্ খলাঃ।। ৩০।।

অন্বয়ঃ— হিংসায়াং (মাংসভক্ষণার্থং তৎফলার্থঞ্চ) যদি রাগঃ (আসক্তিঃ) স্যাৎ (তর্হি) যজ্ঞে এব (সা হিংসা কার্য্যেত্যভ্যনুজ্ঞাময়ী পরিসংখ্যেবেয়ং) চোদনা ন (বিধির্ন ভবতি) হিংসাবিহারাঃ (হিংসাক্রীড়ারতাঃ) খলাঃ তে

(কর্ম্মিণঃ) পরোক্ষম্ (অস্ফুটং) মে (মমেতি) মতম্ অবিজ্ঞায় (অজ্ঞাত্বা) বিষয়াত্মকাঃ (বিষয়পরাঃ) হি আলব্ধৈঃ (নিহতৈঃ) পশুভিঃ (সাধিতৈঃ) যজ্ঞৈঃ স্বসুখেচ্ছয়া (স্বর্গাদি-কামনয়া) দেবতাঃ পিতৃভূতপতীন্ (চ) যজন্তে (আরাধয়ন্তি)।। ২৯-৩০।।

অনুবাদ— মাংসভক্ষণার্থ যদি হিংসায় প্রবৃত্তি হয়, তাহা হইলে কেবলমাত্র যজ্ঞেই হিংসা করিবে—এইরূপে বেদে পরিসংখ্যা-বিধানই করা হইয়াছে, বিধি করা হয় নাই; হিংসাক্রীড়ারত খল কর্ম্মিগণ আমার এতাদৃশ অস্ফুট মতের তাৎপর্য্য অবগত না হইয়া নিহত-পশুগণ-সাধিত যজ্ঞদ্বারা স্বর্গাদিসুখ-কামনায় দেবতা, পিতৃ ও ভূতপতি-গণের আরাধনা করিয়া থাকে।। ২৯-৩০।।

বিশ্বনাথ— মদজ্ঞানাদেব মৎসম্মতস্য বেদার্থ-স্যাপ্যজ্ঞাস্তে ইত্যাহ,—তে ইতি। পরোক্ষমস্ফুটং মে মতম-বিজ্ঞায় দেবাদীন্ যজন্তে ইত্যুত্তরেণান্বয়ঃ। স্বমতন্ত্বাহ,—হিংসায়াং যদি রাগঃ স্যাদিতি যদি পশুহিংসা ত্যক্তুং ন শক্যা স্যাত্তদা যজ্ঞ এব সা কার্য্যেত্যভ্যনুজ্ঞামরী পরি-সংখ্যেবেয়ং, ন তু চোদনেত্যেবং রূপং মে মতমবিজ্ঞায় বিষয়াত্মকাঃ বিষয়াবিষ্টচেতসঃ। অতএব হিংসাবিহারাঃ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— আমা বিষয়ে অজ্ঞতা হইতেই আমার সম্মত বেদের অর্থ না জানিয়া অজ্ঞ মীমাংসকগণ এইরূপ হিংসা করে। তাহারা অস্ফুট আমার মত না জানিয়া দেবতাদিকে আরাধনা করে, পরবর্ত্তী শ্লোকের সহিত অন্বয়। নিজমত বলিতেছেন—হিংসাতে যদি রুচি থাকে, যদি পশুহিংসা ত্যাগ করিয়া থাকিতে না পার, তাহা হইলে যজ্ঞেতেই হিংসা কর এরূপ রুচির অনুসারে অনুমতি দেওয়ারূপ—ইহা পরিসংখ্যাই। ইহা কিন্তু প্রেরণা দানরূপ 'বিধি' নহে। এইরূপ আমার মত না জানিয়া বিষয়ে আবিষ্ট চিত্ত মীমাংসকগণ, অতএব হিংসা ক্রীড়াতে রত।।

মধ্ব— মে মতাবিজ্ঞানাৎ পরোক্ষবিষয়াত্মকাঃ। পরোক্ষমন্ধংতমঃ। তদ্বিষয়স্বরূপাঃ। তদ্গমনার্থস্বরূপাঃ।

অন্ধং তমঃ পরোক্ষঞ্চ পঞ্চকষ্টং তথোচ্যতে।
ইতি সুব্যক্তে।

তেষামাসুরাণাং যদা হিংসায়াং কামঃ।
তদা যজ্ঞ এব ন চোদনা। যদ্যদাত্মনো হিংসিতুমিষ্টং তত্তদ্বিহিতমিতি প্রাপয়ন্তি কুতর্কৈঃ।

আসুরোঽবিহিতাং হিংসাং বিহিতত্বেন বর্ণয়েৎ।
আসুরা যাজ্ঞিকাঃ সর্ব্বে নারায়ণপরাঙ্মুখাঃ।।
ইতি চ।

বিষ্ণুং বিহায় যে দেবান্ পিতৄন্ভূতেশমেব বা।
সাম্যেন বা পূজয়ন্তি তে জ্ঞেয়া আসুরা গণাঃ।।
ইতি চ।। ৩০।।

বিবৃতি— জীবগণ তামসিক-প্রবৃত্তিক্রমে কর্ত্তৃত্বা-ভিমানে পরোক্ষবিচারের অনুবর্ত্তী হইয়া যজ্ঞাদি কার্য্যকে বিধি জানিয়া তাহাতেই রত হয়। তামসিক দুষ্টপ্রকৃতি জনগণ পিতৃলোক, ভূতপ্রেত, দেবতা প্রভৃতির সেবায় নিজ-সুখ-তাৎপর্য্য-বশতঃ হিংসা ও বিহার-ব্যসনে নিযুক্ত হইয়া পশু হনন করে।। ২৯-৩০।।

স্বপ্নোপমমমুং লোকমসন্তং শ্রবণপ্রিয়ম্।
আশিষো হৃদি সঙ্কল্প্য ত্যজন্ত্যর্থান্ যথা বণিক্।। ৩১।।

অন্বয়ঃ— বণিক্ যথা (যথা কশ্চিদ্ দুস্তরসমুদ্রাদি-লঙ্ঘনেন বহু ধনার্জ্জনেচ্ছয়া সিদ্ধং ধনং ত্যজন্ উভয়-ভ্রষ্টো ভবতি তথা তেঽপি) স্বপ্নোপমং (স্বপ্নবৎক্ষণিক-মতএব) অসন্তং (বিনশ্বরং) শ্রবণপ্রিয়ং (কেবলং শ্রুতি-রোচকম্) অমুং লোকং (স্বর্গাদিকং তথাস্মিন্ লোকে) আশিষঃ (রাজ্যাদ্যাশ্চ) হৃদি সঙ্কল্প্য (কাময়িত্বা ন তু নিশ্চিত্য বিঘ্নবাহুল্যাৎ) অর্থান্ ত্যজন্তি (কর্ম্মসু বিনিযোজয়ন্তি)।।

অনুবাদ—বণিক্ যেরূপ দুস্তরসমুদ্রাদি-লঙ্ঘন দ্বারা কোন অনিশ্চিত ধনলাভের আশায় পূর্ব্ব সঞ্চিত ধন-সমূহের ব্যয় করিয়া উভয়তঃ ভ্রষ্ট হয়, সেইরূপ কর্ম্মি-পুরুষও স্বপ্নোপম বিনশ্বর, শ্রুতিপ্রিয় স্বর্গাদি-পরলোকসুখ এবং ইহলোকে রাজ্যাদি সুখের কামনায় অনিশ্চিতরূপে যজ্ঞাদি কর্ম্মে অর্থ ব্যয় করিয়া থাকে।। ৩১।।

বিশ্বনাথ—তেঽতিমন্দধিয়শ্চেত্যাহ,—স্বপ্নোপম-

মিতি। অমুং লোকং পরলোকং অসন্তং অসত্তুল্যং তথৈবেহ লোকে আশিষশ্চ রাজ্যাদ্যাঃ সঙ্কল্প্য ন তু নিশ্চিত্য বিঘ্নবাহুল্যাত্ত্যজন্তি অর্থান্ কর্ম্মসু বিনিযোজয়ন্তি, যথা কশ্চিদ্বণিক্ দুস্তরসমুদ্রাদি-লঙ্ঘনেন বহুধনেচ্ছয়া সিদ্ধং ধনং ত্যজন্নুভয়ত্র ভ্রষ্টো ভবতি তদ্বদিত্যর্থঃ।।৩১।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— তাহারা অতিশয় মন্দবুদ্ধিত্ব, ইহাই বলিতেছেন—এই লোক ও পরলোক অসৎতুল্য, সেইরূপ ইহলোকে দেবতার আশীর্ব্বাদরূপ রাজ্যাদির সঙ্কল্প করিয়া, নিশ্চিত নহে, বিঘ্ন বাহুল্য হেতু অর্থ সমূহকে যজ্ঞ কর্ম্মে নিয়োগ করে, যেমন কোন বণিক্ বহুধনের আকাঙ্ক্ষায় দুস্তর সুমুদ্র আদি পার হয়, নিজের স্থায়ীধনকে ত্যাগ করিয়া উভয় স্থানে ভ্রষ্ট হয় সেইরূপ।।৩১।।

বিবৃতি— ক্ষণস্থায়িপরলোকের কথা শ্রবণ করা স্বপ্নদর্শনের ন্যায় অপ্রয়োজনীয়। মূর্খ-ব্যবসায়ী যেরূপ মূলধন লইয়া ব্যবসা করিতে গিয়া মূলধন পর্য্যন্ত নাশ করিয়া বসে, তদ্রূপ হরিসেবা-বিমুখ জীব পুষ্পিত-বাক্য-সমূহ-দ্বারা চালিত হইয়া নিজ নিত্যধনে বঞ্চিত হয়।।৩১

রজঃসত্ত্বতমোনিষ্ঠা রজঃসত্ত্বতমোজুষঃ।
উপাসত ইন্দ্রমুখ্যান্ দেবাদীন্ ন যথৈব মাম্।। ৩২।।

অন্বয়ঃ— রজঃসত্ত্বতমোনিষ্ঠাঃ (তে) রজঃসত্ত্বতমোজুষঃ (রজঃসত্ত্বতমোভাগিনঃ স্বানুরূপান্) ইন্দ্রমুখ্যান্ (ইন্দ্রপ্রধানান্) দেবাদীন্ (দেবপিতৃভূতাদীন্) উপাসতে (সেবন্তে) মাং (গুণাতীতং) ন (নোপাসতে, যদ্যপীন্দ্রাদীনামপি মদংশত্বাৎ মদুপাসনমেব তৎ তথাপি) যথা এব (যথাবন্নোপাসতে ভেদদর্শিত্বাদিত্যর্থঃ)।।৩২।।

অনুবাদ— সেই সত্ত্বরজস্তমোনিষ্ঠ পুরুষগণ সত্ত্বরজস্তমোনিষ্ঠ ইন্দ্রপ্রভৃতি দেবাদির আরাধনা করিয়া থাকে, পরন্তু গুণাতীত স্বরূপ আমার উপাসনা করে না। যদিও ইন্দ্রাদি দেবগণ আমারই অংশভূত, তথাপি আমা হইতে ভিন্ন জ্ঞানে তাহাদের উপাসনা করায় তাদৃশ উপাসনায় আমার যথাযথ উপাসনা হয় না।।৩২।।

বিশ্বনাথ— রজঃসত্ত্বতমোনিষ্ঠাঃ যে তে রজঃসত্ত্বতমাংস্যেব জুষন্তে সেবন্তে। ন যথৈবেতি যদ্যপীন্দ্রাদীনামপি মদংশত্বান্মদুপাসনমেব তৎ, তথাপি যথাবন্নোপাসতে, যথাবদুপাসনাভাবাদ্ভ্রশ্যন্তীত্যর্থঃ। যদুক্তং "ন তু মামভিজানন্তি তত্ত্বেনাতশ্চ্যবন্তি তে"।।৩২।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— রজসত্ত্বতমোগুণনিষ্ঠ যাহারা তাহারা তাহাই সেবা করে, যদিও ইন্দ্রাদিও আমার অংশরূপে উপাসনা করা হয়, তথাপি প্রকৃত উপাসনা হয় না। প্রকৃত উপাসনা না হওয়ায় ভ্রষ্ট হয়, তাহাই গীতাতে বলা হইয়াছে আমাকে কিন্তু সর্ব্বভাবে জানেনা, এই কারণে তত্ত্বত তাহারা ভ্রষ্ট হয়।।৩২।।

মধ্ব—

তামসেষ্বেব রজঃসত্ত্বতমোবিশষাঃ।
"তামসেষু তু যে সত্ত্বা নিরয়প্রচুরাস্তু তে।
ঈষৎস্বর্গাদিসংযুক্তাস্তমোনিষ্ঠাস্তু তে স্মৃতাঃ।।
কেবলং নিরয়ে নিষ্ঠা যে তে তামসরাজসাঃ।
অন্ধে তমসি যে নিষ্ঠাস্তে বৈ তামস-তামসাঃ।।
এবং ত্রিভেদযুক্তাস্তু যাজ্ঞিকা বিষ্ণুবর্জ্জিতাঃ।
ইতি হরিবংশেষু।।৩২।।

বিবৃতি— যে-সকল ব্যক্তি আপনাদিগকে দেবদাস জানিয়া স্বীয় সত্ত্বগুণ-দ্বারা রজস্তমোগুণ নিরাস করে, তাহারা ইন্দ্রাদি দেবগণের উপাসক হয়; ভগবদুপাসনায় তাহাদের রুচি হয় না। দেবগণের যে সাত্ত্বিকী প্রবৃত্তি, তাহাও ভগবদুপাসনার বিরোধী ও অমঙ্গলকারী।।৩২।।

ইষ্ট্বেহ দেবতা যজ্ঞৈর্গত্বা রংস্যামহে দিবি।
তস্যান্ত ইহ ভূয়াস্ম মহাশালা মহাকুলাঃ।। ৩৩।।
এবং পুষ্পিতয়া বাচা ব্যাক্ষিপ্তমনসাং নৃণাম্।
মানিনাঞ্চাতিলুব্ধানাং মদ্বার্ত্তাপি ন রোচতে।। ৩৪।।

অন্বয়ঃ— (বয়ম্) ইহ (ভূমৌ) যজ্ঞৈঃ দেবতাঃ ইষ্ট্বা (সংপূজ্য) দিবি (স্বর্গে) গত্বা রংস্যামহে (তত্র বিহরিষ্যামঃ) তস্য (স্বর্গস্য) অন্তে (ক্ষয়ে সতি) ইহ (ভূমৌ)

মহাকুলাঃ (মহদ্‌বংশজাতাঃ) মহাশালাঃ (মহাগৃহস্থাঃ) ভূয়াস্ম (ভবিষ্যামঃ) পুষ্পিতয়া (পুষ্পস্থানীয়ার্থবাদবহুলয়া) বাচা (কর্ম্মকাণ্ডীয়-বেদবচনেন) ব্যাক্ষিপ্তমনসাং (বিচলিত-চিত্তানাম্) অতিলুব্ধানাং মানিনাম (অভিমানযুক্তানাং) নৃণাং মদ্বার্ত্তা অপি (মম প্রসঙ্গোঽপি কিং পুনরারাধন-মিত্যর্থঃ) ন রোচতে (ন প্রীত্যৈ ভবতি)।।৩৩-৩৪।।

অনুবাদ— আমরা ইহলোকে যজ্ঞদ্বারা দেবতা-গণের আরাধনা-পূর্ব্বক স্বর্গলোক প্রাপ্ত হইয়া তথায় বিহার করিব এবং স্বর্গাদি-ভোগের ক্ষয় হইলে পুনরায় পৃথিবীতে মহাকুলপ্রসূত উত্তম গৃহস্থরূপে জন্মগ্রহণ করিব, এইরূপ অর্থবাদ-বহুল কর্ম্মকাণ্ডীয় বেদ-বচনে বিক্ষিপ্তচিত্ত, অতি-লুব্ধ, অভিমানী পুরুষগণের নিকট মদীয় প্রসঙ্গ প্রীতিকর হয় না।।৩৩-৩৪।।

বিশ্বনাথ—তেষাং মনোরথং বিবৃণোতি,—ইষ্ট্বেতি। তস্য ভোগস্যান্তে ইহ মহাশালাঃ মহাগৃহস্থাঃ।।৩৩-৩৪।

টীকার বঙ্গানুবাদ— তাহাদের মনের অভিলাষ ব্যাখ্যা করিতেছেন—আমরা ইহ লোকে যজ্ঞদ্বারা দেবতা-গণের আরাধনা পূর্ব্বক স্বর্গলোক ভোগের পরে এই জগতে আসিয়া মহাগৃহস্থ হইব।।৩৩-৩৪।।

বিবৃতি— অতি লুব্ধ জড়ভোগাভিমানী ব্যক্তিগণ পুষ্পিতবাক্য-সমূহে বিক্ষিপ্তচিত্ত হইয়া কামদেব হৃষী-কেশের ইন্দ্রিয়তর্পণে রুচিযুক্ত হয় না।।৩৩-৩৪।।

বেদা ব্রহ্মাত্মবিষয়াস্ত্রিকাণ্ডবিষয়া ইমে।
পরোক্ষবাদা ঋষয়ঃ পরোক্ষং মম চ প্রিয়ম্।।৩৫।।

অন্বয়ঃ— ত্রিকাণ্ডবিষয়াঃ (কর্ম্মব্রহ্মদেবতাকাণ্ড-বিষয়াঃ) ইমে বেদাঃ ব্রহ্মাত্মবিষয়াঃ (ব্রহ্মৈবাত্মা ন সংসারী-ত্যেতৎপরাঃ) ঋষয়ঃ (মন্ত্রাস্তদ্‌দ্রষ্টারো বা) পরোক্ষবাদাঃ (পরোক্ষস্যৈব তত্ত্বস্য ব্যাখ্যাতারো ভবন্তি) মম চ (অপি) পরোক্ষম্ (এব) প্রিয়ম্ (অভীষ্টং ততঃ শুদ্ধান্তঃকরণৈ-রেবৈতদ্ বোদ্ধব্যং নান্যৈরনধিকারিভির্বৃথা কর্ম্মত্যাগেন ভ্রংশপ্রসঙ্গাদিতি ভাবঃ)।।৩৫।।

অনুবাদ— ত্রিকাণ্ডবিষয়ক বেদসকল আত্মার ব্রহ্ম-ত্বই প্রতিপাদন করিতেছেন, সংসারিত্ব-প্রতিপাদন তাঁহাদের উদ্দেশ্য নহে। ঋষিগণও পরোক্ষতত্ত্বেরই ব্যাখ্যাতা হইয়া থাকেন এবং আমারও পরোক্ষ-বিষয়ই অভীষ্ট জানিবে। সুতরাং শুদ্ধচিত্ত পুরুষগণই ইহার জ্ঞানের অধিকারী। যাহারা অশুদ্ধচিত্ত, তাহারা ইহার জ্ঞানলাভের জন্য বৃথা কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া পতিতই হইয়া থাকে।।৩৫।।

বিশ্বনাথ— প্রকরণমুপসংহরতি,—বেদা ইতি। কর্ম্মব্রহ্মদেবতাকাণ্ডবিষয়া ইমে বেদা ব্রহ্মাত্মবিষয়াঃ ব্রহ্মৈব যোঽয়মহমাত্মা তদ্বিষয়া ব্রহ্মস্বরূপমদারাধনপরা এবেত্যর্থঃ। ননু তর্হি ঋষয়ো মন্ত্রাস্তদ্দ্রষ্টারো বা কথমেবং স্পষ্টং নাচক্ষতে তত্রাহ,—পরোক্ষমেব যথা স্যাত্তথা বদন্তি, ন তু সাক্ষাদিতি তে। ননু তেষাং সাক্ষাদকথনস্য কোঽভিপ্রায়স্তত্রাহ—পরোক্ষমিতি তথা কথনে এব মৎ-প্রীতিমবধার্য্য তথা বদন্তীত্যর্থঃ।।৩৫।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— এই প্রকরণটি সমাপ্ত করিতে-ছেন—কর্ম্মকাণ্ড দেবতাকাণ্ড ও ব্রহ্মকাণ্ডরূপ এই বেদ-সমূহ ব্রহ্ম ও আত্ম বিষয়ক ব্রহ্মই যে আমি আমা বিষয়ক, ব্রহ্মস্বরূপ আমার মন্ত্রে আরাধনা পরায়ণ এই বেদ সমূহই। প্রশ্ন? তাহা হইলে মন্ত্র দ্রষ্টা ঋষিগণ কেন এইরূপ স্পষ্ট করিয়া বলেন না? তাহারা উত্তরে বলিতেছেন—ঋষিগণ আমাকে ঢাকিয়াই বলেন, কিন্তু সাক্ষাদ্ভাবে তাহারা বলেন না। প্রশ্ন—তাহাদের সাক্ষাৎ না বলার কি অভি-প্রায়? তাহার উত্তরে বলিতেছেন—ঐরূপ বলাতেই আমার প্রীতি, ইহা অবধারণ করিয়া ঐরূপ বলেন।।৩৫

মধ্ব—

ব্রহ্মাত্বং পূর্ণতা প্রোক্তা তদ্‌যস্য স্বত এব তু।
স ব্রহ্মাত্মা সমুদ্দিষ্টো বাসুদেবঃ সনাতনঃ।।
ইতি চ।।৩৫।।

বিবৃতি— প্রত্যক্ষবাদী ইন্দ্রিয়পরায়ণ অপেক্ষা পরোক্ষবিচারপর ব্যক্তি কিছু ভাল। বেদশাস্ত্র ত্রিকাণ্ড-বিষয়ক। যাহারা কেবল প্রত্যেক্ষের উপর নির্ভর করিয়া বেদশাস্ত্র অধ্যয়ন করে, তাহাদের অপেক্ষা পরোক্ষবাদের

অনুগত ব্যক্তিগণ কিছু ভাল। "কর্ম্মিভ্যঃ পরিতো হরেঃ প্রিয়তয়া ব্যক্তিং যযুর্জ্ঞানিনঃ" শ্লোক এতৎপ্রসঙ্গে আলোচ্য।

শব্দব্রহ্ম সুদুর্ব্বোধং প্রাণেন্দ্রিয়মনোময়ম্।
অনন্তপারং গম্ভীরং দুর্ব্বিগাহ্যং সমুদ্রবৎ।। ৩৬।।

অন্বয়ঃ— শব্দব্রহ্ম (বেদবচনং) সুদুর্ব্বোধং (স্বরূপতোঽর্থতশ্চ দুর্ব্বিজ্ঞেয়ং) প্রাণেন্দ্রিয়-মনোময়ং (প্রথমং প্রাণময়ং পরাখ্যং ততো মনোময়ং পশ্যন্ত্যাখ্যং তত ইন্দ্রিয়ময়ং মধ্যমাখ্যং কিঞ্চ) অনন্তপারম্ (সমষ্টিপ্রাণাদিময়স্য নির্ব্বিশেষস্য চ তস্য কালতো দেশতশ্চাপরিচ্ছেদাৎ) গম্ভীরং (নিগূঢ়ার্থং কিঞ্চ) সমুদ্রবৎ দুর্ব্বিগাহ্যং (মতিপ্রবেশানর্হমিত্যর্থঃ)।।৩৬।।

অনুবাদ— শব্দব্রহ্ম অর্থাৎ বেদবচন স্বরূপতঃ ও অর্থতঃ দুর্জ্ঞেয়, প্রাণময়, মনোময় ও ইন্দ্রিয়ময়স্বরূপ, অনন্ত, অপার, গভীর ও সমুদ্রতুল্য দুর্ব্বিগাহ্য হইয়া থাকে।।

বিশ্বনাথ— ননু বেদস্যাপ্তত্বানন্যথানুপপত্ত্যৈব ভৈষজ্যরোচনন্যায়েনৈব তস্য স্বর্গাদিপরত্বমিতি ভবান্ যথা ব্যাচষ্টে তথৈব জৈমিন্যাদয়োঽপি ব্যাচক্ষতাম্। মৈবং, যদি তে জানীয়ুস্তর্হি ব্যাচক্ষীরন্, মাং বিনা মদ্ভক্তান্ ব্যাসনারদাদীংশ্চ বিনা তত্ত্বতো বেদার্থং ন কোঽপি বেদেত্যাহ— শব্দব্রহ্মেতি যাবৎসমাপ্তি। স্বরূপতোঽর্থতশ্চ দুর্ব্বিজ্ঞেয়ং তচ্চ সূক্ষ্মং স্থূলঞ্চেতি দ্বিবিধং তত্র সূক্ষ্মং তাবৎ স্বরূপতোঽপি দুর্জ্ঞেয়মিত্যাহ—প্রাণেন্দ্রিয়মনোময়ং, প্রথমং প্রাণময়ং পরাখ্যং আধারচক্রস্থং ততো মনোময়ং পশ্যন্ত্যাখ্যং নাভাবনাহত-চক্রস্থং, উপলক্ষণমেতৎ; বুদ্ধিময়ং মধ্যমাখ্যং হৃদয়ে চ মণিপূরকচক্রস্থং, তত ইন্দ্রিয়ময়ং বৈখর্য্যাখ্যং, তস্য বাগ্ব্যঞ্জকত্বেন বাগিন্দ্রিয়প্রধানত্বাৎ। কিঞ্চ অনন্তপারং প্রাকৃতাপ্রাকৃতপ্রাণময়স্য কালতো দেশতশ্চাপরিচ্ছেদাৎ। অর্থতোঽপি দুর্জ্ঞেয়ত্বমাহ—গম্ভীরং গূঢ়ার্থং, অতো দুর্ব্বিগাহ্যং। তথা চ শ্রুতিঃ—"চত্বারি বাক্পরিমিতানি পদানি তানি বিদুর্ব্রাহ্মণা যে মনীষিণঃ। গুহায়াং ত্রীণি নিহিতানি নেঙ্গয়ন্তি। তুরীয়ং বাচো মনুষ্যা বদন্তি" ইতি। অস্যার্থঃ—বাচঃ শব্দব্রহ্মণঃ পরিমিতানি জসোড়াদেশশ্ছন্দসঃ। পদ্যতে জ্ঞায়তে পরতত্ত্বমেভিরিতি পদানি রূপাণি চত্বারি, তানি চত্বার্য্যপি যে মনীষিণঃ গুহায়াং দেহমধ্যে ত্রীণি নিহিতানি নেঙ্গয়ন্তি স্বরূপং ন প্রকাশয়ন্তি, যতঃ কেবলং বাচস্তুরীয়ং চতুর্থভাগং বৈখরীরূপং মনুষ্যাঃ প্রাণিনো বদন্তি, তমপি বদন্ত্যেব ন তু তত্ত্বতো জানন্তীতি। অভিযুক্তশ্লোকশ্চ "যা সা মিত্রাবরুণসদনাদুচ্চরন্তী ত্রিষষ্টিং বর্ণানন্তঃপ্রকটকরণৈঃ প্রাণসংজ্ঞা প্রসূতে। তাং পশ্যন্তীং প্রথমমুদিতাং মধ্যমাং বুদ্ধিসংস্থাং বাচং চক্রে করণবিশদাং বৈখরীঞ্চ প্রপদ্যে।" ইতি।।৩৬।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—প্রশ্ন—বেদ যেহেতু 'আপ্ত' হিতকারী নিজজন, অতএব অন্য প্রকারে যুক্তিদ্বারা ঔষধে রুচি আনয়ন ন্যায় দ্বারা তাহার স্বর্গাদিতে তাৎপর্য্যপরতা আপনি যেরূপ ব্যাখ্যা করিতেছেন— সেইরূপই জৈমিনী আদি ব্যাখ্যা করুন? উহার উত্তরে বলিতেছেন—ঐরূপ নহেন, যদি তাহারা আমাকে জানিবে তাহা হইলে ঐরূপ ব্যাখ্যা করিবে। আমি ও আমার ভক্ত ব্যাস নারদাদি ব্যতীত তত্ত্বত বেদের অর্থ কেহই জানে না। ইহাই বলিতেছেন—শব্দব্রহ্ম ইত্যাদি হইতে অধ্যায় সমাপ্তি পর্য্যন্ত।

বেদ স্বরূপত ও অর্থত দুর্ব্বিজ্ঞেয়। তাহাও সূক্ষ্ম ও স্থূল দ্বিবিধ। তাহার মধ্যে সূক্ষ্ম স্বরূপতঃই দুর্জ্ঞেয় ইহা বলিতেছেন—প্রাণ ইন্দ্রিয় মনময় প্রথম প্রাণময় 'পরা' নাম্নী আধার চক্রেস্থিত, তৎপরে মনোময় 'পশ্যন্তী' নাম্নী নাভিতে অনাহত চক্রেস্থিত। ইহাও উপলক্ষণ বুদ্ধিময় মধ্যমানাম্নী হৃদয়ে ও মণিপুর চক্রে স্থিত, তৎপরে ইন্দ্রিয়ময় বৈখরী নাম্নী তাহার প্রকাশক বাগ্ ইন্দ্রিয় প্রধান।

আর অনন্তপার অর্থাৎ প্রাকৃত প্রাণময় বেদ দেশ ও কালদ্বারা অপরিচ্ছিন্ন। অর্থতও দুর্জ্ঞেয়তা বলিতেছেন —গম্ভীর অর্থাৎ গূঢ়ার্থ অতএব দুর্জ্ঞেয়। ঐরূপ শ্রুতি আছে তাহার অর্থ—শব্দ ব্রহ্মের পরিমিত ইহাদ্বারা পরতত্ত্ব জানা যায়, এইজন্য ইহার নাম 'পদ'। উহাররূপ

চারি প্রকার, তাহা হইলেও যাহা মনিষীগণের দেহমধ্যে তিনটি রূপ আছে স্বরূপ প্রকাশ করে না, যেহেতু কেবল বাক্যরূপ চতুর্থভাগ বৈখরীরূপে মনুষ্য প্রাণীগণ বলে তাহা বলিলেও কিন্তু তত্ত্বত জানে না। প্রাচীন শ্লোক এইরূপ আছে—যেসকল বাক্য মিত্র ও বরুণের গৃহ হইতে উচ্চারিত হয়, ত্রিষষ্টি বর্ণ অন্তরে থাকে, প্রকাশক ইন্দ্রিয় সমূহদ্বারা প্রাণ সংজ্ঞা নামে প্রকট হয়। সেই পশ্যন্তিকে প্রথম বলিয়া মধ্যমাকে বুদ্ধিমান এবং বাক্য-চক্রে বৈখরী নামে বিশদভাব প্রাপ্ত হয়।।৩৬।।

মধ্ব— প্রাণেন্দ্রিয়মনোভির্মীয়তে।

মেয়ত্বান্ময় উদ্দিষ্টো বেদঃ প্রাণাদিভিঃ সদা।

ইতি বারাহে।

অন্তো বিনাশ উদ্দিষ্টঃ পারঃ পরিমিতিস্তথা।

অনন্তপারো বেদোঽয়ং তাভ্যাং স রহিতো যতঃ।।

ইতি ব্যাসস্মৃতৌ।। ৩৬।।

বিবৃতি— নির্ব্বোধ ব্যক্তিগণের প্রাণ, ইন্দ্রিয় ও মন নিজভোগ-তৎপর হইয়া শব্দব্রহ্ম হরিনামকে ইতর-শব্দের সহিত সমজ্ঞান করায় শ্রীনাম তাহাদের পক্ষে সুদুর্ব্বোধ হইয়া পড়েন। কিন্তু বৈকুণ্ঠনাম-নামী অভিন্ন। বৈকুণ্ঠশব্দ ও বৈকুণ্ঠশব্দী অনন্তপার ও দুর্ব্বিগাহ হইলেও শব্দব্রহ্মের কৃপা ব্যতীত তাঁহার মাহাত্ম্যে প্রবেশলাভ ঘটে না। পরা, পশ্যন্তী, মধ্যমা ও বৈখরী এই বিচার-চতুষ্টয় শব্দব্রহ্ম—জড়পরিচ্ছেদ-শূন্য, ভোগভূমির স্পর্শযোগ্য নহেন; সুতরাং ভোগীর বা ত্যাগীর চিত্তবৃত্তি বৈকুণ্ঠশব্দ-শব্দীর ভেদ স্থাপনপূর্ব্বক নানা অমঙ্গল বরণ করে।

বর্ণরূপে পরিণত ইন্দ্রিয়ময়ী বৈখরী, প্রণবরূপে প্রকাশিতা বুদ্ধিময়ী মধ্যমা, ধ্বনিস্বরূপা মনোময়ী পশ্যন্তী এবং জড়েন্দ্রিয় ও মনকে যখন শব্দ অন্তর্ভুক্ত করে, তৎ-কালে উহা প্রাণময়ী পরবিদ্যারূপে প্রতিভাত হয়। চিন্ময় ইন্দ্রিয় ও মন অধোক্ষজ শ্রীহরিনামে সেবোন্মুখ হইলেই জীবের নিত্যমঙ্গলোদয় হয়। নতুবা জড়-শব্দসমূহ বদ্ধ জীবের গুণের দ্বারা কৃত ও পরিচালিত কর্ম্মসমূহের 'কর্ত্তা' বলিয়া তাহার অভিমান উদয় করায়।।৩৬।।

ময়োপবৃংহিতং ভূম্না ব্রহ্মণানন্তশক্তিনা।
ভূতেষু ঘোষরূপেণ বিসেষূর্ণেব লক্ষ্যতে।।৩৭।।

অন্বয়ঃ— ভূম্না (অপরিচ্ছিন্নেন) ব্রহ্মণা (নির্ব্বি-কারেণ) অনন্তশক্তিনা ময়া (অন্তর্য্যামিণা)উপবৃংহিতম্ (অধিষ্ঠিতং তৎ শব্দব্রহ্ম) বিসেষু (মৃণালেষু) ঊর্ণা (তন্তুঃ) ইব ঘোষরূপেণ (নাদরূপেণ) ভূতেষু (প্রাণিষু) লক্ষ্যতে (অনুভূয়তে)।।৩৭।।

অনুবাদ— অপরিচ্ছিন্ন নির্ব্বিকার অনন্ত শক্তিময় অন্তর্য্যামিস্বরূপ আমার দ্বারা অধিষ্ঠিত সেই শব্দব্রহ্ম মৃণালমধ্যে তন্তুর ন্যায় নাদরূপে প্রাণিগণের মধ্যে অনু-ভূত হইয়া থাকেন।।৩৭।।

বিশ্বনাথ— নন্বেবম্ভূতশ্চেৎ কথং প্রাণাদিষ্বাবির্ভবতি তত্রাহ—ময়া উপবৃংহিতং তত্র তত্রোদ্ভাব্য বিস্তারিতং। নন্বনন্তে বৈকুণ্ঠে অনন্তকোটিব্রহ্মাণ্ডেষু চ অনন্তসংখ্যয়া আবির্ভূতং তৎ ত্বয়া কথমেকেনোপবৃংহিতং? তত্রাহ— ভূম্না স্বরূপবাহুল্যেন, ন কেবলং স্বরূপবাহুল্যমেব, কিন্তু ব্রহ্মণা সর্ব্বব্যাপকেন, ন কেবলং সর্ব্বব্যাপ্তিরেব, কিন্তু অনন্তশক্তিনা শক্তেরানন্ত্যাদেব ভূতেষু সর্ব্বপ্রাণিষু ঘোষরূপেণ ঘোষো নাদস্তদ্রূপেণ লক্ষ্যতে মনীষিভিঃ। অন্তঃসূক্ষ্মত্বেন দর্শনে দৃষ্টান্তঃ বিসেষু মৃণালেষু ঊর্ণা-তন্তুরিব।।৩৭।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—প্রশ্ন। যদি এইরূপ হয় প্রাণাদিতে কিরূপে আবির্ভূত হয়? তাহাই বলিতেছেন—আমি পর-মেশ্বর কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া সেই সেই স্থানে উদ্ভব হইয়া বিস্তারিত হই। প্রশ্ন—অনন্ত বৈকুণ্ঠে ও অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড সমূহে অনন্ত সংখ্যাদ্বারা আবির্ভূত তুমি কিরূপে একা বৃদ্ধি করাও? তাহার উত্তরে বলিতেছেন—আমি 'ভূমা পুরুষ' আমার বহুস্বরূপ, আমার স্বরূপই যে বহু, তাহা নহে, কিন্তু সর্ব্বব্যাপক আমাকর্ত্তৃক, আমি কেবল সর্ব্ব-ব্যাপী নহে, কিন্তু অনন্ত শক্তিমান, অনন্ত শক্তিদ্বারা সর্ব্ব প্রাণীর অন্তরে নাদরূপে মনীষিগণ কর্ত্তৃক লক্ষিত হই। অন্তরে সূক্ষ্ম-হেতু দর্শনে দৃষ্টান্ত বলিতেছেন—পদ্ম মৃণালের মধ্যে ঊর্ণাসূত্রের ন্যায়।।৩৭।।

মধ্ব— ভূম্না ব্রহ্মণা অতি মহাপরিপূর্ণেন।।৩৭।।

বিবৃতি— অপ্রাকৃত শ্রীনাম ও নামী অভিন্ন বলিয়া সর্ব্বব্যাপকতা, সর্ব্বশক্তিমত্তা, অপরিচ্ছেদ ও অন্তর্য্যামিত্ব প্রভৃতি সর্ব্বব্যাপারই 'অপ্রাকৃত' শব্দে নিহিত। মৃণালস্থিত তন্তু যেরূপ অবিচ্ছেদ্যভাবে অবস্থিত, তদ্রূপ অপ্রাকৃত শ্রীনামের সহিত ভগবদ্‌বস্তু অবিচ্ছেদ্যভাবে থাকিয়া মুক্ত জীবের আরাধ্য হন।।৩৭।।

যথোর্ণনাভির্হৃদয়াদূর্ণামুদ্বমতে মুখাৎ।
আকাশাদ্‌ঘোষবান্ প্রাণো মনসা স্পর্শরূপিণা।।৩৮।।
ছন্দোময়োঽমৃতময়ঃ সহস্রপদবীং প্রভুঃ।
ওঙ্কারাদ্ব্যঞ্জিতস্পর্শ-স্বরোষ্মান্তস্থভূষিতাম্।।৩৯।।
বিচিত্রভাষাবিততাং ছন্দোভিশ্চতুরুত্তরৈঃ।
অনন্তপারাং বৃহতীং সৃজত্যাক্ষিপতে স্বয়ম্।।৪০।।

অন্বয়ঃ— ঊর্ণনাভিঃ যথাঃ হৃদয়াৎ (হৃদয়সকাশাৎ) মুখাৎ (মুখদ্বারাৎ) ঊর্ণাম উদ্বমতে (সূত্রং বহিঃ প্রকটয়তি তথা) ছন্দোময়ঃ (বেদমূর্ত্তিঃ স্বতন্ত্র) অমৃতময়ঃ (ঘোষবান্ নাদোপনাদবান্) প্রাণঃ (তদুপাধির্হিরণ্যগর্ভরূপঃ) প্রভুঃ (ভগবান্) স্পর্শরূপিণা (স্পর্শাদীন্ বর্ণান্ রূপয়তি সঙ্কল্পয়তীতি তেন) মনসা (নিমিত্তভূতেন) আকাশাৎ (হৃদয়াকাশাৎ) ওঙ্কারাদ্ব্যঞ্জিতস্পর্শস্বরোষ্মান্তস্থভূষিতাম্ (ওঙ্কারাদ্‌হৃদ্‌গতাৎসূক্ষ্মাদোঙ্কারাদুরঃকণ্ঠাদিসঙ্গেন ব্যঞ্জিতৈঃ স্পর্শাদিভির্ভূষিতাং) বিচিত্রভাষাবিততাং (বিচিত্রাভির্বৈদিকলৌকিকভাষাভির্বিস্তৃতাঃ) চতুরুত্তরৈঃ (যথোত্তরং চত্বারি চত্বারি অক্ষরাণি উত্তরাণি অধিকানি যেষাং তৈঃ) ছন্দোভিঃ (উপলক্ষিতাম্) অনন্তপারম্ (অন্ত-পাররহিতাং) সহস্রপদবীং (বহুমার্গাং) বৃহতীং (বৃহদ্‌বাক্য-ময়ং বেদম্) সৃজতি (প্রকটয়তি তথা) স্বয়ম্ (এব) আক্ষি-পতে (উপসংহরতি চ)।।৩৮-৪০।।

অনুবাদ— ঊর্ণনাভি যেরূপ হৃদয় হইতে মুখদ্বারা সূত্রোদ্‌গিরণ করে, সেইরূপ বেদমূর্ত্তি অমৃতময়-ঘোষযুক্ত হিরণ্যগর্ভাত্মক ভগবান্ স্পর্শাদি সঙ্কল্পশীল মনের নিমিত্ত-ভূত হৃদয়াকাশ-মধ্যস্থ সূক্ষ্ম ওঙ্কার হইতে উরঃ কণ্ঠাদি-সংযোগে প্রকাশিত স্পর্শস্বর উষ্ম ও অন্তস্থ-বিভূষিত, বিচিত্র ভাষা-বিস্তৃত, উত্তরোত্তর চতুরক্ষরাধিক-ছন্দঃ-সমূহে উপলক্ষিত, অনন্ত, অপার, বহুমার্গযুক্ত বৃহদ্‌বাক্য-ময় বেদের সৃষ্টি ও সংহার করিয়া থাকেন।।৩৮-৪০।।

বিশ্বনাথ— সূক্ষ্মরূপশব্দব্রহ্মণস্তস্য প্রাণাদিময়তয়া পরাখ্যাদিরূপেণ স্বস্মাদুদ্ভবপ্রকারমাহ—যথোর্ণেতি ত্রিভিঃ। যথৈবোর্ণনাভির্হৃদয়াৎ সকাশাৎ মুখদ্বারাদূর্ণামুদ্বমতে তথা প্রভুরীশ্বরো মদংশো হিরণ্যগর্ভান্তর্য্যামী স্বরূপেণামৃতময়ঃ পরমানন্দময়ঃ স্বশক্ত্যৈব ছন্দোময়ঃ সর্ব্বজ্ঞানাদি-সম্পন্ন-বেদময়ঃ সন্ আকাশাদাকাশমালম্ব্য হিরণ্যগর্ভস্যাধারচক্রে আবির্ভূয় "প্রাণেন ঘোষেণ গুহাং প্রবিষ্ট" ইতি পূর্ব্বোক্ত-ঘোষো নাদস্তদ্বান্ প্রাণঃ স্বয়ং তদীয়প্রাণবাংশ্চ সন্ মনসা নিমিত্তভূতেন বৃহতীং বৈখরীপ্রধানাং শ্রুতিং প্রথমং পরাখ্যাং ততঃ পশ্যন্ত্যাখ্যাং ততো বৈখর্য্যাখ্যাং সৃজতি; পুনরাক্ষিপতে উপসংহরতি চ নিমিত্ততাং বিবৃণ্বন্ মনো বিশিনষ্টি—স্পর্শরূপিণা স্পর্শ ইত্যুপলক্ষণং স্পর্শাদীন্ বর্ণান্ রূপয়তি সঙ্কল্পয়তীতি তৎস্পর্শরূপি, তেন। বৃহতী-শব্দব্যাখ্যানায় বিশেষণানি—সহস্রপদবীং বহু মার্গাং, ওঙ্কারাৎ উরঃকণ্ঠাদিসঙ্গেন ব্যঞ্জিতৈঃ স্পর্শাদিভির্ভূষিতাং। ওঁকারশ্চাত্র হৃদগতঃ সূক্ষ্মোঽভিপ্রেতঃ, নত্বকারাদিবর্ণ-রূপস্তস্য ব্যঙ্গ্যকোটিত্বাৎ। তত্র স্পর্শাঃ কাদয়ো মান্তাঃ। স্বরা অকারাদয়ঃ ষোড়শ। উষ্মাণঃ শষসহাঃ। অন্তস্থা য-র-ল-বাঃ। বিচিত্রাভির্বৈদিকলৌকিকভাষাভির্বিততাং। যথোত্তরং চত্বারি চত্বার্য্যক্ষরাণি উত্তরাণি অধিকানি যেষাং তৈশ্ছন্দোভিরুপলক্ষিতাং। ন অন্তঃ সমাপ্তিঃ শব্দতো, নাপ্যেতাবানেবার্থ ইতি পারশ্চার্থতো যস্যাস্তাম্।।৩৮-৪০

টীকার বঙ্গানুবাদ— সূক্ষ্মরূপ শব্দ ব্রহ্মের প্রাণাদি ময় পরানাম্নী আদি রূপে নিজ হইতে উদ্ভব প্রকার করিতেছেন ঊর্ণনাভী ইত্যাদি তিনটি শ্লোকদ্বারা। যেমন মাকড়সা হৃদয় হইতে মুখদ্বারা সূত্র বপন করে, সেইরূপ ঈশ্বর আমার অংশ হিরণ্যগর্ভের অন্তর্য্যামী স্বরূপ দ্বারা অমৃতময় অর্থাৎ পরমানন্দময় নিজ শক্তি দ্বারাই সর্ব্ব-

জ্ঞানাদি সম্পন্ন বেদময় হইয়া আকাশকে অবলম্বন করিয়া হিরণ্যগর্ভের আধারচক্রে আবির্ভূত হইয়া প্রাণ ও নাদের সহিত গুহাতে প্রবিষ্ট হই। পূর্ব্বোক্ত ঘোষ শব্দের অর্থ 'নাদ' ঐরূপ তদ্‌যুক্ত প্রাণ স্বয়ং তদীয় প্রাণবান্ হইয়া মনদ্বারা বৃহতী বৈখরী, প্রমাণ শ্রুতি প্রথমে পরা, তৎপরে পশ্যন্তি, তাহা হইতে বৈখরী সৃষ্টি করে, পুনরায় প্রশ্ন সমাপ্ত করিতেছেন—কারণ বর্ণন করিয়া মনকে বিশেষিত করিতেছেন—স্পর্শ বর্ণ অর্থাৎ আর অন্য রূপ সঙ্কল্প করিতেছেন—ঐ স্পর্শরূপীদ্বারা, বৃহতি শব্দের ব্যাখ্যার জন্য বিশেষগুলি বলিতেছেন—সহস্রপথ অর্থাৎ বহু মার্গ, ওঁকার হইতে বক্ষ ও কণ্ঠ আদির সহিত প্রকাশিত হইয়া স্পর্শ আদিদ্বারা ভূষিত হয়, এস্থলে ওঁকার হৃদয় মধ্যে সূক্ষ্মরূপে গ্রহণীয়, কিন্তু ওম্ মিলিত বর্ণরূপী যে ওঁ-কার তাহা নহে, উহা প্রকাশ মধ্যে ঐরূপ তন্মধ্যে স্পর্শ বর্ণ সমূহ 'ক' হইতে 'ম' পর্য্যন্ত, স্বরবর্ণ অকার হইতে ষোলটি, উষ্ম বর্ণ 'শ,ষ,স,হ' অন্তস্থবর্ণ 'য,র,ল,ব'। বিচিত্র বৈদিক ও লৌকিক ভাষা সমূহদ্বারা বিস্তৃত। পরপর চারিটি অক্ষর, পরে অধিক যাহাদের ঐসকল ছন্দদ্বারা প্রকাশিত শব্দ হেতু ইহার সমাপ্তি নাই এবং ইহার এই পর্য্যন্ত অর্থ ইহাও বলা যায় না। অতএব ইহার অর্থেও পার নাই।।

মধ্ব—

আস্পর্শরূপিণা আস্পর্শোবিষ্ণুস্তং রূপয়তি
প্রকাশয়তীত্যাস্পর্শরূপ-প্রাণস্য মনঃ।
আসমন্তাৎস্পর্শাভোগা অস্যেবেত্যাস্পর্শঃ।
ভুঙ্‌ক্তে যদখিলান্ স্পর্শানাস্পর্শো বিষ্ণুরুচ্যতে।
তস্য প্রকাশকং নিত্যং নমস্যে প্রাণমেকলম্।।
প্রাণস্যৈব মনোনিত্যং বাসুদেবং প্রকাশয়েৎ।
ইতি বায়ুপ্রোক্তে।।৩৮।।
মীয়ন্তেহনেন ছন্দাংসি প্রাণশ্ছন্দোময়স্ততঃ।
ইতি চ।।
ত্রিমাত্রমাদিতঃ কৃত্বা যাবচ্চানন্তমাত্রকাঃ।
প্রণবাস্তেহপি ভেদেন হ্যনন্তাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ।।
একমাত্রোত্তরাঃ সর্ব্বে বাসুদেবাভিধায়কাঃ।
তেষাং ব্যাখ্যানরূপা হি সর্ব্বে বেদাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ।।
ওঁকারব্যঞ্জিতাস্তস্মাৎ সদোচ্চার্য্যা হরেঃ প্রিয়ৈঃ।
ইতি প্রণবমাহাত্ম্যে।।৩৯।।
গুহ্যদর্শনভাষে চ ভাষা চৈব সমাধিকা।
তিস্রস্তু মূলভাষাঃ স্যুরেকৈকা চ ত্রিধা পুনঃ।।
গুহ্যদর্শন-সংজ্ঞা চ গুহ্যগুহ্যা-তথাপরা।
এবমাদিক্রমেণৈব ত্বেকাশীতিবিধেদিতাঃ।।
ভাষাস্তত্র চ গুহ্যা চ প্রসিদ্ধার্থেষ্বনন্বিতা।
গুহ্যার্থং তৎপরৈর্বাঙ্মোমণিমিত্যাদিকা চ সা।।
দর্শনান্যবলম্ব্যৈব পশুপত্যাদিনাস্তু যা।
বহুশ্রুতিবিরুদ্ধস্তু বদেৎ সা দর্শনাত্মিকা।।
অন্তে নিষেধসংযুক্তা ভস্মস্নানাদিকা চ সা।
যথা প্রদৃশ্যামানার্থা সমাধিঃ সা প্রকীর্ত্তিতা।।
বিষ্ণুঃ পরম ইত্যাদ্যা সা চ বিদ্বদ্ভিরীরিতা।
ইতি ভাষাবিবেকে।।
ভস্মস্নানবিধানস্তু শ্রুত্যুক্তং দর্শনানুগম্।
ভস্মস্নানং ততোগ্রাহ্যং বিধানস্তু নৃসিংহগম্।।
ইতি স্কান্দে।।
গায়ত্র্যা উষ্ণিক্ চতুর্বর্ণাধিকেত্যাদি চতুরুত্তরৈঃ।
জগত্যন্তানামেব চতুরুত্তরত্বনিয়মঃ।
ছন্দস্তু নবপাদং যজ্জগদিত্যুচ্যতে বুধৈঃ।
ইতি ছন্দোবিধানে।।৪০।।

গায়ত্র্যুষ্ণিগনুষ্টুপ্ চ বৃহতী পঙ্‌ক্তিরেব চ।
ত্রিষ্টুব্‌জগত্যতিচ্ছন্দো হ্যত্যষ্ট্যতিজগদ্বিরাট্।।৪১।।

অন্বয়ঃ— গায়ত্রী উষ্ণিক্ অনুষ্টুপ্ চ বৃহতী পঙ্‌ক্তিঃ এব চ ত্রিষ্টুপ্ জগতী অতিচ্ছন্দঃ হি অত্যষ্ট্যতিজগদ্বিরাট্ (অত্যষ্টিরতিজগতী অতিবিরাট্‌চেত্যর্থঃ, এতৈশ্ছন্দোভিরুপলক্ষিতামিতি পূর্ব্বেণান্বয়ঃ)।।৪১।।

অনুবাদ— গায়ত্রী, উষ্ণিক্, অনুষ্টুপ্, বৃহতী, পংক্তি, ত্রিষ্টুপ্, জগতী, অতিচ্ছন্দঃ, অত্যষ্টি, অতিজগতী ও অতিবিরাট্—ইহারাই বৈদিক ছন্দঃ জানিবে।।৪১।।

বিশ্বনাথ— তেষু কানিচিচ্ছন্দাংসি দর্শয়তি—গায়ত্রীতি। অত্র চতুর্ব্বিংশত্যক্ষরা গায়ত্রী। ততশ্চতুরক্ষরবৃদ্ধ্যা উষ্ণিগাদিচ্ছন্দাংসি অত্যষ্টিরতিজগতী বিরাট্ চেত্যর্থঃ। এতৈশ্ছন্দোভিরুপলক্ষিতামিতি পূর্ব্বেণান্বয়ঃ।। ৪১।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— তাহাদের মধ্যে কয়েকটি ছন্দ দেখাইতেছেন এস্থলে চব্বিশটি অক্ষর যাহাতে তাহা গায়ত্রী ছন্দ, তাহা হইতে চারি অক্ষর বৃদ্ধি হইয়া উষ্ণিগ আদি ছন্দসমূহ, অত্যষ্টি অতি—জগতী ও বিরাট এইসকল ছন্দ সমূহদ্বারা উপলক্ষিত বেদ, ইহা পূর্ব্বের সহিত অন্বয়।।

কিং বিধত্তে কিমাচষ্টে কিমনূদ্য বিকল্পয়েৎ।
ইত্যস্যা হৃদয়ং লোকে নান্যো মদ্বেদ কশ্চন।। ৪২।।

অন্বয়ঃ— (ইয়ং বেদবাণী) কিং বিধত্তে (কর্ম্মকাণ্ডে বিধিবাক্যৈঃ কিং বিধত্তে) কিম্ আচষ্টে (দেবতাকাণ্ডে মন্ত্রবাক্যৈঃ কিং প্রকাশয়তি তথা জ্ঞানকাণ্ডে) কিম্ অনূদ্য বিকল্পয়েৎ (নিষেধার্থং কস্যানুবাদং কৃত্বা বিচারয়েৎ) ইতি (ইত্যেবম্) অস্যাঃ (বেদবাণ্যাঃ) হৃদয়ং (তাৎপর্য্যং) মৎ অন্যঃ (মাং বিনাপরঃ) কশ্চন ন বেদ (কোঽপি ন জানাতি)।

অনুবাদ—কর্ম্মকাণ্ডে বিধিবাক্যে কি বিহিত হইয়াছে, দেবতাকাণ্ডে মন্ত্রবাক্যে কি প্রকাশিত হইয়াছে এবং জ্ঞানকাণ্ডেই বা নিষেধ-উদ্দেশ্যে কোন্ বস্তু উল্লিখিত হইয়া বিচারিত হইয়াছে, বেদের এই তাৎপর্য্য আমি ভিন্ন অপর কেহই জানিতে পারেন না।। ৪২।।

বিশ্বনাথ— বৃহতী স্বরূপতো দুর্জ্ঞেয়েত্যুক্তং। অর্থতোঽপি দুর্জ্ঞেয়েত্যাহ—কিং বিধত্তে শ্রুত্যা কর্ত্তব্যত্বেন কিং বিধীয়তে, স্বস্য হিতার্থং জীবৈরিদমেব কর্ত্তব্যমিতি কিং কর্ত্তুমাদিশ্যতে ইত্যর্থঃ। কিমাচষ্টে কিমভিধত্তে শ্রুত্যা কিমভিধীয়তে শ্রুত্যর্থস্তাবৎ ক ইত্যর্থঃ। কিমনূদ্য বিকল্পয়েৎ ইদমেকং বস্তু ইদমপরং বস্তু ইদমপ্যন্যদ্বস্তু ইতি দ্বিত্রীণি বস্তূনি নির্দ্দিশ্য বিকল্পয়েৎ ইদং বা কুর্য্যাৎ ইদং বাকুর্য্যাদিতি যদ্বিদধীত তৎ কিমিত্যর্থঃ। ননু 'অহরহঃ সন্ধ্যামুপাসীত', 'কর্ম্মণা পিতৃলোকঃ' ইতি দর্শনাৎ কর্ম্মৈব শ্রুতির্বিধত্তে, 'চোদনালক্ষণো ধর্ম্ম' ইতি ব্যাখ্যানাদ্ধর্ম্ম এব শ্রুত্যর্থঃ। 'ব্রীহিভির্বা যজেত যবৈর্বা যজেতে'তি বৈকল্পিকো বিধিরপি ধর্ম্মবিষয়ক এব। যদ্বা ভক্তিযোগো নিষ্কামকর্ম্ম জ্ঞানযোগশ্চানূদ্য বিকল্পিতো যথা—"ভক্তি-যোগশ্চ যোগশ্চ ময়া মানব্যুদীরিতঃ। তয়োরেকতরেণৈব পুরুষঃ পুরুষং ব্রজেৎ" ইতি। তত্র রে মূঢ়া নহি নহীত্যাহ —অস্যাঃ শ্রুতের্হৃদয়ং হৃদ্গতমভিপ্রায়ং মদন্যো নৈব কশ্চন বেদ। প্রেয়স্যাঃ অভিপ্রেতমর্থং প্রেয়াংসং বিনা কো বেদেতি ভাবঃ।। ৪২।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—বৃহতী স্বরূপত দুর্জ্ঞেয় ইহা বলা হইয়াছে এখন অর্থতও দুর্জ্ঞেয় বলিতেছেন— বেদদ্বারা কর্ত্তব্যরূপে কি বিধান করিতেছেন, নিজের হিতের জন্য জীবগণের ইহাই কর্ত্তব্য, কি করিতে আদেশ করিতেছেন। কি বলিতেছেন— বেদদ্বারা কি বিধান করিতেছেন? শ্রুতির অর্থ কি? ইহা একটি বস্তু এই বলিয়া, ইহা অপর বস্তু এইরূপে দুই তিন বস্তু নির্দ্দেশ করিয়া ইহাই করিবে বা ইহা করিবে এইরূপ যে বিধান করিয়াছেন ইহার কি অর্থ।

প্রশ্ন—প্রতিদিন সন্ধ্যা উপাসনা করিবে, কর্ম্মদ্বারা পিতৃলোক—এইরূপ দেখা যায়। অতএব কর্ম্মকেই শ্রুতি বিধান করিতেছেন। প্রেরণা লক্ষণ ধর্ম্ম এইরূপ ব্যাখ্যা থাকায় ধর্ম্মই শ্রুতির অর্থ ব্রীহিসমূহ দ্বারা যজনা করিবে, অথবা যব দ্বারা যজনা করিবে, এইরূপ বিকল্প বিধি ও কর্ম্ম বিষয়কই। অথবা ভক্তিযোগ নিষ্কামকর্ম্ম জ্ঞানযোগ এইরূপ বলিয়া বিকল্প বলিতেছেন— যেমন, হে মানবী! ভক্তিযোগ ও যোগ আমাকর্ত্তৃক বলা হইয়াছে। তাহার মধ্যে যেকোন একটি দ্বারাই মানব পরমপুরুষের নিকটে গমন করিবে? ইহার উত্তরে হে মূঢ়গণ! না না ইহাই বলিতেছেন—এই বেদের হৃদয় অর্থাৎ হৃদ্গত অভিপ্রায় অর্থ প্রিয়তম ব্যতীত কে জানে ইহাই ভাবার্থ।। ৪২।।

মধ্ব—

বিবিধরূপত্বেন কল্পনং বিকল্পঃ চত্বারি বাগিত্যাদি। তত্রবাগিত্যনুবাদঃ।

"বিধিভাগে হরেঃ পূজৈবাভিধানে চ তদ্গুণাঃ।
বিকল্পে তদ্বহুত্বঞ্চাপ্যপোহে তু তদপ্রিয়ম্।।
উচ্যতে সর্ব্ববেদেষু তচ্চ বেদ স এব হি।
ইতি আগমতাৎপর্য্যে।
সুরা হরের্গুণাঃ প্রোক্তাস্তে যে স্যুরিতি চিন্তনম্।
সুরাপানমিতি প্রোক্তং তন্ন কুর্য্যাৎ কথঞ্চন।।
ব্রাহ্মণোবিষ্ণুরুদ্দিষ্টঃ স নাস্তীত্যভিচিন্তনম্।
ব্রহ্মহত্যা সমুদ্দিষ্ট্যা তাং ন কুর্য্যাৎ কথঞ্চন।।
ইত্যাদ্যপোহবাক্যার্থশ্চিন্ত্যোবিষ্ণুর্বুধৈর্জনৈঃ।
ইত্যাদি চ।
মদন্যঃ কশ্চন কোঽপি ন বেদ।। ৪২।।

বিবৃতি— পুরুষোত্তম অদ্বয়জ্ঞান-বস্তুই শ্রীকৃষ্ণ। কর্ম্মকাণ্ডের যজ্ঞ কাহাকে উদ্দেশ করে, উপাসনাকাণ্ডের মন্ত্র কাহার প্রতি বিহিত হয়, জ্ঞানকাণ্ডের বিচার কাহাকে আশ্রয় করে—এই সকল কথা পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ-ভিন্ন অন্য কেহই জানিতে পারে না। জ্ঞাতৃত্বসূত্রে আংশিক-ভাবে গ্রহণ করায় ভগবদিতর দেবতা, মানব, দার্শনিক—কেহই বেদের প্রকৃত উদ্দেশ্য গ্রহণ করিতে পারে না। যিনি সকল বস্তুর একমাত্র আশ্রয়, যিনি সকল আশ্রয়ের একমাত্র বিষয়, সেই ভগবান্‌ই অদ্বয়জ্ঞান-তত্ত্ববস্তু।। ৪২।।

**মাং বিধত্তেঽভিধত্তে মাং বিকল্প্যাপোহ্যতে ত্বহম্।
এতাবান্ সর্ব্ববেদার্থঃ শব্দ আস্থায় মাং ভিদাম্।
মায়ামাত্রমনূদ্যান্তে প্রতিষিধ্য প্রসীদতি।। ৪৩।।**

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামেকাদশস্কন্ধে শ্রীভগবদুদ্ধসংবাদে একবিংশোঽধ্যায়ঃ।। ২১।।

অন্বয়ঃ— (ননু তর্হি ত্বং মৎকৃপয়া কথয়েতি কথয়তি) মাং (মামেব যজ্ঞরূপং কর্ম্মকাণ্ডে) বিধত্তে মাং (মামেব তত্তদ্দেবতারূপম্) অভিধত্তে (দেবতাকাণ্ডে প্রকাশয়তি মচ্ছাকাশাদিপ্রপঞ্চজাতং) বিকল্প্য (পুনঃ) অপোহ্যতে (নিরাক্রিয়তে তদপি) অহং (অহমেব ন মত্তঃ পৃথগস্তি) এতাবান্ (এব) সর্ব্ববেদার্থঃ (সর্ব্বেষাং বেদানাং তাৎপর্য্যং ভবতি) শব্দঃ (বেদঃ) মাং (পরমার্থরূপম্) আস্থায় (আশ্রিত্য) ভিদাং (ভেদং) মায়ামাত্রম্ (ইতি) অনূদ্য (উক্ত্বা) অন্তে (পশ্চাৎ) প্রতিষিধ্য (নেহ নানাস্তি কিঞ্চনেতি ভেদনিষেধং কৃত্বা) প্রসীদতি (নিবৃত্তব্যাপারো ভবতি)।। ৪৩।।

অনুবাদ— এই বেদ কর্ম্মকাণ্ডে যজ্ঞরূপী আমারই বিধান এবং দেবতাকাণ্ডে তত্তদ্দেবতারূপে আমারই প্রতিপাদন করিয়াছেন। জ্ঞানকাণ্ডেও যে-সমস্ত আকাশাদি পদার্থের উল্লেখপূর্ব্বক নিরাস করা হইয়াছে, তাহারাও আমারই স্বরূপ ভূত, আমা হইতে পৃথক্ নহে। ইহাই সমস্ত বেদের তাৎপর্য্য জানিবে। বেদ একমাত্র আমাকেই পরমার্থরূপে আশ্রয় পূর্ব্বক ভেদকে মায়ামাত্ররূপে অনূদিত করিয়া পশ্চাৎ তাহারই নিষেধসহকারে নিবৃত্ত হইয়াছেন।। ৪৩।।

বিশ্বনাথ— ননু তর্হি ত্বমেব কৃপয়া কথয়েতি তত্রোমিত্যাহ,—মাং বিধত্তে ভক্তের্মৎস্বরূপভূতত্বান্মদ্ভক্তিমেব কর্ত্তব্যত্বেন বিধত্তে ইত্যর্থঃ, যাগাদিবিধীনামপি মদ্ভক্তি-বিধান এব তাৎপর্য্যাৎ। 'ধর্ম্মো যস্যাং মদাত্মকঃ' ইতি মদুক্তেঃ অভিধত্তে মামিতি অহমেব সর্ব্ববেদার্থ ইত্যর্থঃ। 'বিকল্প্যাপোহ্যতে হ্যহম্' ইতি 'যোগাস্ত্রয়ো ময়া প্রোক্তাঃ' ইত্যুক্তেঃ। কাণ্ডত্রয়েণ কর্ম্ম জ্ঞানং ভক্তিশ্চেত্যনূদ্য কর্ম্ম কুর্য্যাৎ জ্ঞানং বা অভ্যসেৎ ভক্তিং বা কুর্য্যাদিতি বিকল্প্য পশ্চাদপোহ্যতে। প্রথমং সকামকর্ম্মাপোহো নিষ্কামকর্ম্ম-করণং, ততো জ্ঞানারূঢ়ত্বে সতি নিষ্কামকর্ম্মণোঽপ্যপোহঃ। জ্ঞানসিদ্ধিদশায়াং 'জ্ঞানং চ ময়ি সংন্যসেদিত্যুক্তের্জ্ঞান-স্যাপ্যপোহঃ।' ভক্তেরপোহস্তু ন ক্বাপি সময়ে ন কেনাপি শাস্ত্রবাক্যেন প্রতিপাদিতো দৃষ্ট ইত্যতঃ কর্ম্মজ্ঞানা-পোহাদেবাহমপোহ্য ইত্যুক্তম্। প্রথমপুরুষ আর্ষঃ। কর্ম্ম-জ্ঞানয়োরপি স্বপ্রাপকমার্গত্বাত্তত্রাস্মচ্ছব্দঃ প্রযুক্তঃ, তস্য চিদ্রূপত্বান্মায়িকরূপত্বাচ্চ। তত্র মায়িকরূপস্যৈবাপোহো যুজ্যতে, ন চিদ্রূপস্য। নন্বিতোঽপি কিঞ্চিৎ স্পষ্টীকৃত্য ব্যাচক্ষত্যেত আহ,—এতাবানিতি। বেদাত্মকঃ শব্দঃ মাং আস্থায় মদ্ভক্তিযোগবিধায়কত্বেন মামেবাশ্রিত্য ভিদাং

মত্তোঽপি ভিন্নং কর্ম্মযোগং জ্ঞানযোগঞ্চ মায়ামাত্রম্ অনূদ্য ইতি। কর্ম্মযোগস্য ত্রিগুণময়ত্বেন ত্বম্পদার্থজ্ঞানপর্য্যন্তে জ্ঞানযোগস্যাপি বিদ্যাময়স্য সাত্ত্বিকত্বেন মায়ামাত্রত্বম্। অতোঽন্তে প্রতিষিধ্য ক্রমেণ তদ্দ্বয়মপোহ্য প্রসীদতি নির্গুণায়া মদ্ভক্ত্যমৃতবল্ল্যাঃ ফলস্য মন্মাধুর্য্যানুভবরূপস্য রসেন সজ্জনানানন্দয়ন্ স্বয়মপি নির্বৃণোতীত্যর্থঃ। যে ত্বেবং ব্যাচক্ষতে— মামেব কর্ম্মকাণ্ডে যজ্ঞরূপং বিধত্তে, মন্ত্রবাক্যৈর্দেবতাকাণ্ডে মামেবাভিধত্তে জ্ঞানকাণ্ডে মত্তঃ পৃথগাকাশাদিকং বিকল্প্য যদোপোহ্যতে তদপ্যহমেব। তস্মাদেতাবানেব সর্ব্ববেদার্থঃ। শব্দো বেদঃ মাং পরমার্থরূপমাশ্রিত্য ভিদাং মায়ামাত্রমিত্যনূদ্য 'নেহ নানাস্তি কিঞ্চন' ইতি প্রসীদতি নিবৃত্তব্যাপারো ভবতীতি এতদ্ব্যাখ্যানেঽপি মায়ামাত্রস্যৈব প্রতিষেধোক্তের্ভক্তানাং ভক্ত্যুপকরণানাং ভগবন্নিকেতাদীনাঞ্চ মায়ামাত্রত্বাভাবান্ন কাপি ক্ষতি।। ৪৩।।

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।
একাদশেঽত্রৈকবিংশঃ সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্।।

ইতি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠক্কুর কৃতা শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশ-স্কন্ধে একবিংশ অধ্যায়স্য সারার্থদর্শিনী টীকা সমাপ্তা।

টীকার বঙ্গানুবাদ— প্রশ্ন। তাহা হইলে তুমিই কৃপা পূর্ব্বক বল, তাহা স্বীকার করিয়া বলিতেছেন— বেদ আমাকেই বিধান করিতেছে। যেহেতু ভক্তি আমার স্বরূপভূত্যা শক্তি অতএব কর্ত্তব্যরূপে ভক্তিকেই বিধান করিতেছেন। যাগাদি বিধিসমূহেরও আমার ভক্তিবিধানই তাৎপর্য্য। আমার উক্তি আছে— 'সৃষ্টির আদিতে ব্রহ্মাকে যে বেদ বলিয়াছিলাম তাহাতে ভাগবত-ধর্ম্মই বলা হইয়াছিল। অবিধত্তে আমিই সর্ব্ববেদের অর্থ—বিবিধ যোগের কথা বলিয়া শেষে আমাকেই বলিয়াছে। বেদের কাণ্ডত্রয়ে কর্ম্ম জ্ঞান ও ভক্তির কথা বলিয়া, কর্ম্ম করিবে অথবা জ্ঞান অভ্যাস করিবে অথবা ভক্তি করিবে—এইরূপ বলা হইয়াছে। যেহেতু আমার উক্তি আছে তিন যোগের কথা। আমি বলিয়াছি, পরে এক এক করিয়া নিরাশ পূর্ব্বক প্রথমে সকাম কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া, নিষ্কাম কর্ম্ম কর, তৎপরে জ্ঞানে আরূঢ় হইলে পর নিষ্কাম কর্ম্মও ত্যাগ করিবে? জ্ঞানসিদ্ধি দশায় জ্ঞানকেও আমাতে ত্যাগ করিবে। ভক্তিত্যাগ কিন্তু কোন সময়ই কোন শাস্ত্র বাক্য দ্বারা প্রতিপাদন দেখা যায় না, এইহেতু কর্ম্ম-জ্ঞান ত্যাগের কথা আমিও বলিয়াছি। প্রথমপুরুষ ঋষিপ্রয়োগ। জ্ঞান-কর্ম্মের মধ্যেও নিজ প্রকাশক পথ হেতু শেষ স্থলে অস্মাৎ শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে তাহার চিদ্রূপতা ও মায়িকরূপতা হেতু। তন্মধ্যে মায়িকরূপেরই ত্যাগ উপযুক্ত চিদ্রূপের ত্যাগ নহে।

প্রশ্ন—ইহা হইতেও কিঞ্চিৎ স্পষ্ট করিয়া ব্যাখ্যা কর? ইহার উত্তরে বলিতেছেন—বেদাত্মক শব্দ আমার ভক্তিযোগ বিষয়ক হেতু আমাকেই আশ্রয় করিয়া আমা হইতে ভিন্ন কর্ম্মযোগ ও জ্ঞানযোগকে মায়ামাত্র বলিয়া জানিবে। কর্ম্মযোগ ত্রিগুণময়-হেতু, ত্বং পদার্থজ্ঞান পর্য্যন্ত জ্ঞানযোগের ও বিদ্যাময় সাত্ত্বিক মায়া মাত্র অতএব পরিশেষে নিষেধক্রমে কর্ম্ম ও জ্ঞানকে ত্যাগ করিয়া প্রসন্ন হইলেন। নির্গুণা আমার ভক্তি অমৃত লতার ফল আমার মাধুর্য্য অনুভবরূপ রসে ডুবাইয়া আনন্দ দান করিয়া বেদ নিজেও আনন্দ লাভ করিলেন। কিন্তু যাহারা এইরূপ ব্যাখ্যা করেন বেদ কর্ম্মকাণ্ডে আমাকেই যজ্ঞরূপে বিধান করেন, মন্ত্র বাক্য সমূহদ্বারা দেবতাকাণ্ডে আমাকেই বিধান করেন, জ্ঞান-কাণ্ডে আমা হইতে পৃথক আকাশাদির কথা বলিয়া যাহা ত্যাগ করিয়াছে তাহাও আমিই অতএব এই পর্য্যন্তই সর্ব্ববেদের অর্থ। শব্দরূপ বেদ পরমার্থরূপে আমাকে আশ্রয় করিয়া অন্য সমূহকে মায়ামাত্র বলিয়া এই জগতে না না কিছু নাই এই বলিয়া প্রসন্ন হইয়া ক্রিয়া সমূহ হইতে নিবৃত্ত হয়—এইরূপ ব্যাখ্যানেও মায়ামাত্রেরই প্রতিষেধ বলায় ভক্তগণের ভক্তির উপকরণ সমূহের এবং ভগবদ্ ধামসমূহের মায়ামাত্রত্ব না থাকায় কোনও ক্ষতি নাই।। ৪৩

ইতি ভক্তগণের চিত্তের আনন্দদায়িনী সারার্থদর্শিনীতে একাদশস্কন্ধেএই একবিংশ অধ্যায় সাধুগণের সঙ্গে সমাপ্ত হইলেন।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশ স্কন্ধে একবিংশতি অধ্যায়ের শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর কৃতা সারার্থদর্শিনী টীকার অনুবাদ সমাপ্ত হইলেন।

মধ্ব— অভিদশ্চ স এব অশ্চ অভিদাঃ তমভিদাং মামাস্থায় মায়ামাত্রং সদিচ্ছা-নির্ম্মিতং শারীরাদিকং অনূদ্যোপাসনাদিকং বিধায় মোক্ষরূপেণ তচ্ছরীরাদিকং প্রতিষিধ্য প্রশাম্যতি।

"সর্ব্বাবতাররূপেষু নির্ভেধত্বাদদোষতঃ।
অভেদো বিষ্ণুরুদ্দিষ্টস্তমেবোক্তা তদিচ্ছয়া।।
নির্ম্মিতং দৈহিকং বন্ধং তস্যোপাসনয়ৈব তু।
প্রতিষিধ্য বিমোক্ষে তু স্বভাবোপাপ্তিরূপতঃ।।
প্রতিশাম্যতি বেদোয়ং বাসুদেবৈকসংশ্রয়ঃ।" ইতি চ।
অভিদামাস্থায় কোঽপি শব্দোমিতি বা।। ৪৩।।

ইতি শ্রীমদানন্দ তীর্থ ভগবৎপাদাচার্য্য বিরচিতে ভাগবতৈকাদশ স্কন্ধে তাৎপর্য্যে একবিংশোঽধ্যায়ঃ।

বিবৃতি— কর্ম্মকাণ্ডীয় যজ্ঞের মূলীভূত আকরবস্তু ভগবান্। ভগবানেই সকলের চরম তাৎপর্য্য নিহিত। ভগবদ্বস্তুকে আশ্রয় করিয়াই প্রেমাভাবজনিত যাবতীয় বিকল্প উদিত হয়। ভগবদ্বস্তুই জীবকে সকল সন্দেহ হইতে মুক্তি দান করেন। তিনিই সকল বেদের প্রতিপাদ্য প্রয়োজন-তত্ত্ব।

জগতে যে-সকল শব্দের শব্দী নির্দ্দিষ্ট হয়, ঐসকল শব্দ দেশ-কাল-ক্ষোভ্য হওয়ায় পাত্রনির্ণয়ে আংশিকতার পরিচয় দেয় এবং তাদৃশ অংশগুলি বদ্ধজীব নিজ-ভোগ্য জ্ঞান করে। নিজভোগ-তাৎপর্য্যরহিত হইয়া সেবোন্মুখ হইলেই শব্দের মায়িক ভেদ নিরস্ত হয় এবং সেইকালে মায়ামুক্ত জীব বৈকুণ্ঠ-সেবা লাভ করে। শব্দের বিদ্বদ্রূঢ়ি বৃত্তি অপরাপর বৃত্তি হইতে স্বীয় ভেদ স্থাপনপূর্ব্বক "তিনি বৃহৎ, তিনি ভূমা, তিনি সর্ব্বসেব্য" প্রভৃতি নিত্য বিচারে প্রতিষ্ঠিত।। ৪৩।।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধে একবিংশ অধ্যায়ের বিবৃতি সমাপ্ত।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধের একবিংশ অধ্যায়ের গৌড়ীয়-ভাষ্য সমাপ্ত।

দ্বাবিংশোঽধ্যায়ঃ

শ্রীউদ্ধব উবাচ—

কতি তত্ত্বানি বিশ্বেশ সংখ্যাতান্যৃষিভিঃ প্রভো।
নবৈকাদশপঞ্চত্রীণ্যাত্থ ত্বমিহ শুশ্রুম।। ১।।
কেচিৎ ষড়্বিংশতিং প্রাহুরপরে পঞ্চবিংশতিম্।
সপ্তৈকে নব ষট্ কেচিচ্চত্বার্য্যেকাদশাপরে।
কেচিৎ সপ্তদশ প্রাহুঃ ষোড়শৈকে ত্রয়োদশ।। ২।।
এতাবত্ত্বং হি সঙ্খ্যানামৃষয়ো যদ্বিবক্ষয়া।
গায়ন্তি পৃথগায়ুষ্মন্নিদং নো বক্তুমর্হসি।। ৩।।

গৌড়ীয় ভাষ্য

দ্বাবিংশ অধ্যায়ের কথাসার

তত্ত্বসকলের বিভিন্ন বিভাগানুসারে প্রকার ও সংখ্যার নির্দ্দেশ, পুরুষ-প্রকৃতি-বিবেক এবং জন্ম-মৃত্যুর ভেদ—এই অধ্যায়ের বিষয়।

তত্ত্বসংখ্যা-নির্দ্দেশে অনেক মতভেদ দৃষ্ট হয়। মায়াপ্রভাবে এইরূপ মতভেদ অযৌক্তিক নহে। সর্ব্বত্র তত্ত্বসমূহ বিদ্যমান বটে, তথাপি ভগবন্মায়া-স্বীকারপূর্ব্বক বক্তৃগণের পক্ষে কিছু অসম্ভব নহে। দুরতিক্রমণীয়া ভগবন্মায়াই পরস্পর বিবাদের হেতু।

পুরুষ ও ঈশ্বরের বিন্দুমাত্রও ভেদ নাই। উভয়ের ভেদ-কল্পনা অনর্থক। প্রাপঞ্চিক-জ্ঞান প্রকৃতিরই গুণ—আত্মার গুণ নহে। প্রকৃতির উপাদান সত্ত্বগুণকে জ্ঞান, রজোগুণকে কর্ম্ম এবং তমোগুণকে অজ্ঞান বলা হয়। ঈশ্বরের নামান্তর কাল, স্বভাবের নামান্তর সূত্র বা মহত্তত্ত্ব। পুরুষ, প্রকৃতি, মহৎ, অহঙ্কার, ব্যোম, অনিল, অগ্নি, জল, ক্ষিতি, চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্, বাক্, পাণি, পাদ, উপস্থ, পায়ু, মন, শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ—এই

পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব। অব্যক্ত পুরুষ প্রকৃতিতে ঈক্ষণমাত্র করেন। পুরুষের অধীনা প্রকৃতি কার্য্যকারণরূপা হইয়া জগতের সৃষ্ট্যাদি সম্পাদন করেন। আপাত-দৃষ্টিতে পুরুষ-প্রকৃতির অভেদ-প্রতীতি হইলেও উভয়ের আত্যন্তিক ভেদ আছে। সর্গ প্রকৃতির গুণজাত ও বিকারশীল। ভগবদ্বিমুখ জীবগণ স্বীয় কর্ম্মদ্বারা নানাবিধ দেহ গ্রহণ ও বিসর্জ্জন করিয়া থাকে। মায়ামোহিত অনাত্মবিদ্‌গণ ইহা জানে না। কর্ম্মসংস্কারময় মন ইন্দ্রিয়াদির সহিত দেহ হইতে দেহান্তরে গমন করে এবং আত্মা উহার অনুগমন করে; কিন্তু বিষয়াভিনিবেশবশতঃ পূর্ব্বস্মৃতি থাকে না।

নিষেক, গর্ভ, জন্ম, বাল্য, কৌমার, যৌবন, মধ্যবয়স, জরা, মৃত্যু— দেহের এই নয় অবস্থা প্রকৃতির গুণসঙ্গ হইতে লভ্য হয়। পিতার মৃত্যু ও পুত্রের জন্ম দ্বারা নিজের দেহেরও উৎপত্তি ও বিনাশ সহজে অনুমিত হইতে পারে। দ্রষ্টা আত্মা এই দেহ হইতে পৃথক্। তত্ত্বজ্ঞানের অভাবে বিষয়বিমূঢ় জীব সংসারগতি লাভ করে। জীব কর্ম্মবশে সত্ত্বগুণাধিক্যে ঋষিদেবতাদি-জন্মে, রজোগুণের প্রাবল্যে অসুর-মানুষ-জন্মে এবং তমোগুণের প্রাধান্যে ভূতপ্রেততির্য্যক্-জন্মে ভ্রমণ করিয়া থাকে। আত্মা বিষয় ভোগ করে না—ইন্দ্রিয়গণই উহা ভোগ করে। অতএব অসৎ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বিষয়-ভোগে উদ্যম করা কর্ত্তব্য নহে। শ্রেয়স্কাম ব্যক্তি ধৈর্য্যসহকারে বিবেক অবলম্বন-পূর্ব্বক আত্মাকে উদ্ধার করিবেন। ভগবচ্চরণাশ্রিত ভগবদ্ধর্ম্মনিরত শান্তগণ ব্যতীত অপর বিদ্বদ্‌গণকেও বলীয়সী প্রকৃতি অভিভূত করিয়া থাকে।

অন্বয়ঃ— শ্রীউদ্ধবঃ উবাচ—(হে) বিশ্বেশ। প্রভো! (শ্রীকৃষ্ণ) ঋষিভিঃ সংখ্যাতানি তত্ত্বানি কতি (আগমেষু তৈর্ব্বহুধা তত্ত্বানি গণিতানি তেষু কতি যুক্তানীত্যর্থঃ) ত্বম্ ইহ (অস্মিন্ লোকে) নব একাদশ পঞ্চ ত্রীণি (অষ্টাবিংশতিতত্ত্বানি) আত্থ (উক্তবান্ তানি চ বয়ং) শুশ্রুম (শ্রুতবন্তঃ) কেচিৎ ষড়্‌বিংশতিং (তত্ত্বানি) প্রাহুঃ (বদন্তি)অপরে পঞ্চবিংশতিং (তত্ত্বানি প্রাহুঃ) একে (কেচিৎ) সপ্ত (তত্ত্বানি প্রাহুঃ) কেচিৎ নব (তত্ত্বানি কেচিৎ) ষট্ (তত্ত্বানি কেচিৎ) চত্বারি (তত্ত্বানি) অপরে (কেচিৎ) একাদশ (তত্ত্বানি কেচিৎ) সপ্তদশ (তত্ত্বানি কেচিৎ) ষোড়শ (তত্ত্বানি) একে (কেচিৎ) ত্রয়োদশ (তত্ত্বানি) প্রাহুঃ (বদন্তি) ঋষয়ঃ যদ্বিবক্ষয়া (যৎপ্রয়োজনভিপ্রেত্য) হি সংখ্যানাং (তত্ত্বানাম্) এতাবত্ত্বং (নানাত্বং) পৃথক্ (ভেদেন) গায়ন্তি (কীর্ত্তয়ন্তি হে) আয়ুষ্মন্! (হে নিত্যমূর্ত্তে!) নঃ (অস্মভ্যম্) ইদং (রহস্যং) বক্তুম্ অর্হসি (কথয়েত্যর্থঃ)।। ১-৩।।

অনুবাদ— শ্রীউদ্ধব বলিলেন,— হে বিশ্বেশ! হে প্রভো! ঋষিগণের বর্ণিত তত্ত্বসমূহের মধ্যে কয় প্রকার তত্ত্ব বস্তুতঃ সঙ্গত তাহা বলুন। আপনার মুখে অষ্টাবিংশতি তত্ত্বের কথা শুনিয়াছি। কেহ ষড়্‌বিধ, কেহ চতুর্ব্বিধ, কেহ একাদশ, কেহ সপ্তদশ, কেহ ষোড়শ এবং কেহ বা ত্রয়োদশ তত্ত্বের বর্ণন করিয়া থাকেন। হে আয়ুষ্মন্! ঋষিগণ যে প্রয়োজন লক্ষ্য করিয়া পৃথগ্‌ভাবে তত্ত্বসকলের এইরূপ নানাপ্রকার কীর্ত্তন করিয়া থাকেন, এ রহস্য আপনি বর্ণন করুন।। ১-৩।।

বিশ্বনাথ—

দ্বাবিংশে তত্ত্বসংখ্যানাং বিরোধেঽপ্যবিরুদ্ধতা।
প্রধানপুংসোর্জ্জিজ্ঞাসা মৃত্যুৎপত্ত্যোশ্চ বর্ণিতা।। ০।।

তদেবং কর্ম্মকাণ্ডতাৎপর্য্যমভিজ্ঞায় স্পষ্টতয়ৈব জ্ঞানকাণ্ডতাৎপর্য্যং জিজ্ঞাসমানস্তদবান্তরবিবাদসমাধানায় পৃচ্ছতি—কতীতি। ঋষিভিরিতি। তেষাং বহুত্বান্মন্মতে এতাবন্তীতি পৃথক্ পৃথক্ নিশ্চিতানি তেষু কতি যুক্তানীত্যর্থঃ।

তত্র কতি কতি তত্ত্বানি কে কে বদন্তীত্যপেক্ষায়ামাহ,—নবেতি ত্রিভিঃ। ঈশ্বরো জীবো মহদহঙ্কারপঞ্চমহাভূতানীতি নব। দশেন্দ্রিয়াণি মনশ্চেত্যেকাদশ। তন্মাত্রাণি পঞ্চ, সত্ত্বরজস্তমাংসি ত্রীণীত্যেবমষ্টাবিংশতিতত্ত্বানি। ত্বমাথ তানি শুশ্রুম শ্রুতবন্তো বয়ম্। অত্র প্রকৃতিস্থানে ত্বয়া ত্রয়ো গুণা এব গৃহীতাঃ তেভ্যঃ গুণেভ্য এব ক্রমেণ-দ্বিবিধমহত্তত্ত্বস্যাহঙ্কারস্য চোৎপত্তিদর্শনান্ন তু গুণসাম্যরূপায়াঃ প্রকৃতেরিতি ত্বদভিপ্রায়োঽবগম্যতে। এতাবতীনাং ভাব এতাবত্ত্বং নানাত্বমিত্যর্থঃ। যদ্বিবক্ষয়া যৎ-

প্রয়োজনমভিপ্রেত্য চ গায়ন্তি। হে আয়ুষ্মান্নিতি নিত্যযোগে মতুপ্, নিত্যমূর্ত্তিত্বেন হে সর্ব্বকালব্যাপিন্নিত্যর্থঃ। তেন তেষামৃষীণামাদ্যন্তমধ্যবর্ত্তিতত্বাত্ত্বমেব সর্ব্বমতাভিপ্রায়ং বিদ্বান্ প্রষ্টব্য ইতি ভাবঃ।। ১-৩।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— এই দ্বাবিংশ অধ্যায়ে ঋষিগণের কথিত তত্ত্বসংখ্যা সমূহের মধ্যে বিরোধ হইলেও অবিরোধ, প্রধান ও পুরুষের এবং জন্ম ও মৃত্যু জিজ্ঞাসা বর্ণিত হইতেছে।

পূর্ব্বোক্ত কর্ম্মকাণ্ডের তাৎপর্য্য জানিয়া স্পষ্টরূপে জ্ঞানকাণ্ডের তাৎপর্য্য জিজ্ঞাসা কালে তাহাদের মধ্যে বিবাদ সমাধানের জন্য শ্রীউদ্ধব মহাশয় জিজ্ঞাসা করিতেছেন—ঋষিগণ কর্ত্তৃক কথিত তত্ত্বসংখ্যা ঋষিগণ বহু, অতএব তাহারা নিজ নিজ মতে পৃথক্ পৃথক্ তত্ত্বসংখ্যা নিশ্চয় করিয়াছেন। তাহাদের মধ্যে কতগুলি যুক্তিযুক্ত।

তাহাদের মধ্যে কে কে কত কত তত্ত্ব বলেন ইহার অপেক্ষায় তিনটি শ্লোকে বলিতেছেন—ঈশ্বর জীব মহৎ অহঙ্কার ও পঞ্চমহাভূত এই নবতত্ত্ব এক ঋষির মত। দশ ইন্দ্রিয় ও মন এই একাদশ তত্ত্ব। তন্মাত্র পাঁচ সত্ত্ব-রজতম এই তিন এইভাবে অষ্টাবিংশতি তত্ত্ব। আমরা যাহা শুনিয়াছি এই বলিলাম, তুমি তোমার মত বল। এইখানে প্রকৃতিস্থানে ত্রিবিধ গুণ তুমি গ্রহণ করিয়াছ, সেই গুণ সমূহ মধ্যেই ক্রমে দ্বিবিধ মহৎতত্ত্ব ও অহঙ্কারের উৎপত্তি দর্শন হেতু গুণ সাম্যরূপা প্রকৃতি ইহা হয় না। তোমার অভিপ্রায় এইরূপ জানা যায়। এইভাবে নানা মত যে প্রয়োজন তাহারা বলেন— হে আয়ুষ্মান্! ইহা নিত্যযোগে মতুপ্প্রত্যয়। তিনি নিত্যমূর্ত্তি বলিয়া তিনি সর্ব্বকাল ব্যাপী। অতএব সেই ঋষিগণের আদি অন্ত ও মধ্যে অবস্থিত। অতএব সর্ব্বমতের অভিপ্রায় জান এইজন্যই জিজ্ঞাসা করি।। ১-৩।।

বিবৃতি— তত্ত্বসংখ্যানে বিবিধ বিচার লক্ষিত হয়। বিভিন্ন দার্শনিক তত্ত্ববস্তুগুলির বিভিন্ন সংখ্যা নির্দ্দেশ করেন। অষ্টাবিংশতি তত্ত্বের বক্তা—ভগবান্। পূর্ণপুরুষোত্তম, তদাশ্রিত শক্তি, বুদ্ধি, অহঙ্কার, পঞ্চমহাভূত, মন, দশটি কর্ম্মজ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ তন্মাত্ররূপ ইন্দ্রিয়বিষয় এবং সত্ত্বাদি গুণত্রয় মিলিত হইয়া তত্ত্বের সংখ্যা—২৮টি হয়।

ভগবদ্বিরোধী নিরীশ্বর মতবাদী সাংখ্যকার চতুর্বিংশতিতত্ত্ব স্বীকার করেন। অব্যক্ত হইতে গুণত্রয় ও ভগবত্তা তাঁহার বিচারে স্থান পায় নাই। অভিন্ন সংখ্যা করিবার শক্তি ভগবান্ যাহাকে যাহা দিয়াছেন, সেই শক্তি লাভ করিয়া মায়াবশর্ত্তিতাক্রমে নানা মতবাদের উদয় হইবে—ইহাতে বিচিত্রতা কি! ১-৩।।

শ্রীভগবানুবাচ—

যুক্তঞ্চ সন্তি সর্ব্বত্র ভাষন্তে ব্রাহ্মণা যথা।
মায়াং মদীয়ামুদ্গৃহ্য বদতাং কিং নু দুর্ঘটম্।। ৪।।

অন্বয়ঃ— শ্রীভগবান্ উবাচ—(যস্মাৎ) সর্ব্বত্র (অন্তর্ভূতানি সর্ব্বানি তত্ত্বানি) সন্তি (ততঃ) ব্রাহ্মণাঃ যথা মায়াং ভাষন্তে (যথা যথা বর্ণয়ন্তি তত্তৎ) যুক্তং চ (ঘটত এবেত্যর্থঃ, যতঃ) মদীয়াং মায়াম্ উদ্গৃহ্য (স্বীকৃত্য) বদতাং (ব্যাখ্যানকর্ত্তৃণাং) কিং নু দুর্ঘটং (কিমপি নাঘটিতমিব ভবতি)।। ৪।।

অনুবাদ—শ্রীভগবান্ বলিলেন—হে উদ্ধব! যেহেতু সর্ব্বত্র সর্ব্বতত্ত্ব অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে, সেইজন্য ব্রাহ্মণগণ যিনি যেরূপ বর্ণন করিয়াছেন, তাঁহার সেইরূপ বাক্যই সত্য হইয়া থাকে। তাঁহারা সকলেই মদীয় মায়াশক্তিকে আশ্রয় করিয়া তত্ত্বসমূহের বর্ণন করিয়াছেন, সুতরাং তাঁহাদের কোন বাক্যই অসম্ভব নহে।। ৪।।

বিশ্বনাথ— তেষাং বিবাদেঽপি বস্তুতঃ ন বিবাদ ইত্যাহ—যুক্তমিতি। যথা ব্রাহ্মণা ভাষন্তে তদ্যুক্তমেব যতঃ সন্তি সর্ব্বত্রান্তর্ভূতানি সর্ব্বতত্ত্বানি, কস্তর্হি বিবাদে হেতুরিতি চেন্মন্মায়ামোহিতত্বমেবেত্যাহ—মায়ামিতি। তথা তথোদগ্রাহসামর্থ্যমপ্যাচন্দ্রার্কং মন্মায়ৈব তেভ্যো দদাতীতি ভাবঃ।। ৪।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—তাহাদের মধ্যে বিবাদ থাকিলেও

প্রকৃতপক্ষে বিবাদ নাই, শ্রীভগবান ইহাই বলিতেছেন—ব্রাহ্মণগণ যেরূপ বলেন তাহা যুক্তিযুক্তই, যেহেতু সকলের মধ্যে সকল তত্ত্বই আছে। তাহা হইলে বিবাদের কারণ কি? ইহা যদি জিজ্ঞাসা কর, তাহাতে বলি—আমার মায়াতে মোহিত হইয়াই তাহারা এইরূপ বলেন, ঐরূপ বিবাদে সামর্থ্যও চন্দ্র সূর্য্য থাকা পর্য্যন্ত আমার মায়া তাহাদের মধ্যে দিয়াছেন—ইহাই ভাবার্থ।।

নৈতদেবং যথাত্থ ত্বং যদহং বচ্মি তৎ তথা।
এবং বিবদতাং হেতুং শক্তয়ো মে দুরত্যয়াঃ।। ৫।।

অন্বয়ঃ—ত্বং যৎ (তত্ত্বং) যথা (যেন প্রকারেণ) আত্থ (উক্তবান্) অহং তৎ তথা (তেন প্রকারেণ) এতৎ (তত্ত্বম্) এবং ন (ন ভবতীতি) বচ্মি (কথয়ামি) এবং (প্রকারেণ) হেতুং (প্রতি) বিবদতাং (বিবদমানানাং) মে (মম) দুরত্যয়াঃ শক্তয়ঃ (দুরতিক্রমাঃ সত্ত্বাদ্যা অন্তঃকরণবৃত্তিবিশেষরূপেণ পরিণতা এব হেতুরিত্যর্থঃ)।। ৫।।

অনুবাদ—তুমি যে-তত্ত্বের যে-প্রকারে ব্যাখ্যা করিতেছ, আমি সেই প্রকারেই এ তত্ত্ব এরূপ নহে, ইহা বলিতেছি। এইরূপে হেতু বিষয়ে বিবদমান্ পুরুষগণের বিবাদবিষয়ে মদীয় দুরত্যয়া শক্তিই একমাত্র কারণ হইয়া থাকে।। ৫।।

বিশ্বনাথ— বিবাদমভিনয়েন দর্শয়তি,—নৈতদিতি। বিবদতাং তেষাং বিবাদে হেতুর্মচ্ছক্তয়ো মায়াশক্তিবৃত্তয় এব, তত্তত্তর্করূপা অবিদ্যা এবেত্যর্থঃ। যদুক্তং হংসগুহ্যে —"যচ্ছক্তয়ো বদতাং বাদিনাং বৈ বিবাদসংবাদভুবো ভবন্তি। কুর্ব্বন্তি চৈষাং মুহুরাত্মমোহং তস্মৈ নমোঽনন্তগুণায় ভূম্নে" ইতি।। ৫।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— অভিনয় দ্বারা বিবাদ দেখাইতেছেন—বিবাদকারীগণের বিবাদের কারণ আমার মায়াশক্তির বৃত্তিসমূহই। সেই সেই তর্করূপ অবিদ্যাই, হংসগুহ্যস্তবে বলা হইয়াছে— যে ভগবানের শক্তিসমূহ দ্বারা বাদীগণের বিবাদ ও সংবাদ পৃথিবীতে হয় এবং বিবাদকারীগণের পুন পুন মোহ জন্মায় সেই অনন্তগুণ ভূমা পুরুষকে নমস্কার করি।। ৫।।

যাসাং ব্যতিকরাদাসীদ্বিকল্পো বদতাং পদম্।
প্রাপ্তে শমদমেঽপ্যেতি বাদস্তমনু শাম্যতি।। ৬।।

অন্বয়ঃ— যাসাম্ (অন্তঃকরণবৃত্তীনাং) ব্যতিকরাৎ (আসঙ্গাৎ) বদতাং (বাদিনাং) পদং (বিষয়ঃ) বিকল্পঃ (ভেদঃ) আসীৎ, শমদমে প্রাপ্তে (সতি স বিকল্পঃ) অপ্যেতি (লীয়তে) তং (বিকল্পনাশম্) অনু (তস্য পশ্চাদিত্যর্থঃ) বাদঃ (অপি) শাম্যতি (বিরমতি)।। ৬।।

অনুবাদ— যে-সকল অন্তঃকরণবৃত্তির ক্ষোভ-হেতু বাদিগণের এইরূপ বিষয়-ভেদ উপস্থিত হয়, শমদম প্রাপ্ত হইলে সেই বিকল্পের লয় হইয়া থাকে এবং বিকল্প নাশ হইলে পশ্চাৎ বিবাদও শান্ত হইয়া থাকে।। ৬।।

বিশ্বনাথ— ব্যতিকরাদাসঙ্গাদ্বিকল্পঃ এবং বা এবং বা এবং ন এবং নেত্যেবং সহস্রবিধঃ, বিবদতাং পদং বিবাদাস্পদম্। কিঞ্চ শমশ্চ দমশ্চেতি দ্বন্দ্বৈক্যং তস্মিন্ প্রাপ্তে সতি শমো মন্নিষ্ঠতা-বুদ্ধের্দমইন্দ্রিয়সংযম ইত্যুক্তের্দৈবান্মন্নিষ্ঠবুদ্ধিত্বে সতি ইন্দ্রিয়সংযমেঽহঙ্কারো-পরমে বিকল্পোঽপ্যেতি সর্ব্বঃ সংশয়ো নশ্যতি তমনু তৎপশ্চাদ্বাদো বিবাদশ্চ শাম্যতি।। ৬।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— ঋষিগণের অন্তঃকরণের বৃত্তি সমূহের ক্ষোভ হেতু বিকল্প, যেমন এরূপ অথবা এরূপ, অথবা এরূপ, এরূপ নহে, এরূপ নহে, এইভাবে সহস্র-প্রকার বিবাদের আশ্রয়। আর শম ও দম তাহাতে শম আমাতে নিষ্ঠতা বুদ্ধি, দম অর্থাৎ ইন্দ্রিয়সংযম। ইহা বলা হেতু দৈবাৎ আমানিষ্ঠ বুদ্ধিতে ইন্দ্রিয় সংযম থাকিলে অহঙ্কার না থাকিলে বিকল্প আসিলেও সর্ব্ববিধ সংশয় বিনষ্ট হয়। তৎপরে বাদ বিবাদ ও সাম্য হয়।। ৬।।

মধ্ব—

মায়াং মদীয়াং মৎসামর্থ্যং।
"বিষ্ণোঃ সামর্থ্যমালম্ব্য তত্ত্বসংখ্যাং মুনীশ্বরাঃ।

চক্রুর্হি তদবিজ্ঞায় বিবদন্ত্যল্পবুদ্ধয়ঃ।।
তত্রাপি কারণং বিষ্ণোঃ শক্তির্যস্যাবিকারতঃ।
অব্যক্তাদের্বিকল্পোয়ং মনসঃ সংপ্রজায়তে।।
বিরুদ্ধকল্পনং তচ্চ বাসুদেবৈক-নিষ্ঠয়া।
নিরহঙ্কারয়ানশ্যেদ্বিবাদৈবাশ্রয়ং হি তৎ।।"

ইতি তন্ত্র-ভাগবতে।

যাসাং সকাশাদব্যক্তাদি ব্যতিকরাদ্বিকল্পো বিরুদ্ধকল্পঃ। স হি বিবাদাশ্রয়ঃ।। ৪-৬।।

পরস্পরানুপ্রবেশাৎ তত্ত্বানাং পুরুষর্ষভ।
পৌর্ব্বাপর্য্যপ্রসংখ্যানং যথা বক্তুর্বিবক্ষিতম্।। ৭।।

অন্বয়ঃ— (হে) পুরুষর্ষভ! (হে পুরুষশ্রেষ্ঠ!) তত্ত্বানাং পরস্পরানুপ্রবেশাৎ (অন্যোঽন্যস্মিন্নুপ্রবেশাৎ) বক্তুঃ (বাদিনঃ) যথা বিবক্ষিতং (বক্তুমিষ্টং ভবতি তথা) পৌর্ব্বাপর্য্য প্রসংখ্যানং (পূর্ব্বং কারণং অপরং কার্য্যং কার্য্যকারণভাবেন প্রসংখ্যানং ভবতি)।। ৭।।

অনুবাদ— হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! তত্ত্বসমূহ পরস্পর পরস্পরে অনুপ্রবিষ্ট বলিয়া বাদিগণের বিবক্ষানুসারে কার্য্যকারণভাবের গণনা হইয়া থাকে।। ৭।।

বিশ্বনাথ—সন্তি সর্ব্বত্রেতি যদুক্তং তৎ প্রপঞ্চয়তি,—পরস্পরেতি দ্বাভ্যাম্। পরস্পরস্মিন্ তত্ত্বানামনুপ্রবেশাৎ পৌর্ব্বাপর্য্যং ভবতি। মতবেদেষু মধ্যে কস্মিংশ্চিন্মতে কার্য্যস্য কারণে প্রবেশাৎ পূর্ব্বত্বং, কস্মিংশ্চিন্মতে কারণস্য কার্য্যে প্রবেশাদপরত্বম্। ততশ্চ প্রকৃষ্টং নূন্যমধিকং বা সংখ্যানং স্যাৎ। পৌর্ব্বাপর্য্যঞ্চ প্রসংখ্যানঞ্চেতি দ্বন্দ্বৈক্যম্। ননু তত্ত্বানাং কারণে কার্য্যে বা কিং প্রবেশেন,—সংখ্যায়া ন্যূনত্বে প্রকর্ষেণ আধিক্যে বা কিং তত্রাহ,—বক্তুর্বাদিনো যথা বিবক্ষিতং বক্তুমভীষ্টং তথৈব তত্তন্মতং পৃথগাভূদিত্যর্থঃ।। ৭।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— সর্ব্বত্র এই প্রকার বিবাদ আছে, যাহা বলিয়াছেন তাহা বিস্তাররূপে দুইটি শ্লোকদ্বারা বলিতেছেন—পরস্পরের মধ্যে তত্ত্ব সমূহের অনুপ্রবেশ থাকায়, কারণ ও কার্য্যের মধ্যে সংখ্যার প্রবেশ হয়, মতভেদের মধ্যে কতকগুলি মতে কার্য্যের কারণে প্রবেশ হেতু একমত। কোন মতে কার্য্যের মধ্যে কারণের প্রবেশ হেতু অন্যমত। তাহার ফলে কমবেশী সংখ্যা গণনা হয়। প্রশ্ন? তত্ত্বসমূহের কারণে বা কার্য্যে প্রবেশ করে, কি কারণে? সংখ্যার কম হইলে অথবা আধিক্য হইলে কি? তাহার উত্তরে বলিতেছেন—বক্তাবাদিগণের যেরূপ বলিবার ইচ্ছা সেই প্রকারেই সেই সেই মত পৃথক্ হয়।।৭

একস্মিন্নপি দৃশ্যন্তে প্রবিষ্টানীতরাণি চ।
পূর্ব্বস্মিন্ বা পরস্মিন্ বা তত্ত্বে তত্ত্বানি সর্ব্বশঃ।। ৮।।

অন্বয়ঃ— একস্মিন্ অপি পূর্ব্বস্মিন্ বা পরস্মিন্ বা তত্ত্বে ইতরাণি সর্ব্বশঃ তত্ত্বানি প্রবিষ্টানি চ দৃশ্যন্তে (একস্মিন্ পূর্ব্বস্মিন্ কারণভূতে তত্ত্বে কার্য্যতত্ত্বানি সূক্ষ্মরূপেণ প্রবিষ্টানি মৃদি ঘটবৎ তথা অপরস্মিন্ কার্য্যতত্ত্বে কারণতত্ত্বানি অনুগতত্বেন প্রবিষ্টানি ঘটে মৃদ্বদেবং দৃশ্যতে)।

অনুবাদ— ইহ জগতে পূর্ব্ববর্ত্তি কারণতত্ত্বে ইতর-কার্য্য তত্ত্বসমূহ সূক্ষ্মরূপে এবং পরবর্ত্তি কার্য্যতত্ত্বে কারণ-তত্ত্ব-সমূহ অনুগতরূপে প্রবিষ্ট হইতে দেখা যায়।। ৮।।

বিশ্বনাথ— এতচ্ছ্লোকার্থং বিবৃণোতি,—একস্মিন্নপীতি দ্বাভ্যাম্। পূর্ব্বস্মিন্ কারণভূতে তত্ত্বে কার্য্যতত্ত্বানি সূক্ষ্মরূপে প্রবিষ্টানি মৃদি ঘটবৎ, অপরস্মিন্ কার্য্যতত্ত্বে কারণতত্ত্বানি অনুগতত্বেন প্রবিষ্টানি ঘটে মৃদ্বৎ।। ৮।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— এই শ্লোকের অর্থ ব্যাখ্যা দুইটি শ্লোকদ্বারা করিতেছেন—পূর্ব্বকারণরূপতত্ত্বে কার্য্যতত্ত্ব সমূহ সূক্ষ্মরূপে প্রবিষ্ট থাকে মাটিতে ঘটের ন্যায়। অপর কার্য্যতত্ত্বে কারণ তত্ত্বসমূহ অনুগতরূপে প্রবিষ্ট থাকে, যেমন ঘটমধ্যে মৃত্তিকা থাকে সেইরূপ।। ৮।।

পৌর্ব্বাপর্য্যমতোঽমীষাং প্রসঙ্খ্যানমভীপ্সতাম্।
যথা বিবিক্তং যদ্বক্ত্রং গৃহ্ণীমো যুক্তিসম্ভবাৎ।। ৯।।

অন্বয়ঃ— অতঃ অমীষাং (তত্ত্বানাং) পৌর্ব্বাপর্য্যং (তত্তৎকারণকার্য্যত্বং) প্রসঙ্খ্যানং (চ) অভীপ্সতাং (ন্যূনাধিকমভীপ্সতাং বাদিনাং মধ্যে) যথা (বিবক্ষয়া) যদ্বক্ত্রং (যস্য বক্তুর্যন্মুখং প্রবর্ত্ততে) যুক্তি-সম্ভবাৎ (উক্ত ন্যায়েন সর্ব্বত্র যুক্তেঃ সম্ভবাৎ তৎ সর্ব্বং) বিবিক্তং (নিশ্চিতমিতি বয়ং) গৃহ্ণীমঃ (মানয়াম ইত্যর্থঃ)।। ৯।।

অনুবাদ— অতএব তত্ত্বসমূহের পৌর্ব্বাপর্য্যভাব এবং তাহাদের সংখ্যা-বর্ণনকারী পুরুষগণের মধ্যে যে উদ্দেশ্যে যাহার মুখ যেরূপ বাক্য বলিয়াছে, তন্মধ্যে সর্ব্বত্রই যুক্তিসদ্ভাবহেতু সমস্তই যথার্থরূপে স্বীকার্য্য।। ৯।।

বিশ্বনাথ— অতোঽমীষাং তত্ত্বানাং পৌর্ব্বাপর্য্যং তত্তৎকারণকার্য্যগতত্বং প্রসংখ্যানং ন্যূনমধিকঞ্চাভীপ্সতাং বাদিনাং মধ্যে যথা যথা বিবক্ষয়া যদ্বক্ত্রং যস্য মুখং প্রবর্ত্ততে, তৎ সর্ব্বং বয়ং বিবিক্তং সবিবেকং গৃহ্ণীমঃ, উক্ত ন্যায়েন সর্ব্বত্র যুক্তেঃ সম্ভবাৎ।। ৯।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— অতএব এইতত্ত্বসমূহের পূর্ব্ব পশ্চাৎ সেই সেই কারণ ও কার্য্যগতরূপে সংখ্যার কম-বেশী ইচ্ছাকারীবাদিগণের যেমন যেমন বলিবার ইচ্ছায় যেমন বক্তার যেরূপ মুখ কার্য্যে প্রবর্ত্তিত হয়, সেই সকল আমরা পৃথক্‌ভাবে যুক্তির সহিত গ্রহণ করিব। এই ন্যায়ে সর্ব্বত্র যুক্তি সম্ভব।। ৯।।

বিবৃতি— চিচ্ছক্তির অপব্যবহারে নিপুণ জীব অনাদি অবিদ্যার বশবর্ত্তী হইয়া নানাপ্রকার মতবাদে প্রবিষ্ট হয়। যিনি চেতনের অপব্যবহার-বর্জ্জিত, জড়ভোগ প্রবৃত্তি-রহিত, তিনিই ভক্তিমান্, তিনি জগৎকে ভগবৎসেবাময়-জ্ঞানে আলোকিত করিতে পারেন। এক অন্ধ অপর অন্ধকে পথ দেখাইলে পরিণাম অনিষ্টকর হয়। কর্ম্মী ও জ্ঞানী প্রভৃতি অভক্ত কখনও শুদ্ধজ্ঞানের উপদেষ্টা হইতে পারেন না; কেন না, তাঁহাদের নিজেদেরই আত্মজ্ঞান উদিত হয় নাই।। ৯।।

অনাদ্যবিদ্যাযুক্তস্য পুরুষস্যাত্মবেদনম্।
স্বতো ন সম্ভবাদন্যস্তত্ত্বজ্ঞো জ্ঞানদো ভবেৎ।। ১০।।

অন্বয়ঃ— অনাদ্যবিদ্যাযুক্তস্য (অনাদিকালপ্রবর্ত্তিত-অবিদ্যাগ্রস্তস্য) পুরুষস্য আত্মবেদনম্ (আত্মতত্ত্বজ্ঞানং) স্বতঃ ন সম্ভবেৎ (জায়তে তস্মাৎ) তত্ত্বজ্ঞঃ (স্বতস্তত্ত্বজ্ঞানী) অন্যঃ (পরমেশ্বর এব) জ্ঞানদঃ (আত্মজ্ঞানপ্রদঃ) ভবেৎ।।

অনুবাদ— অনাদি-অবিদ্যা-গ্রস্ত পুরুষের পক্ষে স্বয়ং আত্মতত্ত্বজ্ঞান সম্ভবপর হয় না, অতএব স্বাভাবিক তত্ত্ব-জ্ঞানযুক্ত অপর একজন অর্থাৎ পরমেশ্বরই আত্মজ্ঞান প্রদান করিয়া থাকেন।। ১০।।

বিশ্বনাথ—ননু প্রাকৃতানাং তত্ত্বানামুক্তন্যায়েনানুপ্রবেশাৎ সংখ্যাভেদো ভবতু, জীবেশ্বরয়োস্তু কথং ভেদবিবক্ষয়া ষড়্‌বিংশতি পক্ষঃ প্রবৃত্তস্তত্রাহ,—অনাদীতি। অনাদ্যবিদ্যয়া অযুক্তস্য যুক্তস্য বা পুরুষস্য জীবস্য আত্মবেদনমিতি ষষ্ঠ্যর্থে প্রথমা, আত্মবেদনস্য স্বতঃ স্বেন ন সম্ভবাদ্ধেতোঃ স্বতঃ সর্ব্বতত্ত্বজ্ঞঃ পরমেশ্বরোঽন্যো ভবেদেব ইত্যেতদ্বৈষ্ণবানাং মতম্।। ১০।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— প্রশ্ন? প্রাকৃত তত্ত্বসমূহের ঐ যুক্তিতে অনুপ্রবেশহেতু সংখ্যাভেদ হউক, জীব ও ঈশ্বর মধ্যে ভেদ বলা কিরূপে হয় এবং ষড়্‌বিংশতি পক্ষ কিরূপে হইয়াছে তাহার উত্তরে বলিতেছেন—অনাদি অবিদ্যাদ্বারা অযুক্ত পরমেশ্বর এবং অনাদি অবিদ্যাদ্বারা যুক্ত জীবের আত্মতত্ত্ব জ্ঞান। এস্থলে ষষ্ঠী বিভক্তির অর্থে প্রথমা বিভক্তি। আত্মতত্ত্বজ্ঞান জীবের স্বাভাবিক নিজের না থাকাহেতু স্বাভাবিক সর্ব্বতত্ত্বজ্ঞ পরমেশ্বর ভিন্ন হইবেন। ইহাই বৈষ্ণবগণের মত।। ১০।।

বিবৃতি—প্রকৃতির গুণ যাঁহাদের জ্ঞানলাভের সম্বল, তাঁহারা পুরুষোত্তম ও পুরুষের নিত্য-বৈচিত্র্য উপলব্ধি করিতে অসমর্থ হইয়া মায়াবাদ-বিচারে জড়জগতের অনু-ভূতিনিবন্ধন ভোগীর সজ্জায় ত্যাগী হইবার কল্পনায় মায়া-বাদ আবাহন করেন। এই মায়াবদ্ধ জনগণ আপনাদিগকে জীবাত্মা জানিবার পরিবর্ত্তে 'পরমাত্মা' জানিয়া থাকেন, সুতরাং মুণ্ডকের মন্ত্রবিচারে সেব্য-বস্তুর দর্শনাভাবে ভগবদানুগত্য পরিত্যাগ করায় শোকগ্রস্ত ও মুহ্যমান হন। ভক্তির উদয়ে তাঁহার সকল অমঙ্গল বিনষ্ট হয় এবং

ভগবানই যে চেতন রাজ্যের একমাত্র কর্ত্তা, প্রভু ও বৃহত্ত্ব-বোধের আকর, তদুপলব্ধিক্রমে তিনি শুদ্ধ কেবল চেতনের বিষয়াশ্রয়-বিচার উপলব্ধি করিয়া সমতা প্রদর্শন করেন। সেবকের অভাবে সেব্যের অধিষ্ঠান থাকে না, সুতরাং সেব্যের ও সেবকমণ্ডলীর সমতা তৌলদণ্ডে পরিমিত না হওয়া কাল পর্য্যন্ত অসমঞ্জস ভাব আসিয়া চেতন-রাজ্যের সেবা-বিষয়ে বৈষম্য উপস্থাপন করে।। ১০।।

পুরুষেশ্বরয়োরত্র ন বৈলক্ষণ্যমণ্বপি।
তদন্যকল্পনাপার্থা জ্ঞানঞ্চ প্রকৃতের্গুণঃ।। ১১।।

অন্বয়ঃ— অত্র (উক্তলক্ষণে ভেদে বর্ত্তমানেঽপি) পুরুষেশ্বরয়োঃ অণু অপি (ঈষদপি) বৈলক্ষণ্যং (বিসদৃশত্বং) ন (নাস্তি দ্বয়োরপি চিদ্রূপত্বাদিত্যর্থঃ) তদন্য-কল্পনা (অতস্তয়োরত্যন্তমন্যত্বকল্পনা) অপার্থা (ব্যর্থা) জ্ঞানং চ (জ্ঞানমপি) প্রকৃতেঃ গুণঃ (সত্ত্ববৃত্তিত্বাত্তদন্তর্ভূত-মেবেত্যর্থঃ)।। ১১।।

অনুবাদ— পুরুষ ও ঈশ্বর—এই উভয়েরই চিদ্রূপত্বনিবন্ধন কোনপ্রকার ভেদ নাই, অতএব তাহাদের মধ্যে অত্যন্ত পার্থক্য-কল্পনা ব্যর্থ; জ্ঞানও প্রকৃতিরই গুণ-বিশেষ হইয়া থাকে।। ১১।।

বিশ্বনাথ— কথং তর্হি পঞ্চবিংশতিপক্ষস্তত্রাহ,—পুরুষেশ্বরয়োর্জীবাত্মপরমাত্মনোঃ। অত্র উক্তলক্ষণে ভেদে বর্ত্তমানেঽপি ন বৈলক্ষণ্যমপি অভেদোঽপি, কীদৃশম্? অণু অল্পমাত্রং চিদ্রূপত্বেন শক্তি-শক্তিমত্বেন বা ঐক্যাৎ, তয়োর্ভেদেঽপ্যল্পমাত্রঃ খল্বভেদো বর্ত্তত এবেতি ভাবঃ। অতস্ততঃ পরমেশ্বরাদন্যোঽত্যন্তভিন্ন এব জীব ইতি কল্পনা অপার্থা ব্যর্থা। নন্বেবমপি ঈশ্বরপ্রসাদাদলভ্যস্য জ্ঞানস্য পৃথক্ত্বাৎ পক্ষদ্বয়মপি ন ঘটতে অত আহ,—জ্ঞানঞ্চেতি। সত্ত্বগুণবৃত্তিত্বাৎ জ্ঞানং প্রকৃতাবেবান্তর্ভূতমিত্যর্থঃ।। ১১।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— তাহা হইলে পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব কিরূপে হয়? তাহার উত্তরে বলিতেছেন—জীবাত্মা ও পরমাত্মার উক্তরূপ ভেদ বর্ত্তমান থাকিলেও পার্থক্যও নাই, অভেদও আছে তাহা কিরূপ? উত্তরে বলিতেছেন—অণু অর্থাৎ অল্পমাত্র চিৎরূপ হেতু জীব শক্তি, পরমেশ্বর শক্তিমান এইহেতু ঐক্য, উভয়ের ভেদমধ্যেও অল্পমাত্র অভেদ আছেই ইহাই ভাবার্থ। অতএব পরমেশ্বর হইতে অন্য অর্থাৎ অত্যন্ত অভিন্নই জীব, এই কল্পনা ব্যর্থ। প্রশ্ন এইরূপ হইলেও ঈশ্বর কৃপায় লভ্য জ্ঞানের পার্থক্য হেতু পক্ষদ্বয়ও সম্ভব হয় না? ইহার উত্তরে বলিতেছেন—সত্ত্বগুণ বৃত্তি-হেতু জ্ঞান প্রকৃতির অন্তর্ভুক্তই।। ১১।।

মধ্ব— তত্ত্বং সংখ্যা-বিবক্ষাভেদেন বহুধা ভবতি। সর্ব্বথা জীবাদন্যঃ পরমেশ্বরোঽঙ্গীকর্ত্তব্যঃ। জীবস্য স্বত এব জ্ঞান যোগাৎ। স চ পুরুষরূপেণ তৎস্থিতো জ্ঞান-মুৎপাদয়তি। ঈশ্বররূপেণ বহিঃ স্থিতঃ ফলং দদাতি। ন চ তয়োঃ স্বরূপয়োঃ কিঞ্চিদ্বৈলক্ষণ্যম্।

তয়োশ্চান্যত্বকল্পনাৎ স্বরূপাদপগমন-প্রয়োজনা-নর্থকারিণীত্যর্থঃ। জ্ঞানস্বরূপস্য জীবস্য কথং জ্ঞানোৎ-পাদনং ইত্যতোবক্তি। জ্ঞানঞ্চ প্রকৃতের্গুণ ইতি। জন্য জ্ঞানং প্রকৃতের্গুণঃ।

"স্বরূপভূত জ্ঞানন্তু সদা জীবস্য বিষ্ণুনা।
নিয়তং প্রাকৃতং জ্ঞানং ভক্ত্যা তেনৈব দীয়তে।।"
ইতি চ।। ১০-১১।।

বিবৃতি— যাঁহারা পুরুষ ও পুরুষোত্তমের অভেদ কল্পনা করেন, তাঁহারা তাঁহাদের জ্ঞান প্রকৃতির গুণমাত্র বুঝিতে পারে না। কিন্তু ব্রহ্মসূত্রের (২।৩।২১) "স্বশব্দো-ন্মানাভ্যাং চ" সূত্রের বিচার লক্ষ্য করিয়া জীবের অণুত্ব ধারণা করেন না, তজ্জন্য তাঁহারা ভগবান্ ও ভক্ত—উভয়কেই এক পর্য্যায়ে গণনা করিতে গিয়া পরমাত্মা ও জীবাত্মার অভেদ কল্পনা করেন। তাদৃশী কল্পনার কোন মূল্য নাই। অবিদ্যাগ্রস্ত জীব আপনার স্বরূপবোধে অসমর্থ হইয়া—নিজের অল্পতা-মাত্র কেবল বদ্ধাবস্থার কথা, মুক্তাবস্থায় পূর্ণতা হইয়া পড়ে, এরূপ বৃথা কল্পনা করিয়া থাকেন; কিন্তু প্রকৃত-প্রস্তাবে জীব বা পুরুষ বিভু-চৈতন্যের অণু মাত্র।। ১১।।

প্রকৃতির্গুণসাম্যং বৈ প্রকৃতের্নাত্মনো গুণাঃ।
সত্ত্বং রজস্তম ইতি স্থিত্যুৎপত্ত্যন্তহেতবঃ।। ১২।।

অন্বয়ঃ— গুণসাম্যং বৈ (এব) প্রকৃতিঃ (প্রকৃতি-পদবাচ্যং ভবতি) স্থিত্যুৎপত্ত্যন্তহেতবঃ (জগতাং স্থিতি-পালনসংহারহেতুভূতা যথাক্রমং) সত্ত্বং রজঃ তমঃ ইতি প্রকৃতেঃ (এব) গুণাঃ (ভবন্তি) আত্মনঃ (গুণাঃ) ন (ন ভবন্তি)।। ১২।।

অনুবাদ— সত্ত্বাদিগুণত্রয়ের সাম্যাবস্থাই প্রকৃতি এবং জগতের স্থিতি, উৎপত্তি ও বিনাশের কারণভূত সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—ইহারা প্রকৃতিরই গুণ, পরন্তু আত্ম-গুণ নহে।। ১২।।

বিশ্বনাথ— ননু জ্ঞানং জীবধর্ম্ম ইতি প্রসিদ্ধং, কথং প্রকৃতের্গুণ ইতি ব্রূষে তথা কর্ম্মাপি জীবকৃতমেব অজ্ঞান-মপি জীবস্যৈব ন প্রকৃতের্নাপীশ্বরস্য ইত্যত এতানি তত্ত্বানি জীব এবান্তর্ভাবনীয়ানি, অন্যথা সর্ব্বমত এব তত্ত্ববৃদ্ধিঃ স্যাদত আহ,—প্রকৃতিরিতি সার্দ্ধেন। গুণানাং সাম্যং হি প্রকৃতিঃ, অতস্তদ্‌বিশেষরূপা গুণাস্তস্যা এব নত্বাত্মনো জীবস্য। স্থিত্যুৎপত্ত্যন্তহেতব ইতি জীবস্য স্থিত্যাদিহেতু-ভূতগুণাশ্রয়তানুপপত্তেরিতি ভাবঃ।। ১২।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— প্রশ্ন? জ্ঞান জীবের ধর্ম্ম ইহা প্রসিদ্ধ, প্রকৃতিরগুণ ইহা কিরূপে বলিতেছ? সেইরূপ কর্ম্মও জীবকৃতই অজ্ঞানও জীবেরই, প্রকৃতির নহে ঈশ্বরেরও নহে, এই কারণে এইতত্ত্ব সমূহ জীবের মধ্যেই ভাবনা করা উচিৎ তাহা না হইলে সকল মতেই তত্ত্ববৃদ্ধি হইবে। অতএব সার্দ্ধশ্লোক দ্বারা বলিতেছেন—গুণগণের সাম্যই প্রকৃতি অতএব তাহার বিশেষরূপ গুণসমূহ তাহারই, জীবের নহে। স্থিতি ও উৎপত্তির কারণ ইহা জীবের স্থিতি আদি হেতু স্বরূপ গুণের আশ্রয়তা যুক্তিযুক্ত নহে, ইহাই ভাবার্থ।। ১২।।

বিবৃতি— বহিরঙ্গ-শক্তি-পরিণত প্রাকৃত-জগতে সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণত্রয় প্রপঞ্চের উৎপত্তি, স্থিতি ও বিনাশের হেতু। প্রকৃতির ন্যায় আত্মার গুণ নাই। তিনটি গুণের সমতা হইতেই প্রকৃতির অভ্যুদয়। আর প্রকৃতি হইতে গুণত্রয়ের বিচিত্রতা প্রপঞ্চে প্রকটিত। আত্ম-জগৎ বা বৈকুণ্ঠে প্রাকৃত গুণ প্রবেশ করিতে পারে না। অপ্রাকৃত গুণত্রয় সেখানে হ্লাদিনী, সন্ধিনী ও সম্বিৎ নামে পরিচিত চিন্ময় শক্তিত্রয়। সেখানে সৃষ্টি বলিয়া কালাধীনে কোন কথাই নাই। অখণ্ডকাল তথাকার ধর্ম্ম।। ১২।।

সত্ত্বং জ্ঞানং রজঃ কর্ম্ম তমোঽজ্ঞানমিহোচ্যতে।
গুণব্যতিকরঃ কালঃ স্বভাবঃ সূত্রমেব চ।। ১৩।।

অন্বয়ঃ—(অতঃ) সত্ত্বং (সত্ত্বময়ং) জ্ঞানং (প্রকৃতে-র্গুণ ইতি পূর্ব্বেণান্বয়ঃ) কর্ম্ম রজঃ (রজসোবৃত্তিঃ) ইহ অজ্ঞানং তমঃ (তমসোবৃত্তিরিতি) উচ্যতে (বর্ণ্যতে) গুণ-ব্যতিকরঃ (গুণানাং ব্যতিকরো যস্মাৎ স ঈশ্বর এব) কালঃ (কালো নাম ভবেৎ) স্বভাবঃ (স্বভাবো নাম) সূত্রম্ এব চ (মহত্তত্ত্বমেব ভবতি)।। ১৩।।

অনুবাদ— অতএব জ্ঞান সত্ত্বগুণের বৃত্তি, কর্ম্ম রজোগুণের বৃত্তি এবং অজ্ঞান তমোগুণের বৃত্তিরূপে জ্ঞাতব্য। গুণসমূহের ক্ষোভজনক ঈশ্বরই 'কাল' নামে এবং মহত্তত্ত্বই 'স্বভাব' নামে অভিহিত।। ১৩।।

বিশ্বনাথ— সত্যমেতেন কিমায়াতমত আহ,—সত্ত্বমিতি। জ্ঞানমিতি যৎ প্রসিদ্ধং তৎ সৎকার্য্যত্বাৎ সত্ত্ব-মেব এবং কর্ম্ম রজ এব অজ্ঞানন্তু তম এবেত্যেতানি প্রকৃতেরেব ধর্ম্মা উপাধ্যধীনে জীবে প্রতীয়ন্তে এবেত্যত এতানি প্রকৃতাবেবান্তর্ভাব্যানি। ননু তদপি কালস্বভাবা-বতিরিচ্যেতে তৌ কুত্রান্তর্ভাব্যৌ তত্রাহ,—গুণানাং ব্যতি-করো যস্মাৎ স ঈশ্বর এব কালো নাম স্বভাবো নাম কর্ম্ম-পরিণামঃ স চ সূত্রং মহত্তত্ত্বমেব। তস্য সর্ব্বশক্তিমত্ত্বাৎ তৌ তয়োরন্তর্ভাব্যাবিতি। সর্ব্বমতেষ্বপি জ্ঞানাদিতত্ত্ব-বৃদ্ধিপরিহার উক্তঃ।। ১৩।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— সত্য, ইহাদ্বারা কি হইল? ইহার উত্তরে বলিতেছেন—জ্ঞান ইহা যে প্রসিদ্ধ তাহা সত্যের কার্য্যহেতু সত্ত্বই এইরূপ কর্ম্ম রজগুণই কিন্তু অজ্ঞান তমগুণই। এই সকল প্রকৃতিরই ধর্ম্ম উপাধির অধীন

জীবে এই জ্ঞান প্রতীতি হয়। অতএব এই সমূহ প্রকৃতিরই অন্তর্গত জানিবে। প্রশ্ন? তাহাও কাল ও স্বভাব হইতে অতিরিক্ত, ঐ দুইটি কাহার অন্তর্ভূক্ত ভাবনা করা হইবে? তাহার উত্তরে বলিতেছেন—গুণসমূহের ব্যতি-কর যাহা হইতে, তিনি ঈশ্বরই কাল নামে ও স্বভাব নামে কর্ম্ম পরিণাম। তিনিই সূত্র মহৎতত্ত্বই। তাহার সর্ব্বশক্তি মত্তা হেতু কাল ও স্বভাবকে ঈশ্বরের মধ্যেই ভাবনা করিবে। সকল মতেই জ্ঞানাদিতত্ত্ব বৃদ্ধি নিষেধ বলা হইয়াছে।। ১৩।।

বিবৃতি— প্রাকৃত সত্ত্বগুণে জ্ঞান, রজোগুণে কর্ম্ম ও তমোগুণে অজ্ঞান প্রাকৃত জগতে কথিত হয়। এই গুণত্রয়ের সমতায় আমরা কাল, স্বভাব ও সূত্র লক্ষ্য করিয়া থাকি।। ১৩।।

পুরুষঃ প্রকৃতির্ব্যক্তমহঙ্কারো নভোঽনিলঃ।
জ্যোতিরাপঃ ক্ষিতিরিতি তত্ত্বান্যুক্তানি মে নব।। ১৪।।

অন্বয়ঃ— পুরুষঃ প্রকৃতিঃ ব্যক্তং (মহত্তত্ত্বম্) অহ-ঙ্কারঃ নভঃ (আকাশম্) অনিলঃ (বায়ুঃ) জ্যোতিঃ (তেজঃ) আপঃ (জলং) ক্ষিতিঃ ইতি নব তত্ত্বানি মে (ময়া) উক্তানি (ব্যাখ্যাতানি)।। ১৪।।

অনুবাদ— পুরুষ, প্রকৃতি, মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার, আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল, ভূমি—এই নবতত্ত্বের কথা আমি বর্ণন করিয়াছি।। ১৪।।

বিশ্বনাথ—প্রথমং পঞ্চবিংশতিতত্ত্বমত আহ,—পুরুষ ইতি সার্দ্ধ দ্বাভ্যাম্। ব্যক্তং মহত্তত্ত্বম্। মে ময়া।। ১৪।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—প্রথমে পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব আড়াইটি শ্লোকদ্বারা বলিতেছেন—ব্যক্ত অর্থাৎ মহৎতত্ত্ব। আমা কর্ত্তৃক।। ১৪।।

বিবৃতি— পুরুষ, প্রকৃতি, মহৎ, অহঙ্কার ও ক্ষিত্যাদি পঞ্চভূত—এই নয়টি 'তত্ত্ব'। প্রকৃতি অব্যক্ত; যেখানে প্রকৃতি জ্ঞেয় অর্থাৎ ব্যক্ত, সেখানে প্রকৃতি মহত্তত্ত্ব বলিয়া আখ্যাত হয়।। ১৪।।

শ্রোত্রং ত্বগ্‌দর্শনং ঘ্রাণো জিহ্বেতি জ্ঞানশক্তয়ঃ।
বাক্‌পাণ্যুপস্থপায্বঙ্ঘ্রিঃ কর্ম্মাণ্যঙ্গোভয়ং মনঃ।। ১৫।।

অন্বয়ঃ— অঙ্গ! (হে উদ্ধব!) শ্রোত্রং ত্বক্ দর্শনং ঘ্রাণঃ জিহ্বা ইতি জ্ঞানশক্তয়ঃ (জ্ঞানেন্দ্রিয়ানি পঞ্চ) বাক্‌পাণ্যু-পস্থপায়ুঃ (বাক্ চ পাণিশ্চ উপস্থশ্চ পায়ুশ্চ) অঙ্ঘ্রিঃ (চ) কর্ম্মাণি (পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি) উভয়ম্ (উভয়াত্মকং) মনঃ (ইতি একাদশ তত্ত্বানি)।। ১৫।।

অনুবাদ— হে উদ্ধব! শ্রোত্র, ত্বক্, চক্ষুঃ, নাসা, জিহ্বা, এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়; বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ এই পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় এবং মনঃ—এইরূপে একা-দশতত্ত্বের গণনা হইয়া থাকে।। ১৫।।

বিশ্বনাথ— দর্শনং চক্ষুঃ, জ্ঞানশক্তয়ো জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি পঞ্চ, বাগাদিপায্বন্তানি দ্বন্দ্বৈক্যেনোক্তানি চত্বারি অঙ্ঘ্রিশ্চেতি কর্ম্মাণি কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি পঞ্চ, উভয়মুভয়াত্মকং মন ইত্যে-কাদশ।। ১৪ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— দর্শন অর্থাৎ চক্ষু, জ্ঞান শক্তি সমূহ জ্ঞানেন্দ্রিয় পঞ্চ, বাক্ আদি পায়ু পর্য্যন্ত চারিটি ও পদ কর্ম্মেন্দ্রিয় পঞ্চ, উভয়রূপ মন এই একাদশ ইন্দ্রিয়।।

বিবৃতি— চক্ষুঃ প্রভৃতি পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়; বাক্, পাণি প্রভৃতি পাঁচটি কর্ম্মেন্দ্রিয়, মন—কর্ম্ম ও জ্ঞানেন্দ্রিয় উভয়েরই পরিচালক—সুতরাং ইন্দ্রিয়-পর্য্যায়ে এগারটি তত্ত্ব। ইহারা 'করণ' নামে প্রসিদ্ধ।। ১৫।।

শব্দঃ স্পর্শো রসো গন্ধো রূপঞ্চেত্যর্থজাতয়ঃ।
গত্যুক্ত্যুৎসর্গশিল্পানি কর্ম্মায়তনসিদ্ধয়ঃ।। ১৬।।

অন্বয়ঃ— শব্দঃ স্পর্শ রসঃ গন্ধঃ রূপং চ ইতি অর্থ-জাতয়ঃ (শব্দাদীনি বিষয়তয়া পরিণতানি পঞ্চ মহাভূতা-নীতি পঞ্চ তত্ত্বানি) গত্যুক্ত্যুৎসর্গশিল্পানি (গতিরুক্তিরুৎ-সর্গো শিল্পঞ্চতানি) কর্ম্মায়তনসিদ্ধয়ঃ (কর্ম্মায়তনানাং কর্ম্মেন্দ্রিয়ানাং সিদ্ধয়ঃ ফলানি ন তত্ত্বান্তরাণীত্যর্থঃ)।। ১৬

অনুবাদ— শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ—এই পাঁচটি বিষয়; ইহাদের পরিণাম হইতেই আকাশাদি পঞ্চভূতের

সৃষ্টি হইয়া থাকে। গতি, উক্তি, উৎসর্গ, শিল্প—ইহারা কর্ম্মেন্দ্রিয়ের বৃত্তি-বিশেষ, পরন্তু পৃথক্ তত্ত্ব নহে।। ১৬।।

বিশ্বনাথ— অর্থজাতয়ঃ জ্ঞানেন্দ্রিয়াণাং বিষয়াঃ পঞ্চেতি পঞ্চবিংশতিতত্ত্বপক্ষঃ। ননু গত্যাদিভিস্তত্ত্বাধিক্যং পক্ষদ্বয়েহপি স্যাত্তত্র নেত্যাহ—গতিশ্চ উক্তিশ্চ মূত্র-পুরীষোৎসর্গৌ চ প্রিয়াখ্যঃ শুক্রোৎসর্গশ্চ শিল্পঞ্চেতি পঞ্চ কর্ম্মায়তনানাংকর্ম্মেন্দ্রিয়াণাং সিদ্ধয়ঃ ফলানি, ন তু তত্ত্বান্তরাণীত্যর্থঃ।। ১৬।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— অর্থসমূহ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের বিষয় পঞ্চ। এইরূপে পঞ্চ বিংশতি তত্ত্ব পক্ষ বলা হইল। প্রশ্ন? গতি আদিদ্বারা তত্ত্বের আধিক্য উভয় পক্ষেই হয় তাহার উত্তরে বলিতেছেন—না, গতি উক্তি, মুত্র ও পুরীষত্যাগ, প্রিয় নামক শুক্র ত্যাগ ও শিল্প এই পাঁচটি কর্ম্মের আয়তন কর্ম্মেন্দ্রিয় সমূহের সিদ্ধ ফলসমূহ, ইহারা ভিন্ন তত্ত্ব নহে।।

মধ্ব— অন্যজ্ঞানস্য প্রাকৃতত্বং সাধয়তি। প্রকৃতে-র্গুণসাম্যেত্বিত্যাদিনা।

"অন্তস্থঃ পুরুষোনাম জ্ঞানদঃ সর্ব্বদেহিনাম্।
বহিস্থ ঈশ্বরোনাম জ্ঞানাদি ফলদো হরিঃ।।"

ইতি মাৎস্য।

"পুরুষাখ্যোহৃদ্‌গতস্তু বিষ্ণুর্জীববিবোধকঃ।
ফলদাতা তু বাহ্যেন য ঈশেন ভিদাং বদেৎ।।
তথৈবান্যস্বরূপেষু বিষ্ণোর্যো ভেদদর্শকঃ।
যে চ জীবেশ্বরাভেদং পশ্যন্তেহনর্থভাগিনঃ।।

ইতি ব্রাহ্মে।

কালো ভগবান্। ন বৈকাদশ পঞ্চত্রীনিত্যুক্তানি পুরুষঃ প্রকৃতিরিত্যাদিনি। উৎসর্গস্য দ্বিবিধত্বাৎ পঞ্চকদ্বয়ম্ ।। ১২-১৬।।

বিবৃতি— কর্ণাদি ইন্দ্রিয়ের বিষয়—শব্দ-স্পর্শাদি পাঁচটি। বাক্যের উক্তি, পদের গতি, হস্তের শিল্প, পায়ু ও উপস্থের উৎসর্গ বা ত্যাগ—এই পাঁচটি কর্ম্মেন্দ্রিয়ের বিষয়। কর্ম্মেন্দ্রিয়সমূহের ফলরূপে গতি প্রভৃতিকে 'এক' বিচার করিলে ছাব্বিশ হয়।। ১৬।।

সর্গাদৌ প্রকৃতির্হ্যস্য কার্য্যকারণরূপিণী।
সত্ত্বাদিভির্গুণৈর্ধত্তে পুরুষোহব্যক্ত ঈক্ষতে।। ১৭।।

অন্বয়ঃ— কার্য্যকারণরূপিণী (কার্য্যাণি ষোড়শ-বিকারাঃ কারণানি মহদাদীনি তদ্‌রূপিণী সতী) প্রকৃতিঃ অস্য (বিশ্বস্য) সর্গাদৌ (সৃষ্টিপ্রারম্ভে) সত্ত্বাদিভিঃ গুণৈঃ (সৃজ্যত্বাদ্যবস্থাং) ধত্তে হি (উপাদানকারণরূপত্বাদিত্যর্থঃ) অব্যক্তঃ (অপরিণামী) পুরুষঃ (নিমিত্তভূতঃ সন্ কেবলম্) ঈক্ষতে (সাক্ষী ভবতি)।। ১৭।।

অনুবাদ— কার্য্যকারণাত্মিকা প্রকৃতি এই বিশ্বের সৃষ্টিপ্রারম্ভে সত্ত্বাদিগুণদ্বারা সৃজ্যত্ব প্রভৃতি অবস্থা ধারণ করেন। অপরিণামী পুরুষ কেবলমাত্র সাক্ষিরূপে অবস্থিত থাকেন।। ১৭।।

বিশ্বনাথ— যদ্বিবক্ষয়া গায়ন্তীতি যৎ পৃষ্টং তত্তন্মত-তাৎপর্য্যং দর্শয়তি,—সর্গাদাবিতি। কার্য্যাণি ষোড়শবিকারাঃ কারণানি মহদাদীনি সপ্ত, তদ্রূপিণী সতী প্রকৃতিরস্য সর্গাদৌ গুণৈঃ সৃজ্যত্বাদ্যবস্থাং ধত্তে উপাদানকারণত্বাৎ পুরুষস্ত্ব-ব্যক্তঃ অপরিণামী নিমিত্তভূতঃ কেবলমীক্ষতে। অতঃ পরিণামিন্যাঃ প্রকৃতেঃ পুরুষো ভিন্ন ইতি।। ১৭।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—'যাহা বলিবার জন্য গান করেন' ইহা যে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল, সেই সেই মতের তাৎপর্য্য দেখাইতেছেন কার্য্য সমূহ ষোড়শ বিকার, কারণ সমূহ মহৎআদি সপ্ত, সেইরূপ হইয়া প্রকৃতি এই সৃষ্টির আদিতে গুণসমূহদ্বারা সৃজ্যত্ব আদি অবস্থা ধারণ করে ও উপাদান কারণ হইতে পুরুষ অব্যক্ত, অপরিণামী, নিমিত্ত-স্বরূপ হইয়া কেবল দর্শন করেন। অতএব পরিণামিনী প্রকৃতি হইতে পুরুষ ভিন্ন।। ১৭।।

মধ্ব— ত্রীণিতি গুণানিতি বক্তুং গুণ-প্রবৃত্তিমাহ। সর্গাদাবিত্যাদিনা। কার্য্যকারণাভাবাদন্যেন্যানুপ্রবেশো যুক্ত ইতি বক্তুং সৃষ্ট যুক্তিঃ।

"সৃজ্যস্রষ্টৃস্বরূপত্বাদন্যোন্যানুপ্রবেশিনঃ।
তিষ্ঠন্তি তাত্ত্বিকা দেবা বিশেষপ্রাপ্তিকারণাৎ।।"

ইতি নৈসর্গে।

"অন্বেকমপ্যেম্বিত্যুক্তত্বাৎ পুরুষোহিরণ্যগর্ভঃ।

যদা পুরুষশব্দেন বিরিঞ্চস্যৈব বাচ্যতা।
পরস্য পৃথগুক্তৌ চ ব্যক্তস্তত্র তু শঙ্করঃ।।
তদাহঙ্কার-শব্দেন স্কন্দস্যৈব বচো ভবেৎ।"

ইতি বিবেকে।

সত্ত্বাদীন্ গত্যাদীংশ্চ বিনা পরমাত্মনা সহ ষড়্-বিংশতিঃ। মহদহঙ্কারৌ ব্রহ্মারৌদ্রৌ অঙ্গীকৃত্য স্কন্দং বিনা পরমাত্মনা সহ পঞ্চবিংশতিঃ।

বিষয়েন্দ্রিয় প্রকৃতি দেবতাঃ পরমাত্মনা।
পঞ্চবিংশতি তত্ত্বানি সংখ্যাতানি বিদো বিদুঃ।।

ইতি চ।। ১৭।।

বিবৃতি— কার্য্য কারণরূপিণী ভগবন্নিহিত উপাদান-শক্তি প্রকৃতি এই বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও বিনাশ-কার্য্যে সত্ত্বাদি ত্রিবিধ গুণের দ্বারা স্বয়ং নিমিত্ত-কারণ হইয়া সম্পাদন করেন এবং স্বয়ং অবিকৃত-ভাবে কূটস্থ থাকিয়া ঈক্ষণের দ্বারা প্রকৃতিকে সৃষ্ট্যাদিতে প্রবৃত্ত করাইয়া থাকেন।। ১৭।।

ব্যক্তাদয়ো বিকুর্ব্বাণা ধাতবঃ পুরুষেক্ষয়া।
লব্ধবীর্য্যাঃ সৃজন্ত্যণ্ডং সংহতাঃ প্রকৃতের্বলাৎ।। ১৮।।

অন্বয়ঃ— ব্যক্তাদয়ঃ (প্রকৃতেরুৎপন্না মহদাদয়ো যে) ধাতবঃ (তে) বিকুর্ব্বাণাঃ পুরুষেক্ষয়া (পুরুষস্যেক্ষণেন) লব্ধবীর্য্যাঃ (সামর্থ্যমধিগত্যস্তথা) সংহতাঃ (মিলিতাঃ সন্তঃ) প্রকৃতেঃ বলাৎ (তামাশ্রিত্যেত্যর্থঃ) অণ্ডং (ব্রহ্মাণ্ডং) সৃজন্তি (রচয়ন্তি)।। ১৮।।

অনুবাদ— প্রকৃতি-জাত মহত্তত্ত্ব প্রমুখ ধাতুসকল বিকারোন্মুখ এবং পুরুষের ঈক্ষণহেতু লব্ধবীর্য্য হইয়া মিলিতভাবে প্রকৃতির আশ্রয়ে ব্রহ্মাণ্ড রচনা করিয়া থাকে।।

বিশ্বনাথ— মহত্তত্ত্বাদিভিরারব্ধস্যাণ্ডস্য মহত্তত্ত্বাদিষ্বেবান্তর্ভাবমভিপ্রেত্যাহ,—ব্যক্তাদয় ইতি। প্রকৃতের্বলাৎ তামেবাশ্রিতেত্যর্থঃ।। ১৮।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— মহৎতত্ত্বাদি হইতে আরব্ধ এই ব্রহ্মাণ্ডের মহৎতত্ত্বাদিতেই অন্তর্ভাব এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন—প্রকৃতির বল হইতে অর্থাৎ তাহাকেই আশ্রয় করিয়া।। ১৮।।

সপ্তৈব ধাতব ইতি তত্রার্থাঃ পঞ্চ খাদয়ঃ।
জ্ঞানমাত্মোভয়াধারস্ততো দেহেন্দ্রিয়াসবঃ।। ১৯।।

অন্বয়ঃ— সপ্ত এব ধাতবঃ ইতি (এবমপি মতং ঘটতে) তত্র খাদয়ঃ (আকাশাদয়ঃ) পঞ্চ অর্থাঃ (ভূতানি তথা) জ্ঞানং (জানাতীতি দ্রষ্টা জীবস্তথা) উভয়াধারঃ (দ্রষ্টৃদৃশ্যয়োরুভয়োরাধারভূতঃ) আত্মা (ইতি সপ্ত ভবন্তি) ততঃ (তেভ্যঃ সপ্তভ্যঃ) দেহেন্দ্রিয়াসবঃ (সর্ব্বকার্য্যাণি জায়ন্তে)।। ১৯।।

অনুবাদ— সপ্ততত্ত্ববাদও যুক্তিসঙ্গত; তন্মতে আকাশাদি পঞ্চভূত, জীব ও উভয়াধার আত্মা—এই সপ্ততত্ত্ব জ্ঞাতব্য। এই সপ্ততত্ত্ব হইতেই দেহ-ইন্দ্রিয়-প্রাণাদি সমস্ত কার্য্য-পদার্থ উৎপন্ন হয়।। ১৯।।

বিশ্বনাথ— সপ্তৈব ধাতবস্তত্ত্বানীতিমতে জানাতীতি জ্ঞানং জীবঃ। উভয়োর্জ্জীবখাদ্যোরাধার আশ্রয় ইতি সপ্ত। অত্র প্রকৃত্যাদীনাং কারণত্বেন খাদিষ্বন্তর্ভাবঃ। উত্তরেষামন্তর্ভাবার্থমাহ—ততস্তেভ্যঃ।। ১৯।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— 'সাতটিই ধাতু অর্থাৎ তত্ত্ব'—এই মতে বলিতেছেন—জ্ঞান অর্থাৎ জীব। উভয়ের অর্থাৎ জীবও আকাশাদির আধার অর্থাৎ আশ্রয় এই সপ্ত। এস্থলে প্রকৃতি আদির কারণরূপে আকাশাদির অন্তর্ভাব, পরবর্ত্তী সমূহের অন্তর্ভাবের জন্য বলিতেছেন— সেই সকল হইতে।। ১৯।।

মধ্ব—

জ্ঞানশব্দোদিতো ব্রহ্মা তদাধারো হরিঃস্মৃতঃ। ইতি চ।
ততো জ্ঞানং বিনা পরমাত্মানমঙ্গীকৃত্যৈব
দেহেন্দ্রিয়াণ্যসুশ্চ নব তত্ত্বানি।
সর্ব্বদেহাভিমানী তু দেহিনাস্তু দিবাকরঃ।
ইন্দ্রিয়াত্মেন্দ্র এবৈকঃ প্রাণী নাম প্রজাপতিঃ।।

ইতি চ।। ১৯।।

বিবৃতি— সপ্ততত্ত্ব বিচারকগণ ক্ষিত্যাদি পঞ্চভূত এবং জীব ও পরমাত্মা—এই সাতটি তত্ত্ব 'ধাতু' বলিয়া বিচার করেন। উহা হইতেই দেহ, ইন্দ্রিয় প্রভৃতি উদিত হয়।। ১৯।।

ষড়িত্যত্রাপি ভূতানি পঞ্চ ষষ্ঠঃ পরঃ পুমান্।
তৈর্যুক্ত আত্মসম্ভূতৈঃ সৃষ্টেদং সমুপাবিশৎ।। ২০।।

অন্বয়ঃ— ষট্ (ষট্ তত্ত্বানি) ইতি অত্র অপি (অস্মিন্ মতে চ) পঞ্চ ভূতানি পরঃ পুমান্ (পরমাত্মা চ) ষষ্ঠঃ (স চ পরঃ পুমান্) আত্মসম্ভূতৈঃ (আত্মতঃ সম্ভূতৈঃ) তৈঃ (পঞ্চভূতৈঃ) যুক্তঃ (সন্) ইদং (দেহাদিকং) সৃষ্ট্বা (তৎস্বয়ং) সমুপাবিশৎ (প্রবিষ্টঃ)।। ২০।।

অনুবাদ— ষড়্বিধতত্ত্ব পক্ষে পঞ্চমহাভূত এবং পুরুষ ষষ্ঠস্থানীয়। তিনি আত্মসম্ভূত পঞ্চভূতের সহিত যুক্ত হইয়া দেহাদির সৃষ্টি পূর্ব্বক তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া থাকেন।। ২০।।

বিশ্বনাথ— ষড়িতি মতেঽপি ভূতানি পঞ্চেতি তেষ্বেবান্যেষাং তত্ত্বানামন্তর্ভাবঃ পরঃ পুমানিতি তস্মিন্ জীবস্য।। ২০।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— ছয়তত্ত্ব এই মতেও পঞ্চভূত তার মধ্যেই অন্যতত্ত্ব সমূহের অন্তর্ভাব। পর অর্থাৎ পুরুষ তাহাতে জীবের অন্তর্ভাব।।

বিবৃতি— ষট্তত্ত্ব-পক্ষে কেবল পঞ্চভূত এবং পরমাত্মা মাত্র স্বীকার করেন।। ২০।।

চাত্বর্য্যেবেতি তত্রাপি তেজ আপোঽন্নমাত্মনঃ।
জাতানি তৈরিদং জাতং জন্মাবয়বিনঃ খলু।। ২১।।

অন্বয়ঃ— চত্বারি এব (তত্ত্বানি) তত্র (মতে) অপি তেজঃ আপঃ অন্নং (পৃথ্বীতি ত্রীণি) আত্মনঃ (জাতানি তত আত্মনা সহ চত্বারি তত্ত্বানি) তৈঃ (চতুর্ভিঃ) অবয়বিনঃ (কার্য্যস্য) জন্ম (ইত্যতঃ) খলু ইদং (জগৎ) জাতম্।। ২১

অনুবাদ— চতুর্ব্বিধতত্ত্বপক্ষে ক্ষিতি, জল, তেজঃ ও আত্মা—এই চতুস্তত্ত্ব হইতে কার্য্যসৃষ্টি এবং তাহা হইতে এই জগতের উৎপত্তি হইয়াছে।। ২১।।

বিশ্বনাথ— অন্নং পৃথ্বী আত্মনঃ পরমাত্মনঃ সকাশাৎ অবয়বিনঃ কার্য্যস্য জন্ম জাতমভূৎ।। ২১।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—অন্ন অর্থাৎ পৃথিবী, আত্মা অর্থাৎ পরমাত্মা হইতে অবয়বী কার্য্যের জন্ম হইয়াছিল।।২১।।

মধ্ব—

অবয়বিনো জন্ম তৈঃ খলু
ভূতানি মাত্রাশ্চ পরস্তত্ত্বৈকাদশকং স্মৃতং।
ইতি চ।

ভূতমাত্রেত্যারম্ভাত্তৎ সিদ্ধেরেকাদশানাং পৃথগনুক্তিঃ।।

বিবৃতি— চতুস্তত্ত্ববাদিগণ তেজঃ, জল, অন্ন ও আত্মা মাত্র স্বীকার করেন, তাহা হইতেই জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে।। ২১

সম্খ্যানে সপ্তদশকে ভূতমাত্রেন্দ্রিয়াণি চ।
পঞ্চ পঞ্চৈকমনসা আত্মা সপ্তদশঃ স্মৃতঃ।। ২২।।

অন্বয়ঃ— সপ্তদশকে সংখ্যানে (সপ্তদশতত্ত্বগণনে) ভূতমাত্রেন্দ্রিয়াণি চ (ভূতানি চ মাত্রাণি চেন্দ্রিয়াণি চ) পঞ্চ পঞ্চ একমনসা (একেন মনসা সহ) সপ্তদশঃ আত্মা (ইতি সপ্তদশ তত্ত্বানি ভবন্তি)।। ২২।।

অনুবাদ— সপ্তদশতত্ত্বপক্ষে পঞ্চভূত, পঞ্চতন্মাত্র, পঞ্চ ইন্দ্রিয় এবং মন ও আত্মা এইরূপে সংখ্যা হইয়া থাকে।। ২২।।

বিশ্বনাথ— ভূতানি চ পঞ্চ, মাত্রাণি চ পঞ্চ, পঞ্চ ইন্দ্রিয়াণি চ পঞ্চ, একেন মনসা সহ আত্মা সপ্তদশঃ।। ২২

টীকার বঙ্গানুবাদ— পঞ্চভূত, পঞ্চতন্মাত্র, পঞ্চ-ইন্দ্রিয়, মন এক, তাহার সহিত আত্মা—এই সপ্তদশ।।২২

মধ্ব—

আত্মনা সহৈব মন উচ্যতে।
আত্মনঃ সন্নিধিস্থত্বান্মনসস্তু তদুক্তিতঃ।
উক্তো ভবেৎ পরাত্মাপি তত্ত্বং ষোড়শকং যদা।।
ইতি চ।। ২২।।

বিবৃতি— যাঁহারা সপ্তদশ তত্ত্ব স্বীকার করেন, তাঁহারা পঞ্চভূত, পঞ্চমাত্রা, পঞ্চ ইন্দ্রিয় এবং মনঃ ও আত্মার সমষ্টি সপ্তদশ বিচার করেন।। ২২।।

তদ্বৎ ষোড়শসম্খ্যানে আত্মৈব মন উচ্যতে।
ভূতেন্দ্রিয়াণি পঞ্চৈব মন আত্মা ত্রয়োদশ।। ২৩।।

অন্বয়ঃ— ষোড়শসংখ্যানে (ষোড়শতত্ত্বসংখ্যায়াং) তদ্বৎ, (পূর্ব্ববদেব সংখ্যানং পরন্তত্র বিশেষো যৎ) আত্মা এব মনঃ উচ্যতে (আত্মন্যেব মনসোঽন্তর্ভাব ইত্যর্থঃ, ত্রয়োদশতত্ত্বপক্ষে) ভূতেন্দ্রিয়াণি পঞ্চএব (ভূতানি তন্মাত্রৈরেকীকৃতানি পঞ্চৈব, তথেন্দ্রিয়াণি তৎপ্রকাশকানি পঞ্চৈব) মনঃ (একমিন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতৃ) আত্মা (দ্বিবিধ আত্মা চেতি) ত্রয়োদশ (ভবন্তি)।। ২৩।।

অনুবাদ— ষোড়শতত্ত্বপক্ষে সপ্তদশতত্ত্বের ন্যায়ই গণনা হইয়া থাকে, পরন্তু এই মতে মন আত্মারই অন্তর্ভুক্ত। ত্রয়োদশতত্ত্বপক্ষে পঞ্চভূত, পঞ্চ ইন্দ্রিয়, মনঃ, জীবাত্মা ও পরমাত্মা এইরূপে গণনা হইয়া থাকে।। ২৩।।

বিশ্বনাথ— আত্মা জীব এব সঙ্কল্পয়ন্মন উচ্যতে। ত্রয়োদশে ভূতানি তন্মাত্রৈরেকীকৃতানি পঞ্চৈব ইন্দ্রিয়াণি চ পঞ্চেতি দশ, একং মনঃ জীবঃ পরমাত্মেতি ত্রয়োদশ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— আত্মা জীবই সঙ্কল্প করে বলিয়া মন বলা হয়, ত্রয়োদশ তত্ত্ব এই মতে—ভূত সমূহ তন্মাত্রের সহিত এক করিয়া পঞ্চই, ইন্দ্রিয় সমূহ পঞ্চ এইরূপে দশ, মন এক, জীব ও পরমাত্মা এই ত্রয়োদশ।। ২৩।।

মধ্ব—

আত্মশব্দেন চ ব্রহ্মা পরমাত্মা চোভাবুচ্যেতে।
ভূতেন্দ্রিয়াণি চ মনো ব্রহ্মা বিষ্ণুস্তথৈব চ।
এবং ত্রয়োদশৈবাহুস্তত্ত্বানি মুনয়ো বরাঃ।।

ইতি চ।

আত্মেতি পরমাত্মা চ বিরিঞ্চশ্চাপি কথ্যতে।
বায়ুর্মনশ্চ দেহশ্চ স্বয়মিত্যপি কুত্রচিৎ।।

ইতি প্রত্যয়ে।। ২৩।।

বিবৃতি— যাঁহাদের সংখ্যা ষোড়শ, তাঁহারা আত্মা ও মনকে একটি তত্ত্ব বলিয়া বিচার করেন। যাঁহাদের সংখ্যা ত্রয়োদশ, তাঁহারা পঞ্চভূত, পঞ্চ ইন্দ্রিয়, মন, জীবাত্মা ও পরমাত্মা—সমষ্টি ত্রয়োদশ বিচার করেন।। ২৩

একাদশত্ব আত্মাসৌ মহাভূতেন্দ্রিয়াণি চ।
অষ্টৌ প্রকৃতয়শ্চৈব পুরুষশ্চ নবেত্যথ।। ২৪।।

অন্বয়ঃ— একাদশত্ব (একাদশতত্ত্বপক্ষে) অসৌ আত্মা (তথা) মহাভূতেন্দ্রিয়াণি চ (পঞ্চ মহাভূতানি পঞ্চেন্দ্রিয়াণি চেতি একাদশ ভবন্তি, নবতত্ত্বপক্ষে) অষ্টৌ প্রকৃতয়ঃ চ এব অথ পুরুষঃ চ ইতি নব (তত্ত্বানি ভবন্তি)।

অনুবাদ— একাদশতত্ত্বপক্ষে পঞ্চমহাভূত, পঞ্চেন্দ্রিয় ও আত্মা এইরূপে একাদশ এবং নবতত্ত্বপক্ষে অষ্ট প্রকৃতি ও পুরুষ এইরূপে নবতত্ত্বের গণনা হইয়া থাকে।। ২৪।।

বিবৃতি— একাদশ সংখ্যা-পক্ষে আত্মা এবং দশেন্দ্রিয়ের বিচার করেন। অষ্ট-সংখ্যাবাদিগণ পঞ্চভূত ও মনঃ-বুদ্ধি-অহঙ্কার বিচার করেন। আর নব-সংখ্যাবাদিগণ পূর্ব্বোক্ত অষ্ট সংখ্যার সহিত পুরুষের যোগে নব সংখ্যা বিচার করেন।। ২৪।।

ইতি নানা প্রসংখ্যানং তত্ত্বানামৃষিভিঃ কৃতম্।
সর্ব্বং ন্যায্যং যুক্তিমত্ত্বাদ্বিদুষাং কিমশোভনম্।। ২৫।।

অন্বয়ঃ— ঋষিভিঃ ইতি (এবং ক্রমেণ) তত্ত্বানাং নানা প্রসংখ্যানং (বিভিন্নং গণনং) কৃতং (তেষু) যুক্তিমত্ত্বাৎ (সর্ব্বেষামেব যুক্তিযুক্তত্বাৎ) সর্ব্বং ন্যায্যং (সর্ব্বমেব সঙ্গচ্ছতে) বিদুষাং কিম্ অশোভনং (কিমপি নাযৌক্তিকং ভবতি)।। ২৫।।

অনুবাদ— ঋষিগণ এইরূপে তত্ত্বসমূহের নানাপ্রকার গণনা করিয়াছেন। যুক্তিযুক্তত্ব নিবন্ধন তাঁহাদের সমস্ত গণনাই ন্যায্য হইয়া থাকে। পণ্ডিতগণের কোন বিষয়ই অযৌক্তিক নহে।। ২৫।।

বিশ্বনাথ— উপসংহরিত—ইতীতি।। ২৫।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— 'ইতি' এই শব্দদ্বারা উপসংহার করিতেছেন।। ২৫।।

মধ্ব—

যদ্যপি পরমাত্মা প্রকৃতিশ্চ বিলক্ষণৌ
তথাপি তয়োর্বৈলক্ষণ্যং ন লক্ষ্যতে।
অন্তরঞ্চ ভিদা চেতি বৈলক্ষণ্যং প্রকীর্ত্তিতম্। ইতি চ।

তদ্বৈলক্ষণ্যং কুতো ন দৃশ্যত ইতি
প্রশ্নাভিপ্রায়ঃ।। ২৫।।

শ্রীউদ্ধব উবাচ—

প্রকৃতিঃ পুরুষশ্চোভৌ যদ্যপ্যাত্মবিলক্ষণৌ।
অন্যোন্যাপাশ্রয়াৎ কৃষ্ণ দৃশ্যতে ন ভিদা তয়োঃ।
প্রকৃতৌ লক্ষ্যতে হ্যাত্মা প্রকৃতিশ্চ তথাত্মনি।। ২৬।।

অন্বয়ঃ— শ্রীউদ্ধবঃ উবাচ—(হে) কৃষ্ণ! প্রকৃতিঃ পুরুষঃ চ (এতৌ) উভৌ যদ্যপি আত্মবিলক্ষণৌ (আত্মনা জড়াজড়স্বভাবেন বিলক্ষণৌ বিসদৃশৌ ভবতঃ তথাপি) অন্যোন্যাপাশ্রয়াৎ (পরস্পর-পরিহারেণাপ্রতীতেঃ) তয়োঃ ভিদা (ভেদঃ) ন দৃশ্যতে (ন লক্ষ্যতে তথাহি) প্রকৃতৌ (তৎকার্য্যে দেহে) আত্মা লক্ষ্যতে হি তথা আত্মনি প্রকৃতিঃ চ (লক্ষ্যত এব)।। ২৬।।

অনুবাদ— শ্রীউদ্ধব বলিলেন— হে কৃষ্ণ! প্রকৃতি ও পুরুষ এই উভয়ে যদিও স্বভাবতঃ বিসদৃশ, তথাপি উভয়ের মিলিতভাবে সর্ব্বদা প্রতীতি-নিবন্ধন ভেদ লক্ষিত হয় না। পরন্তু প্রকৃতি কার্য্য দেহে আত্মা এবং আত্মবস্তুতে প্রকৃতি সর্ব্বদাই লক্ষিত হইয়া থাকে।। ২৬।।

বিশ্বনাথ— তত্ত্ববিচারোত্থং সংশয়ান্তরমাহ,— প্রকৃতির্মায়া পুরুষ ঈশ্বরঃ। আত্মনা স্বরূপেণৈব জড়ত্বেনা-জড়ত্বেন চ বিলক্ষণাবেব যদ্যপি শাস্ত্র-দৃষ্ট্যা জ্ঞায়েতে, তদপি দেহেম্বনয়োরন্যোন্যাশ্রয়াৎ পরস্পরাশ্রিতত্বাৎ ভিদা ভেদো ন দৃশ্যতে। অন্যোন্যাপাশ্রয়ং বিবৃণোতি,—প্রকৃতৌ তৎকার্য্যে দেহে লক্ষ্যতে তথা প্রকৃতিকার্য্যো দেহশ্চ আত্ম-নীতি তয়োরন্যোন্যাধিষ্ঠানত্বেনান্যোন্যাশ্রিতত্বম্।। ২৬।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— তত্ত্ব বিচার হইতে উত্থিত অন্য সংশয় বলিতেছেন—প্রকৃতি অর্থাৎ মায়া, পুরুষ-ঈশ্বর, আত্মার সহিত স্বরূপেই জড় ও অজড় রূপে বৈলক্ষণ হেতু যদিও শাস্ত্র দৃষ্টিদ্বারা পৃথক্ জানা যায়, তাহাও দেহ সমূহে এই উভয়ের পরস্পর আশ্রয় হেতু ভেদ দেখা যায় না। পরস্পরাশ্রয় ব্যাখ্যা করিতেছেন প্রকৃতিতে তাহার কার্য্যে দেহের লক্ষিত হয়। সেইরূপ প্রকৃতি কার্য্য দেহ ও আত্মাতে, এইভাবে উভয়ের একে অন্যের অধিষ্ঠান রূপে, অন্যে অন্যের আশ্রিত।। ২৬।।

বিবৃতি— উদ্ধব ভগবান্‌কে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, এই প্রপঞ্চে পুরুষ ও প্রকৃতি— এই উভয়ের মধ্যে পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও পরস্পর অপ্রতীত হইয়া তাহাদের মধ্যে বৈশিষ্ট্য লক্ষিত হয় না। যেহেতু প্রকৃতিতেই আত্মপ্রতীতি ও আত্মাতেই মায়া প্রতীতি বদ্ধজীবের জ্ঞানকে অভেদ-প্রতীতি করায়।। ২৬।।

এবং মে পুণ্ডরীকাক্ষ মহান্তং সংশয়ং হৃদি।
ছেত্তুমর্হসি সর্ব্বজ্ঞ বচোভির্নয়নৈপুণৈঃ।। ২৭।।

অন্বয়ঃ— (হে) পুণ্ডরীকাক্ষ। (হে) সর্ব্বজ্ঞ। (ত্বং) নয়নৈপুণৈঃ (নয়ে যুক্তৌ নৈপুণং প্রাবীণ্যং যেষাং তৈঃ) বচোভিঃ মে (মম) হৃদি (বর্ত্তমানম্) এবং মহান্তং (প্রবলং) সংশয়ং ছেত্তুম্ অর্হসি (বিনাশয়েত্যর্থঃ)।। ২৭।।

অনুবাদ— হে পুণ্ডরীকাক্ষ। হে সর্ব্বজ্ঞ। আপনি যুক্তিনিপুণ বাক্যসমূহদ্বারা মদীয় হৃদয়স্থ এই প্রবল সংশয়ের ছেদন করুন।। ২৭।।

বিশ্বনাথ— ছেত্তুমর্হসি প্রকৃতেঃ সকাশাৎ পরমা-ত্মানং পার্থক্যেন দর্শয়িত্বেতি ভাবঃ। নয়ে যুক্তৌ নৈপুণং প্রাবীণ্যং যেষাং তৈঃ।। ২৭।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— শ্রীউদ্ধব বলিতেছেন—প্রকৃতি হইতে পরমাত্মাকে পৃথক্ রূপে দেখাইয়া ছেদন করিতে পার, যুক্তিতে প্রবীন যাহারা তাহাদের দ্বারা।। ২৭।।

ত্বত্তো জ্ঞানং হি জীবানাং প্রমোষস্তেঽত্র শক্তিতঃ।
ত্বমেব হ্যাত্মমায়ায়া গতিং বেত্থ ন চাপরঃ।। ২৮।।

অন্বয়ঃ—হি (যস্মাৎ) ত্বত্তঃ (ত্বৎপ্রসাদাদেব) জীবানাং জ্ঞানং (জায়তে তথা) তে (তব) শক্তিতঃ (মায়াতঃ) অত্র (জ্ঞানে) প্রমোষঃ (ভ্রংশশ্চ জায়তে) ত্বম্ এব হি

(কেবলম্) আত্মমায়ায়াঃ (স্বস্য মায়াশক্তেঃ) গতিং (স্বরূপং) বেত্থ (জানাসি) অপরঃ ন চ (ত্বাং বিনাপরঃ কোঽপি ন জানাতি)।। ২৮।।

অনুবাদ— যেহেতু আপনার প্রসাদেই জীবগণের জ্ঞান এবং আপনার মায়া হইতেই জ্ঞান ভ্রংশ হইয়া থাকে, সেইজন্য কেবল আপনিই স্বীয় মায়ার স্বরূপ অবগত হইয়া থাকেন, অপর কেহ তাহা জানিতে পারেন না।।

বিশ্বনাথ— ত্বত্তো জ্ঞানং ত্বয়ৈব বিদ্যাশক্ত্যা জ্ঞানপ্রদানমিত্যর্থঃ। তেঽত্র শক্তিতঃ প্রমোষ ইতি তব যা শক্তিরবিদ্যা তয়ৈব জ্ঞানস্য চৌর্য্যমিত্যর্থঃ। ননু মচ্ছক্তের্জ্ঞানচৌর্যেণ কিং প্রয়োজনং? তত্রাহ—ত্বমেবেতি।। ২৮।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— তোমা হইতে জ্ঞান তোমার দ্বারাই, বিদ্যাশক্তি দ্বারা জ্ঞান প্রদান। তাহারা এস্থলে শক্তি হেতু জ্ঞানের নাশ এইরূপে তোমার যে শক্তি অবিদ্যা তাহার দ্বারাই জ্ঞানের চৌর্য্য। প্রশ্ন আমার শক্তির জ্ঞান চুরি দ্বারা কি প্রয়োজন? তাহার উত্তরে বলিতেছেন—তুমিই।। ২৮।।

মধ্ব—

অন্যোন্যাধারত্বমেব দৃশ্যতে ন তু পরমেশ্বরস্যানন্যাধারত্বেন প্রকৃত্যাধারত্বং মন্দমতীনামিত্যর্থঃ।
আধারপ্রকৃতির্বিষ্ণুর্নাধারস্তু হরেঃ ক্বচিৎ।
তথাপ্যব্যক্তগো যদ্বদ্দৃশ্যতে মন্দচেতসাম্।।
ইতি পাদ্মে।
প্রকৃতিঃ পুরুষশ্চ ইত্যেবং অন্যোন্য-বিলক্ষণাবেব। এষঃ বিকল্পঃ বৈলক্ষণ্যাদর্শনম্। বিরুদ্ধকল্পনমেব। যস্মাদ্ গুণব্যতিকরাত্মকঃ সর্গো বিকারনিমিত্তঃ স চ গুণব্যতিকরস্ত্রিবিধঃ। সত্ত্বরজস্তমসামেকৈকপ্রাধান্যেন তত্র তমঃপ্রধানানামেব বিরুদ্ধকল্পনং তস্মাত্তমোঽত্র কারণমিত্যর্থঃ।। ২৬-২৮।।

বিবৃতি— উদ্ধব আরও বলিলেন, ভগবদানুগত্যক্রমেই জীবগণের জ্ঞানোদয় হয়। ভগবানের বিমোহিনী মায়াশক্তি হইতে জীবের ভ্রান্তির উদয় হয়। মায়াদেবী আপনাতেই আশ্রিত, সুতরাং আপনি তাঁহার বিক্ষেপাত্মিকা ও আবরণী বৃত্তিদ্বয় অবগত আছেন। যে-সকল বদ্ধজীব তাঁহা কর্ত্তৃক আক্রান্ত হন, উঁহারা ভগবন্মায়ার গতি বুঝিতে অসমর্থ।। ২৮।।

শ্রীভগবানুবাচ—

প্রকৃতিঃ পুরুষশ্চেতি বিকল্পঃ পুরুষর্ষভ।
এষ বৈকারিকঃ সর্গো গুণব্যতিকরাত্মকঃ।। ২৯।।

অন্বয়ঃ— শ্রীভগবান্ উবাচ—(হে) পুরুষর্ষভ! (পুরুষবর! উদ্ধব!) প্রকৃতিঃ পুরুষঃ চ ইতি বিকল্পঃ (অত্যন্তভেদ এব) গুণব্যতিকরাত্মকঃ (গুণক্ষোভকৃতঃ) এষঃ সর্গ (সৃজ্যতে ইতি সর্গো দেহাদিসঙ্ঘাতঃ) বৈকারিকঃ (বিকারবান্ ভবতি)।। ২৯।।

অনুবাদ— শ্রীভগবান্ বলিলেন— হে পুরুষপ্রবর! প্রকৃতি ও পুরুষের মধ্যে অত্যন্ত ভেদ বর্ত্তমান এবং এই গুণক্ষোভজনিত দেহাদি-সঙ্ঘাত বিকারযুক্ত জানিবে।। ২৯

বিশ্বনাথ—প্রকৃতিপুরুষয়োর্বিকারিত্বাবিকারিত্বাভ্যাং নানাত্বৈকত্বাভ্যাং পরস্পরাপেক্ষত্বনিরপেক্ষত্বাভ্যাং পরপ্রকাশ্যত্বস্বপ্রকাশ্যত্বাভ্যাঞ্চাত্যন্তভেদং বক্তুমাহ,—চতুর্ভিঃ প্রকৃতিঃ পুরুষশ্চেতি। বিকল্পো ভেদঃ প্রকৃতেঃ সকাশাৎ পুরুষো ভিন্ন এব; তদপি দৃশ্যতে ন ভিদানয়োরিতি কথং ব্রবীষীতি ভাবঃ। কুত ইত্যপেক্ষায়ামাহ—এষ সৃজ্যতে ইতি সর্গো দেহাদিঙ্ঘাতঃ প্রকৃতিকার্য্যত্বাৎ প্রকৃতিশব্দোক্তঃ বৈকারিকঃ নানাবিকারবান্, যতো গুণব্যতিকরাৎ গুণক্ষোভাদেব আত্মস্বরূপং যস্য সঃ। গুণক্ষোভকৃত ইতি প্রকৃতৌ বিকারো দর্শিতঃ। পুরুষস্তু কেবলমীক্ষমাণো নির্ব্বিকারঃ প্রসিদ্ধ এবেতি ভাবঃ।। ২৯।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— প্রকৃতি ও পুরুষের প্রকৃতি বিকারী, পুরুষ অবিকারী, প্রকৃতি নানাবিধ, পুরুষ এক। প্রকৃতি পরস্পর অপেক্ষাযুক্ত, পুরুষ নিরপেক্ষ। প্রকৃতি অন্যের দ্বারা প্রকাশ্য, পুরুষ স্বপ্রকাশ এইরূপে উভয়ের অত্যন্তভেদ বলিবার জন্য শ্রীভগবান চারিটি শ্লোকদ্বারা

বলিতেছেন—বিকল্প অর্থাৎ ভেদ, প্রকৃতি হইতে পুরুষ ভিন্নই। তাহাও দেখা যায়, এই উভয়ের ভেদ নাই ইহা কিরূপে বলিতেছ? কি কারণ? ইহার উত্তরে বলিতেছেন —ইহা সৃষ্টি হয় এই অর্থে স্বর্গ, অর্থাৎ দেহাদি সমূহ প্রকৃতির কার্য্য বলিয়া প্রকৃতি শব্দে বলা হইয়াছে, বৈকারিক অর্থাৎ নানা বিকারবান, যেহেতু গুণক্ষোভ হইতেই আত্ম-স্বরূপ যাহার সেই গুণক্ষোভকৃত ইহা দ্বারা প্রকৃতিতে বিকার দেখাইলেন, কিন্তু পুরুষ কেবল ঈক্ষণকারী নির্ব্বিকার প্রসিদ্ধই।। ২৯।।

মধ্ব—

তত্রাপি প্রকৃতিরেব কারণং ঈশ্বরেচ্ছা চ।
বিকারাজ্জাতত্বাদ্বৈকারিক ইত্যুচ্যতে।
অহঙ্কারস্ত্রিবিধোঽপি।
বৈকারিকো মহাংশ্চৈব তথাঽহঙ্কার এব চ।
তথৈব সাত্ত্বিকশ্চাংশো বৈকারিক ইতি ত্রিধা।।
ইতি শব্দনির্ণয়ে।। ২৯।।

বিবৃতি— পুরুষ—নির্ব্বিকার এবং প্রকৃতি—পরি-ণামযোগ্য; সুতরাং পুরুষের ও প্রকৃতির পরিচয়ের মধ্যে পরস্পর ভেদ বর্ত্তমান। পুরুষ দুর্জ্ঞেয়; পরিণামযোগ্যা প্রকৃতিরই প্রতীতি সম্ভবপর। প্রকৃতি-প্রসূত প্রাকৃত-জগতে পরস্পর গুণের সম্মেলন-জন্য তাৎকালিকী বিচিত্রতা। বিশ্বের সত্যতা ও অকিঞ্চিৎকরতা সত্ত্বেও জড়প্রকৃতির অতীতরাজ্যে পরা প্রকৃতির কার্য্যকারিতা আছে। তথায় গুণক্ষুব্ধ ধর্ম্ম নহে—নিত্যধর্ম্ম বিরাজমান থাকায় ভজনীয় বস্তুর, ভক্তের ও ভক্তির নিত্যবিলাস-বৈচিত্র্য অবস্থিত। অপ্রাকৃতরাজ্যে ভেদধর্ম্মে একরসতাৎপর্য্য হেতু বিরোধ নাই। তজ্জন্যই উৎপত্তি, স্থিতি ও ভঙ্গের পরিবর্ত্তে সচ্চিদানন্দেরই তথায় অভিব্যক্তি।। ২৯।।

মমাঙ্গ মায়া গুণময্যনেকধা
বিকল্পবুদ্ধীশ্চ গুণৈর্বিধত্তে।
বৈকারিকস্ত্রিবিধোঽধ্যাত্মমেক-
মথাধিদৈবমধিভূতমন্যৎ।। ৩০।।

অন্বয়ঃ— অঙ্গ! (হে উদ্ধব!) মম গুণময়ী মায়া গুণৈঃ (সত্ত্বরজস্তমোরূপৈঃ) অনেকধা (বিবিধাঃ) বিকল্প-বুদ্ধীঃ চ (বিকল্পং ভেদং তদ্বুদ্ধীশ্চ) বিধত্তে (করোতি) বৈকারিকঃ (অনেকবিকারবানপি) অধ্যাত্মম্ (ইতি) একং (রূপম্) অথ অধিদৈবম্ (অন্যৎ) অধিভূতম্ অন্যৎ (ইতি স্থূলেন মার্গেণ তাবৎ) ত্রিবিধঃ (ভবতি)।। ৩০।।

অনুবাদ— হে উদ্ধব! মদীয় গুণময়ী মায়া সত্ত্বাদি-গুণদ্বারা বিবিধভেদ এবং তদ্বিষয়ক বুদ্ধির সৃষ্টি করিয়া থাকে। উক্ত ভেদ বিবিধবিকারযুক্ত হইলেও স্থূলতঃ অধ্যাত্ম, অধিভূত ও অধিদৈব—এই তিন প্রকারে বিভক্ত হইয়া থাকে।। ৩০।।

বিশ্বনাথ— নানাত্মমাহ,—মমেতি। বিকল্পং ভেদং তদ্বুদ্ধীশ্চ। বৈকারিকঃ অনেকবিকারবানপি স্থূলতস্ত্রিবিধঃ; তত্রাধ্যাত্মমিত্যেকং অথ অধিভূতমিতি দ্বিতীয়ং, অধিদৈব-মন্যৎ তৃতীয়ম্।। ৩০।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— প্রকৃতির নানাত্ব বলিতেছেন—বিকল্প ভেদ তাহার বুদ্ধিও। বৈকারিক অর্থাৎ অনেক বিকারবান হইয়াও স্থূলত ত্রিবিধ। তন্মধ্যে এক—আধ্যা-ত্মিক, দুই—অধিভূত, তিন—অধিদেব।। ৩০।।

বিবৃতি— ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তিই গুণময়ী মায়া। উহাতে পরস্পর-ভেদ-জন্য উদ্ভবাদি দৃষ্ট হয়। উদ্ভব অবস্থান ও লয়—এই ত্রিবিধ ব্যাপার আধ্যাত্মিক, আধি-ভৌতিক ও আধিদৈবিক ধর্ম্মত্রয় বিকারবিশিষ্ট প্রাকৃত সৃষ্টিতেই অবস্থিত। অন্তরঙ্গা শক্তি গুণময়ী নহেন; পরন্তু হ্লাদিনী, সন্ধিনী ও সম্বিদ্‌রূপা এই অন্তরঙ্গা শক্তি ভগ-বদঙ্গময়ী।। ৩০।।

দৃগ্রূপমার্কং বপুরত্র রন্ধ্রে
পরস্পরং সিধ্যতি যঃ স্বতঃ খে।
আত্মা যদেষামপরো য আদ্যঃ
স্বয়ানুভূত্যাখিলসিদ্ধসিদ্ধিঃ।। ৩১।।

অন্বয়ঃ— দৃক্ (অধ্যাত্মং) রূপম্ (অধিভূতম্) অত্র-

রন্ধ্রে (চক্ষুর্গোলকে প্রবিষ্টম্) আর্কং (অর্কসম্বন্ধি) বপুঃ (অংশোঽধিদৈবম্ এতৎ ত্রয়ং) পরস্পরং সিধ্যতি (চক্ষুষা রূপং জ্ঞায়তে তদন্যথানুপপত্ত্যা চক্ষুঃ, তৎপ্রবৃত্ত্যন্যথানুপপত্ত্যা তদধিষ্ঠাত্রী দেবতা, ততশ্চ চক্ষুষঃ প্রবৃত্তিস্ততো রূপজ্ঞানমিত্যেবমেতৎ ত্রয়ং পরস্পরং সিধ্যতি) যঃ (তু) খে (আকাশে অর্কো বর্ত্ততে মণ্ডলাত্মা স তু) স্বতঃ (এব সিধ্যতি) যৎ (যস্মাৎ ততঃ) যঃ আত্মা (সঃ) এষাম্ (অধ্যাত্মাদীনাম্) আদ্যঃ (কারণম্ অতএকরূপোঽভিন্নশ্চ তস্মাদেতেভ্যঃ) অপরঃ (ভিন্নঃ) স্বয়া অনুভূত্যা (স্বতঃসিদ্ধপ্রকাশেন) অখিলসিদ্ধসিদ্ধিঃ (অখিলানাং সিদ্ধানাং পরস্পরপ্রকাশকানামপি প্রকাশকো ভবতি, সর্ব্বেষামপি সামান্যতশ্চিৎপ্রকাশবিষয়ত্বাৎ অতএব স্বপ্রকাশকত্বং সিদ্ধম্)।।৩১।।

অনুবাদ— জীবের দর্শনেন্দ্রিয় অধ্যাত্ম, দৃশ্য-রূপ অধিভূত এবং দর্শনেন্দ্রিয় মধ্যগত সূর্য্যদেবের অংশ অধিদৈব; এই পদার্থত্রয়ের পরস্পর পরস্পরের সাহায্যেই সিদ্ধি হইয়া থাকে। এতদতিরিক্ত যিনি আকাশস্থ, সেই সূর্য্যদেব স্বতঃসিদ্ধ বস্তু। যেহেতু যিনি আত্মা তিনিই এই অধ্যাত্মাদি পদার্থের আদিকারণ, সেইজন্য একরূপ ও অভিন্ন। সেই আত্মবস্তু ইহাদিগ হইতে ভিন্নরূপে স্বতঃসিদ্ধপ্রকাশ্যস্বভাবদ্বারা নিখিল-প্রকাশক বস্তুগণেরও প্রকাশক হইয়া থাকেন।।৩১।।

বিশ্বনাথ— ত্রৈবিধ্যং দর্শয়তি,—দৃক্ অধ্যাত্মং রূপমধিভূতং আর্কং বপুরর্কাংশোঽধিদৈবং অত্র রন্ধ্রেচক্ষুর্গোলকে পরস্পরাপেক্ষত্বমাহ—পরস্পরং সিদ্ধ্যতীতি চক্ষুষা রূপং জ্ঞায়তে, রূপজ্ঞানান্যথানুপপত্ত্যা চক্ষুঃ, চক্ষুঃপ্রবৃত্ত্যন্যথানুপপত্ত্যা তদধিদৈবং, ততশ্চক্ষুষঃ প্রবৃত্তিস্ততো রূপজ্ঞানমিত্যেবমেতত্ত্রয়ং পরস্পরং সিদ্ধ্যতি, পরমাত্মা তু নিরপেক্ষ এব। তত্র দৃষ্টান্তঃ—য ইতি যস্তু খে আকাশে অর্কো বর্ত্ততে মণ্ডলাত্মা স তু স্বত এব সিদ্ধ্যতি। তথৈবাত্মা পরমাত্মা যৎ যস্মাদেষামধ্যাত্মাদীনামাদ্যঃ কারণং একবচনাদেকঃ। যোঽপরঃ কারণত্বাদেব এতেভ্যো ভিন্নঃ স্বয়ানুভূত্যা স্বতঃসিদ্ধপ্রকাশেন অখিলানাং সিদ্ধানাং পরস্পরপ্রকাশকানামধ্যাত্মাদীনামপি সিদ্ধির্বস্তুতঃ প্রকাশো যস্মাৎ সঃ। তেন নিরপেক্ষত্বাদেকত্বাদন্যপ্রকাশকত্বাচ্চ পুরুষঃ প্রকৃতের্ভিন্ন ইতি প্রতিপাদিতম্।।৩১।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— তিনপ্রকার দেখাইতেছেন চক্ষু অধ্যাত্ম, রূপ অধিভূত, সূর্য্যবিগ্রহ সূর্য্যের অংশ অধিদৈব। এই চক্ষুর গোলকে পরস্পরের অপেক্ষতা বলিতেছেন— পরস্পর সিদ্ধ হয় ইহা চক্ষুদ্বারা রূপ জানা যায়, রূপ জ্ঞান অন্য প্রকারে হয় না বলিয়া চক্ষু, চক্ষুর প্রবৃত্তি অন্যপ্রকারে যুক্তিযুক্ত হয় না, তাহার অধিদেবতা স্বীকার করিতে হয়। তাহা হইতে চক্ষুর প্রবৃত্তি, তাহা হইতে রূপ জ্ঞান, এইরূপে এই তিনটি পরস্পর সিদ্ধ হয়। কিন্তু পরমাত্মা নিরপেক্ষই। সেস্থলে দৃষ্টান্ত—আকাশে যে সূর্য্য আছে, মণ্ডলরূপে তিনি কিন্তু স্বাভাবিকই সিদ্ধ, সেইরূপ আত্মা পরমাত্মা। যেহেতু এই অধ্যাত্মাদির আদ্যকারণ, একবচন হেতু এক। তিনি অপর কারণ হেতুই ইহাদিগ হইতে ভিন্ন। নিজ অনুভূতি দ্বারা স্বতসিদ্ধ প্রকাশ দ্বারা সকলসিদ্ধগণের পরস্পর প্রকাশকগণের অধ্যাত্মাদিরও সিদ্ধি বস্তুত প্রকাশ যাহা হইতে তিনি সেই নিরপেক্ষ হইতে এক হেতু অন্যের প্রকাশক হেতু পুরুষ প্রকৃতি হইতে ভিন্ন। ইহা প্রতিপাদিত হইল।।৩১।।

মধ্ব—

অধ্যাত্মমিন্দ্রিয়াণি তৈরেব বিপরীতং জ্ঞানং জায়তে।
অহঙ্কারে বিদ্যমানে ভ্রমো ভবতি নান্যদা।
সম্যগ্‌জ্ঞানং হরেঃ শক্ত্যা তন্মুক্তস্য বিশেষতঃ।।
দেবতানুগ্রহো নিত্যমুক্তস্যাপি হ্যপেক্ষতে।
নিত্যং তৎপ্রতিবিম্বত্বাজ্জীবানামেব কৃৎস্নশঃ।
বাহ্যজ্ঞানঞ্চ মুক্তস্য ন জড়াহঙ্কৃতেঃ ক্বচিৎ।
কিন্তু স্বরূপশক্ত্যৈব দেবেভ্যশ্চাভিজায়তে।।

ইতি ব্রহ্মতর্কে।

পশ্যন্নপি জগৎসর্ব্বং চিদ্‌বলেনৈব পশ্যতি।
কুতো মুক্তস্য তু জড়স্থিদ্রূপস্য ব্যপেক্ষ্যতে।। ইতি চ।
এষামুপরমে মুক্তৌ।

চক্ষুরিতি পুনর্বচনমবধারণার্থম্।।৩০-৩১।।

এবং ত্বগাদি শ্রবণাদি চক্ষু-
র্জিহ্বাদি নাসাদি চ চিত্তযুক্তম্।। ৩২।।

অন্বয়ঃ— (যথা) চক্ষুঃ এবং (তথা) ত্বগাদি (ত্বক্ স্পর্শো বায়ুরিতি) শ্রবণাদি (শ্রবণং শব্দো দিশ ইতি) জিহ্বাদি (জিহ্বা রসো বরুণ ইতি) নাসাদি (নাসা গন্ধোঽশ্বিনাবিতি) চিত্তযুক্তং চ (চিত্তেন যুক্তমন্তঃকরণান্তরমপি। তত্র চিত্তং চেতয়িতব্যং বাসুদেব ইতি, মনো মন্তব্যং চন্দ্রঽতি, বুদ্ধির্বোদ্ধব্যং ব্রহ্মেতি, অহঙ্কারোঽহঙ্কর্ত্তব্যং রুদ্র ইত্যেবং ত্রিবিধং ভবতি।। ৩২।।

অনুবাদ— চক্ষুর ন্যায় ত্বক্, স্পর্শ ও বায়ু; শ্রবণ, শব্দ ও দিক্; জিহ্বা, রস ও বরুণ; নাসা, গন্ধ ও অশ্বিনীদ্বয়; চিত্ত, চেতয়িতব্য ও বাসুদেব; মনঃ মন্তব্য ও চন্দ্র; বুদ্ধি, বোদ্ধব্য ও ব্রহ্মা; অহঙ্কার, অহঙ্কর্ত্তব্য ও রুদ্র—ইহারা প্রত্যেকেই ত্রিবিধ হইয়া থাকে।। ৩২।।

বিশ্বনাথ— চক্ষুষি দর্শিতং ত্রৈবিধ্যমিন্দ্রিয়ান্তরেষ্বপ্যতিদিশতি—এবমিতি। যথা চক্ষুরিতি চক্ষু রূপমর্কাংশঃ এবং ত্বগাদি ত্বক্ স্পর্শো বায়ুরিতি। শ্রবণাদি শ্রবণং শব্দো দিশ ইতি। জিহ্বাদি জিহ্বা রসো বরুণ ইতি। নাসাদি নাসা গন্ধোঽশ্বিনাবিতি। চিত্তযুক্তং চিত্তাদি চ চিত্তং চেতিয়িতব্যং বাসুদেবাংশ ইতি। উপলক্ষণমেতৎ মনো মন্তব্যং চন্দ্র ইতি। বুদ্ধির্বোদ্ধব্যং ব্রহ্মেতি। অহঙ্কারোঽহঙ্কর্ত্তব্যং রুদ্র ইতি। এবমন্যদপি সর্ব্বং ত্রিবিধমিতি।। ৩২।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— চক্ষুতে অধিভূত আদি ত্রিবিধ দেখাইয়া অন্য ইন্দ্রিয়সমূহেও দেখাইতেছেন। যেমন চক্ষুতে চক্ষু, রূপ ও সূর্য্যের অংশ। সেইরূপ স্পর্শ ইন্দ্রিয়ে ত্বক্, স্পর্শ ও বায়ু, কর্ণে শ্রবণ, শব্দ ও দিক্, জিহ্বাতে জিহ্বা, রস বরুণ দেবতা। নাসিকাতে নাসা, গন্ধ ও অশ্বিনী কুমারদ্বয়, চিত্তে চিত্ত চেতয়িতা ও বাসুদেবের অংশ। সেইরূপ মন, মন্তব্য ও চন্দ্র, বুদ্ধি, বোদ্ধব্য, ব্রহ্মা। অহঙ্কার, অহংকর্ত্তব্য, রুদ্র এইরূপ অন্যসকলও ত্রিবিধ।। ৩২।।

বিবৃতি— প্রাকৃতরাজ্যে দৃক্, দৃশ্য ও দ্রষ্টা অধ্যাত্ম, অধিভূত ও অধিদৈবস্বরূপে অবস্থিত। পরস্পরের আপেক্ষিকতা ব্যতীত ফলোৎপত্তির সম্ভাবনা নাই। অনাত্ম জগৎ হইতে আত্মায় পৃথক্ ধর্ম্ম সর্ব্বদাই পরিদৃষ্ট হয়। আত্মা কাহারও অপেক্ষা করে না। অনাত্মবস্তুই অন্যোঽন্যাপেক্ষাযুক্ত। আধার-আধেয়-ভেদে ভূতাকাশের অন্তর্গত প্রাকৃতসর্গ—অপেক্ষাযুক্ত। একাত্মরস-বিচিত্রতায় আত্মারাম ধর্ম্ম—অন্যাপেক্ষারহিত। দর্শনেন্দ্রিয় বিচারে আধ্যাত্মিকাদি ত্রিবিধ ভেদ অবস্থিত, কর্ণ, জিহ্বা, নাসা, ত্বক্ ও চিত্ত প্রভৃতিতেও তদ্রূপ ত্রিবিধ অধিষ্ঠান বর্ত্তমান। ইহা হইতে জানা যায় যে, প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত বিচার এক নহে, ইহাদের মধ্যে পরস্পর ভেদ-ধর্ম্ম অবস্থিত। অচিন্ত্যভেদাভেদ-বিচারে একই বস্তু অন্যবস্তুর সহিত যুগপৎ ভেদ ও অভেদধর্ম্ম যুক্ত। অভেদ-বিচারে বিচিত্রতা-সত্ত্বেও বিরোধ নাই। বিরোধ হইয়াও ভেদ-ধর্ম্ম অনুপাদেয়তা লক্ষিত হয় না।। ৩১-৩২।।

যোঽসৌ গুণক্ষোভকৃতো বিকারঃ
প্রধানমূলান্মহতঃ প্রসূতঃ।
অহং ত্রিবিন্মোহবিকল্পহেতু-
র্বৈকারিকস্তামস ঐন্দ্রিয়শ্চ।। ৩৩।।

অন্বয়ঃ—গুণক্ষোভকৃতঃ (গুণক্ষোভং করোতীতি তথা ততঃ পরমেশ্বরাৎ কালাদ্ বা নিমিত্তাৎ) প্রধান-মূলাৎ (প্রধানং মূলমুপাদানং যস্য তস্মাৎ) মহতঃ (মহত্তত্ত্বাৎ) প্রসূতঃ বিকারঃ যঃ অসৌ অহম্ (অহঙ্কারঃ সঃ) বৈকারিকঃ তামসঃ ঐন্দ্রিয়ঃ চ (ইতি) ত্রিবৃৎ (ত্রিবিধঃ) মোহবিকল্পহেতুঃ (মোহময়স্য বিকল্পস্য হেতুর্ভবতি)।। ৩৩।।

অনুবাদ— গুণক্ষোভজনক পরমেশ্বর বা কাল-নিমিত্ত প্রধানমূলক মহত্তত্ত্ব হইতে প্রসূত বিকারাত্মক অহঙ্কার— বৈকারিক, তামস ও ঐন্দ্রিয় এই ত্রিবিধরূপে মোহময় বিকল্পের হেতু-স্বরূপ।। ৩৩।।

বিশ্বনাথ— নন্বসৌ নানাবিকারময়ঃ প্রাকৃতঃ প্রপঞ্চঃ সত্যো মিথ্যা বা বাদিনাং মতবৈধ্যান্নিশ্চেতুমশক্যত্বাৎ পৃচ্ছ্যত ইত্যকাঙ্ক্ষায়ামনুবাদপূর্ব্বকমাহ,— যোঽসাবিতি দ্বাভ্যাম্। গুণক্ষোভকার্য্যঃ বিকারময়ঃ প্রপঞ্চ-

প্রধানমূলাৎ প্রধানহেতুকাৎ মহতঃ সকাশাৎ প্রসূত উদ্ভূতো যোঽহং অহঙ্কারস্তস্মাত্রিবৃৎ ত্রিরূপীভূতঃ। ত্রিবৃত্ত্বমেবাহ— বৈকারিকস্তামস ঐন্দ্রিয়শ্চেতি। অধিদৈবাধিভূতাধ্যাত্মাদিময়ঃ স হি মোহবিকল্পহেতুঃ। মোহেনাজ্ঞানেন হেতুনা সত্যো বা মিথ্যা বা নিত্যো বেত্যেবং বিকল্পস্য হেতুঃ।। ৩৩।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— প্রশ্ন—এই নানা বিকারময় প্রাকৃতজগৎ সত্য অথবা মিথ্যাবাদিগণের এই বিবিধ মত নিশ্চয় করিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন, এই আকাঙ্ক্ষায় অনুবাদ পূর্ব্বক দুইটি শ্লোকদ্বারা বলিতেছেন—গুণক্ষোভের কার্য্য বিকারময় এইজগৎ প্রধান মূলকহেতু, মহৎতত্ত্ব হইতে জাত যে আমি অহঙ্কার, তাহা হইতে তিনটি স্বরূপে হইয়াছে, সেই ত্রিবিধ বলিতেছেন—বৈকারিক, তামস ও ইন্দ্রিয়জ। অধিদৈব, অধিভূত ও অধ্যাত্মময় তাহাই মোহ বিকল্পের কারণ। মোহ অর্থাৎ অজ্ঞানহেতু সত্য বা মিথ্যা বা নিত্য—এই প্রকার বিকল্পের কারণ।। ৩৩।।

মধ্ব—

যোঽসৌ ভ্রমহেতুর্বিকারঃ স গুণক্ষোভকৃতঃ।। ৩৩।।

বিবৃতি— যেস্থলে গুণত্রয়ের ক্ষোভ পরিদৃষ্ট হয়, সেস্থলেই জন্মাদি বিকারধর্ম্ম অবস্থিত। সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক মোহত্রয়নিবন্ধন জড়জগতে অহঙ্কারাত্মক বিকার অবস্থিত। পুরুষই ত্রিগুণের ক্ষোভকরণের নিমিত্ত। প্রাকৃত মহত্তত্ত্ব অহঙ্কারে পরিণত হইলে গুণত্রয়ের ক্রিয়া হইতে আধ্যাত্মিকাদি ত্রিবিধ বিচিত্রতা উৎপন্ন হয়। 'আমি জগতের ভোক্তা' এরূপ বিচার পরিহার করিলেই মোহসম্পাদক গুণত্রয় নিরস্ত হয়। তখন জীব নিজ-স্বরূপের উপলব্ধি করিতে সমর্থ হয়।। ৩৩।।

আত্মাপরিজ্ঞানময়ো বিবাদো
হ্যস্তীতি নাস্তীতি ভিদার্থনিষ্ঠঃ।
ব্যর্থোঽপি নৈবোপরমেত পুংসাং
মত্তঃ পরাবৃত্তধিয়াং স্বলোকাৎ।। ৩৪।।

অন্বয়ঃ— (বিকল্পবিষয়ে) অস্তি ইতি (জগৎসত্যমিতি) নাস্তি ইতি (জগন্মিথ্যেতি) আত্মাপরিজ্ঞানময়ঃ (আত্মবিষয়কাজ্ঞানমূলকোঽয়ং) বিবাদঃ ভিদার্থ-নিষ্ঠঃ হি (ভেদবিষয়ক এব ন তু বস্তুমাত্রনিষ্ঠস্ততঃ পরস্পরং যুক্তিভিরেব ভেদস্য নিরাকৃতত্বান্মোহময়ত্বং সিদ্ধমিতি স চ) ব্যর্থঃ (অর্থরহিতঃ) অপি স্বলোকাৎ মত্তঃ (স্বরূপভূতান্মত্তঃ) পরাবৃত্তধিয়াং (বহির্ম্মুখানাং) পুংসাং ন এব উপরমতে (নৈবোপরমতে পরন্তু তৎকৃতৈঃ কর্ম্মভিরুচ্চনীচদেহেষু তে সংসরন্তীতি)।। ৩৪।।

অনুবাদ— জগতের সত্যত্ব ও মিথ্যাত্ববিষয়ক বিবাদ আত্মবিষয়ক-অজ্ঞানমূলক এবং ভেদনিষ্ঠ বলিয়া ব্যর্থ হইলেও স্বরূপভূত আমা হইতে যাহারা বহির্ম্মুখ, তাদৃশ পুরুষগণের ঐ বিবাদ নিবৃত্ত হয় না।। ৩৪।।

বিশ্বনাথ— সংশয়চ্ছেত্তারো বিদ্বাংস এব তত্ত্বনিশ্চায়কা ইতি চেত্তেষামপি বিবাদো নোপশাম্যতীত্যাহ—আত্মেতি। প্রপঞ্চোঽয়মস্তীতি সত্য ইতি কশ্চিদুপপত্ত্যা নিশ্চিনোতি, তন্মতং দূষয়িত্বা নাস্তীতি মিথ্যেতি কশ্চিন্নিশ্চিনোতীতি বিবাদো হ্যাত্মনঃ পরমাত্মতত্ত্বস্যাপরিজ্ঞানসূচক ইত্যর্থঃ; আত্মনি অনুভবগোচরীকৃতে বিবাদানুপপত্তেঃ। ভিদার্থে মদ্ভিন্নে এব অর্থে প্রয়োজনে ন তু ময়ি নিষ্ঠা নিতরাং স্থিতির্যস্মাৎ সঃ। যদ্বা ভিদা বিদারণং পরমতখণ্ডনমেবার্থস্তত্রৈব নিষ্ঠা যস্য সঃ। কিঞ্চ ব্যর্থো বিফলঃ, তস্মাৎ ন পুণ্যং ন পাপং ন স্বর্গো ন নরকশ্চেত্যেবং নিষ্প্রয়োজনোঽপি নোপরমেতেতি মন্মায়াশক্তেরেব স স্বভাব ইতি ভাবঃ। যদুক্তং—"যচ্ছক্তয়ো বদতাং বাদিনাং বৈ বিবাদসম্বাদভূবো ভবন্তি" ইতি। কিঞ্চ বহুসত্ত্ববাস্তে মৎপ্রাপকং মার্গং প্রাপ্যাপি তে ততশ্চ্যুতা ভবন্তীত্যাহ,—মত্তঃ পরাবৃত্তধিয়ামিতি। বেদশাস্ত্রার্থো হি মৎপ্রাপকো মার্গ এব তং বিদ্বাংসস্তে মাং প্রাপ্তুং প্রবৃত্তধিয়োঽপি মধ্যে বিবাদমঙ্গীকৃত্য মত্তঃ সকাশাৎ পরাবৃত্তধিয়ো ভবন্তীতি ভাবঃ। মত্তঃ কীদৃশাৎ স্বলোকতঃ স্বান্ ভক্তানেব লোকতে কৃপয়া পশ্যতি, নান্যানিতি, তথা তস্মাৎ। ভক্তাশ্চ বিবাদানুৎপতিষ্ণব এব। তেন মচ্চিন্তনাদিনৈব

স্বায়ুঃ সফলয়িতব্যং, ন তু বিবাদাস্পদস্য প্রপঞ্চস্থতত্ত্ব-নিশ্চয়জিজ্ঞাসয়া তদ্বিফলয়িতব্যমিতি ব্যঞ্জিতম্।।৩৪।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— সংশয় ছেদক বিদ্বানগণই তত্ত্ব নিশ্চায়ক। ইহা যদি বল তাহাদের মধ্যেও বিবাদের মীমাংসা নাই ইহাই বলিতেছেন—এই জগৎ সত্য ইহাকেই যুক্তিদ্বারা নিশ্চয় করেন, তাহার মতকে দোষ দিয়া অন্য কেহ জগৎ নাই মিথ্যা এইরূপ নিশ্চয় করে এই বিবাদ পরমাত্মা তত্ত্বের পরিপক্ক জ্ঞান অভাব সূচক। আত্মতত্ত্বের অনুভব হইলে পর বিবাদ থাকে না। ভেদ অর্থে অর্থাৎ আমাভিন্ন প্রয়োজনই ভেদ জ্ঞান। কিন্তু আমাতে নিষ্ঠা অর্থাৎ সম্পূর্ণ স্থিতি যাহা হইতে, অথবা পরমত খণ্ডনই প্রয়োজন তাহাতে যাহাদের নিষ্ঠা। আর নিষ্ফল তাহাতে পুণ্য নাই, পাপও নাই, স্বর্গও নাই, নরকও নাই, এইরূপ নিষ্প্রয়োজনও উপশম হয় না। আমার মায়াশক্তিরই ঐরূপ স্বভাব যাহা বলা হইয়াছে। যে পরমেশ্বরের শক্তিসমূহ বাদিগণের বিবাদ ও সংবাদ পৃথিবীতে হইতেছে। আর বহুজন্মের পরে আমাকে পাইবার পথ পাইয়াও তাহারা তাহা হইতে বিচ্যুত হয়। আমা হইতে পরাঙ্মুখ বুদ্ধি যাহাদের। বেদশাস্ত্রের অর্থই আমাকে পাইবার পথই। সেই বিদ্বৎগণ আমাকে পাইবার পথে প্রবৃত্ত হইয়াও মধ্যে বিবাদ স্বীকার পূর্ব্বক আমার নিকট হইতে পরাঙ্মুখ বুদ্ধি হয়। কিরূপ আমা হইতে, নিজ লোক হইতে নিজভক্তগণকেই কৃপা পূর্ব্বক দর্শন করেন, অন্যকে নয়। সেইরূপ আমা হইতে ভক্তগণও বিবাদে প্রবৃত্ত হইতে অনিচ্ছুক। অতএব আমার চিন্তনাদি দ্বারাই নিজ আয়ু সফল করা উচিত। কিন্তু বিবাদযুক্ত এই জগতস্থিত তত্ত্ব নিশ্চয় জিজ্ঞাসা দ্বারা বিফল হওয়া উচিত নহে ইহাই প্রকাশ করিলেন।।৩৪।।

মধ্ব—

আত্মা তু পরিজ্ঞানস্বরূপো ন গুণক্ষোভকৃতঃ।
ভিদা বিপর্য্যয়েণ বিদ্যমানং নাস্তি অবিদ্য-
মানমস্তীতি বিবাদঃ
অসদস্তি চ সন্নাস্তীত্যেবং ভেদাদ্বিবাদনং।
সদৈব হরিপাদাব্জ বিমুখানাং প্রবর্ত্ততে।।
ইতি চ।।৩৪।।

বিবৃতি— মোহময়ী বুদ্ধি ভেদজ্ঞান-বশে সঙ্কল্প ও বিকল্প—এই বিপরীত বিচারদ্বয়ে প্রবিষ্ট হয়। তখন প্রকৃত অধিষ্ঠানের প্রতি সন্দেহের অবকাশ দৃষ্ট হয়। ভগবৎ-সেবাবিচ্ছিন্না বহিরঙ্গা শক্তির কবলে পতিত হইয়া ত্রিগুণাত্মক-বিচারে বদ্ধজীব সত্যের প্রতি সন্দিগ্ধ হইয়া বিবাদ উপস্থাপন করে এবং নিজকর্ম্মফলে গুণবিশেষের বহুমানন করিতে গিয়া উচ্চাবচ দেহ ও শোক-মোহাদির বশবর্ত্তী হইয়া পড়ে।।৩৪।।

শ্রীউদ্ধব উবাচ—

ত্বত্তঃ পরাবৃত্তধিয়ঃ স্বকৃতৈঃ কর্ম্মভিঃ প্রভো।
উচ্চাবচান্ যথা দেহান্ গৃহ্ণন্তি বিসৃজন্তি চ।।৩৫।।
তন্মমাখ্যাহি গোবিন্দ দুর্ব্বিভাব্যমনাত্মভিঃ।
ন হ্যেতৎ প্রায়শো লোকে বিদ্বাংসঃ সন্তি বঞ্চিতাঃ।।

অন্বয়ঃ— শ্রীউদ্ধবঃ উবাচ—(হে) প্রভো! ত্বত্তঃ (ভবতঃ) পরাবৃত্তধিয়ঃ (পরাঙ্মুখচিত্তা জীবাঃ) স্বকৃতৈঃ কর্ম্মভিঃ (হেতুভিঃ) যথা (যেন প্রকারেণ) উচ্চাবচান্ দেহান্ (নানা শরীরাণি) গৃহ্ণন্তি (স্বীকুর্ব্বন্তি) বিসৃজন্তি (ত্যজন্তি) চ (হে) গোবিন্দ! (ত্বম্) (অনাত্মভিঃ) মূঢ়জনৈঃ দুর্ব্বিভাব্যং (দুর্জ্ঞেয়ং) তৎ (ব্যাপকস্যাত্মনো দেহা-দ্দেহান্তরগমনমকর্ত্তুঃ কর্ম্মাণি নিত্যস্য চ জন্মমরণাদীনি কথমিত্যেতৎ সর্ব্বং) মম (সমীপে) আখ্যাদি (কথয়) হি (যস্মাৎ সর্ব্বে) বঞ্চিতাঃ (মোহিতা অতঃ) লোকে (জগতি) প্রায়শঃ এতৎ বিদ্বাংসঃ (জানন্তো জনাঃ) ন সন্তি (ন বর্ত্তন্তে)।।৩৫-৩৬।।

অনুবাদ— শ্রীউদ্ধব বলিলেন,—হে প্রভো! যাহারা আপনার স্বরূপজ্ঞান হইতে বহির্ম্মুখ, সেই সকল জীব স্বকৃতকর্ম্মহেতু যে-প্রকারে উচ্চনীচ নানাযোনি ধারণ ও পরিত্যাগ করিয়া থাকে, হে গোবিন্দ! আপনি মূঢ়মানব-গণের দুর্জ্ঞেয় সেইতত্ত্ব বর্ণন করুন। যেহেতু জগতের বঞ্চিত লোকগণ প্রায়শঃই এই তত্ত্ব অবগত নহে।।৩৫-৩৬

বিশ্বনাথ— ত্বত্ত ইতি। যদি বুদ্ধিস্ত্বত্তঃ পরাবৃত্তাভূৎ তদৈব তেষাং কর্ম্মভির্বন্ধঃ। ততশ্চ উচ্চাবচান্ উত্তমাধমান্ দেহান্ স্থূলান্ যথা গৃহ্ণন্তি যথা বিসৃজন্তীতি ত্বদ্বিমুখানাং জন্মমরণয়োঃ প্রকারং ব্রূহীত্যর্থঃ। অনাত্মভিরল্পবুদ্ধি-ভির্দুর্ব্বিভাব্যং ভাবয়িতুমপ্যশক্যং কিং পুনর্বক্তুমিত্যর্থঃ। ননু লোকে বিজ্ঞা বহবঃ স্যুস্ত এবৈতৎ প্রষ্টব্যাস্তত্রাহ—ন হীতি। বঞ্চিতাস্ত্বন্মায়য়া মোহিতাঃ।।৩৫-৩৬।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— যদি বুদ্ধি তোমা হইতে পরাঙ্মুখ হয়, তাহা হইলেই তাহাদের কর্ম্মসমূহদ্বারা বন্ধন, তাহা হইতে উচ্চনীচ উত্তম অধম স্থূল দেহসমূহ যেমন গ্রহণ করে, যেমন ত্যাগ করে, ইহা তোমাতে বিমুখ ব্যক্তিগণের জন্ম মরণের প্রকার বল অল্পবুদ্ধি ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক ভাবনা করিতে অসমর্থ, তাহাতে বলিতে আর কিভাবে পারিবে। প্রশ্ন। এইজগতে বিজ্ঞব্যক্তি বহু আছেন, তাহাদিগকেই ইহা জিজ্ঞাসা করা উচিত। তাহার উত্তরে বলিতেছেন— না তাহারাও তোমার মায়াদ্বারা বঞ্চিত ও মোহিত।।৩৫-৩৬

বিবৃতি— ভগবৎসেবা-বিচ্ছিন্ন হইয়া জড়তা-বশতঃই জীব পরাপেক্ষী হইয়া পড়ে। তখন কর্ম্মের কর্ত্তৃত্বা-ভিমানে মোহবশতঃ আত্মনিয়োগ করায় কর্ম্মফলবাধ্যতা তাহাকে স্বীকার করিতে হয়। ভগবদ্বৈমুখ্যবশতঃ উহা হইতে ক্ষুদ্রবৃহৎশরীরাদি আহৃত হয়। বদ্ধজীব নিজে অহঙ্কার-বশতঃ প্রকৃত বিষয় বুঝিয়া উঠিতে পারে না। অনাত্মবিচার প্রবল হইলেই জীবের সেবা-বৈমুখ্য-ধর্ম্ম প্রবল হয়।।৩৫-৩৬।।

শ্রীভগবানুবাচ—

মনঃ কর্ম্মময়ং নৃণামিন্দ্রিয়ৈঃ পঞ্চভির্যুতম্।
লোকাল্লোকং প্রয়াত্যন্য আত্মা তদনুবর্ত্ততে।।৩৭।।

অন্বয়ঃ— শ্রীভগবান্ উবাচ—পঞ্চভিঃ ইন্দ্রিয়ৈঃ যুতং নৃণাং (পুংসাং) কর্ম্মময়ং (কর্ম্মসংস্কার-যুক্তং) মনঃ (এব) লোকাৎ লোকং (দেহাদ্দেহান্তরং প্রতি) প্রযাতি (গচ্ছতি ততঃ) অন্যঃ (এব) আত্মা তৎ (মনঃ) অনুবর্ত্ততে (অহঙ্কারেণানুগচ্ছতি)।।৩৭।।

অনুবাদ— শ্রীভগবান্ বলিলেন— হে উদ্ধব! মানবগণের কর্ম্মসংস্কারযুক্ত মনই পঞ্চেন্দ্রিয়-সহযোগে এক লোক হইতে লোকান্তরে গমন করিয়া থাকে। আত্মা তাহা হইতে ভিন্ন হইয়া অহঙ্কারদ্বারা সেই মনের অনুগমন করিয়া থাকে।।৩৭।।

বিশ্বনাথ— মনঃ মনঃ প্রধানং সূক্ষ্মশরীরমেব লোকাল্লোকান্তরং যাতি। কর্ম্মময়ং কর্ম্মাধীনম্। আত্মা জীবোহন্যস্ততো ভিন্নোহপি তদপহিতত্বাদেব তৎ সূক্ষ্ম-শরীরং অনুবর্ত্ততে অনুগচ্ছতি।।৩৭।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— মন প্রধান সূক্ষ্ম শরীরই ভিন্ন লোকে যায়, কর্ম্মের অধীন হইয়া, জীব তাহা হইতে ভিন্ন হইয়াও তাহা দ্বারা প্রতারিত হইয়াই সেই সূক্ষ্মশরীরের অনুগমন করে।।৩৭।।

বিবৃতি— বিশ্বের কর্ত্তৃত্বাভিমানে ইন্দ্রিয়গণ মনের অধীনতায় কর্ম্মসকল সম্পাদন করে। বিষয়াত্মক বিশ্বকে ইন্দ্রিয়ের দ্বারাই মন আশ্রয় করিতে সমর্থ হয়। স্থূল দেহ ও সূক্ষ্মদেহ মন—উভয়েই আত্মার উপাধি। আবরণ-সহিত আত্মা যখন দৃশ্য দর্শন করে, তখন আবরণগুলির পরিবর্ত্তনে দেহ হইতে দেহান্তর, বাসনা হইতে বাসনান্তর বিশ্বে কার্য্য করে। তখন স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহে আত্মপ্রতীতি অনাত্মকে একীভূত করে।।৩৭।।

ধ্যায়ন্মনোহনু বিষয়ান্ দৃষ্টান্ বানুশ্রুতানথ।
উদ্যৎ সীদৎ কর্ম্মতন্ত্রং স্মৃতিস্তদনুশাম্যতি।।৩৮।।

অন্বয়ঃ— কর্ম্মতন্ত্রং (কর্ম্মাধীনং) মনঃ (কর্ম্মো-পস্থাপিতান্) দৃষ্টান্ (ইহ স্থিতান্) অনুশ্রুতান্ (বেদোক্তান্) বা বিষয়ান্ অনুধ্যায়ৎ (অনুক্ষণং চিন্তয়ৎ) অথ (অনন্তরং ধ্যায়মানেষু) উদ্যৎ (আবির্ভবৎ) সীদৎ (লীয়মানং ভবতি) তৎ (অনন্তরং তস্য) স্মৃতিঃ (পূর্ব্বাপরানুসন্ধানং) শাম্যতি (নশ্যতি)।।৩৮।।

অনুবাদ— কর্ম্মাধীন মন কর্ম্মজনিত ঐহিক এবং পারত্রিক বিষয়সকলের অনুক্ষণ চিন্তা সহকারে ঐ চিন্তিত

বিষয়সমূহের মধ্যে আবির্ভূত হইয়া লীন হইয়া থাকে, অনন্তর তাহার স্মৃতি বিনষ্ট হয়।। ৩৮।।

বিশ্বনাথ— এবং সর্ব্বদৈব সূক্ষ্মশরীরানুবর্ত্তিনো জীবাত্মনঃ স্থূলশরীরেণ বিয়োগ এব মৃত্যুঃ, সংযোগ এব জন্মেতি ব্রুবংস্তয়োরপি স্থূলবিয়োগ-সংযোগয়োঃ সর্ব্বথা স্মৃতিবিয়োগস্মৃতিসংযোগাবেব কারণমিত্যাহ,—ধ্যায়ন্নিতি। কর্ম্মতন্ত্রং কর্ম্মাধীনং মনঃ কর্ম্মোপস্থাপিতান্ দৃষ্টান্ বিষয়ান্ মর্ত্ত্যলোকস্থান্ পরদারাদীন্, শ্রুতান্ দেবলোকস্থান তানেব ধ্যায়ৎ সৎ অথ ক্ষণান্তরং ধ্যেয়েষু তেষ্বিব উদ্যৎ তদাকারীভবৎ সীদৎ পূর্ব্বধ্যাতেভ্যো বিষয়েভ্যঃ সর্ব্বথা বিচ্যুতীভূতং ভবতি, তদুন তদনন্তরং তস্য স্মৃতিঃ পূর্ব্বাপরানুসন্ধানং নশ্যতি।। ৩৮।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— এই ভাবে সর্ব্বদাই সূক্ষ্মশরীরের অনুগমনকারী জীবাত্মার স্থূল শরীরের সহিত বিয়োগই-মৃত্যু, সংযোগই-জন্ম, এইরূপ বলিয়া সর্ব্বপ্রকারে স্মৃতি ও বিস্মৃতির কারণ ইহাই বলিতেছেন— কর্ম্মাধীন মন কর্ম্মের দ্বারা উপস্থাপিত দিষ্ট বিষয়সমূহকে এই মর্ত্ত্যলোকস্থিত পরস্ত্রীগণকে এবং দেবলোকস্থিত অপ্সরাদির কথা শ্রবণ করিয়া তাহাদিগকেই ধ্যান করিতে করিতেই অতি অল্পক্ষণেই ধ্যেয় বস্তু সেই সকল বস্তু মধ্যে সেই আকারে উদিত হয়। পরে পূর্ব্বধ্যানের বিষয়সমূহ হইতে সর্ব্বকথা বিচ্যুত হয়। তৎপরে তাহার স্মৃতি পূর্ব্ব ও পরের অনুসন্ধান নষ্ট হয়।। ৩৮।।

বিবৃতি— বিশ্বের জড়বিষয়সমূহের সর্ব্বক্ষণ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ চিন্তায় অভিভূত হইয়া কেবল চিন্ময় স্মৃতি হইতে বিচ্যুতি ঘটে। বিকারযোগ্য বিশ্বে আত্মীয়বোধ হইতেই আত্ম-স্বরূপের বিস্মৃতি হয়।। ৩৮।।

বিষয়াভিনিবেশেন নাত্মানং যৎ স্মরেৎ পুনঃ।
জন্তোর্বৈ কস্যচিদ্ধেতোর্মৃত্যুরত্যন্তবিস্মৃতিঃ।। ৩৯।।

অন্বয়ঃ— বিষয়াভিনিবেশেন (কর্ম্মোপস্থাপিত-দেবাদিদেহাত্যন্তাভিমানেন) আত্মানং (পূর্ব্বদেহং) পুনঃ ন স্মরেৎ ইতি যৎ (সৈব) কস্যচিৎ হেতোঃ (যাতনাদেহাভিনিবেশেন ভয়শোকাদের্দেবাদিদেহাভিনিবেশেন বা হর্ষাদের্হেতোঃ পূর্ব্বদেহে অত্যন্ত-বিস্মৃতিঃ (অহঙ্কার-নিবৃত্তিরেব তদভিমানিনঃ) জন্তোঃ (জীবস্য) মৃত্যুঃ বৈ (মৃত্যুরুচ্যতে, ন তু দেহাবন্নাশ ইত্যর্থঃ)।। ৩৯।।

অনুবাদ— বর্ত্তমান দেহের অনন্তর কর্ম্মজন্য যে দেহলাভ হয়, ঐ দেহগত সুখ বা দুঃখে অত্যন্ত অভিনিবেশ-হেতু পূর্ব্বদেহ-বিষয়ে যে বিস্মরণ, উহাই জীবের মৃত্যু নামে কথিত হয়।। ৩৯।।

বিশ্বনাথ—ততঃ কিমত আহ,—বিষয়েতি। কর্ম্মোপস্থাপিতেষু দেবাদিদেহেষু যাতনাদেহেষু বা অত্যন্তাভিনিবেশেন আত্মানং পূর্ব্বদেহং পুনর্মনো ন স্মরেদিতি যৎ স মৃত্যুঃ স্থূলদেহবিয়োগঃ, অত্যন্তা আত্যন্তিকী পূর্ব্বদেহবিষয়া বিস্মৃতির্যতঃ সঃ। কস্যচিদ্ধেতোঃ প্রারব্ধকর্ম্মসমাপ্তেরিত্যর্থঃ।। ৩৯।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— তাহা হইলে কি হইল! ইহার উত্তরে বলিতেছেন—কর্ম্মের দ্বারা উপস্থাপিত দেবাদি দেহে অথবা নারকীয় যাতনা দেহ সমূহে অত্যন্ত অভিনিবেশবশতঃ পূর্ব্বদেহকে ও নিজেকে পরে মন আর স্মরণ করে না, এমন যে 'মৃত্যু' অর্থাৎ স্থূল দেহের বিয়োগ, আত্যন্তিক ভাবে পূর্ব্বদেহ বিষয়ে বিস্মৃতি হয়, যাহা হইতে তাহাই মৃত্যু। কোন এক হেতু হইতে প্রারব্ধ কর্ম্ম সমাপ্তি হইলে মৃত্যু, ইহাই অর্থ।। ৩৯।।

মধ্ব—

বিষয়াভিনিবেশেন উত্তরদেহাভিনিবেশেন
পূর্ব্বদেহাস্মরণং যত্তন্মৃত্যুঃ।। ৩৯।।

বিবৃতি— বিশ্বে বিষয়সমূহে অত্যন্ত অভিনিবেশবশতঃ বাসনামূলে তাৎকালিকী জড়বিষয়বিস্মৃতিই মৃত্যুনামে কথিত। ইহা এক স্থূলদেহ হইতে অপর স্থূলদেহপ্রাপ্তির বিচার-মূলে অবস্থিত।। ৩৯।।

জন্ম ত্বাত্মতয়া পুংসঃ সর্ব্বভাবেন ভূরিদ।
বিষয়স্বীকৃতিং প্রাহুর্যথা স্বপ্নমনোরথঃ।। ৪০।।

অন্বয়ঃ— (হে) ভূরিদ! (প্রভূতপ্রদানশীল! উদ্ধব!) স্বপ্নমনোরথঃ যথা (স্বপ্নো মনোরথশ্চ যথাভিমানমাত্রং তথা) সর্ব্বভাবেন (অভেদেন) বিষয়স্য (দেহস্য) আত্মতয়া (আত্মস্বরূপত্বেন) স্বীকৃতিম্ (অভিমানং) তু (এব) পুংসঃ (জীবস্য) জন্ম প্রাহুঃ (বদন্তি ন তু দেহবদুৎপত্তিমিত্যর্থঃ)।। ৪০।।

অনুবাদ— হে প্রভূতদানশীল! উদ্ধব! স্বপ্ন ও মনোরথ যেরূপ অভিমানমাত্র, সেইরূপ অভিন্নভাবে আত্মরূপে দেহে যে অভিমান উদিত হয়, উহাই জীবের জন্ম নামে অভিহিত।। ৪০।।

বিশ্বনাথ— জন্মত্বিতি। বিষয়স্য কর্ম্মোপস্থাপিতদেহস্য সর্ব্বভাবেন আত্মতয়া স্বীকৃতিং আত্যন্তিকমভিমানমেব জন্ম প্রাহুঃ। অভিমানমাত্রেণোৎপত্তিমরণয়োর্দৃষ্টান্তদ্বয়ং যথা স্বপ্নশ্চ মনোরথশ্চ সঃ। সর্ব্বোহপি দ্বন্দ্বো বিভাষয়ৈকবদ্ভবতীত্যেকবচনম্।। ৪০।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— কিন্তু 'জন্ম' বিষয় অর্থাৎ কর্ম্ম দ্বারা উপস্থাপিত দেহের সর্ব্বভাবে নিজের বলিয়া যে স্বীকৃতি, আত্যন্তিক অভিমানকেই 'জন্ম' বলা হয়। অভিমানমাত্রদ্বারা জন্ম ও মৃত্যুর দৃষ্টান্তদ্বয় যেমন স্বপ্ন ও মনোরথ। 'সকল দ্বন্দ্বসমাসই বিকল্পে এক বচন হয়' এই সূত্র অনুসারে এখানে একবচন 'স্বপ্ন মনোরথ'।। ৪০।।

বিবৃতি— মানবের কল্পনা প্রকৃতপ্রস্তাবে কার্য্যে পরিণত হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত মনোরথ-শব্দ বাচ্য। জাগরাবস্থার অভাবে বিষয়জাতীয় বস্তু সান্নিধ্য লাভ না করিয়াও সুপ্ত ব্যক্তি যে-সকল কর্ত্তৃত্বাভিমান প্রদর্শন করেন, তাঁহার তাদৃশী ক্রিয়াকে 'স্বপ্ন' বলা হয়। সেরূপ স্বপ্ন ও কল্পনা অকিঞ্চিৎকর, জাগরকালে বিশ্বের নশ্বর বস্তুর গ্রহণ তজ্জাতীয় অর্থাৎ স্বপ্নসদৃশ হইলেও তাহার অবস্থান অধিককাল স্থায়ী এবং অবস্থা-ভেদ থাকিলেও বিশ্বে আত্মসংযোগই জন্ম বা অভ্যুদয় নামে এক অবস্থার সংজ্ঞা দৃষ্ট হয়।। ৪০।।

স্বপ্নং মনোরথঞ্চেত্থং প্রাক্তনং ন স্মরত্যসৌ।
তত্র পূর্ব্বমিবাত্মানমপূর্ব্বঞ্চানুপশ্যতি।। ৪১।।

অন্বয়ঃ— (বর্ত্তমানস্থূলদেহস্থো জীবো যথা প্রাক্তনং স্থূলদেহং ন স্মরতি) ইত্থং (তথা) অসৌ (বর্ত্তমানস্বপ্নস্থো বর্ত্তমানমনোরথস্থো বা জীবঃ) প্রাক্তনং (পূর্ব্বানুভূতং) স্বপ্নং মনোরথং চ ন স্মরতি (কিঞ্চ) তত্র (বর্ত্তমানদেহে স্থিতং) পূর্ব্বং (পূর্ব্বসিদ্ধমপি) আত্মানম্ অপূর্ব্বম্ ইব (অদ্যজাতমিব) অনুপশ্যতি চ (মন্যতে)।। ৪১।।

অনুবাদ— বর্ত্তমান স্থূলদেহস্থ জীব যেরূপ প্রাক্তন স্থূলদেহ স্মরণ করে না, সেইরূপ বর্ত্তমান স্বপ্নস্থ বা বর্ত্তমান মনোরথস্থ জীবও পূর্ব্বানুভূত স্বপ্ন বা মনোরথ স্মরণ করেন না, পরন্তু বর্ত্তমানদেহস্থ পূর্ব্বসিদ্ধ আত্মাকেও সদ্যোজাতের ন্যায় মনে করিয়া থাকেন।। ৪১।।

বিশ্বনাথ— দৃষ্টান্তৌ বিবৃণোতি,—স্বপ্নমিতি। বর্ত্তমানদেহস্থো জীবো যথা প্রাক্তনং স্থূলদেহং ন স্মরতি, ইত্থমেব বর্ত্তমানস্বপ্নস্থো মনোরথস্থো বা জীবঃ প্রাক্তনং স্বপ্নং মনোরথং বা ন স্মরতি। কশ্চিৎ কদাচিৎ স্বপ্নে পূর্ব্বং স্বপ্নঞ্চ স্মরতীতি চেৎ, কশ্চিৎ কদাচিৎ জাতিস্মরশ্চ পূর্ব্বদেহং স্মরতীতি ন সর্ব্বথা নিয়মঃ। কিঞ্চ তত্র বর্ত্তমানদেহস্থো জীবঃ পূর্ব্বসিদ্ধমেবাত্মানং অপূর্ব্বমিব অনুপশ্যতি অহং ষাড়্বার্ষিক ইতি সাপ্তবার্ষিক ইতি ইতঃ পূর্ব্বমহং নাসমিতি প্রতিক্ষণমাত্মানং জানাতীত্যর্থঃ।। ৪১।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—দৃষ্টান্তদ্বয় ব্যাখ্যা করিয়া বলিতেছেন—বর্ত্তমান দেহস্থিত জীব যেমন পূর্ব্ব স্থূলদেহকে স্মরণ করে না, এইরূপই বর্ত্তমান স্বপ্নস্থ বা মনোরথস্থিত জীব পূর্ব্বস্বপ্ন বা মনোরথকে স্মরণ করে না। কোন ব্যক্তি কখনও স্বপ্নে পূর্ব্বকে ও স্বপ্নকে স্মরণ করে ইহা যদি বল, কোন ব্যক্তি কখনও জাতিস্মর ও পূর্ব্বদেহকে স্মরণ করে ইহা সর্ব্বপ্রকারে একনিয়ম নহে। আর সেইকালে বর্ত্তমান দেহস্থিত জীব পূর্ব্বসিদ্ধ আত্মাকে অপূর্ব্বের ন্যায় দেখে, আমি ছয় বৎসরের বয়স্ক, আমি সাত বৎসরের বয়স্ক, ইহার পূর্ব্বে আমি ছিলাম না, প্রতিক্ষণে আত্মাকে জানিতেছে।। ৪১।।

বিবৃতি— পূর্ব্বলব্ধ স্বপ্ন ও পূর্ব্বের মানসিকী কল্পনার পর অপর-দিবসীয় স্বপ্ন ও অন্য কল্পনা প্রবল হইলে যেরূপ পূর্ব্বের কথার স্মরণ হয় না তদ্রূপ জাতিস্মর অবস্থানরূপ স্মৃতি উদিত না হওয়ায় জন্মকে অভিনব বলিয়া প্রতীতি হয়।। ৪১।।

ইন্দ্রিয়ায়ণসৃষ্ট্যেদং ত্রৈবিধ্যং ভাতি বস্তুনি।
বহিরন্তর্ভিদাহেতুর্জনোঽসজ্জনকৃদ্‌যথা।। ৪২।।

অন্বয়ঃ— যথা জনঃ (জীবঃ স্বপ্নে) অসজ্জনকৃৎ (বহূনসতো জনান্ দেহান্ কুর্ব্বন্ পশ্যন্ বহুরূপো ভাতি তথা) ইন্দ্রিয়ায়ণসৃষ্ট্যা (ইন্দ্রিয়ানাময়নং মনস্তস্য দেহান্তরাভিনিবেশেন যা সৃষ্টিস্তয়া) বস্তুনি (আত্মনি) ইদং ত্রৈবিধ্যম্ (উত্তমমধ্যমনীচত্বসদেব) ভাতি (এবম্ভূত আত্মা) বহিরন্তর্ভিদাহেতুঃ (বাহ্যাভ্যন্তরভেদহেতুশ্চ ভবতীত্যর্থঃ)।

অনুবাদ— জীব যেরূপ স্বপ্নে বিবিধ মিথ্যাদেহের সৃষ্টি ও দর্শন পূর্ব্বক বহুরূপে প্রকাশিত হন, সেইরূপ মনের দেহান্তরাভিনিবেশজনিত সৃষ্টি-নিবন্ধন আত্মবস্তুতেও এই উত্তম-মধ্যম-নীচত্ব ভাব অসদ্‌রূপেই প্রতীত হইয়া থাকে। ঐ আত্মাই বাহ্যাভ্যন্তর যাবতীয় ভেদের কারণ-স্বরূপ।। ৪২।।

বিশ্বনাথ— উপসংহরতি—ইন্দ্রিয়ায়ণস্য ইন্দ্রিয়াশ্রয়স্য দেহস্য সৃষ্ট্যৈব ইদং ত্রৈবিধ্যং বিশ্বতৈজসপ্রাজ্ঞত্বং বস্তুনি জীবে ভাতি। ত্রৈবিধ্যং কীদৃশম্? বহিরন্তর্ভিদাহেতুঃ বহির্ভিদানাং জাগরে শ্রোত্রাদীন্দ্রিয়গুণভেদানাং, অন্তর্ভিদানাং স্বপ্নসুষুপ্ত্যোর্মনোবুদ্ধিগুণভেদানাং হেতুরুৎপাদকম্। জনো যথা অসজ্জনকৃৎ অভদ্রপুত্রোৎপাদকঃ। ইন্দ্রিয়মনোবুদ্ধিগুণভিদানাং তিসৃণামপ্যভদ্রত্বাৎ সঙ্গত এব দৃষ্টান্তঃ।। ৪২।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— উপসংহার করিতেছেন— ইন্দ্রিয় আশ্রয়ের অর্থাৎ দেহের সৃষ্টিদ্বারাই এই ত্রিবিধ বিশ্ব তৈজস ও প্রাজ্ঞরূপ বস্তুজীবে প্রকাশ পায়। ত্রিবিধ কিরূপ? বাহিরের ভেদপ্রাপ্ত সমূহের জাগরণকালে, কর্ণ ইন্দ্রিয় আদি গুণভেদ সমূহের অন্তরের ভেদ প্রাপ্ত স্বপ্ন ও সুষুপ্তির মন ও বুদ্ধি গুণভেদ সমূহের হেতু অর্থাৎ উপপাদক। কোন ব্যক্তি যেমন অভদ্র পুত্র উৎপাদক ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধি গুণ ভেদ সমূহের তিনটিরও অমঙ্গল হেতু, দৃষ্টান্তটি সঙ্গত হইয়াছে।। ৪২।।

মধ্ব—

ঈদৃশং বর্ত্তমানং আয় এষ্যৎ সঃ অতীত ইতি
ত্রৈবিধ্যং ভাতি বিজ্ঞায়বস্তুনিবিজ্ঞাতে
সতি দীর্ঘলোপঃ। যত্রাতইতিবৎ।
ক্ষেপ্রে দীর্ঘলোপ ইতি সূত্রাৎ।
অয়মেবাত্মনাত্মনোর্বিশেষহেতুঃ।
যথা প্রায়োঽজ্জনোঽসজ্জনমেব জনয়তীতি
পিতৃদৌরাত্ম্যজ্ঞানাৎ পুত্রদৌরাত্ম্যং জ্ঞায়তে।
এবমনিত্যত্বাদনাত্মত্বং দেহাদেরিত্যর্থঃ।। ৪২।।

বিবৃতি— মনের দ্বারাই ইন্দ্রিয়গণের যোগে বিশ্বের ভোগায়তন সৃষ্ট হয়। তৎফলে উত্তম মধ্যম সাধারণাদি বিচারসমূহ তাৎকালিকভাবে উদিত হয়। সৃষ্ট পুত্রাদি যেমন তাহাদের ক্রিয়া-দ্বারা পিতার সহিত অপরের ভেদ উৎপাদন করায়, তদ্রূপ আত্মা বহির্জ্জগতের বিষয়সমূহকে আত্মসাৎ করায় অহঙ্কার-প্রণোদিত হইয়া নিজস্বরূপ বিস্মৃত হয় এবং বিশ্বে বাস করে, সুখদুঃখাদির বিচারাধীন হইয়া ভেদকল্পনাজনিত উপাধিতে বদ্ধ হইয়া ক্লেশ আবাহন করে। যেরূপ পুত্রের প্রণয় ও বিরোধের আকাঙ্ক্ষী ব্যক্তির সহিত পিতার বিরোধ কল্পিত হয়, তদ্রূপ অনাত্ম-প্রতীতির যোগে আত্মারও বিরূপতা পরিদৃষ্ট হয়।। ৪২।।

নিত্যদা হ্যঙ্গ ভূতানি ভবন্তি ন ভবন্তি চ।
কালেনালক্ষ্যবেগেন সূক্ষ্মত্বাত্তন্ন দৃশ্যতে।। ৪৩।।

অন্বয়ঃ— অঙ্গ! (হে উদ্ধব!) অলক্ষ্যবেগেন (অদৃশ্যগতিনা) কালেন নিত্যদা (প্রতিক্ষণং) ভূতানি (শরীরাণি) ভবন্তি ন ভবন্তি চ (উৎপদ্যন্তে বিনশ্যন্তি চ)

সূক্ষ্মত্বাৎ (কালস্যাতিসূক্ষ্মত্বাৎ) তৎ (তৎকৃতং ভবনম-ভবনং বা) ন দৃশ্যতে (অবিবেকিভির্ন লক্ষ্যতে)।। ৪৩।।

অনুবাদ— হে উদ্ধব! অলক্ষ্যগতি কালপ্রভাবে প্রতিক্ষণই শরীরসমূহ উৎপন্ন ও বিনষ্ট হইতেছে, পরন্তু কালের সূক্ষ্মত্বহেতু তাহা লক্ষিত হয় না।। ৪৩।।

বিশ্বনাথ— লোকপ্রসিদ্ধৌ জন্মমৃত্যু নিরূপ্য প্রতিক্ষণবর্ত্তিনৌ তৌ সূক্ষ্মৌ বৈরাগ্যার্থং নিরূপয়তি— নিত্যদা প্রতিক্ষণং ভূতানি শরীরাণি ভবন্তি উৎপদ্যন্তে ন ভবতি নশ্যন্তি চ। ননু প্রতিক্ষণমুৎপত্তিবিনাশৌ দেহানাং ন লক্ষ্যতে তত্রাহ—অলক্ষ্যবেগেনেতি। সূক্ষ্মত্বাৎ কাল-বেগো যথা দুর্লক্ষ্যস্তথা তৎকালকৃতাবুৎপত্তি-বিনাশাবপি ন লক্ষ্যাবিত্যর্থঃ।। ৪৩।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—লোকপ্রসিদ্ধ জন্ম ও মৃত্যু নিরূপণ করিয়া, প্রতিক্ষণে জন্ম ও মৃত্যু সূক্ষ্মরূপে দুইটিকেই বৈরাগ্যের জন্য নিরূপণ করিতেছেন। প্রতিক্ষণ শরীরসমূহ উৎপন্ন হইতেছে ও বিনাশ হইতেছে। প্রশ্ন—প্রতিক্ষণ উৎপত্তি ও বিনাশ দেহসমূহের দেখা যায় না? তাহার উত্তরে বলিতেছেন—অলক্ষ্যবেগদ্বারা সূক্ষ্মহেতু কালবেগ যেমন লক্ষিত হয় না, সেইরূপ সেইকালকৃত উৎপত্তি ও বিনাশ লক্ষ্য হয় না।। ৪৩।।

যথার্চ্চিষাং স্রোতসাঞ্চ ফলানাং বা বনস্পতেঃ।
তথৈব সর্ব্বভূতানাং বয়োঽবস্থাদয়ঃ কৃতাঃ।। ৪৪।।

অন্বয়ঃ— (কালেন) অর্চ্চিষাং (দীপশিখাদীনাং পরিণামাদিভিঃ) স্রোতসাং (গত্যাদিভিঃ) চ বনস্পতেঃ (বৃক্ষস্য) ফলানাং বা (রূপাদিভিঃ) যথা (যদ্বদবস্থাবিশেষাঃ কৃতাঃ) তথা এব (তদ্বদেব) সর্ব্বভূতানাং (সর্ব্বেষাং শরীরাণাং) বয়োঽবস্থাদয়ঃ (বয়োঽবস্থাতেজোবলকাম- কৌশলাদয়ো ভাবাঃ) কৃতাঃ (সম্পাদিতাঃ)।। ৪৪।।

অনুবাদ— কালপ্রভাবে দীপশিখা, জলস্রোত ও বৃক্ষস্থ ফলসকলের যেরূপ প্রতিক্ষণ অবস্থাবিশেষ কৃত হইতেছে, সেইরূপ জীবগণের বয়স, অবস্থা প্রভৃতিরও পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে।। ৪৭।।

বিশ্বনাথ—উৎপত্তিবিনাশয়োরলক্ষ্যত্বেঽপি তাববস্থা-দিভিরেবানুমীয়েতে ইতি সদৃষ্টান্তমাহ,—যথেতি। অর্চ্চিষাং পরিণামাদিভিঃ স্রোতসাং গত্যাদিভিঃ ফলানাং রূপাদিভির্যথা অবস্থাবিশেষাঃ কৃতাঃ কালেনেতি পূর্ব্বস্যানুষঙ্গঃ। তথৈব ভূতানাং বয়োঽবস্থাদয়ঃ কৌমারাদ্যবস্থাদয়ঃ, আদিশব্দেন তেজো-বল-কাম-কৌশলানি গ্রাহ্যাণি। ভূতানি প্রতি-ক্ষণোৎপত্তিবিনাশবন্তি অবস্থাভেদবত্ত্বাৎ দীপজ্বালাবদি-ত্যনুমানম্।। ৪৪।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—উৎপত্তি ও বিনাশ অলক্ষ্য হইলেও তাহা অবস্থাদির দ্বারাই অনুমান করা হয়, ইহা দৃষ্টান্তের সহিত বলিতেছেন—অগ্নি শিখার পরিণামদ্বারা, নদীর স্রোতসমূহের গতি আদি দ্বারা, ফলসমূহের রূপ পরিবর্ত্তন দ্বারা, যেমন অবস্থা বিশেষ সমূহ কৃত কাল দ্বারাই উৎপত্তি ও বিনাশ অনুমান করা হয়। পূর্ব্বের সহিত সম্বন্ধ। সেই-রূপ প্রাণীগণের বয়সের অবস্থাদি অর্থাৎ কুমার, তরুণ, যৌবন ইত্যাদি অবস্থা আদি শব্দ দ্বারা তেজ, বল, কাম, কৌশলাদিরও গ্রহণীয়। প্রাণীসমূহ প্রতিক্ষণে উৎপন্ন ও বিনাশযুক্ত, অবস্থা ভেদ হেতু, প্রদীপের শিখার ন্যায় ইহাই অনুমান।। ৪৪।।

বিবৃতি— খণ্ডকালের অভ্যন্তরে জন্মমরণাদি সংঘটিত হয়। যাহারা স্থূলদৃষ্টিসম্পন্ন কালের বেগবশতঃ স্থিতিপ্রলয়ের সূক্ষ্মতা তাঁহাদের দৃগ্গোচর হয় না। বিশ্বে সূক্ষ্মকালের খণ্ডসমূহ শ্রেণীবদ্ধ হইয়া উদিত হইয়া হয় বলিয়াই খণ্ডকালাবৃত ব্যাপারসমূহের উৎপত্তি ও লয় লক্ষিত হয়। প্রকৃতপ্রস্তাবে অভ্যুদয় ও বিনাশাদি ঔপাধিক ধর্ম্ম নিত্যবিচারকে ন্যূনাধিক আবরণ করে। অসূক্ষ্মদর্শী ব্যক্তিগণ কালের অলক্ষ্য বেগ বুঝিয়া উঠিতে পারে না। আলোকের ক্ষীণ-উজ্জ্বল প্রভা, স্রোতের ও তরঙ্গের প্রবাহ ও বৃক্ষের পক্কাপক্ক ফলের অবস্থার ন্যায় প্রাণিগণের কালাধীনতায় বিভিন্ন অবস্থা দৃষ্ট হয়। পরিণামশীল ধর্ম্মই বিশ্বে অবস্থিত।। ৪৩-৪৪।।

সোহয়ংদীপোঽর্চ্চিষাং যদ্বৎ স্রোতসাং তদিদং জলম্।
সোঽয়ং পুমানিতি নৃণাং মৃষা গীর্ধীর্মৃষায়ুষাম্।। ৪৫।।

অন্বয়ঃ— যদ্বৎ (যথা সাদৃশ্যাৎ) অর্চ্চিষাম্ (এব) সঃ অয়ং দীপঃ (ইতি প্রত্যভিজ্ঞা যথা চ) স্রোতসাং (প্রবাহজলানামেব) তৎ ইদং জলম্ (ইতি প্রত্যভিজ্ঞা তথা) সঃ অয়ং পুমান্ ইতি মৃষায়ুষাং (মৃষা ব্যর্থমায়ুর্যেষাং তেষামবিবেকিনাং) নৃণাং (বহূনাং শরীরিণাং) ধীঃ (বুদ্ধিঃ) গীঃ (বাক্ চ) মৃষা (মিথ্যৈব প্রবর্ত্ততে)।। ৪৫।।

অনুবাদ— এইরূপ পরিবর্ত্তনশীল পদার্থগণের মধ্যেও যেরূপ—"এই সেই দীপ, এই সেই জল"—এরূপ নির্দ্দেশ হইয়া থাকে, সেইরূপ অবিবেকী পুরুষ-গণেরও "এই সেই পুরুষ" এইরূপ মিথ্যা বুদ্ধি ও মিথ্যা বাক্য উদিত হয়।। ৪৫।।

বিশ্বনাথ— প্রত্যভিজ্ঞা তু সাদৃশ্যালম্বিনী স্যাদেবে-ত্যাহ,— সোঽয়মিতি। অর্চ্চিষাং ক্ষণমাত্র এব সহস্রশ উদ্ভূয়োদ্ভূয় লয়ং গতানাং জ্যোতিঃকিরণানাং পুঞ্জ এব ক্ষণান্তরে সোঽয়ং দীপ ইতি, স্রোতসাং স্রোতোযুক্তজলানাং ক্ষণমাত্র এব ক্রমশো দূরগতত্বেঽপি ক্ষণান্তরেঽপি তদিদং জলমিতি প্রতীতির্যথা তথৈব কৌমারে দৃষ্টো যৌবনেঽপি সোঽয়ং পুমানিতি তেনতত্রাভেদালম্বিনী ধীর্জ্ঞানং গীর্ব্বাক্ চ মৃষা অবিবেকবিজৃম্ভিতেত্যর্থঃ। মৃষা এতাদৃগ্ বিবেক-ব্যাপ্তমায়ুর্যেষাং তেষাম্।। ৪৫।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— প্রত্যভিজ্ঞা কিন্তু সাদৃশ্য অব-লম্বিনী হয়ই, ইহাই বলিতেছেন—'সেই এই দেবদত্ত।' অগ্নিশিখা সমূহের এককক্ষণেই সহস্র সহস্র উৎপত্তি ও লয় প্রাপ্ত জ্যোতির কিরণসমূহের পুঞ্জই এককক্ষণ পরে সেই এই দীপ, এইপ্রকার নদী স্রোতযুক্ত জলসমূহের ক্ষণমাত্রেই ক্রমশ দূরে চলিয়া গেলেও এককক্ষণ পরেও 'সেই এই জল' এইরূপ জ্ঞান হয়। সেইরূপ কুমারকালে দৃষ্ট ব্যক্তিকে যৌবনকালেও দেখিয়া 'সেই এই ব্যক্তি' এইরূপ পূর্ব্বের সহিত পরের অভেদ অবলম্বিনী জ্ঞান ও বাক্য মিথ্যা অজ্ঞ ব্যক্তির কল্পিত মিথ্যা। এইরূপ বিবেকযুক্ত আয়ু যাঁহাদের তাহাদের।। ৪৫।।

মধ্ব—
সোঽয়মেবেতি মৃষা।
সচায়মিতি তু জ্ঞানং ন মৃষায়ং স এব তু।
ইতি জ্ঞানং মৃষৈব স্যাদ্ভেদাভেদৌ যতস্তয়োঃ।।
অভেদ এব জীবস্য নিত্যং প্রত্যেকশঃ পৃথক্।
দীপদেহনদীবারিফলাদীনাং পৃথক্ স্বতঃ।।
ভেদাভেদৌ পরিজ্ঞেয়ৌ কার্য্য-কারণয়োরপি।
গুণস্য গুণিনশ্চৈব জাতিব্যক্ত্যোস্তথৈব চ।।
তথাবয়ব্যবয়বয়োঃ ক্রিয়ায়াস্তদ্বতস্তথা।।
এবং জনেষু নিয়মশ্চিদ্রূপেষ্বভিদৈব তু।
ইতি চ।
যে ধর্ম্মা নিয়মে নৈব ধর্ম্মিণো ন বিয়োগিনঃ।
জড়াস্থা অপ্যভিন্নাস্তে ভিন্নাভিন্না বিয়োগিনাঃ।।
ইতি চ।। ৪৫।।

বিবৃতি— অবস্থান্তর-প্রাপ্ত মানব যেরূপ পূর্ব্বাবস্থা হইতে পরিবর্ত্তিত জ্ঞান করিলেও অগ্নি যেরূপ দীপ্ত ও অদীপ্তভেদে পরিণামশীল, তরঙ্গপ্রবাহ যেরূপ ভিন্ন ভিন্ন আকারে পরিবর্ত্তিত হয়, তদ্রূপ বিভিন্ন অবস্থা-প্রাপ্ত মানব পরিণামশীলতাকেই আত্মধর্ম্ম বলিয়া প্রতীতি করে। প্রকৃতপ্রস্তাবে আত্মধর্ম্ম বিপর্য্যয় লাভ করে না। ঔপাধিক বিকারের তাৎকালিকতা আছে। কিন্তু আত্মার নিত্য বিচিত্র বিলাস ভগবৎসেবাপরতায় নিযুক্ত বলিয়া অনুপাদেয়তা উৎপাদন করে না।। ৪৫।।

মা স্বস্য কর্ম্মবীজেন জায়তে সোঽপ্যয়ং পুমান্।
ম্রিয়তে বামরো ভ্রান্ত্যা যথাগ্নির্দারুসংযুতঃ।। ৪৬।।

অন্বয়ঃ—যথা অগ্নিঃ দারুসংযুতঃ (মহাভূততেজো-রূপোঽগ্নিরাকল্পান্তমবস্থিতোঽপি যথা দারুযোগ-বিয়োগাভ্যাং জন্মনাশৌ প্রাপ্নোতি তথা) সঃ (অজ্ঞঃ) অপি পুমান্ স্বস্য (আত্মনঃ) কর্ম্মবীজেন (কর্ম্মণা বীজভূতেন) মা জায়তে ম্রিয়তে বা (নৈব জায়তে নৈব ম্রিয়তে কিন্তু অজন্মা তথা) অমরঃ (অপি) ভ্রান্ত্যা (জায়ত ইব ম্রিয়ত ইবেত্যর্থঃ)।। ৪৬।।

অনুবাদ— অগ্নি যেরূপ কাষ্ঠসংযোগে উৎপন্ন এবং কাষ্ঠবিয়োগে বিনষ্ট নামে অভিহিত হয়, সেইরূপ জন্ম-মৃত্যুরহিত পুরুষও স্বীয় কর্ম্মবীজহেতু উৎপন্ন বা বিনষ্ট না হইয়াও ভ্রান্তিহেতু উৎপন্ন বা বিনষ্ট নামে অভিহিত হইয়া থাকেন।। ৪৬।।

বিশ্বনাথ— বস্তুতস্তূপাধিসম্বন্ধেনৈব জীবস্য জন্ম-মৃত্যু ইত্যাহ,— মেতি। স্বস্য কর্ম্মরূপেণ বীজেন অয়ং পুমান্ জীবঃ মা জায়তে মা ম্রিয়তে চ কিন্ত্বয়ং ভ্রান্ত্যা অজন্মাপি জায়তে অমরোঽপি ম্রিয়তে। যথা মহা-ভূততেজোরূপোঽগ্নিরাকল্পান্তমবস্থিতোঽপি দারুযোগ-বিয়োগাভ্যামেব জন্মনাশৌ প্রাপ্নোতি তদ্বৎ।। ৪৬।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— বস্তুত কিন্তু উপাধি সম্বন্ধ দ্বারাই জীবের জন্ম ও মৃত্যু হয়, ইহাই বলিতেছেন— নিজের কর্ম্মের অনুরূপ বীজ দ্বারা এই ব্যক্তি জীব জন্মে নাই, মরেও নাই। কিন্তু এই ভ্রান্তি দ্বারা অজন্মা হইয়াও জন্ম হয়, অমর হইয়াও মরে। যেমন মহাভূত তেজরূপ অগ্নি কল্পের শেষ পর্য্যন্ত থাকিয়াও কাষ্ঠ সংযোগে ও বিয়োগেই জন্ম ও নাশ প্রাপ্ত হয় সেইরূপ।। ৪৬।।

বিবৃতি— অগ্নি যেরূপ দারু অবলম্বন করিয়া প্রকটিত ও অপ্রকটিত হয়, তদ্রূপ জীব কর্ম্মবশে জন্ম ও মৃত্যুর বশীভূত রূপে পরিদৃষ্ট হয়। প্রকৃতপ্রস্তাবে জীবের জন্মমরণাদি নাই। দারু বা আধারের সহিত কর্ম্মের কর্ত্তৃত্বাভিমানের তুলনা হইয়াছে। দারুর অন্তরস্থিত অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া যেরূপ দারুকে দহন ও নাশ করে, তদ্রূপ ভোগ্য কর্ম্মের বিচার হইতে ভোক্তার উৎপত্তি ও বিনাশ সিদ্ধ হয়। তাৎকালিক প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত অগ্নির সহিত জীবের তুলনা হইয়াছে। কৃষ্ণসেবোন্মুখ জৈবকর্ম্ম ও কৃষ্ণবিমুখ জৈবকর্ম্মে নিত্যানিত্য ভেদ বর্ত্তমান।। ৪৬।।

নিষেকগর্ভজন্মানি বাল্যকৌমারযৌবনম্।
বয়োমধ্যং জরা মৃত্যুরিত্যবস্থাস্তনোর্নব।। ৪৭।।

অন্বয়ঃ— নিষেকগর্ভজন্মানি (নিষেকো জঠরে প্রবেশো গর্ভস্তন্মধ্যে বৃদ্ধির্জন্ম ভূপতনমেতানি তথা) বাল্যকৌমারযৌবনং (বাল্যং শিশুত্বমা পঞ্চমাব্দাৎ কৌমারমাষোড়শাদ্ বর্ষাদ্ যৌবনমাচত্বারিংশত এতানি তথা) বয়োমধ্যম্ (আষষ্টিবর্ষাৎ) জরা মৃত্যুঃ ইতি তনোঃ (শরীরস্যৈব) নব অবস্থাঃ (দশা ভবন্তি ন তু জীবস্যেত্যর্থঃ)।

অনুবাদ— নিষেক, গর্ভ, জন্ম, বাল্য কৌমার, যৌবন, প্রৌঢ়ত্ব, জরা এবং মৃত্যু—এই নয় প্রকার অবস্থা দেহেরই ঘটিয়া থাকে।। ৪৭।।

বিশ্বনাথ— যৎসম্বন্ধাদেব জীবোঽবস্থাবানুচ্যতে তস্যাস্তনোরবস্থা গণয়তি,—নিষেকো জঠরে প্রবেশঃ গর্ভস্তন্মধ্যে বৃদ্ধিঃ জন্ম মাতৃজঠরান্নিষ্ক্রমঃ বাল্যমাপঞ্চ-মাব্দাৎ কৌমরং পৌগণ্ডকৈশোরাত্মকমাষোড়শবর্ষাৎ ততো যৌবনমাপঞ্চচত্বারিংশতঃ ততো বয়ো মধ্যমাষষ্টি-বর্ষাৎ ততো যাবজ্জীবনং জরৈব ততো মৃত্যুরিতি।। ৪৭।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— যাহার সম্বন্ধ হইতেই জীবের অবস্থাদ্বয় বলা হয়, তাহার দেহের অবস্থা গণনা করিতে-ছেন—নিষেক অর্থাৎ মাতৃগর্ভে প্রবেশ, গর্ভ, তাহার মধ্যে বৃদ্ধি, জন্ম, মাতৃ গর্ভ হইতে বাহিরে প্রকাশ, বাল্য পঞ্চ-বৎসর পর্য্যন্ত কৌমার, পৌগণ্ড, কৈশোর ষোড়শ বৎসর পর্য্যন্ত, তাহার পরে যৌবন পয়ঁতাল্লিশ বৎসর পর্য্যন্ত, তাহার পরে মধ্যম বয়স ষাট্ বৎসর পর্য্যন্ত, তাহার পরে আজীবন জরা দ্বারাই, তাহার পর মৃত্যু।। ৪৭।।

বিবৃতি— বদ্ধজীবের নয়টি অবস্থা—(১) নিষেক, (২) গর্ভবাস, (৩) জন্ম, (৪) শৈশব, (৫) কৌমার, (৬) যৌবন, (৭) প্রৌঢ়ত্ব, (৮) জরা ও (৯) মৃত্যু।। ৪৭।।

এতা মনোরথময়ীর্হান্যস্যোচ্চাবচাস্তনূঃ।
গুণসঙ্গাদুপাদত্তে ক্বচিৎ কশ্চিজ্জহাতি চ।। ৪৮।।

অন্বয়ঃ— (জীবঃ) অন্যস্য (দেহস্য) মনোরথময়ীঃ (কর্ম্মপ্রাপিতমনোধ্যানপ্রাপ্তাঃ) উচ্চাবচাঃ (উত্তমাধমাঃ) এতাঃ তনূঃ (অবস্থাঃ) গুণসঙ্গাৎ (প্রকৃত্যবিবেকাৎ) উপাদত্তে হ (স্বকীয়া ইত্যভিমন্যতে) ক্বচিৎ (কদাচিৎ) কশ্চিৎ

(পরমেশ্বরানুগৃহীতো জনঃ) জহাতি চ (অবস্থাবতো দেহস্য দ্রষ্টা নাসাববস্থাবানিতি বিবেকজ্ঞানেন তদভিমানং ত্যজতি চ)।। ৪৮।।

অনুবাদ— এই জীব দেহগত কর্ম্মজনিত উচ্চনীচ অবস্থাসমূহকে অবিবেকবশতঃ স্বকীয় বলিয়া অভিমান করেন এবং কদাচিৎ পরমেশ্বরের অনুগ্রহে কোন জীব বিবেকবলে সেই অভিমান ত্যাগ করিয়া থাকেন।। ৪৮।।

বিশ্বনাথ— দেহসম্বন্ধাজ্জন্মমরণাদীনীত্যুপপাদিত-মর্থমুপসংহরতি,—এতা ইতি। হ স্পষ্টং মনোরথময়ীঃ কর্ম্মপ্রাপিতমনোধ্যানপ্রাপ্তাঃ অন্যস্য দেহস্য তনূরবস্থাঃ গুণসঙ্গাদবিদ্যাহেতুকাৎ উপাদত্তে কশ্চিদ্ভগবদনুগৃহীতো জহাতি চ।। ৪৮।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— দেহ সম্বন্ধ হইতে জন্ম মরণাদি যুক্তিসহ বলা হইল, এখন এই প্রকরণ শেষ করিতেছেন —মনোরথময়ী কর্ম্মেরদ্বারা প্রাপ্ত মনে ধ্যান প্রাপ্ত অন্য দেহের অবস্থা গুণসঙ্গ হইলে অবিদ্যা হেতু গ্রহণ করে এবং কোন ব্যক্তি ভগবৎ অনুগ্রহ লাভ করিয়া তাহা ত্যাগ করে।। ৪৮।।

বিবৃতি— মনোধর্ম্মে কালগতি অবস্থিত। উহার বশবর্ত্তী হইয়া উচ্চাবচবিচারে পার্থিবগুণের যোগে নানা-প্রকার বিচার উদ্ভুত হয়। সেবোন্মুখ জীব এই সকল বিচারের মধ্যে প্রবিষ্ট হন না।। ৪৮।।

আত্মনঃ পিতৃপুত্রাভ্যামনুমেয়ৌ ভবাপ্যয়ৌ।
ন ভবাপ্যয়বস্তূনামভিজ্ঞো দ্বয়লক্ষণঃ।। ৪৯।।

অন্বয়ঃ— পিতৃ পুত্রাভ্যাং (পিতৃদেহসৌর্দ্ধদেহিকং কুর্ব্বতা অপ্যয়দর্শনাৎ পুত্রদেহস্য চ জাতকর্ম্মণি জন্ম-দর্শনাৎ) আত্মনঃ (স্বস্য দেহস্যাপি) ভবাপ্যয়ৌ (জন্ম-নাশৌ) অনুমেয়ৌ (অনুমানেন নির্ণেয়ৌ ভবতঃ, এবঞ্চ দৃশ্যত্বে সতি) ভবাপ্যয়বস্তূনাং (ভবাপ্যয়বতাং বস্তূনাং দেহানাম্) অভিজ্ঞঃ (দ্রষ্টা) দ্বয়লক্ষণঃ (ভবাপ্যয়ধর্ম্মকঃ) ন (ন ভবতি)।। ৪৯।।

অনুবাদ— পিতৃদেহের ঔর্দ্ধদেহিক কার্য্যকালে বিনাশদর্শন এবং পুত্রদেহের জাতকর্ম্মে জন্মদর্শনহেতু স্বদেহেরও জন্ম-মৃত্যু অনুমেয় হইয়া থাকে, এইরূপে যিনি দেহের উৎপত্তিবিনাশের সাক্ষী, তিনি দেহ হইতে ভিন্ন এবং জন্মমৃত্যুরহিতরূপে অনুমিত হইয়া থাকেন।।

বিশ্বনাথ— ননু দেহস্যৈতা অবস্থা দেহিনাং দৃশ্যন্তে এব, কিন্তু নিষেকগর্ভজন্মমরণানি ন দৃশ্যন্তে? তত্রাহ,— আত্মন ইতি। পিতৃদেহসৌর্দ্ধদেহিকং কর্ম্ম কুর্ব্বতাহপ্যয়-দর্শনাৎ পুত্রদেহস্য চ জাতকর্ম্মণি জন্মদর্শনাৎ আত্মনঃ স্বদেহস্যাপি ভবাপ্যয়াবনুমেয়ৌ। অত্র ভবশব্দেন নিষেক-গর্ভজন্মান্যুপলক্ষিতানি। এবঞ্চ দৃশ্যত্বে সতি ভবাপ্যয়-বতাং বস্তূনাং দেহানামভিজ্ঞো দ্রষ্টা দ্বয়লক্ষণঃ দেহলক্ষণ-বান্ন ভবতি।। ৪৯।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— প্রশ্ন—দেহের এইসকল অবস্থা দেহী জীব দেখেই কিন্তু নিষক গর্ভ জন্ম মরণ ইত্যাদি দেখে না? তাহার উত্তরে বলিতেছেন—নিজের পিতৃ-দেহের দাহাদিকার্য্যকারী ব্যক্তি পিতার মৃত্যু দেখিয়া, পুত্রদেহের ও জাতকর্ম্ম কালে জন্মদর্শনহেতু নিজ দেহেরও জন্ম মৃত্যু অনুমান করিবে। এস্থলে 'ভব' শব্দদ্বারা নিষেক গর্ভ জন্ম সমূহও উপলক্ষিত হইয়াছে। এই প্রকারেও দৃশ্য হইলেও জন্ম মৃত্যুবান বস্তু সমূহের দেহ সমূহের অভিজ্ঞদ্রষ্টা দেহ লক্ষণবান হয় না।। ৪৯।।

মধ্ব—

অভিজ্ঞাদ্দ্বয়লক্ষণৌ অভিমানমাত্রৌ।। ৪৯।।

বিবৃতি— কালাধীনত্ব বা নশ্বরতা আত্মার ধর্ম্ম নহে। উহা অনাত্ম-প্রতীতি হইতেই অনাত্ম-ভূমিকায় প্রকাশিত হয়। প্রকৃতপ্রস্তাবে আত্মার জন্ম মৃত্যু কল্পনীয় নহে। দ্রষ্টার অধিকার-ভেদে ভোগময়ী ভূমিকাতেই তাদৃশী দৃষ্টি। দেহের উৎপত্তি ও বিনাশ আছে। স্বরূপাভিজ্ঞ দেহীর ঐরূপ সম্ভাবনা নাই।। ৪৯।।

**তরোর্বীজবিপাকাভ্যাং যো বিদ্বান্ জন্মসংযমৌ।
তরোর্বিলক্ষণো দ্রষ্টা এবং দ্রষ্টা তনোঃ পৃথক্।। ৫০।।**

অন্বয়ঃ—যঃ বীজবিপাকাভ্যাং তরোঃ জন্মসংযমৌ বিদ্বান্ (বীজাৎ তরোঃ ফলপাকান্তস্য ব্রীহ্যাদের্জ্জন্ম-বিপাকাৎ সংযমং নাশঞ্চ জানাতি সঃ) দ্রষ্টা (পুমান্) তরোঃ বিলক্ষণঃ (পৃথক্) এবং তনোঃ দ্রষ্টা (শরীরস্য জন্মনাশ-দ্রষ্টাপি) পৃথক্ (তনোঃ পৃথগ্ ভবতি। ততস্তত্র বর্ত্তমানো-ঽপি ভবাপ্যয়াভ্যাং ন সম্বধ্যতে)।। ৫০।।

অনুবাদ— যিনি বীজ হইতে বৃক্ষের উৎপত্তি এবং বিপাকহেতু তাহার বিনাশ দর্শন করেন, সেই দ্রষ্টা পুরুষ যেরূপ বৃক্ষ হইতে ভিন্ন বস্তু, সেইরূপ শরীরের জন্ম-মৃত্যুদর্শী পুরুষও শরীর হইতে পৃথক্ জানিবে।। ৫০।।

বিশ্বনাথ— এতদেব দৃষ্টান্তেন স্পষ্টয়তি,—তরোরিতি। তরুশব্দেনোদ্ভিজ্জমাত্রমুচ্যতে। ততো লক্ষণয়া ফলপাকান্তস্য ব্রীহ্যাদেরিত্যর্থঃ। বীজাজ্জন্ম বিপাকাৎ সংযমং নাশঞ্চ বিদ্বান্।। ৫০।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— ইহাই দৃষ্টান্ত দ্বারা স্পষ্ট করিয়া বলিতেছেন—এস্থলে তরুশব্দদ্বারা বৃক্ষমাত্রকেই বলা হইতেছে। তৎপরে লক্ষণদ্বারা ফলপাকিলেই যে বৃক্ষমারা যায় তাহাকে 'ব্রীহি' ইত্যাদি বলে। বীজ হইতে জন্ম, বীজ পাকিলে সংযম ও নাশ জানিবে।। ৫০।।

মধ্ব— তরোর্বীজবিপাকদৃষ্টান্তেন

বিদ্বান্ দেহাভিমানং ত্যক্ত্বা সংযমং যাতি।
পরমাত্মনশ্চ ভেদং জানাতি প্রকৃত্যাদেঃ।
বীজাদ্যবস্থা সংযুক্তাদ্বৃক্ষাদ্দ্রষ্টা যথা পৃথক্।
এবং বিকারিণোবিষ্ণুর্জীবশ্চ পৃথগেব তু।।
ইতি চ।। ৫০।।

বিবৃতি— ফসলের বীজ, বৃক্ষ, ফল—এই সকলের দ্রষ্টা যেরূপ কার্য্য হইতে ভিন্ন কারণস্বরূপে অবস্থিত, তদ্রূপ দেহী স্থূল-সূক্ষ্ম দেহদ্বয়ের জন্ম-স্থিতি-ভঙ্গাদির নিরপেক্ষ দ্রষ্টা। মুক্তজীব অপর বদ্ধজীবগণের সহিত আত্মসাদৃশ্য বিচার করিতে গেলে স্ব-স্বরূপের উপলব্ধি করিতে অসমর্থ হন। সাক্ষিস্বরূপে দৃশ্যপদার্থের সহিত পার্থক্যই মুক্তপুরুষের উপলব্ধির বিষয় হয়।। ৫০।।

প্রকৃতেরেবমাত্মানমবিবিচ্যাবুধঃ পুমান্।
তত্ত্বেন স্পর্শসংমূঢ়ঃ সংসারং প্রতিপদ্যতে।। ৫১।।

অন্বয়ঃ—অবুধঃ (আত্মতত্ত্বানভিজ্ঞঃ) পুমান্ প্রকৃতেঃ আত্মানম্ এবম্ অবিবিচ্য (আত্মা প্রকৃতেঃ পৃথগ্ ভবতীতি তত্ত্বমজ্ঞাত্বা) তত্ত্বেন (তত্ত্বদৃষ্ট্যা) স্পর্শসংমূঢ়ঃ (বিষয়েষু সম্যঙ্মূঢ়ঃ সন্) সংসারং (জন্মমৃত্যুলক্ষণং) প্রতিপদ্যতে (প্রাপ্নোতি)।। ৫১।।

অনুবাদ— অনভিজ্ঞ পুরুষ আত্মাকে প্রকৃতি হইতে ভিন্ন না জানিয়া বিষয়সমূহে তত্ত্বদৃষ্টিনিবন্ধন সংসারগ্রস্ত হইয়া থাকেন।। ৫১।।

বিশ্বনাথ— অবিবেকিনঃ সংসারং প্রপঞ্চয়তি—প্রকৃতেরুপাধেঃ সকাশাৎ আত্মানং স্বং, স্পর্শসংমূঢ়ঃ বিষয়াবিষ্টঃ।। ৫১।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— অবিবেকী ব্যক্তির সংসার বিস্তাররূপে বলিতেছেন—প্রকৃতি অর্থাৎ উপাধির নিকট হইতে নিজেকে স্পর্শ-সংমূঢ় অর্থাৎ বিষয়াবিষ্টজীব।। ৫১

বিবৃতি— প্রাকৃত সংসারে দ্বিতীয়াভিনিবিষ্ট বদ্ধ-ভাবাপন্ন জীব আত্মা হইতে পৃথক্ প্রকৃতিজাত বস্তুর সঙ্গ-ক্রমে উহাকে আত্মসাৎ করিয়া সংসারে প্রবিষ্ট হন। স্বরূপবিস্মৃতি তাঁহাকে প্রকৃত বোধ হইতে অবস্থান্তর লাভ করায়। "যয়া সম্মোহিতো জীব আত্মানং ত্রিগুণাত্মকম্" —শ্লোকের বিচার এতৎপ্রসঙ্গে আলোচ্য।। ৫১।।

সত্ত্বসঙ্গাদৃষীন্ দেবান্ রজসাসুরমানুষান্।
তমসা ভূততির্য্যক্ত্বং ভ্রামিতো যাতি কর্ম্মভিঃ।। ৫২।।

অন্বয়ঃ— কর্ম্মভিঃ ভ্রামিতঃ (সংসারমার্গে চালিতঃ পুমান্) সত্ত্বসঙ্গাৎ (সত্ত্বগুণোদ্রেকাৎ) ঋষীন্ দেবান্ (ঋষিত্বং দেবত্বঞ্চ তথা) রজসা (রজস উদ্রেকাৎ) আসুর-মানুষান্ (অসুরত্বং মনুষ্যত্বঞ্চ তথা) তমসা (তমস উদ্রেকাৎ) ভূততির্য্যক্ত্বং (ভূতত্বং তির্য্যক্ত্বং নীচযোনিত্বঞ্চ) যাতি (প্রাপ্নোতি)।। ৫২।।

অনুবাদ—সংসারমার্গে কর্ম্মচালিত পুরুষ সত্ত্ব-গুণের

আধিক্যনিবন্ধন ঋষিত্ব, দেবত্ব, রজোগুণের অধিক্যহেতু অসুরত্ব, মনুষ্যত্ব এবং তমোগুণাধিক্য-নিবন্ধন ভূতযোনি ও নীচযোনি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।। ৫২।।

বিবৃতি— গুণপ্রবাহক্রমে আত্মা স্ব-স্বরূপবিস্মৃত হইয়া ভোক্তার বা কর্ত্তার অভিমানে সাত্ত্বিক রাজস ও তামসাদি গুণাভিনিবিষ্ট হইয়া দেব, ঋষি, অসুর, মনুষ্য, পশু ও পক্ষী প্রভৃতি অবরযোনি লাভ করেন।। ৫২।।

নৃত্যতো গায়তঃ পশ্যন্ যথৈবানুকরোতি তান্।
এবং বুদ্ধিগুণান্ পশ্যন্ননীহোঽপ্যনুকার্য্যতে।। ৫৩।।

অন্বয়ঃ— নৃত্যতঃ গায়তঃ পশ্যন্ (নৃত্যরতান্ গানরতান্ চ জনান্ পশ্যন্) যথা এব তান্ অনুকরোতি (তদ্গতস্বরতালাদিগতিং শৃঙ্গারকরুণাদিরসঞ্চ যথা মনস্যনুবর্ত্তয়তি) এবং (তথা) অনীহঃ (নিষ্ক্রিয়ঃ) অপি (পুমান্) বুদ্ধিগুণান্ (বুদ্ধের্গুণসমূহান্) পশ্যন্ অনুকার্য্যতে (গুণৈর্বলাত্তত্তদনুকার্য্যতে)।। ৫৩।।

অনুবাদ— দর্শক ব্যক্তি যেরূপ নর্ত্তক ও গায়কের যথাযথ অনুকরণ করেন, সেইরূপ সাক্ষি-পুরুষ স্বয়ং নিষ্ক্রিয় হইয়াও বুদ্ধির গুণসকলের অনুকরণ করিয়া থাকেন।। ৫৩।।

বিশ্বনাথ— দ্রষ্টুর্জীবস্য দৃশ্যাৎ পার্থক্যেঽপি দৃশ্যধর্ম্মগ্রহণে দৃষ্টান্তমাহ—নৃত্যতো গায়তো জনান্ পশ্যন্ বালো যথা অনুকরোতি,—তদ্গতস্বরতালাদিগতিং শৃঙ্গারাদিরসঞ্চ মনস্যনুবর্ত্তয়তীত্যর্থঃ। অনুকার্য্যতে গুণৈর্বলাদিত্যর্থঃ।। ৫৩।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— দ্রষ্টা জীবের দৃশ্য বস্তু হইতে পার্থক্য থাকিলেও দৃশ্যের ধর্ম্মগ্রহণ বিষয়ে দৃষ্টান্ত বলিতেছেন—নৃত্য ও জ্ঞানরত ব্যক্তিকে দেখিয়া বালক যেমন অনুকরণ করে গায়কের স্বর তাল আদি, গতি, শৃঙ্গার আদিরসও মনে অনুবর্ত্তন করে, অনুকার্য্যতে অর্থাৎ গুণসমূহের বল হেতু।। ৫৩।।

মধ্ব— দুঃখ-শোকাদয়ঃ সর্ব্বে জ্ঞেয়া বুদ্ধিগুণা ইতি।
সুখজ্ঞানে তু জীবস্য ভক্তিঃ স্নেহস্তথৈব চ।।
বিপর্য্যয়েণাসুরাণাং জীববুদ্ধিগুণা ইতি।
ইতি চ।
আত্মনোঽপি গুণা বুদ্ধিকৃতবুদ্ধিগুণা ইতি।
উচ্যন্তে সুখদুঃখ্যাদ্যাঃ পরমাত্মকৃতা যথা।।
ইতি ত্রৈকাল্যে।। ৫৩।।

বিবৃতি— অজ্ঞানী বালক যেরূপ গায়ক-বাদকাদির আনুষ্ঠানিক কৃত্যের অনুসরণ করিতে না পারিয়া অনুকরণ করে এবং উহাতে বালকের যেরূপ যাথার্থ্য-সিদ্ধি হয় না, তদ্রূপ নিরপেক্ষ জীবাত্মা সাপেক্ষগুণের বশীভূত হইয়া বিশ্বের ভোগে প্রবৃত্ত হন।। ৫৩।।

যথাম্ভসা প্রচলতা তরবোঽপি চলা ইব।
চক্ষুষা ভ্রাম্যমাণেন দৃশ্যতে ভ্রমতীব ভূঃ।। ৫৪।।
যথা মনোরথধিয়ো বিষয়ানুভবো মৃষা।
স্বপ্নদৃষ্টাশ্চ দাশার্হ তথা সংসার আত্মনঃ।। ৫৫।।

অন্বয়ঃ— যথা (যদ্বৎ) প্রচলতা (চঞ্চলেন) অম্ভসা (জলেন) তরবঃ (তত্র প্রতিবিম্বিতা বৃক্ষাঃ) অপি চলাঃ ইব (দৃশ্যন্তে যথা চ) ভ্রাম্যমাণেন (ঘূর্ণায়মাণেন) চক্ষুষা ভূঃ (পৃথিব্যপি) ভ্রমতী ইব (ভ্রমণশীলেব) দৃশ্যতে যথা (যদ্বদেতাঃ) মনোরথধিয়ঃ স্বপ্নদৃষ্টাঃ চ (ধিয়ঃ) মৃষা (মিথ্যা ভবন্তি হে) দাশার্হ! (হে উদ্ধব!) তথা (তদ্বৎ) আত্মনঃ (জীবস্য) বিষয়ানুভবঃ সংসারঃ (মৃষৈব ভবতি)।। ৫৪-৫৫

অনুবাদ—যেরূপ জলের চঞ্চলতাহেতু প্রতিবিম্বিত তরুগণের চঞ্চলতা, চক্ষুর ঘূর্ণনহেতু পৃথিবীর ঘূর্ণন লক্ষিত হয় এবং মনোরথ-বুদ্ধি ও স্বপ্নবুদ্ধি যেরূপ মিথ্যা হইয়া থাকে, সেইরূপ জীবের সংসারও মিথ্যা জানিবে।। ৫৪-৫৫

বিশ্বনাথ— অন্যধর্ম্মা অন্যত্রাবভাসন্তে, ইত্যত্র দৃষ্টান্তঃ—যথেতি। অম্ভসা প্রচলতৈব তত্র নৌকারূঢ়ের্জনৈস্তত্তীরস্থাস্তরবো যথা চলা ইব দৃশ্যন্তে, এবং কর্ত্তৃত্বভোক্তৃত্বাদয় উপাধিধর্ম্মা এব তদ্গ্রাহ্যে জীবে সর্ব্বভূতাদ্যাবিষ্টত্বাৎ সর্পাদিগ্রাহ্যে মনুষ্যে সর্পাদিধর্ম্মা ইবাবভাসন্তে,

ইত্যত্র দৃষ্টান্তমাহ—চক্ষুযেতি। তদেবং বিষয়ভোগা উপাধিধর্ম্মা এব জীবে মৃষা প্রতীতা ইত্যত্র দৃষ্টান্তদ্বয়-মাহ,—যথেতি। বিষয়ানুভবো বিষয়ভোগঃ সংসারঃ সংসারবন্ধঃ।। ৫৪-৫৫।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— অন্য ধর্ম্মযুক্ত বস্তু অন্যত্র প্রতিভাসিত হয় এই বিষয়ে দৃষ্টান্ত বলিতেছেন—জল দ্বারা প্রচলিত নৌকাতে বসিয়া নৌকারূঢ় জনগণ কর্ত্তৃক তীরস্থিত বৃক্ষসমূহকে যেমন সচলের ন্যায় দেখে সেইরূপ কর্ত্তৃত্ব আদি উপাধি ধর্ম্মযুক্ত ব্যক্তিই তাহার গ্রাহ্যজীবে সর্ব্বভূতাদি আবিষ্টহেতু সর্পাদিগ্রাহ্য মনুষ্যে সর্পাদি ধর্ম্মের ন্যায় প্রতিভাসিত হয়। এই বিষয়ে দৃষ্টান্ত বলিতেছেন—সেইরূপ বিষয়ভোগ সমূহ উপাধি ধর্ম্মই জীবে মিথ্যা জ্ঞান হয়। এইস্থলে দৃষ্টান্ত দুইটি বলিতেছেন—বিষয়ের অনুভব, বিষয়ভোগ, সংসার ও সংসারবন্ধন।। ৫৪-৫৫।।

বিবৃতি—যেরূপ সচল যানস্থিত দ্রষ্টার নিকট স্থিতি-বান্ বৃক্ষের চাঞ্চল্য উপলব্ধ হয়, যেরূপ বায়ুদ্বারা জলের গতিবৈশিষ্ট্য লক্ষিত হয়, তদ্রূপ কৃষ্ণসেবোন্মুখ জীবের স্বরূপবৃত্তির পরিবর্ত্তে বুদ্ধিবিপর্য্যয়ক্রমে জড়জগতের ভোক্তৃত্বাভিমান ঘটে।। ৫৪-৫৫।।

অর্থে হ্যবিদ্যমানেঽপি সংসৃতির্ন নিবর্ত্ততে।
ধ্যায়তো বিষয়ানস্য স্বপ্নেঽনর্থাগমো যথা।। ৫৬।।

অন্বয়ঃ— স্বপ্নে যথা অনর্থাগমঃ (স্বপ্নকালে যথা সর্পাদি দংশনরূপো মিথ্যাবিষয়াগমো ভবতি তথা) অর্থে অবিদ্যমানে অপি (বস্তুতো বিষয়সত্ত্বাভাবেঽপি) বিষয়ান্ ধ্যায়তঃ (চিন্তয়তঃ) অস্য (পুরুষস্য) সংসৃতিঃ ন নিবর্ত্ততে হি (পরন্তু মিথ্যা-সংসারঃ প্রবর্ত্তত এব)।। ৫৬।।

অনুবাদ— স্বপ্নে যেরূপ সর্পদংশনাদি মিথ্যাবিষয়ের উদ্ভব হয়, সেইরূপ বস্তুতঃ বিষয়ের সত্তা না থাকিলেও বিষয়চিন্তানিবন্ধন পুরুষের মিথ্যা সংসার-প্রবৃত্তি হইয়া থাকে।। ৫৬।।

বিশ্বনাথ—সংসারবন্ধস্য মিথ্যাত্বেঽপি তদুত্থং দুঃখং ন নিবর্ত্তত ইত্যাহ,—অর্থে উপাধিসম্বন্ধে অবিদ্যমানে অবস্তুভূতেঽপি সংসৃতিং সংসারসম্বন্ধোত্থং দুঃখং ন নিবর্ত্ততে। কস্য? বিষয়ান্ ভোগবুদ্ধ্যা ধ্যায়তোঽস্য জীবস্য। অবস্তুভূতস্যাপি দুঃখদত্বে দৃষ্টান্তঃ,—স্বপ্নেঽনর্থাগমঃ সর্পাদিদংশঃ।। ৫৬।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— সংসার বন্ধন মিথ্যা হইলেও তাহা হইতে জাত দুঃখ যায় না, ইহাই বলিতেছেন—উপাধি সম্বন্ধ না থাকিলেও অবস্তুভূত পদার্থেও সেই সংসার সম্বন্ধ জাতদুঃখ যায় না, কাহার? বিষয় সমূহকে ভোগবুদ্ধিদ্বারা ধ্যানকারী এই জীবের, অবস্তু স্বরূপ হইলেও দুঃখপ্রদত্বে দৃষ্টান্ত—স্বপ্ন অনর্থের অপগম অর্থাৎ সর্পাদিদংশ।। ৫৬।।

মধ্ব—

অল্পপ্রয়োজনং যত্তন্মৃষেত্যেব তদুচ্যতে।
ইতি শব্দনির্ণয়ে।
আত্মনঃ স্বত এব দুঃখাদ্যাঃ সুখাদিবদিতি
মিথ্যাবুদ্ধিরিতিবা।। ৫৬।।

ইতি শ্রীমদানন্দতীর্থ ভগবৎপাদাচার্য্য বিরচিতে
শ্রীমদ্ভাগবতৈকাদশস্কন্ধ তাৎপর্য্যে দ্বাবিংশোঽধ্যায়ঃ।

বিবৃতি— কল্পনা-প্রিয় জনগণের উদ্ভাবন-শক্তি-প্রকটিত বিচার যেরূপ অবাস্তব, দৃশ্যজগতের দ্রষ্টার নিকট অপরিজ্ঞেয়, স্বপ্নকালীন অনুভূতি যেরূপ জাগরকালে ফলহীন, তদ্রূপ নির্ম্মল জীবাত্মার জড়ভোগভ্রম বা তাৎ-কালিকী প্রতীতি নিত্যা নহে। স্বপ্নস্থ দ্রষ্টা দৃশ্যের অনস্তিত্বেও যেরূপ দৃশ্য দর্শন করেন, জাগরকালে নশ্বর-প্রতীতিবিশিষ্ট জীব যেরূপ দৃশ্যবস্তুভ্রমে ভগবদিতর প্রতীতিবিশিষ্ট হন এবং কালে উহা যেরূপ ধ্বংস হয়, তদ্রূপ আত্মা নিত্য-ভগবৎসেবায় বিজ্ঞানবিশিষ্ট, জ্ঞেয়ের অধিষ্ঠান ও নিরবচ্ছিন্ন আনন্দরূপা বৃত্তি হইতে বঞ্চিত হইয়া খণ্ডকাল-সাপেক্ষ, আংশিক জ্ঞান ও বাধাপ্রাপ্ত আনন্দ দর্শন করিয়া স্বীয় অধ্যাসাবস্থায় প্রতিষ্ঠিত থাকেন। যেরূপ দৃশ্যের অস্তিত্বভাবে স্বপ্নকালীন দ্রষ্টার দৃশ্যপ্রতীতি নিদ্রাভঙ্গ কালেও উহার কিছু কিছু আভাস থাকে, তদ্রূপ বিষয়-

ধ্যানমত্ত ভোগীর দৃশ্যের বহুত্ব অকিঞ্চিৎকর জানিয়াও দুর্ভাগা জীব অদ্বয়জ্ঞান ব্রজেন্দ্রনন্দনের সেবায় পূর্ণমাত্রায় নিযুক্ত হইতে অসমর্থ হয়।। ৫৫-৫৬।।

তস্মাদুদ্ধব মা ভুঙ্ক্ষ বিষয়ানসদিন্দ্রিয়ৈঃ।
আত্মাগ্রহণনির্ভাতং পশ্য বৈকল্পিকং ভ্রমম্।। ৫৭।।

অন্বয়ঃ—(হে) উদ্ধব! তস্মাৎ অসদিন্দ্রিয়ৈঃ বিষয়ান্ মা ভুঙ্ক্ষ (বিষয়সেবাং মা কুরু) আত্মাগ্রহণনির্ভাতম্ (আত্মনো জীবস্যাগ্রহণমপ্রাপ্তিস্তত্র নির্ভাতং বিরাজমানং) বৈকল্পিকং (বিকল্পাদ্ দেহাধ্যাসাদুদ্ভূতং ভ্রমং চ) পশ্য।।

অনুবাদ— হে উদ্ধব! অতএব অসৎ ইন্দ্রিয়সমূহদ্বারা বিষয়সেবা করিও না এবং আত্মবিষয়ক অজ্ঞানহেতু তাহাতে যে দেহাধ্যাসজনিত ভ্রমের উদয় হইয়াছে তাহার বিচার কর।। ৫৭।।

বিশ্বনাথ— যস্মাদ্ভোগবুদ্ধ্যা বিষয়ধ্যানমনর্থহেতুস্তস্মাত্ত্বং তৎ ত্যজেত্যাহ,—তস্মাদিতি। বিকল্পাদ্দেহাধ্যাসাদুদ্ভূতং ভ্রমমজ্ঞানং পশ্য। কীদৃশং? আত্মনো জীবস্য অগ্রহণমপ্রাপ্তিস্তত্র নির্ভাতং বিরাজমানং তদতিসাধকমিত্যর্থঃ।। ৫৭।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—যেহেতু ভোগ বুদ্ধিদ্বারা বিষয়ের ধ্যান অনর্থের কারণ। অতএব তাহাকে তুমি ত্যাগ করিবে, ইহাই বলিতেছেন—বিকল্প অর্থাৎ দেহে অধ্যাসবশতঃ জাতভ্রম অজ্ঞানকে দেখ! কিরূপ? আত্মা জীবের অগ্রহণ অর্থাৎ অপ্রাপ্তি সেইস্থানে বিরাজমান তাহার অতিশয় সাধক, ইহাই অর্থ।। ৫৭।।

বিবৃতি— উপদেশগ্রহণকারী উদ্ধবকে ভগবান্ বলিতেছেন যে, বদ্ধাভিমানী জীব ইন্দ্রিয়সমূহদ্বারা যে দৃশ্য দর্শন করেন, তাদৃশ দর্শনের অকর্ম্মণ্যতা উপলব্ধি করিয়া বুদ্ধিমান্ জীবের কৃষ্ণেতর অকিঞ্চিৎকর বিষয়সমূহ বিচার করিতে গিয়া সতর্ক হওয়াই কর্ত্তব্য। স্বরূপভ্রান্ত জীবের দুর্দ্দশার বিচার জীবকে স্বরূপজ্ঞানোপলব্ধিতে লোভবিশিষ্ট করিলেই তাহাকে প্রকৃত দার্শনিক বলিয়া জানিতে হইবে। নতুবা দর্শন-ভ্রান্তি জীবকে ভগবৎসেবা হইতে বিক্ষিপ্ত করাইবে।। ৫৭।।

ক্ষিপ্তোঽবমানিতোঽসদ্ভিঃ প্রলব্ধোঽসূয়িতোঽথবা।
তাড়িতঃ সন্নিরুদ্ধো বা বৃত্ত্যা বা পরিহাপিতঃ।। ৫৮।।
নিষ্ঠ্যুতো মূত্রিতো বাজ্ঞৈর্বহুধৈবং প্রকম্পিতঃ।
শ্রেয়স্কামঃ কৃচ্ছ্রগত আত্মনাত্মানমুদ্ধরেৎ।। ৫৯।।

অন্বয়ঃ— অসদ্ভিঃ (দুর্জ্জনৈঃ) ক্ষিপ্তঃ (আক্ষিপ্তঃ) অবমানিতঃ প্রলব্ধঃ (উপহসিতঃ) অথবা অসূয়িতঃ তাড়িতঃ সন্নিরুদ্ধঃ (বদ্ধা স্থাপিতঃ) বা বৃত্ত্যা (জীবিকয়া) পরিহাপিতঃ (বঞ্চিতঃ) বা নিষ্ঠ্যুতঃ (নিষ্ঠীবনবিষয়ীকৃতঃ) অজ্ঞৈঃ মূত্রিতঃ (মূত্রেণার্দ্রীকৃতঃ) বা এবং বহুধা (বহুপ্রকারেণ) প্রকম্পিতঃ (পরমেশ্বরনিষ্ঠাতঃ প্রচ্যাবিতোঽপি) কৃচ্ছ্রগতঃ (কৃচ্ছ্রং প্রাপ্তোঽপি) শ্রেয়স্কামঃ (পুমান্) আত্মনা (বুদ্ধ্যা) আত্মানম্ উদ্ধরেৎ (শ্রীনারায়ণং স্মরেদিত্যর্থঃ)।। ৫৮-৫৯

অনুবাদ— দুর্জ্জনগণ কর্ত্তৃক আক্ষিপ্ত, অবমানিত, উপহসিত, অসূয়িত, তাড়িত, বদ্ধ, জীবিকা হইতে বঞ্চিত, নিষ্ঠীবন বা মূত্রদ্বারা আর্দ্রীকৃত, ইত্যাদিরূপে পরমেশ্বরনিষ্ঠা হইতে বিচালিত এবং নানাকষ্টে নিপাতিত হইয়াও কল্যাণকামী পুরুষ নিজ বুদ্ধিদ্বারাই নিজকে রক্ষা করিবেন।। ৫৮-৫৯।।

বিশ্বনাথ— বিষয়ভোগরহিতঃ কীদৃশস্তিষ্ঠেয়মিত্যপেক্ষায়ামাহ, ক্ষিপ্ত ইতি দ্বাভ্যাম্। ক্ষিপ্ত আক্ষিপ্তঃ বহির্নিঃসারিতো বা। প্রলব্ধ উপহসিতঃ। অসূয়িতঃ দোষারোপবিষয়ীকৃতঃ বৃত্ত্যা জীবিকয়া রহিতীকৃতঃ নিষ্ঠ্যুতঃ নিষ্ঠীবনক্ষেপপাত্রীকৃতঃ।। ৫৮-৫৯।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—বিষয়ভোগ রহিত হইয়া কিরূপে থাকিব? ইহার উত্তরে দুইটি শ্লোকদ্বারা বলিতেছেন—তাড়াইয়া দিলে অথবা বাহির করিয়া দিলে, উপহাস প্রাপ্ত হইয়া দোষারোপের বিষয় হইয়া, জীবিকা বিহীন হইয়া, গায়ে থুথু ফেলিয়া দিলে কল্যাণকামী ব্যক্তি নিজ-বুদ্ধিদ্বারাই নিজেকে রক্ষা করিবে।। ৫৮-৫৯।।

বিবৃতি— জীব অবর কর্ম্মভূমিকায় নিজের ক্ষতি পরিদর্শন করিয়া যদি ভোগ বা ত্যাগ-মূলে উহার প্রতি-ষেধাকাঙ্ক্ষায় ব্যস্ত হয়, তাহা হইতে তাহার শ্রেয়োলাভে বিলম্ব ঘটিবে। পরন্তু শ্রীচৈতন্যোপদিষ্ট ''আপনি নির-ভিমান, অন্যে দিবে মান'', ''তৃণাদপি সুনীচ'' ও ''তরো-রপি সহিষ্ণু'' হইবার দিব্যজ্ঞানে শিক্ষিত হইলে জড়-ভোগচাঞ্চল্য ও জড়ফলভোগ-রাহিত্য তাহাকে গ্রাস করিবে না। ধীর হইয়া আত্মশ্রেয়ঃকামনামূলে সহিষ্ণু ও জড়াহঙ্কাররহিত হওয়াই একমাত্র মঙ্গলের পথ।। ৫৮-৫৯

শ্রীউদ্ধব উবাচ—

যথৈবমনুবুধ্যেয়ং বদ নো বদতাং বর।। ৬০।।

অন্বয়ঃ—শ্রীউদ্ধবঃ উবাচ,—(হে) বদতাং বর! এবং (ত্বদুক্তং) যথা অনুবুধ্যেয়ং (জ্ঞাতো ভবেয়ং তথা) নঃ (অস্মান্ সর্ব্বান্) বদ।। ৬০।।

অনুবাদ— শ্রীউদ্ধব বলিলেন,— হে বাগ্মিপ্রবর! আপনার এই সমস্ত উক্তি যাহাতে অবগত হইতে পারি, সেরূপ বর্ণন করুন।। ৬০।।

বিশ্বনাথ— যথা অনুবুধ্যেয়ং তত্তৎসহনে যথা বিবেকং প্রাপ্নুয়ামেবং বদ।। ৬০।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— সেই সেই তিরস্কার সহনে যেমন বিবেক প্রাপ্ত হইব, তাহার প্রকার বল।। ৬০।।

সুদুঃসহমিমং মন্য আত্মন্যসদতিক্রমম্।
বিদুষামপি বিশ্বাত্মন্ প্রকৃতির্হি বলীয়সী।
ঋতে ত্বদ্ধর্ম্মনিরতান্ শান্তাংস্তে চরণালয়ান্।। ৬১।।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামেকাদশস্কন্ধে শ্রীভগবদুদ্ধব-সংবাদে দ্বাবিংশোঽধ্যায়ঃ।। ২২।।

অন্বয়ঃ— (হে) বিশ্বাত্মন্। হি (যতঃ) প্রকৃতিঃ (স্বভাবঃ) বলীয়সী (দুরতিক্রমণীয়েত্যর্থস্ততঃ) তে (তব) চরণালয়ান্ (চরণাশ্রিতান্) শান্তান্ ত্বদ্ধর্ম্মনিরতান্ (ভগবদ্ভক্তান্) ঋতে (বিনা) বিদুষাম্ অপি আত্মনি ইমম্ অসদতিক্রমম্ (অসদ্ভিঃ কৃতমতিক্রমমপরাধং) সুদুঃসহম্ (অতিদুঃখহং) মন্য (নির্দ্ধারয়ামি)।। ৬১।।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে দ্বাবিংশাধ্যায়স্যান্বয়ঃ।।

অনুবাদ— হে বিশ্বরূপিন্! যেহেতু জীবগণের স্বভাব দুরতিক্রমণীয়, সেইজন্য ভবদীয় চরণাশ্রিত শান্ত ভক্ত ব্যতীত পণ্ডিতগণের পক্ষেও দুর্জ্জনগণকর্ত্তৃক অনু-ষ্ঠিত পূর্ব্বোক্ত অপরাধসমূহ সহ্য করা অতীব অসাধ্য বলিয়া মনে করিতেছি।। ৬১।।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশস্কন্ধের দ্বাবিংশাধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

বিশ্বনাথ— বিদুষাং অসদতিক্রমসহনে উপায়ং জানতামপি প্রকৃতিরমর্ষাত্মকঃ স্বভাবঃ। ত্বদ্ধর্ম্মনিরতান্ ত্বদ্ভক্তান্ বিনেতি তেষাং ত্বৎসাধর্ম্ম্যপ্রাপ্ত্যা প্রকৃতিরকোপ-নৈবেত্যাহ—শান্তান্ তত্র হেতুস্ত্বচ্চরণনিবাসান্।। ৬১।।

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।
একাদশেঽত্র দ্বাবিংশঃ সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্।।

ইতি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরকৃতা শ্রীমদ্ভাগবত একাদশ-স্কন্ধে দ্বাবিংশাধ্যায়স্য সারার্থদর্শিনী টীকা সমাপ্তা।

টীকার বঙ্গানুবাদ— বিদ্বান্‌গণের অসৎ ব্যক্তির তিরস্কার সহনে উপায় জানিয়াও প্রকৃতি অমর্ষাত্মক ক্রোধী স্বভাব তোমার ভক্তগণকে ব্যতীত তাহাদের তোমার সমান ধর্ম্ম প্রাপ্তিদ্বারা স্বভাবের ক্রুদ্ধ না হওয়া দ্বারাই, ইহাই বলিতেছেন—শান্ত ভক্তগণকে সেখানে হেতু, তোমার চরণে নিবাস হেতু।। ৬১।।

ইতি ভক্তগণের চিত্তের আনন্দদায়িনী সারার্থ-দর্শিনীতে একাদশ-স্কন্ধে দ্বাবিংশ অধ্যায় সাধুগণের সঙ্গে সমাপ্ত হইলেন।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশ-স্কন্ধে দ্বাবিংশ অধ্যায়ের শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর কৃতা সারার্থদর্শিনী টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত হইলেন।

বিবৃতি— ভোগময়ী দৃষ্টি ও দ্বিতীয়াভিনিবেশ থাকা

কাল পর্য্যন্ত জীবের শান্তিলাভ ঘটে না। ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধিকামী গুরুব্রুবগণের শরণাগত হইলে জীবের কামনারূপা অশান্তি অপনোদিত হয় না। সাধুসঙ্গপ্রভাবে কৃষ্ণভজনোপদেশ লাভ করিলে জীবের প্রকৃত মঙ্গল-লাভ হয়। ভক্তি ব্যতীত আর সকল পথই নিতান্ত অকর্ম্মণ্য ও বৃথা জানিতে হইবে।। ৬১।।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশস্কন্ধের দ্বাবিংশ অধ্যায়ের মধ্ব, বিবৃতি সমাপ্ত।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশস্কন্ধের দ্বাবিংশ অধ্যায়ের গৌড়ীয়-ভাষ্য সমাপ্ত।

ত্রয়োবিংশোঽধ্যায়ঃ

শ্রীবাদরায়ণিরুবাচ—
স এবমাশংসিত উদ্ধবেন
ভাগবতমুখ্যেন দাশার্হমুখ্যঃ।
সভাজয়ন্ ভৃত্যবচো মুকুন্দ-
স্তমাবভাষে শ্রবণীয়বীর্য্যঃ।। ১।।

গৌড়ীয় ভাষ্য

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে অবন্তিদেশীয় ভিক্ষুর দৃষ্টান্তে দুর্জ্জনের উপদ্রব তিরস্কার সহ্য করিবার উপায় বর্ণিত হইয়াছে।

অসজ্জনের পরুষবাক্য বাণ অপেক্ষাও তীব্রতর-ভাবে মর্ম্মস্থল বিদ্ধ করে। অবন্তিনগরের কোন এক ব্রাহ্মণ-ভিক্ষু দুর্জ্জনকর্ত্তৃক অতীব পরিভূত হইয়া উহাকে নিজ কর্ম্মবিপাক বিচার করিয়া পরম ধৈর্য্যের সহিত সহ্য করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ—কৃষিবাণিজ্যাদিজীবী, অত্যন্ত লোভী, কৃপণ ও কোপন ছিলেন। ফলে স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, বান্ধব, ভৃত্য সকলেই সর্ব্বপ্রকার ভোগবঞ্চিত হইয়া তাঁহার প্রতি অপ্রিয় আচরণ করিতে লাগিল। কালে দস্যু, জ্ঞাতি ও দৈব তাঁহার সমস্ত অর্থ অপরহণ করিল। ধনহীন হইয়া সকলের দ্বারা পরিত্যক্ত হইলে ব্রাহ্মণের অত্যন্ত নির্ব্বেদ উপস্থিত হইল। অর্থের উপার্জ্জন-রক্ষণাদিতে পরিশ্রম, ভয়, চিন্তা ও ভ্রম উপস্থিত হয়; অর্থ হইতে চৌর্য্য, হিংসা, মিথ্যা, দম্ভ, কাম, ক্রোধ, গর্ব্ব, মত্ততা, ভেদ, শত্রুতা, অবিশ্বাস, স্পর্দ্ধা, স্ত্রী, দ্যূত ও মদ্যে আসক্তি—এই পঞ্চদশ প্রকার অনর্থের উদয় হয়; এই সকল বিচার তাঁহার হৃদয়ে উপস্থিত হইলে তিনি তখন বুঝিতে পারিলেন যে, বস্তুতঃ ভগবান্ শ্রীহরি তাঁহার প্রতি সন্তুষ্টই হইয়াছেন—যাহার ফলে তাঁহার এই অবস্থাবিপর্য্যয় সংঘটিত হইয়াছে এবং আত্মোদ্ধারের উপায়স্বরূপ নির্ব্বেদ উপস্থিত হইয়াছে। এই অবস্থায় তিনি জীবনের অবশিষ্টকাল হরিভজনে দৃঢ়সঙ্কল্প হইয়া ত্রিদণ্ডি-ভিক্ষুবেষ গ্রহণ করিলেন। ভিক্ষার নিমিত্ত নগরাদিতে প্রবিষ্ট হইলে লোকে তাঁহাকে নানাভাবে উপদ্রব উৎপীড়ন করিলেও যিনি পর্ব্বতের ন্যায় অচল অটলভাবে সমস্ত সহ্য করিয়া নিজ অভীষ্ট-সাধনে অবিচলিত রহিলেন এবং ভিক্ষুগীতি-নামে প্রসিদ্ধ গাথা গান করিয়াছিলেন।

জন, দেবতা, আত্মা, গ্রহ, কর্ম্ম, কাল—ইহারা কেহই সুখদুঃখের হেতু নহে; পরন্তু মনই ইহার কারণ, মনই জীবকে সংসারচক্রে পরিভ্রমণ করায়। মনোনিগ্রহই দানধর্ম্মাদি সকলেরই লক্ষ্য। সমাহিতচিত্ত ব্যক্তির ঐসকল কোনই প্রয়োজন নাই; অসমাহিতচিত্ত ব্যক্তির পক্ষেও উহারা নিষ্ফল। অহংভাবই অপ্রাকৃত আত্মাকে বিষয়ে আবদ্ধ করে। অতএব পূর্ব্ব পূর্ব্ব মহাজনগণের অনুষ্ঠিত ভগবন্নিষ্ঠার অনুসরণে মুকুন্দচরণসেবার দ্বারাই দুষ্পার

সংসারসাগর পার হইতে তিনি কৃতসঙ্কল্প হইলেন।

ভগবচ্চরণে বুদ্ধি নিবিষ্ট করিয়া মনকে সর্ব্বতোভাবে নিগৃহীত করিবে; ইহাই সকল সাধনের সার।

অন্বয়ঃ—শ্রীবাদরায়ণিঃ (শ্রীশুকঃ) উবাচ,—ভাগবতমুখ্যেন (ভক্তপ্রবরেণ) উদ্ধবেন এবম্ আশংসিতঃ (প্রার্থিতঃ) শ্রবণীয়বীর্য্যঃ (শ্রবণীয়ং শ্রবণার্হংবীর্য্যং যস্য স পুণ্যশ্লোক ইত্যর্থঃ) দাশার্হমুখ্যঃ (যাদবোত্তমঃ) সঃ মুকুন্দঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) ভৃত্যবচঃ (ভৃত্যস্য বাক্যং) সভাজয়ন্ (সৎকুর্ব্বন্) তং (ভৃত্যমুদ্ধবং প্রতি) আবভাষে (উক্তবান্)।

অনুবাদ— শ্রীশুকদেব বলিলেন,—ভক্তপ্রবর উদ্ধব কর্ত্তৃক এইরূপ প্রার্থিত হইয়া পুণ্যশ্লোক যাদবোত্তম শ্রীকৃষ্ণ ভক্তবাক্যের সৎকারপূর্ব্বক তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন।। ১।।

বিশ্বনাথ—

ত্রয়োবিংশে কদর্য্যস্য ধনজ্ঞানাপ্যয়োদয়ৌ।
গীতং দুঃখহরঞ্চোক্তং দুর্জ্জনাপ্তিতিরস্কৃতে।। ০।।

আশংসিতঃ প্রার্থিতঃ।। ১।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— এই ত্রয়োবিংশ অধ্যায়ে কদর্য্য ব্যক্তির ধনের নাশ, দুর্জ্জন কর্ত্তৃক প্রাপ্ত তিরস্কার, বিবেক দ্বারা দুঃখ হরণ ইহা গীতরূপে বলা হইয়াছে।। ০।।

আশংসিত প্রার্থিত।। ১।।

শ্রীভগবানুবাচ—

বার্হস্পত্য স নাস্ত্যত্র সাধুর্বৈ দুর্জ্জনেরিতৈঃ।
দুরুক্তৈর্ভিন্নমাত্মানং যঃ সমাধাতুমীশ্বরঃ।। ২।।

অন্বয়ঃ— শ্রীভগবান্ উবাচ,—(হে) বার্হস্পত্য! (বৃহস্পতেঃ শিষ্য!) যঃ দুর্জ্জনেরিতৈঃ (দুর্জ্জনপ্রযুক্তৈঃ) দুরুক্তৈঃ (দুর্ব্বাক্যৈঃ) ভিন্নং (ক্ষোভিতম্) আত্মানং (মনঃ) সমাধাতুং (শময়িতুম্) ঈশ্বরঃ (সমর্থো ভবেৎ) অত্র (লোকে) সঃ (তাদৃশঃ) সাধুঃ নাস্তি বৈ (দুর্ল্লভ এবেত্যর্থঃ)।। ২।।

অনুবাদ— শ্রীভগবান্ বলিলেন,— হে বৃহস্পতি-শিষ্য! উদ্ধব! যিনি দুর্জ্জনোক্ত দুর্ব্বাক্যদ্বারা ক্ষোভিত চিত্তকে শান্ত করিতে সমর্থ, তাদৃশ সাধু ইহলোকে দুর্ল্লভ।

বিশ্বনাথ— হে বার্হস্পত্য, বৃহস্পতেঃ শিষ্যেতি সোপপত্তিকং ত্বদ্বাক্যমহমমানয়মেব, কিন্তু পারমার্থিকোঽয়ং মার্গস্ত্বদ্‌গুরুণা তেনাপ্যগম্যো মত্ত এব ত্বয়া শিক্ষয়িতব্য ইতি ভাবঃ।। ২।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— হে বৃহস্পতির শিষ্য উদ্ধব! যুক্তির সহিত তোমার বাক্য আমি সম্মান দিলাম, কিন্তু এই পথটি পারমার্থিক পথ, তাহা তোমার গুরুবৃহস্পতিরও অগম্য, আমার নিকট হইতেই তোমার শিক্ষা করা উচিত ইহাই ভাবার্থ।। ২।।

বিবৃতি— অগ্রগামী ব্যক্তি সাধুর পথে বিচরণশীল হওয়ায় অসাধুগণ নানাপ্রকার কুযুক্তি প্রদর্শন করিয়া সাধুতার উপরেই আক্রমণ করে। সরলচিত্ত শান্তিপ্রিয় ভক্তগণ অসাধুদিগের তাণ্ডবনৃত্য দেখিয়া হৃদয়ে ব্যথা পান। তাঁহাদিগকর্ত্তৃক অসৎপথ গর্হিত হইলেও জঘন্য-বৃত্তি-পোষণ দ্বারা অসজ্জনগণ কপটতাবলম্বনে যে সকল ছলনামূলক কুবাক্য প্রয়োগ করে, তাহা মানবজাতির উন্নতিপথের বাঘ্যাত করায়।। ২।।

ন তথা তপ্যতে বিদ্ধঃ পুমান্ বাণৈস্তু মর্ম্মগৈঃ।
যথা তুদন্তি মর্ম্মস্থা হ্যসতাং পরুষেষবঃ।। ৩।।

অন্বয়ঃ— অসতাং (দুর্জ্জনানাং) পরুষেষবঃ (দুর্ব্বাক্যবাণাঃ) মর্ম্মস্থাঃ (মর্ম্মদেশলগ্নাঃ সন্তঃ) যথা তুদন্তি হি (জনং যদ্বদ্ ব্যথয়ন্তি) পুমান্ মর্ম্মগৈঃ (মর্ম্মদেশস্পর্শিভিঃ) বাণৈঃ তু (অপি) বিদ্ধঃ (সন্) তথা ন তপ্যতে (তদ্বত্তাপং নানুভবতি)।। ৩।।

অনুবাদ— দুর্জ্জনগণের কর্কশবাক্যবাণ মর্ম্মস্পর্শী হইয়া মানবকে যেরূপ ব্যথিত করে, পুরুষ মর্ম্মস্পর্শি-বাণদ্বারা বিদ্ধ হইয়াও তাদৃশ সন্তপ্ত হয় না।। ৩।।

বিশ্বনাথ—পরুষেষবঃ পরুষোক্তিরূপা ইষবঃ।। ৩

টীকার বঙ্গানুবাদ— কঠোর উক্তিরূপ বাণসমূহ।।

কথয়ন্তি মহৎ পুণ্যমিতিহাসমিহোদ্ধব।
তমহং বর্ণয়িষ্যামি নিবোধ সুসমাহিতঃ।। ৪।।

অন্বয়ঃ—(হে) উদ্ধব। ইহ (অস্মিন্ বিষয়ে পৌরাণিকাঃ) মহৎ (যথা ভবতি তথা) পুণ্যম্ ইতিহাসং (গাথাং) কথয়ন্তি অহং তম্ (ইতিহাসং) বর্ণয়িষ্যামি (ত্বং) সুসমাহিতঃ (সন্) নিবোধ (শৃণু)।। ৪।।

অনুবাদ—হে উদ্ধব! এবিষয়ে পৌরাণিকগণ যে মহাপুণ্য ইতিহাস বর্ণন করেন তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর।। ৪।।

কেনচিদ্ভিক্ষুণা গীতং পরিভূতেন দুর্জ্জনৈঃ।
স্মরতা ধৃতিযুক্তেন বিপাকং নিজকর্ম্মণাম্।। ৫।।

অন্বয়ঃ— দুর্জ্জনৈঃ পরিভূতেন (অবজ্ঞাতেন) নিজকর্ম্মণাং (স্বস্যৈব পূর্ব্বাচরিতানাং) বিপাকং (পরিণামফলং) স্মরতা (চিন্তয়তা) ধৃতিযুক্তেন (ধৈর্য্যশীলেন) কেনচিৎ ভিক্ষুণা গীতং (তমিতিহাসং নিবোধেতি পূর্ব্বেণান্বয়ঃ)।। ৫।।

অনুবাদ—কোন এক ভিক্ষু দুর্জ্জনগণকর্ত্তৃক নানাপ্রকারে অবজ্ঞাত হইয়া উহা স্বীয় পূর্ব্ব-কর্ম্মেরই ফল মনে করিয়া ধৈর্য্যসহকারে যাহা গান করিয়াছিল, আমি তাহাই বর্ণন করিতেছি।। ৫।।

বিশ্বনাথ— যদ্যপ্যেবমেব সর্ব্বত্র দৃষ্টং তদপি পরুষেষু বৈয়র্থ্যকরমুপাখ্যানং শৃণ্বিত্যাহ—কথয়ন্তীতি। বিপাকং ফলম্।। ৫।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদিও এইরূপই সর্ব্বত্র দেখা যায়, তাহাও কঠোরবাণ সমূহকে ব্যর্থ করে এই উপাখ্যানটি শ্রবণ কর। বিপাক অর্থাৎ ফল।। ৫।।

বিবৃতি—সাধারণ বিচারে অসতের পথ পরিত্যাগ করিয়া ত্যাগপরায়ণ ব্যক্তি দুর্জ্জন-কর্ত্তৃক আক্রান্ত হন। প্রাক্তন-কর্ম্ম-ফলে যে সকল অমঙ্গল সঞ্চিত থাকে, তাহার সমুচিত দণ্ডলাভ করিবার কালে যদি কেহ অসহিষ্ণু হন, তাহা হইলে তিনি পুনরায় দুর্জ্জনের পথে চলিতে থাকিবেন। এজন্য তরুর ন্যায় সহ্যগুণসম্পন্ন হইবার উপদেশ শ্রীগৌরসুন্দরের শিক্ষার মধ্যে পাওয়া যায়। আধুনিক সদুপদেশলব্ধ-চেষ্টায় নিযুক্ত থাকা-কালে দৌরাত্ম্যকারিজনগণের দ্বারা উপদ্রুত হওয়া কেবল পূর্ব্বানুষ্ঠিত কর্ম্মফল। সুতরাং পুনরায় অমঙ্গল অর্জ্জন করিবার জন্য—"কৃতে প্রতিক্রিয়াং কুর্য্যাৎ, হিংসিতে প্রতিহিংসিতম্"—নীতি পরিহার করাই সুপরামর্শ। অসতের সহিত প্রতিযোগিতা না করিলে দুর্জ্জনগণ আপনা হইতেই থামিয়া যায়।। ৫।।

অবন্তিষু দ্বিজঃ কশ্চিদাসীদাঢ্যতমঃ শ্রিয়া।
বার্ত্তাবৃত্তিঃ কদর্য্যস্তু কামী লুব্ধোঽতিকোপনঃ।। ৬।।

অন্বয়ঃ— অবন্তিষু (মালবেষু) শ্রিয়া (সম্পদা) আঢ্যতমঃ (সমৃদ্ধঃ) বার্ত্তাবৃত্তিঃ (কৃষিবাণিজ্যাদিবৃত্তিযুক্তঃ) কামী লুব্ধঃ অতিকোপনঃ কদর্য্যঃ (আত্মদার-পুত্রাদিপীড়নশীলঃ) কশ্চিৎ তু দ্বিজঃ আসীৎ।। ৬।।

অনুবাদ— পুরাকালে অবন্তিদেশে ঐশ্বর্য্যসমৃদ্ধ, কৃষিবাণিজ্যাদিবৃত্তিশীল, কামী, লুব্ধ, অতিকোপন, আত্মদারপুত্রাদিপীড়নরত এক বিপ্র বাস করিত।। ৬।।

বিশ্বনাথ— অবন্তিষু মালবেষু। বার্ত্তা কৃষিবাণিজ্যাদিরূপা বৃত্তির্যস্য সঃ কদর্য্যো বিগীতঃ। যদুক্তং "আত্মানং ধর্ম্মকৃত্যঞ্চ পুত্রদারাংশ্চ পীড়য়ন্। দেবতাতিথিভৃত্যাংশ্চ স কদর্য্য ইতি স্মৃতঃ" ইতি।। ৬।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— মালবদেশে অবন্তীনগরে কৃষিবাণিজ্যাদি বৃত্তি যাহার সেই কদর্য্য নিন্দিত ব্যক্তি যাহা বলা হইয়াছে—'যে ব্যক্তি নিজেকে, ধর্ম্মকার্য্যসমূহকে ও স্ত্রীপুত্রাদিকে কষ্টদিয়া এবং দেবতা অতিথি ও ভৃত্যগণকে পীড়া দেয়, সেই ব্যক্তি 'কদর্য্য'।। ৬।।

জ্ঞাতয়োঽতিথয়স্তস্য বাঙ্মাত্রেণাপি নার্চ্চিতাঃ।
শূন্যাবসথ আত্মাপি কালে কামৈরনর্চ্চিতঃ।। ৭।।

অন্বয়ঃ— তস্য (দ্বিজস্য যে) জ্ঞাতয়ঃ (বান্ধবাঃ) অতিথয়ঃ (অধ্বনীনাশ্চ তে) বাঙ্মাত্রেণ (বাচা) অপি ন অর্চ্চিতাঃ (কদাপি ন পূজিতাঃ) শূন্যাবসথে (ধর্ম্মকর্ম্মহীনে গৃহে দেহে বা) কালে (যথাকালম্) আত্মা অপি (স্বদেহোঽপি) কামৈঃ অনর্চ্চিতঃ (ভোগৈস্তর্পিতো নাভূৎ)।। ৭।।

অনুবাদ— যে কখনও বাক্যদ্বারাও বান্ধব বা অতিথিগণের অর্চ্চনা করে নাই; এমন কি, ধর্ম্মকর্ম্মহীন গৃহে নিজদেহকেও কোন দিন যথাসময়ে ভোগদ্বারা তৃপ্ত করে নাই।। ৭।।

বিশ্বনাথ—শূন্যাবসথে ধর্ম্মকামশূন্য গৃহাশ্রমে।। ৭

টীকার বঙ্গানুবাদ— শূন্যগৃহে অর্থাৎ ধর্ম্মকার্য্যশূন্য গৃহাশ্রমে।। ৭।।

দুঃশীলস্য কদর্য্যস্য দ্রুহ্যন্তে পুত্রবান্ধবাঃ।
দারা দুহিতরো ভৃত্যা বিষণ্ণা নাচরন্ প্রিয়ম্।। ৮।।

অন্বয়ঃ—পুত্রবান্ধবাঃ (পুত্রাশ্চ বান্ধবাশ্চ) দুঃশীলস্য কদর্য্যস্য (তস্য তং প্রতীত্যর্থঃ) দ্রুহ্যন্তে (দ্রুহ্যন্তি) বিষণ্ণাঃ (বিষাদগ্রস্তাঃ) দারাঃ (পত্নী) দুহিতরঃ (কন্যা) ভৃত্যাঃ (চ) প্রিয়ং ন আচরন্ (তস্য প্রিয়ানুষ্ঠানং ন চক্রুঃ)।। ৮।।

অনুবাদ— পুত্র ও বান্ধবগণ সেই দুঃশীল পুরুষের প্রতি সর্ব্বদা বিদ্বেষভাবাপন্ন ছিল; বিষণ্ণচিত্তা স্ত্রী, কন্যা বা ভৃত্যগণও তাহার প্রিয় আচরণ করিত না।। ৮।।

বিশ্বনাথ—দুঃশীলস্য দুঃশীলায় দ্রুহ্যন্তে দ্রুহ্যন্তি।।৮

টীকার বঙ্গানুবাদ— দুঃশীল ব্যক্তিকে গ্রামবাসীগণ শত্রুতা করে।। ৮।।

তস্যৈবং যক্ষবিত্তস্য চ্যুতস্যোভয়লোকতঃ।
ধর্ম্মকামবিহীনস্য চুক্রুধুঃ পঞ্চভাগিনঃ।। ৯।।

অন্বয়ঃ— এবং যক্ষবিত্তস্য (যক্ষানাং বিত্তমিব কেবলং রক্ষণীয়ং বিত্তং যস্য তস্য) ধর্ম্মকামবিহীনস্য (ততঃ) উভয়লোকতঃ (স্বর্গাদিহ লোকাচ্চ) চ্যুতস্য (ভ্রষ্টস্য) তস্য পঞ্চভাগিনঃ (পঞ্চযজ্ঞদেবতাঃ) চুক্রুধুঃ (ক্রুদ্ধা বভূবুঃ)।। ৯।।

অনুবাদ— এইরূপ যক্ষতুল্য ধনরক্ষণশীল, ধর্ম্ম-কামরহিত, উভয়-লোকবিভ্রষ্ট সেই বিপ্রের প্রতি পঞ্চ-যজ্ঞভাগী দেবতাগণ ক্রুদ্ধ হইলেন।। ৯।।

বিশ্বনাথ— যক্ষাণাং বিত্তমিব কেবলং রক্ষণীয়ং বিত্তং যস্য তস্য। পঞ্চভাগিনঃ পঞ্চযজ্ঞদেবতাঃ।। ৯।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— যক্ষগণের অর্থের ন্যায় কেবল যাহার বিত্ত রক্ষিত হয়, তাহার পঞ্চভাগ গ্রহণকারী পঞ্চ যজ্ঞ দেবতা দেব ঋষি পিতৃ মনুষ্য ও প্রাণীগণ বঞ্চিত হইয়া ঐ গৃহীর প্রতি ক্রুদ্ধ হন।। ৯।।

তথ্য— পঞ্চভাগী— দেব, ঋষি, পিতৃ, মনুষ্য ও প্রাণী এই পাঁচ প্রকার বস্তু স্ব-স্ব অংশ পাইতে বঞ্চিত হইলে ভোগী কর্ম্মকর্ত্তার প্রতি ক্রুদ্ধ হন।। ৯।।

তদবধ্যানবিস্রস্ত-পুণ্যস্কন্ধস্য ভূরিদ।
অর্থোঽপ্যগচ্ছন্নিধনং বহ্বায়াসপরিশ্রমঃ।। ১০।।

অন্বয়ঃ— (হে) ভূরিদ! (হে প্রভূতদানশীল! উদ্ধব!) তদবধ্যানবিস্রস্তপুণ্যস্কন্ধস্য (তেষামবধ্যানেনানাদরেণ বিস্রস্তো বিশীর্ণঃপুণ্যস্য স্কন্ধোঽর্থলাভমাত্রহেতুরংসো যস্য তস্য বিপ্রস্য) বহ্বায়াসপরিশ্রমঃ (বহ্বায়াসৈঃ কৃষ্যাদিভিঃ কেবলং পরিশ্রমো যস্মিন্ সঃ) অর্থঃ অপি নিধনং (নাশম্) অগচ্ছৎ (প্রাপ্তঃ)।। ১০।।

অনুবাদ— হে প্রভূতদানশীল! উদ্ধব! এইরূপে দেবতাগণের অনাদরহেতু তাহার পুণ্যভাগ ক্ষীণ হওয়ায় বহুপ্রয়াসলব্ধ অর্থও বিনাশপ্রাপ্ত হইয়াছিল।। ১০।।

বিশ্বনাথ— তেষামবধ্যানমনাদরঃ বহ্বায়াসৈঃ কৃষ্যাদিভিঃ পরিশ্রমো যস্মিন্ সঃ।। ১০।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— তাঁহাদের অনাদর, বহু আয়াস-দ্বারা কৃষি আদি দ্বারা যে ব্যক্তি পরিশ্রম করে, তিনি।।১০

জ্ঞাতয়ো জগৃহুঃ কিঞ্চিৎ কিঞ্চিদ্দস্যব উদ্ধব।
দৈবতঃ কালতঃ কিঞ্চিদ্‌ব্রহ্মবন্ধোর্নৃপার্থিবাৎ।। ১১।।

অন্বয়ঃ— (হে) উদ্ধব! ব্রহ্মবন্ধোঃ (তস্য বিপ্রাধমস্য) জ্ঞাতয়ঃ কিঞ্চিৎ (ধনং) জগৃহুঃ (গৃহীতবন্তঃ) দস্যবঃ কিঞ্চিৎ (ধনং জগৃহুঃ) দৈবতঃ (গৃহদাহাদিনা) কিঞ্চিৎ (নষ্টমভূৎ) কালতঃ (কিঞ্চিন্নিখাতধান্যাদি নষ্টমভূৎ) নৃপার্থিবাৎ (নরশ্চ পার্থিবাশ্চ নৃপার্থিবং ততশ্চ কিঞ্চিন্নষ্টমভূৎ)।। ১১।।

অনুবাদ— হে উদ্ধব! জ্ঞাতিগণ সেই বিপ্রাধমের অর্থের কিয়দংশ গ্রহণ করিল, দস্যুগণ কিয়দংশ গ্রহণ করিল এবং কিয়দংশ গৃহদাহাদি দৈব-দুর্ব্বিপাক, কাল-প্রভাব, মনুষ্য ও নৃপতি হইতে বিনষ্ট হইল।। ১১।।

বিশ্বনাথ— দৈবতো গৃহদাহাদিনা কিঞ্চিৎ কালতঃ কালেনাপি নিখাতধান্যাদিকং, কিঞ্চিৎ নৃপার্থিবাদিতি দ্বন্দ্বৈক্যং নৃভ্যশ্চৌরাদিভ্যো রাজভ্যশ্চ নিধনমগচ্ছদিতি পূর্ব্বেণান্বয়ঃ।। ১১।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— দৈববশতঃ গৃহাদি দাহ দ্বারা, কিছু কালকৃত ধান্যাদি নষ্ট হইয়া, কিছু মনুষ্য ও রাজ কর্ম্মচারী কর্ত্তৃক, কিছু প্রজা, চৌরাদি কর্ত্তৃক ও রাজকর্ত্তৃক ধন হরণ করায় তিনি নির্দ্ধন হইলেন।। ১১।।

বিবৃতি— ব্রাহ্মণ-পরিচয়ের সহিত আনুষ্ঠানিক-কৃত্যে পরাঙ্মুখতা দেখা গেলে তাহাকে 'ব্রাহ্মণ' না বলিয়া 'ব্রহ্মবন্ধু' বলা হয়। ব্রহ্মবন্ধুর অপর নামই ব্রাহ্মণব্রুব। যাহারা আপনাদের নিত্যস্বরূপ পরিচয়ে বঞ্চিত হইয়া প্রকৃতিজনোচিত পরিচয় দিতে ব্যস্ত, সেইসকল ব্যক্তি প্রকৃত ব্রাহ্মণ নহে—ব্রহ্মবন্ধু বা ব্রাহ্মণব্রুব-মাত্র। এজন্য শাস্ত্রীয় বিচার অবলম্বন করিয়া নিত্য বিষ্ণুভক্তগণ দৈন্য-ভরে আপনাদিগকে 'ব্রাহ্মণ' বলিবার পরিবর্ত্তে 'কৃপণ' বা 'বৈকুণ্ঠবিচারহীন' বলিয়া অভিহিত করেন; আর বিজ্ঞ ব্রহ্মজ্ঞগণ তাঁহাদিগকে সত্ত্বোজ্জ্বলহৃদয় বিশুদ্ধ সত্ত্বসম্পন্ন ব্রাহ্মণ বলিয়া নিরূপণ করেন।। ১১।।

স এবং দ্রবিণে নষ্টে ধর্ম্মকামবিবর্জ্জিতঃ।
উপেক্ষিতশ্চ স্বজনৈশ্চিন্তামাপ দুরত্যয়াম্।। ১২।।

অন্বয়ঃ— এবং দ্রবিণে (বিত্তে) নষ্টে (সতি) ধর্ম্ম-কামবিবর্জ্জিতঃ সঃ স্বজনৈঃ (স্ত্রীপুত্রাদিভিঃ) উপেক্ষিতঃ চ (অনাদৃতশ্চ সন্) দুরত্যয়াং (মহতীং) চিন্তাম্ অবাপ (প্রাপ্তঃ)।। ১২।।

অনুবাদ— এইরূপে যাবতীয় বিত্ত বিনষ্ট হইলে উক্ত ধর্ম্মকামবর্জ্জিত বিপ্র স্বজনগণকর্ত্তৃক উপেক্ষিত হইয়া অতিশয় চিন্তাগ্রস্ত হইল।। ১২।।

তস্যৈবং ধ্যায়তো দীর্ঘং নষ্টরায়স্তপস্বিনঃ।
খিদ্যতো বাষ্পকণ্ঠস্য নির্ব্বেদঃ সুমহানভূৎ।। ১৩।।

অন্বয়ঃ— এবং নষ্টরায়ঃ (নষ্টা রায়োঽর্থা যস্য তস্য) তপস্বিনঃ (সন্তপ্তস্য) দীর্ঘং ধ্যায়তঃ (দীর্ঘচিন্তারতস্য) খিদ্যতঃ (ক্লিশ্যতঃ) বাষ্পকণ্ঠস্য তস্য (বিপ্রস্য) সুমহান্ নির্ব্বেদঃ (অতীব বৈরাগ্যম্) অভূৎ (জাতঃ)।। ১৩।।

অনুবাদ—অনন্তর নষ্টধন, সন্তাপগ্রস্ত, দীর্ঘচিন্তারত, ক্লেশযুক্ত, বাষ্পাবরুদ্ধকণ্ঠ বিপ্রের চিত্তে এক মহাবৈরাগ্যের উদয় হইল।। ১৩।।

বিশ্বনাথ— কদর্য্যস্যাপি তস্যাপরাধস্থগিতঃ তন্তোগান্তে প্রাচীনঃ সংস্কারবিশেষোঽয়মুদ্বুদ্ধ ইত্যাহ,— তস্যেতি। নষ্টরায়ো নষ্টধনস্য তপস্বিনঃ সন্তপ্তস্য।। ১৩।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—ঐ কদর্য্য ব্যক্তিরও অপরাধ ফলে তাহার ভোগের শেষে প্রাচীন সংস্কার বিশেষ-দ্বারা ঐ ব্যক্তির বুদ্ধির উদয় হইল, তাহাই বলিতেছেন—ধন নষ্ট হওয়ায় তপস্বি হইল অর্থাৎ সন্তাপযুক্ত হইল।। ১৩।।

স চাহেদমহো কষ্টং বৃথাত্মা মেঽনুতাপিতঃ।
ন ধর্ম্মায় ন কামায় যস্যার্থায়াস ঈদৃশঃ।। ১৪।।

অন্বয়ঃ— সঃ (নির্ব্বিণ্ণঃ সন্) ইমম্ আহ চ (উক্তবান্) যস্য (মম) ঈদৃশঃ অর্থায়াসঃ (অর্থপ্রয়াসঃ) ধর্ম্মায়

ন (ধর্ম্মজনকো নাভূৎ) কামায় ন (উপভোগায়াপি নাভূৎ তেন) মে (ময়া) আত্মা (শরীরং) বৃথা (নিরর্থকেমব) অনুতাপিতঃ (ক্লেশিতঃ) অহো (এতৎ) কষ্টম্ (অতিদুঃখকরম্)।। ১৪।।

অনুবাদ— সে বৈরাগ্যগ্রস্ত হইয়া বলিতে লাগিল —অহো! আমার ঈদৃশ অর্থপ্রয়াস হইতে কিঞ্চিন্মাত্র ধর্ম্ম বা কামোপভোগের লাভ হয় নাই। আমি নিজ শরীরকে বৃথা কষ্ট প্রদান করিয়াছি। হায়! ইহা অত্যন্ত কষ্টকর।। ১৪

বিবৃতি— জাগতিক ঘাত-প্রতিঘাতে ক্লান্ত হইলে মানবমাত্রেই বুঝিতে পারেন যে, কৃষ্ণার্থে অখিল চেষ্টার পরিবর্ত্তে কৃষ্ণেতরার্থে চেষ্টাদ্বারা প্রকৃত প্রস্তাবে কোন ফলোদয় হয় না।। ১৪।।

প্রায়েণার্থাঃ কদর্য্যাণাং ন সুখায় কদাচন।
ইহ চাত্মোপতাপায় মৃতস্য নরকায় চ।। ১৫।।

অন্বয়ঃ— কদর্য্যাণাম্ (আত্মপুত্রদারধর্ম্মাদিপীড়নশীলানাম্) অর্থাঃ (ধনানি) প্রায়েণ কদাচন (কদাপি) সুখায় ন (ন ভবন্তি, কিঞ্চ তদর্থাঃ) ইহ (অস্মিন্ লোকে) আত্মোপতাপায় চ (আত্মনো দুঃখজননায় ভবন্তি তথা) মৃতস্য (তস্য পরলোকে) নরকায় চ (ভবন্তি)।। ১৫।।

অনুবাদ— যাহারা আত্মপুত্রদারাদিকে পীড়া প্রদান করিয়া থাকে, তাহাদের অর্থ কখনও সুখজনক হয় না, পরন্তু তাহা ইহলোকে আত্মকষ্টপ্রদ এবং পরলোকে নরকেরই কারণ হইয়া থাকে।। ১৫।।

বিশ্বনাথ— নরকায় ব্যয়ভীত্যা নিত্যনৈমিত্তিককর্ম্মাননুষ্ঠানাৎ।। ১৫।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— ব্যয়ের ভয়ে নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম্মানুষ্ঠান না করার জন্য পরলোকে নরকের কারণই হয়।। ১৫।।

বিবৃতি— স্বরূপভ্রান্ত মানব জড়জগতে ভোগিসূত্রে যাহাকে 'প্রয়োজন' বোধ করেন, সেগুলি সকলই দুঃখপ্রদ।। ১৫।।

যশো যশস্বিনাং শুদ্ধং শ্লাঘ্যা যে গুণিনাং গুণাঃ।
লোভঃ স্বল্পোঽপি তান্ হন্তি শ্বিত্রো রূপমিবেপ্সিতম্।।১৬

অন্বয়ঃ— যশস্বিনাং শুদ্ধং (নির্ম্মলং যৎ) যশঃ (তথা) গুণিনাং শ্লাঘ্যাঃ (প্রশংসনীয়াঃ) যে গুণাঃ (বর্ত্তন্তে) শ্বিত্রঃ (শ্বেতকুষ্ঠম্) ঈপ্সিতং রূপম্ ইব (যথা মনোরমমপি সৌন্দর্য্যং হন্তি তথা) স্বল্পঃ অপি লোভঃ তান্ (পূর্ব্বোক্তান্ যশঃপ্রভৃতীন্ গুণান্) হন্তি (নাশয়তি)।। ১৬।।

অনুবাদ— ঈষৎ শ্বিত্ররোগও যেরূপ মানবগণের মনোরম সৌন্দর্য্যের হানিজনক হয়, সেইরূপ কিঞ্চিন্মাত্র লোভই যশস্বিগণের নির্ম্মল যশঃ এবং গুণিগণের প্রশংসনীয় গুণসমূহের বিনাশ করিয়া থাকে।। ১৬।।

বিশ্বনাথ— শ্বিত্রঃ শ্বেতকুষ্ঠম্।। ১৬।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—শ্বেত কুষ্ঠরোগ, যেমন সৌন্দর্য্যের হানি জনক হয়।। ১৬।।

অর্থস্য সাধনে সিদ্ধে উৎকর্ষে রক্ষণে ব্যয়ে।
নাশোপভোগ আয়াসস্ত্রাসশ্চিন্তাভ্রমো নৃণাম্।। ১৭।।

অন্বয়ঃ— অর্থস্য সাধনে (উপার্জ্জনে) সিদ্ধে (সতি তস্য) উৎকর্ষে (সম্বর্দ্ধনে) রক্ষণে ব্যয়ে নাশোপভোগে (নাশে উপভোগ চ) নৃণাম্ আয়াসঃ (সাধনোৎকর্ষয়োরায়াসঃ) ত্রাসঃ (ব্যয়ে ত্রাসঃ) চিন্তা (রক্ষণে উপভোগ চ চিন্তা) ভ্রমঃ (নাশে ভ্রমশ্চ ভবেৎ)।। ১৭।।

অনুবাদ— মানবগণের অর্থের উপার্জ্জন ও বর্দ্ধন-বিষয়ে মহাপ্রয়াস, ব্যয়ে ত্রাস, রক্ষণ ও উপভোগে চিন্তা এবং বিনাশে ভ্রম উপস্থিত হইয়া থাকে।। ১৭।।

বিশ্বনাথ— অর্থস্য সাধনে উৎপাদনে, সিদ্ধেঽপ্যর্থে উৎকর্ষেঽর্থস্য সম্বর্দ্ধনে, নাশে উপভোগে যথাসম্ভবমায়াসাদয়ো, ব্যসনানি স্ত্রীদ্যূতমদ্যবিষয়াণি ত্রীণিত্যুনবিংশতিঃ।

টীকার বঙ্গানুবাদ— অর্থের উপার্জ্জনে, সিদ্ধ অর্থে ও উহার বৃদ্ধির জন্য, নষ্ট হইলে পর, উপভোগ দ্বারা যথাসম্ভব দুঃখ আদি, স্ত্রী ও পাশাখেলা, মদ্য প্রভৃতি দ্বারা এইপ্রকারে অর্থের ঊনবিংশতি প্রকার দুঃখ।। ১৭।।

বিবৃতি— প্রয়োজনের সাধন, সিদ্ধি, বৃদ্ধি, রক্ষা, ব্যয়াদি কালক্ষোভ্য হওয়ায় উপভোগ, আয়াস, আশঙ্কা ও দুশ্চিন্তা ইন্দ্রিয়তর্পণের উপযোগী প্রয়োজন-সংগ্রহে অবশ্যম্ভাবী।। ১৭।।

স্তেয়ং হিংসানৃতং দম্ভঃ কামঃ ক্রোধঃ স্ময়ো মদঃ।
ভেদো বৈরমবিশ্বাসঃ সংস্পর্দ্ধা ব্যসনানি চ।। ১৮।।
এতে পঞ্চদশানর্থা হ্যর্থমূলা মতা নৃণাম্।
তস্মাদনর্থমর্থাখ্যং শ্রেয়োঽর্থী দূরতস্ত্যজেৎ।। ১৯।।

অন্বয়ঃ— স্তেয়ং (চৌর্য্যং) হিংসা অনৃতং (মিথ্যা-ভাষণং) দম্ভঃ কামঃ ক্রোধঃ (অর্থপ্রাপ্ত্যর্থা এতে ষড়নর্থা-স্তথা প্রাপ্তেঽর্থে) স্ময়ঃ (বিস্ময়ঃ) মদঃ ভেদঃ বৈরম্ অবিশ্বাসঃ সংস্পর্দ্ধা ব্যসনানি চ (স্ত্রীদ্যূতমদ্যবিষয়ানি ত্রীণি) নৃণাং এতে অর্থমূলাঃ (অর্থো মূলং যেষাং তে তথাভূতাঃ) পঞ্চদশ অনর্থাঃ (অনিষ্টকরা ভাবাঃ) মতাঃ (জ্ঞাতা ইত্যর্থঃ) তস্মাৎ শ্রেয়োঽর্থী (কল্যাণকামো জনঃ) অর্থাখ্যম্ (অর্থসংজ্ঞকম্) অনর্থম্ (অনর্থকরং পদার্থং) দূরতঃ ত্যজেৎ (দূরাদেব পরিহরেৎ)।। ১৮-১৯।।

অনুবাদ— চৌর্য্য, হিংসা, মিথ্যাবাক্য, দম্ভ, কাম, ক্রোধ, বিস্ময়, গর্ব্ব, ভেদ, বৈর, অবিশ্বাস, স্পর্দ্ধা, স্ত্রীবিষয়ক ব্যসন, দ্যূতবিষয়ক ব্যসন এবং মদ্যবিষয়ক ব্যসন—মানব-গণের অর্থহেতু এই পঞ্চদশ প্রকার অনর্থ উপস্থিত হইয়া থাকে অতএব কল্যাণকামী পুরুষ দূর হইতে অর্থনামক এই অনর্থকে পরিত্যাগ করিবেন।। ১৮-১৯।।

বিশ্বনাথ— তত্রায়াস-ত্রাস-চিন্তা-ভ্রমাঃ কেবলং দুঃখ হেতব এব স্তেয়াদয়স্তু পাপহেতবোঽপীতি পঞ্চদশৈ-বানর্থহেতবঃ।। ১৮-১৯।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— ঐ বিষয়ের উপার্জ্জনে কষ্ট, চুরির জন্য ভয়, মিথ্যা বাক্য জন্য চিন্তা, দম্ভের জন্য ভ্রম, এইসকল কেবল দুঃখের হেতুই চৌর্য্য আদি কিন্তু পাপ হেতু হইলেও পঞ্চদশ প্রকার অনর্থের কারণ 'অর্থ'।।

বিবৃতি— জাগতিকবিচারে যে-গুলি প্রয়োজন বলিয়া স্থিরীকৃত হয়, প্রকৃতমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ঐগুলিকে অপ্রয়োজনীয় জানিয়া দূরে পরিত্যাগ করেন। ইন্দ্রিয়তর্প-মূলে প্রয়োজন বোধ করিলে যে দ্রব্য 'অর্থ' বলিয়া নির্ণীত হয়, তাহার সংখ্যা গণন করিলে পঞ্চদশটি লভ্য হয়; যথা— চৌর্য্য, হিংসা, মিথ্যা, দম্ভ, কাম, ক্রোধ, বিস্ময়, মত্ততা, ভেদ, শত্রুতা, অবিশ্বাস, স্পর্দ্ধা, স্ত্রী, অক্ষক্রীড়া ও মাদক দ্রব্য; এই গুলির সংগ্রহই ব্যসন। ইন্দ্রিয়তর্পণের প্রতীকস্বরূপ বিনিময়োপযোগী সুবর্ণরজতাদি মুদ্রা-সমূহকে সাধারণতঃ 'অর্থ' বলা হয়।। ১৯।।

ভিদ্যন্তে ভ্রাতরো দারাঃ পিতরঃ সুহৃদস্তথা।
একাস্নিগ্ধাঃ কাকিণিনা সদ্যঃ সর্ব্বেঽরয়ঃ কৃতাঃ ॥২০।।

অন্বয়ঃ—ভ্রাতরঃ দারাঃ পিতরঃ তথা সুহৃদঃ (এতে) একাস্নিগ্ধাঃ (একে একপ্রাণান্তে চ তে আস্নিগ্ধা অতি-প্রিয়াশ্চ তে) সর্ব্বে কাকিণিনা (বিংশত্যা বরাটিকাভিঃ) সদ্যঃ অরয়ঃ কৃতাঃ (শত্রুতামাপাদিতাঃ সন্তঃ) ভিদ্যন্তে (স্নেহং ত্যজন্তি)।। ২০।।

অনুবাদ—ভ্রাতা, স্ত্রী, পিতা, বান্ধব প্রভৃতি একপ্রাণ অতিপ্রিয় পুরুষগণও কাকিণী অর্থাৎ বিংশতিসংখ্যক বরাটিকা-পরিমিত অর্থের জন্য সদ্যঃ শত্রুভাবপ্রাপ্ত হইয়া ভিন্ন হইয়া থাকে।। ২০।।

বিশ্বনাথ—ঐকমত্যাদেকে চ তে অতিস্নেহবত্ত্বাদা-স্নিগ্ধাশ্চ তে একাস্নিগ্ধা অপি ভ্রাত্রাদয়ঃ কাকিণিনেত্যার্ষং বিংশতিবরাটিকামাত্রেণৈবার্থেন।। ২০।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—ভ্রাতা স্ত্রী পিতা বান্ধব প্রভৃতি একমত হইয়া অতিস্নেহবশে প্রথমে স্নেহ পরবশ হইলেও পরে ঐ ভ্রাতা প্রভৃতি একছিদ্র কড়ির জন্য সদ্য শত্রুভাব প্রাপ্ত হইয়া বিদ্বেষীভাব হয়।। ২০।।

তথ্য— কাকিণী শব্দের অর্থ—বিংশতি বরাটিকা (সর্ব্বাপেক্ষা স্বল্পমূল্য মুদ্রা)।। ২০।।

অর্থেনাল্পীয়সা হ্যেতে সংরব্ধা দীপ্তমন্যবঃ।
ত্যজন্ত্যাশু স্পৃধো ঘ্নন্তি সহসোৎসৃজ্য সৌহৃদম্।। ২১

অন্বয়ঃ— এতে (ভ্রাত্রাদয়ঃ) হি অল্পীয়সা অর্থেন (হেতুভূতেন) সংরব্ধাঃ (ক্ষুভিতাঃ) দীপ্তমন্যবঃ (ক্রুদ্ধাশ্চ সন্তঃ) আশু (শীঘ্রং) ত্যজন্তি (ভ্রাতৃত্বাদিসম্বন্ধান্ পরিহরন্তি, তথা) স্পৃধঃ (স্পর্দ্ধমানাঃ সন্তঃ) সৌহৃদম্ উৎসৃজ্য (ত্যক্ত্বা) সহসা ঘ্নন্তি (ভ্রাত্রাদীন্ বিনাশয়ন্তি)।। ২১।।

অনুবাদ— ইহারা সামান্য অর্থের জন্য ক্ষুভিত ও ক্রুদ্ধ হইয়া সত্বর সম্বন্ধ পরিত্যাগ এবং স্পর্দ্ধাযুক্তচিত্তে বন্ধুত্ব পরিহারপূর্ব্বক ভ্রাতাদির বিনাশ করিয়া থাকে।। ২১

বিশ্বনাথ— স্পৃধঃ স্পর্দ্ধমানাঃ।। ২১।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— স্পৃধ—স্পর্দ্ধাযুক্ত।। ২১।।

লব্ধ্বা জন্মামরপ্রার্থ্যং মানুষ্যং তদ্দ্বিজাগ্র্যতাম্।
তদনাদৃত্য যে স্বার্থং ঘ্নন্তি যান্ত্যশুভাং গতিম্।। ২২।।

অন্বয়ঃ— যে অমর প্রার্থ্যং (দেবৈরপি প্রার্থনীয়ং) মানুষ্যং জন্ম তৎ (তত্রাপি) দ্বিজাগ্র্যতাং (ব্রাহ্মণ্যং) লব্ধ্বা (প্রাপ্যাপি) তৎ অনাদৃত্য (অবজ্ঞায়) স্বার্থম্ (আত্মহিতং) ঘ্নন্তি (নাশয়ন্তি ন কুর্ব্বন্তি তে) অশুভাং গতিং (নরকং) যান্তি।। ২২।।

অনুবাদ— যাহারা সুরজনবাঞ্ছনীয় দুর্ল্লভ মনুষ্যজন্ম এবং তন্মধ্যে উৎকৃষ্ট ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াও তাহার অনাদর পূর্ব্বক আত্মহিত নষ্ট করিয়া থাকে, তাহারা নরকগামী হয়।। ২২।।

বিবৃতি— দেবজন্ম, প্রেতাদি-জন্ম, পশুজন্ম, বৃক্ষজন্ম, অচেতন-প্রস্তর-জন্মাদি সকল জন্মাপেক্ষা মানবজন্মের শ্রেষ্ঠতা আছে। দেবজন্মে কেবলসুখভোগহেতু এবং মানবেতর জন্মে দুঃখাতিশয্যবশতঃ সর্ব্বক্ষণই নিজ শুভচিন্তার অভাব লক্ষিত হয় এজন্যই মানবজন্ম—দেবতাদেরও বাঞ্ছনীয়। এই অধিষ্ঠানদ্বারাই বাস্তব মঙ্গললাভ হয়। অন্যাভিলাষ, কর্ম্ম ও জ্ঞানের আবরণে যে সকল বিচার কল্পিত হয়, তাহা অতিক্রমপূর্ব্বক নিত্যমঙ্গলময়ের সেবারূপা কৃষ্ণভক্তির সুযোগ মানবজন্মেই লভ্য হয়। সংস্কারবর্জ্জিত শূদ্রজন্মে নিজমঙ্গলের বিচার তারতম্য উপলব্ধির বিষয় হয় না; কেননা, সর্ব্বক্ষণ দ্বিজগণের ভোগপরিতৃপ্তির জন্য দাসবৃত্তি ও কামক্রোধাদির দাস্য করিতে করিতে দ্বিজব্রুব ও শূদ্র-অধিষ্ঠানের অযোগ্যতার উপলব্ধি হয়। দ্বিজাগ্র্য জীবন অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞতা, পরমাত্মতত্ত্ব ও ভগবৎসেবার অধিকার একমাত্র দ্বিজাগ্র্যগণেরই আয়ত্তীকৃত। তাঁহারা পরমাত্মসেবা-বিৎ বলিয়া সর্ব্বক্ষণ ভগবৎসেবাপর। নতুবা কেবল ব্রাহ্মণব্রুব হইয়া হরিসেবা-বঞ্চিত হইলে উচ্চ জীবনের সার্থকতা হয় না।

"য এষাং পুরুষং সাক্ষাদাত্মপ্রভবমীশ্বরম্।
ন ভজন্ত্যবজানন্তি স্থানাদ্ভ্রষ্টাঃ পতন্ত্যধঃ।।"

— শ্লোক এতৎপ্রসঙ্গে আলোচ্য।

ভগবদিতর বস্তুর প্রভু হইবার বাসনায় আত্মার নির্ম্মলধর্ম্মরূপ ভজনের সাক্ষাৎকার ঘটে না। তত্তদনুষ্ঠানে কেবল প্রভুত্ব বা কর্ম্মফলবাদের বিচার প্রবল। অহঙ্কার-নির্ম্মুক্ত ব্রাহ্মণ জীবনে তৃণাদপি সুনীচতা-রূপ নিরভিমানত্ব ও সহিষ্ণুতারূপ মানদত্ব বর্ত্তমান। এরূপ মনুষ্যজন্ম ও মানবের সর্ব্বোচ্চবৃত্তিযুক্ত ব্রাহ্মণ-জন্মকে অনাদর করিয়া নিজ নিঃশ্রেয়স-লাভ-বিমুখ আত্মঘাতিজনগণই অশুভ ফল লাভ করেন।। ২২।।

স্বর্গাপবর্গয়োর্দ্বারং প্রাপ্য লোকমিমং পুমান্।
দ্রবিণে কোঽনুষজ্জেত মর্ত্ত্যোঽনর্থস্য ধামনি।। ২৩।।

অন্বয়ঃ— মর্ত্ত্যঃ (মরণধর্ম্মা) কঃ পুমান্ স্বর্গাপবর্গয়োঃ (স্বর্গস্যাপবর্গস্য চ) দ্বারং (হেতুভূতম্) ইমং লোকং (মনুষ্যদেহং) প্রাপ্য অনর্থস্য ধামনি (অনিষ্টহেতুভূতে) দ্রবিণে (ধনে) অনুষজ্জেত (আসক্তিং কুর্য্যাৎ কেনাপি ন তদনুষঙ্গঃ কার্য্য ইত্যর্থঃ)।। ২৩।।

অনুবাদ— অতএব মরণধর্ম্মশীল কোন্ পুরুষ স্বর্গ ও অপবর্গের দ্বারস্বরূপ এই মনুষ্যদেহ প্রাপ্ত হইয়া অনর্থকর ধনে আসক্ত হইয়া থাকে ?।। ২৩।।

বিবৃতি— ভোগ্যদ্রব্য দ্রবিণ-সংজ্ঞায় আখ্যাত হয়।

দ্রবিণ-লাভাশায় যাঁহারা নিজেদের তাৎকালিক মঙ্গল অধিষ্ঠান স্বর্গ এবং ভোগাতীত রাজ্যে প্রকৃতির অতীত মোক্ষলাভবিষয়ে অর্থাৎ চতুর্ব্বর্গ-প্রাপ্তির জন্য যত্ন করেন, তাঁহারা প্রকৃতমঙ্গল লাভ করিতে সমর্থ হন না; কেননা, ঐ চতুর্ব্বর্গ ভগবৎসেবাপ্রাপ্তির অন্তরায়। ভোগ ও মোক্ষ উভয়ের লাভেই অনর্থগ্রস্ত জীবের অর্থবোধরূপ মায়া-মরীচিকা। প্রকৃতপক্ষে উহারা ভগবদিতর বস্তু হওয়ায় অনর্থ শব্দবাচ্য।। ২৩।।

দেবর্ষিপিতৃভূতানি জ্ঞাতীন্ বন্ধূংশ্চ ভাগিনঃ।
অসংবিভজ্য চাত্মানং যক্ষবিত্তঃ পতত্যধঃ।। ২৪।।

অন্বয়ঃ— যক্ষবিত্তঃ (কেবলং বিত্তসঞ্চয়শীলো জনঃ) দেবর্ষিপিতৃভূতানি (দেবান্ ঋষীন্ পিতৃন্ ভূতানি চেতি পঞ্চমহাযজ্ঞদেবতাঃ) জ্ঞাতীন্ (সগোত্রান্) বন্ধূন্ (বিবাহাদিসম্বন্ধযুক্তান্) চ ভাগিনঃ (অন্যাংশ্চ ভাগার্হান্) আত্মানং চ অসংবিভজ্য (অন্নাদিভিরসন্তর্প্য) অধঃ পতিত (অধোগতিং লভতে)।। ২৪।।

অনুবাদ— যক্ষতুল্য বিত্তসঞ্চয়শীল পুরুষ দেব, ঋষি, পিতৃ, ভূত, জ্ঞাতি, বান্ধব, অন্যান্য দায়ভাগী পুরুষও নিজদেহকে অন্নাদিভোগ হইতে বঞ্চিত করিয়া অধঃপতিত হয়।। ২৪।।

বিবৃতি— দেবতা, ঋষি, পিতৃগণ, প্রাণী, জ্ঞাতি ও বন্ধুবর্গ সকলেই স্ব-স্ব ইন্দ্রিয়তর্পণে ব্যস্ত থাকায় তাঁহারা দ্রবিণের অংশীদার। উঁহাদিগকে তাঁহাদের অংশ হইতে বঞ্চিত করিয়া নিজে ভোগ করিলে উঁহারা স্বভাবতঃই অনুগ্রহপ্রকাশের পরিবর্ত্তে হিংসা করেন। তৎফলে ব্যক্তিবিশেষের ইন্দ্রিয়তৃপ্তির ব্যাঘাত হয়।। ২৪।।

ব্যর্থয়ার্থেহয়া বিত্তং প্রমত্তস্য বয়ো বলম্।
কুশলা যেন সিধ্যন্তি জরঠঃ কিংনু সাধয়ে।। ২৫।।

অন্বয়ঃ— কুশলাঃ (বিবেকিনঃ) যেন (বিত্তাদিনা) সিধ্যন্তি (মুচ্যন্তে) ব্যর্থয়া (বিফলয়া) অর্থেহয়া (অর্থ-চেষ্টয়া) প্রমত্তস্য (মম তৎ) বিত্তং বয়ঃ (যৌবনং) বলং (চ গতমিতি শেষঃ) জরঠঃ (ইদানীং বৃদ্ধোঽহং) কিংনু সাধয়ে (কিং শ্রেয়ঃ সাধয়ামি)।। ২৫।।

অনুবাদ— বিবেকী পুরুষগণ যাহাদ্বারা সিদ্ধিলাভ করেন, আমি এতকাল অর্থচেষ্টায় প্রমত্ত থাকায় সেই বিত্ত, যৌবন ও বল বিনষ্ট হইয়াছে, সম্প্রতি বার্দ্ধক্যে কোন্ শ্রেয়স্কর কার্য্যের সাধন করিব?।। ২৫।।

বিশ্বনাথ— ব্যর্থয়া অর্থেহয়া মম প্রমত্তস্য বিত্তাদি গতমিতি শেষঃ। যেন বিত্তাদিনাপি ভগবদারাধনবিনিযুক্তী-কৃতেন কুশল বিবেকিনঃ সিদ্ধ্যন্তি। জঠরো মল্লক্ষণোঽয়ং জনঃ।। ২৫।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— বৃথা অর্থ চেষ্টায় প্রমত্ত আমার অর্থাদিব্যে হইল, যে অর্থাদির দ্বারা ভগবৎ আরাধনাতে নিযুক্ত করিলেও বিবেকী ব্যক্তিগণ সিদ্ধি লাভ করেন আমার ন্যায় এই ব্যক্তি বৃদ্ধবয়সে কিরূপে অর্থ উপার্জ্জন করিব।। ২৫।।

বিবৃতি— এই বৃদ্ধ বয়সে ইন্দ্রিয়তর্পণোপযোগী অর্থ আর কিরূপে অর্জ্জন করিব।। ২৫।।

কস্মাৎ সংক্লিশ্যতে বিদ্বান্ ব্যর্থয়ার্থেহয়াসকৃৎ।
কস্যচিন্মায়য়া নূনং লোকোঽয়ং সুবিমোহিতঃ।। ২৬।।

অন্বয়ঃ— (এবমনর্থং) বিদ্বান্ (জানন্নপি জনঃ) কস্মাৎ (কেন হেতুনা) অসকৃৎ (নিরন্তরং) ব্যর্থয়া (বিফ-লয়া) অর্থেহয়া (অর্থচেষ্টয়া) সংক্লিশ্যতে (পীড্যতে তৎ-কারণং ন দৃশ্যতে) নূনং (নিশ্চিতমত্র) কস্যচিৎ মায়য়া (এব) অয়ং লোকঃ সুবিমোহিতঃ (ভবতি)।। ২৬।।

অনুবাদ— মানব ইহলোকে অর্থের এতাদৃশ অনর্থ-ভাব অবগত হইয়াও নিরন্তর বিফল অর্থপ্রয়াসে উৎ-পীড়িত হইয়া থাকে, নিশ্চয়ই এবিষয়ে কাহারও মায়াতেই লোকের মোহ উপস্থিত হয়।। ২৬।।

বিশ্বনাথ— কস্মাদিতি। স্বগতং পৃচ্ছতি, তত্র স্বয়মেব প্রত্যুত্তরয়তি—কস্যচিদিতি।। ২৬।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— নিজ মনে মনে জিজ্ঞাসা করিতেছেন এবং নিজেই তাহার উত্তর দিতেছেন—নিশ্চয় কোন ঈশ্বরের মায়াদ্বারা এই জগৎ বিমোহিত।। ২৬।।

বিবৃতি— বস্তুজ্ঞানের অভাবে লোকে বাস্তব-বস্তুকে ভোগ্য জ্ঞান করিয়া ভগবন্মায়ায় সর্ব্বতোভাবে মূঢ়তা লাভ করে। তজ্জন্যই বিচার-ভ্রান্তিবশতঃ তাহাদের ক্লেশ-লাভ ঘটিয়া থাকে।। ২৬।।

কিং ধনৈর্ধনদৈর্বা কিং কামৈর্বা কামদৈরুত।
মৃত্যুনা গ্রস্যমানস্য কর্ম্মভির্বোত জন্মদৈঃ।। ২৭।।

অন্বয়ঃ— মৃত্যুনা গ্রস্যমানস্য (অবশ্যমেব মৃত্যু-গ্রাসযোগ্যস্য অস্য জনস্য) ধনৈঃ কিং (ফলং) ধনদৈঃ বা (ধনদাতৃভির্বা) কিং (ফলং) কামৈঃ বা (কিং ফলম্) উত (অথবা) কামদৈঃ (কিং ফলম্) উত (অথবা) জন্মদৈঃ (জন্মহেতুভিঃ) কর্ম্মভিঃ বা (কিং ফলং ভবতি কিমপি নেত্যর্থঃ)।। ২৭।।

অনুবাদ— বস্তুতঃ যে মানব নিশ্চিতভাবে মৃত্যুর গ্রাসযোগ্য, তাহার ধন, ধনপ্রদ বস্তু, কাম, কামপ্রদ বস্তু অথবা জন্মপ্রদ কর্ম্মসমূহের প্রয়োজন কি?।। ২৭।।

বিবৃতি— ইন্দ্রিয়সুখোপযোগী ধন ও ধনদাতা, কাম ও কামদাতা প্রভৃতি সকলই কালপ্রভাবে পরিবর্ত্তিত হইবে। কর্ম্মফলপ্রদ জীবের কর্ত্তৃত্বাভিমানেরই বা ফল কি?।। ২৭।।

নূনং মে ভগবাংস্তুষ্টঃ সর্ব্বদেবময়ো হরিঃ।
যেন নীতো দশামেতাং নির্ব্বেদশ্চাত্মনঃ প্লবঃ।। ২৮।।

অন্বয়ঃ— যেন (অহম্) এতাং দশাং (ধনশূন্যতাং) নীতঃ (প্রাপিতস্তথা যেন প্রীতেন হেতুনা) আত্মনঃ প্লবঃ (সংসারসিন্ধূত্তরণনৌকারূপঃ) নির্ব্বেদঃ চ (ভবতি সঃ) সর্ব্বদেবময়ঃ ভগবান্ হরিঃ নূনং (নিশ্চিতমেব) মে (মাং প্রতি) তুষ্টঃ (প্রসন্নো জাতঃ)।। ২৮।।

অনুবাদ— যাঁহার অনুগ্রহে আমার এই দশা উপস্থিত এবং আত্মার সংসারসিন্ধু উদ্ধারের উপায়স্বরূপ বৈরাগ্য উদিত হইয়াছে, সেই সর্ব্বদেবময় ভগবান্ শ্রীহরি নিশ্চয়ই আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছেন।। ২৮।।

বিশ্বনাথ—তদানীমেব সম্পন্নবিবেকঃ সন্ হৃষ্যন্নাহ,—নূনমিতি ত্রিভিঃ। যেন তুষ্টেন হরিণা এতাং দশামহং প্রাপিতঃ যেন তুষ্টেন হেতুনা নির্ব্বেদশ্চ স্বস্য সংসার-সিন্ধুপ্লবরূপঃ।। ২৮।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— তখনই বিবেক লাভ করিয়া আনন্দিত হইয়া তিনটি শ্লোকদ্বারা বলিল যে হরি তুষ্ট হইয়া আমার প্রতি এইরূপ দশা প্রাপ্ত করিয়াছেন, যিনি তুষ্ট হওয়ায় আমি নির্ব্বেদ লাভ করিয়া, নিজের সংসার সিন্ধু হইতে উদ্ধারের নৌকারূপ বৈরাগ্য লাভ করিয়াছি।।

বিবৃতি— বিভিন্ন দেবগণ নানাপ্রকার ইন্দ্রিয়সুখপ্রদ ঐহিক ও আমুষ্মিক ফল-প্রদানে সমর্থ। সুতরাং তাঁহারা আংশিকফলদাতা-মাত্র। কিন্তু বর্ত্তমানকালে আমার সর্ব্বস্ব অপহৃত হওয়ায় আমি বুঝিতেছি যে, আত্মার প্রকৃত-মঙ্গলবিধাতা সর্ব্বদেবময় আমার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া আমার ভোগ্য সকল বিষয় হইতেই আমাকে অবসর দিয়াছেন। এখন আমি ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষাদির অভি-লাষী অবিবেকী ব্যক্তিগণের প্রাপ্য বস্তুর লাভ হইতে বঞ্চিত হইয়াছি।। ২৮।।

সোঽহং কালাবশেষেণ শোষয়িষ্যেঽঙ্গমাত্মনঃ।
অপ্রমত্তোঽখিলস্বার্থে যদি স্যাৎ সিদ্ধ আত্মনি।। ২৯।।

অন্বয়ঃ— যদি স্যাৎ (কালাবশেষঃ স্যাত্তদা তেন) কালাবশেষেণ (অবশিষ্টকালেন) সঃ অহম্ অখিলস্বার্থে (অখিলে স্বার্থে ধর্ম্মাদিসাধনে) অপ্রমত্তঃ (সাবধানস্তথা) আত্মনি (এব) সিদ্ধঃ (তুষ্টঃ সন্) আত্মনঃ অঙ্গং (শরীরং) শোষয়িষ্যে (তপসা শুষ্কতাং নেষ্যামি, যদ্বা বিদ্যয়া লয়ং নেষ্যামি)।। ২৯।।

অনুবাদ— অতএব ইহার পর যদি জীবিতকালের

কিঞ্চিন্মাত্র অবশেষ থাকে, তাহা হইলে আমি যাবতীয় ধর্ম্মাদি-সাধন-বিষয়ে সাবধান এবং স্বতঃ-সন্তুষ্ট হইয়া তপস্যাদ্বারা শরীরকে শুষ্ক অথবা জ্ঞানাভ্যাসদ্বারা লীন করিব।। ২৯।।

বিশ্বনাথ—শোষয়িষ্যে যত্নতোহস্য ভোগ্যসম্পাদনাদিতি ভাবঃ। অখিলস্বার্থে ভগবচ্চরণচিন্তনেঽপ্রমত্তঃ যদি কালাবশেষঃ আয়ুঃশেষঃ। আত্মনি ময়ি সিদ্ধিঃ স্যাৎ।

টীকার বঙ্গানুবাদ— 'যত্নপূর্ব্বক ইহার ভোগ সম্পাদন শোষণ করিব' ইহাই ভাবার্থ। সকল স্বার্থের মূল ভগবচ্চরণ চিন্তনে অপ্রমত্ত হইয়া যদি আমি আয়ু-শেষ পর্য্যন্ত এইরূপ থাকিতে পারি তাহা হইলে আমার সিদ্ধি হইবে।। ২৯।।

বিবৃতি— আবন্তিক ব্রাহ্মণ বিচার করিলেন যে, ইন্দ্রিয়তোষণোপযোগী ধর্ম্ম, অর্থ ও কামে প্রমত্ত হইবার চেষ্টা নিরর্থক। তপস্যাদ্বারা ভোগবাসনা ধ্বংস করাও অপ্রয়োজনীয়। তজ্জন্য চতুর্ব্বর্গপ্রাপ্তির বিষয়ে বদ্ধজীব-ধারণা হইতে মুক্ত হইতে হইলে ভক্তিযোগরূপ তপস্যা-ব্যতীত অন্য কোন প্রকারে বুভুক্ষা ও মুমুক্ষা আমাকে অবসর দিবে না। তজ্জন্য ঐপ্রকার দুরাশা সংযম করাই প্রধান কর্ত্তব্য।। ২৯।।

তত্র মামনুমোদেরন্ দেবাস্ত্রিভুবনেশ্বরাঃ।
মুহূর্ত্তেন ব্রহ্মালোকং খট্বাঙ্গঃ সমসাধয়ৎ।। ৩০।।

অন্বয়ঃ— ত্রিভুবনেশ্বরাঃ (ত্রিলোকাধিপতয়ঃ) দেবা তত্র (মম সিদ্ধিবিষয়ে) মাম্ অনুমোদেরন্ (অনুগৃহ্নন্তু, ননু দেবৈরনুমোদিতোঽপি জরঠঃ স্বল্পেন কালেন কিং সাধয়িষ্যসি তত্রাহ) খট্বাঙ্গঃ (তদাখ্যো মহাজনঃ) মুহূর্ত্তেন (এব) ব্রহ্মালোকং (ব্রহ্মাত্মকং লোকং বৈকুণ্ঠং) সমসাধয়ৎ (সাধনেন লব্ধবান্)।।৩০।।

অনুবাদ—ত্রিলোকাধিপতি দেবগণ এবিষয়ে আমার অনুমোদন করুন, খট্বাঙ্গ-রাজ মুহূর্ত্তকাল সাধন-দ্বারাই বৈকুণ্ঠলোক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সুতরাং আমার পক্ষেও স্বল্পকালমধ্যে সিদ্ধিলাভ অসম্ভব নহে।।৩০।।

বিশ্বনাথ— ত্রিভুবনেশ্বরা ইন্দ্রাদ্যা অনুমোদেরন্ মা বিঘ্নান্ কুর্ব্বন্ত্বিত্যর্থঃ। ননু তদপি স্বল্পেন কালেন কিং সাধয়িষ্যসি? তত্রাহ,—মুহূর্ত্তেনেতি।। ৩০।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— ত্রিভুবনেশ্বর ইন্দ্র আদি যদি অনুমোদন করেন, তাহা হইলে আমার আর বিঘ্ন করিবেন না। প্রশ্ন তাহা হইলে অল্পকালের মধ্যে কি সাধন করিবে? তাহার উত্তরে বলিতেছেন—খট্বাঙ্গ রাজা একমুহূর্ত্তের মধ্যে ব্রহ্মলোক সাধন করিয়াছিলেন।। ৩০।।

বিবৃতি— দেবগণের পক্ষে যুযুৎসু রাজা খট্বাঙ্গ চতুর্ব্বর্গাভিলাষ পরিত্যাগপূর্ব্বক মুহূর্ত্তমধ্যেই নিঃশ্রেয়োলাভ করিয়াছিলেন। আবন্তিক ব্রাহ্মণও তদ্রূপ ত্রিলোকস্থ দেবগণের নিকট কৃষ্ণভক্তি-বর প্রার্থনা করিবেন। ভুক্তি-মুক্তি-বাসনার অন্তরায়স্বরূপ ভক্তিপরামর্শদাতৃগণের কৃপা না হইলে উহাদের প্রতি সাধকের বিতৃষ্ণা হয় না। গৌণ-বিচারের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাওয়া নিতান্ত দুরূহ।।৩০

শ্রীভগবানুবাচ—

ইত্যভিপ্রেত্য মনসা হ্যাবন্ত্যো দ্বিজসত্তমঃ।
উন্মুচ্য হৃদয়গ্রন্থীন্ শান্তো ভিক্ষুরভূন্মুনিঃ।। ৩১।।

অন্বয়ঃ—শ্রীভগবান্ উবাচ,—আবন্ত্যঃ (অবন্তি-দেশজাতঃ) দ্বিজসত্তমঃ (ব্রাহ্মণবরঃ) মনসা ইতি (পূর্ব্বোক্তং) হি অভিপ্রেত্য (সঙ্কল্প্য) হৃদয়গ্রন্থীন্ (অহঙ্কার মমকারান্) উন্মুচ্য (দূরীকৃত্য) শান্তঃ মুনিঃ (মৌন-ব্রতঃ) ভিক্ষুঃ (সন্ন্যাসী) অভূৎ (জাতঃ)।।৩১।।

অনুবাদ—শ্রীভগবান্ বলিলেন,—অবন্তিদেশীয় বিপ্রবর মনে মনে এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া হৃদয়ের যাবতীয় অহঙ্কার ও মমতাবন্ধনের উন্মোচনপূর্ব্বক শান্ত মৌনী সন্ন্যাসী হইল।। ৩১।।

বিশ্বনাথ—হৃদয়গ্রন্থীন্ অহঙ্কার-মমকারান্।।৩১।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—শ্রীভগবান বলিলেন—অহঙ্কার ও মমতাররূপ হৃদয় গ্রন্থিসমূহ ছেদন করিয়া অবন্তিদেশীয় ঐ ব্রাহ্মণ মনে মনে সঙ্কল্প করিয়া শান্ত, মৌনী ও সন্ন্যাসী হইলেন।। ৩১।।

বিবৃতি— পরম ভাগ্যবান্ আবন্তিক ব্রাহ্মণ ভোগ-মোক্ষ বাসনার জটিল গ্রন্থিসমূহ ছেদনপূর্ব্বক ভগবদ্ভক্তের ন্যায় ত্রিদণ্ডিভিক্ষু হইলেন। তাঁহার হৃদয়ে এইসকল শ্লোকের বিচার উদিত হইতে লাগিল। তৎপ্রভাবে তাঁহার হৃদয়গ্রন্থিসকল প্রকৃতপ্রস্তাবে উন্মোচিত হইল—

জাতশ্রদ্ধো মৎকথাসু নির্ব্বিণ্ণঃ সর্ব্বকর্ম্মসু।
বেদ দুঃখাত্মকান্ কামান্ পরিত্যাগেঽপ্যনীশ্বরঃ।।
ততো ভজেত মাং প্রীতঃ শ্রদ্ধালুর্দৃঢ়নিশ্চয়ঃ।
জুষমাণশ্চ তান্ কামান্ দুঃখোদর্কাংশ্চ গর্হয়ন্।।
প্রোক্তেন ভক্তিযোগেন ভজতো মাঽসকৃন্মুনে।
কামা হৃদয্যা নশ্যন্তি ময়ি সর্ব্বহৃদি স্থিতে।।
ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি দৃষ্ট এবাত্মনীশ্বরে।।৩১।।

স চচার মহীমেতাং সংযতাত্মেন্দ্রিয়ানিলঃ।
ভিক্ষার্থং নগরগ্রামানসঙ্গোঽলক্ষিতোঽবিশৎ।। ৩২।।

অন্বয়ঃ— সঃ সংযতাত্মেন্দ্রিয়ানিলঃ (সংযত আত্মা চিত্তমিন্দ্রিয়াণি অনিলঃ প্রাণশ্চ যেন স তথা সন্) এতাং মহীং চচার (পর্য্যটিতবান্, কিঞ্চ) অলক্ষিতঃ (শ্রৈষ্ঠ্যমদ্যোতয়ন্) অসঙ্গঃ (আসক্তিশূন্যশ্চ সন্) ভিক্ষার্থং নগর-গ্রামান্ (নগরাণি গ্রামান্ চ) অবিশৎ (প্রবিষ্টবান্)।।৩২।।

অনুবাদ— সে চিত্ত, ইন্দ্রিয় ও প্রাণবায়ু সংযত করিয়া ভূতলে পর্য্যটন এবং স্বীয় স্বরূপ প্রকাশ না করিয়া অনাসক্তচিত্তে ভিক্ষার জন্য নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে প্রবেশ করিতে লাগিল।। ৩২।।

বিবৃতি— সে বুভুক্ষু ও মুমুক্ষুর সঙ্গ পরিত্যাগপূর্ব্বক নিঃসঙ্গ হইল এবং অপরের নিকট প্রতিষ্ঠালাভাশা সম্পূর্ণ পরিহার করিয়া নানাস্থানে ভৈক্ষ্য-সংগ্রহদ্বারা জীবিকা-নির্ব্বাহ করিতে লাগিল।।

"ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব।
গুরু কৃষ্ণ প্রসাদে পায় ভক্তিলতা-বীজ।"

ত্রিদণ্ডগ্রহণই শরণাগতির মুখ্যলক্ষণ; উহাতে কায়-মনোবাক্য সংযত হয় অর্থাৎ তরু অপেক্ষা সহ্যগুণসম্পন্ন হইবার সুযোগলাভ ঘটে। 'তৃণাদপি সুনীচ'-ভাবের দ্বারা সংসারভোগের কর্ত্তৃত্বাভিমান নিরস্ত হয়। কায়মনো-বাক্যের দণ্ডের দ্বারা সহিষ্ণুতা-গুণ প্রবল হয়। ক্ষান্তি, অব্যর্থকালত্ব, ইন্দ্রিয়তর্পণে বিরক্তি, কর্ত্তৃত্বাভিমানশূন্যতা, মোক্ষাভিলাষের ইচ্ছারাহিত্য প্রভৃতি সকল সদ্গুণ উদিত হইলে প্রাপঞ্চিক জনগণকে তাহাদের নিজ-নিজ-সম্মান-প্রদান ও প্রাপঞ্চিক ভোগবুদ্ধি পরিহার-রূপ অমানিত্ব-ধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত হইলে মহাজনের অনুসরণরূপা শরণাগতি লভ্যা হয়।।৩২।।

তং বৈ প্রবয়সং ভিক্ষুমবধূতমসজ্জনাঃ।
দৃষ্ট্বা পর্য্যভবন্ ভদ্র বহ্বীভিঃ পরিভূতিভিঃ।।৩৩।।

অন্বয়ঃ— (হে) ভদ্র! (হে উদ্ধব!) অসজ্জনাঃ (দুর্জ্জনাস্তদানীং নগরগ্রামেষু প্রবিষ্টং) প্রবয়সং (বৃদ্ধম্) অবধূতং (মলিনং) তং ভিক্ষুং দৃষ্ট্বা বৈ (খলু) বহ্বীভিঃ পরিভূতিভিঃ (অনেকৈস্তিরস্কারৈঃ) পর্য্যভবন্ (অবমেনিরে)।।৩৩।।

অনুবাদ—হে ভদ্র! তখন নগরে ও গ্রামমধ্যে প্রবিষ্ট সেই বৃদ্ধ মলিন ভিক্ষুকে দর্শন করিয়া দুর্জ্জনগণ বিবিধ তিরস্কারদ্বারা তাহার অবমাননা করিতে লাগিল।।

বিশ্বনাথ— প্রবয়সং বৃদ্ধং পর্য্যভবন্ তিরশ্চক্রুঃ। পরিভূতিভিস্তিরস্কারসাধনৈঃ।।৩৩।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—তখন অসৎ ব্যক্তিগণ বৃদ্ধবয়সের ঐ সন্ন্যাসীকে দেখিয়া তিরস্কার করিতে লাগিল, পরিভূতি সমূহ দ্বারা অর্থাৎ তিরস্কার সাধন সমূহ দ্বারা।।৩৩।।

কেচিৎ ত্রিবেণুং জগৃহুরেকে পাত্রং কমণ্ডলুম্।
পীঠঞ্চৈকেঽক্ষসূত্রঞ্চ কন্থাং চীরাণি কেচন।
প্রদায় চ পুনস্তানি দর্শিতান্যাদদুর্মুনেঃ।।৩৪।।

অন্বয়ঃ— কেচিৎ (অসজ্জনাস্তস্য) মুনেঃ (মৌন-

ব্রতস্য) ত্রিবেণুং (ত্রিদণ্ডং) জগৃহুঃ (বলাদ্ গৃহীতবন্তঃ) একে (কেচিৎ) পাত্রং (ভিক্ষাপাত্রং) কমণ্ডলুং (জগৃহুঃ) একে (কেচন) পীঠং চ (আসনম্) অক্ষসূত্রং চ (জগৃহুঃ) কেচন কন্থাং চীরাণি (বস্ত্রখণ্ডানি চ জগৃহুঃ, কিঞ্চ ভো ভগবন্! গৃহাণেতি) দর্শিতানি (সন্তি) প্রদায় পুনঃ চ তানি (ত্রিবেণুপ্রভৃতীনি) আদদুঃ (গৃহীতবন্তঃ)।।৩৪।।

অনুবাদ— কেহ সেই মুনির ত্রিদণ্ড, কেহ ভিক্ষাপাত্র কমণ্ডলু, কেহ আসন, কেহ অক্ষসূত্র, কেহ কন্থা ও বস্ত্রখণ্ড গ্রহণ করিতে লাগিল, আবার প্রদানোন্মুখ হইয়া তাহার সম্মুখে ঐগুলি দেখাইয়াই পুনরায় লইয়া যাইতেছিল।।৩৪

বিশ্বনাথ— প্রদায় চ পুনরাদদুঃ পুনরপি গৃহাণেতি দাতুং দর্শিতান্যপি নয়নকালে পুনরাদদুঃ আচ্ছিদ্য জগৃহুঃ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— কেহ কেহ তাহার ত্রিদণ্ড আদি ছিনাইয়া লইয়া, পরে দানকালে পুনরায় আর একজন লইয়া গেল, পুনরায় গ্রহণকর এইরূপে দান করিবার জন্য দেখাইয়া অন্যে লইয়া গেল, পুনরায় দানকালে আর এক ব্যক্তি ছিনাইয়া লইয়া গেল।।৩৪।।

অন্নঞ্চ ভৈক্ষ্যসম্পন্নং ভুঞ্জানস্য সরিত্তটে।
মূত্রয়ন্তি চ পাপিষ্ঠাঃ ষ্ঠীবন্ত্যস্য চ মূর্দ্ধনি।। ৩৫।।

অন্বয়ঃ— (কিঞ্চ) পাপিষ্ঠাঃ (তে দুর্জ্জনাঃ) সরিত্তটে (নদীতীরে উপবিশ্য) ভৈক্ষ্যসম্পন্নং (ভিক্ষালব্ধম্) অন্নং ভুঞ্জানস্য অস্য (ভিক্ষোরন্নে) মূত্রয়ন্তি চ মূর্দ্ধনি চ ষ্ঠীবন্তি (থুৎকারেণ শ্লেষ্মানং প্রক্ষিপন্তি)।।৩৫।।

অনুবাদ— তিনি নদীতীরে উপবেশনপূর্ব্বক ভিক্ষালব্ধ অন্নভোজনে প্রবৃত্ত হইলে পাপিষ্ঠগণ তাহার অন্নে মূত্র ও মস্তকে নিষ্ঠীবন নিক্ষেপ করিত।।৩৫।।

বিশ্বনাথ— অন্নে মূত্রয়ন্তি মূর্দ্ধনি ষ্ঠীবন্তি।।৩৫।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— ভোজনকালে অন্নের উপর প্রস্রাব করিয়াছিল ও মস্তকের উপর থুথু ফেলিল।।৩৫।।

যতবাচং বাচয়ন্তি তাড়য়ন্তি ন বক্তি চেৎ।
তর্জ্জয়ন্ত্যপরে বাগ্‌ভিঃ স্তেনোঽয়মিতিবাদিনঃ।
বধ্নন্তি রজ্জ্বা তং কেচিদ্বধ্যতাং বধ্যতামিতি।। ৩৬।।

অন্বয়ঃ— যতবাচং (মৌনব্রতং তং) বাচয়ন্তি (বাচয়িতুং কেচিৎ প্রবর্ত্তন্তে) ন বক্তি চেৎ (স যদি কিঞ্চিন্ন বদতি তদা) তাড়য়ন্তি (দণ্ডাদিভিঃ পীড়য়ন্তি) অপরে (কেচন) অয়ং স্তেনঃ (চৌরো ভবতি) ইতি বাদিনঃ (কথয়ন্তঃ) বাগ্‌ভিঃ তর্জ্জয়ন্তি (ভর্ৎসয়ন্তি) কেচিৎ বধ্যতাং বধ্যতাম্ ইতি (উক্ত্বা) রজ্জ্বা তং বধ্নন্তি।।৩৬।।

অনুবাদ— কেহ সেই মৌনী সন্ন্যাসীকে বাক্যোচ্চারণে প্রবর্ত্তিত করিবার চেষ্টা করিত, সন্ন্যাসী বাক্যোচ্চারণ না করিলে দণ্ডাদিদ্বারা তাড়না করিত। অপর কেহ "এই ব্যক্তি চোর" এইরূপ বলিয়া তাহার প্রতি ভর্ৎসনা করিতেছিল এবং কেহ কেহ "ইহাকে আবদ্ধ কর" বলিয়া রজ্জুদ্বারা বন্ধন করিত।।৩৬।।

ক্ষিপন্ত্যেকেঽবজানন্ত এষ ধর্ম্মধ্বজঃ শঠঃ।
ক্ষীণবিত্ত ইমাং বৃত্তিমগ্রহীৎ স্বজনোজ্ঝিতঃ।। ৩৭।।

অন্বয়ঃ— এষঃ ধর্ম্মধ্বজঃ (কপটধার্ম্মিকঃ) শঠঃ (দুরাশয়ঃ) ক্ষীণবিত্তঃ (নির্দ্ধনস্তথা) স্বজনোজ্ঝিতঃ (বন্ধুভিঃ পরিত্যক্তঃ সন্) ইমাং বৃত্তিং (ভিক্ষুবেশম্) অগ্রহীৎ (গৃহীতবানেবমুক্ত্বা) অবজানন্তঃ (অবহেলয়ন্তঃ) একে (কেচন তং) ক্ষিপন্তি (নিন্দন্তি)।।৩৭।।

অনুবাদ— "এই শঠ কপটধার্ম্মিক, নির্দ্ধন ও বন্ধুগণ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া জীবিকার জন্য এই ভিক্ষুবেশ গ্রহণ করিয়াছে", ইহা বলিয়া কেহ কেহ অবজ্ঞাসহকারে তাহার নিন্দা করিত।।৩৭।।

বিশ্বনাথ— ধর্ম্মধ্বজঃ ত্রিদণ্ডলিঙ্গোপজীবী শঠো লোকবঞ্চকঃ, বঞ্চনমেবাহঃ ক্ষীণবিত্ত ইতি।।৩৭।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— কেহ বলিতে লাগিল এই ব্যক্তি ধর্ম্মধ্বজী, ত্রিদণ্ড দেখাইয়া উপজীবিকা অর্জ্জন করে, শঠ

লোক বঞ্চক, বঞ্চনার অর্থ বলিতেছেন—অর্থ নষ্ট হওয়ায় সাধু সাজিয়াছে।। ৩৭ ।।

অহো এষ মহাসারো ধৃতিমান্ গিরিরাডিব।
মৌনেন সাধয়ত্যর্থং বকবদ্দৃঢ়নিশ্চয়ঃ।। ৩৮।।
ইত্যেকে বিহসন্ত্যেনমেকে দুর্ব্বাতয়ন্তি চ।
তং ববন্ধুর্নিরুরুধুর্যথা ক্রীড়নকং দ্বিজম্।। ৩৯।।

অন্বয়ঃ— অহো মহাসারঃ (অতিবলী) গিরিরাট্ (হিমালয়ঃ) ইব ধৃতিমান্ (ধৈর্য্যশীলঃ) বকবৎ (বক ইব) দৃঢ়নিশ্চয়ঃ (স্থিরসঙ্কল্পঃ) এষঃ (অয়ং ভিক্ষুঃ) মৌনেন অর্থং (স্বপ্রয়োজনং) সাধয়তি (আচরতি) ইতি (ইত্যুক্ত্বা) একে (কেচিৎ) এনং বিহসন্তি (পরিহসন্তি) একে (কেচন) দুর্ব্বাতয়ন্তি চ (তদুপর্য্যধোবায়ুং মুঞ্চন্তি কিঞ্চ) ক্রীড়নকং দ্বিজং যথা (ক্রীড়াসাধনং শুকসারিকাদিপক্ষিণমিব) তং ববন্ধুঃ (শৃঙ্খলৈরাবদ্ধং চক্রুস্তথা) নিরুরুধুঃ (কারাগৃহাদৌ রুদ্ধং চক্রুঃ)।। ৩৮-৩৯ ।।

অনুবাদ— "অহো এই মহাবল পুরুষ হিমালয়সদৃশ ধৈর্য্যশীল এবং বকতুল্য স্থিরসঙ্কল্প হইয়া মৌনভাবে স্বার্থ-সাধনে প্রবৃত্ত রহিয়াছে", এই বলিয়া কেহ পরিহাস, কেহ তদুপরি অধোবায়ু পরিত্যাগ এবং কেহ বা শুকসারিকা প্রভৃতি ক্রীড়াপক্ষীর ন্যায় শৃঙ্খলাদিদ্বারা বন্ধন ও কারা-গৃহাদিতে অবরোধ করিত।। ৩৮-৩৯ ।।

বিশ্বনাথ— মহাসারঃ সারার্থগ্রাহী। দুর্ব্বাতয়ন্তি তদুপর্য্যপানবায়ু মুঞ্চন্তি। ববন্ধুঃ শৃঙ্খলৈঃ কারাগৃহাদিষু দ্বিজং শুকসারিকাদিকং যথা।। ৩৮-৩৯ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— কেহ বলিতে লাগিল এই ব্যক্তি পর্ব্বতের ন্যায় মহাশক্তি সারগ্রাহী। কেহ তাহার মুখের কাছে অধোবায়ু ত্যাগ করিল, কেহ শৃঙ্খলে বন্ধন করিয়া শুকশারীকে যেমন খাচায় বন্ধ করে ঐরূপ ঐ ব্রাহ্মণকে কারাগারে আবদ্ধ করিল।। ৩৮-৩৯ ।।

বিবৃতি— জড়াভিমান পরিত্যাগ করিলে ফলস্বরূপে সহিষ্ণুতা-ধর্ম্ম আপনা হইতেই অভ্যাগত হয়। শরণাগত ভক্তের প্রতি অভক্তগণ সর্ব্বদাই তাহাদের খলস্বভাব-বশতঃ নানাপ্রকারে আক্রমণ করে। 'তৃণাদপি সুনীচ' ধর্ম্মপ্রাপ্ত ব্যক্তিই সহিষ্ণুতা-গুণে বিভূষিত হইয়া জড়-ভোগের ন্যায় ও অন্যায় প্রভৃতি গুণজাত বিচারে প্রতিষ্ঠা-লাভ করিতে পরাঙ্মুখ হন।। ৩৩-৩৯ ।।

এবং স ভৌতিকং দুঃখং দৈবিকং দৈহিকঞ্চ যৎ।
ভোক্তব্যমাত্মনো দিষ্টং প্রাপ্তং প্রাপ্তমবুধ্যত।। ৪০।।

অন্বয়ঃ— এবং (ক্রমেণ) ভৌতিকম্ (আধি- ভৌতিকং) দৈবিকম্ (আধিদৈবিকং) দৈহিকং চ (আধ্যাত্মিকঞ্চ) যৎ দুঃখং প্রাপ্তং প্রাপ্তং (পুনঃ পুনঃ প্রাপ্তং) সঃ (তদ্ দুঃখম্) আত্মনঃ দিষ্টং (দৈবপ্রাপ্তং কিঞ্চ) ভোক্তব্যম্ (অনুভবনীয়-মিতি) অবুধ্যত (জ্ঞাতবান্)।। ৪০ ।।

অনুবাদ— এইরূপে তিনি পুনঃ পুনঃ আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক দুঃখসমূহ প্রাপ্ত হইয়া তাহা স্বীয় দৈবদত্ত ও অবশ্যই ভোগ্য, এরূপ নির্ণয় করিয়া-ছিলেন।। ৪০ ।।

বিশ্বনাথ— ভৌতিকং দুর্জ্জনাদিকৃতং, দৈহিকং জরা-দিনিমিত্তং দৈবিকং, শীতোষ্ণাদিপ্রভবং দিষ্টং দৈবপ্রাপ্তম্।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— এই সকল দুর্জ্জনাদিকৃত ভৌতিক পীড়া, দৈহিক জরাদি নিমিত্ত, দৈহিক শীত উষ্ণাদিজাত দৈবপ্রাপ্ত দুঃখ।। ৪০ ।।

বিবৃতি— অনাত্মপ্রতীতিযুক্ত অবস্থায় আত্মভ্রমজনিত সহিষ্ণুতাভাব। মহাবদান্য অভিন্নব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীগৌর-সুন্দরের অগ্রজপ্রতিম শ্রীনিত্যানন্দের চরণাশ্রয়েই ত্রিবিধ তাপের শান্তি ঘটে। অনর্থনিবৃত্ত জীব বিষ্ণুভক্তিহীন পাষণ্ডিগণের কথায় বা অনুষ্ঠানে বিচলিত হন না; কেননা তিনি জানেন যে, ভক্তিরহিত বদ্ধজীবের প্রচণ্ড তাণ্ডব-নৃত্যে ভক্তদ্রোহিতাই স্বাভাবিক; সুতরাং ক্ষমা করাই তাঁহার ধর্ম্ম। ত্রিদণ্ডিভিক্ষু স্বীয় ঔপাধিক অস্মিতায় এই সকল বিপ্লবের কথা আলোচনা করিয়া বুঝিতে লাগিলেন।। ৪০

পরিভূত ইমাং গাথামগায়ত নরাধমৈঃ।
পাতয়দ্ভিঃ স্বধর্ম্মস্থো ধৃতিমাস্থায় সাত্ত্বিকীম্।। ৪১।।

অন্বয়ঃ— পাতয়দ্ভিঃ (স্বধর্ম্মাচ্চালয়িতুমিচ্ছদ্ভিঃ) নরাধমৈঃ পরিভূতঃ (তিরস্কৃতঃ সন্নপি) সাত্ত্বিকীং ধৃতিং (সাত্ত্বিকধৈর্য্যম্) আস্থায় (গৃহীত্বা) স্বধর্ম্মস্থঃ (স্বস্য ভিক্ষু-ধর্ম্মে এব স্থিতঃ সঃ) ইমাং (বক্ষ্যমাণাং) গাথাম্ অগায়ত (উচ্চরিতবান্)।। ৪১।।

অনুবাদ—নরাধমগণ তাহাকে স্বধর্ম্ম হইতে স্খলিত করিবার জন্য নানাপ্রকার তিরস্কার করিলেও সে সাত্ত্বিক ধৈর্য্য অবলম্বনপূর্ব্বক স্বধর্ম্মে অবস্থিত থাকিয়া এরূপ গাথা কীর্ত্তন করিয়াছিল।। ৪১।।

বিশ্বনাথ— স্বীয়ধর্ম্মনিষ্ঠাতঃ পাতয়দ্ভিরপি তৈঃ স্বধর্ম্মে স্থিত এব ইমাং বক্ষ্যমাণাং গাথামগায়ত। সাত্ত্বিকী ধৃতিশ্চ—"ধৃত্যা যয়া ধারয়তে মনঃপ্রাণেন্দ্রিয়ক্রিয়াঃ। যোগেনাব্যভিচারিণ্যা ধৃতিঃ সা পার্থ সাত্ত্বিকী" ইতি।। ৪১

টীকার বঙ্গানুবাদ— এইরূপে নিজ ধর্ম্ম-নিষ্ঠ হইতে পতন করিবার জন্য দুষ্ট ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক স্বধর্ম্মেস্থিতই এইরূপ বক্ষ্যমান গাথা গান করিয়াছিল। সাত্ত্বিকী ধৃতি— 'যে ধৈর্য্যদ্বারা মন প্রাণ ইন্দ্রিয় ও ক্রিয়াসমূহকে ধারণ করে এবং একনিষ্ঠ যোগদ্বারা, হে পার্থ! তাহাকে সাত্ত্বিকী ধৃতি বলে'।। ৪১।।

বিবৃতি— ভক্তদ্রোহী নারকী পাষণ্ডিগণই নরাধম-শব্দবাচ্য। নরাধমগণের অন্য কোন চেষ্টাই নাই। তাহারা ছলে-বলে, কলে-কৌশলে ভক্তির ছলনায় বা অভক্ত সাজিয়া শুদ্ধভক্তের উপর নানাপ্রকার উপদ্রব করিতে থাকে। শরণাগত গৌরদাসগণ শ্রীরূপগোস্বামী-কথিত "হংসগীতি"র—

"বাচো বেগং মনসঃ ক্রোধবেগং
জিহ্বাবেগমুদরোপস্থবেগম্।
এতান্ বেগান্ যো বিষহেত ধীরঃ
সর্ব্বামপীমাং পৃথিবীং স শিষ্যাৎ।।"

—প্রভৃতি শ্লোক গান করেন। ইহাই সাত্ত্বিকী ধৃতি। এই ধৃতিসম্পন্ন ব্যক্তিই ত্রিদণ্ডগ্রহণকালে ভিক্ষুগীতির দোহার দিয়া থাকেন এবং সর্ব্বতোভাবে 'উপদেশামৃতে''র বিচার অবলম্বন করেন।। ৪১।।

দ্বিজ উবাচ—
নায়ং জনো মে সুখদুঃখহেতু-
র্ন দেবতাত্মা গ্রহকর্ম্মকালাঃ।
মনঃ পরং কারণমামনন্তি
সংসারচক্রং পরিবর্ত্তয়েদ্ যৎ।। ৪২।।

অন্বয়ঃ— দ্বিজঃ উবাচ,—অয়ং জনঃ (দৃশ্যমান-জনসমূহঃ) মে (মম) সুখদুঃখহেতুঃ ন (সুখদুঃখয়োঃ কারণং ন ভবতি) দেবতা আত্মা গ্রহকর্ম্মকালাঃ (গ্রহাঃ কর্ম্মাণি কালশ্চ) ন (এতে চ সুখদুঃখহেতবো ন ভবন্তি কিন্তু) যৎ সংসারচক্রং পরিবর্ত্তয়েৎ (ভ্রাময়েৎ তৎ) মনঃ (এব) পরং (কেবলং)কারণং (সুখদুঃখহেতুরিতি) আমনন্তি (তত্ত্বজ্ঞা বদন্তি)।। ৪২।।

অনুবাদ— দ্বিজ বলিলেন,—এই জনসমূহ, দেবতা, আত্মা, গ্রহ, কর্ম্ম বা কাল ইহারা আমার সুখদুঃখের কারণ নহে; পরন্তু যদ্দ্বারা এই সংসারচক্র পরিবর্ত্তিত হইতেছে, সেই মনই সুখদুঃখের একমাত্র কারণ বলিয়া তত্ত্বজ্ঞগণ ব্যাখ্যা করিয়াছেন।। ৪২।।

বিশ্বনাথ— অহো দুঃখমেতাবৎ কঃ খলু দত্ত ইতি বিমৃশন্ন তাবদয়ং দুর্জ্জনো দত্ত ইত্যাহ,—নায়মিতি। ননু প্রত্যক্ষমর্থং কিমপলপসি, স্বাতন্ত্র্যেণায়ং জনো ন দত্ত ইতি চেৎ কেষাঞ্চিৎ প্রেরণবশাদ্দত্ত ইত্যুচ্যতাং, তত্র প্রেরকান্ নিষেধতি ন দেবতা নাপ্যাত্মা নাপি গ্রহাদয়ঃ কিন্তু মন এব পরং কেবলং কারণং বদন্তি—"মনসা হ্যেব পশ্যতি মনসা হ্যেব শৃণোতি" ইত্যাদ্যাঃ শ্রুতয়ঃ। পরিবর্ত্তয়েৎ পরিভ্রাময়েৎ।। ৪২।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— আশ্চর্য্য এই প্রকার দুঃখ কে আমাকে দিতেছে? বিচার করিয়া জানিল এই দুর্জ্জনগণ আমাকে এই দুঃখ দিতেছে না। প্রশ্ন—এই প্রত্যক্ষ দুর্জ্জন-গণ তোমাকে দুঃখ দিতেছে, ইহা কেন স্বীকার করিতেছ না?

স্বতন্ত্রভাবে এই জনগণ দুঃখ দিতেছে না, ইহা যদি বল তাহা হইলে নিশ্চয় অন্য কাহারও প্রেরণাদ্বারা দুঃখ দিতেছে ইহাই বল? তাহার উত্তরে প্রেরক নিষেধ করিতেছেন— দেবতাগণ নহে, আত্মাও নহে, গ্রহাদিগণ নহে, কিন্তু আমার মনই কেবল দুঃখের কারণ। শ্রুতিগণ বলিয়া থাকেন 'মনদ্বারাই জীব দেখে, মন দ্বারাই শ্রবণ করে, পরিবর্ত্তন করে অর্থাৎ পরিভ্রমণ করায়।। ৪২।।

বিবৃতি— ভগবৎসেবা-বিমুখ জৈবস্থিতির আধার এই সংসার-চক্র।

"ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া।।"

—এই গীতোক্ত বিচার-ক্রমে মনোধর্ম্মজীবি-ব্যক্তিগণ সংসারচক্রে ভ্রমণ করিয়া পুনরায় তাহাদের নিজ নিজ অধ্যুষিত ক্ষেত্ররূপ মনোধর্ম্ম-বিচারে পুনরাবৃত্ত হন। কালচক্র সর্ব্বদা পরিণামশীলতা বা বিকার-ধর্ম্ম জ্ঞাতাকে বুঝাইয়া দেয়। শরণাগত ত্রিদণ্ডী ভোক্তা মনকে সুখদুঃখের পাত্র বলিয়া নির্ণয় করেন। দুর্ব্বৃত্ত ব্যক্তির ন্যায় দেবতা শরীর, ফলদাতৃগ্রহগণ, নিজকৃতকর্ম্ম অথবা বিধাতা কাল —এই গুলিকে আপাতকারণ জানিয়াও কর্ত্তৃত্বাভিমানী ভোগবুদ্ধিরূপ মনকে সকল অমঙ্গলের আকর জানিলেন।

"আনের হৃদয় মন, মোর মন বৃন্দাবন, মনে বনে এক করি জানি"—প্রভৃতি পদ্য আলোচনা করিলে জানা যায় যে, মনকে কৃষ্ণসেবা-ভূমিকারূপে জানিলেই পাপ-পুণ্য, দুঃখ-সুখ প্রভৃতির তাৎকালিকবোধের নশ্বরতা ও তুচ্ছতার উপলব্ধি হয়।। ৪২।।

মনো গুণান্ বৈ সৃজতে বলীয়-
স্ততশ্চ কর্ম্মাণি বিলক্ষণানি।
শুক্লানি কৃষ্ণান্যথ লোহিতানি
তেভ্যঃ সবর্ণাঃ সৃতয়ো ভবন্তি।। ৪৩।।

অন্বয়ঃ— বলীয়ঃ (বলবৎ) মনঃ বৈ (এব) গুণান্ (গুণবৃত্তীঃ) সৃজতে (সৃজতি) ততঃ চ (তেভ্যো গুণেভ্যশ্চ) শুক্লানি (সাত্ত্বিকানি) কৃষ্ণানি (তামসানি) অথ লোহিতানি (রাজসানি) বিলক্ষণানি (বিচিত্রাণি) কর্ম্মাণি (ভবন্তি) তেভ্যঃ (কর্ম্মভ্যশ্চ) সবর্ণাঃ (তত্তৎকর্ম্মানুরূপাঃ) সৃতয়ঃ (দেবতির্য্যঙ্নরাদিগতয়ঃ) ভবন্তি (জায়ন্তে)।। ৪৩।।

অনুবাদ— জীবগণের মহাবল চিত্তই গুণসমূহের সৃষ্টি করে, সেই গুণসমূহ হইতে সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক বিচিত্র কর্ম্মরাশি উৎপন্ন হয় এবং তাহা হইতে যথাযোগ্য দেবত্বাদি বিবিধ গতিলাভ হইয়া থাকে।। ৪৩

বিশ্বনাথ— পরিবর্ত্তনপ্রকারমাহ—মন এব দোষ-পূর্ণেঽপি কনককামিন্যাদিবস্তুনি গুণান্ সৃজতে সৃজতি। ধনং বিনা কুতো ধর্ম্মাঃ স্রক্‌চন্দনবনিতাদ্যা ভোগাশ্চ কুতঃ সিধ্যন্তি, তাংশ্চ বিনা কুতঃ সুখমতো ধনমুপার্জ্জনীয়মিতি। প্রথমং ধনোপার্জ্জনে দোষেঽপি মন এব প্রবর্ত্তয়তীত্যর্থঃ। বলীয় ইত্যরে মহানর্থকৃদ্ধন-কলত্রপুত্রাদিকমিত্যন্যতঃ স্বতো বা জনিতং বিবেকমপি নৈব গৃহ্ণাতীতি ভাবঃ। কর্ম্মাণি মনঃ প্রবর্ত্তিতানি বিলক্ষণানি কানিচিৎ সাত্ত্বিকানি কানি-চিত্তামসানি কানিচিদ্রাজসানি নত্বেকীভূতানীত্যর্থঃ। শুক্লানি ধর্ম্মোপযোগীনি কৃষ্ণানি নরকোপযোগীনি ক্রমেণ তেভ্যঃ সবর্ণাঃ সৃতয়ঃ দেবতির্য্যঙ্নরাদিজাতয়ঃ।। ৪৩।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— পরিবর্ত্তনের প্রকার বলিতে-ছেন—মনই দোষপূর্ণ ও কনককামিনী আদি বস্তুতে গুণসমূহকে সৃজন করে। ধনব্যতীত ধর্ম্ম কোথায়? মালা চন্দন বণিতা আদি ভোগসমূহ কিরূপে সিদ্ধ হয়? ভোগ-ব্যতীত সুখ কিরূপে হইবে? এতএব ধন উপার্জ্জন করা কর্ত্তব্য। প্রথম ধন উপার্জ্জনে দোষ দেখিয়াও মনই যাহাকে ঐ কার্য্যে রত করায়। বলীয় অর্থাৎ ওরে! মহা অনর্থকারী ধন স্ত্রী পুত্রাদি এই সকল অন্য হইতে অথবা স্বাভাবিক এইরূপ বিবেককেও গ্রহণ করে না, কর্ম্মসমূহ মন প্রবর্ত্তিত ও কিছু বিলক্ষণ, কিছু সাত্ত্বিকী, কিছু তামসিক, কিছু রাজসিক একরূপ নহে। শুক্লবিত্ত ধর্ম্মের উপযোগী হয়, কৃষ্ণবিত্ত নরকের উপযোগী হয় ক্রমে তাহার নিজ নিজ বর্ণ অনুসারে দেবতা পশু-পক্ষী ও নরাদি জাতিতে জন্ম-গ্রহণ করায়।। ৪৩।।

বিবৃতি—অপরা প্রকৃতির সহিত অভেদবিচার-সম্পন্ন কৃষ্ণসেবা-বিমুখ বদ্ধজীবের মন গুণত্রয় প্রসব করে। সত্ত্বগুণে জাগতিক বিচারে সাধু-প্রতিষ্ঠা, রজোগুণে সংসারাবাহন, এবং তমোগুণে ভগবৎসেবা-বৈমুখ্যরূপ ভোগে আচ্ছন্ন হইলে জীব মনোধর্ম্মী হইয়া আত্মনাশ কামনা করেন। তখন তিনি কর্ম্মের কর্ত্তৃত্ব লইয়া সৎকর্ম্ম, সদসৎকর্ম্ম ও অসৎকর্ম্মকে কারণরূপ মনের কার্য্য বা ফল বলিয়া জ্ঞান করেন। কখনও দেবতা, কখনও রাজা, কখনও ধনপতি, কখনও বিদ্বন্মন্যাভিমান সেই বদ্ধজীবকে গ্রাস করে। এই সকলই মানসিক গুণজাত অনাত্মপ্রতীতি বা ক্ষমা-রহিত তাৎকালিক প্ররোচনাময়ী বৃত্তিবিশেষ। প্রাকৃত মন ভোগী বা ত্যাগীর সজ্জায় অভিনিবিষ্ট হইলে আত্মার অপ্রাকৃত অনুভূতি সেইকালে বিস্মৃত হয়। জগতের ভোগী বা জগৎ হইতে ত্যাগী হইবার প্রবৃত্তি তাঁহাকে আত্মবিস্মৃত করাইয়া কৃষ্ণের বিস্মৃতি ঘটায়, ইহাই মনোধর্ম্ম।। ৪৩।।

অনীহ আত্মা মনসা সমীহতা
হিরণ্ময়ো মৎসখ উদ্বিচষ্টে।
মনঃ স্বলিঙ্গং পরিগৃহ্য কামান্
জুষন্ নিবদ্ধো গুণসঙ্গতোঽসৌ।।৪৪।।

অন্বয়ঃ— হিরণ্ময়ঃ (বিদ্যাশক্তিপ্রধানঃ) মৎসখঃ (মম জীবস্য সখা নিয়ন্তা) আত্মা (পরমাত্মা) সমীহতা (সমীহমানেন) মনসা (সহ নিয়ন্তৃত্বেন বর্ত্তমানোঽপি) অনীহঃ (তৎক্রিয়ারহিতঃ সন্) উদ্বিচষ্টে (উচ্চৈর্বিচষ্টে অতিরোহিতজ্ঞানেন কেবলং পশ্যতীত্যর্থঃ) অসৌ (পুনরহং জীবঃ) স্বলিঙ্গং (স্বস্মিন্ আত্মনি লিঙ্গয়তি দ্যোতয়তি সংসারমিতি তথা তৎ) মনঃ পরিগৃহ্য (আত্মত্বেন স্বীকৃত্য তস্য মনসঃ) গুণসঙ্গতঃ (গুণৈঃ কর্ম্মভিঃ সঙ্গতঃ সম্বদ্ধঃ) কামান্ (তৎকৃতান্ ভোগান্) জুষন্ (সেবমানঃ) নিবদ্ধঃ (ভবতি)।।৪৪।।

অনুবাদ—জ্ঞানশক্তিময় জীবনিয়ন্তা পরমাত্মা ক্রিয়াশীল মনের সহিত বর্ত্তমান থাকিলেও স্বয়ং নিষ্ক্রিয়ভাবে কেবলমাত্র সাক্ষিরূপে সমস্ত দর্শন করেন এবং জীব নিজ সংসারদ্যোতক মনকে আত্মরূপে গ্রহণ করিয়া তাহার কর্ম্মসঙ্গবশতঃ তৎকৃত ভোগ্যবিষয়সমূহের উপভোগসহকারে বদ্ধ হইয়া থাকেন।। ৪৪।।

বিশ্বনাথ—ননু তর্হি মনস এব সংসারোঽস্তু নাত্মনঃ? তন্ন সত্যম্, আত্ম হ্যত্র শরীরে দ্বিবিধ একঃ পরমাত্মা মনোলেপরহিতঃ অন্যো জীবাত্মা তল্লেপসহিত এব, তত্র প্রথমং তাবৎ শৃণ্বিত্যাহ—অনীহ ইতি। মনসা সমীহমানেন সহ নিয়ন্তৃত্বেন বর্ত্তমানোঽপি পরমাত্মা অনীহঃ তৎক্রিয়াসঙ্গরহিতঃ যতো হিরণ্ময়ঃ স্বতন্ত্রচিন্ময়ঃ মম জীবস্য সখা উৎ উচ্চৈর্বিচষ্টে, অতিরোহিতজ্ঞানত্বাৎ স কেবলং নির্লেপ এব পশ্যতীত্যর্থঃ। দ্বিতীয়ো জীবাত্মা তু স্বস্য লিঙ্গং লিঙ্গশরীরং মনঃ পরিগৃহ্য আত্মত্বেন স্বীকৃত্য তস্য মনসো গুণৈর্গুণকৃতকর্ম্মভিঃ সঙ্গতঃ সঙ্গাৎ কামান্ জুষন্, নিবদ্ধঃ, মনোঽধ্যাসাৎ জীবাত্মন এব সংসার ইত্যর্থঃ। মনসস্তু জড়ত্বেন সুখদুঃখানুভবাভাবাৎ স্বর্গনরকাপবর্গেষু মধ্যে ন কোঽপীতি ভাবঃ।। ৪৪।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— প্রশ্ন—তাহা হইলে মনেরই সংসার হউক, আত্মার নহে? উত্তর—তাহা নহে, সত্য, আত্মাই এই শরীরে দ্বিবিধ, এক পরমাত্মা মনোলেপ রহিত, অন্য জীবাত্মা মনোলেপ সহিতই। তন্মধ্যে প্রথম কে? শ্রবণ কর—মনের সহিত নিয়ন্তৃরূপে বর্ত্তমান থাকিয়াও পরমাত্মা নির্লিপ্ত, মনে ক্রিয়া-সঙ্গরহিত। যেহেতু হিরণ্ময়, স্বতন্ত্র, চিন্ময়, আমার জীবের সখা, উৎ অর্থাৎ উচ্চচেষ্টাশীল, যাহার জ্ঞান শূন্য হয় না। তিনি কেবল অসঙ্গই দেখিতেছেন। দ্বিতীয় জীবাত্মা কিন্তু নিজের লিঙ্গ শরীর মনকে আত্মরূপে স্বীকার করিয়া, সেই মনের গুণ সমূহের দ্বারা এবং গুণকৃত কর্ম্মসমূহের সহিত সঙ্গ হেতু বাসনাসমূহ ভোগ করিতে করিতে দেহের বন্ধনে আছে। মনের অধ্যাস হেতু জীবাত্মারই সংসার। কিন্তু মন জড়হেতু সুখ দুঃখের অনুভব না থাকায়, স্বর্গ নরক ও মোক্ষ মধ্যে কোনটি নয়। ইহাই ভাবার্থ।। ৪৪।।

বিবৃতি— অনাত্মপ্রতীতিযুক্ত প্রাকৃত মন স্বীয় গুণ-

ত্রয়রূপ পুত্রগণের ও তদাত্মগণের আশা ভরসা পরিত্যাগ-পূর্ব্বক যখন হরিসেবাই আত্মার নিত্যা বৃত্তি বলিয়া বুঝিতে পারেন, তখন তাহার বুভুক্ষা-প্রণোদিত ভোগবাসনা বা মুমুক্ষা-প্রণোদিত জড়সঙ্গত্যাগ বাসনা কর্ম্মহীনতা-লাভ হয় অর্থাৎ চতুর্ব্বর্গবাসনা বিদূরিত হয়। ভগবৎপ্রীতিই আত্মধর্ম্ম; নতুবা আত্মা বদ্ধাবস্থায় যখন দুঃখে মগ্ন থাকেন বা সুখ-স্বপ্নের অকিঞ্চিৎকরতা উপলব্ধি করিতে না পারিয়া ইন্দ্রিয়তর্পণে ক্ষণভঙ্গুর তাৎকালিক সুখ আছে জানেন, তৎকালে সেই অভক্তি-প্রণোদিত ধর্ম্ম ও জ্ঞানাবৃতা বৃত্তি তাহাকে ন্যূনাধিক কৃষ্ণেতর অন্যাভিলাষিতায় উত্তেজিত করায়।

আত্মা যে-কালে পরা বিদ্যায় পারঙ্গত হইয়া অক্ষর নিত্যসেবায় নিযুক্ত হন, এবং যে-কালে "দ্বা সুপর্ণা" প্রভৃতি মন্ত্রত্রয়ে দীক্ষিত হইয়া ভগবানে পঞ্চপ্রকার রতির কোন এক প্রকার রতিমূলক বিষয় গ্রহণ করেন, তখনই সূক্ষ্ম শরীর পরিহারপূর্ব্বক গুণসঙ্গ হইতে বিচ্ছিন্ন হন। মনোভোগ্য গুণত্রয়ের সঙ্গপ্রভাবে স্থূলসূক্ষ্ম শরীরদ্বয়ে আত্মপ্রতীতি বোধ করিয়া ভ্রান্ত হন।

এই জন্যই শ্রীগৌরসুন্দর নিরন্তর শ্রীমদ্ভাগবতের কথিত অধোক্ষজ শ্রীকৃষ্ণসেবারই উপদেশ দিয়াছেন এবং কামাদি ষড়্‌রিপুর দাস্য পরিত্যাগ করিয়া ভগবৎসেবাময়ী চেষ্টার কৃষ্ণপ্রীতিকেই পঞ্চপুরুষার্থ জানাইয়াছেন। সাধনের সিদ্ধিতেই সূক্ষ্মদেহভঙ্গের ব্যবস্থা আছে; উহাই বস্তুসিদ্ধির প্রাগ্‌ভাব। মনোবৃত্তি যখন সৃষ্ট গুণত্রয়ের পালনে ব্যস্ত থাকে, তখনই উহারা জড়সেবায় আত্মভোগ কামনা করে। জীবের বদ্ধ-বুদ্ধি হইতে জাত প্রাপ্য-চতুর্ব্বর্গকে প্রয়োজন বলিয়া ভ্রান্তিমূলে যে বিচার আছে ভক্তিপ্রভাবেই তাহা সংশোধিত হয়। তখন জীব কৃষ্ণের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট হইয়া নিত্যকার্ষ্ণগণের আনুগত্যে কৃষ্ণপ্রীতি অর্জ্জন করিতে সমর্থ হন।। ৪৪।।

দানং স্বধর্ম্মো নিয়মো যমশ্চ
শ্রুতঞ্চ কর্ম্মাণি চ সদ্‌ব্রতানি।
সর্ব্বে মনোনিগ্রহলক্ষণান্তাঃ
পরো হি যোগো মনসঃ সমাধিঃ।। ৪৫।।

অন্বয়ঃ— দানং স্বধর্ম্মঃ (নিত্যনৈমিত্তিকঃ) নিয়মঃ যমঃ চ শ্রুতং (শাস্ত্রশ্রবণং) চ সদ্‌ব্রতানি (একাদশ্যুপবাসাদীনি তথান্যানি যাবন্তি) কর্ম্মাণি চ (এতে) সর্ব্বে মনোনিগ্রহলক্ষণান্তাঃ (মনোনিগ্রহলক্ষণোঽন্তো নিষ্ঠা ফলং যেষাং তে তথা ভবন্তি) মনসঃ সমাধিঃ (নিগ্রহঃ) হি (এব) পরঃ যোগঃ (পরমজ্ঞানম্)।। ৪৫।।

অনুবাদ— দান, নিত্য-নৈমিত্তিক স্বধর্ম্ম, যম, নিয়ম, শাস্ত্রশ্রবণ, সদ্‌ব্রতসমূহ এবং সৎকর্ম্মরাশি—এই সমস্ত মনোনিগ্রহরূপ ফললাভের জন্যই অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। মনোনিগ্রহই পরমযোগরূপে কথিত হইয়াছে।। ৪৫।।

বিশ্বনাথ— তস্মাৎ সর্ব্বানর্থকৃতো মনসো নিগ্রহে এব যতনীয়মিত্যাহ,—দানমিতি। দানাদয় এতে সর্ব্বে উপায়া মনোনিগ্রহলক্ষণঃ অন্তঃ শেষঃ ফলং যেষাং তে। যতো মনসঃ সমাধির্নিগ্রহ এব পরঃ সর্ব্বশ্রেষ্ঠো যোগঃ।। ৪৫।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— সেই হেতু সর্ব্ব অনর্থকারী মনের নিগ্রহই যত্ন করা উচিৎ। দান আদি এইসকল উপায় মনোনিগ্রহের লক্ষণ। শেষফল যাহাদের সেই মনের সমাধি অর্থাৎ নিগ্রহই সর্ব্বশ্রেষ্ঠযোগ।। ৪৫।।

বিবৃতি— মনোধর্ম্মে দান, স্বধর্ম্মপালন, যম, নিয়ম, স্বাধ্যায়, সৎকর্ম্ম, ব্রত ও তদ্বিপরীত সকল তাৎকালিক কার্য্য সম্পন্ন হয়। ইহাদের নশ্বরতার উপলব্ধি-ক্রমে ইহাদের হস্ত হইতে পরিত্রাণের জন্য ঐসকল মুদ্রার অবলম্বনে তত্তদ্-বিষয়ত্যাগার্থই মনোনিগ্রহের পরম প্রয়োজনীয়তা। কর্ম্মযোগ, হঠযোগ, জ্ঞানযোগ ও রাজযোগ প্রভৃতি আপেক্ষিক বিচারযুক্ত হওয়ায় বাস্তববস্তুর পরিচয় না পাইয়া অভক্তিযোগের দ্বারা মনোধর্ম্মের কৃত্রিম সমাধিলাভেচ্ছায় যে-সকল চেষ্টা দেখা যায়, উহার নৈরর্থক্য উপলব্ধির বিষয় হইলেই ভগবদ্ভক্তিযোগের প্রভাবে মনের সমাধি হইয়া থাকে।। ৪৫।।

সমাহিতং যস্য মনঃ প্রশান্তং
দানাদিভিঃ কিং বদ তস্য কৃত্যম্।
অসংযতং যস্য মনো বিনশ্য-
দ্দানাদিভিশ্চেদপরং কিমেভিঃ।। ৪৬।।

অন্বয়ঃ—যস্য মনঃ প্রশান্তং (বিষয়াভিমুখ্যাদ্ বিরতং সৎ) সমাহিতম্ (একাগ্রং ভবতি) তস্য দানাদিভিঃ (সাধনান্তরৈঃ) কিং কৃত্যং (প্রয়োজনং তৎ) বদ (কিমপি কৃত্যং নাস্তীত্যর্থঃ) যস্য মনঃ অসংযতং (বিক্ষিপ্তং কিম্বা) বিনশ্যৎ (চেৎ আলস্যাদিনা লীয়মানং যদি ভবেৎ তদা তস্য) এভিঃ দানাদিভিঃ (সাধনান্তরৈঃ) কিম্ অপরং (প্রয়োজনং স্যান্ন কিঞ্চিদিত্যর্থঃ)।। ৪৬।।

অনুবাদ— যাঁহার মনঃ প্রশান্ত ও একাগ্র হইয়াছে, তাঁহার দানাদি সাধনে প্রয়োজন কি? আর যাহার মন বিক্ষিপ্ত অথবা আলস্যাদিনিবন্ধন লীনপ্রায়, তাহারই বা দানাদিসাধনে ফল কি?।। ৪৬।।

বিশ্বনাথ—সুধীভিরেকো মনোনিগ্রহ এবাপেক্ষণীয়ো নান্য ইত্যাহ,—সমাহিতং বশীকৃতং চেৎ কিং দানাদিভিঃ অসংযতং অবশীভূতং যতো বিনশ্যৎ লয়যুক্তং অপরমনুৎকৃষ্টং বিক্ষেপযুক্তঞ্চ চেৎ কিমেভির্দানাদিভিঃ।। ৪৬।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— জ্ঞানীগণ কর্ত্তৃক একমাত্র মনের নিগ্রহই অপেক্ষণীয়, অন্য নহে। মন যদি বশীকৃত হয়, তাহা হইলে দানাদি দ্বারা অসংযত লয়যুক্ত অনুৎকৃষ্ট বিক্ষেপযুক্ত যদি থাকে, তাহা হইলে দানাদি দ্বারা কি হইবে।। ৪৬।।

বিবৃতি—

"আরাধিতো যদি হরিস্তপসা ততঃ কিং
নারাধিতো যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্।
অন্তর্ব্বহির্যদি হরিস্তপসা ততঃ কিং
নান্তর্ব্বহির্যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্।।"
— শ্লোকটি এতৎপ্রসঙ্গে আলোচ্য।। ৪৬।।

মনোবশেঽন্যে হ্যভবন্ স্ম দেবা
মনশ্চ নান্যস্য বশং সমেতি।
ভীষ্মো হি দেবঃ সহসঃ সহীয়ান্
যুঞ্জ্যাদ্বশে তং স হি দেবদেবঃ।। ৪৭।।

অন্বয়ঃ— অন্যে দেবাঃ (ইন্দ্রিয়াণি তদধিষ্ঠাতারো বা) হি (নূনং) মনোবশে (মনসো বশীভূতাঃ) অভবন্ স্ম (জাতাঃ) মনঃ চ (তু) অন্যস্য (ইন্দ্রিয়ান্তরস্য তদধিষ্ঠাতৃদেবস্য বা) বশঃ ন সমেতি (গচ্ছতি) হি (যস্মাৎ) সহসঃ (বলাদপি) সহীয়ান্ (বলবান্) দেবঃ (মনোলক্ষণো দেবঃ) ভীষ্মঃ (যোগিনামপি ভয়ঙ্করস্ততো যঃ) তং (মনোলক্ষণং দেবং) বশে যুঞ্জ্যাৎ (বশবর্ত্তিনং কুর্য্যাৎ) সঃ হি (এব) দেবদেবঃ (সর্ব্বেন্দ্রিয়বিজেতা ভবতি নান্যঃ)।। ৪৭।।

অনুবাদ— অন্য দেবগণ এই মনের বশীভূত, কিন্তু মন কাহারও বশীভূত হয় না, যেহেতু এই মন বলবান্ হইতেও মহাবলশালী এবং যোগিগণেরও ভয়ঙ্কর; অতএব যিনি এই মনকে বশীভূত করিতে পারেন, তিনি সর্ব্বেন্দ্রিয়বিজয়ী হইয়া থাকেন।। ৪৭।।

বিশ্বনাথ—নন্বিতরেন্দ্রিয়জয়োঽপ্যপেক্ষণীয় এব, তত্র নেত্যাহ,—মনোবশে ইতি। দেবা ইন্দ্রিয়াণি তদধিষ্ঠাতারশ্চ মনোবশে মনস এব বশেঽভবন্ বর্ত্তন্তে স্ম। ভীষ্মঃ যোগিনামপি ভয়ঙ্করঃ মনোলক্ষণো দেবঃ, যতঃ সহসঃ সহস্বিনোঽপি সহীয়ান্ বলিষ্ঠাদপি বলিষ্ঠ ইত্যর্থঃ। অতস্তং যো বশং যুঞ্জ্যাৎ কুর্য্যাৎ স হি দেবদেবঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়জেতা। তথাচ শ্রুতি "মনসো বশে সর্ব্বমিদং বভূব। নান্যস্য মনো বশমন্বিয়ায় ভীষ্মোহি দেবঃ সহসঃ সহীয়ান্" ইতি।। ৪৭।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— প্রশ্ন—তাহা হইলে অন্য ইন্দ্রিয় জয়েরও অপেক্ষা আছে? তাহার উত্তরে বলিতেছেন— না, দেবগণ ইন্দ্রিয়সমূহ তদধিষ্ঠাতাগণ মনেরই বশে বর্ত্তমান আছে। ভীষ্ম অর্থাৎ যোগীগণেরও ভয়ঙ্কর মনোরূপ দেবতা, যেহেতু সাহসীগণেরও সাহসী, বলীষ্ঠগণ হইতেও বলীষ্ঠ। অতএব ঐ মনকে যে ব্যক্তি বশে রাখিয়াছে সেইই দেবদেব অর্থাৎ সর্ব্বেন্দ্রিয়ের জয় কর্ত্তা। ঐরূপ শ্রুতিতেও আছে—মনের বশেই এইসকল হইয়াছে অন্যের দ্বারা মন বশীভূত হয় না, সেই মন ভয়ঙ্কর দেবতা, সাহসীগণ হইতেও শ্রেষ্ঠ।। ৪৭।।

বিবৃতি— প্রাকৃত মন সর্ব্বদাই ভোগপরবশ, কখনও কখনও বা জড়ত্যাগ-পরবশ। জড়ভোগ ও জড়ত্যাগের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইতে হইলে মনের অধীন ইন্দ্রিয়জ-জ্ঞানকে স্তব্ধ করিতে হয়। মন বশীভূত হইলে সকল ইন্দ্রিয় বশীভূত হয়। যোগিগণও অনেক সময় মনকে বশীভূত করিতে অসমর্থ হন। ইন্দ্রিয়জজ্ঞান মনকে বিচলিত করে। বহির্বস্তুর ধারণা মনের দ্বারাই সম্পাদিত হয়। বাহ্যজগতে অন্যমনস্ক হইলে বহির্বস্তুসমূহ মনকে অবস্থান্তর লাভ করাইতে অর্থাৎ মনের অবস্থা পরিবর্ত্তন করাইতে পারে না। যিনি মনকে বশীভূত করিতে পারেন তিনি ইন্দ্রিয়গণকেও বশ করিতে সমর্থ। ইন্দ্রিয়বৃত্তিই মনের পরিচালিকা।। ৪৭।।

তং দুর্জ্জয়ং শত্রুমসহ্যবেগম্
অরুন্তুদং তন্ন বিজিত্য কেচিৎ।
কুর্ব্বন্ত্যসদ্বিগ্রহমত্র মর্ত্ত্যৈ-
র্মিত্রাণ্যুদাসীনরিপূন্ বিমূঢ়াঃ।। ৪৮।।

অন্বয়ঃ— (ততঃ) অসহ্যবেগম্ (অসহ্যা রাগাদয়ো বেগা যস্য তমতএব) অরুন্তুদং (মর্ম্মপীড়কং) তং (মনোরূপং) দুর্জ্জয়ং শত্রুং ন বিজিত্য (অজিত্বা) তৎ (ততঃ) কেচিৎ (যে জনাঃ) অত্র মর্ত্ত্যৈঃ (কৈশ্চিন্মনুষ্যৈঃ সহ) অসদ্‌বিগ্রহং (বৃথাকলহং) কুর্ব্বন্তি (তথা তত্র) উদাসীন-রিপূন্ (অন্যান্ অনুকূল প্রতিকূলাদীন্) মিত্রানি (চ কুর্ব্বন্তি তে) বিমূঢ়াঃ (অতিমূর্খা ইত্যর্থঃ)।। ৪৮।।

অনুবাদ— অতএব যাহারা অসহনীয় রাগাদিবেগ-যুক্ত মর্ম্মপীড়ক মনোরূপ দুর্জ্জয় শত্রুকে পরাজিত না করিয়া তন্নিমিত্ত কোন কোন পুরুষের সহিত বৃথাকলহে প্রবৃত্ত হইয়া সে বিষয়ে উদাসীন ও রিপুগণকে মিত্ররূপে গণ্য করেন তাঁহারা অতিশয় মূর্খ।। ৪৮।।

বিশ্বনাথ—অরুর্মর্ম্ম তত্তুদতি ব্যথয়তীতি অরুন্তুদস্তং ন বিজিত্য অজিত্বা তত্তত এবাজিতাদ্ধেতোঃ কেচিন্মূঢ়াঃ মর্ত্ত্যৈঃ সহাসদ্বিগ্রহং কুর্ব্বন্তি। অত্র চানুকূলপ্রতিকূলাদীনন্যান্ মিত্রাদীন্ কুর্ব্বন্তি।। ৪৮।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— অরু অর্থাৎ মর্ম্ম তাহাকে যে ব্যথা দেয় সেই মনকে বিজয় না করিয়া সেই সেই ইন্দ্রিয়কে জয় না করা হেতু, কেহ কেহ মূঢ় ব্যক্তিগণ মনুষ্যগণের সহিত অসৎ বিরোধ করে, তন্মধ্যেও অনুকূল প্রতিকূল আদি অন্য সকলকে মিত্রভাব করে।। ৪৮।।

মধ্ব—

সাত্ত্বিকমনোবিবক্ষয়া দেবশব্দঃ। তামস-
মনোবিবক্ষয়া শত্রুশব্দঃ।
"একস্থানাধিপত্যে তু ভিন্নানামপি যুজ্যতে।
অভেদেন পরামর্শঃ সাদৃশ্যেনাপি বস্তুনোঃ।।"
ইতি প্রয়োগে।
"ঋতে দ্বে ব্রহ্মাণী কস্য মনো যাতি বশং ক্বচিৎ।
শ্রিয়ং সরস্বতীং বাপি যাতি বা তৎপ্রসাদতঃ।"
ইতি পাদ্মে।
উদাসীনানাং রিপুং সম্যগ্‌জ্ঞানবতাং
ন রিপুত্বং শক্যত ইত্যর্থঃ।। ৪৭-৪৮।।

বিবৃতি— মনই সঙ্কল্প ও বিকল্পের অধিনায়ক। রাগ ও দ্বেষ—প্রণয় ও বিরোধ মনের ধর্ম্ম। এতদুভয়ের দ্বারা চালিত হইয়া ইন্দ্রিয়গণের বেগের কারণ উপস্থিত হয়। অনেক সময় দুর্জ্জয় মনই মানবের ক্লেশের কারণ হইয়া শত্রু, মিত্র ও উদাসীন ইত্যাদি হইবার বিচার করিতে থাকে।। ৪৮।।

দেহং মনোমাত্রমিমং গৃহীত্বা
মমাহমিত্যন্ধধিয়ো মনুষ্যাঃ।
এষোঽহমন্যোঽয়মিতি ভ্রমেণ
দুরন্তপারে তমসি ভ্রমন্তি।। ৪৯।।

অন্বয়ঃ— মনুষ্যাঃ মনোমাত্রং (মনোমাত্রপরি-কল্পিতম্) ইমং দেহং (স্বদেহম্) অহম্ (ইতি, পুত্রাদি-দেহঞ্চ) মম ইতি গৃহীত্বা (স্বীকৃত্য) অন্ধধিয়ঃ (বিবেকদৃষ্টি-শূন্যাঃ সন্তঃ) এষঃ অহম্ অয়ম্ অন্যঃ (মত্তো ভিন্নশ্চ) ইতি ভ্রমেণ দুরন্তপারে তমসি (সংসারে) ভ্রমন্তি (গত্যা-গতী কুর্ব্বন্তি)।। ৪৯।।

অনুবাদ— মনুষ্যগণ মনঃকল্পিত এই দেহকে আত্ম-রূপে এবং পুত্রাদির দেহকে আত্মীয়রূপে গ্রহণপূর্ব্বক বিবেকজ্ঞান শূন্য হইয়া 'ইহা আমি'' ''ইনি আমা হইতে ভিন্ন'' ইত্যাদি ভ্রমবশতঃ অপার সংসারে গমনাগমন করিতে থাকে।। ৪৯।।

বিশ্বনাথ— ততশ্চানেন প্রকারেণাবিদ্যয়া গ্রস্যমানা ভবন্তীত্যাহ,— দেহমিতি। মনসো মাত্রা বৃত্তয় ইন্দ্রিয়াদয়ো যস্মিংস্তং দেহমিমং অহমিতি পুত্রাদিদেহঞ্চ মমেতি গৃহীত্বা স্বীকৃত্য তমসি সংসারে।। ৪৯।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— সেই হেতু এইপ্রকারে অবিদ্যা দ্বারা গ্রস্ত হয়, মনের বৃত্তিসমূহ ইন্দ্রিয় আদি যে দেহে, সেই দেহকে, এই 'আমি' এবং পুত্র আদির দেহকে 'আমার' এরূপ স্বীকার করিয়া দুরন্ত সংসারে ভ্রমণ করে।। ৪৯।।

মধ্ব—

অভিমানমাত্রেণৈব জীবস্য দেহেন
সম্বন্ধ ইতি মনোমাত্রম্।
মনসি নির্ম্মাণমিতি। অহমন্য ইত্যপি-
দেহমাত্রে মন্যন্তে।
''দেহমাত্রং স্বমাত্মানং যঃ পরঞ্চাভিপশ্যতি।
অন্ধে তমসি মগ্নস্য নোত্তারস্তস্য কুত্রচিৎ।।''
ইতি চ।। ৪৯।।

বিবৃতি— 'আমি-'আমার' বিচারে ভ্রান্ত মানবই সুদুস্তর অবিবেচনার রাজ্যে ভ্রমণ করে। স্ব-পর ভেদেই ব্যবহার-ভেদ উৎপন্ন হয়। শত্রুমিত্রাদি-জ্ঞান পরিশেষে দুঃখেরই কারণ হয়। অহং-মম-ভাববিশিষ্ট ব্যক্তি সহসা নামাপরাধী হইয়া ভগবৎসেবাবৈমুখ্য সংগ্রহ করে অর্থাৎ অভক্ত হয়।। ৪৯।।

জনস্তু হেতুঃ সুখদুঃখয়োশ্চেৎ
কিমাত্মনশ্চাত্র হি ভৌময়োস্তৎ।
জিহ্বাং ক্বচিৎ সন্দশতি স্বদদ্ভি-
স্তদ্বেদনায়াং কতমায় কুপ্যেৎ।। ৫০।।

অন্বয়ঃ— জনঃ তু চেৎ (অয়ং লোকো যদি) সুখ-দুঃখয়োঃ হেতুঃ (ভবেত্তদা) অত্র (অস্মিন্ পক্ষে) চ আত্মনঃ কিং (ন কিঞ্চিৎ সুখদুঃখকর্ম্মত্বং তৎকর্ত্তৃত্বঞ্চ) হি (নিশ্চিতং) তৎ (কর্ত্তৃত্বং কর্ম্মত্বঞ্চ) ভৌময়োঃ (বিকারয়োর্দেহয়োর্না-ত্মনোঽমূর্ত্তস্যাক্রিয়স্য চ হননাদিষু কর্ম্মত্বকর্ত্তৃত্বানুপপত্তেঃ। তথাপি দুঃখমাত্মপর্য্যবসায্যেবেতি চেদেবমপি পরমাত্মন উভয়ত্রাপ্যেকত্বান্ন কোপবিষয়োঽস্তীত্যাহ) ক্বচিৎ (কদাচিৎ পুরুষঃ) স্বদদ্ভিঃ (স্বস্যৈব দন্তৈঃ স্বস্যৈব) জিহ্বাং সন্দশতি (চেত্তদা) তদ্বেদনায়াং (তত্র বেদনায়াং সত্যাং) কতমায় (কস্মৈ) কুপ্যেৎ (ক্রুদ্ধো ভবেৎ)।। ৫০।।

অনুবাদ— যদি এই লোকই সুখদুঃখের হেতু হয়, তাহা হইলেও আত্মা সুখদুঃখের কর্ত্তা বা কর্ম্ম হয় না, পরন্তু বিকারভূত স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীরেরই কর্ত্তৃত্ব বা কর্ম্মত্ব হইয়া থাকে। যদি কখনও পুরুষ নিজ-দন্তদ্বারা নিজ জিহ্বাকে দংশন করে তাহা হইলে তজ্জনিত বেদনায় কাহারও প্রতি কুপিত হওয়া যায় না।। ৫০।।

বিশ্বনাথ— তদেবং মনস এব সুখদুঃখয়োঃ কারণ-ত্বমুপপাদ্যেদানীং জনাদীনাং পূর্ব্বোক্তানাং ষণ্ণামকারণত্বং প্রপঞ্চয়তি,—জনস্থিতি ষড়্ভিঃ। হেতুরিতি জন এব জনং সুখয়তি জন এব জনং দুঃখতীতি চেৎ, অত্র চ অস্মিন্নপি পক্ষে আত্মনো জীবাত্মনঃ কিং ন কিঞ্চিদপি যতস্তৎ সুখ-দুঃখকর্ত্তৃত্বং সুখদুঃখকর্ম্মত্বঞ্চ ভৌময়োর্ভূবিকারদেহয়োরেব নাত্মনঃ। অমূর্ত্তস্য দেহাদ্ভিন্নত্বাৎ বস্তুতোঽভিমানিনস্তস্য তাড়নাদিষু কর্ত্তৃত্ব-কর্ম্মত্বানুপপত্তেঃ। ননু তদপি পীড়া ত্বাত্মন এব প্রত্যক্ষীভবতীত্যত আহ,—জিহ্বামিতি। তদ্বেদ-নায়াং তত্র বেদনায়াং পীড়ায়াং আত্মগামিন্যাং সত্যাং কতমায় কুপ্যেৎ কিং পীড়কেভ্যো দন্তেভ্যঃ কিং বা পীড্যমানায়ৈ জিহ্বায়ৈ? তত্র যথা পীড্যমানায়ৈ জিহ্বায়ৈ কোপস্যানৌচিত্যাৎ পীড়কেভ্যো দন্তেভ্যঃ কোপো ন ক্রিয়তে, তথৈবাত্রাপি কোপো ন কর্ত্তব্য ইতি ভাবঃ। দুঃখন্ত্বাত্মনো লিঙ্গাধ্যাস-মূলকং সোঢ়ব্যমেব লিঙ্গং তু মন এবেতি তদৃতেঽন্যস্মৈ দোষো ন দেয় ইত্যগ্রিমশ্লোকেষু সর্ব্বত্রৈবমেবং জ্ঞেয়ম্।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— এইভাবে মনই সুখ দুঃখের

কারণ ইহা স্থাপন করিয়া পূর্ব্বোক্ত জনাদি ছয়টির অকারণতা বিস্তার করিয়া বলিতেছেন—ছয়টি শ্লোকদ্বারা মনুষ্যই মনুষ্যকে সুখ দেয়, মনুষ্যই মনুষ্যকে দুঃখ দেয়, ইহা যদি বল এই পক্ষে জীবাত্মার কি কিছুই নহে। যেহেতু সেই সুখ-দুঃখের কর্ত্তৃত্ব ও কর্ম্মত্ব, মাটির বিকার দেহদ্বয়েরই, আত্মার নহে। দেহ হইতে ভিন্ন অমূর্ত্ত বস্তুর বস্তু অভিমান তাহার তাড়নাদিতে কর্ত্তৃত্ব বা কর্ম্মত্ব যুক্তিযুক্ত নহে। প্রশ্ন— সেই দুঃখ কিন্তু আত্মারই প্রত্যক্ষ হয়? ইহার উত্তরে বলিতেছেন— যেমন কোন সময় জিহ্বাকে দাঁত দংশন করে, তাহার বেদনা আত্মগামিনী হইলে কাহার উপর ক্রোধ করিবে? যে পীড়া দুঃখ দিয়াছে, সেই দাঁত সকলকেই পীড়া দিবে?

অথবা পীড়িত যে জিহ্বা তাহাকে পীড়া দিবে কে? তাহার মধ্যে যেমন পীড়িত জিহ্বাকে ক্রোধ করা উচিত নয়, পীড়া দাতা দন্ত সকলের উপর কেহ কোপ করে না। সেইরূপ এখানেও কাহারও উপর ক্রোধ করা উচিত নয়, কিন্তু দুঃখ আত্মার উপর, সূক্ষ্ম শরীরের অধ্যাস মূলক, তাহা সহ্য করা উচিতই, সূক্ষ্মশরীর কিন্তু মনই, তাহা ভিন্ন অন্যকে দোষ দেওয়া কর্ত্তব্য নহে। এইরূপ অগ্রিম শ্লোকসমূহের সহিত সর্ব্বত্র অন্বয় জানিবে।। ৫০।।

মধ্ব—

"জনশব্দঃ স্বতো জীবে ক্বচিদ্দেহে প্রবর্ত্ততে।"

ইতি প্রয়োগে।

অযোগ্যক্রোধাদের্মন এব কারণম্।। ৫০।।

বিবৃতি— একই মানবের দন্তকর্ত্তৃক তাহার জিহ্বা আঘাতপ্রাপ্ত হইলে দন্তোৎপাটনদ্বারা নিজেরই ক্ষতিসাধন করা যেরূপ যুক্তিযুক্ত নহে, তদ্রূপ বহির্বস্তুর দ্বারা গঠিত দেহধারী ব্যক্তির আত্মার অমঙ্গল সাধন করা কর্ত্তব্য নহে। ভৃত্যজীবাত্মা ও প্রভু-পরমাত্মা একতাৎপর্য্যপর হওয়ায় বিরোধকল্পে জীবাত্মার পৃথক্ অবস্থান হইলেও জীবাত্মাসমূহের পরস্পর বিরোধ উপস্থিত করিলে প্রভু পরমাত্মার সেবা হয় না। 'অন্য ব্যক্তির দ্বারা আমি আনন্দিত বা দুঃখিত হইয়াছি'—এরূপ বিচার কখনও শুদ্ধ আত্মায় হইতে পারে না। বিকারিবস্তুর মধ্যে পরস্পর ভেদ থাকায় বিভিন্ন তাৎপর্য্যবিশিষ্ট দেহদ্বয়ের ধারণায় সুখ-দুঃখ কল্পনা করিতে যাওয়া ভ্রমাত্মক।

আত্মার তাৎকালিক সুখদুঃখ প্রভৃতি ভাবদ্বয়ের আনুগত্য হইতে পারে না। বহির্বস্তুর সম্মিলনপ্রতীতি হইতেই পরস্পর মধ্যে সুখদুঃখের আবাহনের সম্ভাবনা হইয়াছে। সুতরাং জীবসমূহমাত্রেই যেহেতু ভগবদ্দাস, সেই হেতু পরস্পর বিরোধ করিলে ভগবদ্দাস্যে উদাসীন হইয়া তাঁহাদের উত্তরোত্তর নিজ নিজ কর্ত্তব্যবিমুখতাই প্রবল হইবে।

মহাভাগবতগণ আত্মবিৎ প্রত্যেক জীবাত্মাকেই ভগবদ্দাস বলিয়া জানেন। দাসগণের প্রভুসেবা ব্যতীত অন্য কোন কৃত্য নাই। সুতরাং প্রভুসেবা পরিত্যাগপূর্ব্বক পরস্পর প্রণয়ে বা কলহে তৎপর হইলে সুখদুঃখের ভাগী হইতে হয়। তাহাতে প্রভুসেবা-বঞ্চনারূপ অপরাধ আসায় প্রকৃত উদ্দেশ্য হইতে ভ্রষ্ট হইয়া পড়ে। জীবাত্মগণের পরস্পর আত্মীয়জ্ঞান পরমাত্মার সহিত সম্বন্ধযুক্ত বিচারে মিত্রতা উৎপাদন করে। সুতরাং ক্রোধের দ্বারা নিজের ও পরের ক্ষতি করা কর্ত্তব্য নহে।। ৫০।।

দুঃখস্য হেতুর্যদি দেবতাস্তু
কিমাত্মনস্তত্র বিকারয়োস্তৎ।
যদঙ্গমঙ্গেন নিহন্যতে ক্বচিৎ
ক্রুধ্যেত কস্মৈ পুরুষঃ স্বদেহে।। ৫১।।

অন্বয়ঃ— দেবতা যদি দুঃখস্য হেতুঃ (কথ্যতে তদা) অস্তু (ভবতু নাম) তত্র (তস্মিন্নপি পক্ষে) আত্মনঃ কিং (কিমপি নেত্যর্থঃ, যতঃ) তৎ (কর্ত্তৃত্বং কর্ম্মত্বঞ্চ) বিকারয়োঃ (বিক্রিয়মাণয়োর্দেবয়োরেব, হস্তেন মুখেঽভিহতে তেন বা হস্তে দষ্টে তদভিমানিনোর্বহ্নীন্দ্রয়োরেব তন্ন তু তস্যাবিক্রিয়মাণস্যানহঙ্কারস্য চাত্মনঃ। দেবতানাং সর্ব্বদেহেষ্বভেদান্ন কোপবিষয় ইতি স্বদেহদৃষ্টান্তমাহ) যৎ (যদা) স্বদেহে অঙ্গং (দেবতাধিষ্ঠানং হস্তমুখাদি) অঙ্গেন (দেবতা-

ত্বরাধিষ্ঠানেনাঙ্গান্তরেণ) ক্বচিৎ (কদাচিৎ) নিহন্যতে (পীড্যতে তদা) পুরুষঃ কস্মৈ ক্রুধ্যেত (কুপ্যেৎ)।। ৫১।।

অনুবাদ— যদি ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতা দেবতাগণ সুখদুঃখের কারণ হন, তাহা হইলেও আত্মার সুখদুঃখ-বিষয়ে কর্ত্তৃত্ব বা কর্ম্মত্ব বলা যায় না, বিকারভূত ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতা দেবগণই কর্ত্তা বা কর্ম্ম হইয়া থাকেন। অতএব যদি দেহস্থ কোন অঙ্গ অন্য অঙ্গদ্বারা পীড়িত হয়, তাহা হইলে পুরুষ কাহার প্রতি কুপিত হইবেন? ৫১।।

বিশ্বনাথ—যদি দেবতা অস্তু নাম, তত্রাপি পক্ষে আত্মনঃ কিং? যতো বিকারয়োর্বিক্রিয়মাণয়োর্দেবতয়োরেব তৎ। হস্তেন মুখে অভিহতে তেন চ শ্বিত্রমস্ত্বিতি হস্তেঽভি-শপ্তে, তদভিমানিনোর্বহ্নীন্দ্রয়োর্দেবতয়োরেব তদ্দুঃখং সম্ভবতু, নাত্মনস্ততঃ পৃথগ্‌ভূতস্য দেবতানাঞ্চ সর্ব্বদেহেষ্বভেদান্ন কোপবিষয়োঽস্তীতি। স্বদেহদৃষ্টান্তমাহ—যৎ যদা অঙ্গং মুখাদিকং অঙ্গেন হস্তাদিনা ইন্দ্রাদ্যধিষ্ঠানেন বিহন্যতে চেদিত্যত এব পূর্ব্বত্র দেবতানধিষ্ঠানরূপভূবিকারমাত্রো-দাহরণম্।। ৫১।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— যদি দেবতাগণ দুঃখ দানের কারণ হউক সেই পক্ষেও আত্মার কি হইল? যেহেতু বিকারযুক্ত দেবতাগণেরই তাহা, হস্তদ্বারা মুখকে দেখাইলে তাহা দ্বারাও শ্বেতকুষ্ঠ হউক ইহা হস্ত যদি অভিশাপ দেয়, তাহার অভিমানই অগ্নি ও ইন্দ্র দেবতারই ঐ দুঃখ হউক, আত্মার নহে। তাহা হইতে পৃথক্ দেবতাগণেরও সর্ব্ব-দেহে অভেদ হেতু কোপের বিষয় নহে। দেহ দৃষ্টান্তে বলিতেছেন—যখন মুখাদি অঙ্গকে হস্ত আদি অঙ্গদ্বারা ইন্দ্র আদি অধিষ্ঠানহেতু প্রহার করা হয়, এই হেতুই পূর্ব্বোক্ত দেবতা অধিষ্ঠানরূপ মাটির বিকার মাত্র উদা-হরণ।। ৫১।।

মধ্ব—

"অবিকারাশ্চ তে দেবা বিকারা ইতি শব্দিতাঃ।
অভিমানাদ্বিকারস্য স্বতঃ শক্তা অপি ধ্রুবম্।।"
ইতি চ।। ৫১।।

বিবৃতি—জীবের অনুভূতিতে দুঃখ অপ্রয়োজনীয় ব্যাপার। যদি ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতৃদেবগণকে দুঃখের কারণরূপে নির্ণয় করা হয়, তাহা হইলে আত্মবিদ্‌গণের মধ্যে কোন বৈষম্যজনিত দুঃখ উপস্থিত হয় না। আত্মনিষ্ঠ জনগণ অনাত্মপ্রতীতিবশে পরস্পরের সহিত মিত্রতার পরিবর্ত্তে সাপত্ন্য-ধর্ম্মে অমঙ্গল আবাহন করেন না। বিরোধকারী আগন্তুক ক্ষণভঙ্গুর প্রতীতি নিত্যকাল কার্য্যকরী হইতে পারে না।

এক অঙ্গ অন্য অঙ্গের প্রতি আক্রমণ করিলে অঙ্গী যেরূপ অঙ্গবিশেষকে নির্য্যাতন করেন না, তদ্রূপ ভগ-বদ্‌বস্তু তদধীন শক্তিদ্বয়ের বিবাদে কোন পক্ষ সমর্থন করেন না। কৃপাপূর্ব্বক অধীনগণের মধ্যে মিত্রতা স্থাপন-পূর্ব্বক নিজ সেবায় অধিকার প্রদান করেন।। ৫১।।

আত্মা যদি স্যাৎ সুখদুঃখহেতুঃ
কিমন্যতস্তত্র নিজস্বভাবঃ।
নহ্যাত্মনোঽন্যদ্ যদি তন্মৃষা স্যাৎ
ক্রুধ্যেত কস্মান্ন সুখং ন দুঃখম্।। ৫২।।

অন্বয়ঃ— আত্মা (এব) যদি সুখদুঃখহেতুঃ স্যাৎ তত্র (তস্মিন্ পক্ষে) অন্যতঃ কিং (ন কিঞ্চিদন্যতো ভবতি যস্মৈ কুপ্যেদিত্যর্থঃ, যতঃ সঃ) নিজস্বভাবঃ (নিজ এব স্বভাবঃ, কিঞ্চ) আত্মনঃ অন্যৎ ন হি (আত্মব্যতিরিক্তং কিঞ্চিন্না-স্ত্যেব) যদি স্যাৎ (অস্তীতি প্রতীয়েত তদা) তৎ মৃষা (মিথ্যৈবাতো যস্মাৎ) সুখং ন (নাস্তি) দুঃখং ন (নাস্তি ততঃ) কস্মাৎ (কেন হেতুনা) ক্রুধ্যেত (কুপ্যেৎ)।। ৫২।।

অনুবাদ— যদি আত্মাই সুখদুঃখের হেতু হয়, তাহা হইলে অন্যের কোন অপরাধ নাই যে কাহারও প্রতি কুপিত হইবে, যেহেতু উহা আত্মারই স্বভাব; আত্মা ব্যতীত অন্য কোন পদার্থ নাই। যদি অন্য কোন পদার্থ প্রতীতি হয়, তাহা হইলেও উহা মিথ্যা বলিয়া সুখ বা দুঃখ না থাকায় কোপের কোন হেতু নাই।। ৫২।।

বিশ্বনাথ— আত্মা জীবাত্মৈবেতি নহীষ্টকালোষ্ট্রা-দিকং কেনচিদ্দুঃখয়িতুং শক্যং ততো জীবাত্মনশ্চেত-

নত্বমেব দুঃখানুভবহেতুরিতি চেত্তর্হি কিমন্যত ইতি। অন্যঃ কথং দূষণীয় ইত্যর্থঃ। অত্র আত্মনি নিজস্বভাবশ্চৈতন্যমেব সুখদুঃখহেতুরিত্যর্থঃ। নহি তচ্চৈতন্যমাত্মনঃ সকাশাদন্যৎ। যদি চ ততোঽন্যদেব তদিতি মতং তর্হি তন্মতং মৃষা মিথ্যৈবাজ্ঞানকল্পিতমিত্যর্থঃ। তথা সত্যাত্মনো লোষ্ট্রাদীনামিব ন সুখং ন চ দুঃখং স্যাদিত্যতঃ কস্মাদ্ধেতোঃ ক্রুধ্যেত।। ৫২

টীকার বঙ্গানুবাদ— আত্মা অর্থাৎ জীবাত্মাই দুঃখ দাতা হউক? তাহার উত্তরে বলিতেছেন—না, ইষ্টক ও ঢেলা আদিকে কোন প্রকারে দুঃখ দান করিতে পার না, সেই হেতু জীবাত্মার চেতনতাকেই দুঃখ অনুভব করিতে হয়। ইহা যদি বল তাহা হইলে অন্যের কি। অন্যকে কিরূপে দোষারোপ করিবে, নিজ স্বভাব চৈতন্যই সুখ দুঃখের কারণ। সেই চৈতন্য আত্মা হইতে অন্য কেহ নহে, যদিও তাহা হইতে অন্যই হয় এই মত স্বীকার কর, তাহা হইলে সেই মত মিথ্যাই, অজ্ঞান কল্পিত, তাহা হইলে আত্মার ঢেলা আদির ন্যায় সুখও হয় না, দুঃখও হয় না, এই হেতু কাহার উপর ক্রোধ করিবে।। ৫২।।

মধ্ব— নহ্যাত্মনঃ স্বভাবাদন্যত্তবতি, যদিদং দৃশ্যতে তথাপি মৃষা স্যাৎ। সুখরূপং দুঃখং ন ভবতি। অতো মন এব তথা দর্শয়তি।

"জীবস্য সুখরূপস্য ন দুঃখং ক্বচিদিষ্যতে।
অতো মনোভিমানেন দুঃখী ভবতি নান্যথা।।"
ইতি ভারতে।। ৫২।।

বিবৃতি— যদি আত্মাকে সুখদুঃখের হেতু বলিয়া কল্পনা করা হয়, তাহা হইলে উহাকে আত্মার স্বভাব জানিয়া অপরের প্রতি উহা আরোপ করা কর্ত্তব্য নহে। ক্লেশদাতা ও ক্লিষ্টের মধ্যে আত্মগত বিরোধ নাই, কিন্তু অনাত্মপ্রতীতিতে যে বিরোধ উপস্থিত হয়, উহা আত্মগত নহে জানিয়া উহার অকিঞ্চিৎকরতা ও নিত্য অবস্থিতির অভাব জানিতে হইবে।

জড়ীয় সুখ-দুঃখ-ভোগ আত্মধর্ম্ম নহে—উহা অনাত্মসঙ্গজন্য উদিত হইয়াছে, জানিয়া উহাতে আস্থা-স্থাপন কর্ত্তব্য নহে। অজ্ঞানবশে আমরা যে প্রণয় ও বিরোধ উপস্থাপন পূর্ব্বক সুখদুঃখ ভোগ করি, উহা স্বরূপ-পরিচয়ের অভাব জন্য। সুতরাং অনাত্মপ্রতীতিকে আত্ম-প্রতীতিজ্ঞান করা কর্ত্তব্য নহে।

কেবল চেতনরাজ্যে আত্মস্বভাব ব্যক্ত হয়। তথায় বিপ্রলম্ভে দুঃখের অস্তিত্ব নাই। দুঃখাভাবজন্য যে অকিঞ্চিৎ-কর সুখ অনাত্মপ্রতীতিতে উদিত হয়, তাহারও অধিষ্ঠান তথায় নাই। সকল অবস্থাতেই নির্ম্মল আত্মাকে ভগবৎ-সেবোন্মুখবৃত্তিবিশিষ্ট বলিয়া জানিতে হইবে।। ৫২।।

গ্রহা নিমিত্তং সুখদুঃখয়োশ্চেৎ
কিমাত্মনোঽজস্য জনস্য তে বৈ।
গ্রহৈর্গ্রহস্যৈব বদন্তি পীড়াং
ক্রুধ্যেত কস্মৈ পুরুষস্ততোঽন্যঃ।। ৫৩।।

অন্বয়ঃ— গ্রহাঃ (রব্যাদয়ঃ) চেৎ (যদি) সুখদুঃখয়োঃ নিমিত্তং (হেতুর্ভবেয়ুস্তদা) অজস্য (জন্মরহিতস্য) আত্মনঃ কিং (কিমপি ন সুখং দুঃখং বা তজ্জন্যং যতঃ) তে (গ্রহাঃ) বৈ (নূনং) জনস্য (জায়মানস্য দেহস্যৈব জন্মলগ্নাপেক্ষয়া দ্বাদশাষ্টমাদিরাশিস্থাঃ সন্তো সুখদুঃখয়োর্নিমিত্তং ভবন্তি কিঞ্চ দৈবজ্ঞাঃ) গ্রহৈঃ (অন্তরিক্ষস্থগ্রহৈস্তত্রস্থস্য) গ্রহস্য এব (পাদার্দ্ধাদিদৃষ্ট্যাদিভেদৈঃ) পীড়াং (বাধাং) বদন্তি (ন তু গ্রহকোণাদিষু স্থিতস্য তদ্‌দৃষ্ট্যগোচরস্য পুরুষস্যেত্যর্থঃ) ততঃ (গ্রহাদ্দেহাচ্চ) অন্যঃ (ভিন্নঃ) পুরুষঃ কস্মৈ ক্রুধ্যেত (কেন হেতুনা কং প্রতি ক্রুদ্ধো ভবেৎ)।। ৫৩।।

অনুবাদ— রবি প্রভৃতি গ্রহ যদি সুখদুঃখের হেতু হয়, তাহা হইলেও জন্মরহিত আত্মার সুখ বা দুঃখ সম্ভব-পর নহে; যেহেতু গ্রহগণ শরীরেরই সুখদুঃখের নিমিত্ত হয় এবং দৈবজ্ঞগণও আকাশস্থ গ্রহকর্ত্তৃক শরীরস্থ গ্রহেরই পীড়া বলিয়া থাকেন। অতএব শরীর ও গ্রহ হইতে ভিন্ন আত্মা কি জন্য কাহার প্রতি ক্রুদ্ধ হইবেন?।। ৫৩।।

বিশ্বনাথ— গ্রহপক্ষেঽপ্যজস্যাজন্মনঃ আত্মনঃ কিং, যতো জন্যতে ইতি জনো দেহস্তস্যৈব তে জন্মলগ্নাপেক্ষয়া দ্বাদশাষ্টমাদিরাশিস্থাঃ দুঃখনিমিত্তং ভবন্তি, কিঞ্চান্তরীক্ষ-

স্থিতৈর্গ্রহৈস্তত্রস্থস্য গ্রহস্যৈব পাদার্দ্ধদৃষ্ট্যাদিভেদৈঃ পীড়াং বদন্তি জ্যোতির্বিদঃ, ন তু গ্রহকোণাদিস্থিতস্য তদ্দৃষ্ট্য-গোচরস্য পুরুষস্যাগ্রতো গ্রহগতৈব পীড়া তল্লগ্নোৎপন্নে দেহে ভবতীতি পুরুষস্ত্বাত্মা তু ততো দেহাদন্যঃ।। ৫৩।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— গ্রহগণকে যদি সুখ-দুঃখ প্রদ স্বীকার করা যায়। তাহা হইলে জন্মহীন আত্মার কি? যাহা হইতে জন্ম হয় সেই দেহ তাহারই গ্রহ-দেবতাগণ জন্মলগ্নাদি অপেক্ষায় দ্বাদশ বা অষ্টমাদি রাশিস্থিত হইয়া দুঃখ নিমিত্ত হয় কিন্তু আকাশস্থিত গ্রহগণ দ্বারা আকাশ-স্থিত গ্রহেরই অষ্টমাদি দৃষ্টি ভেদ দ্বারা পীড়া হয়, ইহা জ্যোতির্বিদগণ বলেন। কিন্তু গ্রহকোণাদিস্থিত তাহার দৃষ্টি-গোচরে পুরুষের অগ্রেস্থিত গ্রহগণই পীড়াপ্রদ। তাহার লগ্নে উৎপন্ন হইলে দেহে পীড়া হয়, জীবাত্মা পুরুষ কিন্তু দেহ হইতে ভিন্ন।। ৫৩।।

মধ্ব—

গৃহ্যমাণত্বাদ্ গ্রহো দেহঃ।। ৫৩।।

বিবৃতি—জড়কল্পবিচারক দৈবজ্ঞগণ গ্রহগণের দ্বারাই জীবের সুখদুঃখের উদয় হয়, বলিয়া থাকেন। আত্মজগতে দুঃখ বা দুঃখাভাবরূপ অনুপাদেয়তার অবস্থিতি নাই। সুতরাং গ্রহাদির ফল অনাত্মপ্রতীতির সহিত সংশ্লিষ্ট। আত্মবিদ্গণ গ্রহের ফলাফলের দ্বারা উৎসাহান্বিত হইয়া প্রবৃত্ত বা উৎসাহাভাবে নিবৃত্ত হন নাই। গ্রহপ্রতীতি জড়-দেহ বা মনের অধীন। গ্রহের আত্মা ও গ্রহাদির দেহের পরিণতি-বিশিষ্ট জীবাত্মা, উভয়েই আত্মা; বাহ্যপ্রতীতিতেই উভয়ের মধ্যে ভেদ উৎপন্ন হইয়াছে। তজ্জন্য আত্মবিদ্গণ গ্রহের ফলাফলের জন্য সুখদুঃখের আরোপ করেন না।।

কর্ম্মাস্তু হেতুঃ সুখদুঃখয়োশ্চেৎ
কিমাত্মনস্তদ্ধি জড়াজড়ত্বে।
দেহস্ত্বচিৎ পুরুষোঽয়ং সুপর্ণঃ
ক্রুধ্যেত কস্মৈ নহি কর্ম্মমূলম্।। ৫৪।।

অন্বয়ঃ—কর্ম্ম সুখদুঃখয়ো হেতুঃ চেৎ (যদি কথ্যতে তদা) অস্তু (তেন) আত্মনঃ কিং (ন কিমপীত্যর্থঃ, কিঞ্চ) হি (যস্মাৎ) তৎ (কর্ম্ম) জড়াজড়ত্বে (একস্য জড়াজড়ত্বে সতি স্যাৎ। জড়ত্বাদ্‌বিকারিত্বোপপত্তেরজড়ত্বাচ্চ হিতানু-সন্ধানতঃ প্রবৃত্তিসম্ভবাদিত্যর্থঃ) তু (কিন্তু) দেহঃ অচিৎ (অতস্তস্য প্রবৃত্তির্নাস্তি) অয়ং পুরুষঃ (চ) সুপর্ণঃ (শুদ্ধ-জ্ঞানময়স্ততঃ) মূলং (সুখদুঃখয়োর্মূলভূতং) কর্ম্ম ন হি (কর্ম্মৈব নাস্তি ততঃ) কস্মৈ ক্রুধ্যেত (কুপ্যেৎ)।। ৫৪।।

অনুবাদ— কর্ম্ম যদি সুখদুঃখের হেতু হয়, তাহা হইলেও আত্মার কিছুই নহে, যেহেতু যে পদার্থ জড়ত্ব ও অজড়ত্ব এই উভয়-ধর্ম্মবিশিষ্ট তাহার পক্ষেই কর্ম্ম সম্ভব-পর হয়, পরন্তু দেহ কেবলমাত্র জড়ত্বধর্ম্মযুক্ত এবং আত্মা কেবলমাত্র চৈতন্যধর্ম্মযুক্ত বলিয়া এতদুভয়ের পক্ষে সুখ-দুঃখজনক কর্ম্ম সম্ভবপর হয় না, সুতরাং কাহার প্রতি কুপিত হইবেন?।। ৫৪।।

বিশ্বনাথ— কর্ম্ম হেতুশ্চেদস্তু ইত্যসূয়োপগমঃ, কর্ম্মৈব ন সম্ভবেৎ কুতস্তদ্ধেতুত্বমিত্যাহ,—তৎ কর্ম্ম হি যস্মাদেকস্য জড়ত্বে সতি সম্ভবেৎ, জড়ত্বাদ্বিকারিত্বোপ-পত্তেরজড়ত্বাদ্ধিতানুসন্ধানতঃ প্রবৃত্তিসম্ভবাৎ। অচিজ্জড়ো দেহঃ পুরুষস্তু সুপর্ণঃ শুদ্ধচৈতন্যরূপঃ। ন চ শুদ্ধচৈতন্যস্য জড়দেহেন শুদ্ধতেজসস্তমসেব সাহিত্যং স্যাদতঃ কস্মৈ ক্রুধ্যেত হি যতঃ কর্ম্মৈব নাস্তি যৎ সুখদুঃখয়োর্মূলম্।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— কর্ম্ম সুখ দুঃখের কারণ এই পক্ষই স্বীকার করা হউক। ইহা দ্বারা অসূয়া অর্থাৎ গুণেতে দোষারোপ হয় কর্ম্মই সম্ভব নহে, কিরূপে তাহার কারণতা হইবে? সেই কর্ম্মই যেহেতু একের জড়তা হইতে সম্ভব। জড়হেতু বিকারিত্ব যুক্তিযুক্ত অজড়ত্ব হেতু হিতের অনুসন্ধান হইতে প্রবৃত্তি সম্ভব, দেহ অচিৎ জড় কিন্তু পুরুষ শুদ্ধচৈতন্যরূপ শুদ্ধচৈতন্য জীবের জড়দেহের সহিত সম্বন্ধ নাই। যেমন শুদ্ধ তেজের অন্ধকারের সহিত সম্বন্ধ হয় না। অতএব কাহার প্রতি ক্রোধ করিবে? যেহেতু কর্ম্মই নাই, যাহা সুখ ও দুঃখের মূল।। ৫৪।।

মধ্ব— অজড়ত্বে আত্মনঃ।। ৫৪।।

বিবৃতি— যদি সুখদুঃখের হেতুরূপে জীবের কর্ম্মকে

নির্দ্দেশ করা যায় তাহা হইলে আত্মপ্রতীতির অভাবজন্য প্রাকৃতগুণের দ্বারা যে-সকল কর্ম্ম প্রাকট্য লাভ করে, তজ্জনিত প্রতিকারার্থ ক্রোধাদির আবাহন কর্ত্তব্য নহে। দেহী—আত্মা, দেহ—অনাত্ম, সুতরাং অনাত্ম-সংসর্গে অজ্ঞানবশে উহাতে যে অভিনিবেশ, তাদৃশ বিচার কখনও সঙ্গত হইতে পারে না।। ৫৪।।

কালস্তু হেতুঃ সুখদুঃখয়োশ্চেৎ
কিমাত্মনস্তত্র তদাত্মকোঽসৌ।
নাগ্নের্হি তাপো ন হিমস্য তৎ স্যাৎ
ক্রুধ্যেত কস্মৈ ন পরস্য দ্বন্দ্বম্।। ৫৫।।

অন্বয়ঃ— কালঃ তু চেৎ (যদি) সুখদুঃখয়ো হেতুঃ (স্যাত্তদা) অত্র (তস্মিন্ পক্ষেঽপি) আত্মনঃ কিং (যতঃ) অসৌ (আত্মা) তদাত্মকঃ (কালাত্মক এব ব্রহ্মাংশত্বাৎ, স্বাংশস্য স্বতঃপীড়া নাস্তীতি দৃষ্টান্তমাহ) হি (যতঃ) অগ্নেঃ তাপঃ (অগ্নের্হেতোস্তদংশস্য জ্বালাদেস্তাপো দাহতো নাশঃ) ন (ন ভবতি) হিমস্য তৎ (শৈত্যং) ন স্যাৎ (তদংশস্য তুষারকণস্য নাশকং ন স্যাদিত্যর্থঃ, কিঞ্চ বস্তুতঃ) পরস্য (অস্য পুরুষস্য) দ্বন্দ্বং ন (সুখদুঃখাদিকং নাস্তি ততঃ) কস্মৈ ক্রুধ্যেত (কুপ্যেৎ)।। ৫৫।।

অনুবাদ— যদি কালকে সুখদুঃখহেতু বলা যায়, তাহা হইলেও আত্মার সুখদুঃখ সম্ভব হয় না। যেহেতু আত্মা কালরূপী ব্রহ্মেরই অংশভূত বলিয়া অগ্নি হইতে যেরূপ তাহার অংশ শিখা প্রভৃতি তপ্ত বা দগ্ধ হয় না, কিম্বা হিম হইতে তাহার অংশ তুষারকণা প্রভৃতি বিনষ্ট হয় না, সেইরূপ কাল হইতে তাহার অংশ আত্মারও কোনরূপ দুঃখাদি হইতে পারে না। বস্তুতঃ আত্মার সুখ-দুঃখ না থাকায় কাহারও প্রতি কোপের হেতুও নাই।। ৫৫

বিশ্বনাথ— কালপক্ষেঽপ্যাত্মনঃ কিং? যতোঽসৌ জীবাত্মা তদাত্মকঃ। জীবাত্মনো ব্রহ্মাংশত্বাৎ কালব্রহ্মণো-শ্চৈক্যাৎ অংশস্যাংশিনঃ সকাশাৎ পীড়া নাস্তীত্যত্র দৃষ্টান্তঃ অগ্নের্হেতোস্তদংশস্য জ্বালাদেস্তাপো নাস্তি হিমস্যাপি তৎ-শৈত্যং হিমকণস্য ন স্যাৎ, অতঃ কস্মৈক্রুধ্যেত। তদেবং পরস্য স্বরূপতো মায়াতীতস্য জীবাত্মনঃ দ্বন্দ্বং সুখদুঃখা-দিকং নাস্তীতি ষড়েতে হেতবো নিরস্তাঃ।। ৫৫।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— কালকে যদি সুখ-দুঃখের কারণ স্বীকার করা যায় এই পক্ষেও আত্মার কি হইল? যেহেতু এই জীবাত্মা চেতনাত্মক জীবাত্মা ব্রহ্মের অংশহেতু কালও ব্রহ্মের ঐক্য হেতু অংশের অংশীর নিকট হইতে দুঃখ নাই। এই স্থলে দৃষ্টান্ত অগ্নিহেতু তাহার অংশ অগ্নিশিখাদির তাপ নাই। হিমেরও সেই শীততা হিম কণার হয় না। অতএব কাহার প্রতি ক্রোধ করিবে? এইরূপে স্বরূপত মায়াতীত জীবাত্মার সুখ দুঃখ নাই। ইহা ছয়টি হেতু দ্বারা নিরস্ত হইল।। ৫৫।।

মধ্ব—

তদাত্মনঃ কালাধীনস্য।

"স্বাতন্ত্র্যমাত্মশব্দোক্তং স্বরূপমপি কুত্রচিৎ"

ইতি বিবেকে।

যথাগ্নের্হিমস্য নৈব দুঃখং তাপনিমিত্তং জড়ত্বাৎ। এবং জড়াত্মদ্দেহস্যাপি কালাদি-সম্বন্ধে বিদ্যমানমপি ন দুঃখং যুক্তম্।

"সদা কালাদিসম্বন্ধাদ্দুঃখং দেহস্য যুজ্যতে।
তথাপি নৈব দুঃখী স জড়ত্বান্নিয়মেন তু।।"
আত্মনঃ সুখরূপত্বান্ন দুঃখং যুজ্যতে ক্বচিৎ।
তস্মান্মনোভ্রমেণৈব দুঃখী জীবো ন চান্যথা।
সর্ব্বেষাং মনসো নেতা মনোরূপস্ত্রিলোচনঃ।
তদ্বশাঃ সহ দেবাশ্চ তে নৈব সুখদুঃখিনঃ।।
নিয়ন্তা তস্য চ প্রাণস্ততোপি বলবত্তরঃ।
তন্নিয়ন্তা হরিঃ সাক্ষাৎ পরমানন্দলক্ষণঃ।।
ইতি তাৎপর্য্যে।। ৫৫।।

বিবৃতি— শীতল বস্তু নিজ শীতলতার জন্য ক্লিষ্ট হয় না। অগ্নি স্বীয় উত্তাপ জন্য ক্লেশ বোধ করে না। তদ্রূপ কালাত্মক জীবাত্মা সুখদুঃখ-গ্রহণের যোগ্য নহে। বদ্ধবুদ্ধিতে যে তাৎকালিকতা আছে, তজ্জন্য কোন সময় সুখ, কোন সময় দুঃখ ইত্যাদি অজ্ঞান জন্য উপলব্ধি

জীবাত্মার সহিত কখনও সংশ্লিষ্ট হয় না। অজ্ঞানে আবদ্ধ হইয়া আত্মার ক্রোধ করিবার কোন হেতু নাই।। ৫৫।।

ন কেনচিৎ ক্বাপি কথঞ্চনাস্য
দ্বন্দ্বোপরাগঃ পরতঃ পরস্য
যথাহমঃ সংসৃতিরূপিণঃ স্যা-
দেবং প্রবুদ্ধো ন বিভেতি ভূতৈঃ।। ৫৬।।

অন্বয়ঃ— সংসৃতিরূপিণঃ (সংসৃতিমবিদ্যমানামেব রূপয়তি প্রকাশয়তীতি তথা তস্য) অহমঃ (অহঙ্কারস্য) যথা (যদ্বদ্ দ্বন্দ্বোপরাগস্তথা) অস্য পরতঃ (প্রকৃতেঃ) পরস্য (অতীতস্যাত্মনঃ) ক্ব অপি (কুত্রাপি) কেনচিৎ (সহ) কথঞ্চন (কথমপি) দ্বন্দ্বোপরাগঃ (সুখদুঃখাদিসম্বন্ধঃ) ন স্যাৎ (ন ভবেৎ) এবং প্রবুদ্ধঃ (জ্ঞানবান্ পুমান্) ভূতৈঃ (কৃত্বা) ন বিভেতি (ভয়ং ন প্রাপ্নোতি)।। ৫৬।।

অনুবাদ—অবিদ্যমান সংসারভাবের প্রকাশক অহ-ঙ্কারের যেরূপ সুখদুঃখাদিসম্বন্ধ হয়, প্রকৃতির অতীত আত্মবস্তুর কোথাও কাহারও সহিত কোনরূপ সুখদুঃখাদি-সম্বন্ধ সম্ভবপর হয় না, পুরুষ ইহা অবগত হইলে ভূতগণ-হেতু কোনরূপ ভয় প্রাপ্ত হন না।। ৫৬।।

বিশ্বনাথ— যদি কশ্চিদ্ধেত্বন্তরমুদ্ভাবয়েত্তদপি বস্তু-মহিম্না ন সম্ভবতীত্যাহ,— নেতি। পরতঃ অন্যস্মাদ্ধেতোঃ যতঃ পরস্য মায়াতীতস্য ননু তর্হ্যপরোক্ষস্য দুঃখানুভবস্য কো হেতুস্তত্র পূর্ব্বোক্তমনোঽধ্যাস এবেত্যাহ,—যথাহম্ ইতি। মনঃপ্রধানে লিঙ্গদেহে যোঽহঙ্কারস্তস্মাদেব নান্যস্মাৎ, যথাশব্দ এবার্থে। সংসৃতিং সংসারবন্ধং নিরূ-পয়িতুং শীলং যস্য তস্মাৎ। এবং প্রবুদ্ধো যঃ স ভূতৈঃ কৃত্বা ন বিভেতি। জীবাত্মা হি স্বরূপতঃ শুদ্ধঃ এব, ন তস্য কালকর্ম্মাদয়ো দুঃখহেতবঃ। কিন্ত্ববিদ্যয়া দেহেঽহঙ্কারাৎ দেহস্য অধ্যাস এব, স চ দেহো মনঃপ্রধানত্বাৎ মন এবেতি তদেব দুঃখহেতুরিতি প্রকরণার্থঃ। দেহাধ্যাসে সতি তু জীবাত্মনঃ শুদ্ধত্বেঽপগতে অধ্যাসানুগাঃ ষড়পি হেতবো যথাযোগমুদ্ভবন্তীতি নির্গলিতার্থঃ।। ৫৬।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— যদি কেহ অন্য কারণ উদ্ভাবনা করে তাহাও বস্তুমহিমা দ্বারা সম্ভব হয় না। ইহাই বলিতে-ছেন—অন্য হইতে যেহেতু মায়াতীত জীব তাহার সুখ দুঃখ নাই। প্রশ্ন—তাহা হইলে সাক্ষাৎ দুঃখের অনুভবের কারণ কে? তাহার উত্তরে পূর্ব্বোক্ত মনের অধ্যাসই দুঃখের কারণ ইহাই বলিতেছেন—মন প্রধান সূক্ষ্মশরীরে যে অহঙ্কার, সেই হেতুই সুখ দুঃখ অন্য হইতে নহে। 'যথা' শব্দের অর্থ নিশ্চয়াত্মক 'এব'। সংসৃতি অর্থাৎ সংসার বন্ধন নিরূপণ করিতে স্বভাব যাঁহার তাহা হইতে। যেব্যক্তি জাগিয়া আছে সেই ব্যক্তি কখনও ভূতের দ্বারা ভয় পায় না। জীবাত্মা স্বরূপতঃ শুদ্ধই, তাহার কালকর্ম্মাদি দুঃখের কারণ নহে। কিন্তু অবিদ্যা দ্বারা দেহে অহঙ্কার বশতঃ আত্মাতে দেহের অধ্যাসই, সেই দেহও মন প্রধান হেতু মনই সুখ-দুঃখের কারণ। এই পর্য্যন্ত এই প্রকরণের অর্থ সমাপ্ত হইল। দেহে অধ্যাস হইলে জীবাত্মার শুদ্ধতা চলিয়া গেলে, অধ্যাসের অনুগত ছয়টি কারণই যথাযথ উদ্ভব হয়। ইহাই নির্গলিত অর্থ।। ৫৬।।

মধ্ব—

আত্মনঃ মনসঃ। ভৌময়োর্বিকারয়োঃ পীড্য-
পীড়কয়োরুভয়মনসোঃ সতোর্দুঃখং ভবতি।।
গ্রহস্য গ্রহণরূপস্য মনসঃ সতএব।
জড়ে মনসি সত্যেব। তদাত্মনো মনসঃ
সতএব। সংসৃতিরূপিণঃ আত্মনো
জীবস্য যথা তথা ন হি পরমস্য অমন-
স্ত্বাদতো মনোঽন্বয়ব্যতিরেকে ইতি ভাবঃ।। ৫৬।।

বিবৃতি— যাঁহার আত্মস্বরূপের উপলব্ধি হয় নাই তিনি নবাগত সেবাবৈমুখ্য জন্য যে সুখদুঃখের অস্তিত্ব কল্পনা করেন, সেই সুখদুঃখের স্বপ্ন নিদ্রা ভঙ্গে তাঁহার নিজের নহে বলিয়া জানিতে পারেন। তাৎকালিক অহঙ্কার-প্রণোদিত হইয়াই জীবের সংসারে অভিনিবেশদ্বারাই জীবের স্ব-স্বরূপসংজ্ঞা লুপ্ত হয়। জাগরকালে তাদৃশী অনুভূতির সম্ভাবনা নাই। সুতরাং ভিন্ন ভিন্ন বহির্জ্জগতের দ্রব্য গ্রহণ করিয়া উহাতে অভিনিবিষ্ট হইলে যে অনু-

পাদেয়তা উপস্থিত হয় তজ্জন্য ভীত হইবার কোন কারণ নাই। সুখদুঃখানুভূতি ও ভীতি প্রভৃতি অনাত্মভাবসমূহ প্রকৃতির তাৎকালিক সৃষ্ট ভগবৎসেবা-বৈমুখ্যমাত্র। আত্ম-বৃত্তি ভক্তির উদয়ে ঐগুলি আত্মবিৎকে অনুপাদেয়তা-রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করিতে অসমর্থ হয়।। ৫৬।।

এতাং স আস্থায় পরাত্মনিষ্ঠা-
মধ্যাসিতাং পূর্ব্বতমৈর্মহর্ষিভিঃ।
অহং তরিষ্যামি দুরন্তপারং
তমো মুকুন্দাঙ্ঘ্রিনিষেবয়ৈব।। ৫৭।।

অন্বয়ঃ— সঃ অহং পূর্ব্বতমৈঃ মহর্ষিভিঃ অধ্যাসিতাং (সেবিতাম্) এতাম্ পরাত্মনিষ্ঠাম্ (পরমাত্মজ্ঞানম্) আস্থায় (অবলম্ব্য) মুকুন্দাঙ্ঘ্রিনিষেবয়া এব (শ্রীকৃষ্ণপাদ-পদ্মসেবনেনৈব) দুরন্তপারং তমঃ (অজ্ঞানং) তরিষ্যামি (অতিক্রান্তো ভবিষ্যামি)।। ৫৭।।

অনুবাদ— অতএব আমি পূর্ব্বতম মহর্ষিগণের সেবিত এই পরমাত্মজ্ঞান অবলম্বনপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণপাদ-পদ্মসেবাদ্বারাই অনন্ত অপার অজ্ঞান উত্তীর্ণ হইব।। ৫৭।।

বিশ্বনাথ—ততশ্চ তস্য বিঘ্নস্থগিতা প্রাগ্‌ভবী যা শুদ্ধা মদ্ভক্তির্মনসি প্রাদুর্ভূতা প্রাদুর্ভূতায়াঞ্চ তস্যাং স্বস্য সন্ন্যাসং দ্বন্দ্বসহনোপায়মুক্তলক্ষণমেতাবন্তং বিচারং চাবধীরয়ন্ম-চ্চরণনিষেবয়ামৃতসিন্ধুনিমগ্ন উচ্চৈর্নৃত্যন্ সহর্ষাটোপ-মাহ,—এতামিতি সোঽহমিত্যন্বয়ঃ। পরমাত্ম-নিষ্ঠাং দেহ-দৈহিকাভিমানেভ্যঃ পরঃ শুদ্ধো য আত্মা জীবস্তস্য নিষ্ঠাং বিচারিতলক্ষণং স্বরূপং কেবলমাস্থায়েতি পরমাত্মনিষ্ঠা-য়ামেতস্যাং মম আ ঈষৎ স্থিতিমাত্রমেব তমঃ সংসারস্ত সেবয়ৈব তরিষ্যামি, ন ত্বন্যথেত্যর্থঃ এবকারাল্লভ্যতে। ননু তর্হি পরমাত্মনিষ্ঠায়াং স্থিতিমাত্রমপি কিং করোষি তত্রাহ,—পূর্ব্বতমৈঃ প্রাচীনৈরধ্যাসিতামিতি।। ৫৭।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— তাহা হইলে ঐ ব্যক্তির বিঘ্ন-দ্বারা বাধা প্রাপ্ত পূর্ব্বজন্মের যে শুদ্ধা আমার প্রতি ভক্তি তাহা মনে আবির্ভূত হওয়ায়, তাহার সন্ন্যাসও সুখ দুঃখ সহনের উপায় ঐরূপ বিচার ও আমার চরণ সেবা দ্বারা স্থিরকৃত অমৃত সিন্ধুতে নিমগ্ন হইয়া উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তন ও নৃত্য এবং আনন্দের সহিত আস্ফালন বলিতেছেন— সেই আমি পরমাত্মনিষ্ঠ দেহ দৈহিক অভিমান হইতে শুদ্ধ যে আত্মা জীব তাহার নিষ্ঠা বিচাররূপ নিজস্বরূপকে কেবল-মাত্র আশ্রয় করিয়া, পরমাত্মা নিষ্ঠাতে আমার ঈষৎ স্থিতি-মাত্রই অন্ধকাররূপ সংসার ভগবৎ সেবা দ্বারাই তরিয়া যাইব, ইহাতে অন্যথা নাই। ইহা এব শব্দ হইতে পাওয়া যাইতেছে। প্রশ্ন। তাহা হইলে পরমাত্ম নিষ্ঠাতে স্থিতি-মাত্রও কি করিতেছ? তাহার উত্তরে বলিতেছেন— প্রাচীন মহাজনগণের সেবিত কৃষ্ণপাদপদ্ম সেবাদ্বারাই অনন্তপার অজ্ঞানকে উত্তীর্ণ হইব।। ৫৭।।

বিবৃতি— অদ্বিতীয় বস্তুতে নিষ্ঠা-ক্রমে অনাত্ম-প্রতীতিরূপ মিশ্রভাব বিগত হইলে নির্ম্মল জীবাত্মা আপনাকে নিত্য ভগবৎসেবক বলিয়া জানিতে পারেন। আবন্তিক ভিক্ষু দুষ্পার ইন্দ্রিয়জজ্ঞানজন্য বিচার অতিক্রম করিবার মানসে পূর্ব্ব পূর্ব্ব ভগবদ্ভক্তগণ যে ভক্তিপথে অগ্রসর হইয়া নিজ ভগবৎসেবায় নিযুক্ত হইয়াছেন তাহার অনুসরণপূর্ব্বক নিত্যমঙ্গল লাভ করিবেন,—ইহা উত্তম-রূপে বুঝিতে পারিলেন এবং আনুগত্য-ধর্ম্মক্রমে আত্ম-বৃত্তি কৃষ্ণভক্তিতে অবস্থিত হইলেন।। ৫৭।।

শ্রীভগবানুবাচ—

নির্ব্বিদ্য নষ্টদ্রবিণে গতক্লমঃ
প্রব্রজ্য গাং পর্য্যটমান ইত্থম্।
নিরাকৃতোঽসদ্ভিরপি স্বধর্ম্মা-
দকম্পিতোঽমুং মুনিরাহ গাথাম্।। ৫৮।।

অন্বয়ঃ—শ্রীভগবান্ উবাচ—(স দ্বিজঃ) নষ্টদ্রবিণঃ (নষ্টধনস্ততঃ) নির্ব্বিদ্য (বৈরাগ্যং প্রাপ্য) গতক্লমঃ (ক্লান্তি-রহিতঃ) প্রব্রজ্য (সন্ন্যাসং গৃহীত্বা) ইমাং গাং (মহীং) পর্য্যটমানঃ (পরিভ্রমন্) অসদ্ভিঃ (দুর্জ্জনৈঃ) ইত্থং (পূর্ব্বোক্ত-ক্রমেণ) নিরাকৃতঃ (নিবারিতঃ) অপি স্বধর্ম্মাৎ অকম্পিতঃ (অবিচলিতঃ) মুনিঃ অমুং গাথাম্ আহ (উবাচ)।। ৫৮।।

অনুবাদ— শ্রীভগবান্ বলিলেন,—উক্ত বিনষ্টধন ব্রাহ্মণ বিরাগগ্রস্ত হইয়া সন্ন্যাসগ্রহণপূর্ব্বক অক্লান্তভাবে পৃথিবী পরিভ্রমণ সহকারে দুর্জ্জনগণকর্তৃক এইরূপে নিবারিত হইয়াও স্বধর্ম্ম হইলে বিচলিত না হইয়া এই গাথা-কীর্ত্তন করিয়াছিলেন।। ৫৮।।

বিশ্বনাথ— কদর্য্যোপাখ্যানং তদুপাখ্যানোত্থাপন-প্রয়োজনঞ্চাহ,— শ্লোকদ্বয়েন নির্ব্বিদ্যেতি।। ৫৮।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— কদর্য্য ব্যক্তির উপাখ্যান, সেই উপাখ্যান উত্থাপনের প্রয়োজনও শ্রীভগবান বলিতেছেন —দুইটি শ্লোকদ্বারা।। ৫৮।।

বিবৃতি— পার্থিব-দ্রবিণ-সংগ্রহ ও গৃহাসক্তিকে অনেকে 'স্বধর্ম্ম' মনে করে। কিন্তু যাঁহারা জড়জগতের বস্তুসমূহের আশ্রিতাভিমান পরিত্যাগ করেন এবং জাগতিক বস্তুলাভের জন্য তপস্যায় বিরাগবিশিষ্ট হন, তাঁহারা সেইকালে অসৎসঙ্গপ্রভাবে গৃহব্রতবিচারে নিযুক্ত হন না। যে-সময় বদ্ধজীবের অসৎসঙ্গ নিরাকৃত হয়, সেই সময় আত্মধর্ম্ম যে ভক্তি, তাহা হইতে তিনি বিচলিত হন না। অনাত্মবিচারবশে বদ্ধজীবের আধ্যক্ষিকজ্ঞানের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইতে হইলে বিভিন্ন অবস্থায় বদ্ধজীব পূর্ব্বোক্ত ত্রিদণ্ডি গাথাটি গান করিয়া থাকেন।

ত্রিদণ্ডি গাথার শ্রবণে যোগ্যতা না হইলে জীবের সংসারদাস্য প্রবল হয়। মাটিয়া-বিচারকেই অপ্রাকৃতবিচার অপেক্ষা অধিকতরভাবে আদর করিতে ইচ্ছা হয়।। ৫৮

সুখদুঃখপ্রদো নান্যঃ পুরুষস্যাত্মবিভ্রমঃ।
মিত্রোদাসীনরিপবঃ সংসারস্তমসঃ কৃতঃ।। ৫৯।।

অন্বয়ঃ— পুরুষস্য সুখদুঃখপ্রদঃ অন্যঃ ন (নাস্তি) মিত্রোদাসীনরিপবঃ (সর্ব্বেঽপি তথা) সংসারঃ তমসঃ (অজ্ঞানতঃ) আত্মবিভ্রমঃ (আত্মনো মনসো বিভ্রমমাত্রঃ) কৃতঃ (ন তাত্ত্বিক ইত্যর্থঃ)।। ৫৯।।

অনুবাদ— পুরুষগণের সুখদুঃখপ্রদ অন্য কেহ নাই, মিত্র, উদাসীন, রিপু বা সংসার এই সমস্তই চিত্তবিভ্রম মাত্র, বস্তুতঃ সত্য নহে।। ৫৯।।

বিশ্বনাথ—আত্মবিভ্রম ইতি পঞ্চম্যর্থে প্রথমা। আত্মবিভ্রমাদন্যোঽন্যেত্যর্থঃ। অতএব তমসোঽজ্ঞান-স্বরূপাৎ মিত্রাদিরূপঃ সংসারঃ।। ৫৯।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— 'আত্ম বিভ্রম' ইহা পঞ্চমী অর্থে প্রথমা। তাহা হইলে আত্মবিভ্রম হইতে অন্য অন্য ইহাই অর্থ। অতএব অজ্ঞান স্বরূপ হইতে মিত্রাদিরূপ সংসার।।

বিবৃতি— 'আমি এই বিশ্বের প্রভু, আমি ভোগী'— এইরূপ অভিমান তমোগুণের দ্বারা বিনষ্ট হয়। ভগবদ্-ভক্তিবিরোধিনী চেষ্টায় তমোগুণের যে তাৎকালিক বিচার লক্ষিত হয় ঐ তামসী শক্তির ক্রিয়ারূপ বিচারের বিনাশিনী ভগবৎকৃপা জীবের মায়াবাদ ধ্বংস করিয়া বুভুক্ষা ও মুমুক্ষার বাসনাদ্বয় বিনাশ করে। সংসারে দ্রষ্টৃ দৃশ্য বিজ্ঞানে ও শত্রুমিত্রবিচারে উদাসীন আশ্রয়তত্ত্ব পরিদৃষ্ট হন। বিষয়ী সেইগুলি দ্বারা আত্মবিস্মৃত হইয়া উহাদের বহুমানন করেন। তজ্জন্যই বদ্ধাবস্থায় তাহার জাগতিক সুখদুঃখের অনুভূতি। ভগবৎসেবনাবস্থায় কৃষ্ণসংসারের সেবা তাঁহার জড়-সংসার ধ্বংস করে। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের ছলনা তমোগুণের দ্বারা প্রবর্দ্ধিত হইয়া তামসিকতায় পর্য্যবসিত হইলে বদ্ধজীব আপনাকে সংসারমুক্ত মায়াবাদী বলিয়া জানে। বৈকুণ্ঠকৃপা ব্যতীত জীবের কোন নিত্য মঙ্গলের উদয় হয় না।। ৫৯।।

তস্মাৎ সর্ব্বাত্মনা তাত নিগৃহাণ মনো ধিয়া।
ময্যাবেশিতয়া যুক্ত এতাবান্ যোগসংগ্রহঃ।। ৬০।।

অন্বয়ঃ— (হে) তাত! (হে উদ্ধব!) তস্মাৎ ময়ি আবেশিতয়া (সমাহিতয়া) ধিয়া (বুদ্ধ্যা) যুক্তঃ (সন্) সর্ব্বাত্মনা (সর্ব্বতোভাবেন) মনঃ নিগৃহাণ (মনোনিগ্রহং কুরু) এতাবান্ (এষ এব) যোগসংগ্রহঃ (যোগস্য সংগ্রহঃ সংক্ষেপঃ সার ইত্যর্থঃ)।। ৬০।।

অনুবাদ— হে উদ্ধব! অতএব আমার প্রতি বুদ্ধি সমাহিত করিয়া সর্ব্বতোভাবে মনকে সংযত করিবে, ইহাই যোগের সার বলিয়া জানিবে।। ৬০।।

বিশ্বনাথ— উক্তং দ্বন্দ্বসহনোপায়মুপসংহরতি,— এতবান্ মনোনিগ্রহপর্য্যন্ত এবেত্যর্থঃ।। ৬০।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— পূর্ব্বোক্ত দুঃখ সহ্য করার উপায় প্রসঙ্গ শেষ করিতেছেন—মন নিগ্রহ পর্য্যন্তই, ইহাই যোগের সার জানিবে।। ৬০।।

বিবৃতি— একমাত্র ভক্তিযোগই মনোনিগ্রহকার্য্যে সমর্থ। কর্ম্মযোগ, হঠযোগ, জ্ঞানযোগ, রাজযোগ ও ঈশ্বরবিদ্বেষাদিযোগ প্রভৃতি যোগসমূহ মনশ্চাঞ্চল্যকারক। তদ্দ্বারা ধর্ম্ম-প্রণালীবিশেষে আবদ্ধ হইলে অভক্ত হইয়া পড়িতে হয়।। ৬০।।

য এতাং ভিক্ষুণা গীতাং ব্রহ্মনিষ্ঠাং সমাহিতঃ।
ধারয়ন্ শ্রাবয়ন্ শৃণ্বন্ দ্বন্দ্বৈর্নৈবাভিভূয়তে।। ৬১।।
ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারম-
হংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামেকাদশস্কন্ধে
শ্রীভগবদুদ্ধবসংবাদে ভিক্ষুগীতা নাম
ত্রয়োবিংশোঽধ্যায়ঃ।। ২৩।।

অন্বয়ঃ— যঃ সমাহিতঃ (সন্) ভিক্ষুণা গীতাম্ (উচ্চারিতাম্) এতাং ব্রহ্মনিষ্ঠাং (ব্রহ্মজ্ঞানতত্ত্বং) ধারয়ন্ (স্বয়ং স্বীকুর্ব্বন্ অন্যস্মৈ) শ্রাবয়ন্ শৃণ্বন্ (বা ভবতি সঃ) দ্বন্দ্বৈঃ (সুখদুঃখাদিভিঃ) ন এব অভিভূয়তে (নৈবাক্রান্তো ভবতি)।।৬১।।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে
ত্রয়োবিংশাধ্যায়স্যান্বয়ঃ।।

অনুবাদ— যিনি সমাহিতচিত্তে ভিক্ষুকর্ত্তৃক উচ্চারিত এই ব্রহ্মতত্ত্ব অবলম্বন সহকারে অন্যের নিকট ইহা কীর্ত্তন বা স্বয়ং তাহা শ্রবণ করেন, তিনি সুখদুঃখাদি দ্বারা অভিভূত হন না।।৬১।।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশস্কন্ধের ত্রয়োবিংশাধ্যায়ের
অনুবাদ সমাপ্ত।

বিশ্বনাথ— মনোনিগ্রহণাশক্তোপ্যেতচ্ছ্রবণাদিনা তৎফলং প্রাপ্নোতীত্যাহ,—য ইতি।।৬১।।

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।
একাদশে ত্রয়োবিংশঃ সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্।।

ইতি শ্রীল বিশ্বনাথচক্রবর্ত্তীঠকুরকৃতা শ্রীভাগবতে একাদশ-স্কন্ধে ত্রয়োবিংশোঽধ্যায়স্য সারার্থদর্শিনী টীকা সমাপ্তা।

টীকার বঙ্গানুবাদ—মনোনিগ্রহ না করিতে পারিলেও এই প্রসঙ্গ শ্রবণাদিদ্বারা তাহার ফল পাওয়া যায়।।৬১

ইতি ভক্তগণের চিত্তের আনন্দদায়িনী সারার্থদর্শিনীতে একাদশ-স্কন্ধে ত্রয়োবিংশ অধ্যায় সাধুগণের সঙ্গে সমাপ্ত হইলেন।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশ-স্কন্ধে ত্রয়োবিংশ অধ্যায়ের শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর কৃতা সারার্থদর্শিনী টীকার অনুবাদ সমাপ্তা হইলেন।

মধ্ব—

ইতি শ্রীমদানন্দতীর্থ ভগবৎপাদাচার্য্যবিরচিতে
শ্রীমদ্ভাগবতৈকাদশস্কন্ধ তাৎপর্য্যে ত্রয়োবিংশোঽধ্যায়ঃ।

তথ্য—

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশস্কন্ধের
ত্রয়োবিংশাধ্যায়ের তথ্য সমাপ্ত।

বিবৃতি— ভক্তিযোগাশ্রিত ত্রিদণ্ডিভিক্ষু ভগবদ্ভক্তিকেই অভিধেয় জানিয়া ভজনীয় বস্তু ভগবানের মায়াদ্বারা বিমূঢ় হন না। তিনি নিজেই ধারণা ও শ্রবণ করেন এবং অপরকে ধারণা ও শ্রবণ করান। তজ্জন্যই অখিলদয়াবিশিষ্ট হইয়া অমন্দোদয়-দয়ার বিতরণ-দ্বারা জীবকে অনুসরণপথে চলিবার পরমার্শ দেন। আনুকরণিক-সম্প্রদায় চতুর্বর্গাভিলাষীকে গুরুপদে বরণ করিয়া কৃষ্ণ-প্রেমে চিরতরে বঞ্চিত হন। ভগবান্ বিষ্ণু হইতে তাঁহাদের সেবা-প্রবৃত্তি বিচ্যুত হয়, ফলে তাঁহারা ভোগী বা ত্যাগী হইয়া পড়েন। কৃষ্ণসেবাবিমুখগণের ধর্ম্ম অভক্তিপর্য্যায়ে পরিগণিত হয়। তাহারা মায়িক ত্যাগী ও ভোগীগণের পরামর্শমতে হরিসেবাবিমুখ হইয়া পড়ে। হৃষীকেশকে পঞ্চমহাভূত, একাদশ ইন্দ্রিয় ও বিষয়ভোগী দেবতা-বিচারে তাঁহার নিরুপাধিকা সেবা হইতে চিরতরে বঞ্চিত হইবার বাসনায় জীব অপ্রাকৃতরাজ্যে বিবাদ উপস্থাপন

করে এবং অদ্বয়জ্ঞান ব্রজেন্দ্রনন্দনের স্বরূপবোধে চির-বঞ্চিত হয়।। ৬১।।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশস্কন্ধের ত্রয়োবিংশাধ্যায়ের বিবৃতি সমাপ্ত।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশস্কন্ধের ত্রয়োবিংশ অধ্যায়ের গৌড়ীয়-ভাষ্য সমাপ্ত।

চতুর্ব্বিংশোঽধ্যায়ঃ

শ্রীভগবানুবাচ—
অথ তে সম্প্রবক্ষ্যামি সাংখ্যং পূর্ব্বৈর্বিনিশ্চিতম্।
যদ্বিজ্ঞায় পুমান্ সদ্যো জহ্যাদ্বৈকল্পিকং ভ্রমম্।। ১।।

গৌড়ীয় ভাষ্য

চতুর্ব্বিংশ অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে সাংখ্যতত্ত্বোপদেশের দ্বারা মনের মোহনিবারণের উপায় উপদিষ্ট হইয়াছে।

শ্রীভগবান্ উদ্ধবকে পুনরায় সাংখ্য উপদেশ করিতেছেন। ইহার জ্ঞানলাভে জীবের ভেদজনিত ভ্রম দূর হয়। আদিতে দ্রষ্টা ও দৃশ্য অবিকল্পিত এক ছিল। বাক্য ও মনের অগোচর সেই নির্ব্বিকল্পিত সত্য পরব্রহ্ম পরে দ্রষ্টা (অর্থাৎ জ্ঞান বা পুরুষ) ও দৃশ্য (অর্থাৎ অর্থ বা প্রকৃতি)—এই দুইরূপে পৃথক্ হইলেন। পুরুষের দ্বারা ক্ষোভিতা ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি হইতে জ্ঞান ও ক্রিয়া-শক্তিযুক্ত মহত্তত্ত্বের প্রকাশ; তাহা হইতে সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক-প্রকারত্রয়যুক্ত অহঙ্কার; তামস অহঙ্কার হইতে পঞ্চতন্মাত্রাদিক্রমে পঞ্চমহাভূত; রাজস অহঙ্কার হইতে দশ ইন্দ্রিয়; সাত্ত্বিক অহঙ্কার হইতে একাদশ দেবতা ও মন। ইহাদের সকলের সম্মিলিতভাব হইতে ব্রহ্মাণ্ড, তন্মধ্যে অন্তর্য্যামিরূপে পুরুষরূপী ভগবানের অধিষ্ঠান; পুরুষের নাভি হইতে পদ্ম—যথায় ব্রহ্মার উৎপত্তি; রজোভাবিত ব্রহ্মা ভগবদনুগ্রহে তপস্যাপ্রভাবে সর্ব্বলোক সৃষ্টি করেন; স্বর্লোক দেবগণের, ভুবর্লোক ভূতগণের এবং ভূর্লোক মনুষ্যাদির স্থান; এই ত্রিলোকের উর্দ্ধলোকাদিতে সিদ্ধগণের এবং অধোলোকসকলে অসুর-নাগাদির স্থান। মায়ার ত্রিগুণজাত কর্ম্মসকলের গতি ত্রৈলোক্য। যোগ, তপস্যা ও সন্ন্যাসের গতি মহর্জন-তপঃ-সত্য লোক; ভক্তিযোগের গতি—বৈকুণ্ঠে ভগবৎপাদপদ্ম। কর্ম্মময় জগৎ কালপ্রভাবে ত্রিগুণপ্রভাবে নিমজ্জিত। জগতে যাহা কিছু সত্তা, তৎসমস্তে প্রকৃতি-পুরুষ-সংযোগ বিদ্যমান। যেমন এক ও সূক্ষ্মতম হইতে ক্রমশঃ বহু ও স্থূলতমের প্রকাশ, সেইরূপ স্থূলতম হইতে আরোহক্রমে সূক্ষ্মতর ও সূক্ষ্মতমে এবং সর্ব্বশেষে অজ আত্মবস্তুতে বিলয়। আত্মা কেবল ও নিত্য আত্মস্থ। এইরূপ দর্শনকারীর মনে ভেদজনিত ভ্রম অবস্থান করিতে পারে না। অনুলোম-প্রতিলোম-ভাবে কথিত এই সাংখ্যতত্ত্ব সর্ব্বসংশয় ও বন্ধনের উচ্ছেদক।

অন্বয়ঃ— শ্রীভগবান্ উবাচ,—(হে উদ্ধব।) পুমান্ যৎ বিজ্ঞায় (বিশেষতো জ্ঞাত্বা) সদ্যঃ (তৎক্ষণাদেব) বৈকল্পিকং (ভেদনিমিত্তং) ভ্রমং (সুখদুঃখাদিরূপং) জহ্যাৎ (পরিহরেৎ) অথ (অনন্তরং) তে (তুভ্যং) পূর্ব্বৈঃ (কপিলাদিভিঃ) বিনিশ্চিতং (তৎ) সাংখ্যং (তত্ত্বজ্ঞানং)সম্প্রবক্ষ্যামি (বর্ণয়িষ্যামি)।। ১।।

অনুবাদ—শ্রীভগবান্ বলিলেন,—হে উদ্ধব! পুরুষ যে তত্ত্ব অবগত হইয়া তৎক্ষণাৎ ভেদজ্ঞানমূলক সুখ-দুঃখাদি পরিত্যাগ করেন, সম্প্রতি তোমার নিকট কপিলাদি মহাজননির্দ্দিষ্ট সেই সাংখ্যজ্ঞান বর্ণন করিব।। ১।।

বিশ্বনাথ—

চতুর্ব্বিংশে তু সূত্রাদ্যহেতবোঽস্য যতোঽভবন্।
পুনস্তদেব বিবিশুরেতৎ সাংখ্যং নিরূপিতম্।। ০।।

মনঃপ্রধানলিঙ্গদেহেঽহংবুদ্ধিরেবাত্মনো দুঃখকারণমিতি ভিক্ষুগীতাদবগতং সা চানাত্মবুদ্ধিরাত্মানাত্মবিবেকে সতি নিবর্ত্ততে। স চাত্মনাত্মবিবেকঃ সাংখ্যজ্ঞানমূল ইত্যতঃ সাংখ্যমুপদিশন্নাহ,—অথেতি। বিকল্পো দেহস্তদুদ্ভবমধ্যাসরূপং ভ্রমং ত্যজেৎ।। ১।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— এই চতুর্ব্বিংশ অধ্যায়ে সূত্র অর্থাৎ মহৎ আদি হেতু সমূহ এই জগৎ যাহা হইতে হইয়াছিল। পুনরায় প্রলয়ে তাহাতেই প্রবেশ করিল। এই সাংখ্যতত্ত্ব নিরূপিত হইয়াছে।। ০।।

মন প্রধান সূক্ষ্মদেহে অহং বুদ্ধিই জীবাত্মার দুঃখের কারণ ইহা ভিক্ষুগীতা হইতে জানা গিয়াছে। তাহাও অনাত্ম বুদ্ধি হেতু। আত্মা ও অনাত্মার পার্থক্যজ্ঞান হইলে পর চলিয়া যায়। সেই আত্মা ও অনাত্মার পার্থক্যজ্ঞান সাংখ্যজ্ঞান মূলক এই কারণে সাংখ্যতত্ত্ব উপদেশ করিবার জন্য বলিতেছেন। বিকল্প অর্থাৎ দেহ, তাহা হইতে জাত অধ্যাসস্বরূপ ভ্রমকে ত্যাগ করিবে।। ১।।

বিবৃতি— যাঁহারা আধ্যক্ষিক বিচার অবলম্বন করেন, তাঁহাদের তৎফলে অধোক্ষজ-সেবা-বৈমুখ্য-লাভ ঘটে। ভূতেন্দ্রিয়দেবতা-মাত্র-বিচারে আবদ্ধ জনগণ পুরুষোত্তম অধোক্ষজের সেবা বুঝিতে পারে না। ভক্তশ্রেষ্ঠ উদ্ধব ভগবানের নিকট যে সাংখ্য জ্ঞান লাভ করিতেছেন, তাহা নিরীশ্বর-বিচারে প্রতিষ্ঠিত নহে। সাংখ্য-বিচারের মূলপ্রবর্ত্তকের প্রকৃত পথ হইতে বিচলিত হইয়া প্রকৃতিবাদী বা মায়াবাদি-সম্প্রদায় যেরূপ সাংখ্যের বিচার করেন, ভগবদ্বাণী তাহা আদৌ অনুমোদন করেন না। বহু দ্রব্য হইতে এক দ্রব্যের প্রতীতিকল্পে যে-চেষ্টা হয়, তাহা ভূতেন্দ্রিয়দেবতা-সাপেক্ষমাত্র এবং অনাত্মপ্রতীতি হইতে জাত। সুতরাং স্বরূপাবৃত্ত অবস্থা বদ্ধজীবেরই জ্ঞানমাত্র।।

আসীজ্জ্ঞানমথো অর্থ একমেবাবিকল্পিতম্।
যদা বিবেকনিপুণা আদৌ কৃতযুগেঽযুগে।। ২।।

অন্বয়ঃ— অযুগে (যুগেভ্যঃ পূর্ব্বং প্রলয়ে তথা) কৃতযুগে (আদৌ যৎ কৃতযুগং তস্মিন্) যদা বিবেকনিপুণাঃ (জনা ভবন্তি তদাপি) অথো (কৃৎস্নং) জ্ঞানং (দ্রষ্টা তেন সহ দৃশ্যঃ কৃৎস্নঃ) অর্থঃ (চ) অবিকল্পিতং (বিকল্পশূন্যম্) একম্ এব আসীৎ (ব্রহ্মণ্যেব লীনমাসীদিত্যর্থঃ)।। ২।।

অনুবাদ— যুগারম্ভের পূর্ব্বে এবং সত্যযুগে যেকালে বিবেকনিপুণ পুরুষগণ বর্ত্তমান ছিলেন, তৎকালেও সমগ্র জ্ঞান এবং নিখিল জ্ঞেয় বিষয় নির্ব্বিকল্পক একরূপেই অবস্থিত ছিল।। ২।।

বিশ্বনাথ—জ্ঞানং ব্রহ্মপরমাত্মভগবচ্ছব্দবাচ্যস্ত্বিত্যর্থঃ। 'যজ্জ্ঞানমদ্বয়ং ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানেতি শব্দ্যতে' ইতি সূতোক্তেঃ। অথো শব্দঃ কার্ৎস্ন্যে। অবিকল্পিতং বিকল্পশূন্যমেকমেব জ্ঞানং ব্রহ্মৈবাথো বস্ত্বাসীৎ। কদেত্যপেক্ষায়ামাহ—অযুগে যুগেভ্যঃ পূর্ব্বং প্রলয় ইত্যর্থঃ। তথা আদৌ যৎ কৃতযুগং তস্মিংশ্চ অন্যদাপি যদা বিবেকনিপুণা জ্ঞানিনো ভবন্তি তদাপি তেষাং ভেদাস্ফূর্ত্তেঃ।। ২

টীকার বঙ্গানুবাদ—জ্ঞান অর্থাৎ ব্রহ্ম পরমাত্মা ভগবান্ শব্দ বাচ্য। যে জ্ঞান অদ্বয় ব্রহ্ম পরমাত্মা ও ভগবান এই শব্দ দ্বারা কথিত হয় ইহা সূতদেবের উক্তি। অথ শব্দ সম্পূর্ণ অর্থে। অবিকল্পিতং অর্থাৎ বিকল্প শূন্য একই জ্ঞান ব্রহ্মই অথ বস্তু ছিল। কখন? ইহার উত্তরে বলিতেছেন— অযুগে অর্থাৎ যুগসমূহের পূর্ব্বে প্রলয়ে, সেইরূপ আদিতে যে সত্যযুগ তাহাতেও, অন্য সময়েও, যখন বিবেক নিপুণ জ্ঞানীগণ হন, তখনও তাহাদের মধ্যে ভেদস্ফূর্ত্তি থাকে না।। ২।।

মধ্ব—

"যথৈবার্থস্তথাজ্ঞানং জ্ঞানার্থৈক্যমুদাহৃতম্।
তথা কৃতযুগে প্রায়স্তদন্যেষু তু কস্যচিৎ।।"

ইতি ব্রহ্মতর্কে।। ২।।

বিবৃতি— নিরস্তকুহক সত্যই ভগবদ্বস্তু। তাঁহার বৈশিষ্ট্যসমন্বিত প্রকাশের অভ্যন্তরে কৈতব প্রবেশ করিতে

পারে না। তজ্জন্য সেই সত্যের আবির্ভাব-যুগকে 'সত্য-যুগ' বলা হইত। ঐ সত্য ভগবদ্বাণী সত্যযুগের প্রারম্ভে ব্রহ্মার হৃদয়ে প্রকাশিত ছিল। তখন সঙ্কল্প-বিকল্প-ক্রমে অদ্বয়জ্ঞানের ব্যাঘাত হয় নাই। পরবর্ত্তিকালে সত্যের বোধ ক্রমশঃ ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়াছে।। ২।।

তন্মায়াফলরূপেণ কেবলং নির্ব্বিকল্পিতম্।
বাঙ্মনোঽগোচরং সত্যং দ্বিধা সমভবদ্বৃহৎ।। ৩।।

অন্বয়ঃ— বাঙ্মনোঽগোচরং (বানঙ্মসোরতীতং) নির্ব্বিকল্পিতং (ভেদরহিতং) কেবলং (কেবলভাবাপন্নং) সত্যং তৎ বৃহৎ (ব্রহ্ম) মায়াফলরূপেণ (মায়া দৃশ্যং ফলং তৎপ্রকাশস্তদ্‌রূপেণ মায়াবিলাসরূপেণ বা) দ্বিধা সমভবৎ (দ্বিপ্রকারেণ প্রকাশিতমভূৎ)।।৩।।

অনুবাদ— অনন্তর বাক্য ও মনের অগোচর, নির্ব্বিকল্পক, কেবলভাবযুক্ত, সত্য ব্রহ্মবস্তু মায়া অর্থাৎ দৃশ্য ও ফল অর্থাৎ তৎপ্রকাশরূপে দ্বিধা প্রকটিত হইয়াছিলেন।। ৩।।

বিশ্বনাথ— তদেব কেবলমেকমপি বৃহদ্ব্রহ্ম মায়া বহিরঙ্গাখ্যস্বশক্তিঃ ফলং ফলভোক্তৃ স্বীয়চিৎকণরূপ-তটস্থশক্তিশ্চ তদ্রূপেণ দ্বিবিধংসম্যগভবৎ। দ্বিবিধমপি তদ্বিশিনষ্টি—নির্ব্বিকল্পিতং ব্রহ্মাতো নির্ভেদং তয়োস্তচ্ছক্তিত্বাৎ, বাঙ্মনসয়োরগোচরং মায়ায়া অব্যক্তস্বরূপত্বাৎ জীবস্যাতিসৌক্ষ্ম্যাৎ, সত্যং দ্বয়োরেব নিত্যত্বাৎ।।৩।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— সেই কেবল একই বৃহৎ ব্রহ্ম, মায়া বহিরঙ্গা নাম্নী নিজ শক্তিফলভোক্তা নিজ চিৎকণ রূপ তটস্থা শক্তিও, সেইরূপে দ্বিবিধ হইলেন। দ্বিবিধকে বিশেষণ দ্বারা বলিতেছেন—নির্ব্বিকল্পিত ব্রহ্ম হইতে নির্ভেদ, ঐ দুইটি তাহার শক্তিহেতু বাক্য মনের অগোচর, মায়া তাহার অব্যক্ত স্বরূপ হেতু এবং জীব অতি সূক্ষ্ম হেতু সত্য দুইই নিত্য।। ৩।।

বিবৃতি— মনোধর্ম্মে চালিত হইয়া মায়িক-বিকল্প-বশে অচ্যুতসেবা পরিত্যাগ-পূর্ব্বক অচ্যুত-বিরহিত চ্যুত-বস্তুসমূহের ধারণার আবাহন করিয়া বদ্ধজীব ভোগী হইয়া পড়িয়াছে।। ৩।।

তয়োরেকতরো হ্যর্থঃ প্রকৃতিঃ সোভয়াত্মিকা।
জ্ঞানং ত্বন্যতমো ভাবঃ পুরুষঃ সোঽভিধীয়তে।। ৪।।

অন্বয়ঃ— তয়োঃ (দ্বিধাভূতয়োরংশয়োর্ম্মধ্যে) প্রকৃতিঃ হি একতরঃ অর্থঃ (ভাবো ভবতি) সা (প্রকৃতিশ্চ) উভয়াত্মিকা (কার্য্যকারণরূপিণী ভবতি) জ্ঞানং তু অন্যতমঃ (অপরঃ) ভাবঃ (পদার্থো ভবতি) সঃ (ভাবঃ) পুরুষঃ (ইতি) অভিধীয়তে (কথ্যতে)।। ৪।।

অনুবাদ—তন্মধ্যে প্রকৃতি এক অংশ, উহা কার্য্য-কারণস্বরূপ এবং জ্ঞান অপর অংশ, উহাই পুরুষনামে অভিহিত।। ৪।।

বিশ্বনাথ—তয়োর্দ্বিধাভূতয়োরংশয়োর্মধ্যে একতরো মায়াখ্যোঽর্থঃ প্রকৃতিঃ। সা চোভয়াত্মিকা কার্য্যকারণ-রূপিণী, অন্যতমোঽর্থঃ জ্ঞানং জ্ঞানস্বরূপঃ, স চ পুরুষো জীবঃ।। ৪।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— শক্তিদ্বয়ের দ্বিভাগ হওয়ায় ঐ উভয় অংশের মধ্যে একটি মায়া নাম্নী পদার্থ প্রকৃতি, তাহাও উভয়রূপা কার্য্যও কারণরূপিণী। অন্যতম পদার্থ জ্ঞান স্বরূপ তাহা পুরুষ জীব।। ৪।।

বিবৃতি— জড়ের জ্ঞাতা, জড়ের জ্ঞেয় ও জড়জ্ঞান প্রকৃতিসর্গে ত্রিবিধরূপে প্রকাশিত হইয়াছে। পুরুষ—দ্রষ্টা বা জ্ঞাতা অর্থাৎ জড়-জ্ঞেয়-পদার্থের ভোক্তৃ-অভিমানে বিষয়াশ্রয়ভেদে দ্বিবিধত্ব লাভ করে। অব্যভিচারিণী সেবাই আত্মধর্ম্ম; তাহা হইতে বঞ্চিত হইলে অজ্ঞানদাস্যে জগতের প্রভু হইবার বাসনা জন্মে। জ্ঞেয়-পদার্থ যে-কালে অধীন দাস—প্রভু নহে, সেইকালে জীব নিত্যসেবা পরিত্যাগ করিয়া অভক্ত ভোগী বা ত্যাগী হইয়া পড়ে। ভোগবাসনা হইতেই হরিসেবা-ত্যাগ-বিচার আসিয়া উপস্থিত হয়।। ৪।।

তমো রজঃ সত্ত্বমিতি প্রকৃতেরভবন্ গুণাঃ।
ময়া প্রক্ষোভ্যমাণায়াঃ পুরুষানুমতেন চ।। ৫।।

অন্বয়ঃ—ময়া (পরমেশ্বরেণ) পুরুষানুমতেন (স্বস্যৈব প্রকৃতীক্ষণরূপা বা পুরুষাবস্থা তদনুমতেন তদ্দ্বারেণ) প্রক্ষোভ্যমাণায়াঃ (কার্য্যোন্মুখতামাপাদ্যমানায়াঃ) প্রকৃতেঃ (সকাশাৎ) তমঃ রজঃ সত্ত্বম্ ইতি গুণাঃ চ অভবন্ (আবির্ভূতাঃ)।। ৫।।

অনুবাদ— অনন্তর আমি পুরুষদ্বারা প্রকৃতির ক্ষোভ উৎপাদিত করিলে তাহা হইতে সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই গুণত্রয় আবির্ভূত হইয়াছিল।। ৫।।

বিশ্বনাথ—ময়া মহৎস্রষ্টৃমহাপুরুষস্বরূপেণ পুরুষস্য জীবস্যানুমতেন অস্মদ্বিধস্য জীবস্য প্রাক্তনকর্ম্মজ্ঞান-ভক্তিসাধনানি সংপদ্যন্তামিত্যাত্মকেন, সৃষ্টের্জীবাদৃষ্ট-প্রযুক্তত্বাৎ।। ৫।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— মহতের স্রষ্টা মহাপুরুষ স্বরূপে আমি জীবের অনুমত আমার ন্যায়। জীবের প্রাক্তন কর্ম্ম জ্ঞানভক্তিসাধনসমূহ সম্পন্ন হউক, এইরূপ সৃষ্টিদ্বারা জীবের অদৃষ্ট প্রযুক্ত হেতু।। ৫।।

বিবৃতি— গুণসাম্যাবস্থারূপিণী প্রকৃতি তিন প্রকারে জড়শক্তি প্রসব করে। প্রত্যেকেই অংশীধৃক্ বিবেচনায় গুণত্রয় পরস্পর বিরুদ্ধভাবাপন্ন এবং জয়পরাজয়-ধর্ম্মে অবস্থিত। জন্ম, স্থিতি ও ভঙ্গাদি ক্রিয়াসকলের আকর-রূপে গুণত্রয় অবস্থিত। ভগবদিচ্ছাক্রমেই ভোগী বা ত্যাগী জীবের আত্মপ্রতীতির জড়ত্ব প্রসূত।। ৫।।

তেভ্যঃ সমভবৎ সূত্রং মহান্ সূত্রেণ সংযুতঃ।
ততো বিকুর্ব্বতো জাতো যোঽহঙ্কারো বিমোহনঃ।। ৬

অন্বয়ঃ— তেভ্যঃ (গুণেভ্যঃ) সূত্রং (ক্রিয়াশক্তিমান্ প্রথমো বিকারঃ) সমভবৎ (সম্ভূতং, ততঃ) সূত্রেণ সংযুতঃ (জ্ঞানক্রিয়াশক্তিগর্ভত্বাৎ সূত্রেণ সংযুতো ন তু পৃথক্) মহান্ (মহত্তত্ত্বং সমভবৎ) বিকুর্ব্বতঃ (বিকারভাবাপন্নাৎ) ততঃ (মহতঃ) যঃ বিমোহনঃ (জীবস্য ভ্রমহেতুঃ সঃ) অহঙ্কারঃ জাতঃ।। ৬।।

অনুবাদ— সেই গুণত্রয় হইতে জ্ঞানশক্তিযুক্ত সূত্রাত্মক প্রথম বিকার পদার্থ এবং সূত্রসংযুক্ত মহত্তত্ত্ব উৎপন্ন হয়। অনন্তর মহত্তত্ত্ব হইতে জীববিমোহন অহঙ্কারের উৎপত্তি হইয়াছে।। ৬।।

বিশ্বনাথ— সূত্রং ক্রিয়াশক্তিমান্ প্রথমো বিকারঃ। ননু প্রথমো বিকারো জ্ঞানশক্তির্মহানিতি প্রসিদ্ধস্তত্রাহ,—মহান্ যঃ প্রসিদ্ধঃ স হি সূত্রেণ সংযুতঃ। তত্র তত্র সূত্র-সহিত এব স জ্ঞেয় ইত্যর্থঃ। বিমোহনঃ জীবস্য ভ্রমহেতুঃ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—সূত্র ক্রিয়া শক্তিমান প্রথম বিকার। প্রশ্ন প্রথম বিকার জ্ঞান শক্তি মহৎ ইহা প্রসিদ্ধ? তাহার উত্তরে বলিতেছেন—মহান্ যে প্রসিদ্ধ তাহাই সূত্রের সহিত সংযুক্ত। সেই সেই স্থলে সূত্র সহিতই তাহা জানিবার বিষয়। বিমোহন জীবের ভ্রমের কারণ।। ৬।।

বিবৃতি— গুণত্রয় হইতে মহত্তত্ত্বের উৎপত্তি ও পরে অহঙ্কার, অর্থাৎ ভোগ বা ত্যাগরূপ অহংকর্তৃত্বরূপ অজ্ঞান —উহাই কর্ম্ম-জ্ঞানাদি আবরণ। যে-পরিমাণে ভক্তি শ্লথ হয়, তৎপরিমাণে জড়ভোগ-ত্যাগ-প্রবৃত্তি আলোকান্ধকারের ন্যায় বৃদ্ধি পায়।। ৬।।

বৈকারিকস্তৈজসশ্চ তামসশ্চেত্যহং ত্রিবৃৎ।
তন্মাত্রেন্দ্রিয়মনসাং কারণং চিদচিন্ময়ঃ।। ৭।।

অন্বয়ঃ— বৈকারিকঃ তৈজসঃ চ তামসঃ চ ইতি ত্রিবৃৎ (ত্রিবিধঃ) চিদচিন্ময়ঃ (চিদাভাসব্যাপ্তত্বাদুভয়গ্রন্থি-রূপঃ সঃ) অহম্ (অহঙ্কারঃ) তন্মাত্রেন্দ্রিয়মনসাং (তন্মাত্রাণামিন্দ্রিয়াণাং মনসশ্চ) কারণং (ভবতি)।। ৭।।

অনুবাদ—বৈকারিক, তৈজস ও তামস—এই ত্রিবিধ চিদচিন্ময় অহঙ্কার, তন্মাত্র ইন্দ্রিয়গণও মনের কারণ হইয়া থাকে।। ৭।।

বিশ্বনাথ— অহং অহঙ্কারঃ ত্রিবিৎ বৃত্তিত্রয়বান্ তন্মাত্রেন্দ্রিয়মনসামিতি ব্যুৎক্রমেণ যথাসংখ্যং চিদচিন্ময় ইতি স্বয়মচিন্ময়োঽপি জীবোপাধিত্বেন তদৈক্যাচ্চিজ্জড়-গ্রন্থিরূপত্বাচ্চিদচিন্ময়ঃ।। ৭।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— অহঙ্কার তিনটি বৃত্তিযুক্ত তন্মাত্রা ইন্দ্রিয় ও মন। ইহা বিপরীত ক্রমে চিৎ চিন্ময় স্বয়ং অচিন্ময় হইয়াও জীবের উপাধিরূপে তাহার সহিত ঐক্য হেতু চিজ্জড় গ্রন্থিরূপ চিদচিন্ময়।। ৭।।

মধ্ব— ফলং রূপয়তীতি ফলরূপঃ। জ্ঞানার্থৈক্যেণ সত্যং পশ্চাত্তদ্দ্বিধা সমভবৎ। তচ্ছব্দার্থাত্মকমুভয়ং বৃহত্তরম্।

জ্ঞানাভিমানী পুরুষঃ স ব্রহ্মা সমুদাহৃতঃ।
অর্থাভিমানী প্রকৃতিঃ গায়ত্রী সা প্রকীর্ত্তিতা।।
তয়োর্নিয়ামকো বিষ্ণুঃ শ্রীশ্চানুগ্রাহিকা স্মৃতা।
বায়ুস্তু ব্রহ্মণঃ পুত্রঃ প্রকৃতৌ সমজায়ত।।
ত্রিগুণাত্মা সমুদ্দিষ্টঃ প্রায়ঃ সত্ত্বাত্মকস্তথা।
গায়ত্রী চৈব সাবিত্রী তথৈব চ সরস্বতী।।
এবং ত্রিরূপা প্রকৃতিরেকা সত্ত্বাদিভেদতঃ।
তাসু বীর্য্যং সমুৎসৃষ্টং ব্রহ্মণ্যেকত্বমাগতম্।।
স সূত্রাত্মা সমুদ্দিষ্টো বায়ুর্ল্লোকপ্রণায়কঃ।
তস্যাপি সূত্রং ভগবান্ ধারণাদ্বিষ্ণুরব্যয়ঃ।।
সূত্রপুত্রস্ত্বহঙ্কারঃ স রুদ্রঃ সমুদাহৃতঃ।
সূত্রাত্মনা মহাংশ্চাপি সহজাতশ্চতুর্ম্মুখঃ।।
তস্যাপি পুত্রোঽহঙ্কারঃ স চানন্ত উদাহৃতঃ।
অনন্তাদপি রুদ্রোঽভূদ্ ব্রহ্মণশ্চেতি স ত্রিধা।।
বৈকারিকো ব্রহ্মজস্তু তৈজসো বায়ুজঃ স্মৃতঃ।
তামসোঽনন্তজশ্চৈব স একো গুণ-ভেদতঃ।।
ইতি প্রাথম্যে।
চিদচিদ্ যদ্বশে সর্ব্বং স রুদ্রশ্চিদচিন্ময়ঃ।।
ইতি।। ২-৭।।

বিবৃতি— অহঙ্কার সাত্ত্বিক বা বৈকারিক, রাজস বা তৈজস ও তামস-ভেদে পঞ্চ তন্মাত্র বিষয় ও পঞ্চেন্দ্রিয়-বিষয়ী হইয়া মনোধর্ম্মে ভক্তির প্রতিকূলে আবৃত-চেতনের বৃত্তি প্রদর্শন করে। জড়ভোগের জন্য মনোধর্ম্মে যে পুরুষাকার দৃষ্ট হয়, তাহা আবৃত 'অনুচিৎ'-এর ক্রিয়া-বিশেষ।। ৭।।

অর্থস্তন্মাত্রিকাজ্জজ্ঞে তামসাদিন্দ্রিয়াণি চ।
তৈজসাদ্দেবতা আসন্নেকাদশ চ বৈকৃতাৎ।। ৮।।

অন্বয়ঃ— তন্মাত্রিকাৎ (শব্দাদিতন্মাত্রকারণাৎ) তামসাৎ (তামসাহঙ্কারাৎ) অর্থঃ (মহাভূতরূপঃ) জজ্ঞে (জাতঃ) তৈজসাৎ (রাজসাহঙ্কারাৎ) ইন্দ্রিয়াণি চ (দশ জজ্ঞিরে) বৈকৃতাৎ (সাত্ত্বিকাহঙ্কারাৎ) একাদশ দেবতাঃ (দিগ্‌বাতার্কপ্রচেতোঽশ্বিবহ্নীন্দ্রোপেন্দ্রমিত্রকাঃ চন্দ্রশ্চেতি) চ (মনশ্চ) আসন্ (অভবন্)।। ৮।।

অনুবাদ— শব্দাদি-তন্মাত্রের কারণ-স্বরূপ তামস অহঙ্কার হইতে পঞ্চ মহাভূত, রাজস অহঙ্কার হইতে দশ ইন্দ্রিয় এবং সাত্ত্বিক অহঙ্কার হইতে দিক্ প্রভৃতি একাদশ ইন্দ্রিয়াদিষ্ঠাতৃদেবতা ও মন উৎপন্ন হইয়াছে।। ৮।।

বিশ্বনাথ— তন্মাত্রিকাৎ তন্মাত্রকারণাত্তামসাদর্থ আকাশাদিভূতপঞ্চকং জজ্ঞে, তস্যাবরণস্বভাবত্বত্তামসত্বং কারণস্য কার্য্যনিবাসরূপত্বাৎ তস্য নিবাস ইত্যর্থ বুঞ্জণ্‌কঠ-জিনেত্যাদিনা কুমুদাদিত্বাৎ ঠচা তন্মাত্রিক ইতি সিদ্ধম্। ইন্দ্রিয়াণি দশ তৈজসাৎ, তেষাং প্রবৃত্তিস্বভাবত্বাত্তৈজসত্বম্। বৈকৃতাৎ সাত্ত্বিকাৎ দেবতা দিগ্বাতাদয়ঃ চকারান্মনশ্চ তেষাং প্রকাশস্বভাবাৎ সাত্ত্বিকত্বম্।। ৮।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— তন্মাত্র হইতে অর্থাৎ তন্মাত্র কারণ হইতে তামস পদার্থ আকাশাদি পঞ্চভূত জন্মে। তাহার আবরণ স্বভাবহেতু তামস। কারণের কার্য্যে অব-স্থানরূপ তাহার নিবাস এই অর্থে পাণিনি সূত্র অনুসারে 'কুসুমাদি' হেতু ঠচা তন্মাত্রিক ইহা সিদ্ধ হইল। দশ ইন্দ্রিয় ইহারা তৈজস্য হেতু, তাহাদের প্রবৃত্তি স্বভাব বৈকৃত অর্থাৎ সাত্ত্বিক হইতে দেবতাগণ দিক্ বায়ু প্রভৃতি। মনও তাহা-দের প্রকাশ স্বভাবহেতু সাত্ত্বিক।। ৮।।

বিবৃতি— তামস অহঙ্কার হইতে পঞ্চ মহাভুত, রাজস অহঙ্কার হইতে ইন্দ্রিয়গণ এবং সাত্ত্বিক অহঙ্কার হইতে দেবতা উৎপন্ন হয়।। ৮।।

ময়া সঞ্চোদিতা ভাবাঃ সর্ব্বে সংহত্যকারিণঃ।
অণ্ডমুৎপাদয়ামাসুর্মমায়তনমুত্তমম্।। ৯।।

অন্বয়ঃ—ময়া সঞ্চোদিতাঃ (সৃষ্ট্যর্থং প্রেরিতাঃ) সর্ব্বে ভাবাঃ (পূর্ব্বোক্তাঃ পদার্থাঃ) সংহত্যকারিণঃ (মিলিত্বা ক্রিয়াকারিণঃ সন্তঃ) মম (বৈরাজান্তর্য্যামিণঃ) উত্তমম্ আয়তনম্ অণ্ডং (ব্রহ্মাণ্ডম্) উৎপাদয়ামাসুঃ (বিরচিতবন্তঃ)।। ৯।।

অনুবাদ— পূর্ব্বোক্ত পদার্থসকল আমার প্রেরণায় সম্মিলিতভাবে ক্রিয়াশীল হইয়া আমার উত্তম আয়তন স্বরূপ ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি করিয়াছিল।। ৯।।

বিশ্বনাথ— ভাবাঃ সূত্রাদয়ঃ।। ৯।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—ভাবসমূহ অর্থাৎ সূত্রাদি।। ৯।।

বিবৃতি—ইহাদের পরস্পর সংযোগ-বিয়োগ হইতেই ভগবদিচ্ছাক্রমে সেবা-বিমুখজনগণের ভোগ বা ত্যাগের ভূমিকা ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি হয়।। ৯।।

তস্মিন্নহং সমভবমণ্ডে সলিলসংস্থিতৌ।
মম নাভ্যামভূৎ পদ্মং বিশ্বাখ্যাং তত্র চাত্মভূঃ।। ১০।।

অন্বয়ঃ— সলিলসংস্থিতৌ (সলিলান্তর্গতে) তস্মিন্ অণ্ডে অহং (শ্রীনারায়ণরূপো লীলাবিগ্রহেণ) সমভবং (প্রকাশিতঃ) মম নাভ্যাং বিশ্বাখ্যাং পদ্মম্ অভূৎ তত্র (নাভিকমলে) চ আত্মভূঃ (ব্রহ্মা চতুরাননরূপো ভোগবিগ্রহেণ পুনর্বৈরাজ এবাবির্ভূত ইত্যর্থঃ)।। ১০।।

অনুবাদ— অনন্তর সলিলমধ্যগত উক্ত অণ্ডমধ্যে শ্রীনারায়ণরূপী আমি লীলাবিগ্রহ স্বীকারপূর্ব্বক প্রকাশিত হইয়াছিলাম। আমার নাভিমধ্যে তৎকালে বিশ্বনামক পদ্ম উদ্ভূত হইলে তন্মধ্যে ব্রহ্মা প্রকাশিত হইয়াছিলেন।। ১০

বিশ্বনাথ— সলিলস্য গর্ব্ভোদরূপস্য সংস্থিতির্যত্র তস্মিন্নণ্ডে অহং গর্ব্ভোদশায়িরূপঃ দ্বিতীয়ঃ পুরুষঃ সমভবং স্থিত ইত্যর্থঃ। বিশ্বাখ্যং লোককারণভূতং তত্রাত্মভূর্ব্রহ্মা বৈরাজ এব ভোগবিগ্রহঃ পুনশ্চতুরাননোঽভূদিত্যর্থঃ।। ১০।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— ব্রহ্মাণ্ডের অন্তবর্ত্তী জলের সংস্থিতি যেখানে সেই ব্রহ্মাণ্ডে আমি গর্ব্ভোদকশায়ীরূপে দ্বিতীয় পুরুষ অবস্থান করি। বিশ্বনামক লোক কারণ স্বরূপ তাহাতে ব্রহ্মারূপে বৈরাজই ভোগবিগ্রহ, পুনরায় চতুর্ম্মুখরূপে প্রকাশ হইয়াছিল।। ১০।।

মধ্ব—

চিদানন্দশরীরস্তু প্রবিষ্টোঽহণ্ডে হরিঃ স্বয়ম্।
তন্নাভের্ভূতদেহোঽভূৎ পদ্মাদপি চতুর্ম্মুখঃ।।
চতুর্ম্মুখস্তু সর্ব্বান্ত-ব্যাপ্তদেহো মহাতপাঃ।
হরিস্তু সর্ব্বব্যাপ্তোপি ভূতদেহো ন তু ক্বচিৎ।।
নৈবাস্য প্রাকৃতো দেহো প্রাদুর্ভাবেষ্বপি ক্বচিৎ।
ইতি নিবৃত্তে।। ১০।।

বিবৃতি— কারণশায়ী মহাবিষ্ণু অণ্ড নির্ম্মাণ করিয়া তন্মধ্যে আপনাকে প্রকাশিত করিলেন। সেই অণ্ডটি কারণজলে ভাসিতেছিল। অণ্ডপ্রবিষ্ট ভগবান্ গর্ভোদশায়ী বিষ্ণুর নাভিতে বিশ্ব-নামে পদ্ম উৎপন্ন হইল। ভোক্তা জীবকুলের আদি-পুরুষ ব্রহ্মা ঐ পদ্মে জন্মগ্রহণ করেন।।

সোঽসৃজৎ তপসা যুক্তো রজসা মদনুগ্রহাৎ।
লোকান্ সপালান্ বিশ্বাত্মা ভূর্ভুবঃস্বরিতি ত্রিধা।।১১।।

অন্বয়ঃ— রজসা (রজোগুণেন) যুক্তঃ বিশ্বাত্মা সঃ (ব্রহ্মা) মদনুগ্রহাৎ তপসা ভূঃ ভুবঃ স্বঃ ইতি ত্রিধা সপালান্ (লোকপাল-সহিতান্) লোকান্ (ভুবনানি ত্রীণি মহর্লোকাদীনপি) অসৃজৎ (সৃষ্টবান্)।। ১১।।

অনুবাদ— সেই বিশ্বাত্মা ব্রহ্মা রজোগুণে যুক্ত হইয়া আমার অনুগ্রহে তপোবলে ভূঃ, ভুবঃ স্বঃ—এই ত্রিলোক এবং লোকপালগণের সৃষ্টি করিয়াছিলেন।। ১১।।

বিবৃতি— বিষ্ণুর নাভিপদ্মজাত ব্রহ্মা ভগবৎকৃপাবলে তপঃপ্রভাবে ভূলোক, অন্তরীক্ষ ও স্বর্গ, মহঃ, জন, তপঃ ও সত্য এবং অতালাদি সপ্ত অবর লোক সৃষ্টি করিলেন। এই সমস্ত লোকই ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত।। ১১।।

দেবানামোক আসীৎ স্বর্ভূতানাঞ্চ ভুবঃ পদম্।
মর্ত্ত্যাদীনাঞ্চ ভূর্লোকঃ সিদ্ধানাং ত্রিতয়াৎ পরম্।। ১২

অন্বয়ঃ— স্বঃ (স্বর্লোকঃ) দেবানাম্ ওকঃ (নিবাসঃ) আসীৎ ভুবঃ (অন্তরিক্ষলোকঃ) চ ভূতানাং পদং (স্থানমাসীৎ) ভূঃ লোকঃ চ মর্ত্ত্যাদীনাং (মনুষ্যপ্রভৃতীনাং পদমাসীৎ) ত্রিতয়াৎ (লোকত্রয়াৎ) পরম্ (অতীতং মহর্লোকাদি) সিদ্ধানাং (সিদ্ধ জীবানাং পদমাসীৎ)।। ১২।।

অনুবাদ— স্বর্লোক দেবগণের, ভুবঃ লোক ভূতগণের এবং ভূ-লোক মনুষ্যপ্রভৃতির নিবাসস্থান। এই ত্রিলোকের অতীত মহঃ প্রভৃতি লোক সিদ্ধজীবগণের নিবাসস্থান।। ১২।।

বিবৃতি— স্বর্গলোকে দেবগণের বাসস্থান, ভূলোকে মরণশীল প্রাণিগণের বাসস্থান ও অন্তরীক্ষে উভয় লোকের তাৎকালিক বাসস্থান এবং ব্রহ্মাণ্ড হইতে মুক্তিপ্রয়াসী জনগণের চেষ্টার ফলরূপ সত্যাদি লোক-চতুষ্টয় নির্ম্মিত হইল।। ১২।।

অধোঽসুরাণাং নাগানাং ভূমেরোকোঽসৃজৎ প্রভুঃ।
ত্রিলোক্যাং গতয়ঃ সর্ব্বাঃ কর্ম্মণাং ত্রিগুণাত্মনাম্।। ১৩

অন্বয়ঃ— প্রভুঃ (ব্রহ্মা) ভূমেঃ অধঃ (অতলাদি) অসুরাণাং নাগানাং (চ) ওকঃ (নিবাসম্) অসৃজৎ (রচয়ামাস) ত্রিগুণাত্মনাং কর্ম্মণাম্ (এব) ত্রিলোক্যাং (পাতালাদিসহিতে লোকত্রয়ে) সর্ব্বাঃ গতয়ঃ (দেবাদিরূপেণ ভবন্তি)।

অনুবাদ— প্রভু ব্রহ্মা ভূমির নিম্নদেশে অসুর ও নাগগণের আবাসস্থানরূপে অতল প্রভৃতি লোক নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ত্রিগুণাত্মক কর্ম্মবশতঃ জীব পাতালাদি লোকসমূহের সহিত ত্রিলোক-মধ্যে দেবাদিরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে।। ১৩।।

বিবৃতি— অতলাদি লোক-সকল নাগগণের জন্য সৃষ্ট হইল। ত্রিগুণতাড়িত মানবজাতি কর্ম্মফলবাধ্য হইয়া বিভিন্ন লোকে গতিবিশিষ্ট হয়।। ১৩।।

যোগস্য তপসশ্চৈব ন্যাসস্য গতয়োঽমলাঃ।
মহর্জনস্তপঃ সত্যং ভক্তিযোগস্য মদ্গতিঃ।। ১৪।।

অন্বয়ঃ— যোগস্য তপসঃ ন্যাসস্য চএব মহঃ জনঃ তপঃ সত্যম্ (ইতি) অমলাঃ (বিশুদ্ধাঃ) গতয়ঃ (ভবন্তি) ভক্তিযোগস্য মদ্গতিঃ (বৈকুণ্ঠলোকো ভবতি)।। ১৪।।

অনুবাদ— যোগ, তপঃ ও ন্যাস-হেতু মহঃ, জন, তপঃ ও সত্যলোকে বিশুদ্ধ গতিলাভ এবং মদ্ভক্তিহেতু বৈকুণ্ঠপ্রাপ্তি হইয়া থাকে।। ১৪।।

বিশ্বনাথ— কর্ম্মণাং তদ্বতাং যোগস্যাষ্টাঙ্গস্য ন্যাসস্য জ্ঞানস্যেতি এতত্রিতয়বতাং মহরাদয়শ্চত্বারো লোকা গতয়ঃ প্রাপ্যাঃ। মদ্গতির্বৈকুণ্ঠলোকঃ ভক্তিযোগস্য নির্গুণস্য তদ্বতাং নির্গুণানাং প্রাপ্যোঽপি বৈকুণ্ঠলোকো নির্গুণ এবেতি ভাবঃ।। ১৪।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— কর্ম্মসমূহের তদ্যুক্ত অষ্টাঙ্গ যোগের ন্যাস অর্থাৎ জ্ঞানের এই তৃতীয়রূপে মহৎ আদি চারিটি লোক প্রাপ্য, মদ্গতি অর্থাৎ বৈকুণ্ঠলোক ভক্তিযোগের নির্গুণ সাধকের প্রাপ্য। বৈকুণ্ঠলোক নির্গুণই।।

মধ্ব—

মহরাদীনামপি ভক্তিযোগোঽপেক্ষিত এব,
আধিক্যেনাপেক্ষিতত্বাদ্ "ভক্তিযোগস্য মদ্গতিঃ"
ইত্যুক্তম্।

নৈব বিষ্ণবভক্তস্য মহর্লোকাদিকা গতিঃ।
ভক্ত্যুদ্রেকাৎ ক্রমাদূর্দ্ধং যাবদ্বিষ্ণুপ্রবেশনম্।।
এবং জ্ঞানং বিনা নাপি মহর্লোকাদিকা গতিঃ।
জ্ঞানোদ্রেকাৎ ক্রমাদূর্দ্ধং যাবদ্বিষ্ণুপ্রবেশনম্।
নিত্যশো ভগবদ্রূপস্যাপরোক্ষ্যেণ দর্শনম্।
মুহূর্ত্তমাত্রং জ্ঞানং স্যান্মহাজ্ঞানং ততোধিকম্।।
জ্ঞানেন ব্রহ্মলোকঃ স্যান্মহাজ্ঞানাদ্ধরের্গতিঃ।
সদৈবাখণ্ডিতং জ্ঞানং তপ ইত্যুচ্যতে বুধৈঃ।।
অপরোক্ষদৃশা যুক্তং নিত্যং ষণ্মাত্র-কালয়া।
অপরোক্ষদৃশা-নিত্যং একমাত্রাযুজা যুতম্।।
যোগনাম্না সমুদ্দিষ্টং ধ্যানং নিত্যমখণ্ডিতম্।
তচ্চতুর্ভাগয়া নিত্যমপরোক্ষদৃশা যুতম্।।
পাদযোগাখ্যমুদ্দিষ্টং ধ্যানং নিত্যমখণ্ডিতম্।
পাদযোগান্মহর্লোকো জনোলোকস্তু যোগতঃ।।

তপসস্তু তপোলোকঃ প্রাপ্যতে নান্যতঃ ক্বচিৎ।
ইতি ধ্যানযোগে।। ১৩-১৪।।

বিবৃতি— তপস্যা, যোগ ও সন্ন্যাসাদি-প্রভাবে নির্ম্মল গতি লাভ করিয়া জীবগণ মহঃ, জন, তপঃ ও সত্য-লোক লাভ করেন। এই সকল লোকলাভ অল্পকালের জন্য সংঘটিত হয়। অর্জ্জিত কারণ ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে সেই লোকসমূহ হইতে বিচ্যুতিলাভ ঘটে। কিন্তু নিত্য বাস্তব বস্তু ভগবানের সেবা-যোগপ্রভাবে নিত্য বৈকুণ্ঠগতি লাভ ঘটে।। ১৪।।

ময়া কালাত্মনা ধাত্রা কর্ম্মযুক্তমিদং জগৎ।
গুণপ্রবাহ এতস্মিন্নুন্মজ্জতি নিমজ্জতি।। ১৫।।

অন্বয়ঃ— কালাত্মনা (কালশক্তিনা) ধাত্রা (পরমেশ্বরেণ) ময়া (কর্ম্মফলপ্রদেন হেতুভূতেন) কর্ম্মযুক্তম্ ইদং জগৎ এতস্মিন্ গুণপ্রবাহে (সংসারে) উন্মজ্জতি (আসত্য-লোকমুত্তমা গতীঃ প্রাপ্নোতি পুনঃ) নিমজ্জতি (আস্থাবরং নীচা গতীশ্চ প্রাপ্নোতি)।। ১৫।।

অনুবাদ— কালাত্মক পরমেশ্বরস্বরূপ আমার কর্ম্ম-ফলদাতৃত্বনিবন্ধন এই কর্ম্মযুক্ত জগৎ এই গুণপ্রবাহজাত সংসারে উচ্চনীচ-গতি লাভ করিতেছে।। ১৫।।

বিশ্বনাথ— গুণময্যো গতয়স্তু চলা এবেত্যাহ— ময়া কালশক্তিনা ধাত্রা পরমেশ্বরেণ কর্ম্মফলপ্রদেন ইদং জগৎ সৃষ্টমিতি শেষঃ। গুণপ্রবাহে সংসারে উন্মজ্জতি আসত্যলোকমুত্তমাঃ গতীঃ প্রাপ্নোতি পুনর্নিমজ্জতি আস্থা-বরং নীচা গতীঃ প্রাপ্নোতি।। ১৫।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—গুণময়ীগতি সমূহ কিন্তু চঞ্চলাই ইহাই বলিতেছেন—আমি কালশক্তিধারী পরমেশ্বর কর্ম্ম-ফল প্রদাতা এই জগৎ সৃষ্টি করিয়াছি। গুণপ্রবাহরূপ সংসারে উর্দ্ধদিকে সত্যলোক পর্য্যন্ত উত্তমগতি প্রাপ্ত হয়। নিম্নদিকে পুনরায় স্থাবর হইতে নীচগতি সমূহ প্রাপ্ত হয়।। ১৫।।

মধ্ব— কালাত্মনা জ্ঞানাদ্যাত্মনা ।। ১৫।।

বিবৃতি— যাঁহারা ভক্তিযোগ অবলম্বন করেন না, তাঁহারা গুণজাত জগতে ডুবিয়া যান ও ভাসিয়া উঠেন। আমি বিধাতা হইয়া কালের দ্বারা কর্ম্মফলভোগী-জীব-গণকে এই চতুর্দ্দশ ভুবনে বিচরণ করাইয়া থাকি।। ১৫

অণুর্বৃহৎ কৃশঃ স্থূলো যো যো ভাবঃ প্রসিদ্ধ্যতি।
সর্ব্বোঽপ্যুভয়সংযুক্তঃ প্রকৃত্যা পুরুষেণ চ।। ১৬।।

অন্বয়ঃ— অণুঃ বৃহৎ কৃশঃ স্থূলঃ যঃ যঃ ভাবঃ (ধর্ম্ম) প্রসিদ্ধ্যতি (বর্ত্ততে) সর্ব্বঃ অপি (তাদৃশো ভাব-সমুদয়ঃ) প্রকৃত্যা পুরুষেণ চ উভয়সংযুক্তঃ (এতেনো-ভয়েন সংযুক্তো ব্যাপ্তো ভবতি)।। ১৬।।

অনুবাদ— অণু, বৃহৎ, কৃশ, স্থূল প্রভৃতি যে-যে ভাব জগতে বর্ত্তমান, তৎসমুদয়ই প্রকৃতি ও পুরুষকর্ত্তৃক ব্যাপ্ত রহিয়াছে।। ১৬।।

বিশ্বনাথ—কারণেন কার্য্যস্য ব্যাপ্তিমাহ,—অণুরিতি। ভাবঃ কার্য্যভূতঃ পদার্থঃ।। ১৬।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— কারণের সহিত কার্য্যের ব্যাপ্তি বলিতেছেন—ভাব কার্য্যস্বরূপ পদার্থ।। ১৬।।

বিবৃতি— ভোক্তৃ-ভোগ্য-ধর্ম্মাধিষ্ঠান পুরুষ-প্রকৃতি, ক্ষুদ্র-বৃহৎ, কৃশ-স্থূল প্রভৃতি এতদুভয়ের যোগেই ভাব-সংযুক্ত হয়।। ১৬।।

যস্তু যস্যাদিরন্তশ্চ স বৈ মধ্যঞ্চ তস্য সন্।
বিকারো ব্যবহারার্থো যথা তৈজসপার্থিবাঃ।। ১৭।।

অন্বয়ঃ— যঃ তু (ভাবঃ) যস্য (কার্য্যস্য) আদিঃ (কারণং তথা) অন্ত (লয়স্থানং) চ তস্য (কার্য্যস্য) মধ্যং চ (মধ্যাবস্থাপি) বৈ (নূনং) সঃ সন্ (স এব সৎপদার্থো ভবতি) তৈজসপার্থিবাঃ (তৈজসাঃ রুটককুণ্ডলাদয়ঃ পার্থিবা ঘটশরাবাদয়শ্চ যথা কেবলং ব্যবহারার্থা ভবন্তি তথা) বিকারঃ (সর্ব্বোঽপি) ব্যবহারার্থঃ (ব্যবহার এব অর্থঃ প্রয়োজনং যস্য স তথৈব ভবতি, বস্তুতস্তু কারণমেব সত্যমিত্যর্থঃ)।। ১৭।।

অনুবাদ— যে-সৎপদার্থ যে-কার্য্যের উৎপত্তি ও বিনাশের স্থান অর্থাৎ উপাদান-কারণ, সেই সৎপদার্থ সেই কার্য্যের মধ্য অর্থাৎ বর্ত্তমান অবস্থানস্বরূপও হইয়া থাকে। তৈজস-কটক-কুণ্ডলাদি এবং পার্থিব-ঘটাদি যেরূপ কেবল ব্যবহারিক পদার্থমাত্র, সেইরূপ বিকারবস্তুমাত্রই ব্যবহারিক, পরন্তু কারণ-পদার্থে একমাত্র সত্যবস্তু।। ১৭।।

বিশ্বনাথ— তস্মাৎ কার্য্যস্য কারণাত্মকত্বমেবেতি দর্শয়তি,—যস্ত্বিতি। যস্য কার্য্যস্য বা আদিঃ কারণং অন্তঃ লয়স্থানঞ্চ তস্য মধ্যং মধ্যাবস্থাপি স এব সন্ সত্য এব। অয়মর্থঃ পূর্ব্বমবিকৃতং কারণমেব পশ্চাৎ বিকৃতং সৎ কার্য্যত্বমাপদ্যতে, ন তু কার্য্যং কারণাং পৃথগ্‌ভূতং বস্তু ভবতি। অতঃ কার্য্যস্য মিথ্যাত্বে কারণস্যাপ্যংশেন মিথ্যাত্বপ্রসক্তেঃ কার্য্যকারণে উভে অপি সত্যে এবেতি। যস্মাদেবং তস্মাৎ বিকারঃ কার্য্যং পদার্থো ব্যবহারার্থো ব্যবহারার্থস্যাভ্রান্তানাং সত্যেনৈব বস্তুনা সিদ্ধেঃ সত্য ইত্যর্থঃ। যথা তৈজসাঃ কটককুণ্ডলাদয়ঃ, পার্থিবা ঘটশরাবাদয়শ্চ সত্যা এব ব্যবহ্রিয়ন্তে।। ১৭।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—সেই হেতু কার্য্যের কারণাত্মকতাই দেখাইতেছেন— যে-কার্য্যের যাহা আদি কারণ, অন্তলয় স্থান ও তাহার মধ্যে মধ্য অবস্থাও তাহাই হয়। ইহা সত্যই, ইহার অর্থ পূর্ব্বে অবিকৃত কারণই, পরে বিকৃত হইয়া কার্য্যরূপ প্রাপ্ত হয়। কার্য্য কারণ হইতে পৃথক্ বস্তু নহে, অতএব কার্য্য মিথ্যা হইলে কারণেরও অংশত মিথ্যাত্ব আসিয়া পড়ে। কার্য্য ও কারণ উভয়ই সত্যই যেহেতু এইরূপ সেই হেতু বিকার কার্য্য পদার্থ ব্যবহার পদার্থ অভ্রান্তগণের সত্যরূপেই বস্তুসিদ্ধ সত্য ইহাই অর্থ। যেমন তৈজস পদার্থ কটক কুণ্ডলাদি, পার্থিব ঘটসরা আদি সত্যই ব্যবহার করা হয়।। ১৭।।

মধ্ব—

প্রকৃতেস্তু বিকারাণাং কোট্যংশো ভেদ ইষ্যতে।
তথৈবাকাশতো ভেদঃ সোঽপি নাভেদবর্জ্জিতঃ।।
ভেদাভেদমতঃ প্রাহুরভেদং বা তয়োর্বুধাঃ।
ইতি বিবেকে।

পারমার্থিকসত্যত্বং স্বাতন্ত্র্যমভিধীয়তে।
তদ্বিষ্ণোরেব নান্যস্য তদন্যেষাং সদাস্তিতা।।
ইতি চ।। ১৭।।

বিবৃতি— কালের অধীনতায় স্বর্ণ হইতে কুণ্ডলের ন্যায়, মৃত্তিকা হইতে ঘটের ন্যায় বিভিন্ন পরিণতি লাভ করিয়া আদি, মধ্য ও অন্ত্য-ভাববিশিষ্ট হয়। এই বিকারজনিত ভাবসকল অনিত্য।। ১৭।।

যদুপাদায় পূর্ব্বস্তু ভাবো বিকুরুতেঽপরম্।
আদিরন্তো যদা যস্য তৎ সত্যমভিধীয়তে।। ১৮।।

অন্বয়ঃ— যৎ (রূপম্) উপাদায় (উপাদানকারণতয়া স্বীকৃত্য) পূর্ব্বঃ (কারণরূপো মহদাদিঃ) ভাবঃ অপরম্ (অহঙ্কারাদিকং ভাবং) বিকুরুতে তু (সৃজতি স এব সন্নিতি পূর্ব্বেণান্বয়ঃ) যদা (যস্মিন্ কালে যৎ) যস্য (কার্য্যস্য) আদিঃ অন্তঃ চ বিবক্ষ্যতে (বক্তুমিষ্যতে তদা তু) তৎ (এব) সত্যম্ অভিধীয়তে (সত্যত্বেন কথ্যতে তস্মান্মৃত্তিকেত্যেব সত্যমিত্যাদিশ্রুতির্নি বিরুধ্যত ইত্যর্থঃ)।।

অনুবাদ— যে মূলবস্তুকে উপাদন-কারণ-রূপে গ্রহণ করিয়া মহত্তত্ত্ব প্রভৃতি পদার্থ অহঙ্কারাদি অপর বিকারপদার্থের সৃষ্টি করে, সেই উপাদান-কারণই যথার্থ সত্যবস্তু; পরন্তু যে-কালে যে-পদার্থ যে-কার্য্যের আদি ও অন্ত্য-কারণরূপে বিবক্ষিত হয়, তৎকালে উহাই সত্যরূপে কথিত হয় বলিয়া শ্রুতিতে দৃষ্টান্তস্থলে মৃত্তিকাপদার্থকে সত্য বলায় কোনরূপ বিরোধ হয় না।। ১৮।।

বিশ্বনাথ—কিঞ্চ কার্য্যকারণয়োরুভয়োঃ সত্যত্বেঽপি মৃত্তিকেত্যেব সত্যমিতিশ্রুত্যা যদুচ্যতে তৎ সত্যশব্দেন কারণমেবোচ্যত ইত্যাহ,—যদ্বস্তু উপাদায় পূর্ব্বো ভাবঃ পরং বিকুরুতে সৃজতি তৎ সত্যং যথা পিণ্ডো মৃদুপাদায় স্বয়ং নিমিত্তভূতো ঘটং সৃজতি তন্মৃদেব সত্যম্। কিঞ্চ যদ্‌যদা যস্যাদিরন্তশ্চ ভবতি তদা তৎ সত্যমভিধীয়তে ইতি মৃদঃ সত্যত্বং ঘটমপেক্ষ্য কারণত্বমিতি মৃদাদীনামাপেক্ষিকং সত্যত্বম্, প্রকৃতেস্তু পরমকারণত্বলক্ষণ-

মাত্যন্তিকং সত্যত্বমায়াতম্। অত্র কারণস্যৈব কার্য্যরূপত্বেন প্রতিপাদনাদুভয়োরপি কার্য্যকারণয়োর্বস্তুতঃ সত্যত্বেঽপি 'তৎ সত্যমভিধীয়ত' ইত্যুক্তেঃ কারণস্য সত্যমিতি নামৈব ভগবতা কৃতমিত্যবসীয়তে। মৃত্তিকেত্যেব সত্যমিতি শ্রুতেঃ। সৎকার্য্যবাদেঽপি ব্যাখ্যানার্থং। অতএব সৎ সত্যং ভবতীত্যপ্রযুজ্য তৎ সত্যমভিধীয়তে ইত্যুক্তম্। ব্যাখ্যানান্তরেঽধ্যায়েঽস্মিন্ মায়াবাদস্যাপ্রসঙ্গাৎ কার্য্যকারণয়োর্লক্ষণস্য সর্বৈরেব জ্ঞাতত্বাদ্‌বাক্যস্যাস্য বৈয়র্থ্যমেবাপদ্যেতেত্যবধেয়ম্।। ১৮।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— আর কার্য্য ও কারণ উভয়ের সত্যতা থাকিলেও মৃত্তিকা এইরূপেই সত্য এই শ্রুতিদ্বারা যাহা বলা হয় তাহা সত্যশব্দ দ্বারা কারণকেই বলা হয়। ইহাই বলিতেছেন— যে বস্তু গ্রহণ করিয়া পূর্ব্বভাব, পরে বিকার প্রাপ্ত হইয়া সৃজন করা হয়, তাহা সত্য। যেমন মাটির পিণ্ড লইয়া কুম্ভকার স্বয়ং নিমিত্ত কারণ হইয়া ঘট সৃজন করে, সেই মৃত্তিকাই সত্য। আর যাহা যখন যাহার আদি ও অন্ত হয়, সেইরূপ সত্য বলা হয়। এইরূপে মাটির সত্যতা ঘট অপেক্ষায় কারণতা, এইরূপে মৃত্তিকাদির আপেক্ষিক সত্যত্ব, কিন্তু প্রকৃতির পরম কারণতা লক্ষণ আত্যন্তিক সত্যত্ব আসিয়া গেল। এস্থলে কারণেরই কার্য্যরূপে প্রতিপাদন হেতু উভয়েরই কার্য্য ও কারণের বস্তুত সত্যত্বই "তৎ সত্যম্" এইরূপ বলা হয়। কারণের সত্য নামই ভগবান করিয়াছেন। ইহা প্রতিপাদিত হয়, মৃত্তিকা এই প্রকারে সত্য ইহা শ্রুতিবাক্য। সৎ কার্য্যবাদেও ব্যাখ্যানের জন্য। অতএব 'সৎ সত্য হয়' এইরূপ প্রয়োগ না করিয়া 'তাহা সত্য' এইরূপ বলা হইয়াছে। অন্য ব্যাখ্যাতে এই অধ্যায়ে মায়াবাদের প্রসঙ্গ না থাকায় কার্য্য ও কারণের লক্ষণ সকলেই জানেন, অতএব এই বাক্যের ব্যর্থতাই প্রতিপাদিত হয়, ইহাই জানিবেন।। ১৮।।

মধ্ব— যদ্‌ব্রহ্মোপাদায় পূর্ব্বে প্রকৃত্যাদিরাদিরন্তশ্চ যদ্‌ব্রহ্মণি যস্মাত্তস্মাদ্ ব্রহ্ম পরমার্থসত্যম্।। ১৮।।

বিবৃতি— ভাববিচিত্রতার ভিন্ন ভিন্ন জ্ঞেয় পদার্থের সত্যত্বে ব্যাঘাত নাই। উহাদের তাৎকালিকতা বা বিকারযোগ্যতার সত্যত্বে নশ্বরতা আরোপ করিতে হইবে। পরন্তু মিথ্যাত্ব আরোপ করা কর্ত্তব্য নহে। ভগবান্ সত্যবস্তু, সুতরাং তাঁহার কৃতকার্য্যসমূহে নশ্বরতা দেখিয়া ভগবত্তার বা ভগবৎকার্য্যে মিথ্যাত্ব কল্পনা করা কর্ত্তব্য নহে। তবে তাৎকালিক বিকারজনিত অবস্থার নিত্যত্ব স্বীকৃত হয় না। ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত অনিত্যভাব বৈকুণ্ঠস্থিত নিত্য সত্য হইতে পৃথগ্ বিচারে অবস্থিত।। ১৮।।

প্রকৃতির্যস্যোপাদানমাধারঃ পুরুষঃ পরঃ।
সতোঽভিব্যঞ্জকঃ কালো ব্রহ্ম তৎত্রিতয়ন্ত্বহম্।। ১৯।।

অন্বয়ঃ—অস্য সতঃ (কার্য্যস্য) উপাদানং যা প্রকৃতিঃ (যশ্চ তস্যাঃ) আধারঃ (অধিষ্ঠাতা) পরঃ পুরুষঃ (যশ্চ গুণক্ষোভেণ তস্যাঃ) অভিব্যঞ্জকঃ কালঃ (ভবতি) তৎ ত্রিতয়ং তু ব্রহ্ম (ব্রহ্মরূপঃ) অহম্ (অহমেব ভবামি ন তু পৃথগিত্যর্থঃ)।। ১৯।।

অনুবাদ—এই সৎকার্য্যের উপাদান প্রকৃতি, প্রকৃতির অধিষ্ঠাতা পুরুষ এবং তাহার অভিব্যঞ্জক কাল, এই পদার্থত্রয় আমারই স্বরূপ, আমা হইতে ভিন্ন নহে।। ১৯।।

বিশ্বনাথ— ননু তর্হি পরমেশ্বরস্য তব কথং পরমকারণত্বলক্ষণমাত্যন্তিকস্যত্বং তত্রাহ,—প্রকৃতিরিতি। অস্য সতঃ কার্য্যস্যোপাদানং যা প্রকৃতিঃ প্রসিদ্ধা, যশ্চাস্য আধারঃ কেষাঞ্চিন্মতে অধিষ্ঠানকারণং পুরুষঃ, যশ্চ গুণক্ষোভেণাভিব্যঞ্জকঃ কালো নিমিত্তং, তত্রিতয়ং ব্রহ্মরূপোঽহমেব, প্রকৃতেঃ শক্তিত্বাৎ, পুরুষস্য মদংশত্বাৎ, কালস্য মচ্চেষ্টারূপত্বাৎ, তত্রিতয়মহমেব। এবঞ্চ প্রকৃতের্জগদুপাদানত্বাদেব মম জগদুপাদনত্বম্। কিঞ্চ তস্যা বিকারিত্বেঽপি ন মে বিকারিত্বং, তস্য মচ্ছক্তিত্বেঽপি মৎস্বরূপশক্তিত্বাভাবাৎ, কিন্তু বহিরঙ্গশক্তিত্বমেব, মৎস্বরূপস্য মায়াতীতত্বেন সর্ব্বশাস্ত্রপ্রসিদ্ধেঃ।। ১৯।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— প্রশ্ন—তাহা হইলে পরমেশ্বর তোমার কিরূপে পরম কারণত্বরূপ আত্যন্তিক সত্যতা? তাহার উত্তরে বলিতেছেন—এই সৎ কার্য্যের উপাদান

যে প্রকৃতি তাহা প্রসিদ্ধ। যিনি ইহার আধার কাহার কাহার মতে অধিষ্ঠান কারণ পুরুষ এবং যিনি গুণ ক্ষোভদ্বারা ইহার প্রকাশক 'কাল' নিমিত্ত কারণ এই তিন ব্রহ্মরূপ আমিই প্রকৃতি সত্যহেতু পুরুষ আমার অংশহেতু, কাল আমার চেষ্টা হেতু, এই তিন আমিই এইরূপে প্রকৃতি জগতের উপাদান হেতু আমিই জগৎ উপাদান। আর প্রকৃতি বিকারী হইলেও আমার বিকারিত্ব নাই। প্রকৃতি আমার শক্তি হইলেও আমার স্বরূপ শক্তি নহে। কিন্তু বহিরঙ্গা শক্তিই আমার স্বরূপ মায়াতীত রূপে সর্ব্ব শাস্ত্র প্রসিদ্ধ।। ১৯।।

মধ্ব—

পরঃ পুরুষো হিরণ্যগর্ভঃ কালোঽপি রূপান্তরেণ স এব।
কালাভিমানী ব্রহ্মা তু কাল ইত্যভিশব্দিতঃ।
সর্ব্বজীবাভিমানী স পরঃ পুরুষঃ উচ্যতে।।
প্রকৃতির্নাম তৎপত্নী প্রকৃতেরভিমানিনী।
সা প্রসূতে জগৎ সর্ব্বং সূত্রমারভ্য সর্ব্বশঃ।।
ইতি চ।
আধারো ব্যঞ্জকশ্চৈব প্রসবিতা চ কেশবঃ।
কালপ্রকৃতিপুংসাঞ্চ তন্মূলপ্রকৃতেরপি।।
আধারো ব্যঞ্জকশ্চৈব সর্ব্বস্যাপি নিয়ামকঃ।
ইতি চ।। ১৯।।

বিবৃতি— নিমিত্ত-কারণ ভগবান্ উপাদান-কারণে শক্তি নিহিত করিয়া তৃতীয় পদার্থ কালের দ্বারা সেই ভগবদ্‌বস্তু হইতে অভিন্ন—এই বিচার বুঝিতে পারিলেই পরমেশ্বর, তদধীনা প্রকৃতি ও কাল—এই তিন বস্তুই যে ভগবদধিষ্ঠানে অনুস্যূত, তাহা জানা যায়।। ১৯।।

সর্গঃ প্রবর্ত্ততে তাবৎ পৌর্ব্বাপর্য্যেণ নিত্যশঃ।
মহান্ গুণবিসর্গার্থঃ স্থিত্যন্তো যাবদীক্ষণম্।। ২০।।

অন্বয়ঃ— যাবৎ ঈক্ষণং (যাবৎ কালং পরমেশ্বরস্যেক্ষণং ভবতি) তাবৎ (তৎকালং যাবৎ) নিত্যশঃ (অবিচ্ছেদেন) পৌর্ব্বাপর্য্যেণ (পিতৃপুত্রাদিরূপেণ) গুণবিসর্গার্থঃ (গুণেষু দেহেষু বিবিধতয়া সৃজ্যত ইতি গুণবিসর্গো জীবস্তদর্থস্তদ্‌ভোগ-প্রয়োজনঃ) স্থিত্যন্তঃ (স্থিতেরন্তং যাবৎ) মহান্ (বহুলঃ) সর্গঃ (সৃষ্টিপ্রবাহঃ) প্রবর্ত্ততে।। ২০।।

অনুবাদ— যে-কালপর্য্যন্ত সৃষ্টিবিষয়ে পরমেশ্বরের ঈক্ষণ হয়, সে কালপর্য্যন্ত জীবের ভোগের জন্য পিতৃ-পুত্রাদি অবিচ্ছিন্ন ক্রমে বহুল সৃষ্টিপ্রবাহ প্রবর্ত্তিত থাকে।।

বিশ্বনাথ— জগৎ সর্গোঽয়ং কিয়ৎ কালাবধিরিতি চেৎ স্থিতিকালপর্য্যন্ত ইত্যাহ,—সর্গ ইতি। মহানতিবহুলঃ পৌর্ব্বাপর্য্যেণ পিতৃপুত্রাদিরূপেণ, নিত্যশোঽবিচ্ছেদেন, কিমর্থঃ গুণেষু দেহেষু বিবিধয়া সৃজ্যত ইতি গুণবিসর্গো জীবস্তদর্থস্তদ্ভোগাদিপ্রয়োজনকঃ। স চ সর্গস্তাবৎ প্রবর্ত্ততে যাবৎ স্থিত্যন্তঃ স্থিতেঃ পালনস্যান্তঃ সমাপ্তিঃ। স চান্ত এব কিমবধিকস্তত্রাহ,—যাবদীক্ষণং পালনেচ্ছানুকূলমিত্যর্থঃ।। ২০।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— জগৎ সৃষ্টি এই কি পরিমাণ কাল, ইহার শেষ কোথায়? ইহা যদি জিজ্ঞাসা কর স্থিতি-কাল পর্য্যন্ত ইহাই বলিতেছেন—মহান্ অর্থাৎ অতিবহুল পূর্ব্বপরভাবে পিতৃ পুত্রাদিরূপের নিত্য নিত্য অবিচ্ছেদে। কি কারণ? গুণ অর্থাৎ দেহসমূহের দ্বিবিধ প্রকার সৃষ্টি হয় এই অর্থে গুণ বিসর্গ জীব তাহার জন্য তাহার ভোগাদি প্রয়োজনে সেই সৃষ্টিও সেই কাল পর্য্যন্ত থাকে যে পর্য্যন্ত পালনের সমাপ্তি হয় সেই অন্ত্যই কি পর্য্যন্ত? তাহার উত্তরে বলিতেছেন—পালনের ইচ্ছার অনুকূল পরমেশ্বর যে পর্য্যন্ত ঈক্ষণ করেন।। ২০।।

মধ্ব— যাবৎ স্থিতিরস্তি তাবদুৎপত্তিরস্ত্যেব।
যাবদীক্ষণং যাবৎ প্রলয়ঃ স্যাদিতি
ভগবতঃ স্মরণম্।। ২০।।

বিবৃতি—ভগবদীক্ষণ কাল-পর্য্যন্ত প্রকৃতি ও কালের বৈশিষ্ট্য লক্ষিত হয়। ভগবদ্বিমুখগণের তাৎকালিক ভোগের জন্যই কাল ও প্রাকৃত জগৎ সৃষ্ট হয়। ভগবৎ-সেবার উন্মুখতা না থাকিলে জড়জগৎ ভোগ্যরূপে প্রতিপন্ন হয়।। ২০।।

বিরাণ্ময়াসাদ্যমানো লোককল্পবিকল্পকঃ।
পঞ্চত্বায় বিশেষায় কল্পতে ভুবনৈঃ সহ।। ২১।।

অন্বয়ঃ— ময়া (কালাত্মনা) আসাদ্যমানঃ (ব্যাপ্যমানঃ) বিরাট্ (ব্রহ্মাণ্ডং) লোককল্পবিকল্পকঃ (লোকানামহরহঃ কল্পাঃ সৃষ্টিপ্রলয়া বিবিধাঃ কল্পন্তে যস্মিন্ স তথাভূতোঽপি) ভুবনৈঃ সহ পঞ্চত্বায় (পঞ্চত্বরূপায়) বিশেষায় (বিভাগায়) কল্পতে (যোগ্যো ভবতি)।। ২১।।

অনুবাদ— আমাকর্ত্তৃক কালরূপে আক্রান্ত ব্রহ্মাণ্ড বিবিধ জীবসৃষ্টি-প্রলয়যুক্ত হইয়াও নিখিলভুবনের সহিত পঞ্চত্বরূপ বিভাগযোগ্য হইয়া থাকে।। ২১।।

বিশ্বনাথ— তদনন্তরং কিং ভবিষ্যতীতি চেৎ, প্রলয় এবেতি তং নিরূপয়তি,—বিরাট্ ব্রহ্মাণ্ডং ময়া কালাত্মনা ব্যাপ্যমানঃ লোকানাং ভূরাদীনাং মনুষ্যতির্য্যগাদীনাং বা কল্পঃ সামান্যতঃ কল্পনা বিকল্পো বিশেষতশ্চ কল্পনা, যত্র সঃ। পঞ্চত্বায় বিশেষায় পঞ্চত্বরূপো যো বিশেষঃ বিভাগস্তস্মৈ তং প্রাপ্তুং কল্পতে যোগ্যো ভবতি, পঞ্চত্বং মৃত্যুঃ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— তাহার ফলে কি হইবে? ইহা যদি বল, প্রলয় হইবে, তাহা নিরূপণ করিতেছেন—বিরাট ব্রহ্মাণ্ডকে কালরূপী আমি ব্যাপিয়া ভূলোক আদির বা মনুষ্য-পশু-পক্ষী আদির কল্প সামান্য ভাবে কল্পনা, বিকল্প বিশেষভাবে কল্পনা, যেখানে বিশেষরূপে পঞ্চত্বরূপ যে বিশেষ বিভাগ সেই কারণে তাহাকে পাইবার যোগ্য হয়। পঞ্চত্ব অর্থাৎ মৃত্যু।। ২১।।

মধ্ব—

বিশেষেণ গুণোদ্রেকাৎ বিশেষঃ পৃথিবী স্মৃতা।
ইতি প্রবৃত্তে।

পঞ্চত্বানন্তরমবিশেষায়।। ২১।।

বিবৃতি— আমি ভগবান্—কালাত্মক; বিরাট্ ব্রহ্মাণ্ডের জন্ম, স্থিতি ও ভঙ্গ প্রভৃতি বিশেষ ধর্ম্ম উহাতে আরোপ করিয়াছি।। ২১।।

অন্নে প্রলীয়তে মর্ত্ত্যমন্নং ধানাসু লীয়তে।
ধানা ভূমৌ প্রলীয়ন্তে ভূমির্গন্ধে প্রলীয়তে।। ২২।।

অপ্সু প্রলীয়তে গন্ধ আপশ্চ স্বগুণে রসে।
লীয়তে জ্যোতিষি রসো জ্যোতী রূপে প্রলীয়তে।। ২৩
রূপং বায়ৌ স চ স্পর্শে লীয়তে সোঽপি চাম্বরে।
অম্বরং শব্দতন্মাত্রে ইন্দ্রিয়াণি স্বযোনিষু।। ২৪।।
যোনির্বৈকারিকে সৌম্য লীয়তে মনসীশ্বরে।
শব্দো ভূতাদিমপ্যেতি ভূতাদির্মহতি প্রভুঃ।। ২৫।।
স লীয়তে মহান্ স্বেষু গুণেষু গুণবত্তমঃ।
তেঽব্যক্তে সম্প্রলীয়ন্তে তৎকালে লীয়তেঽব্যয়ে।। ২৬
কালো মায়াময়ে জীবে জীব আত্মনি ময্যজে।
আত্মা কেবল আত্মস্থো বিকল্পাপায়লক্ষণঃ।। ২৭।।

অন্বয়ঃ— (ইদানীং লয়ক্রমমাহ) মর্ত্ত্যং (শরীরম্) অন্নে (যোনোপচিতং তস্মিন্নন্নে) প্রলীয়তে অন্নং ধানাসু (বীজেষু) লীয়তে (বীজমাত্রাবশেষং ভবতীত্যর্থঃ) ধানাঃ (বীজানি) ভূমৌ প্রলীয়ন্তে (উপ্তা ন প্ররোহন্তীত্যর্থঃ) ভূমিঃ গন্ধে (গন্ধতন্মাত্রে) প্রলীয়তে, গন্ধঃ অপ্সু প্রলীয়তে আপঃ চ স্বগুণে রসে (রসতন্মাত্রে লীয়ন্তে) রস জ্যোতিষি লীয়তে জ্যোতিঃ রূপে (রূপতন্মাত্রে) প্রলীয়তে রূপং বায়ৌ (প্রলীয়তে) সঃ (বায়ু) চ স্পর্শে (স্পর্শতন্মাত্রে) লীয়তে সঃ (স্পর্শঃ) চ অপি অম্বরে (আকাশে লীয়তে) অম্বরং শব্দতন্মাত্রে (লীয়তে) ইন্দ্রিয়াণি স্বযোনিষু (স্বপ্রবর্ত্তকদেবতাসু লীয়ন্তে হে) সৌম্য! যোনিঃ (যোনয়ো দেবতাস্তু) ঈশ্বরে (নিয়ন্তরি) মনসি লীয়তে (মনশ্চ) বৈকারিকে (অহঙ্কারে লীয়তে) শব্দঃ ভূতাদিং (তামসাহঙ্কারম্) অপ্যেতি (তস্মিন্ লীয়ত ইত্যর্থঃ) প্রভুঃ (প্রভাবশালী জগন্মোহকত্বাদিত্যর্থঃ) ভূতাদিঃ (ত্রিবিধোঽপ্যহঙ্কার ইতি যাবৎ) মহতি (মহত্তত্ত্বে জড়াংশং বিহায় জ্ঞানক্রিয়াশক্তিমাত্ররূপো ভবতি) গুণবত্তমঃ (জ্ঞানক্রিয়াশক্তিমান্) সঃ মহান্ স্বেষু গুণেষু (স্বকারণেষু গুণেষু) লীয়তে (তাদৃগ্ গুণবত্ত্বং বিহায় গুণমাত্ররূপো ভবতীত্যর্থঃ) তে (গুণাঃ) অব্যক্তে (প্রকৃতৌ) সংপ্রলীয়ন্তে (সাম্যাবস্থাং গচ্ছন্তীত্যর্থঃ) তৎ (অব্যক্তম্) অব্যয়ে (উপরতবৃত্তৌ) কালে লীয়তে (তেনৈকীভূয়াবতিষ্ঠতে) কালঃ মায়াময়ে (মায়াপ্রবর্ত্তকে জ্ঞানময়ে বা) জীবে (জীবয়তীতি জীবস্তস্মিন মহাপুরুষে

লীয়তে) জীবঃ আত্মনি অজে ময়ি (লীয়তে) বিকল্পাপায়-লক্ষণঃ (বিকল্পাপায়াভ্যাং বিশ্বোৎপত্তিপ্রলয়াভ্যাং লক্ষ্যতে অধিষ্ঠানত্বেনাবধিত্বেন বা যঃ সঃ) কেবলঃ (নিরুপাধিঃ) আত্মা আত্মস্থঃ (এব নান্যত্র লীয়তে)।। ২২-২৭।।

অনুবাদ— প্রলয়কালে মর্ত্ত্যশরীর অন্নে, অন্ন বীজে, বীজ ভূমিতে, ভূমি গন্ধতন্মাত্রে, গন্ধ জলে, জল রস তন্মাত্রে, রস তেজে, তেজ রূপতন্মাত্রে, রূপ বায়ুতে, বায়ু স্পর্শতন্মাত্রে, স্পর্শ আকাশে, আকাশ শব্দতন্মাত্রে, ইন্দ্রিয়-সমূহ নিজ প্রবর্ত্তক-দেবতাগণের মধ্যে, দেবতাগণ নিয়ামক মনে, মন অহঙ্কারে, শব্দ তামসাহঙ্কারে, অহঙ্কার-ত্রয় মহ-ত্তত্ত্বে, মহত্তত্ত্ব গুণসমূহে, গুণসমূহ প্রকৃতিতে, প্রকৃতি কালে, কাল জ্ঞানময় জীবে এবং জীব আমার মধ্যে লীন হইয়া থাকে। বিশ্বসৃষ্টি-প্রলয়-হেতুভূত নিরুপাধিক আমার অন্যত্র লয় হয় না।। ২২-২৭।।

বিশ্বনাথ— তত্র ''তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মনঃ আকাশঃ সম্ভূতঃ আকাশাদ্বায়ুর্বায়োরগ্নিরগ্নেরাপঃ অদ্ভ্যঃ পৃথিবী পৃথিব্যা ওষধয়ঃ ওষধিভ্যোঽন্নং অন্নাৎ পুরুষঃ'' ইতি শ্রুত্যুক্তসৃষ্টিক্রমপ্রাতিলোম্যেন প্রলয়মাহ,—মর্ত্ত্যং শরীরং যেনোপচিতং তস্মিন্নন্নে শতবর্ষব্যাপিন্যনাবৃষ্টির্যা ভবেৎ তন্মধ্য এব, প্রথমং শরীরস্য তদনন্তরমেবান্নস্য কার্ৎস্ন্যেন নাশাৎ, ততশ্চান্নং ধানাসু স্ব-স্ববীজেষু, ধানা ভূমৌ ভূমি-র্গন্ধ ইতি সম্বর্ত্তকাদিশোষিতা সঙ্কর্ষণমুখাগ্নিদগ্ধা চ সতী স্বগুণগন্ধমাত্রাবশেষা ভবতীত্যর্থঃ। ইন্দ্রিয়াণি স্বযোনিষু স্বযোনৌ তৈজসাহঙ্কারে। যোনিস্তৈজসাহঙ্কারো বৈকারিকা-হঙ্কারকার্য্যে মনসি কুত? ঈশ্বরে তৈজসাহঙ্কারস্য জ্ঞান-কর্ম্মময়ত্বাজ্জ্ঞানকর্ম্মণোশ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়কর্ম্মেন্দ্রিয়-রূপ-ত্বাৎ জ্ঞানেন্দ্রিয়কর্ম্মেন্দ্রিয়াণাঞ্চ মনস এব ঈশিতব্যত্বাৎ মন এব তেষামীশ্বর ইতি যুক্তেঃ। অম্বরং শব্দতন্মাত্র ইত্যুক্তং, তস্য শব্দতন্মাত্রস্য লয়মাহ—শব্দো ভূতাদিং তামসাহঙ্কারং অপ্যেতি তস্মিন্ লীয়ত ইত্যর্থঃ। ভূতাদিস্তামসাহঙ্কারো বৈকারিকাহঙ্কারশ্চ মহতি। স চ সূত্রসংযুতো মহান্ গুণেষু, তে চ গুণা অব্যক্তে প্রকৃতৌ, গুণানাং বৈষম্যত্যাগ এব লয়ো বিবিক্ষিতঃ প্রকৃতেগুর্ণ-সাম্যরূপত্বাৎ। তৎ অব্যক্তং কালে লীয়ত ইতি প্রকৃতের্লয়ো ব্যাখ্যাতুমশক্যঃ, ''ন তস্য কালাবয়বৈঃ পরিণামাদয়ো গুণাঃ।'' অনাদ্যনন্তমব্যক্তং নিত্যং কারণমব্যয়ম্।।'' ইতি দ্বাদশোক্তৌ প্রকৃতের্নিত্যত্ব-শ্রবণাৎ জায়ন্তেয়োপাখ্যানেঽপ্যান্তরীক্ষেণ প্রলয়বর্ণনে প্রকৃতের্লয়ো নোক্তঃ। অতএবোক্তং—''লয়ঃ প্রাকৃতিকো হ্যেষ পুরুষাব্যক্তয়োর্যদা। শক্তয়ঃ সংপ্রলীয়ন্তে বিবশাঃ কালবিদ্রুতাঃ।।'' ইতি তস্মাদেবং ব্যাখ্যেয়ং—তৎকালে তস্মিন্ কালে তে গুণা অব্যক্তে সংপ্রলীয়ন্তে, ততশ্চ কালো লৌকিকঃ সৃজ্যঃ। মায়াময়ে মায়োপাধৌ জীবে লীয়তে ইতি পূর্ব্বেণান্বয়ঃ। ন ব্যেতীত্যব্যয়স্তস্মিন্নিতি। জীবস্যাপি তটস্থশক্তিত্বান্নিত্যত্বেন তত্ত্বান্তরাণামিব স্বরূপ লয়ানৌ-চিত্যাৎ স চ জীবঃ আত্মনি পরমাত্মনি ময়ি লীয়তে অব্যয়-ত্বাদপ্রচ্যুতস্বরূপ এব সংশ্লিষ্টস্তিষ্ঠতীত্যর্থঃ। আত্মা আত্মস্থ এব বিরাজতে কেবলো নিরুপাধিঃ, যতো বিকল্পাপায়া-ভ্যাং বিশ্বোৎপত্তিলয়াভ্যাং লক্ষ্যতে।। ২২-২৭।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—সেই বিষয়ে শ্রুতিপ্রমাণ—সেই এই আত্মা হইতে আকাশ উদ্ভুত হইল, আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে অগ্নি, অগ্নি হইতে জল, জল হইতে পৃথিবী, পৃথিবী হইতে ওষধী সকল, ওষধী সকল হইতে অন্ন, অন্ন হইতে পুরুষ। এই সৃষ্টি ক্রমের বিপরীতক্রমে প্রলয় বলিতেছেন—মরণশীল শরীর যাহাদ্বারা জন্মিয়াছে সেই অন্নে শতবর্ষব্যাপিনী যে অনাবৃষ্টি হইবে-তাহার মধ্যেই প্রথম শরীরের, তৎপরেই অন্নের সম্পূর্ণ নাশ হেতু তৎপরে অন্ন ধান সমূহের নিজ নিজ বীজ, ধানসমূহ ভূমিতে, ভূমি গন্ধে, এইভাবে প্রলয় সম্বর্ত্তকাদি দ্বারা শোষিত হইয়া, সঙ্কর্ষণ মুখাগ্নি দ্বারা দগ্ধ হইয়া, নিজগুণ গন্ধমাত্র অবশেষ থাকে। ইন্দ্রিয় সমূহ নিজ নিজ কারণ তৈজস অহঙ্কারে, তৈজস অহঙ্কার বৈকারিক অহঙ্কার কার্য্য মনে, কোথা হইতে? ঈশ্বরে। তৈজস অহঙ্কারের জ্ঞান কর্ম্মময়তা-হেতু জ্ঞান কর্ম্মেরও জ্ঞানেন্দ্রিয় কর্ম্মেন্দ্রিয়রূপ হেতু জ্ঞানেন্দ্রিয় কর্ম্মেন্দ্রিয় সমূহেরও মনেরই অধীন হেতু মনই তাহাদের ঈশ্বর এই যুক্তিতে। আকাশ শব্দ তন্মাত্রে, ইহা বলা হইয়াছে। শব্দ তন্মাত্রের লয় বলিতেছেন—

শব্দ ভূতাদি তামস অহঙ্কারকে প্রাপ্ত হয়। অর্থাৎ তাহাতে লয় হয়, ভূতাদি তামস অহঙ্কার বৈকারিক অহঙ্কারও মহৎতত্ত্বে লয় হয়। সেই মহৎতত্ত্ব সূত্রযুক্ত। মহান্ গুণ সমূহে, গুণসমূহ অব্যক্তে অর্থাৎ প্রকৃতিতে, গুণসমূহের বৈষম্য ত্যাগই লয় বলা হইয়াছে। প্রকৃতির গুণসাম্যরূপ হেতু সেই অব্যক্ত কালে লয় প্রাপ্ত হয়। প্রকৃতির লয় ব্যাখ্যা করা যায় না। কাল অবয়বসমূহের দ্বারা তাহার পরিণাম আদি গুণসমূহ। অনাদি অনন্ত অব্যক্ত নিত্য কারণ অব্যয় ইহা দ্বাদশে বলা হইয়াছে। প্রকৃতির নিত্যত্ব শ্রবণ হেতু জয়ন্ত উপখ্যানেও অন্তরীক্ষ কর্ত্তৃক প্রলয় বর্ণনে প্রকৃতির লয় বলা হয় নাই। এই জন্যই বলা হইয়াছে—প্রাকৃতিক এই লয় পুরুষও অব্যক্তের যখন শক্তি সমূহ সম্যক্ লয় প্রাপ্ত হয়। বিবশে কাল পীড়িত হইয়া সেই কারণে, এইরূপে ব্যাখ্যা করিতে হইবে। সেই কালে সেই গুণসমূহ অব্যক্ত লয় প্রাপ্ত হয়। তৎপরে কাল লৌকিক সৃজ্য মায়াময় অর্থাৎ মায়া উপাধিতে জীবে লয় প্রাপ্ত হয় ইহা পূর্ব্বের সহিত অন্বয়, যাহার ব্যয় নাই তাহা অব্যয় তাহাতে। জীবেরও তটস্থশক্তিত্ব-হেতু নিত্যত্ব-হেতু অন্য-তত্ত্বের ন্যায় স্বরূপ লয় উচিত নহে। সেই জীব পরমাত্মা আমাতে লয় হয়, অব্যক্ত হেতু তাহার স্বরূপের চ্যুতি হয় না। সঙ্গে মিলিত হইয়া থাকে এই অর্থ আত্ম-হেতু আত্মাতে স্থিত হইয়াই বিরাজ করে। কেবল নিরূপাধি যাহা হইতে বিকল্প ও নাশদ্বারা বিশ্বের উৎপত্তি ও লয় দেখা যায়।।

মধ্ব—

দেব্যামোষধিমানিন্যাং লীয়তেঽন্নাভিমানিনী।
ইত্যাদি চ।। ২২।।

বিকারজত্বাত্তুমহান্ বৈকারিক উদাহৃতঃ।
ঈশনাদীশ্বরশ্চৈব ব্রহ্মা বৃংহণতঃ স্মৃতঃ।।
ইতি চ।। ২৫।।

গায়ত্রী চৈব সাবিত্রী তথৈব চ সরস্বতী।
এবং ত্রিরূপা প্রকৃতির্ব্রহ্মপত্নী প্রকীর্ত্তিতা।।
মহত্তত্ত্বাত্মকো ব্রহ্মা তজ্জত্বাত্তত্র লীয়তে।
গুণাধিকঃ পতিরপি তস্যাঃ সত্ত্বাদিভেদতঃ।।
ত্রিবিধা মূলরূপায়াং প্রকৃত্যাংসা প্রলীয়তে।
প্রকৃতির্মূলরূপা সা ব্রহ্মপত্নী জগন্ময়ী।।
পুরুষাভিধে বিরিঞ্চে স স্বস্মিন্ কালসংজ্ঞিতে।
কালাভিধো বিরিঞ্চস্তু মহালক্ষ্ম্যাং বিলীয়তে।।
জীবমায়েতি যামাহুঃ সা চ সত্ত্বাদিভেদতঃ।।
ত্রিবিধৈকত্বমাপাদ্য বিষ্ণাবেব বিলীয়তে।।
হরেরত্যন্তসামীপ্যং লয়ো লক্ষ্ম্যাঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।
পুরুষেণাপি সামীপ্যং প্রকৃতের্লয় উচ্যতে।।
ব্রহ্মা চ প্রকৃতিশ্চৈব মুক্তিগৌ বিলয়ে যতঃ।
অতস্তৌ ভিন্নদেহৌ তু জ্ঞানমাত্রৌ সমীপগৌ।।
ইত্যাদি চ।। ২৬-২৭।।

ইতি শ্রীমদানন্দতীর্থ ভগবৎপাদাচার্য্য বিরচিতে
শ্রীমদ্ভাগবতৈকাদশস্কন্ধ তাৎপর্য্যে
চতুর্ব্বিংশোঽধ্যায়ঃ।। ২৪।।

বিবৃতি—ব্রহ্মাণ্ডস্থিত ভিন্ন ভিন্ন তাৎকালিক অবস্থান ও ব্যাপারসমূহ তত্তৎ আধারে বিলীন হইবার পর বদ্ধজীব মুক্ত অবস্থায় ভগবানের সেবোন্মুখতা লাভ করেন। তখন কালের খণ্ড প্রতীতি অখণ্ডকালে নিত্য-সেবক-বিচারে মুক্তজীবকে প্রতিষ্ঠিত করেন। যে-কালপর্য্যন্ত ভগবান্ নিত্য জীবের নিত্য আশ্রয় না হন, তৎকালাবধি বিকার-জনিত সত্তা জীবের বদ্ধতা প্রতিপাদন করে। কালের খণ্ডধর্ম্ম জীবকে নানাবিধ অমঙ্গলে পাতিত করে। বদ্ধ-জীব আপনাকে প্রাকৃতগুণত্রয়ের অধীন বলিয়া নির্ণয় করে। সেইকালে বদ্ধজীববিচারে ভোগ ও মোক্ষের নাগর-দোলা জীবের অশান্তি বিধান করে। উহা কখনও সেবা-সঙ্কল্প নহে, পরন্তু বিকল্পাধীন অবস্থাবিশেষ মাত্র।। ২২-২৭।।

**এবমন্বীক্ষমাণস্য কথং বৈকল্পিকো ভ্রমঃ।
মনসো হৃদি তিষ্ঠেত ব্যোম্নীবার্কোদয়ে তমঃ।। ২৮।।**

অন্বয়ঃ— অর্কোদয়ে (সূর্য্যোদয়ে সতি) ব্যোম্নি তমঃ ইব (তদানীমাকাশে যথান্ধকারঃ স্থাতুং নার্হতি তথা) এবং (পূর্ব্বোক্তপ্রকারেণ সর্ব্বেষাং বিকারাণামাত্মনি লয়ম্)

অন্বীক্ষমাণস্য (বিবেকদৃষ্ট্যা নিরীক্ষমাণস্য) জনস্য মনসঃ কথং বৈকল্পিকঃ (ভেদনিমিত্তঃ) ভ্রমঃ (স্যাৎ কিঞ্চ জাতঃ বা কথং) হৃদি তিষ্ঠেত (তিষ্ঠেৎ কথমপি নেত্যর্থঃ)।।২৮

অনুবাদ— সূর্য্যোদয়ে আকাশে যেরূপ অন্ধকার থাকিতে পারে না, সেইরূপ আত্মমধ্যে যিনি সর্ব্বভূতের লয় নিরীক্ষণ করেন, সেই পুরুষের চিত্তে কোনরূপে ভেদবিষয়ক ভ্রম উৎপন্ন হয় না, অথবা উৎপন্ন হইলেও কোনরূপেই অবস্থান করিতে পারে না।। ২৮।।

বিশ্বনাথ— অন্বীক্ষমাণস্য বিচারয়তঃ বৈকল্পিকঃ দেহোঽহমিতি মনসো ভ্রমঃ হৃদি কথং তিষ্ঠেতেতি উক্ত-লক্ষণেন সাংখ্যেনাত্মানাত্মবিবেকে সতি দেহস্যানাত্মত্ব-নির্দ্ধারণাদিতি ভাবঃ।। ২৮।।

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।
একাদশে চতুর্ব্বিংশঃ সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্।।

ইতি শ্রীলবিশ্বনাথচক্রবর্ত্তীঠক্কুরকৃতা শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশ-স্কন্ধে চতুর্ব্বিংশোঽধ্যায়স্য সারার্থদর্শিনী টীকা সমাপ্তা।

টীকার বঙ্গানুবাদ— বিচারকারী বৈকারিক দেহ আমি এইভাবে মনের ভ্রম হৃদয়ে কিরূপে থাকে, উক্ত লক্ষণ দ্বারা সাংখ্যযোগদ্বারা আত্ম ও অনাত্ম বিবেক হইলে পর দেহের অনাত্মত্ব নির্দ্ধারণ হেতু ইহাই ভাবার্থ।। ২৯।।

ইতি ভক্তগণের চিত্তের আনন্দদায়িনী সারার্থ-দর্শিনীতে একাদশস্কন্ধে চতুর্ব্বিংশ অধ্যায় সাধুগণের সঙ্গে সমাপ্ত হইলেন।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশ স্কন্ধে চতুর্ব্বিংশ অধ্যায়ের শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর কৃতা সারার্থ দর্শিনী টীকার অনুবাদ সমাপ্ত হইলেন।

বিবৃতি— যেরূপ আলোকময় সূর্য্যের উদয়ে অন্ধকার বিলীন হয়, মনোধর্ম্মজীবী তদ্রূপ অনুক্ষণ আপনাকে ভ্রান্ত মনে করিয়া বাস্তব সত্যের অনুসন্ধান করিতে গিয়া বিকল্পের আশ্রয় করেন। সেই বিকল্পের অপসারিত অবস্থায় পরম উপাদেয় আত্মার স্বাভাবিকী বৃত্তি জীবকে ভগবানের নিত্য সেবা-পরায়ণ করায়।। ২৮।।

এষং সাখ্যবিধিঃ প্রোক্তাঃ সংশয়গ্রন্থিভেদনঃ।
প্রতিলোমানুলোমাভ্যাং পরাবরদৃশা ময়া।। ২৯।।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারমাহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামেকাদশস্কন্ধে শ্রীভগবদুদ্ধবসংবাদে সাংখ্যযোগো নাম চতুর্ব্বিংশোঽধ্যায়ঃ।। ২৪।।

অন্বয়ঃ— পরাবরদৃশা (কার্য্যকারণতত্ত্বদর্শিনা) ময়া প্রতিলোমানুলোমাভ্যাম্ (অন্বয়ব্যতিরেকক্রমেণ) সংশয়-গ্রন্থিভেদনঃ (সংশয়গ্রন্থিনিরাসকঃ) এষং সাংখ্যবিধিঃ (সাংখ্যতত্ত্বপ্রক্রমঃ) প্রোক্তাঃ (ত্বা প্রতি ব্যাখ্যাতঃ)।। ২৯।।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে চতুর্ব্বিংশাধ্যায়স্যান্বয়ঃ।

অনুবাদ— হে উদ্ধব! নিখিল কার্য্যকারণদর্শী আমি অন্বয়-ব্যতিরেকভাবে সংশয়গ্রন্থিছেদক এই সাংখ্যবিধির বর্ণন করিলাম।। ২৯।।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধের চতুর্ব্বিংশাধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

বিবৃতি— জীবের সংকল্প-বিকল্প হইতে নানাপ্রকার বিচারপ্রণালী উদ্ভূত হইয়া কোন্ পথটি শ্রেয়ঃ ইত্যাদি নানা কুতর্ক উপস্থাপন করে। কিন্তু ভগবৎপাদপদ্মে শরণাগত ব্যক্তিই সুষ্ঠুভাবে সকল বিষয় দর্শন করেন। অনুলোম ও প্রতিলোম অর্থাৎ অন্বয় ও ব্যতিরেকভাবে ভগবান্ ও ভগবচ্ছক্তি আলোচনা করিলে বদ্ধজীব মুক্ত হইয়া ভগবানের নিত্য সেবাপরায়ণ হন।। ২৯।।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশস্কন্ধের চতুর্ব্বিংশ অধ্যায়ের তথ্য ও বিবৃতি সমাপ্ত।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশস্কন্ধের চতুর্ব্বিংশ অধ্যায়ের গৌড়ীয়-ভাষ্য সমাপ্ত।

পঞ্চবিংশোঽধ্যায়ঃ

শ্রীভগবানুবাচ—
গুণানামসংমিশ্রাণাং পুমান্ যেন যথা ভবেৎ।
তন্মে পুরুষবর্য্যেদমুপধারয় শংসতঃ।। ১।।

গৌড়ীয় ভাষ্য

পঞ্চবিংশ অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে শ্রীভগবানের নির্গুণত্ব প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে চিত্তজ সত্ত্বাদি গুণের বিবিধ বৃত্তি কথিত হইয়াছে।

শম-দম-তিতিক্ষাদি অবিমিশ্র সত্ত্বের, কাম, কর্ম্ম-চেষ্টা, মদ প্রভৃতি অমিশ্ররজোগুণের এবং ক্রোধ লোভ মোহ প্রভৃতি অমিশ্র তমোগুণের বৃত্তি। ত্রিগুণের মিশ্রভাবে অহংমমবুদ্ধি, কায়মনোবাক্যে তদনুরূপ ব্যবহার, ধর্ম্মার্থকামে নিষ্ঠা, প্রবৃত্তিলক্ষণ স্বধর্ম্মে অবস্থান—দৃষ্ট হইয়া থাকে। সত্ত্বপ্রকৃতি ব্যক্তি স্বকর্ম্মাদি-নিরপেক্ষ হইয়া ভক্তির সহিত হরিসেবা করেন। ফলাকাঙ্ক্ষী হরিভজনকারী ব্যক্তি রজঃপ্রকৃতি। হিংসাকামী ব্যক্তি তামস। সত্ত্বঃ রজস্তমঃ জীবেই বিদ্যমান, ভগবান্ ত্রিগুণাতীত। দ্রব্য, দেশ, ফল, কাল, জ্ঞান, কর্ম্ম, কর্ত্তা, শ্রদ্ধা, অবস্থা আকৃতি, নিষ্ঠা—এতৎ সমস্তই ত্রিগুণাত্মক এবং গুণভেদে ইহাদের ভেদ ও তারতম্য নানাপ্রকার। কিন্তু ভগবদ্‌দ্রব্য, ভগবৎস্থান, ভগবদাশ্রিত সুখ, হরিভজনে ব্যাপৃত কাল, ভগবৎসম্বন্ধি জ্ঞান, ভগবানে অর্পিত কর্ম্ম, ভগবদাশ্রয়ে কর্ম্মকারী, ভগবৎসেবায় শ্রদ্ধা, তুরীয়ে অবস্থান, ভগবদ্ধাম প্রাপ্তিরূপা আকৃতি এবং ভগবৎপ্রাপ্তিরূপা নিষ্ঠা—এতৎ সমস্তই নির্গুণ। প্রাকৃতগুণ ও তন্নিমিত্ত কর্ম্মনিবন্ধন জীবের বিবিধ সংসারগতি ও ভাব। একমাত্র শুদ্ধভক্তিযোগদ্বারাই চিত্তজ ত্রিগুণকে জয় করা যায়। জ্ঞান-বিজ্ঞানলাভের সম্ভাবনাযুক্ত মনুষ্যদেহ লাভ করিয়া বিচক্ষণ ব্যক্তি ত্রিগুণসঙ্গ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভগবান্‌কে ভজনা করিবেন। সত্ত্ববৃদ্ধিদ্বারা রজস্তমঃকে জয় করিয়া নির্গুণভাবের দ্বারা পুনঃ সত্ত্বকে জয় করিবেন। তখন সর্ব্বগুণমুক্ত হইয়া লিঙ্গদেহ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক ভগবান্‌কে লাভ করিবেন। লিঙ্গভঙ্গে ভগবৎসাক্ষাৎকারলাভে জীব ভগবৎকৃপাতেই পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়।

অন্বয়ঃ— শ্রীভগবান্ উবাচ—(হে) পুরুষবর্য্য। (উদ্ধব।) অসংমিশ্রাণাং (বিভক্তানাং) গুণানাং (মধ্যে) যেন (গুণেন) পুমান্ যথা (যাদৃশঃ) ভবেৎ শংসতঃ (তৎকথয়তঃ) মে (মত্তঃ) তৎ ইদম্ উপধারয় (নিবোধ)।। ১।।

অনুবাদ—শ্রীভগবান্ বলিলেন—হে উদ্ধব! বিভক্তগুণসমূহের মধ্যে যে গুণ-হেতু পুরুষ যেরূপ হয়, তাহা আমার নিকট শ্রবণ কর।। ১।।

বিশ্বনাথ—

পঞ্চবিংশে নিরূপ্যন্তে সত্ত্বাদিগুণবৃত্তয়ঃ।
গুণযুক্তানি বস্তূনি গুণাতীতান্যপি ক্রমাৎ।।০।।

অথোক্তেন সাঙ্খ্যেনাত্মানাত্মবিবেকবতোঽপি যাবদ্‌গুণত্রয়বৃত্তিজয়ো ন স্যাত্তাবদ্দেহাধ্যাসো ন নিবর্ত্ততে ইতি গুণত্রয়বৃত্তীর্নিরূপয়িতুমাহ,—গুণানামিতি। সহ মিশ্রীভূয় বর্ত্তমানাঃ সমিশ্রা ন সমিশ্রাঃ অসমিশ্রাঃ গুণান্তরামিলিতা স্তেষাং গুণানাং মধ্যে যেন গুণেন যথা যাদৃশো ভবেত্তদিদং মে মত্তঃ শংসতো বদতস্ত্বমুপধারয় বুধ্যস্ব।। ১

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই পঞ্চবিংশ অধ্যায়ে চিত্তের সত্ত্বাদিগুণবৃত্তি সমূহ নিরূপিত হইতেছে এবং ক্রমে গুণযুক্ত বস্তুসমূহ ও গুণাতীত বস্তুসমূহও নিরূপিত হইতেছে।।

অনন্তর সাংখ্য শাস্ত্রোক্ত আত্ম অনাত্ম বিবেকও যে পর্য্যন্ত গুণত্রয় বৃত্তি জয় না হয়, সেই পর্য্যন্ত আত্মাতে দেহের অধ্যাস যায় না। এইকারণে গুণত্রয় বৃত্তিসমূহ নিরূপণ করিবার জন্য বলিতেছেন। শ্রীভগবান বলিতেছেন—হে পুরুষবর্য্য উদ্ধব! নিসৃত হইয়া বর্ত্তমান সমিশ্রা ও অসমিশ্রা অর্থাৎ গুণান্তর সহ অমিলিতা। সেই গুণসমূহের মধ্যে যে গুণদ্বারা যেরূপ হয়, তাহা এই আমি বলিতেছি, তুমি আমা হইতে জান।। ১।।

বিবৃতি— জ্ঞেয় সম্বন্ধ জীবের চেতনবৃত্তির পরি-

চালনায় দুই প্রকারে জ্ঞান সংগৃহীত হইয়া তিনি জ্ঞাতা হন— শ্রৌতপথ ও ক্রমপদ্ধতিতে অজ্ঞান-নিরসন-পথ। ব্যক্তজগতে বক্তার আসন, বক্তৃতা ও শ্রোতার আসন— এই তিনটি বিভিন্ন অংশ থাকায় পূর্ণতার ব্যাঘাতে আংশিক বিচার পরস্পরের মধ্যে ভেদ উৎপাদন করে—ইহাই গুণজাত জগৎ। কিন্তু গুণাতিরিক্ত অপ্রাকৃত বৈকুণ্ঠ বস্তু যখন বক্তা হন, তখন তাঁহার বক্তৃতায় গুণজাত কথার হেয়তা পরিদৃষ্ট হয় না। বরং গুণজাত হেয়তাই তাঁহার বক্তৃতার উদ্দেশ্য হওয়ায় উক্ত বক্তৃতাও কুণ্ঠ-রহিত হয়। গুণজাত জগতে অবস্থিত জনগণ বৈকুণ্ঠ কথা শ্রবণ করিলেই তাহাদের গৌণ অনর্থসমূহ যাহা অনাত্মপ্রতীতিতে তাৎকালিকভাবে আরোপিত হইয়াছে, উহা অবসর লাভ করে। প্রাকৃত জগতে বশ্যা প্রকৃতি আলিঙ্গিত হইয়া যে সকল তাৎকালিক ক্রিয়া সম্পাদিত হয়, তাহা অনিত্য, অপূর্ণ জ্ঞানজন্য এবং তাহার ফলে আনন্দাভাবও অনুগামী হইয়া যে ফল উৎপাদন করে, তাহা গুণজাত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট। জ্ঞাতা পুরুষ প্রাকৃতজ্ঞানসম্পন্ন হইয়া যে-সকল কথা আংশিক বিচারকের নিকট শ্রবণ করেন, তদ্দ্বারা নিত্যত্ব, পূর্ণজ্ঞান ও পূর্ণফললাভের সম্ভাবনা নাই।

এস্থলে ভগবান্ বক্তা, গুণরহিত নির্গুণ পুরুষশ্রেষ্ঠ বলিয়া শ্রোতৃধর্ম্মের যথার্থ সম্পাদন করিতেছেন। মিশ্রগুণ ও কেবল গুণসমূহ অচিৎ প্রকৃতির আশ্রিত। অবিমিশ্র চিৎপ্রকৃতির আশ্রিত চিদ্‌গুণসমূহ প্রকৃতিভোগী পুরুষ-সম্প্রদায়ের অনুষ্ঠেয় কৃত্য মাত্র নহে। অভক্তগণ ভক্তি পরিত্যাগ করিয়া হরিকথা শ্রীহরির নিকট শ্রবণ না করায় হরি-মায়াজ্ঞানে আবৃত ও হরি হইতে বিক্ষিপ্ত হইয়া শ্রৌতপথ পরিত্যাগ করেন অর্থাৎ হরিশ্রবণ-বিমুখ হন।।

শমো দমস্তিতিক্ষেক্ষা তপঃ সত্যং দয়া স্মৃতিঃ।
তুষ্টিস্ত্যাগোঽস্পৃহা শ্রদ্ধা হ্রীর্দয়াদিঃ স্বনির্বৃতিঃ।। ২।।
কাম ঈহা মদস্তৃষ্ণা স্তম্ভ আশীর্ভিদা সুখম্।
মদোৎসাহো যশঃপ্রীতির্হাস্যং বীর্য্যং বলোদ্যমঃ।। ৩
ক্রোধো লোভোঽনৃতংহিংসা যাচ্ঞা দম্ভঃ ক্লমঃকলিঃ।
শোকমোহৌ বিষাদার্ত্তী নিদ্রাশা ভীরনুদ্যমঃ।। ৪।।
সত্ত্বস্য রজসশ্চৈতাস্তমসশ্চানুপূর্ব্বশঃ।
বৃত্তয়ো বর্ণিতপ্রায়াঃ সন্নিপাতমথো শৃণু।। ৫।।

অন্বয়ঃ— শমঃ (মনোনিগ্রহঃ) দমঃ (বাহ্যেন্দ্রিয়-নিগ্রহঃ) তিতিক্ষা (সহিষ্ণুতা) ঈক্ষা (বিবেকঃ) তপঃ (স্বধর্ম্মবর্ত্তিত্বং) সত্যং দয়া স্মৃতিঃ (পূর্ব্বপরানুসন্ধানং) তুষ্টিঃ (যথালাভসন্তোষঃ) ত্যাগঃ (ব্যয়শীলতা) অস্পৃহা (বিষয়েষু বৈরাগ্যং) শ্রদ্ধা (আস্তিক্যং গুর্ব্বাদিষু) হ্রীঃ (অনুচিতে কর্ম্মণি লজ্জা) দয়াদিঃ (দয়া দানম্ আদিশব্দেনার্জ্জববিনয়াদিঃ) স্বনির্বৃতিঃ (আত্মরতিরেতাঃ কিঞ্চ) কামঃ (অভিলাষঃ) ঈহা (ব্যাপারঃ) মদঃ (দর্পঃ) তৃষ্ণা (লাভে সত্যপ্যসন্তোষঃ) স্তম্ভঃ (গর্ব্বঃ) আশীঃ (ধনাদ্যভিলাষেণ দেবতাদিপ্রার্থনং) ভিদা (অহমন্য ইতি ভেদবুদ্ধিঃ) সুখং (বিষয়ভোগঃ) মদোৎসাহঃ (মদেন যুদ্ধাদ্যভিলাষঃ) যশঃপ্রীতিঃ (স্তুতিপ্রিয়তা) হাস্যম্ (উপহাসঃ) বীর্য্যং (প্রভাবাবিষ্কারঃ) বলোদ্যমঃ (বলেন ন্যায়েনোদ্যম এতাঃ কিঞ্চ) ক্রোধঃ (অসহিষ্ণুতা) লোভঃ (ব্যয়পরাঙ্মুখতা) অনৃতম্ (অশাস্ত্রীয়ং প্রমাণমিতি ভাষণং) হিংসা (দ্রোহঃ) যাচ্ঞা (প্রার্থনা) দম্ভঃ (ধর্ম্মধ্বজিত্বং) ক্লমঃ (শ্রমঃ) কলিঃ (কলহঃ) শোকমোহৌ (অনুশোচনং ভ্রমশ্চ) বিষাদার্ত্তী (দুঃখং দৈন্যঞ্চ) নিদ্রা (তন্দ্রা) আশা (মমেদং ভবিষ্যতীত্যন্বীক্ষা) ভীঃ (ভয়ম্) অনুদ্যমঃ (জাড্যম্) এতাঃ সত্ত্বস্য রজসঃ চ তমসঃ চ বৃত্তয়ঃ আনুপূর্ব্বশঃ (যথাক্রমং)বর্ণিত প্রায়াঃ (প্রাধান্যেন বর্ণিতাঃ) অথো (অনন্তরং) সন্নিপাতং (তেষাং সমাহারং) শৃণু।। ২-৫।।

অনুবাদ—শম, দম, তিতিক্ষা, বিবেক, স্বধর্ম্মানুষ্ঠান, সত্য, দয়া, স্মৃতি, তুষ্টি, ত্যাগ, বিষয়বৈরাগ্য, শ্রদ্ধা, হ্রী, দানাদি সদ্‌গুণ, আত্মরতি এইগুলি সত্ত্বগুণের বৃত্তি; কাম, চেষ্টা, দর্প, বিষয়তৃষ্ণা, গর্ব্ব, দেবতাদির নিকট ধনাদি-প্রার্থনা, ভেদজ্ঞান, বিষয়াভিলাষ, মত্ততাহেতু যুদ্ধাদির অভিলাষ, স্তুতিপ্রিয়তা, উপহাস, বীর্য্য এবং বলহেতু উদ্যম এই গুলি রজোগুণের বৃত্তি এবং ক্রোধ, লোভ,

অসত্য, হিংসা, যাচ্ঞা, দম্ভ, শ্রম, কলহ, শোক, মোহ, দুঃখ, দৈন্য, তন্দ্রা, আশা, ভয় ও জড়তা এই গুলি তমোগুণের ধর্ম্মরূপে বর্ণিত হইল। অনন্তর ইহাদের মিশ্রভাব শ্রবণ কর।।

বিশ্বনাথ— তত্র সত্ত্ববৃত্তীরাহ,—শম ইতি। ঈক্ষা বিবেকঃ, অস্পৃহা বৈরাগ্যং, পুনর্দয়া দানং দয়দানগতিরক্ষণেষ্বিতি স্মরণাৎ। আদিশব্দেনার্জ্জবং বিনয়শ্চ স্বেনাত্মনৈব নির্বৃতিঃ সুখম্। রজসো বৃত্তীরাহ,—কাম ইতি। ঈহা ব্যাপারঃ স্তম্ভোঽহঙ্কারঃ, আশীর্ধনাদ্যভিলাষেণ দেবাদিপ্রার্থনং, ভিদা সুখং বিষয়ভোগঃ। মদোৎসাহো মদেন যুদ্ধাদ্যুৎসাহঃ যশঃপ্রীতিঃ স্তুতিপ্রিয়তা, হাস্যমুপহাসঃ, বীর্য্যং প্রভাবাবিষ্কারঃ, বলেনোদ্যমঃ। ন্যায়েনোদ্যমস্তু সাত্ত্বিক এব। তমসো বৃত্তীরাহ,— ক্রোধ ইতি। দম্ভো ধর্ম্মধ্বজিত্বং, আশা ইদময়ং দাস্যতীত্যপেক্ষা। বর্ণিতপ্রায়া ইত্যন্যা অপি সন্তি তাশ্চৈবমূহ্যা ইতি ভাবঃ। যদ্বা বর্ণিতপ্রায়া ইতি স্পষ্টীকৃত্যাবর্ণিতা অপি বর্ণিতা এবেত্যর্থঃ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—তন্মধ্যে সত্ত্বগুণের বৃত্তি বলিতেছেন—শম দম ইত্যাদি, ঈক্ষা অর্থাৎ বিবেক, অস্পৃহা বৈরাগ্য, পুনরায় দয়াদান গতি রক্ষণে ইত্যাদি স্মরণ হেতু। আদি শব্দদ্বারা আর্জ্জব ও বিনয়। আত্মাদ্বারাই নির্বৃতি অর্থাৎ সুখ। রজোগুণের বৃত্তি বলিতেছেন—কাম ইত্যাদি। ঈক্ষা অর্থাৎ ব্যাপার, স্তম্ভ অহঙ্কার, আশী ধন আদি লাভের জন্য দেবাদির নিকট প্রার্থনা। ভেদ দ্বারা সুখ অর্থাৎ বিষয়ভোগ। মদ অর্থাৎ যুদ্ধাদি উৎসাহ, যশ প্রীতি স্তুতিপ্রিয়তা, হাস্য উপহাস, বীর্য্য প্রভাব আবিষ্কার বলদ্বারা উদ্যম, ন্যায় হেতু উদ্যম সাত্ত্বিকই। তমোগুণের বৃত্তি বলিতেছেন—ক্রোধ ইত্যাদি দম্ভ অর্থাৎ ধর্ম্মধ্বজিত্ব, আশা 'ইহা এই ব্যক্তি দান করিবেন' এইরূপই অপেক্ষায় থাকা। বর্ণিত প্রায় ইহা অন্য হইলেও থাকে, তাহাও উট্টংকন করিবে। অথবা বর্ণিতপ্রায়া ইহা স্পষ্ট করিয়া বর্ণিত না হইলেও বর্ণিত হইয়াছেই।। ২-৫।।

মধ্ব— রাজসেঽপি যদা দুঃখং তামসে কিমুতেতি তৎ।
রাজসে দুঃখবচনং তামসেঽতিবিবক্ষয়া।।
ইতি প্রদ্যোতে।। ২-৫।।

বিবৃতি— কেবল সত্ত্বগুণে জড়ভোগাত্মক সঙ্কল্প ও বিকল্প না থাকায় মন সহজেই নিগৃহীত হয় অর্থাৎ বহির্বস্তুগ্রহণে ভোগপিপাসা নিগৃহীত হয়।

ক্ষণভঙ্গুর বস্তুর গ্রহণে ঔদাসীন্যই 'সহিষ্ণুতা'। সচ্চিদানন্দবস্তুর অনুশীলনই 'ঈক্ষা' বা 'বিবেক'। অনুকূলগ্রহণ ও প্রতিকূল-বর্জ্জনই 'তপস্যা'। নিত্যে আদর ও অনিত্য-পরিহারই 'সত্যের অনুমোদন'। জীবের ঔপাধিক সঙ্গ হইতে দুঃখের উদয় হয়—এরূপ উপদেশ-প্রদানই 'দয়া'। ভবিষ্যৎ, ভূত ও বর্ত্তমান কালের সকল বিষয় আলোচনা করাই 'স্মৃতি'। নিজ সাধ্যাতীত শক্তির সহিত অবিরোধই 'পুষ্টি'। অপরা শক্তির দ্বারা পরাহত হইবার পূর্ব্বে তৎসঙ্গত্যাগই 'ত্যাগ'। অখণ্ড বস্তুর সেবা পরিত্যাগ করিয়া খণ্ড ভোগ্যবস্তুর লোভ পরিত্যাগের নামই 'বৈরাগ্য'। ইতর বাক্যে অনাদর ও প্রবৃত্তিবিমুখতাই 'আস্তিক্য'। হরিকথাশ্রবণাদির দ্বারা তাঁহাতে নির্ভয় করাই 'শ্রদ্ধা'। অনাত্মার যাবতীয় উদ্যমকে ঘৃণ্য জানিয়া তাহার লোভে বিচলিত হইবার নিবৃত্তিই 'লজ্জা'। সরলভাবে হরিকথার অনুমোদনাদি-মুখে আত্মস্বরূপের উপলব্ধি-চেষ্টা এবং আত্মারাম হইবার প্রযত্নই ইহজগতে সত্ত্বগুণে অবস্থান জ্ঞাপন করে। প্রকৃতিজাত দ্রব্যসমূহের ভোক্তা অভিলাষবিশিষ্ট, সর্ব্বদা প্রবৃত্ত, আপনাকে শ্রেষ্ঠ-জ্ঞানে প্রমত্ত এবং লাভে অসন্তুষ্ট হইয়া বস্তু-সংগ্রহে যত্নবিশিষ্ট, গর্ব্বিত, তাৎকালিক সুখৈষণাবশে দেবতা ও মনুষ্য প্রভৃতির নিকট হইতে নিজ ভোগকামনা, পরসুখে অসহিষ্ণু হইয়া নিজ সুখকামনা-ময় নিজেন্দ্রিয়তোষণ-পরায়ণ, স্ব-স্বার্থপোষণে উদ্যমবিশিষ্ট, যশঃকামী হইয়া অপরের নিকট স্তুতিলাভেচ্ছু, ইতর বস্তুকে লঘু-জ্ঞানে উপহাস করিবার প্রবৃত্তিযুক্ত, আপনাকে বীর্য্যবান্ বলিয়া অভিমানী, স্বীয় বলে উদ্যমবিশিষ্ট পুরুষই রজোগুণের লক্ষণযুক্ত। তমোগুণের বৃত্তিতে অসহিষ্ণুতারূপ ক্রোধ, ব্যয়পরাঙ্মুখতারূপ কার্পণ্য ও লোভ, অশাস্ত্রীয় ভাষণরূপ অকিঞ্চিৎকর অসত্যবচন, পরদ্রোহ, প্রাপ্য না হইলেও দ্রব্যপ্রার্থনা, ধর্ম্মধ্বজিতা-প্রদর্শন, শ্রান্তি, কলহস্পৃহা, পরবর্ত্তিকালে নির্ব্বুদ্ধিতা জন্য

শোক, ভ্রান্তি, দুঃখ, অপাত্রে অকারণে দৈন্য, নিদ্রা, অপ-স্বার্থ-সংগ্রহে নির্ভরতা, ভয় ও উৎসাহ রাহিত্য প্রভৃতি তমোগুণের লক্ষণ।। ২-৫।।

সন্নিপাতস্ত্বহমিতি মমেত্যুদ্ধব যা মতিঃ।
ব্যবহারঃ সন্নিপাতো মনোমাত্রেন্দ্রিয়াসুভিঃ।। ৬।।

অন্বয়ঃ—(হে) উদ্ধব! অহম্ ইতি (অহং শান্তঃ কামী ক্রোধীত্যাদিস্তথা) মম ইতি (মম শান্তিঃ কামঃ ক্রোধ ইত্যাদিঃ) যা মতিঃ (বুদ্ধির্দৃশ্যতে সঃ) তু সন্নিপাতঃ (তাদৃশ-মতৌ পূর্ব্বোক্তসর্ব্ববৃত্তিসামানাধিকরণ্যদর্শনাদিত্যর্থঃ) মনোমাত্রেন্দ্রিয়াসুভিঃ (মনশ্চ মাত্রাণি চেন্দ্রিয়াণি চাসবশ্চ তৈঃ) ব্যবহারঃ (বিষয়ব্যাপারশ্চ) সন্নিপাতঃ (মন আদীনাং সাত্ত্বিকতামসরাজসত্বাদিত্যর্থঃ)।। ৬।।

অনুবাদ—হে উদ্ধব! মানবগণের মধ্যে "আমি শান্ত, কামী, ক্রোধী এবং আমার শান্তি, কাম, ক্রোধ" ইত্যাদিক্রমে যে বুদ্ধি পরিদৃষ্ট হয়, তাহাতে পূর্ব্বোক্ত ত্রিবিধগুণের বৃত্তিই সমানভাবে অবস্থিত থাকায় উহা মিশ্রবৃত্তি এবং মন, মাত্রা, ইন্দ্রিয় ও প্রাণ দ্বারা বিষয় ব্যব-হারও মিশ্রবৃত্তি জানিবে।। ৬।।

বিশ্বনাথ—অহমিতি মমেতি যা মতিঃ স সন্নিপাত-স্ততশ্চ মন আদিভিঃ সর্ব্বোঽপি ব্যবহারঃ সন্নিপাত ইত্য-ন্বয়ঃ। যদি কদাচিচ্ছমাদিকামাদিক্রোধাদীনামত্যুদ্রেকো ভবেত্তদায়ং পুরুষো মূর্ত্তঃ শম ইতি, মূর্ত্তঃ কাম ইতি, মূর্ত্তঃ ক্রোধ ইত্যুচ্যতে। তেন পুরুষেণ ব্যবহারিকাণামহঙ্কার-মমকারমূলকো লৌকিকঃ কোঽপি ব্যবহারো ন সিদ্ধ্যতি। অতিশান্তস্যাহঙ্কারমমকারয়োঃ স্বত এবাভাবাৎ কামান্ধস্য ক্রোধান্ধস্য চ অহমমুকস্য প্রতিষ্ঠিতস্য পুত্রো মমেদনুচিত-মিদমুচিতমিতি বিবেকগন্ধস্যাপ্যভাবাদেব, সতোরপি তয়োরভাবাৎ; ব্যবহারসিদ্ধিস্তু মন আদিভিঃ সত্ত্বাদিমিলন-রূপেণ সমুচিতেনেতি।। ৬।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—আমি আমার এইরূপ যে বুদ্ধি, তাহা সন্নিপাত। তাহা হইতে মন আদিদ্বারা সকল ব্যব-হারই সন্নিপাত এইরূপ অন্বয়। যদি কখনও শম আদি, কামাদি ও ক্রোধাদির অতিশয় উদ্রেক হয়। তখন এই পুরুষ মূর্ত্ত শম, এইরূপ মূর্ত্ত কাম, এইরূপ মূর্ত্ত ক্রোধ, ইহা বলা হয়। সেই পুরুষ দ্বারা ব্যবহারিক বস্তুসমূহে অহঙ্কার ও মমকার মূলক লৌকিক ব্যবহার সিদ্ধ হয় না। অতি শান্ত ব্যক্তির অহঙ্কার ও মমকারের স্বাভাবিকই অভাবহেতু কামান্ধ ও ক্রোধান্ধ আমি অমুক প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তির পুত্র, আমার ইহা করা উচিৎ নহে, ইহা করা উচিৎ, এইরূপ বিবেকগন্ধেরও অভাবহেতু থাকিলেও তাহা না থাকার মত ব্যবহার সিদ্ধি। কিন্তু মন আদিদ্বারা সত্ত্বাদি মিলনরূপে সমুচিত।। ৬।।

বিবৃতি—'পার্থিব আমি, প্রাকৃত বস্তু আমার'—এরূপ বিচার কেবল গুণের ক্রিয়া নহে; উহা মিশ্রগুণের পরিণাম। ইন্দ্রিয়জজ্ঞানের জ্ঞাতা মন ইন্দ্রিয়গণের দ্বারা যে বিষয় গ্রহণ করেন, উহা গুণমিশ্রণের ফল জানিতে হইবে। তদ্দ্বারাই ব্যবহারিক জগৎ চালিত।। ৬।।

ধর্ম্মে চার্থে চ কামে চ যদাসৌ পরিনিষ্ঠিতঃ।
গুণানাং সন্নিকর্ষোঽয়ং শ্রদ্ধারতিধনাবহঃ।। ৭।।

অন্বয়ঃ—অসৌ (পুরুষঃ) যদা ধর্ম্মে চ অর্থে চ কামে চ পরিনিষ্ঠিতঃ (ভবতি তদা) শ্রদ্ধারতিধনাবহঃ (শ্রদ্ধারতিধনানি সত্ত্বরজস্তমোময়ান্যাবহতীতি তথাভূতঃ) অয়ং (ত্রিষু নিষ্ঠারূপঃ) গুণানাং সন্নিকর্ষঃ (সন্নিপাতকার্য্যং ভবতি)।। ৭।।

অনুবাদ—পুরুষ যে-কালে ধর্ম্ম, অর্থ ও কামবিষয়ে নিষ্ঠাযুক্ত হন, তৎকালে শ্রদ্ধা, রতি ও ধনের প্রাপক উক্ত নিষ্ঠা গুণত্রয়ের মিশ্রবৃত্তি জানিবে।। ৭।।

বিশ্বনাথ—তমেবাহ—অসৌ পুরুষো যদা ধর্ম্মা-দিষু পরিনিষ্ঠিতো ভবতি, তদাস্য গুণানাং সত্ত্বতমোরজসাং সন্নিকর্ষঃ সন্নিপাতঃ স্যাৎ। শ্রদ্ধাদ্যাবহঃ ধর্ম্মনিষ্ঠাতো ধর্ম্মবিষয়কশ্রদ্ধাপ্রাপকঃ ফলতো ধর্ম্মপ্রাপক ইত্যর্থঃ। কামনিষ্ঠাতো রতিপ্রাপকঃ, অর্থনিষ্ঠাতো ধনপ্রাপকো ভবতি।। ৭।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— তাহাই বলিতেছেন—এই পুরুষ যখন ধর্ম্মাদিতে পরিনিষ্ঠিত হয় তখন ইহার গুণসমূহ মিলিত হয় শ্রদ্ধাদি সমূহ। ধর্ম্ম নিষ্ঠ হইতে ধর্ম্ম বিষয়ক শ্রদ্ধা প্রাপক ফলত ধর্ম্ম প্রাপক। কামনিষ্ঠা হইতে রতি প্রাপক, অর্থ নিষ্ঠা হইতে ধন প্রাপক হয়।। ৭।।

বিবৃতি— ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম—এই ত্রিবিধ ফলের আকাঙ্ক্ষায় কৃতপ্রযত্ন পুরুষ মিশ্রগুণের গুণী হইয়া ধর্ম্মে শ্রদ্ধা, অর্থে ধন ও কামে রতি লাভ করেন।। ৭।।

প্রবৃত্তিলক্ষণে নিষ্ঠা পুমান্ যর্হি গৃহাশ্রমে।
স্বধর্ম্মে চানু তিষ্ঠেত গুণানাং সমিতির্হি সা।। ৮।।

অন্বয়ঃ— প্রবৃত্তিলক্ষণে (কাম্যধর্ম্মে) যর্হি (যদা পুংসঃ) নিষ্ঠা (ভবতি কিঞ্চ যদা) পুমান্ গৃহাশ্রমে (এব তিষ্ঠেৎ) অনু (পশ্চাৎ) স্বধর্ম্মে চ তিষ্ঠেত (নিত্যনৈমিত্তিকে তিষ্ঠেৎ) সা (অপি) গুণানাং সমিতিঃ (সন্নিপাতঃ) হি (যস্মাৎ কাম্যধর্ম্মগৃহাসক্তিস্বধর্ম্মা রজস্তমঃসত্ত্বময়া ইত্যর্থঃ)।। ৮।।

অনুবাদ— যে-কালে পুরুষের কাম্যধর্ম্মে শ্রদ্ধা হয় এবং তিনি গৃহাশ্রমে অবস্থান করেন ও পশ্চাৎ স্বধর্ম্মে রত হন, তৎকালে উহাও গুণত্রয়েরই মিশ্রবৃত্তি হইয়া থাকে।। ৮।।

বিশ্বনাথ— পুনরপি সন্নিপাতং প্রপঞ্চয়তি,—প্রবৃত্তিলক্ষণে কাম্যধর্ম্মে যদা পুংসো নিষ্ঠা ভবতি তথা পুমান্ যদা গৃহাশ্রমে পরিনিষ্ঠিতো ভবেৎ, অনু নিরন্তরং স্বধর্ম্মে চ নিত্যনৈমিত্তিকে তিষ্ঠেৎ, সাপি সমিতিঃ সন্নিপাতঃ, হি যস্মাৎ কাম্যধর্ম্মগৃহাসক্তিস্বধর্ম্মা রজস্তমঃসত্ত্বময়া ইত্যর্থঃ।। ৮।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— পুনরায় সন্নিপাত বিস্তাররূপে বলিতেছেন—প্রবৃত্তিরূপ কাম্য ধর্ম্মে যখন পুরুষের নিষ্ঠা হয় এবং পুরুষ যখন গৃহাশ্রমে পরিনিষ্ঠিত হইবে তখন নিরন্তর স্বধর্ম্মেও নিত্যনৈমিত্তিক ধর্ম্মে থাকে, তাহাও সন্নিপাত। যেহেতু কাম্য ধর্ম্ম গৃহাসক্তি, স্বধর্ম্ম রজস্তমঃ-সত্ত্ব-ময়।। ৮।।

বিবৃতি— আশ্রমধর্ম্মসমূহ মিশ্রগুণ-প্রবৃত্তি হইতেই উদিত হয়। তজ্জন্যই শ্রীগৌরসুন্দর জীবের স্বরূপ-পরিচয়বর্ণনে বর্ণাশ্রমধর্ম্মকে জড়জগতের প্রাকৃত তাৎকালিক, অপ্রয়োজনীয় পরিচয় বলিয়া হেয়-সুখৈষণা-পর বলিয়াছেন। গুণজাত জগতের গুণমিশ্রাবস্থায় ঐ প্রকার ভাবসমূহ অণুচিৎ-জীবের প্রাপ্য হয়। ভগবদ্বস্তু বা ভগবৎসেবকের তাদৃশ ভোগ-বাসনার পরিবর্ত্তে নিত্যলীলায় নিত্যাবস্থানের সৌন্দর্য্যে একনিষ্ঠা দেখা যায়।। ৮।।

পুরুষং সত্ত্বসংযুক্তমনুমীয়াচ্ছমাদিভিঃ।
কামাদিভী রজোযুক্তং ক্রোধাদ্যৈস্তমসা যুতম্।। ৯।।

অন্বয়ঃ— শমাদিভিঃ (লক্ষণৈঃ) পুরুষং সত্ত্বসংযুক্তং (সত্ত্বগুণাধিক্যযুক্তম্) অনুমীয়াৎ (অনুমানপ্রমাণ-বলেন নির্দ্ধারয়েত্তথা) কামাদিভিঃ (লক্ষণৈঃ) রজোযুক্তং (রজ আধিক্যযুক্তং তথা) ক্রোধাদ্যৈঃ (লক্ষণৈঃ) তমসা (প্রবৃদ্ধ-তমোগুণেন) যুতম্ (অনুমীয়াৎ)।। ৯।।

অনুবাদ—শমাদিলক্ষণহেতু পুরুষকে সত্ত্বগুণাধিক্য-যুক্ত, কামাদিলক্ষণহেতু রজোগুণাধিক্যযুক্ত এবং ক্রোধাদি-লক্ষণহেতু তমোগুণাধিক্যযুক্ত অনুমান করিবে।। ৯।।

বিশ্বনাথ— তদেবমমিশ্রা মিশ্রাশ্চ গুণবৃত্তীঃ প্রদর্শ্য ইদানীং পুমান্ প্রাধান্যেন ব্যপদেশা ভবন্তীতি ন্যায়েন যেন গুণেন যথা ভবেদিতি যদুক্তং তদ্দর্শয়তি— পুরুষমিতি।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— এইরূপে মিশ্র ও অমিশ্র গুণবৃত্তি সমূহ দেখাইয়া এখন পুরুষ প্রাধান্যের দ্বারাই কথিত হয় এই ন্যায়দ্বারা যে গুণদ্বারা পুরুষ যেমন হইবে, ইহা যে বলিয়াছেন—তাহাই দেখাইতেছেন।। ৯।।

বিবৃতি— সত্ত্বগুণ-বর্ণনে যে শমাদির বিষয় পূর্ব্বে (দ্বিতীয় শ্লোকে) কথিত হইয়াছে, উহাই সত্ত্বগুণবিশিষ্ট ব্যক্তির তৃতীয় শ্লোক-কথিত কামাদি রজোগুণযুক্ত ব্যক্তির এবং চতুর্থ শ্লোকোক্ত তমোগুণযুক্ত ব্যক্তির সম্বন্ধে পরিদৃষ্ট হইবে।। ৯।।

যদা ভজতি মাং ভক্ত্যা নিরপেক্ষঃ স্বকর্ম্মভিঃ।
তং সত্ত্বপ্রকৃতিং বিদ্যাৎ পুরুষং স্ত্রিয়মেব বা।। ১০।।

অন্বয়ঃ— যদা নিরপেক্ষঃ (ফলাদ্যনপেক্ষঃ সন্) ভক্ত্যা স্বকর্ম্মভিঃ মাং ভজতি (সেবতে তদা) তং (পুরুষং তাং) স্ত্রিয়ম্ এব বা সত্ত্বপ্রকৃতিং বিদ্যাৎ (জানীয়াৎ)।। ১০

অনুবাদ— যে-কালে পুরুষ বা স্ত্রী নিষ্কাম হইয়া ভক্তির সহিত স্বকর্ম্মদ্বারা আমার সেবা করেন, তৎকালে তাহাকে সত্ত্বপ্রকৃতি জানিবে।। ১০।।

বিশ্বনাথ— পুরুষগুণযোগেন তত্র তত্র মদ্ভক্তিরপি সগুণা তিষ্ঠেদিত্যাহ,—যদেতি দ্বাভ্যাম্।। ১০।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— পুরুষ গুণযুক্ত হেতু, সেই সেই স্থলে আমার ভক্তিও সগুণা হইয়া থাকে। ইহাই দুইটি শ্লোকদ্বারা বলিতেছেন।। ১০।।

বিবৃতি— সাত্ত্বিক ব্যক্তি—স্ত্রী হউন বা পুরুষ হউন —নিজ কৃত্যসমূহের দ্বারা নিরপেক্ষ হইয়া ভগবদ্‌ভজনে অনুপ্রাণিত হন।। ১০।।

যদা আশিষ আশাস্য মাং ভজেত স্বকর্ম্মভিঃ।
তং রজঃপ্রকৃতিং বিদ্যাৎ হিংসামাশাস্য তামসম্।। ১১

অন্বয়ঃ— যদা আশিষঃ (কামান্) আশাস্য (কাময়িত্বা) স্বকর্ম্মভিঃ মাং ভজেত (তদা) তং রজঃপ্রকৃতিং বিদ্যাৎ (যদা) হিংসাং (শত্রুমরণাদিকম্) আশাস্য (ভজেত তদা তং) তামসং (তমঃপ্রকৃতিং বিদ্যাৎ)।। ১১।।

অনুবাদ— যে কালে পুরুষ কাম্যবিষয়ের প্রার্থনা করিয়া আমার সেবা করেন, তৎকালে তাহাকে রজঃ-প্রকৃতি এবং যে-কালে হিংসাকামনায় আমার আরাধনা করেন, তৎকালে তমঃ-প্রকৃতি জানিবে।। ১১।।

বিশ্বনাথ— হিংসা শত্রুমরণাদিকম্।। ১১।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— হিংসা শত্রুমরণাদি।। ১১।।

বিবৃতি— প্রাকৃত অভিমানী জীব নিজ কর্ম্মের দ্বারা নিজ ঔপাধিক যে তাৎকালিক মঙ্গলের আশা করেন, তাদৃশ উদ্দেশ্যমূলে ভজনই রাজসিক এবং পরের অমঙ্গল-সাধনেচ্ছামূলে যে-সকল কর্ম্ম কৃত হয় তাদৃশী সেবা তামসিকী জানিতে হইবে। ধনপ্রার্থনা, জনপ্রার্থনা, যশঃ-প্রার্থনা—রাজসিকী; আর শত্রুজয়াদির প্রার্থনা, পরপক্ষ-নিপীড়ন-বাসনাকে তামসিকী জানিতে হইবে।। ১১।।

সত্ত্বং রজস্তম ইতি গুণা জীবস্য নৈব মে।
চিত্তজা যৈস্তু ভূতানাং সজ্জমানো নিবধ্যতে।। ১২।।

অন্বয়ঃ— সত্ত্বং রজঃ তমঃ ইতি চিত্তজাঃ (চিত্তাভিব্যক্তাঃ) গুণাঃ জীবস্য এব (ভবন্তি) মে (মম) ন (ন ভবন্তি) যৈঃ তু (গুণৈঃ) ভূতানাং (দেহরূপাণামন্যেষাঞ্চ মধ্যে) সজ্জমানঃ (সঙ্গং লভমানো জীবঃ) নিবধ্যতে (বদ্ধো ভবতি)।। ১২।।

অনুবাদ— সত্ত্ব রজঃ তমঃ ইহারা জীবেরই চিত্তজাত গুণ, আমার নহে। ঐ সকল গুণদ্বারা জীব দেহাদিভূতগণ মধ্যে সঙ্গবশতঃ বদ্ধ হইয়া থাকে।। ১২।।

বিশ্বনাথ— ননু তথাপি সৃষ্ট্যাদিকর্ত্তৃত্বেন গুণবত্ত্বা-বিশেষাৎ কেন বিশেষণেন ত্বং সেব্যো, জীবঃ সেবক ইতি নিয়মঃ যতো মাং ভজেতেতি মুহুর্ব্রূষে তত্রাহ,—সত্ত্বমিতি। গুণা বন্ধকা জীবস্যৈব নতু মে কুতঃ যতশ্চিত্তজা জীবোপাধৌ চিত্তেঽভিব্যজ্যমানত্বাত্তত্র জাতাঃ ভূতানামিতি সপ্তম্যর্থে ষষ্ঠী। যৈর্গুণৈর্ভূতভৌতিকেষু দেহ-দৈহিকেষু সজ্জমানো জীব এব নিবধ্যতে অহন্ত্বনাসজ্জমানঃ গুণ-নিয়ন্তৃত্বেন সৃষ্ট্যাদিকর্ত্তাপি নিত্যমুক্তঃ, অতো মহান্ বিশেষ ইতি ভাবঃ।। ১২।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— প্রশ্ন—তথাপি সৃষ্টি আদি কর্ত্তা-রূপে গুণবত্ত্বা পার্থক্য না থাকায় কোন্ বিশেষণ দ্বারা তোমাকে সেবা করিবে সেবক জীব, এই নিয়ম যেহেতু 'আমাকে ভজন কর' ইহা পুনঃ পুনঃ বলিতেছ? তাহার উত্তরে বলিতেছেন—গুণসমূহ জীবেরই বন্ধক, আমার কিন্তু বন্ধক নহে। কি কারণে? উত্তর যেহেতু চিত্তজাত জীব উপাধিচিত্তে অভিব্যক্ত হইয়া সেইখানে জন্মে, ভূত সমূহের এস্থলে সপ্তমী অর্থে ষষ্ঠী। যে গুণ সমূহ দ্বারা

ভূত-ভৌতিক, দেহ দৈহিক বস্তুতে আসক্ত জীবই বদ্ধ হয়। আমি কিন্তু আসক্ত হই না। আমি গুণের নিয়ন্তা, সৃষ্টি আদির কর্ত্তা হইয়াও নিত্যমুক্ত, অতএব মহান্ বিশেষ।। ১২।।

বিবৃতি— বক্তা ভগবান্ উপদেশকসূত্রে উদ্ধবরূপী শ্রোতৃ-জীবের গুণসমূহের সংযোগে সংযুক্ত হইবার কথা বলিতে গিয়া তিনি স্বয়ং গুণমিশ্রবিচারে অভিভূত নহেন, এই বৈশিষ্ট্যই শ্রোতাকে হৃদয়ঙ্গম করাইলেন। গুণাভিভূত বদ্ধজীবই নিজের সহিত গুণের ক্রিয়া-সংযোগ করিয়া নিজেকে গুণবন্ধনে আবদ্ধ করেন।। ১২।।

যদেতরৌ জয়েৎ সত্ত্বং ভাস্বরং বিশদং শিবম্।
তদা সুখেন যুজ্যেত ধর্ম্মজ্ঞানাদিভিঃ পুমান্।। ১৩।।

অন্বয়ঃ— যদা ভাস্বরং (প্রকাশকং) বিশদং (স্বচ্ছং) শিবং (শান্তং) সত্ত্বম্ ইতরৌ (রজস্তমোগুণৌ) জয়েৎ (অভিভবেৎ) তদা পুমান্ সুখেন ধর্ম্মজ্ঞানাদিভিঃ (ধর্ম্ম-জ্ঞানবৈরাগ্যাদিগুণৈশ্চ) যুজ্যেত (যুক্তো ভবেৎ)।। ১৩।।

অনুবাদ— যে-কালে প্রকাশক স্বচ্ছ ও শান্ত সত্ত্বগুণ অন্য গুণদ্বয়কে অভিভূত করে, তৎকালে পুরুষ সুখধর্ম্ম-জ্ঞানবৈরাগ্যাদিগুণযুক্ত হইয়া থাকেন।। ১৩।।

বিশ্বনাথ— কিঞ্চ ত্রিগুণময়ে জীবে গুণাঃ পরস্পরং বাধ্যবাধকভাবেনৈব তিষ্ঠন্তি, তথা সতি জীবস্য যাদৃশী দশা স্যাত্তামাহ,—যদেতি ত্রিভিঃ। সত্ত্বং কর্ত্তৃ যদা ইতরৌ রজস্তমোগুণৌ জয়েৎ অভিভবেৎ, ভাস্বরং প্রকাশকং বিশদং স্বচ্ছং শিবং শান্তং শিবত্ববিশদত্বভাস্বরত্বাংশানাং যথাক্রমং সুখধর্ম্মজ্ঞানহেতুত্বাত্তদা তৈঃ সুখাদিভিরেব যুজ্যেত আদি-শব্দাৎ শমদমাদিভিশ্চ।। ১৩।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— আর ত্রিগুণময় জীবে গুণসমূহ পরস্পর বাধ্য-বাধকভাবেই থাকে, তাহা হইলে পর জীবের যেরূপ দশা হয় তাহাই তিনটি শ্লোকদ্বারা বলিতে-ছেন—সত্ত্বগুণের কর্ত্তা যখন অন্য রজস্তম গুণকে জয় করে তখন প্রকাশক স্বচ্ছ শান্ত শিবত্ব ও বিশদত্ব ও ভাস্বরত্ব, অংশ সমূহের যথাক্রমে সুখ ধর্ম্ম জ্ঞান কারণ হওয়ায়, ঐ সুখাদির সহিতই যুক্ত থাকে। আদি শব্দ হইতে শম দমাদির সহিতও যুক্ত থাকে।। ১৩।।

বিবৃতি— গুণজাত জগতে ভোক্তৃ-ভোগ্য-বিচারে পুরুষ ও প্রকৃতি পরিদৃষ্ট হয়। গুণজাত জগতে পুরুষ যখন সত্ত্বগুণ বৃদ্ধি করিয়া রজঃ ও তমোগুণের অধিকার সঙ্কোচ করিতে সমর্থ হন, তখনই শমাদি গুণসকল বদ্ধ-জীবের মঙ্গলবিধান করে।। ১৩।।

যদা জয়েৎ তমঃ সত্ত্বং রজঃ সঙ্গং ভিদা চলম্।
তদা দুঃখেন যুজ্যেত কর্ম্মণা যশসা শ্রিয়া।। ১৪।।

অন্বয়ঃ— যদা সঙ্গং (সঙ্গহেতুঃ) ভিদা (ভেদহেতুঃ) চলং (প্রবৃত্তিস্বভাবং) রজঃ (রজোগুণঃ) তমঃ (তমোগুণং তথা) সত্ত্বং (চ) জয়েৎ (অভিভবেৎ) তদা (পুমান্) দুঃখেন কর্ম্মণা যশসা শ্রিয়া (চ) যুজ্যেত (যুক্তো ভবেৎ)।। ১৪।।

অনুবাদ— যে-কালে সঙ্গ ও ভেদজ্ঞানের জনক চঞ্চলস্বভাব রজোগুণ ইতরগুণদ্বয়কে অভিভূত করে, তৎকালে পুরুষ দুঃখ, কর্ম্ম, যশশ্রী প্রভৃতি গুণযুক্ত হইয়া থাকেন।। ১৪।।

বিশ্বনাথ— তমঃ সত্ত্বং কর্ম্মভূতং রজঃ কর্ত্তৃ যদা জয়েৎ সঙ্গং সঙ্গহেতুঃ, ভিদা ভেদহেতুঃ। চলং প্রবৃত্তি-স্বভাবং, তদা ভিদাহেতুত্বাদ্দুঃখেন যুজ্যেত 'দ্বিতীয়াদ্বৈ ভয়ং ভবতীতি' শ্রুতেঃ। চলত্বাৎ কর্ম্মণা সঙ্গহেতুত্বাৎ যশসা শ্রিয়া চ যুজ্যেত, তত্তৎকামঃ পুমান্ ভবতীত্যর্থঃ।। ১৪।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— তম সত্ত্ব কর্ম্মরূপ রজ কর্ত্তৃ যখন জয়লাভ করে, সঙ্গ অর্থাৎ সঙ্গহেতু, ভিদা ভেদ-হেতু, চল প্রবৃত্তি স্বভাব, তখন ভেদ-হেতু দুঃখের সহিত যুক্ত হয়। 'দ্বিতীয় হইতেই ভয় হয়' ইহা শ্রুতিতে আছে। চল-হেতু কর্ম্মের সহিত সঙ্গ-হেতু, যশ ও সম্পদের সহিত যুক্ত হয়। সেই সেই কামনাযুক্ত পুরুষ হয়।। ১৪।।

বিবৃতি— যে-কালে রজোগুণ প্রবল হইয়া সত্ত্ব ও তমোগুণের অধিকার খর্ব্ব করিতে সমর্থ হয়, তখন পুরুষ

যশঃ-আকাঙ্ক্ষী, প্রতিষ্ঠাশা-পরায়ণ কর্ম্মবীরের সজ্জায় দুঃখাবাহনকারীর দ্রব্যের অধিপতি হইবার যত্ন করেন।।

যদা জয়েদ্রজঃ সত্ত্বং তমো মূঢ়ং লয়ং জড়ম্।
যুজ্যেত শোকমোহাভ্যাং নিদ্রয়া হিংসয়াশয়া।। ১৫।।

অন্বয়ঃ— যদা মূঢ়ং (বিবেকভ্রংশকং) লয়ম্ (আবরণাত্মকং) জড়ম্ (অনুদ্যমাত্মকং) তমঃ (তমোগুণঃ) রজঃ সত্ত্বং (চ) জয়েৎ (অভিভবেত্তদা পুমান্) শোকমোহাভ্যাং (শোকেন মোহেন চ) নিদ্রয়া হিংসয়া আশয়া (চ) যুজ্যেত (যুক্তো ভবেৎ)।। ১৫।।

অনুবাদ— যে-কালে বিবেকনাশক আবরণধর্ম্ম-বিশিষ্ট জড় তমোগুণ ইতরগুণদ্বয়কে অভিভূত করে, তৎকালে পুরুষ শোক, মোহ, নিদ্রা, হিংসা ও আশা প্রভৃতি গুণযুক্ত হন।। ১৫।।

বিশ্বনাথ— রজঃ সত্ত্বঞ্চ কর্ম্মভূতং তমঃ কর্ত্তৃ যদা জয়েৎ মূঢ়ং বিবেকভ্রংশকং, লয়মাবরণাত্মকং, জড়মনুদ্যমাত্মকং, তদা মূঢ়ত্বাচ্ছোকমোহহিংসাভিঃ লয়ত্বান্নিদ্রয়া জড়ত্বাদুদ্যমাভাবেন কেবলমাশয়া যুজ্যেত। তত্রোত্তরগ্রন্থ-ব্যাখ্যামনুসৃত্য তত্তৎকালোঽপি তত্তদ্গুণাত্মকো জ্ঞেয়ঃ। তথা যদা কেবলভক্ত্যা গুণত্রিকং জিতং স্যাত্তদা নির্গুণেন প্রেমানন্দেন যুজ্যেতেত্যেবমগ্রেঽপি ব্যাখ্যানশেষ উপন্যসনীয়ঃ।। ১৫।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— রজসত্ত্বকে কর্ম্মভূততম কর্ত্তৃক যখন জয় করে মূঢ়, বিবেক ভ্রংশ, লয় অর্থাৎ আবরণাত্মক জড়, অনুদ্যমাত্মক, তখন মূঢ়হেতু শোক মোহ হিংসাদি দ্বারা, লয় হেতু নিদ্রা দ্বারা, জড়হেতু উদ্যমের অভাব দ্বারা, কেবল আশার সহিত যুক্ত হয়। সেই স্থলে পরবর্ত্তী গ্রন্থ ব্যাখ্যা অনুসারে সেই সেই কালও সেই সেই গুণাত্মক জানিবে। সেইরূপ যখন কেবল ভক্তিদ্বারা গুণত্রয়কে জয় করে, তখন নির্গুণ প্রেমানন্দের সহিত যুক্ত হয়। এই প্রকারেই অগ্রেও ব্যাখ্যার শেষ করা উচিত।। ১৫।।

বিবৃতি—যে-কালে তমোগুণ বদ্ধজীবহৃদয়ে উচ্চস্থান লাভ করে, তৎকালে সত্ত্ব ও রজঃ স্ব-স্ব অধিকারে বঞ্চিত হওয়ায় পুরুষের শোক, মোহ, নিদ্রা, হিংসা ও দুষ্টাশা পরিদৃষ্ট হয়।। ১৫।।

যদা চিত্তং প্রসীদেত ইন্দ্রিয়াণাঞ্চ নির্বৃতিঃ।
দেহেঽভয়ং মনোঽসঙ্গং তৎ সত্ত্বং বিদ্ধি মৎপদম্।। ১৬

অন্বয়ঃ— যদা চিত্তং প্রসীদেত (প্রসীদেৎ স্বচ্ছং ভবেৎ) ইন্দ্রিয়াণাং চ নির্বৃতিঃ (উপরতির্ভবেৎ) দেহে অভয়ং (ভবেৎ) মনঃ (চ) অসঙ্গং (ভবেৎ) তৎ (তদা) মৎপদং (মদুপলব্ধিস্থানং) সত্ত্বম্ (উদ্রিক্তং) বিদ্ধি (জানীহি)।। ১৬।।

অনুবাদ— যে-কালে চিত্ত প্রসন্ন, ইন্দ্রিয়গণ শান্ত, দেহ অভয়যুক্ত ও মন অনাসক্ত হয়, তৎকালে আমার উপলব্ধির অধিষ্ঠানভূত সত্ত্বগুণের আধিক্য জানিবে।।১৬

বিশ্বনাথ— তদেবং বর্ধমানো গুণো বাধকো ভবতি যদা তদা ক্ষীণৌ বাধ্যবিত্যবগতম্। ইদানীং কেন কেন লক্ষণেন কঃ কো গুণো বর্ধমানো জ্ঞেয় ইত্যত আহ,— যদেতি ত্রিভিঃ। প্রসীদেৎ স্বচ্ছং ভবেৎ। নির্বৃতির্বৈতৃষ্ণ্য-লক্ষণমব্যৈয়গ্র্যং, মনঃ সঙ্গরহিতমনাসক্তং স্যাত্তদা সত্ত্ব-মুদ্রিক্তং বিদ্ধি। মৎপদং ময়ি মৎপ্রাপ্তৌ পদং ব্যবসায়ো যস্মাৎ তৎ।। ১৬।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— এইভাবে বৃদ্ধিপ্রাপ্তগুণ বাধক যখন হয়, তখন কি বাধ্যদ্বয় জানিবে? এখন কোন্ কোন্ গুণদ্বারা কোন্ কোন্ গুণ বর্দ্ধমান হয়, তাহা জানিবে। ইহাই তিনটি শ্লোকদ্বারা বলিতেছেন। যেকালে চিত্ত স্বচ্ছ হইবে বিতৃষ্ণা লক্ষণ ব্যগ্রতা থাকিবে না, মন সঙ্গ রহিত অনাসক্ত হইবে, তখন সত্ত্ব বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। আমার পদ অর্থাৎ আমাকে পাইয়া স্থির হয়।। ১৬।।

বিবৃতি—যে-কালে প্রাকৃত ভোগ্যজগতে সত্ত্বগুণ-যুক্ত পুরুষের নিবৃত্তি দৃষ্ট হয়, তৎকালে দেহ ও মনের অনুপাদেয় বস্তুগ্রহণের পিপাসা খর্ব্ব হয় এবং ভগবানের প্রতি সেবোন্মুখতা পরিদৃষ্ট হয়।। ১৬।।

বিকুর্ব্বন্ ক্রিয়য়া চাধীরনিবৃত্তিশ্চ চেতসাম্।
গাত্রাস্বাস্থ্যং মনো ভ্রান্তং রজ এতৈর্নিশাময়।। ১৭।।

অন্বয়ঃ— (যদা) ক্রিয়য়া বিকুর্ব্বন্ (বিকারং প্রাপ্নুবন্) আধীঃ চ (আসমন্তাদ্ বিক্ষিপ্তা ধীর্যস্য স তথা ভবতি) চেতসাং চ (বুদ্ধীন্দ্রিয়াণামপি) অনিবৃত্তিঃ (অনুপরতির্ভবতি) গাত্রাস্বাস্থ্যং (গাত্রাণি কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি তেষামস্বাস্থ্যং বিকারাধিক্যং ভবতি) মনঃ (চ) ভ্রান্তং (চঞ্চলং ভবতি তদা) এতৈঃ (লক্ষণৈরুৎকটং) রজঃ নিশাময় (জানীহি)।। ১৭।।

অনুবাদ— যে-কালে পুরুষ ক্রিয়াহেতু বিকৃত ও বিক্ষিপ্তচিত্ত, জ্ঞানেন্দ্রিয়গণ বিষয়প্রবৃত্তিযুক্ত, কর্ম্মেন্দ্রিয়গণ সমধিক-বিকারসম্পন্ন এবং মন চঞ্চল হয়; তৎকালে রজোগুণের আধিক্য জানিবে।। ১৭।।

বিশ্বনাথ— যদা ক্রিয়য়া বিকুর্ব্বন্ বিকারং প্রাপ্নুবন্ আধীঃ আসমন্তান্নানাপদার্থগতত্বেন বিক্ষিপ্তা ধীর্যস্য তথাভূতো ভবতি, চেতসাং বুদ্ধীন্দ্রিয়াণাং অনিবৃত্তিঃ সতৃষ্ণতা, এতৈর্লক্ষণৈস্তদা রজ উদ্রিক্তং জানীহি।। ১৭।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— যখন ক্রিয়াদ্বারা বিবরে প্রাপ্ত হয় আধীঃ অর্থাৎ চতুর্দ্দিকে নানা পদার্থগত হেতু চিত্তবিক্ষিপ্ত যাহার সেইরূপ হয়, বুদ্ধি ইন্দ্রিয় সমূহের তৃষ্ণা যুক্ততা এই সকল লক্ষণ যখন প্রকাশ পায়, তখন রজঃ গুণ বৃদ্ধি জানিবে।। ১৭।।

বিবৃতি— রজোগুণ-প্রদীপ্ত পুরুষের নানাপ্রকার বিচার ও আসক্তি, লোভ ও তৃষ্ণা লক্ষিত হয়।। ১৭।।

সীদচ্চিত্তং বিলীয়েত চেতসো গ্রহণেঽক্ষমম্।
মনো নষ্টং তমো গ্লানিস্তমস্তদুপধারয়।। ১৮।।

অন্বয়ঃ— (যদা) সীদৎ (তিরোভবৎ) চেতসঃ গ্রহণে (চিদাকারপরিণামে) অক্ষমম্ (অশক্তং সৎ) চিত্তং বিলীয়েত (কিঞ্চ) মনঃ (সঙ্কল্পাত্মকমপি) নষ্টং (লীনং ভবেৎ) তমঃ (অজ্ঞানং) গ্লানিঃ (বিষাদশ্চ ভবেৎ) তৎ (তদা) তমঃ (উৎকটম্) উপধারয় (বিদ্ধি)।। ১৮।।

অনুবাদ— যে কালে চিত্ত অবসন্ন ও চিদাকার-পরিণামে অশক্ত হইয়া লীন হয়, সঙ্কল্পাত্মক মনঃও লীনভাব প্রাপ্ত হয় এবং অজ্ঞান-বিষাদ-প্রভৃতি ভাব উপস্থিত হইয়া থাকে, তৎকালে তমোগুণের আধিক্য জানিবে।।

বিশ্বনাথ— যদা সীদৎ ব্যাকুলীভবৎ চিত্তং বিলীয়েত জড়ীভবতি যতশ্চেতসশ্চেতনায়া গ্রহণে অক্ষমমসমর্থং ভবেৎ নিশ্চেতনত্বাদপ্রবুদ্ধং ভবতীত্যর্থঃ, মনোঽপি সঙ্কল্পাত্মকং নষ্টং লীনং, তমোঽজ্ঞানং, গ্লানির্বিষাদঃ, তত্তদা তম উৎকটম্। যদা তু কেবলয়া ভক্ত্যা গুণত্রয়পরাভবস্তদা নৈর্গুণ্যমবধারয়েতি শেষঃ।। ১৮।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— যখন ব্যাকুল হইয়া চিত্তজড়ভাব প্রাপ্ত হয়, যাহা হইতে চিত্ত চেতনা গ্রহণে অসমর্থ হয়, নিশ্চেতন হেতু প্রকৃষ্ট বুদ্ধি থাকে না। মনও সংকল্পাত্মক লীন প্রাপ্ত হয়, তম অর্থাৎ অজ্ঞান গ্লানি বিষাদ। তখন তমো গুণ উৎকট বৃদ্ধি জানিবে। কিন্তু যখন কেবলাভক্তি দ্বারা গুণত্রয় পরাভব পায়, তখন নির্গুণভাব অবধারণ করে।। ১৮।।

বিবৃতি— তমোগুণ-প্রবল পুরুষের চিত্ত সর্ব্বদা ব্যাকুল হইয়া জড়ভোগতৎপর হয় এবং ভগবৎসেবোন্মুখতা ক্রমশঃ নিঃশেষ হইয়া পড়ে। তৎফলে অজ্ঞান ও অনিত্যবস্তুর স্পৃহার দ্বারা মন গ্লানিযুক্ত হয়।। ১৮।।

এধমানে গুণে সত্ত্বে দেবানাং বলমেধতে।
অসুরাণাঞ্চ রজসি তমস্যুদ্ধব রক্ষসাম্।। ১৯।।

অন্বয়ঃ— (হে) উদ্ধব! সত্ত্বে গুণে এধমানে (বর্দ্ধমানে সতি) দেবানাং বলম্ এধতে (বর্দ্ধতে) রজসি (এধমানে) অসুরাণাং (বলমেধতে) তমসি (এধমানে) রক্ষসাং চ (রাক্ষসানাং বলমেধতে)।। ১৯।।

অনুবাদ— হে উদ্ধব! সত্ত্বগুণবৃদ্ধি হইলে দেবগণের, রজোগুণের বৃদ্ধি হইলে অসুরগণের এবং তমোগুণ বৃদ্ধি হইলে রাক্ষসগণের বল বর্দ্ধিত হইয়া থাকে।।১৯

বিশ্বনাথ— সত্ত্বাদীনাং বৃদ্ধিকালেষু যথা দেবাসুররাক্ষসা বর্দ্ধন্তে, তথৈব ব্যষ্টিদেহেষ্বিন্দ্রিয়াণাং নিবৃত্তিপ্রবৃত্তি-

মোহস্বভাবা এব দেবাসুররাক্ষসা জ্ঞেয়া ইত্যাহ,—এধমানে ইতি। যদা ভক্তিহেতুকং নৈর্গুণ্যং বর্দ্ধতে, তদা ভক্তানাং বলমেধতে ইতি শেষঃ।। ১৯।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— সত্ত্বাদির বৃদ্ধিকালে যেমন দেব অসুর রাক্ষসগণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। সেইরূপ ব্যষ্টিদেহ সমূহে ইন্দ্রিয়সমূহের ক্রমে নিবৃত্তি প্রবৃত্তি ও মোহ স্বভাবহেতু দেব অসুর রাক্ষসগণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। যখন ভক্তিহেতু নির্গুণ ভাব বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় তখন ভক্তগণের বল বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।।

বিবৃতি— দেবগণের সত্ত্বগুণ, অসুরগুণের রজোগুণ ও রাক্ষসগণের তমোগুণের বর্দ্ধন-বাসনা পরিদৃষ্ট হয়।।

সত্ত্বাজ্জাগরণং বিদ্যাদ্রজসা স্বপ্নমাদিশেৎ।
প্রস্বাপং তমসা জন্তোস্তুরীয়ং ত্রিষু সন্ততম্।। ২০।।

অন্বয়ঃ— সত্ত্বাৎ জন্তোঃ (জীবস্য) জাগরণং বিদ্যাৎ (জানীয়াৎ) রজসা স্বপ্নং (স্বপ্নাবস্থাম্) আদিশেৎ (নির্দ্দিশেৎ) তমসা প্রস্বাপং (প্রকৃষ্টনিদ্রাং বিদ্যাৎ) তুরীয়ং (চতুর্থমবস্থান্তরং নাম) ত্রিষু (জাগরণাদিষু) সন্ততম্ (একরূপমাত্মতত্ত্বমেবেত্যর্থঃ)।। ২০।।

অনুবাদ— সত্ত্বগুণে জীবগণের জাগরণ, রজোগুণে স্বপ্ন এবং তমোগুণে গাঢ়নিদ্রা হইয়া থাকে। তুরীয় অবস্থা পূর্ব্বোক্ত অবস্থাত্রয়ের মধ্যে বিতত অর্থাৎ এক আত্মতত্ত্বরূপে অবস্থিত।। ২০।।

বিশ্বনাথ— কস্মাদ্‌গুণাৎ কা অবস্থা ইত্যত আহ,—সত্ত্বাদিতি। তথৈব নির্গুণাবস্থামাহ—তুরীয়ং চতুর্থমবস্থান্তরং নামত্রিষুজাগরণাদিষু সংততং অন্বিতং পরমাত্মস্বরূপমেবেত্যর্থঃ।। ২০।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— কোন্ গুণ হইতে কি অবস্থা তাহাই বলিতেছেন—সেইরূপই নির্গুণ অবস্থা বলিতেছেন—তুরীয় অর্থাৎ চতুর্থ অবস্থা। তিনটি অবস্থা জাগরণাদিতে যুক্ত হইয়া পরমাত্মস্বরূপেই অবস্থিত হয়।। ২০।।

বিবৃতি— প্রাকৃত জগতে ভোগী সত্ত্বগুণ বৃদ্ধির প্রভাবে জাগ্রত থাকেন, রজোগুণের বৃদ্ধিতে নিদ্রিত এবং তমোগুণের বৃদ্ধিতে সুষুপ্ত থাকেন। আর গুণাতীত তুরীয়াবস্থায় গুণরাহিত্য বৈকুণ্ঠাশ্রিত থাকেন। এই নির্গুণ অবস্থায় কোন গুণেরই অপরের উপর প্রাধান্য নাই।।২০

উপর্য্যুপরি গচ্ছন্তি সত্ত্বেন ব্রাহ্মণা জনাঃ।
তমসাধোঽধ আমুখ্যাদ্রজসান্তরচারিণঃ।। ২১।।

অন্বয়ঃ— ব্রাহ্মণাঃ (বেদানুষ্ঠানযুক্তাঃ) জনাঃ সত্ত্বেন উপরি উপরি (ব্রহ্মলোকং যাবৎ) গচ্ছন্তি তমসা আমুখ্যাৎ (স্থাবরমভিব্যাপ্য) অধঃ অধঃ (গচ্ছন্তি) রজসা অন্তরচারিণঃ (মনুষ্যা এব ভবন্তি)।। ২১।।

অনুবাদ— বেদানুষ্ঠানপরায়ণ পুরুষগণ সত্ত্বগুণে ঊর্দ্ধদেশে ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত গমন করেন। যাহারা তমোগুণযুক্ত, তাহারা স্থাবর-পর্য্যন্ত অধোগতি এবং যাহারা রজোগুণযুক্ত, তাহারা মনুষ্যগতি লাভ করিয়া থাকে।। ২১

বিশ্বনাথ— আব্রহ্মণো জনা ইতি পাঠে ব্রহ্মলোকমভিব্যাপ্যেত্যর্থঃ। আমুখ্যাৎ স্থাবরানভিব্যাপ্যেত্যর্থঃ। অন্তরচারিণঃ মনুষ্যা ভবন্তীত্যর্থঃ। নৈর্গুণ্যেন ভক্ত্যা ভগবৎপদং যান্তীতি শেষঃ।। ২১।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—'আব্রহ্মণ জনাঃ' এই পাঠ ধরিলে ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হইয়া এইরূপ অর্থ হয়, আমুখ্যাৎ অর্থাৎ স্থাবর পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হইয়া অন্তরচারী মনুষ্যগণ হয়, নির্গুণভাব ভক্তিদ্বারা শ্রীভগবানের চরণ-কমলে যায়।।

বিবৃতি— বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মজ্ঞ সত্ত্বগুণ-প্রভাবে শূদ্রাদির শোক, বৈশ্যাদির ধনাশা, ক্ষত্রিয়াদির শৌর্য্য-পিপাসা প্রভৃতি বাসনা অতিক্রম করিয়া সত্ত্বগুণে অধিষ্ঠিত হন। তমোগুণের আশ্রয়ে উচ্চস্তর হইতে ক্রমশঃ নিম্নস্তরগামী হইয়া ক্রমশঃ ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র ও অন্ত্যজাদির নিকৃষ্ট প্রবৃত্তিবিশিষ্ট হন। আর রজোগুণের প্রভাবে উন্নতি ও অবনতির স্তরসমূহ পরিদৃষ্ট হয়।। ২১।।

সত্ত্বে প্রলীনাঃ স্বর্য্যান্তি নরলোকং রজোলয়াঃ।
তমোলয়াস্তু নিরয়ং যান্তি মামেব নির্গুণাঃ।। ২২।।

অন্বয়ঃ—সত্ত্বে (প্রবৃদ্ধে সতি) প্রলীনাঃ (মৃতা জনাঃ) স্বঃ (স্বর্গলোকং) যান্তি রজোলয়াঃ (প্রবৃদ্ধে রজসি মৃতাঃ) নরলোকং (যান্তি) তমোলয়াঃ (তমসি বৃদ্ধে সতি মৃতাঃ) নিরয়ং (নরকং যান্তি) নির্গুণাঃ মাম্ এব যান্তি (লভন্তে)।।

অনুবাদ— সত্ত্বগুণের প্রবৃদ্ধিকালে মৃত পুরুষগণ স্বর্গলোক, রজোগুণের প্রবৃদ্ধিকালে মৃত পুরুষগণ নরলোক, তমোগুণের প্রবৃদ্ধিকালে মৃত পুরুষগণ নরক-গতি এবং নির্গুণ পুরুষগণ আমাকে লাভ করিয়া থাকেন।।

বিশ্বনাথ—দেহোৎক্রমণকালিকগুণোৎকর্ষফলমাহ,—সত্ত্বে ইতি। যদা হি যো গুণঃ প্রবৃদ্ধো ভবতি তদা স গুণঃ পৃথগ্‌দৃষ্টো ভবতীত্যতঃ সত্ত্বে প্রলীনাঃ সত্ত্বে প্রবৃদ্ধে সতি মৃতাঃ। রজোলয়াঃ রজসি প্রবৃদ্ধে সতি লয়ো যেষাং তে এবং তমোলয়াঃ। নির্গুণা ইত্যত্র তু লয়শব্দানুপাদানাৎ জীবন্তোঽপি মদ্ভক্তত্বান্নির্গুণাশ্চেন্মামেব যান্তীত্যর্থঃ।।২২

টীকার বঙ্গানুবাদ— দেহ হইতে প্রাণ বাহির হইবার কালে গুণ উৎকর্ষের ফল বলিতেছেন—যখন যে গুণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় তখন সেই গুণ পৃথক্ দৃষ্ট হয়, অতএব সত্ত্বগুণে মৃত্যুকালে সত্ত্বগুণ বৃদ্ধি হইলে পর মৃতব্যক্তিগণ স্বর্গে যায়। রজোগুণে মৃত্যুকালে রজোগুণ বৃদ্ধি হইলে, তখন মৃত্যুকালে নরলোকে যায়। তমোগুণে মৃত্যুকালে নরকে যায়। নির্গুণ অবস্থায় 'মৃত্যুকালে' শব্দ না থাকায় জীবিত অবস্থায়ও আমার ভক্তগণ নির্গুণ হইলে আমাকেই প্রাপ্ত হয়।। ২২।।

বিবৃতি— গুণজাত জগতে বিচরণকারী সাত্ত্বিক ব্যক্তি স্থূল দেহাবসানে স্বর্গে গমন করেন। ক্ষীণ সত্ত্ব, রজঃ প্রবৃদ্ধ মানবগণ নরলোকে এবং তামসিক ব্যক্তিগণ নর-কাদি-লোকে গমন করেন। পরন্তু গুণত্রয়মুক্ত বৈকুণ্ঠ জীব নির্গুণতা লাভ করেন অর্থাৎ বৈকুণ্ঠপথের পথিক হন।। ২২

মদর্পণং নিষ্ফলং বা সাত্ত্বিকং নিজকর্ম্ম তৎ।
রাজসং ফলসঙ্কল্পং হিংসাপ্রায়াদি তামসম্।। ২৩।।

অন্বয়ঃ—মদর্পণং (মৎপ্রীত্যুদ্দেশেন কৃতং) নিষ্ফলং বা (কেবলং দাসভাবেনৈব কৃতং যৎ) নিজকর্ম্ম (নিত্যাদি কৃত্যং) তৎ সাত্ত্বিকং (বিদ্যাদিতি শেষঃ) ফলসঙ্কল্পং (ফলং সঙ্কল্প্যতে যস্মিংস্তৎ) রাজসং (বিদ্যাৎ) হিংসাপ্রায়াদি (হিংসাপ্রায়ং হিংসোদ্দেশেন কৃতং হিংসাবহুলঞ্চ, আদি-শব্দাদ্ দম্ভমাৎসর্য্যাদিকৃতঞ্চ কর্ম্ম) তামসং (বিদ্যাৎ)।।২৩

অনুবাদ— আমার প্রীতি-সাধনোদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত কর্ম্ম অথবা কেবল দাস্যভাবে অনুষ্ঠিত নিজ নিত্য-নৈমিত্তিকাদি কর্ম্ম সাত্ত্বিক, ফলসঙ্কল্পযুক্ত কর্ম্ম রাজস এবং হিংসাদিযুক্ত কর্ম্ম তামস জানিবে।। ২৩।।

বিশ্বনাথ— ময়ি অর্পণং যস্য তৎ মদর্পণমিতি "কুতঃ পুনঃ শশ্বদভদ্রমীশ্বরে ন চার্পিতং কর্ম্ম যদপ্যকারণ-মিতি" নারদোক্তের্ধর্ম্মশাস্ত্রবিহিতস্য কর্ম্মমাত্রস্যৈব ভগ-বদনর্পিতত্বে বৈয়র্থ্যশ্রবণান্মদর্পণ-মিত্যুত্তরত্রাপি যোজনী-য়ম্। ততশ্চ মদর্পণং নিত্যং কর্ম্ম, তথা নিষ্ফলং ফলাভি-সন্ধিরহিতং কাম্যং বা কর্ম্ম মদর্পিতং সাত্ত্বিকং স্যাৎ। ফলং সঙ্কল্প্যতে যস্মিংস্তৎ ফলাভিসন্ধিসহিতং কাম্যং কর্ম্ম মদ-র্পিতং রাজসং স্যাৎ। তথা অধর্ম্মশাস্ত্রোক্তং হিংসাপ্রায়ং হিংসোদ্দেশেন কৃতং কর্ম্ম তামসং স্যাৎ। আদিশব্দাৎ দম্ভ-মাৎসর্য্যাদিকৃতঞ্চ। শ্রবণকীর্ত্তনাদি শুদ্ধভজনন্তু নির্গুণমিতি শেষঃ।। ২৩।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— আমাতে অর্পণ যাহার, তাহা মদর্পণ, তাহা হইলে পুনরায় কিরূপে 'নিরন্তর অভদ্র বস্তু ও ঈশ্বরে অর্পিত না হইলে কর্ম্মও নিষ্ফল হয়' এই শ্রীনারদমুনির উক্তি হেতু ধর্ম্মশাস্ত্র বিহিত কর্ম্মমাত্রেরই ভগবানে অর্পিত না হইলে, নিষ্ফল শ্রবণহেতু 'মদর্পণ' এই শব্দটি পরবর্ত্তী পঙ্ক্তির সহিত যোগকরা উচিত, তাহা হইলে আমাতে অর্পণ নিত্য কর্ম্ম এবং নিষ্ফল অর্থাৎ ফলাভিসন্ধিরহিত বা কাম্য কর্ম্ম আমাতে অর্পিত হইলে সাত্ত্বিক হয়। যাহাতে ফল সঙ্কল্প করা হয় তাহা ফলাভি-সন্ধি সহিত কাম্য কর্ম্ম, আমাতে অর্পিত হইলে রাজস হয়, সেইরূপ অধর্ম্ম শাস্ত্রোক্ত হিংসা প্রধান হিংসা উদ্দেশ্যে কৃত কর্ম্ম তামস হয়, আদি শব্দ থাকায় দম্ভ মাৎসর্য্যাদি কৃত কর্ম্মও। শ্রবণকীর্ত্তনাদি শুদ্ধ ভজন কিন্তু নির্গুণ।। ২৩

বিবৃতি— সাত্ত্বিক পুরুষ জড়ভোগরহিত হইয়া ভগবানে শরণাগত হন। রাজসিক পুরুষ ফলপ্রার্থনায় অনিত্য কাম্যফল লাভ করেন এবং তামসিক পুরুষ দম্ভ-অহঙ্কারাদিতে আক্রান্ত হইয়া মৎসর হন।। ২৩।।

কৈবল্যং সাত্ত্বিকং জ্ঞানং রজো বৈকল্পিকঞ্চ যৎ।
প্রাকৃতং তামসং জ্ঞানং মন্নিষ্ঠং নির্গুণং স্মৃতম্।। ২৪।।

অন্বয়ঃ— কৈবল্যং (দেহাদিব্যতিরিক্তাত্মবিষয়কং) জ্ঞানং সাত্ত্বিকং (ভবতি) যৎ (জ্ঞানং) বৈকল্পিকং চ (দেহাদি-বিষয়কং তৎ) রজঃ (রাজসং ভবতি) প্রাকৃতং জ্ঞানং (বালমূকাদিজ্ঞানতুল্যং জ্ঞানং) তামসং (ভবতি) মন্নিষ্ঠং (পরমেশ্বরবিষয়কং জ্ঞানং) নির্গুণং স্মৃতং (কথিতং ভবতি)।। ২৪।।

অনুবাদ— দেহাদিব্যতিরিক্ত-আত্মবিষয়ক জ্ঞান সাত্ত্বিক, দেহাদিবিষয়ক-জ্ঞান রাজস, বালকাদির তুল্য প্রাকৃত জ্ঞান তামস এবং মদ্‌বিষয়ক-জ্ঞান নির্গুণ বলিয়া জানিবে।। ২৪।।

বিশ্বনাথ— অথ কণ্ঠোক্ত্যৈব সগুণনির্গুণভেদেন জ্ঞানাদীনাং চাতুর্বির্ধ্যমাহ,— কৈবল্যং দেহাদিব্যতিরিক্তত্বেন কেবলজীবাত্মাবিষয়ং যত্তৎ সাত্ত্বিকম্। বৈকল্পিকং দ্বৈতমিদং সত্যমসত্যং বা জীবা নিত্যা জন্যা বেত্যাদি-বিকল্পভবং জ্ঞানং যত্তদ্রাজসং। প্রাকৃতমাহারবিহারাদি-জ্ঞানং তামসং। মন্নিষ্ঠং মদ্বিষয়কম্।। ২৪।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—অনন্তর ভগবান নিজ-কণ্ঠ উক্তি দ্বারাই সগুণ ও নির্গুণ ভেদদ্বারা জ্ঞানাদি সমূহের চারি-প্রকার ভাব বলিতেছেন— কৈবল্য অর্থাৎ দেহাদি ব্যতি-রিক্তহেতু কেবল জীবাত্মা বিষয়ক যাহা, তাহা সাত্ত্বিক। বৈকল্পিক ইহা দ্বৈ সত্য বা অসত্য জীবগণ নিত্য বা জন্য ইত্যাদি বিকল্প জাত জ্ঞান যাহা, তাহা রাজস। প্রকৃত আহার বিহার আদি জ্ঞান তামস, আমানিষ্ঠ অর্থাৎ আমা বিষয়ক জ্ঞান নির্গুণ কথিত হয়।। ২৪।।

মধ্ব— নৈর্গুণ্যসাধনং যত্তন্নির্গুণং পরিকীর্ত্তিতম্।
ইতি চ।

যথাশাস্ত্রোক্তং বিজ্ঞানং কেবলং জ্ঞানমুচ্যতে।
স্বদৃষ্টশাস্ত্রানুকূল্যাদদৃষ্টানাঞ্চ ভক্তিতঃ।।
গুণানাস্তু হরৌ ভাবং বিনিশ্চিত্যৈতদাশ্রয়াৎ।
যথাশাস্ত্রানুসন্ধানং জ্ঞানন্তু হরিসংশ্রয়ম্।।
ইতি চ।। ২৪।।

বিবৃতি— অদ্বয়জ্ঞানের সেবায় সাত্ত্বিক ব্যক্তির ক্রমশঃ কৈবল্য শুদ্ধসত্ত্ব সাধিত হয়। তিনি ভগবান্ বিষ্ণুকেই একমাত্র আরাধ্য জানেন এবং বিষ্ণুর প্রীতিই একমাত্র প্রয়োজন বলিয়া জানিতে পারেন। রাজসিক ব্যক্তিগণ অদ্বয়জ্ঞানে বঞ্চিত হইয়া বহু-ভোগাশায় কখনও প্রবৃত্তি, কখনও বা নিবৃত্তির জন্য যত্ন করিয়া চাঞ্চল্য প্রকাশ করেন। তামসিক ব্যক্তিগণ ব্যভিচারপ্রমত্ত হইয়া আত্ম-বিনাশকেই চরমফল জ্ঞান করেন। গুণাতীত ভগবদ্ভক্ত ভগবানের অনুকূল-অনুশীলনেই আত্মনিয়োগ করেন অর্থাৎ প্রয়োজনবোধে কৃষ্ণপ্রেমার সংগ্রহে নিযুক্ত থাকেন।। ২৪।।

বনন্তু সাত্ত্বিকো বাসো গ্রামো রাজস উচ্যতে।
তামসং দ্যূতসদনং মন্নিকেতন্তু নির্গুণম্।। ২৫।।

অন্বয়ঃ— বনং তু (বিবিক্তত্বাৎ) সাত্ত্বিকঃ বাসঃ (আশ্রয়ঃ) গ্রামঃ রাজসঃ (বাসঃ) উচ্যতে দ্যূতসদনং (দ্যূত-স্থানং) তামসং (তামসো বাস উচ্যতে) মন্নিকেতং তু (মম ভগবতো নিকেতনন্তু সাক্ষান্মদাবির্ভাবাৎ) নির্গুণং (স্থান-মুচ্যতে)।। ২৫।।

অনুবাদ— বন—সাত্ত্বিক বাসস্থান, গ্রাম—রাজস বাসস্থান, দ্যূতস্থান—তামস বাসস্থান এবং মদীয় অধি-ষ্ঠানক্ষেত্র—নির্গুণ বাসস্থান।। ২৫।।

বিশ্বনাথ—ভগবন্নিকেতনন্তু সাক্ষাত্তদাবির্ভাবান্নির্গুণং স্থানমিতি স্বামিচরণাঃ। ভগবৎসম্বন্ধমাহাত্ম্যেন নিকেত-নস্য নৈর্গুণ্যং স্পর্শমণিন্যায়েনেতি সন্দর্ভঃ।। ২৫।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— ভগবানের গৃহে বাস কিন্তু সাক্ষাৎ তাঁহার আবির্ভাব হেতু নির্গুণ স্থান, ইহা স্বামিপাদ

বলিয়াছেন—ভগবৎ-সম্বন্ধ-মাহাত্ম্য দ্বারা গৃহে নির্গুণতা স্পর্শমণির ন্যায়ে ইহা সন্দর্ভে।। ২৫।।

বিবৃতি—সাত্ত্বিক ব্যক্তিগণ জড়ভোগে বিমুক্ত হইয়া বনবাসী হন। ক্রমোন্নতিপথে তাঁহারা ক্রমশঃ বৃন্দাবনের সৌন্দর্য্য জানিতে পারেন। রাজসিক-ব্যক্তিগণ ভোগ্য পদার্থ লইয়া সুভোগ ও কুভোগের সন্ধানে নিজ প্রতিষ্ঠার জন্য যত্নবিশিষ্ট হন। তামসিক ব্যক্তিগণ জয়, পরাজয় প্রভৃতি দ্যূতক্রিয়ায় আসক্ত হইয়া বাস করেন। আর ভগবদ্গুণাখ্যানে আসক্তিযুক্ত হইয়া ভগবদ্বসতিস্থলে বাস করিবার যোগ্যতা ত্রিগুণাতীত কেবল শুদ্ধভক্তের মধ্যেই পরিলক্ষিত হয়।। ২৫।।

সাত্ত্বিকঃ কারকোঽসঙ্গী রাগান্ধো রাজসঃ স্মৃতঃ।
তামসঃ স্মৃতিবিভ্রষ্টো নির্গুণো মদপাশ্রয়ঃ।। ২৬।।

অন্বয়ঃ—অসঙ্গী (অনাসক্তঃ) কারকঃ (কর্ত্তা) সাত্ত্বিকঃ (স্মৃতঃ) রাগান্ধঃ (অত্যভিনিবেশবান্ কর্ত্তা) রাজসঃ স্মৃতঃ স্মৃতিবিভ্রষ্টঃ (অনুসন্ধানশূন্যঃ কর্ত্তা) তামসঃ (স্মৃতঃ) মদপাশ্রয়ঃ (মদেকশরণঃ কর্ত্তা) নির্গুণঃ (নিরহঙ্কারান্নির্গুণো ভবতি)।। ২৬।।

অনুবাদ— অনাসক্ত কর্ত্তা 'সাত্ত্বিক', রাগান্ধ কর্ত্তা 'রাজস' স্মৃতিভ্রষ্ট কর্ত্তা 'তামস' এবং আমার আশ্রিত কর্ত্তা 'নির্গুণ' নামে অভিহিত।। ২৬।।

বিশ্বনাথ— কারকঃ কর্ত্তা অসঙ্গী অনাসক্তঃ। রাগান্ধঃ বিষয়াবিষ্টঃ। স্মৃতিবিভ্রষ্টঃ অনুসন্ধানশূন্যঃ। মদপাশ্রয়ঃ মদেকশরণো ভক্তঃ।। ২৬।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— কারক অর্থাৎ কর্ত্তা অসঙ্গী অনাসক্ত রাগান্ধ বিষয়াবিষ্ট, স্মৃতিবিভ্রষ্ট অনুসন্ধান শূন্য, আমার শরণাপন্ন ভক্ত।। ২৬।।

বিবৃতি— সত্ত্বগুণবিশিষ্ট ব্যক্তি দুঃসঙ্গবর্জ্জনরূপ নির্জ্জনতার পক্ষপাতী; রজোগুণ-বিশিষ্ট ব্যক্তি বিষয়ভোগে প্রবৃত্ত হইয়া দ্বিতীয়াভিনিবিষ্ট; আর তামসজনগণ হিতাহিত বিবেকরহিত হইয়া যথেচ্ছাচারী। পরন্তু ত্রিগুণরহিত ব্যক্তিগণ ভগবদাশ্রিত শুদ্ধভক্ত। ভোগিজনসঙ্গ পরিত্যাগপূর্ব্বক যাঁহারা ভগবজ্জনসঙ্গ করেন না, তাদৃশ নির্জ্জনতার উপাসকগণ হরির উপাসনা হইতে বিরত। নির্গুণতা যখন দুঃখনিবৃত্তিমাত্র হয়, তখন নিত্য চিদানন্দ জনের বা ভগবদ্ভক্তের সঙ্গ বর্জ্জন করিবার পিপাসা বদ্ধজীবকে ভক্তি হইতে বিচ্যুত করায়।। ২৬।।

সাত্ত্বিক্যাধ্যাত্মিকী শ্রদ্ধা কর্ম্মশ্রদ্ধা তু রাজসী।
তামস্যধর্ম্মে যা শ্রদ্ধা মৎসেবায়াস্তু নির্গুণা।। ২৭।।

অন্বয়ঃ— আধ্যাত্মিকী (আত্মবিষয়া) শ্রদ্ধা সাত্ত্বিকী (ভবতি) কর্ম্মশ্রদ্ধা তু রাজসী (ভবতি) অধর্ম্মে (অধর্ম্মে ধর্ম্ম ইতি) যা শ্রদ্ধা (সা) তামসী (ভবতি) মৎসেবায়াং তু (যা শ্রদ্ধা সা) নির্গুণা (ভবতি)।। ২৭।।

অনুবাদ—আত্মবিষয়ণী শ্রদ্ধা সাত্ত্বিকী, কর্ম্মবিষয়িণী শ্রদ্ধা রাজসী, অধর্ম্মবিষয়িণী শ্রদ্ধা তামসী এবং মদীয় সেবাবিষয়িণী শ্রদ্ধা নির্গুণা হইয়া থাকে।। ২৭।।

মধ্ব—

অশ্রুত্বাপি প্রমাণং যো বাসুদেবৈকসংশ্রয়ঃ।
স নির্গুণো ভাগবতঃ সমুদিষ্টো মনীষিভিঃ।।
শ্রুতশাস্ত্রানুসারেণ যা শ্রদ্ধা পরমাত্মনি।
সা সাত্ত্বিকী তদন্যস্যাপ্যনুসারেণ নির্গুণা।।
ইতি চ।। ২৬-২৭।।

বিবৃতি— নিজ মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি সাত্ত্বিক-শ্রদ্ধাবিশিষ্ট, অহঙ্কার-বিমূঢ় কর্ম্মবীর রাজসিকশ্রদ্ধা-যুক্ত ও অধার্ম্মিকগণ তামসিকশ্রদ্ধা-ময়। গুণাতীত মুক্ত জীব ভোগরহিত হইয়া জড়ানুশীলনে আত্মবিস্মৃত না হইয়া কেবল ভগবৎ কৃষ্ণসেবা-পরায়ণ এবং অখিল-চিদ্গুণে বিভূষিত থাকেন।। ২৭।।

পথ্যং পূতমনায়স্তমাহার্য্যং সাত্ত্বিকং স্মৃতম্।
রাজসঞ্চেন্দ্রিয়প্রেষ্ঠং তামসঞ্চার্ত্তিদাশুচি।। ২৮।।

অন্বয়ঃ— পথ্যং (হিতং) পূতং (শুদ্ধম্) অনায়স্তম

(অনায়াসেন প্রাপ্তম্) আহার্য্যং (ভক্ষ্যং) সাত্ত্বিকং স্মৃতম্ ইন্দ্রিয়প্রেষ্ঠম্ (ইন্দ্রিয়াণাং প্রেষ্ঠং ভোগকালে সুখদং কটুম্লবণাদ্যাহার্য্যং) চ রাজসং (স্মৃতম্) আর্ত্তিদাশুচি (দৈন্যকরমশুদ্ধঞ্চাহার্য্যং) তামসং চ (তামসং স্মৃতং চ শব্দান্মন্নিবেদিতন্তু নির্গুণমিত্যভিপ্রেতম্)।। ২৮।।

অনুবাদ— হিতকর পবিত্র অনায়াসলব্ধ আহার্য্য সাত্ত্বিক, ইন্দ্রিয়সুখপ্রদ কটু অম্ল প্রভৃতি আহার্য্য রাজস, দৈন্যজনক ও অশুদ্ধ আহার্য্য তামস এবং আমার উদ্দেশ্যে নিবেদিত অন্নাদি নির্গুণ-রূপে কথিত হয়।। ২৮।।

বিশ্বনাথ— অনায়স্তমনায়াসপ্রাপ্তং। চ শব্দাৎ মন্নিবেদিতং নির্গুণম্।। ২৮।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— অনায়স্ত অর্থাৎ অনায়াস প্রাপ্ত। 'চ' শব্দ হইতে আমাতে নিবেদিত নির্গুণ।। ২৮।।

বিবৃতি— সাত্ত্বিক ব্যক্তিগণ প্রাকৃতজগতে অবস্থানকালে হিতকর পবিত্র অনায়াসলভ্য আহার্য্যমাত্র গ্রহণ করেন। ইন্দ্রিয়-রুচিকর ও নিজভোগকালে অপস্বার্থে নিজ সুখকর খাদ্যই রাজসিক ব্যক্তিগণ এবং অমেধ্য, ব্যাধিজনক খাদ্যদ্রবই তামসিক ব্যক্তিগণ ভক্ষণ করেন।। ২৮।।

সাত্ত্বিকং সুখমাত্মোত্থং বিষয়োত্থন্তু রাজসম্।
তামসং মোহদৈন্যোত্থং নির্গুণং মদপাশ্রয়ম্।। ২৯।।

অন্বয়ঃ— আত্মোত্থম্ (আত্মজন্যং) সুখং সাত্ত্বিকং (ভবতি) বিষয়োত্থং (বিষয়জন্যং সুখং) তু রাজসং (ভবতি) মোহদৈন্যোত্থং (মোহাদ্ দৈন্যাচ্চ যৎ সুখমিতি জ্ঞায়তে তৎ সুখন্তু) তামসং (ভবতি) মদপাশ্রয়ং (মদ্বিষয়কং সুখন্তু) নির্গুণং (ভবতি)।। ২৯।।

অনুবাদ— আত্মজন্য সুখ সাত্ত্বিক, বিষয়জন্য সুখ রাজস, মোহদৈন্যজনিত সুখ তামস এবং মদ্‌বিষয়ক সুখ নির্গুণ বলিয়া জানিবে।। ২৯।।

বিশ্বনাথ—আত্মোত্থং ত্বংপদার্থজ্ঞানোত্থং। মদপাশ্রয়ং মৎকীর্ত্তনাদ্যুত্থম্।। ২৯।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— ত্বং পদার্থ জ্ঞান হইতে জাত উহাই আত্মোজাত সুখ সাত্ত্বিক, আমা আশ্রিত আমার কীর্ত্তনাদি হইতে উত্থিত সুখ নির্গুণ।। ২৯।।

মধ্ব—

পরোক্ষজ্ঞানমাত্মোত্থমাপরোক্ষ্যেণ দর্শনম্।
বিষ্ণ্বাশ্রয়ং সুখং নিত্যং গময়েত্তৎপ্রসাদতঃ।।
ন তু বিষ্ণোঃ স্বরূপন্তু সুখং কেনচিদাপ্যতে।
তস্যৈব বিষয়ত্বাত্তু তৎ সুখং চেতি ভণ্যতে।।
পরোক্ষজ্ঞানগো যস্মাদ্বিষয়ঃ স্ব-মনোগতঃ।
অন্তরাত্মোত্থমিত্যেব সুখমাহুর্বিপশ্চিতঃ।।
ইতি চ।। ২৯।।

বিবৃতি— গুণজাতজগতে সাত্ত্বিক সুখ আত্মস্বরূপজ্ঞানজনিত, রাজসিক সুখ ভোগ্যবিষয়-ভোগজনিত এবং তামসিক সুখ মোহ দৈন্য হইতে উৎপন্ন হয়। আর, গুণজাত জগৎ অতিক্রম করিয়া ভগবদাশ্রয়জনিত নির্গুণ সুখের উদয় হয়।। ২৯।।

দ্রব্যং দেশঃ ফলং কালো জ্ঞানং কর্ম্ম চ কারকঃ।
শ্রদ্ধাবস্থাকৃতির্নিষ্ঠা ত্রৈগুণ্যঃ সর্ব্ব এব হি।। ৩০।।

অন্বয়ঃ— দ্রব্যং (পথ্যপূতাদি) দেশঃ (বনগ্রামাদিঃ) ফলং (সাত্ত্বিকং সুখমিত্যাদি) কালঃ (যদা ভজেত মাং ভক্ত্যা সযদেতরৌ জয়েৎ সত্ত্বমিত্যাদিনা যোহর্থাদুক্তঃ) জ্ঞানং (কৈবল্যং সাত্ত্বিকং জ্ঞানমিত্যাদি) কর্ম্ম (মদর্পণমিত্যাদি) কারকঃ চ (সাত্ত্বিকঃ কারকোঽসঙ্গীত্যাদিঃ) শ্রদ্ধা (সাত্ত্বিক্যাধ্যাত্মিকীত্যাদিঃ) অবস্থা (সত্ত্বাজ্জাগরণমিত্যাদিঃ) আকৃতিঃ (উপর্য্যুপরি গচ্ছন্তীত্যাদিঃ) নিষ্ঠা (সত্ত্বে প্রলীনাঃ স্বর্যান্তীত্যাদিনোক্তঃ স্বর্গাদিরেবং) সর্ব্বঃ এব হি (সর্ব্বোঽপ্যয়ং ভাবঃ) ত্রৈগুণ্যঃ (ত্রিগুণাত্মকো ভবতি)।।৩০।।

অনুবাদ— দ্রব্য, দেশ, ফল, কাল, জ্ঞান, কর্ম্ম, কর্ত্তা, শ্রদ্ধা, অবস্থা, আকৃতি, নিষ্ঠা প্রভৃতি যাবতীয় ভাব ত্রিগুণাত্মক হইয়া থাকে।। ৩০।।

বিশ্বনাথ— এবমুপসংহরন্নুক্তেষু ত্রিগুণময়েষু গুণা-

তীতেষু চ পদার্থেষু মধ্যে যে গুণমায়া ভাবাস্তে জীবস্য সংসারহেতব ইত্যাহ,—সার্দ্ধদ্বয়েন। দ্রব্যং পথ্যপূতাদি, দেশো বনগ্রামাদিঃ, ফলং সাত্ত্বিকং সুখমিত্যাদি। কালঃ যদেতরৌ জয়েৎ সত্ত্বমিত্যাদিনা যোঽর্থাদুক্তঃ। জ্ঞানং কৈবল্যং সাত্ত্বিকং জ্ঞানমিত্যাদি, কর্ম্ম মদর্পণমিত্যাদি, কারকঃ সাত্ত্বিকঃ কারকোঽসঙ্গীত্যাদি, শ্রদ্ধা সাত্ত্বিক্যাধ্যাত্মিকীত্যাদি, অবস্থা সত্ত্বাজ্জাগরণমিত্যাদি, আকৃতিঃ উপর্য্যুপরি গচ্ছন্তীত্যাদিনোক্তা। দেবত্বাদিরূপা নিষ্ঠা সত্ত্বে প্রলীনাঃ স্বর্যান্তীত্যাদিনোক্তঃ স্বর্গাদিঃ এবং সর্ব্বোঽপ্যয়ং ভাবস্ত্রৈগুণ্যস্ত্রিগুণাত্মকঃ স্বার্থে ষ্যঞ্।।৩০।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— এইপ্রকারে প্রসঙ্গটি শেষ করিতে গিয়া বলিতেছেন—ত্রিগুণময় ও গুণাতীত পদার্থ সমূহের মধ্যে যেগুলি গুণময় ভাবযুক্ত, তাহা জীবের সংসারহেতু, ইহাই বলিতেছেন—দ্রব্য পথ্য পূতাদি, দেশ বনগ্রামাদি, ফল, সাত্ত্বিক সুখ কাল যাহা রজস্তম গুণকে জয় করে তাহা সত্ত্ব জ্ঞান কৈবল্য সাত্ত্বিক, জ্ঞান কর্ম্ম আমাতে অর্পণ ইত্যাদি। কারক সাত্ত্বিক কারক অসঙ্গী ইত্যাদি শ্রদ্ধা সাত্ত্বিকী আধ্যাত্মিকী, অবস্থা সত্ত্বগুণ হইতে জাগরণ ইত্যাদি, আকৃতি উপরে উপরে গমন করে ইত্যাদির দ্বারা বলা হইয়াছে। দেবত্বাদিরূপ নিষ্ঠা সত্ত্বগুণে মৃত্যু হইলে স্বর্গে যায় ইহা দ্বারা বলা হইয়াছে। এইপ্রকার এইসকল ভাব ত্রিগুণাত্মক।।৩০।।

বিবৃতি— ভোগ্য-দ্রব্য, দেশ, ফল, কাল, জ্ঞান, কর্ম্ম, কারকতা, শ্রদ্ধা, অবস্থা, আকৃতি, নিষ্ঠা ইত্যাদি সকলই ত্রিগুণজাত। ভগবদ্‌ভোগ্য ঐসকল ব্যাপার সমস্তই নির্গুণ।।৩০।।

সর্ব্বে গুণময়া ভাবাঃ পুরুষাব্যক্তধিষ্ঠিতাঃ।
দৃষ্টং শ্রুতমনুধ্যাতং বুদ্ধ্যা বা পুরুষর্ষভ।।৩১।।

অন্বয়ঃ— (হে) পুরুষর্ষভ! (উদ্ধব!) দৃষ্টং শ্রুতং (শাস্ত্রাদৌ শ্রুতং স্বর্গাদি) বুদ্ধ্যা অনুধ্যাতং বা (চিন্তিতং বা যৎকিঞ্চিৎ) পুরুষাব্যক্তধিষ্ঠিতাঃ (পুরুষাব্যক্তয়োরধিষ্ঠিতাস্তে) সর্ব্বে ভাবাঃ গুণময়াঃ (এব ভবন্তি)।।৩১।।

অনুবাদ— হে পুরুষপ্রবর! দৃষ্ট, শ্রুত বা চিন্তিত যে-সমস্ত ভাব পুরুষ ও প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত, তৎসমুদয়ই গুণময় জানিবে।।৩১।।

বিশ্বনাথ— ন কেবলমেষ এব কিন্তু যাবন্তঃ পুরুষাব্যক্তয়োর্ধিষ্ঠিতাস্তাভ্যামধিষ্ঠিতাস্তে সর্ব্বে ভাবা গুণময়া এব। তৎপ্রপঞ্চঃ দৃষ্টমিতি। বুদ্ধ্যা বা অবধারিতম্।।৩১।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— কেবল ইহাই যে তাহা নহে, কিন্তু যে পর্য্যন্ত পুরুষও অব্যক্ত দ্বারা অধিষ্ঠিত, তাহারা সর্ব্বভাবে গুণময়ই, তাহার বিস্তার দেখা যায় অথবা বুদ্ধি দ্বারা অবধারিত হয়।।৩১।।

মধ্ব—

দৃষ্টং শ্রুতং বুদ্ধ্যা দৃষ্টং চানু পরং ব্রহ্ম ধ্যায়েৎ।
সত্ত্বাদ্ গুণাজ্জাতমপি ব্যবধানং বিনৈব তু।।
মুক্তিদং নির্গুণং প্রোক্তাং ব্যবধানেন সাত্ত্বিকম্।
ইতি ব্রাহ্মে।।৩১।।

ইতি ভাগবতৈকাদশ তাৎপর্য্যে পঞ্চবিংশোঽধ্যায়ঃ।।

বিবৃতি— ত্যক্তভোগ জনের দ্রব্যদেশাদির ভোগ ও অবস্থানের অভাব। মনঃ, বুদ্ধি ও অহঙ্কার প্রভৃতি বদ্ধজীবের জড়ভোগ্যধারণাসমূহ সমস্তই গুণাত্মক। উহা গুণধর্ম্মবর্জ্জিত বৈকুণ্ঠ নহে।।৩১।।

এতাঃ সংসৃতয়ঃ পুংসো গুণকর্ম্মনিবন্ধনাঃ।
যেনেমে নির্জ্জিতাঃ সৌম্য গুণা জীবেন চিত্তজাঃ।
ভক্তিযোগেন মন্নিষ্ঠো মদ্ভাবায় প্রপদ্যতে।।৩২।।

অন্বয়ঃ—(হে) সৌম্য! (উদ্ধব!) পুংসঃ এতাঃ সংসৃতয়ঃ (সংসারভাবাঃ) গুণকর্ম্মনিবন্ধনাঃ (ত্রিগুণজাতকর্ম্মহেতবো ভবন্তি) যেন জীবেন চিত্তজাঃ ইমে গুণাঃ (সত্ত্বাদয়ঃ) নির্জ্জিতাঃ (অভিভূতাঃ স পশ্চাদবিক্ষিপ্তেন) ভক্তিযোগেন মন্নিষ্ঠঃ (সন্) মদ্ভাবায় (মোক্ষায়) প্রপদ্যতে (যোগ্যো ভবতি)।।৩২।।

অনুবাদ— হে সৌম্য! পুরুষের এই সকল সংসারভাব ত্রিগুণজাত কর্ম্ম হইতে উদ্ভূত হইয়া থাকে, অতএব

যিনি চিত্তজাত গুণসমূহের জয় করিয়াছেন, তিনিই ভক্তি-যোগে মদ্‌বিষয়ে নিষ্ঠাযুক্ত হইয়া মোক্ষলাভে সমর্থ হইয়া থাকেন।। ৩২।।

বিশ্বনাথ— সংসৃতয়ঃ সংসারহেতবঃ। অত্র জ্ঞানাদীনাং সংসৃতিহেতুত্বমুক্তং শ্রীস্বামিচরণৈরপি সংসার-হেতুভূতং ত্রৈগুণ্যমুক্তমুপসংহরতীত্যবতারণাৎ। কিন্তু যেন জীবেন কর্ত্রা ভক্তিযোগেন করণেন ইমে গুণা নির্জ্জিতাঃ স মন্নিষ্ঠো নির্গুণো মদ্ভক্তঃ মদ্ভাবায় মৎসারূপ্যায় তথা মদ্ভাবায় মদ্দাস্যসখ্যাদিভাবার্থং বা প্রপদ্যতে। অত্র "যান্তি মামেব নির্গুণা" ইতি "নির্গুণো মদপাশ্রয়" ইতি মদ্ভক্তস্য নির্গুণত্বম্। "লক্ষণং ভক্তিযোগস্য নির্গুণস্যেত্যুদাহৃত-মিতি" কপিলদেবোক্তেরত্রাপি ভক্তিযোগেন গুণা নির্জ্জিতা ইত্যুক্ত্যা ভক্তিযোগস্য চ নির্গুণত্বম্। স চ ভক্তিযোগো-ঽর্চ্চনাদির্গন্ধ-পুষ্প-ধূপ-দীপ-চ্ছত্র-চামরাদিঘটিত ইতি। তত্তদ্-দ্রব্যাণামপি নির্গুণত্বম্। তদীয়-শ্রদ্ধাদীনাং নির্গুণ-ত্বমুক্তমেবেত্যতো ভক্ত্যুপকরণমাত্রস্যৈব নির্গুণত্বমব-গমিতং ভগবতা।।৩২

টীকার বঙ্গানুবাদ— সংসারের হেতু সমূহ। এইস্থলে জ্ঞানাদির সংসার কারণতা শ্রীস্বামিপাদও বলিয়াছেন। সংসার হেতুভূত ত্রৈগুণ্যভাব যাহা বলিলেন তাহা উপ-সংহার করিতেছেন—এই অবতারিকা দ্বারা। কিন্তু যে জীব-কর্ত্তৃক ভক্তিযোগদ্বারা এই গুণসমূহ জয় করিয়াছেন, তিনি আমানিষ্ঠ নির্গুণ আমার ভক্ত। আমার সারূপ্য প্রাপ্ত হয়। সেইরূপ আমার ভাব অর্থাৎ আমার দাস্য সখ্যাদি ভাব প্রাপ্ত হয়, এস্থলে নির্গুণ ভক্তগণ আমাকেই প্রাপ্ত হয়, নির্গুণ আমারই আশ্রিত এই বাক্যদ্বারা শ্রীকৃষ্ণ নিজ ভক্তের নির্গুণত্ব বলিয়াছেন। শ্রীকপিলদেবের উক্তি এস্থলেও স্মরণ করা উচিৎ—নির্গুণ ভক্তিযোগের লক্ষণ বলা হইল। এস্থলেও ভক্তিযোগদ্বারা গুণসমূহ নিঃশেষে-জিত হয় এই উক্তিদ্বারা ভক্তিযোগেরও নির্গুণত্ব। সেই ভক্তিযোগও অর্চ্চনাদি গন্ধ-পুষ্প-ধূপ-দীপ-ছত্র-চামরাদি-সহিত। সেই সেই দ্রব্যেরও নির্গুণত্ব, ত্বদীয় শ্রদ্ধাদিরও নির্গুণত্ব বলা হইয়াছে। এইহেতু ভক্তি উপকরণ মাত্রেরও নির্গুণতা শ্রীভগবান্ জানাইলেন।।

বিবৃতি— বদ্ধজীবের কর্ম্ম ও মায়িকজগতের গুণ-সমূহ হইতে যে সৃষ্টি হয়, সমস্তই ত্রিগুণময়। নিত্য ভগবৎ-সেবাপর জনগণ ভক্তিযোগের দ্বারা গুণত্রয়কে পরাজয় করিয়া স্বরূপে গুণাতীতরাজ্যে বাস করেন এবং ভগবদ্-ভাবসমূহের সেবা করিতে সমর্থ হন।। ৩২।।

তস্মাদ্দেহমিমং লব্ধা জ্ঞানবিজ্ঞানসম্ভবম্।
গুণসঙ্গং বিনির্ধূয় মাং ভজন্তু বিচক্ষণাঃ।। ৩৩।।

অন্বয়ঃ— তস্মাৎ বিচক্ষণাঃ (বিবেকিনো জনাঃ) জ্ঞানবিজ্ঞানসম্ভবং (জ্ঞানবিজ্ঞানয়োঃ সম্ভবো যস্মিংস্তম্) ইমং দেহং (নরদেহং) লব্ধা (প্রাপ্য) গুণসঙ্গং বিনির্ধূয় (বিহায়) মাং ভজন্তু।। ৩৩।।

অনুবাদ—অতএব বিবেকি-পুরুষগণের পক্ষে জ্ঞান-বিজ্ঞানের উৎপত্তিক্ষেত্র-স্বরূপ এই নরদেহ লাভ করিয়া গুণসঙ্গ পরিহারপূর্ব্বক আমার সেবা করা কর্ত্তব্য।। ৩৩

বিশ্বনাথ—ইমং নরদেহং জ্ঞানবিজ্ঞানয়োর্ভক্ত্যু-ত্থয়োরপি সংভবো যত্র তম্।। ৩৩।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— এই নরদেহ ভক্তিউত্থ জ্ঞান-বিজ্ঞানেরও উদ্ভব স্থান।। ৩৩।।

বিবৃতি—যে-কালপর্য্যন্ত ভগবৎসেবাকে গুণজাত-বিচারমাত্র উপলব্ধি হয়, তৎকালপর্য্যন্ত স্থূল-সূক্ষ্ম-দেহদ্বয় ভগবদ্‌ভজন করিতে সমর্থ হয় না—কেবল ভোগ বা ত্যাগে আপনাকে লিপ্ত করে। মানবজন্মে গুণসঙ্গ অতিক্রম-পূর্ব্বক ভগবদ্‌ভজনে পারদর্শিতা-লাভ ঘটে। তজ্জন্যই আমি বদ্ধজীবকে গুণাতীত হইবার পরামর্শ দিয়া থাকি।।

নিঃসঙ্গো মাং ভজেদ্বিদ্বানপ্রমত্তো জিতেন্দ্রিয়ঃ।
রজস্তমশ্চাভিজয়েৎসত্ত্বসংসেবয়া মুনিঃ।। ৩৪।।

অন্বয়ঃ— অপ্রমত্তঃ (সাবধানঃ) জিতেন্দ্রিয়ঃ নিঃ-সঙ্গঃ (চ সন্) বিদ্বান্ (জ্ঞানবান্) মাং ভজেৎ (কিঞ্চ) মুনিঃ সত্ত্বসংসেবয়া (সাত্ত্বিকদ্রব্যসেবয়া) রজঃ তমঃ চ অভি-জয়েৎ (অভিভবেৎ)।। ৩৪।।

অনুবাদ— প্রমাদরহিত, জিতেন্দ্রিয় ও নিঃসঙ্গ হইয়া জ্ঞানি-পুরুষ আমার সেবা করিবেন এবং সাত্ত্বিক-দ্রব্যসেবা দ্বারা রজঃ ও তমোগুণকে অভিভূত করিবেন।। ৩৪।।

বিশ্বনাথ— শুদ্ধভজনপ্রকারং শিক্ষয়তি,—নিঃসঙ্গঃ অন্যকামনাজ্ঞানকর্ম্মাদিসঙ্গরহিতঃ। ননু চ যস্য ত্বৎ-সেবায়াং শ্রদ্ধা নির্গুণাস্তি অথচ সাত্ত্বিক্যাধ্যাত্মিকী শ্রদ্ধাপ্যস্তি, রাজসী কর্ম্মশ্রদ্ধা, তামস্যধর্ম্মশ্রদ্ধাপ্যস্তি এবং ত্বদ্ভক্ত্যুত্থং নির্গুণং সুখমস্তি, তথা আত্মোত্থং বিষয়োত্থং মোহোত্থঞ্চ ত্রিগুণময়মপি সুখমস্তি এবমেবোক্তলক্ষণং সর্ব্বং নৈর্গুণ্যং ত্রৈগুণ্যঞ্চাস্তি, তেনারব্ধত্বদ্ভজনেন জনেন কিং কর্ত্তব্যমিতি চেৎ, শ্রূয়তাং,—স যদি কেবলং ভক্তিমান্ স্যাৎ, তদা ভক্ত্যৈব ত্রৈগুণ্যং নির্জ্জয়েদিত্যুক্তমেব। 'যেনেমে নির্জ্জিতাঃ সৌম্য গুণা ভক্তিযোগেনে'ত্যনেন পূর্ব্বশ্লোকেন। যদি চ প্রধানী-ভূতভক্তিমান্ স্যাত্তদা পুনরুপায়ান্তরমপি ত্রৈগুণ্যজয়ে-হস্তীত্যাহ,—রজ ইতি। সত্ত্বসংসেবয়া 'সাত্ত্বিকান্যেব সেবেতে'তি প্রাগুক্তপ্রকারয়া।। ৩৪।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— শুদ্ধভজনের প্রকার শিক্ষা দিতেছেন—নিঃসঙ্গ অর্থাৎ অন্য কামনা জ্ঞান কর্ম্মাদির সঙ্গ রহিত। প্রশ্ন— যে ব্যক্তির তোমার সেবাতে নির্গুণা শ্রদ্ধা আছে, অথচ আধ্যাত্মিকী শ্রদ্ধাও আছে। রাজসী কর্ম্ম শ্রদ্ধা, তামসী অধর্ম্মের শ্রদ্ধাও আছে এবং তোমার ভক্তিজাত নির্গুণ সুখ আছে। সেইরূপ আত্মজাত বিষয় জাত ও মোহজাত ত্রিগুণময় সুখও আছে এই প্রকারে উক্ত লক্ষণ সকল নির্গুণ ও ত্রিগুণভাবও তোমার ঐ ভক্ত-জনের কি কর্ত্তব্য? এই যদি বল—তাহা হইলে শ্রবণ কর—সেই ব্যক্তি যদি কেবল ভক্তিমান হয়, তাহা হইবে ভক্তি দ্বারাই ত্রিগুণ জয় করিবে, ইহা বলা হইয়াছে। হে সৌম্য! যে ব্যক্তি ভক্তিদ্বারা এই গুণসকল জয় করিয়াছে —এই পূর্ব্ব শ্লোকদ্বারা। যদিও প্রধানীভূত ভক্তিমান হয় তাহা হইলে পুনরায় উপায়ান্তর ও ত্রৈগুণ্য জয় যে আছে ইহাই বলিতেছেন—সত্ত্বগুণের সম্যক্ সেবা দ্বারা রজ-স্তমগুণকে জয় করিবে, সাত্ত্বিক বস্তু সমূহই সেবা করিবে, ইহা পূর্ব্বোক্ত প্রকার দ্বারা।। ৩৪।।

বিবৃতি— জড়ভোগসঙ্গ বা ভোগাতীত সঙ্গরাহিত্য —এই উভয়ই পরিত্যাগপূর্ব্বক যিনি বিষয়ে অপ্রমত্ত রূপরসাদি জড়-ভোগ-চেষ্টারহিত হন, তিনিই জগতে অবস্থানকালে কেবল সত্ত্ব-প্রভাবে রজস্তমোগুণকে সম্যক্‌রূপে জয় করিতে সমর্থ হন।। ৩৪।।

সত্ত্বঞ্চাভিজয়েদ্যুক্তো নৈরপেক্ষ্যেণ শান্তধীঃ।
সংপদ্যতে গুণৈর্ম্মুক্তো জীবো জীবং বিহায় মাম্।। ৩৫

অন্বয়ঃ— শান্তধীঃ (শান্তা ধীর্যস্য স মুনিঃ) নৈর-পেক্ষ্যেণ (উপশমাত্মকেন সত্ত্বেনৈব) যুক্তঃ (সন্) সত্ত্বং চ অভিজয়েৎ (অভিভবেৎ ততঃ) গুণৈঃ মুক্তঃ জীবঃ জীবং (জীবত্বকারণং লিঙ্গদেহং) বিহায় মাং সংপদ্যতে (প্রাপ্নোতি)।। ৩৫।।

অনুবাদ— শান্তচিত্ত পুরুষ উপশমাত্মক সত্ত্বগুণযুক্ত হইয়া মিশ্রিত সত্ত্বগুণকে অভিভূত করিবেন, অনন্তর তিনি গুণমুক্ত হইয়া লিঙ্গদেহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক আমাকে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।। ৩৫।।

বিশ্বনাথ—নৈরপেক্ষ্যেণ ভক্ত্যুত্থবৈতৃষ্ণ্যেন। ততশ্চ মাং সংপদ্যতে সংপ্রাপ্নোতি। জীবং লিঙ্গংশরীরম্।। ৩৫।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— নিরপেক্ষ ভাবদ্বারা অর্থাৎ ভক্তিজাত বিতৃষ্ণা দ্বারা, তাহা হইলে আমাকে সম্যক্‌রূপে পায় জীব অর্থাৎ সূক্ষ্মশরীরকে ত্যাগ করিয়া জীব আমাকে প্রাপ্ত হয়।। ৩৫।।

জীবো জীববিনির্ম্মুক্তো গুণৈশ্চাশয়সম্ভবৈঃ।
ময়ৈব ব্রহ্মণা পূর্ণো ন বহির্নান্তরশ্চরেৎ।। ৩৬।।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে
পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
একাদশ-স্কন্ধে শ্রীভগবদুদ্ধবসংবাদে
পঞ্চবিংশোঽধ্যায়ঃ।। ২৫।।

অন্বয়ঃ— জীববিনির্ম্মুক্তঃ (লিঙ্গশরীরবিমুক্তঃ

কিঞ্চ) আশয়সম্ভবৈঃ (চিত্তজাতৈঃ) গুণৈঃ চ (সত্ত্বাদিভি-র্বিনির্ম্মুক্তঃ) জীবঃ ব্রহ্মণা (ব্রহ্মরূপিণা) ময়া এব পূর্ণঃ (পরিতৃপ্তঃ সন্) ন বহিঃ (বহির্বিষয়ভোগশূন্যস্তথা) নান্তরঃ (অন্তশ্চ তৎস্মরণশূন্যঃ সন্) চরেৎ (ভ্রমেৎ)।। ৩৬।।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে পঞ্চবিংশাধ্যায়স্যান্বয়ঃ।

অনুবাদ— এইরূপে লিঙ্গশরীর এবং চিত্তজাত গুণসমূহ হইতে বিমুক্ত জীব ব্রহ্মস্বরূপ আমার অনুভব-হেতু পরিতৃপ্ত হইয়া সর্ব্বতোভাবে বাহ্য ও আভ্যন্তরীণ বিষয়ভোগশূন্য হইয়া বিচরণ করিবেন।। ৩৬।।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে পঞ্চবিংশাধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

বিশ্বনাথ— এবঞ্চ জীবেন লিঙ্গদেহেন অন্তঃ-করণোত্থৈর্গুণৈঃ কামাদিভিশ্চ রহিতঃ বহিঃ প্রাকৃত-শব্দাদিবিষয়ান্ আন্তরং শোকমোহাদিকঞ্চ ন চরেৎ ন প্রাপ্নুয়াৎ।। ৩৬।।

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।
একাদশে পঞ্চবিংশঃ সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্।।

ইতি শ্রীল বিশ্বনাথচক্রবর্ত্তীঠক্কুরকৃতা শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশ-স্কন্ধে পঞ্চবিংশোঽধ্যায়স্য সারার্থদর্শিনী টীকা সমাপ্তা।

টীকার বঙ্গানুবাদ— এইরূপে সূক্ষ্মশরীরদ্বারা অন্তঃকরণ জাত গুণ সমূহের দ্বারা কামাদি রহিত, বাহিরে প্রাকৃত শব্দাদি বিষয়সমূহকে এবং অন্তঃস্থিত সুখমোহা-দিকেও প্রাপ্ত হয় না।। ৩৬।।

ইতি ভক্তগণের চিত্তের আনন্দদায়িনী সারার্থ-দর্শিনীতে একাদশস্কন্ধে পঞ্চবিংশ অধ্যায় সাধুগণের সঙ্গে সমাপ্ত হইলেন।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশ স্কন্ধে পঞ্চবিংশ অধ্যায়ের শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর কৃতা সারার্থদর্শিনী টীকার অনুবাদ সমাপ্ত হইলেন।

মধ্ব—

ইতি শ্রীমদানন্দতীর্থ ভগবৎপাদাচার্য্য বিরচিতে
শ্রীমদ্ভাগবতৈকাদশস্কন্ধ তাৎপর্য্যে
পঞ্চবিংশোঽধ্যায়ঃ।। ২৪।।

তথ্য—

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশস্কন্ধের পঞ্চবিংশ অধ্যায়ের তথ্য সমাপ্ত।

বিবৃতি— নির্গুণ শান্তবুদ্ধিযুক্ত হইয়া সত্ত্বগুণকেও জয় করিলে শুদ্ধজীবের ভগবানের প্রতি ভক্তি লভ্য হয় অর্থাৎ ভগবদ্‌ভক্তিপ্রভাবেই ভোগত্যাগাত্মক দ্বিবিধ সত্ত্বগুণের বিচার পরিত্যাগপূর্ব্বক পূর্ণচেতনময় সচ্চিদা-নন্দ-সেবা-প্রভাবে মুক্ত জীবকে প্রাকৃত গুণসমূহ স্পর্শ করিতে সমর্থ হয় না। সূক্ষ্ম-শরীরের দ্বারা স্থূলশরীরে অভিনিবেশ অর্থাৎ গুণকর্ত্তৃক ভোগের ও ত্যাগের আশা-যুক্ত হইয়া ভোগ বা ত্যাগের বিচার পরিহার করিলেই বহিঃপ্রজ্ঞা ও অন্তঃপ্রজ্ঞা-চালিত হইয়া ভগবদিতর অন্য অপূর্ণবিষয়গুলি গ্রহণ করিতে হয় না। তৎকালে ভগবদনু-গ্রহক্রমে অপূর্ণ বদ্ধজীব সর্ব্বপ্রকার অপূর্ণভোগ ও জড়পূর্ণতার ভোগ—যাহাকে ত্যাগ বলে, উভয়ই পরি-ত্যাগপূর্ব্বক পূর্ণ সত্যবিগ্রহ শ্রীনামের সেবায় নিযুক্ত হন। তজ্জন্যই শ্রীনামবিগ্রহ রূপ, গুণ, পরিকরবৈশিষ্ট্য ও লীলাময়রূপে প্রতিভাত হইয়া জড়ভোগ ও জড়ত্যাগের পিপাসাদ্বয়ে আবদ্ধ হন না।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশস্কন্ধের পঞ্চবিংশ অধ্যায়ের বিবৃতি সমাপ্ত।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশস্কন্ধের পঞ্চবিংশ অধ্যায়ের গৌড়ীয়-ভাষ্য সমাপ্ত।

ষড়্বিংশোঽধ্যায়ঃ

শ্রীভগবানুবাচ—

মল্লক্ষণমিমং কায়ং লব্ধা মদ্ধর্ম আস্থিতঃ।
আনন্দং পরমাত্মানমাত্মস্থং সমুপৈতি মাম্।। ১।।

গৌড়ীয় ভাষ্য

ষড়্বিংশ অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে ভক্তিযোগনিষ্ঠার ব্যাঘাতক দুঃসঙ্গ এবং সাধুসঙ্গ প্রভাবে ভক্তিনিষ্ঠার পরাকাষ্ঠা কথিত হইয়াছে।

ভগবৎপ্রাপ্তির অনুকূল মনুষ্যদেহ লাভ করিয়া ভাগবতধর্ম্মে অবস্থিত জীব পরানন্দস্বরূপ ভগবান্কে লাভ করিতে পারে। এতাদৃশ ভগবৎপরায়ণ ব্যক্তি মায়ামুক্ত, তিনি মায়াগুণরচিত জগতে অবস্থান করিয়াও তাহা হইতে নির্লিপ্ত থাকেন। মায়াবদ্ধ জীবগণ শিশ্নোদরপরায়ণ ও অসৎ। ইহাদের সঙ্গহেতু অন্ধতমিস্রায় পতন হয়। উর্ব্বশীসঙ্গমুগ্ধ সম্রাট্ পুরূরবা উর্ব্বশীবিরহে নির্ব্বেদ প্রাপ্ত হইয়া স্ত্রীসঙ্গের ঘৃণ্য স্বরূপ ও দুষ্পরিণামসূচক এক গাথা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। ত্বঙ্-মাংস-রুধির-স্নায়ু-মেদ-মজ্জা-অস্থির সমষ্টি ও বিষ্ঠামূত্র পুঁজময় পুং-স্ত্রীদেহে আসক্ত ব্যক্তি কৃমিসদৃশ। স্ত্রীদেহ যাহার চিত্তকে অপহরণ করে তাহার বিদ্যা, তপস্যা, ত্যাগ, শাস্ত্রশ্রবণ, নির্জ্জনতা ও মৌনে কি ফল? কামক্রোধাদি রিপুগণ পণ্ডিত ব্যক্তিরও অবিশ্বাস্য, সুতরাং স্ত্রী ও স্ত্রৈণব্যক্তির সঙ্গ সর্ব্বথা অকর্ত্তব্য। পুরূরবা ইহা কীর্ত্তন করিতে করিতে মোহমুক্ত হইয়া অন্তর্য্যামী ভগবান্কে অবগত হইয়াছিলেন।

অতএব বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি দুঃসঙ্গ পরিত্যাগপূর্ব্বক সাধুসঙ্গে আকৃষ্ট হইবেন। সাধুগণই সদুপদেশদ্বারা মনের আসক্তি ছেদন করিতে সমর্থ। প্রকৃত সাধুগণ সর্ব্বতোভাবে মুক্ত ও ভগবৎপরায়ণ। ইহাদের গোষ্ঠীতে সর্ব্বক্ষণ ভগবৎপ্রসঙ্গ হয়, যাহার সেবাফলে জীব সর্ব্বপাপ দূর করিতে সমর্থ হয় এবং ভগবদ্ভক্তি লাভ করে। অনন্তগুণনিধি চিদানন্দময় ভগবানে ভক্তি-লাভ হইলে লাভের বাকীই বা আর কি থাকে?

অন্বয়ঃ—শ্রীভগবান্ উবাচ,—মল্লক্ষণং (মৎস্বরূপং লক্ষ্যতে যেন তম্) ইমং কায়ং (নরদেহং) লব্ধা মদ্ধর্ম্মে (ভক্তিলক্ষণে) আস্থিতঃ (সন্) আত্মস্থম্ (আত্মন্যেব নিয়ন্তৃত্বেন স্থিতং) পরম্ আনন্দং (পরমানন্দরূপম্) আত্মনং (পরমাত্মানং) মাং সমুপৈতি (সম্যক্ প্রাপ্নোতি)।। ১।।

অনুবাদ— শ্রীভগবান্ বলিলেন,— হে উদ্ধব। যিনি মদীয়-স্বরূপ-জ্ঞানসাধক এই মনুষ্যদেহ লাভ করিয়া মদীয় ভক্তিধর্ম্মে অবস্থান করেন, তিনি আত্মস্থিত পরমানন্দময় পরমাত্মপুরুষরূপী আমাকে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।। ১।।

বিশ্বনাথ—

স্ত্রীসঙ্গো মোহয়েল্লোকং সাধুসঙ্গঃ প্রবোধয়েৎ।
ইত্যাহৈলকথাচিত্রে ষড়্বিংশে হরিরুদ্ধবম্।। ০।।

নিঃসঙ্গো মাং ভজেদ্বিদ্বানিত্যুক্তং অত্র চ "উপায়ং চিন্তয়ন্ প্রাজ্ঞো হ্যপায়মপি চিন্তয়েৎ" ইতি ন্যায়েন স্ত্রীসঙ্গঃ খলু তত্র মহানন্তরায়স্তস্মাচ্চ জীবন্মুক্তেনাপি ভেতব্যমিতি, বক্তুং পূর্ব্ব প্রক্রান্তং জীবন্মুক্তত্বমাহ, সার্দ্ধদ্বাভ্যাম্। মল্লক্ষণং মৎস্বরূপং লক্ষ্যতে যেন তমিমং নরদেহং লব্ধা মদ্ধর্মে ভক্তিলক্ষণে আস্থিতঃ সন্ আত্মস্থং আত্মন্যেব নিয়ন্তৃত্বেন স্থিতং পরমানন্দরূপমাত্মানং মাং সমুপৈতি সম্যক্ প্রাপ্নোতি।। ১।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— এই ষড়্বিংশ অধ্যায়ে শ্রীহরি শ্রীউদ্ধবকে ইহলোকে স্ত্রীসঙ্গ জীবন্মুক্ত পুরুষকেও মোহ জন্মায়, সাধুসঙ্গ জাগরিত করে—এই বিষয়টি ঐল পুরূরবা কথাচরিত্রদ্বারা চিত্রিত করিয়া বলিতেছেন।। ০।।

'নিঃসঙ্গ হইয়া আমাকে বিদ্বান্ ব্যক্তি ভজন করিবেন' ইহা পূর্ব্বে বলিয়াছেন, এইখানেও 'প্রাজ্ঞব্যক্তি উপায় চিন্তা করিবেন, সেই সঙ্গে ভজনের অপায় অর্থাৎ বিঘ্নও চিন্তা করিবেন' এই ন্যায় অনুসারে স্ত্রীসঙ্গ নিশ্চয়ই সেস্থলে মহান্ বিঘ্ন। সেইহেতু জীবন্মুক্ত পুরুষেরও স্ত্রীসঙ্গ হইতে ভয় পাওয়া উচিৎ, ইহা বলিবার জন্য পূর্ব্বে যে জীবন্মুক্তের লক্ষণ আরম্ভ করিয়াছিলেন তাহা বলিতেছেন দুইটি শ্লোকদ্বারা। আমার স্বরূপ জ্ঞান হয় যে নরদেহ

দ্বারা, সেই এই নরদেহ লাভ করিয়া ভক্তিরূপ আমার ধর্ম্ম পথে থাকিয়া আত্মাতেই নিয়ামকরূপে অবস্থিত পরমানন্দরূপ পরমাত্মা আমাকে সম্পূর্ণরূপে প্রাপ্ত হয়।। ১।।

বিবৃতি— মনুষ্যজীবন লাভ করিয়া ভগবদ্ভক্তিতে অবস্থান করিবার বিশেষ সুযোগ আছে। দেহ ও মনোধর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক আত্মধর্ম্মে অবস্থিত হইয়া পরমাত্মার সেবাবিচারেই ভগবৎপ্রেমার প্রাপ্তি ঘটে। মায়াবাদ, ঐহিক ও আমুষ্মিক কর্ম্মফলভোগাদিতে চিত্ত অস্থির হয়।। ১।।

গুণময্যা জীবযোন্যা বিমুক্তো জ্ঞাননিষ্ঠয়া।
গুণেষু মায়ামাত্রেষু দৃশ্যমানেষ্ববস্তুতঃ।
বর্ত্তমানোঽপি ন পুমান্ যুজ্যতেঽবস্তুভির্গুণৈঃ।। ২।।

অন্বয়ঃ— জ্ঞাননিষ্ঠয়া (জ্ঞাননিষ্ঠাহেতুনা) গুণময্যা জীবযোন্যা (গুণময়ী যা জীবযোনির্জীবোপাধিস্তয়া) বিমুক্তঃ পুমান্ অবস্তুতঃ (অবাস্তববুদ্ধ্যা) দৃশ্যমানেষু মায়ামাত্রেষু গুণেষু (দেহাদিষু বিষয়েষু) বর্ত্তমানঃ অপি অবস্তুভিঃ (মিথ্যাভূতৈঃ) গুণৈঃ ন যুজ্যতে (ন সঙ্গং প্রাপ্নোতি)।।

অনুবাদ—যিনি জ্ঞাননিষ্ঠানিবন্ধন গুণময় জীবোপাধি হইতে বিমুক্ত হইয়াছেন, তাদৃশ পুরুষ অবাস্তব বুদ্ধিতে দৃশ্য মায়িক দেহাদির বিষয়ে বর্ত্তমান থাকিয়াও মিথ্যাভূত গুণময় বিষয়ে আসক্ত হন না।। ২।।

বিশ্বনাথ— স চ গুণময়ী যা জীবযোনির্জীবোপাধিস্তয়া বিমুক্তোঽতএব গুণেষু বিষয়েষু মায়ামাত্রেষু প্রাকৃতেষু ভগবৎসম্বন্ধগন্ধেনাপি রহিতেষ্বিত্যর্থঃ। বর্ত্তমানোঽপি তৈর্গুণৈরবস্তুরভির বস্তুতুল্যৈর্বস্তুভিরপি বা ন যুজ্যতে বদ্ধজীব ইব নাসক্তো ভবতি, কুতঃ? অবস্তুতঃ ন বস্তুতো দৃশ্যমানেষু বস্তুতো দৃষ্টিস্তস্য ময়ি পরমাত্মন্যেবেতি ভাবঃ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— সেইগুণময়ী যে জীবের উপাধি, তাহা হইতে বিমুক্ত হইয়াও বিষয়সমূহরূপ গুণসমূহে প্রাকৃত বস্তুতে ভগবৎ-সম্বন্ধ গন্ধ-রহিত হইলেও ইহাই অর্থ, সেই সকলগুণের সহিত বর্ত্তমান থাকিয়াও, অবস্তুতুল্য বস্তুসমূহের সহিত কখনও বদ্ধজীবের ন্যায় আসক্ত হইবে না। কি হইতে? দৃশ্যমান অবস্তুসমূহ হইতে। পরমাত্মরূপী আমাতেই বস্তুদৃষ্টি করিবে। ইহাই ভাবার্থ।। ২।।

মধ্ব—

বস্তু স্বতন্ত্রমুদ্দিষ্টমস্বতন্ত্রমবস্তু চ।
ইতি মাহাত্ম্যে।। ২।।

বিবৃতি— বদ্ধজীব ত্রিগুণ-মুগ্ধ হইয়া দ্বিতীয়াভিনিবেশবশে ভগবদ্-বিস্মৃত হন। অদ্বয়জ্ঞানে নিষ্ঠার দ্বারাই গুণজাত দৃশ্যমান্ মায়িক বস্তুসমূহে অবাস্তববস্তু-প্রতীতি ঘটে। কিন্তু বাস্তব বস্তুর অভিজ্ঞানে কৃষ্ণসেবা-তৎপর হইয়া গুণকৃত ক্রিয়াসমূহকে নিজগ্রহণযোগ্য মনে করেন না। যাঁহারা উদরপরায়ণ এবং তৎফলে ইন্দ্রিয়পরায়ণ, তত্তৎ আকাঙ্ক্ষার বশে অনিত্যবস্তুতে তাহারা ভোগবুদ্ধি করিয়া অসৎ হইয়া পড়ে। এই শ্রেণীর লোকের সঙ্গ সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জনীয়। উদরোপস্থবেগযুক্ত ব্যক্তির সঙ্গক্রমে জীব তাহার জড়বন্ধনের হেতু ভোগ বা ত্যাগ বৃদ্ধি করে। ত্যাগী শিশ্নোদর-চেষ্টায় তৃপ্তিলাভে ভীত হইয়া ঐসকল স্মরণে ব্যস্ত থাকে। ভগবদ্ভক্ত ভোগ ও ত্যাগের বিষয়ে সর্ব্বতোভাবে উদাসীন থাকিয়া নিজভোগত্যাগপূর্ব্বক ভগবানের নিত্যভোগের সাহায্য করেন। জড়ভোগান্ধকে গুরুজ্ঞানে যাহারা অনুগমন করে, তাহারা অন্ধতমঃ হইতে ঘোরতর তমে প্রবিষ্ট হইয়া মায়াবাদী হইয়া পড়ে। অতএব ভোগী বা ত্যাগীর সঙ্গ সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জনীয়।। ২।।

সঙ্গং ন কুর্য্যাদসতাং শিশ্নোদরতৃপাং ক্বচিৎ।
তস্যানুগস্তমস্যন্ধে পতত্যন্ধানুগান্ধবৎ।। ৩।।

অন্বয়ঃ—ক্বচিৎ (কদাচিদপি) শিশ্নোদরতৃপাং (শিশ্নোদরতর্পণরতানাম্) অসতাং সঙ্গং ন কুর্য্যাৎ তস্য (তাদৃশস্যৈকস্যাপ্যসতঃ) অনুগঃ (অনুবর্ত্তী পুমান্) অন্ধানুগান্ধবৎ (অন্ধমনুগচ্ছতি যোঽন্ধস্তদ্বৎ) অন্ধে তমসি (নরকে) পততি।। ৩।।

অনুবাদ—পুরুষ কখনও শিশ্নোদরতর্পণ-রত অসদ্-

গণের সহিত সঙ্গ করিবেন না, যেহেতু তাদৃশ একজনের অনুবর্ত্তন করিলেই অন্ধানুবর্ত্তী অন্ধের ন্যায় নরকে পতিত হইতে হয়।।৩।।

বিশ্বনাথ— এবম্ভূতোঽপ্যসৎসঙ্গং ন কুর্য্যাৎ কিং পুনরন্যো নৈবম্ভূত ইত্যাহ, সঙ্গমিতি। অসতাং লক্ষণমাহ শিশ্নোদরে তর্পয়ন্তীতি তথা তেষাম্ কিঞ্চ, তেষাং বহূনাং সঙ্গ আস্তামেকস্যাপি তস্যানুগঃ অনুবর্ত্তী পততি।।৩।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— এইরূপ হইয়াও অসৎসঙ্গ করিবে না, অন্য কি বলিব, অসৎ সঙ্গের ন্যায় অন্য কিছুই বিঘ্নকারক নহে, ইহাই বলিতেছেন। অসৎ কাহারা? যাহারা শিশ্ন ও উদর তৃপ্তি পরায়ণ তাহাদের সঙ্গ, তাহাদের বহুজনের সঙ্গদূরে থাকুক একজনেরও অনুগত ব্যক্তির সঙ্গ করিলে পতন হয়।।৩।।

ঐলঃ সম্রাড়িমাং গাথামগায়ত বৃহচ্ছ্রবাঃ।
উর্ব্বশীবিরহান্মুহ্যন্ নির্ব্বিণ্ণঃ শোকসংযমে।।৪।।

অন্বয়ঃ—বৃহচ্ছ্রবাঃ (বৃহৎ শ্রবঃ কীর্ত্তির্যস্য সঃ) সম্রাট্ (চক্রবর্ত্তী) ঐলঃ (পুরূরবাঃ) উর্ব্বশীবিরহাৎ (প্রথমং) মুহ্যন্ (মোহং প্রাপ্তঃ পশ্চাৎ কুরুক্ষেত্রে তাং সমাগম্য গন্ধর্ব্বদত্তেনাগ্নিনা দেবানিষ্ট্বা পুনরুর্ব্বশীলোকং প্রাপ্য) শোকসংযমে (শোকাপগমে সতি) নির্ব্বিণ্ণঃ (ততো বিরাগমাপ্তঃ সন্) ইমাং (বক্ষ্যমাণাং) গাথাম্ অগায়ত।।৪।।

অনুবাদ— মহাকীর্ত্তি সম্রাট্ পুরূরবা উর্ব্বশীর বিরহে প্রথমে শোকমোহিত হইয়া পশ্চাৎ কুরুক্ষেত্রে তাহার সঙ্গলাভ পূর্ব্বক গন্ধর্ব্বপ্রদত্ত অগ্নিদ্বারা দেবগণের উদ্দেশ্যে যজ্ঞ করিয়া পুনরায় উর্ব্বশীলোক প্রাপ্ত হইলে যখন শোকবেগ নিবৃত্ত হইয়াছিল তখন বিরাগসহকারে এইরূপ গাথা কীর্ত্তন করিয়াছেন।।৪।।

বিশ্বনাথ— অত্রেতিহাসমাহ,—ঐলঃ পুরূরবাঃ প্রথমং মুহ্যংস্ততঃ কুরুক্ষেত্রে তাং সমাগম্য গন্ধর্ব্বদত্তেনাগ্নিনা দেবানিষ্ট্বা পুনরুর্ব্বশীলোকং প্রাপ্য শোকসংযমে ভোগাচ্ছোকাপগমে সতি বিঘ্নস্থগিতমকস্মাদেবোত্থিতং ভক্তিজ্ঞানবৈরাগ্যং প্রাপ্য গাথামগায়তেতি নবমস্কন্ধকথানুসারেণ দ্রষ্টব্যম্।।৪।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— এই বিষয়ে ইতিহাস বলিতেছেন—ঐল অর্থাৎ পুরূরবা প্রথমতঃ মুগ্ধ হইয়াছিলেন, তৎপরে কুরুক্ষেত্রে উর্ব্বশীকে প্রাপ্ত হইয়া গন্ধর্ব্বদত্ত অগ্নিদ্বারা দেবগণকে যজনা করিয়া পুনরায় উর্ব্বশীলোক প্রাপ্ত হইয়া শোকশান্তি হইলে পর, ভোগের বাসনা চলিয়া গেলে, বিঘ্নদ্বারা অকস্মাৎ স্থগিত ভক্তি-জ্ঞান-বৈরাগ্য পুনরায় প্রাপ্ত হইয়া নিজ চরিত্র গান করিয়াছিলেন, নবম-স্কন্ধ কথানুসারে ইহা জানা যাইবে।।৪।।

ত্যক্ত্বাত্মানং ব্রজন্তীং তাং নগ্ন উন্মত্তবন্নৃপঃ।
বিলপন্নন্বগাজ্জায়ে ঘোরে তিষ্ঠেতি বিক্লবঃ।।৫।।

অন্বয়ঃ— (সঃ) নৃপঃ জায়ে ঘোরে তিষ্ঠ ইতি (অয়ে জায়ে মনসা তিষ্ঠ ঘোরে ইত্যাদিমন্ত্রৈঃ) বিলপন্ বিক্লবঃ (কাতরঃ) নগ্নঃ (চ সন্) উন্মত্তবৎ (উন্মত্ত ইব) আত্মানং (রাজানং) ত্যক্ত্বা ব্রজন্তীং (স্বলোকং গচ্ছন্তীং) তাম্ (উর্ব্বশীম্) অন্বগাৎ (অনুগতঃ)।।৫।।

অনুবাদ— যখন উর্ব্বশী রাজাকে পরিত্যাগপূর্ব্বক নিজলোকে প্রস্থান করিতেছিল, তখন সেই নরপতি "অয়ি জায়ে! এই ঘোর দুঃসময়ে অবস্থান কর" ইত্যাদিক্রমে বিলাপ করিতে করিতে কাতর ও নগ্ন হইয়া উন্মত্তের ন্যায় তাহার পশ্চাদ্ধাবিত হইয়াছিলেন।।৫।।

বিশ্বনাথ— তস্য প্রাক্তনীং মোহাবস্থামাহ, ত্যক্ত্বেতি। হে জায়ে, মৎপ্রাণহরণাৎ হে ঘোরে, তিষ্ঠেতি বিলপন্ অন্বগাৎ।।৫।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— তাহার প্রাক্তন মোহ অবস্থা বলিতছেন—উর্ব্বশী ত্যাগ করিয়া গেলে আমার প্রাণ হরণ করিয়া আমাকে ভয়ঙ্কর বিপদে ফেলিলে। হে জায়ে! উর্ব্বশী তুমি দাড়াও এইরূপে বিলাপ করিতেছিলেন।।

কামানতৃপ্তোঽনুজুষন্ ক্ষুল্লকান্ বর্ষযামিনীঃ।
ন বেদ যান্তীর্নায়ান্তীরুর্ব্বশ্যাকৃষ্টচেতনঃ।।৬।।

অন্বয়ঃ— উর্ব্বশ্যাকৃষ্টচেতনঃ (উর্ব্বশ্যা আকৃষ্টা চেতনা যস্য স রাজা) ক্ষুল্লকান্ (ক্ষুদ্রান্) কামান্ অনুজুষন্ (নিরন্তরং সেবমানোঽপি) অতৃপ্তঃ (সন্) যান্তীঃ (অপযান্তীঃ) আয়ান্তীঃ (আগামিনীশ্চ) বর্ষযামিনীঃ (বর্ষাণাং যামিনীঃ রাত্রিঃ) ন বেদ (ন জ্ঞাতবান্)।। ৬।।

অনুবাদ— একত্র অবস্থানকালে উর্ব্বশী তাহার চিত্ত হরণ করায় তিনি নিরন্তর ক্ষুদ্রকাম্যবিষয়ের সেবা করিয়াও তৃপ্তিলাভ করিতে ছিলেন না। এইরূপে বহুবর্ষ যামিনী আগত এবং অতীত হইলেও তিনি তাহা জানিতে পারেন নাই।। ৬।।

বিশ্বনাথ— বৈক্লব্যেকারণমাহ, কামানিতি।। ৬।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— কামনা হেতু বিকলভাব-প্রাপ্তি কথা বলিতেছেন।। ৬।।

ঐল উবাচ

অহো মে মোহবিস্তারঃ কামকশ্মলচেতসঃ।
দেব্যা গৃহীতকণ্ঠস্য নায়ুঃখণ্ডা ইমে স্মৃতাঃ।। ৭।।

অন্বয়ঃ— ঐলঃ উবাচ,—অহো (যতো ময়া) ইমে (অহোরাত্ররূপাঃ) আয়ুঃখণ্ডা (আয়ুষো ভাগাঃ) ন স্মৃতাঃ (ততঃ) দেব্যা (উর্ব্বশ্যা) গৃহীতকণ্ঠস্য (আলিঙ্গনাবদ্ধকণ্ঠস্য) কামকশ্মলচেতসঃ (কামমোহিতচিত্তস্য) মে (মম) মোহবিস্তারঃ (অতীব মোহো বর্ত্ততে)।। ৭।।

অনুবাদ— পুরূরবা বলিলেন,—অহো! এতকাল উর্ব্বশীকর্ত্তৃক কণ্ঠদেশে আলিঙ্গনাবদ্ধ ও কামমোহিত হওয়ায় আমার মোহ এতদূর বিস্তৃত হইয়াছে যে, আমার জীবিতকালের অংশস্বরূপ এইসকল অহোরাত্র অতীত হইলেও আমি তাহা জানিতে পারি নাই।। ৭।।

বিশ্বনাথ— কামগ্রস্তচেতসো মম ইমে আয়ুঃখণ্ডা ইমান্যায়ুঃখণ্ডানি।। ৭।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— কামগ্রস্তচিত্ত আমার বহুবর্ষ আয়ু এইরূপে ব্যয় হইয়া গিয়াছে।। ৭।।

নাহং বেদাভিনির্ম্মুক্তঃ সূর্য্যো বাভ্যুদিতোঽমুয়া।
মূষিতো বর্ষপূগানাং বতাহানি গতান্যুত।। ৮।।

অন্বয়ঃ— অমুয়া (উর্ব্বশ্যা) মূষিতঃ (বঞ্চিতঃ) অহম্ অভিনির্ম্মুক্তঃ (ময়ি রমমাণে অস্তং গতঃ) অভ্যুদিতঃ (ময়ি রমমাণে উদিতঃ) বা সূর্য্যঃ (ইতি) ন বেদ (ন জ্ঞাতবান্) উত (অথবা) বর্ষপূগানাং (বর্ষসমূহানাং) গতানি (অতীতানি) অহানি (দিনানি ন বেদ) বত (অহো কষ্টমিদম্)।। ৮।।

অনুবাদ— এতকাল আমার রমণকালে সূর্য্যদেব কতবার অস্তগমন করিয়াছেন। কতবার উদিত হইয়াছেন, কত বার্ষিক দিবস অতীত হইয়াছে, উর্ব্বশীকর্ত্তৃক বঞ্চিত হইয়া আমি তাহা জানিতে পারি নাই।। ৮।।

বিশ্বনাথ— অস্মরণমেবাহ,—নাহমিতি। অভিনির্ম্মুক্তঃ সূর্য্যেঽস্তে সতি স্বপন অভ্যুদিতঃ সূর্য্যে উদিতে সত্যপি স্বপন্নহং সূর্য্যাসূর্য্যং ন বেদ নাজ্ঞাশিষং। সূর্য্য ইতি দ্বিতীয়ার্থে প্রথমা; বেদেতি ভূতেঽপি লট্ প্রথমপুরুষশ্চার্ষঃ। "সুপ্তে যস্মিন্নস্তমেতি সুপ্তে যস্মিন্নুদেতি চ। অংশুমানভিনির্ম্মুক্তাভ্যুদিতৌ তৌ যথাক্রমম্" ইত্যমরঃ। কুতো নাজ্ঞাশিষমত আহ—অমুয়া উর্ব্বশ্যা মুষিতশ্চোরিত বিবেকসর্ব্বস্ব ইত্যর্থঃ। বতেতি খেদে বর্ষপূগানাং বর্ষসমূহানাং অহান্যপি ন বেদ।। ৮।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— বিস্মরণের কথা বলিতেছেন —সূর্য্য অস্ত হইলে পর নিদ্রার পর উঠিলে সূর্য্য উদিত হইলেও নিদ্রায় থাকিয়া আমি সূর্য্য বা অসূর্য্য কিছু বুঝিতাম না। এস্থলে সূর্য্য শব্দে দ্বিতীয়া অর্থে প্রথমা বিভক্তি, 'বেদ' এস্থলে অতীতকাল হইলেও লট্ বিভক্তির প্রথম পুরুষ, ইহা ঋষিপ্রয়োগ। নিদ্রা গেলে পর সূর্য্য অস্ত যায়, নিদ্রা অবস্থায় সূর্য্য উদিত হইলেও সূর্য্য উদয় ও অস্ত যথাক্রমে হয় ইহা অমরকোষ। কি কারণ জানিতাম না তাহাই বলিতেছেন—এই উর্ব্বশী কর্ত্তৃক আমার বিবেক সর্ব্বস্ব অপহৃত হইয়াছিল। খেদ পূর্ব্বক বলিতেছেন— বহুবর্ষ সমূহের দিনরাত্রিও জানিতে পারি নাই।। ৮।।

বিবৃতি—পুরূরবা দ্বিতীয়াভিনিবেশ-বশতঃ ভগবৎ-

সেবা-বিস্মৃত হইয়া উর্ব্বশীকে ভোগ করিবার বাসনায় নিত্যপ্রয়োজনীয় ভগবদ্ভজন ত্যাগ করিয়াছিলেন। এজন্য বৃথা কালপেক্ষ হইয়াছে বলিয়া পরে তাহার অনুতাপ আসিয়াছিল। ভাবোদয়ে সাধনসিদ্ধভক্তগণের অব্যর্থ-কালত্ব ধর্ম্ম দৃষ্ট হয়।। ৮।।

অহো মে আত্মসম্মোহো যেনাত্মা যোষিতাং কৃতঃ।
ক্রীড়ামৃগশ্চক্রবর্ত্তী নরদেবশিখামণিঃ।। ৯।।

অন্বয়ঃ— যেন (ময়া) নরদেব-শিখামণিঃ (রাজ-চূড়ামণিভূতঃ) চক্রবর্ত্তী (সম্রাড়্রূপঃ) আত্মা (অয়ং দেহঃ) যোষিতাং (কামিনীনাং) ক্রীড়ামৃগঃ (ক্রীড়াসাধনভূতঃ মৃগতুল্যঃ) কৃতঃ (তস্য) মে (মম) অহো আত্মসম্মোহঃ (আত্মভ্রান্তিরতীব বিচিত্রা জাতা)।। ৯।।

অনুবাদ— আমি রাজচূড়ামণি সম্রাট্ হইয়াও এই দেহকে কামিনীগণের ক্রীড়াসাধন মৃগের ন্যায় পরিণত করিয়াছি। অহো! আমার আত্মবিস্মৃতি অতীব বিচিত্র।।

বিশ্বনাথ—আত্মা দেহঃ যোষিতাং ক্রীড়ামৃগঃ কৃতঃ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— আমার দেহকে স্ত্রীলোকের ক্রীড়ামৃগ অর্থাৎ খেলার পশু করিয়াছিলাম।। ৯।।

সপরিচ্ছদমাত্মানং হিত্বা তৃণমিবেশ্বরম্।
যান্তীং স্ত্রিয়ঞ্চান্বগমং নগ্ন উন্মত্তবদ্রুদন্।। ১০।।

অন্বয়ঃ— সপরিচ্ছদং (রাজ্যাদিসহিতম্) ঈশ্বরং (চক্রবর্ত্তিনম্) আত্মানং (মাং) তৃণম্ ইব (তৃণবন্মত্বা) হিত্বা (ত্যক্ত্বা) যান্তীং স্ত্রিয়ম্ (উর্ব্বশীম্ অহং) নগ্নঃ উন্মত্তবৎ রুদন্ (ক্রন্দন্ সন্) অন্বগমং চ (অনুগতবান্)।। ১০।।

অনুবাদ— উর্ব্বশী যে-কালে রাজ্যাদি-পরিচ্ছদের সহিত রাজ্যেশ্বর-স্বরূপ আমাকে তৃণতুল্য পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যায় তাৎকালে আমি নগ্ন হইয়া উন্মত্তের ন্যায় রোদন করিতে করিতে তাহার অনুগমন করিয়াছিলাম।। ১০।।

বিশ্বনাথ— যতোহহং আত্মানং মাং ঈশ্বরং চক্রবর্ত্তিনমপি তৃণামিব হিত্বা যান্তীং স্ত্রিয়মন্বগমম্।। ১০।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— যেহেতু আমি চক্রবর্ত্তী রাজা আমাকেও তৃণের ন্যায় ত্যাগ করিয়া পলায়ণকারিণী স্ত্রীর পেছনে গমন করিতেছিলাম।। ১০।।

বিবৃতি— ভগবৎসেবা ছাড়িয়া দিলে বদ্ধজীবের ভোগোন্মত্ততা-বশতঃ অন্যান্য সকল অস্মিতার বিচার অনাদৃত হয়। নিজস্বরূপের বোধ জাগ্রত হইলে ঐসকল কর্ম্মে উৎসাহ যে নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর, তাহা জানা যায়।।

কুতস্তস্যানুভাবঃ স্যাৎ তেজ ঈশত্বমেব বা।
যোহন্বগচ্ছং স্ত্রিয়ং যান্তীং খরবৎ পাদতাড়িতঃ।। ১১।।

অন্বয়ঃ— পাদতাড়িতঃ (গর্দ্দভ্যা পাদেন তাড়িতঃ) খরবৎ (খরীম্ অনুসরন্ খর ইব) যঃ (অহং) যান্তী স্ত্রিয়ম্ অন্বগচ্ছন্ (অনুগতবান্) তস্য (মম) কুতঃ (কথং নাম) অনুভাবঃ (প্রভাবঃ) তেজঃ (বলম্) ঈশত্বম্ এব বা (প্রভুত্বং বা) স্যাৎ (ভবেৎ)।। ১১।।

অনুবাদ— যে আমি গর্দ্দভীপদতাড়িত গর্দ্দভের ন্যায় উর্ব্বশীর গমনকালে তাহার অনুগমন করিয়াছিলাম, সেই আমার প্রভাব, বল বা প্রভুত্ব কিরূপে সম্ভবপর হইতে পারে? ১১।।

বিশ্বনাথ—ননু ত্বং মহাতেজঃ প্রভাবৈশ্বর্য্যঃ, কথমেবং দৈন্যমালম্বসে তত্রাহ,—কুত ইতি। তস্য মম।।১১

টীকার বঙ্গানুবাদ— প্রশ্ন। তুমি মহাতেজস্বী প্রভাব ঐশ্বর্য্যযুক্ত সম্রাট কিকারণ এইরূপ দৈন স্বীকার করিতেছ? তাহার উত্তরে বলিতেছেন— কোথায় সেই আমার ঐশ্বর্য্য তেজ প্রভৃতি যে আমি গর্দ্দভীর ন্যায় স্ত্রীর পদতাড়িত হইয়াও তাহার পশ্চাৎ ধাবিত হইতেছি।। ১১।।

বিবৃতি—গর্দ্দভীর সঙ্গরঙ্গে গর্দ্দভের যেরূপ গর্দ্দভী-কর্ত্তৃক পদতাড়না-লাভ ভাগ্যে ঘটে, ভোগীর ভোগবাসনা প্রবল হইলেও তদ্রূপ নানাবিধ দুর্ব্বিষহ অপমান ও অসুবিধা ভোগ করিয়াও ঐসকল বিষয়ে আসক্তি দৃষ্ট হয়।।

কিং বিদ্যয়া কিং তপসা কিং ত্যাগেন শ্রুতেন বা।
কিং বিবিক্তেন মৌনেন স্ত্রীভির্যস্য মনো হৃতম্।। ১২।।

অন্বয়ঃ— যস্য মনঃ স্ত্রীভিঃ হৃতম্ (অপহৃতং বশীকৃতং তস্য) বিদ্যয়া কিং (কিং ফলং) তপসা কিং ত্যাগেন (সন্ন্যাসেন) শ্রুতেন (শাস্ত্রশ্রবণেন) বা কিং বিবিক্তেন (একান্তসেবয়া) কিং মৌনেন (বাঙ্‌নিয়মেন বা কিং ফলং ভবেৎ)।। ১২।।

অনুবাদ— যাহার মন স্ত্রীজন কর্ত্তৃক অপহৃত হইয়াছে তাহার বিদ্যা, তপস্যা, সন্ন্যাস, শাস্ত্রশ্রবণ, বিজন-স্থানসেবা অথবা মৌন দ্বারা ফল কি?।। ১২।।

বিশ্বনাথ— মত্তুল্যস্যান্যস্যাপি বিদ্যাদিকং সর্ব্বং ব্যর্থমিত্যাহ,—কিমিতি।। ১২।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— আমার ন্যায় অন্যেরও বিদ্যা প্রভৃতি সকলই ব্যর্থ ইহাই বলিতেছেন।। ১২।।

বিবৃতি— নিজের হিতাহিত-বিবেক, সাধনজনিত তপস্যা, ত্যাগ, উন্নতির জন্য উপদেশ, নির্জ্জনবাস ও বিষয় হইতে নিবৃত্তি প্রভৃতি সকল সদ্‌গুণই দ্বিতীয়াভিনিবেশের সর্ব্বপ্রধান আশ্রয়স্বরূপা যোষিৎসঙ্গ-পিপাসা-কর্ত্তৃক বিনষ্ট হয়।

শ্রীকৃষ্ণকে কান্তবোধে পরমমুক্ত গোপীগণের চেষ্টার অনুগমনে জীবের মনোধর্ম্ম কামনায় কুলষিত হয় না।। ১২।।

স্বার্থস্যাকোবিদং ধিঙ্মাং মূর্খং পণ্ডিতমানিনম্।
যোঽহমীশ্বরতাং প্রাপ্য স্ত্রীভির্গোখরবজ্জিতঃ।। ১৩।।

অন্বয়ঃ— যঃ অহম্ ঈশ্বরতাং (সর্ব্বেষাং মানবানাং প্রভুত্বং) প্রাপ্য (লব্ধ্বাপি) স্ত্রীভিঃ গোখরবৎ (গৌরিব খর ইব চ) জিতঃ (বশীকৃতঃ) স্বার্থস্য অকোবিদম্ (অজ্ঞাতারং) পণ্ডিতমানিনং মূর্খং (তং) মাং ধিক্।। ১৩।।

অনুবাদ— যে আমি নিখিল মানবগণের প্রভুত্ব প্রাপ্ত হইয়াও স্ত্রীজনকর্ত্তৃক গো এবং গর্দ্দভের ন্যায় বশীকৃত হইয়াছি, স্বার্থবিষয়ে অনভিজ্ঞ পণ্ডিতাভিমানী সেই মাদৃশ মূর্খকে ধিক্।। ১৩।।

বিবৃতি— ভোগবাসনায় প্রমত্ত হইয়া বিশ্বের যে-সকল মূর্খ ব্যক্তি আপনাদিগকে বুদ্ধিমান্ ও পণ্ডিত বলিয়া মনে করে, যোষা স্ত্রীর সহিত সঙ্গস্পৃহার উন্মাদিনী শক্তির প্রভাবে ষণ্ড ও গর্দ্দভাদি পশুবৎ বিরূপের দ্বারা আক্রান্ত হইয়া তাহারা লাঞ্ছিত হয়। সাধুগুরুকৃপায় এইসকল বিষয় ক্রমশঃ উন্মেষিত হইয়া উহারা যে জঘন্য ও ঘৃণ্য, তাহা বুঝিতে পারা যায়। যাহারা জড়ভোগে উন্মত্ত এবং ভগবৎসেবা-বিস্মৃত হইয়া কামকিঙ্কর হয়, তাহাদের অবস্থা নিতান্ত গর্হণযোগ্য।। ১৩।।

সেবতো বর্ষপূগান্ মে উর্ব্বশ্যা অধরাসবম্।
ন তৃপ্যত্যাত্মভূঃ কামো বহ্নিরাহুতিভির্যথা।। ১৪।।

অন্বয়ঃ— বহ্নিঃ যথা আহুতিভিঃ (ন তৃপ্যতি পরন্তু ক্রমশ আহুতীঃ কাময়ত এব তথা) বর্ষপূগান্ (বর্ষসমূহান্ ব্যাপ্য) উর্ব্বশ্যাঃ অধরাসবং (বদনসুধাং) সেবতঃ (সেবমানস্যাপি) মে (মম) আত্মভূঃ (মনসি পুনঃ পুনরুদ্ভবন্) কামঃ ন তৃপ্যতি (পরন্তু ক্রমশো বর্দ্ধত এব)।। ১৪।।

অনুবাদ— অগ্নি যেরূপ পুন পুন আহুতি লাভ করিয়াও পরিতৃপ্ত হয় না, সেইরূপ বহু বৎসর উর্ব্বশীর বদনসুধা পান করিয়াও আমার চিত্তজাত কাম পরিতৃপ্ত হয় নাই।। ১৪।।

বিশ্বনাথ—সেবতঃ সেবমানস্য আত্মভূর্মনোজন্যঃ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— উর্ব্বশীর সেবাকালে মনোজ কাম।। ১৪।।

পুংশ্চল্যাপহৃতং চিত্তং কোন্বন্যো মোচিতুং প্রভুঃ।
আত্মারামেশ্বরমৃতে ভগবন্তমধোক্ষজম্।। ১৫।।

অন্বয়ঃ— আত্মারামেশ্বরম্ (আত্মারামানামাত্মতৃপ্তানামীশ্বরারাধ্যং) ভগবন্তম্ অধোক্ষজং (শ্রীহরিম্) ঋতে (বিনা) অন্যঃ কঃ নু (কো নাম পুমান্) পুংশ্চল্যা (বেশ্যয়া) অপহৃতং (মম) চিত্তং মোচিতুং (পরিত্রাতুং) প্রভুঃ (সমর্থো ভবেৎ কোঽপি নেত্যর্থস্ততঃ পরমেশ্বরমেব ভজেয়মিতি)।।

অনুবাদ— ইহলোকে আত্মারামপুরুষগণের উপাস্য ভগবান্ অধোক্ষজ শ্রীহরি ব্যতীত অন্য কেহই বেশ্যাকর্ত্তৃক অপহৃত মদীয় চিত্তের পরিত্রাণে সমর্থ নহেন, সুতরাং আমি এখন হইতে পরমেশ্বরেরই আরাধনা করিব।।১৫

বিশ্বনাথ— ননু তর্হীদানীং তস্মাদধরাসবাৎ কেন মোহিতঃ প্রাপ্তৈতাদৃশবৈতৃষ্ণ্যোঽসি তত্রাহ,—পুংশ্চল্যেতি। মোচিতুং মোচয়িতুং আত্মারামেশ্বরমিতি আত্মারামোঽপি মাদৃশস্য দেহারামস্য চিত্তং প্রায়ো মোচয়িতুং ন শক্নোতি। কিন্ত্বাত্মারামেশ্বরঃ পরমেশ্বরঃ এব শক্নোতীতি ভাবঃ। তত্র হেতুর্নিরতিশয়ৈশ্বর্য্যমেবেত্যাহ,—ভগবন্তং মন্মোচনে পরমসমর্থং অধোক্ষজং অধঃকৃতং তিরস্কৃতং ভবেৎ অক্ষজমৈন্দ্রিয়কং জ্ঞানং যস্মাত্তম্।। ১৫।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— প্রশ্ন! তাহা হইলে এখন তাহার অধরমধু হইতে কাহার দ্বারা মোহিত হইয়া এইরূপ বৈরাগ্য লাভ করিলে? তাহার উত্তরে বলিতেছেন—আত্মারাম ঈশ্বর ব্যতীত কে আমাকে মুক্ত করিতে সমর্থ? আত্মারামও আমার ন্যায় দেহারামের চিত্তকে পরিবর্ত্তন করিতে পারে না, কিন্তু আত্মারামের ঈশ্বর পরমেশ্বরই পারেন, ইহাই ভাবার্থ। তাহার কারণ নিঃসীম ঐশ্বর্য্যই আমার চিত্তকে পরিবর্ত্তন করিতে পারে, আমার মোচনে পরমসমর্থ ভগবান অধোক্ষজ ইন্দ্রিয়জ্জ্ঞান তিরস্কৃত হয় যাহা হইতে।। ১৫।।

বিবৃতি— আধ্যক্ষিকগণ সর্ব্বদাই নিজেন্দ্রিয়জজ্ঞানে বিক্ষিপ্তমতি হন। যে কালপর্য্যন্ত জীবের ভগবদ্‌বস্তুতে আত্মরমণ বিচার উপস্থিত না হয় তদবধি তাহার মন আকর্ষণ-ধর্ম্মযুক্ত বিভিন্ন বস্তু কর্ত্তৃক আকৃষ্ট হয়। কিন্তু ভগবদ্বস্তুকে ইন্দ্রিয়জজ্ঞানাতীত ভোগ্যাতীত সেব্য জানিলেই তাদৃশী মূঢ়তা বিনষ্ট হয়। জড়বিলাসী ব্যক্তিগণ সর্ব্বক্ষণই দুর্ব্বলচিত্ত হওয়ায় যোষা প্রভৃতি বিগ্রহকে আশ্রয় করিয়া আপনাকে ভোগিসজ্জায় স্থাপন করে। অধোক্ষজসেবা ব্যতীত ভোগ্যজগতে প্রলুব্ধ হইবার বাসনা কখনও জীবকে মুক্তি প্রদান করিতে পারে না।। ১৫।।

বোধিতস্যাপি দেব্যা মে সূক্তবাক্যেন দুর্ম্মতেঃ।
মনোগতো মহামোহো নাপযাত্যজিতাত্মনঃ।। ১৬।।

অন্বয়ঃ— দেব্যা (উর্ব্বশী) সূক্তবাক্যেন (যথার্থবচনেন) বোধিতস্য অপি অজিতাত্মনঃ (অজিতেন্দ্রিয়স্য) দুর্ম্মতেঃ মে (মম) মনোগতঃ মহামোহঃ ন অপযাতি (ন দূরীভবতি)।। ১৬।।

অনুবাদ— উর্ব্বশী বিদায়কালে যথাযথবাক্যদ্বারা আমাকে হিততত্ত্ব জ্ঞাপন করাসত্ত্বেও অজিতেন্দ্রিয় দুর্ম্মতিগ্রস্ত আমার চিত্তগত মহামোহ দূরীভূত হইতেছে না।।

বিশ্বনাথ— তয়ৈবোর্ব্বশ্যা বহুতরমুপদিষ্টাদ্বৈরাগ্যাদেব তব মোহোঽপগত ইতি চেন্নহীত্যাহ—বোধিতস্যেতি। নাপযাতি নাপযযৌ।। ১৬।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— সেই উর্ব্বশী কর্ত্তৃক তুমি বহু উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া বৈরাগ্য হইতেই তোমার মোহ চলিয়া গিয়াছে ইহা যদি বল? না, স্ত্রীলোকের উপদেশ দ্বারা মহামোহ নষ্ট হয় না।। ১৬।।

বিবৃতি— অজিতাত্মা ভোগী পুরূরবা উর্ব্বশী সত্যবাক্যে আস্থা স্থাপন করিতে পারেন নাই। যে-কালপর্য্যন্ত ভগবান্‌ই যে একমাত্র ভোক্তা এবং তাঁহার যোষা-সম্প্রদায়ই যে জীবের একমাত্র গুরু—এরূপ উপলব্ধি না হয়, তৎকালাবধি জীবের দুর্ম্মতি বিনষ্ট বা শুদ্ধ হয় না।। ১৬।।

কিমেতয়া নোঽপকৃতং রজ্জ্বা বা সর্পচেতসঃ।
রজ্জুঃ স্বরূপাবিদুষো যোঽহং যদজিতেন্দ্রিয়ঃ।। ১৭।।

অন্বয়ঃ— সর্পচেতসঃ রজ্জ্বা বা (যথা) রজ্জুস্বরূপাবিদুষো (রজ্জুদ্রষ্টুঃ পুংসস্তস্যাং সর্পকল্পনয়া খিদ্যমানস্যাপি রজ্জ্বা কিমপি নাপকৃতং তদ্বৎ) যৎ (যস্মাৎ) যঃ অহম অজিতেন্দ্রিয়ঃ (অজিতেন্দ্রিয়ত্বাৎ স্বয়মেবাপারাধী তস্মাৎ) এতয়া (উর্ব্বশ্যা) নঃ (অস্মাকং মমেত্যর্থঃ) কিম্ অপকৃতং (কিমপি নাপকৃতমিত্যর্থঃ)।। ১৭।।

অনুবাদ— কোন ব্যক্তি স্বীয় ভ্রান্তিবশতঃ রজ্জুকে সর্পজ্ঞান করিয়া যদি ভীত হয় তাহা হইলে সেস্থলে রজ্জুর

যেরূপ কোন দোষ নাই, সেইরূপ আমিও এস্থলে অজিতেন্দ্রিয়তাবশতঃ স্বয়ংই অপরাধী, পরন্তু উর্ব্বশী আমার কোন অপকার করে নাই।। ১৭।।

বিশ্বনাথ— পুংশ্চল্যাপহৃতমিতি। পূর্ব্বমুক্তং ইদানীন্তু মমৈবায়ং দোষো ন তস্যা ইত্যাহ,—কিমেতয়েতি। এতয়া উর্ব্বশ্যা নোঽস্মাকং কিমপকৃতং ন কিঞ্চিদপি, সর্পচেতসো জনস্য রজ্জ্বা বা কিমপকৃতং ন কিমপি, যতো রজ্জুস্বরূপবিদুষস্তস্যৈব দোষঃ, স হি স্বাজ্ঞানাদেব বিভেতি। যদ্-যস্মাদহমপি তথৈবাজিতেন্দ্রিয়ো মোহমেতাদৃশমভজম্।। ১৭।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— বেশ্যাদ্বারা অপহৃত আমার চিত্ত ইহা পূর্ব্বে বলিয়াছেন, এখন বলিতেছেন—ইহা আমারই দোষ, তাহার নহে। এই উর্ব্বশী আমার কি অপকার করিয়াছে কিছুই নহে। সর্প-চিত্ত ব্যক্তির রজ্জু দ্বারা বা কি অপকার হয়? কিছুই নহে। যেহেতু রজ্জুর স্বরূপ অজ্ঞাত ব্যক্তিরই দোষ। সেই অজ্ঞ ব্যক্তিই নিজ অজ্ঞান হইতেই ভয় পায়। যেহেতু আমিও সেই প্রকার অজিতেন্দ্রিয় ঈদৃশ মোহ প্রাপ্ত হইয়াছিলাম।। ১৭।।

বিবৃতি— বাস্তববস্তুর সন্ধান না করিয়া বস্তুচ্ছায়াকে ভোগ্য-জ্ঞান বদ্ধজীবের নিজ ভ্রান্তিরই পরিচয়। বস্তুতে ভোগ্যজ্ঞানরূপ বিচার বস্তুর স্বরূপদর্শনে ব্যাঘাত করাইয়া অবস্তুকে বস্তুজ্ঞান করায়। অবাস্তববস্তুর প্রতীতির দ্বারা চালিত হওয়া রজ্জুতে সর্পবুদ্ধিবৎ। রজ্জু কখনও সর্পবৎ দংশন করে না কিন্তু রজ্জুতে সর্পভ্রান্ত জীবের ভ্রম ও মোহ উৎপাদন করে। বাস্তববস্তুই সর্ব্বদা সেব্য কিন্তু বাস্তববস্তুদর্শন ব্যতীত ভোগময় সংসারদর্শনই জীবের অমঙ্গলের কারণ। তজ্জন্য হৃষীকেশের ইন্দ্রিয়সেবা নিজ চিন্ময় ইন্দ্রিয়ের দ্বারা করাইতে হইবে। ভগবানের দোষ আছে, ইহা বলিয়া ভগবানের প্রতি দোষারোপ করিতে হইবে না। স্বীয় অক্ষমতা-জন্য দৈনবশে নিজকে সর্ব্বক্ষণ 'তৃণাদপি সুনীচ' জানিতে হইবে। তাহা হইলেই প্রলুব্ধ হইবার অসহিষ্ণুতা আর বদ্ধজীবকে গ্রাস করিবে না।।

ক্বায়ং মলীমসঃ কায়ো দৌর্গন্ধ্যাদ্যাত্মকোঽশুচিঃ।
ক্ব গুণাঃ সৌমনস্যাদ্যা হ্যধ্যাসোঽবিদ্যয়া কৃতঃ।। ১৮

অন্বয়ঃ—দৌর্গন্ধ্যাদ্যাত্মকঃ (দৌর্গন্ধ্যাদিযুক্তঃ) অশুচিঃ মলীমসঃ (অতিমলিনঃ) অয়ং কায়ঃ (দেহঃ) ক্ব (কুত্র বর্ত্ততে) সৌমনস্যাদ্যাঃ (সুমনসাং কুসুমানামিব গন্ধসৌকুমার্য্যাদি সৌমনস্যং শোভনমনোভাবো বা তদাদ্যাঃ) গুণাঃ (বা) ক্ব (কুত্র বর্ত্তন্তে) হি (এবমপি) অবিদ্যয়া (ময়ৈবাজ্ঞানেন) অধ্যাসঃ কৃতঃ (তস্যাং তাদৃশগুণানামারোপঃ কৃতঃ)।।

অনুবাদ— দৌর্গন্ধ্য প্রভৃতি দুর্গুণযুক্ত অতি মলিন এই অশুচি দেহই বা কোথায় এবং কুসুমের ন্যায় গন্ধ সৌকুমার্য্য প্রভৃতি সুগুণই বা কোথায়, তথাপি আমি অজ্ঞানবশতঃ উর্ব্বশীর তাদৃশ সুগুণসমূহের আরোপ করিয়াছিলাম।। ১৮।।

বিশ্বনাথ— ননু তদপি সৈব সৌরূপ্যসৌরভ্যমাধুর্য্যাদি স্বগুণৈস্ত্বদীয়সংমোহমূলমিতিচেন্নৈবং, তেঽপি গুণা মদবিবেকপরিকল্পিতা এবেত্যাহ,—ক্বায়মিতি। বস্তুবিচারতো মলীমসোঽতিমলিন এব কায়ঃ ক্ব সুমনসাং পুষ্পাণামিব সৌরভ্যসৌকুমার্য্যাদিকং সৌমনস্যং তদাদ্যা গুণা বা ক্ব কিন্ত্বয়মধ্যাসস্তস্যামারোপো ময়া স্বমোহেনৈব কৃতঃ।। ১৮।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— প্রশ্ন! তাহাও সেই উর্ব্বশীই নিজের সুন্দররূপ সুন্দর মাধুর্য্য আদিদ্বারা, নিজগুণ সমূহ দ্বারা তোমার মোহ উত্থিতির মূল, ইহাই যদি বল, তাহা নহে। সেই সকলগুণও আমার অবিদ্যা পরিকল্পিতই, বস্তু বিচার হইতে অতিমলিনই এই শরীর কোথায়? পুষ্পের ন্যায় সুরভী সুকুমার আদি সেইরূপ গুণসমূহ বা কোথায়? কিন্তু ইহা আরোপিত আমা-কর্ত্তৃক নিজ মোহদ্বারাই করিয়াছি।। ১৮।।

বিবৃতি— জড়ভোগের উপযোগী শরীর সর্ব্বতোভাবে হেয়, অনুপাদেয় ও অশুচি। জীবের স্বরূপবিস্মৃতিক্রমেই সে অবিদ্যাগ্রস্ত হইয়া দ্বিতীয়াভিনিবেশক্রমে নিজস্বতন্ত্রতার অপব্যবহার করে। সুতরাং যে মন সর্ব্বদা ভোগনিরত এবং ভোগাভাব-ক্লিষ্ট, ক্ষুব্ধ বা বৈরাগ্যবিশিষ্ট,

তাহার এই উভয় ভাবই অবিদ্যাক্রান্ত। ইহা হইতে অবসর পাইয়া হৃচ্চক্ষুকর্ণনাসাকর্ষি সৌগন্ধ ও সৌন্দর্য্য পূর্ণবস্তুতে অবস্থিত জানিয়া তাহাতে সেব্যবুদ্ধি করিলেই আমাদের নিত্য মঙ্গললাভ হয়। সেবকের বিচারে হৃষীকেশের ইন্দ্রিয়তোষণই শুদ্ধভক্তি। তিনিই সচ্চিদানন্দবিগ্রহ। আমাদের স্বরূপে সচ্চিদানন্দের অনুগামী হইয়া তাঁহার সেবাতেই মঙ্গললাভ ঘটে।। ১৮।।

পিত্রোঃ কিং স্বং নু ভার্য্যায়াঃ স্বামিনোঽগ্নেঃ শ্বগৃধ্রয়োঃ।
কিমাত্মনঃ কিং সুহৃদামিতি যো নাবসীয়তে।। ১৯।।
তস্মিন্ কলেবরেঽমেধ্যে তুচ্ছনিষ্ঠে বিসজ্জতে।
অহো সুভদ্রং সুনসং সুস্মিতঞ্চ মুখং স্ত্রিয়াঃ।। ২০।।

অন্বয়ঃ— পিত্রোঃ স্বং কিং নু (জনকত্বাত্তয়োর্দ্ধনং কিং) ভার্য্যায়াঃ (ভোগপ্রদত্বাদ্ স্ত্রিয়ো বা স্বং ভবতি) স্বামিনঃ (অধীনত্বাত্তস্য বা স্বং ভবতি) অগ্নেঃ (অন্ত্যেষ্ট্যাং তদাহুতিত্বাত্তস্য বা স্বং) শ্বগৃধ্রয়োঃ (ভক্ষ্যত্বাত্তয়োর্ব্বা স্বং ভবতি) আত্মনঃ কিং (তৎকৃতশুভাশুভভাগিত্বাত্তস্য জীবস্য বা স্বং) সুহৃদাং কিম্ (উপকারিত্বাত্তেষাং বা স্বং ভবতি) ইতি (এবং) যঃ (কলেবরঃ) ন অবসীয়তে (ন নিশ্চীয়তে জনঃ) অহো স্ত্রিয়াঃ মুখং সুভদ্রম্ (অত্যুত্তমং) সুনসং (শোভননাসিকং) সুস্মিতং চ (শোভনহাস্যযুক্তঞ্চেতি কৃত্বা) তুচ্ছনিষ্ঠে (তুচ্ছা কৃমিবিষ্ঠাদিরূপা নিষ্ঠা পরিণামো যস্য তস্মিন্) অমেধ্যে (অশুচৌ) তস্মিন্ কলেবরে বিসজ্জতে (আসক্তো ভবতি)।। ১৯-২০।।

অনুবাদ— এই শরীর পিতামাতা হইতে উৎপন্ন বলিয়া তাহাদেরই সম্পত্তি, অথবা ভার্য্যার ভোগপ্রদ বলিয়া তাহারই সম্পত্তি, অথবা স্বামীর অধীন বলিয়া তাহারই সম্পত্তি, কিম্বা অন্ত্যেষ্টিকৃত্যকালে অগ্নির আহুতি হয় বলিয়া তাহারই সম্পত্তি, অথবা কুক্কুর ও শকুনির ভক্ষ্য বলিয়া তাহাদেরই সম্পত্তি, অথবা জীব এই শরীরকৃত শুভাশুভ-ফলভাগী বলিয়া এই শরীর জীবেরই সম্পত্তি, অথবা উপকারিতানিবন্ধন বান্ধবগণেরই সম্পত্তি, এরূপ নিশ্চয় করা যায় না; মানবগণ—তাদৃশ অনিশ্চিত তুচ্ছ-পরিণামশীল অশুচি শরীরে—"অহো এই রমণীর মুখ অতীব সুরম্য, নাসিকা অতিসুন্দর, হাস্য অতিমনোরম" ইত্যাদি কল্পনা করিয়া আসক্ত হইয়া থাকে।। ১৯-২০।।

বিশ্বনাথ— সামান্যতো দেহমাত্রেঽপি মমত্ববিবেক-কল্পিতমেবেত্যাহ,—পিত্রোঃ কিং স্বময়ং কায়ঃ জনকত্বাৎ, নু বিতর্কে। ভার্য্যায়া বা ভোগপ্রদত্বাৎ, স্বামিনঃ পত্যুর্বা ভোগ্যত্বাৎ, অগ্নের্বা অন্তেষ্ট্যাং তদাহুতিরূপত্বাৎ, শ্বগৃধ্রয়োর্বা ভক্ষ্যত্বাৎ, কিং বা আত্মনস্তৎকৃতশুভাশুভ-ভাগিত্বাৎ, সুহৃদাং বা তদুপকারকত্বাৎ, এবং যো ন হি নিশ্চীয়তে। তুচ্ছলোকনিষ্ঠে নিন্দ্যফলে বা বিসজ্জতে বিসর্জ্জনপ্রকারমাহ,—অহো ইতি।। ১৯-২০।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— সামান্যত দেহমাত্রেই মমতা অবিবেক কল্পিতই, ইহাই বলিতেছেন—পিতার কি নিজ এই শরীর জনক হেতু। নু বিতর্ক অর্থে অথবা ভোগ-প্রদানকারিণী ভার্য্যার কি এই দেহ? স্বামীর কি এই দেহ, যেহেতু তিনি ভোগ করেন, দাহকালে এই দেহ অগ্নিতে আহুতি হয় অতএব এই দেহ কি অগ্নির? দাহ না করিলে শৃগাল শকুনীর ভক্ষ্যহেতু এই দেহ কি তাহাদের? অথবা আত্মার কৃত শুভাশুভভাগী যাহারা তাহাদের এই দেহ? অথবা এই দেহের উপকারী সুহৃদ্গণের এই দেহ? এইরূপে অনিশ্চিত এই দেহ তুচ্ছ নিন্দনীয় লোকনিষ্ঠ, অথবা নিন্দা ফলে যাহাকে বিসর্জ্জন করা হয়। সেই বিসর্জ্জন প্রকার বলিতেছেন—আহা কি সুন্দর নাসিকা, সুন্দর হাসি মুখ-খানি স্ত্রীলোকের।। ১৯-২০।।

বিবৃতি— গুণজাত জগতে এক ব্যক্তির সহিত অন্যের যে অনিত্য সম্বন্ধ পরিদৃষ্ট হয় উহা মনোধর্ম্মোত্থ মাত্র। মাতা-পিতার সহিত পুত্রের সম্বন্ধ, পতির সহিত ভার্য্যার সম্বন্ধ, অগ্নির সহিত দেহদহনসম্বন্ধ, কুকুর শৃগা-লের ও জড়দেহের ভোক্তৃভোজ্য সম্বন্ধ এবং ধর্ম্মাধর্ম্ম-সম্বন্ধ মাত্রেই সুহৃৎ বা শত্রুর মধ্যে তাৎকালিক প্রতীতি-মাত্র। গুণজাত জগতে নির্ভরশীল ব্যক্তিগণ গুণমুগ্ধ হইয়া এই সকল অকিঞ্চিৎকর অনিত্যসম্বন্ধে প্রতিষ্ঠিত থাকেন। ইঁহারা অহঙ্কার-বিমূঢ়াত্মা।। ১৯-২০।।

ত্বঙ্মাংসরুধিরস্নায়ুমেদোমজ্জাস্থিসংহতৌ।
বিণ্মূত্রপূয়ে রমতাং কৃমীণাং কিয়দন্তরম্।। ২১।।

অন্বয়ঃ— ত্বঙ্মাংসরুধির স্নায়ুমেদোমজ্জাস্থি-সংহতৌ (ত্বগাদিসংহতৌ তৎসঙ্ঘাতে কিঞ্চ) বিণ্মূত্রপূয়ে (বিষ্ঠাদিযুক্ত দেহে) রমতাং (রমণশীলানাং জনানাং তথা) কৃমীণাং (চ) কিয়ৎ অন্তরং (কিং নাম পার্থক্যম্)।। ২১।।

অনুবাদ— যাহারা ত্বক্-মাংস-রুধির-স্নায়ু মেদ-মজ্জা অস্থি প্রভৃতির সমষ্টিভূত বিষ্ঠামূত্রপরিপূর্ণ এই দেহে রমণশীল তাদৃশ পুরুষগণ এবং কৃমিগণের মধ্যে পার্থক্য কি? ২১।।

বিশ্বনাথ— বিণ্মূত্রপূয়ে তন্ময়ে দেহে রমমাণানাং মাদৃশানাং কৃমীণাং কিয়দন্তরং ন কিয়দপি।। ২১।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— বিষ্ঠা মূত্র পূঁজময় দেহে ক্রীড়াকারী আমার ন্যায় ব্যক্তির কৃমিগণের সহিত পার্থক্য কি।।

বিবৃতি— জগতে সৃষ্ট কৃমির সহিত বিণ্মূত্র ক্লেদাধার দেহাত্মবুদ্ধি দেহারামী ভোক্তৃভোগ্যসম্বন্ধযুক্ত দেব ও নরগণের আর অধিক কি বিশেষত্ব আছে।। ২১।।

অথাপি নোপসজ্জেত স্ত্রীষু স্ত্রৈণেষু চার্থবিৎ।
বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগান্মনঃ ক্ষুভ্যতি নান্যথা।। ২২।।

অন্বয়ঃ— অথাপি (যদ্যপ্যেবং বীভৎসিতা এব স্ত্রিয়স্তথাপি) অর্থবিৎ (বিবেকী জনঃ) স্ত্রীষু স্ত্রৈণেষু চ (স্ত্রী-পরায়ণেষু জনেষু চ) ন উপসজ্জেত (অবলোকনাদিনাপি ন সঙ্গং কুর্য্যাৎ, যতঃ) বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগাৎ (বিষয়াণামিন্দ্রিয়াণাঞ্চ পরস্পরং সংযোগাৎ সম্বন্ধাদেব) মনঃ ক্ষুভ্যতি (চঞ্চলং ভবতি) অন্যথা ন (তাদৃশসংযোগং বিনা ন ক্ষুভ্যতীত্যর্থঃ)।। ২২।।

অনুবাদ— বিবেকী পুরুষ এইসকল বিচার করিয়া স্ত্রী অথবা স্ত্রৈণজনগণের সহিত কোনরূপেই সঙ্গ করিবেন না। যেহেতু বিষয় ও ইন্দ্রিয়ের সংযোগবশতঃই মনঃ চঞ্চল হইয়া থাকে, অন্যথা চঞ্চল হয় না।। ২২।।

বিশ্বনাথ— যদ্যপ্যেবং বীভৎসিতা এব স্ত্রিয়স্তথাপি তাসু জনা উপসজ্জন্তে বেত্যতো নিষিধ্যতি,—অথাপীতি। অর্থবিৎ বিবেকী তু তথাপি ন তাসু বিসজ্জেত তদ্দর্শনাদপি দূরে তিষ্ঠেৎ, যতো বিষয়েত্যাদি।। ২২।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— যদিও এইরূপ নিন্দনীয়ই স্ত্রী সকল, তথাপি তাহাতে জনগণের আসক্তিই। অতএব নিষেধ করিতেছেন—তথাপি বিবেকী অর্থবিৎ ব্যক্তি স্ত্রী সমূহে আসক্ত হইবে না। তাহাদের দর্শন করিলেও দূরে থাকিবে, যেহেতু বিষয়ের সহিত চক্ষুরাদির সংযোগ হইলে মন ক্ষোভিত হয়, তাহা না হইলে হয় না।। ২২।।

বিবৃতি— বিষয়ী যোষিৎ বা ভোগ্যপদার্থে সর্ব্বক্ষণ মনঃসংযোগ করিতে ব্যস্ত। তৎস্থলে নিত্যপদার্থের সেবনোপলব্ধি ঘটিলেই এইসকল অপ্রয়োজনীয় বিষয় হৃদ্দেশ অধিকার করে না। ভগবৎসেবার অনুকূল বিষয়ে মনের গতি পরিবর্ত্তিত হইলে ভোগ বা ত্যাগের বিপরীত দিক্ বদ্ধজীবকে প্রলুব্ধ করিতে পারে না।। ২২।।

অদৃষ্টাদশ্রুতাদ্ভাবান্ন ভাব উপজায়তে।
অসংপ্রযুঞ্জতঃ প্রাণান্ শাম্যতি স্তিমিতং মনঃ।। ২৩।।

অন্বয়ঃ—অদৃষ্টাৎ (অপ্রত্যক্ষীকৃতাৎ) অশ্রুতাৎ (চ) ভাবাৎ (বিষয়াৎ) ভাবঃ (মনক্ষোভঃ) ন উপজায়তে (অতঃ) প্রাণান্ (ইন্দ্রিয়াণি) অসংপ্রযুঞ্জতঃ (নিযচ্ছতো জনস্য) মনঃ স্তিমিতং (নিশ্চলং সৎ) শাম্যতি (শান্তং ভবতি)।।

অনুবাদ— অদৃষ্ট বা অশ্রুত বিষয়হেতু চিত্তক্ষোভ উপস্থিত হয় না, অতএব যাঁহারা ইন্দ্রিয়সংযম করিয়া থাকেন, তাঁহাদের মনও নিশ্চল এবং শান্ত হইয়া থাকে।।

বিশ্বনাথ— ননু নির্জ্জনে স্থিতস্যাপি মুনের্মনঃ-ক্ষোভঃ ক্বচিদ্দৃশ্যতে? সত্যং স খলু প্রাচীনস্ত্রীদর্শন-সংস্কারোত্থ এবেতি সোপপত্তিকমাহ,—অদৃষ্টাদিতি। তস্মাৎ প্রাণান্ ইন্দ্রিয়াণি স্ত্রীবিষয়ে ন সংপ্রযুঞ্জতো জনস্য মনঃ স্তিমিতং নিশ্চলং সৎ শাম্যতি।। ২৩।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— প্রশ্ন? নির্জ্জনে স্থিত মুনিরও কখনও মনক্ষোভ হইতে দেখা যায়? উত্তরে—সত্য, তাহা

প্রাচীন স্ত্রী দর্শন সংস্কার হইতে জাতই। ইহা যুক্তির সহিত বলিতেছেন—অতএব প্রাণ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়সমূহকে স্ত্রী বিষয়ে আসক্ত করিবে না। জনগণের মন নিশ্চল হইলে, ইন্দ্রিয়সকল বশে থাকে।। ২৩।।

বিবৃতি— মন সর্ব্বদা ভৃত্য চক্ষুকে রূপদর্শনে নিযুক্ত করে, কর্ণকে শব্দশ্রবণে ব্যস্ত করায়; বহিঃপ্রজ্ঞাচালিত হইয়া হৃষীকেশের কথা-শ্রবণে বিরত হইলে স্বয়ং হৃষীকেশ-সজ্জায় দর্শক শ্রোতা আস্বাদক ও স্পর্শনকারীর বৃত্তির কিঙ্কর হইয়া চঞ্চল-মনের আজ্ঞা-সমূহ পালন করে। ভোগ্যজগদ্দর্শনরূপ মনের বৃত্তিটি যে কালে সেবানুকূলতার সাহচর্য্য করে, তখনি অশান্ত জগৎ স্তব্ধ হয়।। ২৩।।

তস্মাৎ সঙ্গো ন কর্ত্তব্যঃ স্ত্রীষু স্ত্রৈণেষু চেন্দ্রিয়ৈঃ।
বিদুষাং চাপ্যবিস্রব্ধঃ ষড়্বর্গঃ কিমু মাদৃশাম্।। ২৪।।

অন্বয়ঃ— তস্মাৎ স্ত্রীষু স্ত্রৈণেষু চ ইন্দ্রিয়ৈঃ সঙ্গঃ ন কর্ত্তব্যঃ (যতঃ) ষড়্বর্গঃ (কামাদিষট্কঃ) বিদুষাং (পণ্ডিতা-নাম্) অপি চ অবিস্রব্ধঃ (অবিশ্বসনীয়ঃ) মাদৃশাম্ (অজ্ঞানাং) কিমু (কিং নাম বক্তব্যং সুতরামেবাবিস্রব্ধ ইত্যর্থঃ)।। ২৪।।

অনুবাদ— অতএব স্ত্রী বা স্ত্রৈণ পুরুষগণের সম্বন্ধে কোনরূপ ইন্দ্রিয়সংসর্গ কর্ত্তব্য নহে; যেহেতু কামাদিষড়্বর্গ পণ্ডিতগণেরও বিশ্বাসযোগ্য নহে, তখন মাদৃশ অজ্ঞজনের সম্বন্ধে আর বক্তব্য কি?।। ২৪।।

বিশ্বনাথ—অবিস্রব্ধঃ অবিশ্বসনীয় ইত্যর্থঃ। ষড়্বর্গঃ ষড়িন্দ্রিয়বর্গঃ।। ২৪।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— অবিস্রব্ধ অর্থাৎ অবিশ্বসনীয়। ষড়্বর্গ ছয়টি ইন্দ্রিয়।। ২৪।।

বিবৃতি— বিষয়িগণ সর্ব্বদা তাহাদের ভোগ্য-নারী প্রভৃতিতে আসক্ত হয়। যাহারা ভোগীর চিত্তবৃত্তি আলোচনা করিতে ব্যস্ত, তাহাদের জ্ঞাতৃত্ব-ধর্ম্ম সর্ব্বদা চঞ্চলস্বভাব-বিশিষ্ট। স্থিরবুদ্ধিবিশিষ্ট জ্ঞানীরই যখন এরূপ দুর্দ্দশা, তখন যথেচ্ছচারী, অন্যাভিলাষী ও চঞ্চলমতি মনোধর্ম্ম-জীবীর আর কি কথা? সুতরাং স্ত্রীসঙ্গ ও স্ত্রৈণবিষয়ীর সঙ্গ সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাজ্য। কৃষ্ণসেবার অনুকূলতাই মনোধর্ম্মের বৃত্তি হওয়া আবশ্যক।। ২৪।।

শ্রীভগবানুবাচ

এবং প্রগায়ন্ নৃপদেবদেবং
স উর্ব্বশীলোকমথো বিহায়।
আত্মানমাত্মন্যবগম্য মাং বৈ
উপারমজ্জ্ঞানবিধূতমোহঃ।। ২৫।।

অন্বয়ঃ—শ্রীভগবান্ উবাচ,—নৃপদেবদেবঃ (নৃপেষু দেবেষু চ দিব্যতীতি তথা) সঃ (ঐলঃ) এবং প্রগায়ন্ (প্রকৃষ্টং গায়ন্) অথো উর্ব্বশীলোকং (তৎস্থানং) বিহায় (ত্যক্ত্বা) আত্মনি (চিত্তে) আত্মানম্ (অন্তর্য্যামিনং) মাং বৈ (মামেব) অবগম্য (জ্ঞাত্বা) জ্ঞানবিধূতমোহঃ (জ্ঞানেন বিধূতোঽপাকৃতো মোহো যস্য স তথাভূতঃ সন্) উপারমৎ (শান্তো বভূব)।। ২৫।।

অনুবাদ— শ্রীভগবান্ বলিলেন,—রাজশ্রেষ্ঠ পুরূ-রবা এইরূপ গান করিয়া উর্ব্বশীলোক পরিত্যাগপূর্ব্বক চিত্তমধ্যে অন্তর্য্যামিস্বরূপ আমাকে অবগত হওয়ায় জ্ঞান-হেতু তাহার মোহনিবৃত্ত হইয়াছিল এবং তিনি শান্তিলাভ করিয়াছিলেন।। ২৫।।

বিশ্বনাথ— নৃপেষু দেবেষু চ দীব্যতীতি তথা আত্মনি মনসি আত্মানং প্রেমাস্পদং মাং অবগম্য ভক্ত্যা অনুভূয় উপারমৎ শরীরং তত্যাজ।। ২৫।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—শ্রীভগবান বলিতেছেন—রাজ-গণে ও দেবসমূহের মধ্যে বিরাজিত ঐরূপ সম্রাট পুরূরবা মনে মনে আত্মাকে প্রেমাস্পদ আমাকে জানিয়া ভক্তিদ্বারা অনুভব করিয়া শরীর ত্যাগ করিলেন।। ২৫।।

বিবৃতি— পুরূরবা এই ঐল-গীতি এরূপভাবে গান করিতে করিতে তাঁহার লব্ধ উর্ব্বশীলোক পরিত্যাগ করিবার বিচার উপস্থিত হইল। ভগবানে সকলরসের

পূর্ণাবস্থিতি লক্ষ্য করিয়া ইতর বস্তুতে আংশিক-রতির বশে প্রলুব্ধ হওয়া অজ্ঞান ও মোহের কার্য্য জানিয়া পুরূরবা জাগতিকভোগ ও ত্যাগরূপ মূঢ়তা পরিত্যাগ করিলেন।। ২৫।।

ততো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সৎসু সজ্জেত বুদ্ধিমান্।
সন্ত এবাস্য ছিন্দন্তি মনোব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ।। ২৬।।

অন্বয়ঃ—ততঃ (তস্মাৎ) বুদ্ধিমান্ (বিবেকী জনঃ) দুঃসঙ্গম্ উৎসৃজ্য (ত্যক্ত্বা) সৎসু (সাধুষু জনেষু) সজ্জেত (সঙ্গং কুর্য্যাৎ যতঃ) সন্ত এব উক্তিভিঃ (উপদেশবচনৈঃ) অস্য (জনস্য) মনোব্যাসঙ্গং (মনসো বিরুদ্ধামাসক্তিং) ছিন্দন্তি (দূরীকুর্ব্বন্তি)।। ২৬।।

অনুবাদ—অতএব বিবেকী-পুরুষ দুঃসঙ্গ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সাধুগণের সঙ্গ করিবেন, যেহেতু সাধুগণই উপদেশবচন দ্বারা তাহার মানসিকী বিরুদ্ধা আসক্তির বিনাশ করিয়া থাকেন।। ২৬।।

বিশ্বনাথ— ব্যাসঙ্গং বিরুদ্ধামাসক্তিং সন্ত এবেত্যেবকারেণ সুকৃতিতীর্থদেবশাস্ত্রজ্ঞানাদীনাং ন তাদৃশং সামর্থ্যমিতি জ্ঞাপিতম্।। ২৬।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— ব্যাসঙ্গ বিরুদ্ধা আসক্তিকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক সাধুগণেরই সঙ্গ করিবেন। যেহেতু সাধুগণই উপদেশ বচনদ্বারা মানসিক বিরুদ্ধা আসক্তিকে বিনাশ করিয়া থাকেনই, সুকৃতি, তীর্থ, দেবতা, শাস্ত্র-জ্ঞানাদির ঐরূপ সামর্থ্য নাই।। ২৬।।

বিবৃতি— ভগবান্ উদ্ধবানুগ জনগণের মঙ্গলের জন্য উদ্ধবকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন যে, পুরূরবা উর্ব্বশীর ভোগকামনায় তাহার সেবক হইয়া পড়ায় নিতান্ত বিপন্ন হইয়াছিলেন। সেই ভোগধর্ম্ম পরিহার করাতেই তাঁহার যেরূপ মঙ্গল হইয়াছিল, তদ্রূপ সকল বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিই নিত্যমঙ্গলপ্রদ বক্তৃরূপ সাধুজনগণের সঙ্গপ্রভাবে বহুকালের সংস্কারপুষ্ট গোপ্য মনোধর্ম্মরূপ ভোগপিপাসা সেই সাধুগণের বাক্যপ্রভাবে ছেদন করিতে সমর্থ হন। কৃষ্ণসেবাসক্তি প্রবলা হইলেই সাধুবাক্য জীবকে নির্ম্মৎসর করে। তখন সাধুর বাক্যগুলি নিতান্ত নির্দ্দয় হইয়া অজ্ঞান-সমূহ বিনাশ করে।। ২৬।।

সন্তোঽনপেক্ষা মচ্চিত্তাঃ প্রশান্তাঃ সমদর্শিনঃ।
নির্ম্মমা নিরহঙ্কারা নির্দ্বন্দ্বা নিষ্পরিগ্রহাঃ।। ২৭।।

অন্বয়ঃ— অনপেক্ষাঃ (নিষ্কামাঃ) প্রশান্তাঃ সমদর্শিনঃ নির্ম্মমাঃ (মমত্ববুদ্ধিরহিতাঃ) নিরহঙ্কারাঃ (অহংবুদ্ধিশূন্যাঃ) নির্দ্বন্দ্বাঃ (শীতোষ্ণাদিদুঃখরহিতাঃ) নিষ্পরিগ্রহাঃ (কুতোঽপি কিঞ্চিদ্গ্রহণশূন্যাঃ) মচ্চিত্তাঃ (মদ্গতচেতসো জনাঃ) সন্তঃ (ইতি জ্ঞেয়াঃ)।। ২৭।।

অনুবাদ— যাঁহারা নিষ্কাম, প্রশান্ত, সমদর্শী, মমত্ব-বুদ্ধিরহিত, নিরহঙ্কার, দ্বন্দ্বদুঃখবর্জ্জিত ও মদ্গতচিত্ত এবং কোথায়ও কিঞ্চিৎগ্রহণ করেন না, তাঁহাদিগকেই সাধু বলিয়া জানিবে।। ২৭।।

বিশ্বনাথ—সন্ত এব কে তে যে স্বসঙ্গিশুভপ্রদাস্তেষামুক্তয়শ্চ কা ইত্যপেক্ষায়ামাহ,—সন্ত ইতি দ্বাভ্যাম্। অনপেক্ষাঃ কর্ম্মজ্ঞানাদীন্ স্বার্থং দেবমনুষ্যাদীংশ্চ নাপেক্ষন্তে ইতি তে তথা। তর্হি ত্বামপি নাপেক্ষন্তে, তত্রাহ,—মচ্চিত্তা ইতি। ত্বচ্চিত্তাঃ কংসাদয়োঽপ্যভূবংস্তত্রাহ,—প্রশান্তাঃ অক্রোধনাঃ যদি তান্ কেচিদ্দ্বিষন্তি তর্হি তেষু কথমক্রোধনাস্তত্রাহ,—সমদর্শিনঃ স্ববন্ধুশত্রুতটস্থাদিষু তুল্যদৃষ্টয়ঃ, তত্র হেতুরহঙ্কারজয় এবেত্যাহ,—নির্ম্মমা নিরহঙ্কারা ইতি। অতএব মানাপমানাদ্যোস্তুল্যত্বান্নির্দ্বন্দ্বাঃ। ননু পুত্রকলত্রাদিমত্ত্বে নৈতাদৃশত্বং সম্ভবেত্তত্রাহ,—নিষ্পরিগ্রহাঃ ত্যক্তপরিগ্রহাস্ত্যক্ততদাসক্তয়ো বা যে মদ্ভক্তাস্তে সন্তঃ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— সাধুগণ কে তাঁহারা, যাঁহারা নিজ সঙ্গীগণকে শুভপ্রদান করেন, তাঁহাদের উক্তি সকলই বা কেমন? ইহার উত্তরে দুইটি শ্লোকদ্বারা বলিতেছেন— অনপেক্ষ অর্থাৎ কর্ম্ম-জ্ঞানাদিকে, স্বার্থপর দেব মনুষ্যাদিকেও যাঁহারা অপেক্ষা করেন না, তাঁহারাই সাধু। তাহা হইলে কি তোমাকেও অপেক্ষা করে না? তাহার উত্তরে

বলিতেছেন—আমাগত চিত্ত যাঁহারা তাঁহারাই সাধু। প্রশ্ন? তোমাগত চিত্ত কংসাদিরও হইয়াছিল? তাহার উত্তরে বলিতেছেন—প্রশান্ত অর্থাৎ অক্রোধী যদি তাহাদিগকে কেহ দ্বেষ করে তাহা হইলে তাহাদের প্রতি কিরূপে ক্রোধ না করিতে পারেন? তাহার উত্তরে বলিতেছেন—সমদর্শি, অর্থাৎ নিজ বন্ধু, নিজ শত্রু ও নিরপেক্ষ ব্যক্তিগণের প্রতি তুল্য দৃষ্টি। তাহার কারণ তাঁহারা অহঙ্কারকে জয় করিয়াছেন। নির্ম্মম নিরহঙ্ককারী অতএব মান অপমানাদিতে তুল্য বোধহেতু দ্বন্দ্বহীন। প্রশ্ন? স্ত্রী পুত্রাদিমান হইলে ঐরূপ সম্ভব নহে? তাহার উত্তরে বলিতেছেন—অবিবাহিত, অথবা তাহাদিগতে আসক্তি ত্যাগকারী যাঁহারা তাঁহারা আমার ভক্ত তাহারাই সাধু।। ২৭।।

বিবৃতি— অনেকে মনে করেন যে, কৃত্রিমভাবে লোভনীয় বস্তুর সঙ্গ ত্যাগ করিলেই শান্তি, সমদর্শিতা, নিরহঙ্কারত্ব, নির্ব্বিবাদত্ব, আকাঙ্ক্ষা ও মমতা-রাহিত্য প্রভৃতি সদ্ধর্ম্মের অধিকারী হইতে পারা যায়। কিন্তু কৃত্রিম মনোধর্ম্মের দ্বারা সেই চেষ্টা স্থায়ী হয় না; কেবলমাত্র অনুকূল ভগবদনুশীলনপ্রভাবেই নির্ম্মৎসরতা ও সাধুতা আত্মধর্ম্মে প্রকাশিত হইয়া চিত্ত নির্ম্মল করে এবং জাগতিক উচ্চাবচভাবদর্শনে প্রলুব্ধ বা বিরাগযুক্ত হইতে হয় না। প্রাকৃত দর্শনের অর্থাৎ যে-দৃষ্টিতে আত্মভোগমূলে বস্তুর অধিষ্ঠান পরিলক্ষিত হয়, তাদৃশ দৃষ্টির কৈঙ্কর্য্য হইতে অবসর পাইলেই জীব নির্দ্বন্দ্ব, নিষ্পরিগ্রহ, নিরহঙ্কার ও সমদর্শী হইয়া ভগবদনুশীলনরত হন। উহাই পরমশান্তির সুষ্ঠু ও নিত্য আদর্শ।। ২৭।।

তেষু নিত্যং মহাভাগ মহাভাগেষু মৎকথাঃ।
সম্ভবন্তি হি তা নৃণাং জুষতাং প্রপুনন্ত্যঘম্।। ২৮।।

অন্বয়ঃ—(হে) মহাভাগ! তেষু মহাভাগেষু (সৎসু) নিত্যং মৎকথাঃ (মচ্চরিতকীর্ত্তনানি) সম্ভবন্তি তাঃ (মৎকথাশ্চ) হি (নূনং) জুষতাং (সেবকানাং) নৃণাম্ অঘং (পাপং) প্রপুনন্তি (নাশয়ন্তি)।। ২৮।।

অনুবাদ— হে মহাভাগ! সেই সাধুগণের মধ্যে সর্ব্বদা মদীয় চরিত কীর্ত্তন হইয়া থাকে এবং সেই চরিত কথা সেবন মানবগণের পাপ বিনষ্ট করিয়া থাকে।। ২৮

বিশ্বনাথ— তেষামুক্তয়ো হি মৎকথা এবেত্যাহ,—তেম্বিতি।। ২৮।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—তাঁহাদের উক্তিসমূহই আমার কথাই।। ২৮।।

তা যে শৃণ্বন্তি গায়ন্তি হ্যনুমোদন্তি চাদৃতাঃ।
মৎপরাঃ শ্রদ্দধানাশ্চ ভক্তিং বিন্দন্তি তে ময়ি।। ২৯।।

অন্বয়ঃ— যে (জনাঃ) মৎপরাঃ (মদ্‌গতাঃ) আদৃতাঃ (সাদরাঃ) শ্রদ্দধানাঃ চ (শ্রদ্ধাযুক্তাশ্চ সন্তঃ) তাঃ (মৎকথাঃ) শৃণ্বন্তি গায়ন্তি অনুমোদন্তি চ (অনুমন্যন্তে চ) তে হি (নূনং) ময়ি ভক্তিং (মদ্‌বিষয়াং ভক্তিং) বিন্দন্তি (লভন্তে)।। ২৯।।

অনুবাদ— যাঁহারা মদ্‌গতচিত্তে আদর ও শ্রদ্ধার সহিত সেইসকল চরিত-কথার শ্রবণ কীর্ত্তন ও অনুমোদন করেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই আমার প্রতি ভক্তিলাভ করিয়া থাকেন।। ২৯।।

বিবৃতি— অসাধুগণের কর্ণ শ্রবণমুখেই ভোগ্য-জগতে পরিচয়সমূহ গ্রহণ করে। তজ্জন্য বাস্তববস্তু শ্রীকৃষ্ণের নাম, রূপ, গুণ, পরিকরবৈশিষ্ট্য ও লীলার কথা সাধুগণের মুখে সর্ব্বদা কীর্ত্তিত হওয়ায় অসাধু বদ্ধজীবগণের পক্ষে তাহাদের শ্রবণ সম্ভাবনা ঘটে। তদ্দ্বারা উহাদের পাপপ্রবৃত্তি বিদূরিত হয়। পরমভাগবতের কীর্ত্তন শ্রবণ করিলেই জীবের দিব্যজ্ঞানোদয়ে জড়ভোগ ও জড়ত্যাগপিপাসা বিদূরিত হওয়ায় হরি-সেবন-প্রবৃত্তিরূপ আত্মধর্ম্ম নিত্যকালের জন্য প্রকাশিত হয়। জীবের মুক্তাবস্থায় স্বরূপের সিদ্ধিতে "আসক্তিস্তদ্‌গুণাখ্যানে প্রীতিস্তদ্‌বসতিস্থলে" হইয়া থাকে; তখন ক্ষান্তি, অব্যর্থকালত্ব, বিরক্ত, জড়াভিমানে প্রভু হইবার পিপাসারূপ মান হইতে মুক্তি প্রভৃতি নিষ্পাপতা লব্ধ

হয়। সাধুর বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহাতে প্রবৃত্ত হইলেই বিরূপধর্ম্ম হইতে মনের গতি স্তব্ধ হয়। তখনই আত্ম-দর্শনপ্রভাবে সেবাপ্রবৃত্তির উন্মেষ ও ফলস্বরূপে কৃষ্ণ-প্রীতির উদয় হয়।। ২৮-২৯।।

ভক্তিং লব্ধবতঃ সাধোঃ কিমন্যদবশিষ্যতে।
ময্যনন্তগুণে ব্রহ্মণ্যানন্দানুভবাত্মনি।। ৩০।।

অন্বয়ঃ— অনন্তগুণে (নিরবধিকল্যাণগুণগণময়ে) আনন্দানুভবাত্মনি (চিৎসুখস্বরূপে) ব্রহ্মণি ময়ি ভক্তিং লব্ধবতঃ (প্রাপ্তস্য) সাধোঃ (সতঃ) অন্যৎ কিম্ অবশিষ্যতে (অপ্রাপ্তং ভবতি, সর্ব্বমেব তস্য প্রাপ্তং ভবতীত্যর্থঃ)।। ৩০।।

অনুবাদ— অনন্তগুণশালী চিৎসুখ ব্রহ্মস্বরূপ আমার প্রতি ভক্তিলাভ করিলে সেই সাধু পুরুষের অন্য কোন বস্তুই অপ্রাপ্ত থাকে না।। ৩০।।

বিশ্বনাথ— কিমন্যৎ ফলমবশিষ্যতে? ন কিমপি ভক্তেরেব সর্ব্বফলরূপত্বাদিতি ভাবঃ। তত্রানন্তগুণে অনন্ত-সচ্চিদানন্দাত্মকাহঙ্কারমমকারাদিগুণে ইতি প্রেমা, ব্রহ্মণীতি মুক্তিঃ, আনন্দানুভবেতি ব্রহ্মসুখানুভবোঽপি তস্যানুষঙ্গিকঃ স্যাদেবেতি ভাবঃ।। ৩০।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— কি অন্য ফল অবশিষ্ট থাকে? উত্তর—না; কিছুই থাকে না। ভক্তিরই সর্ব্বফলরূপতা হেতু। সেস্থলে অনন্তগুণে অনন্ত সচ্চিদানন্দাত্মক অহঙ্কার ও মমকার আদিগুণে ইহা প্রেম। ব্রহ্মে ইহা মুক্তি। আনন্দ অনুভব ইহা ব্রহ্মসুখানুভবও ভক্তির আনুসঙ্গিক ফল হয়ই।

বিবৃতি— অহংগ্রহোপাসক মায়াবাদী বেদবাণী বুঝিতে না পারিয়া চারিটি শ্রুতিবাক্যকে 'মহাবাক্য'-জ্ঞানে যে সম্প্রদায় গঠন করে, তাহা আধ্যক্ষিক অসৎ-সম্প্রদায় মাত্র। তাহা পরিত্যাগ করিয়া যাঁহারা হরিকথা শ্রবণ, কীর্ত্তন এবং হরিকথার বিচারকেই চরমসিদ্ধান্ত বলিয়া আদর করেন, বিশেষতঃ ভগবদনুশীলনই জীবের একমাত্র কৃত্য জ্ঞানে কৃষ্ণেতর ব্যাপারসমূহে শ্রদ্ধাহীন হইয়া ভগবানের সেবা লাভ করেন, সেই ভক্তগণের আর কোন প্রাপ্য-বিষয় অবশিষ্ট থাকে না। ত্রিগুণগঠিত ভোগ্যপদার্থের দাস না হইয়া অনন্তচিদ্গুণসম্পন্ন বাস্তব-বস্তুর কৈঙ্কর্য্য-বরণই সৌভাগ্যের পরিচয়। তিনিই সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম, সুতরাং তাঁহারই শ্রবণ ও কীর্ত্তনে শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া অনুকূল অনুশীলনরূপ ভজনপ্রণালীর দ্বারাই চরম পুরুষার্থ লব্ধ হয়। তখন সৎকর্ম্মীর জড়গুণসমূহ সাধককে আবদ্ধ করে না।

অভক্তি বলিতে অনুকূল কৃষ্ণানুশীলনরহিত কর্ম্ম-কাণ্ডকে বুঝায়। মূঢ় ব্যক্তিগণ কর্ম্মকাণ্ডের প্রতারণায় আপনাদিগকে অভাবগ্রস্ত জানিয়া ফলভোগাশায় বৃথা দিনপাত করেন। যে-মুহূর্ত্তে তাঁহাদের সাধুসঙ্গ হয়, তখনই তাঁহারা ফলবান্ তরুর ফলভোগকামনারূপ আস্বাদন-স্পৃহার পরিবর্ত্তে নিত্যসচ্চিদানন্দের সেবায় উহা নিয়োগ করেন। অনাত্মবিদের চঞ্চল অভক্তির প্রণালীগুলি তাহা-দিগকে চিৎসবিশেষ অনন্তচিদ্গুণসম্পন্ন ভগবানের সেবা-রহিত করাইয়া দিয়া কল্পনাপ্রভাবে সচ্চিদানন্দের অভাব-রূপ কৃত্রিম স্বভাবকেই বরণ করায়।। ৩০।।

যথোপশ্রয়মাণস্য ভগবন্তং বিভাবসুম্।
শীতং ভয়ং তমোঽপ্যেতি সাধূন্ সংসেবতস্তথা।। ৩১

অন্বয়ঃ— যথা ভগবন্তং বিভাবসুম্ (অগ্নিম্) উপ-শ্রয়মানস্য (সেবমানস্য পুংসঃ) শীতং ভয়ং তমঃ (অন্ধ-কারশ্চ) অপ্যেতি(নশ্যতি) তথা সাধূন্ সংসেবতঃ (সংসেব-মানস্যাপি শীতং কর্ম্মজাড্যং ভয়ং সংসারভয়ং তমস্তন্মূল-মজ্ঞানঞ্চ নশ্যতীত্যর্থঃ)।। ৩১।।

অনুবাদ— ভগবান্ অগ্নিদেবের সেবা করিলে যেরূপ পুরুষের শীত, ভয় ও অন্ধকার বিনষ্ট হয়, সেইরূপ সাধুগণের সেবা করিলেও কর্ম্মজড়তা, সংসার ভয় ও তাহার মূলীভূত অজ্ঞান বিনষ্ট হইয়া থাকে।। ৩১।।

বিশ্বনাথ— বিভাবসুমগ্নিং স্বীয়ৌদনসিদ্ধ্যর্থমুপশ্রয়-মাণস্য অপ্যেতি নশ্যতি তথৈব ভজনসিদ্ধ্যর্থং সাধূন্ সংসেবমানস্য কর্ম্মাদিজাড্যং সংসার ভয়ং ভজনবিঘ্নশ্চ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— বিভাবসু অর্থাৎ অগ্নিকে নিজ অন্নপাকের জন্য আশ্রয়কারীগণের শীত, ভয় ও অন্ধকার বিনষ্ট হয়। সেইরূপই ভজনসিদ্ধির জন্য সাধুগণকে সেবাকারীর কর্ম্মাদি জাড্য, সংসার ভয় ও ভজন বিঘ্ন বিনষ্ট হয়।।৩১।।

বিবৃতি—কর্ম্মকাণ্ডজনিত ঐহিক ও আমুষ্মিক ফল-মুগ্ধ অথবা অহঙ্কার-প্রণোদিত জীবের মোহনী বহিরঙ্গা শক্তিতে বিলীন হইবার পিপাসা অভেবাদীকে ভগবদ্-ভজন করিতে দেয় না। যেরূপ অগ্নির আবাহনে শীত নষ্ট হয়, অন্ধকার বিদূরিত হয়, আধিভৌতিক বিঘ্নসমূহ দূর হয়, তদ্রূপ অনুকূল-কৃষ্ণসেবারত জনগণের পাদপদ্ম আশ্রয় করিলেই ফলভোগ-কামনারূপ কর্ম্মজাড্য, ভোগ্য-সংসৃতি ও জাগতিক-জ্ঞান সমস্তই বিনষ্ট হয়। সাধুসঙ্গ অগ্নির দাহিকা শক্তির ন্যায় প্রবলা। তাহা বদ্ধজীবকে মৎসরধর্ম্ম হইতে সর্ব্বতোভাবে নির্ব্বাসিত করে।।৩১।।

নিমজ্জ্যোন্মজ্জতাং ঘোরে ভবাব্ধৌ পরমায়ণম্।
সন্তো ব্রহ্মবিদঃ শান্তা নৌর্দৃঢ়েবাপ্সুমজ্জতাম্।।৩২।।

অন্বয়ঃ— দৃঢ়া নৌঃ (সুদৃঢ়নৌকা) অপ্সু (জলে) মজ্জতাম্ ইব (মজ্জমানানাং যথা পরমাশ্রয়ো ভবতি তথা) ব্রহ্মবিদঃ (ব্রহ্মজ্ঞাঃ) শান্তাঃ সন্তঃ (সাধবঃ) ঘোরে ভবাব্ধৌ (সংসারসাগরে) নিমজ্জ্য উন্মজ্জতাম্ (উচ্চা-বচযোনী-র্গচ্ছতাং জীবানাং) পরমায়ণং (পরমাশ্রয়ঃ)।।

অনুবাদ— সুদৃঢ় নৌকা যেরূপ জলমগ্ন ব্যক্তিগণের পরম আশ্রয়, সেইরূপ ব্রহ্মজ্ঞ শান্তচিত্ত সাধুগণও ঘোর সংসারসাগরে উচ্চনীচযোনিমধ্যে বিচরণশীল জীবগণের পরমাশ্রয়স্বরূপ হইয়া থাকেন।।৩২।।

বিশ্বনাথ—নিমজ্জ্যোন্মজ্জতাং নীচোচ্চযোনীর্গচ্ছতাং পরমায়ণং পরমাশ্রয়ঃ।।৩২।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— নীচ ও উচ্চ জন্মে গমনকারী-গণের পরম আশ্রয় সাধুগণ।।৩২।।

বিবৃতি— ভগবজ্জ্ঞানরূপ সম্বন্ধ ও ভগবৎসেবা-রূপ ভক্তিতে অবস্থিতি ভবজলমগ্ন বা মজ্জমান বদ্ধ-জীবকে সুদৃঢ় নৌকার ন্যায় আশ্রয় প্রদান করে। বদ্ধ-জীবকে সংসারসমুদ্রের অতলগর্ত্তে নিমজ্জিত করিয়া, পুনরায় নিঃশ্বাস গ্রহণের জন্য উত্তোলন করিয়া পুনরায় অধোগতি লাভ করাইয়া ভবসমুদ্রের ক্লেশানুভূতির হস্ত হইতে সাধুসঙ্গরূপ নৌকায় আরোহণ করাইলে তাহার তাপত্রয় উন্মূলিত হয়। নতুবা অনাত্মপ্রতীতিতে ঔপাধিক ক্লেশসমূহ নিদ্রিত আত্মার কর্ম্মচারিবৃন্দকে উৎপীড়ন করিতে থাকে।।৩২।।

অন্নং হি প্রাণিনাং প্রাণা আর্ত্তানাং শরণন্ত্বহম্।
ধর্ম্মো বিত্তং নৃণাং প্রেত্য সন্তোঽর্ব্বাগ্ বিভ্যতোঽরণম্।।

অন্বয়ঃ— হি (যথাহি) অন্নম্ (এব) প্রাণিনাং প্রাণঃ (জীবনং ভবতি যথা) অহং তু (এব) আর্ত্তানাং শরণং (ভবামি) ধর্ম্মঃ (এব যথা) প্রেত্য (পরলোকে) নৃণাং বিত্তং (ভবতি তথা) সন্তঃ (সাধব এব) অর্ব্বাক্ (সংসারপতনাৎ) বিভ্যতঃ (পুংসঃ) অরণং (শরণং ভবতি)।।৩৩।।

অনুবাদ— অন্ন যেরূপ প্রাণিগণের জীবন-স্বরূপ আমি যেরূপ আর্ত্তপ্রাণিগণের আশ্রয়স্বরূপ, ধর্ম্মই যেরূপ মানবগণের পরলোকে বিত্তস্বরূপ, সেইরূপ সাধুগণই সংসারপতনভীত পুরুষের আশ্রয় হইয়া থাকেন।।৩৩।।

বিশ্বনাথ— যথা প্রাণিনামন্নার্থিনামন্নমেব, প্রাণাঃ অন্নং বিনা প্রাণা ন সিদ্ধ্যন্তি, তথৈব ভক্তীচ্ছূনাং সন্ত এব ভক্তিঃ, তান বিনা ভক্তির্ন সিদ্ধ্যতি। যথৈবার্ত্তানামনাথা-মহমেব শরণং রক্ষকস্তথৈব ভক্তীচ্ছূনাং সন্ত রক্ষকাঃ, যথৈব নৃণাং প্রেত্য মৃত্বা কালপাশাদ্বিভ্যতাং ধর্ম্ম এব বিত্তং শরণং, তথৈব নরস্য ভজনমার্গং প্রাপ্য বর্ত্তমানস্য অর্বাক্ ইতস্ততঃ কামক্রোধাদিবর্ত্মপাতিপাশাদ্বিভ্যতঃ সন্ত এব ভক্তিমার্গরক্ষকাঃ শরণম্।।৩৩।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— যেমন প্রাণীগণের অর্থাৎ অন্নপ্রার্থীগণের অন্নই প্রাণ, অন্নব্যতীত প্রাণ থাকে না। সেইরূপ ভক্তিকামীগণের সাধুগণই ভক্তি, তাহা ব্যতীত

ভক্তি সিদ্ধ হয় না। যেমন আর্ত্ত অনাথগণের আমিই রক্ষক, সেইরূপই ভক্তিকামিগণের সাধুগণই রক্ষক। যেমন মনুষ্যগণের মরণের পর কালপাশ হইতে ভীত ব্যক্তি-গণের ধর্ম্মই রক্ষক, সেইরূপ ভজনমার্গ পাইয়া মনুষ্য-গণের ইতস্ততঃ কাম-ক্রোধাদি-পথদস্যুগণের পাশ হইতে ভীত ব্যক্তিগণের সাধুগণই ভক্তিপথরক্ষক অর্থাৎ আশ্রয়।।

বিবৃতি— তদ্রূপ সংসারবিভীষিকায় আতঙ্কযুক্ত জীবগণকে ক্ষুধিত ব্যক্তির অন্নদাতা ও বিপন্ন ব্যক্তির রক্ষকের ন্যায় নির্ম্মৎসর সাধুগণই রক্ষা করেন।। ৩৩।।

সন্তো দিশন্তি চক্ষুংষি বহিরর্কঃ সমুত্থিতঃ।
দেবতা বান্ধবাঃ সন্তঃ সন্ত আত্মাহমেব চ।। ৩৪।।

অন্বয়ঃ— সন্তঃ (সাধবঃ) চক্ষুংষি (সগুণনির্গুণ-জ্ঞানানি) দিশন্তি (প্রযচ্ছন্তি) অর্কঃ (সূর্য্যঃ) সমুত্থিতঃ (সম্যগুত্থিতোঽপি) বহিঃ (বহিরেব চক্ষুর্দ্দিশতি) সন্তঃ (এব পুংসঃ) দেবতাঃ (পূজ্যদেবা ন তু ইন্দ্রাদ্যাঃ সন্ত এব) বান্ধবাঃ (আত্মীয়া ন তু পিত্রাদয়ঃ) সন্তঃ (এব) আত্মা (প্রেমাস্পদং ন তু দেহো জীবাত্মা বা তথা সন্তঃ এব) অহম্ এব চ (ইষ্টদেবঃ)।। ৩৪।।

অনুবাদ— সাধুগণই মানবগণের আভ্যন্তরীণ জ্ঞান-নেত্র প্রকাশ করিয়া থাকেন, সূর্য্যদেব সম্যক্ উদিত হইলেও কেবলমাত্র বাহ্যনেত্রেরই প্রকাশ হইয়া থাকে। সাধুগণই মানবগণের পূজনীয় দেবতা, বান্ধব, আত্মা ও ইষ্টদেব-স্বরূপ।। ৩৪।।

বিশ্বনাথ— কিং বহুনা সতাং মার্গে প্রতিষ্ঠাসূনাং নৃণাং সন্ত এব সর্ব্বনির্ব্বাহকা ইত্যাহ,—সন্ত এব মাং সাক্ষাদ্ দর্শয়িতুং চক্ষুংসি নববিধভজনানি দিশন্তি দদতি। কিঞ্চ সূর্য্যং বিনা চক্ষুর্ভিরপি ন কার্য্যসিদ্ধিরিতি চেৎ, সন্ত এব বহিঃস্থিতঃ সম্যগুত্থিতোঽর্কঃ ভজনচক্ষুঃপ্রকাশক ইতি ভাবঃ। তস্মাদ্ভক্তিবর্ত্মচারিণাং সন্ত এব দেবতা ন ত্বিন্দ্রাদ্যাঃ, সন্ত এব বান্ধবা ন তু পিতৃপিতৃব্যমাতুলাদয়ঃ, সন্ত এব আত্মা প্রেমাস্পদং ন তু দেহো জীবাত্মা বা এবং সন্ত এবাহমিষ্টদেবো ন তু তাংস্ত্যক্ত্বা প্রতিমারূপোঽহমপীতি ভাবঃ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— বহু কথা আর কি বলিব, সাধু-গণের পথে প্রতিষ্ঠাকামী মনুষ্যগণের সাধুগণই সর্ব্ব কার্য্য নির্ব্বাহক, ইহাই বলিতেছেন—সাধুগণই আমাকে সাক্ষাৎ-ভাবে দর্শন করাইতে চক্ষুস্বরূপ, নববিধভজন দান করেন। আর সূর্য্য ব্যতীত চক্ষুদ্বারাও কার্য্যসিদ্ধি হয় না, ইহা যদি বল, সাধুগণই বহির্জ্জগতে সম্যক্ উদিত সূর্য্য অর্থাৎ ভজনে চক্ষু প্রকাশক, ইহাই ভাবার্থ। অতএব ভক্তিপথে বিচরণকারীগণের সাধুগণই দেবতা, কিন্তু ইন্দ্রাদি দেবতা নহে। সাধুগণই বান্ধব, কিন্তু পিতা পিতৃব্য ও মাতুলাদি বান্ধব নহে। সাধুগণই আত্মা অর্থাৎ প্রেমাস্পদ কিন্তু দেহ অথবা জীবাত্মা নহে। এইরূপে সাধুগণই আমি ইষ্টদেব, কিন্তু সাধুগণ ব্যতীত প্রতিমারূপ আমি ইষ্টদেব নহি। ইহাই ভাবার্থ।। ৩৪।।

মধ্ব—

ভগবতোঽপিসতাং মধ্যে প্রধানত্বাৎ সতোঽহমেব চ ইত্যুচ্যতে।
বিষ্ণোশ্চ সৎপ্রধানত্বান্ন সতাং বিদ্যতে পরম্।
ইত্যাহুর্বেদবিদুষঃ স হি সর্ব্বেশ্বরেশ্বরঃ।
ইতি চ।। ৩৪।।

ইতি ভাগবতৈকাদশ-তাৎপর্য্যে ষড়্বিংশোঽধ্যায়ঃ।। ২৬।।

বিবৃতি— মূর্খতা ও অজ্ঞান অসাধুগণের সম্পত্তি; এই সম্পত্তিকে অসাধুগণ বহুমানন করিয়া অজ্ঞান-অন্ধকারে বাস করিতেই কৃতসঙ্কল্প। সাধুগণ সূর্য্যসদৃশ; তাঁহাদের বাক্যরূপ আলোকের দ্বারা জীবের জ্ঞানচক্ষুঃ উন্মীলিত হইলেই অজ্ঞানান্ধকার বিনষ্ট হয়। ভক্তিপথা-শ্রিত ব্যক্তিগণই সাধু; অভক্তগণকে বন্ধু বা সাধু বলা যাইতে পারে না। জগতের ভোগী ও ত্যাগী বা অন্যাভিলাষি-সম্প্রদায় ভগবানের বহু দূরে অবস্থিত। একমাত্র ভগ-বদ্ভক্তই অনন্যভক্তির বলে ইতর ভেদ নিরাস করিতে পরম নিপুণ।। ৩৪।।

বৈতসেনস্ততোঽপ্যেবমুর্ব্বশ্যা লোকনিস্পৃহঃ।
মুক্তসঙ্গো মহীমেতামাত্মারামশ্চচার হ।। ৩৫।।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামেকাদশস্কন্ধে শ্রীভগবদুদ্ধবসংবাদে ঐলগীতং নাম ষড়্বিংশোঽধ্যায়ঃ।। ২৬।।

অন্বয়ঃ— এবম্ (উক্তপ্রকারেণ) উর্ব্বশ্যাঃ লোকনিস্পৃহঃ (লোকাৎ স্থানাদবলোকনাদ্ বা নিস্পৃহঃ) ততঃ অপি (সৎসঙ্গাদপি হেতোঃ) মুক্তঃ বৈতসেনঃ (পুরূরবাঃ) আত্মারামঃ (আত্মতৃপ্তো ভূত্বা) এতাং মহীং (পৃথ্বীং) চচার হ (পর্য্যটিতবান্)।। ৩৫।।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে ষড়্বিংশাধ্যায়স্যান্বয়ঃ।

অনুবাদ— মহারাজ পুরূরবা এইরূপে উর্ব্বশী-লোকনিঃস্পৃহ এবং সৎসঙ্গহেতু মুক্ত হইয়া আত্মারামতা-লাভ করিয়া পৃথিবীতে পর্য্যটন করিয়াছিলেন।। ৩৫।।

বিশ্বনাথ— অধ্যায়ার্থমুপসংহরতি,— বৈতসেন ইতি বীতা স্ত্রীত্বপ্রাপ্ত্যা বৈরূপ্যং প্রাপ্তা সেনা যস্য স বীতসেনঃ সুদ্যুম্নো নবমস্কন্ধে খ্যাতস্তস্য পুত্রো বৈতসেনঃ পুরূরবাঃ এবমুক্তপ্রকারেণ ততোঽপি উর্ব্বশীলোকাদপি, এতাং মহীং চচার। যত উর্ব্বশ্যা লোকাৎ স্থানাদবলোকনাদ্বা নিস্পৃহঃ।। ৩৫।।

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।
একাদশে ষড়্বিংশঃ সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্।।

ইতি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি ঠক্কুরকৃতা শ্রীভাগবতে একাদশ-স্কন্ধে ষড়্বিংশোঽধ্যায়স্য সারার্থদর্শিনী টীকা সমাপ্তা।

টীকার বঙ্গানুবাদ—অধ্যায়ের শেষ কথা বলিতেছেন —বৈতসেন অর্থাৎ স্ত্রীত্ব প্রাপ্তিদ্বারা বিরূপ প্রাপ্ত সেনা-সমূহ যাহার সেই বীতসেন সুদ্যুম্ন নবমস্কন্ধে বিখ্যাত। তাহার পুত্র পুরূরবা এই প্রকারে উর্ব্বশী লোক হইতেও এই পৃথিবীতে বিচরণ করিতে লাগিলেন, যেহেতু উর্ব্বশী লোক হইতে নিস্পৃহ হইয়া এইভূতলে আসিলেন।।৩৫

ইতি ভক্তগণের চিত্তের আনন্দদায়িনী সারার্থ-দর্শিনীতে একাদশস্কন্ধে ষড়্বিংশ অধ্যায় সাধুগণের সঙ্গে সমাপ্ত হইলেন।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশ স্কন্ধে ষড়্বিংশ অধ্যায়ের শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর কৃতা সারার্থদর্শিনী টীকার অনুবাদ সমাপ্ত হইলেন।

বিবৃতি— শরীরধৃক্ হইলেও ইহজগতে মুক্তসঙ্গ ব্যক্তি বা ভক্তগণের ভক্তগোষ্ঠীতে যে অবস্থান, উহাতে কোন ভোগ বা ত্যাগস্পৃহা নাই। সমগ্রজগতে বাসুদেব ও যাবতীয় ক্রিয়াকে বাসুদেবের অনুকূল-অনুশীলন-প্রতীতি না হওয়া পর্য্যন্ত অদ্বয়জ্ঞানের অভাবে ভজনের পূর্ণতা সাধিত হয় না। সাধুগণের দৃষ্টি এবং অন্যাভিলাষী, কর্ম্মী ও জ্ঞানীর দৃষ্টি এক নহে। মহাভাগবত ভোগ্য জগৎ দর্শন করেন না—জগতে ভোগবুদ্ধি করেন না—কৃষ্ণের সংসার জানিয়া সকলকেই অনুক্ষণ সেবাবৃত্তিতে অবস্থিত জানেন। সেব্যের সেবাব্যতীত তাঁহার নয়নে, ঘ্রাণে, আস্বাদনে, শ্রবণে, স্পর্শনে ও চিন্তনে অন্যভাবের উদয় হয় না। সুতরাং বদ্ধজীব এবং জীবন্মুক্ত বা স্বরূপসিদ্ধগণের মধ্যে প্রচুর ভেদ, একজন—লব্ধসিদ্ধি, অপরে চঞ্চলমনের কিঙ্কর অর্থাৎ সুখৈষণা ও বিত্তৈষণাদির ভিক্ষুক।। ৩৫।।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশস্কন্ধের ষড়্বিংশ অধ্যায়ের তথ্য ও বিবৃতি সমাপ্ত।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশস্কন্ধের ষড়্বিংশ অধ্যায়ের গৌড়ীয়-ভাষ্য সমাপ্ত।

সপ্তবিংশোঽধ্যায়ঃ

শ্রীউদ্ধব উবাচ—

ক্রিয়াযোগং সমাচক্ষ্ব ভবদারাধনং প্রভো।
যস্মাৎ ত্বাং যে যথার্চ্চন্তি সাত্বতাঃ সাত্বতর্ষভ।। ১।।

গৌড়ীয় ভাষ্য

সপ্তবিংশ অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে শ্রীভগবানের ক্রিয়াযোগ বা অর্চ্চনবিধি বর্ণিত হইয়াছে।

ভগবদর্চ্চন সদ্য চিত্তের প্রসন্নতা আনয়ন করে; তাহা সর্ব্বাভীষ্টলাভের হেতু। অর্চ্চন ব্যতিরেকে বিষয়াকৃষ্ট ব্যক্তির সঙ্গত্যাগাদি সম্ভব নহে। সাত্বতবিধিতে ভগবদর্চ্চন স্বয়ং শ্রীভগবান্‌কর্ত্তৃক উপদিষ্ট এবং ব্রহ্মা-শিব-নারদ-ব্যাস-প্রমুখ ঋষিগণ ইহাকে সর্ব্ববর্ণাশ্রমী ও স্ত্রী শূদ্রাদিরও পরমনিঃশ্রেয়সকর বলিয়াছেন। অর্চ্চন ত্রিবিধ — বৈদিক, তান্ত্রিক ও মিশ্র। প্রতিমা, স্থণ্ডিল, অগ্নি, সূর্য্য, জল ও হৃদয়—এইসকল অর্চ্চনের আধার। প্রতিমা অষ্টবিধ— শৈলী, দারুময়ী, লৌহী, লেপ্যা, লেখ্যা, সৈকতী, মনোময়ী ও মণিময়ী। ইহা চল ও অচলভেদে পুন দ্বিবিধ। মন্ত্র ও মৃদ্‌গ্রহণাদির দ্বারা স্নান, সন্ধ্যোপাসনা, পূর্ব্ব বা উত্তরমুখী হইয়া অথবা সম্মুখে উপবেশন, অর্চ্চ্যের স্নান বা পরিমার্জ্জন, বস্ত্র ও অলঙ্কার-প্রদান, অর্চ্চনের পাত্র ও দ্রব্যসম্ভারের প্রোক্ষণ, পাদ্য-অর্ঘ্য-আচমনীয়-গন্ধ-ধূপ-দীপ-পুষ্প-নৈবেদ্যাদির অর্পণ, পার্ষদ-দিক্‌পাল, শক্তি ও গুরুগণের পূজা, মূলমন্ত্রজপ, স্তোত্রাদিপাঠ, দণ্ডবৎপ্রণাম, প্রার্থনা, নির্ম্মাল্যধারণ—এই সকল অর্চ্চনের অঙ্গ। মন্দির নির্ম্মাণপূর্ব্বক শ্রীবিগ্রহপ্রতিষ্ঠা এবং যাত্রা মহোৎসবাদিও ইহার অন্তর্গত। এইরূপে নিরপেক্ষ ভক্তিযোগে শ্রীহরির অর্চ্চন করিলে শ্রীহরির চরণে ভক্তি লভ্য হয়। দেব-দ্বিজের বৃত্তি—স্বদত্তই হউক বা পর প্রদত্তই হউক, অপহরণ করিলে অপহরণকারী বিষ্ঠাভোজী হইয়া জন্মগ্রহণ করে।

অন্বয়ঃ— শ্রীউদ্ধবঃ উবাচ,—(হে) সাত্বতর্ষভ! (যাদবোত্তম!) প্রভো যে সাত্বতাঃ (যে ভক্তা অধিকারিণঃ) যস্মাৎ (অধিষ্ঠানাৎ) যথা (যেন প্রকারেণ) ত্বাম্ অর্চ্চন্তি (আরাধয়ন্তি) ভবদারাধনং (ভবদারাধনরূপং তৎ) ক্রিয়াযোগং (ক্রিয়াবিধিং) সমাচক্ষ্ব (সম্যক্ কথয়)।। ১।।

অনুবাদ— শ্রীউদ্ধব বলিলেন,— হে যাদবশ্রেষ্ঠ! প্রভো! ভক্তগণের মধ্যে যে যে-পুরুষ যে-অধিষ্ঠানে যে-প্রকার বিধানানুসারে আপনার আরাধনা করেন, ভবদীয় আরাধনরূপ সেই ক্রিয়াবিধি বর্ণন করুন্।। ১।।

বিশ্বনাথ—

ক্রিয়াযোগাভিধা ভক্তিঃ সপ্তবিংশেঽর্চ্চনাত্মিকা।
নানোপচারৈরর্চ্চায়াং স্বধর্ম্মসহিতোচ্যতে।।

উক্তলক্ষণসৎসঙ্গসহিতা ভক্তিঃ পুত্রকলত্রাদ্যাসক্তচিত্তৈর্দুর্ল্লভেত্যতস্তেষামপি নিস্তারিকামাগমোক্তার্চ্চনভক্তিমনুসৃত্য পৃচ্ছতি,—ক্রিয়াযোগমিতি। যস্মাৎ যং ক্রিয়াযোগমাশ্রিত্য।। ১।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— এই সপ্তবিংশ অধ্যায়ে ক্রিয়াযোগ নামক অর্চ্চনরূপা ভক্তিযোগ নানা উপচার সহিত শ্রীমূর্ত্তিতে পূজা স্বধর্ম্মের সহিত শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—পূর্ব্বোক্তরূপ সৎসঙ্গসহিত ভক্তি স্ত্রীপুত্রাদিতে আসক্তচিত্ত ব্যক্তিগণের দুর্ল্লভ। এইকারণে তাহাদেরও নিস্তারকারিণী আগম-শাস্ত্র উক্ত অর্চ্চনাঙ্গ ভক্তিকে অনুসরণ করিয়া শ্রীউদ্ধব মহাশয় জিজ্ঞাসা করিতেছেন—যে ক্রিয়াযোগকে আশ্রয় করিয়া সাত্বত বৈষ্ণবগণ তোমাকে যে প্রকারে অর্চ্চন করেন তাহা, হে সাত্বতশ্রেষ্ঠ আপনি বলুন।। ১।।

**এতদ্বদন্তি মুনয়ো মুহুর্নিঃশ্রেয়সং নৃণাম্।
নারদো ভগবান্ ব্যাস আচার্য্যোঽঙ্গিরসঃ সুতঃ।। ২।।**

অন্বয়ঃ—নারদঃ ভগবান্ ব্যাসঃ আচার্য্যঃ (সুরাচার্য্যঃ)

অঙ্গিরসঃ সুতঃ (বৃহস্পতিশ্চৈতে) মুনয়ঃ এতৎ (ত্বদর্চ্চনং) নৃণাং নিঃশ্রেয়সং (নিঃশ্রেয়সকরমিতি) মুহুঃ বদন্তি (পুনঃ পুনঃ কীর্ত্তয়ন্তি)।।২।।

অনুবাদ—হে দেব! নারদ, ভগবান্ ব্যাস ও সুরাচার্য্য বৃহস্পতি প্রভৃতি মুনিগণ আপনার উপাসনাই মানবগণের নিঃশ্রেয়সজনক বলিয়া পুনঃ পুনঃ কীর্ত্তন করিয়াছেন।।২

নিঃসৃতং তে মুখাম্ভোজাদ্ যদাহ ভগবানজঃ।
পুত্রেভ্যো ভৃগুমুখ্যেভ্যো দেব্যৈ চ ভগবান্ ভবঃ।। ৩
এতদ্বৈ সর্ব্ববর্ণানামাশ্রমাণাঞ্চ সম্মতম্।
শ্রেয়সামুত্তমং মন্যে স্ত্রীশূদ্রাণাঞ্চ মানদ।। ৪।।

অন্বয়ঃ— ভগবান্ অজঃ (ব্রহ্মা) তে (তব) মুখাম্ভোজাৎ (বদনকমলাৎ) নিঃসৃতং (ত্বয়োপদিষ্টমিত্যর্থঃ) যৎ (ত্বদর্চ্চনং) ভৃগুমুখ্যেভ্যঃ (ভৃগুপ্রভৃতিভ্যঃ) পুত্রেভ্যঃ আহ (উবাচ তথা) ভগবান্ ভবঃ (শিবঃ) চ দেব্যৈ (পার্ব্বত্যৈ যদাহ হে) মানদ! এতৎ বৈ (এতদেব) সর্ব্ববর্ণানাং (ত্রৈবর্ণিকানাম্) আশ্রমাণাং চ (সর্ব্বেষামাশ্রমাণাঞ্চ তথা) স্ত্রীশূদ্রাণাং চ শ্রেয়সাং (শ্রেয়ঃসাধনানাং মধ্যে) উত্তমং সম্মতং (শ্রেষ্ঠত্বেন নির্ণীতং) মন্যে (অবধারয়ামি)।।৩-৪

অনুবাদ— ভগবান্ ব্রহ্মা আপনার নিকট হইতেই আপনার অর্চ্চন-বিষয়ে উপদেশ লাভ করিয়া স্বয়ং ভৃগু প্রভৃতি পুত্রের প্রতি তদ্‌বিষয়ক উপদেশ প্রদান করিয়াছেন এবং ভগবান্ শঙ্করও পার্ব্বতীর প্রতি এই অর্চ্চনের বিষয় কীর্ত্তন করিয়াছেন। হে মানদ! ভবদীয় উপাসনাই সর্ব্ববর্ণ ও সর্ব্বপ্রকার আশ্রমস্থিত পুরুষগণের এবং স্ত্রী-শূদ্রগণেরও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শ্রেয়ঃসাধন বলিয়া মনে করি।।৩-৪।।

বিশ্বনাথ— এতৎ ত্বদর্চ্চনম্।। ২-৪।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— এই তোমার অর্চ্চন।। ২-৪।।

এতৎ কমলপত্রাক্ষ কর্ম্মবন্ধবিমোচনম্।
ভক্তায় চানুরক্তায় ব্রূহি বিশ্বেশ্বরেশ্বর।। ৫।।

অন্বয়ঃ— (হে) কমলপত্রাক্ষ! (হে পদ্মপলাশায়তলোচন!) বিশ্বেশ্বরেশ্বর! (ত্বং) ভক্তায় অনুরক্তায় চ (মহ্যম্) এতৎ কর্ম্মবন্ধবিমোচনং (কর্ম্মবন্ধনস্য বিমোচনোপায়ং) ব্রূহি।। ৫।।

অনুবাদ— হে পদ্মপলাশনয়ন! বিশ্বেশ্বরেশ্বর! আপনি ভক্ত ও অনুরক্ত আমার প্রতি এই কর্ম্মবন্ধনবিমোচনের উপায় বর্ণন করুন্।। ৫।।

বিশ্বনাথ— ননু ত্বং মদ্ভক্তঃ পরমানুরাগী ভবসি তবানেন কিং তত্রাহ,—ভক্তায়াপি অনুরক্তায়াপি ব্রূহি।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— প্রশ্ন—তুমি আমার ভক্ত পরম অনুরাগী হও, তোমার ইহাদ্বারা কি প্রয়োজন? তাহার উত্তরে বলিতেছেন—অনুরাগী ভক্তকেও বলুন।। ৫।।

বিবৃতি— ভগবৎসেবাকামী স্বীয় কর্ত্তৃত্ব পরিহারের জন্য যে চেষ্টা করেন, সেই কর্ম্ম ফলভোগবাসনা-নির্ম্মুক্ত হইলে শুদ্ধভক্তিতেই পর্য্যবসিত হয়। আগমাপায়ী স্থূল-সূক্ষ্ম দেহরূপ আবরণদ্বয় থাকাকালে বদ্ধজীবের গুণজাত-স্বভাব প্রবল থাকে। আমি কর্ত্তা এবং আমার কার্য্য অনিত্য, অজ্ঞানযুক্ত ও আনন্দহীন, এই প্রকার বিচার প্রবল থাকায় কর্ম্মের বন্ধন বদ্ধজীবকে অহঙ্কার হইতে অবসর দেয় না।

শব্দব্রহ্ম-লাভ ঘটিলে ক্রমান্বয়ে প্রাকৃতভাব হইতে অবসর লাভ করে। অব্রহ্ম-শব্দ অর্থাৎ শব্দের অজ্ঞরূঢ়ি-বৃত্ত্যাকৃষ্ট ভোগ্য বহুত্ব অদ্বয়জ্ঞানাত্মক-শব্দে পর্য্যব্যসিত হইলে ভোক্তৃবিচার, ভোগ-বিচার ও ভোগ্য বিচার বিরাম লাভ করে।

কৃত্রিমভাবে জড়জ্ঞাতা, জড়জ্ঞান ও ভোগ্য জ্ঞেয় জড়বস্তু—এই ত্রিবিধ বিচার হইতে অবসর লাভ করিতে হইলে কামদেব কৃষ্ণের কর্ম্মের নিমিত্ত ও উপাদান-বিচারদ্বয়ে প্রতিষ্ঠিত হইয়া ভগবৎসেবা-পর হইতে হয়।

প্রাকৃত-বিচার-পরায়ণ অভক্ত জনগণ ভগবান্ বা ভগবদ্‌ভক্তের প্রতি অনুরক্ত হইলে ভক্তির স্বরূপোপলব্ধির জন্য ভগবান্ বা তদীয় জনের শরণাপন্ন হন। আধ্যক্ষিক জীবকুল ভোগ্যদর্শনে ভোক্তৃস্বভাবসম্পন্ন হইয়া

আবদ্ধ হইয়া পড়ে। ভজনীয় বস্তু কোনদিনই ভবানী-ভর্ত্তৃত্ব-বিচারে মোহগ্রস্ত হন না।

যেরূপ জল কমলপত্রে লিপ্ত হয় না, তদ্রূপ মায়াধীশকেও ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানের দ্বারা মাপিতে গেলে তিনি বদ্ধজীবের ন্যায় মায়াধীন হন না।। ১-৫।।

শ্রীভগবানুবাচ—

ন হ্যন্তোঽনন্তপারস্য কর্ম্মকাণ্ডস্য চোদ্ধব।
সংক্ষিপ্তং বর্ণয়িষ্যামি যথাবদনুপূর্ব্বশঃ।। ৬।।

অন্বয়ঃ— শ্রীভগবান্ উবাচ—(হে) উদ্ধব! অনন্তপারস্য (অসীমস্য) কর্ম্মকাণ্ডস্য (পূজাবিধানস্য) অন্তঃ চ ন হি (অন্তো নাস্তি ততঃ) অনুপূর্ব্বশঃ (পৌর্ব্বাপর্য্যক্রমেণ) যথাবৎ (যথাযথং) সংক্ষিপ্তং বর্ণয়িষ্যামি (সংক্ষেপেণ তৎ কথয়িষ্যামি)।। ৬।।

অনুবাদ— শ্রীভগবান্ বলিলেন,— হে উদ্ধব! এই অনন্ত ও অপার কর্ম্মকাণ্ডের অবধি নাই, অতএব আমি পৌর্ব্বাপর্য্যক্রমে কেবলমাত্র সংক্ষেপে যথাযথরূপে ইহার বর্ণন করিতেছি।। ৬।।

বিশ্বনাথ— মদর্চ্চনলক্ষণস্য কর্ম্মকাণ্ডবিশেষস্য নাস্ত্যন্তঃ যথোঽনন্তপারস্য নাস্ত্যন্তঃ শাস্ত্রতঃ পারশ্চানুষ্ঠানতোঽপি যস্য।। ৬।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— আমার অর্চ্চন লক্ষণ কর্ম্মকাণ্ড বিশেষের অন্ত নাই, যেহেতু অনন্তপারের অন্ত নাই। শাস্ত্র হইতে ও অনুষ্ঠান হইতে যাহার পার নাই।। ৬।।

বিবৃতি— লৌকিক ও বৈদিক কার্য্যসমূহ অভক্তি ভোগ বা ত্যাগের আদর্শগ্রহণে সম্পাদিত হইলে উহা নশ্বর কর্ম্মের অন্তর্গত হয়। বিচিত্রবিলাসসম্পন্ন অখিলচিদ্‌গুণান্বিত ভগবানের অসংখ্য লীলাসমূহের পার বা অবধি নাই। জড়জগতের সকল ভাষা একত্র না হইলে তাঁহার সুষ্ঠু বর্ণন সম্ভবপর নহে। জড়জগতের কর্ম্মকাণ্ডের ভোগপর বা ত্যাগপর বর্ণন—অনেক। বৈকুণ্ঠের বৈচিত্র্যবর্ণনের প্রকারও অতিসুবিস্তৃত ও অপার। সুতরাং শ্রীভগবান্ ঐসকল কথা অতিসংক্ষিপ্তভাবে উদ্ধবকে বলিতেছেন।। ৬।।

বৈদিকস্তান্ত্রিকো মিশ্র ইতি মে ত্রিবিধো মখঃ।
ত্রয়াণামীপ্সিতেনৈব বিধিনা মাং সমর্চ্চয়েৎ।। ৭।।

অন্বয়ঃ— বৈদিকঃ তান্ত্রিকঃ মিশ্রঃ (অষ্টাক্ষরাদিঃ) ইতি ত্রিবিধঃ মে (মম) মখঃ (পূজা ভবতি) ত্রয়াণাং (মধ্যে) ঈপ্সিতেন এব (আত্মবাঞ্ছিতেনৈব) বিধিনা মাং সমর্চ্চয়েৎ (পূজয়েৎ)।। ৭।।

অনুবাদ— হে উদ্ধব! বৈদিক, তান্ত্রিক ও মিশ্র— এই ত্রিবিধরূপে আমার পূজা হইয়া থাকে; পুরুষ এই ত্রিবিধ প্রকারের মধ্যে স্বীয় অভীষ্ট-বিধি-অনুসারে আমার অর্চ্চন করিবেন।। ৭।।

বিশ্বনাথ— বৈদিক এব মন্ত্রো বৈদিকান্যেবাঙ্গানি চ যস্মিন্ পুরুষসূক্তাদৌ স বৈদিকঃ এবং তান্ত্রিকঃ গৌতমীয়তন্ত্রাদ্যুক্তঃ। মিশ্রোঽষ্টাক্ষরাদিরুভয়োক্তঃ মখঃ পূজা, ত্রয়াণাং মধ্যে যদীপ্সিতং তেনৈব।। ৭।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—বৈদিকই মন্ত্র, বৈদিক অঙ্গসমূহও যাহাতে অর্থাৎ আদিতে তাহা বৈদিক এবং গৌতমীয় তন্ত্রাদিতে উক্ত মন্ত্রসমূহ যাহাতে তাহা তান্ত্রিক অষ্টাদশাক্ষর আদি, উভয় উক্ত পূজা যাহাতে তাহা মিশ্র — এই তিনের মধ্যে যাহা ইচ্ছা তাহা দ্বারাই পূজা করিবে।।

বিবৃতি— যজ্ঞ ত্রিবিধ। জড়জগতে ভোগী মানব স্বীয় সুখৈষণার জন্য যজন-কপটতায় যজ্ঞ করিতে অক্ষম। যেহেতু ভোগিগণের ইন্দ্রিয়যজ্ঞে ভজনীয়বস্তুর ভজনরূপ অপ্রাকৃতযজ্ঞের স্থান নাই। ভগবদ্‌যজ্ঞ লোকাতীত বৈদিক-বিচারে, লোকান্তর্গত বৈতানিক-কর্ম্মগ্রহিতা-ত্যক্ত পাঞ্চরাত্রিক-বিচারে এবং উভয়মিশ্রিত বদ্ধমুক্ত মিশ্র অবস্থায় সাধিত হয়। বৈদিক, পাঞ্চরাত্রিক ও মিশ্রবিধিসকল ভজনীয় বস্তুকে সম্যগ্‌রূপে পূজা করিতে সমর্থ হয়।। ৭।।

যদা স্বনিগমেনোক্তং দ্বিজত্বং প্রাপ্য পুরুষঃ।
যথা যজেত মাং ভক্ত্যা শ্রদ্ধয়া তন্নিবোধ মে।। ৮।।

অন্বয়ঃ— যথা পুরুষঃ (ত্রৈবর্ণিকঃ পুমান্) স্বনিগমেন (স্বাধিকারপ্রবৃত্তেন বেদেন) উক্তং দ্বিজত্বম্ (উপনয়নং) প্রাপ্য ভক্ত্যা যথা (যেন প্রকারেণ) মাং যজেত (আরাধয়েৎ তদা) তৎ (তত্র যো বিশেষো বর্ত্ততে তমিত্যর্থঃ) শ্রদ্ধয়া মে (মত্তঃ) নিবোধ (শৃণু)।। ৮।।

অনুবাদ— যে-কালে ত্রৈবর্ণিক পুরুষ স্বাধিকার-প্রবৃত্ত বেদবিধানানুসারে উপনয়ন লাভ করিয়া ভক্তির সহিত যেপ্রকারে আমার উপাসনা করেন, তৎকালে তদ্‌বিষয়ে যে বিশেষ বিধি বর্ত্তমান রহিয়াছে, তাহা শ্রদ্ধা-সহকারে আমার নিকট হইতে শ্রবণ কর।। ৮।।

বিশ্বনাথ— স্বনিগমেন স্বাধিকারপ্রবৃত্তেন বেদেনোক্তং দ্বিজত্বং প্রাপ্য পুরুষঃ যদা যথা যজেত তন্নিবোধেত্যন্বয়ঃ।। ৮।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— নিজ অধিকার প্রবৃত্ত নিজ শাস্ত্র দ্বারা বেদোক্ত দ্বিজত্ব লাভ করিয়া পুরুষ যখন যে প্রকারে আমার যজনা করিবে তাহা আমার নিকট শ্রবণ কর।।

বিবৃতি— একায়নস্কন্ধ ও বহ্বয়নশাখা—উভয়বিধ নিগম বহুপ্রকার। তত্তৎপদ্ধতি-মতে দ্বিতীয় জন্ম লাভ করিয়া আদৌ শ্রদ্ধাবান্, পরে সঞ্জাতরতি হইয়া সেবা-প্রক্রিয়ার দ্বারা ভগবান্‌কে পূজা এবং পরিশেষে ভজন করা যায়।

যে-কালে জীবের প্রাকৃত বিশ্বপ্রতীতিতে এই বিশ্বের ভোক্তৃত্বোপলব্ধি থাকে, তৎকালে শ্রদ্ধা অবলম্বনপূর্ব্বক যে পূজা বিহিত হয়, উহাই অর্চ্চন। সংস্কার-বর্জ্জিত একজন্মা কখনও পূজ্য-বুদ্ধিতে পূজ্যের সেবা করিতে পারে না— সেবা করিতে গিয়া ভোগী হয়, অথবা সেবা-বর্জ্জিত হইয়া ত্যাগীর অভিমান করে। তজ্জন্য বৈদিকসংস্কারলব্ধ ব্যক্তিগণ অথবা পাঞ্চরাত্রিক-সংস্কার-প্রাপ্ত জনগণ নিজ নিজ শাখা অথবা একায়নস্কন্ধ অবলম্বনপূর্ব্বক দ্বিতীয় জন্ম লাভ করেন। ভোগজন্য মূঢ়তা সাবিত্র্য করাইতে অসমর্থ, তজ্জন্য নিগমোক্ত-বিধিপ্রভাবে জন্মান্তর আবশ্যক।

শৌক্র, সাবিত্র্য ও দৈক্ষ—ত্রিবিধ জন্ম। বীজগর্ভ-সমুদ্ভব জড়শরীর সংস্কারের দ্বারাই চিদানন্দের অধিষ্ঠান করাইতে সমর্থ হয়; অজ্ঞান-জন্য আনন্দবাধ হইয়া যে অস্মিতা, উহা একজন্মের পরিচায়ক মাত্র। দৈক্ষজন্মেই ভক্তির উদয় হয়।

ভজনীয়বস্তু শুদ্ধভক্তি ও নিষ্কাম ভক্ত এই নিত্য চিদানন্দপূর্ণ অবস্থাই ভক্তিরাজ্যে শ্রদ্ধামুখে প্রকাশিত হয়। তৎকালে অর্চ্চনারম্ভ। পাঞ্চরাত্রিক সাত্বত-সংস্কারের দ্বারাই জীবের বৈদিক সংস্কারের সুষ্ঠুতা ঘটে। নতুবা ভোগপরায়ণ কর্ম্মকাণ্ডের তাৎকালিক আবাহনমাত্র হইয়া পড়ে।। ৮।।

অর্চ্চায়াং স্থণ্ডিলেঽগ্নৌ বা সূর্য্যে বাপ্‌সু হৃদি দ্বিজঃ।
দ্রব্যেণ ভক্তিযুক্তোঽর্চ্চেৎ স্বগুরুং মামমায়য়া।। ৯।।

অন্বয়ঃ— দ্বিজঃ ভক্তিযুক্তঃ (সন্) অর্চ্চায়াং (প্রতিমাদৌ) স্থণ্ডিলে (ভূমৌ) অগ্নৌ বা সূর্য্যে বা অপ্‌সু (জলে বা) হৃদি (হৃদয়ে বা) দ্রব্যেণ (বিধ্যুক্তেনোপচারেণ) অমায়য়া (অকপটভাবেন) স্বগুরুং (স্বেষ্টদেবং) মাম্ অর্চ্চেৎ (পূজয়েৎ)।। ৯।।

অনুবাদ— দ্বিজ ভক্তিযুক্ত হইয়া অর্চ্চা-মধ্যে, স্থণ্ডিলে, অগ্নিমধ্যে, সূর্য্যমণ্ডলে, জলমধ্যে অথবা নিজ হৃদয়ে বিধিনির্দ্দিষ্ট উপচারদ্বারা অকপটভাবে স্বীয় ইষ্ট-দেবরূপী আমার পূজা করিবেন।। ৯।।

বিশ্বনাথ— অর্চ্চায়াং প্রতিমায়াম্।। ৯।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— অর্চ্চা অর্থাৎ প্রতিমাতে।।৯

বিবৃতি— চিন্ময়জীব নিজ-স্বতন্ত্রতা-বশে সেবা-ধর্ম্মে ঔদাসীন্য প্রকাশ করিলে তাহার সেবোন্মুখতা-বৃত্তি সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে। বাস্তব-বস্তুর স্বভাবে দ্বিবিধা প্রকৃতি দৃষ্ট হয়। অপরা প্রকৃতি—ক্ষিত্যাদি-পঞ্চভূতরূপে বিভক্ত, আর তদ্‌ভোগোন্মত্ত অধিষ্ঠানত্রয় প্রাকৃতকর্ম্মে জীবকে নিযুক্ত করিযা পরা প্রকৃতির কথা বুঝিতে দেয় না— বৈকুণ্ঠে অবস্থানের পরিবর্ত্তে জগতে ভোগী বা ত্যাগিরূপে বাস করায়।

পরা প্রকৃতির স্বরূপবোধাভাবে জীব অপরা প্রকৃতির ভূমিকায় ভোগী বা ত্যাগী হইয়া বাস করেন। যখন তিনি ভগবানের বা ভক্তের কৃপা-প্রসাদের বলে জানিতে পারেন যে, জীবমোহিনী গুণমায়া আবরণী ও বিক্ষেপাত্মিকা শক্তির ক্রিয়া পরিচালনা করিয়া পর-প্রকৃতি-জাতীয় তটস্থশক্ত্যাশ্রিত জীবকে বিমোহন করেন এবং অপরা প্রকৃতির কবল হইতে জীবকে মুক্ত করিবার শক্তি একমাত্র শ্রীভগবানেই নিহিত আছে, তখন জীবের বোধগম্য হয় যে, নিজবদ্ধবুদ্ধির উপর নির্ভর করিয়া দুষ্পারা মায়ার রাজ্য হইতে উৎক্রান্ত হইবার চেষ্টা সর্ব্বতোভাবে বিফলা।

পরা প্রকৃতির রাজ্যে অবস্থিত তটস্থশক্ত্যাখ্য জীব গুরুরূপে বদ্ধজীবের ভোগ বা ত্যাগপিপাসা ধ্বংস করাইয়া চিচ্ছক্তির বলে উদ্ধার করিতে সমর্থ। ভগবৎকৃপাবতাররূপ শ্রীগুরুদেব বদ্ধজীবের ভোগ বা ত্যাগমূলে কৃত অজ্ঞচেষ্টাসমূহ বিতাড়ন করিবার শক্তি ধারণ করেন। তৎকালে প্রাকৃতবুদ্ধি-যুক্ত বুভুক্ষু ও মুমুক্ষু বদ্ধজীবকে শ্রীগুরুদেব কেবলা অব্যভিচারিণী ভক্তি প্রদান করিবার জন্য অর্চ্চনাদিতে তাহার শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেন।

'অর্চ্চা'-শব্দে ভগবানের পঞ্চবিধ নিত্যপ্রকাশময় অধিষ্ঠানের অন্যতম তাৎকালিক বদ্ধজীবগম্য কৃপাবতার। অর্চ্চায় আবদ্ধ থাকাকালে জীবের অধিকার উন্নত হয় না। প্রাকৃত দ্রষ্টা আধ্যক্ষিক-জ্ঞানবিশিষ্ট হইয়া অধোক্ষজ-বস্তুর সন্ধান পান না। অর্চ্চায় পূজা করিতে করিতে তাঁহার মঙ্গললাভ ঘটে।

মন্ত্র প্রভৃতির দ্বারা সংস্কৃত ভূমিকে 'স্থণ্ডিল' কহে। সংস্কারক্ষম আধার অগ্নি, সূর্য্য, সৈকত, জীবহৃদয়াদি সমস্তই অর্চ্চার ভূমিকা। অর্চ্চ্য বা পূজ্য বিষ্ণুবস্তু বহু নহেন, সর্ব্বাধারেই তাঁহার অধিষ্ঠান থাকায় অধিষ্ঠান-প্রতীতির ভূমিকায় অর্চ্চ্যদেবতা প্রাকৃত কনিষ্ঠাধিকারী ভক্তের আরাধ্য হন। তিনি অর্থাৎ কনিষ্ঠাধিকারী ভক্ত ভগবৎসেবাযুক্ত অর্থাৎ সেবোন্মুখ-ভাববিশিষ্ট হইয়া ভোগ্য প্রাকৃত দ্রব্যজ্ঞানের পরিবর্ত্তে ভগবৎসেবনোপযোগি-দ্রব্য-সহযোগে শব্দপারঙ্গত গুরুদেবের নিকট হইতে প্রাপ্তমন্ত্রের দ্বারা স্বীয় ভূতশুদ্ধিসাধন করিয়া ভগবদ্বস্তুর প্রতি পূজ্যবিচারে উন্নতি লাভ করেন। তখন চিচ্ছক্তির বলে জড়াতীত বৈকুণ্ঠের একমাত্র প্রভুকে প্রাকৃত পাঁচ প্রকার রতির পরিবর্ত্তে অপ্রাকৃত রতিবিশিষ্ট হইয়া মধ্যমাধিকার লাভপূর্ব্বক—

"যেন জন্মশতৈঃ পূর্ব্বং বাসুদেবঃ সমর্চ্চিতঃ।
তন্মুখে হরিনামানি সদা তিষ্ঠন্তি ভারত।।"

—উপদেশকের এই চিচ্ছক্তিবলাত্মক বিচার জানিতে পারেন। তখন তিনি—দেহদেহি-বিভাগ ঈশ্বরবস্তুতে কল্পিত হইতে পারে না, ইহা বুঝিতে পারেন। বহিঃপ্রজ্ঞাচালিত হইয়া ঈশ্বরকে ভোগ্য বা ভৃত্য জ্ঞানের পরিবর্ত্তে পূজ্যবুদ্ধিতে তাঁহার অনুশীলন করিতে করিতে অধিকারের উন্নতিক্রমে প্রেম, মৈত্রী, কৃপা ও উপেক্ষাদি বিচারের অনুগমন করেন।

স্থণ্ডিল, অগ্নি, সূর্য্য ও জলরূপ আধারসমূহে ভগবান্‌কে পূজ্য-বুদ্ধিতে সেবা করিতে গিয়া ভক্ত ভোগ্যবুদ্ধি করিবার হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ পূর্ব্বক বৈকুণ্ঠ-মন্ত্র ও মায়িক ভোগ্য শব্দে অবস্থা-ভেদ লক্ষ্য করেন। শব্দের বিদ্বদ্রূঢ়িবৃত্তি তাঁহার অধিকারকে উন্নত করাইয়া ভাবিকালে 'মহাভাগবত' করাইয়া দেয়। সেই সময় ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানের দ্বারা ভোগ্যমাপিয়া লইবার অবকাশ থাকে না। মিশ্রভাবে দর্শনে বহিরঙ্গা শক্তির আত্মভোগরূপ আবরণ উন্মুক্ত হইলে জীব কর্ম্মবন্ধ-মুক্ত হইয়া নিজ সিদ্ধস্বরূপে ভগবানের অপ্রাকৃতস্বরূপদর্শনে ক্রমশঃ যোগ্যতা লাভ করেন। তখন শ্রীভগবান্‌ই একমাত্র ভোক্তা—এই শুদ্ধ জ্ঞানের উদয়ে তাঁহার দ্বিতীয়াভিনিবেশ ক্ষীণ হইয়া পড়ে। শ্রীগুরুদেবই ব্রহ্মাণ্ডরচয়িতা ব্রহ্মতুল্য, ব্রহ্মাণ্ডের পালক এবং ব্রহ্মাণ্ডের প্রতি ভোগ্যভাবধ্বংসকারী বলিয়া উপলব্ধি হইলে তাঁহাকে ভগবৎশ্রেষ্ঠ বলিয়া দর্শন হয়। মর্ত্ত্যবুদ্ধিতে দর্শনে যে-প্রকার অসূয়া অবশ্যম্ভাবী, তাহা বিগত হইলে আশ্রয়জাতীয় ভগবদ্বিগ্রহের সহিত অভিন্ন দর্শন শ্রীগুরুপাদপদ্মে লক্ষিত হয়।। ৯।।

পূর্ব্বং স্নানং প্রকুর্ব্বীত ধৌতদন্তোঽঙ্গশুদ্ধয়ে।
উভয়ৈরপি চ স্নানং মন্ত্রৈর্মৃদ্গ্রহণাদিনা।। ১০।।

অন্বয়ঃ—ধৌতদন্তঃ (কৃতদন্তধাবনঃ পুমান্) অঙ্গশুদ্ধয়ে (দেহশুদ্ধ্যর্থং) পূর্ব্বং (প্রথমং) স্নানং প্রকুর্ব্বীত (কুর্য্যাৎ) মৃদ্গ্রহণাদিনা (মৃল্লেপাদিনা) উভয়ৈঃ (বৈদিকৈস্তান্ত্রিকৈঃ) অপি চ মন্ত্রৈঃ স্নানং (ভবতি)।। ১০।।

অনুবাদ— পুরুষ দন্তধাবনপূর্ব্বক দেহ-শুদ্ধির জন্য প্রথমতঃ স্নান করিবেন। মৃত্তিকালেপনাদি দ্বারা বৈদিক ও তান্ত্রিক মন্ত্রানুসারে স্নান হইয়া থাকে।। ১০।।

বিশ্বনাথ— উভয়ৈর্বৈদিকৈস্তান্ত্রিকৈশ্চ মন্ত্রৈঃ।।১০

টীকার বঙ্গানুবাদ— বৈদিক ও তান্ত্রিক উভয়বিধ মন্ত্রসমূহ দ্বারা।। ১০।।

বিবৃতি— মন্ত্র দেবতার দ্বারা স্থূলবস্তুর ভোগ্যভোক্তৃভাব শোধন করিয়া বহিঃপ্রজ্ঞাধিষ্ঠিত বিচারসমূহ জড়-ভোগভাব বিদূরিত করে।। ১০।।

সন্ধ্যোপাস্ত্যাদিকর্ম্মাণি বেদেনাচোদিতানি মে।
পূজাং তৈঃ কল্পয়েৎ সম্যক্সঙ্কল্পঃ কর্ম্মপাবনীম্।। ১১

অন্বয়ঃ— সম্যক্সঙ্কল্পঃ (সম্যক্ পরমেশ্বরবিষয় এব সঙ্কল্পো যস্য তথাভূতঃ সন্) বেদেন (যস্য যানি) সন্ধ্যোপাস্ত্যাদিকর্ম্মাণি (সন্ধ্যোপাসনাদীনি কৃত্যানি) আচোদিতানি (সাকল্যেন বিহিতানি) তৈঃ (সহ) কর্ম্মপাবনীং (কর্ম্মনির্হারিণীং) মে (মম) পূজাং কল্পয়েৎ (কুর্য্যাৎ)।। ১১।।

অনুবাদ— ভগবদ্বিষয়ে সঙ্কল্পযুক্ত হইয়া বেদবিহিত সন্ধ্যোপাসনাদি কর্ম্মানুষ্ঠান এবং যাহাতে কর্ম্মসমূহের পরিহার হয়, তাদৃশী মদীয় পূজার অনুষ্ঠান করিবেন।। ১১।।

বিশ্বনাথ— বেদেনাচোদিতানি শাস্ত্রবিহিতানি যানি তৈঃ সহ পূজাং কল্পয়েৎ কুর্য্যাৎ, স এব সম্যক্সঙ্কল্পঃ পূর্ণমনোরথঃ। কর্ম্মপাবনীং কর্ম্মনির্হারিণীম্।। ১১।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— বেদোক্ত শাস্ত্র বিহিত যে সকল কর্ম্ম তাহার সহিত পূজা করিবে, তাহাতেই সম্পূর্ণ মনোরথ হইবে এবং তাহা কর্ম্ম হইতে পবিত্র করিবে।। ১১

বিবৃতি— সন্ধ্যোপাসনাদি বেদোক্ত কর্ম্মসকল সমাপনপূর্ব্বক তাহা হইতে উত্তীর্ণ হইয়া নৈষ্কর্ম্ম্যলাভরূপ ভগবৎপূজায় অগ্রসর হইবে। স্বীয় ভোগবিচার পরিত্যাগ করিলেই কর্ম্মবীরাভিমান ত্যক্ত হইয়া নৈষ্কর্ম্ম্যলাভরূপ হরিপূজায় সঙ্কল্প ঘটে।। ১১।।

শৈলী দারুময়ী লৌহী লেপ্যা লেখ্যা চ সৈকতী।
মনোময়ী মণিময়ী প্রতিমাষ্টবিধা স্মৃতা।। ১২।।

অন্বয়ঃ—শৈলী (শিলাময়ী) দারুময়ী লৌহী (সুবর্ণাদিময়ী) লেপ্যা (মৃচ্চন্দনাদিময়ী) লেখ্যা (চিত্রপটাদ্যঙ্কিতা) চ সৈকতী (বালুকাময়ী) মনোময়ী (হৃদি পূজায়াং মনোময়ী মনঃকল্পিতা) মণিময়ী (মণিরচিতা চেতি) অষ্টবিধা প্রতিমা স্মৃতা (শাস্ত্রাদাবুক্তা ভবতি)।। ১২।।

অনুবাদ— শিলাময়ী, দারুময়ী, সুবর্ণাদি-ধাতুময়ী, লেপ্যা অর্থাৎ মৃচ্চন্দনাদিময়ী, লেখ্যা অর্থাৎ চিত্রপটাদিতে অঙ্কিতা, বালুকাময়ী, মনোময়ী এবং মণিময়ী—এই অষ্টবিধা প্রতিমার কথা শাস্ত্রাদিতে উক্ত হইয়াছে।। ১২।।

বিশ্বনাথ— প্রতিমাভেদানাহ,— শৈলী শিলাময়ী, লৌহী স্বর্ণাদিময়ী।। ১২।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—প্রতিমার ভেদসমূহ বলিতেছেন —শৈলী অর্থাৎ শিলাময়ী, লৌহী স্বর্ণাদি ধাতুময়ী।।১২

বিবৃতি— ভগবদ্বস্তুকে ভোগ্য আধার জ্ঞান করিবার পরিবর্ত্তে দিব্য চক্ষুদ্বারা মননধর্ম্ম পরিত্যক্ত হইলে ভগবদুপাসনা আরব্ধ হয়। তৎকালে আর বিশ্বে প্রকাশিত অষ্টপ্রকার আধার ভগবদ্দর্শনে বাধা দিতে পারে না। ভক্তের অনুকূলবাসনা পূরণ করিতে ভগবান্ সর্ব্বদাই প্রস্তুত; সুতরাং ভোগ্যা শৈলী, দারবী, ধাতুময়ী, লেপ্যা, লেখ্যা, সৈকতী, মনোময়ী, মণিময়ী—এই অষ্টবিধ প্রতিমায় ইন্দ্রিয়জ্ঞানগ্রাহ্য আগমাপায়ী মাত্রাস্পর্শ-সম্বন্ধজনিত ব্যাপারের উপলব্ধি ভক্তের হয় না। জড়চক্ষুর

দ্বারা ভগবৎসেবোন্মুখতাকে মাপিয়া লইবার বিচার সুদূরপরাহত হয়। মন্ত্রলাভের পরিবর্ত্তে ভগবান্ বাসুদেবের তত্ত্ববিচার বুঝিতে পারা যায় না বলিয়াই অষ্টপ্রকার প্রতিমা ভোগ্য-বিচারে বিকৃতা হয়। নির্ব্বিকার বিষ্ণুবস্তুর প্রতীতির অভাব—অজ্ঞতা-জ্ঞাপক এবং মায়াধীন বলিয়া ভগবৎসেবা-বিমুখতা লক্ষিত হয়।।১২

চলাচলেতি দ্বিবিধা প্রতিষ্ঠা জীবমন্দিরম্।
উদ্বাসাবাহনে ন স্তঃ স্থিরায়ামুদ্ধবার্চ্চনে।। ১৩।।

অন্বয়ঃ— (হে) উদ্ধব! চলা অচলা ইতি দ্বিবিধা প্রতিষ্ঠা (প্রতিমা) জীবমন্দিরং (জীবস্য ভগবতো মন্দিরং ভবতি) স্থিরায়াম্ (অচলপ্রতিমায়াম্) অর্চ্চনে (পূজনে) উদ্বাসাবাহনে (আবাহনবিসর্জ্জনে) ন স্তঃ (ন ভবতঃ)।।১৩

অনুবাদ— হে উদ্ধব! চলা ও অচলা—এই দ্বিবিধা প্রতিমায় ভগবদধিষ্ঠান হইয়া থাকে। অচলপ্রতিমায় আরাধনা করিলে আবাহন বা বিসর্জ্জন করিতে হয় না।। ১৩।।

বিশ্বনাথ— প্রকর্ষেণ স্থীয়তেঽস্যামিতি প্রতিষ্ঠা প্রতিমা জীবমন্দিরং সর্ব্বজীবানামাশ্রয়ঃ সাক্ষাদহমেবেত্যর্থঃ। সা চাচলা শ্রীজগন্নাথাদিঃ, চলা বালমুকুন্দাদিঃ। উদ্বাসো বিসর্জ্জনঞ্চ আবাহনঞ্চ তে স্থিরায়াং অচলায়াং চলায়াঞ্চ ন স্তঃ ইতি প্রতিষ্ঠাসময়ে এব নিত্যস্থায়িত্বেনাবাহনাৎ।। ১৩।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— উৎকৃষ্টরূপে ইহাতে ভগবান স্থায়ী হন এইজন্য ইহার নাম প্রতিষ্ঠা বা প্রতিমা। জীব মন্দির অর্থাৎ সর্ব্বজীবগণের আশ্রয় সাক্ষাৎ আমিই। তাহা অচলা শ্রীজগন্নাথ আদি, 'চলা' বালমুকুন্দ আদি। উদ্বাস বিসর্জ্জন ও আবাহন। স্থিরা অচলা ও চলা মূর্ত্তিতে নাই। ইহাতে প্রতিষ্ঠাকালেই নিত্যস্থায়ীরূপে আবাহন করা হেতু।। ১৩।।

বিবৃতি— বর্ত্তমান সময়ে জীব ইন্দ্রিয়জজ্ঞানে আবদ্ধ হইয়া বিশ্ব হইতে তাৎকালিক রূপ-রস-গন্ধাদি ভাব গ্রহণ করে। সর্ব্বজীবাশ্রয়—ভগবান্ এবং জীবের সকলবৃত্তির আশ্রয়—পূজ্য ভগবান্। সেই পূজ্য ভগবানের অবস্থানক্ষেত্র সেবোন্মুখ জীব দুইপ্রকারে প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হয়। আগমাপায়ী ধর্ম্মে অবস্থিত ভগবানের আবাহন ও বিসর্জ্জন—অস্থিরা প্রতিমার জন্য এবং নিত্য ভগবদ্রূপাদিপ্রতীতে আবাহন ও বিসর্জ্জন নাই, সুতরাং উহা স্থিরা। নিত্যরূপশালী ভগবান্ বাহ্যভোগ্যরূপে অবস্থিতমাত্র—এই বিচারেই আবাহন ও বিসর্জ্জন। নিত্য সেবকের নিত্যভজনমুখে যে নিত্য ভজনীয়ের অনুশীলন, তাদৃশী প্রতিষ্ঠাই নিত্যা। নির্ব্বিশেষবাদী ভক্তিরহিত হইয়া চঞ্চলা প্রতিষ্ঠায় আত্মনিয়োগ করেন। ভগবদ্ভক্ত ভোগ্যপ্রতিমার পরিবর্ত্তে সেব্যবস্তুবিচারে দর্শনাদি দ্বারা তাঁহার অনুশীলন করেন।। ১৩।।

অস্থিরায়াং বিকল্পঃ স্যাৎ স্থণ্ডিলে তু ভবেদ্দ্বয়ম্।
স্নপনং ত্ববিলেপ্যায়ামন্যত্র পরিমার্জ্জনম্।। ১৪।।

অন্বয়ঃ— অস্থিরায়াং (চলপ্রতিমায়ামর্চ্চনে) বিকল্পঃ স্যাৎ (কুত্রচিৎ কুর্য্যাৎ কুত্রচিদ্ বা ন কুর্য্যাৎ) স্থণ্ডিলে (উপলিপ্তভূমৌ) তু দ্বয়ম্ (আবাহনবিসর্জ্জনে) ভবেৎ (ভবেদেব) অবিলেপ্যায়াং (মৃন্ময়লেখ্যভিন্নায়াং) তু স্নপনং (কুর্য্যাৎ) অন্যত্র (বিলেপ্যায়াং লেখ্যায়াঞ্চ) পরিমার্জ্জনম্ (এব কুর্য্যাৎ)।। ১৪।।

অনুবাদ— চল-প্রতিমায় আবাহন বিসর্জ্জনের বৈকল্পিক বিধান রহিয়াছে। স্থণ্ডিলে নিয়তভাবেই বিসর্জ্জন হইয়া থাকে। মৃন্ময়ী ও লেখ্যাব্যতীত অন্যত্র স্নান বিহিত, পরন্তু মৃন্ময়ী ও লেখ্যা-প্রতিমায় কেবলমাত্র পরিমার্জ্জন করিবে।। ১৪।।

বিশ্বনাথ— অস্থিরায়ামস্থৈর্য্যস্বভাবায়াং সৈকত্যাং লেপ্যায়াঞ্চ বিকল্পঃ। সা যদি কতিচিদ্দিনানি স্থিরীকৃতা স্যাত্তদা ভক্তিবিশ্বাসভেদবশাৎ কশ্চিন্ন কুরুতে অন্যথা তু কুরুতে চ। শালগ্রামে তু নৈব কুর্য্যাৎ স্থণ্ডিলে উপলিপ্তস্থলে ক্ষিত্যুপলক্ষণং সৈকত্যামপি কুর্য্যাদেবেত্যর্থঃ। অবিলেপ্যায়াং লেপ্যলেখ্যমূর্ত্তিব্যতিরিক্তায়াং স্নপনম্। অন্যত্র লেপ্যলেখ্যয়োস্তথা দারুময্যাঞ্চ পরিমার্জ্জনমেব।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— অস্থিরা অর্থাৎ অস্থির স্বভাবা মূর্ত্তি যেমন নদীর বালুকাদ্বারা গঠিত ও চিত্রপট আদিতে অঙ্কিত, ইহাতে আবাহন ও বিসর্জ্জন যেরূপ ইচ্ছা। উহা যদি কিছুদিন জন্য স্থির রাখা হয়, তাহা হইলে ভক্তি বিশ্বাস ভেদ বশতঃ বিসর্জ্জন করে না। তাহা না হইলে বিসর্জ্জনও করে। কিন্তু শালগ্রামে আবাহন বিসর্জ্জন করিবে না। স্থণ্ডিলে অর্থাৎ উপলিপ্ত স্থানে এবং বালুকাময়ী মূর্ত্তিতে আবাহন বিসর্জ্জন করিবেই। লেপ্য ও লেখ্য মূর্ত্তি ব্যতীত অন্যত্র স্নান করাইবে। লেপ্যা লেখ্য মূর্ত্তিতে ও দারুমূর্ত্তিতে পরিমার্জ্জনই করিবে।। ১৪।।

বিবৃতি— অর্চ্চ্যবিষ্ণুতে শিলাদি-বুদ্ধি করিয়া উপকরণ বৈগুণ্য সাধন করিতে হইবে না। কালক্ষোভ করিবার বিবেক, জলাদিদ্বারা দ্রবীভূত করিবার বিবেক প্রভৃতি অযথা সংযোগের পরিবর্ত্তে তদনুরূপ সেবনই কার্য্য অর্থাৎ পট-লেখ্য-লেপ্যাদি মূর্ত্তিতে উদকাদি উপকরণ সংযোগের পরিবর্ত্তে পরিমার্জ্জনাদিই বিধেয়।। ১৪।।

দ্রব্যৈঃ প্রসিদ্ধৈর্মদ্‌যাগঃ প্রতিমাদিষ্বমায়িনঃ।
ভক্তস্য চ যথালব্ধৈর্হৃদি ভাবেন চৈব হি।। ১৫।।

অন্বয়ঃ— প্রতিমাদিষু প্রসিদ্ধৈঃ দ্রব্যৈঃ (সুশোভন-দ্রব্যসমূহৈঃ) মদ্‌যাগঃ (মদারাধনং ভবেৎ) অমায়িনঃ (নিষ্কামস্য) ভক্তস্য চ (তু) যথালব্ধৈঃ (যদৃচ্ছয়া প্রাপ্তৈর্দ্রব্যৈঃ) হৃদি ভাবেন (ভাবনয়া) চ এব হি (মদ্‌যাগো ভবেৎ)।। ১৫

অনুবাদ— প্রতিমাদিতে অত্যুত্তম দ্রব্যসমূহ দ্বারা আমার আরাধনা হইয়া থাকে, কিন্তু নিষ্কাম ভক্ত ব্যক্তির যথালব্ধ দ্রব্য ও হৃদ্‌গত ভাব দ্বারাই মদীয় পূজা সাধিত হয়।। ১৫।।

বিশ্বনাথ— প্রসিদ্ধৈঃ প্রকর্ষেণ ধনাদিসিদ্ধৈঃ খণ্ড-ঘৃতচন্দনকুঙ্কুমাদিভিঃ। অমায়িনো নিস্পৃহস্য ভক্তস্য তু যথালব্ধৈর্যদৃচ্ছয়া প্রাপ্তৈর্দ্রব্যৈর্হৃদি ভাবেন ভাবনয়া চ মন-সৈবোপস্থাপিতৈর্দুর্লভৈরপি সুরভিপয়ঃপরমান্না-দিভির-পীত্যর্থঃ।। ১৫।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— প্রচুর ধনাদি থাকিলে মিশ্রি ঘৃত চন্দন কুঙ্কুমাদি দ্রব্য দ্বারা আমার প্রতিমাদিতে অর্চ্চন করিবে। নিস্পৃহ ভক্তের কিন্তু যথালব্ধ অর্থাৎ যদৃচ্ছা প্রাপ্ত দ্রব্যসমূহদ্বারা হৃদয়ে ভাবনা পায়স পরমান্নাদি দ্বারাও।।

বিবৃতি— অপেক্ষাযুক্ত ভক্ত ভগবদ্দর্শনাভাবে প্রতিমাদিতে ভোগ্যবুদ্ধি করে। তাহার মায়িকদর্শন দূরীভূত হইলে বৈকুণ্ঠদর্শনে সেবোপকরণ-তারতম্য প্রতিমার ব্যাঘাত করিতে সমর্থ হয় না। ভক্তের হৃদয়োত্থভাবই পূজার প্রধান উপকরণ।। ১৫।।

স্নানালঙ্করণং প্রেষ্ঠমর্চ্চায়ামেব তূদ্ধব।
স্থণ্ডিলে তত্ত্ববিন্যাসো বহ্নাবাজ্যপ্লুতং হবিঃ।। ১৬।।
সূর্য্যে চাভ্যর্হণং প্রেষ্ঠং সলিলে সলিলাদিভিঃ।
শ্রদ্ধয়োপাহৃতং প্রেষ্ঠং ভক্তেন মম বার্য্যপি।। ১৭।।

অন্বয়ঃ— (হে) উদ্ধব! অর্চ্চায়াং (প্রতিমাদৌ) তু স্নানালঙ্করণং (স্নানমলঙ্করণঞ্চ) এব প্রেষ্ঠং (প্রিয়োপচারো ভবতি) স্থণ্ডিলে তত্ত্ববিন্যাসঃ (যথাস্থানমঙ্গপ্রধানদেবানাং তত্তন্মন্ত্রৈঃ স্থাপনং প্রেষ্ঠঃ) বহ্নৌ আজ্যপ্লুতন্ (আজ্যেন ঘৃতেন প্লুতং সিক্তং) হবিঃ (তিলাদিকং যজ্ঞীয়ং বস্তু প্রেষ্ঠং) সূর্য্যে চ অভ্যর্হণম্ (উপস্থানার্ঘাদিনা পূজনং) প্রেষ্ঠং সলিলে সলিলাদিভিঃ (তর্পণাদিনা যজনং প্রেষ্ঠং) ভক্তেন শ্রদ্ধয়া উপাহৃতং (দত্তং) বারি (জলম্) অপি মম প্রেষ্ঠং (প্রিয়ং ভবতি)।। ১৬-১৭।।

অনুবাদ—হে উদ্ধব! প্রতিমাদিতে স্নান ও অলঙ্কার, স্থণ্ডিলে তত্ত্ব-বিন্যাস, অগ্নিতে ঘৃতসিক্ত হব্যদ্রব্য, সূর্য্যে উপস্থানাদি পূজা, জলমধ্যে জলাদিদ্বারা পূজা এবং ভক্ত কর্ত্তৃক শ্রদ্ধাসহকারে প্রদত্ত জলও আমার প্রিয় হইয়া থাকে।

বিশ্বনাথ— তত্ত্বানামঙ্গপ্রধানদেবতানাং বিশেষতো যথাস্থানং ন্যাসস্তত্তন্মন্ত্রৈঃ স্থাপনমাত্রং ন ত্বলঙ্করণাদিকম্। আজ্যেন প্লুতং সিক্তং হবিস্তিলাদিকং যজ্ঞিয়ং বস্তু। অভ্যর্হণং অর্ঘ্যোপস্থাপনাদি। সলিলে তু সলিলাদিভিরেব যজনম্।। ১৬-১৭।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— তত্ত্ব সমূহের অর্থাৎ অঙ্গ ও প্রধান দেবতাসমূহে বিশেষরূপে যথাস্থানে সেই সেই মন্ত্রদ্বারা স্থাপনমাত্র করিবে। কিন্তু অঙ্কনাদি করিবে না। ঘৃতসিক্ত তিলাদি যজ্ঞীয় বস্তু। অভ্যর্হণ অর্ঘ্য ও উপস্থানাদি। কিন্তু জলে জলাদিদ্বারাই যজন।। ১৬-১৭।।

বিবৃতি— বাহ্যবস্তুসমূহ অনেক সময় অযোগ্য হয় বলিয়া অনেকে পূজক, পূজোপকরণ, পূজা ও পূজ্যে অপরাধযুক্ত হইয়া অর্চ্চাদিতে শিলাবুদ্ধ্যাদি করেন। নিষ্কপট ভগবদ্ভক্তগণ উৎকৃষ্ট দ্রব্যের দ্বারা ভগবানের সেবা করেন। প্রবল ভক্তির বশে ভক্ত যথালব্ধ ভাবসেবাই করেন। বৈতানিক রাজস সেবা এবং পূজার উপকরণ সংগ্রহে দরিদ্রতা—এই উভয় প্রকার বৃত্তিই জীবের সেবাবৃত্তি হ্রাস করে। দর্পণাদিতে বিগ্রহের স্নান, শ্রীমূর্ত্তিকে অলঙ্কার-প্রদান, আধার স্থণ্ডিলে তত্ত্বের বিন্যাস, অগ্নিতে হবির্দান, সূর্য্যাদির অর্ঘোপস্থানাদির দ্বারা উপাসনা, জলাদিতে উদকশায়ী পুরুষাবতারের উপাসনাই প্রশস্ত। ভগবদ্ভক্তগণ হৃদয়ের সহিত শ্রদ্ধাসহকারে যে কিছু ভগবানের নিকট অর্পণ করেন, উহাই ভগবৎপ্রীতির কারণ হয়; আর অভক্তের অশ্রদ্ধায় প্রদত্ত প্রচুর মহার্ঘ দ্রব্যও ভগবৎসন্তোষের কারণ হয় না।। ১৬-১৭।।

ভূর্য্যপ্যভক্তোপাহৃতং ন মে তোষায় কল্পতে।
গন্ধো ধূপঃ সুমনসো দীপোঽন্নাদ্যঞ্চ কিং পুনঃ।। ১৮

অন্বয়ঃ— অভক্তোপাহৃতম্ (অভক্তেনোপাহৃতং) ভূরি (প্রভূতমপি বস্তু) মে (মম) তোষায় (তৃপ্তয়ে) ন কল্পতে (ন ভবতি, ভক্তেন চেৎ) গন্ধঃ ধূপঃ সুমনসঃ (পুষ্পং) দীপঃ অন্নাদ্যং চ (উপাহৃতং ভবেত্তদা) কিং পুনঃ (সুতরামেব প্রেষ্ঠা ভবেৎ)।।১৮।।

অনুবাদ— অভক্তকর্ত্তৃক উপহৃত প্রভূত বস্তুও আমার তৃপ্তিজনক হয় না। ভক্ত যদি গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ ও অন্নাদি প্রদান করেন, তাহা হইলে আর বক্তব্য কি? ১৮।।

বিশ্বনাথ— সুমনসঃ পুষ্পাণি।। ১৮।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— সুমনসঃ পুষ্পসমূহ।। ১৮।।

শুচিঃ সংভৃতসম্ভারঃ প্রাগ্দর্ভৈঃ কল্পিতাসনঃ।
আসীনঃ প্রাগুদগ্বার্চ্চেদর্চ্চায়াস্ত্বথ সম্মুখঃ।। ১৯।।

অন্বয়ঃ— শুচিঃ সম্ভৃতসম্ভারঃ (সম্ভৃতাঃ সম্ভারাঃ পূজাসাধনানি যেন সঃ) প্রাগ্দর্ভৈঃ (প্রাগগ্রৈর্দর্ভৈঃ) কল্পিতাসনঃ (কৃতাসনঃ) প্রাক্ (প্রাঙ্মুখঃ) উদক্ বা (উদঙ্মুখো) বা অর্থ অর্চ্চায়াং তু (স্থিরায়াং) সম্মুখঃ (অর্চ্চাভিমুখঃ) আসীনঃ (উপবিষ্টঃ সন্) অর্চ্চেৎ (পূজয়েৎ)।।১৯

অনুবাদ— শুচি পুরুষ পূজোপকরণ সংগ্রহপূর্ব্বক পূর্ব্বাগ্র কুশসমূহ দ্বারা আসন কল্পনা করিয়া পূর্ব্বমুখ বা উত্তরমুখ অথবা স্থির-প্রতিমায় পূজাকালে তদভিমুখে উপবিষ্ট হইয়া পূজা করিবেন।। ১৯।।

বিশ্বনাথ— ইদানীং পূজাপ্রকারমাহ,—শুচিরিতি। প্রাগুদগ্বা প্রাঙ্মুখো বা, অর্চ্চায়ামচলায়াং তু সম্মুখঃ অর্চ্চাভিমুখঃ।। ১৯।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—এখন পূজার প্রকার বলিতেছেন—পবিত্র হইয়া পূর্ব্ব বা উত্তর মুখে অথবা অচলা শ্রীমূর্ত্তির সম্মুখে বসিয়া।। ১৯।।

কৃতন্যাসঃ কৃতন্যাসাং মদর্চ্চাং পাণিনামৃজেৎ।
কলশং প্রোক্ষণীয়ঞ্চ যথাবদুপসাধয়েৎ।। ২০।।

অন্বয়ঃ—(অনন্তরং) কৃতন্যাসঃ (যথোপদেশং স্বস্মিন্ কৃতো ন্যাসো যেন সঃ) কৃতন্যাসাং (কৃতো মূলমন্ত্রন্যাসো যস্যাং তাং) মদর্চ্চাং (মম অর্চ্চাং) পাণিনা (হস্তেন) আমৃজেৎ (নির্ম্মাল্যাপকর্ষণাদিনা শোধয়েৎ) প্রোক্ষণীয়ং (প্রোক্ষণার্থোদকপাত্রং) কলশং (পূর্ণকুম্ভং) চ যথাবৎ (যথাবিধি) উপসাধয়েৎ (চন্দনপুষ্পাদিভিঃ সংস্কুর্য্যাৎ)।। ২০।।

অনুবাদ— অনন্তর আত্মমধ্যে ও প্রতিমায় যথাযথ ন্যাসক্রিয়া সম্পাদন পূর্ব্বক হস্ত দ্বারা মদীয় প্রতিমাকে

মার্জ্জিত করিবেন এবং প্রোক্ষণার্থ পূর্ণকুম্ভ যথাযথরূপে চন্দনপুষ্পাদি দ্বারা সজ্জিত করিবেন।। ২০।।

বিশ্বনাথ— ততশ্চ গুর্ব্বাদিনমস্কারপূর্ব্বকং যথোপদেশং স্বস্মিন্ কৃতন্যাসঃ কৃতো মূলমন্ত্রেণ ন্যাসো যস্যাং তাং মমার্চ্চাং আমৃজেৎ নির্ম্মাল্যাদিদূরীকরণেন শোধয়েৎ। প্রোক্ষণীয়ং প্রোক্ষণীয়োদকপাত্রং উপসাধয়েৎ পুষ্পাদিভিঃ সংস্কুর্য্যাৎ।। ২০।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— তৎপরে গুরু আদিকে নমস্কার করিয়া গুরুর উপদেশমত নিজ অঙ্গে অঙ্গন্যাস করিয়া, মূল মন্ত্রদ্বারা আমার বিগ্রহে ন্যাস পূর্ব্বক, নির্ম্মাল্যাদি দূরীকরণ দ্বারা শোধন করিবে, জলপাত্র রাখিবে ও পুষ্পাদি দ্বারা সংস্কার করিবে।। ২০।।

তদদ্ভির্দেবযজনং দ্রব্যাণ্যাত্মানমেব চ।
প্রোক্ষ্য পাত্রাণি ত্রীণ্যদ্ভিস্তৈস্তৈর্দ্রব্যৈশ্চসাধয়েৎ॥২১॥

অন্বয়ঃ— তদদ্ভিঃ (প্রোক্ষণীয়াদ্ভিঃ) দেবযজনং (পূজাস্থানং) দ্রব্যাণি (পূজোপচারান্) আত্মানং (স্বদেহম্) এব চ (অপি) প্রোক্ষ্য (অভিষিচ্য পাদ্যাদ্যর্থং) ত্রীণি পাত্রাণি (কলসোদকৈঃ পূরিতানি) তৈঃ তৈঃ দ্রব্যৈঃ চ (গন্ধপুষ্পাদিভিঃ) সাধয়েৎ (প্রকল্পয়েৎ)।। ২১।।

অনুবাদ— উক্ত জলদ্বারা পূজাস্থান, পূজোপচারসমূহ এবং স্বদেহ অভিষিক্ত করিয়া পাদ্যাদির জন্য কলসোদক পূরিত তিনটি পাত্র গন্ধপুষ্পাদিদ্বারা সজ্জিত করিবেন।। ২১।।

বিশ্বনাথ— তদদ্ভিঃ প্রোক্ষণীয়াভিরদ্ভিদেবযজনং দেবপূজাস্থানম্। তৈস্তৈর্দ্রব্যৈরিতি— "পাদ্যং শ্যামাকদূর্ব্বাব্জবিষ্ণুক্রান্তাভিরিষ্যতে। গন্ধপুষ্পাক্ষতযবকুশাগ্র তিলসর্ষপাঃ। দূর্ব্বা চেতি ক্রমাদর্ঘ্যদ্রব্যাষ্টকমুদীরিতম্। জাতীলবঙ্গকক্কোলৈর্মতমাচমনীয়কম্" ইতি।। ২১।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— সেই পবিত্র জলাদি দ্বারা দেবতার পূজার স্থানে ছিটাইবে, ঐ জলদ্বারা এবং ঐসকল দ্রব্য দ্বারা যেমন পাদ্যপাত্রে শ্যামা দুর্ব্বা পদ্ম পুষ্প ও অপরাজিতা পুষ্পদিবে এবং অর্ঘপাত্রে চন্দন পুষ্প আতপ চাল যব কুশের অগ্রভাগ তিল সরিষা ও দুর্ব্বা এই আটটি দ্রব্য দিবে। আচমনীয় পাত্রে জায়ফল লবঙ্গ কক্কোল এই তিনদ্রব্য দিবে।। ২১।।

পাদ্যার্ঘ্যাচমনীয়ার্থং ত্রীণি পাত্রাণি দেশিকঃ।
হৃদা শীর্ষ্ণাথ শিখয়া গায়ত্র্যা চাভিমন্ত্রয়েৎ।। ২২।।

অন্বয়ঃ—দেশিকঃ (পূজকঃ) পাদ্যার্ঘ্যাচমনীয়ার্থং ত্রীণি পাত্রাণি (যথাক্রমং হৃদা শীর্ষ্ণা অথ শিখয়া (হৃদয়াদিমন্ত্রৈস্তথা) গায়ত্র্যা চ অভিমন্ত্রয়েৎ (মন্ত্রসংস্কৃতানি কুর্য্যাৎ)।। ২২।।

অনুবাদ— পূজক পুরুষ পাদ্য অর্ঘ্য ও আচমনীয়ের জন্য পাত্রত্রয়কে যথাক্রমে হৃদয়, মস্তক ও শিখামন্ত্র এবং গায়ত্রীদ্বারা সংস্কৃত করিবেন।। ২২।।

বিশ্বনাথ— তানি চ ত্রীণি দেশিকঃ পূজকঃ ক্রমেণ হৃদয়াদিমন্ত্রৈঃ গায়ত্র্যা চ।। ২২।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—ঐ তিনটি পাত্রকে পূজক ক্রমে হৃদয় আদি মন্ত্রদ্বারা ও গায়ত্রীদ্বারা মন্ত্রিত করিবে।।২২

তথ— অর্ঘ্য—পূজা সামগ্রীবিশেষ, "আপঃ ক্ষীরং কুশাগ্রঞ্চ দধি সর্পিঃ সতণ্ডুলম্। যবঃ সিদ্ধার্থকশ্চৈব অষ্টাঙ্গোঽর্ঘ্যঃ প্রকীর্ত্তিতঃ। অথবা—"সাক্ষতং সুমনোযুক্তমুদকং দধিমিশ্রিতম্। অর্ঘ্যং" ইত্যাদি সামবেদীয়গণের কথিত বিধি দৃষ্ট হয়। সামবেদী ব্রাহ্মণগণ 'অর্ঘ্যং'-শব্দটি য ফলা-যুক্ত ও ক্লীবলিঙ্গে এবং অন্যবেদী ব্রাহ্মণ 'অর্ঘঃ'-শব্দটি য-ফলা-শূন্য ও পুংলিঙ্গে ব্যবহার করেন।। ২২।।

বিবৃতি— গায়ত্রীর উচ্চারণমুখে 'শিখায়ৈ বষট্'-মন্ত্র 'শিরসে স্বাহা'-মন্ত্র এবং 'হৃদয়ায় নমঃ'-মন্ত্রের দ্বারা অর্চ্চনকারী পাত্র শোধন করিবেন। দ্রব্যসমূহের প্রোক্ষণও স্নানাদি ভগবচ্চিন্তনপর প্রোক্ষণদ্বারা পাদ্য, অর্ঘ্য আচমনীয় দ্রব্যসকল শোধন করা কর্ত্তব্য।। ২২।।

পিণ্ডে বায়ুগ্নিসংশুদ্ধে হৃৎপদ্মস্থাং পরাং মম।
অণ্বীংজীবকলাং ধ্যায়েন্নাদান্তে সিদ্ধভাবিতাম্।। ২৩।।

অন্বয়ঃ—(অনন্তরং) বায়ুগ্নিসংশুদ্ধে পিণ্ডে (কোষ্ঠগতেন বায়ুনা শোষিতে আধারগতেনাগ্নিনা দগ্ধে পুনর্ললাটস্থচন্দ্রমণ্ডলামৃতপ্লাবনেনামৃতময়ে জাতে তস্মিন্ পিণ্ডে দেহে) নাদান্তে (প্রণবস্যাকারোকারমকারবিন্দুনাদাঃ পঞ্চাংশাস্তত্র নাদান্তে) সিদ্ধভাবিতাং (সিদ্ধৈর্ধ্যাতাং) হৃৎপদ্মস্থাং (হৃদয়পদ্মস্থিতাম্) অণ্বীং (সূক্ষ্মাং) মম পরাং (শ্রেষ্ঠাং) জীবকলাং (শ্রীনারায়ণমূর্ত্তিং) ধ্যায়েৎ (চিন্তয়েৎ)।। ২৩।।

অনুবাদ— অনন্তর দেহকে কোষ্ঠগত বায়ুদ্বারা শোষিত, আধারগত অগ্নিদ্বারা দগ্ধ এবং ললাটস্থ চন্দ্রমণ্ডলের অমৃতসেচন দ্বারা পুনরায় অমৃতময় করিয়া নাদমধ্যে সিদ্ধগণচিন্তিতা হৃদয়পদ্মস্থিতা সূক্ষ্মাকৃতি মদীয়া শ্রেষ্ঠা শ্রীনারায়ণমূর্ত্তির চিন্তা করিবেন।। ২৩।।

বিশ্বনাথ— ততশ্চ পিণ্ডে দেহে বায়ুগ্নিসংশুদ্ধে ইতি কোষ্ঠগতেন বায়ুনা শোষিতে আধারগতেনাগ্নিনা দগ্ধে পুনর্ললাটস্থচন্দ্রমণ্ডলামৃতপ্লাবনেনামৃতময়ে জাতে তস্মিন্ হৃৎপদ্মস্থাং পরাং শ্রেষ্ঠাং জীবকলাং জীবঃ কলা যস্যাস্তাং শ্রীনারায়ণমূর্ত্তিং ধ্যায়েৎ। নাদান্তে ইতি প্রণবস্যাকারোকারমকারবিন্দুনাদাঃ পঞ্চাংশাস্তত্র নাদান্তে সিদ্ধৈর্ধ্যাতাম্। তথাচ শ্রুতিঃ 'যো বেদাদৌ স্বরঃ প্রোক্তো বেদান্তে চ প্রতিষ্ঠিতঃ' ইতি।। ২৩।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— তৎপরে দেহে বায়ু ও অগ্নিদ্বারা অর্থাৎ কোষ্ঠগত বায়ুদ্বারা শোধিত ও আধারগত অগ্নিদ্বারা দগ্ধ, পুনরায় ললাটস্থিত চন্দ্রমণ্ডল হইতে অমৃত বৃষ্টিদ্বারা অমৃতময় হইলে সেই হৃৎ-পদ্মস্থিত শ্রেষ্ঠ জীবকলা অর্থাৎ শ্রীনারায়ণ মূর্ত্তিকে ধ্যান করিবে। নাদ্যন্তে অর্থাৎ প্রণবের অকার উকার মকার বিন্দু ও নাদ এই পঞ্চ অংশ, তাহার মধ্যে অর্থাৎ নাদের শেষে ধ্যান সিদ্ধ শ্রীনারায়ণ মূর্ত্তিকে ধ্যান করিবে। ইহাতে শ্রুতি প্রমাণ যিনি বেদাদিতে স্বররূপে কথিত এবং বেদান্তে প্রতিষ্ঠিত।।

মঞ্জ— জীবঃ কলা যস্যাঃ সা জীবকলা ভগবন্মূর্ত্তিঃ।
হৃদিস্থা যা হরেমূর্ত্তির্জীবো যৎপ্রতিবিম্বকঃ।
যদ্বশে বর্ত্ততে জীবঃ সা তু জীবকলা স্মৃতা।।
শব্দৈঃ সর্ব্বাত্মনানুক্তের্নাদান্তস্থা চ সা মতা।
ইতি বিবেকে।। ২৩।।

বিবৃতি— ইঁহাকে 'ভূতিশুদ্ধি' বলে। "নাদেবো দেবমর্চ্চয়েৎ"—এই বিধি অনুসারে অর্চ্চকের ভূতিশুদ্ধি সর্ব্বাগ্রে আবশ্যক।। ২৩।।

তয়াত্মভূতয়া পিণ্ডে ব্যাপ্তে সংপূজ্য তন্ময়ঃ।
আবাহ্যার্চ্চাদিষু স্থাপ্য ন্যস্তাঙ্গং মাং প্রপূজয়েৎ।। ২৪

অন্বয়ঃ— আত্মভূতয়া (স্বেনৈব ভাবেন চিন্তিতয়া) তয়া (জীবকলয়া) পিণ্ডে ব্যাপ্তে (দীপেন প্রভয়া গৃহে ইব দেহে ব্যাপ্তে সতি তস্মিন্নেবাদৌ) সম্পূজ্য (মানসৈরুপচারৈঃ পূজয়িত্বা) তন্ময়ঃ (সন্) অর্চ্চাদিষু আবাহ্য স্থাপ্য (স্থাপনমুদ্রয়া সংস্থাপ্য) ন্যস্তাঙ্গং মাং (মদঙ্গে ন্যাসান্ কৃত্বা মাং) প্রপূজয়েৎ।। ২৪।।

অনুবাদ— আত্মরূপে চিন্তিতা উক্ত-মূর্ত্তিদ্বারা নিজদেহ ব্যাপ্ত হইলে প্রথমতঃ তাহাতে মানসোপচারে পূজা করিয়া তন্ময়ভাবে প্রতিমাদিতে আবাহন ও স্থাপনপূর্ব্বক মদীয় অঙ্গে ন্যাসক্রিয়া সমাপন করিয়া পূজা করিবেন।। ২৪।।

বিশ্বনাথ— তয়া ভগবন্মূর্ত্ত্যা আত্মভূতয়া পরমাত্মস্বরূপয়া স্বপ্রভাভিঃ পিণ্ডে দেহে দীপেন স্বপ্রভাভির্গেহে ইব ব্যাপ্তে সতি প্রথমং সংপূজ্য মানসৈরুপচারৈরভ্যর্চ্চ্য তন্ময়ঃ সন্নর্চ্চাদিষু আবাহ্য স্থাপয়িত্বা ন্যস্তাঙ্গং মাং মদঙ্গে ন্যাসান্ কৃত্বেত্যর্থঃ।। ২৪।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— সেই ভগবৎ মূর্ত্তিদ্বারা পরমাত্মস্বরূপ নিজপ্রভাসমূহ দ্বারা দেহকে আলোকিত করিয়া ব্যাপ্ত হইলে পর প্রথমে মানস উপচার সমূহদ্বারা পূজা করিয়া তন্ময় হইয়া, বাহিরে অর্চ্চা বিগ্রহাদিতে আবাহন পূর্ব্বক স্থাপন করিয়া অঙ্গন্যাস পূর্ব্বক অর্থাৎ আমার অঙ্গে ন্যাস করিয়া।। ২৪।।

মধ্ব—
ব্যাপ্তো ভূতশ্চ নিত্যং যদাত্মভূতো হরিস্ততঃ।

জীবস্য তৎপ্রধানত্বং তন্ময়ত্বমুদাহৃতম্।।
ইতি তন্ত্রভাগবতে।
ব্যাপ্তোঽপি ভগবান্ বিষ্ণুর্দেহে সর্ব্বগতত্বতঃ।
ভক্তস্য ফলদো যস্মাৎ ব্যাপ্তিকৃত্তস্য তেন সঃ।।
ইতি চ।। ২৪।।

পাদ্যোপস্পর্শার্হণাদীনুপচারান্ প্রকল্পয়েৎ।
ধর্ম্মাদিভিশ্চ নবভিঃ কল্পয়িত্বাসনং মম।। ২৫।।
পদ্মমষ্টদলং তত্র কর্ণিকাকেসরোজ্জ্বলম্।
উভাভ্যাং বেদতন্ত্রাভ্যাং মহ্যং তুভয়সিদ্ধয়ে।। ২৬।।

অন্বয়ঃ— ধর্ম্মাদিভিঃ (ধর্ম্মজ্ঞানাদিভিঃ) নবভিঃ চ (শক্তিভিঃ) মম আসনং কল্পয়িত্বা তত্র (আসনে চ) কর্ণিকা-কেসরোজ্জ্বলং (কর্ণিকয়া কেসরৈশ্চ উজ্জ্বলম্) অষ্টদলং পদ্মং (চ কল্পয়িত্বা) উভয়সিদ্ধয়ে (বেদোক্ততন্ত্রোক্ত-ভুক্তিমুক্তিপ্রাপ্তয়ে) তু উভাভ্যাং বেদতন্ত্রাভ্যাং মহ্যং পাদ্যোপস্পর্শার্হণাদীন্ (পাদ্যম্ উপস্পর্শ আচমনম্ অর্হণ-মর্ঘ্যং তদাদীন্) উপচারান্ প্রকল্পয়েৎ (দদ্যাৎ)।।২৫-২৬

অনুবাদ— ধর্ম্মজ্ঞানাদি নববিধ শক্তিদ্বারা আমার আসন কল্পনা করিয়া তথায় কর্ণিকা-কেসরাদিদ্বারা সমুজ্জ্বল অষ্টদল পদ্ম কল্পনা করিবেন এবং ভুক্তিমুক্তি প্রাপ্তির জন্য বেদোক্ত ও তন্ত্রোক্ত বিধানানুসারে পাদ্য আচমন ও অর্ঘ্যাদি প্রদান করিবেন।। ২৫-২৬।।

বিশ্বনাথ— উপস্পর্শ আচমনং, অর্হণমর্ঘ্যং, প্রকল্পয়েৎ সমর্পয়েৎ। কিং কৃত্বা ধর্ম্মাদিভিরাগ্নেয়াদিকোণেষু ধর্ম্মজ্ঞানবৈরাগ্যৈশ্বর্য্যৈঃ পূর্ব্বাদিদিক্ষু তথৈবাধর্ম্মাদ্যৈশ্চ তন্মধ্যে নবভিঃ শক্তিভির্বিমলাদ্যাভিশ্চ মমাসনং যোগ-পীঠং তত্রাষ্টদলং পদ্মঞ্চ কল্পয়িত্বা বেদ-তন্ত্রাভ্যাং বেদোক্তেন তন্ত্রোক্তেন চ প্রকারেণ উভয়সিদ্ধয়ে ভুক্তিমুক্তি-প্রাপ্তয়ে মহ্যমুপচারান্ দদ্যাৎ।। ২৫-২৬।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— উপস্পর্শ অর্থাৎ আচমন ও অর্ঘ্য সমর্পণ করিবে কি করিয়া? ধর্ম্মাদি দ্বারা অগ্নিকোণ হইতে ধর্ম্ম জ্ঞান বৈরাগ্য ঐশ্বর্য্য এবং পূর্ব্ব আদি দিক্ হইতে সেই প্রকার ধর্ম্মাদি দ্বারাও তাহার মধ্যে বিমলাদি নব শক্তির সহিত আমার যোগপীঠ আসন অষ্টদলপদ্মও কল্পনা করিয়া বেদোক্ত ও তন্ত্র উক্ত প্রকারে ভুক্তি-মুক্তি প্রাপ্তির জন্য আমাকে উপচারসমূহ দান করিবে।।২৫-২৬

সুদর্শনং পাঞ্চজন্যং গদাসীষুধনুর্হলান্।
মুষলং কৌস্তুভং মালাং শ্রীবৎসঞ্চানুপূজয়েৎ।। ২৭।।

অন্বয়ঃ— সুদর্শনং পাঞ্চজন্যং (শঙ্খং) গদাসীষু-ধনুর্হলান্ (গদামসিমিষুং বাণং ধনুর্হলঞ্চেতি তান্ তথা) মুষলং কৌস্তুভং মালাং শ্রীবৎসং চ অনুপূজয়েৎ (ক্রমেণ পূজয়েৎ)।। ২৭।।

অনুবাদ— সুদর্শন, পাঞ্চজন্য, গদা, অসি, বাণ, ধনুঃ, হল, মুষল, কৌস্তুভ এবং শ্রীবৎস ইহাদিগকে ক্রমে পূজা করিবেন।। ২৭।।

বিশ্বনাথ— সুদর্শনাদিমুষলান্তায়ুধানি অষ্টদিক্ষু কৌস্তুভমালা-শ্রীবৎসানুরসি পূজয়েৎ।। ২৭।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— সুদর্শন আদি মুষল অন্ত, অস্ত্র সমূহকে অষ্টদিকে এবং কৌস্তুভ কণ্ঠে, মালা শ্রীবৎস বক্ষে পূজা করিবে।। ২৭।।

তথ্য— চতুর্ভুজ ভগবান্ শ্রীনারায়ণের চক্রের নাম —সুদর্শন, শঙ্খের নাম—পাঞ্চজন্য, গদার নাম—কৌমুদকী, পদ্মের নাম—শ্রীবাস, ধনুর নাম—শার্ঙ্গ, অসির নাম—নন্দক, মালার নাম— কৌস্তুভ, বক্ষের রোমাবলির নাম—শ্রীবৎস।। ২৭।।

নন্দং সুনন্দং গরুড়ং প্রচণ্ডং চণ্ডমেব চ।
মহাবলং বলঞ্চৈব কুমুদং কুমুদেক্ষণম্।। ২৮।।

অন্বয়ঃ— নন্দং সুনন্দং গরুড়ং প্রচণ্ডং চণ্ডম্ এব চ মহাবলং বলং চ এব কুমুদং কুমুদেক্ষণম্ (এতান্ নন্দাদীন অষ্ট পার্ষদানষ্ট দিক্ষু গরুড়ঞ্চ পুরতঃ পূজয়েৎ)।। ২৮।।

অনুবাদ— অনন্তর অষ্টদিকে নন্দ, সুনন্দ, প্রচণ্ড,

চণ্ড, মহাবল, বল, কুমুদ, কুমুদেক্ষণ—এই অষ্টপার্ষদ এবং সম্মুখভাগে গরুড়ের পূজা করিবেন।। ২৮।।

তথ্য— ইঁহারা সকলেই শ্রীনারায়ণের নিত্যসিদ্ধ-পার্ষদ ঐশ্বর্য্যরসাশ্রিত আশ্রয়বিগ্রহ।। ২৮।।

দুর্গাং বিনায়কং ব্যাসং বিষ্বক্সেনং গুরূন্ সুরান্।
স্বে স্বে স্থানে ত্বভিমুখান্ পূজয়েৎ প্রোক্ষণাদিভিঃ।। ২৯

অন্বয়ঃ— দুর্গাং বিনায়কং ব্যাসং বিষ্বক্সেনং গুরূন্ সুরান্ (ইন্দ্রাদীন্ এতান্) অভিমুখান্ (দেবস্যাভিমুখান্) স্বে স্বে স্থানে তু (দুর্গাদীন্ কোণতঃ, গুরূন্ বামতঃ, ইন্দ্রাদিলোকপালান্ পূর্ব্বাদিদিক্ষু) প্রোক্ষণাদিভিঃ (অর্ঘ্যাদিভিঃ) পূজয়েৎ।। ২৯।।

অনুবাদ— অনন্তর দেবতার অভিমুখে স্ব স্ব স্থানে দুর্গা, বিনায়ক, ব্যাস, বিষ্বক্সেন, গুরুগণ এবং ইন্দ্রাদি লোকপালগণের উদ্দেশে অর্ঘ্যাদিদ্বারা পূজা করিবেন।।

তথ্য— ইঁহারা সকলে শ্রীনারায়ণের আবরণদেবতা বৈকুণ্ঠবাসী। ইঁহাদের পূজা শ্রীনারায়ণের অর্চ্চনকালে অবশ্য কর্ত্তব্য। এই দুর্গা ও বিনায়ক (গণেশ)— দেবীধামের কাম ও অর্থ (সিদ্ধি) দাতা দুর্গা ও গণেশ নহেন।।

চন্দনোশীরকর্পূর-কুঙ্কুমাগুরুবাসিতৈঃ।
সলিলৈঃ স্নাপয়েন্মন্ত্রৈর্নিত্যদা বিভবে সতি।। ৩০।।
স্বর্ণঘর্ম্মানুবাকেন মহাপুরুষবিদ্যয়া।
পৌরুষেণাপি সূক্তেন সামভি রাজনাদিভিঃ।। ৩১।।

অন্বয়ঃ— বিভবে (সম্পদি) সতি স্বর্ণঘর্ম্মানুবাকেন (সুবর্ণং ঘর্ম্মং পরিবেদনমিত্যাদিনা তথা) মহাপুরুষবিদ্যয়া (জিতং তে পুণ্ডরীকাক্ষেত্যাদ্যয়া) পৌরুষেণ সূক্তেন (সহস্রশীর্ষেত্যাদিপুরুষসূক্তেন তথা) রাজনাদিভিঃ (ইন্দ্রং নর ইত্যাদিকায়ামৃচি গীতৈঃ) সামভিঃ (মন্ত্রৈঃ) অপি চন্দনোশীরকর্পূর-কুঙ্কুমাগুরুবাসিতৈঃ (চন্দনাদিসুরভিযুক্তৈঃ) সলিলৈঃ নিত্যদা (প্রত্যহং) স্নাপয়েৎ (অভিষেকং কুর্য্যাৎ)।।৩০-৩১।।

অনুবাদ— যথেষ্ট বৈভব বর্ত্তমান থাকিলে প্রত্যহ স্বর্ণঘর্ম্মাদিমন্ত্র, মহাপুরুষবিদ্যা, পুরুষ-সূক্তবাক্য এবং রাজন প্রভৃতি সামমন্ত্রে চন্দন উশীর কর্পূর কুঙ্কুম এবং অগুরু-সুবাসিত জলদ্বারা অভিষেক করিবেন।। ৩০-৩১

বিশ্বনাথ— স্বে স্বে স্থানে ন ত্বভিমুখানিতি নন্দাদীন্ পার্ষদান্ অষ্টদিক্ষু গরুড়ং পুরতঃ দুর্গাদীন্ কোণেষু গুরূন্ বামতঃ সুরানিন্দ্রাদিলোকপালান্ পূর্ব্বাদিদিক্ষু, প্রোক্ষণাদিভিঃ প্রোক্ষণপূর্ব্বকার্ঘ্যাদিভিঃ। কেন মন্ত্রেণ পূজয়েত্তত্রাহ—স্বর্ণঘর্ম্মানুবাকেন স্বর্ণং ঘর্ম্মং পরিবেদনমিত্যাদিনা মহাপুরুষবিদ্যয়া জিতন্তে পুণ্ডরীকাক্ষ নমস্তে বিশ্বভাবনেত্যাদিকয়া পৌরুষেণ সূক্তেন সহস্রশীর্ষেত্যাদিনা সামভিঃ রাজনাদিভিঃ ইন্দ্রং নরো নেমধিতা ইত্যস্যামৃচি গীতৈঃ। আদিশব্দেন রোহিণ্যাদ্যৈঃ।। ২৮-৩১।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— নিজ নিজ স্থানে কিন্তু অগ্নিকে নহে। নন্দ আদি পার্ষদগণকে অষ্টদিকে, গরুড় সম্মুখে, দুর্গাদিকে কোন সমূহে, গুরুবর্গকে বামদিক্ হইতে, ইন্দ্রাদি লোকপাল সমূহকে পূর্ব্বাদিদিকে শুদ্ধ জল ছিটাইয়া অর্ঘ্য দিবে। কোন্ মন্ত্রদ্বারা পূজা করিবে তাহাই বলিতেছেন —'স্বর্ণং ঘর্ম্ম পরিবেদনম্' ইত্যাদি মহাপুরুষ বিদ্যা-দ্বারা, 'জিতন্তে পুণ্ডরীকাক্ষ নমস্তে বিশ্বভাবন' ইত্যাদি দ্বারা 'সহস্র শীর্ষা' ইত্যাদি পুরুষ-সূক্ত দ্বারা, সামবেদোক্ত রাজনাদিদ্বারা, ইন্দ্রং নর ইত্যাদি ঋক্ মন্ত্র ও গীতসমূহদ্বারা, আদিশব্দ দ্বারা, রোহিণ্যাদি দ্বারা।। ২৮-৩১।।

মন্ত্র—

স্বস্য বিষ্ণুসূক্তেন ধামসূক্তং সমুদ্রাদূর্ম্মিরিতি।
নিতরাং রঞ্জয়েদ্যস্মাৎ পাবমানস্ত মণ্ডলম্।
বিষ্ণুনীরাজনং তস্মাদ্বিদ্বদ্ভিঃ সমুদাহৃতম্।।
ইতি চ।। ৩১।।

তথ্য— পৌরুষসূক্ত—ঋগ্‌বেদান্তর্গত "ওঁ সহস্র-শীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ" ইত্যাদি মন্ত্রাত্মক পুরুষসূক্ত।।

বস্ত্রোপবীতাভরণ-পত্রস্রগ্ গন্ধলেপনৈঃ।
অলঙ্কুর্ব্বীত সপ্রেম মদ্ভক্তো মাং যথোচিতম্।। ৩২।।

অন্বয়ঃ— মদ্ভক্তঃ বস্ত্রোপবীতাভরণপত্রস্রগ্-গন্ধলেপনৈঃ (বস্ত্রাদিভিরুপচারৈস্তত্র পত্রাণি কপোলবক্ষ-স্থলাদিষু লিখিতাঃ পত্রভঙ্গ্যঃ) সপ্রেম (যথাভবতি তথা) মাং যথোচিতং (যথাবিধি) অলঙ্কুর্ব্বীত (ভূষয়েৎ)।।৩২

অনুবাদ— মদ্ভক্ত পুরুষ বস্ত্র উপবীত আভরণ পত্ররচনা মাল্য গন্ধ ও অন্যান্য অনুলেপনদ্রব্য দ্বারা প্রীতির সহিত আমাকে যথাবিধি অলঙ্কৃত করিবেন।।৩২।।

বিশ্বনাথ— পত্রস্রক্ তুলসীপত্রমালা।।৩২।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— তুলসী পত্রমালা।।৩২।।

পাদ্যমাচমনীয়ঞ্চ গন্ধং সুমনসোঽক্ষতান্।
ধূপদীপোপহার্য্যাণি দদ্যান্মে শ্রদ্ধয়ার্চ্চকঃ।।৩৩।।

অন্বয়ঃ— অর্চ্চকঃ (পূজকঃ) শ্রদ্ধয়া মে (মহ্যং) পাদ্যম্ আচমনীয়ং গন্ধং সুমনসঃ (পুষ্পম্) অক্ষতান্ (আতপতণ্ডুলান্) ধূপদীপোপহার্য্যাণি চ (ধূপং দীপমন্যা-ন্যুপহারযোগ্যদ্রব্যাণি চ) দদ্যাৎ।।৩৩।।

অনুবাদ— পূজক পুরুষ শ্রদ্ধাসহকারে আমাকে পাদ্য আচমনীয় গন্ধ, পুষ্প, অক্ষত, ধূপ, দীপ ও অন্যান্য উপহার্য্যবস্তু প্রদান করিবেন।।৩৩।।

গুড়পায়সসর্পীংষি শঙ্কুল্যাপূপমোদকান্।
সংযাবদধিসূপাংশ্চ নৈবেদ্যং সতি কল্পয়েৎ।।৩৪।।

অন্বয়ঃ— সতি (বিভবে সতি) নৈবেদ্যং (নৈবেদ্য-রূপেণ) গুড়পায়সসর্পীংষি (গুড়ং পায়সং সর্পিশ্চ তথা) শঙ্কুল্যাপূপমোদকান্ (শঙ্কুল্যস্তৈলপক্কবিশেষা আপূপা আপূপানাং মণ্ডকাদীনাং সমূহা মোদকা লাড্ডুকাদিকাস্তান্ তথা) সংযাবদধিসূপান্ চ (সংযাবং যবান্নং দধি সূপান্ ব্যঞ্জনানি চ) কল্পয়েৎ (দদ্যাৎ)।।৩৪।।

অনুবাদ— বৈভবসত্ত্বে নৈবেদ্যস্বরূপ গুড়-পায়স-ঘৃত-শঙ্কুলী-আপূপ-মোদক-সংযাব-দধি ও সুপাদির ব্যবস্থা করিবেন।।৩৪।।

বিশ্বনাথ— গুড়বিকারান্ মৎস্যণ্ডীফাণিতাদীন্ পায়সং পরমান্নং শঙ্কুল্যঃ কর্ণাকারাঃ ঘৃতপক্কা গুঝা ইতি খ্যাতাঃ। আপূপাঃ পূয়া ইতি খ্যাতাঃ, সতি বিভব ইতি শেষঃ।।৩৪।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— গুড় বিকার সমূহ মিশ্রি, ফেনি ইত্যাদি, পায়স পরমান্ন, কর্ণের আকারে পিষ্টক, ঘৃতপক্ক গুঝা বিখ্যাত, মালপোয়া অর্থ সামর্থ্য থাকিলে এইসকল দ্বারা আমার পূজা করিবে।।৩৪।।

অভ্যঙ্গোন্মর্দ্দনাদর্শ-দন্তধাবাভিষেচনম্।
অন্নাদ্যগীতনৃত্যানি পর্ব্বণি স্যুরুতান্বহম্।।৩৫।।

অন্বয়ঃ— (তথা) পর্ব্বণি (একাদশ্যাদৌ) উত (অথবা) অন্বহং ((প্রত্যহম্) অভ্যঙ্গোন্মর্দ্দনাদর্শদন্তধাবা-ভিষেচনম্ (অভ্যঙ্গঃ সুগন্ধিতৈলাদিপ্রয়োগ উন্মর্দ্দনমাদর্শঃ দর্পণং দন্তধাবনমভিষেচনং পঞ্চামৃতাদিস্নপনং তানি তথা) অন্নাদ্যগীতনৃত্যানি (অন্নং ভোজ্যম্ আদ্যং ভক্ষ্যং গীতং নৃত্যঞ্চ তানি) স্যুঃ (কল্পিতানি ভবেয়ুঃ)।।৩৫।।

অনুবাদ— সেইরূপ একাদশ্যাদি পর্ব্বদিবসে অথবা প্রত্যহ অভ্যঙ্গ উন্মর্দ্দন দর্পণ দন্তধাবন পঞ্চামৃতাদি-স্নান ভোজ্য ভক্ষ্য গীত এবং নৃত্যাদির বিধান করিবেন।।৩৫।।

বিশ্বনাথ— অভ্যঙ্গেতি। প্রথমং দন্তধাবনং ততঃ সুগন্ধিতৈলেনাভ্যঙ্গঃ ততঃ কুঙ্কুমকর্পূরচূর্ণাদিভিরুদ্বর্ত্তনং ততঃ পঞ্চামৃতাদ্যৈঃ সুগন্ধিজলেন চ স্নপনং ততোঽত্রা-নুক্তমপি অনর্ঘ্যঃ কৌষেয়বস্ত্ররত্নালঙ্কারচন্দনাদ্যালেপ-স্রগাদিকং তত আদর্শো দর্পণঃ ততো গন্ধপুষ্পধূপদীপাচ-মনীয়ানি দেয়ানি। অন্নাদ্যেতি চতুর্ব্বিধস্বাদ্বন্নসুগন্ধজলতা-ম্বূলমালারাত্রিক-পুষ্পশয্যাব্যজনাদিকং ততো বাদ্যগীত-নৃত্যাদি স্যুঃ। পর্ব্বণ্যুৎসবে সতি উত বিভবে সত্যন্বহমপি স্যুঃ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— অভ্যঙ্গ প্রথমে দণ্ডধাবন, তৎ-পরে সুগন্ধি তৈলদ্বারা অঙ্গমর্দ্দন, তৎপরেকুঙ্কুম কর্পূর চূর্ণাদিদ্বারা তৈল উদ্বর্ত্তন, তৎপরে পঞ্চামৃত আদি সুগন্ধি জলদ্বারা স্নান, তৎপরে এস্থলে বলা না থাকিলেও বহুমূল্য কৌশেয়বস্ত্র রত্ন অলঙ্কার চন্দনাদি লেপন ও পুষ্পাদি মালা দ্বারা সেবা করিয়া, তৎপরে দর্পণ প্রদর্শন, তৎপরে গন্ধ পুষ্প ধূপ দীপ আচমনীয় দিবে, তৎপরে অন্নাদি চতুর্ব্বিধ

স্বাদু অন্ন, সুগন্ধীজল, তাম্বুল, মালা, আরাত্রিক, পুষ্প-শয্যা, ব্যজনাদি। তৎপরে বাদ্যগীত নৃত্য আদি হইবে। উৎসব পর্ব হইলে অথবা বৈভব থাকিলে প্রতিদিনই এইরূপ করিবে।। ৩৫।।

বিধিনা বিহিতে কুণ্ডে মেখলাগর্ত্তবেদিভিঃ।
অগ্নিমাধায় পরিতঃ সমূহেৎ পাণিনোদিতম্।। ৩৬।।

অন্বয়ঃ— মেখলাগর্ত্তবেদিভিঃ (উপলক্ষিতে) বিধিনা (যথাবিধি) বিহিতে কুণ্ডে উদিতং (প্রজ্বলিতম্) অগ্নিম্ আধায় (সংস্থাপ্য) পাণিনা (হস্তেন) পরিতঃ সমূহেৎ (একত্র মেলয়েৎ)।। ৩৬।।

অনুবাদ— মেখলাগর্ত্তবেদিযুক্ত বিধিবিহিত কুণ্ড-মধ্যে প্রজ্বলিত অগ্নি সংস্থাপিত করিয়া হস্তদ্বারা একত্র মিলিত করিবেন।। ৩৬।।

বিশ্বনাথ— ফলভূয়স্ত্বার্থিনোঽগ্নাবপি পূজাপ্রকার-মাহ,—বিধিনেতি। "বিস্তারোচ্ছ্রায়তস্তিস্রো মেখলাশ্চতুরঙ্গুলাঃ। হস্তমাত্রো ভবেদ্‌গর্ত্তঃ সযোনির্বেদিকা তথা" ইতি বিধিঃ। উদিতং প্রজ্বলিতমগ্নিং সমূহেৎ একত্র মেলয়েৎ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—অধিকফললাভেচ্ছুগণের অগ্নিতে পূজা প্রকার বলিতেছেন—বিস্তার উচ্চতা, তিনটি মেখলা চারি অঙ্গুলি পরিমিত, একহস্ত মাত্র গর্ত্ত, যোনি সহিত অগ্নি কুণ্ড ও বেদীকে নির্ম্মাণ করিবে এই বিধিতে প্রজ্জ্বলিত অগ্নিকে একত্র মিলিত করিবে।। ৩৬।।

পরিস্তীর্য্যাথ পর্য্যুক্ষেদন্বাধায় যথাবিধি।
প্রোক্ষণ্যাসাদ্য দ্রব্যাণি প্রোক্ষ্যাগ্নৌ ভাবয়েত মাম্।। ৩৭

অন্বয়ঃ—অথ (দর্ভৈঃ) পরিস্তীর্য্য (আস্তীর্য্য) পর্য্যুক্ষেৎ (পরিতঃ প্রোক্ষয়েৎ) যথাবিধি অন্বাধায় (অন্বাধানসংজ্ঞকং কর্ম্ম কৃত্বাগ্নেরুত্তরতো হোমোপযোগীনি) দ্রব্যাণি আসাদ্য (নিধায়) প্রোক্ষণ্যা (প্রোক্ষণীপাত্রোদকেন) প্রোক্ষ্য (অভিষিচ্য) অগ্নৌ মাং ভাবয়েত (ধ্যায়েৎ)।।৩৭।।

অনুবাদ— অনন্তর দর্ভাস্তরণ ও পর্য্যুক্ষণ-পূর্ব্বক যথাবিধি অন্বাধানকৃত্য সম্পাদন, হোমোপযোগী দ্রব্য-সমূহের সংস্থাপন ও প্রোক্ষণীপাত্রোদকদ্বারা প্রোক্ষণ করিয়া অগ্নিমধ্যে আমার ধ্যান করিবেন।। ৩৭।।

বিশ্বনাথ— ততশ্চ দর্ভৈঃ পরিস্তীর্য্য আবৃত্য পরিতঃ প্রোক্ষয়েৎ। অন্বাধায় অন্বাধানসংজ্ঞকং ব্যাহৃতিভিঃ সমিৎ-প্রক্ষেপণাদিরূপং কর্ম্ম কৃত্বা আসাদ্য অগ্নেরুত্তরতো নিধায় প্রোক্ষণ্যা প্রোক্ষণীপাত্রোদকেন প্রোক্ষ্য মাং অন্তর্য্যামিতয়া বহ্নৌ বর্ত্তমানম্।। ৩৭।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— তৎপরে কুশ দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া আবৃত চতুর্দ্দিকে জলছিটাইবে। অগ্নির উত্তরদিকে প্রোক্ষণীয়জলদ্বারা ধুইয়া আমাকে অন্তর্য্যামিরূপে অগ্নিতে বর্ত্তমান ভাবনা করিবে।। ৩৭।।

তপ্তজাম্বূনদপ্রখ্যং শঙ্খচক্রগদাম্বুজৈঃ।
লসচ্চতুর্ভুজং শান্তং পদ্মকিঞ্জল্কবাসসম্।। ৩৮।।
স্ফুরৎকিরীটকটক-কটিসূত্রবরাঙ্গদম্।
শ্রীবৎসবক্ষসং ভ্রাজৎকৌস্তুভং বনমালিনম্।। ৩৯।।
ধ্যায়ন্নভ্যর্চ্চ্য দারূণি হবিষাভিঘৃতানি চ।
প্রাস্যাজ্যভাগাবাঘারৌ দত্ত্বা চাজ্যপ্লুতং হবিঃ।। ৪০।।
জুহুয়ান্মূলমন্ত্রেণ ষোড়শর্চ্চাবদানতঃ।
ধর্ম্মাদিভ্যো যথান্যায়ং মন্ত্রৈঃ স্বিষ্টিকৃতং বুধঃ।। ৪১।।

অন্বয়ঃ—(অথ) তপ্তজাম্বূনদপ্রখ্যং (তপ্তকাঞ্চনবর্ণং) শঙ্খ-চক্র-গদাম্বুজৈঃ লসচ্চতুর্ভুজং (লসন্তঃ শোভমানা-শ্চত্বারো ভুজা যস্য তং) শান্তং পদ্মকিঞ্জল্কবাসসং (পদ্ম-কেসরবৎপীতবসনং) স্ফুরৎকিরীট-কটক-কটিসূত্রবরাঙ্গদং (স্ফুরন্তি কিরীটাদীনি যত্র তং) শ্রীবৎসবক্ষসং (বক্ষসি শ্রীবৎসচিহ্নযুতং) ভ্রাজৎকৌস্তুভং (ভ্রাজন্ কৌস্তুভো যস্য তং) বনমালিনং (মাং) ধ্যায়ন্ (চিন্তয়ন্) অভ্যর্চ্চ্য (পূজ-য়িত্বা) হবিষা (ঘৃতেন) অভিঘৃতানি (সংসিক্তানি) দারূণি (শুষ্কসমিধঃ) প্রাস্য (প্রক্ষিপ্য) আঘারৌ (তৎসংজ্ঞকৌ যাগৌ তথা) আজ্যভাগৌ আজ্যপ্লুতং (ঘৃতাক্তং) হবিঃ চ

(হব্যদ্রব্যঞ্চ) দত্ত্বা বুধঃ মূলমন্ত্রেণ (অষ্টাক্ষরেণ) ষোড়শর্চ্চাবদানতঃ (ষোড়শ ঋচো যস্মিন্ তেন পুরুষসূক্তেন চ অবদানতঃ প্রত্যৃচমাহুতিগ্রহণেনেত্যর্থঃ) মন্ত্রৈঃ (স্বাহান্তৈর্নামমন্ত্রৈঃ)যথান্যায়ং (পূজাক্রমেণৈব) ধর্ম্মাদিভ্যঃ স্বিষ্টিকৃতম্ (অগ্নয়ে স্বিষ্টিকৃতে স্বাহেত্যেবং হুত্বা) জুহুয়াৎ (হোমং কুর্য্যাৎ)।। ৩৮-৪১।।

অনুবাদ— অনন্তর তপ্তকাঞ্চনবর্ণ, শঙ্খ-চক্র-গদাপদ্ম শোভিত-ভুজ-চতুষ্টয়যুক্ত, প্রশান্ত, পদ্মকেশর-তুল্যপীতবসনপরিহিত, সমুজ্জ্বল-কিরীট-কটক-কটিসূত্র-অঙ্গদভূষিত, বক্ষঃস্থলে শ্রীবৎসাঙ্কিত, দেদীপ্যমান-কৌস্তুভ-সমন্বিত, বনমালাধারী মদীয়রূপের চিন্তা ও আরাধনা করিয়া ঘৃতসিক্ত সমিধ্ প্রক্ষেপপূর্ব্বক আঘার-নামক যজ্ঞদ্বয়, আজ্যভাগদ্বয় ও ঘৃতাক্ত হব্যদ্রব্য প্রদান করিবেন। অনন্তর মূলমন্ত্রে ও ষোড়শ ঋক্‌যুক্ত পুরুষ-সূক্তমন্ত্রের প্রতিমন্ত্রে আহুতিগ্রহণদ্বারা স্বাহান্ত নামমন্ত্রে যথাবিধি ধর্ম্মাদির উদ্দেশে স্বিষ্টিকৃত হোম করিবেন।।

বিশ্বনাথ—হবিষা অভিঘৃতানি সিক্তানি। ঘৃঘ্ সেচনে। প্রাপ্য অগ্নৌ প্রক্ষিপ্য আঘারৌ তৎসংজ্ঞকৌ যাগৌ এবমাজ্যভাগৌ চ দত্ত্বা তদর্থা আহুতীদত্ত্বেত্যর্থঃ আজ্য-প্লুতং ঘৃতসিক্তং হবিস্তিলাদিকং যজ্ঞিয়ং ষোড়শ ঋচো যস্মিংস্তেন পুরুষসূক্তেন চ অবদানতঃ প্রতিঋচমাহুতি-গ্রহণেনেত্যর্থঃ। যথান্যায়ং পূজাক্রমেণ মন্ত্রৈঃ স্বাহান্তৈঃ অগ্নয়ে স্বিষ্টিকৃতে স্বাহেত্যেবং স্বিষ্টিকৃতঞ্চ হুত্বা।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— চতুর্দ্দিকে ঘৃতসিক্ত করিয়া অগ্নিতে প্রক্ষেপ করিয়া 'আঘা' নামক অগ্নিতে যাগ এবং ঘৃত ভাগ দান করিয়া ঘৃতসিক্ত তিলাদিকে যজ্ঞীয় ষোলটি ঋক্‌মন্ত্রযুক্ত পুরুষসূক্ত দ্বারা ঘৃত প্রদান করিয়া, প্রত্যেক ঋক্‌মন্ত্রে আহুতি প্রদান দ্বারা যথাবিধি পূজাক্রমে স্বাহাযুক্ত মন্ত্রসমূহ দ্বারা অগ্নিতে হোম করিবে।। ৩৮-৪১।।

অভ্যর্চ্চ্যাথ নমস্কৃত্য পার্ষদেভ্যো বলিং হরেৎ।
মূলমন্ত্রং জপেদ্‌ব্রহ্ম স্মরন্ নারায়ণাত্মকম্।। ৪২।।

অন্বয়ঃ— (ততো বহ্নিমধ্যস্থং ভগবন্তমন্তর্য্যামিণম্) অভ্যর্চ্চ্য (পূজয়িত্বা) অথ নমস্কৃত্য পার্ষদেভ্যঃ (নন্দাদিভ্যঃ) বলিং হরেৎ (অষ্টদিক্ষু পূজাং দদ্যাৎ ততঃ) নারায়ণাত্মকং ব্রহ্ম স্মরন্ মূলমন্ত্রং (যথাশক্তি) জপেৎ।। ৪২।।

অনুবাদ— অনন্তর বহ্নিমধ্যস্থিত ভগবানের পূজা ও নমস্কারপূর্ব্বক নন্দাদি পার্ষদগণের উদ্দেশ্যে পূজা-প্রদান ও নারায়ণ ব্রহ্ম স্মরণ এবং যথাশক্তি মূলমন্ত্র জপ করিবেন।। ৪২।।

দত্ত্বাচমনমুচ্ছেষং বিষ্বক্‌সেনায় কল্পয়েৎ।
মুখবাসং সুরভিমৎ তাম্বূলাদ্যমথার্হয়েৎ।। ৪৩।।

অন্বয়ঃ— (ততঃ) আচমনং দত্ত্বা উচ্ছেষং বিষ্বক্‌-সেনায় কল্পয়েৎ (নৈবেদ্যভাগং বিষ্বক্‌সেনায় দদ্যাৎ) অথ (পশ্চাৎ) সুরভিমৎ (সুগন্ধবৎ) তাম্বূলাদ্যং মুখবাসং (দত্ত্বা পুনরপি পুষ্পাঞ্জলিনা) অর্হয়েৎ (পূজয়েৎ)।। ৪৩।।

অনুবাদ— অনন্তর আচমনীয় প্রদানপূর্ব্বক বিষ্বক্‌-সেনের উদ্দেশ্যে নৈবেদ্যভাগ সমর্পণ করিয়া সুগন্ধযুক্ত তাম্বূলাদি মুখবাস ও পুষ্পাঞ্জলি দ্বারা পূজা করিবেন।। ৪৩

বিশ্বনাথ— নারায়ণস্বরূপং ব্রহ্ম স্মরন্ মূলমন্ত্রং জপেৎ। উচ্ছেষং বিষ্বক্‌সেনায় কল্পয়িত্বা তদনুজ্ঞয়া স্বয়ং ভুঞ্জীতেতি স্বামিচরণাঃ।। ৪২-৪৩।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— নারায়ণস্বরূপ ব্রহ্মকে স্মরণ করিয়া মূলমন্ত্র জপ করিবে অবশেষ প্রসাদ বিষ্ণকসেনকে দান করিয়া, তাহার আদেশ অনুসারে স্বয়ং ভোজন করিবে। ইহা স্বামিচরণ বলিয়াছেন।। ৪২-৪৩।।

উপগায়ন্ গৃণন্ নৃত্যন্ কর্ম্মাণ্যভিনয়ন্ মম।
মৎকথাঃ শ্রাবয়ন্ শৃণ্বন্ মুহূর্ত্তং ক্ষণিকো ভবেৎ।। ৪৪

অন্বয়ঃ— (অথ) মৎকথাঃ উপগায়ন্ গৃণন্ (উচ্চারয়ন্) শ্রাবয়ন্ (অন্যস্মৈ শ্রাবয়ন্) শৃণ্বন্ (স্বয়মাকর্ণয়ন্) মম কর্ম্মাণি (চরিতানি) অভিনয়ন্ (স্বস্মিন্নাবিষ্কুর্ব্বন্)

নৃত্যন্ (নৃত্যঞ্চ কুর্ব্বন্) মুহূর্ত্তং (কিয়ৎকালং) ক্ষণিকঃ (উৎসবমগ্নঃ) ভবেৎ।। ৪৪ ।।

অনুবাদ— অনন্তর কিয়ৎকাল মদীয়-চরিতকথা-বিষয়ক গান, কীর্ত্তন, অন্যের নিকট বর্ণন, স্বয়ং শ্রবণ, মদীয় চরিতাভিনয় এবং নৃত্য করিয়া উৎসব-মগ্ন হইবেন।।

বিশ্বনাথ— ক্ষণ উৎসবস্তেন দীব্যতীতি ক্ষণিকঃ উৎসবমগ্নো ভবেদিত্যর্থঃ।। ৪৪ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— উৎসব দ্বারা আনন্দে ক্ষণকাল আনন্দ মগ্ন থাকিবে।। ৪৪ ।।

মধ্ব—

মম কর্ম্মাণি কীর্ত্তয়িত্বাঽভিতো নয়ন্ সর্ব্বেষাং প্রকাশয়ন্ মৎকথাঃ শ্রাবয়ন্নিত্যভিনয় শব্দার্থঃ।।৪৪

স্তবৈরুচ্চাবচৈঃ স্তোত্রৈ পৌরাণৈঃ প্রাকৃতৈরপি।
স্তুত্বা প্রসীদ ভগবন্নিতি বন্দেত দণ্ডবৎ।। ৪৫।।

অন্বয়ঃ— (অথ) পৌরাণৈঃ (আর্ষৈঃ) স্তোত্রৈঃ প্রাকৃতৈঃ (স্বরচিতৈঃ) উচ্চাবচৈঃ (উৎকৃষ্টাপকৃষ্টৈঃ) স্তবৈঃ অপি স্তুত্বা ভগবন্ প্রসীদ (প্রসন্নো ভব) ইতি (এবমুক্ত্বা) দণ্ডবৎ বন্দেত (প্রণমেৎ)।। ৪৫ ।।

অনুবাদ— অতঃপর পুরাণোক্ত স্তোত্র এবং স্বরচিত উৎকৃষ্টাপকৃষ্ট-স্তবসমূহদ্বারা স্তুতি করিয়া—"ভগবন্! প্রসন্ন হউন" এইরূপ উচ্চারণপূর্ব্বক দণ্ডবৎ প্রণাম করিবেন।। ৪৫ ।।

বিশ্বনাথ— স্তবস্তোত্রয়োরার্ষপৌরুষত্বেন ভেদঃ কল্প্যঃ,—প্রসীদ ভগবন্নিতি বিজ্ঞাপয়ন্ দণ্ডবৎ ভূমৌ পতন্ বন্দেত।। ৪৫ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— স্তব ঋষি প্রোক্ত, পুরুষকৃত স্তোত্র দ্বারা হে ভগবন্! প্রসন্ন হউন, এইরূপ জানাইয়া ভূমিতে পড়িয়া দণ্ডবৎ প্রণাম করিবে।। ৪৫ ।।

শিরো মৎপাদয়োঃ কৃত্বা বাহুভ্যাঞ্চ পরস্পরম্।
প্রপন্নং পাহি মামীশ ভীতং মৃত্যুগ্রহার্ণবাৎ।। ৪৬।।

অন্বয়ঃ—শিরঃ (মস্তকং) মৎপাদয়োঃ কৃত্বা (সংস্থাপ্য) বাহুভ্যাং চ (দক্ষিণোত্তরাভ্যাং) পরস্পরং (মম দক্ষিণোত্তরৌ পাদৌ গৃহীত্বা) ঈশ! (হে প্রভো!) মৃত্যুগ্রহার্ণবাৎ (মৃত্যুমুখরূপসমুদ্রাৎ) ভীতং প্রপন্নং (তব শরণাগতং) মাং পাহি (রক্ষেতি বিজ্ঞাপ্য প্রণমেদিত্যর্থঃ)।। ৪৬।।

অনুবাদ— মদীয় পদযুগলে মস্তক সংস্থাপিত করিয়া দক্ষিণ ও বামবাহুদ্বারা আমার দক্ষিণ ও বামপদ ধারণপূর্ব্বক— "হে প্রভো! মৃত্যুমুখরূপ সমুদ্র হইতে ভীত ও শরণাগত আমাকে রক্ষা করুন", এই বলিয়া প্রণাম করিবেন।। ৪৬ ।।

বিশ্বনাথ— তত্র দণ্ডবদ্বন্দনে প্রকারমাহ,—শির ইতি। অত্র "অগ্রে পৃষ্ঠে বামভাগে সমীপে গর্ভমন্দিরে। জপহোমনমস্কারান্ন কুর্য্যাৎ কেশবালয়ে" ইত্যগ্রপৃষ্ঠাদৌ প্রণতিনিষেধান্মৎপাদয়োর্দক্ষিণপার্শ্বে কিঞ্চিদ্দূরে শিরঃ কৃত্বা বন্দেত। কীদৃশং বাহুভ্যাঞ্চ পরস্পরং সম্মুখী ভূত-তর্কমুদ্রাভ্যাং সহিতমিতি শেষঃ। কিং ব্রুবাণ ইত্যপেক্ষায়া-মাহ প্রপন্নমিত্যর্দ্ধম্।। ৪৬ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই প্রণামের প্রকার বলিতেছেন —মস্তক আমার চরণকমলদ্বয়ে রাখিয়া পরস্পর দুই হস্ত দ্বারা আমি শরণাগত আমাকে রক্ষা করুন হে ঈশ! মৃত্যু-রূপ সংসার হইতে ভীত আমাকে পালন করুন। অগ্রে পশ্চাতে বামভাগে নিকটে শ্রীকৃষ্ণ মন্দির মধ্যে জপ হোম ও নমস্কার করিবে না। অগ্র ও পশ্চাৎ আদিতে প্রণাম নিষেধ হেতু চরণের দক্ষিণ পার্শ্বে কিঞ্চিৎ দূরে মস্তক রাখিয়া বন্দনা করিবে। কিরূপ? বাহুদ্বয়দ্বারা পরস্পরে সম্মুখ করিয়া তর্কমুদ্রা সহিত প্রণাম করিবে। কি বলিয়া? ইহার উত্তরে বলিতেছেন—শরণাগত ইত্যাদি।

ইতি শেষাং ময়া দত্তাং শিরস্যাধায় সাদরম্।
উদ্বাসয়েচ্চেদুদ্বাস্যং জ্যোতির্জ্যোতিষি তৎ পুনঃ।। ৪৭

অন্বয়ঃ—ইতি (অনয়ৈব প্রার্থনয়া) শেষাং (নির্ম্মাল্যং) ময়া দত্তাং (ধ্যাত্বা) সাদরং শিরসি আধায় (কৃত্বা) চেৎ

(যদি) উদ্‌বাসয়েৎ (বিসর্জ্জয়েত্তদা প্রতিমায়াং যন্ন্যস্তং) জ্যোতিঃ তৎ পুনঃ (পুনরপি) জ্যোতিষি (হৃৎপদ্মস্থ-জ্যোতিষ্যেব) উদ্‌বাস্যম্ (উদ্‌বাসনীয়ম্)।। ৪৭।।

অনুবাদ— পূর্ব্বোক্ত প্রার্থনানুসারেই আমার প্রদত্ত নির্ম্মাল্য মস্তকে ধারণ করিবেন। যদি প্রতিমার বিসর্জ্জন করিতে হয়, তাহা হইলে তন্মধ্যন্যস্ত জ্যোতিঃ পুনরায় হৃৎপদ্মস্থ জ্যোতিঃমধ্যে উদ্‌বাসিত করিবেন।। ৪৭।।

বিশ্বনাথ— ইতি বন্দনানন্তরং শেষাং নির্ম্মাল্যং ময়া কৃপয়া দত্তাং ধ্যাত্বা শিরস্যাধায় জ্যোতির্মদীয়ং সৈকতপ্রতি-মাদিস্থমুদ্বাস্যঞ্চেৎ পুনরপি জ্যোতিষি স্বহৃৎপদ্মস্থে এব উদ্বাসয়েৎ উৎকর্ষেণ বাসয়েৎ।। ৪৭।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— এরূপ বন্দনার পরে অবশেষ নির্ম্মাল্য আমি কৃপা পূর্ব্বক দান করিলাম, এইরূপ ধ্যান করিয়া মস্তকে ধরিয়া, আমার জ্যোতি সৈকত প্রতিমাদি হইতে লইয়া পুনরায় নিজ হৃৎপদ্মস্থ জ্যোতিতেই উৎ-কর্ষের সহিত বসাইবে।। ৪৭।।

অর্চ্চাদিষু যদা যত্র শ্রদ্ধা মাং তত্র চার্চ্চয়েৎ।
সর্ব্বভূতেষ্বাত্মনি চ সর্ব্বাত্মাহমবস্থিতঃ।। ৪৮।।

অন্বয়ঃ— অর্চ্চাদিষু (মধ্যে) যদা যত্র শ্রদ্ধা (ভবতি তদা) তত্র চ (তত্রৈবাধিষ্ঠানে) মাম্ অর্চ্চয়েৎ (যতঃ) সর্ব্বাত্মা (সর্ব্বান্তর্য্যামী) অহং সর্ব্বভূতেষু আত্মনি (স্বস্মিন্) চ অবস্থিতঃ (সর্ব্বদৈব স্থিতঃ)।। ৪৮।।

অনুবাদ— প্রতিমাদির মধ্যে যে-সময় যে-অধি-ষ্ঠানে শ্রদ্ধা হয়, তৎকালে সেই অধিষ্ঠানেই আমার পূজা করিবেন; যেহেতু আমি সর্ব্বান্তর্য্যামিরূপে সর্ব্বভূতে এবং নিজের মধ্যে সর্ব্বদা অবস্থিত রহিয়াছি।। ৪৮।।

বিশ্বনাথ— যদ্যপ্যেবমর্চ্চায়ামের প্রাধান্যমুক্তং তদপি শ্রদ্ধৈব মমাবির্ভাবে কারণং যাং বিনা সাক্ষাদ্ভূত-স্যাপ্যস্য মমোপলব্ধির্বিরাড়বিদুষামিত্যাদিবন্ন স্যাদিত্য-ভিপ্রেত্য শ্রদ্ধায়া আবশ্যকত্বং দর্শয়িতুমাহ,—অর্চ্চাদিষ্বিতি। অধিষ্ঠানেষু প্রাধান্যমেব দর্শয়িতুমর্চ্চাদ্যা উক্তাঃ কিন্তু শ্রদ্ধাধিক্যে সতি মম সর্ব্বং বস্ত্বেবাধিষ্ঠানং হিরণ্য-কশিপুস্তম্ভাদাবপি মৎসুলভত্বদর্শনাদিত্যাহ,—সর্ব্ব-ভূতেষ্বিতি।। ৪৮।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— যদিও এইপ্রকার অর্চ্চাবিগ্রহেই প্রধানতঃ বলিলেন, তাহাও শ্রদ্ধার সহিত আমার আবি-র্ভাবের কারণ, যাহা ব্যতীত সাক্ষাৎ হইবার ও আমার উপলব্ধি অবিদ্বানগণের পক্ষে বিরাট ইত্যাদির ন্যায় না হয়, এই অভিপ্রায় করিয়া শ্রদ্ধার আবশ্যকতা দেখাইবার জন্য বলিতেছেন। পূজার অধিষ্ঠানসমূহে পূজার প্রধান্যই দেখাইবার জন্য অর্চ্চাদি বলিয়াছেন। কিন্তু শ্রদ্ধা অধিক হইলে পর সর্ব্ববস্তুই আমার অধিষ্ঠান হিরণ্যকশিপু প্রভৃতি স্তম্ভাদিতেও আমার সুলভদর্শন করিয়াছেন, ইহাই বলিতেছেন—সর্ব্বভূতে আমার অধিষ্ঠান।। ৪৮।।

বিবৃতি— ভগবান্ সকল জীবাত্মার সেব্য পরমাত্ম-স্বরূপ। প্রত্যেক প্রাণীর মধ্যেই তিনি সেব্য-আত্মরূপে বিরাজমান। যে-যে-প্রতিমায় ভগবানের স্বরূপের উদ্দী-পন হয়, তত্তৎ প্রতিমায় শ্রদ্ধাপূর্ব্বক ভগবানের অর্চ্চন করিবে। শ্রীঅর্চ্চা-মূর্ত্তি ভগবানের অবতার বলিয়া কথিত হন। অর্চ্চা-মূর্ত্তি অর্চ্চকের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়া তাঁহার মঙ্গল বিধান করেন। অর্চ্চার গঠন ও অর্চ্চার উপাদান লইয়া যাঁহারা অর্চ্চাকে ভোগ্যমাত্র জ্ঞান করেন, তাঁহাদের ভগবদ্‌বিগ্রহের প্রতি শ্রদ্ধা নাই, জানিতে হইবে। ভোগ্য ইতর-বস্তু-জ্ঞানে যদি কেহ ভগবানের প্রতি অর্চ্চনের অভিনয় প্রদর্শন করেন, তবে তাঁহার শ্রদ্ধা নাই জানিতে হইবে। বিশ্বাস-সহকারে ভগবৎপ্রতিমার ষোড়শোপচারে সেবা কর্ত্তব্য। ভগবদ্‌বিগ্রহ জানিবার পরিবর্ত্তে অন্য কিছু জানিলে ভগবদ্‌বিশ্বাস থাকে না। ভগবান্ সকল প্রাণীতেই আছেন; কিন্তু সেই প্রাণী বা বস্তুগুলিকে ভোগ্যজ্ঞানে আপনাকে ভোক্তৃজ্ঞান অবশেষে ভোগ্যবস্তু-সাম্যজ্ঞানে পরিণত হয় মাত্র। তথায় ভগবদ্‌বিশ্বাস-রাহিত্যই জ্ঞাপিত হয়। বিশ্বাস-সহকারে অর্চ্চার সেবা জীবকে বাহ্য-প্রতীতি হইতে ক্রমমুক্তি প্রদান করে। কনিষ্ঠাধিকারে প্রাকৃত বিচার প্রবিষ্ট থাকায় উহাতে শ্রদ্ধাতি-

শয্যের বৃদ্ধিক্রমে পূজকের মিত্রতাবৃত্তির অভাব ঘটে। শ্রদ্ধাপূর্ব্বক অর্চ্চন করিতে করিতে অর্চ্চায় ভক্তারাধ্য বিগ্রহবিচার উপস্থিত হইলেই উত্তম, মধ্যম ও কনিষ্ঠ ভাগবতের ভক্তির তারতম্য বুঝিবার সামর্থ্য হয়। তখন চিদানন্দময় ভক্তের দেহেই ভগবানের অবস্থান এবং তাঁহার পূজক কীর্ত্তনকারীতে সুদৃঢ় বিশ্বাস তাঁহার প্রতি সাধারণ নরমাত্রবিচার হইতে পার্থক্য স্থাপন করায়।।৪৮

এবং ক্রিয়াযোগপথৈঃ পুমান্ বৈদিকতান্ত্রিকৈঃ।
অর্চ্চন্নুভয়তঃ সিদ্ধিং মত্তো বিন্দত্যভীপ্সিতাম্।। ৪৯।।

অন্বয়ঃ— পুমান্ এবং (ক্রমেণ) বৈদিকতান্ত্রিকৈঃ ক্রিয়াযোগপথৈঃ (ক্রিয়াবিধানমার্গৈঃ) অর্চ্চন্ (পূজয়ন্) উভয়তঃ (ইহামুত্র চ) মত্তঃ (মৎসকাশাৎ) অভীপ্সিতাং (স্বাভীষ্টাং) সিদ্ধিং বিন্দতি (লভতে)।। ৪৯।।

অনুবাদ—পুরুষ এইরূপে বৈদিক ও তান্ত্রিক ক্রিয়া-বিধিমার্গে পূজা করিয়া ইহলোকে এবং পরলোকে আমার নিকট হইতে অভীষ্টসিদ্ধি লাভ করিয়া থাকেন।। ৪৯।।

বিশ্বনাথ— উভয়তঃ ইহামুত্র চ।। ৪৯।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—উভয়লোকে অর্থাৎ এইলোকে ও পরলোকে।। ৪৯।।

বিবৃতি—বেদানুমোদন ও সাত্বত পঞ্চরাত্রের বিধান-অনুসারে অর্চ্চন করিলে ভগবান্ অর্চ্চকের অভীষ্ট পূরণ করেন। বৈদিক ও পাঞ্চরাত্রিক—উভয় মন্ত্রের অনুশীলন-দ্বারাই ভগবৎকৃপালাভ ঘটে।। ৪৯।।

মদর্চ্চাং সম্প্রতিষ্ঠাপ্য মন্দিরং কারয়েদ্দৃঢ়ম্।
পুষ্পোদ্যানানি রম্যাণি পূজাযাত্রোৎসবাশ্রিতান্।। ৫০

অন্বয়ঃ— মদর্চ্চাং (মম প্রতিমাং) সংপ্রতিষ্ঠাপ্য (সংস্থাপ্য) দৃঢ়ং মন্দিরং (তথা) রম্যাণি পুষ্পোদ্যানানি (তথা) পূজাযাত্রোৎসবাশ্রিতান্ (পূজা প্রত্যহং, যাত্রা বিশিষ্টে পর্ব্বণি জনসমাগমঃ, উৎসবো বসন্তাদিমহোৎসবস্তদাশ্রিতান্ ক্ষেত্রাদীংশ্চ) কারয়েৎ।।৫০।।

অনুবাদ— মদীয়-প্রতীমা-সংস্থাপনপূর্ব্বক সুদৃঢ় মন্দির, সুরম্য পুষ্পোদান এবং পূজা-যাত্রা মহোৎসবাদির স্থান কল্পনা করিবেন।। ৫০।।

বিশ্বনাথ— সমর্থং প্রত্যাহ,—পূজা প্রাত্যহিকী, যাত্রা জন্মাষ্টম্যাদ্যা, উৎসবো বসন্তাদিমহোৎসবশ্চ তান্ অস্মাকময়ং ভাব ইতি সদ্ভাবেন আশ্রিতা যে ধার্ম্মিকা ধনিনস্তান্ মন্দিরাদিকান্ কারয়েৎ।। ৫০।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— সমর্থ ব্যক্তির প্রতি বলিতেছেন —পূজা প্রাত্যহিকী। যাত্রা জন্মাষ্টমী আদি উৎসব, বসন্ত পঞ্চমী আদি মহোৎসব। এসকল আমার বিশেষ পূজা তিথি সদ্ভাব যুক্ত আশ্রিত যাহারা ধার্ম্মিক ধনী ব্যক্তি তাহারা মন্দিরাদি নির্ম্মাণ করাইবেন।। ৫০।।

পূজাদীনাং প্রবাহার্থং মহাপর্ব্বস্বথান্বহম্।
ক্ষেত্রাপণপুরগ্রামান্ দত্ত্বা মৎসার্ষ্টিতামিয়াৎ।। ৫১।।

অন্বয়ঃ— মহাপর্ব্বসু অথ অন্বহং (প্রতিদিনঞ্চ) পূজাদীনাং প্রবাহার্থং (সন্ততানুবৃত্ত্যর্থং) ক্ষেত্রাপণপুর-গ্রামান্ (ক্ষেত্রাদীন্) দত্ত্বা মৎসার্ষ্টিতাং (মৎসমানৈশ্বর্য্যম্) ইয়াৎ (প্রাপ্নুয়াৎ)।। ৫১।।

অনুবাদ— মহাপর্ব্বসমূহে এবং প্রত্যহ নিয়ত পূজাদিনির্ব্বাহের জন্য যিনি দেবতার উদ্দেশ্যে ক্ষেত্র, আপণ, পুর ও গ্রামাদির উৎসর্গ করেন, তিনি মত্তুল্য-সম্পদ্ লাভ করিয়া থাকেন।। ৫১।।

বিশ্বনাথ— তে ধনিনোঽপি কৃতার্থা ভবন্তীত্যাহ,—পূজাদীনামিতি। মৎসার্ষ্টিতাং মৎসমানৈশ্বর্য্যম্।। ৫১।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— সেই ধনীগণও কৃতার্থ হয়, ইহাই বলিতেছেন—আমার সমান ঐশ্বর্য্য লাভ করে। যাহারা আমার পূজার ধারাবাহিক প্রতিদিন ও মহাপর্ব্ব-দিনে, উৎসবাদি চলিবার জন্য জমি, বাজার, নগর, গ্রাম, আদি দান করে।। ৫১।।

বিবৃতি— ভগবদর্চ্চার সুপ্রতিষ্ঠা করিয়া তাঁহার জন্য সুদৃঢ় মন্দির নির্ম্মাণ করা কর্ত্তব্য। এতদ্ব্যতীত পুষ্পোদ্যান,

পূজা, যাত্রা ও মহোৎসবাদি করা অবশ্য কর্ত্তব্য। বিশেষ বিশেষ পর্ব্বে মহোৎসবাদি, ভূমি-সংগ্রহে, ক্রয়-বিক্রয়ের স্থান, ভূম্যধিকারিত্ব ও প্রজাবর্গের বাস্তুস্থাপনপূর্ব্বক তদুত্থ অর্থের দ্বারা রাজসেবা করিলে পূজকের ভগবৎসদৃশ ঐশ্বর্য্যলাভ ঘটে।। ৫১।।

প্রতিষ্ঠায় সার্ব্বভৌমং সদ্মনা ভুবনত্রয়ম্।
পূজাদিনা ব্রহ্মলোকং ত্রিভির্মৎসাম্যতামিয়াৎ।। ৫২।।

অন্বয়ঃ— প্রতিষ্ঠয়া (মদর্চ্চাপ্রতিষ্ঠাপনেন) সার্ব্বভৌমং (চক্রবর্ত্তিপদম্) ইয়াৎ (লভতে) সদ্মনা (মন্মন্দিরদানেন) ভুবনত্রয়ং (ত্রিলোকাধিপত্যমিয়াৎ)পূজাদিনা ব্রহ্মলোকম্ (ইয়াৎ কিঞ্চ) ত্রিভিঃ (প্রতিষ্ঠামন্দিরদান-পূজনাদিভিঃ) মৎসাম্যতাং (ময়া সাম্যমিয়াৎ)।। ৫২।।

অনুবাদ— পুরুষ মদীয়বিগ্রহ প্রতিষ্ঠাদ্বারা সার্ব্বভৌমপদ, মদীয়-মন্দির-নির্ম্মাণদ্বারা ত্রিলোকাধিপত্য, পূজাদিদ্বারা ব্রহ্মলোক এবং উক্ত ত্রিবিধ কৃত্যের অনুষ্ঠানদ্বারা আমার সাম্যলাভ করিয়া থাকেন।। ৫২।।

বিশ্বনাথ— প্রতিষ্ঠাদীনাং পার্থক্যেন সামস্ত্যেন চ ফলমাহ,—প্রতিষ্ঠয়া ভগবৎপ্রতিমাস্থাপনেন, সদ্মনা মন্দির-নির্ম্মাণেন পূজাদিনির্ব্বাহেণ মৎসাম্যতাং মৎসারূপ্যং স্বার্থে ষ্যঞ্।। ৫২।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— আমার মন্দির প্রতিষ্ঠাদির ফল পৃথকরূপে ও সমষ্টিরূপে বলিতেছেন—ভগবৎ প্রতিমা স্থাপন দ্বারা, মন্দির নির্ম্মাণদ্বারা, পূজা ধারাবাহিক চলিবার জন্য যাহারা ব্যবস্থা করেন, তাহারা আমার সারূপ্য প্রাপ্ত হয়।। ৫২।।

বিবৃতি— শ্রীমূর্ত্তি-প্রতিষ্ঠায় সার্ব্বভৌমত্ব, শ্রীমন্দির প্রতিষ্ঠায় ত্রিভুবন-বিজেতৃত্ব, শ্রীমূর্ত্তির অর্চ্চনে ব্রহ্মলোক-প্রাপ্তি প্রভৃতি ফললাভ ঘটে, এই ত্রিবিধ অর্চ্চনকার্য্যের কর্ত্তা হইলে ভগবৎসাদৃশ্য লাভ ঘটে। এই সকল ফলাকাঙ্ক্ষিজনগণের জন্য গুণজাত ভক্তি কথিত হইয়াছে।

"সালোক্যসার্ষ্টিসামীপ্যসারূপ্যৈকত্বমপ্যুত।
দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ।।"

শ্লোকের তাৎপর্য্য জানিলে নিরপেক্ষভাবেও শ্রীমন্দির নির্ম্মাণ, শ্রীমূর্ত্তির অর্চ্চন প্রভৃতি সম্পাদিত হইতে পারে। গুণজাত জগতের ক্রিয়া করিয়া ও গুণজাত জগতে অবস্থিত থাকিয়াও নিরপেক্ষভাবে হরিসেবার পৃথক্ ফল আছে।। ৫২।।

মামেব নৈরপেক্ষ্যেণ ভক্তিযোগেন বিন্দতি।
ভক্তিযোগং স লভতে এবং যঃ পূজয়েত মাম্।। ৫৩।।

অন্বয়ঃ— নৈরপেক্ষ্যেণ (নিষ্কামেন) ভক্তিযোগেন মাম্ এব বিন্দতি (সাক্ষান্মামেব লভতে) যঃ মাম্ এবং (পূর্ব্বোক্তবিধিনা) পূজয়েত (অর্চ্চয়েৎ) সঃ ভক্তিযোগং লভত।। ৫৩।।

অনুবাদ—নিষ্কাম ভক্তিযোগদ্বারা পুরুষ সাক্ষাদ্ভাবে আমাকেই প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। যিনি পূর্ব্বোক্ত বিধিক্রমে আমার পূজা করেন, তাহারই ভক্তিযোগ লাভ হইয়া থাকে।

বিশ্বনাথ— যস্তু নৈরপেক্ষ্যেণ জ্ঞানকর্ম্মকামনান্তর-রাহিত্যেনৈব এবং মাং পূজয়েৎ অর্চ্চনং কুর্য্যাৎ, যদ্বা ধন-ক্ষেত্রাপণাদিদানেন পূজাং কারয়েৎ স ভক্তিযোগং প্রেমাণং লভতে ততশ্চ ভক্তিযোগেন প্রেম্না মামেব বিন্দতি।।৫৩

টীকার বঙ্গানুবাদ— কিন্তু যিনি নিরপেক্ষ জ্ঞান কর্ম্ম কামনাদি রহিত হইয়াই আমাকে এইরূপ পূজা করে অথবা ধন ক্ষেত্র বাজার আদি দান পূর্ব্বক পূজা করায় তিনি প্রেমভক্তি লাভ করেন ও আমাকেই প্রাপ্ত হন।।৫৩

মধ্ব—

নৈরপেক্ষ্যেণ ভক্তিযোগেনৈব সাম্যমিত্যর্থঃ।
নির্দুঃখত্বং হরেঃ সাম্যং ন তাদৃশসুখাত্মতা।।
সর্ব্বোত্তমঃ সদানন্দঃ কথং কস্য কদাপ্যতে।
ইতি প্রকৃতে।
আধিপত্যং ত্রিলোকস্য যোগ্যানামিন্দ্রতা স্মৃতা।।
অযোগ্যানাং ত্রিলোকেষু পূজ্যত্বং সমুদাহৃতম্।।
তত্তবেৎ পরয়া ভক্ত্যা বিষ্ণোরালয়কারিণঃ।
ততোঽপ্যুদ্রিক্তয়া ভক্ত্যা বিষ্ণুং পূজয়তা সদা।।

অবাপ্যতে ব্রহ্মলোকস্তদুদ্রিক্তশ্চ মুচ্যত।
ইতি চ।। ৫২-৫৩।।

ইতি ভাগবতৈকাদশ তাৎপর্য্যে
সপ্তবিংশোঽধ্যায়ঃ।। ২৭।।

বিবৃতি— ভগবানের গুণাতীত নিরপেক্ষ সেবায় নিযুক্ত হইলে জীবের নিরুপাধিক ভক্তিযোগলাভ ঘটে। সংকীর্ত্তনমুখে যে কৃষ্ণ-পূজা, তাহাতে অর্চ্চনের উপাদান-মাহাত্ম্যে সাম্য আছে—অত্যাহার নাই। নিষ্কাম-সেবাকেই শুদ্ধভক্তি বলা যায়। ফল-কাম অর্থাৎ কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠার আশার অপেক্ষায় কেবলা ভক্তির পরিচয় নাই। সেব্যের সৌখ্যবিধানই ভক্তিযোগ।। ৫৩।।

যঃ স্বদত্তাং পরৈর্দত্তাং হরেত সুরবিপ্রয়োঃ।
বৃত্তিং স জায়তে বিড়্ভুগ্‌বর্ষাণামযুতাযুতম্।। ৫৪।।

অন্বয়ঃ— যঃ সুরবিপ্রয়োঃ (দেবদ্বিজয়োঃ) স্বদত্তাং পরৈঃ (বা) দত্তাং বৃত্তিং (সম্পদং) হরেত (অপহরেৎ) সঃ বর্ষাণাম্ অযুতাযুতং (ব্যাপ্য) বিড়্ভুক্ (বিষ্ঠাভোজী কৃমিঃ) জায়তে।। ৫৪।।

অনুবাদ— যে-ব্যক্তি স্বদত্ত বা পরদত্ত দেবতা-ব্রাহ্মণের বৃত্তি হরণ করে, সে-ব্যক্তি অযুত-অযুত-বর্ষ-পর্য্যন্ত বিষ্ঠাভোজী কৃমিজন্ম লাভ করিয়া থাকে।। ৫৪

বিশ্বনাথ— ভগবৎপূজার্থং ধনক্ষেত্রাদিদাতুর্বিবিধং ফলমুক্তং। তদপহর্ত্তুঃ ফলমাহ,—য ইতি।। ৫৪।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— ভগবৎ-পূজার জন্য ধন ও ক্ষেত্রাদি দাতার বিবিধ ফল বলিতেছেন—তাহা অপহরণ-কারীর ফল বলিতেছেন।। ৫৪।।

বিবৃতি— ভগবদুদ্দেশে নিজের বা অপরের প্রদত্ত দ্রব্য নিজ ভোগের জন্য পুনর্গ্রহণ করিলে গ্রহণকারী কীটের ন্যায় বৃত্তিবিশিষ্ট হইয়া নরকগামী হয়।। ৫৪।।

কর্ত্তুশ্চ সারথের্হেতোরনুমোদিতুরেব চ।
কর্ম্মণাং ভাগিনঃ প্রেত্য ভূয়ো ভূয়সি তৎফলম্।। ৫৫

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারম-হংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামেকাদশস্কন্ধে
সপ্তবিংশোঽধ্যায়ঃ।। ২৭।।

অন্বয়ঃ— (যতঃ) কর্ম্মণাম্ (এতে সর্ব্বে) ভাগিনঃ (ভাগার্হাস্ততঃ) কর্ত্তুঃ (অপহরণকর্ত্তুঃ পুংসো যৎ ফলং) সারথেঃ (সহকারিণঃ) হেতোঃ (প্রযোজকস্য) অনুমোদিতুঃ এব চ (অপি) প্রেত্য (পরলোকে) তৎ ফলং (ভবতি) ভূয়সি ভূয়ঃ (ভূয়সি কর্ম্মণি সারথ্যাদৌ চ ভূয়োঽধিকমেব ফলং ভবতীত্যর্থঃ)।। ৫৫।।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে সপ্তবিংশাধ্যায়স্যান্বয়ঃ।

অনুবাদ— অপহরণকারী পুরুষের ন্যায় তদ্‌বিষয়ে যাহারা সহকারী, প্রযোজক ও অনুমোদক, তাহারাও উক্তকর্ম্মের সমফলভোগী বলিয়া পরলোকে অপহরণ-কারি-পুরুষের সমান ফলই লাভ করিয়া থাকে। কর্ম্মের আধিক্যানুসারে সহকারি-প্রভৃতিরও ফলভোগ অধিকই হইয়া থাকে।। ৫৫।।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে সপ্তবিংশাধ্যায়ের
অনুবাদ সমাপ্ত।

বিশ্বনাথ— অপহর্ত্তুর্যৎফলং তদেব তৎসহায়াদী-নামপি ইত্যাহ,—কর্ত্তুরিতি। সারথেঃ সহকারণিঃ, হেতোঃ প্রযোজককস্য, অনুমোদিতুশ্চ প্রেত্য মরণানন্তরং তৎফল-মিত্যন্বয়ঃ। কুতঃ যতঃ কর্ম্মণামেতে ভাগিনঃ ভাগার্হাঃ। তত্রাপি বিশেষমাহ—ভূয়সি কর্ম্মণি সারথ্যাদৌ ভূয়ো-ঽধিকমেব ফলম্।। ৫৫।।

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।
একাদশে সপ্তবিংশঃ সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্।।

ইতি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠক্কুর কৃতা শ্রীমদ্ভা-গবতে একাদশ-স্কন্ধে সপ্তবিংশোঽধ্যায়স্য সারার্থদর্শিনী টীকা সমাপ্তা।

টীকার বঙ্গানুবাদ— অপহরণকারীর সেই ফল, তাহাই তাহার সহায়ক আদিরও ফল। সারথি অর্থাৎ সহায়কারী হেতু অর্থাৎ প্রেরণকারীর, অনুমোদনকারীরও মরণের পর সেই ফল হয়। কি কারণে? যেহেতু এই

কর্ম্মের ভাগী তাহারা, তাহার মধ্যে বিশেষ বেশী ফল সারথি প্রভৃতির।।৫৫।।

ইতি ভক্তগণের চিত্তের আনন্দদায়িনী সারার্থ-দর্শিনীতে একাদশস্কন্ধে সপ্তবিংশ অধ্যায় সাধুগণের সঙ্গে সমাপ্ত হইলেন।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশ-স্কন্ধে সপ্তবিংশ অধ্যায়ের শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর কৃতা সারার্থ-দর্শিনী টীকার অনুবাদ সমাপ্ত হইলেন।

মধ্ব—

ইতি শ্রীমদানন্দতীর্থ ভগবৎপাদাচার্য্য বিরচিতে শ্রীমদ্ভাগবতৈকাদশস্কন্ধ তাৎপর্য্যে সপ্তবিংশোঽধ্যায়ঃ।।২৪।।

তথ্য—

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশস্কন্ধের সপ্তবিংশ অধ্যায়ের তথ্য সমাপ্ত।

বিবৃতি— যাহারা ভগবদুদ্দেশে প্রদত্ত অর্থ নিজ-ভোগের জন্য পুনরায় গ্রহণ করে, অথবা তাদৃশ ভোগ অনুমোদন করে, তাহারা জীবিতোত্তর কালে সেই সেই অপকর্ম্মের ফলভোগী হয়।।৫৫।।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশস্কন্ধের সপ্তবিংশ অধ্যায়ের বিবৃতি সমাপ্ত।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশস্কন্ধের সপ্তবিংশ অধ্যায়ের গৌড়ীয়-ভাষ্য সমাপ্ত।

অষ্টাবিংশোঽধ্যায়ঃ

শ্রীভগবানুবাচ—

পরস্বভাবকর্ম্মাণি ন প্রশংসেন্ন গর্হয়েৎ।
বিশ্বমেকাত্মকং পশ্যন্ প্রকৃত্যা পুরুষেণ চ।।১।।

গৌড়ীয় ভাষ্য

অষ্টাবিংশ অধ্যায়ের কথাসার

পূর্ব্বে সবিস্তারে বর্ণিত জ্ঞানযোগ পুন এই অধ্যায়ে সংক্ষেপে কথিত হইয়াছে।

বিশ্বের যাবতীয় ভাব প্রাকৃত, ত্রিগুণজাত এবং ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ও অসৎ। সুতরাং জাগতিক ভাব বা ব্যাপার সকলের মধ্যে ভালমন্দের পার্থক্য অতি সামান্য। ইহাদের নিন্দাপ্রশংসা উভয়ই অকর্ত্তব্য—কারণ তদ্দ্বারা জড়াভি-নিবেশবশতঃ পরমার্থহানি ঘটিয়া থাকে। সমগ্র বিশ্ব-প্রকাশের অন্তরালে এক আত্মাই কার্য্যকারণরূপে বিদ্য-মান। এই প্রকার বিচার অবলম্বনপূর্ব্বক অনাসক্তভাবে সংসারে বিচরণ কর্ত্তব্য।

অবাস্তব জড়বস্তু দেহেন্দ্রিয়াদির সহিত বাস্তব আত্মার যাবৎকাল সম্বন্ধ, তাবৎকাল সংসারপ্রতীতি। জড়সত্তার অবাস্তবতা-সত্ত্বেও বিষয়াভিনিবিষ্ট অবিবেকীর সংসার-নিবৃত্তি হয় না। জন্ম-মৃত্যু-শোক-হর্ষাদি যাবতীয় সাংসা-রিকভাব প্রাকৃত অহঙ্কারের—আত্মার নহে। আত্মানাত্ম-বিবেকই এই অহঙ্কারের ধ্বংসক। বিশ্বের আদি ও অন্তে এক ব্রহ্মই বিদ্যমান। মধ্যে বিশ্বপ্রকাশও সেই ব্রহ্মাত্মক। অন্বয়ব্যতিরেক-ভাবে সর্ব্বত্র ও সর্ব্বদা এক ব্রহ্মেরই বিদ্য-মানতা। কিন্তু ব্রহ্ম স্বতঃসিদ্ধ বস্তু, জগৎ ব্রহ্মের রাজস প্রকাশ বা কার্য্য। সদ্গুরুকৃপায় এই ব্রহ্ম-বিবেকলাভে দেহাদির অনাত্মত্ব উপলব্ধিপূর্ব্বক স্বানন্দতুষ্ট হইয়া ইন্দ্রিয়াদি হইতে উপরত হইবে। মেঘের আগম বা অপগমে নির্লিপ্ত সূর্য্যের ন্যায় মুক্ত বিবেকী পুরুষকে ইন্দ্রিয়কার্য্য সকল স্পর্শ করিতে পারে না। কিন্তু দৃঢ় ভগবদ্ভক্তিযোগে যতদিন পর্য্যন্ত বিরজায় সম্যগ্ অবগাহন না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত বিষয়সঙ্গ অবশ্য পরিবর্জ্জনীয়। সাধকভক্তের

বিঘ্নাদির দ্বারা পতন হইলেও পুনঃ পর-জন্মে পূর্ব্বসাধনা-ভ্যাসবলে তাঁহার সাধন প্রবৃত্তি হয়—কর্ম্মবন্ধন হয় না। মুক্ত ও বিবেকী পুরুষের কোন অবস্থাতেই বিষয়সঙ্গ বা ভোগ হয় না। আত্মা নির্ব্বিকার, বিশুদ্ধ আত্মাতে অন্যথা কল্পনা—ইহা সমস্ত মনেরই ভ্রম। সাধনের অপক্কাবস্থায় রোগাদিদ্বারা দেহ পীড়িত হইলে সদুপায়ে তাহার প্রতি-কার বিধেয়। ভগবদ্ধ্যান ও নাম-সঙ্কীর্ত্তনাদির দ্বারা কামাদির এবং সাধুসেবার দ্বারা অহঙ্কারাদির প্রতিবিধান কর্ত্তব্য। কেহ কেহ যোগাদি-উপায়ে দেহের তারুণ্য অটুট রাখিয়া বিবিধ যোগসিদ্ধির ঘৃণ্য ও নিরর্থক চেষ্টা করে এবং সুদীর্ঘ জীবন লাভ করে। ইহা দেহসিদ্ধি মাত্র—তাহাতে বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি কখনও আগ্রহ করিবেন না। ভগবচ্চরণাশ্রয়ে ভগবৎপরায়ণ সাধক সর্ব্বপ্রকার বিঘ্নরহিত হইয়া পরমসিদ্ধি ও পূর্ণানন্দের অধিকারী হয়েন।

অন্বয়ঃ— শ্রীভগবান্ উবাচ,—প্রকৃত্যা পুরুষেণ চ (সহ) বিশ্বম্ একাত্মকম্ (এক আত্মান্তর্য্যামী যস্য তথাভূতং) পশ্যন্ (বিচারয়ন্) পরস্বভাবকর্ম্মাণি (পরেষাং স্বভাবান্ শান্তঘোরমূঢ়াত্মকান্ ভাবান্ তথা কর্ম্মাণি চ) ন প্রশংসেৎ ন গর্হয়েৎ (নাপি নিন্দেৎ)।। ১।।

অনুবাদ— শ্রীভগবান্ বলিলেন,—প্রকৃতি ও পুরুষের সহিত এই নিখিল বিশ্বকে এক অন্তর্য্যামী-পুরুষকর্ত্তৃকই নিয়ন্ত্রিত জানিয়া অপরের স্বভাব ও কর্ম্ম-সমূহের প্রশংসা বা নিন্দা করিবে না।। ১।।

বিশ্বনাথ—

অষ্টাবিংশে জ্ঞানযোগং জগন্মিথ্যাত্ববাদিনাম্।
অদ্বৈতদর্শিনাং প্রাখ্যৎ প্রভুঃ সর্ব্বমতং ব্রুবন্।। ০।।

বেদাষ্টসঙ্খ্যাধিকবিংশ ঈরিতে মতে, জগৎ স্যাৎ সদসত্তথেত্যুভে। কিমস্তি নাস্তি ব্যপদেশভূষিতমিত্যুক্তি-রস্ত্বেব্য বিধের্হরেরপি। অদ্বৈতদর্শিনো জ্ঞানিনো হি দ্বিবিধা ভবন্তি। বিশ্বস্যাস্য পরব্রহ্মোপাদানকত্বেঽবশ্যব্যাখ্যেয়ে পরিণামবাদে ব্রহ্মণো বিকারপ্রসক্তেস্তমনঙ্গীকৃত্য বিবর্ত্ত-বাদমেবাঙ্গীকুর্ব্বাণা ব্রহ্মণো নির্ব্বিকারত্বং বিশ্বস্যাস্য তু মিথ্যাত্বমাচক্ষতে খল্বেকে। অন্যে তু প্রকৃতেঃ স্বশক্তি-ত্বাত্তদ্দ্বারৈব পরব্রহ্মণো জগদুপাদানত্বমতস্তস্যাঃ কিলঃ বিকারিত্বেঽপি স্বরূপতস্তদতীতস্য পরব্রহ্মণো নির্ব্বি-কারত্বমেবেতি পরিণামবাদে কিল ন কাপি ক্ষতিঃ। তথা-চোক্তং ভগবতা,—"প্রকৃতির্হ্যস্যোপাদানমাধারঃ পুরুষঃ পরঃ। সতোঽভিব্যঞ্জকঃ কালো ব্রহ্ম তত্রিয়ন্ত্বহম্"। ইত্যতঃ সত্যপি দ্বৈতে প্রকৃতিকার্য্যাণাং তদনন্যত্বাৎ প্রকৃতেশ্চ পরমেশ্বরানন্যত্বাৎ পরমেশ্বরস্য তু বহুমূর্ত্তিত্বেঽপ্যৈক্যাদ-দ্বৈতমেব ব্রহ্মোত্যাহুঃ—উভয়েষামেব জ্ঞানিত্বেঽপ্যুত্তরে এব শ্রীভাগবতসম্মতমতাঃ। পূর্ব্বেষামপি মধ্যে যে ভগবদ্বিগ্রহভক্তধামনামাদ্যতিরিক্তপদার্থানামেব মিথ্যাত্বং ব্যাচক্ষতে তেষাং মতমাদিভরতচরিতাদৌ ক্বচিৎ ক্বচি-দুট্টঙ্কিতমিতি তন্মতমপি সর্ব্বমতজিজ্ঞাসুমুদ্ধবমাহ,—পরস্বভাবকর্ম্মাণীতি পঞ্চভিঃ। ততঃপরমধ্যায়পরিসমাপ্তি-পর্য্যন্তং বিবর্ত্তবাদিনাং পরিণামবাদিনাঞ্চ মতে ব্যাখ্যানং তুল্যমেব, কিন্তু অসদাদিশব্দৈর্বিবর্ত্তবাদিনাং মতে অবস্ত্বে-বোচ্যতে, পরিণামবাদিনাং মতে তু অসর্ব্বকালসত্তাকং বস্তূচ্যতে ইত্যেতাবানেব ভেদো দ্রষ্টব্যঃ। কার্য্যাণাং সত্ত্বে-ঽপ্যচিরস্থায়িত্বমসত্ত্বমেবেতি পরিণামবাদিনঃ, কার্য্যাণাং মিথ্যাত্বমেবাসত্ত্বমিতি বিবর্ত্তবাদিন আহুরিতি তত্র তত্র বিবেচনীয়মিতি।। ১।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— এই অষ্টাবিংশ অধ্যায়ে প্রভু শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বমত বলিয়া জগৎ মিথ্যাত্ববাদি অদ্বৈত মতে জ্ঞানযোগ বলিলেন।। ০।।

এই অষ্টাবিংশ অধ্যায়ে জগৎ সৎ, অসৎ, সেইরূপ সদসৎ, উভয়মতে জগৎ বলিয়া আছে কি নাই, এইরূপ উক্তি শ্রীহরির ও ব্রহ্মারও আছে। অদ্বৈতদর্শিজ্ঞানীগণ দ্বিবিধ হয় (১) এই বিশ্বের পরব্রহ্ম উপাদান ইহা অবশ্য ব্যাখ্যা করিতে হইবে। পরিণামবাদে ব্রহ্মের বিকারিত্ব দোষ আসিয়া পড়ে, এই মত স্বীকার না করিয়া বিবর্ত্তবাদ স্বীকারকারিগণ ব্রহ্মের নির্ব্বিকারিত্ব, এই বিশ্বের মিথ্যাত্ব বলিয়া থাকেন। কিন্তু অন্য মতে প্রকৃতি পরব্রহ্মের নিজ শক্তি-হেতু তাহার দ্বারাই পরমব্রহ্ম জগতের উপাদান

কারণ। অতএব প্রকৃতির বিকারিত্ব স্বীকার করিলেও, স্বরূপগত প্রকৃতির অতীতে পরব্রহ্মের নির্ব্বিকারত্ব, ইহা পরিণামবাদে স্বীকার করিলে কোন ক্ষতি নাই। তাহাই ভগবান বলিয়াছেন—এই জগতের উপাদান কারণ প্রকৃতি, পরমপুরুষ আধার সৎ জগতের প্রকাশক কাল, ব্রহ্ম এই তিন আমি।

এই কারণে দ্বৈত থাকিলেও প্রকৃতির কার্য্যসমূহের প্রকৃতির সহিত অনন্যভাব হেতু, প্রকৃতি পরমেশ্বর হইতে ভিন্ন হেতু, কিন্তু পরমেশ্বর বহুমূর্ত্তি হইয়াও এক থাকেন। অতএব অদ্বৈতই ব্রহ্ম এই কথা বলিয়া থাকেন। উভয়বিধ জ্ঞানীর মধ্যে শেষ পক্ষ জ্ঞানীই শ্রীভগবানের সম্মত। পূর্ব্ব মতের মধ্যেও যাঁহারা শ্রীভগবৎ বিগ্রহ, ভক্ত, ধাম, নাম ভিন্ন অতিরিক্ত পদার্থ সমূহেরেই মিথ্যাত্ব বলিয়া থাকেন, তাহাদের মত আদি ভরত চরিত্রে এবং কোথাও কোথাও দেখা যায়। সেই মত ও সর্ব্বমত জিজ্ঞাসু উদ্ধবকে বলিতেছেন—শ্রীভগবান্ পাঁচটি শ্লোকদ্বারা। তাহার পর অধ্যায় সমাপ্তি পর্য্যন্ত বিবর্ত্তবাদী ও পরিণামবাদিদের মতে ব্যাখ্যাত্মকপ্রকারই। কিন্তু অসৎ আদি শব্দ দ্বারা বিবর্ত্তবাদিগণের মতে অবস্তুই বলা হয়। পরিণামবাদীগণের মধ্যে কিন্তু অসর্ব্বকালস্থায়ী বস্তুর সত্ত্বা ইহাই বলা হয়। মতদ্বয়ের পার্থক্য কার্য্যসমূহের সত্ত্বা থাকিলেও অচিরস্থায়ী হেতু অসত্য ইহা পরিণামবাদিগণ বলেন। আর কার্য্যসমূহের মিথ্যাত্বই অসত্ত্ব ইহা বিবর্ত্তবাদিগণ বলেন। ইহাই সেই সেই স্থলে বিবেচনা করা উচিৎ।। ১।।

মধ্ব—

ন প্রশংসেত নিন্দ্যাংস্তু প্রশংস্যান্নৈব নিন্দয়েৎ।
উভয়ং যঃ করোত্যেতদসত্যাৎ স পতত্যধঃ।।
যঃ প্রশংস্যান্ন প্রশংসেন্নিন্দ্যো যেন ন নিন্দ্যতে।
সোঽপি তদ্বদধো যাতি যতোঽহরিবদুদাসকঃ।।

ইতি সৎকারে।

প্রকৃত্যা পুরুষেণ চ সহৈকেন পরমাত্মনা ব্যাপ্তমেকাত্মকং। তথা পশ্যত এব যথার্থ-জ্ঞানং ভবতি।। ১।।

বিবৃতি— বিশ্বের দর্শকসূত্রে স্ব-পর-ভেদ অবস্থিত। অন্যের প্রকৃতি ও কার্য্যের প্রশংসা বা নিন্দা করা কর্ত্তব্য নহে; যেহেতু গুণজাত জগৎ পুরুষে প্রাকৃতগুণের দ্বারাই আরোপিত হইয়া কার্য্যসমূহ সৃষ্টি করে। ভোক্তৃভোগ্যভাবে বিশ্বের অবস্থান। বিশ্বকে নির্ব্বিশেষরূপে দর্শন কালে গুণক্ষুব্ধ করিবার যত্ন করিলে দ্রষ্টা, দৃশ্য ও দর্শন—এই ত্রিবিধ বিভাগের অস্তিত্ব থাকে না। কিন্তু নিত্য বৈকুণ্ঠে গুণত্রয়ের সমাবেশ নাই। তথায় ভগবানের চিচ্ছক্তিত্রয় চিচ্ছক্তিপরিণতি প্রকটিত করিয়াছেন। বিশ্বে গুণত্রয়ের প্রাবল্য এবং একের অন্যের উপর আধিপত্য থাকায় উচ্চাবচভাবে অনুপাদেয়তা ও হেয়তা প্রবেশ করিয়াছে। নিন্দা বা প্রশংসা বিশ্বের ধর্ম্ম। বৈকুণ্ঠে ঐরূপ নিন্দাদি হেয়ভাব নাই এবং গুণত্রয় হইতে তথাকার ক্রিয়াসমূহ সম্পাদিত হয় না।। ১।।

পরস্বভাবকর্ম্মাণি যঃ প্রশংসতি নিন্দতি।
স আশু ভ্রশ্যতে স্বার্থাদসত্যভিনিবেশতঃ।। ২।।

অন্বয়ঃ— যঃ পরস্বভাবকর্ম্মাণি প্রশংসতি নিন্দতি (বা) সঃ অসতি (দ্বৈতে) অভিনিবেশতঃ (অভিনিবেশাদ্ধেতোঃ) আশু (সত্বরং) স্বার্থাৎ (জ্ঞাননিষ্ঠালক্ষণাৎ) ভ্রশ্যতে (চ্যুতো ভবতি)।। ২।।

অনুবাদ— যিনি অপরের স্বভাব ও কর্ম্মসমূহের প্রশংসা বা নিন্দা করেন, তিনি দ্বৈতাভিনিবেশ নিবন্ধন সত্বর স্বার্থবিষয় হইতে বিচ্যুত হইয়া থাকেন।। ২।।

বিশ্বনাথ— বিপক্ষে দোষমাহ,—পরেতি। স জ্ঞানী স্বার্থাৎ জ্ঞাননিষ্ঠালক্ষণাৎ অসতি মিথ্যাভূতে দ্বৈতেঽভিনিবেশাৎ।। ২।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— বিপক্ষে দোষ বলিতেছেন—সেই জ্ঞানী নিঃস্বার্থ জ্ঞাননিষ্ঠা হইতে অসৎ, মিথ্যাস্বরূপ দ্বৈতে অভিনিবেশ হেতু।। ২।।

বিবৃতি— যিনি স্বপরভেদ বিচার করিয়া একত্র মিলিত না হইয়া হরিকীর্ত্তন করেন, তিনি আত্মপ্রশংসারত হইয়া অপরকে নিন্দা করিবার উৎসাহবিশিষ্ট হন। প্রশংসা

ও নিন্দাসমূহ—প্রাকৃতগুণোত্থ, ইহা বুঝিতে না পারাতেই বদ্ধজীবের অমঙ্গল উপস্থিত হইয়াছে। আত্মস্বার্থে পর-নিন্দা বা পরপ্রশংসা নাই। বিশ্বের কর্ম্মসমূহ নিত্য নহে—অজ্ঞতামিশ্র ও আনন্দবাধযুক্ত; উহা কদাপি আত্মবৃত্তি-শব্দে কথিত হইতে পারে না। অভক্তকর্ম্মীর নিন্দা বা প্রশংসার নীতি তাহাকে উচ্চপদাসীন রাখিতে অসমর্থ। তাহার অবশ্যই দ্বিতীয়াভিনিবেশ হেতু পতন হয়।। ২।।

তৈজসে নিদ্রয়াপন্নে পিণ্ডস্থো নষ্টচেতনঃ।
মায়াং প্রাপ্নোতি মৃত্যুং বা তদ্বন্নানার্থদৃক্ পুমান্।। ৩।।

অন্বয়ঃ— তৈজসে (রাজসাহঙ্কারকার্য্যে ইন্দ্রিয়গণে) নিদ্রয়া আপন্নে (অভিভূতে সতি) পিণ্ডস্থঃ (জীবঃ) মায়াং প্রাপ্নোতি (যথা মনোমাত্রেণ কেবলং স্বপ্নরূপাং মায়াং প্রাপ্নোতি, ততো মনসি লীনে) নষ্টচেতনঃ (সন্) মৃত্যুং বা (মৃত্যুতুল্যাং সুষুপ্তিং বা প্রাপ্নোতি) তদ্বৎ (তথা) নানার্থদৃক্ পুমান্ (দ্বৈতাভিনিবেশী বিক্ষেপং লয়ঞ্চ প্রাপ্নোতি)।। ৩।।

অনুবাদ— রাজসাহঙ্কারজাত ইন্দ্রিয়গণ নিদ্রাভিভূত হইতে জীব যেরূপ মনের দ্বারা কেবলমাত্র স্বপ্নরূপা মায়াকে প্রাপ্ত হয় এবং মনেরও লয় হইলে নষ্টচেতন হইয়া মৃত্যুতুল্যা সুষুপ্তিদশা লাভ করিয়া থাকে, সেইরূপ দ্বৈতাভিনিবেশশীল পুরুষও বিক্ষেপ এবং লয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে।। ৩।।

বিশ্বনাথ— ভ্রংশমেব দৃষ্টান্তেন দর্শয়তি,— তৈজসে রাজসাহঙ্কারকার্য্যে ইন্দ্রিয়গণে নিদ্রয়া স্বাপেন আপন্নে অভিভূতে সতি পিণ্ডস্থো জীবঃ কেবলং মনোমাত্রেণ মায়াং স্বপ্নরূপাং প্রাপ্নোতি, ততো মনস্যপি লীনে সতি নষ্টচেতনঃ সন্ মৃত্যুং বা মৃত্যতুল্যাং সুষুপ্তিং বা প্রাপ্নোতি যথা, তদ্বদেব নানার্থদৃক্ দ্বৈতাভিনিবেশী বিক্ষেপং লয়ঞ্চ প্রাপ্নোতীতি।। ৩।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— পরের স্বভাব ও কর্ম্মসমূহকে যিনি প্রশংসা বা নিন্দা করেন, তিনি শীঘ্রই নিজ স্বার্থ হইতে ভ্রষ্ট হন। তাহাই দৃষ্টান্ত দ্বারা দেখাইতেছেন— তৈজস রাজস অহঙ্কারের কার্য্য ইন্দ্রিয়গণ, নিদ্রাদ্বারা অভিভূত হইতে দেহস্থ জীব কেবল মন দ্বারা স্বপ্নরূপ মায়াকে প্রাপ্ত হয়। তৎপরে মনেরও লীন হইলে, চেতন নষ্ট হইয়া মৃত্যু বা মৃত্যুতুল্য সুষুপ্তি প্রাপ্ত হয়। যেমন সেইরূপই নানা পদার্থ দ্রষ্টা দ্বৈত অভিমানী বিক্ষেপ ও লয় প্রাপ্ত হয়।। ৩।।

মধ্ব—

তৈজসাহংকৃতের্জাত ইন্দ্রিয়গ্রামকে পরাৎ।
নিদ্রয়া বশমাপন্নে জীবঃ স্যান্নষ্টচেতনঃ।।
অতো বিষ্ণোর্বশে সর্ব্বং তেন ব্যাপ্তমিতি স্মরেৎ।
ইতি চ।

নিদ্রা চৈব সুনিদ্রা চ দ্বিধা নিদ্রা প্রকীর্ত্তিতা।
তত্র নিদ্রা ভবেন্নিত্যা সুনিদ্রা মৃতিকালগা।।
ইতি সাম্যে।

মনোমাত্রস্বরূপত্বাৎ স্বপ্নো মায়েতি কথ্যতে।
ইতি চ।

তথা নানার্থদং মন এব। মনসা হি বিষয়াঃ প্রতীয়ন্তে।।

বিবৃতি— বিশ্বে অহঙ্কার-প্রবণ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে ভগবৎসেবা-বিস্মৃতজন্য নিদ্রাভিভব হয়। বদ্ধজীব-দেহ ক্রমশঃ তাহার অণুচিৎ নিত্যাবস্থিতি ভুলিয়া গিয়া স্বরূপা-বস্থিতি বিস্মৃত হন। ভগবানের বহিরঙ্গা-শক্তি-পরিণত জগতে ভোক্তৃত্বাভিমান তাহাকে গ্রাস করে। সুতরাং প্রবৃত্ত ব্যক্তি কিছুক্ষণ স্বীয় পদে অবস্থান করিবার অভিনয় করিতে করিতে বিনষ্ট হন। একমাত্র ভগবদুপাসনা-রহিত হইয়া অচিচ্ছক্তি-পরিণত প্রাকৃত দ্রব্যসমূহেরও অহঙ্কারে বিমূঢ়জনগণের প্রভু হইবার বাসনা সংখ্যাগত হেয় বিচিত্র-তায় জীবের বদ্ধধর্ম্ম বৃদ্ধি করায়। তখন একমাত্র ভগবৎ-সেবার পবিবর্ত্তে বহুবল্লভতাধর্ম্ম আসিয়া সেবাবিমুখ জীবকে দ্বিতীয়াভিনিবিষ্ট করায়।। ৩।।

কিং ভদ্রং কিমভদ্রং বা দ্বৈতস্যাবস্তুনঃ কিয়ৎ।
বাচোদিতং তদনৃতং মনসা ধ্যাতমেব চ।। ৪।।

অন্বয়ঃ— অবস্তুনঃ (অসত্যস্য) দ্বৈতস্য কিং ভদ্রং কিং বা অভদ্রং (তথা) কিয়ৎ (ভদ্রং কিয়দ্ বা অভদ্রং ভবতি) বাচা উদিতম্ (উক্তং) মনসা (চিত্তেন) ধ্যাতম্ এব চ(চিন্তিতমপি চ যৎ) তৎ অনৃতং (মিথ্যৈব)।।৪।।

অনুবাদ— যেহেতু দ্বৈতমাত্রই অসত্য, সেজন্য তন্মধ্যে "ইহা উৎকৃষ্ট, ইহা অপকৃষ্ট, এই অংশ উৎকৃষ্ট, এই অংশ অপকৃষ্ট," এরূপ বিচার করা যায় না; পরন্তু বাক্যদ্বারা যাহা উক্ত হয় এবং মনের দ্বারা যাহা চিন্তিত হয়, তৎসমুদয়ই মিথ্যা জানিবে।।৪।।

বিশ্বনাথ— দ্বৈতস্যাসত্যতয়া স্তুতিনিন্দয়োর্নির্ব্বিষয়ত্বং প্রপঞ্চয়তি,—সার্দ্ধৈঃ ষড়ুভিঃ কিং ভদ্রমিতি।অবস্তুন ইতি মদ্বিগ্রহধামনামভক্তাদিকং চিদ্রূপত্বাদ্ব্রহ্মবস্ত্বেব তদ্ভিন্নস্য দ্বৈতস্য সম্বন্ধি যদ্বাচা উদিতং, যন্মনসা ধ্যাতং তৎ সর্ব্বমনৃতং কিং ভদ্রং কিং বা অভদ্রং কিয়দ্বা ভদ্রমিত্যন্বয়ঃ।যতঃ স্তুতিনিন্দে স্যাতামিতি ভাবঃ।এবমগ্রেহপ্যসচ্ছব্দেন চিদ্ভিন্নমেব জ্ঞেয়ং, ব্যাখ্যান্তরে 'সত্যজ্ঞানানন্তানন্দমাত্রৈকরসমূর্ত্তয়' ইতি 'তাসাং মধ্যে সাক্ষাদ্ব্রহ্ম গোপালপুরী হী'তি, 'আ অস্য জানন্তো নাম চিদ্বিবিক্তনেতি', প্রযুজ্যমানে ময়ি তাং শুদ্ধাং ভাগবতীং তনুমিতি', 'মন্নিকেতন্তু নির্গুণমিতি', 'নির্গুণো মদপাশ্রয়' ইত্যাদিবচনেভ্যো গুণাতীতত্বেনাবগমিতেষ্বপি বস্তুষ্বনৃতত্বপ্রসিদ্ধিঃ স্যাদতস্তন্নোপাদেয়ম্।।৪।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— দ্বৈত বস্তু অসৎ বলিয়া স্তুতি ও নিন্দার অবিষয় ইহাই ছয়টি শ্লোকদ্বারা বিস্তৃতভাবে বলিতেছেন—আমার বিগ্রহ ধাম নাম ভক্ত আদির চিৎস্বরূপ হেতু ব্রহ্মের ন্যায়ই সৎ। তদভিন্ন দ্বৈত সম্বন্ধি যাহা বাক্যের দ্বারা বলা হয়, যাহা মনের দ্বারা ধ্যান করা হয়, সেই সমস্তই মিথ্যা।ভাল কি মন্দ অথবা কি পরিমাণ ভাল এইরূপ অন্বয় হইবে। যেহেতু স্তুতি ও নিন্দা উভয়ই আছে। এইরূপ অগ্রেও অসৎ শব্দ দ্বারা চিৎ ভিন্নকেই জানিবে, অন্য ব্যাখ্যাতে সত্য জ্ঞান অনন্ত আনন্দমাত্র একরস মূর্ত্তিসমূহ, তাহাদের মধ্যে সাক্ষাৎ ব্রহ্ম গোপালপুরী, এই শ্রীকৃষ্ণের নাম চিৎবস্তু জানিবে, কীর্ত্তনকারিগণের মুক্তি হয়।ভক্তের মৃত্যুর পূর্ব্বে তাহাকে শুদ্ধাভাগবতী তনু দান করা হয়। শ্রীভগবানের গৃহ নির্গুণ, আমার আশ্রিত হইলে নির্গুণ। এই সকল শ্রুতি বাক্য হইতে গুণাতীত হেতু এইসকল বাক্যদ্বারা জানিয়াও বস্তুগণের মধ্যে মিথ্যাত্ব প্রসিদ্ধি হয় অতএব তাহা গ্রহণীয় নহে।।

মধ্ব—

একন্তু শুভমুদ্দিষ্টমশুভং দ্বৈতমুচ্যত।
পুংসোঽশুভস্য কিং ভদ্রং কিমভদ্রং বিশেষতঃ।।
সর্ব্বদাঽশুভরূপত্বাদ্বিশেষোঽত্যল্প এব হি।
ইতি ভারতে।

দ্বৈতস্যাশুভস্য পুরুষস্য কিয়দল্পমেব হি ভদ্রমভদ্রং বা স্বযোগ্যাদাধিক্যেন ন ভবতি যত্নবতোঽপীত্যর্থঃ।

অতস্তদ্বিষয়ে ধ্যাতমুক্তঞ্চ শুভমনৃতমেব।
উচ্যতে ধ্যায়তে বাপি কুনরং প্রতি যচ্ছুভম্।।
অসত্যমেব ভবতি স্বভাবোঽসত্যমেব যৎ।
ইতি প্রদ্যোতে।।৪।।

বিবৃতি— বাস্তববস্তু একমাত্র প্রকৃতিজাত গুণাধারে প্রতিবিম্বিত হইয়া ছায়া-ধর্ম্মবশতঃ বাস্তববস্তুর ধর্ম্ম পরিবর্দ্ধিত হয়। ছায়া বা প্রতিফলিত প্রতিবিম্ব কখনও আত্মমঙ্গল-বিধান করিতে পারে না; তাহা কোন সময়ে কোন বস্তুকে অনুকূল ও কোন সময়ে কোন বস্তুকে প্রতিকূল ধারণা করিতে থাকে এবং অবাস্তব প্রতীতিতে বাস্তববস্তুর সৌসাদৃশ্য লক্ষ্য করিয়া বস্তু হইতে পৃথক্ বুদ্ধি করে।তৎকালে বাক্যের উচ্চারণ ও মনের ধ্যান সমস্তই বস্তু-ধর্ম্ম-হইতে পৃথক্ হইয়া অভক্তির বিচারে নিজ অহঙ্কার পোষণ করে।জড়ধ্যানের ধ্যাতা ও ভোগময় ব্যাপারের বক্তা ভদ্রাভদ্রবিচারে সুনিপুণ হইয়া অদ্বয়-জ্ঞান ব্রজেন্দ্রনন্দনের সেবাবিমুখ হইয়া পড়ে। আত্মার নিত্যধর্ম্ম সুপ্ত হইলে মনই অণুজীবাত্মার বিকৃতিযোগ্যতা লাভ করে। মন আপনাকে সেব্যজ্ঞানে রূপ-রস-গন্ধ-শব্দাদি স্বীয় ভৃত্যগণের দ্বারা সংগ্রহ করিয়া সুখ-দুঃখে অভিভূত হয়।তজ্জন্য অদ্বয়জ্ঞানের অভাবে বৈকুণ্ঠসেবা-রহিত ব্যক্তিগণ জড়বিচিত্রতা ও জড়-বৈশিষ্ট্যের আদর

করিয়া থাকেন। এইরূপ আদরকারী ভোগি-সম্প্রদায় ভোগের বিপরীত ত্যাগের কল্পনার দ্বারা যে দ্বৈতবাদের আবাহন করিয়া কেবলাদ্বৈতমতবাদ প্রচারে ব্যস্ত হন, উহাও সত্যের বিবর্ত্ত জানিতে হইবে। মাপিয়া লইবার তপস্যা তাহাকে ভক্তিপথ হইতে বিচ্যুত করে বলিয়া অদ্বয় জ্ঞেয় বস্তুতে তিনি গুণজাত দর্শনের আরোপ করেন এবং হ্লাদিনী, সন্ধিনী ও সম্বিৎ বৃত্তিত্রয়ের উপলব্ধি হইতে বঞ্চিত হন। তৎকালে সত্য ও মিথ্যা, উভয়কেই মিথ্যা বলিয়া তাঁহার ধারণা হয়। কিন্তু নিত্যসত্যের নশ্বরতাকে জাগতিক সত্যের মিথ্যার সহিত সমজ্ঞান করা কর্ত্তব্য নহে।। ৪।।

ছায়া প্রত্যাহ্বয়াভাসা হ্যসন্তোঽপ্যর্থকারিণঃ।
এবং দেহাদয়ো ভাবা যচ্ছন্ত্যামৃত্যুতো ভয়ম্।। ৫।।

অন্বয়ঃ—(যথা) ছায়াপ্রত্যাহ্বয়াভাসাঃ (ছায়া প্রতিবিম্বঃ, প্রত্যাহ্বয়ঃ প্রতিধ্বনিঃ, আভাসঃ শুক্তিরজতাদিরেতে) অসন্তঃ হি (অসন্তোঽপি) অর্থকারিণঃ (অর্থক্রিয়াসাধকা ভবন্তি) এবং (তথা) দেহাদয়ঃ ভাবাঃ (অসন্তোঽপি) আমৃত্যুতঃ (মৃত্যুমভিব্যাপ্য কিম্বা মৃত্যুর্লয়ো যাবন্ন লীয়ন্তে তাবৎপর্য্যন্তং) ভয়ং নিযচ্ছন্তি (কুর্ব্বন্তীত্যর্থঃ)।। ৫।।

অনুবাদ— ছায়া, প্রতিধ্বনি এবং শুক্তিরজতাদি আভাস যেরূপ মিথ্যা বস্তু হইয়াও অর্থক্রিয়াসাধক হয়, সেইরূপ দেহাদি-ভাবসমূহ মিথ্যা হইলেও মৃত্যুকালপর্য্যন্ত ভয় উৎপাদন করিয়া থাকে।। ৫।।

বিশ্বনাথ— ননু যদি দ্বৈতমসত্যমেব কথং তর্হি ঘটপটাদিময়স্য তস্যার্থক্রিয়াকারিত্বং? তত্রাহ,—ছায়া প্রতিবিম্বঃ; প্রত্যাহ্বয়ঃ প্রতিধ্বনিঃ আভাসঃ শুক্তিরজতাদিঃ, এতে খল্বসন্তোঽপ্যর্থকারিণো যথা ভবন্তি, তথৈবাসদপি দ্বৈতমর্থক্রিয়াকারীত্যর্থঃ। এবমেব দেহাদয়ো ভাবা মিথ্যাভূতা অপি আ মৃত্যুতো মৃত্যুর্লয়স্তৎ-পর্য্যন্তমেব ভয়ং সংসারদুঃখময়ং যচ্ছন্তি জীবেভ্যো দদতি।। ৫।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— প্রশ্ন? যদি দ্বৈত-বস্তুসমূহ অসৎ হয়, তাহা হইলে ঘট-পটাদি দ্বারা কিরূপে প্রয়োজন সিদ্ধি হয়? তাহার উত্তরে বলিতেছেন—ছায়া অর্থাৎ প্রতিবিম্ব, প্রতিধ্বনি, আভাস অর্থাৎ শুক্তিরজতাদি এই-সকল অসত্য হইলেও যে প্রকারে ইহারা কার্য্যকারী হয়, সেইরূপ অসৎ হইলেও দ্বৈত-বস্তুসমূহ দ্বারা প্রয়োজন সিদ্ধি হয়। এরূপ দেহাদি ভাব পদার্থ হইলেও মিথ্যা হইয়াও মৃত্যু পর্য্যন্তই ভয় সংসার দুঃখময় জীবসমূহকে দান করে।। ৫।।

মধ্ব—

স্বভাবতোঽশুভস্যাশুভদেহাদিকং নাশুভকারণং-তর্হীত্যত আহ—ছায়াপ্রত্যুদকাভাসা ইতি।

ব্যাপেক্ষ্য জীবং দেহাদি নিঃসক্তত্বাদবস্ত্বপি।
পুনঃ শুভাশুভন্নৃণাং যচ্ছেদেব শুভাশুভম্।।
ছায়ানীহারকাভাসা নিঃসক্তা অপি কার্য্যদাঃ।
এবং শুভাদি দেহাদের্ভবেৎ কার্য্যং শুভাদিকম্।।
ইতি সুমতে।

নীহারঃ প্রত্যুদশ্চৈব ধুম্রমিত্যভিশব্দ্যতে।
ইতি শব্দনির্ণয়ে।। ৫।।

বিবৃতি— প্রতিবিম্ব ছায়া, প্রতিধ্বনি, শুক্তিতে মুক্তা জ্ঞানরূপ ভ্রমাদি অবাস্তব-বস্তুপ্রতীতি। ইহার সহিত বাস্তব বস্তুসমূহের সৌসাদৃশ্য থাকিলেও উহা বাস্তব বস্তু নহে, অবাস্তব বস্তুপর্য্যায়ে জীবদ্দশায় তাৎকালিক পর্য্যায়মাত্র, যেহেতু ঐগুলি অনিত্য নশ্বরধর্ম্মে অবস্থিত। জীবের প্রতীতিগতসত্তায় জীবৎকালপর্য্যন্ত অবস্থিতি থাকিবে। প্রতীতি-বৈষম্য বদ্ধ ও মুক্তদশায় লক্ষীতব্য বিষয়; যাহারা ইহা অনাদর করে, তাহারাই অদ্বয়জ্ঞানরহিত দুর্ব্বিবেকী ও ভ্রান্ত। ভগবানের অভয়চরণ-সেবা-বঞ্চিত অভক্তগণের শোকমোহভয়াদির ধারণা তাহাদিগকে আচ্ছন্ন করে। স্বরূপজ্ঞানের ভ্রান্তি জড় ও সূক্ষ্ম শরীরকে শরীরিপর্য্যায়ে গণনা করে। ক্ষণভঙ্গুর প্রতীতিগত ভাবসমূহ তাহাদের সঙ্গ পরিত্যাগ করায় বিশ্বকে অভাবময় রাজ্য বলিয়া জানিতে পারে। নিত্য বর্ত্তমান বস্তুর সহিত অল্পকালস্থায়ী

প্রতীতিগত সত্তা-স্থাপন অসচ্চেষ্টার অন্তর্গত নহে। সেবানুকূল চেষ্টা কখনও সেরূপ অনিত্য নহে।। ৫।।

আত্মৈব তদিদং বিশ্বং সৃজ্যতে সৃজতি প্রভুঃ।
ত্রায়তে ত্রাতি বিশ্বাত্মা হ্রিয়তে হরতীশ্বরঃ।। ৬।।
তস্মান্ন হ্যাত্মনোঽন্যস্মাদন্যো ভাবো নিরূপিতঃ।
নিরূপিতেঽয়ং ত্রিবিধা নির্ম্মূলা ভাতিরাত্মনি।
ইদং গুণময়ং বিদ্ধি ত্রিবিধং মায়য়া কৃতম্।। ৭।।

অন্বয়ঃ— ঈশ্বরঃ প্রভুঃ বিশ্বাত্মা (বিশ্বরূপঃ) আত্মা এব তৎ ইদম্ (অবয়বিরূপং) বিশ্বং সৃজতি (অতঃ স্বয়মেব) সৃজ্যতে (তথা) ত্রাতি (পালয়তি) ত্রায়তে (পাল্যতে) হরতি (বিনাশয়তি) হ্রীয়তে (বিনশ্যতে চ) তস্মাৎ অন্যস্মাৎ (সৃজ্যাদিবস্তুব্যতিরিক্তাৎ) আত্মনঃ অন্যঃ (পৃথক্) অয়ং ভাবঃ ন হি নিরূপিতঃ (ন নির্ণীতো ভবতি, তথা) নিরূপিতে (নির্ণীতে) আত্মনি ত্রিবিধা (আধ্যাত্মিকাদিরূপা) ভাতিঃ (প্রতীতিঃ) নির্ম্মূলা (মিথ্যৈব ভবতি, যতঃ) ইদম্ (আধ্যাত্মিকাদি) ত্রিবিধং গুণময়ং মায়য়া কৃতং (কল্পিতঞ্চ) বিদ্ধি (জানীহি)।। ৬-৭।।

অনুবাদ— ঈশ্বর প্রভু বিশ্বরূপী পরমাত্মাই এই বিশ্বের সৃষ্টি, পালন ও বিনাশ করেন বলিয়া বস্তুতঃ স্বয়ংই সৃষ্ট, পালিত ও বিনষ্ট হইয়া থাকেন। এই সৃজ্যাদিবস্তু তদতিরিক্ত পরমাত্মা হইতে পৃথগ্‌রূপে নির্ণীত হয় নাই। সুতরাং এইরূপে বস্তুতত্ত্ব নির্ণীত হওয়ায় আত্মমধ্যে আধ্যাত্মিকাদিভেদে যে ত্রিবিধপ্রতীতি হয়, তাহা মিথ্যা বলিয়া জানিবে। যেহেতু আধ্যাত্মিকাদি গুণময় ত্রিবিধ ভাব মায়াকল্পিতই হইয়া থাকে।। ৬-৭।।

বিশ্বনাথ— ননু চ সৃষ্ট্যাদিশ্রুতিভিরেব দ্বৈতং নিরূপিতং কথমসত্যং স্যাত্তত্রাহ,—আত্মৈবেতি দ্বাভ্যাম্। সৃজ্যতে সৃজতীতি সৃষ্ট্যাদেঃ কর্ত্তাপি কর্ম্মাপ্যাত্মৈব, ন দ্বৈতং ততোঽন্যদিতি ভাবঃ। ত্রায়তে পাল্যতে। আত্মনঃ পরমাত্মনঃ সকাশাদন্যো ভাবঃ পদার্থো ন। আত্মনঃ কীদৃশাৎ—অন্যস্মাৎ সৃজ্যাদিবস্তুব্যতিরিক্তাৎ। ত্রিবিধা আধ্যাত্মিকাদি-রূপা ভাতিঃ প্রতীতিঃ নির্ম্মূলৈবেতি। যদি পরমাত্মৈব বিশ্বমভূৎ তদা পরমাত্মনস্ত্রৈবিধ্যাভাবাৎ কুত আয়াতমেত-ত্রৈবিধ্যমিতি নির্ম্মূলত্বম্। ননু কথং ত্রৈবিধ্যং প্রতীয়তে তত্রাহ,—মায়য়া কৃতং মায়য়া দুস্তর্ক্যশক্ত্যেতি পরিণামবাদিনঃ, মায়য়া অজ্ঞানেনেতি বিবর্ত্তবাদিনঃ।। ৬-৭।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— প্রশ্ন? সৃষ্টি আদি শ্রুতি সমূহ দ্বারাই দ্বৈতনিরূপিত হইয়াছে। তাহা কিরূপে অসত্য হয়, তাহার উত্তরে দুইটি শ্লোকদ্বারা বলিতেছেন—সৃষ্টি আদির কর্ত্তা হইয়াও কর্ম্মও হয় আত্মাই। অতএব দ্বৈত নহে, ত্রায়তে অর্থাৎ পালন করিতেছেন, পরমাত্মার নিকট হইতে অন্যভাব পদার্থ নয়, কিরূপ আত্মার? সৃষ্টি আদি ভিন্ন বস্তু সমূহের ত্রিবিধা আধ্যাত্মিক আদিরূপে প্রকাশিত প্রতীতি নির্ম্মলই। যদি পরমাত্মাই বিশ্বরূপ হন, তখন পরমাত্মা হইতে ত্রিবিধ না থাকায় কোথা হইতে এই ত্রিবিধ আসিল? যেহেতু মূল নাই। প্রশ্ন এই ত্রিবিধ কোথা হইতে প্রতীতি হয়? তাহার উত্তরে বলিতেছেন—অচিন্ত্যমায়া শক্তিদ্বারা সৃষ্টি হইয়াছে। ইহা পরিণামবাদিগণের মত। মায়াদ্বারা অর্থাৎ অজ্ঞান দ্বারা ইহা বিবর্ত্তবাদিগণের মত।।

মধ্ব— ইদং বিশ্বং সৃজতি ত্রাতি হরতি চ স্বয়ং স্বাত্মনৈব সৃজ্যতে ত্রায়তে হ্রিয়তে চ।

দীপাদ্দীপান্তরং যদ্বৎ সৃষ্টিরীশস্য কীর্ত্যতে।
এতাবৎকালমাশিষ্যে মানুষেষ্বিতি চিন্তনম্।।
বিশ্বেশস্ত্রাণং সমুদ্দিষ্টং স্বস্যৈব স্বেচ্ছয়ৈব তু।
দীপে দীপান্তরস্যেব হ্যেকীভাবশ্চ সংহৃতিঃ।।
ইতি চ।

পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে। ইতি চ।
আত্মনঃ পরমেশ্বরস্য তস্মাদন্যো ভাবো নাস্তি।
সৃষ্টিঃস্থিতিশ্চ সংহারো ভাবনং সমুদাহৃতম্।
তদ্ যঃ করোতি পুরুষঃ স ভাব ইতি কীর্ত্যতে।।
ইতি বিবেকে।

অন্যেন সৃষ্টিঃস্থিতিঃ সংহার ইতি ত্রিবিধা মতির্বিদ্বদ্ভির্নৈব নিরূপিতা নির্ম্মূলা প্রমাণবর্জ্জিতা।

অন্যস্মাৎ সৃষ্টিসংহারৌ স্থিতিশ্চ পরমাত্মনঃ।
নিরূপিতা ন বিদ্বদ্ভিঃ প্রমাণাভাবতো হরেঃ।
ইতি ব্রহ্মাতর্কে।

অন্যতঃ সৃষ্টিঃস্থিতি সংহার ইতি ত্রিতয়ং গুণময়ং সত্ত্বাদিগুণাধীনম্।

গুণসম্বন্ধযোগ্যানামুৎপত্ত্যাদ্যাঃ স্যুরন্যতঃ।
সর্ব্বদা নির্গুণস্যাস্য সর্গাদ্যাঃ স্যুঃ কুতোঽন্যতঃ।।
ইতি চ।। ৬-৭।।

বিবৃতি— অচিদ্ বিশ্ব অনুগ্রহ ও নিগ্রহকারী আত্ম-প্রভু হইতে জাত, রক্ষিত ও তাঁহাতে প্রবিষ্ট হইবার যোগ্য। আত্মার বহিরঙ্গা শক্তি হইতে বিশ্ব সৃষ্ট, রক্ষিত ও বিনষ্ট হয়। নশ্বরতাধর্ম্ম বিশ্বেই আবদ্ধ এবং হরিবিমুখ বদ্ধ-জীবের তাৎকালিক ভূমিকা-মাত্র। সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন প্রভুর আত্মস্বরূপে কালধর্ম্মকে বিভক্ত করিবার শক্তি নিহিত আছে এবং ভগবদ্‌বিমুখ ব্যক্তিদিগের নশ্বর-সঙ্গ-বিধানার্থ বহিরঙ্গা শক্তিতে আবরণী ও বিক্ষেপাত্মিকা শক্তিদ্বয় অর্পণ করিয়াছেন। সুতরাং বিশ্ব ভগবদধিষ্ঠান হইতে পৃথক্ পদার্থ নহে। কিন্তু বিশ্বের অপূর্ণতা ভগবদ্ধর্ম্মের পূর্ণতার সহিত সমান নহে। অনন্তকল্যাণ-গুণৈক-বারিধি চিদানন্দ বিভু ভজনকারিগণের প্রিয়। ভজনহীন ব্যক্তি-গণের জন্য বিশ্বে ভোগসমূহ অবাস্তববস্তুরূপে জন্মলাভ করিয়াছে। বদ্ধজীবের ভোগধারণায় ধৃত হইবার উপযোগী বিশ্বে অনিত্য ধর্ম্মসমূহ নিহিত আছে। সেই প্রকার ধর্ম্ম বৈকুণ্ঠে নাই। অভাব, অনুপাদেয়তা, দুঃখ প্রভৃতি বৈকুণ্ঠে বা গোলোকে না থাকায় বিশ্বের সহিত গোলোকের ভেদ-ধর্ম্ম অবস্থিত। ভেদ থাকিলেও উহা আত্মায় সর্ব্বতোভাবে পর্য্যবসিত। সৃষ্টপদার্থসমূহ পরমাত্মা হইতে উদ্ভূত ত্রিগুণ-ধর্ম্মাত্মক; পরমাত্মায় কেবল ত্রিগুণধর্ম্ম অভিব্যক্ত না থাকায় অনন্তচিদ্‌গুণসমূহ ত্রিগুণ হইতে পৃথগ্ ও বিশুদ্ধ-সত্ত্ববিশিষ্ট। কিন্তু ত্রিগুণের ক্রিয়াগুলির সহিত নিখিল সদ্‌গুণরাশির সৌসাদৃশ্য আছে। ভগবান্‌কে ত্রিগুণের কার্য্য-বিশেষ বলিয়া বিচার করায় ভাববিপর্য্যয়ে ভোগী বদ্ধজীবের সেবা-বিমুখতা হইতে অনিত্য, অজ্ঞানপুষ্ট ও দুঃখসংযুক্ত প্রভৃতি বোধ হইয়া থাকে। ঈশ্বরে অসম্পূর্ণ-তার আরোপ গুণজাত অভিজ্ঞতা হইতেই উদ্ভূত হয়। প্রকৃত প্রস্তাবে সচ্চিদানন্দ আত্মবস্তুতে ঐরূপ অবরতা, হেয়তা, অনুপাদেয়তা ও পরিচ্ছিন্নতা নিত্যকাল বর্জ্জিত আছে। এই গুণজাত বিশ্ব অচিচ্ছক্তিপরিণতি হইতে মায়ার দ্বারা জাত। ভগবানের বিক্ষেপাত্মিকা ও আবরণী শক্তিকে বহিরঙ্গা শক্তি কহে। উহাই মায়া। চিন্ময়ী মায়া অচিৎপ্রসবিনী হইয়া জীবমায়াকে অর্থাৎ জীবাত্মাকে প্রভু হইবার প্রলোভন দেখাইয়া তাহাকে অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা করিতে সমর্থ। চিচ্ছক্তিবলে কেবলা ভক্তির আশ্রয়ে জীবের মায়িক তপস্যার প্রবৃত্তি ধ্বংস হইয়া নিত্য সেবো-ন্মুখতারূপ প্রেমভক্তি গুণময় জগতের ভোক্তৃত্ব নাশ করে।। ৬-৭।।

এতদ্বিদ্বান্ মদুদিতং জ্ঞানবিজ্ঞাননৈপুণম্।
ন নিন্দতি ন চ স্তৌতি লোকে চরতি সূর্য্যবৎ।। ৮।।

অন্বয়ঃ— জ্ঞানবিজ্ঞাননৈপুণং (জ্ঞানবিজ্ঞানয়ো-র্নৈপুণং নিষ্ঠাভূতং) মদুদিতং (ময়োক্তম্) এতৎ (পূর্ব্বোক্ত-তত্ত্বং) বিদ্বান্ (জানন্ জনঃ) ন নিন্দতি ন চ স্তৌতি (কস্যাপি নিন্দাস্তুতী ন করোতি, কিঞ্চ) সূর্য্যবৎ লোকে বিচরেৎ (সূর্য্যতুল্যঃ সমো ভূত্বা ভ্রমেৎ)।। ৮।।

অনুবাদ— যিনি জ্ঞান-বিজ্ঞানের পরাকাষ্ঠাস্বরূপ আমার উপদিষ্ট পূর্ব্বোক্ততত্ত্ব অবগত হন, তিনি কাহারও স্তুতি বা নিন্দা না করিয়া সর্ব্বত্র সমভাবাপন্ন হইয়া বিচরণ করিয়া থাকেন।। ৮।।

বিশ্বনাথ—অত এতন্মদুদিতং মদুক্তং জ্ঞানবিজ্ঞানয়ো-র্নৈপুণ্যং বিদ্বান্ জানন্ সূর্য্যবৎ সমো ভূত্বেত্যর্থঃ।। ৮।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— অতএব আমার কথিত জ্ঞান ও বিজ্ঞানের নিপুণতা বিদ্বান্ ব্যক্তি জানিয়া সূর্য্যের ন্যায় সমভাবাপন্ন হইয়া বিচরণ করিয়া থাকেন।। ৮।।

বিবৃতি— ভগবান্ হইতে প্রকটিত বিজ্ঞানাত্মক জীবের ভোগ-নিপুণতায় অদ্বয়জ্ঞান ব্রজেন্দ্রনন্দনের অনু-

ভূতি-রাহিত্যকেই জ্ঞান বলিয়া যে অজ্ঞানীর ধারণা, উহাকে প্রশংসা বা নিন্দা করা বিজ্ঞানের কর্ত্তব্য নহে। ভগবদ্ভক্ত জাগতিক ব্যাপারকে প্রশংসা বা নিন্দা করেন না। ভগবদিচ্ছাক্রমেই তাঁহার বহিরঙ্গা শক্তি পরিণতিকে নশ্বর সত্য জানিয়া উহার সহিত বাস্তব সত্যকে 'এক' মনে করেন না। বদ্ধজীবের স্বরূপোপলব্ধি হইলে অজ্ঞান তিরোহিত হয়। তখন বিশ্বভোগ-পিপাসা তাঁহার আর থাকে না।

সূর্য্য যেরূপ সর্ব্বত্র বিচরণ করেন, তদ্রূপ চিদচিদ্-বিবেকসম্পন্ন ব্যক্তি ব্রহ্মাণ্ড ও বৈকুণ্ঠের সর্ব্বত্র সর্ব্ববস্তুর পরিদর্শনে সমর্থ। সেবোন্মুখতায় বৈকুণ্ঠ-দাস্য, আর সেবা-রাহিত্যময়ী ভোগোন্মুখতায় জড়জগতে প্রভুত্ব।। ৮।।

প্রত্যক্ষেণানুমানেন নিগমেনাত্মসংবিদা।
আদ্যন্তবদসজ্জ্ঞাত্বা নিঃসঙ্গো বিচরেদিহ।। ৯।।

অন্বয়ঃ— প্রত্যক্ষেণ অনুমানেন নিগমেন (শ্রুতি-প্রমাণেন) আত্মসংবিদা (স্বানুভবেন চ বিশ্বম্) আদ্যন্তবৎ (সৃষ্টিনাশযুক্তম্ অতঃ) অসৎ (মিথ্যাভূতং) জ্ঞাত্বা নিঃসঙ্গঃ (সন্) ইহ (সংসারে) বিচরেৎ।। ৯।।

অনুবাদ— প্রত্যক্ষ, অনুমান, শ্রুতি-বাক্য এবং স্বীয়-অনুভবদ্বারা এই বিশ্বকে উৎপত্তি-বিনাশশীল মিথ্যা পদার্থ জানিয়া নিঃসঙ্গ-ভাবে সংসারে বিচরণ করিবেন।।

বিশ্বনাথ— প্রত্যক্ষেণাদ্যন্তবৎ ঘটাদি, অনুমানেনা-দ্যন্তবৎ দৃশ্যং পৃথিব্যাদি, নিগমবাক্যেনাপ্রত্যক্ষমাদ্যন্ত-বদাকাশাদি, আত্মসম্বিদা স্বানুভবেন সর্ব্বং চিদ্ভিন্নং দৃশ্য-মাদ্যন্তবৎ অসচ্চেতি জ্ঞাত্বেত্যর্থঃ।। ৯।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— প্রত্যক্ষদ্বারা আদি ও শেষ যুক্ত ঘটাদি, অনুমান দ্বারা আদি অন্তযুক্ত এই দৃশ্য পৃথিবী আদি, বেদবাক্যদ্বারা অপ্রত্যক্ষ হইলেও আদ্য অন্তযুক্ত আকাশাদি, আত্মজ্ঞানদ্বারা নিজ অনুভব দ্বারা চিন্ময় ভিন্ন সকল বস্তুই দৃশ্য ও আদ্য অন্তযুক্ত অসৎ ইহা জানিয়া।। ৯।।

মধ্ব—
অসমর্থমসৎ প্রোক্তং সৎ সমর্থং প্রকীর্ত্তিতম্।
ইতি চ।। ৯।।

বিবৃতি— আত্মবিদ্‌গণ প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দের প্রমাণবলে পরিণামশীল জগতের আদি ও অন্ত অবগত হইয়া বিশ্বকে নিত্য-স্থায়ি অবিকৃত বস্তু বলিয়া মনে করেন না। বিশ্ব বস্তুর পরিণতি বা বিকার—এরূপ বিচার কোন আত্মবিৎ করিতে পারেন না। অনিত্যধর্ম্ম নিত্যাবস্থিত ধর্ম্মের সহিত পৃথক্— এই বিচারে জগৎকে অসৎ বলা হয়। অসৎ হইতে জগতের সত্তার উৎপত্তি হইবার কথা শ্রুতিতে দৃষ্ট হয়। বিকারি জগতের অসৎ হইতে অধিষ্ঠিত হইয়া নিত্যত্বের পরিবর্ত্তে নশ্বরতা অবশ্যম্ভাবী। যাঁহারা প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দের প্রমাণ-বলে জাগতিক সদসৎ হইতে পৃথক্ বস্তু ভগবজ্জ্ঞান লাভ করেন, সেই আত্মবিদ্ পুরুষগণ জগতে অবস্থিত হইয়া অনাসক্ত-ভাবে বিচরণ করেন। নিঃসঙ্গ-শব্দে ভক্তজনসঙ্গ ও ভজন-পরিত্যাগ বিহিত হয় নাই। বিশুদ্ধসত্ত্বহৃদয়ই নিঃসঙ্গত্বের ও নির্জ্জন-ত্বের জ্ঞাপক।। ৯।।

শ্রীউদ্ধব উবাচ—
নৈবাত্মনো ন দেহস্য সংসৃতির্দ্রষ্টৃদৃশ্যয়োঃ।
অনাত্মস্বদৃশোরীশ কস্য স্যাদুপলভ্যতে।। ১০।।

অন্বয়ঃ— শ্রীউদ্ধবঃ উবাচ,—(হে) ঈশ! অনাত্ম-স্বদৃশোঃ (জড়াজড়য়োঃ) দ্রষ্টৃদৃশ্যয়োঃ আত্মনঃ সংসৃতিঃ ন এব স্যাৎ (তথা) দেহস্য (অপি) ন (ন স্যাৎ, তদা) কস্য (ইয়ং সংসৃতিঃ) উপলভ্যতে (দৃশ্যতে)।। ১০।।

অনুবাদ— শ্রীউদ্ধব বলিলেন,— হে প্রভো! যদি জড় দৃশ্যপদার্থ, চেতন দ্রষ্টৃ-বস্তু আত্মা, কিম্বা দেহ— ইহাদের মধ্যে কাহারও সংসারদশা না হয়, তাহা হইলে এই সংসার কাহার দৃষ্ট হইতেছে? ১০।।

বিশ্বনাথ— ননু আদ্যন্তয়োরসত্ত্বেঽপি মধ্যে যাবৎ সত্ত্বং প্রতীয়তে তাবৎ কস্য সংসারঃ স্যাৎ দ্রষ্টুর্দৃশ্যস্য

বেত্যাহ,—নৈবেতি। দ্রষ্টৃ-দৃশ্যয়োঃ দ্রষ্টা জীবো দৃশ্যো দেহস্তয়োর্দ্বয়োরপি সংসৃতির্ন সংভবেৎ। কুতঃ অনাত্মস্বদৃশোঃ দেহো হ্যনাত্মা জড়স্তস্য সংসারদুঃখানুভবস্যাসম্ভবাৎ, জীবো হি স্বদৃক্ স্বতঃসিদ্ধজ্ঞানঃ তস্য জ্ঞানলোপাসম্ভবাৎ। মাস্তু দ্বয়োরপি—তত্রাহ উপলভ্যত ইতি?১০

টীকার বঙ্গানুবাদ— শ্রীউদ্ধব মহাশয় প্রশ্ন করিতেছেন—আদি ও অন্তে অসৎ হইলেও মধ্যে যে পর্য্যন্ত সৎ জানা যাইতেছে সেই পর্য্যন্ত কাহার সংসার হয়, দ্রষ্টার বা দৃশ্য বস্তুর? দ্রষ্টা ও দৃশ্যের অর্থাৎ দ্রষ্টা জীব দৃশ্য দেহ এই উভয়েরই সংসার সম্ভব নহে। কিরূপে অনাত্ম স্বরূপ দেহ অনাত্মা অর্থাৎ জড় বস্তু তাহার সংসার দুঃখের অনুভব অসম্ভব হেতু, জীবই স্বতসিদ্ধ জ্ঞানবান্ তাহার জ্ঞানলোপ অসম্ভব হেতু, তাহা হইলে এই দুইএরই সংসার নয়? তাহার উত্তরে বলিতেছেন—তাহা হইলে এই সংসার কোথা হইতে উপলব্ধি হয়।। ১০।।

বিবৃতি— সংসারের প্রতি দর্শক ও দৃশ্য—ভাবদ্বয় আত্মা বা দেহে হইতে পারে না। অনাত্মার দৃষ্টিশক্তি নাই এবং আত্মার আত্মদর্শন ব্যতীত দ্বিতীয়াভিনিবেশ নাই। সুতরাং এই দুই বস্তুর সংসারের প্রতি দর্শক ও দৃশ্যসম্বন্ধ কিরূপে হইতে পারে?।। ১০।।

আত্মাব্যয়োঽগুণঃ শুদ্ধঃ স্বয়ংজ্যোতিরনাবৃতঃ।
অগ্নিবদ্দারুবদচিদ্দেহঃ কস্যেহ সংসৃতিঃ।। ১১।।

অন্বয়ঃ— (যতঃ) আত্মা অব্যয়ঃ (অবিনশ্বরঃ) অগুণঃ (গুণসম্পর্কশূন্যঃ) শুদ্ধঃ অগ্নিবৎ স্বয়ংজ্যোতিঃ (স্বপ্রকাশঃ) অনাবৃতঃ (নির্লেপশ্চ ভবতি, তথা) দেহঃ চ দারুবৎ (প্রকাশ্যকাষ্ঠবৎ) অচিৎ (জড়ো ভবতি, ততঃ) ইহ কস্য সংসৃতিঃ (সংসারো ভবেৎ)।। ১১।।

অনুবাদ— আত্মবস্তু গুণসম্পর্কশূন্য, অবিনশ্বর, শুদ্ধ, অগ্নিতুল্য স্বপ্রকাশ ও নির্লেপ এবং দেহ প্রকাশ্যকাষ্ঠ-তুল্য জড়পদার্থ; সুতরাং ইহলোকে কাহার সংসার দশা হইয়া থাকে?।। ১১।।

বিশ্বনাথ— এতৎ প্রপঞ্চয়তি,—আত্মেতি। অব্যয় ইতি নাশাদ্যভাবঃ, অগুণ ইতি রাগাদ্যভাবঃ, শুদ্ধ ইতি পাপপুণ্যাদ্যভাবঃ, স্বয়ংজ্যোতিরিত্যজ্ঞানাভাবঃ, অনাবৃতো ন কেনাপ্যাবৃতঃ বস্তুতো ন বদ্ধ ইতি বন্ধাভাবশ্চোক্তঃ। অচিৎ অচেতনঃ। অয়ং ভাবঃ—যথৈবাগ্নিদারুণোর্ভেদেনানুপলম্ভেঽপি দারু প্রকাশ্যমেবাগ্নিঃ প্রকাশকঃ তথা দেহাত্মনোরপি দেহঃ প্রকাশ্য এব জীবাত্মা প্রকাশকঃ, কিন্তু স্ব-পরমাত্মপ্রকাশিত এব প্রকাশকঃ, সংসৃতিস্তয়োরন্যতরস্যাপি ন ঘটত ইতি।। ১১।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— ইহাই বিস্তাররূপে বলিতেছেন —আত্মা অব্যয় অর্থাৎ তাহার বিনাশ আদি অভাব, অগুণ অর্থাৎ রাগাদি অভাব, শুদ্ধ পাপ পুণ্যাদি অভাব, স্বয়ং জ্যোতি অর্থাৎ অজ্ঞানাদি অভাব, অনাবৃত কাহার দ্বারা আবৃত নহে, বস্তুত বদ্ধ নহে, অচিৎ অচেতন ভাবার্থ। যেমন এই অগ্নি ও কাষ্ঠের ভেদ থাকিলেও কাষ্ঠ প্রকাশ্য, অগ্নি প্রকাশক, সেইরূপ দেহ প্রকাশ্য, জীবাত্মা প্রকাশক, কিন্তু জীব পরমাত্মা দ্বারা প্রকাশিত হইয়াই প্রকাশক, সংসার এই দুইএর সম্ভব হয় না।। ১১।।

বিবৃতি— আত্মা—অব্যয়, ত্রিগুণাতীত, শুদ্ধ স্বয়ংপ্রকাশ ও অপর অনাত্মার দ্বারা অনাবৃত বস্তু। অগ্নি যেরূপ আবরণশূন্য, অজ্ঞানাদি অন্ধকার-সম্বন্ধ-রহিত, স্বয়ং জ্যোতির্ম্ময়, পরস্পর আসক্তিরহিত এবং ইন্ধন যেরূপ অগ্নির সংযোগে অগ্নি হইতে পৃথক্ হইয়া প্রকাশ্যভাবে অবস্থিত হয়, তদ্রূপ আত্মা ও দেহের পরস্পর সম্বন্ধ।।

শ্রীভগবানুবাচ—

যাবদ্দেহেন্দ্রিয়প্রাণৈরাত্মনঃ সন্নিকর্ষণম্।
সংসারঃ ফলবাংস্তাবদপার্থোঽপ্যবিবেকিনঃ।। ১২।।

অন্বয়ঃ— শ্রীভগবান্ উবাচ—যাবৎ (যাবৎকালং ব্যাপ্য) দেহেন্দ্রিয়প্রাণৈঃ (সহ) অবিবেকিনঃ (অজ্ঞানস্য) আত্মনঃ সন্নিকর্ষণং (সম্বন্ধো ভবেৎ) তাবৎ (তৎকালপর্য্যন্তম্) অপার্থঃ (মিথ্যাভূতঃ) অপি সংসারঃ ফলবান্ (স্ফূর্ত্তিরূপফলবিশিষ্ট এব ভবেৎ)।। ১২।।

অনুবাদ— শ্রীভগবান্ বলিলেন,— যে-কাল পর্য্যন্ত দেহ, ইন্দ্রিয় এবং প্রাণের সহিত অবিবেকী আত্মার সম্বন্ধ বর্ত্তমান থাকে, সেকাল পর্য্যন্ত মিথ্যাভূত সংসারও প্রকাশ-রূপ ফলবিশিষ্টই হইয়া থাকে।। ১২।।

বিশ্বনাথ— সত্যং জীবস্যাবিবেক এব সংসারালম্বন-মিত্যাহ,—পঞ্চভিঃ যাবদিতি। সন্নিকর্ষণং সম্বন্ধঃ। তাব-দেবাপার্থো মিথ্যাভূতোঽপি সংসারঃ ফলবান্ ফলতি। ন সঙ্গস্য কুতঃ সম্বন্ধস্তত্রাহ,—অবিবেকিনঃ অজ্ঞানকৃতঃ ইত্যর্থঃ।। ১২।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— সত্য, জীবের অজ্ঞানই সংসারের আলম্বন, ইহাই বলিতেছেন—পাঁচটি শ্লোক-দ্বারা। সন্নিকর্ষ অর্থাৎ সম্বন্ধ সেই পর্য্যন্তই বস্তুসমূহ মিথ্যা-স্বরূপ হইলেও সংসার ফলবান হয়। প্রশ্ন অসঙ্গ জীবের কিরূপে দেহের সহিত সম্বন্ধ হয়? অজ্ঞান কৃত।। ১২।।

মধ্ব—

ফলবান্ মোক্ষহেতুত্বান্নিত্যানন্দাদপার্থকঃ।
জীবাত্মনস্তু সংসারঃ স্বপ্নবচ্চঞ্চলত্বতঃ।।
ইতি তত্ত্ববিবেকে।। ১২।।

বিবৃতি—দেহ, ইন্দ্রিয় ও প্রাণ আত্মার সহিত সংশ্লিষ্ট-থাকা-কালে সংসার অকিঞ্চিৎকর হইলেও অবিবেকীর নিকট ফলপ্রদ বলিয়া উপলব্ধ হয়। অজ্ঞান-জন্য উপলব্ধি প্রকৃত-উপলব্ধি নহে। তাদৃশী অবগতির মধ্যে দোষ প্রবেশ করায় উহার ব্যর্থতা প্রতিপন্ন হয়।।

অর্থে হ্যবিদ্যমানেঽপি সংসৃতির্ন নিবর্ত্ততে।
ধ্যায়তো বিষয়ানস্য স্বপ্নেঽনর্থাগমো যথা।। ১৩।।

অন্বয়ঃ— স্বপ্নে যথা অনর্থাগমঃ (মিথ্যাভূতসর্প-দংশনাদিরূপোঽনিষ্টভাবো জায়তে, তথা) অর্থে (বিষয়ে) অবিদ্যমানে অপি বিষয়ান্ ধ্যায়তঃ (চিন্তয়তঃ) অস্য (আত্মনঃ) সংসৃতিঃ (সংসারঃ) ন হি নিবর্ত্ততে (নৈব নিবর্ত্ততে)।। ১৩।।

অনুবাদ—স্বপ্নে যেরূপ মিথ্যাভূত সর্পদংশন প্রভৃতি অনিষ্টভাব উপস্থিত হয়, সেইরূপ বিষয়ের অবর্ত্তমানতা-সত্ত্বেও বিষয়ের চিন্তাহেতুই আত্মার সংসারদশা প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে।। ১৩।।

বিশ্বনাথ— ননু দেহাদীনামসত্ত্বাৎ কুতস্তৈঃ সম্বন্ধঃ যতঃ সংসারঃ স্যাত্তত্রাহ,—অর্থে বস্তুনি অবিদ্যমানে অস-ত্যপি সংসৃতিঃ স্যাদেব। যথা স্বপ্নে মিথ্যাভূতেঽপি বিষয়-ধ্যায়িনো জনস্য অনর্থাগমঃ ব্যাঘ্রসর্পাদিভয়ানুভবঃ।। ১৩

টীকার বঙ্গানুবাদ— প্রশ্ন, দেহাদির অসত্ত্ব হেতু কোথা হইতে তাহাদের সহিত সম্বন্ধ, যাহা হইতে সংসার হয়? তাহার উত্তরে বলিতেছেন—বস্তু না থাকিলেও সংসার হয়ই। যেমন স্বপ্নে মিথ্যাস্বরূপ হইলেও বিষয় ধ্যানকারী ব্যক্তির অনর্থ আগম হয়। যেমন ব্যাঘ্র সর্পাদির ভয় অনুভব।। ১৩।।

মধ্ব— সংসৃত্যভাবস্যৈব ফলরূপত্বান্নিরর্থ এব সংসার ইত্যবধারয়তি— অর্থেঽপীতি।

উচ্যতে নিষ্ফলত্বেন যদত্যল্পফলং ভবেৎ।
ইতি চ।

অতো ফলবত্ত্বাবধারণার্থঞ্চ পুনর্বচনম্।। ১৩।।

বিবৃতি— মানব নিদ্রাকালে স্বপ্ন দেখিতে গিয়া যেরূপ দৃশ্যবস্তুর অস্তিত্ব উপলব্ধি করে এবং প্রকৃত-প্রস্তাবে উক্ত অস্তিত্ব যেরূপ জাগরকালের প্রতীতির গ্রাহ্য হয় না, তদ্রূপ ভগবৎসেবনোপলব্ধি অর্থাৎ সেব্যবস্তুর অদর্শনে যে অনিত্য সংসার, তাহা হইতে আত্মবিৎ না হওয়া পর্য্যন্ত ভোগ বা ত্যাগের নিবৃত্তি হয় না।। ১৩।।

যথা হ্যপ্রতিবুদ্ধস্য প্রস্বাপো বহ্বনর্থভৃৎ।
স এব প্রতিবুদ্ধস্য ন বৈ মোহায় কল্পতে।। ১৪।।

অন্বয়ঃ— যথা হি (যদ্বৎ) অপ্রতিবুদ্ধস্য (নিদ্রিতস্য) প্রস্বাপঃ (যঃ স্বপ্নঃ) বহ্বনর্থভৃৎ (বহূননর্থান্ বিভর্ত্তীতি তথা ভবতি) সঃ এব (প্রস্বাপঃ) প্রতিবুদ্ধস্য (প্রাপ্ত-জাগরস্য তস্যৈব জনস্য তথা) মোহায় (মোহং কুর্ত্তুং) ন বৈ কল্পতে (ন প্রভবতি)।। ১৪।।

অনুবাদ— স্বপ্ন নিদ্রিত পুরুষেরই বিবিধ অনর্থভাব উপস্থাপিত করে, পরন্তু জাগরণ কালে সেই স্বপ্নের স্মরণ হইলেও তদ্দ্বারা পুরুষ মোহিত হন না।। ১৪।।

বিশ্বনাথ— ননু তর্হি বিবেকিনো জীবন্মুক্তস্যাপি যৎ কিঞ্চিদ্বিষয়ধ্যানং দুর্ব্বারমিত্যনির্মোক্ষপ্রসঙ্গস্তত্রাহ,— যথাহীতি। প্রস্বাপঃ স্বপ্নঃ বহূন্ অনর্থান্ বিভর্ত্তি, প্রতিবুদ্ধস্য প্রাপ্তজাগরস্য ন মোহায়, তস্য মিথ্যাত্বনিশ্চয়াৎ।। ১৪।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— প্রশ্ন, তাহা হইলে বিবেকী জীবন মুক্তেরও যৎ কিঞ্চিৎ বিষয় ধ্যান ইহা বারণ করা যায় না, অতএব তাহারও মোক্ষ হইতে পারে না, এই প্রসঙ্গ আসিয়া পড়ে? তাহার উত্তরে বলিতেছেন— যেমন স্বপ্ন বহু অনর্থকে ধারণ করে, জাগরিত ব্যক্তির তাহাতে মোহ হয় না। কারণ তাহার নিকট ঐসকলের মিথ্যাত্ব নিশ্চয় থাকায়।। ১৪।।

বিবৃতি— স্বপ্নাবস্থায় যেরূপ বাস্তববস্তুর অভাবে নিদ্রিত ব্যক্তি বস্তু দর্শন করিতেছেন মনে করে এবং জাগ্রতাবস্থায় দৃশ্য বস্তুর অবর্ত্তমানে সেইরূপ মোহ যেরূপ উৎপন্ন হয় না, তদ্রূপ আত্মবিদের নিকট দৃশ্যজগতের অকর্ম্মণ্যতা ও বস্তুর অবাস্তবতা সিদ্ধ হয়। বাস্তববস্তুর প্রতীতি অবাস্তবস্তুর জ্ঞান-জন্য মূঢ়তা আনয়ন করে না।।

শোকহর্ষভয়ক্রোধ-লোভমোহস্পৃহাদয়ঃ।
অহঙ্কারস্য দৃশ্যন্তে জন্ম মৃত্যুশ্চ নাত্মনঃ।। ১৫।।

অন্বয়ঃ— শোকহর্ষভয়ক্রোধলোভমোহস্পৃহাদয়ঃ (ভাবাঃ, কিঞ্চ) জন্ম মৃত্যুঃ চ অহঙ্কারস্য (এব) দৃশ্যন্তে আত্মনঃ ন (আত্মনস্তু ন দৃশ্যন্তে)।। ১৫।।

অনুবাদ— শোক, হর্ষ, ভয়, ক্রোধ, লোভ, মোহ, স্পৃহা, জন্ম, মৃত্যু প্রভৃতি ভাবসমূহ অহঙ্কারেরই দৃষ্ট হইয়া থাকে, আত্মার নহে।। ১৫।।

বিশ্বনাথ— ন চ ভয়শোকাদয়ো বস্তুত আত্মধর্ম্মা ইত্যাহ,— শোকেতি। সুষুপ্ত্যাদৌ তেষামদর্শনাদিতি ভাবঃ। যদ্যপ্যহঙ্কারস্যৈব শোকাদয়স্তদপি তস্য জড়ত্বাদেব তজ্জনুভব ইতি নাস্তি তস্য সংসার ইতি ভাবঃ।। ১৫।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— ভয় শোক আদি বস্তুত আত্ম ধর্ম্ম নহে, ইহাই বলিতেছেন—গাঢ় নিদ্রাকালে স্বপ্ন দৃষ্ট বস্তু সমূহ দেখা যায় না। যদিও অহঙ্কারেরই শোকাদি, তাহাও অহঙ্কারের জড়তা হেতুই ঐসকল অনুভব হয় না। অতএব তাহার সংসার নাই।। ১৫।।

মধ্ব—

অহঙ্কারস্য সকাশাদ্দৃশ্যন্তে নাত্মনঃ স্বতঃ।
অহঙ্কারাত্তু সংসারো ভবেজ্জীবস্য ন স্বতঃ।।
কুতশ্চিদানন্দতনোঃ স্বরূপেচ্ছাযুতস্য সঃ।
ইতি তন্ত্রভাগবতে।। ১৫।।

বিবৃতি— অনাত্মপ্রতীতিতে অভাব-শূন্য শোক, প্রাপ্তিজন্য হর্ষ, অমঙ্গললাভাশঙ্কায় ভয়, তাৎকালিক অভীষ্টবস্তুর অপ্রাপ্তিতে ক্রোধ, ইন্দ্রিয়তর্পণোদ্দেশে লোভ, তদাশায় মোহ এবং জন্ম-মৃত্যু-প্রভৃতি জড়াহঙ্কারী ভোগী ব্যক্তির ব্যবহারোপযোগী হয়। আত্মবিৎ ঐগুলিকে অনাত্মধর্ম্ম বলিয়া জানেন। আত্মধর্ম্ম প্রকাশিত হইলে তদ্বিপরীত সেব্যের সেবানুভূতি স্বতঃ প্রকটিত হয়।।১৫

দেহেন্দ্রিয়প্রাণমনোঽভিমানো
জীবোঽন্তরাত্মা গুণকর্ম্মমূর্ত্তিঃ।
সূত্রং মহানিত্যুরুধেব গীতঃ
সংসার আধাবিত কালতন্ত্রঃ।। ১৬।।

অন্বয়ঃ—দেহেন্দ্রিয় প্রাণমনোঽভিমানঃ (দেহাদিস্বভিমানো যস্য সঃ) অন্তরাত্মা (তেষামন্তর্হিত আত্মা জীবঃ) গুণকর্ম্মমূর্ত্তিঃ (গুণকর্ম্মময়ী মূর্ত্তির্যস্য সঃ) সূত্রং মহান্ ইতি (ইত্যাদিশব্দৈঃ) উরুধা ইব (বহুধেব) গীতঃ (কীর্ত্তিতঃ) জীবঃ (এব) কালতন্ত্রঃ (পরমেশ্বরাধীনঃ সন্) সংসারে আধাবতি (সর্ব্বতো ধাবতি)।। ১৬।।

অনুবাদ—দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ ও মনঃ-পদার্থে অভিমানশীল, তদন্তর্গত, গুণকর্ম্মময়-বিগ্রহ জীবাত্মা—সূত্র মহত্তত্ত্ব প্রভৃতি বিবিধ শব্দে বহুপ্রকারে কীর্ত্তিত হইয়া পরমেশ্বরের অধীনতায় সংসারে সর্ব্বত্র ধাবিত হইয়া থাকেন।। ১৬।।

বিশ্বনাথ— ননু যদি শোকহর্ষাদয়োঽহঙ্কারস্যৈব ধর্ম্মা ন ত্বাত্মনস্তর্হি কথমাত্মা তান্ ধর্ম্মান্ স্বীকৃত্য সংসারদুঃখমনুভবতি? নহি কশ্চিৎ স্বদুঃখার্থং পরধর্ম্মমুপাদত্তে ইত্যত আহ— দেহেতি। অভিমানোঽহঙ্কার এব জীবো জীবোপাধিঃ। গুণকর্ম্মাভ্যাং মূর্ত্তির্যস্য তথাভূতঃ সন্, সংসারে নিমিত্তে আধাবতি জীবাত্মানং স্বধর্ম্মান্ গ্রাহয়িতুং প্রাপ্তো ভবতি। কালতন্ত্রঃ কলয়তীতি কাল ঈশ্বরস্তদধীনঃ। কীদৃশঃ? দেহাদিশব্দৈরুরুধৈব জ্ঞানশাস্ত্রেণ গীতঃ। দেহশ্চ ইন্দ্রিয়াণি চ প্রাণাশ্চ মনশ্চ তেষাং দ্বন্দ্বৈক্যম্। অন্তরাত্মা বুদ্ধিঃ, তেন বলাদেবাহঙ্কারলক্ষণয়া অবিদ্যয়া নিবধ্য জীবঃ সংসারদুঃখে পাত্যত ইতি ভাবঃ।। ১৬।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— প্রশ্ন? যদি শোক ও হর্ষ আদি অহঙ্কারেরই ধর্ম্ম হয়, আত্মার ধর্ম্ম নহে, তাহা হইলে কি কারণ আত্মা ঐ ধর্ম্মসকলকে স্বীকার করিয়া সংসার দুঃখ অনুভব করে? কেহ কখনও নিজ দুঃখের জন্য পরধর্ম্মকে গ্রহণ করে? ইহার উত্তরে বলিতেছেন—অভিমান অর্থাৎ অহঙ্কারই জীবের উপাধি, গুণকর্ম্মদ্বারা যাহার মূর্ত্তি, সেইরূপ হইয়া সংসারের নিমিত্ত ধাবিত হয়। জীবাত্মাকে নিজ ধর্ম্ম গ্রহণ করাইবার জন্য প্রাপ্ত হয়। কালতন্ত্র অর্থাৎ সংকলন করে বলিয়া কাল ঈশ্বর তাহার অধীন। কেমন? দেহাদি শব্দদ্বারা আবদ্ধ হইয়া জ্ঞান শাস্ত্রদ্বারা গীত হয়। দেহ ও ইন্দ্রিয়সমূহ, প্রাণ ও মন, ইহারা দ্বন্দ্ব সমাসে একবচন। অন্তরাত্মা অর্থাৎ বুদ্ধি তাহার দ্বারা বল পূর্ব্বক অহঙ্কাররূপ অবিদ্যা দ্বারা বদ্ধ হইয়া জীব সংসার দুঃখে পতিত হয়। ইহাই ভাবার্থ।। ১৬।।

মধ্ব— দেহেন্দ্রিয় প্রাণমনসামভিমানযুক্তঃ সূত্রং মহানিত্যাদ্যধিকারনামভির্যুক্তঃ প্রধানং জীবো হিরণ্যগর্ভোঽপ্যাধাবতি সংসারে কিমুতান্য ইত্যাশয়ঃ।

সংসারযুগ্যো ব্রহ্মাপি সর্ব্বজীবেশ্বরেশ্বরঃ।
বিষ্ণ্বধীনঃ সদা জ্ঞানী কিমুতান্যেঽল্পচিন্তিনঃ।।
ইতি সত্তন্ত্রে।। ১৬।।

বিবৃতি— বদ্ধ ও মুক্ত-ভেদে জীবের অবস্থাদ্বয়; উহারই নামান্তর নিত্যবদ্ধ ও নিত্যসিদ্ধ। অখণ্ডকাল অখণ্ড দেশ নিত্য বৈকুণ্ঠে নিত্যসিদ্ধ পার্ষদগণ চিন্ময় দেহ, মন, প্রাণ, ইন্দ্রিয়, গুণ, ক্রিয়া, সেবকাভিমান প্রভৃতি উপাদেয় ব্যাপারে নিত্য অবস্থিত থাকায় কৃষ্ণের সংসারেই তাঁহাদের বিচরণ। ভোগিসূত্রে কালাধীন হইয়া সংসার-প্রবৃত্তিক্রমে যে ভ্রমণ, তাহার উপাদানসমূহ দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, মন, গুণ ও কর্ম্ম—ঐসকল মহৎতত্ত্ব নামক সূত্রে আবদ্ধ। জ্ঞানশাস্ত্রের বিচারে অজ্ঞানের প্রতীক বলিয়া উহাতে নির্ব্বিশেষবাদই কীর্ত্তিত হয়।। ১৬।।

অমূলমেতদ্বহুরূপরূপিতং
মনোবচঃপ্রাণশরীরকর্ম্ম।
জ্ঞানাসিনোপাসনয়া শিতেন
ছিত্ত্বা মুনির্গাং বিচরত্যতৃষ্ণঃ।। ১৭।।

অন্বয়ঃ— মুনিঃ অমূলং (বস্তুতোমূলশূন্যমজ্ঞানতন্ত্র) বহুরূপরূপিতং (বহুভিঃ রূপৈর্দেবাদিশরীরৈ রূপিতং প্রকাশিতম্) এতৎ মনোবচঃপ্রাণশরীরকর্ম্ম (মন আদিষু ক্রিয়ত ইতি কর্ম্ম অহঙ্করণম্) উপাসনয়া (গুরূপাসনয়া) শিতেন (তীক্ষ্ণেন) জ্ঞানাসিনা (জ্ঞানখড়্গেন) ছিত্ত্বা অতৃষ্ণঃ (বাসনারহিতঃ সন্) গাং (পৃথ্বীং) বিচরতি।।১৭

অনুবাদ— মুনি পুরুষ বস্তুতঃ অমূলক, পরন্তু অজ্ঞাননিবন্ধন বহুরূপে প্রকাশিত, এই মন, বাক্য, প্রাণ ও শরীরস্থিত অহঙ্কারকে গুরূপাসনালব্ধ তীক্ষ্ণ জ্ঞানখড়্গে ছিন্ন করিয়া বাসনাশূন্য-হৃদয়ে পৃথিবীতে বিচরণ করিয়া থাকেন।। ১৭।।

বিশ্বনাথ— তর্হি কথমহঙ্কারবন্ধাদস্মান্মুক্তিরিত্যত আহ,—অমূলং এতদহঙ্কারবন্ধনং বস্তুতো মূলশূন্যং অথচ বহুভীরূপৈ রূপিতং নিরূপিতম্। বহুরূপত্বমাহ—মন ইতি। মন আদীনাং দ্বন্দ্বঃ। উপাসনয়া ভক্ত্যা শিতেন তীক্ষ্ণীকৃতেন।। ১৭।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— তাহা হইলে কি কারণ অহঙ্কার দ্বারা বদ্ধ হেতু, ইহা হইতে মুক্তি এইকারণে বলিতেছেন —অমূল অর্থাৎ এই অহঙ্কার বন্ধন বস্তুত মূল শূন্য। বহু-

রূপদ্বারা নিরূপিত বহুরূপতা বলিতেছেন—মন বাক্য প্রাণ শরীর কর্ম্ম জ্ঞানরূপ অস্ত্রদ্বারা, উপাসনা অর্থাৎ ভক্তিদ্বারা তীক্ষ্ণ কৃত খড়্গদ্বারা বন্ধন ছেদন করিয়া, তৃষ্ণাহীন মুনি পৃথিবীতে বিচরণ করিতেছেন।। ১৭।।

মধ্ব— অমূলং বিষ্ণুমূলম্। বহুরূপেণ তেনৈব রূপ্যতে। মন আদীনাং বিষয়ঃ।। ১৭।।

বিবৃতি— অনাসক্ত হইয়া বিষয়ে অপ্রমত্ত, লব্ধজ্ঞান ব্যক্তিগত ভগবৎ-সেবারূপ শানিত অস্ত্রের দ্বারা অবাস্তব রূপগুণ ক্রিয়ার উপাদান মন, বাক্য, প্রাণ, দেহ ও কর্ম্ম প্রভৃতি অমূলক ব্যাপার সমূহ ছেদনপূর্ব্বক অকিঞ্চনভাবে পৃথিবীতে বাস করেন। আসক্ত হরিসেবা-বিমুখ বদ্ধজীবগণ ভোগী ও তদভাবে ত্যাগীর আবরণে নিজ বিবেকের অপব্যবহার করেন। তৎকালে তাঁহার চিত্তদর্পণ ভোগের ধূলি বা ত্যাগের সংমার্জ্জনীতে সংশ্লিষ্ট থাকে। সাধুসঙ্গবলে ভক্তির উপদেশ লাভ করিলে তাঁহার ক্রমশঃ এই উভয়বিধ আধ্যক্ষিকতা হইতে অবসর ঘটে। তিনি জড়ভোগে অনাসক্ত হইয়া নির্ব্বিশেষ-মুক্তিতেও আসক্ত হন না।। ১৭।।

জ্ঞানং বিবেকো নিগমস্তপশ্চ
প্রত্যক্ষমৈতিহ্যমথানুমানম্।
আদ্যন্তয়োরস্য যদেব কেবলং
কালশ্চ হেতুশ্চ তদেব মধ্যে।। ১৮।।

অন্বয়ঃ— (তচ্চ) জ্ঞানং বিবেকঃ (আত্মানাত্মবিবেচনমেব ভবতি) নিগমঃ (বেদঃ) তপঃ (স্বধর্ম্মঃ) চ প্রত্যক্ষং (স্বানুভবঃ) ঐতিহ্যম্ (উপদেশঃ) অথ (কিঞ্চ) অনুমানং (তর্ক এতানি জ্ঞানসাধনানি ভবন্তি) অস্য (জগতঃ) আদ্যন্তয়ো (আদৌ অন্তে চ) যৎ এব (বর্ত্ততে) মধ্যে (অপি) কালঃ চ (কলয়তি প্রকাশয়তি যঃ সঃ) হেতুঃ (কারণং) চ তৎ (ব্রহ্ম) এব কেবলং (বর্ত্ততে ন তু জগদিত্যর্থঃ)।।

অনুবাদ— আত্মানাত্মবিবেকই জ্ঞান এবং বেদ, স্বধর্ম্ম, প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপদেশ—এই সমস্ত জ্ঞানের সাধন-স্বরূপ। জগতের আদি ও অন্তে যাহা বর্ত্তমান, মধ্যদশায়ও কালরূপী জগৎকারণ সেই ব্রহ্মবস্তুই কেবলমাত্র বর্ত্তমান থাকেন।। ১৮।।

বিশ্বনাথ— তচ্চ জ্ঞানং বিবেক এব, তস্য সাধনান্যাহ,—নিগমো বেদঃ তপঃ স্বধর্ম্মঃ প্রত্যক্ষং স্বানুভবঃ ঐতিহ্যমুপদেশঃ অনুমানং তর্কঃ। ফলমাহ—আদ্যন্তয়োরস্য জগতো যদেব তদেব কেবলং মধ্যেঽপি ন তু জগৎ। তদেব কিং—কালঃ কলয়তি প্রকাশয়তীতি কালো ব্রহ্মৈব, হেতুঃ কারণঞ্চ ব্রহ্মৈব।। ১৮।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— সেই জ্ঞান বিবেকই, তাহার সাধন সমূহ বলিতেছেন— বেদ, স্বধর্ম্ম, নিজের অনুভব, প্রাচীন উপদেশ ও অনুমানরূপ তর্ক। ফল বলিতেছেন—এই জগতের আদি ও অন্ত যাহাই, তাহাই কেবল মধ্যেও কিন্তু জগৎ নয়, তাহা কি? কাল যাহা প্রকাশ করে, সেই কাল ব্রহ্মই, ইহার কারণও ব্রহ্মই।। ১৮।।

মধ্ব— কেবলং স্বতন্ত্রম্ আদ্যন্তয়োর্যৎ স্বতন্ত্রং তদেব মধ্যেপি স্বতন্ত্রম্। পরং ব্রহ্মজ্ঞানবিবেকাদিস্বরূপং পরিপূর্ণং গুণত্বাৎ কালঃ। অন্যতো বিবিক্তত্বাদ্বিবেকঃ। সর্ব্বং নিগময়তি প্রাপয়তীতি নিগমঃ। সর্ব্বৈরালোচ্যত্বাত্তপঃ। প্রতিপ্রত্যক্ষেষু স্থিতত্বাৎ প্রত্যক্ষম্। আচার্য্যসম্প্রদায়সিদ্ধত্বাদৈতিহ্যম্। অনুমেয়ত্বাদনুমানম্।। ১৮।।

বিবৃতি— প্রাকৃত জগতের আদি, মধ্য ও অন্তে প্রত্যক্ষ, অনুমান, ঐতিহ্য, তপস্যা, বাক্য, বিবেক ও কালহেতু সকলেই অদ্বয়জ্ঞান বস্তুতেই অবস্থিত, তাঁহা হইতে জাত এবং তাঁহাতেই পর্য্যবসিত অদ্বয়জ্ঞান বিচারে ভগবজ্জ্ঞান যখন ব্রহ্মের ও পরমাত্মার প্রতীতির সহিত অভিন্ন প্রতীত হয়, তখন উহা অবিকৃত। ভগবজ্জ্ঞান হইতে পৃথগ্‌বিচারে পরমাত্মার অংশত্ব ও ব্রহ্মের তদুত্থ ভাবাবস্থান কীর্ত্তিত হয়।। ১৮।।

যথা হিরণ্যং স্বকৃতং পুরস্তাৎ
পশ্চাচ্চ সর্ব্বস্য হিরণ্ময়স্য।

তদেব মধ্যে ব্যবহার্য্যমাণং
নানাপদেশৈরহমস্য তদ্বৎ।। ১৯।।

অন্বয়ঃ— যথা সর্ব্বস্য হিরণ্ময়স্য (কটককুণ্ডলাদেঃ) পুরস্তাৎ (উৎপত্তেঃ পূর্ব্বং) পশ্চাৎ চ (নাশাৎ পরঞ্চ যৎ) স্বকৃতং (সুষ্ঠু কুণ্ডলাদিরূপেণাকৃতমবিরচিতং) হিরণ্যং (সুবর্ণং বর্ত্তমানং) মধ্যে (অপি) নানাপদেশৈঃ ব্যবহার্য্যমাণং (কুণ্ডলাদিনামভির্ব্যবহার্য্যমাণং সদপি) তৎ এব (ন তু বস্তুতস্তদন্যৎ) তদ্বৎ (তথা) অস্য (বিশ্বস্য কারণভূতঃ) অহম্ (অপি নানাব্যবহারালম্বনং, ন তু মত্তঃ পৃথগ্‌বিশ্বমিত্যর্থঃ)।। ১৯।।

অনুবাদ— কটক কুণ্ডল প্রভৃতি যাবতীয় সুবর্ণময় বিকার-পদার্থের উৎপত্তির পূর্ব্বে এবং বিনাশের পরে যেরূপ কেবলমাত্র সুবর্ণই বর্ত্তমান থাকে, তাহাতে কটকাদি পদার্থের কোনরূপ আকৃতি বর্ত্তমান থাকে না, সেইরূপ মধ্যদশায় যৎকালে ঐ সুবর্ণ কটক-কুণ্ডলাদিনামে ব্যবহৃত হয়, তৎকালেও উহা বস্তুতঃ পূর্ব্বোক্ত সুবর্ণ হইতে ভিন্ন না হইয়া তদ্‌রূপেই বর্ত্তমান থাকে। এই বিশ্বের কারণরূপী আমিও সেরূপ নানাবিধ ব্যবহারের অবলম্বন-স্বরূপ; বস্তুতঃ বিশ্বান্তর্গত নানাভাব আমা হইতে ভিন্ন নহে।। ১৯।।

বিশ্বনাথ— সুকৃতং সুষ্ঠু কুণ্ডলাদিরূপেণ অবিরচিতমপি হিরণ্যমেব হিরণ্ময়স্য কটককুণ্ডলাদেঃ পুরস্তাৎ পশ্চাচ্চ বর্ত্তমানং যত্তদেব মধ্যেঽপি নানাপদেশৈঃ কুণ্ডলাদিনামভির্ব্যবহার্য্যমাণমপি ন বস্তুতস্তদন্যৎ, তদ্বদেবাহমস্য বিশ্বস্য পুরস্তাৎ পশ্চান্মধ্যেঽপি।। ১৯।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— সুকৃত অর্থাৎ কুণ্ডলাদিরূপে রচিত না হইয়াও স্বর্ণের কটক-কুণ্ডলাদির অগ্রে ও পশ্চাতে বর্ত্তমান যাহা তাহাই, মধ্যেও নানাছলে কুণ্ডলাদি ব্যবহার যোগ্য না হইলেও বস্তুত তাহা হইতে ভিন্ন নহে তাহার ন্যায়ই, আমি এই বিশ্বের অগ্রে পশ্চাতে ও মধ্যেও।। ১৯

মধ্ব—

হিরণ্যখচিতত্বেন হিরণ্যপ্রধানং হিরণ্ময়ম্।
শঙ্খমঞ্চকরথাদিষু মধ্যেঽপি কেবলং প্রাধান্যেন
ব্যবহার্য্যমাণং তদেব।
রথোপস্থে পরীকারাৎ পূর্ব্বং দারুময়াদ্রথাৎ।
সুবর্ণং ব্যবহারায় মুখ্যং রথপরিষ্কৃতম্।।
মধ্যে চান্তে রথোপস্থান্নিষ্কৃষ্য পৃথগাস্থিতম্।
যদ্বদেবং হরিঃ সাক্ষাজ্জগদ্দেহাৎ পৃথক্‌স্থিতিঃ।।
পূর্ব্বং জগতিসংস্থশ্চ জগদন্তে পৃথক্‌স্থিতিঃ।
স এব মুখ্যো জগতঃ স্বাতন্ত্র্যাৎ পরমেশ্বরঃ।।
ইতি ব্রহ্মতর্কে।
সুরপিতৃ-মনুজাদি-কল্পনাদিভিরিত্যাদ্যন্তর্য্যাম্যপেক্ষয়া।
যথা সুবর্ণমকৃতং ক্রিয়তে কুণ্ডলাদিকম্।
পুনরেকীভবত্যদ্ধা তদ্বদ্বিষ্ণুরজোপি সন্।
সুরাদ্যন্তঃস্থিতো ভূত্বা পুনরেকীভবেদ্বিভুঃ।।
ইতি বচনাৎ।
তত্তন্নিয়ামকস্যৈব নাম সর্ব্বং সুরাদিকম্।
তৎসম্বন্ধাদুদীর্য্যেত ব্যবহৃত্যৈ সুরাদিষু।।
ইতি শব্দনির্ণয়ে।
একলং কেবলঞ্চেতি স্বতন্ত্রমভিধীয়তে।
স্বতন্ত্রস্তু হরিঃ সাক্ষাৎ পরিষ্কৃতহিরণ্যবৎ।।
ইতি প্রবৃত্তে।
প্রত্যেকং ন তু দার্বাদি স্বতন্ত্রবিক্রিয়াগতম্।
মহাফলং সাৎ স্বর্ণস্তু স্বতন্ত্রবিক্রিয়োপগম্।।
তদ্বৎ স্বতন্ত্রো ভগবান্ প্রবৃত্তাবন্যদন্যথা।
ইতি চ।। ১৯।।

বিবৃতি— ঘটকুণ্ডলের বিকার জন্য ভিন্ন ভিন্ন নামরূপ কালপ্রভাবে পরিবর্ত্তিত হইলে যেরূপ উহারা উপাদানমাত্রে পর্য্যবসিত হয়, বাস্তব বস্তুর বহিরঙ্গা-শক্তির প্রভাবে সেইপ্রকার বাহ্য ও অন্তর আবরণ-দ্বয় বস্তু হইতে তাৎকালিক ভেদ স্থাপন করে। প্রকৃত-প্রস্তাবে সকলগুলিই বস্তু; উহাদের বিকার-দর্শন দর্শকের উপরেই নির্ভর করে। বস্তু-বৈচিত্র্য খণ্ড ও অখণ্ডদেশ ব্রহ্মাণ্ডে ও বৈকুণ্ঠে পারমার্থিক ও ব্যবহার ভেদে খণ্ড ও অখণ্ড কালে, খণ্ড ও অখণ্ড পাত্রে পৃথগ্‌রূপে লক্ষিত হয়। ব্যবহারিক জগতের নশ্বরতা ও দৃশ্য-বস্তুর নিত্য-অস্তিত্বাভাবে অবাস্ত-

বতা—এই দ্বিবিধ পার্থক্য আছে। অপ্রাকৃত-বিচারেই উক্ত নশ্বরতা এবং আধ্যাত্মিক-বিচারেই উক্ত দৃশ্য-বস্তুর অবাস্তবতা লক্ষিত হয়।। ১৯।।

বিজ্ঞানমেতৎ ত্রিয়বস্থমঙ্গ
গুণত্রয়ং কারণকার্য্যকর্ত্তৃ।
সমন্বয়েন ব্যতিরেকতশ্চ
যেনৈব তুর্য্যেণ তদেব সত্যম্।। ২০।।

অন্বয়ঃ—অঙ্গ! (হে উদ্ধব!) ত্রিয়বস্থং (জাগরাদিত্র্য-বস্থং যৎ) বিজ্ঞানং (মনঃ) গুণত্রয়ং (তদবস্থাকারণরূপঞ্চ যদ্‌গুণত্রয়ং) কারণকার্য্যকর্ত্তৃ (যচ্চ কারণমধ্যাত্মং কার্য্য-মধিভূতং কর্ত্তৃ অধিদৈবম্ এবং গুণত্রয়কার্য্যভূতং ত্রিবিধং জগৎ) এতৎ যেন এব তুর্য্যেণ (সামান্যজ্ঞানমাত্রেণ) সম-ন্বয়েন (ভবতি যেনানুগতং প্রকাশত ইত্যর্থঃ) ব্যতিরেকতঃ চ (সমাধ্যাদৌ যদস্তি) তৎ এব সত্যং (ভবতি)।। ২০।।

অনুবাদ— হে উদ্ধব! জাগরাদি-অবস্থাত্রয়বিশিষ্ট মনঃ, অবস্থাত্রয়হেতুভূত সত্ত্বাদি গুণত্রয়, অধ্যাত্ম, অধিভূত, অধিদৈব এবং ত্রিগুণকার্য্যভূত ত্রিবিধ জগৎ—এই সমস্ত পদার্থ যে বস্তুকর্ত্তৃক অনুগত হইয়া প্রকাশিত হয় এবং সমাধিপ্রভৃতি দশায় যাহা অবশিষ্ট থাকে, সেই তুরীয় বস্তুই একমাত্র সত্য বলিয়া জানিবে।। ২০।।

বিশ্বনাথ— তদেবং কার্য্যস্য কারণমাত্রাত্মকতামুক্ত্বা প্রকাশ্যস্য প্রকাশমাত্রাত্মকতামাহ,—বিজ্ঞানং বুদ্ধিতত্ত্বম্। তিস্রো জাগরাদ্যা অবস্থা যত্র তৎ ত্রিয়বস্থং, ব্যাড়ি-গাল-বয়োর্মতেন যকারব্যবধানম্। তদবস্থা-কারণভূতং যদ্‌গুণ-ত্রয়ং যচ্চ কারণকার্য্যকর্ত্তৃ। কারণমধ্যাত্মং কার্য্যমধিভূতং কর্ত্তৃ অধিদৈবং—এবং গুণত্রয়কার্য্যভূতং ত্রিবিধং জগৎ। এতৎ যেন তুর্য্যেণ সামান্যজ্ঞানমাত্রেণ সমন্বয়েন ভবতি যেনানুগতং প্রকাশত ইত্যর্থঃ। "তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি" ইতি, তথা "চক্ষুষ-শ্চক্ষুরুত শ্রোত্রস্য শ্রোত্রং মনসো যে মনো বিদুঃ" ইতি শ্রুতেঃ। ননু বিশেষবিজ্ঞানব্যতিরেকেণ ন তুর্য্যমুপল-ভামহে, তত্রাহ—ব্যতিরেকতঃ সমাধ্যাদৌ যদস্তি তদেব সত্যম্।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— এইভাবে কার্য্যের কারণরূপতা বলিয়া প্রকাশ্যমাত্ররূপতা বলিতেছেন—বিজ্ঞান অর্থাৎ বুদ্ধিতত্ত্ব জাগরাদি অবস্থাত্রয়, যেখানে সেই ব্যাড়িগালব এই উভয় মতে য কার ব্যবধান। সেই অবস্থা কারণরূপ যাহার, গুণত্রয় যাহার কারণ কার্য্য ও কর্ত্তা। কারণ অধ্যাত্ম, কার্য্য অধিভূত, কর্ত্তা অধিদৈব। এইভাবে গুণত্রয়ের কার্য্য-রূপ ত্রিবিধ জগৎ। ইহা যে চতুর্থ সামান্য জ্ঞানমাত্র দ্বারা সমন্বয় হেতু হয়, যাহা কর্ত্তৃক অনুগত হইয়া প্রকাশিত হয়। ইহার শ্রুতি প্রমাণ ব্রহ্মের প্রকাশদ্বারা সকলই আলোকিত হয়, তাহার আলোক দ্বারা এই বিশ্ব আলো-কিত হয়। সেইরূপ চক্ষুরও চক্ষু, কর্ণেরও কর্ণ, মনেরও যিনি মন, তাহাকে জান। প্রশ্ন! বিশেষ বিজ্ঞান ব্যতীত চতুর্থকে পাওয়া যায় না। তাহার উত্তরে বলিতেছেন—ব্যতিরেকভাবে সমাধিতে যাহা আছে তাহাই সত্য।। ২০।।

মধ্ব— মোক্ষদং সংসারদং তমঃপ্রদঞ্চেতি ত্রিপদস্থং
বিজ্ঞানম্। তদিচ্ছায়াঃ তত এতৎ সর্ব্বমস্তি,
অন্যথা নাস্তীত্যন্বয়ব্যতিরেকৌ।। ২০।।

বিবৃতি— কারণ বিচারে নিমিত্ত ও উপাদান ব্যাপার-দ্বয় লক্ষিত হয়। ইহাদের পরস্পর-সংযোগে কার্য্য প্রসূত হয়। অণুচিৎ জীব জগতে আবদ্ধ হইলে সে স্বপ্ন, জাগর ও সুষুপ্তি—এই অবস্থাত্রয়-রূপ কার্য্যের কারণ রজঃ, সত্ত্ব ও তমো-গুণত্রয় অন্বয় ও ব্যতিরেকভাবে আশ্রয় করে। এতদতিরিক্ত, প্রপঞ্চের অভিভাবক-সূত্রে সেব্য পরমাত্ম-বস্তুকেই চতুর্থ ও উত্তরোত্তর অধিকতর মান হইতে দর্শন করিয়া থাকে। দর্শনকালে উক্ত সেব্য পরমাত্মার সেবা হইতে পরমাত্মাকে পৃথক্ বলিয়া জানেন। তজ্জন্য সত্য ও অসত্য শব্দদ্বয় যথাক্রমে বৈকুণ্ঠ ও ব্রহ্মাণ্ডের বাচক হয়।। ২০।।

ন যৎ পুরস্তাদুত যন্ন পশ্চা-
ন্মধ্যে চ তন্ন ব্যপদেশমাত্রম্।
ভূতং প্রসিদ্ধঞ্চ পরেণ যদ্‌যৎ
তদেব তৎ স্যাদিতি মে মনীষা।। ২১।।

অন্বয়ঃ— পুরস্তাৎ (সৃষ্টেঃ পূর্ব্বং) যৎ ন (যন্নাসীৎ) উত (অপি চ) পশ্চাৎ (বিনাশাৎ পরমপি) যৎ ন (ন স্থাস্যতি) মধ্যে চ (স্থিতিকালেঽপি) তৎ ন (নাস্ত্যেব, পরন্তু) ব্যপদেশমাত্রং (ব্যবহারমাত্রমেব যৎ যৎ পরেণ (অন্যেন) ভূতং (জাতং) প্রসিদ্ধং চ (প্রকাশিতং চ ভবেৎ) তৎ (বস্তু) তৎ এব (কারণপ্রকাশতাবন্মাত্রং) স্যাৎ (ন পৃথক্) ইতি মে (মম) মনীষা (বুদ্ধির্বর্ত্ততে)।। ২১ ।।

অনুবাদ— সৃষ্টির পূর্ব্বে যাহা ছিল না, কিম্বা বিনাশের পরেও যাহা বর্ত্তমান থাকিবে না, স্থিতিকালেও তাহার কোনরূপ সত্তা নাই, পরন্তু উহা ব্যবহারমাত্র জানিবে। যে-যে-বস্তু অন্য বস্তু হইতে উৎপন্ন এবং প্রকাশিত হয়, উহা কারণ ও প্রকাশক বস্তুরূপেই সত্তাবিশিষ্ট জানিবে, পরন্তু তাহার কোন পৃথক্ সত্তা নাই, আমি এরূপই মনে করিয়া থাকি।। ২১ ।।

বিশ্বনাথ—এবং কালত্রয়েঽপ্যব্যভিচারিণঃ সত্যত্বমুক্তং, ব্যভিচারিণস্ত্বসত্যতামাহ,—ন যদিতি। মধ্যে চ তৎ পৃথক্ নাস্তি কিন্তু ব্যপদেশমাত্রং নামমাত্রম্। কুতঃ? যতঃ যৎ যৎ পরে। অন্যেন ভূতং জাতং প্রসিদ্ধং প্রকাশিতঞ্চ তত্তদেব কারণং প্রকাশকং তাবন্মাত্রং স্যান্ন ততঃ পৃথগিতি মে মনীষা বুদ্ধিঃ।। ২১ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—এইভাবে কালত্রয়ে ও অব্যভিচারীর সত্যতা বলা হইল, ব্যভিচারীর অসত্যতা বলিতেছেন—মধ্যেও তাহা পৃথক্ নাই, কিন্তু নামমাত্র আছে। কি হেতু? যেহেতু যাহা যাহা পরে অন্যের দ্বারা জাত প্রসিদ্ধ ও প্রকাশিত, তাহা তাহাই কারণ প্রকাশক সেই-মাত্রই হয়, তাহা হইতে পৃথক্ নহে, ইহা আমার বুদ্ধি।।

মধ্ব—

তদেব কেবলং সত্যমিতি সর্ব্বত্র সম্বধ্যতে।
স্বাতন্ত্র্যমেব সত্যত্বং বিষ্ণোরন্যস্য সত্যতা।
প্রবাহতঃ সদাঽস্তিত্বং পুংপ্রকৃত্যোঃ সদাঽস্তিতা।।
ইতি বস্তুতত্ত্বে।
মধ্যে চ তৎ কেবলংনেতি সম্বধ্যতে।
তৎ স্বাতন্ত্র্যেণ নৈবাস্তি যদুৎপত্তি বিনাশবৎ।
স্বাতন্ত্র্যেণাস্তিতা তস্য যৎ সত্তাজ্ঞানদং সদা।।
ইতি বৈভবে।
জগতো নাস্থিতা সৈব যা পরাধীনতা সদা।
অভাবস্তু কুতস্তস্য যদ্বিভাতীহ সর্ব্বদা।।
ইতি প্রকাশ্যে।। ২১।।

বিবৃতি— বিশ্বের ভোক্তার নিকট বস্তু-সমূহ পূর্ব্বে থাকে না, মধ্যে থাকে এবং পরেও থাকে না, অর্থাৎ অপ্রকাশিত বস্তু অপর-কর্ত্তৃক প্রকাশিত হয়। এই সকল ধারণার পরিবর্ত্তন-শীলতা-ধর্ম্ম যাহা হইতে উদ্ভূত হইয়াছে, সেই বস্তুই সত্য এবং সেই সত্য বস্তু হইতে নিঃসৃত তাৎকালিকী শক্তির দ্বারা আদি, মধ্য ও অন্ত বা ভূত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ-প্রভৃতি কাল-গত বিচার হইতে পরিণত সকল কার্য্যই নিত্যসত্তা হইতেই প্রকাশিত হওয়ায় সেই পরমসত্যে এইগুলি অনুস্যূত, তজ্জন্য অভিন্ন। যাহাদের বাস্তব-বস্তুর জ্ঞান নাই, তাহারা বিশ্বের সত্যতা-সম্বন্ধে সন্দিগ্ধচিত্ত। তাহারা ভেদজগৎকে 'মিথ্যা' বলিবার জন্য প্রস্তুত। কিন্তু উহাও সত্য-বস্তু হইতেই জাত। খণ্ডিত ভোক্তার অখণ্ডের সহিত পার্থক্য-থাকিলেও প্রসূত-বস্তুতে যে অবরতা অবস্থিত হয়, তাহার উপলব্ধির জন্যই এই বিশ্ব সংসার। বদ্ধজীবের যে-অনিত্যে রুচি লক্ষিত হয়, সেই অনিত্যতা যে হেয়, অবাঞ্ছনীয় ও অপ্রয়োজনীয়, এরূপ উপলব্ধি হইলেই জীব বিশ্বের ভোক্তা হইবার পরিবর্ত্তে বৈকুণ্ঠের সেবাপরায়ণ হন এবং তাঁহার বিশ্বকে মিথ্যা ও ভগবদ্‌বিচ্যুত বলিবার আর প্রয়োজন হয় না।। ২১।।

অবিদ্যমানোঽপ্যবভাসতে যো
বৈকারিকো রাজসসর্গ এষঃ।
ব্রহ্ম স্বয়ংজ্যোতিরতো বিভাতি
ব্রহ্মেন্দ্রিয়ার্থাত্মবিকারচিত্রম্।। ২২।।

অন্বয়ঃ— যঃ (অয়ং) বৈকারিকঃ (বিকারসমূহঃ সঃ) এষঃ (প্রাক্) অবিদ্যমানঃ রাজসসর্গঃ (রজোদ্বারেণ ব্রহ্মাকার্য্যভূত ইত্যর্থঃ) অবভাসতে (ব্রহ্মাণৈব প্রকাশতে)

ব্রহ্ম (তু) স্বয়ং (স্বতঃসিদ্ধং, ন তু কার্য্যমিত্যর্থঃ)জ্যোতিঃ (প্রকাশকঞ্চ) অতঃ (অস্মাৎ কারণাৎ) ইন্দ্রিয়ার্থাত্মবিকার-চিত্রম্ (ইন্দ্রিয়াণি চার্থাস্তন্মত্রাণি চ আত্মা মনশ্চ বিকারাঃ পঞ্চভূতানি এবং চিত্রং) ব্রহ্ম (এব) বিভাতি (কেবলং প্রকাশতে)।। ২২।।

অনুবাদ—এই বিকার পদার্থসমূহ পূর্ব্বে অবিদ্যমান হইয়াও ব্রহ্মবস্তুকর্ত্তৃক রজোগুণ-দ্বারা রচিত হইয়া ব্রহ্মবস্তু কর্ত্তৃকই প্রকাশিত হইতেছে। ব্রহ্ম স্বতঃসিদ্ধ ও স্বয়ংপ্রকাশ বস্তু; অতএব ব্রহ্মই ইন্দ্রিয়, পঞ্চতন্মাত্র, মনঃ ও পঞ্চভূতাত্মক বিচিত্রবিকার-সমূহরূপে প্রকাশিত হইয়া থাকেন।। ২২।।

বিশ্বনাথ— এবং সামান্যতঃ কার্য্যপ্রকাশ্যয়োঃ কারণপ্রকাশকাভ্যামভেদং ব্যুৎপাদ্য প্রস্তুতে তদুভয়-বিবেকপূর্ব্বকং প্রপঞ্চস্য ব্রহ্মাভেদমাহ,—অবিদ্যমানঃ প্রাগসন্নপি যোহয়মবভাসতে বিদ্যমানত্বেন ভাতি, বৈকা-রিকঃ বিকারেভ্যো মহদাদিভ্যো জাতঃ স এব রাজস-সর্গঃ রজোদ্বারেণ ব্রহ্মাকার্য্যভূত ইত্যর্থঃ। ব্রহ্ম তু স্বয়ং স্বতঃসিদ্ধং, ন তু কার্য্যং, জ্যোতিঃ প্রকাশকং। অতো হেতোঃ ইন্দ্রিয়াণি চ অর্থাস্তন্মাত্রাণি চ আত্মা মনশ্চ বিকারাঃ পঞ্চ ভূতানি চ এতৈশ্চিত্রং বিশ্বমিদং ব্রহ্মৈব ভাতীতি।।২২

টীকার বঙ্গানুবাদ—এইভাবে সামান্যরূপে কার্য্যও প্রকাশের, কারণও প্রকাশকের সহিত অভেদ যুক্তি দ্বারা স্থাপন হইলেপর, সেই উভয়ের বিবেকপূর্ব্বক এই বিশ্বের ব্রহ্মের সহিত অভেদ বলিতেছেন—অবিদ্যমান অর্থাৎ পূর্ব্বে না থাকিলেও যাহা এই বিদ্যমানরূপে প্রকাশিত আছে, বিকার বস্তু মহদাদি হইতে জাত, তাহাই রাজস সর্গ অর্থাৎ রজোগুণের দ্বারা ব্রহ্মের কার্য্যস্বরূপ। ব্রহ্ম কিন্তু স্বয়ং স্বতঃসিদ্ধ, কিন্তু কার্য্য নহে। জ্যোতিঃ অর্থাৎ প্রকাশক এই কারণে ইন্দ্রিয়সমূহ, তন্মাত্রসমূহ, আত্মা মন ও বিকার পঞ্চভূতসমূহ এইসকলের দ্বারা চিত্রিত হইয়া এই বিশ্ব ব্রহ্মের ন্যায় দৃষ্ট হইতেছে।। ২২।।

মধ্ব—

অবিদ্যমানতা নাম জগতঃ পরতন্ত্রতা।
যথাশক্তস্তু পুত্রাদিরসন্নিত্যুচ্যতে জনৈঃ।।

ইতি বিবেকে।

অতো ব্রহ্মণ এব বিভাতি। দ্বিতীয়ংব্রহ্ম প্রকৃতিঃ। আত্মা জীবঃ প্রকৃতীন্দ্রিয়-বিষয়-জীবাদি-বিচিত্রং জগৎ ব্রহ্মাতএব বিভাতীত্যর্থঃ।। ২২।।

বিবৃতি— ব্রহ্ম নির্ব্বিকার-বস্তু। ব্রহ্ম-বৈচিত্র্য ও সঙ্কীর্ণজড়-বৈচিত্র্যের মধ্যে ভেদ আছে। স্বয়ং-প্রকাশ ব্রহ্ম স্বরূপতঃ নিত্যবৈচিত্র্যধর্ম্ম-বিশিষ্ট। জাগতিক বিকার—প্রকৃতির রজোগুণ হইতে উদ্ভূত; উহা অনিত্য-তাৎ-কালিক-প্রকাশ-যুক্ত হইয়া বদ্ধ জীবের ইন্দ্রিয়-গোচর হয় মাত্র। নশ্বর-জগৎ পূর্ব্বে অবিকৃত থাকিলেও পরে রজো-গুণপ্রভাবে বিকৃত হয়। কিন্তু বৈকুণ্ঠ তদ্রূপ তাৎকালিক অবস্থানমাত্র নহে। যেস্থলে বৈকুণ্ঠের বৈচিত্র্য বিলুপ্ত হয়, সেস্থলে জ্যোতিরূপ পদার্থকেই 'ব্রহ্ম' বলা হয়। স্বয়ং-প্রকাশ-ধর্ম্মী-স্বয়ংরূপ ও তদীয় ধামের প্রকাশক; উহা রাজস বা বৈকারিক নহে। নশ্বর জাগতিক কার্য্য ও কারণ-রূপে অবস্থিত গুণজাত বিশ্ব—ব্রহ্মাণ্ড-মাত্র, উহার প্রতীতি বৈকুণ্ঠ নহে।। ২২।।

এবং স্ফুটং ব্রহ্মবিবেকহেতুভিঃ
পরাপবাদেন বিশারদেন।
ছিত্ত্বাত্মসন্দেহমুপারমেত
স্বানন্দতুষ্টোহখিলকামুকেভ্যঃ।। ২৩।।

অন্বয়ঃ—এবং (নিগমতপঃপ্রত্যক্ষৈতিহ্যানুমানৈঃ) স্ফুটং (যথা ভবতি তথা) ব্রহ্মবিবেকহেতুভিঃ (ব্রহ্মজ্ঞান-কারণৈস্তথা) বিশারদেন (নিপুণেন) পরাপবাদেন (পরস্য দেহাদেরপবাদেনাত্মত্বনিরাসেন) আত্মসন্দেহম্ (আত্ম-বিষয়কং সংশয়ং) ছিত্ত্বা (দূরীকৃত্য) স্বানন্দতুষ্টঃ (সন্) অখিলকামুকেভ্যঃ (অখিলেভ্যঃ কামুকেভ্য ইন্দ্রিয়াদিভ্যঃ) উপারমেত (নিঃসঙ্গো ভবেৎ)।। ২৩।।

অনুবাদ—এইরূপ বেদ, স্বধর্ম্ম, প্রত্যক্ষ, উপদেশ, অনুমান প্রভৃতি ব্রহ্মজ্ঞানের সুস্পষ্ট কারণ-সমূহ এবং

সুনিপুণ দেহাত্মভাবনিরাসদ্বারা আত্মবিষয়ক সংশয় ছেদন-পূর্ব্বক আত্মানন্দ-পরিতৃপ্ত হইয়া ইন্দ্রিয়াদি নিখিল-কামুক-পদার্থের সঙ্গ হইতে বিরত হইবেন।। ২৩।।

বিশ্বনাথ— এবং প্রত্যক্ষৈতিহ্যানুমানৈঃ স্ফুটং যথা স্যাত্তথা ব্রহ্মবিবেকহেতুভিঃ, তথা পরস্য দেহাদেরপবাদেন আত্মত্বনিরাসেন চ, কীদৃশেন? বিশারদেন নিপুণেন আত্ম-বিষয়কং সন্দেহং ছিত্ত্বা স্বানন্দতুষ্টঃ সন্ অখিলেভ্যঃ কামু-কেভ্য ইন্দ্রিয়েভ্যঃ উপারমেত নিঃসঙ্গো ভবেৎ।। ২৩

টীকার বঙ্গানুবাদ— এইভাবে প্রত্যক্ষ ঐতিহ্য ও অনুমান সমূহদ্বারা স্পষ্টভাবে যেমন হয়, সেইরূপ ব্রহ্ম-জ্ঞানদ্বারা, সেইরূপ পরের দেহাদির আত্মত্ব নিরাসদ্বারাও। কি প্রকারে? নিপুণ ব্যক্তিদ্বারা আত্মবিষয়ক সন্দেহ ছেদন পূর্ব্বক নিজ আনন্দে পুষ্ট হইয়া, অখিল ইন্দ্রিয় হইতে নিঃসঙ্গ হইবে।। ২৩।।

বিবৃতি— বাসনা-জাত নশ্বর-জগৎ হইতে বিরাম লাভ করিয়া সকল সন্দেহ ছেদন করিতে হইবে। তাহাতে আত্মানন্দলাভে তুষ্টি আসিবে। ব্রহ্মবিবেককে কারণ-রূপে গ্রহণ করিলে অপর সঙ্কীর্ণ বস্তু নিজের ভোগ্য নহে বলিয়া উপলব্ধি হইবে। জড়-জগৎ মুক্ত জীবের ভোগ-ভূমিকা নহে—ইহা অবগত হইয়া সর্ব্বতোভাবে প্রাকৃত সৃষ্টি হইতে বৃহদ্-বস্তুর বাস্তব-জ্ঞান লাভ করিতে পারিলে কৃষ্ণানন্দের উদয়ে সকল সন্দেহ দূরীভূত হইয়া অপ্রাকৃত কামদেবের তোষণই একমাত্র ধর্ম্ম বলিয়া জানিতে পারা যায়; তখন ক্ষুদ্র কাম-সমূহ আপনা হইতেই পরাভূত হইবে।। ২৩।।

নাত্মা বপুঃ পার্থিবমিন্দ্রিয়াণি
দেবা হ্যসুর্বায়ুর্জলং হুতাশঃ।
মনোঽন্নমাত্রং ধিষণা চ সত্ত্ব-
মহঙ্কৃতিঃ খং ক্ষিতিরর্থসাম্যম্।। ২৪

অন্বয়ঃ— পার্থিবং বপুঃ (শরীরম্) আত্মা ন (ন ভবতি পার্থিবত্বাদ্ ঘটবৎ) ইন্দ্রিয়াণি দেবাঃ হি (তদধিষ্ঠা-তারঃ) অসুঃ (প্রাণঃ) ধিষণা (বুদ্ধিঃ) মনঃ সত্ত্বং (চিত্তম্) অহঙ্কৃতিঃ অন্নমাত্রম্ (এতে আত্মা ন ভবন্তি অন্নোপষ্ট-ভ্যত্বাৎ শরীরবৎ) বায়ুঃ জলং হুতাশঃ (তেজঃ) খম্ (আকাশং) ক্ষিতিঃ (ইতি পঞ্চভূতানি) অর্থসাম্যম্ (অর্থাঃ শব্দাদয়ঃ সাম্যং প্রকৃতিশ্চ নাত্মা জড়ত্বাদ্ ঘটবদিত্যর্থঃ)।। ২৪।।

অনুবাদ— এই শরীর ঘটতুল্য পার্থিব-পদার্থ বলিয়া আত্মা হইতে পারে না, ইন্দ্রিয়-সমূহ, তদধিষ্ঠাতৃদেবগণ, প্রাণ, বুদ্ধি, মনঃ, চিত্ত, অহঙ্কার ইহারাও শরীরের ন্যায় অন্নকে আশ্রয় করিয়া বর্ত্তমান থাকায় আত্মা নহে। বায়ু, জল, অগ্নি, আকাশ, ক্ষিতি, শব্দাদি বিষয়পঞ্চক এবং প্রকৃতি—ইহারাও ঘটতুল্য জড়ত্ব-নিবন্ধন আত্মা হইতে পারে না।। ২৪।।

বিশ্বনাথ— পরাপবাদং প্রপঞ্চয়তি,—বপুরাত্মা ন ভবতি, কুতঃ পার্থিবং পার্থিবত্বাদ্ঘটবৎ। তথা ইন্দ্রিয়াণি তদধিষ্ঠাতারো দেবা, অসুঃ, প্রাণঃ, ধিষণা বুদ্ধিঃ, সত্ত্বং চিত্তং, অহঙ্কৃতিরিত্যেতে আত্মা ন ভবন্তি, কুতঃ? অন্নমাত্রং অন্নোপষ্টভ্যত্বাৎ শরীরবৎ। বায়ুর্জলং হুতাশস্তেজঃ খং ক্ষিতিরিতি পঞ্চ মহাভূতানি, অর্থাঃ শব্দাদয়ঃ সাম্যং প্রকৃতিশ্চ আত্মা ন জড়ত্বাদ্ঘটবদিতি।। ২৪।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— পরের অপবাদ বিস্তার করিতেছেন—শরীর আত্মা নহে। কি কারণে? উহা পৃথিবীজাত বলিয়া, যেমন ঘট, সেইরূপ ইন্দ্রিয় সমূহ, তাহার অধিষ্ঠাতা দেবগণ, প্রাণ বুদ্ধি চিত্ত অহঙ্কার ইহারাও আত্মা নহে, কি কারণ? অন্নমাত্র, অন্নদ্বারা রচিত শরীরের ন্যায়। বায়ু জল তেজ আকাশ পৃথিবী এই পঞ্চ মহাভূত, শব্দ আদি পঞ্চ তন্মাত্র, ইহাদের মিলিত প্রকৃতিও আত্মা নহে, জড়হেতু ঘটের ন্যায়।। ২৪।।

মধ্ব— বায়ুরেব স্বয়ং প্রাণস্তত্রস্থে চোদতেজসী।
উদেন তেজসা চৈব প্রাণস্য হি কৃতং বপুঃ।।
ইতি প্রকাশিকায়াম্।
প্রাণস্য বায়ুরূপস্য ভূতত্রয়কৃতং বপুঃ।
যতো হি পার্থিবং নাত্র খঞ্চাত্যল্পমুদাহৃতম্।।
ইতি সন্ধারণে।

সত্ত্বং মূলবুদ্ধিঃ অহং শৃণোম্যহং স্পৃশাম্যহং পশ্যামীতি সর্ব্বার্থেষু সমত্বাদহংকারোঽর্থসাম্যম্।

ন দেহো নেন্দ্রিয় প্রাণমনোবুদ্ধ্যহমাদয়ঃ।
বিষ্ণুশ্চিদানন্দতনুঃ স হি জীবাধিপঃ সদা।।
ইতি সাত্বতে।। ২৪।।

বিবৃতি— পার্থিব শরীর, ইন্দ্রিয়, দেবতা, প্রাণ, মনঃ, বুদ্ধি ও অহঙ্কার—এইগুলি অনাত্মা। ভোগ্য পদার্থের বিচারই অনাত্ম-প্রতীতিগত অধিষ্ঠানে অবস্থিত। বায়ু, জল, অগ্নি, আকাশ প্রভৃতি অচিদ্-বস্তুর কোনটিই আত্ম-শব্দ-বাচ্য নহে। ভোক্তৃ-ভোগ্য-সম্বন্ধে অবস্থিত বস্তুমাত্রই জড়-ধর্ম্ম-বিশিষ্ট। আত্মা চেতন বলিয়া অচিৎ-পদার্থসমূহ আত্ম-শ্রেণীস্থ নহে।। ২৪।।

সমাহিতৈঃ কঃ করণৈর্গুণাত্মভি-
র্গুণো ভবেন্মৎসুবিবিক্তধাম্নঃ।
বিক্ষিপ্যমাণৈরুত কিং নু দূষণং
ঘনৈরুপেতৈর্বিগতৈ রবেঃ কিম্।। ২৫।।

অন্বয়ঃ— মৎসুবিবিক্তধাম্নঃ (মম সুষ্ঠু বিবিক্তং ধাম স্বরূপং যেন তস্য জনস্য) গুণাত্মভিঃ (ত্রিগুণময়ৈঃ) সমাহিতৈঃ (নিশ্চলৈর্ব্বা) করণৈঃ (ইন্দ্রিয়ৈঃ) কঃ গুণঃ ভবেৎ উত (অথবা) বিক্ষিপ্যমাণৈঃ (অস্থিরৈরিন্দ্রিয়ৈঃ) কিং নু দূষণং (কো বা দোষো ভবেৎ) উপেতৈঃ (সমাগতৈঃ) বিগতৈঃ (অপগতৈর্ব্বা) ঘনৈঃ (মেঘৈঃ) রবেঃ কিং (সূর্য্যস্য ন দোষো গুণো বা কশ্চিদ্ ভবতীত্যর্থঃ)।। ২৫।।

অনুবাদ—মেঘের আগম এবং অপগম দ্বারা বস্তুতঃ সূর্য্যের যেরূপ কোন ক্ষতি-বৃদ্ধি হয় না, সেইরূপ যিনি সম্যগ্ভাবে মদীয় স্বরূপ অবগত হইয়াছেন, তাহার ত্রিগুণময় ইন্দ্রিয়সমূহ নিশ্চল হইলেও কোনরূপ গুণ বা তাহারা বিক্ষিপ্ত হইলেও কোনরূপ দোষের উদয় হয় না।।

বিশ্বনাথ— এবং বিবেকজ্ঞানবতো মদ্ভক্তস্য ন ইন্দ্রিয়াদিকৃতগুণদোষসম্বন্ধ ইত্যাহ,—সমাহিতৈরিতি। মম সুষ্ঠু বিবিক্তং বিচারিতং ধাম স্বরূপং যেন তস্য ইন্দ্রিয়ৈঃ সমাহিতৈর্নিশ্চলৈর্ব্বা কো গুণঃ, বিক্ষিপ্যমাণৈশ্চঞ্চলৈর্ব্বা কো দোষঃ।। ২৫।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— এইভাবে বিবেকজ্ঞানবানের আমার ভক্তের ইন্দ্রিয়াদি কৃত গুণদোষের সম্বন্ধ নাই। ইহাই বলিতেছেন—আমার সুষ্ঠু বিচারিত ধাম অর্থাৎ স্বরূপ যাহা দ্বারা সেই ইন্দ্রিয় সমূহের অথবা নিশ্চল সমাধির গুণ কি? বিক্ষিপ্যমান চঞ্চল ইন্দ্রিয়াদির বা কি দোষ? ২৫।।

বিবৃতি— সূর্য্য আকাশে অধিষ্ঠিত থাকাকালে মেঘের দ্বারা আবৃত হইলে যেরূপ সূর্য্যের অস্তিত্বের লোপ হয় না; দ্রষ্টার বুদ্ধিহীনতা জ্ঞাপন করে মাত্র, তদ্রূপ ভগবৎ-স্বরূপের অভিজ্ঞান হইলে সেবোন্মুখ মুক্তাত্মা প্রপঞ্চে যে-সকল ক্রিয়া সম্পাদন করে, ভগবৎ-স্বরূপের ও ভগবৎস্বরূপ-সেবক জীবস্বরূপের সেই ক্রিয়াগুলিকে ত্রিগুণাত্মিকা বলিয়া মনে হইলেও তাহার দোষ বা গুণ যাহাই হউক না কেন, উহাতে ভগবত্তা বা ভগবৎ- সেবকত্বের নিত্যত্ব ও ভক্তি বিনষ্ট হয় না।। ২৫।।

যথা নভো বায়্বনলাম্বুভূগুণৈ-
র্গতাগতৈর্বর্ত্তুগুণৈর্ন সজ্জতে।
তথাক্ষরং সত্ত্বরজস্তমোমলৈ-
রহংমতেঃ সংসৃতিহেতুভিঃ পরম্।। ২৬।।

অন্বয়ঃ— নভঃ (আকাশং) যথা (যদ্বৎ) বায়্বনলাম্বুভূগুণৈঃ (বায়্বাদীনাং শোষণদহনক্লেদনরজোধূসরত্বাদিভির্গুণৈঃ) গতাগতৈঃ (আগমাপায়িভিঃ) ঋতুগুণৈঃ (শীতোষ্ণাদিভিঃ) বা ন সজ্জতে (যুজ্যতে) তথা (তদ্বৎ) পরম্ অক্ষরং (ব্রহ্মাপি) অহংমতেঃ (অহঙ্কারস্য) সংসৃতিহেতুভিঃ (সংসারহেতুভূতৈঃ) সত্ত্বরজস্তমোমলৈঃ (সত্ত্বাদিমলৈর্ন যুজ্যতে)।। ২৬।।

অনুবাদ— আকাশ যেরূপ বায়ু, অগ্নি, জল ও পৃথিবীর শোষণ, দহন, ক্লেদন ও রজোধূসরত্ব প্রভৃতি ধর্ম্ম কিম্বা শীতোষ্ণাদি আগমাপায়ী ঋতুধর্ম্ম-দ্বারা যুক্ত

হয় না, সেইরূপ পরমব্রহ্মাও অহঙ্কারের সংসার-জনক সত্ত্বাদিগুণ-মল-দ্বারা লিপ্ত হন না।। ২৬।।

বিশ্বনাথ— জীবন্মুক্তঃ খলু ব্রহ্মৈব ভবেদতস্তত্র ন কোঽপি গুণদোষা ইত্যাকাশদৃষ্টান্তেনাহ, যথেতি। বায়্বাদীনাং শোষণ-দহন-ক্লেদন-রজোধূসরত্বাদিভির্গতাগতৈরাগমাপায়িভির্ঋতুগুণৈঃ শীতোষ্ণাদিভির্নভো যথা ন যুজ্যতে তথৈবাহম্মতেরহঙ্কারাৎ পরমক্ষরং ব্রহ্ম সংসৃতিহেতুভিঃ সত্ত্বাদিমলৈর্ন যুজ্যতে।। ২৬।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— জীবন্মুক্ত নিশ্চয় ব্রহ্মই হয়, অতএব তাহাতে কোন দোষ বা গুণ নাই। ইহা আকাশ দৃষ্টান্ত দ্বারা বলিতেছেন—বায়ু আদিদ্বারা শোষণ দহন ক্লেদন ধূলি-ধূসরিত আদিদ্বারা গতাগত ঋতু-গুণসমূহ শীত উষ্ণ আদিদ্বারা আকাশ যেমন যুক্ত হয় না, সেইরূপই আমি অহঙ্কার হইতে পরম অক্ষর ব্রহ্ম সংসারের কারণ-সমূহ সত্ত্বাদি মলদ্বারা যুক্ত হই না।। ২৬।।

বিবৃতি— বৈকুণ্ঠ-বস্তু—অবিকৃত; বৈকুণ্ঠ-সেবকও তাহাই। বৈকুণ্ঠ-সেবায় সেবা-ধর্ম্মে রজঃসত্ত্বতমঃ প্রভৃতি গুণ প্রবিষ্ট হইতে পারে না। আকাশে বায়ু বিচরণ করিয়া থাকে; তথায় অগ্নি, ক্ষিতি, অপ্ প্রভৃতি আগমাপায়ী ধর্ম্মসমূহ দেখিতে পাওয়া গেলেও আকাশ-স্বরূপে ঐ-সকল মল পৃথগ্ভাবে অবস্থিত; উহা আকাশ নহে। মায়াধীশ বৈকুণ্ঠ-বস্তু পরমাত্মা বলিয়া অনাত্মশক্তি-প্রসূত দ্রব্যের দ্বারা অভিহিত হইবার যোগ্য, মায়াবশযোগ্য জীবাত্মা অণুচিৎ হওয়ায় এই সকল আবরণ তাহাকে আবৃত করে। জীবের গুণজাত অহঙ্কার বদ্ধতার জ্ঞাপক, জীব-স্বরূপের প্রকাশক নহে।। ২৬।।

তথাপি সঙ্গঃ পরিবর্জ্জনীয়ো
গুণেষু মায়ারচিতেষু তাবৎ।
মদ্ভক্তিযোগেন দৃঢ়েন যাবদ্
রজো নিরস্যেত মনঃকষায়ঃ।। ২৭।।

অন্বয়ঃ—তথাপি যাবৎ দৃঢ়েন মদ্ভক্তিযোগেন মনঃ-কষায়ঃ (মনসঃ কষায়ঃ) রজঃ (রাগঃ) নিরস্যেত (দূরীক্রিয়েত) তাবৎ (তৎকালপর্য্যন্তং) মায়ারচিতেষু গুণেষু (বিষয়েষু) সঙ্গঃ (আসক্তিঃ) পরিবর্জ্জনীয়ঃ (ত্যাজ্য এব ভবেৎ)।। ২৭।।

অনুবাদ— তথাপি যেকাল-পর্য্যন্ত মদীয় দৃঢ়-ভক্তিযোগদ্বারা রাগরূপ হৃদয়-কষায় দূরীভূত না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত মায়ারচিত বিষয়-সমূহের সঙ্গ ত্যাগ করিবে।। ২৭।।

বিশ্বনাথ— মুক্তবদসম্যগ্জ্ঞানী ন যথেষ্টমাচরেদিত্যাহ দ্বাভ্যাম্। গুণেষু বিষয়েষু। রজো রাগঃ।। ২৭।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— মুক্ত ব্যক্তির ন্যায় অপূর্ণ জ্ঞানী ব্যক্তি যথেচ্ছভাবে আচরণ করিবে না। দুইটি শ্লোকদ্বারা ইহাই বলিতেছেন—গুণসমূহে অর্থাৎ বিষয় সমূহে, রজো অর্থাৎ রাগ।। ২৭।।

মধ্ব— ভগবতো গুণদোষাভাবেঽপি জীবস্য সঙ্গো বর্জ্জনীয়এব মুক্তিপর্য্যন্তম্।

সমাহিতেন জীবেন বিক্ষিপ্তো বা নতু কচিৎ।
বিশেষো বিদ্যতে বিষ্ণুস্তথাপিতু সমাহিতে।
প্রীতির্ভবতি বৈ নিত্যং সর্ব্বধর্ম্মকৃতোঽপি চ।।
ইতি পাদ্মে।। ২৭।।

বিবৃতি— যদিও জীবমাত্রেই ভগবদ্দাস, তথাপি ভগবদ্ভক্তিতে সর্ব্বতোভাবে প্রতিষ্ঠিত না থাকিলে মানসিক বিকাররূপ রজোগুণ উহাতে প্রবিষ্ট হইবার যোগ্যতা থাকে। তজ্জন্য মুক্ত-ভক্তাভিমান রজোগুণচালিত হইয়া জীবকে সেবা-বিমুখ করে। এজন্য অসৎসঙ্গ ভক্তগণ সর্ব্বদা পরিত্যাগ করেন। এই গুণজাত বিশ্ব মায়া-রচিত। দৃঢ়-ভক্তিযোগ না থাকিলে মনোধর্ম্মে চালিত হইয়া জীব মিছাভক্ত হইয়া পড়ে। মিছাভক্তগণ আপনাকে অহংগ্রহোপাসক করিয়া তুলে। উহাই রজোগুণ-চালিত প্রাকৃত সাহজিক-ধর্ম্ম।। ২৭।।

যথাময়োঽসাধু চিকিৎসিতো নৃণাং
পুনঃ পুনঃ সন্তুদতি প্ররোহন্।

এবং মনোঽপক্ককষায়কর্ম্ম
কুযোগিনং বিধ্যতি সর্ব্বসঙ্গম্।। ২৮।।

অন্বয়ঃ— অসাধু (অসম্যক্) চিকিৎসিতঃ নৃণাং আময়ঃ (রোগঃ) যথা পুনঃ পুনঃ (বারম্বারং) প্ররোহন্ (প্রাদুর্ভবন্) সন্তুদতি (পীড়য়তি) এবং (তথা) অপক্ক-কষায়কর্ম্ম (অপক্কা অদগ্ধাঃ কষায়া রাগাদয়স্তন্মূলানি কর্ম্মাণি চ যস্মিন্ তৎ অতএব) সর্ব্বসঙ্গং (সর্ব্বেষু পুত্রাদিষু সজ্জমানং) মনঃ (অপি) কুযোগিনম্ (অসম্যগ্-জ্ঞানিনং) বিধ্যতি (ভ্রংশয়তি)।। ২৮।।

অনুবাদ— রোগের সম্যগ্‌ভাবে চিকিৎসা না হইলে উহা যেরূপ পুনঃ পুনঃ উদ্ভূত হইয়া পীড়া দান করে, সেইরূপ মনোগত রাগাদি কষায় এবং তন্মূলক কর্ম্মসমূহ সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট না হইলে তাদৃশ মন সর্ব্ববিষয়ে আসক্ত হইয়া অসম্যগ্‌জ্ঞান যুক্ত পুরুষকে ভ্রষ্ট করিয়া থাকে।।২৮।।

বিশ্বনাথ— অসাধু অসম্যগ্ যথা স্যাত্তথা চিকিৎসিতঃ। ন পক্কাঃ কষায়াস্তন্মূলানি কর্ম্মাণি চ যস্মিংস্তন্মনঃ কর্ত্তৃঃ।। ২৮।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— অসাধু সম্পূর্ণরূপে চিকিৎসিত নহে। যাহার কষায় সমূহ ও তাহার মূল কর্ম্মসমূহ পক্ক হয় নাই এবং যাহার মনই কর্ত্তা।। ২৮।।

বিবৃতি— অভক্ত সকল কুযোগি গুরুর আশ্রয়ে ইতরসঙ্গপ্রভাবে অপক্ককষায়-কর্ম্ম মনোধর্ম্ম আবাহন করে। যেরূপ চিকিৎসা-বিজ্ঞানে অনভিজ্ঞ-ব্যক্তি-কর্ত্তৃক চিকিৎসা হইলে মানবের রোগ তাৎকালিক-ভাবে স্তব্ধ হইলেও পুনরায় সে আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা থাকে। সুতরাং সর্ব্বতোভাবে ভোগী ও ত্যাগীর সঙ্গ পরিহার করা কর্ত্তব্য। অহংমম-ভাবযুক্ত-নামাপরাধ প্রবল হইয়া জীবকে পুত্র, নপ্তা, কলত্র, পিতৃ-মাতৃ প্রভৃতি বা জড়-স্বদেশানুরাগী করিয়া ফেলে। সুতরাং চিকিৎসার নামে যে-মিছাভক্তির আচরণ, তদ্দ্বারা ভবরোগ নিঃশেষিত হয় না। হরিসেবা করিতে গিয়া পুনরায় পুত্র কলত্রাদিতে আসক্তি বৃদ্ধি পায়। উহা ভক্তির প্রতিকূল বিচারে আসক্তি-রূপ আময়ের দ্বারা গ্রস্ত ভাবের সংরক্ষণের চেষ্টামাত্র।।

কুযোগিনো যে বিহিতান্তরায়ৈ-
র্মনুষ্যভূতৈস্ত্রিদশোপসৃষ্টৈঃ।
তে প্রাক্তনাভ্যাসবলেন ভূয়ো
যুঞ্জন্তি যোগং নতু কর্ম্মতন্ত্রম্।। ২৯।।

অন্বয়ঃ—যে কুযোগিনঃ (অসম্যগ্‌জ্ঞানিনঃ) ত্রিদশোপসৃষ্টৈঃ (দেবপ্রেরিতৈঃ) মনুষ্যভূতৈঃ (বন্ধুশিষ্যাদিরূপৈঃ) বিহিতান্তরায়ৈঃ (বিহিতস্য যোগস্যান্তরায়ৈর্ব্বিঘ্নৈর্ভ্রষ্টা ভবতি) তে (জন্মান্তরে) প্রাক্তনাভ্যাসবলেন (পূর্ব্ব-সংস্কারবলেন) ভূয়ঃ (পুনরপি) যোগম্ (এব) যুঞ্জন্তি (আচরন্তি) কর্ম্মতন্ত্রং (কর্ম্মবিস্তারং) ন তু (নৈবাচরন্তী-ত্যর্থঃ)।। ২৯।।

অনুবাদ— কুযোগিগণ দেবগণের প্রেরিত বন্ধু-শিষ্যাদিরূপধারী বিঘ্ন-সমূহ-কর্ত্তৃক যোগ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া থাকেন। তাহারা জন্মান্তরে পূর্ব্বসংস্কারবলে পুনরায় যোগেরই অনুশীলনে প্রবৃত্ত হন, কর্ম্মতন্ত্রের আচরণ করেন না।। ২৯।।

বিশ্বনাথ— ত্রিদশোপসৃষ্টৈর্দেবপ্রেরিতৈর্মনুষ্য-ভূতৈর্বন্ধুশিষ্যাদিরূপৈর্নতু স্বীয়ভোগাভিনিবেশৈঃ। অতএব "যদি ন সমুদ্ধরন্তি যতয়ো হৃদি কামজটা" ইত্যত্রোক্তা যতয় এতেভ্যো ভিদ্যন্ত ইতি জ্ঞেয়ম্। তথাচ শ্রুতিঃ— "যস্মাত্তদেষাং ন প্রিয়ং যদেতন্মনুষ্যা বিদুঃ" ইতি। ভূয়ো জন্মান্তরেঽপি।। ২৯।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— দেব প্রেরিত, মনুষ্যরূপ বন্ধু ও শিষ্যাদিরূপদ্বারা, নিজ ভোগাদিদ্বারা আবিষ্ট হইবে না। অতএব বেদস্তুতিতে বলা হইয়াছে—সন্ন্যাসিগণ হৃদয়ের কামবাসনার মূল যদি উঠাইয়া না ফেলেন ইত্যাদি। এই-খানে বলিতেছেন—সাধারণ সাধক হইতে সন্ন্যাসিগণ ভিন্ন জানিবে। সেইরূপ শ্রুতি যেহেতু এইরূপ অতএব ইহাদের মনুষ্যগণ প্রিয় হয় না জানিবেন। পুনঃ পুনঃ জন্মান্তরেও।। ২৯।।

বিবৃতি—বিনশ্বর অজ্ঞানপুষ্ট অল্পকালস্থায়ী আনন্দা-ভাসে ব্যস্ত হইয়া জীবগণ কর্ম্মপরতন্ত্র হয়। এই কর্ম্মী-দিগের ইন্দ্রিয়-তোষণের জন্য দেবগণ নানাবিধ বিঘ্ন উৎ-

পাদন করেন। দেবগণ কখনও বন্ধু ও শিষ্যরূপে তাঁহাদিগকে অধঃপাতিত করেন। কিন্তু ভোগি-সহায় কুযোগিগণ পূর্ব্বাভ্যাস ছাড়িয়া পুনরায় ভক্তিযোগে আকৃষ্ট হইয়া ফলভোগ পরিত্যাগ করে।।২৯।।

করোতি কর্ম্ম ক্রিয়তে চ জন্তুঃ
কেনাপ্যসৌ চোদিত আনিপাতাৎ।
ন তত্র বিদ্বান্ প্রকৃতৌ স্থিতোঽপি
নিবৃত্ততৃষ্ণঃ স্বসুখানুভূত্যা।।৩০।।

অন্বয়ঃ— অসৌ (বিদুষোঽন্যঃ) জন্তুঃ (জীবঃ) কেন অপি (সংস্কারাদিনা) চোদিতঃ (প্রেরিতঃ সন্) আনিপাতাৎ (মরণ-পর্য্যন্তং) কর্ম্ম (ভোজনাদি) করোতি ক্রিয়তে চ (বিক্রিয়তে চ তেন কর্ম্মণা পুষ্ট্যাদ্যপি প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ) বিদ্বান্ (তু) স্বসুখানুভূত্যা (স্বানন্দানুভবেন) নিবৃত্ততৃষ্ণঃ (পরিতৃপ্তঃ সন্) তত্র প্রকৃতৌ (দেহে) স্থিতঃ অপি ন (নিরহঙ্কারত্বাৎ হর্ষবিষাদাদিভিঃ সংসারং ন প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ)।

অনুবাদ— অবিদ্বান্ পুরুষ সংস্কারাদি-দ্বারা প্রেরিত হইয়া মৃত্যুকাল-পর্য্যন্ত ভোজনাদি কর্ম্ম করেন এবং তত্তৎকর্ম্মহেতু পুষ্টি প্রভৃতি বিকারভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। বিদ্বান্ পুরুষ স্বানন্দানুভবে পরিতৃপ্ত হইয়া দেহে অবস্থান করিলেও সংসারভাব প্রাপ্ত হন না।।৩০।।

বিশ্বনাথ— কর্ম্মীব জ্ঞানী পুনর্ন বন্ধনং প্রাপ্নোতীত্যাহ,—করোতীতি। অসৌ জীবঃ কেনাপ্যন্তর্য্যামিণা চোদিতঃ প্রেরিতঃ কর্ম্ম করোতি। তথা ক্রিয়মাণেন কর্ম্মণা তেনাসৌ জন্তুঃ শূকরকুক্কুরাদিযোনিগতোঽপি ক্রিয়তে, নিপাতো লয়স্তৎপর্য্যন্তম্। তত্র তন্মধ্যে বিদ্বান্ জ্ঞানী তু প্রকৃতৌ দেহে স্থিতোঽপি কর্ম্ম ন করোতি নাপি কর্ম্মণা তথাভূতঃ ক্রিয়তে।।৩০।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— কর্ম্মিগণের ন্যায় জ্ঞানিগণ বন্ধন প্রাপ্ত হয় না ইহাই বলিতেছেন—এই জীব কোন অন্তর্য্যামী কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া কর্ম্ম করিতেছে। ঐরূপ কর্ম্মদ্বারা ঐ ব্যক্তি শুকর কুকুর আদি যোনিগত হইয়াও ঐরূপ করে লয় পর্য্যন্ত। তাহাদের মধ্যে বিদ্বান্ জ্ঞানী কিন্তু এই প্রাকৃতদেহে থাকিয়াও কর্ম্ম করে না, কর্ম্মের দ্বারা ঐরূপ বদ্ধ হয় না।।৩০।।

বিবৃতি— ভোগিকুল কর্ম্ম করিয়া ভোগের আবাহন করেন। কিন্তু ভোগ পরিহার করিবার বাসনায় প্রকৃতিতে অবস্থান-কালে যখন ভোগের অপ্রয়োজনীতার বিষয় উপলব্ধি হয়, তখন ভোগময় বিশ্বের ভোক্তৃত্ব আত্মস্বরূপের উপলব্ধি করিতে পারে না বলিয়া অল্পকালস্থায়ী ভোগের তৃষ্ণা হইতে নিবৃত্ত হয়। অহঙ্কার প্রবল থাকিলে ভোগবাসনা জীবকে বাসনা-নির্ম্মুক্ত হইতে দেয় না। ভগবানের পূর্ণসুখানুভূতির জন্য যত্ন করাই সেবোন্মুখতা, উহাই প্রকৃত জ্ঞান।।৩০।।

তিষ্ঠন্তমাসীনমুত ব্রজন্তং শয়ানমুক্ষন্তমদন্তমন্নম্।
স্বভাবমন্যৎ কিমপীহমান-মাত্মানমাত্মস্থমতির্ন বেদ।।৩১

অন্বয়ঃ— আত্মস্থমতিঃ (আত্মনিষ্ঠচিত্তঃ পুরুষঃ) তিষ্ঠন্তম্ আসীনম্ (উপবিষ্টম্) উত (অথবা) ব্রজন্তং শয়ানম্ উক্ষন্তং (মূত্রয়ন্তম্) অন্নম্ অদন্তং (ভক্ষয়ন্তং) স্বভাবং (স্বভাব-প্রাপ্তম্) অন্যৎ (অপি) কিম্ অপি (দর্শন-স্পর্শাদিকম্) ঈহমানং (কুর্ব্বন্তম্) আত্মানং (দেহং) ন বেদ (ন জানাতি)।।৩১।।

অনুবাদ— যিনি আত্মনিষ্ঠচিত্ত হইয়াছেন, তাহার দেহ অবস্থান, উপবেশন, গমন, শয়ন, মূত্রবিসর্জ্জন, অন্নভক্ষণ অথবা স্বভাব-প্রাপ্ত অন্য যে-কোন কর্ম্মের চেষ্টায়ই রত হউক না কেন, তিনি তাহা জানিতে পারেন না।।৩১

বিশ্বনাথ— জ্ঞানী দেহস্থোঽপি দেহং নানুসন্ধত্তে ইত্যাহ,—তিষ্ঠন্তমিতি। উক্ষন্তং মূত্রয়ন্তং, আত্মানং দেহং, আত্মস্থমতিঃ পরমাত্মনি স্থিতধীঃ।।৩১।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— জ্ঞানিব্যক্তি এই দেহে থাকিয়াও দেহকে অনুসন্ধান করে না, ইহাই বলিতেছেন—তাহার গাত্রে কেহ প্রস্রাব করিয়া দিলেও, পরমাত্মাতে তাহার বুদ্ধি স্থির হওয়ায় দেহকে স্মরণ করে না।।৩১।।

মধ্ব— আত্মস্থমতিঃ পরমাত্মস্থমতিঃ।।৩১।।

বিবৃতি— জীব স্বস্বরূপ ও পরস্বরূপ অবগত হইলে তাহার যে ক্রিয়া-কলাপ, তাহাতে ভোগ বা ত্যাগরূপ তাৎকালিকতা আরোপিত হয় না। তিনি ভোগ বা ত্যাগের প্রতি সর্ব্বক্ষণ উদাসীন থাকেন। তিনি কৃষ্ণসেবার্থ অখিল-চেষ্টা-বিশিষ্ট। স্বীয় যাবতীয় দৈহিক ক্রিয়া-কলাপে উদাসীন থাকিলেও তাঁহার ঐগুলি সমস্তই কৃষ্ণসেবাপর, অতএব ভক্তিশব্দ-বাচ্য।।৩১।।

যদি স্ম পশ্যত্যসদিন্দ্রিয়ার্থং
নানানুমানেন বিরুদ্ধমন্যৎ।
ন মন্যতে বস্তুতয়া মনীষী
স্বাপ্নং যথোত্থায় তিরোদধানম্।।৩২।।

অন্বয়ঃ— যদি (যদ্যপি) অসদিন্দ্রিয়ার্থম্ (অসতাং বহির্ম্মুখাণামিন্দ্রিয়াণামর্থং বিষয়ং) পশ্যতি স্ম (তথাপি) স্বাপ্নং তিরোদধানম্ উত্থায় যথা (যথা স্বপ্নাদুত্থায় প্রবুধ্য সংস্কারেণ স্ফুরন্তং স্বয়মেব তিরোভবন্তং স্বাপ্নং বিষয়ং বস্তুতয়া ন মন্যতে তথা) মনীষী (বিবেকী পুমান্) নানানুমানেন বিরুদ্ধং (নানাত্মান্মিথ্যা স্বপ্নবদিত্যনুমানেন বাধিতং সৎ) অন্যৎ (আত্মব্যক্তিরিক্তং কিঞ্চিৎ) বস্তুতয়া (যথার্থত্বেন) ন মন্যতে (ন নির্দ্ধারয়তি)।।৩২।।

অনুবাদ— যদি বা কখনও বহির্ম্মুখ ইন্দ্রিয়গণের বিষয় দর্শন করেন, তথাপি স্বপ্নোত্থিত পুরুষ যেরূপ স্বপ্নদৃষ্ট তিরোহিত বিষয়-সমূহকে সত্য বলিয়া মনে করেন না, সেইরূপ বিবেকী পুরুষও আত্মব্যতিরিক্ত বস্তু সমূহ অনুমানবিরুদ্ধ বলিয়া উহাদিগকে সত্য বলিয়া মনে করেন না।।৩২।।

বিশ্বনাথ— কিঞ্চ যদি কদাচিৎ সমাধিভঙ্গে সতি নানাভূতং অসদিন্দ্রিয়ার্থং পশ্যতি তদপি কার্য্যং কারণাভিন্নং পটবদিত্যনুমানেন বিরুদ্ধং বাধিতং সৎ অন্যদাত্মব্যতিরিক্তং মনীষী বস্তুতয়া ন মন্যতে, তথা স্বপ্নাদুত্থায় স্থিতঃ পুরুষঃ স্বাপ্নং বিষয়ং সংস্কারমাত্রেণ স্ফুরন্তং বস্তুতয়া ন মন্যতে, যতঃ স্বয়মেব তিরোদধানম্।।৩২।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— আর যদি কখনও সমাধি ভঙ্গ হইলে দ্বিবিধ অসৎ ইন্দ্রিয়ের বিষয়সমূহ দেখে, তাহাও কার্য্য কারণ হইতে অভিন্ন, বস্ত্রের ন্যায় এই অনুমান দ্বারা বিরুদ্ধ জ্ঞান বাধা প্রাপ্ত হইলে অন্য আত্ম ভিন্ন বস্তুকে মনীষী ব্যক্তি বস্তুরূপে মনে করে না। সেইরূপ স্বপ্ন হইতে জাগরিত হইয়া পুরুষ স্বপ্ন বিষয়ক সংস্কার মাত্রদ্বারা স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত অবস্তুকে বস্তুরূপে মনে করে না। যেহেতু তাহা স্বয়ংই বিলুপ্ত হয়।।৩২।।

মধ্ব—

পরমাত্মনোঽন্যৎপারতন্ত্র্যাদেঃ।
নানামানবিরুদ্ধং হি স্বাতন্ত্র্যং জগতঃ সদা।
স্বতন্ত্রো ভগবান্ বিষ্ণুরেক এব ন সংশয়ঃ।।
ইতি চ।

বস্তুতয়া স্বতন্ত্রত্বেন বিরুদ্ধং তথা ন মন্যতে।
অস্ত্যেব স্বাপ্নমখিলংবাসনারূপমাত্মনি।
জাগ্রদেতদিতিজ্ঞানং যত্তদেব ভ্রমাত্মকম্।।
তদ্বজ্জগদিদং সর্ব্বং বিদ্যমানং ন সংশয়ঃ।
স্বতন্ত্রমেতদিতি তু যজ্জ্ঞানং তদ্ভ্রমাত্মকম্।।
ইতি চ।

উত্থিতো নৈব জাগ্রত্ত্বংকচিৎস্বপ্নস্য পশ্যতি।
স্বতন্ত্রমেবং জগতো জ্ঞানবান্নৈব পশ্যতি।।
ইতি বিবেকে।।৩২।।

বিবৃতি— মনুষ্য স্বপ্নদর্শনে যে-সকল বিষয়ের অনুভব করেন, নিদ্রা-ভঙ্গে তিনি বুঝিতে পারেন যে, দৃশ্য-ব্যাপারসমূহ তাৎকালিক ব্যবহারের অনুভূতিমাত্র। প্রকৃত-প্রস্তাবে দৃশ্যবস্তু বা কর্ম্মের কর্ত্তৃত্ব যেরূপ জাগরকালে জড়বস্তুর অস্তিত্বসত্ত্বে অনুভূত হইয়াছিল, স্বপ্নানুভূতি তদ্রূপ নহে। তদ্রূপ আত্মবিৎ বিজ্ঞ পুরুষ এই জাগর-কালীন বস্তুর অনুভূতি জড়জগতে অবস্থানকালের জন্যই জানিয়া থাকেন। বিষয়সমূহের চিদনুভূতির অভাবে জাগরকালের বদ্ধজীবানুভূতি পূর্ব্ব-উদাহরণের ন্যায়ই অকিঞ্চিৎকর। জীবাত্মা ভোগ বা ত্যাগ রূপ মালিন্য পরিহার করিয়া আত্ম-জাগরণে জড়ের দর্শক, দৃশ্য বা দর্শনের

অকর্ম্মণ্যতা অনুভব করেন। স্বপ্নের উদাহরণে স্বপ্নকালের অনুভূতি ও জাগ্রদ্দশার অনুভূতিতে দর্শন সূত্র ও দৃশ্য-পদার্থের তাৎকালিক অনুভূতির নশ্বরতা মুক্ত জীবাত্মার দর্শনে জীবদ্দশা কালের অনুভূতি মাত্র। উহা পূর্ণ বৈকুণ্ঠানু-ভূতি নহে। যেখানে খণ্ডকালের গতি নাই, বৈচিত্র্যযুক্ত বৈশিষ্ট্যের সীমাজনিত অবরতা নাই, সেই ভূমিকায় জাগ্রদ্দশা অবলোকন করিলে নশ্বরতা ও নিত্যত্বে যে ভেদ অবস্থান করে, তদ্বিষয়ে পারদর্শিতা-লাভ হয়।।৩২।।

পূর্ব্বং গৃহীতং গুণকর্ম্মচিত্র-
মজ্ঞানমাত্মন্যবিবিক্তমঙ্গ।
নিবর্ত্ততে তৎ পুনরীক্ষয়ৈব
ন গৃহ্যতে নাপি বিসৃজ্য আত্মা।। ৩৩।।

অন্বয়ঃ— অঙ্গ! (হে উদ্ধব!) পূর্ব্বং (বদ্ধাবস্থায়াং) গুণকর্ম্মচিত্রং (গুণৈঃ কর্ম্মভিশ্চ চিত্রম্) অজ্ঞানম্ (অজ্ঞান-কার্য্যম্) আত্মনি (অধ্যাসেন) অবিবিক্তম্ (অপৃথগ্‌রূপং যথা স্যাত্তথা) গৃহীতং (স্বীকৃতমাসীৎ) তৎ এব পুনঃ ঈক্ষয়া (জ্ঞানেন) নিবর্ত্ততে আত্মা (তু) ন গৃহ্যতে ন অপি বিসৃজ্য (কেনাপি রূপেণ ন গৃহ্যতে নাপি ত্যজ্যতে)।। ৩৩।।

অনুবাদ— হে উদ্ধব! বদ্ধাবস্থায় গুণকর্ম্মবৈচিত্র্য-যুক্ত অজ্ঞানকার্য্যসমূহই আত্মবস্তুতে অধ্যস্ত হইয়া অভিন্নরূপে গৃহীত হয় এবং মুক্তিকালে জ্ঞান-দ্বারা উহাই নিবর্ত্তিত হইয়া থাকে; পরন্তু আত্মা কখনও কোনরূপেই গৃহীত বা পরিত্যক্ত হন না।। ৩৩।।

বিশ্বনাথ— তস্মাদজ্ঞাননিবর্ত্তকং জ্ঞানমেবোপাদেয়-মিত্যাহ,—পূর্ব্বং বদ্ধাবস্থায়াং গুণকৃতকর্ম্মভির্বিচিত্রং যৎ অজ্ঞানমেবাত্মনি ত্বম্পদার্থবিষয়ে গৃহীতমাসীৎ। কীদৃশং? অবিবিক্তং কুত আগতং কিং স্বরূপমেতদিত্যবিচারিতং, তদেবাজ্ঞানং মুক্তদশায়াং ঈক্ষয়া জ্ঞানেন নিবর্ত্তত ইত্যতঃ খলু জ্ঞানমেব পূর্ব্বোত্তরদশয়োরগৃহীতং গৃহীতঞ্চ ভবেৎ। ত্বং পদার্থ আত্মা তু ন গৃহ্যতে নাপি বিসৃজ্যত কদাপীতি স হ্যেকরস এবেতি ভাবঃ।। ৩৩।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— অতএব অজ্ঞান নিবর্ত্তক জ্ঞানই উপাদেয়, ইহাই বলিতেছেন—পূর্ব্বে বদ্ধাবস্থায় গুণকৃত কর্ম্মসমূহ দ্বারা বিচিত্র যে অজ্ঞানই ত্বং পদার্থ আত্মা বিষয়ে গৃহীত হইয়াছিল। কিরূপ? পৃথক নহে, কোথা হইতে আগত কি স্বরূপ ইহার? ইহা বিচার না করিয়া, সেই অজ্ঞানকে মুক্তদশায় জ্ঞানদ্বারা বিনাশ হয়, এই কারণে জ্ঞানেই পূর্ব্ব ও পরবর্ত্তী দশায় অগৃহীত ও গৃহীত হয়, ত্বং পদার্থ আত্মা কিন্তু গৃহীত হয় না। ত্যক্তও হয় না কখনও, সেই জীবাত্মা একরসই ইহাই ভাবার্থ।। ৩৩।।

মধ্ব— ভগবদ্‌গুণবিষয়ং তৎকর্ম্মবিষয়ঞ্চেতি গুণকর্ম্মচিত্রম্। আত্মনি পরমাত্মবিষয়ম্, এতন্ন জানামীত্যপ্য-বিবিক্তম্।। ৩৩।।

বিবৃতি— মায়িক জগতে অবস্থানকালে যে অজ্ঞান বা জ্ঞান সংগৃহীত হয়, উহা বৈকুণ্ঠ জ্ঞানময় আত্মার সহিত তুল্য হইতে পারে না। মায়িক দৃশ্যবস্তু বিকারযোগ্য। বিকারবাধ্য দর্শক যে-বিকৃত-জ্ঞান সংগ্রহ করেন, উহা অজ্ঞানেরই অন্যতম। আত্মা এরূপ বিকারযোগ্য নহেন। আত্ম-সদৃশ মন ও স্থূল দেহই কালক্ষোভ্য ও বিকারযোগ্য। সংসার-ভোগ্য জ্ঞান বা অজ্ঞান আত্মায় প্রযোজ্য হইতে পারে না। গুণজাত জগতে যে-সকল অহঙ্কার-প্রণোদিত কর্ম্মসমূহ লক্ষিত হয়, উহা অজ্ঞানভিত্তিতে রচিত-মাত্র। যে-কালে জ্ঞানোদয় হয়, সেইকালে পূর্ব্ব অভিজ্ঞান নষ্ট হয়। ইহা নিত্যত্বের ব্যাখ্যাকারক। আত্মা বা তাঁহার বৃত্তি নিত্য বলিয়া অনিত্য অজ্ঞান প্রতীতির সহিত কখনও সমতা লাভ করে না। জড় জগতের ভোগ্যভাব চিজ্জগতে লইয়া যাওয়া যায় না। বিকার ও নির্ব্বিকাররূপ অবস্থাদ্বয়ে ভেদ আছে। আত্মা ভোগী বা ত্যাগী নহেন। অনাত্মা মন ও দেহই গ্রহণরূপ ভোগ এবং অসংস্পৃষ্ট হইয়া ত্যাগের আবাহন করে।। ৩৩।।

যথা হি ভানোরুদয়ো নৃচক্ষুষাং
তমো নিহন্যান্ন তু সদ্বিধত্তে।

এবং সমীক্ষা নিপুণা সতী মে
হন্যাৎ তমিস্রং পুরুষস্য বুদ্ধেঃ।। ৩৪।।

অন্বয়ঃ— যথা হি ভানোঃ (সূর্য্যস্য) উদয়ঃ নৃচক্ষুষাং (মানবনেত্রাণাং) তমঃ (বিষয়দর্শন-প্রতিবন্ধকীভূত-মন্ধকারমেব) নিহন্যাৎ (নাশয়তি) ন তু সৎ বিধত্তে (পরন্তু ঘটাদিকং বিদ্যমানং দৃশ্যবিষয়ং ন সৃজতি) এবং (তথা) মে (মম) সতী (সত্যা) নিপুণা (অজ্ঞান-নাশ-সমর্থা) সমীক্ষা (আত্মবিদ্যা) পুরুষস্য বুদ্ধেঃ তমিস্রং (স্বরূপাবরকমজ্ঞান মাত্রং) হন্যাৎ (নাশয়তি, ন তু স্বরূপং করোতি)।। ৩৪।।

অনুবাদ— সূর্য্যোদয় যেরূপ মানবনেত্রের বিষয় দর্শন-প্রতিবন্ধক অন্ধকার-মাত্র নষ্ট করে, পরন্তু ঘটাদি দৃশ্য বিষয়সমূহের সৃষ্টি করে না, উহারা পূর্ব্ব হইতেই বিদ্যমান থাকে, সেইরূপ মদীয়া নিপুণা আত্মবিদ্যাও পুরুষের বুদ্ধিগত স্বরূপাবরক অজ্ঞানেরই নাশ করিয়া থাকে, স্বরূপের সৃষ্টি করে না, পরন্তু স্বরূপ স্বতঃই অব-স্থিত রহিয়াছে।। ৩৪।।

বিশ্বনাথ— সদা বর্ত্তমান এবাত্মা জ্ঞানে সতি স্বত এবোপলভ্যতে, তস্মিন্নসতি নোপলভ্যতে সূর্য্যপ্রকাশে সতি অসতি চ ঘটপটাদিরিবেত্যাহ,—যথাহীতি। চক্ষুষস্তম আবরণমেব হন্যাৎ নতু তৎ চক্ষুর্বিধত্তে যতঃ সচ্চক্ষুস্তু সদৈব বর্ত্তমানমেকরসমেবেতি ভাবঃ। এবং নিপুণা মে সমীক্ষা দৃঢ়ং জ্ঞানং মদীয়া বিদ্যাশক্তিরিত্যর্থঃ। পুরুষস্য ত্বম্পদার্থবুদ্ধের্বুদ্ধ্যুপহিতস্য তমিস্রং জ্ঞানাবরণমেব হন্যাৎ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— সর্ব্বদা বর্ত্তমানই আত্মা, জ্ঞান হইলেপর স্বতঃই উপলব্ধি হয়, তাহা না থাকিলে উপ-লব্ধি হয় না, যেমন সূর্য্য প্রকাশিত হইলে ঘটপট আদি দেখা যায়, প্রকাশিত না হইলে ঘটপট আদি দেখা যায় না, ইহাই বলিতেছেন—চক্ষুর অন্ধকার আবরণই নষ্ট করিবে, কিন্তু তাহা চক্ষুধারণ করে না, যেহেতু সৎ চক্ষু কিন্তু সর্ব্বদাই বর্ত্তমান একরসই। ইহাই ভাবার্থ। এইরূপ নিপুণা আমার সমীক্ষা অর্থাৎ দৃঢ়জ্ঞান, আমার বিদ্যাশক্তি। পুরুষের অর্থাৎ ত্বং পদার্থ বুদ্ধির বুদ্ধি উপহিত অন্ধকার যাহা জ্ঞানকে আবরণ করে তাহাকে নাশ করিবে।। ৩৪।।

মধ্ব—

অন্যৈর্জ্ঞাতেঽপি চাজ্ঞাতে ন বিশেষো হরেঃ ক্বচিৎ।
তেষামেব বিশেষঃ স্যাদজ্ঞানাপগমেন তু।
ইতি চ।। ৩৪।।

বিবৃতি— বস্তুর মলিনতা আগন্তুক-মাত্র। মলিনতা বিদূরিত হইলে অনাবৃত বস্তু স্বীয় নির্ম্মলতার প্রকাশ করিতে সমর্থ হয়। পুরুষের বুদ্ধি যে-কালে ভগবৎসেবা-পরা হয়, তৎকালে ভোগ ও ত্যাগ-পর বৃত্তিদ্বয় পুরুষের সঙ্গত্যাগ করে। তাহার অনাত্মপ্রতীতি বিদূরিত হইলে স্বাভাবিক স্বাস্থ্যরূপ ভজন দেখিতে পাওয়া যায়, যেরূপ বিশ্বের কর্ত্তৃসত্তাগত অধিষ্ঠান অন্ধকারাবৃত থাকিলে পরিলক্ষিত হয় না কিন্তু আলোকের আগমনে চক্ষু বস্তু-দর্শন করিতে পারে। চক্ষু কিছু দৃশ্যবস্তুর প্রসব করে না। বস্তুর অধিষ্ঠান নিত্য থাকিয়াও আবরণ দ্বারা তাৎকালিক বস্তুবিকার অনুভূত করায়। কিন্তু ঐ আগন্তুক আবরণ বিদূরিত হইলেই নিত্যবস্তু প্রকাশিত হয়। সেবা-পরা বুদ্ধি ভোগ বা ত্যাগপর বিচাররূপ অন্ধকার বিদূরিত করিয়া সূর্য্যের আলোকের ন্যায় বস্তু প্রকাশ করে।। ৩৪।।

এষ স্বয়ংজ্যোতিরজোঽপ্রমেয়ো
মহানুভূতিঃ সকলানুভূতিঃ।
একোঽদ্বিতীয়ো বচসাং বিরামে
যেনেষিতা বাগসবশ্চরন্তি।। ৩৫।।

অন্বয়ঃ— যেন ঈষিতাঃ (প্রেরিতাঃ সন্তঃ) বাগসবঃ (বাক্ চ অসবঃ প্রাণাশ্চ) চরন্তি (প্রবর্ত্তন্তে সঃ) এষঃ (আত্মা) একঃ অদ্বিতীয়ঃ (সজাতীয়-বিজাতীয়-ভেদ-শূন্যঃ) অজঃ (উৎপত্তিরহিতঃ) অপ্রমেয়ঃ (ইয়ত্তয়া নির্ণয়াযোগ্যঃ) মহানুভূতিঃ (চিৎপুঞ্জঃ) সকলানুভূতিঃ (সর্ব্বজ্ঞঃ) বচসাং (বাক্যানাং) বিরামে (অগোচরত্বেন নিবৃত্তৌ সত্যাং) স্বয়ংজ্যোতিঃ (স্বপ্রকাশরূপশ্চ ভবতি)।। ৩৫।।

অনুবাদ— যাঁহার প্রেরণায় বাক্য ও প্রাণ প্রবর্ত্তিত হইতেছে, সেই আত্মবস্তু এক, অদ্বিতীয়, জন্মরহিত,

অপ্রমেয়, সর্ব্বজ্ঞ, চিৎপুঞ্জস্বরূপ এবং বাক্য-সমূহের অতীত-ভূমিকায় স্বপ্রকাশরূপে অবস্থিত রহিয়াছেন।।৩৫

বিশ্বনাথ— ততশ্চ শুদ্ধেন ত্বম্পদার্থেন আত্মনা পরমাত্মানং সূর্য্যস্থানীয়ং ভক্ত্যা কিং লয়ং পশ্যেৎ স তু জীবাত্মবিলক্ষণ এবেত্যাহ, এষ ইতি। স্বয়ং-জ্যোতিঃ স্বপ্রকাশঃ, জীবস্তু তৎপ্রকাশ্যঃ, অজঃ, জীবস্তূপাধিদ্বারা জন্যঃ, অপ্রমেয়ঃ সর্ব্বব্যাপকত্বাৎ প্রমাতুমশক্যঃ, জীবস্তু ন তথাভূতঃ, মহানুভূতিশ্চিৎপুঞ্জঃ, জীবস্তু চিৎকণঃ, সকলানুভূতিঃ সর্ব্বজ্ঞঃ জীবস্ত্বল্পজ্ঞঃ, একঃ পরমেশ্বরান্তরাভাবাৎ সজাতীয়ভেদরহিতঃ, জীবস্ত্বনেকঃ, অদ্বিতীয়ঃ জীবমায়য়োস্তচ্ছক্তিত্বেনৈক্যাদ্বিজাতীয়ভেদ-রহিতশ্চ, জীবস্তু নৈবম্ভূতঃ। নচ জীববদ্বাঙ্মনসগোচর ইত্যাহ,— বচসাং বিরামে অগোচরত্বেন নিবৃত্তৌ সত্যাম্। তথাচ শ্রুতিঃ—"যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ" ইতি। প্রত্যেতব্য ইত্যত আহ,— যেনেষিতাঃ যৎপ্রেরিতা বাগসবশ্চরন্তি। যদুক্তং—গুণপ্রকাশৈরনুমীয়তে ভবানিতি।।৩৫।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— অনন্তর শুদ্ধ ত্বং পদার্থের সহিত সূর্য্য স্থানীয় পরমাত্মাকে ভক্তিদ্বারা কি লয় দর্শন করিবে? পরমাত্মা কিন্তু জীবাত্মা হইতে পৃথকই, ইহাই বলিতেছেন—ইনি স্বয়ং জ্যোতি অর্থাৎ স্বপ্রকাশ, কিন্তু জীব তৎপ্রকাশ্য। অজ, জীব কিন্তু উপাধি দ্বারা জন্য। অপ্রমেয় সর্ব্ব ব্যাপক হেতু প্রমাণ করিতে অসমর্থ, জীব কিন্তু সেইরূপ নহে। মহা অনুভূতি চিৎপুঞ্জ পরমাত্মা, কিন্তু জীব চিৎকণ। সকল অনুভূতি সর্ব্বজ্ঞ পরমাত্মা, কিন্তু জীব অল্পজ্ঞ। এক পরমেশ্বর, অন্য না থাকায় সজাতীয় ভেদরহিত, কিন্তু জীব অনেক। অদ্বিতীয় জীব ও মায়া তাহার শক্তি বলিয়া ঐক্যহেতু বিজাতীয় ভেদ রহিত, জীব কিন্তু এইরূপ নহে। "জীববৎ বাঙ্মনসোগোচর" ইহা বলা যাইবে না। বাক্যের বিরাম হইলে অগোচররূপে নিবৃত্তি হইলে পর। সেইরূপ শ্রুতি আছে 'যাহা হইতে বাক্যসমূহ ফিরিয়া আসে মনের সহিত না পাইয়া।' প্রত্যেতব্য এই কারণে বলিতেছেন—"যাহা কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া বাক্য ও প্রাণ-সমূহ বিচরণ করিতেছে" পূর্ব্বেও বলা হইয়াছে 'গুণ প্রকাশ দ্বারা আপনি অনুমেয় হন'।। ৩৫।।

মধ্ব—

জ্ঞানানন্দাদ্যভিন্নত্বাদেকঃ সর্ব্বোত্তমত্বতঃ।
অদ্বিতীয়ো মহাবিষ্ণুঃ পূর্ণত্বাৎ পুরুষঃ স্মৃতঃ।।
ইতি চ।।৩৫।।

বিবৃতি— স্বয়ং-প্রকাশ বস্তু ভগবান্ জন্মরহিত, জড়েন্দ্রিয়ের দ্বারা পরিমিতির অযোগ্য, বৈকুণ্ঠ, দেশকাল-পরিচ্ছেদ শূন্য ও সর্ব্বজ্ঞ; তিনি অদ্বিতীয়। ভেদজগতের বাক্যের বিরাম ঘটিলে সেই বস্তুর অদ্বয়-জ্ঞানত্ব থাকে, কিন্তু সংখ্যাগত বহুত্ব থাকে না। পরন্তু বস্তুশক্তিপ্রভাবে শব্দ-ব্রহ্ম ভেদজগতের বাক্য ও প্রাণ আবাহন করেন। এক, অদ্বিতীয়, অপরিমেয়, ভেদশূন্য, সকলের একমাত্র প্রাপ্য বা অধিগম্য, চিন্মাত্র-বস্তু স্বশক্তিপ্রভাবে বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করিয়া শক্তির ক্রিয়া ভেদে বাক্য-প্রাণ ও বাক্য-প্রাণের অভাব স্থাপন করে। স্বতন্ত্রেচ্ছ ভগবান্ অণুচিচ্ছক্তিসমূহের সহিত সমজাতীয়তা ও অচিদ্‌বস্তু-সমূহের সহিত বিজাতীয়তা এবং প্রকাশভেদে স্বগতভেদ বৈকুণ্ঠে সংরক্ষণ করিয়াও জড়-জগতে মায়াবাদিগণের ধারণায় স্বগত-সজাতীয়-বিজাতীয়-ভেদের অবরতা স্থাপন করেন। বাক্যের বিদ্বদ্‌রূঢ়ি-বৃত্তি ভগবত্তাকেই নির্দ্দেশ করে, অজ্ঞরূঢ়িবৃত্তি হইতে ভগবদিতর-বস্তুর অনুভূতি ঘটে। অজ্ঞানপুষ্ট জীবদ্দশায় যে প্রাণী বলিয়া অনাত্মপ্রতীতি, উহা ভগবৎসেবোন্মুখ হইলে ফল্গু-বৈরাগ্য ও বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম প্রভৃতির অকিঞ্চিৎকরতা জানাইয়া দেয়।।৩৫।।

এতাবানাত্মসম্মোহো যদ্বিকল্পস্তু কেবলে।
আত্মন্যৃতে স্বমাত্মানমবলম্বো ন যস্য হি।।৩৬।।

অন্বয়ঃ—স্বম্ আত্মানম্ ঋতে (বিনা) যস্য (বিকল্পস্য) অবলম্বঃ (আশ্রয়ঃ) ন হি (নাস্তি) কেবলে (অভিন্নে) আত্মন্ (আত্মনি সঃ) বিকল্পঃ (ভেদ ইতি যৎ) এতাবান্

(সর্ব্বোঽপি) আত্মসম্মোহঃ (আত্মনো মনসঃ সম্মোহো ভ্রম এব)।। ৩৬।।

অনুবাদ— আত্মবস্তু ব্যতীত যে বিকল্পের অন্য কোন আশ্রয় নাই, সেই অভিন্ন আত্মবস্তুতে বিকল্প-জ্ঞান মানসিক ভ্রমমাত্র।। ৩৬।।

বিশ্বনাথ— ননু বিশ্বস্যাস্য পৃথক্ প্রত্যক্ষত্বাৎ কথমদ্বিতীয়ত্বম ? তত্রাহ, এতাবানিতি। কেবলে একস্মিন্নপ্যাত্মন্ আত্মনি সতি বিকল্প ইতি যৎ এতাবানেব আত্মসংমোহঃ স্বীয়সম্যগবিবেকঃ, যস্য আত্মসংমোহস্য স্বমাত্মানং ঋতে স্বীয়ং জীবাত্মানং বিনা অবলম্বো নাস্তি, জীবাত্মন এবাজ্ঞানেন দ্বৈতং পৃথক্ প্রতীতং। তস্য দ্বৈতস্য পরমাত্মকার্য্যত্বেন পরমাত্মৈক্যম্। "নেহ নানাস্তি কিঞ্চন্।"ইত্যাদি-শ্রুতেঃ পার্থক্যং নাস্তীত্যর্থঃ।। ৩৬।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—প্রশ্ন—এই বিশ্বের পৃথক্ প্রত্যক্ষ হেতু অদ্বিতীয় পরমাত্মা কিরূপে হয় ? তাহার উত্তরে বলিতেছেন— কেবল এক আত্মাতেও বিকল্প, যিনি এই পরিমাণই আত্মসম্মোহ নিজ অসম্যক্ বিবেক যাহার অর্থাৎ আত্মসম্মোহের নিজ জীব আত্মাকে ব্যতীত অবলম্বন নাই। জীবাত্মারই অজ্ঞানের সহিত দ্বৈত অর্থাৎ পৃথক্ জ্ঞান তাহার পরমাত্ম কার্য্যত্ব হেতু পরমাত্মার সহিত ঐক্য শ্রুতি বলেন—"এই পরমাত্মাতে নানা কিছু নাই" অর্থাৎ পার্থক্য নাই।। ৩৬।।

মধ্ব—

এতাবানাত্মসংমোহো যদ্বিরুদ্ধস্য কল্পনম্।
যৎ পরাত্মাশ্রয়ান্ জীবান্নিশ্চয়েন ন পশ্যতি।।
ইতি তন্ত্রভাগবতে।

অচলমিতি ক্রিয়াবিশেষণম্।। ৩৬।।

বিবৃতি— আত্মার চিন্মাত্রাধিষ্ঠান আছে অর্থাৎ তাহাতে অচিদ্-বিলাস ও অচিৎ এর সংস্থান আদৌ নাই। কিন্তু তাই বলিয়া আত্মনিষ্ঠগণের নিত্য-সেব্যত্ব-সেবকত্বরূপ চিন্ময়ভাবসমূহ নাই—এরূপ নহে। স্বয়ং-প্রকাশ আত্মা চিৎপ্রকাশযোগ্য বস্তুকেই প্রকাশিত করেন। তাঁহার অচিৎ প্রভৃতি অন্য অবলম্বন নাই। অনাত্ম-প্রতীতিরই মায়া-কর্ত্তৃক সম্মোহিত হইবার যোগ্যতা। কেবল-চেতন অচিদ্‌বিচিত্রতার সংস্পর্শ নাই। তথায় চিদ্‌বিলাস একাধিপত্য করে, সুতরাং চিদ্‌বৈশিষ্ট্য ও চিদ্‌বিলাসে জড়-জগতের ক্ষণ-ভঙ্গুর ধর্ম্ম সংযুক্ত করিবার প্রয়াস বা বিচার সুষ্ঠু নহে। মনের ভ্রমে যে বিকারযুক্ত দ্বৈতবুদ্ধির উদয়, উহা চিদ্‌বিলাসবৈচিত্র্যের শাবল্য আবরণ করিতে পারে না।। ৩৬।।

যন্নামাকৃতিভির্গ্রাহ্যং পঞ্চবর্ণবাধিতম্।
ব্যর্থেনাপ্যর্থবাদোঽয়ং দ্বয়ং পণ্ডিতমানিনাম্।। ৩৭।।

অন্বয়ঃ— নামাকৃতিভিঃ গ্রাহ্যং (নামরূপৈরুপলক্ষিতং) পঞ্চবর্ণং (পঞ্চভূতাত্মকং) দ্বয়ং (দ্বৈতং) যৎ (তৎ) অবাধিতং (সত্যমিতি) পণ্ডিতমানিনাম্ (অত্র বয়মেব পণ্ডিতা ইত্যভিমানবতামেব বেদান্তেষু) ব্যর্থেন অপি (অর্থেন বিনাপি) অয়ম্ অর্থবাদঃ (অর্থপ্রতীতির্ন তু তত্ত্ববিদামিত্যর্থঃ) ।।৩৭।।

অনুবাদ— নামরূপ-বিশিষ্ট, পঞ্চভূতাত্মক দ্বৈত-প্রপঞ্চকে পণ্ডিতাভিমানী পুরুষগণই সত্য বলিয়া মনে করিয়া থাকে, পরন্তু বিষয়ব্যতীতও এতাদৃশ ভ্রান্তবিষয়-প্রতীতি তাহাদেরই সম্ভবপর হইয়া থাকে; যাঁহারা তত্ত্বজ্ঞ, তাঁহাদের এরূপ বুদ্ধি হয় না।। ৩৭।।

বিশ্বনাথ— তস্মাৎ কার্য্যকারণবস্ত্বৈক্যদর্শনং পট-তন্তুবদিতি ন্যায়েন কার্য্যস্য পৃথকত্বং বাধিতমেব, তদপ্যবাধিতমিতি যে মন্যন্তে তে পণ্ডিতমানিন এব ন তু পণ্ডিতা ইত্যাহ,—যৎ নামভিরাকৃতিভীরূপৈশ্চ সহিতমিন্দ্রিয়ৈর্গ্রাহ্যঞ্চ পঞ্চবর্ণং পঞ্চভূতাত্মকং তৎ দ্বয়ং দ্বৈতমবাধিতমেবেতি পণ্ডিতমানিনামেব মতং ন তু পণ্ডিতানাং, যতো ব্যর্থেন বিনাপ্যর্থেন অর্থবাদঃ অর্থ ইতি বাদোঽয়ং। নহ্যাদ্যন্তবানর্থঃ সত্যো ভবেৎ, "প্রত্যক্ষেণানুমানেন নিগমেনাত্মসম্বিদা। আদ্যন্তবদসজ্জ্ঞাত্বা নিঃসঙ্গো বিচরেদিহ" ইতি মদুক্তেঃ।। ৩৭।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— সেইহেতু কার্য্য ও কারণ বস্তুর

ঐক্যদর্শন বস্ত্র ও সূত্রের ন্যায় কারণ হইতে কার্য্যের পৃথকত্ব বাধাপ্রাপ্ত হইল। তাহাও বাধা প্রাপ্ত হইল না, ইহা যাহারা মনে করে, তাহারা পণ্ডিত অভিমানীই, কিন্তু পণ্ডিত নহেন। ইহাই বলিতেছেন—যাহা নামদ্বারা আকৃতি ও রূপ সহিত ইন্দ্রিয় সমূহেরদ্বারা গ্রাহ্য, পঞ্চবর্ণ অর্থাৎ পঞ্চভূতাত্মক তাহা দ্বৈত অবাধিতই পণ্ডিত অভিমানিগণেরই মত, কিন্তু পণ্ডিতগণের নহে। যেহেতু অর্থ না থাকিলেও অর্থবাদ ইহা একটি বাদ মাত্র। যাহার আদি ও অন্ত আছে, তাহা সত্য হইবে না, প্রত্যক্ষ ও অনুমানদ্বারা এবং শাস্ত্রদ্বারা, নিজ জ্ঞানদ্বারা আদি ও অন্তবান্ অসৎ জানিয়া নিঃসঙ্গ হইয়া এই জগতে বিচরণ করিবে, ইহা আমার উক্তি থাকায়।। ৩৭।।

মধ্ব—

অয়ং ব্যর্থবাদো ন ভবতি কিন্ত্বর্থবাদঃ।
জগৎ পরমেশ্বরঞ্চ দ্বয়ং বিন্দন্তি জ্ঞানিনঃ।
পঞ্চভূতাত্মকং বিশ্বং ভ্রান্তিসিদ্ধমপণ্ডিতাঃ।।
বদন্তি পণ্ডিতাস্ত্বদ্ধা জগদাহুরবাধিতম্।
প্রবাহরূপেণ সদা বিষ্ণোরিচ্ছাবশে স্থিতম্।।
ইতি চ।। ৩৭।।

ইতি ভাগবতৈকাদশতাৎপর্য্যে অষ্টাবিংশোঽধ্যায়ঃ।। ২৮।।

বিবৃতি— জড়জগতে নাম, রূপ, আকার প্রভৃতি ও তাহার বিরুদ্ধ বিচার উভয়ই পণ্ডিতাভিমানিগণের আলোচ্য হয়। কিন্তু প্রকৃত-পাণ্ডিত্যের দ্বারা উহা অনুমোদিত নহে। বদ্ধ ও মুক্তদশার জ্ঞানকে পণ্ডিতাভিমানিগণ যেরূপ অর্থ ও অর্থবাদ-মাত্ররূপে জ্ঞান করেন, উহারা তদ্রূপ নহে। অচিন্মাত্রকে যাঁহারা প্রয়োজন বিচার করেন, অথবা চিদ্বিলাসহীন চিন্মাত্রকে যাঁহারা প্রয়োজন বিচার করেন,—এই দ্বিবিধ পণ্ডিতাভিমানী ব্যক্তি চিদ্বিলাসকে স্বীকার না করায় প্রকৃতপ্রস্তাবে 'পণ্ডিত' শব্দবাচ্য নহেন। ইন্দ্রিয়জজ্ঞানগ্রাহ্য পদার্থই ভোগের উপযোগী। তদ্‌বিপরীত ত্যাগের কল্পনা। সুতরাং অধোক্ষজসেবাব্যতীত আধ্যক্ষিকতা পণ্ডিতম্মন্যগণেরই বৃত্তিমাত্র।। ৩৭।।

যোগিনোঽপক্বযোগস্য যুঞ্জতঃ কায় উত্থিতৈঃ।
উপসর্গৈর্বিহন্যেত তত্রায়ং বিহিতো বিধিঃ।। ৩৮।।

অন্বয়ঃ— যুঞ্জতঃ (যোগমাচরতঃ) অপক্বযোগস্য (অপরিণতযোগস্য) যোগিনঃ কায়ঃ (শরীরং যদি) উত্থিতৈঃ (অন্তরেবোৎপন্নৈঃ) উপসর্গৈঃ (রোগাদ্যুপদ্রবৈঃ) বিহন্যেত (অভিভূয়েত তদা) তত্র অয়ং বিধিঃ বিহিতঃ (অয়ং প্রতিকারঃ উক্তঃ)।। ৩৮।।

অনুবাদ— যাঁহারা যোগবিষয়ে অনুশীলনরত, পরন্তু পরিপক্বতা লাভ করেন নাই, তাঁহাদের শরীর যদি যোগকালে রোগাদি উপদ্রবদ্বারা আক্রান্ত হয়, তাহা হইলে এরূপ প্রতিকার উক্ত হইয়াছে।। ৩৮।।

বিশ্বনাথ—তদেবং জ্ঞানযোগং সপরিকরং নিরূপ্যেদানীং তন্নিষ্ঠস্য বিঘ্নপ্রতীকারমাহ,— যোগিন ইতি ত্রিভিঃ। যুঞ্জতঃ যোগাভ্যাসং কুর্ব্বতং কায়ো যদি দৈবাদুপসর্গৈরোগাদ্যুপসর্গৈরভিভূয়েত তত্রায়ং বিধিঃ প্রতীকারঃ।।৩৮

টীকার বঙ্গানুবাদ— এইভাবে সপরিকর জ্ঞানযোগ নিরূপণ করিয়া, এক্ষণে জ্ঞানযোগনিষ্ঠ ব্যক্তির বিঘ্নের প্রতিকার তিনটি শ্লোকদ্বারা বলিতেছেন—যোগ-অভ্যাসরত ব্যক্তির শরীর যদি দৈবাৎ যোগাদি উপসর্গদ্বারা অভিভূত হয়। সেইস্থলে এইবিধি অর্থাৎ প্রতিকার।। ৩৮।।

বিবৃতি— ভক্তিযোগে অনাদরকারী হঠযোগী ও রাজযোগিগণ অনেক সময়েই অপক্বযোগী হইয়া পড়েন। তাঁহারা পার্থিবজ্ঞানকে সম্বল করিয়া অন্বয় ও ব্যতিরেকভাবে যে যোগসাধন করেন, ঐ উপসর্গ ধ্বংস করিবার জন্যই আত্মধর্ম্ম ভক্তিযোগবিধি বিহিত হইয়াছে। অধোক্ষজসেবার অভাবে পার্থিব বিচার মানবের বুদ্ধিকে জড়ান্বয় ও জড়ব্যতিরেকগ্রস্ত করিয়া আপেক্ষিকধর্ম্মে অবস্থান করায়।। ৩৮।।

যোগধারণয়া কাংশ্চিদাসনৈর্ধারণান্বিতৈঃ।
তপোমন্ত্রৌষধৈঃ কাংশ্চিদুপসর্গান্ বিনির্দহেৎ।। ৩৯

অন্বয়ঃ— যোগধারণয়া (সোমসূর্য্যাদিধারণয়া)

কাংশ্চিৎ (সন্তাপশৈত্যাদীন্) উপসর্গান্ (বিঘ্নান্) বিনির্দহেৎ (নাশয়েৎ) ধারণান্বিতৈঃ (বায়ুধারণান্বিতৈঃ) আসনৈঃ (কাংশ্চিদ্ বাতাদিরোগান্ নাশয়েৎ তথা) তপোমন্ত্রৌষধৈঃ কাংশ্চিৎ (পাপগ্রহসর্পাদিকৃতান্ উপসর্গান্ বিনির্দহেৎ)।।

অনুবাদ— তাঁহারা সোমসূর্য্যাদিধারণাবলে সন্তাপশৈত্য প্রভৃতি বিঘ্ন, বায়ুধারণাযুক্ত আসনসমূহদ্বারা বাতাদিরোগ এবং তপঃ-মন্ত্র-ঔষধ দ্বারা পাপগ্রহ ও সর্পাদিকৃত উপসর্গ বিনষ্ট করিবেন।। ৩৯।।

বিশ্বনাথ—যোগধারণয়া সোমসূর্য্যাদিধারণয়া সন্তাপশৈত্যাদীন্, আসনৈর্বায়ুধারণান্বিতৈর্বাতাদিরোগান্, তপোমন্ত্রৌষধৈঃ পাপগ্রহসর্পাদিকৃতান্।। ৩৯।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—যোগধারণাদ্বারা, চন্দ্র সূর্য্যাদি ধারণা দ্বারা তাপ ও শৈত্য আদিকে, আসন সমূহদ্বারা, বায়ুধারণাযুক্ত দ্বারা বাতাদি রোগসমূহকে, তপস্যা মন্ত্র ও ঔষধী সমূহের দ্বারা পাপ গ্রহ ও সর্পাদিকৃত বিঘ্নকে দূর করিবে।। ৩৯।।

বিবৃতি— বিঘ্নসমূহই উপসর্গজাতীয়। সেই উপসর্গ বিনাশ করিতে কোন কোন স্থলে কর্ম্মযোগ ও হঠ রাজযোগাদির উপদেশ দৃষ্ট হয়। উহা ভগবৎপ্রপত্তিবিহীনগণের জন্য।। ৩৯।।

কাংশ্চিন্মমানুধ্যানেন নামসঙ্কীর্ত্তনাদিভিঃ।
যোগেশ্বরানুবৃত্ত্যা বা হন্যাদশুভদান্ শনৈঃ।। ৪০।।

অন্বয়ঃ— মম অনুধ্যানেন (সততচিন্তনেন) নামসঙ্কীর্ত্তনাদিভিঃ (চ) কাংশ্চিৎ (কামাদীন্ হন্যাৎ) যোগেশ্বরানুবৃত্ত্যা (যোগেশ্বরাণামানুগত্যেন) বা (চ) শনৈঃ (ক্রমশঃ) অশুভদান্ (বিঘ্নকরান্ কাংশ্চিদ্ দম্ভমানাদীন্) হন্যাৎ।। ৪০।।

অনুবাদ— সর্ব্বদা আমার চিন্তা ও নামসঙ্কীর্ত্তনাদিদ্বারা কামাদি উপদ্রব এবং যোগেশ্বরগণের আনুগত্যে ক্রমশঃ বিঘ্নজনক দম্ভ-মান প্রভৃতিকে বিনষ্ট করিবেন।।

বিশ্বনাথ— মমানুধ্যানাদিভিঃ কামাদীন্, যোগেশ্বরানুবৃত্ত্যা দম্ভমানাদীন্ হন্যাৎ।। ৪০।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— আমার অনুধ্যান আদি দ্বারা কাম জয় করিবে, যোগেশ্বরের অনুবৃত্তিদ্বারা দম্ভমান আদিকে দূরে সরাইবে।। ৪০।।

বিবৃতি— ভগবানের নামসঙ্কীর্ত্তনাদি ও অনুধ্যানরূপ ভক্তিযোগের বিধানের দ্বারা অশুভবাসনা ও বিঘ্নসমূহ ক্রমশঃ বিনষ্ট হয়। যে সকল মতবাদে ভক্তিযোগকে উপায়মাত্রজ্ঞানে উপেয় হইতে পৃথক্ করা হয়, সে সকল মতবাদ আদরণীয় নহে।। ৪০।।

কেচিদ্দেহমিমং ধীরাঃ সুকল্পং বয়সি স্থিরম্।
বিধায় বিবিধোপায়ৈরথ যুঞ্জন্তি সিদ্ধয়ে।। ৪১।।

অন্বয়ঃ—কেচিৎ ধীরাঃ (পুনরেতৈরন্যৈশ্চ) বিবিধোপায়ৈঃ ইমং দেহম্ (এব) সুকল্পং (জরারোগাদিরহিতং) বয়সি (তারুণ্যে) স্থিরং (চ) বিধায় (কৃত্বা) অথ সিদ্ধয়ে (অদ্বন্দ্বপরকায়প্রবেশাদিসিদ্ধয়ে) যুঞ্জন্তি (তত্তদ্ধারণারূপং যোগং যুঞ্জন্তি ন তু জ্ঞাননিষ্ঠারূপম্)।। ৪১।।

অনুবাদ— কোন কোন ধীর পুরুষ পূর্ব্বোক্ত এবং অন্যান্য উপায়বলে এই শরীরকে জরারোগ-শূন্য এবং স্থিরযৌবনাদি বিশিষ্ট করিয়া অনন্তর বিবিধ সিদ্ধিলাভের জন্য যোগচর্যা করিয়া থাকেন।। ৪১।।

বিশ্বনাথ— কেচিৎ পুনর্বিবিধোপায়ৈরেতৈরন্যৈশ্চোপায়ৈর্দেহমেব সুকল্পং জরারোগাদিরহিতং বয়সি তারুণ্যে স্থিরঞ্চ কৃত্বা অদ্বন্দ্বপরকায়-প্রবেশাদিসিদ্ধয়ে তত্তদ্ধারণারূপং যোগং যুঞ্জন্তি ন তু জ্ঞাননিষ্ঠারূপম্।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—কেহ কেহ পুনরায় বিবিধ উপায় দ্বারা অর্থাৎ এই সকল ও অন্য উপায়দ্বারা দেহকেই জরা রোগাদি রহিত করিয়া সুযোগ্য তরুণ বয়সে স্থির রাখিয়া, পরকায় প্রবেশাদি সিদ্ধির জন্য সেই সেই ধারণা-রূপ যোগ অনুষ্ঠান করে, কিন্তু জ্ঞাননিষ্ঠ করে না।। ৪১।।

বিবৃতি— শারীরিক সুবিধালাভের জন্য হঠযোগাদি নানা উপায়সমূহ এবং কামনাসিদ্ধির জন্য অণিমাদি অষ্টাদশসিদ্ধি পরিকল্পিত হয়। ঐগুলি ভক্তিযোগ নহে।। ৪১

নহি তৎ কুশলাদৃত্যং তদায়াসো হ্যপার্থকঃ।
অন্তবত্ত্বাচ্ছরীরস্য ফলস্যেব বনস্পতেঃ।। ৪২।।

অন্বয়ঃ—তৎ হি কুশলাদৃত্যং (কুশলৈঃ প্রাজ্ঞৈরাদৃত্যমাদরণীয়ং) ন (ন ভবতি) বনস্পতেঃ ফলস্য ইব শরীরস্য অন্তবত্ত্বাৎ (বনস্পতিবদাত্মৈব স্থায়ী শরীরস্তু ফলবন্নশ্বরমিতি হেতোঃ) তদায়াসঃ (শরীরস্থৈর্য্যে প্রয়াসঃ) অপার্থকঃ হি (অনর্থক এব ভবতি)।। ৪২।।

অনুবাদ— তাহাদের তাদৃশ কার্য্য প্রাজ্ঞপুরুষগণের আদরণীয় নহে, যেহেতু আত্মা বৃক্ষতুল্য স্থায়ী, পরন্তু দেহ ফলসদৃশ বিনশ্বর বলিয়া দেহবিষয়ক স্থৈর্য্যসাধন-প্রয়াস নিরর্থকই হইয়া থাকে।। ৪২।।

বিশ্বনাথ— কুশলৈঃ প্রাজ্ঞৈরাদরণীয়ঃ তন্ন ভবতি। বনস্পতিবদাত্মৈব স্থায়ী, শরীরন্তু ফলবন্নশ্বরমিত্যর্থঃ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— প্রাজ্ঞ ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক ঐসকল আদরণীয় হয় না। বৃক্ষের ন্যায় আত্মাই স্থায়ী, কিন্তু শরীর ফলের ন্যায় নশ্বর অস্থায়ী।। ৪২।।

বিবৃতি— বৃক্ষ যেরূপ কালে কালে ফলসমূহ প্রসব করে এবং ফল প্রদান করিলে ফলের যেরূপ নিবৃত্তি হয়, পরন্তু বৃক্ষের অস্তিত্ব বর্ত্তমান থাকে, তদ্রূপ আত্মবিৎজনগণ তাৎকালিক ফলপ্রসবিনী স্থূল-সূক্ষ্ম-তনুদ্বয়কে নশ্বর জানিয়া ঐরূপ তপস্যা হইতে বিরত হন।। ৪২।।

যোগং নিষেবতো নিত্যং কায়শ্চেৎ কল্পতামিয়াৎ।
তচ্ছ্রদ্দধ্যান্ন মতিমান্ যোগমুৎসৃজ্য মৎপরঃ।। ৪৩।।

অন্বয়ঃ—নিত্যং যোগং নিষেবতঃ (আচরতঃ) কায়ঃ (শরীরং) চেৎ (যদি তত্র দেহসিদ্ধৌ) কল্পতাং (জরারোগাদিরহিততাম্) ইয়াৎ (লভেত) মৎপরঃ (মদাসক্তঃ) মতিমান্ (বিবেকশীলো যোগী তথাপি) যোগম্ উৎসৃজ্য (ত্যক্ত্বা) তৎ ন শ্রদ্দধ্যাৎ (তাং দেহসিদ্ধিং ন বিশ্বসেৎ)।।

অনুবাদ— নিত্যযোগরত পুরুষের দেহ যদিও জরারোগাদিরহিত হইয়া দেহসিদ্ধি লাভ করে, তথাপি মদাসক্ত বিবেকশীল যোগিপুরুষ যোগ পরিত্যাগপূর্ব্বক তাহাতে বিশ্বস্ত হন না।। ৪৩।।

বিশ্বনাথ— তৎ কায়কল্পত্বম্।। ৪৩।।

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।
একাদশেঽষ্টাবিংশোঽয়ং সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্।।

ইতি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠক্কুরকৃতা শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশ-স্কন্ধে অষ্টাবিংশোঽধ্যায়স্য সারার্থ-দর্শিনী টীকা সমাপ্তা।

টীকার বঙ্গানুবাদ— নিত্যযোগ অভ্যাস করিতে করিতে শরীর যদি এককল্পও বাঁচিয়া থাকে, বুদ্ধিমান ব্যক্তি তাহাতে শ্রদ্ধা না করিয়া যোগ ত্যাগ করিয়া আমার ভক্ত হইবে।। ৪৩।।

ইতি ভক্তগণের চিত্তের আনন্দদায়িনী সারার্থদর্শিনীতে একাদশস্কন্ধে অষ্টাবিংশ অধ্যায় সাধুগণের সঙ্গে সমাপ্ত হইলেন।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশ-স্কন্ধে অষ্টাবিংশ অধ্যায়ের শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর কৃতা সারার্থ-দর্শিনী টীকার অনুবাদ সমাপ্ত হইলেন।

বিবৃতি— হঠযোগের নিরর্থকতাব্যতীতও রাজযোগাদি বা প্রাণায়ামাদি অনুষ্ঠানে আবদ্ধ না থাকিয়া শ্রদ্ধা ও সাধুসঙ্গের দ্বারা ভজন-বৃদ্ধিক্রমে অনর্থ-নিবৃত্তির উপদেশই শাস্ত্রে শ্রুত হয়। ভগবদ্ভক্তগণই নিরপেক্ষ শিক্ষক। তাঁহারা সাক্ষাৎ মুকুন্দসেবাব্যতীত কামলোভাদির দ্বারা অভিভূত হইবার যোগ্য অনুষ্ঠানসমূহকে আদর করিতে পারেন না। "যমাদিভির্যোগপথৈঃ (ভাঃ ১।৬।৩৬) এতৎ প্রসঙ্গে আলোচ্য।। ৪৩।।

যোগচর্য্যামিমাং যোগী বিচরন্ মদপাশ্রয়ঃ।
নান্তরায়ৈর্বিহন্যেত নিঃস্পৃহঃ স্বসুখানুভূঃ।। ৪৪।।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামেকাদশস্কন্ধে শ্রীভগবদুদ্ধবসংবাদে পরমার্থনির্ণয়ো ঽষ্টাবিংশোঽধ্যায়ঃ।। ২৮।।

অন্বয়ঃ— মদপাশ্রয়ঃ (মচ্ছরণঃ) যোগী ইমাং যোগ-

চর্য্যাং বিচরন্ (আচরন্) স্বসুখানুভূঃ (স্বসুখে অনু-ভূরন-ভূতির্যস্য স ততশ্চ) নিঃস্পৃহঃ (নিষ্কামঃ সন্) অন্তরায়ৈঃ (বিঘ্নৈঃ) ন বিহন্যেত (ন অভিভূয়েত)।। ৪৪।।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে অষ্টাবিংশাধ্যায়স্যান্বয়ঃ।

অনুবাদ—মদীয় আশ্রিত যোগিপুরুষ এতাদৃগ্ যোগ-চর্য্যাসাধনসহকারে আত্মানন্দানুভবশীল এবং নিষ্কাম হইয়া বিঘ্ন-কর্ত্তৃক অভিভূত হন না।। ৪৪।।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে অষ্টাবিংশাধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

বিবৃতি— ভক্তিযোগই বরণীয়, যেহেতু উহাতে কোন প্রকার বিঘ্ন নাই। হঠ ও রাজযোগিগণ নিজ নিজ গন্তব্যপথে অগ্রসর হইয়াও বিঘ্নের সাক্ষাৎকারবশতঃ সফলকাম হন না। ভক্তিযোগই সর্ব্বপ্রকারে নিরপেক্ষ ও জড়াকামনাদিবিবর্জ্জিত হইয়া কামদেবের উপাসনায় নিত্য পর্য্যবসিত। ভক্তগণের সচ্চিদানুভূতির ব্যাঘাত ঘটে না।। ৪৪।।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশস্কন্ধের সপ্তবিংশ অধ্যায়ের বিবৃতি সমাপ্ত।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশস্কন্ধের অষ্টাবিংশ অধ্যায়ের গৌড়ীয়-ভাষ্য সমাপ্ত।

একোনত্রিংশোঽধ্যায়ঃ

শ্রীউদ্ধব উবাচ—

সুদুস্তরামিমাং মন্যে যোগচর্য্যামনাত্মনঃ।
যথাঞ্জসা পুমান্ সিধ্যেৎ তন্মে ব্রূহ্যঞ্জসাচ্যুত।। ১।।

গৌড়ীয় ভাষ্য

ঊনত্রিংশ অধ্যায়ের কথাসার

পূর্ব্বোক্ত অসঙ্গৈকমূলক সাধনে অতিশয় ক্লেশ লক্ষ্য করিয়া উদ্ধব সুখসাধ্য উপায় জিজ্ঞাসা করিলে শ্রীভগবান্ এই অধ্যায়ে সংক্ষেপে ভক্তিযোগ উপদেশ করিয়াছেন।

ভগবন্মায়ামোহিত অভিমানী কর্ম্মী ও যোগিগণ ভগবৎপাদপদ্ম আশ্রয় করে না। হংসগণ অর্থাৎ সারাসার-বিবেকচতুরজনগণই ভগবৎপাদপদ্ম আশ্রয় করিয়া থাকেন। ভগবান্ স্বয়ং জীবের অন্তরে চৈত্ত্যগুরুরূপে এবং বাহিরে আচার্য্য গুরুরূপে জীবের সকল অমঙ্গল দূর করিয়া নিজ-স্বরূপ প্রদর্শন করেন। সকল কর্ম্ম ভগবদর্থে তদ্গতচিত্ত হইয়া অনুষ্ঠেয়। ভক্তগণাধিষ্ঠিত ভগবদ্ধামাদি আশ্রয়-পূর্ব্বক ভগবানের সেবা ও যাত্রামহোৎসবাদি কর্ত্তব্য। সর্ব্বভূতে কৃষ্ণাধিষ্ঠান জানিয়া সর্ব্বত্র সমদৃষ্টি হইলে অসূয়া-অহঙ্কারাদি দোষ অপগত হয়। এই বিচারে গর্ব্বিত আত্মীয়স্বজন, ভেদদৃষ্টি ও লজ্জা পরিহার করিয়া কুক্কুর-চণ্ডালান্ত সকলকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিবে। যাবৎ সর্ব্বভূতে ভগবদধিষ্ঠান উপলব্ধি না হয়, তাবৎকাল কায়মনোবাক্যে উক্তরূপে ভগবদারাধনা করিবে। এই ভগবৎসেবাধর্ম্ম নির্গুণ ও ভগবদ্ব্যবস্থিত বলিয়া ইহারা অণুমাত্রও কখনও বিনষ্ট বা নিরর্থক হয় না। অনন্যভাবে ভগবানে আত্মসমর্পণের দ্বারা ভগবান্ বিশেষভাবে প্রীত হন এবং তাদৃশ ভক্ত অমৃতত্ব লাভ করিয়া ভগবদৈশ্বর্য্য-লাভের যোগ্যতা প্রাপ্ত হন।

অনন্তর শ্রীউদ্ধব ভগবানের আদেশক্রমে বদরিকা-শ্রমে গমনপূর্ব্বক ভগবদুপদেশ যথাযথ পালন করিয়া ভগবদ্গতি লাভ করিলেন। পরমভাগবত উদ্ধবকে কথিত —শ্রীভগবানের এই উপদেশ শ্রদ্ধাসহকারে সেবা করিলে সমগ্রজগৎ মুক্তি লাভ করিতে পারে।

অন্বয়ঃ—শ্রীউদ্ধবঃ উবাচ,—(হে) অচ্যুত! অনাত্মনঃ (অবশীকৃতমনসঃ) ইমাং যোগচর্য্যাং সুদুস্তরাং (দুঃসাধ্যাং)

মন্যে (ততঃ) পুমান্ অঞ্জসা (অপ্রয়াসতঃ) যথা (যেন প্রকারেণ) সিধ্যেৎ তৎ (তথা) অঞ্জসা (সুবোধং যথা ভবতি তথা) মে (মহ্যং) ব্রূহি (কথয়)।। ১।।

অনুবাদ— শ্রীউদ্ধব বলিলেন,— হে অচ্যুত! অজিতেন্দ্রিয় পুরুষের পক্ষে পূর্ব্বোক্ত যোগানুষ্ঠান দুঃসাধ্য বলিয়া মনে হইতেছে, অতএব মানব যেরূপে অনায়াসে সিদ্ধিলাভ করিতে পারেন, আপনি আমাকে সরলভাবে সেই উপদেশ প্রদান করুন।। ১।।

বিশ্বনাথ—

মহাতীর্থমহাভক্তাশ্রয়াদ্ভক্তির্যথা তথা।
ভূতেষ্বাত্মেক্ষণান্মুক্তিশ্চোনত্রিংশে নিরূপিতা।।
কৃষ্ণো যৎ সুদৃঢ়ং জ্ঞানং যত্নাদুপদিদেশ তৎ।
নাগ্রহীদুদ্ধবস্তেতজ্জ্ঞাপকং শ্লোকপঞ্চকম্।। ০।।

অনাত্মনো দেহাধ্যাসরহিতস্য যোগিনো যোগচর্য্যা উক্তা, ইমামন্যৈঃ সুদুশ্চরাং মন্যে। অঞ্জসা শীঘ্রং যথা সিধ্যেত্তথা ত্বং শীঘ্রং কথয়েত্যঞ্জসেত্যস্য ক্রিয়াভেদান্ন পৌনরুক্ত্যদোষঃ।। ১।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— মহাতীর্থ ও মহাভক্ত আশ্রয় হইতে যেমন ভক্তি হয়। সেইরূপ প্রাণীগণে আত্মদর্শি হইলে মুক্তিও হয়, ইহা এই ঊনত্রিংশ অধ্যায়ে নিরূপিত হইতেছে।

কৃষ্ণ যে সুদৃঢ় জ্ঞান যত্নপূর্ব্বক উপদেশ করিলেন। তাহা শ্রীউদ্ধব গ্রহণ করিলেন না, ইহাই পঞ্চশ্লোকদ্বারা বলিতেছেন।। ০।।

অনাত্মরূপ দেহের অধ্যাস রহিত যোগীর যোগ আচরণ বলা হইল। এইসকল অন্যের দ্বারা সুদুশ্চর মনে করি, শীঘ্র যেভাবে সিদ্ধি হয়, সেইভাবে তুমি শীঘ্র বল। এই শ্লোকে দুইবার 'অঞ্জসা' এই পদটি থাকায় উহার ক্রিয়ার ভিন্ন হেতু পুনরুক্তিদোষ হইল না।। ১।।

প্রায়শঃ পুণ্ডরীকাক্ষ যুঞ্জন্তো যোগিনো মনঃ।
বিষীদন্ত্যসমাধানান্মনোনিগ্রহকর্শিতাঃ।। ২।।

অন্বয়ঃ— (হে) পুণ্ডরীকাক্ষ! (হে কমলনয়ন! শ্রীকৃষ্ণ!) মনঃ যুঞ্জন্তঃ (নিগৃহ্নন্তঃ) যোগিনঃ অসমাধানাৎ (অনিগ্রহাৎ) মনোনিগ্রহকর্শিতাঃ (কথঞ্চিন্মনসো নিগ্রহে চ কর্শিতাঃ শ্রান্তাঃ সন্তঃ) প্রায়শঃ বিষীদন্তি (প্রায়েণৈব ক্লিশ্যন্তি)।। ২।।

অনুবাদ— হে কমলনয়ন! শ্রীকৃষ্ণ! যোগিগণ মনোনিগ্রহে প্রবৃত্ত হইয়া অসমাধানহেতু কথঞ্চিৎনিগ্রহ-কার্য্যেই শ্রান্ত ও ক্লেশগ্রস্ত হইয়া থাকেন।। ২।।

বিশ্বনাথ— উক্তলক্ষণযোগচর্য্যায়াঃ সুদুশ্চরত্বং প্রপঞ্চয়তি,—প্রায়শ ইতি। যুঞ্জন্তঃ ব্রহ্মণি মনো নিবেশ-য়ন্তঃ। অসমাধানাৎ সমাধ্যসামর্থ্যাৎ মনসো নিগ্রহে কর্ষিতাঃ শ্রান্তাঃ।। ২।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— ঐরূপ যোগ আচরণ অতিশয় দুষ্কর ইহাই বিস্তার করিতেছেন—শ্রীউদ্ধব যোগরত ব্যক্তি ব্রহ্মে মন নিবিষ্ট করিতে গিয়া সমাধি পর্য্যন্ত মন নিগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়া পরিশ্রান্ত হইয়া পড়ে।। ২।।

অথাত আনন্দদুঘং পদাম্বুজং
হংসাঃ শ্রয়েরন্নরবিন্দলোচন।
সুখং নু বিশ্বেশ্বর যোগকর্ম্মভি-
স্ত্বন্মায়য়ামী বিহতা ন মানিনঃ।। ৩।

অন্বয়ঃ— (হে) অরবিন্দলোচন! (কমললোচন!) বিশ্বেশ্বর! (শ্রীকৃষ্ণ!) অথঃ অত (অতএব যে) হংসাঃ (সারাসারবিবেকচতুরাস্তে তু) আনন্দদুঘং (সমস্তানন্দপরি-পূরকং তব) পদাম্বুজং (এব) সুখং নু (সুখং যথা ভবতি তথা নিশ্চিতং) শ্রয়েরন্ (সেবন্তে) যোগকর্ম্মভিঃ মানিনঃ (সন্তো যে) ন (ন শ্রয়ন্তে তে) অমী ত্বন্মায়য়া (তব মায়া-শক্ত্যা) বিহতাঃ (বিনষ্টপ্রায়া ইত্যর্থঃ)।। ৩।।

অনুবাদ— হে কমলনয়ন! বিশ্বেশ্বর! অতএব সারাসারবিবেকনিপুণ পুরুষগণ নিখিলানন্দ-পরিপূরক ভবদীয় চরণকমলই সুখে আশ্রয় করিয়া থাকেন। যাহারা যোগ বা কর্ম্মমার্গে অভিমান রত হইয়া আপনার চরণাশ্রয় করে না, তাহারা আপনার মায়াকর্ত্তৃক বিনষ্টপ্রায় হইয়াছে।

বিশ্বনাথ— হংসাঃ সারাসারবিবেচনপরাঃ সুখং যথা স্যাত্তথা শ্রয়েরন্ শ্রয়ন্তে। যে তু যোগকর্ম্মভির্মানিনঃ বয়ং যোগিনো, বয়ং জ্ঞানিনো, বয়ং কর্ম্মিণ ইত্যভিমানবন্তস্তে তু ত্বন্ময়য়া বিহতাঃ সন্তো নাশ্রয়েরন্, অতএব বিষীদন্তি।

টীকার বঙ্গানুবাদ—সারাসার বিবেক পরায়ণ হংসগণ সুখে যেমন ভাবে যোগ আশ্রয় করিতে পারে, সেইরূপ বলুন, কিন্তু যাহারা যোগ ও কর্ম্মসমূহ দ্বারা—আমারা যোগী, আমরা জ্ঞানী, আমরা কর্ম্মী, এই অভিমান যুক্ত তাহারা কিন্তু তোমার মায়াদ্বারা মোহিত হইয়া সহজ পথ আশ্রয় করে না। অতএব দুঃখ পায়।। ৩।।

বিবৃতি— অভক্ত যোগিগণ স্বীয় উৎকর্ষের জন্য যেসকল মায়িক পদ্ধতি অবলম্বন করেন, তদ্দ্বারা তাঁহাদের সুখোদয় হয় না। আর সুযোগী ভক্ত সহজেই ভগবানের আনন্দময় পাদপদ্মসেবা লাভ করেন। স্বতঃপ্রকাশ বৈকুণ্ঠবস্তুর সেবায় সুখোদয়, আর মাপিবার ভোগবুদ্ধি হইতে অভাবজন্য দুঃখোদয় হয়।। ৩।।

কিং চিত্রমচ্যুত তবৈতদশেষবন্ধো
দাসেষ্বনন্যশরণেষু যদাত্মসাত্ত্বম্।
যোঽরোচয়ৎ সহ মৃগৈঃ স্বয়মীশ্বরাণাং
শ্রীমৎ কিরীটতট পীড়িতপাদপীঠঃ।। ৪।।

অন্বয়ঃ— (হে) অশেষবন্ধো। (নিখিলবান্ধব।) অচ্যুত। (শ্রীকৃষ্ণ।) যঃ (রামরূপো ভবান্) স্বয়ম্ ঈশ্বরাণাং (ব্রহ্মাদীনাং) শ্রীমৎকিরীটতটপীড়িতপাদপীঠঃ (যানি শ্রীমন্তিকিরীটানী তেষাং তটান্যগ্রাণি তৈঃ পীড়িতং বিলুঠিতং পাদপীঠং যস্য স তথাভূতোঽপি) মৃগৈঃ (বানরৈঃ) সহ (সাহিত্যং সখ্যমিতি যাবৎ) অরোচয়ৎ (প্রীত্যা কৃতবান্ তস্য) তব অনন্যশরণেষু (একান্তশ্রিতেষু) দাসেষু (সেবকেষু নন্দগোপীবলিপ্রভৃতিষু) যৎ আত্মসাত্ত্বং (তদধীনত্বং দৃশ্যতে) এতৎ কিং (কিং চিত্রং নামাশ্চর্য্য ন তু কিমপি চিত্রমিত্যর্থঃ)।। ৪।।

অনুবাদ— হে অখিলবান্ধব! শ্রীকৃষ্ণ! রামরূপে ব্রহ্মাদি-ঈশ্বরগণের সুরম্যকিরীটাগ্রভাগদ্বারা আপনার পাদপীঠ বিলুণ্ঠিত হইলেও আপনি তৎকালে বানরগণের সহিত প্রীতিপূর্ব্বক সখ্যস্থাপন করিয়াছিলেন। সুতরাং সেই আপনি যে নন্দমহারাজ, গোপী, বলি প্রভৃতি একান্তাশ্রিতদাসগণের অধীনতা প্রদর্শন করিতেছেন, ইহা আশ্চর্য্য নহে।। ৪।।

বিশ্বনাথ— ত্বাং কেবলং ভজন্তস্তু ত্বদ্বাৎসল্যপাত্রীভবন্তীতি ন চিত্রমিত্যাহ,—কিং চিত্রমিতি। অনন্যশরণেষু জ্ঞানযোগকর্ম্মাদ্যনুষ্ঠানরহিতেষু দাসেষু আত্মসাত্ত্বং তেষাং য আত্মা তদধীনত্বমিতি সন্দর্ভঃ। রাজ্ঞা স্বপুরং বিপ্রসাৎকৃতং বিপ্রাধীনং কৃতমিতিবৎ দাসৈস্ত্বমাত্মসাৎকৃত ইতি তব আত্মসাত্ত্বং আত্মসাৎকৃতত্বমিত্যর্থঃ। তদেবাহ— যো ভবান্ শ্রীরামরূপেণ মৃগৈর্বানরৈঃ সহেতি সহভাবং সখ্যং অরোচয়ৎ স্বস্মৈ রোচিতমকরোৎ। যদ্বা মৃগৈর্বৃন্দাবনস্থহরিণৈঃ সাহিত্যং গাশ্চারয়ন্নরোচয়ৎ তথা মৃগৈর্বানরৈশ্চ সাহিত্যং নবনীতং চোরয়ন্নরোচয়ৎ। তেন ত্বদুক্তলক্ষণমিমং জ্ঞানযোগং কিং তৈরভ্যস্তং জানীমঃ, যতস্তেষাং ত্বমধীন এব বর্ত্তসে। কথং বা অদ্বৈতবাদিনাং জ্ঞানিনাং ত্বং ন কস্যাপ্যধীনঃ ক্বাপি শ্রুতোঽতো দাসা বয়ং ন জ্ঞানযোগমিমং স্বীকুর্ম্ম ইতি ব্যতিব্যঞ্জিতং। পীড়িতং— সজ্জট্ট্য বিলুলিতম্।। ৪।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— তোমাকে কেবল ভজনকারীগণ কিন্তু তোমার বাৎসল্য পাত্রী হয়, ইহা আশ্চর্য্য নহে। ইহাই বলিতেছেন—অনন্যশরণম্ অর্থাৎ জ্ঞান যোগ কর্ম্মাদি অনুষ্ঠান রহিত তোমার দাসভক্তগণকে তুমি যে আত্মসাৎ এবং তাহাদের যে আত্মা তাহার তুমি অধীনতা স্বীকার কর—ইহা আশ্চর্য্য নহে। ইহা সন্দর্ভ রাজা কর্ত্তৃক নিজের রাজপুরীকে বিপ্রসাৎ করিলেন, অর্থাৎ বিপ্রের অধীন করিলেন। এইরূপ দাসগণ কর্ত্তৃক তুমি আত্মসাৎকৃত হইলে, ইহার অর্থ তোমার আত্মসাৎ ভাব অর্থাৎ তুমি নিজেকে দাসভক্তের অধীন্ করিলে, তাহাই বলিতেছেন —যে আপনি শ্রীরামচন্দ্ররূপে বানরগণের সহিত নিজ সখ্যভাব আচরণে নিজ রুচিকর করিলে, অথবা

বৃন্দাবন স্থিত হরিণগণ সহিত গোচারণ তোমার রুচিকর হইল, সেইরূপ বানরগণের সহিতও নবনীত চুরি রুচিকর হইল। ইহাদ্বারা তোমার উক্ত এইরূপ জ্ঞানযোগ তাহারা অভ্যাস করিয়াছিল—ইহা কিরূপে জানিব? যেহেতু তাহাদের তুমি অধীনই হইয়াছিলে। অথবা অদ্বৈতবাদী জ্ঞানিগণের তুমি কাহারাও অধীন নও কোথাও শুনি নাই। অতএব আমরা দাস এই জ্ঞানযোগ আমরা স্বীকার করিব না। এইরূপ পীড়িত সংঘটন করিয়া উপহাস করিলেন।।

বিবৃতি— অনন্যশরণ বানর-কুলোদ্ভব ভক্তও ভগবানের সহিত মিত্রতা করিতে সমর্থ হইয়াছে। কিন্তু সেই ভগবান্ ব্রহ্মাদির বন্দিতপদ হইয়াও দুর্ল্লভ।।৪।।

তং ত্বাখিলাত্মদয়িতেশ্বরমাশ্রিতানাং
সর্ব্বার্থদং স্বকৃতবিদ্বিসৃজেত কো নু।
কো বা ভজেৎ কিমপি বিস্মৃতয়েঽনুভূত্যৈ
কিংবা ভবেন্ন তব পাদরজোজুষাং নঃ।। ৫।।

অন্বয়ঃ— (অতঃ) স্বকৃতবিৎ (বলিপ্রহ্লাদাদিষু ত্বয়া কৃতমনুগ্রহং জানন্) কঃ নু (কো নাম পুমান্) অখিলাত্মদয়িতেশ্বরম্ (অখিলস্য জগত আত্মানং চেতয়িতারমত এব দয়িতং প্রেষ্ঠং সুসেব্যমীশ্বরত্বাদবশ্য-ভজনীয়ম্) আশ্রিতানাং সর্ব্বার্থদং (সকলপুরুষার্থপ্রদং) তং (তাদৃশং) ত্বা (ত্বাং) বিসৃজেত (বিসৃজেৎ ন ভজেৎ) ভূত্যৈ অনু বিস্মৃতয়ে (যৎ কেবলং ভূত্যৈ ইন্দ্রিয়ভোগায় ভবতি অনু অনন্তরমেব ত্বদ্‌বিস্মৃতয়ে ভবতি তৎ) কিমপি (অনিরুক্তং ত্বদ্‌ব্যতিরিক্তং স্বর্গাদি) কঃ বা ভজেৎ (ত্বয়া দত্তমপি কঃ সেবেত) তব পাদরজোজুষাং (পাদপদ্মরজঃসেবকানাং) নঃ (অস্মাকং) কিংবা ন ভবেৎ (কিমপ্রাপ্তং ভবেৎ পরন্তু ন কিমপীত্যর্থঃ)।। ৫।।

অনুবাদ— যিনি বলি প্রহ্লাদ প্রভৃতি ভক্তগণের প্রতি আপনার অসীম অনুগ্রহের কথা অবগত আছেন, তাদৃশ কোন পুরুষই নিখিলজগতের অন্তর্য্যামী, প্রিয়, ঈশ্বর এবং আশ্রিতজনগণের সর্ব্বার্থপ্রদ আপনাকে ত্যাগ করিতে পারেন না। যে-বস্তু কেবলমাত্র ভোগসাধক, পরন্তু ভগবদ্‌বিস্মৃতিজনক, তাদৃশ স্বর্গাদিপদ আপনি দান করিলেও কেহ গ্রহণ করেন না। হে দেব! ভবদীয় শ্রীচরণরজোভাগী আমাদের কোন অভাব নাই।। ৫।।

বিশ্বনাথ— ত্বা ত্বাম্ অখিলানামাত্মানং জীবানাং নারদাদিরূপেণ ভক্ত্যুপদেষ্টৃত্বাৎ দয়িতং প্রতি স্বকর্ম্মফলপ্রদত্বাদীশ্বরং স্বাশ্রিতানান্তু সর্ব্ব-পুরুষার্থপ্রদং স্বকৃতবিৎ স্বেষু বলিপ্রহ্লাদাদিষু ত্বয়া কৃতমনুগ্রহং জানন্ কো নু বিসৃজেৎ? ন কোঽপি, কেবলমরসজ্ঞো নিকৃষ্টযোগিজন এব কৃতঘ্নো বিসৃজেদিত্যর্থঃ। কিঞ্চ ভজন্নপি কো বা ত্বাং মুক্তিকামো ভজেদিত্যাহ,—কো বেতি। বিস্মৃতয়ে ত্বদ্বিস্মৃতিরূপায় রাজ্যাদ্যর্থং, তথা অনুভূত্যৈ কেবলানুভবায় মোক্ষার্থং বা কো ভজেন্ন কোঽপি। কিমপীতি ক্রিয়াবিশেষণম্। কিঞ্চ নাপি ভজনং কঃ কুর্য্যাদিত্যর্থঃ। ননু তর্হি নিষ্কামানামপি প্রহ্লাদাদীনাং ভুক্তিমুক্তি কথং দৃশ্যেতে তত্রাহ,—কিম্বেতি। তথাচোক্তং—মোক্ষধর্ম্মে নারায়ণীয়ে "যা বৈ সাধনসম্পত্তিঃ পুরুষার্থচতুষ্টয়ে। তয়া বিনা তদাপ্নোতি নরো নারায়ণাশ্রয়ঃ।।" ইতি। ভোগমোক্ষাদিকমানুষঙ্গিকং ফলং ভক্তানভীপ্সিতমপি ত্বয়া দীয়ত এবেতি ভাবঃ।। ৫।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— তুমি অখিল জীবগণের নারদাদিরূপে ভক্তি উপদেষ্টা হেতু দয়িত প্রতি নিজ কর্ম্মফলপ্রদহেতু ঈশ্বর, কিন্তু নিজ আশ্রিতগণের সর্ব্বপুরুষার্থপ্রদ। নিজ কৃত কর্ম্মজ্ঞ বলী-প্রহ্লাদ আদি বিষয়ে তুমি অনুগ্রহকারী জানিয়া কে ত্যাগ করিবে? কেহ ত্যাগ করিবে না। কেবল অরসজ্ঞ নিকৃষ্ট যোগিজনই কৃতঘ্ন তোমাকে ত্যাগ করিবে। আর ভজন করিয়াও কোন্ ব্যক্তিইবা তোমার নিকট মুক্তিকামী রাজ্যাদির জন্য, সেইরূপ কেবল অনুভূতিরূপ মোক্ষের জন্যই বা কে ভজন করিবে? কেহই না। কিমপি ইহা ক্রিয়া বিশেষণ। আর ভজন কে না করিবে। প্রশ্ন—তাহা হইলে নিষ্কাম প্রহ্লাদাদিরও ভুক্তিমুক্তি কিরূপে দেখা যাইতেছে? তাহার উত্তরে বলিতেছেন—সেইরূপ বলা হইয়াছে মোক্ষধর্ম্ম পর্ব্বে নারায়ণীয় উপা-

খ্যানে নারায়ণকে আশ্রয় করিয়া মানব পুরুষার্থ চতুষ্টয় লাভ করিতে গেলে যে সকল সাধন সম্পত্তি প্রয়োজন, তাহা না করিয়াও ভক্তগণ ঐ পুরুষার্থ চতুষ্টয় পাইয়া থাকেন। ভোগ মোক্ষাদি আনুষঙ্গিক ফল, ভক্তগণ না চাহিলেও তুমি দিয়া থাকই, ইহাই ভাবার্থ।।৫।।

নৈবোপযন্ত্যপচিতিং কবয়স্তবেশ
ব্রহ্মায়ুষাঽপি কৃতমৃদ্ধমুদঃ স্মরন্তঃ।
যোঽন্তর্বহিস্তনুভৃতামশুভং বিধুন্ব-
ন্নাচার্য্যচৈত্ত্যবপুষা স্বগতিং ব্যনক্তি।।৬।।

অন্বয়ঃ—(হে) ঈশ! যঃ (ভবান্) আচার্য্যচৈত্ত্যবপুষা অন্তঃ বহিঃ (বহিরাচার্য্যবপুষা গুরুরূপেণ অন্তশ্চ চৈত্ত্যবপুষা অন্তর্য্যামিরূপেণ) তনুভৃতাং (শরীরিণাম্) অশুভং (বিষয়বাসনাং) বিধুন্বন্ (নিরস্যন্) স্বগতিং (নিজং রূপং) ব্যনক্তি (প্রকটয়তি) কৃতং (ত্বৎকৃতমুপকারং) স্মরন্তঃ ঋদ্ধমুদঃ (উপচিত পরমানন্দাঃ) কবয়ঃ (ব্রহ্মবিদঃ) ব্রহ্মায়ুষা অপি (ব্রহ্মাতুল্যায়ুঃকালোনাপি তস্য) তব অপচিতিং (প্রত্যুপকারমানৃণ্যমিতি যাবৎ) ন এব উপযন্তি (নৈব প্রাপ্নুবন্তি)।।৬।।

অনুবাদ—হে ঈশ! আপনি বহির্দ্দেশে গুরুদেবরূপে এবং অন্তরে অন্তর্য্যামিরূপে জীবগণের বিষয়বাসনা-নিরাসপূর্ব্বক স্বরূপ প্রকটিত করিয়া থাকেন। ব্রহ্মজ্ঞ-পুরুষগণ আপনার কৃত উপকার স্মরণ করিয়া পরমানন্দ-সমৃদ্ধচিত্তে ব্রহ্মাতুল্য-আয়ুঃকালেও আপনার ঋণমোচনে সমর্থ হন না।।৬।।

বিশ্বনাথ— ননু মাং ভজন্ত্য এব জনেভ্যো বাঞ্ছিত-সমস্তপুরুষার্থপ্রদত্বান্মম তত্তদ্দানং ন নিরুপাধিকং কিন্তু সোপাধিকমেবেতি চেন্নৈবং, তচ্চ তৈঃ ক্রিয়মাণং ত্বদ্ভজনমপি ত্বদ্দত্তমেবেত্যতো নিরূপাধিকপরমহিতকারিণস্তব সহস্রমহাকল্পমভিব্যাপ্যাপি পরিচর্য্যয়া জনা নৈব নিঋণী-ভবিতুং শক্নুবন্তীত্যাহ,—নৈবেতি। অপচিতিং প্রত্যুপকার-মানৃণ্যমিতি যাবৎ উপযন্তি ন প্রাপ্নুবন্তি। কবয়ো বিবে-কিনঃ ব্রহ্মায়ুষোঽপি ব্রহ্মাতুল্যমায়ুঃ প্রাপ্য ভজন্তোঽপীত্যর্থঃ। যতস্ত্বৎকৃতমুপকারং স্মরন্তঃ ঋদ্ধমুদঃ উপচিত-পরমানন্দাঃ। উপকারমেবাহ— যো ভবান্ বহিরাচার্য্যো মন্ত্রগুরু শিক্ষাগুরুশ্চ তদ্বপুষা স্বমন্ত্রস্বভক্ত্যুপদেশেনানুগৃহ্নন্ অন্তশ্চৈত্ত্যোঽন্তর্য্যামী তদ্বপুষা "দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে" ইতি ত্বদুক্তেঃ। স্বপ্রাপকবুদ্ধিবৃত্তীঃ প্রের্য্য স্বভজনং কারয়ন্ স্বগতিং প্রেমবৎপার্ষদত্বলক্ষণাং গতিং ব্যনক্তি।।৬।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—প্রশ্ন—আমাকে ভজনকারীগণই বাঞ্ছিত সমস্ত পুরুষার্থ প্রদহেতু আমার ঐসকল দান ছলনা নহে, কিন্তু স্বাভাবিকই। তাহাও তোমার প্রদত্তই অতএব নিরূপাধিক পরমতাকারী তোমার সহস্র মহাকল্প ব্যাপী পরিচর্য্যাদ্বারা জনগণ অঋণী হইতে পারে না, ইহাই বলিতেছেন—আপচিতি অর্থাৎ প্রত্যুপকার দ্বারা অঋণী হইতে পারে না, বিবেকী ব্যক্তিগণ ব্রহ্মারতুল্য আয়ু পাইয়া ভজন করিলেও। যেহেতু তোমার কৃত উপকার স্মরণ করিতে করিতে উচ্ছ্বলিত পরমানন্দলাভ করেন। উপ-কারই বলিতেছেন—যে আপনি বাহিরে আচার্য্য মন্ত্র-গুরু, শিক্ষা-গুরু ও সেই শরীরের দ্বারা নিজ মন্ত্র, নিজ ভক্তি উপদেশ দ্বারা অনুগ্রহ করিয়া অন্তরে চৈত্ত্য গুরুরূপে অন্তর্য্যামী সেই শরীর দ্বারা তাহাকে আমি বুদ্ধি যোগদান করি যাহার দ্বারা তাহারা আমাকে পাইতে পারে ইহা তোমার উক্তি আছে। নিজ প্রাপক বুদ্ধিবৃত্তি প্রেরণ করিয়া নিজ ভজন করাইয়া নিজ গতি অর্থাৎ প্রেমযুক্ত পার্ষদত্ব লক্ষণ গতি প্রকাশ কর।।৬।।

বিবৃতি— ব্রহ্মার আয়ুষ্কালপর্য্যন্ত নানাপ্রকারে যোগ্যতা লাভ করিয়াও পারদর্শি-সুধীগণ ভগবৎকৃত উপকার পরিশোধ করিতে পারেন না; যেহেতু ভগবান্ তাঁহাদের হৃদয়ে অবস্থিত হইয়া চৈত্ত্যগুরুরূপে মঙ্গল-বিধান এবং অভক্তির বিচার বিনাশ করেন। ভগবানের করুণা পরিশোধ করিবার শক্তি সুধী জীবগণ প্রচুর ভজন করিয়াও লাভ করিতে পারেন না।।৬।।

শ্রীশুক উবাচ—

ইত্যুদ্ধবেনাত্যনুরক্তচেতসা
পৃষ্টো জগৎক্রীড়নকঃ স্বশক্তিভিঃ।
গৃহীতমূর্ত্তিত্রয় ঈশ্বরেশ্বরো
জগাদ সপ্রেমমনোহরস্মিতঃ।। ৭।

অন্বয়ঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ—অনুরক্তচেতসা (অনন্যভক্তেন) উদ্ধবেন ইতি (পূর্ব্বোক্তরূপং) পৃষ্টঃ (জিজ্ঞাসিতঃ) জগৎক্রীড়নকঃ (জগৎ ক্রীড়নকং ক্রীড়োপকরণং যস্য সঃ) স্বশক্তিভিঃ (সত্ত্বাদিভিঃ) গৃহীতমূর্ত্তিত্রয়ঃ (গৃহীতং মূর্ত্তিত্রয়ং যেন সঃ) ঈশ্বরেশ্বরঃ (ঈশ্বরাণাং ব্রহ্মাদীনামপীশ্বরঃ শ্রীকৃষ্ণঃ) সপ্রেমমনোহরস্মিতঃ (সপ্রেমমনোহরং স্মিতং যস্য স তথা সন্) জগাদ (উক্তবান্)।।

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব বলিলেন,—অনন্যভক্ত উদ্ধব এরূপ জিজ্ঞাসা করিলে—এই নিখিল জগৎ যাঁহার ক্রীড়াসামগ্রীতুল্য, সেই ব্রহ্মাদি মূর্ত্তিবিশিষ্ট ঈশ্বরেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ সপ্রেমমনোহর হাস্যসহকারে বলিতে লাগিলেন।। ৭।।

বিশ্বনাথ—স্বশক্তিভিরন্তরঙ্গাতটস্থাবহিরঙ্গাভিরন্তর্য্যামিরূপেণ জীবরূপেণ দেহরূপেণ জগদেব ক্রীড়নং ক্রীড়াসাধনং যস্য স তেনান্তর্য্যামিরূপেণোদ্ধবং তথা প্রেরয়ামাস যথা ভাবিকলিযুগবর্ত্তিভক্তজনানন্দহেতুমেব স পপ্রচ্ছেতি ভাবঃ। ক্রীড়ানমপি তস্য স্বভক্তিরসবিতরণময়মেবেত্যাহ,—গৃহীতেতি। উদ্ধবরূপেণ প্রশ্নকর্ত্তা শ্রীকৃষ্ণরূপেণোত্তরকর্ত্তা দেশকালান্তরবর্ত্তিশুকপরীক্ষিদাদিভক্তরূপেণ প্রশ্নোত্তরামৃতসম্প্রদানঞ্চেতি মূর্ত্তিত্রয়ং গৃহীতং যেন সঃ। ঈদৃশং কৃপাচাতুর্য্যং নান্যস্য সম্ভবেদিত্যাহ—ঈশ্বরাণামপীশ্বরঃ সপ্রেম প্রেমসহিতং মনোহরং স্মিতং যস্য সঃ।। ৭।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— নিজ শক্তি সমূহ দ্বারা অর্থাৎ অন্তরঙ্গা তটস্থা ও বহিরঙ্গাদ্বারা অন্তর্য্যামিরূপে, জীবরূপে, দেহরূপে, জগতই ক্রীড়া সাধন যাঁহার, সেই তিনি অন্তর্য্যামিরূপে উদ্ধবকে সেইরূপে প্রেরণা দিতেছেন—যেরূপে ভবিষ্যৎ কলিযুগবর্ত্তী ভক্তজনের আনন্দ হেতুই উদ্ধব জিজ্ঞাসা করিতেছেন—ইহাই ভাবার্থ। ক্রীড়াটিও কৃষ্ণের নিজ ভক্তিরস বিতরণময়ই ইহাই বলিতেছেন—উদ্ধবরূপে প্রশ্নকর্ত্তা, শ্রীকৃষ্ণরূপে উত্তরদাতা, দেশ কালের অন্তবর্ত্তী শুক পরীক্ষিৎ আদি ভক্তরূপে প্রশ্নোত্তর অমৃত সম্প্রদান এই মূর্ত্তিত্রয় গ্রহণ করিয়াছেন যিনি, সেই শ্রীকৃষ্ণ। এইরূপ কৃপা চাতুর্য্য অন্যের পক্ষে সম্ভব নয়, ইহাই বলিতেছেন—ঈশ্বরগণেরও ঈশ্বর প্রেমসহিত মনোহর মৃদু হাঁসি যাঁহার সেই শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন।।৭

মধ্ব—

আত্মান্তরাত্মা পরমাত্মেতিমূর্ত্তিত্রয়ং হরেঃ।
জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্তীনাং সৃষ্ট্যাদেশ্চ প্রবর্ত্তকম্।।
ইতি ত্রৈকাল্যে।। ৭।।

শ্রীভগবানুবাচ—

হন্ত তে কথয়িষ্যামি মম ধর্ম্মান্ সুমঙ্গলান্।
যান্ শ্রদ্ধয়াচরণ্ মর্ত্ত্যো মৃত্যুং জয়তি দুর্জ্জয়ম্।। ৮।।

অন্বয়ঃ— শ্রীভগবান্ উবাচ,—মর্ত্ত্যঃ (মরণশীলঃ পুমান্) শ্রদ্ধয়া যান্ (ধর্ম্মান্) আচরন্ (অনুতিষ্ঠন্) দুর্জ্জয়ং মৃত্যুং (সংসারং) জয়তি (তরতীত্যর্থঃ) হন্ত (অহো অহং) তে (তুভ্যং) সুমঙ্গলান্ (সুখরূপান্ তান্) মম ধর্ম্মান্ কথয়িষ্যামি।। ৮।।

অনুবাদ— শ্রীভগবান্ বলিলেন,— হে উদ্ধব! মর্ত্ত্যপুরুষ শ্রদ্ধাসহকারে যে-সকল ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে দুর্জ্জয়-সংসার জয় করিতে পারেন, আমি তোমার নিকট মদীয় তাদৃশ সুমঙ্গল ধর্ম্মসমূহ বর্ণন করিতেছি।।৮

বিশ্বনাথ— হন্তেতি হর্ষেঽনুকম্পায়াং বা। মম ধর্ম্মান্ ভক্তিজ্ঞানলক্ষণান্ সুকরত্বেন দর্শ্যমাণত্বাৎ সুমঙ্গলান্।। ৮।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— হর্ষে অথবা অনুকম্পাতে শ্রীভগবান তাঁহার ধর্ম্মসমূহ ভক্তি জ্ঞান রূপ অতিসহজ রূপে দেখাইবার জন্য বলিতেছেন—সুমঙ্গল ধর্ম্ম শ্রদ্ধাপূর্ব্বক মানব আচরণ করিলে দুর্জ্জয় মৃত্যুকে জয় করে।।

কুর্য্যাৎ সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি মদর্থং শনকৈঃ স্মরন্।
ময্যর্পিতমনশ্চিত্তো মদ্ধর্ম্মাত্মমনোরতিঃ।। ৯।।

অন্বয়ঃ—ময়ি অর্পিতমনশ্চিত্তঃ (অর্পিতে মনশ্চিত্তে সঙ্কল্পবিকল্পানুসন্ধানাত্মকে যেন সঃ) মদ্ধর্ম্মাত্মমনোরতিঃ (মদ্ধর্ম্মেষ্বেবাত্মমনসো রতির্যস্য সঃ) স্মরন্ (মাং স্মরন্) শনকৈঃ (অসংরম্ভতঃ) মদর্থং (মম প্রীত্যর্থং) সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি (নিত্যাদীনি) কুর্য্যাৎ (আচরেৎ)।। ৯।।

অনুবাদ— আমার প্রতি মনঃ ও চিত্ত সমর্পণ করিয়া মদীয়ধর্ম্মসমূহে আত্মমনোরতিযুক্ত পুরুষ আমার স্মরণ সহকারে আড়ম্বররহিত হইয়া মদীয়-প্রীতির জন্য নিত্য-নৈমিত্তিকাদি যাবতীয় কর্ম্মের অনুশীলন করিবেন।। ৯।।

বিশ্বনাথ— তত্র কেবলাং প্রধানীভূতাঞ্চ ভক্তিং তন্ত্রেণৈবোপদিশতি,—কুর্য্যাদিতি। তত্র প্রথমে পক্ষে সর্ব্বাণি ব্যবহারিকাণি কর্ম্মাণি দন্তধাবনাদীনি পারমার্থিকানি শ্রবণকীর্ত্তনাদীনি চ। দ্বিতীয়পক্ষে কর্ম্মাণি বর্ণাশ্রম-বিহিতান্যপীতি শেষঃ। ময্যেবার্পিতং মনো যৈস্তেষ্বেব চিত্তং যস্য সঃ কৃতমদ্‌ভক্ত্যাসক্তিক ইত্যর্থঃ। মদ্ধর্ম্মে ভক্তাবেব স্বমনসো রতির্যস্য সঃ।। ৯।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— তন্মধ্যে কেবলা ও প্রধানীভূতা ভক্তিকে কিছু আচ্ছাদন করিয়া বলিতেছেন—তন্মধ্যে প্রথম পক্ষে ব্যবহারিক দন্তধাবনাদি কর্ম্মসমূহ, পারমার্থিক শ্রবণকীর্ত্তনাদিও, দ্বিতীয় পক্ষে বর্ণাশ্রম বিহিত কর্ম্ম-সমূহও, আমাতেই অর্পিত মন যাহাদের তাহাতেই চিত্ত যাহার, তিনি আমার ভক্তিতে আসক্তি যুক্ত আমার ধর্ম্মে ভক্তিতেই নিজ মনের রতি যাহার তিনি।। ৯।।

দেশান্ পুণ্যানাশ্রয়েত মদ্ভক্তৈঃ সাধুভিঃ শ্রিতান্।
দেবাসুরমনুষ্যেষু মদ্ভক্তাচরিতানি চ।। ১০।।

অন্বয়ঃ— মদ্ভক্তৈঃ সাধুভিঃ শ্রিতান্ (যুক্তান্) পুণ্যান্ দেশান্ (তথা) দেবাসুরমনুষ্যেষু (মধ্যে) মদ্ভক্তাচরিতানি চ (যে মদ্ভক্তাস্তেষামাচরিতানি কর্ম্মাণি চ) আশ্রয়েত (স্বীকুর্য্যাৎ)।। ১০।।

অনুবাদ— মদ্‌ভক্ত সাধুপুরুষগণকর্ত্তৃক আশ্রিত দেশসমূহে অবস্থান এবং দেব, অসুর ও মনুষ্য মধ্যে যাহারা আমার ভক্ত, তাহাদের আচরণের অনুসরণ করিবেন।।১০

বিশ্বনাথ—কেবলামপি বৈধীং রাগানুগাঞ্চ তন্ত্রেণাহ — দেশান্ দ্বারকাদীন্ আশ্রয়েদাবসেৎ, দেবাদিষু যে মদ্ভক্তা নারদপ্রহ্লাদাম্বরীষাদয়স্তেষামিবাচরিতান্যাচারান্ আশ্রয়েত অনুসরেদিতি বৈধী ভক্তিঃ। দেশান্ গোকুলবৃন্দাবন-গোবর্দ্ধনাদীন্ চন্দ্রকান্তিবৃন্দাগোপিকাদীনামাচারানুসরেদিতি রাগানুগা চ দর্শিতা।। ১০।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— কেবলাভক্তি-বৈধী ও রাগানুগা কি? তাহা বলিতেছেন—দ্বারকাদি দেশ সমূহকে আশ্রয় করিয়া বাস করিবে, দেবগণের মধ্যে যাহারা আমার ভক্ত নারদ প্রহ্লাদ অম্বরীষ আদি তাহাদের ন্যায় আচরণ সমূহ আশ্রয় করিবে অর্থাৎ অনুসরণ করিবে ইহা বৈধী ভক্তি। গোকুল বৃন্দাবন গোবর্দ্ধন আদিকে আশ্রয় করিয়া চন্দ্রকান্তি বৃন্দা গোপীকাদির আচরণ অনুসরণ করিবে ইহার দ্বারা রাগানুগা দেখাইলেন।। ১০।।

পৃথক্ সত্রেণ বা মহ্যং পর্বযাত্রামহোৎসবান্।
কারয়েদ্‌গীতনৃত্যাদ্যৈর্মহারাজবিভূতিভিঃ।। ১১।।

অন্বয়ঃ—পৃথক্ সত্রেণ বা (সম্ভূয় বা) গীতনৃত্যাদ্যৈঃ মহারাজবিভূতিভিঃ (মহারাজবৈভবৈশ্চ) মহ্যং (মম) পর্বযাত্রামহোৎসবান্ (পর্ব্ব একাদশ্যাদি যাত্রা বিশিষ্টজন-সমাগমো মহোৎসবো হোলিকাদিস্তান্) কারয়েৎ (সম্পা-দয়েৎ)।। ১১।।

অনুবাদ— একাকী অথবা বহুলোক একত্র হইয়া নৃত্যগীতপ্রভৃতি মহারাজবৈভবসমূহদ্বারা আমার পর্ব্ব, যাত্রা ও মহোৎসবাদি সম্পাদন করিবেন।। ১১।।

বিশ্বনাথ— উক্তেষু ভক্তিভেদেষু সাধারণং ধর্ম্মমাহ —পৃথগিতি।। ১১।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— কথিত ভক্তিভেদের মধ্যে সাধারণ ধর্ম্ম বলিতেছেন।। ১১।।

মধ্ব— পৃথক্ স্বয়মেব সত্রেণ বহুভিঃ সহ বা মম যাত্রামহোৎসবং কুর্য্যাৎ।। ১১।।

মামেব সর্ব্বভূতেষু বহিরন্তরপাবৃতম্।
ঈক্ষেতাত্মনি চাত্মানং যথা খমমলাশয়ঃ।। ১২।।

অন্বয়ঃ— অমলাশয়ঃ (নির্ম্মলচিত্তঃ সন্) সর্ব্বভূতেষু আত্মনি চ বহিঃ অন্ত (সর্ব্বত্র স্থিতং পূর্ণমিত্যর্থঃ) খং যথা (আকাশমিবাসঙ্গত্বাৎ) অপাবৃতম্ (অনাবরণম্) আত্মানম্ (ঈশ্বরং) মাম্ এব ঈক্ষেত (পশ্যেৎ)।। ১২।।

অনুবাদ— নির্ম্মলচিত্ত হইয়া সর্ব্বভূতে এবং আত্মমধ্যে সর্ব্বত্র পূর্ণরূপে অবস্থিত, আকাশতুল্য অসঙ্গ ও আবরণরহিত ঈশ্বররূপী আমাকে দর্শন করিবেন।। ১২

বিশ্বনাথ—ভক্ত্যাশ্রিতানাং কৃত্যমুক্ত্বা জ্ঞানাশ্রিতানাং কৃত্যমাহ,—মামেবেত্যষ্টভিঃ। অপাবৃতমাবরণশূন্যং পূর্ণমীক্ষেত। জ্ঞানমাশ্রিত ইত্যুত্তর শ্লোকস্থস্য কর্ত্তৃপদস্যানুষঙ্গঃ। আত্মনি স্বস্মিংশ্চাত্মনমন্তর্য্যামিণং যথা খং আকাশমিবালিপ্তম্।। ১২।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—ভক্তি আশ্রিতগণের কৃত্য বলিয়া, জ্ঞান আশ্রিতগণের কৃত্য বলিতেছেন—আমাকেই ইত্যাদি আটটি শ্লোকদ্বারা অপাবৃত অর্থাৎ আবরণ শূন্য পূর্ণভাবে দর্শন করিবে, জ্ঞানকে আশ্রিত এই পরবর্ত্তী শ্লোকস্থিত কর্ত্তৃপদের সহিত অন্বয় হইবে। আত্মাতে অর্থাৎ নিজেতে অন্তর্য্যামীকে যেমন আকাশের ন্যায় অলিপ্ত।।

ইতি সর্ব্বাণি ভূতানি মদ্ভাবেন মহাদ্যুতে।
সভাজয়ন্ মন্যমানো জ্ঞানং কেবলমাশ্রিতঃ।। ১৩।।
ব্রাহ্মণে পুক্কসে স্তেনে ব্রহ্মণ্যেঽর্কে স্ফুলিঙ্গকে।
অক্রূরেক্রূরকে চৈব সমদৃক্ পণ্ডিতো মতঃ।। ১৪।।

অন্বয়ঃ—(হে) মহাদ্যুতে। (হে মহাপ্রভাব। উদ্ধব।) ইতি (অনেন প্রকারেণ) কেবলং জ্ঞানং (জ্ঞানরূপাং দৃষ্টিম্) আশ্রিতঃ (সন্) সর্ব্বাণি ভূতানি মদ্ভাবেন মন্যমানঃ (নির্দ্ধারয়ন্) সভাজয়ন্ (পূজয়ন্) ব্রাহ্মণে পুক্কসে (অন্ত্যজবিশেষে) স্তেনে (ব্রহ্মস্বহারিণি) ব্রহ্মণ্যে (ব্রাহ্মণেভ্যো দাতরি) অর্কে (সূর্য্যে) স্ফুলিঙ্গকে (বিস্ফুলিঙ্গে) অক্রূরে (শান্তে) ক্রূরকে চ এব (সর্ব্বত্র) সমদৃক্ (সমদর্শী জনঃ) পণ্ডিতঃ (যথার্থতত্ত্বজ্ঞঃ) মতঃ (সম্মতঃ)।। ১৩-১৪

অনুবাদ— হে মহাপ্রভাব! উদ্ধব! যিনি এইরূপে কেবলজ্ঞানরূপ দৃষ্টি আশ্রয়-পূর্ব্বক সমস্ত ভূতগণকে মদীয়-স্বরূপজ্ঞানে পূজা করিয়া ব্রাহ্মণ, পুক্কস, ব্রহ্মস্বহরণকারী, ব্রহ্মণ্য, সূর্য্য, স্ফুলিঙ্গ, অক্রূর, ক্রূর প্রভৃতি সর্ব্বত্র সমদর্শী হন, তিনি পণ্ডিতরূপে সম্মত।। ১৩-১৪।।

বিশ্বনাথ— মদ্ভাবেন ব্রহ্মৈবেতি ভাবনয়া সভাজয়ন্ সম্মানয়ন মন্যমানঃ মননঞ্চ কুর্ব্বন্ জ্ঞানমাশ্রিতঃ জ্ঞানীত্যর্থঃ। পণ্ডিতো মত ইত্যুত্তরেণান্বয়ঃ। অত্র কেবলমিত্যাশ্রয়ণক্রিয়াবিশেষণং, নতু জ্ঞানস্য, ভক্তিরহিতস্য কেবলজ্ঞানস্য বিগীতত্বাৎ। যদ্বা কেবলং জ্ঞানং অদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম আশ্রিতঃ। হে মহাদ্যুতে, ইতি ত্বন্তু ভক্ত্যৈব কেবলয়া সর্ব্বতোঽপ্যাধিক্যেন দ্যোতয়সে ইত্যন্বয়ঃ। ব্রাহ্মণে পুক্কসে ইতি জাতিতো বৈষম্যেঽপি, স্তেনে ব্রহ্মস্বহারিণি ব্রহ্মণ্যে দানাদিনা ব্রাহ্মণভক্তে ইতি কর্ম্মতঃ, অর্কে স্ফুলিঙ্গকে ইতি প্রমাণতঃ, অক্রূরে ক্রূরে চেতি গুণতো বৈষম্যেঽপি সমদৃক্ সমং মামেব ব্রহ্ম একরূপং সর্ব্বত্র পশ্যন্ পণ্ডিতো জ্ঞানী। জাত্যাদিতো বিষমং পশ্যংস্ত্বজ্ঞানীত্যর্থঃ।।১৩-১৪

টীকার বঙ্গানুবাদ— আমার ভাবদ্বারা অর্থাৎ ব্রহ্মই এইভাবনাদ্বারা সম্মানদান পূর্ব্বক মননও করিয়া জ্ঞানকে আশ্রয় করিবে, জ্ঞানিব্যক্তি তাহাকে পণ্ডিত মনে করিবে, পরবর্ত্তী শ্লোকের সহিত অন্বয়। এই শ্লোকে কেবল পদটি আশ্রয়ণ ক্রিয়ার বিশেষণ, কিন্তু জ্ঞানের বিশেষণ নয়। কারণ ভক্তিরহিত কেবল জ্ঞানের নিন্দা আছে। অথবা কেবল জ্ঞান অদ্বিতীয় ব্রহ্মকে আশ্রয় করিয়া। হে মহাদ্যুতি! উদ্ধব! তুমি কিন্তু কেবলা ভক্তিদ্বারাই সকল হইতে অধিক তেজ যুক্ত। ব্রাহ্মণে ও চণ্ডালে ইহা জাতিতে বৈষম্য হইলেও, চোরে অর্থাৎ ব্রাহ্মণের সম্পত্তি হরণকারীতে এবং ব্রাহ্মণকে দানাদিদ্বারা ব্রাহ্মণভক্তে ইহা কর্ম্মে বৈষম্য,

সূর্য্যে ও অগ্নিকণাকে ইহা পরিমাণে বৈষম্য, ক্রোধীতে ও অক্রোধীতে ইহা গুণে বৈষম্য হইলেও সমদৃষ্টি সম্পন্ন আমাকেই ব্রহ্ম একরূপ সর্ব্বত্র যিনি দেখেন তিনি পণ্ডিত জ্ঞানী, জাতি আদিতে বিষম দর্শন করিলে তিনি অজ্ঞানী।।

তথ্য— গীতার (৫।১৮)—"বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি। শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ।।"—এই শ্লোক এতৎপ্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য ও আলোচ্য।।

বিবৃতি— বিশ্বে ভগবদ্ভাবদর্শন করিতে পারিলে কৈবল্য অবশ্যম্ভাবী। ভগবদ্‌বিচ্ছিন্ন বিচার হইলেই সেব্য-বুদ্ধির পরিবর্ত্তে ভোগবুদ্ধি স্থানলাভ করে। বিশ্বে শ্রেষ্ঠ ও অবর, সত্যনিষ্ঠ ও অপহারক, বৃহদগ্নি সূর্য্য ও ক্ষুদ্রাগ্নি-স্ফুলিঙ্গ, সরলচিত্ত ও ক্রূর ব্যক্তির বাহিরে পরস্পর বৈষম্য বর্ত্তমান। ঐ গুণজাত ব্যবহার ও স্বভাব গণনা না করিলে সকল বস্তুর বৈষম্য সমতা লাভ করে। যিনি ভোগ্য-জগতের বৈষম্যে বিচলিত হন না, তিনিই পণ্ডিত। ভগবদ্ভক্তিবিশিষ্ট ব্যক্তি বাহিরের বিষমভাবের প্রতি নিজ-ভোগ্যবুদ্ধি না করিয়া ভগবৎসেবাপরায়ণ হইলে ঐ বিসদৃশ গুণগুলির দ্বারা চঞ্চল হন না।। ১৩-১৪।।

নরেষ্বভীক্ষ্ণং মদ্ভাবং পুংসো ভাবয়তোঽচিরাৎ।
স্পর্দ্ধাসূয়াতিরস্কারাঃ সাহঙ্কারা বিয়ন্তি হি।। ১৫।।

অন্বয়ঃ— নরেষু (সর্ব্বত্র) অভীক্ষ্ণং (সর্ব্বদা) মদ্‌ভাবং (মদবস্থানং) ভাবয়তঃ (চিন্তয়তঃ) পুংসঃ)জনস্য) সাহঙ্কারাঃ (অহঙ্কারেণ সহিতাঃ) স্পর্দ্ধাসূয়াতিরস্কারাঃ (সমজনেষু স্পর্দ্ধা উত্তমেষ্বসূয়া হীনেষু তিরস্কারাশ্চ) অচিরাৎ (শীঘ্রং) হি (নূনং) বিয়ন্তি (নশ্যন্তি)।। ১৫।।

অনুবাদ— যিনি মানবগণের মধ্যে সর্ব্বদা আমার অবস্থান চিন্তা করেন, তাদৃশ পুরুষের অহঙ্কার, স্পর্দ্ধা, অসূয়া ও তিরস্কারাদি দুর্গুণ অচিরেই বিনষ্ট হইয়া থাকে।।

বিশ্বনাথ—স্পর্দ্ধাদিদোষাপগমার্থমপি সর্ব্বত্র মদ্দৃষ্টিঃ কর্ত্তব্যেতাহ,—নরেষ্বিতি। স্বতুল্যে স্পর্দ্ধা স্বতোঽধিকেঽসূয়া স্বতো ন্যূনে তিরস্কারঃ খলু স্যাৎ। যদি সর্ব্বত্রৈব মাং পশ্যেত্তদা ময়া সহ কথং স্পর্দ্ধাদয়ঃ সম্ভবেয়ুরিতি ভাবঃ। সাহঙ্কারা ইতি স্বস্মিন্নপি ব্রহ্মাদর্শনাৎ কুত্রাহঙ্কারঃ প্রসজ্জত্বিতি ভাবঃ। বিয়ন্তি নশ্যন্তি।। ১৫।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— স্পর্দ্ধাদি দোষ দূর করিবার জন্যও সর্ব্বত্র আমার দৃষ্টি কর্ত্তব্য, ইহাই বলিতেছেন—নিজ সমতুল্য স্পর্দ্ধা, নিজ হইতে অধিকে অসূয়া, নিজ হইতে কনিষ্ঠে তিরস্কার হয়। যদি সর্ব্বত্রই আমাকে দেখে তাহা হইলে আমার সহিত কিরূপে স্পর্দ্ধা আদি সম্ভব হয়, ইহাই ভাবার্থ। অহঙ্কারের সহিত ইহা নিজেতেও ব্রহ্মদর্শন হেতু কোথায় অহঙ্কার দোষ হইবে? অর্থাৎ দোষ নষ্ট হইবে।। ১৫।।

বিসৃজ্য স্ময়মানান্ স্বান্ দৃশং ব্রীড়াঞ্চ দৈহিকীম্।
প্রণমেদ্দণ্ডবদ্ভুমাবাশ্বচাণ্ডালগোখরম্।। ১৬।।

অন্বয়ঃ— স্ময়মানান্ (হসতঃ) স্বান্ (সখীন্ তথা) দৈহিকীং দৃশম্ (অহমুত্তমঃ স তু নীচ ইতি দৃষ্টিং তথা) ব্রীড়াং (তয়া দৃশা যা ব্রীড়া লজ্জা তাং) চ বিসৃজ্য (পরিত্যজ্য) আশ্বচাণ্ডালগোখরং (শ্বচাণ্ডালাদীনভিব্যাপ্য) ভূমৌ দণ্ডবৎ প্রণমেৎ (ভূমৌ দণ্ডবৎ পতিত্বা প্রণামং কুর্য্যাৎ)।। ১৬।।

অনুবাদ— উপহাসকারী সহচরগণ, দেহবিষয়ে উচ্চনীচ দৃষ্টি এবং লজ্জা পরিত্যাগপূর্ব্বক কুক্কুর, চণ্ডাল, গো, গর্দ্দভপর্য্যন্ত যাবতীয় জীবের দর্শনেই ভূমিতে দণ্ডবৎ প্রণত হইবে।। ১৬।।

বিশ্বনাথ— সর্ব্বত্রৈব মদ্ভাবঃ স্বাভাবিক এব যো ভবেদেতস্য সাধনমাহ,—বিসৃজ্যেতি। স্ময়মানান্ অহো মহানপ্যয়মতিনীচং প্রণমতীতি হসতঃ স্বান্ সখীন্ তথা দৈহিকং দৃশং অহমুত্তমঃ অয়ন্তু নীচঃ কথং মে নমস্য ইতি দৃষ্টিং তয়া দৃশা যা ব্রীড়া লজ্জা তাং বিসৃজ্য শ্বচাণ্ডালাদীনভিব্যাপ্য অন্তর্য্যামীশ্বরদৃষ্ট্যা প্রণমেৎ।। ১৬।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— সর্ব্বত্রই আমার ভাব স্বাভাবিকই যে হয়, ইহার সাধন বলিতেছেন—ওহো মহান্ হইয়াও এইব্যক্তি অতি নীচকে প্রণাম করিতেছে, হাস্য-

কারী নিজ সখাগণকে, সেইরূপ বৈদিককে দেখিয়া আমি উত্তম, নীচ কিরূপে আমার নমস্য—এই দৃষ্টিদ্বারা যে লজ্জা, তাহা ত্যাগ করিয়া কুক্কুর চণ্ডালাদিকে পর্য্যন্ত অন্তর্য্যামী ঈশ্বর দৃষ্টিদ্বারা প্রণাম করিবে।। ১৬।।

বিবৃতি— মৎসরগণের পরিহাস ও নিজের শ্রেষ্ঠতাজ্ঞানে অপরকর্ত্তৃক গর্হণ এবং নিজের অভাবজন্য পরদৃষ্টি আকর্ষণ না করিয়া কুক্কুর, চণ্ডাল ও গর্দ্দভাদি সকল প্রাণীকেই সম্মান করিবে। শ্রীমন্মহাপ্রভু সকল জীবকে তৃণাপেক্ষা সুনীচ ও তরু অপেক্ষা সহিষ্ণু হইয়া আপনাকে সর্ব্বাপেক্ষা হীনজ্ঞানে সকলকে সম্মান দিতে বলিয়াছেন; তাহা হইলে নামভজনে সাফল্যলাভ করা যায়।। ১৬।।

যাবৎ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভাবো নোপজায়তে।
তাবদেবমুপাসীত বাঙ্মনঃকায়বৃত্তিভিঃ।। ১৭।।

অন্বয়ঃ— যাবৎ সর্বেষু ভূতেষু মদ্ভাবঃ (মদ্দৃষ্টিঃ) ন উপজায়তে তাবৎ (তৎকালপর্য্যন্তং)বাঙ্মনঃকায়বৃত্তিভিঃ (বাচিকমানসিককায়িকব্যাপারৈঃ)এবম্ উপাসীত (উপাসনাং কুর্ব্বীত)।। ১৭।।

অনুবাদ— যে কাল-পর্য্যন্ত সর্ব্বভূতে মদ্ভাবদর্শন উৎপন্ন না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত কায়মনোবাক্যবৃত্তিদ্বারা এইরূপ উপাসনা করিবে।। ১৭।।

বিশ্বনাথ— এষা দণ্ডবৎপ্রণামযন্ত্রণা কিয়ৎকাল-পর্য্যন্তমিত্যপেক্ষায়ামাহ,—যাবদিতি। ন উপ আধিক্যেন জায়তে স্বাভাবিকো ন ভবেদিত্যর্থঃ, তাবদেব পরমাত্মনে নম ইতি বাচা তথৈব মনসা কায়কর্ম্মভিঃ কায়ব্যাপারৈশ্চ এবমুপাসীত দণ্ডবৎ প্রণতীঃ কুর্য্যাৎ।। ১৭।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই দণ্ডবৎ প্রণাম যন্ত্রণা কত-কাল পর্য্যন্ত হইবে? ইহার উত্তরে বলিতেছেন— যে পর্য্যন্ত সর্ব্বভূতে আমার ভাব অধিকরূপে স্বাভাবিক না হয়, সেই পর্য্যন্তই পরমাত্মাতে নমস্কার—এই বাক্যদ্বারা সেইরূপ মন শরীর ও কর্ম্মদ্বারা অর্থাৎ শরীর চেষ্টাদ্বারাই উপাসনা অর্থাৎ দণ্ডবৎ প্রণাম করিবে।। ১৭।।

মধ্ব—

সর্ব্বভূতেষ্বপি বিষ্ণুরিতিভাবঃ সতাং মনঃ।
অর্চ্চনে সর্ব্বভূতানামাদিত্যে তদ্গতাত্মনা।।
ইতি চ।। ১৭।।

বিবৃতি— কায়মনোবাক্যের দ্বারা ভগবানের উপাসনা করিবার প্রয়োজন হইলে তৃণাদপি সুনীচ, তরু অপেক্ষা সহিষ্ণু এবং স্বয়ং অমানী হইয়া অপর সকলকে সম্মান দিলেই কোন প্রাণীর দ্বারা আক্রান্ত হইবার ভয় থাকিবে না। তৎকালেই নিরন্তর ভজন সম্ভব হয়।। ১৭

সর্ব্বং ব্রহ্মাত্মকং তস্য বিদ্যয়াত্মমনীষয়া।
পরিপশ্যন্নুপরমেৎ সর্ব্বতো মুক্তসংশয়ঃ।। ১৮।।

অন্বয়ঃ— আত্মমনীষয়া (সর্ব্বত্রেশ্বরদৃষ্ট্যা) বিদ্যয়া পরিপশ্যন্ (পরিতো ব্রহ্মৈব পশ্যন্) মুক্তসংশয়ঃ (সন্) সর্ব্বতঃ (ক্রিয়ামাত্রাৎ) উপরমেৎ (বিরমেৎ) তস্য (এবং কুর্ব্বতঃ পুংসঃ) সর্ব্বং ব্রহ্মাত্মকম্ (এব ভবতি)।। ১৮।।

অনুবাদ— সর্ব্বত্র ঈশ্বরদৃষ্টিরূপা বিদ্যাদ্বারা সর্ব্বভূতে ব্রহ্মাদর্শনপূর্ব্বক সংশয়মুক্ত হইয়া যাবতীয় ক্রিয়া হইতে বিরত হইবেন। এইরূপে পুরুষের নিখিল-বস্তু ব্রহ্মাত্মক হইয়া থাকে।। ১৮।।

বিশ্বনাথ— ততশ্চ আত্মমনীষয়া সর্ব্বত্রেবেশ্বরদৃষ্ট্যা যা বিদ্যা উপাসনা তয়া তস্য সর্ব্বমেব ব্রহ্মাত্মকং ভবতি। অতঃ পরিপশ্যন্ পরিতো ব্রহ্মৈব পশ্যন্ সর্ব্বতঃ ক্রিয়া-মাত্রাদুপরমেৎ।। ১৮।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— অনন্তর নিজ মনীষা দ্বারা সর্ব্বত্রই ঈশ্বর দৃষ্টিদ্বারা যে বিদ্যা অর্থাৎ উপাসনা তাহার দ্বারা ঐ উপাসকের সকলকেই ব্রহ্মাত্মক ভাব হয়। অতএব চতুর্দ্দিকে দেখিয়া সর্ব্বত্র কোন ক্রিয়াই করিবে না।। ১৮

মধ্ব—

ব্রহ্মাণাত্তমিদং সর্ব্বং যৎকিঞ্চিৎ সচরাচরম্।
ইতি পশ্যেত যো বিদ্বান্ স হি ব্রহ্মাত্মবিন্মতঃ।।
ইতি ব্রাহ্মে।। ১৮।।

বিবৃতি—সর্ব্বক্ষণ ভগবৎসেবোন্মুখ থাকিলে জীবের কোনপ্রকার সংশয় থাকে না। ভগবানের অনুক্ষণ-ভজনকারী অহঙ্কার-প্রমত্ত হইয়া গুণজাত কর্ম্মের আবাহন করেন না। কায়মনোবাক্যে ভগবদ্‌ভজনই বিশ্বস্থিত প্রাণিগণের প্রতি মাৎসর্য্য হইতে নিবৃত্ত করিতে সমর্থ।। ১৮।।

অয়ং হি সর্ব্বকল্পানাং সধ্রীচীনো মতো মম।
মদ্ভাবঃ সর্ব্বভূতেষু মনোবাক্কায়বৃত্তিভিঃ।। ১৯।।

অন্বয়ঃ— সর্ব্বভূতেষু মনোবাক্কায়বৃত্তিভিঃ (ত্রিবিধব্যাপারৈর্যঃ) মদ্‌ভাবঃ (মম দর্শনম্) অয়ং হি (অয়মেব) সর্ব্বকল্পানাং (সর্ব্বেষামুপায়ানাং মধ্যে) সধ্রীচীনঃ কল্প (ইতি) মম মতঃ (নিশ্চিতঃ)।। ১৯।।

অনুবাদ— সর্ব্বপ্রকার উপায়ের মধ্যে কায়মনোবাক্যবৃত্তিদ্বারা সর্ব্বভূতে মদ্‌ভাবদর্শনই সমীচীন উপায় বলিয়া আমার সম্মত জানিবে।। ১৯।।

বিশ্বনাথ— জ্ঞানিনাং ব্রহ্মপ্রাপ্ত্যাবতঃ পরঃ সুগমঃ সমীচীনশ্চোপায়ো নাস্তীত্যাহ,—অয়ং হীতি।। ১৯।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—জ্ঞানিগণের ব্রহ্মপ্রাপ্তিতে ইহার পর সহজ সমীচীন উপায় আর নাই, ইহাই বলিতেছেন।।

মধ্ব—

নয়াদির্দুর্নয়ঃ প্রোক্তো যন্নয়ং সোতি সর্ব্বদা।
ইতি শব্দতত্ত্বে।। ১৯।।

নহ্যঙ্গোপক্রমে ধ্বংসো মদ্ধর্ম্মস্যোদ্ধবাণ্বপি।
ময়া ব্যবসিতঃ সম্যঙ্‌নির্গুণত্বাদনাশিষঃ।। ২০।।

অন্বয়ঃ—অঙ্গ! উদ্ধব! (যতঃ) ময়া (এব) নির্গুণত্বাৎ (অয়ং ধর্ম্মঃ) সম্যক্ ব্যবসিতঃ (যথার্থত্বেন নিশ্চিতস্ততঃ) অনাশিষঃ (নিষ্কামস্য) মদ্‌ধর্ম্মস্য উপক্রমে (সতি) অণ্বপি (ঈষদপি) ধ্বংসঃ (বৈগুণ্যাদিভির্নাশঃ) ন হি (নাস্ত্যেব)।।

অনুবাদ— হে উদ্ধব! যেহেতু আমাকর্ত্তৃক এই ধর্ম্মই নির্গুণত্বনিবন্ধন যথার্থরূপে নির্ণীত হইয়াছে, সেই-জন্য মদীয় এই নিষ্কামধর্ম্মের অনুষ্ঠানে বৈগুণ্যাদিদ্বারা বিন্দুমাত্র বিনাশেরও সম্ভাবনা নাই।। ২০।।

বিশ্বনাথ— "ভক্তিসারং ত্রিভিঃ শ্লোকৈর্জ্ঞানসারমথাষ্টভিঃ। প্রোচ্যান্তে পুনরপ্যাহ ভক্তিসারোত্তমং ত্রিভিঃ।" ধর্ম্মান্তরস্য খল্বারব্ধস্য পরিসমাপ্তিপর্য্যন্তং নৈর্ব্বিঘ্নেন সাঙ্গোপাঙ্গত্বে বৃত্তে এব ফলজনকতা অন্যথা তু বৈয়র্থ্যমেব যথা, ন তথা ভক্তিলক্ষণস্য মদ্ধর্ম্মস্য নিয়মঃ। অস্য পুনরারম্ভমাত্র এব পরিসমাপ্ত্যভাবেঽপ্যঙ্গহীনত্বেঽপি ন বৈয়র্থ্যমিত্যাহ,—ন হীতি। অঙ্গ, হে উদ্ধব, মদ্ধর্ম্মস্য ভক্তিলক্ষণস্য উপক্রমে আরম্ভে সতি। যদ্বা অঙ্গস্যাপ্যুপক্রমে সতি পরিসমাপ্ত্যভাবেঽপি অণ্বপি ঈষদপি ধ্বংসো বৈগুণ্যাদিভির্নাশো নাস্তি। যতো ভক্তিলক্ষণোঽয়ং মদ্ধর্ম্মো নির্গুণঃ। ন হি গুণাতীতস্য বস্তুনো ধ্বংসঃ সম্ভবেৎ। যস্মাদয়ং অনাশিষো নিষ্কামভক্তস্য ধর্ম্মো ময়া সম্যগ্ব্যবসিতঃ অণুমাত্রোঽপ্যয়ং ধর্ম্মঃ সম্যক্ পূর্ণ এব নিশ্চিতঃ, নাত্র কারণং প্রষ্টব্যং ইয়ং মম পরমেশ্বরতৈবেতি ভাবঃ। অত্র মদ্ধর্ম্মপদেন জ্ঞানলক্ষণো ধর্ম্মো ন ব্যাখ্যেয়ঃ, তস্য নির্গুণত্বাভাবাৎ "কৈবল্যং সাত্ত্বিকং জ্ঞানমি"তি ভগবদুক্তেঃ।।২০

টীকার বঙ্গানুবাদ— ভক্তিসার তিনটি শ্লোকদ্বারা, অতঃপর জ্ঞানসার আটটি শ্লোকদ্বারা বলিয়া, শেষে পুনরায় উত্তম ভক্তিসার তিনটি শ্লোকদ্বারা বলিতেছেন। নিশ্চয়ই ধর্ম্মান্তরের আরব্ধ ও পরিসমাপ্তি পর্য্যন্ত নির্ব্বিঘ্নে সাঙ্গ উপাঙ্গ পূর্ণ হইলেই ফল জন্মে, তাহা না হইলে ব্যর্থই হয়। ইহা যেমন, সেইরূপ ভক্তিরূপ আমার ধর্ম্মের নিয়ম নহে, ইহার আরম্ভ মাত্রই পরিসমাপ্তি না হইলেও, অঙ্গহীন হইলেও ব্যর্থ হয় না। ইহাই বলিতেছেন— হে উদ্ধব! আমার ভক্তিরূপ ধর্ম্মের আরম্ভ হইলে অথবা কিছু অঙ্গের আরম্ভ হইলে পরিসমাপ্তি না হইলেও, কিঞ্চিৎ বৈগুণ্যাদির দ্বারা বিনাশ নাই। যেহেতু ভক্তিরূপ আমার এই ধর্ম্ম নির্গুণ গুণাতীত বস্তুর ধ্বংস সম্ভব নহে। যেহেতু এই নিষ্কাম ভক্তের ধর্ম্ম আমাকর্ত্তৃক পরিপূর্ণরূপে রক্ষিত, অনুমাত্রও এই ধর্ম্মের ধ্বংস নাই। এই ধর্ম্ম সর্ব্বপ্রকারে নিশ্চিত পূর্ণই। ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিবে না, ইহা

পরমেশ্বর আমার স্বতন্ত্রভাব। এই শ্লোকে মৎধর্ম্ম পদদ্বারা জ্ঞানরূপ ধর্ম্ম ব্যাখ্যা করিবেন। ঐ জ্ঞান ধর্ম্মের নির্গুণতা অভাব হেতু, সাত্ত্বিক জ্ঞান দ্বারা কৈবল্য মুক্তি ইহা ভগবানের উক্তি আছে।। ২০।।

বিবৃতি— জড়বাসনা-রহিত হইলেই যদি কোন গুণজাত ক্রিয়া ন্যূনাধিক লক্ষিত হয়, তদ্দ্বারা বিচলিত হইবার সম্ভাবনা নাই। ভোগই সকল অনর্থের মূল। ত্যক্তভোগ মুক্ত ব্যক্তিরই হরিভজনে যোগ্যতা হয়।। ২০।।

যো যো ময়ি পরে ধর্ম্মঃ কল্প্যতে নিষ্ফলায় চেৎ।
তদায়াসো নিরর্থঃ স্যাদ্ভয়াদেরিব সত্তম।। ২১।।

অন্বয়ঃ—(হে) সত্তম! (সজ্জনবর! উদ্ধব!) ভয়াদেঃ ইব (ভয়শোকাদের্হেতোঃ পলায়নক্রন্দনাদিক্লেশ ইব) যঃ যঃ নিরর্থঃ (ব্যর্থঃ) আয়াসঃ (সোঽপি) চেৎ (যদি) ময়ি পরে (পরমাত্মনি) নিষ্ফলায় কল্প্যতে (নিষ্কামতয়া ক্রিয়তে) তদা (তর্হি) ধর্ম্মঃ (এব) স্যাৎ (ভবেৎ)।। ২১

অনুবাদ— হে সজ্জনপ্রবর! ভয়শোকাদিজনিত পলায়ন, ক্রন্দন প্রভৃতি যে সমস্ত বৃথাচেষ্টা, তাহাও যদি পরমাত্মরূপী আমার উদ্দেশ্যে নিষ্কামভাবে অনুষ্ঠিত হয়, তাহা হইলে তাহাও ধর্ম্মস্বরূপ হইয়া থাকে।। ২১।।

বিশ্বনাথ— ভক্তির্যদি সর্ব্বথৈব নিষ্কপটা স্যাত্তদা সা বিনাপি প্রযত্নেন প্রতিক্ষণং স্বয়মেব সম্পদ্যত ইত্যাহ,— যো য ইতি। যো যো ধর্ম্মঃ শ্রবণকীর্ত্তনাদির্ময়ি বিষয়ে নিষ্ফলায় ঐহিক-প্রতিষ্ঠাদি-সুখপারত্রিকস্বর্গমোক্ষাদিসুখ-কামনারাহিত্যায় স্যাৎ, তস্য আয়াসঃ তৎসিদ্ধ্যর্থং প্রযত্নো নিরর্থঃ ব্যর্থঃ। সমর্থঃ স্বয়মেবানায়াসেনৈব ভবতি কিং তদর্থং প্রযত্নেনেত্যর্থঃ। "ভোজনাচ্ছাদনে চিন্তাং ব্যর্থাং কুর্ব্বন্তি বৈষ্ণবাঃ। যোঽসৌ বিশ্বম্ভরো দেবঃ কথং ভক্তানুপেক্ষতে" ইতিবৎ। যথা ভয়শোকাদের্হেতো-রায়াসো ব্যর্থ এব, স স্ববিষয়ং প্রাপ্য স্বয়মেব ভবেৎ যথা তথৈব মাং স্ববিষয়ং প্রাপ্য ভজনমপি স্বয়মেব ভবেদিত্যর্থঃ। তদপি নিষ্কপটোঽপি ভক্তো যস্তক্ত্যর্থং সততং প্রযততে, স চ প্রযত্নস্তস্য ভক্তৌ রাগাতিশয়মেব ব্যনক্তীতি যত্নো মহান্ গুণ এব জ্ঞেয়ঃ।। ২১।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— ভক্তি যদি সর্ব্বপ্রকারেই নিষ্কপট হয়, তাহা হইলে প্রযত্ন ব্যতীতই তাহা প্রতিক্ষণে নিজেই সম্পন্ন হয়, ইহাই বলিতেছেন— যে যে ধর্ম্ম শ্রবণ কীর্ত্তনাদি আমা বিষয়ে নিষ্ফলের নিমিত্ত অর্থাৎ এইজগতে প্রতিষ্ঠা আদি সুখ, পরলোকে স্বর্গমোক্ষ আদি সুখ, কামনা রহিত হয়, তাহার আয়াস, তাহার সিদ্ধির জন্য চেষ্টা ব্যর্থ। ভক্তি স্বয়ংই অনায়াসেই সমর্থ হয়, তাহার জন্য চেষ্টার কি প্রয়োজন? যেমন শাস্ত্রে উক্তি আছে বৈষ্ণবগণ খাওয়া পরার জন্য বৃথা চিন্তা করেন, যিনি এই বিশ্বম্ভর দেব তাহার ভক্তগণকে কিরূপে উপেক্ষা করিবেন। এইরূপ যেমন ভয়শোকাদির কারণ আয়াস ব্যর্থই, তাহা নিজ বিষয়কে পাইয়া নিজেই হয়, সেইরূপই আমাকে নিজ বিষয়রূপে পাইয়া ভজনও স্বয়ংই হইবে। তাহাও নিষ্কপট ভক্তই, যিনি ভক্তির জন্য সর্ব্বদা যত্ন করেন, সেই যত্নও তাহার ভক্তিতে অতিশয় অনুরাগই প্রকাশ করে। যত্ন মহান্ গুণই জানিবে।। ২১।।

বিবৃতি— ভগবৎসেবা-ধর্ম্ম কখনও নিষ্ফল হয় না। ভগবদ্ভক্তের আয়াস কখনও ব্যর্থ বা নিরর্থক হয় না; এমন কি, প্রতিকূল ভগবদনুশীলনকারিগণের চেষ্টার ফলে তাহাদের প্রতিকূল ফল-লাভ হইলে উহাদের চেষ্টা কোন না কোন ফল প্রসব করিয়াছে।। ২১।।

এষা বুদ্ধিমতাং বুদ্ধির্মনীষা চ মনীষিণাম্।
যৎসত্যমনৃতেনেহ মর্ত্ত্যেনাপ্নোতি মামৃতম্।। ২২।।

অন্বয়ঃ— অনৃতেন (অসত্যেন) মর্ত্ত্যেন (বিনাশিনা মনুষ্যদেহেন) ইহ (অস্মিন্নেব জন্মনি) সত্যম্ অমৃতং (চ) মা (মাম্) আপ্নোতি (প্রাপ্নোতীতি যৎ) এষা (সৈব) বুদ্ধিমতাং বুদ্ধিঃ (বিবেকঃ) মনীষিণাং মনীষা চ (চাতুর্য্যঞ্চেতি জ্ঞেয়ম্)।। ২২।।

অনুবাদ— এই অসত্য-মর্ত্ত্য-দেহদ্বারা ইহজন্মেই

যদি সত্য ও অমৃতস্বরূপ আমাকে প্রাপ্ত হইতে পারেন, তাহা হইলে তাহাই বুদ্ধিমদ্-ব্যক্তিগণের যথার্থ-বুদ্ধি এবং মনীষীগণের মনীষারূপে গণ্য হইয়া থাকে।। ২২।।

বিশ্বনাথ— ননু কথং তদপি ত্বদ্ভক্তৌ জনাঃ প্রায়ঃ প্রতিষ্ঠাদিসাপেক্ষা এব ভবন্তি? তত্র তাদৃশ বুদ্ধিবিবেকাদ্যভাব এব হেতুরিত্যাহ,—এষেতি। বুদ্ধিমতাং এষৈব বুদ্ধির্বুদ্ধির্ন ত্বতিকঠিনশাস্ত্রেঽপি সঞ্চরিষ্ণুর্বুদ্ধিরিতি ভাবঃ। মনীষিণাং চাতুর্য্যবতামেষৈব মনীষা ন ত্বেকেনাপি কপর্দ্দকেণ স্বর্ণমুদ্রোপার্জ্জনচাতুর্য্যমিতি ভাবঃ। সৈব কা খল্বিত্যত আহ,—যদিতি। ইহ ভারতভূমৌ মা মাং অমৃতং মৃতিরহিতং নিত্যস্বরূপং মর্ত্ত্যেন মরণধর্ম্মণা শরীরেণানিত্যেনাপ্নোতি ভক্তিমাত্রাদেব বশীকরোতি। তথা মর্ত্ত্যেন মৃতকতুল্যত্বাদতিবীভৎসেন প্রাকৃতেন মা মাং অমৃতং অপ্রাকৃতসুধাস্বরূপং তথা অনৃতেন জীবস্য বস্তুতস্তৎসম্বন্ধাভাবাদসত্যেন সত্যং সর্ব্বকালসত্তাকং মাং প্রাপ্নোতি। অয়ং ভাবঃ—লোকে হি কপর্দ্দকং দত্ত্বা সহস্রকপর্দ্দকমূল্যং বস্তু যো গ্রহীতুং শক্নোতি, এষ এব পরমবুদ্ধিমান্ অতিচতুর উচ্যতে। যস্তু তেন স্বর্ণমুদ্রামুপার্জ্জয়তি স ততোঽপি, যস্তু হীরকাদিরত্নং স ততোঽপি। তত্রাপ্যভ্রান্তাদতিচতুরাদেব পুরুষাদ্ যঃ স ততোঽপি। যস্তু চিন্তামণিকামধেন্বাদিকং তচ্চাতুর্য্যন্তু বক্তুমশক্যম্। ভারতভূমিবাসী মর্ত্ত্যঃ পুনরপি দুর্জ্জাতিরপি স্ফুটিতৈককপর্দ্দকমূল্যত্বেনাপ্যসম্ভাবিতং কৌরূপ্যজরারোগাদিপূর্ণমপি স্বশরীরং মহ্যং দত্ত্বা অপ্রাকৃতমাধুর্য্যসিন্ধুং মামেবং গৃহ্ণাতি। ময়া পুনরপি চতুরশিরোমণিনাপি তদ্দত্তং তদেব প্রাপ্য কৌস্তুভকিরীটাদিকটকাদ্যনর্ঘরত্নালঙ্কারভূষিতমপি স্বং তস্মৈ হর্ষাদেব দীয়তে ইত্যহো বুদ্ধিমত্ত্বমহো চাতুর্য্যবত্ত্বং ভারতভূবাসিনঃ কস্যচিৎ কস্যচিদিতি। তত্র শ্রবণকীর্ত্তনস্মরণপরিচর্য্যাদ্যর্থং শ্রোত্রাদীনাং বিনিয়োগ এব ভগবতে শরীরদানং জ্ঞেয়ম্। কিঞ্চ একা রসনৈব তৎকীর্ত্তননিরতা, কর্ণৌ বা শ্রবণনিরতৌ, করৌ বা পরিচর্য্যানিরতৌ চেত্তদাপি স আত্মানং দদাতীতি। শরীরৈকদেশদানেনাপি স লভ্যতে ইতি কঃ খলু বুদ্ধিচাতুর্য্যবানেবং ন কুর্য্যাদিতি। "সর্ব্বোপদেশসারোঽয়ং শ্লোকচিন্তামণিঃ প্রভোঃ। হৃদয়ে যস্য রাজেত স রাজেদ্ভক্তসংসদি"।। ২২।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— প্রশ্ন—কি কারণ তোমার ভক্তিতে জনগণ প্রায়ই প্রতিষ্ঠাদি লাভের জন্যই প্রবর্ত্তিত হয়? সে বিষয়ে ঐরূপ বুদ্ধি বিবেক আদির অভাবই কারণ, ইহাই বলিতেছেন—বুদ্ধিমান্‌গণের ইহাই বুদ্ধি, কিন্তু অতি কঠিন শাস্ত্রেও সঞ্চরণশীল বুদ্ধি বুদ্ধি নয়, মনীষিগণের অর্থাৎ চাতুর্য্যবানগণের ইহাই মনীষী, কিন্তু এককপর্দ্দক দ্বারা স্বর্ণমুদ্রা উপার্জ্জন মনীষী অর্থাৎ চাতুর্য্য নহে ইহাই ভাবার্থ। সেই বুদ্ধিটি কি? তাহাই বলিতেছেন—এই ভারতভূমিতে অমৃত নিত্যস্বরূপ আমাকে মরণধর্ম্ম এই শরীর দ্বারা অর্থাৎ অনিত্য দ্বারা, নিত্যস্বরূপ আমাকে প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ ভক্তিমাত্র দ্বারাই আমাকে বশ করে। সেইরূপ মর্ত্ত্য অর্থাৎ মৃততুল্য অতিঘৃণিত প্রাকৃত দেহদ্বারা অপ্রাকৃত সুধাস্বরূপ আমাকে প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ মিথ্যা জীবের বস্তুত সেই সম্বন্ধ অভাবহেতু অসত্য দ্বারা সত্য সর্ব্বকাল স্থায়ী সত্ত্বাবান্ আমাকে প্রাপ্ত হয়।

ভাবার্থ এই যে এইলোকে কপর্দ্দকদ্বারা সহস্র কপর্দ্দকমূল্য বস্তু যে গ্রহণ করিতে পারে সেই ব্যক্তিই পরমবুদ্ধিমান অতিচতুর বলা হয়। কিন্তু যে সেই কপর্দ্দক দ্বারা স্বর্ণ মুদ্রা অর্জ্জন করে, সে-ই তাহা হইতেও। যে ব্যক্তি হীরক আদি রত্ন উপার্জ্জন করে সে তাহা হইতেও অধিক বুদ্ধিমান ও চতুর। যে ব্যক্তি তাহা হইতেও অভ্রান্ত, অতি চতুর পুরুষ হইতে সেই অধিক চতুর। কিন্তু যে ব্যক্তি চিন্তামণি কামধেনু আদি লাভ করিতে পারে, তাহার চাতুর্য্য বলিতে পারা যায় না। ভারতভূমিবাসীর মরণশীল পুনরায় দুর্জ্জাতি হইয়াও কানাকড়ি মূল্যও সম্ভব নহে, কুরূপ অজরা অরোগ আদি পূর্ণ হইয়াও নিজ শরীর আমাকে দান করিয়া অপ্রাকৃত মাধুর্য্য সিন্ধু আমাকেই গ্রহণ করে। পুনরায় আমি চতুরশিরোমণি হইয়াও তাহার প্রদত্ত সেই দেহ পাইয়া কৌস্তুভমণি কিরীট আদি কটকাদি অমূল্য রত্ন অলঙ্কার ভূষিত নিজেকে তাহাকে আনন্দেই দিয়া থাকি। ওহো আশ্চর্য্য? বুদ্ধিমত্তা, অহো আশ্চর্য্য

চতুরতা ভারতভূমিবাসীগণ কেহ কেহ এইরূপ আছেন। তাহার মধ্যে শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণে পরিচর্য্যাদি নিমিত্ত নিজ কর্ণাদিকে নিয়োগ করিয়াছেন, অর্থাৎ ভগবানকেই শরীর দান করিয়াছেন, জানিতে হইবে। আর একমাত্র রসনা দ্বারাই সে-ই কীর্ত্তনরত অথবা কর্ণদ্বয় দ্বারাই শ্রবণরত, করদ্বয় দ্বারাই পরিচর্য্যারত যদি হয়। সে-ই আত্মাকে দান করে, শরীরের একদেশ দান দ্বারাই সে লাভ করে, এই-রূপে কোনব্যক্তি বুদ্ধি ও চাতুর্য্যবান্ আছে যে এইরূপ না করে। সর্ব্ব উপদেশ সার এই শ্লোক চিন্তামণি প্রভু শ্রীকৃষ্ণের কথিত, যাহার হৃদয়ে বিরাজিত হয় তিনিই ভক্তসমাজে বিরাজিত হন।। ২২।।

মধ্ব—

একদা জ্ঞাতরূপেণ যন্ন তিষ্ঠতি সর্ব্বদা।
চঞ্চলত্বাৎ সত্যমপি হ্যনৃতং জগদুচ্যতে।।

ইতি চ।

সর্ব্বদৈকপ্রকারত্বাৎ সত্যং ব্রহ্ম সদোচ্যতে।

ইতি চ।।

ইতি ভাগবতৈকাদশতাৎপর্য্যে একোনত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।।

বিবৃতি— ভগবদ্ভক্তিই নিখিল সুচতুরগণের উৎকৃষ্ট চাতুর্য্য, আধ্যক্ষিক-জ্ঞানবিমূঢ় জনগণ আধ্যক্ষিকতাকে আধ্যক্ষিকতার বলে বিনাশ করিয়া কোনভাগ্যে ভগবদ্ভক্তিতে পর্য্যবসান করিতে পারেন, সুতরাং প্রাকৃত-বিচার-রহিত হইলেই এই প্রাকৃত রাজ্যে অবস্থানকালেও অপ্রাকৃত-ফললাভ সম্ভব হয়।। ২২।।

এষ তেঽভিহিতঃ কৃৎস্নো ব্রহ্মবাদস্য সংগ্রহঃ।
সমাসব্যাসবিধিনা দেবানামপি দুর্গমঃ।। ২৩।।

অন্বয়ঃ— (ময়া) তে (তুভ্যঃ) সমাসব্যাসবিধিনা (সংক্ষেপতো বিস্তারতশ্চ) দেবানাম্ অপি দুর্গমঃ (দুর্বোধঃ) ব্রহ্মবাদস্য (ব্রহ্মবিচারস্য) এষঃ কৃৎস্নঃ সংগ্রহঃ (নিখিল-সারভাগঃ) অভিহিতঃ (বর্ণিতঃ)।। ২৩।।

অনুবাদ— হে উদ্ধব! আমি তোমার নিকট সংক্ষেপ ও বিস্তার উভয় প্রকারে দেবগণেরও দুর্জ্ঞেয়, এই ব্রহ্ম-বিচারের সমগ্র সারভাগ বর্ণন করিলাম।। ২৩।।

বিশ্বনাথ— মহাপ্রকরণার্থমুপসংহরতি,—এষ ইতি দ্বাভ্যাম্।। ২৩।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— মহাপ্রকরণের অর্থ সমাপ্ত করিতেছেন—এষ ইত্যাদি দুইটি শ্লোকদ্বারা।। ২৩।।

বিবৃতি— সমগ্র-পরমার্থবিচারে অভিজ্ঞান-লাভ সত্ত্বগুণসম্পন্ন দেবগণেরও দুরূহ ব্যাপার। ভগবজ্জ্ঞান-লাভ হইলেই জীবের সমস্ত সংশয় বিনষ্ট হয়। ভগবজ্জ্ঞান সেবার উৎকর্ষ বিধান করে। আধ্যক্ষিক মানব ও দেবগণ ভগবৎপ্রসঙ্গ বিমুখ হইয়া নানাপ্রকার কুতর্ক-বিচারে আবদ্ধ হইয়া পড়েন।। ২৩।।

অভীক্ষ্ণশস্তে গদিতং জ্ঞানং বিস্পষ্টযুক্তিমৎ।
এতদ্বিজ্ঞায় মুচ্যেত পুরুষো নষ্টসংশয়ঃ।। ২৪।।

অন্বয়ঃ—(ময়া) তে (তুভ্যং) বিস্পষ্টযুক্তিমৎ (স্ফুট-যুক্তিযুক্তং) জ্ঞানম্ অভীক্ষ্ণশঃ (বারম্বারং) গদিতং (কথিতং) পুরুষঃ এতৎ বিজ্ঞায় নষ্টসংশয়ঃ (সন্) মুচ্যতে (মুক্তো ভবেৎ)।। ২৪।।

অনুবাদ— হে উদ্ধব! আমি তোমার নিকট সুস্পষ্টযুক্তিযুক্ত জ্ঞানের কথাও বারম্বার কীর্ত্তন করিয়াছি। পুরুষ ইহা অবগত হইলে সংশয়রহিত ও মুক্ত হইয়া থাকেন।। ২৪।।

সুবিবিক্তং তব প্রশ্নং ময়ৈতদপি ধারয়েৎ।
সনাতনং ব্রহ্মগুহ্যং পরং ব্রহ্মাধিগচ্ছতি।। ২৫।।

অন্বয়ঃ— (যঃ) ময়া সুবিবিক্তং (দত্তোত্তরং) তব প্রশ্নম্ এতৎ (আখ্যানম্) অপি ধারয়েৎ (অনুসন্দধ্যাৎ সঃ) ব্রহ্মগুহ্যং (বেদেঽপি রহস্যং) সনাতনং পরং ব্রহ্ম অধিগচ্ছতি (প্রাপ্নোতি)।। ২৫।।

অনুবাদ— যিনি তোমার এই প্রশ্ন, মদীয় উত্তর

বাক্য এবং এই উপাখ্যানের তত্ত্বানুসন্ধান করিবেন, তিনি বেদরহস্যভূত সনাতন পরব্রহ্মলাভে সমর্থ হইবেন।।২৫

বিশ্বনাথ— তব প্রশ্নং ময়া সুবিরিক্তং দত্তোত্তরং যো ধারয়েৎ এতদুপাখ্যানমপি যো ধারয়েৎ, ব্রহ্মগুহ্যং বেদরহস্যং পরব্রহ্মস্বরূপম্।। ২৫।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— শ্রীভগবান্ বলিতেছেন— তোমার প্রশ্নের সুবিস্তৃত উত্তর আমি দান করিলাম। যে ব্যক্তি উহা ধারণ করিবে এবং এই উপাখ্যানও যে ব্যক্তি ধারণ করিবে তিনি বেদরহস্য পরব্রহ্মস্বরূপ লাভে সমর্থ হইবেন।। ২৫।।

য এতন্মম ভক্তেষু সম্প্রদদ্যাৎ সুপুষ্কলম্।
তস্যাহং ব্রহ্মদায়স্য দদাম্যাত্মানমাত্মনা।। ২৬।।

অন্বয়ঃ— যঃ মম ভক্তেষু এতৎ (তত্ত্বং) সুপুষ্কলং (যথা ভবতি তথা) সম্প্রদদ্যাৎ (উপদিশেৎ) অহং তস্য ব্রহ্মদায়স্য (ব্রহ্ম দদাতীত তথা তস্য জ্ঞানোপদেষ্টুস্তং প্রতীত্যর্থঃ) আত্মনা আত্মানং দদামি (স্বয়মেবাত্মদানং করোমি)।। ২৬।।

অনুবাদ— যিনি মদীয় ভক্তগণের মধ্যে প্রভূতভাবে এই তত্ত্ববিষয়ক উপদেশ প্রদান করিবেন, আমি সেই ব্রহ্মোপদেশক পুরুষকে স্বয়ংই আত্মদান করিব।। ২৬।।

বিশ্বনাথ— সুপুষ্কলং যথা স্যাত্তথা ব্রহ্মণি দায়ো যস্য ব্রহ্ম দদাতীতি ব্রহ্মদায়স্তস্যেতি চতুর্থ্যর্থে ষষ্ঠী।। ২৬

টীকার বঙ্গানুবাদ— পরিপূর্ণ যেভাবে হয় সেইরূপ ব্রহ্মতে যাহার দায় অথবা ব্রহ্মকে যিনি দান করেন তাহার এস্থলে চতুর্থী অর্থে ষষ্ঠী।। ২৬।।

বিবৃতি— ভগবদ্ভক্তগণ সেবার বিষয়ে ও সেব্যের বিষয়ে অভিজ্ঞ। তাঁহারা যদি কৃপাপূর্ব্বক জীবে দয়া করেন, তাহা হইলেই অপর জীব সেবোন্মুখ হইতে পারেন। যিনি হরিকথা কীর্ত্তন করেন, ভগবান্ সর্ব্বতোভাবে তাঁহার বাধ্য হন। যাহারা ভোগতৎপর হইয়া নিজসুখতৎপর হন, তাহাদের পক্ষে ভগবদ্বস্তু দুষ্প্রাপ্য। পরন্তু ভগবদ্ভক্তই ভক্তির রীতি বুঝিতে পারেন। সেই শ্রদ্ধাবন্ত ব্যক্তিগণকেই হরিভক্তিবিতরণ করা কর্ত্তব্য।। ২৬।।

য এতৎ সমধীয়ীত পবিত্রং পরমং শুচি।
স পূয়েতাহরহর্মাং জ্ঞানদীপেন দর্শয়ন্।। ২৭।।

অন্বয়ঃ—যঃ পবিত্রং পরমং শুচি (পরেষামপি শোধকম্) এতৎ সমধীয়ীত (উচ্চৈঃপঠেৎ) সঃ জ্ঞানদীপেন (জ্ঞানরূপপ্রদীপেন ব্যুৎপন্নান্ প্রতি) অহরহঃ (সর্ব্বদা) মাং দর্শয়ন্ (উপদিশন্ ইত্যর্থঃ) পূয়েত (শুধ্যেৎ)।। ২৭।।

অনুবাদ— যিনি পবিত্র ও পরচিত্তশোধক এই তত্ত্ব উচ্চস্বরে পাঠ করেন, তিনি ব্যুৎপন্ন পুরুষগণের দৃষ্টিতে জ্ঞানপ্রদীপদ্বারা আমার প্রকাশ করিয়া স্বয়ংও বিশুদ্ধ হইয়া থাকেন।। ২৭।।

বিবৃতি— যাঁহারা ভক্তির কথা বুঝিতে পারেন, তাঁহারা শুদ্ধভক্ত্যালোকে অজ্ঞানান্ধকার বিদূরিত করিতে সমর্থ হন। সেবা-পর হইলেই জীব পরমপবিত্র ও শুচি হন। সেই পরম পবিত্র ব্যক্তিতে কোন প্রকার অজ্ঞানান্ধকার থাকিতে পারে না।। ২৭।।

য এতচ্ছ্রদ্ধয়া নিত্যমব্যগ্র শৃণুয়ান্নরঃ।
ময়ি ভক্তিং পরাং কুর্ব্বন্ কর্ম্মভির্ন স বধ্যতে।। ২৮।।

অন্বয়ঃ—যঃ নরঃ ময়ি পরাং ভক্তিং কুর্ব্বন্ অব্যগ্রঃ (সাবধানঃ সন্) শ্রদ্ধয়া (সহ) নিত্যম্ এতৎ শৃণুয়াৎ সঃ কর্ম্মভিঃ ন বধ্যতে (বদ্ধো ন ভবতি)।। ২৮।।

অনুবাদ— যিনি আমার প্রতি পরমভক্তিযুক্ত হইয়া সাবধানে শ্রদ্ধার সহিত সর্ব্বদা ইহা শ্রবণ করেন, তিনি কর্ম্মবন্ধনগ্রস্ত হন না।। ২৮।।

অপ্যুদ্ধব ত্বয়া ব্রহ্ম সখে সমবধারিতম্।
অপি তে বিগতো মোহঃ শোকশ্চাসৌ মনোভবঃ।। ২৯

অন্বয়ঃ—(হে) উদ্ধব! (হে) সখে! ত্বয়া ব্রহ্ম (এতদ্ ব্রহ্মজ্ঞানং) সমবধারিতম্ অপি (সম্যগ্‌জ্ঞাতং কিং) তে (তব) অসৌ (পূর্ব্ববর্ত্তী) মনোভবঃ (মনোজাতঃ) শোকঃ মোহঃ চ বিগতঃ অপি (বিগতঃ কিম্)।। ২৯।।

অনুবাদ— হে উদ্ধব! হে সখে! তুমি সম্যগ্‌রূপে এই ব্রহ্মতত্ত্ব অবগত হইয়াছ কি? এবং তোমার পুরাতন মানসিক শোকমোহ দূরীভূত হইয়াছে কি?।। ২৯।।

বিশ্বনাথ— নিত্যসিদ্ধস্য নিস্ত্রৈগুণ্যস্যাপি উদ্ধবস্য জ্ঞানাদিগ্রহণার্থং স্বশক্ত্যৈব মোহমুৎপাদ্য জ্ঞানাদ্যুপদেশেন পুনস্তং নিরাকৃত্য লীলয়া পৃচ্ছতি,—অপি তে ইতি।। ২৯

টীকার বঙ্গানুবাদ— নিত্যসিদ্ধ ও ত্রিগুণশূন্য উদ্ধবের জ্ঞানাদি গ্রহণের জন্য নিজ শক্তিদ্বারাই মোহ উৎপাদন করিয়া জ্ঞানাদি উপদেশ দ্বারা পুনরায় মোহ নাশ করিয়া লীলায় জিজ্ঞাসা করিতেছেন।। ২৯।।

বিবৃতি— ভগবৎকৃপা লাভ করিলে জীবের ভোগ-মূঢ়তা বিগত হয়। তাঁহার কাম বা শোকের বশবর্ত্তী হইবার সম্ভাবনা থাকে না।। ২৯।।

নৈতৎ ত্বয়া দাম্ভিকায় নাস্তিকায় শঠায় চ।
অশুশ্রূষোরভক্তায় দুর্ব্বিনীতায় দীয়তাম্।। ৩০।।

অন্বয়ঃ—ত্বয়া দাম্ভিকায় শঠায় (বঞ্চকায়) নাস্তিকায় (বিশ্বাসহীনায়) অশুশ্রূষোঃ (অশ্রদ্ধয়া শৃণ্বতে) অভক্তায় দুর্ব্বিনীতায় (অপ্রণতায়) চ এতৎ (জ্ঞানং) ন দীয়তাং (নোপদেষ্টব্যম্)।। ৩০।।

অনুবাদ— তুমি দাম্ভিক, বঞ্চক, নাস্তিক, শ্রবণেচ্ছা-রহিত, অভক্ত এবং দুর্ব্বিনীতজনের প্রতি জ্ঞানোপদেশ প্রদান করিবে না।৩০।।

বিশ্বনাথ— অশুশ্রূষোরশ্রদ্ধয়া শৃণ্বতে।। ৩০।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— অশুশ্রূষু অর্থাৎ অশ্রদ্ধাপূর্ব্বক শ্রবণকারীকে জ্ঞান উপদেশ প্রদান করিবে না।। ৩০।।

বিবৃতি— অভক্ত, দুর্ব্বিনীত, শঠ, দাম্ভিক, নাস্তিক, অশ্রদ্ধাবান্ ও শ্রবণেচ্ছাবিহীন ব্যক্তিকে ভগবদ্ভক্তির কথা বলিতে নাই। "অশ্রদ্দধানে বিমুখেঽপ্যশৃণ্বতি যশ্চোপ-দেশঃ শিবনামাপরাধঃ"—এতৎপ্রসঙ্গে আলোচ্য।।৩০।।

এতৈর্দোষৈর্বিহীনায় ব্রহ্মণ্যায় প্রিয়ায় চ।
সাধবে শুচয়ে ব্রূয়াদ্ভক্তিঃ স্যাৎ শূদ্রযোষিতাম্।। ৩১।।

অন্বয়ঃ— এতৈঃ (পূর্ব্বোক্তৈঃ) দোষৈঃ বিহীনায় (রহিতায়) ব্রহ্মণ্যায় (ব্রাহ্মণহিতপরায়) প্রিয়ায় সাধবে শুচয়ে (জনায়, কিঞ্চ যদি) শূদ্রযোষিতাম্ (অপি) ভক্তিঃ স্যাৎ (তদা শূদ্রেভ্যো যোষিদ্ভ্যঃ) চ ব্রূয়াৎ (উপদিশেৎ)।।

অনুবাদ— যিনি পূর্ব্বোক্ত দোষরাশি-রহিত, ব্রাহ্মণ-হিতৈষী, প্রিয়, সাধু ও শুদ্ধচিত্ত, তাহার নিকট এবং শূদ্র ও স্ত্রীলোক যদি ভক্তিযুক্ত হয়, তাহা হইলে তাহাদের নিকটেও এবিষয়ে উপদেশ প্রদান করিবে।। ৩১।।

বিশ্বনাথ— শূদ্রাণাং যোষিতাঞ্চ যদি ভক্তিঃ স্যাত্তর্হি তেভ্যস্তাভ্যশ্চ ব্রূয়াৎ।। ৩১।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— শূদ্রগণের এবং স্ত্রীলোকদের যদি ভক্তি হয় তাহা হইলে তাহাদিগকে বলিবে।। ৩১।।

বিবৃতি— বর্ণচতুষ্টয়ের মধ্যে সাধুতা ও শৌচ থাকিলে সকলকে ভক্তির কথা কীর্ত্তন করা যাইতে পারে। তাহারা সকলেই স্ব-স্ব প্রাকৃত-বর্ণধর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক ভগবৎ-সেবোন্মুখ হইতে পারেন।। ৩১।।

নৈতদ্বিজ্ঞায় জিজ্ঞাসোর্জ্ঞাতব্যমবশিষ্যতে।
পীত্বা পীযূষমমৃতং পাতব্যং নাবশিষ্যতে।। ৩২।।

অন্বয়ঃ—(যথা) পীযূষং (স্বাদু) অমৃতং পীত্বা (পান-কারিণঃ) পাতব্যং (পানযোগ্যং কিঞ্চিৎ) ন অবশিষ্যতে (তথা) এতৎ (জ্ঞানং) বিজ্ঞায় জিজ্ঞাসোঃ (জ্ঞাতুমিচ্ছো-র্জনস্য) জ্ঞাতব্যং ন অবশিষ্যতে (জ্ঞেয়ত্বেন ন কিঞ্চিদ-বশিষ্টং বর্ত্ততে সর্ব্বমেবৈতেন জ্ঞাতেন জ্ঞাতং ভবতী-ত্যর্থঃ)।। ৩২।।

অনুবাদ—যেরূপ সুস্বাদু অমৃতপান করিলে পুরুষের

পানযোগ্য অন্য কোন বস্তু অবশিষ্ট থাকে না, সেইরূপ তত্ত্বজিজ্ঞাসু পুরুষের এই তত্ত্ব অধিগত হইলে অন্য কোন জ্ঞাতব্য থাকে না।। ৩২।।

বিশ্বনাথ— যদ্যপি ভক্ত্যৈব কৃতার্থস্য মদ্ভক্তস্য জ্ঞানেন নাস্তি প্রয়োজনং, তদপি জ্ঞানং নাম কীদৃশমিতি কদাচিৎ কস্যচিদ্ভক্তস্য যদি জিজ্ঞাসা স্যাত্তদা তেন ইদমেব দ্রষ্টব্যমত্র জ্ঞানস্যাপি সত্ত্বাদিত্যাহ,—নৈতদিতি। পীযূষং সুধাং পীত্বা পাতব্যং অমৃতং পেয়মমৃতান্তরং নাবশিষ্যতে।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— যদিও আমার ভক্তের ভক্তি-দ্বারাই কৃতার্থ হয় জ্ঞানের প্রয়োজন নাই। তাহা হইলেও জ্ঞান বস্তুটি কিরূপ? কখনও কোন ভক্তের যদি জিজ্ঞাসা হয় তখন তাহাকে ইহাই বলিবে, ইহাতে জ্ঞানেরও সত্ত্বা আছে। সুধা পান করিয়া ভবিষ্যতে পান করিবার অন্য অমৃত অবশিষ্ট থাকে না।। ৩২।।

জ্ঞানে কর্ম্মণি যোগে চ বার্ত্তায়াং দণ্ডধারণে।
যাবানর্থো নৃণাং তাত তাবাংস্তেঽহং চতুর্ব্বিধঃ।। ৩৩।।

অন্বয়ঃ— তাত! (হে উদ্ধব!) জ্ঞানে কর্ম্মণি যোগে বার্ত্তায়াং (কৃষ্যাদৌ) দণ্ডধারণে (দণ্ডনীতৌ) চ নৃণাং যাবান্ চতুর্ব্বিধঃ অর্থঃ (ধর্ম্মকামাদিচতুর্ব্বিধঃ পুরুষার্থঃ সিধ্যতি) তে (তব ভক্তস্যেত্যর্থঃ) তাবান্ (সর্ব্বোঽপি) অহম্ (এব ভবামি, মৎপ্রাপ্ত্যৈব ভক্তস্য সর্ব্বে পুরুষার্থাঃ সিধ্যন্তী-ত্যর্থঃ)।। ৩৩।।

অনুবাদ— হে উদ্ধব! জ্ঞান, কর্ম্ম, যোগ, কৃষি-প্রভৃতি বার্ত্তা এবং দণ্ডনীতিদ্বারা পুরুষের যে চতুর্ব্বর্গ সাধিত হয়, ভক্তপুরুষ আমার প্রাপ্তিদ্বারাই তৎসমুদয় পুরুষার্থে অধিকারী হইয়া থাকেন।। ৩৩।।

বিশ্বনাথ— ননু যদি কস্যচিদ্ভক্তস্য জ্ঞানকর্ম্মাদি-ফলেঽপি লিপ্সা স্যাত্তদা তেন জ্ঞানাদিকমভ্যসনীয়মেবেতি তত্রোদ্ধবং লক্ষ্যীকৃত্য নৈবেত্যাহ,—জ্ঞানে ইতি। জ্ঞানাদৌ যাবানর্থঃ ফলং মোক্ষাদিচতুর্বিধস্তবান্ সর্ব্বোঽপি তব ভক্তস্যাহমেব ভবামি তং তমর্থং সর্ব্বমহমেব দদামী-ত্যর্থঃ। ততশ্চ কিং জ্ঞানাদ্যভ্যাসেনেতি ভাবঃ। তত্র জ্ঞানে মোক্ষঃ, কর্ম্মণি বিহিতে ধর্ম্মঃ, যোগেঽণিমাদিসিদ্ধিলক্ষণঃ কামঃ। বার্ত্তায়াং কৃষ্যাদৌ দণ্ডধারণে চার্থঃ। যদুক্তং— "যা বৈ সাধনসম্পত্তিঃ পুরুষার্থচতুষ্টয়ে। তয়া বিনা তদাপ্নোতি নরো নারায়ণাশ্রয়ঃ" ইতি।। ৩৩।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— প্রশ্ন—যদি কোন ভক্তের জ্ঞান ও কর্ম্ম আদির ফলে লোভ থাকে তখন তাহাকে জ্ঞানাদি অভ্যাস করাইবে? যে বিষয়ে ইহার উত্তরে উদ্ধবকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন—জ্ঞানাদিতে যে ফল মোক্ষাদি চতু-র্ব্বিধ সেইসকল ফলও তোমার ভক্তের আমিই হই। সে জন্য সকল আমিই দান করিব। অতএব তাহাকে জ্ঞান অভ্যাস আদি করাইবার কি প্রয়োজন? ঐ জ্ঞানে মোক্ষ, বেদ বিহিত কর্ম্মের ফল ধর্ম্ম, যোগের ফল অনিমাদি সিদ্ধি কামনা, কৃষি আদিতেও দণ্ডধারণের যে ফল তাহা উহাতেই পাইবে। শাস্ত্রে বলা হইয়াছে—'ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ এই চতুর্ব্বিধ পুরুষার্থ লাভের জন্য, যে সকল সাধন সম্পত্তি প্রয়োজন, তাহা মনুষ্য নারায়ণের আশ্রয় করিলে ঐ সাধন ব্যতীতই ফল সকল পাইয়া থাকে'।। ৩৩।।

বিবৃতি— জ্ঞান, কর্ম্ম, যোগ, সংসার ও দণ্ডনীতি প্রভৃতি অর্থেই ভগবদ্ভক্তের আমাতে প্রাপ্তিলাভ ঘটে বলিয়া তিনি ভগবান্‌কে পরিত্যাগ করিয়া ইতর অর্থে আত্মনিয়োগ করেন না।। ৩৩।।

মর্ত্ত্যো যদা ত্যক্তসমস্তকর্ম্মা
নিবেদিতাত্মা বিচিকীর্ষিতো মে।
তদাঽমৃতত্বং প্রতিপদ্যমানো
ময়াত্মভূয়ায় চ কল্পতে বৈ।। ৩৪।।

অন্বয়ঃ— যদা মর্ত্ত্যঃ (মনুষ্যঃ) ত্যক্তসমস্তকর্ম্মা (ত্যক্তানি সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি যেন স তথা সন্) মে (মহ্যং) নিবেদিতাত্মা (অর্পিতচিত্তো ভবতি) তদা (অসৌ) বিচিকীর্ষিতঃ (বিশিষ্টঃ কর্ত্তুমিষ্টো ভবতি ততশ্চ) অমৃতত্বং (মোক্ষং) প্রতিপদ্যমানঃ (লভমানঃ) ময়া আত্মভূয়ায় চ

(মদৈক্যায় মৎসমানৈশ্বর্য্যায়েতি যাবৎ) কল্পতে বৈ (প্রভবতি)।।৩৪।।

অনুবাদ— যে কালে মনুষ্য সমস্ত কর্ম্ম পরিত্যাগ-পূর্ব্বক আমার উদ্দেশ্যে আত্মসমর্পণ করেন, তৎকালে বিশিষ্টকর্ত্তৃরূপে গণ্য হইয়া অমৃতত্ব লাভ করিয়া আমার তুল্য ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।।৩৪।।

বিশ্বনাথ— ননু ময়া সর্ব্বমতান্যবগতানি কিন্তু ত্বদ্-ভক্তানাং কিং মতং তৎ ত্বং ব্রূহীত্যপেক্ষায়াং ভোঃ প্রণয়িন্নুদ্ধব, চতুর্ব্বিংশেহধ্যায়ে সৎকার্য্যবাদিনাং মত-মষ্টাবিংশে তথৈবাসৎকার্য্যবাদিনাঞ্চ মতমুক্তং, মদ্ভক্তা-স্ত্ববিবাদিনঃ সত্যবাদিনঃ সন্তো বস্তুতস্তু তদুভয়মতমধ্য-বর্ত্তিনো নৈব ভবন্তীত্যাহ,—মর্ত্ত্য ইতি, মনুষ্যো যদা যাদৃচ্ছিকমদ্ভক্তকৃপাপ্রসাদাত্ত্যক্তানি সমস্তানি নিত্য-নৈমিত্তিককাম্যানি কর্ম্মাণি যেন সঃ নিবেদিতাত্মা মৎ-স্বরূপভূতায় মন্মন্ত্রোপদেশকায় গুরবে "যোঽহং মমাস্তি যৎকিঞ্চিদিহ লোকে পরত্র চ। তৎ সর্ব্বং ভবতো নাথ চরণেষু সমর্পিতম্" ইতি বচসা মনসা চ সমর্পিতাহন্তা-স্পদমমতাস্পদো ভবতি, তদা তৎক্ষণমারভ্যৈব স মর্ত্ত্যো মে ময়া বিচিকীর্ষিতঃ বিশিষ্টঃ কর্ত্তু মিষ্টঃ মৎপ্রতিপাদ্য-মানেন মদ্ভক্ত্যাভাসেন যোগিজ্ঞানিপ্রভৃতিভ্যোঽপি বিলক্ষণ এবং কর্ত্তুমীপ্সিতঃ স্যাদিতি। তেন মদ্ভক্তেন ময়া কার্য্যঃ সত্যভূত এব নাপ্যবিদ্যাকার্য্যো মিথ্যাভূত এব, কিন্তু মৎ-কর্য্যো গুণাতীত এব সন্, অমৃতত্বং মৃতং নাশস্তদভাববত্ত্বং প্রতিপদ্যমানঃ ময়া সহৈব আত্মভূয়ায় স্বভূত্যৈ কল্পতে যোগ্যো ভবতি চকারেণৈতৎফলমননুসংহিতং ফলন্তু প্রেমবৎপার্ষদত্বমিতি।।৩৪।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—প্রশ্ন—আমি সকল মত অবগত হইলাম, কিন্তু তোমার ভক্তগণের কি মত তাহা তুমি বল? ইহার উত্তরে বলিতেছেন—হে প্রণয়ি উদ্ধব! চতু-র্ব্বিংশ অধ্যায়ে সৎকার্য্যবাদিগণের মত, অষ্টাবিংশ অধ্যায়ে সেইরূপ অসৎকার্য্যবাদিগণেরও মত বলা হইয়াছে। আমার ভক্তগণ কিন্তু অবিবাদী, সত্যবাদী, সাধু। বস্তু সেই উভয় মতের মধ্যবর্ত্তী হয় না। মনুষ্য যখন যদৃচ্ছাক্রমে আমার ভক্ত কৃপা প্রসাদ হইতে পূর্ব্বোক্ত সমস্ত নিত্য-নৈমিত্তিক কাম্য কর্ম্মসমূহ ত্যাগ করিয়াছেন তিনিই নিবেদিতাত্মা, আমার স্বরূপভূত আমার মন্ত্র উপদেষ্টা শ্রীগুরুদেবের চরণে 'আমি যাহা, আমার বলিতে যাহা কিছু, ইহলোক ও পরলোকে আছে, সেই সকলই যে, প্রভু! আপনার চরণে সমর্পণ করিলাম এইরূপ বাক্য ও মনদ্বারা সমর্পণ করিয়াছেন, অহংতাস্পদ ও মমতাস্পদ যাহা কিছু হয় সকলই শ্রীগুরুচরণে যেক্ষণে অর্পণ করিলেন সেইক্ষণ হইতেই সেই মানব আমার নিজ ইচ্ছায় বিশিষ্ট করিতে ইচ্ছা করিব, সেই আমার ভক্তি অভ্যাস দ্বারা যোগী জ্ঞানী প্রভৃতি হইতেও বিলক্ষণ কিছু করিতে ইচ্ছুক হয় আর সেই আমার ভক্তদ্বারা আমার কার্য্য সত্যস্বরূপই, তাহা অবিদ্যা কার্য্য নহে, মিথ্যাও নহে, কিন্তু আমার কার্য্য গুণাতীত ও অমৃত যাহার নাশ নাই। এইরূপ প্রতিপাদ্য স্থির করিয়া আমার সহিতই আমার কার্য্য করিতে যোগ্য হয়। চকার দ্বারা, সেইফল প্রেমযুক্ত পার্ষদত্ব প্রাপ্তি।।৩৪।।

বিবৃতি— আধ্যক্ষিক মরণশীল জীব যে-কালে স্বীয় প্রাপঞ্চিক জ্ঞান ও কর্ম্মের চেষ্টা প্রভৃতি ছাড়িয়া ভগবানে আত্মসমর্পণ করেন, তখন ভগবৎপ্রাপ্তিহেতু তাঁহার আর কোন অভাব থাকে না। তিনিও বৈকুণ্ঠবস্তুর সেবায় বৈকুণ্ঠত্ব লাভ করেন এবং কুণ্ঠধর্ম্মে বা মায়িকভোগে আর তাঁহাকে আবদ্ধ থাকিতে হয় না।।৩৪।।

শ্রীশুক উবাচ—

স এবমাদর্শিতযোগমার্গ-
স্তদোত্তমঃশ্লোকবচো নিশম্য।
বদ্ধাঞ্জলিঃ প্রীত্যুপরুদ্ধকণ্ঠো
ন কিঞ্চিদূচেঽশ্রুপরিপ্লুতাক্ষঃ।।৩৫।।

অন্বয়ঃ— শ্রীশুকঃ উবাচ,—এবম্ আদর্শিতযোগ-মার্গঃ (আদর্শিত উপদিষ্টো যোগমার্গো যস্মৈ সঃ) সঃ (উদ্ধবঃ) তদা উত্তমঃশ্লোকবচঃ (শ্রীকৃষ্ণবচনং) নিশম্য

(শ্রুত্বা) প্রীত্যুপরুদ্ধকণ্ঠঃ (প্রীত্যা উপরুদ্ধঃ কণ্ঠো যস্য সঃ) অশ্রুপরিপ্লুতাক্ষঃ (প্রেমাশ্রুপ্লাবিতলোচনঃ) বদ্ধাঞ্জলিঃ (কৃতাঞ্জলিঃ সন্) কিঞ্চিৎ ন উচে (কিমপি বক্তুং ন শশাকেত্যর্থঃ)।।৩৫।।

অনুবাদ— শ্রীশুকদেব বলিলেন,—উদ্ধব এইরূপে যোগমার্গে উপদিষ্ট হইয়া তৎকালে শ্রীকৃষ্ণবাক্য শ্রবণ-পূর্ব্বক প্রীতিনিরুদ্ধকণ্ঠে প্রেমাশ্রুপ্লাবিতনয়নে কৃতাঞ্জলি-সহকারে অবস্থান করিয়া কোনরূপ বাক্যোচ্চারণে সমর্থ হইলেন না।।৩৫।।

বিষ্টভ্য চিত্তং প্রণয়াবঘূর্ণং
ধৈর্য্যেণ রাজন্ বহুমন্যমানঃ।
কৃতাঞ্জলিঃ প্রাহ যদুপ্রবীরং
শীর্ষ্ণা স্পৃশংস্তচ্চরণারবিন্দম্।।৩৬।।

অন্বয়ঃ—(হে) রাজন্! (অথ) ধৈর্য্যেণ প্রণয়াবঘূর্ণং (প্রণয়েনাবঘূর্ণং ক্ষুভিতং) চিত্তং বিষ্টভ্য (স্থিরীকৃত্যাত্মানং) বহুমন্যমানঃ (কৃতার্থং মন্যমানঃ) শীর্ষ্ণা (নতমস্তকেন) তচ্চরণারবিন্দং (তস্য শ্রীকৃষ্ণস্য পাদপদ্মদ্বয়ং) স্পৃশন্ কৃতাঞ্জলিঃ (সন্) যদুপ্রবীরং (শ্রীকৃষ্ণং) প্রাহ (উক্তবান্)।।

অনুবাদ— হে রাজন্! অনন্তর তিনি ধৈর্য্যসহকারে প্রণয়বিক্ষুব্ধ চিত্তকে স্থিরীকৃত এবং নিজকে কৃতার্থ মনে করিয়া অবনতমস্তকে ভগবচ্চরণারবিন্দযুগল স্পর্শসহ-কারে কৃতাঞ্জলি হইয়া বলিতে লাগিলেন।।৩৫।।

বিশ্বনাথ— প্রণয়েনাবঘূর্ণাত্মকং মহাব্যগ্রং চিত্তং ধৈর্য্যেণ বিষ্টভ্য তদ্দত্তশক্ত্যৈব যদ্ধৈর্য্যমভূত্তদেব বহুমন্যমানঃ।

টীকার বঙ্গানুবাদ— প্রণয়হেতু অবঘূর্ণরূপ মহা ব্যাগ্রচিত্ত হইলেও ধৈর্য্যদ্বারা কৃষ্ণপ্রদত্ত শক্তিদ্বারাই যে ধৈর্য্য হইল, তাহাকেই বহুমান্য করিলেন।।৩৬।।

শ্রীউদ্ধব উবাচ—
বিদ্রাবিতো মোহমহান্ধকারো
য আশ্রিতো মে তব সন্নিধানাৎ।
বিভাবসোঃ কিং নু সমীপগস্য
শীতং তমো ভীঃ প্রভবন্ত্যজাদ্য।।৩৭।।

অন্বয়ঃ—শ্রীউদ্ধবঃ উবাচ—(হে) অজ! (হে) আদ্য! (আদিকারণ!) মে (ময়া) যঃ মোহমহান্ধকারঃ (মোহরূপে মহান্ধকারঃ পূর্ব্বম্) আশ্রিতঃ (গৃহীত আসীৎ সঃ) তব সন্নিধানাৎ (সংসর্গাদিদানীং) বিদ্রাবিতঃ (দূরীকৃতঃ) বিভাবসোঃ (সূর্য্যস্য) সমীপগস্য (সমীপস্থিতস্য জীবস্য) শীতং তমঃ (অন্ধকারঃ) ভীঃ (ভয়ঞ্চ) কিং নু প্রভবন্তি (কিং নু বাধায় সমর্থা ভবন্তি নৈবেতি ভাবঃ)।।৩৭।।

অনুবাদ—শ্রীউদ্ধব বলিলেন,—হে অজ! হে আদি-পুরুষ! আমি ইতঃপূর্ব্বে মোহরূপ যে-মহান্ধকার আশ্রয় করিয়াছিলাম, আপনার সান্নিধ্যনিবন্ধন সম্প্রতি তাহা সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত হইয়াছে। যিনি সূর্য্যের সমীপগত হইয়াছেন, তাহার শীত, অন্ধকার বা তজ্জনিত ভয় থাকিতে পারে কি?।।৩৭।।

বিশ্বনাথ— যো মে ময়া মোহমহান্ধকার আশ্রিতঃ সর্ব্বযাদববিরাজিতমৎপ্রভুসহিতা দ্বারকেয়ং পরিচ্ছিন্নৈব সংপ্রতি নশ্বরেতি বিচারময়ঃ, স ত্বয়া বিদ্রাবিত ইতি তৃতীয়স্কন্ধদর্শিতোদ্ধবপ্রশ্নানন্তরমনন্যজ্ঞেয়স্বীয়সিদ্ধান্ত-রহস্যপ্রদীপং "আদিদেশারবিন্দাক্ষ আত্মনঃ পরমাং স্থিতিম্" ইতি চ ন ব্যঞ্জিতমুদ্ধবায়াদাত্তৎকথা এতদুত্তরাপ্য-ত্রৈবোক্তা জ্ঞেয়া। অতঃ কালদ্বয়োদ্ভূতং শ্রীবরাহচেষ্টি-তমেকত্রৈবাহ ইতিবৎ।।৩৭।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— শ্রীউদ্ধব বলিতেছেন—আমি যে মোহরূপ মহা অন্ধকারে আশ্রিত হইয়া সর্ব্ব যাদবগণ মধ্যে বিরাজিত আমার প্রভুর সহিত এইদ্বারকাকে পরি-চ্ছিন্ন এবং সম্প্রতি নশ্বর বিচারময়, তৃতীয়স্কন্ধে উক্ত উদ্ধব প্রশ্নের পর অন্যের পক্ষে অজ্ঞেয় নিজ সিদ্ধান্ত রহস্য প্রদীপ শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে আদেশ করিয়াছিলেন, নিজের পরমস্থিতি শ্রীকৃষ্ণ যাহা প্রকাশ করিয়াছিলেন না। সেই কথা এই উত্তর—এইখানে বলিলেন জানিবেন। এই দুইকালের অদ্ভুত শ্রীবরাহদেবের লীলা একত্রই বলিলেন সেইরূপ।।৩৭।।

বিবৃতি— সূর্য্যের প্রকাশে অন্ধকার যেরূপ বিদূরিত হয়, তদ্রূপ ভগবদ্ভক্তি লাভ হইলে আর কোনপ্রকার মোহজনিত অন্ধকার থাকে না। কর্ম্ম জ্ঞান যোগাদির আংশিক প্রভাব সকল অন্ধকার বিদূরিত করিতে সমর্থ নহে।। ৩৭।।

প্রত্যর্পিতো মে ভবতানুকম্পিনা
ভৃত্যায় বিজ্ঞানময়ঃ প্রদীপঃ।
হিত্বা কৃতজ্ঞস্তব পাদমূলং
কোঽন্যং সমীয়াচ্ছরণং ত্বদীয়ম্।। ৩৮।।

অন্বয়ঃ—অনুকম্পিনা (করুণাময়েন) ভবতা ভৃত্যায় মে (মহ্যং) বিজ্ঞানময়ঃ প্রদীপঃ (স্বরূপজ্ঞানরূপদীপঃ) প্রত্যর্পিতঃ (প্রদত্তঃ) তব কৃতজ্ঞঃ (ভগবৎকৃতমুপকারং জানন্) কঃ (কো নাম পুমান্) ত্বদীয়ং পাদমূলং হিত্বা (ত্যক্ত্বা) অন্যং শরণম্ (আশ্রয়ং) সমীয়াৎ (গচ্ছেৎ কোঽপি নেত্যর্থঃ)।। ৩৮।।

অনুবাদ— হে প্রভো। আপনি পরমকরুণাসহকারে মাদৃশ ভৃত্যের প্রতি স্বরূপজ্ঞানপ্রদীপ প্রদান করিয়াছেন, ভবদীয় এতাদৃশ উপকার অবগত হইয়া কোন ব্যক্তি আপনার পদমূল পরিত্যাগপূর্ব্বক অন্য আশ্রয় স্বীকার করিতে পারে না।। ৩৮।।

বিশ্বনাথ—প্রত্যর্পিত ইতি। ময়া তুভ্যমাত্মবুদ্ধীন্দ্রিয়াদিসহিতং শরীরমর্পিতং; ত্বয়া তু বিজ্ঞানময়ঃ স্বানুভবময়ঃ প্রদীপঃ প্রত্যর্পিতঃ। অতোঽহং প্রতিক্ষণমেব সর্ব্বদেশকালবর্ত্তিনঃ স্বপরিকরবৈশিষ্ট্যস্য তব মাধুর্য্যানুভবেন ত্বয়া পূর্ণীকৃত এব সম্প্রতি বর্ত্তে, মচ্ছরীরেণানেন যত্ত্বং চিকীর্ষসি তৎকুরু। যত্র কাপি প্রস্থাপয়িতুমিচ্ছসি তত্র প্রস্থাপয় অত্রৈব প্রস্থাপয়েতি ভাবঃ। যতঃ কৃতজ্ঞস্তদ্ভৃত্যস্তব পাদমূলং হিত্বা অন্যত্ত্বদীয়মপি স্থলং শরণং স্বগৃহমপি কো নাম সমীয়াৎ গচ্ছেৎ। যদি চ তত্রাপি বর্ত্তমানস্য তব সাক্ষাদনুভবঃ স্যাত্তদা গচ্ছেদপি ন কাপ্যত্র হানিঃ। প্রত্যুত তন্নির্দেশপালনঞ্চেতি ভাবঃ।। ৩৮।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— আমি তোমাকে আত্মা বুদ্ধি ইন্দ্রিয়াদি সহিত শরীর অর্পণ করিয়াছি। কিন্তু তুমি বিজ্ঞানময় নিজ অনুভবময় প্রদীপ আমাকে দান করিয়াছ, অতএব আমি প্রতিক্ষণেই সর্ব্বদেশকালস্থিত নিজ পরিকর সহ বৈশিষ্ট্য তোমার মাধুর্য্য অনুভবদ্বারা তোমাকর্ত্তৃক পূর্ণকৃত হইয়াই আমি সম্প্রতি অবস্থান করিতেছি। আমার এই শরীরদ্বারা তুমি যাহা ইচ্ছা করিতেছ, তাহাই কর। যে কোনস্থানে পাঠাইতে ইচ্ছা কর, সেইস্থানে পাঠাও বা এইখানেই স্থাপন কর। যেহেতু কৃতজ্ঞ তোমার দাস তোমার চরণকমল ছাড়িয়া অন্য তোমার ধাম হইলেও নিজগৃহেও কে আর গমন করিবে। যদিও সেখানেও বর্ত্তমান তোমার সাক্ষাৎ অনুভব হয়। তাহা হইলে গমন করিলেও এস্থলে কোন ক্ষতি নাই। বস্তুত তোমার আদেশ পালনও হয়, ইহাই ভাবার্থ।। ৩৮

বিবৃতি— ভগবৎপাদপদ্মলাভে জীবের সর্ব্বজ্ঞতালাভ ঘটে। তখন তিনি সর্ব্বসংশয়ছিন্ন হইয়া শরণাগতিই একমাত্র অবলম্বনীয় জানেন।। ৩৮।।

বৃক্ণশ্চ মে সুদৃঢ়ঃ স্নেহপাশো
দাশার্হবৃষ্ণ্যন্ধকসাত্বতেষু।
প্রসারিতঃ সৃষ্টিবিবৃদ্ধয়ে ত্বয়া
স্বমায়য়া হ্যাত্মসুবোধহেতিনা।। ৩৯।।

অন্বয়ঃ— (কিঞ্চ) সৃষ্টিবিবৃদ্ধয়ে (প্রজাবৃদ্ধ্যর্থং) দাশার্হবৃষ্ণ্যন্ধকসাত্বতেষু (দাশার্হাদিস্বজনেষু) ত্বয়া স্বমায়য়া (নিজমায়াবলেন) মে (মম যঃ) সুদৃঢ়ঃ (অপরিহার্য্যঃ) স্নেহপাশঃ (স্নেহলক্ষণঃ পাশঃ) প্রসারিতঃ (বিস্তৃতঃ স স্নেহপাশস্ত্বয়ৈব) হি আত্মসুবোধহেতিনা (আত্মতত্ত্বজ্ঞানশস্ত্রেণ) বৃক্ণঃ চ (ছিন্নঃ।। ৩৯।।

অনুবাদ—হে দেব। প্রজাবৃদ্ধিকামনায় দাশার্হ, বৃষ্ণি, অন্ধক, যাদব প্রভৃতি স্বজনগণের প্রতি আপনি নিজমায়া বলে আমার যে সুদৃঢ় স্নেহপাশ বিস্তৃত করিয়াছিলেন, অদ্য আপনিই আত্মতত্ত্বজ্ঞানরূপ শস্ত্রদ্বারা সেই স্নেহপাশ ছিন্ন করিয়াছেন।। ৩৯।।

বিশ্বনাথ— ননু তর্হি যাদবাদিষু স্নেহং হিত্বা কথং গন্তুং প্রভবিষ্যমি ? তত্রাহ,—বৃক্নশ্ছিন্নঃ, অয়মর্থঃ— দাশার্হাদিষু মে দ্বিবিধ স্নেহপাশঃ। তত্র যঃ স্বমায়য়া ত্বয়া সৃষ্টিবিবৃদ্ধয়ে প্রসারিতঃ দাশার্হাদয়ঃ স্বপুত্রপৌত্রাদিরূপেন পুনরপ্যভীক্ষ্ণং বর্দ্ধন্তাং ততশ্চাস্মৎসৎসমৃদ্ধিঃ সদৈবাকল্পং সর্ব্বদিগ্দেশব্যাপিনী সর্ব্ববিজয়িনী ভূয়াদিত্যাভিমানিকঃ স্নেহপাশঃ স্বমায়য়া আত্মসুবোধাস্ত্রেণ বৃক্ন এব, যস্তু ত্বদ্রূপ-গুণকথাপরিচর্য্যামাধুর্য্যাস্বাদ নিবন্ধনস্তেষু স্নেহপাশঃ, স তু মে ভূষণভূতো বর্ত্তত এব। ত্বয়া জ্ঞানদীপাপর্ণাৎ যত্রৈব যস্যামি, তত্রৈব বৃষ্ণ্যাদিসহিতত্বদ্বিশিষ্টামেব দ্বারকাং সাক্ষাদ্দ্রক্ষ্যামি তত্র কৃতকার্য্যস্ত্বয়া আনেষ্যমাণ এবাম্যপীতি।।৩৯

টীকার বঙ্গানুবাদ— প্রশ্ন—তাহা হইলে যাদবাদি মধ্যে স্নেহ ত্যাগ করিয়া কিরূপে যাইতে পারিব ? তাহার উত্তরে বলিতেছেন—স্নেহপাশ ছেদন করিয়া দাও। ভাবার্থ এই যাদবগণের সহিত আমার দ্বিবিধ স্নেহপাশ, তন্মধ্যে যে নিজমায়াদ্বারা তুমি সৃষ্টি বৃদ্ধির জন্য যাদবগণকে নিজ পুত্র পৌত্রাদিরূপে বিস্তারিত করিয়াছ, পুনরায় ও সর্ব্বক্ষণ বৃদ্ধি করিতেছ, তৎপরে আমার সৎ সমৃদ্ধি সর্ব্বদাই সকল দিক্‌দেশব্যাপী সর্ব্ববিজয়িনী হউক ইত্যাদি অভিমান যুক্ত স্নেহপাশ নিজমায়াদ্বারা নিজ উত্তম জ্ঞানরূপ অস্ত্রদ্বারা ছিন্ন কর। যাহা কিন্তু তোমার রূপ-গুণ-কথা-পরিচর্য্যা মাধুর্য্য আস্বাদরূপ তাহাদের সহিত স্নেহপাশ তাহা কিন্তু আমার ভূষণরূপে বর্ত্তমান থাকুক, তুমি জ্ঞানদীপ প্রদান দ্বারা যেস্থলে যাদবাদির সহিত তোমাযুক্ত দ্বারকাকে সাক্ষাৎ দেখিতেছি সে স্থলে কৃতকার্য্য তোমার-কর্ত্তৃক আনিবার ইচ্ছা হইলে আসিবও।।৩৯।।

নমোঽস্তু তে মহাযোগিন্ প্রপন্নমনুশাধি মাম্।
যথা ত্বচ্চরণাম্ভোজে রতিঃ স্যাদনপায়িনী।। ৪০।।

অন্বয়ঃ—(হে) মহাযোগিন্! তে (তুভ্যং) নমঃ অস্তু যথা (যেনোপায়েন) ত্বচ্চরণাম্ভোজে (ভবদীয়পাদপদ্মে) অনপায়িনী রতিঃ (নিত্যাসক্তিঃ) স্যাৎ (ভবেৎ) প্রপন্নম্ (আশ্রিতং) মাং (তথা) অনুশাধি (অনুশিক্ষয়)।।৪০।।

অনুবাদ—হে মহাযোগিন্! আমি আপনার উদ্দেশ্যে প্রণাম করিতেছি। হে দেব! যেরূপ ভবদীয় পাদপদ্ম-যুগলে নিত্যকাল আসক্তি বর্ত্তমান থাকে, এই আশ্রিত জনকে সেরূপ শিক্ষা প্রদান করুন্।। ৪০।।

বিশ্বনাথ— হে মহাযোগিন্, মহাযোগবলেন সর্ব্বত্রৈব মাং স্বানুভাবনয়া আনন্দয়িতুং প্রবৃত্ত।। ৪০।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— হে মহাযোগী! মহাযোগবল দ্বারা সর্ব্বত্রই আমাকে নিজ অনুভবদ্বারা আনন্দদান করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছ।। ৪০।।

শ্রীভগবানুবাচ—

গচ্ছোদ্ধব ময়াদিষ্টো বদর্য্যাখ্যং মমাশ্রমম্।
তত্র মৎপাদতীর্থোদে স্নানোপস্পর্শনৈঃ শুচিঃ।। ৪১।।
ঈক্ষয়ালকনন্দায়া বিধূতাশেষকল্মষঃ।
বসানো বল্কলান্যঙ্গ বন্যভুক্ সুখনিস্পৃহঃ।। ৪২।।
তিতিক্ষুর্দ্বন্দ্বমাত্রাণাং সুশীলঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ।
শান্তঃ সমাহিতধিয়া জ্ঞানবিজ্ঞানসংযুতঃ।। ৪৩।।
মত্তোঽনুশিক্ষিতং যৎ তে বিবিক্তমনুভাবয়ন্।
ময্যাবেশিতবাক্‌চিত্তো মদ্ধর্ম্মনিরতো ভব।
অতিব্রজ্য গতীস্তিস্রো মামেষ্যসি ততঃ পরম্।। ৪৪।।

অন্বয়ঃ— শ্রীভগবান্ উবাচ,—অঙ্গ! (হে) উদ্ধব! ময়া আদিষ্টঃ (উপদিষ্টস্ত্বং) মম বদর্য্যাখ্যং আশ্রমং (বদরিকাক্ষেত্রং) গচ্ছ তত্র (আশ্রমে) মৎপাদতীর্থোদে (মদীয়পাদতীর্থোদকে) স্নানোপস্পর্শনৈঃ (স্নানাচমনৈঃ) শুচিঃ (পবিত্রঃ) অলকনন্দায়াঃ (গঙ্গায়াঃ) ঈক্ষয়া (দর্শনেন) বিধূতাশেষকল্মষঃ (সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তঃ) বল্কলানি বসানঃ (পরিদধানঃ) বন্যভুক্ (বনজাতফলমূলাহারী) সুখনিঃস্পৃহঃ দ্বন্দ্বমাত্রাণাং (শীতোষ্ণাদিবিষয়াণাং) তিতিক্ষুঃ (সহনশীলঃ) সুশীলঃ (আর্জ্জবাদিস্বভাবঃ) সংযতেন্দ্রিয়ঃ শান্তঃ জ্ঞানবিজ্ঞানসংযুতঃ (সন্) তে (ত্বয়া) মত্তঃ (মৎ-সমীপাৎ) যৎ অনুশিক্ষিতং (জ্ঞাতং তৎ) সমাহিতধিয়া (একাগ্রচিত্তেন)বিবিক্তং (রহস্যম্) অনুভাবয়ন্ (অনুক্ষণং

চিন্তয়ন্) ময়ি (শ্রীকৃষ্ণে) আবেশিতবাক্‌চিত্তঃ (সমর্পিত-বাঙ্মনোব্যাপারঃ) মদ্ধর্ম্মনিরতঃ (মদীয়ভক্তিপরঃ) ভব (তেন চ) তিস্রঃ (ত্রিগুণাত্মিকাঃ) গতীঃ (স্থানানি) অতিব্রজ্য (অতিক্রম্য) ততঃ পরং (ত্রিগুণাতীতং) মাম্ এষ্যসি (মৎ-সমীপমাগমিষ্যসি)।। ৪১-৪৪।।

অনুবাদ— শ্রীভগবান্ বলিলেন,— হে উদ্ধব! তুমি আমার আদেশানুসারে বদরিকাশ্রমে গমনপূর্ব্বক মদীয় পাদসম্ভূত তীর্থজলে স্নানাচমন-দ্বারা পবিত্র ও গঙ্গাদেবীর দর্শনে সর্ব্বপাপবিমুক্ত হইয়া বল্কলবসনধারী, বন্যফল-মূলাহারী, সুখনিঃস্পৃহ, শীতোষ্ণাদিদ্বন্দ্বভাবসহিষ্ণু, সুশীল, জিতেন্দ্রিয়, শান্ত এবং জ্ঞানবিজ্ঞানযুক্ত হইয়া নির্জ্জনে অনুক্ষণ আমার নিকট হইতে শিক্ষিত তত্ত্ব বিষয়ের চিন্তা-সহকারে আমার প্রতি বাচনিক ও মানসিক বৃত্তিসমূহের সমর্পণ করিয়া মদীয় ভক্তিধর্ম্মে রত হইবে। তাহা হইলে ত্রিগুণাত্মক স্থানসমূহ অতিক্রম পূর্ব্বক তদতীত মৎসামীপ্য লাভে সমর্থ হইবে।। ৪১-৪৪।।

বিশ্বনাথ— ভো উদ্ধব, সর্ব্বযাদবেষু মৎপরিকরেষু মধ্যে মত্তুল্যত্বাৎ ত্বমেব মৎপ্রতিমূর্ত্তিরসি "নোদ্ধবোঽণ্বপি মন্ন্যূনো যদ্‌গুণৈর্নার্দিতঃ প্রভুঃ। অতো মদ্বয়ুনং লোকং গ্রাহয়ন্নিহ তিষ্ঠতু" ইতি মদুক্তেরতো যৎ কৃত্যমহং স্বেন সাধয়ামি তত্ত্বয়া সাধয়িতুং শক্নোম্যত এব পূর্ব্বং ব্রজভূমিং প্রতি ত্বমেব প্রস্থাপিতো যথা, তথৈব সম্প্রতি ত্বাং বদরিকা-শ্রমং প্রস্থাপয়িতুমিচ্ছামি। তত্র হি মদংশশ্রীনরনারায়ণাদি-মহামুনীন্দ্রা মাং দিদৃক্ষন্তে। মিথিলাদিভূতলপ্রদেশসুতল-বৈকুণ্ঠাদীন্ পূর্ব্বং গতবতা ময়া তত্রতত্রস্থাঃ শ্রুতদেব-বহুলাশ্ববলিবৈকুণ্ঠনাথাদ্যা মাং দিদৃক্ষবঃ স্বদর্শনদানেন স্বীয়জ্ঞানাদ্যুপদেশেন চ তে কৃতার্থীকৃতাঃ, তথাধুনা বদরিকা-শ্রমো গন্তুং ন শক্যতে, সপাদশতবর্ষরূপস্বাবতারমর্য্যাদা-ময়স্য সম্প্রতি সমাপ্তীভূতত্বাদতোঽধুনা 'প্রপন্নমনুশাধি মামি'তি যদি মাং প্রার্থয়সে, তর্হি ইয়মেব সম্প্রতি মমা-জ্ঞেতি মনসৈব সংলপ্য প্রকটমাহ—গচ্ছেতি। হে উদ্ধবেতি ত্বমন্বর্থসংজ্ঞত্বাৎ সদৈব সর্ব্বজনোৎসবপ্রদো ভবস্যে-বাধুনা তু স্বনিষ্ঠজ্ঞানবৈরাগ্যাদিস্বশক্তিপ্রদানেনাপি ত্বং তত্র জনোৎসববিশেষপ্রদোঽপি ময়া কৃত ইতি ভাবঃ। ঈক্ষয়া স্বকর্ত্তৃকাবলোকনেনৈব অলকনন্দায়া বিধূতং খণ্ডিতম-শেষকল্মষং যেন সঃ। 'তেত্বাস্তে হ্যঘভিদ্ধরি'—রিতি নব-মোক্তেরুদ্ধবস্য সর্ব্ববৈষ্ণবাগ্রগণ্যত্বাদত্রাশেষমিতি পদমু-পন্যস্তম্। মত্তঃ সকাশাৎ যদ্ ভক্তিজ্ঞানবৈরাগ্যাদিকমনু-শিক্ষিতং তত এব বিবেকং বিবেকবিশেষং অনুভাবয়ন্ তত্রত্য শ্রীনরনারায়ণাদীংস্তাং পৃচ্ছত ইতি শেষঃ। ময্যাবে-শিতবাক্‌চিত্তত্বাদেব মদ্ধর্ম্মা মন্নিষ্ঠা যে বুদ্ধিপ্রতিভা-সর্ব্বজ্ঞত্বসর্ব্বশক্তিত্বাদয়স্তন্নিরতস্তদুদ্‌যুক্তো ভবেতি। তত্তৎসমাধানযোগ্যতার্থমাশীর্ব্বাদঃ কৃতঃ। ততশ্চ তিস্রস্ত্রি-গুণাত্মিকা গতীরতিব্রজ্য তত্রত্যান্ মুনীন্ গুণত্রয়গতীরতি-ক্রান্তান্ কৃত্বেত্যর্থঃ। নিষ্পাদিতমদাদেশো মামেষ্যসি যোগবলেন ময়ৈবান্বেষ্যমাণস্ত্বমত্রৈব মৎসমীপমাগমিষ্য-সীত্যর্থঃ।। ৪১-৪৪।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— হে উদ্ধব সকল যাদব পরিকর-গণের মধ্যে আমার তুল্যহেতু তুমি আমার প্রতিমূর্ত্তি হও। আমার উক্তি আছে শ্রীউদ্ধব আমা হইতে বিন্দুমাত্রও ন্যূন নহে, যাহার গুণসমূহ দ্বারা অতএব আমার জ্ঞান ইহলোকে সকলকে গ্রহণ করাইয়া এইস্থানেই অবস্থান করুক। অতএব যে কার্য্য আমি নিজের দ্বারা সাধন করিতে। ইচ্ছা করি, তাহা তোমার দ্বারাই সাধন করাইতে পারিব। অতএব পূর্ব্বে যেমন ব্রজভূমিতে তোমাকেই পাঠাইয়াছিলাম, সেইরূপই সম্প্রতি তোমাকে বদরিকা-শ্রমে পাঠাইতে ইচ্ছা করি। সেইস্থানে আমার অংশ শ্রীনারায়ণ আদি মহামুনীন্দ্রগণ আমাকে দেখিবার জন্য ইচ্ছা করেন। মিথিলাদি ভূতল প্রদেশে, সুতল প্রদেশে এবং বৈকুণ্ঠাদিতে পূর্ব্বে গিয়া আমি সেই সেই স্থলে শ্রুতদেব, বহুলাশ্ব, বলী, বৈকুণ্ঠনাথ আদি আমার দর্শন ইচ্ছুগণকে নিজ দর্শনদান দ্বারা এবং নিজজ্ঞান উপদেশ-দ্বারা তাহাদিগকে কৃতার্থ করিয়াছি। সেইরূপ এখন বদরিকা-শ্রমে যাইতে পারিতেছি না। একশত পঁচিশ বৎসর আমার অবতারের সময় শেষ হইয়া গিয়াছে। অতএব এখন তুমি প্রার্থনা করিতেছ শরণাগত আমাকে সেবার আদেশ করুন,

তাহা হইলে ইহাই এখন আমার আজ্ঞা, ইহা মনেই সংকল্প করিয়া স্পষ্ট করিয়া বলিতেছেন—হে উদ্ধব! তোমার নাম যথার্থই, সকল সময়েই সর্ব্বজনের উৎসব আনন্দপ্রদ তুমি হইতেছ। কিন্তু এখন নিজনিষ্ঠ জ্ঞান-বৈরাগ্যাদি নিজ-শক্তি প্রদান দ্বারাও তুমি বদরিকাশ্রমে গিয়া সেইখানের জনগণকে বিশেষ আনন্দ প্রদান কর, ইহাই আমার কার্য্য—ইহাই ভাবার্থ।

দর্শনদ্বারা নিজ কৃত অবলোকন দ্বারাই অলকানন্দা নদীর অশেষ পাপ ধৌত কর, 'সেই সমূহে পাপ নাশক হরি আছেন' ইহা নবমস্কন্ধে বলা হইয়াছে। শ্রীউদ্ধব সর্ব্ব বৈষ্ণব অগ্রগণ্যহেতু এস্থলে অশেষ পদটি দেওয়া হইয়াছে। আমার নিকট হইতে যে ভক্তিজ্ঞান-বৈরাগ্যাদি শিক্ষা লাভ করিয়াছ, তাহা হইতেই বিশেষ বিবেক অনুভব করাইয়া বদরিকাশ্রমস্থিত শ্রীনরনারায়ণাদিকে শ্রবণ করাও, তোমাকে তাহারা জিজ্ঞাসা করিবেন। আমাতে আবিষ্ট বাক্য ও চিত্তহেতু আমা-নিষ্ঠ যে বুদ্ধি প্রতিভা সর্ব্বজ্ঞতা সর্ব্বশক্তি আদি তাহা সর্ব্বদা যুক্ত হও। সেই সেই সমাধান যোগ্যতা প্রাপ্তির জন্য আশীর্ব্বাদ করিলাম। অনন্তর ত্রিগুণাত্মিকা গতি অতিক্রম করিয়া, সেইস্থলে স্থিত মুনিগণকে ত্রিগুণাতীত কর। আমার আদেশ সম্পন্ন করিয়া আমার নিকট আসিবে, অর্থাৎ যোগবলে আমাকর্ত্তৃক অন্বেষণ হইলে তুমি এইখানেই আমার নিকটে আসিবে।।৪১-৪৪

বিবৃতি— রজ-সত্ত্ব-তমোগুণত্রয় অবলম্বন করিবার পরিবর্ত্তে যিনি গুণাতীত কেবল ভক্তিধর্ম্ম অবলম্বন করেন, তিনিই পরম গতিলাভে সমর্থ হন, অন্যে নহে; যেহেতু ব্যক্তিগণের ইতরবস্তুর প্রয়াসই অন্যাভিলাষ।। ৪১-৪৪।।

শ্রীশুক উবাচ—

স এবমুক্তো হরিমেধসোদ্ধবঃ
প্রদক্ষিণং তং পরিসৃত্য পাদয়োঃ।
শিরো নিধায়াশ্রুকলাভিরার্দ্রধী-
ন্যষিঞ্চদদ্বন্দ্বপরোঽপ্যপক্রমে।। ৪৫।।

অন্বয়ঃ— শ্রীশুকঃ উবাচ—সঃ উদ্ধবঃ হরিমেধসা (সংসারং হরতি মেধা যস্য তেন শ্রীকৃষ্ণেন) এবম্ উক্তঃ (সন্) তং (শ্রীকৃষ্ণং) প্রদক্ষিণং পরিসৃত্য (প্রদক্ষিণীকৃত্য) পাদয়োঃ (শ্রীকৃষ্ণপদযুগলে) শিরঃ নিধায় (সংস্থাপ্য) অদ্বন্দ্বপরঃ (সুখদুঃখাদিবিনির্ম্মুক্তঃ) অপি অপক্রমে (নির্গমনসময়ে) আর্দ্রধীঃ (বিয়োগবিহ্বলচিত্তঃ সন্) অশ্রুকলাভিঃ (নেত্রবাষ্পবিন্দুভিঃ) ন্যষিঞ্চৎ (পদযুগলমভিষিক্তবান্)।। ৪৫।।

অনুবাদ— শ্রীশুকদেব বলিলেন,— হে রাজন্! শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক এরূপ আদিষ্ট হইয়া উদ্ধব তাহাকে প্রদক্ষিণ ও পদযুগল মস্তকে ধারণ করিলেন। অনন্তর তিনি স্বভাবতঃ দ্বন্দ্বদুঃখসহিষ্ণু হইয়াও নির্গমনসময়ে বিরহকাতর-চিত্তে নেত্রবাষ্পবিন্দুদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের চরণযুগল অভিষিক্ত করিয়াছিলেন।। ৪৫।।

বিশ্বনাথ—হরিমেধসা প্রেম্না মনো হরন্তী মেধা যস্য তেন, অপক্রমে ততোঽপসৃতিসময়ে অদ্বন্দ্বপরোঽপি প্রেমমূলকশোকমোহাদিদ্বন্দ্ববিশিষ্টোঽভূদিত্যর্থঃ।। ৪৫।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— শ্রীশুকদেব বলিলেন,— হে মহারাজ! শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক এইরূপ আদেশ প্রাপ্ত হইয়া শ্রীহরিপ্রেমে মনোহরণকারী যাহার মেধা, এমন উদ্ধব শ্রীকৃষ্ণের নিকট হইতে চলিয়া যাইবার সময় প্রেমমূলক শোক মোহাদি দন্দ্ব বিশিষ্ট হইলেন, প্রাকৃত শোক মোহাদি দন্দ্ব রহিত হইয়াও।। ৪৫।।

সুদুস্ত্যজস্নেহবিয়োগকাতরো
ন শক্নুবংস্তং পরিহাতুমাতুরঃ।
কৃচ্ছ্রং যযৌ মূর্দ্ধনি ভর্ত্তৃপাদুকে
বিভ্রন্নমস্কৃত্য যযৌ পুনঃ পুনঃ।। ৪৬।।

অন্বয়ঃ— সুদুস্ত্যজস্নেহবিয়োগকাতরঃ (সুদুস্ত্যজঃ স্নেহো যস্মিন্ তেন বিয়োগাৎ কাতরো ভীতস্ততশ্চ) তং (শ্রীকৃষ্ণং) পরিহাতুং (ত্যক্তুং) ন শক্নুবন্ (অসমর্থঃ) আতুরঃ (অতিবিহ্বলঃ সন্) কৃচ্ছ্রং (কষ্টং) যযৌ (প্রাপ্ত-

স্ততশ্চ) ভর্ত্তৃপাদুকে (তেনৈব কৃপয়া দত্তং পাদুকাযুগলং) মূর্দ্ধ্নি(মস্তকে) বিভ্রৎ (ধারয়ন্) পুনঃ পুনঃ (তং) নমস্কৃত্য যযৌ (বদরিকাশ্রমং প্রতি গতবান্)।। ৪৬।।

অনুবাদ— তিনি সুদুস্ত্যজ স্নেহবশতঃ শ্রীকৃষ্ণ-বিরহে কাতর হইয়া তাঁহাকে পরিত্যাগ করিতে সামর্থ্য না থাকায় বিহ্বলভাবে অতিশয় কষ্ট পাইতে লাগিলেন। অনন্তর পাদুকাযুগল মস্তকে ধারণ ও পুনঃ পুনঃ তাঁহাকে নমস্কার করিয়া বদরিকাশ্রমাভিমুখে যাত্রা করিলেন।। ৪৬

বিশ্বনাথ— ততশ্চ ভর্ত্তৃপাদুকে তেনৈব কৃপয়া দত্তে মূর্দ্ধ্নিবিভ্রৎ অতিনির্ব্বন্ধরূপয়া তদাজ্ঞয়া তং পুনঃ পুনর্নম-স্কৃত্য যযৌ। তত্র গচ্ছন্নপি তৃতীয়স্কন্ধোপক্রমোক্তকথা-নুসারেণ পুনরপি পরাবৃত্ত্য ভগবন্তমেকান্তে দৃষ্ট্বা সন্ধি-গ্ধমর্থান্ পৃষ্টা তদুত্তরাধিগতসমস্তভগবল্লীলাতত্ত্বসিদ্ধান্তো বিদ্রাবিতো মোহমহান্ধকারঃ ইত্যাদুক্তা পুনরপি তদাজ্ঞয়া যয়াবিতি দ্রষ্টব্যম্।। ৪৬।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— অতঃপর প্রভুর পাদুকাযুগল তিনিই স্বয়ং কৃপা পূর্ব্বক দান করিলে তাহা মস্তকে ধারণ করিয়া তাহার নির্ব্বন্ধরূপ আজ্ঞা পালন জন্য তাঁহাকে পুন পুন নমস্কার করিয়া চলিলেন। সেখানে গমনকালে তৃতীয়স্কন্ধে প্রথমে উক্ত কথা অনুসারে পুনরায় ফিরিয়া ভগবানকে নির্জ্জনে দর্শন করিয়া মনের সংশয় সমূহ জিজ্ঞাসা করিয়া তাহার উত্তর লাভ করিয়া, সমস্ত ভগবৎ লীলাতত্ত্ব সিদ্ধান্ত বিরহ সন্তপ্ত উদ্ধব মোহরূপ মহা অন্ধকার—এই বলিয়া পুনরায় কৃষ্ণের আজ্ঞায় চলিলেন।।

ততস্তমন্তর্হৃদি সন্নিবেশ্য
গতো মহাভাগবতো বিশালাম্।
যথোপদিষ্টাং জগদেকবন্ধুনা
ততঃ সমাস্থায় হরেরগাদ্গতিম্।। ৪৭।।

অন্বয়ঃ— ততঃ (অনন্তরং) মহাভাগবতঃ (পরম-ভক্তঃ সঃ) তং (শ্রীকৃষ্ণং) অন্তঃ হৃদি (হৃদয়মধ্যে) সন্নি-বেশ্য (সংস্থাপ্য) বিশালাং (বদরিকাশ্রমং) গতঃ (সন্) তপঃ সমাস্থায় (অবলম্ব্য) জগদেকবন্ধুনা (শ্রীকৃষ্ণেন) যথোপদিষ্টাং (যথোক্তাং) হরেঃ গতিং (সামীপ্যম্) অগাৎ (প্রাপ্তঃ)।। ৪৭।।

অনুবাদ— অনন্তর মহাভাগবত উদ্ধব হৃদয়মধ্যে শ্রীকৃষ্ণকে সংস্থাপিত করিয়া বদরিকাশ্রমে গমনপূর্ব্বক তপস্যার অনুষ্ঠান করিয়া শ্রীকৃষ্ণের আদিষ্ট তদীয় গতি লাভ করিয়াছিলেন।। ৪৭।।

বিশ্বনাথ— বিশালাং বদরিকাশ্রমং হরের্হেতোরেব গতিং অগাৎ দ্বারকাং প্রতি গমনমপি।। ৪৭।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— বিশালা অর্থাৎ বদরিকাশ্রমে শ্রীহরির দর্শন হেতুই গিয়া পুনরায় দ্বারকায় ফিরিয়া আসিলেন।। ৪৭।।

য এতদানন্দসমুদ্রসম্ভৃতং
জ্ঞানামৃতং ভাগবতায় ভাষিতম্।
কৃষ্ণেন যোগেশ্বরসেবিতাঙ্ঘ্রিণা
সচ্ছ্রদ্ধয়াসেব্য জগদ্বিমুচ্যতে।। ৪৮।।

অন্বয়ঃ— যঃ (জনঃ) যোগেশ্বরসেবিতাঙ্ঘ্রিণা (যোগেশ্বরৈর্ব্রহ্মাদিভিরপি সেবিতঃ পূজিতোঽঙ্ঘ্রিঃ পাদো যস্য তেন) কৃষ্ণেন ভাগবতায় (ভক্তায়োদ্ধবায়) ভাষিতম্ (উপদিষ্টম্) এতৎ আনন্দসমুদ্রসম্ভৃতম্ (আনন্দসমুদ্রো ভগবদ্ভক্তিমার্গস্তস্মিন্ সম্ভৃতমেকীকৃতং) জ্ঞানামৃতং সচ্ছ্রদ্ধয়া (পরমশ্রদ্ধয়া) আসেব্য ঈষদপি সেবিত্বা বর্ত্ততে স বিমুচ্যতে (বিমুক্তং ভবতি)।। ৪৮।।

অনুবাদ— যিনি ব্রহ্মাদি যোগেশ্বরগণের আরাধ্য শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক পরমভক্ত উদ্ধবের প্রতি উপদিষ্ট ভগবদ্ভক্তিমার্গসম্মিশ্রিত এই জ্ঞানামৃত পরমশ্রদ্ধার সহিত কিঞ্চিন্মাত্র সেবা করেন, তাঁহার সঙ্গ বশতঃ সমস্ত জগৎ মুগ্ধ হইয়া থাকে; সুতরাং তাঁহার মুক্তিবিষয়ে আর বক্তব্য কি? ৪৮।।

বিশ্বনাথ— আনন্দসমুদ্রো ভগবদ্ভক্তিযোগস্তেন সম্ভৃতং সম্যগ্ধৃতং এতৎ যঃ সচ্ছ্রদ্ধয়া আসেব্য ঈষদপি

সেবিত্বা বর্ত্ততে স বিমুচ্যত ইতি কিং বক্তব্যং তৎসঙ্গেন জগদপি বিমুচ্যত ইত্যর্থঃ।। ৪৮।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— আনন্দ সমুদ্র ভগবৎ ভক্তিযোগ তাহাদ্বারা পরিপূর্ণ এই যে অধ্যায়, উত্তম শ্রদ্ধার সহিত ঈষৎও সেবা করিয়া যিনি বর্ত্তমান থাকেন, তিনিই প্রেম-ভক্তি লাভ করিয়া মুক্ত হন। ইহা আর কি বলিব সেই-ব্যক্তির সঙ্গেও এইজগৎ বিমুক্ত হয় অর্থাৎ প্রেমভক্তি লাভ করে।। ৪৮।।

বিবৃতি— ভগবদ্ভক্তের শ্রদ্ধাপূর্ব্বক সেবা করিলে জীবের সংসারমোচন ও ভগবদ্ভক্তিলাভ ঘটে।। ৪৮।।

ভবভয়মপহন্তুং জ্ঞানবিজ্ঞানসারং
নিগমকৃদুপজহ্রে ভৃঙ্গবদ্বেদসারম্।
অমৃতমুদধিতশ্চাপায়য়দ্ভৃত্যবর্গান্
পুরুষমৃষভমাদ্যং কৃষ্ণসংজ্ঞং নতোঽস্মি।। ৪৯।।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামেকাদশস্কন্ধে শ্রীভগবদুদ্ধবসংবাদে উদ্ধবস্য বদর্য্যাশ্রম-প্রবেশো নামৈকোনত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।।

অন্বয়ঃ— (যঃ) নিগমকৃৎ (বেদবিধাতা শ্রীকৃষ্ণঃ) ভবভয়ং (জীবানাং সংসারভয়ম্) অপহন্তুং (নাশয়িতুং) ভৃঙ্গবৎ (ভৃঙ্গ ইব) জ্ঞানবিজ্ঞানসারং (জ্ঞানবিজ্ঞানরূপঞ্চ তৎ সারং শ্রেষ্ঠঞ্চ) বেদসার (তথা) উদধিতঃ (সমুদ্রাৎ) অমৃতং চ (সুধাঞ্চ) উপজহ্রে (উদ্ধৃতবান্ কিঞ্চ) ভৃত্যবর্গান্ (স্বসেবকান্ তদ্দ্বয়ম্) অপায়য়ৎ (পায়য়ামাস চ তম্) ঋষভং (শ্রেষ্ঠম্) আদ্যম্ (আদিকারণং) কৃষ্ণসংজ্ঞং পুরুষং নতঃ অস্মি (প্রণমামি)।। ৪৯।।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে উনত্রিংশাধ্যায়স্যান্বয়ঃ।।

অনুবাদ— বেদবিধানকারী যে শ্রীকৃষ্ণ জীবগণের সংসারভয়-বিনাশের জন্য নিখিল বেদ হইতে ভৃঙ্গের ন্যায় তদীয় সারভাগস্বরূপ এই ভক্তিরসামৃত এবং সমুদ্র হইতে অমৃত উদ্ধৃত করিয়া সেবকগণকে পূর্ব্বোক্ত উভয় প্রকার অমৃত পান করাইয়াছেন, আমি জগতের আদিকারণ কৃষ্ণসংজ্ঞক সেই পুরুষোত্তমকে প্রণাম করিতেছি।।৪৯

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে উনত্রিংশাধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

বিশ্বনাথ— সর্ব্বান্তে জগদ্গুরুং প্রণমতি,— ভবভয়মিতি। বেদেভ্যঃ সারং উপজহ্রে উদ্ধৃতবান্। নম্বন্যে মুনয়ো দর্শনকর্ত্তারো বেদসারমুপজহ্রুরেব? সত্যং তে দুর্গমস্য বেদস্য তাৎপর্য্যং ন সম্যগভিজানন্তীতি ন তদ্বাক্যং বিশ্বস্যতে; অয়ং ভগবাংস্তু ন তথেত্যাহ, নিগমকৃদিতি। যো হি যচ্ছাস্ত্রস্য কর্ত্তা স এব খল্বতিদুর্গমস্যাপি তস্যার্থং জানন্ত্যেবেতি ভাবঃ। ভৃঙ্গবদিতি বেদপুষ্পোদ্যানস্য মকরন্দমিত্যর্থঃ। ভৃত্যবর্গান্ অপায়য়ৎ। অভক্তানসুরাংস্তু বঞ্চয়ামাসেতি দৃষ্টান্তাভিপ্রায়েণাহ অমৃতং উদাধিতশ্চ উদধিসারমিত্যর্থঃ। মোহিনীরূপেণ ভৃত্যবর্গান্ দেবানেবা-পায়য়ৎ অসুরাংস্তু বঞ্চয়ামাসৈব তং নতোঽস্মি।। ৪৯।।

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।
একাদশস্যোনত্রিংশেঃ সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্।।

ইতি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি ঠক্কুরকৃতা শ্রীভাগবতে একাদশ-স্কন্ধে উনত্রিংশোঽধ্যায়স্য সারার্থদর্শিনী টীকা সমাপ্তা।

টীকার বঙ্গানুবাদ—সর্ব্বশেষে জগৎগুরুকে শ্রীশুক-দেব প্রণাম করিতেছেন—যিনি বেদসমূহ হইতে সার উত্থিত করিয়াছেন। প্রশ্ন! অন্য দর্শন কর্ত্তা মুনিগণ বেদসার উদ্ধৃত করিয়াছেন? সত্য, তাহারা উত্তম বেদের তাৎপর্য্য সম্পূর্ণ জানে না এই বাক্যের প্রতি তাহাদের বিশ্বাস নাই এই ভগবান্ কিন্তু সেইরূপ নহেন। যিনি যে শাস্ত্রের কর্ত্তা তিনিই অতিদুর্গম হইলেও তাহার অর্থ তিনিই জানেন। ভ্রমরের ন্যায় বেদপুষ্পের বাগান হইতে মধু আহরণ করিয়া ভক্তগণকে পান করাইয়াছেন তিনি। অভক্ত অসুরগণকে কিন্তু বঞ্চনা করিয়াছেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলিতেছেন—যেমন সমুদ্র মন্থনকালে সমুদ্রের সার অমৃত উঠাইয়া মোহিনী-রূপে দেবগণকে দান করাইয়াছিলেন, কিন্তু অসুরগণকে বঞ্চনা করাইয়াছিলেন। সেই শ্রীকৃষ্ণ নামক আদি পুরুষ শ্রেষ্ঠকে প্রণাম করি।। ৪৯।।

ইতি ভক্তগণের চিত্তের আনন্দদায়িনী সারার্থ-দর্শিনীতে একাদশস্কন্ধে উনত্রিংশ অধ্যায় সাধুগণের সঙ্গে সমাপ্ত হইলেন।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশ স্কন্ধে উনত্রিংশ অধ্যায়ের শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর কৃতা সারার্থ দর্শিনী টীকার অনুবাদ সমাপ্ত হইলেন।

মধ্ব—

ইতি শ্রীমদানন্দতীর্থ ভগবৎপাদাচার্য্য বিরচিতে
শ্রীমদ্ভাগবতৈকাদশস্কন্ধ তাৎপর্য্যে
উনত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।।২৪।।

তথ্য—

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশস্কন্ধের উনত্রিংশ
অধ্যায়ের তথ্য সমাপ্ত।

বিবৃতি— কৃষ্ণই পুরুষোত্তম—অনাদি বস্তু। তিনি উপদেশসূত্রে জীবের সংসার ভয় নিবারণ করেন। সেবা-বিমুখ জীবগণকে জ্ঞানবিজ্ঞানসার কৃষ্ণপ্রেমা প্রদান করেন। তিনি বেদশাস্ত্রের প্রণেতা এবং ভৃঙ্গতুল্য সারগ্রাহী বৈষ্ণব-গণকে সকল বেদসার প্রদান করেন। সকল ইতর-ধর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক তাঁহার শরণগ্রহণই সকল জীবের এক-মাত্র অবলম্বনীয়।। ৪৯।।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশস্কন্ধের উনত্রিংশ
অধ্যায়ের বিবৃতি সমাপ্ত।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশস্কন্ধের উনত্রিংশ অধ্যায়ের গৌড়ীয়-ভাষ্য সমাপ্ত।

ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ

শ্রীরাজোবাচ—

ততো মহাভাগবত উদ্ধবে নির্গতে বনম্।
দ্বারবত্যাং কিমকরোদ্ভগবান্ ভূতভাবনঃ।। ১।।

গৌড়ীয় ভাষ্য

ত্রিংশ অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে শ্রীভগবানের লীলোপসংহার উদ্দেশ্যে যদুকুলধ্বংসের কথা উল্লিখিত হইয়াছে।

উদ্ধবের বদরিকাশ্রমে প্রস্থানের পর শ্রীকৃষ্ণ নানা-বিধ অশুভ মহোৎপাতের আবির্ভাব দর্শন করিয়া যাদব-গণকে দ্বারকাপরিত্যাগপূর্ব্বক সরস্বতীতীরে প্রভাসে গমন করিয়া অমঙ্গলোপশমার্থ স্বস্ত্যয়নাদি অনুষ্ঠানের উপদেশ করিলেন। তদনুসারে সকলে তথায় গমন করিয়া উৎসবে মত্ত হইলেন এবং কৃষ্ণমায়াক্রমে মদ্যপানে মত্ত ও বিলুপ্তবুদ্ধি হইয়া পরস্পর কলহযুদ্ধে মাতিয়া উঠিলেন। ফলে সকলেই নিহত হইলেন। তখন শ্রীবলদেব সমুদ্র-বেলায় যোগবলে প্রপঞ্চত্যাগ করিলেন। বলদেবের নির্য্যাণ-দর্শনে ভূতলে মৌনভাবে উপবিষ্ট শ্রীকৃষ্ণের দক্ষিণপদতল জরানামক এক ব্যাধ মৃগভ্রমে শরবিদ্ধ করিল। ব্যাধ পরে নিজভ্রম বুঝিতে পারিয়া শ্রীকৃষ্ণের পদতলে পতিত হইয়া দণ্ড প্রার্থনা করিলে—শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার নিজ ইচ্ছাক্রমে এইরূপ সংঘটন হইয়াছে বলিয়া ব্যাধকে স্বর্গে প্রেরণ করিলেন। কৃষ্ণসারথি দারুক আসিয়া শ্রীকৃষ্ণকে তদবস্থ দর্শন করিয়া শোক করিতে থাকিলে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে যদুকুলের ধ্বংসবার্ত্তা জ্ঞাপনের জন্য দ্বারকায় প্রেরণ করি-লেন এবং দ্বারকা পরিত্যাগপূর্ব্বক দ্বারকাবাসী সকলকে লইয়া ইন্দ্রপ্রস্থে যাইবার উপদেশ দিলেন। দারুক সেই আদেশ পালন করিলেন।

অন্বয়ঃ— শ্রীরাজা উবাচ,—ততঃ মহাভাগবতে উদ্ধবে বনং (বদরিকাশ্রমং) নির্গতে (আশ্রিতে সতি) ভূত-

ভাবনঃ (নিখিলভূতপালকঃ) ভগবান্ (শ্রীকৃষ্ণঃ) দ্বারবত্যাং কিম্ অকরোৎ (অনুষ্ঠিতবান্ তদ্‌বদ)।।১।।

অনুবাদ— শ্রীপরীক্ষিত বলিলেন,— হে মুনিবর! মহাভাগবত উদ্ধব বদরিকাশ্রমে গমন করিলে নিখিলভূতপালক ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকায় কোন্ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলেন, তাহা বর্ণন করুন।। ১।।

বিশ্বনাথ—

দেবরূপান্ যদূংস্ত্রিংশে প্রভাসং যাপিতান্ প্রভুঃ।
সংহৃত্য স্বর্গং প্রস্থাপ্য বৈকুণ্ঠং স্বাংশতোঽব্রজৎ।। ১।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— এই ত্রিংশ অধ্যায়ে প্রভু শ্রীকৃষ্ণ দেবরূপী যদুগণকে প্রভাসে পাঠাইয়া সংহার পূর্ব্বক স্বর্গে পাঠাইয়া নিজ এক অংশে বৈকুণ্ঠে গেলেন।। ১।।

ব্রহ্মশাপোপসংসৃষ্টে স্বকুলে যাদবর্ষভঃ।
প্রেয়সীং সর্ব্বনেত্রাণাং তনুং স কথমত্যজৎ।। ২।।

অন্বয়ঃ— স্বকুলে (স্বস্য কুলে বংশে) ব্রহ্মশাপোপসংসৃষ্টে (ব্রহ্মশাপেনাক্রান্তে সতি) সঃ যাদবর্ষভঃ (যাদবশ্রেষ্ঠঃ শ্রীকৃষ্ণস্তৎশাপবচনসম্মানার্থং) সর্ব্বনেত্রাণাং (সর্ব্বেষাং জনানাং নেত্রাণাং সর্ব্বেন্দ্রিয়াণামিত্যর্থঃ) প্রেয়সীম্ (আনন্দপ্রদত্বেনাতিপ্রিয়াং) তনুং (শ্রীবিগ্রহং) কথং (কেন প্রকারেণ) অত্যজৎ (লোকনয়নমার্গাদদৃশ্যং চকারেতি বদ)।। ২।।

অনুবাদ— ব্রহ্মশাপে নিজবংশ আক্রান্ত হইলে যাদবোত্তম ভগবান্ তাদৃশ শাপবচনের সম্মানার্থ কিরূপে সর্ব্বজননয়নমনোরম অতিপ্রিয় শ্রীবিগ্রহ পরিত্যাগ করিলেন, তাহা অনুগ্রহপূর্ব্বক বর্ণন করুন।। ২।।

বিশ্বনাথ— ব্রহ্মশাপেন উপসংসৃষ্টে উপসংহৃতে সতি সর্ব্বেষাং নেত্রাণাং, সর্ব্বস্য মহাদেবস্যাপি নেত্রাণাং প্রেয়সীং অতিপ্রিয়াং তনুং কথমত্যজৎ। কেষাঞ্চিন্মুনীনাং মতে যৎ তস্য তনুত্যাগঃ শ্রূয়তে, তৎ কথং সম্ভবেন্নৈব সংভবেদিত্যর্থঃ। তত্তনোঃ সচ্চিদানন্দস্বরূপত্বে তত্ত্যাগাসম্ভবাৎ। বিপ্রঃ খলু বিপ্রত্বং স্বীয়ং কথং ত্যজেদিত্যুক্তে বিপ্রত্বং নৈব ত্যজেদিতি লভ্যতে যদ্বা "সবিশেষণে হি বিধিনিষেধৌ বিশেষণমুপসংক্রামতঃ সতি বিশেষ্যবাধে" ইতি ন্যায়েন তনুমিতি বিশেষ্যপদে বাধাৎ প্রেয়সীমিতি বিশেষণপদ এবান্বিতস্ত্যাগোঽয়ং জ্ঞেয়ঃ। সজলং কনককলসং পান্থস্ত্যজতীত্যুক্তে ভারবহনশ্রমান্নির্জ্জলীকৃতস্য কলসস্য গ্রহণং যথা প্রতীয়ত ইতি।। ২।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—ব্রহ্মশাপদ্বারা নিজকুলের উপসংহার হইলেপর সকলের নয়ন সমূহে এমনকি মহাদেবেরও নয়নের প্রেয়সী অতিপ্রিয়া নিজতনু কিরূপে ত্যাগ করিলেন? কোন কোন মুনিগণের মতে তাহার যে তনুত্যাগ শুনা যায়, তাহা কিরূপে সম্ভব হয়? সম্ভব হয় নাই, ইহাই অর্থ। সেই শ্রীবিগ্রহ সচ্চিদানন্দস্বরূপ হওয়ায় তাহার ত্যাগ অসম্ভব হেতু। ব্রাহ্মণ কিরূপে নিজব্রহ্মত্ব ত্যাগ করিবে? এই বলিলে ব্রাহ্মণত্ব ত্যাগ করা যায় না, ইহাই পাওয়া যায়। অথবা 'বিশেষণ যুক্ত হইলে বিধি ও নিষেধ বিশেষণে উপসংক্রামিত হয়, বিশেষ্যে বাধা হইলে' —এই ন্যায় অনুসারে তনু এই বিশেষ্যপদের বাধা-হেতু প্রেয়সী এই বিশেষণ পদেই যুক্ত এই ত্যাগ জানিবে। সজল কনক কলস পথিক ত্যাগ করিতেছে—এইকথা বলিলে ভারবহন পরিশ্রম হেতু কলসকে জল শূন্য করিয়া লইয়া যাইতেছে, ইহাই যেমন জানা যায়।। ২।।

মধ্ব— তনুমত্যজৎ। অতিশয়েনাহরৎ। ত্যজ হরণ ইতি ধাতোঃ। ভূলোকাৎ স্বর্গলোকং প্রত্যহরদিত্যর্থঃ।।২

প্রত্যাক্রষ্টুং নয়নমবলা যত্র লগ্নং ন শেকুঃ
কর্ণাবিষ্টং ন সরতি ততো যৎ সতামাত্মলগ্নম্।
যচ্ছ্রীর্বাচাং জনয়তি রতিং কিং নু মানং কবীনাং
দৃষ্ট্বা জিষ্ণোর্যুধি রথগতং যচ্চ তৎসাম্যমীয়ুঃ।। ৩।।

অন্বয়ঃ— অবলাঃ (কামিন্যঃ) যত্র (যস্মিন্ রূপে) লগ্নম্ (আসক্তং) নয়নং (স্বনেত্রং) প্রত্যাক্রষ্টুং (পরাবর্ত্তয়িতুং) ন শেকুঃ (ন সমর্থা আসন্) যৎ (যচ্চ রূপং) সতাং (সাধূনাং) কর্ণাবিষ্টং (কর্ণরন্ধ্রে প্রবিষ্টং সৎ) আত্ম-

লগ্নং (মনসি লগ্নং লিখিতমিব তিষ্ঠতি) ততঃ (আত্মনঃ) ন সরতি (ন নির্গচ্ছতি) যচ্ছ্রীঃ (যস্য শ্রীঃ শোভা সঙ্কীর্ত্ত্যমানা সতী) কবীনাং বাচাং রতিম্ (উল্লাসবিশেষং) জনয়তি মানং কিং নু (তেষাং জগৎপূজ্যতাং জনয়তীতি কিং নু বক্তব্যং) জিষ্ণোঃ (অর্জ্জুনস্য) রথগতং (রথে স্থিতং) যৎ (বিষ্ণোর্যদ্ রূপং) দৃষ্ট্বা যুধি (যুদ্ধে মৃতা জনাঃ) তৎসাম্যং (তস্য সারূপ্যম্) ঈয়ুঃ চ (প্রাপ্তাস্তদ্রূপং কথমত্যজদিতি পূর্ব্বেণান্বয়ঃ)।।৩।।

অনুবাদ— কামিনীগণ যে শ্রীবিগ্রহের সৌন্দর্য্যে নিজ নিজ নয়ন দ্বারা আসক্ত হইলে পুনরায় তাহার প্রত্যানয়নে সমর্থ হইতেন না, যে সৌন্দর্য্য কর্ণরন্ধ্রপথে সাধুগণের হৃদয়ে প্রবেশ করিলে তথায় চিরলগ্ন হইয়া তাহা হইতে অপসারিত হয় না, যে সৌন্দর্য্য কবিগণের বাক্যের উল্লাস, বিশেষতঃ জগতে তাহাদের প্রভূত সম্মান উৎপাদিত করিয়া থাকে এবং অর্জ্জুনরথস্থিত যে শ্রীবিগ্রহের রূপদর্শনে যুদ্ধমৃত পুরুষগণ তদীয় সারূপ্য লাভ করিয়াছিলেন, তাদৃশ শ্রীবিগ্রহপরিত্যাগের বৃত্তান্ত বর্ণন করুন।।

বিশ্বনাথ—তনোস্ত্যাগেঽনুপপত্তীর্দর্শয়তি,—প্রত্যাক্রষ্টুমিতি। যত্র বপুষি লগ্নং নয়নং প্রত্যাক্রষ্টুং পরাবর্ত্তয়িতুং অবলাস্তন্নিত্যপ্রেয়স্যো রুক্মিণ্যাদ্যা ন শেকুঃ। যচ্চ কর্ণাবিষ্টং শ্রবণদ্বারা কর্ণরন্ধ্রে প্রবিষ্টং সতাং ভবদ্বিধানামাত্মারামাণামাত্মনি লগ্নং লিখিতমিব তিষ্ঠতি ততো ন সরতি, যস্য শ্রীঃ শোভা বর্ণ্যমাণা কবীনাং ব্যাসাদীনাং বাচাং রতিমুল্লাসবিশেষং সং জনয়ন্তি, যচ্চ জিষ্ণোরর্জ্জুনস্য রথগতং যুধি দৃষ্ট্বা সাম্যমীয়ুঃ সাযুজ্যং প্রাপ্তাঃ, অতস্তদ্বপুর্গুণাতীতং সাক্ষাদ্‌ব্রহ্মৈব ভবেৎ, নহি গুণময়বস্তুদর্শনেন সাযুজ্যং ভবেৎ। অতএব শ্রুতিভিরুক্তং—"নিভৃতমরুন্মনোঽক্ষদৃঢ়যোগযুজো হৃদি যন্মুনয় উপাসতে তদরয়োপি যযুঃ স্মরণাৎ" ইতি, নাপি গুণময়ং সতামাত্মারামাণামাত্মলগ্নং তিষ্ঠেৎ। নাপি নিত্যপ্রেয়স্যো লক্ষ্ম্যাদ্যা হ্লাদিনীশক্তয়ঃ প্রাকৃতে খল্বাসজ্জন্তি তস্মাত্তদ্বপুস্ত্যাগং বর্ণয়ন্তো মুনয়স্তন্মায়ামোহিতা এবেতি।।৩।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—শরীর ত্যাগ বিষয়ে যুক্তিহীনতা দেখাইতেছেন—যে বিগ্রহে নয়ন লাগিলে পর অবলাগণ তাহাকে আর ফিরাইয়া লইতে পারে না। সেই নিত্য প্রেয়সীগণ রুক্মিণী আদি পারিলেন না। যাহা শ্রবণদ্বারা কর্ণছিদ্রে প্রবিষ্ট হইলে আপনার ন্যায় আত্মারাম সাধুগণের আত্মাতে লিখার ন্যায় লাগিয়া থাকে, তাহা হইতে আর সরে না। যে শ্রীকৃষ্ণের শোভা বর্ণনশীল ব্যাসাদি কবিগণের বাক্যের উল্লাস বিশেষ রতি জন্মায়, যাহা অর্জ্জুনের রথে থাকিয়া দর্শনকারীগণের যুদ্ধকালে সাযুজ্যমুক্তি প্রাপ্ত করায়, সেই তাঁহার বিগ্রহ গুণাতীত সাক্ষাৎ ব্রহ্মই হয়। গুণময় বস্তুর দর্শনদ্বারা সাযুজ্য মুক্তি হয় না। অতএব শ্রুতিগণই বলিয়াছেন—'প্রাণয়ামদ্বারা বায়ু রুদ্ধ করিয়া মন ও চক্ষুর দৃঢ়সংযোগ দ্বারা হৃদয়ে মুনিগণ যাঁহাকে উপাসনা করেন, তাহাকে অসুর শত্রুগণও স্মরণ পূর্ব্বক প্রাপ্ত হয়' ইত্যাদি গুণময়বস্তু আত্মারাম সাধুগণের হৃদয়ে লাগিয়া থাকে না। নিত্য প্রেয়সী লক্ষ্মী আদি আহ্লাদিনী শক্তি সমূহ প্রাকৃত বস্তুতে আসক্ত হন না। সেইহেতু কৃষ্ণের বিগ্রহ ত্যাগ বর্ণনকারী মুনিগণ কৃষ্ণমায়া দ্বারা মোহিতই।। ৩।।

মধ্ব—

কঃ সুখরূপং। অনুমানঃ কবীনাং মানানুসারী।
ইতি ভাগবতৈকাদশতাৎপর্য্যে ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।।

শ্রীঋষিরুবাচ—

দিবি ভুব্যন্তরিক্ষে চ মহোৎপাতান্ সমুত্থিতান্।
দৃষ্ট্বাসীনান্ সুধর্ম্মায়াং কৃষ্ণঃ প্রাহ যদূনিদম্।। ৪।।

অন্বয়ঃ— শ্রীঋষিঃ উবাচ,—কৃষ্ণঃ দিবি (স্বর্গে সূর্য্যপরিবেষাদীন্) ভুবি (ভূমৌ ভূকম্পাদীন্) অন্তরিক্ষে চ (আকাশে চ দিগ্‌দাহাদীন্) মহোৎপাতান্ সমুত্থিতান্ (প্রকাশিতান্) দৃষ্ট্বা সুধর্ম্মায়াং (তদাখ্যসভায়াম্) আসীনান্ (উপবিষ্টান্) যদূন্ (যাদবান্ প্রতি) ইদং (বক্ষ্যমাণবচনম্) আহ (উক্তবান্)।। ৪।।

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব বলিলেন,—ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ

স্বর্গ, ভূমণ্ডল ও অন্তরিক্ষে সর্ব্বত্র বিবিধ মহোৎপাত সমুত্থিত দর্শন করিয়া সুধর্ম্মানাম্নী নিজসভায় উপবিষ্ট যাদবগণকে বলিতে লাগিলেন।। ৪।।

শ্রীভগবানুবাচ—

এতে ঘোরা মহোৎপাতা দ্বার্ব্বত্যাং যমকেতবঃ।
মুহূর্ত্তমপি ন স্থেয়মত্র নো যদুপুঙ্গবাঃ।। ৫।।

অন্বয়ঃ— শ্রীভগবান্ উবাচ,—(হে) যদুপুঙ্গবাঃ। (যাদববরাঃ।) দ্বার্ব্বত্যাং (দ্বারকায়াং) যমকেতবঃ (যমস্য কেতবো ধ্বজা ইব মৃত্যুসূচকা ইত্যর্থঃ) এতে ঘোরাঃ (ভয়ঙ্করাঃ) মহোৎপাতাঃ (মহান্তঃ উৎপাতা উপস্থিতা অতঃ) অত্র (অস্যাৎ পুর্য্যাং) মুহূর্ত্তম্ অপি নঃ (অস্মাভিঃ) ন স্থেয়ং (ন স্থাতব্যম্)।। ৫।।

অনুবাদ—শ্রীভগবান্ বলিলেন,—হে যদুপুঙ্গবগণ। দ্বারকায় সম্প্রতি যমপতাকাসদৃশ মৃত্যুসূচক এই সকল ঘোরতর মহোৎপাত উপস্থিত হইয়াছে, সুতরাং অতঃপর মুহূর্ত্তকালও আমাদের এস্থানে বাস করা কর্ত্তব্য নহে।।৫

বিশ্বনাথ— অত্রান্তরে ভগবান্ কিঞ্চিৎ পরামমর্শ— কুরুক্ষেত্রযাত্রায়াং নানাদিগ্দেশতো মাং মিলিতুমাগতানাং লোকানাং মধ্য এবালক্ষিতমাগত্য কলির্মাং প্রাবোচৎ— প্রভো, ভুবি মদধিকারো কদা ভবিষ্যতীতি, ময়োক্তং মল্লীলাসমাপ্ত্যনন্তরমেবাতো মদন্তর্দ্ধানলক্ষণানন্তরমেব ময়া দত্তাধিকারঃ কলিঃ পৃথিব্যামধিকরিষ্যতি। কিঞ্চ মদবতারে সংপ্রতি ধর্ম্মোঽয়ং কৃতযুগতোঽপ্যাধিক্যেন চতুষ্পাদেব বর্দ্ধতে, ধর্ম্মস্যাস্যৈতাদৃশে প্রাবল্যে সতি কলিঃ কথমধিকর্ত্তুং শক্নুয়াৎ? তস্য হি পাদৈকশেষধর্ম্মে সত্যেবাধিকারযোগ্যতা ইতি নিয়মঃ। ন চ "নিমিত্তাপায়ে নৈমিত্তিকস্যাপ্যপায় ইতি ন্যায়েন মৎপ্রাকট্যাভাবে সতি তাদৃশধর্ম্মস্যাপ্যপায়" ইতি বাচ্যং, সর্ব্বজগৎপাবন্যা মহাকীর্ত্তিদেব্যাঃ সর্ব্বত্রৈব জাগরূকত্বেনৈব স্থিতত্বাৎ। কিঞ্চ মদনুকূলপ্রতিকূল তটস্থলোকানাং মধ্যে প্রতিকূলা ময়া সংহৃতা এব। সাম্প্রতং রামাবতারেণৈব সর্ব্বলোক-সমক্ষমেব স্বধামবাসিভিঃ সার্দ্ধং বৈকুণ্ঠারোহণে সতি অনুকূলা দ্বিগুণিতভক্তয়ো ভবিষ্যন্তি, অত্যনুকূলাস্তু পর-মোৎকণ্ঠ্যবন্তঃ শতগুণিতপ্রেমাণঃ, তটস্থা অপি পরমা-শ্চর্য্যদর্শনেন ভক্তা ভবিষ্যন্তীতি ধর্ম্মঃ প্রত্যুত বর্দ্ধিষ্যতে এব কথং কলেঃ প্রভুতালোশোঽপি সম্ভাব্যস্তস্মাদ্ধর্ম্ম-সঙ্কোচনার্থমধর্ম্মমতং কেনাপি প্রকারেণোত্থাপয়িষ্যামি তত্রায়ং প্রকারঃ স্বীয়লীলাপরিকরৈর্যদুভিঃ সহ দ্বারব-ত্যামেব যথাস্থিতমেব বিরাজিষ্যে, কিন্তু প্রাপঞ্চিকসর্ব্ব-লোকচক্ষুর্ভ্যস্তিরোভূয়ৈব। তথা প্রদ্যুম্নশাম্বাদিষু মন্নিত্য-পরিকরেষু তত্তদ্বিভূতয়ো যে দেবা কন্দর্পকার্ত্তিকেয়াদয়ঃ প্রবেশিতা বর্ত্তন্তে, তানেব যোগবলেন তত্তদ্দেহতো-ঽলক্ষিতমেব নিষ্কাশ্য প্রদ্যুম্নাদিত্বেনৈবাভিমন্যমানান্ সর্ব্বলোকলোচনেষ্বপি তথৈব ভাতান্ কৃত্বা তৈরন্যৈশ্চ দ্বারকাবাসিভিঃ সার্দ্ধং প্রভাসং গত্বা দানধ্যানমধুপানাদিকং কারয়িত্বা তানাধিকারিকভক্তান্ স্বস্বাধিকারেষু স্বর্গ এব প্রস্থাপ্য তদন্যৈর্দ্বারকাবাসিজনৈঃ সহ দাশরথিস্বরূপ ইব বৈকুণ্ঠং প্রস্থাস্যে। কিন্তু লোকলোচনেষু মায়াদোষং প্রবেশ্যৈব যেন লোকা এবং মংস্যন্তে দ্বারাবত্যাঃ সকাশা-ন্নিষ্ক্রম্য সর্ব্বে যদুবংশ্যাঃ প্রভাসং গত্বা ব্রহ্মশাপগ্রস্তা মধু পীত্বা মত্তাঃ পরস্পরপ্রহৃতা দেহাংস্তত্যজুঃ। পরমেশ্বরো-ঽপি সরামস্ত্যক্তমানুষদেহ এব স্বধামারুরোহ তস্মান্মানুষ-শরীরমিদমনিত্যং মায়িকমিত্যেকে বদিষ্যন্তি। মন্মানুষ-শরীরাবজ্ঞা হি মহাপরাধ এব। যদুক্তং ময়ৈব "অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্" ইতি তৎ এবমপ্যুক্তং— "মোঘাশা মোঘকর্ম্মাণো মোঘজ্ঞানা বিচেতসঃ। রাক্ষসী-মাসুরীঞ্চৈব প্রকৃতিং মোহিনীং শ্রিতা" ইতি। অর্থশ্চ যদি তে ভক্তাস্তদা মোঘাশাঃ স্যুর্মৎপ্রাপ্ত্যাশাস্তেষাং মোঘা, যদি তে কর্ম্মিণস্তদা মোঘকর্ম্মাণস্তেষাং স্বর্গো ন ভবেৎ। যদি তে জ্ঞানিনস্তদা মোঘজ্ঞানাস্তেষাং মোক্ষা ন ভবেদিতি, যতস্তে রাক্ষসীমিতি। অন্যে তু পরমেশ্বরেণাপি গৃহীতস্য সর্ব্বস্যাপি শরীরস্য দৃশ্যত্বাদনিত্যত্বমেব, দিব্যমানুষ-দেহয়োশ্চিরন্তনত্বাচিরন্তনত্বাভ্যামেব ভেদ ইতি। অপরে তু যথৈব কুরুবংশো নিপাতিতস্তথৈব স্ববংশ এব কৃষ্ণঃ

প্রভাসে নিপপাতেত্যেবমধমবিজ্ঞমানিদুর্জ্জনকুমতশ্রবণ-জল্পনানুমোদনপ্রচারণৈর্দ্ধর্ম্মঃ সদ্য এব পাদৈকশেষো ভবিষ্যতি। যথা ধবলোজ্জ্বলমপি শঙ্খং পিত্তাদিদোষাপহতচক্ষুষো মলিনংপীতমেব পশন্তি, তথৈব সচ্চিদানন্দময়ীমপি মন্নির্য্যাণলীলাং মায়াদোষোপহতচিত্তচক্ষুষঃ প্রদ্যুম্নাদিসর্ব্বপরিকরসহিতমদ্দেহত্যাগরুক্মিণ্যাদিমহিষীবহ্নিপ্রবেশাদিদুরবস্থাময়ীং প্রাকৃতীমেব দ্রক্ষ্যন্তি নিশ্চেষ্যন্ত চ। ন কেবলং প্রাকৃতাঃ কিন্তু সদিচ্ছবশাদর্জ্জুনাদয়োঽপি তথৈব বৈশম্পায়নপরাশরাদয়ো মুনয়োঽপি স্বস্বসংহিতাসু বর্ণয়েয়ুরপি। কলিপ্রাবল্যপরম্পরাসিদ্ধ্যর্থং, কলৌ জনিষ্যমাণেন শঙ্করেণ মদ্ভক্তেনাপি বেদান্তভাষ্যং তথা প্রপঞ্চয়িষ্যতে যথা তচ্ছাস্ত্রমধীত্যাধীত্য "সূক্ষ্মো যঃ কারণোপাধির্মায়াখ্যোঽহনেকশক্তিমান্ স এব ভগবদ্দেহ" ইতি ভাষ্যকৃতাং মতমিতি হতবুদ্ধয়ো ব্যাখ্যাস্যন্তে ইতি বিভাব্য মহোৎপাতানুৎপাদ্য সশঙ্কংসসম্ভ্রমমাহ—এতে ঘোরা ইতি। ন চাত্র ভগবতো নৈর্ঘৃণ্যমাশঙ্কনীয়ং ? তদ্ভক্তেতরাণাং লোকানাং প্রাচীনদুরদৃষ্টবিপাকসময় এব স তত্তৎকুমতপথপ্রাদুর্ভাবকো ভবেৎ। ভগবদিচ্ছা তু সদসৎকর্ম্মোদ্বোধেঽপি নিমিত্তমন্যেবান্যথা বুদ্ধাদ্যবতারস্যাপি নৈর্ঘৃণ্যং প্রসজ্জেত। ভগবতা তু স্বভক্তভজনসংশয়দূরীকরণার্থং স্বলীলাতত্ত্বসিদ্ধান্তমুদ্ধবং প্রত্যুক্তবানেব। যদুক্তমুদ্ধবেনৈব—'ইত্যাবেদিতহার্দ্দায় মহ্যং স ভগবান্ পরঃ। আদিদেশারবিন্দাক্ষ আত্মনঃ পরমাং স্থিতিম্"।। ইতি আত্মনঃ স্বস্য স্থিতিং ব্যবসিতিং লীলাপরিপাটীঞ্চ দ্বারকাদিধামনিত্যনিবাসঞ্চেতি তত্রার্থঃ। অতএবান্তর্দ্ধানলীলাতত্ত্বঞ্চোক্তং—"প্রদর্শ্যাতপ্ততপসাম-বিতৃপ্তদৃশাং নৃণাম্। আদায়ান্তরধাদ্‌যস্তু স্ববিম্বং লোকলোচনম্" ইতি। লোকানাং লোচনানি নিমগ্নানি যত্র তাদৃশং বিম্বং স্বদেহমাদায়ৈবান্তরধাদিতি তত্রার্থঃ। ন চ বিম্বপদস্যার্থান্তরং কল্প্যং, যতস্তদুস্তরশ্লোকেষু 'যন্মর্ত্ত্যলীলৌপয়িক'মিতি 'যদ্ধর্ম্মসূনোর্বত রাজসূয়ে' ইত্যাদিষু বপুরিত্যেবার্থো দৃষ্টঃ। অতএব 'কৃষ্ণদ্যুমণিনিম্লোচে' ইতি কৃষ্ণান্তর্দ্ধানস্য সূর্য্যাস্তময়েনোপমা। 'মায়াদোষাপ হতচক্ষুষঃ কুমতমালম্বিরে' ইত্যপি তেনৈবোক্তম্—"দেবস্য মায়য়া স্পৃষ্টা যে চান্যদসদাশ্রিতাঃ। ভ্রাম্যতে ধীর্ন তদ্বাক্যৈরাত্মন্যুপ্তাত্মনো হরৌ" ইতি। যে মায়াদোষোপহতচক্ষুষঃ যে চ বহির্ম্মুখা অন্যদসৎকর্ম্মবাদকুমতং আশ্রিতাস্তেষাং বাক্যৈঃ কৃষ্ণো দেহং তত্যাজেতি। কৃষ্ণঃ স্বকৃতমধর্ম্মফলং প্রাপেতি ভাবণৈর্ধীর্ন ভ্রাম্যতি। কস্য ? আত্মনি হরৌ ভগবতি উপ্তাত্মনো নিক্ষিপ্তচিত্তস্য ভক্তজনস্যেতি তত্রার্থঃ। অথ ভগবতো বিগ্রহনামধামগুণলীলাপরিকরাণাং নিত্যত্বে প্রমাণানি—"গোবিন্দং সচ্চিদানন্দবিগ্রহং বৃন্দাবনসুরভুরুহতলাসীনং সততং সমরুদ্‌গণোঽহং পরময়া স্তুত্যা তোষয়ামী"তি গোপালতাপনীশ্রুতিঃ। তথা 'বাসুদেবঃ সঙ্কর্ষণঃ প্রদ্যুম্নোঽনিরুদ্ধোঽহং মৎস্যঃ কূর্ম্মো বরাহো নরসিংহো বামনো রামো রামো রামঃ কৃষ্ণো বুদ্ধঃ কল্কিরহং শতধাহং সহস্রধাহং অমিতোঽহমনন্তোঽহং, নৈবৈতে জায়ন্তে, নৈবৈতে ম্রিয়ন্তে, নৈষামজ্ঞানবন্ধো, ন মুক্তিঃ, সর্ব্ব এব হ্যেতে পূর্ণা, অজরা অমৃতাঃ পরমাঃ পরমানন্দাঃ" ইতি মাধবভাষ্য প্রমাণিতা শ্রুতিঃ। 'নির্দোষপূর্ণগুণবিগ্রহ আত্মতন্ত্রো নিশ্চেতনাত্মকশরীরগুণৈশ্চ হীনঃ। আনন্দমাত্রমুখপাদসরোরুহাদিঃ' ইতি ধ্যানবিন্দূপনিষৎ। 'সদ্রূপমদ্বয়ং ব্রহ্ম মধ্যাদ্যন্তবিবর্জ্জিতম্। স্বপ্রভং সচ্চিদানন্দং ভক্ত্যা জানাতি চাব্যয়ম্' ইতি বাসুদেবোপনিষৎ। 'নন্দব্রজজনানন্দী সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ' ইতি ব্রহ্মাণ্ডপুরাণম্। 'সর্ব্বে নিত্যাঃ শাশ্বতাশ্চ দেহাস্তস্য পরাত্মনঃ। হানোপাদানরহিতা নৈব প্রকৃতিজাঃ ক্বচিৎ' ইতি মহাবারাহম্। 'যুগে যুগে বিষ্ণুরনাদিমূর্ত্তিমাস্থায় শিষ্টং পরিপাতি দুষ্টহা' ইতি নারসিংহম্। 'যো বেত্তি ভৌতিকং দেহং কৃষ্ণস্য পরমাত্মনঃ। স সর্ব্বস্মাদ্বহিষ্কার্য্যঃ শ্রৌতস্মার্ত্তবিধানতঃ। মুখং তস্যাবলোক্যাপি সচেলঃ স্নানমাচরেৎ" ইতি বৃহদ্বৈষ্ণবঞ্চ। 'ন ভূতসঙ্ঘসংস্থানো দেহোঽস্য পরমাত্মনঃ' ইতি, 'অমৃতাংশোঽমৃতবপুঃ' ইতি মহাভারতম্। অমৃতং মরণবর্জ্জিতং বপুর্য্যস্যেতি তত্র শ্রীশঙ্করাচার্য্য ব্যাখ্যা চ প্রসিদ্ধা। 'শাব্দং ব্রহ্ম দধৎ বপুঃ' ইতি। "যত্তদ্বপুর্ভাতি বিভূষণায়ুধৈরব্যক্তচিদ্ব্যক্তমধারয়দ্বিভু" রিতি। "ববন্ধ প্রাকৃতং যথে"তি। "সত্যজ্ঞানানন্তানন্দ-

মাত্রৈকরসমূর্ত্তয়'' ইতি। ''স্বেচ্ছাময়স্য ন তু ভূত-ময়স্যে''তি। ''ত্বয্যেব নিত্যসুখবোধতনাবি''তি শ্রীভাগবতঞ্চ। নাম্নাং নিত্যত্বে—''ওঁ আহস্য জানন্তো নাম চিদ্বিবিক্তন'' ইতি শ্রৌতমন্ত্রঃ। ''বহূনি সন্তি নামানি রূপাণি চ সুতস্য তে'' ইতি বর্ত্তমাননির্দ্দেশশ্চ। যত্তু ''অনামরূপ এবায়ং ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ। অকর্ত্তেতি চ যো বেদৈঃ স্মৃতিভিশ্চাভিধীয়তে'' ইতি পাদ্মাদিবচনম্। তত্র বাসুদেবাধ্যাত্মবাক্যমেব সমাধায়কং, যথা—''অপ্রসিদ্ধেস্তদ্গুণানামনামাসৌ প্রকীর্ত্তিতঃ। অপ্রাকৃতত্বাদ্রূপস্যাপ্যরূপোঽসাবুদীর্য্যতে। সম্বন্ধেন প্রধানস্য হরের্নাস্ত্যেব কর্ত্তৃতা। অকর্ত্তারমতঃ প্রাহুঃ পুরাণং তং পুরাবিদঃ'' ইতি। এব ''মুপাসকানাং সিদ্ধ্যর্থং ব্রহ্মণো রূপকল্পনে''ত্যত্র রূপং মূর্ত্তিং। শৈলী দারুময়ী লৌহময়ী বা তস্য কল্পনা রামকৃষ্ণাদ্যাকারত্বেন নির্ম্মাণমিতি তত্রার্থো জ্ঞেয় ইতি। ধাম্নাং নিত্যত্বে—''তাসাং মধ্যে সাক্ষাদ্ব্রহ্মগোপালপুরী হী''তি গোপালতাপনী শ্রুতিঃ। 'নিত্যাং মে মথুরাং বিদ্ধি পুরীং দ্বারাবতীং তথা' ইতি পাদ্মম্। ''বনং বৃন্দাবনং তথেত্যপি ক্বচিৎ পাঠঃ।'' গুণানাং নিত্যত্বে—''ইমে চান্যে চ ভগবন্নিত্যা যত্র মহাগুণাঃ। প্রার্থ্যা মহত্ত্বমিচ্ছদ্ভির্ন বিয়ন্তি স্ম কর্হিচিদি''তি। লীলানাং নিত্যত্বে—''একো দেবো নিত্যলীলানুরক্তো ভক্তব্যাপী ভক্তহৃদ্যন্তরাত্মা ইতি পিপ্পলাদশাখায়াং'' পুরুষবোধনী শ্রুতিঃ। ''জয়ন্তি জননিবাস'' ইত্যস্য ''দোর্ভিরস্যন্নধর্ম্মমি''তি। 'ব্রজপুরবনিতানাং বর্দ্ধয়ন্ কামদেবম্' ইতি চ বর্ত্তমানপ্রয়োগশ্চ। ''কামং ক্রোধং ভয়ং স্নেহমৈক্যং সৌহৃদমেব বা। নিত্যং হরৌ বিদধতো যান্তি তন্ময়তাং হি তে' ইতি চ। লীলাপরিকরাণাং নিত্যত্বে—''যথা সৌমিত্রি-ভরতৌ যথা সঙ্কর্ষণাদয়ঃ। তথা তেনৈব জায়ন্তে নিজলোকাদ্ যদৃচ্ছয়া।'' ''এতে হি যাদবাঃ সর্ব্বে মদ্গণা এব ভাবিনি। সর্ব্বথা মৎপ্রিয়া দেবি মত্তুল্যগুণশালিনঃ'' ইতি পাদ্মম্। অতএব ''নিত্যাবতারো ভগবান্ নিত্যমূর্ত্তির্জগৎপতিঃ। নিত্যরূপো নিত্যগন্ধো নিত্যৈশ্বর্য্যসুখানুভূঃ'' ইতি সর্ব্বমনবদ্যং। যমস্য কেতবো ধ্বজা ইব মৃত্যুসূচকা ইত্যর্থঃ। নোঽস্মাভিঃ।।৫।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— শ্রীভগবান্ ইহার পর কিঞ্চিৎ পরামর্শ করিলেন—কুরুক্ষেত্র যাত্রাতে নানাদিক্ দেশ হইতে আমাকে দেখিবার জন্য আগতলোকসমূহের মধ্যেই অলক্ষিতভাবে কলি আসিয়া আমাকে বলিল প্রভো। এই পৃথিবীতে আমার অধিকার কবে হইবে? আমি বলিলাম —আমার লীলা সমাপ্তির পরই। অতএব আমার অন্তর্ধানের পরই আমি কলিকে অধিকার দান করিলে, কলি পৃথিবীকে অধিকার করিবে। আর আমার অবতারে এই ধর্ম্ম সম্প্রতি সত্যযুগ হইতেও অধিকভাবে চতুষ্পাদ পূর্ণরূপেই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে। ধর্ম্মের এইরূপ প্রাবল্য হইলেপর কলি কিরূপে অধিকার করিতে পারে? তাহার সময়ে ধর্ম্মের একপাদ মাত্র অবশেষ থাকিলে পর কলির অধিকার যোগ্যতা হয়, এই নিয়ম। 'নিমিত্ত চলিয়া গেলে নৈমিত্তিক বস্তুরও নাশ' ইহা বলিতে পার না এই ন্যায় অনুসারে আমার প্রাকট্য অভাব হইলেপর ঐরূপ ধর্ম্মেরও বিনাশ ইহা বলিতে পার না। সর্ব্বজগৎ পবিত্রকারিণী মহাকীর্ত্তিদেবী সর্ব্বত্রই জাগরূকভাবে অবস্থিত আছে। আর আমার অনুকূল প্রতিকূল ও তটস্থ লোকসমূহের মধ্যে প্রতিকূল লোকসমূহকে আমি সংহার করিলাম। সম্প্রতি রাম অবতার দ্বারাই সর্ব্বলোকে সমক্ষেই স্বধামবাসিগণের সহিত বৈকুণ্ঠ আরোহণ করিলে পর অনুকূল ভক্তগণ দিগুণিত হইবে। অতি অনুকূলগণ কিন্তু পরম উৎকণ্ঠাশীল ব্যক্তিগণ শতগুণিত প্রেমলাভ করিবেন। তটস্থ ব্যক্তিগণও পরম আশ্চর্য্য দর্শনে ভক্ত হইবে। ধর্ম্ম বস্তুত বৃদ্ধি লাভ করিবেই। কলি কিরূপে তাহার প্রভুত্বলেশও সম্ভাবনা করে। সেই হেতু ধর্ম্ম সংকোচনের জন্য অধর্ম্মমতকে কিপ্রকারে উত্থাপন করিব?

তাহার প্রকার এই—নিজলীলা পরিকর যদুগণের সহিত দ্বারকাতেই যেমন ছিলাম সেইরূপই বিরাজ করিব। কিন্তু জাগতিক সর্ব্বলোকের চক্ষুতে তিরোধান হইয়াই থাকিব। সেইরূপ প্রদ্যুন্ন শাম্ব আমি আমার নিত্য পরিকরসমূহ মধ্যে সেই সেই বিভূতিস্বরূপ যে কামদেব কার্ত্তিক আদি যে দেবতাগণ প্রবেশ করিয়া আছে, তাহাদিগকেই

যোগবলে সেই সেই দেহ হইতে অলক্ষিতভাবে বাহির করিয়া প্রদ্যুম্নাদিরূপেই মনেকারী সর্ব্বলোকচক্ষুতে সেই-রূপ দেখাইয়া তাহাদের ও অন্য দ্বারকাবাসিগণের সহিত প্রভাসে গিয়া দান ধ্যান মধুপান আদি করাইয়া সেই অধি-কারী ভক্তগণকে নিজ নিজ অধিকারে স্বর্গেই পাঠাইয়া তদ্‌ভিন্ন দ্বারকাবাসীগণের সহিত দাশরথী স্বরূপই বৈকুণ্ঠে পাঠাইব। কিন্তু লোকচক্ষুতে মায়াদোষ প্রবেশ করাইয়াই যাহাতে লোকগণ এই প্রকার মনে করে—"দ্বারকা হইতে বাহির করিয়া যদুবংশীয় সকলকে প্রভাসে গিয়া ব্রহ্মশাপ-গ্রস্তগণ মধুপান করিয়া মত্ত হইয়া পরস্পর প্রহার পূর্ব্বক দেহত্যাগ করিলেন। পরমেশ্বর ও বলরামের সহিত মনুষ্যদেহ ত্যাগ করিয়াই স্বধামে আরোহণ করিলেন। অতএব মানুষ শরীর এই অনিত্য মায়িক—ইহা একপ্রকার মানুষগণ বলিবে। 'আমার মানুষ শরীর' এইরূপ অবজ্ঞা নিশ্চয় মহা অপরাধই যাহা আমি গীতাতে বলিয়াছি—"মূঢ়ব্যক্তিগণ মানুষ শরীর আশ্রিত বলিয়া আমাকে অবজ্ঞা করিবে" সেইখানে আরও বলা হইয়াছে—'নিষ্ফল আশা, নিষ্ফল কর্ম্মকারী জনগণ, নিষ্ফল জ্ঞান ও বিবেক-যুক্ত হইয়া রাক্ষসী ও আসুরী ও মোহিনী প্রকৃতিকে আশ্রয় করিবে।' ইহার অর্থ—যদি তাহারা ভক্ত হয়, তখন আমার প্রাপ্তির আশা তাহাদের ব্যর্থ হইবে, তাহারা যদি কর্ম্মী হয় তখন তাহাদরে স্বর্গ লাভ হইবে না। যদি তাহারা জ্ঞানী হয় তাহাদের জ্ঞান ব্যর্থ হইলে মোক্ষ হইবে না। যেহেতু তাহারা রাক্ষসী। কিন্তু অন্য ব্যক্তিগণ পরমেশ্বর কর্ত্তৃক গৃহীত হইয়া সকল শরীরের দৃশ্যত্ব ও অনিত্যত্বই। দিব্য ও মানুষদেহ এই উভয়ের মধ্যে দিব্যদেহ চিরন্তন ও মানুষদেহ অচিরন্তন—এই ভেদ। অপর কিছু লোক যেমন কুরুবংশ নিপাতিত করিয়াছিলেন, সেইরূপ নিজবংশও কৃষ্ণ প্রভাবে নিপাত হইল, এইরূপ অধম বিজ্ঞমানী দুর্জ্জন কুমত শ্রবণ জল্পন অনুমোদন প্রচার দ্বারা ধর্ম্ম সদ্যই একপাদ অবশেষ থাকিবে।

যেমন শ্বেত উজ্জ্বল হইলেও শঙ্খকে পিত আদি দোষদ্বারা নষ্টচক্ষু ব্যক্তিগণ মলিন পীত বর্ণই দেখে, সেইরূপ সচ্চিদানন্দময়ী হইলেও আমার নির্য্যাণ-লীলা মায়াদোষ দুষ্ট চিত্ত ও চক্ষুবিশিষ্ট ব্যক্তিগণ প্রদ্যুম্নাদি সর্ব্ব পরিকর সহিত আমার দেহত্যাগ, রুক্মিণী আদি মহীষি-গণের অগ্নিতে প্রবেশ আদি দুরবস্থাময়ী প্রাকৃতই দেখিবে ও নিশ্চয় করিবে। কেবল প্রাকৃত ব্যক্তিগণই এইরূপ করিবে কিন্তু আমার ইচ্ছাবশে অর্জ্জুনাদিও, সেইরূপ বৈশম্পায়ন পরাশর আদি মুনিগণও নিজ নিজ শাস্ত্রে বর্ণন করিবে। কলির প্রাবল্য পরম্পরা সিদ্ধির জন্য কলিতে জন্মিবে, যে শঙ্কর আমার ভক্ত হইয়াও বেদান্তের ভাষ্য ঐরূপ বিস্তার করিবে, যাহাতে সেইশাস্ত্র পড়িয়া পড়িয়া সূক্ষ্ম যে কারণ উপাধি মায়া নাম্নীত অনেক শক্তিমান তিনিই ভগবদ্ দেহ—এইরূপ ভাষ্যকারের মত, এইরূপ হতবুদ্ধি ব্যক্তিগণ ব্যাখ্যা করিবেন, ইহা ভাবিয়া দ্বারকায় মহাউৎপাতসমূহ উৎপাদন করিয়া শঙ্কার সহিত সসম্ভ্রমে বলিতেছেন—এই ভয়ঙ্কর মহা উৎপাতসমূহ স্বর্গে ভূমিতে ও আকাশে দেখিয়া বলিতেছেন—এইখানে থাকা উচিৎ হইবে না। ইহা ভগবানের দোষ আশঙ্কা করিবে না। তাঁহার ভক্ত ভিন্ন লোকসমূহের প্রাচীন দূরদৃষ্ট কর্ম্মের ফলেই, সেই সেই কুমত পথ প্রাদুর্ভাবক হইবে।

ভগবৎ ইচ্ছাই সৎ অসৎ কর্ম্মের উদ্ভেদক হইলেও কারণ আছে। তাহা না হইলে বুদ্ধ আদি অবতারেরও নিন্দা দোষ আসিয়া পড়ে। কিন্তু ভগবান নিজ ভক্তের ভজন-সংশয় দূর করিবার জন্য নিজ লীলাতত্ত্ব-সিদ্ধান্ত উদ্ধবকে বলিয়াছেনই, যাহা উদ্ধবও বলিয়াছেন—এই-রূপ ভগবানের হৃদয়ে উত্থ পরমধর্ম্ম সেই ভগবান আমাকে আদেশ করিয়াছেন, ইহার অর্থ ভগবান নিজের স্থিতি মানসিক ইচ্ছা লীলাপরিপাটী, দ্বারকাদি ধাম নিত্য ও সেইখানে তাঁহার নিবাস। অতএব অন্তর্ধান লীলাতত্ত্ও বলিয়াছেন। যাহারা তপস্যা করেন নাই, আর যাহারা শ্রীকৃষ্ণদর্শন করিয়া তৃপ্ত হইতে পারেন নাই, সেইরূপ ব্যক্তিগণকে নিজবিগ্রহ দেখাইয়া লোকসমূহের চক্ষু সমূহকে হরণ করিয়া অন্তর্ধান করিলেন। লোকসমূহের নয়নসমূহ যাহাতে ডুবিয়া গিয়াছিল ঐরূপ নিজদেহকে লইয়াই

অন্তর্ধান করিলেন। ইহাই অর্থ বিশ্বপদের অন্য অর্থ কল্পনা করিবে না। যেহেতু ঐ শ্লোকের পরবর্ত্তী শ্লোকসমূহে বলা হইয়াছে—'মনুষ্যলীলার উপযোগী যে বিগ্রহ, যাহা ধর্ম্ম-পুত্র যুধিষ্ঠির রাজসূয় যজ্ঞে' ইত্যাদি শ্লোকে ভগবানের শরীর এইরূপ অর্থ দেখা যায়। অতএব 'কৃষ্ণ-সূর্য্য অস্ত গেলে' ইহা কৃষ্ণ অন্তর্ধানের সূর্য্য অস্তময় উপমা দেওয়া হইয়াছে। মায়াদোষদুষ্ট দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিগণের কুমত অবলম্বন করিবে ইহাও তাহা কর্ত্তৃকই বলা হইয়াছে। কৃষ্ণের মায়াদ্বারা স্পর্শ প্রাপ্ত হইয়া যাহারা অন্য মত আশ্রয় করিয়াছে। তাহাদের বুদ্ধি ভ্রমযুক্ত। সেই বাক্যের দ্বারা নিজ মনে শ্রীহরির স্বরূপকে ধারণা করে। যাহারা মায়াদোষদুষ্ট দৃষ্টিসম্পন্ন এবং যাঁহারা বহির্ম্মুখ, অন্য অসৎ কর্ম্মবাদ কুমত আশ্রয় করিয়াছে, তাহাদের বাক্যসমূহ দ্বারা কৃষ্ণ দেহত্যাগ করিলেন, কৃষ্ণ নিজকৃত অধর্ম্ম ফল প্রাপ্ত হইলেন, এইসকল বাক্যদ্বারা বুদ্ধির ভ্রম না হয়, তাহার হৃদয়ে শ্রীহরিতে বিক্ষিপ্ত চিত্ত ভক্তজনের। ইহাই সেস্থলে অর্থ।

অনন্তর ভগবানের বিগ্রহ-নাম-ধাম-গুণ-লীলা ও পরিকরসমূহের নিত্যতা বিষয়ে প্রমাণসমূহ—গোবিন্দ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ, বৃন্দাবনের কল্পতরু তলে উপবিষ্ট, সর্ব্বদা পবনগণের সহিত আমি পরমস্তুতি দ্বারা তাহাকে তুষ্ট করিতেছি—ইহা গোপালতাপনী শ্রুতি। সেইরূপ বাসুদেব-সংকর্ষণ-প্রদ্যুম্ন আমি, মৎস্য-কূর্ম্ম-বরাহ-নর-সিংহ-বামন-পরশুরাম-রামচন্দ্র-বলরাম-কৃষ্ণ-বুদ্ধ-কলি আমি, শতপ্রকার সহস্রপ্রকার অসংখ্য আমি, অনন্ত আমি, ইহারা জন্মগ্রহণ করে না মৃত্যুগ্রহণ করে না। ইহাদের অজ্ঞান বন্ধ নাই, ইহাদের মুক্তি নাই, ইহারা সকলেই পূর্ণ, জরাহীন, মৃত্যুহীন, পরম পরমানন্দ যুক্ত— ইহা মধ্বাচার্য্য কৃতভাষ্য প্রমাণিত শ্রুতি।

'নির্দোষপূর্ণ গুণবিগ্রহ, আত্মতন্ত্র, নিশ্চেতনাত্মক শরীর ও গুণসমূহ বর্জ্জিত, আনন্দমাত্র মুখচরণপদ্ম আদি', ইহা ধ্যানবিন্দু উপনিষদ্ উক্ত। 'সদ্রূপ অদ্বয়ব্রহ্ম, আদি মধ্য অন্ত বিবর্জ্জিত, নিজ প্রভাবিশিষ্ট, সচ্চিদানন্দ কৃষ্ণকে ভক্তিদ্বারা জানা যায়, তিনি অব্যয়।' ইহা বাসুদেব উপ-নিষদ্। 'নন্দব্রজজনের আনন্দী সচ্চিদানন্দবিগ্রহ' ইহা ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ। 'সেই পরমাত্মার দেহসমূহ ও পার্ষদগণ নিত্য ও শাশ্বত, ত্যাগ ও গ্রহণ বর্জ্জিত, কখনও প্রকৃতি জাত নহে', ইহা মহাবরাহপুরাণ। 'পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের দেহকে যে ব্যক্তি ভৌতিক বলিয়া মনে করে, তাহাকে সকল শ্রৌত ও স্মার্ত্ত বিধান হইতে বহিষ্কার করা উচিৎ। তাহার মুখ দেখিলেও সচেল স্নান করিবে' ইহা বৃহৎ বৈষ্ণব-পুরাণ। 'এই পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের দেহ পাঞ্চভৌতিক নহে, অমৃত অংশ, অমৃত শরীর', ইহা মহাভারত। অমৃত অর্থাৎ মরণ বর্জ্জিত শরীর যাঁহার ইহা শ্রীশঙ্করাচার্য্যকৃত ব্যাখ্যাও প্রসিদ্ধ। শব্দ ব্রহ্ম শরীর ধারণ করিয়াছেন এবং তাহার যে শ্রীবিগ্রহ প্রকাশিত এবং ভূষণসমূহ, অস্ত্রসমূহ, ইহা অব্যক্ত হইলেও চিৎস্বরূপ। ব্যক্ত করিয়া ধারণ করিয়াছেন বিভু শ্রীকৃষ্ণ। সত্য জ্ঞান অনন্ত আনন্দমাত্র একরস মূর্ত্তি-সমূহ যাঁহার সেই শ্রীকৃষ্ণকে যশোদা মাতা বন্ধন করিলেন, প্রাকৃত পুত্রকে প্রাকৃত মাতা যেভাবে বন্ধন করে। স্বেচ্ছা-ময় শ্রীবিগ্রহ কৃষ্ণের শরীর ভূতময় নহে, তোমাতেই নিত্য আনন্দ ও জ্ঞানময় বিগ্রহ, শ্রীভাগবত।

শ্রীকৃষ্ণের নামসমূহের নিত্যত্ব প্রমাণ সম্পূর্ণরূপে না জানিয়াও এই শ্রীকৃষ্ণের নাম চিৎ স্বরূপ, যাহা কীর্ত্তন করিলে সুমতি হয়, ঋক্‌বেদ। গর্গাচার্য্য বলিতেছেন—তোমার এই পুত্রের বহু নাম ও বহুরূপ আছে, ইহা বর্ত্তমান নির্দ্দেশ। কিন্তু অনাম অরূপ এই ভগবান্ হরি ঈশ্বর অকর্ত্তা এইরূপ যে বেদসমূহে ও স্মৃতিতে বলা হইয়াছে ইহা পদ্ম-পুরাণের বাক্য। ইহার সমাধান বাসুদেব অধ্যাত্ম শাস্ত্রের বাক্যেই দৃষ্ট হয়, যেমন শ্রীকৃষ্ণের গুণসমূহ অপ্রসিদ্ধ হেতু ইহাকে অনামা বলা হয়, তাহার রূপ অপ্রাকৃত হেতু অরূপ বলা হয়, প্রকৃতি সম্বন্ধ নাই বলিয়া শ্রীহরির কর্ত্তৃত্ব নাই, পুরাবিদগণ ও পুরাণাদি শাস্ত্র তাঁহাকে এই কারণে অকর্ত্তা ও তিনি ক্রীড়া করেন না—এইরূপ বলা হইয়াছে এবং উপাসক সমূহের সিদ্ধি লাভের জন্য ব্রহ্মের রূপ 'কল্পনা' করা হয় এইস্থলে রূপ অর্থে মূর্ত্তি গ্রহণ করিতে

হইবে। শিলাময়ী দারুময়ী লৌহময়ী মূর্ত্তি 'কল্পনা' অর্থাৎ রামচন্দ্র ও শ্রীকৃষ্ণ ইত্যাদি আকারে নির্ম্মাণ—ইহাই এইস্থলে অর্থ জানিবে।

ধামসমূহের নিত্যতা বিষয়ে প্রমাণ—'সপ্ত মুক্তিপ্রদ ধামসমূহের মধ্যে মথুরাপুরী সাক্ষাৎ ব্রহ্মগোপালপুরী নিশ্চয়' ইহা গোপালতাপনী শ্রুতি। 'আমার নিত্যা মথুরা ও দ্বারকা পুরীকে জানিবে'—ইহা পদ্মপুরাণ, বৃন্দাবন নামক ধামকেও সেইরূপ জানিবে, এইরূপ পাঠও দেখা যায়।

শ্রীকৃষ্ণের গুণসমূহের নিত্যতা—পূর্ব্বোক্ত এবং অন্য ভগবানের মহা গুণসমূহ নিত্য। যাহারা মহত্ত্ব ইচ্ছা করেন, তাহারা এই সকল গুণ প্রার্থনা করিবেন, ইহা কোন দিন ব্যয় হয় না।

লীলাসমূহের নিত্যতা—এক শ্রীকৃষ্ণ নিত্যলীলাতে অনুরক্ত, ভক্তব্যাপী, ভক্তের হৃদয়ে অন্তরাত্মা, ইহা পিপ্পলাদ শাখাতে পুরুষবোধিনী শ্রুতি। জয়তি জননিবাস ইহার বাহু সকল দ্বারা অধর্ম্মসমূহকে দূরে নিক্ষেপ করিলেন। ব্রজপুর বণিতাগণের প্রেমকে বৃদ্ধি করাইয়া ইহাও বর্ত্তমান প্রয়োগ। কাম ক্রোধ ভয় স্নেহ ঐক্য এবং সৌহৃদ এইসকলভাব শ্রীহরিতে নিত্য করিলে তাহারা ঐ ভাবময় হইয়া যান ইহাও শ্রীভাগবত।

লীলাপরিকরগণের নিত্যতা—যেমন লক্ষ্মণ ও ভরত, যেমন সঙ্কর্ষণাদি। সেইরূপ ভগবানের সহিত তাঁহার নিজ লোক হইতে তাঁহার ইচ্ছাতে তাঁহার সহিত নিত্য পরিকরগণ এইস্থলে জন্মগ্রহণ করেন। এই পৃথিবী-দেবী এই যাদবগণ সকলেই আমার পরিকরই। হে দেবী! তুমি যেমন আমার প্রিয়া সেইরূপ আমার পরিকরগণ আমার ন্যায় গুণশালী, ইহা সর্ব্বপ্রকারে জানিবে—ইহা পদ্ম পুরাণ।

অতএব নিত্য অবতার ভগবান্ নিজমূর্ত্তি জগৎ পতি। নিত্যরূপ, নিত্যগন্ধ, নিত্যঐশ্বর্য্য, নিত্যসুখ অনুভবকারী—ইত্যাদি প্রমাণ সর্ব্বদোষহীন। যমের কেতুসমূহ অর্থাৎ ধ্বজার ন্যায় মৃত্যুসূচক—ইহাই অর্থ, নো—আমাদের সহিত—ইহাই অর্থ।। ৫।।

স্ত্রিয়ো বালাশ্চ বৃদ্ধাশ্চ শঙ্খোদ্ধারং ব্রজন্ত্বিতঃ।
বয়ং প্রভাসং যাস্যামো যত্র প্রত্যক্ সরস্বতী।। ৬।।

অন্বয়ঃ— (অতঃ) স্ত্রিয়ঃ বালাঃ চ বৃদ্ধাঃ চ ইতঃ (পুর্য্যাঃ) শঙ্খোদ্ধারং (তন্নামস্থানং) ব্রজন্তু (গচ্ছন্তু) বয়ং যত্র প্রত্যেক্ (পশ্চিমবাহিনী) সরস্বতী (তন্নাম্নী নদী বর্ত্ততে) প্রভাসং (প্রভাসনামকং তৎ ক্ষেত্রং) যাস্যামঃ।।

অনুবাদ— অতএব স্ত্রী, বালক এবং বৃদ্ধগণ এস্থান হইতে শঙ্খোদ্ধারে গমন করুন। যেস্থানে পশ্চিমবাহিনী সরস্বতী বিরাজমানা আমরা সেই প্রভাসক্ষেত্রে গমন করিব।। ৬।।

বিশ্বনাথ— প্রত্যক্ পশ্চিমবাহিনী।। ৬।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—প্রত্যক্—পশ্চিম বাহিনী।। ৬

তত্রাভিষিচ্য শুচয় উপোষ্য সুসমাহিতাঃ।
দেবতাঃ পূজয়িষ্যামঃ স্নপনালেপনার্হণৈঃ।। ৭।।

অন্বয়ঃ— তত্র (প্রভাসতীর্থে) অভিষিচ্য (স্নাত্বা) শুচয়ঃ (পবিত্রা বয়ম্) উপোষ্য (উপবাসং কৃত্বা) সুসমাহিতাঃ (সুসংযতচিত্তাঃ সন্তঃ) স্নপনালেপনার্হণৈঃ (স্নপনমালেপনং চন্দনাদ্যুপলেনমর্হণং পূজোপহারশ্চ তৈঃ) দেবতাঃ (দেবান্) পূজয়িষ্যামঃ।। ৭।।

অনুবাদ— আমরা উক্ত প্রভাসক্ষেত্রে স্নানান্তে পবিত্র হইয়া উপবাসপূর্ব্বক সুসংযতচিত্তে স্নান, চন্দনাদি-উপলেপন এবং অন্যান্য উপহারদ্রব্যে দেবগণের পূজা করিব।। ৭।।

বিশ্বনাথ— অভিষিচ্য স্নাত্বা।। ৭।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— অভিষিচ্য—স্নান করিয়া।। ৭

ব্রাহ্মণাংস্তু মহাভাগান্ কৃতস্বস্ত্যয়না বয়ম্।
গোভূহিরণ্যবাসোভির্গজাশ্বরথবেশ্মভিঃ।। ৮।।

অন্বয়ঃ— কৃতস্বস্ত্যয়নাঃ (তৈর্ব্রাহ্মণৈঃ কৃতশান্তিকাঃ সন্তঃ) বয়ং গোভূহিরণ্যবাসোভিঃ (ধেনুভূমিস্বর্ণবস্ত্রৈস্তথা)

গজাশ্বরথবেশ্মভিঃ (হস্ত্যশ্বরথগৃহৈশ্চ) মহাভাগান্ (উত্তমান্) ব্রাহ্মণান্ তু (পূজয়িষ্যাম ইতি শেষঃ)।।৮।।

অনুবাদ— ব্রাহ্মণগণ আমাদের শান্তিকৃত্যের অনুষ্ঠান করিলে পশ্চাৎ আমরা গো, ভূমি, স্বর্ণ, বস্ত্র, হস্তী, অশ্ব, রথ ও গৃহদ্বারা সেই মহাভাগ বিপ্রগণের আরাধনা করিব।।৮।।

বিধিরেষ হ্যরিষ্টঘ্নো মঙ্গলায়নমুত্তমম্।
দেবদ্বিজগবাং পূজা ভূতেষু পরমো ভবঃ।।৯।।

অন্বয়ঃ— এষঃ হি (অয়মেব) অরিষ্টঘ্নঃ (বিঘ্ননাশনঃ) বিধিঃ (প্রকারো ভবতি) উত্তমং মঙ্গলায়নং (মঙ্গলসাধনঞ্চ ভবতি কিঞ্চ) দেবদ্বিজগবাং পূজা ভূতেষু (প্রাণিষু মধ্যে) পরমঃ ভবঃ (উৎকৃষ্টজন্মহেতুর্দেবলোকে জন্মকারণং ভবিষ্যতীতি ভাবঃ)।।৯।।

অনুবাদ— ইহাই বিঘ্ননাশ এবং মঙ্গলসাধনের উপায়স্বরূপ; বিশেষতঃ দেব, দ্বিজ এবং গোসমূহের পূজা দেবলোকে জন্মলাভের কারণ হইয়া থাকে।।৯।।

বিশ্বনাথ— ভবঃ কল্যাণম্।।৯।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— ভব—কল্যাণ।।৯।।

ইতি সর্ব্বে সমাকর্ণ্য যদুবৃদ্ধা মধুদ্বিষঃ।
তথেতি নৌভিরুত্তীর্য্য প্রভাসং প্রযযু রথৈঃ।।১০।।

অন্বয়ঃ— সর্ব্বে যদুবৃদ্ধাঃ মধুদ্বিষঃ (শ্রীকৃষ্ণস্য) ইতি (পূর্ব্বোক্তবাক্যং) সমাকর্ণ্য (শ্রুত্বা) তথা ইতি (তথাস্তু এবমুক্ত্বা) নৌভিঃ (নৌকাভিঃ সমুদ্রম্) উত্তীর্য্যং রথৈঃ প্রভাসং যযুঃ (গতাঃ)।।১০।।

অনুবাদ— সমস্ত বৃদ্ধ যাদবগণ শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্বোক্ত বাক্য শ্রবণপূর্ব্বক 'তথাস্তু' বলিয়া নৌকাদ্বারা সমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়া প্রভাসে গমন করিলেন।।১০।।

তস্মিন্ ভগবতাদিষ্টং যদুদেবেন যাদবাঃ।
চক্রুঃ পরময়া ভক্ত্যা সর্ব্বশ্রেয়োপবৃংহিতম্।।১১।।

অন্বয়ঃ— যাদবাঃ তস্মিন্ (প্রভাসে) যদুদেবেন ভগবতা (কৃষ্ণেন) আদিষ্টম্ (উপদিষ্টং মঙ্গলকৃত্যং) পরময়া ভক্ত্যা (সহ) সর্ব্বশ্রেয়োপবৃংহিতং (ভগবতানুক্তৈরপি সর্ব্বৈঃ শ্রেয়োভিঃ সহিতং) চক্রুঃ (কৃতবন্তঃ)।।১১।।

অনুবাদ— যাদবগণ সেই প্রভাসক্ষেত্রে পরমভক্তি-সহকারে যদুদেব শ্রীকৃষ্ণের আদিষ্ট মঙ্গলকৃত্য এবং অন্যান্য নানাবিধ শ্রেয়স্কর কার্য্যসমূহ সম্পাদিত করিয়াছিলেন।।১১।।

বিশ্বনাথ—শ্রেয়োপবৃংহিতমিত্যত্র সন্ধিরার্ষঃ।।১১

টীকার বঙ্গানুবাদ— শ্রেয়োপবৃংহিত এস্থলে সন্ধি ঋষিপ্রয়োগ।।১১।।

ততস্তস্মিন্ মহাপানং পপুর্মৈরেয়কং মধু।
দিষ্টবিভ্রংশিতধিয়ো যদ্দ্রবৈর্ভ্রশ্যতে মতিঃ।।১২।।

অন্বয়ঃ— ততঃ (অনন্তরং তে) দিষ্টবিভ্রংশিতধিয়ঃ (দিষ্টেন দৈবেন বিভ্রংশিতা বিভ্রষ্টা ধীর্যেষাং তথা সন্তঃ) যদ্দ্রবৈঃ (যদ্রসৈঃ) মতিঃ (বুদ্ধিঃ) ভ্রশ্যতে (বিচাল্যতে) তস্মিন্ (তত্র ক্ষেত্রে তৎ) মধু (সুরসং) মৈরেয়কং (মদিরাবিশেষং) মহাপানং (পীয়ত ইতি পানং মহৎ পানং যথা ভবতি তথা) পপুঃ (পীতবন্তঃ)।।১২।।

অনুবাদ— অনন্তর তাঁহারা দৈববশতঃ মতিভ্রষ্ট হইয়া বুদ্ধিবিভ্রংশজনক সুস্বাদু মৈরেয়কনামক মদ্য প্রভূতরূপে পান করিয়াছিলেন।।১২।।

বিশ্বনাথ— মৈরেয়কং মদিরাবিশেষং, অতঃ পরং দিষ্টবিভ্রংশিতধিয় ইত্যাদি 'সংযোজ্যাত্মানমাত্মনী'ত্যন্তং পরমতমবস্তুভূতং, বস্তুভূতস্তু ততস্তে দেবাঃ "বৃজিনানি তরিষ্যামো দানৈর্নৌভিরিবার্ণবম্" ইতি ভগবদুক্তিপ্রভাবাদ্দানাদিভির্ব্রহ্মশাপং তীর্ত্বা মধু পীত্বা অন্তর্দ্ধায় দিবমারুরুহুঃ। 'সঙ্কর্ষণশ্চ স্বস্থানং যযৌ' ইত্যেতাবন্মাত্রমেব স্বমতং, ভগবদুক্ত্যা পূর্ব্বমেবাহ স্ম। সা চ "মিথো যদৈষাং ভবিতা বিবাদো মধ্বামদাতাম্রবিলোচনানাম্। নৈষাং বধোপায় ইয়ানতোঽন্যো ময্যুদ্যতেঽন্তর্দ্দধতে স্বয়ং স্ম"

ইতি। অস্যার্থঃ—যদা বিবাদো ভবিতা তদা নৈষাং বধোপায়ঃ, স বিবাদ এষাং বধহেতুর্ন ভবেৎ, ইয়ান্ এতাবানপি এরকামুষ্টিগ্রহণতাড়নপর্য্যন্তোঽপি, অতস্তদাতাবান্ বিবাদো বধশ্চ লোকৈর্দ্রষ্টব্যোঽবস্তুভূত এব। ননু তর্হ্যেষামুপসংহারে কো হেতুস্তত্রাহ—অতো বধাদন্য এব উপায়োঽস্তি স এব কঃ? ময়ি উদ্যতে সতি মদিচ্ছায়াং সত্যামিত্যর্থঃ। স্বয়মেবান্তর্দ্ধতে ইমেঽন্তর্দ্ধাস্যন্তে স্বেতি নিশ্চয়ে।

টীকার বঙ্গানুবাদ— মৈরেয় মদিরা বিশেষ। অতঃপর পুণ্যক্ষয় যুক্ত ব্যক্তিগণ ইত্যাদি সংযোগ করিয়া নিজেকে নিজে এই পর্য্যন্ত পরমত অবস্তু স্বরূপ। তৎপরে সেই দেবগণ দানসমূহ দ্বারা আমরা পাপ তরিয়া যাইব যেমন নৌকা সমূহদ্বারা সমুদ্র পার হওয়া যায়, ইহা ভগবানের উক্তির প্রভাবহেতু দানাদিদ্বারা ব্রহ্মশাপ হইতে উদ্ধার পাইয়া মধুপান করিয়া অন্তর্ধান হইয়া স্বর্গে আরোহণ করিলেন। শ্রীবলদেবও নিজস্থানে গেলেন। এই পর্য্যন্তই ভগবানের উক্তিদ্বারা নিজমত পূর্ব্বেই বলিয়াছেন। তাহাও যখন ইহাদের পরস্পর বিবাদ হইবে, মধুপান হেতু চক্ষুসমূহ তাম্রবর্ণ হইল, ইহাদের বধের উপায় ইহা নহে। অতএব অন্য আমি স্বয়ং অন্তর্ধান করিলে। ইহার অর্থ যখন বিবাদ হইবে তখন ইহাদের বধের উপায় নয়, সেই বিবাদ ইহাদের বধের কারণ হইবে না। এই পর্য্যন্তও এরকামুষ্টিগ্রহণ তাড়ন পর্য্যন্তও, অতএব তখন তাহাদের বিবাদ বধও লোকসমূহ দেখিবে, ইহা মিথ্যাস্বরূপই। প্রশ্ন—তাহা হইলে ইহাদের উপসংহারের কি কারণ? তাহার উত্তরে বলিতেছেন—ইহা হইতে বধের অন্যই উপায় আছে, তাহাই কি, আমার ইচ্ছা হইলে, ইহাই অর্থ স্বয়ংই অন্তর্ধান হইলে ইহারাও অন্তর্ধান হইবে। ইহাই নিশ্চয়।। ১২।।

মহাপানাভিমত্তানাং বীরাণাং দৃপ্তচেতসাম্।
কৃষ্ণমায়াবিমূঢ়ানাং সঙ্ঘর্ষঃ সুমহানভূৎ।। ১৩।।

অন্বয়ঃ—(ততঃ) কৃষ্ণমায়াবিমূঢ়ানাং (কৃষ্ণস্য মায়য়া বিমোহিতচিত্তানাং) মহাপানাভিমত্তানাং (মহাপানেনাভিমত্তানাং) দৃপ্তচেতসাং (গর্ব্বিতচিত্তানাং) বীরাণাং (যাদবানাং মধ্যে) সুমহান্ (তুমুলঃ) সঙ্ঘর্ষঃ (কলহঃ) অভূৎ (জাতঃ)।। ১৩।।

অনুবাদ— অনন্তর কৃষ্ণমায়াবিমোহিত এবং মহাপান প্রমত্ত গর্ব্বিতচিত্ত যাদববীরগণের মধ্যে পরস্পর তুমুল কলহ সঙ্ঘটিত হইল।। ১৩।।

বিশ্বনাথ—কৃষ্ণস্য মায়য়া বিমূঢ়ানাং কে বয়ং কিমিদং কুর্ম্ম ইত্যজানতাম্। সঙ্ঘর্ষঃ কলহবিশেষঃ।। ১৩।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— শ্রীকৃষ্ণের মায়াদ্বারা বিমূঢ় কে, আমরা কি ইহা করিব, ইহা না জানিয়া কলহ বিশেষ সঙ্ঘর্ষ।

যুযুধুঃ ক্রোধসংরব্ধা বেলায়ামাততায়িনঃ।
ধনুর্ভিরসিভির্ভল্লৈর্গদাভিস্তোমরর্ষ্টিভিঃ।। ১৪।।

অন্বয়ঃ—(ততঃ) আততায়িনঃ (শস্ত্রপাণয়স্তে)ক্রোধসংরব্ধাঃ (ক্রোধাবিষ্টাঃ সন্তঃ) বেলায়াং (প্রভাসসাগরকূলে) ধনুর্ভিঃ অসিভিঃ ভল্লৈঃ গদাভিঃ তোমরর্ষ্টিভিঃ (তোমরৈঃ ঋষ্টিভিশ্চ) যুযুধুঃ (পরস্পরং যুদ্ধং কৃতবন্তঃ)।।

অনুবাদ— অনন্তর আততায়ী যাদববীরগণ ক্রোধাবিষ্টচিত্তে বেলাভূমিতে ধনুঃ, অসি, ভল্ল, গদা, তোমর, ঋষ্টি প্রভৃতি অস্ত্রদ্বারা পরস্পর যুদ্ধ করিতে লাগিলেন।। ১৪।।

পতৎপতাকৈ রথকুঞ্জরাদিভিঃ
খরোষ্ট্রগোভির্মহিষৈর্নরৈরপি।
মিথঃ সমেত্যাশ্বতরৈঃ সুদুর্ম্মদা
ন্যহন্ শরৈর্দদ্ভিরিব দ্বিপা বনে।। ১৫।।

অন্বয়ঃ— বনে দ্বিপাঃ (হস্তিনঃ) দদ্ভিঃ ইব (যথা দন্তৈঃ পরস্পরং ঘ্নন্তি তথা) সুদুর্ম্মদাঃ (দুরভিমানিনো যাদবাঃ) পতৎপতাকৈঃ (পতন্ত্যঃ ইতস্ততশ্চলন্ত্যঃ পতাকা যেষু তৈঃ) রথকুঞ্জরাদিভিঃ খরোষ্ট্রগোভিঃ (খরৈরুষ্ট্রৈর্গোভিশ্চ) মহিষৈঃ নরৈঃ অশ্বতরৈঃ অপি মিথঃ (অন্যোন্যং) সমেত্য (মিলিত্বা) শরৈঃ (বাণৈ) ন্যহন (ন্যঘ্নন্ নিহতবন্ত ইত্যর্থঃ)।। ১৫।।

অনুবাদ— বন্য হস্তিগণ যেরূপ দন্তদ্বারা পরস্পর প্রহারে প্রবৃত্ত হয়, সেইরূপ সুদুর্ম্মদ যাদববীরগণও চঞ্চল-পতাকাযুক্ত রথ, কুঞ্জর, গর্দ্দভ, উষ্ট্র, গো, মহিষ, নর এবং অশ্বতরে আরোহণপূর্ব্বক পরস্পর মিলিত হইয়া বাণদ্বারা পরস্পরের বিনাশে প্রবৃত্ত হইলেন।। ১৫।।

প্রদ্যুম্নসাম্বৌ যুধি রূঢ়মৎসরা-
বক্রূরভোজাবনিরুদ্ধসাত্যকী।
সুভদ্রসংগ্রামজিতৌ সুদারুণৌ
গদৌ সুমিত্রাসুরথৌ সমীয়তুঃ।। ১৬।।

অন্বয়ঃ— রূঢ়মৎসরৌ (সঞ্জাতবিদ্বেষৌ সন্তৌ) প্রদ্যুম্নসাম্বৌ অক্রূরভোজৌ অনিরুদ্ধসাত্যকী সুভদ্র-সংগ্রামজিতৌ গদৌ (একঃ শ্রীকৃষ্ণস্য ভ্রাতা পুত্রশ্চাপরঃ) সুমিত্রাসুরথৌ (সুমিত্রশ্চ সুরথশ্চ তৌ দৈর্ঘ্যমার্ষমথবা অসুরথনামা কশ্চিৎ) যুধি (যুদ্ধে) সুদারুণৌ (অত্যুল্বণৌ এতৌ দ্বৌ দ্বৌ কৃত্বা) সমীয়তুঃ (মিলিতৌ)।। ১৬।।

অনুবাদ—প্রদুম্ন ও শাম্ব, অক্রূর ও ভোজ, অনিরুদ্ধ ও সাত্যকি, সুভদ্র ও সংগ্রামজিৎ, কৃষ্ণানুজ গদ ও কৃষ্ণনন্দন গদ, সুমিত্র ও সুরথ ইঁহারা পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষযুক্ত হইয়া দারুণভাবে পরস্পর যুদ্ধার্থ মিলিত হইয়াছিলেন।।

বিশ্বনাথ—গদৌ কৃষ্ণস্য ভ্রাতৈকঃ পুত্রশ্চাপরস্তৌ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—গদ দুই ব্যক্তি একজন শ্রীকৃষ্ণের ভ্রাতা, অন্যজন কৃষ্ণের পুত্র।। ১৬।।

অন্যে চ যে বৈ নিশঠোল্মুকাদয়ঃ
সহস্রজিচ্ছতজিদ্ভানুমুখ্যাঃ।
অন্যোন্যমাসাদ্য মদান্ধকারিতা
জঘ্নুর্মুকুন্দেন বিমোহিতা ভৃশম্।। ১৭।।

অন্বয়ঃ— অন্যে চ নিশঠোল্মুকাদয়ঃ সহস্রজিচ্ছতজিদ্ভানুমুখ্যাঃ (সহস্রজিচ্ছতজিদ্ভানুপ্রভৃতয়ঃ) যে বৈ (যাদববীরা আসন্ তেঽপি) মুকুন্দেন (শ্রীকৃষ্ণেন) বিমোহিতাঃ মদান্ধকারিতাঃ (মদান্ধেন মদতমসা বলাৎকারিতাঃ সন্তঃ) অন্যোন্যং (পরস্পরম্) আসাদ্য (প্রাপ্য) ভৃশম্ (অত্যর্থম্) জঘ্নুঃ (নিহতবন্তঃ)।। ১৭।।

অনুবাদ— এতদ্ব্যতীত নিশঠ, উল্মুক, সহস্রজিৎ, শতজিৎ, ভানু প্রভৃতি যাদববীরগণও শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক বিমোহিত এবং মদান্ধতাপরিচালিত হইয়া পরস্পরের প্রতি অত্যন্ত প্রহার করিতে লাগিলেন।। ১৭।।

বিশ্বনাথ— মদেন মত্ততয়া অন্ধবৎকারিতাঃ। যদ্বা অন্ধকারং ইতাঃ অন্ধকারঃ সংজাতো যেষাং তেষাং তে তারকাদি।। ১৭।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— মদ দ্বারা মত্ত হইয়া অন্ধের ন্যায় কার্য্য করিতে লাগিল। অথবা অন্ধকার আসিয়া তাহাদের সেই তাড়কাদি।। ১৭।।

দাশার্হবৃষ্ণ্যন্ধকভোজসাত্বতা
মধ্বর্ব্বুদা মাথুরশূরসেনাঃ।
বিসর্জ্জনাঃ কুকুরাঃ কুন্তয়শ্চ
মিথস্তু জঘ্নুঃ সুবিসৃজ্য সৌহৃদম্।। ১৮।।

অন্বয়ঃ— দাশার্হবৃষ্ণ্যন্ধকভোজসাত্বতাঃ (দাশার্হা বৃষ্ণয়োঽন্ধকা ভোজাঃ সাত্বতাশ্চ তে তথা) মধ্বর্ব্বুদাঃ (মধবোঽর্ব্বুদাশ্চ তে তথা) মাথুরশূরসেনাঃ (মাথুরাঃ শূরসেনাশ্চ তে তথা) বিসর্জ্জনাঃ কুকুরাঃ কুন্তয়ঃ চ (এতে) সৌহৃদং (বন্ধুত্বং) সুবিসৃজ্য (সম্যক্ ত্যক্ত্বা) তু মিথঃ (পরস্পরং) জঘ্নুঃ (নিহতবন্তঃ)।। ১৮।।

অনুবাদ— দাশার্হ, বৃষ্ণি, অন্ধক, ভোজ, সাত্বত, মধু, অর্ব্বুদ, মাথুর, শূরসেন, বিসর্জ্জন, কুকুর এবং কুন্তি-বংশজাত বীরগণ সম্যগ্ভাবে বন্ধুত্ব পরিত্যাগপূর্ব্বক পরস্পরের বিনাশ করিতে লাগিলেন।। ১৮।।

পুত্রা অযুধ্যন্ পিতৃভির্ভ্রাতৃভিশ্চ
স্বস্রীয়দৌহিত্রপিতৃব্যমাতুলৈঃ।
মিত্রাণি মিত্রৈঃ সুহৃদঃ সুহৃদ্ভি-
র্জ্ঞাতীংস্ত্বহন্ জ্ঞাতয় এব মূঢ়াঃ।। ১৯।।

অন্বয়ঃ— পুত্রাঃ পিতৃভিঃ (সহ) অযুধ্যন্ (যুদ্ধং কৃতবন্তঃ) ভ্রাতৃভিঃ চ (ভ্রাতরো ভ্রাতৃভিশ্চ সহ তথা) স্বস্রীয়-দৌহিত্রপিতৃব্যমাতুলৈঃ (মাতুলাঃ স্বস্রীয়ৈর্ভাগিনেয়ৈঃ সহ মাতামহা দৌহিত্রৈঃ সহ ভ্রাতৃপুত্রাঃ পিতৃব্যৈঃ সহ ভাগিনেয়া মাতুলৈঃ সহ) মিত্রাণি মিত্রৈঃ (সহ) সুহৃদঃ সুহৃদ্ভিঃ (সহ) অযুধ্যন্ (যুদ্ধং কৃতবন্তঃ) মূঢ়াঃ জ্ঞাতয়ঃ এব তু জ্ঞাতীন্ অহন্ (বিনাশিতবন্তঃ)।। ১৯।।

অনুবাদ— পুত্রগণ পিতার সহিত, ভ্রাতা ভ্রাতার সহিত, মাতুল ভাগিনেয়ের সহিত, মাতামহ দৌহিত্রের সহিত, ভ্রাতুষ্পুত্র পিতৃব্যের সহিত, ভাগিনেয় মাতুলের সহিত, মিত্র মিত্রের সহিত এবং সুহৃৎ সুহৃদের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। মূঢ় জ্ঞাতিগণ জ্ঞাতিগণেরই বিনাশ করিতে লাগিলেন।। ১৯।।

শরেষু হীয়মানেষু ভজ্যমানেষু ধন্বসু।
শস্ত্রেষু ক্ষীয়মানেষু মুষ্টিভির্জহ্রুরেরকাঃ।। ২০।।

অন্বয়ঃ— শরেষু (বাণেষু) হীয়মানেষু (শূন্যতাং প্রাপ্নুবৎসু) ধন্বসু (ধনুঃষু) ভজ্যমানেষু (সৎসু) শস্ত্রেষু ক্ষীয়মানেষু (সৎসু চ তে) মুষ্টিভিঃ এরকাঃ (দীর্ঘতৃণদণ্ডবিশেষান্) জহ্রু (জগৃহুঃ)।। ২০।।

অনুবাদ— অনন্তর সমস্ত বাণ নিঃশেষিত, ধনুঃ ভগ্ন এবং শস্ত্রসমূহ ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে তাঁহারা মুষ্টিদ্বারা এরকানামক দীর্ঘতৃণদণ্ডসমূহ গ্রহণ করিতে লাগিলেন।।

বিশ্বনাথ— জহ্রুর্জগৃহুঃ।। ২০।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—জহ্রু গ্রহণ করিতে লাগিল।।২০

তা বজ্রকল্পা হ্যভবন্ পরিঘা মুষ্টিনা ভৃতাঃ।
জঘ্নুর্দ্বিষন্তৈঃ কৃষ্ণেন বার্য্যমাণাস্তু তঞ্চ তে।। ২১।।

অন্বয়ঃ— মুষ্টিনা ভৃতাঃ (ধৃতা এব) তাঃ (এরকাঃ) বজ্রকল্পাঃ (অতিদৃঢ়াঃ) পরিঘাঃ (লৌহদণ্ডাঃ) অভবন্ হি (জাতাঃ) তে (যাদবাঃ) তু কৃষ্ণেন বার্য্যমাণাঃ (অপি) তৈঃ (পরিঘৈঃ) দ্বিষঃ (শত্রূন্) তং (শ্রীকৃষ্ণং) চ জঘ্নুঃ (প্রহৃতবন্তঃ)।। ২১।।

অনুবাদ— তাঁহাদের মুষ্টিসংযোগমাত্রই এরকাসমূহ বজ্রকল্প সুদৃঢ় পরিঘরূপে পরিণত হইল এবং তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের নিষধসত্ত্বেও তাহাদ্বারা বিদ্বেষিগণ ও শ্রীকৃষ্ণকে প্রহার করিতে লাগিলেন।। ২১।।

বিশ্বনাথ—পরিঘা ইব ভৃতা ধৃতাঃ। তং কৃষ্ণমপি।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— 'পরিঘাইব' পরিঘার ন্যায় ধারণ করিল। সেই শ্রীকৃষ্ণকেও প্রহার করিতে লাগিল।।

প্রত্যনীকং মন্যমানা বলভদ্রঞ্চ মোহিতাঃ।
হন্তুং কৃতধিয়ো রাজন্নাপন্না আততায়িনঃ।। ২২।।

অন্বয়ঃ— (হে) রাজন্! (তে) মোহিতাঃ (ভ্রান্তাঃ) আততায়িনঃ (শস্ত্রপাণয়ো যাদবাঃ) বলভদ্রং চ (বলদেবমপি) প্রত্যনীকং (শত্রুং) মন্যমানাঃ (সন্তঃ) হন্তুং (তং নিহন্তুং) কৃতধিয়ঃ (কৃতসঙ্কল্পাঃ) আপন্নাঃ (তং প্রতি ধাবিতা বভূবঃ)।। ২২।।

অনুবাদ— হে রাজন্! ভ্রান্ত আততায়িগণ বলদেবকেও শত্রু মনে করিয়া তাঁহার নিধনার্থ কৃতসঙ্কল্প হইয়া তদভিমুখে ধাবমান হইল।। ২২।।

অথ তাবপি সংক্রুদ্ধাবুদ্যম্য কুরুনন্দন।
এরকামুষ্টিপরিঘৌ চরন্তৌ জঘ্নতুর্যুধি।। ২৩।।

অন্বয়ঃ— (হে) কুরুনন্দন। অথ সংক্রুদ্ধৌ তৌ (রামকৃষ্ণৌ) অপি এরকামুষ্টিপরিঘৌ উদ্যম্য (ধৃত্বা) যুধি (যুদ্ধে) চরন্তৌ (ভ্রমন্তৌ সন্তৌ) জঘ্নতুঃ (প্রতিপক্ষান্ নিহতবন্তৌ)।। ২৩।।

অনুবাদ— হে কুরুনন্দন! অনন্তর রামকৃষ্ণও ক্রুদ্ধচিত্তে এরকামুষ্টিময় পরিঘ উদ্যত করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে বিচরণ করিতে করিতে প্রতিপক্ষগণের সংহার করিতে লাগিলেন।। ২৩।।

বিশ্বনাথঃ— উদ্যম্য উদ্যতৌ ভূত্বা এরকামুষ্ট এব পরিঘা যয়োস্তৌ।। ২৩।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— কৃষ্ণবলরামও এরকামুষ্টিদ্বয় উত্তোলন করিয়া পরিঘার ন্যায় প্রহার করিতে লাগিলেন।।

ব্রহ্মশাপোপসৃষ্টানাং কৃষ্ণমায়াবৃতাত্মনাম্।
স্পর্দ্ধাক্রোধঃ ক্ষয়ং নিন্যে বৈণবোঽগ্নির্যথা বনম্।। ২৪

অন্বয়ঃ— বৈণবঃ (বেণুজাতঃ) অগ্নিঃ যথা বনং (ক্ষয়ং নয়তি তথা) কৃষ্ণমায়াবৃতাত্মনাং (কৃষ্ণস্য মায়য়া সমাবৃতচিত্তানাং) ব্রহ্মশাপোপসৃষ্টানাং (ব্রহ্মশাপাক্রান্তানাং যাদবানাং) স্পর্দ্ধাক্রোধঃ (স্পর্দ্ধানিমিত্তঃ ক্রোধঃ) কুলং (স্ববংশং) ক্ষয়ং নিন্যে (বিনাশং কৃতবান্)।। ২৪।।

অনুবাদ— বেণুসমূহের সঙ্ঘর্ষজাত অগ্নি যেরূপ সমস্ত বনকে দগ্ধ করে, সেইরূপ কৃষ্ণমায়াবৃতচিত্ত ব্রহ্ম-শাপাক্রান্ত যাদবগণের স্পর্দ্ধাজনিত ক্রোধও নিজবংশের ক্ষয়সাধন করিয়াছিল।। ২৪।।

এবং নষ্টেষু সর্ব্বেষু কুলেষু স্বেষু কেশবঃ।
অবতারিতো ভুবো ভার ইতি মেনেঽবশেষিতঃ।। ২৫

অন্বয়ঃ—এবং (প্রকারেণ) স্বেষু (স্বকীয়েষু) সর্ব্বেষু কুলেষু নষ্টেষু (সৎসু) অবশেষিতঃ (অবশিষ্টঃ) কেশবঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) ভুবঃ (পৃথিব্যাঃ) ভারঃ অবতারিতঃ (দূরীকৃতঃ) ইতি মেনে (নির্ণীতবান্)।। ২৫।।

অনুবাদ— এইরূপে স্বীয় সমস্ত কুল বিনষ্ট হইলে অবশিষ্ট শ্রীকৃষ্ণ তখন পৃথিবীর ভার দূরীভূত হইয়াছে মনে করিলেন।। ২৫।।

রামঃ সমুদ্রবেলায়াং যোগমাস্থায় পৌরুষম্।
তত্যাজ লোকং মানুষ্যং সংযোজ্যাত্মানমাত্মনি।। ২৬

অন্বয়ঃ—রামঃ সমুদ্রবেলায়াং (সমুদ্রকূলে) পৌরুষং (পরমপুরুষধ্যানরূপং) যোগম্ আস্থায় (অবলম্ব্য) আত্মনি (পরমপুরুষে) আত্মানং (চিত্তং) সংযোজ্য মানুষ্যং লোকং (ভূর্লোকং মনুষ্যরূপতাং বা) তত্যাজ (ত্যক্তবান্)।। ২৬।।

অনুবাদ— রাম তখন সমুদ্রবেলায় পরমপুরুষের ধ্যানযোগ অবলম্বনপূর্ব্বক পরমাত্মায় চিত্তসংযোগ করিয়া মনুষ্যলোক পরিত্যাগ করিলেন।। ২৬।।

বিশ্বনাথ—মানুষ্যং ভূর্লোকং মনুষ্যশরীরং বা।।২৬

টীকার বঙ্গানুবাদ—'মানুষ্যং' অর্থাৎ ভূলোক অথবা মনুষ্য শরীরকে ত্যাগ করিয়া চলিলেন।। ২৬।।

রামনির্য্যাণমালোক্য ভগবান্ দেবকীসুতঃ।
নিষসাদ ধরোপস্থে তুষ্ণীমাসাদ্য পিপ্পলম্।। ২৭।।

অন্বয়ঃ— দেবকীসুতঃ ভগবান্ (শ্রীকৃষ্ণঃ) রাম-নির্য্যাণং (রামস্যাপ্রকটলীলাম্) আলোক্য (দৃষ্ট্বা) পিপ্পলম্ (অশ্বত্থতরুম্) আসাদ্য (প্রাপ্য) ধরোপস্থে (ভূতলে) তুষ্ণীং (মৌনভাবেন) নিষসাদ (উপবিষ্টো বভূব)।। ২৭।।

অনুবাদ— দেবকীসুত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ রামনির্য্যাণ-লীলা দর্শন করিয়া তৎকালে এক অশ্বত্থতরুর নিকটবর্ত্তী হইয়া মৌনভাবে ভূতলে উপবিষ্ট হইলেন।। ২৭।।

বিশ্বনাথ—রামনির্য্যাণমিত্যাদিকং স্বমতমেব। রামস্য নির্য্যাণং স্বরূপেণ মহাবৈকুণ্ঠং প্রতিগমনং স্বাংশরূপেণ পাতালতলগমনঞ্চ।। ২৭।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— বলরামের নির্য্যাণ ইত্যাদি নিজ মতই। বলরামের নির্য্যাণ স্বরূপত মহাবৈকুণ্ঠ গমন এবং নিজ অংশ অনন্তরূপে পাতালতলে গমন।। ২৭।।

বিভ্রচ্চতুর্ভুজং রূপং ভ্রাজিষ্ণু প্রভয়া স্বয়া।
দিশো বিতিমিরাঃ কুর্ব্বন্ বিধূম ইব পাবকঃ।। ২৮।।
শ্রীবৎসাঙ্কং ঘনশ্যামং তপ্তহাটকবর্চ্চসম্।
কৌশেয়াম্বরযুগ্মেন পরিবীতং সুমঙ্গলম্।। ২৯।।
সুন্দরস্মিতবক্ত্রাব্জং নীলকুন্তলমণ্ডিতম্।
পুণ্ডরীকাভিরামাক্ষং স্ফুরন্মকরকুণ্ডলম্।। ৩০।।

কটিসূত্রব্রহ্মসূত্র-কিরীটকটকাঙ্গদৈঃ।
হারনূপুরমুদ্রাভিঃ কৌস্তুভেন বিরাজিতম্।। ৩১।।
বনমালাপরীতাঙ্গং মূর্ত্তিমদ্ভির্নিজায়ুধৈঃ।
কৃত্বোরৌ দক্ষিণে পাদমাসীনং পঙ্কজারুণম্।। ৩২।।

অন্বয়ঃ— (সঃ) বিধূমঃ (ধূমশূন্যঃ) পাবকঃ (অগ্নিঃ) ইব স্বয়া প্রভয়া (স্বকীয়দীপ্ত্যা) দিশঃ বিতিমিরাঃ কুর্ব্বন্ (দিঙ্মণ্ডলং প্রকাশয়ন্) চতুর্ভুজং শ্রীবৎসাঙ্কং (শ্রীবৎসচিহ্নযুক্তং) ঘনশ্যামং (জলদনীলং) তপ্তহাটকবর্চ্চসং (তপ্তকাঞ্চনপ্রদীপ্তং) কৌশেয়াম্বরযুগ্মেন (কৌশেয়বস্ত্রযুগ্মেন) পরিবীতম্ (আচ্ছাদিতং) সুমঙ্গলম্ সুন্দরস্মিতবক্ত্রাব্জং (সুন্দরস্মিতং বক্ত্রাব্জং বদনকমলং যস্মিন্ তৎ) নীলকুন্তলমণ্ডিতং (কৃষ্ণচিকুরশোভিতং) পুণ্ডরীকাভিরামাক্ষং (পুণ্ডরীকবদভিরামে সুন্দরে অক্ষিণী যস্মিন্ তৎ) স্ফুরন্মকরকুণ্ডলং (স্ফুরতী মকরাকারে কুণ্ডলে যত্র তৎ) কটিসূত্রব্রহ্মসূত্রকিরীটকটকাঙ্গদৈঃ (কটিসূত্রাদিভিস্তথা) হারনূপুরমুদ্রাভিঃ (হারাদিভিস্তথা) কৌস্তুভেন (চ) বিরাজিতং (শোভমানং) বনমালাপরীতাঙ্গং (বনমালয়া পরীতানি বেষ্টিতান্যঙ্গানি যস্মিন্ তৎ) মূর্ত্তিমদ্ভিঃ নিজায়ুধৈঃ (বিরাজিতং) ভ্রাজিষ্ণু (দীপ্যমানং) দক্ষিণে উরৌ (উরুদেশে) পঙ্কজারুণং (কমলবদরুণবর্ণং) পাদং কৃত্বা (সংস্থাপ্য) আসীনম্ (উপবিষ্টং) রূপং বিভ্রৎ (দধানঃ সন্ ধরোপস্থে নিষসাদেতি পূর্ব্বেণান্বয়ঃ)।। ২৮-৩২।।

অনুবাদ— তৎকালে তিনি নির্ধূম অগ্নির ন্যায় স্বীয় প্রভাদ্বারা দিঙ্মণ্ডল প্রকাশিত করিয়া চতুর্ভূজ, শ্রীবৎসচিহ্নিত, জলদনীলবর্ণ, তপ্তকাঞ্চনপ্রদীপ্ত, কৌশেয়বস্ত্রযুগলাচ্ছাদিত, সুহাসযুক্তবদনকলমভূষিত, নীলকুন্তলাবলিবিমণ্ডিত, পুণ্ডরীকতুল্যমনোরমনয়নযুগলশালী, প্রস্ফুরিতমকরকুণ্ডলান্বিত, কটিসূত্র-ব্রহ্মসূত্র-কিরীট-কটক-অঙ্গদ-হার-নূপুর-মুদ্রা ও কৌস্তুভদ্বারা বিরাজিত, বনমালাবেষ্টিতাঙ্গ, মূর্ত্তিমান্, স্বীয় আয়ুধরাশিদ্বারা চতুর্দ্দিকে পরিবেষ্টিত, দেদীপ্যমান, সুমঙ্গল রূপ ধারণপূর্ব্বক দক্ষিণ উরুদেশে পঙ্কজরক্তিমযুক্ত স্বপদ সংস্থাপিত করিয়া উপবিষ্ট ছিলেন।। ২৮-৩২।।

বিশ্বনাথ—তপ্তহাটকানাং তপ্তহাটকময়ানাং ভূষণানাং বর্চ্চো যস্মিংস্তৎ।। ২৮-৩২।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—তপ্তস্বর্ণময় দীপ্তিযুক্ত।।২৮-৩২

মুষলাবশেষায়ঃখণ্ডকৃতেষুর্লুব্ধকো জরা।
মৃগাস্যাকারং তচ্চরণং বিব্যাধ মৃগশঙ্কয়া।। ৩৩।।

অন্বয়ঃ— মুষলাবশেষায়ঃখণ্ডকৃতেষুঃ (মুষলস্যাবশেষেণাবশিষ্টেন অয়ঃখণ্ডেন লৌহভাগেন কৃত ইষুর্বাণো যেন সঃ) জরা (জরানামকঃ) লুব্ধকঃ (ব্যাধঃ) মৃগশঙ্কয়া (মৃগজ্ঞানেন) মৃগাস্যাকারং (মৃগাস্যং মৃগবদনমিবাকারো যস্য তং) তচ্চরণং (তস্য ভগবতঃ শ্রীপাদং) বিব্যাধ (বিদ্ধবান্)।। ৩৩।।

অনুবাদ— মুষলের অবশিষ্ট লৌহখণ্ডদ্বারা জরানামক ব্যাধ এক বাণ নির্ম্মাণ করিয়াছিল। সে তৎকালে মৃগভ্রমে মৃগবদনের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট শ্রীকৃষ্ণচরণে বাণাঘাত করিল।। ৩৩।।

বিশ্বনাথ— জরা জরাসংজ্ঞঃ বিব্যাধেতি মৃগো ময়া বিদ্ধ ইতি লুব্ধকস্যাভিমানদৃষ্ট্যৈব প্রযুক্তং। বস্তুতঃ তদীয়ঃ শরশ্চরণং পস্পর্শ মাত্রং নতু বিব্যাধ, তদঙ্গস্য সচ্চিদানন্দস্বরূপত্বাৎ। অন্যথা "ভীতঃ পপাত শিরসা পাদয়ো" রিত্যত্র 'পাদাচ্ছরং নিষ্ক্রাময়ামাস চে'ত্যুক্তং স্যাৎ।।৩৩।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— জরা—জরা নামক ব্যাধ 'ইহা মৃগ' মনে করিয়া শ্রীকৃষ্ণের চরণে বিদ্ধ করিল। বস্তুত ব্যাধের শর চরণকে স্পর্শ মাত্র করিল, বিদ্ধ করে নাই। শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ সচ্চিদানন্দ স্বরূপ হেতু। তাহা না হইলে ভীত হইয়া মাটিতে পড়িল, চরণদ্বয়ে মস্তক দ্বারা প্রণাম করিল। এস্থলে 'চরণ হইতে শর বাহির করিল' এইরূপ বলা হইত।। ৩৩।।

চতুর্ভুজং তং পুরুষং দৃষ্ট্বা স কৃতকিল্বিষঃ।
ভীতঃ পপাত শিরসা পাদয়োরসুরদ্বিষঃ।। ৩৪।।

অন্বয়ঃ— (অথ) কৃতকিল্বিষঃ (কৃতাপরাধঃ) সঃ (ব্যাধঃ) তং চতুর্ভুজং পুরুষং দৃষ্ট্বা ভীতঃ (সন্) শিরসা (নতমস্তকেন) অসুরদ্বিষঃ (ভগবতঃ) পাদয়োঃ পপাত (পতিত বভূব)।।৩৪।।

অনুবাদ— অনন্তর অপরাধী ব্যাধ চতুর্ভুজ পুরুষ-দর্শনে ভীত হইয়া নতমস্তকে তাঁহার চরণতলে পতিত হইল।। ৩৪।।

বিশ্বনাথ—কৃতকিল্বিষ ইতি তং প্রতি শরনিক্ষেপাৎ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— ব্যাধ নিজেকে অপরাধী মনে করিল, শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শর নিক্ষেপহেতু।।৩৪।।

অজানতা কৃতমিদং পাপেন মধুসূদন।
ক্ষন্তুমর্হসি পাপস্য উত্তমঃশ্লোক মেঽনঘ।।৩৫।।

অন্বয়ঃ— (হে) অনঘ! উত্তমঃশ্লোক। মধুসূদন। পাপেন (দুরাচারেণ ময়া) অজানতা (এব) ইদং কৃতম্ (অতঃ) পাপস্য মে (পাপিনো মমাঘং) ক্ষন্তুম্ অর্হসি (ক্ষমস্বেত্যর্থঃ)।।৩৫।।

অনুবাদ— হে অনঘ! উত্তমঃশ্লোকঃ। মধুসূদন। আমি অতীব দুরাচার, পরন্তু সম্প্রতি অজ্ঞানতঃ এই মহা-পাপের অনুষ্ঠান করিয়াছি। সুতরাং আপনি মদীয় অপরাধ ক্ষমা করিবেন।।৩৫।।

বিশ্বনাথ— মমাঘং ক্ষন্তুমর্হসি অনঘেতি তব চরণে অঘং কষ্টং তু নৈবাভূদিতি মম ক্ষমাপণে যোগ্যতেতি ভাবঃ।।৩৫।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— আমার অপরাধ ক্ষমা করিতে পারেন, আপনার চরণে কষ্ট হয় নাই। অতএব আমি ক্ষমার যোগ্য।।৩৫।।

যস্যানুস্মরণং নৃণামজ্ঞানধ্বান্তনাশনম্।
বদন্তি তস্য তে বিষ্ণো ময়াসাধু কৃতং প্রভো।।৩৬।।

অন্বয়ঃ— (হে) বিষ্ণো। (হে) প্রভো। যস্য (তব) অনুস্মরণং (চিন্তনং) নৃণাং (নরাণাম্) অজ্ঞানধ্বান্তনাশনম্ (অজ্ঞানান্ধকারনাশকমিতি জ্ঞানিনঃ) বদন্তি ময়া তস্য তে (তব ত্বাং প্রতীত্যর্থঃ) অসাধু কৃতম্ (অপরাধঃ কৃতঃ)।।

অনুবাদ— হে বিষ্ণো। হে প্রভো। জ্ঞানিগণ যাঁহার অনুক্ষণ ধ্যান অজ্ঞানান্ধকারনাশরূপে বর্ণন করিয়া থাকেন, আমি সেই আপনার প্রতি এতাদৃশ অপরাধের অনুষ্ঠান করিয়াছি।।৩৬।।

তস্মাশু জহি বৈকুণ্ঠ পাপ্মানং মৃগলুব্ধকম্।
যথা পুনরহং ত্বেবং ন কুর্য্যাং সদতিক্রমম্।।৩৭।।

অন্বয়ঃ— (হে) বৈকুণ্ঠ। (শ্রীকৃষ্ণ।) অহং তু পুনঃ যথা এবম্ (ঈদৃশং) সদতিক্রমং (সাধুষ্বপকারং) ন কুর্য্যাং (নাচরেয়ং) তৎ (তথা) আশু (শীঘ্রং) মৃগলুব্ধকং পাপ্মানং (পাপচারং) মা (মাং) জহি (নাশয়)।।৩৭।।

অনুবাদ— হে বৈকুণ্ঠ। আমি যাহাতে পুনরায় সাধু-গণের প্রতি ঈদৃশ অন্যায়াচরণ করিতে না পারি, সেজন্য সত্বর এই মৃগলুব্ধক দুরাচারকে বিনষ্ট করুন।।৩৭।।

বিশ্বনাথ— দৈবাদেব চরণে ব্যথা নাভূৎ, ত্বয়া তু হিংসনবুদ্ধ্যৈব শরো নিক্ষিপ্ত এবেতি চেত্তত্রাহ,—তত্তস্মান্মা মাং আশু জহি। অত্র "নিম্লোচতি রবাবাসীদ্বেণুনামিব মর্দ্দনম্। ভগবান্ স্বাত্মমায়ায়া গতিং তামবলোক্য সঃ। সরস্বতীমুপস্পৃশ্য বৃক্ষমূলমুপাবিশৎ" ইতি তৃতীয়োক্তেঃ সূর্য্যাস্তময়সময়ে যদৈব যদূনাং পারস্পরিকসাংগ্রামিক-বধোঽভূত্তদৈব ভগবাংস্তত্রৈব সরস্বতীতীরে উপবিবেশ, তদৈব লুব্ধকো মৃগাবধার্থমাগত ইতি লভ্যতে। এতচ্চ নোপপদ্যতে ষট্পঞ্চাশৎকোট্যধিকানাং যদূনাং সদ্য এব মহাসাংগ্রামিকবধে সতি তৎপ্রদেশে রুধিরনদীপ্লাবিতে মহাকোলাহলব্যাপ্তে চ সতি তদৈব লুব্ধকস্য মৃগমারণার্থ-মাগমনং কথং সম্ভবেৎ। কথং ভীরুজাতীনাং মৃগাণাং তত্র স্থিতিসম্ভাবনেত্যতো যদূনাং তাৎকালিকো বধো মিথ্যা-ভূতোঽপি ভগবতা অর্জ্জুনাদীন্ প্রতি প্রত্যায়িতো যুধি-ষ্ঠিরাদীনাং স্বভক্তানাং করুণরসময়প্রেমবিবর্দ্ধনার্থং

বৈরাগ্যার্থঞ্চ। তদন্যান্ প্রতি তু ধর্ম্মসঙ্কোচককুমতোত্থাপনার্থং বস্তুতস্তু মধুনি পীত্বা দেবেষন্তর্হিতেষু তত্র নিঃশব্দে নির্জ্জনে প্রদেশে লুব্ধক আগত ইতি তত্ত্বম্।।৩৭।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— দৈববশতঃই আমার চরণে ব্যাথা না হউক, কিন্তু তুমি হিংসা বুদ্ধিতেই শর নিক্ষেপ করিয়াছ। ইহা যদি বল তাহার উত্তরে বলি—তাহা হইলে আমাকে শীঘ্র বধ কর, এস্থলে সূর্য্য অস্ত গেলেপর যাদবগণ বাঁশসমূহের ন্যায় পরস্পর মর্দ্দন করিতে লাগিলেন। ভগবান্ নিজ মায়ার গতি দর্শন করিয়া সরস্বতী জল স্পর্শ করিয়া বৃক্ষমূলে উপবেশন করিলেন। ইহা তৃতীয়-স্কন্ধে বলা হইয়াছে। সূর্য্য অস্ত সময়ে যদি যদুগণের পরস্পর সংগ্রামহেতু বধ হয়, তখনই ভগবান্ সেই স্থলে সরস্বতী তীরে উপবেশন করিয়াছিলেন, সেইকালে ব্যাধ মৃগবধের জন্য আসিয়াছিল ইহা পাওয়া যাইতেছে। ইহাও যুক্তিযুক্ত নহে। ছাপ্পান্ন কোটির অধিক যদুগণের সদ্যই মহাযুদ্ধহেতু বধ হইলেও সেই প্রদেশে রক্তের নদী ভাসাইয়া মহা কোলাহল ব্যাপ্ত হইত। সেই কালেই ব্যাধ মৃগবধের জন্য সেইখানে আসিল ইহা কিরূপে সম্ভব হয়? আর ভীরুস্বভাব হরিণগণের সেই স্থলে থাকার সম্ভাবনা কোথায়? অতএব যদুগণের ঐ অল্প সময়ের মধ্যে বধ ইহা মিথ্যা স্বরূপ হইলেও ভগবান্ অর্জ্জুনাদির প্রতি এইরূপ জানাইয়াছিলেন। যুধিষ্ঠিরাদি নিজ ভক্তগণের করুণরসময় প্রেম বৃদ্ধি করা ও এই জগতের প্রতি বৈরাগ্য আনয়নের উদ্দেশ্যে। তাহা অন্যের প্রতি কিন্তু ধর্ম্মসংকোচ ও কুমত উত্থাপনের জন্য বস্তুত মধুপান করিয়া দেবগণের মধ্যে অন্তর্ধান হইলে সেইখানে নিঃশব্দ নির্জ্জন প্রদেশে ব্যাধ আসিয়াছিল ইহাই তত্ত্ব।।৩৭।।

যস্যাত্মযোগরচিতং ন বিদুর্বিরিঞ্চো
রুদ্রাদয়োঽস্য তনয়াঃ পতয়ো গিরাং যে।
ত্বন্মায়য়া পিহিতদৃষ্টয় এতদঞ্জঃ
কিং তস্য তে বয়মসদ্গতয়ো গৃণীমঃ।।৩৮।।

অন্বয়ঃ— (হে প্রভো!) বিরিঞ্চঃ (ব্রহ্মা) অস্য (বিরিঞ্চস্য) তনয়াঃ রুদ্রাদয়ঃ (অন্যে চ) যে গিরাং পতয়ঃ (বেদদ্রষ্টারঃ সন্তি তে চ) ত্বন্মায়য়া (তব মায়াশক্ত্যা) পিহিতদৃষ্টয়ঃ (আবৃততত্ত্বদৃষ্টয়ঃ সন্তঃ) যস্য (তব) এতৎ আত্মযোগরচিতং (স্বাধীনমায়য়া রচিতমেতদ্ ব্রহ্মশাপাদিরূপং চরিতং বৃত্তম্) অঞ্জসা (সাক্ষাৎ) নঃ বিদুঃ (জানন্তি); অসদ্গতয়ঃ (পাপযোনয়ঃ) বয়ং তস্য তে (তব) কিং গৃণীমঃ (কিং মাহাত্ম্যং বর্ণয়ামঃ)।।৩৮।।

অনুবাদ— হে প্রভো! ব্রহ্মা, তৎপুত্র রুদ্রাদি দেবগণ এবং অন্যান্য বেদতত্ত্বজ্ঞ পুরুষগণও আপনার মায়ায় আচ্ছাদিতদৃষ্টি হইয়া ভবদীয়স্বাধীনমায়াবিরচিত ব্রহ্মশাপাদিরূপ চরিতসমূহের রহস্যজ্ঞানে সমর্থ নহেন, সুতরাং মাদৃশ পাপযোনিসম্ভূত পুরুষ আপনার মাহাত্ম্য কি বর্ণন করিবে?।।৩৮।।

বিশ্বনাথ—গিরাং পতয়ো দেবদ্রষ্টারোঽপি ন বিদুস্তস্য তব এতৎ আত্মযোগরচিতং অঞ্জঃ শীঘ্রং অসদ্গতয়ো দুর্জ্জাতয়ো বয়ং কিং গৃণীমঃ।।৩৮।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— বৃহস্পতির ন্যায় বেদদ্রষ্টাগণও তোমার এই আত্মযোগমায়া রচিত শীঘ্র অসদ্গতি দুর্জ্জাতিগণ আমরা কি বর্ণন করিব।।৩৮।।

শ্রীভগবানুবাচ—

মা ভৈর্জরে ত্বমুত্তিষ্ঠ কাম এষ কৃতো হি মে।
যাহি ত্বং মদনুজ্ঞাতঃ স্বর্গং সুকৃতিনাং পদম্।।৩৯।।

অন্বয়ঃ— শ্রীভগবান্ উবাচ,—(হে) জরে! ত্বং মা ভৈঃ (মা ভৈষীঃ) উত্তিষ্ঠ, (ত্বয়া) এষঃ (বাণপ্রহাররূপঃ) মে (মম) কামঃ কৃতঃ হি (অভীষ্ট এব কৃতঃ), মদনুজ্ঞাতঃ (ময়ানুমতঃ) ত্বং সুকৃতিনাং (পুণ্যবতাং) পদং (স্থানং প্রাপ্যমিতি যাবৎ) স্বর্গং যাহি (গচ্ছ)।।৩৯।।

অনুবাদ— শ্রীভগবান্ বলিলেন,— হে জরে! তুমি উঠ, ভীত হইও না। তুমি ইহা আমার অভীষ্ট কার্য্যই করিয়াছ। সম্প্রতি আমার অনুমতিক্রমে সুকৃতিগণের স্থানে গমন কর।।৩৯।।

বিশ্বনাথ— এয মে কাম এব ব্রহ্মশাপো ময়া ত্বঙ্গী-কর্ত্তব্য ইতি মদিচ্ছেত্যর্থঃ। স্বর্গমপ্রাকৃতং সুকৃতিনাং প্রশস্ত-সুকৃতবতাং মদ্ভক্তানাং পদং বৈকুণ্ঠং যাহি। সুকৃতিনামিতি প্রশংসায়াং মত্বর্থীয়ঃ।। ৩৯।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— ইহা আমার ইচ্ছাই ব্রহ্মশাপ আমি কিন্তু অধিকার করিব, ইহা আমার ইচ্ছা। স্বর্গ অপ্রাকৃত সুকৃতিগণের আমার ভক্তগণের স্থান বৈকুণ্ঠে যাও। সুকৃতিগণের এই স্থলে প্রশংসা অর্থে মতুপ্ অর্থে ঈয় প্রত্যয়।। ৩৯।।

ইত্যাদিষ্টো ভগবতা কৃষ্ণেনেচ্ছাশরীরিণা।
ত্রিঃ পরিক্রম্য তং নত্বা বিমানেন দিবং যযৌ।। ৪০।।

অন্বয়ঃ—ইচ্ছাশরীরিণা (ইচ্ছাময়বিগ্রহেণ) ভগবতা কৃষ্ণেন ইতি (এবম্) আদিষ্টঃ (স ব্যাধঃ) তং (শ্রীকৃষ্ণং) ত্রিঃ পরিক্রম্য (বারত্রয়ং প্রদক্ষিণীকৃত্য) নত্বা (প্রণম্য চ) বিমানেন (স্বর্গযানেন) দিবং যযৌ (স্বর্গং গতবান্)।। ৪০।।

অনুবাদ— ইচ্ছাময়-বিগ্রহধারী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ-কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া জরাব্যাধ বারত্রয় তাঁহাকে প্রদক্ষিণ ও প্রণামপূর্ব্বক বিমানারোহণে স্বর্গগমন করিয়াছিল।।৪০

বিশ্বনাথ— ইচ্ছাশরীরিণা ইচ্ছয়ৈব প্রশস্তশরীরধারী ভবেদ্‌যস্তেন।। ৪০।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— ইচ্ছাই শরীর যাহাদের সেইরূপ প্রশস্ত শরীরধারী যিনি হইবেন তৎ-কর্ত্তৃক।। ৪০।।

দারুকঃ কৃষ্ণপদবীমন্বিচ্ছন্নধিগম্য তাম্।
বায়ুং তুলসিকামোদমাঘ্রায়াভিমুখং যযৌ।। ৪১।।

অন্বয়ঃ— দারুকঃ কৃষ্ণপদবীং (তদীয়মার্গম্) অন্বিচ্ছন্ (অনুসন্দধানঃ) তাং (ভূমিম্) অধিগম্য (প্রাপ্য) তুলসিকামোদং (তুলসীসুরভিযুক্তং) বায়ুম্ আঘ্রায় অভি-মুখং (কৃষ্ণাভিমুখং) যযৌ (গতঃ)।। ৪১।।

অনুবাদ— দারুক তৎকালে শ্রীকৃষ্ণের অবস্থান-ক্ষেত্রের অনুসন্ধান করিতে করিতে সমীপবর্ত্তী স্থানে উপ-স্থিত হইয়া তুলসী-সৌরভযুক্ত বায়ুর আঘ্রাণ পূর্ব্বক তদভি-মুখে গমন করিলেন।। ৪১।।

তং তত্র তিগ্মদ্যুভিরায়ুধৈর্বৃতং
হ্যশ্বত্থমূলে কৃতকেতনং পতিম্।
স্নেহপ্লুতাত্মা নিপপাত পাদয়ো
রথাদবপ্লুত্য সবাষ্পলোচনঃ।। ৪২।।

অন্বয়ঃ—(স দারুকঃ) তত্র অশ্বত্থমূলে কৃতকেতনং (কৃতাবস্থানং) তিগ্মদ্যুভিঃ (তিক্ষ্ণদ্যুতিভিঃ) আয়ুধৈঃ (অস্ত্রৈঃ) বৃতং (পরিবৃতং) তং পতিং (শ্রীকৃষ্ণং দৃষ্ট্বা) স্নেহপ্লুতাত্মা (স্নেহার্দ্রচিত্তং) সবাষ্পলোচনঃ (বাষ্পাকুলি-তনয়নশ্চ সন্) রথাৎ অবপ্লুত্য (অবতীর্য্য) পাদয়োঃ (পদ-যুগলে) নিপপাত (নিপতিতঃ)।। ৪২।।

অনুবাদ—অনন্তর অশ্বত্থমূলে অবস্থিত তীক্ষ্ণদ্যুতি-আয়ুধরাশিপরিবৃত প্রভু শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া স্নেহার্দ্র-চিত্তে বাষ্পকুলিতলোচনে রথ হইতে অবতরণ-পূর্ব্বক তদীয় পদযুগলে নিপতিত হইলেন।। ৪২।।

অপশ্যতস্ত্বচ্চরণাম্বুজং প্রভো
দৃষ্টিঃ প্রনষ্টা তমসি প্রবিষ্টা।
দিশো ন জানে ন লভে চ শান্তিং
যথা নিশায়ামুডুপে প্রনষ্টে।। ৪৩।।

অন্বয়ঃ— (হে) প্রভো! নিশায়াং (রাত্রৌ)উড়ুপে (চন্দ্রে) প্রনষ্টে যথা (অদৃশ্যে সতি যথা দিগ্‌জ্ঞানং ন জায়তে তথা) ত্বচ্চরণাম্বুজং (ত্বদীয়পাদপদ্মম্) অপশ্যতঃ (মম) দৃষ্টিঃ প্রনষ্টা তমসি (অন্ধকারে) প্রবিষ্টা (চ ততশ্চাহং) দিশঃ ন জানে (মম দিগ্‌ভ্রান্তির্জাতেত্যর্থঃ কিঞ্চ) শান্তিং চ (অপি) ন লভে (নাধিগচ্ছামি)।। ৪৩।।

অনুবাদ— হে প্রভো! নিশাকালে চন্দ্র অদৃশ্য হইলে লোকের যেরূপ দিগ্‌ভ্রান্তি উপস্থিত হয়, সেইরূপ ভবদীয়

শ্রীপাদপদ্মের অদর্শনে মদীয় বিলুপ্তদৃষ্টিও অন্ধকারে প্রবিষ্ট হওয়ায় আমার দিগ্‌ভ্রান্তি উপস্থিত হইয়াছে। কোনরূপেই শান্তিলাভ করিতেছি না।। ৪৩।।

ইতি ব্রুবতি সূতে বৈ রথো গরুড়লাঞ্ছনঃ।
খমুৎপপাত রাজেন্দ্র সাশ্বধ্বজ উদীক্ষতঃ।। ৪৪।।

অন্বয়ঃ— (হে) রাজেন্দ্র। সূতে (সারথৌ দারুকে) ইতি (পূর্ব্বোক্তরূপং) ব্রুবতি (কথয়তি সতি) গরুড়লাঞ্ছনঃ (গরুড়ধ্বজঃ) রথঃ সাশ্বধ্বজঃ (অশ্বধ্বজৈঃ সহিত এব) উদীক্ষতঃ (উদীক্ষমাণস্য সূতস্য সতঃ) খম্ (আকাশম্) উৎপপাত বৈ (উত্থিতো বভূব)।। ৪৪।।

অনুবাদ— হে রাজেন্দ্র। দারুক এরূপ বলিতে আরম্ভ করিলে গরুড়চিহ্নিত রথ অশ্বগণও ধ্বজের সহিতই দারুকের সমক্ষে আকাশে উত্থিত হইল।। ৪৪।।

তমন্বগচ্ছন্ দিব্যানি বিষ্ণুপ্রহরণানি চ।
তেনাতিবিস্মিতাত্মানং সূতমাহ জনার্দ্দনঃ।। ৪৫।।

অন্বয়ঃ— দিব্যানি বিষ্ণুপ্রহরণানি (শ্রীকৃষ্ণস্যাস্ত্রাণি) চ তং (রথম্) অন্বগচ্ছন্ (অনুগতানি বভূবুঃ) তেন (তদ্দর্শনেন) অতিবিস্মিতাত্মানম্ (অতিবিস্মিতচিত্তং) সূতং (দারুকং সম্ভাষ্য তদা) জনার্দ্দনঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) আহ (উক্তবান্)।। ৪৫।।

অনুবাদ— দিব্য বৈষ্ণবাস্ত্ররাশিও তখন রথের অনুগমন করিলে তদ্দর্শনে দারুক অতিশয় বিস্মিতচিত্ত হওয়ায় ভগবান্ তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন।।৪৫

গচ্ছ দ্বারবতীং সূত জ্ঞাতীনাং নিধনং মিথঃ।
সঙ্কর্ষণস্য নির্য্যাণং বন্ধুভ্যো ব্রূহি মদ্দশাম্।। ৪৬।।

অন্বয়ঃ— (হে) সূত। (দারুক। ত্বং) দ্বারবতীং গচ্ছ বন্ধুভ্যঃ (তত্রত্যবন্ধুজনসমীপে) জ্ঞাতীনাং মিথঃ নিধনং (পরস্পর প্রহারেণ জাতং বধং তথা) সঙ্কর্ষণস্য নির্য্যাণং (যোগমার্গেণ প্রয়াণং তথা) মদ্দশাং (মদীয়ামীদৃশীমবস্থাঞ্চ) ব্রূহি (বর্ণয়)।। ৪৬।।

অনুবাদ— হে সূত। তুমি এস্থান হইতে দ্বারকায় গমনপূর্ব্বক বন্ধুগণের নিকট জ্ঞাতিগণের পরস্পরযুদ্ধজনিত নিধন, বলদেবের নির্য্যাণ এবং মদীয় দশা বর্ণন করিবে।। ৪৬।।

বিশ্বনাথ— গচ্ছেতি রথস্য বৈকুণ্ঠপ্রস্থাপনেঽপি সারথেস্তস্য বৈকুণ্ঠাপ্রস্থাপনং সর্ব্বত্র তাৎকালিকস্ববৃত্তজ্ঞাপনার্থং তথা বৈকুণ্ঠাদাগতস্য তস্যেহ নিত্যস্বপার্ষদানামুদ্ধবাদীনাং সঙ্গতঃ প্রেম্নোঽতিবৃদ্ধিং দৃষ্ট্বা দ্বারকায়া অপ্রকটপ্রকাশগতলীলায়ামেব প্রবেশনার্থঞ্চেতি গম্যতে। মদ্দশামিতি ব্রুবন্ ভাবিনীমবস্তুভূতাং লীলাং সূচয়তি।।৪৬

টীকার বঙ্গানুবাদ— 'গমন কর' রথকে বৈকুণ্ঠে পাঠান হইলেও সারথিকে বৈকুণ্ঠে না পাঠান—সর্ব্বত্র তাৎকালিক নিজ ইচ্ছা জ্ঞাপন জন্য এবং বৈকুণ্ঠ হইতে আগত সেই এইস্থলে নিত্য নিজপার্ষদ উদ্ধবাদির সহিত অতিশয় প্রেমবৃদ্ধি দেখিয়া দ্বারকার অপ্রকট প্রকাশ গতলীলাতেই প্রবেশ করাইবার জন্য ইহা বুঝা যায় আমার দশা—এই বলিয়া ভাবী অবস্তুস্বরূপ লীলার সূচনা করিলেন।। ৪৬।।

দ্বারকায়াঞ্চ ন স্থেয়ং ভবদ্ভিশ্চ স্ববন্ধুভিঃ।
ময়া ত্যক্তাং যদুপরীং সমুদ্রঃ প্লাবয়িষ্যতি।। ৪৭।।

অন্বয়ঃ— ময়া ত্যক্তাং যদুপরীং (দ্বারকাং) সমুদ্রঃ প্লাবয়িষ্যতি (জলপ্লাবনেন নাশয়িষ্যতি ততঃ) স্ববন্ধুভিঃ ভবদ্ভিঃ চ দ্বারকায়াং ন স্থেয়ং চ (ইতঃপরং তত্র বাসো ন কার্য্যঃ)।। ৪৭।।

অনুবাদ— সমুদ্র অতঃপর আমার পরিত্যক্তা এই দ্বারকাপুরীকে জলপ্লাবিত করিবে, সুতরাং তোমাদের এবং নিজ বন্ধুগণের তথায় বাস করা কর্ত্তব্য নহে।।৪৭

স্বং স্বং পরিগ্রহং সর্ব্বে আদায় পিতরৌ চ নঃ।
অর্জ্জুনেনাবিতাঃ সর্ব্বে ইন্দ্রপ্রস্থং গমিষ্যথ।। ৪৮।।

অন্বয়ঃ— সর্ব্বে (যাদবাঃ) নঃ (অস্মাকং) পিতরৌ (দেবকীবসুদেবৌ) চ স্বং স্বং পরিগ্রহং (পরিজনম্) আদায় অর্জ্জুনেন অবিতাঃ (রক্ষিতাঃ সন্তঃ) সর্ব্বে (যূয়ম্) ইন্দ্রপ্রস্থং গমিষ্যথ (যাস্যথেতি ব্রূহীতি পূর্ব্বেণান্বয়ঃ)।।

অনুবাদ— যাদবগণ সকলে এবং আমার পিতা-মাতা ইঁহারা নিজ নিজ পরিজন সহ অর্জ্জুনকর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়া যেন ইন্দ্রপ্রস্থে গমন করেন।। ৪৮।।

ত্বন্তু মদ্ধর্ম্মমাস্থায় জ্ঞাননিষ্ঠ উপেক্ষকঃ।
মন্মায়ারচিতামেতাং বিজ্ঞায়োপশমং ব্রজ।। ৪৯।।

অন্বয়ঃ— ত্বং তু মদ্ধর্ম্মং (মদীয়ভক্তিম্) আস্থায় (অবলম্ব্য) জ্ঞাননিষ্ঠঃ উপেক্ষকঃ (চ সন্) এতাং মন্মায়া-রচিতাং (সর্ব্বাং লীলাং ময়া মায়য়ৈব কল্পিতামিতি) বিজ্ঞায় (জ্ঞাত্বা) উপশমং ব্রজ (শান্তিং গচ্ছ মন্মূর্ত্তেরন্তর্হিতত্বাদ্ বৃথাশোকং মা কুর্ব্বিত্যর্থঃ)।। ৪৯।।

অনুবাদ— তুমিও মদীয় ভক্তিধর্ম্ম অবলম্বনপূর্ব্বক জ্ঞাননিষ্ঠ ও উদাসীন হইয়া এসমস্ত লীলা আমার মায়া-কল্পিত জানিয়া শান্তিলাভ করিবে।। ৪৯।।

বিশ্বনাথ— ননু সচ্চিদানন্দাত্মকস্য স্ববিগ্রহস্য রামাদিবিগ্রহস্য চৈতাদৃশঃ প্রকারোঽয়ং ক ইতি কৃপয়া মামাচক্ষ্বেত্যত আহ, মন্মায়েতি। এতাং প্রত্যায্যমানাং লীলাম্।। ৪৯।।

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।
একাদশেত্রিংশোঽধ্যায়ঃ সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্।।

ইতি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি ঠক্কুরকৃতা শ্রীভাগবতে একাদশ-স্কন্ধে ত্রিংশোঽধ্যায়স্য সারার্থদর্শিনী টীকা সমাপ্তা।

টীকার বঙ্গানুবাদ— প্রশ্ন—সচ্চিদানন্দস্বরূপ নিজ বিগ্রহ ও বলরামাদির বিগ্রহের এইরূপ প্রকার, ইহা কি? কৃপা পূর্ব্বক আমাকে বল। ইহার উত্তরে বলিতেছেন— আমার মায়াদ্বারা রচিত সাধারণকে 'ভ্রম' দেখাইবার জন্য এই লীলা জানিবে।। ৪৯।।

ইতি ভক্তগণের চিত্তের আনন্দদায়িনী সারার্থ-দর্শিনীতে একাদশস্কন্ধে ত্রিংশ অধ্যায় সাধুগণের সঙ্গে সমাপ্ত হইলেন।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে ত্রিংশ অধ্যায়ের শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর কৃতা সারার্থ-দর্শিনী টীকার অনুবাদ সমাপ্ত হইলেন।

ইত্যুক্তস্তং পরিক্রম্য নমস্কৃত্য পুনঃ পুনঃ।
তৎপাদৌ শীর্ষ্ণ্যুপাধায় দুর্ম্মনাঃ প্রযযৌ পুরীম্।। ৫০।।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যেপারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামেকাদশস্কন্ধে শ্রীভগবদুদ্ধব-সংবাদে উদ্ধবস্য বদর্য্যাশ্রমপ্রবেশো নাম ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।। ৩০।।

অন্বয়ঃ— (সঃ) ইতি উক্তঃ (সন্) তং (শ্রীকৃষ্ণং) পরিক্রম্য (প্রদক্ষিণীকৃত্য) শীর্ষ্ণ্ণ (মস্তকে) তৎপাদৌ (তদীয় পাদযুগলম্) উপাধায় (গৃহীত্বা) পুনঃপুনঃ নমস্কৃত্য (চ) দুর্ম্মনাঃ (দুঃখিতচিত্তঃ সন্) পুরীং (দ্বারকাং) প্রযযৌ (গতবান্)।। ৫০।।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে ত্রিংশাধ্যায়স্যান্বয়ঃ।।

অনুবাদ— অনন্তর দারুক শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক এরূপ উপদিষ্ট হইয়া তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিয়া তদীয় পদযুগল মস্তকে ধারণ এবং পুনঃপুনঃ নমস্কারপূর্ব্বক দুঃখিতচিত্তে দ্বারকায় গমন করিলেন।। ৫০।।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে ত্রিংশাধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশস্কন্ধের ত্রিংশ অধ্যায়ের মধ্য, তথ্য, বিবৃতি সমাপ্ত।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশস্কন্ধের ত্রিংশ অধ্যায়ের গৌড়ীয়-ভাষ্য সমাপ্ত।

একত্রিংশোঽধ্যায়ঃ

শ্রীশুক উবাচ—

অথ তত্রাগমদ্‌ব্রহ্মা ভবান্যা চ সমং ভবঃ।
মহেন্দ্রপ্রমুখা দেবা মুনয়ঃ সপ্রজেশ্বরাঃ।। ১।।

গৌড়ীয় ভাষ্য

একত্রিংশ অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে শ্রীভগবানের যদুগণসহিত নিজধামে প্রয়াণ কথিত হইয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণ স্বধামে গমন করিলে দারুকের নিকট তাহা অবগত হইয়া বসুদেবাদি সকলেই একান্ত শোকাকুল হইয়া তাঁহার অনুগমন করিলেন। যে-সকল দেবতা কৃষ্ণের ইচ্ছাক্রমে কৃষ্ণলীলার সহায়তা-সাধনের জন্য যদুকুলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই কৃষ্ণের অনুগমনে পুনঃ স্বধামে গমন করিলেন। ভগবানের জীবসৃষ্টি ও তদ্‌ধ্বংস ব্যাপার নটের অভিনয়ের ন্যায় মায়াবিড়ম্বনা-মাত্র—তিনি বিশ্বসৃষ্টি করিয়া তাহাতে অনুপ্রবিষ্ট হন। অন্তে পুনঃ নিজের মধ্যে সমস্ত বিশ্বকে উপসংহৃত করিয়া স্বমহিমায় লীলা হইতে নিবৃত্ত হন। কৃষ্ণবিরহে কাতর অর্জ্জুন কৃষ্ণোপদেশসকল স্মরণপূর্ব্বক নিজকে সান্ত্বনা প্রদান করিলেন এবং মৃত আত্মীয়সকলের পিণ্ডদানাদি কার্য্য সম্পাদন করিলেন। শ্রীভগবদ্‌গৃহব্যতীত সমগ্র দ্বারকাপুরী সমুদ্র তখনই আত্মসাৎ করিল। অর্জ্জুন অবশিষ্ট যদুবংশীয়গণকে লইয়া ইন্দ্রপ্রস্থে আসিয়া বজ্রকে সিংহাসনে অভিষিক্ত করিলেন। যুধিষ্ঠিরাদি পাণ্ডবগণও এই বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া পরীক্ষিৎকে রাজ্যসমর্পণ পূর্ব্বক মহাপ্রস্থান করিলেন।

অন্বয়ঃ— শ্রীশুকঃ উবাচ,—অথ (দারুকগমনানন্তরং) ব্রহ্মা ভবান্যা (পার্ব্বত্যা) সমং (সহ) ভবঃ (শিবঃ) চ মহেন্দ্রপ্রমুখাঃ (ইন্দ্রাদ্যাঃ) দেবাঃ (চ) সপ্রজেশ্বরাঃ (প্রজেশ্বরৈর্মরীচ্যাদিভিঃ সহিতাঃ) মুনয়ঃ (সনকাদয়শ্চ) তত্র (শ্রীকৃষ্ণসমীপে) আগমৎ (সর্ব্বে তে আগতা বভূবুঃ)।।

অনুবাদ— শ্রীশুকদেব বলিলেন,—অনন্তর ব্রহ্মা, শঙ্কর, পার্ব্বতী, মহেন্দ্রপ্রমুখ দেবগণ এবং মরীচি প্রভৃতি প্রজাপতিগণের সহিত সনকাদি মুনিগণ শ্রীকৃষ্ণসমীপে সমাগত হইলেন।। ১।।

পিতরঃ সিদ্ধগন্ধর্ব্বা বিদ্যাধরমহোরগাঃ।
চারণা যক্ষরক্ষাংসি কিন্নরাপ্সরসো দ্বিজাঃ।। ২।।
দ্রষ্টুকামা ভগবতো নির্য্যাণং পরমোৎসুকাঃ।
গায়ন্তশ্চ গৃণন্তশ্চ শৌরেঃ কর্ম্মাণি জন্ম চ।। ৩।।

অন্বয়ঃ— পিতরঃ সিদ্ধগন্ধর্ব্বাঃ (সিদ্ধা গন্ধর্ব্বাশ্চ) বিদ্যাধরমহোরগাঃ (বিদ্যাধরা মহানাগাশ্চ) চারণাঃ যক্ষরক্ষাংসি (যক্ষা রক্ষাংসি রাক্ষসাশ্চ) কিন্নরাপ্সরসঃ (কিন্নরা অপ্সরসশ্চ) দ্বিজাঃ (গরুড়লোকবাসিনঃ পক্ষিণশ্চ তে সর্ব্বে) ভগবতঃ নির্য্যাণং (প্রয়াণলীলাং) দ্রষ্টুকামাঃ (সন্তঃ) পরমোৎসুকাঃ শৌরেঃ (শ্রীকৃষ্ণস্য) জন্ম (জন্মলীলাং) কর্ম্মাণি চ গায়ন্তঃ চ গৃণন্তঃ চ (স্তুবন্তশ্চ তত্রাগমন্)।। ২-৩।।

অনুবাদ—পিতৃগণ, সিদ্ধ, গন্ধর্ব্ব, বিদ্যাধর, মহানাগ, চারণ, যক্ষ, রক্ষ, কিন্নর, অপ্সরা এবং গরুড়লোকবাসী পক্ষিগণ সকলে ভগবৎপ্রয়াণলীলাদর্শনকামনায় পরম ঔৎসুক্যসহকারে শ্রীকৃষ্ণের জন্মচরিতলীলা কীর্ত্তন ও স্তব করিতে করিতে তথায় উপস্থিত হইয়াছিলেন।। ২-৩।।

ববৃষুঃ পুষ্পবর্ষাণি বিমানবলিভির্নভঃ।
কুর্ব্বন্তঃ সঙ্কুলং রাজন্ ভক্ত্যা পরময়া যুতাঃ।। ৪।।

অন্বয়ঃ—(হে) রাজন্! (তে) বিমানবলিভিঃ (বিমানসমূহৈঃ) নভঃ (আকাশং) সঙ্কুলং (ব্যাপ্তং) কুর্ব্বন্তঃ পরময়া ভক্ত্যা যুতাঃ (সন্তঃ) পুষ্পবর্ষাণি ববৃষুঃ (পুষ্পবৃষ্টিং চক্রুঃ)।। ৪।।

অনুবাদ— হে রাজন্! তাঁহারা বিমানসমূহদ্বারা নভোমণ্ডল সঙ্কুলিত করিয়া পরমভক্তিসহকারে পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন।। ৪।।

বিশ্বনাথ—

একত্রিংশে ভগবতশ্চান্তর্দ্ধানং নিরূপ্যতে।
দেবকীবসুদেবাদে রুক্মিণ্যাদেস্ততঃ পরম্।।
"দেবান্ যদূন্ বিধায়াদৌ ভূয়ো দেবান্ বিধায় চ।।
শ্রীকৃষ্ণঃ স্বেচ্ছয়া ধাম স্বতন্বৈব সমাবিশৎ।।"
—ইতি স্বামিচরণাঃ।। ১-৪।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— এই একত্রিংশ অধ্যায়ে শ্রীভগবানের অন্তর্ধান নিরূপিত হইতেছে। তৎপরে দেবকী বসুদেব আদির ও রুক্মিণী আদির অন্তর্ধান।

দেবগণকে যদুবংশে অবতীর্ণ করাইয়া পুনরায় তাহাদিগকে দেবতা করিয়া শ্রীকৃষ্ণ স্বেচ্ছায় নিজশরীর সহ ধামে অপ্রকট লীলায় প্রবেশ করিলেন। ইহা শ্রীস্বামিপাদ বলিয়াছেন।। ১-৪।।

ভগবান্ পিতামহং বীক্ষ্য বিভূতীরাত্মনো বিভুঃ।
সংযোজ্যাত্মনি চাত্মানং পদ্মনেত্রে ন্যমীলয়ৎ।। ৫।।

অন্বয়ঃ— ভগবান্ বিভুঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) পিতামহং (ব্রহ্মাণম্) আত্মনঃ (স্বস্য) বিভূতীঃ (অংশভূতান্ ইন্দ্রাদীন্ দেবাংশ্চ) বীক্ষ্য (দৃষ্ট্বা) আত্মনি (পরমাত্মনি) আত্মানং (চিত্তং) সংযোজ্য (চ) পদ্মনেত্রে (কমলসদৃশং নয়নযুগলং) ন্যমীলয়ৎ (নিমীলিতবান্)।। ৫।।

অনুবাদ— ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মা এবং স্বীয় অংশসম্ভূত ইন্দ্রাদিদেবগণকে দর্শন করিয়া পরমাত্মায় চিত্তসংযোগপূর্ব্বক কমলতুল্য নয়নযুগল নিমীলিত করিলেন।।

লোকাভিরামাং স্বতনুং ধারণাধ্যানমঙ্গলম্।
যোগধারণয়াগ্নেয্যাদগ্ধ্বা ধামাবিশৎ স্বকম্।। ৬।।

অন্বয়ঃ— (ততঃ সঃ) ধারণাধ্যানমঙ্গলং (ধারণায়া ধ্যানস্য চ মঙ্গলং শোভনং বিষয়ং) লোকাভিরামাং (লোকানামভিরামোঽভিতো রমণং স্থিতির্যস্যাং তাং) স্বতনুং (স্বীয়বিগ্রহং) আগ্নেয্যা যোগধারণয়া অদগ্ধ্বা (যোগিনো হি স্বচ্ছন্দমৃত্যবঃ স্বাং তনুমাগ্নেয্যা যোগধারণয়া দগ্ধ্বা লোকান্তরং প্রবিশন্তি ভগবান্ তু ন তথা কিন্তু তনুমদগ্ধ্বৈব স্বতনুসহিত এব) স্বকং ধাম (বৈকুণ্ঠম্) আবিশৎ (প্রবিষ্টবান্)।।

অনুবাদ— অনন্তর তিনি ধ্যানধারণার বিশুদ্ধবিষয়ীভূত লোকাভিরাম স্বীয় বিগ্রহ আগ্নেয়ী যোগধারণা দ্বারা দগ্ধ না করিয়াই নিজধামে প্রবিষ্ট হইলেন।। ৬।।

বিশ্বনাথ— ভগবান্ পিতামহমিত্যাদি দ্বয়মবস্তুভূতং ব্যাখ্যাতাভিপ্রায়ং ব্যাখ্যাস্যামানাভিপ্রায়ঞ্চ। স্বামিচরণাস্তু যোগিনামিব স্বচ্ছন্দমৃত্যুভ্রমং বারয়ন্ ভগবানাগ্নেয্যাপি ধারণয়া স্বতনুমদগ্ধ্বৈব পদং গম্যং ধাম বৈকুণ্ঠমাবিশদিত্যাহুঃ। অদগ্ধ্বেত্যত্র লোকাভিরামামিতি ধারণা-ধ্যানয়োর্মঙ্গলং বিষয়মিতি চ হেতুদ্বয়মাহুঃ। অন্যে তু ধারণাধ্যানমঙ্গলং যথাস্যাত্তথা শুদ্ধং জাম্বুনদমিব স্বতনুং দগ্ধ্বেতিবৎ দাহোত্তীর্ণং জাম্বুনদমিব স্বতনুমাদায়ৈব ধামাবিশৎ। সন্দিহানান্ বাদিনস্তু বহ্নিনা স্বতনোর্দাহাসমর্থং দর্শয়ামাসেতি তাৎপর্য্যম্। "বহ্নিমধ্যে স্মরেদ্রূপং মমৈতদ্ধ্যানমঙ্গলম্" ইতি তদুক্তেরিতি ব্যাচক্ষতে।। ৫-৬।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— ভগবান্ পিতামহকে এই দুইটি শ্লোক অবস্তুস্বরূপ ব্যাখ্যাতার অভিপ্রায় ও ব্যাখ্যা করিবার অভিপ্রায়। স্বামিপাদ কিন্তু যোগীগণের ন্যায় স্বচ্ছন্দ মৃত্যু ভ্রম বারণ করিয়া ভগবান্ অগ্নিময়ী ধারণারদ্বারা নিজ বিগ্রহকে দগ্ধ না করিয়াই নিজগম্যধাম বৈকুণ্ঠে প্রবেশ করিলেন, ইহা বলিয়াছেন। দগ্ধ না করিয়া এইস্থলে লোকচক্ষুর মনোরম এবং যোগীগণের ধারণা ও ধ্যানের মঙ্গল বিষয় ভগবানেররূপ এই দুইটি কারণ বলিয়াছেন। অন্যে কিন্তু ধারণা ধ্যানমঙ্গল যেমন হয় সেইরূপ শুদ্ধ জাম্বুনদ স্বর্ণের ন্যায় নিজ বিগ্রহকে দগ্ধের ন্যায়, অগ্নি হইতে স্বর্ণকে যেমন বাহির করা হয়, সেইরূপ নিজ বিগ্রহকে অগ্নি হইতে বাহির করিয়াই ধামে প্রবেশ করিলেন। সন্দিগ্ধবাদিগণ কিন্তু অগ্নিদ্বারা নিজ বিগ্রহের দাহ অসমর্থ দেখাইয়াছেন—ইহাই তাৎপর্য্য। বহ্নি মধ্যে আমার স্বরূপ

যাহা ধ্যানমঙ্গল তাহাই শরণ করিবে, ইহা তাহার উক্তি এইভাবে ব্যাখ্যা করেন।। ৫-৬।।

মধ্ব—

আগ্নেয্যা ধারণয়া স্বতনুমদগ্ধ্বা স্বকং ধামাবিশৎ।
আগ্নেয্যাহন্যে ধারণয়া দগ্ধ্বা দেহং পরং পদম্।
যান্তি দেবাঃ সমস্তাশ্চ তেষামন্যাং তনুং হরিঃ।।
নৃসিংহরূপী ভগবান্ ভিত্ত্বা তাভিরলংকৃতঃ।
নৃত্যতে প্রলয়ে দেবঃ স্বয়ং কৃষ্ণাদিরূপবান্।।
অদগ্ধ্বৈব তনুং যাতি নিত্যানন্দ-স্বরূপতঃ।
ইতি তন্ত্রভাগবতে।। ৬।।

দিবি দুন্দুভয়ো নেদুঃ পেতুঃ সুমনসশ্চ খাৎ।
সত্যং ধর্ম্মো ধৃতির্ভূমেঃ কীর্ত্তিঃ শ্রীশ্চানু তং যযুঃ।। ৭

অন্বয়ঃ—(তদা) দিবি (স্বর্গে) দুন্দুভয়ঃ নেদুঃ (বাদিতা বভূবুঃ) খাৎ (আকাশাৎ) সুমনসঃ চ পেতুঃ (পুষ্পবর্ষণানি বভূবুঃ) সত্যং ধর্ম্মঃ ধৃতিঃ কীর্ত্তিঃ শ্রীঃ চ (এতে গুণাঃ) ভূমেঃ (পৃথিব্যাঃ সকাশাৎ) তং (শ্রীকৃষ্ণম্) অনুযযুঃ (অনুগতা বভূবুঃ)।। ৭।।

অনুবাদ— তৎকালে স্বর্গে দুন্দুভিসকল নিনাদিত এবং আকাশ হইতে পুষ্পরাশি বর্ষিত হইয়াছিল। সত্য, ধর্ম্ম, ধৃতি, কীর্ত্তি, শ্রী এইসকল গুণ পৃথিবী পরিত্যাগ-পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের অনুগমন করিয়াছিল।। ৭।।

বিশ্বনাথ—সত্যধর্ম্মাদয়ো যযুরিতি তৎপরাভাবক-নানাকুমতানাং তদৈবোত্থানাদিতি ভাবঃ।। ৭।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— সত্য ও ধর্ম্ম আদি শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে অনুগমন করিয়াছিল। ইহার অর্থ ধর্ম্ম ও সত্যাদি যাহাদের কুমতিদ্বারা পরাভবপায় তাহারাই কৃষ্ণের অন্তর্ধানে সেইকালে পুনরায় উত্থিত হইয়াছিল—ইহাই ভাবার্থ।। ৭।।

দেবাদয়ো ব্রহ্মমুখ্যা ন বিশন্তং স্বধামনি।
অবিজ্ঞাতগতিং কৃষ্ণং দদৃশুশ্চাতিবিস্মিতাঃ।। ৮।।

অন্বয়ঃ— ব্রহ্মমুখ্যাঃ (ব্রহ্মাদয়ঃ) দেবাদয়ঃ (দেবর্ষি-প্রমুখাঃ সর্ব্বে) অবিজ্ঞাতগতিম্ (অজ্ঞেয়গতিং) কৃষ্ণং স্বধামনি (স্বলোকে) বিশন্তং (প্রবিশন্তং) ন (দদৃশুঃ তথা ক্বচিৎ ক্বচিৎ) দদৃশুঃ চ (ততঃ) অতিবিস্মিতাঃ (বভূবুঃ)।।

অনুবাদ— ব্রহ্মা এবং দেবগণ, ঋষিগণ প্রভৃতি সকলে অজ্ঞেয়গতি শ্রীকৃষ্ণকে নিজলোকে প্রবেশকালে দেখিতে পাইলেন না, আবার কোন কোন স্থানে দেখিতেও পাইয়াছিলেন।। ৮।।

বিশ্বনাথ—তদা শ্রীভগবত্যন্তর্হিতে সতি সর্ব্বজ্ঞা অপি কুত্র গত ইতি বিতর্কয়ন্তোঽপি ব্রহ্মভবাদ্যা দেবাঃ স্বধাম গচ্ছন্তং তং কৃষ্ণং অবিজ্ঞাতগতিং দদৃশুঃ। তস্য গতিং ন দদৃশুরিতি ফলিতোঽর্থঃ। ক্বচিৎ ক্বচিৎ কেচিৎ কেচিৎ দদৃশুশ্চেত্যতোঽতিবিস্মিতা বভূবুরিত্যর্থঃ।। ৮।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— শ্রীভগবান্ অন্তর্ধান করিলে পর সর্ব্বজ্ঞগণও কোথায় গেলেন—এই বিতর্ককারী ব্রহ্মা শিবাদি দেবগণ স্বধাম গমনকালে সেই কৃষ্ণকে কোথায় যাইতেছেন না জানিয়াও দর্শন করিয়াছিলেন। ফলকথা কৃষ্ণের গতি তাহারা দেখিতে পান নাই। কোন কোন সময় কেহ কেহ দেখিয়াও ছিলেন, এই হেতু অতিবিস্মিত হইয়াছিলেন।। ৮।।

সৌদামন্যা যথাকাশে যান্ত্যা হিত্বাভ্রমণ্ডলম্।
গতির্ন লক্ষ্যতে মর্ত্তৈস্তথা কৃষ্ণস্য দৈবতৈঃ।। ৯।।

অন্বয়ঃ— আকাশে অভ্রমণ্ডলং (মেঘমণ্ডলং) হিত্বা (ত্যক্ত্বা) যান্ত্যা (তিরোগচ্ছন্ত্যাঃ) সৌদামন্যাঃ (বিদ্যুতঃ) গতিঃ যথা মর্ত্ত্যৈঃ (মনুষ্যৈঃ) ন লক্ষ্যতে (তথা) দৈবতৈঃ (দৈবৈরপি স্বলোকং গচ্ছতঃ) কৃষ্ণস্য (গতির্ন জ্ঞাতা)।।

অনুবাদ— আকাশে মেঘমণ্ডল পরিত্যাগপূর্ব্বক অন্তর্দ্ধানশীলা সৌদামিনীর গতির ন্যায় স্বলোকপ্রবেশ-কালে শ্রীকৃষ্ণের গতিও দেবগণের অলক্ষ্য হইয়াছিল।।

ব্রহ্মরুদ্রাদয়স্তে তু দৃষ্ট্বা যোগগতিং হরেঃ।
বিস্মিতাস্তাং প্রশংসন্তঃ স্বং স্বং লোকং যযুস্তদা।। ১০

অন্বয়ঃ— ব্রহ্মারুদ্রাদয়ঃ তে (সর্ব্বে) তু হরেঃ (শ্রীকৃষ্ণস্য) যোগগতিং (যোগপ্রভাবং) দৃষ্ট্বা বিস্মিতাঃ (ভূত্বা) তাং (যোগগতিং) প্রশংসন্তঃ (স্তুবন্তঃ সন্তঃ) মুদা (হর্ষেণ) স্বং স্বং লোকং (স্বস্থানং) যযুঃ (গতাঃ)।। ১০।।

অনুবাদ— ব্রহ্মারুদ্র প্রমুখ সকলে শ্রীকৃষ্ণের যোগপ্রভাবদর্শনে বিস্মিত হইয়া তাদৃশ যোগগতির প্রশংসা করিতে করিতে হৃষ্টচিত্তে নিজ নিজ লোকে প্রস্থান করিলেন।। ১০।।

বিশ্বনাথ— অবিজ্ঞাতগতিত্বং দৃষ্টান্তেন স্পষ্টয়তি— সৌদামন্যা গতির্মর্ত্ত্যৈর্ন লক্ষ্যতে দেবৈস্তু লক্ষ্যতে যথা, তথা ভূমণ্ডলং হিত্বা গচ্ছতঃ শ্রীকৃষ্ণস্য গতি দেবৈরপি ন লক্ষ্যতে, কিন্তু তৎ পার্ষদৈরেতি স্বামিচরণাঃ। তৈশ্চ পার্ষদৈর্মহাবৈকুণ্ঠকারণার্ণবক্ষীরোদাদিভ্য আগত্য ভগবদ্‌যোগমায়য়ৈব হেতুনা পরস্পরালক্ষিতৈঃ স্বপ্রভুং বয়ং স্বধাম নয়াম ইত্যুল্লসদ্ভিঃ সহৈব যযৌ। তথা আবির্ভাবকালে তত্তদ্ধামনাথৈঃ সহ পার্ষদাস্তত আগত্য যদুষ্বজনিষত যে যে পুনর্নির্য্যাণকালেহপি স্বস্বনাথৈঃ সহ তত্র তত্রৈব যযুরিতি জ্ঞেয়ম্। বিস্মিতা ইতি বয়ং যোগেশ্বরা ইত্যভিমন্যামহে কিন্ত্বিমাং যোগগতিং ন বিদ্ম এবেতি ভাবঃ। প্রশংসন্ত ইতি কঃ খল্বেবং কর্ত্তুং প্রভবেৎ যঃ সর্ব্বজ্ঞৈরপ্যস্মাভিরজ্ঞাততত্ত্বো যোগেশ্বরৈরদৃষ্টযোগগতিকঃ, কিন্তু স্বান্তরঙ্গভক্তৈর্জ্ঞাত এব দৃষ্টযোগগতিক এব সন্ স্বধাম প্রাবিশদিতি ভাবঃ।। ৯-১০।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— শ্রীকৃষ্ণের গমন অতি দুর্জ্ঞেয় তাহা দৃষ্টান্তের সহিত স্পষ্ট করিয়া বলিতেছেন— যেমন বিদ্যুতের গতি মানবগণে দেখিতে পায় না, কিন্তু দেবগণ দেখিতে পায়। সেইরূপ ভূমণ্ডল ত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের গমন দেবগণও দেখিতে পান নাই, কিন্তু তাঁহার পার্ষদগণই দেখিয়াছিলেন। ইহা স্বামিপাদ বলিয়াছেন। সেই পার্ষদগণের সঙ্গে মহাবৈকুণ্ঠ কারণসমুদ্র ক্ষীরোদসমুদ্র আদি হইতে আসিয়া ভগবানের যোগমায়া দ্বারাই পরস্পর দর্শন করিয়া নিজ প্রভুকে আমরা নিজধামে লইয়া যাইব— এই উল্লাসের সহিত গিয়াছিলেন। সেইরূপ আবির্ভাবকালে সেই সেই ধামনাথের সহিত পার্ষদগণ সেইসকল স্থান হইতে আসিয়া যদুবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। যাঁহারা যাঁহারা পুনরায় নির্য্যাণকালেও নিজ নিজ প্রভুর সহিত সেই সেই ধামেই গমন করিয়াছিলেন—ইহাই জানিবেন। বিস্মিতা অর্থাৎ আমরা যোগেশ্বর ইহা অভিমান করি কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের যোগগতি জানিতে পারি নাই। প্রশংসা করিয়াছিলেন, ইহারা কে এইরূপ করিতে পারেন, যিনি সর্ব্বজ্ঞ আমাদের অজ্ঞাততত্ত্ব যোগেশ্বরগণেরও অদৃষ্ট গতি, কিন্তু নিজ অন্তরঙ্গ ভক্তগণের জ্ঞাতই, দৃষ্ট যোগগতি হইয়া নিজধামে প্রবেশ করিলেন, ইহাই ভাবার্থ।। ৯-১০

রাজন্ পরস্য তনুভৃজ্জননাপ্যয়েহা
মায়াবিড়ম্বনমবেহি যথা নটস্য।
সৃষ্ট্বাত্মনেদমনুবিশ্য বিহৃত্য চান্তে
সংহৃত্য চাত্মমহিনোপরতঃ স আস্তে।। ১১।।

অন্বয়ঃ— (হে) রাজন্! নটস্য যথা (নটো যথা অবিকৃত এব নানারূপৈর্জন্মমরণাদীন্ বিড়ম্বয়তি তদ্বৎ) পরস্য (পরমাত্মনঃ শ্রীকৃষ্ণস্য) তনুভৃজ্জননাপ্যয়েহাঃ (তনুভৃৎসু যাদবাদিষু জননাপ্যয়হা আবির্ভাবতিরোভাবরূপাশ্চেষ্টাঃ) মায়াবিড়ম্বনং (মায়য়ানুকরণমাত্রম্) অবেহি (জানীহিঃ) সঃ (পরমপুরুষঃ) আত্মনা (স্বয়মেব) ইদং (জগৎ) সৃষ্ট্বা (অনুবিশ্য অন্তর্য্যামিত্বেন তত্র প্রবিশ্য) বিহৃত্য (বিহারং কৃত্বাঃ) চ অন্তে (প্রলয়ে) সংহৃত্য চ (আত্মন্যেব তস্য সংহারং কৃত্বা চ) আত্মমহিনা (স্বমহিম্না) উপরতঃ (শান্তঃ) আস্তে (বর্ত্ততে)।। ১১।।

অনুবাদ— হে রাজন্! নটপুরুষ যেরূপ স্বরূপতঃ অবিকৃত থাকিয়াই রঙ্গমঞ্চে দর্শকগণের সমক্ষে বিবিধ জন্মমরণাদি লীলার অভিনয় করে, পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের যাদবাদিকুলে আবির্ভাবতিরোভাবচেষ্টাও তাদৃশ মায়াভিনয়মাত্র জানিবে। বস্তুতঃ সেই পরমপুরুষ স্বয়ংই এই জগতের সৃষ্টিপূর্ব্বক অন্তর্য্যামিরূপে তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া বিহার করিয়া থাকেন, পুনরায় প্রলয়কালে আত্মমধ্যেই তাহার সংহারপূর্ব্বক স্বীয়-মহিমবলে শান্তভাবে অবস্থান করেন।।

বিশ্বনাথ— ভগবতস্তৎপরিকরাণোঞ্চ তাদৃশত্বং সর্ব্বলোকদৃষ্টং শ্রুত্বা খিদ্যন্তং রাজানং লীলাতত্ত্বসিদ্ধান্তেনাশ্বাসয়তি,—রাজন্নিতি। পরস্য পরমেশ্বরস্য তনুভৃতাং জীবানামিব জননেহা জন্মচেষ্টা অপ্যয়েহা মরণচেষ্টা চ মায়য়া বিড়ম্বনমনুকরণমেব জানীহি নতু তত্ত্বতঃ। জীবানাং শুক্রশোণিতবিকৃততনুভৃতাং জন্মাপ্যয়ৌ দুঃখময়ৌ, পরমেশ্বরস্য তু চিন্ময়বিগ্রহস্য আবির্ভাবতিরোভাবৌ সুখময়াবেব। যদুক্তং—"দেবক্যাং দেবরূপিণ্যাং বিষ্ণুঃ সর্ব্বগুহাশয়ঃ। আবিরাসীদ্‌যথা প্রাচ্যাং দিশীন্দুরিব পুষ্কলঃ।।" ইতি। "অজোহপি জাতো ভগবান্ যথাগ্নি"রিতি। 'কৃষ্ণদ্যুমণিনিম্লোচ' ইতি। 'আদায়ান্তরধাদ্‌যস্তু স্ববিম্বং লোকলোচনম্' ইতি। "অনাদেয়মহেয়ঞ্চ রূপং ভগবতো হরেঃ। আবির্ভাবতিরোভাবাবস্যোক্তে গ্রহমোচনে" ইতি ব্রহ্মাণ্ডপুরাণবাক্যঞ্চ। তদপি যৎ ক্বচিজ্জীবস্য জন্মাপ্যয়ৌ দৃশ্যেতে তন্মায়য়া বিড়ম্বনমিবেত্যর্থঃ। যথা নটস্যেতি—ঐন্দ্রজালিকো নটো যথা মিথ্যাভূতে অপি জন্মমরণে স্বপরেষাং দর্শয়তি তথা। তত্র মরণং কশ্চিদ্দর্শয়ামাস তৎ কথোচ্যতে —কস্যচিদৈন্দ্রজালিকস্য মহারাজাগ্রত এব তদ্দত্তেষু বস্ত্রালঙ্কারমুদ্রাদিষু মধ্যে রত্নমালামহং গৃহ্ণামি ত্বং ন স্বর্ণমুদ্রামহমেব গৃহ্ণামি ন ত্বং সাপ্তসাহস্রিকোহয়মশ্বো ময়ৈব গ্রাহ্যো ন ত্বয়েত্যেবং তৎপুত্রপৌত্রভ্রাত্রাদীনাং কলহে পারস্পরিকাস্ত্রঘাতেন প্রায়ঃ সর্ব্বেষামেব মরণমভূৎ। তদ্দৃষ্ট্বা মহাসভোপবিষ্টং নৃপতিং প্রত্যৈন্দ্রজালিক উচে— ভো রাজন্নলমতঃ পরং মে জীবিতেন। ইন্দ্রজালবিদ্যা যথা শিক্ষিতা তথৈব শ্রীগুরুচরণপ্রসাদাৎ যোগধারণাপি সাধু শিক্ষিতা বর্ত্ততে, তয়ৈব দেহত্যাগস্তীর্থে কর্ত্তব্যোহপি সাম্প্রতং পুণ্যকীর্ত্তিতীর্থস্য তবৈবাগ্রতঃ ক্রিয়ত ইত্যুক্ত্বা স্বস্তিকাসনে উপবিশ্য প্রাণায়ামপ্রত্যাহারধারণাধ্যানসমাধিনিরতস্তূষ্ণীমভূৎ। মুহূর্ত্তানন্তরন্তু তদ্দেহতঃ সমাধিজোহগ্নি রতিপ্রচণ্ড উদ্ভূয় তদ্দেহং ভস্মীচকার। ততস্তৎপত্ন্যঃ সর্ব্বাঃ শোকার্ত্তাস্তমগ্নিমেব বিবিশুরথ ত্রিচতুরদিবসানন্তরং তেনৈবৈন্দ্রজালিকেন স্বদেশং গত্বা রাজানং প্রতি কাচিৎ পত্রী প্রহিতা ভো রাজংস্ত্বৎসমীপাৎ স্বস্তিমানেব সকলপুত্রপৌত্রভ্রাতৃকস্ত্বদ্দত্তানি বহুরত্নানি আদায় ত্বদ্দেশস্থৈর্জনৈরলক্ষিত এব স্বভবনমাগতোহহমত্র বর্ত্তে। তস্মাত্ত্বদগ্রে প্রকাশিতায়া ইন্দ্রজালবিদ্যায়াঃ পারিতোষিকং যদুচিতং তন্মহ্যং দাতব্যমিতি দৃষ্টান্তবিবৃতিঃ। দার্ষ্টান্তিকং বিবৃণোতি—আত্মনা স্বৈনৈব ইদং মুনিশাপনিবন্ধনমহোৎপাতপারস্পরিককলহশস্ত্রাস্ত্রঘাত-প্রহারাদিকং বৈকলং সৃষ্ট্বা অনুবিশ্য তন্মধ্যে স্বয়মপি প্রবিশ্য বিহৃত্য তৈর্মর্ত্ত্যৈঃ সহ স্বয়মপ্যেরকাস্ত্রগ্রহণেন ক্ষণং খেলিত্বা অন্তে সংহৃত্য চ আত্মমহিম্না মায়াত উপরতঃ সন্নাস্তে ইতি।। ১১।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—ভগবান ও তাঁহার পরিকরগণের ঐরূপ গতি সর্ব্বলোকদৃষ্টিগোচর শুনিয়া খেদ প্রকাশকারী মহারাজ পরীক্ষিতকে শ্রীশুকদেব গোস্বামী লীলাতত্ত্ব সিদ্ধান্তদ্বারা আশ্বাস প্রদান করিতেছেন—পরমেশ্বরের এইজগতে জন্মলীলা ও জীবগণের ন্যায় মরণ চেষ্টা মায়া দ্বারা বিড়ম্বন অর্থাৎ অনুকরণই জানিবেন, ইহা তত্ত্বত নহে। জীবগণের শুক্র ও রক্ত বিকারজাত দেহধারীগণের জন্ম ও মৃত্যু দুঃখময়, কিন্তু চিন্ময়-বিগ্রহ পরমেশ্বরের আবির্ভাব ও তিরোভাব সুখময়ই, যাহা বলা হইয়াছে—'সচ্চিদানন্দরূপিণী দেবকী হইতে সর্ব্ব অন্তর্য্যামী বিষ্ণু আবির্ভূত হইলেন, যেমন পূর্ব্বদিক্ হইতে পূর্ণচন্দ্র উদিত হয়।' 'অজভগবান্ জন্ম গ্রহণ করিলেন,—অগ্নির ন্যায়'। কৃষ্ণ সূর্য্য অস্ত গেলেন নিজ বিগ্রহকে লোকদৃষ্টি হইতে গ্রহণ করিয়া অন্তর্ধান করিলেন। ভগবান শ্রীহরির রূপ ক্ষতিবৃদ্ধি রহিত আবির্ভাব ও তিরোভাব এই শব্দদ্বারা তাঁহার জন্মগ্রহণও ইহলোক পরিত্যাগ বলা হয় ইহা ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ বাক্য, তাহাও এই জগতের জীবের ন্যায় জন্ম-মৃত্যু কখনও দেখা যায়, তাহা মায়ার বিড়ম্বনা। যেমন ইন্দ্রজালবিদ্যাকারী নট যেমন মিথ্যাস্বরূপ হইলেও নিজ ও পরের জন্ম-মৃত্যু দেখায় সেইরূপ। তন্মধ্যে মরণ কখনও দেখায় তাহা কথামাত্র বলা হয়। কোন এক ইন্দ্রজালক মহারাজের সম্মুখেই মহারাজ প্রদত্ত বস্ত্র অলঙ্কার অর্থাদির মধ্যে রত্নমালা আমি গ্রহণ করিব, তোমাকে স্বর্ণমুদ্রা দান করিব না আমিই লইব, তোমাকে দিব না। উনপঞ্চাশ

দিনের এই অশ্ব আমিই লইব, তোমাকে দিব না, এইভাবে তাহার পুত্র পৌত্র ও ভ্রাতৃগণের মধ্যে কলহে পরস্পর প্রহার দ্বারা প্রায় সকলেরই মৃত্যু হইয়াছিল। তাহা দেখিয়া মহাসভাতে উপবিষ্ট রাজাকে ইন্দ্রজালিক উচ্চস্বরে বলিল— হে রাজন্! আমার আর বাঁচিয়া থাকার প্রয়োজন নাই, ইন্দ্রজালবিদ্যা যাহা শিখিয়াছিলাম, শ্রীগুরুদেবের আশীর্ব্বাদে সেইরূপ যোগ ধারণও উত্তমশিক্ষা আছে, তাহার দ্বারাই তীর্থে দেহত্যাগ আমার কর্ত্তব্য হইলেও এক্ষণে পবিত্রকীর্ত্তি আপনার সম্মুখেই তাহা করিতেছি— এই বলিয়া যোগাসনে উপবেশন করিয়া প্রাণায়াম প্রত্যাহার ধারণা ধ্যান সমাধিরত হইয়া মৌন হইল। এক-মুহূর্ত্তের পর কিন্তু সেই দেহ হইতে সমাধিজাত অগ্নি প্রচণ্ডভাবে উঠিয়া সেইদেহকে ভস্ম করিল। অনন্তর তাহার পত্নিগণ শোকার্ত্ত হইয়া সেই অগ্নিতেই প্রবেশ করিল। তৎপরে তিন চারি দিন পরে সেই ইন্দ্রজালিক নিজ দেশে গমন করিয়া রাজার নিকট কোন এক পত্রী পাঠাইয়াছিল, হে রাজন্! আপনার নিকট হইতে মঙ্গল-মতই সকল পুত্র পৌত্র ভ্রাতা আপনার প্রদত্ত বহুরত্ন লইয়া আপনার দেশস্থ জনগণের অলক্ষেই নিজগৃহে আসিয়া আমি এখানে আছি। অতএব আপনার সম্মুখে প্রকাশিত ইন্দ্রজালবিদ্যার পারিতোষিক যাহা উচিৎ হয় তাহা আমাকে দান করিবেন। শ্রীশুকদেব উক্ত দৃষ্টান্তের বিবরণ। দ্রার্ষ্টান্তিক বিবরণ বলা হইতেছে—শ্রীকৃষ্ণ নিজ কর্ত্তৃক প্রদত্ত এই মুনিশাপ নিবন্ধন মহাউৎপাত পরস্পর কলহ অস্ত্রশস্ত্র আঘাত প্রহারাদি দেখিয়া তাহার মধ্যে স্বয়ংও প্রবেশ করিয়া বিকার প্রাপ্ত সেই মর্ত্ত্যবাসীগণের সহিত স্বয়ংও একটি অস্ত্র গ্রহণ করিয়া কিছুক্ষণ খেলা করিয়া যদুগণকে সংহার করিয়া নিজ মহিমাদ্বারা মায়া হইতে বহির্গত হইয়া আছেন।। ১১।।

মধ্ব—

তনুভৃজ্জননবদপ্যয়বচ্চ ঈহা তনুভৃজ্জননাপ্যয়েহা।
প্রজাপতিশ্চরতি গর্ভে অন্তঃ অজায়মানো বহুধা বিজায়তে।
ইতি চ।

অজাতো জাতবদ্বিষ্ণুরমৃতো মৃতবত্তথা।
মায়য়া দর্শয়েন্নিত্যমজ্ঞানং মোহনায় চ।।
ইতি ব্রাহ্মে।। ১১।।

মর্ত্ত্যেন যো গুরুসুতং যমলোকনীতং
ত্বাঞ্চানয়চ্ছরণদঃ পরমাস্ত্রদগ্ধম্।
জিগ্যেঽন্তকান্তকমপীশমসাবনীশঃ
কিং স্বাবনে স্বরনয়ন্মৃগয়ুং সদেহম্।। ১২।।

অন্বয়ঃ— যঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) যমলোকনীতং গুরুসুতং (গুরোঃ সান্দীপনেঃ পুত্রং) মর্ত্ত্যেন (তেনৈব শরীরেণ) আনয়ৎ পুনরানীতবান্ (কিঞ্চ) শরণদঃ (শরণাগতরক্ষকো যঃ) পরমাস্ত্রদগ্ধং (ব্রহ্মাস্ত্রদগ্ধং) ত্বাং চ (রক্ষিতবান্ যশ্চ) অন্তকান্তকম্ (অন্তকানামন্তকম্) ঈশং (শিবম্) অপি জিগ্যে (বাণসংগ্রামে জিতবান্ কিঞ্চ যঃ) মৃগয়ুং (ব্যাধং) সদেহং (সশরীরমেব) স্বঃ (স্বর্গম্) অনয়ৎ (নীতবান্) অসৌ (শ্রীকৃষ্ণঃ) স্বাবনে (স্বরক্ষণে) অনীশঃ কিম্ (অসমর্থঃ কিম্?)।। ১২।।

অনুবাদ— যিনি যমলোকনীত গুরুপুত্রকে সশরীরে পুনরায় পিতৃমাতৃসমীপে আনয়ন করিয়াছিলেন, যে শরণাগতরক্ষক ব্রহ্মাস্ত্রদগ্ধ তোমাকে রক্ষা করিয়াছিলেন, যিনি সংগ্রামে মৃতুঞ্জয় শঙ্করকে পরাজিত করিয়াছিলেন এবং তিনি ব্যাধকে সশীররে স্বর্গে প্রেরণ করিয়াছিলেন, সেই শ্রীকৃষ্ণ আত্মরক্ষণে অসমর্থ কি? ১২।।

বিশ্বনাথ— কিঞ্চ তস্যালৌকিকং কর্ম্মানুস্মৃত্য দুর্ভাবনামিমাং সর্ব্বথা সংত্যজেত্যাহ,—মর্ত্ত্যেনেতি। যঃ শ্রীকৃষ্ণঃ যমলোকগতমপি গুরুসুতং গুরোর্জাতেন পঞ্চ-জনভক্ষিতেন তেন মর্ত্ত্যেনৈব দেহেনোপলক্ষিতং আনয়ৎ। নচ ব্রহ্মাতেজসো বলবত্ত্বং মন্তব্যং, ত্বাঞ্চ ব্রহ্মাস্ত্রদগ্ধং জন্ম-কালে অন্তকালে চ ব্রহ্মশাপাস্ত্রদগ্ধং শরণদঃ স্বচরণমেব শরণং দদানঃ সন্নানয়ৎ তস্মাত্তস্মাদ্রক্ষিতবানিত্যর্থঃ। কিমন্যদ্বক্তব্যং যচ্চান্তকানামন্তকং ঈশং মহারুদ্রমপি বাণসংগ্রামে জিতবান্, অহো যশ্চ মৃগয়ুং জরাখ্যং স্বর্বৈকুণ্ঠ-

বিশেষং সশরীরমেব প্রাপয়ামাস। স কথং স্বস্য স্বানাং যদূনাঞ্চ অবনে ঈশো ন ভবতি? অপি তু ভবত্যেবাতঃ স স্বপার্ষদৈঃ সহ সদাপি প্রপঞ্চগোচরীভূতোঽপি বিরাজিতুং শক্নোত্যেবেতি ভাবঃ।। ১২।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— আর শ্রীকৃষ্ণের অলৌকিক কর্ম্ম স্মরণ করিয়া এই দুর্ভাবনা সর্ব্বপ্রকারে ত্যাগ কর, ইহাই বলিতেছেন—যে শ্রীকৃষ্ণ যমলোকপ্রাপ্ত গুরুপুত্রকে ও পঞ্চজন নামক অসুর-কর্ত্তৃক ভক্ষিত সেই মৃতদেহ যমগৃহ হইতে আনয়ন করিয়াছিলেন। ব্রহ্মতেজ বলবত্তম মনে করিবে না। তোমাকেও ব্রহ্মাস্ত্রদ্বারা দগ্ধ জন্মকালে ও মৃত্যুকালে ব্রহ্মশাপরূপ অস্ত্রদগ্ধ, অথচ শরণপ্রদ নিজচরণই আশ্রয়দান করিয়া আনিয়াছেন। সেইহেতু তুমি রক্ষা পাইয়াছ। অন্য কি আর বলিব যমগণেরও যম মহারুদ্রকেও বাণরাজার সঙ্গে যুদ্ধে জয় করিয়াছেন। আশ্চর্য্য যিনি জরা নামক ব্যাধকে নিজ বৈকুণ্ঠ ধামে স্বশরীরেই পাঠাইয়াছেন। তিনি কিরূপে নিজ যদুবংশের রক্ষা কার্য্যে সমর্থ না হন? কিন্তু রক্ষাকার্য্যে সমর্থ হনই। অতএব তিনি নিজ পার্ষদগণের সহিত সর্ব্বদাই এই জগতের দৃশ্য হইয়াও বিরাজ করিতে সমর্থই। ইহাই ভাবার্থ।। ১২।।

তথাপ্যশেষস্থিতিসম্ভবাপ্যয়ে-
ষ্বনন্যহেতুর্যদশেষশক্তিধৃক্।
নৈচ্ছৎ প্রণেতুং বপুরত্র শেষিতং
মর্ত্ত্যেন কিং স্বস্থগতিং প্রদর্শয়ন্।। ১৩।।

অন্বয়ঃ— যৎ (যস্মাৎ) অশেষশক্তিধৃক্ (নিখিলশক্তিসম্পন্নঃ শ্রীকৃষ্ণঃ) অশেষস্থিতিসম্ভবাপ্যয়েষু (অশেষস্য সমগ্রস্য জগতশ্চরাচরস্য স্থিত্যাদিষু) অনন্যহেতুঃ (নিরপেক্ষ এব কারণং) তথাপি মর্ত্ত্যেন কিং (মর্ত্ত্যেন দেহেন কিং ন কিঞ্চিৎ কার্য্যমিতি) স্বস্থগতিং (স্বস্থানামাত্মনিষ্ঠানাং দিব্যাং গতিং) প্রদর্শয়ন্ (প্রকৃষ্টাং দর্শয়ন্) অত্র বপুঃ শেষিতং (যাদবান্ সংহৃত্য নিজং বপুরত্র শেষিতমবশেষিতং) প্রণেতুং (কর্ত্তুং) ন ঐচ্ছৎ (নাভিললাষ পরন্তু স্বমেব লোকমনয়ৎ)।। ১৩।।

অনুবাদ— যদিও অশেষশক্তিশালী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নিখিল চরাচরের সৃষ্টিস্থিতিসংহারকার্য্যে নিরপেক্ষ-কারণস্বরূপ, তথাপি এই মর্ত্ত্যদেহের কোন আবশ্যকতা নাই, আত্মনিষ্ঠগণের দিব্যগতিই প্রকৃষ্ট, ইহা প্রদর্শনের জন্য যাদবকুল সংহারের পর মর্ত্ত্যলোকে নিজবিগ্রহ অবশিষ্ট রাখিতে ইচ্ছা করিলেন না।। ১৩।।

বিশ্বনাথ— তথাপি যদ্যপ্যেবং নিরঙ্কুশৈশ্বর্য্যস্তদপীত্যর্থঃ। তত্র নিরঙ্কুশৈশ্বর্য্যমাহ,—অশেষাণামেব লোকানাং স্থিতিসম্ভবাপ্যয়েষ্বনন্যহেতুঃ নিরপেক্ষঃ স এবৈকঃ কারণং যতোঽশেষাঃ শক্তীর্ধত্তে ইতি সঃ। তথাপি দেবান্ স্বর্গে প্রস্থাপ্য বপুঃ সপার্ষদস্য স্বস্য শরীরং শোধিতং অবশোষিতং প্রণেতুং মর্ত্ত্যলোকে প্রকটীভূতং কর্ত্তুং নৈচ্ছৎ, অপিত্বন্তর্দ্ধাপয়িতুমৈবৈচ্ছৎ। কুতঃ? মর্ত্ত্যেন মর্ত্ত্যলোকেন কিং ভগবতা মর্ত্ত্যলোকাপেক্ষা ন কৃতেতি ভাবঃ। কিন্তু স্বর্গলোকাপেক্ষা কৃতৈব স্বর্গস্থানাং ব্রহ্মাদীনাং প্রার্থনয়ৈব মর্ত্ত্যলোকে প্রাদুর্ভাবাৎ তেষামেব প্রার্থনয়া বৈকুণ্ঠঞ্চ জগামেতি ব্যঞ্জয়ন্ বিশিনষ্টি—স্বস্থগতিং প্রদর্শয়ন্ স্বর্গস্থান্ ব্রহ্মাদীন্ প্রতি গতিং বৈকুণ্ঠগমনং প্রদর্শয়ন্ জ্ঞাপয়ন্ সন্। ব্যাখ্যান্তরন্তু—'আদায়ান্তরধাদ্‌যস্তু স্ববিম্বং লোকলোচনম্' ইত্যাদ্যুদ্ধববাক্যবিরোধাদসুরসম্মতত্বাচ্চ ভক্তৈরগ্রাহ্যম্। তস্যাসুরসম্মতত্বং ভক্তাগ্রাহ্যত্বঞ্চোদ্ধবেনৈবোক্তং যথা— 'দেবস্য মায়য়া স্পৃষ্টা যে চান্যদসদাশ্রিতাঃ। ভ্রাম্যতে ধীর্ন তদ্বাক্যৈরাত্মন্যুপ্তাত্মনো হরৌ' ইতি।। ১৩।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— যদিও এইপ্রকার নিরঙ্কুশ ঐশ্বর্য্য তাহাও। সেই বিষয়ে নিরঙ্কুশ ঐশ্বর্য্য বলিতেছেন—সমগ্র লোকের সৃষ্টি-স্থিতি-সংহার বিষয়ে অনন্য কারণ অর্থাৎ নিরপেক্ষ, তিনিই একমাত্র কারণ। যেহেতু অশেষ শক্তিধারণ করেন তিনি। তথাপি দেবগণকে স্বর্গে পাঠাইয়া সপার্ষদ নিজের শরীরকে অবশিষ্ট রাখিয়া মর্ত্ত্যলোকে প্রবিষ্ট করিবার ইচ্ছা করিলেন না। কিন্তু অন্তর্ধান করিতে ইচ্ছা করিলেন। কি কারণ? ইহার উত্তরে বলিতেছেন—মর্ত্ত্যলোকে কি প্রয়োজন? ভগবান মর্ত্ত্যলোকের অপেক্ষা করেন না। কিন্তু স্বর্গলোকে অপেক্ষা করিয়াই স্বর্গলোক-

স্থিত ব্রহ্মাদির প্রার্থনাতেই মর্ত্ত্যলোকে আবির্ভাব এবং তাহাদেরই প্রার্থনায় বৈকুণ্ঠও গমন করিব—এইভাব প্রকাশ করিতেছেন। নিজ গতি দেখাইয়া স্বর্গস্থিত ব্রহ্মাদির প্রতি বৈকুণ্ঠ গমন জানাইয়া। অন্য ব্যাখ্যা কিন্তু নিজ শ্রীবিগ্রহকে লোকচক্ষুর অন্তরালে লইয়া যিনি—এই ইত্যাদি উদ্ধববাক্যের সহিত বিরোধ হয়, এই জন্য অসুর সম্মত ঐ ব্যাখ্যা বলিয়া ভক্তগণ অগ্রাহ্য করেন। ঐ মত অসুর সম্মত ভক্তগণের অগ্রাহ্য। ইহা উদ্ধবই বলিয়াছেন —যেমন দেবমায়ার দ্বারা স্পর্শ হইয়া অন্য যাহারা অসৎ-গণের আশ্রিত তাহাদের বুদ্ধি ভ্রম হইয়াছে। তাহাদের বাক্যদ্বারা নিজেতে নিজে শ্রীহরির।। ১৩।।

মধ্ব—

শোষিতং বপুর্বলভদ্রাদীনাম্।
জগতো মোহনার্থায় ভগবান্ পুরুষোত্তমঃ।
দর্শয়েন্মানুষীং চেষ্টাং তথা মৃতকবদ্বিভুঃ।।
প্রকাশয়েদদেহোঽপি মোহায় চ দুরাত্মনাম্।
মায়য়া মৃতকং দেবস্তদা সৃষ্টা প্রদর্শয়েৎ।।
কুতো হি মৃতকং তস্য মৃত্যভাবাৎ পরাত্মনঃ।
ইতি চ।

জীববিষ্ণোরভেদশ্চ দেহযোগবিয়োজনে।
বিষ্ণোর্দ্দুঃখং ব্রণিত্বাদি পরাভাবস্তথৈব চ।।
অস্বাতন্ত্র্যঞ্চ বেদাদাবুক্তবদ্ভাসতে বিভোঃ।
কচিৎ কচিদ্বিমোহায় দৈত্যানাং সুদুরাত্মনাম্।।
ইত্যাদি ব্রহ্মাণ্ডে।। ১৩।।

য এতাং প্রাতরুত্থায় কৃষ্ণস্য পদবীং পরাম্।
প্রযতঃ কীর্ত্তয়েদ্ভক্ত্যা তামেবাপ্নোত্যনুত্তমাম্।। ১৪।।

অন্বয়ঃ— যঃ প্রাতঃ উত্থায় প্রযতঃ (একাগ্রচিত্তঃ সন্) ভক্ত্যা (সহ) কৃষ্ণস্য এতাং পরাং পদবীম্ (উত্তমাং গতিং) কীর্ত্তয়েৎ (উচ্চারয়েৎ সঃ) তাম্ অনুত্তমাম্ (অত্যুত্তমাং গতিম্) এব আপ্নোতি (লভতে)।। ১৪।।

অনুবাদ— যিনি প্রাতঃকালে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক একাগ্রচিত্তে ভক্তিসহকারে শ্রীকৃষ্ণের এই দিব্যগতি কীর্ত্তন করেন, তিনি তাদৃশ অত্যুত্তমগতি লাভ করিয়া থাকেন।।

বিশ্বনাথ— পদবীং নির্য্যাণমার্গম্। অত্র পরামিতি অনুত্তমামিতি পদাভ্যাং ভগবতো নির্য্যাণলীলেয়ং সচ্চিদানন্দাত্মিকৈব সর্ব্বথা জ্ঞেয়া। লোকদৃষ্ট্যা মায়িকত্বপ্রতীতিস্ত্ব-কিঞ্চিৎকরা সুধিয়ামিতি দ্যোতিতম্।। ১৪।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— পদবী অর্থাৎ নির্য্যাণ পথ। এইস্থলে পরা অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ শ্রীচরণদ্বয়দ্বারা ভগবানের নির্য্যাণ-লীলা ইহা সচ্চিদানন্দস্বরূপই সর্ব্বথা জানিবে। লোকদৃষ্টিতে মায়িক বলিয়া যে জ্ঞান, তাহা অকিঞ্চিৎকর সুধীগণের নিকট হেয়।। ১৪।।

দারুকো দ্বারকামেত্য বসুদেবোগ্রসেনয়োঃ।
পতিত্বা চরণাবস্রৈর্ন্যষিঞ্চৎ কৃষ্ণবিচ্যুতঃ।। ১৫।।

অন্বয়ঃ— কৃষ্ণবিচ্যুতঃ (কৃষ্ণবিরহিতঃ) দারুক দ্বারকাম্ এত্য (আগত্য) বসুদেবোগ্রসেনয়োঃ চরণৌ পতিত্বা (প্রণম্য) অস্রৈঃ (নয়নজলৈঃ) ন্যষিঞ্চৎ (অভিষিক্তবান্)।। ১৫।।

অনুবাদ— কৃষ্ণবিরহিত দারুক দ্বারকায় প্রত্যাগমন-পূর্ব্বক বসুদেব এবং উগ্রসেনের চরণে পতিত হইয়া নয়নজলে অভিষিক্ত করিতে লাগিলেন।। ১৫।।

কথয়ামাস নিধনং বৃষ্ণীনাং কৃৎস্নশো নৃপ।
তচ্ছ্রুত্বোদ্বিগ্নহৃদয়া জনাঃ শোকবিমূর্চ্ছিতাঃ।। ১৬।।
তত্র স্ম ত্বরিতা জগ্মুঃ কৃষ্ণবিশ্লেষবিহ্বলাঃ।
ব্যসবঃ শেরতে যত্র জ্ঞাতয়ো ঘ্নন্ত আননম্।। ১৭।।

অন্বয়ঃ— (হে) নৃপ! (স তত্র) বৃষ্ণীনাং (যাদবানাং) কৃৎস্নশঃ নিধনং (সাকল্যেন বিনাশং) কথয়ামাস (বর্ণিতবান্) জনাঃ তৎ শ্রুত্বা উদ্‌বিগ্নহৃদয়াঃ শোকবিমূর্চ্ছিতাঃ (শোকেন বিমূর্চ্ছিতাঃ) কৃষ্ণবিশ্লেষবিহ্বলাঃ (কৃষ্ণবিরহাতুরাঃ) আননং ঘ্নন্ত (স্বয়মেব করেণ স্ববদনং

পীড়য়ন্তঃ সন্তঃ) যত্র (যস্মিন্ স্থানে) ব্যসবঃ (বিগতপ্রাণাঃ) জ্ঞাতয়ঃ (জ্ঞাতিজনাঃ) শেরতে (শয়ানা বর্ত্তন্তে) ত্বরিতা (ত্বরাযুক্তাঃ) তত্র জগ্মুঃ স্ম (গতবন্তঃ)।। ১৬-১৭।।

অনুবাদ—হে রাজন্! দারুক তাঁহাদের নিকট যাদবগণের সাকল্যভাবে নিধনবৃত্তান্ত বর্ণন করিলে জনগণ তচ্ছ্রবণে উদ্‌বিগ্নচিত্ত, শোকবিমূর্চ্ছিত এবং কৃষ্ণবিরহবিহ্বল হইয়া নিজহস্তে বদনমণ্ডলে আঘাত করিতে করিতে যেস্থানে মৃত জ্ঞাতিগণ শয়ান রহিয়াছেন, সত্বর তথায় গমন করিলেন।। ১৬-১৭।।

দেবকী রোহিণী চৈব বসুদেবস্তথা সুতৌ।
কৃষ্ণরামাবপশ্যন্তঃ শোকার্ত্তা বিজহুঃ স্মৃতিম্।। ১৮।।

অন্বয়ঃ— দেবকী রোহিণী চ এব তথা বসুদেবঃ সুতৌ কৃষ্ণরামৌ অপশ্যন্তঃ শোকার্ত্তা (সন্তঃ) স্মৃতিং বিজহুঃ (বিস্মৃতাত্মনো বভূবুঃ)।। ১৮।।

অনুবাদ— দেবকী, রোহিণী, বসুদেব ইঁহারা রামকৃষ্ণের অদর্শনে শোকার্ত্ত হইয়া আত্মবিস্মৃতিগ্রস্ত হইলেন।।

বিশ্বনাথ— তৎ শ্রুত্বেতি। পূর্ব্বং যথা ভগবন্নিত্যপরিকরপ্রদ্যুম্নানিরুদ্ধাদ্যংশা এব দ্বারকাতঃ প্রভাসমাজগ্মুস্তথৈব দেবকীরোহিণ্যাদ্যংশা এব প্রভাসমাগন্মূলভূতাস্তু দেবক্যাদ্যা দ্বারকায়াং প্রাপঞ্চিকলোকদৃষ্ট্যা ব্যরাজন্তেবেতি জ্ঞেয়ম্।। ১৬-১৮।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— তাহা শুনিয়া পূর্ব্বে যেমন ভগবানের নিত্য পরিকর প্রদ্যুম্ন অনিরুদ্ধাদির অংশই দ্বারকা হইতে প্রভাসে গিয়াছিলেন, সেইরূপই দেবকী ও রোহিণী প্রভৃতির অংশই প্রভাসে আসিলেন, মূলস্বরূপ দেবকী প্রভৃতি দ্বারকাতেই জাগতিক লোকদৃষ্টির অন্তরালে বিরাজ করিতে থাকিলেন। ইহাই জানিতে হইবে।। ১৬-১৭।।

প্রাণাংশ্চ বিজহুস্তত্র ভগবদ্‌বিরহাতুরাঃ।
উপগুহ্য পতীংস্তাত চিতামারুরুহুঃ স্ত্রিয়ঃ।। ১৯।।

অন্বয়ঃ— (অথ) ভগবদ্‌বিরহাতুরাঃ (কৃষ্ণবিরহকাতরা দেবক্যাদয়ঃ) তত্র প্রাণান্ বিজহুঃ চ (তত্যজুঃ) তাত! (হে বৎস! পরীক্ষিৎ!) স্ত্রিয়ঃ (চ) পতীন্ উপগুহ্য (আলিঙ্গ্য তৈঃ সহ) চিতাম্ আরুরুহুঃ (চিতারোহণেন প্রাণত্যাগং চক্রুঃ)।। ১৯।।

অনুবাদ— অনন্তর কৃষ্ণবিরহকাতর দেবকীপ্রভৃতি সকলে তথায় প্রাণত্যাগ করিলেন এবং নারীগণ পতিগণকে আলিঙ্গন করিয়া চিতায় আরোহণ করিলেন।।

বিশ্বনাথ—উপগুহ্যেত্যাদিকমবস্তুভূতং ব্যাখ্যাতাভিপ্রায়ম্।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— উপগুহ্য ইত্যাদির অবস্তুভূত ব্যাখ্যাগণের অভিপ্রায়।। ১৯।।

রামপত্ন্যশ্চ তদ্দেহমুপগুহ্যাগ্নিমাবিশন্।
বসুদেবপত্ন্যস্তদ্‌গাত্রং প্রদ্যুম্নাদীন্ হরেঃ স্নুষাঃ।
কৃষ্ণপত্ন্যোঽবিশন্নগ্নিং রুক্মিণ্যাদ্যাস্তদাত্মিকাঃ।। ২০।।

অন্বয়ঃ— রামপত্ন্যঃ চ তদ্‌দেহং (তস্য রামস্য দেহম্) উপগুহ্য (আলিঙ্গ্য) অগ্নিম্ আবিশন্ (অগ্নিং প্রবিষ্টা বভূবুঃ) বসুদেবপত্ন্যঃ তদ্‌গাত্রম্ (উপগুহ্য তথা) হরেঃ (কৃষ্ণস্য) স্নুষাঃ (পুত্রবধবঃ) প্রদ্যুম্নাদীন্ (নিজপতীনুপগুহ্য তথা) রুক্মিণ্যাদ্যাঃ কৃষ্ণপত্ন্যঃ তদাত্মিকাঃ (তদ্‌গতচিত্তাঃ সত্যঃ) অগ্নিম্ অবিশন্ (প্রবিষ্টাঃ)।। ২০।।

অনুবাদ—রামপত্নীগণ তদীয় দেহ, বসুদেবপত্নীগণ তদীয় দেহ এবং শ্রীকৃষ্ণের পুত্রবধুগণ নিজ নিজ পতিদেহ আলিঙ্গন করিয়া চিতারোহণ করিলেন এবং রুক্মিণী প্রভৃতি শ্রীকৃষ্ণমহিষীগণ তদ্‌গতচিত্তে অগ্নিতে প্রবিষ্ট হইলেন।। ২০।।

মধ্ব—

অগ্নাবন্তর্দধে ভৈষ্মী সত্যভামা বনে তথা।
ন তু দেহবিয়োগোঽস্তি তয়োঃ শুদ্ধচিদাত্মনোঃ।।
ইতি চ।। ২০।।

ইতি শ্রীমদানন্দতীর্থভগবৎপাদাচার্য্যবিরচিতে শ্রীমদ্‌ভাগবতৈকাদশস্কন্ধ-তাৎপর্য্যে একত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

অর্জ্জুনঃ প্রেয়সঃ সখ্যুঃ কৃষ্ণস্য বিরহাতুরঃ।
আত্মানং সান্ত্বয়ামাস কৃষ্ণগীতৈঃ সদুক্তিভিঃ।। ২১।।

অন্বয়ঃ— অর্জ্জুনঃ প্রেয়সঃ সখ্যুঃ (প্রিয়সুহৃদঃ) বিরহাতুরঃ (বিরহেণাতুরঃ সন্) কৃষ্ণগীতৈঃ (পুরা কুরুক্ষেত্রসমরে শ্রীকৃষ্ণেনোপদিষ্টৈঃ) সদুক্তিভিঃ (সত্যঃ যথার্থা উক্তয়ো যেষু তৈর্নাহং প্রকাশঃ সর্ব্বস্যেত্যাদিবচনৈঃ) আত্মানং সান্ত্বয়ামাস (স্থিরীকৃতবান্)।। ২১।।

অনুবাদ— অর্জ্জুন প্রিয়সুহৃৎ শ্রীকৃষ্ণের বিরহে কাতর হইয়া পশ্চাৎ কুরুক্ষেত্রসমরকালে তদ্গীত সদুক্তি সমূহের স্মরণে আত্মস্থৈর্য্যসাধন করিয়াছিলেন।। ২১।।

বন্ধূনাং নষ্টগোত্রাণামর্জ্জুনঃ সাম্পরায়িকম্।
হতানাং কারয়ামাস যথাবদনুপূর্ব্বশঃ।। ২২।।

অন্বয়ঃ— (অথ) অর্জ্জুনঃ নষ্টগোত্রাণাং (নষ্টসন্ততীনাং) হতানাং বন্ধূনাং (যাদবানাম্) অনুপূর্ব্বশঃ (ক্রমেণ) যথাবৎ (যথাবিধি) সাম্পরায়িকং (পিণ্ডোদকাদি) কারয়ামাস (সম্পাদয়ামাস)।। ২২।।

অনুবাদ— অনন্তর তিনি নিঃসন্তান নিহত যাদববন্ধুগণের যথাক্রমে যাবতীয় ঔর্দ্ধদৈহিক কৃত্য যথাবিধি সম্পাদিত করাইয়াছিলেন।। ২২।।

দ্বারকাং হরিণা ত্যক্তাং সমুদ্রোঽপ্লাবয়ৎ ক্ষণাৎ।
বর্জ্জয়িত্বা মহারাজ শ্রীমদ্ভগবদালয়ম্।। ২৩।।

অন্বয়ঃ— (হে) মহারাজ! সমুদ্রঃ শ্রীমদ্ভগবদালয়ং (শ্রীকৃষ্ণনিবাসং) বর্জ্জয়িত্বা (ত্যক্ত্বা) হরিণা (শ্রীকৃষ্ণেন) ত্যক্তাং (সর্ব্বাং) দ্বারকাং ক্ষণাৎ (ক্ষণকালেন) অপ্লাবয়ৎ (জলপ্লাবনেন বিনাশয়ামাস)।। ২৩।।

অনুবাদ— হে মহারাজ! শ্রীহরি দ্বারকাপুরী পরিত্যাগ করিলে সমুদ্র তদীয় নিবাসস্থানব্যতীত সমগ্রপুরীকে ক্ষণকাল মধ্যে জলপ্লাবনে বিধ্বস্ত করিল।। ২৩

বিশ্বনাথ— ভগবদালয়ং বর্জ্জয়িত্বেতি 'নিত্যং সন্নিহিতস্তত্রে'ত্যাদিবাক্যাৎ স্বমতমেবৈতন্ন পরমতমিতি কেচিদাচক্ষতে তর্হি যাদবান্তরালয়াদিকং সমুদ্রপ্লাবনাৎ কিমনিত্যমেবেত্যন্যে তৎ প্রত্যাচক্ষতে।। ২৩।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— 'ভগবদ্গৃহ ব্যতীত' ইত্যাদির অর্থ নিত্য সেস্থলে ভগবান অবস্থান করেন, এইবাক্য থাকায় ইহা নিজমত ইহা পরমত নহে। কেহ কেহ বলেন তাহা হইলে যাদবগণ ব্যতীত অন্যের গৃহাদিকে সমুদ্র প্লাবিত করিল, ইহাদ্বারা কি অন্য ব্যক্তিগণ অনিত্য, ইহাই বলিতেছেন।। ২৩।।

নিত্যং সন্নিহিতস্তত্র ভগবান্ মধুসূদনঃ।
স্মৃত্যাশেষাশুভহরং সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গলম্।। ২৪।।

অন্বয়ঃ— ভগবান্ মধুসূদনঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) তত্র (দ্বারকায়াং নিজমন্দিরে) নিত্যং সন্নিহিতঃ (বিরাজমান আস্তে, তন্মন্দিরং) স্মৃত্যা (স্মরণমাত্রেণৈব জনানাম্) অশেষাশুভহরং (সর্ব্ববিঘ্নবিনাশনং) সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গলং (পরমমঙ্গলপ্রদঞ্চ ভবতি)।। ২৪।।

অনুবাদ— ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকাস্থিত নিজমন্দিরে নিত্যকাম বিরাজমান রহিয়াছেন। উক্ত মন্দিরের স্মরণমাত্রই মানবগণের সর্ব্বপ্রকার বিঘ্ন বিনষ্ট হইয়া পরমমঙ্গললাভ হইয়া থাকে।। ২৪।।

স্ত্রীবালবৃদ্ধানাদায় হতশেষান্ ধনঞ্জয়ঃ।
ইন্দ্রপ্রস্থং সমাবেশ্য বজ্রং তত্রাভ্যষেচয়ৎ।। ২৫।।

অন্বয়ঃ— ধনঞ্জয়ঃ হতশেষান্ (হতেভ্যোঽবশিষ্টান্) স্ত্রীবালবৃদ্ধান্ আদায় (গৃহীত্বা) ইন্দ্রপ্রস্থং সমাবেশ্য (তান্ তত্র সংস্থাপ্য) তত্র (ইন্দ্রপ্রস্থে) বজ্রম্ (অনিরুদ্ধনন্দনম্) অভ্যষেচয়ৎ যাদবরাজত্বে (অভিষিক্তং কৃতবান্)।। ২৫।।

অনুবাদ— ধনঞ্জয় হতাবিশিষ্ট স্ত্রীবালবৃদ্ধগণকে ইন্দ্রপ্রস্থে সংস্থাপিত করিয়া অনিরুদ্ধনন্দন বজ্রকে তথায় তাহাদের রাজপদে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন।। ২৫।।

শ্রুত্বা সুহৃদ্বধং রাজন্নর্জ্জুনাৎ তে পিতামহাঃ।
ত্বাস্তু বংশধরং কৃত্বা জগ্মুঃ সর্ব্বে মহাপথম্।। ২৬।।

অন্বয়ঃ—(হে) রাজন্! তে (তব) পিতামহাঃ (যুধিষ্ঠিরাদয়ঃ) অর্জ্জুনাৎ (অর্জ্জুনমুখাৎ) সুহৃদ্বধং শ্রুত্বা (যাদবনিধনমাকর্ণ্য) ত্বাং বংশধরং কৃত্বা তু (বংশধরত্বেন রাজ্যেঽভিষিচ্য) সর্ব্বে মহাপথং জগ্মুঃ (মহাপ্রয়াণং চক্রুঃ)।।

অনুবাদ—হে রাজন্! তোমার পিতামহগণ অর্জ্জুনের মুখে সুহৃদ্‌গণের নিধনবার্ত্তা শ্রবণপূর্ব্বক তোমাকে বংশধররূপে রাজপদে সংস্থাপিত করিয়া মহাপ্রস্থান করিয়াছিলেন।। ২৬।।

য এতদ্দেবদেবস্য বিষ্ণোঃ কর্ম্মাণি জন্ম চ।
কীর্ত্তয়েচ্ছ্রদ্ধয়া মর্ত্ত্যঃ সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে।। ২৭।।

অন্বয়ঃ— যঃ মর্ত্ত্যঃ (মনুষ্যঃ) শ্রদ্ধয়া (সহ) দেবদেবস্য বিষ্ণোঃ (শ্রীকৃষ্ণস্য) এতৎ জন্ম কর্ম্মাণি চ (জন্মচরিতলীলাসমূহান্) কীর্ত্তয়েৎ (সঃ) সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে (সর্ব্বপাপবিমুক্তো ভবতি)।। ২৭।।

অনুবাদ— যে মানব শ্রদ্ধার সহিত দেবদেব শ্রীকৃষ্ণের এই জন্ম-চরিত-লীলাসমূহ কীর্ত্তন করেন, তিনি সর্ব্বপ্রকার পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া থাকেন।। ২৭।।

বিশ্বনাথ—আদিত আরভ্য শ্রীকৃষ্ণচরিতকীর্ত্তনাদেঃ ফলমাহ,—য ইতি দ্বাভ্যাম্।। ২৭।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— প্রথম হইতে আরম্ভ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ চরিত্র কীর্ত্তনাদির ফল বলিতেছেন—যে ইত্যাদি দুইটি শ্লোকদ্বারা।। ২৭।।

ইত্থং হরের্ভগবতো রুচিরাবতার-
বীর্য্যাণি বালচরিতানি চ শন্তমানি।
অন্যত্র চেহ চ শ্রুতানি গৃণন্মনুষ্যো
ভক্তিং পরাং পরমহংসগতৌ লভেত।। ২৮।।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামেকাদশস্কন্ধে মৌষলং নামৈকত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।।৩১।।

অন্বয়ঃ— মনুষ্যঃ অন্যত্র চ (অন্যেষু পরাণেষু তথা) ইহ চ (শ্রীমদ্‌ভাগবতে চ) শ্রুতানি ভগবতঃ হরেঃ (কৃষ্ণস্য) ইত্থম্ (অনেন প্রকারেণানুষ্ঠিতানি) শন্তমানি (পরমমঙ্গলানি) রুচিরাবতারবীর্য্যাণি (মনোহরাবতারবীরচরিতানি তথা) বালচরিতানি চ (বাল্যলীলাকথাশ্চ) গৃণন্ (উচ্চারয়ন্) পরমহংসগতৌ (পরমহংসানাং গতৌ আশ্রয়ভূতে শ্রীকৃষ্ণে) পরাং ভক্তিম্ (উত্তমভক্তিং) লভেত (প্রাপ্নুয়াৎ)।। ২৮।।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে
একত্রিংশাধ্যায়স্যান্বয়ঃ।।

অনুবাদ— মানবগণ অন্যান্য পুরাণে এবং এই শ্রীমদ্‌ভাগবতপুরাণে শ্রুত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অনুষ্ঠিত পরমমঙ্গলপ্রদ মনোহর অবতারচরিত এবং বাল্যলীলাসমূহ উচ্চারণ করিয়া পরমহংসজনৈকশরণ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি পরমভক্তিলাভ করিয়া থাকেন।। ২৮।।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে একত্রিংশাধ্যায়ের
অনুবাদ সমাপ্ত।

বিশ্বনাথ— বালচরিতানি আ ষোড়শাচ্চ বালঃ স্যাদিতি প্রসিদ্ধের্বৃন্দাবনীয়চরিতানি ত্বতিসুখদতমানীত্যর্থঃ। অন্যত্র পুরাণাদিষু ইহ শ্রীভাগবতে চ শ্রুতানি পরাং পরমশ্রেষ্ঠম্।। ২৮।।

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।
একাদশৈকত্রিংশোঽয়ং সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্।।
গোবর্দ্ধনগিরৌ পূর্ণা সহমাসে রবেস্তিথৌ।
একাদশস্কন্ধটীকা স্বীকারয়তু মাং প্রভুম্।।
ব্যাচক্ষণোঽনভিজ্ঞত্বং স্বীয়ং ব্যক্তমহং ব্যধাম্।
যদেতেন হসন্তোঽপি সন্ত এব গতির্ম্মম।।

ইতি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি ঠক্কুরকৃতা শ্রীভাগবতে একাদশ-স্কন্ধে ত্রিংশোঽধ্যায়স্য সারার্থদর্শিনী টীকা সমাপ্তা।

টীকার বঙ্গানুবাদ— বালচরিতসমূহ ষোড়শ বর্ষ পর্য্যন্ত বাল্যবয়স ইহা প্রসিদ্ধ থাকায় বৃন্দাবনীয় শ্রীকৃষ্ণচরিত্রসমূহ অতিসুখপ্রদতম। অন্য পুরাণাদিতে এবং এই শ্রীভাগবতে শ্রুত শ্রীকৃষ্ণেরলীলাসমূহ পরমশ্রেষ্ঠ।। ২৮

ইতি ভক্তগণের চিত্তের আনন্দদায়িনী সারার্থ-দর্শিনীতে একাদশস্কন্ধে একত্রিংশ অধ্যায় সাধুগণের সঙ্গে সমাপ্ত হইলেন।

গোবর্দ্ধন গিরিতটে সপ্তমী তিথিতে অগ্রহায়ণ মাসে একাদশ-স্কন্ধ টীকা সম্পূর্ণা হইলেন। আমার প্রভুকে স্বীকার করাউন। নিজ অনভিজ্ঞতা ব্যাখ্যাকালে আমি প্রকাশ করিলাম যাহা দ্বারা অন্য লোকে হাস্য করিলেও সাধুগণই আমার গতি।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে একত্রিংশ অধ্যায়ের সারার্থদর্শিনী টীকার অনুবাদ সমাপ্ত হইলে।

৩০শ ও ৩১শ অধ্যায়ের বিবৃতি—

একাদশস্কন্ধের ৩০শ ও ৩১শ অধ্যায়ে যদুবংশের সংগোপন ও দ্বারকায় জলপ্লাবন প্রভৃতি লীলা বর্ণিত হইয়াছে। বিশ্বদর্শনকারী মায়ামুগ্ধ জীবসমূহের ইন্দ্রিয়জ-জ্ঞানের দ্বারা বৈকুণ্ঠদর্শনের চেষ্টা—জড়কালের অন্তর্গত বিষয়বিশেষ। ইহাই প্রাপঞ্চিক ভৌমলীলার দর্শনীয় আধার।

অধোক্ষজ-বস্তু-দর্শন ভোগময়ভূমিকায় বাসকালে নানাপ্রকার বাধা লাভ করে। অপ্রকটলীলায় সেই সকল বাধার অবকাশ নাই।

ভূ-ভারহরণের জন্য অধোক্ষজ-বস্তু বিষ্ণু দেশ-কালের অন্তর্গত পরিচয়ে রূপবিশিষ্ট দেহ ও দেহীর মধ্যে পার্থক্যরহিত হইয়া প্রপঞ্চের বিধি স্থগিত করিবার যোগ্যতা-বিশিষ্ট। কিন্তু মায়ামুগ্ধ জীবগণ তাঁহাকে প্রাপঞ্চিক দেশ ও জড়কালের অন্তর্গত বিবেচনা করিয়া তাঁহাকে মহেশ্বরী চিন্ময়ী ভৌমলীলাকে মূঢ়তাবশতঃ অবজ্ঞা করিয়া থাকে। প্রপঞ্চাগত বদ্ধজীব স্বরূপবিস্মৃত হইয়া স্থূলসূক্ষ্ম দেহ লাভ করে। ভগবদ্বস্তুতে সেই প্রকার দেহ-দেহি-বিভাগের কল্পনা করা বদ্ধানুভূতিমাত্র। জড়-বিচার-মুক্ত চিন্ময় চক্ষুর দ্বারা চিন্ময়-দেহ-বিশিষ্ট ভগবানের নাম, রূপ, গুণ, পরিকরবৈশিষ্ট্য ও লীলা পরিদৃষ্ট হন। যখন কোন মুক্ত-জীবের সৌভাগ্যক্রমে তাদৃশ অধিকার লাভ ঘটে, সেই সময় তিনি চিদাকাশে চিন্ময়ী লীলা, চিন্ময় পরিকর, চিন্ময় গুণ, চিন্ময় রূপ, চিন্ময় নাম প্রভৃতি বৈকুণ্ঠবস্তুর দর্শনে সমর্থ হন। অধিকারহীন জীব বদ্ধাবস্থায় ঐরূপ উপলব্ধি করিতে অসমর্থ হইয়া ভৌমজগতে প্রকটিত নামরূপা-দিতে অভিজ্ঞতালাভের পরিবর্ত্তে ইন্দ্রিয়জজ্ঞান দ্বারা মধ্যে মধ্যে মাপিবার প্রয়াস করিলেও সৌভাগ্যক্রমে ভগবৎ-কৃপায় মায়া অতিক্রম করিয়া চিদ্বৈশিষ্ট্যদর্শনে ক্ষণিক সৌভাগ্য লাভ করেন। শ্রীকৃষ্ণের লীলা আলোচনা করিতে গিয়া অনেকে ঐতিহাসিক অথবা আধ্যাত্মিক নিগড়ে আবদ্ধ হইয়া পড়েন, ভোগ্যবস্তুসকল কৃষ্ণগাত্রে আরোপণ করিয়া ভোগের অস্ত্রসমূহদ্বারা ভগবানের হস্তপদাদি বিচ্ছিন্ন করিবার যত্ন করেন এবং পরিশেষে ভগবানের নির্গুণ, কেবল, চেতার ধর্ম্ম পৃথক্ করিয়া স্থূল ও সূক্ষ্ম কাষ্ঠদ্বয়মাত্র দর্শন করেন। কখনও বা সমগ্র চেতনধর্ম্ম বিলুপ্ত করিয়া কেবল স্থূল ও সূক্ষ্ম পরিচয় ব্যতীত অন্য অজড়ানুভূতি লাভ করেন না। তড়িৎপ্রকাশের ন্যায় চিদালোক ভাগ্য-বন্তের ইন্দ্রিয়বাধসমূহ ক্ষণকালের জন্য অপসারিত করিলে চিদাকাশের সন্ধান পাওয়া যায় এবং তথায় চিন্ময়-বস্তুবৈশিষ্ট্য নাম, রূপ, গুণ, পরিকরবৈশিষ্ট্য ও লীলা ক্ষণ-কালের জন্য ব্যক্তিবিশেষের নিকট অনুভবনীয় হয়—জীবন্মুক্ত জীবের হৃদয়ে কৃষ্ণের আবির্ভাব, বিশুদ্ধসত্ত্ব বসুদেবের জনকত্ব, দেবকীর গর্ভধারণ, কংসকারাগারের উন্মোচন প্রভৃতি আলোচনার বিষয় হয়। আবার ঐসকল বিষয়ে ভোগবুদ্ধিতে অর্থাৎ 'মাটিয়া'-বিচারে প্রাকৃত-সাহজিকের ধারণা চিদ্দর্শনে বিমুখতা প্রকাশ করে। কৃষ্ণের জন্ম, অপ্রকটপ্রভৃতি লীলাসমূহ ভোগময়-দর্শনে বিশ্বান্তর্গত দেখিতে গেলে, ইতরব্যাপারসাম্যে আমাদের চিদ্ধামে অগ্রসর হইবার পরিবর্ত্তে জড়ময় নরকাদিতে প্রবেশ করিতে হয়। কৃষ্ণচরিত্রে রাজনীতি-দর্শন, চরিত্রহীন আরোপ, ভগবদ্বস্তুতে হেয়ত্ব পরিকল্পনা ও "অর্চ্চ্যে বিষ্ণৌ শিলাধীঃ" প্রভৃতি বিচার ব্যক্তিগণের অবশ্যই নরকগমন ঘটে।

যেকালপর্য্যন্ত যদুপুঙ্গবগণ কৃষ্ণসেবোন্মুখ থাকেন, বলদেবের সেবা করেন, তৎকালাবধি তাঁহারা কৃষ্ণ ও

বলদেবকে মায়িক বিচারে আক্রমণ করিবার পরিবর্ত্তে সেবাই করিয়া থাকেন; আর মাপিয়া লইবার বুদ্ধি প্রবল হইলে দেহ-দেহিবিভক্ত অস্মিতাজন্য নির্ব্বুদ্ধিতারূপ তীক্ষ্ণ শরদ্বারা কৃষ্ণবলরামের শরীর ক্ষত-বিক্ষত (?) করিবার জন্য ব্যস্ত হন। কৃষ্ণের উপদেশক্রমে তাঁহাদের সেবোন্মুখ নিত্যসম্বন্ধবিশিষ্ট স্বরূপের বিস্মৃতি-লীলা প্রকটিত হয়। তখন আবৃত অবস্থায় মায়িক অভিনিবেশমুখে প্রভাস গমন ও তথায় পরস্পর এরকা-বুদ্ধি হইবার যোগ্যতা ঘটে এবং খণ্ডকাল, খণ্ডদেশ ও নিজ নিজ দেহ-দেহিভেদানুভূতি প্রবল হইয়া পরস্পরকে আক্রমণ করে। স্বরূপ-বিস্মৃত জীবের পরিবর্ত্তনশীলতা-ধর্ম্ম-প্রদর্শনের জন্য চিন্ময় কৃষ্ণসেবাপরায়ণগণের সম্বন্ধজ্ঞান মায়ার দ্বারা আবৃত হয় এবং বদ্ধজীবকুল সেই সকল কথা আলোচনা করিবার অবকাশ পায়। স্বয়ংপ্রকাশ বলদেব সশরীরে প্রভাসক্ষেত্র হইতে কুণ্ঠারহিত রাজ্যে গমন করেন। ভগবান্ স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় মাধুর্য্যময় বপুতে চতুর্ভুজ ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করেন, কিন্তু তদৈশ্বর্য্য মায়া-প্রত্যায়িত নয়নের নিকট দৃশ্য ভোগ্যপদার্থরূপে প্রদর্শিত হয়। তখনই স্বরূপবিস্মৃত জড়রোগগ্রস্ত আত্মসংহারকারী ব্যাধ স্বীয় ভ্রমবশতঃ আত্মহিংসা করিয়া বসে। ভগবানের চিন্ময় সবিশেষমূর্ত্তি চতুর্ভুজের রাতুলচরণে আবরণকে বিবর্ত্ত-বাদী অজ্ঞতা-শরদ্বারা বিদ্ধ করে, সেইরূপ বিদ্ধ মায়িক-ভাবে নির্ব্বিশিষ্ট ব্রহ্মবস্তু পরিদৃষ্ট হন। শ্রীমায়াপুরে অব-স্থান কালে শ্রীগৌরসুন্দর একদিন বলিয়াছিলেন যে—"কাশীতে পড়ায় বেটা প্রকাশানন্দ। সেই বেটা করে মোর অঙ্গ খণ্ড খণ্ড।।" ভগবানের চিন্ময়-স্বরূপ ধ্বংস করিবার পিপাসা বিবর্ত্তের রূপ ধারণ করিয়া বদ্ধজীবকে মায়াবাদী করিয়া তোলে। তখন সে বিবর্ত্তবশে অনাত্মভোগের অধীন হইয়া নিজেন্দ্রিয়তর্পণের জন্য ভগবচ্ছরীরে (?) অজ্ঞান-বাণ বিদ্ধ করে। তাহার ফলে 'নিরাকার' 'নিরঞ্জন' 'নির্ব্বিশিষ্ট' প্রভৃতি কল্পিত ধারণাসমূহ সবিশেষ ভগব-দ্দর্শনে বাধা রচনা করিয়াছে, দেখিতে পায়। 'সিদ্ধা ব্রহ্ম-সুখে মগ্না দৈত্যাশ্চ হরিণা হতাঃ" শ্লোক বিচার করিলে জানা যায় যে, বিবর্ত্তের অপগমে জীবের মুক্তাবস্থায় ভগবৎ-কারুণ্যলাভের যোগ্যতা হয়, তখন ভগবদ্‌বিনাশের পরিবর্ত্তে জীবাত্মার বিনাশ হইলেই ব্রহ্মসুখ-জলধিতে বিরোধিগণ ডুবিয়া যান। কিন্তু জরা ব্যাধ সবিশেষ জ্ঞান লাভ করিয়া নির্ব্বিশেষবাদীর অপেক্ষা উত্তম জীবন লাভ করেন।

কংস, জরাসন্ধ প্রভৃতি কৃষ্ণের উপলব্ধিতে যে সূত্রে অসমর্থ হইয়াছিল, জরা ব্যাধ ঠিক সেইরূপভাবে কৃষ্ণকে আক্রমণ করে নাই। জরাব্যাধ—লব্ধবিবর্ত্ত; আর কংস, শিশুপালাদি—বিবর্ত্ত লাভে অচেষ্ট।

শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের "এতে ঘোরাঃ" ১১।৩০।৫ শ্লোকের টীকায় যে সকল শ্রুতিমন্ত্র ও শাস্ত্রের বিভিন্ন আশ্বস্তবাণী লিখিত আছে, তাহা পাঠ করিলে ভগবত্তায় ত্রিগুণের আরোপের পরিবর্ত্তে তাঁহার সচ্চিদানন্দ বপুর উদ্দেশ পাওয়া যায় এবং সপরিকর কৃষ্ণনাম-রূপ-গুণ লীলা—অনিত্য, অজ্ঞানাবৃত, নিরানন্দে পর্য্যবসিত ব্যাপার-বিশেষ নহে, জানিতে পারা যায়। বিশ্বস্থিত অক্ষজজ্ঞান-লব্ধ দৃশ্যপদার্থবিচারে যাহারা তদীয় নাম-ধাম-কামাদি বিচার করে, তাহাদের মাপিয়া লইবার বৃত্তি বিক্ষেপাত্মিকা ও আবরণী বহিরঙ্গা শক্তির আশ্রিতা।

অন্তরঙ্গা, বহিরঙ্গা, তটস্থা—এই তিনটি শক্তি স্বরূপ শক্তির প্রকাশভেদে অবস্থিত হওয়ায় তাহাদের মধ্যে বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করিবার বিষয়। জীবের মুক্ত ও বদ্ধ অবস্থা-দ্বয়ে গুণাতীতত্ব ও গুণান্তর্গতত্ব বর্ত্তমান।

ভগবদ্‌গৃহব্যতীত দ্বারকার জলপ্লাবনের ন্যায় শ্রীমায়াপুর যোগপীঠের অধোক্ষজ-অধিষ্ঠানপীঠ কোনও দিন জলাশায়ী হইতে পারেন না।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশস্কন্ধের একত্রিংশ অধ্যায়ের বিবৃতি সমাপ্ত।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশস্কন্ধের একত্রিংশ অধ্যায়ের গৌড়ীয়-ভাষ্য সমাপ্ত।

ইতি একাদশস্কন্ধঃ সমাপ্তঃ।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীমদ্ভাগবতম্

দ্বাদশঃ স্কন্ধঃ

প্রথমোঽধ্যায়ঃ

শ্রীশুক উবাচ—

যোঽন্ত্যঃ পুরঞ্জয়ো নাম ভবিষ্যো বারহদ্রথঃ।
তস্যামাত্যস্তু শুনকো হত্বা স্বামিনমাত্মজম্।। ১।।
প্রদ্যোতসংজ্ঞং রাজানং কর্ত্তা যৎপালকঃ সুতঃ।
বিশাখযূপস্তৎপুত্রো ভবিতা রাজকস্ততঃ।। ২।।

গৌড়ীয় ভাষ্য

প্রথম অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে কলিপ্রভাবে সাঙ্কর্য্যদোষে মলিনতা-প্রাপ্ত মাগধবংশীয় ভাবী নৃপগণের সংক্ষেপ-ক্রম বর্ণিত হইয়াছে।

চন্দ্রবংশীয় রাজা পুরুর বংশে উপরিচর বসু হইতে পুরঞ্জয় পর্য্যন্ত বিশজন রাজা রাজত্ব করেন। পুরঞ্জয়ের পর হইতে এই বংশে সাঙ্কর্য্যদোষ প্রবিষ্ট হয়। পুরঞ্জয়ের পরে প্রদ্যোতগণ পঞ্চ রাজা, তৎপরে ক্রমশঃ শিশুনাগ-বংশ, মৌর্য্যবংশ, শুঙ্গবংশ, কাণ্ববংশ, আন্ধ্রজাতীয় ত্রিশ-জন নৃপতি, সপ্ত আভীর, দশ গর্দ্দভী, ষোড়শকঙ্ক, অষ্ট-যবন, চতুর্দ্দশতুরষ্ক, দশ গুরুণ্ড, একাদশ মৌল, পঞ্চকিল-কিলানৃপতিগণ, ত্রয়োদশ বাহ্লীক রাজগণের অধিকার। অতঃপর সপ্ত আন্ধ্র, সপ্ত কৌশল, বিদূরপতিগণ ও নিষধ-গণ একই সময়ে বিভিন্ন প্রদেশের শাসনকর্ত্তা। তদনন্তর মগধ প্রভৃতি বিভিন্ন প্রদেশে তত্তৎপ্রদেশীয় শূদ্রপ্রায়, ম্লেচ্ছপ্রায়, অধর্ম্মপরায়ণ রাজগণের শাসনাধিকার।

অন্বয়ঃ— শ্রীশুকঃ উবাচ,—অন্ত্যঃ (নবমস্কন্ধান্তে বর্ণিতঃ) পুরঞ্জয়ঃ (রিপুঞ্জয়নাম্না তত্র য উক্তঃ স এব পুরঞ্জয়ঃ) নাম যঃ ভবিষ্যঃ (ভাবী) বারহদ্রথঃ (বৃহদ্রথস্য জরাসন্ধস্য বংশজাতো ভবিষ্যতি) তস্য অমাত্যঃ (মন্ত্রী) শুনকঃ তু স্বামিনং (পুরঞ্জয়ং) হত্বা প্রদ্যোতসংজ্ঞং (প্রদ্যোতনামকং) আত্মজং (নিজসুতং) রাজানং কর্ত্তা (করিষ্যতি) যৎপালকঃ সুতঃ (যস্য পালকো নাম সুতো ভবিষ্যতি) তৎপুত্রঃ (তস্য পালকস্য পুত্রঃ) বিশাখযূপঃ ভবিতা (ভবিষ্যতি) ততঃ (বিশাখযূপাৎ) রাজকঃ (তন্নামকঃ সুতো ভবিষ্যতি)।। ১-২।।

অনুবাদ— শ্রীশুকদেব বলিলেন,— হে রাজন্! নবম-স্কন্ধের অন্ত্যভাগে রিপুঞ্জয়-নামক রাজার কথা উক্ত হইয়াছে। তাহার অপর নাম পুরঞ্জয়। তিনি জরাসন্ধের বংশে জন্মগ্রহণ করিবেন। তদীয় মন্ত্রী শুনক তাহাকে বধ করিয়া প্রদ্যোত-নামক নিজ পুত্রকে রাজা করিবেন। অনন্তর প্রদ্যোতের পুত্র পালক, পালকের পুত্র বিশাখযূপ এবং বিশাখযূপের পুত্র রাজক; ইঁহারা ক্রমে রাজত্ব করিবেন।। ১-২।।

বিশ্বনাথ—

ওঁ শ্রীগুরবে নমঃ।।

প্রণম্য শ্রীগুরুং ভূয়ঃ শ্রীকৃষ্ণং করুণার্ণবম্।
লোকনাথং জগচ্চক্ষুঃ শ্রীশুকং তমুপাশ্রয়ে।।
গোপরামাজনপ্রাণপ্রেয়সেঽতিপ্রভূষ্ণবে।
তদীয়প্রিয়দাস্যায় মাং মদীয়মহং দদে।।
ত্রয়োদশভিরধ্যায়ৈর্দ্বাদশে তু চতুর্ব্বিধঃ।
নিরোধ উক্তঃ শ্রীকৃষ্ণকথাপ্যত্রোপসংহৃতৌ।।
ত্রিভিরাদৌ কলের্ধর্ম্মদ্রোহিণঃ কথ্যতে কথা।
একেন প্রলয়াস্যাথ দ্বাভ্যাং শুকপরীক্ষিতোঃ।।
পুরাণস্য তথৈকেন মার্কণ্ডেয়স্য চ ত্রিভিঃ।
সূর্য্যস্যাখ্যানবৃন্দস্য শাস্ত্রপূর্ত্তেঃ ক্রমাত্রিভিঃ।।
তত্র তু প্রথমে ভাবিভূমিপানাং কথোচ্যতে।
মাগধান্বয়জাতানাং কলিকল্মষশালিনাম্।।

তদেবং চন্দ্রবংশাবতংসস্য শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রস্য চরিতামৃত-কথাসিন্ধুঃ স্কন্ধদ্বয়েন বর্ণিতস্তত্রৈব লোকান্ নিমজ্যানন্দয়িতুমিদানীং তেষাং ততোঽন্যত্র বৈরাগ্যমুৎপাদয়িতুং তস্যৈব চন্দ্রবংশস্যান্তিমোভাগো বর্ণ্যতে, তত্র চন্দ্রবংশ-শাখায়াং পুরোর্বংশে উপরিচরো বসুঃ, তস্য পুত্রো বৃহদ্রথঃ, তস্য জরাসন্ধঃ, তস্য সহদেবঃ পুত্রোঽভূদিত্যুক্তং নবমস্কন্ধে। পুনশ্চ তত্রৈব সহদেবস্য মার্জ্জারিস্তস্য শ্রুতশ্রবা ইত্যেবং রিপুঞ্জয়ান্তা বিংশতিভাবিনো রাজানো নিরূপিতাঃ। অত্র স্কন্ধে তদুপরিতনং বংশং সঙ্করাদি-দোষৈর্মলিনীভূতং বর্ণয়তি যোঽন্ত্য ইতি। রিপুঞ্জয় এব পুরঞ্জয়ঃ বার্হদ্রথঃ বৃহদ্রথবংশ্য স্বামিনং রিপুঞ্জয়ং হত্বা স্বপুত্রং প্রদ্যোতং রাজানাং করিষ্যতি। যৎ যস্য প্রদ্যোতস্য সুতঃ পালকঃ পালকসংজ্ঞঃ।। ১-২।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— শ্রীগুরুদেবকে প্রণাম করিয়া পুনরায় করুণা সাগর শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করিয়া লোকনাথ জগচ্চক্ষু শ্রীশুকদেবকে অধিকাররূপে আশ্রয় করি। ব্রজ-দেবীগণের প্রাণপ্রিয় অতি প্রভাবশালী শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করি। তদীয় প্রিয়গণের দাস্য নিমিত্ত আমাকে ও মদীয় সর্ব্বস্বকে আমি দান করি।

এই দ্বাদশস্কন্ধে ত্রয়োদশ অধ্যায় দ্বারা চতুর্ব্বিধ নিরোধের কথা বলা হইয়াছে। ইহার মধ্যে উপসংহারে শ্রীকৃষ্ণকথাও বলা হইয়াছে।

ইহাতে প্রথমে তিনটি অধ্যায়দ্বারা ধর্ম্মদ্রোহ, কলির কথা বলা হইতেছে। একটি অধ্যায় দ্বারা প্রলয়ের কথা তৎপরে দুইটি অধ্যায় দ্বারা শুকদেব ও পরিক্ষিতের কথা। সেইরূপ এক অধ্যায় দ্বারা পুরাণের কথা, তিন অধ্যায় দ্বারা মার্কণ্ডেয় ঋষির কথা, সূর্য্যের আখ্যান সমূহের কথা, ক্রমে তিনটি অধ্যায় দ্বারা শাস্ত্রপূর্ত্তির কথা বলা হইতেছে।

সেই দ্বাদশস্কন্ধে প্রথম অধ্যায়ে কলি পাপযুক্ত মগধ বংশজাত ভবিষ্য রাজগণের কথা বলা হইতেছে।

এইরূপে চন্দ্রবংশের শিরোমণি শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের চরিতামৃত কথাসিন্ধু দুইটি স্কন্ধ দ্বারা (১০-১১) বর্ণিত হইয়াছে। তাহার মধ্যেই লোকসমূহকে নিমজ্জিত করিয়া আনন্দদান করাইবার জন্য। এক্ষণে তাহাদিগকে তাহা হইতে অন্যত্র বৈরাগ্য উৎপাদন করাইবার কারণে সেই চন্দ্রবংশের শেষভাগ বলিতেছেন।

সেই চন্দ্রবংশশাখাতে পুরুরবংশে উপরিচর বসু, তাহার পুত্র বৃহদ্রথ, তাহার পুত্র জরাসন্ধ, তাহার পুত্র সহদেব হইয়াছিলেন। ইহা নবমস্কন্ধে বলা হইয়াছে। পুনরায় ঐ বংশে সহদেবের পুত্র মার্জ্জারি, তাহার পুত্র শ্রুতশ্রবা এইভাবে রিপুঞ্জয় পর্য্যন্ত ভাবী বিংশতি রাজের কথা বলা হইয়াছে। এইস্কন্ধে তাহার পর বংশ-সঙ্করাদি দোষসমূহ দ্বারা মলিন হইলেপর যিনি অন্ত্য এই পর্য্যন্ত বর্ণনা করিতেছেন। রিপুঞ্জয়ই পুরঞ্জয় বার্হরথ অর্থাৎ বৃহদ্রথ বংশীয় প্রভু রিপঞ্জয়কে হত্যা করিয়া নিজ পুত্র প্রদ্যোতকে রাজা করাইবেন। যে প্রদ্যোতের পুত্র পালন নামে পরিচিত।। ১-২।।

নন্দিবর্দ্ধনস্তৎপুত্রঃ পঞ্চ প্রদ্যোতনা ইমে।
অষ্টত্রিংশোত্তরশতং ভোক্ষ্যন্তি পৃথিবীং নৃপাঃ।।৩।।

অন্বয়ঃ— তৎপুত্রঃ (তস্য রাজকস্য পুত্রঃ) নন্দি-

বর্দ্ধনঃ (ভবিষ্যতি) প্রদ্যোতনাঃ (প্রদ্যোতন সংজ্ঞকাঃ) ইমে পঞ্চ নৃপাঃ অষ্টত্রিংশোত্তরশতং (তাবৎপ্রমাণান্ বর্ষান্ ব্যাপ্য) পৃথিবীং ভোক্ষ্যন্তি (রাজ্যং পালয়িষ্যন্তীত্যর্থঃ)।।

অনুবাদ— রাজকের নন্দিবর্দ্ধন নামক পুত্র জন্মগ্রহণ করিবেন। প্রদ্যোতনসংজ্ঞক এই পঞ্চ নৃপতি একশত আটত্রিশ বৎসর পৃথিবী ভোগ করিবেন।।৩।।

শিশুনাগস্ততো ভাব্যঃ কাকবর্ণস্তু তৎসুতঃ।
ক্ষেমধর্ম্মা তস্য সুতঃ ক্ষেত্রজ্ঞঃ ক্ষেমধর্ম্মজঃ।।৪।।

অন্বয়ঃ— ততঃ (নন্দিবর্দ্ধনাৎ) শিশুনাগঃ ভাব্যঃ (ভবিষ্যতি) তৎসুতঃ (শিশুনাগসুতঃ) কাকবর্ণঃ তু (ভবিষ্যতি) তস্য (কাকবর্ণস্য) সুতঃ ক্ষেমধর্ম্মা (ভবিষ্যতি) ক্ষেমধর্ম্মজঃ (ক্ষেমধর্ম্মস্য পুত্রঃ) ক্ষেত্রজ্ঞঃ (ভবিষ্যতি)।।

অনুবাদ— নন্দিবর্দ্ধন হইতে শিশুনাগ, শিশুনাগ হইতে কাকবর্ণ, কাকবর্ণ হইতে ক্ষেমধর্ম্মা এবং ক্ষেমধর্ম্মা হইতে ক্ষেত্রজ্ঞ জন্মগ্রহণ করিবেন।।৪।।

বিশ্বনাথ— প্রদ্যোতবংশত্বাৎ প্রদ্যোতনাঃ।।৪।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—প্রদ্যোতবংশহেতু প্রদ্যোতগণ।।

বিধিসারঃ সুতস্তস্যাজাতশত্রুর্ভবিষ্যতি।
দর্ভকস্তৎসুতো ভাবী দর্ভকস্যাজয়ঃ স্মৃতঃ।।৫।।

অন্বয়ঃ— তস্য (ক্ষেত্রজ্ঞস্য) সুতঃ বিধিসারঃ (তস্য সুতঃ) অজাতশত্রুঃ ভবিষ্যতি তৎসুতঃ (অজাতশত্রুপুত্রঃ) দর্ভকঃ ভাবী (ভবিষ্যতি) দর্ভকস্য (সুতঃ) অজয়ঃ (অজয়-নাম্না) স্মৃতঃ (কথিতো ভবিষ্যতি)।।৫।।

অনুবাদ— ক্ষেত্রজ্ঞ হইতে বিধিসার, বিধিসার হইতে অজাতশত্রু, অজাতশত্রু হইতে দর্ভক এবং দর্ভক হইতে অজয় জন্মগ্রহণ করিবেন।।৫।।

নন্দিবর্দ্ধন আজেয়ো মহানন্দিঃ সুতস্ততঃ।
শিশুনাগা দশৈবৈতে ষষ্ট্যুত্তরশতত্রয়ম্।।৬।।

সমা ভোক্ষ্যন্তি পৃথিবীং কুরুশ্রেষ্ঠ কলৌ নৃপাঃ।
মহানন্দিসুতো রাজন্ শূদ্রাগর্ভোদ্ভবো বলী।।৭।।
মহাপদ্মপতিঃ কশ্চিন্নন্দঃ ক্ষত্রবিনাশকৃৎ।
ততো নৃপা ভবিষ্যন্তি শূদ্র প্রায়াস্ত্বধার্ম্মিকাঃ।।৮।।

অন্বয়ঃ— আজেয়ঃ (অজয়সুতঃ) নন্দিবর্দ্ধনঃ (ভবিষ্যতি) ততঃ (নন্দিবর্দ্ধনস্য) সুতঃ মহানন্দিঃ (ভবিষ্যতি) কুরুশ্রেষ্ঠ! (হে পরীক্ষিৎ!) কলৌ (কলিযুগে) এতে দশ এব শিশুনাগাঃ (শিশুনাগসংজ্ঞকাঃ) নৃপাঃ ষষ্ট্যুত্তর-শতত্রয়ং (তাবৎসংখ্যকাঃ) সমাঃ (সম্বৎসরান্ ব্যাপ্য) পৃথিবীং ভোক্ষ্যন্তি (রাজ্যভোগং করিষ্যন্তি) হে রাজন্! মহানন্দিসুতঃ (মহানন্দেঃ পুত্রঃ) শূদ্রাগর্ভোদ্ভবঃ (শূদ্রাগর্ভ-জাতঃ) বলী (বলবান্) মহাপদ্মপতিঃ (মহাপদ্মসংখ্যায়াঃ সেনায়া ধনস্য বা পতিঃ) ক্ষত্রবিনাশকৃৎ (ক্ষত্রিয়বিনাশকঃ) নন্দঃ (তন্নামকঃ) কশ্চি (রাজা ভবিষ্যতি) ততঃ (তস্মাদা-রভ্য) নৃপাঃ তু শূদ্রপ্রায়াঃ অধার্ম্মিকাঃ (চ) ভবিষ্যন্তি।।

অনুবাদ— অজয় হইতে নন্দিবর্দ্ধন, নন্দিবর্দ্ধন হইতে মহানন্দি জন্মগ্রহণ করিবেন। হে পরীক্ষিৎ! কলিযুগে শিশুনাগ-সংজ্ঞক এই দশজন নৃপতি তিনশত ষাট বৎসর রাজ্য ভোগ করিবেন। হে রাজন্! অনন্তর মহানন্দির ঔরসে কোন শূদ্রা রমণীর গর্ভে ক্ষত্রিয়-বিনাশক মহাপদ্মাধিপতি নন্দ নামক এক বলবান্ রাজা জন্মগ্রহণ করিবেন। সেই সময় হইতেই রাজগণ শূদ্রপ্রায় এবং অধার্ম্মিক হইবেন।।৬-৮।।

বিশ্বনাথ— আজেয়ঃ অজয়স্য সুতঃ।।৬-৮।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—আজেয় অজয়ের পুত্র।।৬-৮

স একচ্ছত্রাং পৃথিবীমনুল্লঙ্ঘিতশাসনঃ।
শাসিষ্যতি মহাপদ্মো দ্বিতীয় ইব ভার্গবঃ।।৯।।

অন্বয়ঃ— দ্বিতীয় ভার্গবঃ (পরশুরামঃ) ইব মহাপদ্মঃ (মহাপদ্মপতিঃ) সঃ (নন্দঃ) অনুল্লঙ্ঘিতশাসনঃ (অনুল্লঙ্ঘিতম্ অপ্রতিহতং শাসনমাজ্ঞা যস্য তথাভূতঃ সন্) একচ্ছত্রাং পৃথিবীং শাসিষ্যতি (পালয়িষ্যতি)।।৯

অনুবাদ— মহাপদ্মপতি নন্দ দ্বিতীয় পরশুরামের ন্যায় অপ্রতিহতপ্রভাবে একচ্ছত্র রাজ্যপালন করিবেন।।

বিশ্বনাথ— স নন্দঃ মহাপদ্মপতিত্বান্মহাপদ্মঃ। বিনাশকত্বে দৃষ্টান্তঃ ভার্গবঃ পরশুরাম ইব।। ৯।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— সেই নন্দ মহাপদ্মপতি হেতু 'মহাপদ্ম'। ক্ষত্রিয় বিনাশক হেতু দৃষ্টান্ত ভার্গব পরশু-রামের ন্যায়।। ৯।।

তস্য চাষ্টৌ ভবিষ্যন্তি সুমাল্যপ্রমুখাঃ সুতাঃ।
য ইমং ভোক্ষ্যন্তি মহীং রাজানশ্চ শতং সমাঃ।। ১০।।

অন্বয়ঃ— তস্য চ (নন্দস্য) সুমাল্যপ্রমুখাঃ অষ্টৌ সুতাঃ ভবিষ্যন্তি যে চ (সুমাল্যাদয়ঃ) রাজানঃ (সন্তঃ) শতং সমাঃ (বর্ষান্ ব্যাপ্য) ইমাং মহীং ভোক্ষ্যন্তি (রাজ্যভোগ্যং করিষ্যন্তি)।। ১০।।

অনুবাদ— তাঁহার সুমাল্য প্রভৃতি অষ্টপুত্র জন্মগ্রহণ করিয়া তাঁহারা একশত বৎসর রাজ্যভোগ করিবেন।।১০

নব নন্দান্ দ্বিজঃ কশ্চিৎ প্রপন্নানুদ্ধরিষ্যতি।
তেষামভাবে জগতীং মৌর্য্যা ভোক্ষ্যন্তি বৈ কলৌ।। ১১

অন্বয়ঃ— কশ্চিৎ দ্বিজঃ (কৌটিল্যবাৎস্যায়নাদি-পর্য্যায়শ্চণক্যনামা কশ্চিদ্ ব্রাহ্মণঃ) প্রপন্নান্ (বিশ্বস্তান্ বিখ্যাতান্ বা) নব নন্দান্ (নন্দঞ্চ তৎপুত্রাংশ্চেত্যেবং নব জনান্) উদ্ধরিষ্যতি (উন্মূলয়িষ্যতি) তেষাং (নন্দবংশীয়া-নাম্) অভাবে মৌর্য্যাঃ (মৌর্য্যসংজ্ঞা রাজানঃ) বৈ (খলু) কলৌ (কলিযুগে) জগতীং ভোক্ষ্যন্তি (রাজ্যভোগং করিষ্যন্তি)।। ১১।।

অনুবাদ— চাণক্যনামক কোন এক ব্রাহ্মণ নন্দ এবং তদীয় অষ্টপুত্রের সংহার সাধন করিবেন। তাহাদের অভাবে মৌর্য্যবংশীয় রাজগণ কলিযুগে পৃথিবী ভোগ করিবেন।। ১১।।

বিশ্বনাথ— নব নন্দান্ নন্দঞ্চ তৎপুত্রানষ্টৌ চেত্যেবং নব প্রপন্নান্ বিশ্বস্তান্ দ্বিজশ্চাণক্যঃ উদ্ধরিষ্যতি উন্মূলয়িষ্যতি। মৌর্য্যা মৌর্য্যসংজ্ঞাঃ।। ১০-১১।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— নব নন্দকে অর্থাৎ নন্দকে ও তাহার পুত্র আটজনকে এইরূপে নয়জন বিশ্বস্তকে দ্বিজ চাণক্য উন্মূল করিবেন। মৌর্য্য অর্থাৎ মৌর্য্য নামকগণ।।

স এব চন্দ্রগুপ্তং বৈ দ্বিজো রাজ্যেঽভিষেক্ষ্যতি।
তৎসুতো বারিসারস্তু ততশ্চাশোকবর্দ্ধনঃ।। ১২।।

অন্বয়ঃ— স দ্বিজঃ (চাণক্যঃ) এব চন্দ্রগুপ্তং (মৌর্য্য-প্রথমং) রাজ্যে অভিষেক্ষ্যতি বৈ (অভিষিক্তং করিষ্যতি) তৎসুতঃ তু (চন্দ্রগুপ্তস্য সুতঃ) বারিসারঃ (ভবিষ্যতি) ততঃ চ (বারিসারস্য পুত্রঃ) অশোকবর্দ্ধনঃ (ভবিষ্যতি)।। ১২।।

অনুবাদ— সেই চাণক্যই মৌর্য্যবংশীয় আদিপুরুষ চন্দ্রগুপ্তকে রাজপদে অভিষিক্ত করিবেন। অনন্তর চন্দ্র-গুপ্তের পুত্র বারিসার এবং বারিসারের পুত্র অশোকবর্দ্ধন রাজা হইবেন।। ১২।।

সুযশা ভবিতা তস্য সঙ্গতঃ সুযশঃসুতঃ।
শালিশূকস্ততস্তস্য সোমশর্ম্মা ভবিষ্যতি।
শতধন্বা ততস্তস্য ভবিতা তদ্বৃহদ্রথঃ।। ১৩।।

অন্বয়ঃ—তস্য (অশোকবর্দ্ধনস্য পুত্রঃ) সুযশা ভবিতা (ভবিষ্যতি) সুযশঃসুতঃ (সুযশসঃ পুত্রঃ) সঙ্গতঃ (ভবিষ্যতি) ততঃ (সঙ্গতাৎ) শালিশূকঃ (ভবিষ্যতি) তস্য (শালিশূকস্য পুত্রঃ) সোমশর্ম্মা ভবিষ্যতি ততঃ তস্য (সোমশর্ম্মণঃ পুত্রঃ) শতধন্বা (ভবিষ্যতি) তদ্বৃহদ্রথঃ (তস্য পুত্রো বৃহদ্রথঃ) ভবিতা (ভবিষ্যতি)।। ১৩।।

অনুবাদ— অনন্তর অশোকবর্দ্ধন হইতে সুযশাঃ, সুযশাঃ হইতে সঙ্গত, সঙ্গত হইতে শালিশূক, শালিশূক হইতে সোমশর্ম্মা, সোমশর্ম্মা হইতে শতধন্বা এবং শতধন্বা হইতে বৃহদ্রথ জন্মগ্রহণ করিবেন।। ১৩।।

বিশ্বনাথ— কথং ভোক্ষ্যন্ত্যত আহ,—স এবেতি।

চন্দ্রগুপ্তং মৌর্য্যেষু প্রথমং ততশ্চেতি চকারাৎ বিষ্ণু-পুরাণোক্তো দশরথো জ্ঞেয়ঃ। তৎ তদনন্তরম্।। ১২-১৩।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—কিরূপে পৃথিবীকে ভোগ করিবেন ইহার উত্তরে বলিতেছেন—তিনিই চন্দ্রগুপ্তকে মৌর্যবংশের প্রথমকে, তাহার পর চকার থাকায় বিষ্ণুপুরাণে উক্ত দশরথ জানিবে। তৎ অর্থাৎ তাহার পর।।১২-১৩

মৌর্য্যা হ্যেতে দশ নৃপাঃ সপ্তত্রিংশচ্ছতোত্তরম্।
সমা ভোক্ষ্যন্তি পৃথিবীং কলৌ কুরুকুলোদ্বহ।। ১৪।।

অন্বয়ঃ—(হে) কুরুকুলোদ্বহ! (পরীক্ষিৎ!) মৌর্য্যাঃ (মৌর্য্যসংজ্ঞকাঃ) এতে দশ নৃপাঃ (পূর্ব্বোক্তেষু চন্দ্রগুপ্তাদিষু পঞ্চমস্থানে দশরথঃ পরাশরাদিভিরুক্তস্তেন সহৈব গণনয়া দশ মৌর্য্যনৃপাঃ) কলৌ (কলিযুগে) সপ্তত্রিংশচ্ছতোত্তরং (তাবৎসংখ্যকাঃ) সমাঃ (বর্ষান্ ব্যাপ্য) পৃথিবীং ভোক্ষ্যন্তি (রাজ্যং করিষ্যন্তি)।। ১৪।।

অনুবাদ— হে কুরুবংশধর! মৌর্য্যসংজ্ঞক এই দশ জন নৃপতি কলিযুগে একশত সাইত্রিশবৎসর পৃথিবীতে রাজত্ব করিবেন। (এস্থলে যদিও চন্দ্রগুপ্ত হইতে গণনায় নয়জন মৌর্য্যনৃপতির উল্লেখ দেখা যায়, তথাপি পরাশরাদি শাস্ত্রকারগণ ইহাদের পঞ্চমপুরুষরূপে দশরথনামক একজনের নামোল্লেখ করায় তাহার সহিত গণনায় দশজনেরই নাম হইয়া থাকে)।। ১৪।।

বিশ্বনাথ— রাজা সপ্তত্রিংশদুত্তরশতং সমাঃ।। ১৪

টীকার বঙ্গানুবাদ— রাজা সপ্তত্রিংশ অধিক শত-বৎসর।। ১৪।।

অগ্নিমিত্রস্ততস্তস্মাৎ সুজ্যেষ্ঠো ভবিতা ততঃ।
বসুমিত্রো ভদ্রকশ্চ পুলিন্দো ভবিতা সুতঃ।। ১৫।।
ততো ঘোষঃ সুতস্তস্মাদ্বজ্রমিত্রো ভবিষ্যতি।
ততো ভাগবতস্তস্মাদ্দেবভূতিঃ কুরূদ্বহ।। ১৬।।
শুঙ্গা দশৈতে ভোক্ষ্যন্তি ভূমিং বর্ষশতাধিকম্।
ততঃ কাণ্বানিয়ং ভূমির্যাস্যত্যল্পগুণান্ নৃপ।। ১৭।।

অন্বয়ঃ— ততঃ (অনন্তরং বৃহদ্রথস্য সেনাপতিঃ পুষ্পমিত্রঃ স্বামিনং বৃহদ্রথং হত্বা রাজ্যং করিষ্যতি স শুঙ্গবংশীয়ানাং প্রথমস্তস্য পুত্রঃ) অগ্নিমিত্রঃ (ভবিষ্যতি) তস্মাৎ (অগ্নিমিত্রাৎ) সুজ্যেষ্ঠঃ ভবিতা (ভবিষ্যতি) ততঃ (সুজ্যেষ্ঠাৎ) বসুমিত্রঃ (বসুমিত্রাৎ) ভদ্রকঃ (ভদ্রকাৎ) পুলিন্দঃ (তন্নামকঃ) সুতঃ ভবিতা (ভবিষ্যতি) হে কুরূদ্বহ! (পরীক্ষিৎ!) ততঃ (পুলিন্দাৎ) ঘোষঃ (তন্নামকঃ) সুতঃ (ভবিষ্যতি) তস্মাৎ (ঘোষাৎ) বজ্রমিত্রঃ ভবিষ্যতি ততঃ (বজ্রমিত্রাৎ) ভাগবতঃ (ভবিষ্যতি) তস্মাৎ (ভাগবতাৎ) দেবভূতিঃ (ভবিষ্যতি)। (হে) নৃপ! শুঙ্গাঃ (শুঙ্গসংজ্ঞকাঃ) এতে দশ (নৃপাঃ) বর্ষশতাধিকং (ব্যাপ্য) ভূমিং ভোক্ষ্যন্তি (রাজ্যভোগং করিষন্তি) ততঃ (পশ্চাৎ) ইয়ং ভূমিঃ (পৃথিবী) অল্প গুণান্ কাণ্বান্ (কণ্ববংশীয়ান্) যাস্যতি (তেষাং বশীভূতা ভবিষ্যতি)।। ১৫-১৭।।

অনুবাদ— অনন্তর বৃহদ্রথের সেনাপতি পুষ্পমিত্র বৃহদ্রথের বধসাধনপূর্ব্বক রাজ্যাধিকার করেন। তিনি শুঙ্গবংশীয়গণের মধ্যে প্রথম রাজা, তাঁহার পুত্র অগ্নিমিত্র, অগ্নিমিত্রের পুত্র সুজ্যেষ্ঠ, সুজ্যেষ্ঠের পুত্র বসুমিত্র, বসুমিত্রের পুত্র ভদ্রক, ভদ্রকের পুত্র পুলিন্দ, পুলিন্দের পুত্র ঘোষ, ঘোষের পুত্র বজ্রমিত্র, বজ্রমিত্রের পুত্র ভাগবত এবং ভাগবতের পুত্র দেবভূতি—এই দশজন শুঙ্গসংজ্ঞক নৃপতি শতবৎসরের অধিককাল রাজত্ব করিবেন। অনন্তর এই পৃথিবী অল্পগুণ বিশিষ্ট কণ্ব-বংশীয়গণেরও হস্তগত হইবে।। ১৫-১৭।।

বিশ্বনাথ— বৃহদ্রথস্য সেনাপতিঃ স্বামিনং হত্বা রাজ্যং করিষ্যতি; স পুষ্পমিত্রো নাম শুঙ্গানাং প্রথমঃ। ততোঽগ্নিমিত্রাদয়ো নব ইত্যেবং শুঙ্গা দশ দ্বাদশাধিকং বর্ষশতম্।। ১৫-১৭।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— বৃহদ্রথের সেনাপতি প্রভুকে হত্যা করিয়া রাজ্য করিবেন। তিনি পুষ্পমিত্র নামক শুঙ্গাগণের প্রথম। তৎপরে অগ্নিমিত্র আদি নয়জন এইরূপে শুঙ্গগণ দশজন দ্বাদশের অধিক শতবর্ষ রাজ্য করিবেন।।

শুঙ্গং হত্বা দেবভূতিং কাণ্বোঽমাত্যস্তু কামিনম্।
স্বয়ং করিষ্যতে রাজ্যং বসুদেবো মহামতিঃ।। ১৮।।

অন্বয়ঃ— অমাত্যঃ (দেবভূতের্মন্ত্রী) কাণ্বঃ (কণ্ববংশীয়ঃ) মহামতিঃ বসুদেবঃ তু কামিনং (পরস্ত্রী-কামুকং) দেবভূতিং (তন্নামকং) শুঙ্গং হত্বা স্বয়ং রাজ্যং করিষ্যতে (করিষ্যতি)।। ১৮।।

অনুবাদ— দেবভূতির মন্ত্রী কণ্ববংশীয় মহামতি বসুদেব পরস্ত্রীকামুক দেবভূতির সংহারপূর্ব্বক স্বয়ং রাজা হইবেন।। ১৮।।

বিশ্বনাথ— কথং কণ্বান্ যাস্যতি তত্রাহ,—শুঙ্গমিতি। পরস্ত্রীকামিনং দেবভূতিনামানং শুঙ্গং হত্বা।। ১৮।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—কি কারণ কণ্বগণ চলিয়া গেলেন? তাহার উত্তরে বলিতেছেন—পরস্ত্রীকামী দেব-ভূতি নামক শুঙ্গকে বধ করিয়া।। ১৮।।

তস্য পুত্রস্তু ভূমিত্রস্তস্য নারায়ণঃ সুতঃ।
কাণ্বায়না ইমে ভূমিং চত্বারিংশচ্চ পঞ্চ চ।
শতানি ত্রীণি ভোক্ষ্যন্তি বর্ষাণাঞ্চ কলৌ যুগে।। ১৯।।

অন্বয়ঃ—তস্য (বসুদেবস্য) পুত্রঃ তু ভুমিত্রঃ (ভবিষ্যতি) তস্য (ভূমিত্রস্য) সুতঃ নারায়ণঃ (ভবিষ্যতি ততশ্চ সুশর্ম্মা ভবিষ্যতি) ইমে কাণ্বায়নাঃ (কণ্ববংশীয়া নৃপাঃ) কলৌ যুগে (কলিযুগে) বর্ষাণাং ত্রীণি শতানি চত্বারিংশৎ চ পঞ্চ চ (পঞ্চচত্বারিংশদধিকত্রিশতসংখ্যকান্ বর্ষান্ ব্যাপ্য) ভূমিং ভোক্ষ্যন্তি (রাজ্যং করিষ্যন্তি)।। ১৯।।

অনুবাদ— বসুদেবের পুত্র ভুমিত্র, ভুমিত্রের পুত্র নারায়ণ, নারায়ণের পুত্র সুশর্ম্মা—এইসকল কণ্ববংশীয় নৃপতগিণ কলিযুগে তিনশত পঁয়তাল্লিশ বৎসর রাজত্ব করিবেন।। ১৯।।

বিশ্বনাথ— বসুদেবাদয়ঃ কাণ্বায়নাঃ।। ১৯।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—বসুদেব আদি কাণ্ববংশীয়গণ।।

হত্বা কাণ্বং সুশর্ম্মাণং তদ্ভৃত্যো বৃষলো বলী।
গাং ভোক্ষ্যত্যন্ধ্রজাতীয়ঃ কঞ্চিৎ কালসত্তমঃ।। ২০।।

অন্বয়ঃ— (ততঃ) অন্ধ্রজাতীয়ঃ তদ্‌ভৃত্যঃ (তস্য সুশর্ম্মণো ভৃত্যঃ) বৃষলঃ (শূদ্রঃ) অসত্তমঃ (দুর্জ্জনপ্রধানঃ) বলী (বলিনামকঃ কশ্চিৎ (কাণ্বং (কণ্ববংশীয়ং) সুশর্ম্মাণং হত্বা কঞ্চিৎ কালং গাং (ভূমিং) ভোক্ষ্যতি (রাজ্যং করিষ্যতীত্যর্থঃ)।। ২০।।

অনুবাদ— অনন্তর বলিনামক সুশর্ম্মার এক অন্ধ্রজাতীয় শূদ্র মহাদুর্জ্জন ভৃত্য সুশর্ম্মাকে বিনষ্ট করিয়া কিয়ৎকাল রাজ্যভোগ করিবে।। ২০।।

কৃষ্ণনামাথ তদ্‌ভ্রাতা ভবিতা পৃথিবীপতিঃ।
শ্রীশান্তকর্ণস্তৎপুত্রঃ পৌর্ণমাসস্তু তৎসুতঃ।। ২১।।
লম্বোদরস্তু তৎপুত্রস্তস্মাচ্চিবিলকো নৃপঃ।
মেঘস্বাতিশ্চিবিলকাদটমানস্তু তস্য চ।। ২২।।
অনিষ্টকর্ম্মা হালেয়স্তলকস্তস্য চাত্মজঃ।
পুরীষভীরুস্তৎপুত্রস্ততো রাজা সুনন্দনঃ।। ২৩।।
চকোরো বহবো যত্র শিবস্বাতিররিন্দমঃ।
তস্যাপি গোমতী পুত্রঃ পুরীমান্ ভবিতা ততঃ।।২৪।।
মেদশিরাঃ শিবস্কন্দো যজ্ঞশ্রীস্তৎসুতস্ততঃ।
বিজয়স্তৎসুতো ভাব্যশ্চন্দ্রবিজ্ঞঃ সলোমধিঃ।। ২৫।।
এতে ত্রিংশন্নৃপতয়শ্চত্বার্য্যব্দশতানি চ।
ষট্ পঞ্চাশচ্চ পৃথিবীং ভোক্ষ্যন্তি কুরুনন্দন।। ২৬।।

অন্বয়ঃ— অথ (অনন্তরং) কৃষ্ণনামা (কৃষ্ণনামকঃ) তদ্‌ভ্রাতা (তস্য বলিনো ভ্রাতা) পৃথিবীপতিঃ (রাজা) ভবিতা (ভবিষ্যতি) তৎপুত্রঃ (কৃষ্ণস্য পুত্রঃ) শ্রীশান্তকর্ণঃ (ভবিষ্যতি) তৎপুত্রঃ তু (তস্য শ্রীশান্তকর্ণস্য সুতঃ)পৌর্ণমাসঃ (ভবিষ্যতি) তৎপুত্রঃ (পৌর্ণমাসস্য পুত্রঃ) তু লম্বোদরঃ (ভবিষ্যতি) তস্মাৎ (লম্বোদরাৎ) চিবিলকঃ তন্নামকঃ পুত্র) নৃপঃ (রাজা ভবিষ্যতি) চিবিলকাৎ মেঘস্বাতিঃ (তন্নামকঃ পুত্রো ভবিষ্যতি) তস্য চ (মেঘস্বাতেঃ পুত্রঃ) অটমানঃ তু (ভবিষ্যতি) তস্য চ (অটমানস্য পুত্রঃ)

অনিষ্টকর্ম্মা (ভবিষ্যতি তস্য পুত্রঃ) হালেয়ঃ (ভবিষ্যতি) তস্য চ (হালেয়স্য) আত্মজঃ (পুত্রঃ) তলকঃ (ভবিষ্যতি) তৎপুত্রঃ (তলকস্য পুত্রঃ) পুরীষভীরুঃ (তন্নামকো ভবিষ্যতি) ততঃ (পুরীষভীরোঃ পুত্রঃ) সুনন্দনঃ রাজা (ভবিষ্যতি ততঃ) চকোরঃ (ভবিষ্যতি ততঃ পরং) বহবঃ (বহুসংজ্ঞকা অষ্ট রাজানো ভবিষ্যন্তি) অপি পুত্রঃ যত্র (যেষু বহুসংজ্ঞকেষ্বষ্টসুমধ্যেঽষ্টমস্থানীয়ঃ) অরিন্দমঃ (শত্রুদমনকারী) শিবস্বাতিঃ (ভবিষ্যতি) তস্য অপি (শিবস্বাতেঃ) পুত্রঃ গোমতী (ভবিষ্যতি) ততঃ (তস্য পুত্রঃ) পুরীমান্ ভবিতা (ভবিষ্যতি ততঃ) মেদশিরাঃ (ভবিষ্যতি ততঃ) শিবস্কন্দঃ (ভবিষ্যতি) তৎসুতঃ (শিবস্কন্দস্য সুতঃ) যজ্ঞশ্রীঃ (ভবিষ্যতি) ততঃ (তস্য পুত্রঃ) বিজয়ঃ (ভবিষ্যতি) সলোমধিঃ (লোমধিনা সহিতঃ) চন্দ্রবিজ্ঞঃ তৎসুতঃ (তস্য বিজয়স্য সুতঃ) ভাব্যঃ (ভবিষ্যতি, বিজয়স্য চন্দ্রবিজ্ঞস্ততশ্চ লোমধিরিতি দ্বৌ পুত্রৌ রাজানৌ ভবিষ্যতঃ, কিম্বা বিজয়স্য পুত্রশ্চন্দ্রবিজ্ঞস্তস্য পুত্রশ্চ লোমধির্ভবিষ্যতি হে) কুরুনন্দন! (পরীক্ষিৎ!) এতে ত্রিংশৎ নৃপতয়ঃ চত্বারি অব্দশতানি ষট্ পঞ্চাশৎ চ (ষট্পঞ্চাদধিকচতুঃশতসংখ্যকান্ বর্ষান্ ব্যাপ্য) পৃথিবীং ভোক্ষ্যন্তি চ (রাজ্যং করিষ্যন্তি)।। ২১-২৬।।

অনুবাদ—অতঃপর তাঁহার ভ্রাতা কৃষ্ণ, কৃষ্ণের পুত্র শ্রীশান্তকর্ণ, শ্রীশান্তকর্ণের পুত্র পৌর্ণমাস, পৌর্ণমাসের পুত্র লম্বোদর, লম্বোদরের পুত্র চিবিলক, চিবিলকের পুত্র মেঘস্বাতি, মেঘস্বাতির পুত্র অটমান, অটমানের পুত্র অনিষ্টকর্ম্মা, অনিষ্টকর্ম্মার পুত্র হালেয়, হালেয়ের পুত্র তলক, তলকের পুত্র পুরীষভীরু, পুরীষভীরুর পুত্র সুনন্দন, সুনন্দনের পুত্র চকোর এবং অনন্তর বহুসংজ্ঞক আটজন নরপতি হইবেন। এই বহুসংজ্ঞক অষ্টনৃপতির মধ্যে রিপুদমনকারী শিবস্বাতি অষ্টমস্থানীয়। অনন্তর শিবস্বাতির পুত্র গোমতী, গোমতীর পুত্র পুরীমান, পুরীমানের পুত্র মেদশিরা, মেদশিরার পুত্র শিবস্কন্ধ, শিবস্কন্ধের পুত্র যজ্ঞশ্রী, যজ্ঞশ্রীর পুত্র বিজয়, বিজয়ের পুত্র চন্দ্রবিজ্ঞ ও লোমধি জন্মগ্রহণ করিবেন। এই ত্রিশজন নৃপতি চারিশত ছাপ্পান্ন বৎসর পৃথিবী ভোগ করিবেন।। ২১-২৬।।

বিশ্বনাথ— সুশর্ম্মাণমিতি কাণ্বানামন্তিমঃ সুশর্ম্মা জ্ঞেয়ঃ। বলী বলিসংজ্ঞঃ।। ২১-২৬।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— সুশর্ম্মা কে? ইনি কাণ্বগণের শেষ রাজা সুশর্ম্মা জানিবে। বলী—বলি নামক।। ২১-২৬

সপ্তাভীরা আবভৃত্যা দশ গর্দ্দভিনো নৃপাঃ।
কঙ্কাঃ ষোড়শ ভূপালা ভবিষ্যন্ত্যতিলোলুপাঃ।। ২৭।।

অন্বয়ঃ— (ততঃ) আবভৃত্যাঃ (অবভৃতির্নগরী তত্র ভবাঃ) সপ্ত আভীরাঃ (আভীরসংজ্ঞকাস্তজ্জাতীয়া বা নৃপা ভবিষ্যন্তি ততঃ) দশ গর্দ্দভিনঃ (গর্দ্দভিসংজ্ঞকাঃ) নৃপাঃ (ভবিষ্যন্তি ততঃ) কঙ্কাঃ (কঙ্কসংজ্ঞকাঃ) অতিলোলুপাঃ (অতিলোভযুক্তাঃ) ষোড়শভূপালাঃ ভবিষ্যন্তি।। ২৭।।

অনুবাদ— অনন্তর অবভৃতিনগরীজাত আভীরসংজ্ঞক বা আভীরজাতীয় সপ্তনরপতি, গর্দ্দভি-সংজ্ঞক দশ নৃপতি এবং কঙ্কসংজ্ঞক অতিলোভী ষোড়শ নৃপতি রাজত্ব করিবেন।। ২৭।।

বিশ্বনাথ—আবভৃত্যা অবভৃতির্নগরী তত্র ভবাঃ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—আবভৃত্যা অর্থাৎ অবভৃতি নগরী সেইস্থলে জাত।। ২৭।।

ততোঽষ্টৌ যবনা ভাব্যাশ্চতুর্দ্দশ তুরুষ্ককাঃ।
ভূয়ো দশ গুরুণ্ডাশ্চ মৌলা একাদশৈব তু।। ২৮।।

অন্বয়ঃ— ততঃ অষ্টৌ যবনাঃ ভাব্যাঃ (রাজানো ভবিষ্যন্তি ততঃ) চতুর্দ্দশ তুরুষ্ককাঃ (রাজানো ভবিষ্যন্তি) ভূয়ঃ (ততঃ পুনঃ) দশ চ গুরুণ্ডাঃ (তৎসংজ্ঞকা রাজানো ভবিষ্যন্তি ততঃ) একাদশ মৌলা এব তু (রাজানো ভবিষ্যন্তি)।। ২৮।।

অনুবাদ— অতঃপর অষ্ট যবন নৃপতি, চতুর্দ্দশ তুরুষ্কনৃপতি, দশজন গুরুণ্ডসংজ্ঞক নৃপতি এবং একাদশজন মৌলসংজ্ঞক নরপতি রাজ্যভোগ করিবেন।। ২৮।।

এতে ভোক্ষ্যন্তি পৃথিবীং দশবর্ষশতানি চ।
নবাধিকাঞ্চ নবতিং মৌলা একাদশ ক্ষিতিম্।। ২৯।।
ভোক্ষ্যন্ত্যব্দশতান্যঙ্গ ত্রীণি তৈঃ সংস্থিতে ততঃ।
কিলিকিলায়াং নৃপতয়ো ভূতনন্দোঽথ বঙ্গিরিঃ।।৩০।।
শিশুনন্দিশ্চ তদ্‌ভ্রাতা যশোনন্দিঃ প্রবীরকঃ।
ইত্যেতে বৈ বর্ষশতং ভবিষ্যন্ত্যধিকানি ষট্।। ৩১।।

অন্বয়ঃ— এতে (আভীরাদয়ো মৌলব্যতিরিক্তাঃ পঞ্চষষ্টি নৃপাঃ) দশবর্ষশতানি চ নবাধিকাং নবতিং চ (একোনশতাধিকং বর্ষসহস্রং ব্যাপ্যেত্যর্থঃ) পৃথিবীং ভোক্ষ্যন্তি (রাজ্যভোগং করিষ্যন্তি) অঙ্গ! (হে পরীক্ষিৎ!) একাদশ মৌলাঃ (রাজানঃ) ত্রীণি অব্দশতানি (ব্যাপ্য) ক্ষিতিং ভোক্ষ্যন্তি (রাজ্যভোগং করিষ্যন্তি) তৈঃ সংস্থিতে (তেষু মৌলেষু মৃতেষু) ততঃ (অনন্তরং) ভূতনন্দঃ অথ বঙ্গিরিঃ শিশুনন্দিঃ চ তদ্‌ভ্রাতা (তস্য শিশুনন্দের্ভ্রাতা) যশোনন্দিঃ (অথ) প্রবীরকঃ ইতি এতে কিলকিলয়াং (পূর্য্যাং) বর্ষশতং অধিকানি চ ষট্ (বর্ষাণি, ষড়ধিকবর্ষশতং ব্যাপ্যেত্যর্থঃ) নৃপতয়ঃ ভবিষ্যন্তি বৈ।। ২৯-৩১।।

অনুবাদ—হে রাজন্। মৌলরাজগণ ব্যতীত আভীর প্রভৃতি পঞ্চষষ্টি নৃপতি এক সহস্র নবনবতি বৎসর এবং একাদশ মৌলনরপতি ত্রিশতবৎসর রাজ্যপালন করিবেন। তাঁহাদের অবসান হইলে ভূতনন্দ, বঙ্গিরি, শিশুনন্দি, তদীয় ভ্রাতা যশোনন্দি, প্রবীরক—ইঁহারা কিলকিলানাম্নী পুরীতে একশত ছয় বৎসরকাল রাজ্যভোগ করিবেন।। ২৯-৩১।।

বিশ্বনাথ—এতে মৌলব্যতিরিক্তাঃ। মৌলাস্ত্বেকাদশ, ত্রীণ্যব্দশতানি তৈর্মৌলৈঃ সংস্থিতে মৃতে সতি। কিলকিলায়াং পুর্য্যাম্। ষড়্‌বর্ষাণি অধিকানি ভবিষ্যতি ভাবীনি ব্যাপ্য ভোক্ষ্যন্তি পালয়িষ্যন্তি।। ২৮-৩১।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—ইহারা মৌল ব্যতিরিক্ত। মৌলগণ তিনশত একাদশ তাহাদের সহিত মৌলগণ মৃত হইলে পর কিল-কিলা পুরীতে ছয়বৎসর অধিক ভবিষ্যৎ রাজ্য পালন করিলেন।। ২৮-৩১।।

তেষাং ত্রয়োদশ সুতা ভবিতারশ্চ বাহ্লিকাঃ।
পুষ্পমিত্রোঽথ রাজন্যো দুর্মিত্রোঽস্য তথৈব চ।।৩২
এককালা ইমে ভূপাঃ সপ্তান্ধ্রাঃ সপ্ত কৌশলাঃ।
বিদূরপতয়ো ভাব্যা নিষধাস্তত এব হি।। ৩৩।।

অন্বয়ঃ—তেষাং (ভূতনন্দাদীনাং) বাহ্লিকাঃ (বাহ্লিকনামানঃ) ত্রয়োদশ সুতাঃ চ ভবিতারঃ (ভবিষ্যন্তি) অথ (অনন্তরং) পুষ্পমিত্রঃ (তন্নামকোঽন্যঃ) রাজন্যঃ (ক্ষত্রিয়ঃ) অস্য (পুষ্পমিত্রস্য পুত্রঃ) দুর্মিত্র তথা এব চ অন্ধ্রাঃ সপ্ত কৌশলাঃ সপ্ত (অন্ধ্রদেশীয়াঃ সপ্ত কোশলদেশীয়াঃ সপ্ত) বিদূরপতয়ঃ (বিদূরদেশাধিপাঃ) নিষধাঃ (নিষধদেশাধিপাশ্চ) ইমে এককালা ভূপাঃ (এতে সর্ব্বে তুল্যকালাঃ খণ্ডমণ্ডলসমূহেষু ভূপাঃ) ততঃ এব হি (তেভ্যো বাহ্লিকেভ্য এব) ভাব্যাঃ (ভবিষ্যন্তি)।। ৩২-৩৩।।

অনুবাদ— পূর্ব্বোক্ত ভূতনন্দপ্রভৃতি রাজগণের বাহ্লিকসংজ্ঞক ত্রয়োদশ পুত্র হইবেন। অনন্তর বাহ্লিকগণ হইতেই পুষ্পমিত্র-নামক ক্ষত্রিয়, তদীয়পুত্র দুর্মিত্র, অন্ধ্রদেশীয় সপ্তজন, কোশলদেশীয় সপ্তজন, বিদূরদেশাধিপতিগণ এবং নিষধদেশাধিপতিগণ এককালে ভিন্ন ভিন্ন খণ্ড-রাজ্যসমূহে রাজত্ব করিবেন।। ৩২-৩৩।।

বিশ্বনাথ— তেষাং ভূতনন্দাদীনাং ত্রয়োদশ বাহ্লিকনামানো ভবিষ্যন্তি। অথেত্যন্য এব পুষ্পমিত্রঃ ক্ষত্রিয়োঽস্য দুর্মিত্রো নাম পুত্রঃ। এককালাঃ খণ্ডমণ্ডলপতয়ঃ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— তাহাদের অর্থাৎ অতীত নন্দাদির ত্রয়োদশজন বাহ্লিক নামা হইবে। অনন্তর অন্য একজন পুষ্প মিত্র ক্ষত্রিয় ইহার পুত্র দুর্মিত্র। এককালে খণ্ড খণ্ড ভাবে মণ্ডলপতি হইবে।। ৩২-৩৩।।

মাগধানাস্তু ভবিতা বিশ্বস্ফূর্জ্জিঃ পুরঞ্জয়ঃ।
করিষ্যত্যপরো বর্ণান্ পুলিন্দযদুমদ্রকান্।। ৩৪।।

অন্বয়ঃ—(ততঃ) অপরঃ পুরঞ্জয়ঃ (পূর্ব্বোক্তাৎ-পুরঞ্জয়াদপরঃ পুরঞ্জয় ইতি প্রসিদ্ধঃ) বিশ্বস্ফূর্জ্জিঃ (তন্নামকঃ কশ্চিৎ) মাগধানাং তু (রাজা) ভবিতা (ভবি-

ব্যতি সঃ) বর্ণান্ (ব্রাহ্মণাদীন্) পুলিন্দযদুমদ্রকান্ (তত্তৎ-সংজ্ঞকান্ ম্লেচ্ছপ্রায়ান্) করিষ্যতি।।৩৪।।

অনুবাদ— অনন্তর পুরঞ্জয় নামে প্রসিদ্ধ বিশ্বস্ফূর্জ্জিনামক কোন একজন মাগধগণের রাজা হইয়া তিনি ব্রাহ্মণাদিবর্গকে ম্লেচ্ছতুল্য পুলিন্দ, যদুমদ্রকপ্রভৃতি হীন-জাতিরূপে পরিণত করিবেন।।৩৪।।

বিশ্বনাথ—ততশ্চ মাগধানাং মধ্যে কশ্চিদ্বিশ্বস্ফূর্জ্জিনামপুরঞ্জয়ঃ পুরাণাং জেতা পরঃ প্রাচীনঃ পুরঞ্জয়ো দ্বিতীয় ইবেত্যর্থঃ। বর্ণান্ ব্রাহ্মণাদীন্ পুলিন্দযদুমদ্রকসংজ্ঞান্ ম্লেচ্ছপ্রায়ান্ করিষ্যন্তি।।৩৪।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— তাহার পর মাগধগণের মধ্যে বিশ্বস্ফূর্জ্জিনামক কোন একজন পুরঞ্জয় অর্থাৎ পুর-সমূহের জয়কর্ত্তা প্রাচীন পুরঞ্জয়ের ন্যায় দ্বিতীয় পুরঞ্জয় ব্রাহ্মণ আদি বর্ণসমূহকে পুলিন্দ, যদু, মদ্রক নামে ম্লেচ্ছ সদৃশ করিবে।।৩৪।।

প্রজাশ্চা ব্রহ্মভূয়িষ্ঠাঃ স্থাপয়িষ্যতি দুর্ম্মতিঃ।
বীর্য্যবান্ ক্ষত্রমুৎসাদ্য পদ্মবত্যাং স বৈ পুরি।
অনুগঙ্গমাপ্রয়াগং গুপ্তাং ভোক্ষ্যতি মেদিনীম্।।৩৫।।

অন্বয়ঃ— বীর্য্যবান্ দুর্ম্মতিঃ সঃ বৈ (বিশ্বস্ফূর্জ্জিঃ) অব্রহ্মভূয়িষ্ঠাঃ (অত্রৈবর্ণ্যপ্রচুরাঃ সতীঃ) প্রজাঃ স্থাপয়িষ্যতি (পালয়িষ্যতি কিঞ্চ) ক্ষত্রম্ উৎসাদ্য (বিনাশ্য) পদ্মবত্যাং পুরি (নগর্য্যাং বসন্) অনুগঙ্গং (গঙ্গাদ্বারমারভ্য) আপ্রয়াগং (প্রয়াগপর্য্যন্তং) গুপ্তাং (পালিতাং) মেদিনীং ভোক্ষ্যতি (পালয়িষ্যতি)।।৩৫।।

অনুবাদ— দুর্ম্মতি মহাবল বিশ্বস্ফূর্জ্জি রাজ্যমধ্যে বহুলভাবে ত্রিবর্ণবহির্ভূত প্রজাস্থাপন এবং ক্ষত্রিয়নিধন-পূর্ব্বক পদ্মাবতী-নগরীতে অবস্থান করিয়া গঙ্গাদ্বার হইতে প্রয়াগ পর্য্যন্ত নিজভুজরক্ষিত রাজ্যভোগ করিবেন।।৩৫

বিশ্বনাথ— অব্রহ্মভূয়িষ্ঠা বেদরহিতা বহুতরাঃ। ক্ষেত্রং পুণ্যক্ষেত্রং উৎসাদ্য উৎপন্নং কৃত্বা।।৩৫।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—অব্রহ্মবহুল বেদরহিত বহু ব্যক্তিগণ পুণ্যক্ষেত্রকে উৎপন্ন করিয়া রাজ্য ভোগ করিবে।।

সৌরাষ্ট্রাবন্ত্যাভীরাশ্চ শূরা অর্ব্বুদমালবাঃ।
ব্রাত্যা দ্বিজা ভবিষ্যন্তি শূদ্রপ্রায়া জনাধিপাঃ।।৩৬।।

অন্বয়ঃ— (ততঃ) সৌরাষ্ট্রাবন্ত্যা ভীরাঃ চ (সৌরাষ্ট্র-দেশজা অবন্তিদেশজা আভীরদেশজাশ্চ তথা) শূরাঃ (শূরদেশীয়াঃ) অর্ব্বুদমালবাঃ (অর্ব্বুদদেশীয়া মালব-দেশীয়াশ্চ) দ্বিজাঃ (ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বৈশ্যাঃ) ব্রাত্যাঃ (উপনয়ন-রহিতাস্তথা) জনাধিপাঃ (রাজানশ্চ) শূদ্রপ্রায়াঃ ভবিষ্যন্তি।।

অনুবাদ— অনন্তর সৌরাষ্ট্র, অবন্তি, আভীর, শূর, অর্ব্বুদ এবং মালবদেশীয় ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য প্রজাগণ ও রাজগণ উপনয়নরহিত হইয়া শূদ্রপ্রায় হইবেন।।৩৬।।

সিন্ধোস্তটং চন্দ্রভাগাং কৌন্তীং কাশ্মীরমণ্ডলম্।
ভোক্ষ্যন্তি শূদ্রা ব্রাত্যাদ্যা ম্লেচ্ছাশ্চাব্রহ্মবর্চ্চসঃ।।৩৭

অন্বয়ঃ— (ততঃ) অব্রহ্মবর্চ্চসঃ (বেদাচারশূন্যাঃ) ম্লেচ্ছাঃ শূদ্রাঃ ব্রাত্যাদ্যাঃ (সংস্কারচ্যুত ব্রাহ্মণাদয়ঃ) সিন্ধোঃ তটং (সিন্ধুনদতীরং সমুদ্রতটং বা) চন্দ্রভাগাং (চন্দ্রভাগা-নদীতীরস্থভূভাগং) কৌন্তীং কাশ্মীরমণ্ডলং চ ভোক্ষ্যন্তি (পালয়িষ্যন্তি)।।৩৭।।

অনুবাদ— অনন্তর বেদাচাররহিত ম্লেচ্ছ, শূদ্র এবং সংস্কারচ্যুত ব্রাহ্মণাদিজাতীয় জনগণ সিন্ধুতীর, চন্দ্র-ভাগাতীর, কৌন্তী ও কাশ্মীরমণ্ডল ভোগ করিবেন।।৩৭

তুল্যকালা ইমে রাজন্ ম্লেচ্ছপ্রায়াশ্চ ভূভৃতঃ।
এতেঽধর্ম্মানৃতপরাঃ ফল্গুদাস্তীব্রমন্যবঃ।।৩৮।।

অন্বয়ঃ—(হে) রাজন্! ইমে চ ম্লেচ্ছপ্রায়াঃ ভূভৃতঃ (রাজানঃ) তুল্যকালাঃ (সমকালা ভবিষ্যন্তি) এতে (সর্ব্বে) অধর্ম্মানৃতপরাঃ (অধর্ম্মে অনৃতে অসত্যে চ পরিনিষ্ঠিতাঃ)

ফল্গুদাঃ (অল্পদাতারঃ) তীব্রমন্যবঃ (প্রচণ্ডকোপাশ্চ ভবিষ্যন্তি)।।৩৮।।

অনুবাদ— হে রাজন্! এইসকল ম্লেচ্ছপ্রায় রাজগণ এককালেই নানাভূখণ্ডে রাজত্ব করিবেন। ইঁহারা অধার্ম্মিক, অসত্যপরায়ণ, অল্পদানশীল ও প্রচণ্ড কোপযুক্ত হইবেন।।

স্ত্রীবালগোদ্বিজঘ্নাশ্চ পরদারধনাদৃতাঃ।
উদিতাস্তমিতপ্রায়া অল্পসত্ত্বাল্পকায়ুষঃ।।৩৯।।
অসংস্কৃতাঃ ক্রিয়াহীনা রজসা তমসাবৃতাঃ।
প্রজাস্তে ভক্ষয়িষ্যন্তি ম্লেচ্ছা রাজন্যরূপিণঃ।।৪০।।

অন্বয়ঃ— স্ত্রীবালগোদ্বিজঘ্নাঃ (স্ত্রীবালগোদ্বিজ-ঘাতকাঃ) পরদারধনাদৃতাঃ (পরস্ত্রীপরধনগ্রহণোৎসুকাঃ চ) উদিতাস্তমিতপ্রায়াঃ (হর্ষশোকাদিবহুলাঃ) অল্পসত্ত্বাল্প-কায়ুষঃ (অল্পবীর্য্যা অল্পকালজীবিনশ্চ) অসংস্কৃতাঃ (গর্ভা-ধানাদিসংস্কারহীনাঃ) ক্রিয়াহীনাঃ (যজ্ঞাদিরহিতাঃ) রজসা তমসা চ আবৃতাঃ (আচ্ছন্নাঃ) রাজন্যরূপিণঃ (ক্ষত্রিয়-রাজরূপাঃ) তে ম্লেচ্ছাঃ প্রজাঃ ভক্ষয়িষ্যন্তি (ধনাদ্যপহা-রাদিনা পীড়য়িষ্যন্তি)।।৩৯-৪০।।

অনুবাদ— তৎকালে স্ত্রী-বালক-গো-দ্বিজ ঘাতক, পরস্ত্রী-পরধন গ্রহণ-লোলুপ, হর্ষশোকাদিবহুল, অল্পবীর্য্য, অল্পায়ুঃ, গর্ভাধানাদি-সংস্কারহীন, যজ্ঞাদিক্রিয়া-রহিত, রজস্তমোগুণাচ্ছন্ন ক্ষত্রিয়রাজরূপী ম্লেচ্ছগণ প্রজাপীড়ন করিবেন।।৩৯-৪০।।

তন্নাথাস্তে জনপদাস্তচ্ছীলাচারবাদিনঃ।
অন্যোন্যতো রাজভিশ্চ ক্ষয়ং যাস্যন্তি পীড়িতাঃ।।৪১

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারম-হংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দ্বাদশস্কন্ধে রাজ-বংশানুকীর্ত্তনং নাম প্রথমোঽধ্যায়ঃ।।১।।

অন্বয়ঃ— তন্নাথাঃ (তে নাথা যেষাং তে তথা) তচ্ছীলাচারবাদিনঃ (তেষামিব শীলমাচারো বাদশ্চ তদ্বন্তঃ) তে জনপদাঃ (দেশবাসিনো মনুষ্যা ইত্যর্থঃ) অন্যোন্যতঃ (পরস্পরং তথা) রাজভিঃ চ পীড়িতাঃ (সন্তঃ) ক্ষয়ং যাস্যন্তি (বিনষ্টা ভবিষ্যন্তি)।।৪১।।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দ্বাদশস্কন্ধে প্রথমোঽধ্যায়স্যান্বয়ঃ।।

অনুবাদ— তাহাদের আশ্রিত প্রজাগণও তাহাদের আচার ও ভাষাবিষয়ে অভিজ্ঞ হইবেন এবং পরস্পর ও রাজগণকর্ত্তৃক পীড়িত হইয়া বিনষ্ট হইবেন।।৪১।।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বাদশস্কন্ধের প্রথম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

বিশ্বনাথ— ততশ্চ সৌরাষ্ট্রাদিদেশবর্ত্তিনো দ্বিজা ব্রাত্যাঃ সংস্কারহীনা ভবিষ্যন্তি।।৩৬-৪১।।

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।
দ্বাদশে প্রথমোঽধ্যায়ঃ সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্।।

ইতি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি ঠক্কুরকৃতা শ্রীভাগবতে দ্বাদশ-স্কন্ধে প্রথমোঽধ্যায়স্য সারার্থদর্শিনী টীকা সমাপ্তা।

টীকার বঙ্গানুবাদ—অনন্তর সৌরাষ্ট্র আদি দেশবাসি-গণ দ্বিজ হইলেও সংস্কার বিহীন হইবে।।৩৬-৪১।।

ইতি ভক্তগণের চিত্তের আনন্দদায়িনী সারার্থ-দর্শিনীতে দ্বাদশস্কন্ধে প্রথম অধ্যায় সাধুগণের সঙ্গে সমাপ্ত হইলেন।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দ্বাদশস্কন্ধে প্রথম অধ্যায়ের শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর কৃতা সারার্থ-দর্শিনী টীকার অনুবাদ সমাপ্ত হইলেন।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বাদশস্কন্ধের প্রথম অধ্যায়ের গৌড়ীয়-ভাষ্য সমাপ্ত।

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ

শ্রীশুক উবাচ—

ততশ্চানুদিনং ধর্ম্মঃ সত্যং শৌচং ক্ষমা দয়া।
কালেন বলিনা রাজন্ নঙ্ক্ষ্যত্যায়ুর্ব্বলং স্মৃতিঃ।। ১।।

গৌড়ীয় ভাষ্য

দ্বিতীয় অধ্যায়ের কথাসার

কলির দোষসমূহের বৃদ্ধিতে ভগবানের কল্কি অবতার, তৎফলে অধর্ম্মিষ্ঠগণের বিনাশে পুনঃ সত্যযুগারম্ভ —এই অধ্যায়ের বর্ণনীয় বিষয়।

কলির বৃদ্ধিক্রমে সমস্ত সদ্গুণের হ্রাস এবং অসদ্গুণের বৃদ্ধি হইবে। বেদধর্ম্মের পরিবর্ত্তে পাষণ্ডধর্ম্মের প্রাধান্য, রাজগণ দস্যুপ্রায়, লোকসকল অসদ্বৃত্তিপরায়ণ, সকল বর্ণ শূদ্রপ্রায়, ধেনুসকল ছাগপ্রায়, আশ্রমসকল গৃহপ্রায়, এবং বন্ধুত্ব যৌনসম্বন্ধেই পর্য্যবসিত হইবে। কলি শেষপ্রায় হইলে তখন ভগবান্ অবতীর্ণ হইবেন। শম্ভল নামক গ্রামে বিষ্ণুযশাঃ নামক এক শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণের গৃহে তিনি কল্কিনামে আবির্ভূত হইবেন। তিনি দেবদত্ত-নামক এক অশ্বে আরোহণপূর্ব্বক অসিহস্তে সমস্ত পৃথিবী বিচরণ করিয়া কোটী কোটী রাজবেষী দস্যুগণকে নিহত করিবেন। তখন সত্যযুগের পুনঃ সূচনা। চন্দ্র, সূর্য্য, বৃহস্পতি ও পুষ্যানক্ষত্রের যখন একই রাশিতে যুগপৎ প্রবেশ হইবে, তখনই সত্যযুগারম্ভ। সত্য-ত্রেতা-দ্বাপর-কলি—এই অনুক্রমে চারিযুগ এই জগতে জীবের মধ্যে আবর্ত্তন করিয়া থাকে। অতঃপর বৈবস্বত মনু হইতে আগত সূর্য্য ও চন্দ্রবংশের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দ্বারা অধ্যায়ের উপসংহার।

অন্বয়ঃ— শ্রীশুকঃ উবাচ,—(হে) রাজন্! ততঃ চ বলিনা কালেন (কলিকালপ্রভাবেণেত্যর্থঃ) অনুদিনং (প্রতিদিনং মানবানাং) ধর্ম্মঃ সত্যং শৌচং ক্ষমা দয়া আয়ুঃ বলং স্মৃতিঃ (চ) নঙ্ক্ষ্যতি (ক্ষয়ং যাস্যতি)।। ১।।

অনুবাদ— শ্রীশুকদেব বলিলেন,— হে রাজন্! অনন্তর মহাবল কলিকালের প্রভাববশতঃ প্রতিদিন মানব-গণের ধর্ম্ম, সত্য, শৌচ, ক্ষমা, দয়া, আয়ুঃ, বল ও স্মৃতি বিনষ্ট হইবে।। ১।।

বিশ্বনাথ—

দ্বিতীয়ে তু কলের্দোষস্তদন্তে কল্কিসম্ভবঃ।
কলের্বৃদ্ধিপরিজ্ঞানং তদন্তে সত্যমুচ্যতে।।
কলিদোষানাহ,—তত ইতি।। ১।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— এই দ্বিতীয় অধ্যায়ে কলিযুগের দোষ, তৎপরে কল্কি অবতার, কলির বৃদ্ধি জানিবার লক্ষণ, তাহার শেষে সত্যযুগ বলা হইতেছে।

কলির দোষসমূহ বলিতেছেন—তত ইত্যাদি শ্লোক দ্বারা।। ১।।

বিত্তমেব কলৌ নৃণাং জন্মাচারগুণোদয়ঃ।
ধর্ম্মন্যায়ব্যবস্থায়াং কারণং বলমেব হি।। ২।।

অন্বয়ঃ— কলৌ (কলিযুগে) বিত্তম্ এব (ধনমেব) নৃণাং জন্মাচারগুণোদয়ঃ (জন্মাচারগুণোৎকর্ষখ্যাপকো ভবিষ্যতি, যস্য বিত্তং বর্ত্ততে স এব সৎকুলজন্মা সদাচারঃ সদ্গুণশ্চেত্যেবং নির্ণেয়ো ভাব্য ইত্যর্থঃ) ধর্ম্মন্যায়-ব্যবস্থায়াং (ধর্ম্মান্যায়য়োর্ব্যবস্থায়াং) বলম্ এব হি কারণং (ভবিষ্যতি)।। ২।।

অনুবাদ— কলিযুগে ধনই মানবগণের জন্ম, আচার ও গুণের উৎকর্ষখ্যাপক হইবে এবং ধর্ম্ম ও ন্যায়বিষয়ক ব্যবস্থায় বলই কারণ হইবে।। ২।।

বিশ্বনাথ— বিত্তমেবেতি— যস্য বিত্তং বর্ত্ততে স এব সৎকুলজন্মা, স এব সদাচারঃ, স এব সদ্গুণ ইত্যেবাগ্রে ব্যাখ্যেয়ম্।। ২।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— যাহার ধন আছে তিনিই সৎ-কুল জাত, তিনিই সদাচারবান, তিনিই সদ্গুণ যুক্ত, ইহা পরে ব্যাখ্যা হইবে।। ২।।

দাম্পত্যেঽভিরুচির্হেতুর্মায়ৈব ব্যাবহারিকে।
স্ত্রীত্বে পুংস্ত্বে চ হি রতির্বিপ্রত্বে সূত্রমেব হি।। ৩।।

অন্বয়ঃ— দাম্পত্যে (ভার্য্যাপতিভাবে) অভিরুচিঃ (পরস্পরমাসক্তিরেব) হেতুঃ (কারণং ভবিষ্যতি ন কুলমাচারো বা) ব্যাবহারিকে (ক্রয়বিক্রয়াদৌ) মায়া (কপটতা) এব (উৎকর্ষহেতুর্ভবিষ্যতি) স্ত্রীত্বে পুংস্ত্বে চ (তয়োঃ শ্রেষ্ঠ্যনির্ণয়ে) রতিঃ হি (রতিকৌশলমেব হেতু র্ন কুলমাচারো বা) বিপ্রত্বে (ব্রাহ্মণত্বনির্ণয়ে) সূত্রম্ এব হি (উপবীতধারণমাত্রং হেতুর্ভবিষ্যতি ন তু শমদমাদির্গুণ ইত্যর্থঃ)।।

অনুবাদ—দাম্পত্যভাবে পরস্পরের অনুরাগ, ক্রয়-বিক্রয়াদি-ব্যবহার-বিষয়ে কপটতা, স্ত্রী-পুরুষের শ্রেষ্ঠত্ব-বিচারে রতিকৌশল ও ব্রাহ্মণত্বনির্ণয়ে সূত্রমাত্রই কারণ হইবে।। ৩।।

লিঙ্গমেবাশ্রমখ্যাতাবন্যোন্যাপত্তিকারণম্।
অবৃত্ত্যা ন্যায়দৌর্ব্বল্যং পাণ্ডিত্যে চাপলং বচঃ।। ৪।।

অন্বয়ঃ—আশ্রমখ্যাতৌ (আশ্রমাণাং খ্যাতৌ জ্ঞানে) লিঙ্গম্ এব (দণ্ডাজিনাদিকং হেতু র্ন ত্বাচারবিশেষস্তথা লিঙ্গমেব) অন্যোন্যাপত্তিকারণম্ (আশ্রমাদাশ্রমান্তর-প্রাপ্তৌ চ কারণং ভবিষ্যতি) অবৃত্ত্যা (মুদ্রার্পণাদাবসামর্থ্যেন) ন্যায়দৌর্ব্বল্যং (ন্যায়ে ব্যবহারে দৌর্ব্বল্যং পরাজয়ো ভবিষ্যতি) পাণ্ডিত্যে (পাণ্ডিত্যনির্ণয়ে) চাপলং বচঃ (বাক্‌চাঞ্চল্যমেব হেতুর্ভবিষ্যতি)।। ৪।।

অনুবাদ— ব্রহ্মচর্য্যাদি আশ্রমের পরিচয়-বিষয়ে এবং এক আশ্রম হইতে আশ্রমান্তর স্বীকার-বিষয়ে দণ্ড-অজিন প্রভৃতি চিহ্নসমূহই একমাত্র কারণ-স্বরূপ হইবে, অর্থাদিপ্রদানে অসামর্থ্য হইলে বিচার-ক্ষেত্রে পরাজয় ঘটিবে এবং বাক্‌চাপল্যই পাণ্ডিত্যনির্ণয়ে কারণ হইবে।।

বিশ্বনাথ—অন্যোঽন্যাপত্তৌ পরস্পরমুৎকর্ষাপকর্ষ-প্রাপ্তৌ লিঙ্গমেব দণ্ডাজিনশিখাত্যাগাদিকমেব কারণং ন তু জ্ঞানসদাচারাদিকম্। অবৃত্ত্যা মুদ্রাদ্যর্পণাসামর্থ্যেনৈব হেতুনা ন্যায়দৌর্ব্বল্যং ন্যায়ে পরাজয়ঃ। চাপলং বচঃ চাপল্যযুক্তং ভাষণম্।। ৪।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— অন্যোন্য অর্থাৎ পরস্পর উৎকর্ষ ও অপকর্ষ প্রাপ্তিতে চিহ্নই দণ্ড, মৃগচর্ম্ম, শিখাত্যাগাদিই কারণ, কিন্তু জ্ঞান সদাচার আদি কারণ নয় অবৃত্তির দ্বারা অর্থাৎ মুদ্রাদি অর্পণ সামর্থ্য দ্বারাই, হেতু দ্বারা অর্থাৎ ন্যায়ে পরাজয়, বাক্যের চপলতাযুক্ত ভাষণ।। ৪।।

অনাঢ্যতৈবাসাধুত্বে সাধুত্বে দম্ভ এব তু।
স্বীকার এব চোদ্বাহে স্নানমেব প্রসাধনম্।। ৫।।

অন্বয়ঃ—অসাধুত্বে অনাঢ্যতা (দারিদ্র্যম্) এব (হেতুর্ভবিষ্যতি, যো দরিদ্রঃ স এবাসাধুত্বেন গণ্যো ভবিষ্যতি ইত্যর্থঃ) সাধুত্বে (সাধুত্ববিচারে) দম্ভঃ এব তু (যো দাম্ভিকঃ স এব সাধুত্বেন গণ্যো ভবিষ্যতি) উদ্বাহে চ (ভার্য্যাত্বেন গ্রহণে চ) স্বীকারঃ এব (বাগঙ্গীকারমাত্রং হেতু র্ন তু ভর্ত্তৃত্বাদিগুণ ইত্যর্থঃ) স্নানম্ এব প্রসাধনম্ (অলঙ্কারো ভবিষ্যতি)।। ৫।।

অনুবাদ— দারিদ্র্যই অসাধুত্বজ্ঞাপক, দম্ভই সাধুত্বজ্ঞাপক, বাক্যদ্বারা অঙ্গীকারমাত্রই বিবাহের পরিচায়ক এবং স্নানমাত্রই প্রসাধন হইবে।। ৫।।

দূরে বার্য্যয়নং তীর্থং লাবণ্যং কেশধারণম্।
উদরম্ভরতা স্বার্থঃ সত্যত্বে ধার্ষ্ট্যমেব হি।
দাক্ষ্যং কুটুম্বভরণং যশোঽর্থে ধর্ম্মসেবনম্।। ৬।।

অন্বয়ঃ— দূরে (দূরস্থং) বার্য্যয়নং (জলাশয়ঃ) তীর্থং (ন তু গুর্ব্বাদি) কেশধারণং লাবণ্যং (লাবণ্যহেতুত্বেন গণ্যং ভবিষ্যতি) উদরম্ভরতা (উদরতুষ্টিরেব) স্বার্থঃ (পুরুষার্থো ন তু ধর্ম্মাদিঃ) সত্যত্বে (সত্যত্বনির্ণয়ে) ধার্ষ্ট্যম্ এব হি (ধার্ষ্ট্যান্বিতং বচনমেব সত্যত্বেন গণ্যং ভবিষ্যতীত্যর্থঃ) কুটুম্বভরণং দাক্ষ্যং (দক্ষতাহেতুর্ভবিষ্যতি) যশোঽর্থে (যশোলাভার্থং) ধর্ম্মসেবনং (ধর্ম্মানুষ্ঠানং ভবিষ্যতি)।।৬।।

অনুবাদ— দূরস্থিত জলাশয়ই তীর্থ, কেশধারণই লাবণ্য, আত্মোদরপরিতুষ্টিই স্বার্থ, ধৃষ্টতাযুক্তবাক্যই সত্য,

কুটুম্বপালনই দক্ষতা এবং যশোলাভের জন্যই ধর্ম্মানুষ্ঠানের আবশ্যকতা গণ্য হইবে।। ৬।।

বিশ্বনাথ— বার্য্যয়ণং জলাশয়ঃ।। ৬।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— বার্য্যয়ণ অর্থাৎ জলাশয়।।৬

এবং প্রজাভির্দুষ্টাভিরাকীর্ণে ক্ষিতিমণ্ডলে।
ব্রহ্মবিট্‌ক্ষত্রশূদ্রাণাং যো বলী ভবিতা নৃপঃ।। ৭।।

অন্বয়ঃ— এবম্ (অনেন ক্রমেণ) দুষ্টাভিঃ প্রজাভিঃ ক্ষিতিমণ্ডলে আকীর্ণে (ব্যাপ্তে সতি) ব্রহ্মবিট্‌ক্ষত্রশূদ্রাণাং (মধ্যে) যঃ বলী (বলবান্ ভবিষ্যতি স এব) নৃপঃ ভবিতা (ভবিষ্যতি)।। ৭।।

অনুবাদ— এইরূপে দুষ্টপ্রজাগণদ্বারা ক্ষিতিমণ্ডল পরিপূর্ণ হইলে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রমধ্যে যিনি বলবান্, তিনিই রাজা হইবেন।। ৭।।

প্রজা হি লুব্ধে রাজন্যৈর্নির্ঘৃণৈর্দস্যুধর্ম্মভিঃ।
আচ্ছিন্নদারদ্রবিণা যাস্যন্তি গিরিকাননম্।। ৮।।

অন্বয়ঃ— প্রজাঃ হি নির্ঘৃণৈঃ (নির্দ্দয়ৈঃ) লুব্ধৈঃ দস্যুধর্ম্মভিঃ (দস্যুধর্ম্মরতৈঃ) রাজন্যৈঃ (নৃপতিভিঃ) আচ্ছিন্নদারদ্রবিণাঃ (আচ্ছিন্না অপহৃতা দারা দ্রবিণানি চ যাসাং তা স্তথা সত্যঃ) গিরিকাননং যাস্যন্তি।। ৮।।

অনুবাদ—নির্দ্দয়, লুব্ধ, দস্যুধর্ম্মরত রাজগণ প্রজাগণের স্ত্রী ও ধন হরণে প্রবৃত্ত হইলে তাহারা পর্ব্বত-কাননে আশ্রয় গ্রহণ করিবে।। ৮।।

শাকমূলামিষক্ষৌদ্র-ফলপুষ্পার্ষ্টিভোজনাঃ।
অনাবৃষ্ট্যা বিনঙ্ক্ষ্যন্তি দুর্ভিক্ষকরপীড়িতাঃ।। ৯।।

অন্বয়ঃ— (কিঞ্চ) দুর্ভিক্ষকরপীড়িতাঃ (দুর্ভিক্ষৈঃ করৈঃ রাজকীয়শুল্কৈশ্চ পীড়িতাঃ) শাকমূলামিষক্ষৌদ্র-ফলপুষ্পার্ষ্টিভোজনাঃ (ক্ষৌদ্রং বন্যমধু অষ্টিবীজং, শাকাদি-ভোজনরতাশ্চ প্রজাঃ) অনাবৃষ্ট্যা বিনঙ্ক্ষ্যন্তি (বিনষ্টা ভবিষ্যন্তি)।। ৯।।

অনুবাদ— তাহারা দুর্ভিক্ষ ও রাজকীয়করপ্রপীড়িত হইয়া শাক, মূল, আমিষ, বন্যমধু, ফল, পুষ্প ও বীজভক্ষণ করিবে এবং অনাবৃষ্টিবশতঃ ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে।। ৯।।

শীতবাতাতপপ্রাবৃড়্‌হিমৈরন্যোন্যতঃ প্রজাঃ।
ক্ষুত্তৃড়্‌ভ্যাং ব্যাধিভিশ্চৈব সন্তপ্স্যন্তে চ চিন্তয়া।।১০

অন্বয়ঃ—প্রজাঃ শীতবাতাতপপ্রাবৃড়্‌হিমৈঃ (শীতাদিভিস্তথা) অন্যোন্যতঃ (পরস্পর বিবাদেন তথা) ক্ষুত্তৃড়্‌ভ্যাং (ক্ষুধাতৃষ্ণাভ্যাং) ব্যাধিভিঃ চ এব চিন্তয়া চ সন্তপ্স্যন্তে (সন্তাপিতা ভবিষ্যন্তি)।। ১০।।

অনুবাদ— মানবগণ শীত, আতপ, বর্ষা, হিম, পরস্পর বিবাদ, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ব্যাধি ও চিন্তাহেতু সন্তাপগ্রস্ত হইবে।। ১০।।

ত্রিংশদ্বিংশতিবর্ষাণি পরমায়ুঃ কলৌ নৃণাম্।। ১১।।

অন্বয়ঃ— কলৌ (কলিযুগে) নৃণাং ত্রিংশৎ বিংশতি (চ) বর্ষাণি (পঞ্চাশদ্‌বর্ষাণীত্যর্থঃ) পরমায়ুঃ (জীবনকালো ভবিষ্যতি)।। ১১।।

অনুবাদ— কলিযুগে মানবগণের পঞ্চাশৎ বর্ষ পরমায়ু হইবে।। ১১।।

ক্ষীয়মাণেষু দেহেষু দেহিনাং কলিদোষতঃ।
বর্ণাশ্রমবতাং ধর্ম্মে নষ্টে বেদপথে নৃণাম্।। ১২।।
পাষণ্ডপ্রচুরে ধর্ম্মে দস্যুপ্রায়েষু রাজসু।
চৌর্য্যানৃতবৃথাহিংসা-নানাবৃত্তিষু বৈ নৃষু।। ১৩।।
শূদ্রপ্রায়েষু বর্ণেষু ছাগপ্রায়াসু ধেনুষু।
গৃহপ্রায়েষ্বাশ্রমেষু যৌনপ্রায়েষু বন্ধুষু।। ১৪।।
অণুপ্রায়াস্বোষধীষু শমীপ্রায়েষু স্থাস্নুষু।
বিদ্যুৎপ্রায়েষু মেঘেষু শূন্যপ্রায়েষু সদ্মসু।। ১৫।।

ইত্থং কলৌ গতপ্রায়ে জনেষু খরধর্ম্মিষু।
ধর্ম্মত্রাণায় সত্ত্বেন ভগবানবতরিষ্যতি।। ১৬।।

অন্বয়ঃ— কলিদোষতঃ (কলিযুগদোষাৎ) দেহিনাং দেহেষু ক্ষীয়মাণেষু (সৎসু) বর্ণাশ্রমবতাং (বর্ণাশ্রমোচিতাচারপরাণাং) নৃণাং বেদপথে (বেদোক্তে) ধর্ম্মে নষ্টে (সতি) ধর্ম্মে পাষণ্ড প্রচুরে (পাষণ্ড বহুলে সতি) রাজসু দস্যুপ্রায়েষু (সৎসু) নৃষু (নরেষু) চৌর্য্যানৃতবৃথাহিংসানানাবৃত্তিষু (চৌর্য্যাদিবিবিধদুষ্কর্ম্মোপজীবিষু সৎসু) বর্ণেষু (ব্রাহ্মণাদিষু)শূদ্রপ্রায়েষু (সৎসু) ধেনুষু ছাগপ্রায়াসু (প্রমাণতঃ ক্ষীরতশ্চাজাতুল্যাসু সতীষু) আশ্রমেষু (সন্ন্যাসাদিষু) গৃহপ্রায়েষু (সৎসু) বন্ধুষু যৌনপ্রায়েষু (যৌনসম্বন্ধেন বন্ধুত্বেষু বিচার্য্যমাণেষু সৎসু) ওষধীষ্ অণুপ্রায়াসু (শ্যামাকতুল্যাসু) স্থাণুষু (বৃক্ষেষু) শমীপ্রায়েষু (শমীনামকক্ষুদ্রবৃক্ষতুল্যেষু সৎসু) মেঘেষু বিদ্যুৎপ্রায়েষু (বিদ্যুদ্বহুলেষু সৎসু) সদ্মসু (গৃহেষু) শূন্যপ্রায়েষু (ধর্ম্মাদিরহিতেষু সৎসু) জনেষু খরধর্ম্মিষু (গর্দ্দভতুল্যদুঃসহচেষ্টিতেষু সৎসু) ইত্থম্ (অনেন প্রকারেণ) কলৌ গতপ্রায়ে (অতীতপ্রায়ে সতি) ভগবান্ ধর্ম্মত্রাণায় (ধর্ম্মরক্ষার্থং) সত্ত্বেন (সত্ত্বগুণেন) অবতরিষ্যতি (ভূমৌ প্রাদুর্ভবিষ্যতি)।। ১২-১৬।।

অনুবাদ—কলিদোষবশতঃ প্রাণিগণের দেহ ক্রমশঃ ক্ষীয়মাণ, বর্ণাশ্রমপরায়ণ মানবগণের বেদোক্তধর্ম্ম বিনষ্ট ও পাষণ্ডবহুল, রাজগণ দস্যুপ্রায়, মানবগণ চৌর্য্যমিথ্যাবৃথাহিংসাদি বিবিধ দুষ্কর্ম্মোপজীবি, বর্ণসমূহ শূদ্রপ্রায়, ধেনুগণ ছাগপ্রায়, আশ্রমসমূহ গৃহপ্রায়, বন্ধুত্ব যৌবনসম্বন্ধপ্রায়, ওষধিসমূহ শ্যামাকতুল্য, বৃক্ষসমূহ শমীনামক ক্ষুদ্রবৃক্ষতুল্য, মেঘরাশি বিদ্যুদ্বহুল ও বর্ষণশূন্য, গৃহসমূহ ধর্ম্মাদিরহিত শূন্যপ্রায় এবং জনসমূহ গর্দ্দভতুল্য দুঃসহচেষ্টাশীল হইলে কলিযুগের প্রায় অবসানেরসময়ে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ধর্ম্মরক্ষার্থ সত্ত্বগুণে অবতীর্ণ হইবেন।।১৫

বিশ্বনাথ— স্থাণুষু বৃক্ষেষু।। ১৫।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— স্থাণু অর্থাৎ বৃক্ষ।। ১৫।।

চরাচরগুরোর্বিষ্ণোরীশ্বরস্যাখিলাত্মনঃ।
ধর্ম্মত্রাণায় সাধূনাং জন্ম কর্ম্মাপনুত্তয়ে।। ১৭।।

অন্বয়ঃ— সাধূনাং কর্ম্মাপনুত্তয়ে (মোক্ষায়) ধর্ম্মত্রাণায় (ধর্ম্মরক্ষার্থং) চরাচরগুরোঃ অখিলাত্মনঃ (সর্ব্বান্তর্য্যামিণঃ) ঈশ্বরস্য বিষ্ণোঃ জন্ম (প্রাদুর্ভাবো ভবেৎ)।।

অনুবাদ— সাধুগণের কর্ম্মবিমোচন ও ধর্ম্মরক্ষার্থে চরাচরগুরু সর্ব্বান্তর্য্যামী জগদীশ্বর শ্রীহরির প্রাদুর্ভাব হইয়া থাকে।। ১৭।।

বিশ্বনাথ— বিষ্ণোর্জন্ম ভবিষ্যতি সাধূনাং কর্ম্মাপনুত্তয়ে মোক্ষায়।। ১৭।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— বিষ্ণুর জন্ম হইবে, সাধুগণের মোক্ষের জন্য।। ১৭।।

শম্ভলগ্রামমুখ্যস্য ব্রাহ্মণস্য মহাত্মনঃ।
ভবনে বিষ্ণুযশসঃ কল্কিঃ প্রাদুর্ভবিষ্যতি।। ১৮।।

অন্বয়ঃ— শম্ভলগ্রামমুখ্যস্য (শম্ভলগ্রামে মুখ্যস্য প্রধানস্য) মহাত্মনঃ (মহাশয়স্য) বিষ্ণুযশসঃ (তদাখ্যস্য) ব্রাহ্মণস্য ভবনে (গৃহে) কল্কিঃ (তদাখ্যো বিষ্ণুঃ) প্রাদুর্ভবিষ্যতি (অবতরিষ্যতি)।। ১৮।।

অনুবাদ— শম্ভলনামক গ্রামবাসী সজ্জনপ্রবর বিষ্ণুযশা নামক সদাশয় ব্রাহ্মণের গৃহে কল্কিরূপী বিষ্ণু অবতীর্ণ হইবেন।। ১৮।।

অশ্বমাশুগমারুহ্য দেবদত্তং জগৎপতিঃ।
অসিনাসাধুদমনমষ্টৈশ্বর্য্যগুণান্বিতঃ।। ১৯।।
বিচরন্নাশুনা ক্ষৌণ্যাং হয়েনাপ্রতিমদ্যুতিঃ।
নৃপলিঙ্গচ্ছদো দস্যূন্ কোটিশো নিহনিষ্যতি।। ২০।।

অন্বয়ঃ— অষ্টৈশ্বর্য্যগুণান্বিতঃ (অণিমাদ্যষ্টৈশ্বর্য্যাণি গুণাশ্চ সত্যসঙ্কল্পত্বাদয়স্তৈরন্বিতো যুক্তঃ) অপ্রতিমদ্যুতিঃ (অতুলনীয়কান্তিঃ) জগৎপতিঃ (জগদীশ্বরঃ কল্কিঃ) দেবদত্তং (দেবৈঃ প্রদত্তম্) আশুগং (দ্রুতগামিনম্) অসাধু-

দমনম্ (অসাধবো দম্যন্তে যেন তম্) অশ্বম আরুহ্য (তেন) আশুনা (দ্রুতগামিনা) হয়েন (অশ্বেন) ক্ষৌণ্যাং (পৃথিব্যাং) বিচরন্ অসিনা (খড়্গেন) নৃপলিঙ্গচ্ছদঃ (রাজবেষচ্ছন্নান্) কোটিশঃ (অসংখ্যানিত্যর্থঃ) দস্যূন্ নিহনিষ্যতি (বিনাশয়িষ্যতি)।। ১৯-২০।।

অনুবাদ— অষ্টৈশ্বর্য্যসমন্বিত, অতুলনীয়কান্তি জগদীশ্বর কল্কিদেব দেবদত্তনামক অসাধুদমনকারী দ্রুতগামী অশ্বে আরোহণপূর্ব্বক সেই দ্রুতগতি অশ্বে ভূমণ্ডল পরিভ্রমণ করিয়া খড়্গদ্বারা ছদ্মরাজবেশধারী অসংখ্য দস্যুগণের সংহারসাধন করিবেন।। ১৯-২০।।

বিশ্বনাথ— দেবৈঃ প্রস্থাপিতত্বাৎ দেবদত্তত্বং আশুনা শীঘ্রগামিনা অসাধবো দম্যন্তে যেন তমসাধুদমনং নৃপলিঙ্গচ্ছদঃ রাজবেশচ্ছন্নান্।। ১৯-২০।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— দেবগণ কর্ত্তৃক প্রেরিত বলিয়া দেবদত্ত, আশু শীঘ্রগামী অসাধুগণ যাহা কর্ত্তৃক দমন হয়, রাজ চিহ্নধারী।। ১৯-২০।।

অথ তেষাং ভবিষ্যন্তি মনাংসি বিশদানি বৈ।
বাসুদেবাঙ্গরাগাতি-পুণ্যগন্ধানিলস্পৃশাম্।
পৌরজানপদানাং বৈ হতেষ্বখিলদস্যুষু।। ২১।।

অন্বয়ঃ— অথ অখিলদস্যুষু হতেষু (সৎসু) বৈ বাসুদেবাঙ্গরাগাতিপুণ্যগন্ধানিলস্পৃশাং (বাসুদেবস্যাঙ্গরাগেন চন্দনাদিনা অতিপুণ্যগন্ধো যোঽনিলস্তং স্পৃশন্তীতি তথা তেষাং) তেষাং পৌরজানপদানাং (পুরগ্রামনিবাসিনাং জনানাং) মনাংসি বিশদানি (পবিত্রাণি) ভবিষ্যন্তি বৈ।।২১

অনুবাদ— এইরূপে অখিল দস্যুগণ নিহত হইলে ভগবান্ বাসুদেবের চন্দনাদি অঙ্গরাগের সৌরভযুক্ত বায়ুর স্পর্শবশতঃ পৌর ও জনপদবাসিগণের চিত্ত পবিত্রতা লাভ করিবে।। ২১।।

তেষাং প্রজাবিসর্গশ্চ স্থবিষ্ঠঃ সম্ভবিষ্যতি।
বাসুদেবে ভগবতি সত্ত্বমূর্ত্তৌ হৃদি স্থিতে।। ২২।।

অন্বয়ঃ—সত্ত্বমূর্ত্তৌ (সত্ত্বময়বিগ্রহে) ভগবতি বাসুদেবে হৃদি স্থিতে (সতি) তেষাং স্থবিষ্ঠঃ (স্থূলঃ) প্রজাবিসর্গঃ (প্রজাসৃষ্টিঃ) চ সম্ভবিষ্যতি।। ২২।।

অনুবাদ— সত্ত্বময়বিগ্রহ ভগবান্ বাসুদেব হৃদয়ে অবস্থিত হইলে তাহাদের প্রভূত সন্তান সৃষ্টি হইবে।।২২

বিশ্বনাথ—স্থবিষ্ঠঃ ধর্ম্মনিষ্ঠতয়া স্থূলতরঃ।। ২২।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— স্থবিষ্ঠ অর্থাৎ ধর্ম্মনিষ্ঠরূপে স্থূলতর।। ২২।।

যদাবতীর্ণো ভগবান্ কল্কির্ধর্ম্মপতির্হরিঃ।
কৃতং ভবিষ্যতি তদা প্রজাসূতিশ্চ সাত্ত্বিকী।। ২৩।।

অন্বয়ঃ— ধর্ম্মপতিঃ কল্কিঃ (কল্কিরূপী) ভগবান্ হরিঃ যদা (যস্মিন্ কালে) অবতীর্ণঃ (ভবিষ্যতি) তদা কৃতং (সত্যযুগং) ভবিষ্যতি (তথা) সাত্ত্বিকী প্রজাসূতিঃ চ (প্রজানাং প্রসূতিশ্চ ভবিষ্যতি)।। ২৩।।

অনুবাদ— ধর্ম্মরক্ষক কল্কিরূপী ভগবান্ শ্রীহরি যেকালে অবতীর্ণ হইবেন, তৎকালে সত্যযুগ ও সাত্ত্বিকী প্রজাসৃষ্টি হইবে।। ২৩।।

বিশ্বনাথ— সূতিঃ প্রসূতিঃ।। ২৩।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— সূতি অর্থাৎ প্রসূতি।। ২৩।।

যদা চন্দ্রশ্চ সূর্য্যশ্চ তথা তিষ্যবৃহস্পতী।
একারাশৌ সমেষ্যন্তি ভবিষ্যতি তদা কৃতম্।। ২৪।।

অন্বয়ঃ— যদা (যস্মিন্ কালে) চন্দ্রঃ চ সূর্য্যঃ চ তথা তিষ্যবৃহস্পতী (তিষ্যঃ পুষ্যঃ বৃহস্পতিশ্চ) একরাশৌ সমেষ্যন্তি তদা (তৎকালে) কৃতং (সত্যযুগং) ভবিষ্যতি (অয়মর্থঃ—চন্দ্রসূর্য্যবৃহস্পতীনাং যদা পুষ্যনক্ষত্রে যোগস্তদা কৃতযুগং ভবিষ্যতি। যদ্যপি চ প্রতিদ্বাদশাব্দং কর্কটরাশৌ বৃহস্পতৌ বর্ত্তমানে তেষাং ত্রয়াণামপি পুষ্যযোগঃ সম্ভবতি তথাপি তেষাং সহ প্রবেশোঽত্র বিবক্ষিতঃ সমেষ্যতীতি বচনাৎ)।। ২৪।।

অনুবাদ— যে-সময়ে চন্দ্র, সূর্য্য, পুষ্যনক্ষত্র এবং বৃহস্পতি এককালে একরাশিতে মিলিত হইবেন, তৎকালেই সত্যযুগ হইবে।। ২৪।।

বিশ্বনাথ— সত্যযুগারম্ভকালং লক্ষয়তি— যদেতি; তিষ্যঃ পুষ্যঃ। অয়মর্থঃ—চন্দ্রসূর্য্যবৃহস্পতীনাং যদা পুষ্যনক্ষত্রে যোগস্তদা কৃতযুগং ভবিষ্যতীতি যদ্যপি প্রতিদ্বাদশাব্দং কর্কটরাশৌ বৃহস্পতৌ বর্ত্তমানে দ্বিত্রাসু অমাবস্যাসু তেষাং ত্রয়াণামপি পুষ্যযোগঃ সম্ভবতি, তথাপি তেষাং সহ প্রবেশোঽত্র বিবক্ষিতঃ সমেষ্যন্তীতি বচনাৎ অতো নাতিপ্রসঙ্গঃ।। ২৪।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— সত্যযুগের আরম্ভকাল দেখাইতেছেন—যখন তিষ্য অর্থাৎ পুষ্য নক্ষত্র। ইহার অর্থ চন্দ্র, সূর্য্য, বৃহস্পতি ইহাদের যখন পুষ্যনক্ষত্রে যোগ তখন সত্যযুগ হইবে। যদিও প্রতি দ্বাদশ বৎসর কর্কটরাশিতে বৃহস্পতি বর্ত্তমান থাকিলে দুই তিনটি অমবস্যাতে তাহাদের তিনেরই পুষ্যাযোগ সম্ভব হয় তাহা হইলেও তাহাদের সহিত প্রবেশস্থলে বলিবার উদ্দেশ্য সমকালে আসিবেন এইবাক্য হেতু, অতএব অতিব্যাপ্তি দোষ হইল না।। ২৪।।

যেঽতীতা বর্ত্তমানা যে ভবিষ্যন্তি চ পার্থিবাঃ।
তে ত উদ্দেশতঃ প্রোক্তা বংশীয়াঃ সোমসূর্য্যয়োঃ।। ২৫

অন্বয়ঃ— সোমসূর্য্যয়োঃ (চন্দ্রস্য সূর্য্যস্য) বংশীয়াঃ (বংশসম্বন্ধীয়াঃ) যে পার্থিবাঃ (রাজানঃ) অতীতাঃ যে বর্ত্তমানাঃ (তথা যে) চ ভবিষ্যন্তি তে তে (সর্ব্বে) উদ্দেশতঃ (সংক্ষেপতঃ) প্রোক্তাঃ (ময়া কীর্ত্তিতাঃ)।। ২৫।।

অনুবাদ— হে রাজন্! চন্দ্রবংশীয় অতীত, বর্ত্তমান ও ভাবী রাজগণের কথা সংক্ষেপে বর্ণিত হইল।। ২৫।

বিশ্বনাথ—নবমমারভ্যোপক্রান্তাং কথামুপসংহরতি, —যেঽতীতা ইতি।। ২৫।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— নবম হইতে আরম্ভ করিয়া কথা উপসংহার করিতেছেন—যে অতীতা ইত্যাদি।।২৫

আরভ্য ভবতো জন্ম যাবন্নন্দাভিষেচনম্।
এতদ্বর্ষসহস্রন্তু শতং পঞ্চদশোত্তরম্।। ২৬।।

অন্বয়ঃ— ভবতঃ (তব পরীক্ষিতঃ) জন্ম আরভ্য (জন্মকালাদারভ্য) নন্দাভিষেচনং (মহানন্দিসুতস্য নন্দস্য রাজ্যাভিষেকং) যাবৎ এতৎ (অন্তরং) তু বর্ষসহস্রং পঞ্চদশোত্তরং শতং (পঞ্চদশাধিকশতোত্তরবর্ষসহস্রং ভবিষ্যতি)।। ২৬।।

অনুবাদ—হে রাজন্! তোমার জন্মকাল হইতে মহানন্দিসুত নন্দরাজের রাজ্যাভিষেককাল পর্য্যন্ত একসহস্র এক শত পঞ্চদশবর্ষ অতীত হইবে।। ২৬।।

বিশ্বনাথ— এতদ্বর্ষসহস্রমিত্যেষৈব সংখ্যা প্রমাণী কর্ত্তব্যা। পরীক্ষিতঃ সমকালবর্ত্তিমার্জ্জারিপ্রভৃতীনামানন্দাৎ ভোগকালসংখ্যয়া তু কিঞ্চিন্ন্যূনং সার্দ্ধসাহস্রং যদ্বর্ষাণি ভবন্তি তত্তেষাং খণ্ডমণ্ডলপতীনাং বিলাপ্যানন্তর্য্যেণ সংখ্যাতানীতি জ্ঞেয়ম্।। ২৬।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই সহস্রবৎসর পরিমিত সংখ্যা প্রমাণ কর্ত্তব্য। মহারাজ পরীক্ষিতের সমকালে স্থিত মার্জ্জারী প্রভৃতি নামধারী নন্দ হইতে ভোগকাল সংখ্যার দ্বারা কিঞ্চিৎ কম সার্দ্ধ সহস্র যে বৎসর সমূহ হয় তাহা তাহাদের খণ্ডমণ্ডলপতিগণের মৃত্যুর পর সংখ্যা করা হইয়াছে ইহা জানিতে হইবে।। ২৬।।

সপ্তর্ষীণান্তু যৌ পূর্ব্বৌ দৃশ্যেতে উদিতৌ দিবি।
তয়োস্তু মধ্যে নক্ষত্রং দৃশ্যতে যৎ সমং নিশি।। ২৭।।
তেনৈব ঋষয়ো যুক্তাস্তিষ্ঠন্ত্যব্দশতং নৃণাম্।
তে ত্বদীয়ে দ্বিজাঃ কাল অধুনা চাশ্রিতা মঘাঃ।। ২৮।।

অন্বয়ঃ— দিবি (আকাশে) সপ্তর্ষীণাং (মধ্যে) তু যৌ পূর্ব্বৌ (উদয়সময়ে প্রথমম্) উদিতৌ দৃশ্যেত (পুলহক্রতুসংজ্ঞকৌ) তয়োঃ তু মধ্যে নিশি (রাত্রৌ) যৎ সমং (দক্ষিণোত্তররেখায়াং সমদেশাবস্থিতং) নক্ষত্রম্ (অশ্বিন্যাদিষ্বন্যতমং যন্নক্ষত্রং) দৃশ্যতে ঋষয়ঃ (সপ্তর্ষিসংজ্ঞকাস্তে) তেন এব (নক্ষত্রেণ তথা) যুক্তাঃ (সন্তঃ)

নৃণাং (মনুষ্যাণাং কালপরিমাণেন) অব্দশতং (বর্ষশতং ব্যাপ্য) তিষ্ঠন্তি (বর্ত্তন্তে) ত্বদীয়ে কালে (ত্বদধিষ্ঠিতে অস্মিন্ কালে) অধুনা তে দ্বিজাঃ (সপ্তর্ষয়ঃ) মঘাঃ আশ্রিতা চ (মঘানক্ষত্রমাশ্রিত্য বর্ত্তন্তে)।। ২৭-২৮।।

অনুবাদ— আকাশে সপ্তর্ষিমণ্ডলমধ্যে পুলহ ও ক্রতু নামক যে দুইটির প্রথম উদয় লক্ষিত হয়, তাহাদের মধ্যে রাত্রিকালে দক্ষিণোত্তররেখায় সমদেশাবস্থিত যে নক্ষত্রের দর্শন হয়, সেই নক্ষত্রের সহিত যুক্ত হইয়া সপ্তর্ষিগণ মানব-পরিমাণে শতবর্ষ অবস্থান করেন। হে রাজন্! তোমার এই রাজত্বকালে সপ্তর্ষিগণ মঘানক্ষত্রকে আশ্রয়-পূর্ব্বক অবস্থিত রহিয়াছেন।। ২৭-২৮।।

বিশ্বনাথ— অথ কলেরুৎপত্তিকালং বৃদ্ধিকালঞ্চ নিরূপয়িতুং কালজ্ঞানবিশেষমাহ,—সপ্তর্ষীণামিতি। প্রাগগ্রং শকটাকারং তারাসপ্তকং সপ্তর্ষিমণ্ডলং, তত্রোদয়সময়ে পূর্ব্বৌ প্রথমমুদিতৌ পুলহ-ক্রতুসংজ্ঞৌ যৌ নিশি দৃশ্যেতে তয়োর্মধ্যে গতমশ্বিন্যাদ্যন্যতমমেকৈকং নক্ষত্রং তিষ্ঠতি একৈকশতবর্ষং ব্যাপ্য তেন তেনৈব যুক্তা ঋষয়স্তিষ্ঠন্তি ইতি নিয়মঃ। অধুনা তু তে মঘাশ্রিতা বর্ত্তন্তে ইতি, তেনাশ্লেষাশ্রিতেষু কৃষ্ণপ্রাদুর্ভাবঃ। মঘাশ্রিতেষু তেষু তদন্তর্দ্ধানং কলিপ্রবেশশ্চ, পূর্ব্বাষাঢ়াং প্রাপ্তেষু কলের্বৃদ্ধিরিত্যুত্তরগ্রহদৃষ্ট্যা জ্ঞেয়ম্।। ২৭-২৮।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—অনন্তর কলির উৎপত্তিকাল ও বৃদ্ধিকাল নিরূপণ করিবার জন্য বিশেষ কালজ্ঞান বলিতেছেন। পূর্ব্বদিকে অগ্রভাগে শকটাকার সাতটি তারাযুক্ত সপ্তঋষিমণ্ডল, তন্মধ্যে উদয় সময়ে পূর্ব্বদিকে প্রথম উদিত হইলে পুলহ ও ক্রতু নামক দুইটি নক্ষত্র রাত্রিতে দেখা যায়। তাহাদের উভয়ের মধ্যে অশ্বিনী আদি অন্যতম এক একটি নক্ষত্র থাকে। একে একে শতবর্ষ ব্যাপিয়া তাহারই সহিত যুক্ত ঋষিগণ থাকেন ইহা নিয়ম। কিন্তু এখন তাহারা মঘা নক্ষত্রকে আশ্রয় করিয়া অবস্থান করিতেছেন। তাহাদের অশ্লেষা সহিত থাকাকালীন শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের প্রাদুর্ভাব। তাহারা যখন মঘা নক্ষত্র আশ্রয় করেন তখন শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের অন্তর্দ্ধান ও কলির প্রবেশ। পূর্ব্বাষাঢ়া নক্ষত্রে সপ্ত ঋষিমণ্ডল আসিলে কলির বৃদ্ধি ইহা পরবর্ত্তী গ্রহদৃষ্টির দ্বারা জানিবে।। ২৭-২৮।।

বিষ্ণোর্ভগবতো ভানুঃ কৃষ্ণাখ্যোঽসৌ দিবং গতঃ।
তদাবিশৎ কলির্লোকং পাপে যদ্রমতে জনঃ।। ২৯।।

অন্বয়ঃ—(যদা) ভগবতঃ বিষ্ণোঃ অসৌ (প্রসিদ্ধঃ) কৃষ্ণাখ্যঃ (কৃষ্ণসংজ্ঞকঃ) ভানুঃ (ভাতীতি ভানুঃ শুদ্ধসত্ত্বাত্মকবিগ্রহঃ) দিবং (বৈকুণ্ঠং) গতঃ তদা (তৎকালমারভ্য) কলিঃ (কলিযুগং) লোকম্ অবিশৎ (অস্মিন্ লোকে প্রবিষ্টঃ) যৎ (যস্মিন্ যুগে) জনঃ পাপে রমতে (পাপাসক্তো ভবতি)।। ২৯।।

অনুবাদ—ভগবান্ বিষ্ণুর কৃষ্ণসংজ্ঞক শুদ্ধসত্ত্বময়-বিগ্রহ যে-কালে বৈকুণ্ঠে গমন করিয়াছেন, সেই সময় হইতেই কলিযুগ পৃথিবী মধ্যে প্রবিষ্ট এবং তন্নিবন্ধন জনগণ পাপাসক্ত হইয়াছে।। ২৯।।

বিশ্বনাথ— তত্রাপি মঘাস্বেব যদা ভগবতো ভানুঃ শ্রীকৃষ্ণস্য কিরণরূপো বৈকুণ্ঠনাথঃ দিবং বৈকুণ্ঠং গতঃ কৃষ্ণাখ্যঃ কৃষ্ণত্বেন আসম্যক্ খ্যাতির্যস্য স ভাতীতি ভানুঃ শুদ্ধসত্ত্বাত্মকো দেহ ইতি স্বামিচরণাঃ।। ২৯।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— তাহার মধ্যে ও মঘামধ্যে যখন ভগবান্ সূর্য্য শ্রীকৃষ্ণের কিরণ রূপ বৈকুণ্ঠনাথ বৈকুণ্ঠে গেলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ এই নামে পরিপূর্ণ খ্যাতি যাহার তিনি প্রকাশিত থাকিলেন। 'ভানু অর্থাৎ শুদ্ধ সত্ত্বাত্মকদেহ' ইহা স্বামিচরণ বলিয়াছেন।। ২৯।।

যাবৎ স পাদপদ্মাভ্যাং স্পৃশনাস্তে রমাপতিঃ।
তাবৎ কলির্বৈ পৃথিবীং পরাক্রান্তুং ন চাশকৎ।। ৩০।।

অন্বয়ঃ— সঃ রমাপতিঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) যাবৎ (যাবৎ-কালং) পাদপদ্মাভ্যাং (ভূতলং) স্পৃশন্ আস্তে (আসীদিত্যর্থঃ) তাবৎ (তাবৎকালং) বৈ কলিঃ পৃথিবীং পরাক্রান্তুম্ (অভিভবিতুং) ন চ অশকৎ (নৈব সমর্থোঽভূৎ)।। ৩০।।

অনুবাদ— রমাপতি শ্রীকৃষ্ণ যে-কালপর্য্যন্ত পাদ-পদ্মযুগলদ্বারা পৃথিবী স্পর্শ করিয়া অবস্থিত ছিলেন, তত-কাল কলিযুগ ভূতল আক্রমণ করিতে সমর্থ হয় নাই।।

বিশ্বনাথ— ননু দ্বাপরস্য সন্ধ্যাংশশেষে ভগবদ-বতারমধ্য এব যদা দুর্য্যোধনো দ্যূতং প্রবর্ত্তয়ামাস ততো দ্রৌপদীবস্ত্রাকর্ষণসময়মেব ভগবদাবিষ্টং কলিঃ পৃথিব্যা-মধিকর্ত্তুং প্রথমং শুভমুহূর্ত্তং চকারেতি শ্রুতং, সত্যং, তদপি স তদাকিঞ্চিৎকর এবাসীদিত্যাহ,—যাবদিতি। কৃষ্ণাবতারমধ্যে কিল চতুর্ভির্বর্ত্তসে যেন পাদৈর্লোক-সুখাবহৈরিতি পৃথিব্যুক্তেস্ত্রেতাযুগতোঽপি ধর্ম্মস্য প্রাবল্যাৎ কুতঃ কলেস্তদা পরাক্রম ইতি ভাবঃ।।৩০।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— প্রশ্ন—দ্বাপরের সন্ধ্যাংশ শেষে ভগবৎ অবতার মধ্যেই যখন দুর্য্যোধন পাশা খেলাতে যুধিষ্ঠির মহারাজকে প্রেরণা দিলেন। তাহার পর দ্রৌপদীর বস্ত্র আকর্ষণ সময়েই ভগবৎ আবিষ্ট কলি পৃথিবীতে অধিকার করিবার জন্য প্রথম শুভক্ষণ করিল, ইহা শুনা যায়?

উত্তর—সত্য, তাহাও তখন অকিঞ্চিৎকরই ছিল। শ্রীকৃষ্ণে অবতার মধ্যে চারিটি চরণদ্বারা বর্ত্তমানে ধর্ম্ম লোক সুখকর ছিল। এই পৃথিবীর উক্তি অনুসারে ত্রেতাযুগ হইতেও ধর্ম্মের প্রবলতা হেতু কি কারণ কলির তৎকালে পরাক্রম হইল ইহাই ভাবার্থ।।৩০।।

যদা দেবর্ষয়ঃ সপ্ত মঘানু বিচরন্তি হি।
তদা প্রবৃত্তস্তু কলির্দ্বাদশাব্দশতাত্মকঃ।।৩১।।

অন্বয়ঃ— যদা (যস্মিন্ কালে) সপ্ত দেবর্ষয়ঃ মঘানু (মঘানক্ষত্রে) হি বিচরন্তি (বর্ত্তন্তে) তদা দ্বাদশাব্দশতাত্মক কলিঃ তু প্রবৃত্তঃ (দিব্যেন মানেন সন্ধ্যাসন্ধ্যাংশাভ্যাং সহ যো দ্বাদশাব্দশতাত্মকঃ স কিলস্তদা সন্ধ্যামতিক্রম্য প্রবিষ্ট ইত্যর্থঃ)।।৩১।।

অনুবাদ— যে-কালে সপ্তর্ষিগণ মঘানক্ষত্রে অব-স্থিত, তৎকালে দৈবপরিমাণানুসারে দ্বাদশশতাব্দপরিমিতি কলিযুগ সন্ধ্যা অতিক্রমপূর্ব্বক প্রবেশলাভ করিয়াছে।।

বিশ্বনাথ— অতো মঘাস্থেষু ঋষিষু কৃষ্ণান্তর্দ্ধানক্ষণ-সমমন্তরক্ষণ এব কলিঃ প্রবিষ্ট ইত্যাহ,—যদেতি। দ্বাদশা-ব্দশতাত্মক ইতি দিব্যেন মানেন সন্ধ্যাসন্ধ্যাংশাভ্যাং সহেত্যর্থঃ।।৩১।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— এই কারণে মঘাতে ঋষিগণের অবস্থান কালে শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্দ্ধান সময়ের পরক্ষণই কলি প্রবিষ্ট হইয়াছিল, ইহাই বলিতেছেন। দ্বাদশাব্দতাত্মক অর্থাৎ দেবমানে সন্ধ্যা ও সন্ধ্যাংশ উভয়সহ ইহাই ভাবার্থ।।

যদা মঘাভ্যো যাস্যন্তি পূর্ব্বাষাঢ়াং মহর্ষয়ঃ।
তদা নন্দাৎ প্রভৃত্যেষ কলির্বৃদ্ধিং গমিষ্যতি।।৩২।।

অন্বয়ঃ—যদা (যস্মিন্ কালে তে) মহর্ষয়ঃ (সপ্তর্ষয়ঃ) মঘাভ্যঃ (পূর্ব্বাষাঢ়াং যাস্যন্তি) তদা নন্দাৎ প্রভৃতি এষঃ কলিঃ বৃদ্ধিং গমিষ্যতি (প্রদ্যোতনাৎ প্রভৃতি বৃদ্ধিং গচ্ছন্ নন্দাৎ প্রভৃত্যাতিবৃদ্ধিং গমিষ্যতীত্যর্থঃ)।।৩২।।

অনুবাদ—যে-কালে সপ্তর্ষিগণ মঘা হইতে পূর্ব্বাষাঢ়া নক্ষত্রে গমন করিবেন, তখন প্রদ্যোতননামক রাজার সময় হইতে কলিযুগ বৃদ্ধিলাভ করিয়া নন্দরাজের সময় হইতে অতিবৃদ্ধি লাভ করিবে।।৩২।।

বিশ্বনাথ—কলের্বৃদ্ধিকালমাহ,—যদেতি।।৩২।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— কলির বৃদ্ধিকাল বলিতেছেন —যাহা ইত্যাদি।।৩২।।

যস্মিন্ কৃষ্ণো দিবং যাতস্তস্মিন্নেব তদাহনি।
প্রতিপন্নং কলিযুগমিতি প্রাহুঃ পুরাবিদঃ।।৩৩।।

অন্বয়ঃ— যস্মিন্ (দিনে ক্ষণে চ) কৃষ্ণঃ দিবং যাতঃ (বৈকুণ্ঠং গতঃ) তস্মিন্ অহনি (দিনে) তদা এব (তস্মিন্নেব ক্ষণে) কলিযুগং প্রতিপন্নং (প্রবিষ্টম্) ইতি পুরাবিদঃ (পূর্ব্বজ্ঞাতারঃ) প্রাহুঃ (বদন্তি)।।৩৩।।

অনুবাদ— যে দিবস যে-ক্ষণে শ্রীকৃষ্ণ বৈকুণ্ঠগত

হইয়াছেন, সেই দিবস সেক্ষণেই কলিযুগ পৃথিবীতে প্রবিষ্ট হইয়াছে, ইহা পুরবৃত্তজ্ঞ পুরুষগণ বলিয়া থাকেন।।৩৩।।

বিশ্বনাথ— ননু কলেঃ প্রথমসন্ধ্যায়াং কৃষ্ণোঽবতীর্ণ ইতি নবীনা বদন্তি তন্নেত্যাহ,—যস্মিন্নিতি। অতো যুগানাং পূর্ব্বসন্ধ্যাংশশেষে এব আরম্ভসময় ইতি যো নিয়মঃ সোঽপি কলের্ভগবৎপ্রভাবাদ্ব্যর্থ এবাভূদিতি ভাবঃ।।৩৩

টীকার বঙ্গানুবাদ— প্রশ্ন—কলির প্রথম সন্ধ্যাতেই শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হইয়াছিলেন ইহা নূতন সম্প্রদায় কেহ কেহ বলেন, তাহা নহে। যেদিন যেইক্ষণ শ্রীকৃষ্ণ পৃথিবী ত্যাগ করিয়া বৈকুণ্ঠ গেলেন। সেইদিন সেইক্ষণেই কলিযুগ প্রবিষ্ট হইল, ইহা পুরাবিদগণ বলেন। অতএব যুগসমূহের পূর্ব্বসন্ধ্যাংশ শেষেই কলির আরম্ভ সময় এই যে নিয়ম তাহাও ভগবানের প্রভাবে কলির প্রবেশ ব্যর্থ হইল। ইহাই ভাবার্থ।।৩৩।।

দিব্যাব্দানাং সহস্রান্তে চতুর্থে তু পুনঃ কৃতম্।
ভবিষ্যতি তদা নৃণাং মন আত্মপ্রকাশকম্।।৩৪।।

অন্বয়ঃ— চতুর্থে (কলৌ) দিব্যাব্দানাং সহস্রান্তে (দিব্যসহস্রবর্ষপরিমিতকালেনাতীতে সতি) তু পুনঃ কৃতং (সত্যযুগং) ভবিষ্যতি (প্রবর্ত্তিষ্যতে) তদা নৃণাং মনঃ আত্ম-প্রকাশকং (ভবিষ্যতি)।।৩৪।।

অনুবাদ— কলিযুগে দিব্য সহস্রবর্ষ অতীত হইলে পুনরায় সত্যযুগ প্রবৃত্ত এবং মানবচিত্ত আত্মপ্রকাশে সমর্থ হইবে।।৩৪।।

বিশ্বনাথ— কৃতযুগপ্রবেশকালমাহ,—দিব্যেতি। চতুর্থে কলৌ তদীয়সন্ধ্যাংশশেষসময়ে ইত্যর্থঃ।।৩৪।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—সত্যযুগ প্রবেশকাল বলিতে-ছেন—চতুর্থ কলিযুগে তাহার সন্ধ্যাংশ শেষ সময়ে সত্য-যুগে প্রবেশ হইবে।।৩৪।।

ইত্যেষ মানবো বংশো যথা সংখ্যায়তে ভুবি।
তথা বিট্‌শূদ্রবিপ্রাণাং তাস্তা জ্ঞেয়া যুগে যুগে।।৩৫।।

অন্বয়ঃ—ইতি (এবং ক্রমেণ) ভুবি (ভূতলে) এষঃ মানবঃ বংশঃ (মনোর্বংশঃ) যথা (যাভিরুচ্চনীচাবস্থাভিঃ) সংখ্যায়তে (সম্যক্ কথ্যতে) তথা (তেন ক্রমেণ) যুগে যুগে (প্রতিযুগং) বিট্‌শূদ্রবিপ্রাণাং তাঃ তাঃ (অবস্থাঃ) জ্ঞেয়াঃ (অনুক্তা অপি জ্ঞাতব্যাঃ)।।৩৫।।

অনুবাদ— ভূতলে এই মনুবংশীয় রাজগণের যেরূপ উচ্চনীচ দশাভেদ বর্ণিত হইল সেইরূপ ব্রাহ্মণ, বৈশ্য, শূদ্রগণেরও প্রতিযুগে তদ্রূপ অবস্থাভেদ অবগত হইবে।।৩৫।।

বিশ্বনাথ— মানবো বংশো যথা সংখ্যায়তে মনু-বংশ্যানাং যাবত্যঃ সংখ্যা যথোক্তা ইত্যর্থঃ। তথৈব তত্র তত্রত্যানাং বৈশ্যাদিবংশ্যানামপি তাবত্যঃ সংখ্যা অনুক্তা অপি জ্ঞেয়াঃ।।৩৫।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই পৃথিবীতে মনুবংশীয় মানব-গণের যে পরিমাণ সংখ্যা বলা হইয়াছে, সেইরূপই সেই সেই স্থলে স্থিত বৈশ্যাদি বংশজাতগণেরও সেই পরি-মাণ সংখ্যা না বলা থাকিলেও জানিতে হইবে।।৩৫

এতেষাং নামলিঙ্গানাং পুরুষাণাং মহাত্মনাম্।
কথামাত্রাবশিষ্টানাং কীর্ত্তিরেব স্থিতা ভুবি।।৩৬।।

অন্বয়ঃ— এতেষাং নামলিঙ্গানাং (নামৈব লিঙ্গং জ্ঞাপকং যেষাং তেষাং) কথামাত্রাবশিষ্টানাং (কথা-মাত্রেণৈবাবশিষ্টানাং) মহাত্মনাং পুরুষাণাং কীর্ত্তিঃ এব (যশ এব কেবলং) ভুবি (ভূতলে) স্থিতা (ইদানীমপি বর্ত্ততে ন তু রাজ্যং পুত্রাদয়ো বেত্যর্থঃ)।।৩৬।।

অনুবাদ— বর্ত্তমান সময়ে ইঁহাদের নামমাত্রই চিহ্নরূপে বর্ত্তমান এবং ইঁহারাও পৌরাণিক কথার মধ্যেই বর্ত্তমান রহিয়াছেন। উক্ত মহাপুরুষগণের কীর্ত্তিব্যতীত পৃথিবীতে রাজ্য বা পুত্রাদি কিছুই বর্ত্তমান নাই।।৩৬।।

বিশ্বনাথ—নামৈব লিঙ্গং জ্ঞাপকং যেষাম্।।৩৬।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—নামই জানিবার উপায় যাহাদের।

দেবাপিঃ শান্তনোর্ভ্রাতা মরুশ্চেক্ষ্বাকুবংশজঃ।
কলাপগ্রাম আসাতে মহাযোগবলান্বিতৌ।। ৩৭।।

অন্বয়ঃ—শান্তনোঃ (চন্দ্রবংশীয়-শান্তনুনৃপতেঃ) ভ্রাতা দেবাপিঃ (তন্নামকঃ কশ্চিৎ) ইক্ষ্বাকু বংশজঃ (সূর্য্য-বংশজঃ) মরুঃ চ মহাযোগবলান্বিতৌ (এতৌ দ্বৌ) কলাপ-গ্রাম (তদাখ্যে প্রসিদ্ধে যোগিনামাবাসে) আসাতে (ইদানী-মপি বর্ত্ততে)।। ৩৭।।

অনুবাদ— চন্দ্রবংশীয় শান্তনুরাজার ভ্রাতা দেবাপি এবং সূর্য্যবংশীয় মরু—এই দুই মহাযোগবলাশ্রিত পুরুষ সম্প্রতি কলাপগ্রামে বাস করিতেছেন।। ৩৭।।

বিশ্বনাথ—কলাবুৎসন্নানাং রাজবংশানাং পুনপ্রবৃত্তি-প্রকারমাহ,— দেবাপিঃ সোমবংশজঃ।। ৩৭।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—কলিযুগে উৎপন্ন রাজবংশগণের পুনরায় আরম্ভের প্রকার বলিতেছেন—দেবাপি চন্দ্রবংশ জাত।। ৩৭।।

তাবিহৈত্য কলেরন্তে বাসুদেবানুশিক্ষিতৌ।
বর্ণাশ্রমযুতং ধর্ম্মং পূর্ব্ববৎ প্রথয়িষ্যতঃ।। ৩৮।।

অন্বয়ঃ— কলেঃ অন্তে (সত্যপ্রারম্ভে) বাসুদেবানু-শিক্ষিতৌ (বাসুদেবেনোপদিষ্টৌ) তৌ (মরুদেবাপী) ইহ (অত্র লোকাবাসে) এত্য (আগত্য) পূর্ব্ববৎ বর্ণাশ্রমযুতং ধর্ম্মং প্রথয়িষ্যতঃ (প্রচারয়িষ্যতঃ)।। ৩৮।।

অনুবাদ— কলিযুগের অবসানে সত্যযুগারম্ভে তাঁহারা দুইজন ভগবান্ বাসুদেবের আদেশে লোকালয়ে আগমনপূর্ব্বক পুনরায় বর্ণাশ্রমধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত করিবেন।।

কৃতং ত্রেতা দ্বাপরঞ্চ কলিশ্চেতি চতুর্যুগম্।
অনেন ক্রমযোগেন ভুবি প্রাণিষু বর্ত্ততে।। ৩৯।।

অন্বয়ঃ—অনেন ক্রমযোগেন (ক্রমানুসারেণ) কৃতং (সত্যং) ত্রেতা দ্বাপরং চ কলিঃ চ ইতি চতুর্যুগং (যুগচতু-ষ্টয়ং) ভুবি (ভূতলে) প্রাণিষু বর্ত্ততে (নিরন্তরং প্রবর্ত্ততে)।।

অনুবাদ— এইরূপে সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি এই যুগচতুষ্টয় নিরন্তর প্রাণিগণের মধ্যে প্রবৃত্ত হইতেছে।।

বিশ্বনাথ— ইমমেব প্রকারং প্রতি চতুর্যুগং দর্শয়তি, —কৃতমিতি।। ৩৯।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই প্রকার প্রতি চতুর্যুগ দেখাই-তেছেন।। ৩৯।।

রাজন্নেতে ময়া প্রোক্তা নরদেবাস্তথাপরে।
ভূমৌ মমত্বং কৃত্বান্তে হিত্বেমাং নিধনং গতাঃ।। ৪০।।

অন্বয়ঃ— (হে) রাজন্! ময়া প্রোক্তাঃ (বর্ণিতাঃ) এতে নরদেবাঃ (রাজানঃ) তথা অপরে (অন্যে চ ব্রাহ্মণা-দয়ঃ) ভূমৌ মমত্বম্ (আত্মীয়ত্বাভিমানং) কৃত্বা অন্তে (পশ্চাৎ) ইমাং (ভূমিং) হিত্বা (এব) নিধনং গতাঃ (সর্ব্বে বিনষ্টা ন তু তেষাং ভূম্যা নিত্যসম্বন্ধো বর্ত্ততে)।। ৪০।।

অনুবাদ— হে রাজন্! পূর্ব্ববর্ণিত রাজগণ এবং অন্যান্য ব্রাহ্মণাদিকুলসম্ভূত মানবগণ এই পৃথিবীর প্রতি কিয়ংকালের জন্য মমতাযুক্ত হইয়া পশ্চাৎ এই পৃথিবী পরিত্যাগপূর্ব্বক বিনষ্ট হইয়াছেন।। ৪০।।

কৃমিবিড্‌ভস্মসংজ্ঞান্তে রাজনাম্নোঽপি যস্য চ।
ভূতধ্রুক্ তৎকৃতে স্বার্থং কিং বেদ নিরয়ো যতঃ।। ৪১

অন্বয়ঃ— রাজনাম্নঃ অপি চ (রাজেতি নাম যস্য তস্য তাদৃশস্যাপি) যস্য (দেহস্য) অন্তে (বিনাশাৎ পরং) কৃমিবিড্‌ভস্মসংজ্ঞা (কৃময়ো বিষ্ঠা ভস্মেতি বা সংজ্ঞা ভবি-ষ্যতি) তৎকৃতে (তদ্দেহার্থং যঃ) ভূতধ্রুক্ (প্রাণি-হিংসকো ভবতি সঃ) কিং স্বার্থং বেদ (জানাতি পরন্তু ন বেদৈব) যতঃ (যস্মাদ্ ভূতদ্রোহাৎ) নিরয়ঃ (নরকো ভবতি)।। ৪১।।

অনুবাদ— এই রাজনামধারী দেহেরও বিনাশের পর কৃমি, বিষ্ঠা, ভস্ম প্রভৃতি সংজ্ঞালাভ হইবে। যে ব্যক্তি এতাদৃশ অনিত্যদেহের জন্য প্রাণিহিংসা করে, সে কিছুমাত্র স্বার্থ অবগত নহে, যেহেতু তাহা হইতে নরকপ্রাপ্তিই হইয়া থাকে।। ৪১।।

বিশ্বনাথ— রাজনাম্নোঽপি দেহস্য অন্তে মরণো সতি কৃম্যাদিকমেব নাম ভবেৎ। তস্য দেহস্য কৃতে।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— রাজা এই নাম হইলেও দেহের অন্তে মরণ হইলে পর কৃমি, বিষ্ঠা ও ভস্ম এই নাম হয়। সেই দেহের জন্য প্রাণী হিংসা যাহার ফল নরক তাহা কি জান।। ৪০-৪১।।

কথং সেয়মখণ্ডা ভূঃ পূর্ব্বৈর্মে পুরুষৈর্ধৃতা।
মৎপুত্রস্য চ পৌত্রস্য মৎপূর্ব্বা বংশজস্য বা।। ৪২।।

অন্বয়ঃ—সা ইয়ম্ অখণ্ডা (সমগ্রা) ভূঃ (ভূমিঃ) মে (মম) পূর্ব্বৈঃ (পূর্ব্বজৈঃ) পুরুষৈঃ ধৃতা (অধিষ্ঠিতা সতী সাম্প্রতং) মৎপূর্ব্বা (চ সতী পশ্চাৎ) মৎপুত্রস্য (মম পুত্রস্য) পৌত্রস্য চ বংশজস্য বা (ইতঃপরমপি বংশীয়ানাং) কথং (ভবেদিতি চেষ্টৈব মমত্বাজ্ঞানাজ্জায়তে)।। ৪২।।

অনুবাদ—এই অখণ্ডা পৃথিবী মদীয় পূর্ব্বপুরুষগণ কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়া সম্প্রতি আমার শাসনে বর্ত্তমান রহিয়াছে, অতঃপর ইহা আমার পুত্র-পৌত্রাদিক্রমে কিরূপে পরবর্ত্তিবংশীয় গণের হইতে পারে—এইরূপ চেষ্টা পুরুষের মমতাজ্ঞান হইতেই জন্মিয়া থাকে।। ৪২।।

বিশ্বনাথ— মমত্বপ্রকারমভিনয়েন দর্শয়তি,— কথমিতি। মৎপূর্ব্বা চ সতী মৎপুত্রাদেঃ কথং স্যাদিত্যেবম্।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— মমতার প্রকার অভিনয় দ্বারা দেখাইতেছেন—আমার পূর্ব্ববর্ত্তী এই পৃথিবী আমার পুত্রাদির কিরূপে হইবে এই প্রকার।। ৪২।।

তেজোঽবন্নময়ং কায়ং গৃহীত্বাত্মতয়াবুধাঃ।
মহীং মমতয়া চোভৌ হিত্বান্তেঽদর্শনং গতাঃ।। ৪৩।।

অন্বয়ঃ—(পরন্তু) অবুধাঃ (অজ্ঞা জনাঃ) তেজোঽবন্নময়ং (ক্ষিত্যপতেজোময়ং) কায়ম্ (ইমং দেহম্) আত্মতয়া (অয়মাত্মেতি প্রকারেণ তথা) মহীং (ভূমিং) চ মমতয়া (ইয়ং মহী মমৈবেতি প্রকারেণ) গৃহীত্বা (জ্ঞাত্বা) অন্তে (জীবনাবসানে) উভৌ (দেহং মহীঞ্চ) হিত্বা (ত্যক্ত্বৈব) অদর্শনং গতাঃ (লোকান্তরং প্রাপ্তাঃ)।। ৪৩।।

অনুবাদ— পরন্তু অজ্ঞমানবগণ এই ক্ষিতিজল-তেজোময় দেহকে আত্মরূপে এবং পৃথিবীকে নিজবস্তু-রূপে জ্ঞান করিয়া পশ্চাৎ উভয়কেই পরিত্যাগপূর্ব্বক লোকান্তরে গমন করিয়া থাকে।। ৪৩।।

বিশ্বনাথ— কায়ং আত্মতয়া মহীঞ্চ মমতয়া গৃহীত্বা উভয়ৌ মহীকায়ৌ। অদর্শনং মৃত্যুম্।। ৪৩।।

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।
দ্বাদশে দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্।।

ইতি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি ঠক্কুরকৃতা শ্রীভাগবতে দ্বাদশ-স্কন্ধে দ্বিতীয়োঽধ্যায়স্য সারার্থদর্শিনী টীকা সমাপ্তা।

টীকার বঙ্গানুবাদ— পঞ্চভূতময় এই শরীরকে আত্ম বলিয়া এবং পৃথিবীকে আমার বলিয়া পরিশেষে উভয়কেই ত্যাগ করিয়া অদর্শনরূপ মৃত্যুকে প্রাপ্ত হয়।। ৪৩।।

ইতি ভক্তগণের চিত্তের আনন্দদায়িনী সারার্থ-দর্শিনীতে দ্বাদশস্কন্ধে দ্বিতীয় অধ্যায় সাধুগণের সঙ্গে সমাপ্ত হইলেন।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দ্বাদশ স্কন্ধে দ্বিতীয় অধ্যায়ের শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর কৃতা সারার্থ দর্শিনী টীকার অনুবাদ সমাপ্ত হইলেন।

যে যে ভূপতয়ো রাজন্ ভুঞ্জতে ভুবমোজসা।
কালেন তে কৃতাঃ সর্ব্বে কথামাত্রাঃ কথাসু চ।। ৪৪।।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারম-হংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দ্বাদশস্কন্ধে
কলিধর্ম্মো নাম দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।। ২।।

অন্বয়ঃ—(হে) রাজন্! যে যে ভূপতয়ঃ (রাজানঃ) ওজসা (প্রতাপেন) ভুবং ভুঞ্জতে (পূর্ব্বং রাজ্যভোগ-মকুর্ব্বন্) তে সর্ব্বে কালেন চ (কালপ্রভাবেণ) কথাসু (ক্রিয়মাণকথাসমূহে) কথামাত্রাঃ কৃতাঃ (কথামাত্রেণা-বশিষ্টাঃ কৃতাঃ, ন তু চিহ্নমন্যৎ কিঞ্চিদপি বর্ত্ততে)।। ৪৪।।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দ্বাদশস্কন্ধে দ্বিতীয়োঽধ্যায়স্যান্বয়ঃ।।

অনুবাদ— হে রাজন্! যে-সমস্ত ভূপতি পুরাকালে প্রবলপ্রতাপে রাজ্যভোগ করিয়াছেন, সম্প্রতি তাঁহারা পৌরাণিক কাহিনীতে কথামাত্ররূপে অবশিষ্ট রহিয়াছেন, পরন্তু তাঁহাদের অন্য কোনরূপ চিহ্নই বর্ত্তমান নাই।।৪৪

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দ্বাদশস্কন্ধের দ্বিতীয় অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বাদশস্কন্ধের দ্বিতীয় অধ্যায়ের গৌড়ীয়-ভাষ্য সমাপ্ত।

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ

শ্রীশুক উবাচ—

দৃষ্ট্বাত্মনি জয়ে ব্যগ্রান্ নৃপান্ হসতি ভূরিয়ম্।
অহো মা বিজিগীষন্তি মৃত্যোঃ ক্রীড়নকা নৃপাঃ।। ১।।

গৌড়ীয় ভাষ্য

তৃতীয় অধ্যায়ের কথাসার

পৃথিবীকর্ত্তৃক পৃথিবীজয়ে ব্যগ্র নৃপতিগণের নির্ব্বুদ্ধিতাপ্রদর্শন এবং কলির বহুদোষসত্ত্বেও সর্ব্বদোষাপহারক হরিকীর্ত্তনের কথা এই অধ্যায়ে কথিত হইয়াছে।

মৃত্যুর ক্রীড়নক বিজিগীষুগণের ষড়্রিপুজয়ী হইয়া ক্রমে ক্রমে পৃথিবী এবং সমুদ্রকেও জয় করিবার দুরাকাঙ্ক্ষা-দর্শনে পৃথিবী হাস্য করিয়া থাকেন। কারণ, সকলকেই যথাকালে পৃথিবী পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতে হয়, এবং পূর্ব্ব পূর্ব্ব সকল রাজমহারাজগণই ঐরূপে বিদায় লইয়াছেন। অথচ বস্তুতঃ অজেয় ও অবশ্য পশ্চাৎ পরিহার্য্য পৃথিবী বা পৃথিবীখণ্ড লইয়াই পিতা-পুত্র-ভ্রাতা-বন্ধু-বান্ধব এবং পরস্পরের বিগ্রহ। জগতের অসারতাজ্ঞান ও তৎফলে বৈরাগ্যলাভই ইতিহাস-আলোচনার প্রকৃত তাৎপর্য্য; সর্ব্ব-অমঙ্গল-বিনাশিনী শুদ্ধা কৃষ্ণভক্তিই জীবের পরম পুরুষার্থ।

সত্যযুগে ধর্ম্ম পূর্ণ ও সত্য-দয়া-তপো-দান এই চারিপাদবিশিষ্ট। ত্রেতাদি-ক্রমে ধর্ম্মের এক এক পাদ হ্রাস। কলিতে ধর্ম্মের একপাদমাত্র অবশিষ্ট এবং তাহাও কলিক্রমে ক্ষীণ হইয়া অবশেষে সম্পূর্ণ লুপ্ত হয়। সত্যযুগে সত্ত্বগুণের, ত্রেতায় রজোগুণের, দ্বাপরে রজস্তমোগুণের এবং কলিতে তমোগুণের প্রাধান্য। সর্ব্ববিষয়ে ক্ষুদ্রতা ও হীনতা, পাষণ্ডতা ও শিশ্নোদরপরায়ণতা কলিতে অতি প্রবল। যে শ্রীহরির নামকীর্ত্তনে ও আশ্রয়ে জীব সর্ব্ববন্ধনমুক্ত হইয়া অনায়াসে পরমগতি লাভ করিতে পারে, কলিকলুষিত জীব তাঁহার ভজন করে না। অথচ ভগবান্ পুরুষোত্তম জীবের চিত্তে উদিত হইয়া কলিযুগের দেশ-কাল-পাত্রজ সর্ব্বদোষ বিনাশ করেন। সর্ব্বদোষের আকর কলির ইহাই এক মহান্ গুণ যে, শুধু কৃষ্ণকীর্ত্তন দ্বারাই জীব সঙ্গমুক্ত হইয়া পরমবস্তুকে লাভ করে। সত্যে ধ্যানে, ত্রেতায় যজ্ঞে ও দ্বাপরে অর্চ্চনে যাহা প্রাপ্য হয়, কলিতে একমাত্র হরিকীর্ত্তনেই তৎসমস্ত সুলভ।

অন্বয়ঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ,—ইয়ং ভূঃ (ভূমিঃ) আত্মনি (ভূমৌ) জয়ে ব্যগ্রান্ (উদ্‌যুক্তান্) নৃপান্ দৃষ্ট্বা হসতি (উপহসতি) মৃত্যোঃ ক্রীড়নকাঃ (ক্রীড়াসাধনপদার্থ-ভূতাঃ) নৃপাঃ (এতে রাজানঃ) মা (মাং) বিজিগীষন্তি (বিজেতুমিচ্ছন্তি) অহো (আশ্চর্য্যমেতদ্ ভবতি)।। ১।।

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব বলিলেন,— হে রাজন্! এই পৃথিবী নিজেকে জয় করিবার জন্য রাজগণকে ব্যগ্র দেখিয়া এইরূপে উপহাস করিয়া থাকে—অহো! এই রাজগণ মৃত্যুর ক্রীড়াদ্রব্যস্বরূপ হইয়া আমাকে জয় করিতে ইচ্ছা করিতেছে।। ১।।

বিশ্বনাথ—

তৃতীয়ে তু ভুবো হাস্যং ধর্ম্মপাদব্যবস্থিতিঃ।
কলের্দোযো দোষহারি হরিস্মরণমুচ্যতে।।

কথং সেয়মখণ্ডা ভূরিত্যবুধানাং মনোরথ উক্তস্তমেব পৃথিব্যা বর্ণনেন প্রপঞ্চয়তি, দৃষ্ট্বেতি। মা মাম্।। ১।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— এই তৃতীয় অধ্যায়ে পৃথিবীর হাস্য, ধর্ম্মের পাদব্যবস্থা, কলির দোষ ও দোষহারী শ্রীহরির স্মরণ বলা হইতেছে।

সেই এই অখণ্ডা পৃথিবী অজ্ঞগণের মনোরথ বলিলেন তাহাকেই পৃথিবীর বর্ণনদ্বারা বিস্তার করিতেছেন— আশ্চর্য্য মৃত্যুর খেলার পুতুল রাজগণ আমাকে জয় করিবার জন্য ইচ্ছা করিতেছেন।। ১।।

কাম এষ নরেন্দ্রানাং মোঘঃ স্যাদ্বিদুষামপি।
যেন ফেনোপমে পিণ্ডে যেঽতিবিশ্রম্ভিতা নৃপাঃ।। ২।।

অন্বয়ঃ—যে (এতে) নৃপাঃ যেন (কামেন) ফেনোপমে (ফেনবুদ্‌বুদ্‌তুল্যেঽস্থিরে) পিণ্ডে (অস্মিন্ দেহে) অতিবিশ্রম্ভিতাঃ (নিত্যত্বেনাতিবিশ্বাসং প্রাপিতাঃ) বিদুষাং (পণ্ডিতানাম্) অপি (তেষাং) নরেন্দ্রানাম্ এষঃ কামঃ মোঘঃ (বিফল এব) স্যা (ভবেৎ)।। ২।।

অনুবাদ—এই রাজগণ যে কামকর্ত্তৃক ফেনবুদ্‌বুদ্‌তুল্য এই অনিত্য দেহে অতিবিশ্বাসপ্রাপ্ত হইয়াছে, তাহারা পণ্ডিত হইলেও তাহাদের এই কাম অবশ্যই বিফল হইবে।

বিশ্বনাথ— যেন কামেন পিণ্ডে দেহে।। ২।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—যে কামদ্বারা, পিণ্ড অর্থাৎ দেহ।।

পূর্ব্বং নির্জ্জিত্য ষড়্‌বর্গং জেষ্যামো রাজমন্ত্রিণঃ।
ততঃ সচিবপৌরাপ্ত-করীন্দ্রানস্য কণ্টকান্।। ৩।।
এবং ক্রমেণ জেষ্যামঃ পৃথ্বীং সাগরমেখলাম্।
ইত্যাশাবদ্ধহৃদয়া ন পশ্যন্ত্যন্তিকেঽন্তকম্।। ৪।।

অন্বয়ঃ—(তে) পূর্ব্বং (প্রথমং) ষড়্‌বর্গম্ (ইন্দ্রিয়ষড়্‌বর্গং) নির্জ্জিত্য (অভিভূয় ততঃ) রাজমন্ত্রিণঃ (রাজ্ঞাং মন্ত্রিজনান্) জেষ্যামঃ (বশীকরিষ্যামঃ) ততঃ (অনন্তরং) সচিবপৌরাপ্তকরীন্দ্রান্ (সচিবা অমাত্যাঃ পৌরা নগরবাসিন আপ্তাঃ সুহৃদঃ করীন্দ্রা হস্তিপান্তান্ জেষ্যামঃ পশ্চাৎ) কণ্টকান্ (প্রতিপক্ষান্) অস্য (অপাস্য) এবং ক্রমেণ সাগরমেখলাং (সমুদ্রান্তাং) পৃথ্বীং (পৃথিবীং) জেষ্যামঃ (বশীকরিষ্যামঃ) ইতি (এবম্) আশাবদ্ধহৃদয়াঃ (বাসনাসক্তচিত্তাঃ সন্তঃ) অন্তিকে (সমীপে স্থিতম্) অন্তকং (মৃত্যুমপি) ন পশ্যন্তি (ন বিচারয়ন্তি)।। ৩-৪।।

অনুবাদ— প্রথমতঃ ইন্দ্রিয়-ষড়্‌বর্গের পরাজয়পূর্ব্বক রাজমন্ত্রিগণকে বশীভূত করিয়া অমাত্য, পৌর, সুহৃদ্ ও হস্তিপালকগণকে বশীভূত করিব। অনন্তর বিপক্ষকে উন্মূলিত করিয়া ক্রমে সমুদ্র পর্য্যন্ত সমগ্রা পৃথিবী জয় করিব। এইরূপ আশাবদ্ধচিত্তে এই রাজগণ সমীপবর্ত্তী মৃত্যুকেও দেখিতে পাইতেছে না।। ৩-৪।।

বিশ্বনাথ—কামমেব দর্শয়তি,—পূর্ব্বমিতি দ্বাভ্যাম্। তত্রেন্দ্রিয়ার্থলম্পটস্য রাজ্যপ্রাপ্তির্ন স্যাদতঃ প্রথমমিন্দ্রিয়ষড়্‌বর্গং জিত্বা অস্য মৎপ্রতিপক্ষনৃপস্য।। ৩-৪।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— কামকেই দুইটি শ্লোকদ্বারা দেখাইতেছেন— সেই বিষয়ে ইন্দ্রিয় ও অর্থ লম্পট ব্যক্তির রাজ্য প্রাপ্তি হয় না। অতএব প্রথমত ইন্দ্রিয় ষড়্‌বর্গকে জয় করিয়া আমার প্রতিপক্ষ রাজার।। ৩-৪।।

সমুদ্রাবরণাং জিত্বা মাং বিশন্ত্যব্ধিমোজসা।
কিয়দাত্মজয়স্যৈতন্মুক্তিরাত্মজয়ে ফলম্।। ৫।।

অন্বয়ঃ—(কেচিদেবমাশাবদ্ধহৃদয়াঃ) সমুদ্রাবরণাং (সমুদ্রান্তাং) মাং (পৃথিবীং) জিত্বা (বশীকৃত্যাপ্যতিতৃষ্ণয়া) অব্ধিং বিশন্তি (সমুদ্রং প্রবিশন্তি তস্য তৎপারবর্ত্তিদেশানাং বা বিজয়ার্থমিতি ভাবঃ, তদেবমিন্দ্রিয়জয়েন যে রাজ্যং সাধয়িতুমিচ্ছন্তি তেঽতিমন্দা ইত্যাহ) এতৎ (রাজ্যম্) আত্মজয়স্য (ইন্দ্রিয়জয়স্য) কিয়ৎ (তুচ্ছং ফলমিত্যর্থঃ পরন্তু) আত্মজয়ে (ইন্দ্রিয়জয়ে) মুক্তিঃ (এব) ফলং (মুখ্যং সাধ্যং ভবতি)।। ৫।।

অনুবাদ— কোন কোন রাজা সমুদ্রপর্য্যন্ত পৃথিবী জয় করিয়া সমুদ্রের পরপারবর্ত্তী দেশ-বিজয়ের জন্য সমুদ্রযাত্রা করিয়া থাকে, পরন্তু ইহারা অতিশয় মূর্খ, যেহেতু— যে ইন্দ্রিয় জয় হইলে মুক্তিই তাহার পরমফল, এই রাজ্যজয় তাহার তুচ্ছ ফল-স্বরূপ।। ৫।।

বিশ্বনাথ— মাং পৃথিবীং জিত্বা অতিতৃষ্ণয়া অব্ধিং বিশন্তি তদীয়রত্নান্যাহর্ত্তুমিতি ভাবঃ। এবমিন্দ্রিয়জয়েন যে রাজ্যং সাধয়িতুমিচ্ছন্তি তে মন্দা ইত্যাহ,—কিয়দিতি।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— পৃথিবী, আমাকে জয় করিয়া অতি তৃষ্ণাহেতু সমুদ্রকে বিশ্বাস করিয়া তদীয় রত্ন সমূহকে আহরণ করিতে ইচ্ছুক। এইরূপে ইন্দ্রিয় জয়-দ্বারা যে রাজ্য সাধন করিতে ইচ্ছা করে তাহারা মন্দ বুদ্ধি।।

যাং বিসৃজ্যৈব মনবস্তৎসুতাশ্চ কুরূদ্বহ।
গতা যথাগতং যুদ্ধে তাং মাং জেষ্যন্ত্যবুদ্ধয়ঃ।। ৬।।

অন্বয়ঃ— (হে) কুরূদ্বহ! (হে পরীক্ষিৎ! ভূমিগীতং কথয়তঃ শুকস্যৈব রাজানং প্রতি সম্বোধনমেতৎ) মনবঃ (মহর্ষির্মনুঃ) তৎসুতাঃ চ (তদ্‌বংশীয়াশ্চ রাজানঃ) যাং (মাং পৃথিবীং) বিসৃজ্য (ত্যক্ত্বা) এব যথাগতং (যথা ভূতল-মাগতাস্তথা) গতাঃ (পুনঃ প্রস্থিতাশ্চ) অবুদ্ধয়ঃ (অজ্ঞা এব) যুদ্ধে তাং (তাদৃশীমনিত্যসম্বন্ধযুক্তাং) মাং (ভূমিং) জেষ্যন্তি (বিজেতুমিচ্ছন্তীত্যর্থঃ)।। ৬।।

অনুবাদ— হে কুরুনন্দন! মহর্ষি মনু এবং তদীয় বংশধর রাজগণ যে পৃথিবীকে ত্যাগ করিয়াই যেরূপে পৃথিবীতে আসিয়াছিলেন সেইরূপে পুনরায় প্রস্থান করিয়াছেন, অজ্ঞগণই সেই ভূমিকে জয় করিতে চেষ্টা করিয়া থাকে।। ৬।।

মৎকৃতে পিতৃপুত্রাণাং ভ্রাতৃণাঞ্চাপি বিগ্রহঃ।
জায়তে হ্যসতাং রাজ্যে মমতাবদ্ধচেতসাম্।। ৭।।

অন্বয়ঃ— রাজ্যে মমতাবদ্ধচেতসাং (মমতাগ্রস্ত-চিত্তানাম্) অসতাং (দুষ্টানাং) পিতৃপুত্রাণাং (পিতুঃ পুত্রাণাং চ তথা ভ্রাতৃণাং চ অপি (ভ্রাতৃণাং মধ্যে চ পরস্পরং) মৎকৃতে মদর্থং মাং ভূমিং লব্ধুমিত্যর্থঃ) বিগ্রহঃ (বিবাদঃ) জায়তে হি।। ৭।।

অনুবাদ— আমার প্রতি মমতা হেতু দুষ্ট পিতা, পুত্র এবং ভ্রাতৃগণের মধ্যেও আমার জন্য বিবাদ ঘটিয়া থাকে।। ৭।।

মমৈবেয়ং মহী কৃৎস্না ন তে মূঢ়েতি বাদিনঃ।
স্পর্দ্ধমানা মিথো ঘ্নন্তি ম্রিয়ন্তে মৎকৃতে নৃপাঃ।। ৮।।

অন্বয়ঃ— মূঢ় (হে মূর্খ!) কৃৎস্না (সমগ্রা) ইয়ং মহী (ভূমিঃ) মম এব (লভ্যা) তে (তব) ন (নৈব লভ্যা) ইতি বাদিনঃ (এবং ভাষমাণাঃ) নৃপাঃ মৎকৃতে (মদর্থং) মিথঃ (পরস্পরং) স্পর্দ্ধমানাঃ (সন্তঃ) ঘ্নন্তিঃ (বিনাশয়ন্তি) ম্রিয়ন্তে (বিনশ্যন্তে চ)।। ৮।।

অনুবাদ— হে মূর্খ! এই সমগ্রা পৃথিবী একমাত্র আমারই লভ্য, তোমার নহে—এইরূপ বলিয়া পরস্পর স্পর্দ্ধাযুক্ত রাজগণ অপরকে বিনষ্ট করিয়া স্বয়ংও বিনষ্ট হইয়া থাকে।। ৮।।

বিশ্বনাথ— যথাগতং যথাজ্ঞানং স্বস্বজ্ঞানমনতিক্রম্য বিরক্তা ভূত্বা বনং গতা ইত্যর্থঃ। তাং মামেতে মন্দা যুদ্ধে জেষ্যন্তি।। ৬-৮।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— যথাগত জ্ঞানের অনুরূপ নিজ নিজ জ্ঞানকে অতিক্রম না করিয়া বিরক্ত হইয়া বনে গমন করিয়াছে। তাহাদিগকে ও আমাকে ইহারা মন্দ বুদ্ধি যুদ্ধে জয় করিবে।। ৬-৮।।

পৃথুঃ পুরূরবা গাধির্নহুষো ভরতোঽর্জ্জুনঃ।
মান্ধাতা সগরো রামঃ খট্টাঙ্গো ধুন্ধুহা রঘুঃ।। ৯।।
তৃণবিন্দুর্যযাতিশ্চ শর্য্যাতিঃ শন্তনুর্গয়ঃ।
ভগীরথঃ কুবলয়াশ্বঃ ককুৎস্থো নৈষধো নৃগঃ।। ১০।।

হিরণ্যকশিপুর্বৃত্রো রাবণো লোকরাবণঃ।
নমুচিঃ শম্বরো ভৌমো হিরণ্যাক্ষোঽথ তারকঃ।। ১১
অন্যে চ বহবো দৈত্যা রাজানো যে মহেশ্বরাঃ।
সর্ব্বে সর্ব্ববিদঃ শূরাঃ সর্ব্বে সর্ব্বজিতোঽজিতাঃ।। ১২
মমতাং ময্যবর্ত্তন্ত কৃত্বোচ্চৈর্মর্ত্ত্যধর্ম্মিণঃ।
কথাবশেষাঃ কালেন হ্যকৃতার্থাঃ কৃতা বিভো।। ১৩।।

অন্বয়ঃ— পৃথুঃ পুরূরবাঃ গাধিঃ নহুষঃ ভরতঃ অর্জ্জুনঃ (কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনঃ) মান্ধাতা সগরঃ রামঃ (রামো নাম কশ্চিদ্ রাজা কিম্বা লোকদৃষ্ট্যা দাশরথিরেব নির্দ্দিষ্টঃ) খট্বাঙ্গঃ ধুন্ধুহা রঘুঃ তৃণবিন্দুঃ যযাতিঃ চ শর্যাতিঃ শন্তনুঃ গয়ঃ ভগীরথঃ কুবলয়াশ্বঃ ককুৎস্থঃ নৈষধঃ (নলঃ) নৃগঃ হিরণ্যকশিপুঃ বৃত্রঃ লোকরাবণঃ (লোকং রাবয়তি রোদয়-তীতি তথাভূতঃ) রাবণঃ নমুচিঃ শম্বরঃ ভৌমঃ (নরকঃ) হিরণ্যাক্ষঃ অথ তারকঃ অন্যে চ বহবঃ দৈত্যাঃ (তথা) মহেশ্বরা রাজানঃ সর্ব্বে সর্ব্ববিদঃ (সর্ব্বজ্ঞাঃ) শূরাঃ (তথা) সর্ব্বে সর্ব্বজিতঃ (সর্ব্বজয়িনঃ) অজিতাঃ (স্বয়মপরা-জিতাশ্চ সন্তঃ) ময়ি (পৃথিব্যাম্) উচ্চৈঃ (মহতীং) মমতাং কৃত্বঃ অবর্ত্তন্ত (আসন্) বিভো! (হে পরীক্ষিৎ!) মর্ত্ত্য-ধর্ম্মিণঃ (মরণস্বভাবাস্তে সর্ব্বে) অকৃতার্থাঃ (অপ্রাপ্ত-পুরুষার্থাঃ সন্তঃ) কালেন কথাবশেষাঃ (কথামাত্রেণা-বশিষ্টাঃ) কৃতাঃ হি (সম্পাদিতাঃ)।। ৯-১৩

অনুবাদ— পৃথু, পুরূরবা, গাধি, নহুষ, ভরত, কার্ত্ত-বীর্য্যার্জ্জুন, মান্ধাতা, সগর, রাম, খট্বাঙ্গ, ধুন্ধুহা, রঘু, তৃণবিন্দু, যযাতি, শর্যাতি, শন্তনু, গয়, ভগীরথ, কুবলয়াশ্ব, ককুৎস্থ, নল, নৃগ, হিরণ্যকশিপু, বৃত্র, লোকভয়ঙ্কর রাবণ, নমুচি, শম্বর, নরক, হিরণ্যাক্ষ, তারক এবং অন্যান্য দৈত্য ও মহারাজগণ সকলে সর্ব্বজ্ঞ শূর, সর্ব্বজয়ী ও অপরা-জিত হইয়া আমার প্রতি অতিশয় মমতাযুক্তভাবে বর্ত্তমান ছিলেন, কিন্তু সেই মর্ত্ত্যধর্ম্মিগণ সকলেই অকৃতার্থ হইয়া কালকর্ত্তৃক কথামাত্রে অবশিষ্ট হইয়াছেন।। ৯-১৩।।

বিশ্বনাথ— রামো নাম কশ্চিদন্যো রাজা, নতু দাশ-রথিরিতি স্বামিচরণাঃ। ময়ি উচ্চৈর্মমতাং কৃত্বা যেঽবর্ত্তন্ত তে কালে কথাবশেষা অভূবন, কিন্তু তে ন হ্যকৃতার্থা অপি তু কৃতার্থা এব প্রাপ্তস্বস্বাভীষ্টা এব কৃতাঃ পর্য্যাপ্তাঃ পূর্ণা এব রূপগুণাদিভিস্তদপি তে কথাবশেষা অভূবন্ অর্ব্বাচীনাস্তু অকৃতার্থা ধনাদিভিরপ্যপূর্ণাঃ কিমুতেতি ভাবঃ। "যুগ-পর্য্যাপ্তয়োঃ কৃতং" "পর্য্যাপ্তি পরিপূর্ণতা" ইত্যমরঃ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— এস্থলে রামনামক কোন অন্য এক রাজা, কিন্তু দাশরথি রাম নহে ইহা স্বামিপাদ বলিয়া-ছেন। আমাতে অতিশয় মমতা করিয়া যাহারা আছে তাহারা কালক্রমে শেষে কথামাত্রেই থাকিবে। কিন্তু তাহারা অকৃতার্থ নয়, কিন্তু কৃতার্থই। নিজ নিজ অভীষ্ট প্রাপ্ত হইয়া, নিজ নিজ মনোরথ পূর্ণ করিয়া রূপগুণাদির দ্বারা যশস্বী ছিলেন। তাহারাও অবশেষে কথামাত্রেই ছিলেন। কিন্তু আধুনিকগণ ধনাদি দ্বারা অপূর্ণ মনোরথ ইহা কি আর বলিব। অমর কোষে বলা হইয়াছে পর্য্যাপ্তি শব্দের অর্থ পরিপূর্ণতা।। ৯-১৩।।

কথা ইমাস্তে কথিতা মহীয়সাং
বিতায় লোকেষু যশঃ পরেয়ুষাম্।
বিজ্ঞানবৈরাগ্যবিবক্ষয়া বিভো
বচো বিভূতীর্ন তু পারমার্থ্যম্।। ১৪।।

অন্বয়ঃ—(হে) বিভো।(হে রাজন্! ময়া) তে (তুভ্যং) বিজ্ঞানবৈরাগ্যবিবক্ষয়া (বিজ্ঞানং বিষয়াসারতাজ্ঞানং ততো বৈরাগ্যং তয়োর্বিবক্ষয়া) লোকেষু (ভুবনেষু) যশঃ (কীর্ত্তিং) বিতায় (প্রসার্য্য) পরেয়ুষাং (মৃতানাং) মহীয়সাং (মহাপুরুষাণাম্) ইমাঃ কথাঃ (চরিতানি) কথিতাঃ (এতাঃ) বচোবিভূতীঃ (বাগ্ বিলাসমাত্ররূপা ন ভবন্তি) পারমার্থ্যং ন তু (পরমার্থযুক্তং কথনং ন ভবতীত্যর্থঃ)।। ১৪।।

অনুবাদ— হে রাজন্! আমি তোমার নিকট বিজ্ঞান ও বৈরাগ্য বর্ণনের উদ্দেশ্যে ইহজগতে যাঁহারা যশো-বিস্তার পূর্ব্বক পরিণামে মৃত্যুদশাগ্রস্ত হইয়াছেন, সেই মহাপুরুষগণের এই সকল চরিত বর্ণন করিয়াছি; এই সকল চরিতবর্ণন বাগ্‌বিলাস মাত্র জানিবে, পরমার্থযুক্ত নহে।। ১৪।।

বিশ্বনাথ— রাজবংশকথনস্য তাৎপর্য্যমাহ, কথা ইতি মহীয়সাং প্রিয়ব্রতাদিনাং পরেয়ুষাং পরং শ্রীভগবন্তমীয়ুষাং প্রাপ্তানাং কিমর্থং কথিতাস্তত্রাহ,—বিজ্ঞানং তেষাং ভগবদনুভবঃ বৈরাগ্যঞ্চ তয়োর্বিবক্ষয়া তেষাং তথাচরণং শ্রোতৃজনা অপি শিক্ষন্ত্বিতি ভাবঃ। হে বিভো, ইতি ত্বমপি তাদৃশ একো ভবসীতি ভাবঃ। কিঞ্চ ইমাঃ কথা বচোবিভূতীর্বচসাং বিভূতয়ো ন ভবন্তি, কিন্তু পারমার্থ্যং কথানাং পারমার্থতয়ৈব জ্ঞেয়েত্যর্থঃ।। ১৪।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— রাজবংশ বলিবার তাৎপর্য্য বলিতেছেন—প্রিয়ব্রত প্রভৃতি শ্রীভগবানকে লাভকারী মহীয়ানগণের কথা কি আর বলিব। বিজ্ঞান অর্থাৎ তাহাদের ভগবৎ অনুভব ও বৈরাগ্য এই দুই বিষয় বলিবার জন্য, তাহাদের ঐরূপ আচরণ শ্রোতা জনগণও শিক্ষা করুক, ইহাই ভাবার্থ। হে মহারাজ পরীক্ষিত তুমিও তাহাদের একজন হও। আরও এই কথাগুলি বাক্যের বিভূতি নয়, কিন্তু পরমার্থ কথাসমূহ, পরমার্থলাভের জন্যই জানিবেন।। ১৪।।

যস্তূত্তমঃশ্লোকগুণানুবাদঃ
সংগীয়তেঽভীক্ষ্ণমমঙ্গলঘ্নঃ।
তমেব নিত্যং শৃণুয়াদভীক্ষ্ণং
কৃষ্ণেঽমলাং ভক্তিমভীপ্সমানঃ।। ১৫।।

অন্বয়ঃ—(কস্তর্হি পুরুষাণামুপাদেয়ঃ পরমার্থস্তদাহ) অমঙ্গলঘ্নঃ (সর্ব্ববিঘ্নবিনাশনঃ) যঃ উত্তমঃশ্লোকগুণানুবাদঃ (শ্রীকৃষ্ণচরিতমাহাত্ম্যগীতিঃ) অভীক্ষ্ণং (সর্ব্বদা) সংগীয়তে (মহাজনৈঃ সঙ্কীর্ত্ত্যতে) কৃষ্ণে অমলাং (বিশুদ্ধাং) ভক্তিম্ (অভীপ্সমানঃ কাময়মানঃ পুরুষঃ) নিত্যং (প্রত্যহং অত্রাপি) অভীক্ষ্ণং (নিরন্তরং) তম্ এব (উত্তমঃশ্লোকগুণানুবাদমেব) শৃণুয়াৎ।। ১৫।।

অনুবাদ— মহাজনগণ নিরন্তর সর্ব্ববিঘ্নবিনাশনস্বরূপ যে শ্রীকৃষ্ণচরিতমাহাত্ম্যগীতি কীর্ত্তন করিয়া থাকেন, শ্রীকৃষ্ণে বিশুদ্ধভক্তিকামী পুরুষ প্রত্যহ অনুক্ষণ তাহা শ্রবণ করিবেন।। ১৫।।

বিশ্বনাথ— তস্মান্মহীয়সাং তেষাং কথা নিত্যং শৃণুয়াদেব কৃষ্ণগুণানুবাদে তু তেভ্যো মহিষ্ঠেভ্যোঽপ্যধিকতমানাং কৃষ্ণলীলাপরিকরাণাং মহতাং কথাভির্বিচিত্রে বিশেষং শৃণ্বিত্যাহ, য ইতি। উত্তমঃশ্লোকস্য ভগবতো গুণানুবাদস্তেষু তেষু স্কন্ধেষু ক্বচিৎ ক্বচিদ্দশমে তু সর্ব্বত্রৈব তং নিত্যমেব অভীক্ষ্ণমেব ভক্তিমভীপ্সমান এব শৃণুয়াদেবেত্যবধারণচতুষ্টয়ম্।। ১৫।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— অতএব সেই মহীয়ান্‌গণের কথা নিত্য শ্রবণ করিবেই শ্রীকৃষ্ণগুণ কথনে কিন্তু সেই মহীয়ান্‌গণ হইতেও অধিক শ্রেষ্ঠতম শ্রীকৃষ্ণলীলা পরিকর মহদ্‌গণের কথা দ্বারা বিচিত্র বিশেষ শ্রবণ কর। উত্তমঃশ্লোক ভগবানের গুণকীর্ত্তন সেই সেই স্কন্ধে কিছু কিছু আছে। কিন্তু দশমস্কন্ধে সর্ব্বত্রই আছে, তাহা নিত্যই, সর্ব্বক্ষণই, ভক্তিলাভেচ্ছুগণই শ্রবণ করিবেন। এইভাবে চারিবার এব শব্দের দ্বারা অবধারণ করা হইয়াছে।। ১৫

শ্রীরাজোবাচ—

কেনোপায়েন ভগবন্ কলের্দোষান্ কলৌ জনাঃ।
বিধমিষ্যন্ত্যুপচিতাংস্তন্মে ব্রূহি যথা মুনে।। ১৬।।

অন্বয়ঃ—শ্রীরাজা উবাচ,—(হে) ভগবন্! (হে) মুনে! কলৌ (কলিযুগে) জনাঃ কেন উপায়েন উপচিতান্ (বর্দ্ধিতান্) কলেঃ দোষান্ বিধমিষ্যন্তি (বিনাশয়িষ্যন্তি) মে (মহ্যং) তৎ যথা (যথাবৎ) ব্রূহি (কথয়)।। ১৬।।

অনুবাদ— শ্রীপরীক্ষিৎ বলিলেন,— হে ভগবন্! হে মুনিবর! মানবগণ কোন্ উপায় অবলম্বন দ্বারা বর্দ্ধিত কলিদোষরাশির বিনাশ করিবেন, তাহা আমার নিকট যথাযথরূপে বর্ণন করুন্।। ১৬।।

বিশ্বনাথ—বিধমিষ্যন্তি নাশয়িষ্যন্তি, যথা যথাবৎ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— বিধমিষ্যন্তি অর্থাৎ নাশ করিবেন, যথা—যথাযথরূপে।। ১৬।।

যুগানি যুগধর্ম্মাংশ্চ মানং প্রলয়কল্পয়োঃ।
কালস্যেশ্বররূপস্য গতিং বিষ্ণোর্মহাত্মনঃ।। ১৭।।

অন্বয়ঃ—যুগানি (যুগানাং নামানি) যুগধর্ম্মান্ (যুগানাং ধর্ম্মান্ চ) প্রলয়কল্পয়োঃ (সংহারস্থিতিকালয়োঃ) মানং (পরিমাণঞ্চ) ঈশ্বররূপস্য (জগদীশ্বরস্বরূপস্য) কালস্য (কালাত্মনঃ) ভগবতঃ বিষ্ণোঃ গতিং চ (জ্ঞানঞ্চ ব্রূহীতি পূর্ব্বেণান্বয়ঃ)।। ১৭।।

অনুবাদ— হে দেব! যুগসকলের নাম, যুগধর্ম্ম, স্থিতি ও প্রলয়কালের পরিমাণ এবং জগদীশ্বর কালরূপী ভগবান্ বিষ্ণুর স্বরূপজ্ঞানের বিষয়ও অনুগ্রহপূর্ব্বক বর্ণন করুন্।। ১৭।।

বিশ্বনাথ— যুগানীতি ব্রূহীত্যনুষঙ্গঃ, প্রলয়কল্পয়োঃ সংহারস্থিতিকালয়োঃ। ন চায়ং বহির্ম্মুখঃ প্রশ্ন ইত্যাহ, কালস্যেতি।। ১৭।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— যুগসমূহের কথা বলুন এইভাবে অন্বয় হইবে, প্রলয় ও কল্পের সংহার ও স্থিতিকালের। ইহা বহির্ম্মুখ ব্যক্তির প্রশ্ন নহে—মহাত্মা বিষ্ণুর গতিরূপ ঈশ্বরশক্তি কালের।। ১৭।।

শ্রীশুক উবাচ—

কৃতে প্রবর্ত্ততে ধর্ম্মশ্চতুষ্পাৎ তজ্জনৈর্ধৃতঃ।
সত্যং দয়া তপো দানমিতি পাদা বিভোর্নৃপ।। ১৮।।

অন্বয়ঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ,—(হে) নৃপ! কৃতে (সত্যযুগে) তজ্জনৈঃ (সত্যযুগীয়জনৈঃ) ধৃতঃ (অনুষ্ঠিতঃ) চতুষ্পাৎ (চতুষ্পাদযুক্তঃ) ধর্ম্মঃ প্রবর্ত্ততে বিভোঃ (সম্পূর্ণস্য সত্যধর্ম্মস্য) সত্যং দয়া তপঃ দানম্ ইতি (চত্বারঃ) পাদাঃ (বর্ত্তন্তে)।। ১৮।।

অনুবাদ— শ্রীশুকদেব বলিলেন,— হে রাজন্! সত্যযুগে তৎকালীন জনকর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত ধর্ম্ম চতুষ্পাদযুক্ত ছিল। সত্য, দয়া, তপঃ ও দান—এই চারিটি গুণই তাহার পাদস্বরূপ।। ১৮।।

বিশ্বনাথ—প্রথমং যুগধর্ম্মানাহ, কৃত ইতি। তজ্জনৈস্তৎকালভবৈর্লোকৈর্ধৃতো ধৃতঃ। দানমিতি 'দৈপ শোধনে' ইত্যাস্মাৎ শৌচমিত্যর্থঃ। তথৈব প্রথমস্কন্ধোক্তেঃ।। ১৮।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— যুগধর্ম্মসমূহ বলিতেছেন— অর্জ্জুন সেইকালে জাত লোকসমূহের দ্বারা পূর্ণদান, ইহা দৈপধাতু শোধন অর্থে, ইহার শৌচ অর্থ, সেইরূপই প্রথমস্কন্ধে বলা হইয়াছে।। ১৮।।

সন্তুষ্টাঃ করুণা মৈত্রাঃ শান্তা দান্তাস্তিতিক্ষবঃ।
আত্মারামাঃ সমদৃশঃ প্রায়শঃ শ্রমণা জনাঃ।। ১৯।।

অন্বয়ঃ— (তদা) জনাঃ প্রায়শঃ সন্তুষ্টাঃ করুণাঃ (কারুণিকাঃ) মৈত্রাঃ (ভূতমৈত্রীযুক্তাঃ) শান্তাঃ দান্তাঃ তিতিক্ষবঃ (ক্ষমাবন্তঃ) আত্মারামাঃ (আত্মতৃপ্তাঃ) সমদৃশঃ (সমদর্শিনঃ) শ্রমণাঃ (আত্মাভ্যাসবন্তশ্চ ভবন্তি)।। ১৯

অনুবাদ— তৎকালে মানবগণ প্রায়শঃ সন্তুষ্ট, কৃপালু, মৈত্রীভাবযুক্ত, শান্ত, দান্ত, তিতিক্ষু, আত্মতৃপ্ত, সমদর্শী ও আত্মানুশীলনরত ছিলেন।। ১৯।।

বিশ্বনাথ— শ্রমণা আত্মাভ্যাসবন্তঃ।। ১৯।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— শ্রমণগণ—আত্মা অভ্যাসরত ব্যক্তিগণ।। ১৯।।

ত্রেতায়াং ধর্ম্মপাদানং তুর্য্যাংশো হীয়তে শনৈঃ।
অধর্ম্মপাদৈরনৃতহিংসাসন্তোষবিগ্রহৈঃ।। ২০।।

অন্বয়ঃ—ত্রেতায়াং (ত্রেতাযুগে) অনৃতহিংসা-সন্তোষ-বিগ্রহৈঃ অধর্ম্মপাদৈঃ (অনৃতেন হিংসয়া অসন্তোষেণ বিগ্রহেণ চ যথাক্রমং) ধর্ম্মপাদানাং (সত্যস্য দয়ায়াস্তপসো দানস্য চ) তুর্য্যাংশঃ (চতুর্থাংশ)শনৈঃ (ক্রমশঃ) হীয়তে (হীনো ভবতি)।। ২০।।

অনুবাদ— ত্রেতাযুগে অসত্য, হিংসা, অসন্তোষ ও বিগ্রহরূপ অধর্ম্মাংশ দ্বারা ক্রমশঃ ধর্ম্মের পাদচতুষ্টয়ের চতুর্থাংশ ক্ষীণ হইয়াছিল।। ২০।।

বিশ্বনাথ—অনৃতেন সত্যং, হিংসয়া দয়া, অসন্তোষেণ তপঃ, বিগ্রহেণ শৌচম্।। ২০।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— অসত্যকথা বলার দ্বারা সত্য,

হিংসা দ্বারা দয়া, অসন্তোষ দ্বারা তপস্যা, বিগ্রহ দ্বারা শৌচ ইত্যাদি অধর্ম্ম অংশ দ্বারা ক্রমে চতুষ্পাদ ধর্ম্মের এক-চতুর্থাংশ ক্ষয় হইয়াছিল।। ২০।।

তদা ক্রিয়াতপোনিষ্ঠা নাতিহিংস্রা ন লম্পটাঃ।
ত্রৈবর্গিকাস্ত্রয়ীবৃদ্ধা বর্ণা ব্রহ্মোত্তরা নৃপ।। ২১।।

অন্বয়ঃ— (হে নৃপ।) তদা (ত্রেতায়াং জনাঃ) ক্রিয়াতপোনিষ্ঠাঃ (ক্রিয়ায়াং তপসি চ নিষ্ঠাযুক্তাঃ) নাতিহিংস্রাঃ (অনতিহিংস্রাঃ) ন লম্পটাঃ (অলম্পটাঃ) ত্রৈবর্গিকাঃ (ধর্ম্মার্থকামনিরতাঃ) ত্রয়ীবৃদ্ধাঃ (ত্রয্যা বেদত্রয়েণ বৃদ্ধাঃ সমৃদ্ধাঃ) বর্ণাঃ (চ) ব্রহ্মোত্তরাঃ (ব্রাহ্মণাধিকা ভবন্তি)।।

অনুবাদ— হে রাজন্। তৎকালে মানবগণ যজ্ঞাদি-ক্রিয়া ও তপস্যায় নিষ্ঠাযুক্ত, অনতিহিংস্র, অলম্পট, ত্রিবর্গনিরত বেদজ্ঞানসমৃদ্ধ এবং বর্ণসমূহ ব্রাহ্মণপ্রধান ছিল।। ২১।।

বিশ্বনাথ— ব্রহ্মোত্তরা ব্রাহ্মণাধিকাঃ।। ২১।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— ব্রহ্মোত্তরা অর্থাৎ ব্রাহ্মণ অধিক বর্ণসমূহ ত্রেতাযুগে ছিল।। ২১।।

তপঃসত্যদয়াদানেম্বৰ্দ্ধং হ্রস্বতি দ্বাপরে।
হিংসাতুষ্ট্যনৃতদ্বেষৈর্ধর্ম্মস্যাধর্ম্মলক্ষণৈঃ।। ২২।।

অন্বয়ঃ—দ্বাপরে অধর্ম্মলক্ষণৈঃ (অধর্ম্মস্য লক্ষণৈশ্চিহ্নৈঃ পাদৈরিত্যর্থঃ) হিংসাতুষ্ট্যনৃতদ্বেষৈঃ (হিংসয়া অতুষ্ট্যা অনৃতেন দ্বেষেণ চ) তপঃ সত্যদয়াদানেষু (তপসি সত্যে দয়ায়াং দানে চ) ধর্ম্মস্য অর্দ্ধং হ্রস্বতি (ক্ষীয়তে)।। ২২

অনুবাদ— দ্বাপরযুগে হিংসা, অসন্তোষ, মিথ্যা ও দ্বেষরূপ অধর্ম্মপাদদ্বারা দয়া, তপস্যা, সত্য ও দানরূপ ধর্ম্মপাদসমূহের অর্দ্ধাংশ ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়াছিল।। ২২।।

বিশ্বনাথ— হিংসেত্যত্র ক্রমো ন বিবক্ষিতঃ।। ২২

টীকার বঙ্গানুবাদ— হিংসা এই পঙ্ক্তিতে ক্রম বলিবার ইচ্ছা নয়।। ২২।।

যশস্বিনো মহাশীলাঃ স্বাধ্যায়াধ্যয়নে রতাঃ।
আঢ্যাঃ কুটুম্বিনো হৃষ্টা বর্ণাঃ ক্ষত্রদ্বিজোত্তরাঃ।। ২৩।।

অন্বয়ঃ—(তদা) বর্ণাঃ (বর্ণধর্ম্মিণো জনাঃ) যশস্বিনঃ (কীর্ত্তিপ্রিয়াঃ) মহাশীলাঃ (উত্তমস্বভাবাঃ) স্বাধ্যায়াধ্যয়নে (বেদপাঠে) রতাঃ (আসক্তাঃ) আঢ্যাঃ (সমৃদ্ধাঃ) কুটুম্বিনঃ (বহু কুটুম্বযুক্তা) হৃষ্টাঃ ক্ষত্রদ্বিজোত্তরাঃ (ক্ষত্রিয়ব্রাহ্মণ-প্রধানা ভবন্তি)।। ২৩।।

অনুবাদ— তৎকালে বর্ণধর্ম্মাশ্রিত মানবগণ কীর্ত্তিপ্রায়, উত্তমস্বভাব, বেদপাঠনিরত, সমৃদ্ধ, বহুকুটুম্ব-যুক্ত, হৃষ্টচিত্ত ও ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয় প্রধান ছিল।। ২৩।।

কলৌ তু ধর্ম্মপাদানাং তুর্য্যাংশোঽধর্ম্মহেতুভিঃ।
এধমানৈঃ ক্ষীয়মাণো হ্যন্তে সোঽপি বিনঙ্ক্ষ্যতি।। ২৪

অন্বয়ঃ—কলৌ তু ধর্ম্মপাদানাং তুর্য্যাংশঃ (চতুর্থাংশঃ অবশিষ্যতে ততঃ ক্রমেণ) এধমানৈঃ (বর্দ্ধমানৈঃ) অধর্ম্ম-হেতুভিঃ (অধর্ম্মাচরণৈঃ) ক্ষীয়মাণঃ সঃ অপি (ধর্ম্মস্য চতুর্থাংশোঽপি) অন্তে (কলেরবসানে) বিনঙ্ক্ষ্যতি হি (বিলুপ্তো ভবিষ্যতি)।। ২৪।।

অনুবাদ— কলিযুগে ধর্ম্মপাদসমূহের চতুর্থাংশ অবশিষ্ট আছে, তাহাও ক্রমশঃ বৃদ্ধিশীল অধর্ম্মাচরণহেতু ক্ষীয়মাণ হইয়া কলিযুগের শেষভাগে বিলুপ্ত হইবে।। ২৪

বিশ্বনাথ— ধর্ম্মহেতুনাং সত্যাদীনাং, অধর্ম্মহেতু-ভিরনৃত্যাদিভিঃ।। ২৪।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—ধর্ম্মের কারণ সত্যাদির, অধর্ম্মের কারণ অসত্যাদির দ্বারা।। ২৪।।

তস্মিন্ লুব্ধা দুরাচারা নির্দ্দয়াঃ শুষ্কবৈরিণঃ।
দুর্ভগা ভূরিতর্ষাশ্চ শূদ্রদাসোত্তরাঃ প্রজাঃ।। ২৫।।

অন্বয়ঃ— তস্মিন্ (জনাঃ) লুব্ধাঃ দুরাচারাঃ শুষ্ক-বৈরিণঃ (বৃথাবিবাদরতাঃ) দুর্ভগাঃ (দুর্ভাগ্যযুক্তাঃ) ভূরিতর্ষাঃ (অত্যন্তবিষয়তৃষ্ণাকূলাঃ) চ (ভবন্তি) প্রজাঃ (বর্ণাশ্চ) শূদ্রদাসোত্তরাঃ (শূদ্রকৈবর্ত্তপ্রধানা ভবন্তি)।।২৫

অনুবাদ— তৎকালে মানবগণ লুব্ধ, দুরাচার, শুষ্ক-কলহশীল, দুর্ভাগ্যযুক্ত, অতিশয়-বিষয়তৃষ্ণাগ্রস্ত এবং শূদ্র-কৈবর্ত্তপ্রাধান্যযুক্ত হইবে।। ২৫।।

বিশ্বনাথ—শূদ্রাদাসোত্তরাঃ শূদ্রকৈবর্ত্তপ্রধানাঃ।।২৫

টীকার বঙ্গানুবাদ— শূদ্রদাসোত্তরা অর্থাৎ শূদ্র ও কৈবর্ত্ত্য প্রধান।। ২৫।।

সত্ত্বং রজস্তম ইতি দৃশ্যন্তে পুরুষে গুণাঃ।
কালসঞ্চোদিতাস্তে বৈ পরিবর্ত্তন্তে আত্মনি।। ২৬।।

অন্বয়ঃ— পুরুষে সত্ত্বং রজঃ তমঃ ইতি (যে) গুণাঃ দৃশ্যন্তে (তত্তৎকার্য্যৈরনুমীয়ন্তে) তে (গুণাঃ) কালসঞ্চোদিতাঃ (কালপ্রেরিতাঃ সন্তঃ) আত্মনি পরিবর্ত্তন্তে বৈ (যুগভেদেন তারতম্যানুসারেণ বিপর্য্যস্তা ভবন্তি)।। ২৬।।

অনুবাদ— পুরুষগণের যে সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণ দৃষ্ট হয়, তাহাও যুগভেদে কালপ্রেরণাবশতঃ তারতম্যানুসারে পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে।। ২৬।।

বিশ্বনাথ— যথা একস্যাপি গ্রহস্য সূর্য্যাদের্দশায়াং গ্রহাণামন্তর্দশা ভবন্তি। তথৈকৈকস্যাপি যুগস্য মধ্যে চত্বারি যুগানি তিষ্ঠন্ত্যতঃ কলিমধ্যেঽপি কদাচিৎ কদাচিন্ন ধর্ম্মহ্রাসস্তত্রাপ্যেকৈকস্মিন্ পুংস্যেবং দ্রষ্টব্যমিত্যাহ,— সত্ত্বমিতি। আত্মন্যন্তঃকরণে পরিবর্ত্তন্তে যাতায়াতং কুর্ব্বন্তি।

টীকার বঙ্গানুবাদ— যেমন একটি গ্রহ সূর্য্যাদির দশা ভোগকালে অন্তদর্শা সমূহ হয়, সেইরূপ একই যুগের মধ্যে চারিযুগ আছে, এই কারণে কলিযুগের মধ্যেও কখন কখন ধর্ম্মের হ্রাস ও বৃদ্ধি হয়, ইহাই বলিতেছেন। আত্মাতে অর্থাৎ অন্তঃকরণে সত্ত্বাদিগুণ সমূহ যাতায়াত করে।। ২৬

প্রভবন্তি যদা সত্ত্বে মনোবুদ্ধীন্দ্রিয়াণি চ।
তদা কৃতযুগং বিদ্যাজ্জ্ঞানে তপসি যদ্রুচিঃ।। ২৭।।

অন্বয়ঃ— যদা (যস্মিন্ কালে) মনঃ বুদ্ধীন্দ্রিয়াণি চ (বুদ্ধিরিন্দ্রিয়াণি চ) সত্ত্বে প্রভবন্তি (সত্ত্বগুণে অতিশয়েন বর্ত্তন্তে) যৎ (যদা চ) জ্ঞানে তপসি (চ) রুচিঃ (জনানামভিলাষো বর্ত্ততে) তদা কৃতযুগং বিদ্যাৎ (তং কালং সত্যযুগং জানীয়াৎ)।। ২৭।।

অনুবাদ— যে-কালে মনঃ, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়গণ সত্ত্বগুণ-প্রভাবান্বিত এবং জ্ঞান ও তপস্যায় রুচিবিশিষ্ট হয়, সেই কালকে সত্যযুগ জানিবে।। ২৭।।

বিশ্বনাথ— এতদ্বিবৃণোতি,—প্রভবন্তীতি। সত্ত্বে নিষ্কামধর্ম্মে।। ২৭।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— ইহাই ব্যাখ্যা করিতেছেন সত্ত্বের নিষ্কাম ধর্ম্মে।। ২৭।।

যদা কর্ম্মসু কাম্যেষু ভক্তির্যশসি দেহিনাম্।
তদা ত্রেতা রজোবৃত্তিরিতি জানীহি বুদ্ধিমন্।। ২৮।।

অন্বয়ঃ— (হে) বুদ্ধিমন্! যদা কাম্যেষু কর্ম্মসু যশসি (চ) দেহিনাং (মানবানাং) ভক্তিঃ (অনুরাগো জায়তে) তদা রজোবৃত্তিঃ ত্রেতা (রজঃপ্রধানং ত্রেতাযুগং বর্ত্ততে) ইতি জানীহি।। ২৮।।

অনুবাদ— হে বুদ্ধিমন্! যে-কালে কাম্যকর্ম্মসমূহে ও যশোবিষয়ে মানবগণের অনুরাগ দৃষ্ট হয়, তৎকালে রজোগুণ-প্রাধান্যযুক্ত ত্রেতাযুগের প্রবর্ত্তন জানিবে।।২৮

বিশ্বনাথ—কামেষু সকামধর্ম্মেষু ভক্তিঃ প্রীতিঃ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— কাম্য অর্থাৎ সকাম ধর্ম্ম মধ্যে ভক্তি প্রীতি।। ২৮।।

যদা লোভস্ত্বসন্তোষো মানো দম্ভোঽথ মৎসরঃ।
কর্ম্মণাঞ্চাপি কাম্যানাং দ্বাপরং তদ্রজস্তমঃ।। ২৯।।

অন্বয়ঃ— যদা তু লোভঃ অসন্তোষঃ মানঃ দম্ভঃ অথ মৎসরঃ (বিদ্বেষভাবঃ) কাম্যানাং কর্ম্মণাং চ অপি (প্রীতির্জায়তে) তৎ (তদা) রজস্তমঃ (রজস্তমঃপ্রধানং) দ্বাপরং (জানীহীতি পূর্ব্বেণান্বয়ঃ)।। ২৯।।

অনুবাদ— যে-কালে লোভ, অসন্তোষ, মান, দম্ভ,

মৎসর ও কাম্যকর্ম্মানুরাগ দৃষ্ট হয়, তাহাকে রজস্তমোগুণ-প্রাধান্যযুক্ত দ্বাপরযুগ জানিবে।। ২৯।।

বিশ্বনাথ— যদা কাম্যানাং কর্ম্মণাং কাম্যেষু কর্ম্ম-স্বিত্যর্থঃ। চকারাদধর্ম্মেম্বপি প্রীতিস্তদা রজস্তমপ্রধান-দ্বাপরং জানীহি তত্র লোভাদয়ো ভবন্তীত্যন্বয়ঃ।। ২৯।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— যখন কাম্যকর্ম্মসমূহের অর্থাৎ কাম্যসমূহ মধ্যে। চকার থাকা হেতু অধর্ম্মসমূহ মধ্যেও প্রীতি, তখন রজঃ-তম-গুণ প্রধান দ্বাপর যুগ জানিবে। সেইকালে লোভ আদি হয়।। ২৯।।

যদা মায়ানৃতং তন্দ্রা নিদ্রা হিংসা বিষাদনম্।
শোকমোহৌ ভয়ং দৈন্যং স কলিস্তামসঃ স্মৃতঃ॥৩০॥

অন্বয়ঃ— যদা মায়া (প্রবঞ্চনা) অনৃতং তন্দ্রা নিদ্রা হিংসা বিষাদনং (দুঃখং) শোকমোহৌ (শোকশ্চ মোহশ্চ) ভয়ং দৈন্যং (চ প্রবর্ত্ততে) সঃ তামসঃ (তমঃপ্রধানঃ) কলিঃ স্মৃতঃ (উক্তঃ)।। ৩০।।

অনুবাদ— যে-কালে প্রবঞ্চনা, মিথ্যা, তন্দ্রা, নিদ্রা, হিংসা, বিষাদ, শোক, মোহ, ভয়, দৈন্য প্রভৃতি প্রবৃত্ত হয়, তাহাকে তমোগুণপ্রধান কলিযুগ জানিবে।। ৩০।।

বিশ্বনাথ— যদা কেবলেম্বধর্ম্মেম্বেব প্রীতিস্তদা তামসপ্রসিদ্ধঃ কলিরেব তদা মায়ানৃতাদয়ঃ বিষাদনং বিষাদঃ।। ৩০।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—যখন কেবল অধর্ম্মসমূহ মধ্যেই প্রীতি হয়, তখন তামসগুণ প্রধান কলিযুগই, তখন মায়া অসত্য আদি, বিষাদন অর্থাৎ বিষাদ।। ৩০।।

তস্মাৎ ক্ষুদ্রদৃশো মর্ত্ত্যাঃ ক্ষুদ্রভাগ্যা মহাশনাঃ।
কামিনো বিত্তহীনাশ্চ স্বৈরিণ্যশ্চ স্ত্রিয়োঽসতীঃ॥৩১॥

অন্বয়ঃ— তস্মাৎ (কলের্হেতোঃ) মর্ত্ত্যাঃ (মনুষ্যাঃ) ক্ষুদ্রদৃশঃ (মন্দমতয়ঃ) ক্ষুদ্রভাগ্যাঃ (অল্পভাগ্যাঃ) মহাশনাঃ (বহ্বাহারাঃ) বিত্তহীনাঃ (দরিদ্রা অপি) কামিনঃ চ (ভবিষ্যন্তি) স্ত্রিয়ঃ স্বৈরিণ্যঃ (পুংশ্চল্যঃ) অসতীঃ চ (অসতীশ্চ ভবিষ্যন্তি)।। ৩১।।

অনুবাদ— উক্ত কলিযুগবশতঃ মানবগণ মন্দমতি, মন্দভাগ্য, প্রচুরভোজী, দরিদ্র, কামুক এবং স্ত্রীগণ স্বেচ্ছাচারিণী ও অসতী হইবে।। ৩১।।

বিশ্বনাথ—অথ কলের্দোষান্ প্রপঞ্চয়তি, তস্মাদিতি। তস্মাৎ কলের্হেতোঃ।। ৩১।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— অনন্তর কলির দোষসমূহ বিস্তার করিতেছেন—তস্মাৎ কলি হেতু।। ৩১।।

দস্যুৎকৃষ্টা জনপদা বেদাঃ পাষণ্ডদূষিতাঃ।
রাজানশ্চ প্রজাভক্ষাঃ শিশ্নোদরপরা দ্বিজাঃ।। ৩২।।

অন্বয়ঃ— জনপদাঃ দস্যুৎকৃষ্টাঃ (দস্যব উৎকৃষ্টাঃ প্রচুরা যেষু তে তথা ভবিষ্যন্তি) বেদাঃ পাষণ্ডদূষিতাঃ (পাষণ্ডৈঃ নাস্তিকাদিভির্দূষিতা ভবিষ্যন্তি) রাজানঃ প্রজাভক্ষাঃ (প্রজাবিত্তহরণশীলা ভবিষ্যন্তি) দ্বিজাঃ চ শিশ্নোদর-পরাঃ (ভবিষ্যন্তি)।। ৩২।।

অনুবাদ— জনপদসমূহ দস্যুবহুল, বেদরাশি পাষণ্ড-দূষিত, রাজগণ প্রজাভক্ষক এবং বিপ্রগণ শিশ্নোদরপরায়ণ হইবে।। ৩২।।

অব্রতা বটবোঽশৌচা ভিক্ষবশ্চ কুটুম্বিনঃ।
তপস্বিনো গ্রামবাসা ন্যাসিনোঽত্যর্থলোলুপাঃ।। ৩৩।।

অন্বয়ঃ—বটবঃ (ব্রহ্মচারিণঃ) অব্রতাঃ (বিহিতাচার-শূন্যাঃ) অশৌচাঃ (শৌচশূন্যাশ্চ ভবিষ্যন্তি) কুটুম্বিনঃ (গৃহস্থাঃ স্বয়ং) ভিক্ষবঃ চ (ভিক্ষাটনপরা ভবিষ্যন্তি ন তু ভিক্ষাং দাস্যন্তি) তপস্বিনঃ (বনস্থা বনং হিত্বা) গ্রামবাসাঃ (ভবিষ্যন্তি) ন্যাসিনঃ (যতয়ঃ) অত্যর্থলোলুপাঃ (অতীব-বার্থস্পৃহাগ্রস্তা ভবিষ্যন্তি)।। ৩৩।।

অনুবাদ— ব্রহ্মচারিগণ আচার-শৌচ-বর্জ্জিত, গৃহস্থগণ ভিক্ষাপরায়ণ, বাণপ্রস্থধর্ম্মিগণ গ্রামবাসী এবং সন্ন্যাসিগণ অতিশয় অর্থলোলুপ হইবেন।। ৩৩।।

বিশ্বনাথ— বটবো ব্রহ্মচারিণঃ অব্রতা ব্রতাহীনাঃ শৌচহীনাশ্চ ভবিষ্যন্তি। কুটুম্বিনো গৃহস্থা ভিক্ষবঃ ভিক্ষাটনপরা এব নতু ভিক্ষাং দাস্যন্তি। তপস্বিনো বাণপ্রস্থাঃ বনং হিত্বা গ্রামবাসাঃ গ্রামে গৃহস্থানেব স্বতপো দর্শয়িষ্যন্তীত্যর্থঃ। ন্যাসিনো যতয়ঃ অত্যর্থলোলুপাঃ বিত্তসংগ্রহে প্রযতিষ্যন্তে।।৩৩।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— বটুগণ—ব্রহ্মচারিগণ, অব্রতা —ব্রতহীনগণ ও শৌচহীনগণ হয়, কুটুম্বিগণ—গৃহস্থগণ, ভিক্ষুগণ—ভিক্ষাপরায়ণগণই কিন্তু ভিক্ষাদান করে না। তপস্বিগণ অর্থাৎ বাণপ্রস্থগণ বন ত্যাগ করিয়া গ্রামে গৃহস্থগণকেই নিজ তপসা দেখাইবেন। সন্ন্যাসী অর্থাৎ যতিগণ অতি অর্থলোভী হইয়া অর্থসংগ্রহে প্রযত্ন করিবেন।।৩৩

হ্রস্বকায়া মহাহারা ভূর্য্যপত্যা গতহ্রিয়ঃ।
শশ্বৎকটুকভাষিণ্যশ্চৌর্য্যমায়োরুসাহসাঃ।।৩৪।।

অন্বয়ঃ—(স্ত্রিয়ঃ) হ্রস্বকায়াঃ (ক্ষুদ্রদেহা অপি) মহাহারাঃ (প্রভূতভোজনাঃ কিঞ্চ) ভূর্য্যপত্যাঃ (বহুসন্তানযুক্তাঃ) গতহ্রিয়ঃ (নির্লজ্জাঃ) শশ্বৎ কটুকভাষিণ্যঃ (নিরন্তরমপ্রিয়বাদিন্যঃ) চৌর্য্যমায়োরুসাহসাঃ (চৌর্য্যঞ্চ মায়া কপটম্ উরু চ সাহসং যাসাং তাস্তথা ভবিষ্যন্তি)।।৩৪।।

অনুবাদ— স্ত্রীজাতি ক্ষুদ্রকায়া, প্রভূতভোজনশীলা, বহুসন্তানযুক্তা, নির্লজ্জা, নিরন্তর কটুভাষিণী এবং চৌর্য্য, কপটতা ও মহাসাহসযুক্তা হইবে।।৩৪।।

বিশ্বনাথ—পুনরপি স্ত্রিয়ো বর্ণয়তি,—হ্রস্বেতি।।৩৪

টীকার বঙ্গানুবাদ— পুনরায় স্ত্রীগণের বিষয় বর্ণন করিতেছেন—ক্ষুদ্রকায়া।।৩৪।।

পণয়িষ্যন্তি বৈ ক্ষুদ্রাঃ কিরাটাঃ কূটকারিণঃ।
অনাপদ্যপি মংস্যন্তে বার্ত্তাং সাধু জুগুপ্সিতাম্।।৩৫।।

অন্বয়ঃ— ক্ষুদ্রাঃ (মন্দবুদ্ধয়োঽল্পধনা বা) কিরাটাঃ (বণিজঃ) কূটকারিণঃ (অধর্ম্মেণ কপটকারিণঃ সন্তঃ) পণয়িষ্যন্তি বৈ (ক্রয়বিক্রয়াদিব্যবহারং প্রবর্ত্তয়িষ্যন্তি কিঞ্চ সর্ব্বে জনাঃ) অনাপদি (আপৎকালং বিনা অন্যদা) অপি জুগুপ্সিতাং (নিন্দিতাং) বার্ত্তাং (বৃত্তিং) সাধু মংস্যন্তে (সাধুত্বেন গ্রহীষ্যন্তীত্যর্থঃ)।।৩৫।।

অনুবাদ— ক্ষুদ্র বণিগ্‌গণ অধর্ম্মযুক্ত ও কপটভাবাপন্ন হইয়া ক্রয়বিক্রয়াদি করিবে এবং মানবগণ আপৎকালব্যতীত অন্য সময়েও নিন্দিতবৃত্তিকেই উত্তম মনে করিবে।।৩৫।।

বিশ্বনাথ— কিরাটাঃ বণিজঃ কূটকারিণঃ অধর্ম্মেণ কপটং কৃত্বা পণয়িষ্যন্তি ব্যবহারং প্রবর্ত্তয়িষ্যন্তে। কিঞ্চ সর্ব্বে এব বর্ণা অনাপদ্যপি জুগুপ্সিতাং বার্ত্তাং সাধু মংস্যন্তে।।৩৫।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— কিরাট বণিকগণ অধর্ম্ম দ্বারা ছল করিয়া ব্যবসা করিবে। আরও সকলেই বিপদ না থাকিলেও নিন্দিত জীবিকাপালন করিয়া নিজেকে সাধু মনে করিবে।।৩৫।।

পতিং ত্যক্ষ্যন্তি নির্দ্রব্যং ভৃত্যা অপ্যখিলোত্তমম্।
ভৃত্যং বিপন্নং পতয়ঃ কৌলং গাশ্চাপয়স্বিনীঃ।।৩৬।।

অন্বয়ঃ— ভৃত্যাঃ অখিলোত্তমং (সর্ব্বোত্তমম্) অপি পতিং (স্বামিনং) নির্দ্রব্যং (দ্রব্যহীনং সন্তং) ত্যক্ষ্যন্তি (ত্যক্ত্বা স্থানান্তরং যাস্যন্তীত্যর্থঃ) পতয়ঃ (প্রভবশ্চ) কৌলং (কুলপরম্পরানুগতমপি) ভৃত্যং (সেবকং) বিপন্নং (রোগাদিভির্ব্যাপারাক্ষমং সন্তং ত্যক্ষ্যন্তি তথা) গাঃ চ (ধেনূশ্চ) অপয়স্বিনীঃ (দুগ্ধহীনাঃ সতীস্ত্যক্ষ্যন্তি)।।৩৬।

অনুবাদ— ভৃত্যগণ সর্ব্বগুণযুক্ত প্রভুও যদি দরিদ্র হন, তাহা হইলে তাঁহাকে পরিত্যাগপূর্ব্বক স্থানান্তরে গমন করিবে এবং প্রভুগণও বংশপরম্পরাগত ভৃত্য কার্য্যাক্ষম হইলে কিম্বা ধেনুগণ দুগ্ধহীন হইলে তাহাদিগকে ত্যাগ করিবেন।।৩৬।।

বিশ্বনাথ— অখিলোত্তমমপি পতিং নির্দ্রব্যং ভার্য্যাস্তথা ভৃত্যা অপি ত্যক্ষ্যন্তি। পতয়শ্চ বিপন্নং রোগাদি-

গ্রস্তং কৌলং কুলপরম্পরাগতমপি ত্যক্ষ্যন্তি। গাশ্চ বৃদ্ধত্বাদপয়স্বিনীস্ত্যক্ষ্যন্তি।।৩৬।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— সকলভাবে উত্তম পতিকেও দ্রব্যহীন জানিয়া ভার্য্যা ও ভৃত্যগণ ত্যাগ করিবে। পতি-গণও বিপন্ন রোগাদিগ্রস্ত কুলপরম্পরাগত ভৃত্যকেও ত্যাগ করিবে। গাভীগণকেও বৃদ্ধহেতু দুগ্ধ না থাকিলে ত্যাগ করিবে।।৩৬।।

পিতৃভ্রাতৃসুহৃজ্জ্ঞাতীন্ হিত্বা সৌরতসৌহৃদাঃ।
ননান্দৃশ্যালসংবাদা দীনাঃ স্ত্রৈণাঃ কলৌ নরাঃ।।৩৭।।

অন্বয়ঃ— নরাঃ কলৌ পিতৃভ্রাতৃসুহৃজ্জ্ঞাতীন্ (পিত্রাদীন্ স্বজনান্) হিত্বা (ত্যক্ত্বা) সৌরতসৌহৃদাঃ (সৌরতং সুরতনিমিত্তং সৌহৃদং যেষাং তে, অতএব) ননান্দৃশ্যাল-সংবাদাঃ (ননান্দরোঽত্র ভার্য্যাভগিন্যঃ শ্যালা ভার্য্যাভ্রাত-রস্তৈঃ সংবাদো মন্ত্রালোচনং যেষাং তে) দীনাঃ স্ত্রৈণাঃ (স্ত্রীপরায়ণাশ্চ ভবিষ্যন্তি)।।৩৭।।

অনুবাদ— মানবগণ কলিযুগে পিতা, ভ্রাতা, সুহৃৎ ও জ্ঞাতিগণকে পরিত্যাগ করিয়া সুরতনিমিত্তকসৌহৃদ-যুক্ত হইয়া শ্যালক শ্যালিকাগণের সহিত মন্ত্রশীল, দীন ও স্ত্রৈণ হইবে।।৩৭।।

বিশ্বনাথ— ননান্দরোঽত্র ভার্য্যাভগিন্যঃ।।৩৭।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— ননদীগণ এস্থলে ভার্য্যার ভগ্নিগণ।।৩৭।।

শূদ্রাঃ প্রতিগ্রহীষ্যন্তি তপোবেষোপজীবিনঃ।
ধর্ম্মং বক্ষ্যন্ত্যধর্ম্মজ্ঞা অধিরুহ্যোত্তমাসনম্।।৩৮।।

অন্বয়ঃ—শূদ্রাঃ তপোবেষোপজীবিনঃ (তপো বেষো দণ্ডাদিশ্চ তাভ্যামুপজীবন্তীতি তথা সন্তঃ) প্রতিগ্রহীষ্যন্তি (দানং গ্রহীষ্যন্তি) অধর্ম্মজ্ঞাঃ (ধর্ম্মতত্ত্বানভিজ্ঞা জনাঃ) উত্তমাসনং (শ্রেষ্ঠপদম্) অধিরুহ্য (অধিকৃত্য) ধর্ম্মং বক্ষ্যন্তি (ধর্ম্মব্যাখ্যানং করিষ্যন্তি)।।৩৮।।

অনুবাদ— শূদ্রগণ তপস্যা ও দণ্ডাদিবেশ গ্রহণ-পূর্ব্বক দানগ্রহণশীল হইবে এবং ধর্ম্মতত্ত্বানভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ শ্রেষ্ঠপদ অধিকারপূর্ব্বক ধর্ম্মব্যাখ্যা করিবে।।৩৮।।

নিত্যমুদ্বিগ্নমনসো দুর্ভিক্ষকরকর্শিতাঃ।
নিরন্নে ভূতলে রাজন্ অনাবৃষ্টিভয়াতুরাঃ।।৩৯।।
বাসোঽন্নপানশয়ন-ব্যবায়স্নানভূষণৈঃ।
হীনাঃ পিশাচসন্দর্শা ভবিষ্যন্তি কলৌ প্রজাঃ।।৪০।।

অন্বয়ঃ— (হে) রাজন্! কলৌ (কলিযুগে) ভূতলে নিরন্নে (অন্নহীনে সতি) প্রজাঃ অনাবৃষ্টিভয়াতুরাঃ (অনাবৃষ্টি-ভয়েন পীড়িতাঃ) নিত্যম্ উদ্বিগ্নমনসঃ (ব্যাকুলচিত্তাঃ) দুর্ভিক্ষকরকর্শিতাঃ (দুর্ভিক্ষেণ করেণ রাজশুল্কেন চ কর্শিতা উপদ্রুতাঃ) বাসোঽন্নপানশয়ন-ব্যবায়স্নানভূষণৈঃ হীনাঃ (বাসো বসনমন্নং পানং শয়নং শয্যা ব্যবায়ঃ গ্রাম্যধর্ম্মঃ স্নানং ভূষণঞ্চ তৈঃ শূন্যাঃ) পিশাচসন্দর্শাঃ (পিশাচসদৃশাঃ) ভবিষ্যন্তি।।৩৯-৪০।।

অনুবাদ— হে রাজন্! কলিযুগে ভূতল অন্নহীন হইলে প্রজাগণ অনাবৃষ্টিভয়াতুর, নিরন্তর উদ্বিগ্নচিত্ত, দুর্ভিক্ষ-রাজকর-প্রপীড়িত, বসন-ভূষণ-অন্ন-পান-শয্যা-মৈথুন-স্নানবর্জ্জিত এবং পিশাচসদৃশ হইবে।।৩৯-৪০।।

কলৌ কাকিণিকেঽপ্যর্থে বিগৃহ্য ত্যক্তসৌহৃদাঃ।
ত্যক্ষ্যন্তি চ প্রিয়ান্ প্রাণান্ হনিষ্যন্তি স্বকানপি।।৪১।।

অন্বয়ঃ—কলৌ (জনাঃ) কাকিণিকে (বিংশতিবরাট-মাত্রে) অপি অর্থে (বিষয়ভূতে) ত্যক্তসৌহৃদাঃ (বিসৃষ্ট-সুহৃদ্ভাবাঃ সন্তঃ) বিগৃহ্য (কলহং কৃত্বা) প্রিয়ান্ প্রাণান্ চ ত্যক্ষ্যন্তি (পরিহরিষ্যন্তি তথা) স্বকান্ (স্বজনান্) অপি হনিষ্যন্তি।।৪১।।

অনুবাদ— কলিকালে মানবগণ বিংশতিবরাটিকা-মাত্র অর্থের জন্য সুহৃদ্ভাব বিসর্জ্জনপূর্ব্বক বিবাদপ্রবৃত্ত হইয়া সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় আত্মপ্রাণ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ এবং স্বজনগণের পর্য্যন্ত বিনাশ করিবে।।৪১।।

বিশ্বনাথ— কাকিনিকে বিংশতিবরাটিকামাত্রেঽপি অর্থে বিষয়ে বিগৃহ্য কলহং কৃত্বা।। ৪১।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— কাকিণি অর্থাৎ বিংশতি কড়ি এক পয়সা মাত্র বিষয়ের জন্য কলহ করিয়া নিজপ্রাণ এবং সজনগণের প্রাণ বিনাশ করিবে।। ৪১।।

ন রক্ষিষ্যন্তি মনুজাঃ স্থবিরৌ পিতরাবপি।
পুত্রান্ ভার্য্যাঞ্চ কুলজাং ক্ষুদ্রাঃ শিশ্নোদরম্ভরাঃ।। ৪২

অন্বয়ঃ— শিশ্নোদরম্ভরাঃ (শিশ্নোদরতর্পণপরাঃ) ক্ষুদ্রাঃ (হীনচিত্তাঃ) মনুজাঃ (নরাঃ কলৌ) স্থবিরৌ (বৃদ্ধৌ) পিতরৌ (মাতরপিতরৌ) অপি কুলজাং (সৎকুলজাতাং) ভার্য্যাং (তথা) পুত্রান্ চ ন রক্ষিষ্যন্তি (ন পালয়িষ্যন্তি)।।

অনুবাদ— শিশ্নোদরতর্পণরত ক্ষুদ্রচিত্ত মানবগণ বৃদ্ধ পিতামাতা, সৎকুলজাতা ভার্য্যা এবং পুত্রগণকেও পালন করিবে না।। ৪২।।

কলৌ ন রাজন্ জগতাং পরং গুরুং
ত্রিলোকনাথানতপাদপঙ্কজম্।
প্রায়েণ মর্ত্ত্যা ভগবন্তমচ্যুতং
যক্ষ্যন্তি পাষণ্ডবিভিন্নচেতসঃ।। ৪৩।।

অন্বয়ঃ— (হে) রাজন্! কলৌ মর্ত্ত্যাঃ (মনুষ্যাঃ) প্রায়েণ পাষণ্ডবিভিন্নচেতসঃ (পাষণ্ডৈর্বিভিন্নমন্যথাকৃতং চেতো যেষাং তে তথা সন্তঃ) ত্রিলোকনাথানতপাদপঙ্কজং (ত্রিলোকনাথৈরানতং নমস্কৃতং পাদপঙ্কজং যস্য তং) জগতাং পরম্ (একং) গুরুম্ (ইষ্টদেবং) ভগবন্তম্ অচ্যুতং (শ্রীহরিং) ন যক্ষ্যন্তি (নারাধয়িষ্যন্তি)।। ৪৩।।

অনুবাদ— হে রাজন্! কলিযুগে মানবগণ প্রায়শঃ পাষণ্ডগণকর্ত্তৃক বিকৃতচিত্ত হইয়া ব্রহ্মাদি ত্রিলোকেশ্বরগণ কর্ত্তৃক বন্দিতপদকমলশালী, জগতের পরমগুরু ভগবান্ শ্রীহরির আরাধনা করিবে না।। ৪৩।।

যন্নামধেয়ং ম্রিয়মাণ আতুরঃ
পতন্ স্খলন্ বা বিবশো গৃণন্ পুমান্।
বিমুক্তকর্ম্মার্গল উত্তমাং গতিং
প্রাপ্নোতি যক্ষ্যন্তি ন তং কলৌ জনাঃ।। ৪৪।।

অন্বয়ঃ— ম্রিয়মাণ (মরণোন্মুখঃ) আতুরঃ পুমান্ পতন্ (শয্যায়াং পতিতঃ) বিবশঃ (শিথিলেন্দ্রিয়ঃ) স্খলন্ বা (স্খলিতবাগপি) যন্নামধেয়ং (যস্য নাম) গৃণন্ (উচ্চারয়ন্) বিমুক্তকর্ম্মার্গলঃ (বিমুক্তাঃ কর্ম্মরূপা অর্গলাঃ প্রতিবন্ধা যস্য স তথা সন্) উত্তমাং গতিং (মুক্তিরূপাং) প্রাপ্নোতি কলৌ জনাঃ তং (শ্রীহরিং) ন যক্ষ্যন্তি (নারাধয়িষ্যন্তি)।। ৪৪।।

অনুবাদ—ম্রিয়মাণ আতুর পুরুষ শয্যাশায়ী শিথিলেন্দ্রিয় হইয়াও স্খলিতকণ্ঠস্বরে যাঁহার নাম উচ্চারণ করিলে কর্ম্মরূপ অর্গলবন্ধন-মুক্ত হইয়া পরমগতি লাভ করিয়া থাকে, কলিযুগে মানবগণ সেই শ্রীহরির আরাধনা করিবে না।। ৪৪।।

বিশ্বনাথ— কিঞ্চ কলেঃ সন্ধ্যানন্তরং তু মহান্তমনর্থমাহ, কলাবিতি দ্বাভ্যাম্।। ৪৪।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— আরও কলির সন্ধ্যার পর কিন্তু মহা অনর্থ বলিতেছেন—দুইটি শ্লোকদ্বারা।। ৪৪।।

পুংসাং কলিকৃতান্ দোষান্ দ্রব্যদেশাত্মসম্ভবান্।
সর্ব্বান্ হরতি চিত্তস্থো ভগবান্ পুরুষোত্তমঃ।। ৪৫।।

অন্বয়ঃ— পুরুষোত্তমঃ ভগবান্ (শ্রীকৃষ্ণঃ) চিত্তস্থঃ (হৃদি চিন্তিতঃ সন্) পুংসাং (কলিযুগজনান্) দ্রব্যদেশাত্মসম্ভবান্ (ষড়্ভিঃ দ্রব্যদেশাত্মভিঃ সম্ভবো যেষাং তান্) সর্ব্বান্ কলিকৃতান্ (কলিজনিতান্) দোষান্ হরতি।। ৪৫।।

অনুবাদ— পুরুষোত্তম ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ চিন্তাদ্বারা মানবগণের হৃদয়স্থ হইলে তাহাদের ধর্ম্মকৃত্যসমূহে দ্রব্য-দেশাদিবৈগুণ্যহেতু কলিকৃত যে সমস্ত দোষ ঘটিয়া থাকে, তৎসমুদয় হরণ করিয়া থাকেন।। ৪৫।।

শ্রুতঃ সঙ্কীর্ত্তিতো ধ্যাতঃ পূজিতশ্চাদৃতোঽপি বা।
নৃণাং ধুনোতি ভগবান্ হৃৎস্থো জন্মাযুতাশুভম্।। ৪৬

অন্বয়ঃ— হৃৎস্থঃ (হৃদয়ে স্থিতঃ) ভগবান্ (শ্রীকৃষ্ণঃ) শ্রুতঃ সঙ্কীর্ত্তিতঃ ধ্যাতঃ (চিন্তিতঃ) পূজিতঃ (আদৃতঃ (মানিতঃ) অপি বা নৃণাং জন্মাযুতশুভাশুভং (অযুতজন্ম-বর্ত্তি-শুভাশুভং পুণ্যপাপরূপং) ধুনোতি (নাশয়তি)।।৪৬

অনুবাদ—অন্তর্য্যামী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ শ্রবণ, সঙ্কীর্ত্তন, ধ্যান, পূজা এবং সম্মান হেতু মানবগণের অযুতজন্মবর্ত্তী পাপ-পুণ্যের বিনাশ করিয়া থাকেন।।৪৬

বিশ্বনাথ— যদুক্তং কেনোপায়েন কলিদোষান্ নাশ-য়িষ্যন্তি তত্রোত্তরমাহ,—পুংসামিতি। দ্রব্যদেশমনঃসু শুদ্ধ্যভাবেন সম্ভবো যেষাং তান্। চিত্তস্থঃ স্মৃতঃ সন্ ন কেবলমেতানেব দোষান্ হরতি অপি তু প্রাচীনার্ব্বাচীনং সর্ব্বমপি পাপমিত্যাহ,—শ্রুতঃ ইতি।। ৪৫-৪৬।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— পূর্ব্বে যাহা বলা হইয়াছে কোন্ উপায় দ্বারা কলির দোষ সমূহ নাশ করিবে? তাহার উত্তরে বলিতেছেন—দ্রব্য, দেশ ও মন সমূহে শুদ্ধভাবে যাহাদের জন্ম তাহাদের দোষসমূহকে ভগবান্ পুরুষোত্তম তাহাদের শরণপথে আসিয়া কলির দোষসমূহ হরণ করেন, কেবল ইহাই নহে কিন্তু প্রাচীন আধুনিক সর্ব্ববিধ পাপকেও হরণ করেন।। ৪৫-৪৬।।

যথা হেম্নি স্থিতো বহ্নির্দুর্বর্ণং হন্তি ধাতুজম্।
এবমাত্মগতো বিষ্ণুর্যোগিনামশুভাশয়ম্।। ৪৭।।

অন্বয়ঃ— হেম্নি (সুবর্ণে) স্থিতঃ বহ্নিঃ যথা ধাতুজং (তাম্রাদিসংশ্লেষজনিতং) দুর্বর্ণং (হেম্নো মালিন্যং) হন্তি (দূরীকরোতি ন তু তোয়াদি) এবং (তথা) আত্মগতঃ (হৃদয়স্থঃ) বিষ্ণুঃ (অপি) যোগিনাম্ অশুভাশয়ং (পাপ-পুণ্যবাসনা-সমূহং হন্তি ন তু যোগাদিমিত্যর্থঃ)।। ৪৭।।

অনুবাদ—সুবর্ণসংযুক্ত অগ্নি যেরূপ তদ্গত তাম্রাদি সংসর্গজনিত মালিন্য হরণ করে, জলপ্রভৃতি পদার্থান্তর উক্ত কার্য্যে সমর্থ হয় না সেইরূপ ভগবান্ শ্রীহরি হৃদয়স্থ হইলেই যোগিগণের পাপপুণ্যবাসনারাশি বিনষ্ট করিয়া থাকেন, যোগাদি উপায়ান্তর দ্বারা তৎকার্য্য সাধিত হয় না।।

বিশ্বনাথ— কিঞ্চান্তঃকরণশুদ্ধৌ ভগবৎস্মরণাদিরে-বোপায়ো নান্য ইতি সদৃষ্টান্তমাহ,—যথেতি। ধাতুজং তাম্রাদিসংশ্লেষজাতং হেম্নো দুর্বর্ণং মালিন্যং তত্র স্থিতো বহ্নিরেব হরতি নতু তোয়াদি, এব যোগিনামপি বিষ্ণুরেব, নতু যমনিয়মাদিকম্।। ৪৭।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— আরও অন্তঃকরণ শুদ্ধির জন্য ভগবৎস্মরণ আদিই উপায়, অন্য উপায় নাই। ইহা দৃষ্টান্তের সহিত বলিতেছেন—যেমন তাম্রাদি মিশ্রণ জনিত স্বর্ণের মালিন্যকে তাহার সহিত সংযুক্ত অগ্নিই হরণ করে। কিন্তু জলাদি হরণ করে না। সেইরূপ যোগিগণেরও হৃদয়ের মালিন্য বিষ্ণুই হরণ করেন, কিন্তু যম-নিয়মাদি অষ্টাঙ্গ-যোগ হরণ করে না।। ৪৭।।

বিদ্যাতপঃপ্রাণনিরোধমৈত্রী-
তীর্থাভিষেকব্রতদানজপ্যৈঃ।
নাত্যন্তশুদ্ধিং লভতেঽন্তরাত্মা
যথা হৃদিস্থে ভগবত্যনন্তে।। ৪৮।।

অন্বয়ঃ—ভগবতি অনন্তে (শ্রীকৃষ্ণে) হৃদিস্থে (সতি) অন্তরাত্মা যথা (যদ্বদত্যন্তং শুদ্ধিং লভতে) বিদ্যাতপঃ প্রাণনিরোধমৈত্রী-তীর্থাভিষেকব্রতদানজপ্যৈঃ (বিদ্যা দেবোপাসনা তপঃ কৃচ্ছ্রাদি প্রাণনিরোধঃ প্রাণায়ামো মৈত্রী সর্ব্বভূতহিতৈষিতা তীর্থাভিষেকো ব্রতং দানং জপ্যং জপশ্চ তৈস্তথা) অত্যন্তশুদ্ধিং (অতিনির্ম্মলতাং) ন লভতে।।

অনুবাদ— ভগবান্ শ্রীহরি হৃদয়স্থ হইলে অন্তরাত্মা যেরূপ বিশুদ্ধি লাভ করে, দেবতারাধন, তপস্যা, প্রাণায়াম, প্রাণিহিতাকাঙ্ক্ষা, তীর্থস্নান, ব্রত, দান এবং জপ দ্বারা তাদৃশ বিশুদ্ধিলাভ হয় না।। ৪৮।।

বিশ্বনাথ— এতদ্বিবৃণোতি,—বিদ্যেতি।। ৪৮।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— ইহাই ব্যাখ্যা করিতেছেন—বিদ্যা ইত্যাদি।। ৪৮।।

তস্মাৎ সর্ব্বাত্মনা রাজন্ হৃদিস্থং কুরু কেশবম্।
ম্রিয়মাণো হ্যবহিতস্ততো যাসি পরাং গতিম্।। ৪৯।।

অন্বয়ঃ— (হে) রাজন্! তস্মাৎ (ততো হেতোঃ) সর্ব্বাত্মনা (সর্ব্বতোভাবেন) কেশবং হৃদিস্থং কুরু (অনুক্ষণং তমেব স্মরেত্যর্থঃ) ততঃ হি (তস্মাদনুধ্যানাৎ) ম্রিয়মাণঃ (মরণকালেঽপীত্যর্থঃ) অবহিতঃ (তদ্ধ্যানে এব সাবধানঃ সন্) পরাং গতিম্ (উত্তমাং গতিং বৈকুণ্ঠাদি-লক্ষণাং) যাসি (প্রাপ্স্যসি, যং যং বাপি স্মরন্ ভাবমিত্যাদি-বচনাদিত্যর্থঃ)।। ৪৯।।

অনুবাদ—হে রাজন্! অতএব সর্ব্বতোভাবে অনুক্ষণ শ্রীহরিকে হৃদয়স্থ করিবে, তাহা হইলে মৃত্যুকালেও তাঁহার ধ্যানবিষয়েই সাবধান থাকিয়া পরমগতিলাভে সমর্থ হইবে।। ৪৯।।

ম্রিয়মাণৈরভিধ্যেয়ো ভগবান্ পরমেশ্বরঃ।
আত্মভাবং নয়ত্যঙ্গ সর্ব্বাত্মা সর্ব্বসংশ্রয়ঃ।। ৫০।।

অন্বয়ঃ— অঙ্গ! (হে রাজন্!) ম্রিয়মাণৈ (জনৈঃ) পরমেশ্বরঃ ভগবান্ (শ্রীকৃষ্ণঃ) অভিধ্যেয়ঃ (চিন্তনীয়ো ভবতি যতস্তদভিধ্যানাৎ) সর্ব্বসংশ্রয়ঃ (নিখিলাশ্রয়ঃ) সর্ব্বাত্মা (সর্ব্বান্তর্য্যামী ভগবান্ তান্ জনান্) আত্মভাবং নয়তি (স্বরূপং প্রাপয়তি)।। ৫০।।

অনুবাদ— হে রাজন্! ম্রিয়মাণ মানবগণের পক্ষে পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের চিন্তাই কর্ত্তব্য, যেহেতু তাদৃশ ধ্যানহেতু নিখিলাশ্রয় সর্ব্বান্তর্য্যামী ভগবান্ তাহাদিগকে স্বরূপ প্রদান করিয়া থাকেন।। ৫০।।

বিশ্বনাথ— যতো ম্রিয়মাণোঽহ্যজামিলাদিসদৃশোঽপি জনঃ অবহিতঃ ন বিদ্যতে বহিতং অবহিতং অবধানং যস্য তথাভূতোঽপি ততঃ কেশবাৎ যথাকথঞ্চিদপি স্মৃতাৎ। অভিধ্যেয়ঃ ধ্যাতুং শক্যশ্চেত্তদা আত্মভাবং আত্মনি প্রেমাণং নয়তি তান্ প্রাপয়তি। ননু তৎসময়ে ভগবদ্ধ্যানং তেষাং কথং জ্ঞেয়ং স্যাত্তত্রাহ,—সর্ব্বাত্মা লোকা ন জানন্তু নাম স তু জানাত্যেবেত্যের্থঃ। ননু কথং সকৃদ্ধ্যানমাত্রাদেব প্রেমাণং দদাতি? তত্রাহ,—সর্ব্বেষাং সাধ্যানাং সাধনানাঞ্চ সম্ভবো যস্মাৎ সঃ। মহোদারস্য তস্য কিমেতচ্চিত্রমিতি ভাবঃ।। ৪৯-৫০।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— যেহেতু ম্রিয়মাণ অজামিলাদি সদৃশ ব্যক্তিও যখন অবধান ছিল না। সেইরূপ অবস্থাতেও পুত্রনাম ছলে ভগবানের যথা কথঞ্চিৎ শরণ হেতু। ধ্যান করিতে সমর্থ যদি হয়, তখন আত্মাতে প্রেম গ্রহণ করিয়া তাহাদিগকে প্রাপ্ত করান। প্রশ্ন— সেইকালে ভগবদ্ধ্যান তাহাদের কিরূপে জানা যায়, লোকসকল না জানিতে পারিলেও সর্ব্বাত্মা ভগবান ও তাঁহার নাম জানিতে পারেনই। প্রশ্ন—কিরূপে একবার ধ্যান দ্বারাই প্রেমদান করেন? তাহার উত্তরে বলিতেছেন—সকল সাধ্য ও সাধনসমূহের উদ্ভব যাহা হইতে সেই মহা উদার সর্ব্ব সম্ভব ভগবানের ইহাতে আশ্চর্য্য কি, ইহাই ভাবার্থ।।

কলের্দোষনিধে রাজন্নস্তি হ্যেকো মহান্ গুণঃ।
কীর্ত্তনাদেব কৃষ্ণস্য মুক্তসঙ্গঃ পরং ব্রজেৎ।। ৫১।।

অন্বয়ঃ— (হে) রাজন্! দোষনিধেঃ (সর্ব্বদোষা-করস্য) কলেঃ একঃ হি (এব) মহান্ গুণঃ অস্তি (যৎ) কৃষ্ণস্য কীর্ত্তনাৎ এব (কলিযুগে জনঃ) মুক্তসঙ্গঃ (সন্) পরং ব্রজেৎ (ভগবন্তং প্রাপ্নুয়াৎ)।। ৫১।।

অনুবাদ— হে রাজন্! সর্ব্বদোষাশ্রয় কলিযুগের ইহাই একমাত্র মহাগুণ যে, মানবগণ এই যুগে কৃষ্ণনাম-কীর্ত্তন-হেতুই মুক্তসঙ্গ হইয়া পরমপুরুষকে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।। ৫১।।

বিশ্বনাথ—ইদানীং কলেঃ সর্ব্বেভ্যোঽপি যুগেভ্যঃ শ্রৈষ্ঠ্যমাহ, কলেরিতি দ্বাভ্যাম্। দোষাণাং নিধেরপি কলেরেকোগুণো রাজন্নস্তি বিরাজমানো বাস্তি। যথা এক এব রাজা অসংখ্যানপি দস্যূন্ হন্তি, তথৈবৈক এব গুণঃ সর্ব্বানপ্যুক্তলক্ষণদোষান্ হন্তীতি ভাবঃ। স এব কস্তত্রাহ— কীর্ত্তনাদেবেতি। নাত্র ধ্যানাদেরপ্যপেক্ষেত্যর্থঃ। যদ্বা কীর্ত্তনাদেব কিমুত কীর্ত্তনসহিতধ্যানাদিভ্যঃ। পরং সর্ব্বোৎ-কৃষ্টং পুরুষার্থং প্রেমাণম্।। ৫১।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— এক্ষণে সকল যুগ হইতে কলিযুগের শ্রেষ্ঠতা বলিতেছেন—দুইটি শ্লোকদ্বারা। দোষ সমূহের সমুদ্র হইলেও কলিযুগের একটি গুণ বিরাজমানই আছে, যেমন একই রাজা অসংখ্য দস্যুগণকে হত্যা করে, সেইরূপই কলির একটিই গুণ সকল দোষকে হত্যা করে। সেই গুণটি কি? তাহার উত্তরে বলিতেছেন— শ্রীকৃষ্ণের কেবল কীর্ত্তন দ্বারাই। এস্থলে ধ্যানাদিরও অপেক্ষা নাই। অথবা কীর্ত্তন দ্বারাই, কীর্ত্তনের সহিত ধ্যানাদির কথা আর কি বলিব। 'পরং' সর্ব্ব উৎকৃষ্ট পুরুষার্থ প্রেম প্রাপ্ত হয়।। ৫১।।

কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ।
দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্ত্তনাৎ।। ৫২।।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দ্বাদশস্কন্ধে যুগানুবর্ণনং নাম তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।। ৩।।

অন্বয়ঃ—কৃতে (সত্যযুগে) বিষ্ণুং ধ্যায়তঃ (বিষ্ণুর্ধ্যানপরায়ণস্য জনস্য) যৎ (ফলং ভবতি) ত্রেতায়াং মখৈঃ (যজ্ঞৈঃ) যজতঃ (বিষ্ণুমারাধয়তো যৎ ফলং ভবতি) দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং (শ্রীবিষ্ণোরর্চ্চনে যৎ ফলং ভবতি) কলৌ তদ্ধরিকীর্ত্তনাৎ (শ্রীহরের্নামগ্রহণাদেব) তৎ (সর্ব্বং ফলং ভবতি)।। ৫২।।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দ্বাদশস্কন্ধে তৃতীয়োঽধ্যায়স্যান্বয়ঃ।।

অনুবাদ— সত্যযুগে বিষ্ণুর ধ্যান, ত্রেতাযুগে তদীয় যজ্ঞ এবং দ্বাপরে তদীয় অর্চ্চন নিবন্ধন যে ফল লাভ হয়, কলিযুগে একমাত্র শ্রীহরির নামকীর্ত্তন হইতেই তৎসমস্ত ফল লাভ হইয়া থাকে।। ৫২।।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দ্বাদশস্কন্ধের তৃতীয় অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

বিশ্বনাথ— সর্ব্বযুগগতানি ভগবৎপ্রাপ্তিসাধনানি কলিরেক এব দদাতি। তত্রাপি স্বসত্ত্বাদেকস্মাৎ সর্ব্বসুগমাৎ কীর্ত্তনাদেব দদাতীত্যাহ, কৃতে ইতি। তৎ সর্ব্বং হরিকীর্ত্তনাদেব ভবতি।। ৫২।।

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।
দ্বাদশে তৃতীয়োঽধ্যায়েঃ সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্।।

ইতি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি ঠক্কুরকৃতা শ্রীভাগবতে দ্বাদশ-স্কন্ধে তৃতীয়োঽধ্যায়স্য সারার্থদর্শিনী টীকা সমাপ্তা।

টীকার বঙ্গানুবাদ— সর্ব্বযুগগত ভগবৎ-প্রাপ্তির সাধনসমূহ এই বিশেষ কলিযুগ একাই দান করে। তাঁহার মধ্যেও নিজমধ্যে জাত সকল হইতে সহজ কীর্ত্তন হইতেই দান করেন, ইহাই বলিতেছে। সত্যযুগে বিষ্ণুর ধ্যান ত্রেতাযুগে যজ্ঞসমূহের দ্বারা দ্বাপর যুগে শ্রীবিষ্ণুর পরিচর্য্যাতে যে ফল, কলিযুগে সেই সকলই শ্রীহরিকীর্ত্তন হইতেই হয়।। ৫২।।

ইতি ভক্তগণের চিত্তের আনন্দদায়িনী সারার্থদর্শিনীতে দ্বাদশস্কন্ধে তৃতীয় অধ্যায় সাধুগণের সঙ্গে সমাপ্ত হইলেন।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দ্বাদশ-স্কন্ধে তৃতীয় অধ্যায়ের শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর কৃতা সারার্থ দর্শিনী টীকার অনুবাদ সমাপ্ত হইলেন।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বাদশস্কন্ধের তৃতীয় অধ্যায়ের গৌড়ীয়-ভাষ্য সমাপ্ত।

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ

শ্রীশুক উবাচ—

কালস্তে পরমাণ্বাদির্দ্বিপরার্দ্ধাবধির্নৃপ।
কথিতো যুগমানঞ্চ শৃণু কল্পলয়াবপি।। ১।।

গৌড়ীয় ভাষ্য

চতুর্থ অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে নিত্য-নৈমিত্তিক-প্রাকৃত-আত্যন্তিক এই চতুর্ব্বিধ লয়ের বিষয় এবং একমাত্র হরিকীর্ত্তনের দ্বারাই সংসারনিবৃত্তির উপায় কথিত হইয়াছে।

সহস্র চতুর্যুগে ব্রহ্মার একদিন। উহাই এক কল্প এবং ইহার অভ্যন্তরেই চতুর্দ্দশ মন্বন্তরের অন্তর্ভাব। দিনের ন্যায় ব্রহ্মার রাত্রিরও উহাই পরিমাণ। রাত্রিকালে ব্রহ্মার নিদ্রিতাবস্থায় লোকত্রয়ের প্রলয় হয়। ইহাই নৈমিত্তিক প্রলয়। ব্রহ্মার শতবর্ষ আয়ুষ্কাল পূর্ণ হইলে তখন প্রাকৃতিক প্রলয় হয়। তখন মহদাদি সাতটি তত্ত্ব এবং উহাদের কার্য্য ব্রহ্মাণ্ডের ধ্বংস হইয়া থাকে। যখন ব্রহ্মজ্ঞান অর্থাৎ বাস্তববস্তুর জ্ঞান-লাভে,—অবাস্তব অথচ পৃথগ্ বস্তুরূপে প্রতীয়মান সমগ্র প্রপঞ্চের পৃথক্‌প্রতীতির লয় হয় তখন আত্যন্তিক প্রলয়। কালবেগপ্রভাবে প্রতি-ক্ষণ জীবগণের দেহাদির পরিবর্ত্তন অলক্ষিতরূপে সংঘটিত হইতেছে। এই সকল পরিবর্ত্তনশীল অবস্থাই জীবের নিত্য জন্মপ্রলয়ের হেতু এবং সূক্ষ্মদর্শিগণ বলেন,—ব্রহ্মাদি সর্ব্বভূতই নিত্য সৃষ্টিপ্রলয়ের অধীন। জন্মমৃত্যু বা সৃষ্টিপ্রলয়ের অধীনতাই সংসার। ভগবান্ পুরুষোত্তমের লীলা-কথাসার-সেবাই এই দুস্তর সংসারসিন্ধু-উত্তরণের একমাত্র তরণী।

অন্বয়ঃ— শ্রীশুকঃ উবাচ,—(হে) নৃপ! (ময়া) তে (তুভ্যং) পরমাণ্বাদিঃ (পরমাণুত আরভ্য) দ্বিপরার্দ্ধাবধিঃ (দ্বিপরার্দ্ধং যাবৎ) কালঃ যুগমানং (সত্যাদীনাং চতুর্নাং যুগানাং পরিমাণং) চ কথিতঃ (ইদানীং) কল্পলয়ৌ অপি (কল্পঞ্চ লয়ঞ্চ) শৃণু।। ১।।

অনুবাদ— শ্রীশুকদেব বলিলেন,— হে রাজন্! আমি তোমার নিকট পরমাণু হইতে দ্বিপরার্দ্ধ পর্য্যন্ত কাল এবং সত্যাদিযুগের পরিমাণ বর্ণন করিয়াছি। সম্প্রতি কল্প ও লয় শ্রবণ কর।। ১।।

**চতুর্যুগসহস্রন্তু ব্রহ্মণো দিনমুচ্যতে।
স কল্পো যত্র মনবশ্চতুর্দ্দশ বিশাম্পতে।। ২।।**

অন্বয়ঃ—(হে) বিশাম্পতে! (হে মহারাজ!) চতুর্যুগ-সহস্রং (মানব-পরিমাণেন চতুঃসহস্রযুগপরিমিতঃ কালঃ) ব্রহ্মণঃ দিনং (দিবাকালঃ) উচ্যতে সঃ (স চ কালঃ) কল্পঃ (ইত্যুচ্যতে) যত্র (যস্মিন্ কালে) চতুর্দ্দশ মনবঃ (ক্রমেণ ভবন্তি)।। ২।।

অনুবাদ— হে মহারাজ! মানবগণের পরিমাণে চতুঃসহস্রযুগ-পরিমিতিকাল ব্রহ্মার দিবাভাগরূপে কথিত এবং উহাকেই কল্প বলা হইয়া থাকে, তন্মধ্যে ক্রমশঃ চতুর্দ্দশমনুর উদ্ভব কথিত হইয়াছে।। ২।।

বিশ্বনাথ—

নৈমিত্তিকাদ্যান্ প্রলয়াংশ্চতুর্থে চতুরঃ ক্রমাৎ।
উক্তোপসংজহার শ্রীশুকঃ কৃষ্ণকথামৃতম্।।

যচ্চ পৃষ্টং প্রলয়াকল্পয়োর্মানং ব্রূহীতি তত্র তৃতীয়-স্কন্ধোক্তকালানুবাদপূর্ব্বকমাহ, কাল ইতি।। ১-২।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— এই চতুর্থ অধ্যায়ে নৈমিত্তিকাদি চতুর্ব্বিধ প্রলয় ক্রমে বলিয়া শ্রীশুকদেব শ্রীকৃষ্ণ কথামৃত উপসংহার করিতেছেন।

তৃতীয়স্কন্ধে পূর্ব্বে যাহা প্রলয় ও কল্পের মান বলুন এই প্রশ্ন হইয়াছিল সে বিষয়ে কাল উল্লেখপূর্ব্বক বলিতেছেন।। ১-২।।

**তদন্তে প্রলয়স্তাবান্ ব্রাহ্মী রাত্রিরুদাহৃতা।
ত্রয়ো লোকা ইমে তত্র কল্পন্তে প্রলয়ায় হি।। ৩।।**

অন্বয়ঃ— তদন্তে (পূর্ব্বোক্তস্য কল্পরূপস্য ব্রহ্মাদিনস্যাবসানে) তাবান্ (দিন প্রমাণঃ কালঃ) ব্রাহ্মী রাত্রিঃ (ব্রহ্মণ একা রাত্রিঃ) উদাহৃতা (উক্তা স চ) প্রলয়ঃ (প্রলয়কালো ভবতি) তত্র (কালে) ইমে ত্রয়ঃ লোকাঃ (স্বর্গাদিলোকত্রয়ং) প্রলয়ায় (প্রলীনা ভবিতুং) কল্পন্তে হি (প্রভবন্তি)।।

অনুবাদ— পূর্ব্বোক্ত কল্পরূপ ব্রাহ্মদিবাকালের অবসানে তাবৎপরিমিতকাল ব্রহ্মার রাত্রিরূপে উক্ত হইয়াছে, উহাই প্রলয়কাল, তৎকালে স্বর্গাদি লোকত্রয় প্রলয়যোগ্য হইয়া থাকে।। ৩।।

বিশ্বনাথ— তাবান্ চতুর্যগসহস্রপ্রমাণঃ।। ৩।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— পূর্ব্বোক্ত ব্রহ্মার দিবা কালের অবসানে সেই পরিমাণ সহস্র চতুর্যুগ কাল ব্রহ্মার রাত্রি।।

এষ নৈমিত্তিকঃ প্রোক্তঃ প্রলয়ো যত্র বিশ্বসৃক্।
শেতেঽনন্তাসনো বিশ্বমাত্মসাৎকৃত্য চাত্মভূঃ।। ৪।।

অন্বয়ঃ— যত্র (যস্মিন্ কালে) অনন্তাসনঃ (অনন্তাসনস্থিতঃ) বিশ্বসৃক্ (নারায়ণঃ) বিশ্বম্ আত্মসাৎকৃত্য (স্বস্মিন্নুপসংহৃত্য) শেতে (অনন্তশয্যায়াং শয়ান আস্তে) আত্মভূঃ স (ব্রহ্মাপি তস্মিন্ প্রবিশ্য শেতে) এষঃ (পূর্ব্বোক্তঃ কালঃ) নৈমিত্তিকঃ প্রলয়ঃ প্রোক্তঃ (ব্রহ্মণো নিদ্রাং নিমিত্তীকৃত্য প্রবর্ত্তমাণো লোকত্রয়-প্রলয়ো নৈমিত্তিক ইত্যর্থঃ)।। ৪।।

অনুবাদ— তৎকালে অনন্তাসনস্থিত বিশ্বস্রষ্টা নারায়ণ বিশ্বকে আত্মমধ্যে সংহারপূর্ব্বক অনন্তশয্যায় শয়ন করেন। তখন ব্রহ্মাও তাঁহার মধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক নিদ্রিত হইয়া থাকেন। ইহাই নৈমিত্তিক প্রলয়রূপে কথিত হইয়াছে।। ৪।।

বিশ্বনাথ— প্রলয়াশ্চত্বারস্তত্রৈষ প্রলয়ো নৈমিত্তিকঃ প্রথমঃ। বিশ্বসৃক্ নারায়ণঃ আত্মসাৎকৃত্য স্বস্মিন্নুপসংহৃত্য শেতে। আত্মভূর্ব্রহ্মা চ তস্মিন্ প্রবিশ্য শেতে। অতএব ব্রহ্মণো নিদ্রাং নিমিত্তীকৃত্য প্রবর্ত্তমানো লোকত্রয়প্রলয়ো নৈমিত্তিকঃ। এষ এব দৈনন্দিনশব্দবাচ্যশ্চ।। ৪।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— চারিপ্রকার প্রলয়, তাহার মধ্যে প্রথম নৈমিত্তিক প্রলয়। বিশ্বস্রষ্টা নারায়ণ আত্মসাৎ করিয়া নিজমধ্যে ব্রহ্মাণ্ড সমূহকে উপসংহার করিয়া শয়ন করেন। আত্মভূ ব্রহ্মাও তাহাতে প্রবেশ করিয়া শয়ন করেন। অতএব ব্রহ্মার নিদ্রাকে নিমিত্ত করিয়া ভূলোক আদি তিনটি লোকের প্রলয় হয় বলিয়া ইহাকে নৈমিত্তিক প্রলয় বলা হয়, ইহাই দৈনন্দিন প্রলয় নামে কথিত হয়।। ৪।।

দ্বিপরার্দ্ধে ত্বতিক্রান্তে ব্রহ্মণঃ পরমেষ্ঠিনঃ।
তদা প্রকৃতয়ঃ সপ্ত কল্পন্তে প্রলয়ায় বৈ।। ৫।।

অন্বয়ঃ—পরমেষ্ঠিনঃ ব্রহ্মণঃ দ্বিপরার্দ্ধে অতিক্রান্তে তু (তাবৎপ্রমাণে ব্রহ্মণ আয়ুষি গতে সতি) তদা সপ্ত প্রকৃতয়ঃ (মহদহঙ্কারপঞ্চতন্মাত্রাণি) প্রলয়ায় কল্পন্তে বৈ (প্রলীনা ভবিতুং যোগ্যা ভবন্তি)।। ৫।।

অনুবাদ— পরমেষ্ঠি-ব্রহ্মার দ্বিপরার্দ্ধ-পরিমিত আয়ুষ্কাল অতীত হইলে মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার এবং পঞ্চতন্মাত্র এই সপ্ত প্রকৃতি প্রলয়যোগ্য হইয়া থাকে।। ৫।।

বিশ্বনাথ— প্রাকৃতিকং প্রলয়মাহ,—দ্বিপরার্দ্ধে ত্বিতি দ্বাভ্যাম্। আদ্যঃ পরার্দ্ধোপক্রান্ত এব দ্বিতীয়েঽপি পরার্দ্ধে অতিক্রান্তে সতি ব্রহ্মণ আয়ুঃসমাপ্তৌ সত্যাং সপ্তপ্রকৃতয়ো মহদহঙ্কারতন্মাত্রপঞ্চকানি।। ৫।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— প্রাকৃতিক প্রলয় বলিতেছেন —দ্বিপরার্দ্ধে ইত্যাদি দুইটি শ্লোকদ্বারা। প্রথম পরার্দ্ধ চলিতেছে, দ্বিতীয় পরার্দ্ধ অতিক্রম হইলে পর ব্রহ্মার আয়ু শেষ হইলে, সপ্ত প্রকৃতি অর্থাৎ প্রকৃতিজাত মহৎ অহঙ্কার ও পঞ্চ তন্মাত্র ইহাদের লয় হয়।। ৫।।

এষ প্রাকৃতিকো রাজন্ প্রলয়ো যত্র লীয়তে।
অণ্ডকোষস্তু সঙ্ঘাতো বিঘাত উপসাদিতে।। ৬।।

অন্বয়ঃ— (হে) রাজন্! এষঃ (পূর্ব্বোক্তঃ কালঃ) প্রাকৃতিকঃ প্রলয়ঃ (প্রকৃতীনাং তৎকার্য্যং ব্রহ্মাণ্ডস্য চ

প্রলয়াৎ প্রাকৃতিক ইত্যর্থঃ) যত্র (যস্মিন্) বিঘাতে (বিঘাতকারণে) উপসাদিতে (কালেন প্রাপিতে সতি) অণ্ডকোষঃ সঙ্ঘাতঃ (মহদাদিকার্য্যভূতা ব্রহ্মাণ্ডসমষ্টিঃ) লীয়তে তু (লীনো ভবতি)।। ৬।।

অনুবাদ— হে রাজন্! এই কাল প্রাকৃতিক প্রলয় নামে অভিহিত। এই সময়ে কালকর্ত্তৃক বিঘাতক কারণ উপস্থাপিত হইলে ব্রহ্মাণ্ড সমষ্টি লয়প্রাপ্ত হইয়া থাকে।।

বিশ্বনাথ—প্রকৃতেঃ সকাশাদুদ্ভূতবস্তুনাং প্রাকৃতাবেব প্রবেশাৎ প্রাকৃতিকঃ। সঙ্ঘাতঃ মহদাদিতত্ত্বসমূহ এবাণ্ডকোষঃ। বিঘাতে বিঘাতকালে উপসন্নে সতি।। ৬।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— প্রকৃতি হইতে জাতবস্তু সমূহের প্রকৃতিতেই প্রবেশ হেতু ইহার নাম প্রাকৃতিক। সঙ্ঘাত— মহদাদি তত্ত্ব সমূহই ব্রহ্মাণ্ড কোষ। বিঘাত—প্রলয়কাল উপস্থিত হইলে।। ৬।।

পর্জ্জন্যঃ শতবর্ষাণি ভূমৌ রাজন্ ন বর্ষতি।
তদা নিরন্নে হ্যন্যোন্যং ভক্ষ্যমাণাঃ ক্ষুধার্দ্দিতাঃ।
ক্ষয়ং যাস্যন্তি শনকৈঃ কালেনোপদ্রুতাঃ প্রজাঃ।। ৭।।

অন্বয়ঃ— (তদেবাহ হে) রাজন্! তদা পর্জ্জন্যঃ (মেঘঃ) শতবর্ষাণি (তাবৎ কালং ব্যাপ্য) ভূমৌ ন বর্ষতি (ন বারিবর্ষণং করোতি ততঃ) নিরন্নে (অন্নহীনে তৎকালে) ক্ষুধার্দ্দিতাঃ (ক্ষুৎপীড়িতাঃ) প্রজাঃ অন্যোন্যং (পরস্পরং) ভক্ষ্যমাণাঃ (ভক্ষয়ন্তঃ) কালেন উপদ্রুতাঃ (উৎপীড়িতাঃ) শনকৈঃ (ক্রমশঃ) ক্ষয়ং (বিনাশং) যাস্যন্তি।।

অনুবাদ— হে রাজন্! তৎকালে মেঘ শতবর্ষকাল পৃথিবীতে বারিবর্ষণ করিবে না, তজ্জন্য অন্নহীন ক্ষুধার্ত্ত প্রজাগণ পরস্পরকে ভক্ষণ করিয়া কালের উৎপীড়নে ক্রমশঃ ক্ষয় প্রাপ্ত হইবে।। ৭।।

বিশ্বনাথ—তত্র প্রকারমাহ,—পর্জ্জন্য ইতি।। ৭।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— তাহার প্রকার বলিতেছেন— পর্জ্জন্য।। ৭।।

সামুদ্রং দৈহিকং ভৌমং রসং সাংবর্ত্তকো রবিঃ।
রশ্মিভিঃ পিবতে ঘোরৈঃ সর্ব্বং নৈব বিমুঞ্চতি।। ৮।।

অন্বয়ঃ— (তদানীং) সাংবর্ত্তকঃ (তদাখ্যঃ প্রলয়কালীনঃ) রবিঃ (সূর্য্যঃ) ঘোরৈঃ (প্রচণ্ডৈঃ) রশ্মিভিঃ সামুদ্রং (সমুদ্রস্থং) দৈহিকং (দেহস্থং) ভৌমং (ভূমিস্থঞ্চ) সর্ব্বং রসং পিবতে (আকর্ষতি ততঃ) ন এব বিমুঞ্চতি (কিঞ্চিদপি ন ভূমৌ বৃষ্ট্যাদি রূপেণ মুঞ্চতি)।। ৮।।

অনুবাদ— তৎকালে সাংবর্ত্তক নামক সূর্য্য প্রচণ্ড রশ্মিসমূহদ্বারা সমুদ্রস্থ, দেহস্থ এবং ভূমিস্থিত যাবতীয় রসের আকর্ষণ করিবেন, পরন্তু কিঞ্চিন্মাত্রও বর্ষণ করিবেন না।। ৮।।

বিশ্বনাথ— পিবতে আকর্ষতি।। ৮।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— 'পিবতে' আকর্ষণ করে।। ৮।।

ততঃ সাংবর্ত্তকো বহ্নিঃ সঙ্কর্ষণমুখোত্থিতঃ।
দহত্যনিলবেগোত্থঃ শূন্যান্ ভূবিবরানথ।। ৯।।

অন্বয়ঃ— ততঃ সঙ্কর্ষণমুখোত্থিতঃ (সঙ্কর্ষণস্য মুখাদুদ্গতঃ) সাংবর্ত্তকঃ (তদাখ্যঃ) বহ্নিঃ অনিলবেগোত্থঃ (বায়ুবেগোদ্ভূতঃ সন্) অথ (পশ্চাৎ) শূন্যান্ (রবিণা দৈহিকরসাকর্ষণা প্রাণিরহিতান্) ভূবিবরান্ (পাতালাদীন্) দহতি।। ৯।।

অনুবাদ— অনন্তর সঙ্কর্ষণমুখোদ্গত সাংবর্ত্তক নামক বহ্নি বায়ুবেগে উত্থিত হইয়া প্রাণিশূন্য পাতালাদি ভূ-বিবরসমূহে দগ্ধ করিবে।। ৯।।

উপর্য্যধঃ সমন্তাচ্চ শিখাভির্বহ্নিসূর্য্যয়োঃ।
দহ্যমানং বিভাত্যণ্ডং দগ্ধগোময়পিণ্ডবৎ।। ১০।।

অন্বয়ঃ— (তদানীং) বহ্নি সূর্য্যয়োঃ শিখাভি উপরি (ঊর্দ্ধম্) অধঃ (অধোভাগে) সমন্তাৎ (চতুর্দ্দিক্ষু) চ দহ্যমানং অণ্ডং (ব্রহ্মাণ্ডং) দগ্ধগোময়পিণ্ডবৎ (অগ্নিদগ্ধগোময়পিণ্ডসদৃশং) বিভাতি (লক্ষ্যতে ইত্যর্থঃ)।।১০

অনুবাদ— তৎকালে ঊর্দ্ধদেশে সূর্য্যশিখা এবং অধোভাগে অনলশিখায় এই ব্রহ্মাণ্ড সর্ব্বত্র দগ্ধ হইয়া অগ্নিদগ্ধগোময়পিণ্ডসদৃশ প্রতীয়মান হইয়া থাকে।। ১০।।

ততঃ প্রচণ্ডপবনো বর্ষাণামধিকং শতম্।
পরঃ সাংবর্ত্তকো বাতি ধূম্রং খং রজসাবৃতম্।। ১১।।

অন্বয়ঃ—ততঃ (অনন্তরং) সাংবর্ত্তকঃ (তদাখ্যঃ প্রলয়কালীনঃ) পরঃ (মহান্) প্রচণ্ডপবনঃ অধিকং (কিঞ্চিদধিকং) বর্ষাণাং শতং (ব্যাপ্য) বাতি (প্রবহতি ততঃ) রজসা (ধূলিভিঃ) আবৃতং খম্ (আকাশং) ধূম্রম্ (ধূম্রবর্ণং ভবতি)।।

অনুবাদ— অনন্তর সাংবর্ত্তক নামক অতিপ্রচণ্ড বায়ু শতবর্ষেরও কিঞ্চিদধিককাল প্রবাহিত হইলে আকাশমণ্ডল ধূলিপরিবৃত এবং ধূম্রবর্ণ হইয়া থাকে।। ১১।।

বিশ্বনাথ— কিঞ্চিদধিকং বর্ষাণাং শতং ব্যাপ্য বাতি তদা রজসাবৃতং খং ধূম্রং ভবতি।। ১১।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— কিঞ্চিৎ অধিক শতবর্ষ ব্যাপি অতি প্রচণ্ড বায়ু প্রবাহিত হয়, তখন ধূলিকণা আবৃত হইয়া আকাশ ধূম্রবর্ণ হয়।। ১১।।

ততো মেঘকুলান্যঙ্গ চিত্রবর্ণান্যনেকশঃ।
শতং বর্ষাণি বর্ষন্তি নদন্তি রভসস্বনৈঃ।। ১২।।

অন্বয়ঃ—অঙ্গ! (হে রাজন্!) ততঃ (অনন্তরং) চিত্রবর্ণানি (বিচিত্রবর্ণযুক্তানি) অনেকশঃ (বহূনি) মেঘকুলানি (মেঘসমূহাঃ) শতং বর্ষাণি (ব্যাপ্য) বর্ষন্তি (বারিবর্ষণং কুর্ব্বন্তি) রভসস্বনৈঃ (তীব্রগর্জ্জিতৈঃ) নদন্তি (শব্দায়ন্তে)।।

অনুবাদ— হে রাজন্! অতঃপর বিচিত্রবর্ণ বহু মেঘরাশি শতবর্ষ পর্য্যন্ত বারিবর্ষণ এবং তীব্রগর্জ্জন করিয়া থাকে।। ১২।।

তত একোদকং বিশ্বং ব্রহ্মাণ্ডবিবরান্তরম্।। ১৩।।

অন্বয়ঃ— ততঃ (তদা) ব্রহ্মাণ্ডবিবরান্তরং (ব্রহ্মাণ্ডবিবরমধ্যগতং) বিশ্বম্ একোদকম্ (একার্ণবোদকব্যাপ্তং ভবতি)।। ১৩।।

অনুবাদ— তৎকালে ব্রহ্মাণ্ড-বিবর মধ্যগত নিখিল বিশ্ব একসমুদ্রজলাকীর্ণ হইয়া থাকে।। ১৩।।

তদা ভূমের্গন্ধগুণং গ্রসন্ত্যাপ উদপ্লবে।
গ্রস্তগন্ধা তু পৃথিবী প্রলয়ত্বায় কল্পতে।। ১৪।।

অন্বয়ঃ—তদা উদপ্লবে (উদকেনাপ্লবে সতি) আপঃ (জলানি) ভূমেঃ গন্ধগুণং গ্রসন্তি (ততঃ) গ্রস্তগন্ধা (গ্রস্তঃ কবলিতো গন্ধো যস্যাঃ সা) পৃথিবী তু প্রলয়ত্বায় কল্পতে (প্রলয়যোগ্যা ভবতি)।। ১৪।।

অনুবাদ— উক্ত জলপ্লাবনকালে জল পৃথিবীর গন্ধগুণ হরণ করে এবং গন্ধশূন্যা পৃথিবী প্রলয়যোগ্যা হইয়া থাকে।। ১৪।।

অপাং রসমথো তেজস্তা লীয়ন্তেঽথ নীরসাঃ।
গ্রসতে তেজসো রূপং বায়ুস্তদ্রহিতং তদা।। ১৫।।
লীয়তে চানিলে তেজো বায়োঃ খং গ্রসতে গুণম্।
স বৈ বিশতি খং রাজংস্ততশ্চ নভসো গুণম্।। ১৬।।
শব্দং গ্রসতি ভূতাদির্নভস্তমনু লীয়তে।
তৈজসাশ্চেন্দ্রিয়াণ্যঙ্গ দেবান্ বৈকারিকো গুণৈঃ।। ১৭
মহান্ গ্রসত্যহঙ্কারং গুণাঃ সত্ত্বাদয়শ্চ তম্।
গ্রসতেঽব্যাকৃতং রাজন্ গুণান্ কালেন চোদিতম্।। ১৮
ন তস্য কালাবয়বৈঃ পরিণামাদয়ো গুণাঃ।
অনাদ্যনন্তমব্যক্তং নিত্যং কারণমব্যয়ম্।। ১৯।।

অন্বয়ঃ—অথো (অনন্তরং) তেজঃ অপাং (জলানাং) রসং (রসগুণং গ্রসতি) অথ নীরসাঃ (রসগুণহীনাঃ) তাঃ (আপঃ) লীয়ন্তে (প্রলীনা ভবন্তি ততঃ) বায়ুঃ তেজসঃ রূপং (রূপগুণং) গ্রসতে (গ্রসতি) তদা তদ্রহিতং (রূপগুণরহিতং) তেজঃ অনিলে (বায়ৌ) চ লীয়তে (ততঃ)

খম্ (আকাশং) বায়োঃ গুণং (স্পর্শগুণং) গ্রসতে (হে) রাজন্! (তদা) সঃ বৈ (বায়ুঃ) খম্ (আকাশং) বিশতি (তত্র লীয়তে ইত্যর্থঃ) ততঃ চ (অনন্তরং) ভূতাদিঃ (তামসোহহঙ্কারঃ) নভঃ (আকাশং) তম্ অনু লীয়তে (তস্মিন্ ভূতাদৌ চানুপ্রবিশ্য লীনং ভবতি) অঙ্গ! (হে রাজন্! তদা) তৈজসঃ (রাজসোহহঙ্কারঃ) ইন্দ্রিয়াণি তথা বৈকারিকঃ (সাত্ত্বিকোহহঙ্কারঃ) দেবান্ (ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতৃদেবান্ চ গ্রসতি) মহান্ (মহত্তত্ত্বং) গুণৈঃ (বৃত্তিভিঃ সহিতং তম্) অহঙ্কারং (গ্রসতি) সত্ত্বাদয়ঃ গুণাঃ চ তং (মহান্তং গ্রসন্তি হে) রাজন্! (ততঃ) কালেন চোদিতং (প্রেরিতম্) অব্যাকৃতং (প্রধানং) গুণান্ (সত্ত্বাদিগুণত্রয়ং) গ্রসতে (তদব্যাকৃতং) অনাদি অনন্তম্ (আদ্যন্তরহিতম্) অব্যক্তং (সূক্ষ্মং) নিত্যং (সর্ব্বদৈকরূপং কিঞ্চ) অব্যয়ম্ (অপক্ষয়শূন্যং) কারণং (জগতাং হেতুর্ভবতি) কালবয়বৈঃ (অহোরাত্রাদিভিঃ) তস্য (অব্যাকৃতস্য) পরিণামাদয়ঃ (বিপরিণামাদয়ঃ) গুণাঃ ন (ভাববিকারা ন জায়ন্তে)।। ১৫-১৯।।

অনুবাদ— অনন্তর তেজঃ জলের রসগুণ হরণ করিলে নীরস জল প্রলয়যোগ্য হইয়া থাকে। অতঃপর বায়ু তেজের রূপ-গুণ হরণ করিলে রূপরহিত তেজঃ বায়ুমধ্যে প্রলীন হয়। তখন আকাশ বায়ুর স্পর্শগুণ হরণ করিলে স্পর্শহীন বায়ু আকাশে লয় প্রাপ্ত হয়। অনন্তর তামস অহঙ্কার আকাশের শব্দগুণ হরণ করিলে নিঃশব্দ আকাশ তামস অহঙ্কারে লীন হইয়া থাকে। এইরূপ সাত্ত্বিক অহঙ্কার ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতৃদেবগণকে এবং রাজস অহঙ্কার ইন্দ্রিয়গণকে গ্রাস করিলে মহত্তত্ত্ব নিজ নিজ বৃত্তি সহিত পূর্ব্বোক্ত ত্রিবিধ অহঙ্কারকে গ্রাস করিয়া থাকে। অতঃপর সত্ত্বাদিগুণত্রয় মহত্তত্ত্বকে গ্রাস করিলে অব্যাকৃত প্রকৃতি গুণত্রয়কে গ্রাস করিয়া থাকে। উহা স্বয়ং অনাদি, অনন্ত, সূক্ষ্ম, সর্ব্বদা, তুল্যরূপবিশিষ্ট, অব্যয় এবং জগৎ-কারণস্বরূপ। অহোরাত্রাদি কালাংশদ্বারা তাহার পরিণামাদি বিকার উৎপন্ন হয় না।। ১৫-১৯।।

বিশ্বনাথ— প্রলয়ত্বায় প্রকৃষ্টো লয়ো যস্যাঃ সা প্রলয়া তস্যা ভাবঃ প্রলয়ত্বং তস্মৈ নাশায় ইত্যর্থঃ। অপাং রসং তেজো গ্রসতি। ভূতাদিস্তামসোহহঙ্কারঃ তৈজসোহহঙ্কার ইন্দ্রিয়াণি গ্রসতি, মহানহঙ্কারং গুণৈস্তদ্বৃত্তিভিঃ সহ গ্রসতি। তং মহান্তম্ অব্যাকৃতং প্রধানম্। তস্য প্রধানস্য কালাবয়বৈরহোরাত্রৈঃ পরিণামো বিপরিণামশ্চতুর্থো বিকারঃ, অনাদীতি প্রথমো বিকারো জন্ম ন, অনন্তমিত্যন্তো ন, অব্যক্তমিত্যস্তিত্বলক্ষণবিকারো ন, নিত্যং সদৈকরূপমিতি বৃদ্ধির্ন, অব্যয়মিত্যপক্ষয়ো নেতি বিকারষট্কং নিষিদ্ধম্।। ১৪-১৯।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— প্রলয়ত্বায়—প্রকৃষ্টরূপে লয় হয় যাহার তাহা প্রলয়, তাহার ভাব—প্রলয়ত্ব, সেই কারণে অর্থাৎ নাশের জন্য। জলের রস তেজ গ্রাস করে, ভূত আদি তামস অহঙ্কার, তৈজস অহঙ্কার ইন্দ্রিয়সমূহ গ্রাস করে, মহৎ অহঙ্কারকে গুণত্রয় ও তাহার বৃত্তির সহিত গ্রাস করে। সেই মহানকে অব্যাকৃত প্রধানকে। সেই প্রধানের কাল অবয়ব দ্বারা—অহোরাত্র সমূহের দ্বারা, পরিণাম—বিপরিণাম চতুর্থ বিকার, অনাদি প্রথম বিকার জন্ম নাই অনন্ত অর্থাৎ অন্ত নাই, অব্যক্ত—অস্তিত্ব রূপ বিকার নাই, নিত্য সর্ব্বদা একরূপ বৃদ্ধি নাই, নিত্য—সর্ব্বদা একরূপ বৃদ্ধি নাই—অব্যয়—অপক্ষয় নাই, এইপ্রকার ষড়্‌বিধ বিকার নিষিদ্ধ হইল।।

ন যত্র বাচো ন মনো ন সত্ত্বং
তমো রজো বা মহদাদয়োঽমী।
ন প্রাণবুদ্ধীন্দ্রিয়দেবতা বা
ন সন্নিবেশঃ খলু লোককল্পঃ।। ২০।।
ন স্বপ্নজাগ্রন্ন চ তৎ সুষুপ্তং
ন খং জলং ভূরনিলোঽগ্নিরর্কঃ।
সংসুপ্তবচ্ছূন্যবদপ্রতর্ক্যং
তন্মূলভূতং পদমামনন্তি।। ২১।।

অন্বয়ঃ— যত্র বাচঃ ন (বাক্যানি যৎ প্রকাশয়িতুং ন প্রভবন্তীত্যর্থঃ কিঞ্চ) মনঃ ন (ন প্রভবতি) সত্ত্বং রজঃ তমঃ বা ন (ন প্রভবতি) অমী মহদাদয়ঃ (মহদহঙ্কারতন্মাত্রাদয়ো ভাবাশ্চ ন প্রভবন্তি) প্রাণবুদ্ধীন্দ্রিয়দেবতাঃ

বা (প্রাণো বুদ্ধিরিন্দ্রিয়াণি তদধিষ্ঠাতৃদেবাশ্চ) ন (ন প্রভবন্তি কিঞ্চ যত্র) লোককল্পঃ (লোকরূপঃ) সন্নিবেশঃ (রচনাবিশেষঃ) ন খলু (নাস্তি) তৎ স্বপ্নজাগ্রৎ ন (স্বপ্নজাগরাবস্থাযুক্তং ন ভবতি) সুষুপ্তং ন চ (ন ভবতি) খম্ (আকাশং) জলং ভূঃ অনিলঃ অগ্নিঃ অর্কঃ (এতে চ যত্র) ন (ন সন্তি) সুসংসুপ্তবৎ (ইন্দ্রিয়াভাবাত্তৎসদৃশং তথা) অপ্রতর্ক্যং (নির্দ্ধারণাযোগ্যম্ অতশ্চ) শূন্যবৎ (শূন্যমিব স্থিতং ন তু শূন্যমিত্যর্থঃ) তৎ পদং (অব্যাকৃতসংজ্ঞকং তত্ত্বং) মূলভূতং (সর্ব্বেষাং ভাবানাং মূলকারণীভূতম্) আমনন্তি (শাস্ত্রাণি বদন্তি)।। ২০-২১।।

অনুবাদ— বাক্য, মনঃ, সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ, মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কারাদি ভাবপদার্থসমূহ, প্রাণ, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয় এবং তদধিষ্ঠাতৃদেবগণ যাঁহার প্রকাশে সমর্থ হয় না, যাঁহাতে স্বর্গাদি লোকরচনা বর্ত্তমান নাই, যিনি স্বপ্নজাগরণ বা সুষুপ্তিদশা যুক্ত নহেন, আকাশ, জল, ভূমি, বায়ু, সূর্য্য, অগ্নি যেখানে বর্ত্তমান নাই, সেই সুষুপ্ততুল্য শূন্যসদৃশ অচিন্ত্যনীয় অব্যাকৃত সংজ্ঞক তত্ত্বই নিখিল ভাবপদার্থের মূলকারণরূপে কথিত হইয়া থাকে।। ২০-২১।।

বিশ্বনাথ— কিঞ্চ রাগাদিগোচরস্য সবিকারস্য বিকারা ভবন্তি, ইদন্তু ন তথেত্যাহ—ন যত্রেতি দ্বাভ্যাম্। লোককল্পঃ লোকরূপঃ সন্নিবেশো রচনাবিশেষঃ।। ২০-২১

টীকার বঙ্গানুবাদ— আরও রাগাদিগোচর বিকার সহিত বস্তুর বিকার হয়, ইহা সেই প্রকার নয়, ইহাই দুইটি শ্লোকদ্বারা বলিতেছেন। লোককল্প অর্থাৎ লোকরূপ রচনা বিশেষ যাহাতে।। ২০-২১।।

লয়ঃ প্রাকৃতিকো হ্যেষ পুরুষাব্যক্তয়োর্যদা।
শক্তয়ঃ সম্প্রলীয়ন্তে বিবশাঃ কালবিদ্রুতাঃ।। ২২।।

অন্বয়ঃ—যদা পুরুষাব্যক্তয়োঃ (পুরুষস্য প্রকৃতেশ্চ) শক্তয়ঃ (সত্ত্বাদয়ঃ শক্তিসমূহাঃ) কালবিদ্রুতাঃ (কালেন বিপ্লাবিতাঃ) বিবশাঃ (সত্যঃ) সম্প্রলীয়ন্তে (প্রকৃতৌ সম্যগ্ লয়ং যান্তি তদা) হি এষঃ প্রাকৃতিকঃ (প্রকৃতৌ সর্ব্বেষাং লয়াৎ প্রাকৃতিকসংজ্ঞকঃ পূর্ব্বোক্তঃ) লয়ঃ (প্রলয়ো ভবতি)।। ২২।।

অনুবাদ— যেকালে প্রকৃতিপুরুষ উভয়ের সত্ত্বাদি শক্তিসমূহ কালবিপ্লবে বিবশ হইয়া সম্যগ্ভাবে প্রকৃতিতে লয়প্রাপ্ত হয় তৎকালে এই প্রলয় প্রাকৃতিক প্রলয়নামে অভিহিত হইয়া থাকে।। ২২।।

বিশ্বনাথ— উপসংহরতি,—লয় ইতি। শক্তয়ঃ সত্ত্বাদ্যা এব লীয়ন্তে নতু তয়োঃ কদাপি কাপি ক্ষতিরিতি ভাবঃ।। ২২।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—প্রসঙ্গটি উপসংহার করিতেছেন —সত্ত্বাদি শক্তিসমূহ লয়প্রাপ্ত হয়, পুরুষ ও অব্যক্তের কখন কোন ক্ষতি নাই, ইহাই ভাবার্থ।। ২২।।

বুদ্ধীন্দ্রিয়ার্থরূপেণ জ্ঞানং ভাতি তদাশ্রয়ম্।
দৃশ্যত্বাব্যতিরেকাভ্যামাদ্যন্তবদবস্তু যৎ।। ২৩।।

অন্বয়ঃ— তদাশ্রয়ং (বুদ্ধ্যাদিপ্রপঞ্চস্যাশ্রয়ভূতং) জ্ঞানং (ব্রহ্মৈব) বুদ্ধীন্দ্রিয়ার্থরূপেণ (গ্রাহককরণগ্রাহ্যরূপেণ) ভাতি (প্রকাশতে কিঞ্চ) যৎ (বুদ্ধ্যাদি প্রপঞ্চজাতং তৎ) আদ্যন্তবৎ (উৎপত্তিলয়বিশিষ্টং ততঃ কিঞ্চ) দৃশ্যত্বাব্যতিরেকাভ্যাং (দৃশ্যত্বাদিন্দ্রিয়গ্রাহ্যত্বাত্তথা অব্যতিরেকাৎ কারণাব্যতিরেকাৎ কারণব্যতিরেকেণ পৃথক্ (সত্তাভাবভাবাদিত্যর্থঃ) অবস্তু (ঘটাদিবৎ অসত্যং ভবতি)।

অনুবাদ— বুদ্ধি প্রভৃতি প্রপঞ্চের অধিষ্ঠান ব্রহ্মই বুদ্ধি ইন্দ্রিয় ও বিষয়রূপে প্রকাশিত হইয়া থাকেন, পরন্তু বুদ্ধি প্রভৃতি প্রপঞ্চ উৎপত্তিলয়শীল, দৃশ্য ও কারণ ব্যতীত সত্তারহিত হওয়ায় ঘটাদিতুল্য অসত্য পদার্থ জানিবে।।

বিশ্বনাথ— অথ নির্ব্বাণমোক্ষার্থিনা ব্রহ্মৈক্যভাবনাময় আত্যন্তিকঃ প্রলয় উচ্যতে; তচ্চ সিষাধয়িষিতং ব্রহ্মৈক্যং ব্রহ্মকার্য্যস্য দ্বৈতপ্রপঞ্চস্যাসত্যত্বে সাধিত এব স্যাদিতি প্রৌঢ়িশ্চেত্তদাঽসত্যমেবেদং কার্য্যজাতং ইত্যাহ, —বুদ্ধীন্দ্রিয়েতি নবভিঃ। জ্ঞানং ব্রহ্মৈব বুদ্ধীন্দ্রিয়ার্থরূপেণ ভাতি বুদ্ধ্যাদীনাং ব্রহ্মশক্তিপরিণামত্বাদিতি ভাবঃ। জ্ঞানং

কীদৃশং তদাশ্রয়ং তস্য বুদ্ধ্যাদিপ্রপঞ্চস্য কারণত্বাদাশ্রয়ঃ, ক্লীবত্বমার্য্যম্। কিঞ্চ যদ্বুদ্ধ্যাদিপ্রপঞ্চ জাতং তৎ আদ্যন্তবৎ উৎপত্তিলয়বিশিষ্টং অতো বস্তুত্বেনাভিজ্ঞাতমপি অসার্ব্ব-কালিকত্বাৎ পরমার্থতোঽবস্ত্বেবেত্যর্থঃ। অপরাবপি হেতু আহ,—দৃশ্যত্বঞ্চ অব্যতিরেকঃ কারণাদ্ব্যতিরেকাভাবশ্চ তাভ্যামপি অবস্তু। অত্রৈবং প্রয়োগঃ। বুদ্ধ্যাদিপ্রপঞ্চজাতং অদৃশ্যত্বাৎ কারণাব্যতিরেকাদ্যান্তবত্তাচ্চ কনককুণ্ডলাদিবৎ পরমার্থতোঽবস্তু অত্র বস্তু মিথ্যৈবেতি মতেঽপি স্যাচ্চেচ্চিৎ সম আত্মবদিত্যগ্রিমগ্রন্থমনুসৃত্য দৃশ্যত্বাদিত্যত্র চিদ্ভিন্নত্বে সতীতি বিশেষণমবশ্যদেয়মন্যথাস্য হেতোর্ব্যভিচারঃ স্যাৎ; "তাসাং মধ্যে সাক্ষাদ্ব্রহ্মগোপালপুরীহি" ইত্যাদি-শ্রুত্যা "মন্নিকেতন্তু নির্গুণং" 'নির্গুণো মদপাশ্রয়' ইত্যাদি-ভগবদুক্তা চ দৃশ্যানামপি ভগবদ্ধামাদীনাং নির্গুণত্ব-প্রতি-পাদনেন নিত্যত্বাৎ।। ২৩।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— অনন্তর নির্ব্বাণ মোক্ষ প্রার্থী-কর্ত্তৃক ব্রহ্ম ঐক্য ভাবনাময় আত্যন্তিক প্রলয় বলিতেছেন। তাহাও সাধনা করিবার ইচ্ছায় ব্রহ্মের সহিত একীভাব, ব্রহ্মকার্য্য দ্বৈত প্রপঞ্চের অসত্যত্ব সাধিত হইলেই হইবে, ইহা যদি সিদ্ধান্ত হয়, তাহা হইলে অসত্য ব্রহ্মকার্য্য জাত এই বিশ্ব ইহাই বলিতেছেন—নয়টি শ্লোকদ্বারা জ্ঞান ব্রহ্মই বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়, অর্থরূপে প্রকাশিত হয়, বুদ্ধি আদি ব্রহ্ম-শক্তির পরিণাম হেতু। জ্ঞান কিরূপ তাঁহার আশ্রয়, তাঁহার বুদ্ধি আদি প্রপঞ্চের কারণ হেতু আশ্রয়, ক্লীবলিঙ্গ ইহা আর্ষ প্রয়োগ। আরও বুদ্ধি আদি প্রপঞ্চসমূহ তাহা আদি অন্ত যুক্ত—উৎপত্তি লয় বিশিষ্ট, অতএব বস্তুরূপে পরিচিত হইলেও সর্ব্বকাল না থাকার জন্য পরমার্থত অবস্তুই। অন্য কারণও বলিতেছেন 'দৃশ্যত্ব'—'অব্যতিরেক' —কারণ হইতে ভিন্নভাব এই দুই কারণে অবস্তু। এস্থলে ন্যায়ের যুক্তি এইরূপ বুদ্ধি আদি প্রপঞ্চসমূহ দৃশ্য হেতু, কারণ অব্যতিরেক আদি অন্ত যুক্ত হেতু, কনক কুণ্ডলাদির ন্যায় পরমার্থত অবস্তু। এস্থলে বস্তু মিথ্যাই, এইমতে ও যদি হয় চিৎ সম আত্মবৎ এই অগ্রিম গ্রন্থানুসারে দৃশ্যহেতু এস্থলে 'চিৎ ভিন্নত্বে সতি' এই বিশেষণ অবশ্যই দেওয়া প্রয়োজন, তাহা না হইলে এই হেতুর ব্যভিচার হয়। 'তাহাদের মধ্যে সাক্ষাৎ ব্রহ্মগোপালপুরী এই সকল শ্রুতির দ্বারা আমার গৃহ কিন্তু নির্গুণ, নির্গুণ আমার আশ্রয়' ইত্যাদি ভগবদুক্তির দ্বারাও ভগবদ্ধামাদি দৃশ্য হইলে নির্গুণত্ব প্রতিপাদন দ্বারা নিত্য হেতু।। ২৩।।

দীপশ্চক্ষুশ্চ রূপঞ্চ জ্যোতিষো ন পৃথগ্ ভবেৎ।
এবং ধীঃ খানি মাত্রাশ্চন স্যুরন্যতমাদৃতাৎ।। ২৪।।

অন্বয়ঃ— চক্ষুঃ (রূপগ্রাহকমিন্দ্রিয়ং) দীপঃ চ (রূপগ্রহণে করণভূতঃ প্রদীপশ্চ) রূপঃ চ (গ্রাহ্যং রূপঞ্চ যথা) জ্যোতিষঃ (তেজসঃ) পৃথক্ ন ভবেৎ (পরন্তু সর্ব্বাণি তেজোরূপান্যেব ভবন্তি) এবং (তথা) ধীঃ (বিষয়গ্রহণ-কর্ত্রী বুদ্ধিঃ) খানি (ইন্দ্রিয়রূপাণি করণানি) মাত্রাঃ চ (বিষয়াশ্চ) অন্যতমাৎ (কার্য্যাদত্যন্তব্যতিরিক্তাৎ) ঋতাৎ (ব্রহ্মণঃ পৃথক্) ন স্যুঃ (ব্রহ্মকার্য্যত্বাৎ পৃথঙ্ ন ভবেয়ুঃ)।।

অনুবাদ— রূপগ্রাহক নেত্র রূপগ্রহণ বিষয়ে করণ-স্বরূপ প্রদীপ এবং গ্রাহ্যরূপ এই পদার্থত্রয় যেরূপ তেজ হইতে ভিন্ন নহে, সেইরূপ বিষয়গ্রাহিকা বুদ্ধি, বিষয়-গ্রহণের করণস্বরূপ ইন্দ্রিয়সমূহ এবং গ্রাহ্য বিষয়সমূহ কার্য্যবস্তু হইতে অত্যন্তভিন্ন স্বরূপ-বিশিষ্ট ব্রহ্মবস্তু হইতে পৃথক্ নহে।। ২৪।।

বিশ্বনাথ— অত্র দৃষ্টান্তঃ—দীপচক্ষুরূপাণাং তেজো বিশেষাণাং তে যথা তেজসঃ কারণব্যতিরেকঃ, তথা ধীঃ কর্ত্রী খানীন্দ্রিয়াণি করণানি, মাত্রা বিষয়াঃ, ঋতাদ্ব্রহ্মণঃ পৃথক্ ন স্যুঃ। যথা তেজঃকার্য্যাণি দীপচক্ষুরূপাণি তেজাংস্যেবোচ্যন্তে এবং ব্রহ্মকার্য্যং বুদ্ধীন্দ্রিয়বিষয়াদিকং ব্রহ্মৈবোচ্যত ইত্যর্থঃ। নন্বেবং কার্য্যকারণয়োরভেদে কার্য্যস্যাসত্যত্বে কারণস্যাপ্যসত্যত্বং প্রসজ্জেত? কারণস্যৈব কার্য্যরূপেণ পরিণতত্বাৎ তত্রাহ,—অন্যতমাৎ কার্য্যেভ্যঃ স্বরূপতোঽত্যন্তব্যতিরিক্তাৎ, তস্য কারণরূপায়াঃ প্রকৃতে-রপি পরত্বাদিতি ভাবঃ।। ২৪।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— এবিষয়ে দৃষ্টান্ত দ্বীপ চক্ষুরূপ

তেজ বিশেষ তাহার যেমন তেজ হইতে কারণে অভিন্ন সেইরূপ ধী কর্ত্তা ইন্দ্রিয়সমূহ করণমাত্রা বিষয়সমূহ ব্রহ্ম হইতে পৃথক নয়। যেমন তেজ কার্য্যসমূহ দ্বীপ চক্ষু ও রূপ ইহারা তেজের অংশই বলা হয়, সেইরূপ ব্রহ্মকার্য্য বুদ্ধি ইন্দ্রিয় ও বিষয়াদিকে ব্রহ্মই বলা হয়। প্রশ্ন—এইভাবে কার্য্য কারণের অভেদ হইলে পর কার্য্যের অসত্যত্ব হওয়ায় কারণের ও অসত্যত্ব দোষ আসিয়া পড়ে, যেহেতু কারণই কার্য্যরূপে পরিণত হইয়াছে। তাহার উত্তরে বলিতেছেন—অন্যতম কার্য্যসমূহ হইতে স্বরূপত অত্যন্ত ভিন্ন হেতু কারণরূপা প্রকৃতির ও পর শ্রেষ্ঠ ব্রহ্ম ইহাই ভাবার্থ।।

বুদ্ধের্জাগরণং স্বপ্নঃ সুষুপ্তিরিতি চোচ্যতে।
মায়ামাত্রমিদং রাজন্ নানাত্বং প্রত্যগাত্মনি।। ২৫।।

অন্বয়ঃ— (হে) রাজন্! জাগরণং স্বপ্নঃ সুষুপ্তিঃ চ ইতি বুদ্ধেঃ (অবস্থাত্রয়ম্) উচ্যতে প্রত্যগাত্মনি ইদং (বিশ্ব-তৈজসপ্রাজ্ঞরূপং) নানাত্বং (নানাভাবঃ) মায়ামাত্রং (মায়া-বিলাস মাত্রং ভবতি)।। ২৫।।

অনুবাদ— হে রাজন্! জাগরণ, স্বপ্ন এবং সুষুপ্তি বুদ্ধিরই অবস্থাত্রয়রূপে উক্ত হইয়াছে। প্রত্যগাত্ম ব্রহ্ম-বস্তুতে বিশ্বতৈজস-প্রাজ্ঞরূপ নানাভাব মায়াবিলাসমাত্র জানিবে।। ২৫।।

বিশ্বনাথ— যত্তু বিশ্বতৈজস—প্রাজ্ঞ ইতি জীবস্য নানাত্বং, তত্তু বুদ্ধিবৃত্তীনাং ত্রিতয়ত্বাৎ, তস্যাপি ত্রিতয়ত্বং মিথ্যৈবেত্যাহ,—বুদ্ধেরিতি। জাগরণস্বপ্নসুষুপ্তয়স্তিস্রো বৃত্তয়ো বুদ্ধেরেবেত্যুচ্যন্তে। অতস্তদধ্যাসাৎ প্রত্যগাত্মনি জীবেঽপি বিশ্বতৈজপ্রাজ্ঞসংজ্ঞাভির্নানাত্বং মায়ামাত্রং মিথৈবেত্যর্থঃ।। ২৫।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— কিন্তু যে বিশ্ব তৈজস ও প্রাজ্ঞ ইহা জীবের নানাত্ব, তাহা কিন্তু বুদ্ধিবৃত্তিসমূহের তিন-প্রকার হেতু তাহারও তিনপ্রকার মিথ্যাই ইহাই বলিতে-ছেন—জাগর স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই তিনটি বুদ্ধিরই বৃত্তি বলা হয়। অতএব তাহার অধ্যাস হেতু অন্তর আত্মা জীবে ও বিশ্বতৈজস ও প্রাজ্ঞ সংজ্ঞদ্বারা নানাত্ব মায়া মাত্র মিথ্যাই।। ২৫।।

যথা জলধরা ব্যোম্নি ভবন্তি ন ভবন্তি চ।
ব্রহ্মণীদং তথা বিশ্বমবয়ব্যুদয়াপ্যয়াৎ।। ২৬।।

অন্বয়ঃ— ব্যোম্নি (আকাশে) জলধরা যথা ভবন্তি ন ভবন্তি চ (উৎপদ্যন্তে বিনশ্যন্তি চ) তথা (তদ্বৎ) অবয়বি (সাবয়বম্) ইদং বিশ্বং ব্রহ্মণি (উৎপদ্যতে প্রলীয়তে চ ততশ্চ) উদয়াপ্যয়াৎ (আদ্যন্তবত্ত্বাত্তৎ সন্ন ভবতি)।। ২৬

অনুবাদ— মেঘরাশি যেরূপ আকাশমধ্যে উদয় এবং লয়প্রাপ্ত হয় সেইরূপ এই সাবয়ব বিশ্বও ব্রহ্মবস্তু-মধ্যে উদিত ও লয়প্রাপ্ত হইতেছে, অতএব আদ্যন্তভাব-বিশিষ্ট বলিয়া এই বিশ্ব সৎপদার্থ নহে।। ২৬।।

বিশ্বনাথ— পরিণামবাদে কার্য্যকারণাব্যতিরেকো দর্শিতঃ। অথারম্ভবাদে বিশ্বস্যাদ্যন্তবত্ত্বং তৎকারণস্য পরমেশ্বরস্য সত্যত্বঞ্চ ক্রমেণ দর্শয়তি,—যথেতি দ্বাভ্যাম্। ন ভবন্তি নশ্যন্তি, তথৈব ব্রহ্মণীদং বিশ্বং ভবতি ন ভবতি চ। অত্র ব্যোম্নীতি দৃষ্টান্তেন পরমাত্মনো নির্লেপতা দর্শিতা। অবয়বীতি যৎ সাবয়বং তদাদ্যন্তবৎ ঘটাদিবদিত্যর্থঃ। অত উদয়াপ্যয়াৎ আদ্যন্তবদ্বিশ্বং ন সর্ব্বদা সত্যমিত্যর্থঃ।।২৬

টীকার বঙ্গানুবাদ— পরিণামবাদে কার্য্য ও কারণের অভিন্নত্ব দেখান হইল, অনন্তর আরম্ভবাদে বিশ্বের আদি ও অন্ত তাহার কারণ পরমেশ্বরের সত্যতাও ক্রমে দেখান হইতেছে দুইটি শ্লোক দ্বারা। যেমন আকাশের মেঘসমূহ হয় ও নাশ হয় সেইরূপই ব্রহ্মে এই বিশ্ব হয় ও নাশ হয়, এস্থলে আকাশ দৃষ্টান্ত দ্বারা পরমাত্মার অসঙ্গ দেখান হইল যাহা সাবয়ব তাহা আদি ও অন্ত যুক্ত ঘটাদির ন্যায়। অতএব আদি ও অন্ত যুক্ত বিশ্ব সর্ব্বদা সত্য নয়।। ২৬

মধ্ব—
শ্রীবেদব্যাসায় নমঃ।
ওঁ ন যত্র বাচ ইত্যাদি কালাখ্যস্য ব্রহ্মণঃ স্বরূপম্।। ২০
প্রত্যেকং বিষ্ণুরূপাণাং ভ্রান্তিমাত্রা ভিদা মতা।

জগতশ্চৈব বিষ্ণোশ্চ সত্যো ভেদঃ সদৈব তু।।
যথাকাশঘনৌ নিত্যং ভিন্নাবেব পরস্পরম্।
এবমীশো জগচ্চৈব ভিন্নাবেব পরস্পরম্।।
ইতি।। ২৫-২৬।।

সত্যং হ্যবয়বঃ প্রোক্তঃ সর্ব্বাবয়বিনামিহ।
বিনার্থেন প্রতীয়েরন্ পটস্যেবাঙ্গ তন্তবঃ।। ২৭।।

অন্বয়ঃ— অঙ্গ! (হে রাজন্!) ইহ সর্ব্বাবয়বিনাং (সর্ব্বেষাং কার্য্যবস্তূনাং) অবয়বঃ (কারণং) সতং প্রোক্তঃ (বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকেত্যেব সত্যমিথ্যাদি-শ্রুতিভিঃ সত্যত্বেন ব্যাখ্যাতঃ) হি (যস্মাৎ পটস্য তন্তবঃ ইব (কার্য্যভূতং পটং বিনাপি কারণভূতাস্তন্তবো যথা পৃথক্ প্রতীয়ন্তে তথা) অর্থেন (অবয়বিনা কার্য্যেন) বিনা (পৃথগে-বাবয়বাঃ) প্রতীয়েরন্ (প্রতীয়ন্ত ইত্যর্থঃ)।। ২৭।।

অনুবাদ— হে রাজন্! এই বেদান্তশাস্ত্রে সর্ব্ববিধ কার্য্যবস্তুর কারণমাত্রই সত্যরূপে উক্ত হইয়াছে। যেহেতু কার্য্যপদার্থপটের সত্তাব্যতীত ও কারণ-পদার্থ তন্তু-সমূহের যেরূপ পৃথক্ সত্তা প্রতীত হয় সেইরূপ কার্য্য ব্যতীতই কারণসমূহের পৃথক্ সত্তা প্রতীয়মান হইয়া থাকে।

বিশ্বনাথ—কিঞ্চ সর্ব্বেষামবয়বিনাং অবয়বঃ কারণং সত্যং লোকে তথা দর্শনাদিত্যাহ,—বিনেতি। অঙ্গ, হে রাজন্, হি যস্মাৎ অর্থেনাবয়বিনা বিনাপি পৃথগেবাবয়বাঃ প্রতীয়ন্তে, যথা পটস্যাবয়বাস্তন্তবঃ পটাৎ পৃথক্ প্রতীয়ন্তে তদ্বৎ। অত্র কার্য্যকারণবস্ত্বৈক্যদর্শনং পটতন্তুবদিতি সপ্তমোক্তেঃ। সিষাধয়িষিতং ব্রহ্মৈক্যং তু লভ্যত এব।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—আরও সকল অবয়াবীর অবয়ব কারণ সত্য ইহলোকে সেইরূপ দর্শন হয়—হে রাজন্! যে হেতু অবয়বী না থাকিলেও পৃথকভাবে অবয়ব সমূহ জানা যায়, যেমন বস্ত্রের অবয়ব সূত্র সমূহ বস্ত্র হইতে পৃথক্ জানা যায়, সেইরূপ এস্থলে কার্য্য ও কারণ বস্তুর ঐক্য দর্শন বস্ত্র ও সূত্রের ন্যায়, ইহা সপ্তমস্কন্ধে বলা হইয়াছে—সাধন করিবার ইচ্ছায় ব্রহ্মের ঐক্য পাওয়া যায়ই।। ২৭।।

মধ্ব—
অবয়ব্যবয়ব্যবয়বাভেদাৎ কোট্যংশো ভেদ ঈরিতঃ।
সোঽপি ভেদো ন চাভেদাৎ পৃথগেব প্রবর্ত্ততে।।
অবয়ব্যবয়বানাঞ্চ কার্য্য কারণ বস্তুনাম্।
এক এব নিয়ন্তাসৌ হরির্নারায়ণঃ পরঃ।।
ইতি চ।। ২৭।।

যৎ সামান্যবিশেষাভ্যামুপলভ্যেত স ভ্রমঃ।
অন্যোন্যাপাশ্রয়াৎ সর্ব্বমাদ্যন্তবদবস্তু যৎ।। ২৮।।

অন্বয়ঃ— সামান্যবিশেষাভ্যাং (সামান্যং কারণং বিশেষঃ কার্য্যং তদ্রূপেণ) অন্যোন্যাপাশ্রয়াৎ (পরস্পরা-পেক্ষত্বেন নিরূপণা সহত্বাৎ) যৎ উপলভ্যেত (প্রতীয়েত) সঃ ভ্রমঃ (এব স্যাৎ ততঃ কারণত্বমবধিত্বং ব্যাপকত্বমিত্যা-দিকমপি যৎ পরাপেক্ষত্বাৎ) আদ্যন্তবৎ (উৎপত্তিবিনাশ-শীলং তৎ) সর্ব্বম্ অবস্তু (মিথ্যৈব ভবতীত্যর্থঃ)।। ২৮।।

অনুবাদ— জগতে যে সকল পদার্থ প্রতীয়মান হইতেছে তৎসমুদয়ই মিথ্যা জানিবে, যেহেতু কার্য্যকারণ-ভাব-বিচারে ইহারা পরস্পরাপেক্ষী বলিয়া নিরূপণের অযোগ্য হইয়া থাকে। অতএব আত্মসিদ্ধিবিষয়ে যে-সকল পদার্থ পরাপেক্ষী সেই সকল উৎপত্তি-বিনাশশীল পদার্থ-মাত্রই মিথ্যা হইয়া থাকে।। ২৮।।

বিশ্বনাথ— বিবর্ত্তবাদে তু ব্রহ্মকার্য্যং জগদসত্যং যথা তথা ব্রহ্মণঃ কারণত্বাদিকমপ্যসত্যমিত্যাহ,—যদিতি। সামান্যং কারণং বিশেষঃ কার্য্যং তাভ্যাং যদুপলভ্যতে স ভ্রমঃ কৃতঃ। অন্যোন্যাপাশ্রয়াৎ পরস্পরাপেক্ষত্বেন নিরূ-পণাসহত্বাদিত্যর্থঃ। অয়মর্থঃ—যথা রজ্জুরেবাজ্ঞানেন সর্পত্বেন বিবর্ত্ততে। তত্র রজ্জুকারণং সর্পঃ কার্য্যঃ স তু মিথ্যৈব। তথৈব সামান্যং ব্রহ্মৈব অজ্ঞানেন জগদ্রূপতয়া বিবৃত্তং, তত্র জগতঃ কার্য্যস্যাভাবে তদপেক্ষতয়া সিদ্ধং ব্রহ্মণঃ কুতঃ কারণত্বমিতি।। ২৮।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— বিবর্ত্তবাদে কিন্তু ব্রহ্মকার্য্য জগৎ অসত্য যেমন, সেইরূপ ব্রহ্মের কারণত্বাদিও অসত্য

ইহাই বলিতেছেন—সামান্য কারণ, বিশেষ কার্য্য উভয় হইতে পাওয়া যাইতেছে তাহা ভ্রম জাত। পরস্পর অপাশ্রয় হেতু পরস্পর অপেক্ষা থাকায় নিরূপণ করা অসম্ভব। ইহার অর্থ যেমন রজ্জুই অজ্ঞানদ্বারা সর্পরূপে বিবর্ত্ত হয়। সেস্থলে রজ্জু কারণ সর্পকার্য্য তাহা কিন্তু মিথ্যাই। সেইরূপই সামান্য ব্রহ্মই অজ্ঞানদ্বারা জগৎরূপে বিবর্ত্ত। সেস্থলে জগৎ কার্য্যের অভাবে তাহার অপেক্ষা সিদ্ধ ব্রহ্মের কোথা হইতে কারণত্ব আসিবে।। ২৮।।

বিকারঃ খ্যায়মানোঽপি প্রত্যগাত্মনমন্তরা।
ন নিরূপ্যোঽস্ত্যণুরপি স্যাচ্চেচ্চিৎসম আত্মবৎ।। ২৯

অন্বয়ঃ— খ্যায়মানাঃ (প্রকাশমানঃ) অপি বিকারঃ (প্রপঞ্চঃ) প্রত্যগাত্মনম্ অন্তরা (প্রত্যগাত্মপ্রকাশং বিনা) অণুঃ অপি (অণুমাত্রোঽপি) ন নিরূপ্যঃ (নিরূপণযোগ্যঃ) অস্তি স্যাৎ চেৎ (তং বিনাপি যদি নিরূপ্যঃ স্যাত্তদা স প্রপঞ্চোঽপি) চিৎসমঃ স্যাৎ (চিদ্রূপেণাত্মনা সমঃ স্বপ্রকাশো ভবেৎ তথা চ সতি) আত্মবৎ (একরূপঃ স্যাৎ)।

অনুবাদ— এই প্রপঞ্চ যদিও প্রকাশমান, তথাপি ব্রহ্মবস্তুর প্রকাশ ব্যতীত অনুমাত্রও নিরূপণ-যোগ্য নহে, যদি ব্রহ্মবস্তুর প্রকাশ ব্যতীতও ইহার নিরূপণ সম্ভবপর হয়, তাহা হইলে এই প্রপঞ্চও ব্রহ্মতুল্য স্বপ্রকাশ এবং একরূপবিশিষ্ট হইয়া পড়ে।। ২৯।।

বিশ্বনাথ— কিঞ্চ বিকারঃ খ্যায়মানঃ বিকারত্বেন প্রসিদ্ধিমানয়ং প্রপঞ্চঃ প্রত্যগাত্মানং বিনা অনুরপি ন নিরূপণীয়ঃ। কিন্তু সর্ব্বঃ পরমাত্মৈব পরমাত্মন্যেব প্রপঞ্চ আরোপিতঃ। যথা মরীচিকায়াঃ জলত্বেন প্রসিদ্ধং বস্তু তেজো বিনা অনুমাত্রমপি ন নিরূপ্যং কিন্তু সর্ব্বং তেজ এব তেজস্যেব জলত্বমারোপ্যত ইত্যর্থঃ। ননু চ কচিদ্বিকারত্বেন প্রসিদ্ধিমানপি পদার্থশ্চিদেব সত্য এবেক্ষ্যতে। যথা ভক্তিস্তৎ করণাধিকরণকর্ত্তাদির্ভগবৎ পুরী চ। তথাহি "লক্ষণং ভক্তিযোগস্য নির্গুণস্যেত্যুদাহৃতম্" ইতি "মৎসেবায়াস্তু নির্গুণম্" ইতি "মন্নিকেতন্তু নির্গুণম্" ইতি। 'নির্গুণোমদপাশ্রয়ঃ' ইতি "মন্নিষ্ঠং নির্গুণং স্মৃতম্" ইত্যাদি ভগবদুক্তের্ভক্ত্যুপকরণীভূতঃ পদার্থমাত্র এব নির্গুণঃ তথা "তাসাং মধ্যে সাক্ষাদ্‌ব্রহ্মগোপালপুরী" হি ইতি। সচ্চিদানন্দৈকরসে ভক্তিযোগে তিষ্ঠতীতি চ গোপালতাপনীশ্রুতেঃ। ভগবল্লোকো ভক্তিযোগশ্চ নির্গুণ এবাতঃ পরমসত্য এবেতি তত্রাহ,—স্যাচ্চেদিতি। যদি নির্গুণত্বেন নিরূপ্যো ভবতি তর্হি সোঽপি চিৎসমঃ সীতা সা সীতয়া সমেতিবদভেদে উপমা চিদেবেত্যর্থঃ। আত্মবৎ পরমাত্মেব নির্গুণঃ পরমাত্মবিলাসত্বাৎ পরমাত্মেব স এক এবেত্যর্থঃ।। ২৯।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— আরও বিকার প্রসিদ্ধ, বিকাররূপে প্রসিদ্ধিমান্ এইজগৎ প্রত্যগাত্মা ব্যতীত অনুমাত্র নিরূপণ যোগ্য হয় না, কিন্তু সকল বস্তু পরমাত্মাই, পরমাত্মাতেই জগৎ আরোপিত। যেমন মরীচিকাতে জলরূপে প্রসিদ্ধ বস্তু তেজ ব্যতীত অনুমাত্র ভিন্ন নহে সম্পূর্ণ তেজই, তেজেতেই জল আরোপিত। প্রশ্ন—কখনও বিকার রূপে প্রসিদ্ধিমান্ হইয়াও পদার্থ চিৎই সত্যই দেখা যায়, যেমন ভক্তি তাহার করণ অধিকরণ কর্ত্তাদি ভগবৎ-পুরীও তাহার প্রমাণ। ভক্তিযোগের লক্ষণ নির্গুণ ইহা বলা হইয়াছে। আমার সেবা কিন্তু নির্গুণ, আমার গৃহ নির্গুণ, নির্গুণ আমার আশ্রয়, আমা-নিষ্ঠ নির্গুণ জানিবে ইত্যাদি ভগবদুক্তি থাকায় ভক্তির উপকরণ পদার্থ মাত্রই নির্গুণ, সেইরূপ সপ্ত-পুরী মধ্যে সাক্ষাৎ ব্রহ্ম গোপালপুরী। সচ্চিদানন্দৈকরসে ভক্তিযোগে ভগবান্ আছেন, ইহা গোপালতাপনী শ্রুতি। ভগবৎ লোক ও ভক্তিযোগ নির্গুণই অতএব পরমসত্যই। এবিষয়ে বলিতেছেন—যদি নির্গুণরূপে নিরূপণ হয় তাহা হইলে তাহাও চিৎ সম। সীতা তাহা সীতার, ইহা যেমন ভেদের উপমা চিৎই। আত্মার ন্যায় পরমাত্মাই নির্গুণ, পরমাত্মার বিলাস হেতু পরমাত্মাই, তিনি একই।।

ন হি সত্যস্য নানাত্ববিদ্বান্ যদি মন্যতে।
নানাত্বং ছিদ্রয়োর্যদ্বজ্জ্যোতিষোর্বাতয়োরিব।। ৩০।।

অন্বয়ঃ— সত্যস্য (আত্মনঃ) নানাত্বং (ভেদঃ) ন হি

(নাস্তেব্য) যদি (কশ্চিত্তথা) মন্যতে (তর্হি সঃ) অবিদ্বান্ (অজ্ঞো ভবতি পরন্তু) নানাত্বং (ভেদপ্রতীতিস্তু) ছিদ্রয়োঃ (ঘটাকাশমহাকাশয়োঃ) যদ্বৎ (যথা ভেদপ্রতীতিস্তথৈব ভবতি) জ্যোতিষোঃ (আকাশজলগতয়োঃ সূর্য্যয়োঃ কিঞ্চ) বাতয়োঃ ইব (বাহ্যশরীরস্থবায়োবপি যথা ভেদপ্রতীতিস্তথোপাধিভেদাদেবাত্রাপি নানাত্বমিত্যর্থঃ)।। ৩০।।

অনুবাদ— যদি কেহ মনে করেন, সত্য আত্মবস্তুর নানাত্ব বর্ত্তমান নাই, তাহা হইলে তিনি অজ্ঞ; পরন্তু ভেদপ্রতীতি ঘটাকাশ ও মহাকাশ, আকাশস্থ ও জলস্থ সূর্য্য এবং বাহ্য ও শরীরস্থ বায়ুর ভেদের ন্যায় কেবলমাত্র ঔপাধিক জানিবে।। ৩০।।

বিশ্বনাথ— ননু কেন প্রকারেণৈক্যং মন্তব্যং তত্রাহ, —নহীতি। সত্যস্য পরমসত্যস্য চিদ্বস্তুনো নানাত্বং নৈবাস্তি তদপি যদি নানাত্বং মন্যতে তর্হ্যবিদ্বান্ যথা ছিদ্রয়োর্ঘটদ্বয়ে ইদমেকমাকাশমিদমপরমাকাশমিতি, এবং জ্যোতিষোর্দীপদ্বয় গতয়োর্বা তয়োর্দেহদ্বয়গতয়ো প্রাণয়োরিতি।।৩০

টীকার বঙ্গানুবাদ— প্রশ্ন—কি প্রকারে ঐক্য স্বীকার করিব, তাহার উত্তরে বলিতেছেন—সত্য পরমসত্য চিৎ বস্তু নানাত্ব নাই, তাহাতে যদি নানাত্ব মনে কর তাহা হইলে অজ্ঞ ব্যক্তি যেমন ঘটদ্বয়ে দুইটি চিত্র দেখিয়া ইহা এক আকাশ, ইহা অন্য আকাশ এবং জ্যোতির্ম্ময় দীপদ্বয়ে অথবা উভয়ের দেহদ্বয়ে প্রাণদ্বয়কে এক বলে।। ৩০।।

মধ্ব—

মহাকাশো বহিস্থশ্চ ঘটাদ্যন্তস্থ এব চ।
দ্বেধা সমুদিতোহন্যৌ চ দ্বাবাকাশৌ প্রকীর্ত্তিতৌ
ঘটরূপস্তদন্যশ্চ মহাকাশাৎপরো লঘুঃ।
মহাকাশবদেবাত্র পরমাত্মা সনাতনঃ।।
ঘটান্তস্থ-মহাকাশ-প্রতিমোহন্তর্গতো হরিঃ।
ঘটস্থান্তর্গতাকাশো মহাকাশাৎ পরোমতঃ।।
তদ্বদ্দেবাদয়ঃ সর্ব্বে জীবা মুক্ত্যুপযোগিনঃ।
তমোগাশ্চৈব যে সর্ব্বে ঘটরূপ-খবন্নরাঃ।।
ইতি তত্ত্বসংহিতায়াম্।। ৩০।।

ইতি শ্রীমদানন্দতীর্থভগবৎপাদাচার্য্যবিরচিতে শ্রীমদ্ভাগবতে দ্বাদশ-স্কন্ধতাৎপর্য্যে চতুর্থোহধ্যায়ঃ।।

যথা হিরণ্যং বহুধা সমীয়তে
নৃভিঃ ক্রিয়াভির্ব্যবহারবর্ত্মসু।
এবং বচোভির্ভগবানধোক্ষজো
ব্যাখ্যায়তে লৌকিকবৈদিকৈর্জনৈঃ।। ৩১।।

অন্বয়ঃ— নৃভিঃ (নরৈঃ) ব্যবহারবর্ত্মসু (ব্যবহার-মার্গেষু) হিরণ্যং (সুবর্ণং) ক্রিয়াভিঃ (তত্তদ্রচনাভেদৈঃ) যথা (যদ্বৎ) বহুধা (কটককুণ্ডলাদিরূপেণ) সমীয়তে (প্রতীয়তে) এবং (তথা) জনৈঃ (অহঙ্কারোপহিতৈঃ লৌকিক-বৈদিকৈঃ বচোভিঃ (বাকৈঃ) অধোক্ষজঃ (ইন্দ্রিয়জজ্ঞানাতীতঃ) ভগবান্ (শ্রীহরিরপি) ব্যাখ্যায়তে (বহুধা কথ্যতে)।।

অনুবাদ— মানবগণ ব্যবহার-মার্গে একই সুবর্ণকে রচনাভেদে যেরূপ কটক, কুণ্ডল প্রভৃতি বিবিধরূপে দর্শন করিয়া থাকেন, সেইরূপ অহঙ্কারোপহিত মানবগণ লৌকিক, বৈদিক বাক্যসমূহ দ্বারা অধোক্ষজ শ্রীহরির নানারূপ বর্ণন করিয়া থাকেন।। ৩১।।

বিশ্বনাথ— তদেবং সৃষ্টিসময়েহপি প্রপঞ্চস্য নানা-ব্যবহারালম্বনত্বে দৃষ্টেপ্যেকং ব্রহ্মৈব জ্ঞানী জানীয়াদিত্যাহ, —যথৈতি। ক্রিয়াভিস্তত্তদ্রচনাভেদৈঃ বহুধা কটককুণ্ডলাদি-রূপেণ এবং লৌকিকবৈদিকৈর্বচোভিঃ।। ৩১ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—এইরূপে সৃষ্টি সময়ে ও জগতের নানা ব্যবহার অবলম্বনরূপে দেখিয়াও এক ব্রহ্মই জ্ঞানী জানিবে ইহাই বলিতেছেন—ক্রিয়াসমূহ দ্বারা সেই সেই রচনা বেদসমূহ দ্বারা বহু প্রকারে কটককুণ্ডলাদি রূপে সেইরূপ লৌকিক ও বৈদিক বাক্য সমূহ দ্বারা।। ৩১।।

যথা ঘনোহর্কপ্রভবোহর্কদর্শিতো
হ্যর্কাংশভূতস্য চ চক্ষুষস্তমঃ।
এবং ত্বহং ব্রহ্মগুণস্তদীক্ষিতো
ব্রহ্মাংশকস্যাত্মন আত্মবন্ধনঃ।। ৩২।।

অন্বয়ঃ— অর্কপ্রভবঃ (সূর্য্যরশ্মীনামেব পরিণাম-বিশেষাজ্জাতঃ) অর্কদর্শিতঃ (অর্কেণৈব প্রকাশিতশ্চ) ঘনঃ (মেঘঃ) যথা হি (যদ্বৎ) অর্কাংশভূতস্য (সূর্য্যস্যৈবাংশভূতস্য)

চক্ষুষঃ তমঃ চ (স্বরূপভূতার্কদর্শনপ্রতিবন্ধকো ভবতি) এবং (তথা) ব্রহ্মগুণঃ (ব্রহ্মকার্য্যভূত) তদীক্ষিতঃ (তেনৈব প্রকাশিতশ্চ) অহম্ (অহঙ্কারঃ) তু ব্রহ্মাংশকস্য (ব্রহ্মণো-ঽংশভূতস্য) আত্মনঃ (জীবস্য) আত্মবন্ধনঃ (ব্রহ্মস্বরূপ-দর্শনপ্রতিবন্ধকো ভবতীত্যর্থঃ)।।৩২।।

অনুবাদ— মেঘ যেরূপ সূর্য্যরশ্মিসমূহের পরিণাম বিশেষ হইতে উৎপন্ন এবং সূর্য্যকর্ত্তৃকই প্রকাশিত হইয়া সূর্য্যেরই অংশভূত চক্ষুর সূর্য্যদর্শনে প্রতিবন্ধক হয়, সেই-রূপ ব্রহ্মবস্তু হইতে উৎপন্ন এবং তৎকর্ত্তৃক প্রকাশিত অহঙ্কার ব্রহ্মাংশভূত জীবের ব্রহ্মস্বরূপদর্শনে প্রতিবন্ধক হইয়া থাকে।। ৩২।।

বিশ্বনাথ— ননু যদ্যেবং সর্ব্বং এব ব্রহ্মকার্য্যত্বাদেক ব্রহ্মৈব ব্রহ্মকার্য্যেণাহংকারেণাসত্যেন ব্রহ্মাংশভূতাশ্চিৎ-কণাঃ সত্যাঃ জীবাঃ কথমাব্রিয়ন্তে। তে বা তদাবৃতাঃ কথং মুহ্যন্তীতি তত্র সদৃষ্টান্তমাহ যথেতি,—অর্করশ্ময় এব মেঘরূপেণ পরিণতা বর্ষন্তি "অগ্নৌ প্রাপ্তহুতিঃ সম্যগা-দিত্যমুপতিষ্ঠতে। আদিত্যাজ্জায়তে বৃষ্টির্বৃষ্টেরন্নং ততঃ প্রজাঃ" ইত্যাদি বচনাৎ তস্মাদর্কপ্রভব এব ঘনঃ অর্কেণৈব দর্শিতঃ প্রকাশিতশ্চ। অথ অর্কাংশুভূতস্য চক্ষুষস্তম আবরকঃ। এবমেবাহঙ্কারঃ আত্মনো জীবস্য আত্মবন্ধনঃ আত্মনা স্বেনৈব জীবং বধ্নাতীত্যর্থঃ।।৩২।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— প্রশ্ন—যদি এইভাবে সকলই ব্রহ্মকার্য্য হেতু এক ব্রহ্মই ব্রহ্মকার্য্যের সহিত, অহঙ্কারের সহিত, অসত্যের সহিত ব্রহ্মের অংশরূপ চিৎ-কণাসমূহ, সত্য জীবসমূহ কিরূপে আবৃত হয়। তাহাই বা আবৃত হইয়া কিরূপে মোহ প্রাপ্ত হয়, সে বিষয়ে দৃষ্টান্তের সহিত বলিতেছেন—সূর্য্যরশ্মিসমূহই মেঘরূপে পরিণত হইয়া বর্ষণ করে, অগ্নিতে আহুতি দিলে সম্পূর্ণ সূর্য্যতে পৌঁছায়। সূর্য্য হইতে বৃষ্টি হয়, বৃষ্টি হইতে অন্ন হয়, তাহা হইতে প্রজাসৃষ্টি হয় ইত্যাদি বাক্য হইতে সেই সূর্য্যপ্রভাসমূহই মেঘ, সূর্য্যদ্বারাই প্রকাশিত। অনন্তর সূর্য্যকিরণরূপ চক্ষুর আবরণতম। এই প্রকার অহঙ্কার জীবাত্মার আত্মবন্ধন, নিজের দ্বারাই জীবকে বন্ধন করে।।৩২।।

ঘনো যদার্কপ্রভবো বিদীর্য্যতে
চক্ষুঃ স্বরূপং রবিমীক্ষতে তদা।
যদা হ্যহঙ্কার উপাধিরাত্মনো
জিজ্ঞাসয়া নশ্যতি তর্হ্যনুস্মরেৎ।। ৩৩।।

অন্বয়ঃ— যদা (যস্মিন্‌কালে) অর্কপ্রভবঃ (সূর্য্য-জাতঃ) ঘনঃ (মেঘঃ) বিদীর্য্যতে (বিচ্ছিদ্যতে) তদা (তস্মিন্-কালে) চক্ষুঃ স্বরূপম্ (আত্মভূতং) রবিম্ ঈক্ষতে (পশ্যতি) যদা হি (যস্মিন্ কালে চ) আত্মনঃ উপাধি অহঙ্কার জিজ্ঞাসয়া (বিচারেণ) নশ্যতি তর্হি (তদৈব) অনুস্মরেৎ (স্বরূপভূতং ব্রহ্ম পশ্যেদিত্যর্থঃ)।।৩৩।।

অনুবাদ—যে-কালে সূর্য্যসঞ্জাত মেঘ বায়ু-সঞ্চালনে বিচ্ছিন্ন হয় তখনই চক্ষুঃ স্বরূপভূত সূর্য্যদর্শন করিতে পারে, সেইরূপ যে-কালে আত্মার উপাধি অহঙ্কার বিচার দ্বারা বিনষ্ট হয় তখন জীবও স্বরূপভূত ব্রহ্মদর্শনে সমর্থ হন।। ৩৩।।

বিশ্বনাথ— তস্যৈবাহঙ্কারস্য নাশে সত্যাবরণভঙ্গো ব্রহ্মস্বরূপদর্শনং ভবতীতি তেনৈব দৃষ্টান্তেনাহ,—ঘন ইতি। বিদীর্য্যতে বিনশ্যতি তদা চক্ষুঃ কর্ত্তৃ স্বং রূপং রবিমী-ক্ষতে ইতি মনুষ্যাদেরেব চক্ষুর্নতু উলূকাদেশ্চক্ষু রবিমী-ক্ষতে। যথা ভক্তিমতামেব জ্ঞানিনাং ন তু ভক্তিমকুর্ব্বতা-মিতি "ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্য" ইত্যাদ্যুক্তেঃ। অনুস্মরেৎ ব্রহ্মানুভবতি।।৩৩।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— সেই অহঙ্কারের বিনাশ হইলে পর ব্রহ্মস্বরূপ দর্শন হয়, সেই দৃষ্টান্তদ্বারা বলিতেছেন—বিনাশ প্রাপ্ত হয়, তখন চক্ষু নিজরূপ রবিকে দেখে, মনুষ্যা-দির চক্ষুই দেখে, উলূকাদির চক্ষু রবিকে দেখে না, সেইরূপ ভক্তিমান জ্ঞানিগণের চক্ষু ব্রহ্ম স্বরূপ দর্শন করে, কিন্তু অভক্ত জ্ঞানিগণের চক্ষু ব্রহ্মস্বরূপ দর্শন করে না, শ্রীভগ-বান্ বলিয়াছেন—আমি একমাত্র ভক্তির দ্বারাই গ্রাহ্য হই। অনুস্মরণ করে—ব্রহ্ম অনুভব করে।।৩৩।।

যদৈবমেতেন বিবেকহেতিনা
মায়াময়াহঙ্করণাত্মবন্ধনম্।

ছিত্ত্বাচ্যুতাত্মানুভবোঽবতিষ্ঠতে
তমাহুরাত্যন্তিকমঙ্গ সংপ্লবম্।। ৩৪।।

অন্বয়ঃ— অঙ্গ! (হে রাজন্!) যদা (জীবঃ) এবং (পূর্ব্বোক্তক্রমেণ) এতেন বিবেক-হেতিনা (জ্ঞানশস্ত্রেণ) মায়াময়াহঙ্কারণাত্মবন্ধনং (মায়াময়মহঙ্করণমঙ্কার এবাত্ম-বন্ধনং তৎ) ছিত্ত্বা (অপাস্য)অচ্যুতাত্মানুভবঃ (অচ্যুতং পরি-পূর্ণমাত্মানমনুভবতীতি তথা) অবতিষ্ঠতে তং (কালম্) আত্যন্তিকং (তৎসংজ্ঞকং) সংপ্লবং (প্রলয়ম্) আহুঃ (বদন্তি)।। ৩৪।।

অনুবাদ— হে রাজন্! যে-কালে জীব পূর্ব্বোক্ত-ক্রমে এই জ্ঞানশাস্ত্রদ্বারা মায়াময় অহঙ্কাররূপ আত্মবন্ধন ছেদনপূর্ব্বক পরিপূর্ণ আত্মস্বরূপানুভবে অবস্থান করেন, সেইকালে আত্যন্তিক প্রলয় নামে কথিত হইয়া থাকে।।

বিশ্বনাথ— অহঙ্কারবিদারণে ভক্তিমিশ্রং জ্ঞানং খলু সাধনমিত্যাহ,—যদেতি। বিবেকহেতিনা জ্ঞানশাস্ত্রেণ অচ্যুত ভগবতি আত্মনো মনসোঽনুভবঃ সুদৃঢ়ধ্যানং যস্য তথাভূতঃ সন্নবতিষ্ঠতে। যদ্বা এবমহঙ্কারং ছিত্ত্বা স্থিতস্য যোগিনঃ অচ্যুতাত্মানুভবঃ। পূর্ণব্রহ্মানুভবঃ অবতিষ্ঠতে স্থিরীভবতি যস্তং আত্যন্তিকং সংপ্লবং প্রলয়মাহুঃ।।৩৪।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—অহঙ্কার গ্রন্থি ভেদ হইলে ভক্তি-মিশ্রজ্ঞান নিশ্চয়ই সাধন হয়। ইহাই বলিতেছেন—জ্ঞান-শাস্ত্র দ্বারা অচ্যুত ভগবানে নিজ মনের অনুভব সুদৃঢ় ধ্যান যাহার সেইরূপ হইয়া অবস্থান করে, অথবা এইরূপ অহ-ঙ্কারকে ছিন্ন করিয়া অবস্থিত যোগীর অচ্যুতাত্মানুভব— পূর্ণ ব্রহ্মানুভব স্থির হয় যে সেই আত্যন্তিক প্রলয় বলা হয়।।

নিত্যদা সর্ব্বভূতানাং ব্রহ্মাদীনাং পরন্তপ।
উৎপত্তিপ্রলয়াবেকে সূক্ষ্মজ্ঞাঃ সম্প্রচক্ষতে।। ৩৫।।

অন্বয়ঃ—(হে) পরন্তপ। (শত্রুসন্তাপপ্রদ! রাজন্) একে (কেচিৎ) সূক্ষ্মজ্ঞাঃ (সূক্ষ্মদর্শিনঃ) নিত্যদা (প্রতিক্ষণ-মেব) ব্রহ্মাদীনাং সর্ব্বভূতানাম্ উৎপত্তি প্রলয়ৌ (উৎপত্তিং প্রলয়ঞ্চ) সম্প্রচক্ষতে (বদন্তি)।। ৩৫।।

অনুবাদ— হে পরন্তপ! কোন কোন সূক্ষ্মদর্শিগণ প্রতিক্ষণে ব্রহ্মাদি সর্ব্বভূতের সৃষ্টি-প্রলয় বর্ণন করিয়া থাকেন।। ৩৫।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— নিত্যপ্রলয় বলিতেছেন।।৩৫

বিশ্বনাথ—নিত্যপ্রলয়মাহ,—নিত্যদেতি।। ৩৫।।

কালস্রোতোজবেনাশু হ্রিয়মাণস্য নিত্যদা।
পরিণামিনামবস্থাস্তা জন্মপ্রলয়হেতবঃ।। ৩৬।।

অন্বয়ঃ— পরিণামিনাং (নদীপ্রবাহ প্রদীপশিখাদীনাং যাঃ) অবস্থাঃ (উচ্চনীচাবস্থা দৃশ্যন্তে) কালস্রোতোজবেন (কালরূপস্রোতসো বেগেন) আশু (শিঘ্রং) হ্রিয়মাণস্য (দেহাদের্দৃশ্যমানাঃ) তাঃ (অবস্থাঃ) নিত্যদা (প্রতিক্ষণং) জন্মপ্রলয়হেতবঃ (জন্মপ্রলয়কারণানি ভবন্তি)।। ৩৬।।

অনুবাদ— নদীপ্রবাহ, প্রদীপশিখা প্রভৃতি প্রতিক্ষণ পরিণামশীল পদার্থসমূহের যেরূপ উচ্চনীচ অবস্থাভেদ দৃষ্ট হয়, কালস্রোতবেগে আশুপরিবর্ত্তনশীল এই দেহাদিরও তাদৃশ অবস্থাভেদই প্রতিক্ষণ জন্মমৃত্যুর কারণ হইয়া থাকে।।

বিশ্বনাথ— কুত ইত্যত আহ,—কালরূপস্রোতসো বেগেন আশু হ্রিয়মাণস্য একবচনমার্ষম্ হ্রিয়মাণানামিত্যর্থঃ। পরিণামিনাং দেহাদীনাং অবস্থা বাল্যপৌগণ্ডাদ্যা জন্ম-প্রলয়হেতবঃ জন্মপ্রলয়য়োরনুমাপকাঃ দেহাদ্যাঃ প্রতিক্ষণ জন্মপ্রলয়বন্তঃ অবস্থাভেদানাং বিদ্যামানত্বাৎ প্রদীপাদি-বদিত্যনুমানম্।। ৩৬।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—কি কারণ, ইহার উত্তরে বলিতে-ছেন—কালরূপ স্রোতের বেগদ্বারা শীঘ্র ক্ষীয়মান্ স্থলে একবচন আর্ষ প্রয়োগ, বহুবচন হইবে ক্ষীয়মান্ বস্তুসমূহের পরিণামী দেহাদির অবস্থা বাল্য পৌগণ্ডাদি জন্ম প্রলয়াদি হেতু সকল, জন্ম প্রলয়ের অনুমাপক দেহাদি প্রতিক্ষণে জন্ম প্রলয়বান্ অবস্থাভেদে বিদ্যমান হেতু প্রদীপাদির ন্যায় ইহা অনুমান।। ৩৬।।

অনাদ্যন্তবতানেন কালেনেশ্বরমূর্ত্তিনা।
অবস্থা নৈব দৃশ্যন্তে বিয়তি জ্যোতিষামিব।। ৩৭।।

অন্বয়ঃ— বিয়তি (আকাশে গচ্ছতাং) জ্যোতিষাম্ ইব (চন্দ্রাদীনাং গমনাবস্থাবিশেষা যথা ন লক্ষ্যন্তে তথা) ঈশ্বরমূর্ত্তিনা (ঈশ্বরাংশভূতেন) অনাদ্যন্তবতা (আদ্যন্ত-রহিতেন) অনেন কালেন (প্রতিক্ষণং জায়মানাঃ) অবস্থা (দশাভেদাঃ) ন এব দৃশ্যন্তে (নৈব লক্ষন্তে)।।৩৭।।

অনুবাদ— আকাশে সঞ্চরণশীল চন্দ্রাদি জ্যোতিষ্ক-মণ্ডলের যেরূপ গতিভেদ লক্ষিত হয় না, সেইরূপ ঈশ্বরাংশ-ভূত আদ্যন্তরহিত এই কালের প্রভাবে প্রতিক্ষণ উৎপন্ন অবস্থাভেদও লক্ষিত হইতেছেন না।।৩৭।।

বিশ্বনাথ— যদি প্রতিক্ষণং অবস্থা ভবন্তি তর্হি কিং ন দৃশ্যন্তে অতো হেতুরসিদ্ধ ইত্যাশঙ্ক্যাহ অনাদ্যন্তরতা কালেন প্রতিক্ষণং জন্যা নাশ্যাশ্চাবস্থা নৈব লক্ষ্যন্তে যথা বিয়ত্যাকাশে গচ্ছতাং জ্যোতিষাং চন্দ্রাদীনাং গমনাবস্থা-বিশেষা নৈব লক্ষ্যন্তে তদ্বৎ। অতো যথা তেষাং দেশান্তর-প্রাপ্ত্যা প্রতিক্ষণং গত্যবস্থাঃ কল্প্যন্তে তদ্বদত্রাপি বাল্য-তারুণ্যাদিদর্শনেন তন্মধ্যবর্ত্তিন্যঃ সূক্ষ্মা অপ্যবস্থা কল্প্যন্তে ইতি ন হেতুরসিদ্ধ ইত্যর্থঃ।।৩৭।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— যদি প্রতিক্ষণ অবস্থান হয় তাহা হইলে কি কারণ দেখা যাইতেছে না, অতএব হেতু অসিদ্ধ এই আশঙ্কায় বলিতেছেন—অনাদি অন্তরতা কাল দ্বারা প্রতিক্ষণ জন্যও নাশ অবস্থা দেখা যায় না, যেমন আকাশে গমনশীল জ্যোতিষ-চন্দ্রাদির গমন অবস্থা বিশেষ লক্ষ্য হয় না সেইরূপ। অতএব যেমন তাঁহাদের দেশান্তর প্রাপ্তির দ্বারা প্রতিক্ষণ গতি ও অবস্থা কল্পনা করা হয়, সেইরূপ এস্থলেও বাল্যতারুণ্যাদি দর্শন দ্বারা তাহার মধ্যবর্ত্তিনী সূক্ষ্মা অবস্থাসমূহ কল্পনা করা হয় অতএব হেতু অসিদ্ধ নয়।।

নিত্যো নৈমিত্তিকশ্চৈব তথা প্রাকৃতিকো লয়ঃ।
আত্যন্তিকশ্চ কথিতঃ কালস্য গতিরীদৃশী।।৩৮।।

অন্বয়ঃ— (হে রাজন্! ময়া) নিত্যঃ নৈমিত্তিকঃ চ এব তথা প্রাকৃতিকঃ আত্যন্তিকঃ চ লয়ঃ (প্রলয়চতুষ্টয়ং) কথিতঃ (তুভ্যং বর্ণিতোঽভবৎ) কালস্য গতিঃ ঈদৃশী (এবং রূপৈব ভবতি)।।৩৮।।

অনুবাদ— হে রাজন্! আমি তোমার নিকট নিত্য, নৈমিত্তিক, প্রাকৃতিক এবং আত্যন্তিক এই প্রলয়চতুষ্টয়ের বিষয় বর্ণন করিলাম। কালের ঈদৃশগতি অবগত হইবে।।

বিশ্বনাথ— উপসংহরিত— নিত্য ইতি।।৩৮।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— উপসংহার বলিতেছেন কালের গতি এই প্রকার।।৩৮।।

এতাঃ কুরুশ্রেষ্ঠ জগদ্বিধাতু-
র্নারায়ণস্যাখিলসত্ত্বধাম্নঃ।
লীলাকথাস্তে কথিতাঃ সমাসতঃ
কার্ৎস্ন্যেন নাজোঽপ্যভিধাতুমীশঃ।।৩৯।।

অন্বয়ঃ—(হে) কুরুশ্রেষ্ঠ! অখিলসত্ত্বধাম্নঃ (নিখিল-জীবাশ্রয়স্য) জগদ্বিধাতুঃ (জগৎকর্ত্তুঃ) নারায়ণস্য এতাঃ লীলাকথাঃ (লীলাবিষয়কানি চরিতানি) তে (তুভ্যং) সমাসতঃ (সংক্ষেপতঃ) কথিতাঃ (পরন্তু তাঃ) কার্ৎস্ন্যেন (সমগ্ররূপেণ) অভিধাতুং (বর্ণয়িতুম্) অজঃ (ব্রহ্মা) অপি ঈশঃ ন (সমর্থো ন ভবতি)।।৩৯।।

অনুবাদ—হে কুরুশ্রেষ্ঠ! নিখিলজীবাশ্রয় জগৎকর্ত্তা নারায়ণের এই সমস্ত লীলাচরিত সংক্ষেপে তোমার নিকট বর্ণিত হইয়াছে, পরন্তু ইহার সম্পূর্ণরূপে বর্ণন করিতে ব্রহ্মাও সমর্থ নহেন।।৩৯।।

বিশ্বনাথ—ভগবৎকথা উপসংহরতি—এতা ইতি।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— ভগবদ্ কথা উপসংহার করিতেছেন এতা ইত্যাদি।।৩৯।।

সংসারসিন্ধুমতিদুস্তরমুত্তিতীর্ষো-
র্নান্যঃ প্লবো ভগবতঃ পুরুষোত্তমস্য।
লীলাকথারসনিষেবণমন্তরেণ
পুংসো ভবেদ্বিবিধদুঃখদবার্দিতস্য।।৪০।।

অন্বয়ঃ— বিবিধদুঃখদবার্দিতস্য (আধ্যাত্মিকাদি-বিবিধ-দুঃখদাবানলসন্তপ্তস্য) অতি দুস্তরং সংসারসিন্ধুং (সংসার-রূপং সমুদ্রম্) উত্তিতীর্ষোঃ (উত্তর্তুমিচ্ছোঃ)

পুংসঃ (জনস্য) ভাগবতঃ পুরুষোত্তমস্য (শ্রীকৃষ্ণস্য) লীলা-কথারস-নিষেবণং (ভগবতো যা লীলাস্তাসাং কথাস্তাসাং রসস্তন্নিষেবণম্) অন্তরেণ (বিনা)অন্যঃ প্লবঃ (তরণ-সাধনং) ন (নাস্তি)।। ৪০।।

অনুবাদ— আধ্যাত্মিকাদি বিবিধ দুঃখদাবানলসন্তপ্ত এবং অতিদুস্তর সংসারসমুদ্রোত্তরণাভিলাষী পুরুষের পক্ষে পুরুষোত্তম ভগবান্ শ্রীহরির লীলাকথা-রসসেবন ব্যতীত অন্য নৌকা বর্ত্তমান নাই।। ৪০।।

বিশ্বনাথ— এতা বিবিধাঃ কথাঃ খলু বিবিধভক্তানাং জীবাতব এব মোক্ষার্থিনামপ্যেতাঃ কথা বিনা জ্ঞানাদিভির্ন-মোক্ষ ইত্যাহ,—সংসারেতি। যদ্বা ত্বয়া যৎ প্রথম এব পৃষ্টং ম্রিয়মাণস্য কিং কৃত্যং তদুত্তরনিষ্কর্ষোঽয়মিত্যাহ,— সংসারেতি। দুঃসহায়াঃ ক্ষুধায়া ভোজনমন্তরেণ নোপশম ইতিবৎ, নান্যো জ্ঞানাদিকঃ প্লব উত্তরণসাধনং দুঃসহায়াং ক্ষুধায়াং স্রক্চন্দনাদিরিব। তেনৈতদুত্তরাধ্যায়ে ময়াপ্যুপ-দেষ্টব্যং মহারহস্যভক্তিরত্নচ্ছাদনার্থং যজ্জ্ঞানং তত্ত্বয়া সোপাদেয়ত্বেন ন প্রত্যেতব্যমিতি ভাবঃ। রসশব্দেন লীলা-কথানাং অমৃতত্বমারোপিতং অতএব বিবিধদুঃখমহা-রোগাণাং দবা মহাজ্বালাস্তেষাং সদ্য এবৈকমমৃতং বিনা নান্যদৌষধং প্রয়োক্তব্যমিতি ভাবঃ।। ৪০।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— এই সকল বিবিধ কথা বিবিধ ভক্তগণের জীবাতুই, মোক্ষার্থীগণেরও এই সকল কথা ব্যতীত জ্ঞানাদি দ্বারা মোক্ষ হয় না ইহাই বলিতেছেন। অথবা তুমি যে প্রথম প্রশ্ন করিয়াছিলে—ম্রিয়মান ব্যক্তির কি কর্ত্তব্য? তাহার উত্তর সার এই—দুঃসহ ক্ষুধার ভোজন ব্যতীত উপশম হয় না, অন্য জ্ঞানাদি ভবসমুদ্রের উত্তরণের সাধন দুঃসহা ক্ষুধা কালে মালা-চন্দনাদির ন্যায়। অতএব ইহার উত্তর ইহার পরবর্ত্তী অধ্যায়ে। আমিও উপদেশের বিষয় মহা রহস্য ভক্তিরত্ন আচ্ছাদনের জন্য যে জ্ঞান তুমি তাহা উপাদেয় রূপে বিশ্বাস করিবে না। রসশব্দ দ্বারা লীলা-কথাসমূহের অমৃতত্ত্ব আরোপ করা হইয়াছে। অতএব বিবিধ দুঃখ মহারোগ সমূহের মহাজ্বালা, তাহাদের সদ্যই এক অমৃত ব্যতীত অন্য ঔষধ প্রয়োগ কর্ত্তব্য নহে।।

পুরাণসংহিতামেতামৃষির্নারায়ণোঽব্যয়ঃ।
নারদায় পুরা প্রাহ কৃষ্ণদ্বৈপায়নায় সঃ।। ৪১।।

অন্বয়ঃ—অব্যয়ঃ (সনাতনঃ) নারায়ণঃ ঋষি পুরা (পূর্ব্বকালে) নারদায় এতাং পুরাণসংহিতাং প্রাহ (উপদি-দেশ) সঃ (নারদশ্চ) কৃষ্ণদ্বৈপায়নায় (বেদব্যাসায় প্রাহ)।।

অনুবাদ—সনাতন নারায়ণ ঋষি পূর্ব্বকালে নারদকে এই পুরাণসংহিতা-বিষয়ক উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন এবং দেবর্ষি নারদ বেদব্যাসকে উপদেশ করিয়াছিলেন।।

স বৈ মহ্যং মহারাজ ভগবান্ বাদরায়ণঃ।
ইমাং ভাগবতীং প্রীতঃ সংহিতাং বেদসম্মিতাম্।। ৪২

অন্বয়ঃ—(হে) মহারাজ! সঃ বৈঃ ভগবান্ বাদরায়ণঃ (বেদব্যাসঃ) প্রীতঃ (সন্) মহ্যং বেদসম্মিতাং (বেদতুল্যাং) ভাগবতীং সংহিতাং (প্রাহ)।। ৪২।।

অনুবাদ— হে মহারাজ! ভগবান্ বেদব্যাস সন্তুষ্ট হইয়া আমার প্রতি এই ভাগবতসংহিতা-বিষয়ক উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন।। ৪২।।

বিশ্বনাথ— শ্রীগুরুসংপ্রদায়ং শুদ্ধমবিচ্ছিন্নমনু-সৃত্যৈবৈতৎ পঠনপাঠনশ্রবণশ্রবণাদিকং কার্য্যমিত্যভি-প্রায়েণাহ,—পুরাণেতি। ঋষির্নারায়ণো ব্রহ্মণে ইত্যধ্যা-হার্য্যম্। স চ ব্রহ্মা অব্যয়ঃ অপরাধাভাবাদ্ভক্তিব্যয়রহিতো নারদায় পুরাণসংহিতামেতামিতি ইমাং ভাগবতীমিতি বাক্যভেদান্ন পৌনরুক্ত্যম্।। ৪২।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— হে মহারাজ! শ্রীগুরু সম্প্রদায় শুদ্ধ অবিচ্ছিন্ন অনুসরণ করিয়াই এই শ্রীমদ্ভাগবত পঠন, পাঠন, শ্রবণ ও শ্রবণ করান ইত্যাদি কর্ত্তব্য এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন—ঋষি নারায়ণ ব্রহ্মাকে প্রথম উপদেশ করেন, সেই ব্রহ্মা অব্যয় অপরাধ অভাব হেতু ভক্তি ব্যয় রহিত নারদকে এই পুরাণ সংহিতা ভাগবতী বলিয়াছিলেন এস্থলে বাক্য ভেদহেতু পুনরুক্ত দোষ নাই।। ৪২।।

ইমাং বক্ষ্যত্যসৌ সূত ঋষিভ্যো নৈমিষালয়ে।
দীর্ঘসত্রে কুরুশ্রেষ্ঠ সংপৃষ্টঃ শৌনকাদিভিঃ।। ৪৩।।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে
পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
দ্বাদশস্কন্ধে প্রলয়বর্ণনং নাম
চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।। ৪।।

অন্বয়ঃ— (হে) কুরুশ্রেষ্ঠ। (ইতঃপরম্) অসৌ (প্রসিদ্ধনামাঃ) সূত নৈমিষালয়ে (নৈমিষক্ষেত্রে) দীর্ঘসত্রে (দীর্ঘকালব্যাপিনি যজ্ঞে) শৌনকাদিভিঃ (ঋষিভিঃ) সংপৃষ্টঃ (সন্) ঋষিভ্যঃ (তেভ্যং শৌনকাদিভ্যঃ) ইমাং (পুরাণসংহিতাং) বক্ষ্যতি (বদিষ্যতি)।। ৪৩।।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দ্বাদশস্কন্ধে চতুর্থোঽধ্যায়স্যান্বয়ঃ।।

অনুবাদ—হে কুরুশ্রেষ্ঠ! অতঃপর প্রসিদ্ধনামা সূত নৈমিষক্ষেত্রে দীর্ঘকালব্যাপী যজ্ঞকালে শৌনকাদি ঋষিগণ-কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া তাঁহাদের নিকট এই পুরাণ-সংহিতা বর্ণন করিলেন।। ৪৩।।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দ্বাদশস্কন্ধের চতুর্থ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

বিশ্বনাথ—অসৌসূত ইতি পুরস্থিতমঙ্গুল্যানির্দ্দিশতি।।

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।
দ্বাদশে চতুর্থোঽধ্যায়ঃ সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্।।

ইতি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি ঠক্কুরকৃতা শ্রীভাগবতে দ্বাদশ-স্কন্ধে চতুর্থোঽধ্যায়স্য সারার্থদর্শিনী টীকা সমাপ্তা।

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই সূত অগ্রবর্ত্তী সূতকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ দ্বারা নির্দ্দেশ করিতেছেন।। ৪৩।।

ইতি ভক্তগণের চিত্তের আনন্দদায়িনী সারার্থ-দর্শিনীতে দ্বাদশস্কন্ধে চতুর্থ অধ্যায় সাধুগণের সঙ্গে সমাপ্ত হইলেন।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দ্বাদশস্কন্ধে চতুর্থ অধ্যায়ের শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর কৃতা সারার্থ-দর্শিনী টীকার অনুবাদ সমাপ্ত হইলেন।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বাদশস্কন্ধের চতুর্থ অধ্যায়ের গৌড়ীয়-ভাষ্য সমাপ্ত।

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ

শ্রীশুক উবাচ—

অত্রানুবর্ণ্যতেঽভীক্ষ্ণং বিশ্বাত্মা ভগবান্ হরিঃ।
যস্য প্রসাদজো ব্রহ্মা রুদ্রঃ ক্রোধসমুদ্ভবঃ।। ১।।

গৌড়ীয় ভাষ্য

পঞ্চম অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে সংক্ষেপে পরব্রহ্মের উপদেশদ্বারা রাজা পরীক্ষিতের তক্ষকদংশনে মৃত্যুভয় নিবারিত হইয়াছে।

শ্রীশুকদেব বলিলেন,—যাঁহার প্রসাদ হইতে ব্রহ্মা এবং ক্রোধ হইতে রুদ্রের উৎপত্তি, সেই বিশ্বাত্মা ভগবান্ শ্রীহরিই শ্রীমদ্ভাগবতে পুনঃ পুনঃ কীর্ত্তিত হইয়াছেন। আমি মরিব— এইরূপ বুদ্ধি পশুবুদ্ধিমাত্র। আত্মা দেহের ন্যায় পূর্ব্বে অবিদ্যমান থাকিয়া বর্ত্তমানে জন্মে নাই এবং মরিবেও না। তত্ত্বজ্ঞানপ্রভাবে লিঙ্গদেহনাশে দেহাবস্থিত আত্মা পূর্ব্ববৎ স্ব-স্বরূপে অবভাসিত হয়। তৈল, আধার, বর্ত্তি ও অগ্নিসংযোগে দীপের অস্তিত্বকালের ন্যায় ত্রিগুণের কার্য্যরূপে দেহের সহিত সংযোগই জন্ম ও জীবনকাল এবং যোগভঙ্গে দীপ-নির্ব্বাণবৎ মৃত্যু। হে রাজন্! আপনি বাসুদেব-চিন্তায় আত্মস্থ হউন, তাহা হইলে তক্ষকদংশন আপনাকে স্পর্শ করিতে পারিবে না।

অন্বয়ঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ,—(হে রাজন্!) ব্রহ্মা (জগতঃ কর্ত্তাপি) যস্য প্রসাদজঃ (প্রসাদো রজোবৃত্তির্হর্ষস্ততো জাতত্বাৎ পরতন্ত্রঃ) রুদ্র (সর্ব্বসংহর্ত্তা চ যস্য) ক্রোধ-সমুদ্ভবঃ (ক্রোধজাতো ভবেন্ন তু স্বতন্ত্র ইত্যর্থঃ সঃ) বিশ্বাত্মা

(বিশ্বস্যাত্মা নিয়ন্তা) ভগবান্ হরিঃ অত্র (অস্মিন্ ভাগবতে) অভীক্ষ্ণং (পুনঃ পুনঃ) অনুবর্ণ্যতে (সঙ্কীর্ত্ত্যতে, অত এবম্ভূতং ভাগবতং শৃণ্বতঃ কুতোঽপি ন ভয়শঙ্কেতি ভাবঃ)।। ১।।

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব বলিলেন,—হে রাজন্! ব্রহ্মা যাঁহার প্রসাদসম্ভূত এবং রুদ্র যাঁহার ক্রোধসম্ভূত সেই বিশ্বনিয়ন্তা ভগবান্ শ্রীহরি এই শ্রীমদ্ভাগবতগ্রন্থে নিরন্তর কীর্ত্তিত হইয়াছেন, সুতরাং যিনি ইহা শ্রবণ করেন তাঁহার কোন প্রকার ভয়শঙ্কা থাকিতে পারে না।। ১।।

বিশ্বনাথ—

এতচ্ছাস্ত্রার্থতাৎপর্য্যাচ্ছাদনায়াত্র পঞ্চমে।
ব্রহ্মজ্ঞানোপদেশঃ শ্রীমুনীন্দ্রেণ নৃপে কৃতঃ।।

শাস্ত্রার্থমুপসংহৃত্য শ্রীমন্মুনীন্দ্রঃ কিঞ্চিদাত্মনৈব পরামমর্শ। অহো অসাধ্বনুষ্ঠিতং যন্মহারহস্যরত্নসমাধিকং স্বহৃদয়সংপুটাদুদ্‌ঘট্য সর্ব্বলোকদৃষ্টিগোচরীকৃতং যঃ খলু মৎপ্রভুণা "রাজবিদ্যা রাজগুহ্যম্" ইত্যনেন বিদ্যানাং রাজেতি গুহ্যানাং রাজেত্যুক্তঃ পুনশ্চ "সর্ব্বগুহ্যতমং ভূয়ঃ শৃণু মে" ইত্যনেন সর্ব্বগুহ্যতমশব্দেনোক্তঃ স খলু ভক্তিযোগোঽত্র শাস্ত্রে ময়া পরীক্ষিতি কৃপাপরবশতয়া প্রায়ঃ প্রকটীকৃত্যৈবোক্তঃ। তথাহি "অকামঃ সর্ব্বকামো বা মোক্ষকাম উদারধীঃ। তীব্রেণ ভক্তিযোগেন যজেত পুরুষং পরম্" ইত্যাদিনা "মুখবাহূরুপাদেভ্যঃ পুরুষস্যাশ্রমৈঃ সহ" ইত্যত্র য এষাং পুরুষং সাক্ষাদাত্মপ্রভবমীশ্বরম্। ন ভজন্ত্যবজানন্তি স্থানাদ্‌ভ্রষ্টাঃ পতন্ত্যধঃ" ইত্যাদিনা চান্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং ভক্তিরেব সর্ব্বফলসাধনত্বেন প্রতিপাদিতা। স্বর্গাদিসাধনানি কর্ম্মাদীনি দূরে তাবদাসতাং মোক্ষসাধনত্বেনাতিপ্রসিদ্ধস্যাপি জ্ঞানস্য মোক্ষকারণত্বং পরাস্তীকৃতমেব "নৈষ্কর্ম্ম্যমপ্যচ্যুতভাববর্জ্জিতং ন শোভতে জ্ঞানমলং নিরঞ্জনম্" ইতি। চতুর্থাশ্রমিণো জ্ঞানিনোঽপি "স্থানাদ্‌ভ্রষ্টাঃ পতন্ত্যধঃ" ইতি "আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ পতন্ত্যধোঽনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ" ইত্যাদ্যুক্তের্জ্ঞানান্বয়োঽপি ভক্ত্যা বিনা মোক্ষাসিদ্ধেঃ। "যৎকর্ম্মভির্যত্তপসা জ্ঞানবৈরাগ্যতশ্চ যৎ। সর্ব্বং মদ্ভক্তিযোগেন মদ্ভক্তো লভতেঽঞ্জসা ইতি জ্ঞানব্যতিরেকেঽপি ভক্ত্যৈব মোক্ষসিদ্ধেরুক্তত্বাৎ মোক্ষং প্রতিজ্ঞান নৈবান্বয়ব্যতিরেকীতি। তদপি জ্ঞানান্মোক্ষ ইতি যা প্রসিদ্ধিস্তত্র জ্ঞানগতা গুণীভূতা ভক্তিরেব মোক্ষং জনয়েৎ। জ্ঞানস্য তু নামমাত্রেণৈব কারণতা "ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ" ইতি "ন তপো নাত্মমীমাংসা" ইতি কিং বা সাংখ্যেন যোগেন ন্যাসস্বাধ্যায়য়োরপি। কিম্বা "শ্রেয়োভিরন্যৈশ্চ ন যত্রাত্মপ্রদো হরিম্" ইত্যাদি বাক্যৈর্ব্রহ্মানুভবং প্রতিজ্ঞানস্য সহকারিতাঽপি বস্তুতো ন প্রতিপাদিতেতি। ভক্তেরেব সাধনত্বমুপক্রমোপসংহারাভ্যাসেষু প্রপঞ্চিতং। তদপি যদন্তরান্তরাজ্ঞানযোগাদিকমপ্যুপন্যস্তং তৎ খলু ভক্তেরুৎকর্ষং তত্তন্মতানি চ ভক্তান্ জ্ঞাপয়িতুমেবেতি। কিঞ্চ "যন্নামধেয়শ্রবণানুকীর্ত্তনাৎ যৎ প্রহ্বনাৎ যৎ স্মরণাদপি ক্বচিৎ" ইতি। "অহো বত শ্বপচোঽতো গরীয়ান্ যজ্জিহ্বাগ্রে বর্ত্ততে নাম তুভ্যম্" ইতি। "যন্নাম সকৃৎ শ্রবণাৎ পুক্কশোঽপি বিমুচ্যতে সংসারাদি"ত্যাদিভ্যঃ কিঞ্চিন্মাত্র্যাপি ভক্ত্যা মোক্ষ ইতি। তথা "তাপত্রয়েণাভিহতস্য ঘোরে সংতপ্যমানস্য ভবাধ্বনীহ। পশ্যামি নান্যচ্ছরণং তবাঙ্ঘ্রিদ্বন্দ্বাতপত্রাদমৃতাভিবর্ষাৎ" ইত্যুদ্ধববাক্যেন, সংসারসিন্ধুমতিদুস্তরমুত্তিতীর্ষোর্নান্যঃ প্লবঃ ইত্যুপসংহারে মদ্বাক্যেন চ তাং বিনা তু নান্যেনোপায়েন সংসারাদপি মোক্ষ ইত্যপি নির্দ্ধারিতম্। কিঞ্চ "ভক্ত্যা তয়ৈব পরয়া নির্বৃত্যা হ্যপবর্গমাত্যন্তিকং পরমপুরুষার্থমপি স্বয়মাসাদিতং নো এবাদ্রিয়ন্তে ভগবদীয়ত্বেনৈব পরিসমাপ্তসর্ব্বার্থা" ইতি। "ময়ি সংজায়তে ভক্তিঃ কোঽন্যোঽর্থোঽস্যাবশিষ্যতে" ইতি। "ন পরিলষন্তি কেচিদপবর্গমপি" ইতি "সা ব্রহ্মণি স্বমহিমন্যঽপি নাথ-মাভূৎ" ইতি "স্বর্গাপবর্গনরকেষ্বপি তুল্যার্থদর্শিনঃ" ইত্যাদিবাক্যেভ্যশ্চতুর্থপুরুষার্থমপি তিরস্কৃত্য ভক্তিরেব পুরুষার্থশিরোমণিত্বং চ ময়া স্থাপিতম্। কিঞ্চ মুন্যন্তরবাক্যস্য প্রামাণ্যমাপেক্ষিকমেব, মদ্বাক্যস্য তু প্রামাণ্যমাত্যন্তিকমেবেতি, সর্ব্বত্র বৈকুণ্ঠেঽপি প্রসিদ্ধির্ভূয়সী "পরোক্ষবাদা ঋষয়ঃ পরোক্ষঞ্চ মম প্রিয়ম্" ইতি ভগবদুক্তের্মহারহস্যোদ্‌ঘাটনপটিষ্ঠো ভূত্বা ভগবদপ্রিয়ঙ্করোঽপ্যহমভুবং, তদধুনা কিং করিষ্যে পুরাণার্থশ্চ সমাপ্তিকৃত এব, ভবত্বধুনাপি ভক্তের্মহামহিমানং সম্বরীতুং যতিষ্যে। যথা কশ্চিন্মহারত্নমতি-

গোপ্যং রভসবশেন সর্ব্বলোকান্ সংদর্শ্যাপি পুনঃ কিঞ্চিৎ পরামৃশ্য তদলক্ষিতং সম্পুটগতং কৃত্বা মহাকোষাভ্যন্তরে সংস্থাপ্য রত্নান্তরং বহিঃপ্রকাশ্যানেনৈবাস্মাকং সর্ব্বার্থ-সিদ্ধিরিতি ব্রূতে, তথৈবাধুনা রাজানমহং জ্ঞানমুপাদিশামি যথা গমনসময়ে তু শুকঃ পরীক্ষিতে জ্ঞানমেবোপদিষ্টবা-নিতি ভগবন্মায়া প্রভাবাজ্জ্ঞানমেবোৎকৃষ্টং, ভক্তিস্তু তৎ-সাধনমেবেতি মংষ্যন্তে। কিঞ্চ ভক্তিসিদ্ধান্ জনান্ প্রতি প্রাদুর্ভূয় ভগবাংস্তান্ পরীক্ষমাণো মোক্ষং গৃহাণেতি যথা ব্রূতে তথৈবানেন জ্ঞানোপদেশেনাস্য মচ্ছিষ্যস্য পরীক্ষিতো ভক্তিমদ্ব্যুৎপত্তিশ্চ পরীক্ষিষ্যে পরীক্ষা চেয়ং সর্ব্বজ্ঞেনাপি জগত্যস্মিন্ পরীক্ষিদ্ভক্তিনিষ্ঠা জ্ঞাপনার্থা জ্ঞেয়া। কিঞ্চ ভক্তি-জ্ঞানয়োঃ ফলমন্ততো মুক্তিরেব কেবলমিত্যনভিজ্ঞ-ব্যাখ্যানং, নৈব মদভিপ্রায়সম্বন্ধং জ্ঞেয়ম্। যতো "রাজন্ পতির্গুরুরলং ভবতাং যদূনাং দৈবং প্রিয়ঃ কুলপতিঃ ক্ব চ কিঙ্করো বঃ। অস্ত্বেবমঙ্গ ভগবান্ ভজতাং মুকুন্দো মুক্তিং দদাতি, কর্হিচিৎ স্ম ন ভক্তিযোগম্" ইত্যুক্তবতা ময়া মুক্তেঃ সকাশাদপি ভক্তেরুৎকৃষ্টফলত্বস্য প্রতিপাদিতত্বাৎ। ন চোপদেষ্টব্যেনানেন জ্ঞানেন পরীক্ষিতো নির্ব্বাণমুক্তি-প্রাপ্তিরেবেত্যাশঙ্কনীয়ং, "স বৈ মহাভাগবতঃ পরীক্ষিৎ যেনাপবর্গাখ্যমদভ্রবুদ্ধিঃ। জ্ঞানেন বৈয়াসকিশব্দিতেন ভেজে খগেন্দ্রধ্বজপাদমূলম্" ইতি মদভিপ্রায়াভিজ্ঞেনানেন মচ্ছিষ্যেণ সূতেনাগ্রে বক্ষ্যমাণত্বাৎ, ময়াপি "রাজন্ পতির্গুরু-রলম্" ইত্যত্র ভবদ্ব্যাস্তু স্বভক্তিযোগং দদাতি ইতি পরীক্ষিতঃ প্রেমভক্তিপ্রাপ্তিরভিব্যঞ্জিতৈব। নচোপদিশ্যমানেনানেনৈব দেহাদিব্যতিরিক্তাত্মজ্ঞানেন ব্রহ্মানুভবঃ সিদ্ধেৎ। কিন্তুস্যাপি জ্ঞানস্য ভক্ত্যা নির্জ্জয়ে নৈব যদুক্তং ভগবতা—"দ্রব্যং দেশং ফলং কালো জ্ঞানং কর্ম্ম চ কারকঃ। শ্রদ্ধাবস্থাকৃতির্নিষ্ঠা ত্রৈগুণ্যং সর্ব্ব এব চ। সর্ব্বে গুণময়া ভাবাঃ পুরুষাব্যক্তা-ধিষ্ঠিতাঃ। দৃষ্টং শ্রুতমনুধ্যাতং বুদ্ধ্যা বা পুরুষর্ষভ। এতা সংসৃতয়ঃ পুংসো গুণকর্ম্মনিবন্ধনাঃ। যেনেমে নির্জ্জিতা সৌম্য গুণা জীবেন চিত্তজাঃ। ভক্তিযোগেন মন্নিষ্ঠো মদ্ভাবায় প্রপদ্যতে" ইতি। কিঞ্চ ভগবদ্ভক্তস্য মোক্ষকামত্বেঽপি নাস্তি জ্ঞানেন প্রয়োজনং, যদুক্তং স্বয়ং ভগবতা—"জ্ঞানে কর্ম্মণি যোগে চ বার্ত্তায়াং দণ্ডধারণে। যাবানর্থো নৃণাং তাত তাবাংস্তেঽহং চতুর্ব্বিধঃ" ইতি। তস্মাদনেন সর্ব্বান্তে জ্ঞানো-পদেশেনাস্য শাস্ত্রস্য স্পষ্টতয়ৈব মোহিনীসাধর্ম্ম্যং প্রতি-পাদয়িষ্যে। যথাহ্যসুরাঃ প্রেমসুধয়া বঞ্চিতা এব ভবেয়ু-রিতি। অপি চ জ্ঞানোপদেশাৎ প্রাগেকং বাক্যং পুনর্ব্যঞ্জনয়া বৃত্ত্যা ভক্তান্ প্রীণয়িতুং ভক্তিরসপ্রক্ষিতমেব করিষ্যে, তদ-নন্তরং জ্ঞানোপদেশবাক্যান্যপি যানি ভক্তিপ্রতিকূলানি বক্ষ্যে, তান্যপ্যন্তর্ভূতভক্ত্যনুকূলার্থান্যেব করিষ্যে ইত্যাদিকং বিচার্য্যাহ,—অত্রেতি। অত্র সমাপ্তীকৃতেঽস্মিন্ পুরাণশাস্ত্র ইত্যর্থঃ। যস্য হরেঃ প্রসাদজো ব্রহ্মেতি প্রসাদস্য সত্ত্বগুণত্বাৎ ব্রহ্মণস্তু রজঃ সম্ভবত্বাদেতন্ন সঙ্গচ্ছতে। তথা রুদ্রঃ ক্রোধ-সমুদ্ভব ইতি ভগবতো নির্গুণত্বাৎ স্বরূপেণ তামসঃ ক্রোধো-ঽপি ন সম্ভবেৎ যদুদ্ভবো রুদ্রঃ স্যাত্তস্মাদ্বাক্যমিদমতি-শয়োক্ত্যা অর্থান্তরতাৎপর্য্যকং জ্ঞেয়ম্। তচ্চৈবং নির্গুণস্য ভগবতঃ স্বভক্তসেবিনি জনে প্রসাদঃ স্বভক্তদ্রোহিণি ক্রোধশ্চ দৃষ্টস্তৌ চ ভক্তবৎসলস্য শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপাবেবেত্যত এবং ব্যাখ্যেয়ম্—যস্য প্রসাদজঃ যস্য প্রসাদোত্থো ভাগ্যবিশেষো ব্রহ্মোবোক্ত-সমস্ত-সাধ্যসাধনোৎপত্তিহেতুরতস্তদর্থমেব ভক্তৈর্যতনীয়ম্। তথৈবোক্তসাধ্যসাধন বিনাশহেতুর্ভগবৎ-কোপ এবেত্যতস্তদনুদ্ভব এব যতনীয়মিত্যেতৎ পুরাণ-তাৎপর্য্যমবধেয়মিতি ভাবঃ। ননু যদি শ্রীশুকদেবেন শ্রীভাগ-বতপুরাণমিদমত্র সমাপ্তীকৃতং কথং তর্হি প্রথমস্কন্ধস্যা-বশিষ্টদ্বাদশস্য চ শ্রীভাগবতত্বম্? উচ্যতে। যজ্ঞস্য যথা প্রাগুত্তরক্রিয়াকলাপয়োরপি যোগ্যত্বমেব নাটকশাস্ত্রস্য যথা প্রাক্ পশ্চাদ্গতয়োঃ প্রস্তাবনাশীর্ব্বাদয়োরপি নাটকত্ব-মেব, তথৈব প্রথমদ্বাদশার্দ্ধয়োরপি শ্রীভাগবতত্বং, যথা চ— "গীতা সুগীতা কর্ত্তব্যা কিমন্যৈঃ শাস্ত্রবিস্তরৈঃ। যাঃ স্বয়ং পদ্মনাভস্য মুখপদ্মাদ্বিনিসৃতা" ইত্যষ্টাদশাধ্যায়াঃ গীতায়াঃ সর্ব্বস্যা ভগবৎপ্রোক্তত্বাভাবেঽপি ভগবৎপ্রোক্তত্ব-মুচ্যতে তথৈবাস্য দ্বাদশস্কন্ধস্য শ্রীভাগবতস্য সর্ব্বস্য শুক-প্রোক্তত্বাভাবেঽপি শুকপ্রোক্তত্বমিতি সমাধিঃ।। ১।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই পঞ্চম অধ্যায়ে শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্রের অর্থ-তাৎপর্য্য আচ্ছাদনের জন্য শ্রীশুকমনীন্দ্র

কর্ত্তৃক পরীক্ষিৎ মহারাজের প্রতি ব্রহ্মজ্ঞানোপদেশ করিতেছেন।

শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্রের অর্থ উপসংহার করিয়া শ্রীমন্মুনীন্দ্র শুকদেব নিজে কিছু পরামর্শ করিলেন—অহো আশ্চর্য্য আমি অসাধু অনুষ্ঠান করিলাম যেহেতু মহাগোপনীয় রত্ন যাঁহার সমান ও অধিক নাই তাহা নিজ হৃদয় সম্পুট হইতে বাহির করিয়া সর্ব্বলোকের দৃষ্টি গোচর করিলাম। যাহা নিশ্চয়ই আমার প্রভু 'রাজবিদ্যা রাজগুহ্য' এই শব্দ দ্বারা বিদ্যাসমূহের মধ্যে রাজা ও গোপনীয় বস্তুসমূহের মধ্যে রাজা বলিয়াছেন। পুনরায় 'সর্ব্বগুহ্যতম আমার পরমবাক্য শ্রবণ কর? ইহার দ্বারা সর্ব্বগুহ্যতম সেই ভক্তি-যোগ এই শাস্ত্রে আমি পরীক্ষিতের প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া প্রকাশ করিয়াই বলিলাম, তাহাই এই অকাম সর্ব্বকাম বা মোক্ষকাম ব্যক্তি উদার বুদ্ধি হইলে তীব্র ভক্তিযোগ দ্বারা পরমপুরুষকে যজনা করিবেন ইত্যাদি দ্বারা 'বিরাট পুরুষের মুখ, বাহু, উরু ও চরণ হইতে আশ্রমসহ বর্ণ সমূহ উৎপন্ন হইয়াছে'। এই শ্লোকে যে-ব্যক্তি ইহাদের সাক্ষাৎ নিজপ্রভু ঈশ্বর পুরুষকে ভজন না করে বা অবজ্ঞা করে, সেই ব্যক্তি নিজস্থান হইতে ভ্রষ্ট হইয়া অধঃপতিত হয়? ইত্যাদি শ্লোকদ্বারা অন্বয় ও ব্যতিরেক ভাবে ভক্তিই সর্ব্বফল সাধন রূপে প্রতিপাদিত হইয়াছে। স্বর্গাদি সাধনসমূহ কর্ম্মাদি দূরে থাকুক মোক্ষ সাধন রূপে অতি প্রসিদ্ধ জ্ঞানের ও মোক্ষ কারণতা পরাভব করা হইয়াছে। নিষ্কামকর্ম্ম ও ভক্তিভাব বর্জ্জিত হইলে যেরূপ শোভা পায় না, সেইরূপ নিরঞ্জন জ্ঞানও শোভা পায় না। চতুর্থ আশ্রমী জ্ঞানিগণও নিজস্থান হইতে ভ্রষ্ট হইয়া অধঃপতিত হয়, অতিকষ্টে পরমপদে আরোহণ করিয়া তথা হইতে অধঃপতিত হয়, তোমার শ্রীচরণে অবজ্ঞা হেতু ইহা বলাতে জ্ঞান-পথেও ভক্তি ব্যতীত মোক্ষ হয় না। কর্ম্মসমূহের দ্বারা যে ফল, তপস্যার দ্বারা যে ফল, জ্ঞান ও বৈরাগ্যের দ্বারা যে ফল, সেই সকল ফল আমার ভক্তিযোগ দ্বারা আমার ভক্তগণ অনায়াসে লাভ করে অতএব জ্ঞান ব্যতীতও ভক্তির দ্বারাই মোক্ষসিদ্ধ হয়, এই বলা হেতু মোক্ষের সাধন জ্ঞান অন্বয় ব্যতিরেক ভাবে সিদ্ধ হয় না, তথাপি জ্ঞান হইতে মোক্ষ হয় এই যে প্রসিদ্ধি আছে, সেই বিষয়ে জ্ঞানের মধ্যে গৌণভাবে ভক্তিই মোক্ষ ফল দান করে, কিন্তু জ্ঞানের মোক্ষ কারণতা নাম মাত্রেই। 'আমি একমাত্র ভক্তিদ্বারা গ্রাহ্য হই;' 'তপস্যা আত্মমীমাংসা মোক্ষের সাধন নহে, সাংখ্য বা যোগ দ্বারা, সন্ন্যাস দ্বারা, বেদপাঠ দ্বারা কি প্রয়োজন? অথবা অন্য মঙ্গল সাধনসমূহের কি প্রয়োজন? যেখানে আত্মপ্রদানকারী শ্রীহরি নাই। ইত্যাদি বাক্যদ্বারা ব্রহ্মজ্ঞানের প্রতি জ্ঞানের সহকারিতা বস্তুত পতিপাদিত হয় নাই। ভক্তিরই সাধনত্ব উপক্রম, উপসংহার ও অভ্যাস বাক্যসমূহ দ্বারা বিস্তার করা হইয়াছে, তাহাতে যদিও মধ্যে মধ্যে যে জ্ঞান ও যোগাদি স্থাপন করা হইয়াছে, তাহা নিশ্চয়ই ভক্তির উৎকর্ষ এবং সেই সেই মতসমূহ ভক্ত-গণকে জানাইবার জন্য।

আরও বলি 'যাঁহার নাম কীর্ত্তন, শ্রবণ, নিরন্তর কীর্ত্তন, যাঁহার প্রণাম, যাঁহার স্মরণ হইতেও' ইত্যাদি 'অহো শ্বপচ যাজ্ঞিক হইতেও শ্রেষ্ঠ, যাঁহার জিহ্বাগ্রে তোমার নাম বর্ত্তমান আছে, যাঁহার নাম একবার শ্রবণ করিলে চণ্ডালও সংসার হইতে বিমুক্তি লাভ করে।' এই সকল বাক্য হইতে কিঞ্চিন্মাত্র ভক্তির দ্বারা মোক্ষ হয়।

সেইরূপ সংসার পথে ভয়ঙ্কর ত্রিতাপদ্বারা দগ্ধীভূত মনুষ্যগণের তোমার শ্রীচরণদ্বয় ছত্র হইতে অমৃত-বর্ষণ ছাড়া অন্য আশ্রয় দেখি না—এই উদ্ধব-বাক্য দ্বারা এবং অতিদুস্তর সংসারসিন্ধু উত্তীর্ণ হইবার ইচ্ছাকারীর পক্ষে অন্য নৌকা নাই, ইহা শ্রীমদ্ভাগবতের শেষে আমার বাক্য দ্বারাও ভক্তি ব্যতীত অন্য উপায় দ্বারা সংসার হইতে মোক্ষ হয় না—ইহাও নির্দ্ধারণ করা হইয়াছে।

আরও পরম আনন্দ ভক্তিদ্বারাই আত্যন্তিক মোক্ষ পরমপুরুষার্থও স্বয়ং প্রাপ্ত হয়, কিন্তু আদর করে না ভগবৎ-প্রসাদদ্বারাই সর্ব্বপুরুষার্থ প্রাপ্ত হওয়ায়।

আমাতে ভক্তি হইলে অন্য কোন পুরুষার্থ তাহার কি অবশিষ্ট থাকে? কোন কোন ভক্ত মোক্ষাকেও অভিলাষ করেন না। তোমার কথা বা তোমার ভক্তের কথায় যে

আনন্দসিন্ধু উচ্ছলিত হয়, তাহা তোমার মহিমারূপ ব্রহ্ম হইতেও পাওয়া যায় না। স্বর্গ মোক্ষ নরকেও ভক্তগণ তুল্যদর্শী ইত্যাদি বাক্য হইতে চতুর্থ পুরুষার্থ মোক্ষকেও তিরস্কার করিয়া ভক্তিই পুরুষার্থ শিরোমণি ইহা আমি স্থাপিত করিয়াছি।

আরও অন্য মুনির বাক্যে প্রামাণ্য আপেক্ষিকই, আমার বাক্যে কিন্তু প্রামাণ্য আত্যন্তিকই। ইহা সর্ব্বত্র বৈকুণ্ঠেও বহু প্রসিদ্ধি আছে—'ঋষিগণ পরোক্ষবাদ পরায়ণ, পরোক্ষও আমার প্রিয়' ইহা শ্রীভগবদুক্তি থাকায় মহা-রহস্য উদ্‌ঘাটন পটি হইয়া ভগবদ্‌প্রিয়কারিগণও আমি হইয়াছিলাম। অতএব এখন কি করিব, পুরাণের অর্থও সমাপ্তি করিয়াছি, হউক এখনও ভক্তির মহামহিমা সম্বরণ করিতে যত্ন করিব। যেমন কোন ব্যক্তি মহাগোপ্য মহা-রত্নকে আনন্দ বেগে সর্ব্বলোককে দেখাইয়াও পুনরায় কিঞ্চিৎ বিচার করিয়া তাহা অলক্ষিতে সম্পূট মধ্যে রাখিয়া মহাকোষ মধ্যে স্থাপন করিয়া অন্য রত্নকে বাহিরে প্রকাশ করিয়া, ইহার দ্বারাই আমার সর্ব্বার্থসিদ্ধি হইয়াছে—এই প্রকার বলে, সেইরূপ এখন রাজাকে আমি জ্ঞানোপদেশ করিতেছি—যেমন গমনকালে কিন্তু শ্রীশুকদেব পরীক্ষিৎকে জ্ঞানোপদেশ করিয়াছেন, ইহা ভগবানের মায়া প্রভাব হইতে জ্ঞানই উৎকৃষ্ট, কিন্তু ভক্তি তাঁহার সাধন এইরূপ মনে করে।

আরও ভক্তিসিদ্ধ জনগণের প্রতি ভগবান্ প্রাদুর্ভূত হইয়া তাহাদিগকে পরীক্ষা করিয়া মোক্ষগ্রহণ কর ইহা যেমন বলেন, সেইরূপই এই জ্ঞানোপদেশ দ্বারা এই আমার শিষ্য পরীক্ষিতের ভক্তিমান্ ব্যুৎপত্তিও পরীক্ষা করিব। এই পরীক্ষাও সর্ব্বজন কর্ত্তৃকও এই জগতে পরীক্ষিৎ ভক্তিনিষ্ঠা জ্ঞাপনের জন্য জানিবেন।

আরও ভক্তি ও জ্ঞানের ফল অন্তত মুক্তিই কেবল ইহা অনভিজ্ঞ ব্যাখ্যা আমার অভিপ্রায় সম্বন্ধ নাই জানিবেন—যেহেতু হে মহারাজ যুধিষ্ঠির আপনাদের ও যাদবগণের এই শ্রীকৃষ্ণ পতি, গুরু, ইষ্টদেব প্রিয়, কুলপতি এমন কি আপনাদের কিঙ্কর—এইপ্রকার হইলেও হে মহারাজ! ভগবান্ মুকুন্দ ভজনকারীগণকে মুক্তি দিয়া থাকেন, কখনও ভক্তিযোগ দেন না। এই বলিয়া আমি মুক্তি হইতেও ভক্তির উৎকৃষ্ট ফলপ্রদত্ব প্রতিপাদন করিয়াছি।

ইহাও আশঙ্কা করিতে পার না এই জ্ঞান দ্বারা পরীক্ষিতের নির্ব্বাণ মুক্তি প্রাপ্তি হইয়াছিলই। প্রসিদ্ধ মহা-ভাগবত পরীক্ষিৎ যাহার দ্বারা অপবর্গনামক অদভ্রবুদ্ধিঃ অর্থাৎ শ্রীশুকদেব কথিত জ্ঞানদ্বারা গরুড়ধ্বজ ভগবানের পাদপদ্ম লাভ করিয়াছে—ইহা আমার অভিপ্রায়। অভিজ্ঞ আমার শিষ্য সূত-কর্ত্তৃক অগ্রে কথিত হইবে, হে মহারাজ যুধিষ্ঠির। আমিও আপনাদের পতি গুরু এই শ্লোকে আপনা-দিগকে কিন্তু নিজভক্তিযোগ দান করেন, ইহা পরীক্ষিতের প্রেমভক্তি প্রাপ্তি প্রকাশিকাই। উপদিশ্য মান এই জ্ঞান-দ্বারা দেহাদিভিন্ন আত্মজ্ঞানদ্বারা ব্রহ্মানুভব সিদ্ধি হয় না, কিন্তু এই জ্ঞানের ভক্তির দ্বারা নিঃশেষে জয়ই। ভগবান্ যাহা বলিয়াছেন—দ্রব্য, দেশ, ফল, কাল, জ্ঞান, কর্ম্ম ও কারক, শ্রদ্ধা, অবস্থা, কৃতি, নিষ্ঠা সকলই ত্রিগুণা, সকল-ভাবই গুণময়, পুরুষ অব্যক্ত অধিষ্ঠিত, যাহা কিছু দৃষ্ট, শ্রুত নিরন্তর ধ্যানের বিষয় বা বুদ্ধির দ্বারা প্রাপ্য—হে পুরুষ শ্রেষ্ঠ। এই সকল পুরুষগণের সংসার নিমিত্ত গুণকর্ম্ম নিবন্ধন।

যাহার দ্বারা এইসকল গুণ নির্জ্জিত হয়, হে সৌম! জীবকর্ত্তৃক চিত্তজাত আমানিষ্ঠ ভক্ত ভক্তিযোগদ্বারা আমার ভাব লাভের জন্য আমার শরণাগত হয়। আরও ভগবদ্ভক্তের মোক্ষ কামনা থাকিলেও জ্ঞানের প্রয়োজন নাই। স্বয়ং ভগবান্ বলিয়াছেন—জ্ঞানে, কর্ম্মে, যোগে এবং জীবিকা উপার্জ্জনে দণ্ডধারণে মনুষ্যের যাহা কিছু প্রয়োজন, হে বৎস! তাহাদের আমি সেই চতুর্ব্বিধ।

অতএব সর্ব্বশেষে এই জ্ঞানোপদেশ দ্বারা এই ভাগ-বতশাস্ত্র স্পষ্টরূপেই মোহিনী অবতারের সমান ধর্ম্ম প্রাপ্ত, ইহা প্রতিপাদন করিব। যেভাবে অসুরগণ প্রেমসুধা হইতে বঞ্চিতই হয়। আরও জ্ঞানোপদেশ হইতে পূর্ব্বে এক-বাক্যতা রক্ষার জন্য পুনরায় ব্যঞ্জনাবৃত্তিদ্বারা ভক্তগণকে তুষ্ট করিবার জন্য ভক্তিরস মিশ্রিতই করিব। তৎপরে

জ্ঞানোপদেশ বাক্যসমূহ ও যাহা যাহা ভক্তি প্রতিকূল বলিব, সেই সকলও তাহার মধ্যে ভক্তির অনুকূল অর্থসমূহই অন্তর্ভুক্ত করিব—ইত্যাদি বিচার করিয়া শ্রীশুকদেব বলিতে-ছেন—এই পুরাণ শাস্ত্রের সমাপ্তিকালে যে শ্রীহরির প্রসাদ-জাত ব্রহ্মা এই প্রসাদ সত্ত্বগুণ হেতু কিন্তু ব্রহ্মা রজগুণজাত হেতু ইহা সঙ্গত নহে। সেইরূপ রুদ্র ক্রোধ সম্ভূত, ভগবান্ নির্গুণহেতু স্বরূপত তামস গুণ ক্রোধও সম্ভব নহে। যাহা হইতে রুদ্র হয়।

অতএব এইবাক্যটি অতিশয় উক্তির দ্বারা অন্যার্থ তাৎপর্য্যপর জানিবেন। তাহা এইরূপ নির্গুণ ভগবানের নিজভক্তসেবিজনে প্রসাদ, নিজ ভক্ত বিরোধিজনে ক্রোধও দেখা যায়। ঐ দুইটি ভক্তবৎসল ভগবানের শুদ্ধ সত্ত্ব স্বরূপই। এইহেতু এই শ্লোকের ব্যাখ্যা এইরূপ করিতে হইবে—যাহার প্রসাদজ ভাগ্যবিশেষ প্রাপ্ত ব্রহ্মাই উক্ত সমস্ত সাধ্য-সাধন উৎপত্তির হেতু। অতএব এইজন্যই ভক্তগণ যত্ন করিবেন। সেইরূপই উক্ত সাধ্য-সাধন বিনাশের কারণ ভগবৎ-ক্রোধই, এই কারণে ভগবদ্-অনুভবেই যত্ন কর্ত্তব্য। ইহাই এই পুরাণ-তাৎপর্য্য জানিবেন, ইহাই ভাবার্থ।

প্রশ্ন—যদি শ্রীশুকদেব এই শ্রীভাগবত পুরাণ এস্থলে সমাপ্ত করেন, তাহা হইলে কেন প্রথমস্কন্ধ ও অবশিষ্ট দ্বাদশস্কন্ধকে শ্রীভাগবত বলা হয়? যেমন যজ্ঞের পূর্ব্বের এবং পরের ক্রিয়াকলাপ সমূহকে যজ্ঞ বলা হয়। নাটক-শাস্ত্রের যেমন পূর্ব্ব ও পরের প্রস্তাবনা ও আশীর্ব্বাদকেও নাটক বলা হয়। সেইরূপ এই শাস্ত্রের প্রথমস্কন্ধ এবং দ্বাদশ-স্কন্ধের শেষার্দ্ধকেও শ্রীভাগবত বলা হয়। আরও যেমন 'গীতা সুগীতা কর্ত্তব্যা' অন্য শাস্ত্র বিস্তারের কি প্রয়োজন? যাহা স্বয়ং পদ্মলাভ শ্রীকৃষ্ণের মুখপদ্ম হইতে বিনিসৃতা এই অষ্টাদশাধ্যায় সম্পূর্ণ গীতা ভগবদুক্ত না হইলেও ভগবদুক্ত বলা হয়। সেইরূপ এই দ্বাদশস্কন্ধ যুক্ত শ্রীভাগ-বতের সম্পূর্ণ শ্রীশুকদেব কথিত না হইলেও শ্রীশুকদেব কথিত বলা হয়, ইহাই সমাধান।।

ত্বন্তু রাজন্ মরিষ্যেতি পশুবুদ্ধিমিমাং জহি।
ন জাতঃ প্রাগভূতোঽদ্য দেহবৎ ত্বং ন নঙ্ক্ষ্যসি।। ২

অন্বয়ঃ— (হে) রাজন্! ত্বং তু মরিষ্যে (অহং মৃতো ভবিষ্যামি) ইতি ইমাং পশুবুদ্ধিম্ (অবিবেকং) জহি (পরি-ত্যজ যতঃ) ত্বং দেহবৎ (দেহো যথা প্রাগভূত এবাদ্যজাতো নঙ্ক্ষ্যতি তথা) প্রাগভূতঃ অদ্য জাতঃ ন (পূর্ব্বমবিদ্যমানঃ পরন্তু সাম্প্রতং জাত এবং ন ভবসি ততঃ) ন নঙ্ক্ষ্যসি (ন নষ্টো ভবিষ্যসি)।। ২।।

অনুবাদ— হে রাজন্! তুমি "আমি মৃত্যুদশাগ্রস্ত হইব" এইরূপ পশুবুদ্ধি পরিত্যাগ কর, যেহেতু তুমি দেহের ন্যায় পূর্ব্বে অবিদ্যমান এবং বর্ত্তমানে উৎপত্তিশীল পদার্থ না হওয়ায় বিনষ্ট হইবে না।। ২।।

বিশ্বনাথ—অথ জ্ঞানোপদেশঃ। ত্বম্বিতি। তুর্ভিন্নোপ-ক্রমে মরিষ্যেতীত্যার্ষং মরিষ্যামীতি, পশূনামিব বুদ্ধিং জহি বিবেকেন নাশয়েতি "তং মোপজাতং প্রতিযন্তু বিপ্রা গঙ্গা চ দেবী ধৃতচিত্তমীশে। দ্বিজোপসৃষ্টঃ কুহকস্তক্ষকো বা দশত্বলং গায়ত বিষ্ণুগাথাঃ" ইতি শ্রীভাগবতশ্রবণাৎ পূর্ব্বমেব প্রতিজ্ঞাতবতস্তস্য পশুবুদ্ধেঃ প্রসক্তিরেব তস্য নাস্তীত্যতস্তন্নিবর্ত্তকো জ্ঞানোপদেশো ন রাজানং প্রতি সম্ভবেৎ, কিন্তু যে পশুবুদ্ধয়োঽন্যে তানেব প্রতি তদপি রাজন্নিতি সম্বোধনং তু তমেব লক্ষীকৃত্যান্যবিষয়কস্যাপ্যু-পদেশস্য বক্তুমৌচিত্যাত্তস্যৈব তচ্ছিষ্যত্বাৎ। যথা সর্ব্ব-বিষয়কোঽপ্যুপদেশো গীতায়ামর্জ্জুনং লক্ষীকৃত্যৈবোক্তঃ। বিবেকমেবাহ,—ন জাতঃ ইতি। যথা দেহঃ প্রাগভূতঃ এব ইদানীং জাতোঽদ্য নঙ্ক্ষ্যতি, ন তথা ত্বং জাতঃ নাপি প্রাগ-ভূতঃ নাপ্যদ্য নঙ্ক্ষ্যসি, ত্বং জীবাত্মা জড়াদ্যুপাধেঃ পৃথগে-বাসীতি নায়ং ভক্তিপ্রতিকূলোঽর্থঃ।। ২।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— অনন্তর জ্ঞানোপদেশ—হে মহারাজ! তুমি কিন্তু মরিবে ইহা আর্ষ প্রয়োগ, 'মরিব' ইহাই অর্থ, পশুগণের ন্যায় এই বুদ্ধি ত্যাগ কর, অর্থাৎ বিবেকদ্বারা নাশ কর। হে বিপ্রগণ! আমাকে অন্য বিষয়ে প্রবর্ত্তিত হইতে যত্ন করিবেন না, এস্থলে শ্রীগঙ্গাদেবী, আমি শ্রীকৃষ্ণে চিত্ত ধারণ করিয়াছি, ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক অভি-

শাপজাত ছলনা বা তক্ষক সামর্থ্যানুযায়ী দংশন করুক আপনারা বিষ্ণুগাথা কীর্ত্তন করুন। ইহা শ্রীভাগবত শ্রবণের পূর্ব্বেই প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলে, সেই তোমাতে পশুবুদ্ধি-দোষ বিন্দুমাত্র নাই। অতএব পশুবুদ্ধি নিবারক জ্ঞানোপ-দেশ রাজার প্রতি সম্ভব নহে, কিন্তু অন্য যাহারা পশুবুদ্ধি যুক্ত তাহাদের প্রতি এই উপদেশ।

তাহাও হে মহারাজ! এইরূপ সম্বোধন কিন্তু শ্রীমহা-রাজকে লক্ষ্য করিয়া অন্যের প্রতি উপদেশ বলিবার উচিত হইলেও মহারাজ তাঁহার শিষ্য বলিয়া রাজাকে সম্বোধন করিয়াছেন—যেমন শ্রীগীতাতে সর্ব্বজনের প্রতি উপদেশ হইলেও অর্জ্জুনকে লক্ষ্য করিয়াই বলা হইয়াছে।

পার্থক্য জ্ঞান বলিতেছেন— যেমন দেহ পূর্ব্বে ছিল না, এখন জন্মিয়াছে, অদ্য নাশ হইবে না। সেইরূপ তুমি জন্মিয়াছ, পূর্ব্বে ছিলে না, অদ্য নষ্ট হইবে না। তুমি জীবাত্মা, জড়দেহ উপাধি হইতে ভিন্ন হও—ইহা ভক্তি প্রতিকূল অর্থ নয়।। ২।।

ন ভবিষ্যসি ভূত্বা ত্বং পুত্রপৌত্রাদিরূপবান্।
বীজাঙ্কুরবদ্দেহাদের্ব্যতিরিক্তো যথানলঃ।। ৩।।

অন্বয়ঃ— অনলঃ যথা (কাষ্ঠাদ্ ভিন্নোঽগ্নিরিব ত্বং) দেহাদেঃ (দেহেন্দ্রিয়বুদ্ধ্যাদিভ্যঃ) ব্যতিরিক্তঃ (পৃথগসি ততঃ) ত্বং পুত্রপৌত্রাদিরূপবান্ ভূত্বা (পুত্রপৌত্রাদি-রূপেণ) বীজাঙ্কুরবৎ (বীজাঙ্কুরপ্রবাহক্রমেণ চ) ন ভবিষ্যসি (পুত্রপৌত্রাদিজন্মপ্রবাহেঽপি দেহাদ্দেহ এব জায়তে নাত্মেতি ভাবঃ)।। ৩।।

অনুবাদ—অনল যেরূপ কাষ্ঠাদি পদার্থ হইতে ভিন্ন, সেইরূপ তুমিও দেহাদিপদার্থ হইতে ভিন্নবস্তু, অতএব তুমি পুত্রপৌত্রাদিরূপে বীজাঙ্কুরপ্রবাহক্রমে উৎপন্ন হইবে না।। ৩।।

বিশ্বনাথ— যথা দেহো ভূত্বা ভূত্বা পুনর্ভবতি ন তথা ত্বমাত্মা ইত্যাহ,— নেতি। পুত্রপৌত্রাদিরূপবানিতি যথাহ শ্রুতিঃ—"অঙ্গাদঙ্গাৎ সম্ভবসি হৃদয়াদভিজায়সে। আত্মা বৈ পুত্রনামাসি সংজীব শরদঃ শতম্" ইতি। বীজাঙ্কু-রবৎ স্বয়মেব পুত্রো ভবতি ততঃ পুনরঙ্কুরাৎ বীজমিব পৌত্রো-ঽপি স্বয়মেব ভবতি তথা ত্বং ভবিষ্যসি। যস্মাদ্দেহাদেরু-পাধের্জড়ত্বমাত্মা ব্যতিরিক্তো ভিন্নঃ। যথা অনলঃ কাষ্ঠাৎ। দেহাদ্দেহো জায়তে নাত্মেতি ভাবঃ।। ৩।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— দেহ যেমন জন্মিয়া জন্মিয়া পুনরায় হয়, সেইরূপ তুমি আত্মা হও না ইহাই বলিতেছেন —পুত্র পৌত্রাদি রূপবান্ ইহা শ্রুতিতে বলিতেছেন। অঙ্গাঙ্গ হইতে জন্ম হও, হৃদয় হইতে জন্ম হও, আত্মাই পুত্রনামে হও, একশত বৎসর জীবিত থাক ইত্যাদি। বীজ হইতে যেমন অঙ্কুর হয়, সেইরূপ নিজেই পুত্র হয় তৎপরে পুনরায় অঙ্কুর হইতে বীজের ন্যায় পৌত্রও স্বয়ংই হয়, সেইরূপ তুমি হইবে; যেহেতু দেহাদির উপাধির জড়ত্ব আত্মা ভিন্ন যথা-কাষ্ঠ হইতে অগ্নি ভিন্ন। দেহ হইতে দেহ জন্মে, আত্মা জন্মে না।। ৩।।

স্বপ্নে যথা শিরশ্ছেদং পঞ্চত্বাদ্যাত্মনঃ স্বয়ম্।
যস্মাৎ পশ্যতি দেহস্য তত আত্মা হ্যজোঽমরঃ।। ৪।।

অন্বয়ঃ— যস্মাৎ (হেতোঃ পুমান্) স্বপ্নে যথা স্বয়ম্ আত্মনঃ (স্বস্য) শিরশ্ছেদং পশ্যতি (এবং জাগরণেঽপি) দেহস্য পঞ্চত্বাদি (পশ্যতি) ততঃ (তদ্বদেবাত্মন ইদং ভ্রমমাত্রং বস্তুতঃ) আত্মা অজঃ অমরঃ হি (উৎপত্তিবিনাশ-রহিত এব ভবতি)।। ৪।।

অনুবাদ—যেহেতু পুরুষ স্বপ্নদৃষ্ট স্বকীয় শিরশ্ছেদের ন্যায় জাগরণকালেও দেহের পঞ্চত্বাদি দশা বর্ণন করেন, সেইজন্য আত্মার মৃত্যু প্রভৃতি জ্ঞান ভ্রমমাত্র, বস্তুতঃ তিনি অজ ও অমরস্বরূপ।। ৪।।

বিশ্বনাথ— জন্মমরণাদ্যবস্থাবতো দেহাদাত্মনঃ পার্থক্যং দৃষ্টান্তেন স্পষ্টয়তি,—স্বপ্নে ইতি। নহি স্বশির-শ্ছেদং স্বয়ং পশ্যেৎ অত আত্মা ততঃ পৃথগেব তদ্দ্রষ্টা, তথৈব জাগরেঽপি তস্মাৎ পৃথগ্‌ভূত এব আত্মনো দেহস্য পঞ্চত্বাদি পশ্যতি। ততো হেতোরাত্মা অজো জন্মরহিতঃ অমরো মৃত্যুরহিতশ্চ।। ৪।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— জন্মমরণাদি অবস্থাবান্ দেহ হইতে আত্মার পার্থক্য দৃষ্টান্তের দ্বারা স্পষ্টরূপে বলিতেছি। নিজের শিরশ্ছেদ স্বয়ং দেখে না, অতএব আত্মা দেহ হইতে পৃথকই, তাহার দ্রষ্টা পৃথক্, সেইরূপই জাগরণ কালেও দেহ হইতে পৃথক্ স্বরূপই আত্মা দেহের মরণাদি দেখে, সেইহেতু আত্মা অজ জন্ম রহিত ও অমর মৃত্যু রহিত।।

ঘটে ভিন্নে ঘটাকাশ আকাশঃ স্যাদ্‌যথা পুরা।
এবং দেহে মৃতে জীবো ব্রহ্ম সম্পদ্যতে পুনঃ।। ৫।।

অন্বয়ঃ— ঘটে ভিন্নে (ঘটরূপোপাধৌ নষ্টে সতি) ঘটাকাশঃ (ঘটোপহিতাকাশাংশঃ) যথা পুরা আকাশঃ স্যাৎ (ঘটোপাধেঃ পূর্ব্বমিব নিরুপাধিরাকাশো ভবেৎ) এবং (তথা) দেহে মৃতে (তত্ত্বজ্ঞানেন বিলীনে সতি) জীবঃ পুনঃ ব্রহ্ম সম্পদ্যতে (ব্রহ্মসম্বন্ধং প্রাপ্নোতি)।। ৫।।

অনুবাদ— ঘটরূপ উপাধি বিনষ্ট হইলে তদুপহিত আকাশাংশ যেরূপ পূর্ব্বের ন্যায় নিরুপাধিক ভাব প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ তত্ত্বজ্ঞানদ্বারা দেহের বিনাশ হইলে জীবও ব্রহ্মসম্বন্ধ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।। ৫।।

বিশ্বনাথ— তদপ্যাত্মনো লিঙ্গশরীরাধ্যাসো দুর্জ্জরো যঃ সোঽয়ং জ্ঞানে সতি নিবর্ত্তত ইত্যত্রৈকাত্মবাদিনাং দৃষ্টান্তমাহ,—ঘট ইতি। ভিন্নে বিদীর্ণে, যথা পুরেতি ঘটোৎপত্তেঃ পূর্ব্বং যথা মহানেবাকাশস্তথৈব ঘটে ভগ্নেঽপীত্যর্থঃ এবং দেহে মৃতে তত্ত্বজ্ঞানেন লীনে সতি অপ্রকটোঽর্থো যথা—ননু দেহাৎ পৃথগ্‌ভূতো যথা জীবাত্মা তথা পরমাত্মাপি, তাবুভাবপি দেহাবৃতৌ দৃশ্যেতে লিঙ্গে ভঙ্গে সত্যুভাবপি মুক্তৌ স্যাতামিতি কথং নোচ্যতে? অত্র পরমাত্মন আবরণং কালত্রয়েঽপি নাস্তীতি সদৃষ্টান্তমাহ,—ঘট ইতি। যথা পুরেতি ঘটে বর্ত্তমানেঽপি আকাশ আকাশ এব যথা অনাবৃতং তথৈব ঘটে ভগ্নেঽপীত্যর্থঃ। আকাশস্য ঘটান্তর্বহির্মধ্যেঽপি বর্ত্তমানত্বাদাকাশং ঘটঃ কথমাবৃণোত্বিতি ভাবঃ। এবং দেহে অমৃতে বর্ত্তমানেঽপি অজীবো জীবভিন্নপরমাত্মা সর্ব্বব্যাপকঃ সন্নেব সংপদ্যতে বিরাজতে।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— তথাপি আত্মার সূক্ষ্ম শরীরে অধ্যাস দুর্জ্জর যে, সে এই জ্ঞান হইলে পর চলিয়া যায়, এস্থলে একাত্মবাদিগণের দৃষ্টান্ত বলিতেছেন—ঘট ভাঙ্গিয়া গেলে যেমন ঘটের উৎপত্তির পূর্ব্বে মহান্ এক আকাশ ছিল, সেইরূপ ঘট ভাঙ্গিয়া গেলেও। এইপ্রকার দেহের মৃত্যু হইলে, তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা লীন হইলে পর অপ্রকট অর্থ, যেমন প্রশ্ন—দেহ হইতে পৃথক্ স্বরূপ যেমন জীবাত্মা, সেইরূপ পরমাত্মাও পৃথক্। আত্মা ও পরমাত্মা দেহ দ্বারা আবৃত দেখা যায়, সূক্ষ্মশরীর ভঙ্গ হইলে পর উভয়ই মুক্ত হয়, তাহা হইলে কেন না বলিতেছ, এস্থলে পরমাত্মার আবরণ কোন কালেই হয় না। তাহা দৃষ্টান্তের সহিত বলিতেছেন—যেমন পূর্ব্বে ঘট থাকিলেও আকাশ আকাশই যেমন অনাবৃত থাকে, সেইরূপই ঘট ভঙ্গ হইলেও। ঘটের অন্তরে বাহিরে মধ্যে আকাশ বর্ত্তমান থাকায় আকাশকে ঘট কিরূপে আরবণ করিবে? এইরূপ দেহ মৃত্যু না হইলেও বর্ত্তমান থাকিবে। অজীব—জীব ভিন্ন পরমাত্মা সর্ব্বব্যাপক হইয়াই বিরাজ করেন।। ৫।।

মনঃ সৃজতি বৈ দেহান্ গুণান্ কর্ম্মাণি চাত্মনঃ।
তন্মনঃ সৃজতে মায়া ততো জীবস্য সংসৃতিঃ।। ৬।।

অন্বয়ঃ— মনঃ বৈ (এব) আত্মনঃ দেহান্ গুণান্ কর্ম্মাণি চ সৃজতি, মায়া (চ) তৎ মনঃ সৃজতি, ততঃ (মায়াদ্যুপাধিসম্বন্ধাৎ) জীবস্য সংসৃতিঃ (সংসারো ন স্বত ইত্যর্থঃ)।

অনুবাদ—মনঃই আত্মার দেহ, গুণ ও কর্ম্ম প্রভৃতির সৃষ্টি করিয়া থাকে এবং মায়াই মনের সৃষ্টি করে, অতএব মায়া প্রভৃতি উপাধিসম্বন্ধ হইতেই জীবের সংসারদশা উপস্থিত হইয়া থাকে।। ৬।।

বিশ্বনাথ— জ্ঞানেন লয়ং সংভাবয়িতুং মায়াকৃতমাত্মনো দেহাদ্যুপাধিসম্বন্ধ প্রকারমাহ—মন আত্মনো দেহাদীন্ সৃজতি। যদুক্তং—"যতো যতো ধাবতি দৈবচোদিতং মনোবিকারাত্মকম্" ইত্যাদি। তচ্চ মনো মায়া সৃজতি ততো মায়াদ্যুপাধিসমুদায়াৎ।। ৬।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—জ্ঞানদ্বারা উপাধির লয় জানাইবার জন্য মায়াকৃত আত্মার দেহাদি উপাধি সম্বন্ধ প্রকার বলিতেছেন—মন অর্থাৎ আত্মার দেহাদিকে সৃজন করে। যাহা বলা হইয়াছে, মন দৈবদ্বারা প্রেরিত হইয়া যেখানে যেখানে ধাবিত হয় সেই সেই স্থলে বিকার জাত দেহকে প্রাপ্ত হয়। সেই মন মায়া সৃজন করে, তাহা হইতে অর্থাৎ মায়াদি উপাধি সমূহ হইতে।। ৬।।

স্নেহাধিষ্ঠানবর্ত্ত্যগ্নি সংযোগো যাবদীয়তে।
তাবদ্দীপস্য দীপত্বমেবং দেহকৃতো ভবঃ।
রজঃসত্ত্বতমোবৃত্ত্যা জায়তেঽথ বিনশ্যতি।। ৭।।

অন্বয়ঃ—(যথা) যাবৎ স্নেহাধিষ্ঠানবর্ত্ত্যগ্নিসংযোগঃ (স্নেহস্তৈলম্ অধিষ্ঠানম্ আধারো বর্ত্তিদশা অগ্নিশ্চ তেষাং সংযোগঃ) ঈয়তে (দৃশ্যতে) তাবৎ দীপস্য (জ্যোতিষঃ) দীপত্বং (জ্বালাপরিণামশ্চ দৃশ্যতে) এবং (তথা)রজঃসত্ত্বতমোবৃত্ত্যা (রজঃসত্ত্বতমঃপরিণামেন জীবস্য) দেহকৃতঃ (দেহনিবন্ধনঃ) ভবঃ (সংসারঃ) জায়তে অথ (পশ্চাৎ তত্ত্বজ্ঞানেন) বিনশ্যতি (অত্র তৈলস্থানীয়ং কর্ম্ম, তদধিষ্ঠানস্থানীয়ং মনো, বর্ত্তিস্থানীয়ো দেহঃ অগ্নিসংযোগস্থানীয়শ্চৈতন্যাধ্যাস ইতি যোজ্যম্)।। ৭।।

অনুবাদ— যেরূপ যে-পর্য্যন্ত তৈল, আধার, বর্ত্তি ও অগ্নির সংযোগ বর্ত্তমান, সেই পর্য্যন্তই দীপেরও শিখা-পরিণাম দৃষ্ট হইয়া থাকে, সেইরূপ রজঃ, সত্ত্ব ও তমোগুণের পরিণাম হেতুই জীবের দেহনিবন্ধন সংসারদশা উৎপন্ন হয় এবং পশ্চাৎ তত্ত্বজ্ঞানদ্বারা বিনষ্ট হইয়া থাকে।।

বিশ্বনাথ—এতদেব সদৃষ্টান্তমাহ,—সার্দ্ধেন স্নেহেতি। দীপস্য জ্যোতিষঃ দীপত্বং জালারূপঃ পরিণামঃ, তত্র তৈল স্থানীয় কর্ম্ম তদধিষ্ঠানস্থানীয়ং মনঃ, বর্ত্তিস্থানীয়ো দেহঃ, অগ্নি-সংযোগস্থানীয়শ্চৈতন্যাধ্যাসঃ; দীপস্থানীয় সংসার ইতি যোজ্যম্। দেহকৃতো দেহসংযোগনিবন্ধনোঽয়ং ভবঃ সংসারঃ।। ৭।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—ইহাই দৃষ্টান্তের সহিত বলিতেছেন—দীপের জ্যোতিষ পদার্থের দীপত্ব জালারূপ পরিণাম, সেইস্থলে তৈল স্থানীয় কর্ম্ম তাহার অধিষ্ঠানমন, বাতি স্থানীয় দেহ, অগ্নি সংযোগ স্থানীয় চৈতন্যের অধ্যাস, দীপ স্থানীয় সংসার এইভাবে যোজনা করিবে। দেহ সংযোগ হেতু আত্মার এই সংসার।। ৭।।

ন তত্রাত্মা স্বয়ংজ্যোতির্য্যো ব্যক্তাব্যক্তয়োঃ পরঃ।
আকাশ ইব চাধারো ধ্রুবোঽনন্তোপমস্ততঃ।। ৮।।

অন্বয়ঃ— যঃ ব্যক্তাব্যক্তয়োঃ (স্থূলসূক্ষ্মদেহয়োঃ) পরঃ (অন্যঃ) স্বয়ং জ্যোতিঃ (স্ব-প্রকাশঃ) আত্মা (সঃ যতঃ) ধ্রুবঃ (নির্ব্বিকারঃ) অনন্তোপমঃ (নাস্ত্যন্ত উপমা চ যস্য সঃ) আকাশঃ ইব চাধারঃ চ (দেহাদিপ্রপঞ্চস্যাধিষ্ঠানঞ্চ ভবতি) ততঃ (তস্মাৎ) তত্র (দেহে প্রতীয়মানঃ স আত্মা ন নশ্যতি)।। ৮।।

অনুবাদ— স্থূলসূক্ষ্মদেহাতিরিক্ত স্বপ্রকাশ আত্মবস্তু নির্ব্বিকার, অনন্ত, নিরুপম আকাশের ন্যায় নিখিল-প্রপঞ্চের অধিষ্ঠান বলিয়া দেহে প্রতীয়মান হইলেও বিনষ্ট হন না।। ৮।।

বিশ্বনাথ—অতো দীপবৎ সংসার এব নশ্যতি নত্বাত্মা জ্যোতির্বদিত্যাহ,— নেতি। নতু তত্র প্রতীয়মান আত্মা কুত ইত্যত আহ,—য ইতি। ব্যক্তাব্যক্তয়োঃ পরঃ স্থূল-সূক্ষ্মদেহাভ্যামন্যঃ যতঃ স্বয়ং জ্যোতিঃ। অতএব হেতোঃ আধারঃ দেহাদিপ্রপঞ্চস্য ধ্রুবো নির্ব্বিকারঃ। নাস্ত্যন্তঃ উপমা চ যস্য সোঽনন্তোপমঃ। পক্ষে যঃ খলু ব্যক্তা-ব্যক্তয়োঃ কার্য্যকারণয়োঃ পরঃ কারণরূপঃ পরমাত্মা স তু আকাশ ইব সর্ব্বাধার ইত্যাদি।। ৮।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— অতএব দীপের ন্যায় সংসারই নাশ পায়, আত্মা নাশ হয় না জ্যোতির ন্যায় ইহাই বলিতেছেন। সেইস্থলে প্রতীয়মান আত্মা কোথা হইতে আসিল? ইহার উত্তরে বলিতেছেন—স্থূল-সূক্ষ্ম দেহদ্বয় হইতে পৃথক্ যেহেতু স্বয়ং জ্যোতি, অতএব হেতুর আধার দেহাদি জগতের নির্ব্বিকার। যাহার অন্ত ও উপমা নাই তাহাই

অনন্ত উপমা। অপরপক্ষে যাহা ব্যক্ত ও অব্যক্তের কার্য্য ও কারণের শ্রেষ্ঠ কারণরূপ পরমাত্মা তিনি আকাশের ন্যায় সকলের আধার।।৮।।

এবমাত্মানমাত্মস্থমাত্মনৈবামৃশ প্রভো।
বুদ্ধ্যানুমানগর্ভিণ্যা বাসুদেবানুচিন্তয়া।।৯।।

অন্বয়ঃ— (হে) প্রভো! (হে রাজন্! ত্বম!) এবং (পূর্ব্বোক্তক্রমেণ) বাসুদেবানুচিন্তয়া (বাসুদেবস্যানুচিন্তা যস্যাং তয়া) অনুমানগর্ভিণ্যা (দ্রষ্টৃদৃশ্যান্বয়ব্যতিরেকযুক্তয়া) বুদ্ধ্যা আত্মনা (মনসা) এব আত্মস্থং (দেহাদ্যুপাধিস্থিতম্) আত্মানং (স্বস্বরূপম্) আমৃশ (বিচারয়)।।৯।।

অনুবাদ—হে রাজন্! তুমি পূর্ব্বোক্তক্রমে বাসুদেব-ধ্যানময়ী অনুমানযুক্তা বুদ্ধি এবং মন দ্বারাই দেহাধি উপাধি-স্থিত আত্মস্বরূপ বিচার কর।।৯।।

চোদিতো বিপ্রবাক্যেন ন ত্বাং ধক্ষ্যতি তক্ষকঃ।
মৃত্যবো নোপধক্ষ্যন্তি মৃত্যুনাং মৃত্যুমীশ্বরম্।।১০।।

অন্বয়ঃ—(এবঞ্চ সতি) বিপ্রবাক্যেন (ব্রহ্মশাপেন) চোদিতঃ (প্রেরিতঃ) তক্ষকঃ ত্বাং ন ধক্ষ্যতি (ন দগ্ধং করিষ্যতি কিঞ্চ) মৃত্যবঃ (স্বয়ং মূর্ত্তমন্তোঽপি) মৃত্যুনাং (ভক্ত্যন্তরায়ানাং) মৃত্যুং (নাশহেতুং তথা) ঈশ্বরম্ (উপাধি-মুক্তত্বাদ্দেহাদ্যপরতন্ত্রং ত্বাং) ন উপধক্ষ্যন্তি (ন পীড়য়িষ্যন্তি)।।১০।।

অনুবাদ— তাহা হইলে ব্রহ্মশাপপ্রেরিত তক্ষক তোমাকে দগ্ধ করিতে পারিবে না এবং মূর্ত্তিমান মৃত্যু ও ভক্তিবিঘ্নবিনাশক স্বতন্ত্রস্বরূপ তোমাকে পীড়িত করিবে না।।১০।।

বিশ্বনাথ—আত্মস্থং দেহাদ্যুপাধিস্থিতং আত্মনা মনসা আমৃশ বিচারয় বুদ্ধ্যাদিপ্রবর্ত্তকত্বেন যদাত্মনোঽনুমানং তবেদ গর্ভস্তদ্‌যুক্তয়াবুদ্ধ্যা সদ্ব্যবসায়বত্যা সহ বাসুদেবস্যানুচিন্তা যস্যাং তয়া। ত্বামাত্মানং দেহাৎ পৃথগ্‌ভূতং তক্ষকস্য কা বার্ত্তা স্বয়ং মৃত্যবোঽপি মূর্ত্তিমন্তঃ। পক্ষে ঈশ্বরং উপাধিমুক্তত্বাদ্দেহাদ্যপরতন্ত্রং মৃত্যুনাং ভক্ত্যন্তরায়াণাং মৃত্যুং নাশহেতুং ত্বাং প্রাপ্য ভক্ত্যন্তরা যা ব্রহ্মশাপাদ্যা এব বৈয়র্থ্যান্নষ্টা এবং বভূবুরিত্যর্থঃ।।১০।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—আত্মস্থিত অর্থাৎ দেহাদি উপাধি-স্থিত আত্মাদ্বারা অর্থাৎ মন দ্বারা বিচার কর, বুদ্ধি আদি প্রবর্ত্তক দ্বারা যে আত্মার অনুমান তাহাই গর্ভ, তদ্‌যুক্ত বুদ্ধির দ্বারা সদ্ব্যবসায়বতী বুদ্ধি সহ বাসুদেবের অনুচিন্ত যাহাতে তাহার দ্বারা তুমি আত্মাকে দেহ হইতে পৃথক্ স্বরূপ জ্ঞান কর, তক্ষকের কি কথা স্বয়ং মূর্ত্তিমান মৃত্যু-সকলও। অপর পক্ষে ঈশ্বরকে উপাধি মুক্ত হেতু দেহাদি হইতে স্বতন্ত্র। মৃত্যু সমূহের অর্থাৎ ভক্তির বিঘ্নকারিগণের বিনাশ হেতু তোমাকে পাইয়া ভক্তির বিঘ্ন সমূহ যে ব্রহ্ম-শাপ আদিই নষ্ট হইয়াছে, ইহাই অর্থ।।১০

অহং ব্রহ্ম পরং ধাম ব্রহ্মাহং পরমং পদম্।
এবং সমীক্ষ্য চাত্মানমাত্মন্যাধায় নিষ্কলে।।১১।।
দশন্তং তক্ষকং পাদে লেলিহানং বিষাননৈঃ।
ন দ্রক্ষ্যসি শরীরঞ্চ বিশ্বঞ্চ পৃথগাত্মনঃ।।১২।।

অন্বয়ঃ—(যঃ) অহং (সঃ) পরং ধাম ব্রহ্ম (ব্রহ্মাখ্যং পরমং ধামৈব ন তু সংসারীতি তথা যৎ) পরমং পদং ব্রহ্ম (তৎ) অহম্ (এব) এবং সমীক্ষ্য (বিচার্য্য) নিষ্কলে (নিরুপাধৌ) আত্মনি (ব্রহ্মণি) আত্মানং (চিত্তম্) আধায় চ (নিবেশ্য চ ত্বং) বিষাননৈঃ (বিষযুক্তৈরাননৈঃ) পাদে (নিজ পাদদেশে) দশন্তং (দংশনং কুর্ব্বন্তং) লেলিহানং (সর্পং) তক্ষকং (তথা) শরীরং (নিজদেহং চ) বিশ্বং চ আত্মনঃ পৃথক্ (ভিন্নং) ন দ্রক্ষ্যসি।।১১-১২।।

অনুবাদ— "আমিই ব্রহ্মাখ্য পরমধাম এবং পরম-পদ ব্রহ্মই আমি" এইরূপ বিচারপূর্ব্বক নিরুপাধিক ব্রহ্ম-বস্তুতে চিত্ত সমর্পণ করিলে তুমি বিষাক্তমুখদ্বারা স্বপদে দংশনরত তক্ষককে, নিজদেহকে এবং এই বিশ্বকে আত্ম-বস্তু হইতে পৃথগ্‌রূপে দর্শন করিবে না।।১১-১২।।

বিশ্বনাথ— বিমর্ষপ্রকারং দর্শয়ন্ তক্ষকাদ্দংশনং দর্শয়তি,—দ্বাভ্যাম্। যোঽহং স ব্রহ্মৈবাহং, ন সংসারীতি ভাবনয়া শোকাদিনিবৃত্তিঃ ব্রহ্মাহমিতি অহমেব ব্রহ্মেতি ভাবনয়া চ ব্রহ্মণঃ পরোক্ষনিবৃত্তির্ভবতীতি ব্যতীহারো দর্শিতঃ। নিষ্কলে নিরুপাধৌ আত্মনি ব্রহ্মণি। পক্ষে অহং ধাম সূর্য্যোপমস্য পরমেশ্বরস্য ত্বিট্কণশ্চিৎকণ এবেতার্থঃ। "গৃহদেহত্বিট্প্রভাবা ধামানি" ইত্যমরঃ। কীদৃশং ব্রহ্মাপরং "নারায়ণপরো বিপ্রঃ" ইতিবদ্ব্রহ্মোপাসকমিত্যর্থঃ। অতএব ব্রহ্মাহং ব্রহ্মণঃ পরমেশ্বরস্যৈবাহমিতি ষষ্ঠীতৎ-পুরুষঃ। এবং পরমং পদং ব্রহ্মস্বরূপং চরণারবিন্দং বা সমীক্ষ্য আত্মানং স্বং আত্মনি পরমাত্মনি কৃষ্ণে নিষ্কলে বক্ষোঽলঙ্কারস্তদ্বতি। বিষানলৈর্বিষযুক্তৈরানলৈর্দশন্তং লেলিহানং জিহ্বাভিরোষ্ঠপ্রান্তং সনিস্পেষমাস্বাদয়ন্তং তক্ষকং ন দ্রক্ষসি নাপি তেন দষ্টং শরীরঞ্চ আত্মনঃ পৃথগ্-ভূতং বিশ্বঞ্চ পক্ষে শ্রীকৃষ্ণচরণারবিন্দসাক্ষাৎকারানন্দ-মূর্চ্ছাং প্রাপ্তস্ত্বং ন দ্রক্ষ্যসি ইতি।। ১১-১২।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— চিন্তার প্রকার দেখাইয়া তক্ষক হইতে দংশন দেখাইতেছেন দুইটি শ্লোকদ্বারা। যে আমি সেই ব্রহ্মই আমি, আমি সংসারি নহি, এই ভাবনা দ্বারা শোকাদি চলিয়া যায়, ব্রহ্ম আমি, আমিই ব্রহ্ম এই ভাবনা দ্বারা ও ব্রহ্মের পরোক্ষ নিবৃত্তি হয়। ইহা ব্যতিহার সমাস দেখাইলেন। নিষ্কল নিরুপাধি আত্মাতে অর্থাৎ ব্রহ্মে অপর পক্ষে আমি ধাম, সূর্য্য সদৃশ পরমেশ্বর চিৎকণই। গৃহ, দেহ ত্বিট্ প্রভাব এইসকল অর্থে ধাম শব্দে ব্যবহার হয়, ইহা অমরকোষ। কিরূপ ব্রহ্মাপর নারায়ণ পর বিপ্র এইরূপ ব্রহ্ম উপাসক। অতএব ব্রহ্ম আমি ইহার অর্থ পরমে-শ্বরেরই আমি এস্থলে ষষ্ঠী তৎপুরুষ। এইভাবে পরমপদ ব্রহ্ম স্বরূপ বা ব্রহ্মের চরণকমল দর্শন করিয়া নিজকে পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণে নিষ্কল অর্থাৎ বক্ষ অলঙ্কার বিশেষ তাহাতে।

বিষানল বিষযুক্ত অনল, তাহার দ্বারা দংশন কালে লেলিহান জিহ্বাদ্বারা ওষ্ঠপ্রান্ত আস্বাদন (করিতে) কারী তক্ষককে দেখিবে না, তাহার দ্বারা দংষ্ট শরীরকেও আত্মা হইতে পৃথক্ রূপে বিশ্বকেও দেখিবে না। অপরপক্ষে শ্রীকৃষ্ণ চরণকমল সাক্ষাৎকার রূপ আনন্দমূর্চ্ছা প্রাপ্ত হইয়া তুমি এইবিশ্ব ও তক্ষককে দেখিবে না।। ১১-১২।।

এতৎ তে কথিতং তাত যদাত্মা পৃষ্টবান্ নৃপ।
হরের্বিশ্বাত্মনশ্চেষ্টাং কিং ভূয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছসি।। ১৩।।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে
পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
দ্বাদশস্কন্ধে ব্রহ্মোপদেশো নাম
পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।। ৫।।

অন্বয়ঃ— তাত! নৃপ! (হে বৎস! পরীক্ষিৎ!) আত্মা (ত্বং) যৎ (যস্মাৎ) বিশ্বাত্মনঃ (সর্ব্বান্তর্য্যামিনঃ) হরেঃ চেষ্টাং (লীলাচরিতং) পৃষ্টবান্ (তস্মাত্তৎ) এতৎ (ময়া) তে (তুভ্যং) কথিতং ভূয়ঃ (ইতঃপরং) কিং শ্রোতুম্ ইচ্ছসি (তদ্বদ)।। ১৩।।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দ্বাদশস্কন্ধে পঞ্চমোঽধ্যায়স্যান্বয়ঃ।।

অনুবাদ— হে বৎস! পরীক্ষিৎ! তুমি যেহেতু আমার নিকট সর্ব্বান্তর্য্যামী শ্রীহরির লীলাচরিত-বিষয়ক প্রশ্ন করিয়াছিলে, সেইজন্য আমি তোমার নিকট ইহা বর্ণন করিলাম; অতঃপর কি শ্রবণ করিতে ইচ্ছা কর তাহা প্রকাশ কর।। ১৩।।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দ্বাদশস্কন্ধের পঞ্চম অধ্যায়ের
অনুবাদ সমাপ্ত।

বিশ্বনাথ— এতদ্ব্রহ্মজ্ঞানং ত্বয়া সংপ্রত্যপৃষ্টমপি তে কথিতং যদ্ধরেশ্চেষ্টাং লীলাং আত্মা ত্বং পৃষ্টবান্ মাং পূর্ব্বমপৃচ্ছং তান্তু পূর্ব্বমেবাবোচমিতি শেষঃ। শিষ্যস্য তস্য পূর্ণত্বজ্ঞাপনায় পৃচ্ছতি— কিমিতি।। ১৩।।

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।
দ্বাদশে পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্।।

ইতি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি ঠক্কুরকৃতা শ্রীভাগবতে দ্বাদশ-স্কন্ধে পঞ্চমোঽধ্যায়স্য সারার্থদর্শিনী টীকা সমাপ্তা।

টীকার বঙ্গানুবাদ— এই ব্রহ্মজ্ঞান তুমি এখন না

জিজ্ঞাসা করিলেও তোমাকে বলিলাম। যে শ্রীহরির লীলা তুমি আমাকে পূর্ব্বে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। শিষ্যের পূর্ণত্ব জানাইবার জন্য জিজ্ঞাসা করিতেছেন। তুমি পুনরায় কি শুনিতে ইচ্ছা কর।। ১৩।।

ইতি ভক্তগণের চিত্তের আনন্দদায়িনী সারার্থ-দর্শিনীতে দ্বাদশস্কন্ধে পঞ্চম অধ্যায় সাধুগণের সঙ্গে সমাপ্ত হইলেন।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দ্বাদশস্কন্ধে পঞ্চম অধ্যায়ের শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর কৃতা সারার্থ দর্শিনী টীকার অনুবাদ সমাপ্ত হইলেন।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বাদশস্কন্ধের পঞ্চম অধ্যায়ের গৌড়ীয়-ভাষ্য সমাপ্ত।

ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ

সূত উবাচ—

এতন্নিশম্য মুনিনাভিহিতং পরীক্ষিদ্-
ব্যাসাত্মজেন নিখিলাত্মদৃশা সমেন।
তৎপাদমূলমুপসৃত্য নতেন মূর্দ্ধ্না
বদ্ধাঞ্জলিস্তমিদমাহ স বিষ্ণুরাতঃ।। ১।।

গৌড়ীয় ভাষ্য

ষষ্ঠ অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে মহারাজ পরীক্ষিতের মোক্ষপ্রাপ্তি, মহারাজ জন্মেজয়কর্ত্তৃক সর্পবিনাশার্থ যজ্ঞের অনুষ্ঠান, বেদোৎপত্তি ও ব্যাসদেবকর্ত্তৃক বেদশাস্ত্রবিভাগ বর্ণিত হইয়াছে।

মহারাজ পরীক্ষিৎ শ্রীশুকদেবের বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিলেন যে, উত্তমঃশ্লোক ভগবান্ শ্রীহরির লীলামৃতপূর্ণা ভাগবতী পুরাণ-সংহিতা শ্রবণ করিয়া তিনি অভয়-কৈবল্য-রূপ ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহার অজ্ঞান নিরস্ত হইয়াছে, শ্রীশুকদেবের কৃপায় তিনি ভগবান্ শ্রীহরির নিত্যকল্যাণ-প্রদ পরমস্বরূপ দর্শন করিয়াছেন এবং তাঁহার মৃত্যুভয় সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হইয়াছে। তৎপরে শ্রীপরীক্ষিৎ মহারাজ শ্রীহরির পাদপদ্মে চিত্তসমাধানপূর্ব্বক প্রাণ পরি-ত্যাগ করিবার অনুমতি প্রার্থনা করিলে শ্রীশুকদেব অনুমতি প্রদানপূর্ব্বক প্রস্থান করিলেন। অতঃপর সংশয়বিমুক্ত মহারাজ পরীক্ষিৎ আসনে উপবেশনপূর্ব্বক পরমাত্মার ধ্যানে মগ্ন হইলে তক্ষক ছদ্মব্রাহ্মণবেশে আসিয়া তাঁহাকে দংশন করিল এবং রাজর্ষির দেহ তৎক্ষণাৎ ভস্মীভূত হইল।

পরীক্ষিৎ-পুত্র জন্মেজয় উক্ত সংবাদে অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন এবং যজ্ঞ আরম্ভ করিয়া সর্পগণকে ধ্বংস করিতে লাগিলেন। তক্ষক ইন্দ্রকর্ত্তৃক রক্ষিত হওয়া সত্ত্বেও মন্ত্রদ্বারা আকৃষ্ট হইয়া যজ্ঞানলে পতিত হইতেছে দেখিয়া অঙ্গিরা-ঋষির পুত্র বৃহস্পতি মহারাজ জন্মেজয়কে বলিলেন যে, তক্ষক অমৃতপানহেতু বধ্য নহেন, সমস্ত জীব আরব্ধ-কর্ম্মেরই ফলভোগ করিয়া থাকে, সুতরাং উক্ত যজ্ঞ হইতে নিরস্ত হওয়াই মহারাজের কর্ত্তব্য। বৃহস্পতি বাক্যে জন্মে-জয় যজ্ঞ হইতে নিবৃত্ত হইলেন।

অতঃপর শ্রীশৌনক-কর্ত্তৃক পৃষ্ট হইয়া শ্রীসূত বেদবিভাগ বর্ণন করেন। পরমেষ্ঠি ব্রহ্মার হৃদয় হইতে নাদ ও নাদ হইতে অব্যক্তপ্রভব স্বতঃপ্রকাশমান্ ত্রিমাত্রক ওঙ্কার উৎপন্ন হইয়াছিল। ভগবান্ ব্রহ্মা এই ওঙ্কারদ্বারা প্রণবব্যাহৃতিগণযুক্ত চতুর্ব্বেদের সৃষ্টি করিয়া মরীচিপ্রভৃতি ব্রহ্মর্ষিপুত্রগণকে অধ্যয়ন করাইয়াছিলেন। গুরুপরম্পরা-লব্ধ এইসকল বেদ দ্বাপরযুগের শেষভাগে ভগবান্ ব্যাস-

দেব-কর্ত্তৃক চারিভাগে বিভক্ত হইয়াছিল এবং ঋষিগণ সম্প্রদায়ানুসারে সংহিতাচতুষ্টয় অভ্যাস করিয়াছিলেন। গুরুকর্ত্তৃক পরিত্যক্ত যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি, গুরু হইতে প্রাপ্ত বেদমন্ত্রসমূহ পরিত্যাগ করিয়া নূতন যজুর্ব্বেদমন্ত্র লাভের জন্য ভগবান্ সূর্য্যদেবের আরাধনা করিলে শ্রীসূর্য্যদেব তাঁহার প্রার্থনা পূর্ণ করিয়াছিলেন।

অন্বয়ঃ— সূতঃ উবাচ,—বিষ্ণুরাতঃ সঃ পরীক্ষিৎ নিখিলাত্মদৃশা (নিখিলাত্মা হরিস্তং পশ্যতি নিখিলঞ্চাত্মনি পশ্যতীতি বা তেন) সমেন (সর্ব্বত্র সমবুদ্ধিনা) ব্যাসাত্মজেন (ব্যাসতনয়েন) মুনিনা (শুকদেবেন) অভিহিতম্ (উক্তম্) এতৎ (পূর্ব্বোক্তরূপং বাক্যং) নিশম্য (শ্রুত্বা) নতেন মূর্দ্ধ্না (অবনতশিরসা) তৎপাদমূলং (তদীয়পাদতলম্) উপসৃত্য (প্রাপ্য তৎপাদৌ শিরসি নিধায়েত্যর্থঃ) বদ্ধাঞ্জলিঃ (সন্) তং (মুনিম্) ইদং (বক্ষ্যমাণবচনম্) আহ (উক্তবান্)।। ১।।

অনুবাদ— শ্রীসূত বলিলেন,—বিষ্ণুরাত মহারাজ পরীক্ষিৎ নিখিলাত্মদর্শী সমবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যাসনন্দন শুকদেব কর্ত্তৃক পূর্ব্বোল্লিখিত বাক্য শ্রবণপূর্ব্বক তদীয় পদযুগল অবনতমস্তকে গ্রহণ করিয়া কৃতাঞ্জলিসহকারে বলিতে লাগিলেন।। ১।।

বিশ্বনাথ—

ষষ্ঠে কৃষ্ণপদপ্রাপ্তীরাজ্ঞোঽথ জনমেজয়াৎ।
সর্পহোমস্ততো বেদত্রয়শাখোপবর্ণনম্।।

নিখিলাত্মা শ্রীকৃষ্ণস্তং পশ্যতীতি তেন। যদ্বা নিখিলানামপ্যাত্মানং মনঃ পশ্যতীতি তেন তাৎকালিকেন ব্রহ্মজ্ঞানোপদেশেন তত্রত্যানাং কেষাঞ্চিৎ জ্ঞানিনামপি মন আনন্দিতমিতি ভাবঃ যতঃ সমেন।। ১।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই ষষ্ঠ অধ্যায়ে পরীক্ষিৎ মহারাজের কৃষ্ণপদপ্রাপ্তি। অনন্তর জন্মেজয় হইতে সর্পহোম, তৎপরে বেদত্রয়ের শাখা বর্ণন।

নিখিলাত্মদৃশা অর্থাৎ নিখিলাত্ম শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে দর্শন করিতেছেন। এমন শ্রীশুকদেব কর্ত্তৃক, সম শ্রীশুকদেব তাৎকালিক ব্রহ্মোপদেশদ্বারা সভাস্থিত কোন কোন জ্ঞানিগণেরও মন আনন্দিত করেন, এই কারণে তাহাকে সম বলা হয়।। ১।।

রাজোবাচ—

সিদ্ধোঽস্ম্যনুগৃহীতোঽস্মি ভবতা করুণাত্মনা।
শ্রাবিতো যচ্চ মে সাক্ষাদনাদিনিধনো হরিঃ।। ২।।

অন্বয়ঃ—রাজা উবাচ,—(হে মুনিবর!) যৎ (যস্মাত্ত্বয়া) মে (মহ্যম্) অনাদিনিধনঃ (আদ্যন্তরহিতঃ) সাক্ষাৎ হরিঃ শ্রাবিতঃ চ করুণাত্মনা (কৃপান্বিতচিত্তেন) ভবতা (অহম্ অনুগৃহীতঃ) অস্মিঃ (ততশ্চ) সিদ্ধঃ অস্মি (কৃতার্থোঽস্মি)।। ২।।

অনুবাদ— রাজা বলিলেন,— হে মুনিবর! যেহেতু আপনি আমাকে অনাদিনিধন শ্রীহরির চরিত কথা শ্রবণ করাইয়াছেন, সেইজন্য করুণহৃদয় আপনাকর্ত্তৃক আমি অনুগৃহীত ও কৃতার্থ হইয়াছি।। ২।।

বিশ্বনাথ— সিদ্ধোঽস্মি কৃতার্থোঽস্মি মে সাক্ষাদিতি গর্ব্ভে বাল্যে চ সাক্ষাৎকৃতো যো হরিঃ শ্রীকৃষ্ণঃ স এব শ্রাবিতস্ত্বয়া স এব ময়া শ্রুতঃ।। ২।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— মহারাজ পরীক্ষিৎ বলিতেছেন —আমি সিদ্ধ হইয়াছি, কৃতার্থ হইয়াছি, আমাকে সাক্ষাদ্ভাবে গর্ভে ও বাল্যকালে সাক্ষাদ্দর্শন করিয়াছেন যে হরি শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকেই আপনি শ্রবণ করাইয়াছেন, তাঁহাকেই আমি শ্রবণ করিয়াছি।। ২।।

নাত্যদ্ভুতমহং মন্যে মহতামচ্যুতাত্মনাম্।
অজ্ঞেষু তাপতপ্তেষু ভূতেষু যদনুগ্রহঃ।। ৩।।

অন্বয়ঃ— তাপতপ্তেষু (সাংসারিকত্রিতাপসন্তপ্তেষু) অজ্ঞেষু (তৎপরিত্রাণানভিজ্ঞেষু) ভূতেষু (জীবেষু) অচ্যুতাত্মনাং (কৃষ্ণাসক্তচিত্তানাং) মহতাং (মহাজনানাং) যৎ (যন্নাম) অনুগ্রহঃ (ভবতি তৎ) অহং ন অত্যদ্ভুতং মন্যে (নাতিবিচিত্রমবধারয়ামি)।।৩।।

অনুবাদ— যাহারা সাংসারিক ত্রিতাপসন্তপ্ত এবং আত্মপরিত্রাণে অনভিজ্ঞ, তাদৃশ জীবসমূহের প্রতিকৃষ্ণা-সক্তচিত্ত মহাপুরুষগণের অনুগ্রহ আমি অত্যাশ্চর্য্য মনে করি না।। ৩।।

বিশ্বনাথ—অচ্যুত এব আত্মা মনো যেষাং তেষাম্।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— অচ্যুতই আত্মা অর্থাৎ মন যাঁহাদের এমন মহদ্‌গণের চরিত্র অদ্ভুত আমি মনে করি। যাঁহারা অজ্ঞ ত্রিতাপদগ্ধ প্রাণিগণের প্রতি অনুগ্রহ করেন।।

পুরাণসংহিতামেতামশ্রৌষ্ম ভবতো বয়ম্।
যস্যাং খলূত্তমঃশ্লোকো ভগবাননুবর্ণ্যতে।। ৪।।

অন্বয়ঃ—যস্যাং (পুরাণসংহিতায়াম্) উত্তমঃশ্লোকঃ ভগবান্ (শ্রীকৃষ্ণঃ) অনুবর্ণ্যতে খলু (নিরন্তরং বর্ণ্যতে) বয়ং ভবতঃ (ত্বৎসকাশাৎ তাম্) এতাং (ভাগবতীং) পুরাণ-সংহিতাম্ অশ্রৌষ্ম (শ্রুতবন্তঃ)।। ৪।।

অনুবাদ— যাহাতে উত্তমঃশ্লোক ভগবান্ শ্রীহরি নিরন্তর বর্ণিত হইয়াছেন, আমরা আপনার নিকট হইতে সেই ভাগবতী পুরাণ সংহিতা শ্রবণ করিয়াছি।। ৪।।

বিশ্বনাথ—ননু মত্তঃ শ্রুতস্যাস্য শাস্ত্রস্য কঃ খল্বর্থস্ত্বয়া-বধারিত ইত্যপেক্ষয়ামাহ,—পুরাণেতি। ভগবাননুবর্ণ্যতে ইত্যন্যবর্ণনস্যাপি তৎপোষাণার্থত্বেন তদঙ্গত্বাৎ ভগবদনু-বর্ণনত্বমেবেতি ভাবঃ।। ৪।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— প্রশ্ন—আমা হইতে শ্রুত এই শাস্ত্রের কি নিশ্চিতার্থ তুমি অবধারণ করিয়াছ? এই অপেক্ষায় বলিতেছেন—এই পুরাণ সংহিতাকে আপনা হইতে আমরা শ্রবণ করিলাম, যাহাতে ভগবান্ পুনঃ পুনঃ বর্ণিত হইয়াছেন, অন্য যাহা কিছু বর্ণনা তাহাও ভগ-বদ্বর্ণনার পোষণের জন্য অতএব তাঁহার অঙ্গরূপে উহাও ভগবদ্বর্ণনা ইহা ভাবার্থ।। ৪।।

ভগবংস্তক্ষকাদিভ্যো মৃত্যুভ্যো ন বিভেম্যহম্।
প্রবিষ্টো ব্রহ্মনির্ব্বাণমভয়ং দর্শিতং ত্বয়া।। ৫।।

অন্বয়ঃ—(হে) ভগবন্! ত্বয়া দর্শিতম্ অভয়ং (ভয়-শূন্যং) নির্ব্বাণং (কৈবল্যরূপং) ব্রহ্ম প্রবিষ্টঃ (প্রাপ্তঃ সন্) অহম্ (অতঃপরং) তক্ষকাদিভ্যঃ মৃত্যুভ্যঃ ন বিভেমি (ন ভয়ং প্রাপ্নোমি)।। ৫।।

অনুবাদ— হে ভগবন্! আমি আপনার প্রদর্শিত অভয়কৈবল্যরূপ ব্রহ্মপদপ্রাপ্ত হইয়া অতঃপর তক্ষকাদি মৃত্যু-হেতুসমূহ হইতে ভীত নহি।। ৫।।

বিশ্বনাথ— কিন্ত্বেকমেব বাক্যং মন্মনোঽভিজ্ঞেন ত্বয়া মাং প্রতি নোক্তং, যদ্যপি তদপ্যাশঙ্কাবতো মমৈতা-বদেবাসহ্যমভূদিত্যাহ—হে ভগবন্, সর্ব্বজ্ঞ মচ্চিত্তস্য ভক্ত্যেকনিষ্ঠত্বং জানন্নপি কিমেবমুপদিশসীতি ভাবঃ। তক্ষকাদিভ্যস্তথা বিবিধজন্মান্তরপ্রাপ্তেভ্যো মৃত্যুভ্যঃ সকাশা-দহং ন বিভেমি, কিন্তু ত্বয়া দর্শিতমভয়ং ব্রহ্ম নির্ব্বাণং প্রবিষ্টঃ সন্নেব বিভেমীত্যর্থঃ। অত্র গৃহস্থিতো নানুপদ্রবেভ্যো ন বিভেমি, কিন্তু বনং প্রবিষ্টঃ সন্নেবেতি। তস্মাৎ বনং ন প্রবিশামীতি। তত্রাভিপ্রায়ঃ তথৈবাত্রাপি তক্ষকাদিভ্যঃ পুনঃ পুনর্মৃত্যুভ্যশ্চ সকাশাদপি ত্বয়া দর্শিতাদ্‌ব্রহ্মনির্ব্বাণান্মম মহাভয়মিতি বাক্যার্থঃ। তেন পঞ্চমস্কন্ধবাক্যাত্ত্বগবদীয়-ত্বেনৈব সমাপ্তসর্ব্বার্থানাং "নারায়ণপরাঃ সর্ব্বে ন কুতশ্চ ন বিভ্যতি। স্বর্গাপবর্গনরকেষ্বপি তুল্যার্থদর্শিনঃ" ইত্যুক্তবতা ভগবতা শ্রীমন্মহারুদ্রেণৈব প্রকটিতাভি প্রায়াণামস্মাকং ভক্তানাং নির্ব্বাণমোক্ষং খল্বসহ্য এব। তত্রাপি "পুনশ্চ ভূয়াদ্ভগবত্যনন্তে রতি প্রসঙ্গশ্চ তদাশ্রয়েষু। মহৎসু যাং যামুপয়ামি সৃষ্টিং মৈত্রস্তু সর্ব্বত্র নমো দ্বিজেভ্যঃ" ইতি প্রয়োপবেশারম্ভত এব প্রতিজ্ঞাতবন্তং মামপি ব্রহ্মনির্ব্বাণ-মুপদিশসীতি শ্রীমুনীন্দ্রে ঈর্ষ্যৈব ধ্বনিতা। তথাপি শ্রীশুকস্য তস্য তদ্ভক্তিনিষ্ঠাং পরীক্ষমাণস্য সুখমেবাভূৎ। যথা রাসারম্ভে আজ্ঞালঙ্ঘয়ন্তীনাং ব্রজসুন্দরীণামীর্ষয়া কৃষ্ণস্য অত্র কিন্ত্বিত্যাক্ষেপলব্ধমেব। "ত্বামস্তি বচ্মি বিদুষাং সম-বায়োঽত্র তিষ্ঠতি। আত্মীয়াং মতিমাদায় স্থিতিমত্র বিধেহি তৎ" ইত্যস্য পূর্ব্বার্দ্ধান্তে যথা কিন্ত্বিত্যাক্ষেপলব্ধং কাব্য-প্রকাশটীকাকৃদ্ভিস্তথা ব্যাখ্যানাৎ। ব্যাখ্যান্তরন্তু শাস্ত্রস্য মোহিনীত্বপ্রতিপাদকং ভক্তৈরগ্রাহ্যম্।। ৫।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— কিন্তু একটি বাক্য যাহা আমার মনে অভিজ্ঞ আপনাকর্ত্তৃক আমার প্রতি বলা হয় নাই। যদিও তাহা আশঙ্কা যুক্ত, আমার এই পর্য্যন্ত অসহ্য হইয়াছিল, ইহার উত্তরে বলিতেছেন—হে ভগবন্! সর্ব্বজ্ঞ আপনি আমার চিত্তের ভক্তিকে একনিষ্ঠতা জানিয়াও কিকারণ এইরূপ উপদেশ করিতেছেন। ইহা ভাবার্থ। তক্ষকাদি হইতে সেইরূপ বিবিধ জন্মান্তরে প্রাপ্ত মৃত্যু সকল হইতে আমি ভয় পাই না। কিন্তু আপনা কর্ত্তৃক প্রদর্শিত অভয় ব্রহ্মনির্ব্বাণ প্রবিষ্ট হইয়াই ভয় পাইতেছি, এস্থলে গৃহস্থিত উপদ্রব নাই যাহাতে তাহা হইতেও ভয় পাইনা, কিন্তু বনে প্রবিষ্ট হইয়াই, সেই হেতু বনে প্রবেশ করিতেছি না।

সেইস্থলে অভিপ্রায় এইস্থলেও তক্ষকাদি হইতেও পুনঃ পুনঃ মৃত্যু হইতে, আপনার প্রদর্শিত ব্রহ্মনির্ব্বাণ হইতে আমার মহাভয় হইতেছে। সেই হেতু পঞ্চমস্কন্ধ বাক্য হইতে ভগবানেরই সর্ব্বার্থ প্রাপ্ত যেমন নারায়ণ পরায়ণগণ সকলেই স্বর্গ, অপবর্গ ও নরকেতেও তুল্যদর্শী অতএব কোথা হইতেও ভয় পায় না। ইহা ভগবান্ শ্রীমহারুদ্রদেব কর্ত্তৃক প্রকটিত অভিপ্রায় সমূহের আমার ন্যায় ভক্তগণের নির্ব্বাণ মোক্ষ নিশ্চয়ই অসহ্য, তাহার মধ্যেও আমি প্রয়োপবেশনের আরম্ভেই প্রতিজ্ঞা করিয়া ছিলাম। পুনঃ পুনঃ সৃষ্টিতে জন্মলাভ করিলে আমার যেন শ্রীভগবান অনন্তে রতি হয় এবং তাঁহার আশ্রয় প্রাপ্ত মহৎগণের প্রকৃষ্ট সঙ্গ হয় এবং সর্ব্বত্র মিত্রতা এবং ব্রাহ্মণগণের প্রতি নমস্কার হয়। সেই আমার প্রতি ব্রহ্ম নির্ব্বাণ উপদেশ করিতেছেন ইহা শ্রীমন্মুনীন্দ্র শুকদেবের প্রতি ঈর্ষাই ধ্বনিত হইল। এইরূপ শ্রীপরীক্ষিৎ মহারাজের প্রতিও শ্রীশুকদেব মহারাজের ভক্তিনিষ্ঠা পরীক্ষা করিতেছেন। অতএব সুখই হইয়াছিল। যেমন শ্রীরাসলীলার আরম্ভে আজ্ঞা লঙ্ঘনকারিণী ব্রজসুন্দরীগণের শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ঈর্ষা বাক্য, এখানে কিন্তু আক্ষেপ ভাব পাওয়া যায়। বিদ্বদ্গণের সভা এইখানে আছে। তোমাকে আমি বলিতেছি আত্মীয়গণের বুদ্ধি গ্রহণ করিয়া 'এইস্থলে স্থিতি যাহা বিধান তাহা কর।' এই বাক্যে পূর্ব্বার্দ্ধের অন্তে যেমন কিন্তু এই শব্দটি আক্ষেপলব্ধ কাব্যপ্রকাশ টীকাকার সেইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। অন্য ব্যাখ্যা কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্রের মোহিনী অবতার প্রতিপাদক অতএব ভক্তগণ কর্ত্তৃক অগ্রাহ্য।।৫

অনুজানীহি মাং ব্রহ্মন্ বাচং যচ্ছাম্যধোক্ষজে।
মুক্তকামাশয়ং চেতঃ প্রবেশ্য বিসৃজাম্যসূন্।। ৬।।

অন্বয়ঃ—(হে) ব্রহ্মন্! (অহম্) অধোক্ষজে (ভগবতি শ্রীহরৌ) বাচং (সর্ব্বেন্দ্রিয়বৃত্তীরিত্যর্থঃ) যচ্ছামি (প্রত্যাহরিষ্যামি ততঃ) মুক্তকামাশয়ং (মুক্তাঃ কামাশয়াস্তদ্বাসনা যেন তৎ) চেতঃ (চিত্তং তস্মিন্নধোক্ষজে) প্ররেশ্য (নিবেশ্য) অসূন্ বিসৃজামি (প্রাণান্ ত্যক্ষ্যামি তৎ) মাম্ অনুজানীহি (অনুমন্যস্ব)।। ৬।।

অনুবাদ— হে ব্রহ্মন্! আমি অধোক্ষজ শ্রীহরির প্রতি যাবতীয় ইন্দ্রিয়বৃত্তি নিয়োজিত করিয়া তাঁহারই প্রতি বিষয়বাসনা রহিত চিত্ত সমর্পণপূর্ব্বক প্রাণ পরিত্যাগ করিব, আপনি এ বিষয়ে অনুমতি প্রদান করুন্।। ৬।।

বিশ্বনাথ— তস্মাৎ কৃপয়া মামেতদেবাজ্ঞাপয় নত্বেতৎপ্রতিকূলমিত্যাহ,—অনুজানীহি অনুজ্ঞাং দেহীত্যর্থঃ। অধোক্ষজে শ্রীকৃষ্ণে মুক্তমাশয়ং ত্যক্তকামবাসনাম্।। ৬।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— সেইহেতু কৃপাপূর্ব্বক আমাকে এই আজ্ঞা করুন। ইহার প্রতিকূল আজ্ঞা করিবেন না। অনুজানীহি অর্থাৎ অনুজ্ঞাদান করুন ইহাই অর্থ। অধোক্ষজ শ্রীকৃষ্ণে কাম-বাসনা ত্যাগ করিয়াছি, অতএব হে ব্রাহ্মণ। তাঁহাতে চিত্ত প্রবেশ করাইয়া বাক্য ও প্রাণ ত্যাগ করি।। ৬।।

অজ্ঞানঞ্চ নিরস্তং মে জ্ঞানবিজ্ঞাননিষ্ঠয়া।
ভবতা দর্শিতং ক্ষেমং পরং ভগবতঃ পদম্।। ৭।।

অন্বয়ঃ— জ্ঞানবিজ্ঞাননিষ্ঠয়া (জ্ঞানবিজ্ঞানয়ো-

নিষ্ঠয়াস্থিত্যা) মে (মম) অজ্ঞানং চ নিরস্তং (দূরীভূতং কিঞ্চ) ভবতা ভগবতঃ (শ্রীহরেঃ) ক্ষেমং (শাশ্বতকল্যাণপ্রদং) পরং পদং (পরমং স্বরূপঞ্চ মহ্যং) দর্শিতম্।। ৭।।

অনুবাদ— জ্ঞান-বিজ্ঞান-নিষ্ঠাদ্বারা মদীয় অজ্ঞান নিরস্ত হইয়াছে এবং আপনি আমাকে ভগবান্ শ্রীহরির নিত্যকল্যাণপ্রদ পরমস্বরূপ প্রদর্শন করিয়াছেন।। ৭।।

বিশ্বনাথ— জ্ঞানং ভগবদ্বিষয়কং বিজ্ঞানং তদৈশ্বর্য্য-মাধুর্য্যানুভবঃ জ্ঞানবিজ্ঞাননিষ্ঠা তব কুতো জাতেত্যত আহ,—ভবতেতি। পদং স্বরূপং চরণকমলং ধাম বা।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— জ্ঞান অর্থাৎ ভগবদ্বিষয়ক, বিজ্ঞান তাঁহার ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্য অনুভব, জ্ঞান-বিজ্ঞান নিষ্ঠা তোমার কোথা হইতে জন্মিল? ইহার উত্তরে বলিতেছেন—আপনা হইতে, পদ অর্থাৎ স্বরূপ, চরণকমল বা ধাম।। ৭।।

সূত উবাচ—

ইত্যুক্তস্তমনুজ্ঞাপ্য ভগবান্ বাদরায়ণিঃ।
জগাম ভিক্ষুভিঃ সাকং নরদেবেন পূজিতঃ।। ৮।।

অন্বয়ঃ— সূতঃ উবাচ,—ইতি উক্তঃ (পরীক্ষিতা প্রার্থিতঃ) ভগবান্ বাদরায়ণিঃ (শুকদেবঃ) তং (রাজানম্) অনুজ্ঞাপ্য (প্রাণত্যাগায়ানুজ্ঞাং কৃত্বা) ভিক্ষুভিঃ (সন্ন্যাসিভিঃ) সাকং (সহ) নরদেবেন (রাজ্ঞা) পূজিতঃ (সন্) জগাম (যথাভিমতং গতবান্)।। ৮।।

অনুবাদ— সূত বলিলেন,—মহারাজ পরীক্ষিতের প্রার্থনানুসারে ভগবান্ শুকদেব তাঁহাকে প্রাণত্যাগবিষয়ে অনুমতি প্রদানপূর্ব্বক তৎকর্ত্তৃক সন্ন্যাসিগণের সহিত পূজিত হইয়া যথাভিলষিতস্থানে গমন করিলেন।। ৮।।

বিশ্বনাথ— ভিক্ষুভিঃ সর্ব্বমুনীন্দ্রৈঃ।। ৮।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— ভিক্ষুগণ কর্ত্তৃক অর্থাৎ সর্ব্ব-মুনীন্দ্রগণের সহিত।। ৮।।

পরীক্ষিদপি রাজর্ষিরাত্মন্যাত্মনমাত্মনা।
সমাধায় পরং দধ্যাবস্পন্দাসুর্যথা তরুঃ।। ৯।।

—১০৩

প্রাক্কূলে বর্হিষ্যাসীনো গঙ্গাকূল উদঙ্মুখঃ।
ব্রহ্মভূতো মহাযোগী নিঃসঙ্গশ্ছিন্নসংশয়ঃ।। ১০।।

অন্বয়ঃ—ছিন্নসংশয়ঃ (শুকোপদেশেন মুক্তসন্দেহঃ) নিঃসঙ্গঃ ব্রহ্মভূতঃ (ব্রহ্মস্বরূপজ্ঞঃ) মহাযোগী রাজর্ষিঃ পরীক্ষিৎ অপি গঙ্গাকূলে প্রাক্কূলে (প্রাগগ্রে) বর্হিষি (দর্ভে) উদঙ্মুখঃ (উত্তরমুখঃ) আসীনঃ (উপবিষ্টঃ) আত্মনা (বুদ্ধ্যা) আত্মানং (মনঃ) আত্মনি (প্রত্যক্প্রকাশে) সমাধায় (স্থিরীকৃত্য) তরু ইব (বৃক্ষবৎ) অস্পন্দাসুঃ (লীনপ্রাণঃ সন্) পরং (পরমাত্মনং) দধৌ (চিন্তিতবান্)।। ৯-১০।।

অনুবাদ— সংশয়বিমুক্ত নিঃসঙ্গ ব্রহ্মস্বরূপজ্ঞ মহাযোগী রাজর্ষি পরীক্ষিতও গঙ্গাতীরে পূর্ব্বাগ্রে কুশাসনে উত্তরমুখে উপবেশনপূর্ব্বক বুদ্ধিদ্বারা মনকে আত্মবস্তুতে সমাহিত করিয়া তরুতুল্য লীনপ্রাণ হইয়া পরমাত্মার ধ্যানে প্রবৃত্ত হইলেন।। ৯-১০।।

বিশ্বনাথ— আত্মনা বুদ্ধ্যা আত্মানং শ্রীকৃষ্ণং আত্মনি মনসি পরং অতিশয়েন অস্পন্দাসুঃ অন্তরেব লীনপ্রাণঃ। প্রাক্কূলে বর্হিষি প্রাগগ্রে দর্ভে ত্রিগুণাতীতত্বাদ্ব্রহ্মভূতঃ "হি তাসাং মধ্যে সাক্ষাদ্ব্রহ্মগোপালপুরী" ইতিবৎ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— পরং অতিশয়ভাবে, অস্পন্দ অসু—অন্তরেই লীন হইয়াছে প্রাণ যাঁহার। গঙ্গার পূর্ব্ব-কূলে কুশের অগ্রভাগ পূর্ব্বদিকে করিয়া আসনে বসিয়া ত্রিগুণাতীত হেতু ব্রহ্মভূত অর্থাৎ উপনিসদুক্ত মুক্তিপ্রদ ধামসমূহের মধ্যে মথুরা সাক্ষাৎ ব্রহ্মগোপালপুরী এইরূপ।।

তক্ষকঃ প্রহিতো বিপ্রাঃ ক্রুদ্ধেন দ্বিজসূনুনা।
হন্তুকামো নৃপং গচ্ছন্ দদর্শ পথি কশ্যপম্।। ১১।।

অন্বয়ঃ—(হে) বিপ্রাঃ! ক্রুদ্ধেন দ্বিজসূনুনা (মুনিপুত্রেণ) প্রহিতঃ (প্রেরিতঃ) তক্ষকঃ নৃপং (পরীক্ষিতং) হন্তুকামঃ গচ্ছন্ (সন্) পথি (গমনমার্গে) কশ্যপং (বিষহারিণং) দদর্শ (দৃষ্টবান্)।। ১১।।

অনুবাদ— হে বিপ্রগণ! অনন্তর ক্রুদ্ধ মুনিপুত্র কর্ত্তৃক প্রেরিত তক্ষক পরীক্ষিতের বিনাশার্থ গমন করিয়া পথে বিষহারী কশ্যপকে দেখিতে পাইল।। ১১।।

বিশ্বনাথ— তদেবং ব্রহ্মভূতে তস্মিন্ তক্ষকাগমনাদিকং পিষ্টপেষণমিবাভবদিতি দর্শয়তি—তক্ষক ইতি ত্রিভিঃ।। ১১।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— এইভাবে পরীক্ষিৎ মহারাজ ব্রহ্মস্বরূপ প্রাপ্ত হইলে তক্ষক আগমনাদি পৃষ্টপেষণ ন্যায় হইয়াছিল, ইহাই দেখাইতেছেন তিনটি শ্লোকদ্বারা।। ১১।।

তং তর্পয়িত্বা দ্রবিণৈর্নিবর্ত্ত্য বিষহারিণম্।
দ্বিজরূপপ্রতিচ্ছন্নঃ কামরূপোঽদশন্নৃপম্।। ১২।।

অন্বয়ঃ— (ততঃ) বিষহারিণং তং (কশ্যপং) দ্রবিণৈঃ (তদপেক্ষিতৈর্ধনৈঃ) তর্পয়িত্বা (সন্তর্প্য) নিবর্ত্ত্য (রাজসমীপগমনান্নিবার্য্য) কামরূপঃ (যথেচ্ছরূপধারণক্ষমঃ সঃ) দ্বিজরূপপ্রতিচ্ছন্নঃ (দ্বিজরূপেণ তিরোহিতঃ সন্) নৃপম্ অদশৎ (দৃষ্টবান্)।। ১২।।

অনুবাদ— তখন অভিলষিত ধনদ্বারা কশ্যপকে সন্তুষ্ট এবং নিবৃত্ত করিয়া যথেচ্ছরূপধারণক্ষম তক্ষক ছদ্মব্রাহ্মণবেশে রাজাকে দংশন করিয়াছিল।। ১২।।

বিশ্বনাথ— তং বিষচিকিৎসয়া পরীক্ষিদ্রক্ষণেন দ্রব্যার্জ্জনায়াগচ্ছন্তং তত্র স্বালীঢ়বটবৃক্ষস্য ভস্মীভূতস্য পুনরঙ্কুরাদিক্রমেণোত্থাপনাৎ বিষহারিণং তদপেক্ষিতদ্রবিণৈঃ সন্তর্প্য ততো নিবর্ত্ত্য দ্বিজরূপেণ তিরোহিতঃ সন্নদশৎ।। ১২।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— সেই বিষ চিকিৎসার দ্বারা কশ্যপমুনিকে যিনি বিষ চিকিৎসার দ্বারা পরীক্ষিৎকে রক্ষা করিবার জন্য দ্রব্য সংগ্রহার্থে আগমন কালে, সেইস্থলে তক্ষক ছোবলদ্বারা বটবৃক্ষকে ভস্মীভূত করিলে পুনরায় অঙ্কুরাদিক্রমে উত্থিত হওয়া দেখিয়া সেই বিষহারী মুনিকে তাহা অপেক্ষা অধিক অর্থ দ্বারা সন্তুষ্ট করিয়া তৎপরে ফিরিয়া ব্রাহ্মণরূপে লুকাইয়া দংশন করিয়াছিল।। ১২।।

ব্রহ্মভূতস্য রাজর্ষের্দেহোঽহিগরলাগ্নিনা।
বভূব ভস্মসাৎ সদ্যঃ পশ্যতাং সর্ব্বদেহিনাম্।। ১৩।।

অন্বয়ঃ— (ততঃ) সর্ব্বদেহিনাং পশ্যতাং (সর্ব্বভূতেষু পশ্যৎসু সৎসু) ব্রহ্মভূতস্য রাজর্ষেঃ (পরীক্ষিতঃ) দেহঃ অহিগরলাগ্নিনা (তক্ষকবিষানলেন) সদ্যঃ (তৎক্ষণমেব) ভস্মসাৎ বভূব (অভূৎ)।। ১৩।।

অনুবাদ— অনন্তর নিখিলভূতগণের সমক্ষে ব্রহ্মস্বরূপজ্ঞ রাজর্ষির দেহ তৎক্ষণাৎ তক্ষকের বিষাগ্নিতে ভস্মীভূত হইয়াছিল।। ১৩।।

বিশ্বনাথ— তচ্চ পুত্রকৃত্যমিব জাতমিত্যাহ, ব্রহ্মভূতস্যেতি।। ১৩।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— তাহাও পুত্রের কার্য্যের ন্যায় হইল, ইহাই বলিতেছেন—ব্রহ্মলীন পরীক্ষিতের দেহ সর্পবিষরূপ অগ্নিদ্বারা ভস্ম হইল সকল (দৃষ্টিতে) দর্শনকারিগণের সম্মুখে।। ১৩।।

হাহাকারো মহানাসীদ্ভুবি খে দিক্ষু সর্ব্বতঃ।
বিস্মিতা হ্যভবন্ সর্ব্বে দেবাসুরনরাদয়ঃ।। ১৪।।

অন্বয়ঃ— (তদা) ভুবি (ভূতলে) খে (আকাশে) সর্ব্বতঃ দিক্ষু (চ) মহান্ হাহাকারঃ (খেদসূচকধ্বনিঃ) আসীৎ (বভূব) দেবাসুরনরাদয়ঃ সর্ব্বে হি বিস্মিতা অভবন্ (বভূবুঃ)।। ১৪।।

অনুবাদ— তখন ভূতলে, আকাশে ও সর্ব্বদিকে মহা হাহাকার ধ্বনি উত্থিত হইল এবং দেবাসুর মনুষ্যাদি সকলে বিস্মিত হইলেন।। ১৪।।

দেবদুন্দুভয়ো নেদুর্গন্ধর্বাপ্সরসো জগুঃ।
ববৃষুঃ পুষ্পবর্ষাণি বিবুধাঃ সাধুবাদিনঃ।। ১৫।।

অন্বয়ঃ— (তদানীং) দেবদুন্দুভয়ঃ নেদুঃ (নিনাদিতা বভূবুঃ) গন্ধর্বাপ্সরসঃ জগুঃ (তস্যরাজ্ঞঃ প্রশংসাগীতিং চক্রুঃ) সাধুবাদিনঃ (সাধু সাধু এবং ভাষমাণাঃ) বিবুধাঃ (দেবাঃ) পুষ্পবর্ষাণি ববৃষুঃ (পুষ্পবৃষ্টিং চক্রুঃ)।। ১৫।।

অনুবাদ— তৎকালে দেব-দুন্দুভিসকল নিনাদিত

হইতে লাগিল, গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরোগণ গান করিতে লাগিল এবং দেবগণ পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন।। ১৫।।

জন্মেজয়ঃ স্বপিতরং শ্রুত্বা তক্ষকভক্ষিতম্।
যথাজুহাব সংক্রুদ্ধো নাগান্ সত্রে সহ দ্বিজৈঃ।। ১৬।।

অন্বয়ঃ— জন্মেজয়ঃ স্বপিতরং (পরীক্ষিতং) তক্ষকভক্ষিতং (তক্ষকেণ বিনষ্টং) শ্রুত্বা সংক্রুদ্ধঃ (সন্) দ্বিজৈঃ সহ (বর্ত্তমানঃ) সত্রে (যজ্ঞে) যথা (যথাবৎ) নাগান্ (সর্পান্) আজুহাব (অগ্নৌ তাম্ নিচিক্ষেপেত্যর্থঃ)।। ১৬

অনুবাদ— জন্মেজয় তক্ষককর্ত্তৃক পিতার বিনাশ-শ্রবণে ক্রুদ্ধচিত্তে ব্রাহ্মণগণের সহিত মিলিত হইয়া যজ্ঞানলে সর্পগণকে যথাবিধি আহুতিরূপে প্রদান করিতে লাগিলেন।। ১৬।।

বিশ্বনাথ— যথা যথাবৎ নিঃসর্পমিদং জগৎ করিষ্য ইতি বদন্ ক্রুদ্ধঃ দ্বিজৈঃ সহ স্থিতঃ সন্।। ১৬।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— জন্মেজয় তক্ষক কর্ত্তৃক পিতার বিনাশ শ্রবণে যেরূপে এই জগৎ সর্পহীন হয় তাহাই করিব। ইহা বলিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া ব্রাহ্মণগণের সহিত অবস্থান করিলেন।। ১৬।।

সর্পসত্রে সমিদ্ধাগ্নৌ দহ্যমানান্ মহোরগান্।
দৃষ্ট্বেন্দ্রং ভয়সংবিগ্নস্তক্ষকঃ শরণং যযৌ।। ১৭।।

অন্বয়ঃ— (অথ) তক্ষকঃ সমিদ্ধাগ্নৌ (প্রবৃদ্ধানলে) সর্পসত্রে (সর্পযজ্ঞে) মহোরগান্ (মহাসর্পান্) দহ্যমানান্ (দৃষ্ট্বা) ভয়সংবিগ্নঃ (সন্) ইন্দ্রং শরণং যযৌ (গতবান্)।।

অনুবাদ— অনন্তর তক্ষক, সর্পযজ্ঞে প্রচণ্ডানলে মহাসর্পগণকে দগ্ধ হইতে দেখিয়া ভয়বিহ্বলচিত্তে ইন্দ্রের শরণাপন্ন হইল।। ১৭।।

অপশ্যংস্তক্ষকং তত্র রাজা পারীক্ষিতো দ্বিজান্।
উবাচ তক্ষকঃ কস্মান্ন দহ্যেতোরগাধমঃ।। ১৮।।

অন্বয়ঃ—রাজা পারীক্ষিতঃ (জন্মেজয়ঃ) তত্র (যজ্ঞে) তক্ষকম্ অপশ্যন্ (অনবলোকয়ন্) দ্বিজান্ (ঋত্বিজঃ) উবাচ (উক্তবান্—হে দ্বিজাঃ! ভবদ্ভিঃ) উরগাধমঃ (সর্পাধমঃ) তক্ষকঃ কস্মাৎ (হেতোঃ) ন দহ্যেত (অগ্নৌ ন নিক্ষিপ্যত ইত্যর্থঃ)।। ১৮।।

অনুবাদ—রাজা জন্মেজয় যজ্ঞে তক্ষককে উপস্থিত না দেখিয়া ব্রাহ্মণগণকে বলিলেন,—হে দ্বিজগণ! আপনারা সর্পাধম তক্ষককে এখনও অগ্নিতে নিক্ষেপ করিতেছেন না কেন?।। ১৮।।

তং গোপায়তি রাজেন্দ্র শক্রঃ শরণমাগতম্।
তেন সংস্তম্ভিতঃ সর্পস্তস্মান্নাগ্নৌ পতত্যসৌ।। ১৯।।

অন্বয়ঃ— (দ্বিজা উচুঃ হে) রাজেন্দ্র! শক্রঃ (ইন্দ্রঃ) শরণম্ আগতং তং (তক্ষকং) গোপায়তি (রক্ষতি) তস্মাৎ তেন (ইন্দ্রেণ) সংস্তম্ভিতঃ (তত্রস্থিরীকৃতঃ) অসৌ সর্পঃ (তক্ষকঃ) অগ্নৌ ন পততি।। ১৯।।

অনুবাদ— দ্বিজগণ বলিলেন,— হে রাজন! ইন্দ্র শরণাগত তক্ষককে রক্ষা করিতেছেন, সুতরাং তক্ষক ইন্দ্রকর্ত্তৃক তথায় স্তম্ভিত হওয়ায় অগ্নিমধ্যে পতিত হইতেছে না।। ১৯।।

পারীক্ষিত ইতি শ্রুত্বা প্রাহর্ত্বিজ উদারধীঃ।
সহেন্দ্রস্তক্ষকো বিপ্রা নাগ্নৌ কিমিতি পাত্যতে।। ২০।।

অন্বয়ঃ— উদারধীঃ (প্রশস্তবুদ্ধিঃ) পারীক্ষিতঃ (জন্মেজয়ঃ) ইতি (দ্বিজবচনং) শ্রুত্বা ঋত্বিজঃ (দ্বিজান্) প্রাহ (উবাচ হে) বিপ্রা! সহেন্দ্রঃ (ইন্দ্রেণ সহৈব) তক্ষকঃ কিম্ ইতি (কথং ভবদ্ভিঃ) অগ্নৌ ন পাত্যতে (ন নিক্ষিপ্যতে)।। ২০।।

অনুবাদ— প্রশস্তবুদ্ধিসম্পন্ন জন্মেজয় দ্বিজগণের বাক্য শ্রবণপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে বলিলেন,—"হে দ্বিজগণ! আপনারা ইন্দ্রের সহিতই তক্ষককে অগ্নিতে নিক্ষেপ করেন না কেন?" ২০।।

তচ্ছ্রুত্বা জুহুবুর্বিপ্রাঃ সহেন্দ্রং তক্ষকং মখে।
তক্ষকাশু পতস্বেহ সহেন্দ্রেণ মরুত্বতা।। ২১।।

অন্বয়ঃ— বিপ্রাঃ (ঋত্বিজঃ) তৎ (জন্মেজয়বচনং) শ্রুত্বা (হে) তক্ষক! মরুত্বতা (মরুদ্‌গণবতা) ইন্দ্রেণ সহ আশু (শীঘ্রম্) ইহ (যজ্ঞানলে) পতস্ব (পতিতো ভবেতি মন্ত্রেণ) সহেন্দ্রম্ (ইন্দ্রেণ সহিতং) তক্ষকং মখে (যজ্ঞে) আজুহুবুঃ (আহূতবন্তঃ)।। ২১।।

অনুবাদ— বিপ্রগণ জন্মেজয়ের তাদৃশ বাক্যশ্রবণ-পূর্ব্বক— " হে তক্ষক! তুমি মরুদ্‌গণযুক্ত ইন্দ্রের সহিত সত্বর এই যজ্ঞানলে পতিত হও" এইরূপ মন্ত্রদ্বারা ইন্দ্রসহ তক্ষককে যজ্ঞে আহ্বান করিলেন।। ২১।।

বিশ্বনাথ— মরুত্বতেতি। অরে ইন্দ্র, তব দেবেন্দ্রো-হহমিতি গর্ব্বোঽস্তি তস্মাত্ত্বাং দেবৈরপি সমং পাতায়াম ইতি ভাবঃ। "মরুতৌ পবনামরৌ" ইত্যমরঃ।। ২১।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— বায়ুদেবতা আসিয়া বলিলেন ইন্দ্র তক্ষককে রক্ষা করিতেছে, ইহা শুনিয়া ওরে ইন্দ্র! তোমার দেবগণের ইন্দ্র আমি এইরূপ গর্ব্ব আছে; অতএব তোমাকেও দেবগণের সহিত যজ্ঞাগ্নিতে ফেলাইব। ইহাই ভাবার্থ। মরুৎ অর্থাৎ পবন ও অমর ইতি অমরকোষ।।

ইতি ব্রহ্মোদিতাক্ষেপৈঃ স্থানাদিন্দ্রঃ প্রচালিতঃ।
বভূব সংভ্রান্তমতিঃ সবিমানঃ সতক্ষকঃ।। ২২।।

অন্বয়ঃ— ইতি (এবম্প্রকারৈঃ) ব্রহ্মোদিতাক্ষেপৈঃ (ব্রাহ্মণোচ্চারিতৈরাক্ষেপবচনৈঃ) সংভ্রান্তমতিঃ (বিক্ষিপ্ত-চিত্তঃ) সবিমানঃ (বিমানেন সহিতঃ) সতক্ষকঃ (তক্ষকেণ চ সহিতঃ) ইন্দ্রঃ স্থানাৎ (স্বপদাৎ) প্রচালিতঃ (ভ্রষ্টঃ) বভূব।। ২২।।

অনুবাদ— ব্রাহ্মণগণের উচ্চারিত পূর্ব্বোক্ত আক্ষেপবচনে ইন্দ্র বিক্ষিপ্তচিত্ত হইয়া তৎকালে বিমান ও তক্ষকের সহিত নিজস্থান হইতে ভ্রষ্ট হইলেন।। ২২।।

বিশ্বনাথ— অদ্য প্রাণাঃ খলু গতা এবেতি সম্ভ্রান্তা ব্যাকুলা মতির্যস্য সঃ।। ২২।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— আজ প্রাণ চলিয়া গেল, এই বলিয়া ব্যাকুলমতি যাহার সেই ইন্দ্র তৎকালে বিমান ও তক্ষকের সহিত নিজস্থান হইতে ভ্রষ্ট হইলেন।। ২২।।

মধ্ব—

স্বসন্তানোদ্ভবাং কীর্ত্ত্যা যোজয়ন্ জনমেজয়ম্।
শক্তোঽপ্যশক্তবদ্বিষ্ণুরিন্দ্র আসীদুপেক্ষকঃ।।
এবমেব ঋষীণাঞ্চ কীর্ত্তিং যোজয়তাঽমুনা।
কৃতোপেক্ষা মহেন্দ্রেণ কিমু বিষ্ণুঃ পরাৎপরঃ।।
তস্মাদ্বিষ্ণোরশক্যং ন ভূতভব্যভবৎস্বপি।
ন চানিষ্টং গুণৈরেষ পূর্ণো নারায়ণঃ সদা।
ইতি বামনে।। ২০-২২।।

ইতি ভাগবত-দ্বাদশস্কন্ধ-তাৎপর্য্যে ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।। ৬।।

নিত্যদোষস্বরূপায় গুণপূর্ণায় সর্ব্বদা।
নারায়ণায় হরয়ে নমঃ প্রেষ্ঠতমায় মে।।
ইতি শ্রীমদানন্দতীর্থভগবৎপাদাচার্য্যবিরচিতে
শ্রীমদ্ভাগবত-তাৎপর্য্যনির্ণয়ে দ্বাদশস্কন্ধঃ সমাপ্তঃ।
সম্পূর্ণশ্চায়ং গ্রন্থঃ।।

তং পতন্তং বিমানেন সহতক্ষকমম্বরাৎ।
বিলোক্যাঙ্গিরসঃ প্রাহ রাজানং তং বৃহস্পতিঃ।।২৩।।

অন্বয়ঃ— আঙ্গিরসঃ (অঙ্গিরসঃ পুত্রঃ) বৃহস্পতিঃ সহতক্ষকং (তক্ষকেণ সহিতং) তম্ (ইন্দ্রং) বিমানেন (ব্যোমযানেন) অম্বরাৎ (আকাশাৎ) পতন্তং (যজ্ঞাভিমুখং পতন্তং) বিলোক্য তং রাজানং (জন্মেজয়ং) প্রাহ (উক্ত-বান্)।। ২৩।।

অনুবাদ— তখন অঙ্গিরাঋষির পুত্র বৃহস্পতি তক্ষকের সহিত ইন্দ্রকে বিমানযোগে আকাশ হইতে যজ্ঞানলাভিমুখে পতনশীল দেখিয়া রাজাকে বলিতে লাগিলেন।। ২৩।।

নৈষ ত্বয়া মনুষ্যেন্দ্র বধমর্হতি সর্পরাট্।
অনেন পীতমমৃতমথ বা অজরামরঃ।। ২৪।।

অন্বয়ঃ— (হে) মনুষ্যেন্দ্র! (হে মহারাজ!) অনেন (তক্ষকেণ যতঃ) অমৃতং পীতম্ অথ (অতঃ) অজরামরঃ (জরামৃত্যুরহিতঃ) এযঃ সর্পরাট্ (তক্ষকঃ) ত্বয়া (কৃতং) বধং ন অর্হতি বৈ (বধং প্রাপ্তুং ন যোগ্যো ভবতি)।। ২৪।।

অনুবাদ— হে মহারাজ। এই তক্ষক যেহেতু অমৃত পান করিয়াছে, সেজন্য জরামৃত্যুরহিত বলিয়া সে তোমার নিকট হইতে বিনাশলাভের যোগ্য নহে।। ২৪।।

বিশ্বনাথ— আঙ্গিরসঃ অঙ্গিরসঃ পুত্র ইতি গৌরব-ব্যঞ্জনা এষ ইন্দ্রঃ মনুষ্যেন্দ্রেণ ত্বয়া দেবেন্দ্রস্য বধানৌচিত্যাৎ সর্পেণ তক্ষকেণ সহ রাজতে ইতি সঃ। অথ অতএব বৈ নিশ্চিতং অজরামরঃ।। ২৪।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—অঙ্গিরসপুত্র আঙ্গিরস এই গৌরব ব্যঞ্জনা দ্বারা এই ইন্দ্র মনুষ্যইন্দ্র জন্মেজয় কর্ত্তৃক দেবগণের ইন্দ্রের বধ অনুচিত হেতু তক্ষকসর্পের সহিত বর্ত্তমান। অতএব সর্পরাজ, অতএব অজর অমর নিশ্চিত।। ২৪।।

জীবিতং মরণং জন্তোর্গতিঃ স্বেনৈব কর্ম্মণা।
রাজংস্ততোঽন্যো নাস্ত্যস্য প্রদাতা সুখদুঃখয়োঃ।। ২৫

অন্বয়ঃ—(হে)রাজন্! স্বেন (স্বোপার্জ্জিতেন) কর্ম্মণা এব জন্তোঃ (জীবস্য) জীবিতং মরণং গতিঃ (পরলোকশ্চ ভবতি) ততঃ (কর্ম্মণঃ) অন্যঃ (তদ্‌বিনাপরঃ কশ্চিৎ) অস্য (জীবস্য) সুখদুঃখয়োঃ প্রদাতা ন অস্তি।। ২৫।।

অনুবাদ— হে রাজন্! স্বোপার্জ্জিত কর্ম্মনিবন্ধনই জীবের জীবন, মরণ ও লোকান্তরপ্রাপ্তি ঘটিয়া থাকে, কর্ম্ম ব্যতীত অন্য কেহ জীবের সুখদুঃখপ্রদাতা নহে।। ২৫।।

বিশ্বনাথ—হে রাজন্! স্বপিতৃশোকাদেবং যদ্ব্যবস্যসি তত্র তত্ত্বং শৃণ্বিত্যাহ,—জীবিতমিতি। গতিঃ স্বর্গাদি, জন্তোরিতি নিকৃষ্টজীবস্যৈবেয়ং ব্যবস্থা তব পিতুস্তু জীবিত-মরণভগবদ্ধামপ্রাপ্তয়ে ভগবৎকৃতা এব, তথাহি স্বহস্তেনৈব দ্রৌণ্যস্ত্রতো রক্ষণং মুনিশাপদ্বারা নিধনপ্রাপণং, স্বপ্রেষ্ঠ শুকোপদেশদ্বারা স্বপদপ্রাপণমিতি তস্যৈবৈতানি কর্ম্মাণি। তক্ষকস্তু নামমাত্রেণৈব নিমিত্তমিতি ভাবঃ।। ২৫।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— হে রাজন্! নিজ পিতার শোক হইতে এইরূপ যে নিশ্চয় করিয়াছেন সে বিষয়ে তত্ত্বকথা শ্রবণ করুন, গতি স্বর্গাদি, জন্তুর অর্থাৎ নিকৃষ্ট জীবেরই এই ব্যবস্থা, কিন্তু তোমার পিতার জীবন মরণ ভগবদ্ধাম প্রাপ্তির জন্য ভগবানই করিয়াছেন, তাহা এই নিজ হস্ত দ্বারাই শ্রীকৃষ্ণ অশ্বত্থামার অস্ত্র হইতে রক্ষা করিয়া, মুনি শাপ দ্বারা নিধন প্রাপ্তি নিজ-প্রেষ্ঠ শ্রীশুকদেবের উপদেশ দ্বারা নিজধাম প্রাপ্তি ইহা শ্রীকৃষ্ণেরই কর্ম্মসমূহ, কিন্তু তক্ষক নাম মাত্রই নিমিত্ত ইহা ভাবার্থ।। ২৫।।

সর্পচৌরাগ্নিবিদ্যুদ্ভ্যঃ ক্ষুত্তৃড়্‌ব্যাধ্যাদিভির্নৃপ।
পঞ্চত্বমৃচ্ছতে জন্তুর্ভুঙ্‌ক্তে আরব্ধকর্ম্ম তৎ।। ২৬।।

অন্বয়ঃ— (হে) নৃপ! জন্তুঃ (জীবঃ) সর্পচৌরাগ্নি-বিদ্যুদ্ভ্যঃ (সর্পাদিনিমিত্তেভ্যস্তথা) ক্ষুত্তৃড়্‌ব্যাধ্যাদিভিঃ (ক্ষুধা-তৃষ্ণারোগাদিনিমিত্তৈশ্চ যৎ) পঞ্চত্বং (মৃত্যুম্) ঋচ্ছতে (প্রাপ্নোতি) তৎ আরব্ধকর্ম্ম (আরব্ধং যৎ কর্ম্ম তদেব) ভুঙ্‌ক্তে (তস্যৈব ফলং প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ)।। ২৬।।

অনুবাদ—হে রাজন্! জীব—সর্প, চৌর, অগ্নি, বিদ্যুৎ, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ব্যাধি প্রভৃতি নিবন্ধন যে মৃত্যু প্রাপ্ত হয়, তাহাও আরব্ধকর্ম্মেরই ফলভোগ করিয়া থাকে।। ২৬।।

বিশ্বনাথ—প্রাকৃত এব লোকঃ সর্পাদিভিঃ কর্ম্মবশান্মরণং প্রাপ্নোতি নতু ত্বৎপিতা মহাভক্তরাজ ইত্যাহ সর্পেতি,—জন্তুরিতি নিকৃষ্টজীবঃ।। ২৬।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— প্রাকৃত লোকই সর্পাদির দ্বারা নিজকর্ম্মবশে মরণ প্রাপ্ত হয়, কিন্তু তোমার পিতা ভক্ত মহারাজ ঐরূপ নহে, সর্পাদিদ্বারা নিকৃষ্ট জীব প্রারব্ধ কর্ম্ম-বশে মৃত্যু প্রাপ্ত হয়।। ২৬।।

তস্মাৎ সত্রমিদং রাজন্ সংস্থীয়েতাভিচারিকম্।
সর্পা অনাগসো দগ্ধা জনৈর্দ্দিষ্টং হি ভুজ্যতে।। ২৭।।

অন্বয়ঃ—(হে) রাজন্! তস্মাৎ আভিচারিকং (হিংসা-

ফলম্) ইদং সত্রং (যজ্ঞঃ) সংস্থীয়তে (সমাপ্যতাং ত্বয়া) অনাগসঃ (নিরপরাধাঃ) সর্পাঃ দগ্ধাঃ জনৈঃ (সর্ব্বৈরেব জীবৈঃ) দিষ্টং হি (প্রাচীনং কর্ম্মৈব) ভুজ্যতে (তস্যৈব ফলং সুখদুঃখরূপং প্রাপ্যতে)।। ২৭।।

অনুবাদ— হে রাজন্! অতএব এই আভিচারিক যজ্ঞ নিবারণ করুন। আপনি নিরপরাধ সর্পগণকে দগ্ধ করিয়াছেন, যেহেতু সমস্ত জীব প্রাচীনকর্ম্মেরই ফলভোগ করিয়া থাকে।। ২৭।।

সূত উবাচ—

ইত্যুক্তঃ স তথেত্যাহ মহর্ষের্মানয়ন্ বচঃ।
সর্পসত্রাদুপরতঃ পূজয়ামাস বাক্‌পতিম্।। ২৮।।

অন্বয়ঃ— সূতঃ উবাচ,—ইতি উক্তঃ (বৃহস্পতিনা পূর্ব্বোক্তরূপমুক্তঃ) সঃ (জন্মেজয়ঃ) মহর্ষেঃ (বৃহস্পতেঃ) বচঃ (বাক্যং) মানয়ন্ (শ্রদ্দধানঃ) তথা (তথাস্তু সর্পযজ্ঞ-বিরতিরস্তু) ইতি আহ (দ্বিজান্ প্রত্যুক্তবান্ ততঃ) সর্প-সত্রাৎ (সর্পযজ্ঞাৎ) উপরতঃ (নিবৃত্তঃ সন্)বাক্‌পতিং (বৃহস্পতিং) পূজয়ামাস (অর্চ্চিতবান্)।। ২৮।।

অনুবাদ— সূত বলিলেন,—মহর্ষি বৃহস্পতি এরূপ বলিলে জন্মেজয় তদীয় বাক্য শ্রদ্ধাসহকারে গ্রহণপূর্ব্বক দ্বিজগণের প্রতি যজ্ঞনিবৃত্তির আদেশ প্রদান করিলেন। অনন্তর সর্পযজ্ঞ হইতে নিবৃত্ত হইয়া বৃহস্পতিকে পূজা করিলেন।। ২৮।।

বিশ্বনাথ— সংস্থীয়েত সমাপ্যতাং যত আভিচারিকং নিন্দ্যং বৃথৈব এতাবন্তঃ সর্পা দগ্ধাঃ, তত্রাপি তব নাপরাধ ইত্যাহ,—জনৈরিতি। দিষ্টং প্রাচীনং কর্ম্ম সর্পৈরপি স্বপ্রারব্ধফলভুক্তমিদমিতি ভাবঃ।। ২৭-২৮।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— জন্মেজয় মহর্ষির এইরূপ-বাক্যের মর্য্যাদা দিয়া এই যজ্ঞ সমাপন করুন। যেহেতু আভিচারিক যজ্ঞ নিন্দনীয়, বৃথাই এই সকল সর্প দগ্ধ হইল, তাহাতেও তোমার অপরাধ নাই, জনগণ প্রাচীন কর্ম্মবশে ফলভোগ করে, সর্পগণও নিজপ্রারব্ধ ফল ভোগ করিল ইহাই ভাবার্থ।। ২৭-২৮।।

সৈষা বিষ্ণোর্মহামায়াবাধ্যয়ালক্ষণা যয়া।
মুহ্যন্ত্যস্যৈবাত্মভূতা ভূতেষু গুণবৃত্তিভিঃ।। ২৯।।

অন্বয়ঃ— (ননু বিদুষামপি কথমেবং সম্মোহো যতো ব্রহ্মকোপাৎ পরীক্ষিতো মৃত্যুর্জন্মেজয়কোপাচ্চ সর্পানামিত্যাহ) অবাধ্যয়া (বাধিতুমশক্যয়া) যয়া অস্যা (বিষ্ণোঃ) এব আত্মভূতাঃ (অংশভূতা জীবাঃ) গুণবৃত্তিভিঃ (ক্রোধাদিভিঃ সহ) ভূতেষু (দেহেষু) মুহ্যন্তি (আত্মত্বজ্ঞানাদি-রূপং মোহং প্রাপ্নুবন্তি) বিষ্ণোঃ (ভগবতঃ) সা এষা মহা-মায়া অলক্ষণা (ন লক্ষ্যত ইত্যলক্ষণা অপ্রতর্ক্যেত্যর্থঃ)।।

অনুবাদ— বিষ্ণুর অংশভূত জীবগণ যে অনিবার্য্য-শক্তিপ্রভাবে ক্রোধ প্রভৃতি গুণজাত-বৃত্তি এবং দেহে আত্মজ্ঞানরূপ মোহপ্রাপ্ত হয়, ভগবান্ বিষ্ণুর সেই মায়াকে অচিন্তনীয়া জানিবে।। ২৯।।

বিশ্বনাথ— ননু কথং বিদুষামপ্যেবং সম্মোহঃ। যতো জনমেজয়স্য কোপাৎ সর্পাণাং বধস্তৎ সভাসদাং বিদুষামপি বিপ্রাণামাভিচারিকে সত্রে প্রবর্ত্তনমিতি তত্রাহ, —সৈষেতি। তস্যা মহত্ত্বং দর্শয়তি—অলক্ষণা ন লক্ষ্যত ইত্যলক্ষণা অপ্রতর্কোত্যর্থঃ। যয়া অবাধ্যয়া বিদ্বদ্ভিরপি বাধিতুমশক্যয়া মুহ্যন্তি, কে তে? ইত্যত আহ—অস্যৈব বিষ্ণোরাত্মভূতা আত্মাংশভূতাঃ প্রাণিনঃ, ভূতেষু প্রাণিষু বিষয়েষু যা গুণবৃত্তয়ঃ ক্রোধদ্বেষাদ্যাস্তাভির্মুহ্যন্তি।। ২৯।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—প্রশ্ন—কি কারণ বিদ্বান্‌গণেরও এইপ্রকার মোহ, যেহেতু জন্মেজয়ের কোপহেতু সর্প-গণের বধ, তাহার সভাসদ্‌বিদ্বান্ বিপ্রগণের আভিচারিক যজ্ঞে প্রবৃত্তি দান। তাহার উত্তরে বলিতছেন —বিষ্ণু-মায়ার মহত্ত্ব দেখাইতেছেন, 'অলক্ষণা' যাহার কার্য্য দেখা যায় না, তর্ক করা যায় না, বিদ্বান্ কর্ত্তৃকও যাহার বাধা দেওয়া যায় না এবং মোহ প্রাপ্ত হয়, বিদ্বান্‌গণের শক্তিই বা কি এই বিষ্ণুর আত্মভূতা অর্থাৎ নিজ অংশ স্বরূপা মায়া।। ২৯।।

ন যত্র দম্ভীত্যভয়া বিরাজিতা
মায়াত্মবাদেঽসকৃদাত্মবাদিভিঃ।

ন যদ্বিবাদো বিবিধস্তদাশ্রয়ো
মনশ্চ সঙ্কল্পবিকল্পবৃত্তি যৎ।। ৩০।।
ন যত্র সৃজ্যং সৃজতোভয়োঃ পরং
শ্রেয়শ্চ জীবস্ত্রিভিরন্বিতস্ত্বহম্।
তদেতদুৎসাদিতবাধ্যবাধকং
নিষিধ্য চোর্ম্মীন্ বিরমেত তন্মুনিঃ।। ৩১।।

অন্বয়ঃ—দম্ভী ইতি (কপটবানয়ং পুমানিত্যেবম্ভূতায়াং বুদ্ধৌ) অসকৃৎ (নিরন্তরমুল্লিখ্যমানা যা মায়া সা) আত্মবাদিভিঃ (আত্মবিচারশীলৈঃ) আত্মবাদে (আত্মবিচারে ক্রিয়মাণে) যত্র (যস্মিন্) অভয়া ন বিরাজিতা (ন প্রকাশিতা কিন্তু ভীতেব স্বকার্য্যং মোহাদিকমকুর্ব্বতী কথঞ্চিদ্ বর্ত্তত ইতি প্রতিপাদিতেত্যর্থঃ কিঞ্চ) যৎ (যস্মিন্) তদাশ্রয় (মায়াশ্রয়ঃ) বিবাদঃ (বিবিধো বাদোঽপি নাস্তি কিঞ্চ) যৎ (যস্মিন্) সঙ্কল্পবিকল্পবৃত্তি (সঙ্কল্পবিকল্পরূপা বৃত্তয়ো যস্য তৎ) মনঃ চ (নাস্তি কিঞ্চ) যত্র সৃজতা (কারকবর্গেণ সহ) সৃজ্যং (কর্ম্ম) ন (নাস্তি কিঞ্চ) উভয়োঃ (সৃজ্যস্রষ্ট্রোঃ) পরং (সাধ্যং) শ্রেয়ঃ চ (ফলমপি নাস্তি কিঞ্চ) ত্রিভিঃ (সৃজ্যস্রষ্টৃফলৈঃ) অন্বিতঃ (যুক্তঃ) অহম্ (অহঙ্কারাত্মকঃ) জীবঃ তু (জীবোঽপি নাস্তি) উৎসাদিতবাধ্যবাধকম্ (উৎসাদিতৌ নিরস্তৌ বাধ্যবাধকৌ যস্মিংস্তৎ) তৎ এতৎ (আত্মস্বরূপং ভবতীত্যর্থঃ) তৎ (তস্মিন্) ঊর্ম্মীন্ (অহঙ্কারাদীন্) নিষিধ্য (প্রতিষিধ্য) মুনিঃ বিরমেত (বিরমেদ্ বিশেষণ ক্রীড়েদিত্যর্থঃ)।।৩০-৩১।।

অনুবাদ—"এই পুরুষ কপটতাযুক্ত" এইরূপ বুদ্ধিতে নিরন্তর যে মায়ার উল্লেখ হয়, আত্মবাদিগণ আত্মবিচারে প্রবৃত্ত হইলে সেই মায়া যে-স্থানে নির্ভয়ে অবস্থান করিতে পারে না, যেস্থানে মায়াশ্রিত বিবাদ, সঙ্কল্পবিকল্পাত্মক মন, কারকবর্গের সহিত কর্ম্ম ও তাহাদের সাধনীয় ফলও বর্ত্তমান নাই এবং যাহাতে স্রষ্টা, সৃজ্য ও ফল এই ভাবত্রয়যুক্ত অহঙ্কারাত্মক জীবেরও অবস্থান নাই, তাহাই বাধ্যবাধকভাবরহিত আত্মস্বরূপ জানিবে। মুনিপুরুষ তাহাতে অহঙ্কারাদির নিরাসপূর্ব্বক বিশেষভাবে বিহার করিবেন।।

বিশ্বনাথ—ননু যদি ক্রোধদ্বেষাদিমৎসু সর্ব্বজীবেষেবাস্যা মায়ায়া মোহনাদ্ধেতোরধিকারস্তর্হি কুত্র নাধিকার ইতি চেৎ "বিলজ্জমানয়া যস্য স্থাতুমীক্ষাপথেঽমুয়া। বিমোহিতা বিকত্থন্তে মমাহমিতি দুর্ধিয়ঃ" ইতি ব্রহ্মোক্তের্ভগবতি বিষ্ণৌ মহাভাগবতে চ লোকেঽস্যা নৈবাধিকারঃ সত্যং, কীদৃশং তর্হি বিষ্ণোঃ স্বরূপমিত্যপেক্ষায়ামাহ,—ন যত্রেতি ত্রিভিঃ। যত্র বিষ্ণুস্বরূপে মায়া ন প্রভবতি। কীদৃশী? দম্ভিনি দম্ভবতি পুরুষে ইতৌ গমনে আক্রম ইত্যর্থঃ। অভয়া নির্ভয়ৈব বিরাজিতা 'ইনগতৌ' ক্তান্তঃ। বিষ্ণৌ তদ্ভক্তে চ দম্ভাভাবাৎ তত্র সভয়া বিরাজশূন্যেব ভবতীতি ভাবঃ। তথা আত্মবাদিভিরপি অসকৃৎ পুনঃ পুনঃ আত্মবাদে প্রবর্ত্তিতে সতি, যৎ যত্র বিষ্ণুস্বরূপে স্ফুরিতে সতি বিবিধো বিবাদো নাস্তি, কীদৃশস্তদাশ্রয়ঃ তাং মায়ামেবাশ্রয়ত ইতি সঃ। যদুক্তং "যচ্ছক্তয়ো বদতাং বাদিনাং বৈ বিবাদ সম্বাদভুবো ভবন্তি" ইতি। তথা সংকল্পবিকল্পরূপা মায়িক্যো বৃত্তয়ো যস্য তথাভূতং মনোঽপি যত্র নাস্তি। যথা যত্র স্ফুরিতে সতি সৃজ্যং বস্তু সৃজতা কারণবর্গেণ সহ ন স্ফুরতীত্যর্থঃ। যত উভয়োঃ পরং সৃজ্যস্রষ্টৃভ্যাং পৃথগ্ভূতং তৎ স্বয়ং তথা যত্র স্ফুরিতে সতি শ্রেয়শ্চ স্বর্গাদিফলমপি ন স্ফুরতি। তথা ত্রিভির্গুণৈর্জাগরাদিভির্বা অন্বিতোঽহঙ্কারাত্মকো জীবোঽপি ন। তত্তস্মাদেতৎ বিষ্ণুরূপং উৎসাদিতা নিরস্তা বাধ্যা জীবা বাধকা গুণাশ্চ যস্মিংস্তথাভূতম্। ননু তর্হ্যেতৎ কঃ প্রকাশয়েত্তত্রাহ,—নিষিদ্ধেতি। স্বভক্তহৃদ্গতান্ ঊর্ম্মীন্ কামক্রোধাদীন্ স্বয়মেব তত্র বিশেষতো রমেত তৎ প্রসিদ্ধম্।। ৩০-৩১।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— প্রশ্ন—যদি ক্রোধ দ্বেষাদি যুক্ত সর্ব্বজীবেই এই মায়ার মোহনশক্তি-হেতু অধিকার তাহা হইলে কোথায় মায়ার অধিকার নাই, ইহা যদি বল তাহার উত্তরে বলি—বিলজ্জমানা মায়া যাহার সাক্ষাৎ দৃষ্টি পথে থাকিতে পারে না, সেই মায়ার দ্বারা মোহিত আমি আমার এই প্রকার দুষ্ট বুদ্ধিগণ জল্পনা করে, ইহা ব্রহ্মার উক্তি ভগবান্ বিষ্ণুর প্রতি, মহাভারতেও লোকে ইহার অধিকার নাই, সত্য। তাহা হইলে বিষ্ণুর স্বরূপ কিরূপ? ইহাই তিনটি শ্লোকে বলিতেছেন— যে বিষ্ণুস্বরূপে মায়া প্রভাব

বিস্তার করিতে পারে না, দম্ভযুক্ত পুরুষে ইহার আক্রমণ। অভয়া নির্ভয়েই বিরাজিত। বিষ্ণুতে ও তাঁহার ভক্তে দম্ভ না থাকায় সেইস্থলে মায়া ভয় যুক্তা, প্রভাব শূন্যা হয়। সেইরূপ আত্মবাদিগণ কর্ত্তৃকও পুনঃ পুনঃ আত্মবাদে প্রবর্ত্তিত হইলে সেইস্থলে মায়া প্রভাব-বিস্তার করে। যেস্থলে বিষ্ণু স্বরূপে স্ফুরিত হইলে বিবিধ বিবাদ নাই, কিরূপ তাঁহার আশ্রয়? সেই মায়াকেই তাহারা আশ্রয় করে। যাহা বলা হইয়াছে—যে বিষ্ণুর শক্তিসমূহ বিবাদকারিগণের বিবাদ ও সম্বাদ পৃথিবীতে হয়। সেইরূপ সংকল্প বিকল্পরূপা মায়িকী বৃত্তিসমূহ যাহার সেইরূপ মনও যেখানে নাই, যেখানে স্ফুরিত হইলে সৃজ্যবস্তু কারণবর্গের সহিত স্ফুরিত হয় না। যেহেতু উভয়ের সৃজ্য ও স্রষ্টার পৃথক্‌স্বরূপ স্বয়ং ঐরূপে স্ফুরিত হইলে স্বর্গাদি ফল স্ফুরিত হয় না এবং তিনগুণের দ্বারা বা জাগরাদি দ্বারা যুক্ত অহঙ্কার আত্মক জীবও স্ফুর্ত্তি হয় না, সেই তাহা হইতে এই বিষ্ণুরূপ নিরস্তা অর্থাৎ বাধ্যাজীবগণ ও বাধকগুণগণ যাহাতে ঐরূপ। প্রশ্ন—তাহা হইলে ইহাকে কে প্রকাশ করে? তাহার উত্তরে বলিতেছেন—নিজ ভক্ত হৃদয়গত কাম-ক্রোধাদি তরঙ্গ সমূহকে স্বয়ংই সেখানে বিশেষভাবে ক্রীড়া করে তাহা প্রসিদ্ধ।।৩০-৩১।।

পরং পদং বৈষ্ণবমামনন্তি তদ্-
যন্নেতি নেতীত্যতদুৎসিসৃক্ষবঃ।
বিসৃজ্য দৌরাত্ম্যমনন্যসৌহৃদা
হৃদোপগুহ্যাবসিতং সমাহিতৈঃ।। ৩২।।

অন্বয়ঃ—যৎ (এতদ্‌বস্তু পূর্ব্বমুদ্দিষ্টং) সমাহিতৈঃ (সমাধিমগ্নৈঃ পুরুষৈঃ) হৃদা উপগুহ্য (ধ্যানাদিনা হৃদিপ্রাপ্য) অবসিতং (নিশ্চিতম্) অনন্যসৌহৃদা (অন্যত্র সৌহৃদ্যং নাস্তি যেষাং তে) ন ইতি ন ইতি (অস্থূলমনণ্বিত্যাদিক্রমেণ) অতৎ (আত্মব্যতিরিক্তং) দৌরাত্ম্যং (দেহাদ্যহংভাবং) বিসৃজ্য তৎ (তদেব বস্তু) পরং (শ্রেষ্ঠং) বৈষ্ণবং পদং (স্বরূপম্) আমনন্তি (বদন্তি)।।৩২।।

অনুবাদ— পূর্ব্বোক্ত যে-বস্তু সমাধিমগ্নপুরুষগণ-কর্ত্তৃক ধ্যানাদিদ্বারা হৃদয়ে উপলব্ধ হইয়া নিশ্চিত হইয়াছেন, অনন্যভাবযুক্ত পুরুষগণ "নেতি নেতি" বিচার-ক্রমে আত্মব্যতীত দেহাত্মজ্ঞানাদির পরিহারপূর্ব্বক সেই বস্তুকেই উত্তম বৈষ্ণবস্বরূপ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।।

বিশ্বনাথ— তদ্বৈষ্ণবং পদং বিষ্ণোঃ স্বরূপং আমনন্তি ভক্তাঃ পুনঃ পুনঃ স্মরণৈরভ্যস্যন্তি, কীদৃশাঃ দৌরাত্ম্যং অহং মম ইতি দৌর্জ্জন্যং বিসৃজ্য নেতি নেতি নৈতদনুকূলং নৈতদনুকূলমিতি কৃত্বা, অতৎ তদ্ব্যতিরিক্তং দেহ-গেহ-পুত্র-কলত্রাদিকমহং মমতাস্পদং চ উৎসিসৃক্ষবঃ ক্রমেণ ত্যক্তুমিচ্ছবঃ, যতোঽনন্যেষু ঐকান্তিকভক্তেষ্বেব সৌহৃদং যেষাং তে। অতঃ সমাহিতৈরেকাগ্রচিত্তৈস্তৈরেব ভক্তৈর্হৃদা মনসা উপগুহ্য, অবসিতং তদ্‌বৈষ্ণবং পদমবগতং, নান্যৈঃ।।৩২

টীকার বঙ্গানুবাদ—সেই বৈষ্ণবপদ বিষ্ণুর স্বরূপকে ভক্তগণ পুনঃ পুনঃ স্মরণ দ্বারা অভ্যাস করেন। কিরূপ ভক্তগণ—অহং মম ইত্যাদি দুর্জ্জনতা ত্যাগ করিয়া নেতি নেতি ইহা অনুকূল নহে ইহা অনুকূল নহে এইরূপে অতৎ তদ্ব্যতিরিক্ত দেহ গেহ পুত্র স্ত্রী আদিকে ও অহং মমতাস্পদ বস্তুকে ত্যাগ করিয়া ক্রমে ত্যাগের ইচ্ছা করিয়া যেহেতু ঐকান্তিক ভক্তগণ মধ্যেই যাহাদের সৌভাগ্য তাঁহারা। অতএব একাগ্রচিত্তে সেই ভক্তগণের হৃদয়ে গোপনে অবস্থিত সেই বৈষ্ণবপদ অবগত হন, অন্যের দ্বারা নহে।।

ত এতদধিগচ্ছন্তি বিষ্ণোর্যৎ পরমং পদম্।
অহং মমেতি দৌর্জ্জন্যং ন যেষাং দেহগেহজম্।।৩৩।।

অন্বয়ঃ— যেষাং দেহগেহজম্ অহং মম ইতি (দেহজমহমিতি গেহজং মমেতি) দৌর্জ্জন্যং (দৌরাত্ম্যং) ন (নাস্তি) তে যৎ এতৎ বিষ্ণো) পরমং পদং (স্বরূপং তৎ) অধিগচ্ছন্তি (জানন্তি)।।৩৩।।

অনুবাদ— যাঁহাদের দেহগেহজনিত অহংমম-ভাবরূপ দৌরাত্ম্য নাই, তাঁহারাই বিষ্ণুর এই পরমস্বরূপ অবগত হইয়া থাকেন।।৩৩।।

বিশ্বনাথ— উক্তমর্থং স্পষ্টীকৃত্য ব্যাচষ্টে,—ত ইতি। অধিগচ্ছন্তীতি অবসিতমিত্যস্যার্থঃ। দৌর্জ্জন্যমিতি দৌরাত্ম্যপদস্যার্থঃ।।৩৩।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— পূর্ব্বোক্ত অর্থ স্পষ্ট করিয়া ব্যাখ্যা করিতেছেন—বিষ্ণুর যে পরমপদ-সেখানে তাঁহারাই গমন করিতে পারেন যাঁহাদের দেহে আমি বুদ্ধি এবং গৃহে আমার বুদ্ধি এইরূপ দুর্জ্জনতা নাই, দুর্জ্জনতা দৌরাত্ম্যপদের অর্থ।।৩৩।।

অতিবাদাংস্তিতিক্ষেত নাবমন্যেত কঞ্চন।
ন চেমং দেহমাশ্রিত্য বৈরং কুর্ব্বীত কেনচিৎ।।৩৪।।

অন্বয়ঃ—অতিবাদান্ (নিন্দাতিরস্কারাদীন্) তিতিক্ষেত (সহেত) কঞ্চন (কমপি) ন অবমন্যেত (নাবজানীয়াৎ) ইমং দেহম্ আশ্রিত্য (বিষয়ীকৃত্য) কেনচিৎ (সহ) বৈরং (বিদ্বেষং) ন কুর্ব্বীত চ (ন কুর্য্যাৎ)।।৩৪।।

অনুবাদ— নিন্দা-তিরস্কার প্রভৃতি প্রতিবাদ সহ্য করিবে, কাহাকেও অবজ্ঞা করিবে না, কিম্বা এই দেহকে আশ্রয় করিয়া কাহারও সহিত বৈরভাবে প্রবৃত্ত হইবে না।।৩৪।।

বিশ্বনাথ— কিঞ্চৈতদ্বিষ্ণুস্বরূপং ক্বাপ্যপরাধে সতি তিরোহিতং ভবেদতঃ অপরাধানুদ্ভবে প্রকারং শিক্ষয়তি,—অতিবাদান্ কটূক্তীঃ তিতিক্ষেতৈব নতু তথৈব কটুপ্রত্যুত্তরং দদ্যাদিত্যর্থঃ। ইমং সাধকদেহং আশ্রিত্যেতি সাধকদশায়ামপি স্মর্য্যমাণং স্বস্য সিদ্ধদেহং আশ্রিত্য তু স্মর্য্যমাণেন স্ববিপক্ষেণ সহ বৈরং ন কুর্য্যাদিতি-রাগানুগীয়রসিকভক্তা অভিপ্রায়মাহুঃ। কঞ্চন অবমন্তারমপি।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—আরও এই বিষ্ণুর স্বরূপ কোথাও অপরাধ হইলে তিরোহিত হয়। অতএব অপরাধ যাহাতে না হয় তাহার প্রকার শিক্ষা দিতেছেন—অতিবাদ, কটূক্তি সহ্য করিবে, কিন্তু সেইরূপ কটূক্তির দ্বারা উত্তর দিবে না। এই সাধকদেহকে আশ্রয় করিয়া সাধক দশাতেও স্মরণকালে নিজ সিদ্ধদেহ আশ্রয় করিয়া সহ্যমান নিজ বিপক্ষের সহিত দ্বেষভাব করিবে না, ইহা রাগানুগীয় রসিক ভক্তগণের অভিপ্রায় বলিলেন কোন এক অবমানকারীর প্রতি।।৩৪।।

নমো ভগবতে তস্মৈ কৃষ্ণায়াকুণ্ঠমেধসে।
যৎপাদাম্বুরুহধ্যানাৎ সংহিতামধ্যগামিমাম্।।৩৫।।

অন্বয়ঃ— যৎপাদাম্বুরুহধ্যানাৎ (যস্য পাদপদ্মচিন্তনাৎ) ইমাং (ভাগবতীং) সংহিতাম্ অধ্যগাম্ (অধিগতবানস্মি) অকুণ্ঠমেধসে (অপ্রতিহতপ্রভাবায়) তস্মৈ ভগবতে কৃষ্ণায় নমঃ।।৩৫।।

অনুবাদ—যাঁহার পাদপদ্মচিন্তনপ্রভাবে এই ভাগবতী সংহিতা অধিগত হইয়াছি, সেই অপ্রতিহত-প্রভাব ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করিতেছি।।৩৫।।

বিশ্বনাথ—শাস্ত্রং সমাপ্য স্বেষ্টদেবং ভগবন্তং প্রণমতি, নম ইতি। অধ্যগাং শ্রীশুকমুখাদধিগতবানস্মি।।৩৫।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— শাস্ত্র সমাপণ করিয়া নিজ ইষ্টদেব ভগবানকে প্রণাম করিতেছেন—নম ইত্যাদি। অধ্যগাৎ শ্রীশুকদেবের শ্রীমুখ হইতে এই শ্রীভাগবত সংহিতা লাভ করিয়াছি।।৩৫।।

শ্রীশৌনক উবাচ—

পৈলাদিভির্ব্যাসশিষ্যৈর্বেদাচার্য্যৈর্মহাত্মভিঃ।
বেদাশ্চ কথিতা ব্যস্তা এতৎ সৌম্যাভিধেহি নঃ।।৩৬।।

অন্বয়ঃ— শ্রীশৌনকঃ উবাচ,—(হে) সৌম্য! (হে সূতঃ!) ব্যাসশিষ্যৈঃ (ব্যাসদেবস্য শিষ্যৈঃ) বেদাচার্য্যৈঃ (বেদোপদেষ্টৃভিঃ) পৈলাদিভি মহাত্মভিঃ ব্যস্তাঃ (ব্যাসদেবেন বিভক্তাঃ) বেদাঃ কথিতাঃ চ (যথা বর্ণিতাঃ) এতৎ নঃ (অস্মান্) অভিধেহি (কথয়)।।৩৬।।

অনুবাদ—শ্রীশৌনক বলিলেন,— হে সৌম্য! ব্যাসশিষ্য পৈল্য প্রভৃতি বেদাচার্য্য মহাপুরুষগণ ব্যাসদেবকর্ত্তৃক বিভক্ত বেদরাশিকে যে-রূপে বর্ণন করিয়াছেন, তাহা আমাদের নিকট বর্ণন করুন্।।৩৬।।

বিশ্বনাথ— সংহিতামধ্যগামিতি শ্রুত্বা সংহিতা-বিভাগং বুভুৎসতে, পৈলাদিভিরিতি।। ৩৬।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— সংহিতা প্রাপ্ত ইহা শুনিয়া সংহিতার বিভাগ জানিতে ইচ্ছুকগণকে বলিতেছেন— শৌনক বলিতেছেন ব্যাস শিষ্য পৈলাদি।। ৩৬।।

সূত উবাচ—

সমাহিতাত্মনো ব্রহ্মন্ ব্রহ্মণঃ পরমেষ্ঠিনঃ।
হৃদ্যাকাশাদভূন্নাদো বৃত্তিরোধাদ্বিভাব্যতে।। ৩৭।।

অন্বয়ঃ—সূতঃ উবাচ,—(হে) ব্রহ্মন্! সমাহিতাত্মনঃ (সমাধিস্থচিত্তস্য) পরমেষ্ঠিনঃ ব্রহ্মণঃ হৃদি (হৃদয়স্থাৎ) আকাশাৎ নাদঃ অভূৎ (জাতো যো নাদঃ) বৃত্তিরোধাৎ বিভাব্যতে (কর্ণপুটপিধানেন শ্রোত্রবৃত্তিনিরোধাদস্মদাদিষ্বপি বিতর্ক্যতে)।। ৩৭।।

অনুবাদ—সূত বলিলেন,—হে ব্রহ্মন্! সমাধিস্থচিত্ত পরমেষ্ঠী ব্রহ্মার হৃদয়াকাশ হইতে প্রথমতঃ নাদ উৎপন্ন হইয়াছিল। কর্ণপুটের আচ্ছাদনদ্বারা শ্রোতৃ বৃত্তি নিরুদ্ধ হইলে আমাদেরও শরীরাভ্যন্তরে ঐ নাদ লক্ষিত হইয়া থাকে।। ৩৭।।

বিশ্বনাথ— বেদকল্পতরোঃ ফলং সাধুতয়া নিরূপ্য শাখা অপি সংক্ষেপতো নির্দ্দিশংস্তস্য প্রথমমাবির্ভাবপ্রকার-মাহ,—সমাহিতেত্যষ্টভিঃ। ব্রহ্মণো হৃদি য আকাশ-স্তস্মান্নাদোঽভূৎ যঃ কর্ণপুটপিধানেন শ্রোত্র-বৃত্তিনিরোধা-দস্মদাদিষ্বপি বিভাব্যতে বিতর্ক্যতে।। ৩৭।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— বেদ কল্পতরুর ফল উত্তমরূপে নিরূপণ করিয়া শাখাও সংক্ষেপে নির্দ্দেশ করিয়া তাঁহার প্রথম আবির্ভাব প্রকার বলিতেছেন—সমাহিত ইত্যাদি আটটি শ্লোক দ্বারা ব্রহ্মার হৃদয়ে যে আকাশ, তাহা হইতে যে নাদ হইয়াছিল যাহা কর্ণছিদ্র বন্ধ করিলে অর্থাৎ শ্রবণ ইন্দ্রিয়ের বৃত্তি নিরোধ করিলে আমাদিগ-কর্ত্তৃকও বিতর্কিত হয়।। ৩৭।।

যদুপাসনয়া ব্রহ্মন্ যোগিনো মলমাত্মনঃ।
দ্রব্যক্রিয়াকারকাখ্যং ধূত্বা যান্ত্যপুনর্ভবম্।। ৩৮।।

অন্বয়ঃ— (হে) ব্রহ্মন্! যোগিনঃ যদুপাসনয়া (যস্য নাদস্যোপাসনয়া) দ্রব্যক্রিয়াকারকাখ্যং (দ্রব্যমধিভূতং, ক্রিয়া অধ্যাত্মং, কারকমধিদৈবম্ এবং ত্রিধাভূতা আখ্যা যস্যেতি তথা ত্বম্) আত্মনঃ মলং ধূত্বা (অপোহ্য) অপুনর্ভবং যান্তি (মোক্ষং লভন্তে)।। ৩৮।।

অনুবাদ— হে ব্রহ্মন্! যোগিগণ ঐ নাদের উপাসনা দ্বারা আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আদিদৈবিক—এই ত্রিবিধ আত্মমল পরিহারপূর্ব্বক মোক্ষপদ লাভ করিয়া থাকেন।। ৩৮।।

বিশ্বনাথ—যস্য নাদস্যোপাসনয়া দ্রব্যক্রিয়াকারকাণি অধিভূতাদীনি আখ্যা যস্য তং মলং ধূত্বা নাশয়িত্বা।।৩৮

টীকার বঙ্গানুবাদ— যে নাদের উপাসনা দ্বারা দ্রব্য ক্রিয়া কারকসমূহ অধিভূতাদি নাম যাহার সেই মলকে ধৌত করিয়া অর্থাৎ নাশ করিয়া।। ৩৮।।

ততোঽভূত্ত্রিবৃদোঙ্কারো যোঽব্যক্তপ্রভবঃ স্বরাট্।
যত্তল্লিঙ্গং ভগবতো ব্রহ্মণঃ পরমাত্মনঃ।। ৩৯।।

অন্বয়ঃ— যঃ অব্যক্তপ্রভবঃ (অব্যক্ত)প্রভবো যস্য সঃ) স্বরাট্ (স্বত এব হৃদি প্রকাশমানঃ) ত্রিবৃৎ (ত্রিমাত্রঃ) ওঙ্কারঃ (সঃ) ততঃ (নাদাৎ) অভূৎ (জাতঃ)যৎ (ওঙ্কারাত্মকং বস্তু) তৎ (তদেব) ব্রহ্মণঃ (বৃহৎস্বরূপস্য) ভগবতঃ পরমাত্মনঃ লিঙ্গং (গমকং ভবতি)।। ৩৯।।

অনুবাদ—হে মুনিবর! উক্ত নাদ হইতে অব্যক্ত-প্রভব স্বতঃপ্রকাশমান ত্রিমাত্রক ওঙ্কার উৎপন্ন হইয়াছিল। ঐ ওঙ্কারই ব্রহ্মস্বরূপ ভগবান্ পরমাত্মার লিঙ্গস্বরূপ হইয়া থাকে।। ৩৯।।

বিশ্বনাথ— ততো নাদাৎ ত্রিবৃৎ অকারোকারম-কারাত্মকঃ অব্যক্তোঽস্পষ্টঃ প্রভবো জন্ম যস্য সঃ স্বরাট্ সাক্ষাৎ পরমেশ্বর এব যৎ যো ভগবদাদিত্রয়স্য লিঙ্গং গমকং ভক্তজ্ঞানিযোগিভিরুপাস্যত্বাৎ লিঙ্গশব্দবিশেষণ-ত্বাত্তদিত্যস্য নপুংসকত্বম্।।৩৯।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— সেই নাদ হইতে ত্রিবৃৎ অকার উকার মকার রূপ অব্যক্ত অস্পষ্ট জন্ম যাহার সেই স্বরাট্ সাক্ষাৎ পরমেশ্বরই যিনি ভগবানাদি তিনরূপের চিহ্ন ভক্ত জ্ঞানী ও যোগিগণের উপাস্যহেতু লিঙ্গ শব্দ বিশেষণ হেতু তৎ এই পদে নপুংসক লিঙ্গ।। ৩৯।।

শৃণোতি য ইমং স্ফোটং সুপ্তশ্রোত্রে চ শূন্যদৃক্।
যেন বাগ্ব্যজ্যতে যস্য ব্যক্তিরাকাশ আত্মনঃ।। ৪০।।
স্বধাম্নো ব্রহ্মণঃ সাক্ষাদ্বাচকঃ পরমাত্মনঃ।
স সর্ব্বমন্ত্রোপনিষদ্বেদবীজং সনাতনম্।। ৪১।।

অন্বয়ঃ— শূন্যদৃক্ (শূন্যেঽপীন্দ্রিয়বর্গে দৃগ্ জ্ঞানং যস্য সঃ) যঃ (পরমাত্মা) সুপ্তশ্রোত্রে চ (কর্ণপিধানাদিনা শ্রোত্রে বৃত্তিরহিতে সত্যপি) ইমং স্ফোটম্ (অব্যক্ত-মোঙ্কারং) শৃণোতি (তস্যৈব তল্লিঙ্গমিতি পূর্ব্বেণান্বয়ঃ) যেন (ওঙ্কারেণ) বাক্ (বৃহতী) ব্যজ্যতে (প্রকাশ্যতে) আকাশে (হৃদয়াকাশে) আত্মনঃ (সকাশাৎ) যস্য (ওঙ্কারস্য) ব্যক্তিঃ (প্রকাশশ্চ ভবতি) সঃ (ওঙ্কারঃ) স্বধাম্নঃ (স্বস্যাশ্রয়ঃ কারণং যদ্ ব্রহ্ম তস্য) ব্রহ্মণঃ পরমাত্মনঃ সাক্ষাৎ বাচকঃ (ভবতি কিঞ্চ) সর্ব্বমন্ত্রোপনিষৎ (সর্ব্বমন্ত্রাণামুপনিষদ্ রহস্যং সূক্ষ্ম রূপং কিঞ্চ) সনাতনং (সদৈকরূপং) বেদবীজং (বেদানাং কারণং ভবতি)।। ৪০-৪১।।

অনুবাদ— উক্ত পরমাত্মা ইন্দ্রিয়বর্গরহিত হইয়াও স্বাভাবিক-জ্ঞান-বিশিষ্ট। তিনি শ্রবণেন্দ্রিয়ের বৃত্তিরাহিত্য-দশায়ও এই অব্যক্ত ওঙ্কার-ধ্বনি শ্রবণ করিয়া থাকেন। এই ওঙ্কার হৃদয়াকাশে আত্মার নিকট হইতে প্রকাশিত হন এবং ইহা হইতেই বৃহতী প্রকাশিত হইয়া থাকে। এই ওঙ্কারই নিজ আশ্রয় ব্রহ্মরূপী পরমাত্মা-বস্তুর সাক্ষাৎ বাচক, সর্ব্বমন্ত্রের রহস্য এবং সনাতন বেদবীজস্বরূপ।।

বিশ্বনাথ— ভগবদাদিশব্দবাচ্যঃ স পরমেশ্বর এব কস্তত্রাহ,—শৃণোতীতি। য ইমং স্ফোটমব্যক্তং নাদাত্মক-মোঙ্কারং শৃণোতি সঃ,—ননু জীব এব শৃণোতি, নেত্যাহ,— সুপ্তশ্রোত্রে কর্ণপিধানাদিনা শ্রোত্রে শ্রবণেন্দ্রিয়ে সুপ্তে সতি অবৃত্তিকে সতি যঃ শৃণোতীত্যর্থঃ। জীবস্তু করণাধীন-জ্ঞানত্বান্ন তদা শ্রোতা, কিন্তু পরমাত্মৈব তস্য শ্রোতা। তদপি জীবস্য যা তদুপলব্ধিঃ সা পরমাত্মদ্বারিকৈবেতি জ্ঞেয়ম্। যতঃ পরমেশ্বরঃ শূন্যদৃক্ শূন্যেঽপীন্দ্রিয়ে বর্গে দৃক্ জ্ঞানং যস্য সঃ। তথাহি সুপ্তো যদা শব্দং শ্রুত্বা প্রবুদ্ধ্যতে ন তদা জীবঃ শ্রোতা, লীনেন্দ্রিয়ত্বাৎ, অতো যস্তদা শব্দং শ্রুত্বা জীবং প্রবোধয়তি স পরমাত্মৈব। কোঽসাবোঙ্কারস্তং বিশিনষ্টি—সার্দ্ধেন। যেন বাক্ বেদলক্ষণা বৃহতী ব্যজ্যতে, যস্য হৃদয়াকাশে আত্মনঃ সকাশাদভিব্যক্তিঃ। কিঞ্চ স্বস্য ধাম আশ্রয়ো যদ্‌ব্রহ্ম তস্য পরমাত্মনো ভগবতশ্চ বাচকঃ। "ওমিত্যেতদ্‌ব্রহ্মণো নেদিষ্ঠং নাম" ইতি শ্রুতেঃ সপ্রণবঃ সর্ব্বে মন্ত্রা উপনিষদশ্চ যত্র, তস্য বেদস্য বীজং কারণং বীজত্বেঽপ্যবিকারিত্বমাহ—সনাতনং সদৈকরূপং তস্য ব্রহ্মরূপত্বাৎ।। ৪০-৪১।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— ভগবদাদি শব্দবাচ্য সেই পরমেশ্বরই কে? তাহার উত্তরে বলিতেছেন—যিনি এই স্ফোট্ অব্যক্ত নাদরূপ ওঁ কারকে শ্রবণ করেন তিনি। প্রশ্ন—জীবই শ্রবণ করে? উত্তরে বলিতেছেন—না। ঘুমন্ত কর্ণে এবং কর্ণছিদ্র বন্ধ দ্বারা শ্রবণ ইন্দ্রিয় সুপ্ত হইলে-পর ইন্দ্রিয় বৃত্তিহীন হইলে যিনি শ্রবণ করেন। কিন্তু জীব ইন্দ্রিয়ের অধীন জ্ঞানবান্ হেতু তখন শ্রোতা নহে, কিন্তু পরমাত্মাই তাহার শ্রোতা, তথাপি জীবের যে তদ্বিষয়ে জ্ঞান তাহা পরমাত্মা দ্বারাই জানিবে। যেহেতু পরমেশ্বর শূন্য দৃক্ ইন্দ্রিয়শূন্য বর্গে জ্ঞান যাহার তিনি, তাহাই সুপ্ত-ব্যক্তি যখন শব্দ শুনিয়া জাগরিত হয় তখন জীব শ্রোতা নহে, তখন তাঁহার ইন্দ্রিয় লীন থাকে, অতএব যিনি তখন শব্দ শুনিয়া জীবকে জাগাইয়া দেন, তিনি পরমাত্মাই। কে এই ওঁকার? তাহা বিশেষণ দ্বারা বলিতেছেন—যাহার দ্বারা বাক্ বেদলক্ষণা বৃহতী বাণী প্রকাশিত হয়, যাহার হৃদয়ে আকাশে আত্মার নিকট হইতে প্রকাশ।

আরও নিজের ধাম আশ্রয় যে ব্রহ্ম সেই পরমাত্মার ও ভগবানের বাচক। শ্রুতিতে বলা হয় "ওঁ" ইহা ব্রহ্মের নিকটস্থ নাম প্রণবের সহিত মন্ত্রসকল ও উপনিষদ্‌গণ

যেখানে সেই বেদের বীজ কারণ, বীজ হইলেও অবিকারী অর্থাৎ সনাতন সর্ব্বদা একরূপ তিনিই ব্রহ্ম স্বরূপ হেতু।

তস্য হ্যাসংস্ত্রয়ো বর্ণা অকারাদ্যা ভৃগূদ্বহ।
ধার্য্যন্তে যৈস্ত্রয়ো ভাবা গুণনামার্থবৃত্তয়ঃ।। ৪২।।

অন্বয়ঃ—(হে) ভৃগূদ্বহ! (হে শৌনক!) তস্য (ওঙ্কারস্য) অকারাদ্যাঃ (অকারোকারমকাররূপাঃ) ত্রয়ঃ বর্ণাঃ আসন্ হি (অভবন্) যৈঃ (ত্রিভির্বর্ণৈঃ) গুণনামার্থঃ বৃত্তয়ঃ (গুণাঃ সত্ত্বাদয়ঃ, নামানি ঋগ্‌যজুঃসামানি, অর্থা ভূর্ভুবঃ স্বর্লোকাঃ, বৃত্তয়ো জাগ্রদাদ্যা এতে) ত্রয়ঃ ভাবাঃ (ত্রিসংখ্যাযুক্তা ভাবাঃ) ধার্য্যতে (তৎকারণত্বাদিত্যর্থঃ)।। ৪২।।

অনুবাদ— হে শৌনক। উক্ত ওঙ্কারের 'অ' কার, 'উ'কার ও 'ম'কাররূপ বর্ণত্রয় উৎপন্ন হইয়াছিল। ঐ বর্ণত্রয়ই সত্ত্ব, রজঃ তমোরূপ গুণত্রয়, ঋক্-যজুঃ-সামরূপ নামত্রয়, ভূঃ-ভুবঃ-স্বঃ এই লোকত্রয় এবং জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সুষুপ্তি এই বৃত্তিত্রয় ধারণ করিয়াছে।। ৪২।।

বিশ্বনাথ—তস্য বেদবীজত্বমেব দর্শয়তি তস্য প্রণবস্য ত্রয়ঃ অকারোকারমকারা যৈরেব ত্রিভির্বর্ণৈস্ত্রয়ো ভাবা বেদা ধার্য্যন্তে যৈশ্চ ত্রিভির্বেদৈর্গুণনামার্থবৃত্তয়ো ধার্য্যন্তে তত্র গুণা ওজঃ প্রসাদাদ্যাঃ নামানি শব্দাঃ। অর্থা বাচ্যলিঙ্গ-ব্যঙ্গা বৃত্তয়োঽভিধালক্ষণা ব্যঞ্জনাঃ। যথা বটবীজেনৈব বটবৃক্ষো ধার্য্যতে তেন চ স্কন্ধশাখাপুষ্পফলাদয়ঃ।। ৪২।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—প্রণবের বেদ বীজত্ব দেখাইতে-ছেন— সেই প্রণবের ত্রয়ী আকার উঁকার মকার যাহাদেরই তিনটি বর্ণ দ্বারা তিনটি ভাব বেদ সমূহ ধারণ করে, যে সকল তিনটি বেদের দ্বারা গুণসমূহে অর্থবৃত্তি সমূহ ধারণ করে, তন্মধ্যে গুণ ওজ প্রসাদাদি, নাম সমূহ শব্দ, অর্থ-সমূহ বাচ্যলিঙ্গ ব্যঙ্গ বৃত্তিসমূহ অভিধা লক্ষণা ব্যঞ্জনা, যেমন বটবীজ দ্বারাই বটবৃক্ষ ধৃত হয় তাহার দ্বারা ও স্কন্ধ শাখা পুষ্প ফলাদি।। ৪২।।

ততোঽক্ষরসমাম্নায়মসৃজদ্ভগবানজঃ।
অন্তস্থোষ্মস্বরস্পর্শহ্রস্বদীর্ঘাদিলক্ষণম্।। ৪৩।।

অন্বয়ঃ— ভগবান্ অজঃ (ব্রহ্মা) ততঃ (ওঙ্কারাৎ) অন্তস্থোষ্মস্বরস্পর্শহ্রস্বদীর্ঘাদিলক্ষণম্ (অন্তস্থা যরলবাঃ, উষ্মাণঃ শষসহাঃ, স্বরা অকারাদ্যাঃ, স্পর্শাঃ কাদয়ো মাবসানাঃ, হ্রস্বা দীর্ঘাশ্চ, আদিশব্দাজ্ জিহ্বামূলীয়াদয়ঃ, ত এব লক্ষণং স্বরূপং যস্য তম্) অক্ষরসমাম্নায়ম্ (অক্ষরাণাং সমাম্নায়ং সমাহারম্) অসৃজৎ (বিরচিতবান্)।। ৪৩।।

অনুবাদ— ভগবান্ ব্রহ্মা উক্ত ওঙ্কার হইতে অন্তস্থ, উষ্ম, স্বর, স্পর্শ, হ্রস্ব, দীর্ঘ প্রভৃতি অক্ষরসমষ্টির সৃষ্টি করিয়াছিলেন।। ৪৩।।

তেনাসৌ চতুরো বেদাংশ্চতুর্ভির্বদনৈর্বিভুঃ।
সব্যাহৃতিকান্ সোঙ্কারাংশ্চাতুর্হোত্রবিবক্ষয়া।। ৪৪।।

অন্বয়ঃ— অসৌ বিভুঃ (চতুর্ম্মুখস্বরূপো ভগবান্) চাতুর্হোত্রবিবক্ষয়া (চত্বারো হোত্রোপলক্ষিতা ঋত্বিজশ্চতু-র্হোতারস্তৈরনুষ্ঠেয়ং হৌত্রাধ্বর্য্যবাদিকং কর্ম্ম চাতুর্হোত্রং তদ্ বিবক্ষয়া) অনেন (ওঙ্কারেণ) চতুর্ভিঃ বদনৈঃ সোঙ্কা-রান্ (ওঙ্কারযুক্তান্) সব্যাহৃতিকান্ (ভূরাদিসপ্তব্যাহৃতি-সমন্বিতান্) চতুরঃ বেদান্ (ঋগ্‌যজুঃসামার্থর্ব্বরূপানসৃজৎ)।।

অনুবাদ—অনন্তর চতুর্ম্মুখ ভগবান্ ব্রহ্মা চাতুর্হোত্র-কৃত্যের উপদেশের জন্য বদনচতুষ্টয়ে এই ওঙ্কারদ্বারা সপ্রণব, ব্যাহৃতিগণযুক্ত চতুর্ব্বেদের সৃষ্টি করিয়াছিলেন।।

বিশ্বনাথ—প্রণবাদ্বেদোৎপত্তৌ ক্রমং দর্শয়তি—তত ওঙ্কারাৎ অক্ষরাণাং সমাম্নায়ং সমাহারং তমেবাহ,—অন্তস্থা যরলবাঃ। উষ্মাণঃ শষসহাঃ। স্বরা অকারাদ্যাঃ। স্পর্শাঃ কাদয়োমাবসানাঃ, হ্রস্বদীর্ঘাঃ স্বরভেদাঃ। আদিশব্দাজ্জিহ্বা-মূলীয়াদয়ঃ ত এব লক্ষণং স্বরূপং যস্য তম্। তেনাক্ষর-সমাম্নায়েন বিভুর্বিষ্ণুরূপো ব্রহ্মা অসৃজদিতি পূর্ব্বস্যৈবা-নুষঙ্গঃ।। ৪৪।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— প্রণব হইতে বেদের উৎপত্তি ক্রম দেখাইতেছেন— সেই ওঁকার হইতে অক্ষরসমূহের সমাহার তাহাই বলিতেছেন অন্তস্থ য-র-ল-ব, উষ্মাণ শ-ষ-স-হ, স্বর অকারাদি স্পর্শ ককারাদি ম পর্য্যন্ত। হ্রস্ব

দীর্ঘ স্বর ভেদ, আদি শব্দ হইতে জিহ্বামূলীয়াদি তাঁহারই লক্ষণ অর্থাৎ স্বরূপ যাঁহার, সেই অক্ষর সমাহার দ্বারা বিভু বিষ্ণুরূপ ব্রহ্মা সৃজন করিলেন, ইহা পূর্ব্বের শ্লোকের সহিত অন্বয় ।। ৪৪ ।।

পুত্রানধ্যাপয়ৎ তাংস্তু ব্রহ্মর্ষীন্ ব্রহ্মকোবিদান্।
তে তু ধর্ম্মোপদেষ্টারঃ স্বপুত্রেভ্যঃ সমাদিশন্।। ৪৫।।

অন্বয়ঃ—(স ব্রহ্মা,) ব্রহ্মকোবিদান্ (বেদোচ্চারণাদিনিপুণান্) ব্রহ্মর্ষীন্ পুত্রান্ (মরীচ্যাদীন্) তু তান্ (বেদান্) অধ্যাপয়ৎ (অধ্যাপিতবান্) ধর্ম্মোপদেষ্টারঃ (ধর্ম্মোপদেশকাঃ) তে তু (মরীচ্যাদয়ঃ) স্বপুত্রেভ্যঃ সমাদিশন্ (তান বেদান্ উপদিষ্টবন্তঃ) ।। ৪৫ ।।

অনুবাদ— তিনিই বেদোচ্চারণাদিনিপুণ মরীচি প্রভৃতি ব্রহ্মর্ষিপুত্রগণকে বেদসমূহ অধ্যয়ন করাইয়াছিলেন এবং মরীচি প্রভৃতি সেই ধর্ম্মোপদেশকগণ নিজ পুত্রগণকে তদ্‌বিষয়ে উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন ।। ৪৫

বিশ্বনাথ— পুত্রান্ মরীচ্যাদীন্ ।। ৪৫ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— মরীচি আদি পুত্রগণকে ।।৪৫

তে পরম্পরয়া প্রাপ্তাস্তত্তচ্ছিষ্যৈর্ধৃতব্রতৈঃ।
চতুর্যুগেষ্বথ ব্যস্তা দ্বাপরাদৌ মহর্ষিভিঃ।। ৪৬।।

অন্বয়ঃ—চতুর্যুগেষু ধৃতব্রতৈঃ (সংযমাদিগুণযুক্তৈঃ) তত্তচ্ছিষ্যৈঃ (তেষাং পূর্ব্বোক্তানাং শিষ্যগণৈঃ) পরম্পরয়া (সম্প্রদায়ানুসারেণ) প্রাপ্তাঃ (অভ্যস্তাঃ) তে (বেদাঃ) অথ (অনন্তরং) দ্বাপরাদৌ (দ্বাপরমাদির্যস্য তদন্ত্যাংশলক্ষণস্য কালস্য তস্মিন্ দ্বাপরান্তে ইত্যর্থঃ) মহর্ষিভিঃ (ব্যাসপ্রমুখৈঃ) ব্যস্তাঃ (বিভক্তাঃ) ।। ৪৬ ।।

অনুবাদ— যুগচতুষ্টয়ে সংযমাদিব্রতশীল তদীয় শিষ্যগণকর্ত্তৃক বেদসমূহ গুরুপরম্পরাক্রমে লব্ধ হইয়া অবশেষে দ্বাপরযুগের শেষভাগে ব্যাসপ্রমুখ মহর্ষিগণকর্ত্তৃক বিভক্ত হইয়াছিল ।। ৪৬ ।।

ক্ষীণায়ুষ ক্ষীণসত্ত্বান্ দুর্ম্মেধান্ বীক্ষ্য কালতঃ।
বেদান্ ব্রহ্মর্ষয়ো ব্যস্যন্ হৃদিস্থাচ্যুতচোদিতাঃ।।৪৭।।

অন্বয়ঃ—(তদানীং) ব্রহ্মর্ষয়ঃ (ব্যাসাদয়ঃ) কালতঃ (কালপ্রভাবাজ্জনান্) ক্ষীণায়ুষঃ (অল্পজীবিনঃ) ক্ষীণসত্ত্বান্ (অল্পবলান্) দুর্ম্মেধান্ (বুদ্ধিমান্দ্যযুক্তাংশ্চ) বীক্ষ্য (দৃষ্ট্বা) হৃদিস্থাচ্যুতচোদিতাঃ (অন্তর্য্যামিণা ভগবতা প্রেরিতাঃ সন্তঃ) বেদান্ ব্যস্যন্ (বিভক্তবন্তঃ) ।। ৪৭ ।।

অনুবাদ— তৎকালে ব্যাসপ্রভৃতি ব্রহ্মর্ষিগণ কালপ্রভাবে মানবগণকে অল্পায়ুঃ, অল্পবল ও অল্পবুদ্ধি দেখিয়া অন্তর্য্যামী শ্রীহরিকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়াই বেদ বিভাগ করিয়াছিলেন ।। ৪৭ ।।

বিশ্বনাথ— তে বেদাঃ ।। ৪৬-৪৭ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— সেই বেদসমূহ ।। ৪৬-৪৭ ।।

অস্মিন্নপ্যন্তরে ব্রহ্মন্ ভগবান্ লোকভাবনঃ।
ব্রহ্মেশাদ্যৈর্লোকপালৈর্যাচিতো ধর্ম্মগুপ্তয়ে।। ৪৮।।
পরাশরাৎ সত্যবত্যামংশাংশকলয়া বিভুঃ।
অবতীর্ণো মহাভাগ বেদং চক্রে চতুর্ব্বিধম্।। ৪৯।।

অন্বয়ঃ—(হে) ব্রহ্মন্! মহাভাগ! (শৌনক!) অস্মিন্ অপি (এব) অন্তরে (বৈবস্বতমন্বন্তরে) লোকভাবনঃ (লোকপালকঃ) বিভুঃ ভগবান্ ব্রহ্মেশাদ্যৈঃ (ব্রহ্মশিবাদিভিঃ) লোকপালৈঃ ধর্ম্মগুপ্তয়ে (ধর্ম্মরক্ষার্থং) যাচিতঃ (প্রার্থিতঃ সন্) পরাশরাৎ সত্যবত্যাং (তদাখ্যায়াং দাসরাজকন্যায়াম্) অংশাংশকলয়া (অংশো মায়া তস্যা অংশঃ সত্ত্বং তস্য কলয়া অংশেন) অবতীর্ণঃ (আবির্ভূর্তো ভূত্বা) বেদং চতুর্ব্বিধং (চতুর্দ্ধাবিভক্তং) চক্রে (কৃতবান্) ।। ৪৮-৪৯ ।।

অনুবাদ— হে মহাভাগ! ব্রহ্মন্! এই বৈবস্বত মন্বন্তরেই ত্রিলোকপালক ভগবান্ শ্রীহরির ব্রহ্মাশিবাদি লোকপালকগণকর্ত্তৃক ধর্ম্মরক্ষার জন্য প্রার্থিত হইয়া পরাশর মুনি হইতে সত্যবতীর জঠরে মায়ার সাত্ত্বিক অংশে আবির্ভাবপূর্ব্বক বেদশাস্ত্র চতুর্দ্ধা বিভক্ত করিয়াছিলেন ।। ৪৮-৪৯ ।।

বিশ্বনাথ—অন্তরে বৈবস্বতমন্বন্তরে।। ৪৮-৪৯।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— অন্তরে বৈবস্বত মন্বন্তরে।।

ঋগথর্ব্বজুঃসাম্নাং রাশীরুদ্ধৃত্য বর্গশঃ।
চতস্রঃ সংহিতাশ্চক্রে মন্ত্রৈর্মণিগণা ইব।। ৫০।।

অন্বয়ঃ—(সঃ) ঋগথর্ব্বজুঃসাম্নাম্ (ঋগাদিমন্ত্রাণাং) রাশীন্ বর্গশঃ (তত্তৎপ্রকরণভেদৈঃ) মণিগণাঃ ইব (যথানেকবিধমণিরাশের্মণিগণাঃ পদ্মরাগাদয়ো বিবিচ্য উদ্ধ্রিয়ন্তে তদ্বৎ) উদ্ধৃত্য (তৈঃ) মন্ত্রৈঃ চতস্রঃ (ঋগাদি-রূপাঃ) সংহিতাঃ চক্রে (কৃতবান্)।। ৫০।।

অনুবাদ— আকরস্থিত একত্রিত বিবিধ মণিরাশিকে যেরূপ পদ্মরাগপ্রভৃতি নানাভাগে বিভক্ত করা হয়, সেই-রূপ ব্যাসদেবও ঋক্, অথর্ব্ব, যজুঃ ও সাম-মন্ত্ররাশিকে প্রকরণভেদে উদ্ধৃত করিয়া তদ্দ্বারা সংহিতা-চতুষ্টয় বিরচিত করিয়াছিলেন।। ৫০।।

তাসাং স চতুরঃ শিষ্যানুপাহূয় মহামতিঃ।
একৈকাং সংহিতাংব্রহ্মন্নেকৈকস্মৈ দদৌ বিভুঃ।। ৫১।।

অন্বয়ঃ— (হে) ব্রহ্মন্। (অথ) মহামতিঃ সঃ বিভুঃ (ব্যাসদেবঃ) চতুরঃ শিষ্যান্ উপাহূয় (আমন্ত্র্য) একৈকস্মৈ (প্রত্যেকং) তাসাং (সংহিতানাং মধ্যে) ঐকৈকাং সংহিতাং দদৌ (উপদিষ্টবান্)।। ৫১।।

অনুবাদ— হে ব্রহ্মন্! অনন্তর মহামতি ব্যাসদেব চারিজন শিষ্যকে আহ্বানপূর্ব্বক প্রত্যেককে এক একটি সংহিতা-বিষয়ে উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন।। ৫১।।

বিশ্বনাথ— ননু ব্রহ্মণৈব চতুর্ভির্মুখৈশ্চত্বারো বেদাঃ প্রথমমেব কৃতাস্তৎকথমুচ্যতে বেদং চক্রে চতুর্ব্বিধমিতি তত্রাহ, ঋগথর্ব্বেতি। রাশীন্ কৃত্বা বর্গশস্তত্তৎপ্রকরণ-ভেদৈর্মণিগণা ইবেতি। যথা মণিক্ষেত্রেঽপি পদ্মরাগ হীরকাদয় উদ্ধৃত্য বিবিচ্য পৃথক্ পৃথক্ কূটং ক্রিয়ত ইতি। চতস্রঃ ঋগাদিসংহিতাঃ।। ৫০-৫১।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— প্রশ্ন—ব্রহ্মেরই চারিটি মুখদ্বারা চারিটি বেদ প্রথমই করিলেন। অতএব কেন বলিতেছেন — বেদকে চতুর্ব্বিধ করিলেন তাহার উত্তরে বলিতেছেন ঋক্ অথর্ব্বাদি রাশি করিয়া বর্গবিভাগে সেই সেই প্রকরণ ভেদ দ্বারা মণিগণের ন্যায়, যেমন মণিক্ষেত্রে ও পদ্মরাগ হীরকাদি উদ্ধার করিয়া বিচার পূর্ব্বক পৃথক্-পৃথক্ কূট করা হয়। চতস্র ঋগাদি সংহিতা।। ৫০-৫১।।

পৈলায় সংহিতামাদ্যাং বহ্বৃচাখ্যামুবাচ হ।
বৈশম্পায়নসংজ্ঞায় নিগদাখ্যং যজুর্গণম্।। ৫২।।
সাম্নাং জৈমিনয়ে প্রাহ তথা ছন্দোগসংহিতাম্।
অথর্ব্বাঙ্গিরসীং নাম স্বশিষ্যায় সুমন্তবে।। ৫৩।।

অন্বয়ঃ—পৈলায় (তদাখ্যশিষ্যায়) বহ্বৃচাখ্যাম্ (ঋক্-সমুদায়রূপত্বাদ্ বহ্বৃচসংজ্ঞকাম্) আদ্যাং সংহিতাম্ (ঋক্-সংহিতাম্) উবাচ হ (উপদিষ্টবান্) বৈশম্পায়নায় (তদাখ্য-শিষ্যায়) নিগদাখ্যং (নিতরাং প্রশ্লেষেণ গদ্যমানত্বান্নি-গদাখ্যং) যজুর্গণং (যজুঃসংহিতামুপদিষ্টবান্) জৈমিনয়ে (তদাখ্যশিষ্যায়) সাম্নাং (সামমন্ত্রাণাং) ছন্দোগসংহিতাং (ছন্দঃসুগীয়মানত্বাচ্ছন্দোগাখ্যাং সংহিতাং) প্রাহ (উক্ত-বান্) তথা স্বশিষ্যায় সুমন্তবে (সুমন্তুনাম্নে) অথর্ব্বাঙ্গি-রসীম্ (অথর্ব্বসংহিতাং) নাম (প্রাহ)।। ৫২-৫৩।।

অনুবাদ— তিনি পৈলনামক শিষ্যকে বহ্বৃচনাম্নী ঋক্‌সংহিতা, বৈশম্পায়নকে নিগদনাম্নী যজুঃ-সংহিতা, জৈমিনিকে ছন্দোগনাম্নী সাম-সংহিতা এবং সুমন্তুকে অথর্ব্ব-সংহিতাবিষয়ে উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন।।

বিশ্বনাথ— বহ্বৃচাখ্যাং ঋক্‌সংহিতাং, নিতরাং গদ্য-মানত্বান্নিগদাখ্যম্।। ৫২-৫৩।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— বহ্বৃচা নামক ঋক্ সংহিতা, নিগদ যে সকল গদ্য তাহার নাম।। ৫২-৫৩।।

পৈলঃ স্বসংহিতামূচে ইন্দ্রপ্রমিতয়ে মুনিঃ।
বাষ্কলায় চ সোঽপ্যাহ শিষ্যেভ্যঃ সংহিতাং স্বকাম্।। ৫৪

চতুর্দ্ধা ব্যস্য বোধ্যায় যাজ্ঞবল্ক্যায় ভার্গব।
পরাশরায়াগ্নিমিত্রে ইন্দ্রপ্রমিতিরাত্মবান্।। ৫৫।।
অধ্যাপয়ৎ সংহিতাং স্বাং মাণ্ডূকেয়মৃষিং কবিম্।
তস্য শিষ্যো দেবমিত্রঃ সৌভর্য্যাদিভ্য উচিবান্।। ৫৬।।

অন্বয়ঃ— (অথ) মুনিঃ পৈলঃ স্বসংহিতাম্ (ঋক্‌সংহিতাং দ্বিধা বিভজ্য) ইন্দ্রপ্রমিতয়ে বাষ্কলায় চ (শিষ্যদ্বয়ায়) উচে (উক্তবান্ হে) ভার্গব! (শৌনক!) সঃ (বাষ্কলঃ) অপি স্বকাং সংহিতাং চতুর্দ্ধা ব্যস্য (বিভজ্য) শিষ্যেভ্যঃ (নিজশিষ্যেভ্যঃ) বোধ্যায় যাজ্ঞবল্ক্যায় পরাশরায় অগ্নিমিত্রে (অগ্নিমিত্রায়) আহ (উক্তবান্) আত্মবান্ (মহাবুদ্ধিঃ) ইন্দ্রপ্রমিতিঃ কবিং (বিদ্বাংসং) মাণ্ডূকেয়ম্ ঋষিং স্বাং সংহিতাম্ অধ্যাপয়ৎ (উপদিষ্টবান্) তস্য (মাণ্ডূকেয়স্য) শিষ্যঃ দেবমিত্রঃ সৌভর্য্যাদিভ্যঃ (সৌভরিপ্রভৃতিভ্যো মুনিভ্যস্তাম্) উচিবান্ (উপদিষ্টবান্)।। ৫৪-৫৬।।

অনুবাদ— অনন্তর পৈল্য ঋক্‌সংহিতাকে দ্বিধাবিভক্ত করিয়া ইন্দ্র-প্রমিতি ও বাষ্কলনামক শিষ্যদ্বয়কে উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। বাষ্কল নিজসংহিতা চতুর্ভাগ করিয়া বোধ্য, যাজ্ঞবল্ক্য, পরাশর ও অগ্নিমিত্রকে উপদেশ প্রদান করেন। মহামতি ইন্দ্রপ্রমিতি বিদ্বান্ মাণ্ডূকেয় ঋষিকে নিজসংহিতা উপদেশ প্রদান করেন এবং মাণ্ডূকেয়-শিষ্য দেবমিত্র ঋষি সৌভরি প্রভৃতি মুনিগণকে তদ্‌বিষয়ক উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন।। ৫৪-৫৬।।

বিশ্বনাথ— তত্র ঋগ্বেদশাখাবিভাগমাহ,— পৈল ইতি স্বসংহিতাং দ্বিধা বিভজ্য ইন্দ্রপ্রমিতয়ে বাষ্কলায় চ উচে। স বাষ্কলোঽপি চতুর্দ্ধা স্বসংহিতাং ব্যস্য বোধ্যাদিভ্যশ্চতুর্ভ্যঃ স্বশিষ্যেভ্য আহ— হে ভার্গব, হে শৌনক, ইন্দ্রপ্রমিতিরপি স্বসংহিতাং স্বসুতং মাণ্ডূকেয়মধ্যাপয়ামাস। তস্য মাণ্ডূকেয়স্য শিষ্যো দেবমিত্রঃ।। ৫৪-৫৬।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— তন্মধ্যে ঋগ্বেদ শাখার বিভাগ বলিতেছেন— পৈল নিজ সংহিতাকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়া ইন্দ্রপ্রমিতিকে ও বাষ্কলকে বলিলেন। সেই বাষ্কলও নিজ সংহিতাকে চারিভাগে বিভক্ত করিয়া বোধ্য আদি নিজ শিষ্য চারিজনকে বলিলেন— হে ভার্গব! হে শৌনক! ইন্দ্রপ্রমিতিও নিজ সংহিতাকে নিজপুত্র মাণ্ডূকেয়তে অধ্যাপনা করিয়াছিলেন। সেই মাণ্ডূকেয়ের শিষ্য দেবমিত্র।।

শাকল্যস্তৎসুতঃ স্বাস্তু পঞ্চধা ব্যস্য সংহিতাম্।
বাৎস্যমুদ্‌গলশালীয়-গোখল্যশিশিরেষ্বধাৎ।। ৫৭।।

অন্বয়ঃ— তৎসুতঃ (মাণ্ডূকেয়সুতঃ) শাকল্যঃ তু স্বাং সংহিতাং পঞ্চধা ব্যস্য (বিভজ্য) বাৎস্যমুদ্‌গলশালীয়-গোখল্যশিশিরেষু (তদাখ্যশিষ্যেষু) অধ্যাৎ (সংস্থাপিতবান্ তেভ্য উপদিষ্টবানিত্যর্থঃ)।। ৫৭।।

অনুবাদ— মাণ্ডূকেয়নন্দন শাকল্য নিজসংহিতা পঞ্চধা বিভক্ত করিয়া বাৎস্য, মুদ্‌গল্য, শালীয়, গোখল্য এবং শিশির নামক পঞ্চশিষ্যকে উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন।। ৫৭।।

বিশ্বনাথ—তৎসুতঃ মাণ্ডূকেয়সুতঃ শাকল্য বাৎস্যাদিষু পঞ্চস্বধাৎ তান্ অধ্যাপয়ামাস।। ৫৭।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— তাঁহার পুত্র মাণ্ডূকেয় অর্থাৎ মাণ্ডূকেয় পুত্র শাকল্য বাৎস্যাদি পাঁচজনকে অধ্যয়ন করাইলেন।। ৫৭।।

জাতূকর্ণ্যশ্চ তচ্ছিষ্যঃ সনিরুক্তাং স্বসংহিতাম্।
বলাকপৈলজাবালবিরজেভ্যো দদৌ মুনিঃ।। ৫৮।।

অন্বয়ঃ—তচ্ছিষ্যঃ মুনিঃ (শাকল্যশিষ্যঃ) জাতূকর্ণ্যঃ চ সনিরুক্তাং (নিরুক্তসহিতাং) স্বসংহিতাং (ত্রেধা বিভজ্য চতুর্থং বৈদিকপদার্থব্যাখ্যানরূপং নিরুক্তঞ্চ কৃত্বেত্যর্থঃ) বলাক-পৈলজাবালবিরজেভ্যঃ (চতুর্ভ্যঃ শিষ্যেভ্যঃ) দদৌ (দত্তবান্)।। ৫৮।।

অনুবাদ— শাকল্যশিষ্য জাতূকর্ণ্য মুনি নিজ সংহিতাকে তিনভাগে বিভক্ত করিয়া এবং একটি নিরুক্ত-শাস্ত্র প্রণয়নপূর্ব্বক বলাক, পৈল, জাবাল ও বিরজনামক শিষ্যচতুষ্টয়কে ঐ গ্রন্থচতুষ্টয়বিষয়ে উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন।। ৫৮।।

বাষ্কলিঃ প্রতিশাখাভ্যো বালখিল্যাখ্যসংহিতাম্।
চক্রে বালায়নির্ভজ্যঃ কাশারশ্চৈব তাং দধূঃ।। ৫৯।।

অন্বয়ঃ— বাষ্কলিঃ (পূর্ব্বোক্তবাষ্কলস্য পুত্রঃ) প্রতিশাখাভ্যঃ (উক্ত সর্ব্বশাখাভ্যঃ) বালখিল্যাখ্যসংহিতাং (বালখিল্যেতিসংজ্ঞা যস্যাস্তাং সহিতাং) চক্রে (কৃতবান্) বালায়নিঃ ভজ্যঃ কাশারঃ চ এব তাং (বালখিল্যসংহিতাং) দধূঃ (গৃহীতবন্তঃ)।। ৫৯।।

অনুবাদ— বাষ্কলনন্দন প্রতিশাখা হইতে মন্ত্রসংগ্রহ পূর্ব্বক বালখিল্যনাম্নী সংহিতার প্রণয়ন করেন এবং বালায়নি, ভজ্য ও কাশার—ইঁহারা ঐ সংহিতা গ্রহণ করিয়াছিলেন।। ৫৯।।

বিশ্বনাথ— তচ্ছিষ্যঃ শাকল্যশিষ্যঃ স্বসংহিতাং ত্রেধা বিভজ্য, চতুর্থং বৈদিকপদার্থব্যাখ্যানুরূপং নিরুক্তঞ্চ কৃত্বা বলাকাদিভ্যশ্চতুর্ভ্যো দদৌ। বাষ্কলির্বাষ্কলপুত্রঃ প্রতিশাখাভ্যঃ শাখাভ্যঃ শাখাভ্যঃ সংগৃহ্য।। ৫৮-৫৯।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— শাকল্য শিষ্য নিজ সংহিতাকে তিনভাগে বিভাগ করিয়া এবং বৈদিক পদের অর্থব্যাখ্যা অনুরূপ চতুর্থ নিরুক্ত গ্রন্থ করিয়া বলাকা আদি চারিজনকে দান করিলেন। বাষ্কল পুত্র বাষ্কলি প্রতি শাখা হইতে সংগ্রহ করিয়া বালখিল্ব নামক সংহিতা করিলেন।। ৫৮-৫৯।।

বহ্বৃচাঃ সংহিতা হ্যেতা এভির্ব্রহ্মর্ষিভির্ধৃতাঃ।
শ্রুত্বৈতচ্ছন্দসাং ব্যাসং সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে॥৬০॥

অন্বয়ঃ— এভিঃ (পূর্ব্বোক্তৈঃ) ব্রহ্মর্ষিভিঃ হি এতাঃ (পূর্ব্বোক্তাঃ) বহ্বৃচাঃ (ঋগ্‌বেদীয়াঃ) সংহিতাঃ ধৃতাঃ (সম্প্রদায়ক্রমেণাভ্যস্তাঃ পুমান্) এতচ্ছন্দসাম্ (এতেষাং ছন্দসাং) ব্যাসং (বিভাগং বিস্তারঞ্চ) শ্রুত্বৈ সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে (বিমুক্তো ভবতি)।। ৬০।।

অনুবাদ— পূর্ব্বোক্ত ঋষিগণ সম্প্রদায়ানুসারে ঋগ্‌বেদীয় সংহিতাসমূহের অভ্যাস করিয়াছিলেন। এই ছন্দোবিভাগ-শ্রবণে মানব সর্ব্বপাপবিমুক্ত হইয়া থাকেন।।

বৈশম্পায়নশিষ্যা বৈ চরকাধ্বর্য্যবোঽভবন্।
যচ্চেরুর্ব্রহ্মহত্যাংহঃক্ষপণং স্বগুরোর্ব্রতম্।। ৬১।।

অন্বয়ঃ— বৈশম্পায়নশিষ্যাঃ (তস্য শিষ্যাঃ) যৎ (যস্মাৎ) স্বগুরোঃ (অনুষ্ঠেয়ং) ব্রহ্মহত্যাংহঃক্ষপণং (ব্রহ্মহত্যারূপমংহঃ পাপং ক্ষপয়তীতি তৎ) ব্রতং চেরুঃ (অনুষ্ঠিতবন্ত স্তস্মাৎ) বৈ (এব) চরকাধ্বর্য্যবঃ (চরকসংজ্ঞকা অধ্বর্য্যবো যজুর্ব্বেদজ্ঞাঃ) অভবন্ (আসন্)।। ৬১।।

অনুবাদ— বৈশম্পায়ন-শিষ্যগণ গুরুর ব্রহ্মহত্যাজনিত পাপক্ষয়ের জন্য বিহিত ব্রতের আচরণহেতু চরকসংজ্ঞাভাজন এবং যজুর্ব্বেদজ্ঞ হইয়াছিলেন।। ৬১।।

বিশ্বনাথ—যজুর্ব্বেদ তৈত্তিরীয়কশাখোৎপত্তিপ্রকারমাহ বৈশম্পায়নেতি। চরকনাম নিরুক্তমাহ। যচ্চেরুরিতি ব্রহ্মহত্যারূপমংহঃ ক্ষপয়তীতি তথা। তৎস্বগুরোরনুষ্ঠেয়ং ব্রতং তচ্চরণাচ্চরকাশ্চ তে অধ্বর্য্যবশ্চেতি তে তথা।।৬১

টীকার বঙ্গানুবাদ— যজুর্ব্বেদ তৈত্তিরীয়ক শাখার উৎপত্তি প্রকার বলিতেছেন—বৈশম্পায়ন শিষ্যগণ। চরক নামক নিরুক্ত বলিতেছেন—যাহা চেরু এই ব্রহ্মহত্যারূপ পাপ পালন করে সেই। তাহা নিজ গুরুর অনুষ্ঠান কর্ত্তব্য, ব্রতকে তাহার চরণ হইতে চরক সমূহ, তাঁহারাও অধ্বর্য্যগণ, তাহারাও।। ৬১।।

যাজ্ঞবল্ক্যশ্চ তচ্ছিষ্য আহাহো ভগবন্ কিয়ৎ।
চরিতেনাল্পসারাণাং চরিষ্যেঽহং সুদুশ্চরম্।। ৬২।।

অন্বয়ঃ— তচ্ছিষ্যঃ (বৈশম্পায়নশিষ্যঃ) যাজ্ঞবল্ক্যঃ চ আহ (ব্রতাচরণকালে উক্তবান্ হে) ভগবন্ (গুরো!) অহো অল্পসারাণাম্ (অল্পশক্তীনাম্ এতেষাং) চরিতেন (ব্রতচর্য্যয়া তব) কিয়ৎ (ফলং ভবেৎ স্বল্পমেব ফলমিত্যর্থঃ পরন্তু) অহম্ (ইতোঽপ্যধিকফলপ্রদং) সুদুশ্চরং (দুঃসাধ্যং ব্রতং) চরিষ্যে (করিষ্যামি)।। ৬২।।

অনুবাদ—উক্ত ব্রতচর্য্যাকালে বৈশম্পায়নের অন্যতম শিষ্য যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন,—"হে গুরুদেব! আপনার এই অল্পশক্তি শিষ্যগণের ব্রতচর্য্যায় অল্পই ফল হইবে,

পরন্তু আমি ইহাদের অপেক্ষাও অধিকফলপ্রদ সুদুশ্চর ব্রতাচরণ করিব।। ৬২।।

বিশ্বনাথ— যাজ্ঞবল্ক্যোঽপি তচ্ছিষ্যঃ বৈশম্পায়ন-শিষ্যঃ অল্পসারাণামেষাং চরিতেন প্রায়শ্চিত্তাচরণেন কিয়ৎ এতে সুখং তিষ্ঠন্তু, অহমেক এব তপঃ সমর্থশ্চরিষ্যামি।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— যাজ্ঞবল্ক্যও বৈশম্পায়নশিষ্য, অল্পশক্তি ইহারা প্রায়শ্চিত্ত আচরণ কিরূপে করিবে, ইহারা সুখে থাকুক, আমি একাই তপস্যা করিতে সমর্থ প্রায়শ্চিত্ত করিব।। ৬২।।

ইত্যুক্তো গুরুরপ্যাহ কুপিতো যাহ্যলং ত্বয়া।
বিপ্রাবমন্ত্রা শিষ্যেণ মদধীতং ত্যজাশ্বিতি।। ৬৩।।

অন্বয়ঃ— ইতি উক্তঃ গুরুঃ (বৈশম্পায়নঃ) অপি কুপিতঃ (সন্) ইতি (বক্ষ্যমাণম্) আহ (উক্তবান্ ত্বং) যাহি (মৎসমীপাদপসর) বিপ্রাবমন্ত্রা (ব্রাহ্মণাবজ্ঞাং কুর্ব্বতা) ত্বয়া শিষ্যেণ অলং (প্রয়োজনং নাস্তি ত্বয়া) মৎ (মম সকাশাৎ) অধীতং (যৎ পঠিতং তৎ) আশু (শীঘ্রং) ত্যজ।। ৬৩।।

অনুবাদ— বৈশম্পায়ন তদীয় বচনে কুপিত হইয়া বলিলেন,—" তোমার ন্যায় ব্রাহ্মণাবজ্ঞাকারী শিষ্যদ্বারা আমার কোন প্রয়োজন নাই; তুমি আমার নিকট হইতে দূর হও এবং আমার নিকট যাহা অধ্যয়ন করিয়াছ তাহা শীঘ্র পরিত্যাগ কর"।। ৬৩।।

বিশ্বনাথ— কুপিত ইতি। যতো গর্ব্ববশাৎ। এতান্ বিনীতানপি অল্পসারানুক্ত্বা আক্ষিপসি তস্মাৎ যাহি ইতোঽপসর। ত্বয়া শিষ্যেণ মমালম্। ততশ্চ ভবত্বহং যামীত্যুক্ত্বা জিগমিষন্তং তং পুনরাহ। মদধীতমিতি।। ৬৩

টীকার বঙ্গানুবাদ— কুপিত ইত্যাদি যেহেতু গর্ব্ব-দেশে ইহারা বিনীত ইহাদিগকে অল্পশক্তি বলিয়া তিরস্কার করিতেছ, সেইজন্য এখান হইতে দূরে যাও তোমার ন্যায় শিষ্যের দ্বারা আমার প্রয়োজন নাই। তৎপরে তাহাই হউক আমি যাইতেছি, এই বলিয়া চলিয়া যাইতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে পুনরায় বলিলেন। আমার নিকট হইতে অধীত বেদসমূহ শীঘ্র পরিত্যাগ কর।। ৬৩।।

দেবরাতসুতঃ সোঽপি ছর্দ্দিত্বা যজুষাংগণম্।
ততো গতোঽথ মুনয়ো দদৃশুস্তান্ যজুর্গণান্।। ৬৪।।
যজূংষি তিত্তিরা ভূত্বা তল্লোলুপতয়াদদুঃ।
তৈত্তিরীয়া ইতি যজুঃশাখা আসন্ সুপেশলাঃ।। ৬৫।।

অন্বয়ঃ— সঃ দেবরাতসুতঃ (যাজ্ঞবল্ক্যঃ) অপি যজুষাং গণং (মন্ত্রসমূহং) ছর্দ্দিত্বা (উদ্গীর্য্য) ততঃ (গুরোঃ সকাশাৎ) গতঃ (প্রস্থিতঃ) অথ (অনন্তরং) মুনয়ঃ তান্ যজুর্গণান্ দদৃশুঃ (দৃষ্টবন্তস্ততশ্চতে) তল্লোলুপতয়া (তদ্-গ্রহণলোভেন) তিত্তিরা ভূত্বা (বিপ্ররূপেণ ছর্দ্দিতস্যাদান-মনুচিতমিতি তিত্তিরপক্ষিণো ভূত্বা) যজূংষি (যজুর্গণান্) আদদুঃ (গৃহীতবন্তঃ) ইতি (তস্মাদ্ধেতোঃ) সুপেশলাঃ (অতিরম্যাঃ) যজুংশাখা তৈত্তিরীয়াঃ আসন্ (তৈত্তিরীয়-সংজ্ঞয়া প্রসিদ্ধা বভূবুঃ)।। ৬৪-৬৫।।

অনুবাদ— তখন দেবরাতপুত্র যাজ্ঞবল্ক্য অধীত যজুর্বেদীয় মন্ত্র-রাশি উদ্গীরণপূর্ব্বক তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। অনন্তর মুনিগণ উক্ত উদ্গীর্ণমন্ত্ররাশি-দর্শন-পূর্ব্বক তদ্গ্রহণে লোলুপতানিবন্ধন তিত্তিরপাক্ষিরূপে তাহা ধারণ করিয়াছিলেন। সেইজন্যই সুরম্য যজুর্বেদীয় শাখা-সমূহ তৈত্তিরীয়নামে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে।। ৬৪-৬৫।।

বিশ্বনাথ— দেবরাতসুতো যাজ্ঞবল্ক্যঃ। ছর্দ্দিত-স্যাদানং বিপ্ররূপেণাযুক্তমিতি তিত্তিরাঃ পক্ষিবিশেষা ভূত্বা আদদুঃ। ততশ্চ তৈত্তিরীয়া ইতি খ্যাতাঃ।। ৬৪-৬৫।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— দেবরাত পুত্র যাজ্ঞবল্ক্য। বমন কৃত বস্তু ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক গ্রহণ অযুক্ত এই কারণে তিত্তিরা-পক্ষীগণ হইয়া ভোজন করিয়া গ্রহণ করিলে সেই হইতে এই বেদ তৈত্তিরীয়া এই নামে প্রসিদ্ধ হইল।। ৬৪-৬৫।।

যাজ্ঞবল্ক্যস্ততো ব্রহ্ম শ্ছন্দাংস্যধিগবেষয়ন্।
গুরোরবিদ্যমানানি সূপতস্থেঽর্কমীশ্বরম্।। ৬৬।।

অন্বয়ঃ— (হে) ব্রহ্মন্! ততঃ (অনন্তরং) যাজ্ঞবল্ক্যঃ গুরোঃ অবিদ্যমানানি (বৈশম্পায়নস্য ব্যাসেন বিভজ্যা-নুক্তত্বাদবিদ্যমানানি) ছন্দাংসি অধি (অধিকানি) গবেষয়ন্

(মৃগয়ন্) ঈশ্বরম্ (ঋগাদিবেদানামধিপতিম্) অর্কং (সূর্য্যং) সূপতস্থে (সম্যক্ তুষ্টাব)।। ৬৬।।

অনুবাদ— হে ব্রহ্মন্! অনন্তর যাজ্ঞবল্ক্য গুরু বৈশম্পায়নের অজ্ঞাত অধিক-ছন্দোরাশি লাভে ইচ্ছুক হইয়া বেদাধিপতি সূর্য্যদেবের সম্যক্ স্তুতি করিতে লাগিলেন।। ৬৬।।

বিশ্বনাথ— অধিগবেষয়ন্ অন্বিষ্যন্ গুরোর্বৈশম্পায়নস্যাপি অবিদ্যমানানি তেনাপ্যনধিগতানিত্যর্থঃ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— অধিগবেষয়ন অন্বেষণ করিয়া গুরু বৈশম্পায়নেরও অবিদ্যমান অর্থাৎ ইনিও যাহা পান নাই।। ৬৬।।

শ্রীযাজ্ঞবল্ক্য উবাচ—

ওঁ নমো ভগবতে আদিত্যায়াখিলজগতামাত্মস্বরূপেণ কালস্বরূপেণ চ চতুর্ব্বিধভূতনিকায়ানাং ব্রহ্মাদিস্তম্বপর্য্যন্তানামন্তর্হৃদয়েষু বহিরপি চাকাশ ইবোপাধিনাব্যবধীয়মানো ভবানেক এব ক্ষণলবনিমেষাবয়বোপচিতসংবৎসরগণেনাপামাদানবিসর্গাভ্যামিমাং লোকযাত্রামনুবহতি।।৬৭

অন্বয়ঃ— শ্রীযাজ্ঞবল্ক্যঃ উবাচ,—ওঁ ভগবতে আদিত্যায় (ভবতে) নমঃ ভবান্ একঃ এব অখিলজগতাম্ আত্মস্বরূপেণ (আত্মভূতেন) কালস্বরূপেণ (কালরূপেণ স্বরূপেণ) ব্রহ্মাদিস্তম্বপর্য্যন্তানাং (ব্রহ্মাণ আরভ্য তৃণং যাবদবস্থিতানাং) চতুর্ব্বিধভূতনিকায়ানাং (জরায়ুজাণ্ডজস্বেদজোদ্ভিজ্জরূপচতুর্বিধভূতসমূহানাম্) অন্তর্হৃদয়েষু (হৃন্মধ্যে) বহিঃ অপি আকাশঃ ইব উপাধিনা অব্যবধীয়মানঃ (অনাচ্ছাদ্যমানঃ স্থিতঃ সন্) ক্ষণলবনিমেষাবয়বোপচিতসংবৎসরগণেন (ক্ষণাদয়ো যেঽবয়বাস্তৈরুপচিতাঃ সংবৎসরাস্তেষাং গণেন প্রত্যব্দম্) অপাং (জলানাম্) আদানবিসর্গাভ্যাম্ (আদানেন বিসর্জ্জনেন চ) ইমাং লোকযাত্রাং (সংসারযাত্রাম্) অনুবহতি (সম্পাদয়তি)।। ৬৭।।

অনুবাদ— শ্রীযাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন,—"হে ভগবন্! আদিত্য! আমি আপনাকে প্রণাম করিতেছি। হে দেব! এক আপনিই নিখিলজগতের আত্মভূত কালরূপ স্বরূপদ্বারা ব্রহ্মাদিস্তম্বপর্য্যন্ত বিস্তৃত জরায়ুজাদি চতুর্ব্বিধ ভূতসমূহের অন্তর্হৃদয়ে এবং বাহ্যদেশে আকাশের ন্যায় উপাধিদ্বারা অনাচ্ছাদিত রূপে অবস্থিত হইয়া ক্ষণ-লব-নিমেষাদি-অবয়ব-সমৃদ্ধ সংবৎসরসমষ্টিদ্বারা প্রতিবর্ষে জলরাশির আদান-প্রদান সহকারে এই সংসার-যাত্রা সম্পাদন করিয়া থাকেন"।। ৬৭।।

বিশ্বনাথ— যো ভগবানেক ইমাং লোকযাত্রামনুবহতি তস্মৈ আদিত্যায় অখিলজগতাং ভগবতে শ্রীমতে নম ইত্যন্বয়ঃ। ভগং শ্রীকামমাহাত্ম্যেত্যমরঃ। চতুর্ব্বিধভূতনিকায়ানাং অন্তর্বহিরপি ক্রমেণাত্মস্বরূপেণ কালস্বরূপেণ বর্ত্তমান ইত্যর্থঃ। হৃদয়ান্তর্বর্ত্তিত্বেঽপি জীববত্তেন উপাধিনা অব্যবধীয়মানঃ অনাচ্ছাদ্যমানঃ। আকাশবৎ। ক্ষণলবাদয়ো যে অবয়বাস্তৈরুপচিতাঃ সম্বৎসরাস্তেষাং গণেন প্রত্যব্দমেব অপাং আদানং শোষণং বিসর্গো বৃষ্টিস্তাভ্যাম্।। ৬৭।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— যে আপনি একই এই লোকযাত্রা বহন করিতেছেন, সেই আদিত্যকে অখিল জগতের শ্রীমান্‌কে নমস্কার এইভাবে অন্বয় হইবে। 'ভগ' শব্দের অর্থ অমরকোষে—শ্রীকাম মহিমাতে। চতুর্ব্বিধ ভূত নিকায় সমূহের অন্তরে বাহিরে ক্রমে আত্মস্বরূপে, কাল স্বরূপে বর্ত্তমান। হৃদয়ের অন্তরে থাকিয়া ও জীবের মধ্যে উপাধি দ্বারা অনাচ্ছাদ্যমান্ আকাশের ন্যায়। ক্ষণ লব আদি যে অবয়ব তাহা দ্বারা যুক্ত সংবৎসর তাহাদের ক্ষণ দ্বারা প্রতিবৎসরই জলের আদান শোষণ বিসর্গ অর্থাৎ বৃষ্টি এই উভয়দ্বারা।। ৬৭।।

যদুহ বাব বিবুধর্ষভ সবিতরদস্তপত্যনুসবনমহরহরাম্নায়বিধিনোপতিষ্ঠমানানামখিলদুরিতবৃজিনবীজাবভর্জ্জন ভগবতঃ সমভিধীমহি তপন মণ্ডলম্।। ৬৮।।

অন্বয়ঃ—(হে) বিবুধর্ষভ! (হে দেবশ্রেষ্ঠ!) সবিতঃ! (সূর্য্যদেব!) আম্নায়বিধিনা (বেদবিধানেন) অহরহঃ (প্রত্যহম্) অনুসবনং (ত্রিষবণম্) উপতিষ্ঠমানানাং (স্তুবতাম্)

অখিলদুরিতবৃজিনবীজাবভর্জ্জন! (অখিলানি যানি দুরিতানি দুষ্কৃতানি তৎফলানি চ বৃজিনানি দুঃখানি তেষাং বীজমজ্ঞানঞ্চ তেষামবভর্জ্জন বিনাশক! হে) তপন! যৎ উহ বাব (যদপি) ভগবতঃ (তব) অদঃ মণ্ডলং তপতি (প্রকাশতে ইত্যর্থস্তৎ) সমভিধীমহি (সম্যগাভিমুখ্যেন ধ্যায়েম)।। ৬৮।।

অনুবাদ—"হে বিবুধবর! সূর্য্যদেব! আপনি ত্রিসন্ধ্যায় বেদবিহিত উপাসনারত পুরুষগণের নিখিল দুষ্কৃতি, তাহার ফলস্বরূপ দুঃখ এবং তাহার বীজস্বরূপ অজ্ঞান বিনষ্ট করেন। হে তপন! আমি আপনার এই প্রকাশমান মণ্ডলের অভিমুখে বর্ত্তমান থাকিয়া তাহার ধ্যান করিতেছি"।।৬৮

বিশ্বনাথ—হে বিবুধর্ষভ, সবিতঃ যন্মণ্ডলং তপতি অদঃ সমভিধীমহি অনুসবনং প্রতিসময়ং অহরহঃ প্রত্যহঞ্চ। আম্নায়বিধিনা বৈদিকমার্গেণ উপতিষ্ঠতাম্ স্তুবতাং। যান্যখিলানি দুরিতানি তৎফলানি বৃজিনানি দুঃখানি চ তেষাং বীজমজ্ঞানঞ্চ তেষামবভর্জ্জন বিনাশক হে তপন।। ৬৮।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— হে দেব শ্রেষ্ঠ সবিতা। যে মণ্ডলকে আপনি তাপ দিতেছেন—সম্যক্ অভিমুখ হইয়া ধ্যান করিতেছি হে সূর্য্যদেব আপনি প্রতিসময় ও প্রত্যহ বৈদিকমার্গ দ্বারা স্তবকারিগণের যে সকল পাপ ও তাহার ফল দুঃখসমূহ তাহাদের বীজ অজ্ঞানকে বিনাশ করেন।।

য ইহ বাব স্থিরচরনিকরাণাং নিজনিকেতনানাং
মনইন্দ্রিয়াসুগণাননাত্মনঃ স্বয়মাত্মান্তর্য্যামী প্রচোদয়তি।।

অন্বয়ঃ— যঃ বাব (যোঽপি ভবান্) ইহ (জগতি) স্বয়ম্ আন্তর্য্যামী আত্মা (সন্) নিজনিকেতনানাং (স্বাশ্রয়াণাং) স্থিরচরনিকরাণাং (স্থাবরজঙ্গমানাম্) অনাত্মনঃ (জড়ান্) মন ইন্দ্রিয়াসুগণান্ (মন ইন্দ্রিয় প্রাণগণান্) প্রচোদয়তি (প্রেরয়তি)।। ৬৯।।

অনুবাদ— "আপনি ইহজগতে স্বয়ং অন্তর্য্যামী আত্মস্বরূপ হইয়া স্বাশ্রিত স্থাবরজঙ্গমসমূহের জড় মনঃ, ইন্দ্রিয় ও প্রাণসমূহ পরিচালিত করিতেছেন"।। ৬৯।।

বিশ্বনাথ—অনাত্মনো জড়ান্ প্রচোদয়তি প্রবর্ত্তয়তি।

টীকার বঙ্গানুবাদ— জড়ব্যক্তিগণকে কর্ম্মে প্রবর্ত্তন করাইতেছেন।। ৬৯।।

য এবেমং লোকমতিকরালবদনান্ধকারসংজ্ঞাজগর-
গ্রহগিলিতং মৃতকমিব বিচেতনমবলোক্যানুকম্পয়া
পরমকারুণিক ঈক্ষয়ৈবোত্থাপ্যাহরহরনুসবং শ্রেয়সি
স্বধর্ম্মাখ্যাত্মাবস্থানে প্রবর্ত্তয়তি।। ৭০।।

অন্বয়ঃ—যঃ এব (হে) পরমকারুণিক (ভবান্) ইমং লোকম্ অতিকরাল বদনান্ধকারসংজ্ঞাজগরগ্রহগিলিতম্ (অতিকরালবদনো যোঽন্ধকারসংজ্ঞোঽজগর গ্রহস্তেন গিলিতম্ অতএব) মৃতকম্ ইব বিচেতনং (নিঃসংজ্ঞম্) অবলোক্য (দৃষ্ট্বা) অনুকম্পয়া (করুণয়া) ঈক্ষয়া (স্বদৃষ্টিপাতেন) এব উত্থাপ্য অহরহঃ (প্রত্যহম্) অনুসবনং (ত্রিষবণং) স্বধর্ম্মাখ্যাত্মাবস্থানে (স্বধর্ম্মাখ্যং যদাত্মাবস্থানং প্রত্যক্প্রবণত্বং তদ্রূপে) শ্রেয়সি (কল্যাণমার্গে) প্রবর্ত্তয়তি (প্রেরয়তি)।। ৭০।।

অনুবাদ— "পরমকরুণাময় আপনি এই জগৎকে অতিকরালবদন অন্ধকাররূপ অজগরগ্রহকর্ত্তৃক গ্রস্ত ও মৃতপ্রায় নিঃসংজ্ঞ দেখিয়া কৃপাকটাক্ষপাতে জাগ্রত করিয়া প্রত্যহ ত্রিসন্ধ্যায় আত্মতত্ত্বে অবস্থানরূপ পরমকল্যাণপ্রদ স্বধর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করিতেছেন"।। ৭০।।

বিশ্বনাথ—ঈক্ষয়ৈবোত্থাপ্য পূর্ব্বাদ্রাবুদিত্য ঈক্ষণপ্রদানেনৈবেত্যর্থঃ। স্বধর্ম্মাখ্যং যৎ আত্মাবস্থানম্ আত্মোপাসনং তত্র।। ৭০।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— পূর্ব্বগিরিতে উদিত হইয়া দৃষ্টি প্রদান দ্বারাই স্বধর্ম্মনামক যে আত্মোপাসনা তাহাতে।।

অবনিপতিরিবাসাধূনাং ভয়মুদীরয়ন্নটতি পরিত আশাপালৈস্তত্র তত্র কমলকোশাঞ্জলিভিরুপহৃতার্হণঃ।। ৭১

অন্বয়ঃ—(কিঞ্চ ভবান্) তত্র তত্র (ভ্রমণমার্গে) পরিতঃ (চতুর্দ্দিক্ষু) আশাপালৈঃ (ইন্দ্রাদিদিক্পালৈঃ) কমল-

কোশাঞ্জলিভিঃ (কমলকোশযুক্তৈস্তত্তুল্যৈর্ব্বা অঞ্জলিভিঃ) উপহৃতার্হণঃ (দত্তার্ঘ্যঃ সন্) অসাধূনাং ভয়ম্ উদীরয়ন্ (প্রকাশয়ন্) অবনিপতিঃ (সম্রাট্) ইব অটতি (ভ্রমতি)।।

অনুবাদ—"আপনি স্বীয় সঞ্চরণমার্গে সর্ব্বত্র ইন্দ্রাদি দিক্পালগণকর্ত্তৃক কমলকোশযুক্ত অঞ্জলিদ্বারা প্রদত্ত অর্ঘ্যে পূজিত হইয়া দুর্জ্জনগণের ভীতিসঞ্চার-সহকারে সম্রাট্-তুল্য পরিভ্রমণ করিয়া থাকেন"।।৭১।।

বিশ্বনাথ— আশা পালৈর্দ্দিক্পালৈরিন্দ্রাদিভিঃ কমলকোশযুক্তৈস্তত্তুল্যৈর্ব্বা অঞ্জলিভিরুপহৃতার্হণো দত্তার্ঘ্যঃ।।৭১।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—দিক্পাল ইন্দ্রাদিকর্ত্তৃক পদ্মকোষ যুক্ত অথবা তোমার ন্যায় পুষ্পসমূহের দ্বারা অর্ঘ্য প্রদান করিয়া।।৭১।।

অত হ ভগবংস্তব চরণনলিনযুগলং ত্রিভুবনগুরুভিরভিবন্দিতমহমযাতযামযজুষ্কাম উপসরামীতি।।৭২।।

অন্বয়ঃ—(হে) ভগবন্! অযাতযামযজুষ্কামঃ (অযাতযামানি অন্যৈর্যাবদবিজ্ঞাতানি যানি যজূংষি তৎকামঃ) অহম্ অথ হ (ইদানীং) ত্রিভুবনগুরুভিঃ (ত্রিভুবনপূজনীয়ৈঃ) অভিবন্দিতং (পূজিতং) তব চরণনলিনযুগলং (পাদপদ্মদ্বয়ম) উপসরামি ইতি (ভজামি)।।৭২।।

অনুবাদ— "হে ভগবন্! আমি সম্প্রতি অন্যের অজ্ঞাত যজুর্ব্বেদমন্ত্রসমূহ-লাভের জন্য ত্রিভুবনপূজনীয় ব্যক্তিগণেরও পূজিত ভবদীয় পাদপদ্মযুগলের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছি"।।৭২।।

বিশ্বনাথ—অযাতযামানি উর্জ্জস্বন্তি অন্যৈর্জ্ঞাতুমশক্যানীত্যর্থঃ। যানি যজূংষি তৎকামোঽহমুপসরামি ভজামি।

টীকার বঙ্গানুবাদ— একপ্রহর অতীত না করিয়া অন্যের অজ্ঞাতভাবে যজুর্ব্বেদোক্ত যে সকল মন্ত্র লাভের জন্য আমি আপনাকে ভজন করিতেছি।।৭২।।

সূত উবাচ—

এবং স্তুতঃ স ভগবান্ বাজিরূপধরো রবিঃ।
যজূংষ্যযাতযামানি মুনয়েঽদাৎ প্রসাদিতঃ।।৭৩।।

অন্বয়ঃ— সূতঃ উবাচ,—এবং উতঃ (যাজ্ঞবল্ক্যেন বন্দিতঃ) প্রসাদিতঃ (সন্তুষ্টীকৃতঃ) সঃ ভগবান্ রবি বাজিরূপধরঃ (অশ্বরূপঃ সন্) মুনয়ে (যাজ্ঞবল্ক্যায়)অযাতযামানি (অন্যৈরবিজ্ঞাতানি) যজূংষি (যজুর্ব্বেদমন্ত্রান্) অদাৎ (উপদিষ্টবান্)।।৭৩।।

অনুবাদ—সূত বলিলেন,—ভগবান্ সূর্য্যদেব যাজ্ঞবল্ক্যকর্ত্তৃক এইরূপে বন্দিত ও সন্তুষ্ট হইয়া অশ্বরূপ ধারণপূর্ব্বক যাজ্ঞবল্ক্যকে অন্যের অজ্ঞাত যজুর্ব্বেদমন্ত্র-সমূহের উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন।।৭৩।।

যজুর্ভিরকরোচ্ছাখা দশ পঞ্চ শতৈর্বিভুঃ।
জগৃহুর্বাজসন্যস্তাঃ কাণ্বমাধ্যন্দিনাদয়ঃ।।৭৪।।

অন্বয়ঃ—বিভুঃ (স যাজ্ঞবল্ক্যঃ) শতৈঃ (অপরিমিতৈঃ) যজুর্ভিঃ (যজুর্মন্ত্রৈঃ) দশ পঞ্চ চ (পঞ্চদশেত্যর্থঃ) শাখাঃ অকরোৎ (কল্পিতবান্) কাণ্বমাধ্যন্দিনাদয়ঃ তাঃ বাজসন্যঃ (রবিণা অশ্বরূপেণ বাজেভ্যঃ কেশরেভ্যো বাজেন বেগেন বা সংন্যস্তাঃ ত্যক্তাঃ শাখা বাজসনীসংজ্ঞাস্তাঃ) জগৃহুঃ (গৃহীতবন্তঃ)।।৭৪।।

অনুবাদ—যাজ্ঞবল্ক্য ঐ অপরিমিত যজুর্ব্বেদীয় মন্ত্রদ্বারা পঞ্চদশশাখার প্রণয়ন করিলেন এবং কাণ্ব মাধ্যন্দিন প্রভৃতি ঋষিগণ ঐ বাজসনী শাখাসমূহ গ্রহণ করিয়াছিলেন।।৭৪।।

বিশ্বনাথ— পঞ্চদশশাখাঃ শতৈরপরিমিতৈর্যজুর্ভিরকরোৎ। স তৈরিতি দন্ত্যপাঠে স বিভুর্যাজ্ঞবল্ক্যস্তৈর্যজুর্ভিরকরোৎ। বাজেভ্যঃ সূর্য্যাশ্বকেশরেভ্যঃ সম্যক্ নয়ন্তীতি বাজসংন্যঃ শাখাস্তাঃ কণ্বাদয়ো মুনয়ো জগৃহুরধীতবন্তঃ।।৭৪।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— পঞ্চদশ শাখা অপরিমিত যজুমন্ত্রদ্বারা প্রণয়ন করিলেন, সেই যাজ্ঞবল্ক্য বাজসমূহ দ্বারা

সূর্য্যের অশ্বকেশর সমূহ হইতে সম্পূর্ণ গ্রহণ করিয়াছেন বাজসনীয় শাখা তাহা কণ্বাদিমুনিগণ গ্রহণ করিয়া অধ্যয়ন করিয়াছেন।। ৭৪।।

জৈমিনেঃ সামগস্যাসীৎ সুমন্তুস্তনয়ো মুনিঃ।
সুত্বাংস্তু তৎসুতস্তাভ্যামেকৈকাং প্রাহ সংহিতাম্॥৭৫॥

অন্বয়ঃ—সামগস্য (সামবেদজ্ঞস্য) জৈমিনেঃ সুমন্তুঃ (তন্নামঃ) তনয়ঃ (পুত্রঃ) আসীৎ তৎসুতঃ (সুমন্তু-সুতঃ) তু সুত্বান্ (তন্নামক আসীৎ) মুনিঃ (জৈমিনিঃ) সংহিতাং (দ্বিধা বিভজ্য) তাভ্যাং (পুত্রপৌত্রাভ্যাম্) একৈকাং (সংহিতাং) প্রাহ (উক্তবান্)।। ৭৫।।

অনুবাদ— সামবেদজ্ঞ জৈমিনির সুমন্তুনামক পুত্র এবং সুমন্তুর সুত্বান্ নামক পুত্র ছিলেন। জৈমিনি নিজ-সংহিতা দ্বিধা বিভক্ত করিয়া পুত্র ও পৌত্রকে এক এক শাখায় উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন।। ৭৫।।

বিশ্বনাথ— সামবেদশাখাবিভাগমাহ জৈমিনেরিতি। তৎসুতঃ সুমন্তুসুতঃ। জৈমিনিস্তাভ্যাং পুত্রপৌত্রাভ্যাং ক্রমেণ একৈকাং প্রাহ।। ৭৫।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—সামবেদ শাখার বিভাগ বলিতে-ছেন—জৈমিনি সমুন্তুর পুত্র তাহাদের দুইজন হইতে পুত্র পৌত্রাদিক্রমে এক একটি সংহিতা বলিয়াছেন।। ৭৫।।

সুকর্ম্মা চাপি তচ্ছিষ্যঃ সামবেদতরোর্মহান্।
সহস্রসংহিতাভেদং চক্রে সাম্নাং ততো দ্বিজ।। ৭৬।।
হিরণ্যনাভঃ কৌশল্যঃ পৌষ্যঞ্জিশ্চ সুকর্ম্মণঃ।
শিষ্যৌ জগৃহতুশ্চান্য আবন্ত্যো ব্রহ্মবিত্তমঃ।। ৭৭।।

অন্বয়ঃ— (হে) দ্বিজ! তচ্ছিষ্যঃ (জৈমিনেঃ শিষ্যঃ) মহান্ (অতিমেধাবী) সুকর্ম্মা চ অপি সামবেদতরোঃ (সামবেদরূপস্য মহাবৃক্ষস্য) সহস্রসংহিতাভেদং (সহস্র-শাখাবিভাগং) চক্রে (কৃতবান্ ততঃ অনন্তরং) সুকর্ম্মণঃ শিষ্যৌ কৌশল্যঃ হিরণ্যনাভঃ (কুশলনন্দনো হিরণ্যনাভস্তথা) পৌষ্যঞ্জিঃ চ (এতৌ দ্বৌ) সাম্নাং (তৎ সংহিতা-ভেদং) জগৃহতুঃ (গৃহীতবন্তৌ কিঞ্চ) ব্রহ্মবিত্তমঃ (ব্রহ্মজ্ঞ-শ্রেষ্ঠঃ) আবন্ত্যঃ (তন্নামকঃ) অন্য চ (কশ্চিৎ শিষ্যো জগ্রাহ)।। ৭৬-৭৭।।

অনুবাদ— হে দ্বিজ! জৈমিনির অতিমেধাবী শিষ্য সুকর্ম্মাও সামবেদমহাবৃক্ষের সহস্র শাখা বিভাগ করিয়া-ছিলেন। অনন্তর কুশলনন্দন হিরণ্যনাভ ও পৌষ্যঞ্জি এই শিষ্যদ্বয় এবং আবন্ত্যনামক অন্য একজন ব্রহ্মজ্ঞপ্রবর শিষ্য ঐ বিভক্ত সংহিতারাশি গ্রহণ করিয়াছিলেন।।৭৬-৭৭

বিশ্বনাথ— তচ্ছিষ্যঃ জৈমিনেঃ শিষ্যঃ সামবেদ-তরোঃ সামবেদতরুসম্বন্ধী তচ্ছিষ্যো মহানভূদিত্যর্থঃ। অতএব সাম্নামেষ সংহিতাভেদশ্চক্রে হিরণ্যনাভঃ কৌশল্যঃ কৌশলদেশোদ্ভবঃ পৌষ্যঞ্জিশ্চ সুকর্ম্মণঃ শিষ্যোঽন্য আবন্ত্যশ্চ তচ্ছিষ্যঃ সোঽপি জগ্রাহ।।৭৬-৭৭।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— জৈমিনির শিষ্য সামবেদ তরু সম্বন্ধী তাঁহার শিষ্য মহান্ হইয়াছিলেন; অতএব এই সাম সংহিতাকে বিভাগ করেন হিরণ্যনাভ কৌশল দেশজাত পৌষ্যবিষ্ণু ও সুকর্ম্মার শিষ্য অন্য অবন্তিদেশজাত তাঁহার শিষ্য তিনিও ঐ বেদ গ্রহণ করেন।। ৭৬-৭৭।।

উদীচ্যাঃ সামগাঃ শিষ্যা আসন্ পঞ্চশতানি বৈ।
পৌষ্যঞ্জ্যাবন্ত্যয়োশ্চাপি তাংশ্চ প্রাচ্যান্ প্রচক্ষতে।।৭৮

অন্বয়ঃ—পৌষ্যঞ্জ্যাবন্ত্যয়োঃ চ অপি (পৌষ্যঞ্জেরা-বন্ত্যস্য হিরণ্যনাভস্যাপি) উদীচ্যাঃ (উত্তরদেশীয়াঃ) পঞ্চশতানি সামগাঃ (সামবেদজ্ঞাঃ) শিষ্যাঃ আসন্ বৈ (অভবন্ তে) তান্ প্রাচ্যান্ চ (তান্ উদীচ্যান্ তথা কালতঃ কাংশ্চিৎ প্রাচ্যদেশীয়ান্ চ) প্রচক্ষতে (উপদিষ্টবন্তঃ)।।

অনুবাদ—পৌষ্যঞ্জি, আবন্ত্য ও হিরণ্যনাভের উত্তরদেশীয় পঞ্চশত সামবেদজ্ঞ শিষ্য হইয়াছিলেন। তাঁহারা কালান্তরে উত্তরদেশীয় ও পূর্ব্বদেশীয়গণকে তদ্‌বিষয়ে উপদেশ প্রদান করেন।। ৭৮।।

বিশ্বনাথ—তত্র হিরণ্যনাভস্য পঞ্চশতানি শিষ্যা

উদীচ্যা আসন। পৌষ্যঞ্জ্যাবন্ত্যয়োরপি তাবন্ত এব শিষ্যাস্তাংস্তু প্রাচ্যান্ প্রাচ্যসামগান্ তেচ তেচ তাবতীঃ শাখা জগৃহুঃ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—তন্মধ্যে হিরণ্যনাভের পঞ্চশত-শিষ্যগণ উত্তরদেশীয় ছিলেন। পৌষ্যঞ্জ ও আবন্ত ইহারও ঐ সংখ্যকই শিষ্যগণ, তাঁহারা পূর্ব্ব সামগ, তাঁহারা তাঁহারাও ঐ অত সংখ্যক শাখা গ্রহণ করেন।। ৭৮।।

লৌগাক্ষির্মাঙ্গলিঃ কুল্যঃ কুশীদঃ কুক্ষিরেব চ।
পৌষ্যঞ্জিশিষ্যা জগৃহুঃ সংহিতাস্তে শতং শতম্।।৭৯।।

অন্বয়ঃ— পৌষ্যঞ্জিশিষ্যাঃ (পৌষ্যঞ্জেঃ শিষ্যাঃ) লৌগাক্ষিঃ মাঙ্গলিঃ কুল্যঃ কুশীদঃ কুক্ষিঃ এব চ তে শতং শতং সংহিতাঃ জগৃহুঃ (গৃহীতবন্তঃ)।। ৭৯।।

অনুবাদ— পৌষ্যঞ্জিশিষ্য লৌগাক্ষি, মাঙ্গলি; কুল্য, কুশীদ, কুক্ষি— ইহারা প্রত্যেকে শত শত সংহিতা গ্রহণ করিয়াছিলেন।। ৭৯।।

বিশ্বনাথ—পুনরপি পৌষ্যঞ্জিশিষ্যা লোকাক্ষ্যাদয়ঃ পঞ্চ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— পুনরায় পৌষ্যঞ্জি লোকাক্ষ্যাদি পঞ্চজন।। ৭৯।।

কৃতো হিরণ্যনাভস্য চতুর্ব্বিংশতিসংহিতাঃ।
শিষ্যা উচে স্বশিষ্যেভ্যঃ শেষা আবন্ত্য আত্মবান্।।৮০।।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দ্বাদশস্কন্ধে বেদশাখাপ্রণয়নং নাম ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।। ৬।।

অন্বয়ঃ— হিরণ্যনাভস্য শিষ্যঃ কৃতঃ (তন্নামকঃ কশ্চিৎ) স্বশিষ্যেভ্যঃ চতুর্ব্বিংশতি সংহিতাঃ উচে (উক্তবান্) আত্মবান্ (বুদ্ধিমান্) আবন্ত্যঃ শেষাঃ (অন্যা অপি যাঃ প্রসিদ্ধাঃ শাখাস্তাঃ স্বশিষ্যেভ্য উচে)।। ৮০।।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দ্বাদশস্কন্ধে ষষ্ঠোঽধ্যায়স্যান্বয়ঃ।।

অনুবাদ— হিরণ্যনাভের কৃতনামক এক শিষ্য নিজ শিষ্যগণের নিকট চতুর্ব্বিংশতি সংহিতা এবং বুদ্ধিমান্ আবন্ত্য নিজ শিষ্যগণের নিকট অন্যান্য প্রসিদ্ধশাখার উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন।। ৮০।।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দ্বাদশস্কন্ধের ষষ্ঠ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

বিশ্বনাথ—পুনরপি হিরণ্যনাভস্য শিষ্যঃ কৃতঃ। শেষা অন্যা অপি যাঃ শাখাঃ প্রসিদ্ধাস্তা আবন্ত্যঃ স্বশিষ্যেভ্য উচে।।

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।
দ্বাদশে ষষ্ঠোঽধ্যায়েঃ সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্।।

ইতি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি ঠক্কুরকৃতা শ্রীভাগবতে দ্বাদশ-স্কন্ধে ষষ্ঠোঽধ্যায়স্য সারার্থদর্শিনী টীকা সমাপ্তা।

টীকার বঙ্গানুবাদ— পুনরায় হিরণ্যনাভের শিষ্য 'কৃত' পরিশেষে অন্য যেসকল শাখা প্রসিদ্ধ হয় তাহা আবন্ত্য নিজ শিষ্যগণকে বলেন।। ৮০।।

ইতি ভক্তগণের চিত্তের আনন্দদায়িনী সারার্থ-দর্শিনীতে দ্বাদশস্কন্ধে ষষ্ঠ অধ্যায় সাধুগণের সঙ্গে সমাপ্ত হইলেন।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দ্বাদশস্কন্ধে ষষ্ঠ অধ্যায়ে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর কৃতা সারার্থ-দর্শিনী টীকার অনুবাদ সমাপ্ত হইলেন।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বাদশস্কন্ধের ষষ্ঠ অধ্যায়ের গৌড়ীয়-ভাষ্য সমাপ্ত।

সপ্তমোঽধ্যায়ঃ

সূত উবাচ—

অথর্ব্ববিৎ সুমন্তুশ্চ শিষ্যমধ্যাপয়ৎ স্বকাম্।
সংহিতাং সোঽপি পথ্যায় বেদদর্শায় চোক্তবান্।। ১।।

গৌড়ীয় ভাষ্য

সপ্তম অধ্যায়ের কথাসার

শ্রীসূত এই অধ্যায়ে অথর্ব্ববেদবিস্তার, পৌরাণিকগণের নাম, পুরাণলক্ষণ ও অষ্টাদশমহাপুরাণের নাম বর্ণন করিয়া বলিয়াছেন যে, যাঁহারা এই বর্ণনা শিষ্য-প্রশিষ্য-ক্রমে শ্রবণ করেন তাঁহাদের ব্রহ্মতেজ বর্দ্ধিত হইয়া থাকে।

অন্বয়ঃ—সূতঃ উবাচ—অথর্ব্ববিৎ (অথর্ব্ববেদজ্ঞঃ) সুমন্তুঃ চ শিষ্যং (কবন্ধনামানং) স্বকাম্ সংহিতাম্ (অথর্ব্বসংহিতাম্) অধ্যাপয়ৎ (উপদিষ্টবান্) সঃ (শিষ্যঃ) অপি (তাং দ্বিধা বিভজ্য) পথ্যায় বেদদর্শায় চ উক্তবান্ (উপদিষ্টবান্)।। ১।।

অনুবাদ— সূত বলিলেন,—অথর্ব্ববেদজ্ঞ সুমন্তু কবন্ধনামক শিষ্যকে নিজ সংহিতা বিষয়ে উপদেশ প্রদান করিলে কবন্ধ তাহা দ্বিধা বিভক্ত করিয়া পথ্য ও বেদদর্শ-নামক শিষ্যদ্বয়কে তদ্‌বিষয়ে উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন।

বিশ্বনাথ—

সপ্তমোঽথর্ব্বণো ব্যাসং পুরাণস্য চ তস্য চ।
লক্ষণানি দশ প্রোচ্য তস্য সংখ্যা চ কথ্যতে।।
শিষ্যং বিষ্ণুপুরাণোক্তং কবন্ধসংজ্ঞম্।। ১।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— সপ্তম অধ্যায়ে অথর্ব্ববেদ বিস্তার পুরাণের ও অর্থর্ব্ববেদের দশলক্ষণ বলিয়া তাঁহার সংখ্যাও শিষ্যকে বলিতেছেন অর্থাৎ বিষ্ণুপুরাণোক্ত কবন্ধ নামককে।। ১।।

শৌক্লায়নির্ব্রহ্মবলির্মোদোষঃ পিপ্পলায়নিঃ।
বেদদর্শস্য শিষ্যাস্তে পথ্যশিষ্যানথো শৃণু।
কুমুদঃ শুনকো ব্রহ্মন্ জাজলিশ্চাপ্যথর্ব্ববিৎ।। ২।।

অন্বয়ঃ—শৌক্লায়নিঃ ব্রহ্মবলিঃ মোদোষঃ পিপ্পলায়নিঃ তে (চত্বারঃ) বেদদর্শস্য শিষ্যাঃ (অভবন্) অথো (ইদানীং) পথ্যশিষ্যান শৃণু (হে) ব্রহ্মন্! কুমুদঃ শুনকঃ জাজলিঃ চ অপি অথর্ব্ববিৎ (পথ্যাদথর্ব্ববেদং জ্ঞাতবান্)।। ২।।

অনুবাদ—শৌক্লায়নি, ব্রহ্মবলি, মোদোষ, পিপ্পলায়নি—এই চারিজন বেদদর্শের শিষ্য হইয়াছিলেন। সম্প্রতি পথ্যশিষ্যগণের নাম শ্রবণ করুন্। হে ব্রহ্মন্! কুমুদ, শুনক ও জাজলি—ইঁহারা পথ্য হইতে অথর্ব্ববেদ জ্ঞাত হইয়াছিলেন।। ২।।

বভ্রুঃ শিষ্যোঽথাঙ্গিরসঃ সৈন্ধবায়ন এব চ।
অধীয়েতাং সংহিতে দ্বে সাবর্ণাদ্যাস্তথাপরে।। ৩।।

অন্বয়ঃ— অথ অঙ্গিরসঃ (শুনকস্য) শিষ্যো বভ্রুঃ সৈন্ধবায়নঃ এব চ দ্বে সংহিতে (শুনকেন বিভক্তং সংহিতাদ্বয়ম্) অধীয়েতাং (জ্ঞাতবন্তৌ) তথা সাবর্ণাদ্যাঃ (সাবর্ণ-প্রভৃতয়ঃ) অপরে (সৈন্ধবায়নাদীনাং শিষ্যাস্তাং জ্ঞাতবন্তঃ)।।

অনুবাদ— অনন্তর শুনকশিষ্য বভ্রু ও সৈন্ধবায়ন—ইঁহারা দুইজনে শুনককর্ত্তৃক বিভক্ত সংহিতাদ্বয় অবগত হইয়াছিলেন। অতঃপরে সৈন্ধবায়ন প্রভৃতির শিষ্য সাবর্ণ প্রভৃতি তাহা শিক্ষা করিয়াছিলেন।। ৩।।

বিশ্বনাথ— অঙ্গিরসঃ শুনকস্য শিষ্যো বভ্রুঃ। সাবর্ণাদ্যাঃ সৈন্ধবায়নাদীনাং শিষ্যাঃ।। ৩।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— অঙ্গিরস শুনকের শিষ্য বভ্রু। সাবর্ণাদি সৈন্ধবায়নাদিশিষ্য।। ৩।।

নক্ষত্রকল্পঃ শান্তিশ্চ কশ্যপাঙ্গিরসাদয়ঃ।
এতে আথর্ব্বণাচার্য্যাঃ শৃণু পৌরাণিকান্ মুনে।। ৪।।

অন্বয়ঃ—নক্ষত্রকল্পঃ শান্তিঃ (শান্তিকল্পঃ) কশ্যপাঙ্গিরসাদয়ঃ এতে আথর্ব্বণাচার্য্যাঃ (অথর্ব্ববেদগুরবো বভূবুঃ হে) মুনে! (অথ) পৌরাণিকান্ (পৌরাণিকানাং নামানি) শৃণু।।

অনুবাদ—হে মুনিবর! অনন্তর নক্ষত্রকল্প, শান্তিকল্প, কশ্যপ, আঙ্গিরস প্রভৃতি অথর্ব্ববেদের আচার্য্য হইয়াছিলেন। সম্প্রতি পৌরাণিকগণের নাম শ্রবণ করুন।। ৪

ত্রয্যারুণিঃ কশ্যপশ্চ সাবর্ণিরকৃতব্রণঃ।
বৈশম্পায়নহারীতৌ ষড়্বৈ পৌরাণিকা ইমে।। ৫।।

অন্বয়ঃ— ত্রয্যারুণিঃ কশ্যপঃ সাবর্ণিঃ অকৃতব্রণঃ চ বৈশম্পায়নহারীতৌ (বৈশম্পায়নশ্চ হারীতশ্চ) ইমে ষট্ বৈ পৌরাণিকাঃ (পুরাণাচার্য্যা আসন্)।। ৫।।

অনুবাদ— ত্রয্যারুণি, কশ্যপ, সাবর্ণি, অকৃতব্রণ, বৈশম্পায়ন, হারীত—এই ছয়জন পৌরাণিক আচার্য্য।।

অধীয়ন্ত ব্যাসশিষ্যাৎ সংহিতাং মৎপিতুর্মুখাৎ।
একৈকামহমেতেষাং শিষ্যঃ সর্ব্বাঃ সমধ্যগাম্।। ৬।।

অন্বয়ঃ— ব্যাসশিষ্যাৎ মৎপিতুঃ মুখাৎ (মম পিতৃ রোমহর্ষণস্য মুখাৎ তে ত্রয্যারুণ্যাদয়ঃ) একৈকাং সংহিতাম্ অধীয়ন্ত (অধীতবন্তঃ) এতেষাং (ষণ্ণাং) শিষ্যঃ অহং সর্ব্বাঃ (ষড়েব সংহিতাঃ) সমধ্যগাম্ (অধীতবান্)।। ৬।।

অনুবাদ— ব্যাসদেবের শিষ্য, মদীয় পিতৃদেব রোমহর্ষণের নিকট তাঁহারা এক একটি সংহিতা অধ্যয়ন করেন। আমি এই ছয়জনের শিষ্যরূপে ছয়টি সংহিতা অধ্যয়ন করিয়াছি।। ৬।।

বিশ্বনাথ—মৎপিতুরোমহর্ষণস্য। এতেষাং যণ্ণামপ্যহং শিষ্যঃ।। ৬।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— আমার পিতালোমহর্ষণের এই ছয়জনেরও আমি শিষ্য।। ৬।।

কশ্যপোঽহঞ্চ সাবর্ণী রামশিষ্যোঽকৃতব্রণঃ।
অধীমহি ব্যাসশিষ্যাচ্চত্বারো মূলসংহিতাঃ।। ৭।।

অন্বয়ঃ— কশ্যপঃ অহং সাবর্ণী রামশিষ্যঃ (রামস্য শিষ্যঃ) অকৃতব্রণঃ চ (এতে) চত্বারঃ ব্যাসশিষ্যাৎ (মৎপিতৃ রোমহর্ষণাৎ) মূলসংহিতাঃ (চতস্রঃ) অধীমহি (অধীতবন্তঃ)।। ৭।।

অনুবাদ—কশ্যপ, আমি, সাবর্ণি ও রামশিষ্য অকৃতব্রণ এই চারিজন পিতা রোমহর্ষণের নিকট মূলসংহিতাচতুষ্টয় অধ্যয়ন করিয়াছি।। ৭।।

বিশ্বনাথ— ব্যাসশিষ্যাৎ লোমহর্ষণাৎ।। ৭।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—ব্যাস শিষ্য লোমহর্ষণ হইতে।।

পুরাণলক্ষণং ব্রহ্মন্ ব্রহ্মর্ষিভির্নিরূপিতম্।
শৃণুষ্ব বুদ্ধিমাশ্রিত্য বেদশাস্ত্রানুসারতঃ।। ৮।।

অন্বয়ঃ—(হে) ব্রহ্মন্! ব্রহ্মর্ষিভি বেদশাস্ত্রানুসারতঃ নিরূপিতং (নির্ণীতং) পুরাণলক্ষণং বুদ্ধিম্ আশ্রিত্য (সাবধানঃ সন্) শৃণুষ্ব।। ৮।।

অনুবাদ—হে ব্রহ্মন্! সম্প্রতি সাবধান হইয়া ব্রহ্মর্ষিগণকর্ত্তৃক বেদশাস্ত্রানুসারে নির্ণীত পুরাণ-লক্ষণ শ্রবণ কর।

বিশ্বনাথ— ব্রহ্মর্ষিভিঃ শ্রীশুকবচনৈরুপক্রমে যদুক্তং প্রায়েণ তদেবোপসংহারেঽপ্যুচ্যতে।। ৮।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— ব্রহ্মর্ষিগণকর্ত্তৃক শ্রীশুকবচন সমূহদ্বারা প্রথমে যাহা বলা হইয়াছে তাহাই অধিকাংশ উপসংহারেও বলিতেছেন।। ৮।।

সর্গোঽস্যাথ বিসর্গশ্চ বৃত্তিরক্ষান্তরাণি চ।
বংশো বংশানুচরিতং সংস্থা হেতুরপাশ্রয়ঃ।। ৯।।
দশভির্লক্ষণৈর্যুক্তং পুরাণং তদ্বিদো বিদুঃ।
কেচিৎ পঞ্চবিধং ব্রহ্মন্ মহদল্পব্যবস্থয়া।। ১০।।

অন্বয়ঃ— অস্য (বিশ্বস্য) সর্গঃ (সৃষ্টিঃ) অথ বিসর্গঃ চ বৃত্তিরক্ষান্তরাণি চ (বৃত্তিঃ স্থিতিঃ রক্ষা পোষণম্ অন্তরাণি মন্বন্তরাণি চ) বংশঃ বংশানুচরিতং (বংশানুকীর্ত্তনং) সংস্থা (নিরোধঃ) হেতুঃ (জীবাশ্রয়বাসনাশব্দবাচ্যা উতয়ঃ) অপাশ্রয়ঃ (আশ্রয়শ্চৈতৈঃ) দশভিঃ লক্ষণৈঃ যুক্তং (শাস্ত্রং)

তদ্বিদঃ (পুরাণবিদঃ) পুরাণং বিদুঃ (জানন্তি) ব্রহ্মন্! (হে মুনিবর!) কেচিৎ মহদল্পব্যবস্থয়া পঞ্চবিধং (বিদুরিত্যর্থঃ; মহৎপুরাণমল্পঞ্চেতি ব্যবস্থয়া, যত্র দশ লক্ষণানি পৃথক্ পৃথঙ্ নিরূপ্যন্তে তন্মহাপুরাণং, যত্র ত্বন্যেষাং পঞ্চস্বেবান্তর্ভাবস্য বিবক্ষা তদল্পমিতি ব্যবস্থয়েত্যর্থঃ।।

অনুবাদ— পুরাণজ্ঞ পণ্ডিতগণ বিশ্বের সৃষ্টি, বিসর্গ, বৃত্তি, রক্ষা, মন্বন্তর, বংশ, বংশানুচরিত, সংস্থা, হেতু ও অপাশ্রয়—এই দশলক্ষণযুক্ত শাস্ত্রকে পুরাণ বলিয়া অবগত হইয়া থাকেন। হে মুনিবর! কেহ কেহ দশলক্ষণ যুক্ত শাস্ত্রকে মহাপুরাণ এবং পঞ্চলক্ষণযুক্ত শাস্ত্রকে উপপুরাণ বলিয়া থাকেন।। ৯-১০।।

বিশ্বনাথ— কেচিৎ পঞ্চবিধমিতি। সর্গশ্চ প্রতিসর্গশ্চ বংশো মন্বন্তরাণি চ। বংশানুচরিতঞ্চেতি পুরাণং পঞ্চলক্ষণমিতি। মহৎ অল্পঞ্চেতি ব্যবস্থয়া যত্র দশাপি লক্ষণানি পৃথঙ্নিরূপ্যন্তে। তন্মহাপুরাণং যত্র ত্বন্যেষাং পঞ্চস্বেবান্তর্ভাবো বিবক্ষিতস্তদল্পমিতি ব্যবস্থয়েত্যর্থঃ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— মহাপুরাণ দশলক্ষণ কেহ কেহ পঞ্চ লক্ষণ বলেন স্বর্গ, প্রতিসর্গ, বংশ, মন্বন্তর সমূহ, বংশের পশ্চাৎ চরিত, এই পঞ্চলক্ষণ পুরাণ।

মহাপুরাণ ও অল্পপুরাণ এই ব্যবস্থা দ্বারা যেখানে দশ লক্ষণ তাহাকে পৃথক্ নিরুপণ করা হইতেছে, তাহা মহাপুরাণ যেখানে অন্য পঞ্চপুরাণের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে তাহা অল্প পুরাণ ব্যবস্থা দ্বারা।। ৯-১০।।

অব্যাকৃতগুণক্ষোভান্মহতস্ত্রিবৃতোঽহমঃ।
ভূতসূক্ষ্মেন্দ্রিয়ার্থানাং সম্ভবঃ সর্গ উচ্যতে।। ১১।।

অন্বয়ঃ—অব্যাকৃতগুণক্ষোভাৎ মহতঃ (অব্যাকৃতস্য প্রধানস্য গুণানাং ক্ষোভাদ্ যো মহান্ তস্মাৎ) ত্রিবৃতঃ অহমঃ (যস্ত্রিবৃহদহঙ্কারস্তস্মাৎ) ভূতসূক্ষ্মেন্দ্রিয়ার্থানাং (ভূতমাত্রানাং সূক্ষ্মাণামিন্দ্রিয়াণাঞ্চ তদর্থাণাঞ্চ স্থূলানাং দেবতানাঞ্চ যঃ) সম্ভবঃ (উৎপত্তিঃ সঃ) সর্গঃ উচ্যতে (অভিধীয়তে)।। ১১।।

অনুবাদ— প্রধানের গুণক্ষোভজনিত মহত্তত্ত্ব হইতে ত্রিবিধ-অহঙ্কারক্রমে ভূততন্মাত্র, ইন্দ্রিয়, বিষয় ও দেবতাগণের উৎপত্তি 'সৃষ্টি' নামে অভিহিত হইয়া থাকে।। ১১

বিশ্বনাথ—অত্র সর্গং ব্যাচষ্টে। অব্যাকৃতস্য প্রধানস্য গুণানাং ক্ষোভাৎ যো মহান্ তস্মাৎ। যস্ত্রিবৃহদহঙ্কারস্তস্মাৎ ভূতমাত্রাদীনাং সম্ভবঃ সর্গঃ। অত্রার্থশব্দেন দেবতা জ্ঞেয়াঃ। কারণসৃষ্টিঃ সর্গ ইত্যর্থঃ। উচ্যত ইতি। যথাপেক্ষমুত্তরত্রাপ্যানুষঙ্গঃ।। ১১।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—ইহাদের মধ্যে সর্গ ব্যাখ্যা করা হইতেছে—অব্যাকৃত প্রধানের গুণসমূহের ক্ষোভ হইতে যে মহান্, তাহা হইতে তিনগুণের অহঙ্কার, তাহা হইতে ভূত মাত্রাদির সৃষ্টি হয়, এইস্থলে অর্থ শব্দে দেবতা জানিতে হইবে কারণ সৃষ্টি সর্গ বলা হইতেছে যাহাকে অপেক্ষা করিয়া পরেও অনুষঙ্গ।। ১১।।

পুরুষানুগৃহীতানামেতেষাং বাসনাময়ঃ।
বিসর্গোঽয়ং সমাহারো বীজাদ্বীজং চরাচরম্।। ১২।।

অন্বয়ঃ— পুরুষানুগৃহীতানাং (পুরুষেণেশ্বরেণানুগৃহীতানাম্) এতেষাং (মহদাদীনাং) বাসনাময়ঃ (পূর্ব্বকর্ম্মবাসনাপ্রধানঃ) অয়ং সমাহারঃ (কার্য্যভূতঃ) বীজাৎ বীজং (বীজাদ্ বীজমিব প্রবাহাপন্নঃ) চরাচরং (চরাচরপ্রাণিরূপঃ) বিসর্গঃ (উচ্যতে)।। ১২।।

অনুবাদ— ঈশ্বরানুগৃহীত মহত্তত্ত্ব প্রভৃতি পদার্থের বীজ হইতে বীজান্তরের উৎপত্তির ন্যায় পূর্ব্বকর্ম্মবাসনানুরূপ চরাচর কার্য্য-প্রবাহই 'বিসর্গ' নামে উক্ত হয়।।১২

বিশ্বনাথ—বিসর্গং ব্যাচষ্টে। পুরুষেণেশ্বরেণানুগৃহীতানাং এতেষাং যঃ সমাহারঃ কার্য্যভূতঃ সমষ্টিব্যষ্টিজীবোপাধিরূপঃ। কীদৃশঃ বাসনাময়ঃ সদসদ্বাসনাপ্রধানঃ স বিসর্গঃ। তত্র চরাচরং জঙ্গমস্থাবরাত্মকং জগদিদং বীজাদ্বীজমিব প্রবাহাপন্নং ভবতি। 'উতয়ঃ কর্ম্মবাসনা' ইতি পূর্ব্বলক্ষিতা যা উতিঃ সাত্র বিসর্গ এবান্তর্ভাবিতা।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— বিসর্গ বলিতেছেন—ঈশ্বর

কর্ত্তৃক অনুগৃহীত ইহাদের সমাহার কার্য্যরূপ সমষ্টি ব্যষ্টি জীব-উপাধি রূপ। কীদৃশ বাসনাময় সদসৎ বাসনা প্রধান তাহা বিসর্গ। তাহার মধ্যে জঙ্গমস্থাবররূপ এই জগৎ বীজ হইতে বীজের ন্যায় প্রবাহক্রমে হয়। উতী কর্ম্ম-বাসনা ইহা পূর্ব্বলক্ষিত যে উতী তাহা এইস্থলে বিসর্গ মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে।। ১২।।

বৃত্তির্ভূতানি ভূতানাং চরাণামচরাণি চ।
কৃতা স্বেন নৃণাং তত্র কামচ্চোদনয়াপি বা।। ১৩।।

অন্বয়ঃ— চরাণা ভূতানাং (সামান্যতঃ) অচরাণি চ (চকারাচ্চরাণি চ) ভূতানি বৃত্তিঃ (ভবতি) তত্র নৃণাং স্বেন (স্বভাবেন) কামাৎ চোদনয়া (বিধিবাক্যপ্রেরণয়া) অপি বা কৃতা (যা নিয়তা বৃত্তিঃ জীবিকা সা বৃত্তিরুচ্যতে)।। ১৩।।

অনুবাদ— চরভূতগণের সাধারণতঃ অচরভূতগণ এবং কদাচিৎ চরভূতগণও বৃত্তিস্বরূপ হইয়া থাকে। তন্মধ্যে মানবগণের স্বভাবতঃ এবং বিধিবাক্যপ্রেরণাদ্বারা যে জীবিকা নিয়ত হইয়াছে, তাহাই 'বৃত্তি' বলিয়া জানিবে।।

বিশ্বনাথ— পূর্ব্বোক্তং স্থানং পালনমেবাত্র বৃত্তি-শব্দেনোচ্যতে। তাং ব্যাচষ্টে বৃত্তিরিতি। চরাণাং ভূতানাং সাম্যন্যতোঽচরাণি চকারাচ্চরাণি চ কামাদ্বৃত্তিঃ। তত্র নৃণাং স্বেন স্বভাবেন কামাৎ চোদনয়াপি বা যা নিয়তা বৃত্তিৰ্জীবিকা কৃতা সা বৃত্তিরুচ্যত ইত্যর্থঃ। তেষাং চরা-চরাণান্ত্বাশ্রয়ঃ সর্ব্বৈব পৃথ্বীতি বৃত্তিপ্রসঙ্গ এব ভূগোলচক্রং পঞ্চমস্কন্ধে নিরূপিতম্।। ১৩।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— পূর্ব্বোক্তস্থান পালনই এইস্থলে বৃত্তিশব্দে বলা হইতেছে তাহাকে ব্যাখ্যা করিতেছেন— চরাচর ভূতসমূহের কামনা হইতে বৃত্তি তন্মধ্যে মনুষ্য-গণের নিজ স্বভাব দ্বারা কামনা হইতে অথবা প্রেরণা দ্বারাও যে নিয়ত জীবিকা করা হইয়াছে তাহাকে বৃত্তি বলা হয়, সেই চরাচর জীবসমূহের আশ্রয় সমগ্র পৃথিবী বৃত্তি প্রসঙ্গেই ভূগোল চক্র পঞ্চমস্কন্ধে নিরূপিত হইয়াছে।। ১৩।।

রক্ষাচ্যুতাবতারেহা বিশ্বস্যানু যুগে যুগে।
তির্য্যঙ্‌মর্ত্ত্যর্ষিদেবেষু হন্যন্তে যৈস্ত্রয়ীদ্বিষঃ।। ১৪।।

অন্বয়ঃ— যুগে যুগে অনু (প্রতিযুগং) তির্য্যঙ্-মর্ত্ত্যর্ষিদেবেষু অচ্যুতাবতারেহা (যেহচ্যুতাবতারাস্তেষা-মীহালীলা) বিশ্বস্য রক্ষা (উচ্যতে) যৈঃ (অবতারৈঃ) ত্রয়ীদ্বিষঃ (দৈত্যাঃ) হন্যন্তে (বিনাশ্যন্ত)।। ১৪।।

অনুবাদ— প্রতিযুগে তির্য্যক্, মর্ত্ত্য, ঋষি ও দেবগণ মধ্যে ভগবান্ শ্রীহরির দৈত্যবিনাশন যে-সকল অবতার হইয়া থাকে, তাঁহাদের লীলাই 'রক্ষা' নামে অভিহিত হইয়াছে।। ১৪।।

বিশ্বনাথ— পোষণং তদনুগ্রহ ইতি পূর্ব্বলক্ষিতং পোষণমেবাত্র রক্ষাশব্দেনোচ্যতে। তাং ব্যাচষ্টে রক্ষেতি। তির্য্যগাদিষু যাচ্যুতস্যাবতারেহা অবতারকারণং সৈব রক্ষা। কুত ইত্যত আহ যৈরবতারৈস্ত্রয়ীদ্বিষো হন্যন্তে ইত্যতো দুষ্টনিগ্রহাৎ স্বভক্তরক্ষণমেব রক্ষেত্যর্থ। আয়াতঃ উপলক্ষণ-মেতদন্যদাপি মহাভয়াৎ স্বভক্তরক্ষণং রক্ষোচ্যতে। অতএব ষষ্ঠেঽজামিলাদিভক্তানাং রক্ষোক্তা।। ১৪।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— পোষণ পরমেশ্বরের অনুগ্রহ ইহা পূর্ব্বলক্ষিত পোষণই এইস্থলে রক্ষণ শব্দ দ্বারা বলা হইতেছে। তাহাকে ব্যাখ্যা করা হইতেছে তির্য্যগাদি প্রাণীর মধ্যে ভগবানের যে অবতার ইচ্ছা অবতার কারণ তাহাই রক্ষা। কি কারণ? ইহার উত্তরে বলিতেছেন—যে সকল অবতার দ্বারা বেদ-বিদ্বেষিগণকে হত্যা করা হয়। এই কারণ দুষ্ট নিগ্রহ হইতে নিজ ভক্ত রক্ষণই রক্ষা। ইহা উপলক্ষণ হইলেও অন্য সময়েও মহাভয় হইতে নিজ ভক্তরক্ষাকেই রক্ষা বলা হয়। এই কারণে ষষ্ঠস্কন্ধে অজামি-লাদি ভক্তগণের রক্ষা করিয়াছেন।। ১৪।।

মন্বন্তরং মনুর্দেবা মনুপুত্রাঃ সুরেশ্বরাঃ।
ঋষয়োঽংশাবতারাশ্চ হরেঃ ষড়্‌বিধমুচ্যতে।। ১৫।।

অন্বয়ঃ— মনুঃ দেবাঃ মনুপুত্রাঃ সুরেশ্বরাঃ হরেঃ (শ্রীকৃষ্ণস্য) অংশাবতারাঃ চ (এতে ষড়্‌বর্গা যদা স্বস্বাধি-কারেণ প্রবর্ত্তন্তে তৎ তৎ) ষড়্‌বিধং মন্বন্তরম্ উচ্যতে।।

অনুবাদ— মনু, দেবগণ, মনুপুত্রগণ, সুরেশ্বরগণ, ঋষিগণ এবং শ্রীহরির অবতারগণ যে-যে-কালে নিজ-নিজ অধিকারে প্রবৃত্ত হন, তাহাই ষড়্‌বিধ 'মন্বন্তর' নামে কথিত হয়।। ১৫।।

বিশ্বনাথ— মন্বন্তরাণি সদ্ধর্ম্ম ইতি পূর্ব্বলক্ষিতং মন্বন্তরং ব্যাচষ্টে মন্বন্তরমিতি—বিদধতি স্বস্বকৃত্যং কুর্ব্বন্তীতি বিধা মন্বাদয়স্তে ষট্ যত্র তৎ ষড়্‌বিধং ষড়ঙ্গমিত্যর্থঃ। মন্বাদয়ঃ ষড়েতে স্বস্বাধিকারেণ যত্র প্রবর্ত্তন্তে তন্মান্বন্তরমিত্যর্থঃ।। ১৫।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— মন্বন্তরসমূহ সদ্ধর্ম্ম ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, এখন মন্বন্তর ব্যাখ্যা করিতেছেন—মন্বন্তর অর্থাৎ মন্বন্তরকে বিধান করেন। নিজ নিজ কৃত্য করেন বিধা মন্বাদি, তাঁহারা ছয়জন যেখানে তাহা ষড়্‌বিধ অর্থাৎ ষড়ঙ্গ। মনু প্রভৃতি এই ছয়জন নিজ নিজ অধিকার দ্বারা যেখানে প্রবর্ত্তিত হন তাহা মন্বন্তর।। ১৫।।

রাজ্ঞাং ব্রহ্মপ্রসূতানাং বংশস্ত্রৈকালিকোঽন্বয়ঃ।
বংশানুচরিতং তেষাং বৃত্তং বংশধরাশ্চ যে।। ১৬।।

অন্বয়ঃ—ব্রহ্মপ্রসূতানাং (ব্রহ্মণঃ সকাশাৎ প্রসূতির্যেষাং শুদ্ধানামিত্যর্থঃ) রাজ্ঞাং ত্রৈকালিকঃ (ত্রিকালবর্ত্তী) অন্বয়ঃ (অনুবর্ত্তনং) বংশঃ (উচ্যতে) তেষাং (রাজ্ঞাং বৃত্তং তথা) যে বংশধরাঃ চ (তেষাঞ্চ) বৃত্তং (চরিতং তৎ) বংশানুচরিতম্ (উচ্যতে)।। ১৬।।

অনুবাদ— ব্রহ্মসম্ভূত বিশুদ্ধরাজগণের ত্রৈকালিক অনুবর্ত্তন 'বংশ' এবং তাঁহাদের ও তদীয় বংশধরগণের চরিত 'বংশানুচরিত' নামে উক্ত হইয়া থাকে।। ১৬।।

বিশ্বনাথ— বংশং ব্যাচষ্টে রাজ্ঞামিতি। ব্রহ্মণঃ সকাশাৎ প্রসূতির্যেষাং তেষামন্বয়ো বংশঃ। বংশানুচরিতং ব্যাচষ্টে। তেষাং মধ্যে যে বংশধরাঃ প্রসিদ্ধাঃ প্রিয়ব্রতধ্রুবপৃথ্বাদয়স্তেষাং বৃত্তং চরিত্রং বংশানুচরিতমুচ্যতে। এতদ্দ্বয়ং পূর্ব্বমীশানুকথায়ামেবান্তর্ভাবিতম্।। ১৬।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— বংশকে ব্যাখ্যা করা হইতেছে রাজগণের ব্রহ্মার নিকট হইতে যাহাদের জন্ম তাহাদের অন্বয় অর্থাৎ বংশ, বংশানুচরিত ব্যাখ্যা করিতেছেন—তাহাদের মধ্যে যে বংশধরগণ প্রসিদ্ধ প্রিয়ব্রত, ধ্রুব, পৃথ্বাদি তাহাদের চরিত্রকে বংশানুচরিত বলা হয়। এই দুইটিকে পূর্ব্বে ঈশানুকথা মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে।।

নৈমিত্তিকঃ প্রাকৃতিকো নিত্য আত্যন্তিকো লয়ঃ।
সংস্থেতি কবিভিঃ প্রোক্তশ্চতুর্দ্ধাস্য স্বভাবতঃ।। ১৭।।

অন্বয়ঃ—কবিভিঃ (বিদ্বদ্ভিঃ) নৈমিত্তিকঃ প্রাকৃতিকঃ নিত্যঃ আত্যন্তিকঃ (ইতি) চতুর্দ্ধা অস্য (বিশ্বস্য) স্বভাবতঃ (মায়াতো যঃ) লয়ঃ (সঃ) সংস্থা ইতি প্রোক্তঃ (কথিতঃ)।।

অনুবাদ—কবিগণ এই বিশ্বের নৈমিত্তিক, প্রাকৃতিক, নিত্য ও আত্যন্তিক—এই চতুর্ব্বিধ মায়িক-লয়কে 'সংস্থা' নামে বর্ণন করিয়াছেন।। ১৭।।

বিশ্বনাথ— পূর্ব্বোক্তনিরোধশব্দবাচ্যাং সংস্থাং ব্যাচষ্টে। নৈমিত্তিক ইতি। অস্য বিশ্বস্য স্বভাবতঃ স্বস্য ভাবেষু কারণেষু পৃথিব্যাদিতত্ত্বেষু ক্রমেণ লয়ঃ সংস্থোচ্যতে।

টীকার বঙ্গানুবাদ— পূর্ব্বোক্ত নিরোধ শব্দ কথিত সংস্থাকে ব্যাখ্যা করা হইতেছে—এই বিশ্বের স্বভাবত নিজের ভাব সকল মধ্যে কারণ মধ্যে পৃথিব্যাদি তত্ত্বমধ্যে ক্রমে লয়কে সংস্থা বলা হয়।। ১৭।।

হেতুর্জীবোঽস্য সর্গাদেরবিদ্যাকর্ম্মকারকঃ।
যঞ্চানুশায়িনং প্রাহুরব্যাকৃতমুতাপরে।। ১৮।।

অন্বয়ঃ— (কেচিৎ) যম্ অনুশায়িনং চ (চৈতন্যপ্রাধান্যেনানুশায়িনম্) অপরে উত (অপি) অব্যাকৃতম্ (উপাধিপ্রাধান্যবিবক্ষয়া অব্যাকৃতং) প্রাহুঃ (বদন্তি) অবিদ্যাকর্ম্মকারকঃ (অবিদ্যয়া কর্ম্মকর্ত্তা সঃ) জীবঃ অস্য (বিশ্বস্য) সর্গাদেঃ (সৃষ্ট্যাদিকর্ম্মণঃ) হেতুঃ (উচ্যতে)।। ১৮।।

অনুবাদ— কেহ কেহ যাহাকে অনুশায়ী এবং অপরে অব্যাকৃত নামে বর্ণন করিয়াছেন, অবিদ্যানিবন্ধন

কর্ম্মকর্ত্তা সেই জীবই এই বিশ্বের সৃষ্টিপ্রভৃতিকার্য্যের 'হেতু' নামে কথিত হইয়া থাকে।। ১৮।।

বিশ্বনাথ— হেতুং ব্যাচষ্টে—অস্য জগতঃ সর্গাদের্হেতুর্নিমিত্তং জীবঃ, স চ অবিদ্যাকর্ম্মকারকঃ অবিদ্যয়া কর্ম্মকর্ত্তা, জীবার্থমেব ভগবতা বিশ্বস্য সর্গাদেঃ কৃতত্বাজ্জীবোনিমিত্তমিতি ভাবঃ। অতএব যং অনুশায়িনং মায়িকোপাধিমনুশয়ানং মায়িকশরীরবন্তমেবৈকে প্রাহুঃ। অপরে ভক্তাস্তু আবিদ্যক-কর্ম্মকর্ত্তারং জীবং সাধুসঙ্গবশাদ্ভক্তিমার্গস্থত্বে সতি অব্যাকৃতং অপ্রাকৃতং চিন্ময়পার্ষদশরীরবন্তমপি প্রাহুঃ। অপ্যর্থে উতশব্দঃ। যদুক্তং নারদেন—প্রযুজ্যমানে ময়ি তাং শুদ্ধাং ভাগবতীং তনুম্। আরব্ধকর্ম্মনির্ব্বাণো ন্যপতৎ পাঞ্চভৌতিক ইতি। অতএবোক্তং বেদস্তবারম্ভে। বুদ্ধীন্দ্রিয়মনঃপ্রাণান্ জনানামসৃজৎ প্রভুঃ। মাত্রার্থঞ্চ ভবার্থঞ্চ আত্মনে কল্পনায় চেতি। আত্মনে কল্পনায় বুদ্ধীন্দ্রিয়মনঃপ্রাণান্ সংপ্রাপয়িতুমিতি তত্রার্থঃ। এতন্মত এব নবমং লক্ষণং পূর্ব্বত্রোক্তম্। মুক্তির্হিত্বান্যথারূপং স্বরূপেণ ব্যবস্থিতিরিতি বিশেষেণ চিদ্ঘনশরীরত্বেনাবস্থিতিরিতি তত্র ব্যাখ্যা।। ১৮।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— হেতুকে ব্যাখ্যা করিতেছেন—এই জগতের সর্গাদিনিমিত্ত কারণ জীব, ঐ জীব অবিদ্যা কর্ম্ম কারক, অবিদ্যার দ্বারা কর্ম্মকর্ত্তা জীবের জন্যই এই বিশ্বের সৃষ্ট্যাদি করেন, এই হেতু জীব নিমিত্ত কারণ। অতএব যাঁহাকে অনুশায়ী মায়িক উপাধির সহিত অনুশয়ান মায়িক শরীরবন্ত সেই জীবকে একদল বলিয়া থাকেন। অপর ভক্তগণ কিন্তু অবিদ্যা কর্ম্ম কর্ত্তা জীবকে সাধুসঙ্গবশে ভক্তিপথে থাকিলে অপ্রাকৃত চিন্ময় পার্ষদ শরীরবানও বলেন। অপি অর্থে—উত শব্দ যাহা নারদ বলিয়াছেন—আমাতে সেই শুদ্ধা ভাগবতী শরীর দান করিলে পর আমার প্রারব্ধ কর্ম্ম শেষ হইয়াছে, যে শরীরে সেই পাঞ্চভৌতিক দেহ পড়িয়া গেল। অতএব বেদস্তবের প্রারম্ভে বলা হইয়াছে—এই জনগণের বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়, মন ও প্রাণ পরমেশ্বর সৃজন করিয়াছেন। কি কারণ এই-জগতের বিষয় ভোগের জন্য, পরলোকে বিষয় ভোগের জন্য, আত্মার মুক্তির জন্য এবং ভক্তিলাভের জন্য। বুদ্ধি ইন্দ্রিয়-মন-প্রাণ-পাওয়াইবার জন্য ইহাই সেখানে অর্থ। এইমতেই নবম লক্ষণ পূর্ব্বে বলা হইয়াছে মুক্তি অর্থাৎ অন্যথারূপ ত্যাগ করিয়া স্বরূপে অবস্থান, বিশেষ রূপে চিদ্ঘন শরীর লাভ করিয়া অবস্থিতি ইহা সেইস্থলে ব্যাখ্যা।।

ব্যতিরেকান্বয়ো যস্য জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্তিষু।
মায়াময়েষু তদ্ব্রহ্ম জীববৃত্তিষ্বপাশ্রয়ঃ।। ১৯।।

অন্বয়ঃ—জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্তিষু (জাগ্রদাদ্যবস্থাসু) মায়াময়েষু জীববৃত্তিষু (জীবতয়া বর্ত্তন্ত ইতি জীববৃত্তিষু বিশ্বতৈজসপ্রাজ্ঞেষু) যস্য ব্যতিরেকান্বয়ঃ (সাক্ষিতয়া অন্বয়ঃ সমাধ্যাদৌ চ ব্যতিরেকো দৃশ্যতে) তৎ ব্রহ্ম (সংসারপ্রতীতিরাধয়োরধিষ্ঠানাবধিভূতম্) অপাশ্রয়ঃ (উচ্যতে)।। ১৯।।

অনুবাদ— জাগ্রং-স্বপ্ন-সুষুপ্তিরূপ মায়াময় জীববৃত্তিসমূহে যাঁহার অন্বয়ব্যতিরেক বর্ত্তমান সেই ব্রহ্মই 'অপাশ্রয়' নামে উক্ত হইয়াছেন।। ১৯।।

বিশ্বনাথ—অপাশ্রয়ং ব্যাচষ্টে ব্যতিরেকেতি জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সুষুপ্তিষবস্থাসু। তথা মায়াময়েষু সর্ব্বেষ্বেব পদার্থেষু যস্য হেতুতয়া অন্বয়ঃ। তেভ্যো ব্যতিরেকশ্চ তদ্ব্রহ্ম অপাশ্রয় উচ্যতে।। ১৯।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— অপাশ্রয় ব্যাখ্যা করিতেছেন—জাগ্রত স্বপ্ন সুষুপ্তি অবস্থাতে সেইরূপ মায়াময় সকল পদার্থ মধ্যে যাঁহার কারণরূপে অন্বয়। তাহাদিগ হইতে ভিন্ন, তাহা ব্রহ্ম অপাশ্রয় বলা হইতেছে।। ১৯।।

পদার্থেষু যথা দ্রব্যং সন্মাত্রং রূপনামসু।
বীজাদিপঞ্চতান্তাসু হ্যবস্থাসু যুতাযুতম্।। ২০।।

অন্বয়ঃ— পদার্থেষু (ঘটাদিষু) যথা দ্রব্যং (মৃদাদি-যুতমন্বিতং তথা অযুতঞ্চ বহিরপ্যবস্থানাদিত্যর্থঃ কিঞ্চ) রূপনামসু সন্মাত্রং (সত্তামাত্রং যথা বর্ত্ততে তথা) বীজাদিপঞ্চতান্তসু (বীজং গর্ভাধানমাদির্যাসাং পঞ্চতা

অন্তো যাসাং তাসু) অবস্থাসু (দেহাবস্থাসু নবস্বপি অধিষ্ঠানত্বেন সাক্ষিত্বেন চ) হি যুতাযুতং (যুতমযুতঞ্চ যৎ তদপাশ্রয় ইত্যর্থঃ)।। ২০।।

অনুবাদ— মৃত্তিকাদি পদার্থ যেরূপ ঘটাদিপদার্থে যুক্তভাবে এবং তদতিরিক্তস্থানে তাহাদের হইতে অযুক্তভাবে অবস্থিত, বিশেষতঃ রূপনামসমূহে সত্তামাত্রে অবস্থিত, সেইরূপ গর্ভাধানাদি পঞ্চত্বপর্য্যন্ত দেহাবস্থাসমূহে সাক্ষী ও অধিষ্ঠানরূপে যিনি যুক্ত ও অযুক্ত, তিনিই 'অপাশ্রয়' নামে কথিত হইয়াছেন।। ২০।।

বিশ্বনাথ—এতদেব সদৃষ্টান্তং প্রপঞ্চয়তি। পদার্থেষু ঘটাদিষু দ্রব্যং মৃগাদি যথাযুতং অন্বিতং অযুতঞ্চ বহিরবস্থানাৎ। রূপনামসু বাচ্যবাচকবস্তুষু যথা সন্মাত্রং গন্ধাদিকঞ্চ। তথৈব বীজাদিপঞ্চতান্তাসু বীজং গর্ভাধানমাদির্যাসাং পঞ্চতা অন্তো যাসাৎ তাসু দেহাবস্থাসু অধিষ্ঠিতত্বেন সাক্ষিত্বেন চ যুতমযুতঞ্চ যৎ তদপাশ্রয়ঃ।। ২০।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— ইহাই দৃষ্টান্তের সহিত বিস্তার করিতেছেন—পদার্থ সমূহের মধ্যে অর্থাৎ ঘটাদির মধ্যে মৃত্তিকাদি দ্রব্য যেমন অন্বিত ও অযুত বাহিরে অবস্থান হেতু রূপ ও নাম সমূহে বাচ্য বাচক বস্তু সমূহে যেমন তন্মাত্র গন্ধাদিও। সেইরূপ বীজাদি পঞ্চ অবস্থাতে বীজ গর্ভাধানাদি যাহাদের পঞ্চতা অন্ত যাহাদের তাহাদের মধ্যে দেবাবস্থা সমূহে সাক্ষী রূপে ও যাহা যুক্ত ও অযুক্ত তাহা অপাশ্রয়।। ২০।।

বিরমেত যদা চিত্তং হিত্বা বৃত্তিত্রয়ং স্বয়ম্।
যোগেন বা তদাত্মানং বেদেহায়া নিবর্ত্ততে।। ২১।।

অন্বয়ঃ— চিত্তং যদা বৃত্তিত্রয়ং (জাগ্রদাদিলক্ষণং) হিত্বা (পরিত্যজ্য) স্বয়ং বিরমেত যোগেন বা (বিরমেত) তদা আত্মানং বেদ (আত্মস্বরূপং জানাতি ততশ্চ) ঈহায়াঃ (সংসাররূপায়াঃ) নিবর্ত্ততে (বিরমতি)।। ২১।।

অনুবাদ— চিত্ত যে-কালে জাগ্রদাদি বৃত্তিত্রয় পরিহার পূর্ব্বক স্বভাবতঃ অথবা যোগহেতু বিষয় হইতে বিরত হয় তৎকালে আত্মস্বরূপ অবগত হইয়া সংসারচেষ্টা হইতে বিরত হইয়া থাকে।। ২১।।

বিশ্বনাথ—এবং দশলক্ষণানি ব্যাখ্যায়েদানীং দশমস্য বিশুদ্ধ্যর্থং নবানামিহলক্ষণং বর্ণয়ন্তি মহাত্মানঃ ইতি যদুক্তং তদাহ বিরমেতেতি জরয়ত্যাশু যা কোষং নিগীর্ণমনলো যথেতি ন্যায়েন কেবলয়া শ্রবণকীর্ত্তনাদি-ভক্ত্যৈব স্বয়মেব বৃত্তিত্রয়ং হিত্বা চিত্তং স্বয়মেব বিরমতে গুণেভ্যো বিরতং স্যাৎ, ভগবচ্চরণারবিন্দে বিশেষেণ রমেত বা। যোগেনাষ্টাঙ্গযোগেন বা বিরমেত চিত্তং নির্ব্বাণং স্যাত্তদা আত্মানং বেদ পরমাত্মানমনুভবতি, তদৈব ঈহায়াঃ বৈষয়িকাৎ কামাৎ নিবর্ত্ততে।। ২১।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—এইরূপে দশলক্ষণসমূহ ব্যাখ্যা করিয়া এখন দশমপদার্থের বিশুদ্ধির জন্য অন্য নয়টি লক্ষণ মহাত্মাগণ বর্ণন করেন। ইহা যে পূর্ব্বে বলা হইয়াছে তাহাই বলিতেছেন বিরমেত ইত্যাদি পদ্যে—যাহা শীঘ্র পঞ্চকোষকে জীর্ণ করে ভুক্তদ্রব্যকে উদারাগ্নি যেমন জীর্ণ করে, সেইরূপ ন্যায় দ্বারা কেবলাভক্তি শ্রবণ কীর্ত্তনাদি দ্বারাই স্বয়ংই বৃত্তিত্রয় ত্যাগ করিয়া চিত্ত স্বয়ম্ই গুণ সকল হইতে বিরত হয়। ভগবচ্চরণ কমলে বিশেষরূপে ক্রীড়া করে, অষ্টাঙ্গযোগ দ্বারা চিত্তনির্ব্বাণ হয়, তখন আত্মাকে অর্থাৎ পরমাত্মাকে অনুভব করে। তখনই বৈষয়িক কামনা হইতে চিত্ত নিবৃত্ত হয়।। ২১।।

এবং লক্ষণলক্ষ্যাণি পুরাণানি পুরাবিদঃ।
মনুয়োঽষ্টাদশ প্রাহুঃ ক্ষুল্লকানি মহান্তি চ।। ২২।।

অন্বয়ঃ—পুরাবিদঃ (পুরাণজ্ঞাঃ) মনুয়ঃ এবং লক্ষণলক্ষ্যাণি (পূর্ব্বোক্তলক্ষণসমূহানাং লক্ষ্যভূতানি) ক্ষুল্লকানি (অল্পানি অষ্টাদশ) মহান্তি চ অষ্টাদশ পুরাণানি প্রাহুঃ (নির্ণীতবন্তঃ)।। ২২।।

অনুবাদ—পুরাণজ্ঞ মুনিগণ এবম্বিধলক্ষণযুক্ত অষ্টাদশ উপপুরাণ এবং অষ্টাদশ মহাপুরাণের নির্ণয় করিয়াছেন।। ২২।।

ব্রাহ্মং পাদ্মং বৈষ্ণবঞ্চ শৈবং লৈঙ্গং সগারুড়ম্।
নারদীয়ং ভাগবতমাগ্নেয়ং স্কান্দসংজ্ঞিতম্।। ২৩।।
ভবিষ্যং ব্রহ্মবৈবর্ত্তং মার্কণ্ডেয়ং সবামনম্।
বারাহং মাৎস্যং কৌর্ম্মঞ্চ ব্রহ্মাণ্ডাখ্যমিতি ত্রিষট্ ।।২৪

অন্বয়ঃ— ব্রাহ্মং পাদ্মং বৈষ্ণবং চ শৈবং লৈঙ্গং সগারুড়ং (গারুড়েন সহিতং) নারদীয়ং ভাগবতং আগ্নেয়ং স্কান্ধসংজ্ঞিতং (স্কান্দনামকং) ভবিষ্যং ব্রহ্মবৈবর্ত্তং মার্কণ্ডেয়ং সবামনং (বামনেন সহিতং) বারাহং মাৎস্যং কৌর্ম্মং চ ব্রহ্মাণ্ডাখ্যং (ব্রহ্মাণ্ডম্) ইতি ত্রিষট্ (অষ্টাদশ মহাপুরাণানি ভবন্তি)।। ২৩-২৪।।

অনুবাদ— ব্রাহ্ম, পাদ্ম, বৈষ্ণব, শৈব, লৈঙ্গ, গারুড়, নারদীয়, ভাগবত, আগ্নেয়, স্কান্দ, ভবিষ্য, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত, মার্কণ্ডেয়, বামন, বারাহ, মাৎস্য, কৌর্ম্ম ও ব্রহ্মাণ্ড—এই অষ্টাদশ মহাপুরাণ উক্ত হইয়াছে।। ২৩-২৪।।

বিশ্বনাথ— ত্রিষট্ অষ্টাদশ।। ২৪।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—ত্রিষট্ অর্থাৎ অষ্টাদশ।। ২৪।।

ব্রহ্মন্নিদং সমাখ্যাতং শাখাপ্রণয়নং মুনেঃ।
শিষ্যশিষ্যপ্রশিষ্যাণাং ব্রহ্মতেজোবিবর্দ্ধনম্।। ২৫।।
ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে
পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
দ্বাদশস্কন্ধে পুরাণলক্ষণবর্ণনং নাম
সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।। ৭।।

অন্বয়ঃ— (হে) ব্রহ্মন্! মুনেঃ (ব্যাসস্য) শিষ্যশিষ্য-প্রশিষ্যাণাং (তৎসম্প্রদায়ানুগত্যেন শ্রোতৃণাং) ব্রহ্ম-তেজোবিবর্দ্ধনং (ব্রহ্মতেজসো বৃদ্ধিজননম্) এতৎ শাখা-প্রণয়নং (বেদপুরাণানাং শাখাবিস্তারঃ) সমাখ্যাতং (তুভ্যং কথিতম্)।। ২৫।।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দ্বাদশস্কন্ধে সপ্তমোঽধ্যায়স্যান্বয়ঃ।।

অনুবাদ— হে ব্রহ্মন্! ব্যাসদেবের এই বেদ-পুরাণ-শাখাবিস্তার তোমার নিকট বর্ণিত হইল। যাঁহারা শিষ্য-প্রশিষ্যক্রমে ইহা শ্রবণ করেন, তাঁহাদের ব্রহ্মতেজ বর্দ্ধিত হইয়া থাকে।। ২৫।।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দ্বাদশস্কন্ধের সপ্তম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

বিশ্বনাথ— মুনের্ব্যাসস্য শিষ্যাণাং শিষ্যাস্তেষামপি প্রশিষ্যাস্তেষাং শাখাপ্রণয়নং, ব্রহ্মতেজো বিবর্দ্ধনমিতি শ্রোতৃণামিতি শেষঃ।। ২৫।।

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।
দ্বাদশে সপ্তমোঽধ্যায়ঃ সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্।।

ইতি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি ঠক্কুরকৃতা শ্রীভাগবতে দ্বাদশ-স্কন্ধে সপ্তমোঽধ্যায়স্য সারার্থদর্শিনী টীকা সমাপ্তা।

টীকার বঙ্গানুবাদ— ব্যাসমুনির শিষ্যসমূহের শিষ্য-গণ তাঁহাদেরও প্রশিষ্যগণ তাঁহাদের শাখা প্রণয়ন, ব্রহ্ম-তেজ বিবর্দ্ধন, শ্রোতাগণের বিবর্দ্ধন।। ২৫।।

ইতি ভক্তগণের চিত্তের আনন্দদায়িনী সারার্থ-দর্শিনীতে দ্বাদশস্কন্ধে সপ্তম অধ্যায় সাধুগণের সঙ্গে সমাপ্ত হইলেন।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দ্বাদশ স্কন্ধে সপ্তম অধ্যায়ের শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর কৃতা সারার্থ দর্শিনী টীকার অনুবাদ সমাপ্ত হইলেন।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বাদশস্কন্ধের সপ্তম অধ্যায়ের গৌড়ীয়-ভাষ্য সমাপ্ত।

অষ্টমোঽধ্যায়ঃ

শ্রীশৌনক উবাচ—

সূত জীব চিরং সাধো বদ নো বদতাংবর।
তমস্যপারে ভ্রমতাং নৃণাং ত্বং পারদর্শনঃ।। ১।।

গৌড়ীয় ভাষ্য

অষ্টম অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায় মার্কণ্ডেয় ঋষির তপশ্চর্য্যা, তাঁহার প্রভাবে সানুচর কামদেবের পরাভব এবং তৎকর্ত্তৃক নর-নারায়ণরূপী ভগবান্ শ্রীহরির স্তুতি বর্ণিত হইয়াছে।

শ্রীশৌনক তদীয়-বংশ-জাত শ্রীমার্কণ্ডেয়ের চির-জীবিত্ব ও একাকী প্রলয়সমুদ্রে বিচরণপূর্ব্বক বটপত্রশায়ী বালকাকৃতি এক অদ্ভুত পুরুষের দর্শনবিষয়ে সন্দিগ্ধচিত্ত হইয়া তন্নিরসনার্থ শ্রীসূতকে প্রশ্ন করিলেন। শ্রীসূত তদুত্তরে বলিলেন যে, শ্রীমার্কণ্ডেয় পিতার নিকট উপ-নয়ন-সংস্কার লাভ করিয়া নৈষ্ঠিক-ব্রহ্মচর্য্য-ব্রতে প্রতিষ্ঠিত হইয়া শ্রীহরির আরাধনায় ছয় মন্বন্তর কাল অতিবাহিত করিলেন। সপ্তম মন্বন্তরে ইন্দ্র তাঁহার তপস্যার বিঘ্নের জন্য সানুচর কামদেবকে প্রেরণ করিলেন; কিন্তু তাঁহারা ঋষির তপঃপ্রভাবে পরাভূত হইলেন। অনন্তর মার্কণ্ডে-য়ের প্রতি অনুগ্রহ-প্রকাশের জন্য নর-নারায়ণরূপী ভগ-বান্ শ্রীহরি তথায় উপস্থিত হইলে শ্রীমার্কণ্ডেয় দণ্ডবৎ-প্রণাম, আসন, পাদ্য, অর্ঘ্য ইত্যাদি দ্বারা তাঁহার পূজা করিয়া নিম্নলিখিতভাবে স্তব করিলেন,—"হে বিভো! আপনার প্রেরণাতেই নিখিলপ্রাণিগণের প্রাণ স্পন্দিত হইতেছে; আপনি ত্রিলোকের পালন, দুঃখনিবৃত্তি ও মোক্ষের কারণ; আপনার আশ্রিতজনকে কোন প্রকার দুঃখ অভিভূত করিতে পারে না; আপনার শ্রীচরণপ্রাপ্তি-ব্যতীত জীবগণের অন্য কোনরূপ মঙ্গল নাই, আপনার সেবাতেই সর্ব্বাভীষ্টলাভ হয়, আপনার সাত্ত্বিকী লীলাই মানবগণের মোক্ষহেতু, এইজন্য বিবেকিগণ আপনার শ্রীনারায়ণসংজ্ঞক বিশুদ্ধবিগ্রহ এবং আপনার নিজগণের মধ্যে নরসংজ্ঞক শুদ্ধবিগ্রহের উপাসনা করিয়া থাকেন। মায়ামুগ্ধ জীব জগদ্‌গুরুরূপী আপনার প্রবর্ত্তিত বেদজ্ঞান লাভ করিয়া আপনাকে সাক্ষাদ্ভাবে অবগত হইয়া থাকে। ব্রহ্মপ্রমুখ জ্ঞানিগণও সাংখ্যযোগাদিমার্গে চেষ্টাযুক্ত হইয়া ভবদীয়স্বরূপবিষয়ে মোহপ্রাপ্ত হইয়া থাকেন। আপনি সাংখ্যাদিবাদিগণের বিভিন্ন স্বভাব প্রকটিত করিতেছেন, জীবোপাধিতে আপনার স্বরূপ নিগূঢ় রহিয়াছে। আমি মহাপুরুষরূপী আপনার বন্দনা করি।

অন্বয়ঃ— শ্রীশৌনকঃ উবাচ,—(হে) বদতাংবর! (বাগ্মিশ্রেষ্ঠ!) সাধো! সূত! (ত্বং) চিরং জীব (চিরজীবী ভব) ত্বম্ অপারে (দুস্তরে) তমসি (সংসারে) ভ্রমতাং (সংসরণশীলানাং) নৃণাং পারদর্শনঃ (তন্নিবর্ত্তকো ভবসি)।

অনুবাদ— শ্রীশৌনক বলিলেন,— হে বাগ্মিবর! সূত! আপনি চিরজীবী হউন, আপনি দুস্তর সংসারে ভ্রমণশীল মানবগণের পারপ্রদর্শক।। ১।।

বিশ্বনাথ—

অষ্টমেঽত্র তপোভঙ্গাশক্তিঃ স্বর্যোষিতোচ্যতে।
মার্কণ্ডেয়স্য তে নাথ নরনারায়ণস্তুতিঃ।।

মার্কণ্ডেয়ং সবামনমিতি মার্কণ্ডেয়পুরাণশ্রুত্যৈব স্মৃতিপথমারূঢ়স্য মার্কণ্ডেয়স্য চরিতং প্রষ্টুমাহ—সূতেতি। তমসি সংসারে।। ১।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— এই অষ্টম অধ্যায়ে মার্কণ্ডেয় ঋষির তপস্যা, অপ্সরাগণ কর্ত্তৃক তপোভঙ্গ। নরনারায়ণের স্তুতি বর্ণিত হইতেছে। মার্কণ্ডেয়ং সবামনম্ এইস্থলে মার্কণ্ডেয় পুরাণ শুনিয়াই শ্রুতি পথে আগত মার্কণ্ডেয় ঋষির চরিত প্রশ্ন করিবার জন্য বলিতেছেন। তমসি সংসারে।।

আহুশ্চিরায়ুষমৃষিং মৃকণ্ডুতনয়ং জনাঃ।
যঃ কল্পান্তে হ্যুর্ব্বরিতো যেন গ্রস্তমিদং জগৎ।। ২।।
স বা অস্মৎকুলোৎপন্নঃ কল্পেঽস্মিন্ ভার্গবর্ষভঃ।

নৈবাধুনাপি ভূতানাং সংপ্লবঃ কোঽপি জায়তে।।৩।।
এক এবার্ণবে ভ্রাম্যন্ দদর্শ পুরুষং কিল।
বটপত্রপুটে তোকং শয়ানন্ত্বেকমদ্ভুতম্।।৪।।
এষ নঃ সংশয়ো ভূয়ান্ সূত কৌতূহলং যতঃ।
তং নশ্ছিন্ধি মহাযোগিন্ পুরাণেষ্বপি সম্মতঃ।।৫।।

অন্বয়ঃ— জনাঃ মৃকণ্ডুতনয়ং (মার্কণ্ডেয়ম্) ঋষিং চিরায়ুষং (চিরজীবিনম্) আহুঃ (বদন্তি) যেন (কল্পান্তেন) ইদং জগৎ গ্রস্তং (বিপ্লুতং তস্মিন্) কল্পান্তে (প্রলয়ে) হি যঃ উর্ব্বরিতঃ (অবশিষ্টঃ) সঃ ভার্গবর্ষতঃ (ভৃগুকুলশ্রেষ্ঠো মার্কণ্ডেয়ঃ) অস্মিন্ কল্পে অস্মৎকুলোৎপন্নঃ বৈ (অস্মাকং কুল এব জাতঃ পরন্তু) অধুনা অপি (অস্মিন্ কল্পে) কঃ অপি সংপ্লবঃ (প্রলয়ঃ) ন এব জায়তে (ন জাতঃ পরন্তু সঃ) একঃ এব অর্ণবে (প্রলয়সমুদ্রে) ভ্রাম্যন্ (বিচরন্) বটপত্রপুটে শয়ানম্ একম্ অদ্ভুতং তোকং (বালকাকৃতিং) পুরুষং তু দদর্শ কিল (দৃষ্টবানিতি শ্রূয়তে হে) মহাযোগিন্! (সূত!) যতঃ (যস্মাৎ) নঃ (অস্মাকম্) এবঃ ভূয়ান্ (প্রভূতঃ) সংশয়ঃ (সন্দেহঃ) কৌতূহলং (চ বর্ত্ততে ততঃ) পুরাণেষু অপি সম্মতঃ (জ্ঞাতৃত্বেন স্বীকৃতস্ত্বং) নঃ (অস্মাকং) তং (সংশয়ং) ছিন্দি (নাশয়)।। ২-৫।।

অনুবাদ— মানবগণ মার্কণ্ডেয় ঋষিকে চিরজীবী বলিয়া থাকেন। প্রলয়কালে এই জগৎ বিধ্বস্ত হইলে একমাত্র তিনি অবশিষ্ট ছিলেন। পরন্তু উক্ত ভৃগুকুলশ্রেষ্ঠ মার্কণ্ডেয় এইকল্পেই আমাদের বংশে উৎপন্ন হইয়াছেন; এই কল্পে এখনও কোন প্রলয় হয় নাই, তথাপি তিনি একাকী প্রলয়সমুদ্রে বিচরণপূর্ব্বক বটপত্রশায়ী বালকাকৃতি এক অদ্ভুত পুরুষ দর্শন করিয়াছিলেন বলিয়া প্রবাদ শ্রবণ করিয়া থাকি। হে মহাযোগিন্! হে সূত! যেহেতু আমাদের এবিষয়ে মহাসন্দেহ ও কৌতূহল বর্ত্তমান, সেইজন্য পুরাণজ্ঞরূপে সর্ব্ববাদিসম্মত আপনি আমাদের এই সন্দেহ বিনষ্ট করুন্।। ২-৫।।

বিশ্বনাথ— উর্ব্বরিতঃ অবশিষ্টঃ। যেন কল্পান্তেন। স কল্পান্তে উর্ব্বরিত ইতি প্রসিদ্ধিঃ কিন্তু অধুনাপি সংপ্লবঃ প্রলয়ো নাস্তীনি সংশয়ঃ। অন্যদপ্যঘটিতমাহ,—এক এবেতি। যতঃ সংশয়াদেব কৌতূহলং কৌতুকং তং সংশয়ং ছিন্ধি। ন কেবলং ত্বং মহাযোগী কিন্তু পুরাণেষ্বপি জ্ঞাতৃত্বেন সম্মতঃ।। ২-৫।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— উর্ব্বরিত অর্থাৎ অবশিষ্ট যে কল্পান্তর দ্বারা তিনি কল্পান্তে অবশিষ্ট ইহা প্রসিদ্ধি কিন্তু এখনও প্রলয় হয় নাই, ইহাতে সংশয়, অন্য কথাও যাহা ঘটে নাই, তাহা বলিতেছি 'যতঃ' সংশয় হেতু কৌতূহল, সেই কৌতূক সংশয় ছেদন করুন। আপনি কেবল মহাযোগী নহেন, পুরাণ জ্ঞাতাও।। ২-৫।।

সূত উবাচ—
প্রশ্নস্ত্বয়া মহর্ষেঽয় কৃতো লোকভ্রমাপহঃ।
নারায়ণকথা যত্র গীতা কলিমলাপহা।। ৬।।

অন্বয়ঃ— সূতঃ উবাচ,—(হে) মহর্ষে! যত্র (যস্মিন্ প্রশ্নবিষয়ে) কলিমলাপহা (কলিকলুষনাশিনী) নারায়ণকথা (নারায়ণস্য ভগবতঃ কথা চরিতং) গীতা (বর্ণিতা) ত্বয়া লোকভ্রমাপহঃ (লোকানাং ভ্রমনাশনঃ সঃ) অয়ং প্রশ্নঃ কৃতঃ।। ৬।।

অনুবাদ— সূত বলিলেন,— হে মহর্ষে! যে-বৃত্তান্তমধ্যে কলিমল-বিনাশিনী নারায়ণ-চরিত-কথা বর্ণিত হইয়াছে, আপনি সেই লোকসংশয়নাশক তত্ত্ববিষয়ে প্রশ্ন করিয়াছেন।। ৬।।

প্রাপ্তদ্বিজাতিসংস্কারো মার্কণ্ডেয়ঃ পিতুঃ ক্রমাৎ।
ছন্দাংস্যধীত্য ধর্ম্মেণ তপঃস্বাধ্যায়সংযুতঃ।। ৭।।
বৃহদ্ব্রতধরঃ শান্তো জটিলো বল্কলাম্বরঃ।
বিভ্রৎ কমণ্ডলুং দণ্ডমুপবীতং সমেখলম্।। ৮।।
কৃষ্ণাজিনং সাক্ষসূত্রং কুশাঞ্চ নিয়মর্দ্ধয়ে।
অগ্ন্যর্কগুরুবিপ্রাত্মস্বর্চ্চয়ন্ সন্ধ্যয়োর্হরিম্।। ৯।।
সায়ং প্রাতঃ স গুরবে ভৈক্ষ্যমাহৃত্য বাগ্ যতঃ।
বুভুজে গুর্ব্বনুজ্ঞাতঃ সকৃন্নোচেদুপোষিতঃ।। ১০।।

এবং তপঃস্বাধ্যায়পরো বর্ষাণামযুতাযুতম্।
আরাধয়ন্ হৃষীকেশং জিগ্যে মৃত্যুং সুদুর্জ্জয়ম্।। ১১

অন্বয়ঃ— মার্কণ্ডেয়ঃ পিতুঃ (সকাশাৎ) ক্রমাৎ (গর্ভাধানাদিক্রমাৎ) প্রাপ্তদ্বিজাতিসংস্কারঃ (উপনয়ন-সংস্কারমধিগতঃ) ধর্ম্মেণ (নিয়মেন) ছন্দাংসি (বেদান্) অধীত্য তপঃ স্বাধ্যায়সংযুতঃ (তপসা স্বাধ্যায়েন বেদ-পাঠেন চ যুক্তঃ) বৃহদ্ব্রতধরঃ (নৈষ্ঠিকব্রহ্মচারী) শান্তঃ জটিলঃ বল্কলাম্বরঃ (বল্কলধারী) নিয়মর্দ্ধয়ে (ধর্ম্মবৃদ্ধয়ে) সমেখলং (মেখলাযুক্তম্) উপবীতং (যজ্ঞসূত্রং) দণ্ডং কমণ্ডলুং সাক্ষসূত্রং (জপমাল্যসহিতং) কৃষ্ণাজিনং (কৃষ্ণ-সারচর্ম্ম) কুশান্ চ বিভ্রৎ (ধারয়ন্) সন্ধ্যয়োঃ (উভয়সন্ধ্যা-কালে) অগ্ন্যর্কগুরুবিপ্রাত্মসু (অগ্নাবর্কে গুরৌ বিপ্র আত্মনি চ) হরিম্ অর্চ্চয়ন্ সায়ং প্রাতঃ গুরুবে ভৈক্ষ্যং (ভিক্ষান্নম্) আহৃত্য (উপহৃত্য) গুর্ব্বনুজ্ঞাতঃ (গুরুনাদিষ্টশ্চেৎ) বাগ্‌যতঃ (মৌনী সন্) সঃ সকৃৎ (একবারং) বুভুজে (ভুক্তবান্) নোচেৎ (গুর্ব্বনুজ্ঞাভাবে) উপোষিতঃ (কৃতোপবাস আসীৎ) এবং (ক্রমেণ) তপঃস্বাধ্যায়পরঃ (সঃ) বর্ষাণাম্ অযুতাযুতং (ব্যাপ্য) হৃষীকেশম্ আরাধয়ন্ সুদুর্জ্জয়ম্ (অতিদুর্জ্জয়ং) মৃত্যুং জিগ্যে (জিতবান্)।। ৭-১১।।

অনুবাদ— মার্কণ্ডেয় পিতার নিকট হইতে গর্ভা-ধানাদিক্রমে উপনয়নসংস্কারলাভ করিয়া নিয়মসহকারে বেদাধ্যয়নপূর্ব্বক তপস্যা-বেদপাঠ-নিরত, নৈষ্ঠিক ব্রহ্ম-চারী, শান্ত, জটিল ও বল্কলধারী হইয়া ধর্ম্মবৃদ্ধির জন্য মেখলা, উপবীত, দণ্ড, কমণ্ডলু, অক্ষসূত্র, কৃষ্ণাজিন ও কুশ-ধারণ করিয়া প্রাতঃ ও সায়ংকালে অগ্নি, সূর্য্য, গুরু, বিপ্র ও আত্মমধ্যে শ্রীহরির অর্চ্চনা করিতেন। প্রাতঃ ও সায়ংকালে ভিক্ষায় গুরুর নিকট উপহার প্রদানপূর্ব্বক তাঁহার অনুমতি হইলে মৌনভাবে একবার ভোজন— অন্যথা উপবাস করিতেন। এইরূপে তপস্যা ও বেদপাঠে রত হইয়া তিনি অযুত-অযুত-বর্ষ-পর্য্যন্ত হৃষীকেশের আরাধনায় দুর্জ্জয় মৃত্যুকেও জয় করিয়াছিলেন।। ৭-১১।।

ব্রহ্মা ভৃগুর্ভবো দক্ষো ব্রহ্মপুত্রাশ্চ যেঽপরে।
নৃদেবপিতৃভূতানি তেনাসন্নতিবিস্মিতাঃ।। ১২।।

অন্বয়ঃ—তেন (মৃত্যুজয়েন) ব্রহ্মা ভৃগুঃ ভবঃ (শিবঃ) দক্ষঃ অপরে চ যে ব্রহ্মপুত্রাঃ (ব্রহ্মণস্তনয়াস্তে চ) নৃদেব-পিতৃভূতানি (চ) অতিবিস্মিতাঃ আসন্ (বভূবুঃ)।।

অনুবাদ—তৎকালে ব্রহ্মা, ভৃগু, শিব, দক্ষ ও অন্যান্য ব্রহ্মতনয়গণ এবং মনুষ্য, দেব, পিতৃভূতগণ তাঁহার তাদৃশ-কার্য্যদর্শনে অতিশয় বিস্মিত হইয়াছিলেন।। ১২।।

ইত্থং বৃহদ্ব্রতধরস্তপঃস্বাধ্যায়সংযমৈঃ।
দধ্যাবধোক্ষজং যোগী ধ্বস্তক্লেশান্তরাত্মনা।। ১৩।।

অন্বয়ঃ— যোগী (মার্কণ্ডেয়ঃ) ইত্থম্ (অনেন প্রকা-রেণ) তপঃস্বাধ্যায়সংযমৈঃ বৃহদ্ব্রতধরঃ (নৈষ্ঠিকব্রহ্ম-চর্য্যধারী সন্) ধ্বস্তক্লেশান্তরাত্মনা (ধ্বস্তাঃ ক্লেশা রাগাদয়ো যস্য তেনান্তরাত্মনা প্রত্যাহৃতমনসা)অধোক্ষজং (শ্রীহরিং) দধ্যৌ (চিন্তিতবান্)।। ১৩।।

অনুবাদ— যোগী মার্কণ্ডেয় এইরূপে তপস্যা, বেদ-পাঠ ও সংযমদ্বারা নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্যধারণপূর্ব্বক রাগাদি-বাসনারহিত নিবৃত্তচিত্তে শ্রীহরির ধ্যান করিতে লাগিলেন।।

বিশ্বনাথ— ধ্বস্তা ক্লেশা রাগাদয়ো যস্য তেন অন্ত-রাত্মনা মনসা।। ১৩।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— রাগাদি ক্লেশসমূহ যাহার ধ্বংস হইয়াছে সেই অন্তরাত্মা কর্ত্তৃক মন দ্বারা।। ১৩।।

তস্যৈবং যুঞ্জতশ্চিত্তং মহাযোগেন যোগিনঃ।
ব্যতীয়ায় মহান্ কালো মন্বন্তরষড়াত্মকঃ।। ১৪।।

অন্বয়ঃ— এবং মহাযোগেন চিত্তং যুঞ্জতঃ (শ্রীহরৌ চিত্তসংযোগং কুর্ব্বতঃ) তস্য যোগিনঃ (মার্কণ্ডেয়স্য) মন্বন্ত-রষড়াত্মকঃ (ষড়্‌মন্বন্তরপ্রমাণঃ) মহান্ কালঃ ব্যতীয়ায় (বিগতো বভূব)।। ১৪।।

অনুবাদ— এইরূপ মহাযোগে শ্রীহরির প্রতি চিত্ত-

সংযোগ করিয়া মার্কণ্ডেয় ঋষির ছয়মন্বন্তরপরিমিতি কাল অতীত হইল।। ১৪।।

এতৎ পুরন্দরো জ্ঞাত্বা সপ্তমেঽস্মিন্ কিলান্তরে।
তপোবিশঙ্কিতো ব্রহ্মন্নারেভে তদ্বিঘাতনম্।। ১৫।।

অন্বয়ঃ—(হে) ব্রহ্মন্! অস্মিন্ (প্রবর্ত্তমানে) সপ্তমে অন্তরে (মন্বন্তরে) পুরন্দরঃ (ইন্দ্রঃ) এতৎ (তপোবৃত্তং) জ্ঞাত্বা তপোবিশঙ্কিতঃ (তপসা মৎপদং গ্রহীষ্যতীতি বিশঙ্কিতঃ সন্) তদ্‌বিঘাতনং (তপোবিঘ্নম্)আরেভে (আরব্ধবান্)।। ১৫।।

অনুবাদ— হে ব্রহ্মন্! এই সপ্তম মন্বন্তরে ইন্দ্র তদ্‌বৃত্তান্ত অবগত হইয়া স্বপদচ্যুতির আশঙ্কায় তাঁহার তপস্যায় বিঘ্ন উৎপাদনে প্রবৃত্ত হইলেন।। ১৫।।

বিশ্বনাথ—তপসা মৎপদং গ্রহীষ্যতীতি বিশঙ্কিতঃ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— তপস্যা দ্বারা আমার স্থান গ্রহণ করিবে এইভাবে শঙ্কাযুক্ত হইয়া ইন্দ্র।। ১৫।।

গন্ধর্বাপ্সরসঃ কামং বসন্তমলয়ানিলৌ।
মনুয়ে প্রেষয়ামাস রজস্তোকমদৌ তথা।। ১৬।।

অন্বয়ঃ— (সঃ) মনুয়ে (মুনিং ভ্রংশয়িতুং) গন্ধর্বাপ্সরসঃ (গন্ধর্বান্ অপ্সরসশ্চ) কামং (মদনং) বসন্তমলয়ানিলৌ (বসন্তং মলয়পবনঞ্চ) তথা রজস্তোকমদৌ (রজসস্তোকমতিপ্রিয়মপত্যং লোভোমদশ্চ তৌ) প্রেষয়ামাস (প্রেরিতবান্)।। ১৬।।

অনুবাদ—তিনি তদীয় তপোবিঘাতের জন্য গন্ধর্বগণ, অপ্সরাগণ, কামদেব, বসন্ত, মলয়ানিল, রজোগুণের অতিপ্রিয়পুত্র লোভ ও মদ—ইহাদিগকে প্রেরণ করিলেন।।

বিশ্বনাথ—রজসস্তোকমপত্যং লোভশ্চ মদশ্চ তৌ।

টীকার বঙ্গানুবাদ— রজগুণের পুত্র লোভ ও মদ দুইজন।। ১৬।।

তে বৈ তদাশ্রমং জগ্মুর্হিমাদ্রেঃ পার্শ্ব উত্তরে।
পুষ্পভদ্রা নদী যত্র চিত্রাখ্যা চ শিলা বিভো।। ১৭।।

অন্বয়ঃ—(হে) বিভো! যত্র পুষ্পভদ্রা (তন্নাম্নী) নদী চিত্রাখ্যা শিলা চ (বর্ত্ততে) তে (গন্ধর্বাদয়ঃ) হিমাদ্রেঃ (হিমালয়স্য) উত্তরে পার্শ্বে (স্থিতং তৎ) তদাশ্রমং (মার্কণ্ডেয়স্যাশ্রমং) জগ্মুঃ বৈ (গতাঃ)।। ১৭।।

অনুবাদ— হে বিভো! যেখানে পুষ্পভদ্রানদী ও চিত্রানাম্নী শিলা বর্ত্তমান, তাহারা হিমালয়ের উত্তরপার্শ্বস্থ সেই মার্কণ্ডেয়াশ্রমে উপস্থিত হইল।। ১৭।।

তদাশ্রমপদং পুণ্যং পুণ্যদ্রুমলতাঞ্চিতম্।
পুণ্যদ্বিজকুলাকীর্ণং পুণ্যামলজলাশয়ম্।। ১৮।।
মত্তভ্রমরসঙ্গীতং মত্তকোকিলকূজিতম্।
মত্তবর্হিনটাটোপং মত্তদ্বিজকুলাকুলম্।। ১৯।।
বায়ু প্রবিষ্ট আদায় হিমনির্ঝরশীকরান্।
সুমনোভিঃ পরিষ্বক্তো ববাবুত্তম্ভয়ন্ স্মরম্।। ২০।।

অন্বয়ঃ— বায়ু (মলয়পবনস্তদা) পুণ্যামলজলাশয়ং (পুণ্যবিমলজলাশয়যুক্তং) পুণ্যদ্রুমলতাঞ্চিতং (পুণ্যদ্রুমলতাশোভিতং) পুণ্যদ্বিজকুলাকীর্ণং (পুণ্যদ্বিজানামৃষীণাং কুলৈরাকীর্ণং) মত্তভ্রমরসঙ্গীতং (মত্তানাং ভ্রমরাণাং সঙ্গীতং যত্র তৎ) মত্তকোকিলকূজিতং (মত্তানাং কোকিলানাং কূজিতং যত্র তৎ) মত্তবর্হিনটাটোপং (মত্তা বর্হিণো-ময়ূরা এব নটাস্তেষামাটোপো নৃত্যসম্ভ্রমো যত্র তৎ) মত্তদ্বিজকুলাকুলং (মত্তৈঃ দ্বিজকুলৈঃ পক্ষিসমূহৈরাকুলং) তৎ পুণ্যং (পাবনং) আশ্রমপদং প্রবিষ্টঃ (সন্) হিমনির্ঝরশীকরান্ (শীতলনির্ঝরজলবিন্দুন্) আদায় (গৃহীত্বা) সুমনোভিঃ (সুগন্ধিকুসুমৈঃ) পরিষ্বক্তঃ (সংসৃষ্টো ভূত্বা) স্মরং (কামবেগম্) উত্তম্ভয়ন্ (উদ্দীপয়ন্) ববৌ (বাতি স্ম)।। ১৮-২০

অনুবাদ— তৎকালে মলয়পবন সেই পুণ্যবিমলজলাশয়যুক্ত, পুণ্যতরুলতাসুশোভিত, পুণ্যমুনিকুল-পরিব্যাপ্ত, মত্তভ্রমরকুলসঙ্গীতমুখরিত, মত্তকোকিলকূজিত, মত্তময়ূর-নৃত্যারম্ভভূষিত ও মত্তবিহগকুলসঙ্কুল তদীয় পুণ্য

আশ্রমভাগে প্রবিষ্ট হইয়া সুশীতল নির্ঝর জলবিন্দুরাশি গ্রহণ-পূর্ব্বক সুগন্ধিকুসুমরাশির আলিঙ্গনহেতু প্রাণিচিত্তে কাম-বেগ উদ্দীপিত করিয়া প্রবাহিত হইয়াছিল।। ১৮-২০।।

উদ্যচ্চন্দ্রনিশাবক্ত্রঃ প্রবালস্তবকালিভিঃ।
গোপদ্রুমলতাজালৈস্তত্রাসীৎ কুসুমাকরঃ।। ২১।।

অন্বয়ঃ— (কিঞ্চ তদা) উদ্যচ্চন্দ্রনিশাবক্ত্রঃ (উদ্যন্ চন্দ্রো যস্মিন্ তন্নিশাবক্ত্রঃ রজনীমুখং যস্মিন্ সঃ) প্রবাল-স্তবকালিভিঃ (প্রবালস্তবকানামালয়ো শ্রেণয়ো যেষু তৈঃ) গোপদ্রুমলতাজালৈঃ (গুপ্যন্তি বিটপৈঃ সংশ্লিষ্যন্তীতি গোপা দ্রুমালতাশ্চ তেষাং জালৈঃ সমূহৈরুপলক্ষিতঃ) কুসুমাকরঃ (বসন্তঃ) তত্র আসীৎ (আবির্ব্বভূব)।। ২১।।

অনুবাদ—উদীয়মানশশধরযুক্ত সন্ধ্যাকাল শোভিত, নবপল্লবস্তবকাবলিবিশিষ্ট-বিটপালিঙ্গিত-দ্রুমলতাশালী বসন্ত ঋতুও তখন তথায় আবির্ভূত হইল।। ২১।।

বিশ্বনাথ— উদ্যংশ্চন্দ্রো যস্মিংস্তাদৃশং নিশাবক্ত্রং নিশামুখং যস্মিন্ সঃ। প্রবালানাং স্তবকানামালয়ো যত্র তৈঃ গাঃ কিরণান্ পান্তি রক্ষন্তি যে দ্রুমা লতাশ্চ তেষাং জালৈঃ সহ কুসুমাকরো বসন্তঃ।। ২১।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— চন্দ্র উদিত হইতেছে যাহাতে ঐরূপ রাত্রির মুখ দেখিয়া মার্কণ্ডেয় মুনি স্তবকসমূহের গৃহ যেখানে তাহাদের দ্বারা কিরণসমূহকে পালন করিতেছে যে বৃক্ষ ও লতাগণ তাহাদের সহিত কুসুমাকর বসন্ত।।

অন্বীয়মানো গন্ধর্ব্বৈর্গীতবাদিত্রযূথকৈঃ।
অদৃশ্যতাত্তচাপেষুঃ স্বঃস্ত্রীযূথপতিঃ স্মরঃ।। ২২।।

অন্বয়ঃ— (কিঞ্চ) গীতবাদিত্রযূথকৈঃ (গায়কাদি-সমুদায়িভিঃ) গন্ধর্ব্বৈঃ অন্বীয়মানঃ (অনুগম্যমানঃ) আত্তচাপেষুঃ (গৃহীতধনুর্ব্বাণঃ) স্বঃস্ত্রীযূথপতিঃ (স্বঃস্ত্রিয়োঽপ্সরসস্তাসাং যূথস্য পতিঃ) স্মরঃ অদৃশ্যত (তত্রাবির্ভূতঃ)।।

অনুবাদ— নিখিলগীতবাদ্যাদি পারঙ্গত গন্ধর্ব্বগণ-কর্ত্তৃক অনুসৃত এবং গৃহীত-ধনুক-তূণীর অপ্সরঃস্ত্রীযূথপতি কামদেব দৃষ্ট হইলেন।। ২২।।

বিশ্বনাথ—গীতবাদিত্রযূথিকৈঃ গীতবাদিত্রযূথবদ্ভিঃ। অদৃশ্যত মুনিমনসি স্বয়মেব কিঞ্চিদন্বভূয়তেতি ব্যক-স্পয়ন্নিতি প্রবোধ্যাহিমিতি ধর্ষিতোঽপীত্যগ্রিমবাক্যাদব-গম্যতে। মত্বর্থীয়ষ্টন্।। ২২।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— গীত বাদিত্র সহ মুনির মনে স্বয়ংই কিঞ্চিৎ অনুভূত হইয়া কম্পিত করিল। সর্প জাগাইয়া তাড়িত হইয়াও অগ্রিম বাক্য হইতে জানা যায়। মতুপ্ অর্থে ষ্টন্ প্রত্যয়ঃ।। ২২।।

হুত্বাগ্নিং সমুপাসীনং দদৃশুঃ শক্রকিঙ্করাঃ।
মীলিতাক্ষং দুরাধর্ষং মূর্ত্তিমন্তমিবানলম্।। ২৩।।

অন্বয়ঃ—শক্রকিঙ্করাঃ (ইন্দ্রানুগতাস্তে) অগ্নিং হুত্বা (হোমেনারাধ্য) সমুপাসীনং (সমুপবিষ্টং) মীলিতাক্ষং (মুদ্রিতনয়নং তং) মূর্ত্তিমন্তম্ অনলম্ ইব (সবিগ্রহমগ্নি-মিব স্থিতং) দদৃশুঃ (দৃষ্টবন্তঃ)।। ২৩।।

অনুবাদ— ইন্দ্রানুচরগণ হোমাবসানে মুদ্রিতনয়নে উপবিষ্ট মুনিকে তৎকালে মূর্ত্তিমান্ অগ্নির তুল্য দর্শন করিয়াছিল।। ২৩।।

বিশ্বনাথ— সমুপাসীনং মুনিম্।। ২৩।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— নিকটে উপবিষ্ট মুনিকে।।

বিবৃতি— যেকালে জীবের ত্রিতাপ-ক্লেশ চিত্তকে ক্ষুব্ধ করে, তৎকালে তাহার জ্ঞান মলিন হয়। বৃহদ্ব্রতত্ব, স্বাধ্যায় ও সংযমাদি ইন্দ্রিয়জজ্ঞানের বিষয়সমূহের ন্যূনাধিক সঙ্গবর্জ্জিত হয় না। ঐগুলি পরিহারপূর্ব্বক প্রকৃত যোগী ইন্দ্রিয়জবিষয়কে অতিক্রম করিয়া অধোক্ষজ ভগবানের ধ্যানে সমর্থ হন। অনর্থযুক্ত অবস্থায় অনর্থ-পরিহারের নিমিত্তই আধ্যক্ষিকগণের চেষ্টা। তদনন্তর ভক্তিযোগই অধোক্ষজ ভগবানের ধ্যানের একমাত্র উপায়।। ২৩।।

নন্যৃতুস্তস্য পুরতঃ স্ত্রিয়োঽথো গায়কা জগুঃ।
মৃদঙ্গবীণাপণবৈর্বাদ্যং চক্রুর্মনোরমম্।। ২৪।।

অন্বয়ঃ—স্ত্রিয়ঃ তস্য (মার্কণ্ডেয়স্য) পুরতঃ (অগ্রে) ননৃতুঃ (নৃত্যঞ্চক্রুঃ) অথ গায়কাঃ জগুঃ (গানঞ্চক্রুস্তথা) মৃদঙ্গবীণাপণবৈঃ মনোরমং বাদ্যং চক্রুঃ (কৃতবন্তঃ)।।

অনুবাদ— তখন রমণীগণ তাঁহার সম্মুখে নৃত্য এবং গায়কগণ গান ও মৃদঙ্গ-বীণা-পণব-প্রভৃতি যন্ত্রদ্বারা মনোরম বাদ্য করিতে লাগিলেন।। ২৪।।

সন্দধেঽস্ত্রং স্বধনুষি কামঃ পঞ্চমুখং তদা।
মধুর্মনো রজস্তোক ইন্দ্রভৃত্যা ব্যকম্পয়ন্।। ২৫।।

অন্বয়ঃ—তদা (এব) কামঃ স্বধনুষি পঞ্চমুখং (শোষণ-দীপনসম্মোহনতাপনোন্মাদনাখ্যানি পঞ্চ মুখানি যস্য তৎ) অস্ত্রং সন্দধে (সংযোজিতবান্) মধুঃ (বসন্তঃ) রজস্তোকঃ (রজস্তোকমন্যে চ) ইন্দ্রভৃত্যাঃ মনঃ (তস্য চিত্তং) ব্যকম্পয়ন্ (বিচালয়িতুং চেষ্টন্তে স্ম)।। ২৫।।

অনুবাদ— কন্দর্পও তৎকালেই স্বীয় শরাসনে পঞ্চমুখ অস্ত্রের সংযোজন করিলেন। বসন্ত, লোভ, মদ এবং অন্যান্য ইন্দ্র-ভৃত্যগণও তদীয় চিত্তচাঞ্চল্য উৎপাদনের জন্য প্রবৃত্ত হইল।। ২৫।।

বিশ্বনাথ— শোষণ-মোহন-সন্দীপন-তাপন-মাদনাখ্যানি পঞ্চমুখ্যানি যস্য তৎ। মধুর্বসন্তঃ রজস্তোকশ্চ পুংস্ত্বমার্ষম্। ব্যকম্পয়ন্ মনশ্চালয়ামাসুঃ।। ২৫।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— শোষণ, মোহন, সন্দীপন, তাপন ও মাদন এই নামে পঞ্চমুখী বাণ যাঁহার সেই মদন। মধুবসন্ত রজগুণের সন্তান। পুংলিঙ্গ আর্ষ প্রয়োগ। ব্যকম্পয়ন মনকে চঞ্চল করিয়া।। ২৫।।

ক্রীড়ন্ত্যাঃ পুঞ্জিকস্থল্যাঃ কন্দুকৈঃ স্তনগৌরবাৎ।
ভৃশমুদ্বিগ্নমধ্যায়াঃ কেশবিস্রংসিতস্রজঃ।। ২৬।।
ইতস্ততো ভ্রমদ্দৃষ্টেশ্চলন্ত্যা অনুকন্দুকম্।
বায়ুর্জ্জহার তদ্বাসঃ সূক্ষ্মং ক্রটিতমেখলম্।। ২৭।।

অন্বয়ঃ— কন্দুকৈঃ (ক্রীড়াদ্রব্যবিশেষৈঃ) ক্রীড়ন্ত্যাঃ (ক্রীড়ারতায়াঃ) স্তনগৌরবাৎ (স্তনয়োর্গুরুত্বাৎ) ভৃশং (যথাস্যাত্তথা) উদ্বিগ্নমধ্যায়াঃ (আক্রান্তমধ্যভাগায়াঃ) কেশবিস্রংসিতস্রজঃ (কেশেভ্যো বিস্রংসিতা বিগলিতা স্রক্ পুষ্পাদিমালা যস্যাস্তস্যাঃ) ইতস্ততঃ ভ্রমদ্দৃষ্টেঃ (চঞ্চল-নয়নায়াঃ) অনুকন্দুকং (কন্দুকমনুসৃত্য) চলন্ত্যাঃ (ধাবন্ত্যাঃ) পুঞ্জিকস্থল্যাঃ (তন্নাম্ন্যাঃ স্ত্রিয়ঃ) ক্রটিতমেখলং (মেখলা-চ্যুতং) তৎ সূক্ষ্মং বাসঃ (বস্ত্রং তদা) বায়ুঃ জহার (হৃতবান্)।।

অনুবাদ— তৎকালে পুঞ্জিকস্থলী নাম্নী কোন এক রমণী কন্দুকক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইলে স্তনগৌরবনিবন্ধন তদীয় মধ্যভাগ আক্রান্ত, কেশরাশি হইতে মাল্যবিগলিত এবং তদীয় দৃষ্টি ইতস্ততঃ সঞ্চালিত হইতেছিল। কন্দুকের পশ্চাদ্ধাবননিবন্ধন তখন তাহার সূক্ষ্মবসন মেখলাচ্যুত হইলে বায়ু তাহা হরণ করিয়াছিলেন।। ২৬-২৭।।

বিসসর্জ্জ তদা বাণং মত্বা তং স্বজিতং স্মরঃ।
সর্ব্বং তত্রাভবন্মোঘমনীশস্য যথোদ্যমঃ।। ২৮।।

অন্বয়ঃ— তদা স্মরঃ (কন্দর্পঃ) তং (মার্কণ্ডেয়ং) স্বজিতং (স্বেন জিতপ্রায়ং) মত্বা বাণং বিসসর্জ্জ (তত্যাজ পরন্তু) অনীশস্য (নির্দ্দৈবস্য) উদ্যমঃ যথা (কার্য্যচেষ্টা যথা বিফলা ভবতি তথা) তত্র (মুনৌ প্রযুক্তং) সর্ব্বং (সাধনং) মোঘং (ব্যর্থম্) অভবৎ (জাতম্)।। ২৮।।

অনুবাদ— তখন কন্দর্প মুনিকে নিজকর্ত্তৃক জিত-প্রায় মনে করিয়া বাণ পরিত্যাগ করিলেন। পরন্তু দৈবানু-কূল্যরহিত ব্যক্তির কার্য্যচেষ্টার ন্যায় মুনির প্রতি প্রযুক্ত যাবতীয় সাধনই ব্যর্থ হইয়া গেল।। ২৮।।

বিশ্বনাথ— অনীশস্য ভাগ্যরহিতস্য।। ২৮।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— অনীশ ভাগ্যরহিত।। ২৮।।

ত ইত্থমপকুর্ব্বন্তো মুনেস্তত্তেজসা মুনে।
দহ্যমানা নিববৃতুঃ প্রবোধ্যাহিমিবার্ভকাঃ।। ২৯।।

অন্বয়ঃ— (হে) মুনে! ইত্থম্ (অনেন প্রকারেণ) মুনেঃ অপকুর্ব্বন্তঃ (প্রতিকূলমাচরন্তঃ) তে (ইন্দ্রানুচরাঃ) তত্তেজসা (মুনিতেজসা) দহ্যমানাঃ (সন্তঃ) অহিং প্রবোধ্য অর্ভকাঃ ইব (বালা যথা সর্পং প্রবোধ্য পশ্চাত্তত্তেজসা দহ্যমানা নিবর্ত্তন্তে তথা) নিববৃতুঃ (নিবৃত্তা বভূবুঃ)।। ২৯

অনুবাদ— হে মুনে! বালকগণ যেরূপ সুপ্ত সর্পকে জাগ্রত করিয়া পশ্চাৎ তদীয় প্রতাপে সন্তপ্ত হইয়া পলায়ন করে সেইরূপ ইন্দ্রানুচরগণও মুনির প্রতিকূলাচরণে প্রবৃত্ত হইয়া পশ্চাৎ তদীয় তেজে উৎপীড়িত হইলে তথা হইতে নিবৃত্ত হইল।। ২৯।।

বিশ্বনাথ— প্রবোধ্যাহিমিতি ন জানীমহে অদ্য কিং ভবিষ্যতীতি ভীতাঃ। অত্রাহি দৃষ্টান্তেন প্রথমং কিঞ্চিদুদ্ভূতং কামং প্রতি ক্রোধোঽভূৎ পশ্চাদ্বিবেকেন কামক্রোধয়োরুভয়োরপ্যুপশমঃ কৃত ইত্যবসীয়তে।। ২৯।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— সর্পকে জাগাইয়া ইহার দ্বারা না জানি আজ কি হইবে এইরূপ ভয় পাইয়াছিল, এইস্থলে সর্প দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রথমে কিঞ্চিৎ কাম হইয়াছিল, পরে ক্রোধ হইল, তাহার পর বিবেক দ্বারা কাম ক্রোধ উভয়ের উপশম করিল ইহাই জানা যায়।। ২৯।।

ইতীন্দ্রানুচরৈর্ব্রহ্মন্ ধর্ষিতোঽপি মহামুনিঃ।
যন্নাগমদহমো ভাবং ন তচ্চিত্রং মহৎসু হি।। ৩০।।

অন্বয়ঃ— (হে) ব্রহ্মন্! মহামুনিঃ (স মার্কণ্ডেয়ঃ) ইন্দ্রানুচরৈঃ ইতি (এবং) ধর্ষিতঃ অপি (আক্রান্তঃ সন্নপি) যৎ অহমঃ (অহঙ্কারস্য) ভাবং (বিকারং) ন অগমৎ (ন প্রাপ্তঃ) মহৎসু তৎ চিত্রম্ (আশ্চর্য্যকরং) ন হি (নৈব ভবেৎ)।। ৩০।।

অনুবাদ— হে ব্রহ্মন্! মহামুনি মার্কণ্ডেয় ইন্দ্রানুচরগণকর্ত্তৃক এইরূপে আক্রান্ত হইয়াও যে অহঙ্কারজনিত বিকার প্রাপ্ত হন নাই, মহাপুরুষগণের এতাদৃশ চরিত্র বিচিত্র নহে।। ৩০।।

বিশ্বনাথ— অহমোঽহঙ্কারস্য।। ৩০।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—অহমঃ অর্থাৎ অহঙ্কারের।।৩০

দৃষ্ট্বা নিস্তেজসং কামং সগণং ভগবান্ স্বরাট্।
শ্রুত্বানুভাবং ব্রহ্মর্ষের্বিস্ময়ং সমগাৎ পরম্।। ৩১।।

অন্বয়ঃ— ভগবান্ স্বরাট্ (ইন্দ্রঃ) সগণং (গণেন সহিতং) কামং নিস্তেজসং (পরাভূতং) দৃষ্ট্বা ব্রহ্মর্ষেঃ (মার্কণ্ডেয়স্য) অনুভাবং (প্রভাবং) শ্রুত্বা পরম্ (অত্যন্তং) বিস্ময়ং সমগাৎ (প্রাপ্তবান্)।। ৩১।।

অনুবাদ— ভগবান্ ইন্দ্রদেব সানুচর কামদেবের পরাভব দর্শন এবং মার্কণ্ডেয়ের প্রভাবশ্রবণে অতিশয় বিস্মিত হইলেন।। ৩১।।

বিশ্বনাথ— স্বরাট্ ইন্দ্রঃ।। ৩১।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— স্বরাট্ ইন্দ্র।। ৩১।।

তস্যৈবং যুঞ্জতশ্চিত্তং তপঃস্বাধ্যায়সংযমৈঃ।
অনুগ্রহায়াবিরাসীন্নরনারায়ণো হরিঃ।। ৩২।।

অন্বয়ঃ— (ততঃ) নরনারায়ণঃ (তদ্রূপঃ) হরিঃ তপঃস্বাধ্যায়সংযমৈঃ এবং (পূর্ব্বোক্তক্রমেণ) চিত্তং যুঞ্জতঃ (চিত্তযোগং কুর্ব্বতঃ) তস্য (মার্কণ্ডেয়স্য) অনুগ্রহায় (অনুগ্রহং কর্ত্তুম্) আবিরাসীৎ (আবির্ভূতঃ)।। ৩২।।

অনুবাদ— অনন্তর নরনারায়ণরূপী ভগবান্ শ্রীহরি তপস্যা, বেদাভ্যাস ও সংযমদ্বারা চিত্তযোগাভ্যাসরত মার্কণ্ডেয় ঋষির প্রতি অনুগ্রহ-প্রকাশের জন্য তথায় উপস্থিত হইলেন।। ৩২।।

তৌ শুক্লকৃষ্ণৌ নবকঞ্জলোচনৌ
চতুর্ভুজৌ রৌরববল্কলাম্বরৌ।
পবিত্রপাণী উপবীতকং ত্রিবৃৎ
কমণ্ডলুং দণ্ডমৃজুঞ্চ বৈণবম্।। ৩৩।।
পদ্মাক্ষমালামুত জন্তুমার্জ্জনং
বেদঞ্চ সাক্ষাৎ তপ এব রূপিণৌ।

তপত্তড়িদ্বর্ণপিশঙ্গরোচিষা
প্রাংশূদধানৌ বিবুধর্ষভার্চ্চিতৌ।। ৩৪।।

অন্বয়ঃ— শুক্লকৃষ্ণৌ (শুক্লশ্চ কৃষ্ণশ্চ তৌ) নব-কঞ্জলোচনৌ (নবীনকমলতুল্যনয়নশালিনৌ) চতুর্ভুজৌ রৌরব-বল্কলাম্বরৌ (রৌরবং কৃষ্ণাজিনং বল্কলঞ্চ অম্বরং যয়োস্তৌ) পবিত্রপাণী (পবিত্রে পাণী যয়োস্তৌ) ত্রিবৃৎ (ত্রিগুণিতং নবতন্তুকমিতি বা) উপবীতকং কমণ্ডলুং বৈণবং (বংশসম্ভবম্) ঋজুং (সরলং) দণ্ডং চ পদ্মাক্ষমালাং (পদ্ম-বীজসম্ভূতাং জপমালাম্) উত (অপি চ) জন্তুমার্জ্জনং (জন্তূনাং মার্জ্জনং শুদ্ধিজনকং) বেদং চ (দর্ভমুষ্টিঞ্চ) দধানৌ তপত্তড়িদ্বর্ণপিশঙ্গরোচিষা (তপত্তড়িদ্‌বর্ণং দেদীপ্যমানং বিদ্যুৎসঙ্কাশং যৎ পিশঙ্গং পিঙ্গলং রোচিস্তেন) রূপিণৌ (মূর্ত্তিমন্তৌ) সাক্ষাৎ তপঃ এব (তপঃসদৃশৌ) প্রাংশূ (উন্নতৌ) বিবুধর্ষভার্চ্চিতৌ (দেবশ্রেষ্ঠৈর্বন্দিতৌ) তৌ (নরনারায়ণ-রূপৌ সমাগতৌ বভূবতুঃ)।। ৩৩-৩৪।।

অনুবাদ— ভগবান্ শ্রীহরির সেই নরনারায়ণরূপী বিগ্রহযুগলের মধ্যে একটি শুক্ল এবং অপরটি কৃষ্ণবর্ণ। তাঁহারা নবকমলসদৃশনয়নযুক্ত, চতুর্ভুজ, কৃষ্ণাজিন-তরুবল্কলপরিহিত, পবিত্রহস্ত-উপবীত-কমণ্ডলু-বংশ-নির্ম্মিত-সরলদণ্ড-পদ্মবীজরচিত-জপমাল্য-জীবশুদ্ধি-জনক-কুশমুষ্টিধারী, দেদীপ্যমান বিদ্যুৎসদৃশ, পিঙ্গলদ্যুতি-বশতঃ মূর্ত্তিময় তপঃস্বরূপ, উন্নতবিগ্রহ এবং দেবশ্রেষ্ঠ-গণকর্ত্তৃকও পূজিত।। ৩৩-৩৪।।

বিশ্বনাথ— রৌরবং কৃষ্ণাজিনং বল্কলঞ্চ অম্বরং যয়োস্তৌ ত্রিবৃৎ ত্রিগুণং নবতন্তুকং উপবীতং দধানো কমণ্ডল্বাদিকং হস্তেষু দধানৌ। বেদং বেদশাস্ত্রং জন্তূনাং মার্জ্জনং শুদ্ধির্যতস্তং বেদং দর্ভমুষ্টিমিতি কেচিৎ। তপ এব রূপিণৌ তপোমূর্ত্তি ইত্যর্থঃ। তপত্তড়িদ্বর্ণং দীপ্যমান-বিদ্যুৎসংকাশং যৎ পিশঙ্গরোচিস্তেন প্রাংশূ অত্যুন্নতৌ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— রৌরব অর্থাৎ কৃষ্ণ হরিণের চর্ম্ম ও বল্কল বস্ত্র যাহার তাহার দ্বারা ত্রিগুণীকৃত নবসূত্র উপবীত ধারণকারী কমণ্ডলু আদি ধারণকারী দুইজন। বেদ—বেদশাস্ত্র, জন্তুগণের মার্জ্জন শুদ্ধি যাহা হইতে সেই বেদকে কুশমুষ্টি ইহা কেহ কেহ বলেন। তপস্যাই রূপ-ধারণ করিয়া তপমূর্ত্তি ইহার অর্থ। দীপ্তিমান্ বিদ্যুৎবর্ণ যে পিশঙ্গ বর্ণ তাহা দ্বারা অতি উন্নত ভস্ম।। ৩৩-৩৪।।

তে বৈ ভগবতো রূপে নরনারায়ণাবৃষী।
দৃষ্টোত্থায়াদরেণোচ্চৈর্ননামাঙ্গেন দণ্ডবৎ।। ৩৫।।

অন্বয়ঃ— (স মার্কণ্ডেয়স্তদা) নরনারায়ণৌ ঋষী (তল্লক্ষণে) ভগবতঃ তে রূপে (রূপদ্বয়ং) দৃষ্ট্বা উত্থায় উচ্চৈঃ (মহতা) আদরেণ অঙ্গেন দণ্ডবৎ ননাম (প্রণামং কৃতবান্)।। ৩৫।।

অনুবাদ—তৎকালে মার্কণ্ডেয় নরনারায়ণ ঋষি-রূপী শ্রীহরির মূর্ত্তিযুগল দর্শনপূর্ব্বক আসন হইতে উত্থিত হইয়া অতিশয় আদরসহকারে অঙ্গদ্বারা দণ্ডবৎপ্রণত হইলেন।। ৩৫।।

স তৎসন্দর্শনানন্দ-নির্বৃতাত্মেন্দ্রিয়াশয়ঃ।
হৃষ্টরোমাশ্রুপূর্ণাক্ষো ন সেহে তাবুদীক্ষিতুম্।। ৩৬।।

অন্বয়ঃ—তৎসন্দর্শনানন্দনির্বৃতাত্মেন্দ্রিয়াশয়ঃ (তয়োঃ সন্দর্শনজনিতেনানন্দেন নির্বৃতাঃ স্বস্থা আত্মেন্দ্রিয়াশয়া দেহেন্দ্রিয়মনাংসি যস্য সঃ) সঃ (মার্কণ্ডেয়ঃ) হৃষ্টরোমা (পুলকিতাঙ্গঃ) অশ্রুপূর্ণাক্ষঃ (অশ্রুপূর্ণনয়নশ্চ সন্) তৌ উদীক্ষিতুং (দ্রষ্টুং) ন সেহে (নাশক্নোৎ)।। ৩৬।।

অনুবাদ— তখন তাঁহাদের সন্দর্শনজনিত-আনন্দ-বশতঃ তদীয় দেহ, ইন্দ্রিয়সমূহ ও মন স্বস্থ হইলে তিনি পুলকিতকলেবর ও অশ্রুপূর্ণনয়ন হইয়া তাঁহাদের নিরীক্ষণে সমর্থ হইলেন না।। ৩৬।।

বিশ্বনাথ— ন সেহে ন শশাক।। ৩৬।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—ন সেহে—সহ্য করিতে পারিল না।।

উত্থায় প্রাঞ্জলিঃ প্রহ্ব ঔৎসুক্যাদাশ্লিষন্নিব।
নমো নম ইতীশানৌ বভাষে গদ্‌গদাক্ষরম্।। ৩৭।।

অন্বয়ঃ— (অথ সঃ) উত্থায় প্রাঞ্জলিঃ (কৃতাঞ্জলিঃ) প্রহ্বঃ (নম্রঃ সন্) ঔৎসুক্যাৎ আশ্লিষন্ ইব (আলিঙ্গনং কুর্ব্বন্নিব) ঈশানৌ (তৌ) গদ্‌গদাক্ষরং (যথা স্যাত্তথা) নমঃ নমঃ ইতি বভাষে (উক্তবান্)।।৩৭।।

অনুবাদ— অনন্তর তিনি গাত্রোত্থানপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলি ও বিনয়নম্র-ভাবে ঔৎসুক্যবশতঃ তাঁহাদিগকে যেন আলিঙ্গিত করিয়া গদ্‌গদ-স্বরে নমঃ নমঃ শব্দোচ্চারণ করিলেন।।৩৭।।

বিশ্বনাথ— প্রহ্বো নমঃ।।৩৭।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— নমস্কার।।৩৭।।

তয়োরাসনমাদায় পাদয়োরবনিজ্য চ।
অর্হণেনানুলেপেন ধূপমাল্যৈরপূজয়ৎ।।৩৮।।

অন্বয়ঃ— (অথ) তয়োঃ (নরনারায়ণয়োঃ) আসনম্ আদায় (প্রদায়) পাদয়োঃ অবনিজ্য (পাদৌ প্রক্ষাল্য) চ অর্হণেন (পূজোপহারেণ) অনুলেপেন (চন্দনাদিনা) ধূপমাল্যৈঃ (ধূপৈস্তথা মাল্যৈশ্চ) অপূজয়ৎ (পূজিতবান্)।।

অনুবাদ— অতঃপর তাঁহাদের আসন-প্রদান ও পাদপ্রক্ষালনপূর্ব্বক চন্দনাদি উপলেপন দ্রব্য, ধূপ, মাল্য ও অন্যান্য উপহারদ্বারা পূজা করিলেন।।৩৮।।

সুখমাসনমাসীনৌ প্রসাদাভিমুখৌ মুনী।
পুনরানম্য পাদাভ্যাং গরিষ্ঠাবিদমব্রবীৎ।।৩৯।।

অন্বয়ঃ—(অথ সঃ) সুখং (সুখেন) আসনম্ আসীনৌ (আসন উপবিষ্টৌ) প্রসাদাভিমুখৌ (প্রসাদার্থমনুগ্রহার্থমভিমুখৌ উদ্যতৌ) গরিষ্ঠৌ (পূজ্যতমৌ) মুনী (নরনারায়ণৌ প্রতি) পুনঃ পাদাভ্যাং (পাদৌ) আনম্য (প্রণম্য) ইদং (বক্ষ্যমাণম্) অব্রবীৎ (উক্তবান্)।।৩৯।।

অনুবাদ— অনন্তর পূজ্যতম মুনিযুগল অনুগ্রহোন্মুখ হইয়া আসনে সুখোপবিষ্ট হইলে মার্কণ্ডেয় পুনরায় পদযুগলবন্দনাপূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন।।৩৯।।

শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ—
কিং বর্ণয়ে তব বিভো যদুদীরিতোঽসুঃ
সংস্পন্দতে তমনু বাঙ্‌মনইন্দ্রিয়াণি।
স্পন্দন্তি বৈ তনুভৃতামজশর্ব্বয়োশ্চ
স্বস্যাপ্যথাপি ভজতামসি ভাববন্ধুঃ।।৪০।।

অন্বয়ঃ— শ্রীমার্কণ্ডেয়ঃ উবাচ,—(হে) বিভো! যদুদীরিতঃ (যদ্ যেন ত্বয়ৈবোদীরিতঃ প্রেরিতঃ সন্) তনুভৃতাং (প্রাণিনাম্) অজশর্ব্বয়োঃ (ব্রহ্মশিবয়োঃ) চ স্বস্য (মম) অপি অসুঃ (প্রাণঃ) সংস্পন্দতে (প্রবর্ত্ততে) তম্ অনু (তস্য প্রাণস্য স্পন্দনং লক্ষীকৃত্য) বাঙ্মনইন্দ্রিয়াণি (বাগাদয়শ্চ) স্পন্দন্তি বৈ (স্বস্ববিষয়েষু প্রবর্ত্তন্তে) অথাপি (এবং যদ্যপি ন কস্যাপি স্বাতন্ত্র্যং তথাপি) ভজতাং (পুংসাং) ভাববন্ধুঃ (আত্মবন্ধুঃ) অসি (ভবসি তস্য) তব (ত্বাং) কিং বর্ণয়ে (কথমহং স্তৌমি)।।৪০।।

অনুবাদ—শ্রীমার্কণ্ডেয় বলিলেন, হে বিভো। আপনার প্রেরণাবশতঃ নিখিলপ্রাণিগণ, ব্রহ্মা, মহেশ্বর এবং আমার প্রাণ স্পন্দিত হইতেছে এবং সেই প্রাণের স্পন্দন লক্ষ্য করিয়াই বাক্য, মনঃ ও অন্যান্য ইন্দ্রিয়গণও স্ব-স্ব-বিষয়ে প্রবৃত্ত হইতেছে, তথাপি আপনি ভজনরত পুরুষগণের আত্মবন্ধুস্বরূপ; আমি আপনার কি স্তুতি করিব।।

বিশ্বনাথ— যেন ত্বয়ৈব উদীরিতঃ প্রেরিতোঽসুঃ প্রাণঃ স্পন্দতে প্রবর্ত্ততে তমনু চ বাগাদীনি স্পন্দন্তে। শ্রোত্রস্য শ্রোত্রমিত্যাদিশ্রুতিভির্বৈ নিশ্চিতমেবেত্যর্থঃ। ন কেবলং প্রাকৃতানাং তনুভৃতামপি অজশর্ব্বয়োশ্চ। অতঃ স্বস্য মমাপি। যদ্যপ্যেবং তথাপি ভজতাং জনানাং ভাবেন প্রেম্না বন্ধুর্বন্ধুরিব বশ্যোঽসি। প্রাণবুদ্ধীন্দ্রিয়াদিভিস্ত্বমেব স্বভজনং কারয়সি পুনস্তাদৃশভজনস্য প্রত্যুপকারেঽসমর্থো ঋণীব ভূত্বা তৎ প্রেমবশ্যো ভবসীত্যদ্ভুতং তব কৃপাবৈভবমিতি ভাবঃ।।৪০।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— মার্কণ্ডেয় ঋষি নরনারায়ণের স্তব করিতেছেন—যে আপনা কর্ত্তৃকই প্রেরিত প্রাণ স্পন্দন করিতেছে, তাহার পর বাক্ আদি ইন্দ্রিয় স্পন্দিত হইতেছে। কর্ণের কর্ণ ব্রহ্মা এই শ্রুতিগণ কর্ত্তৃক নিশ্চিতই ব্রহ্মা।

কেবল প্রাকৃত দেহধারীগণের নহে কিন্তু ব্রহ্মা শিবেরও, অতএব আমারও। যদিও এইপ্রকার তথাপি ভজনকারী জনগণের ভাব অর্থাৎ প্রেমদ্বারা বন্ধুর ন্যায় বৈশ্য ও প্রাণ বুদ্ধি ইন্দ্রিয়াদি দ্বারা তুমিই নিজ ভজন করাইতেছ। পুনরায় ঐরূপ ভজনের প্রত্যুপকারে অসমর্থ হইয়া ঋণীর ন্যায় হইয়া তাঁহার প্রেমের দ্বারা বশীভূত হইতেছ, এইরূপ অদ্ভুত তোমার কৃপা-বৈভব—ইহাই ভাবার্থ।। ৪০।।

মূর্ত্তী ইমে ভগবতো ভগবংস্ত্রিলোক্যাঃ
ক্ষেমায় তাপবিরমায় চ মৃত্যুজিত্যৈ।
নানা বিভর্ষ্যবিতুমন্যতনূর্যথেদং
সৃষ্ট্বা পুনর্গ্রসসি সর্ব্বমিবোর্ণনাভিঃ।। ৪১।।

অন্বয়ঃ—(হে) ভগবন্! ভগবতঃ (তব) ইমে মূর্ত্তী (এতন্মূর্ত্তিদ্বয়ং) ত্রিলোক্যাঃ (লোকত্রয়স্য) ক্ষেমায় (পালনায়) তাপবিরমায় (দুঃখনিবৃত্ত্যৈ) মৃত্যুজিত্যৈ চ (মোক্ষায় চ ভবতঃ) যথা ইদং (বিশ্বম্) অবিতুং (পালয়িতুং ত্বং) নানা (বিবিধাঃ) অন্যতনূঃ (মৎস্যকূর্ম্মাদিলক্ষণা মূর্ত্তীঃ) বিভর্ষি (ধারয়সি তথা) উর্ণনাভিঃ ইব সর্ব্বং (বিশ্বং) সৃষ্ট্বা পুনঃ (প্রলয়ে তৎ) গ্রসসি (আত্মন্যেবোপসংহরসি)।।৪১

অনুবাদ— হে ভগবন্! আপনার এই মূর্ত্তিযুগল ত্রিলোকের পালন, দুঃখনিবৃত্তি ও মোক্ষের কারণ হইয়া থাকেন। আপনি এই বিশ্বের পালনের জন্য যেরূপ নানাবিধ বিগ্রহ স্বীকার করেন, সেইরূপ ঊর্ণনাভির সূত্রসৃষ্টির ন্যায় বিশ্বের সৃষ্টি করিয়া পুনরায় স্বয়ংই তাহা গ্রাস করিয়া থাকেন।। ৪১।।

বিশ্বনাথ— তস্মাৎ স্বভজনং কারয়িতুং ভজনপরিপাকে চ ত্বদ্ভক্তপ্রেমবশ্যো ভবিতুং চ তবাবতারঃ। ন কেবলমেতদেব নিমিত্তং জগৎপালনার্থমপীত্যাহ মূর্ত্তী ইমে ইতি। মৃত্যুজিত্যৈ মোক্ষায় চ। যথা নানাঽন্যতনূর্মৎস্যকূর্ম্মাদ্যা বিভর্ষি তথেমামপি তনুং বিভর্ষি। কিঞ্চ। সৃষ্টা যস্য পালনার্থং তনূর্বিভর্ষি তৎসর্ব্বং পুনর্গ্রসসি চ উর্ণনাভিরিবেত্যদ্ভুতং তব লীলাবৈভবমপীতি ভাবঃ।। ৪১।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— অতএব নিজ ভজন করাইবার জন্য এবং ভজন পক্ব হইলে পর তোমার ভক্তের প্রেম দ্বারা বশীভূত হইবার জন্য তোমার অবতার। কেবল এই নিমিত্তই নহে। জগৎ পালনের জন্যও এই দুই মূর্ত্তি। মৃত্যু জয় করিয়া মোক্ষের জন্যও। যেমন নানা অন্য অবতার মৎস্য কূর্ম্মাদিরূপ ধারণ করেন পুনরায় সেই সকল মাকড়-সার মত গ্রাস করেন। ইহা অদ্ভুত তোমার লীলা বৈভবও, ইহাই ভাবার্থ।। ৪১।।

বিবৃতি— জড়জগতে মাকড়্সা যেরূপ জাল বিস্তার করিয়া উহা সংগোপন করে, তদ্রূপ ভগবদধিষ্ঠানসমূহ এ-প্রদেশে আসিয়া নৈমিত্তিক অবতাররূপে স্বীয় লীলা প্রদর্শন করিয়া পুনরায় আত্মগোপন করেন। জড়জগতের নশ্বরতামূলে বিচিত্রতা যেরূপ নিত্যকাল সংরক্ষিত হয় না, ঊর্ণনাভির উদাহরণদ্বারা সেরূপ বুঝিতে হইবে না।।

তস্যাবিতুঃ স্থিরচরেশিতুরঙ্ঘ্রিমূলং
যৎস্থং ন কর্ম্মগুণকালরজঃ স্পৃশন্তি।
যদ্বৈ স্তবন্তি নিনমন্তি যজন্ত্যভীক্ষ্ণং
ধ্যায়ন্তি বেদহৃদয়া মনুয়স্তদাপ্ত্যৈ।। ৪২।।

অন্বয়ঃ—(হে ভগবন্!) কর্ম্মগুণকালরজঃ (কর্ম্মগুণকালানাং রজো মলমন্যে চ তাপাদয়ঃ) যৎস্থং (যত্র স্থিতং যদাশ্রিতমিত্যর্থঃ, তাদৃশং জনং) ন স্পৃশন্তি (নাভিভবন্তি) বেদহৃদয়া (বেদতাৎপর্য্যবিদঃ) মুনয়ঃ তদাপ্ত্যৈ (তৎপ্রাপ্তয়ে এব) অভীক্ষ্ণং (নিরন্তরং) যৎ স্তবন্তি নিনমন্তি (নিতরাং নমন্তি) যজন্তি (আরাধয়ন্তি) ধ্যায়ন্তি (চিন্তয়ন্তি) বৈ (অহং) স্থিরচরেশিতুং (স্থাবরজঙ্গমনিয়ন্ত্রিণঃ) অবিতুঃ (রক্ষকস্য চ) তস্য (তব তৎ) অঙ্ঘ্রিমূলং (পাদমূলং ভজামীতি তৃতীয়-শ্লোকেনানুষঙ্গঃ)।। ৪২।।

অনুবাদ—হে ভগবন্! গুণ-কর্ম্ম-কালজনিত পাপ-রাশি বা অন্যান্য তাপাদি দুঃখ যাঁহার আশ্রিতজনকে অভি-ভূত করিতে পারে না, বেদরহস্যজ্ঞ ঋষিগণ তৎপ্রাপ্তির জন্যই নিরন্তর যাঁহার স্তব, প্রণাম আরাধনা ও ধ্যান করিয়া

থাকেন, আমি স্থাবর-জঙ্গমান্তর্য্যামী, জগৎপালনরত সেই আপনার পাদমূলের আরাধনা করিতেছি।। ৪২।।

বিশ্বনাথ— তস্য তবাঙ্ঘ্রিমূলং ভজামীতি তৃতীয়-শ্লোকস্থস্যানুষঙ্গঃ। যৎস্থং যদঙ্ঘ্রিতলস্থং ভক্তজনং কর্ম্ম-গুণকালরজঃ দুরাচারত্বাদিভাবং মালিন্যঞ্চ ন স্পৃশন্তীতি অদ্ভুতং তব ভক্তিবৈভবমিতি কর্ম্মেতি দুষ্কৃতং সুকৃতং প্রাচীনমর্ব্বাচীনং বা কৃতমপি ন স্পৃশতীতি পুষ্করপলাশে জলমিবেতি ভাবঃ। বহুত্বমার্ষম্। যদ্ভক্তা অভীক্ষ্ণং মুনয়ো মৌনশীলা বেদহৃদয়া বেদার্থতাৎপর্য্যজ্ঞাঃ তৎপ্রাপ্ত্যর্থং ধ্যায়ন্তি।। ৪২।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— তোমার চরণ মূল ভজন করি ইহা তৃতীয় শ্লোকের সহিত অন্বয়। যে তোমার চরণ তলে স্থিত ভক্তজনকে কর্ম্ম-গুণ কাল-রজ দুরাচারাদি ভাব ও মালিন্য স্পর্শ করে না, তাহা তোমার অদ্ভুত ভক্তি বৈভব। কর্ম্ম অর্থাৎ দুষ্কৃত সুকৃত প্রাচীন নবীন করিলেও তাহা স্পর্শ করে না, পদ্মপত্রে জলের ন্যায়, ইহাই ভাবার্থ। বহু-বচন আর্ষ প্রয়োগ। যাঁহার ভক্তগণ সর্ব্বদা মৌনশীল মুনি, বেদার্থ তাৎপর্য্যজ্ঞ, তাহা পাইবার জন্য ধ্যান করিতেছেন।।

বিবৃতি— জড়জ্ঞান যেকালে অনর্থযুক্ত ব্যক্তির চিত্ত অধিকার করে, তৎকালে সংযত মুনির বেদজ্ঞ হইবার অধিকার থাকে না। জড়-অভিজ্ঞতা অতিক্রম করিলে চিন্ময়জ্ঞানে ভগবানের স্তব, প্রণাম, অর্চ্চন ও ধ্যান সম্ভব-পর। তৎকালে পূর্ণবস্তুর সান্নিধ্যলাভ হইলে কর্ম্মপ্রবৃত্তি বা গুণতাড়িত হইবার যোগ্যতা, কালক্ষোভ্যতা ও তাৎ-কালিকতা ভগবদ্ভক্তকে স্পর্শ করিতে অসমর্থ হয়।। ৪২।।

নান্যং তবাঙ্ঘ্র্যুপনয়াদপবর্গমূর্ত্তেঃ
ক্ষেমং জনস্য পরিতো ভিয় ঈশ বিদ্মঃ।
ব্রহ্মা বিভেত্যলমতো দ্বিপরার্দ্ধধিষ্ণ্যঃ
কালস্য তে কিমুত তৎকৃতভৌতিকানাম্।। ৪৩।।

অন্বয়ঃ—(হে) ঈশ। পরিতোভিয়ঃ (পরিতঃ সর্ব্বে-ষ্বপি লোকেষু ভীর্যস্য তস্য) জনস্য (জীবস্য) অপবর্গমূর্ত্তেঃ (অপবর্গস্বরূপস্য) তব অঙ্ঘ্র্যুপনয়াৎ (শ্রীচরণপ্রাপ্তেঃ) অন্যং (তং বিনাপরং) ক্ষেমং (কল্যাণং) ন বিদ্মঃ (ন জানীমঃ) দ্বিপরার্দ্ধধিষ্ণ্যঃ (দ্বিপরার্দ্ধংধিষ্ণ্যং স্থানং যস্য সঃ) ব্রহ্মা (অপি) তে কালস্য ত্বদ্‌ভ্রূবিজৃম্ভরূপাৎ) অলং বিভেতি (অতিভীতো ভবতি) অতঃ (হেতোঃ) তৎকৃতভৌতি-কানাং (তেন ব্রহ্মণা কৃতানাং ভৌতিকানাং প্রাণিনাং) কিমুত (কিং নাম বক্তব্যম্)।। ৪৩।।

অনুবাদ— হে ঈশ! সর্ব্বত্র ভয়শীল জীবগণের পক্ষে অপবর্গস্বরূপ আপনার শ্রীচরণপ্রাপ্তিব্যতীত অন্য কোনরূপ মঙ্গল আমরা অবগত নহি। দ্বিপরার্দ্ধকালস্থায়ী ব্রহ্মাও ভবদীয় ভ্রূবিজৃম্ভরূপ কালের নিকট অতিশয় ভীত হইয়া থাকেন, সুতরাং তাদৃশ ব্রহ্মবিরচিত প্রাণিগণের কথা আর কি বলিব?।। ৪৩।।

বিশ্বনাথ— অঙ্ঘ্র্যুপনয়াৎ চরণপ্রাপ্তেরন্যৎ ক্ষেমং কুশলং পরিতো—ভিয়ঃ সংসারাদ্বিভ্যতো জনস্য ন বিদ্মঃ। যতো ব্রহ্মেত্যাদি তে কালস্য কালস্বরূপাৎ ইতঃ অস্মাৎ। কিমুত বক্তব্যং তৎকৃতানাং ব্রহ্মকৃতানাং ভৌতিকানাং প্রাণিনাং ভয়মিতি।। ৪৩।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— চরণ উপাসনা হইতে চরণ প্রাপ্তি ব্যতীত অন্য মঙ্গল চতুর্দিগের ভয় সংসার হইতে ভয়ভীত জনের জানি না যেহেতু ব্রহ্ম ইত্যাদি তোমার কালের কাল স্বরূপ হইতে আর কি বলিব। ব্রহ্মকৃত ভৌতিক প্রাণিগণের ভয়।। ৪৩।।

বিবৃতি—ভগবৎপাদপদ্ম লাভ ব্যতীত ইতরবস্তুসকল কখনও মঙ্গলপ্রদ হইতে পারে না। ব্রহ্মার আয়ুষ্কাল ভগবৎপাদপদ্মে অবস্থিত। তদধীন সৃষ্ট প্রাণিসকল সেই কালের ভয়ে যে সর্ব্বক্ষণ ভীত থাকিবে, ইহাতে আর সন্দেহ কি? আপনার পাদপদ্মস্মৃতি ব্যতীত তাহাদের পক্ষে অভয় লাভ করিবার আর অন্য কোন উপায় নাই।।৪৩

তদ্বৈ ভজাম্যৃতধিয়স্তব পাদমূলং
হিত্বেদমাত্মচ্ছদি চাত্মগুরোঃ পরস্য।

দেহাদ্যপার্থমসদন্ত্যমভিজ্ঞমাত্রং
বিন্দতে তে তরহি সর্ব্বমনীষিতার্থম্।। ৪৪।।

অন্বয়ঃ—তৎ বৈ (তস্মাদেবাহম্) আত্মচ্ছদি (স্বাত্মাবরকম্) অসৎ (তুচ্ছম্) অন্ত্যং (নশ্বরম্) অভিজ্ঞমাত্রম্ (আত্মমাত্রং ন ততঃ পৃথক্স্থিতম্) ইদং অপার্থং (ব্যর্থং) দেহাদি হিত্বা (সন্ত্যজ্য) ঋতধিয়ঃ (ঋতা সত্যা ধীর্যস্য তস্য) আত্মগুরোঃ (জীবনিয়ন্তুঃ) পরস্য চ তব পাদমূলং ভজামি বৈ (আরাধয়ামি) তর্হি (যদি পুরুষস্ত্বাং ভজতি তদা) তে (ত্বত্তঃ) সর্ব্বমনীষিতার্থং (সর্ব্বং মনীষিতমভীষ্টমর্থং) বিন্দতে বৈ (লভেত)।। ৪৪।।

অনুবাদ—অতএব আমি আত্মাবরক, তুচ্ছ, বিনশ্বর, স্বরূপতঃ, আত্মব্যতীত পৃথক্ সত্তারহিত এই দেহাদির সম্বন্ধ পরিত্যাগপূর্ব্বক সত্যজ্ঞান-সম্পন্ন, জীবনিয়ন্তৃস্বরূপ পরম পুরুষরূপী আপনার পাদমূল ভজন করিতেছি। মানবগণ আপনার সেবা করিলেই আপনার নিকট হইতে সর্ব্বাভীষ্টলাভে সমর্থ হইয়া থাকেন।। ৪৪।।

বিশ্বনাথ— ঋতধিয়ঃ সত্যজ্ঞানস্য আত্মচ্ছদি হিত্বা আত্মচ্ছাদকং দেহাদি দেহগেহাদি-মমত্বং ত্যক্ত্বা অপার্থং নিষ্ফলং অসৎ তুচ্ছং অন্ত্যং নশ্বরম্। এবমনোঽপি যো ভজতি স তে ত্বামভিজ্ঞমাত্রং ভক্তসেবাভিজ্ঞমেব প্রাপ্নোতি। ননু তর্হি নিষ্কাম এব মাং ভজতু সকামস্ত্বন্যং তত্রাহ। তর্হীতি। যদি ত্বাং বিন্দেত তর্হি সর্ব্বমনীষিতার্থং বিন্দেতৈব।। ৪৪।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— সত্য জ্ঞানের আত্মার আচ্ছাদক দেহগেহাদির মমত্ব ত্যাগ করিয়া নিষ্ফল অসৎ তুচ্ছ নশ্বর এবং অন্যও যিনি ভজন করিতেছেন, সেই তোমার অভিজ্ঞমাত্র ভক্তসেবা অভিজ্ঞকেই প্রাপ্ত হয়। প্রশ্ন—তাহা হইলে নিষ্কামই আমাকে ভজন করুক, সকাম ব্যক্তি অন্যকে ভজন করুক। তাহার উত্তরে বলিতেছেন—যদি তোমাকে লাভ করে তাহা হইলে সকল বাঞ্ছিতার্থ লাভ করেই।। ৪৪।।

বিবৃতি— ভোগ্যজ্ঞানের জ্ঞেয় বস্তুর অধিকার পরিত্যাগ করিয়া পরমাত্মার ভজনফলেই আত্মবিদের চরণার্চ্চনলাভ ঘটে। তখনই পুরুষার্থপ্রাপ্তি অবশ্যম্ভাবী।।

তে রজস্তম ইতীশ তবাত্মবন্ধো
মায়াময়াঃ স্থিতিলয়োদয়হেতবোঽস্য।
লীলা ধৃতা যদপি সত্ত্বময়ী প্রশান্ত্যৈ
নান্যে নৃণাং ব্যসনমোহভিয়শ্চ যাভ্যাম্।। ৪৫।।

অন্বয়ঃ— (হে) আত্মবন্ধো! (অনাথজীববান্ধব!) ঈশ! যদপি (যদ্যপি) অস্য (বিশ্বস্য) স্থিতিলয়োদয়হেতবঃ (সৃষ্টিস্থিতিসংহারহেতুভূতাঃ) সত্ত্বং রজঃ তমঃ ইতি (সত্ত্বাদিরূপাঃ) তব (এব) মায়াময়াঃ (মায়য়া কৃতাঃ) লীলাঃ ধৃতাঃ (ত্বয়ৈব গৃহীতাস্তথাপি) সত্ত্বময়ী (সাত্ত্বিকী লীলৈব) নৃণাং প্রশান্ত্যৈ (মোক্ষায় ভবতি) যাভ্যাং (রাজসতামসীভ্যাং) ব্যসনমোহভিয়ঃ চ (ভবতি তে) অন্যে (দ্বে রাজসী তামসী চ লীলা) ন (প্রশান্ত্যৈ ন ভবতঃ)।। ৪৫।।

অনুবাদ— হে অনাথজীববন্ধো! জগদীশ! যদিও আপনি এই বিশ্বের সৃষ্টি-স্থিতি-সংহার-কারণরূপে সত্ত্ব-রজস্তমোগুণরূপ মায়াময় লীলাসমূহ স্বীকার করিয়াছেন, তথাপি সাত্ত্বিকী লীলাই মানবগণের মোক্ষহেতু হইয়া থাকে। ব্যসন ও মোহজনক রাজস-তামস-লীলাসমূহ মোক্ষজনক হয় না।। ৪৫।।

বিশ্বনাথ— ননু সকামত্বে সতি দেবান্তরমপি ভজতু তত্তদ্ভজনমপি মদ্ভজনমেব, যতো দেবা মন্মূর্ত্তয় এব তে ইতি তত্রাহ সত্ত্বমিতি। আত্মবন্ধো হে প্রাণনাথ অস্য ইন্দ্র-চন্দ্রাদি দেবমনুষ্যাদিময়স্য জগতঃ স্থিত্যাদি হেতবঃ, সত্ত্বাদয়ো গুণাস্তেঽপি মায়াময়া এব, কিং পুনস্তৎকার্য্যা ইন্দ্রাদ্যা নশ্বরাস্তেষাং ভজনে মায়াতীতং ত্বাং কথং বিন্দে ইতি ভাবঃ। যদ্যপ্যাসু লীলাসু মধ্যে সত্ত্বময়ী লীলা প্রশান্ত্যৈ ধৃতা, ন ত্বন্যে রজস্তমোময়্যৌ যাভ্যাং ব্যসনমোহভিয়ো ভবন্তি। তদপ্যেতাস্তিস্রোঽপি লীলা মায়াময়া মায়াময্য এবেত্যন্বয়ঃ।। ৪৫।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— প্রশ্ন—সকাম হইলে অন্য দেবতাকেও ভজন করুক! সেই সেই ভজনও আমার ভজনই, যেহেতু দেবগণ আমার মূর্ত্তি তাঁহারা? ইহার উত্তরে বলিতেছেন—হে প্রাণনাথ! ইন্দ্র চন্দ্রাদি দেব-মনুষ্যাদিময় জগতের স্থিতি আদির কারণ সত্ত্বাদি গুণ সমূহ

তাঁহারাও মায়াময়ই। পুনরায় কি বলিব—সত্ত্বাদির কার্য্য ইন্দ্রাদি দেবগণ নশ্বর, তাঁহাদের ভজনে মায়াতীত তোমাকে কিরূপে লাভ করিবে? ইহাই ভাবার্থ। যদিও এই লীলা-সকল মধ্যে সত্ত্বময়ীলীলা প্রশস্তির জন্য ধারণ করিয়াছ কিন্তু অন্য অর্থে নহে, রজোতমময়ী লীলার দ্বারা দুঃখ মোহ ভয় হয়। তাহাও এই ত্রিবিধ লীলা মায়াময়ীই—এইভাবে অন্বয় হইবে।। ৪৫।।

বিবৃতি—ভগবানের মায়ার অন্তর্গত গুণত্রয়ের দ্বারাই বিশ্ব প্রকটিত হইয়াছে। উহাতেই বিশ্বের জন্মস্থিতিভঙ্গ ঘটে। সত্ত্বগুণই জীবের পরমমঙ্গলপ্রদ। এবিশ্বে রজস্তমো-গুণ মঙ্গলের বিঘাতক হওয়ায় মোহ ও ভয়াদি আনয়ন করায়। গুণজাত ক্রিয়ায় নশ্বরতা ধর্ম্ম, নিষ্ফলতা ও তুচ্ছত্ব অবস্থিত। কিন্তু বিশুদ্ধসত্ত্বময়ী লীলায় জীবের পরমশান্তি-ময়ী বৃত্তিতে রজস্তমোগুণাত্মক মোহ ও ভয় প্রভৃতির সম্ভাবনা নাই।। ৪৫।।

তস্মাৎ তবেহ ভগবন্নথ তাবকানাং
শুক্লাং তনুং স্বদয়িতাং কুশলা ভজন্তি।
যৎ সাত্বতাঃ পুরুষরূপমুশন্তি সত্ত্বং
লোকো যতোঽভয়মুতাত্মসুখং ন চান্যৎ।। ৪৬।।

অন্বয়ঃ— (হে) ভগবন্! যতঃ (সত্ত্বাৎ) লোকঃ (বৈকুণ্ঠপদং তথা) অভয়ম্ উত (আত্মসুখং চ ভবেৎ) সাত্বতাঃ (ভক্তাঃ) যৎ (যস্মাৎ তৎ) সত্ত্বম্ (এব) পুরুষ-রূপং (পুরুষস্যেশ্বরস্য রূপম্) উশন্তি (মন্যন্তে) অন্যৎ ন চ (রজস্তমশ্চ ন মন্যন্ত ইত্যর্থঃ) তস্মাৎ (হেতোঃ) কুশলাঃ (বিবেকিনঃ) ইহ (জগতি) স্বদয়িতাং (স্বাভীষ্টং) তব শুক্লাং তনুং (শ্রীনারায়ণাখ্যাং) অথ (অপি চ) তাবকানাং (তদীয়ানাং শুক্লাং তনুং নরাখ্যাং) ভজন্তি (আরাধয়ন্তি)।। ৪৬।।

অনুবাদ—হে ভগবন্! যে সত্ত্বগুণ হইতে বৈকুণ্ঠপদ, অভয় এবং আত্মসুখ লাভ হইয়া থাকে, ভক্তগণ যেহেতু সেই সত্ত্বগুণকেই ঈশ্বরের স্বরূপ মনে করেন—ইতর গুণদ্বয়কে তাহা মনে করেন না, সেইজন্য বিবেকিগণ ইহজগতে স্বাভীষ্ট ভবদীয় শ্রীনারায়ণ-সংজ্ঞক বিশুদ্ধ-বিগ্রহ এবং ভবদীয় নিজগণের মধ্যে নরসংজ্ঞক শুদ্ধবিগ্রহের উপাসনা করিয়া থাকেন।। ৪৬।।

বিশ্বনাথ— অতস্তব মায়াময়ীমিন্দ্রাদিমূর্ত্তিমশুদ্ধাং বিহায় শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপা এব তব তদ্ভক্তানাঞ্চ মূর্ত্তীরভিজ্ঞা উপাসতে ইত্যাহ তস্মাদিতি। যতঃ সাত্বতা নারদাদ্যাঃ পুরুষরূপং বিষ্ণুস্বরূপং সত্ত্বং উশন্তি ননু কীদৃশং সত্ত্বং? তত্রাহ যতো লোকঃ কিং স্বর্গাদিকঃ, ন যত্র অভয়ং পাত-হেতুকভয়াভাবঃ আত্মসুখং আত্মভূতং সুখঞ্চ, নতু কর্ম্ম-ফলং সলোকো বৈকুণ্ঠো যতস্তৎ শুদ্ধসত্ত্বং, ন চান্যৎ প্রাকৃতং সত্ত্বম্।। ৪৬।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—অতএব তোমার মায়াময়ী ইন্দ্রাদি অশুদ্ধামূর্ত্তিকে ত্যাগ করিয়া শুদ্ধ সত্ত্বস্বরূপই তোমার এবং তোমার ভক্তগণের মূর্ত্তি অভিজ্ঞ উপাসকগণ ভজন করেন। যেহেতু নারদাদি সাত্বতগণ পুরুষরূপ বিষ্ণুস্বরূপ সত্ত্বমূর্ত্তিকে উপাসনা করে। প্রশ্ন—কিরূপ সত্ত্বকে, তাহার উত্তরে বলিতেছেন—যেখান হইতে লোক, কি স্বর্গাদি হইতে? না যেখানে অভয়, পতনের হেতু ভয় নাই এবং আত্মসুখও আছে কিন্তু কর্ম্মফল নয়, সেই লোক বৈকুণ্ঠ, যাহা হইতে পতন ভয় নাই, তাহা শুদ্ধসত্ত্ব, অন্য প্রাকৃত সত্ত্ব নয়।। ৪৬।।

বিবৃতি— যাঁহারা সংসারে থাকিয়া দুর্বুদ্ধি পোষণ-পূর্ব্বক ভগবদ্ভজনে অনিপুণ, তাঁহারা ভগবান্ ও ভক্তের চিদানন্দময়ী শুদ্ধসাত্ত্বিকী মূর্ত্তির ভজনে বঞ্চিত। বিশুদ্ধ সত্ত্ববিচারে ভগবদ্বিগ্রহের ভজনকারী কখনও রজস্তমো-গুণমিশ্র সত্ত্বের ভজন করেন না। বিশুদ্ধ-সত্ত্বের বিচার সংসারভীতি ও নিরানন্দ হইতে তাঁহাদিগকে সর্ব্বদা রক্ষা করে।। ৪৬।।

**তস্মৈ নমো ভগবতে পুরুষায় ভূম্নে
বিশ্বায় বিশ্বগুরবে পরদৈবতায়।
নারায়ণায় ঋষয়ে চ নরোত্তমায়
হংসায় সংযতগিরে নিগমেশ্বরায়।। ৪৭।।**

অন্বয়ঃ— (অতঃ) বিশ্বায় (বিশ্বস্বরূপায়) বিশ্বগুরবে (বিশ্বারাধ্যায়) পরদৈবতায় (সর্ব্বোত্তমদেবায়) ভূম্নে (সর্ব্বব্যাপকায়) পুরুষায় তস্মৈ ভগবতে (তথা) হংসায় (শুদ্ধায়) সংযতগিরে (নিয়তবাচে) নিগমেশ্বরায় (বেদমার্গপ্রবর্ত্তকায়) নরোত্তমায় নারায়ণায় ঋষয়ে চ নমঃ।।

অনুবাদ— হে ভগবন্! অতএব আমি বিশ্বমূর্ত্তি, বিশ্বগুরু, পরম দৈবত, সর্ব্বব্যাপী পুরুষস্বরূপ ভগবান্‌কে এবং বিশুদ্ধ, সংযতবাক্য, বেদমার্গপ্রবর্ত্তক নরোত্তম নারায়ণ ঋষিকে প্রণাম করিতেছি।। ৪৭।।

বিশ্বনাথ— পুরুষায় পুরুষাকারত্বেঽপি ভূম্নে সর্ব্বব্যাপকায়, তদপি বিশ্বায় দৈবমনুষ্যতির্য্যগাদি সর্ব্বরূপায়। আবির্ভাবপ্রয়োজনমাহ বিশ্বগুরবে ভক্তিজ্ঞানবৈরাগ্যানামুপদেষ্ট্রে। ন কেবলমুপদেষ্টৈব ত্বম্, অপি তু ভজনীয়শ্চেত্যাহ। পরদেবতায়ৈ অভীষ্টদেবায় দ্বাভ্যামেকাবতারত্বমাহ। ঋষয়ে ঋষিরূপ নারায়ণায় ঋষিরূপ-নরোত্তমায় চ। ত্যক্তপরিগ্রহত্বমাহ হংসায়। মৌনশালিত্বমাহ। সংযতগিরে। তদপি নিগমেশ্বরায় বেদপ্রবর্ত্তকায়।। ৪৭।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— পুরুষায় তোমাকে নমস্কার, পুরুষাকার হইলেও সর্ব্বব্যাপক ভূমাপুরুষকে নমস্কার। তাহাও বিশ্বরূপ দৈবমনুষ্য তির্য্যগাদি সর্ব্বরূপ। আবির্ভাব প্রয়োজন বলিতেছেন—বিশ্বগুরু ভক্তিজ্ঞান বৈরাগ্য সমূহের উপদেষ্টা তোমাকে নমস্কার। কেবল তুমি উপদেষ্টাই নও পরন্তু ভজনীয় ও তুমি অভীষ্টদেব, তোমাকে নমস্কার। নরনারায়ণ উভয়েই এক অবতার। ঋষয়ে—ঋষিরূপ নারায়ণকে ঋষিরূপ নরোত্তমকেও নমস্কার, তাঁহারা বিবাহ করেন নাই, অতএব তাঁহারা হংস, তাঁহারা মৌনশীল সংযতবাক্য, তাহাতে আবার নিগমেশ্বর অর্থাৎ বেদ প্রবর্ত্তক তোমাকে নমস্কার।। ৪৭।।

যং বৈ ন বেদ বিতথাক্ষপথৈর্ভ্রমদ্ধীঃ
সন্তং স্বকেষ্বসুষু হৃদ্যপি দৃক্‌পথেষু।
তন্মায়য়াবৃতমতিঃ স উ এব সাক্ষা-
দাদ্যস্তবাখিলগুরোরুপসাদ্য বেদম্।। ৪৮।।

অন্বয়ঃ— বিতথাক্ষপথৈঃ (কপটেন্দ্রিয়মার্গৈঃ) ভ্রমদ্ধীঃ (বিক্ষিপ্তবুদ্ধিঃ) তন্মায়য়া (তস্য তব মায়য়া) আবৃতমতিঃ (আবৃতা আচ্ছাদিতা আত্মনিষ্ঠা মতির্যস্য স তাদৃশো যঃ পুমান্) স্বকেষু অসুষু (স্বেন্দ্রিয়াদিষু তথা) দৃক্‌পথেষু (বিষয়েষু) হৃদি (হৃন্মধ্যে চ) সন্তম্ অপি (নিয়ন্তৃত্বেন স্থিতমপি) যং বৈ (ত্বাং) ন বেদ (ন জানাতি) সঃ উ (সোঽপি) আদ্যঃ এব (ব্রহ্মাপি) অখিলগুরোঃ তব (ত্বৎপ্রবর্ত্তিতং) বেদম্ উপসাদ্য (প্রাপ্য তং ত্বাং) সাক্ষাৎ (বেদ)।। ৪৮।।

অনুবাদ— কপটেন্দ্রিয়মার্গে বিভ্রান্তবুদ্ধি যে ব্যক্তি ভবদীয় মায়াকর্ত্তৃক আবৃতমতি হইয়া স্বকীয় ইন্দ্রিয়াদি করণ-সমূহ, রূপাদি বিষয়রাশি এবং আত্মহৃদয়মধ্যে নিরন্তর অবস্থিত আপনার স্বরূপ জানিতে পারেন না, সেই অনভিজ্ঞ ব্যক্তিই জগদ্‌গুরুরূপী আপনার প্রবর্ত্তিত বেদজ্ঞানলাভ করিয়া আপনাকে সাক্ষাদ্‌ভাবে অবগত হইয়া থাকেন।। ৪৮।।

বিশ্বনাথ— সর্ব্বদুর্জ্ঞেয়ত্বমাহ যং বৈ ইতি বিতথাক্ষপথৈঃ কপটেন্দ্রিয়মার্গৈর্ভ্রমদ্ধীর্বিক্ষিপ্তবুদ্ধিঃ। পুমান্ স্বকেষু স্বেন্দ্রিয়েষু অসুষু প্রাণেষু হৃদ্যপি নিয়ন্তৃত্বেন সন্তমপি যং তাং ন বেদ। সম্প্রত্যবতারসময়ে দৃক্‌পথেষু সন্তমপি ত্বাং তন্মায়য়া তয়া প্রসিদ্ধয়া মায়য়া আবৃতমতির্ন বেদ। অন্যেষাং কা বার্ত্তা স উ প্রসিদ্ধঃ আদ্যো ব্রহ্মাপি তেঽখিলগুরোঃ সাক্ষাদ্বেদং উপসাদ্য প্রাপ্যাপি যং ত্বাং নৈব বেদ।। ৪৮।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— সর্ব্ব দুর্জ্ঞেয়তা বলিতেছেন—বিতথাক্ষপথ সমূহ অর্থাৎ কপট ইন্দ্রিয় পথসমূহ দ্বারা বিক্ষিপ্ত বুদ্ধি পুরুষ নিজ ইন্দ্রিয়সমূহে প্রাণসমূহে হৃদয়ে ও নিয়ন্তারূপে বর্ত্তমান থাকিলেও যে তোমাকে জানে না। সম্প্রতি অবতার সময়ে দৃষ্টিপথে অবস্থান করিলেও তোমাকে সেই প্রসিদ্ধ মায়া দ্বারা আবৃত বুদ্ধি ব্যক্তিগণ জানিবে না, অন্যগণের কথা কি বলিব? প্রসিদ্ধ আদ্য ব্রহ্মাও অখিল গুরু সাক্ষাৎ তোমা হইতে বেদ লাভ করিয়াও যে তোমাকে জানে না।। ৪৮।।

বিবৃতি— যিনি ইন্দ্রিয়জজ্ঞানে চালিত হইয়া হতবুদ্ধি হন, তিনি ভগবান্‌কে জানিতে পারেন না। সেই বস্তু

সর্ব্বতোভাবে জীবের ইন্দ্রিয়জজ্ঞান, মন, প্রাণ, হৃদয় ও দৃষ্টির পথে বর্ত্তমান থাকিয়াও তাঁহাদের গোচরীভূত হন না। তাঁহারা বিষ্ণুই যে ইন্দ্রিয়ের গতি, তাহা বুঝিতে পারেন না; যেহেতু তাঁহাদের মায়ার দ্বারা মতিচ্ছন্নভাব প্রবল। আপনি অধোক্ষজ বস্তু সুতরাং নিগমপথ আশ্রয় করিলেই আপনার সাক্ষাৎকার হয়। ইন্দ্রিয়জজ্ঞানে পরিচ্ছিন্ন বস্তুকেই মাপিয়া লওয়া যায়, পরন্তু বৈকুণ্ঠবস্তু ইন্দ্রিয়জ্ঞানে অপ্রমেয়। এজন্যই শ্রীমধ্বমতের সংগ্রহ-পদ্য তাঁহাকে "আন্নায়ৈক-বেদ্য" বলিয়াছেন।। ৪৮।।

যদ্দর্শনং নিগম আত্মরহঃপ্রকাশং
মুহ্যন্তি যত্র কবয়োঽজপরা যতন্তঃ।
তং সর্ব্ববাদবিষয়প্রতিরূপশীলং
বন্দে মহাপুরুষমাত্মনিগূঢ়বোধম্।। ৪৯।।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে
পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
দ্বাদশস্কন্ধে শ্রীনারায়ণস্তবো-
ঽষ্টমোঽধ্যায়ঃ।। ৮।।

অন্বয়ঃ— আত্মরহঃপ্রকাশম্ (আত্মনস্তব রহো রহস্যং তস্য প্রকাশকং) যদ্দর্শনং (যস্য তব দর্শনং) নিগম (বেদে ভবতি) অজপরাঃ (ব্রহ্মমুখ্যাঃ) কবয়ঃ (জ্ঞানিনোঽপি) যতন্তঃ (সাংখ্যযোগাদিভির্যতমানাঃ সন্তঃ) যত্র (ত্বয়ি) মুহ্যন্তি (মোহং গচ্ছন্তি) সর্ব্ববাদবিষয়প্রতিরূপশীলং (সর্ব্বেষাং সাংখ্যাদিবাদিনাং যে বাদাস্তেষাং বিষয়া ভেদাদয়স্তেষাং প্রতিরূপং তত্তদনুসারি শীলং স্বভাবো যস্য তং তাদৃশম্) আত্মনিগূঢ়বোধং (আত্মনো দেহাদিসঙ্ঘাতেন নিগূঢ়ো বোধো যস্য তম্ এতদ্ভূতং) মহাপুরুষং তং (ত্বাং) বন্দে (নমামি)।। ৪৯।।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দ্বাদশস্কন্ধে অষ্টমাধ্যায়স্যান্বয়ঃ।।

অনুবাদ— হে ভগবন্! একমাত্র বেদেই ভবদীয় রহস্য-প্রকাশক জ্ঞানলাভ হইয়া থাকে, অন্যথা ব্রহ্মাপ্রমুখ জ্ঞানিগণও সাংখ্য-যোগাদিমার্গে চেষ্টাযুক্ত হইয়াও ভবদীয় স্বরূপবিষয়ে মোহপ্রাপ্ত হইয়া থাকেন। আপনি সাংখ্যাদি-বাদিগণের বিভিন্ন বাদানুযায়ী বিষয়সমূহের অনুসরণে বিভিন্ন স্বভাব প্রকটিত করিতেছেন। জীবের নিকট দেহাদি উপাধিসমূহে ভবদীয় স্বরূপজ্ঞান নিগূঢ় রহিয়াছে। আমি মহাপুরুষরূপী আপনার বন্দনা করিতেছি।। ৪৯।।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দ্বাদশস্কন্ধের অষ্টম অধ্যায়ের
অনুবাদ সমাপ্ত।

বিশ্বনাথ— বেদশাস্ত্রজ্ঞেয়ত্বেঽপি দুর্জ্ঞেয়ত্বমাহ যস্য তব দর্শনং জ্ঞানং নিগমে বেদশাস্ত্র এব, কীদৃশং? আত্মনস্তব রহস্যস্য-প্রকাশকম্। ননু তর্হি বেদদর্শিন এব মাং জানন্তু তত্র নেত্যাহ। মুহ্যন্তীতি যত্র বেদে অজপরাঃ অজো ব্রহ্মা পরঃ শ্রেষ্ঠো যেষাম্। তে মুনয়োঽপি যজন্তোঽপি ভবত্তত্ত্বা-জ্ঞানান্মুহ্যন্তি। নিগমস্য পরোক্ষবাদিত্বাত্ত্বন্মাত্রজ্ঞেয়ত্ব-মিতি ভাবঃ। অতএব হেতুগর্ভং বিশিনষ্টি। সর্ব্বে বাদা বিবর্ত্তাদয়ো নিগমোক্তাস্তেষাং বিষয়াশ্চ যে তেষাং প্রতি-রূপমেব, ন ত্ব নু রূপং শীলং চরিত্রং যস্য তম্। অত এবাত্ম-ন্যেব গূঢ়ো গুপ্তীকৃতো বোধঃ স্বতত্ত্বং যেন তম্।। ৪৯।।

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।
দ্বাদশেঽত্রাষ্টমোঽধ্যায়ঃ সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্।।

ইতি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি ঠক্কুরকৃতা শ্রীভাগবতে দ্বাদশ-স্কন্ধে অষ্টমোঽধ্যায়স্য সারার্থদর্শিনী টীকা সমাপ্তা।

টীকার বঙ্গানুবাদ— বেদশাস্ত্র দ্বারা জ্ঞাত হইলে ও তুমি দুর্জ্ঞেয়, যে তোমার দর্শন জ্ঞান নিগম বেদ শাস্ত্রেই। কেমন? প্রশ্ন—আত্মস্বরূপ তোমার রহস্যের প্রকাশক নিগমশাস্ত্র। প্রশ্ন—তাহা হইলে বেদদর্শিগণই আমাকে জানুক? তাহার উত্তরে বলিতেছেন— মোহ প্রাপ্ত হওয়ায় যে বেদে অজপরা ব্রহ্মাই শ্রেষ্ঠ যাহাদের সেই মুনিগণও যজনা করিলেও আপনার তত্ত্বজ্ঞান হইতে মোহ প্রাপ্ত হয়। নিগম পরোক্ষবাদী হেতু কেবল তোমাকেই জানায়— ইহাই ভাবার্থ। অতএব হেতুগর্ভ বিশেষণ দিতেছেন। বাদ সমূহ যেমন বিবর্ত্তাদি নিগমোক্ত হইলেও তাঁহাদের বিষয় সমূহও যে তাহাদের প্রতিরূপই, অনুরূপশীল যাহার তাহাকে নয়। অতএব নিজেতেই গোপন করিয়া রাখ নিজ-তত্ত্ব যে আগম দ্বারা সেই আগম।। ৪৯।।

ইতি ভক্তগণের চিত্তের আনন্দদায়িনী সারার্থ-দর্শিনীতে দ্বাদশস্কন্ধে অষ্টম অধ্যায় সাধুগণের সঙ্গে সমাপ্ত হইলেন।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দ্বাদশ স্কন্ধে অষ্টম অধ্যায়ের শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর কৃতা সারার্থ দর্শিনী টীকার অনুবাদ সমাপ্ত হইলেন।

বিবৃতি— বৈকুণ্ঠবস্তুর জন্ম নাই—যাঁহারা বলেন, তাঁহারা ভগবল্লীলা বুঝিতে অসমর্থ। বেদশাস্ত্র দুরধিগম্য ভগবৎস্বরূপকে প্রকাশ করিয়াছেন। সেই দর্শন-বিষয়ে অজপর কবিগণ বহু চেষ্টা করিয়াও স্বরূপদর্শনে অযোগ্য হন। তাঁহাদের অক্ষপথের চিন্তাসমূহ মূঢ়তারই কারণ। কিন্তু আত্মবিষয়ে অত্যন্ত প্রবিষ্টবুদ্ধি ব্যক্তি তাদৃশ বোধের বিষয় জানিয়া সেই মহাপুরুষ ভগবানের বন্দন করেন। নিরীশ্বরসাংখ্য-প্রভৃতি দার্শনিকবাদবিষয়ে নিরত ব্যক্তিগণ ভেদবিচারাদির বিপরীত-স্বভাববিশিষ্ট মহাপুরুষের দর্শনে অসমর্থ হন। প্রকৃতি হইতে গুণত্রয়জাত কর্ম্মসমূহের কর্ত্তৃত্বাভিমানই জীবকে বিমূঢ় করিয়া ফেলে। তখনই তাহার মোহ উপস্থিত হয় এবং বৈকুণ্ঠের প্রাকট্য ও অপ্রাকট্য-বিচার-দোষ প্রভৃতি তাহাকে জড় নির্বিবশেষবাদী করিয়া তোলে।। ৪৯।।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দ্বাদশস্কন্ধের অষ্টম অধ্যায়ের
বিবৃতি সমাপ্ত।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বাদশস্কন্ধের অষ্টম অধ্যায়ের গৌড়ীয়-ভাষ্য সমাপ্ত।

নবমোঽধ্যায়ঃ

সূত উবাচ—

সংস্তুতো ভগবানিত্থং মার্কণ্ডেয়েন ধীমতা।
নারায়ণো নরসখঃ প্রীত আহ ভৃগূদ্বহম্।। ১।।

গৌড়ীয় ভাষ্য

নবম অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে মার্কণ্ডেয় ঋষির ভগবন্মায়াদর্শনের কথা বর্ণিত হইয়াছে।

শ্রীমার্কণ্ডেয়ের স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া শ্রীভগবান্ তাঁহাকে বরপ্রার্থনা করিতে বলিলেন। শ্রীমার্কণ্ডেয় ভগবানের মায়া দর্শন করিবার ইচ্ছা জানাইলে নরনারায়ণরূপী ভগবান্ শ্রীহরি 'তথাস্তু' বলিয়া বদরিকাশ্রমে প্রস্থান করিলেন। অনন্তর একদিন শ্রীমার্কণ্ডেয় সন্ধ্যাবন্দনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, এমন সময় প্রলয়ের জলে ত্রিভুবন প্লাবিত হইয়া গেল। শ্রীমার্কণ্ডেয় একাকী সেই জলমধ্যে অতিকষ্টে ভ্রমণ করিতে করিতে বট-বৃক্ষের শাখামধ্যে পত্রপুটে শয়ান কমনীয়কান্তিবিশিষ্ট এক শিশুকে দেখিতে পাইয়া তদভি-মুখে অগ্রসর হইলে শিশুর শ্বাসবায়ুর আকর্ষণে মশকের ন্যায় তাঁহার শরীরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া তথায় প্রলয়ের পূর্ব্বকালের ন্যায় নিখিলবিশ্বকে বিন্যস্ত দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। কিয়ৎক্ষণপরে পুনরায় শিশুর প্রশ্বাস বায়ুর বেগে বহির্দ্দেশে নিঃসারিত হইয়া প্রলয়সাগরে পতিত হইলেন। অতঃপর শ্রীমার্কণ্ডেয় সেই বট-বৃক্ষের পত্রপুটে শায়িত শিশুকে হৃদয়স্থ অধোক্ষজ শ্রীহরিরূপে দর্শন করিয়া আলিঙ্গন করিতে উদ্যত হইলে যোগাধিপতি ভগবান্ অন্তর্হিত হইলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রলয়জলরাশিও অদৃশ্য হইল। শ্রীমার্কণ্ডেয় তখন নিজেকে পূর্ব্বের ন্যায় নিজ আশ্রমে অবস্থিত দেখিতে পাইলেন।

অন্বয়ঃ— সূতঃ উবাচ,—ধীমতা মার্কণ্ডেয়েন ইত্থম্ (অনেন প্রকারেণ) সংস্তুতঃ (বন্দিতঃ) ভগবান্ নরসখঃ

নারায়ণঃ প্রীতঃ (সন্) ভৃগূদ্বহং (মার্কণ্ডেয়মিদম্) আহ (উবাচ)।। ১।।

অনুবাদ— সূত বলিলেন,—মহামতি মার্কণ্ডেয়-কর্ত্তৃক এইরূপে বন্দিত হইয়া ভগবান্ নরসখ নারায়ণ সন্তুষ্টচিত্তে তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন।। ১।।

শ্রীভগবানুবাচ—

ভো ভো ব্রহ্মর্ষিবর্য্যোঽসি সিদ্ধ আত্মসমাধিনা।
ময়ি ভক্ত্যানপায়িন্যা তপঃ স্বাধ্যায়সংযমৈঃ।। ২।।

অন্বয়ঃ— শ্রীভগবান্ উবাচ,—ভোঃ ভোঃ ব্রহ্মর্ষি-বর্য্য! (হে ব্রহ্মর্ষিগণশ্রেষ্ঠ! মার্কণ্ডেয়! ত্বম্) আত্মসমাধিনা (চিত্তৈকাগ্র্যেণ) অনপায়িন্যা (অচ্যুতয়া) ভক্ত্যা (তথা) তপঃস্বাধ্যায়সংযমৈঃ ময়ি (মদ্বিষয়ে) সিদ্ধঃ অসি (সিদ্ধি প্রাপ্তোঽসি)।। ২।।

অনুবাদ— শ্রীভগবান্ বলিলেন,—হে ব্রহ্মর্ষিপ্রবর! তুমি চিত্তৈকাগ্রতা, অস্খলিতভক্তি এবং তপস্যা, বেদাভ্যাস ও সংযমদ্বারা মদ্বিষয়ে সিদ্ধিলাভ করিয়াছ।। ২।।

বয়ং তে পরিতুষ্টাঃ স্ম ত্বদ্বৃহদ্ব্রতচর্য্যয়া।
বরং প্রতীচ্ছ ভদ্রং তে বরদোঽস্মি ত্বদীপ্সিতম্।। ৩।।

অন্বয়ঃ— ত্বদ্বৃহদ্ব্রতচর্য্যয়া (ত্বদীয়নৈষ্ঠিকব্রহ্মচর্য্য-ব্রতেন) বয়ং তে (ত্বাং প্রতি) পরিতুষ্টাঃ স্ম (সন্তুষ্টা জাতাঃ) বরদঃ (অহং বরপ্রদঃ) অস্মি (ততঃ) বরং প্রতীচ্ছ (প্রার্থয়স্ব) তে (তব যৎ) ঈপ্সিতম্ (অভীষ্টং) তং ভদ্রং (শুভমস্তু)।।

অনুবাদ— আমরা তোমার নৈষ্ঠিকব্রহ্মচর্য্যনিবন্ধন পরিতুষ্ট হইয়াছি। আমি বরপ্রদানে সমর্থ, সুতরাং বর - প্রার্থনা কর। তোমার যাহা অভীষ্ট, সেই শুভলাভ হউক্।।

বিশ্বনাথ—

মায়াদর্শনজং দুঃখং নবমে তু মুনেঃ শিশৌ।
প্রবেশো নিষ্ক্রমঃ পাতো লয়াব্ধৌ বর্ণ্যতে মুহুঃ।।

বয়মিতি বহুবচনমগ্রে প্রস্তোষ্যমাণশিবোমাদ্যভি-প্রায়েন।। ৩।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—মায়াদর্শন জনিত দুঃখ, মার্কণ্ডেয় মুনির বটপত্রশায়ী বালমুকুন্দ শিশুর উদরে প্রবেশ, পুনরায় বহির্গমন, প্রলয়-সমুদ্রে পতন, এই নবম অধ্যায়ে বর্ণিত হইতেছে।।

'বয়ম্' ইহা বহুবচন অগ্রে স্তুতিরত শিব উমা প্রভৃতির অভিপ্রায়ে।। ১-৩।।

শ্রীঋষিরুবাচ—

জিতং তে দেবদেবেশ প্রপন্নার্ত্তিহরাচ্যুত।
বরেণৈতাবতালং নো যদ্ভবান্ সমদৃশ্যত।। ৪।।

অন্বয়ঃ— শ্রীঋষিঃ উবাচ,—(হে) প্রপন্নার্ত্তিহর! (হে শরণাগত-দুঃখহর।) দেবদেবেশ। অচ্যুত! তে (বরেণ ছন্দয়তা ত্বয়া) জিতম্ (উৎকর্ষো দর্শিতঃ পরন্তু) ভবান্ যৎ নঃ (অস্মাভিঃ) অদৃশ্যত (দৃষ্টঃ) এতাবতা বরেণ (এব) অলং (পর্য্যাপ্তং ভবতি)।। ৪।।

অনুবাদ— শ্রীমার্কণ্ডেয় বলিলেন,—হে শরণাগত দুঃখহর! দেবদেবেশ! অচ্যুত! আপনি বরপ্রদানে আগ্রহযুক্ত হইয়া স্বীয় উৎকর্ষ প্রকাশ করিয়াছেন, পরন্তু আমরা যে আপনাকে প্রত্যক্ষ করিয়াছি, ইহাই যথেষ্ট বর হইয়াছে।।

বিশ্বনাথ—জিতং তে তব সর্ব্বোৎকর্ষোঽস্ত্যেব।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— 'জিতং তে' তোমার সর্ব্ব উৎকর্ষে জয় আছেই।। ৪।।

গৃহীত্বাজাদয়ো যস্য শ্রীমৎপাদাব্জদর্শনম্।
মনসা যোগপক্কেন স ভবান্ মেঽক্ষিগোচরঃ।। ৫।।

অন্বয়ঃ—(প্রাকৃতা অপি) যোগপক্কেন (যোগবল-পরিপক্কেন) মনসা যস্য (ভবতঃ) শ্রীমৎপাদাব্জদর্শনং (শ্রীপাদপদ্মসাক্ষাৎকারং) গৃহীত্বা অজাদয়ঃ (ব্রহ্মাদি-পদাধিরূঢ়া ভবন্তি) সঃ (তাদৃশঃ) ভবান্ মে (মম)অক্ষি-গোচরঃ (নয়নপথং গতো ভবতি)।। ৫।।

অনুবাদ— প্রাকৃত পুরুষগণও যোগবলপরিপক্ক-

চিত্তে যাঁহার শ্রীপাদপদ্ম সাক্ষাৎকার করিলে ব্রহ্মাদিপদ-লাভে সমর্থ হন, অদ্য সেই আপনি আমার নয়নপথে পতিত হইয়াছেন।। ৫।।

বিশ্বনাথ—গৃহীত্বা কৃতার্থিনঃ ভবন্তীতি শেষঃ।।৫

টীকার বঙ্গানুবাদ— গ্রহণ করিয়া বহু ব্যক্তি কতার্থ হন, ইহাই শেষে যোগ করিতে হইবে।। ৫।।

অথাপ্যম্বুজপত্রাক্ষ পুণ্যশ্লোকশিখামণে।
দ্রক্ষ্যে মায়াং যয়া লোকঃ সপালো বেদ সদ্ভিদাম্।। ৬

অন্বয়ঃ— অথাপি (এতাবতৈব পর্য্যাপ্তত্বেঽপি হে) পুণ্যশ্লোকশিখামণে! (পুণ্যকীর্ত্তিগণচূড়ামণে!) অম্বুজ-পত্রাক্ষ! (হে পদ্মপলাশনয়ন! ভবতঃ) যয়া (মায়য়া) সপালঃ লোকঃ (লোকপালৈঃ সহ লোকোঽয়ং) সদ্ভিদাং (সতি বস্তুনি ভেদং) বেদ (জ্ঞাতবান্ তাং) মায়াং দ্রক্ষ্যে (দ্রষ্টু-মিচ্ছামীত্যর্থঃ)।। ৬।।

অনুবাদ— হে পুণ্যশ্লোকচূড়ামণে! পদ্মপলাশনয়ন! যদিও আমার পক্ষে ইহাই যথেষ্ট, তথাপি আপনার যে মায়াবলে লোকপালগণের সহিত সমগ্রলোক সদ্‌বস্তুতে ভেদ দর্শন করিতেছেন, আমি আপনার তাদৃশী মায়া দর্শন করিতে ইচ্ছা করি।। ৬।।

বিশ্বনাথ— দ্রক্ষ্যে দিদৃক্ষে। সতঃ কারণস্য ভিদাং কার্য্যাকারেণ নানাভেদম্। যদ্বা দ্বৈতপ্রপঞ্চ ভিদাং প্রলয়ে সতি বিদারণম্।। ৬।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— 'দ্রক্ষে' অর্থাৎ দর্শন করিতে ইচ্ছুক, সৎকারণের ভেদ কার্য্যরূপে নানা ভেদ, অথবা দ্বৈত প্রপঞ্চের ভেদ প্রলয় হইলে বিদারণ।। ৬।।

সূত উবাচ—
ইতীড়িতোঽর্চ্চিতঃ কামমৃষিণা ভগবান্ মুনে।
তথেতি স স্ময়ন্ প্রাগাদ্বদর্য্যাশ্রমমীশ্বরঃ।। ৭।।

অন্বয়ঃ— সূতঃ উবাচ,—(হে) মুনে! ঋষিণা (মার্ক-ণ্ডেয়েন) ইতি (এবং প্রকারেণ) ঈড়িতঃ (স্তুতঃ) কামং (যথেষ্টম্) অর্চ্চিতঃ (চ) সঃ ভগবান্ ঈশ্বরঃ (নরনারায়ণঃ) স্ময়ন্ (হসন্) তথা ইতি (তথাস্ত্বিত্যুক্ত্বা) বদর্য্যাশ্রমং প্রাগাৎ (গতবান্)।। ৭।।

অনুবাদ— সূত বলিলেন,— হে মুনিবর! ভগবান্ জগদীশ্বর নরনারায়ণ ঋষি মার্কণ্ডেয়কর্ত্তৃক এইরূপে বন্দিত ও যথেষ্টরূপে পূজিত হইয়া হাস্যসহকারে 'তথাস্তু' বলিয়া বদরিকাশ্রমে প্রস্থান করিলেন।। ৭।।

বিশ্বনাথ— স্ময়ন্নিতি। মায়াদর্শনং দুঃখানুভব-হেতুরেব কেবলম্। স এব বরো ব্রিয়তে চেদ্দত্ত এব বর-স্যাবশ্যদেয়ত্বাৎ। কিন্তু মায়াদর্শনকৌতুকং ময়ানাস্বাদিত-মিত্যন্যথাস্য তদনুবুভূষা নৈব নিবর্ত্তিষ্যতে তস্মাদ্দুঃখ-মনুভূয়ৈব ততো নিবর্ত্ততাম্। যথা স্বদুঃখহেতোবপি কর্ম্মণি ক্বচিৎ প্রবর্ত্তমানে হঠিনি স্বসুতে নিবর্ত্তয়িতুমসমর্থস্য পিতুরপ্যনুজ্ঞাপ্রদানমেবেতি। কিন্তু ভক্তস্যাস্য নির্বৃত্যর্থং শিশুরূপেণ তন্মধ্যেঽপি স্বদর্শনানন্দোঽহদাস্যত এবেত্যভি-প্রায়ব্যঞ্জকং স্মিতম্।। ৭।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— স্ময়ন্ ইহা মায়াদর্শন দুঃখ অনুভব হেতুই কেবল সেই বর ইচ্ছা করেন যদি দেওয়া হইয়াছে। বরটি অবশ্য—দেয় হেতু। কিন্তু মায়াদর্শন কৌতুক আমি আস্বাদন করি নাই, অন্যথা ইহার অনুভবের ইচ্ছা নিবর্ত্তিত হইবে না। সেই হেতু দুঃখ অনুভব করিয়াই তাহা হইতে নিবৃত্ত হও। যেমন নিজ দুঃখের কারণ হইলেও কর্ম্মেতে কখনও প্রবর্ত্তমান হইলে হঠ্‌কারী নিজপুত্র ফিরাইতে না পারিয়া পিতার আদেশ প্রদান সেইরূপ। কিন্তু নিজ ভক্তের আনন্দের জন্য শিশুরূপে তাহার মধ্যেও নিজ দর্শনানন্দ দান করিবেনই এই অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া মৃদু হাসিলেন।। ৭।।

তমেব চিন্তয়ন্নর্থমৃষিঃ স্বাশ্রম এব সঃ।
বসন্নগ্ন্যর্কসোমাম্বুভূবায়ুবিয়দাত্মসু।। ৮।।
ধ্যায়ন্ সর্ব্বত্র চ হরিং ভাবদ্রব্যৈরপূজয়ৎ।
ক্বচিৎ পূজাং বিসস্মার প্রেমপ্রসরসংপ্লুতঃ।। ৯।।

অন্বয়ঃ— (অথ) সঃ ঋষিঃ (মার্কণ্ডেয়ঃ) স্বাশ্রমে এব বসন্ তম্ এব অর্থং (ভগবন্মায়াদর্শনরূপং প্রয়োজনং) চিন্তয়ন্ (ধ্যায়ন্) অগ্ন্যর্কসোমাম্বুভূবায়ুবিয়দাত্মসু (অগ্ন্যাদিষু) সর্ব্বত্র হরিং ধ্যায়ন্ ভাবদ্রব্যৈঃ (মনোময়ৈর্দ্রব্যৈঃ) অপূজয়ৎ চ ক্বচিৎ (অন্তরান্তরা কদাচিৎ) প্রেমরসাপ্লুতঃ (সন্) পূজাং বিসস্মার (বিস্মৃতবান্)।। ৮-৯।।

অনুবাদ— অনন্তর মার্কণ্ডেয় নিজ-আশ্রমে অবস্থান পূর্ব্বক ভগবন্মায়াদর্শনরূপ প্রয়োজন চিন্তা করিতে করিতে অগ্নি, সূর্য্য, চন্দ্র, জল, ভূমি, বায়ু, আকাশ ও আত্মমধ্যে সর্ব্বত্র শ্রীহরির ধ্যান এবং মানসোপচারে পূজা করিতেন। কখনও বা প্রেমরসে অভিভূত হইয়া পূজাবিষয়ে বিস্মৃতিযুক্ত হইতেন।। ৮-৯।।

বিশ্বনাথ— তমেবার্থং মায়াদর্শনরূপম্। ভাবদ্রব্যৈর্মনোময়ৈঃ।। ৯।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— মায়াদর্শনরূপ সেই প্রয়োজন মনোময় ভাবদ্রব্য সমূহদ্বারা।। ৯।।

তস্যৈকদা ভৃগুশ্রেষ্ঠ পুষ্পভদ্রাতটে মুনেঃ।
উপাসীনস্য সন্ধ্যায়াং ব্রহ্মন্ বায়ুরভূন্মহান্।। ১০।।

অন্বয়ঃ— (হে) ভৃগুশ্রেষ্ঠ! ব্রহ্মন্! (হে শৌনক!) একদা পুষ্পভদ্রাতটে সন্ধ্যায়াং (সায়ম্) উপাসীনস্য (উপাসনাং কুর্ব্বতঃ) তস্য মুনেঃ উপাসীনে সতীত্যর্থঃ মহান্ (প্রচণ্ডঃ) বায়ুঃ অভূৎ (প্রবহতি স্ম)।। ১০।।

অনুবাদ— হে ভৃগুবর! একদা মুনিবর মার্কণ্ডেয় পুষ্পভদ্রাতীরে সন্ধ্যাবন্দনে প্রবৃত্ত হইলে প্রচণ্ড বায়ু প্রবাহিত হইতে লাগিল।। ১০।।

বিশ্বনাথ— মায়াদর্শনমাহ তস্যেত্যাদিনা।। ১০।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— মায়াদর্শন বলিতেছেন—তস্য ইত্যাদি শ্লোকদ্বারা।। ১০।।

তং চণ্ডশব্দং সমুদীরয়ন্তং
বলাহকা অন্বভবন্ করালাঃ।
অক্ষস্থবিষ্ঠা মুমুচুস্তড়িদ্ভিঃ
স্বনন্ত উচ্চৈরভি বর্ষধারাঃ।। ১১।।

অন্বয়ঃ—চণ্ডশব্দং (প্রচণ্ডরবং) সমুদীরয়ন্তং (প্রকাশয়ন্তং) তং (বায়ুং) অনু (পশ্চাৎ) করালাঃ (তীব্রাঃ) বলাহকাঃ (মেঘাঃ) অভবন্ (তে চ) তড়িদ্ভিঃ (তড়িৎপ্রকাশৈঃ সহ) উচ্চৈঃ স্বনন্ত (গর্জ্জন্তঃ সন্তঃ) অভি (সর্ব্বতঃ) অক্ষস্থবিষ্ঠাঃ (অক্ষো রথাঙ্গং তদ্বৎ স্থবিষ্ঠাঃ স্থূলাঃ) বর্ষধারাঃ মুমুচুঃ (তত্যজুঃ)।। ১১।।

অনুবাদ— উক্ত প্রচণ্ডরবযুক্ত বায়ুর পশ্চাৎ তীব্র মেঘরাশি উদিত হইয়া বিদ্যুৎপ্রকাশের সহিত উচ্চ গর্জ্জন সহকারে সর্ব্বত্র রথচক্রের ন্যায় স্থূল বারিধারা বর্ষণ করিতে লাগিল।। ১১।।

বিশ্বনাথ— অক্ষো রথাঙ্গং তদ্বতিস্থূলাঃ।। ১১।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— অক্ষ অর্থাৎ রথের চাকা সেইরূপ স্থূল বৃষ্টিরধারা।। ১১।।

ততো ব্যদৃশ্যন্ত চতুঃসমুদ্রাঃ
সমন্ততঃ ক্ষ্মাতলমাগ্রসন্তঃ।
সমীরবেগোর্ম্মিভিরুগ্রনক্র-
মহাভয়াবর্ত্তগভীরঘোষাঃ।। ১২।।

অন্বয়ঃ— ততঃ (অনন্তরম্) উগ্রনক্রমহাভয়াবর্ত্তগভীরঘোষাঃ (উগ্রানক্রা যেষু মহাভয়া আবর্ত্তা যেষু গভীরো ঘোষো যেষু তে চ তে চ তথা) সমীরবেগোর্ম্মিভিঃ (সমীরবেগেন যে উর্ম্ময়স্তৈঃ) ক্ষ্মাতলং (ভূতলম্) আগ্রসন্তঃ (সম্যগ্ গ্রসন্তঃ) চতুঃ সমুদ্রাঃ সমন্ততঃ (চতুর্দ্দিক্ষু) ব্যদৃশ্যন্ত (দৃষ্টা বভূবুঃ)।। ১২।।

অনুবাদ— অনন্তর চতুর্দ্দিকে উগ্র নক্ররাশি, মহাভয়ঙ্কর আবর্ত্তসমূহ ও গভীরশব্দযুক্ত চতুঃসমুদ্র সমীরবেগোত্থিত তরঙ্গমালায় ভূতলকে সম্যক্ প্লাবিত করিয়া দৃষ্ট হইয়াছিল।। ১২।।

অন্তর্ব্বহিশ্চাগ্নিরতিদ্যুভিঃ খরৈঃ
শতহ্রদাভিরুপতাপিতং জগৎ।

চতুর্ব্বিধং বীক্ষ্য সহাত্মনা মুনি-
র্জলাপ্লুতাং ক্ষ্মাং বিমনাঃ সমত্রসৎ।। ১৩।।

অন্বয়ঃ— (তদা) মুনিঃ (মার্কণ্ডেয়ঃ) আত্মনা সহ (স্বেন সহিতং) চতুর্ব্বিধং (জরায়ুজাদি চতুর্ব্বিধং) জগৎ অন্তঃ বহিঃ চ অদ্ভিঃ (জলৈস্তথা) অতিদ্যুভিঃ (অতিক্রান্তা দৌর্যাভিস্তাভিঃ) শতহ্রদাভিঃ (বিদ্যুদ্ভিঃ কিঞ্চ) খরৈঃ (সূর্য্যরশ্মিভির্বায়ুভির্বা) উপতাপিতং (পীড়িতং) বীক্ষ্য (দৃষ্ট্বা তথা) ক্ষ্মাং (ভূতলং) জলাপ্লুতাং (বীক্ষ্য) বিমনাঃ (খিন্নচেতাঃ সন্) সমত্রসৎ (ভয়ং প্রাপ)।। ১৩।।

অনুবাদ— তৎকালে মার্কণ্ডেয় নিজের সহিত চতুর্ব্বিধ ভৌতিক পদার্থকে অন্তরে ও বহির্দ্দেশে সর্ব্বত্র জলরাশি, স্বর্গমণ্ডলাতিক্রমকারী বিদ্যুৎরাশি ও খর সূর্য্যরশ্মি বা বায়ু দ্বারা প্রপীড়িত এবং ভূতল জলমগ্ন দেখিয়া খিন্নচিত্তে ভয় প্রাপ্ত হইলেন।। ১৩।।

বিশ্বনাথ—অতিক্রান্তা দৌর্যাভিস্তাভিরদ্ভিঃ। খরৈঃ সূর্য্যরশ্মিভিঃ শতহ্রদাভির্বিদ্যুদ্ভিঃ দীর্ঘত্বমার্ষম্।। ১৩।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— স্বর্গকে অতিক্রম করিয়া সেই জলদ্বারা, প্রখর সূর্য্যরশ্মিদ্বারা বিদ্যুৎসমূহদ্বারা, এস্থলে দীর্ঘ আর্ষ প্রয়োগ।। ১৩।।

তস্যৈবমুদ্বীক্ষত উর্ম্মিভীষণঃ
প্রভঞ্জনাঘূর্ণিতবার্মহার্ণবঃ।
আপূর্য্যমাণো বরষদ্ভিরম্বুদৈঃ
ক্ষ্মামপ্যধাদ্দ্বীপবর্ষাদ্রিভিঃ সমম্।। ১৪।।

অন্বয়ঃ— তস্য এবম্ উদ্বীক্ষতঃ (তস্মিন্নেবমুদ্বীক্ষমাণে সতি) বরষদ্ভিঃ (বর্ষদ্ভিঃ) অম্বুদৈঃ (মেঘৈঃ) আপূর্য্যমাণঃ (সর্ব্বতোভাবেন পূর্য্যমাণঃ) প্রভঞ্জনাঘূর্ণিতবাঃ (প্রভঞ্জনেনাঘূর্ণিতং প্রকম্পিতং বাঃ উদকং যস্মিন্ সঃ) উর্ম্মিভীষণঃ (উর্ম্মিভির্ভয়ঙ্করঃ) মহার্ণবঃ দ্বীপবর্ষাদ্রিভিঃ সমং (সহ) ক্ষ্মাং (ভূতলম্) অপ্যধ্যাৎ (ছাদয়ামাস)।। ১৪।।

অনুবাদ— তিনি উৎকণ্ঠিতচিত্তে এই সকল দর্শন করিতেছেন, এমন সময়ে বর্ষণশীল মেঘরাশিদ্বারা সর্ব্বতোভাবে প্রপূরিত মহাসমুদ্র তরঙ্গমালায় ভয়ঙ্কর এবং বায়ুবেগে ঘূর্ণিত জলরাশিযুক্ত হইয়া দ্বীপ, বর্ষ ও পর্ব্বতগণের সহিত ভূতলকে আচ্ছাদিত করিল।। ১৪।।

সক্ষ্মান্তরিক্ষং সদিবং সভাগণং
ত্রৈলোক্যমাসীৎ সহ দিগ্‌ভিরাপ্লুতম্।
স এক এবোর্ব্বরিতো মহামুনি-
র্বভ্রাম বিক্ষিপ্য জটা জড়ান্ধবৎ।। ১৫।।

অন্বয়ঃ— (তদানীং) দিগ্‌ভিঃ সহ সক্ষ্মান্তরিক্ষং (ভূম্যন্তরিক্ষস্থ প্রাণিসহিতং) সদিবং (স্বর্গস্থদেবসহিতং) সভাগণং (ভাগণা জ্যোতির্গণাস্তৈঃ সহিতং) ত্রৈলোক্যম্ আপ্লুতং (জলপ্লাবিতম্) আসীৎ (বভূব) সঃ মহামুনিঃ (মার্কণ্ডেয়ঃ) একঃ এব উর্ব্বরিতঃ (অবশিষ্যমাণঃ সন্) জটাঃ বিক্ষিপ্য (বিকীর্য্য) জড়ান্ধবৎ (জড়শ্চান্ধশ্চ তদ্বৎ) বভ্রাম (জলমধ্যে বিচচার)।। ১৫।।

অনুবাদ— তৎকালে ভূমণ্ডলস্থিত ও অন্তরীক্ষস্থিত প্রাণিগণ, স্বর্গস্থ দেবগণ এবং জ্যোতিষ্কমণ্ডলের সহিত ত্রিলোক জলপ্লাবিত হইলে একমাত্র মার্কণ্ডেয় অবশিষ্ট থাকিয়া জটা বিক্ষেপপূর্ব্বক অন্ধ ও জড়ের ন্যায় জলমধ্যে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন।। ১৫।।

বিশ্বনাথ— সভাগণং জ্যোতির্গণসহিতম্।। ১৫।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— সভাগণ যতিগণ সহিত।।১৫

ক্ষুত্তৃট্‌পরীতো মকরৈস্তিমিঙ্গিলৈ-
রুপদ্রুতো বীচিনভস্বতাহতঃ।
তমস্যপারে পতিতো ভ্রমন্ দিশো
ন বেদ খং গাঞ্চ পরিশ্রমেষিতঃ।। ১৬।।

অন্বয়ঃ— অপারে তমসি (অন্ধকারে) পতিতঃ ক্ষুৎতৃট পরতিঃ (ক্ষুধাতৃষ্ণাগ্রস্তঃ) মকরৈঃ তিমিঙ্গিলৈঃ (জলজন্তুবিশেষৈশ্চ) উপদ্রুতঃ (পীড়িতঃ) বীচিনভস্বতা (বীচিযুক্তেন তরঙ্গযুক্তেন নভস্বতা বায়ুনা) আহতঃ (তাড়িতঃ)

পরিশ্রমেষিতঃ (পরিশ্রমেণ ইষিতঃ প্রাপ্তঃ সঃ) ভ্রমন্ (সন্) দিশঃ খম্ (আকাশং) গাং (পৃথিবীং) চ ন বেদ (ন জ্ঞাতবান্)।।১৬।।

অনুবাদ— এইরূপে তিনি দুস্তর অন্ধকারে পতিত, ক্ষুধাতৃষ্ণাগ্রস্ত, মকরতিমিঙ্গিল প্রভৃতি জলজন্তুগণ কর্তৃক উৎপীড়িত, তরঙ্গযুক্ত বায়ুদ্বারা আহত এবং পরিশ্রান্ত হইয়া ভ্রমণ করিতে করিতে দিক্, আকাশ বা পৃথিবী কিছুই অবগত হইতে পারিতে ছিলেন না।। ১৬।।

বিশ্বনাথ— বীচিযুক্তেন নভস্বতা আহতঃ প্রাপ্তাঘাতঃ। পরিশ্রমেণ ইষিতঃ প্রাপ্তঃ ইষগতাবিত্যস্মাৎ।।১৬

টীকার বঙ্গানুবাদ— তরঙ্গযুক্ত বায়ুদ্বারা আঘাত প্রাপ্ত পরিশ্রমদ্বারা প্রাপ্ত, এস্থলে ইষ্‌ধাতু গতি অর্থে ইষিত।।

ক্বচিন্মগ্নো মহাবর্ত্তে তরলৈস্তাড়িতঃ ক্বচিৎ।
যাদোভির্ভক্ষ্যতে ক্বাপি স্বয়মন্যোন্যঘাতিভিঃ।। ১৭।।
ক্বচিচ্ছোকং ক্বচিন্মোহং ক্বচিদ্দুঃখং সুখং ভয়ম্।
ক্বচিন্মৃত্যুমবাপ্নোতি ব্যাধ্যাদিভিরুতার্দ্দিতঃ।। ১৮।।

অন্বয়ঃ— (সঃ) ক্বচিৎ (কদাচিৎ) মহাবর্ত্তে (মহতি ঘূর্ণমাণে জলরাশৌ) মগ্নঃ ক্বচিৎ (কদাচিৎ) তরলৈঃ (চঞ্চল-তরঙ্গৈঃ) তাড়িতঃ ক্বঃ অপি (কুত্রচিৎ) অন্যোন্যঘাতিভিঃ (তদ্‌ভক্ষণায় পরস্পরং যুধ্যদ্ভিঃ) যাদোভিঃ (জলজন্তুভিঃ) স্বয়ং ভক্ষ্যতে (আহন্যতে) ক্বচিৎ শোকং ক্বচিৎ মোহং ক্বচিৎ দুঃখং (ক্বচিৎ) সুখং (ক্বচিৎ) ভয়ম্ উত (অপি চ) ক্বচিৎ ব্যাধ্যাদিভিঃ অর্দ্দিতঃ (পীড়িতঃ সন্) মৃত্যুম্ অবাপ্নোতি (মৃত্যুতুল্যক্লেশমনুভবতি)।। ১৭-১৮।।

অনুবাদ— তিনি কখনও মহাবর্ত্তে নিমগ্ন, কখনও চঞ্চল তরঙ্গে বিতাড়িত, কখনও পরস্পর যুদ্ধশীল জল-জন্তুগণকর্তৃক আহত, কখনও শোক, কখনও মোহ, কখনও দুঃখ, কখনও সুখ, কখনও ভয়প্রাপ্ত, কখনও বা রোগাদিতে আক্রান্ত হইয়া মৃত্যুযাতনা ভোগ করিতেছিলেন।। ১৭-১৮

অযুতাযুতবর্ষাণাং সহস্রাণি শতানি চ।
ব্যতীয়ুর্ভ্রমতস্তস্মিন্ বিষ্ণুমায়াবৃতাত্মনঃ।। ১৯।।

অন্বয়ঃ— (এবং) বিষ্ণুমায়াবৃতাত্মনঃ (বিষ্ণোর্মায়য়া আবৃতচিত্তস্য) তস্মিন্ (জলমধ্যে) ভ্রমতঃ (তস্য মুনেঃ) অযুতাযুতবর্ষাণাং সহস্রাণি শতানি চ (বহুসহস্র-বর্ষপরিমিতাঃ কালাঃ) ব্যতীয়ুঃ (অতীতা বভূবুঃ)।। ১৯।।

অনুবাদ— তিনি এইরূপে বিষ্ণুমায়াক্রান্তচিত্তে জলমধ্যে ভ্রমণ করিতে থাকিলে বহু সহস্র বৎসর কাল অতীত হইল।। ১৯।।

স কদাচিদ্ভ্রমংস্তস্মিন্ পৃথিব্যাঃ ককুদি দ্বিজঃ।
ন্যগ্রোধপোতং দদৃশে ফলপল্লবশোভিতম্।। ২০।।

অন্বয়ঃ—সঃ দ্বিজঃ (মার্কণ্ডেয়ঃ) তস্মিন্ (জলমধ্যে) ভ্রমন্ (সন্) কদাচিৎ পৃথিব্যাঃ ককুদি (উন্নতপ্রদেশে) ফলপল্লবশোভিতং ন্যগ্রোধপোতং (কোমলবটবৃক্ষং) দদৃশে (দৃষ্টবান্)।। ২০।।

অনুবাদ— মার্কণ্ডেয় এইরূপে জলমধ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে একদা পৃথিবীর কোন উচ্চ প্রদেশে ফল-পল্লবশোভিত এক কোমল বটবৃক্ষ দেখিতে পাইলেন।।

প্রাগুত্তরস্যাং শাখায়াং তস্যাপি দদৃশে শিশুম্।
শয়ানং পর্ণপুটকে গ্রসন্তং প্রভয়া তমঃ।। ২১।।

অন্বয়ঃ—(স) তস্য (বটস্য) প্রাগুত্তরস্যাং (পূর্ব্বোত্তরদিগন্তরালবর্ত্তিন্যাং) শাখায়াং পর্ণপুটকে (পত্রপুটমধ্যে) শয়ানং প্রভয়া (স্বদেহকান্ত্যা) তমঃ (অন্ধকারং) গ্রসন্তং (হরন্তমেকং) শিশুম্ অপি দদৃশে (দৃষ্টবান্)।। ২১।।

অনুবাদ— অনন্তর ঐ বটবৃক্ষের পূর্ব্বোত্তর-কোণাবস্থিত শাখামধ্যে পত্রপুটে শয়ান এবং স্বীয়দেহ-প্রভায় অন্ধকাররাশি-বিনাশকারী এক শিশুকে দর্শন করিলেন।।

মহামরকতশ্যামং শ্রীমদ্বদনপঙ্কজম্।
কম্বুগ্রীবং মহোরস্কং সুনসং সুন্দরভ্রুবম্। ২২।।

শ্বাসৈজদলকাভাতং কম্বুশ্রীকর্ণদাড়িমম্।
বিদ্রুমাধরভাসেষচ্ছোণায়িতসুধাস্মিতম্।। ২৩।।
পদ্মগর্ভারুণাপাঙ্গং হৃদ্যহাসাবলোকনম্।
শ্বাসৈজদ্বলিসংবিগ্ননিম্ননাভিদলোদরম্।। ২৪।।
চার্ব্বঙ্গুলিভ্যাং পাণিভ্যামুন্নীয় চরণাম্বুজম্।
মুখে নিধায় বিপ্রেন্দ্রো ধয়ন্তং বীক্ষ্য বিস্মিতঃ।। ২৫।।

অন্বয়ঃ— (ততঃ) মহামরকতশ্যামং (মহামরকত-মণিতুল্যং নীলকলেবরং) শ্রীমদ্বদনপঙ্কজং (শ্রীমৎ রম্যং বদনপঙ্কজং যস্য তং) কম্বুগ্রীবং (কম্বুবৎ ত্রিরেখাবৃতা গ্রীবা যস্য ত্বং) মহোরস্কং (বিশালবক্ষসং) সুনসং (শোভনা নাসা যস্য তং) সুন্দরভ্রুবং (সুন্দরে ভ্রুবৌ যস্য তং) শ্বাসৈজ-দলকাভাতং (শ্বাসৈরেজন্তঃ কম্পমাণা অলকাস্তৈরাভাতং শোভিতং) কম্বুশ্রীকর্ণদাড়িম্বং (কম্বুবদন্তর্বলয়েন শ্রীর্যয়োস্তৌ কম্বুশ্রিয়ৌ তয়োঃ কর্ণয়োর্দাড়িম্বপুষ্পে যস্য তং) বিদ্রু-মাধরভাসা (বিদ্রুমতুল্যাধরভাসা) ঈষচ্ছোণায়িতসুধাস্মি-তম্ (ঈষৎ শোণায়িতং সুধাতুল্যং স্মিতং যস্য তং) পদ্ম-গর্ভারুণাপাঙ্গং (পদ্মগর্ভবৎ আ ঈষদরুণাবপাঙ্গৌ নেত্র-প্রান্তৌ যস্য তং) হৃদ্যহাসাবলোকনং (হৃদ্যো হাসো যস্মিন্ তদবলোকনং যস্য তং) শ্বাসৈজদ্ বলিসংবিগ্ননিম্ননাভি-দলোদরং (শ্বাসৈরেজন্ত্যশ্চলন্ত্যো বলয়স্তির্য্যঙ্ নিম্ন-রেখাস্তাভিঃ সংবিগ্না চঞ্চলা নিম্না গভীরা নাভির্যস্মিন্ তদ্ দলবদশ্বত্থপত্রসঙ্কাশমুদরং যস্য তং) চার্ব্বঙ্গুলিভ্যাং (চারবো-হঙ্গুলয়ো যয়োস্তাভ্যাং) পাণিভ্যাং চরণাম্বুজং (নিজপাদ-যুগলম্) উন্নীয় (আকৃষ্য) মুখে নিধায় (মুখমধ্যে কৃত্বা) ধয়ন্তং (পিবন্তং তং শিশুং) বীক্ষ্য (দৃষ্ট্বা) বিপ্রেন্দ্রঃ (মার্ক-ণ্ডেয়ঃ) বিস্মিতঃ (অভূৎ)।। ২২-২৫।।

অনুবাদ—তাঁহার বর্ণ মহামরকত-মণিতুল্য শ্যামল, বদনকমল সুরম্য, গ্রীবাদেশ কম্বুসদৃশ ত্রিরোখাযুক্ত, বক্ষো-দেশ সুপ্রশস্ত, নাসিকাভাগ মনোরম, ভ্রূযুগল সুন্দর, অলকা-রাশি শ্বাসবায়ু-সঞ্চালনে কম্পমান ও সুশোভন, কম্বুতুল্য অন্তর্বলয়যুক্ত সুরম্য কর্ণযুগলে দাড়িম্বপুষ্প সুশোভিত, তদীয় অমৃত মধুর হাস্য বিদ্রুমবর্ণ অধরশোভায় আরক্তিম, নয়নপ্রান্তভাগ কমলগর্ভদেশসদৃশ ঈষদরুণ-বর্ণ, দৃষ্টিপাত মনোরমহাস্যযুক্ত, নাভিদেশ গভীর এবং শ্বাসকম্পিত ত্রিবলিদ্বারা চঞ্চলভাবযুক্ত, উদর অশ্বত্থ-পত্র-সদৃশ; তিনি তৎকালে মনোরমাঙ্গুলিযুক্ত হস্তযুগলদ্বারা পদযুগল উত্তো-লিত করিয়া মুখগহ্বরে স্থাপনপূর্ব্বক পান করিতেছিলেন। মুনিবর তাঁহাকে দেখিয়া বিস্মিত হইলেন।। ২২-২৫।।

বিশ্বনাথ— ককুদি উন্নত প্রদেশে। শ্বাসৈরেজন্তঃ কম্পমানা অলকাস্তৈরাভতম্। কম্বুবদন্তর্বলয়েন শ্রীর্যয়োস্তৌ কম্বুশ্রিয়ৌ তয়োঃ কর্ণয়োর্দাড়িম্বপুষ্পে যস্য তম্। শ্বাসৈ-রেজন্ত্যশ্চলন্ত্যো বলয়স্তির্য্যঙ্নিম্নরেখাস্তাভিঃ সহ সংবিগ্নং চঞ্চলং নিম্ননাভিঃ গভীরনাভিঃ দলোদরং দলমশ্বত্থপত্রং, তদ্বদুদরং যস্য তম্। মচ্চরণাম্বুজে কীদৃশং মধু বর্ত্ততে যত এতদাস্বাদনার্থং বহবো মদ্ভক্তা যতন্তে তস্মাদিদমহমপ্যা-স্বাদ্য পরিচেষ্যে ইতীব ধয়ন্তং পিবন্তম্।। ২২-২৫।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— ককুদি উন্নত প্রদেশে, শ্বাসদ্বারা কম্পমান অলকাসমূহদ্বারা শোভাযুক্ত, শঙ্খের ন্যায় অন্তরে রেখারদ্বারা শোভা যাঁহার সেই শঙ্খের ন্যায় শোভিত, কর্ণ-যুগল দাড়িম্বপুষ্পদ্বয় দ্বারা যাঁহার কর্ণভূষণ, শ্বাসসমূহের দ্বারা বালাসমূহ কম্পিত হইতেছে, যে নিম্নরেখা তাহার সহিত চঞ্চল নিম্ননাভি অর্থাৎ গভীর নাভি। দলোদর অশ্বত্থ-পত্রের ন্যায় যাহার উদর। আমার চরণকমলে কিরূপ মধু আছে, ইহার আস্বাদনের জন্য আমার ভক্তগণ বহু যত্ন করে। অতএব ইহা আমিও আস্বাদন করিয়া পরিচয় লইব। এই ভাবিয়া ঐ শিশু নিজ চরণের অঙ্গুষ্ঠ পান করিতেছে।।

তদ্দর্শনাদ্বীতপরিশ্রমো মুদা
প্রোৎফুল্লহৃৎপদ্মবিলোচনাম্বুজঃ।
প্রহৃষ্টরোমাদ্ভুতভাবশঙ্কিতঃ
প্রষ্টুং পুরস্তং প্রসসার বালকম্।। ২৬।।

অন্বয়ঃ— তদ্দর্শনাৎ (তস্য শিশোর্দর্শনাৎ) বীত-পরিশ্রমঃ (বিগতশ্রমঃ) মুদা (হর্ষেণ) প্রোৎফুল্লহৃৎপদ্ম-বিলোচনাম্বুজঃ (হৃৎপদ্মঞ্চ বিলোচনাম্বুজে চ হৃৎপদ্ম-বিলোচনাম্বুজানি প্রোৎফুল্লানি তানি যস্য সঃ) প্রহৃষ্টরোমা

(রোমাঞ্চিততনুরিত্যর্থঃ সঃ) অদ্ভুতভাবশঙ্কিতঃ (অদ্ভুত-ভাবোহত্যাশ্চর্য্যরূপং তেন শঙ্কিতঃ সন্নপি) তং বালকং প্রষ্টুং পুরঃ (তস্য সম্মুখং) প্রসসার (গতবান্)।। ২৬।।

অনুবাদ— উক্ত শিশুদর্শনে মার্কণ্ডেয়ের পরিশ্রম দূরীভূত এবং হৃদয়পদ্ম ও নয়নকমল আনন্দে উৎফুল্ল হইল। তখন তিনি রোমাঞ্চিত-কলেবর এবং অদ্ভুতভাব শঙ্কিত হইয়াও উক্ত বালকের পরিচয় জিজ্ঞাসার জন্য তদভিমুখে অগ্রসর হইলেন।। ২৬।।

বিশ্বনাথ—অদ্ভুতভাবেন অত্যাশ্চর্য্যস্বরূপেণ শঙ্কিতঃ নায়ং প্রাকৃতো বালক ইতি প্রাপ্তাশঙ্কোহপি প্রষ্টুম্।।২৬

টীকার বঙ্গানুবাদ—অদ্ভুতভাবে অর্থাৎ অতি আশ্চর্য্য-স্বরূপ দ্বারা শঙ্কাযুক্ত হইয়া এই বালক প্রাকৃত নহে, এইরূপ আশঙ্কা প্রাপ্ত হইয়াও জিজ্ঞাসা করিতে তাহার অভিমুখে অগ্রসর হইলেন।। ২৬।।

তাবচ্ছিশোর্বৈশ্বসিতেন ভার্গবঃ
সোহন্তঃশরীরং মশকো যথাবিশৎ।
তত্রাপ্যদো ন্যস্তমচষ্ট কৃৎস্নশো
যথা পুরামুহ্যদতীব বিস্মিতঃ।। ২৭।।

অন্বয়ঃ— তাবৎ (তৎক্ষণাদেব) সঃ ভার্গবঃ (মার্কণ্ডেয়ঃ) শিশোঃ শ্বসিতেন (শ্বাসবায়ুনা) মশকঃ যথা (ইব) অন্তঃশরীরং (তস্য শিশোরুদরমধ্যম্) অবিশৎ বৈ (প্রবিষ্টবান্) তত্র (অন্তঃশরীরে) অপি অদঃ (ইদং জগৎ) পুরা যথা (প্রলয়াৎ পূর্ব্বমিব) কৃৎস্নশঃ (সামগ্র্যেণ) ন্যস্তং (বিন্যস্তম্) অচষ্ট (দৃষ্টবান্ তেন চ) অতীব বিস্মিতঃ (সন্)অমুহ্যৎ (মুগ্ধো বভূব)।। ২৭।।

অনুবাদ— তৎক্ষণাৎ তিনি শিশুর শ্বাসবায়ুর আকর্ষণে মশকের ন্যায় তদীয় শরীরাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট এবং তথায় এই নিখিল বিশ্বকে প্রলয়ের পূর্ব্বকালের ন্যায় সমগ্ররূপে বিন্যস্ত দেখিয়া অতিশয় বিস্মিত ও মুগ্ধ হইলেন।। ২৭।।

বিশ্বনাথ—অদঃ জগৎ। যথা পুরা প্রলয়াৎ পূর্ব্বম্।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— অদঃ অর্থাৎ জগৎ যেমন পূর্ব্বে অর্থাৎ প্রলয়ের পূর্ব্বে।। ২৭।।

খং রোদসী ভাগণানদ্রিসাগরান্
দ্বীপান্ সবর্ষান্ ককুভঃ সুরাসুরান্।
বনানি দেশান্ সরিতঃ পুরাকরান্
খেটান্ ব্রজানাশ্রমবর্ণবৃত্তয়ঃ।। ২৮।।
মহান্তি ভূতান্যথ ভৌতিকান্যসৌ
কালঞ্চ নানাযুগকল্পকল্পনম্।
যৎ কিঞ্চিদন্যদ্ব্যবহারকারণং
দদর্শ বিশ্বং সদিবাবভাসিতম্।। ২৯।।

অন্বয়ঃ— খম্ (আকাশং) রোদসী (দ্যাবাপৃথিব্যৌ) ভাগণান্ (জ্যোতিষ্কসমূহান্) অদ্রিসাগরান্ সবর্ষান্ (বর্ষৈঃ সহিতান্) লোকান্ ককুভঃ (দিশঃ) সুরাসুরান্ বনানি দেশান্ সরিতঃ (নদীঃ) পুরাকরান্ (পুরাণি আকরাংশ্চ) খেটান্ (কর্ষকগ্রামান্) ব্রজান্ (গোকুলানি) আশ্রমবর্ণবৃত্তয়ঃ (আশ্রমাংশ্চ বর্ণাংশ্চ তেষাং বৃত্তীশ্চ) মহান্তি ভূতানি (ক্ষিত্যাদি-পঞ্চমহাভূতানি) অথ ভৌতিকানি নানাযুগকল্পকল্পনং (নানাযুগানি কল্পাংশ্চ কল্পয়তি তৈর্বা কল্প্যত ইতি তথা তং) কালং চ ব্যবহারকারণং (লোকযাত্রানির্ব্বাহহেতু-ভূতম্) অন্যৎ (চ) যৎ কিঞ্চিৎ (বস্তুজাতং বর্ত্ততে তৎ) বিশ্বং (সর্ব্বমেব) অসৌ (মার্কণ্ডেয়স্তত্র) সৎ ইব (পরমার্থ-বস্তুবৎ) অবভাসিতং (তেনৈব প্রকাশিতং) দদর্শ (দৃষ্টবান্)।।

অনুবাদ—তিনি তথায় আকাশ, স্বর্গ, মর্ত্ত্য, জ্যোতিষ্ক-রাশি, পর্ব্বত, সাগর, বর্ষ, লোক, দিক্, সুর, অসুর, বন, দেশ, নদী, পুর, আকর, খেট (কর্ষকগ্রাম), গোকুল, আশ্রম, বর্ণ, তদীয়বৃত্তিসমূহ, পঞ্চমহাভূত, ভৌতিক পদার্থসমূহ, বিবিধযুগকল্পপ্রণেতা কাল এবং লোকযাত্রা-নির্ব্বাহের উপ-যোগী অন্য যে কিছু বস্তু তৎসমুদয়ই পরমার্থ বস্তুর ন্যায় ঐ বালক কর্ত্তৃক প্রকাশিতরূপে দর্শন করিলেন।। ২৮-২৯

হিমালয়ং পুষ্পবহাঞ্চ তাং নদীং
নিজাশ্রমং যত্র ঋষী অপশ্যত।
বিশ্বং বিপশ্যন্ শ্বসিতাচ্ছিশোর্বৈ
বহির্নিরস্তো ন্যপতল্লয়াব্ধৌ।। ৩০।।

অন্বয়ঃ— (কিঞ্চ) হিমালয়ং পুষ্পবহাং (পুষ্পভদ্রা-নাম্নীং) তাং নদীং চ যত্র ঋষী (নরনারায়ণৌ) অপশ্যত (পুরা দৃষ্টবান্ তং) নিজাশ্রমং (চ) বিশ্বম্ (এতৎ সর্ব্বং) বিপশ্যন্ (নিরীক্ষমাণঃ সঃ) শিশোঃশ্বসিতাৎ (প্রশ্বাস-বায়ুবেগাৎ) বহিঃ নিরস্তঃ (নিঃসারিতঃ সন্) লয়াব্ধৌ (প্রলয়-সাগরে পুনঃ) ন্যপতৎ বৈ (নিপতিতো বভূব)।।৩০।।

অনুবাদ— তিনি তথায় হিমালয়, পুষ্পভদ্রা নদী এবং যেখানে নরনারায়ণ ঋষির সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছিলেন সেই নিজ আশ্রমও দেখিতে পাইলেন। এইরূপ নিখিল বিশ্ব দর্শন করিতে করিতে তিনি শিশুর প্রশ্বাস-বায়ুর বেগে পুনরায় বহির্দ্দেশে নিঃসারিত হইয়া প্রলয়-সাগরে পতিত হইলেন।।৩০।।

বিশ্বনাথ—স মার্কণ্ডেয়ঃ দিবা দিবত এব, অবভাসিতং প্রকাশযুক্তং দদর্শ। পুষ্পবহাং পুষ্পভদ্রাম্।।২৮-৩০।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— সেই মার্কণ্ডেয় মুনি ঐ জগৎ-টিকে সত্যের ন্যায় প্রকাশিত দেখিলেন, পুষ্পভদ্রা নদীকেও নিজ আশ্রমের নিকট দেখিলেন।।২৮-৩০।।

তস্মিন্ পৃথিব্যাঃ ককুদি প্ররূঢ়ং
বটঞ্চ তৎপর্ণপুটে শয়ানম্।
তোকঞ্চ তৎপ্রেমসুধাস্মিতেন
নিরীক্ষিতোঽপাঙ্গনিরীক্ষণেন।।৩১।।
অথ তং বালকং বীক্ষ্য নেত্রাভ্যাং ধিষ্ঠিতং হৃদি।
অভ্যয়াদতিসংক্লিষ্টঃ পরিষ্বক্তুমধোক্ষজম্।।৩২।।

অন্বয়ঃ—(অথ) তস্মিন্ পৃথিব্যাঃ ককুদি (উচ্চস্থানে) প্ররূঢ়ং (জাতং) বটং চ তৎপর্ণপুটে শয়ানং তোকং (বালং) চ (দৃষ্ট্বা) তৎপ্রেমসুধাস্মিতেন (তস্য প্রেম্না সুধাতুল্যস্মিত-যুক্তেন) অপাঙ্গনিরীক্ষণেন (নেত্রপ্রান্তসন্দর্শনেন) নিরীক্ষিতঃ (দৃষ্টঃ সন্) অথ নেত্রাভ্যাং হৃদি ধিষ্ঠিতম্ (অধিষ্ঠিতং) তং বালকম্ অধোক্ষজং বীক্ষ্য (দৃষ্ট্বা) অতিসংক্লিষ্টঃ (অতিক্লেশযুক্তঃ সঃ) পরিষ্বক্তুং (তমালিঙ্গিতুম্) অভ্যয়াৎ (সমীপং গতবান্)।।৩১-৩২।।

অনুবাদ— অনন্তর তিনি পৃথিবীর উন্নতপ্রদেশজাত বটবৃক্ষ এবং তদীয় পত্রপুটে শয়ান বালককে দর্শনপূর্ব্বক তদীয় প্রেমযুক্ত অমৃত মধুরহাস্যময় কটাক্ষপাতে দৃষ্ট হইয়া পশ্চাৎ নেত্রমার্গে হৃদয়মধ্যে প্রবিষ্ট সেই বালককে অধোক্ষজ শ্রীহরিরূপে দর্শন করিয়া অতিশয় ক্লেশগ্রস্ত-ভাবে তাঁহার আলিঙ্গনের জন্য তদভিমুখে গমন করিলেন।।

বিবৃতি— অধোক্ষজ ভগবান্‌কে আলিঙ্গন করিবার জন্য যত্নবিশিষ্ট হইলে মার্কণ্ডেয় মুনি আধ্যক্ষিকদর্শনে ভগবান্‌কে আর দেখিতে পাইলেন না। ভগবদ্দর্শন দৃশ্য-বস্তুর ন্যায় ভোগ্য ব্যাপার নহে।।৩২।।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বাদশস্কন্ধের নবম অধ্যায়ের
বিবৃতি সমাপ্ত।।

তাবৎ স ভগবান্ সাক্ষাদ্‌যোগাধীশো গুহাশয়ঃ।
অন্তর্দধ ঋষেঃ সদ্যো যথেহানীশনির্ম্মিতা।।৩৩।।

অন্বয়ঃ— তাবৎ (আলিঙ্গনাৎ পূর্ব্বমেব) গুহাশয়ঃ (হৃদয়গুহানিবাসঃ) যোগাধীশঃ সঃ সাক্ষাৎ ভগবান্ সদ্যঃ (তৎক্ষণাদেব) অনীশনির্ম্মিতা ঈহা যথা (অনীশঃ) নির্দ্দৈবস্তেন নির্ম্মিতা ঈহা ক্রীড়া যথা তদ্বৎ) ঋষেঃ (সমীপাৎ) অন্তর্দধে (তিরোহিতো বভূব)।।৩৩।।

অনুবাদ— তৎক্ষণাৎ সেই হৃদয়গুহাশায়ী যোগাধিপতি ভগবান্ আলিঙ্গনের পূর্ব্বেই দৈবানুকূল্যরহিত পুরুষের কার্য্যচেষ্টার ন্যায় ঋষির নিকট হইতে অন্তর্হিত হইলেন।।

বিশ্বনাথ— লয়াব্ধৌ নিপত্য পুনরপ্যযুতাযুতবর্ষ-পর্য্যন্তং কষ্টমনুভূয় পৃথিব্যাঃ ককুদি বটপত্রশায়িনং বালং দদর্শ তস্য প্রেম্না সুধাতুল্যস্মিতযুক্তেনাপাঙ্গনিরীক্ষণেন নিরীক্ষিতঃ সন্ পুনরপি তদীয়শ্বাসেন পূর্ব্ববত্তৎ প্রবেশ-নির্গমৌ। এবমেব সপ্তকৃত্বঃ প্রবেশনির্গমাবগ্রিমবাক্যদৃষ্ট্যা জ্ঞেয়ৌ। অনীশো দরিদ্রস্তস্য ঈহা ধনাদিবাঞ্ছা যথা সদ্য এবোৎপদ্য সদ্য এব লীয়তে তদ্বদিত্যর্থঃ।।৩১-৩৩।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— প্রলয়সমুদ্রে পতিত হইয়া পুনরায় অযুত অযুত বর্ষ পর্য্যন্ত কষ্ট অনুভব করিয়া পৃথিবীর

ককুদদেশে বটপত্রশায়ী বালককে দেখিলেন। তাহার প্রেমের সহিত অমৃত তুল্য মৃদু হাসিযুক্ত কটাক্ষ দৃষ্টিদ্বারা মোহিত হইয়া পুনরায় তাহার শ্বাস দ্বারা পূর্ব্বের ন্যায় বালকের উদরে প্রবেশ ও নির্গমন। এইরূপ সাতবার করিয়া প্রবেশ ও নির্গমন অগ্রিম বাক্য হইতে জানিবে। দরিদ্র তাহার ধনাদি বাঞ্ছা যেমন সদ্য উৎপন্ন হয় এবং সদ্য লয় প্রাপ্ত হয় সেই-রূপ।। ৩১-৩৩।।

তমন্বথ বটো ব্রহ্মন্ সলিলং লোকসংপ্লবঃ।
তিরোধায়ি ক্ষণাদস্য স্বাশ্রমে পূর্ব্ববৎ স্থিতঃ।। ৩৪।।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে
পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
দ্বাদশস্কন্ধে মার্কণ্ডেয়স্য মায়াদর্শনং
নাম নবমোঽধ্যায়ঃ।। ৯।।

অন্বয়ঃ— (হে) ব্রহ্মন্! অথ (অনন্তরং) তম্ অনু (তস্য ভগবতস্তিরোধানাৎ পশ্চাদেব) ক্ষণাৎ অস্য (মার্কণ্ডেয়স্য পুরতঃ) বটঃ সলিলং লোকসংপ্লবঃ (লোকপ্রলয়শ্চ) তিরোধায়ি (অন্তর্হিতো বভূব স চ) পূর্ব্ববৎ স্বাশ্রমে (স্বস্যৈবাশ্রমে) স্থিতঃ (অভূৎ)।। ৩৪।।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দ্বাদশস্কন্ধে নবমাধ্যায়স্যান্বয়ঃ।।

অনুবাদ— হে ব্রহ্মন্! অনন্তর তাঁহার তিরোধানের ক্ষণকালমধ্যেই মার্কণ্ডেয়ের সম্মুখ হইতে বটবৃক্ষ, জলরাশি ও লোকপ্রলয় অন্তর্হিত হইল এবং তিনিও পূর্ব্বের ন্যায় নিজ আশ্রমে অবস্থিত হইলেন।। ৩৪।।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দ্বাদশস্কন্ধের নবম অধ্যায়ের
অনুবাদ সমাপ্ত।

বিশ্বনাথ— ক্ষণাদস্যেতি। ক্ষণমাত্রকালমধ্যে এব সপ্তকল্পসংখ্যঃ কালঃ প্রবিষ্টোঽভূদতর্ক্যভগবচ্ছক্ত্যেবেতি ভাবঃ। তিরোধায়ীতি কর্ম্মকর্ত্তরি চিণ্।। ৩৪।।

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।
দ্বাদশে নবমোঽধ্যায়ঃ সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্।।

ইতি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি ঠক্কুরকৃতা শ্রীভাগবতে দ্বাদশ-স্কন্ধে নবমোঽধ্যায়স্য সারার্থদর্শিনী টীকা সমাপ্তা।

টীকার বঙ্গানুবাদ— একক্ষণমাত্র কালমধ্যেই সপ্ত কল্পসংখ্যকাল ইহার মধ্যে প্রবেশ হইয়াছিল। ইহা ভগবানের অচিন্ত্য শক্তি প্রভাবে ইহাই ভাবার্থ। তিরোধায়ী এস্থলে কর্ম্মকর্ত্তৃবাচ্যে চিণ্ প্রত্যয়।। ৩৪।।

ইতি ভক্তগণের চিত্তের আনন্দদায়িনী সারার্থদর্শিনীতে দ্বাদশস্কন্ধে নবম অধ্যায় সাধুগণের সঙ্গে সমাপ্ত হইলেন।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দ্বাদশস্কন্ধে নবম অধ্যায়ের শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর কৃতা সারার্থদর্শিনী টীকার অনুবাদ সমাপ্ত হইলেন।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বাদশস্কন্ধের নবম অধ্যায়ের গৌড়ীয়-ভাষ্য সমাপ্ত।

দশমোঽধ্যায়ঃ

সূত উবাচ—

স এবমনুভূয়েদং নারায়ণবিনির্ম্মিতম্।
বৈভবং যোগমায়ায়াস্তমেব শরণং যযৌ।। ১।।

গৌড়ীয় ভাষ্য

দশম অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে শ্রীসূত ভগবান্ শঙ্কর হইতে শ্রীমার্কণ্ডেয়ের বর প্রাপ্তি বর্ণনা করিয়াছেন।

ভগবান্ শঙ্কর পার্ব্বতীর সহিত আকাশমার্গে বিচরণ করিতে করিতে সমাধিমগ্নচিত্তে শ্রীমার্কণ্ডেয়কে দেখিতে পাইয়া পার্ব্বতীর অনুরোধক্রমে তাঁহাকে তপস্যার সিদ্ধি প্রদানের জন্য তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইলেন। শ্রীমার্কণ্ডেয় সমাধি হইতে নিবৃত্ত হইয়া পার্ব্বতীর সহিত ত্রিলোকগুরু মহেশ্বরকে দেখিয়া প্রণাম ও স্বাগত, আসন ইত্যাদি দ্বারা পূজা করিলেন। অতঃপর ভগবান্ শঙ্কর ভগবদ্ভক্ত সাধুগণের প্রশংসা করিয়া শ্রীমার্কণ্ডেয়কে অভিলষিত বর প্রার্থনা করিতে বলিলেন। শ্রীমার্কণ্ডেয় ভগবান্ শ্রীহরি, ভগবদ্ভক্ত ও মহেশ্বরের প্রতি অস্খলিতা ভক্তি প্রার্থনা করিলেন। ভগবান্ শঙ্কর শ্রীমার্কণ্ডেয়ের অধোক্ষজ শ্রীহরির প্রতি ভক্তিদর্শনে প্রীত হইয়া তাঁহাকে পুণ্যকীর্ত্তি, প্রলয়কাল-পর্য্যন্ত অজরত্ব ও অমরত্ব, ত্রৈকালিকজ্ঞান, বৈরাগ্য, বিজ্ঞান ও পুরাণাচার্য্যত্ব বর প্রদান করিলেন।

শ্রীহরির প্রভাবযুক্ত শ্রীমার্কণ্ডেয়চরিত কীর্ত্তন ও শ্রবণকারীর কর্ম্মবাসনাজনিত সংসারভাব বিনষ্ট হইয়া থাকে।

অন্বয়ঃ— সূতঃ উবাচ,—সঃ (মার্কণ্ডেয়ঃ) এবং (পূর্ব্বোক্তক্রমেণ) নারায়ণবিনির্ম্মিতং (নারায়ণেন কল্পিতং) বৈভবং যোগমায়ায়াঃ (ইদং বৈভবম্ অনুভূয় দৃষ্ট্বা) তং (নারায়ণম্) এব শরণং যযৌ (আশ্রয়ত্বেন প্রাপ্তঃ)।।

অনুবাদ— সূত বলিলেন,—মার্কণ্ডেয় এইরূপে নারায়ণরচিত যোগমায়ার বৈভব অনুভব করিয়া সেই নারায়ণেরই শরণাপন্ন হইলেন।। ১।।

বিবৃতি—ভগবান্ হইতে বিচ্ছিন্না মায়া ভগবন্নির্ম্মিত যোগমায়ার বহির্বৈভব মাত্র। যোগমায়া জীবকে সেবোন্মুখিনী বৃত্তি প্রদান করেন; মহামায়া বিক্ষেপাত্মিকা ও আবরণী শক্তির দ্বারা জীবকে মোহিত করেন। যোগমায়ার বহির্বৈভব মহামায়া যেকালে জীব-হৃদয়ে অধিষ্ঠিত থাকে, তৎকালাবধি ভগবৎ-প্রপত্তির সম্ভাবনা নাই; কেন না, মায়াদেবী অচিচ্ছক্তির ক্রিয়া-ফলে জীবকে আবদ্ধ করে এবং ভগবৎসেবার প্রথম সোপান শরণাগতির ব্যাঘাত করায়।। ১।।

শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ—

প্রপন্নোঽস্ম্যঙ্ঘ্রিমূলং তে প্রপন্নাভয়দং হরে।
যন্মায়য়াপি বিবুধা মুহ্যন্তি জ্ঞানকাশয়া।। ২।।

অন্বয়ঃ— শ্রীমার্কণ্ডেয়ঃ উবাচ,—(হে) হরে! জ্ঞানকাশয়া (জ্ঞানবৎ প্রকাশমানয়া) যন্মায়য়া (যস্য তব মায়য়া) বিবুধাঃ (ব্রহ্মাদয়ো দেবাঃ) অপি মুহ্যন্তি (মোহং গচ্ছন্তি তস্য) তে (তব) প্রপন্নাভয়দং (শরণাগতানাং সংসারভয়নাশনম্) অঙ্ঘ্রিমূলং (পাদতলং) প্রপন্নঃ (আশ্রিতঃ) অস্মি।। ২।।

অনুবাদ—শ্রীমার্কণ্ডেয় বলিলেন,—হে হরে! জ্ঞানতুল্য প্রকাশমানা তদীয় মায়ায় ব্রহ্মাদিদেবগণও মোহিত হইয়া থাকেন আমি সেই আপনার শরণাগতাভয়প্রদ পদতল আশ্রয় করিতেছি।। ২।।

বিশ্বনাথ—

সোমেশদর্শনং তস্য স্তুতিস্তেনাভিনন্দনম্।
মুনেঃ স্বেষ্টবরপ্রাপ্তিস্তস্মাদ্দশম উচ্যতে।।

জ্ঞানকাশয়া জ্ঞানেঽবর্ত্তমানেঽপি কাশয়া প্রকাশিতুং সমর্থয়েত্যর্থঃ। তত্রাহমেব প্রমাণম ভূবমিতি ভাবঃ।।১-২

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই দশম অধ্যায়ে উমার সহিত মহাদেবের দর্শন, তাঁহার স্তুতি, তৎকর্ত্তৃক অভিনন্দন, মার্কণ্ডেয় মুনির ইষ্টবরপ্রাপ্তি বলা হইতেছে।

জ্ঞানকাশয়া অর্থাৎ জ্ঞান না থাকিলেও প্রকাশ করিতে সমর্থ, যাঁহার মায়ায় ব্রহ্মাদি দেবগণও মোহিত হইয়া থাকেন আমি সেই আপনার শরণাগতজনের অভয়প্রদ পদতল আশ্রয় করিতেছি। এই বিষয়ে আমি প্রমাণ হইলাম, ইহাই ভাবার্থ।। ১-২।।

বিবৃতি— জগতে বিবুধগণ নিজ নিজ জ্ঞান-গরিমায় প্রকৃত-উদ্দেশ্য ভ্রষ্ট হইয়া মূঢ়তা লাভ করেন। অক্ষজজ্ঞান দৃক্‌পথে ক্ষুদ্রজ্ঞানের আশায় অথবা জ্ঞানের ন্যায় প্রকাশিত বিবর্ত্তের দ্বারা চালিত হইয়া মূঢ়তা লাভ করায়। ভগবৎপ্রপত্তির অভাবে শরণাগতি না থাকায়ই তাহাদের ঐরূপ দুর্দ্দশা। ইন্দ্রিয়ের দ্বারা কর্ত্তৃত্বাভিমানে মাপিবার প্রয়াস ও তজ্জন্য সুখদুঃখ-লাভ ঘটে। শরণাগত ব্যক্তি স্বীয় প্রপন্নস্বভাব বশতঃ সেবা-বৃত্তিক্রমে অহঙ্কারবিমূঢ় না হইয়া বাস্তবজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হন।। ২।।

সূত উবাচ—

তমেবং নিভৃতাত্মানং বৃষেণ দিবি পর্য্যটন।
রুদ্রাণ্যা ভগবান্ রুদ্রো দদর্শ স্বগণৈর্বৃতঃ।। ৩।।

অন্বয়ঃ— সূতঃ উবাচ,—স্বগণৈঃ (প্রথমাদিভি-র্নিজপরিজনৈঃ) বৃতঃ (বেষ্টিতঃ) ভগবান্ রুদ্রঃ (শিবঃ) রুদ্রাণ্যা (পার্ব্বত্যা সহ) বৃষেণ দিবি (আকাশে) পর্য্যটন্ (বিচরন্) এবং নিভৃতাত্মানং (সমাহিতচিত্তং) তং (মার্কণ্ডেয়ং) দদর্শ (দৃষ্টবান্)।।৩।।

অনুবাদ—সূত বলিলেন,—তৎকালে প্রমথ প্রভৃতি স্বগণ-পরিবেষ্টিত ভগবান্ শঙ্কর পার্ব্বতীর সহিত বৃষভারোহণে আকাশমার্গে বিচরণ করিতে করিতে সমাধিমগ্ন-চিত্ত মার্কণ্ডেয়কে দেখিতে পাইলেন।।৩।।

অথোমা তমৃষিং বীক্ষ্য গিরিশং সমভাষত।
পশ্যেমং ভগবন্ বিপ্রং নিভৃতাত্মেন্দ্রিয়াশয়ম্।। ৪।।

অন্বয়ঃ— অথ (অনন্তরম্) উমা (পার্ব্বতী) তম্ ঋষিং (মার্কণ্ডেয়ং) বীক্ষ্য (দৃষ্ট্বা) গিরিশং (শিবং) সমভাষত (উবাচ হে) ভগবন্! নিভৃতাত্মেন্দ্রিয়াশয়ং (নিভৃতা নিশ্চলা আত্মেন্দ্রিয়াশয়া দেহেন্দ্রিয়মনাংসি যস্য তম্) ইমং বিপ্রং পশ্য।।৪।।

অনুবাদ— অনন্তর পার্ব্বতী মুনিকে দর্শনপূর্ব্বক শঙ্করকে বলিলেন,— হে ভগবন্! এই নিশ্চল-দেহেন্দ্রিয়-চিত্তযুক্ত বিপ্রকে দর্শন করুন্।। ৪।।

নিভৃতোদঝষব্রাতো বাতাপায়ে যথার্ণবঃ।
কুর্ব্বস্য তপসঃ সাক্ষাৎ সংসিদ্ধিং সিদ্ধিদো ভবান্।।৫।।

অন্বয়ঃ—(অয়ং) বাতাপায়ে (বায়ুপগমে) নিভৃতোদঝষব্রাতঃ (নিভৃতং নিশ্চলমুদকং ঝষব্রাতো মৎস্যসমূহশ্চ যস্মিন্ সঃ) অর্ণবঃ যথা (সমুদ্রইব নিশ্চলতয়া বর্ত্ততে) ভবান্ সিদ্ধিদঃ (তপসঃ সিদ্ধিপ্রদাতা ভবতি ততস্ত্বং) সাক্ষাৎ (সাক্ষাদ্ভূতঃ সন্) অস্য (মুনেঃ) তপসঃ সংসিদ্ধিং কুরু (সাফল্যং সম্পাদয়)।। ৫।।

অনুবাদ— ইনি ঝঞ্ঝাবায়ুর অবসানে নিশ্চল জলরাশি ও মৎস্যকুলপরিপূর্ণ সমুদ্রের ন্যায় নিস্তব্ধভাবে অবস্থান করিতেছেন। আপনি স্বয়ং সিদ্ধিদাতা, সুতরাং ইঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া তপস্যার সিদ্ধিপ্রদান করুন্।

বিশ্বনাথ— নিভৃতানি নিশ্চলীভূতানি উদকানি ঝষব্রাতাশ্চ যত্র সঃ।। ৫।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— নিভৃত অর্থাৎ নিশ্চলীভূত জল সমূহ এবং মৎস্যসমূহ যেখানে সেই সমুদ্র।। ৫।।

শ্রীভগবানুবাচ—

নৈবেচ্ছত্যাশিষঃ ক্বাপি ব্রহ্মর্ষির্মোক্ষমপ্যুত।
ভক্তিং পরাং ভগবতি লব্ধবান্ পুরুষেঽব্যয়ে।। ৬।।

অন্বয়ঃ— শ্রীভগবান্ উবাচ,—(শ্রীরুদ্র উক্তবান্ হে দেবি!)। ব্রহ্মর্ষিঃ (অয়ং মার্কণ্ডেয়ঃ) অব্যয়ে পুরুষে ভগবতি (শ্রীহরৌ) পরাম্ (উত্তমাং) ভক্তি লব্ধবান্ (অতঃ) ক্ব অপি

(স্বর্গাদৌ কুত্রাপি) আশিষঃ (অভ্যুদয়ান্) উত (অথবা) মোক্ষম্ অপি ন এব ইচ্ছতি (নৈব প্রার্থয়তি)।।৬।।

অনুবাদ— শ্রীশঙ্কর বলিলেন,—অয়ি দেবি! এই ব্রহ্মর্ষি অব্যয়পুরুষ ভগবান্ শ্রীহরির প্রতি পরমভক্তি লাভ করিয়াছেন, অতএব স্বর্গাদিলোকবিষয়ক অভ্যুদয় কিম্বা মোক্ষ পর্য্যন্ত ইনি কামনা করেন না।।৬।।

অথাপি সংবদিষ্যামো ভবান্যেতেন সাধুনা।
অয়ং হি পরমো লাভো নৃণাং সাধুসমাগমঃ।।৭।।

অন্বয়ঃ— (হে) ভবানি! (হে শিবে!) অথ অপি (অথাপ্যহম্) এতনে সাধুনা সংবদিষ্যামঃ (সংলাপাং করিষ্যামঃ) হি (যতঃ) অয়ং সাধুসমাগমঃ (সাধুভিঃ সমাগমঃ সঙ্গঃ) নৃণাং পরমঃ লাভঃ (উত্তমশ্রেয়ঃফলকো ভবেৎ)।।৭।।

অনুবাদ— হে ভবানি! তথাপি আমি ইঁহার সহিত আলাপ করিব; যেহেতু এতাদৃশ সাধু-সমাগম জীবগণের পরমলাভজনক হইয়া থাকে।।৭।।

বিশ্বনাথ— আশিষোঽণিমাদ্যাঃ সিদ্ধীঃ তর্হি মোক্ষং দেহীতি তত্রাহ মোক্ষমপীতি, তর্হি ভক্তিঃ দেহীতি তত্রাহ ভক্তিমিতি।।৬-৭।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— আশিষ অর্থাৎ অণিমাদি সিদ্ধি সমূহ, তাহা হইলে মোক্ষ প্রদান করুন? তাহার উত্তরে বলিতেছেন মোক্ষকেও ইচ্ছা করে না, তাহা হইলে ভক্তিদান করুন? তাহার উত্তরে বলিতেছেন—আমি ভগবান্ অব্যয় পুরুষে পরাভক্তি লাভ করিয়াছি।।৬-৭।।

সূত উবাচ—

ইত্যুক্ত্বা তমুপেয়ায় ভগবান্ স সতাং গতিঃ।
ঈশানঃ সর্ব্ববিদ্যানামীশ্বরঃ সর্ব্বদেহিনাম্।।৮।।

অন্বয়ঃ— সূতঃ উবাচ,—সর্ব্ববিদ্যানাম্ ঈশানঃ (নিয়ন্তা) সর্ব্বদেহিনাম্ ঈশ্বরঃ সতাং (সাধূনাং) গতিঃ (আশ্রয়ঃ) সঃ ভগবান্ (শিবঃ) ইতি উক্ত্বা তং (মার্কণ্ডেয়ম্) উপেয়ায় (তৎসমীপমাগতবান্)।।৮।।

অনুবাদ—সূত বলিলেন,—সর্ব্ববিদ্যাধিপতি, সর্ব্বজীবেশ্বর, সজ্জনশরণ ভগবান্ শঙ্কর এইরূপ বলিয়া তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইলেন।।৮।।

বিশ্বনাথ— সতামভীপ্সতভক্তিপ্রদায়িত্বাদ্গতিঃ। ন কেবলং সতামেবগতিরপিতু সকামানামপীত্যাহ ঈশান ইতি। নাত্র চিত্রমিত্যাহ ঈশ্বর ইতি।।৮।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— সাধুগণের বাঞ্ছিত ভক্তি প্রদান হেতু গতি, কেবল সাধুগণের গতি তাহাই নহে, কিন্তু সকাম ব্যক্তিগণেরও সর্ব্ববিদ্যাপ্রদ, ইহাতে আশ্চর্য্য নাই, যেহেতু ইনি ঈশ্বর।।৮।।

তয়োরাগমনং সাক্ষাদীশয়োর্জ্জগদাত্মনোঃ।
ন বেদ রুদ্ধধীবৃত্তিরাত্মানং বিশ্বমেব চ।।৯।।

অন্বয়ঃ— রুদ্ধধীবৃত্তিঃ (যোগেন রুদ্ধা ধিয়োঽন্তঃকরণস্য বৃত্তয়ো যেন স মার্কণ্ডেয়ঃ) জগদাত্মনোঃ (জগদন্তর্য্যামিনোঃ) ঈশয়োঃ তয়োঃ (উমামহেশ্বরয়োঃ) সাক্ষাৎ আগমনং (তথা) আত্মানং (স্বদেহং) বিশ্বম্ এব চ (বিশ্বমপি) ন বেদ (ন জ্ঞাতবান্)।।৯।।

অনুবাদ— তখন নিরুদ্ধচিত্তবৃত্তি মার্কণ্ডেয় জগদন্তর্য্যামী উমামহেশ্বরের সাক্ষাৎ আগমন, নিজদেহ এবং নিখিল বিশ্বও অবগত হইলেন না।।৯।।

ভগবাংস্তদভিজ্ঞায় গিরিশো যোগমায়য়া।
আবিশৎ তদ্গুহাকাশং বায়ুশ্ছিদ্রমিবেশ্বরঃ।।১০।।

অন্বয়ঃ— ভগবান্ ঈশ্বরঃ গিরিশঃ তৎ (তস্য তাদৃশং ভাবমিত্যর্থঃ) অভিজ্ঞায় (জ্ঞাত্বা) বায়ুঃ ছিদ্রম্ ইব (বায়ুর্যথা ছিদ্রমধ্যং প্রবিশতি তথা) যোগমায়য়া (যোগমায়াবলেন) তদ্গুহাকাশং (তস্য হৃদয়াভ্যন্তরম্) আবিশৎ (প্রবিষ্টো বভূব)।।১০।।

অনুবাদ—ভগবান্ জগদীশ্বর শঙ্কর তাঁহার তাদৃশ-ভাব জানিতে পারিয়া বায়ু যেরূপ রন্ধ্রমধ্যে প্রবেশ করে সেইরূপ যোগমায়াবলে তদীয় হৃদয়াকাশে প্রবিষ্ট হইলেন।।

আত্মন্যপি শিবং প্রাপ্তং তড়িৎপিঙ্গজটাধরম্।
ত্র্যক্ষং দশভুজং প্রাংশুমুদ্যন্তমিব ভাস্করম্।। ১১।।
ব্যাঘ্রচর্ম্মাম্বরং শূলধনুরিষ্বসিচর্ম্মভিঃ।
অক্ষমালাডমরুক কপালং পরশুং সহ।। ১২।।
বিভ্রাণং সহসা ভাতং বিচক্ষ্য হৃদি বিস্মিতঃ।
কিমিদং কুত এবেতি সমাধের্বিরতো মুনিঃ।। ১৩।।

অন্বয়ঃ—(ততঃ) সহসা (অকস্মাদেব) হৃদি (হৃদয়ে) ভাতং (প্রকাশিতং) তড়িৎপিঙ্গজটাধরং (তড়িদ্বৎ পিঙ্গলা জটা ধারয়তীতি তথা তং) ত্র্যক্ষং (ত্রিনেত্রং) দশভুজং প্রাংশুম্ (উন্নতকলেবরং) শূলধনুরিষ্বসিচর্ম্মভিঃ (শূলাদিভিঃ) সহ ব্যাঘ্রচর্ম্মাম্বরং পরশুম্ অক্ষমালাডমরুকপালম্ (অক্ষ-মালাদীনি) বিভ্রাণং (ধারয়ন্তম্) উদ্যন্তম্ (উদীয়মানং) ভাস্করম্ ইব (প্রকাশমানং তং) শিবম্ আত্মনি অপি (ন কেবলং বহিরেব পরন্ত্বন্তরপি) প্রাপ্তং বিচক্ষ্য (দৃষ্ট্বা) বিস্মিতঃ (সন্) মুনিঃ (মার্কণ্ডেয়ঃ) ইদং কিং কুতঃ এব (কস্মাদ্বা সমাগতম্) ইতি (বিতর্কয়ন্) সমাধেঃ বিরতঃ (নিবৃত্তো-হভূৎ)।। ১১-১৩।।

অনুবাদ—তখন সহসা হৃদয়দেশে প্রকাশিত, তড়িৎ-সদৃশ পিঙ্গলজটাধারী, ত্রিনেত্র, দশভুজ, উন্নতকলেবর, শূল-ধনুঃ-বাণ-অসি-চর্ম্ম-অক্ষমালা-ডমরু-কপাল ব্যাঘ্র-চর্ম্ম-পরশুধারী, উদীয়মান ভাস্করসদৃশ মহেশ্বরকে অন্ত-র্দ্দেশে উপস্থিত দেখিয়া বিস্মিত মার্কণ্ডেয় মুনি "ইহা কি এবং কোথা হইতে উপস্থিত হইল?" এইরূপ বিতর্কসহ-কারে সমাধি হইতে নিবৃত্ত হইলেন।। ১১-১৩।।

নেত্রে উন্মীল্য দদৃশে সগণং সোমমাগতম্।
রুদ্রং ত্রিলোকৈকগুরুং ননাম শিরসা মুনিঃ।। ১৪।।

অন্বয়ঃ—(ততঃ) মুনিঃ (মার্কণ্ডেয়) নেত্রে (নয়ন-দ্বয়ম্) উন্মীল্য সগণং (গণৈঃ সহিতং) সোমম্ (উময়া চ সহ বর্ত্তমানং) ত্রিলোকৈকগুরুং রুদ্রম্ আগতং দদৃশে (দৃষ্টবান্ ততঃ) শিরসা (নতমস্তকেন তং) ননাম (নমস্কৃত-বান্)।। ১৪।।

অনুবাদ—অনন্তর তিনি নয়নযুগল উন্মীলিত করিয়া স্বীয় পরিজনগণ এবং পার্ব্বতীর সহিত ত্রিলোকগুরু মহেশ্বরকে উপস্থিত দেখিয়া অবনতমস্তকে প্রণাম করিলেন।

বিশ্বনাথ— ন কেবলং তয়োরাগমনং বেদ, অপি তু আত্মানমহন্তাস্পদং বিশ্বমিদন্তারাস্পদঞ্চ।। ৯-১৪।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— মার্কণ্ডেয় মুনি কেবল যে উমার সহিত মহাদেবের আগমন জানিলেন তাহা নহে, পরন্তু আত্মাকে এবং এই বিশ্বকে জানিলেন।। ৯-১৪।।

তস্মৈ সপর্য্যাং ব্যদধ্যাৎ সগণায় সহোময়া।
স্বাগতাসনপাদ্যার্ঘ্য-গন্ধস্রগ্ধূপদীপকৈঃ।। ১৫।।

অন্বয়ঃ—(অথ সঃ) উময়া (পার্ব্বত্যা) সহ সগণায় (গণৈঃ সহিতায়) তস্মৈ (রুদ্রায়) স্বাগতাসনপাদ্যার্ঘ্য-গন্ধ-স্রগ্ধূপদীপকৈঃ (স্বাগতাদিভিরুপচারৈঃ) সপর্য্যাং (পূজাং) ব্যদধ্যাৎ (কৃতবান্)।। ১৫।।

অনুবাদ—অতঃপর তিনি স্বাগত, আসন, পাদ্য, অর্ঘ্য, গন্ধ, ধূপ, দীপদ্বারা পার্ব্বতীর সহিত সপরিবার মহেশ্বরের পূজা করিলেন।। ১৫।।

বিশ্বনাথ— সোময়া স মার্কণ্ডেয়ঃ উময়া সহ সোহ-চিলোপে চেৎ পাদপূরণমিতি সো লোপঃ।। ১৫।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— সেই মার্কণ্ডেয় মুনি উমার সহিত মহাদেবের পূজা করিলেন স্বাগত আসন পাদ্য অর্ঘ্য ধূপ দীপ দ্বারা। এস্থলে পাদপূরণের জন্য সলোপ।। ১৫

আহ ত্বাত্মানুভাবেন পূর্ণকামস্য তে বিভো।
করবাম কিমীশান যেনেদং নির্বৃতং জগৎ।। ১৬।।

অন্বয়ঃ—(ততঃ স তম্) আহ তু (উক্তবান্ হে) বিভো! ঈশান! যেন (ত্বয়া) ইদং জগৎ নির্বৃতং (শান্তং ভবতি) আত্মানুভাবেন (আত্মানন্দোপলব্ধ্যা) পূর্ণকামস্য (পরিতৃপ্তস্য তস্য) তে (তব) কিং করবাম (বয়ং কিং নাম প্রীত্যনুষ্ঠানং সাধয়ামঃ পরন্তু কিমপি নাস্মাকং সাধ্যমস্তীতি ভাবঃ)।।

অনুবাদ— অনন্তর তিনি মহেশ্বরকে বলিলেন,—হে বিভো! ঈশান! আপনি আত্মানন্দানুভব-হেতু পূর্ণকাম, এই নিখিলজগৎ আপনার দ্বারাই শান্তিলাভ করিতেছে; সুতরাং আমি আপনার কি প্রীতিসাধন করিব? ১৬।।

নমঃ শিবায় শান্তায় সত্ত্বায় প্রমৃড়ায় চ।
রজোজুষেঽথ ঘোরায় নমস্তুভ্যং তমোজুষে।। ১৭।।

অন্বয়ঃ— শান্তায় শিবায় (নির্গুণায় তুভ্যং) নমঃ সত্ত্বায় (সত্ত্বগুণকায়) প্রমৃড়ায় চ (প্রমৃড়য়তি সুখয়তীতি তথা তস্মৈ তুভ্যং নমঃ) অথ রজোজুষে (রজোগুণ-ভাগিনে) ঘোরায় (তুভ্যং নমঃ) তমোজুষে (তমোগুণ-ভাগিনে চ) তুভ্যং নমঃ।। ১৭।।

অনুবাদ— হে দেব! আমি নির্গুণ শিবরূপী, সত্ত্ব-গুণাশ্রিত প্রমৃড়রূপী, রজোগুণাশ্রিত ঘোররূপী এবং তমোগুণাশ্রিত আপনাকে প্রণাম করিতেছি।। ১৭।।

সূত উবাচ

এবং স্তুতঃ স ভগবানাদিদেবঃ সতাং গতিঃ।
পরিতুষ্টঃ প্রসন্নাত্মা প্রহসংস্তমভাষত।। ১৮।।

অন্বয়ঃ—সূতঃ উবাচ,—(মুনিনা) এবং স্তুতঃ আদি-দেবঃ সতাং গতিঃ (সাধুজনশরণীভূতঃ) সঃ ভগবান্ (শিবঃ) পরিতুষ্টঃ প্রসন্নাত্মা (প্রসন্নচিত্তঃ সন্) প্রহসন্ (প্রকৃষ্টং হসন্) তং (মুনিম্) অভাষত (উক্তবান্)।। ১৮।।

অনুবাদ— সূত বলিলেন,—আদিদেব সজ্জনশরণ ভগবান্ শঙ্কর মুনির স্তবে পরিতুষ্ট এবং প্রসন্নচিত্ত হইয়া তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন।। ১৮।।

শ্রীভগবানুবাচ—

বরং বৃণীষ্ব নঃ কামং বরদেশা বয়ং ত্রয়ঃ।
অমোঘং দর্শনং যেষাং মর্ত্ত্যো যদ্বিন্দতেঽমৃতম্।। ১৯।।

অন্বয়ঃ— শ্রীভগবান্ (শ্রীশিবঃ) উবাচ,—(হে মুনে! ত্বং) নঃ (অস্মান্) কামম্ (অভীষ্টং) বরং বৃণীষ্ব (প্রার্থয়) মর্ত্ত্যঃ (মনুষ্যঃ) যৎ (যেভ্যঃ) অমৃতং (মোক্ষং) বিন্দতে (লভতে) যেষাং দর্শনং (সাক্ষাৎকারশ্চ) অমোঘম্ (অব্যর্থং ভবতি) বয়ং ত্রয়ঃ (তে ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরা বয়ং) বরদেশাঃ (বরদানাং শ্রেষ্ঠা ভবামঃ)।। ১৯।।

অনুবাদ— শ্রীভগবান্ বলিলেন,— হে মুনিবর! আপনি আমাদের নিকট অভীষ্টবর প্রার্থনা করুন্। মনুষ্য যাঁহাদের নিকট হইতে মোক্ষলাভ করে এবং যাঁহাদের সাক্ষাৎকার অমোঘ সেই ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর আমরা এই তিনজন বরদাতৃগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।। ১৯।।

বিশ্বনাথ— নোঽস্মত্তঃ যৎ যেভ্যঃ।। ১৯।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— শ্রীমহাদেব বলিলেন,— হে মুনিবর! আপনি আমাদের নিকট অভীষ্ট বর প্রার্থনা করুন, যাঁহাদিগ হইতে মানবগণ অমৃত লাভ করে।। ১৯।।

ব্রাহ্মণাঃ সাধবঃ শান্তা নিঃসঙ্গা ভূতবৎসলাঃ।
একান্তভক্তা অস্মাসু নির্ব্বৈরাঃ সমদর্শিনঃ।।২০।।
সলোকা লোকপালাস্তান্ বন্দন্ত্যর্চ্চন্ত্যুপাসতে।
অহঞ্চ ভগবান্ ব্রহ্মা স্বয়ঞ্চ হরিরীশ্বরঃ।। ২১।।

অন্বয়ঃ—(যে) ব্রাহ্মণাঃ সাধবঃ (সদাচারাঃ) শান্তাঃ (মৎসরাদিরহিতাঃ) নিঃসঙ্গাঃ (নিষ্কামাঃ) ভূতবৎসলাঃ (সর্ব্বভূতেষু মৈত্রীযুক্তাঃ) নির্ব্বৈরাঃ (বিদ্বেষভাবশূন্যাঃ) সমদর্শিনঃ (সমচিত্তাঃ) অস্মাসু একান্তভক্তাঃ (চ ভবন্তি) সলোকাঃ (লোকৈঃ সহিতাঃ) লোকপালাঃ তান্ (ব্রাহ্মণান্) বন্দন্তি (স্তুবন্তি) অর্চ্চন্তি (পূজয়ন্তি) উপাসতে (তেষাং সাহচর্য্যঞ্চ কুর্ব্বন্তি তথা) অহং (শিবঃ) চ ভগবান্ ব্রহ্মা ঈশ্বরঃ স্বয়ং হরিঃ চ (তান পূজয়াম ইত্যর্থঃ)।। ২০-২১

অনুবাদ— যে-সকল সদাচারসম্পন্ন, শান্ত, নিষ্কাম,

ভূতবৎসল, বৈরভাবরহিত, সমদর্শী ব্রাহ্মণ আমাদের একান্তভক্ত হন, সলোকলোকপালগণ তাঁহাদের স্তুতি ও সঙ্গ করিয়া থাকেন এবং আমি, ভগবান্ ব্রহ্মা, জগদীশ্বর শ্রীহরি আমরা সকলে তাঁহাদের সম্মান করিয়া থাকি।।

বিশ্বনাথ— যে ব্রাহ্মণা অস্মাস্বেকান্তভক্তাস্তান্ লোকপালা বন্দতে। ন কেবলং লোকপালা এব বন্দন্তে কিন্ত্বহঞ্চেত্যাদি।। ২০-২১।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— যে ব্রাহ্মণগণ আমাদিগের প্রতি একান্তভক্ত তাহাদিগকে লোকাপালগণ বন্দনা করেন, কেবল লোকপালগণই নহেন। কিন্তু আমিও বন্দনা করি।।

দর্শনকারী জনগণ তাহাদের বহিঃশক্তির ক্রিয়া সকল দর্শন করিয়া উহাদিগের মধ্যে ভেদ বিচার করে। ভেদ দর্শনকারীর দৃষ্টি বহির্ভাগের বিচারে গুণময় দর্শনমাত্র। নির্গুণ বাস্তব বস্তু বিষ্ণু ব্যতীত অন্য কোনও জ্ঞেয়বিষয়ক জ্ঞান থাকিতে পারে না। কিন্তু জ্ঞেয় দর্শনে গুণভেদ বিচার আসিয়া উপস্থিত হইলে বিকারজন্য ভগবদিতর বস্তু বলিয়া গৌণ প্রতীতি ঘটে। যাঁহারা বাস্তববস্তু দর্শন করিবার যোগ্যতা লাভ করিয়াছেন, অর্থাৎ গুণজাত দর্শন যাঁহাদিগকে আক্রমণ করিতে পারে না, তাঁহাদিগকেও গুণাধিষ্ঠাতৃ দেবগণ সেবকজ্ঞানে বন্দনা করিয়া থাকেন।।

ন তে ময্যচ্যুতেঽজে চ ভিদামণ্বপি চক্ষতে।
নাত্মনশ্চ জনস্যাপি তদ্‌যুষ্মান্ বয়মীমহি।। ২২।।

অন্বয়ঃ— তে (ব্রাহ্মণাঃ) ময়ি (শিবে) অচ্যুতে (শ্রীহরৌ) অজে চ (ব্রহ্মণি চ) অণু অপি (অণুমাত্রামপি) ভিদাং (ভেদং) ন চক্ষতে (ন পশ্যন্তি তথা) আত্মনঃ চ জনস্য অপি ন (আত্মনি জনেষু চ ভিদাং ন চক্ষতে) তৎ (তস্মাৎ) বয়ং যুষ্মান্ (ব্রাহ্মণান্) ঈমহি (ভজেম)।। ২২।।

অনুবাদ— তাঁহারা ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরের মধ্যে কিঞ্চিন্মাত্রও ভেদদর্শন এবং নিজ ও অন্যজীবের মধ্যে পার্থক্য জ্ঞান করেন না বলিয়া আমরা তাঁহাদের সম্মান করিয়া থাকি।। ২২।।

বিশ্বনাথ—অণ্বপি অণুমাত্রমপি ন চক্ষতে ন পশ্যন্তি যথৈবাস্মাসু ভেদং ন পশ্যন্তি, তথৈবাত্মনঃ স্বস্য জনস্যান্যস্যাপি সুখদুঃখাদিষু ভেদং ন পশ্যন্তি তস্মাদেবম্ভূতান্ যুষ্মান্ ইমহি ভজেম।। ২২।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—অণুমাত্রও ভেদ দেখে না, যেমন আমাদের মধ্যে ভেদ দেখে না সেইরূপ নিজের জনগণেরও অন্যের সুখ-দুঃখাদিতে ভেদ দেখে না। সেই হেতু এইরূপ আপনাদিগকে ভজন করি।। ২২।।

বিবৃতি— ভগবানের গুণাবতার ব্রহ্মা ও শিব বস্তুবিচারে বিষ্ণুর সহিত অভিন্ন। কিন্তু বিষ্ণুর সহিত ভেদ-

ন হ্যম্ময়ানি তীর্থানি ন দেবাশ্চেতনোজ্ঝিতাঃ।
তে পুনন্ত্যুরুকালেন যূয়ং দর্শনমাত্রতঃ।। ২৩।।

অন্বয়ঃ— অম্ময়ানি (সলিলময়স্থানানি বস্তুতঃ) তীর্থানি ন হি (ন ভবন্তি, তথা) চেতনোজ্ঝিতাঃ (চেতনশূন্যা মৃচ্ছিলাদিময়াঃ) দেবাঃ (বস্তুতো দেবতাঃ) ন (ন ভবন্তি যতঃ) তে (তীর্থদেবাঃ) উরুকালেন (দীর্ঘকালসেবনেন) পুনন্তি (সেবকান্ পবিত্রীকুর্ব্বন্তি পরন্তু) যূয়ং দর্শনমাত্রতঃ (সাক্ষাৎকারেণৈব জনান্ পবিত্রীকুরুথ)।।

অনুবাদ— পৃথিবীতে সলিলময়স্থানসকল বস্তুতঃ তীর্থপদবাচ্য এবং অচেতন মৃত্তিকাপ্রস্তরময় বিগ্রহসকল যথার্থতঃ দেবপদবাচ্য হইতে পারেন না; যেহেতু তাঁহারা দীর্ঘকালসেবা-নিবন্ধন সেবকগণকে পবিত্র করেন, পরন্তু ভবাদৃশ সাধুগণ দর্শনমাত্রই মানবগণকে পবিত্র করিয়া থাকেন।। ২৩।।

বিবৃতি— বহির্দর্শনে জলময় তীর্থসমূহ ও শিলাময় দেবগণের গুণজাত প্রতীতি দর্শকের ভ্রান্তি উৎপাদন করে। উদ্দিষ্ট-বস্তুতে তীর্থের বিচার এবং দেবতার বিচার অনবস্থিত হইলে তাৎকালিক দৃষ্টিতে জলমাত্র ও শিলামাত্র বোধ ঘটে। কিন্তু ভগবদ্ভক্তগণের আচারময় অধিষ্ঠান দর্শকের সাক্ষাৎ উপলব্ধি করায়। তজ্জন্য কাল-বিলম্বের আবশ্যক হয় না। তাহাদের অন্তর ও বাহিরে সমব্যবহার থাকায়

অপর ভোগ্য বস্তুর সহিত তুলনা হইতে পারে না। ভোগ্য দর্শন সেবাপ্রবৃত্তি-প্রভাবে পূজ্যরূপে প্রতিভাত হইতে গেলে সময় সাপেক্ষ।। ২৩।।

ব্রাহ্মণেভ্যো নমস্যামো যেঽস্মদ্রূপং ত্রয়ীময়ম্।
বিভ্রত্যাত্মসমাধানতপঃস্বাধ্যায়সংযমৈঃ।। ২৪।।

অন্বয়ঃ— যে (ব্রাহ্মণাঃ) আত্মসমাধানতপঃস্বাধ্যায়-সংযমৈঃ (আত্মসমাধানং চিত্তৈকাগ্র্যং তপ আলোচনাং স্বাধ্যায়োঽধ্যয়নং সংযমো বাগাদিনিয়মস্তৈঃ) ত্রয়ীময়ং (বেদাত্মকম্) অস্মদরূপম্ (অস্মাকং রূপং) বিভ্রত্য (ধারয়ন্তি তেভ্যঃ) ব্রাহ্মণেভ্যঃ নমস্যামঃ (নম ইত্যর্থঃ)।। ২৪।।

অনুবাদ— যেসকল ব্রাহ্মণ আত্মসমাধি, তপস্যা, বেদপাঠ ও সংযমদ্বারা আমাদের বেদাত্মক বিগ্রহ ধারণ করেন, সেই ব্রাহ্মণগণের উদ্দেশ্যে আমরা প্রণাম করিতেছি।

বিশ্বনাথ— আত্মসমাধানং বিষ্ণুধ্যানম্।। ২৪।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—আত্মসমাধান অর্থাৎ বিষ্ণুধ্যান।।

বিবৃতি—স্বাধ্যায়নিরত ব্রাহ্মণগণ আত্মবিৎ। তাঁহারা অনাত্মদর্শনে নিযুক্ত হইয়া কৃপণ নহেন। তাঁহাদের সঙ্গ-প্রভাবে সংসারলুব্ধ মহাপাতকিগণ ও অন্ত্যজস্বভাবসম্পন্ন ব্যক্তিসকল শুদ্ধি লাভ করে। যোগ্য আদর্শ দ্রষ্টার যাবতীয় মলিনতা ও অভাব বিদূরিত করে। ভক্তিযোগী ভগবদ্ভক্ত সর্ব্বতোভাবে শুদ্ধবিচারসম্পন্ন হওয়ায় তাঁহারাই ব্রাহ্মণোত্তম। কেবলমাত্র বিজ্ঞ সান্নিধ্যলব্ধ অভক্ত 'ব্রাহ্মণ' বা 'যোগী' শব্দের সার্থকতা সম্পাদন করেন না। সাধারণ দৃষ্টিতে যাঁহারা ভক্তিযোগী ভক্তের সহিত ব্রাহ্মণের পার্থক্য সংস্থাপন করেন, তাঁহাদের আপাতদর্শনে পবিত্রতা হয় না; পরন্তু ভগবদ্ভক্তের সুষ্ঠু দর্শনে যোগপরায়ণ ব্রাহ্মণের পূর্ণতাই পরিদৃষ্ট হয়।। ২৪।।

শ্রবণাদ্দর্শনাদ্বাপি মহাপাতকিনোঽপি বঃ।
শুধ্যেরন্নন্ত্যজাশ্চাপি কিমু সম্ভাষণাদিভিঃ।। ২৫।।

অন্বয়ঃ—মহাপাতকিনঃ অপি অন্ত্যজাঃ (চণ্ডালাদয়ঃ) অপি চ বঃ (যুষ্মাকং) শ্রবণাৎ দর্শনাৎ বা অপি শুধ্যেরন্ (বিশুদ্ধা ভবন্তি) সম্ভাষণাদিভিঃ কিমু (কিংনাম বক্তব্যং সুতরামেব শুধ্যেরন্নিত্যর্থঃ)।। ২৫।।

অনুবাদ— মহাপাতকিগণ এবং চণ্ডালাদি অন্ত্যজ-গণও আপনাদের নাম শ্রবণ বা স্বরূপদর্শন হইতেই বিশুদ্ধি-লাভ করিয়া থাকে, সম্ভাষণাদির কথা আর কি বলিব?২৫

সূত উবাচ—

ইতি চন্দ্রললামস্য ধর্ম্মগুহ্যোপবৃংহিতম্।
বচোঽমৃতায়নমৃষির্নাতৃপ্যৎ কর্ণয়োঃ পিবন্।। ২৬।।

অন্বয়ঃ— সূতঃ উবাচ,—ঋষিঃ (মার্কণ্ডেয়ঃ) চন্দ্র-ললামস্য (শিবস্য) ধর্ম্মগুহ্যোপবৃংহিতং (ধর্ম্মরহস্যযুক্তম্) ইতি (পূর্ব্বোক্তম্) অমৃতায়নম্ (অমৃতাস্পদং) বচঃ (বাক্যং) কর্ণয়োঃ (কর্ণাভ্যাং) পিবন্ ন অতৃপ্যৎ (অলমিতি নামন্যত)।। ২৬।।

অনুবাদ—সূত বলিলেন,—মহর্ষি মার্কণ্ডেয় ভগবান্ শঙ্করের মুখনিঃসৃত ধর্ম্মরহস্যযুক্ত তাদৃশ অমৃতাস্পদবচন কর্ণযুগলদ্বারা পান করিলেও কিছুতেই তৃপ্তির অবধি লাভ করিতে পারিলেন না।। ২৬।।

বিশ্বনাথ—ধর্ম্ম একান্তভক্তা ইতি নাত্মনশ্চ পরস্যেত্যাদিঃ, গুহ্যং তৎ যুষ্মান্ বয়মীমহীত্যাদি, তাভ্যামুপবৃংহিতম্। নাতৃপ্যদিতি নায়ং স্বস্তবোত্থ আনন্দঃ কিন্তু স্তুতি-মিষেণাস্মান্ ধর্ম্মমেবাশিক্ষয়ত্তস্মাদেতাদৃশধর্ম্মবতা ময়া ভবিতব্যমিত্যুপদেশপ্রাপ্ত্যুত্থ এব জ্ঞেয়ঃ।। ২৬।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—ধর্ম্ম—একান্তভক্তগণ আত্মাকেও নয় গুহ্য, তাহা আপনাদিগকে বন্দনা করি, তাহাদের দুইজনের দ্বারা প্রকাশিত ইহাতে তৃপ্ত হইলেন না। এই নিজ স্তব হইতে আনন্দ নয়, কিন্তু স্তুতিচ্ছলে আমাদিগকে ধর্ম্মশিক্ষাদান করিলেন। অতএব এইরূপ ধর্ম্মবান্ আমা হইতে হওয়া উচিৎ এইরূপ উপদেশ পাইয়াছিলেন ইহা জানিবে।। ২৬।।

স চিরং মায়য়া বিষ্ণোর্ভ্রামিতঃ কর্শিতো ভৃশম্।
শিববাগমৃতধ্বস্ত-ক্লেশপুঞ্জস্তমব্রবীৎ।। ২৭।।

অন্বয়ঃ— বিষ্ণোঃ মায়য়াঃ (ভগবতো মায়াবলেন) চিরং (দীর্ঘকালং) ভ্রামিতঃ (বিচালিতঃ) ভৃশম্ (অত্যর্থং) কর্শিতঃ (কৃশতামাপাদিতশ্চ) সঃ (মার্কণ্ডেয়ঃ) শিববাগমৃতধ্বস্তক্লেশপুঞ্জঃ (শিবস্য বাগেবামৃতং তেন ধ্বস্তঃ ক্লেশপুঞ্জো যস্য স তথাভূতঃ সন্) তং (শিবম্) অব্রবীৎ (উক্তবান্)।। ২৭।।

অনুবাদ— বিষ্ণুমায়াবলে দীর্ঘকাল বিভ্রান্ত এবং অতিশয় কৃশতাপ্রাপ্ত মহর্ষি তৎকালে মহাদেবের বাক্যামৃতপানে বিগতক্লেশ হইয়া তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন।।

বিবৃতি— মার্কণ্ডেয় ঋষি অনর্থযুক্ত জীবের বিচার অবলম্বনপূর্ব্বক যেকালে ভগবন্মায়া-দ্বারা সর্ব্বতোভাবে আকৃষ্ট ছিলেন তাহাতে তাঁহাকে ত্রিবিধ ক্লেশ কষ্ট দিতেছিল। এক্ষণে শিববাক্যামৃত শ্রবণ করিয়া তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, গুণজাত বিচারে ত্রিতাপের দ্বারা অভিভূত হইতে হয়। শ্রীগুরুবাক্য শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণ হইতেই অনর্থনিবৃত্তি সিদ্ধ হয়। শ্রদ্ধাবিশিষ্ট হইয়া আশ্রিতজ্ঞানে শ্রীগুরুমুখনিঃসৃত কীর্ত্তিত বাক্য শ্রবণ করিলে ভজন আরম্ভ হয় এবং ভজনফলে অনর্থনিবৃত্তি হয়।। ২৭।।

শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ—

অহো ঈশ্বরলীলেয়ং দুর্ব্বিভাব্যা শরীরিণাম্।
যন্নমন্তীশিতব্যানি স্তুবন্তি জগদীশ্বরাঃ।। ২৮।।

অন্বয়ঃ—শ্রীমার্কণ্ডেয়ঃ উবাচ,—অহো ইয়ং (পরিদৃশ্যমানা) ঈশ্বরলীলা (ঈশ্বরচরিতং) শরীরিণাং (মাদৃশদীনজীবানাং) দুর্ব্বিভাব্যা (অচিন্ত্যনীয়া ভবতি) যৎ (যস্মাৎ) জগদীশ্বরাঃ (জগতামধীশ্বরাঃ স্বয়ম্) ঈশিতব্যানি (স্বনিয়ম্যানি যানি ভূতানি তানি) নমন্তি (প্রণমন্তি) স্তুবন্তি (চ)।।

অনুবাদ— শ্রীমার্কণ্ডেয় বলিলেন,—অহো! এই ঈশ্বরচরিত মাদৃশ দীন জীবগণের অচিন্ত্যনীয়, যেহেতু— জগদীশ্বরগণ তাঁহাদের শাসনযোগ্য জীবগণের প্রণাম ও স্তব করিতেছেন।। ২৮।।

বিশ্বনাথ—দুর্ব্বিভাব্যা অতর্ক্যা। ঈশিতব্যানি স্বনিয়মান্যপি ভূতানি।। ২৮।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— দুর্ব্বিভাব্যা অর্থাৎ অতর্ক্যা, ঈশিতব্য নিজের অধীনভূত সমূহও।। ২৮।।

বিবৃতি—জগতরে ঈশ্বরসকল ঈশিতব্য শিষ্যস্থানীয় ব্যক্তিদিগকে নমস্কার ও স্তব করিয়া থাকেন, ইহাই ঈশ্বরের লীলা। সাধারণ লোক এই সকল কথা বুঝিয়া উঠিতে পারে না। প্রকৃত প্রস্তাবে মূঢ় গুরুপদাকাঙ্ক্ষী, ঈশ্বরাভিমানী ব্যক্তিগণ আপনাদিগকে 'গুরু' অভিমান করিয়া শিষ্যদিগকে সেবক জ্ঞানে ভোক্তার অভিমান করিয়া থাকেন। কিন্তু ভোগ্য দর্শন অভিজ্ঞ গুরু ও ঈশ্বরদিগকে অভিভূত করিতে পারে না। এসকল কথা সাধারণ উদরোপস্থ-পরায়ণ বদ্ধজীবের উপলব্ধির বিষয় হয় না। ঈশিতব্য গুর্ব্ববজ্ঞাধীন জীবগণ আপনাদিগকে গুরু বা ঈশ্বরাভিমান করিয়া থাকেন; উহা হইতে মুক্তিলাভ না করা পর্য্যন্ত তাহাদিগের লীলা-প্রবেশে যোগ্যতা হয় না।। ২৮।।

ধর্ম্মং গ্রাহয়িতুং প্রায়ঃ প্রবক্তারশ্চ দেহিনাম্।
আচরন্ত্যনুমোদন্তে ক্রিয়মাণং স্তুবন্তি চ।। ২৯।।

অন্বয়ঃ—(অথবা) প্রবক্তারঃ চ (ধর্ম্মপ্রণেতারোঽপি) দেহিনাং ধর্ম্মং গ্রাহয়িতুং (জনানাং ধর্ম্মশিক্ষার্থমিত্যর্থঃ) প্রায়ঃ (প্রায়েন স্বয়ং ধর্ম্মম্) আচরন্তি (অনুতিষ্ঠন্তি) ক্রিয়মাণম্ (অন্যৈঃ ক্রিয়মাণং ধর্ম্মম্) অনুমোদন্তে (সমর্থয়ন্তি) স্তুবন্তি চ (প্রশংসন্তি চ)।। ২৯।।

অনুবাদ—অথবা তাঁহারা স্বয়ং ধর্ম্মপ্রণেতা হইয়াও জীবকে ধর্ম্মশিক্ষা-প্রদানের জন্যই প্রায়শঃ ধর্ম্মের অনুষ্ঠান এবং অপরের ধর্ম্মকৃত্যের অনুমোদন করিয়া থাকেন।।

বিশ্বনাথ—অথবা লোকসংগ্রহমাত্রমেতদিত্যাহ,—ধর্ম্মমিতি। ক্রিয়মাণং স্তুবন্তীতি ধন্যোঽয়ং ধর্ম্মঃ যঃ খলু এতাদৃশৈর্মহদ্ভিঃ ক্রিয়তে ইতি ধর্ম্মস্তুতিঃ ধর্ম্মকর্ত্তৃম্বেব পর্য্যাপ্নোতি।। ২৯।।

টীকারবঙ্গানুবাদ—অথবা লোকসংগ্রহ মাত্র, ইহাই—

বলিতেছেন—অন্যের ক্রিয়মান ধর্ম্মকে স্তব করিতেছেন—এই ধর্ম্মধন্য যিনি নিশ্চয়ই এতাদৃশ মহৎগণ কর্ত্তৃক করা হয়, ইহা ধর্ম্মস্তুতি ধর্ম্মকর্ত্তাগণের প্রতিও এইস্তুতি পরিব্যাপ্ত হয়।।২৯।।

নৈতাবতা ভগবতঃ স্বমায়াময়বৃত্তিভিঃ।
ন দুষ্যেতানুভাবস্তৈর্মায়িনঃ কুহকং যথা।। ৩০।।

অন্বয়ঃ— ভগবতঃ (তব) এতাবতা (লোকসংগ্রহমাত্রেণ) স্বমায়াময়বৃত্তিভিঃ (স্বস্য মায়াকৃতৈঃ) তৈঃ (নমনাদিভিঃ) অনুভাবঃ (স্বমাহাত্ম্যং) ন দুষ্যেত (ন দূষিতো ভবেৎ) মায়িনঃ কুহকং যথা ন (মায়াবিনঃ কপটং যথা তথা এতানি নমনাদীনি ততস্তস্য যথা কুহকৈরাত্মানুভাবো ন দুষ্যতি তদ্বদিতিভাবঃ)।।৩০।।

অনুবাদ— মায়াবি-পুরুষের মায়াতুল্য আপনার লোকশিক্ষাপ্রদ এই সকল নমস্কারাদি মায়িক-কার্য্যসমূহদ্বারা বস্তুতঃ স্বীয় মাহাত্ম্য কিঞ্চিন্মাত্র দূষিত হয় নাই।।

বিশ্বনাথ— এতাবতা লোকসংগ্রহমাত্রেণ তৈর্নমনাদিভিস্তবানুভাবো ন প্রদুষ্যতি। কীদৃশৈঃ মায়ামযৈ্যব বৃত্তিশ্চেষ্টা যেষু তৈঃ। মায়িনঃ কুহকমিতি ধনপ্রাপ্তিহেতুনা ঐন্দ্রজালিকেন কেনচিৎ স্বমুখাদুদ্ভাবিতঃ কশ্চিদ্বা নরঃ স্তূয়তে নমস্ক্রিয়তে তেন তস্যানুভবো ন দুষ্যতীতি। ন দুষ্যেতেতি পাঠে নকারস্য দৃষ্টান্তেনানুষঙ্গঃ। যদ্যপি শ্রীরুদ্রেণ তদীয়স্তুত্যাদয়ো ন মায়য়া কৃতাস্তদপি স্বস্তুত্যা লজ্জিতেন মুনিনা প্রযুক্তোহয়ং দৃষ্টান্তো নানুপপন্নঃ।।৩০

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই পর্য্যন্ত লোকসংগ্রহমাত্র দ্বারা তাহাদিগকর্ত্তৃক প্রণাম আদি দ্বারা স্তব প্রভাব দোষ দুষ্ট হয় না। কেমন মায়াময়ীই বৃত্তি অর্থাৎ চেষ্টা যাহাদের মধ্যে তাহাদের দ্বারা। মায়িগণ কুহক অর্থাৎ ধনপ্রাপ্তির জন্য কোন এক ইন্দ্রজালিক দ্বারা নিজ মুখ হইতে উদ্ভাবিত অথবা কোন মনুষ্য নমস্কার করিতেছে তাহা দ্বারা তাহার প্রভাব দূষিত হয় না। যদিও শ্রীরুদ্র কর্ত্তৃক তদীয় স্তুতি আদি মায়াকৃত নহে। তাহাও নিজস্তুতিদ্বারা লজ্জিত মুনিকর্ত্তৃক প্রযুক্ত এই দৃষ্টান্ত যুক্তিযুক্ত নহে।।৩০।।

বিবৃতি— মায়াবদ্ধ জীবগণ যেরূপ পুরুষার্থ-নির্ণয়ে ধর্ম্মার্থকামমোক্ষকে বরণ করেন, ধর্ম্মশিক্ষাদাতা নিরপেক্ষ নির্ম্মৎসর ঈশ্বরগণ যে আচরণ অনুমোদন করেন, ক্রিয়া ও স্তবাদি করিয়া থাকেন, ঐগুলি সেই প্রকারের নহে। যেহেতু প্রকৃত ঈশ্বরগণের লোকপ্রতারণা বা কৈতববিস্তার কার্য্য নহে। নিরপেক্ষ সরলতা এবং সাংসারিক কপটতা সমজাতীয় নহে। কৈতবসমূহ দোষযুক্ত; ভগবদ্ভক্তের সরলতা সেরূপ নহে।। ২৯-৩০।।

সৃষ্টেদং মনসা বিশ্বমাত্মনানুপ্রবিশ্য যঃ।
গুণৈঃ কুর্ব্বদ্ভিরাভাতি কর্ত্তেব স্বপ্নদৃগ্ যথা।। ৩১।।
তস্মৈ নমো ভগবতে ত্রিগুণায় গুণাত্মনে।
কেবলায়াদ্বিতীয়ায় গুরবে ব্রহ্মমূর্ত্তয়ে।। ৩২।।

অন্বয়ঃ— যঃ মনসা (সঙ্কল্পমাত্রেণ) ইদং বিশ্বং সৃষ্ট্বা (বিরচর্য্য) আত্মনা (অন্তর্য্যামিরূপেণ) অনুপ্রবিশ্য (তত্রানুপ্রবিষ্টো ভূত্বা) স্বপ্নদৃগ্ যথা (অবিদ্যয়া স্বপ্নং সৃজন্ জীব ইব স্বয়মকর্ত্তাপি) কুর্ব্বদ্ভিঃ গুণৈঃ (কর্ত্তৃভূতৈর্গুণৈঃ) কর্ত্তা ইব আভাতি (প্রকাশতে) ত্রিগুণায় (ত্রিগুণময়ায়) গুণাত্মনে (গুণানাং নিয়ন্ত্রে) কেবলায় (শুদ্ধায়) অদ্বিতীয়ায় ব্রহ্মমূর্ত্তয়ে (ব্রহ্মস্বরূপায়) তস্মৈ গুরবে নমঃ।। ৩১-৩২।।

অনুবাদ— যিনি সঙ্কল্পমাত্রে এই নিখিল বিশ্বের সৃষ্টি ও অন্তর্য্যামিরূপে তন্মধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক স্বয়ং অকর্ত্তা হইয়াও স্বপ্নদর্শী পুরুষের ন্যায় গুণদ্বারা কর্ত্তৃতুল্য প্রকাশিত হইতেছেন, সেই ত্রিগুণময়, গুণনিয়ন্তা, বিশুদ্ধ, অদ্বিতীয় ব্রহ্মস্বরূপ জগদ্গুরুকে প্রণাম করিতেছি।।৩১-৩২।।

বিশ্বনাথ— মনসা সঙ্কল্পমাত্রেণ কুর্ব্বদ্ভির্গুণৈঃ স্বীয়ৈঃ স্বয়মকর্ত্তাপি কর্ত্তেত্যাভাতীতি ন গুণৈর্লেপ ইতি ভাবঃ। অবিদ্যয়া স্বপ্নং সৃজতো জীবস্যাপি বস্তুতস্তৎসম্বন্ধো নাস্তি কিমুত তস্যেতি দর্শয়ন্ দৃষ্টান্তয়তি। স্বপ্নদৃগ্যথেতি। গুণাত্মনে গুণনিয়ন্ত্রে।।৩১-৩২।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— মনদ্বারা, সংকল্পমাত্রদ্বারা, করণীয় গুণসমূহদ্বারা নিজে কর্ত্তা না হইলেও কর্ত্তার ন্যায়

দেখা যাইতেছে। ঐ গুণের দ্বারা লিপ্ত নয় ইহাই ভাবার্থ। অবিদ্যাদ্বারা স্বপ্ন সৃজনকালে জীবেরও বস্তুত সেই সম্বন্ধ নাই। তাহার দর্শন আর কি বলিব, দৃষ্টান্ত দেখাইতেছে—স্বপ্ন দ্রষ্টা যেমন গুণ নিয়ন্তাতে।। ৩১-৩২।।

বিবৃতি— যেরূপ স্বপ্নের দ্রষ্টা আপনাকে ইন্দ্রিয়ের পরিচালক কর্ত্তা জানিয়া বিষয়সমূহের অনধিষ্ঠানেও ইন্দ্রিয়-চালনা করিতেছেন মনে করেন, সেই প্রকার বিশ্বপ্রবিষ্ট "আমি" অভিমান-দ্বারা ত্রিগুণান্তর্গত বিচারের অন্তর্ভুক্ত জ্ঞান তদ্বৎ। মনোধর্ম্মজীবীর গুণের দ্বারা কৃতধর্ম্মে আত্মা-ভিনিবেশ স্বপ্নদর্শনের ন্যায় বিষয়গ্রহণাভাব, জানিতে হইবে। শ্রীগুরুদেব ভগবানের আশ্রয়জাতীয় ব্রহ্মমূর্ত্তি। তাঁহার অদ্বিতীয়া কেবলা চেষ্টা ভগবদ্ভজন। তিনি গুণ-জাতজগতের শিক্ষার্থী-স্থানীয় ব্যক্তির নিকট তাহাদের ন্যায় গুণাত্মক বলিয়া প্রতীত হন। কিন্তু কেবলা ভক্তি তাঁহাতে পূর্ণমাত্রায় প্রকটিত থাকায় ভগবদভিন্ন-জ্ঞানে তাঁহাকে নমস্কার বিহিত।।৩১-৩২।।

কং বৃণে নু পরং ভূমন্ বরং ত্বদ্বরদর্শনাৎ।
যদ্দর্শনাৎ পূর্ণকামঃ সত্যকামঃ পুমান্ ভবেৎ।। ৩৩।।

অন্বয়ঃ— (হে) ভূমন্! (হে ব্রহ্মস্বরূপ!) পুমান্ যদ্দর্শনাৎ (যস্য দর্শনাদেব) পূর্ণকামঃ (সর্ব্বানন্দসন্দোহ-রূপঃ) সত্যকামঃ (যথেচ্ছং প্রাপ্তসর্ব্বানন্দশ্চ) ভবেৎ বর-দর্শনাৎ (বরং শ্রেষ্ঠং দর্শনং যস্য তস্মাৎ) ত্বৎ (তস্মাদ্ ভবতঃ) পরম্ (অন্যং) কং নু (কং নাম) বরং বৃণে (প্রার্থয়ামি, ত্বদ্দর্শনাদন্যো বরো ন চোত্তমো বর্ত্ততে ইত্যর্থঃ)।।৩৩।।

অনুবাদ—হে ব্রহ্মন্,—পুরুষ যাঁহার সন্দর্শনহেতুই পূর্ণকাম ও সত্যকাম হইয়া থাকেন, সেই আপনার নিকট অন্য কি বর প্রার্থনা করিব? ৩৩।।

বরমেকং বৃণেঽথাপি পূর্ণাৎ কামাভিবর্ষণাৎ।
ভগবত্যচ্যুতাং ভক্তিং তৎপরেষু তথা ত্বয়ি।। ৩৪।।

অন্বয়ঃ—অথ অপি (তথাপি) কামাভিবর্ষণাৎ (সর্ব্ব-কামপ্রদাৎ) পূর্ণাৎ (পূর্ণস্বরূপাদ্ ভবতঃ) ভগবতি (শ্রীহরৌ) তৎপরেষু (ভগবদ্ভক্তেষু) তথা ত্বয়ি (শঙ্করে চ) অচ্যুতাং ভক্তিম্ (অস্খলিতভক্তিরূপম্) একং বরং বৃণে (প্রার্থয়ামি)।

অনুবাদ—তথাপি সর্ব্বকামপ্রদ পূর্ণস্বরূপ আপনার নিকট ভগবান্ শ্রীহরি, ভগবদ্ভক্ত এবং আপনার প্রতি অস্খলিত ভক্তিরূপ একমাত্র বর প্রার্থনা করিতেছি।।

বিশ্বনাথ— বরং বৃণুষ্বেতি যদুক্তং তত্রাহ কমিতি। বরো দর্শনং যস্য তস্মাৎ। সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্প এব। তৎপরেষু তদ্ভক্তেষু যথা তদ্ভক্তশ্রেষ্ঠে ত্বয়ি ভক্ত্যুপদেষ্টরি গুরৌ তেন ত্বয়ি মে ভক্তিস্তদ্ভক্তত্বেনৈবাস্তু নত্বীশ্বরত্বে-নেতি ভাবঃ।।৩৩-৩৪।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— মহাদেব যে বলিয়াছেন আমা হইতে বর প্রার্থনা কর, তাহার উত্তরে বলিতেছেন—মার্কণ্ডেয় মুনি—কাহার নিকট বর প্রার্থনা করিব? যাঁহার দর্শনমাত্রই সত্যকাম, সত্য সংকল্পই পুরুষ হইয়া থাকে। অচ্যুত ভগবানে ও ভগবৎ-পরায়ণ ভক্তগণে এবং আপনাতে ভক্তি থাকুক এই বর প্রার্থনা করি। অচ্যুতের ভক্তশ্রেষ্ঠ ভক্তি উপদেষ্টা গুরু তোমাতে আমার ভক্তি, ভগবানের ভক্তরূপেই থাকুক, ঈশ্বর বুদ্ধিতে নহে। ইহাই ভাবার্থ।।

বিবৃতি—ভগবান্—পূর্ণতম বস্তু। তাঁহার সেবা নিত্যা এবং অবিক্ষিপ্তা। জীবের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কামনা নিরস্ত হইলে পূর্ণকামের প্রার্থনায় অচঞ্চলা অহৈতুকী ভক্তি প্রার্থিতব্য হয়। শ্রীগুরুপাদপদ্মে শিক্ষার্থীর বরপ্রার্থনা—নিত্যসেবাপ্রবৃত্তি। ভগবান্ ও তৎপরিকরগণের নিকট পূর্ণকাম হইবার জন্য একমাত্র বরপ্রার্থনা। ভগবদ্ভক্ত ভজনীয় পদার্থের প্রতিকূলভাবে অবস্থিত না হওয়ায় ভগবান্ ও ভক্তের বৈষম্য-দর্শনে প্রার্থনাভেদ থাকে না।।

সূত উবাচ—
ইত্যর্চ্চিতোঽভিষ্টুতশ্চ মুনিনা সূক্তয়া গিরা।
তমাহ ভগবান্ শর্ব্বঃ শর্ব্বয়া চাভিনন্দিতঃ।। ৩৫।।

অন্বয়ঃ— সূতঃ উবাচ,—মুনিনা। (মার্কণ্ডেয়েন) সূক্তয়া (শোভনয়া) গিরা (বাচা) ইতি (পূর্ব্বোক্তরূপেণ) অর্চ্চিতঃ অভিষ্টুতঃ চ (স্তুতশ্চ) শর্ব্বয়া (উময়া) অভিনন্দিতঃ চ (অনুমোদিতশ্চ সন্) ভগবান্ শর্ব্বঃ (শিবঃ) তং (মুনিম্) আহ (উক্তবান্)।।৩৫।।

অনুবাদ— সূত বলিলেন,—ভগবান্ শঙ্কর মুনিকর্ত্তৃক এইরূপে সুরম্যবচনে স্তুত ও পূজিত এবং পার্ব্বতীকর্ত্তৃক অনুমোদিত হইয়া মুনিকে বলিলেন।।৩৫।।

কামো মহর্ষে সর্ব্বোঽয়ং ভক্তিমাংস্ত্বমধোক্ষজে।
আ কল্পান্তাদ্‌যশঃ পুণ্যমজরামরতা যথা।।৩৬।।

অন্বয়ঃ— (হে) মহর্ষে! (যতঃ) ত্বম্ অধোক্ষজে (শ্রীহরৌ) ভক্তিমান্ (অতঃ) সর্ব্বঃ অয়ং কামঃ (অভিলাষঃ) তথা পুণ্যং যশঃ (কীর্ত্তিঃ) আকল্পান্তাৎ (কল্পান্তং যাবৎ) অজরামরতা (জরামৃত্যুরাহিত্যঞ্চ ভবতু)।।৩৬।।

অনুবাদ— হে মহর্ষে! আপনি যেহেতু অধোক্ষজ শ্রীহরির প্রতি ভক্তিযুক্ত হইয়াছেন, সেই হেতুই আপনার যাবতীয় অভিলাষ, পুণ্যকীর্ত্তি এবং প্রলয়কাল পর্য্যন্ত অজরত্ব ও অমরত্ব সিদ্ধ হউক।।৩৬।।

বিশ্বনাথ— অয়ং সর্ব্বোঽপি কামস্তেঽস্তু যতস্ত্বমধোক্ষজে ভক্তিমান্।।৩৬।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— এই প্রার্থনীয় বর সমূহ তোমাতে আছে, যেহেতু তুমি অধোক্ষজ ভগবানে ভক্তিমান ইহা মহাদেব বলিলেন।।৩৬।।

বিবৃতি— উমা-কর্ত্তৃক শঙ্কর অভিনন্দিত হইয়া মহর্ষি মার্কণ্ডেয়কে বলিলেন, আপনি অধোক্ষজে ভক্তিমান্ হউন্। আপনার মনোবাসনা পূর্ণ হউক। সৃষ্টির শেষ কাল-পর্য্যন্ত আপনি অধোক্ষজ কামদেবের সেবা-বিচারসম্পন্ন, এইরূপ কীর্ত্তি বিঘোষিত হউক। আপনি ত্রিকালজ্ঞ হউন্। বৈরাগ্যযুগ্‌ভক্তিরসবিজ্ঞান আপনাতে অবস্থিত হউক। আপনি বেদের পুরাণাংশে আচার্য্যতা লাভ করুন্। বেদ-শিরোভাগে আপনি নিপুণ; কিন্তু বেদার্থবোধে যাহাদের অভাব আছে, তাহাদের সেই অভাবপূরণের জন্য অধ্যাপক হউন্।।৩৬।।

জ্ঞানং ত্রৈকালিকং ব্রহ্মন্ বিজ্ঞানঞ্চ বিরক্তিমৎ।
ব্রহ্মবর্চ্চস্বিনো ভূয়াৎ পুরাণাচার্য্যতাস্তু তে।।৩৭।।

অন্বয়ঃ— (হে) ব্রহ্মন্! ব্রহ্মবর্চ্চস্বিনঃ (ব্রহ্মতেজোযুক্তস্য) তে (তব) ত্রৈকালিকং (ত্রিকালসম্বন্ধি জ্ঞানং বিরক্তিমৎ বৈরাগ্যযুক্তং) বিজ্ঞানং চ (স্বরূপজ্ঞানং চ) পুরাণাচার্য্যতা (পুরাণশাস্ত্রপ্রণেতৃত্বঞ্চ) অস্তু (ভবতু)।।৩৭।।

অনুবাদ— হে ব্রহ্মন্! ব্রহ্মতেজোযুক্ত আপনার ত্রৈকালিক জ্ঞান, বৈরাগ্য, বিজ্ঞান ও পুরাণাচার্য্যত্ব লাভ হউক্।।৩৭।।

সূত উবাচ—
এবং বরান্ স মুনয়ে দত্ত্বাগাৎ ত্র্যক্ষ ঈশ্বরঃ।
দেব্যৈ তৎকর্ম্ম কথয়ন্ননুভূতং পুরামুনা।।৩৮।।

অন্বয়ঃ— সূতঃ উবাচ,—ঈশ্বরঃ ত্র্যক্ষঃ (ত্রিলোচনঃ) সঃ (শিবঃ) মুনয়ে এবং (প্রার্থনানুরূপান্) বরান্ দত্ত্বা অমুনা (মুনিনা) পুরা অনুভূতং (যদ্‌ভগবন্মায়াবৈভবং তৎ তথা) তৎকর্ম্ম (প্রসিদ্ধং তপ আদি) দেব্যৈ (পার্ব্বত্যৈ) কথয়ন্ (বর্ণয়ন্) অগাৎ (গতবান্)।।৩৮।।

অনুবাদ— সূত বলিলেন,—জগদীশ্বর ত্রিলোচন মুনিকে এইরূপ বর প্রদানপূর্ব্বক পার্ব্বতীর নিকট তাঁহার অনুভূত বিষ্ণুমায়াবৈভব এবং তদীয় তপস্যাদি আশ্চর্য্য কার্য্যের কথা বর্ণন করিতে করিতে প্রস্থান করিলেন।।

সোঽপ্যবাপ্তমহাযোগ মহিমা ভার্গবোত্তমঃ।
বিচরত্যধুনাপ্যদ্ধা হরাবেকান্ততাং গতঃ।।৩৯।।

অন্বয়ঃ— অবাপ্তমহাযোগমহিমা (অবাপ্তো মহাযোগমহিমা যেন সঃ) ভার্গবোত্তমঃ সঃ (মার্কণ্ডেয়)

অপি হরৌ সাক্ষাৎ একান্ততাং গতঃ (ঐকান্তিকীং ভক্তিং প্রাপ্তঃ সন্) অধুনা অপি বিচরতি (লোকেঽস্মিন্ ভ্রমতি)।।

অনুবাদ— মহাযোগমহিমা-প্রাপ্ত ভার্গবপ্রবর সেই মার্কণ্ডেয় শ্রীহরির একান্তভক্তরূপে অদ্যাপি লোকমধ্যে ভ্রমণ করিতেছেন।।৩৯।।

বিবৃতি— মার্কণ্ডেয় ঋষি ভক্তিযোগমহিমা অবগত ও ভগবানে ঐকান্তিক ভক্তিবিশিষ্ট হইয়া এখনও জগতে বিচরণ করিতেছেন।।৩৯।।

অনুবর্ণিতমেতৎ তে মার্কণ্ডেয়স্য ধীমতঃ।
অনুভূতং ভগবতো মায়াবৈভবমদ্ভুতম্।। ৪০।।

অন্বয়ঃ— ধীমতঃ মার্কণ্ডেয়স্য এতৎ (চরিতং তথা তেন) অনুভূতং ভগবতঃ (শ্রীহরিঃ) অদ্ভুতং (বিচিত্রং) মায়াবৈভবং (মায়য়া বৈভবঞ্চ) তে (তুভ্যম্) অনুবর্ণিতং (ময়া কথিতম্)।। ৪০।।

অনুবাদ— হে মুনে! মহামতি মার্কণ্ডেয়ের এতাদৃশ চরিত এবং তাঁহার অনুভূত বিচিত্র বিষ্ণুমায়াবৈভব আপনার নিকট বর্ণিত হইল।।৪০।।

এতৎ কেচিদবিদ্বাংসো মায়াসংসৃতিরাত্মনঃ।
অনাদ্যাবর্ত্তিতং নৃণাং কাদাচিৎকং প্রচক্ষতে।। ৪১।।

অন্বয়ঃ— নৃণাং (জীবানাং) সংসৃতিঃ (সর্গপ্রলয়াদিরূপা) আত্মনঃ (ভগবতঃ) মায়া (ইত্যেবম্) অবিদ্বাংসঃ (অজানন্তঃ) কেচিৎ (জনাঃ) কাদাচিৎকম্ (ঈশ্বরেচ্ছয়া তস্যৈবাকস্মিকং ন তু সর্ব্বসাধারণম্) এতৎ (পূর্ব্বোক্তং বৃত্তম্) অনাদি (বহুকালম্) আবর্ত্তিতং (দৈবযুগসহস্রদ্বয়মানেন পুনঃ পুনঃ পরিবর্ত্তিতং) প্রচক্ষতে (বদন্তি)।।৪১।।

অনুবাদ— যাহারা সৃষ্টিপ্রলয়াদিরূপ জীবের সংসারভাব ভগবানের মায়ারচিত বলিয়া অবগত নহে, তাদৃশ কোন কোন ব্যক্তি মার্কণ্ডেয়ের এই আকস্মিক বৃত্তান্তকে অনাদিকাল হইতে দৈবদ্বিসহস্রযুগান্তর পুনঃ পুনঃ প্রবর্ত্তিত বলিয়া বর্ণন করিয়া থাকে।।৪১।।

বিশ্বনাথ— এতন্মার্কণ্ডেয়দৃষ্টং আত্মনঃ পরমেশ্বরস্য মায়াসংসৃতিবৈভবমিত্যর্থঃ। ভগবতঃ শিশুস্বরূপস্য পরমাতর্ক্যশক্ত্যা শ্বাসোচ্ছ্বাসাভ্যাং সপ্তকৃত্বস্তদুদরপ্রবেশ-নির্গমকালাত্মকং কাদাচিৎকমেব কেচিদবিদ্বাংসো নৃণামনাদ্যাবর্ত্তিতং অজ্ঞানাদিকং বহুকালত আবর্ত্তিতং দৈবযুগসহস্রমানেন পুনঃ পুনঃ পরাবর্ত্তিতং সপ্তকল্পমেব প্রচক্ষতে।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— ইহা মার্কণ্ডেয় মুনি দৃষ্ট পরমেশ্বরের মায়া-কর্ত্তৃক সৃষ্ট সংসার-বৈভব, ভগবানের শিশুস্বরূপ পরম অচিন্ত্যশক্তিদ্বারা শ্বাস-প্রশ্বাসে সাতবার করিয়া তাঁহার উদরে প্রবেশ ও বহির্গমন কালরূপ, এই প্রলয়, কখন কখনও কোন বিদ্বান্ মনুষ্যগণের অনাদিকাল হইতে পরিবর্ত্তনশীল দেবতাদের সহস্রযুগ পরিমাণে পুনঃ পুনঃ ফিরিয়া সপ্তকল্পই বলা হয়।।৪১।।

য এবমেতদ্ভৃগুবর্য্য বর্ণিতং
রথাঙ্গপাণেরনুভাবভাবিতম্।
সংশ্রাবয়েৎ সংশৃণুয়াদুতাবুভৌ
তয়োর্ন কর্ম্মাশয়সংসৃতির্ভবেৎ।। ৪২।।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে
পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
দ্বাদশস্কন্ধে মার্কণ্ডেয়স্য বরলাভো
নাম দশমোঽধ্যায়ঃ।। ৯।।

অন্বয়ঃ—(হে) ভৃগুবর্য্য,—(হে শৌনক!) যঃ (পুমান্) এবং (পূর্ব্বোক্তক্রমেণ) বর্ণিতং রথাঙ্গপাণেঃ (চক্রপাণেঃ শ্রীহরেঃ) অনুভাবভাবিতং (প্রভাবযুক্তম্) এতৎ (মার্কণ্ডেয়বৃত্তং) সংশ্রাবয়েৎ (অন্যস্মৈ কথয়েৎ) উ (হর্ষবাচকং পদং যঃ) সংশৃণুয়াৎ (চ) তৌ (যৌ) উভৌ তয়োঃ কর্ম্মাশয়সংসৃতিঃ (কর্ম্মবাসনাকৃতা সংসৃতিঃ সংসারঃ) ন ভবেৎ।। ৪২।।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দ্বাদশস্কন্ধে দশমাধ্যায়স্যান্বয়ঃ।।

অনুবাদ— হে ভৃগুবর্য্য! যিনি পূর্ব্ববর্ণিত শ্রীহরির প্রভাবযুক্ত এই মার্কণ্ডেয়চরিত অন্যের নিকট কীর্ত্তন করেন

এবং যিনি তাহা শ্রবণ করেন তাঁহাদের উভয়েরই কর্ম্ম-বাসনাজনিত সংসারভাব বিনষ্ট হইয়া থাকে।। ৪২।।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দ্বাদশস্কন্ধের দশম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

বিশ্বনাথ—হে ভৃগুবর্য্য অনুভাবেন প্রভাবেন ভাবিতং বাসিতং যঃ শ্রাবয়েৎ যশ্চ শৃণুয়াত্তাবুভৌ তুল্যাবেবেতি শেষঃ। অতস্তয়োঃ কর্ম্মবাসনাময়ী সংসৃতির্নভবেৎ।। ৪২।।

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।
দ্বাদশে দশমোঽধ্যায়ঃ সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— হে ভৃগুশ্রেষ্ঠ! প্রভাবদ্বারা ভাবিত এই মার্কণ্ডেয় চরিত্র যিনি শ্রবণ করান এবং যিনি শ্রবণ করেন, তাহারা উভয়েই তুল্য ফল লাভ করেন। অতএব উভয়ের কর্ম্মবাসনাময়ী সংসার হয় না।। ৪২।।

ইতি ভক্তগণের চিত্তের আনন্দদায়িনী সারার্থদর্শিনীতে দ্বাদশস্কন্ধে দশম অধ্যায় সাধুগণের সঙ্গে সমাপ্ত হইলেন।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দ্বাদশস্কন্ধে দশম অধ্যায়ের শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর কৃতা সারার্থদর্শিনী টীকার অনুবাদ সমাপ্ত হইলেন।

বিবৃতি— ভগবানের লীলা নিত্যা। উহা জাগতিক নশ্বরক্রিয়ার ন্যায় অল্পকালস্থায়ী নহে। যাহাদের মায়া-প্রতারিত বুদ্ধি, ভগবল্লীলাকে যাহারা গৌণী মনে করিয়া নশ্বরা ও তাৎকালিকী জানেন, তাহারা মুর্খ, মায়ায় সর্ব্বতোভাবে বিচরণশীল, বদ্ধজীব। তাহারা অধোক্ষজের কথা বুঝিতে না পারিয়া দৃক্‌পথাবলম্বী, অল্পপথে অবস্থিত বদ্ধজীববিশেষ। কর্ম্মাশ্রয় জনগণের সংসার অবশ্যম্ভাবী। সোমশিব-মার্কণ্ডেয়-সংবাদ যাঁহারা শ্রবণ করেন ও শ্রবণ করান, তাঁহাদের উভয়েরই পরম মঙ্গললাভ হইয়া অধোক্ষজ-সেবার নিত্যত্ব উপলব্ধি হয়।। ৪১-৪২।।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দ্বাদশস্কন্ধের দশম অধ্যায়ের বিবৃতি সমাপ্ত।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বাদশস্কন্ধের দশম অধ্যায়ের গৌড়ীয়-ভাষ্য সমাপ্ত।

একাদশোঽধ্যায়ঃ

শ্রীশৌনক উবাচ—

অথেমমর্থং পৃচ্ছামো ভবন্তং বহুবিত্তমম্।
সমস্ততন্ত্ররাদ্ধান্তে ভবান্ ভাগবত তত্ত্ববিৎ।। ১।।

গৌড়ীয় ভাষ্য

একাদশ অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে অর্চ্চনার্থ মহাপুরুষ ও প্রতিমাসের রবিব্যূহ বর্ণিত হইয়াছেন।

যে-সকল তত্ত্বের দ্বারা শ্রীহরির অঙ্গ, উপাঙ্গ, আয়ুধ ও বেশ বর্ণিত হয় এবং যে ক্রিয়াযোগের দ্বারা মর্ত্ত্য অমৃতত্ব লাভ করে শ্রীসূত শৌনককে তাহা বলিলেন। পুনশ্চ শ্রীশৌনক সূর্য্যরূপ শ্রীহরির ব্যূহ জানিতে ইচ্ছুক হইলে শ্রীসূত বলিলেন,—জগদন্তর্য্যামী, আদিকর্ত্তা, অদ্বিতীয় শ্রীহরিই সূর্য্যরূপে প্রকাশিত হইতেছেন; তিনি ঋষিগণ-কর্ত্তৃক উপাধিভেদে বহুরূপে উক্ত হইয়া থাকেন। কাল-রূপী ভগবান্ লোকযাত্রা-নির্ব্বাহের জন্য পৃথক্ পৃথক্ দ্বাদশগণের সহিত চৈত্রাদি দ্বাদশমাসে ভ্রমণ করিয়া থাকেন। আদিত্যরূপী ভগবান্ শ্রীহরির বিভূতি স্মরণ করিলে পাপরাশি বিনষ্ট হয়।

অন্বয়ঃ— শ্রীশৌনকঃ উবাচ,—(হে) ভাগবত! (যতঃ) ভবান্ সমস্ততন্ত্ররাদ্ধান্তে (সর্ব্বতন্ত্রসিদ্ধান্তে) তত্ত্ববিৎ (রহস্যজ্ঞো ভবতি তস্মাৎ) অথ (ইদানীং) ভবন্তম্ ইমম্ অর্থং (বিষয়ং) পৃচ্ছামঃ।। ১।।

অনুবাদ— শ্রীশৌনক বলিলেন,— হে ভাগবত-প্রবর! যেহেতু আপনি সর্ব্বতন্ত্রসিদ্ধান্ততত্ত্বজ্ঞ, সেইজন্য আপনার নিকট বক্ষ্যমাণ বিষয়টী জিজ্ঞাসা করিতেছি।।

বিশ্বনাথ—

মহাপুরুষপূজার্থমঙ্গোপাঙ্গবিভূতয়ঃ।
একাদশে রবিব্যূহকথা অপি নিরূপিতাঃ।।

স হ্যস্মৎপূর্ব্বপুরুষো মার্কণ্ডেয়স্তান্ত্রিকে ভগবৎ-পূজাবিধৌ বিশারদ আসীদতস্ত্বাং পূজাবিবেকং জিজ্ঞাসে ইত্যাহ। অথেতি যেন পূজাপ্রকারেণ স মুনির্ভগবন্তম-পরোক্ষীচকার ইমমর্থং পৃচ্ছামঃ রাদ্ধান্তে সিদ্ধান্তে।। ১।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই একাদশ অধ্যায়ে মহাপুরুষের পূজার জন্য অঙ্গ উপাঙ্গ ও বিভূতি সমূহের কথা এবং রবির দ্বাদশব্যূহের কথাও নিরূপিত হইতেছে। তিনিই আমাদের পূর্ব্বপুরুষ মার্কণ্ডেয় মুনি তান্ত্রিক ভগবৎ পূজাবিধিতে বিশারদ ছিলেন। অতএব তোমাকে পূজা-বিধি-বিবেক জিজ্ঞাসা করিতেছি। অনন্তর ইত্যাদি শ্লোক-দ্বারা। যে পূজা প্রকারেণ দ্বারা সেই মুনি ভগবানকে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। এই কারণ আমরা জিজ্ঞাসা করি, রাদ্ধান্তে অর্থাৎ সিদ্ধান্তে।। ১।।

তান্ত্রিকাঃ পরিচর্য্যায়াং কেবলস্য শ্রিয়ঃ পতেঃ।
অঙ্গোপাঙ্গায়ুধাকল্পং কল্পয়ন্তি যথা চ যৈঃ।। ২।।
তন্নো বর্ণয় ভদ্রং তে ক্রিয়াযোগং বুভুৎসতাম্।
যেন ক্রিয়ানৈপুণ্যেন মর্ত্ত্যো যায়াদমর্ত্ত্যতাম্।। ৩।।

অন্বয়ঃ— তান্ত্রিকাঃ কেবলস্য (চৈতন্যঘনস্য) শ্রিয়ঃ পতেঃ (শ্রীহরেঃ) পরিচর্য্যায়াম্ (উপাসনায়াং বিষয়ে) যথা (যেন প্রকারেণ) যৈঃ চ (তত্ত্বৈস্তস্য) অঙ্গোপাঙ্গায়ুধাকল্পম্ (অঙ্গানি পাদাদীনি উপাঙ্গানি গরুড়াদীনি আয়ুধানি সুদর্শনাদীনি আকল্পাঃ কৌস্তুভাদয়স্তেষাং দ্বন্দ্বৈক্যং তৎ কল্পয়ন্তি (বিচারয়ন্তি) যেন ক্রিয়ানৈপুণ্যেন (ক্রিয়াসিদ্ধ্যা) মর্ত্ত্যঃ (মনুষ্যঃ) অমর্ত্ত্যতাং (মোক্ষং) যায়াৎ (লভেত) ক্রিয়াযোগং (তস্যাঃ ক্রিয়ায়া যোগমুপায়ং) বুভুৎসতাং (বোদ্ধুমিচ্ছতাং) নঃ (অস্মাকং সমীপে) তৎ (পূর্ব্বপৃষ্টং তত্ত্বং) বর্ণয় (কথয়) তে (তব) ভদ্রং (কুশলং ভবতু)।।

অনুবাদ— তান্ত্রিকঘন চৈতন্যঘনবিগ্রহ শ্রীহরির উপাসনা-বিষয়ে যে-প্রকারে যে-সকল তত্ত্বের দ্বারা তদীয় অঙ্গ, উপাঙ্গ, আয়ুধ ও বেশ কল্পনা করিয়া থাকেন এবং মনুষ্য যে ক্রিয়ানৈপুণ্যদ্বারা অমৃতত্বলাভে সমর্থ হয়, আমরা সেই ক্রিয়াযোগ জানিতে ইচ্ছুক বলিয়া আমাদের নিকট পূর্ব্বজিজ্ঞাসিত তত্ত্ব বর্ণন করুন্। আপনার কুশল হউক্।। ২-৩।।

বিশ্বনাথ—অঙ্গানি পানিপাদাদীনি, উপাঙ্গানি গরুড়া-দীনি, আয়ুধানি সুদর্শনাদীনি। আকল্পাঃ কৌস্তুভাদয়ঃ তেষাং দ্বন্দ্বৈক্যং, যৎ যথা কল্পয়ন্তি তন্নো বর্ণয়। সচ্চিদানন্দবপুষো ভগবতো যেষাং যেষামঙ্গানাং যা বিভূতয়ো মায়িকপ্রপঞ্চে-হত্র দৃশ্যন্তে তাভিরেব পুনস্তত্তদঙ্গান্যুপাসনার্থং কল্পয়ন্তি ইত্যর্থঃ।। ২-৩।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— অঙ্গসমূহ পাণিপাদ আদি, উপাঙ্গসমূহ গরুড় প্রভৃতি, আয়ুধসমূহ সুদর্শনচক্র আদি, আকল্প কৌস্তুভাদি, ইহাদের দ্বন্দ্ব সমাসে একবচন। যেমন উপাসকগণ কল্পনা করেন তাহা আমাদের নিকট বর্ণন করুন। সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ ভগবানের যে যে অঙ্গের যাহা যাহা বিভূতি মায়িক জগতে এইখানে দেখা যায় তাহাদের সহিত সেই সেই অঙ্গসমূহ পুনরায় উপাসনার জন্য তান্ত্রিক-গণ কল্পনা করেন।। ২-৩।।

সূত উবাচ—

নমস্কৃত্য গুরূন্ বক্ষ্যে বিভূতীর্বৈষ্ণবীরপি।
যাঃ প্রোক্তা বেদতন্ত্রাভ্যামাচার্য্যৈঃ পদ্মজাদিভিঃ।। ৪।।

অন্বয়ঃ—সূতঃ উবাচ,—পদ্মজাদিভিঃ (ব্রহ্মাদিভিঃ) আচার্য্যৈঃ (গুরুভিঃ) বেদতন্ত্রাভ্যাম্ অপি যাঃ (বৈষ্ণব্যো বিভূতয়ঃ) প্রোক্তাঃ (বর্ণিতা অহং) গুরূন্ নমস্কৃত্য (তাঃ) বৈষ্ণবীঃ (বিষ্ণুসম্বন্ধিনীঃ) বিভূতীঃ (বিরাড়্বিগ্রহাদ্যাঃ) বক্ষ্যে (কথয়িষ্যামি)।। ৪।।

অনুবাদ— শ্রীসূত বলিলেন,—ব্রহ্মাদি আচার্য্যগণ এবং বেদ ও তন্ত্রকর্ত্তৃক যে-সকল বৈষ্ণবী বিভূতি বর্ণিত, আমি গুরুবর্গের প্রণামপূর্ব্বক তাহা বর্ণন করিতেছি।।

বিশ্বনাথ— গুরূপদেশগম্যত্বাদস্যার্থস্য তন্নমস্কার-পূর্ব্বকমাহ নমস্কৃত্যেতি।। ৪।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—গুরু উপদেশ হইতে জানা যায়, এই হেতু তাঁহার নমস্কার পূর্ব্বক সূতদেব বলিতেছেন।।

মায়াদ্যৈর্নবভিস্তত্ত্বৈঃ স বিকারময়োবিরাট্।
নির্ম্মিতো দৃশ্যতে যত্র সচিৎকে ভুবনত্রয়ম্।। ৫।।

অন্বয়ঃ— সচিৎকে (চেতনাধিষ্ঠিতে) যত্র (বিরাজি) ভুবনত্রয়ং (স্থিতং) দৃশ্যতে (অনুভূয়তে) মায়াদ্যৈঃ নবভিঃ তত্ত্বৈঃ (প্রকৃতি-সূত্র-মহদহঙ্কারপঞ্চ-তন্মাত্রৈঃ) বিকারময়ঃ (বিকারা একাদশেন্দ্রিয়াণি পঞ্চ মহাভূতানি চেতি ষোড়শ তন্ময়ঃ) সঃ বিরাট্ নির্ম্মিতঃ (কল্পিতঃ)।। ৫।।

অনুবাদ— চেতনাধিষ্ঠিত যে বিরাট্ বিগ্রহে ভুবন-ত্রয়ের অবস্থান দৃষ্ট হইতেছে, প্রকৃতি, সূত্র, মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার ও পঞ্চতন্মাত্র—এই নবতত্ত্বদ্বারা একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চমহাভূত এই ষোড়শবিকারময় সেই বিরাট্ কল্পিত হইয়াছেন।। ৫।।

বিশ্বনাথ— ভগবতো বিভূতিভিঃ কল্পিতো বিগ্রহো বিরাড়েবাস্তীত্যাহ—মায়াদ্যৈঃ প্রকৃতিসূত্রমহদহঙ্কারপঞ্চ-তন্মাত্রৈর্নবভিঃ বিকারা একাদশেন্দ্রিয়াণি পঞ্চমহাভূতানি চেতি ষোড়শ তন্ময়ো বিরাট্ সঃ প্রসিদ্ধঃ নির্ম্মিতঃ যত্র বিরাজি সচিৎকে চেতনাধিষ্ঠিতে ভুবনত্রয়ং দৃশ্যতে।। ৫।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— ভগবানের বিভূতিসমূহ দ্বারা কল্পিত যে বিরাট বিগ্রহ আছে, তাহাই বলিতেছেন,—মায়া আদি অর্থাৎ প্রকৃতি, সূত্র, মহৎ, অহঙ্কার, পঞ্চ-তন্মাত্র, নববিকার, একাদশ ইন্দ্রিয়, পঞ্চমহাভূত এই ষোড়শ পদার্থ। এইসকল মিলিত বিরাট পুরুষ, তিনি প্রসিদ্ধ অর্থাৎ নির্ম্মিত যেখানে বিরাজিত সেই চেতন অধিষ্ঠিত এই ত্রিভুবন দৃষ্ট হইতেছে।। ৫।।

এতদ্বৈ পৌরুষং রূপং ভূঃ পাদৌ দ্যৌঃ শিরোনভঃ।
নাভিঃ সূর্য্যোঽক্ষিণী নাসে বায়ুঃকর্ণৌদিশঃ প্রভোঃ।।৬
প্রজাপতিঃ প্রজননমপানো মৃত্যুরীশিতুঃ।
তদ্বাহবো লোকপালা মনশ্চন্দ্রো ভ্রুবৌ যমঃ।। ৭।।
লজ্জোত্তরোঽধরো লোভো দন্তা জ্যোৎস্না স্ময়ো ভ্রমঃ।
রোমাণি ভূরুহা ভূম্নো মেঘাঃ পুরুষমূর্দ্ধজাঃ।। ৮।।

অন্বয়ঃ— এতৎ বৈ পৌরুষং রূপং (পুরুষস্য বৈরা-জস্য রূপমেবেশ্বরেণাধিষ্ঠিতত্বাত্তদভেদবিবক্ষয়া তস্য রূপমুচ্যতে) ভূঃ (ইয়ং ভূমিঃ) প্রভোঃ ঈশিতুঃ (ঈশ্বরস্য শ্রীহরেঃ) পাদৌ (পাদযুগলরূপা ভবতি) দ্যৌঃ (স্বর্গঃ) শিরঃ (মস্তকং ভবতি) নভঃ (আকাশং) নাভিঃ (ভবতি) সূর্য্যঃ অক্ষিণী (নেত্রযুগলং রূপং ভবতি) বায়ুঃ নাসে (নাসিকাদ্বয়ং ভবতি) দিশঃ কর্ণৌ (কর্ণরূপা ভবন্তি) প্রজাপতিঃ প্রজননং (মেঢ্রং ভবতি) মৃত্যুঃ অপানঃ (পায়ু-র্ভবতি) লোকপালাঃ তদ্বাহবঃ (তস্য বাহবো ভুজা ভবন্তি) চন্দ্রাঃ মনঃ (ভবতি) যমঃ ভ্রুবৌ (ভ্রূযুগলং ভবতি) লজ্জা উত্তরঃ (উত্তরৌষ্ঠং ভবতি) লোভঃ অধরঃ (অধরৌষ্ঠং ভবতি) জ্যোৎস্না দন্তাঃ (ভবতি) ভ্রমঃ (মায়া) স্ময়ঃ (হাস্যং ভবতি) ভূরুহাঃ (বৃক্ষাঃ) ভূম্নঃ (পুরুষস্য) রোমাণি (ভবন্তি) মেঘাঃ পুরুষমূর্দ্ধজাঃ (পুরুষস্য মূর্দ্ধজাঃ কেশা ভবন্তি)।। ৬-৮।।

অনুবাদ— ইহাই পৌরুষ রূপ। এই পৃথিবী প্রভু জগদীশ্বরের পদযুগল, স্বর্গ, মস্তক, আকাশ, নাভি, সূর্য্য, নেত্রদ্বয়, বায়ু, নাসাদ্বয়, দিক্‌সমূহ, কর্ণদ্বয়, প্রজাপতি মেঢ্র, যম, পায়ু, লোকপালগণ বাহুসমূহ, চন্দ্র, মনঃ, যম, ভ্রূযুগল, লজ্জা উত্তর ওষ্ঠদেশ, লোভ নিম্ন ওষ্ঠদেশ, জ্যোৎস্না দন্তরাশি, মায়া হাস্য, বৃক্ষরাজি লোমরাশি ও মেঘমালা কেশরাশিস্বরূপ।। ৬-৮।।

বিশ্বনাথ— পৌরুষং পুরুষস্য ভগবতো মায়িকং রূপং নতু স্বরূপমিত্যর্থঃ। কয়া কয়া বিভূত্যা কিং কিমঙ্গং কল্পিতং তদাহ—'ভূম্নিতি'। সচ্চিদানন্দবপুষো ভগবতঃ পাদয়োর্যা বিভূতির্ভূস্তয়াস্য পাদৌ কল্পিতাবিতি, তদভে-দনির্দ্দেশাদ্ভুরেব পাদৌ এবং সর্ব্বত্র জ্ঞেয়ং, এবঞ্চ বিরাট্-

পুরুষস্য পাদাদিভাবনয়া সচ্চিদানন্দপুরুষস্য পাদাদীনি স্মর্ত্তব্যানি। যথা মৎপ্রভুর্ভগবান্ স্বপাদাভ্যাং তদ্বিভূতিং পৃথিবীং বিভর্ত্তি, শিরসা তদ্বিভূতিং দিবং বিভর্ত্তীত্যেবং সর্ব্বাণ্যেব বস্তূনি নয়নমনোগতানি ভগবদঙ্গান্যেব তদ্বিভূতিত্বাদিত্যতঃ সর্ব্বভাবনাপি ভগবদ্ভাবনৈবেতি বিবেকঃ। প্রজননং মেঢ্রং। অপানং পায়ুং। উত্তর ওষ্ঠো লজ্জা, অধর ওষ্ঠো লোভঃ, স্ময়োহাস্যং, ভ্রমঃ মায়া।। ৬-৮।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—পৌরুষ অর্থাৎ পুরুষ ভগবানের মায়িকরূপ ইহা স্বরূপ নহে। কি কি বিভূতি দ্বারা কি কি অঙ্গ কল্পিত, তাহাই বলিতেছেন—সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ ভগবানের চরণদ্বয়ের যে বিভূতি তাহা ভূলোক, তাহার দ্বারা চরণদ্বয় কল্পিত, তাহার সহিত অভেদ নির্দ্দেশ হেতু ভূলোকই চরণদ্বয়, এইরূপ সর্ব্বত্র জানিবেন। এইপ্রকার বিরাট পুরুষের চরণাদির ভাবনা দ্বারা সচ্চিদানন্দ পুরুষের চরণাদি অঙ্গসমূহ কল্পনা করিয়া স্মরণ করিবে। যেমন আমার প্রভু ভগবান নিজ চরণদ্বয় দ্বারা তাহার বিভূতি পৃথিবীকে ধারণ পোষণ করিতেছেন। মস্তকদ্বারা তাহার বিভূতি স্বর্গকে ধারণ পোষণ করিতেছেন। এইরূপে সকল বস্তুই নয়ন মন গত করিয়া ভগবৎ-অঙ্গ-সমূহই তাহার বিভূতিহেতু সর্ব্বভাবনাই ভগবৎ ভাবনা দ্বারাই ইহাই বিবেক। প্রজনন লিঙ্গ, অপান পায়ু, উত্তর অর্থাৎ নিম্ন ওষ্ঠ লজ্জা, অধর ওষ্ঠ লোভ, সময় হাস্য, ভ্রম মায়া।। ৬-৮।।

যাবানয়ং বৈ পুরুষো যাবত্যা সংস্থয়া মিতঃ।
তাবানসাবপি মহাপুরুষো লোকসংস্থয়া।। ৯।।

অন্বয়ঃ— অয়ং (ব্যষ্টিঃ) পুরুষঃ যাবত্যা সংস্থয়া (অবয়বসন্নিবেশেন) যাবান্ বৈ মিতঃ (স্বমানতঃ সপ্তবিতস্তিরিতি পরিমিতঃ) অসৌ মহাপুরুষঃ (বিরাট্ পুরুষঃ) অপি লোকসংস্থয়া (লোকস্থিত্যা) তাবান্ (তাবৎপ্রমাণো মিতো ভবতি)।। ৯।।

অনুবাদ— এই লৌকিক ব্যষ্টি পুরুষ যাদৃশ অবয়বসন্নিবেশদ্বারা যাদৃশ পরিমাণবিশিষ্ট, উক্ত বিরাট্ পুরুষও লোকসন্নিবেশদ্বারা তাদৃশ পরিমাণবিশিষ্ট হইয়া থাকেন।।

বিশ্বনাথ— সমষ্টিব্যষ্ট্যোঃ প্রায়েণৈক্যাৎ ব্যষ্টিপুরুষস্য প্রাকৃতত্বান্মলিনস্য দর্শনমেব নির্ম্মলং সচ্চিদানন্দময়ং পুরুষং পরিচায়য়তি যাবানয়মিতি। মিতঃ পরিমিতঃ।। ৯।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— সমষ্টি ও ব্যষ্টি অভি প্রায়েই একহেতু ব্যষ্টি পুরুষের প্রাকৃতহেতু মলিনের দর্শনই নির্ম্মল সচ্চিদানন্দময় পুরুষকে পরিচিত করা হইতেছে। যে পরিমাণ ইনি, মিত অর্থাৎ পরিমিত।। ৯।।

কৌস্তুভব্যপদেশেন স্বাত্মজ্যোতির্বিভর্ত্ত্যজঃ।
তৎপ্রভা ব্যাপিনী সাক্ষাচ্ছ্রীবৎসমুরসা বিভুঃ।। ১০।।

অন্বয়ঃ— অজঃ বিভুঃ (ভগবান্) কৌস্তুভব্যপদেশেন (কৌস্তুভচ্ছলেন) স্বাত্মজ্যোতিঃ (শুদ্ধং জীবচৈতন্যং) বিভর্ত্তি (ধারয়তি যা) ব্যাপিনী (বিস্তৃতা) তৎপ্রভা (কৌস্তুভপ্রভা তামেব) উরসা (বক্ষসা) সাক্ষাৎ শ্রীবৎসং (শ্রীবৎসরূপাং বিভর্ত্তি)।। ১০।।

অনুবাদ—ভগবান্ শ্রীহরি কৌস্তুভচ্ছলে বক্ষোদেশে শুদ্ধ জীবচৈতন্য এবং কৌস্তুভপ্রভাই সাক্ষাৎ শ্রীবৎসরূপে ধারণ করিতেছেন।। ১০।।

বিশ্বনাথ— অঙ্গান্যুক্ত্বা ভূষণান্যাহ কৌস্তুভস্য ব্যপদেশেন স্বরূপেন স্বাত্মজ্যোতিঃ শুদ্ধজীবচৈতন্যং কৌস্তুভস্যৈব বিভূতিং ধত্তে। তথাহি "অকারেণোচ্যতে বিষ্ণুঃ শ্রীরুকারেণ কথ্যতে। মকারস্তু তয়োর্দাসঃ পঞ্চবিংশঃ প্রকীর্ত্তিতঃ" ইত্যতঃ স্বদাসং ভগবান্ হৃদি ধত্তে। যদুক্তং 'সাধবো হৃদয়ং মহ্যং সাধূনাং হৃদয়ন্ত্বহমিতি। ভগবান্ ভক্তভক্তিমানিতি চ। তৎপ্রভা তস্য কৌস্তুভস্যৈব প্রভা ব্যাপিনী দক্ষিণস্তনোর্দ্ধপর্য্যন্তগামিনী যা তামেব শ্রীবৎসং দক্ষিণাবর্ত্তশুভ্রমৃণালতন্তুসূক্ষ্মরোমাবল্যাকারং বিভর্ত্তি যস্য বিভূতির্ধর্ম্মঃ। তথৈব বামস্তনোর্দ্ধে লক্ষ্মীরেখা নিকষাশ্মনি কানকীরেখেব অনুক্তাপি জ্ঞেয়া। যস্যা বিভূতি রাজ্যাদিসম্পৎ।। ১০।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— অঙ্গসমূহ বলিয়া পোষণসমূহ

বলিতেছেন—কৌস্তুভের কথন দ্বারা স্বরূপের আত্মজ্যোতি শুদ্ধ জীবচৈতন্য কৌস্তুভেরই বিভূতি ধরা হইতেছে। সেইরূপ অকার দ্বারা বিষ্ণু, শ্রী লক্ষ্মী উকার দ্বারা বলা হয়, ম কার কিন্তু ঐ উভয়ের দাস পঞ্চবিংশতত্ত্ব বলা হয়। এইকারণে ভগবান নিজ দাসকে হৃদয়ে ধারণ করেন, শ্রীমদ্ভাগবতে বলা হইয়াছে সাধুগণ আমার হৃদয়, সাধুগণের হৃদয় কিন্তু আমি ইত্যাদি। 'ভগবান ভক্ত ভক্তিমান' ইহাও প্রমাণ। তৎপ্রভা অর্থাৎ সেই কৌস্তুভেরই জ্যোতিঃ দক্ষিণস্তনের উর্দ্ধপর্য্যন্ত ব্যাপিনী যাহা, তাহাকেই শ্রীবৎস অর্থাৎ দক্ষিণাবর্ত্ত শুভ্রবর্ণ মৃণাল তন্তুর ন্যায় সূক্ষ্ম রোমাবলির আকার ধারণ করেন। যাহার বিভূতি ধর্ম্ম। সেইরূপই বামস্তনের উর্দ্ধে লক্ষ্মী রেখা, কষ্ঠি পাথরের উপর সোনা রেখার ন্যায় না বলিলেও জানিবে। যাহার বিভূতি এই জগতের রাজ্য আদি সম্পদ।। ১০।।

স্বমায়াং বনমালাখ্যাং নানাগুণময়ীং দধৎ।
বাসশ্ছন্দোময়ং পীতং ব্রহ্মসূত্রং ত্রিবৃৎস্বরম্।। ১১।।
বিভর্ত্তি সাঙ্খ্যং যোগঞ্চ দেবো মকরকুণ্ডলে।
মৌলিং পদং পারমেষ্ঠ্যং সর্ব্বলোকাভয়ঙ্করম্।। ১২।।

অন্বয়ঃ—(সঃ) বনমালাখ্যাং (বনমালানাম্নীং) নানাগুণময়ীং স্বমায়াং (স্বস্যৈব মায়াং) ছন্দোময়ং (ছন্দঃস্বরূপং) পীতং বাসঃ (পীতবসনং) ত্রিবৃৎস্বরং (ত্রিমাত্রপ্রণবরূপং) ব্রহ্মসূত্রং (যজ্ঞসূত্রং) দধৎ (ধারয়ন্) দেবঃ (ভগবান্) সাংখ্যং যোগং চ (সাংখ্যযোগস্বরূপে) মকরকুণ্ডলে (মকরাকৃতি কুণ্ডলদ্বয়ং) পারমেষ্ঠ্যং পদং (ব্রহ্মলোকস্বরূপং) সর্ব্বলোকাভয়ঙ্করং (সর্ব্বলোকাভয়প্রদং) মৌলিং (শিরোভূষণং) বিভর্ত্তি (ধারয়তি)।। ১১-১২।।

অনুবাদ— তিনি বিবিধগুণময়ী নিজমায়াকে বনমালারূপে, ছন্দোরাশি পীতবসনরূপে, ত্রিমাত্রকপ্রণবকে ব্রহ্মসূত্ররূপে, সাংখ্য ও যোগশাস্ত্রকে মকরাকৃতিকুণ্ডলদ্বয়রূপে এবং ব্রহ্মলোককে সর্ব্বাভয়প্রদ শিরোভূষণরূপে ধারণ করিতেছেন।। ১১-১২।।

বিশ্বনাথ— নানাগুণময়ীমিতি ত্রিগুণাত্মিকা মায়া বনমালায়া বিভূতিঃ। বাস ইতি পীতবাসসো বিভূতিশ্ছন্দাংসি। ব্রহ্মসূত্রমিত্যুপবীতস্য বিভূতিস্ত্রিবৃৎ স্বরঃ ত্রিমাত্রঃ প্রণবঃ। এবমেব সর্ব্বত্র স্ববিভূত্যা সমানাধিকরণ্যম্। পারমেষ্ঠ্যং ব্রহ্মলোকম্।। ১১-১২।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— নানাগুণময়ী অর্থাৎ ত্রিগুণময়ী মায়া বনমালার বিভূতি, বাস—ইহা পীতবাসের বিভূতি ছন্দসমূহ। ব্রহ্মসূত্র—ইহা উপবীতের বিভূতি, ত্রিবৃৎ স্বর ত্রিমাত্র প্রণব। এইরূপ সর্ব্বত্রই নিজ বিভূতির সহিত সমান অধিকরণ। পারমেষ্ঠ অর্থাৎ ব্রহ্মলোক।। ১১-১২

অব্যাকৃতমনন্তাখ্যমাসনং যদধিষ্ঠিতঃ।
ধর্ম্মজ্ঞানাদিভির্যুক্তং সত্ত্বং পদ্মমিহোচ্যতে।। ১৩।।

অন্বয়ঃ— (সঃ) যৎ অধিষ্ঠিতঃ (অধিষ্ঠায় স্থিতঃ তৎ) অব্যাকৃতং (প্রধানম্) অনন্তাখ্যম্ (অনন্তসংজ্ঞকম্) আসনং (ভবতি) ধর্ম্মজ্ঞানাদিভিঃ যুক্তং সত্ত্বং (সত্ত্বগুণঃ) ইহ পদ্মম্ উচ্যতে।। ১৩।।

অনুবাদ— তদীয় অধিষ্ঠান প্রধানাখ্য তত্ত্বই অনন্তাসন এবং ধর্ম্মজ্ঞানাদিযুক্ত সত্ত্বগুণই পদ্মস্বরূপ।। ১৩।।

বিশ্বনাথ— যৎ অধিষ্ঠিতঃ অধিষ্ঠায় স্থিতস্তদাসনং অনন্তাখ্যং অব্যাকৃতং প্রধানমুচ্যতে ইতি অনন্তস্যৈব বিভূতিঃ প্রধানং জগৎসৃষ্ট্যাদিকারণীভূতম্। বনমালাবিভূতির্মায়া তু ততোঽপি মূলভূতা জ্ঞেয়া। তত্র চ ধর্ম্মাদিযুক্তমাসনপদ্মং তু সত্ত্বং সত্ত্বগুণঃ।। ১৩।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— যাহাকে অধিষ্ঠান করিয়া অবস্থিত আছেন, সেই আসন অনন্ত নামক অব্যাকৃত প্রধান বলা হয়। ইহা দ্বারা অনন্তেরই বিভূতি প্রধান জগৎ সৃষ্টির আদি কারণ স্বরূপ। বনমালার বিভূতি মায়া কিন্তু তাহা হইতেও মূল স্বরূপ জানিবে, তাহার মধ্যে ধর্ম্মাদিযুক্ত আসন পদ্ম কিন্তু সত্ত্বগুণ।। ১৩।।

ওজঃসহোবলযুতং মুখ্যতত্ত্বং গদাং দধৎ।
অপাং তত্ত্বং দরবরং তেজস্তত্ত্বং সুদর্শনম্।। ১৪।।
নভোনিভং নভস্তত্ত্বমসিং চর্ম্ম তমোময়ম্।
কালরূপং ধনুঃ শার্ঙ্গং তথা কর্ম্মময়েষুধিম্।। ১৫।।

অন্বয়ঃ— ওজঃসহোবলযুতং মুখ্যতত্ত্বং (প্রাণতত্ত্বস্বরূপাং) গদাং (তথা) অপাং তত্ত্বং (বারিতত্ত্বরূপং) দরবরং (শঙ্খবরং) তেজস্তত্ত্বং (তৎস্বরূপং) সুদর্শনং (তদাখ্যং চক্রং) নভোনিভং (আকাশতুল্যং নির্ম্মলং) নভস্তত্ত্বং (শরীরস্থ আকাশতত্ত্বং তথা) তমোময়ং (তমস্তত্ত্বম্) অসিং চর্ম্ম (চ) কালরূপং শার্ঙ্গং (তদাখ্যং) ধনুঃ তথা কর্ম্মময়েষুধিং (কর্ম্মেন্দ্রিয়গণস্বরূপমিষুধিং তূণং চ) দধৎ (ধারয়তীত্যর্থঃ)।। ১৪-১৫।।

অনুবাদ— গদা—ওজঃ, সহঃ ও বলযুক্ত প্রাণতত্ত্ব; শঙ্খ জলতত্ত্ব, সুদর্শন তেজস্তত্ত্ব, ভূতাকাশসদৃশ নির্ম্মল নভস্তত্ত্ব; অসি ও তমস্তত্ত্ব চর্ম্মস্বরূপ, শার্ঙ্গনামক ধনুঃ কালস্বরূপ এবং কর্ম্মেন্দ্রিয়গণ তূণস্বরূপ।। ১৪-১৫।।

বিশ্বনাথ— মুখ্যতত্ত্বং প্রাণতত্ত্বং প্রাণো বৈ মুখ্য ইতি শ্রুতেঃ। দরবরং শঙ্খম্। অসিং নভস্তত্ত্বং নভোনিভং আকাশতুল্যং নির্ম্মলম্। চর্ম্ম তমোময়ং তমস্তত্ত্বম্।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— মোক্ষতত্ত্ব অর্থাৎ প্রাণতত্ত্ব ইহা শ্রুতিতে বলা হইয়াছে প্রাণই মোক্ষ দরবর শঙ্খ। অসি আকাশতত্ত্ব, কারণ আকাশের ন্যায় নির্ম্মল। চর্ম্ম অন্ধকারময় তমঃ তত্ত্ব।। ১৪-১৫।।

বিবৃতি— শ্রীনারায়ণের অস্ত্রবর্ণন-বিচারে পদ্ম, গদা, শঙ্খ ও চক্রের তত্ত্ব নিরূপিত হইয়াছে। ধর্ম্মজ্ঞানাদি যুক্ত শুদ্ধসত্ত্বই পদ্ম। ত্রিশক্তিযুক্ত মুখ্য প্রাণ বায়ুই গদা, নার (জল) তত্ত্বই শঙ্খ এবং তেজ (অগ্নি) তত্ত্বই চক্র। ওজঃ-শব্দে ইন্দ্রিয়শক্তি (মরুৎ), সহঃ-শব্দে মনঃশক্তি (ব্যোম) এবং বল-শব্দে দৈহিক শক্তি (ক্ষিতি) এই ত্রিশক্তিযুক্ত প্রাণতত্ত্ব গদারূপে বর্ণিত হইয়াছে।। ১৪-১৫।।

ইন্দ্রিয়াণি শরানাহুরাকূতীরস্য স্যন্দনম্।
তন্মাত্রাণ্যস্যাভিব্যক্তিং মুদ্রয়ার্থক্রিয়াত্মতাম্।। ১৬।।

অন্বয়ঃ—ইন্দ্রিয়াণি (জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি) অস্য (পুরুষস্য) শরান্ (তথা) আকূতীঃ (ক্রিয়াশক্তিযুক্তং মনঃ) স্যন্দনং (রথম্) আহুঃ (শাস্ত্রজ্ঞা বদন্তি) তন্মাত্রাণি (পঞ্চতন্মাত্রাণি) অস্য (রথস্য) অভিব্যক্তিং (বহিরভিব্যক্তং রূপপঞ্চাহুঃ) মুদ্রয়া (ধৃতমুদ্রয়া) অর্থক্রিয়াত্মতাং (বরদাভয়দাদি রূপত্বং বিভর্ত্তি)।। ১৬।।

অনুবাদ— জ্ঞানেন্দ্রিয়গণ শরস্বরূপ, ক্রিয়াশক্তিযুক্ত মনঃ রথস্বরূপ পঞ্চতন্মাত্র তদীয় রথের অভিব্যক্তরূপস্বরূপ এবং ধৃতমুদ্রা বর-অভয়-প্রভৃতি স্বরূপ।। ১৬।।

বিশ্বনাথ— আকূতিঃ ক্রিয়াশক্তিযুতং মনঃ। স্যন্দনং রথং। রথস্য বিভূতির্মনঃ। তন্মাত্রাণি শব্দাদয়ো বিষয়া অভিব্যক্তিঃ অস্য অভিব্যক্তেরাবির্ভাবস্য বিভূতয়ঃ। বিষয়জিঘৃক্ষারূপস্য মনোরথস্য বহিরভিব্যক্তিরূপা এব শব্দাদয়ো বিষয়ী ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যা ইত্যর্থঃ। মুদ্রয়া বরদাভয়দারূপয়া ধৃতয়া অর্থক্রিয়াত্মতাং বিভর্ত্তি। অর্থক্রিয়া লোকব্যবহারস্তৎস্বরূপতাং ধত্তে, বরদত্বস্য অভয়দত্বস্য বিভূতয়স্তাস্তা অর্থক্রিয়া ইত্যর্থঃ।। ১৬।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— আকূতি ক্রিয়াশক্তিযুক্তমন স্যন্দন রথ, রথের বিভূতি মন, তন্মাত্রসমূহ শব্দ আদি বিষয় সমূহ। ইহার আবির্ভাবের বিভূতিসমূহ বিষয় জানিবার অর্থাৎ মনরথের বাহিরে অভিব্যক্তিরূপই শব্দাদি বিষয়ী ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যসমূহ। মুদ্রাদ্বারা বরদ ও অভয়দরূপ দ্বারা ধৃত অর্থ ক্রিয়ারূপতা ধারণ করিতেছেন। অর্থ ক্রিয়া অর্থাৎ লোক ব্যবহার তাহার স্বরূপ ধারণ করিতেছেন। বরদত্ব ও অভয়দত্ব ইহার বিভূতি সময় সেই সেই অর্থ ক্রিয়া।।

মণ্ডলং দেবযজনং দীক্ষাসংস্কার আত্মনঃ।
পরিচর্য্যা ভগবত আত্মনো দুরিতক্ষয়ঃ।। ১৭।।

অন্বয়ঃ— মণ্ডলং (সূর্য্যমণ্ডলং) দেবযজনং (দেবপূজাভূমিং ভাবয়েৎ) দীক্ষা সংস্কার আত্মনঃ (গুরুকৃতাং মন্ত্রদীক্ষামেবাত্মনস্তৎপূজাযোগ্যতাং ভাবয়েদিত্যর্থঃ) ভগবতঃ পরিচর্য্যা আত্মনঃ দুরিতক্ষয়ঃ (ভগবতস্তাং পরিচর্য্যাং স্বস্য সকলপাপক্ষয়ায়েত্যেবং ভাবয়েদিত্যর্থঃ)।।১৭

অনুবাদ—সূর্যমণ্ডল ভগবৎপূজাধিষ্ঠান, দীক্ষাসংস্কার ভগবৎপূজাধিকার এবং ভগবৎসেবাই নিজের সর্ব্বপাপ বিনাশস্বরূপ।। ১৭।।

বিশ্বনাথ—সূর্য্যস্যৈব ভগবদ্বিগ্রহস্য যন্মণ্ডলং তদ্দেবযজনং দেবপূজাভূমিং, দীক্ষা তন্মন্ত্রোপদেশ এব আত্মনো জীবস্য সংস্কারঃ তন্মন্ত্রপ্রয়োগস্য বিভূতির্জীবসংস্কার ইত্যর্থঃ। পরিচর্য্যেতি তৎপরিচর্য্যায়া জীবদূরিতক্ষয় এব বিভূতিঃ।। ১৭।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— সূর্য্যেরই ভগবৎ বিগ্রহরূপের যে মণ্ডল তাহা দেবপূজা ভূমি, দীক্ষা তাহার মন্ত্র, উপদেশই জীবের সংস্কার, সেই মন্ত্র প্রয়োগের বিভূতি জীব সংস্কার ইহাই অর্থ। তাহার পরিচর্য্যা দ্বারা জীবের পাপক্ষয়ই বিভূতি।। ১৭।।

ভগবান্ ভগশব্দার্থং লীলাকমলমুদ্বহন্।
ধর্ম্মং যশশ্চ ভগবাংশ্চামরব্যজনেঽভজৎ।। ১৮।।

অন্বয়ঃ—ভগবান্ ভগশব্দার্থম্ (ঐশ্বর্য্যাদিষাড়্গুণ্যং) লীলাকমলং (লীলাধৃতং পদ্মম্) উদ্বহন্ (ধারয়তীত্যর্থঃ) ভগবান্ ধর্ম্মং যশঃ চ (ধর্ম্মোযশোরূপে) চামরব্যজনে (চামরব্যজনযুগলঞ্চ) অভজৎ (স্বীকরোতি)।। ১৮।।

অনুবাদ—ভগবান্ ভগ-শব্দবাচ্য ঐশ্বর্য্যাদি-ষাড়্গুণ্যরূপ লীলাকমল এবং ধর্ম্ম ও যশঃস্বরূপ চামরব্যজন-যুগল স্বীকার করিয়া থাকেন।। ১৮।।

বিশ্বনাথ— ভগশব্দস্যার্থং অর্থচতুষ্কং লীলাকমলং দধদিতি লীলাকমলস্য বিভূতয়ঃ ঐশ্বর্য্যশ্রীজ্ঞানবৈরাগ্যাণি প্রাকৃতানি। ধর্ম্মঃ যশশ্চ প্রাকৃতং চামরব্যঞ্জনয়োর্ব্বিভূতী।

টীকার বঙ্গানুবাদ— ভগ শব্দের চারিপ্রকার অর্থ লীলাকমল ধারণ করিতেছেন ইহা লীলাকমলের বিভূতি সমূহ ঐশ্বর্য্য শ্রী জ্ঞান ও বৈরাগ্য এইসকল প্রাকৃত। ধর্ম্ম ও যশ প্রাকৃত চামর ও ব্যজনের বিভূতিদ্বয়।। ১৮।।

আতপত্রন্তু বৈকুণ্ঠং দ্বিজা ধামাকুতোভয়ম্।
ত্রিবৃদ্বেদঃ সুপর্ণাখ্যো যজ্ঞং বহতি পুরুষম্।। ১৯।।

অন্বয়ঃ— (হে) দ্বিজাঃ,—আতপত্রং (ছত্রং) তু অকুতোভয়ং (সর্ব্বভয়রহিতং) বৈকুণ্ঠং ধাম (ভবতি) ত্রিবৃদ্বেদঃ (ঋগ্ যজুঃসামরূপো বেদঃ) সুপর্ণাখ্যঃ (গরুড়রূপং বাহনং ভবতি স চ) যজ্ঞং (যজ্ঞরূপং) পুরুষং (বিষ্ণু) বহতি (ধারয়তি)।। ১৯।।

অনুবাদ— হে দ্বিজগণ,—শ্রীহরির আতপত্রই সর্ব্বভয়রহিত বৈকুণ্ঠধাম এবং বেদত্রয়ই গরুড়স্বরূপ। ঐ বেদ যজ্ঞরূপী বিষ্ণুকে ধারণ করিয়াছে।। ১৯।।

বিশ্বনাথ— হে দ্বিজা অকুতোভয়ং ধাম বৈকুণ্ঠমেব আতপত্রং ছত্রং অভজদিতি লোকগতং যৎকিঞ্চিন্নির্ভয়ত্বং প্রতীয়তে তৎ খলু ছত্রস্যৈব বিভূতিরিত্যর্থঃ। ত্রিবৃৎ ঋগ্-যজুঃসামরূপো বেদো বেদোক্তো যাগাদিরিত্যর্থঃ।। ১৯।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— হে দ্বিজগণ! অকুতোভয় ধাম বৈকুণ্ঠই ছত্র ধারণ করেন। ইহা লোকগত যৎ কিঞ্চিৎ নির্ভয়ত্ব জ্ঞান হয়, তাহা নিশ্চয়ই ছত্রেরই বিভূতি। ত্রিবৃৎ ঋক্ যজু সামরূপ বেদ, বেদোক্ত যাগাদি ইহার অর্থ।।

অনপায়িনী ভগবতী শ্রীঃ সাক্ষাদাত্মনো হরেঃ।
বিষ্বক্‌সেনস্তন্ত্রমূর্ত্তির্বিদিতঃ পার্ষদাধিপঃ।
নন্দাদয়োঽষ্টৌ দ্বাঃস্থাশ্চ তেঽণিমাদ্যাহরের্গুণাঃ।। ২০

অন্বয়ঃ— ভগবতী শ্রীঃ সাক্ষাৎ আত্মনঃ (আত্মস্বরূপস্য) হরেঃ অনপায়িনী (নিত্যা শক্তির্ভবতি) পার্ষদাধিপঃ (পার্ষদপ্রধানঃ) বিষ্বক্‌সেনঃ তন্ত্রমূর্ত্তিঃ (পঞ্চরাত্রাদ্যাগমরূপঃ) বিদিতঃ (প্রসিদ্ধঃ) অণিমাদ্যাঃ তে (প্রসিদ্ধা অষ্টৌ) গুণাঃ নন্দাদয়ঃ অষ্টৌ দ্বাঃস্থাঃ চ (দ্বারপালাশ্চ ভবন্তি)।।

অনুবাদ—ভগবতী লক্ষ্মীদেবী জগদন্তর্য্যামী শ্রীহরির নিত্যশক্তিস্বরূপিণী, পার্ষদপ্রধান বিষ্বক্‌সেন পঞ্চরাত্রাদি আগম-স্বরূপ এবং নন্দাদি অষ্ট দ্বারপাল অণিমাদি অষ্টগুণ-স্বরূপ।। ২০।।

বিশ্বনাথ—অনপায়িনী একরূপা সাক্ষাৎ স্বরূপভুতা শক্তিঃ অস্যাহ্লাদিনীশক্তের্ব্বিভূতির্লৌকিকঃ স্বর্গাদ্যানন্দ উহ্যঃ। তন্ত্রমূর্ত্তিঃ পঞ্চরাত্রাদ্যাগমরূপ ইতি পঞ্চরাত্রা-

দ্যাগমা বিষ্বক্‌সেনস্য বিভূতয় ইত্যর্থঃ। হরের্দ্বাঃস্থা যে নন্দাদয়স্তে অণিমাদ্যা গুণা অন্যগতা বিভূতয়ঃ।। ২০।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— অনপায়িনী একরূপা সাক্ষাৎ স্বরূপভূতা শক্তি, ইহার আহ্লাদিনী শক্তির বিভূতি লৌকিক স্বর্গাদি আনন্দ, ইহা প্রকাশ হয় নাই। তন্ত্রমূর্ত্তি পঞ্চরাত্রাদি, আগমরূপ পঞ্চরাত্রাদি আগমসমূহ। বিষ্বক্‌সেনের বিভূতি-সমূহ শ্রীহরির দ্বারা, যেসকল নন্দ প্রভৃতি। তাহারা অণিমাদি গুণসমূহ অন্যগত বিভূতিসমূহ।। ২০।।

তথ্য— নন্দ, সুনন্দ,জয়, বিজয়, চণ্ড, প্রচণ্ড, ভদ্র, সুভদ্র, ধাতা, বিধাতা, কুমুদ, কুমুদাক্ষ, পুণ্ডরীক, বামন, শঙ্কুকর্ণ, সর্ব্বনেত্র, সুমুখ, সুপ্রতিষ্ঠিত। (পদ্মপুরাণ উত্তর-খণ্ড ২৫৬।৯-২১ শ্লোক দ্রষ্টব্য)।। ২০।।

বাসুদেবঃ সঙ্কর্ষণঃ প্রদ্যুম্নঃ পুরুষঃ স্বয়ম্।
অনিরুদ্ধ ইতি ব্রহ্মান্ মূর্ত্তিব্যূহোঽভিধীয়তে।। ২১।।

অন্বয়ঃ— (হে) ব্রহ্মন্!—পুরুষঃ (শ্রীনারায়ণঃ) স্বয়ম্ (এব) বাসুদেবঃ সঙ্কর্ষণঃ প্রদ্যুম্নঃ অনিরুদ্ধ ইতি মূর্ত্তিব্যূহঃ অভিধীয়তে (স এব তৈর্মূর্ত্তিভেদৈঃ পূজ্যত ইত্যর্থঃ)।। ২১।।

অনুবাদ— হে ব্রহ্মন্,—শ্রীনারায়ণ স্বয়ংই বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ মূর্ত্তিভেদে অভিহিত হইয়া থাকেন।। ২১।।

বিশ্বনাথ— দ্বাঃস্থানুক্ত্বা দিক্‌চতুষ্টয়গতাংশ্চতুরো ব্যূহানাহ বাসুদেব ইত্যাদিমূর্ত্তিসমূহঃ। স্বয়ং পুরুষো ভগ-বানেবেত্যন্বয়ঃ।। ২১।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— দ্বারীসমূহের কথা বলিয়া চতুর্দ্দিকেস্থিত চারিব্যূহের কথা বলিতেছেন—বাসুদেব সঙ্কর্ষণ প্রদ্যুম্ন অনিরুদ্ধ, স্বয়ং পুরুষ ভগবানই।। ২১।।

স বিশ্বস্তৈজসঃ প্রাজ্ঞস্তুরীয় ইতি বৃত্তিভিঃ।
অর্থেন্দ্রিয়াশয়জ্ঞানৈর্ভগবান্ পরিভাব্যতে।। ২২।।

অন্বয়ঃ— সঃ ভগবান্ (এব) অর্থেন্দ্রিয়াশয়জ্ঞানৈঃ (অর্থা বাহ্যাঃ ইন্দ্রিয়ং মনঃ, আশয়স্তদুভয়সংস্কারযুক্ত-মজ্ঞানং, জ্ঞানং তত্রিতয়সাক্ষি তদুপহিতাভিঃ) বৃত্তিভিঃ (জাগ্রদাদ্যবস্থাভিঃ) বিশ্বঃ তৈজসঃ প্রাজ্ঞঃ তুরীয় ইতি পরিভাব্যতে (পরিচিন্ত্যতে)।। ২২।।

অনুবাদ— সেই ভগবান্‌ই বিষয়, ইন্দ্রিয়, আশয় ও জ্ঞানযুক্ত বৃত্তিসমূহদ্বারা বিশ্ব, তৈজস, প্রাজ্ঞ ও তুরীয়রূপে চিন্তিত হইয়া থাকেন।। ২২।।

বিশ্বনাথ— চতুর্ণাং ব্যূহানাং বিভূতীরাহ স ইতি। অর্থাদ্যা ইন্দ্রিয়ং মনঃ আশয়স্তদুভয়সংস্কারযুক্তং। সুখ-মহমস্বাপ্সমিতি সুখং ন কিঞ্চিদবেষমিত্যাকারকমজ্ঞানঞ্চ তথা জ্ঞানঞ্চেতি তৈর্যা বিশ্ব ইত্যাদ্যা বৃত্তয়স্তাভিঃ স ভগ-বানেবপরিভাব্যতেপরিচিন্ত্যতে চতুর্ণাং ব্যূহানামেব বিশ্বা-দ্যাশ্চত্বারো বৃত্তয়ো নিয়ম্যা বিভূতয় ইতি ভাবঃ। অত্র বাসু-দেবস্য বিশ্বঃ। সঙ্কর্ষণস্য তৈজসঃ। প্রদ্যুম্নস্য প্রাজ্ঞঃ। অনিরুদ্ধস্য তুরীয়ো জ্ঞানমিতি বিভূতয়ো বিবেচনীয়াঃ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— চারিব্যূহের বিভূতি বলিতেছেন —অর্থাদি ইন্দ্রিয় মন আশয় ঐ উভয়ের সংস্কারযুক্ত। 'সুখে আমি ঘুমাইয়াছিলাম, সুখকে কিঞ্চিৎও জানিতে পারি নাই।' এইরূপ অজ্ঞানও, সেইরূপ জ্ঞানও, উহাদের দ্বারা যে বিশ্ব ইত্যাদি বৃত্তিসমূহ, তাহাদের দ্বারা সেই ভগবানই ভাবনা করেন চিন্তা করেন। চতুর্ব্যূহেরই বিশ্ব আদি চারিটি বৃত্তি অধীন বৃত্তিসমূহ। এস্থলে বাসুদেবের বিভূতি বিশ্ব সঙ্কর্ষণের তৈজস, প্রদ্যুম্নের প্রাজ্ঞ, অনিরুদ্ধের তুরীয় জ্ঞান এই বিভূতিসমূহ বিবেচনা কর্ত্তব্য।। ২২।।

বিবৃতি— আধ্যক্ষিক বহিরিন্দ্রিয়চালিত বিষয়সমূহই অর্থ; বিষয়-গ্রহণকারিণী শক্তিই ইন্দ্রিয়; আশয়-শব্দে মন, যদ্দ্বারা জ্ঞান আবৃত ও বিক্ষিপ্ত হয়; আর জ্ঞান ঐ তিনটীর সাক্ষী বা জ্ঞাতা।। ২২।।

অঙ্গোপাঙ্গায়ুধাকল্পৈর্ভগবাংস্তচ্চতুষ্টয়ম্।
বিভর্ত্তি স্ম চতুর্মূর্ত্তির্ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ।। ২৩।।

অন্বয়ঃ— অঙ্গোপাঙ্গায়ুধাকল্পৈঃ (উপলক্ষিতঃ) ভগবান্ হরি চতুর্মূর্ত্তিঃ (বাসুদেবাদিচতুর্মূর্ত্তিঃ সন্) তচ্চতুষ্টয়ং (বিশ্বাদি চতুষ্টয়ং) বিভর্ত্তি স্ম (ধারয়তি তচ্চতুষ্টয়ং বিভ্রদপি) ভগবান্ ঈশ্বরঃ (এব ন তু তস্য জীবত্বমিতি)।। ২৩।।

অনুবাদ— ভগবান্ শ্রীহরি বাসুদেবাদি মূর্ত্তিচতুষ্টয়রূপে বিশ্বাদিরূপচতুষ্টয় ধারণ করিয়াও ঈশ্বররূপেই অবস্থিত রহিয়াছেন।। ২৩।।

বিশ্বনাথ— ব্যঞ্জিতমেবার্থং স্পষ্টয়তি অঙ্গাদিভিঃ সহিত এব চতুর্মূর্ত্তির্ভগবান্ চতুষ্টয়ং বিশ্বাদি চতুষ্কং নিয়ামকতয়া বিভর্ত্তি। অঙ্গোপাঙ্গায়ুধাকল্পসহিতস্যৈব বাসুদেবস্য বিভূতির্বিশ্বমিত্যেবমেব সঙ্কর্ষণাদীনাং তৈজসাদ্যা বিভূতয়ঃ। হরিরিত্যুপাসকানাং দুরিতহর্ত্তা, ঈশ্বরো বিশ্বাদীনাং নিয়ন্তা।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— প্রকাশিত অর্থই স্পষ্ট করিয়া বলিতেছেন—অঙ্গাদির সহিতই চতুর্মূর্ত্তি ভগবান্ চারিটি বিশ্বাদি চারিজন নিয়ামকরূপে ধারণ করেন। অঙ্গ, উপাঙ্গ, আয়ুধ, আকল্প সহিতই বাসুদেবের বিভূতি বিশ্ব। এইরূপেই সঙ্কর্ষণাদির তৈজস আদি বিভূতি সমূহ। হরি অর্থাৎ উপাসকসমূহের পাপহরণকারী ঈশ্বর, বিশ্বাদির নিয়ন্তা।। ২৩।।

বিবৃতি— বাসুদেবাদি মূর্ত্তিচতুষ্টয় ব্যূহনামে অভিহিত হয়। ঐ চতুর্মূর্ত্তি বিশ্ব, রাজস, তামস ও তুরীয় বৃত্তিচতুষ্টয়ের দ্বারা সেবিত হন। রূপরসাদি বাহ্য বিষয়, ইন্দ্রিয়াধিপতি মন, স্থূলসূক্ষ্ম-জগৎ দর্শনকারী অহঙ্কার, এই ত্রিবিধ ব্যাপার দর্শনকারীর জ্ঞান—এই চারি প্রকার বৃত্তির উপযোগী উপাস্যরূপ ধারণ করেন। বাসুদেব অঙ্গ, সঙ্কর্ষণ উপাঙ্গ, প্রদ্যুম্ন অস্ত্র ও অনিরুদ্ধ পারিষদ, ভগবান্ উপাস্যবিচারে এই চতুর্মূর্ত্তি ধারণ করেন।

স্থূল বিশ্ব, সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়বৃত্তি, অহঙ্কার অজ্ঞানবশে স্থূলসূক্ষ্ম ভোগবিচার এবং তন্নিরাসকারী তুরীয় জ্ঞান দ্বারা উপাস্য চতুষ্টয় সর্ব্বতোভাবে ধ্যাত হন।। ২৩।।

দ্বিজঋষভ স এব ব্রহ্মযোনিঃ স্বয়ংদৃক্
স্বমহিমপরিপূর্ণো মায়য়া চ স্বয়ৈতৎ।
সৃজতি হরতি পাতীত্যাখ্যয়ানাবৃতাক্ষো
বিবৃত ইব নিরুক্তস্তৎপরৈরাত্মলভ্যঃ।। ২৪।।

অন্বয়ঃ— (হে) দ্বিজঋষভ,—(হে দ্বিজোত্তম! শৌনক!) তৎপরৈঃ (ভক্তৈঃ) আত্মলভ্যঃ (আত্মত্বেন লভ্যঃ) স্বয়ংদৃক্ (স্বপ্রকাশঃ) স্বমহিমপরিপূর্ণঃ (স্বস্য মহিম্না পরিপূর্ণস্বরূপঃ) ব্রহ্মযোনিঃ (বেদস্য কারণং) সঃ এষঃ (ভগবান্ এক এব) অনাবৃতাক্ষঃ (অনাচ্ছন্নজ্ঞানোঽপি) স্বয়া (স্বকীয়কয়া) মায়য়া এতৎ (বিশ্বং) সৃজতি পাতী (রক্ষতি) হরতি চ (ইতিকৃত্বা) আখ্যয়া (ব্রহ্মাদিরূপয়া সংজ্ঞয়া) বিবৃতঃ ইব (ভিন্ন ইব) নিরুক্তঃ (শাস্ত্রেষু নির্দ্দিষ্টঃ কিন্তু বস্তুতো ন ভিন্ন ইত্যর্থঃ)।। ২৪।।

অনুবাদ— হে দ্বিজবর! ভক্তগণকর্ত্তৃক আত্মরূপে লভ্য, স্বপ্রকাশ, স্বমহিমাপরিপূর্ণ, বেদযোনি ভগবান্ অনাবৃতজ্ঞানযুক্ত হইয়াও স্বীয় মায়াদ্বারা এই বিশ্বের সৃষ্টি-স্থিতি-সংহার সাধন করায় ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর নামে ভিন্ন ভিন্ন পুরুষের ন্যায় শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছেন, পরন্তু তিনি বস্তুতঃ ভিন্ন নহেন।। ২৪।।

বিশ্বনাথ— তস্য চতুর্মূর্ত্তিতামুক্ত্বা ত্রিমূর্ত্তিতামাহ হে দ্বিজঋষভ এষ ভগবান্ ব্রহ্মণো বেদস্য যোনিঃ প্রকাশকঃ, ন চাস্য কোঽপি প্রকাশক ইত্যাহ। স্বয়ংদৃক্ স্বপ্রকাশঃ। ন চাস্য রাজ্ঞ ইবৈশ্বর্য্যার্থং প্রকৃত্যপেক্ষেত্যাহ— স্বমহিমপরিপূর্ণঃ। কিন্তু ক্রীড়ার্থমেব স্বয়া স্বশক্ত্যা মায়য়া মায়াখ্যয়া ব্রহ্মাদিনাম্না সৃজতি পাতি ইত্যেবম্ অনাবৃতাক্ষোঽপি অপরিচ্ছিন্নজ্ঞানোঽপি মায়য়া বিবৃত ইব কৃতবিবরণ ইব নিরুক্ত ইব। বস্তুতস্তু নির্ব্বক্তুং বিবরিতুং ব্রহ্মাদিভিরপ্যয়মশক্য এবেতি ভাবঃ। তর্হি কিমর্থমেতাবানায়াসঃ কৃতস্তত্রাহ—তৎপরৈস্তদ্ভক্তজনৈরাত্মনা মনসা এতাদৃশধ্যানেন লভ্য ইতি। অত্র তৎ পাদাদীনাং বিভূতিভিঃ পৃথিব্যাদিভির্দৃষ্ট-স্মৃতাদিভিরেব তৎপাদাদিস্মরণং সুখেন ভবেৎ। তথাহি সর্ব্বদা ধ্যেয়স্য মৎপ্রভোশ্চরণস্যৈব বিভূতিরিয়ং পৃথ্বী সর্ব্বদা দৃশ্যতে অতঃ পৃথ্বীমাশ্রিতাঃ স্থাবরজঙ্গমা

মৎপ্রভোশ্চরণাশ্রিতা এব তে ময়া সম্মাননীয়া এব নতু দ্বেষ্টব্যাঃ। তথা মৎপ্রভোর্বক্ষসি বৃতস্য কৌস্তুভস্য বিভূতয়ঃ সর্ব্বেঽপি জীবাঃ অতস্তেষামেকোঽপি ময়া দ্বেষ্টুং নিন্দিতুং বা ন যুজ্যত ইত্যেবং ভাবনৈবাত্র ফলং দ্রষ্টব্যম্।। ২৪।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— সেই চতুর্মূর্ত্তিরূপ বলিয়া ত্রিমূর্ত্তিভাব বলিতেছেন— হে দ্বিজ শ্রেষ্ঠ। এই ভগবান্ ব্রহ্মের অর্থাৎ বেদের প্রকাশক, ইহার কোন প্রকাশক নাই ইনি স্বপ্রকাশ, ইঁহার রাজার ন্যায় ঐশ্বর্য্যের জন্য প্রকৃতির অপেক্ষা নাই, ইহাই বলিতেছেন—নিজ মহিমা পরিপূর্ণ। কিন্তু ক্রীড়ার জন্যই নিজশক্তি মায়া দ্বারা ব্রহ্মাদি নামে সৃজন করেন, পালন করেন। এইরূপ অনাবৃত দৃষ্টি হইয়াও অপরিচ্ছিন্ন জ্ঞানবান্ হইয়াও মায়াদ্বারা বিবরণ করেন নিরুক্তের ন্যায়। বস্তুত বিবরণ করিতে ব্রহ্মাদির দ্বারাও, ইনি আসক্তই, ইহাই ভাবার্থ। তাহা হইলে কি কারণ এই প্রকার কষ্ট স্বীকার করেন? তাহার উত্তরে বলিতেছেন—তাহার ভক্তগণের দ্বারা মনে মনে এইরূপ ধ্যানদ্বারা তিনি প্রাপ্ত হন। এস্থলে তাহার চরণাদির বিভূতি সমূহ দ্বারা, পৃথিবী আদি দ্বারা দৃষ্ট ও স্মরণাদি দ্বারা তাহার চরণাদি স্মরণ সুখের হয়, তাহাই সর্ব্বদা ধ্যেয়। আমার প্রভুর চরণেরই বিভূতি এই পৃথিবীকে সর্ব্বদা দেখিতেছি। অতএব পৃথিবীকে আশ্রয় করিয়া স্থাবর জঙ্গম প্রাণীগণ আমার প্রভুর চরণ আশ্রিতগণই। তাহারা আমা-কর্ত্তৃক সম্মানের যোগ্যই। বিদ্বেষের যোগ্য নয়। সেইরূপ আমার প্রভুর বক্ষে ধৃত কৌস্তুভের বিভূতিসমূহ এই সকল জীব। অতএব তাহাদের একজনও আমা-কর্ত্তৃক বিদ্বেষের বা নিন্দার যোগ্য নহে। এই প্রকার ভাবনা দ্বারাই এস্থলে ফল পাওয়া যাইবে।। ২৪।।

শ্রীকৃষ্ণ কৃষ্ণসখ বৃষ্ণ্যৃষভাবনিধ্রুগ্-
রাজন্যবংশদহনানপবর্গবীর্য্য।
গোবিন্দ গোপবনিতাব্রজভৃত্যগীত-
তীর্থশ্রবঃ শ্রবণমঙ্গল পাহি ভৃত্যান্।। ২৫।।

অন্বয়ঃ— (হে) কৃষ্ণসখ।—(অর্জ্জুনস্য সখে।) বৃষ্ণ্যৃষভ! (বৃষ্ণিশ্রেষ্ঠ।) অবনিধ্রুগ্‌রাজন্যবংশদহন! (অবনিদ্রুহো যে রাজন্যাস্তেষাং বংশস্য দহন!) অনপবর্গবীর্য্য! (অনপবর্গমক্ষীণং বীর্য্যং যস্য স তৎসম্বোধনং) শ্রবণমঙ্গল! (শ্রবণমেবমঙ্গলং যস্য স তৎসম্বোধনং) গোপবনিতাব্রজভৃত্যগীত তীর্থশ্রবঃ (গোপবনিতানাং ব্রজাঃ সমূহা ভৃত্যা নারদাদয়স্তৈর্গীতং তীর্থভূতং শ্রবঃ কীর্ত্তির্যস্য স তৎসম্বোধনং) গোবিন্দ! শ্রীকৃষ্ণ! (ত্বং) ভৃত্যান্ (সেবকান্ অস্মান্) পাহি (রক্ষ)।। ২৫।।

অনুবাদ— হে কৃষ্ণসখ,—বৃষ্ণিবর! ক্ষিতিদ্রোহিরাজন্যবংশদহন! শ্রবণমঙ্গল! গোপবধূ-ভক্তগণ-কীর্ত্তিত-পুণ্যকীর্ত্তিশালিন্! গোবিন্দ! শ্রীকৃষ্ণ! আপনি মাদৃশ সেবকগণকে রক্ষা করুন্।। ২৫।।

বিশ্বনাথ— যদংশস্যেদমুপাসনমুক্তং তং শ্রীকৃষ্ণং স্বেষ্টদেবং পরিচায়য়ন্ প্রার্থয়তে শ্রীকৃষ্ণেতি। কৃষ্ণস্যার্জ্জুনস্য সখে ইতি পাণ্ডবেষু স্নেহঃ স্ববশীকারকঃ বৃষ্ণ্যৃষভেতি যাদবেষু। তত্র কিং দ্যোতকমিত্যত আহ অবনিদ্রুহো যে রাজন্যাস্তেষাং বংশস্য দহন। যদ্বা তএব বংশাস্তৎ পরস্পরসংমর্দ্দোত্থ বহ্নে। তেন পাণ্ডবানাং যাদবানাঞ্চ বৈরিণঃ সংহৃত্য তেষাং পালক ইতি। অনপবর্গক্ষীণং বীর্য্যং পরাক্রমো যস্মাদিতি পাণ্ডবান্ যাদবাংশ্চ যো ভবান্ সর্ব্বজয়িনশ্চকারেতি ভাবঃ। গোবিন্দেতি ব্রজস্থলোকেষু ততোঽপ্যতিস্নেহঃ। তত্র কিং দ্যোতকমিত্যত আহ— গোপবনিতানাং ব্রজস্য সমূহস্য যো ভৃত্যঃ 'আসামহো চরণরেণুজুষামহং স্যামি,' ত্যুক্তেবাভীপ্সিতভৃত্যভাব উদ্ধবস্তেন গীতং তা নমস্যান্নিদং জগাবিতি শ্রীশুকোক্তের্যদ্‌গীতং তীর্থং জগৎপাবনং শ্রবো যশস্তদেব শ্রবণমঙ্গলং কর্ণসুখপ্রদং যস্য হে তথাভূত।। ২৫।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— যাঁহার অংশের এই উপাসনা বলা হইল, সেই শ্রীকৃষ্ণকে নিজ ইষ্টদেব পরিচয় দিয়া প্রার্থনা করিতেছেন—শ্রীকৃষ্ণের সখা অর্জ্জুন ইহা পাণ্ডবগণের প্রতি স্নেহ, নিজবশীকারক বৃষ্ণিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। তাহাতে কি প্রকাশ পাইল? ইহার উত্তরে বলিতেছেন—

পৃথিবীর দ্রোহকারী যে রাজন্যগণ তাহাদের বংশের দহনকারী অগ্নি অথবা তাহারাই বংশ, তাহাদের পরস্পর মর্দ্দন হইতে উত্থিত অগ্নি, তাহা দ্বারা পাণ্ডবগণের ও যাদবগণের শত্রুসংহার করিয়া তাহাদের পালক শ্রীকৃষ্ণ অক্ষীণ পরাক্রম যাহা হইতে পাণ্ডবগণ ও যাদবগণকে যে আপনি সর্ব্বজয়ী করিয়াছেন। ইহাই ভাবার্থ। গোবিন্দ অর্থাৎ ব্রজবাসী লোকের প্রতি তাহা হইতেও অধিক স্নেহ। তাহাতে কি প্রকাশ পাইল? ইহার উত্তরে বলিতেছেন— গোপ বণিতাগণের ব্রজের সমূহ লোকের যিনি ভৃত্য। উদ্ধব মহাশয় বলিয়াছেন আমি আশাকরি ব্রজবাসীগণের চরণরেণু সেবাকারিগণের মধ্যে আমি একজন হই। এই উক্তি দ্বারা প্রার্থিত ভৃত্যগণ সেই উদ্ধব কর্ত্তৃক গীত, সেই ব্রজগোপীগণকে নমস্কার করিয়া ইহা বলিতেছিলেন। এই শ্রীশুকদেবের উক্তি দ্বারা যে গীত, তীর্থ অর্থাৎ জগৎ পাবন যশ, তাহাই শ্রবণ মঙ্গল কর্ণ সুখপ্রদ, যাঁহার, হে কৃষ্ণ! আপনি সেইরূপ ভৃত্যসমূহকে পালন করুন।। ২৫।।

য ইদং কল্য উত্থায় মহাপুরুষলক্ষণম্।
তচ্চিত্তঃ প্রযতো জপ্ত্বা ব্রহ্ম বেদ গুহাশয়ম্।। ২৬।।

অন্বয়ঃ— যঃ (পুমান্) কল্য (উষঃকালে) উত্থায় তচ্চিত্তঃ (তদ্‌গতচিত্তঃ) প্রযতঃ (শুচিশ্চ সঃ) ইদং (পূর্ব্বোক্তমন্ত্রং) জপ্ত্বা মহাপুরুষলক্ষণং (তদ্রূপং) গুহাশয়ং (হৃদিস্থং) ব্রহ্ম বেদ (পশ্যতি)।। ২৬।।

অনুবাদ— যিনি ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে উত্থিত হইয়া শুচি ও তদ্‌গতচিত্তে পূর্ব্বোক্তমন্ত্র জপ করেন, তিনি মহাপুরুষরূপী হৃদয়স্থ ব্রহ্মের দর্শন লাভ করিয়া থাকেন।। ২৬।।

বিশ্বনাথ— য ইদং মহাপুরুষলক্ষণং ব্রহ্মাতত্ত্বস্বরূপং জপ্ত্বা বেদ স গুহাশয়ং পরমাত্মানমেব বেদেত্যন্বয়ঃ।। ২৬

টীকার বঙ্গানুবাদ— যিনি এই মহাপুরুষ লক্ষণ ব্রহ্ম হেতু স্বরূপকে জপ করিয়া জানেন, তিনি হৃদয় অন্তর্য্যামী পরমাত্মাকেই জানেন, এইভাবে অন্বয়।। ২৬।।

শ্রীশৌনক উবাচ—

শুকো যদাহ ভগবান্ বিষ্ণুরাতায় শৃণ্বতে।
সৌরো গণো মাসি মাসি নানা বসতি সপ্তকঃ।। ২৭।।
তেষাং নামানি কর্ম্মাণি নিযুক্তানামধীশ্বরৈঃ।
ব্রূহি নঃ শ্রদ্দধানানাং ব্যূহং সূর্য্যাত্মনো হরেঃ।। ২৮।।

অন্বয়ঃ—শ্রীশৌনকঃ উবাচ,—সৌরঃ (সূর্য্যসম্বন্ধী) সপ্তকঃ গণঃ (সপ্তানাং গণঃ) মাসি মাসি (প্রতিমাসং) নানা (পৃথক্ পৃথক্ স্থানে) বসতি (তিষ্ঠতীতি) ভগবান্ শুকঃ শৃণ্বতে (শ্রবণার্থিনে) বিষ্ণুরাতায় (পরীক্ষিতে) যৎ আহ (উক্তবান্) অধীশ্বরৈঃ (তত্তৎপতিভিস্তত্তন্মাসাধিকৃতসূর্য্যৈর্বা) নিযুক্তানাম্ (অধিষ্ঠিতানাং) তেষাং (সপ্তানাং) নামানি কর্ম্মাণি (চ তথা) সূর্য্যাত্মনঃ (সূর্য্যস্বরূপস্য) হরেঃ ব্যূহং (বিভাগঞ্চ)শ্রদ্দধানানাং (শ্রদ্ধাযুক্তানাং) নঃ (অস্মাকং সমীপে) ব্রূহি (কথয়)।। ২৭-২৮।।

অনুবাদ— শ্রীশৌনক বলিলেন,— হে সূত! সৌর সপ্তগণ প্রতিমাসে বিভিন্নস্থানে অবস্থান করে, ইহা ভগবান্ শুকদেব শ্রবণকারী পরীক্ষিৎ মহারাজের নিকট বলিয়াছিলেন। আপনি তাহাদের অধিপতিগণ কর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত সেই সপ্তমূর্ত্তির নাম, কর্ম্ম এবং সূর্য্যস্বরূপ শ্রীহরির ব্যূহ শ্রদ্ধাশীল আমাদের নিকট বর্ণন করুন।। ২৭-২৮।।

বিশ্বনাথ— হন্তানেন শুকপরীক্ষিৎ-সংবাদময়ং শ্রীভাগবতশাস্ত্রমস্মভ্যং কথিতং তদনন্তরমস্মৎপূর্ব্বকস্য মার্কণ্ডেয়স্য চরিতং তদনুষ্ঠিতভগবৎপূজনতত্ত্বং চাস্মৎ প্রশ্নানুরোধাদুক্তম্। ইদানীং যস্য শ্রীভাগবতস্য তদ্বিষয়স্য স্বয়ং ভগবতশ্চ দৃষ্টান্তঃ শ্রীসূর্য্যঃ কৃষ্ণে স্বধামোপগতে ধর্ম্মজ্ঞানাদিভিঃ সহ। কলৌ নষ্টদৃশামেষ পুরাণার্কোঽধুনোদিত ইত্যেতদুক্ত্যা কৃষ্ণদ্যুমণিনিম্লোচে ইত্যুদ্ধবোক্ত্যা চাবগতস্তং দ্বাদশাত্মকং সকলগ্রহরাজমধুনা দ্বাদশস্কন্ধাত্মকপুরাণরাজসমাপ্তিসময়ে প্রস্তাবয়িতুমহমর্হামীতি মনসি পরামৃশ্যাহ শুক ইতি পঞ্চমে যদাহ তথান্যে চ ঋষয়ো গন্ধর্ব্বাপ্সরসো নাগা, গ্রামণ্যো ঋতুধানা, দেবা ইত্যেকৈকশোগণা সপ্তেত্যাদিনা সৌরঃ সূর্য্যসম্বন্ধী। অধীশ্বরৈঃ অধীশ্বরেণ পরমেশ্বরেণ ইত্যর্থঃ। নন্বলং সূর্য্যবিষয়কেণ প্রশ্নেন তত্রাহ সূর্য্যাত্মনঃ সূর্য্যস্বরূপস্য হরেরেব ব্যূহং ব্রূহি।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— হায় হায়! এই শুকপরীক্ষিত-সংবাদময় শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্র আমাদিগকে বলিলেন—তাহার পর আমাদের পূর্ব্বপুরুষ মার্কণ্ডেয় ঋষির চরিত তাঁহার অনুষ্ঠিত ভগবৎ-পূজন ও তত্ত্ব আমার প্রশ্নের অনুরোধে বলিলেন। এখন যে শ্রীমদ্ভাগবতের এবং তাহার বিষয় স্বয়ং ভগবানের দৃষ্টান্ত শ্রীসূর্য্য, তিনি স্বধাম গমন করিলে ধর্ম্মজ্ঞানাদির সহিত কলিযুগে নষ্ট-দৃষ্টিগণের মধ্যে এই পুরাণ সূর্য্য এখন উদিত হইলেন। এই উক্তিদ্বারা এবং 'কৃষ্ণসূর্য্য অস্ত গেলে পর' এই উদ্ধব বাক্য দ্বারা জানা যায়—সেই দ্বাদশাত্মক সকলগ্রহের রাজা এখন দ্বাদশ-স্কন্ধ স্বরূপ পুরাণরাজের সমাপ্তি সময়ে বলিতে আমি পারি এইমনে চিন্তা করিয়া বলিতেছেন—'শ্রীশুকদেব পঞ্চম-স্কন্ধে যাহা বলিয়াছেন (১) তাহা এবং (২) অন্য ঋষিগণ, (৩) গন্ধর্ব্বগণ, (৪) অপ্সরাগণ, (৫) নাগগণ, (৬) রাক্ষসগণ, (৭) দেবগণ এইসকল এক এক করিয়া সপ্তগণ—ইহাদ্বারা সূর্য্য সম্বন্ধী। অধীশ্বর দ্বারা অর্থাৎ পরমেশ্বর দ্বারা। প্রশ্ন—সূর্য্য বিষয়ক প্রশ্নের কি প্রয়োজন? তাহার উত্তরে বলিতেছেন—সূর্য্যস্বরূপ শ্রীহরিরই ব্যূহ-সমূহের কথা বলুন।। ২৭-২৮।।

বিবৃতি— সূর্য্যসম্বন্ধীয়গণ সাতপ্রকার। কালচক্রে দ্বাদশ মাস, প্রতিমাসে সাতপ্রকার গণসমূহ বাস করে।

বৈশাখাদি দ্বাদশমাসে সূর্য্যের বিভিন্ন নাম, ঋষি, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা, রাক্ষস ও নাগ—এই সাতটি গণ।

বৈশাখক্রমে দ্বাদশ সূর্য্য-নাম—(১) অর্য্যমা, (২) মিত্র, (৩) বরুণ, (৪) ইন্দ্র, (৫) বিবস্বান্, (৬) ত্বষ্টা, (৭) বিষ্ণু, (৮) অংশু, (৯) ভগ, (১০) পূষা, (১১) পর্জ্জন্য ও (১২) ধাতা।

বৈশাখক্রমে দ্বাদশ ঋষিনাম—(১) পুলহ, (২) অত্রি, (৩) বশিষ্ট, (৪) অঙ্গিরা, (৫) ভৃগু, (৬) জমদগ্নি, (৭) বিশ্বামিত্র, (৮) কশ্যপ, (৯) আয়ুঃ, (১০) গৌতম, (১১) ভরদ্বাজ ও (১২) পুলস্ত্য।

বৈশাখক্রমে দ্বাদশ যক্ষনাম—(১) ওজাঃ, (২) রথস্বন, (৩) চিত্রস্বন, (৪) শ্রোতা, (৫) আসারণ, (৬) শতজিৎ, (৭) সত্যজিৎ, (৮) তার্ক্ষ্য, (৯) ঊর্ণ, (১০) সুরুচি, (১১) ঋতু ও (১২) রথকৃৎ।

বৈশাখক্রমে দ্বাদশ গন্ধর্ব্ব-নাম—(১) নারদ, (২) হাহা, (৩) হূহু, (৪) বিশ্বাবসু, (৫) উগ্রসেন, (৬) ধৃতরাষ্ট্র, (৭) সূর্য্যবর্চ্চা, (৮) ঋতসেন, (৯) অরিষ্টনেমি, (১০) সুষেণ, (১১) বিশ্বাঃ ও (১২) তুম্বুরু।

বৈশাখক্রমে দ্বাদশ অপ্সরা নাম—(১) পুঞ্জিকস্থলী, (২) মেনকা, (৩) রম্ভা, (৪) প্রম্লোচা, (৫) অনুম্লোচা, (৬) তিলোত্তমা, (৭) রম্ভা, (৮) উর্ব্বশী, (৯) চিত্তি, (১০) ঘৃতাচী, (১১) শ্যেনজিৎ ও (১২) কৃতস্থলী।

বৈশাখক্রমে দ্বাদশ রাক্ষস নাম—(১) প্রহেতি, (২) পৌরুষেয়, (৩) সহজন্য, (৪) শ্রোতা, (৫) ব্যাঘ্র, (৬) ব্রহ্মাপেত, (৭) মখাপেত, (৮) বিদ্যুচ্ছত্রু, (৯) স্ফূর্জ্জ, (১০) বাত, (১১) বর্চ্চা ও (১২) হেতি।

বৈশাখক্রমে দ্বাদশ নাগনাম—(১) কচ্ছনীর, (২) তক্ষক, (৩) শুক্র, (৪) এলাপত্র, (৫) শঙ্খপাল, (৬) কম্বলাশ্ব, (৭) অশ্বতর, (৮) মহাশঙ্খ, (৯) কর্কোটক, (১০) ধনঞ্জয়, (১১) ঐরাবত ও (১২) বাসুকি।

সূত উবাচ—

অনাদ্যবিদ্যয়া বিষ্ণোরাত্মনঃ সর্ব্বদেহিনাম্।
নির্ম্মিতো লোকতন্ত্রোহয়ং লোকেষু পরিবর্ত্ততে।। ২৯

অন্বয়ঃ— সূতঃ উবাচ,—সর্ব্বদেহিনাম্ আত্মনঃ (অন্তর্য্যামিনঃ) বিষ্ণোঃ অনাদ্যবিদ্যয়া (অনাদিমায়য়া) নির্ম্মিতঃ লোকতন্ত্রঃ (লোকযাত্রানির্ব্বাহকঃ) অয়ং (সূর্য্য) লোকেষু পরিবর্ত্ততে (ভ্রমতি)।। ২৯।।

অনুবাদ— সূত বলিলেন,—নিখিলজীবান্তর্য্যামী শ্রীহরির অনাদিমায়া কল্পিত এই সূর্য্যদেব লোকযাত্রা-নির্ব্বাহকরূপে লোক মধ্যে বিচরণ করিতেছেন।। ২৯।।

বিশ্বনাথ— সচ্চিদানন্দস্বরূপস্য স্বয়ং ভগবতঃ কৃষ্ণস্য শ্রীভাগবতস্য চ দৃষ্টান্তীভূতোহয়ং সূর্য্যঃ প্রাকৃতো ভবিতুং নার্হতীতি মা মংস্থা ইত্যাহ অনাদ্যবিদ্যয়েতি সর্ব্ব-

দেহিনামাত্মনো বিষ্ণোরেবায়ং নির্ম্মিতঃ বিষ্ণুর্নৈবায়ং স্বতেজোমূর্ত্তিঃ সূর্য্যোঽনাদ্যবিদ্যয়া মায়য়া নির্ম্মিতঃ লোক-তন্ত্রঃ লোকযাত্রা প্রবর্ত্তকঃ।।২৯।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—সচ্চিদানন্দস্বরূপ স্বয়ং ভগবান তাহার এবং শ্রীভাগবতের দৃষ্টান্ত স্বরূপ এই সূর্য্য প্রাকৃত সূর্য্য হইতে পারে না? ইহা মনে করিবেন না, ইহাই বলিতেছেন—অনাদি অবিদ্যা দ্বারা সমস্ত দেহিগণের আত্মা বিষ্ণুই এই নির্ম্মিত, বিষ্ণুদ্বারাই এই নিজ তেজ-মূর্ত্তি সূর্য্য অনাদি অবিদ্যা মায়াদ্বারা নির্ম্মিত লোকতন্ত্র অর্থাৎ লোকযাত্রা প্রবর্ত্তক।।২৯।।

এক এব হি লোকানাং সূর্য্য আত্মাদিকৃদ্ধরিঃ।
সর্ব্ববেদক্রিয়ামূলমৃষিভির্বহুধোদিতঃ।।৩০।।

অন্বয়ঃ—লোকানাং (জগতাম্) আত্ম আদিকৃৎ (মূল-কর্ত্তা) একঃ হরিঃ এব হি সূর্য্যঃ (ভবতি স চ) সর্ব্ববেদ-ক্রিয়ামূলং (সর্ব্বাসাং বেদোক্তক্রিয়ানাং মূলং সন্) ঋষিভিঃ (তেনোপাধিনা) বহুধা (বহুরূপঃ) উদিতঃ (উক্তঃ)।।৩০।।

অনুবাদ— জগদন্তর্য্যামী আদিকর্ত্তা অদ্বিতীয় শ্রীহরিই সূর্য্যরূপে প্রকাশিত হইতেছেন। নিখিলবৈদিক-ক্রিয়ার মূলীভূত তিনিই ঋষিগণ-কর্ত্তৃক উপাধিভেদে বহু-রূপে উক্ত হইয়া থাকেন।।৩০।।

বিশ্বনাথ— এক এব লোকানামাত্মা হরিঃ সূর্য্যো বহুধা দ্বাদশধা উক্তঃ।।৩০।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—একই লোকসমূহের আত্মা হরি সূর্য্য দ্বাদশভাবে উক্ত হইয়াছে।।৩০।।

কালো দেশঃ ক্রিয়া কর্ত্তা করণং কার্য্যমাগমঃ।
দ্রব্যং ফলমিতি ব্রহ্মান্ নবধোক্তোঽজয়া হরিঃ।।৩১

অন্বয়ঃ—(হে) ব্রহ্মান্!—(সঃ) হরিঃ অজয়া (মায়য়া) কালঃ (প্রাতরাদিঃ) দেশঃ (সমাদিঃ) ক্রিয়া (অনুষ্ঠানং) কর্ত্তা (ব্রাহ্মণাদিঃ) করণং (স্রুগাদি) কার্য্যং (যাগাদি) আগমঃ (মন্ত্রাদিঃ) দ্রব্যং (ব্রীহ্যাদি) ফলং (স্বর্গাদি) ইতি নবধা (নবপ্রকারঃ) উক্তঃ (বর্ণিতঃ)।।৩১।।

অনুবাদ— হে ব্রহ্মান্!— সেই শ্রীহরি মায়াহেতু কাল, দেশ, ক্রিয়া, কর্ত্তা, করণ, কার্য্য, আগম, দ্রব্য এবং ফলরূপে নবধা উক্ত হইয়াছেন।।৩১।।

বিশ্বনাথ— ন কেবলং সূর্য্যরূপেণ, বহুধা কর্ম্ম-প্রবর্ত্তনার্থং কালাদিরূপেণাপি বহুধেত্যাহ—কাল ইতি। কালঃ প্রাতরাদিঃ দেশঃ বেদিকাদিঃ ক্রিয়া অনুষ্ঠানং কর্ত্তা ব্রাহ্মণাদিঃ। করণং স্রুগাদি কার্য্যং যাগাদি। আগমঃ মন্ত্রাদিঃ। দ্রব্যং ব্রীহ্যাদি। ফলং স্বর্গাদি।।৩১।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— কেবল সূর্য্যরূপে নহে বহু-প্রকার কর্ম্ম প্রবর্ত্তনের জন্য কাল আদিরূপেও বহুপ্রকার ইহাই বলিতেছেন—কাল অর্থাৎ প্রাতঃকাল আদি, দেশ বৈদিক আদি, ক্রিয়া অনুষ্ঠান কর্ত্তা ব্রাহ্মণ আদি, করণ স্রুক আদি, কার্য্য যাগাদি, আগম মন্ত্রাদি, দ্রব্য আদি, ফল স্বর্গাদি।।৩১।।

মধ্বাদিষু দ্বাদশসু ভগবান্ কালরূপধৃক্।
লোকতন্ত্রায় চরতি পৃথগ্দ্বাদশভির্গণৈঃ।।৩২।।

অন্বয়ঃ— কালরূপধৃক্ (কালরূপধারী) ভগবান্ লোকতন্ত্রায় (লোকযাত্রানির্ব্বাহায়) পৃথগ্ (পৃথগ্‌ভূতৈঃ) দ্বাদশভিঃ গণৈঃ (সহ) মধ্বাদিষু দ্বাদশসু (চৈত্রাদিদ্বাদশ-মাসেষু) চরতি (ভ্রমতি)।।৩২।।

অনুবাদ— কালরূপী ভগবান্ লোকযাত্রা নির্ব্বাহের জন্য পৃথক্ পৃথক্ দ্বাদশগণের সহিত চৈত্রাদি দ্বাদশমাসে ভ্রমণ করিয়া থাকেন।।৩২।।

বিশ্বনাথ—কালরূপধারী ভগবানেব সূর্য্যরূপঃ সন্। লোকতন্ত্রায় লোকযাত্রানির্ব্বাহণায়।।৩২।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— কালরূপধারী ভগবানই সূর্য্য-রূপ হইয়া লোকযাত্রা নির্ব্বাহের জন্য দ্বাদশগণ সহ বিচ-রণ করিতেছেন চৈত্র আদি দ্বাদশমাসে।।৩২।।

ধাতা কৃতস্থলী হেতির্বাসুকী রথকৃন্মুনে।
পুলস্ত্যস্তুম্বুরুরিতি মধুমাসং নয়ন্ত্যমী।। ৩৩।।

অন্বয়ঃ— (হে) মুনে। ধাতা (সূর্য্যঃ) কৃতস্থলী (অপ্সরাঃ) হেতিঃ (রাক্ষসঃ) বাসুকিঃ (নাগঃ) রথকৃৎ (যক্ষঃ) পুলস্ত্যঃ (ঋষিঃ) তুম্বুরু ঃ (গন্ধর্ব্বঃ) ইতি অমী (এতে) মধুমাসং (চৈত্রমাসং) নয়ন্তি (অনুবর্ত্তয়ন্তি)।। ৩৩

অনুবাদ—হে মুনে! ধাতানামক সূর্য্য, কৃতস্থলী নাম্নী অপ্সরা, হেতি নামক রাক্ষস, বাসুকি নামক নাগ, রথকৃৎ নামক যক্ষ, পুলস্ত্য নামক ঋষি এবং তুম্বুরু নামক গন্ধর্ব্ব ইঁহারা চৈত্রমাস নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন।। ৩৩।।

বিশ্বনাথ— সৌরো গণো মাসিমাসীতি যৎপৃষ্টং তত্র প্রথমং চৈত্রমাসস্য সপ্তকমাহ ধাতা সূর্য্যঃ। কৃতস্থলী অপ্সরাঃ হেতিঃ রাক্ষসঃ বাসুকির্নাগঃ রথকৃৎ যক্ষঃ পুলস্ত্য ঋষিঃ। তুম্বুরুর্গন্ধর্ব্বঃ।। ৩৩।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— সৌরগণ মাসে মাসে যাহা প্রশ্ন করিয়াছিলেন তাহার উত্তরে প্রথম চৈত্রমাসের সপ্তক বলিতেছেন—ধাতা সূর্য্য, কৃতস্থলী অপ্সরা, হেতি রাক্ষস, বাসুকী নাগ, রথকৃত যক্ষ, পুলস্ত্য ঋষি, তুম্বুরু গন্ধর্ব্ব।।

অর্য্যমা পুলহোঽথৌজাঃ প্রহেতিঃ পুঞ্জিকস্থলী।
নারদঃ কচ্ছনীরশ্চ নয়ন্ত্যেতে স্ম মাধবম্।। ৩৪।।

অন্বয়ঃ—অর্য্যমা (সূর্য্যঃ) পুলহঃ (ঋষিঃ) অথৌজাঃ (যক্ষঃ) প্রহেতিঃ (রাক্ষসঃ) পুঞ্জিকস্থলী (অপ্সরাঃ) নারদঃ (ঋষিঃ) কচ্ছনীরঃ চ (নাগঃ) এতে মাধবং (বৈশাখং) নয়ন্তি স্ম (অনুবর্ত্তয়ন্তি)।। ৩৪।।

অনুবাদ— অর্য্যমানামক সূর্য্য, পুলহ নামক ঋষি, অথৌজা নামক যক্ষ, প্রহেতি নামক রাক্ষস, পুঞ্জিকস্থলী নাম্নী অপ্সরা, নারদ নামক ঋষি, কচ্ছনীর নামক নাগ ইঁহারা বৈশাখ মাস নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন।। ৩৪।।

বিশ্বনাথ— অর্য্যমা সূর্য্যঃ। পুলহঃ ঋষিঃ। অথৌজা যক্ষঃ। প্রহেতী রাক্ষসঃ। পুঞ্জিকস্থলী অপ্সরাঃ। নারদো গন্ধর্ব্বঃ। কচ্ছনীরো নাগঃ। মাধবং বৈশাখং।। ৩৪।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— অর্য্যমা সূর্য্য, পুলহ ঋষি, অথোজা যক্ষ, প্রহেতী রাক্ষস, পুঞ্জিকস্থলী অপ্সরা, নারদ গন্ধর্ব্ব, কচ্ছনীর নাগ, মাধব বৈশাখ।। ৩৪।।

মিত্রোঽত্রিঃ পৌরুষেয়োঽথ তক্ষকো মেনকা হাহাঃ।
রথস্বন ইতি হ্যেতে শুক্রমাসং নয়ন্ত্যমী।। ৩৫।।

অন্বয়ঃ—মিত্রঃ (সূর্য্যঃ) অত্রিঃ (ঋষিঃ) পৌরুষেয়ঃ (রাক্ষসঃ) অথ তক্ষকঃ (নাগঃ) মেনকা (অপ্সরাঃ) হাহাঃ (গন্ধর্ব্বঃ) রথস্বনঃ (যক্ষঃ) ইতি এতে অমী শুক্রমাসং (জ্যৈষ্ঠমাসং) নয়ন্তি হি (অনুবর্ত্তয়ন্তি)।। ৩৫।।

অনুবাদ— মিত্রনামক সূর্য্য, অত্রিনামক ঋষি, পৌরুষেয় নামক রাক্ষস, তক্ষক নামক নাগ, মেনকানাম্নী অপ্সরা, হাহা নামক গন্ধর্ব্ব, রথস্বননামক যক্ষ ইঁহারা জ্যৈষ্ঠ মাস নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন।। ৩৫।।

বিশ্বনাথ— মিত্রঃ সূর্য্যঃ, অত্রির্মুনিঃ। পৌরুষেয়ো রাক্ষসঃ। তক্ষকো নাগঃ। মেনকা অপ্সরাঃ। হাহা গন্ধর্ব্বঃ। রথস্বনো যক্ষঃ। শুক্রমাসং জ্যৈষ্ঠং।। ৩৫।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— মিত্র সূর্য্য, অত্রি মুনি, পৌরুষেয় রাক্ষস, তক্ষক নাগ, মেনকা অপ্সরা, হাহা গন্ধর্ব্ব, রথস্বন যক্ষ, শুক্রমাস জ্যৈষ্ঠ।। ৩৫।।

বশিষ্ঠো বরুণো রম্ভা সহজন্যস্তথা হূহূঃ।
শুক্রশ্চিত্রস্বনশ্চৈব শুচিমাসং নয়ন্ত্যমী।। ৩৬।।

অন্বয়ঃ— বশিষ্ঠঃ (ঋষিঃ) বরুণঃ (সূর্য্যঃ) রম্ভা (অপ্সরাঃ) সহজন্যঃ (রাক্ষসঃ) তথা হূহূঃ (গন্ধর্ব্বঃ) শুক্রঃ (নাগঃ) চিত্রস্বন ঃ (যক্ষঃ) অমী শুচিমাসং (আষাঢ়ং) নয়ন্তি (অনুবর্ত্তয়ন্তি)।। ৩৬।।

অনুবাদ— বশিষ্ঠনামক ঋষি, বরুণনামক সূর্য্য, রম্ভানাম্নী অপ্সরা, সহজন্যনামক রাক্ষস, হূহূনামক গন্ধর্ব্ব, শুক্রনামক নাগ, চিত্রস্বননামক যক্ষ ইঁহারা আষাঢ় মাস নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন।। ৩৬।।

বিশ্বনাথ— বশিষ্ঠো মুনিঃ, বরুণঃ সূর্য্য। সহজন্যো রাক্ষসঃ। হূহূর্গন্ধর্ব্বঃ। শুক্রো নাগঃ। চিত্রস্বনো যক্ষঃ। শুচিমাসং আষাঢ়ং।। ৩৬।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— বশিষ্ঠ মুনি, বরুণ সূর্য্য, সহজন্য রাক্ষস, হূহূ গন্ধর্ব্ব, শুক্র নাগ, চিত্রস্বন যক্ষ, শুচীমাস আষাঢ়।। ৩৬।।

ইন্দ্রো বিশ্বাবসুঃ শ্রোতা এলাপত্রস্তথাঙ্গিরাঃ।
প্রম্লোচা রাক্ষসো বর্য্যো নভোমাসং নয়ন্ত্যমী।। ৩৭।।

অন্বয়ঃ— ইন্দ্রঃ (সূর্য্যঃ) বিশ্বাবসুঃ (গন্ধর্ব্বঃ) শ্রোতা (যক্ষঃ) এলাপত্রঃ (নাগঃ) তথা অঙ্গিরাঃ (ঋষিঃ) প্রম্লোচা (অপ্সরাঃ) বর্য্যঃ (তন্নামকঃ) রাক্ষসঃ অমী (এতে) নভোমাসং (শ্রাবণং) নয়ন্তি (অনুবর্ত্তয়ন্তি)।। ৩৭।।

অনুবাদ— ইন্দ্রনামক সূর্য্য, বিশ্বাবসুনামক গন্ধর্ব্ব, শ্রোতানামক যক্ষ, এলাপত্রনামক নাগ, অঙ্গিরানামক ঋষি, প্রম্লোচানাম্নী অপ্সরা, বর্ষনামক রাক্ষস ইঁহারা শ্রাবণ মাস নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন।। ৩৭।।

বিশ্বনাথ— ইন্দ্রঃ সূর্য্যঃ বিশ্বাবসুর্গন্ধর্ব্বঃ। শ্রোতা যক্ষঃ। এলাপত্রো নাগঃ। অঙ্গিরা মুনিঃ। প্রম্লোচা অপ্সরাঃ। বর্য্যো রাক্ষসঃ ইতি স্বয়মেব ব্যাখ্যাতং। নভোমাসং শ্রাবণং।

টীকার বঙ্গানুবাদ— ইন্দ্র সূর্য্য, বিশ্বাবসু গন্ধর্ব্ব, শ্রোতা যক্ষ, এলাপত্র নাগ, অঙ্গিরা মুনি, প্রম্লোচা অপ্সরা, বর্য্য রাক্ষস, ইহা স্বয়ংই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। নভ মাস শ্রাবণ।। ৩৭।।

বিবস্বানুগ্রসেনশ্চ ব্যাঘ্র আসারণো ভৃগুঃ।
অনুম্লোচা শঙ্খপালো নভস্যাখ্যং নয়ন্ত্যমী।। ৩৮।।

অন্বয়ঃ— বিবস্বান্ (সূর্য্যঃ) উগ্রসেনঃ চ (গন্ধর্ব্বঃ) ব্যাঘ্রঃ (রাক্ষসঃ) আসারণঃ (যক্ষঃ) ভৃগুঃ (ঋষিঃ) অনুম্লোচা (অপ্সরাঃ) শঙ্খপালঃ (নাগঃ) অমী নভস্যাখ্যং (ভাদ্রমাসং) নয়ন্তি (অনুবর্ত্তয়ন্তি)।। ৩৮।।

অনুবাদ— বিবস্বান্‌নামক সূর্য্য, উগ্রসেননামক গন্ধর্ব্ব, ব্যাঘ্রনামক রাক্ষস, আসারণনামক যক্ষ, ভৃগু-নামক ঋষি, অনুম্লোচানাম্নী অপ্সরা, শঙ্খপালনামক নাগ ইঁহারা ভাদ্র মাস নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন।। ৩৮।।

বিশ্বনাথ— বিবস্বান্ সূর্য্যঃ। উগ্রসেনো গন্ধর্ব্বঃ। ব্যাঘ্রো রাক্ষসঃ। আসারণো যক্ষঃ। ভৃগুঃ মুনিঃ। অনুম্লোচা অপ্সরাঃ। শঙ্খপালো নাগঃ। নভস্যাখ্যং ভাদ্রপদং।। ৩৮।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— বিবস্বান্ সূর্য্য, উগ্রসেন গন্ধর্ব্ব, ব্যাঘ্র রাক্ষস, আসারণ যক্ষ, ভৃগু মুনি, অনুম্লোচা অপ্সরা, শঙ্খপাল নাগ, নভস্য ভাদ্র মাস।। ৩৮।।

পূষা ধনঞ্জয়ো বাতঃ সুষেণঃ সুরুচিস্তথা।
ঘৃতাচী গৌতমশ্চেতি তপোমাসং নয়ন্ত্যমী।। ৩৯।।

অন্বয়ঃ— পূষা (সূর্য্যঃ) ধনঞ্জয়ঃ (নাগঃ) বাতঃ (রাক্ষসঃ) সুষেণঃ (গন্ধর্ব্বঃ) সুরুচিঃ (যক্ষঃ) তথা ঘৃতাচী (অপ্সরাঃ) গৌতমঃ চ (ঋষিঃ) ইতি অমী (এতে) তপোমাসং (মাঘং) নয়ন্তি (অনুবর্ত্তয়ন্তি)।। ৩৯।।

অনুবাদ— পূষানামক সূর্য্য, ধনঞ্জয়নামক নাগ, বাত-নামক রাক্ষস, সুষেণনামক গন্ধর্ব্ব, সুরুচিনামক যক্ষ, ঘৃতাচীনাম্নী অপ্সরা, গৌতমনামক ঋষি ইঁহারা মাঘ মাস নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন।। ৩৯।।

বিশ্বনাথ— পূষা সূর্য্যঃ। ধনঞ্জয়োঃ নাগঃ। বাতো রাক্ষসঃ। সুষেণো গন্ধর্ব্বঃ। সুরুচির্যক্ষঃ। ঘৃতাচী অপ্সরাঃ। গৌতমো মুনিঃ। তপোমাসং মাঘং।। ৩৯।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— পুষা সূর্য্য, ধনঞ্জয় নাগ, বাত রাক্ষস, সুষেণ গন্ধর্ব্ব, সুরুচি যক্ষ, ঘৃতাচী অপ্সরা, গৌতম মুনি, তপো মাস মাঘ।। ৩৯।।

ঋতুর্বর্চ্চা ভরদ্বাজঃ পর্জ্জন্যঃ সেনজিৎ তথা।
বিশ্ব ঐরাবতশ্চৈব তপস্যাখ্যং নয়ন্ত্যমী।। ৪০।।

অন্বয়ঃ— ঋতুঃ (যক্ষঃ) বর্চ্চাঃ (রাক্ষসঃ) ভরদ্বাজঃ

(ঋষিঃ) পর্জ্জন্যঃ (সূর্য্যঃ) তথা সেনজিৎ (অপ্সরাঃ) বিশ্বঃ (গন্ধর্ব্বঃ) ঐরাবতঃ (নাগঃ) চ এব অমী তপস্যাখ্যং (ফাল্গুনং) নয়ন্তি (অনুবর্ত্তয়ন্তি)।। ৪০।।

অনুবাদ— ঋতুনামক যক্ষ, বর্চ্চানামক রাক্ষস, ভরদ্বাজনামক ঋষি, পর্জ্জন্যনামক সূর্য্য, সেনজিৎনাম্নী অপ্সরা, বিশ্বনামক গন্ধর্ব্ব, ঐরাবতনামক নাগ ইঁহারা ফাল্গুন মাস নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন।। ৪০।।

বিশ্বনাথ— ঋতুর্যক্ষঃ বর্চ্চা রাক্ষসঃ। ভরদ্বাজো মুনিঃ। পর্জ্জন্যঃ সূর্য্যঃ। শ্যেনজিৎ অপ্সরাঃ। বিশ্বো গন্ধর্ব্বঃ। ঐরাবতো নাগঃ। তপস্যাখ্যং ফাল্গুনং।। ৪০।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— ঋতু যক্ষ, বর্চ্চা রাক্ষস, ভরদ্বাজ মুনি, পর্জ্জন্য সূর্য্য, শ্যেনজিৎ অপ্সরা, বিশ্ব গন্ধর্ব্ব, ঐরাবত নাগ, তপস্যা ফাল্গুন মাস।। ৪০।।

অথাংশু কশ্যপস্তার্ক্ষ্য ঋতসেনস্তথোর্ব্বশী।
বিদ্যুচ্ছত্রুর্মহাশঙ্খঃ সহোমাসং নয়ন্ত্যমী।। ৪১।।

অন্বয়ঃ—অথ অংশুঃ (সূর্য্যঃ) কশ্যপঃ (ঋষিঃ) তার্ক্ষ্যঃ (যক্ষঃ) ঋতসেনঃ (গন্ধর্ব্বঃ) তথা উর্ব্বশী (অপ্সরাঃ) বিদ্যুচ্ছত্রুঃ (রাক্ষসঃ) মহাশঙ্খঃ (নাগঃ) অমী (এতে) সহোমাসং (মার্গশীর্ষং) নয়ন্তি (অনুবর্ত্তয়ন্তি)।। ৪১।।

অনুবাদ— অংশুনামক সূর্য্য, কশ্যপনামক ঋষি, তার্ক্ষ্যনামক যক্ষ, ঋতুসেবননামক গন্ধর্ব্ব, উর্ব্বশীনাম্নী অপ্সরা, বিদ্যুচ্ছত্রুনামক রাক্ষস, মহাশঙ্খনামক নাগ ইঁহারা অগ্রহায়ণ মাস নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন।। ৪১।।

বিশ্বনাথ— অংশুঃ সূর্য্যঃ। অংশ ইতি চ পাঠঃ। কশ্যপো মুনিঃ। তার্ক্ষো যক্ষঃ। ঋতসেনো গন্ধর্ব্বঃ। উর্ব্বশী অপ্সরাঃ। বিদ্যুচ্ছত্রু রাক্ষসঃ। মহাশঙ্খো নাগঃ। সহোমাসং মার্গশীর্ষং।। ৪১।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— অংশু সূর্য্য, অংশ এই পাঠও আছে। কশ্যপ মুনি, তার্ক্ষ যক্ষ, ঋতসেন গন্ধর্ব্ব, উর্ব্বশী অপ্সরা, বিদ্যুৎছত্র রাক্ষস, মহাশঙ্খ নাগ, সহোমাস অগ্রহায়ণ।। ৪১।।

ভগঃ স্ফূর্জ্জোঽরিষ্টনেমিরূর্ণ আয়ুশ্চ পঞ্চমঃ।
কর্কোটকঃ পূর্ব্বচিত্তিঃ পুষ্যমাসং নয়ন্ত্যমী।। ৪২।।

অন্বয়ঃ— ভগঃ (সূর্য্যঃ) স্ফূর্জঃ (রাক্ষসঃ) অরিষ্টনেমিঃ (গন্ধর্ব্বঃ) ঊর্ণ (যক্ষঃ) পঞ্চমঃ আয়ুঃ চ (ঋষিঃ) কর্কোটকঃ (নাগঃ) পূর্ব্বচিত্তিঃ (অপ্সরাঃ) অমী পুষ্যমাসং (পৌষমাসং) নয়ন্তি (অনুবর্ত্তয়ন্তি)।। ৪২।।

অনুবাদ— ভগনামক সূর্য্য, স্ফূর্জনামক রাক্ষস, অরিষ্টনেমিনামক গন্ধর্ব্ব, ঊর্ণনামক যক্ষ, আয়ুনামক ঋষি, কর্কোটকনামক নাগ, পূর্ব্বচিত্তিনাম্নী অপ্সরা ইঁহারা পৌষ মাস নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন।। ৪২।।

বিশ্বনাথ— ভগঃ সূর্য্যঃ। স্ফূর্জ্জো রাক্ষসঃ। অরিষ্টনেমির্গন্ধর্ব্বঃ। ঊর্ণো যক্ষঃ। কর্কোটকো নাগঃ। পূর্ব্বচিত্তিরপ্সরাঃ। পুষ্যং পৌষং।। ৪২।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— ভগ সূর্য্য, স্ফূর্জ্জ রাক্ষস, অরিষ্টনেমি গন্ধর্ব্ব, ঊর্ণ যক্ষ, কর্কটক নাগ, পূর্ব্বচিত্তি অপ্সরা, পুষ্য পৌষমাস।। ৪২।।

ত্বষ্টা ঋচীকতনয়ঃ কম্বলশ্চ তিলোত্তমা।
ব্রহ্মাপেতোঽথ শতজিদ্ধৃতরাষ্ট্র ইষম্ভরাঃ।। ৪৩।।

অন্বয়ঃ— ত্বষ্টা (সূর্য্যঃ) ঋচীকতনয়ঃ (জমদগ্নিঃ ঋষিঃ) কম্বলঃ চ (নাগঃ) তিলোত্তমা (অপ্সরাঃ) ব্রহ্মাপেতোঃ (রাক্ষসঃ) অথ শতজিৎ (যক্ষঃ) ধৃতরাষ্টঃ (গন্ধর্ব্ব এতে) ইষম্ভরাঃ (আশ্বিনপালকা ভবন্তি)।। ৪৩

অনুবাদ— ত্বষ্টানামক সূর্য্য, জমদগ্নিনামক ঋষি, কম্বলনামক নাগ, তিলোত্তমানাম্নী অপ্সরা, ব্রহ্মাপেতনামক রাক্ষস, শতজিৎনামক যক্ষ, ধৃতরাষ্ট্রনামক গন্ধর্ব্ব ইঁহারা আশ্বিন মাস নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন।। ৪৩।।

বিশ্বনাথ—ত্বষ্টা সূর্য্যঃ। ঋচীকতনয়ো যমদগ্নির্মুনিঃ। কম্বলাশ্বো নাগঃ। তিলোত্তমা অপ্সরাঃ। ব্রহ্মাপেতো রাক্ষসঃ। শতজিৎ যক্ষঃ। ধৃতরাষ্ট্রো গন্ধর্ব্বঃ, ইষম্ভরা এতে আশ্বিনপালকাঃ।। ৪৩।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—ত্বষ্টা সূর্য্য, ঋচীক তনয় যমদগ্নি

মুনি, কম্বলাশ্ব নাগ, তিলোত্তমা অপ্সরা, ব্রহ্মাপেত রাক্ষস, শতজিৎ যক্ষ, ধৃতরাষ্ট্র গন্ধর্ব্ব, ইষম্ভরা ইহারা আশ্বিন মাস পালক।। ৪৩।।

বিষ্ণুরশ্বতরো রম্ভা সূর্য্যবর্চ্চাশ্চ সত্যজিৎ।
বিশ্বামিত্রো মখাপেত উর্জ্জমাসং নয়ন্ত্যমী।। ৪৪।।

অন্বয়ঃ— বিষ্ণুঃ (সূর্য্যঃ) অশ্বতরঃ (নাগঃ) রম্ভা (অপ্সরাঃ) সূর্য্যবর্চ্চাঃ চ (গন্ধর্ব্বঃ) সত্যজিৎ (যক্ষঃ) বিশ্বামিত্রঃ (ঋষিঃ) মখাপেতঃ (রাক্ষসঃ) অমী উর্জ্জমাসং (কার্ত্তিকং) নয়ন্তি (অনুবর্ত্তয়ন্তি)।। ৪৪।।

অনুবাদ— বিষ্ণুনামক সূর্য্য, অশ্বতরনামক নাগ, রম্ভানাম্নী অপ্সরা, সূর্য্যবর্চ্চানামক গন্ধর্ব্ব, সত্যজিৎনামক যক্ষ, বিশ্বামিত্রনামক ঋষি, মখাপেতনামক রাক্ষস ইঁহারা কার্ত্তিক মাস নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন।। ৪৪।।

বিশ্বনাথ— বিষ্ণুঃ সূর্য্যঃ। অশ্বতরো নাগঃ। রম্ভা অপ্সরাঃ। সূর্যবর্চ্চা গন্ধর্ব্বঃ। সত্যজিৎ যক্ষঃ। মখাপেতো রাক্ষসঃ। উর্জ্জমাসং কার্ত্তিকং।। ৪৪।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— বিষ্ণু সূর্য্য, অশ্বতর নাগ, রম্ভা অপ্সরা, সূর্য্যবর্চ্চা গন্ধর্ব্ব, সত্যজিৎ যক্ষ, মখাপেত রাক্ষস, উর্জ্জমাস কার্ত্তিক মাস।। ৪৪।।

এতা ভগবতো বিষ্ণোরাদিত্যস্য বিভূতয়ঃ।
স্মরতাং সন্ধ্যয়োর্নৃণাং হরন্ত্যংহো দিনে দিনে।। ৪৫।।

অন্বয়ঃ— ভগবতঃ আদিত্যস্য (সূর্য্যরূপস্য) বিষ্ণোঃ এতাঃ বিভূতয়ঃ দিনে দিনে (প্রতিদিনং) সন্ধ্যয়োঃ (প্রাতঃ সায়ঞ্চ) স্মরতাং নৃণাং (স্মরণকারিণাং জনানাম্) অংহঃ (পাপং) হরন্তি (নাশয়ন্তি)।। ৪৫।।

অনুবাদ— আদিত্যরূপী ভগবান্ শ্রীহরির এই সকল বিভূতি প্রত্যহ প্রাতঃ ও সায়ংকালে স্মরণকারী মানবগণের পাপরাশি বিনষ্ট করিয়া থাকে।। ৪৫।।

দ্বাদশস্বপি মাসেষু দেবোঽসৌ ষড়্ভিরস্য বৈ।
চরন্ সমন্তাৎ তনুতে পরত্রেহ চ সন্মতিম্।। ৪৬।।

অন্বয়ঃ— অসৌ দেবঃ (সূর্য্যঃ) ষড়্ভিঃ (গন্ধর্ব্বাদিভিঃ) দ্বাদশসু অপি মাসেষু সমন্তাৎ (সর্ব্বতঃ) চরন্ (ভ্রমন্) বৈ অস্য (জনস্য) পরত্র (পরলোকে) ইহ চ (লোকে) সন্মতিং (শুভাং মতিং) তনুতে (বিস্তারয়তি)।। ৪৬।।

অনুবাদ—উক্ত সূর্য্যদেব গন্ধর্ব্বাদি ষড়্গণের সহিত দ্বাদশমাসে সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিয়া মানবগণের ইহলোক এবং পরলোকে সন্মতি বিস্তার করিয়া থাকেন।। ৪৬।।

বিশ্বনাথ— অসৌ দেবঃ সূর্য্যঃ ষড়্ভির্গন্ধর্ব্বাদিভিঃ স্ববিভূতিভিঃ সহ।। ৪৬।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই দেব সূর্য্য গন্ধর্ব্ব আদি ষড়্বর্গ সহিত নিজ বিভূতি সমূহের সহিত।। ৪৬।।

সামর্গ্‌যজুর্ভিস্তল্লিঙ্গৈর্ঋষয়ঃ সংস্তুবন্ত্যমুম্।
গন্ধর্ব্বাস্তং প্রগায়ন্তি নৃত্যন্ত্যপ্সরসোঽগ্রতঃ।। ৪৭।।
উন্নহ্যন্তি রথং নাগা গ্রামণ্যো রথযোজকাঃ।
চোদয়ন্তি রথং পৃষ্ঠে নৈর্ঋতা বলশালিনঃ।। ৪৮।।

অন্বয়ঃ—ঋষয়ঃ তল্লিঙ্গৈঃ (তৎপ্রকাশকৈঃ) সামর্গ্‌যজুর্ভিঃ (সামাদিমন্ত্রৈঃ) অমুং (সূর্য্যং) সংস্তুবন্তি (সম্যক্ স্তুবন্তি) গন্ধর্ব্বাঃ তং (সূর্য্যং তন্মাহাত্ম্যমিত্যর্থঃ) প্রগায়ন্তি অপ্সরসঃ (তস্য) অগ্রতঃ নৃত্যন্তি নাগাঃ (তস্য) রথম্ উন্নহ্যন্তি (দৃঢ়ং বধ্নন্তি) গ্রামণ্যঃ (যক্ষাঃ) রথযোজকাঃ (রথং যোজয়ন্তি) বলশালিনঃ নৈর্ঋতাঃ (রাক্ষসাঃ) পৃষ্ঠে (পশ্চাৎ স্থিতাঃ সন্তঃ) রথং চোদয়ন্তি (নোদনৈশ্চালয়ন্তি)।। ৪৭-৪৮

অনুবাদ— ঋষিগণ তদীয় প্রকাশক সাম, ঋক্ এবং যজুর্মন্ত্র দ্বারা এই সূর্য্যদেবের সম্যক্ স্তুতি, গন্ধর্ব্বগণ তদীয় মাহাত্ম্য গান, অপ্সরাগণ সম্মুখভাগে নৃত্য, নাগগণ দৃঢ়ভাবে তদীয় রথবন্ধন, যক্ষগণ রথযোজনা এবং বলবান্ রাক্ষসগণ পশ্চাদ্‌ভাগ হইতে রথের সঞ্চালন করিয়া থাকেন।। ৪৭-৪৮।।

বিশ্বনাথ— এতেষাং পৃথক্ কর্ম্মাণি নিরূপয়তি

সামেতি। তল্লিঙ্গৈঃ সূর্য্যপ্রকাশকৈঃ। উন্নহ্যন্তি দৃঢ়ং বধ্নন্তি। গ্রামণ্যো যক্ষাঃ রথং যোজয়ন্তি। চোদয়ন্তি বলেন নোদনৈশ্চালয়ন্তি নৈর্ঋতা রাক্ষসাঃ।। ৪৭-৪৮।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—ইহাদের পৃথক্ কর্ম্মসমূহ নিরূপণ করিতেছেন সূর্য্য প্রকাশক সেই চিহ্ন দ্বারা। উন্নহ্যন্তি দৃঢ়রূপ বন্ধন করেন, গ্রামণ্য যক্ষগণ রথ যোজনা করেন, বলপূর্ব্বক নাড়াদিয়া চালনা করেন নৈর্ঋত রাক্ষসগণ।।

বালখিল্যাঃ সহস্রাণি ষষ্টির্ব্রহ্মর্ষয়োঽমলাঃ।
পুরতোঽভিমুখং যান্তি স্তুবন্তি স্তুতিভির্বিভুম্।। ৪৯।।

অন্বয়ঃ— ষষ্টিঃ সহস্রাণি (তাবৎসংখ্যকাঃ) বালখিল্যাঃ (তৎসংজ্ঞকাঃ) অমলাঃ (বিশুদ্ধচিত্তাঃ) ব্রহ্মর্ষয়ঃ অভিমুখং (তদভিমুখং বর্ত্তমানাঃ সন্তঃ) পুরতঃ যান্তি (অগ্রে গচ্ছন্তি তথা) স্তুতিভিঃ বিভুং (তং সূর্য্যং) স্তুবন্তি।। ৪৯।।

অনুবাদ— বালখিল্য নামক ষষ্টিসহস্র বিশুদ্ধচিত্ত ব্রহ্মর্ষি তদভিমুখ হইয়া অগ্রভাগে গমন এবং স্তুতিবচনে সূর্য্যদেবের স্তব করিতে থাকেন।। ৪৯।।

বিবৃতি—এই সপ্ত সূর্য্যরূপী বিষ্ণুর বিভূতি। ঋষিগণ বেদোক্ত বিধানে স্তব করেন, গন্ধর্ব্বগণ গুণগান করেন, অপ্সরাগণ অগ্রে নৃত্য করেন, রাক্ষসগণ পশ্চাৎ হইতে রথচালনা করেন, নাগগণ রথে দৃঢ় বন্ধন করেন, যক্ষগণ রথযোজনা করেন, বালখিল্য ঋষিগণ রথের অগ্রে অগ্রে স্তব করেন।। ৪৭-৪৮।।

এবং হ্যনাদিনিধনো ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ।
কল্পে কল্পে স্বমাত্মানং ব্যূহ্য লোকানবত্যজঃ।। ৫০।।

অন্বয়ঃ— অনাদিনিধনঃ (আদ্যন্তরহিতঃ) অজঃ ভগবান্ ঈশ্বরঃ হরিঃ কল্পে কল্পে (প্রতিকল্পম্) এবং হি (অনেন প্রকারেণ) স্বম্ আত্মানং ব্যূহ্য (বিভজ্য) লোকান্ অবতি (রক্ষতি)।। ৫০।।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দ্বাদশস্কন্ধে একাদশাধ্যায়স্যান্বয়ঃ।।

অনুবাদ— অনাদিনিধন অজ ভগবান্ জগদীশ্বর শ্রীহরি প্রতিকল্পে এইরূপে আত্মবিভাগ পূর্ব্বক লোকসমূহের পালন করিতেছেন।। ৫০।।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দ্বাদশস্কন্ধের একাদশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

বিশ্বনাথ— ব্যূহ্য বিভজ্য।। ৫০।।

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।
একাদশো দ্বাদশেঽত্র সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্।।

ইতি শ্রীল বিশ্বনাথ-চক্রবর্ত্তী-ঠক্কুর-কৃতা শ্রীমদ্ভাগবতে দ্বাদশ-স্কন্ধে একাদশোঽধ্যায়স্য সারার্থদর্শিনী টীকা সমাপ্তা।

টীকার বঙ্গানুবাদ— ব্যূহ অর্থাৎ বিভাগ করিয়া।।

ইতি ভক্তগণের চিত্তের আনন্দদায়িনী সারার্থদর্শিনীতে দ্বাদশস্কন্ধে একাদশ অধ্যায় সাধুগণের সঙ্গে সমাপ্ত হইলেন।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দ্বাদশস্কন্ধে একাদশ অধ্যায়ের শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর কৃতা সারার্থদর্শিনী টীকার অনুবাদ সমাপ্ত হইলেন।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দ্বাদশস্কন্ধে আদিত্যব্যূহবিবরণং নামৈকাদশোঽধ্যায়ঃ।। ১০।।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বাদশ-স্কন্ধের একাদশ অধ্যায়ের গৌড়ীয়-ভাষ্য সমাপ্ত।

দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ

সূত উবাচ—

নমো ধর্ম্মায় মহতে নমঃ কৃষ্ণায় বেধসে।
ব্রাহ্মণেভ্যো নমস্কৃত্য ধর্ম্মান্ বক্ষ্যে সনাতনান্।। ১।।

গৌড়ীয় ভাষ্য

দ্বাদশ অধ্যায়ের কথাসার

শ্রীসূত শ্রীমদ্ভাগবত-গ্রন্থে বর্ণিত বিষয়সমূহ সংক্ষেপে উল্লেখ করিয়া বলিলেন,—

যিনি ভগবান্ শ্রীহরির মাহাত্ম্য শ্রবণ করেন, শ্রীভগবান্ তাঁহার যাবতীয় দুঃখ নিবারণ করেন। যে-সকল বাক্যদ্বারা ভগবদ্‌গুণরাশি কীর্ত্তিত হন, সে-সকল বাক্যই সত্য, মঙ্গলপ্রদ ও পুণ্যজনক; তদ্ভিন্ন বাক্যমাত্রই অসৎ। ভগবৎকথা নিত্য নূতন আনন্দ দান করে। কাকতুল্য অসারগ্রাহী মানবগণই ভগবদিতর কথাতে রত হয়। শ্রীহরির কীর্ত্তিচিহ্নযুক্ত নামরাশি কীর্ত্তন ও শ্রবণেই মানবগণ পাপ হইতে মুক্ত হয়। বিষ্ণুভক্তি-রহিত জ্ঞানের ও ঈশ্বরে অনর্পিত কর্ম্মের কোন শোভা হইতে পারে না। অনুক্ষণ কৃষ্ণস্মৃতির দ্বারা সর্ব্ববিধ অশুভবিনাশ, চিত্তশুদ্ধি, শ্রীহরিভক্তি ও বিজ্ঞান-বৈরাগ্যযুক্ত জ্ঞান লাভ হইয়া থাকে। পুরাকালে মহারাজ পরীক্ষিতের সভায় শ্রীশুকদেবের মুখে শ্রীকৃষ্ণের যে সর্ব্বপাপ-বিনাশন মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়াছিলাম তাহা ইদানীং আপনাদের নিকট বর্ণিত হইল। শ্রীমদ্ভাগবত কীর্ত্তন করিলে আত্মা পবিত্র হয়, এবং মানব সর্ব্বপাপ ও সর্ব্বভয় হইতে বিমুক্ত হইয়া থাকে, এই সংহিতা পাঠে সকলবেদ-পাঠের ফল ও সর্ব্বকাম লাভ হইয়া থাকে। সংযতচিত্তে এই পুরাণসংহিতা-পাঠের দ্বারা ভগবৎপরমপদ লভ্য হয়। শ্রীমদ্ভাগবতগ্রন্থের প্রতিপদে অনন্তবিগ্রহ শ্রীহরির কথা কীর্ত্তিত হইয়াছেন। অতঃপর শ্রীসূত অজ অনন্ত আত্মরূপী শ্রীকৃষ্ণ ও নিখিলপাপনাশন ব্যাসনন্দন শ্রীশুকদেবকে প্রণাম করিলেন।। ১।।

অন্বয়ঃ— সূতঃ উবাচ,—মহতে (হরিভক্তিরূপায়) ধর্ম্মায় নমঃ বেধসে (জগদ্‌বিধাত্রে) কৃষ্ণায় নমঃ (অহং) ব্রাহ্মণেভ্য (ব্রাহ্মণান্) নমস্কৃত্য সনাতনান্ ধর্ম্মান্ (পুরাণোক্তান্ বিষয়ানিত্যর্থঃ) বক্ষ্যে (বর্ণয়িষ্যামি)।। ১।।

অনুবাদ— সূত বলিলেন,—আমি হরিভক্তিরূপ মহাধর্ম্ম এবং জগদ্‌বিধাতা শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করিতেছি। অনন্তর ব্রাহ্মণগণকে নমস্কার করিয়া সনাতন ধর্ম্ম বর্ণন করিব।। ১।।

বিশ্বনাথ—

প্রথমাদিত আরভ্যোপাখ্যানবিততেঃ পুনঃ।
অনুক্রমঃ প্রসিদ্ধায়া দ্বাদশে ক্রিয়তে স্ফুটং।।

মহতে ভক্তিলক্ষণায়, কৃষ্ণায় তৎপ্রাপ্যায়, বেধসে সর্ব্বকারণায়, ব্রাহ্মণেভ্যো ব্যাসাদিভ্যস্তৎপ্রকাশকেভ্যঃ দ্বিতীয়ার্থে চতুর্থী। ধর্ম্মান্ ভগবচ্চরিত্রাণি শ্রবণকীর্ত্তনাদির্বিষয়ত্বে সতি ভগবচ্চরিতান্যেব পরমধর্ম্মা ভবন্তীতি ভাবঃ। সনাতনান্ নিত্যান্। ভগবতো ভক্তিযোগস্য চ তচ্চরিতানাঞ্চ নির্গুণত্বাদিতি ভাবঃ।। ১।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— এই দ্বাদশ অধ্যায়ে প্রথমস্কন্ধ হইতে আরম্ভ করিয়া সমগ্র ভাগবতের প্রসিদ্ধ উপাখ্যান সমূহ পুনঃ পুনঃ অনুক্রম করিয়া স্পষ্ট করিতেছেন।

মহৎ অর্থাৎ ভক্তিলক্ষণ ধর্ম্মকে নমস্কার করি। ভক্তিপ্রাপ্য শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার করি, সর্ব্বকারণ বিধাতাকে নমস্কার করি, ব্যাস আদি ব্রাহ্মণগণকে নমস্কার করি এবং শ্রীমদ্ভাগবত প্রকাশকগণকে নমস্কার করি, সনাতন ধর্ম্ম সমূহকে বর্ণন করি। দ্বিতীয়ার্থে চতুর্থী। ধর্ম্ম অর্থাৎ ভগবৎ চরিত্র শ্রবণকীর্ত্তন আদির বিষয় ভগবৎ লীলাসমূহই পরমধর্ম্ম হয়। ইহাই ভাবার্থ। সনাতন অর্থাৎ নিত্য। ভগবানের ও ভক্তিযোগের ও শ্রীকৃষ্ণ চরিত্র সমূহের নির্গুণত্ব হেতু নিত্য ইহাই ভাবার্থ।। ১।।

এতদ্বঃ কথিতং বিপ্রা বিষ্ণোশ্চরিতমদ্ভুতম্।
ভবদ্ভির্যদহং পৃষ্টো নরাণাং পুরুষোচিতম্।। ২।।

অন্বয়ঃ— (হে) বিপ্রাঃ! (হে মুনয়ঃ!) ভবদ্ভিঃ অহং নরাণাং পুরুষোচিতং (পুরুষত্বে উচিতং শ্রবণাদিযোগ্যং) যৎ পৃষ্টঃ (পুরা জিজ্ঞাসিতস্তৎ) এতৎ বিষ্ণোঃ অদ্ভুতং চরিতং বঃ (যুষ্মান্ প্রতি ময়া) কথিতম্।।২।।

অনুবাদ— হে মুনিগণ! আপনারা আমার নিকট মানবগণের শ্রবণযোগ্য যে বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, বিষ্ণুর সেই অদ্ভুত চরিত আপনাদের নিকট বর্ণিত হইয়াছে।। ২।।

বিশ্বনাথ— নরাণাং মধ্যে যে পুরুষাস্তেষামুচিতম্। নতু নরাণাং মধ্যে যে পশবস্তেষামিতি। যদুক্তং শ্ববিড়্‌বরাহোষ্ট্রখরৈঃ সংস্তুতঃ পুরুষঃ পশুরিতি।। ২।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— নরগণের মধ্যে যাহারা পুরুষ তাহাদের উচিত, কিন্তু নরগণের মধ্যে যাহারা পশু তাহাদের নয়, যেহেতু বলা হইয়াছে কুক্কুর গ্রাম্যশূকর, উট ও গর্দ্দভ ইহাদের দ্বারা যাহারা প্রশংসিত হয়, তাহারা পুরুষ পশু, তাহাদের কর্ণে কথাযুক্ত ভগবানের নাম প্রবেশ করে না।।

অত্র সংকীর্ত্তিতঃ সাক্ষাৎ সর্ব্বপাপহরো হরিঃ।
নারায়ণো হৃষীকেশো ভগবান্ সাত্বতাং পতিঃ।। ৩।।

অন্বয়ঃ— অত্র (শ্রীমদ্ভাগবতাখ্যে পুরাণে) সর্ব্বপাপহরঃ নারায়ণঃ হৃষীকেশঃ ভগবান্ (ঐশ্বর্য্যাদিষড়্গুণঃ) সাত্বতাং পতিঃ (যাদবেশ্বরঃ) হরিঃ সাক্ষাৎ সংকীর্ত্তিতঃ (বর্ণিতঃ)।।৩।।

অনুবাদ—এই শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থে সর্ব্বপাপবিনাশন নারায়ণ হৃষীকেশ ভগবান্ যাদবেশ্বর শ্রীহরি সাক্ষাদ্ভাবে বর্ণিত হইয়াছেন।।৩।।

বিশ্বনাথ— যং সর্ব্বপাপহর্ত্তৃত্বেন হরিশব্দেনোচ্যতে যশ্চ নারস্য জীবসমূহস্য আশ্রয়ত্বেন নারায়ণশব্দেনাপ্যুচ্যতে। যশ্চ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাং প্রবর্ত্তকত্বেন হৃষীকেশশব্দেনোচ্যতে স এব ভগবানত্র দ্বাদশস্বপি স্কন্ধেষু কীর্ত্ত্যতে। স হি ক ইত্যত আহ সাত্বতামুদ্ধবাদীনাং পতিঃ।।৩।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— যাঁহাকে সর্ব্বপাপহর্তা বলিয়া 'হরি' শব্দে বলা হয়, যিনি নার অর্থাৎ জীবসমূহের অয়ন আশ্রয় হেতু 'নারায়ণ' শব্দে কথিত হন। যিনি সর্ব্ব ইন্দ্রিয়ের প্রবর্ত্তক হেতু 'হৃষীকেশ' শব্দে কথিত হন, সেই ভগবানই এই দ্বাদশ-স্কন্ধে কীর্ত্তিত হইতেছেন। তিনি কে? ইহার উত্তরে বলিতেছেন—সাত্বত উদ্ধবাদির পতি শ্রীকৃষ্ণ।। ৩।।

বিবৃতি— জগৎ পুণ্যপাপময়, সুখদুঃখময়; দুঃখের আদর্শই পাপ। ত্রিবিধ দুঃখনিবৃত্তির জন্য যে পরমবস্তুর আশ্রয় গ্রহণ করা হয় তিনিই হরি। ভগবান্ হরি হইতে পৃথক্ করিয়া ব্রহ্ম বা পরমাত্মার অনুভূতি পারিপার্শ্বিকতার বস্তুভ্রম মাত্র। নিষ্পাপ সত্যযুগের জনগণ কেবল পুণ্যবান্ থাকায় বিষ্ণুকে ভোগ্য বা ত্যাজ্য বিচার করিতেন না বলিয়া ধ্যেয় বস্তু অনুদ্বিগ্নে ধ্যাতার লভ্য হইত। পরবর্ত্তী সময় একপাদ পাপ প্রবেশ করায় পূর্ণতার চতুর্থাংশের হানি হয়। তখনই যাজ্ঞিক অধ্বর্য্যু-হোতা প্রভৃতি আনুষ্ঠানিক কার্য্যের প্রবর্ত্তন করিয়া সেই পাপ বিমোচন করিলেন। পরে দ্বাপরে ব্যবহারিক কার্য্য অতি প্রবল হওয়ায় ভগবৎস্মৃতির পরিমাণ অর্দ্ধলুপ্ত হয়; ফলে ভগবৎপরিচর্য্যাবিধির প্রতি পরিদর্শক যজ্ঞেশ্বরের সেবার কথা দৃঢ়ীকৃত হইয়াছে। আবার কলিপ্রবর্ত্তনকালে ত্রিপাদ পাপ ও পাদমাত্র পুণ্য অবস্থিত থাকায় এবং তাহাও ক্ষয়প্রাপ্ত হইবার যোগ্যতাধীন বলিয়া হরিসঙ্কীর্ত্তনের ব্যবস্থা হইয়াছে। কলিকালে হরি-সংকীর্ত্তন হইতেই জীবের কর্ম্মরাজ্যে কুকর্ম্ম বা পাপপ্রবৃত্তি সাক্ষাদ্ভাবে প্রশমিত হইবে। পরিচর্য্যা-বিধিতে, যজ্ঞবিধিতে বা ধ্যানবিধিতে হরিব্যতীত ইতরবস্তুর অধিষ্ঠান কল্পিত হওয়ায় সাক্ষাৎ ফললাভের ব্যাঘাত জানিতে হইবে। তজ্জন্য সংকীর্ত্তিত-হরি বর্ণনে আমরা চারিটি ব্যাপার সেই বস্তুতে লক্ষ্য করি। যেস্থলে ব্রহ্মবস্তু কঠিন, দুর্ভেদ্য, দুর্জ্জয় ও নির্ব্বিশিষ্ট, তৎকালে আধার-আধেয়ের পরিচয় না থাকায় ব্রহ্মবস্তুকে নারায়ণ বলিয়া জ্ঞাতৃত্বের অনুষ্ঠেয় হয়। যেকালে আমরা কর্ম্ম-জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সাহায্যে নিজ কর্ত্তৃত্বাভিমানে ব্যস্ত থাকি তৎকালে ব্রহ্মবস্তু আমাদের

নিকট নির্ব্বিশিষ্ট হইয়া পরিচিত হন এবং তাঁহার পরম গোপনীয় নিত্য ইন্দ্রিয়ের পূর্ণবিকাশসামর্থ্য আবৃত থাকে। কিন্তু তিনি আমাদের হৃষীকমাত্রেরই ঈশ্বর। অনন্ত ঐশ্বর্য্য চিদচিচ্ছক্তিপরিণাম ষড়ৈশ্বর্য্যপর্য্যায়ে কথিত হন। নিঃশক্তিক-ব্রহ্ম বিচার পরম গোপনীয় নহে। পরন্তু উহা বিশ্বদর্শনে বিরতির প্রকারভেদ মাত্র। এজন্য সেই হরিবস্তু 'ভগবৎ-শব্দবাচ্য' তিনি বিশুদ্ধসত্ত্ববিশিষ্ট; চেতনময়গণের পতি পুরুষোত্তমবস্তু এবং অপৌরুষেয় নির্ব্বিশিষ্ট নিঃশক্তিকতা ঈশবশ্যসম্বন্ধ-বিরহিত হওয়ায় উহার প্রয়োজনীয়তা ইহ সংসারে জাগতিক বিচারে প্রাধান্য লাভ করে বলিয়া তন্নিরসনকল্পে তিনি সাত্বতগণের পতি।। ৩।।

অত্র ব্রহ্ম পরং গুহ্যং জগতঃ প্রভবাপ্যয়ম্।
জ্ঞানঞ্চ তদুপাখ্যানং প্রোক্তং বিজ্ঞানসংযুতম্।। ৪।।

অন্বয়ঃ—অত্র (পুরাণে) জগতঃ প্রভবাপ্যয়ং (সৃষ্টি-প্রলয়কারণং) গুহ্যং (নির্গুণং) পরং ব্রহ্ম বিজ্ঞানসংযুতম্ (অপরোক্ষজ্ঞানপর্য্যন্তং) জ্ঞানং তদুপাখ্যানং চ (তজ্জ্ঞান-সাধনঞ্চ) প্রোক্তং (বর্ণিতম্)।। ৪।।

অনুবাদ—এই পুরাণে জগতের সৃষ্টিপ্রলয়হেতুভূত নির্গুণ পরমব্রহ্ম, বিজ্ঞানসহিত জ্ঞান এবং তৎসাধন বর্ণিত হইয়াছে।। ৪।।

বিশ্বনাথ—তদীয়নির্ব্বিশেষপ্রকাশরূপং যদ্‌ব্রহ্ম তদপি প্রোক্তং, বাগাদীন্দ্রিয়গ্রাহ্যত্বাভাবাদগুহ্যং তর্হি কথং প্রোক্তং? তত্রাহ—জগতঃ প্রভবঃ উৎপত্তিরপ্যয়ো লয়শ্চ যতস্ত-দিত্যে-তৎপ্রকারেণৈব প্রোক্তং। নতু সাক্ষাৎ প্রোক্তমিতি ভাবঃ। তৎপ্রাপ্তিসাধনং জ্ঞানঞ্চ তদুপাখ্যায়তে প্রকাশ্যতে যেন তজ্জ্ঞানসাধনঞ্চ বিজ্ঞানমপরোক্ষানুভবস্তৎসহিতঞ্চ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— তদীয় নির্ব্বিশেষ প্রকাশরূপ যে ব্রহ্ম তাহাও বলা হইয়াছে। বাক্ আদি ইন্দ্রিয়ের অগ্রাহ্য হেতু গুহ্য, তাহা হইলে কিরূপে বলা হইল? তাহার উত্তরে বলিতেছেন—এই জগতের উৎপত্তি ও লয় যাহা হইতে এই ভাবেই বলা হইয়াছে। সাক্ষাৎভাবে বলা হয় নাই। তাহার প্রাপ্তি সাধন জ্ঞানও প্রকাশ করা হইতেছে, যাহার দ্বারা সেই জ্ঞান সাধন ও বিজ্ঞান অর্থাৎ সাক্ষাৎ অনুভব সহিতও।। ৪।।

বিবৃতি— শ্রীমদ্ভাগবতগ্রন্থে জগতের সৃষ্টি-বিনাশ-হেতু পরম গোপনীয় বিজ্ঞান-সংযুক্ত ব্রহ্মজ্ঞান বর্ণিত হইয়াছে। ব্রহ্মবিষয়ক উপাখ্যান অনিত্য জাগতিক বিবরণের ন্যায় নহে। ভক্তিযোগের কথা অর্থাৎ নিত্য ভজনীয় বাস্তবসেবা নিত্যভক্তের শ্রবণীয়, কীর্ত্তনীয় ও স্মরণীয়। তাহাতে জড়াভিনিবেশ নাই, ইতর বিষয়ে বৈরাগ্যই অনুস্যূত আছে। বহিঃপ্রজ্ঞাচালিত বিচার সাধারণ, সুতরাং উহা পরম গোপনীয় নহে। তাদৃশ-বিচার-দৌর্ব্বল্যে বিরাগ উপস্থিত না হওয়া পর্য্যন্ত অমল ভক্তি-যোগের কথা আধ্যক্ষিকের গ্রহণের বিষয় হয় না। ভগবানের পরা শক্তি, তদিতরা অপরা শক্তি ও তন্মধ্যগতা তটস্থা শক্তি এবং তাহাদের পরস্পর ক্রিয়া 'লীলা'-শব্দবাচ্য। "যাবানহং যথাভাবো যদ্রূপগুণকর্ম্মকঃ" এই বিজ্ঞান-সংযুক্ত জ্ঞানের সহিত তদঙ্গ ও রহস্য—এই চতুর্ব্বিধ উপাখ্যান প্রকৃষ্টরূপে শ্রীমদ্ভাগবতে কীর্ত্তিত হইয়াছে। গুণজাত জগতে সৃষ্টি ও প্রলয়-ধর্ম্ম অবস্থিত। গুণাতীত বৈকুণ্ঠে নিত্যলীলার পূর্ণ-বিচিত্রতা উপাদেয়ের স্বরূপ প্রকাশিত করিয়াছে। যাঁহারা মনে করেন যে জাগতিক বিচিত্রতা লইয়া বৈকুণ্ঠ সৃষ্ট হইয়াছে, তাঁহারা স্বারসিক-বিচার-বিভ্রষ্ট। ঐহিক কল্পনা বৈকুণ্ঠের কল্পনা নহে। বৈকুণ্ঠ-বিচিত্রতা আবৃত হইয়াই জগৎ। পূর্ণমুক্ত স্বভাবের অনন্ত শক্তি পরম উপাদেয়ভাবে অবস্থিত। বদ্ধজীব-স্বভাবের উপযোগী বিশ্ব এবং তদ্‌ভাব লইয়া পূর্ণ ভগবৎ-স্বভাবকে পরিপুষ্ট করিবার বাসনা পাপজ প্রবৃত্তি হইতে জাত। পাপ-পুণ্য প্রভৃতি বিচার নশ্বর অভাবযুক্ত জগতের জন্য। এই জগতে বাস্তববস্তুর সাক্ষাৎকার সম্ভাবনা না থাকায় নারায়ণ, তাঁহার চতুর্ব্যূহ, অর্ণবত্রয়ের পরিচয় ও প্রাণিজগতের একমাত্র ইন্দ্রিয়-পতিত্বের অদর্শন এবং তাঁহাকে নিঃশক্তিক জানিয়া ভগ-বত্তাববর্জ্জিত গুণজাত জগতে বাস করিয়া জগন্নাথের অনু-ভূতিতে কেবল-জ্ঞানের অভাব সাধারণ জ্ঞানিব্রুব সম্প্রদায়ে

লক্ষিত হয়। তজ্জন্য পরম গোপনীয় বাস্তববস্তু হরি স্ব-স্বভাব হইতে জীবমোহনের জন্য গুণ সৃষ্টি করিয়া গুণনাশ প্রদর্শন করেন। যেখানে সচ্চিদানন্দের লীলা-বিচিত্রতা, সেখানে জগৎ হইতে অভাবযুক্ত গুণগুলি স্ব-স্ব ভাণ্ডে সংগ্রহপূর্ব্বক তদুদ্দেশ্যে যাত্রা করা সত্যের আশ্রয়গ্রহণ করা নহে। ভাগবত-চতুঃশ্লোকীর পুনরাবৃত্তিমুখে হরির সম্যক্ কীর্ত্তন তাঁহার সাক্ষাৎ প্রাপক। এই সংকীর্ত্তনই ভক্তিযোগনামে খ্যাত।কৈবল্যের ব্যাঘাতকারিভাব-নিরসনরূপ কৃষ্ণেতরবস্তু নিষ্ঠা-বৈরাগ্য সেই ভক্তিযোগের আশ্রিত।। ৪।।

ভক্তিযোগঃ সমাখ্যাতো বৈরাগ্যঞ্চ তদাশ্রয়ম্।
পারীক্ষিতমুপাখ্যানং নারদাখ্যানমেব চ।। ৫।।

অন্বয়ঃ— (অত্র) ভক্তিযোগঃ (সাধ্যসাধনরূপঃ) সমাখ্যাতঃ (সম্যগ্ বর্ণিতঃ) তদাশ্রয়ং (ভক্তিযোগেন নিষ্পাদিতং) বৈরাগ্যং চ (সমাখ্যাতম্ এবং সামান্যতো নিরূপ্য সাম্প্রতং দ্বাদশস্কন্ধপ্রকরণার্থানুপক্রামতি)পারীক্ষিতং (পরীক্ষিজ্জন্মাদি) উপাখ্যানং (তথা তৎপ্রস্তাবায়) নারদাখ্যানম্ এব চ (সমাখ্যাতম্)।। ৫।।

অনুবাদ—এই পুরাণমধ্যে সাধ্যসাধনরূপ ভক্তিযোগ এবং তৎকৃত বৈরাগ্যও সম্যগ্রূপে কীর্ত্তিত হইয়াছে। ইহাতে পরীক্ষিতের উপাখ্যান এবং নারদাখ্যানও বর্ণিত হইয়াছে।। ৫।।

প্রায়োপবেশো রাজর্ষের্বিপ্রশাপাৎ পরীক্ষিতঃ।
শুকস্য ব্রহ্মর্ষভস্য সংবাদশ্চ পরীক্ষিতঃ।। ৬।।

অন্বয়ঃ—বিপ্রশাপাৎ (মুনেঃ শাপাৎ) রাজর্ষেঃ পরীক্ষিতঃপ্রায়োপবেশঃ (উপবাসব্রতং) ব্রহ্মর্ষভস্য (ব্রাহ্মণবর্ষস্য) শুকস্য পরীক্ষিতঃ চঃ সংবাদঃ (ভগবদ্ধর্ম্মমধিকৃত্য প্রশ্নোত্তররূপঃ সম্বাদঃ সংবর্ণিতঃ)।। ৬।।

অনুবাদ—মুনিশাপহেতু রাজর্ষি পরীক্ষিতের প্রায়োপবেশব্রত এবং ব্রাহ্মণবর্য্য শুকদেব ও পরীক্ষিতের ভগবদ্ধর্ম্মবিষয়ক প্রশ্নোত্তররূপ সংবাদ বর্ণিত হইয়াছে।। ৬

যোগধারণয়োৎক্রান্তিঃ সংবাদো নারদাজয়োঃ।
অবতারানুগীতঞ্চ সর্গঃ প্রাধানিকোঽগ্রতঃ।। ৭।।

অন্বয়ঃ— যোগধারণয়া (যোগবলেন) উৎক্রান্তিঃ (অর্চ্চিরাদিগতিঃ) নারদাজয়োঃ (ব্রহ্মনারদয়োঃ) সংবাদঃ অবতারানুগীতং চ (অবতারসঙ্কীর্ত্তনঞ্চ) অগ্রতঃ (মহদাদিক্রমেণ) প্রাধানিকঃ (প্রধানকার্য্যবিরাড়্রূপঃ) সর্গঃ (সৃষ্টিশ্চ সমাখ্যাতঃ)।। ৭।।

অনুবাদ— যোগধারণাক্রমে উৎক্রান্তি, ব্রহ্মনারদ-সংবাদ, অবতার-সঙ্কীর্ত্তন এবং মহত্তত্ত্বাদিরূপে প্রধানকার্য্যরূপ সৃষ্টি বর্ণিত হইয়াছে।। ৭।।

বিশ্বনাথ— ভক্তিযোগঃ সাধনরূপঃ সাধ্যরূপশ্চ সম্যগুপক্রমোপসংহারাভ্যাসৈরাখ্যাতঃ। তদাশ্রয়ং তদুত্থম্। অথ প্রথমস্কন্ধত এব প্রাকরণিকানর্থাননুক্রাম্যতি। পরীক্ষিতমিতি অত্রানুক্রমণিকাধ্যায়ে যৎপ্রসিদ্ধমপি কিঞ্চিৎ কিঞ্চিদুপাখ্যানমুল্লঙ্ঘিতম্। নাত্রানিষ্টমাশঙ্কনীয়মনুক্রমণিকা হি নোক্তসমস্তার্থব্যাপিনী ভবেৎ যৎ প্রথমত এব জন্মগুহ্যাধ্যায়কথা অতিপ্রসিদ্ধাপ্যুল্লঙ্ঘিতা। এবং দ্রৌণিদণ্ডভীষ্মনির্য্যাণাদিকথা চিত্রকেতুত্রিপুরবধাদিকথা অম্বরীষাদিকথা অঘাসুরবধব্রহ্মমোহনাদিকথা বহ্বশ এবোল্লঙ্ঘিতা কচিদ্ব্যুৎক্রমেণাপ্যুক্তো ইতি।। ৫-৭।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—ভক্তিযোগ সাধনরূপ ও সাধ্যরূপ সম্পূর্ণ আরম্ভে ও শেষে এবং মধ্যে পুনঃ পুনঃ অভ্যাস দ্বারা বলা হইয়াছে, তাহার আশ্রয় তাহা হইতে উত্থিত।

অনন্তর প্রথমস্কন্ধ হইতেই প্রকরণের অর্থসমূহ অনুক্রম করিয়া বলিতেছেন—পরীক্ষিত এই শ্রীমদ্ভাগবতের অনুক্রমিকা অধ্যায় যাহা প্রসিদ্ধ ও কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ উপাখ্যানবাদ দিয়া, ইহাতে অনিষ্ট আশঙ্কা করিও না। উপক্রমণিকা অর্থাৎ সকল অর্থ ব্যাপিনী হয় না। যেহেতু প্রথমেই জন্ম গুহ্যাধ্যায়ের কথা অতিপ্রসিদ্ধ হইলেও

লঙ্ঘন করা হইয়াছে এবং অশ্বথামার দণ্ড, ভীষ্মের নির্য্যাণ আদির কথা, চিত্রকেতু ত্রিপুরবধ আদি কথা, অম্বরীষ আদির কথা, অঘাসুর বধ, ব্রহ্মামোহনাদি কথা, এইরূপ বহু কথা উল্লঙ্ঘন করা হইয়াছে। কোথাও বিপরীত ক্রমে বলা হইয়াছে।। ৫-৭।।

বিদুরোদ্ধসংবাদঃ ক্ষত্তৃমৈত্রেয়য়োস্ততঃ।
পুরাণসংহিতাপ্রশ্নো মহাপুরুষসংস্থিতিঃ।। ৮।।

অন্বয়ঃ—বিদুরোদ্ধসংবাদঃ (বিদুরোদ্ধবয়োঃ সংবাদঃ) ততঃ (অনন্তরং) ক্ষত্তৃমৈত্রেয়য়োঃ (বিদুরমৈত্রেয়য়োঃ সংবাদঃ) পুরাণসংহিতাপ্রশ্নঃ (পুরাণসংহিতাবিষয়কঃ প্রশ্নঃ) মহাপুরুষসংস্থিতিঃ (মহাপুরুষস্য সংস্থিতিঃ প্রলয়ে তূষ্ণীমবস্থানঞ্চ সমাখ্যাতম্)।।৮।।

অনুবাদ— বিদুর ও উদ্ধবের সংবাদ, অনন্তর বিদুর ও মৈত্রেয়ের সংবাদ, পুরাণ সংহিতা বিষয়ক প্রশ্ন এবং মহাপুরুষের অবস্থান বর্ণিত হইয়াছে।।৮।।

ততঃ প্রাকৃতিকঃ স্বর্গঃ সপ্ত বৈকৃতিকাশ্চ যে।
ততো ব্রহ্মাণ্ডসম্ভূতির্বৈরাজঃ পুরুষো যতঃ।। ৯।।

অন্বয়ঃ—ততঃ প্রাকৃতিকঃ (প্রকৃতিভবো গুণক্ষোভরূপঃ) স্বর্গঃ (সৃষ্টিঃ) যে চ সপ্ত বৈকৃতিকাঃ (মহদাদয়স্তেষাঞ্চ সর্গঃ) ততঃ ব্রহ্মাণ্ডসম্ভূতিঃ (ব্রহ্মাণ্ডোৎপত্তিঃ) যতঃ (যত্র চ) বৈরাজঃ পুরুষঃ (বিরাট্ পুরুষ সমাখ্যাতঃ)।।

অনুবাদ— অনন্তর প্রাকৃতিক সৃষ্টি, সপ্তবিকার সৃষ্টি এবং ব্রহ্মাণ্ডোৎপত্তি বর্ণিত হইয়াছেন। তন্মধ্যে বিরাট্ পুরুষও বর্ণিত হইয়াছে।। ৯।।

বিশ্বনাথ— মহাপুরুষে পদ্মনাভে, সংস্থিতিঃ প্রলয়ে ব্রহ্মাণস্তদুরে শয়নম্।। ৮-৯।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— মহাপুরুষে অর্থাৎ পদ্মনাভে সংস্থিতি প্রলয়ে তাহার উদরে ব্রহ্মার শয়ন।। ৮-৯।।

কালস্য স্থূলসূক্ষ্মস্য গতিঃ পদ্মসমুদ্ভবঃ।
ভুব উদ্ধরণেঽম্ভোধের্হিরণ্যাক্ষবধো যথা।। ১০।।

অন্বয়ঃ—স্থূলসূক্ষ্মস্য কালস্য গতিঃ (স্বরূপং) পদ্মসমুদ্ভবঃ (ভগবন্নাভিকমলজন্ম) অম্ভোধেঃ (প্রলয়-সমুদ্রাৎ) ভুবঃ (ভূমেঃ) উদ্ধরণে (উদ্ধারে) যথা (যেন প্রকারেণ) হিরণ্যাক্ষবধঃ (চ জাতস্তৎ সর্ব্বং সমাখ্যাতম্)।।

অনুবাদ— স্থূল-সূক্ষ্ম কালগতি, নাভিকমল সৃষ্টি এবং প্রলয় সমুদ্র হইতে পৃথিবীর উদ্ধারকালে হিরণ্যাক্ষ-বধ বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে।। ১০।।

বিশ্বনাথ— ভুব উদ্ধরণমম্ভোধেঃ সকাশাৎ মকার-লোপশ্ছান্দসঃ।। ১০।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— পৃথিবীর উদ্ধার সমুদ্র হইতে। ম কার লোপ ছন্দ অনুরোধে।। ১০।।

ঊর্দ্ধতির্য্যগবাক্‌সর্গো রুদ্রসর্গস্তথৈব চ।
অর্দ্ধনারীশ্বরস্যাথ যতঃ স্বায়ম্ভুবো মনুঃ।। ১১।।

অন্বয়ঃ— ঊর্দ্ধতির্য্যগবাক্‌সর্গঃ তথা এব চ রুদ্রসর্গঃ (রুদ্রস্য সর্গঃ) অথ যতঃ (যস্মাৎ) স্বায়ম্ভুবঃ মনুঃ (উৎপন্নস্তস্য) অর্দ্ধনারীশ্বরস্য (অর্দ্ধাভ্যাং নারী চ নরশ্চ তস্য সর্গশ্চ সমাখ্যাতঃ)।। ১১।।

অনুবাদ—অনন্তর ঊর্দ্ধসৃষ্টি, তির্য্যক্‌সৃষ্টি, অধঃসৃষ্টি, রুদ্রসৃষ্টি এবং স্বায়ম্ভুব মনুর উৎপত্তিক্ষেত্র অর্দ্ধনারী-শ্বরসৃষ্টি বর্ণিত হইয়াছে।। ১১।।

শতরূপা চ যা স্ত্রীণামাদ্যা প্রকৃতিরুত্তমা।
সন্তানো ধর্ম্মপত্নীনাং কর্দ্দমস্য প্রজাপতেঃ।। ১২।।

অন্বয়ঃ—স্ত্রীণাম্ উত্তমা যা শতরূপা (তন্নাম্নী) উত্তমা প্রকৃতিঃ চ (সা চ সমাখ্যাতা তথা) কর্দ্দমস্য (তদাখ্যস্য) প্রজাপতেঃ ধর্ম্মপত্নীনাং সন্তানঃ (সন্ততিবিস্তারশ্চ সমাখ্যাতঃ)।। ১২।।

অনুবাদ— নারীকুল-শ্রেষ্ঠা শতরূপানাম্নী রমণীর

কথা এবং কৰ্দ্দম প্রজাপতির ধৰ্ম্মপত্নীগণের সন্ততি-বিস্তার বর্ণিত হইয়াছে।। ১২।।

অবতারো ভগবতঃ কপিলস্য মহাত্মনঃ।
দেবহূত্যাশ্চ সংবাদঃ কপিলেন চ ধীমতা।। ১৩।।

অন্বয়ঃ— মহাত্মনঃ ভগবতঃ কপিলস্য অবতারঃ (আবির্ভাবঃ) ধীমতা (বিবেকিনা) কপিলেন চ (সহ) দেবহূত্যাঃ (তস্য মাতুঃ) সংবাদঃ চঃ (সমাখ্যাতঃ)।। ১৩।।

অনুবাদ— অনন্তর মহাত্মা ভগবান্ কপিলদেবের অবতার এবং তাঁহার সহিত দেবহূতির সংবাদ উক্ত হইয়াছে।। ১৩।।

বিশ্বনাথ—অৰ্দ্ধাভ্যাং নারী চ নরশ্চ তস্য।। ১১-১৩

টীকার বঙ্গানুবাদ—অৰ্দ্ধনারী ও অৰ্দ্ধনর তাহার।।

নবব্রহ্মসমুৎপত্তির্দক্ষযজ্ঞবিনাশনম্।
ধ্রুবস্য চরিতং পশ্চাৎ পৃথোঃ প্রাচীনবর্হিষঃ।। ১৪
নারদস্য চ সংবাদস্ততঃ প্রৈয়ব্রতং দ্বিজাঃ।
নাভেস্ততোঽনুচরিতমৃষভস্য ভরতস্য চ।। ১৫।।

অন্বয়ঃ— নবব্রহ্মসমুৎপত্তিঃ (নবব্রহ্মণাং মরীচ্যাদীনাং সমুৎপত্তিঃ সন্তানঃ) দক্ষযজ্ঞবিনাশনং ধ্রুবস্য চরিতং পশ্চাৎ পৃথোঃ (চরিতং ততঃ) প্রাচীনবর্হিষঃ (চরিতঞ্চ) (হে) দ্বিজাঃ! ততঃ নারদস্য সংবাদঃ প্রিয়ব্রতং চরিতং (প্রিয়ব্রতস্য চরিতঞ্চ ততঃ) নাভেঃ ঋষভস্য ভরতস্য চ অনুচরিতং (সমাখ্যাতম্)।। ১৪।।

অনুবাদ—মরীচি প্রভৃতি নবসংখ্যক ব্রাহ্মণের সমুৎপত্তি, দক্ষযজ্ঞবিনাশ, ধ্রুবচরিত, পৃথুচরিত, প্রাচীনবর্হিঃ চরিত, নারদসংবাদ, প্রিয়ব্রতচরিত, নাভিচরিত, ঋষভচরিত এবং ভরতচরিত বর্ণিত হইয়াছে।। ১৪-১৫।।

দ্বীপবর্ষসমুদ্রাণাং গিরিনদ্যুপবর্ণনম্।
জ্যোতিশ্চক্রস্য সংস্থানং পাতালনরকস্থিতিঃ।।১৬।।

অন্বয়ঃ—দ্বীপবর্ষসমুদ্রাণাং (দ্বীপানাং বর্ষাণাং সমুদ্রাণাঞ্চ বর্ণনং তথা) গিরিনদ্যুপবর্ণনম্ (গিরীণাং নদীনাঞ্চ উপবর্ণনম্) জ্যোতিশ্চক্রস্য (জ্যোতিষ্কমণ্ডলস্য) সংস্থানং (স্থিতিঃ) পাতালনরকস্থিতিঃ (চ সমাখ্যাতম্)।।

অনুবাদ— দ্বীপ-বর্ষ-সমুদ্রবর্ণন, গিরি-নদী-বর্ণন, জ্যোতিষ্কমণ্ডলস্থিতি এবং পাতাল ও নরকের স্থিতি কথিত হইয়াছে।। ১৬।।

দক্ষজন্ম প্রচেতোভ্যস্তৎপুত্রীণাঞ্চ সন্ততিঃ।
যতো দেবাসুরনরাস্তির্য্যঙ্নগখগাদয়ঃ।। ১৭।।

অন্বয়ঃ— দক্ষজন্ম (দক্ষস্য জন্ম) প্রচেতোভ্যঃ তৎ পুত্রীণাং (দক্ষকন্যানাং) সন্ততিঃ চ (সন্তানশ্চ) যতঃ দেবাসুরনরাঃ (তথা) তির্য্যঙ্নগখগাদয়ঃ (জাতাস্তৎসৰ্ব্বং সমাখ্যাতম্)।। ১৭।।

অনুবাদ— দক্ষজন্ম, প্রচেতোগণের নিকট হইতে দক্ষ-কন্যাগণের সন্তানোৎপত্তি এবং দেব, অসুর, নর, তির্য্যগ্‌যোনি, বৃক্ষ, পক্ষিপ্রভৃতি নিখিল প্রাণিজন্ম কথিত হইয়াছে।। ১৭।।

ত্বাষ্ট্রস্য জন্মনিধনং পুত্রয়োশ্চ দিতের্দ্বিজাঃ।
দৈত্যেশ্বরস্য চরিতং প্রহ্লাদস্য মহাত্মনঃ।। ১৮।।

অন্বয়ঃ—(হে) দ্বিজাঃ! ত্বাষ্ট্রস্য (বৃত্রস্য) জন্মনিধনং (জন্ম বিনাশশ্চ) দিতেঃ পুত্রয়ো (হিরণ্যাক্ষহিরণ্যকশিপু-সংজ্ঞকয়োর্জন্মনিধনং) দৈত্যেশ্বরস্য মহাত্মনঃ প্রহ্লাদস্য চরিতং চ (সমাখ্যাতম্)।। ১৮।।

অনুবাদ— হে দ্বিজগণ! বৃত্রাসুরের জন্ম ও সংহার, হিরণ্যাক্ষ ও হিরণ্যকশিপুর জন্ম ও বধ এবং দৈত্যেশ্বর মহাত্মা প্রহ্লাদের চরিত বর্ণিত হইয়াছে।। ১৮।।

মন্বন্তরানুকথনং গজেন্দ্রস্য বিমোক্ষণম্।
মন্বন্তরাবতারাশ্চ বিষ্ণোর্হয়শিরাদয়ঃ।। ১৯।।

অন্বয়ঃ— মন্বন্তরানুকথনং গজেন্দ্রস্য বিমোক্ষণং (মুক্তিঃ) বিষ্ণোঃ হয়শিরাদয়ঃ (হয়গ্রীবাদয়ঃ) মন্বন্তরাবতারাঃ চ (সমাখ্যাতম্)।। ১৯।।

অনুবাদ— মন্বন্তর-বর্ণন, গজেন্দ্রবিমোচন এবং শ্রীহরির হয়গ্রীবাদি মন্বন্তরাবতার কথিত হইয়াছে।।১৯

কৌর্ম্মং মাৎস্যং নারসিংহং বামনঞ্চ জগৎপতেঃ।
ক্ষীরোদমথনং তদ্বদমৃতার্থে দিবৌকসাম্।। ২০।।

অন্বয়ঃ— জগৎপতেঃ (শ্রীহরেঃ) কৌর্ম্মং মাৎস্যং নারসিংহং বামনং (তত্তজ্জন্ম) চ তদ্বৎ (তথা) অমৃতার্থে (অমৃতলাভার্থং) দিবৌকসাং (সুরাণাং) ক্ষীরোদমথনং (চ সম্যখ্যাতম্)।। ২০।।

অনুবাদ— অনন্তর জগৎপতি শ্রীহরির কৌর্ম্ম, মাৎস্য, নারসিংহ এবং বামন অবতার ও অমৃতলাভের জন্য দেবগণের সমুদ্রমথন বর্ণিত হইয়াছে।। ২০।।

দেবাসুরমহাযুদ্ধং রাজবংশানুকীর্ত্তনম্।
ইক্ষ্বাকুজন্ম তদ্বংশঃ সুদ্যুম্নস্য মহাত্মনঃ।। ২১।।

অন্বয়ঃ— দেবাসুরমহাযুদ্ধং রাজবংশানুকীর্ত্তনং (রাজবংশানামনুবর্ণনম্) ইক্ষ্বাকুজন্ম (ঈক্ষ্বাকোর্জন্ম) তদ্বংশঃ (ঈক্ষ্বাকুবংশস্য চ বর্ণনং) মহাত্মনঃ সুদ্যুম্নস্য (চ বংশবর্ণনং সমাখ্যাতম্)।। ২১।।

অনুবাদ—অনন্তর দেবাসুর-মহাযুদ্ধ, রাজবংশবর্ণন, ঈক্ষ্বাকুজন্ম, তদ্বংশবর্ণন ও মহাত্মা সুদ্যুম্নের বংশদর্শন কথিত হইয়াছে।। ২১।।

বিশ্বনাথ— নবব্রহ্মভ্যঃ মরীচ্যাদিভ্যঃ সমুৎপত্তিঃ সুদ্যুম্নস্যেত্যত্র উপাখ্যানমিতি শেষঃ।। ১৪-২১।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— মরীচি আদি নবব্রাহ্মণ হইতে উৎপত্তি, সুদ্যুম্নের এস্থলে উপাখ্যান যাহা কথা যুক্ত হইবে।।

ইলোপাখ্যানমত্রোক্তং তারোপাখ্যানমেব চ।
সূর্য্যবংশানুকথনং শশাদাদ্যা নৃগাদয়ঃ।। ২২।।

অন্বয়ঃ— অত্র ইলোপাখ্যানম্ উক্তং (তথা) তারোপাখ্যানম্ এব চ (অপি তথা) সূর্য্যবংশানুকথনং (চ কৃতং) শশাদাদ্যাঃ (শশাদপ্রভৃতয়ঃ) নৃগাদয়ঃ (নৃগপ্রভৃতয়শ্চ নৃপা উক্তাঃ)।। ২২।।

অনুবাদ—অতঃপর ইলা ও তারার উপাখ্যান, সূর্য্যবংশবর্ণন এবং শশাদ প্রভৃতি ও নৃগ প্রভৃতি নৃপগণের চরিত্র বর্ণিত হইয়াছে।। ২২।।

সৌকন্যঞ্চাথ শর্য্যাতেঃ ককুৎস্থস্য চ ধীমতঃ।
খট্বাঙ্গস্য চ মান্ধাতুঃ সৌভরেঃ সগরস্য চ।। ২৩।।

অন্বয়ঃ— অথ সৌকন্যং চ (সুকন্যায়া উপাখ্যানং ততঃ) শর্য্যাতেঃ ধীমতঃ ককুৎস্থস্য চ খট্বাঙ্গস্য চ মান্ধাতুঃ সৌভরেঃ সগরস্য চ (চরিতং বর্ণিতম্)।। ২৩।।

অনুবাদ—অনন্তর সুকন্যা, শর্য্যাতি, ককুৎস্থ, খট্বাঙ্গ, মান্ধাতা, সৌভরি এবং সগরের চরিত কীর্ত্তিত হইয়াছে।।

রামস্য কোশলেন্দ্রস্য চরিতং কিল্বিষাপহম্।
নিমেরঙ্গপরিত্যাগো জনকানাঞ্চ সম্ভবঃ।। ২৪।।

অন্বয়ঃ—কোশলেন্দ্রস্য রামস্য কিল্বিষাপহং (পাপনাশনং) চরিতং নিমেঃ অঙ্গপরিত্যাগঃ জনকানাং সম্ভবঃ চ (উৎপত্তিশ্চ বর্ণিতঃ)।। ২৪।।

অনুবাদ— কোশলেশ্বর রামচন্দ্রের পুণ্যচরিত, নিমির দেহত্যাগ এবং জনকরাজগণের উৎপত্তি কথিত হইয়াছে।। ২৪।।

রামস্য ভার্গবেন্দ্রস্য নিঃক্ষত্রীকরণং ভুবঃ।
ঐলস্য সোমবংশস্য যযাতের্নহুষস্য চ।। ২৫।।
দৌষ্মন্তের্ভরতস্যাপি শান্তনোস্তৎসুতস্য চ।
যযাতের্জ্যেষ্ঠপুত্রস্য যদোর্বংশোঽনুকীর্ত্তিতঃ।। ২৬

অন্বয়ঃ—ভার্গবেন্দ্রস্য রামস্য (পরশুরামস্য) ভুবঃ

(পৃথিব্যাঃ)নিঃক্ষত্রীকরণং (ক্ষত্রিয়সংহারঃ) সোমবংশস্য ঐলস্য যযাতেঃ নহুষস্য চ দৌষ্মন্তেঃ (দুষ্মন্তপুত্রস্য) ভরতস্য শান্তনোঃ তৎসুতস্য অপি চ যযাতেঃ জ্যেষ্ঠপুত্রস্য যদোঃ (চ) বংশঃ অনুকীর্ত্তিতঃ (বর্ণিতঃ)।। ২৫-২৬।।

অনুবাদ— অনন্তর পরশুরাম কর্ত্তৃক ক্ষত্রিয়সংহার, সোমবংশীয় ঐল, যযাতি, নহুষ, দুষ্মন্তনন্দন ভরত, শান্তনু, তৎপুত্র এবং যযাতির জ্যেষ্ঠনন্দন যদুর বংশ বর্ণিত হইয়াছে।। ২৫-২৬।।

যত্রাবতীর্ণো ভগবান্ কৃষ্ণাখ্যো জগদীশ্বরঃ।
বসুদেবগৃহে জন্ম ততো বৃদ্ধিশ্চ গোকুলে।। ২৭।।

অন্বয়ঃ— যত্র (যদুবংশে) কৃষ্ণাখ্যঃ জগদীশ্বরঃ ভগবান্ অবতীর্ণঃ (প্রাদুর্ভুতঃ) বসুদেবগৃহে (তস্য) জন্ম ততঃ গোকুলে (নন্দগৃহে) বৃদ্ধিঃ চ (বর্ণিতা)।। ২৭।।

অনুবাদ— যদুবংশে কৃষ্ণসংজ্ঞক জগদীশ্বর ভগবান্ অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। বসুদেবগৃহে তদীয় জন্ম ও গোকুলে বৃদ্ধির কথা এই গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে।। ২৭।।

তস্য কর্ম্মাণ্যপারাণি কীর্ত্তিতান্যসুরদ্বিষঃ।
পুতনাসুপয়ঃপানং শকটোচ্চাটনং শিশোঃ।। ২৮।।
তৃণাবর্ত্তস্য নিষ্পেষস্তথৈব বকবৎসয়োঃ।
অঘাসুরবধো ধাত্রা বৎসপালাবগূহনম্।। ২৯।।

অন্বয়ঃ— তস্য অসুরদ্বিষঃ (শ্রীকৃষ্ণস্য) অপারাণি (অনন্তানি) কর্ম্মাণি কীর্ত্তিতানি (তথাহি) শিশোঃ (বালকস্য তস্য শ্রীকৃষ্ণস্য) পূতনাসুপয়ঃপানং (পূতনায়া অসুসহিতস্য পয়সঃ পানং) শকটোচ্চাটনং (শকটনিক্ষেপঃ) তৃণাবর্ত্তস্য তথা বকবৎসয়োঃ নিষ্পেষঃ (বধঃ) অঘাসুরবধঃ ধাত্রা (ব্রহ্মণা) বৎসপালাবগূহনং (গোবৎসসমূহহরণং বর্ণিতম্।।) ২৮-২৯।।

অনুবাদ— অনন্তর অসুররিপু শ্রীকৃষ্ণের অনন্ত চরিত্র কীর্ত্তিত হইয়াছে। তন্মধ্যে বাল্যদশায় পূতনার স্তনপান ও প্রাণসংহার, শকটনিক্ষেপ, তৃণাবর্ত্ত, বক ও বৎসাসুর বধ, অঘাসুর বধ এবং ব্রহ্মাকর্ত্তৃক গোবৎস-সমূহের হরণ বর্ণিত হইয়াছে।। ২৮-২৯।।

বিশ্বনাথ— পূতনায়া অসুসহিতস্য স্তন্যপয়সঃ পানং শিশোঃ শিশুনা নিষ্পেষঃ সম্মর্দ্দঃ।। ২৮-২৯।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— পুতনার প্রাণের সহিত স্তন্য দুগ্ধপান শিশুকর্ত্তৃক নিষ্পেষ অর্থাৎ সম্মর্দ্দ।। ২৮-২৯।।

ধেনুকস্য সহভ্রাতুঃ প্রলম্বস্য চ সঙ্ক্ষয়ঃ।
গোপানাঞ্চ পরিত্রাণং দাবাগ্নেঃ পরিসর্পতঃ।। ৩০।।

অন্বয়ঃ— সহভ্রাতুঃ (ভ্রাতাসহ) ধেনুকস্য প্রলম্বস্য চ সংক্ষয়ঃ (বধ) পরিসর্পতঃ (পরিসরণশীলাৎ) দাবাগ্নেঃ (দাবানলাৎ) গোপানাং পরিত্রাণং চ (বর্ণিতম্)।। ৩০।।

অনুবাদ— অনন্তর বলদেব সহ শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক ধেনুক ও প্রলম্বাসুরের সংহার এবং বিস্তৃতিশীল দাবানল হইতে গোপগণের পরিত্রাণ কথিত হইয়াছে।। ৩০।।

বিশ্বনাথ— সহভ্রাতুর্জ্ঞাতিসহিতস্য।। ৩০।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— ভ্রাতার সহিত অর্থাৎ জ্ঞাতি সহিত।। ৩০।।

দমনং কালিয়স্যাহের্মহাহের্নন্দমোক্ষণম্।
ব্রতচর্য্যা তু কন্যানাং যত্র তুষ্টোঽচ্যুতো ব্রতৈঃ।। ৩১
প্রসাদো যজ্ঞপত্নীভ্যো বিপ্রাণাঞ্চানুতাপনম্।
গোবর্দ্ধনোদ্ধারণঞ্চ শক্রস্য সুরভেরথ।। ৩২।।
যজ্ঞাভিষেকঃ কৃষ্ণস্য স্ত্রীভিঃ ক্রীড়া চ রাত্রিষু।
শঙ্খচূড়স্য দুর্ব্বুদ্ধের্বধোঽরিষ্টস্য কেশিনঃ।। ৩৩।।

অন্বয়ঃ— কালিয়স্য অহেঃ (সর্পস্য) দমনং মহাহেঃ (মহাসর্পগ্রাসাৎ) নন্দমোক্ষণং (নন্দস্য পরিরক্ষণং) কন্যানাং (গোপকন্যানাং) ব্রতচর্য্যা (কৃষ্ণলাভার্থং ব্রতানুষ্ঠানং) যত্র অচ্যুতঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) ব্রতৈঃ তুষ্টঃ (অভূৎ)যজ্ঞপত্নীভ্যঃ (যজ্ঞরতবিপ্রাণাং পত্নীভ্যঃ) প্রসাদঃ (অনুগ্রহঃ) বিপ্রাণাং

চ অনুতাপনং (পশ্চাত্তাপঃ) গোবর্দ্ধনোদ্ধারণং চ অথ শক্রস্য (ইন্দ্রস্য) সুরভেঃ (চ) যজ্ঞাভিষেকঃ (যজ্ঞোঽভিষেকশ্চ) রাত্রিষু (শরদ্‌রজনীষু)স্ত্রীভিঃ (গোপরমণীভিঃ) ক্রীড়া চ (রাসোৎসবঃ) দুর্ব্বুদ্ধেঃ শঙ্খচূড়স্য অরিষ্টস্য কেশিনঃ চ বধঃ (এতৎ সর্ব্বং বর্ণিতম্)।।৩১-৩৩।।

অনুবাদ— অনন্তর কালিয়নাগদমন, মহাসর্পের গ্রাস হইতে নন্দমহারাজের পরিত্রাণ গোপকন্যাগণের কৃষ্ণলাভার্থে ব্রতচর্য্যা, ব্রতে শ্রীকৃষ্ণসন্তোষ, যজ্ঞরত বিপ্রপত্নীগণের প্রতি অনুগ্রহ, বিপ্রগণের অনুতাপ, গোবর্দ্ধন-ধারণ, ইন্দ্র ও সুরভির যজ্ঞ ও অভিষেক, শারদীয় রজনীসমূহে গোপরমণীগণের সহিত রাসক্রীড়া এবং শঙ্খচূড়, অরিষ্ট ও কেশিদৈত্যের সংহার বর্ণিত হইয়াছে।।

বিশ্বনাথ— শক্রস্য শক্রেণ সুরভেঃ, সুরভ্যা যজ্ঞঃ পূজনমভিষেকশ্চ তৎ।।৩১-৩৩।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— ইন্দ্রের সহিত সুরভীর, সুরভী কর্ত্তৃক যজ্ঞ, পূজন ও শ্রীকৃষ্ণের অভিষেক।।৩১-৩৩।।

অক্রূরাগমনং পশ্চাৎ প্রস্থানং রামকৃষ্ণয়োঃ।
ব্রজস্ত্রীণাং বিলাপশ্চ মথুরালোকনং ততঃ।।৩৪।।

অন্বয়ঃ— অক্রূরাগমনং পশ্চাৎ (ততঃ) রামকৃষ্ণয়োঃ প্রস্থানং (মথুরাযাত্রা) ব্রজস্ত্রীণাং বিলাপঃ ততঃ মথুরালোকনং (রামকৃষ্ণয়োর্মথুরাদর্শনং) চ(বর্ণিতম্)।।

অনুবাদ—অনন্তর অক্রূরাগমন, রামকৃষ্ণের মথুরা-যাত্রা, ব্রজরমণীগণের বিলাপ এবং রামকৃষ্ণের মথুরা-দর্শন বর্ণিত হইয়াছে।।৩৪।।

গজমুষ্টিকচানূরকংসাদীনাং তথা বধঃ।
মৃতস্যানয়নং সূনোঃ পুনঃ সান্দীপনের্গুরোঃ।।৩৫।।

অন্বয়ঃ— গজমুষ্টিকচানূরকংসাদীনাং (কুবলয়া-পীড়নামকস্য কংসহস্তিনস্তথা মুষ্টিকাদীনাং) বধঃ তথা গুরোঃ সান্দীপনেঃ মৃতস্য সূনোঃ (পুত্রস্য) পুনঃ (যমালয়াৎ) আনয়নং (চ বর্ণিতম্)।।৩৫।।

অনুবাদ— অতঃপর কুবলয়াপীড়নামক কংসহস্তী এবং মুষ্টিক চানূর কংস প্রভৃতির নিধন ও যমালয় হইতে গুরু সান্দীপনি মুনির মৃত পুত্রের পুনরানয়ন উক্ত হইয়াছে।

মথুরায়াং নিবসতা যদুচক্রস্য যৎ প্রিয়ম্।
কৃতমুদ্ধবরামাভ্যাং যুতেন হরিণা দ্বিজাঃ।।৩৬।।

অন্বয়ঃ— (হে) দ্বিজাঃ! মথুরায়াং নিবসতা উদ্ধব-রামাভ্যাং যুতেন হরিনা (শ্রীকৃষ্ণেন) যদুচক্রস্য (যাদবানাং) যৎ প্রিয়ং কৃতং (তচ্চ বর্ণিতম্)।।৩৬।।

অনুবাদ— হে দ্বিজগণ! অনন্তর মথুরায় নিবাস-কালে উদ্ধব ও রামের সহিত শ্রীকৃষ্ণ যাদবগণের যে সমস্ত প্রিয়কার্য্য সাধন করিয়াছিলেন তাহা বর্ণিত হইয়াছে।।৩৬

জরাসন্ধসমানীতসৈন্যস্য বহুশো বধঃ।
ঘাতনং যবনেন্দ্রস্য কুশস্থল্যা নিবেশনম্।।৩৭।।

অন্বয়ঃ— বহুশঃ (সপ্তদশ বারান্) জরাসন্ধসমা-নীতসৈন্যস্য (জরাসন্ধেন কৃষ্ণং প্রতি সামানীতস্য সৈন্যস্য শ্রীকৃষ্ণেন বধঃ) যবনেন্দ্রস্য (কালযবনস্য) ঘাতনং (বধঃ) কুশস্থল্যাঃ (দ্বারকায়াঃ) নিবেশনং (সংস্থাপনঞ্চ বর্ণিতম্)।।

অনুবাদ— সপ্তদশবার জরাসন্ধ কর্ত্তৃক আনীত সৈন্য সমূহের বধ, কালযবন সংহার ও দ্বারকাপুরী সংস্থাপন বর্ণিত হইয়াছে।।৩৭।।

আদানং পারিজাতস্য সুধর্ম্মায়াঃ সুরালয়াৎ।
রুক্মিণ্যা হরণং যুদ্ধে প্রমথ্য দ্বিষতো হরেঃ।।৩৮।।

অন্বয়ঃ—সুরালয়াৎ (স্বর্গাৎ) পারিজাতস্য সুধর্ম্মায়াঃ (দেবসভায়াশ্চ) আদানং (দ্বারকাং প্রত্যানয়নং) যুদ্ধে দ্বিষতঃ (শত্রূন্) প্রমথ্য (নির্জ্জিত্য) হরেঃ (শ্রীকৃষ্ণস্য) রুক্মিণ্যাঃ হরণং (চ বর্ণিতম্)।।৩৮।।

অনুবাদ—অনন্তর স্বর্গ হইতে দ্বারকায় পারিজাত-

বৃক্ষ ও সুধর্ম্মানাম্নী দেবসভার আনয়ন এবং যুদ্ধে শক্র-বিজয়-পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক রুক্মিণীদেবীর হরণ উক্ত হইয়াছে।। ৩৮।।

হরস্য জৃম্ভণং যুদ্ধে বাণস্য ভুজকৃন্তনম্।
প্রাগ্‌জ্যোতিষপতিং হত্বা কন্যানাং হরণঞ্চ যৎ।। ৩৯

অন্বয়ঃ— যুদ্ধে হরস্য (শিবস্য) জৃম্ভণং (স্তম্ভনং) বাণস্য ভুজকৃন্তনং (ভুজানাং ছেদনং) প্রাগ্‌জ্যোতিষপতিং (নরকাসুরং) হত্বা কন্যানাং (তেন রুদ্ধানাং ষোড়শসহস্র-নারীণাং) যৎ হরণং চ (বর্ণিতম্)।। ৩৯।।

অনুবাদ— বাণাসুর যুদ্ধে শিবের স্তম্ভন, বাণাসুরের ভুজসমূহ-ছেদন এবং প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরাধিপতি নরকা-সুরের বধপূর্ব্বক তৎকর্ত্তৃক অবরুদ্ধ ষোড়শসহস্র রমণীর দ্বারকায় আনয়ন বর্ণিত হইয়াছে।। ৩৯।।

চৈদ্যপৌণ্ড্রকশাল্বানাং দন্তবক্রস্য দুর্ম্মতেঃ।
শম্বরো দ্বিবিদঃ পাঠো মুরঃ পঞ্চজনাদয়ঃ।। ৪০।।
মাহাত্ম্যঞ্চ বধস্তেষাং বারাণস্যাশ্চ দাহনম্।
ভারাবতরণং ভূমোর্নিমিত্তীকৃত্য পাণ্ডবান্।। ৪১।।

অন্বয়ঃ— চৈদ্যপৌণ্ড্রকশাল্বানাং দুর্ম্মতেঃ দন্তবক্রস্য (তথা) শম্বরঃ দ্বিবিদঃ পাঠঃ মুরঃ পঞ্চজনাদয়ঃ (পঞ্চ-জনপ্রভৃতয়শ্চ যে) তেষাং মাহাত্ম্যং (প্রভাবঃ) বধঃ চ বারা-ণস্যাঃ দাহনং পাণ্ডবান্ নিমিত্তীকৃত্য ভূমেঃ ভারাবতরণং (চ বর্ণিতম্)।। ৪০-৪১।।

অনুবাদ—শিশুপাল, পৌণ্ড্রক, শাল্ব, দুর্ম্মতি দন্তবক্র, শম্বর, দ্বিবিদ, পীঠ, মুর, পঞ্চজন প্রভৃতির প্রভাব ও তাহাদের সংহার, বারাণসীপুরীদাহ এবং পাণ্ডবগণকে নিমিত্ত করিয়া ভূভারহরণ কথিত হইয়াছে।। ৪০-৪১।।

বিশ্বনাথ—মাহাত্ম্যং চৈদ্যাদীনাং পরাক্রমঃ।।৪০-৪১

টীকার বঙ্গানুবাদ— শিশুপাল আদির পরাক্রম মাহাত্ম্য।। ৩৪-৪১।।

বিপ্রশাপাপদেশেন সংহারঃ স্বকুলস্য চ।
উদ্ধবস্য চ সংবাদো বসুদেবস্য চাদ্ভুতঃ।। ৪২।।
যত্রাত্মবিদ্যা হ্যখিলা প্রোক্তা ধর্ম্মবিনির্ণয়ঃ।
ততো মর্ত্ত্যপরিত্যাগ আত্মযোগানুভাবতঃ।। ৪৩।।

অন্বয়ঃ— বিপ্রশাপাপদেশেন (বিপ্রশাপচ্ছলেন) স্বকুলস্য সংহারঃ চ বসুদেবস্য উদ্ধবস্য চ অদ্ভুতঃ সংবাদঃ চ (প্রশ্নোত্তররূপ সংবাদঃ) যত্র (যস্মিন্ সংবাদে) অখিলা আত্মবিদ্যা প্রোক্তা হি ধর্ম্মবিনির্ণয়ঃ (বর্ণাশ্রমধর্ম্মবিনি-শ্চয়শ্চ কৃতঃ) ততঃ আত্মযোগানুভাবতঃ (আত্মনো যোগ-মায়াপ্রভাবতঃ) মর্ত্ত্যপরিত্যাগঃ (মনুষ্যত্বস্যান্তর্দ্ধানঞ্চ বর্ণিতম্)।। ৪২-৪৩।।

অনুবাদ— অনন্তর বিপ্রশাপচ্ছলে স্ববংশ-সংহার, বসুদেব-সংবাদ ও উদ্ধব-সংবাদে নিখিল আত্মজ্ঞানবর্ণন ও বর্ণাশ্রমধর্ম্মনির্ণয় এবং স্বীয় যোগমায়া-প্রভাবে মনুষ্য-লীলা পরিত্যাগ বর্ণিত হইয়াছে।। ৪২-৪৩।।

বিশ্বনাথ—মর্ত্তস্য মর্ত্ত্যলোকস্য পরিত্যাগঃ, আত্মনো যোগমায়াপ্রভাবত ইতি লোকৈর্দুর্বিতর্কতা ধ্বনিতা।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— মর্ত্ত্য লোকের পরিত্যাগ, নিজ যোগমায়াপ্রভাব হইতে, ইহা অন্যলোকের অচিন্ত্য।।

যুগলক্ষণবৃত্তিশ্চ কলৌ নৃণামুপপ্লবঃ।
চতুর্ব্বিধশ্চ প্রলয় উৎপত্তিস্ত্রিবিধা তথা।। ৪৪।।

অন্বয়ঃ— যুগলক্ষণবৃত্তিঃ চ (যুগলক্ষণং তদনুরূপা-বৃত্তিশ্চ) কলৌ নৃণাম্ উপদ্রবঃ (উপপ্লবশ্চ) চতুর্ব্বিধঃ প্রলয়ঃ চ তথা ত্রিবিধা উৎপত্তিঃ (প্রাকৃতিকী নৈমিত্তিকী নিত্যা চেতি ত্রিবিধা সৃষ্টিশ্চ বর্ণিতঃ)।। ৪৪।।

অনুবাদ— অনন্তর যুগলক্ষণ, যুগানুরূপ বৃত্তি, কলিযুগে মানবগণের উপদ্রব, চতুর্ব্বিধ প্রলয় এবং ত্রিবিধ সৃষ্টি বর্ণিত হইয়াছে।। ৪৪।।

বিশ্বনাথ— যুগলক্ষণং তদনুরূপা বৃত্তিশ্চ। উপপ্লবঃ ধর্ম্মবিপ্লবঃ। ত্রিবিধা প্রাকৃতী নৈমিত্তিকী নিত্যা চ।। ৪৪।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— যুগলক্ষণ তাহার অনুরূপ

বৃত্তিও। উপপ্লব অর্থাৎ ধর্ম্ম বিপ্লব, ত্রিবিধা প্রলয় প্রাকৃতী নৈমিত্তিকীও নিত্যা।। ৪৪।।

দেহত্যাগশ্চ রাজর্ষের্বিষ্ণুরাতস্য ধীমতঃ।
শাখাপ্রণনয়মৃর্ষের্মার্কণ্ডেয়স্য সৎকথা।
মহাপুরুষবিন্যাসঃ সূর্য্যস্য জগদাত্মনঃ।। ৪৫।।

অন্বয়ঃ—ধীমতঃ রাজর্ষেঃ বিষ্ণুরাতস্য (পরীক্ষিতঃ) দেহত্যাগঃ চ ঋষেঃ (ব্যাসস্য) শাখাপ্রণয়নং (বেদপুরাণ-শাখাবিস্তারঃ) মার্কণ্ডেয়স্য সৎকথা মহাপুরুষবিন্যাসঃ (মহাপুরুষস্য সংস্থিতিঃ) জগদাত্মনঃ সূর্য্যস্য (চ সংস্থিতি বর্ণিতা)।। ৪৫।।

অনুবাদ— অতঃপর মহামতি রাজর্ষি পরীক্ষিতের দেহত্যাগ, ব্যাসদেবকর্ত্তৃক বেদ-পুরাণের শাখাবিস্তার, মার্কণ্ডেয় পুণ্যচরিত, মহাপুরুষ সংস্থান এবং সূর্য্যসংস্থান বর্ণিত হইয়াছে।। ৪৫।।

ইতি চোক্তং দ্বিজশ্রেষ্ঠা যৎপৃষ্টোঽহমিহাস্মি বঃ।
লীলাবতারকর্ম্মাণি কীর্ত্তিতানীহ সর্ব্বশঃ।। ৪৬।।

অন্বয়ঃ—(হে) দ্বিজশ্রেষ্ঠাঃ। বঃ (যুষ্মাভিঃ) ইহ অহং যৎ পৃষ্টঃ (পুরা জিজ্ঞাসিতঃ) অস্মি ইতি (তৎ) চ উক্তং (তথাহি) ইহ সর্ব্বশঃ (সর্ব্বাণি) লীলাবতারকর্ম্মাণি কীর্ত্তিতানি।। ৪৬।।

অনুবাদ— হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ। আপনারা আমার নিকট যে বিষয়ে প্রশ্ন করিয়াছিলেন তাহা বর্ণিত হইল। এই গ্রন্থে সর্ব্ববিধ লীলাবতার-চরিত কীর্ত্তিত হইয়াছে।।

বিবৃতি— শৌনকাদি ঋষিগণের যাবতীয় প্রশ্নের উত্তর সকল সূত-কর্ত্তৃক প্রদত্ত হইয়াছিল। অহঙ্কার-বিমূঢ় ব্যক্তিসকল প্রকৃতিজাত ত্রিগুণমণ্ডিত কর্ম্মসমূহের কর্ত্তৃত্বা-ভিমান করিয়া থাকেন। তাহা হইতে মুক্ত হইবার জন্য শ্রীসূতগোস্বামী শ্রীভাগবতের তৃতীয় অধিবেশনে শৌন-কাদির সমক্ষে লীলাময়ের বিচিত্র অবতার সমূহের কর্ম্ম-সকল কীর্ত্তন করিয়াছেন। যে সকল ক্রিয়া কালক্ষোভ্য নহে উহাই লীলার বিচিত্রতা। জগতে আধ্যক্ষিক মানব-গণের দিঙ্‌নিদর্শনের জন্য লীলাময়ের প্রকাশগণের ইহ জগতে অবতরণ। অবতারী কৃষ্ণের প্রকাশগণই অবতার, তাঁহাদের অনুষ্ঠানসমূহ নিত্য চিন্ময় ও নিত্য নিরবচ্ছিন্ন আনন্দপূর্ণ। কিন্তু বর্ত্তমান প্রাণিগণ ভগবদ্‌বিমুখ হওয়ায় তাহারা সাংসারিক গুণজাত কর্ম্মগুলির কর্ত্তৃত্বাভিমানে ব্যস্ত। তদ্ব্যতীত তাঁহাদের বোধগম্য হইবার অন্য কোন সূত্র নাই। লীলাময়ের প্রপঞ্চাবতরণ কালের অধীনে মিশ্রচেতনরাজ্যে বাধাপ্রাপ্ত আনন্দের প্রকাশকারী। যেকালে বাসুদেবের অর্চ্চনকার্য্য সিদ্ধিলাভ করে তৎকালে অবতারগণের সহিত মুক্তজীব লীলায় প্রবেশাধিকার লাভ করেন। বদ্ধজীবের কর্ম্মসমূহ ক্ষীণতা প্রাপ্ত হইলে অবতীর্ণলীলার সন্ধান লাভ ঘটে। তৎকালে তিনি অধো-ক্ষজসেবার মর্য্যাদা বুঝিতে পারেন।

ভগবদ্‌-বিস্মৃতি হইতেই প্রকৃতিজাত বস্তুতে দ্বিতীয়া-ভিনিবেশবশতঃ ভোগ্য বা ত্যাজ্যজ্ঞান জীবকে আবদ্ধ করে। বৈকুণ্ঠলীলা প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হইলে জীবগণ প্রাপ-ঞ্চিকের অন্যতমজ্ঞানে বৈকুণ্ঠলীলাময়ের অনুষ্ঠানসমূহকে কর্ম্মান্তর্গত ভোগ্য জ্ঞান করে। পরিশেষে অনর্থনিবৃত্তি-প্রভাবে তাঁহার নিষ্ঠা, রুচি, আসক্তি, ভাব ও তদুন্নত প্রেমের উপলব্ধি ঘটে।। ৪৬।।

পতিতঃস্খলিতশ্চার্ত্তঃ ক্ষুত্ত্বা বা বিবশো গৃণন্।
হরয়ে নম ইত্যুচ্চৈর্মুচ্যতে সর্ব্বপাতকাৎ।। ৪৭।।

অন্বয়ঃ— পতিতঃ (কূপাদিপতিতঃ) স্খলিতঃ (সোপানাদিষু স্খলিতঃ) আর্ত্তঃ (দুঃখিতঃ) ক্ষুত্ত্বা (ক্ষুতং কৃত্বা) বিবশঃ বা হরয়ে নমঃ ইতি উচ্চৈঃ গৃণন্ (উচ্চা-রয়ন্) সর্ব্বপাতকাৎ মুচ্যতে।। ৪৭।।

অনুবাদ— যিনি কূপাদি পতিত, সোপানাদিতে স্খলিত, দুঃখিত অথবা ক্ষুৎ (অর্থাৎ হাঁচি) ক্রিয়ার পরে বিবশ হইয়াছেন তিনি উচ্চৈঃস্বরে "হরয়ে নমঃ" উচ্চারণ করিলে সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হইয়া থাকেন।। ৪৭।।

বিশ্বনাথ— এতাবৎকথা কীর্ত্তনস্য ফলং ব্রূহীতি চেত্তত্র কৈমুত্যেনাহ। পতিত উচ্চপ্রদেশাদধঃ প্রাপ্তঃ, স্খলিতঃ সমানপ্রদেশেঽপ্যযথা পাদবিন্যাসাৎ প্রাপ্তব্যথঃ। ক্ষুত্ত্বা ক্ষুতং কৃত্বা, উচ্চৈরতিঘোরপাপাদপি।। ৪৫-৪৭।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— এই পর্য্যন্ত কথা কীর্ত্তনের ফল বলুন? ইহার উত্তরে বলিতেছেন—পতিত অর্থাৎ উচ্চ প্রদেশ হইতে নিম্নে পতিত, স্খলিত সমান প্রদেশেও অযথা পদ বিন্যাস হেতু ব্যথা প্রাপ্ত, ক্ষুত্ত্বা অর্থাৎ হাঁচি করিয়া, উচ্চৈঃ—অতি ঘোর পাপ হইতেও।। ৪৫-৪৭।।

বিবৃতি— আর্ত্ত, অর্থার্থী, জিজ্ঞাসু ও জ্ঞানী স্ব-স্ব ভোগ্য জড়ভাব পরিত্যাগের বাসনায় সুকৃতি সঞ্চয় করেন। সেই সুকৃতিপ্রভাবে তাঁর ভজনানুরাগ হয়। উহার পূর্ব্বে "হরি হরয়ে নমঃ"—এই উচ্চসংকীর্ত্তন-প্রভাবে সকল প্রকার পাপাভিনিবেশ হইতে জীবের মুক্তি হয়, যখন আমরা বদ্ধজীবাভিমানে পতিত বিচ্যুত ক্লিষ্ট ক্ষুত্তৃষ্ণা-পীড়িত পরবলাধীন থাকি, তখন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব শ্রীবাস-ভবনে "হরয়ে নমঃ" প্রভৃতি উচ্চ গান কীর্ত্তন করিয়া আমাদিগকে জড়াভিনিবেশ ভোগ ও কাল্পনিক ত্যাগ হইতে বিমুক্ত করান।। ৪৭।।

সঙ্কীর্ত্ত্যমানো ভগবাননন্তঃ
শ্রুতানুভাবো ব্যসনং হি পুংসাম্।
প্রবিশ্য চিত্তং বিধুনোত্যশেষং
যথা তমোঽর্কোঽভ্রমিবাতিবাতঃ।। ৪৮।।

অন্বয়ঃ— সঙ্কীর্ত্ত্যমানঃ শ্রুতানুভাবঃ (শ্রুতোঽনুভাবো যস্য স তাদৃশো বা) ভগবান্ অনন্তঃ (শ্রীহরিঃ) পুংসাং (জনানাং) চিত্তং প্রবিশ্য অর্কঃ তমঃ যথা (সূর্য্যো যথান্ধকারং নাশয়তি তথা কিম্বা) অতিবাতঃ (প্রবলবায়ুঃ) অভ্রম্ ইব (যথা মেঘরাশিং দূরীকরোতি তথা) অশেষং (নিঃশেষং) ব্যসনং (দুঃখ) বিধুনোতি হি (দূরীকরোতি)।।

অনুবাদ— ভগবান্ শ্রীহরির চরিত কীর্ত্তন বা মাহাত্ম্যশ্রবণ করিলে তিনি মানবগণের চিত্তে প্রবিষ্ট হইয়া সূর্য্য যেরূপ অন্ধকাররাশি এবং প্রবল বায়ু মেঘরাশি বিনষ্ট করে সেইরূপ যাবতীয় দুঃখ দূরীকৃত করিয়া থাকেন।।

বিশ্বনাথ— চিত্তং প্রবিশ্য ব্যসনং ধুনোতি। অর্কস্তম ইব। স চ গুহাগতং তমো ন ধুনোতীত্যপরিতোষাদাহ। অতিবাতোঽভ্রমিব।। ৪৮।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— অন্তরে প্রবেশ করিয়া পাপাদি বিনাশ করেন। সূর্য্য যেমন অন্ধকারকে দূর করেন, সূর্য্যও গুহামধ্যগত অন্ধকার দূর করিতে পারে না, ইহাতে তুষ্ট না হইয়া পুনরায় বলিতেছেন—অতিশয় বাতাসে মেঘকে যেমন।। ৪৮।।

বিবৃতি— ভগবৎপ্রসঙ্গবিমুখ জীবগণ বাসনাসক্ত। সেইসকল ব্যসন সংগ্রহ করিয়া জীবের যে দুর্গতি-ফলোদয় হয়, তাহা নিরাকৃত হওয়া বিশেষ প্রয়োজন। সান্ত পদার্থ-সমূহের ভোগিসূত্রে বদ্ধজীব অনন্ত বৈকুণ্ঠের সান্নিধ্য লাভ করিতে না পারিয়া সেইসকল কথা শ্রবণ সুযোগ পান না। তাঁহার কথা সম্যগ্‌রূপে কীর্ত্তিত না হইলে শ্রবণ-জনিত অনুভূতির উদয় হয় না। বৈকুণ্ঠশ্রবণজনিত সম্যক্ কীর্ত্তিত কথাই জীবের চিত্তে প্রবিষ্ট হইয়া অশেষ ভোগ ও ত্যাগপ্রবৃত্তি বিনষ্ট করে। যেরূপ প্রবলবাত্যা মেঘ-সকলকে বিদূরিত করে, যেরূপ সূর্য্যালোক অন্ধকার বিনাশ করে তদ্রূপ হরিকীর্ত্তন কর্ণে প্রবিষ্ট হইলে চিত্তের অশেষ ভোগপ্রবৃত্তি ও ত্যাগরূপ নিবৃত্তি ধ্বংস করে।। ৪৮।।

মৃষাগিরস্তা হ্যসতীরসৎকথা
ন কথ্যতে যদ্ভগবানধোক্ষজঃ।
তদেব সত্যং তদুহৈব মঙ্গলং
তদেব পুণ্যং ভগবদ্গুণোদয়ম্।। ৪৯।।

অন্বয়ঃ— যৎ (যাসু কথাসু) অধোক্ষজঃ ভগবান্ (শ্রীহরিঃ) ন কথ্যতে (ন গীয়তে) তাঃ অসৎকথাঃ (অসতাং কথা যাসু তাঃ) মৃষাগিরঃ (মিথ্যাবাচঃ) অসতীঃ হি (অসত্যো ভবন্তি যৎ) ভগবদ্গুণোদয়ং (ভগবদ্গুণানামুদয়োঽভ্যুদয়ো যস্মাত্তৎ তাদৃশং) তৎ এব (বাক্যং) সত্যম্ উহ

(হর্ষে) তৎএব (বাক্যং) মঙ্গলং (মঙ্গলপ্রদং কিঞ্চ) তৎ-এব (বাক্যং) পুণ্যং (ভবতি)।। ৪৯।।

অনুবাদ— যাহাতে অধোক্ষজ ভগবান্ শ্রীহরি কীর্ত্তিত হন না তাদৃশ অসৎকথাপূর্ণ মিথ্যাবচনরাশি অসৎ। যাহাতে ভগবদ্গুণরাশির অভ্যুদয় হয় তাদৃশ বাক্যই সত্য, তাহাই মঙ্গলপ্রদ এবং তাহাই পুণ্যজনক জানিতে হইবে।

বিশ্বনাথ— অস্য শাস্ত্রস্য কৃষ্ণকীর্ত্তন এব তাৎপর্য্যা-ত্তদন্যকীর্ত্তনমবিগীতমপি ন কুর্য্যাৎ। তৎকীর্ত্তন যৎপশু-ভির্বিগীতত্বেনোক্তং তদপি কুর্য্যাদিত্যাহ মৃষেতি। তাঃ সত্যাঃ অপি গিরো মিথ্যা এব। প্রিয়া অপি গিরোঽসতীর-সত্যাঃ কটূক্তয় এব। তথা সতাং বিদুষামপি কথা অসৎ-কথা এব। কুতঃ যৎ যতো ভগবান্ ন কথ্যতে ইতি। অতঃ স সত্যবাদ্যপি মিথ্যাবাদী, প্রিয়স্বদোঽপি কটুভাষী, সৎকথকোঽপ্যসৎকথক উচ্যত ইতি ভাবঃ। স্বকল্পিত-ত্বাদসত্যমপি ভগবদ্যশশ্চেত্তদেব সত্যং, গৃহাশ্রমবিধ্বংস-কত্বাৎ অমঙ্গলমপি তদেব মঙ্গলং, নান্যৎ। ভগবতঃ পর-দারহরণাদিকমপুণ্যত্বেনাধমৈরুক্তমপি তদেব পুণ্যং, যতো ভগবতো গুণস্যৈব, ন তু দোষস্যোদয়ো যস্মাত্তৎ।। ৪৯।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— এই ভাগবত শাস্ত্রের কৃষ্ণ কীর্ত্তনই তাৎপর্য্য, অন্য কীর্ত্তন নিন্দনীয় না হইলেও করিবে না। সেই কীর্ত্তন যাঁহা পশুগণকর্ত্তৃক নিন্দিত বলিয়া উক্ত, তাহাও করিবে? ইহার উত্তরে বলিতেছেন—ঐসকল কীর্ত্তন সত্য হইলেও বাক্যত মিথ্যাই, প্রিয় হইলেও বাক্যত অসতী, অসত্য কটু উক্তি সমূহই। সেইরূপ বিদ্বান্গণেরও কথা অসৎ কথাই। কি কারণ? যেহেতু ঐ কথা দ্বারা ভগবানকে বলা হয় নাই। অতএব তিনি সত্যবাদী হইলে মিথ্যবাদী, প্রিয়বাদী হইলেও কটুভাষী, সৎকথক হইলেও অসৎ কথক বলা হয়—ইহাই ভাবার্থ। নিজ কল্পিত হেতু অসত্য হইলেও, ভগবৎ যশ যদি হয়, তাহাই সত্য। গৃহাশ্রম বিধ্বংসক হইলেও অমঙ্গল হইলেও তাহাই মঙ্গল, অন্য সকল মঙ্গল নহে। শ্রীভগবানের পরদার হরণ আদি অপুণ্য-হেতু অধমগণ বলিলেও তাহাই পুণ্য। যেহেতু ভগবানের গুণের কথা, কিন্তু দোষের উদয় নহে, সেই হেতু।। ৪৯

বিবৃতি— অক্ষপথচালিত মানব ইন্দ্রিয়জজ্ঞানলব্ধ পরিচ্ছিন্ন পদার্থের কথাই সর্ব্বদা শ্রবণ করিয়া থাকে। সেই কথাগুলি নিত্যকাল সত্য বলিয়া গৃহীত হইবার যোগ্য নহে। যাহা সর্ব্বকাল স্বীয় অধিষ্ঠান রক্ষা করিতে অসমর্থ, সেইসকল বাক্য অসৎপর্য্যায়ে গণিত। কিন্তু ভগবদ্গুণের স্মৃতি পরমপুণ্যপ্রদ এবং মঙ্গলপ্রদ বলিয়া নিত্যকাল সত্য। অমন্দ উদয়কারিণী কল্যাণস্বরূপা ভগবৎকথাই নিত্যকাল নিজাধিষ্ঠান রক্ষা করে। যে-সকল বাক্য নশ্বর-বস্তু-সম্বন্ধে গীত বা শ্রুত হয়, সেইগুলি অকিঞ্চিৎকর ও অনিত্য। ভগবদ্-বস্তু অধোক্ষজ বলিয়া ইন্দ্রিয়ভোগ্য অন্বয় ও ব্যতিরেকমূলে প্রতিষ্ঠিত নহে। অধোক্ষজের সেবাই নিত্যা, অধোক্ষজের গুণবর্ণনমুখে কথাই নিত্যপুণ্যকারিণী এবং সর্ব্বতোভাবে জীবের মঙ্গলপ্রদা।। ৪৯।।

তদেব রম্যং রুচিরং নবং নবং
তদেব শশ্বন্মনসো মহোৎসবম্।
তদবে শোকার্ণবশোষণং নৃণাং
যদুত্তমঃশ্লোকযশোঽনুগীয়তে।। ৫০।।

অন্বয়ঃ— যৎ (যাসু) উত্তমঃশ্লোকযশঃ (উত্তমঃ-শ্লোকস্য ভগবতো যশঃ) অনুগীয়তে (ইতি যৎ) তৎ এব নবং নবং (যথা ভবতি তথা) রুচিরং (রুচি প্রদং) রম্যং (চ ভবতি) তৎ এব শশ্বৎ (নিরন্তরং) মনসঃ মহোৎসবং (মহানুৎসবো যস্মাত্তাদৃশং ভবতি) তৎ এব নৃণাং শোকার্ণ-বশোষণং (শোকবিনাশনং ভবতীত্যর্থঃ)।। ৫০।।

অনুবাদ— যাহাতে উত্তমঃশ্লোক শ্রীহরির যশঃ অনুক্ষণ কীর্ত্তিত হয় তাহাই নবনবায়মানরূপে রুচিপ্রদ, রম্য, চিত্তমহোৎসবজনক ও শোকসমুদ্রবিনাশক হইয়া থাকে।। ৫০।।

বিশ্বনাথ— অরম্যমপি প্রসেনমার্গানুগমন-ভল্লুক-বিলপ্রবেশাদিকং যত্তৎ রম্যমেব। রুচিরমিতি। ভক্তানাম-রোচকমপি শ্রীজানকীত্যাগাদিকং রুচিরমেব। পুরাতনমপি ভগবচ্চরিত্রং নবং নবমেব। মারীচানুগমনানন্তররাবণকৃত-

সীতাহরণাদিকং মনসো মহোৎসবনাশকমপি মহোৎসব-করমেব, পতিপুত্রাদিবৈরাগ্যোপাদকত্বেন শোকার্ণবমপি তৎ শোকার্ণবশোষণমেব।। ৫০।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— রমণীয় না হইলেও প্রসেনের অনুগমন, ভল্লুকের গর্ত্তে প্রবেশ ইত্যাদি যাহা তাহা রমণীয়ই। রুচির অর্থাৎ ভক্তগণের অরোচক হইলেও সীতাদেবীর ত্যাগাদি কথা মনোরমই, পুরাতনও ভগবৎ চরিত্র নূতন নূতনই, মারীচের অনুগমনের পর রাবণকৃত সীতাহরণাদি মনের আনন্দ নাশক হইলেও আনন্দকরই। পতি-পুত্রাদির প্রতি বৈরাগ্য উৎপাদক হেতু শোক সমুদ্রকেও সেই শোক সমুদ্র শোষণকারীই।। ৫০।।

বিবৃতি— ভগবৎকথাই জীবের নিত্যমঙ্গল উৎপন্ন করে। ভগবদ্‌যশঃকীর্ত্তন মানবগণের অভাবজন্য দুঃখ-সমুদ্রের অগাধ জল শুষ্ক করিতে সমর্থ। ভগবানের কথাই জীবের মনোবৃত্তির নিত্যমহোৎসব-সাধনে সমর্থ, ঐ কথা নবনবায়মান হইয়া পরমরুচিপ্রদ ও রমণীয়। কৃষ্ণেতর কথা জীবের চিত্তবৃত্তিকে শোকসমুদ্রে ডুবাইয়া দেয়। ভগবৎ-কীর্ত্তি-কথা অভাবের পরিবর্ত্তে স্বাভাবিক বৈচিত্র্যে জীবের স্বাস্থ্য প্রদান করে।। ৫০।।

ন তদ্বচশ্চিত্রপদং হরের্যশো
জগৎপবিত্রং প্রগৃণীত কর্হিচিৎ।
তদ্ধ্বাঙ্ক্ষতীর্থং ন তু হংসসেবিতং
যত্রাচ্যুতস্তত্র হি সাধবোঽমলাঃ।। ৫১।।

অন্বয়ঃ— চিত্রপদং (চিত্রাণি পদানি যস্মিন্ তাদৃশং সদপি) যৎ বচঃ (বাক্যং) কর্হিচিৎ (কদাপি) জগৎপবিত্রং (জগৎপবিত্রয়তীতি তথা তৎ) হরেঃ (ভগবতঃ) যশঃ ন প্রগৃণীত (নোচ্চারয়েৎ) তৎ (বচঃ) ধ্বাঙ্ক্ষতীর্থং (কাকতুল্যনরাণাং রতিস্থানং পরন্তু) হংসসেবিতং (হংসৈর্জ্ঞানিভিঃ সেবিতং) ন তু (ন ভবতি) হি (যতঃ) যত্র (যস্মিন্) অচ্যুতঃ (ভগবান্ গীয়তে) তত্র (এব) অমলাঃ (বিমলচিত্তাঃ) সাধবঃ (রম্যন্তে হি)।। ৫১।।

অনুবাদ— যে বাক্য বিচিত্র-পদকদম্ব-সমন্বিত হইয়াও কদাচিৎ শ্রীহরির জগৎপবিত্র যশঃ বর্ণন করে না, তাদৃশ বাক্য কাকতুল্য অসারগ্রাহী মানবগণেরই রতিজনক, পরন্তু জ্ঞানিগণ-সেবিত নহে। যেহেতু বিমলচিত্ত সাধুগণ ভগবদ্‌গীতিযুক্ত বাক্যেই রতিযুক্ত হইয়া থাকে।।

বিবৃতি— ভগবৎকীর্ত্তি ও বিক্রমসমূহ জগতের পবিত্রতাকারী। তাদৃশ বাক্যবিন্যাস অচ্যুতপাদপদ্মে অবস্থিত থাকায় বিষ্ঠাদিভোজী কাকের ন্যায় বিচার-বিশিষ্ট ব্যক্তির বিচারে বিচারিত না হইয়া পরমপবিত্র ক্ষীরনীর-ভেদকারী হংসগণকর্ত্তৃক নিরন্তর সেবিত হন।। ৫১।।

তদ্‌বাগ্বিসর্গো জনতাঘসংপ্লবো
যস্মিন্ প্রতিশ্লোকমবদ্ধবত্যপি।
নামান্যনন্তস্য যশোঽঙ্কিতানি যৎ
শৃণ্বন্তি গায়ন্তি গৃণন্তি সাধবঃ।। ৫২।।

অন্বয়ঃ— সাধবঃ যৎ (যানি) শৃণ্বন্তি (অন্যৈঃ কীর্ত্ত্যমানানি শৃণ্বন্তি তথা শ্রোতরি সতি) গায়ন্তি (অন্যথা) গৃণন্তি (স্বয়মুচ্চারয়ন্তি) অনন্তস্য (শ্রীহরেঃ) যশোঽঙ্কিতানি (কীর্ত্তিচিহ্নযুক্তানি তানি) নামানি অবদ্ধবতি অপি (সম্যক্ পদবন্ধনরহিতেঽপি) যস্মিন্ (বাক্যপ্রয়োগে) প্রতিশ্লোকং (বর্ত্তন্তে) তদ্‌বাগ্বিসর্গঃ (স এব বাচঃ প্রয়োগঃ) জনতাঘ-সংপ্লবঃ (জনানাং পাপনাশনো ভবতি)।। ৫২।।

অনুবাদ— সাধুগণ অন্যের কীর্ত্তিত যাহা শ্রবণ করেন, শ্রোতৃসমীপে যাহার গান করেন অথবা শ্রবণকারি-জনের অভাবে স্বয়ংই যাহার উচ্চারণ করেন, শ্রীহরির কীর্ত্তিচিহ্নযুক্ত সেই পুণ্যনামরাশি কোন যথাযথ-পদবন্ধন-রহিত কাব্যাদিতে বর্ত্তমান থাকিলেও তাদৃশ বাক্য-প্রয়োগই মানবগণের পাপবিনাশক হইয়া থাকে।। ৫২

বিশ্বনাথ— ন যদ্বচ ইতি শ্লোকত্রয়ং ভক্তেরেব সর্ব্বোৎকর্ষখ্যাপকং। মহাপুরাণস্যাস্য প্রথমেঽপি শেষেঽপি স্থাপিতং। যথা মহামন্ত্রঃ কশ্চিদাদ্যন্তবর্ত্তিনা বীজদ্বয়েন ত্রয়েণ পুটিতঃ স্যাদিতি।। ৫২।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— 'ন যৎ বচ' এই তিনটি শ্লোক ভক্তিরই সর্ব্বোৎকর্ষ বিস্তারক। এই মহাপুরাণের প্রথমে ও শেষেও স্থাপন করা হইয়াছে যেমন কোনও মহামন্ত্র আদি ও অন্তে বীজদ্বয় দ্বারা বা তিনটি বীজদ্বারা পুটিত হয় সেইরূপ।। ৫২।।

বিবৃতি— জগজ্জঞ্জালে পার্থিব বাক্যসকল নানা-প্রকার পাপ আনয়ন করে। সুষ্ঠুবাক্যবিন্যাস-রহিত অমঙ্গল বিষয়সমূহ জীবের ত্রিতাপ আনয়ন করে। কিন্তু ভগবৎ-কথা বদ্ধজীবের সকল পাপ বিনষ্ট করে। এইজন্যই সাধুগণ সর্ব্বদা ভগবল্লীলাময়-কীর্ত্তন শ্রবণ, গান ও গ্রহণ প্রভৃতি করিয়া থাকেন। সান্ত পরিচ্ছিন্ন বস্তুসকলকে অপূর্ণতা-হেতু সেই সকল বস্তুনির্দ্দেশকারী সংজ্ঞাসমূহ অসাধুগণের অমঙ্গল নাশ করে।। ৫২।।

নৈষ্কর্ম্ম্যমপ্যচ্যুতভাববর্জ্জিতং
ন শোভতে জ্ঞানমলং নিরঞ্জনম্।
কুতঃ পুনঃ শশ্বদভদ্রমীশ্বরে
নহ্যর্পিতং কর্ম্ম যদপ্যনুত্তমম্।। ৫৩।।

অন্বয়ঃ— নৈষ্কর্ম্ম্যং (ব্রহ্ম তৎপ্রকাশকং) নিরঞ্জনম্ (উপাধিনিবর্ত্তকং যৎ) জ্ঞানং (তৎ) অপি অচ্যুতভাব-বর্জ্জিতং (বিষ্ণুভক্তিরহিতং চেত্তদা) অলং ন শোভতে (যথেষ্টং ন শোভতে নাপরোক্ষপর্য্যন্তং ভবতীত্যর্থঃ) শশ্বৎ (সাধনকালে ফলকালে চ) যৎ অভদ্রং (দুঃখাত্মকং তাদৃশং) কর্ম্ম অনুত্তমং (সর্ব্বোত্তমম্) অপি ঈশ্বরে (ভগবতি) ন অর্পিতং (ন চেদর্পিতং ভবেত্তদা) হি কুতঃ পুনঃ (কথং শোভতে কথমপি নেত্যর্থঃ)।। ৫৩।।

অনুবাদ—নৈষ্কর্ম্ম্যব্রহ্মপ্রকাশক এবং উপাধিনিবর্ত্তক জ্ঞানও যদি বিষ্ণুভক্তিরহিত হয়, তাহা হইলে তাহা যথা-যথরূপে শোভাপ্রাপ্ত হয় না; সুতরাং যে কর্ম্ম সাধনকালে ও ফলকালে সর্ব্বদা দুঃখাত্মক তাদৃশ কর্ম্ম সর্ব্বোত্তম হইয়াও যদি ঈশ্বরে সমর্পিত না হয় তাহা হইলে তাহা কিরূপে শোভা প্রাপ্ত হইতে পারে? ৫৩।।

বিশ্বনাথ— অনুত্তমং শ্রেষ্ঠং নিষ্কামকর্ম্ম।। ৫৩।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— অনুত্তম অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ নিষ্কাম কর্ম্ম।। ৫৩।।

বিবৃতি—ভগবৎকথাবর্জ্জিত ভোগ-ত্যাগাদি-প্রবৃত্তি-রহিত নিরুপাধিক জ্ঞানও জীবের মঙ্গলসাধন করিতে সমর্থ হয় না। আর যে-সকল বদ্ধজীবের নশ্বর-ক্রিয়া ভগবদুদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত না হওয়ায় অমঙ্গল ও অধমতা-সংগ্রহে নিযুক্ত, তদ্দ্বারা আর কি ফল হইবে? পূর্ণবস্তুর উদ্দেশে নিত্য-কর্ম্মানুষ্ঠানের বিনিময়েও জীবের কোন প্রকার মঙ্গল হইতে পারে না। এমন কি, মুক্ত পুরুষগণও যদি ভগবৎসম্বন্ধরহিত হইয়া জড়োপাধি-বিনাশের জন্য নৈষ্কর্ম্ম্য ফলভোগ-রাহিত্য বিচার করেন, তাহাও প্রশংসনীয় হইতে পারে না।। ৫৩।।

যশঃশ্রিয়ামেব পরিশ্রমঃ পরো
বর্ণাশ্রমাচারতপঃশ্রুতাদিষু।
অবিস্মৃতিঃ শ্রীধরপাদপদ্মযো-
র্গুণানুবাদশ্রবণাদরাদিভিঃ।। ৫৪।।

অন্বয়ঃ—(কিঞ্চ) বর্ণাশ্রমাচারতপঃশ্রুতাদিষু (যঃ) পরঃ (মহান্) পরিশ্রমঃ (সঃ) যশঃশ্রিয়াং (যশোযুক্তায়াং শ্রিয়াম্) এব (ভবতি পরন্তু) গুণানুবাদশ্রবণাদরাদিভিঃ শ্রীধর পাদপদ্মযোঃ (শ্রীহরিচরণযুগলস্য) অবিস্মৃতিঃ (অবিস্মরণং ভবতি)।। ৫৪।।

অনুবাদ— বর্ণাশ্রমাচার, তপস্যা ও শাস্ত্রশ্রবণাদি বিষয়ক পরিশ্রম কেবল মাত্র যশঃ ও ঐশ্বর্য্যেরই কারণ-স্বরূপ; পরন্তু গুণানুবাদ শ্রবণাদর-প্রভৃতি দ্বারা শ্রীহরিপাদ-পদ্ম যুগলের অবিস্মরণ-রূপ মহাফল লাভ হইয়া থাকে।।

বিশ্বনাথ— কিঞ্চ, বর্ণাশ্রমাদিষু যঃ পরো মহান্ পরিশ্রমঃ স যশোযুক্তায়াং শ্রিয়ামেব পর্য্যাপ্তঃ প্রায়ো ভবেৎ। যশঃসম্পত্তিসাধক এব। ন তু ভগবৎপ্রাপ্তিসাধক ইত্যর্থঃ। হরেগুর্ণানুবাদশ্রবণাদিভিস্তু যঃ পরিশ্রমঃ স তু শ্রীধরপাদ-পদ্মযোরবিস্মৃতিঃ। ন ভবতি বিস্মৃতির্যস্মাৎ সঃ।। ৫৪।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— আর বর্ণাশ্রম আদিতে যে মহান্ পরিশ্রম তাহা যশঃযুক্ত সম্পদেরই পর্য্যন্ত প্রায় হয়। যশঃ সম্পত্তির সাধকই, কিন্তু ভগবৎ-প্রাপ্তির সাধক নহে, ইহাই অর্থ। কিন্তু শ্রীহরির গুণকীর্ত্তন শ্রবণাদি দ্বারা যে পরিশ্রম, তাহা কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের চরণকমলদ্বয়ের অবিস্মৃতি—যাহা হইতে বিস্মৃতি হয় না তাহা।। ৫৪।।

বিবৃতি— ভগবৎপাদপদ্মের গুণ-শ্রবণ বর্জ্জন করিলে ও তাহাতে আদররহিত হইলে জীব ভগবৎস্মৃতি-বিরহিত হন। তখন তাঁহার বর্ণাশ্রমাচার-পালন, তপস্যা, স্বাধ্যায়, কীর্ত্তিসংগ্রহ, সৌন্দর্য্য, বিদ্যায় অধিকার প্রভৃতি পরিশ্রমে পর্য্যবসিত হয়। কিন্তু ভগবৎস্মৃতির পুনরুদয়ে ভগবদ্গুণানুবাদশ্রবণে আদর প্রভৃতি বৃত্তিসমূহের দ্বারা পুষ্ট বর্ণাশ্রমাচার, তপস্যা, শ্রবণ, ভগবৎকীর্ত্তন শ্রমলাঘব-পর হইয়া উত্তমতা আনয়ন করে।। ৫৪।।

অবিস্মৃতিঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োঃ
ক্ষিণোত্যভদ্রাণি চ শং তনোতি *।
সত্ত্বস্য শুদ্ধিং পরমাত্মভক্তিং
জ্ঞানঞ্চ বিজ্ঞানবিরাগযুক্তম্।। ৫৫।।

অন্বয়ঃ— কৃষ্ণপদারবিন্দয়োঃ অবিস্মৃতিঃ (অবিস্মরণং) অভদ্রাণি (অশুভানি) ক্ষিণোতি (নাশয়তি তথা) শং (মঙ্গলং) সত্ত্বস্য (চিত্তস্য) শুদ্ধিং পরমাত্মভক্তিং (শ্রীহরিভক্তিং) বিজ্ঞানবিরাগযুক্তং জ্ঞানং চ তনোতি (বিস্তারয়তি)।।

অনুবাদ— কৃষ্ণপদারবিন্দযুগলস্মৃতি মানবগণের অশুভবিনাশ, চিত্তশুদ্ধি, শ্রীহরিভক্তি এবং বিজ্ঞান-বৈরাগ্য-যুক্ত জ্ঞান ও মঙ্গল বিস্তার করিয়া থাকে।। ৫৫।।

বিশ্বনাথ— ততঃ কিমত আহ-অবিস্মৃতিরিতি। শমং বুদ্ধের্ভগবন্নিষ্ঠাং শমোমন্নিষ্ঠতা বুদ্ধেরিতি ভগবদুক্তেঃ।। ৫৫।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— তাহা হইতে কি হয়? ইহার উত্তরে বলিতেছেন—শম অর্থাৎ বুদ্ধির ভগবৎ নিষ্ঠতা, 'শম' শব্দের অর্থ ভগবান বলিয়াছেন আমা নিষ্ঠতা বুদ্ধিই 'শম'।। ৫৫।।

বিবৃতি— কৃষ্ণমায়ায় বিমুগ্ধ কর্ত্তৃত্বাভিমানী জীব কৃষ্ণপাদপদ্মসেবা ভুলিয়া গিয়াছে। সুতরাং মঙ্গলময় ভগবানের বিস্মৃতি জন্য অমঙ্গলসমূহ তাহাকে বেষ্টন করিয়াছে। নিত্যমঙ্গল কি বস্তু—তাহা তাহার প্রতীতি-গোচর হয় না। কিন্তু যে-মুহূর্ত্তে হরিসেবোন্মুখতা তাহার স্মৃতিপথে উদিত হয় তখনই তাহার সকল অমঙ্গল ক্ষয়-প্রাপ্ত হয় এবং সে পরম মঙ্গলে আপ্লুত হইয়া রজস্তম গুণ-নিরাকৃত বিশুদ্ধ সত্ত্ব লাভ করে। ত্রিগুণসেবারহিত হইয়া ভজনীয় ভগবানে সেবাপ্রবৃত্তির উদয় হয়। উহা অজ্ঞান-বিনাশকারী বিজ্ঞানবিরাগযুক্ত জ্ঞানশব্দে কথিত হয়। ভগবৎস্মৃতি জীবের সত্ত্বশুদ্ধ হৃদয়ে সেবাপ্রবৃত্তি আনয়ন করিয়া আত্মসম্বন্ধ-বিজ্ঞান ও কৃষ্ণেতর বস্তুতে স্বাভাবিক বিরাগ প্রকাশ করিয়া অমঙ্গল হইতে তাঁহাকে রক্ষা করে। ভগবৎস্মৃতিতে কেবল অমঙ্গল বিনষ্ট হয় তাহা নহে। পরন্তু বাস্তবমঙ্গল প্রচুর পরিমাণে প্রাপ্য বিষয় হয়।। ৫৫।।

যূয়ং দ্বিজাগ্র্যা বত ভূরিভাগা
যচ্ছশ্বদাত্মন্যখিলাত্মভূতম্।
নারায়ণং দেবমদেবমীশ-
মজস্রভাবা ভজতাবিবেশ্য।। ৫৬।।

অন্বয়ঃ— (হেঃ) দ্বিজাগ্র্যা! (হে মুনিবরাঃ) যৎ (যস্মাৎ) যূয়ং শশ্বৎ (নিরন্তরম্) অখিলাত্মভূতং (সর্ব্বান্তর্য্যামিনম্) দেবং (সর্ব্বোপাস্যম্) অদেবং (ন দেবোঽন্যো যস্য তম্) ঈশং নারায়ণং (শ্রীহরিম্) আত্মনি (হৃদি) আবিবেশ্য (সংস্থাপ্য) অজস্রভাবাঃ (নিরন্তরভক্তিযুক্তাঃ সন্তঃ) ভজত (ভজথ তস্মাৎ) বত (নূনং যূয়ং) ভূরিভাগাঃ (বহুপুণ্যা ভবর্থ)।। ৫৬।।

* "ক্ষিণোত্যভদ্রাণি চ শং তনোতি" স্থানে পাঠান্তরে "ক্ষিণোত্যভদ্রাণি শমং তনোতি চ" দৃষ্ট হয়।

অনুবাদ— হে দ্বিজবরগণ! যেহেতু আপনারা সর্ব্বদা সর্ব্বান্তর্য্যামী, সর্ব্বজনারাধ্য, দেবতান্তরের অনধীন, জগদীশ্বর নারায়ণকে হৃদয়ে সংস্থাপিত করিয়া নিরন্তর-ভক্তিযুক্ত হইয়া তাঁহার আরাধনা করিতেছেন, সেইজন্য আপনারা অতিশয় পুণ্যশীল।। ৫৬।।

বিশ্বনাথ— অদেবং ন বিদ্যতে যস্য যস্মাদিতি বা। ভজতেতি সম্ভাবনায়াং লোট্।। ৫৬।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— তদেব যাঁহার বা যাহা হইতে দেবতা নাই, ভজত ইহা সম্ভাবনা অর্থে লোট্।। ৫৬।।

বিবৃতি—যাঁহারা শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ, কীর্ত্তন ও বিচার করেন,—তাঁহারাই ধন্য; তাঁহারা নিখিল-আত্মসমষ্টি পরমাত্মবস্তু দেবদেব আরাধ্য নারায়ণের সেবায় প্রবেশপূর্ব্বক দৈবভাবযুক্ত হইয়া নিরন্তর ভজনা করেন। নিত্যবস্তুর ভজন আবৃত নারায়ণ-দর্শনে সেবোন্মুখতা নহে। ভগবৎ-সেবাপ্রভাবে বদ্ধজীবের নিত্য-সেব্য প্রভুর জ্ঞান, নিজ সেবকত্ব ও সেবাবৃত্তির উদয় হয়।। ৫৬।।

অহঞ্চ সংস্মারিত আত্মতত্ত্বং
শ্রুতং পুরা মে পরমর্ষিবক্ত্রাৎ।
প্রায়োপবেশে নৃপতেঃ পরীক্ষিতঃ
সদস্যৃষীণাং মহতাঞ্চ শৃণ্বতাম্।। ৫৭।।

অন্বয়ঃ— পুরা নৃপতেঃ পরীক্ষিতঃ প্রায়োপবেশে (প্রায়োপবেশনব্রতে) ঋষীনাং শৃণ্বতাং (শ্রোতৃণাং) মহতাং চ (মহাজনানাঞ্চ) সংসদি (সভায়াং) মে (ময়া) পরমর্ষিবক্ত্রাৎ (শ্রীশুকদেবমুখাদ্ যৎ) শ্রুতং (সাম্প্রতং ভবদ্ভিঃ) অহং (তৎ) আত্মতত্ত্বং সংস্মারিতঃ চ (ভবদ্ভির্মম তৎস্মৃতিঃ পুনরুদ্ভাবিতেত্যর্থঃ)।। ৫৭।।

অনুবাদ—পুরাকালে মহারাজ পরীক্ষিতের প্রায়োপ-বেশন-ব্রতে শ্রবণকারী ঋষিগণ এবং অন্যান্য মহাজনগণের সভায় আমি শ্রীশুকদেবের মুখে যাহা শ্রবণ করিয়াছিলাম, সম্প্রতি আপনারা আমার চিত্তে পুনরায় সেই আত্মতত্ত্ব-স্মৃতি উৎপাদিত করিয়াছেন।। ৫৭।।

বিবৃতি— ব্রহ্মর্ষি পরমর্ষি শুকদেবের মুখ হইতে শ্রীসূতগোস্বামী যাহা পূর্ব্বকালে শ্রবণ করিয়াছিলেন, সেই শুদ্ধ আত্মতত্ত্ব ভগবল্লীলা ঋষিগণের উত্তরে তাঁহার চিত্তে সম্যগ্‌রূপে পুনরুদিত হইয়াছিল। তিনি নিজ হইতে কোন কল্পিতবাক্য ঋষিগণের সম্মুখে তাঁহাদের প্রেয়োধর্ম্মের ইন্ধনরূপে সংস্থাপন করেন নাই। নৃপতি পরীক্ষিত যে কালে সকল বিষয়-ভোগ পরিত্যাগ করিয়া ভগবদ্ভজনরূপ শ্রবণকার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন, সেইকালে তাঁহার শ্রবণযোগ্যতা ও শুকদেবের কথন-যোগ্যতার প্রকাশ হইয়াছিল। এইজন্যই গৌরনিজজন শ্রীল কবিকর্ণপূর গোস্বামিপাদ—"নিষ্কিঞ্চনস্য ভগবদ্ভজনোন্মুখস্য পারং পরং জিগমিষোর্ভবসাগরস্য। সন্দর্শনং বিষয়িণামথ যোষিতাঞ্চ হা হন্ত হন্ত! বিষভক্ষণতোঽপ্যসাধু।।" এই শ্লোক রচনা করিয়াছিলেন। অন্ধকারের অধিষ্ঠানে যেরূপ আলোকের আগমন ও স্থায়িত্ব সম্ভবপর নহে, সেই প্রকার অক্ষদৃগ্‌গণের ইন্দ্রিয়জজ্ঞানে বিষয়-পিপাসার মধ্যে তাহা আদৃত হন না। কিন্তু অল্পক্ষণ ভগবৎকথাশ্রবণেও অনুরাগ বলে জীবের পরমমঙ্গল সাধিত হয়।। ৫৭।।

এতদ্বঃ কথিতং বিপ্রাঃ কথনীয়োরুকর্ম্মণঃ।
মাহাত্ম্যং বাসুদেবস্য সর্ব্বাশুভবিনাশনম্।। ৫৮।।

অন্বয়ঃ—(হে) বিপ্রাঃ! কথনীয়োরুকর্ম্মণঃ (কথনীয়ানি কীর্ত্তনীয়ান্যরূণি মহান্তি কর্ম্মাণি চরিতানি যস্য তস্য) বাসুদেবস্য (শ্রীকৃষ্ণস্য) এতৎ সর্ব্বাশুভবিনাশনং (সর্ব্বেষামশুভানাং বিনাশনং) মাহাত্ম্যং বঃ (যুষ্মান্ প্রতি) কথিতং (বর্ণিতম্)।। ৫৮।।

অনুবাদ— হে বিপ্রগণ! যাঁহার মহাচরিত রাশি একমাত্র কীর্ত্তনীয়, সেই শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বপাপবিনাশন মাহাত্ম্য আপনাদের নিকট বর্ণিত হইল।। ৫৮।।

য এতৎ শ্রাবয়েন্নিত্যং যামক্ষণমনন্যধীঃ।
শ্লোকমেকং তদর্দ্ধং বা পাদং পাদার্দ্ধমেব বা।
শ্রদ্ধাবান্ যোঽনুশৃণুয়াৎ পুনাত্যাত্মনমেব সঃ।। ৫৯।।

অন্বয়ঃ— অনন্যধীঃ (তদ্‌গতচিত্তঃ সন্) যঃ নিত্যং (প্রত্যহং) যামক্ষণং (যামং ক্ষণঞ্চেত্যর্থঃ) এতৎ শ্রাবয়েৎ (অন্যস্মৈ কথয়েৎ কিম্বা) শ্রদ্ধাবান্ যঃ একং শ্লোকং তদর্দ্ধং (শ্লোকার্দ্ধং) বা পাদং (শ্লোকচতুর্থভাগং) পাদার্দ্ধং (শ্লোকাষ্টমভাগম্) এব বা অনুশৃণুয়াৎ সঃ আত্মনং পুনাতি এব (পবিত্রয়তি)।। ৫৯।।

অনুবাদ— যিনি তদ্‌গতচিত্তে প্রত্যহ প্রতিপ্রহর প্রতিক্ষণ অন্যের নিকট ইহার কীর্ত্তন করেন অথবা শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া ইহার একশ্লোক, শ্লোকার্দ্ধ, শ্লোকচতুর্থভাগ বা শ্লোকাষ্টম ভাগ অনুক্ষণ শ্রবণ করেন, তিনি আত্মাকে পবিত্র করেন।। ৫৯।।

বিবৃতি— যিনি শ্রদ্ধাসহকারে অল্পকালও হরিকথা শ্রবণ করেন, তিনি বাস্তবিকই আপনাকে ভোগ-ত্যাগরূপ পাপ হইতে নির্ম্মুক্ত করেন। শ্রদ্ধাসহকারে হরিকথাশ্রবণ জীবের ভক্তিপথের প্রথম সোপান। শ্রীগৌরসুন্দর ইহাই জগৎকে জানাইয়াছেন।। ৫৯।।

দ্বাদশ্যামেকাদশ্যাং বা শৃণ্বন্নায়ুষ্যবান্ ভবেৎ।
পঠত্যনশ্নন্ প্রযতঃ পূতো ভবতি পাতকাৎ।। ৬০।।

অন্বয়ঃ— দ্বাদশ্যাম্ একাদশ্যাং বা শৃণ্বন্ (জনঃ) আয়ুষ্যবান্ (দীর্ঘজীবী) ভবেৎ (যশ্চ) অনশ্নন্ (কৃতোপবাসঃ) প্রযতঃ (একাগ্রচিত্তঃ সন্) পঠতি (সঃ) পাতকাৎ (সর্ব্বপাপাৎ) পূতঃ (বিশুদ্ধঃ) ভবতি।। ৬০।।

অনুবাদ— মানব দ্বাদশী বা একাদশীতে ইহা শ্রবণ করিলে দীর্ঘজীবী এবং উপবাসী ও একাগ্রচিত্ত হইয়া পাঠ করিলে সর্ব্বপাপবিমুক্ত হইয়া থাকেন।। ৬০।।

পুষ্করে মথুরায়াঞ্চ দ্বারবত্যাং যতাত্মবান্।
উপোষ্য সংহিতামেতাং পঠিত্বা মুচ্যতে ভয়াৎ।। ৬১

অন্বয়ঃ— পুষ্করে মথুরায়াং দ্বারবত্যাং (দ্বারকায়াং) চ (জনঃ) উপোষ্য (উপবাসং কৃত্বা) যতাত্মবান্ (সংযতচিত্তঃ সন্) এতাং (ভাগবতীং) সংহিতাং পঠিত্বা ভয়াৎ মুচ্যতে (মুক্তো ভবতি)।। ৬১।।

অনুবাদ— পুষ্কর, মথুরা ও দ্বারকা-ক্ষেত্রে উপবাস পূর্ব্বক সংযতচিত্তে এই ভাগবত-সংহিতা পাঠ করিলে সর্ব্বভয়বিমুক্ত হইয়া থাকেন।। ৬১।।

দেবতা মুনয়ঃ সিদ্ধাঃ পিতরো মনবো নৃপাঃ।
যচ্ছন্তি কামান্ গৃণতঃ শৃণ্বতো যস্য কীর্ত্তনাৎ।। ৬২।।

অন্বয়ঃ—দেবতাঃ মুনয়ঃ সিদ্ধাঃ পিতরঃ মনবঃ নৃপাঃ (চ) যস্য (পুরাণস্যৈতস্য) কীর্ত্তনাৎ (কীর্ত্তনকারিণ ইত্যর্থঃ) গৃণতঃ (উচ্চারয়তঃ) শৃণ্বতঃ (চ জনস্য) কামান্ (অভিলাষান্) যচ্ছন্তি (বিতরন্তি)।। ৬২।।

অনুবাদ—দেবগণ, মুনিগণ, সিদ্ধগণ, পিতৃগণ, মনুগণ ও নৃপতিগণ এই পুরাণের কীর্ত্তনকারী, উচ্চারণকারী ও শ্রবণকারী পুরুষকে সর্ব্বকাম বিতরণ করেন।। ৬২।।

ঋচো যজুংষি সামানি দ্বিজোঽধীত্যানুবিন্দতে।
মধুকুল্যা ঘৃতকুল্যাঃ পয়ঃকুল্যাশ্চ তৎফলম্।। ৬৩

অন্বয়ঃ— দ্বিজাঃ ঋচঃ (ঋগ্‌বেদমন্ত্রান্) যজুংষি সামানি (চ) অধীত্য মধুকুল্যাঃ ঘৃতকুল্যাঃ পয়ঃকুল্যাঃ চ (মধুকুল্যাদিরূপং যৎ ফলমনুবিন্দতে এতাং পঠিত্বা) তৎফলম্ অনুবিন্দতে (লভতে)।। ৬৩।।

অনুবাদ— দ্বিজগণ ঋক্ যজুঃ ও সামবেদসমূহ পাঠ করিয়া মধুকুল্যা ঘৃতকুল্যা পয়ঃকুল্যা-রূপ যে ফললাভ করেন, এই সংহিতা-পাঠে তৎসমস্ত লাভ হইয়া থাকে।।

বিশ্বনাথ— ঋগাদ্যধীত্য দ্বিজো মধুকুল্যাদি যদনুবিন্দতে তৎফলমেতাং পঠিত্বা অনুবিন্দতে ইতি।। ৬৩

টীকার বঙ্গানুবাদ— ঋক্ আদি বেদ অধ্যয়ন করিয়া ব্রাহ্মণ মধুকুল্যা আদি যাহা লাভ করেন, ইহা পাঠ করিয়া সেই ফল লাভ করেন।। ৫৭-৬৩।।

পুরাণসংহিতামেতামধীত্য প্রযতো দ্বিজঃ।
প্রোক্তং ভগবতা যত্তু তৎপদং পরমং ব্রজেৎ।। ৬৪।।

অন্বয়ঃ— ভগবতা যৎ তু (পরমং পদং) প্রোক্তং দ্বিজঃ প্রযতঃ (সন্) এতাং পুরাণসংহিতাম্ অধীত্য তৎ পরম্ পদং ব্রজেৎ (লভতে)।। ৬৪ ।।

অনুবাদ— দ্বিজ সংযতচিত্তে এই পুরাণসংহিতা পাঠ করিলে ভগবৎ-পরমপদলাভে সমর্থ হইয়া থাকেন।।৬৪

বিপ্রোঽধীত্যাপ্নুয়াৎ প্রজ্ঞাং রাজন্যোদধিমেখলাম্।
বৈশ্যো নিধিপতিত্বঞ্চ শূদ্রঃ শুধ্যেত পাতকাৎ।। ৬৫।।

অন্বয়ঃ— বিপ্রঃ (এতাম্) অধীত্য প্রজ্ঞাং (ভক্তিম্) আপ্নুয়াৎ (লভেত) রাজন্যঃ (ক্ষত্রিয়ঃ) উদধিমেখলাং (সমুদ্রান্তং পৃথ্বীমাপ্নুয়াৎ) বৈশ্যঃ নিধিপতিত্বম্ (আপ্নুয়াৎ) শূদ্রঃ চ পাতকাৎ শুধ্যেত (শুদ্ধো ভবেৎ)।। ৬৫ ।।

অনুবাদ— বিপ্র এই সংহিতার অধ্যয়নে ভক্তি, ক্ষত্রিয় সমুদ্রান্ত ক্ষিতিমণ্ডল, বৈশ্য নিধিপতিপদ এবং শূদ্র পাতক হইতে বিশুদ্ধি লাভ করিয়া থাকেন।। ৬৫ ।।

বিশ্বনাথ— বিপ্রোঽধীত্যেত্যাদিকং তত্তৎকামাগ্রহ-পরাণাং প্রবর্ত্তনার্থমাপাতফলং, রাজন্য উদধিমেখলাং সন্ধিরার্ষঃ।। ৬৫ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— বিপ্র অধ্যয়ন করিয়া ইত্যাদি সেই সেই কামনা আগ্রহ পরায়ণগণের প্রবর্ত্তনের জন্য আপাতত ফল, সমুদ্রবেষ্টিত রাজত্বলাভ রাজার। এস্থলে সন্ধি আর্ষ প্রয়োগ।। ৬৫ ।।

কলিমলসংহৃতিকালনোঽখিলেশো
হরিরিতরত্র ন গীয়তে হ্যভীক্ষ্ণম্।
ইহ তু পুনর্ভগবানশেষমূর্ত্তিঃ
পরিপঠিতোঽনুপদং কথাপ্রসঙ্গৈঃ।। ৬৬।।

অন্বয়ঃ— কলিমলসংহৃতিকালনঃ (কলিকলুষ-রাশিবিনাশনঃ) অখিলেশঃ (নিখিলজগৎপতিঃ) হরিঃ ইতরত্র (শাস্ত্রান্তরেষু) অভীক্ষ্ণং (নিরন্তরং) ন গীয়তে হি (নৈব কীর্ত্যতে) ইহ তু পুনঃ (অস্মিন্ শাস্ত্রে তু) কথা-প্রসঙ্গৈঃ (কথাচ্ছলেন) অনুপদং (প্রতিপদমেব) অশেষ-মূর্ত্তিঃ (অনন্তবিগ্রহঃ) ভগবান্ পরিপঠিতঃ (প্রকীর্ত্তিতঃ)।।

অনুবাদ—কলিকলুষরাশিবিনাশন নিখিলজগৎপতি শ্রীহরি শাস্ত্রান্তরসমূহে নিরন্তর কীর্ত্তিত হন নাই, পরন্তু এই শ্রীমদ্ভাগবতগ্রন্থে কথাপ্রসঙ্গে প্রতিপদে অনন্তবিগ্রহ শ্রীহরির কথা কীর্ত্তিত হইয়াছে।। ৬৬।।

বিশ্বনাথ— কলিমল ইতি কালনো নাশনঃ। অনু-প্রদং প্রতি প্রকরণমেব ইতরত্র কর্ম্ম ব্রহ্মাদিপ্রতিপাদক-শাস্ত্রান্তরে অখিলেশো বিরাড়ন্তর্য্যামী নারায়ণোঽপি তৎ-পালকো বিষ্ণুর্ব্বাপি ন গীয়তে। ক্বচিদ্গীয়তে বা তত্র ত্বভীক্ষ্ণং নৈব গীয়তে তু শব্দোঽবধারণে। সাক্ষাৎ শ্রীভগ-বান্ পুনরিহ শ্রীভাগবত এবাভীক্ষ্ণং গীয়তে। নারায়ণাদয়ো বা যেঽত্র বর্ণিতাস্তেঽপ্যশেষা এব মূর্ত্তয়োঽবতারা যস্য সঃ। তথাভূত এব গীয়তে নত্বিতরত্রৈব তদবিবেকেনেত্যর্থঃ। অতএব তত্তৎকথাপ্রসঙ্গৈরপ্যনুপদং পদং পদমপি লক্ষী-কৃত্য ভগবানের পরি সর্ব্বতো ভাবেন পঠিতো ব্যক্ত-মেবোক্ত ইতি।। ৬৬।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— কলিমল ইত্যাদি শ্লোকে কালন অর্থাৎ নাশন, অনুপদং প্রতিপ্রকরণই অন্যত্র কর্ম্ম ব্রহ্মাদি প্রতিপাদক অন্য শাস্ত্রে অখিলেশ বিরাটের অন্তর্য্যামী নারায়ণও, অথবা তাহার পালক বিষ্ণু গীত হয় না, যদি বা কোথাও গীত হয়। সেখানে কিন্তু নিরন্তর গীত হয় না 'তু' শব্দ এস্থলে অবধারণ অর্থে। সাক্ষাৎ শ্রীভগবান পুনরায় এই শ্রীভাগবতেই নিরন্তর গীত হইতেছেন। নারায়ণাদি যাঁহারা এইখানে বর্ণিত হইতেছেন তাহারাও অশেষই মূর্ত্তি অর্থাৎ অবতারগণ যাঁহার তিনি সেইরূপই গীত হইতেছে। শ্রীভাগবত ভিন্ন অন্যত্র এইরূপ গীত হইতেছেন না, যাহা হইতেছেন তাহা বিচার পূর্ব্বক নহে। অতএব সেই সেই কথা প্রসঙ্গ দ্বারাও পদে পদে লক্ষ্য করিলে ভগবানই সর্ব্বভাবে ব্যক্তই পঠিত হইতেছেন।।

বিবৃতি— শ্রীমদ্ভাগবতগ্রন্থে অখিল বস্তুর ঈশ্বর

ভগবান্ শ্রীহরির কথা প্রচুর পরিমাণে গীত হইয়াছে। তর্কদুষ্ট ব্যাপারসমূহের বিনাশকারী অশেষ-মূর্ত্তিধারী ভগবানের কথা প্রচুর পরিমাণে হরিলীলাপ্রসঙ্গে সর্ব্বতোভাবে পঠিত হইবার সুযোগ আছে।। ৬৬।।

তমহমজমনন্তমাত্মতত্ত্বং
জগদুদয়স্থিতিসংযমাত্মশক্তিম্।
দ্যুপতিভিরজশক্রশঙ্করাদ্যৈ-
র্দুরবসিতস্তবমচ্যুতং নতোঽস্মি।।৬৭।।

অন্বয়ঃ— অহং জগদুদয়স্থিতিসংযমাত্মশক্তিং (জগদুদয়স্থিতিসংযমাত্মনো রজ আদয়ঃ শক্তয়ো যস্য তং) অজশক্রশঙ্করাদ্যৈঃ (ব্রহ্মেন্দ্ররুদ্রাদিভিঃ) দ্যুপতিভিঃ (স্বর্গপালকৈঃ) দুরবসিতস্তবং (দুরবসিতোঽজ্ঞাতঃ স্তবঃ স্তোত্রং যস্য তং) তম্ অজম্ অনন্তম্ আত্মতত্ত্বম্ (আত্মস্বরূপম্) অচ্যুতং (শ্রীকৃষ্ণং) নতঃ অস্মি (প্রণমামি)।। ৬৭।।

অনুবাদ— যিনি জগতের সৃষ্টিস্থিতিসংহার-শক্তিশালী, ব্রহ্মা-ইন্দ্র-মহেশ-প্রভৃতি স্বর্গাধি পতিগণও যাঁহার স্তোত্র অবগত নহেন, আমি সেই অজ অনন্ত আত্মরূপী শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করিতেছি।। ৬৭।।

বিশ্বনাথ— শাস্ত্রপ্রতিপাদিতং দেবং প্রণমতি তং অজং নতোঽস্মি। কিং ব্রহ্মাণং নমসি। ন। অনন্তং, কিং প্রধানং। ন। আত্মতত্ত্বং চেতনস্বরূপম্। কিং শুদ্ধজীবং। ন। জগদুদয়াদয় আত্মশক্তিতো যস্য তং। কিং দুর্গাপতিং শম্ভুং। ন। দ্যুপতিভির্দেবৈরজাদ্যৈরপি দুরবসিতস্তবং অজ্ঞাতস্তুতিকম্। অচ্যুতং শ্রীকৃষ্ণম্।। ৬৭।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— শাস্ত্র প্রতিপাদিত শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করিতেছেন—সেই অজকে প্রণাম করি। কি ব্রহ্মাকে প্রণাম করিতেছেন? উত্তর না অনন্তকে। কি প্রধানকে প্রণাম করিতেছেন? উত্তরে না আত্মতত্ত্ব চেতন স্বরূপকে। কি শুদ্ধ জীবকে? উত্তরে না যাঁহার আত্মশক্তি হইতে জগতের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় হয় তাহাকে। কি দুর্গাপতি শম্ভুকে প্রণাম করিতেছেন? উত্তরে না দেবগণ ব্রহ্মাদি কর্ত্তৃক যাঁহার স্তব অজ্ঞাত সেই অচ্যুত শ্রীকৃষ্ণকে।।৬৭

বিবৃতি— অনন্তদেব জন্মরহিত পরমাত্মতত্ত্বস্বরূপ, নশ্বর জগতের জন্মস্থিতিভঙ্গকারি-শক্তিবিশিষ্ট হইয়াও তিনি অচ্যুত। এই বাস্তববস্তু অচ্যুত ব্রহ্মা, ইন্দ্র, রুদ্র প্রভৃতি দেবগণের দুরধিগম্য বিষয়। একমাত্র ভক্তির দ্বারাই তাঁহার সান্নিধ্য ও সেবাধিকার লাভ করা যায়।। ৬৭।।

উপচিতনবশক্তিভিঃ স্ব আত্ম-
ন্যুপরচিতস্থিরজঙ্গমালয়ায়।
ভগবত উপলব্ধিমাত্রধাম্নে
সুরঋষভায় নমঃ সনাতনায়।। ৬৮।।

অন্বয়ঃ— উপচিতনবশক্তিভিঃ (উপচিতাভিরুদ্রিক্তাভির্নবশক্তিভিঃ প্রকৃতি পুরুষমহদহঙ্কারতন্মাত্ররূপাভিঃ) স্বে আত্মনি (স্বস্মিন্নেব) উপরচিতস্থিরজঙ্গমালয়ায় (উপরচিতং স্থিরং জঙ্গমঞ্চালয়ো যস্য তস্মৈ) উপলব্ধিমাত্রধাম্নে (বিজ্ঞানস্বরূপায়) সুরঋষভায় (দেবোত্তমায়) সনাতনায় ভগবত নমঃ।। ৬৮।।

অনুবাদ— যাঁহার অনন্ত বিগ্রহমধ্যে প্রকৃতি, পুরুষ, মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার ও পঞ্চতন্মাত্ররূপ উপরচিত নববিধশক্তি কর্ত্তৃক স্থাবরজঙ্গমাত্মক আবাস নির্ম্মিত হইয়াছে, সেই বিজ্ঞানরূপী সনাতন দেবোত্তম শ্রীহরিকে প্রণাম করিতেছি।।

বিশ্বনাথ— তমেব স্বান্তর্য্যামিত্বেন প্রণমতি। নবশক্তিঃ প্রকৃতিপুরুষমহদহঙ্কার-তন্মাত্ররূপাভিঃ।। ৬৮।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— তাহাকেই অন্তর্য্যামিরূপে প্রণাম করিতেছেন। নবশক্তি সহিত প্রকৃতি পুরুষ মহৎ অহঙ্কার তন্মাত্ররূপ নবশক্তির সহিত।। ৬৮।।

বিবৃতি— স্থিরজঙ্গম-আলয়—প্রাপঞ্চিক জগতে যে স্থাবরজঙ্গম পরিদৃষ্ট হয় উহারা বদ্ধজীবের ভোগায়তনমাত্র; তদাশ্রয়বিচারে জড়াভিনিবিষ্ট জীবপ্রতীতিতে যে স্থিরজঙ্গমাদি দৃষ্ট হয় তাহার আলয় বলিতে গিয়া জড়সবিশেষ পরমাত্মার শক্তিবর্ণনমাত্রে আবদ্ধ থাকিতে হয়। তজ্জন্য "উপরচিত" শব্দ ভগবদধিষ্ঠানের বিশেষণরূপে লিখিত হইয়াছে। "সমীপে নির্ম্মিত" বলিলে তত্তদধিষ্ঠান

তাঁহাতে আরোপ করিয়া নিত্য চিন্ময় স্থাবরজঙ্গমপ্রতীতি হইতে আমরা বঞ্চিত হই। ভগবদ্‌বস্তু অধোক্ষজ বলিয়া আমাদের ইন্দ্রিয়ভোগ্য জড়বিচার তাঁহাতে আরোপিত হওয়া অনুচিত। তজ্জন্যই "উপলব্ধিমাত্রধাম" বলিয়া দেবপূজ্য ভগবদ্‌বস্তুকে "সনাতন" বলা হয়।

চিন্ময়স্বরূপ, বিশ্বের অচিৎ বস্তুসমূহের সৃষ্টিকর্তৃত্ব তাঁহাতে থাকিলেও তিনি তদন্তর্গত খণ্ড পদার্থবিশেষ নহেন। যাঁহারা তাঁহাকে তাদৃশ মনে করেন তাঁহারা অনিত্য-বস্তুকে সেব্যজ্ঞান করিয়া সনাতনবস্তুর সন্ধান পান না। বিশুদ্ধসত্ত্বাত্মক ভগবদ্বস্তু অচিদ্‌বস্তুর সমপর্য্যায়ে অনুভূত হন না। ভগবান্‌কে অক্ষজবস্তুজ্ঞানে প্রাকৃত বিশ্বের বস্তু-বিশেষ জানিয়া তাঁহার প্রভু হইবার বাসনায় অভক্তিপথ কর্ম্মজ্ঞানাদি অবলম্বনপূর্ব্বক যাঁহারা অগ্রসর হন, তাঁহাদের নমস্কারের পরিবর্ত্তে তিরস্কারই ভগবৎপাদপদ্মে উপস্থিত হয়।। ৬৮।।

তথ্য— নবশক্তি—প্রকৃতি, পুরুষ, মহৎ, অহঙ্কার ও পঞ্চ তন্মাত্র। ভাঃ ১২।১১ অধ্যায়ের "মায়াদ্যৈর্নব-ভিস্তত্ত্বৈঃ" ইত্যাদি পঞ্চম শ্লোকে শ্রীধরটীকায় প্রকৃতি, সূত্র, মহৎ, অহঙ্কার ও পঞ্চ তন্মাত্রকে— "নবতত্ত্ব" বলা হইয়াছে।। ৬৮।।

স্বসুখনিভৃতচেতাস্তদ্ব্যুদস্তান্যভাবো-
ঽপ্যজিতরুচিরলীলাকৃষ্টসারস্তদীয়ম্।
ব্যতনুত কৃপয়া যস্তত্ত্বদীপং পুরাণং
তমখিলবৃজিনঘ্নং ব্যাসসূনুং নতোঽস্মি।। ৬৯।।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে
পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
দ্বাদশস্কন্ধে স্কন্ধার্থনিরূপণং নাম
দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ।। ১২।।

অন্বয়ঃ— স্বসুখনিভৃতচেতাঃ (স্বসুখেনৈব নিভৃতং পূর্ণং চেতো যস্য সঃ) তদ্ব্যুদস্তান্যভাবঃ অপি (তেনৈব ব্যুদস্তো নিরস্তোঽন্যস্মিন ভাবো যস্য স তথাভূতোঽপি) যঃ অজিতরুচিরলীলাকৃষ্টসারঃ (অজিতস্য রুচিরাভি-র্লীলাভিরাকৃষ্টঃ সারঃ স্বসুখগতং স্থৈর্য্যং যস্য স তথাভূতঃ সন্) কৃপয়া (জীবেষু করুণয়া) তত্ত্বদীপং (পরমার্থপ্রকা-শকং) তদীয়ং পুরাণং (শ্রীভাগবতং) ব্যতনুত (বিস্তারিত-বান্) অখিলবৃজিনঘ্নং (নিখিলপাপনাশনং) তং ব্যাসসূনুং (শ্রীশুকং) নতঃ অস্মি (প্রণমামি)।। ৬৯।।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দ্বাদশস্কন্ধে দ্বাদশাধ্যায়স্যান্বয়ঃ।।

অনুবাদ— যিনি আত্মানন্দ পরিপূর্ণচিত্ত এবং তদ্‌-ভাবনিবন্ধন অন্যাভিলাষরহিত হইলেও শ্রীহরির রুচির লীলাসমূহদ্বারা আকৃষ্টচিত্ত হইয়া জীবেদয়াবশতঃ পরমার্থ-তত্ত্বপ্রকাশক শ্রীমদ্ভাগবত-পুরাণ-প্রদীপ বিস্তৃত করিয়া-ছেন, সেই নিখিলপাপনাশন ব্যাসনন্দন শ্রীশুকদেবকে প্রণাম করিতেছি।। ৬৯।।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দ্বাদশস্কন্ধের দ্বাদশ অধ্যায়ের
অনুবাদ সমাপ্ত।

বিশ্বনাথ— স্বেষ্টদেবং প্রণম্য শ্রীগুরুং প্রণমতি স্বসুখেন ব্রহ্মানন্দেন নিভৃতং পরিপূর্ণং চেতো যস্য সঃ। তেন তথাত্বেনৈব ব্যুদস্তো দূরীভূতোঽন্যত্র ভাবো মনো-ব্যাপারো যস্য তথাভূতোঽপ্যজিতস্য কৃষ্ণস্য রুচিরলীলয়া কর্ত্র্যা অতিবলবত্যা আকৃষ্টস্তস্মাদ্ব্রহ্মানন্দাৎ সকাশাদপি স্বস্মিন্নানীতঃ সারো রসানুভবসামর্থ্যং যস্য সঃ। ব্রহ্মরসা-স্বাদাদপি লীলারসাস্বাদে মাধুর্য্যাধিক্যমনুভূয় তত্রৈব যঃ প্রাপ্তনিষ্ঠোঽভূদিতি ভাবঃ। তেন লীলারসোঽয়ং তস্য ন সমাধিভঞ্জকঃ প্রত্যূহ ইতি ব্যাখ্যেয়ং। তথাত্বে সতি তেন পুনরপি তাদৃশ সমাধ্যর্থমেবাযতিষ্যত। নতু তথাকৃতং প্রত্যুত কৃপয়ান্যেভ্যোঽপি তাদৃশলীলারসাস্বাদদিৎসয়া তত্ত্বদীপং লীলারসতত্ত্বপ্রকাশকং ব্যতনুত। অতএবোক্তং হরের্গুণাক্ষিপ্তমতির্ভগবান্ বাদরায়ণিরিতি পরিনিষ্ঠিতো-ঽপি নৈর্গুণ্য ইত্যাদি চ।। ৬৯।।

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।
দ্বাদশে দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্।।

ইতি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠক্কুর কৃতা শ্রীমদ্ভাগ-বতে দ্বাদশ-স্কন্ধে দ্বাদশাধ্যায়স্য সারার্থদর্শিনী টীকা সমাপ্তা।

টীকার বঙ্গানুবাদ— নিজ ইষ্টদেবকে প্রণাম করিয়া শ্রীগুরুদেবকে প্রণাম করিতেছেন—স্বসুখ অর্থাৎ ব্রহ্মানন্দ দ্বারা পরিপূর্ণ চিত্ত যাহার তিনি, তিনি ঐরূপ হইয়া অন্যত্র ভাব ত্যাগ করিয়া, যাহার সেইরূপ হইলেও অর্জ্জিত শ্রীকৃষ্ণের অতিবলবতী মনোরমলীলাকর্ত্তৃক আকৃষ্ট, সেই ব্রহ্মানন্দ হইতেও আনিয়া নিজসার রস অনুভব সামর্থ্য যাঁহার তিনি। ব্রহ্মরস আস্বাদ হইতেও লীলারস আস্বাদে অধিক মাধুর্য্য অনুভব করিয়া তাহাতেই যিনি নিষ্ঠাপ্রাপ্ত হইয়াছেন। সেই হেতু এই লীলারস তাহার সমাধি ভঞ্জক দোষ নহে। এইরূপ ব্যাখ্যা কর্ত্তব্য। সেইরূপ হইলেপর তিনি পুনরায় সমাধি লাভের জন্য যত্ন করিতেন। কিন্তু তাহা না করিয়া বস্তুত কৃপাদ্বারা অন্য হইতে ঐরূপ লীলা-রস আস্বাদ দান করিবার ইচ্ছায় তত্ত্বদীপ লীলারস তত্ত্ব প্রকাশক শ্রীমদ্ভাগবত বিস্তার করিলেন। অতএব বলা হইয়াছে—শ্রীকৃষ্ণের গুণের দ্বারা আকৃষ্টবুদ্ধি ভগবান শুকদেব, নির্গুণ ব্রহ্মে সর্ব্বোচ্চ নিষ্ঠাপ্রাপ্ত হইয়াও ইত্যাদি।।

ইতি ভক্তগণের চিত্তের আনন্দদায়িনী সারার্থ-দর্শিনীতে দ্বাদশস্কন্ধে দ্বাদশ অধ্যায় সাধুগণের সঙ্গে সমাপ্ত হইলেন।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দ্বাদশ স্কন্ধে দ্বাদশ অধ্যায়ের শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর কৃতা সারার্থদর্শিনী টীকার অনুবাদ সমাপ্ত হইলেন।

বিবৃতি— গ্রন্থ-প্রারম্ভে শ্রীশুকদেবের প্রণামসূত্রে এই শ্লোকটী প্রকটিত হইয়াছে। আবার উপসংহারেও সেই শ্লোকের পুনঃ প্রাকট্য দেখা যায়। শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস পুরাণের রচয়িতা। তাঁহার পুত্র জগতের মঙ্গলের জন্য কৃপাপরবশ হইয়া শ্রীমদ্ভাগবতরূপ তত্ত্বপ্রদীপের পুনরুজ্জ্বলতা সাধন করিয়াছেন। ইহার শ্রবণে জীবের অখিল ভোগ-ত্যাগ-প্রবৃত্তিরূপ অপ্রয়োজনীয় বিষয়সমূহের সঙ্গ পরিত্যক্ত হয়। যেকালে আমাদের বদ্ধভাবোত্থ ব্যাপার-সমূহের আকর্ষণে আমরা মুগ্ধ থাকি, সেকাল পর্য্যন্ত বৈষ্ণব-বর শুকদেবের ব্যাখ্যাত শ্রীমদ্ভাগবত-শ্রবণে অধিকার পাইয়া কৃপান্বিত হই না। শ্রীশুকদেবের চিত্ত নিরবচ্ছিন্ন আত্মানন্দ-প্রভাবে জড়াভিনিবেশ হইতে পৃথক্ ও নিভৃত একলধর্ম্মযুক্ত। শ্রীশুকদেব তাদৃশ চিত্তবৃত্তি গ্রহণ করিয়া প্রাপঞ্চিক নশ্বর ভোগ ও ত্যাগ-প্রতীতিরূপ অন্যভাব নিরস্ত করিতে সমর্থ হইয়াছেন। অভক্ত প্রপঞ্চাশ্রিত বদ্ধ-জীব ভগবানের রাজ্যে, সান্নিধ্যে, সেবায় অধিকার প্রাপ্ত না হইয়া তাঁহাকে ইন্দ্রিয়জজ্ঞানে পরাজয় করিতে পারা যায় স্থির করিয়াছেন এবং প্রাপঞ্চিক কর্ম্মাদি নানাপ্রকার আবর্জ্জনা ও জগজ্জঞ্জালগুলিকে সংগ্রাহ্য ধন বলিয়া গ্রহণ করেন। কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবতের বিস্তারকারী শ্রীশুকদেব সেই তিমিরাচ্ছন্ন জড়াভিনিবিষ্ট পাঠকদিগের মঙ্গলকামনায় অন্য বস্তুসাহায্যে উহার ব্যাখ্যা করিবার পরিবর্ত্তে পুরাণের প্রতিপাদ্য স্বতঃ আলোকদানদ শক্তি বিস্তার করিয়া অন্ত-র্নিহিত সারকলস মন্থন করিয়াছেন। এরূপ শ্রীব্যাস-পর্য্যায়ে আচার্য্য শুকদেবের পরিচর্য্যা ব্যতীত ভাগবতে অন্যের প্রবেশাধিকার থাকে না। দেহারামী জনগণ আত্মা-রামের সঙ্গাভাবে শ্রীমদ্ভাগবতার্থ বুঝিতে অসমর্থ হইয়া আধ্যক্ষিকতায়ই চরম অবলম্বন, এরূপ বিচার করেন। অধোক্ষজ-সেবা ব্যতীত জীবের অনর্থের উপশান্তি হয় না।। ৬৯।।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বাদশস্কন্ধের দ্বাদশ অধ্যায়ের বিবৃতি সমাপ্ত।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বাদশস্কন্ধের দ্বাদশ অধ্যায়ের গৌড়ীয়-ভাষ্য সমাপ্ত।

ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ

সূত উবাচ—

যং ব্রহ্মা বরুণেন্দ্ররুদ্রমরুতঃ স্তুন্বন্তি দিব্যৈঃ স্তবৈঃ-
র্বেদৈঃ সাঙ্গপদক্রমোপনিষদৈর্গায়ন্তি যং সামগাঃ।
ধ্যানাবস্থিততদ্গতেন মনসা পশ্যন্তি যং যোগিনো
যস্যান্তং ন বিদুঃ সুরাসুরগণা দেবায় তস্মৈ নমঃ।। ১

গৌড়ীয় ভাষ্য

ত্রয়োদশ অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায় শ্রীসূত পুরাণসংহিতাসমূহের সংখ্যা-সমষ্টি, শ্রীমদ্ভাগবতের বিষয়, প্রয়োজন, দান, দানমাহাত্ম্য ও পাঠাদি-মাহাত্ম্য বর্ণন করিয়াছেন।

পুরাণসমষ্টি চতুর্লক্ষ-শ্লোকাত্মরূপে কীর্ত্তিত হইয়াছে; তন্মধ্যে শ্রীমদ্ভাগবত অষ্টাদশ-সহস্র-শ্লোকাত্মক। ভগবান্ নারায়ণ ব্রহ্মাকে এই শ্রীমদ্ভাগবতের উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। ইহাতে বৈরাগ্যজনক আখ্যানসমূহ এবং নিখিল-বেদান্তের সারভাগ বর্ণিত হইয়াছে। যিনি শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণ দান করেন তিনি পরমগতি লাভ করিয়া থাকেন। পুরাণসকলের মধ্যে এই শ্রীমদ্ভাগবত শ্রেষ্ঠ, ইহা বৈষ্ণবগণের পরম প্রিয়বস্তু, ইহাতে পরমহংসগণলভ্য অমল পরমজ্ঞান এবং জ্ঞান-বৈরাগ্য-ভক্তিসমন্বিত নৈষ্কর্ম্ম্য প্রকাশিত হইয়াছে।

ঐসকল বর্ণনের পর শ্রীসূত শ্রীনারায়ণকে বিশুদ্ধ, বিমল শোকরহিত, অমৃত, পরমসত্যস্বরূপ বলিয়া ধ্যান করিলেন। তৎপর ব্রহ্মরূপী যোগীন্দ্র শ্রীশুকদেবকে প্রণাম করিলেন। তদনন্তর যথার্থ ভক্তি প্রার্থনা করিয়া সর্ব্ব-দুঃখের পরমপুরুষ শ্রীহরিকে প্রণাম করিলেন।

অন্বয়ঃ— সূতঃ উবাচ,—ব্রহ্মা বরুণেন্দ্ররুদ্রমরুতঃ (বরুণশ্চেন্দ্রশ্চ রুদ্রশ্চ মরুচ্চ তে সর্ব্বে) দিব্যৈঃ (উত্তমৈঃ) স্তবৈঃ (তথা) সাঙ্গপদক্রমোপনিষদৈঃ (অঙ্গানি চ পদক্রমাশ্চ উপনিষদশ্চ তৈঃ সহ বর্ত্তমানৈঃ) বেদৈঃ (চ) যং স্তুন্বন্তি (স্তুবন্তি) সামগাঃ যং গায়ন্তি (যন্মাহাত্ম্যগানং কুর্ব্বন্তি) যোগিনঃ ধ্যানাবস্থিততদ্গতেন (সমাধাবেকাগ্রীকৃতেন) মনসা যং পশ্যন্তি (তথা) সুরাসুরগণাঃ যস্য অন্তং (মাহাত্ম্যবধিং) ন বিদুঃ (জানন্তি)তস্মৈ দেবায় নমঃ।। ১।।

অনুবাদ— সূত বলিলেন,—ব্রহ্মা, বরুণ, ইন্দ্র, রুদ্র ও মরুদ্গণ দিব্যস্তুতিবাক্য ও অঙ্গ-পদক্রম-উপনিষদ্যুক্ত বেদবচন দ্বারা যাঁহার স্তব করিয়া থাকেন, সামগগণ যাঁহার মাহাত্ম্য গান করেন, যোগিগণ সমাধিকালে একাগ্রচিত্তে যাঁহার স্বরূপদর্শন করেন এবং সুরাসুরগণ যাঁহার মাহাত্ম্যের অন্ত অবগত নহেন, সেই দেবতাকে প্রণাম করিতেছি।। ১

বিশ্বনাথ—

ত্রয়োদশে পুনর্নত্যা মঙ্গলাচরণং প্রভোঃ।
আদ্যন্তয়োঃ পুরাণস্য সংখ্যাদানাদি চোচ্যতে।।

অন্তিমেঽত্রাধ্যায়ে পুনরপি ভগবন্তং প্রণমন্ মঙ্গল-মাচরতি। যমিতি। স্তুন্বন্তি স্তুবন্তি উপনিষচ্ছন্দস্যাকারান্তত্বমার্ষম্। তেনৈতৎপুরাণপাঠেন ভগবতস্তস্য স্তুতি-সংকীর্ত্তন-ধ্যানমেব মম যথাকথঞ্চিদভূন্নতু সম্যগবগম ইতি ভাবঃ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— এই ত্রয়োদশ অধ্যায়ে প্রণতির সহিত প্রভুর মঙ্গলাচরণ ও পুরাণের আদি অন্ত সংখ্যা, দানাদিও বলা হইবে।।

এই অন্তিম অধ্যায়ে পুনরায় ভগবানকে প্রণাম করিয়া মঙ্গলাচরণ করিতেছেন। স্তুন্বন্তি অর্থাৎ স্তুবন্তি,উপনিষদ্ শব্দের অকারান্তত্ব ঋষি প্রয়োগ। সেই পুরাণপাঠদ্বারা সেই ভগবানের স্তুতি সংকীর্ত্তন ধ্যানই আমার যৎকিঞ্চিৎ হইল কিন্তু সম্পূর্ণ জ্ঞান হইল না, ইহাই ভাবার্থ।।১।।

বিবৃতি— অধোক্ষজ ভগবদ্বস্তুর কোন বিবরণই আধ্যক্ষিক দেবাসুর-সম্প্রদায়ে বিদিত হইবার বিষয় নহে। যেহেতু দেবাসুর-সম্প্রদায় গুণজাত জগতে স্বর্গ-নিরয়াদির অধিবাসী। ইন্দ্রিয়জজ্ঞান কখনই অধোক্ষজের সীমা লাভ করিতে সমর্থ হয় না। ইন্দ্রিজজ্ঞান-বৃত্তির সীমা সসীম পরিচ্ছিন্ন বস্তুতে আবদ্ধ। অহঙ্কাররহিত হইয়া শুদ্ধ ভক্ত এরূপ অধোক্ষজ ভগবান্‌কে নমস্কার করিতেছেন।

কর্ম্মযোগী, হঠযোগী, রাজযোগী, জ্ঞানযোগী মনোধর্ম্মে চালিত হইয়া যে সকল ধ্যেয়ের ধ্যান করেন, তৎসমস্ত ন্যূনাধিক ভোগ বা ত্যাগজনিত অধিষ্ঠান-বিশেষ। কিন্তু ভক্তিযোগিগণ তাদৃশ মলিনতা পরিহার করিয়া নির্ম্মল মানসসমাধিতে অন্তশ্চক্ষুদ্বারা যে ধ্যেয়ের দর্শন করেন তাহা অধোক্ষজ, সুতরাং আধ্যক্ষিক সম্প্রদায়ের ধ্যানগম্য বস্তু নহে। উহা আধ্যক্ষিকের দৃশ্যাদৃশ্য জগতের ভোগ্য ও ভোগের অতীত ব্যাপারবিশেষ। প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিত ভক্তিবিলোচনের দ্বারাই সেই দেবতাটিকে দেখিতে পাওয়া যায়।

অবান্তর প্রাপঞ্চিক বিচার অবলম্বন করিয়া যাঁহারা অপরা বিদ্যা—ঋক্, সাম, যজুঃ, অথর্ব্ব অধ্যয়ন করেন, যাঁহারা শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দঃ, জ্যোতিষ—এই ষড়ঙ্গ নিজ আধ্যক্ষিক ভোগ বা ত্যাগের উদ্দেশ্যে সকামবুদ্ধিতে গান করেন—যাঁহারা উপনিষৎ পাঠকালে বেদান্ত প্রতিপাদ্য বস্তুকে নিজ ইন্দ্রিয়-ভোগের আয়তন-জাতীয় বিশ্বান্তর্গত পদার্থ মনে করেন তাঁহাদের গীতিতে পরা বিদ্যার অনুশীলন না হওয়ায় সেই বস্তু তাঁহাদের দুরধিগম্য। কিন্তু সামগায়কের উদ্‌গীথ সেবোন্মুখ-বৃত্তির দ্বারা গীত হওয়ায় সেই বস্তুবিষয়ক গান অজিত বস্তুকে জয় করিতে সমর্থ হয়। প্রাপঞ্চিক বদ্ধজীবসমূহ নানাপ্রকার অভাবগ্রস্ত হইয়া অভাব-পূর্ত্তির জন্য ব্রহ্মা, বরুণ, রুদ্র, ইন্দ্র, মরুৎ প্রভৃতি পূজ্য অমরবৃন্দের স্তুতি বিধান করেন। কিন্তু জীব যখনই ব্রহ্মসংহিতার পঞ্চম অধ্যায় পাঠ করিয়া গোবিন্দের দিব্য স্তবদ্বারা বন্দনা করেন, তৎকালে তিনি জানিতে পারেন যে, তাঁহার আরাধ্য পঞ্চবিধ উপাস্যজ্ঞেয়ের অন্যতম শ্রীগণনাথ ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবগণের সহিত যাঁহার স্তব করেন, সেই অধোক্ষজ ভগবদ্‌বস্তু লীলাময় বলিয়া নিত্য পূজ্যস্থানীয়; তিনি আধ্যক্ষিকগণের ভোগ্য বা ত্যাজ্য বস্তুবিশেষ নহেন—শ্রীমদ্ভাগবতে আদিম-শ্লোক-কথিত সূরিসকলও তাহাতে মুহ্যমান হন। কেনোপনিষদ্-লিখিত বিবরণ পাঠ করিলে জানা যায় যে, দেবগণের দেবশক্তিত্ব এক অনির্ব্বচনীয় শক্তিমানের প্রদত্ত শক্তিমাত্র। তিনি তৎকালিক অধিকার-দান-প্রসঙ্গে ঐগুলি কিছুদিনের জন্য আধিকারিক দেবগণকে দিয়া থাকেন। যে-কালপর্য্যন্ত দেব ও ঋষিগণ ভগবৎপ্রসঙ্গ-বিমুখ না হন তৎকালাবধি তাঁহাদের অধিকার অবিচ্যুত থাকে; কিন্তু যেই মুহূর্ত্তে অধিরোহবাদাবলম্বনে পতনযোগ্যতা ঘটে তখন সেই অধিকারচ্যুত হন। সুতরাং দিব্যস্তব ও অদিব্য-স্তবের মধ্যে ভেদকল্পনাভাববশতঃ অভেদবিচার বিচার-রাজ্যে নানাপ্রকার উৎপাত উপস্থিত করিয়াছে।। ১।।

পৃষ্ঠে ভ্রাম্যদমন্দমন্দরগিরিগ্রাবাগ্রকণ্ডূয়না-
ন্নিদ্রালোঃ কমঠাকৃতের্ভগবতঃ শ্বাসানিলাঃ পান্তু বঃ।
যৎসংস্কারকলানুবর্ত্তনবশাদ্বেলানিভেনাম্ভসাং
যাতায়াতমতন্দ্রিতং জলনিধের্নাদ্যাপি বিশ্রাম্যতি।। ২

অন্বয়ঃ—পৃষ্ঠে ভ্রাম্যদমন্দমন্দরগিরিগ্রাবাগ্রকণ্ডূয়নাৎ (পৃষ্ঠদেশে ভ্রাম্যন্ অমন্দো মন্দরগিরি র্গরিষ্ঠোমন্দরাচলস্তস্য গ্রাবাণস্তেষামগ্রাণি তৈঃ কণ্ডূয়নাৎ তেন সুখেন) নিদ্রালোঃ (নিদ্রাশীলস্য) কমঠাকৃতেঃ (কূর্ম্মরূপিণঃ) ভগবতঃ শ্বাসানিলাঃ (শ্বাসবায়বঃ) বঃ (যুষ্মান্) পান্তু (রক্ষন্তু যৎ-সংস্কারকলানুবর্ত্তনবশাৎ (যেষাং শ্বাসানিলানাং সংস্কারাস্তেষাং কলাশ্চ লেশাস্তদনুবর্ত্তনবশাৎ) বেলানিভেন (বেলা ক্ষোভস্তস্য নিভেন মিষেন) অদ্য অপি (ইদানীং যাবৎ) জলনিধেঃ (সমুদ্রস্য) অম্ভসাং (জলানাম্) অতন্দ্রিতং (নিরন্তরং প্রবর্ত্তমানং) যাতায়াতং (গমনাগমনং) ন বিশ্রাম্যতি (ন বিরতং ভবতি)।। ২।।

অনুবাদ—পৃষ্ঠদেশে ভ্রমণশীল গুরুতর মন্দরগিরির প্রস্তরাগ্রঘর্ষণ-জনিত সুখ-হেতু নিদ্রালু কূর্ম্মরূপী ভগবানের শ্বাসবায়ুসমূহ আপনাদিগকে রক্ষা করুক্। ঐ শ্বাসবায়ুরাশির সংস্কার-লেশ অদ্যাপি অনুবর্ত্তনবশতঃ ক্ষোভচ্ছলে সমুদ্রজলরাশির যাতায়াত নিরন্তর প্রবর্ত্তমান রহিয়াছে—কখনও নিবৃত্ত হইতেছে না।। ২।।

বিশ্বনাথ—কিঞ্চ যতা সমুদ্রমথনং ভগবতৈব কূর্ম্মাদি-রূপেণ কৃতং দিবৌকসান্তু তত্র নামমাত্রেণৈব নিমিত্ততা।

তথৈবেদমপারবেদমহাসমুদ্রমথনং যন্নাম্না ভগবতৈব কৃতমিত্যর্থব্যঞ্জকং শ্রীব্যাসোক্তমনুবদতি পৃষ্ঠেতি। পৃষ্ঠে ভ্রাম্যন্নমন্দো মহাগুরুর্ম্মন্দরগিরিস্তস্য গ্রাবাণস্তেষামগ্রাণি তৈঃ কণ্ডূয়নাৎ নিদ্রালোঃ কণ্ডূয়নোত্থসুখেন নিদ্রাশীলস্য শ্বাসানিলাঃ পান্তু বঃ। ইতিযেনৈব সমুদ্রো মথিতস্তেনৈব ভগবতা মোহিনীরূপেণ অসুরান্ বঞ্চয়িত্বা সমুদ্রমথনোত্থমমৃতং স্বভক্তেভ্যো দেবেভ্যো যথা দত্তং তথৈব বেদসমুদ্রমথনোত্থং ভক্ত্যমৃতমিদং শ্রীভাগবতরূপেণ অভক্তানসুরান্ বঞ্চয়িত্বা যুষ্মভ্যং দদাত্বিতি ভক্তান্ প্রত্যাশীর্ব্বাদঃ। যেষাং শ্বাসানিলানাং সংস্কারাস্তেথাং কলা লেশাস্তদনুবর্ত্তনবশাৎ জলনিধেরম্ভসাং যাতায়াতং ন বিশ্রাম্যতি ননু তৎসমুদ্রক্ষোভাদেব ন তৎসংস্কারবশাত্তত্রাহ বেলাক্ষোভস্য নিভেন মিষেণ।। ২।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— আর যেমন সমুদ্র মন্থন ভগবান কর্ত্তৃকই কূর্ম্মাদিরূপে করা হইয়াছিল, কিন্তু দেবগণ সেইখানে নামমাত্রেই নিমিত্তকারণ। সেইরূপ এই অপার বেদমহাসমুদ্র মন্থন যাঁহার নামদ্বারা ভগবান্ কর্ত্তৃকই করা হইল। সেই অর্থ প্রকাশক শ্রীব্যাসদেব উক্ত অনুবাদ করিতেছেন—মহাভারী মন্দর পর্ব্বত পৃষ্ঠের উপরে দ্রুত ভ্রমণ কালে তাহার প্রস্তরগুলিদ্বারা পৃষ্ঠে কুণ্ডয়ন হেতু নিদ্রালু কুণ্ডয়নসুখজাত নিদ্রাশীল কূর্ম্মদেবের শ্বাসবায়ুসমূহ তোমাদ্দিগকে পালন রক্ষা করুণ। ইহা যাঁহার দ্বারাই সমুদ্র মন্থন হইয়াছিল সেই ভগবান কর্ত্তৃক মোহিণীরূপ দ্বারা অসুরগণকে বঞ্চনা করিয়া সমুদ্র মন্থন হইতে উত্থিত অমৃত নিজভক্ত দেবগণকে যেমন দান করিয়াছিলেন, সেইরূপই বেদসমুদ্র মন্থনজাত ভক্তি অমৃত এই শ্রীমদ্ভাগবতরূপে অভক্তঅসুরগণকে বঞ্চনা করিয়া আপনাদ্দিগকে দান করুণ—ইহা ভক্তগণের প্রতি আশীর্ব্বাদ। যে শ্বাসবায়ুসমূহের সংস্কার তাহাদের কলালেশ, তাহার অনুবর্ত্তনহেতু জলনিধির জলের যাতায়াত (জোয়ারভাটা) বিশ্রাম লাভ করে নাই। প্রশ্ন— সেই সমুদ্র ক্ষোভহেতুই জলের যাতায়াত কিন্তু নিঃশ্বাসের সংস্কার-বশে নহে? তাহার উত্তরে বলিতেছেন—বেলাভূমির ক্ষোভের ন্যায় অর্থাৎ ঐ ছলে।।২।।

বিবৃতি— প্রাপঞ্চিক সমুদ্রে বেলাপ্রদেশ সর্ব্বদাই উত্তাল-তরঙ্গ-মালার সবেগ পতন-দ্বারা প্রতিহত হইতেছে। এই উর্ম্মিমালার ঘাত প্রতিঘাতের বিরাম নাই। যাঁহার নিশ্বাসরূপ বায়ুর দ্বারা ইহা সংঘটিত হইতেছে সেই বায়ুশক্তি পাঠকদিগকে রক্ষা করুন্। বেদশাস্ত্র শ্রীকূর্ম্ম ভগবানের নিঃশ্বাসে জীবহৃদয়ে সত্যের ধারণা প্রদান করিয়া অজ্ঞান তিরোহিত করেন। ভগবদবতার কমঠদেহ নিদ্রিত অবস্থায় পরিদৃষ্ট হইলে তাঁহার নিঃশ্বাস জীবভোগ্য ও জীবত্যাজ্য বিচারে গৃহীত হয়। কিন্তু সেই অধোক্ষজ কূর্ম্মের শ্বাসবায়ু কৃপাপরবশ হইলে ভোগ বা ত্যাগ হইতে বদ্ধজীবগণকে রক্ষা করেন, সেই কূর্ম্মদেবের চিন্ময় শ্বাস অচিৎপ্রতীতি হইতে ভাগ্যবন্ত জীবগণকে রক্ষা করুন। অমন্দোদয় মন্দরগিরির উপলখণ্ড যাঁহার পৃষ্ঠদেশে তর্কেহারূপ কণ্ডূয়ন নিরসনার্থ গাত্রবিকর্ষণ করায় তাঁহার নিদ্রাযোগ্যতায় বদ্ধজীব আশ্বস্ত হইতেছে এবং ভগবদ্‌বস্তুকে প্রস্তরধর্ম্মবিশিষ্ট জানিয়া চেতনের বিষয়াশ্রয়জ্ঞান হইতে দূরে অপসৃত হইতেছে, সেই ভগবচ্ছ্বাসানিল বদ্ধজীবের তর্ককণ্ডুয়নের উপশান্তি বিধান করুন্। কূর্ম্মাবতারের প্রাকট্য ও কূর্ম্মলীলার প্রয়োজনীয়তা বদ্ধজীব-হৃদয়ে অনুকূলবাত-প্রভাবে জড়ভোগ্যতাকণ্ডূয়নের শান্তি করুক্।।২।।

পুরাণসংখ্যাসম্ভূতিমস্য বাচ্যপ্রয়োজনে।
দানং দানস্য মাহাত্ম্যং পাঠাদেশ্চ নিবোধত।। ৩।।

অন্বয়ঃ— (হে দ্বিজাঃ) পুরাণসংখ্যাসম্ভূতিং (পুরাণসংহিতানাং সংখ্যাস্তাসাং সম্ভূতিং সমাহারং তথা) অস্য (শ্রীমদ্ভাগবতস্য) বাচ্যপ্রয়োজনে (বাচ্যং বিষয়ং প্রয়োজনঞ্চ তে) দানং দানস্য মাহাত্ম্যং পাঠাদেঃ চ (মাহাত্ম্যং) নিবোধত (শৃণুত)।। ৩।।

অনুবাদ— হে দ্বিজগণ। আপনারা পুরাণসংহিতাসমূহের সংখ্যা-সমষ্টি, ইহার বিষয় ও প্রয়োজন, দান, দানমাহাত্ম্য ও পাঠাদি-মাহাত্ম্য শ্রবণ করুন্।। ৩।।

বিশ্বনাথ— যথা পৃথ্বীপতেরগ্রত স্তব মণ্ডলেশ্বরা

এতাবন্ত ইতি গণ্যন্তে তথা এব মহাপুরাণচক্রবর্ত্তিনঃ শ্রীভাগবতস্য সন্নিধৌ পুরাণান্যবশ্যগণ্যানীত্যতঃ পুরাণানাং সংখ্যায়াঃ সম্ভূতিং সম্ভবং। তথা অস্য শ্রীভাগবতস্য বাচ্যঞ্চ প্রয়োজনঞ্চেতি।।৩।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— যেমন পৃথিবী-পতির সম্মুখে দাঁড়াইয়া মণ্ডলেশ্বরগণ এই পর্য্যন্ত গণনা করা হয়, সেইরূপই মহাপুরাণ-চক্রবর্ত্তী শ্রীমদ্ভাগবত, তাঁহার নিকটে পুরাণসমূহের অবশ্যগণনা করা উচিত—এই কারণে পুরাণসমূহের সংখ্যার স্মৃতি অর্থাৎ সমাহার, সেইরূপ এই শ্রীমদ্ভাগবতের বাচ্য ও প্রয়োজন।।৩।।

ব্রাহ্মং দশসহস্রাণি পাদ্মং পঞ্চোনষষ্টি চ।
শ্রীবৈষ্ণবং ত্রয়োবিংশচ্চতুর্ব্বিংশতি শৈবকম্।।৪।।
দশাষ্টৌ শ্রীভাগবতং নারদং পঞ্চবিংশতিঃ।
মার্কণ্ডং নব বাহ্নঞ্চ দশপঞ্চচতুঃশতম্।।৫।।
চতুর্দ্দশ ভবিষ্যং স্যাৎ তথা পঞ্চশতানি চ।
দশাষ্টৌ ব্রহ্মবৈবর্ত্তং লৈঙ্গমেকাদশৈব তু।।৬।।
চতুর্ব্বিংশতি বারাহমেকাশীতিসহস্রম্।
স্কান্দং শতং তথাচৈকং বামনং দশ কীর্ত্তিতম্।।৭।।
কৌর্ম্মং সপ্তদশাখ্যাতং মাৎস্যং তত্তু চতুর্দ্দশ।
একোনবিংশৎ সৌপর্ণং ব্রহ্মাণ্ডং দ্বাদশৈব তু।।৮।।
এবং পুরাণসন্দোহশ্চতুর্লক্ষ উদাহৃতঃ।
তত্রাষ্টশসাহস্রং শ্রীভাগবতমিষ্যতে।।৯।।

অন্বয়ঃ— ব্রাহ্মং (পুরাণং) দশসহস্রাণি (তাবৎ-পরিমাণশ্লোকাত্মকমিত্যর্থঃ) পাদ্মং পঞ্চোনষষ্টি চ (পঞ্চ-পঞ্চাশৎ সহস্রশ্লোকাত্মকং) শ্রীবৈষ্ণবং (বিষ্ণুপুরাণং) ত্রয়োবিংশৎ শৈবকং চতুর্ব্বিংশতি শ্রীভাগবতং দশ অষ্টৌ চ (অষ্টাদশ) নারদং পঞ্চবিংশতিঃ মার্কণ্ডং নব বাহ্নম্ (অগ্নি-পুরাণং) চ দশ পঞ্চ চতুঃশতং (চতুঃশতাধিকপঞ্চদশসহস্র-শ্লোকাত্মকমিত্যর্থঃ) ভবিষ্যং চতুর্দ্দশ (সহস্রাণি তথা) পঞ্চ-শতানি চ স্যাৎ ব্রহ্মবৈবর্ত্তং দশ অষ্টৌ (অষ্টাদশ) লৈঙ্গং (লিঙ্গপুরাণম্) একাদশ এক তু বারাহং চতুর্ব্বিংশতি স্কান্দং (স্কন্দপুরাণম্) একাশীতি সহস্রকং তথা একং শতং চ বামনং দশ কীর্ত্তিতং কৌর্ম্মং সপ্তদশ আখ্যাতং (কথিতং) তৎ মাৎস্যং তু চতুর্দ্দশ সৌপর্ণং (গারুড়ম্) একোনবিংশৎ ব্রহ্মাণ্ডং দ্বাদশ এব তু এবং (প্রকারেণ) পুরাণসন্দোহঃ (পুরাণসমূহঃ) চতুর্লক্ষঃ উদাহৃতঃ (কীর্ত্তিতঃ) তত্র শ্রীভাগবতম্ অষ্টাদশ সাহস্রং (তাবৎশ্লোকাত্মকম্) ইষ্যতে (কথ্যত ইত্যর্থঃ)।।৪-৯।।

অনুবাদ— ব্রাহ্মপুরাণ দশসহস্র-শ্লোকাত্মক, পদ্ম-পুরাণ পঞ্চপঞ্চাশৎসহস্র-শ্লোকাত্মক, বিষ্ণুপুরাণ ত্রয়োবিংশ সহস্রশ্লোকাত্মক, শিবপুরাণ চতুর্ব্বিংশতি সহস্রশ্লোকাত্মক, শ্রীমদ্ভাগবত অষ্টাদশ-সহস্র-শ্লোকাত্মক, নারদপুরাণ পঞ্চবিংশতিসহস্র-শ্লোকাত্মক, মার্কণ্ড-পুরাণ নবসহস্র-শ্লোকাত্মক, অগ্নিপুরাণ চতুঃশতাধিক-পঞ্চদশ-সহস্র-শ্লোকাত্মক, ভবিষ্যপুরাণ পঞ্চশতাধিক-চতুর্দ্দশসহস্র-শ্লোকাত্মক, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ অষ্টাদশ-সহস্রশ্লোকাত্মক, লিঙ্গপুরাণ একাদশ-সহস্রশ্লোকাত্মক, বরাহ-পুরাণ চতুর্ব্বিংশতি-সহস্রশ্লোকাত্মক, স্কন্দপুরাণ একশতাধিক একাশীতিসহস্রশ্লোকাত্মক, বামনপুরাণ দশসহস্রশ্লোকাত্মক, কূর্ম্মপুরাণ সপ্তদশসহস্রশ্লোকাত্মক, মৎস্যপুরাণ চতুর্দ্দশ-সহস্রশ্লোকাত্মক, গরুড়পুরাণ একোনবিংশতিসহস্র-শ্লোকাত্মক ও ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ দ্বাদশ-সহস্রশ্লোকাত্মক। এইরূপে পুরাণসমষ্টি চতুর্লক্ষশ্লোকাত্মকরূপে কীর্ত্তিত হইয়াছে। তন্মধ্যে শ্রীমদ্ভাগবত অষ্টাদশ-সহস্রশ্লোকাত্মক।।৪-৯।।

বিশ্বনাথ— ত্রয়োবিংশৎ ত্রয়োবিংশতি। শৈবকং শিবপুরাণং বাহ্নং বহ্নিপুরাণম্। দশপঞ্চসহস্রাণি চত্বারি শতানি চ স্কান্দং শতাধিকৈকাশীতিসহস্রং তত্রাষ্টাদশেতি যথৈবাবতারত্বাদবতারমধ্যে কৃষ্ণং গণয়িত্বা পুনরেতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়মিতি কৃষ্ণস্য পৃথগ্ গণনা। তথৈব পুরাণত্বাৎ পুরাণমধ্যে শ্রীভাগবতং গণয়িত্বা তত্রাষ্টাদশসাহস্রং শ্রীভাগবতমিষ্যত ইতি পুনর্গণনা পুরাণ-চক্রবর্ত্তিত্বব্যঞ্জিকা যথাচ তত্র স্বয়ং পদং সর্ব্বোৎকর্ষ-ব্যঞ্জকং তথৈবাত্রাপি শ্রীমদিতি পদং ইদং প্রক্রান্তং সম্পূর্ণ-মেব।।৪-৯।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— ত্রয়োবিংশৎ ত্রয়োবিংশতি, শৈবকং শিবপুরাণ, বাহ্নং বহ্নিপুরাণ, দশপঞ্চসহস্রাণি চত্বারি শতানি চ স্কন্দপুরাণ একাশীসহস্র একশত, অষ্টাদশ অর্থাৎ যেমন অবতার হেতু, অবতার মধ্যে কৃষ্ণকে গণনা করিয়া পুনরায় 'এতে চাংশ কলা ইত্যাদিদ্বারা কৃষ্ণের পৃথক গণনা। সেইরূপ পুরাণহেতু পুরাণমধ্যে শ্রীভাগবতকে গণনা করিয়া, সেখানে অষ্টাদশসহস্র শ্রীভাগবত এইভাবে পুনরায় গণনা পুরাণচক্রবর্ত্তীত্ব প্রকাশিকা যেমন সেস্থলে স্বয়ং পদ সর্ব্ব উৎকর্ষ প্রকাশক, সেইরূপ এখানেও শ্রীমৎ এই পদ, ইহা আরম্ভ ও সম্পূর্ণই ।। ৪-৯।।

ইদং ভগবতা পূর্ব্বং ব্রহ্মণে নাভিপঙ্কজে।
স্থিতায় ভবভীতায় কারুণ্যাৎ সম্প্রকাশিতম্।। ১০

অন্বয়ঃ— ভগবতা (নারায়ণেন) পূর্ব্বং (সর্ব্বাগ্রে) নাভিপঙ্কজে (নাভিপদ্মে) স্থিতায় ভবভীতায় (সংসার-ভয়গ্রস্তায়) ব্রহ্মণে কারুণ্যাৎ (কৃপয়া) ইদং (শ্রীভাগবতং) সম্প্রকাশিতম্ (উপদিষ্টম্)।। ১০।।

অনুবাদ— ভগবান্ নারায়ণ সর্ব্বাগ্রে নাভিপঙ্কজ-স্থিত ভবভীত ব্রহ্মার প্রতি করুণাবশতঃ এই শ্রীমদ্ভাগ-বতের উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন।। ১০।।

বিবৃতি— ভগবন্নাভিপঙ্কজে স্থিত ব্রহ্মা জগতের দুর্দ্দমনীয় ইন্দ্রিয়পরিচালনায় ভীত হইয়াছিলেন। তজ্জন্যই সৃষ্টির প্রাক্কালে ভগবান্ তাঁহার হৃদয়ে শ্রীমদ্ভাগবত সম্যগ্-রূপে প্রকাশ করিয়াছিলেন। খণ্ডকালবিৎ মনীষিগণ প্রত্যেকব্যাপারে আদিমধ্যান্ত কালখণ্ডের দ্বারা যে বিচার করেন, গুণজাত জগতের বিচারে যে-প্রকারে কালাধীন-তার জন্মস্থিতি-ভঙ্গ-প্রভৃতি ধারণায় কালাতীত ভগবৎ-কথায় কালক্ষুব্ধমাত্র মনে করেন, তন্নিরসনের জন্যই "পূর্ব্ব" শব্দের প্রয়োগ। ভগবান্ প্রপঞ্চসৃষ্টির পূর্ব্বে ব্রহ্মাকে ভাগবতধর্ম্ম উপদেশ করিয়াছিলেন। দেবসৃষ্টির পূর্ব্বে ব্রহ্মার আবির্ভাবকাল। মুণ্ডক শ্রুতি বলেন,— "ব্রহ্মা দেবানাং প্রথমঃ সম্বভূব বিশ্বস্য কর্ত্তা ভুবনস্য গোপ্তা। স ব্রহ্মবিদ্যাং সর্ব্ববিদ্যাপ্রতিষ্ঠামথর্ব্বায় জ্যেষ্ঠ-পুত্রায় প্রাহ।" শ্রীগৌরসুন্দরও যে-সকল হরিকথা বামে ও দক্ষিণে যোগ্যাযোগ্য বিচার না করিয়া সকলকে প্রদান করিয়াছিলেন সেই শ্রোতৃবর্গের ভবভীতিমূলে পারমার্থিক-তার অভাব-জ্ঞাপনে যে আতঙ্ক উপস্থিত হইয়াছিল তন্নিরাকরণকল্পে ভগবান্ গৌরসুন্দর তাঁহাদিগকে আশ্বস্ত করিয়াছিলেন—"আমার আজ্ঞায় গুরু হঞা তার এই দেশ। কভু না বাধিবে তোমায় বিষয়-তরঙ্গ"।। ১০।।

আদিমধ্যাবসানেষু বৈরাগ্যাখ্যানসংযুতম্।
হরিলীলাকথাব্রাতামৃতানন্দিতসৎসুরম্।। ১১।।
সর্ব্ববেদান্তসারং যদ্ব্রহ্মাত্মৈকত্বলক্ষণম্।
বস্ত্বদ্বিতীয়ং তন্নিষ্ঠং কৈবল্যৈকপ্রয়োজনম্।। ১২।।

অন্বয়ঃ— (ইদম্) আদিমধ্যাবসানেষু বৈরাগ্যাখ্যান-সংযুতং (বৈরাগ্যজনকাখ্যানসমূহযুক্তং) হরিলীলাকথা-ব্রাতামৃতানন্দিতসৎসুরং (হরিলীলাকথানাং ব্রাতঃ সমূহঃ স এবামৃতং তেনানন্দিতাঃ সন্তঃ সুরাশ্চ যেন তৎ) সর্ব্ব-বেদান্তসারং (সর্ব্ববেদান্তানাং সারো যত্র তৎ) আত্মৈকত্ব-লক্ষণম্ (আত্মনামেকত্বস্বরূপম্) অদ্বিতীয়ং যৎ ব্রহ্ম বস্তু তন্নিষ্ঠং (তদ্বিষয়ং) কৈবল্যৈকপ্রয়োজনং (কৈবল্যফলকঞ্চ ভবতি)।। ১১-১২।।

অনুবাদ— এই শ্রীমদ্ভাগবত আদ্য, মধ্য ও অন্ত্য-ভাগে বৈরাগ্যজনক আখ্যানসমূহে সংযুক্ত হইয়া হরি-লীলাকথামৃত বিতরণে সজ্জন ও দেবগণকে আনন্দিত করিতেছেন। ইহাতে নিখিল বেদান্তের সারভাগ বর্ণিত হইয়াছে। ইহা আত্মৈকত্বস্বরূপ ব্রহ্মবস্তুবিষয়ক এবং কৈবল্যরূপ একমাত্র ফলজনক।। ১১-১২।।

বিশ্বনাথ— বাচ্যপ্রয়োজনে চাহ—হরের্লীলা-কথানাং ব্রাতঃ সমূহ এব অমৃতং তেন আনন্দিতাঃ সন্তো ভক্তা এব সুরা যেন তদিতি লীলাকথাব্রাতশব্দেন ভক্তি-রূপং বাচ্যং ব্যঞ্জিতং। স এব অমৃতমিতি প্রেমরূপং প্রয়োজনঞ্চ। প্রেম্নৈব ভক্তেরমৃতবদাস্বাদ্যত্বসিদ্ধেঃ। তেন

সতামানন্দ ইতি প্রেম্ণোঽনুভাবঃ। তত্র কথায়া অমৃতত্বা-রোপেণ তৎসম্প্রদানানাং সতাং সুরত্বারোপেণ চ তৎ-সম্প্রদাতুঃ। শাস্ত্রস্যাস্য মোহিনীত্বারোপো লভ্যতে। মোহিন্যা সুরেভ্যোঽমৃতদানপ্রসিদ্ধেঃ। ততশ্চ সুরান্ স্বভক্তান্ স্বং বিদুষঃ প্রতি ভ্রূরিঙ্গণেনৈব অন্যজনালক্ষিতং যথা ব্রূতে স্ম মদাবির্ভাবস্যাস্য যুষ্মদানুকূল্যমেব কর্ত্তব্যং প্রয়োজনঞ্চা-সুরান্ বঞ্চয়িত্বা যুষ্মভ্যমেবামৃতদানং। যথাচাসুরান্ স্বত-ত্ত্বমবিদুষঃ প্রত্যপি ভ্রূচালনেনৈবং স্পষ্টমেব ব্রূতে স্ম মদাবির্ভাবস্য যুষ্মাকং বিজয়প্রাপণমেব কর্ত্তব্যং। প্রয়ো-জনঞ্চ যুষ্মভ্যমমৃতপ্রদানমিতীদং গৌণমেব মুখ্যপ্রয়োজন-স্ত্বেতদেব যদানন্দচমৎকারং যুষ্মান্ নিত্যং প্রাপয়ামি যুষ্মদ্গৃহস্থিতৈবেতি। তৎপ্রথমমেতানতিদীনান্ নিকৃষ্টান্ দেবান্ কিঞ্চিৎ পরিবেষয়ামীতি। তথৈবেদং শ্রীভাগবত-শাস্ত্রমপি স্বতত্ত্বজ্ঞান্ স্বভক্তান্ হরিলীলেত্যর্ধপদ্যেন স্ববাচ্যং পরোক্ষবাদা ঋষয়ঃ পরোক্ষঞ্চ মম প্রিয়মিতি ভগদুক্তে-র্ব্যঞ্জনয়ৈব বৃত্ত্যা সর্ব্বলোকালক্ষিতমুক্ত্বা স্বতত্ত্বমবিদুষঃ শাস্ত্রজ্ঞমানিনঃ প্রকটমেব স্ববাচ্যপ্রয়োজনে অন্যে এবাহ সর্ব্ববেদান্তানাং সারং যৎ ব্রহ্মণা সহ আত্মৈক্যমদ্বিতীয়ং বস্তু তন্নিষ্ঠং তস্মিন্ বাচকত্বেন নিষ্ঠা যস্য তৎ। কৈবল্য-মেকং মুখ্যং প্রয়োজনং যস্য তৎ। কেচিৎ পুনরেবং ব্যাচ-ক্ষতে। শাস্ত্রেঽস্মিন্ ভক্তিজ্ঞানয়োর্দ্বয়োরপি মার্গয়ো-রুক্তত্বাৎ ভক্তিপ্রেমণী বাচ্যপ্রয়োজনে উক্ত্বা জ্ঞানকৈবল্যে অপি বাচ্যপ্রয়োজনে আহ সর্ব্ববেদান্তেতি। কৈবল্য-মপ্যেকং প্রয়োজনং যস্য তৎ। অপরে ত্বেবমাহুঃ। শাস্ত্রে-ঽস্মিন্নুপক্রম এব ধর্ম্মঃ প্রোজ্ঝিতকৈতবোঽত্র পরম ইত্যনেন পরমধর্ম্মস্য ভক্তেরেব বাচ্যত্বাবগমাৎ ঈশ্বরঃ সদ্যোহৃদ্যবরুধ্যতেঽত্র কৃতিভিরিত্যনেন প্রেম্ন এব প্রয়ো-জনত্বাবগমাচ্চ তথা সর্ব্বেষ্বপি স্কন্ধেষু জ্ঞানাৎ তৎসাধ্যায়া-মুক্তেরপি সকাশাৎ ভক্তেরেব প্রাধান্যদর্শনাৎ প্রাধান্যেন ব্যপদেশা ভবন্তীতি ন্যায়াৎ ভক্তিপ্রেম্ণোরেবাভিধেয়ত্ব-প্রয়োজনত্বে বাচ্যেতে। তস্মান্মোহিনী সাধর্ম্ম্যপ্রাপক-প্রকটার্থমেতৎ পদ্যমাভ্যন্তরেণার্থান্তরেণ প্রয়োজনীয়ং তদ্যথা ব্রহ্মাত্মৈকত্বলক্ষণং যদ্বস্তু তন্নিষ্ঠং ততোঽপি নিঃসৃত্য তিষ্ঠতীতি তত্তথা। জ্ঞানকর্ম্মস্বর্গাদ্যাভিলাষ-রহিতাঃ কেবলা অনন্যভক্তাস্তেষাং ভাবঃ কৈবল্যং তদেব প্রয়োজনং যস্য তদিতি।। ১১-১২।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— বাচ্যও প্রয়োজন বলিতে-ছেন— শ্রীহরির লীলাকথা সমূহই অমৃত, তাহা দ্বারা আনন্দিত ভক্তগণই দেবগণ। যাহা দ্বারা সেই লীলাকথা সমূহ ভক্তিরূপ বাচ্য অর্থাৎ প্রকাশিত, তাহাই অমৃত অর্থাৎ প্রেমরূপ প্রয়োজনও। প্রেমদ্বারাই ভক্তের অমৃতবৎ আস্বাদ্যতা সিদ্ধি। তাহার দ্বারা সাধুগণের আনন্দ, ইহা প্রেমের অনুভাব, তাহার মধ্যে কথার অমৃতত্ব আরোপন-দ্বারা তাহার সম্প্রদান, সাধুগণের দেবত্ব আরোপণ দ্বারাও তাহার সম্প্রদান কর্ত্তার দেবত্ব, এই শাস্ত্রের মোহিনীত্ব আরোপ লাভকরা যায়। মোহিনীদ্বারা দেবগণকে অমৃত-দান প্রসিদ্ধি, তাহা হইতেও দেবগণকে অর্থাৎ নিজভক্ত-গণকে বিদ্বান্‌গণের প্রতি ভ্রূভঙ্গীদ্বারাই অন্যজনের অলক্ষিতে যেমন বলা হয় আমার আবির্ভাবের এই তোমা-দের আনুকূল্যই কর্ত্তব্য ও প্রয়োজন। অসুরগণকে বঞ্চিত করিয়া তোমাদিগকেই অমৃতদান। যেমন অসুরগণকে অর্থাৎ নিজতত্ত্ব অজ্ঞগণের প্রতিও ভ্রূভঙ্গিদ্বারাই, স্পষ্ট-ভাবে নহে, বলা হয়—আমার আবির্ভাবের তোমাদের বিজয় পাওয়ানই কর্ত্তব্য। প্রয়োজনও তোমাদিগকে অমৃত প্রদান ইহা গৌণই। কিন্তু মুখ্য প্রয়োজন ইহাই—আমার আনন্দ চমৎকার তোমাদিগকে নিত্য প্রাপ্ত করাইতেছি, তোমাদের গৃহে থাকিয়াই। তাহার প্রথমে এই অতি দীন নিকৃষ্টদেবগণকেকিঞ্চিৎ পরিবেশন করিব। সেইরূপ এই শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্রকেও নিজতত্ত্বজ্ঞ নিজভক্তগণকে 'হরি-লীলা' এই অর্দ্ধ পদ্যদ্বারা নিজবাচ্য পরোক্ষবাদ ঋষিগণ, পরোক্ষও আমার প্রিয়, এই ভগবৎ উক্তির ব্যঞ্জনা বৃত্তি-দ্বারা সর্ব্বলোকের অলক্ষিতেবলিয়া—নিজতত্ত্ব অজ্ঞগণ অথচ শাস্ত্রজ্ঞমানীগণকে প্রকাশ্যেই নিজবাচ্যও প্রয়োজন অন্য দুইটি বলিতেছেন সর্ব্ববেদান্তের সার যে ব্রহ্মের সহিত আত্মার ঐক্য অদ্বিতীয় বস্তুনিষ্ঠ, তাহাতে বাচক-রূপে নিষ্ঠা যাহার সেই কৈবল্যই একমুখ্য প্রয়োজন যাহার সেই।

কেহ কেহ পুনঃরায় এইরূপ ব্যাখ্যা করেন—এইশাস্ত্রে ভক্তি ও জ্ঞান এই দ্বয়েরও দুইটি পথ বলা হইয়াছে। অতএব ভক্তি ও প্রেমের বাচ্যও প্রয়োজন বলিয়া জ্ঞানও কৈবল্যের ও বাচ্য প্রয়োজন বলিতেছেন—'সর্ব্ব-বেদান্ত সার' ইত্যাদি শ্লোকে কৈবল্যও একপ্রকার প্রয়োজন যাঁহার সেই। অপরকেহ এইরূপ বলেন—এই শাস্ত্রে প্রথমেই 'ধর্ম্মপ্রোজ্ঝিত' ইত্যাদি শ্লোকদ্বারা পরমধর্ম্ম ভক্তিরই বাচ্যত্ব জানা যায়। 'অতএব ঈশ্বর সদ্য হৃদয়ে অবরুদ্ধ হন' ইহাতে কৃতিগণ কর্ত্তৃক এই শব্দদ্বারা প্রেমেরই প্রয়োজনীয়তা জানা যায়। সেইরূপ সকল স্কন্ধেই জ্ঞান হইতে তাহার স্বাধ্যায়হেতু মুক্তি হইতেও ভক্তিরই প্রাধান্য দর্শনহেতু 'প্রাধান্যদ্বারা নামকরণ হয়' এই ন্যায় বলে ভক্তি ও প্রেমের অভিধেয়ত্ব ও প্রয়োজনত্ব প্রকাশিত হয়।

অতএব মোহিনী অবতারের সমান ধর্ম্ম প্রাপ্ত প্রকট অর্থকে এই পদ্য অভ্যন্তরের অন্য অর্থদ্বারা প্রয়োজনীয়, তাহা যেমন ব্রহ্মের সহিত একাত্মতারূপ যে বস্তু তন্নিষ্ঠ এই ভাগবত তাহা হইতেও বাহির হইয়া অবস্থান করিতেছেন ইহা সেইরূপ। জ্ঞান কর্ম্ম স্বর্গ অন্যাভিলাষরহিত কেবলা অনন্যভক্তগণ তাহাদের ভাব কৈবল্য তাহাই প্রয়োজন যাহার তাহাই শ্রীমদ্ভাগবত।।১১-১২।।

বিবৃতি— শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থের প্রারম্ভে, মধ্যে ও অন্তে—অর্থাৎ সর্ব্বত্র কৃষ্ণেতর-বৈরাগ্যের বিবরণ সম্যগ্রূপে কথিত হইয়াছে। অন্বয়ভাবে বাস্তবসত্য হরিলীলাকথাসমূহ বর্ণনমুখে ব্যাবৃত্তিক্রমে বৈরাগ্যের কথা উক্ত হইয়াছে। যুগপৎ অন্বয় ও ব্যতিরেক প্রবন্ধসমূহ আস্বাদনের পরমোন্নতি সাধন করায় উহা অমৃত ও অবিনাশী। সজ্জনগণ—দেবগণ এই অমৃত আস্বাদন করিয়া আনন্দিতচিত্ত হন। নশ্বর ভোগ ও ত্যাগে নিপুণ দেবীবিরোধী অভক্তগণ ইহাতে আনন্দিত না হইয়া জড়জগতে আসক্ত হন। এই ভাগবতগ্রন্থ বেদসার ও সর্ব্ববেদান্তসার—বেদাদিসার, বেদমধ্যসার ও বেদান্তসার বলিয়া সর্ব্ববেদান্তসার। বেদশিরোভাগ উপনিষৎ, ব্রহ্মসূত্র ও প্রকরণ গ্রন্থের অসার অংশ লইয়া যাঁহারা দিনযাপন করেন তাঁহারা সারাকর্ষণ করিতে অসমর্থ বলিয়াই শ্রীভাগবত-তার্কের উদয়। এই গ্রন্থে সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন বর্ণিত হইয়াছে। বেদান্তের অসারবিচারপরায়ণ জনগণ ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবানের লক্ষণে ভেদদর্শনে আতঙ্কবশতঃ তৎত্রিতয়ের এক লক্ষণ বুঝিতে অসমর্থ হন। শ্রীমদ্ভাগবত-কথিত "বদন্তি তৎ তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্জ্ঞানমদ্বয়ম্। ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে।।"—শ্লোকের পর্য্যালোচনা দ্বারা তাঁহারা জানিতে পারিবেন যে ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্ একমাত্র অদ্বয়জ্ঞান বস্তুতে তত্ত্বপারঙ্গত জনগণদ্বারা লক্ষিত হন। এই বিচার জীর্ণ করিতে অসমর্থ জনগণ ব্রহ্মকে ভগবল্লক্ষণ হইতে পৃথক্ করিয়া জড়নির্ব্বিশেষপরতায় আবদ্ধ করেন। পরমাত্মাকে ব্রহ্ম ও ভগবান্ হইতে পৃথক্ বুদ্ধিতে দর্শন করিয়া ভূমা ও ব্যাপকতা বা সমষ্টি প্রদ্যুম্নে বিষ্ণুমাত্র ধারণায় পর্য্যবসিত করেন। কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবত নির্ব্বিশেষবাদী (exclusionist) ও পরমাত্মবাদীদিগের (inclusionist) ভেদবুদ্ধি-রহিত করিয়া ব্রহ্মজ্ঞান ও পরমাত্মসান্নিধ্যযোগপদ্ধতি ভক্তিতেই সম্পূর্ণতা লাভ করিয়াছে জানাইয়া দিয়া অভেদ লক্ষণের তাৎপর্য্য দেখাইয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবতের তাৎপর্য্যাবলম্বনে গৌড়ীয়-বেদান্তাচার্য্যগণ ভ্রান্ত নির্ব্বিশেষবাদীর ধারণা কোথায় উদিষ্ট হইয়াছে—জানাইতে গিয়া—"যদদ্বৈতং ব্রহ্মোপনিষদি তদপ্যস্য তনুভা য আত্মান্তর্য্যামী পুরুষ ইতি সোঽস্যাংশবিভবঃ। ষড়ৈশ্বর্য্যৈঃ পূর্ণো য ইহ ভগবান্ স স্বয়ময়ম ন চৈতন্যাৎ কৃষ্ণাজ্জগতি পরতত্ত্বং পরমিহ।।" শ্লোকবিচার কীর্ত্তন করিয়াছেন। এইজন্যই শ্রীজীবগোস্বামী ষট্‌সন্দর্ভের অন্যতম ব্রহ্মসন্দর্ভকে ভগবৎসন্দর্ভনামে অভিহিত করিয়াছেন। নির্ব্বিশেষবাদীর ব্রহ্মধারণা—স্বগত-সজাতীয়-বিজাতীয়ভেদরহিত বস্তু ও জ্ঞান-জ্ঞেয় জ্ঞাতার পরস্পর সম্মিলিত অবস্থার সামঞ্জস্য-স্থাপন। নির্ব্বিশিষ্ট ব্রহ্মে যদি নশ্বর জড়বিশেষরহিত মাত্র বিচারে পরিলক্ষিত হইবার উদ্দেশ থাকে তাহা হইলে ভগবত্তার পূর্ণতা ব্যাঘাত লাভ করে। কেননা ভগবদ্‌রাজ্যে বৈকুণ্ঠে অচিতের প্রবেশাধিকার নাই,

অভাবের দৌর্ব্বল্য, সীমার অক্ষমতা, শ্রবণের অনুপাদেয়তা প্রভৃতি সেখানে না থাকায় জনাভিনিবেশের তিক্তাভিজ্ঞান বৈকুণ্ঠে লইয়া যাওয়া নির্ব্বিশেষবাদীর পক্ষে যুক্তিযুক্ত হয় নাই। বৈকুণ্ঠরাজ্য কিছু ইন্দ্রিয়জ্ঞানগ্রাহ্য মাপিয়া লইবার রাজ্য নহে। অচিৎ-প্রতীতিমুখে চেতনাধিষ্ঠানের স্থূল-সূক্ষ্ম আকার মনে করিয়া জড়রাজ্যের সম্বন্ধ অজড়ে আরোপ করা বুদ্ধিবৃত্তির দুর্ব্বলতার পরিচয়মাত্র।

যেখানে অদ্বয়জ্ঞান বা একত্ব ব্রহ্ম, আত্মা ও ভগবান্‌কে লক্ষ্য করে, সেখানে অতাত্ত্বিকের বিচারে তাহাদের মধ্যে পরস্পরের ভেদ শব্দের অজ্ঞরূঢ়িবৃত্তি হইতে জাত মাত্র। ''শবল'' বর্ণ-বৈচিত্র্য হইতে একত্ববিচারে যে ভেদ লক্ষিত হয়, উহাই 'শ্যাম' বিচারের একত্বে বৈশিষ্ট্যের ধারণা। সংখ্যাগত ভেদ বস্তুতে আরোপিত হইতে পারে না। বস্তুর একত্বের ও বস্তুশক্তির বহুত্বের বিচার লইয়াই শক্তিপরিণামবাদ ও বিবর্ত্তবাদ বদ্ধজীবের ধারণাকে সাহায্য করে, সংখ্যাগত ভেদ না থাকিলে সম্বন্ধশব্দের আবশ্যক হয় না। জ্ঞানজ্ঞেয়জ্ঞাতৃত্ব সেখানে স্তব্ধীভূত। যেখানে একের বৈশিষ্ট্য বর্ণিত, সেখানে শক্তিশক্তিমানের সম্বন্ধ বিবর্ত্তবিচারদ্বারা শক্তিবাদের বিলোপসাধন প্রকৃত উদ্দেশ্যের ব্যাঘাত করে। সম্বন্ধজ্ঞানের অভাবে নিঃশক্তিকবাদ অবশ্যম্ভাবী। বিবর্ত্তপ্রণালী তথায় অবলম্বনীয়। বস্তুপরিণামবাদ বা বিকারবাদ শক্তিপরিণামবিচারের বিরোধী। বস্তুবিকারবাদী অবিচিন্ত্যশক্তির কথা গ্রহণ করিতে না পারায় অবস্তুতে বস্তু-প্রতীতিজন্য দুর্ব্বল বিবর্ত্তবাদ গ্রহণ করেন। বিশিষ্টাদ্বৈতবিচার ও ভেদবাদ (দ্বৈতবিচার) বস্তুর দ্বিতীয়ত্ব স্বীকার করে না। কিন্তু কেবলাদ্বৈতী শক্তিপরিণামবাদে চিচ্ছক্তি ও অচিচ্ছক্তির একত্ব প্রতিপাদন করিতে গিয়া শক্তিবৈচিত্র্য অস্বীকরণ-হেতু শক্তিপ্রকাশে বস্তুভ্রান্তি, প্রকাশে স্বয়ংরূপভ্রান্তি প্রভৃতি দোষে দুষ্ট হন। অভিধেয়-বিচারে এক অদ্বিতীয়বস্তুর সহিতই সম্বন্ধযুক্তের কৃত্য বর্ণিত হইয়াছে। অদ্বিতীয়বস্তুনিষ্ঠার অসম্পূর্ণতায় নির্ব্বিশিষ্ট ব্রহ্মজ্ঞান ও পরমাত্মসান্নিধ্য লক্ষিত হওয়ায় ভক্তিই একমাত্র অভিধেয় বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে। ইতরাভিলাষ-ক্রমে তন্নিষ্ঠাবিপর্য্যয়ে অতন্নিষ্ঠা প্রবল হওয়ায়, অভক্তিকে (কর্ম্মজ্ঞানযোগাদিকে) মিশ্রভক্তিবিচারে গ্রহণ করায় শ্রীমদ্ভাগবতে প্রবেশাধিকার রুদ্ধ হইয়াছে। প্রয়োজনতত্ত্বে প্রেমভক্তি বা কেবলা ভক্তি এক প্রয়োজন নির্ণীত হইয়াছে। বাস্তববস্তু স্বয়ংরূপ কৃষ্ণই এক সম্বন্ধ, কৃষ্ণসেবৈকনিষ্ঠাই এক অভিধেয়, কৃষ্ণপ্রেমৈকনিষ্ঠাই কেবলা ভক্তি। ভগবন্নিষ্ঠারূপা ভক্তিই সম্বন্ধজ্ঞানের পরম সুষ্ঠু আদর্শ। কেবলভক্তি প্রেম-নামক প্রয়োজনে কৈবল্যশব্দের সার্থকতা করে। একনিষ্ঠাভাবে ব্যভিচারিণী ভক্তি বা অভক্তি কৃষ্ণপ্রেমরূপ একপ্রয়োজনসিদ্ধির ব্যাঘাত করে। কৃষ্ণপ্রেমই যখন একমাত্র লক্ষিতব্য বিষয় হয় তখনই আমাদের অন্যাভিলাষ, কর্ম্মজ্ঞানাদির আবরণ ও কৃষ্ণসেবার প্রতিকূলা চেষ্টা বিদূরিত হইয়া অনুকূলভাবে কৃষ্ণানুশীলনে যোগ্যতা হয় এবং তখনই আমরা স্বরূপে অবস্থিত হইয়া ভক্তের ভজনীয় বস্তুতে সেবার কেবলতা বুঝিতে পারি।।

প্রৌষ্ঠপদ্যাং পৌর্ণমাস্যাং হেমসিংহসমন্বিতম্।
দদাতি যো ভাগবতং স যাতি পরমাং গতিম্।। ১৩।।

অন্বয়ঃ— যঃ প্রৌষ্ঠপদ্যাং (ভাদ্রপদ্যাং) পৌর্ণমাস্যাং হেমসিংহসমন্বিতং (সুবর্ণসিংহাসনারূঢ়ং) ভাগবতং দদাতি সঃ পরমাং গতিম্ (উত্তমং স্থানং) যাতি (লভতে)।।

অনুবাদ— যিনি ভাদ্রমাসে পূর্ণিমাতিথিতে সুবর্ণ-সিংহাসনারূঢ় শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণ দান করেন তিনি পরমগতি লাভ করিয়া থাকেন।। ১৩।।

রাজন্তে তাবদন্যানি পুরাণানি সতাং গণে।
যাবদ্ভাগবতং নৈব শ্রূয়তেঽমৃতসাগরম্।। ১৪।।

অন্বয়ঃ— যাবৎ অমৃতসাগরং (অমৃতসিন্ধুস্বরূপং) ভাগবতং ন এব শ্রূয়তে তাবৎ সতাং গণে (সাধুসমাজে) অন্যানি পুরাণানি রাজন্তে (শোভন্তে হি)।। ১৪।।

অনুবাদ— যে-পর্য্যন্ত অমৃতসাগর শ্রীমদ্ভাগবত

কর্ণগোচর না হয় ততকাল পর্য্যন্তই অন্যান্য পুরাণসকল সাধুসমাজে স্থানলাভ করিয়া থাকে।। ১৪।।

বিশ্বনাথ— প্রৌষ্ঠপদ্যাং ভাদ্রসম্বন্ধিন্যামিতি তদ্দিন এব শ্রীমন্মুনীন্দ্রেণ শাস্ত্রমেতৎ সমাপ্তাকৃতমিতি পাদ্মোত্তরখণ্ডগতভাগবতমাহাত্ম্যে দৃষ্টং, হেমসিংহসমন্বিতমিতি সর্ব্বশাস্ত্রমহারাজস্য পুরাণসূর্য্যস্যাস্য সাম্রাজ্যার্থং সিংহাসনৌচিত্যাৎ সর্ব্বগ্রহরাজস্যেতদুপমানস্য সূর্য্যস্যাপি তদানীং সিংহরাশিগতত্বেন সিংহাসনাধিরূঢ়তা দৃষ্টেব। অস্য সর্ব্বশাস্ত্রমহারাজত্বমেবাহ। রাজন্ত ইতি অন্যানি পুরাণান্যপি প্রায়স্তাবৎশাস্ত্ররাজানি যাবন্নেতি শ্রীভাগবতন্তু সম্রাড়েবাতঃ শাস্ত্রমহারাজমিতি ভাবঃ। যদ্বা। অস্য পুরাণসূর্য্যত্বমাহ রাজন্তে দীপ্যন্তে রাত্রৌ নক্ষত্রাণীবেতি ভাবঃ। যাবদ্রাত্র্যন্তে যাবন্নেতি সতি সূর্য্যো ন দৃশ্যতে।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—প্রৌষ্টপদী অর্থাৎ ভাদ্র সম্বন্ধিনী পূর্ণিমা সেইদিনই শ্রীমন্ মুনীন্দ্র শুকদেব কর্ত্তৃক এই শাস্ত্র সমাপ্ত করা হইয়াছিল, পদ্মপুরাণের উত্তরখণ্ডে ভাগবত মাহাত্ম্যে দৃষ্ট হয় প্রেমসিংহযুক্ত অর্থাৎ সর্ব্বশাস্ত্র মহারাজের পুরাণসূর্য্যের এই সাম্রাজ্যের জন্য সিংহাসন প্রয়োজনহেতু, সর্ব্বগ্রহরাজের এই উপমান সূর্য্যেরও সেইকালে সিংহরাশিতে অবস্থান হেতু সিংহাসনে অধিরূঢ়তা দেখিয়াই। এই সর্ব্বশাস্ত্র মহারাজত্বই বলিতেছেন—অন্য পুরাণসমূহও প্রায়শঃ সেই শাস্ত্র রাজা হন না, যে পর্য্যন্ত শ্রীমদ্ভাগবত সম্রাট না আসেন। অতএব শাস্ত্র মহারাজ, ইহাই ভাবার্থ।

অথবা ইহার পুরাণ সূর্য্যত্ব বলিতেছেন— রাজন্তে দীপ্তিপ্রাপ্ত হন, রাত্রিতে অন্য পুরাণসমূহ নক্ষত্রসমূহের ন্যায়, ইহাই ভাবার্থ। যে পর্য্যন্ত শ্রীমদ্ ভাগবত সূর্য্য না দেখা যায়, সেই পর্য্যন্তই নক্ষত্রসমূহের প্রভাব।।১৩-১৪

সর্ব্ববেদান্তসারং হি শ্রীভাগবতমিষ্যতে।
তদ্রসামৃততৃপ্তস্য নান্যত্র স্যাদ্রতিঃ ক্বচিৎ।। ১৫।।

অন্বয়ঃ— শ্রীভাগবতং হি (এব) সর্ব্ববেদান্তসারং (সর্ব্ববেদান্তানাং সারো যত্র তৎ তাদৃশম্) ইষ্যতে (কথ্যত ইত্যর্থঃ) তদ্‌রসামৃততৃপ্তস্য (ভাগবতরসামৃততৃপ্তস্য) অন্যত্র ক্বচিৎ রতিঃ (আসক্তিঃ) ন স্যাৎ (ন ভবেৎ)।।

অনুবাদ— শ্রীমদ্ভাগবত সর্ব্ববেদান্ত সারভূত-রূপে কথিত হইয়াছে। যিনি তদীয় রসামৃতাস্বাদনে পরিতৃপ্ত, তাঁহার অন্যত্র কুত্রাপি আসক্তি জন্মে না।। ১৫।।

বিবৃতি—প্রাপঞ্চিক বুদ্ধিতে চিন্ময়রসকে জড়রসের সহিত সমজ্ঞানে যে দুর্ব্বুদ্ধির উদয় হয়, তাদৃশ বুদ্ধিজীবী জনগণ শ্রীমদ্ভাগবতকে সর্ব্ববেদান্তসার বলিয়া ধারণা করিতে অসমর্থ হয়। শ্রীমদ্ভাগবতকে রসামৃতজ্ঞানের অভাবে তাঁহাদের রঞ্জন না হওয়ায় তাঁহারা শ্রীমদ্ভাগবত ব্যতীত অপর গ্রন্থের জড়রস আস্বাদন করেন, নিজে ভোগী বা ত্যাগী হইয়া রসিকাভিমান বা রসবিবর্জ্জিত শুষ্কতা লাভ করেন। চিন্ময়রসামৃতে যাঁহারা তৃপ্ত, তাঁহাদের কৃষ্ণেতর সাহিত্যে রুচি থাকে না।। ১৫।।

নিম্নগানাং যথা গঙ্গা দেবানামচ্যুতো যথা।
বৈষ্ণবানাং যথা শম্ভুঃ পুরাণানামিদং তথা।। ১৬।।

অন্বয়ঃ—নিম্নগানাং (নদীনাং মধ্যে) গঙ্গা যথা (শ্রেষ্ঠা ভবতি) দেবানাং (মধ্যে) অচ্যুতঃ যথা (শ্রেষ্ঠো ভবতি) বৈষ্ণবানাং (মধ্যে) শম্ভুঃ (শিবঃ) যথা (শ্রেষ্ঠো ভবতি) পুরাণানাং (মধ্যে) ইদং (ভাগবতং) তথা (শ্রেষ্ঠং ভবতি)।।

অনুবাদ— নদীগণের মধ্যে গঙ্গা, দেবগণের মধ্যে বিষ্ণু এবং বৈষ্ণবগণের মধ্যে শম্ভু যেরূপ শ্রেষ্ঠ, সেইরূপ পুরাণগণের মধ্যে এই শ্রীমদ্ভাগবত শ্রেষ্ঠ হইয়া থাকে।।

ক্ষেত্রাণাঞ্চৈব সর্ব্বেষাং যথা কাশী হ্যনুত্তমা।
তথা পুরাণব্রাতানাং শ্রীমদ্ভাগবতং দ্বিজাঃ।। ১৭।।

অন্বয়ঃ— (হে) দ্বিজাঃ! সর্ব্বেষাং ক্ষেত্রাণাং চ এব (পুণ্যস্থানানাং মধ্যে) কাশী যথা অনুত্তমা (সর্ব্বশ্রেষ্ঠা ভবতি) হি তথা পুরাণব্রাতানাং (পুরাণসমূহানাং মধ্যে) শ্রীমদ্ভাগবতং (সর্ব্বোত্তমং ভবতি)।। ১৭।।

অনুবাদ— হে দ্বিজগণ! নিখিল-পুণ্যস্থানমধ্যে কাশীধাম যেরূপ শ্রেষ্ঠ সেইরূপ পুরাণসমূহের মধ্যে শ্রীমদ্ভাগবত সর্ব্বোত্তম হইয়া থাকে।। ১৭।।

বিশ্বনাথ— সর্ব্ববেদান্তেভ্যোঽপি সারং শ্রেষ্ঠম্। গঙ্গেতি সর্ব্বপাপনাশনত্বেন। অচ্যুত ইতি সর্ব্বোৎকর্ষেণ, শম্ভুরিতি সর্ব্বভগবদ্ধর্ম্মোপদেষ্টৃত্বেনোপমা।। ১৫-১৭।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— সর্ব্ববেদান্ত হইতেও সার অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ। গঙ্গা সর্ব্বপাপনাশ হেতু সকলপুণ্য নদী হইতে শ্রেষ্ঠ। অচ্যুত সর্ব্বভাবে উৎকৃষ্টহেতু শ্রেষ্ঠ। শম্ভু সর্ব্ব-ভগবৎ ধর্ম্ম উপদেষ্টারূপে উপমা।।১৫-১৭।।

শ্রীমদ্ভাগবতং পুরাণমমলং যদ্বৈষ্ণবানাং প্রিয়ং
যস্মিন্ পারমহংস্যমেকমমলং জ্ঞানং পরং গীয়তে।
তত্র জ্ঞানবিরাগভক্তিসহিতং নৈষ্কর্ম্ম্যমাবিষ্কৃতং
তচ্ছৃণ্বন্ সুপঠন্ বিচারণপরো ভক্ত্যাবিমুচ্যেন্নরঃ।।১৮

অন্বয়ঃ— যৎ শ্রীমদ্ভাগবতং (তদাখ্যম্) অমলং (বিশুদ্ধং) পুরাণং বৈষ্ণবানাং প্রিয়ং ভবতি যস্মিন্ (পুরাণে) পারমহংস্যং (পরমহংসৈঃ প্রাপ্যম্) একম্ অমলং পরং জ্ঞানং (ভগবজ্জ্ঞানং) গীয়তে তত্র জ্ঞান-বিরাগভক্তি-সহিতং (জ্ঞানাদিসহিতং) নৈষ্কর্ম্ম্যং (সর্ব্বকর্ম্মোপরমঃ) আবিষ্কৃতং (প্রকাশিতং) নরঃ ভক্ত্যা তৎ (ভাগবতং) শৃণ্বন্ সুপঠন্ বিচারণপরঃ (চ সন্) বিমুচ্যেৎ (বিমুক্তো ভবেৎ)।।

অনুবাদ— শ্রীমদ্ভাগবতসংজ্ঞক বিশুদ্ধ পুরাণ বৈষ্ণবগণের পরম প্রিয়বস্তু, ইহাতে পরমহংস পুরুষ-গণলভ্য এক অমল পরম জ্ঞান কীর্ত্তিত এবং জ্ঞান-বৈরাগ্য-ভক্তি-সমন্বিত নৈষ্কর্ম্ম্য প্রকাশিত হইয়াছে। মানব ভক্তি-সহকারে ইহা শ্রবণ, পাঠ ও বিচার করিলে বিমুক্ত হইয়া থাকেন।। ১৮।।

বিশ্বনাথ— সর্ব্বোৎকর্ষমেবোপপাদয়তি ভাগবতং পুরাণমেব শ্রীমৎ সর্ব্বশোভাযুক্তং ন ভবন্তি মলাস্ত্রিগুণোত্থা যস্মাত্তৎ। যৎ যতো বৈষ্ণবানাং প্রিয়ং ভক্ত্যুৎকর্ষপ্রতি-পাদকত্বাদিতি ভাবঃ ভক্ত্যুত্থজ্ঞানপ্রাপ্তিলোভিভির্জ্ঞান-সিদ্ধৈরাত্মারামৈরপ্যেতদাশ্রয়ণীয়মেবেত্যাহ যস্মিন্নিতি পরমহংসেভ্যো হিতং পারমহংস্যং হিতার্থে যণ্ পারম-হংস্যং পরং ভক্ত্যুত্থত্বাৎ শ্রেষ্ঠম্। জ্ঞানসাধকৈরপ্যেতদ-বশ্যসেব্যমিত্যাহ। যত্রেতি নৈষ্কর্ম্ম্যং সর্ব্বকর্ম্মোপরমঃ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— শ্রীমদ্ভাগবতের সর্ব্বউৎ-কর্ষতাই প্রতিপাদন করিতেছেন—ভাগবতপুরাণকেই 'শ্রীমৎ' সর্ব্বশোভাযুক্ত, যাহাতে ত্রিগুণোত্থমল না থাকে তাহাই শ্রীমৎ। যেহেতু বৈষ্ণবগণের প্রিয় ভক্তির উৎকর্ষ-প্রতিপাদক হেতু, ইহাই ভাবার্থ। ভক্তিউত্থ জ্ঞান প্রাপ্তি লোভিগণকর্ত্তৃক জ্ঞান সিদ্ধির জন্য, আত্মারামগণকর্ত্তৃক শ্রীমদ্ভাগবত আশ্রয় কর্ত্তব্য, ইহাই বলিতেছেন— যে শাস্ত্রে পরমহংসগণের মঙ্গল, সেই পারমহংস্য। এস্থলে 'হিত' অর্থে যণ্ প্রত্যয় পারমহংস্য, ভক্তি-উত্থহেতু জ্ঞান শ্রেষ্ঠ, জ্ঞানসাধকগণ কর্ত্তৃকও অবশ্য সেব্য। যেস্থলে সর্ব্বকর্ম্মের উপরম।।১৮।।

বিবৃতি—অধোক্ষজ-ভক্তির দ্বারাই জীবের সর্ব্বতো-ভাবে মুক্তিলাভ ঘটে। যিনি শ্রীমদ্ভাগবতের মুখে শ্রবণ করেন, শ্রীমদ্ভাগবতের নিকট পঠন-পাঠন করেন, শ্রীমদ্ভাগ-বতের বিচারপ্রণালীতে আত্মনিয়োগ করেন, তিনিই ভুক্তি-মুক্তি-স্পৃহা হইতে পরিমুক্ত হন। শ্রীমদ্ভাগবত অন্য পুরাণের ন্যায় বৃথা কথায় পরিপূর্ণ নহে—ইহা ভোগ-ত্যাগ-রূপ জড়মলরহিত পুরাণ। পরমহংস বিষ্ণুসেবাপর জনগণের ইহা প্রিয় পাঠ্যগ্রন্থ। ইহাতে অমলজ্ঞান সুষ্ঠুভাবে পরিগীত হইয়াছে। আশ্রমের মধ্যে কুটীচক, বহূদক, হংস প্রভৃতির যে ন্যূনাধিক সমলজ্ঞান, তাহা পারমহংস্যধর্ম্মাশ্রিত বৈষ্ণবের নাই। এই গ্রন্থে বৈষ্ণবোত্তম পরমহংসগণের অমলজ্ঞানই বর্ণিত হইয়াছে। তাহাতে কর্ম্মফলভোগবাদ সম্পূর্ণ নিরস্ত হওয়ায় নিত্য কৃষ্ণসেবা-কর্ম্ম আবিষ্কৃত। উহা ফল-বিচার-পরায়ণ ব্যক্তির ভাষায় নৈষ্কর্ম্ম্য বলিয়া অভিহিত। তাদৃশ নৈষ্কর্ম্ম্যে ইতরবৈরাগ্য-যুক্তা সেবাপ্রবৃত্তি-মূলা বুদ্ধির অভাবজন্য কাল্পনিক কেবল-জ্ঞান অবস্থিত নহে। তাদৃশ কাল্পনিক কেবল-জ্ঞান জাগতিক অভিজ্ঞতায় সংন্যস্ত, সুতরাং উহা বৈকুণ্ঠজ্ঞানাভাবে জীবের

কর্ম্মজ্ঞানাদির আবরণ। তদ্দ্বারা আবৃত ও বিক্ষিপ্ত জীব মুক্তিলাভে সর্ব্বতোভাবে অসমর্থ। কৃষ্ণেতর বস্তুতে অদ্বয়জ্ঞানের ধারণা জড়-পিপাসা আশ্রিত।। ১৮।।

কস্মৈ যেন বিভাসিতোঽয়মতুলো জ্ঞানপ্রদীপঃ পুরা
তদ্রূপেণ চ নারদায় মুনয়ে কৃষ্ণায় তদ্রূপিণা।
যোগীন্দ্রায় তদাত্মনাথ ভগবদ্রাতায় কারুণ্যত-
স্তচ্ছুদ্ধং বিমলং বিশোকমমৃতং সত্যং পরং ধীমহি।।১৯

অন্বয়ঃ— পুরা (কল্পাদৌ) যেন কস্মৈ (ব্রহ্মণে) অয়ম্ অতুলঃ জ্ঞানপ্রদীপঃ (শ্রীভাগবতরূপঃ) বিভাসিতঃ (প্রকাশিতঃ) তদ্‌রূপেণ (ব্রহ্মরূপেণ) চ নারদায় (বিভাসিতঃ) তদ্‌রূপিণা (নারদরূপিণা চ) মুনয়ে কৃষ্ণায় (ব্যাসায় বিভাসিতঃ) তদাত্মনা (ব্যাসরূপেণ) যোগীন্দ্রায় (শ্রীশুকায় বিভাসিতঃ) অথ (শুকরূপেণ) কারুণ্যত (করুণয়া) ভগবদ্‌রাতায় (পরীক্ষিতে বিভাসিতঃ) তৎ শুদ্ধং বিমলং বিশোকং (শোকরহিতম্) অমৃতং পরং সত্য (শ্রীনারায়ণাখ্যং তত্ত্বং) ধীমহি (চিন্তয়াম ইত্যর্থঃ)।। ১৯।।

অনুবাদ— যিনি কল্পপ্রারম্ভে ব্রহ্মার নিকট এই জ্ঞানপ্রদীপ প্রকাশিত করিয়াছিলেন, অনন্তর ব্রহ্মারূপে মহর্ষি নারদের নিকট, নারদরূপে মহর্ষি বেদব্যাসের নিকট, বেদব্যাসরূপে যোগীন্দ্র শুকদেবের নিকট এবং শুকদেবরূপে করুণাপূর্ব্বক মহারাজ পরীক্ষিতের নিকট ইহার প্রকাশ করিয়াছেন, সেই বিশুদ্ধ, বিমল, শোকরহিত, অমৃত, পরম-সত্যস্বরূপ শ্রীনারায়ণ তত্ত্বের ধ্যান করিতেছি।।

বিশ্বনাথ— শ্রীভাগবতসম্প্রদায় প্রবর্ত্তকরূপস্য ভগবতো ধ্যানলক্ষণং মঙ্গলমাচরতি—কস্মৈ ব্রহ্মণে সর্ব্বনামত্বমার্ষম্। অয়ং দ্বাদশস্কন্ধাত্মক এব গ্রন্থো পুরা কল্পাদৌ। তদ্রূপেণ ব্রহ্মরূপেণ নারদায়। তদ্রূপিণা নারদরূপিণা। কৃষ্ণায় ব্যাসায়। ব্যাসরূপেণ যোগীন্দ্রায় শুকায়। তদাত্মনা শুকরূপেণ ভগবদ্রাতায় বিষ্ণুরাতায়। তৎপরং সত্যং শ্রীনারায়ণস্বরূপং ধীমহীতি গায়ত্রৈব্য যথোপক্রান্তবাংস্তথৈবোপসংহরন্ গায়ত্র্যাখ্যা ব্রহ্মবিদ্যেয়মিতি দর্শয়তি।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— শ্রীভাগবত সম্প্রদায় প্রবর্ত্তকরূপে ভগবানের ধ্যানযুক্ত মঙ্গলাচরণ করিতেছেন 'ক' অর্থাৎ ব্রহ্মাকে এস্থলে সর্ব্বনাম প্রয়োগ আর্ষ। এই দ্বাদশ-স্কন্ধাত্মকগ্রন্থ পূর্ব্বে কল্পের আদিতে ব্রহ্মাকে দিয়াছিলেন, সেই ব্রহ্মারূপে নারদকে দিয়াছিলেন, সেই নারদরূপে কৃষ্ণকে অর্থাৎ ব্যাসদেবকে দিয়াছিলেন, ব্যাসদেবরূপে যোগীন্দ্র শুকদেবকে, শুকদেবরূপে বিষ্ণুরাত পরীক্ষিৎকে দিয়াছিলেন, সেই পরমসত্য শ্রীনারায়ণস্বরূপকে ধ্যান করি। গায়ত্রীদ্বারা যেমন আরম্ভ করিয়াছিলেন—সেই-রূপই গায়ত্রীদ্বারা উপসংহার করিলেন। এই কারণে এই গ্রন্থ ব্রহ্মবিদ্যা, ইহাই দেখাইতেছেন।।১৯।।

বিবৃতি— শ্রীমদ্ভাগবত পরমেশ্বরের ধ্যানের কথায় আরব্ধ হইয়াছে। সেই পরমেশ্বর সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ কোনকালে পরিবর্ত্তনশীল নহেন। তাঁহার রূপ কদাপি পরিবর্ত্তিত হয় না বলিয়া তিনি স্বয়ংরূপ সত্যবস্তু। তাঁহার অচিচ্ছক্তিজাত বিশ্ব যে সত্যের আদর্শ প্রদান করে, তাহা তাৎকালিক ও ক্ষণভঙ্গুর মৃতসত্য-মাত্র—অমৃত নহে। উহার আস্বাদকারীর আনন্দ নাই। অভাবজন্য শোকের দ্বারা অভিভাব্য অসত্যমলযুক্ত সত্য কখনই পরমেশ্বরে সংশ্লিষ্ট হইতে পারে না। 'নিরস্তকুহক' শব্দে প্রয়োজন-বিচারে যাঁহারা ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ চতুর্ব্বর্গ অভিলাষ করেন, তাদৃশ কুহকযুক্ত ব্যক্তি প্রেমের ধারণা করিতে অসমর্থ হওয়ায় যে মল-যুক্ত, শোকযুক্ত, পরিণামশীল ও অশুদ্ধ, তাহাই স্পষ্টরূপে ব্যক্ত করে। এজন্যই পুরা-কালে যে পরমেশ্বর-ধ্যানের পদ্ধতি ছিল তাহাতে বিকার-যোগ্য মায়িক ভাবের অভাব বর্ত্তমান ছিল। এই তুলনা-রহিত ভাগবতধর্ম্ম জ্ঞানপ্রদীপস্বরূপ শ্রীমদ্ভাগবতে প্রকাশিত হইয়াছে। নারদই সেই স্বয়ংরূপতত্ত্ব-দর্শনে সমর্থ। শ্রীনারদ হইতে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস তাহা লাভ করিয়াছিলেন। সেই ব্যাস নিজ অভিন্ন অনুগ যোগীন্দ্র শুকদেবকে এবং শুকদেব তাহা ভোগ-ত্যাগ-রহিত-বিচারপর প্রায়োপবিষ্ট পরীক্ষিৎকে বলিয়াছিলেন। সেই শ্রীমদ্ভাগবত সাক্ষাৎ কৃষ্ণ-লীলাময়। তাঁহার অনুক্ষণ অনুশীলনের প্রভাবে জীব বদ্ধতা অতিক্রমপূর্ব্বক অধোক্ষজসেবা-ধ্যানে সমর্থ হয়।।

নমস্তস্মৈ ভগবতে বাসুদেবায় সাক্ষিণে।
য ইদং কৃপয়া কস্মৈ ব্যাচচক্ষে মুমুক্ষবে।। ২০।।

অন্বয়ঃ— যঃ মুমুক্ষবে (মুক্তিকামিনে) কস্মৈ (ব্রহ্মণে) কৃপয়া ইদং ব্যাচচক্ষে (ব্যাখ্যাতবান্) সাক্ষিণে (বিশ্বদ্রষ্ট্রে) তস্মৈ ভগবতে বাসুদেবায় নমঃ।। ২০।।

অনুবাদ— যিনি কৃপাবশতঃ মুমুক্ষু ব্রহ্মার নিকট ইহার ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন, সেই বিশ্বসাক্ষী ভগবান্ বাসুদেবকে প্রণাম করিতেছি।। ২০।।

বিশ্বনাথ— শাস্ত্রসমাপ্তৌ স্বাভীষ্টদেবং প্রণমতি নম ইতি। বাসুদেবায় বসুদেবনন্দনায়। সাক্ষিণে ইতি অহং তস্য ভক্তো ভক্তিরহিতো বা শিষ্টো দুষ্টো বা তদভিপ্রেতমর্থং ব্যাখ্যাতুং বেদ্মি ন বেদ্মি বা স এব সাক্ষাৎ পশ্যতি তৎ কৃপৈব মে শরণমিতি ভাবঃ। অহং তাবৎ কো বরাকো ব্রহ্মাপি তৎকৃপাং বিনা শ্রীভাগবতার্থং ন বেত্তীত্যাহ। য ইদমিতি। মুমুক্ষব কৃপয়া ব্যাচচক্ষে উপদিদেশেত্যেতদুপদেশাৎ পূর্ব্বমেব তস্য মুমুক্ষা আসীৎ। এতদুপদেশানন্তরং তু প্রেমণ্যেবাকাঙ্ক্ষা মোক্ষে তুপেক্ষৈবাজনিষ্টেতি ভাবঃ।। ২০।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— গ্রন্থ সমাপ্তিতে নিজ অভীষ্টদেবকে প্রণাম করিতেছেন নমঃ ইত্যাদি। বাসুদেবকে অর্থাৎ বসুদেব নন্দনকে সাক্ষী ইহা আমি তাহার ভক্ত অথবা ভক্তিরহিত শিষ্ট অথবা দুষ্ট শ্রীমদ্ভাগবতের অভিপ্রেত অর্থ ব্যাখ্যা করিতে জানি বা না জানি তিনি সাক্ষাৎ দেখিতেছেন তাহার কৃপাতেই আমার আশ্রয়—এই ভাবার্থ। আমি আর কোন ক্ষুদ্র ব্রহ্মাও তাহার কৃপা ব্যতীত শ্রীভাগবত অর্থ জানিতে পারেন না ইহাই বলিতেছেন। যিনি ইহা মুমুক্ষু ব্যক্তিকে কৃপাপূর্ব্বক উপদেশ করিয়াছেন তাহার উপদেশ হইতে পূর্ব্বেই তাহার মুক্তি ইচ্ছা ছিল— ইহা উপদেশের পর কিন্তু প্রেমবিষয়ে আকাঙ্ক্ষা হওয়ায় মোক্ষে কিন্তু উপেক্ষাই হইয়াছে ইহাই ভাবার্থ।।২০।।

যোগীন্দ্রায় নমস্তস্মৈ শুকায় ব্রহ্মরূপিণে।
সংসারসর্পদষ্টং যো বিষ্ণুরাতমমূমুচৎ।। ২১।।

অন্বয়ঃ— যঃ সংসারসর্পদষ্টং (সংসাররূপেণ কালসর্পেণ দষ্টং) বিষ্ণুরাতং (পরীক্ষিতম্) অমুচৎ (পরিত্রাতবান্) ব্রহ্মরূপিণে যোগীন্দ্রায় তস্মৈ শুকায় নমঃ।। ২১।।

অনুবাদ— যিনি সংসার-রূপ কালসর্পদষ্ট রাজা পরীক্ষিৎকে মুক্ত করিয়াছিলেন সেই ব্রহ্মরূপী যোগীন্দ্র শুকদেবকে প্রণাম করিতেছি।। ২১।।

বিশ্বনাথ— শ্রীশুকদেবং প্রণমতি। যোগীন্দ্রায় ভক্তিযোগ-জ্ঞানযোগ-কর্ম্মযোগাষ্টাঙ্গযোগবিদাং মহামুখ্যায়। ব্রহ্মরূপিণে পরব্রহ্মস্বরূপায়। সংসারসর্পদষ্টং বিষ্ণুরাতমিতি। যথার্জ্জুনস্য মোহং গীতাশাস্ত্রেণ যথোদ্ধবস্য মোহমেকাদশেন ভগবান্নিবর্ত্তয়ামাস তথৈব পরীক্ষিতঃ সংসারং শ্রীশুক ইতি প্রাকৃতলোকপ্রতীত্যৈবোক্তির্বস্তুতস্তু ত্রয়াণামেব ভগবন্নিত্যপার্ষদত্বান্ন সংসারশঙ্কাগন্ধোঽপি, কিন্তু জীবহিতগ্রাহণচাতুর্য্যধুরন্ধরাণাং মহাকৃপালুনাং মহতামপ্যেকং মহাপ্রসিদ্ধং জনমবলম্ব্যৈব হিতোপদেশসন্ততিরিতি নীতির্দৃষ্টা। অতএবাত্র বিষ্ণুরাতমিতি প্রযুক্তম্। বিষ্ণুনা কৃপয়া যুধিষ্ঠিরায় রাতঃ দত্তঃ স্বয়ং গৃহীতো বা যস্তস্য সংসারঃ কঃ খলু মন্দবুদ্ধিরাশঙ্কেতেতি ভাবঃ। কিঞ্চ, সর্পবিষহরা মন্ত্রা যথা লোকে অর্থজ্ঞানমপি নাপেক্ষন্তে তথৈবার্থং জানাতু ন জানাতু বা শ্রীভাগবতীয়াঃ শব্দা এব সংসারবিষং নির্ম্মূলয়ন্তীত্যাচার্য্যাভিপ্রায়ো দ্রষ্টব্যঃ।। ২১।।

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।
ত্রয়োদশো দ্বাদশস্য সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্।।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দ্বাদশ-স্কন্ধে ত্রয়োদশাধ্যায়স্য শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি ঠক্কুরকৃতা সারার্থদর্শিনী টীকা।

টীকার বঙ্গানুবাদ— শ্রীশুকদেবকে প্রণাম করিতেছেন। যোগীন্দ্রকে নমস্কার যিনি ভক্তিযোগ জ্ঞানযোগ কর্ম্মযোগ অষ্টাঙ্গযোগ বিদ্‌গণের মহামুখ্য ব্রহ্মরূপ অর্থাৎ ব্রহ্মস্বরূপকে নমস্কার, যিনি সংসার সর্পদ্রষ্ট বিষ্ণুরাত পরীক্ষিতকে মুক্ত করিয়াছেন। যেমন অর্জ্জুনের মোহ গীতাশাস্ত্রদ্বারা, যেমন উদ্ধবের মোহ একাদশস্কন্ধদ্বারা ভগবান নষ্ট করিয়াছেন, সেইরূপ পরীক্ষিতের সংসারকে

শ্রীশুকদেব নষ্ট করিয়াছেন ইহা প্রাকৃত লোকদৃষ্টিতে উক্তি। বস্তুত কিন্তু তিনজনই ভগবানের নিত্যপার্ষদহেতু তাহাদের সংসার আশঙ্কাগন্ধও নাই কিন্তু জীবের মঙ্গল-গ্রহণ করাইবার চাতুর্য্য ধুরন্ধরগণের মহাকৃপালুগণের মহৎগণেরই মহাপ্রসিদ্ধ ব্যক্তিকে অবলম্বন করিয়াই হিত উপদেশপরম্পরা এই নীতিই দেখা যায়। অতএব এইস্থলে বিষ্ণুরাত এইশব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক কৃপা-দ্বারা যুধিষ্ঠিরকে দান করিয়াছেন। অথবা স্বয়ং গ্রহণ করিয়া-ছেন যিনি তাঁহার সংসার কোথায়? নিশ্চয়ই মন্দবুদ্ধিগণ আশঙ্কা করিতেছেন ইহাই ভাবার্থ।

আর সর্পবিষ হরণ-মন্ত্র যেমন লোকে অর্থ-জ্ঞানকেই অপেক্ষা করে না, সেইরূপ অর্থ জানুক বা না জানুক শ্রীভাগবতের শব্দসমূহই সংসার-বিষকে নির্ম্মূল করে ইহা আচার্য্যের অভিপ্রায় জানিবেন।।২১।।

ইতি ভক্তগণের চিত্তের আনন্দদায়িনী সারার্থ-দর্শিনীতে দ্বাদশস্কন্ধে ত্রয়োদশ অধ্যায় সাধুগণের সঙ্গে সমাপ্ত হইলেন।।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দ্বাদশস্কন্ধে ত্রয়োদশ অধ্যায়ের শ্রীল বিশ্বনাথচক্রবর্ত্তী ঠাকুর কৃতা সারার্থদর্শিনী টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত হইলেন।।

বিবৃতি— আধ্যক্ষিকগণ সংসার-সর্পের দ্বারা দষ্ট হইবার যোগ্য। তাঁহাদের বিচার সময়ে সময়ে অহঙ্কার-প্রণোদিত হইয়া ভগবদ্ভক্তের অবমাননায় পর্য্যবসিত হয়। ব্যাসপর্য্যায়ে অবস্থিত পরমকরুণ শুকদেব সেই চিন্ময়ী লীলা অধোক্ষজসেবকগণের জন্য বিস্তার করায় ভাগ্যবন্ত জনগণের চিদানন্দময় বৈষ্ণবদেহ ও বৈষ্ণববাক্য চিন্ময় বলিয়া ধারণা হয়; তখন সচ্চিদানন্দময়ের সম্বন্ধযুক্ত হওয়ায় সাংসারিক যাবতীয় অভিজ্ঞতার ফল্গুত্ব-দর্শনের সুযোগ উপস্থিত হয়। কৃষ্ণলীলা আলোচনাক্রমে জীবের তাৎকালিক ভোগ্য-ত্যাজ্য প্রভৃতি জড়ভাব, নশ্বর বস্তুর সহিত সম্বন্ধ ও অজ্ঞান-জনিত আনন্দবাদের হস্ত হইতে নিঃসংশয়ে পরিত্রাণ-লাভ ঘটে। সুতরাং পরমকরুণ শ্রীব্যাসান্বয় ও তাঁহার অধস্তনসূত্রে সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রই সার্ব্বকালিক সর্ব্বজগদ্গুরু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে বদ্ধ-জীবের জন্য অনর্পিতচরী অমন্দোদয়া করুণা বিস্তার করিয়াছেন।।২১।।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বাদশ-স্কন্ধের ত্রয়োদশ
অধ্যায়ের বিবৃতি।

ভবে ভবে যথা ভক্তিঃ পাদয়োস্তব জায়তে।
তথা কুরুষ্ব দেবেশ নাথস্ত্বং নো যতঃ প্রভো।। ২২।।

অন্বয়ঃ— (হে) প্রভো! দেবেশ! (শ্রীকৃষ্ণ!) ত্বং যতঃ (যস্মাৎ) নঃ (অস্মাকং) ভবে ভবে (প্রতিজন্মা) তব পাদয়োঃ যথা (যথার্থা) ভক্তিঃ জায়তে তথা (তৎ) কুরুষ্ব (বিধেহি)।। ২২।।

অনুবাদ— হে প্রভো! দেবদেব! শ্রীকৃষ্ণ! আমাদের প্রতিজন্মে যাহাতে ভবদীয় পদযুগলে যথার্থ ভক্তির উদয় হয়, আপনি তদ্রূপ বিধান করুন্।। ২২।।

নামসঙ্কীর্ত্তনং যস্য সর্ব্বপাপপ্রণাশনম্।
প্রণামো দুঃখশমনস্তং নমামি হরিং পরম্।। ২৩।।

অন্বয়ঃ— যস্য নামসঙ্কীর্ত্তনং সর্ব্বপাপপ্রণাশনং (ভবতি) প্রণামঃ (যস্য নমস্কারশ্চ) দুঃখশমনঃ (সর্ব্বদুঃখ-বিনাশশ্চ ভবতি) পরং (পরমপুরুষং) তং হরিং নমামি।।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দ্বাদশস্কন্ধে ত্রয়োদশাধ্যায়স্যান্বয়ঃ।

অনুবাদ— যাঁহার নাম-সংকীর্ত্তন সর্ব্বপাপবিনাশন এবং নমস্কার সর্ব্বদুঃখহর, সেই পরমপুরুষ শ্রীহরিকে প্রণাম করিতেছি।।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দ্বাদশস্কন্ধের ত্রয়োদশ অধ্যায়ের
অনুবাদ সমাপ্ত।

বিশ্বনাথ—

নমোঽস্তু গুরবে তস্মৈ শ্রীকৃষ্ণায় নমো নমঃ।
কৃপার্ণবায় শ্রীলোকনাথায় প্রভবে নমঃ।।
কৃষ্ণচৈতন্য গৌরাঙ্গ সাঙ্গোপাঙ্গ সপার্ষদ।
নিরুপাধে কৃপাসিন্ধো প্রেম্না মাং পরিপূরয়।।

জয় বৃন্দাবনক্রীড়ারসিকদ্বয় মাং নয়।
স্বপ্রিয়ালিগণং গীতমবৈতৎ করুণো ভব।।
অত্যজ্ঞোঽপি ত্বয়ৈবাহং স্বব্যাখ্যায়াং প্রবর্ত্তিতঃ।
হে কৃষ্ণ শ্রীভাগবত প্রসীদ ত্বং তদেতয়া।।
মদ্‌গবীরাপি গোপাল স্বীকৃত্য পরিপালয়।
পিবন্নাসাং পয়ঃ প্রীত্যা স্বভক্তানপি পায়য়।।
ঋত্বক্ষিষড়্‌ভূমিমিতে শাকে রাধাসরস্তটে।
শুক্লষষ্ঠ্যাং সিতে মাঘে টীকেয়ং পূর্ণতামগাৎ।।
টীকেয়ং বৈশ্বনাথী ভবতু ভগবতো ভক্তলোকস্য রস্যা
ষট্‌শাস্ত্রাগম্যধাম্নো মধুরিমলহরীখেলনৈকান্তবৃত্তেঃ।
যত্তস্যারোচকত্বে কৃতিরতিকৃতিনঃ সর্ব্বসাদ্‌গুণ্যগণ্যা
দীব্যৎ পাণ্ডিত্যনৃত্যাপানুপদবিধুরা স্যাজ্জনী দুর্ভগেব।।
আরম্ভে পরিণামে চ বিবর্ত্তেঽপি ন হি ক্ষতিঃ।
শ্রীমদ্ভাগবতে ভক্তেঃ পুরুষার্থশিরোমণেঃ।।
ব্যাখ্যাস্য ভক্ত্যা গম্যা সা শ্রীগুরোঃ কৃপয়েক্ষ্যতে।
তস্মান্নমো নমস্তস্মৈ গুরবে গুরবে নমঃ।।
হে ভক্ত্যা দ্বারি বশচঞ্চদ্বালধী রৌত্যয়ং জনঃ।
নাথা বিশিষ্টঃ সেবাতঃ প্রসাদং লভতাং মনাক্‌।।
শ্রীগোবর্দ্ধনায় হরিদাসবর্য্যায় নমঃ।
শ্রীরাধাকুণ্ডায় শ্রীকৃষ্ণকুণ্ডায় নমো নমঃ।।
সমাপ্তা চেয়ং সারার্থদর্শিনী টীকা।

উপসংহার— শ্রীগুরুদেবকে নমস্কার থাকুক, সেই শ্রীকৃষ্ণকে নমো নম, করুণাসমুদ্র শ্রীলোকনাথ প্রভুকে নমস্কার, হে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গৌরাঙ্গ সাঙ্গ-উপাঙ্গ-সপার্ষদ নিরূপাধি কৃপাসিন্ধু আমাকে প্রেমদ্বারা পরিপূর্ণ করুন। জয় বৃন্দাবন ক্রীড়ারসিকদ্বয় আমাকে গ্রহণ কর নিজপ্রিয় সখীগণকে এই গীতের প্রতি করুণা পরবশ হও। অতি অজ্ঞ হইয়াও তোমাকর্ত্তৃকই আমি নিজ ব্যাখ্যাতে প্রবর্ত্তিত হইয়াছি। হে কৃষ্ণ ! শ্রীভাগবত প্রসন্ন হও। সেই এই ব্যাখ্যাদ্বারা হে গোপাল! আমার গাভী এই স্বীকার করিয়া পরিপালন কর, প্রীতির সহিত ইহাদের দুগ্ধপান করিয়া নিজভক্তগণকেও পান করাও। ষোলশত ছাব্বিশ (১৬২৬) শকাব্দে রাধাকুণ্ডতটে শুক্ল ষষ্ঠীতে মাঘমাসে এই টীকা পরিপূর্ণ হইয়াছে। বিশ্বনাথকৃত এই টীকা ভগবানের ভক্তলোকের আস্বাদনীয় হউক। ষট্‌ শাস্ত্র অগম্য প্রভাব মধুরিমাতরঙ্গ ক্রীড়াযুক্ত একান্তবৃত্তি যাঁহার সেই এই শাস্ত্রের অরুচিকরতা হইলে কৃতী অতিকৃতিগণ সর্ব্বসদ্‌-গুণগণনীয় ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক পাণ্ডিত্য নৃত্যদ্বারাও প্রতি-পদহীন দুর্ভগার ন্যায় সৎসভাতে বিরাজিত হউক। শ্রীমদ্ভাগবতে সৃষ্টিপ্রসঙ্গে নৈয়ায়িকগণের আরম্ভবাদ সাংখ্যবাদিগণের পরিণামবাদ ও মায়াবাদিগণের বিবর্ত্তবাদ যাহাই হউক ক্ষতি নাই। ভক্তির পুরুষার্থ থাকায়ই প্রয়ো-জন, ইহার ব্যাখ্যা ভক্তিদ্বারাই জ্ঞাতব্য। সেই ভক্তি শ্রীগুরুদেবের কৃপালভ্য সেই হেতু সেই গুরুদেবে নমস্কার, গুরুদেবে নমস্কার, নমো নম।

হে ভক্তগণ। আপনাদের দ্বারদেশে অল্পবুদ্ধি এই চঞ্চলব্যক্তি ক্রন্দন করিতেছে, হে প্রভু গণ। ভগবানের সেবার পর অবশিষ্টপ্রসাদ কিঞ্চিৎ লাভ করুক। শ্রীহরি-দাস শ্রেষ্ঠ শ্রীগোবর্দ্ধনায় নমঃ, শ্রীরাধাকুণ্ডায় নমঃ, শ্রীশ্যামকুণ্ডায় নমঃ।

এই সারার্থদর্শিনী টীকাও সমাপ্ত হইলেন।।

ত্রয়োদশঃ অধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ।

মূলশ্লোক-অন্বয়-অনুবাদ-বিবৃতি-তথ্য-গৌড়ীয়-ভাষ্য শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্ত্তিপাদটীকা শ্রীমন্‌মধ্বতাৎপর্য্য-সমেতস্য শ্রীভাগবতস্য দ্বাদশস্কন্ধঃ সমাপ্তঃ।

সমাপ্তমিদং দ্বাদশস্কন্ধাত্মকং শ্রীমদ্ভাগবতম্‌।